নদীয়া প্রকাশ

৯ম বর্ষের সূচীপত্র

দ্রষ্টব্য—প্রচারপ্রসঙ্গ ও সাময়িক-প্রসঙ্গ প্রায় প্রতি সংখ্যারই তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে বলিয়া বিশেষ ঘটনা ব্যতীত সূচীপত্রে তাহা পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হইল না।

বিষয় — পৃষ্ঠা

শ্রীল প্রভুপাদের দান (রূপানুগ-বিচার-বৈশিষ্ট্য) — ১
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ (নবম বর্ষের আরম্ভে প্রার্থনা) — ২
শ্রীযোগপীঠ মঠে শ্রীল প্রভুপাদ — ..
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গাবির্ভাব — ৩
শ্রীমায়াপুরে বর্ষ মিলন — ৪
ভক্তের জন্ম-মাধুরী — ৫
শ্রীআচার্য্য প্রকট-তিথি — ৫
শ্রীল ব্যাসপূজায় বারাণসীর সেবকবৃন্দের সংস্কৃত অভিনন্দন পত্র — ৭
শ্রীচৈতন্যমঠের কোনও সেবকের সংস্কৃত অভিনন্দন — ৮
যুক্তপ্রদেশের ভক্তবৃন্দের হিন্দি অভিনন্দন — ৯
পঞ্জাব-প্রদেশস্থ ভক্তবৃন্দের উর্দু অভিনন্দন — ১০
আবির্ভাবে (উৎকল ভাষায়) — ১১
ব্যাসপূজা (উৎকল ভাষায়) — ,,
পুষ্পাঞ্জলি (উৎকল ভাষায়) — ,,
পূজা অর্ঘ (উৎকল ভাষায়) — ,,
পঞ্চ প্রদীপ (উৎকল ভাষায়) — ,,
বিজ্ঞপ্তি প্রস্থান (উৎকল ভাষায়) — ,,
বিজয়-শঙ্খ (উৎকল ভাষায়) — ,,
প্রণামাঞ্জলি (উৎকল ভাষায়) — ,,
"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌" এর শিক্ষকবর্গের ইংরাজী অভিনন্দন — ১৩
Gaudiya Math Preachers (Marquess of Zetland on Spiritual India) — ১৬
শ্রীব্যাসপূজায় আসামী ভাষায় অভিনন্দন — ,,
"ভক্তের ভগবান্‌" — ,,
শ্রীব্যাসপূজায় তেলেগু অভিনন্দন — ১৭
ঐ তামিল অভিনন্দন — ১৯
ঐ আসামী ভাষায় অভিনন্দন — ২০
সুবর্ণাচল পথে পদযাত্রীগণের — ২১
পরিক্রমা বিবরণ — ২৪
পরিক্রমা প্রসঙ্গ — ২৫
শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক — ঐ
রাধামাধবের করুণা — ২৬
প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি — ৩৫-২৬
শ্রীশ্রীগৌর প্রকটপূর্ণিমা — ২৭
গৌরজন্মোৎসবের অধিবাস — ঐ
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব — ঐ
ও অন্যের বিশেষ্পাদ
নবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভা
দৈত্তোপনিষৎ — ৩০
আচার্য্য-বিক্রম — ,,
একাদশী ব্রতপালনের পরিণাম — ৩১-৩৫
শ্রীল প্রভুপাদ — ৩৩
গৃহপ্রবেশ — ,,
শ্রীধাম-অন্তরে নব ন ন্দন — ,,
শাস্ত্রবিধানে শ্রাদ্ধ — ,,
নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা (৪০তম বার্ষিক অধিবেশন) ৩৪,৬২ ১১৭,১০৯ ১২৫ ১৩৯, ১৫১,১৫৫,১৫৯,১৬০,১৬৭,১৯১,১৯৫,২০৬, ২০৭,
পাকুরিয়া গ্রামে প্রচার — ৩৫
ভক্তিবিলাসভবনে ভাগবত পাঠ — ৩৭
মেদিনীপুর জেলায় প্রচার — ,,
শ্রীপাদ শ্রোতা মহারাজের অভিনন্দন — ,,
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা — ৩৮
নবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা — ,,
নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট — ,,
শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন পন্থ — ৩৯
রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ — ,,
গুরু-প্রশস্তি — ,,
বিভিন্ন মঠে গৌরপ্রকট মহোৎসব — ৪১
মেদিনীপুরে প্রচার — ,,
ভক্তিবিজয় সমীচরণ — ৪২
পুরী মহারাজের বক্তৃতা — ,,
কৃষ্ণিং প্রভুর বক্তৃতা — ৪২,৪৭,৫০
আমতাগ্রামে প্রচার — ৪৫
দিল্লীতে প্রচার — ,,
নবা পাড়া গ্রামে প্রচার — ,,
হায়দ্রাবাদে প্রচার — ,,
ডাকশিক্ষায় সেবক সমিতির প্রচার — ,,
শ্রীশ্রীগৌরহরির বিচিত্র লীলা — ৪৬
ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা — ,,
পাটনা গৌড়ীয় মঠে গৌর প্রকট তিথি পূজা — ৪৯
সিন্ধুদেশে প্রচার — ,,
পাটনায় প্রচার — ,,
শ্রীনবদ্বীপ পত্রিকা — ,,
গৌড়ীয় দর্শন — ৫০
মহাগীতি — ৫৯
প্রার্থনা — ,,
আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে শ্রীল প্রভুপাদ — ৫৩,৫৭
তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের বক্তৃতা — ,,
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের মূল পরিচয় ৫৪, ৬২ ৬৬,৭০,৭৮,৮৬,৯০,৯৪,১০২,১০৬ ১১৪, ১৪৪,১৪৬,১৫০,১৫৪,১৭৮,২০৬,২২৬,২৭১, ২৩৪,২৩৮,২৪২,২৮৭,২৯০,২৯৪,৩০২,৩৮৬, ৩৯০,৩৯৪,৩৯৯,৪২২,৪২৬,৫১৪,৯৫২,৯৫৬.
পরমার্থিকা দেব — ৫৫,
গৌড়ীয় দর্শনে ভক্তত্ব — ৫৮
শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে নীরব সেবকের — ৫৮,৬৩,৬৭,
আমার বাক্য একজন — ৫৯
পুরুলিয়ায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ — ৬১,৬৫
অবধি গৌড়ীয়মঠ শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব — ৬১
গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদ — ৬৪
বনগ্রাম বিষ্ণুপুর চট্টগ্রামে গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা — ,,
অধর্মিদের ব্যবসায় — ৬৬,৭১
শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব — ৬৯
শ্রীপরমহংস মঠে — ,,
পাটনায় প্রচার — ,,
চাই কি ? — ,,
শ্রীশ্রীগৌর আবির্ভাব পত্রম্‌ ৭৩,৭৭,৯১ ৯৫ ৯৯,১০৩,১ ১,১১৫
জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে — ৭৩
গৌরজন্মোৎসব
শরণাগতি ও দীক্ষা — ৭৪
স্বরূপবিস্মৃতি — ৭৫
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ — ৭৭
গোপালপুরে প্রচার — ,,
চন্দননগরে প্রচার — ,,
আমতা গ্রামে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা — ,,
ভক্তিশাস্ত্র পরীক্ষা — ,,
শ্রীধামে যাত্রী সমাগম — ,,
রাজর্ষি ভূবনমঙ্গল — ৭৮
জগন্নাথবল্লভ পাট ভুলিয়া — ৭৯,৮২
আমার গুরু কে ? — ৭৯,৮৩
শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির — ৮০
শ্রীবৃন্দাবনধামের আলয় — ,,
বঙ্গীয়দেবী পত্রক — ,,
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির — ,,
সাট্টাপাড়ায় প্রচার — ,,
দম্ভ ও দিব্য — ৮৩
অবাচিনী — ,,
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা — ৮৫
কলিকাতায় প্রচার — ,,
আমলাজোড়ায় — ,,
মেদিনীপুরে — ,,
ইংলণ্ডে — ,,
শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ ও কীর্ত্তন — ,,
অদ্বৈত-দর্শন — ,,
বৈষ্ণবগণ মহারাজের কটকযাত্রা — ,,
মৃত্যুর পর কোথায় যায় — ৮৬
বিশ্বপ্রাণী মহাবাদ (পদ্য) — ৮৭
শ্রীশ্রীধরাধিপাদ — ৮৭,৯১
(লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট ব্যক্তি) — ৮৯
উইম্বোর্ণে শ্রীপাদ বন মহারাজ — ,,
শ্রীধাম মায়াপুর — ৯০
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি (পদ্য) — ৯০
মেদিনীপুরের পাঠের মর্ম — ৯১,৯৫
ভক্তিবান্ধব প্রভুর হরিকথা — ৯৩
ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল — ৯৫
কটক রাজনগরভবনে বক্তৃতা — ৯৭
পার্থ-পরীক্ষিৎ — ৯৮
উপরাগ — ৯৯
ভাগবত-নদীয়ার দৈনিক প্রকাশ সাধন — ,,
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বি পত্র — ১০১
শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত — ১০২
পূর্বাভাষ সম্পাদকের মন্তব্য — ..
শ্রীল প্রভুপাদ — ১০৯
আত্মপ্রশংসা — ১১০
শ্রীপুরুষোত্তম বিহারের — ,,
মহাপ্রভুর ১১১,১১৩
শ্রীগোবর্দ্ধনমঠে শ্রীরামনবমী উৎসব — ..
শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি — ১১৪
লণ্ডনে বন মহারাজের বক্তৃতা — ১১৭
লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন — ,,
ছত্রভোগে গৌরপাদপীঠ — ,,
পরলোকে বৈষ্ণবঅভিজ্ঞান — ,,
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন — ..
রামলীলা প্রসঙ্গ — ১১৮
তর্কপঞ্চানন্দ (পদ্য) — ১১৯
গীতা ব্যাখ্যা — ..
স্বরূপগঞ্জ পথে শ্রীল প্রভুপাদ — ১২১
উৎকল-দীপিকায় সাধু প — ..
ঢাকায় প্রচার — ,,
মহাতীর্থ ছত্রভোগ — ১২২
উৎকল দীপিকায় 'পরমার্থীর সমালোচনা' — ১২৩
কুহুর্‌ধ্বনি (পদ্য) — ,,
শ্রীনামাবিষ্ট — ১২৬,১২৭
শ্রীল প্রভুপাদের পুরুলিয়া গ্রামে শুভাগমন — ১২৭
গোকুলানন্দে শ্রীল প্রভুপাদ — ১২৯
রামানন্দ গৌড়ীয়মঠে রামনবমী উৎসব — ,,
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা — ১৩০
ইংলণ্ডের শ্রীগৌড়ীয়মঠ — ১৩১
মেদিনীপুরে প্রচার — ,,
শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব — ১৩৩
নরব্রহ্ম — ১৩৪
শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ১৩৫,১৪৭,১৮৭,১৯৩,১২৫
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা — ১৩৮
জীবমাত্রেই কি বৈষ্ণব ? — ,,
পরমের পথ — ১৩৮,১৪৬
আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে বার্ষিক মহোৎসব — ১৪০
শ্রীধামে কীর্ত্তন — ,,
শ্রীগুরুদেব — ১৪২
নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা — ১৪৭
জগন্নাথগৌড়ীয়মঠে রামনবমী ব্রতপালন — ১৪৫
ভগবান্‌ সাকার না নিরাকার ? — ১৪৬
শ্রীআচার্য্যদেবের 'আর্ত্তি-পত্রক' — ১৪৭
ছত্রভোগে শ্রীল প্রভুপাদ — ১৪৯
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী — ১৫০
"গোস্বামী" — ১৫৩
নাম — ১৫৩
অপমৃত্যু-রহস্য — ১৫৫,১৫৯,১৬৩,১৬৭,১৭১ ১৭৫,১৭৯

মুদ্রাকর-শ্রীভূষণ—, 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
কার্যালয় ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪০, ২রা মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কলাচী হইতে প্রকাশ, এক গ্রাম হইতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, এক বাড়ীর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। একদিন স্বামী স্ত্রীকে দারুণ প্রহার করে। ঐ দিন রাত্রে স্বামী গাঢ় নিদ্রিত ছিল। এমন সময় স্ত্রী কুঠারদ্বারা তাহাকে হত্যা করে এবং ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাকে গোলাবাড়ীর মাটির নীচে প্রোথিত করিয়া রাখে। এইরূপে ৩ দিন চলিয়া যায়। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে স্বামী কি যেন কাজে বাহিরে গিয়াছে। এক সপ্তাহ পরে কয়েকটি শিয়াল গন্ধ পাইয়া মৃতদেহ টানিয়া বাহির করে। সকাল বেলায় হত্যার রহস্য প্রকাশ পায় ও স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে

পলাতক গ্রেপ্তার

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত এক গ্রামের আদিত্য চৌধুরীকে পুলিশ বার্জ্জ হত্যা মামলার সম্পর্কে খোঁজ করিতেছিল। একদিন পরে মেদিনীপুর জেলার সাব ইন্সপেক্টর শ্রীযুত কে, এন, চৌধুরী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

... উক্ত পলাতককে জামসেদপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করানো হইয়াছিল। প্রকাশ, তাঁহাকে বিচারার্থ মেদিনীপুরে পাঠান হইবে। উক্ত পলাতক বন্ধু-দিগকে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে লুকাইয়া ছিলেন।

৬ মাস কারাদণ্ড

কাশী হইতে প্রকাশ, অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায় নামক গোবর্দ্ধন নিবাসী জনৈক যুবক স্থানীয় জমীদার ও ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত ভোলানাথ রায় চৌধুরীর কাণ কাটিয়া দিবার অভিযোগে কাশীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে গোরাচাঁদ পালচৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহার নিকট একখানা ছোরা পাওয়া গিয়াছে। গোরা চাঁদের গ্রেপ্তারের পর তাহার বাড়ীতে এবং স্থানীয় সবুজ সমিতির বাড়ী প্রভৃতি আরও অনেক বাড়ীতে যুগপৎ-খানাতল্লাস করা হয়। গোরাচাঁদের বাড়ীতে আপত্তি জনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। উকীল শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে একখানি পত্র, ব্যবসায়ী শ্রীযুত হরিপদ চৌধুরীর বাড়ীতে ৮,১০ খানি লাঠি ও একটি বর্শা এবং সবুজ সমিতির ভবনে ২০।২২ খানি পুস্তক পুলিশ পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঝড় বাত্যাঘাতে দুর্দ্দশা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১০ই ফাল্গুন বেলা ৩ ঘটিকার সময় যমুনা নদী হইতে ঘূর্ণিবায়ু উত্থিত হইয়া ভেড়া এবং বনগ্রাম গ্রামের মধ্য দিয়া অনুমান ২০০ শত হস্ত প্রস্থ ও ৩ ক্রোশ মাইল দৈর্ঘ্য স্থান ব্যাপিয়া লোকের বাড়ী ঘর বৃক্ষাদি নষ্ট এবং বিধ্বস্ত করিয়াছে। কয়েকটি লোকও আহত হইয়াছে। চৌকিদার পোষ্ট হেলিয়া পড়িয়াছে। একজন লোকের ঘরের ভিতর হইতে পূর্ণ এক খানি কোষাণী ২০ হাত উচ্চ একটি বড় বৃক্ষের কাণ্ডে প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিন মিনিট সময়ের মধ্যে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। বহু লোক গৃহহীন এবং অন্ন-বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে।

মালদহ হইতে প্রকাশ, ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টিতে মানিকচক রাতুয়া কালিয়াচক ও ইংলিশ বাজার থানাসমূহের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

এবার রবিশস্য যাহা হইয়াছিল তাহা প্রচুর। মানিকচক ও রাতুয়া থানার এই শস্য মারা গিয়াছে। আমের মুকুল ঝড়-বাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজপুর গ্রাম মেহেরা প্রভৃতি স্থানের বহু গৃহ নষ্ট হইয়াছে, শত শত গরু বাছুর মারা গিয়াছে। দুই একটি স্থান হইতে মানুষ মরিবার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

বিমানে আটজন বিপন্ন

নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশ, বিমান ডাক কোম্পানীর সহিত চুক্তি শেষ হইয়াছে। এবার আমেরিকার সৈনিক বিভাগ বিমান ডাক চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। চেষ্টার বিষয় ব্যর্থ হইয়াছে। এক সপ্তাহে দুইজন সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে। আর একখানি বিরাট বিমানের আটজন আরোহীর জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিমানখানি তুষারের মধ্যে পরিত্যাগ করিবার পর তুষার বাত্যায় আবৃত হইয়া গিয়াছে। গোলযোগ বিদ্যমান হইয়াছে।

লর্ড উইলিংডনের বিলাত গমন

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে লর্ড উইলিংডন আগামী ১৩ই মে তারিখে বিমানযোগে দিল্লী হইতে করাচী যাত্রা করিবেন এবং পরদিন প্রাতে বিমানযোগে করাচী ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমন করিবেন।

লর্ড উইলিংডনের চারিমাস অনুপস্থিতির সময়ে স্যার জর্জ ষ্ট্যানলী বড়লাটের কার্য্য করিবেন। আগামী ১১ই মে তারিখে সিমলায় তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বিজ্ঞাপন

গভর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গলের সেক্রেটারী মিঃ ডি গ্যাস্টিং গত ৯ই ফেব্রুয়ারী নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যে অর্দ্ধ আনা, এক আনা, দুই আনা ও চার আনার ডাক টিকেট বিক্রয় হয় তাহা দলিলাদিতেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৩৪) হইতে ডাকের কার্য্যের ও দলিলাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন টিকেট পাওয়া যাইবে। উক্ত তারিখ হইতে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারে টিকেট ব্যবহার করিতে হইবে। এক টিকেটের স্থানে অন্য টিকেট লাগাইলে আইনে অগ্রাহ্য হইবে। তবে দলিলাদির টিকেট পোষ্টাফিসে, ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের নিকট ও ট্রেজারীতে পাওয়া যাইবে।

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যু	১৪৮
শ্রীল শুকদেব গোস্বামী	১৬৩,১৬৬,১৭০
অধুনি গৌড়ীয়মঠে 'বিরাট্' সভা	১৬৪
মুক্তিমোচন বাবুর লিপিবদ্ধ মনোভাব	,,
"গৌড়ীয়"	১৬৬
বহরমপুরে চৈতন্যবাণীপ্রচার	১৬৯
ত্রিবেণীগমন	,,
তর্কবাদের কুতর্ক	১৭৪
সম্বন্ধ	,,
মায়াবাদীর ব্রহ্মবিন্দু	১৭৫
লণ্ডন সংবাদ	১৭৭
জীবনের লেলিহান জিহ্বা	১৭৮
কাম ও প্রেম	১৭৯
কৃষ্ণাবতারের মূলকারণ	১৮২
বলি মহারাজ	,,
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	১৮৩
"ভক্তমণি" বিচার	,,
সম্রাট ইংরাজ মহিলার পত্র	১৮৫
নামাপরাধের ফল	১৮৬
লণ্ডনে প্রচার	১৮৯
শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব	,,
বৈষ্ণব	১৯০,১৯৪,২০২
পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ	১৯৭
বহরমপুরে প্রচার	,,
অর্চনমার্গ	১৯৮
বক্তৃতা	১৯৯,২০৬,২১১,২১৩,২২০,২২১
বিশ্ববন্ধু	২১০
"শ্রীমহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ" বিষয়ক একটি গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা	২১১
নরকদর্শন	২১৪
জাপান মনীষীর ভক্তিপূর্ণ পত্র	২১৭
বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ	২১৮
জাপান মনীষীর ভক্তিপূর্ণ পত্রের প্রত্যুত্তর	,,
"গোবিন্দ-বন্দনা"	২১৯
শ্রীবিষ্ণুচক্র	২২২
কর্ণধার	২২৬
আমার প্রভুর কথা	২৩০
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	,,
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের অবস্থিতি	২৩১
কুচবিহারে	২৩৩
বিবর্ত্তের কুফল	২৩৫
মঠের প্রভাব ও প্রণালী	২৩৮
মঠ কি ?	২৩৯
বিদায়ী শ্রীগুরুদেব	,,
ভয় যায় কিসে ?	২৪২
নিরপেক্ষ কে ?	২৪৭
সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ	২৪৯ ২৫০
প্রচার	২৫৭
গৌরাঙ্গের জন্মলীলা	২৫৭
ধামের মহিমা	২৫০
সমস্যার সমাধান	২৬১
গুজরাটে প্রচার	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
লণ্ডনে প্রচার	২৫০
মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ	,,
আমি কি চাই ?	২৫৪
ইহলোক	২৫৫
পুরীতে প্রচার	,,
ভক্তের দ্বারে ভগবান্	২৫৮
দৈন্য	,,
জীব-সেবার দুইটী চিত্র	২৬২
পরলোক	২৬৩
সরলতা	,,
শ্রীধামে কীর্ত্তন	,,
শ্রীকুঞ্জপদ্মর	২৬৬
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়	,,
কুচবিহারে প্রচার	২৬৭
ব্রত নিয়ম	২৭০
নবীন জীবন	২৭১,২৭৫,২৭৯,২৮৭,২৯১,২৯৫
এলাহাবাদে প্রচার	২৭৩
হাইকোর্টের জজ স্যার মন্মথনাথের পত্র	,,
শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা	২৭৪
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	,,
বানপ্রস্থ	২৭৮
শ্রীধামে	২৭৯
পাশ্চাত্যে গৌরবাণীপ্রচারের সূচনা	,,
জাপান মনীষীর আর একখানা পত্র	২৮১
বিসর্জ্জন	২৮২
ভাবে কই ?	২৮৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব	২৮৫
সদাচার	২৮৬
গুরু কে ?	২৮৭
ভক্তই সুখী	২৯০
নির্ব্বাণ	২৯০
রোগ ও ভোগ	২৯৪
মহাপ্রভুর আসন	২৯৫
মহাপ্রভুর আসননির্দ্দেশের জন্য সাহায্য-দাতৃগণের তালিকা	,,
লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সোসাইটিতে বাবী-বলের বক্তৃতা	২৯৭
বৈষ্ণবই পণ্ডিত	২৯৮
জীবের অবস্থাত্রয়	৩০২
আর্ত্তের প্রার্থনা	,,
আচার্য্যত্রিক প্রভুর নিকট জার্ম্মাণমনীষীর পত্র	৩০৫
বিশ্ব-সৃষ্টি-রহস্য	৩০৬
হরিনাম	,,
আদর্শ বৈষ্ণবমূর্ত্তি	৩০৭, ৩১১
সৃষ্টি-রহস্য	৩১০, ৩১৪
সেবাপ্রাণের ভজন	,,
"পুরীতীর্থ"	,,
আমি ভাবি কি ?	৩১৪
মানবজাতির ইতিহাস (১)	৩১৫
বঙ্গলাট বাহাদুরের হরিকথা-শ্রবণেচ্ছা	৩১৭
আর্ত্ত ও অপ্রাকৃত	৩১৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব পারমার্থিক পথ	৩১৮
মানবজাতির ইতিহাস	৩১৮
নৃকেশরী লীলা	৩১৯
সাধু সাবধান	৩২২
ক্রোধ	৩২২, ৩২৭
শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম	৩২৩
বালিয়াটী গদাইতে গৌড়ীয়মঠের নিমন্ত্রণ পত্র	,,
যোগপীঠে শ্রীনৃসিংহ উৎসব	৩২৫
সুবিধা হ'চ্ছে না কেন ?	৩২৬, ৩৩০
শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের অভ্যর্থনা	,,
মাদ্রাজে চং সম্বন্ধ	,,
অবলম্বন কি ?	৩৩১
শ্রীনৃসিংহবন্দনা	,,
প্রতিবন্ধক	৩৩৪
সাবধান	৩৩৫
ভজনাঙ্গ	৩৩৮
অহঙ্কার	৩৩৮, ৩৪০, ৩৪৭, ৩৫১
ঐ রোগেই ঘোড়া মরেছে	৩৩৯
ধর পাগ্লা	৩৪২
কপিলদেব	,,
শ্রীকৃষ্ণভক্ত কে ?	৩৪৩
পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৪৭
পতিতপাবন-নীতি	,,
করুণা	৩৫০
অকাম কে ?	,,
সাধু ও তীর্থ	৩৫১
বিজ্ঞপ্তি	,,
বিলাতে প্রচার	৩৫৩
শাক্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য	৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬৩,
শ্রীনিত্যানন্দাবেশ	৩৫৫
শ্রীশ্রীনৃসিংহজয়ন্তী	৩৫৭
অভাবী কে ?	৩৫৮
নামভজন-প্রণালী	৩৫৯
অবেলায় গৌরবাণী	,,
নীলাচলে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৬১
কংগ্রেসপন্থী ও দুই দার্শনিক	৩৬২
ভাগবতী মহিমা	,,
সতর্কতা	৩৬৬
প্রবন্ধ	৩৬৭ ৩৭০
পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৬৯
পরমানন্দ প্রভুর পত্র	,,
এলাহাবাদে প্রচার	,,
হিতোপদেশ	,,
ব্যাপার কি ?	৩৭১
ব্যবহার-বিচার	৩৭৪, ৩৭৮,
বস্তু	,,
আমার জীবন আমিই জানি না !	৩৭৩
আলালনাথ তীর্থ	,,
পুরী পুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব	৩৮১
শ্রীমুরারি গুপ্তের দ্বিতীয় গীতঃ- কাদের মন্দির	,,
মানব কে ?	৩৮২
পরিণাম ও বিষয়	৩৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাঘী পূর্ণিমায় হরিসেবা	৩৮০, ৩৮৭, ৩৯১
সাত্ত্বিকী	৩৮৬
শ্রীধাম গৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব	৩৮৯
শ্রীধামে হরিকথা	,,
জীবের মায়াবৃত্তি	,,
গিরিকুণ্ডমঠ-সংস্কারে সাহায্যপ্রার্থনা	৩৯৩
অবধান	৩৯৪
বর্ত্তমান সমস্যা	৩৯৫
শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে অন্নকূট	,,
বিবর্ত্ত	৩৯৮
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	,,
জার্ম্মাণ-মনীষীর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউটে রৌপ্যপদক-বিতরণে ইচ্ছা	৪০১
শ্রীগয়াতীর্থ	৪০২
পুরী মহারাজের বক্তৃতা	৪০৩, ৪০৬, ৪১১
মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ডের স্বর্ণপদক পুরস্কারবিতরণে স্পৃহা	৪০৫
জীব	৪০৬
বুদ্ধির তারতম্য	৪১০
শ্রীল পুরী মহারাজের হরিকথা	,,
একখানি পত্র	৪১১
বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চ	৪১৪
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	,,
পথহারা পথিক	৪১৫
অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা	৪১৮
শ্রীগৌরবাণীপ্রসঙ্গ	৪১৯
মহাপ্রভুর আসনে সাহায্যদাতৃগণের তালিকা	,,
বিলাতে প্রচার	৪২১
আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ	,,
গণেশ	৪২২
বিগ্রহ	৪২৩
ষড়্রিপুর বেগ	,,
লণ্ডনের সংবাদ	৪২৫
শ্রদ্ধা	৪২৬
আলালনাথ	৪২৭
পুণায় প্রচার	৪২৯
বিজয়োৎসব	,,
অধিকার	৪৩০
অনাথের নাথ	৪৩০, ৪৪১
প্রাকৃতের অভাব	৪৩১
চয়ন	৪৩৩
শ্রীধাম-মায়াপুরে মন্দির	,,
আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৩৪
জগন্নাথপুরগ্রামে বিরাট সভা	,,
আচার্য্য মহারাজের বক্তৃতা	৪৩৫
ঢাকা মাধবপুর মঠে বার্ষিক মহোৎসব	,,
ভাগবত জনানন্দমঠে মহোৎসব	,,
মহাপ্রভুর নীলাচল	৪৩৮
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব	৪৩৯
জগন্নাথপুরে বক্তৃতা	,,
সাময়িক	৪৪২
'শ্রীমন্দিরে' ভক্ত	৪৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণকথনশীলতা	৪৪৬
আবার পাষণ্ডতা	৪৪৭
দুর্বিপাক	৪৫০
আহ্বান	"
আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৫১
শ্রীধাম মায়াপুরে সুবৃহৎ মন্দির-নির্মাণ	৪৫৩
চাতুর্মাস্য ব্রত	"
সাধন-সমস্যা-সমাধান	৪৫৪
আলালনাথ তীর্থে 'ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ'	"
ভগবদ্দাস্য প্রার্থনা	৪৫৫
ছুঁত ও অছুঁত	"
বোম্বে গভর্ণরের নিকট হরিকথা	৪৫৭
বিবের জ্বালা	৪৫৮
নরক	৪৫৮, ৪৬২, ৪৭১
মায়া ও মায়িক	৪৫৮
ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ	৪৬১
বৈষ্ণব-চরিত্র	৪৬২
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিংশতম বার্ষিক বিরহোৎসবে স্মৃতি-সম্ভার	৪৬৫
ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৪৬৬
ভক্তিবিনোদ-দয়া	"
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতিপূজায় দীনের ভিক্ষা	৪৬৭
গে ক্রুসে মহোৎসব	৪৬৯
পাবনায় প্রচার	"
কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদ	"
লোকে ভুলিব কেন ?	৪৭০
পুরী পুরুষোত্তম মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	"
ভক্ত-কবি	৪৭১
পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৭৩
ভক্তিচা মাজন	৪৭৪
বিষ্ণুপ্রীতি	৪৭৫
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৪৭
পুরী পুরুষোত্তম মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব	"
বৈশিষ্ট্য	৪৭৮
দোষ কি ?	৪৭৯
রথযাত্রায় মহাপ্রভু	৪৮২
শাসন, শাসক ও শিষ্য	৪৮৩, ৪৮৭
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-বাসরে বিরহোচ্ছ্বাস	"
পরম গুরুদেবের শ্রীবিগ্রহ	৪৮৫
পরমগুর্বষ্টকম্	"
মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব	"
জগৎ সাম্প্রদায় কিরূপে হয়	৪৮৬
দিল্লীমঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব	৪৮৭
কঠোর বাণী	৪৯০
স্বাধীনতা লাভ	৪৯১
কুল-বন্দনগীত	"
চৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদ	৪৯২
বঙ্গে কোলিড্রোন্সাতে প্রচার	"
চৈতন্যের উপদেশ	৪৯৪
নব কলিকাতাজলী	৪৯৫
শ্রীধামে বিষ্ণুবিগ্রহ	৪৯৭
অকিঞ্চন	৪৯৮
বৈকুণ্ঠ	৪৯৯
কুচবিহারে প্রচার	"
ভাগবতজনানন্দ মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব	৫০১
কাশীতে	"
মহাপ্রভু ও গদাধর	৫০২
শাস্ত্র কে ?	"
আশ্চর্য্য	"
অব পাপের জেলা	৫০৩
জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ তিথি পালন	৫০৫
নিষ্কিঞ্চনের চিত্ত	৫০৬
সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা	"
শ্রীধামে অধোক্ষজের আবির্ভাব	৫০৭
পরম গুরুদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিশেষ উৎসব	৫০৯
মায়াপুরে রেল লাইন	"
হতাবর	৫১০
জিজ্ঞাসা	৫১১
দ্বিতীয় দর্শনে প্রভুপাদ	৫১৩
ভাবী মাদ্রাজ গভর্ণরের নিকট হরিকথা	"
বারদুয়ে প্রচার	৫১৩
শ্রীধাম দর্শনে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট	"
কটকে উৎসব	"
বহরমপুরে প্রচার	"
'অধোক্ষজ' শিশু	৫১৪
সকল তোমার করুণা	৫১৫
পাই কোথা ?	"
লণ্ডন গৌড়ীয় মঠে ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব	৫১৭
শিক্ষা	৫১৮
আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	"
লাট বাহাদুরের হরিকথা শ্রবণ	৫১৯
দিল্লী গৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব	৫১৯
চাতুর্মাস্য ব্রত	৫২২
মানব	৫২৩
মায়ার গতি	"
আসামে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে একটী বিঘ্ন	"
অপসারিত	৫২৫
আবরণ	৫২৬
হিতোপদেশ	৫২৭
আত্মকাহিনী	"
সেবাতীর্থের অভিনন্দন	৫৩০
শ্রীগুরুকৃপা	"
হিতোপদেশ	৫৩১
কাল	"
শ্রীশ্রীগুরুবন্দন	"
অপ্রাকৃত শব্দ	৫৩৪
বক্তিতের বিচার	"
শ্রীলক্ষ্মী	৫৩৪
দর্পহারী	৫৩৫
প্রীতি	৫৩৮
প্রবাহক ও প্রচারক	৫৩৮, ৫৪২
অক্ষেপ নাই	৫৩৯
কটক সচ্চিদানন্দমঠের নবমন্দির প্রবেশোৎসব	৫৪১
প্রেমলাভের উপায়	৫৪২
কটক সচ্চিদানন্দমঠে বার্ষিক মহোৎসব	"
হরিসেবার্থ নরবলি বর্জ্জনীয়	৫৪৩
বোম্বে প্রদেশের কর্ণাট্যসমূহে গৌড়ীয় মঠের প্রচার	৫৪৭
কোন্ নাটকারের বক্তৃতা	৫৪৭
শান্তি পাই না কেন ?	৫৫০
আপত্তি কি ?	"
মহাপ্রভুর জন্মভূমি	৫৫১
(audiya Math's Noble Mission	"
কর্ম্মী ও ভক্ত	৫৫৪
ব্রাহ্মণের সমালোচনাপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি	৫৫৫
পরিবর্ত্তন	৫৫৮
গৃহব্রতের গতি	৫৬২
সনাতনধর্ম্ম কোন জাতির অন্তর্গত নহে	৫৬৩, ৫৬৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবে নিমন্ত্রণ পত্র	"
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৫৬৩
ধর্মাড়ম্বী	৫৬৬
কলির চেলা	৫৭০
কামনা	৫৭১
সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ	৫৭৪
সম্বন্ধজ্ঞান	৫৭৪
শাস্ত্রে অবিশ্বাস	৫৭৫
ভগবদ্দর্শন	৫৭৮
হরিকথাবিমুখতাই পশুত্ব	৫৭৮
জীবন হাহাকার	৫৭৬
কামদমনের উপায়	৫৮২
অর্থ প্রাপ্তির অন্তরায়	৫৮৩
লণ্ডনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহোৎসব	৫৮৫
শ্রীমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ	৫৮৫
লাভ লোকসান চিন্তা কর	৫৮৬
ভক্তিহীন কবিদের দুর্দ্দশা	৫৮৬
ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন ?	৫৮৭
পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা	৫৮৯
শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের স্বর্ণ সুযোগ	"
বিপ্রলম্ভ	৫৯০
শ্রীধামে হরিকথা	৫৯১
Gospel of Gaudiya Math	৫৯৩
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	"
ভারতে মহাবুদ্ধির পরিণাম	৫৯৪
বৈষ্ণবধর্ম্ম কি হিন্দুধর্ম্মের অংশ ?	৫৯৫
শ্রীমায়াপুরে রেল	৫৯৮
জাতি	"
ব্যবহার ও পরমার্থ	৫৯৯, ৬০০, ৬০৭
জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা	৬০২
মহাপ্রভুর আদরে সাহায্যকারিগণের তালিকা	৬০২
শ্রীল প্রভুপাদের মহাপ্রভুর উপদেশপ্রচারে সহস্রমুখী উদ্যম	৬০৫
গোষ্ঠী	৬০৬
হ'বাবে পা	৬১০
গোলোক	"
বিপ্রয়োগ অবস্থায় ব্যা	৬১১
শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের বিশেষ পত্রী	"
মরণ	৬১৪
শ্রীদর্শন বিবর্জ্জন অপেক্ষাও ভয়াবহ	"
কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধরূপ	৬১৫
পাটনায় উৎসব	৬১৭
একটী পরমার্থানুষ্ঠান	"
যুক্তপ্রদেশে প্রচার	"
লণ্ডনে প্রচার	"
অধর্ম্মের বিক্রম	"
কুপুত্রই পিতার উপকারী	৬১৮
বৈষ্ণব	"
শ্রীধামে হরিকথা	৬১৯
নীলাচলের পথে গৌরহরি	৬২২
শ্রীহরিকথা	৬২৩
শ্রীচৈতন্যমঠে ঝুলনযাত্রা	৬২৫
বলদেবাবির্ভাব উৎসব	"
'সরস্বতী জয়শ্রী'	"
কলিকাতায় বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন	"
ভজনের দম্ভ	৬২৬
বৈষ্ণবধর্ম	৬২৭
রাসলীলা	"
গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব	৬২৯
বৈষ্ণবভিক্ষুকের ধর্ম	৬৩০
মূর্খ ও পণ্ডিত	৬৩১
কৃষ্ণলাভের সহজ উপায়	৬৩৪
মায়াকে ভোগ	৬৩৫, ৬৩৯
পার্থক্য	৬৩৮
শ্রীমাধবানন্দী দেবী	৬৩৯
শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে আবির্ভূত অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ	৬৪১
শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের দৃশ্য	"
শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন শ্রীমন্দির	"
'জয়শ্রী ও জয়শ্রী'	৬৪২
শ্রীকৃষ্ণজন্ম স্থান—মথুরা	"
এস ভাই	৬৪৩
গৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ	৬৪৪
গৌড়ীয়দর্শনে 'জন্মাষ্টমী'	৬৪৫
শ্রীগুরুতত্ত্ব ও দীক্ষা-রহস্য	৬৪৭
(পত্রিকাগ্রন্থের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ)	
কৃষ্ণের জন্ম	৬৫১
ভাবী বন্দনা	৬৫২
রামানন্দগৌড়ীয়মঠ	৬৫৫
মায়াবনগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ	"
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী	৬৫৬
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	"
অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী	
গোস্বামী প্রভুপাদ	ঐ
শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর কথা	৬৫৮
নন্দোৎসব	৬৫৯
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব	ঐ
আমার সমাচার	৬৬২
শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব	৬৬৩, ৬৬৬
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	ঐ
গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব	৬৬৫
সেবা ও পূজা	৬৬৬
শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর পত্র	৬৬৭
অজের জন্ম কাহিনী	৬৬৭, ৬৭১
গৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী উৎসব	৬৬৯
শ্রীনন্দ	৬৭০
যাহাকে চেনা দায়	ঐ
শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী	৬৭১
রূপ	৬৭৪
ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধর্ম	ঐ
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ শ্রীপাদ প্রভুর বাগবাজার গৌড়ীয়মঠে	
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীতিথিপূজা	৬৭৫
সম্বন্ধে বক্তৃতা	৬৭৮
সমাচার	ঐ
অপ্রাকৃত শ্লোক চক্রবাত	৬৭৯, ৬৮২
বিভিন্নমঠে জন্মাষ্টমী উৎসব	ঐ
আশা ও প্রার্থনা	৬৮২
গৌড়ীয়মঠে নন্দোৎসব	ঐ
স্বাধীন কে ?	৬৮৩
শ্রৌতবাণী	৬৮৩, ৭১৫, ৭৩৭
ভক্তাঙ্ঘ্রি সেবাপরিঃ	৬৮৬
শ্রাদ্ধতত্ত্ব	ঐ
মৎস্যাবতার	৬৮৭
কাশীতে বক্তৃতার ব্যবস্থা	৬৮৯
স্বামী বনের ফুটপুঞ্জ কাইজারের সহিত	
সাক্ষাৎ	ঐ
জার্মান প্রেসিডেন্টের নিমন্ত্রণ	ঐ
একটী প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা	ঐ
ভারতাভিমুখে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ	৬৮৯
শ্রীধামে শ্রাবণমাস	ঐ
পাষণ্ড হাতশ্রীর	৬৯০
জন্মাষ্টমী রহস্য	৬৯১, ৬৯২
শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সমাবৃতি	৬৯৪, ৬৯৮, ৭১০
ভগবত্তত্ত্বই পরম বল	৬৯৫
গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে	
তৃতীয় নগর সংকীর্ত্তন	৬৯৭
সীতা দেবীর আবির্ভাব উৎসব	ঐ
লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটীর	
চেয়ারম্যান	ঐ
রাধাষ্টমী সম্বন্ধে বক্তৃতা (গৌড়ীয় সম্পাদকের	
অভিভাষণ)	ঐ
কৃষ্ণিরস্তা	৬৯৮
ভক্তই ভগবানের প্রিয়	৬৯৯
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী	৭০১
শ্রীলালিতা সপ্তমী/ও শ্রীরাধাষ্টমী	৭০২
নগর সংকীর্ত্তন	৭০৩
সেবৈকনিষ্ঠা মহিমা	ঐ
বাসুদেব	৭০৬
কৃষ্ণাশুন্য	ঐ
মঙ্গলময়ী শিক্ষা	৭১০, ৭১৩, ৭১৫
বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত বিষ্ণুতোষণ	
হয় না	৭১১
শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে হাইকোর্টের	
বিচারপতি	৭১৭
গৌড়ীয় সম্পাদকের বক্তৃতা	ঐ
সভামণ্ডপের দৃশ্য	ঐ
বিগ্রহের দৃশ্য	ঐ
মহাপ্রসাদ বিতরণ	ঐ
বাচক মহারাজের প্রচার	ঐ
এ সংসারে সুখ আছে কি ?	ঐ
মহাপ্রভুর সেবার বহুবার-অবশেষ	৭১৭
সেবানুকূলকারিগণের তালিকা	ঐ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৭১৮
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব	
ত্রিবিধ অভিনন্দন	৭১৯
ঠাকুরের প্রকটাপ্রকটে বিদ্যমান	ঐ
অন্তঃক্রিয়াবিরত্বার লক্ষণ	৭২২
বৈষ্ণব-স্মৃতি	„
শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব ৭২৩,৭২৭,৭৩১,৭৩৫ ৭৩৮	
প্রভুপাদের উপদেশ	৭২৬
মাণিক্য ভাস্কর	
বংশ	৭৩০
সদাচার কি পরিত্যাজ্য ?	৭৩৪
শ্রীবামদেব	„
কৃষ্ণবর্দ্ধনের মহিমা	৭৩৭
ভগবানের বাঁহাই একমাত্র	„
আশ্রয়িত্ব কেন ?	৭৩৮
কৃষ্ণের সংসার	
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম	৭৩৯
চরাচর বিশ্বের মূলতত্ত্ব	
সংকীর্ত্তনে কৃষ্ণসেবা	৭৪২
ত্রিদণ্ডিপ্রভুর বক্তৃতা ৭৪২,৭৪৭,৭৫১,৭৫৪	
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	৭৪৫
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব	ঐ
প্রভুপাদের উপদেশ	৭৪৬
চাকরী	৭৫০
শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধামে	
প্রত্যাবর্ত্তন	৭৫৩
শ্রীমৎ তীর্থমহারাজের লণ্ডন হইতে	
ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন	৭৫৩
গৌড়নারায়ণের পরিক্রমা	৭৫৪
মন্ত্র	৭৫৫
নন্দ ও বসুদেব	৭৫৭
ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে অভিনন্দন	
প্রভুর বক্তৃতা	৭৫৮,৭৬০,৭৬৭
বিধি ও রাগ	৭৬২
কাশীতে গৌড়ীয় মঠের প্রচার	৭৬৬
'অমৃত বাজার পত্রিকা'	
মহাপ্রভুর বাণী প্রচার	
[দি ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকায়	
প্রকাশিত]	
বাদে ভ্রান্তি	৭৬৬
একটা নূতন কিছু কর	
একেশ্বরবাদ ও দেবপূজা	৭৭০
শব্দপ্রমাণই প্রমাণশিরোমণি	৭৭১
শ্রীচৈতন্য মঠ	„
জার্মানিতে স্বামী বন	
প্রভাবিত বক্তৃতা সমূহের	
তালিকা (১)	৭৭৩,৭৭৭
গায়ত্রী-জপ	৭৭৪
কপিল (১)	৭৭৪ ৭৭৯
সারকথা, এক নহে	৭৭৫
সাম্প্রতিবিধানে শ্রাদ্ধ	ঐ
রামচন্দ্র পুরী	৭৭৮
জার্ম্মাণীর প্রচারে স্বামী বন	
প্রভাবিত বক্তৃতা সমূহের	
তালিকা	৭৮৫,৭৮৯
পূজাবকাশ	৭৮২
বার মাসের নাম	ঐ
সাত বারের নাম	ঐ
'মথুরা' উর্জ্জাব্রতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান	৭৮৩
আনন্দ সংবাদ	ঐ
সার কথা	ঐ
মথুরায় তার	৭৮৫
পরমহংস বেশ	ঐ
শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী	ঐ
কে, এন্ পালের নির্য্যাণ	ঐ
সেবাপ্রাপ্ত অপ্রতিহতা	৭৮৬
ত্যাগ	ঐ
শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ	ঐ
মথুরায় উর্জ্জাব্রত	৭৯০
আচারবান পুরুষই একমাত্র আচার্য্য	ঐ
শ্রীগুরুতত্ত্ব	৭৯১
উর্জ্জাবিধি	৭৯৪
সাহিত্যরথের কাণ্ডজ্ঞান	ঐ
মথুরার পত্র	৭৯৭
হাওড়া হইতে মথুরার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে	
ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা	ঐ
বিজয়ার অভিনন্দন	৭৯৮
ভজন কোন্ স্থানে ?	৭৯৯
দামোদর ব্রত, (বিধি ও নিষেধ)	৭৯৯ ৮০১
মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদ	৮০২
চমৎকার উক্তি	ঐ
যুক্তের কর্ত্তব্য (মধ্যে নবদ্বীপে শ্রীমৎ তীর্থ	
মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম)	৮০২ ৮০৬
চৈতন্যপুর রাজবাড়ীতে	
গৌড়ীয়মঠের প্রচার	৮০৩
লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমৎ তীর্থ	
মহারাজের পুনঃ প্রবেশে শুভাগমন	„
মথুরার পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ক্রম	
প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তন	„
শ্রীধাম মায়াপুরে কংগ্রেস-নেতার শ্রাদ্ধ	„
"স্বরূপ বাবের উক্তি"	৮০৬
আচার্য্য প্রসঙ্গে (মথুরা প্রচারের সংক্ষিপ্ত	
বিবরণ) ৮০৭,৮১০,৮১৫,৮১৮,৮২২,৮২৬	
৮০০,৮০৪,৮৩০,৮৪৪,৮৪৮,৮৫২,৮৫৬,৮৬২	
৮৬৪,৮৬৬,৮৭০,৮৭৭,৮৮৪,৮৮৯,৮৯২,৯০০	
৯০৪,৯০৮,৯১২,৯১৯,৯২০,৯২৪,৯২৮,৮৩৩	
৯৩৫,৯৪০,৯৪৪,৯৪৮,৯৫২,৯৫৬,৯৬০,৯৬৫	
৯৬৮ ৯৭৩ ৯৭৬ ৯৮১ ৯৮৪ ৯৮৯ ৯৯৯	
১০০০ ১০০৫, ১০০৮ ১০১২ ১০১৬ ১০২০	
১০২৫ ১০২৯,১০৩৬,১০৪১,১০৪৪,	
মনুষ্যভক্তশিরোমণি গৌরাঙ্গদেব	৮১০
দামোদরাষ্টকম্	৮১৩
বাঙ্গালার প্রেমধর্ম্ম	৮১৪
উত্তম অধিকারে বিচার	৮১৮
উর্জ্জাব্রত	৮১৯
আচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বমুনি	৮২১
শ্রীধামে শ্রী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
নিরপেক্ষতার প্রয়োজন	৮২২
আসামে প্রচার	৮২৫
কাশীতে প্রচার	ঐ
প্রকৃত দীনবৎসল কে ?	৮২৬
বাগবাজার গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক	
উৎসবে আহ্বান	৮২৯
উৎসবের বিশেষ পত্রী	ঐ
গৌড়ীয়মঠে নিয়ম সেবা	ঐ
ভক্তের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচার	ঐ
গৌরাঙ্গের রূপবৈশিষ্ট্য	৮৩০
মথুরা ভবনে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রতি	
বিশ্বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে প্রদত্ত	
অভিনন্দন পত্র	৮৩৩
ভক্তের নিকট প্রচার	ঐ
শ্রীল বীরভদ্র প্রভু	৮৩৪
পরিব্রাজক স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ	
তীর্থের প্রতি মথুরাবাসিগণের প্রদত্ত	
অভিনন্দন পত্র	৮৩৬
স্বামীজীর প্রত্যুত্তিভাষণ	৮৩৮
কেন বা এমন কর ?	ঐ
কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে অন্নকূটের	
বিরাট আয়োজন	৮৩৯
বিভিন্নমঠে উর্জ্জাব্রত	৮৪১
কটকে প্রচার	
পুরীতে প্রচার	
উর্জ্জাব্রতে দামোদর-বন্দনা	
গুরুতত্ত্ব ভজনের মূল	
গোবর্দ্ধন ও গিরিধারী	৮৫২
প্রহ্লাদের শিক্ষা	৮৫৫
শ্রীল বাসুদেব ঘোষ	৮৫৬
জননীর প্রতি কর্ত্তব্য	৮৬০
কাশী হইতে গ্রন্থের প্রভুর নিকট বন	
মহারাজের পত্র	৮৬১
স্বামী বনের প্রচার সম্বন্ধে "দি কলন	
টাইমস্"	ঐ
চৈতন্যমঠে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন	ঐ
বেদের ভাষায় শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	ঐ
তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক ভক্তিগ্রন্থের হিন্দী	
অনুবাদ	ঐ
শ্রীধাম অক্ষয়ের বান্ধব	ঐ
ভক্তিবিনোদ প্রভুর সেবা	৮৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভক্তিপ্রাপ্ত প্রভুর সেবা	৮৬১
শাস্ত্র বিধানে শ্রাদ্ধ	ঐ
শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট	৮৬৪
যোগপীঠের শ্রীমন্দির	৮৬৭
গৌড়ীয়মঠে উর্জ্জাব্রত	,,
ঢাকা জেলায় প্রচার	৮৬৭
শ্রীচৈতন্যমঠে সভা	,,
নিয়মসেবা ও নিয়মাগ্রহ	৮৬৮
গ্রন্থপরিচয় (সাধন নির্ণয়)	,,
কাশীধামে গৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের জয়-জয়-কার।	৮৭১
মথুরায় গোবর্দ্ধন পূজা	,,
ভরতপুর রাজ্যে প্রচার	৮৭১, ৮৯৫
সেবাদিগের প্রভুর পত্র	,,
গোপাষ্টমী ও গো-সেবা	৮৭২
গীতার শিক্ষা (শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম)	৮৭৩, ৮৭৭, ৮৮১, ৮৮৪
শ্রীল প্রভুপাদ সকাশে ভরতপুরের দেওয়ান বাহাদুর	৮৭৫, ৯১১
বিশ্বমঠে গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট উৎসব	,,
ভারতের বাংলা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	,,
শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য	৮৭৯
[illegible]	৮৭৯
[illegible] বিশ্ব ও বিজড়িত উৎসব [illegible]	
[illegible] শ্রীল গোস্বামী [illegible]	৮৮০
বিশ্বমঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা	৮৮১
চট্টগ্রামে প্রচার	৮৮৩, ৮৮৭, ৮৯৯
বৃন্দাবনে ও রাধাকুণ্ডে মহোৎসব	,,
রাজকন্যা	৮৮৪
পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব	৮৮৫, ৮৮৭
শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক নাম প্রেমধর্ম্ম প্রচার	,,
হরিকথা প্রচারের অধিকারী কে ?	৮৮৮
গড়বেতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ৮৯১, ৮৯৯, ৯২৩, ৯৩১, ৯৩৯, ৯৪১, ৯৪৩	
হিন্দোল রাজপ্রাসাদে	,,
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে উৎসব	,,
চট্টগ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার	,,
শ্রীধামে বাৎসরিক সমাগম	,,
রাসপূর্ণিমা	৮৯২
মনঃশিক্ষা	
Gaudiya Missionary	৮৯৩
ইউরোপে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক	
আচম্বিতায় প্রচার	৮৯৫
বিবিধ প্রসঙ্গ	
শুদ্ধ জ্ঞানামৃতের নির্য্যাস	,,
সুমর্ত গোস্বামী	৮৯৬
কাশীবন্ধু গোস্বামী	,,
অপরাহ্ণ	,,
পাশ্চাত্য জগতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে	
বৈষ্ণবৈষ্ণব বিজয়-বৈজয়ন্তী	৮৯৭
টাউনহলে সভা	৮৯৯
নরসিংহপুর রাজপ্রাসাদে প্রচার	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
গৌরকরুণা-বৈশিষ্ট্য	৯০০
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী	,,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহোৎসব	৯০৩
বাগবাজার সারস্বত সমাগম	
বাঁকুড়া রাজ্যে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ	
কাশীধামে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক	
রাস-বাসরে বিপ্রলম্ভ	৯০৪
শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্তৃক অচৈতন্য বিশ্বে	
শ্রীচৈতন্যবাণীর পাঞ্চজন্যনাদ	৯০৭
কুরুক্ষেত্রে মঠের ভিত্তি স্থাপন	,,
বাক্তিত্ব	৯০৮
উৎসব প্রসঙ্গে	,,
হাওড়া জেলায় প্রচার	৯০৯
রাধাকুণ্ডে মহোৎসব	
শ্রীল প্রভুপাদ	৯১১, ৯৩১, ২২৭
একায়নমঠে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব	,,
রামতত্ত্বর বিঠ্ঠলেশ্বরের গৃহ	,,
শ্রীধামে আচার্য্যাধিক প্রভুর মঠসেবকগণের প্রতি উপদেশ	৯১১, ৯১৫
অন্বয় ক্ষতি কাহার ?	৯১২
শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার (তীব্র সমালোচনার প্রতিবাদ)	,,
শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন (চতুর্থ বার্ষিক বিরহ স্মৃতি সভা)	৯১৩
শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য ৯১৩ ৯১৭, ৯২১, ৯২৫, ৯২৯ ৯৩৭	
নৈমিষারণ্যে শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ	৯১৫
চাকা কলেজে সভা	৯১৬
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের প্রচার	৯২০
ময়মনসিংহ-সংবাদ	,,
প্রয়াগে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব	,,
পাটনায় প্রচার	৯২৩
শাস্ত্র বিধানে শ্রাদ্ধ	,,
শ্রীল প্রভুপাদের সন্দেশ	,,
বিবেকের ধর্ম	৯২৪
গৌড়ীয়মঠে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব ৯২৭, ৯৩১, ৯৫১ ৯৫৫ ৯৬৩ ৯৬৭ ৯৬৯	
প্রণবানন্দ প্রভুর পাঠ	,,
শ্রীহরির শয়ন ও উত্থান রহস্য	,,
সেবাতৎপরতার বিপ্রলম্ভের চমৎকারিতা	,,
চাতুর্মাস্যব্রতের উদ্দেশ্য	,,
বালগঞ্জ সংবাদ	,,
গোপীদেহ কি প্রাকৃত ?	৯২৮
কৃষ্ণে ভক্তিরস	৯২৯
লাহোরে প্রচার	,,
কাহিনী প্রসঙ্গে	,,
ব্রহ্মদেশ প্রচার সম্বন্ধে	৯৩৬
কাশীধামের সর্ব্বত্র শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা	৯৩৯
অকূলপাথারে আশ্রয়	৯৪০
কৃষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৪৩
গৌড়ীয় গগনে ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু	৯৪৪
সূত্রাঞ্জলি	৯৪৫
মহাত্ম-শ্রেষ্ঠাগ্রগণ্য-শ্রীল-জগবন্ধু-ভক্তিরঞ্জন-মহোদয়ের ৪র্থ বার্ষিক তিরোভাব উৎসব-বাসরে (পত্রাঞ্জলি)	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৪৭
শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের	
আভির্ভাব বাণী শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত	,,
যোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ	,,
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের মূল পরিচয়	৯৪৮
গৌড়ীয়মঠে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব	৯৪৯
বিবেকের বাণী বন	,,
গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ব্রহ্মদেশে যাত্রা	৯৫১
ঢাকায় প্রচার	,,
পাটনায় প্রচার	৯৫১
কাওয়াইর গ্রামে প্রচার	,,
শাস্ত্রস্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ	,,
শ্রীল প্রভুপাদ	৯৫৫
বিভাধামে ভক্ত রাসবিহারী	,,
শাস্ত্রস্মৃতি-শ্রাদ্ধ	,,
কলিকাতায় প্রচার	,,
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের মূল পরিচয়	৯৫৬
জগদগুরু কলিকাতা	৯৫৭, ৯৭২
ধরার গৌরবাণী	৯৫৭, ৯৬১
নিউ দিল্লীতে প্রচার	৯৫৯
শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ	,,
পাটনা গৌড়ীয়মঠের প্রচার	,,
অনুকূল ও প্রতিকূল	৯৬০
শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ	,,
মেলা ক্ষেত্র ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারক	৯৬১
সুবদন চরিত কথা	৯৬৪
এ জগৎ জীবভোগ্য কি না ?	৯৬৮
গ্রন্থপরিচয়	,,
ভক্তিরঞ্জন বিরহস্মৃতি	৯৭১, ৯৭৩, ৯৭৭
কুরুক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৭৫
ব্রহ্মদেশে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ	
প্রয়াগে প্রচার	
মহাপ্রভুর কথা শ্রবণে বিশিষ্ট ভাগ্যবানদিগের আগ্রহ	
রাজপুতনায় প্রচার	,,
কলিকাতায় প্রচার	,,
গুরুপাদ	৯৭৬
গ্রন্থপরিচয়	,,
চট্টগ্রামে গৌড়ীয়মঠের বিপুল প্রচার	৯৭৯
উৎকলপ্রদেশে প্রচার	,,
কলাপাথর গ্রামে প্রচার	,,
বোলপুর গ্রামে	,,
কাশীবে রায় সাহেব আশির্বাদ দিলাই	,,
বিশ্বাস হয় না কেন ?	৯৮০
নিবেদন	,,
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	৯৮৩
রেঙ্গুনাভিমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ	,,
উৎকল প্রদেশে প্রচার	,,
ওয়ারা গ্রামে	,,
পাটনা গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক	,,
যোগপীঠের শ্রীমন্দির	,,
অনুসন্ধান	৯৮৪
পাটনায় প্রচার	৯৮৭
The Gaudiya Math in Patna	,,

বিষয়	পৃষ্ঠা
'প্রজল্প' সম্বন্ধে বক্তৃতা	৯৮৭
ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার	৯৮৭
এই নব কথা আমায় শুনা'ল কে ?	৯৮৮
রেঙ্গুনে গৌড়ীয়মঠ	৯৯১
ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার	,,
দর্শনে গুণ	৯৯২
ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু	৯৯৩
ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য	৯৯৫
নিবেদন	৯৯৬
ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার	৯৯৭
বহুবারিধিদিগকে কীর্ত্তন	,,
প্রমাণিক কথা	৯৯৯
প্রশ্নের উপলব্ধি	,,
[illegible]	,,
মিঃ প্রাইস্‌ ও মথুরা	১০০০
A Hindu Public Meeting	,,
চোলপুর রাজ্যে	,,
গোয়ালিয়রে	,,
বালিহাটীতে	১০০৩
জগন্নাথ কলেজে বক্তৃতা	,,
দান-প্রতিগ্রহ	১০০৪
আত্মধর্ম্ম	,,
মানব জীবন দুর্লভ	,,
"সরস্বতী জয়শ্রী"	,,
"সাধক কণ্ঠমালা"	ঐ
গুরু মহিমা	,,
ব্রহ্মদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী	১০০৭
ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার	ঐ
সেবকরূপ ও রূপসেবক	১০০৮
রেঙ্গুনে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী	১০১১
[illegible] জেলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচার	,,
নিবেদন পত্র	ঐ
মৌনী কে ?	১০১২
পল্লীর মঙ্গলপ্রসঙ্গে	১০১৩
ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার	১০১৪
মহাপ্রভুর সেবা	ঐ
পাপীর পথ	১০১৬
রাজোৎসব	১০১৭
[illegible] জেলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচার	ঐ
সার কথা	ঐ
[illegible]	১০২০
বর্ণ কি বাধ্যতামূলক ?	১০২১
আহার শুদ্ধি	১০২৩
[illegible]	ঐ
সংসারী সাবধান !	ঐ
মর্য্যাদা	১০২৪
বর্ণ কি বাধ্যতামূলক ?	১০২৫
রেঙ্গুনে প্রচার	১০২৭
Gaudiya Math in Rangoon	ঐ
মুক্তাবাদ	১০২৮
বর্ণ কি বাধ্যতামূলক ?	ঐ
শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ	১০৩১
[illegible] জেলায় প্রচার	ঐ
কলেজের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা	১০৩১, ১০৩৭
পদ্য	১০৩২
[illegible]	
অধ্যাপক [illegible]	

বিষয়	পৃষ্ঠা
সভাপতির অভিভাষণ	১০৩২
শ্রীযুত দেবপ্রসাদের উক্তি	১০৩৩
মহাত্মা মহীন্দ্র নন্দীর ভাষণ	ঐ
শ্রী বিমলাল ব্যানার্জ্জীর প্রশংসা	ঐ
ভাগবতশাস্ত্রীর উক্তি	ঐ
বক্তার বক্তৃতা ও উৎসবকে সম্পাদিত	ঐ
গঞ্জাম জেলার বহরমপুর সহরে প্রচার	১০৩৪
শ্রীল মহেশ পণ্ডিত	১০৩৬
আত্মখাতাই ধর্ম	ঐ
শ্রীগৌড়ীয়মঠে নবযোগেন্দ্রসংবাদ পাঠ	১০৩৯
পাটনায় প্রচার	ঐ
বিশ্বামিত্র ও বিশ্বমিত্র	১০৪০
শ্রীধাম-প্রসঙ্গ	১০৪৩
মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী	ঐ
শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাটে প্রচার	ঐ
নৈমিষারণ্যে প্রচার	ঐ
পঞ্চত্ব	১০৪৪
শ্রীমদ্ সম্পাদকের নিবেদন	১০৪৫,১০৪৯
দিগ্বিজয়ে প্রচার	১০৪৭
ভাব	১০৪৮
ব্যাসপূজা	ঐ
সভা	১০৫২
ঐকান্তিক	ঐ
বঙ্গেশ ও গৌড়ীয় প্রচারক	
বিদ্যাভূষণ গোস্বামীজিতে স্বামী	
বাংলার বক্তৃতা	১০৫৫
গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রচারে স্বামী তীর্থ	„
আমার গুরু-পুত্র কে ?	১০৫৬
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম	১০৫০,১০৬০
Swami B. H. Bon. Gaudiya Math Preacher in Germany	১০৫৯
উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ	১০৫৯
কলিকাতায় উৎসব	ঐ
সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি	১০৬০
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণে প্রণতি	১০৬১
শ্রীল মহেশ পণ্ডিত	১০৬১
রেঙ্গুনে গৌড়ীয়মঠ	১০৬৩
অমর কথা	১০৬৪
আত্মদান	১০৬৫
রেঙ্গুনে গৌড়ীয়মঠের প্রচার	ঐ
সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ	ঐ
ভগবান্ গুরুদেব গৃহে পাঠ	ঐ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদয় মহারাজ	১০৬৭
মধুবনীতে প্রচার	১০৬৮
কৃপার দান	১০৬৮
আকিঞ্চন প্রাধান্য	ঐ
ময়মনসিংহে প্রচার	১০৬৯
বালিহাটিতে প্রচার	ঐ
পাটনায় প্রচার	১০৭১
গদাধরের গোরক্ষনাথে	১০৭১
বহরমপুর সারদেহে প্রচার	ঐ
পুনর্জন্ম	১০৭২
আবিষ্কারক নির্দেশনা	১০৭২,১০৮০,১০৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবাহ	৭৩
তাৎকালিক ধর্ম	১০৭৬
শ্রীহরিদেব	
বামানন্দ গৌড়ীয়মঠ সেবক ও	
আচার্য্য নৈয়ায়িক	১০৭৭,১০৮১,
বালিয়াটী জমিদারের আতিথেয়তা	১০৭৯
জুতোর অনু-বন্ধন	১০৮০
বিবিধ প্রসঙ্গ	১০৮৩
অনুশীলন	১০৮৪
কীর্ত্তনপ্রভাবেই সমস্ত হয়	১০৮৪,১০৮৯
কথা	১০৮৫
নির্বিচার	১০৮৮
আমার দুঃখ	১০৮৯,১০৯৩
শ্রীধাম মায়াপুরে সপার্ষদ গবর্ণর বাহাদুর	১০৯১,১০৯৫
কৃষ্ণ কোথায় ?	১০৯২
আমার কথা	ঐ
গবর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা	ঐ
ভাগলপুরে প্রচার	১০৯৫,১১০৩
শ্রীনামপ্রভাব	১০৯৬
বিশ্বগুরু কে ?	„
সরস্বতী-মাহাত্ম্য	১০৯৬,১১০১
অসৎ বন্ধুই ঘাতক	১০৯৭
রাজবিপ্লবের পথ	১০৯৯
চিন্তা	১১০০
শ্রীনাম কে করেন ?	„
জার্মানীতে প্রচার	১১০০
বিবিধ প্রসঙ্গ	„
শূদ্র বৈষ্ণব নহে	১১০৪
গুরু কে ?	„
আত্মধর্ম	„
বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য	১১০৫
The Message of Lord Chaitanya	„
জীবহিংসা	১১০৮
কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য	„
বৈষ্ণব কি পৌত্তলিক ?	১১০৯
আশ্রমীদের আশ্রয়	„
নৈমিষারণ্যে প্রচার	„
প্রহেলিকা	১১১১,১১১২
মঠে আসিয়াছি কেন	১১১২
"ভক্ত ও ভগবান্"	১১১৫
বিবর্ত্তের উদাহরণ	১১১৬
ভক্তির স্বরূপ	
প্রাথমিক অসুবিধা কোথায় ?	১১১৭,২৫,২৯
রেঙ্গুনে প্রচার	১১১৯
স্পর্দ্ধাবিধি	১১২০
নিরীশ্বর বুদ্ধগণ	১১২১
গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশের	
শিক্ষার্থী	১১২৩
বেবিওয়ালা	১১২৪
ব্রাহ্ম কে ?	„
নিরীশ্বর বুদ্ধগণ	১১২৫
ব্রহ্মদেশে প্রচার	১১২৭
শ্রীরাধামাধব অর্চা প্রতিষ্ঠা	„
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মই একতারা	১১২৭।২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্তর্যামিনী ঋদ্ধি	১১২৮
Swami Bon of Gaudiya Mission	১১২৯
গোয়ালিয়রে প্রচার	১১৩১
ফয়জাবাদে স্বামী বাচক	„
ব্রহ্মদেশে প্রচার	„
শ্রীনাম ১১৩২,১১৪০,১১৪৪,১১৫৫,১১৫৭	
শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ	১১৩৩
চৈতন্যদেবের জন্মভূমিতে বঙ্গে	
নাটবিহার	১১৩৫
ভক্তিরত্নাকর	১১৩৬
ভক্ত ও অভক্ত	„
শিক্ষাবিধি ও বিবাহযোগ্যতা	১১৩৭।৪৫
যোগীর প্রলাপ	১১৪০
ভজনের বিঘ্ন	১১৪১
নামকথা	„
সভা	১১৪৪
দেহ ও আত্মা	১১৪৫
পাশ্চাত্য প্রভাব প্রণতি	১১৪৭
অর্দ্ধোদয়যোগ	১১৪৭,১১৪৯,১১৫২
স্মরণ ও বিস্মরণ	১১৪৮
উপাসনার পারম্য	„
উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম	১১৪৯
শাস্ত্রজ্ঞের প্রেম	১১৫১
রেঙ্গুনে শ্রীমদ্ ভিক্ষুমহারাজের বক্তৃতা	
সমস্ত আমাদের মধ্যে	১১৫২
এক পথ ?	১১৫২
মহাপুরুষ ও মহাপুরুষ কে ?	১১৫৩
স্বামী ও কেলাবোর্ড	১১৫৫
আমি কি মহাত্মা ?	১১৫৬
জীব ১১৫৬,১১৬১,১১৭২,১১৭৩,১১৭৮, ১১৮৪,১১৯৩	
Sree Chaitanya Math of Sreedham Mayapur	১১৫৯
সদাচার ও সদাপূজা	১১৬০
কৃষ্ণভক্ত মূল কোথায় ?	„
The Governor's Speech	১১৬৬
শ্রীপত্রী	১১৬৩
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বন্দনা	„
বড়যোগ ও জীবের স্বরূপ	১১৬৪
নিমন্ত্রণ পত্র	১১৬৫
ভক্তি	„
শ্রীল প্রভুপাদের বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রকটোৎসবে কটকে শুভাগমন	„
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকটোৎসব শ্রীধাম মায়াপুর	
যোগপীঠে সমারোহে সম্পন্ন	১১৬৭
অনুষ্ঠান চিন্তা বিষ্ণুতোষণ নহে	১১৬৮
আচার্য্য প্রসঙ্গে	১১৬৮,১১৮০
হরিকথার মর্ম	
জীব	১১৬৯
অদ্বৈতভবনে উৎসব	১১৭৫
পাটনায় প্রচার	১১৭৬
নামকথা	
সর্ব্বোপরি সমস্যা কি ?	১১৭২
আচার্য্য প্রসঙ্গে	১১৭৩
অপূর্ব্ব দারু শিল্পী	
শিবলিঙ্গ	১১৭৬
ব্রহ্মদেশে প্রচার	১১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শান্তি	১১৮০
মহাপ্রভুর আদর	১১৮১
কটকে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	১১৮৩
উড়িষ্যার গবর্ণরের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন	„
সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ	„
সুন্দরা	১১৮৪
শ্রীপুরুষোত্তমমঠে ব্যাসপূজা	১১৮৫
পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ	১১৮৭
কুরুক্ষেত্রে নেপালের মহারাণী	„
এন্‌, ডি. এর বাসায় হরিকথা	„
কানপুরে বাচক মহারাজ	
নৈমিষারণ্য সংবাদ	
সিমুলিয়া গ্রামে প্রচার	
চতুর্যুগের ধর্ম	১১৮৮
সরস্বতী পূজা	১১৮৯
শ্রীগৌরজন্ম মহামহোৎসবের আগমনী	১১৯১
প্রণবের অর্থ	১১৯২
সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ	১১৯৫
শ্রীব্যাস পূজার উপাদান	১১৯৬
বালিয়াটীর জমিদারবর্গের আদর্শ সেবা	১১৯৭
বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ	১১৯৯
উত্তেজনা ও উপলব্ধি	১২০০
নাগীপূজা	১২০১
ব্যাসপূজা বাসরে	
প্রণতিপুষ্পাঞ্জলিঃ	১২০৪
আচার্য্য একটি লিপি বন্দনা	ঐ
অশ্রুলিপি	ঐ
শ্রীশ্রীব্যাস পূজা বাসরে নম্র নিবেদন	১২০৪
দীনের বিজ্ঞপ্তি	ঐ
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা	১২০৫
শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ দান	ঐ
শ্রীব্যাস পূজা বাসরে	
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি	১২০৬
কৃপা প্রার্থনা	১২০৭
আর্ত্তি কুসুমাঞ্জলি	১২০৯
অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি	ঐ
Religous Revival in Bengal	১১৫২
শ্রীধাম মায়াপুরে বর্ণনীয়	১২১২
প্রণাম প্রার্থনা	১২১৩
কুসুমাঞ্জলি	১২১৪
বালকের প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি	ঐ
আর্ত্তের আবেদন	ঐ
ভক্তি কুসুমাঞ্জলি	১২১৫
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে দীন পাদ্যার্ঘ্য	ঐ
জয় বিজয়	১২১৮
নতি	১২১৯
ভিখারীর ভুল	ঐ
বুদ্বুদ বুদ্বুদের কথা	১২২২
কুমার	১২২২,১২২৬,১২৩০
শ্রীব্যাসমুখোপলক্ষে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি	১২২৩
শ্রীচৈতন্যমঠে ব্যাসপূজা	১২২৫
ভক্তিপূজার স্তোত্র	১২২৬
ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি	
ব্যাসপূজার প্রয়োজন কেন	১২২৯
পুরুষোত্তমমঠে ব্যাসপূজা	
কর্ম্মে নিবেদন	১২৩০
"ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি"	১২৩১
চিত্রপটে অঙ্কিত শ্রীব্যাসবিগ্রহ	

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার বিশেষ-সংখ্যা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১ম বর্ষ | ৩০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১লা মার্চ ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার | ১—২ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের দান

—:০:—

রূপানুগ-বিচার-বৈশিষ্ট্য

—:০:—

১। [illegible] সম্বন্ধ-বিগ্রহ, অভিধেয়-বিগ্রহ ও প্রয়োজন-বিগ্রহ যথাক্রমে [illegible] মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—হরি, রাম ও কৃষ্ণ, অথবা (কাহারো কাহারো মতে) কৃষ্ণ, রাম ও হরি—এই সত্যের আবিষ্কার ও প্রচার।

২। জগতে সাত্বত-সম্প্রদায় বৈষ্ণব-বিজ্ঞানের শিক্ষা-দান ও প্রবর্তন।

৩। জগতে সাত্বত-পঞ্চরাত্রের বিষ্ণুভক্তিপরত্ব-ঘোষণা।

৪। সখীভেকী, গৌরনাগরী, ভোগপর [illegible] সঙ্কীর্ণ-জাতীয়তামূলক লৌকিক-স্মার্তবাদ, জাতিগোস্বামিবাদ এবং Apotheosis (মর্ত্যে ঈশ্বরারোপ) প্রভৃতি কুমত নিরাস।

৫। অনর্থযুক্ত-অবস্থায় মনে মনে কল্পনা প্রভাবে কৃত্রিম লীলাস্মরণ ও কল্পিত সিদ্ধপ্রণালীযোগে নির্জন ভজন না করিয়া বহু সজাতীয়াশয় সঙ্গে বৃহৎ গোষ্ঠীগত [illegible] হওয়ায় একান্ত প্রয়োজনীয়তার আচার ও প্রচার।

৬। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকদ্বয়ের শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত জগতে নিষ্ঠিকভাবে আচরণ ও প্রচারণ। ফল্গু ও যুক্তবৈরাগ্যরূপিণী রাক্ষসী দ্বয়ের নিরসন অর্থাৎ ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগ-ভোগের আচার ও প্রচার।

৭। শ্রীরূপানুগ-ভজন-বর্ত্ম কীর্ত্তন, যথা—শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার অপেক্ষা গোবর্দ্ধনবিহার, তদপেক্ষা রাধাকুণ্ডের [illegible] সর্বোত্তম [illegible] শ্রীগৌর-[illegible] গোবিন্দের লীলা কিরূপে [illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার।

৮। অষ্টকাল মধ্যে বৈষ্ণবীয়া অপেক্ষা মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible] [illegible] গোপীগণকে কৃষ্ণকে [illegible] ও [illegible] প্রকাশ। [illegible] ও [illegible] [illegible] উদ্বোধন।

প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের দান

—:০:—

রূপানুগ বিচার বৈশিষ্ট্য

—:০:—

৯। শ্রীভগবানের আংশিক-সেবক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ ও দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনির [illegible] সম্প্রদায়-সম্বন্ধে তথ্য বঙ্গভাষায় প্রচার এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব ও পরত্ব প্রচার।

১০। মহাপ্রভুর অনুকরণিকরূপে পরবর্ত্তী বল্লভ ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘোষণা।

১১। ভাগবত পরম্পরা [illegible] [illegible] প্রচার। [illegible] জ্ঞান, বৈরাগ্য ও [illegible] উপনিষদাদির [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচার।

১২। [illegible] সম্প্রদায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আচার ও প্রচার।

১৬। অবাঙ্মনসগোচর চতুর্দশ ভুবনের অতীত শ্রীবৈকুণ্ঠ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ও অবতার-বিচার প্রদর্শন; অবতারাদির চতুর্বিধ সাধন প্রণালীর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও আবেশের পার্থক্য।

১৭। চতুর্দশ ভুবনের বিচার — সংসার, নরক, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নিষ্কাম নিরপেক্ষ কর্মফলের প্রচার, পরোক্ষবাদ অপরোক্ষবাদের অধোক্ষজবাদ এবং অশোকাভয়ামৃত ও অপ্রাকৃত বিচারের চরমসত্য-প্রচার।

১৮। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র উপনিবেশ-স্থাপনে ... ভক্তিমার্গপ্রবর্তনকারী ... প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষাপ্রবর্তনকারী ... বিহিত মহাজনগণের শ্রীবৈষ্ণবধর্মের চতুর্বিধ বিগ্রহদর্শনে ও সর্বোপরি গোপীর আনুগত্যে মধুর-রসে সর্বোপাসনাশ্রেষ্ঠ ভজনপ্রণালীর সর্বশ্রেষ্ঠতা-প্রচার।

১৯। চতুর্দশ ভুবন বিচার,— একাদশ-পুরুষার্থ, লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারাম ও দ্বারকেশাদি ... সর্বোপরি কিশোর গোকুলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা-প্রচার।

১৭। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত পরাবিজ্ঞান বৈশিষ্ট্য-বিচার প্রদর্শন।

১৮। "অবাঙ্মনসগোচর" ব্রহ্মের শ্রীনামপর-ব্যাখ্যা-প্রচার।

১৯। ব্রহ্মাধিকারোচিত নির্বিশেষ-মূলক সর্বোপাসনার্থীও শ্রীভগবানের নির্বিশেষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ. তদপেক্ষা সাক্ষাৎ পাক ... আর ধারণা—ভগবানের প্রভু ও ঐশ্বর্য, তদপেক্ষা মাধুর্য প্রচুর শিষ্ট্যাদি সকল সেবকের ভগবানের পূজ্য, তদপেক্ষা ভগবানের কান্তের শ্রেষ্ঠ রূপের পূর্ণতায় সৌন্দর্য অতীব প্রচার। ইত্যাদিতে অধিকারসাপেক্ষ সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীর, ঐতিহাসিকতা, রূপকত্ব, নিরিখানুসারী পুরুষ এবং আধ্যাত্মিকের শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চাভূতরূপ মনুষ্য জ্ঞানের স্বেচ্ছাচারিতার (Anthropomorphism) কল্পনা তত্ত্ব ভোগপর বহির্মুখতা নিরসন পূর্বক অতীন্দ্রিয় বা অধোক্ষজ-নির্দেশনা। মানবের পৌরাণিকতা ও পুরুষগত বিষয় ভোগপর বা ত্যাগপর সকল দেশের সকল লোকের উপযোগী বা ভক্তের একপ বিষয় কর্তৃত্ব বা বহু ঈশ্বরের নিরাকরণের বিচারে বিষয়গণের সীমাবিশিষ্ট ও ভক্তভোগ বা ত্যাগগত বহির্মুখতা-নিরসন।

২০। নিত্য বিষয় আশ্রয়বিবেক জীব জীবের বিমুখতা-মূলে বহুকৌবের কর্তৃত্ব। আশ্রয়ের ... মূলে মুক্তগণের সেবার্থ। কৃষ্ণবিজ্ঞানের অনুশীলন কৃষ্ণভোগবাদের বিষয়সমূহে গোপীগণের সর্বশ্রেষ্ঠতা-প্রচার।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

—::::—

নববর্ষ আরম্ভে প্রার্থনা

(১)

জয় জয় জয় নদীয়া-প্রকাশ
কে টীকা পাহে জয়।
তোমারি প্রভায় শিখেছে বিকাশ
শ্রীচৈতন্য বাণী চয়।
তুমি গো একাকী এবিশ্ব মাঝারে,
শ্রীচৈতন্য নিত্য পরীক্ষা রে,
শ্রীচৈতন্যবাণী পিপাস্ত জনেরে
নাশিতা সকল ভয়।
গঙ্গাপুলিনেতে নদীয়া মাঝে
জাগিয়া রয়।

(২)

মোহনিশা হতে উদ্ধারিতে জীবে
তুমি প্রভু দয়াময়।
চেতনের দ্বারে কর করাঘাত
"জাগ জাগ জীবচয়"
আর কত কাল মায়ার অধীনে,
থাকিবিরে জীব ভুলে ও স্বাধীনে।
এসেছ ভুবনে কোন্ প্রয়োজনে,
ভাবেক দেখনা হায়।
মনুষ্য জীবন পরম রতন
বৃথায় কাটায়ে যায়।

(৩)

উঠ জাগো ওই সময় যে নাই
শিয়রে উপনয়ক।
করালবদন করিয়া বাদায়
আছে ওই কালদূত।
এ সঙ্কটে তব নিতে পরিত্রাণ,
কৃপানিধানের নিতেছ সন্ধান,
আর, আর ঐ দলে দলে সেনাপ্রাণ,
আর জীব কলিহত।
পানিরে অজর অশোক অমৃত
ছুটিবে সকল মত।

(৪)

আজ কাল করি কাটায়োনা কাল
খেলি' তব ধুলা-খেলা।
শ যে নিয়ে কেন সংসার মাঝে,
ভজ হরি এই বেলা।
ভক্ত জনমে আনন্দেতে হেসে,
অনিত্য সংসারে সুধা দিতে এসে,
বিনাতে পাড়িয়া দিন ধরে শেষে,
ঘটিল বিকার জ্বালা।
জীবে জাগ দিতে তুমি প্রভু মোর
...হ প্রেমের মেলা

[শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শ্রীপাদপদ্ম-বিহারবৈশিষ্ট্য মধ্যে আমরা উপরিলিখিত বিবরণসমূহ তাঁহার অভিমবিগ্রহ মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট হইতে কৃপা প্রসাদ রূপে পাইয়াছি। নঃ সঃ]

(৫)

অলক্ষ্য যৌবনে বিরাজ পথিক
এখন সুধায় আছে।
কমলকমলে যদি হে বিশ্রাম
থাকে যদি পাছে।
ওগো বিশ্বজীব কত মান বন
মনুষ্য দেহে কল প্রণিধান,
মনুষ্য এই যে কাল সংহার,
থাকো না কপিত আছে?
করে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবা
এসো ... আছে।

(৬)

কত শিক্ষা দিয়া হে বৈকুণ্ঠ
... শিখালে।
... তোমার ...
কত অমিত মুরে।
নামটি তোমার নদীয়া-প্রকাশ,
নদীয়াতে ... প্রকাশ
তাঁর ... বলে করিছ বিকাশ.
যদি গদাধর মাঝে।
পিয়াইছ মৃত-সঞ্জীবনী,
দিয়া সর্ব ঘরে ঘরে।

(৭)

নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌর-রতন
ন'দেতে প্রকাশ তিনি।
নদীয়া-প্রকাশ গুরুদেব হ'ন
শ্রীগৌরে প্রকাশে যিনি।
যে নদীয়া ধাম ছিল অপ্রকাশ,
যাঁহা হৈতে হ'ল নদীয়া প্রকাশ,
সেই প্রভু মোর নদীয়া-প্রকাশ
অশেষ কৃপার খনি।
প্রতিটী জনমে নদীয়াপ্রকাশ
যাথি পদরেণু পানি।

(৮)

গৌর-মনোহভীষ্ট পূর্ণ কর সদা
প্রভু মোর নিত্যানন্দ।
নিতাই-কামনা পূর্ণ কর তুমি
অশেষ আনন্দ-কন্দ।
আটের পর নবম বরষে,
প্রবেশিলে প্রভু পরম হরষে,
তব অহৈতুকী করুণা পরশে,
দূরে যায় নিরানন্দ।
সারা বিশ্বখানি ক'রে জয়ধ্বনি,
করুক নদীয়ানন্দ।

(৯)

আজি তব শুভ আবির্ভাব দিনে
নিজ যে দিয়াছে বিধি।
উভয় ভুবনে এই শুভ দিনে
গৌরহরি গুণনিধি।
নদীয়া প্রকাশ, গুরুরূপে তুমি,
বিশেষ সংসার গুরুপদে নমি',
শিখালে সর্বাগ্রে পুত অনুগামী,
গুরুপদ যথা বিধি।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ চরণের সেবা
শিক্ষা দাও নিরবধি।

শ্রী ... শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্য ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ... কেত্রবাসী ভক্তিনাথ মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু আচার্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তপালের প্রভৃতি অগণন, ... 'সজ্জনতোষণী' গৌড়ীয়মঠ ... মায়াপুর হইতে শ্রী ... ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন ... আবির্ভাব প্রভু ও নিত্যপার্ষদগণ পরিক্রমার মাধ্যমে ... প্রচারের মধ্য দিয়া ... করিয়াছেন, এই দিবস শ্রীমঠে ... ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের সেবিত শ্রী ... আছেন। শ্রীল ... সেবকগণের ... প্রদান করিয়া এই দিবসই সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যমঠে ... আবর্তন করেন।

(১০)

গুরুদেব মম নদীয়া-প্রকাশ
তব পদে প্রণিপাত।
চাহ গো দীনের করুণ নয়নে
করি কৃপা দৃষ্টিপাত।
জগমাঝে আমি অন্ধ অধম,
মায়ামোহে আঁখি আবদ্ধ যে মম,
দেখিতে না পায় শ্রীনদীয়া ধাম,
... অবিরত।
ভক্তের নয়নে যোগ দরশনে
হয় সদা কালগত।

(১১)

যে আঁখি মমতে মগ্ন মায়ায়
... তোমারে রূপ।
সেই আঁখি ...
... রূপ।
যেই আঁখি হেরে নদীয়া-প্রকাশে,
যে আঁখিতে সদা নদীয়া বিকাশে,
যে আঁখি না যায় কভু মায়াপাশে
দাও সে আঁখির রূপ।
অশেষ দর্শনে আমি মোহ অন্ধ
(তাই) একান্ত অন্ধকূপ।

(১২)

যেমনে প্রকাশে নদীয়া-প্রকাশ
নিত্য বহন করি।
তাঁহার চরণ জীবনে মরণে
কায়মনে যেন বরি।
মায়া-অন্ধকারে তিনি একাকী,
তব ... তিনি আছিলা,
তিনি ... ভক্তের নয়নের তারা,
তাঁহার কৃপায় তরি।
শিক্ষা-দীক্ষা কর সেই প্রভু হেরি—
উহাঁর যে কেশে ধরি।

দাসাধম—শ্রীভক্তি-সৌরভ ... বাগবিকাশী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীগৌর-বিশ্রাম স্থলী শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ গোবিন্দ আদি ফাল্গুনী ৪৪৭

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাবির্ভাব

জীবের নবজন্ম

যেদিন ও যেক্ষণে জগৎ-তাপহারী কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ভাগ্যবান্‌গণের নিকট উদিত হন, সেইদিনই প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহাদের শুভদিন ও শুভক্ষণের মঙ্গল প্রভাত। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবেই জীবের নবজন্ম বা দ্বিতীয় জন্ম হয়; তাঁহাই জীবের দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-লাভের দ্বার। মনুষ্যজাতির বা জীবজগতের ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের দিন নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রকট রহস্য

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব জীবের নিকট পরা বিদ্যার মন্দির উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পরা বিদ্যাই—ভক্তবিদ্যা। শ্রীচৈতন্য-বাণী-কীর্ত্তনে পরবিদ্যা বা ভক্তির বিনোদ হয়। যে-দিন জড়-অর্থকরী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনার জন্য জগৎ ব্যস্ত হইয়া থাকেন, সেই দিন গৌরসুন্দরের শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি। শ্রীপঞ্চমীতে গৌরশক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব অচৈতন্য সরস্বতীর অবিধি পূর্ব্বক পূজার প্রণালীকে বিধিপূর্ব্বক পূজার প্রণালীতে দীক্ষিত করিবার সুযোগ প্রদান করেন, তাই ঐকান্তিক ভগবৎসেবকগণ সেইদিন গৌরসুন্দরের চিচ্ছক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপা

ইহারই একপক্ষকাল পরে অর্থাৎ মাঘ-কৃষ্ণপঞ্চমীতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর ভুবনমঙ্গল আবির্ভাব পুরুষোত্তমধামের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দের অবতারণই সরস্বতীর ব্রত। অচৈতন্য-সরস্বতী অচৈতন্য শব্দ ও অচৈতন্য-সাহিত্যের দ্বারা অচৈতন্য জীবকে অধিকতর অচৈতন্য করিয়া দেয় এবং স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের (২।৫।১৩) —

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

—এই উক্তি-অনুসারে শ্রীভগবানের সম্মুখে গমন করিতে লজ্জিতা হয়, আর শ্রীচৈতন্যসরস্বতী দুষ্টনৈয়ায়িকা বা জড়-ভক্তিযোগে লিপ্ত দিবার জন্য জীবের দীক্ষিত চিৎ ব্রহ্ম-সূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-সূত্র-দ্বারে অবতরণ করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা পরিপ্রশ্নের উত্তর অবতারিতেরে-

"আদি গুরু পাদপদ্মে নিবেদন করি।
সম্মুখ হইতে আপনাকে লজ্জা বাসি॥"
—চৈতন্যভাগবত (আদি ৯ম অঃ)

ভাবে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে বা ভাগবতের "জন্মাদ্য" শ্লোকে পরিলক্ষিত হয়; তাহাই ব্রহ্মসূত্রের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই চরম সূত্রে পরিস্ফুট হইয়া শব্দ-ব্রহ্মের অবতারের আরাধনার মন্ত্র শিক্ষা দেন। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব—শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আবির্ভাব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আবির্ভাব করাইয়া শব্দাবতারের আবির্ভাব এবং তাহার অনাবৃত্তি অর্থাৎ নিত্যাবির্ভাবের দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করেন। এই "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" মন্ত্রই পূর্ব্বকথিতরূপে শ্রীরূপানুগ-ভজন-রহস্য—ইহাই রূপানুগগণের অষ্টকালীন ভজন,—ইহাই শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকের মন্ত্র—ইহাই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীচৈতন্য-বাণী। এই শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত আবির্ভাবই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যুগপৎ গুরু, গৌড়ীয় ও গৌরাঙ্গের আবির্ভাব

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবই জীবহৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবই গৌড়ীয়ের আবির্ভাব করাইতে পারে। অতএব গুরুদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গুরু, গৌড়ীয় ও গৌরাঙ্গের যুগপৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করিতে পারি।

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের ভবিষ্যদ্বাণী

এ বৎসর শ্রীগুরুপাদপদ্মের ষষ্টি-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি জগতে প্রকাশিত এবং এই বৎসরই শ্রীগৌরসুন্দরের বেদসংখ্যক ৪৪৮ পূর্ত্তি প্রকট বাসর বিশ্ব-বাজারে উদিত হইয়াছেন। নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরসুন্দরের নদীয়া-নগরে কীর্ত্তনলীলামাধুরী বর্ণন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (ম ২৩। ৯০) গাহিয়াছেন,—

"বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
বেদদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে॥"

বেদ-শব্দের অর্থ

বেদ অর্থে ৪ বুঝ নির্দ্দেশ করে, "চত্বারি বেদ-ব্রাহ্মণ-বর্ণাদি-হরিণাক্ষঃ" সংখ্যা কোন মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল হইতে গণনা করিয়া ঠিক চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত গৌরাব্দে গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশিত হইলে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ প্রকট করেন। ৪০০ গৌরাব্দেই বিশেষ-ভাবে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসব-প্রসঙ্গ কথা বিশেষভাবে জগতে প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সাধারণের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা বিশেষ-ভাবে প্রচারিত ছিল না। ৪০০ গৌরাব্দেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীচৈতন্যশিক্ষা, গোদ্রুম ও শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ-প্রকাশের সূত্রপাত ৪০০ গৌরাব্দ হইতেই আরম্ভ হয়।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-মাহাত্ম্য

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে চারি শতাব্দী গণিত হইবার পর, তাহার সহিত যখন ৪ সংখ্যা যুক্ত হইল তখন অর্থাৎ ৪০৪ গৌরাব্দে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের সমস্ত স্থান দর্শন, যাবতীয় প্রমাণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক মহাজনগণের আদেশ ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই ঘটনাতেও শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের উক্তি সার্থকতা বিমণ্ডিত হইয়াছে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আহ্বান

সমসাময়িক-কালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"-পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদকদ্বয়ে শ্রীনদীয়ার প্রকাশের জন্য একটি আশীর্ব্বাদপূর্ণ আহ্বান "বিষ্ণুপ্রিয়া"-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুর এই সময় আর একটি মনোহভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন—"বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য এই যে, অচিরে **শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি অদ্ভুত স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন** **জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ-নির্দ্দেশক স্তম্ভের উপর একটি বৃহৎ পতাকা ও এক আলোক দেওয়া কর্ত্তব্য** ব্রাহ্মণদীঘির দক্ষিণ কোণে একটি স্থান আছে, সেখানে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশচীমাতা প্রভৃতির সেবা প্রকাশ করা যাইতে পারে; সেই সেবার অধীনে জন্ম-স্থান-নির্দ্দেশক স্তম্ভরক্ষা, মাঘ ফাল্গুন মাসে মেলা ও যাত্রিনিবাসের স্থান নির্ম্মাণাদি কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।

—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৪০৫ চৈতন্যাব্দ, 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম'-শীর্ষক প্রবন্ধ।

শ্রীযোগপীঠে আলোক-স্তম্ভ

গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট-পূরণকারিগণের অগ্রণী আমাদের আচার্য্যবর্য্য, নদীয়াপ্রকাশের বিশিষ্ট সেবায় উজ্জ্বলা সম্পাদনের আদর্শ শিক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারই সহায়কত্বের মধ্যে বর্ত্তমানে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি বৃহৎ আলোক-স্তম্ভ নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের কথা বর্ত্তমানে আমরা শুনিতে পাইতেছি। নদীয়াপ্রকাশের বিশিষ্ট সেবার মধ্যে এই সেবাটীও সজ্জনগণের দ্বারা বিশেষভাবে যুক্ত হইবে আশা করা যায়।

শ্রীযোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপন

৪০০ সংখ্যার সহিত ৪ অঙ্ক যোগ করিলে ৪০৮ হয়। ৪০৮ গৌরাব্দে নিত্য-মহাজনগণ এবং এখন নবদ্বীপের বহু প্রাচীন পণ্ডিতগণের দ্বারা শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হন। এই সময় সজ্জনগণ, ক্ষেত্রবাসী [illegible] সমস্ত সম্প্রদায় হইতে সহস্র সহস্র সাধু এবং দেশ দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফাল্গুন-পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ, সাধ্বী-ভৈরবী সঙ্কীর্ত্তনের রোল, বৈষ্ণবগণের আনন্দ-নৃত্য প্রভৃতি গৌরাবির্ভাব-কালীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া ভক্তগণ গৌরজন্ম-স্থলীতে গৌরবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন, এই ঘটনাতেও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসাবতারের উক্তির সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। ৪৪০ গৌরাব্দে "শ্রীনদীয়া-প্রকাশ" শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত হইয়া সমগ্র পারমার্থিক জগতের নিকট এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর প্রদর্শনী

৪৪৪ গৌরাব্দে গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী প্রকটিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীধাম বেদদ্বীপ-মায়াপুর-নবদ্বীপের বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। ৪০০ গৌরাব্দে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল, ৪০৪ গৌরাব্দে 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য' প্রকাশিত হইয়াছিল।

নবদ্বীপের মহিমা প্রকাশ

৪০৪ + ৪ = ৪০৮ গৌরাব্দে শ্রীধামমায়াপুরে শচী-গৃহে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শচীনন্দন প্রকাশিত হইয়া তাঁহার লীলাশক্তি-পীঠস্থ শ্রীধামকে প্রচার করিয়াছিলেন, ৪৪৪ গৌরাব্দে গৌরজন শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর প্রকাশ ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমাদির বিশেষ প্রচার করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীনবদ্বীপের পরিপূর্ণ মহিমা প্রকাশিত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশে প্রচার

৪৪৪ + ৪ = ৪৪৮ গৌরাব্দে ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় নদীয়ার বার্ত্তা প্রকাশিত হইতেছে, পৃথিবীর সকল দেশ-গ্রামে নদীয়া প্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরজনগণের ভুবনমঙ্গল নাম সর্ব্বত্র [illegible] হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এবং সজ্জনগণের ক্লান্তিতে আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষ আবির্ভাব-তিথির বার্ষিক [illegible] "শ্রীসজ্জনতোষণী-ভাগবতশ্রী"র [illegible] আরম্ভ হইয়া ৪৪৮ গৌরাব্দে সম্পন্ন হইবে, এবং গৌরজন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রচারিত অপ্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যোপনিষদের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

'নদীয়া-প্রকাশ' কাঁহারা

"নদীয়া-প্রকাশ" শব্দটীর বাস-বাক্য বিভিন্নভাবে পারমার্থিক পণ্ডিতগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। নদীয়াকে যিনি বা যাঁহারা প্রকাশ করেন, তিনি বা তাঁহারা নদীয়া-প্রকাশ। গৌরজন শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর—ইঁহারা সকলেই নদীয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া "নদীয়াপ্রকাশ"।

'নদীয়া-প্রকাশ'—শ্রীগৌরসুন্দর

আবার নদীয়াতে অর্থাৎ নিজ নিত্যধাম বা স্বরূপ-বৈভবে যিনি লোকলোচনের নিকট নিজ প্রকাশলীলা আবিষ্কার করেন, তিনি নদীয়া প্রকাশ—শ্রীগৌরসুন্দর।

নদীয়ার প্রকাশ বা অধিদেবকেও নদীয়া-প্রকাশ বলা যায়। "গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ" শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে অপ্রাকৃত পূর্ণচন্দ্র বা সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া যিনি স্বরূপ-বৈভব শ্রীনবদ্বীপ ধামকে প্রকাশ এবং জগতের কৈতব-অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন, তিনিও 'নদীয়া-প্রকাশ' নামে খ্যাত।

নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু

যাঁহার গঙ্গাজল ও তুলসীপত্রে পূজা নদীয়া-প্রকাশ শ্রীগৌরহরিকে নদীয়ায় আবির্ভূত করাইয়া নদীয়ার মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিয়াছেন সেই গৌর-আনা ঠাকুর শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু—'নদীয়া-প্রকাশ'; আবার তিনি 'নদীয়া-প্রকাশ' গৌরহরিকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া নদীয়া-প্রকাশ-প্রকাশ।

নদীয়া-প্রকাশ—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

লোকলোচনের দৃষ্টির বহির্ভাগে অবস্থিত প্রাচীন নদীয়া শ্রীধাম-মায়াপুরকে যিনি সর্ব্ব-সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পরম-করুণ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদও 'নদীয়া-প্রকাশ' সংজ্ঞায় অভিহিত।

নদীয়া-প্রকাশ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম

অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কুবিষয়ে অন্ধ জীবের নয়ন দিব্যজ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলন করিয়া সেবোন্মুখ নির্ম্মলচক্ষুর নিকট নদীয়ার অধিদেব ও স্বরূপ-বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও 'নদীয়া-প্রকাশ'। সেই গুরুদেবের বাণীই যখন আবার মূর্ত্তিমতী হইয়া অক্ষরপত্রে আত্মপ্রকাশ করাইয়া পারমার্থিক সন্দেশ বিতরণ করেন, তখন আমরা তাঁহাকে "দৈনিকনদীয়াপ্রকাশ" পত্ররূপে দেখিতে পাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সত্যবাণী প্রচার

প্রত্যহ পারমার্থিক-কথা-প্রচার-চেষ্টা একমাত্র গৌরশক্তি ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব। যেখানে জীবের বহির্ম্মুখতা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে আত্মমঙ্গলের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, সেইরূপ বিদ্রোহের দেশে প্রতিক্ষণ শ্রীচৈতন্যের বার্ত্তার বিজয়-দুন্দুভি-ঘোষণা করা একমাত্র নদীয়া-প্রকাশেরই সম্ভব—ইহার শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বহির্ম্মুখতার বহুরূপী বিদ্রোহের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" অবাধ-গতিতে তাঁহার নিরপেক্ষ সত্যবাণী প্রত্যহ প্রচার করিতেছেন।

নদীয়া-প্রকাশের প্রচ্ছদপট

কেহ বা তাঁহার প্রচ্ছদ-পট দেখিয়া তাঁহাকে গ্রাম্যবার্ত্তাবহের তুল্য মনে করিতে পারেন; কেহ বা তাঁহার নির্ভীক সত্য-প্রচারে সাময়িকভাবে বাধিত হইতে পারেন এবং নদীয়া-প্রকাশের পরোপকার-চিকীর্ষাকে বুঝিতে ভুল করিয়া জগতের বহুরূপী পুত্তলিকার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিকে অধিকতর বেহলীলা মনে করিয়া নদীয়া-প্রকাশের সর্ব্বোচ্চ পদবীর দিকে থূৎকার নিক্ষেপের চেষ্টা দেখাইতে গিয়া নিজের মুখেই নিজে পুরস্কৃত হওয়ার ভাগ্য বরণ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তব-সত্য এই—"নদীয়া-প্রকাশ" জীবে পরম-দয়াময়। তিনি লোকরঞ্জক না হইলেও লোকের বাস্তব-উপকারক; সাধারণ লৌকিক বার্ত্তা-পূর্ণ প্রচ্ছদপটে সজ্জিত হইয়া তাঁহার সাধারণ সমাজে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্য গ্রাম্য-বার্ত্তার আলোচনা বা সমা-লোচনা নহে। রোগীকে মিষ্টান্নের আবরণে আবৃত তিক্ত কুইনাইন সেবন করাইবার ন্যায় গ্রাম্যবার্ত্তালোলুপ ব্যক্তি-গণকে বহির্ম্মুখতার নিকট আপাতভিক্ত হরিকথামৃত-ঔষধ 'বেন কেনাপ্যুপায়েন' পান করাইবার উদ্দেশ্যেই "দৈনিকনদীয়া-প্রকাশ" ঐরূপ বহিরঙ্গ পোষাক ধারণ করিয়া অন্তরঙ্গ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

উপসংহারে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি

"সজ্জনতোষণী"র সজ্জন-তোষকত্ব ও ঐকতান-মন্ত্র, "গৌড়ীয়ের" শুদ্ধ গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তবাণী, "ভাগবতে"র পারমহংসী বাণী, "পরমার্থীর" ঐকান্তিকতা, "কীর্ত্তনের" নির্ভীক কণ্ঠের কাকলি, একাধারে "দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ" শুদ্ধগৌরভক্তির সুমুখ-রূপে নিত্য চয়ন করিয়া সুন্দর ডালি রচনা করিতেছেন। আজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-অভিষেক-পূজায় সেই সকল সম্মিলন ঘটিয়া থাকে।

শ্রীমায়াপুরে বর্ষ-মিলন

[মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ]

সে-দিন "শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী" (এখনও অপ্রকাশিত) পাঠ করিতে করিতে তথায় একটী সুন্দর শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সময়োচিত উপদেশ-রূপে অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ১৯১৭ সালের ৩রা মার্চ্চ দূরদেশে অবস্থিত কোনও দৈহিক-অযোগ্যতাযুক্ত ভক্তকে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"বৎসরে মহাপ্রভুকে তাঁহার আবির্ভাব-কালে একবার আসিয়া দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত; মহাপ্রভুর প্রকট-কালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।"

জীবদুঃখদুঃখী পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি বৎসর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবকালে আত্মজন-মিলনের এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মিলনে হরি-জনের অনেক প্রকার সৌকর্য্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ মোহরাজ্য হইতে উত্থিত মোহরাজ্যতা বা ভোগ্য গৃহপ্রিয়তার জড়তা ভক্তিস্বরূপিণী ফাল্গুনপূর্ণিমার কীর্ত্তন উৎসবের আগমনী গানের ঝঙ্কারে দূরে অপসারিত করিবার একটী বিশেষ সুযোগ ও প্রেরণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আচার্য্যের আহ্বানে কাহার হৃদয় কতটা সাড়া দিতে প্রস্তুত, ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার সহিত তাহারও একটী পূর্ব্বাহ্নিক পরীক্ষা হয়। তৃতীয়তঃ প্রতিবৎসর শ্রীমহাপ্রভুর সেবার বিভিন্ন উপায়ন লইয়া শ্রীধামেশ্বর ও তাঁহার সেবকবর্গের সেবার অভিযানের একটী সুযোগ ও নিদর্শন পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ এই সময় শ্রীধামে গুরু, গৌড়ীয় ও গৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম যুগপৎ সন্দর্শন এবং আচার্য্য ও আচার্য্যানুগ ভাগবতগণের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সুবর্ণ সুযোগ সার্ব্বজনীনভাবে সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ
সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥
মথুরা বিশেষতঃ শ্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে
৪০, ৪১ শ্লোক)

—শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে এই ভজন-প্রণালী অনুশীলনের একটী সর্ব্ব-সুযোগ-উপহার লইয়া "নদীয়াপ্রকাশ" নব বৎসরে প্রবেশ করিতেছেন।

"জয়তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তির্দীপবাহিনী।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণী॥"

সম্মিলন ঘটিয়া থাকে। সজাতীয় বাসনা অর্থাৎ সকলেরই একমাত্র কৃষ্ণসেবাভিলাষের জন্য অখিল চেষ্টার আদর্শ দেখিয়া তাঁহাদের আদর্শ-অনুসরণের একটী বিশেষ সুযোগ লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবাভিলাষ থাকিলেই হৃদয় শান্ত ও স্থির থাকে, আর অন্যাভিলাষে মত্ত থাকিলে চিত্ত অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। সেবোন্মুখতার সহিত সাধুসঙ্গ করিলেই আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা-ভিলাষী সাধুর সঙ্গ এবং আচার্য্যের কথা-শ্রবণের জন্য চিত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, নতুবা শ্রীধামেও প্রাণের অজ্ঞান এবং আবর্জ্জনা বহন করিয়া লইয়া আসিবার চিত্তবৃত্তি এবং সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ অনু-সন্ধানের পরিবর্ত্তে গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্যভাবনা ও নানাপ্রকার ছিদ্রানুসন্ধানের দুর্ব্বুদ্ধি উদিত হইয়া থাকে। এই সকল কুরূপ-দর্শনের অবসমূহ মায়ার রাজ্যে রাখিয়া শ্রীহরিকথা-মন্দাকিনী-প্লাবিত যোগপীঠ-মায়াপুরে প্রতি বর্ষে সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ সাধুগণের সহিত হরিকথা-প্রসঙ্গে মিলন করাইবার জন্যই আচার্য্যের পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে আহ্বান।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালে ভক্ত-গণের বর্ষ-মিলনের স্থান ছিল রত্নাকর-তটস্থিত শ্রীনীলাচল-ক্ষেত্র—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহা তাঁহা হয়॥
সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি' সবার রাখিলা নিজ স্থানে॥
(চৈঃ চঃ ম ১০।১৮৭-১৮৮)

এই নীলাচলে প্রভু-দর্শনে যাইবার জন্য বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সাড়া পড়িয়া যাইত। প্রভুর সেবার জন্য কে কি লইবেন, তজ্জন্য সকলের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শ্রীভক্তগণ প্রভুর নানাপ্রকার সেবোপকরণ—যাহা সারাবৎসর ধরিয়া প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিতে করিতে প্রভুর প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তিময় স্মৃতিতে অনুক্ষণ বিভোর থাকিতেন, সেই সকল সযত্ন-সংগৃহীত উপঢৌকন লইয়া যাত্রা করিতেন। কেহ ঝালির ঝোলি লইয়া যাইতেন, কেহ ভক্তগণের যাতিসাধারের ভার লইতেন, কেহ কেহ সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর নায়ক হইতেন, কেহ গায়ক, কেহবা বাদক হইতেন; আবার নীলাচলস্থিত কোন কোন ভক্ত গৌড়ীয়ভক্তগণের বাসস্থান ও প্রসাদের ব্যবস্থা করিতেন। সকলেই সজাতীয়াশয়—সকলের উদ্দেশ্যই একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি ও সেবা। সেখানে কোন প্রকার অন্যাভিলাষ ছিল না; তাই সেই মিলন এত মধুর ও এত অনাবিল আকর্ষণীয় হইত।

মহাপ্রভুর প্রকট-কালীয় মিলন-মঙ্গলের পুনরুদ্বোধন এবং সেই হরিপ্রসঙ্গ ও সেবা পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌর-

স্বরূপের অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের পর তাঁহার আবির্ভাব-ভূমিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঈশ্বর ও অর্চ্চামূর্ত্তিতে নিত্য প্রকটলীলার বার্ত্তা ঘোষণা এবং জগদ্বিশ্বাসের প্রতি সেবোন্মুখ হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব ও বিশ্ববৈষ্ণব-সম্মিলন সংঘটন করাইতেছেন।

মহাপ্রভুর প্রকটকালে আমাদের প্রভুর প্রকট-লীলার ক্ষেত্র নীলাচল বৈষ্ণব-সম্মেলনের কেন্দ্র ছিল, আর মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের পর তাঁহার নিজ জনের কৃপায় তাঁহার প্রকটলীলাক্ষেত্র তাঁহারই জন্মদিনে বৈষ্ণবসম্মেলনের একটী বিশেষ কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এই বৈষ্ণব-মিলন জড়রসে সৌখীন ব্যক্তিগণের প্রাবাবেলা-মহোৎসবের ন্যায় কেবল ঐহিক ব্যাপার নহে; শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণকীর্ত্তনাভিনিবেশই ইহার প্রাণ। তাই এই মিলনের সার্থকতা অদ্বিতীয় ও অভিনব। ইহা ভূলোকে গোলোকের পারিপার্শ্বিকতার আবিষ্কার।

শ্রীধাম-মায়াপুরে এই বর্ষমিলনের সময় আর একটী কথা হৃদয়ে উদিত হইতেছে। আজ শুধু গৌড়োদয়ের পূর্ব্বশৈলে ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব ও সজ্জনমিলন নহে, আজ বিশ্ববৈষ্ণব-মিলন—বিশ্ব সজ্জনসম্মেলন—প্রাচীপ্রতীচী-মিলন। শ্রীচৈতন্যবাণী, শ্রীচৈতন্য-মঠ, নদীয়া প্রকাশ, ভক্তগোষ্ঠীর আজ বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুকে আকর্ষণ করিয়া এই যোগমায়াপুর-পীঠে মহামেলা সংঘটন করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্য লাভ করিলেই ইহাই শ্রীচৈতন্যের ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তন-ব্যাপার।

অজের জন্ম-মাধুরী

[মহোপদেশক শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী]

অজের জন্মলীলায় যে কি মাধুরী, তাহা প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক, প্রাকৃত কবি, প্রাকৃত সাহিত্যিক ও প্রাকৃত রাসায়নিক উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাঁহাদের জ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণে আবদ্ধ, যাঁহারা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই, ত্রিগুণের অতীত রাজ্যের কথা যাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাঁহারা অজের জন্মমাধুরী অনুভব করিবে কি করিয়া?

উক্ত শ্রেণীর লোকের পক্ষে 'অজের জন্ম হয় কি প্রকারে' এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অপর কথায়, যাহারা নির্ব্বিশেষ-মতকেই বেদান্তের মত বলিয়া মনে করেন এবং নির্ব্বিশেষ-বিচারপরায়ণ হইয়া অজের জন্ম তথা অপ্রাকৃতের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে অসমর্থ হইয়া বৈদান্তিক নামে জগতে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। যাঁহাদের জ্ঞান প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা সঞ্চয় করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহাদের অক্ষজ বিজ্ঞান ত্রিপুটী-বিনাশকেই চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছে, যাঁহাদের বিজ্ঞান অভিজ্ঞতাবাদের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদের পরিপূর্ণ অস্পষ্ট স্বরূপ বা ছদ্মবেশরূপ মায়াবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যাঁহাদের সাহিত্য-আলোচনা রাহিত্যবিচার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, যাঁহাদের কাব্য প্রাকৃত কবীর রসে নিবদ্ধ, যাঁহাদের দর্শনের সীমা তৃতীয় মানের বদ্ধ পর্য্যন্ত, তাঁহারা চতুর্থমান পর্য্যন্ত পৌঁছিবার যোগ্য হন নাই। যাঁহাদের দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন বিনষ্ট হইয়া যায়, যাঁহাদের রাসায়নিক নিত্য পরমরসের সন্ধান না পাইয়া জড়, অপর বা অবর রসকেই অন্বেষণ করিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে অজের জন্ম লীলার ধারণা করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা ঠিক।

প্রাকৃতের ভূমিকা বদলাইয়া অপ্রাকৃত ভূমিকায় বিচরণ-যোগ্যতা পাইয়াছেন যাঁহারা, অজের জন্ম তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—অজের জন্মলীলার মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য তাঁহারাই জানিয়াছেন। যাঁহাদের দর্শন প্রকৃতির রাজ্য ভেদ করিয়া তুরীয় রাজ্য লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের দর্শন ঋক্-বেদের আচমনীয় মন্ত্রের নিত্য দৃশ্যকে পরমপদরূপে নিত্য দর্শন করিতে পারিয়াছেন, বিষ্ণুর পরমপদকেই যাঁহারা উপাস্য, নিত্য সেব্য ও নিত্য আরাধ্য বলিয়া জানিয়াছেন, যাঁহারা বৈকুণ্ঠের পরমপদ বা পরমাত্মা বিষ্ণুকে অংশরূপী দর্শন করিয়া অংশের অংশী, সকলের মূল, বিষ্ণুপরতত্ত্ব, গোলোকপতি ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরিপূর্ণতম দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অপ্রাকৃত দার্শনিক; অজের জন্মলীলা-রহস্য তাঁহাদের হৃদয়েই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যাঁহাদের বিজ্ঞান নিঃশক্তিক বিচার অতিক্রম করিয়া শক্তি-পরিণাম-বাদের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে, যাঁহাদের বিজ্ঞান ত্রিশক্তিযুক্তের চিচ্ছক্তি-বিলাসের অদ্বিতীয় ভোক্তার অসমোর্দ্ধত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, যাঁহাদের বিজ্ঞান লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা-রস হইতে সীতারামের রসোৎকর্ষতা এবং তদপেক্ষা দ্বারকেশ-রুক্মিণীশ ও রাধাগোবিন্দের রসলীলার জন্ম-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়াছে তাঁহারাই অপ্রাকৃত বৈজ্ঞানিক, তাঁহারাই অজের জন্মলীলার বিজ্ঞান পাইয়াছেন।

যাঁহাদের সাহিত্য 'রাহিত্য'-বিচারের আসন গ্রহণ না করিয়া সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা যেখানে, সেই রাধাগোবিন্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপ্রাকৃত সাহিত্যিক। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন—অজের জন্মলীলায় জীবের সম্যক্ হিত কোথায়। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, সাহিত্যের সার বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। তাই তাঁহারা মায়াবাদোত্থ-বিচারমূলক রাহিত্যকে বেদান্ত-বিরুদ্ধ মত বলিয়া বিচার করতঃ শ্রীভাগবত-সাহিত্য—অজের জন্ম-লীলার গান গাহিয়া বেদান্তের প্রকৃতার্থ প্রচার করিতেছেন।

যাঁহারা গ্রাম্যকাব্যামোদ হইতে বিরত হইয়া অপ্রাকৃত রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণচরিত্র-মাধুর্য্যে কাব্য-পরাকাষ্ঠা পাইয়াছেন, সেই সকল অপ্রাকৃত কবিগণ অজের জন্মলীলা-কাব্যরস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। অপ্রাকৃত কবিগণ বা বৈষ্ণব-কবিগণ অপ্রাকৃত মহাকাব্য শ্রীমদ্ভাগবতের গান গাহিয়া জানাইয়াছেন, অজের জন্মলীলা কাব্য তত্ত্বাত্মা-কাব্যামোদের লোভনীয় ব্যাপার; অপ্রাকৃত কবিগণ মধুমক্ষিকার মধুপানমত্তাবস্থায় পুষ্পে অবস্থানের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রাকৃত মধুরসে আকৃষ্ট হইয়া সেবারসে প্রমত্ত থাকেন।

যাঁহারা প্রাকৃত হেয় জড়-বিষয়রস বা বিকৃত রস-আস্বাদনে বিরত হইয়া 'রসো বৈ সঃ' পুরুষের সেবা-রসাস্বাদনে সদানন্দী হইয়া রাস-রসিকের পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহারা বৈকুণ্ঠের সার্ষ্টি-সিদ্ধীর রসেও পরিতৃপ্ত না হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনের রসপঞ্চকের বিষয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহারা বাৎসল্য-রসাশ্রিত শ্রীনন্দযশোদার ভাব-কণ তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপ্রাকৃত রাসায়নিক; তাঁহারা জানেন অজের জন্মলীলা-রস শ্রীনন্দনন্দনে কি প্রকার মাধুর্য্য, সৌষ্ঠব ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া বাৎসল্যরসের রসিকগণের রসায়ন হইয়াছেন।

ভগবান্ অজ। তাঁহার জন্ম নাই, একথা সত্য। কিন্তু ভগবানে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাবেশ আছে, ইহাই তাঁহার ভগবত্তা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা। ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা তাঁহার ঐশ্বর্য্য। সেই হেতু তিনি ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহৎ হইতে পারেন। তিনি নিরাকার রূপে ব্রহ্মজ্ঞানীকে মুগ্ধ করিয়াও ভক্তগণের নিকট নিত্য চিদানন্দময় স্বরূপ-বিশিষ্ট হইয়া নিত্য সাকার। ভগবানের প্রাকৃত রূপ না থাকিলেও তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত চিন্ময় রূপ আছে। সেই প্রকার প্রাকৃত কোন জন্ম বা মৃত্যু না থাকিলেও নিত্য-চিদ্বিলাসময় ভগবানের চিদ্বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য প্রকট ও অপ্রকট লীলা বর্ত্তমান। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন ব্যতীত ইহা দর্শনের অন্য উপায় নাই।

চিজ্জড়বাদী এই লীলার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। চিৎ ও অচিৎ দুইটী তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্বের ঈশ্বর ভগবান্। ভগবানের চিৎ ও অচিৎ নাম্নী দুইটী শক্তি হইতেই চিৎ ও অচিৎ-তত্ত্বের সমাবেশ। চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা ও অচিৎ-শক্তি বহিরঙ্গা, অচিৎ-তত্ত্ব চিতের বিপরীত। 'অচিৎ' যদি বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়, তবে ইহার মূল যে চিত্তত্ত্ব তাহাতে বিচিত্রতার অভাব কল্পনা করা কি যুক্তিমত্তার পরিচায়ক? চিত্ত নির্ব্বিশেষ হইলে জড়ের সবিশেষত্ব কোথা হইতে আসিল?

শ্রীআচার্য্য-প্রকটতিথি

আজ শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী। এই তিথি-বরকে ধন্য করিয়া বর্ত্তমান-যুগাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর "স্বাৎ-কল্পে পুরুষোত্তমাৎ" এই বাণীর সার্থকতা-সম্পাদন পূর্ব্বক এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অদ্যকার শ্রীব্যাসদেবের আম্নায়-পারম্পর্য্যে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মপূজা শ্রীব্যাসপূজারই নামান্তর মাত্র। মহাজনগণ বলিয়াছেন, 'মাধব-তিথি ভক্তি-জননী', অতএব ঐ তিথি যত্নের সহিত সকলেরই পালন করা কর্ত্তব্য; ঐ তিথি-পালনে জীবের ভাগ্যে ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে।

আজিকার এই ব্যাসপূজার দিনে সকল সজ্জন নরনারী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান করিয়া স্বজন ও সজ্জনকে ধন্যাতিধন্য করিবার জন্য উদ্দেশে ছুটিতেছেন; কিন্তু হায়! ভগবদ্-বহির্ম্মুখ অধম আমি, আমার এমন কিছু সম্বল নাই যদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করিবার অধিকার লাভ করিতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূর্ণ-চেতনময় বস্তু; অচেতনের দ্বারা চেতনের পূজা বা সেবা হয় না। আমি অনাত্ম-দেহে আত্মবুদ্ধি লইয়া এই মর জগতে আহার, নিদ্রা, ভয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতিতে ব্যস্ত হইয়া দিবানিশি কাটাইতেছি, আমার ত' চেতন কিছুমাত্র উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাই ভাবিতেছি, হে গুরুদেব! আমি কি করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে সাহস করি!

হে পতিতপাবন প্রভো! শাস্ত্র এবং আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি যে, চেতন-বস্তুর শ্রবণ কীর্ত্তন হইতেই জীবের সমস্ত অবিদ্যা ও অনর্থ দূরীভূত হইয়া জীব ভগবৎপাদপদ্মে রতি লাভ করিয়া থাকে। আপনি অতি দুঃস্থজন-

রূপে সেই চৈতন্যবাণী,—'চেতোদর্পণ-মার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং' শ্লোকের অনু-কীর্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন প্রচার পূর্বক সম্পূর্ণ রুগ্নচিত্ত জীব সকলকে অচৈতন্য দশা হইতে চেতনা সঞ্চারে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কত প্রকারের যে কৌশল জাল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা যখন মনে মনে চিন্তা করিতে থাকি তখন স্বতঃই মনে হয় 'ভুবনমোহন' হরিনাম শুনাইবেন পুনঃ ঠাকুর মহাশয়ের—

''সংসারের পাকে পড়ি' কান্দিয়া লাগিয়ে।
সে দুঃখের কে ঘুচাবে 'নিতাই চাঁদেরে॥''

—এই কথাটী স্মরণ করাইয়া দেয়। মনে হয় আবার এ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এই লীলায় ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া

''উদ্ধারিল পতিতেরে চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সর্বপ দুয়ারে॥''

—মহাজনের এই বাক্যের উক্তি বস্তুর পুনরাবির্ভাব করাইয়াছেন।

যুগে যুগে জগতে অনেক ধর্মবীর, দানবীর পরিবর্তনের কার্য করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা কোন বা অল্পের ব্যথা এই মরজগতে আধ্যাত্মিক তাপ নিবৃত্তি হইয়াছে না। এবং দেখা যাইতেছে যে, মানবের একটী অভাব বা তাপ নিবৃত্ত হইতে না হইতেই আবার নানাবিধ অভাব বা তাপ বিভিন্ন মূর্তিতে উপস্থিত হইয়া মানব-সমষ্টিকে গ্রাস করিয়া তাহাদিগকে দুঃখসাগরের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছে। যে সমস্ত তাপের কথা মানবমেধা চিন্তা করিতে পারে না, সেরূপ তাপ অপ্রত্যাশিতভাবে ও উৎকট-ভাবে মানবজাতিকে একসঙ্গে গ্রাস করিতেছে যে, মানব তাহার প্রতিকার আবিষ্কার করিবার কোন সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই মৃত্যুর করালকবলে পতিত হইতেছে। সম্প্রতি যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া, নগর, দেশ, অট্টালিকা, রাজ-প্রাসাদ ও মানবসমষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিল, আমরা সেই তাপ এরূপ আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক তাপের বিরুদ্ধে অভিযান বা তাহার প্রতিকার করিতে মানবমেধা সম্পূর্ণ অক্ষম। মানব-চিন্তা শত শত সহস্র বৎসরের গবেষণার ফল নিমেষের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। তাই আক্ষেপের সহিত বলিতে হয়,—

''ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥''

মহাপ্রভুর এই উপদেশটী কি আমাদের বিচারের বিষয় হইবে না!

হে অমন্দোদয়-দয়া বারিধি! মানুষ বহির্মুখ থাকি প্রেমঃ কাহাকে বলে জানে না; শুধু তাই নয়, আপনি কৃপাপূর্বক প্রেমের কথা আমাদিগকে বারবার জানাইয়া দিলেও আমরা অপ্রাকৃত-চিন্ময়-দর্শনের অভাববোধে প্রেমের পথ ছাড়িয়া প্রেমের চাই না। প্রেম-পথের আপ... কিন্তু ঐ চিন্ময়দর্শন থাকিলেও 'কষ্ট নাই, একথা মানব ... পারিতেছি না, ইহা বর্তমানে সত্যের পরিচয় সন্দেহ নাই কিন্তু আপনার এত আত্মবিশ্বাসের আমরা ধারণা করিতেছি যে, আমরা প্রেম না চাহিলেও, প্রেমের কথা না শুনিয়া আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিলেও আপনি আমাদের প্রতি কৃপার করুণার বশবর্তী ...কেমন রোগীকে সংকোচে পথ্যরূপ মুখ ফাঁক করিয়া দিয়া ঔষধ গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টা করে, আপনিও সেইরূপ বিমুখ আমাদিগকে নানা কৌশলে নিঃশ্রেয়স্ লাভের উপায়-স্বরূপ হরিকথা-মহৌষধি পান, মহাপ্রসাদ-পথ্য সম্মান এবং শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের উপযোগী কর্ণবেধ সংস্কার করাইতেছেন। আপনি চেতন জগতের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়া অচেতন আনত জড় বস্তুতে আসক্ত মানব-জাতিকে চেতনময় বাস্তব-রাজ্যের অকৃত্রিম বাস্তব শোভা দেখাইবার জন্য এবং নিত্য অমিশ্র চিন্ময় আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সর্বান্তঃ-করণে যে কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র লেখনীর বর্ণনাতীত।

কিন্তু হায়! এমনই দুর্ভাগা যে মানবজাতির প্রতি আপনার এরূপ আন্তরিক নিত্যকল্যাণ-প্রদানের আপ্রাণ চেষ্টার বিনিময়ে দুর্ভাগাগণ আপনার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে ও বিরুদ্ধাচরণ করিতে এমন কি আপনার প্রতি অত্যাচার করিতেও পশ্চাৎ-পদ হইতেছে না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লীলার পুনরভিনয় করিবার জন্যই আপনার এই মর্ত্যে আগমন; এই জগাই-মাধাইর প্রতি 'মেরেছ কলসীর কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?''—নিত্যানন্দপ্রভুর সেই প্রেমপূর্ণ বাণী ও প্রেমালিঙ্গনের কথা আমাদের চিত্তকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া উদ্বেলিত করিতেছে; মনে হইতেছে বুঝি আবার সেই যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে।

হে অহৈতুক-দয়াময় প্রভো! যে যুগে ধর্মাধিকারের সংগ্রহণী লালসা মানবের সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া প্রকৃত মুক্তিপদ কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বহু যোজন দূরে তাহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিতেছে, সেই কৈতবপূর্ণ যুগে আপনি অকৈতব সত্যকথা-প্রচারে নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা প্রকাশ পূর্বক নিজ জীবনে স্বয়ং আচরণ পূর্বক মানবজাতির স্বাভাবিক চেষ্টার বিরুদ্ধে যে তুমুল আন্দোলন চালাইয়াছেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তদ্দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

'কর্মজড়' বিচারে মানবজাতি আজ ভোগে পূর্ণাহুতি দিতে বসিয়াছেন। কর্ণবেধ-সংস্কার না হওয়ায়, অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই মহাগম্ভীর বাণী, 'অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'—কর্ণ-পটহে আদৌ প্রবিষ্ট হইতেছে না। 'আমার টাকে ছোঁয়া', বিচার আমাদের প্রবল হওয়ায় আমরা এখন ভগবানের আসন কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু তাহাতে কি হয়? আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ যে ঐরূপ কর্তৃত্ব নাই। স্বরূপে যে আমরা নিত্য কৃষ্ণদাস। তাই প্রভু-অভিমান করিতে গিয়া আমরা তাঁহারই বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দাসত্ব বা গোলামী করিতে বাধ্য হইতেছি; ফলে, মায়া প্রদত্ত ত্রিতাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতেছি। কিন্তু প্রভো! আপনি এইরূপ দুর্দিনে আমাদের রক্ষা-কল্পে প্রত্যেক স্থান, কাল, পাত্রকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ-করণের দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত বিষয় পূর্ণতম পুরুষের সেবার আনুকূল্যে করিয়া কিরূপে চরম সার্থকতা লাভ করিতে ও মানবজাতির আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিতে পারে, সমস্ত শিল্প দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি কিরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিবদ্ধ হইতে পারে, তাহা নিজ আচরণ ও অনুশীলন দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—

'যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'

—এই শিক্ষাকে আজ মূর্তি প্রদান করিয়া দেখাইতেছেন

হে যুক্তবৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ! জগতে সাধারণ মনুষ্যজাতি প্রায়শঃই হয় 'ভোগ', না হয় 'তদ্বিপরীত' 'ত্যাগের'ই পক্ষপাতী। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিচারে 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' এই দুইটীই পিশাচীর মত মানব-জাতিকে গ্রাস করিয়া থাকে। এই দুইটী থাকাকাল পর্যন্ত মানবের ভক্তিসুখ-লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যে আত্মবিনাশকে মানবজাতি মুক্তি বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল সেইরূপ আত্ম-বিনাশ হইতে মানবকুলকে রক্ষা করিয়া স্বরূপে হরিসেবাই যে জীবের প্রাপ্তব্য 'যথার্থ মুক্তি' এবং ইহাই যে ভাগবত-ধর্ম, সনাতন-ধর্ম, দৈববর্ণ বা শ্রীচৈতন্যের মূর্তজীবন, আপনি ইহা নিজ আচরণ ও জীবনে শিক্ষা দিতেছেন এবং মানবজাতিকে ঐরূপ পিশাচীর করালকবল হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন করিতেছেন।

বিশ্ববাসীর দুর্দশা অবলোকন করিয়া আচার্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ একদিন মনুষ্যজাতির নিকট কাকুতি মিনতি পূর্বক—

'দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতং এতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥''

—যে শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, আপনিও আজ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করতঃ মানবজাতির প্রতি অহৈতুক-করুণা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে মায়ার ত্রিতাপক্লেশ হইতে নির্মুক্ত করিবার জন্য সকলের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং এবং নিজ অন্তরঙ্গ ও অনুগত জন-গণকে প্রেরণপূর্বক শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর ন্যায়—

''বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।''

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত এই সমস্ত শিক্ষা দিতেছেন!

হে আচার্যপ্রবর! আপনার এই আচার্যলীলায় আপনার প্রচারিত বাণীকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য ভারতের, শুধু ভারতেরই বা বলি কেন, ভারতের পাশ্চাত্যদেশেও শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ স্থাপন করিয়া আচার-প্রচার-পরায়ণ প্রচারকগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চৈতন্যময়ী বাণী অর্থাৎ কীর্তনমুখের কথা কীর্তন-ভক্তির দিনে কীর্তনভক্তি-প্রতীতিত অচৈতন্য জনগণের নিকট প্রচার করিয়া সংসারমরুতপ্ত তাহাদিগকে কোটি-চন্দ্রসুশীতল নিতাইপদবনের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সুধীমণ্ডলী জনগণ সেই শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে উন্নত হইয়া আজ শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মের দর্শনাভিলাষে ধন্য হইতেছেন এবং শ্রীনামকীর্তনই যে কলিযুগের একমাত্র ধর্ম তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ কিরূপভাবে কার্যে পরিণত করিতে হয় তাহার আদর্শ-স্থাপনোদ্দেশে শ্রীধাম নবদ্বীপে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়া জগদ্বাসীকে তাহা শিক্ষা দিতেছেন। সংসার-দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়া সমগ্র অন্ধকারে পতিত হইবার পূর্বেই বাল্যকাল হইতে অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবকাল হইতে বালকগণ যাহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চৈতন্যময়ী বাণীতে অন্ততঃ কথঞ্চিৎরূপে অভিষিক্ত হইয়া কঠোর সংগ্রামে অবতরণ করিতে ও তাহা হইতে মুক্ত হইবার পথের সন্ধান লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য আপনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

[অবশেষ ২৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

ॐ विष्णुपाद परमहंस-परिव्राजकाचार्यवर्याष्टोत्तरशतश्री-
श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त-सरस्वती-गोस्वामि-महाराजस्य षष्टितम-वर्षाविर्भाव-वासरे

भक्ति-प्रसूनाञ्जलिरियम्

हे श्रीमत्प्रभुपाद सेवकगणैर्दैन्येन यः कल्पितः
पुण्येऽस्मिन् दिवसे पदाब्जयुगले भक्तिप्रसूनाञ्जलिः ।
पूर्णेनापि निजोपलब्धित इह श्रीपादपद्माश्रित-
भक्तानुग्रहकाम्ययैव भवता ग्राह्यः कृपासिन्धुना ॥ १ ॥

विद्यैश्वर्य-कुलश्रियः पदनखश्रीभिः समुत्सारिता
भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैरन्यैर्भवान् कर्हिचित् ।
इत्येवं सकलाभिमानमधुना सन्त्यज्य सर्वात्मना
प्राप्ताः श्रीचरणाश्रयं भवभयोच्छित्त्यै वयं साग्रहम् ॥ २ ॥

न ज्ञातं भवतः स्वरूपमतुलं नो वा पुनर्ज्ञास्यते
शक्तिद्वार-प्रकाशितस्य परमोदारां कृपामन्तरा ।
नित्यं नित्यमचिन्त्य शक्तिकणिका साक्षात् स्फुरन्ती क्रमा-
दस्मभ्यं पदयोर्नवं नवमभिज्ञानं पुनर्यच्छति ॥ ३ ॥

कर्मिज्ञानि-गुरुब्रुवप्रभृतयो मत्वा जगत् स्वात्मवत्
पूर्वं त्वां परिमातुमुद्यततया ये चापराधाश्रिताः ।
श्रीगौरस्य दयानिधेरिव परं माहात्म्यमत्यद्भुतम्
दृष्ट्वा तेऽप्यधुना प्रमुग्धमनसः प्रह्वा स्तुतिं कुर्वते ॥ ४ ॥

श्रीवृन्दावन-नित्यधाम-महिमा लोके विचित्रात्मना
श्रीचैतन्यपदाश्रयेण प्रकटं प्राप्तो जनैर्भक्तकैः ।
अभ्रैरावृत ईक्षणे रविरिव च्छन्नः क्रमेणान्वहम्
भक्तैर्धामपरिक्रमेण भवता प्रोद्भासितः पूर्ववत् ॥ ५ ॥

पाश्चात्त्येषु समन्वयाश्रयकथां धर्मस्य संचार्य य-
च्चातुर्येण यशोऽज्ञमानवगणैर्लब्धं पुरा केनचित् ।
फल्गुत्वं प्रतिपाद्य तस्य भवतः सिद्धान्तवाक् सम्प्रति
तानाकृष्य सुभक्तिमार्गमभयं विज्ञाप्य संराजते ॥ ६ ॥

सर्वत्र प्रशंस्यते च भवतः शक्तिः प्रभावातुला
श्रीमद्भक्तिविनोदवाक् सफलतां याता च निःसंशयम् ।
ज्ञात्वा विश्वजनाः शचीसुतदयां सर्वोत्तमां भाग्यतः
प्राप्तुं तां भवदाश्रयेण कृतिनो जाताः सतर्षान्तराः ॥ ७ ॥

हे वांछाप्रद-कल्पपादप ! पदच्छायाश्रयं संगता-
स्त्वल्लब्धैर्वचनप्रसूननिकरैर्बद्धाञ्जलिं भक्तितः ।
याचन्ते मनसि स्थितं यदिह तत्सम्पूर्यतां साम्प्रतम्
प्रार्थिस्वार्थहृदर्थपूरणमिदं यत्ते प्रसिद्धं व्रतम् ॥

वाराणसीस्थ-सेवकानाम्

श्री कल्पतरु प्रेस, प्रयाग ।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

ॐ विष्णुपाद-परमहंस-परिव्राजकाचार्यवर्याष्टोत्तरशतश्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त-सरस्वती-गोस्वामि-महाराजस्य पञ्चितमाविर्भाव-महोत्सव-वासरे

भक्ति-कुसुमाञ्जलिः

भो भो अद्येमन् साक्षाद् वैकुण्ठवर्त्मनि उपस्थिताः परमदयालवो विशुद्ध-वैष्णवाः! शृणुत तावद्‌गतकाथपद्यानैष्णवस्य ममासंबद्धानि सारहीनानि वाक्यानि । यतः शाश्वतमहिमा-प्रकाशनात् स्वल्पमपि सकलदेवानां मेध्यं भवति, अतः श्रीगुरुद्धवसत्त्वगुणानि नानाविधदोषदुष्टान्यपि तानि श्रोतव्यानीति प्रार्थये ।

विराजते खलु विविधपुण्य-कानन-सरित्शैल-सुशोभिता समुद्र-मेखला सुपवित्रा भारतभूमिः । यस्यामन्यामृतधारेव श्रीभगवतः वासुदेवस्य पादपद्मज-प्रक्षालन - पूत-शैत्यगङ्गा - यमुनयोश्च छिन्नाम्बुधारेव सतीर-वासिनामापामर-द्विजातीनां पापतापाधि-व्याधिविनाशिनी भवति । आसेतु - हिमालयान्तरं यस्याः सर्वशरीरं श्रीभगवन्मन्दिरवशोभिः संशोभते । तेषामन्यतमिद-चूडामणिरूपिणी प्रधानतया सा चैतावती चम्पकानलेन शमनिष्ठुरान् दूरतः गच्छ गच्छेत्युक्त्वा वाग्यतोऽभामते । आश्रमकीट-पर्यन्तैश्चराचरैरज्ञानगतैः कालस्य दुर्विलसितैर्मङ्गलशासिताया अपि मुनिमनुजकाञ्चनातिनानां श्रीभागवत-वायवीन्द्राभिनन्दनकारामणि-यजुः-सामाथर्वाणां मं चार-मंत्रणा आश्रमास्तस्याः पूर्वसोमस्य पुरोवर्तिनि ।

यस्यात्माधेयभूतानां स्वरूपविस्मारकानादिसंचितकर्मवशानां तापत्रय-वशात् प्रचण्डमानसंग्रह-त्रासबसेन्नस-जन्मारादिशास्त्र-प्रमत्तानां मीनानामिव हा हतोऽस्मीति श्रुवतां जीवानां परित्राणाय परमकारुणिको भगवान् शक्त्यवतारं मुनिप्रवरं पराशरस्य तेजसा सपरिवारान्तर्वत्नी दास-पालितायाः सत्यवत्याः गर्भात्स्वयं पूर्णेन्दुरिव प्रादुर्बभूव । कलिहतानां स्वल्पमेधसां जीवानां सुबोधनाय दुर्बोधनमं वेदं विभज्य स स्त्रीशूद्र-द्विजबन्धूनामुपकाराय पुराणेतिहासादिकानि कृत्वा तेषामसारत्वं वेदान्तसूत्रं रचयांमास । यत्राद्यापि कोविदाः शास्त्रसागरं भास्करं मन्यन्ते । तत्राप्यतृप्तया जीवानां सद्‌गुरुचरणाश्रयशिक्षार्थं वैष्णव-मुकुटालङ्कारं नारदं गुरुत्वेन स्वीकृत्य गोलोकस्थं श्रीभागवतं प्रकाशयामास । तदन्तेवासी श्रीमत्सूतस्तु विष्णुलोक-प्राप्तये सहस्राब्दीयसत्रदीक्षितानामनिमिषनिमिषारण्यमभ्युपितानां शौनकादीनां पञ्चसहस्रसंख्यातानां मुनीनां मध्ये गुरुरूपं श्रीभागवतपठनं चकार । तदारभ्यैवाप्राकृतस्य परमकारुणिकस्य श्रीगुरोश्चरणपूजा 'श्रीव्यासपूजा' इति प्रथमार्गं गता । तां च सर्वोत्तमकारं श्रीगोलोकधामावतारस्याभिन्नकलेवरो नित्यानन्दो नित्यानन्दो गौराङ्गचरितविलासितपादस्य श्रवणादि-नवविधमूर्तिमत्याः श्रीशुद्धभक्तिः स्त्या. जीवाविद्याज्ञानस्य प्रकटितवेदवेदाङ्गविद्याविनोदस्य किरणत्तु श्रीमागदितनामोद्दीपिन्याः सारस्वत्याः सद्भवपीठस्य 'वद्वमक्ता-कल्पनिपाकिकाक्रमस्य मूर्तवीद्धवस्य ज्ञानकर्मान्धान्धकार-नाशन-नवद्वीपस्थैव नवद्वीपस्य मध्यत आत्मनिवेदन-क्षेत्रान्तर्द्वीपे निवसतो विशुद्धकान्तिसमन्वितस्य श्रीव्यासस्यांगने । तदारभ्य गुरुपरम्परानुगतानां मुक्त-मुक्तकल्प-मुमुक्षूणां जीवानामाराधनीया सपर्येयं नवीनानि विशुद्धवैष्णवानां हृन्मण्डपे ।

यत्तु अस्माकं श्रीगौरधाम-प्रचारक-धाम-दयालुदास-श्रीपादपांशुभिन्सुनामगम्भीरमा, सेयं माघस्य शुक्लपक्षे दुरितनाशिनी तिथिः पञ्चमी जगीजृम्भते, यस्यां जगद्‌गुरोः श्रीनित्यानन्दावतारस्य अकाम्य-करुणस्याविर्भावोऽसौ प्रकाशं गता । शोकहन्त्री नापत्रयाद्विरतिरम-संसार-वीचिपथिकाः समागच्छन्तु, नन्दितं मण्डपम् । यस्मिंस्तु आविर्भावानन्दनन्दिनी-नुरागशोभनशीकाश्लिष्ट-नटनपटोः करमेन्द्रस्य नन्दानन्द-कन्दस्य मन्दमधुरस्य वृन्दारकवृन्दवन्द्यानित्यपदारविन्दद्वन्द्वस्यन्दितमकरन्द-सन्दोह-तुन्दिलानन्दकन्याः जिनकरणगणाः पतितोद्धारणधामः श्रीगौरचरणाः कनक-कामिनीलुब्धानां पापपुञ्जानां विषमकुञ्जानां गुरुकुञ्जानां नितान्तनष्टानामुद्धरणाय विषयविमुखः त्यक्तनिखिलसुखः कृष्णभगवन्नाममयः स्वयमभिन्नमूर्तिप्रसन्नः प्रकाशते ।

अहैतुककृपापारावारस्यास्य करुणापरम्परावारिधारा-प्लाविनायामपि धरण्यामद्विमेकाम्बुक्षता भोगपरा वयं विन्दुमपि ग्रहीतुमसमर्थाः, अहो धिगेवास्मान् !

तद्दासदासदासपादरजः - स्पर्शनायोग्योऽहं कथं वा पुण्यचिन्मयस्य चरणपीठपूजनं करोमि ? यत्स्पर्शनाय महान्तोऽपि शङ्कितान्तःकरणा नेदृशा न भवन्ति । तथापि निजेन्द्रियसकलज्ञानविषयानन्दकरस्य प्रेरणया विशुद्धभक्तकृपयोत्थितमायापरागाकुलित - श्रीपादपीठसमीपमेत्य जडीयानाम् महाराजोपचाराणामेकस्याप्यस्मिन् कर्मणि योग्यत्वमनवेक्ष्य आनन्दाश्रुसिक्तस्यास्य मविधेयं सर्वतः श्रद्धास्पदमिति पण्डिता वदन्ति, तस्मै वृतमन्दस्मानं कुसुमाञ्जलित्वेन पुनरर्पयामि । गृहीत्वैतस्यानन्दा मदीयं जन्म सार्थकं भावयेयमिति ।

श्रीधाम-मायापुर-श्रीचैतन्यमठाश्रितस्य

कस्यचित्सेवकस्य

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

ॐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशतश्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-महाराज के साठवें आविर्भाव दिवस में

भक्ति-पुष्पाञ्जलि

हे पतितपावन प्रभुपाद !

आज शुभ दिवस में आपके पतित दीन सेवकगण आपके श्रीपादपद्म में दैन्यमयी भक्ति-कुसुमाञ्जलि अर्पण करते हैं। कृपा पूर्वक इसे ग्रहण कीजिये। आप निज-लाभ-पूर्ण हैं। आप को किसी प्रकार का अभाव या आकांक्षा नहीं है, तथापि हमें अपने ही पाद-पद्म-सेवाकांक्षी दीन हीन जन समझ हमारी यह पुष्पाञ्जलि कृपा पूर्वक ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिये।

सांसारिक ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका आप के निकट अधिक सम्मान हो सके। ऐहिक धनमद, वर्णमद, विद्यामद, रूपमद प्रभृति अभिमान आपके निकट, आप की पद-नख-शोभा के सामने तुच्छातितुच्छ जान पड़ते हैं, अतएव हम धन, विद्या अथवा आभिजात्य गौरव लेकर आप के समीप नहीं आ रहे हैं अथवा उसकी बड़ाई करने के हेतु आप के सामने खड़े होने की धृष्टता भी हम में नहीं है। परंतु हम यह जानते हैं कि आप "भक्त्या तुष्यति केवलम् न च गुणैः," इसीलिए हम अपने समस्त अभिमानों का विसर्जन करते हुए आज भक्तिपुष्पाञ्जलि लेकर आप के पादपद्मों के शरणागत हुए हैं।

हे प्रभो ! आप कौन हैं यह हम नहीं जानते। और न आप का सम्पूर्ण रूप से जानने की सामर्थ्य हममें है अथवा भविष्य में जान सकने की आशा ही है। अतएव आपको हम तभी जान सकेंगे जब आप कृपा पूर्वक हमें जनावें। भक्ति के द्वार पर आप का प्रकाश है। जितने दिन बीत रहे हैं, उतना ही आपके पादपद्मों की अचिन्त्य शक्ति के एक एक कण हम लोगों के सामने प्रकाशित हो रहे हैं और हम उतना ही आप को नित्य नव भाव से देखने और समझने में समर्थ हो रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी गौरव नहीं। आप की ही कृपा हम को उस "महतो महीयान्" पाद-पद्म में आकृष्ट करके श्रीचरण-महिमा जना रही है।

कर्मी, ज्ञानी, अन्याभिलाषी, भाड़े के टट्टू, नाम मात्र के गुरु और प्राकृत साहजिक प्रभृति व्यक्तिगण "आत्मवत् मन्यते जगत्" न्याय द्वारा आप की नाप करते हुए आप के चरणों में अपराधों की वृद्धि कर रहे थे। किन्तु श्रीचैतन्यचन्द्रने जिस प्रकार एक दिन संन्यास लीलाभिनय द्वारा कर्मी, ज्ञानी, अन्याभिलाषी, पढ़ुया, पाखण्डी आदि समस्त अपार ज्ञानियों को भी स्तम्भित कर दिया था, उसी प्रकार आप की अचिन्त्य अपार महिमा से आज समस्त जगत् स्तम्भित, विस्मित और मुग्ध है।

नाम मात्र के एक समन्वयवादी ने पाश्चात्य जगत् की साधारण सभा में वागाडम्बर द्वारा ब्रह्म समाज में जिस छोटी सी बहादुरी का अर्जन किया था उसने ब्रह्म जगत् में उस समय विस्मय उत्पन्न कर दिया था किन्तु आज आप के श्रीपादपद्म-प्रभाव से वह तुच्छ हो गई है। समस्त पाश्चात्य प्रदेश में प्रकृत भक्ति-सिद्धान्तवाणी प्रचारित होकर सभी की आँखें खोल रही है। आज मूर्ख, विद्वान, धनी, दरिद्र, शत्रु, मित्र सभी आप की अतिमर्त्य शक्ति की प्रशंसा बिना किये नहीं रह पाते। आज अमन्दोदय-दया के मूर्त विग्रह ठाकुर भक्ति-विनोद की भविष्य-द्वाणी सफल हुई। आज इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जर्मन प्रभृति देश वासी शचीनन्दन की कृपा के कंगाल हो रहे हैं।

आप के नये नये प्रचार-कौशल अति आश्चर्यजनक हैं। जो सब अभिजात-सम्प्रदाय धन-प्रतिष्ठा आदि के गौरव में पृथिवी को तुच्छ समझते हैं, वे भी आज आप के कौशल से, आप के गौरव से, आपकी महिमा से, आपके पादपद्म की ओर आकृष्ट हुए बिना और आप के चरणों में प्रणत हुए बिना नहीं रह पाते।

'ईशावास्य' जगत् की यावतीय वस्तुओं को फल्गु वैरागी की भांति दूर विसर्जन न करके समस्त वस्तुओं द्वारा सर्वेश्वर की आराधना करने का कौशल अत्यन्त आश्चर्यजनक है। यंत्र और विज्ञान की सहायता से भी हरि-भक्ति की वाणी संसार में प्रचारित हो सकती है—यह आप का ही आविष्कार है।

कलि काल में प्रतिशत प्रायः सौ व्यक्ति अपने अपने इन्द्रिय-तोषण में व्यस्त हैं। उनकी तर्पणपर इन्द्रियों को हरितोषण की ओर आकृष्ट करने के लिए आप महाप्रसाद वितरण और प्रदर्शनी प्रदर्शन पूर्वक जिस कौशल-जाल का विस्तार कर रहे हैं, वह वास्तव में अभिनव और निराला है। स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई गीता की आविर्भाव-स्थली कुरुक्षेत्र में, बाद को श्रीचैतन्य प्रकट भूमि श्रीमायापुर में तथा कलि के परिपूर्ण भाव से अवस्थान का स्थान कलकत्ते में इस अभिनव कौशल का प्रकाश करके आपने उसके द्वारा धनी, दरिद्र, पण्डित, मूर्ख, बालक, वृद्ध, युवक आदि सबों का चित्त आकृष्ट किया। इसके पश्चात् बंगाल प्रान्त के प्रसिद्ध स्थान ढाका नगरी में उसके प्रदर्शन से अनेक विद्वान्, सम्भ्रान्त जनों को मुग्ध और आकृष्ट किया। इस पूर्व बौद्ध और नैयायिकों के प्रसिद्ध स्थान पाटलिपुत्र (पटना) में और सर्व-धर्म-सम्मेलन-स्थान वाराणसी क्षेत्र में प्रदर्शनी-प्रदर्शन द्वारा आपने अन्याभिलाषी कर्म-ज्ञान-वैराग्य व्यक्तियों के निकट श्रीमद् भागवत-सूर्य के आलोक का प्रकाश करके हरि-भक्ति का सर्वोच्चत्व जना दिया।

काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र प्रभृति भक्तितीर्थों को भाड़ाटिया सम्प्रदाय ने विकृत रूप से जगत् के मनुष्यों के समीप कर्मतंत्र के रूप में परिणत कर दिया था किन्तु आप उन स्थानों की प्रकृत महिमा प्रकाश करके स्थानीय अधिवासियों का वास्तविक मंगल विधान कर रहे हैं और साथ ही साथ हमलोगों को भी क्षुद्र गिलहरी की भांति क्षुद्र सेवा की योग्यता प्रदान करते हुए धन्य कर रहे हैं।

वृन्दावन की अप्राकृत महिमा एक दिन श्रीचैतन्यदेव की कृपा से प्रकटित हुई थी, परंतु स्वार्थी कपटी भाड़ाटियों की भोगस्थली के रूप में परिणत होने के कारण श्री चैतन्यचन्द्र की अप्राकृत कीर्ति भी मेघाच्छादित सूर्य की भांति गुप्त रूप से अवस्थान कर रही थी। आपने कृपा पूर्वक व्रज परिक्रमा के बहाने व्रज के उसी अनिर्मर्त्य प्रभाव को जगत् में फिर से प्रचार कर के विकृत धारणा को दूर कर दिया।

हे करुणा-पारावार ! आज आपके अतिमर्त्य-पाद-पद्म की सुशीतल छाया में आश्रय ग्रहणाकांक्षी दीन भृत्यगण श्रद्धाञ्जलि अर्पण करते हुए आप के पाद-पद्म में सदा आकृष्ट रहने की भिक्षा प्रार्थना कर रहे हैं। कृपा पूर्वक उनके अन्याभिलाष को दूर कर उन्हें अपने चरणों की सेवा में नियुक्त कीजिये।

श्रीचरण-सेवाकांक्षी युक्तप्रान्तीय भक्तवृन्द

گرو سوامی جی کی ساٹھویں سالگرہ

سری ویاس پرستش

آقائے نامدار!

میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جن سے آپ کے رحم و کرم کا شکریہ ادا کرسکوں - آپ کی یہہ بڑی بخشش بے پایاں ہے کہ آپ نے ہمیں ایک سال اور زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی - اور آج یہہ مبارک موقع آیا کہ ہم اپنے سچے دل سے آپ کی حمد و ثنا کریں - انسانی زبان آپ کی تعریف سے قاصر ہے - انسان کا دل آپ کی معرفت سے معذور ہے - لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انسانی زبان کی کمزوریوں اور قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں معاف فرمائیں گے - اور ہمارے اس ناچیز خطبہ کو شرف قبولیت بخشیں گے -

آپ حقیقت کا سر چشمہ ہیں - آپ فیض کا منبع ہیں - آپ کی ذات ان تمام اوصاف سے مملو ہے جو شان ایزدی کے شایاں ہیں - ہم آپ کی پرستش کرتے ہیں - ہم اپنے دلوں کو آپ کے پاک قدموں پر انتہائی انکساری سے رکھتے ہیں - کاش کہ ہماری یہہ پرستش آپ کی خوشنودی کا باعث ہو - کاش کہ ہمارے دل آپ کی معرفت حاصل کرسکیں اور آپ کی مرضی کو بجا لائیں - ہم آپ کی موجودگی کو اپنے دلوں میں ہمیشہ محسوس کرتے ہیں خواہ آپ بظاہر ہمارے سامنے ہوں یا نہ ہوں - آپ کی امداد پنہانی ہمیشہ ہمارے ساتھہ رہتی ہے - آپ کا جلوہ ہم میں ہر وقت موجود رہتا ہے - ہم اپنے اکثر مہمات میں آپ کی امداد محسوس کرتے ہیں - بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی امداد کو محسوس نہیں کرتے لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کی امداد کے بغیر ہم کچھہ نہیں کر سکتے - آپ کی مدد ہر وقت ہمارے شامل حال رہتی ہے - اور آپ کے جلوہ سے ہمارے دل منور ہیں -

حقیقت آپ ہیں - آپ کے علاوہ کہیں اور حقیقت کی جستجو کرنا بالکل بیکار ہے - جو لوگ آپ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے یقیناً حقیقت سے بےبہرہ رہتے ہیں - ہمیں اس بات کی تمنا نہیں ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں اور نہ درحقیقت ہمیں خدا کا اس معنی میں یقین ہے جس معنی میں آپ کا یقین ہے - اگر ہم خدا کے پہچاننے کی کوئی خواہش کریں گے بھی تو وہ اس لئے ہوگی کہ وہ آپ کی خوشنودی کا باعث ہو - نہ ہم ذات ایزدی کو آپ سے باہر پا سکتے ہیں - اگر وہ ذات کوئی ذات ہے تو وہ آپ میں موجود ہے - اور آپ کے ذات کی معرفت ہی ہمارے لئے معرفت ذات الٰہی ہے - آپ ہمارے لئے سب کچھہ ہیں - آپ ہمارے لئے کافی و وافی ہیں - ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ذات الٰہی عالم وجود میں ہے کہ نہیں - ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ وہ ذات اگر ہے تو آپ میں ہے اور اس کے علاوہ کچھہ نہیں -

آپ کی معرفت کما حقہ عقل انسانی سے یقیناً بعید ہے - اس لئے کہ آپ مثل اور انسانوں کے ایک انسان نہیں ہیں - آپ کا تعلق عالم فانی سے نہیں عالم باقی سے ہے - گو کہ بظاہر آپ ہماری طرح انسان ہیں - ہماری طرح کھاتے پیتے رہتے سہتے ہیں لیکن درحقیقت آپ کی ذات فانی نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے - پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری محدود ناقص اور فانی عقل آپ کے لامحدود کامل اور ابدی ذات کی معرفت حاصل کر سکے - لیکن بایں ہمہ آپ کے پرتو معرفت کے بغیر ہمارے دل تاریک اور حقیقت سے بےبہرہ اور ناآشنا رہتے ہیں - مبارک ہیں وہ دل جو آپ کے معرفت سے معمور ہیں - آپ کی معرفت عقل انسانی کے لئے ایک معمہ ہے - گو کہ ایک طرح سے آپ کی ذات اور ذات ایزدی گویا ایک ہی چیز ہیں - لیکن دوسری طرح سے اگر دیکھا جائے تو انسانی بصارت ان کو دو دیکھتی ہے - یہ یگانگت بالغیریت اور غیریت بالیگانگت سمجھہ میں آنے والی بات نہیں - لیکن اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اور بدیہیات کا - اس کے سمجھنے کے لئے بصارت نہیں بصیرت کی ضرورت ہے اور اسی چشمہ بصیرت سے ہم اس حقیقت کو دریافت کر سکتے ہیں - ایک اور دوسرا مسئلہ جس میں رحم اور عدل کے درمیان تصادم معلوم ہوتا ہے اسی چشم بصیرت سے حل ہوتا ہے - رحم اور عدل آپ کی ذات میں دو متضاد اشیا نہیں بلکہ دونوں کے تصورات متعالت عقلی نہیں - ہاں اگر آپ کی ذات کے باہر ہم اس تصادم بیانی کو رفع کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہوگا -

ہم آخر میں پھر اس ناچیز خطبہ کو آپ کے قدوم میمنت لزوم کی نذر کرتے ہیں - آپ کی برکت ہمارے شامل حال ہو - یہ مبارک موقع ایسا ہو کہ آپ کے فضل و کرم سے بارہا ہمیں دیکھنا نصیب ہو - زمانہ کا دور سال آئندہ پھر ہمیں یہ خوشی اور سعادت مندی بخشے کہ ہم پھر اس مبارک موقع پر خوشیاں منائیں - اور اسی جوش و خروش کے ساتھہ آپ کی بندگی کریں -

آپ کا ناقابل پرستار -

اودھ بہاری کپور - الہ آباد

ଓଁ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଯ୍ୟ

ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପଦ୍ମ... ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ—ପ୍ରକଟୋତ୍ସବ

ଉପଲକ୍ଷେ ଉ... ଜ୍ଞ

ଆବିର୍ଭାବେ—

ଅନନ୍ତ ଗୌରିବର ଶଳସେ ସେ ତୀଥା
କଏ ହେ ନରସୀ ଭୁମ୍ୱେ !
ଛୁଟାଉଲ୍ ବଡ଼ା ଘଣ୍ଟାବାଦ୍
ନୂଁ ଏ ମୁହଁ ମଥା !
...ସ ଘାଶ ଙ୍କାଠେ ବାଜେ ଗୌର ଗୁଣ ଗାନ
... ମଙ୍ଗଳ ଗାନ !
...-ଝଞ୍ଜା ଅନ୍ଧକାରେ ପଡ଼େଲବା ଅବି
ଯଥୁବଣ୍ଡ ଭବନ ଏ
ଭୂତର ପଦ୍ଧରେ
...ନ୍ତୁ ଦେବ ! ତବ ଆବର୍ଭାବେ
ଯାଏ ମିଶି ଉପୋଗିଣି
ଘ...ବୀଥି ଢୋଳେ !
ଏ ଦେବର୍ଷି ଉଲେ
...ରୁ ଭଳକ ଅନେକ ଭକତ ଲଭିଛେ
ଅପୂର୍ବ ଢ଼ାଏରେ !
ଭାବରେ ଭଙ୍ଗେ !

(ଶ୍ରୀ ... ଭକ୍ତଭୃଙ୍ଗ)

ବ୍ୟାସପୂଜା !

[illegible]

(...)

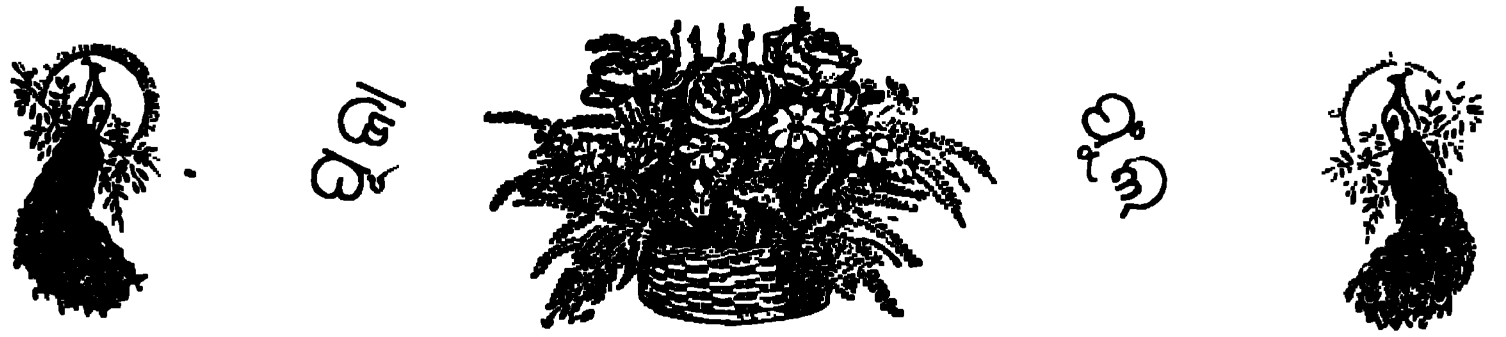

...ଗର ଦାବାନଳ-ଗ୍ଲାନ-ଲୋକ ଖାଣାଯୁ
ଗାଞ୍ଜସ୍ୟ ଘନା ସ... ଭୃତ୍ ।
...ପ୍ରମସ୍ୟ ଭକ୍ତା ସ ... ଗତେ
ନୃତ୍ୟ ଶ୍ରୀଚରଣାର ବନ୍ଦେ ।
...କଂ ଉଦ୍ଧୃତ ... ଅସ୍ତ୍ର
ଶିଷ୍ୟମ୍ ।
...ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଜନ୍ତ ଭବେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପାଦ
ଭାବଣାନ୍ !

ଆଜି ମହାପୁଣ୍ୟ ତିଥି । ବର୍ଷ ମଧ୍ୟର ... ଆଜି ସେହି ଶୁଭଦା "ଉତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ" ... ଯାହା ଭାବୁକ ପ୍ରେମିକ ଲୁଚିତ ... ପଦାର୍ଥ ... ଅଛନ୍ତି । ... ଥିଲେ ! ... ଲୋକ ... ଲୋକ ... ପ୍ରତାକ ... ଭକତ ... ତଳେ ... ମିଶି ... କାନ୍ଦ ... ଓଜଶ ... ଶ୍ରୀବାଦ ... କଇଶେଷ ... ଭକ୍ତ ... ଲୋକ ... ବାହାଲି ... । କେଣୁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକର ... ।

ହେ ଜଗନ୍ମଙ୍ଗଳ ବିଧାତ ! ... ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ... ଶ୍ରୀ ... "ଶ୍ରୀ ..." ... ।

ହେ ଦୀନବନ୍ଧୋ ! ... ।

ହେ ଜଗଦ୍ଗୁରୋ ! ... ।

ମହାବଦାନ୍ୟ ପ୍ରଭୋ ! ... ।

ଶ୍ରୀ ଅଜିତୁର ଦାସାଧିକାରୀ

ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ

[illegible] ପ୍ରଭୁଙ୍କ [illegible] ଶ୍ରୀଚରଣରେ [illegible] ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ [illegible] ହୃଦୟ ରଞ୍ଜିତ ନ ହେବ ?

[illegible] ମଣ୍ଡଳର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ [illegible] ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ । [illegible]

"[illegible]"

[illegible]

ସେବାଧମ

ଶ୍ରୀ [illegible] ଦାସ

[illegible]

ପଞ୍ଚପ୍ରଦୀପ

(୧)

ଧର୍ମ୍ମ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।

(୨)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।

(୩)

[illegible] ଉଡ଼ାଇ
[illegible] ଜାତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
[illegible]
[illegible] ଚରଣ-ସରୋଜ ।

(୪)

[illegible] ସ୍ଥାପି ନାନା ସ୍ଥଳେ
[illegible] ଗୌଡ଼ମଣ୍ଡଳେ
[illegible] ସେବାର ସଦନେ
[illegible] ସ୍ତୁତି ଚରଣ ସରୋଜ ।

(୫)

[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible] ।

ଶ୍ରୀ [illegible]
[illegible]

ବିଜ୍ଞପ୍ତି-ପ୍ରସୂନ

[illegible] ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରକଟ [illegible] ଗୋଲୋକର [illegible] ପ୍ରଦାନ କରୁ ଅଛନ୍ତି, [illegible] ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କ [illegible] ପାଦପଦ୍ମରେ ବେଦେବ [illegible] ।

[illegible]
[illegible] ପଟ୍ଟନାୟକ

ବିଜୟଶଙ୍ଖ

[illegible] ମୃଦଙ୍ଗ ମନ୍ଦ
[illegible] ବ୍ୟାସ ଆସନେ
[illegible] ଗାଇଲେ,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ପୂଜନେ ।
[illegible] ବ୍ୟାସପୂଜା
ଏ [illegible] ବିଜୟଶଙ୍ଖ ବଜା ।

[illegible]—ଶ୍ରୀ [illegible]

ପ୍ରପନ୍ନାଞ୍ଜଳି

"ବ୍ୟାସପୂଜା" ଅଧଃକ୍ଷଜାର ଅବାହନ ନୁହେଁ । ଚଣ୍ଡାଳ ଭଦ୍ରପାହନ ବାସର ବ୍ୟାସପୂଜା ନୁହେଁ । ଜଡ଼ବାଦ ଜଗତର ଜଡ଼ଧର୍ମୀର କର୍ମ ଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରି ବ୍ୟାସପୂଜାର ଅଭିସାର କରିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ବ୍ୟାସପୂଜା ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପୂଜା, ଅପ୍ରାକୃତର ଚରଣର ବନ୍ଦାପନା । ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପୀଠ ଦେବତା—ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ । ସେଠାରେ କର୍ମୀର କର୍ମ ତାଣ୍ଡବ ନାହିଁ—ଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଚେଷ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରସାର ଖଣ୍ଡା ବାଜୁ ନାହିଁ—ଯୋଗୀର ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି-ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନରକ ତୁଲ୍ୟ ସେଠାରେ ତୁଚ୍ଛ । ଅଭୁକ୍ତ ଅଧିକ ସାର୍ଷ୍ଟି, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ ଓ ସାଯୁଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ଅପ୍ରାକୃତଙ୍କର ପୂଜାର ବେଦୀଟି କବିର କଳ୍ପନା-କୁଞ୍ଜକାନନ ନୁହେଁ—ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ମାନସିକ ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ—ସାମ୍ୟବାଦୀର ବୃଥା ଅସ୍ଫାଳନ ନୁହେଁ—ଏହା ଚିଦଚିତ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମନ୍ୱିତ—ଅପ୍ରାକୃତ ମନ୍ଦିର ବାସର ।

ଅତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଙ୍ଗ୍ୟାରେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛି ତୁମ୍ଭର କୃଣ ଜନଃ । ତା'ଆଗରୁ ଦାର ଦୁନ୍ୟ ଜୀବନର ଶାନ୍ତିପାରି ମୁଁ ଅଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇଅଛି ତୁମ୍ଭର ପୂଜାଞ୍ଜଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ତୁମ୍ଭର ପୂଜାର ଧନ ବଡ଼ ଉଦାସ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି କର୍ମୀର କର୍ମ ସ୍ରୋତ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ—ଜଡ଼ ତଟିନୀ ପରି କୁଳୁତାର ସ୍ଫୀତ । ସ୍ୱୟଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଚ୍ଛ, ସାଧନାରେ ସତ୍କର୍ମ ସଙ୍ଗିଣୀ ନାହିଁ—ମାୟାବାଦର ବିପୁଳ ପ୍ରଭାବ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ । ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବ ସେଠାରେ ମାଦକତା ଆଣି ଦେଉଛି ।

ହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଆପଣ ଅପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାସପୂଜା ବାସରର ମଙ୍ଗଳବେଦୀରେ ମୋର ଉପାସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀରାଧା-ମାଧବଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୋଲୋକର ଭାବର ଦେହ ମନର ଅଗୋଚର । ତେଣୁ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଅଧୋକ୍ଷଜ ନାମ, ଗୁଣ, ଲୀଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀଲ ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଗାନ କରିବ ସେହି ଭଜନ ଗୀତ—"ହେନ ନିତାଇ ବିନେ ଭାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପାଇତେ ନାଇ ଦୃଢ଼ କରି ଧର ନିତାଇର ପାୟ ।" ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଭରସା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଣ୍ଠମଣି—ଆଜି ଏହି ବ୍ୟାସପୂଜା ବାସରରେ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୀଚରଣରେ "ପ୍ରପନ୍ନାଞ୍ଜଳି" ପ୍ରଦାନ କଲି ।

ଦାସାଧମ—ଶ୍ରୀ [illegible] ନାୟକ

ALL GLORY TO THE DIVINE MASTER AND THE SUPREME LORD SREE GAURANGA.

SREE VYAS PUJA HUMBLE HOMAGE AT THE LOTUS FEET OF

His Divine Grace Paramhansa Paribrajakacharyya (108) Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur

On the 60th Anniversary of His Advent.

May it please our most affectionate Divine Master,

With the dawning of the day and the rising of the Sun in the eastern horizon, the sky enveloped with darkness during the night being cleared, people feel great delight and joy in pursuing the engagements of their daily life. But we hail with greater delights and higher hopes the Sree Govinda-Panchami, the most auspicious day that ever dawned upon the lot of fallen souls like ourselves in this Iron Age when the people steeped in the mire and gloom of non-devotion, were so long nonplussed in finding out the real royal road to their ultimate destination from where they had been forcibly hurled down into this dungeon of the world by the effect of their fruitive actions to suffer the diverse miseries at the hands of that Octopus Maya, the Illusive Energy of Godhead and the Jailor, as it were, of this prison-house of the world.

Descended as You are in the preceptorial line of succession from the Godhead You are at present the Acharyya or spiritual Preceptor of the age, and as such, on the occasion of this day of Your auspicious advent of this world, people from far and near, with innumerable offerings have come for submitting them to Your Lotus Feet as a mark of their sincere love and devotion towards the Jagatguru. But we poor souls, too poor in our devotion have nothing worthy to offer, save and except our humble prostrated obeisances at Your Divine Grace's Lotus Feet. We therefore humbly solicit Your kind permission to offer this humble homage of our loyal hearts on this auspicious occasion.

The Geeta has taught us that when "Adharma" reigns supreme in the land people forget everything about Godhead being fully absorbed in the activities of this world, theism is replaced by atheism, the Sadhus are harrassed by the non-devotees, it is then that the Godhead manifests Himself in this world either in Person or in the Persons of the Acharyyas. An occasion like the former arose some 447 years ago when the Godhead appeared in Person in the name of Sree Krishna Chaitanya, played the part of a devotee, taught the world by His own life and precepts the duties of all sentient beings (Jivas) as to how to attain that eternal good, the "Krishna-Prema", which it was His mission to offer to the world at large. In conformity with the injunctions of the spiritual scriptures He preached before the world the chanting of the Name of Krishna, freed from all offences, as the only "Dharma" of this Kali Yuga and as the only panacea for all the evils of this Age. In His own life He showed how Krishna should be worshipped and how the Name of Krishna should be chanted.

After His disappearance from this world, the spiritual firmament was again over-clouded with the gloom of non-devotion and the people forgetting the service of Godhead, the only eternal function of the soul, relapsed into a life of worldly activities, thereby inviting upon themselves all the curses of this world. But Godhead is always merciful; He can-not bear the sight of manifold sufferings of the Jivas due to the abusive use of their free-will most graciously granted to them. Out of His unbounded mercies to save the fallen souls from their miseries, He often times manifests Himself in this world in the person of the Acharyyas to teach the doctrines which can lead the sentient beings to their eternal good. 'Many Acharyyas of the type have come and gone, leaving behind their distinguished marks and the fortunate few who were born in those days and had the benefit of the teachings of those Acharyyas reaped the best harvest in their lives.

Having had no opportunities to receive the inner lessons of the Shastras at the feet of the true devotees, the people came to think—Dharma, Artha, Kama and Moksha, as the summum bonum of their lives, although they distract and snatch them away from the actual service of the Supreme Lord, the Fountainhead of all Ecstatic and beautific Love and Bliss. Accordingly Thakur Bhakti Vinode's labours had to be directed to pick out these thorns that infested the beautiful flower of religion, devotion to Godhead.

To bring about the end, He traversed the complicated mazes of the seemingly contradictory and deceptive discussions of the voluminous scriptures and then did lay down the actual conclusion for the safe guidance of the bewildered worldly-minded souls who lose themselves on the selections of Dharma, Artha, Kama and Moksha as the means of attaining the eternal good of a conditioned soul. But as desired by the Supreme Lord, before He had brought about a final and fully successful termination of His purpose, He disappeared from this world, leaving the task to Your Divine Grace not only to give the finishing touch to the contemplated idea of the Thakur, but also to carry out fully the heart's desire of the Supreme Lord Sree Krishna Chaitanya, viz., the propagation of the Name of Sree Krishna throughout the length and breadth of the world.

Leading a pure and austere spiritual life from the beginning Your Divine Grace has taken up the cause in right earnest as the Acharyya of the age and are attracting to Your Lotus Feet the fortunate souls who, being endowed with the dust of your Holy Lotus Feet, are also in their turn fulfilling the desire of Your Divine Grace in diffusing broadcast in the world the teachings of Sriman Mahaprabhu with Your pure spiritual Personality, the world has by this time witnessed the establishment of some forty spiritual centres in India and one such in the heart of one of the most cultured and civilised states of the world viz., London.

Of the Acharyyas following Sreeman Mahaprabhu you occupy the foremost place in propagating and preaching the Grace of 'Sree Nama' in this dark age when people are too much engrossed with the Materialism of the day. After Mahaprabhu who taught us that 'Sree Nama' is identical with Godhead and that all His Potencies are centred therein, Your Divine Grace is admittedly the foremost to preach the same in words as well as in deeds. It is You who are showing to the world by Your own life's activities, how the desired perfections of a devotee are obtainable easily when he fully surrenders himself at the Holy Feet of "Sree Nama."

The cobweb of problems that has been up in the world is getting all the more complicated day by day and is therefore seriously taxing to the utmost the genius and intelligence of the leaders of the present generation to find out a solution thereof that can remove the greedy wants and establish real peace and harmony in the world where discords, turmoils and ruptures have been the order of the day. 'Kali' means quarrels; hence 'Kali Yuga', as the present age is called, means the

age of quarrels and ruptures. But though this age is the worst of all ages still according to the Sreemad Bhagabata, the humanity may attain to the highest eternal good in this age by only chanting the Name of Krishna, being free from all offences as prescribed by Sriman Mahaprabhu.

The giant intellect of the world that are busy in solving the political, economical, scientific, ethical, religious and other problems of the day, have lost themselves in a labyrinth of chaos and are therefore unable to find out a true solution of life, having lost sight of the root cause of all troubles. Without trying to strike at the root of a disease, they are taking too much care about the symptoms thereof, with the result that one symptom is being replaced by another, giving rise to more complications in the problems. Thus we find people dying for want of food at a time when there is enough of it in the country; multimillionaire of the position of Mr. Rothschild dying in the midst of his enormous wealth for want of food; people rolling in wealth with all the luxuries of life and all the amenities thereof succumbing all at once at the mighty hand of death through unforeseen events like earth-quake etc The recent earth-quake of India has proved to the intelligentsia of the world, how futile the efforts of men to solve out the problems of the humanity are.

Assuming for the sake of argument that all the problems of the external world are solved in a sort for the time being, even then, the problem of all problems, the question of all questions viz. the question about the threefold miseries of the Jivas due to the influence of no-science will rise up to the surface for solution. One who has eyes to see and brain to think will find that herein lies the real crux of all problems that have besetted and confounded the Jivas from time immemorial.

Endowed with the full free will, Jiva has been given the option of serving either God or Maya. When he is inclined towards Godhead he lives in the blissful Vaikuntha, immune from all miseries, sorrows and fears of this world; but when he turns back to enjoy this world and tries to become a lord himself, he is hurled down into the dungeon of this world enveloped with the two tabernacles of material body and mind to suffer the imprisonment so long as his averseness to Godhead does not wear out, which in this state a Jiva is subject to sorrow, stupefaction and fear; but he can expect to get rid of these if he finds his way to take shelter under the sweet and cool shade of the Lotus Feet of a Sat-Guru.

In an age when the general run of humanity has been so much averse to the service of Godhead, when the glare of 'Karma' (fruitive actions), 'Jnan' (barren knowledge), 'Yoga' (meditation), 'Tapa' (austerities of religion) etc. have so much dazzled their eyes in the midst of the bewildering mazes of all these doctrines exactly at this moment of need, Your Divine Grace has appeared in this world with the torch-light of the 'Shrouta Pantha' to lead the humanity to the much coveted goal. With Your advent we have realised the precarious position of a Jiva without a Sat-Guru, of a boat in the Ocean without a proper helmsman at the back.

In India there have been many such Pseudo-gurus who have turned out to be the pest of the religious societies perverting and corrupting the creeds and draining the wealth and all of their disciples and leading them to ruin like one blind leading another blind man ultimately both falling into the hellish pit full of all sorrows curse and all that. So long, they were feeding themselves fat upon the hard-earned wealth of their so-called disciples and were carrying on a trade in religion. But the bonafide preachings of Bhagabatam which you have set on foot for the last few years have revolutionised the ideas of the people and have created terror in the minds of these pseudo-gurus who, feeling their incompetence in open fights are surreptitiously carrying on the meanest intrigues, thereby exposing their ownselves in their true colour.

The saying runs, that the "truth succeeds in the end. Although Your frank exposition of the scriptures has made many opponents, still it has created a wide field for all honest seekers of Truth who are daily mustering strong at Your Lotus Feet, to learn and preach to the world in thousand voices the mission of Your advent. Finding innumerable odds against them, the pseudo-gurus are sneaking about hither and thither to hide themselves from public view, like owls unable to bear the rays of the sun.

In an age when empiricism runs rampant in the world to seek out the Absolute Truth with the help of Inductive methods, Your Divine Grace has proved quite convincingly by precepts, examples and models exhibited in the many theistic exhibitions organised for the purpose, that just as the sun is not visible in the night with any number of lights discovered by Science except with the rays of the sun itself; so also the Absolute Truth cannot be approached with any amount of empiricism except with the Grace of Godhead obtainable in the Deductive method, the Srouta Pantha. Further, we have learnt at Your Lotus Feet that the pseudo-gurus are like opaque substances which for ever bar out the Transcendental Form of Godhead from the vision of their disciples; but the Sat-Gurus are fully transparent so as to allow us to see through them, the Name, Form, Attributes, Pastimes and the Paraphernalia of Godhead.

The 'Bhukti' (elevation) and 'Mukti' (salvation), the burning topics of the day like two witches have so much fascinated and occupied the minds of humanity, that they cannot think of anything else as an alternative than these two accepted as inevitable ends of life. None was there to impress upon them the futility of either of the two, in the attainment of their eternal good. That there was the royal road of 'Yukta Vairagya' to approach the Absolute Truth was unknown or forgotten after the disappearance of Sriman Mahaprabhu and His Associates. But Your Divine Grace has made "Yukta Vairagya" the watch-word of Your preaching, incumbent upon people living in any of the four stages of life.—Yourself practising the same in Your Life and Precepts. You have successfully proved in Your "Yukta Vairagya" how the developments of science which are often times applied for the sensuous enjoyments of life or in carrying a wholesale devastation in the land, as in the last great European war can be applied to the service of Godhead to the eternal good of man.

Hitherto none has been able to electrify the spiritual atmosphere as Your Divine Grace has done. Even the people of the west, where material civilisation has deeply imbued their thoughts and ideas are now receiving the spiritual impulses of Your teachings through Your inspired disciples and are being tempted to dive deeper and deeper into that unfathomable ocean of the knowledge of the Absolute, the fountainhead of all love and Bliss.

A recent instance in the turn in life and ideas of Dr. Earnest Schulz of Berlin (Germany) will be an eye-opener to all to learn how an erudite scholar of his type, versed in the seven classical languages of the world, born with a silver spoon in his mouth, brought up in the cradle of the luxuries of Berlin and typical outcome of the climax of material civilisation of the west, should be panting for the day (as he has expressed in his letter dated, Berlin, the 12th of Jan. 34 to swami

B. H. Bon of the London Gaudiya Math) when the Swamiji would favour him with another visit before leaving Europe and offer him the opportunity of surrendering his all at the Lotus Feet of Your Divine Grace. Oh, the day, when such expression fell from the lips of one who had not even the opportunity of coming in contact with Your Lotus Feet for a moment. We hail with great delight and anxious hearts that blessed day when he will have the good fortune of actually surrendering his all at Your Lotus Feet and thus opening the eyes of the civilised world. May we live to see the day when with Your grace the East and the West will meet together hand in hand, shoulder to shoulder, forgetting all differences of creed or colour to chant in chorus the Name of Krishna in the accompaniment of Mridanga and Karatala.

Your teachings about the Transcendental Love have exposed all kinds of so-called love like "Desha-Prem", "Jiva-Prem", "Biswa-Prem" and all that in their true colour. People who were posing themselves as the greatest altruists and benefactors of humanity and making a fuss of these shibboleths have been brought to their senses to learn where they stand and wherein the greatest and best altruism lies. The sign of the times shows which way the wind blows ; and if we mistake not, in no time the 'Krishna-Kirtan' the only panacea of all the diseases of human existence, will penetrate into all the strata of societies of the world arousing their senses and attract all nations under the banner of pure Vaishnavism, which it is Your mission to preach.

That all kinds of worldly love are intermixed with some tinge of selfish enjoyments were known to the few. But Transcendental Love is not a thing of that sort. Hitherto we were mixing up one with the other and while professing so long to be aiming at Divine Love which goes exclusively to the enjoyment of Godhead, we were actually meddling with the so-called love of this world thereby satisfying the gratification of our own senses. But Your exposition of Trancendental Love has been an eye-opener to us all proving threadbare that the same refers exclusively to the enjoyment of the Only Enjoyer, Sree Krishna.

You have also made it clear that to minister to the enjoyments of Sree Krishna, the Sole Enjoyer, leaves no room for discords, quarrels, rutpures etc., as in the cases of other kinds of love where every one tries to satisfy his own enjoyments at the expense of others as rivals in the same field. Thus, in an age of discords, quarries and ruptures, Your Divine Grace is showing to the civilised world how in the plane of Transcendental Love where every one will be trying his level best to satisfy the enjoyments of the Only Enjoyer, Sree Krishna, a kingdom of real peace and harmony can be established and how it is vain and impracticable to attempt to establish such peace and harmony, in a world where the nations and individuals are at tug-of-war with one another for their own selfish interests, inspite of all the endeavours of the Leagues of Nations, which the most fertile brains of the empiric world can devise.

Fallen souls as we are, we are determined not to serve the Godhead ; but Your determination to redeem us and place us in a better state of existence has excited the admiration of the world. You are trying to open the sealed eyes of all by the establishment of so many spiritual centres, so many periodicals in different languages, so many theistic exhibitions in different places, the circummmbulation of the Brindabondhan and Nabadwipdham to enlighten the masses, the establishment of a High English School at Sridham Mayapur, the Holy Birthplace of the Supreme Lord from whence issued forth in this dark age, the Transendental Message, attracting to Yonr Lotus Feet not only boys of different ages, but also teachers like us, who would otherwise have had the least opportunity of ever coming in contact with the news of eternal good of humanity.

Hitherto the conception of a Guru or Acharyya as explained in the Sloka आचार्य्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् was a sealed book to many of us ; and as such we were leaning each to our respective hereditary pseudo guru for our own best welfare. But your life and precepts have gone a great way in removing that erroneous conception from our minds and have drawn us to the cool shade of Your Lotus Feet as the Universal Acharyya of the age. We, poor teachers, are now realising the wholesome and beneficial influences you are exercising upon us in engaging us as teachers of a school, the surroundings and the atmosphere of which are surcharged with the breath of Transcendence.

The child is father of the man. When the boys of this school imbued with the teachings of Your Divine Grace and protected from all evil influences, will grow up to be men, we fervently hope that they in their turn will be in a position to preach to the world the same message of Truth which it has been their lot to receive at Your Lotus Feet.

Our most affectionate Divine Master, we are too poor in our language to mention within this short compass the manifold activities of Your misson here, but we only make an humble attempt to touch only a fringe thereof only to rectify our own vile selves.

In conclusion we most humbly beg to submit that as 'Maya' is scarcely to be overcome by our own efforts, except with the Grace of Godhead, most fervently pray to Your Lotus feet that You will be most graciously pleased to grant us strength of heart to surrender ourselves whole-heartedly at Your Lotus Feet to completely extricate ourselves from the clutches of 'Maya'.

May Your Divine Grace favour us with the strength to chant the Name of Krishna for all times, being fully cognisant of the spirit with which it was required by Sree Gaur Sundar to be done in the 3rd Sloka of His "Sikshastaka".

In offering this humble homage let us again make our prostrated obeisances to Your Lotus Feet, the Repository of all 'Ashoka' 'Abhoya' and 'Amrita'. We hope and pray that Your Divine Grace may be graciously pleased to accept this humble homage of Your most unworthy servants.

In loyal obedience & Submissiveness
Your Divine Grace's most humble servants.

The teachers of the
THAKUR BHAKTI VINODE INSTITUTE.

Dated, Sreedham Mayapur, (Nadia)
the 4th Feb. 1934.

GAUDIYA MATH PREACHERS.

A LONDON CEREMONY.

Marquess Of Zetland On Spiritual India.

From the Amrita Bazar Patrika
Feb. 20-1934.

Under the chairmanship of the Marquess of Zetland G. C. S. I., G. C. I. E., a grand reception ceremony was held at the Grosvenor House, London, in celebration of the 60th Anniversary of the Birth day of Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President of the Gaudiya Math to pay respects to the Great Saint of India on the occasion. A decorated portrait of the Maharaj was placed high in a prominent place at the upper end of the big hall which was packed to the full with many gentlemen of eminence of London.

The whole function was sucessfully celebrated under a tone of great solemnity and religious fervour, all present feeling very cheerful and highly impressed. The great honour and respect shown to the President and the strong sympathy expressed for the representatives of the Mission, being the members of the London Gaudiya Math was remarkable.

The tributes paid to the Maharaj and sincere sympathy for the members of the Mission in England expressed by the distinguished President of the function the most Hon'ble Marquess of Zetland were remarkable. The happy ceremony of the evening began with a prayer song sung by the devotees of the London Gaudiya Math.

Tridandi Swami B. H. Bon, Preacher-in-charge of the Gaudiya Mission in the West in according welcome to the invited gave a short history of the intellectual and spiritual sides of the life of Paramhansa Maharaj and the different activities for spiritual up-lift of humanity.

The Maharajadhiraj Bahadur of Burdwan, G. C. I. E., K.C.S.I., I.O.M., in course of his speech said that the Mission would be of the greatest help to the West at the present critical juncture of Europe in bringing the East and the West to closer intimacy through the Message of Sree Chaitanya Mahaprabhu.

Marquess of Zetland in course of the presidential address mentioned the many noble activities of the Gaudiya Math for the real good of humanity. His Lordship said that India had always been the home of spiritual movements, and history was only repeating itself in the formation of the Gaudiya Mission. Some 450 years ago there was born at Sreedham Mayapur, in the Nadia district of Bengal, Sree Krishna Chaitanya, Who, like Saul of Tarsus, underwent as a young man a great psychological transformation, and became a tremendous spiritual force in the life of India. As time went on, His teachings were misunderstood or neglected, and consequently, the Gaudiya Mission took its rise half a century ago. During his time in Bengal, he (Marquess of Zetland), had visited the Head Quarters of the Mission, and the scene of the Guru (teacher), and his twelve chelas (disciples) around him seemed taken from ancient India. It might equally have been that of the Master in Galilee with his disciples. It could not conceivably have been that of Prof. and student of a twentieth century University of India. Surely in an age like the present, when the minds of men were so directed to material considerations, it was good to have such evidences as the Mission afforded that there were still great spiritual forces stirring the hearts of men.

While conveying the vote of thanks to the chair on behalf of the audience and the Gaudiya Mission, Mr. F. H. Brown, C. I. E. of the London "Times" mentioned that Marquess of Zetland could be the fittest person in the whole of England to preside over such a solemn function. Because he, as Governor of Bengal had studied much of Hindu Philosophy and was much in personal contact with the best of the religious country. He also said that he and many other eminent personages of England had already accepted Swami B. H. Bon and other London representatives of the Mission as their real friends as evinced from the sincerity and purity of purpose of these representatives.

The ceremony closed with another sonorous Indian music sung by the members of the London Gaudiya Math.

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের জার্ম্মাণ-ভাষায় প্রদত্ত শ্রীব্যাসপূজায় অভিনন্দন।

Aller Ruhm meinem gottlichen Meistor. ZUMSECHZIGSTEN GEBUSTAG VON PARAMAHANSA-SREEMAD-BHAKTI-SIDDHANTA-SARASWATI-GOSWAMI.

Mein lieber Meister!

Heute habe ich Ihren Fussen nichts anzubieten. Sie wissen, dass ich in meinem religiosen Leben sehr armselig bin. Mag die Trane dieses schmerzlichen Herzens Ihre Lotus-Fusse waschen!

Ich kann Ihnen mit meiner Tatigkeit nur gefallen, wenn es Ihnen gebeliebt, sie als bescheidene Dienste dieses unwurdigen Dieners anzunehmen.

Ich bete, dass ich die machtige Anziehung der Gottes-verehrer von Ihnen und von Krishna empfinden moge. Mag Ihre Liebe fur alle Seelen uber alles triumphieren!

Hierduch bitte ich, mein kleines Wissen der Deutschen Sprache in Ihrem Dienste anzuwenden.

Vierter Februar, 1934, London, England

Ihr Sie liebender,
BON

"ভক্তের ভগবান্"

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লভি' ধরাতলে,
পরিহরি' আচার্য্য ভক্তি-সদাচার।
দেহ-মনে ম্লেচ্ছাচার বাহ্যে প্রদর্শিলে,
তাহে তুষ্ট নাহি হন শ্রীনন্দ-কুমার।

কি আচার ছিল বল বনবাসী ব্যাধে,
হিংসাবৃত্তি যার ছিল হৃদয় আনন্দ।
ক'রেছিল কত শত হত্যা বন-মাঝে,
কোন্ গুণে ধন্য ব্যাধ লভে পরানন্দ?

শ্রীকৃষ্ণ-সাধনে নাই সময় বিচার,
আজি বা শতেক বর্ষে যদ্যপি মরণ।
তবে কেন বৃথা কাল কর পরিহার,
ভজ মন এই হ'তে গোবিন্দ-চরণ।

ধ্রুবের ছিল বা বল কত বয়ঃক্রম?
পঞ্চম-বর্ষীয় সেই ধ্রুবের বালকে।
সেই শিশু কত বিঘ্ন করি' অতিক্রম,
কোন্ গুণে ল'ভেছিল ত্রিলোক-পালকে?

বিদ্যাবলে লভ্য নয় হরি সারাৎসার,
প্রাকৃত জড়ের বিদ্যা মায়ার বৈভব।
মোহ জনমিয়া জীবে ভ্রমায় সংসার,
সে-বিদ্যা ত্যজহে মন কেবল কৈতব।

কি পাণ্ডিত্য ছিল বল গজেন্দ্র বানরে,
বিশ্ববিদ্যালয় তারা দেখেনি কখন।
জগতে মনুষ্যেতর পশুদেহ ধ'রে,
কি বিদ্যায় ল'ভেছিল বৈকুণ্ঠ-রতন?

কৃষ্ণ লভ্য নাহি হয় জড়দেহ-রূপে,
অনিত্য দেহের রূপ নিত্য কভু নয়।
শেষ পরিণাম যার বিষ্ঠা-ভস্ম-স্তূপে,
দুর্গন্ধ রূপের মদ ত্যজ জীবচয়।

কোন্ রূপ ধ'রেছিল কুব্জা মথুরায়,
কি রূপে ভুলায়েছিল মদনমোহনে।
যে রূপে শ্রীরাধানাথে ধরে সে হিয়ায়,
সে শ্রীরূপে ভজ মন সতত যতনে।

জগতের ধনে কভু কৃষ্ণ লভ্য নয়,
বিমুখ যে ধন তবে শ্রীহরি-সেবায়।
সে ধন কুহক জীবে ভ্রমায় নিরয়,
সংসারসাগর-জলে অতলে ডুবায়।

সুদামা বিপ্রের বল কিবা ছিল ধন?
কোন্ ধনলোভে হরি চিপিটক-কণা।
কেড়ে ল'য়ে লক্ষ্মীসহ করেন ভোজন,
কোন্ ধনে লক্ষ্মীপতি বিকা'ন আপনা?

বর্ণ আভিজাত্যে লভ্য নহে ভগবান্,
হরিদ্বেষী হ'লে হয় ব্রাহ্মণ অসুর।
তাহাতে পুরাণে তার অনন্ত প্রমাণ,
হিরণ্যকশিপু আদি যেমন কুক্কুর।

বিদুরের ছিল বল কিবা বর্ণ কুল?
দুর্য্যোধন-রাজ-অন্ন পদাঘাত করি'।
দাসীপুত্র বিদুরের বিভব অতুল,
সমাদরে কেন খান জগন্নাথ হরি?

যদুপতি উগ্রসেনে কি ছিল গৌরব?
বসাইয়া কেন তাঁরে রাজ-সিংহাসনে,
করযোড়ে দীনবেশে পরমপুরুষ,
ভৃত্যরূপে থাকে কেন সতত সে স্থানে?

তাই বলি শুন মন দেখ বিচারিয়া,
কোন্ ধনে তুষ্ট হ'ন সে কেশব।
সেই ধন লভ মন শ্রীগুরু সেবিয়া,
অন্যে তুষ্ট নহে ভক্তিপ্রিয় সে মাধব।

శ్రీ గురుగౌరాంగౌ జయతః

వ్యాసపూజా సమర్పణ పత్రము.

(" భక్తితిలక " జగన్నాథ దాసాధికారి)

మహా పురుషార్థ ప్రదుడవగు నో సాధుజన సార్వభౌమా!

నీపాదపద్మములకై [illegible] నర్పించుకొనలేని యీ నీ శిష్య పరమాణువు యుష్మద్వ్యాసపూజా సందర్భమున గొన్ని [illegible] నోక్తులను సమర్పింప సాహసించుచున్నాడు. " గురుసేవ " యననేమియో యెఱుఁగని యీ నికృష్టశిష్యుని వాక్యముల నంగీకరింతువేని యది యుష్మన్నిర్హేతుక ప్రేమమునే వెల్లడించునుగాని, లేనియెడల శిష్యునకొనఁ గూర్చదుగదా!

యథార్థ ధర్మ సంప్రవర్తకా! [illegible] నాచరించు ధర్మమునే యితరులకు బోధించువాఁ [illegible] నామధేయమును కర్తృడని శ్రీ భక్తివినోద ఠాకూరుని యభిప్రాయము. అట్టి యాచార్యపదము నీకొక్కనికే [illegible] చెప్పవలయు.

మహాపురుషా! అభక్త [illegible] సముద్ర మందుఁబడి తలమునుఁకలుగా [illegible] [illegible] కామ రూపమగు భోగముగ, [illegible] [illegible] రూపమగు మోక్షముగ, అనేకవిధములగు సర్వ లేవ్పులు యున్నగు [illegible] [illegible] మేము కాలము గడుపుచున్నాము. [illegible] [illegible] లును భోగమోక్షాభయముపూరిత [illegible] " [illegible] " [illegible] సంబంధించినవే. [illegible] [illegible] [illegible] నీభక్తిముఖ్యులు మమ్ము [illegible] [illegible] కొనగనో, అంగీకారకు [illegible], [illegible] ముము, మహా పురుషార్థ ప్రేమమున, అగు శ్రేయోమార్గము మాకు లభించునది కాదుగదా!

భక్తి యనునది మనోరాజ్యమునకు [illegible] [illegible] కాదని నీవు చెప్పియుంటివి. జ్ఞానకర్మ యోగములవలెఁగాక భక్తియథార్థజీవుని సహజ శాశ్వతధర్మమగుటచే [illegible] [illegible] శ్రీకృష్ణుని సేవించు పంచవిధ సేవనమే యాత్మ [illegible] రొప్పారుచుండును.

మనోరాజ్యమం దింద్రియములచే [illegible] [illegible] [illegible] చియుండును. మనస్సును, ఇంద్రియములును [illegible] భావముగలిగి ప్రపంచ భోగములవలన సదా [illegible] విషయ [illegible] నొందియుండును. [illegible] [illegible] భగవన్నతీతాపములను [illegible] [illegible] శ్రుతులు లౌకికములగు [illegible] సంబంధించి నవి కావు భగవంతుని నామరూపగుణ [illegible] [illegible] సంధానముగా వైకుంఠశబ్దము [illegible] [illegible] ముల్ని [illegible] గములగు నీ శ్రుతివాక్యములు [illegible] ప్రతిష్ఠా భోగమోక్ష కలవని మాయింద్రియములను [illegible] మొనర్చి యని కృష్ణసేవా [illegible] వరాయణములగున [illegible] గ్రహింపఁగలిగి యుందుము. " అనాది మాయయానుస్త్రీయ [illegible] ప్రబు ధ్యతే " యనునట్లు [illegible] [illegible] [illegible] యమం [illegible] నిద్రింపుచున్న [illegible] [illegible] [illegible] వాక్యశ్రవ ణముచేతనే తెలిసికొండ [illegible] [illegible] నాచరింపఁగలిగి యుందును. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] శ్రయవిగ్రహా! [illegible] [illegible] [illegible].

భోగరూపమగు [illegible] [illegible] [illegible]. కాలమునను సరించి [illegible] [illegible] మాలు [illegible]. కాని భగవత్ [illegible] [illegible] కాదు. అది యధోక్షజుని [illegible]; ఇంద్రియములు దానిని [illegible] [illegible] జాలవు. ఇంద్రియము లక్ష్యము [illegible] నునే [illegible] దానినే యనుభవము సంగ్రహింపుచు [illegible] సంబద్ధ [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] తింద్రియాతీతమగు [illegible] [illegible] శ్రుతివాక్యములు [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] పరిశ్రమ సేవారూపమైన వానిని స్వీకరించుటే మాకుఁగర్తవ్యము. [illegible] [illegible] వాక్యములు భగవంతుని నామరూప గుణలీలల [illegible] [illegible] ములనికదా నీవు [illegible] [illegible]!

[illegible] [illegible] మార్గము [illegible] భోగముతో [illegible] భగవంతుని [illegible] [illegible] విగ్రహము [illegible] [illegible] [illegible]. భగవంతుని నామరూపగుణ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] గప్పింతురు. [illegible] [illegible] [illegible] భగవద్విగ్రహ [illegible] వాదమే [illegible] వాదమని మాకు నచ్చఁ [illegible] మమ్ముఁ [illegible] నీయవ్యాజప్రేమము నెట్లు [illegible] గలము?

గీ॥ భక్తి వాంఛయు [illegible] ముక్తివాంఛ
యను పిశాచద్వయము [illegible] యందునుగుచు
నుండు [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] భక్తి [illegible].

అనునట్లు [illegible], [illegible], వాంఛలుగలవారికి [illegible] భక్తి కలుగుట [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] భగవంతుని [illegible] [illegible]. [illegible] భగవం [illegible]; [illegible] భగ [illegible]. [illegible] భగవంతుని [illegible] భగ [illegible] [illegible]. భగ వంతుని [illegible], [illegible]. భగవంతుని [illegible] త్రయమం [illegible] [illegible] [illegible] మాయాశక్తిచే [illegible] [illegible], [illegible] శక్తిచే జీవ [illegible] [illegible] [illegible] తో [illegible] సూర్యకిరణములవలె [illegible] [illegible] త్రయము [illegible] తో యుగ [illegible] నొంది యుండును. [illegible]

[illegible] స [illegible] [illegible] శ్రీపృథ్వీ యోగము [illegible] మన్నారు. [illegible] వారలు [illegible] మూకుమ్మడిగా [illegible] [illegible]ములను వారువాంఛించిన [illegible] [illegible] యందు ప్రవేశించి [illegible]. భక్తవృలను భగవత్ప్రే [illegible] [illegible] [illegible] మంతల స్వ [illegible] [illegible] యట్టి సాధుసంగ [illegible] [illegible] భగవత్సేవా [illegible] కృత [illegible] [illegible] లో శిరోమాణిక్య [illegible] [illegible] సాష్టాంగ [illegible] నమస్కారము.

[illegible] [illegible] శ్రీవత్స వసుచు [illegible] [illegible] యధార్థముగ నామాచా [illegible] [illegible], నామాభాసము [illegible] [illegible], నామసాసకు [illegible] [illegible], నీపలన [illegible] [illegible] [illegible] తెలిసికొన [illegible] నానా [illegible] [illegible] భగవత్సేవా పరా [illegible] [illegible] వృద్ధి [illegible] [illegible] సనుగ్రహ [illegible] [illegible]. [illegible] శ్రీముఖ నిర్గతమగు [illegible] [illegible] స్వీకరించుట యను [illegible] [illegible] [illegible] ?

[illegible] [illegible] [illegible] నిరీక్షించుచో [illegible] [illegible] మార్గము. అతఁడు [illegible] [illegible] గానిలో [illegible] [illegible] గానిలోనే కూలినవి. [illegible] [illegible] యటదే కదా!

[illegible]! [illegible] కన్నుల నుండి నదా [illegible] [illegible] [illegible], నీ వ్రాయమందు [illegible] [illegible] నీ శ్రీముఖము నుండి [illegible] [illegible] వార్తా విశేషములున, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] యవ్యక్తి [illegible] నొసర్చినవి. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] కాలు [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] తెంపజో [illegible] [illegible] వాక్యం [illegible] తుల్యహృదయులును [illegible] [illegible] [illegible] సాఫల్యతనొంది యున్నారు. [illegible] [illegible] చెప్పుటలో నేమియు నకీర్తయొక్క లేదు. సంవత్సరాలలో [illegible] సాస్త్రసంహితలు చదవనను స్పష్టపడని సత్యసందేశము యుష్మచ్ఛ్రీముఖము నుండి వెలువడినంతనే శ్రోతలకు శాశ్వత [illegible] యగు చున్నది.

స్వయంభూవ భగవంతుఁడగు శ్రీ చైతన్యదేవుఁడే స్వ దాస్యమంగీకరించి స్వయంప్రకాశ [illegible] [illegible] నవతరించెను. «నా నామము [illegible] యందుగల సమస్త నగర గ్రామములందును వ్యాపించి [illegible]» నను శ్రీచైతన్యదేవ మహాప్రభు మగుటకే నీ యావతారము [illegible] యగు చున్నది. మహాపురుషా! నీ యచింత్యశక్తి కారణముగ శ్రీ చైతన్య వాణి భరతఖండమెల్ల నిండుటయేకాక యితర ఖండములందుఁ గూడ [illegible] [illegible] [illegible]. శ్రీరూప సనాతనుల కీర్తియని యుష్మత్ [illegible] నీ సందేశము [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] మహా భాగ్యవంతులగు నా [illegible] [illegible] పలుకుచు న్నారు. [illegible] నీ సందేశము మహా [illegible] సమాచారా యందు వ్యాపింప కుండునా! [illegible] [illegible] కాలములో [illegible] [illegible] శ్రీచైతన్యవాణితో మారుమ్రోగకుండు నా? [illegible] భక్తివినోదుని [illegible] కలించినది. వర్ణా శ్రమధర్మమును బునరుద్ధరించు శక్త్యావిష్ట పురుషుఁడవు నీవే! నీవే బ్రహ్మ సంప్రదాయ సంస్థాపనాచార్యుఁడవు. భక్తి మార్గమందు దుడికి నిలుచున [illegible] సంప్రదా యము. భారతీయులును, పాశ్చాత్యులును [illegible] వలెఁ గలసిమెలసి మృదంగ కరతాళాదులతో [illegible] సంకీర్తన మొనర్చు మహా శుభ [illegible] [illegible] సమీపించు చున్నది. [illegible] అమోఘము [illegible] [illegible] [illegible] మున కవరోధము కూడ నుండునా!

సాధుపుంగవా! సముద్ర [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] లెక్కింపవచ్చునుగాని నీ కళ్యాణ [illegible] లెక్కించు ట కెవ్వరికిని వలనుపడదు. చంద్ర [illegible] యుద్భవించిన [illegible] వలె నీ కళ్యాణ [illegible] [illegible] యత్నించిన యీ శిష్య [illegible] [illegible] నీవు నను [illegible] పల్కుల నాదరింతువో! లేదో!

నీకును, నీపార్షదులకు నఖండ దిగ్విజయ మగు గాక!

TAMIL

குரு கௌராங்கௌ ஜயத:

ஸ்ரீ ஜூபிலி வ்யாஸ பூஜா ஸமர்ப்பணம்

-:0:-

ஓம் விஷ்ணுபாத பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய அஷ்டோத்தரசத ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பக்தி ஸித்தாந்த ஸரஸ்வதி கோஸ்வாமி மஹராஜ் அவர்களின் 60ம் ஜூபிலி ஆவிர்பாவ மஹோத்ஸவ ஸமயத்தில் அவர் திவ்யசரண கமலங்களில்,

எவருடைய பிரஸாதத்தால் பகவானுடைய முகோல்லாஸம் உண்டாகுமோ எவருடைய பிரஸாதமின்மையில் இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஒரு கதியு முண்டாகாதோ எவருடைய புகழை திரிகாலத்திலும் "வாயினால் பாடி மனத்தால் சிந்திக்க போயபிழையும் புகுதருவான்நின்றனவும் தீயினில் தூசாகுமோ" அவருடைய திவ்யசரணங்களை சிரமேற்கொள்ள பிரார்த்திக்கிறேன்.

பகவத்பஜனத்தில் ஈடுபடாத எல்லா ஜீவர்களையும் ஸ்வாபாவிகமாய் ஆகர்ஷிக்கும் மாயாசக்தியின் வசமாகாமல் தப்பும் உபாயத்தைக் கேவலம் தன் அபாரகருணையால் புகட்டி நடத்தாட்கொண்டு உஜ்ஜீவிக்கப் பண்ணும் உம் திருவவதாரத்தை லோகத்தார்க்குப் பகிரங்கமாக்கும் இப் புண்ணிய தினத்தை வாழ்த்துகிறேன்.

என் குருதேவரே,

ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஸ்வரூபநிலையிலேயே ரோக்கமாயிருந்தாலும் பரமபிராப்யமான சாச்வதஸௌக்யம் இன்னதென்று அறியாமல் துக்கத்தையே ஸௌக்யமென்று புசித்து வாழ்நாளை வீணாக்கும் மானிடப்பால் இருவை கர்ந்து "வைபத்துவாழ்வீர்காள்" செய்வன இவை செய்யத்தகாதன இவை என்று பலமுறை எடுத்துக்காட்டி அழுந்தோறும் அன்னையாய் அணைத்து ஆறுதல்கூறி அறிவில்லாது ஓடி ஓடி இந்த்ரியங்களில் விழுந்தோறும் அப்பனாய் எடுத்துத் தேறுதல் சொல்லித் தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வமாய் அருளூட்டி ஆதரிக்கும் பரமாசார்யன் விஷயமாய் பதித ஜீவர்களான நாம் செய்ய வேண்டியது ச்ரத்தையுடன் செவிகொடுத்துக் கேட்பதொன்றே. பிராகிருதவிஷயங்களிலேயே அநாதிகாலந்தொட்டு அநுபவப்பட்டுள்ள காதுகளுக்கு ஸ்ரீ வைகுண்ட வார்த்தைக் கேட்கப் பிடிக்காது. ஏதாவது ஒரு ஜீவன் ஜன்மாந்தர ஸுக்ருதத்தாலோ, மஹான்களுடைய க்ருபையாலோ அல்லது பகவத் க்ருபாலேசத்தாலோ அநேகஜன்மாய் [illegible]த் திருந்து வகைதெரியாமல் திகைக்கும் போது இதர ஸம்ப்ரதாயங்களில் குழி குறைந்த [illegible] பிடிப்பர். இந்

லாபம் தேடினும் தொடுத்துக் கொள்ளக் கிடைக்காது. கல்வித்தேர்ச்சியினால் அறிய முடியாது. போக யாக தான முதலியவைகளால் அடையவொண்ணாது. ஈசனருளொன்றாலேயே கிட்டுவது. இப் பெரும்பாக்கியம் பெற்ற ஜீவன் பக்திலதாபீஜம் பெறுகிறான். இது போதாது. சிரவணம் கீர்த்தனம் என்னும் ஜலத்தால் இந்த பீஜமானது வேரூன்றிக் கொடியாய் வளரவேண்டும். சிரத்தையுள்ள தோட்டக்காரன் ஜாக்கிரதையும் இல்லாவிடில் நிஷ்பிரயோஜனமாய்விடும். எந்த சிரவண கீர்த்தனம் அநுகூலமாயிருக்குமோ அதை அநுஷ்டித்து பிரதிகூலமான புல்லையகற்ற வர்ஜிக்கவேண்டும். இப்படிக்கவனியாவிடில் பக்திக் கொடி தழைத்தழைக்காது. வைஷ்ணவர்கள் அதாவது ஸம்பந்தாபிதேய விஷ்ணுவைப் பரிப்பவர்கள்மூலமாய் பகவத்கதா அமிர்தபானத்தைச் செவிகொண்டு பருகி அவ் வமிர்தத்தை தான் பிறருக்கு ஊட்டுவதே சிரவண கீர்த்தனமென்பது. ஸர்வ காரணகாரணனும் பரமேச்வரனும் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹமுமான ஆதியந்தமில்லாத ஸ்ரீகிருஷ்ணனைத் தவிர இதர ஸம்பந்தம் முற்றுமொழித்த மஹான்களே வைஷ்ணவர்கள். வர்ணத்தால் பிராமணர்களென்றும் ஸாதுக்களென்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் ஸதா பகவானுடைய சிந்தனையி லிருப்பவர்கள். பகவானே இவர்தம் சித்தத்தில் இருப்பவர்கள். அறிந்தவர்கள்தான் பிறரைக் கைதூக்க முடியுமென்பது பிரஸித்தி. மற்றவர்களின் உதவி குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்டுவது போலாகும். தௌர்பாக்யத்தால் வழிதவறுமல் ஸன்மார்க்கத்தை ஸாதுக்கள் மூலமாய்க் அநுஷ்டிப்பதுதான் கடைத்தேறும் வழி என்று உத்கோஷித்துக் இதர மார்க்கங்களில் உள்ள அபாயங்களை எடுத்துக்காட்டியே அவதாரத்தின் பிரயோஜனமாய்க்கொண்ட பரமதயாளுவாகிய உம் சரணரேணுவைத் தொழுகிறேன்.

என்பிரபுவே,

தன்னைத்தான் காப்பாற்றிக்கொள்ள வியலாத் தன்மையில் பரிப்பவர் பலர். ஜீவர்களெல்லாரும் உஜ்ஜீவிக்கும் நிமித்தம் அவர்களிடையில் தாமுமொரு ஸாதாரண ஜீவன் போல் ஸம்பந்தப்பட்டுக் கலந்து அந்த அந்த ஜீவர்களின் குறைகளைத் தக்கவாறு நிரப்பி எல்லாரையும் பகவத் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபடுத்தி அவர்கள் வழிப்படுவதில் ஆனந்தப்படும் பதிதபாவன பிரபுவே, உம் கீர்த்தியை ஆயிரம் வாய் படைத்த ஆதிசேஷனாலும் வர்ணிக்க முடியுமா? இம் மஹிமையை அறியாமலிருப்பது அருகில் நெருங்காத தோஷத்தின் காரணமே. எவ்விதமாயாவது ஒரு ஸம்பந்தம் ஒரு க்ஷணநேரமேனும் கிடைக்கும் பாக்கியம் பெறின் உண்மை தானே பிரகாசிக்கும். ஜாதி குலம் ரூபம் சீலம் கல்வி ஒன்றையும் பாராட்டாது கார்வண்யம் கண்ணன் ஔதார்யத்தால் அளித்திடும் இந்த ரூபமாய்த் தன்னைக் காட்டிக்கொடுத்து ஆனந்த வெள்ளத்தைப் பெருக்கிய வைலக்ஷண்யத்தை என்னவென்று சொல்லலாம்! உமக்கு நிகரில்லை என்று புகலவும் வேண்டுமோ! உம் பாதஜலத்தினின் ருசி அறியும் பாக்கிய மெனக்களித்த புண்ணியமூர்த்தியே! சரணம்.

பரமபூஜ்யரான என் குருநாதா,

கடப்பதற்கரிய இப் பவஸாகரத்தை எளிதில் தாண்ட ஹரிநாமஓடத்தை ஸர்வஸாமர்த்யரான நீர் எல்லாரும் ஏறும்படி யமைத்து அளித்த புனிதமூர்த்தியே! உம் பாசவை யாரால் கானம் பண்ணமுடியும்? அண்டினவர்களை அஞ்சேல் என்று அபயப்ரதானம் பண்ணி ஆதரவுடன் ஹரிநாமத்தை ஈந்து அவருக்குக் கீர்த்தனம்பண்ணும் அதிகாரம் அளித்து அநுஸந்தான முறைமையும் ஜபமறத் தெளிவித்து அன்புகாட்டின ஐயனே! சரணம். ஹரிநாமஜபத்துக்குக் காலதேச பாத்ர மென்கிற நியமங்கள் கிடையாது. அபிமானமாய் இருப்பதைத் தவிர வேறு நியமம் கிடையாது. இதற்கு அன்ய ஆச்ரயம் வேண்டியதில்லை. ஸ்வயம் ஸச்சிதானந்த ஸ்வரூபனுமான குருவின் வாக்கிலிருந்து இந்த நாமம் வெளிக்கிளம்பிச் செவிக்கண் வாங்கப்பட்ட மாத்திரத்திலேயே ஹ்ருதயத்தில் சென்று நின்றுகொண்டு கீர்த்தனரூபமாய் நாவில் ந்ருத்தம்பண்ணும். இந்த குறையை நாம் அறிந்ததும் இதர வஸ்துருசி சீக்ரமே குறைந்து மறையும். இதுதான் ஸ்ரீசைதன்ய மஹாப்பிரபுவின் ஸித்தாந்தம். ஜீவர்கள் விஷயமாய் தமை என்பது இப் பொருளே. ஸாதாரணமாய் உலகில் தேஹத்தையே ஜீவனென்று தவறாக அபிப்பிராயப்பட்டு தேஹத்தைப் போஷிக்கும் அநேக லௌகிக வைதிக முதலியவைகள் ஸ்தாபனம் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் ஜீவவிஷயத்தில் கோரான தவறு என்று சொல்வது தவறு. இந்த திவ்ய நாமவிஷயத்தில் முக்கியமாய் அறியவேண்டிய நாமாபராதம், நாமாபாஸம், சுத்த

நாமம் என்றும் [illegible]ப்ரியுகள் நாமநாமி அபேதம் ஸங்கீர்த்தனத்தின் வைபவம் பகவத் பஜனத்துக்கு உத்தமமான வழியாகிய ராகாநுகமார்க்கம் என்பவை முதலாய உண்மைகளை விளக்கிக் காட்டின உத்தமனே! உன் திருவடிகளில் சரணம்.

ஹே கருணாமூர்த்தியே,

கர்ம ஞான மார்க்கங்களைப்பற்றி பிரசம்ஸை பண்ணுகிறவர்கள் வேதசாஸ்திர புராணங்களில் உள்ளவைகளை கொள்ளிக்கொள்ளி போல் பகவானை அடைய ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கும் தத்துவங்களை யதாவத்தாய் அறியும் பாக்யமில்லாத மந்தமதிகளென்றும், இம் மார்க்கங்களே புருஷார்த்தமாக ஏமாந்து அநுஷ்டிப்பவர்கள் ஜீவஸ்யத்தை இழந்தவர்களாகிறார்களென்றும் அந்த சாஸ்திரங்களே பல இடங்களில் முறையிடுகின்றன. இவ் வுண்மையைப் பறைசாற்றி லோகோத்தாரணம் பண்ணின ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்ய மஹாப்ரபுவின் ஸந்நதியில் தோன்றி அவருடைய மனோபீஷ்டத்தை இப் புவியில் ஸ்தாபனம் பண்ணின உம் சரணங்களில் ஸாஷ்டாங்க வந்தனமளிக்கிறேன்.

ரூப ரஸ கந்தங்களில் மயிராயம் அடைந்துள்ள ஜீவர்களுக்கு ஸ்வாபாவமான ஆஸக்தி உளது. விட்டில்பூச்சி சுற்றி சுற்றி அக்னியத்தில் மாண்டுபோவதுபோல் வகையறியாத ஜீவர்கள் விஷயபோகங்களில் பாசமடைந்து தற்கொலை பண்ணிக்கொள்ளுகிறார்கள். ஸ்ருஷ்டியில் உள்ள ஸகலபதார்த்தங்களும் பகவானுடைய போகத்துக்காக ஏற்பட்டிருக்க அவைகளைத் தன் அநுபவத்திற்காக என்று நினைக்குமவன் ஈஜுமான துரோகி என்பதில் ஸம்சயமுண்டா? எல்லாப் பதார்த்தங்களுக்கும் பகவானுக்கு முள்ள ஸம்பந்தத்தைக் கண்டுபிடித்து பகவதுபயோகார்த்தமாய் விநியோகம் செய்வது புருஷலக்ஷணம். அநாதிகாலமாய் மாயாபத்தனான ஜீவனுக்கு இவ் வழியைப் புகட்டி அநுஷ்டித்துக்காட்டி அநுக்கிரஹம் பண்ணின கருணாநிதே! நீ உள்ள திக்குக்கே நமஸ்காரம்.

ஹே பதிதபாவனப்ரபுவே,

ஜீவனுடைய தர்மம் பகவத்தாஸ்யம். இச் சித்தாந்தத்தைப் பிரதிதினமும் 24-மணி நேரத்திலும் எவ்விதமாய் அநுஷ்டிப்பதென்பதைதான் ஆசரித்துத் தங்களைச் சார்ந்தவர்களையும் ஈடுபடுத்தி இவ்விதமாய்ப் பட்டவர்களை திக்குதிக்குகளில் அனுப்பி இந்த தர்மத்தை விஸ்தாரமாய்ப் பிரசாரம் நடக்கும் வண்ணம் ஸங்கற்பித்துள்ள லோககுருவே! உன் தாளடியில் தஞ்சமாயணுகும் சிறுமை கூர்வாய். ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாப்ரபுவால் உத்தாரணமடைந்த ஜகை மாதை போன்ற அநேகர்கள் அஸூயை முதலிய காரணங்களால் தத்காலத்தில் உம் நேரிலும் உம் ஸ்வஜனங்களுக்கும் இடையூறுகளை விளைவித்தாலும் கம்பீரமான ரத்நாகரம்போல் க்ஷோபம்பண்ணாமல் அவைகளை உபேக்ஷித்துக் "கடாரை"யும் நல்வழிப் படுத்தி வெல்லும் உம் அருளுக்காளாக்கி ரக்ஷிக்கும் தயாநிதியே! உம் சரணசேவை அடியேனுக்கு ஸ்திரமாக்குவாய்.

எக்குடிப்பிறப்பினும் யாவரேயாயினும் அவரையும் உத்தாரணம் பண்ணும் நிமித்தம் சுத்தபக்திமார்க்கத்தை அவ்யாஜகருணையால் உச்சஸ்வரத்தில் ஹிமாத்ரிமுதல் ஸேதுபரியந்தம் தாம்நேரிலும் தங்கள் பார்ஷதர்களைக்கொண்டும் பிரகடனம் பண்ணுகிறீர். இதுபோதாமல் க்ருஷ்ணபக்தி நம் பாரதகண்டத்துக்கு மாத்திர மன்று, இப் பூலோக முழுவதற்கும் பொதுவானது. வாமன மூர்த்தியாய் மூவடி மண் யாசித்து ஓரடியால் இவ் வுலகளந்த காலத்திலேயே இப்புவி திருவடிஸ்பர்சபாக்யம் பெற்றது. ஆகையால் ஸகல ஜீவாத்மாக்களும் ஆனந்தக் கடலில் மூழ்கி க்ருதார்த்தர்களாக வேண்டும் என்னும் கருத்துக் கொண்டு, உம் அருமை ஸ்வஜனங்களை இங்கிலாந்து ஜர்மனி முதலிய மேனாடுகளிலும் ஹரிகதாகோஷம் பண்ண அனுப்பியிருக்கிறீர். அப் பிரதேசங்களிலிருந்து வரும் நற்சாட்சிப் பத்திரங்களால் ஸ்ரீ சைதன்யமஹாபிரபுவின் ஸங்கல்ப பிரகாரம் எல்லா கிராமங்களிலும் வீடுகளிலும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணகதை பாடப்பட்டு வருகிறதென்பது தெளிவாகிறது. திருவாய்மலர்ந்தருளப்பட்ட ஹரிகதையைச் செவிசாய்த்து நேரில் கேட்க சௌகர்யமற்றவர்களின் உஜ்ஜீவனத்துக்காக பங்காளி, ஆங்கிலம், ஹிந்தி, உரியா, அஸ்ஸாமி முதலிய பல பாஷைகளில் தினசரி வார பக்ஷ மாதாந்தர பத்திரிகைகள் மூலமாய் அக்கதையை பிரகாசப்படுத்துகிறீர். மேலும் சாஸ்திரார்த்தங்களைத் தங்கள் வாணியால் எடுத்துரைப்பதல்லாமல் ஸ்தூல திருஷ்டிக்கும் கோசரமாகும்படி நூதனமுறையில் பிற தரிசனங்களைப் பல க்ஷேத்திரங்களிலும் ஏற்படுத்திப் பாமரர்களையும் பண்டிதர்களையும் மோஹிக்கச் செய்து க்ருஷ்ணபக்தியில் ஈடுபடுத்துகிறீர்.

ஹே நியந்தோ!

இன்னும் வித்யார்த்திகளின் உபயோகத்துக்காக ஆங்காங்கே மடங்களையும் ஸ்ரீ குரு கௌராங்க காந்தர்விகாகிரிதாரி விக்ரஹங்களையும் ஸ்தாபித்து பகவத்பரமான கதா ச்ரவணங்களை ஸதா அநுஷ்டிக்க சௌகர்யங்களை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறீர். பகவான் கிருபைகூர்ந்து அளித்துள்ள ஸாரூப்ய அவயவங்களை ஸார்த்தமாகப் பண்ணிக்கொள்ள உம் பிரஜைகளைக்கொண்டு ஸ்ரீகௌடமண்டல பரிக்ரமம், ஸ்ரீவ்ரஜ மண்டல பரிக்ரமம், ஸ்ரீநவத்வீப பரிக்ரமம் இன்னும் அநேக திவ்ய தேசயாத்திரைகளை நடத்துகிறீர். ஸ்ரீசைதன்ய மஹாப்ரபுவின் லீலைகளால் புனிதமாக்கப்பட்டுக் காலகதியால் மறைபட்ட அநேக திவ்யதேசங்களையும் தீர்த்தங்களையும் பக்தர்களானந்தத்தின் பொருட்டு ஜீர்ணோத்தாரணம் பண்ணுகிறீர். அநேக பிராசீன பக்திக்ரந்தங்களை வெளிக்கு கொணர்ந்து அவற்றின் அரியபெரிய தட்பங்களை ஸகலரும் தெளிவாய் அறியுமாறு வ்யாக்யானங்கள் சேர்த்து நிலையானக எல்லாரும் அநுபவிக்கும் வண்ணம் சொற்ப விலைக்கு அச்சிட்டிருக்கிறீர். இப் பெருமையாய்ந்த மஹாபாகவதர் திருவவதாரம் பண்ணி பரம ஔதார்யமான பல வழிகளிலும் ஜீவர்கள் சரியான உத்தம ஸ்வதர்மத்தை அவலம்பிக்கும்படி கருதியிருக்க இவைகள் விஷயமாய் ஒருவித ஸம்பந்தமும் அறியாமல் கேவலம் அற்ப இந்திரியபோகங்களில் உழலும் மாயாவசங்கதர்களான ஜீவர்களின் தசையை என்னவென்றுரைக்கலாம்! மஹாப்ரளயத்தில் தப்பித்திரிய முடியாததுபோல் உம் பக்தி ப்ரளயத்தில் தத்காலத்தில் விலகிப்போக்காவிலும் ஸ்திரமாய் அவ்வாறிருக்க முடியாது. உம் திருவடிநிழலில் காலடையில் எல்லோரும் உய்வார்கள் என்பது திண்ணம்.

ஆழ்ந்த நன்றியுணர்வை வாக்கால் தாழ்மையுடன் பேசிஸாஷ்டாங்கதண்டம் ஸமர்ப்பிப்பதல்லாமல் ஓர் அற்ப அணு தன் நித்ய ஸ்வாமியின் திவ்யசரணங்களில் அர்ப்பிக்க வேறென்ன உளது? என்னை ஆண்டான் திருவடிகளே சரணம்.

தங்கள் தாஸதாஸ ஊழியன்,
கிருஷ்ணஸ்வாமி—தாஸன்,
கௌடியமட், மட்ராஸ் 18—1—'34.

Printed at the Madras Law Journal Press, Mylapore.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তর
শত-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামি-ঠাকুরের শ্রীশ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি

গুরুদেব!

আজি আপনার বষ্টিতম আবির্ভাব তিথি। বিশ্ববাসীর পক্ষে ইহা আজি পরম আনন্দের দিন। বস্তুানন্দের অবিমিশ্রতা উপলব্ধি করি বিশ্বজনে নিত্যানন্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তেওঁলোকেই নিত্যানন্দ স্বরূপ আপোনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, আরু আপোনার এই আবির্ভাবর পরম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁর অংশ-কলা সেই আশ্রয় জাতীয় ভগবত্তত্ব শ্রীমদ্বল-দেবরূপী অভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ ঠাকুরর অভিন্ন প্রকাশ, অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব আপোনাক জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপারে নিশ্চয় স্পর্শ করিব নোৱাৰে।

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর ঐশ্বর্যজাত জীৱবিলাসর ওপরত আপোনার বাৎসল্য স্বাভাবিক। এই বাৎসল্যই আপোনাক জীৱ-হিতব্রতত নিত্য নিযুক্ত করে। কৃষ্ণবহির্মুখ হৈ সংসারত পতনশীল, মত্ত, বিপথগামী, জীৱ বিলাসক আচার আরু প্রচারর দ্বারাই কৃষ্ণোন্মুখ করিবলৈ আপুনি এই মর্ত্য-লীলা আবিষ্কার করিছে। আজি ষাঠি বছর ধরি আপুনি জগতক আপোনার এই অতিমর্ত্য লীলার মধু করিবলৈ সুবিধা দান করিছে। মূর্খমতি আমি আপোনার প্রবর্তিত চিন্তার ধারাক অনুবর্তন করিবলৈ অপারগ হলেও, আপুনি কৃপা করি আপোনার শুভজন্মর এই আবির্ভাব তিথিক সম্মান করি আমার এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মর সার্থকতা সম্পাদন করিবলৈ আকৌ এবার সুবিধা প্রদান করিছে।

আমি জানোঁ আপোনাক প্রণাম করার প্রবৃত্তিও অত্যন্ত দুর্লভ। দেশ, কাল, পাত্রর বিচারত আবদ্ধ করি, নাইবা কোনো সম্প্রদায় বিশেষর বক্তারূপে আপোনার প্রতি যি প্রণাম বিহিত হয়, তাৰে আপোনার মর্য্যাদা বিশেষৰূপে ক্ষুণ্ণ করা হয়। আপোনার অহৈতুকী কৃপার বলত এইবিলাক গুণময় বিচার ভূমিকার সীমা অতিক্রম করিব নোৱাৰিলে আপোনারপ্রতি প্রকৃত প্রণাম বিজ্ঞাপিত হব নোৱাৰে। চৈতন্যর বাণী গুণাতীত বাস্তব কথা। নির্গুণ ভক্তহে এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হয়, আরু তেওঁহে এই বাণীর একান্ত সেৱক আপোনার প্রতি প্রকৃত প্রণতি বিজ্ঞাপিত হয়।

সেৱার মূল শ্রদ্ধা আরু প্রণামর মূল সেৱা। সেৱোন্মুখী প্রণামর ভিতরে-দিয়েই গুরুর কৃপাকটাক্ষ লাভ করা যায়। মায়াবদ্ধ জীৱ আমি, আমার ভোগোন্মুখী প্রণামে প্রণাম অভিধা লাভ করিব নোৱাৰিলেও, আশা আছে, ভৃত্যবৎসল আপুনি এদিন নিজ গুণে কৃপা করি আমার প্রণামর সকলো আবিলতা বিদূরিত করি প্রকৃত প্রণামর শোভা-সম্পদ প্রকটিত করিব। যদি আপোনার ইচ্ছা হয়, আমি অনন্ত কাল ধরি আপোনার এই কৃপা লাভর কারণে অপেক্ষা করিব পারোঁ।

আমার প্রাকৃত দর্পই আমাক আপোনার শ্রীচরণকমলর সাক্ষাৎ সেৱা-পরা বঞ্চিত রাখিছে। আমার বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সমূহর ভোগময়ী চেষ্টার প্রগতি দেখিলে আমার অন্তরাত্মার দিব্য হয়, তেতিয়া আমার এই সব লাভর সম্পূর্ণ অযোগ্যতাই প্রতীয়মান হয়। আপোনার অতিমর্ত্য পারমার্থিক চেষ্টাসমূহর প্রতিচ্ছবি দেখিলো দুটি আরু একটি পথ পরিহার করি ধ্যানপথে আমার চিত্তর পবিত্র প্রাঙ্গণ প্রদেশত প্রতিভাত হয়, তেতিয়া সেমুহূর্তে দূর্ভ হবে আপোনার এই চেষ্টা বিলাক অপ্রাকৃত হৈ প্রতীয়মান হয় আরু এই দুর্লভ প্রতীতিয়েই এইপ্রার্থিত রসানন্দমিত বিষাদরূপে আমার অতি চঞ্চল চিত্তক কথঞ্চিৎ পরিমাণে নিবৃত্ত রাখে।

—আপোনার সকলো কার্যত আপোনার প্রভুর এই আদেশ-বাণীত সার্থকতা সম্পাদনর কারণে পরিচেষ্টা পরিলক্ষিত হৈছে। আপোনার অনুগৃহীত শক্তিমান প্রচারক সকলে 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ' আপোনার এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি লৈ পৃথিবীর সর্বত্র পরমার্থ বাস্তব এই চরম সন্দেশর মাধুর্য্য প্রচার করি, বিশ্ববাসীক আপোনার প্রাকট্যর করুণাময় আরু মঙ্গলময় উপলব্ধি করিবলৈ এটা বহুমূল্য সুবিধা প্রদান করিছে।

এতাবৎ কাল জগৎ 'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ'-র বিচার লৈ প্রমত্ত আছিল। সম্বন্ধ-জ্ঞানানভিজ্ঞ গুরুব্রুবসকলে 'কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" ভক্তিসাধনর মূলভিত্তি স্বরূপ এই অতি তাগতিয়াল অংশর উপদেশ শিষ্য সকলক করিব নোৱাৰিছিল। 'অভিধা' আরু 'প্রয়োজন' জ্ঞানে যেতিয়া সম্বন্ধজ্ঞানেরে সৈতে কোনো সম্বন্ধ নারাখে, তেতিয়া সি সংসার সমুদ্রর কর্ম বিবর্তত পরিণত হৈ সাধকর বিঘূর্ণিত তরণীক মায়-সাগরত নিমজ্জিত করে। 'কর কৃষ্ণশিক্ষা' এই সম্বন্ধ বিজ্ঞানর আলোচনার দ্বারাই আপুনি কৃষ্ণভক্তির যি ঔজ্জ্বল্য বিধান করিছে, তার চিত্তোন্মাদিনী প্রভার ওপরত জগতর মানপ্রাণ পারমার্থিক চিন্তাধারার প্রভা, সূর্য্যরশ্মির ওপরত খদ্যোত প্রভার দরে, মলিনতা প্রাপ্ত হৈছে। নৈমিষারণ্যত শ্রীসূত প্রতিষ্ঠিত ব্যাসাসনক কলুষিত করিবলৈ প্রাপরতা অনধিকারী লোমহর্ষণ-সুতক বিনাশ করি ভক্তির গৌরব প্রতিষ্ঠাতা আপোনার শ্রীমুখ নিঃসৃত ভক্তি সিদ্ধান্তর পূত বারিধারাই শ্রীমদ্ভাগৱতর অদ্বিতীয় বক্তা, শ্রীনাম-সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যত অবৈধরূপে আরোপিত কুদার্শনিক সহজিয়া সম্প্রদায়র অবিচার-আবর্জনা রাশিক বেগেৰে বিধৌত করিছে, সেইবারে চৈতন্য-সিদ্ধান্তর সংরক্ষক বুলি আপোনার পাদপীঠ ভক্তর হৃদয় মন্দিরত অনন্ত কাল ধরি প্রতিষ্ঠিত থাকিব আরু ভক্তিভরে সম্পূজিত হব।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না আচরিলে শিখান না যায়॥' আচার্য্যকুলশিরোমণি আপোনার ভিতরত এই নীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিছো, কিন্তু কবলৈ লাজ পাওঁ যে, আমি আপোনার শিষ্য বুলি অভিমান করি, নিজ আচার হীনতার দ্বারাই আপোনার দিগন্ত প্রসারিত শুভ্র যশোভাতিত ভুবনের কলঙ্ক কালিমা লেপন করিছো। চন্দ্রত কলঙ্কর দরে আপোনার ত্রিভুবন সম্রাট পবিত্র সেৱক সমূহর মাজত আমার অবস্থান ব্যতিরেকমুখে আপোনার প্রচারকার্য্যর পরিপোষকরূপে অযোগ্যতা আপোনার-দ্বারাই আবৃত হলেও, সি আমার পক্ষে সর্বাধিক মর্মান্তক। আমার এই আচারহীনতার কারণ আপোনার কৃপা গ্রহণ করিবলৈ আমার অযোগ্যতাহে, সমদর্শী আপোনার কৃপা বিতরণ কার্য্যত কার্পণ্য নহয়। আমি এতিয়াও নিজক পতিত বুলি জনাও নাই আরু সেই অহংকারবশে বস্তুতঃ মুক্তি লাভ করিবলৈ ইচ্ছাও করা নাই। কৃপা করক যেন অতি সোনকালে আমি পতিতর অহংকার লৈ, নিষ্কপটভাবে আপোনার শ্রীচরণ প্রসাদ প্রার্থী হব পারোঁ।

শ্রীগুরুদেৱর ইন্দ্রিয়-তোষণ বস্তুর যোগ্য উপাদানরূপে কেনে বিধর পুষ্প সংগ্রহ করা উচিত, বস্তুতঃ আমি তাক নাজানোঁ। আপোনার মহিমা অনভিজ্ঞ বরাকরূপী আমি নিজ রুচিমতে আমার হৃদয় কুঞ্জবিবরর যি পুষ্প সংগ্রহ করিব পারিছো, তাকেই আজি আমি এই ব্যাস-পূজাত অঞ্জলিরূপে আপোনার চরণত অর্পণ করিবলৈ আগবাঢ়িছো। আমার পক্ষে ইহাকেই শ্রেষ্ঠ উপায়ন বুলি বিচার করি যেন গ্রহণ করে, এয়ে আপোনার চরণত আমার কাতর কাকুতি।

জয় নিত্যানন্দ জয় হরিদাস
আমার আজ্ঞা করিবে প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষী—
আপোনার নিঃকিঞ্চন
সেৱকবৃন্দ

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিস্কন্ধ ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। তত্ত্বসূত্র ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০ গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মায়া-ভাষ্য ।০
১২। বৃত্তিমঞ্জরিকা গণগৌরকঃ সারবাদ (সাধ্য) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সারবাদ (বাবাহুজীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮ দীন-হীন দর্পণ ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমভজনপরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ..০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগেরও) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সারস্বত ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-নিবন্ধঃ ।০
৫৪। সটীক-[illegible] ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নাম ভজন ।০
৬১। [illegible]
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবিজম
৬৪। [illegible]
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। [illegible], বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাঙ্গ, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীগৌরাঙ্গমঠ গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিচুয়া, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত— হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদক ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

আচার্য্য-প্রকটতিথি

[... পৃষ্ঠার প্রকাশিতাংশের পর]

কৃপিয়া যত মায়ায় বৈভব
তোমার চরণে বাধা।
[illegible] অবিদ্যা সংসারে
জীবকে করয়ে বাধা

—মহাজনের এই বাণীকে মূর্ত্তি প্রদান [illegible] এবং পরা বিদ্যার [illegible] আপনিই প্রদর্শন করিয়াছেন।

'পারমার্থিক প্রদর্শনী, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা, শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা কার্য্য ও দৈনিক, সাপ্তাহিক [illegible], মাসিক পারমার্থিক পত্রিকাদি [illegible] প্রচার করিয়া বিমুখ জীব-[illegible] কৌশলে ভাগ্যবানের ছলে [illegible] সুযোগ দান করিয়া এবং [illegible] হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া [illegible] আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করিতে-[illegible] লোকাপেক্ষা ব্যতীত এরূপ কার্য্য [illegible], আপনার আচার্য্য বিগ্রহের [illegible] করিতেছেন। তাঁহারাই [illegible] কৃষ্ণ-বৈমুখ্য জীবের সন্ধান পাইবা[illegible] হইতেছেন। তাঁহারাই কৃষ্ণের [illegible] অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] ব্যাপার উচ্চারণ পূর্ব্বক [illegible] সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণের [illegible] অদ্বৈতবৃন্দের আনুগত্যে বাস [illegible] ইচ্ছা করিতেছেন।

সংসারী জীব কৌলিক ও জ্ঞানের [illegible] আদর্শ অভিনয় করিয়া বাস্তব-[illegible] সন্ধান না পাইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন [illegible] পড়ে। শুধু তাই নয়, অবশ্যম্ভা[illegible] নামাপরাধের মধ্যে পড়িয়া [illegible] বুঝিতে না পারিয়া নামাপরাধকেই [illegible] ভজন-সাধনের কাটাইয়া দেয়। [illegible] শুক্লাচার্য্যের কবলে পড়িয়া কত ব্যক্তির বহুমূল্য জীবন যে বৃথায় কাটিয়া [illegible] তাহার ইয়ত্তা নাই। অবৈষ্ণব [illegible] কবলে কবলিত এই সমস্ত [illegible] ব্যক্তিগণ মনে করে পবিত্র হরিকথা হরিনাম যেরূপ মুখ হইতেই নির্গত হউক [illegible], তাহা শ্রবণে কোন বাধা নাই। [illegible] তাহারা জানে না যে, দুগ্ধ অতি [illegible] দ্রব্য হইলেও এবং তৃষ্ণা দূর [illegible] হইলেও উহা যদি সর্পের [illegible] তবে উহা যেমন ঠিক বিপরীত [illegible] প্রাণঘাতীর প্রাণবিয়োগ [illegible]

যেমনি পবিত্র হরিকথামৃত[illegible] ধূলোত্তীর্ণ হইলে ঐ বিষাক্ত [illegible] পরিত্যাজ্য। [illegible] কীর্ত্তন প্রচারে আপনার [illegible] একবাক্য যেন চক্ষু বন্দী [illegible]

হইতেছে; তাহার ফলে অপরাধের [illegible] যুক্তিবাদ [illegible] গোষ্ঠীর গোষ্ঠীবাদ পাইয়া 'পরার দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে' বিপাকে পড়িয়া জীবের বদলিকার অন্তরালে আত্মগোপন করিতেছে।

শুদ্ধভক্তগণ অনন্য-গুরু; তাই তাহারা পরম-প্রেমময়বিগ্রহ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি লীলা-পুরুষোত্তমকে দেখিবার পক্ষে বাধকদের নিকট বাধা-প্রদান করে। [illegible] কিন্তু সেরূপ অবস্থা নহেন। [illegible] স্বচ্ছ গুরু, তাঁহার মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। [illegible] পুরুষোত্তমেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ। পুরুষোত্তমই জীবের নিকট দ্বিতীয় স্বচ্ছমূর্ত্তি প্রকট করেন।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।"

সেই গুরু কাঁদী তাঁহার সন্ধানের ক্ষমা দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শন করান। হে আচার্য্য দেব আপনি আজ সেই গুরুরূপে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের [illegible] নিকট আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু হায়! হায়! আমার আজ কি দুর্ভাগ্য!

'অবনে বঞ্চিত হৈনু দেহ চাহাইনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥'

বর্ত্তমানকালে [illegible] শিষ্য-সম্বন্ধ চলিতেছে তাহাতে শিষ্যকে কোন সম্বন্ধ-জ্ঞান [illegible] কাম্য হইয়া পড়িয়াছে।

'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়'

মহাপ্রভুর কথা এবিচার এখানে নাই। তা ছাড়া শিষ্য শাসিত না হওয়া [illegible] শিষ্যকে কোন জ্ঞান করিতে শিষ্য [illegible] শাসিত হইতেছেন। ফলে [illegible] যথাকালে—[illegible] বিপর্য্যয়ের নিপতিত হইতেছে। শিষ্যকে আশ্রয়-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণের [illegible] প্রবর্ত্তন করা [illegible] একথা জানা নাই। আপনি আপনার আচার্য্য-লীলায় বহু ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণান্তর তাঁহাদিগের নিকট হইতে [illegible] গ্রহণ না করিয়া অধিকন্তু তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে [illegible] সেবাধিকারী ও [illegible] পরিণত করিয়া দিয়েছেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইতে থাকায় তাঁহারা [illegible] যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন।

'যদ্রূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।'

হে করুণাময় প্রভো! কৃষ্ণের বিশ্রান্তিবিলাস [illegible] আপনার [illegible] উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। [illegible] [illegible] রূপের [illegible] বিশ্বব্যাপক থাকায় বুঝিতে পারিলাম না। আপনি আমাদের উদ্ধারকল্পে বিভিন্নভাবে আমা-দের নিকট কৃপানিধি, আমাদের বিশেষ সুচারুরূপে প্রতি আমরা সেই কৃপাসিন্ধু থাকিতে উন্মুখ নহি। কিন্তু তাই আপনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমাদের চেষ্টা—আমরা আমাদের মঙ্গল করিব না, কিন্তু আপনার চেষ্টা—আমাদের মঙ্গল করিতেই হইবে। এইরূপ সহস্রমুখী চেষ্টাদ্বারা জীবকল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ আর কোন আচার্য্য করিয়াছেন কিনা জানি না।

জগদ্গুরু-বাণীর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া মানবজাতি যাহাতে নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারে ও চরমকল্যাণ প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়, [illegible] 'কাউ [illegible]' এই মন্ত্র [illegible] আপনার এই [illegible] একমাত্র [illegible]। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধির অন্য কোন পথ নাই, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীব গোস্বামিবর্গ এবং আচার্য্যগণের কেবল কথা। অপরাক্ত শ্রীনামের আবৃত্তি হইতেছে অনাবৃত্তি বা প্রকৃত মুক্তি। ইহাই বেদান্তের শেষবাণী মহাকথা—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"।

আজ আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিতে এই [illegible] আমাদের চেতনকে মুখরিত করুন। আমরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আলোক, অভয় ও অমৃত পাদপদ্মে আত্মনিবেদনরূপ অঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে যেন জানিতে পারি—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সুন্দরাচলপথে পরমারাধ্যদেব

[শ্রী[illegible]নন্দ দাস এম্-এ, [illegible]]

আজ কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অশান্তির বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে, শান্তি কোথাও নাই, অর্থ কষ্ট, [illegible] 'খাদ্য' নাই, কেন আর্ত্তনাদ [illegible] [illegible] বিবাদ ও [illegible] জর্জরিত করে রেখেছে। আজকাল যুরোপ [illegible] প্রতিনিধি সভা করে শান্তির [illegible] হ'চ্ছে। কিন্তু সব দেশের শান্তিকামী সকল চেষ্টা [illegible] নিষ্ফলে পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে। বর্ত্তমানযুগ মহাসঙ্কটাপন্ন, শান্তিস্থাপন ও মিলনের আশা পৃথিবীতে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে দিন যাপন [illegible]। [illegible] [illegible] স্বরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যুগে [illegible] [illegible] ভাবিতে যুদ্ধ করে [illegible] পরম [illegible] বাণী নিয়ে বাংলার [illegible] মঠাদির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ ক'রেছেন, সেই বিশ্ব-বাসী বিশ্ববিজয়ী পুরুষোত্তমের অবি-[illegible] প্রতি [illegible] মন আজ [illegible] উন্মুখ। আমি মূঢ়, আমার ভাষা নাই, [illegible] নাই, জ্ঞান নাই, কেমন ক'রে তাঁর অলৌকিক চরিত্রের আলোচনা করব, অশেষ [illegible] তাঁর মহৎ চরিত্রকে সম্যক্ [illegible] ক'রে [illegible] আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখবো? আর কতটুকুই বা জানি?

আজ আমরা [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ ক'রবেন?

পরমারাধ্য দেব, আপনার [illegible] অনুধাবন করুন [illegible] স্বরূপ সুন্দর চমৎ-কারিতার মধ্যে ছয়টী মুখ্য ধারা লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ তুরীয়-নব [illegible] আপনারই ও [illegible] সম্যক্ স্বরূপ আপনার নিকট হ'তে পৃথিবী পেয়েছে। আপনি যাঁ'র সঙ্গে কথা বলেন, তিনি [illegible] চমৎকারিতা ও আপনার [illegible] উপলব্ধি করেন আপনাকে [illegible] পূর্ণ [illegible] অবনত [illegible], বহু বহু [illegible] আপনাকে Living Ency-clopædia বা জীবন্ত বিশ্বকোষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপনার [illegible] [illegible] আপনি [illegible] [illegible] [illegible]। আপনার [illegible] [illegible] [illegible] নয়, আপনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আপনার [illegible] [illegible] [illegible] আপনার [illegible], শুধু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] শুধু [illegible] [illegible] পরিণাম [illegible] অভাব। [illegible] আপনার [illegible] গোষ্ঠী হচ্ছে উপ-

নিগমের 'রসো বৈ সঃ'; তাই দেখি নিত্য-সেবাবাদীর প্রতি আপনি খড়্গহস্ত—সাক্ষাৎ যম; আপনার বিচারে 'কিছু না' 'কিছু না,' 'আমি সেই', 'আমি সেই', 'আমি নাই' প্রভৃতি বিচারের মূলে কুঠারাঘাত যারা [illegible] বাসনায় বিশেষ বা নির্বিশেষ ধ্যান করে। অপ্রাকৃত রসিক-শেখরের কর্ণরসায়ন কণ্ঠে আপনি [illegible] কোকিল সরস্বতী; আপনার বিচার ও গীত এক এবং উভয়ই রসাল।

অখিল-রসামৃতসিন্ধুর রসোৎকর্ষের জন্যই আপনার এত চেষ্টা, এত [illegible], এত আয়োজন, এত ঘটা। এক কথায় বলতে গেলে আপনার বিচারের মূল ও শেষ প্রয়োজন রসিক পুরুষ [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তন-জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন, তাই আপনার বিশ্ববিশ্রুত প্রচার কেবল জ্ঞানী আর মহামহোপাধ্যায় সম্প্রদায়-সমষ্টির মধ্যে স্থান পাবার করছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে কোন জাতিতে কোন কালে এত বড় মনীষী পণ্ডিতগণের আচার্য্য এসেছেন ব'লে শোনা যায় না। কি বিচার-বৈদগ্ধ্যে, কি প্রচার কৌশলে, কি ভজনীয় ও ভজন জ্ঞান পারদর্শিতে, সন্দেহশূন্য মীমাংসা ও একেবারে সকল প্রশ্নের সমাধান দিতে এমন [illegible] আপনি ব্যতীত আর কাহাকেও দেখি না। সকল দেশের সকল আচার্য্যের একত্র পূর্ণতম প্রকাশ আপনার মধ্যে ত' আছেই, তা' ছাড়া আপনার বিশেষত্বে আপনার তুলনা আপনিই।

যদি চারিটী সদ্বৈষ্ণব সমাজের বিচার একীভূত করি, তবে দেখিতে পাই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিচারের মধ্যে সবই আছে। গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য আর কোথাও নাই। সেটী গৌড়ীয়ের নিজস্ব সম্পদ তাহা গৌড়ীয়নাথ নিজে স্থাপন ক'রে গেলেন যাঁহার পদ মাত্র তিনি [illegible] কোথাও পান নাই। সেই গৌড়ীয়ের এর বিচার কি [illegible], কি [illegible] কি [illegible], আপনার [illegible] প্রতিষ্ঠা ক'রেছে।

পরমারাধ্য দেব, যখন [illegible] ভুবন আপনার মধ্যে স্বরূপ গোস্বামীকে দেখি। স্বরূপ আজন্ম কঠোর কৌপীন-ধারী সিদ্ধান্ত বিনোদ ও রসাচার্য্য [illegible] বিষয় বৈরাগ্য আপনাকে বর্ত্তমান যুগের মহাপ্রভুর অতি আদরের স্বরূপ ব'লে ঘোষণা করিতেছে, অনর্পিত [illegible] রস আস্বাদন বা প্রাকৃত রসিকের রসাভাস [illegible] অপ্রাকৃত রস হ'তে স্বরূপের ন্যায় দূরে রাখিয়া এমন কি ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ ক'রে দূরকরে ক'রে চিন্ময় রসসমুদ্রের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-সমীপে প্রাকৃত [illegible] বৈচিত্র্যকে বিদায় দিয়েছেন।

পরমারাধ্যদেব, অপ্রাকৃত কবি-কোকিল জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রসগীতির অমর্য্যাদা দেখে, প্রাকৃত [illegible] কাম-কুক্কুর [illegible] সাহজিক সম্প্রদায়ের অনধিকার-প্রবেশ দেখে আপনার মত কাহার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়াছে? বর্ত্তমানযুগে পণ্ডিতসমাজ প্রাকৃত তথ্য ও তত্ত্ব না বুঝিয়া 'নিত্য' ও 'প্রাণ' এক ক'রে আপনার আস্বাদনীয় রসামৃতের চমৎকারিতাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না দেখিয়া নিজের জীবনে কঠোর বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রসের পার্থক্য বুঝাইতেছেন। মিথিলার ও বাংলার আদি কবি কুলগুরু চিন্ময়-রসকাব্য হইতে পরবর্ত্তিকালের [illegible] সাম্প্রদায়িক বা লোভী গ্রাম্য কবির আবর্জনারূপ কাব্যকে বেছিয়ে দূরে রাখ্‌বার জন্য আপনার বিচার রূপ কষ্টিপাথরকে নিয়োগ করবার জন্য যখনই প্রার্থনা জানাইয়াছি, অমনি আপনি দয়া ক'রে আমাকে লিখেছেন,—"তোমার লিখিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের একটা সংস্করণ আমাদের [illegible] প্রকাশ করা আবশ্যক আছে বুঝিয়াছি, তাহা করিবার ইচ্ছা রাখি।" [illegible] পরবর্ত্তী চিঠিতে আরও জানাইয়াছেন যে, 'গ্রন্থ অতি বৃহৎ হইলেও তাহার বৃহৎ আমাদের নিকট সমস্ত [illegible] হওয়ার একটা সুযোগ [illegible] নামক পদার্থের [illegible] হইয়াছে, সেইরূপ [illegible] প্রীতি না [illegible] চিদাকাশ কৃষ্ণ-[illegible] দিয়েছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-পদের পাঠক যদি [illegible] গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে নিযুক্ত হ'ন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে প্রভু জানার অবকাশ হয় এবং তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা বুঝিতে পারা যায়। এ সন্ধান না হইলে বিদ্যাপতিকে [illegible] উপলব্ধি বা চণ্ডীদাসকে [illegible] স্থাপন করিবার সুবিধা হয় না। [illegible] কৃষ্ণ উপলব্ধি [illegible] স্বরূপের অবস্থান, [illegible] চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছিমী [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] নহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে স্বরূপের যাহা যাহা সাধিত হ'য়েছিল, আজ আপনার দ্বারাই আপনার আচার-প্রচারে দৈনন্দিন [illegible] সেই রস পুষ্ট হ'য়েছে। আপনার 'একল-ব্যাসদেব হইতে 'রাধারমণ' পর্য্যন্ত ভগবত্তার ক্রম-বিকাশ ও ভগবৎ-সেবায় শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সেবা[illegible]-পরমোৎকর্ষের গূঢ় বিচার দেখলে মনে পড়ে শ্রীবাসের নিকট স্বরূপের ব্রজমাহাত্ম্যের কীর্ত্তন এবং তাহা শুনে মহাপ্রভুর 'কহ কহ' উল্লাসভরা আদেশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের মায়াবাদ খণ্ডনবিচার আপনার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে লক্ষ্য ক'রে—'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়' বাক্যের যথার্থ উপলব্ধি করি। আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ; তাই মায়াবাদ খণ্ডন করিতে আপনার সংগ্রামে বিচারের জোয়ার উঠে এবং উহা [illegible] বিবর্ত্ত-প্রিয় নাস্তিকগণকে কোথায় ভাসাইয়া দেয়। মায়াবাদীর সহিত আপনার বাগ্-যুদ্ধ দেখিলে মনে হয় সাক্ষাৎ শ্রীনৃসিংহদেব আপনার মধ্যে আবির্ভূত হ'য়ে যুদ্ধ করিতেছেন। আপনার মুখমণ্ডল হস্ত ও প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন সুদর্শনের ভাষায় কথা কহে। এ দেখে কোন্ পাষণ্ড [illegible] পারে, আপনি [illegible]।

এই গেল আপনার বিক্রমের দিক। উহার অন্তরালে যে অপ্রাকৃত রসোৎস নিহিত আছে তাহা জানেন তিনি, যিনি আপনার বৃন্দাবন-লীলার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, যিনি আপনার মনের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ব্যথা ও আবেগ বুঝে আপনার সেবা-বাসনার অনু-কুসুম চয়ন করেন, যিনি আপনার বিরহ-তাপিত হৃদয় স্নিগ্ধ করিবার জন্য কুঞ্জ রচনা করেন, তিনি যেমন আপনার গুপ্তলীলার [illegible] সংযোগী তেমনি আপনার গৌরলীলার প্রধান মন্ত্রী। তিনি জানেন, আপনি শ্রীবার্ষভানবী দেবীর কত আদরের

মহাপ্রভু যেমন [illegible] দেখে হৃদয় উজাড় ক'রে সম্ভাষণ করেছিলেন, তেমনি আপনি আমার মত [illegible] অধঃপতিত পতিতকে দেখে আমাদের প্রাকৃত রসাভাসের জন্য সাধনভজনের বিচার দ্বারা বিষয়াভিনিবেশ দূর করবার কত চেষ্টা ক'রেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহকাতর হৃদয়ের ছবি আপনার উপরে [illegible]। মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা ও আপনার প্রকট লীলার মধ্যে যে [illegible] আছে তাহা আপনার গৌর লীলার [illegible] প্রকাশ করিয়া দিয়েছে। যে স্থানে আপনার [illegible] আকুল হ'য়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোক পড়ে পুরীতে ও রাজবেশীকে গোপবেশী ক'রে দেখার জন্য "[illegible] তোমার সময়, না পাওলে না রহে জীবন বলে' কেঁদে অশ্রুবিসর্জ্জন ক'রেছিলেন— শ্রীমতী রাধার আন্তরিক [illegible] মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা বুঝাবার জন্য যেন মহাপ্রভু রথের পশ্চাতে থাকিয়া [illegible] বৃন্দাবন সম্মুখে দেখাইয়া [illegible] ক'রে [illegible] তখন সেইখানে গোপীর হৃদয়ের [illegible] অনুভব ক'রে মহাপ্রভু আশ্রয়-[illegible] রথের সঙ্গে সঙ্গে চ'লেছিলেন। [illegible] স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু—

"তুমি নিজ কৃপাময়,
জানহ আমার হৃদয়,
মোরে করিতে না যুয়ায়,"

—ব'লে মনের ব্যথায় অশ্রু [illegible] ছিলেন, সেই অশ্রু-সেই বিরহ—সেই আর্ত্তনাদ-সেই "হে নাথ হে রমণ, হে [illegible] [illegible]" [illegible] ডাক দিয়ে আপনি সেইখানে [illegible] বৃন্দাবন [illegible] পথে প্রকট হ'য়ে—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।"

এই বাক্যের সার্থকতা করিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

পরিক্রমা-বিবরণ

পাঠকগণ কোলদ্বীপ পর্য্যন্ত পরিক্রমা বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে পাইয়াছেন। [illegible] গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া চম্পাহট্ট শ্রীগৌরগদাধরমঠে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] একটী অধিবেশনে পদাবলী কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে [illegible] শ্রীল ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তাঁহার [illegible]। [illegible] সহজ ভাবে প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা ক'রিয়াছেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রাধাচন্দ্র [illegible] মহাশয় বক্তৃতা হয়। তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ ও সর্ব্বশেষে [illegible] ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, বি-এল মহোদয় [illegible] পরমশিক্ষা[illegible] প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কর্ত্তৃক সম্পাদিত [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুর-নদীয়া-[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বত্বাধিকারী—শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ
কার্য্যালয় ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪০, ২রা মার্চ্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

করাচী হইতে প্রকাশ, এক গ্রাম হইতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, এক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত। একদিন স্বামী স্ত্রীকে দারুণ প্রহার করে। ঐ দিন রাত্রে স্বামী গাঢ় নিদ্রিত ছিল। এমন সময় স্ত্রী কুঠারাঘাতে তাহাকে হত্যা করে এবং বস্তা পড়িয়া দিয়া তাহাকে গোশালাটীর মাটির নীচে প্রোথিত করিয়া রাখে। এইরূপে ৩ দিন কাটিয়া যায়। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে স্বামী কি যেন কাজে বাহিরে গিয়াছে। এক সপ্তাহ পরে কয়েকটি শৃগাল গন্ধ পাইয়া মৃতদেহ টানিয়া বাহির করে। সকাল বেলায় হত্যার খবর প্রকাশ পায় ও স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

পলাতক গ্রেপ্তার

খড়্গপুর হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত এক গ্রাম হইতে অম্বিকা চৌধুরীকে পুলিশ বার্জ্জ হত্যা মামলার সম্পর্কে খোঁজ করিতেছিল। তাহার পরে মেদিনীপুর জেলের নাব ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত কে, এন, চৌধুরী তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

উক্ত পলাতকটিকে বন্দুকা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করানো হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহাকে বিচারার্থ মেদিনীপুরে চালান দেওয়া হইবে। উক্ত পলাতক পূর্ব্বে কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

৬ মাস কারাদণ্ড

কাশী হইতে প্রকাশ, অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায় নামক গোরক্ষা বিরোধী জনৈক যুবক স্থানীয় কসাইদের ও মুনিসিপ বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায় চৌধুরীর কাণ কাটিয়া দিবার অভিযোগে কাশীর বন্দুকা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ডুমুরিয়ায় গ্রেপ্তার

টাকা হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে গোরাচাঁদ পালচৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহার নিকট একখানা ছোরা পাওয়া গিয়াছে। গোরা চাঁদের গ্রেপ্তারের পর তাহার বাড়ীতে এবং স্থানীয় সমুদ্র সমিতির বাড়ী প্রভৃতি আরও অনেক বাড়ীতে যুগপৎ-খানাতল্লাস করা হয়। গোরাচাঁদের বাড়ীতে আপত্তি জনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। উকীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে একখানি পত্র, ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিপদ চৌধুরীর বাড়ীতে ৮,১০ খানি লাঠি ও একটি বর্শা এবং সমুদ্র সমিতির ভবনে ২০।২২ খানি পুস্তক পুলিশ পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কাজ মাঝামাঝে দুর্ঘটনা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১০ই ফাল্গুন বেলা ৩ ঘটিকার সময় বন্যা নদী হইতে ঘূর্ণিবায়ু উত্থিত হইয়া কেওটা এবং বদনপুরা গ্রামের মধ্য দিয়া অনুমান ২০০ শত গজ প্রস্থ ও ৫০০ গজ দৈর্ঘ্য-স্থান ব্যাপিয়া লোকের বাড়ী ঘর ধূলিসাৎ নষ্ট এবং বিধ্বস্ত করিয়াছে। কয়েকটি লোকও আহত হইয়াছে। চৌকিদার পোষ্ট হেলিয়া পড়িয়াছে। একজন লোকের ঘরের ভিতর হইতে পূর্ব্ব এক খানি কোদালী ২০ হাত উচ্চ একটি বৃক্ষ ডালে ঝুলিতে থাকে এবং তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিন মিনিট সময়ের মধ্যে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। বহু লোক গৃহহীন এবং অন্নবস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে।

মালদহ হইতে প্রকাশ, কালীগঞ্জ ও শিবগঞ্জের মানিকচক তালুকা ফানিগাছ ও ইংলিশ বাজার থানাসমূহের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

এবার রবিশস্য যাহা হইয়াছিল তাহা প্রচুর। মানিকচক ও তালুকা থানার এই শস্য মারা গিয়াছে। আমের মুকুল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংলিশপুর মীর গ্রাম মেহেরা প্রভৃতি স্থানের বহু গৃহ নষ্ট হইয়াছে, শত শত গরু বাছুর মারা গিয়াছে। দুই একটি স্থান হইতে মানুষ মরিবার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

বিমানে আটজন বিপন্ন

নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশ, বিমান ডাক কোম্পানীর সহিত চুক্তি শেষ হইয়াছে। এবার আমেরিকার সৈনিক বিভাগ বিমান ডাক চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। চৌদ্দ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। এক সপ্তাহে চৌদ্দজন সামরিক নিহত হইয়াছে। আর একখানি বিমান বিমানের আটজন আরোহীর জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিমানখানি কাইরোর নগর পরিত্যাগ করিবার পর তুষার ঝটিকায় আবৃত হইয়া গিয়াছে। লোকখানি নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

লর্ড উইলিংডনের বিমানে গমন

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে লর্ড উইলিংডন আগামী ১৩ই মে তারিখে বিমানযোগে দিল্লী হইতে করাচী যাত্রা করিবেন এবং পরদিন প্রাতে বিমানযোগে করাচী ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমন করিবেন।

লর্ড উইলিংডনের চারিমাস অনুপস্থিতি সময়ে স্যার জর্জ্জ ষ্ট্যানলী বড়লাটের কার্য্য করিবেন। আগামী ১১ই মে তারিখে সিমলায় তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বিজ্ঞাপন

গবর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গলের সেক্রেটারী মিঃ ডি গ্যাঙ্গুলি গত ৯ই ফেব্রুয়ারী নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যে অর্দ্ধ আনা, এক আনা, দুই আনা ও চার আনার ডাক টিকেট বিক্রয় হয় তাহা দলিলাদিতেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৩৪) হইতে ডাকের কাজের ও দলিলাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন টিকেট পাওয়া যাইবে। উক্ত তারিখ হইতে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারে টিকেট ব্যবহার করিতে হইবে। এক টিকেটের স্থানে অন্য টিকেট লাগাইলে আইনে অগ্রাহ্য হইবে। নূতন দলিলাদির টিকেটও পোষ্টাফিসে, ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের নিকট ও ট্রেজারীতে পাওয়া যাইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই ফাল্গুন শুক্রবার, ১৩৪০

আসাম সরকারের কারা-বিভাগের সচিবের অস্থায়ী পদে মাননীয় খান বাহাদুর মার্চ মাসে অবসর গ্রহণ করিলে বঙ্গলাটের পরিষদের সদস্য মাননীয় রায় শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত বাহাদুর সি, আই, ই সার সাদুল্লা সাহেব উক্ত স্থান অধিকার করিবেন। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালী মাননীয় রায় বাহাদুরের খ্যাতি আছে। সুতরাং বাঙ্গালী হইলেও আসামবাসিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিবেন।

লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্র হইতে জানা যায়, "১৯৩০ সালের ১৩ই নবেম্বর গ্রেপ্তার হইয়া অস্ত্র আইন অনুসারে দণ্ডিত হন, কিন্তু আপীলে হাইকোর্ট তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইলে, দুই বৎসর সেই মামলা চলিবার পর সরকার মামলা উঠাইয়া লয়েন। কিন্তু মিঃ বৎস্যায়ন মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। বিস্ফোরক দ্রব্যঘটিত আইন অনুসারে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, নিম্ন আদালতের বিচারে তিনি দণ্ডিত হইলে হাইকোর্ট পুনরায় তাঁহাকে নিরপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন, এবং গত ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার মুক্তির আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু এখনও তিনি কারাগারে বাস করিতেছেন।" মহিমাময়ের বেমন আইন!

মার্কিন দেশের ৩০।৪০ জন মুখোসধারী দুর্বৃত্ত ব্যক্তি উক্ত দেশের এক জেলখানা হইতে জেমস্ গট নামক একটি নিগ্রো যুবককে জোর করিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়, এবং তাহাকে একটা গাছে লটকাইয়া দেয়। এই ব্যাপারের পূর্বে ও পরে যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার তুলনা জগতে মিলে কিনা জানি না। নিগ্রোটাকে জেলখানা হইতে ছিনাইয়া লইয়া যে গাছটিতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, সারি সারি গাড়ী শোভাযাত্রা করিয়া তাহার অনুসরণ করে, যেন বরকে বিবাহ দিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে! সমবেত দেশিক আমাদের বে-আইনী কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। লোক অনুমতি করিয়া নিগ্রোটাকে সেই গাছে ঝুলাইয়া হত্যা করিয়া মহানন্দে প্রস্থান করিলে পুলিস তাহার মৃতদেহ নামাইয়া দেখিতে পায়—তাহার দেহে চল্লিশটা গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল। গুলি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকে তাহাকে টার্গেট করিয়া এক একটা গুলী মারিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে দুই এক গুলীতেই নিহত হইয়াছিল; তথাপি তাহার দেহে চল্লিশ গুলী! এরূপ দুর্বৃত্ত আমেরিকার নাম "লিঞ্চ" করা। প্রকাশ, গত বৎসর আমেরিকায় ২৭ জন নিগ্রোকে "লিঞ্চ" করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। যে দুর্বৃত্ত জাতি যে দেশ সম্বন্ধে এত দাম্ভিক্যপূর্ণ 'ও' বাণী দিয়া থাকে, সে দেশের নিজেদের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য অপরের কলঙ্ক আরোপ করা তাহার পক্ষে বিচিত্র কি?

সাদীন রাজা নেপাল গত ভূমিকম্পে আকস্মিকভাবে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হইয়াছে। ভারত সরকার নেপালের বিপদে সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। নেপালের মহারাজা ভারত সরকারের সহানুভূতি পাইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নেপাল রাজদরবারে দুটিন দূতকে লিখিয়াছেন, "আমি অনুগ্রহপূর্বক ভারত সরকার এবং এই ব্যাপারের সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারগুলিকে জানাইবেন যে, তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের কথা চিন্তা করিয়াছেন—এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের সেই দানের সুযোগ আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না; তাঁহাদের দান গ্রহণে আমার এই বিমুখতা যে অহঙ্কার সম্ভূত, এ কথা যেন তাঁহারা মনে না করেন; তাঁহাদের নিজের বিপদে আমার গভীর সহানুভূতিই ইহার কারণ। আমি অনুভব করিতেছি—এ সময় যখন আমরা পরস্পর সমভাবে বিপন্ন—আমাদের যতদূর সম্ভব, আত্মনির্ভরশীল হওয়াই উচিত।" এরূপ নেপাল রাজের মহানুভবতা প্রকাশ করিতেছে, সন্দেহ নাই।

চুরির চেষ্টার অভিযোগ

উত্তর কলিকাতায় চুরি চেষ্টা ও আক্রমণ সম্পর্কে সতীশ কুমারকে পুলিস গত সোমবারে উত্তর কলিকাতার পুলিসের ডেপুটী কমিশনারের আদালতে উপস্থিত করে।

প্রকাশ, দেবেন্দ্রনাথ দাস সপরিবারে নিমন্ত্রণে গমন করায় আসামী তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করে। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় ফরিয়াদী সপরিবারে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার ঘরের তালাবদ্ধ ও দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। তিনি দ্বারে আঘাত করেন কিন্তু কেহই সাড়া দেয় নাই। তিনি দ্বারে জোরে আঘাত করিলে দ্বার খোলা হয়। তিনি দেখিতে পান, এক ব্যক্তি ভিতরে দাঁড়াইয়া আছে। ফরিয়াদী গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র সেও গৃহ হইতে বাহির হয়। সে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে কিন্তু ধৃত হয়। ঐ সময়ে সে দোতা ব্যক্তির কাপড় এক ব্যক্তিকে আহত করে। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ডেপুটী কমিশনার আসামীকে বিচারার্থ লোয়ারসার্কুলার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিতে আদেশ দেন। পরে, আসামীকে জোড়াবাগানের অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার হুকুম দিয়াছেন।

ঘূর্ণীবাত্যা

পাবনা হইতে প্রকাশ, গত বুধবার বেলা আন্দাজ ৪ ঘটিকার সময় কোলাপুর, কোনাবাড়ী ও নিকটবর্তী বোয়ালমারী, বেড়া, পিপুলিয়া এবং বিলমালাহ, তাঁহার উপর দিয়া ঘূর্ণীবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। বোয়ালমারীতে একখানি বাড়ীও চিহ্ন নাই। প্রায় ৫ শত লোক সম্পূর্ণরূপে গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক। বর্তমানে জীবনধারণের কোনরূপ সংস্থান ইহাদের নাই। স্থানীয় একটি সাহায্য সমিতি বিপন্নদিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছে।

বোয়ালমারী হইতে একজনের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আর তিনজনের অবস্থা এখন গুরুতর। ইহা ব্যতীত আরও ২০ জন লোক অল্পবিস্তর গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। এই ঘূর্ণীবাত্যা প্রায় ৭।৮ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। তারপরই এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তবে, বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার পূর্বেই এই অগ্নি প্রশমিত করা হয়। সাথিয়ার মাজরবাড়ীর যে বাসগৃহ আছে, তাহা হইতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তবে, অধিবাসীদের কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

নোয়াখালিতে ১৪৪ ধারা জারি

নোয়াখালি, হইতে প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারানুসারে মৌঃ আব্দুল হক ও মৌঃ আব্দুল হামিদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া তাঁহাদিগকে কোন সভায় বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। উক্ত নিষেধাজ্ঞায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, খাস্ মহলের তহশীলদারের নিকট হইতে তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে, উক্ত মৌলবীদ্বয় সভা করিয়া যে বক্তৃতাদি দিতেছেন; তাহাতে জমিদার ও প্রজা এবং মহাজন ও দেনাদারের মধ্যে বিরোধ হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উক্ত মৌলবীদ্বয়কে জনসাধারণের সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে নিষেধ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ঢাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গোপালপুর, মাদারীপুর, বৈকুণ্ঠপুর, গোপালগঞ্জ মিঠাপুর এবং অন্যান্য স্থানে রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অনাবৃষ্টি ও অজন্মা লোকের দুঃখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

৫ ঢাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির তার প্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন এখানে অফিস নিজেদের ফিসো খুলিয়াছেন। তথায় বাড়ী প্রস্তুতের সরঞ্জামাদি ফিক্সড্ দরে মূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

আদালত প্রাঙ্গণে গ্রেপ্তার

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, ফৌজদারী আদালতের প্রাঙ্গণে সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে চৌমোহনীর নীলকণ্ঠ সাহা এবং রসিকপুরের গোপনাথ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই উভয় আসামীকেই বীরেন্দ্র ঘোষ সংক্রান্ত ডাকাতি সম্পর্কে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। আসামীরা আদালতে হাজির হয়।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থাপক সভার নেতার পদে মিঃ এস. টি. কামলে ঘোষণা করেন যে, শ্রমিকদের বেতন হ্রাস সম্পর্কে সরকার শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

উহার পরেই শ্রীযুক্ত বাখালে গোপালপুরের মজুরদের অবস্থা ও শ্রমিক নেতাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রচার সম্বন্ধে এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন।

স্বরাষ্ট্র সচিব আপত্তি করিয়া বলেন যে, ইহা জরুরী বিষয় নহে এবং সাধারণ কর্তব্য মাত্র। উক্ত সংবাদ সমস্তের সাধারণভাবে প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই।

প্রশ্নোত্তরের সময় শ্রীযুক্ত ভুলাভাইর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, ভিসাপুর জেল হইতে স্বাস্থ্যকর ও মনুষ্যের বাসের অযোগ্য বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা আদৌ সত্য নহে। এই স্থানে বহু রাজনৈতিক বন্দী আছে।

টৈলঙ্গভবনের বিনা অস্ত্রে অর্শ চিকিৎসালয়

দাদ, চুলকানি, খুজলি, বিখাউজ, পাঁচড়া, নালী, নালী, অর্শ, ভগন্দর, কাণপাকা, গণ্ডমালা, মেহ, গণ্ডমালা, ক্ষত ইত্যাদি সকল প্রকার চর্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ৷৴০ ডাক টিকিট সহ পত্র দিলে, ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

কে, বি, অর্শ ভৌম, শান্তিনিবাস, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } : বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২রা মার্চ্চ ইং ১৯৩৪, শুক্রবার ৩য় সংখ্যা

নানা প্রসঙ্গ

যাত্রিগণ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বসুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীগৌর-গদাধর-মঠেই বিশ্রাম ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। এই দিবস শ্রীবসুদ্বীপের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসিগণও শ্রীগৌরগদাধর-মঠে মহাপ্রসাদ পাইয়াছেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় এই দিবসও অপরাহ্ণে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় বক্তৃতা করিয়াছেন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীবসুদ্বীপস্থ গৌরগদাধর-মঠ হইতে জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট শ্রীমোদদ্রুম-মঠে উপস্থিত হন। এই স্থানে এই দিবস ঠাকুর শ্রীল-বৃন্দাবন দাস-সেবিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ পরিক্রমার অসংখ্য যাত্রিগণের সুমধুর সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবমন্দিরে প্রবেশ করেন। এই শ্রীমন্দিরের ব্যয়ভার ঢাকা-বাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় বহন করিয়া অর্থ দ্বারা ভগবৎসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় ভজন সেবকসহ 'সুন্দরী' মোটরযান-যোগে শ্রীমোদদ্রুমমঠে উপস্থিত হইয়া সেবকগণের সেবোৎসাহ অনন্তগুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের চরণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবার সময় ভক্তিপ্রাবল্যের বেগ ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি সেবাপ্রাপ্ত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বিধৌত করিয়াছেন। নবমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শুভবিজয় করেন, বহু দিন যাবৎ তাঁহার এই বাসনা ছিল। আজ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় তাহা পূর্ণ হওয়ায় তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

এই দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমঠ প্রাঙ্গণে আহূতা সুবৃহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভজনই জীবাত্মার একমাত্র কৃত্য—ভজনই জীবাত্মার একমাত্র খাদ্য। আর কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ। তাই ভজনপরায়ণ স্বামীজীর হৃদয়ে যখন কীর্ত্তন-প্রবাহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া কেহ শুনুন বা না শুনুন তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া অনবরত কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তদবস্থায় এই কীর্ত্তনে কেহ বাধা প্রদান করিলে তিনি তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। আচারপরায়ণ স্বামীজী হৃদয়ে সংরক্ষিত যেরূপ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিলে জীবমাত্রেরই নিত্য-মঙ্গল লাভ না হইয়া পারে না। শ্রীহরি-প্রসঙ্গে স্বামীজীর কিপ্রকার তন্ময়তা তৎসম্বন্ধে আমরা দুইটি উদাহরণ এতৎপ্রসঙ্গে উত্থাপন করিতেছি। একবার তিনি ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে চৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তাঁহার পাঠ আরম্ভের তিনঘণ্টা পরে তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু স্বামীজী পাঠে এতই তন্ময় ছিলেন যে 'যাচ্ছি' বলিয়া আর এক ঘণ্টার মধ্যেও যান নাই। তৎপর মঠের কোন সেবক পুনরায় তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি বলেন,—'যাচ্ছি'। পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, এই 'যাচ্ছি' তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিয়াছেন। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ও নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া সমস্ত রাত্রি শ্রীগ্রন্থপাঠ করিয়াছেন।

আর একবার দেখিয়াছি তাঁহাকে শ্রীআলালনাথক্ষেত্রে শ্রীআলালনাথজীর মন্দিরের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করিতে। ইহা সম্ভবতঃ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। সন্ধ্যারম্ভের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বহু শ্রোতার সমক্ষে পাঠ আরম্ভ করেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, আবার তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জনগণ একে একে সরিয়া পড়িল, কিন্তু মহারাজের পাঠ আর সমাপ্ত হয় না। সেই দিন রাত্রে শ্রীআলালনাথজীর উৎকল সেবকগণের একটী উৎসব ছিল। তাঁহারা আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে দুর্ভাগ্য আমি বাধ্য হইয়া স্বামীজীকে পাঠ বন্ধ করিতে নিবেদন করিয়াছিলাম। স্বামীজী প্রথমমুখে আমার কথায় কর্ণপাত না করিলেও পরিশেষে কৃপাক্রমে তাঁহার এই দীনসেবকের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনে বক্তার বক্তৃতাপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত চেতনবাণী স্বতঃরূপে শ্রবণ হইয়া থাকে। সুতরাং কীর্ত্তনে কীর্ত্তন ও শ্রবণ উভয়ই হয় বলিয়া একনিষ্ঠ ভজন-পরায়ণ ব্যক্তি কীর্ত্তনে তন্ময় হন। কীর্ত্তনই তাঁহার প্রাণ। কীর্ত্তন ব্যতীত তিনি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না।

শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক

এবারের পরিক্রমার যাত্রিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ও উচ্চশিক্ষিত। পরিক্রমার যাত্রী ব্যতীত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যহ মোটরযানে, অশ্বযানে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিতে আসিতেছেন। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় নদীয়া জেলার অস্থায়ী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ্ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বি ই মহোদয় সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। সময়ের অল্পতা-প্রযুক্ত তিনি বেশীক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন নাই। শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তে সেৎপণ্টাকাল শ্রীমায়াপুর-ষ্টেটের অবৈতনিক ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক মহোদয়ের নিকট শ্রীধামের তথ্য-সম্বন্ধে ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারাদিবিষয় সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করিয়া বেলা ২ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বৈদ্যনসিংহ জেলার পাকুটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত দিবস শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীযোগপীঠ, শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীসমাধিমন্দির, কাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শন করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যমঠের জনৈক সেবকের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বিশিষ্ট দর্শক আসেন, যাঁহাদের পরিচয় আমাদের নিকট পৌঁছে না।

দ্রষ্টব্য—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ বিষ্ণু নিধি গৌরাব্দ ৪৪৮

রাধামাধবের করুণা

নাস্তিকতার অন্ধকূপে পতিত হইয়া আমরা বিকট চীৎকার করিয়া থাকি—"ভগবান্ বলিয়া কেহ নাই। যদি কেহ থাকেন, তাঁহার রূপ নাই, গুণ নাই, আকার নাই—কিছুই নাই; তিনি 'নাই'-দ্বারাই গঠিত। জগতের যাবতীয় ব্যাপার—দিন, রাত্রি, ঋতু প্রভৃতির সংঘটন, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদির ভ্রমণ প্রভৃতি প্রকৃতির অচিন্ত্যশক্তিতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। আর-ভক্তদিগের মন্দিরে মন্দিরে যে শ্রীবিগ্রহাদি দৃষ্ট হয় তাহা কাল্পনিক পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু নাস্তিকের এই সকল উপসর্গের ঔষধ রোগের মূল ধরিয়া শ্রীনবদ্বীপ-প্রকাশ অনেকবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সেবনের ধৈর্য্য কয় জনের আছে? তাহা হইলে যে রোগ নিরাময় হইয়া যাইবে, আর যে সাহসের সহিত চীৎকার-সুখ-ভোগ করা যাইবে না!

ভগবৎপাদপদ্ম শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গ্রন্থ-প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য পঞ্চম পরিচ্ছেদে স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর বর্ণিত 'সাক্ষিগোপাল' চরিত্রগাথা সন্নিবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন'

করুণার মহাবারিধি নিত্য-সত্য-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া মানুষ নাস্তিক ব্যক্তির দ্বারাও সহজে পরসেবা-সুধা-পান শিক্ষা দিলেন এবং শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে গোদাবরীর তীরস্থ বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া সত্য ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক যাঁর 'সত্য সঙ্কল্প' নামের সার্থকতা দিয়াছেন; তাই তাঁহার নাম সাক্ষি-গোপাল।

বিশ্বের সর্ব্বত্র ভগবানেরই করুণা বিস্তৃত; কিন্তু তাহা দর্শনের নয়ন কয় জনের আছে? সাধারণ-জনসাধারণের তাহা নাই বলিয়াই শ্রীভগবান্ করুণা-তরঙ্গ আরও উচ্ছলিত করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে কয়েক দিন পূর্ব্বে যে ঘটনাটী ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই বর্ণন করিতেছি। অধিকাংশ পাঠকই বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীরাধামাধব-বিগ্রহ আছেন। সে-দিন একজন ভাগ্যবতী মহিলা তাঁহার জন্য একটী সুবর্ণের চূড়া প্রস্তুত করিয়া আনিয়া বলিলেন,—শ্রীরাধামাধব স্বপ্নযোগে তাঁহাকে জানাইয়াছেন—"আমার মাথায় চূড়া নাই, তুমি অতি সত্বর আমাকে চূড়া প্রস্তুত করিয়া দাও।" এই মহিলার নাম শ্রীযুক্তা সোহাগিনী ভৌমিক। ইনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত শিবপুর নামক স্থানের পরলোকগত অনাথবন্ধু ভৌমিক মহাশয়ের পত্নী। শুনিলাম, তাঁহারই প্রতিবেশী কোনও ব্যক্তির নিকট নাকি শ্রীমাধব একটী বংশী চাহিয়াছেন। সেই লোকটীর অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় এই ভক্তিমতী মহিলা স্বয়ং শ্রীমাধবের জন্য অতি সত্বর একটী বংশী প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

- -

আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুর কৃপায় আমরা 'সজ্জন তোষণী'তে শ্রীরাধামাধবের একটী শাসন-বার্ত্তা অতি সত্বরই দেখিতে পাইব। শ্রীকৃষ্ণপূজারী নামে শ্রীযোগপীঠের একজন পূজারী ছিলেন। তিনি ঠাকুরের প্রণামী হইতে কয়েকটী পয়সা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সেই দিনই রাত্রিকালে শ্রীমাধব তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইয়াছেন—'পাষণ্ড, কে যায় তুই অত দূর হইতে অর্থসংগ্রহ ক'রে আমার পূজা কর্‌বি, তা' না ক'রে অপরে আমার পূজার জন্য যে পয়সা দিয়েছে, তুই সেই পয়সা চুরি ক'রে আমার নিত্যসেবার ব্যাঘাত দিয়ে বাসায় রাখবার চেষ্টা করেছিস্। আমি শ্রীবৃন্দাবনে এক্ষেত্রে নবধা ভক্তির বৃক্ষ 'হবে অদৃশ্য।' নিদ্রাভঙ্গে পূজারী ভয়ে জড়সড় হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। রাধামাধবের শাসনে পূজারী এত অধীর এবং ভীত হইয়াছিল যে, তিনি দেখেন যাবৎ প্রণামী টাকা প্রভৃতির জন্য পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই চম্পট দিলেন। শ্রীভগবানের শাসন বাণী পাইয়াও যাহারা তাঁহার সেবার জন্য তৎপর না হয়, পুনরায় ভোগের আবর্ত্তে পাপ বিসর্জ্জন করে—'বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ'॥

প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি

কুণ্ঠ-ভূবিকার বিরোধাভিনিবেশ বশতঃ প্রাকৃত ভোগ-রত জগতের বহুর দর্শনপথের অগোচর, সদাশ্রম, দৈবমায়া-বিমোহিত বদ্ধজীবের হৃদয় হইতে বৈকুণ্ঠ-বস্তুর প্রতিষ্ঠার্থ জন্য অকৃত্রিম প্রাণী কৃষ্ণকথা ভিক্ষারী শ্রীশ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রীচরণকমলপরাগাকৃষ্ট হইয়া স্ব-সৌভাগ্য-জ্ঞাপনার্থ শ্রীগৌড়-দৈবিক-কাননে মুখরিত বাসন্তী-কোকিল-কাকলি সম্বন্ধগমনে বসন্ত-রাগের ছন্দে শ্রীচৈতন্যবাণী-আগমনী-কীর্ত্তন-বিহ্বলা দিব্যদৃষ্টিতে ভাগ্যবান্ জীবের সৌভাগ্য-গগনে উদিতা। সেই সৌভাগ্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সৌভাগ্য-বিধায়িনী বৈকুণ্ঠবাণী-আগমনী-সুপ্রদীপন-কারিণী মানব-হিত শ্রীকৃষ্ণপক্ষীকে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিবিনম্র-চিত্তে অভিনন্দন ও অভিবাদন করিতেছি স্বাগতম্! স্বাগতম্!! স্বাগতম্!!!

প্রপঞ্চসম্পর্কিত সাপেক্ষ দর্শনে শ্রীশ্রী-গুরুপাদপদ্ম, কোন দেশ কাল ও পাত্র-বিশেষে আবির্ভূত বলিয়া প্রতীত, ঐতিহ্য ও অনুমানমূলে অনুমিত বা দৃষ্ট হইলেও তিনি স্বরূপতঃ তদ্রূপ কল্প বুদ্ধিপথ নির্দ্দিষ্ট নহেন। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-নিবন্ধন ঐপ্রকার দর্শন আমাদের অবস্থার জ্ঞাপক মাত্র। শ্রীশ্রী-চৈতন্য-সরস্বতীর অনাহত বীণার ঝঙ্কার প্রণত জনগণের কর্ণকুহরে সহজ প্রবিষ্ট হইলে কর্ণরন্ধ্র-সংস্কারক্রমে আত্মবৃত্তিতে আঘাত করায়, মনের সংকল্পবিকল্পাত্মক অবস্থাদ্বয়ের ঘাত-প্রতিঘাত জনিত কোলাহল আর আত্মাকে অশান্ত করিতে পারে না। (মনসাং চালতে যস্মাৎ ইত্যাদি) তাঁহারা মনোধর্মের জন্য হইতে পরিত্রাণ করেন। অর্দ্ধচেতন বা দুর্বোধ্য জননায়ক বিবাদবোধোদিত শিষ্য সেই অপ্রাকৃত স্থান বা বস্তুতে আরোপ করেন যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম সচ্চিদা-নন্দময় এবং স্বয়ং ভগবান-বস্তু। কোন লোকের সাংসারিক দৃষ্টি তাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে আরোপ করিতে পারে না। আপেক্ষিক ভাবপ্রাবল্যে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার নিত্য প্রাকটা সর্ব্বাবির্ভাব-নিত্য স্বরূপ সাপেক্ষ ও করুণাপাটব বোধ-গম্য। তাহা দর্শনের সুপ্রণালী দর্শন করাইলেও এবং পথাবলম্ব ক্লেশপ্রদ নিরাশ্রয়-ভক্ত বাস্তব-সাধনকারী "অন্য ত্যাগ"-ভূমিকার অবলম্ব না থাকায়, তাঁহার স্বপ্রকাশ নিরন্তর দর্শন করেন। এই দর্শন কোন সাধকগণের কল্পনা-প্রসূত স্বার্থপরতা দ্বারা অনুমানপূর্ব্বক সাক্ষাৎ নিত্য পদার্থ নহে কিন্তু বাস্তব। ইহা সুকৃতিপূর্ণ ভক্ত একমাত্র সৌভাগ্য 'আত্মসমর্পণ' এবং তাঁহার স্বরূপ দৃষ্টের কৃপা-বলেই ইহা সম্ভব হয়। কারণ শ্রুতি বলেন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।'

বিরোধাভিনিবেশাবিষ্ট ব্যক্তিগণ অবৈকুণ্ঠ ধারণাবশে প্রাকৃত ভোগ-রত ভোগকামনা-মূলে বিভিন্ন বস্তুকে তাহাদের স্থূল এবং সূক্ষ্মেন্দ্রিয় বিষয়ীভূত করিবার অর্থাৎ ভোগোপকরণরূপে পাইবার জন্য উদ্ভব-মন্ত্রবিষয়ক বিদ্যা-অজ্ঞানকে শ্রীমন্নারায়ণ-বক্ষবিলাসিনী বৈকুণ্ঠবাণীর বহিরঙ্গ-প্রতীতি-বশতঃ দৃশ্য জগদ্বিলাসিনী জড়বাণীর আবাহনে প্রমত্ত এবং সরস্বতীকে পূনরায় বিসর্জ্জন-চিন্তায় ব্যস্ত। কারণ অপরা সরস্বতী বরদায়িনী মাতৃরূপে নিত্য সেব্যা হইলে, ভোগীদের অভাব ঘটিবে বিবেচনায় বরপ্রদাতামাত্ররূপের বিসর্জ্জন দিয়া ওপারেতে তাঁহাকে নিরয়ে স্থাপনপূর্ব্বক (প্রকৃতিকে যাবতীয় ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত) ইন্দ্রিয়তর্পণোপকরণ বোধজ্ঞানে ভোগের সম্ভার নিজ নারায়ণ(?)রূপে আত্মপরিচয়-দানমুখে পক্ষী ভিখির সম্মান(?) করেন। কিন্তু পরবিদ্যাবধূর সেবকসম্প্রদায় শ্রীযুক্তা পক্ষী অর্থাৎ যে পক্ষীতে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 'শ্রী' শ্রীমতী বার্ষভানবীর-প্রকাশ-বিগ্রহের অপ্রাকৃত আবির্ভাব-লীলোৎসব, সেই শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীচরণকমলে সর্ব্বাত্মনিবেদনে সমবেত এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মপরাগ-রঞ্জিত হইয়া স্বরূপোপলব্ধি-ক্রমে আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকে সরস্বতীপতি শ্রীমন্নারায়ণের মূলাংশী শ্রীশ্রীবার্ষভানবী-দয়িতের সেবোপকরণ এবং আত্মসত্তাকে তাঁহার ও তদীয় প্রেষ্ঠবর্গের নিত্য সেবক-রূপে জানিতে পারেন। যাঁহার অহৈতুকী অমন্দোদয়দয়া-বিতরণফলে জীব এই স্বরূপ ও সম্বন্ধজ্ঞান স্বয়ং শ্রীদেবীর আকাঙ্ক্ষণীয় পঞ্চম পুরুষার্থ-লাভে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই আম্নায়ভাগীয় ভগবানের বহির্বর্ত্ত-পূর্ত্তিরূপ আবির্ভাব-লীলাস্মৃতি নিত্যকাল আমাকে বৈকুণ্ঠ স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

পতিতপাবন প্রভুপাদ! আপনার প্রপঞ্চপ্রকটলীলা, মদীয় অবদ্ধ সাপেক্ষ দর্শনে কালাগ্নিতে আনয়ন হইয়াছে বলিয়া আমি যেন তদীয় অভিজ্ঞতা, অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহকে কর্ম্মফলবাধ্যতামূলক কালধর্ম্মে আবর্ত্তিত পাপ পুণ্যাদি প্রাকৃত নায়কগণাস্তরে জ্ঞান কোটীরভিত-জ্ঞানে বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত না হই। বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন উক্ত প্রকার পাতিত্য দোষ-সম্ভাবনা সত্ত্বেও হইলেও আপনার অনুপমা কৃপাশক্তি ভক্তরূপ পতিত যোগ্যাবস্থা হইতে নিরন্তর রক্ষা করত দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করুন তত্ত্বালোকে আনুগত্য-রূপ রেণুপদার্থ-সহ রেণুপে শ্রীপাদপদ্মতলে নীরাজনোপকরণ স্বপ্রদীপোপরি সমর্পিত হইয়া, তদীয় শ্রীচরণনখ-শোভা-দর্শনে আত্মহৃদয় বিধান করুন।

মায়াপ্রতারিত পামরজীবিগকে বঞ্চিত করিবার জন্যই, তাঁহাদের আবৃত দর্শনে আপনি জীবনাধারণে দৃষ্ট হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু নিষ্কপট সেবকগণের নিকট

আপনার অপ্রাকৃত স্বরূপ গোপন করিতে পারেন না। আপনি ঈশ-বস্তু হইলেও সেবক-সেবাবস্তু-স্বভাব-প্রযুক্ত তদীয় সেবক-সম্প্রদায় আপনার অধোক্ষজ স্বরূপের সন্ধান প্রাপ্ত হয়। আপনার সেবকগণানুগত্যে আমি যেন আপনাকে শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রিমা-গৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিভূ-প্রকাশ শ্রীশ্রীঅর্চ্চাবতারব্যক্তি-বিগ্রহরূপে উপলব্ধ করিতে পারি।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে বহু সহস্র গুণ বৃহৎ হইলেও, একটী দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-গবাক্ষদ্বারে দর্শনে তাহাকে যদ্যপি মাত্র গবাক্ষ-পরিমিত বলিয়া অনুমান করা যায়, তদ্রূপ অনুমিতি যে প্রকার করণাপাটব-দোষাশ্রয়ে সংঘটিত হয় এবং তাহা ন্যায়-শাস্ত্রানুসারে প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় না সেই প্রকার অপ্রমাজাতীয় ভগবান্—

'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা-
ভাব্যত এব সদ্ভিঃ'

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কালগবাক্ষদ্বারে মদীয় সাপেক্ষ দর্শনে কালে উদ্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই খণ্ডকালত্রয়ের স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণতা পরিহারপূর্ব্বক এক অখণ্ড নিত্যকালে সুস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-দানে ব্যস্ত হইয়াছেন জানিতে হইবে। পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ সর্ব্বাবয়ব-জ্ঞানাভাব-নিবন্ধন ইহার বিরুদ্ধাচরণ প্রাচীন ও নব্যন্যায়াশ্রিত না হওয়ায় তাহার প্রামাণ্যে সন্দেহাবকাশ বর্ত্তমান। কারণ, কালের খণ্ডধর্ম্ম বস্তুাশ্রিত নহে; কিন্তু দর্শকের দর্শনাশ্রিত। আপনি কালাতীত কালে নিত্য প্রকটিত থাকিয়াও, ভগবদিচ্ছাক্রমে কালধর্ম্মগ্রস্ত মাদৃশ পতিত জীবের অজ্ঞতা-রূপ পরিত্যাগ করাইয়া স্বরূপাবস্থায় পুনঃ সংস্থাপন এবং নিত্যলীলা-নিকেতনে আকর্ষণপূর্ব্বক তদীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সর্ব্বাভীষ্ট-প্রয়োজনাধিদেব শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের সেবাধিকার-দানে লোলাবলতঃই কালগবাক্ষদ্বারে দর্শন-দানলীলা আবিষ্কার করতঃ পতিত-পাবন শ্রীনিত্যানন্দ-লীলারই পুনরভিনয় করিতেছেন। কলুষিত-চিত্তজীব, যখন মলপ্রক্ষালন জন্য সলিলে তীর্থবুদ্ধি করতঃ গোদ্রুমদ্বীপের পরিত্রাণ-সুখে মাঘে প্রয়াগ-স্নানে পাপক্ষালনে ব্যস্ত ছিল, তখনই শ্রীপাদির শ্রীশ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর বীণা-উত্থিত বাণী-সরোজকি-সাগরে ব্যথিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিসকল পরবিদ্যাবধূর জীবন-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও শ্রীচৈতন্যবাণীর এই অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ-রূপ মহাবদান্যলীলার আশ্রয়-গ্রহণে 'বঞ্চিত' আত্মঘাতী ব্যতীত পরাঙ্মুখ হইবে আর কে? আপনার করুণাশক্তি আমার সর্ব্ববিধ অযোগ্যতা উপেক্ষা পূর্ব্বক নিত্যকাল তদীয় নিষ্কপট কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত রাখুন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সুবিমল আম্নায়কে, ত্রয়োদশ প্রকার নীতিহীন প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ভাবের ধর্ম্ম (?) প্রেমের ধর্ম্ম (?) তাহাতে সিদ্ধান্ত বা বিচারের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া, অনভিজ্ঞ শিষ্যগণকে বঞ্চনা করিতেছিল, এবং নিজেরাও ভবক্লেশ নিবিলবন-বিভ্রম-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মহারৌরবের পথে ধাবিত হইতেছিল, অপর দিকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ 'পাষণ্ডী মায়াবাদী'-সম্প্রদায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের পারমার্থিক সত্তাকে ('ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্') ঔপাধিক সত্তাজ্ঞানে সসীম দুর্দ্দৈববিশিষ্ট জীবসমূহকে মায়া বিচারে আচ্ছন্ন করিতেছিল। কলি-কোলাহল-প্রমত্ত গণগজ্জলিকা যখন নিখিল ঐশ্বর্য্যপতি শ্রীনারায়ণে দারিদ্র্য (?) কল্পনা করিতেছিল এবং ভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিগ্রস্ত (?) বিবেচনায় 'শ্রীগুরুকে দরিদ্র-নারায়ণ-জ্ঞানে শ্রীঅদ্বৈত-শিষ্যত্বে কমলাকান্ত বিশ্বাসের বিচারানুসরণে'নারকী'-রূপে 'গুরুষু নরমতিঃ * * * নারকী সঃ' প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, কর্ম্মী ও যোগিসম্প্রদায় ঔপাধিক দেহ-মনোধর্ম্মকেই নিরুপাধিক আত্মধর্ম্ম ভ্রমে বঞ্চিত হইতেছিল, ব্রহ্মকে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে নবীন মতবাদী-পঞ্চোপাসকী নামকাহ্বগ সম্প্রদায় যখন কল্পনা-তুলিকায় মানসপটে অঙ্কিত ইষ্টপবাদিপূর 'পুত্তলে' উপাধিক ভগবদারোপ করতঃ ব্রহ্ম-জ্ঞানে 'হৃদ্য পৌত্তলিকতা'কেই 'ব্রহ্মবাদ' বলিয়া ব্রাহ্মণতার স্পর্দ্ধা এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে ব্রহ্মজ্ঞান-নিবন্ধন-সমদর্শন বলিয়া প্রচার করিতেছিল, ঐসকল কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী (?) এবং ৯৩ প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মোত্থ কুসিদ্ধান্ত ধ্বান্তরাশি যাঁহার সুসিদ্ধান্ত-সুদর্শন-প্রভাবে নিজ নিজ দৌর্ব্বল্য অনুভব করতঃ তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত ভগবৎসেবোন্মুখ জনগণের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, আমি সেই অভিন্ন-ব্যাসগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুবরের শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকাল আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। (ক্রমশঃ)

বিশুদ্ধ পঞ্জিকা ৪৪৮

১ বিষ্ণু ১৮ ফাল্গুন ২ মার্চ্চ শুক্রবার তিথি গর্ভোদশায়ী কৃষ্ণপ্রতিপদ দণ্ড দিবা ৩।৩৫ পূর্ব্বফল্গুনী দণ্ডকাবন দিবা ১।৫৩ ধৃতিযোগ দিবা ১।২২ কৌলবকরণ।

শ্রীশ্রীগৌর-প্রকট-পূর্ণিমা

(শ্রীযুক্ত জয়দেব চট্টোপাধ্যায়)

আজি কি বিপুল পুলক প্রবাহ
এ কিগো আনন্দ-রোল।
ব্রহ্মাণ্ড-গগন বিদীর্ণ করিয়া
উঠে গৌরহরি-বোল॥
উল্লাসেতে গীতি গায় পিককুল
তুলিয়া পঞ্চম তান।
মঞ্জরীর দলে বাসন্তী রূপসী
অর্পণ করিছে দান॥
অপূর্ব্ব কুসুম উঠেছে বিকশি'
বিলায়ে সৌরভ-ধন।
অমল প্রাণের পূত উপচারে
পূজিবারে শ্রীচরণ॥
আনন্দের বীণা ললিত-স্বরে
আগমনী গান গায়।
ব্যজন করিয়া শ্রীগৌরচাঁদেরে
মন্দঃ অনিল বয়॥
মাধবী রজনী আজি উজ্জ্বল
লভিয়া গৌরাঙ্গ-ইন্দু।
চাঁদিমার আলো শ্রীগৌর-হাসিতে
সিন্ধু সহ যেন বিন্দু॥
ধরণীতে আছে যত কিছু শোভা
মধুর মধুরতর।
সকল মাধুরী আজিকে সার্থক
সেবি' গৌর প্রাণেশ্বর॥
শ্রীশচী-অঙ্গনে মহাযোগপীঠে
অমৃত দিতে ন দিয়া।
গাহে এক তানে জয় গৌরহরি
চিন্ময় অমৃত পিয়া॥
সে হরষে আজি পূর্ণ যে অবনী
আকুল বিশ্বের হৃদি।
যে আছ যথায় ছুটে এস ভাই
লভিবে আনন্দ যদি॥
প্রেমের বন্ধনে বাঁধে বিশ্বজনে
কি অহিন্দু আর হিন্দু।
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোলাকুলি কথা
জয় জয় গৌর ইন্দু॥
কুক্কুরে হরি বলে পার্ষদেশে
হস্তাম্বু করে ধরি'।
সর্ব্ব বিশ্বজনে গম্ভীর স্বনে
বলে'ছিল উচ্চ করি'॥
শোন সাবধানী নিদের পরাণী
শোন সবে দিয়া মন।
আজি তোমা সবে সম্বন্ধজ্ঞানে
সেব' মোর শ্রীচরণ॥
ব্রহ্মাদি জীব অনন্তেতে মত্ত
বুঝিল না তিনি কেবা।
দুর্লভ জীবনে ইন্দ্রিয় তর্পণে
ব্যর্থ করে নিশি দিবা॥
হেরিয়া তাঁহারে অরুণ নয়নে
বিবর্ত্তে মোহিল আঁখি।
মানব, দাম্ভিক ভাবিয়া অদূরে
সম্মুখে নিরয় দেখি॥
তাই হেরি' জীবে এ-ঘোর দুর্দ্দশা
সেই রাধানাথ হরি।
তাঁহার আবরি' রাধা-রূপ ধরি'
অবতীর্ণ গৌরহরি॥
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
অনির্দ্দিষ্ট ছিল যাহা।
রাধা-ভাব-কান্তি ল'য়ে সেই হরি
জগতে জানাল তাহা॥
আপনার নাম গাহি অবিরাম
শিখাইতে নিরন্তর।
দিগন্ত জগতে নাম মাধুরীসার
নাম সেব নিরন্তর॥
কলিভয়যোগে জীবধর্ম্ম সার
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
সে নাম কীর্ত্তন সাঙ্গোপাঙ্গ সহ
যথা কৈলা প্রবর্ত্তন॥
নবদ্বীপধাম মায়াপুর মাঝে
শ্রীবাস-অঙ্গনে হরি।
সংকীর্ত্তন-রাস সুখে প্রকটিলা
নাশিতে জীবের অরি॥
সেই সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী মাঝে
পঞ্চতত্ত্বাত্মক করি।
দিব্য শ্রীমন্দিরে প্রকাশিলা আজি
ভক্তানন্দ বৃদ্ধি করি'॥
আজি শুভ দিনে শ্রীব্রজমণ্ডলে
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিশ্বম্ভর।
রাধাকুণ্ডতীরে দিব্য শ্রীমন্দিরে
শোভে শ্রীগৌরকিশোর॥
বৈষ্ণব-উত্তম গৌরপ্রিয়তম
আমার প্রভুর প্রভু।
(আজি) শুভদিন হ'তে সমাধি-আসনে
বসি' সেবে গৌরবিধু॥
ধন্য ধন্য তুমি ওগো তিথিবরা
কি দিয়ে পূজিব আমি।
নিয়েছ যে ধন আজিকার দিনে
জগত-জনেরে তুমি॥
এজগতে নাই কোন ধন
দিব তার বিনিময়ে।
দাও গো শকতি গৌরগুণগানে
দীন প্রতি তুষ্ট হয়ে॥
কবে গৌরগানে দুদিন গোঙাব
ওগো পূর্ণাতিথি-বরা।
কবে গৌরধামে গড়াগড়ি দিয়ে
মুক্ত হব মায়া কারা॥
কবে গৌরনামে হব আত্মহারা
বিষয়-বাসনা যাবে।
কবে গৌরনামে প্রাণ মাতিবে
[illegible]॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নাম পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। আদর্শ সংস্করণ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাইবেন
৩। আদর্শ সংস্করণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকরত্নমালা (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] সাম্প্রদায় (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রার্থ সাম্প্রদায় (মাধ্বজীর) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ..০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] সাম্প্রদায় ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তিপদাবলী বা মহাজনপদাবলী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বঙ্গানুবাদ ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীনৃসিংহদেব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক নিগমাবলম্
৫৫। ভক্তি-গ্রন্থ ।০
৫৬। সাত্বত-সংহিতা ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ ৴০
৫৮। নামাপরাধ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড
অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible] ঐ
৩। [illegible] ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] পাট ঐ
[illegible]-মঠ শ্রীপাটকুম,
পোঃ [illegible] নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] আসন [illegible], নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। [illegible]-গোপাল পাট — পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি.
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible] মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ [illegible] বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০নং [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ চিকাগলা,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওনং গ্লৌষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অম্বুর গৌড়ীয়মঠ—মোহিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহিতে বর্ত্তমান যুগ ভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

স্বর্ণ সুযোগ। স্বর্ণ সুযোগ।।

সরস্বতী-জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুললিত জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমার্থ-[illegible] সম্বন্ধে [illegible] থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের [illegible] পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—৮৩,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৯,	১৬—৪৮,	১৮—৫৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
[illegible]	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৯,	২০—৫৫

[illegible] ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৩৬	১২—৪৯	১৭—৪৯	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৫	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৪৫	১০-৩৪	১৩-২৯	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৮-৫৯	১০-৫৫	১৩-৫৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৯	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে যাঁহারা বাগানে বাসা [illegible] বাস করিতে চান, তাঁহারা মহেশগঞ্জ প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬ ১৬-৪৮ ১৮-৩৯ ঃ ০-৩২ মিনিটের মধ্যে গাড়ী পাইবেন।

[illegible] হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-৩৯, ১১-২৫ ১৩-৩ ঃ ১৮-৪১ মিনিটের মধ্যে ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৫৯	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৫	১০-০	১২-৫১	১৬-১৫	১৯-৩৩

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

টিটাগড় তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
আধার পাত (করোগেট বা সীট)	
বাঁকা	০—৫৬০
ঐ বে-বাঁকা চাদরা জমর	৫৵০—৫৶০
কপা (টি-আয়রণ)	৬৶০—৬৷৶০
একেল আয়রণ (কোণা)	৬—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৶০
২৪ গেজ „ „	১১৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, বাঁকা	১৪
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৶০
২৬ গেজ „ „	১২৷৶০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৶০	১৪
বাগান বেড়া কাঁটাতার ১০০	
গজের বাঃ	৮৷০
টীন গাঁঠি	৭৷৵০—৭৷৶০
„ গোলাই (গোল)	৬৷৵০—৬৶০
„ পলাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৷৶
„ গোল বড় ৶০—৷৶০ সূতা	৫—৫৷০
„ টানা রড-	
চাকা ৶০—৷৶০ ঐ	৬—৬৷০
„ বাণ্ডিল লম্বা	৭৷০—৭৸০
„ প্লেট—ভিন্ন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ সাদা বাণ্ডিল	১০৸৶—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৵০-১৷০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
গ্যালভানাইজ রডা ১ হইতে ১০ নং	২৷৶-২৷০ সাট
.কাবাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০
ঐ ভিন্ন গাঁটের ৫৸৶০ পেঃ বিঃ	৬৷৶০ „
প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০—৬৷০
ঐ ডিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ „
লোহার চেয়ার বস্তের গোল ও	
চৌকা	৮৷০—
ঐ ভাসের লোহার সিট	৫
ঐ বেঞ্চের (কাঠের সিট)	১৮ „
লোহার কূপ ২—৩ ইঞ্চি ৶১০—৷৶০ রোল	
ঐ কড়া ১০ নং	
১৪—৪ ইঞ্চি	৷১০—৸৶০ পেঃ ডজন
প্যাঃ তার ১৩—২২ নং	
(গেজ)	১-৪০—১৪৷০ হন্দর
প্যাঃ রিভিট (বটকা)	
১২ ইঞ্চি	৷৶—৷৶১০ পীস
প্যাঃ গাটাফিং বা কোষা	
৩ ইঞ্চি	৪০—৸৶০ „
প্যাঃ কূপ ১৷০—২৷০ টাকা	২০—২৯ হন্দর
প্যাঃ আলমারা চাবি	১১৷০—১২৷০
প্যাঃ বোল্ট নাট ৬—৯ ইঞ্চি	
	৸৶১০—১৶০ গ্রোস
চালাই বেকিং	৭৷০—৭৷০ হন্দর
ঐ বেল বরাটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট	
টিউব ওয়েলের জন্য প্যাঃ	
-ইঞ্চি ইঞ্চি	৷৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪ ৬নং ১৬	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২৷০-২৷০ বস্তা	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা
নীমতল্লা ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মল্লিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোহর প্রেকাম বাক্স (২ টিন)	৯৫০
সূর্য্য মার্কা	৬৷০
বাল্টিওরা	৭

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ যুদ্ধঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৫৷০
৪ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫ „ ঐ (১৯৪৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডবে :—	০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (এ্যা ই)	২২৫৪
সেণ্ট্রাল ঐ	৪২

কাপড় ও সূতার কল।

[illegible]	৪৫

পাট কল

হাওড়া	৫৭
আগরপাড়া	১১৫
গঙ্গা	১৬৭
বরানগর	১৫০
কেলভিন	৩৭০
হুকুমচাঁদ	২৯৫
ক্লাইভ	২৷০
ডালহৌসী	৪০৸৷০
কেল্ট	৪০৫

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আহার সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। ৪।০

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

শিশুর খাদ্য

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

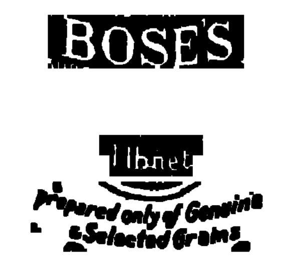

শ্যামবাজার বোস বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এম.-এ., এল., কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

-তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে ফাল্গুন সোমবার ১৩৮০, ৫ই মার্চ ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:○:—

নরহত্যার মামলা

গণির মৃত্যু সম্পর্কে নরহত্যার অভিযোগে হায়দরাবাদ হাইকোর্টে ...জন বিচার ... ডি, মেজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ৯ জন জুরীর মধ্যে ৫ জন ... আসামীকে সন্দেহের সুযোগ প্রদান করিবার অনুকূলে সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু জজ তাহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি বিশ্বাস ... ও বিচারপতি মিত্রের স্পেশ্যাল বেঞ্চ বুধবারে ... মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গণি ও তাহার ২ ভ্রাতার বিরুদ্ধে আসামী একটি ডিক্রী পায়। তাহারা উক্ত ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিবার জন্য আসামীকে ... জমি প্রদান করে। প্রকাশ, উক্ত ... দখল করিবার অধিকার উক্ত ... তার ছিল না। গত ২১শে এপ্রিল সাত ... ২ জন লোক উক্ত জমি কর্ষণ করিতেছিল। সে সময়ে আসামীর ... হাতে বন্দুক ছিল। গণির ভ্রাতা ... ও অন্যান্য আত্মীয় সকলে ... উপস্থিত হইয়া কর্ষণকারীকে ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া দেয়। গণি ও তাহার ... এক ভ্রাতা কর্ষকদিগকে গালি দিতে ... করে। ইহাতে আসামী ক্রুদ্ধ ... গুলী করে। অপর এক ব্যক্তি ... আসিতেছিল। আসামী ... গুলীতে আহত ... করে।

আসামীগণ অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলে গণি আসামীদিগকে আক্রমণ করায় আসামীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। বহু ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করে। পলায়নকালে আসামী একটি খালে নিপতিত হয়। তাহার অনেক পশ্চাতে দূরে ২ বার বন্দুকের গুলী ছোড়ে। আসামীরা আত্মরক্ষার প্রশ্ন উপস্থিত করে।

জজ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে আসামীকে দণ্ডিত করিতে সুপারিশ করিয়া মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরা বিনা উদ্দেশ্যে নরহত্যার অভিযোগে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

—————

নেত্রকোণা গ্রামে ডাকাতি

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, আটপাড়া থানার সুখারী গ্রামের ধনী তালুকদার শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ১২ জন লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গভীর রাত্রিতে মহেন্দ্রের বাটীতে হানা দেয় এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় চারি হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

—————

পিস্তলসহ গ্রেপ্তার

সন্ধান পাইয়া অনেক আবগারী ইন্সপেক্টর ... বাজারে একটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। ঐ খানা তল্লাসের সময়ে ঘরের মাথায় বাঁশে একটি পিস্তল পাওয়া যায়। ... সম্পর্কে পুলিশ উক্ত বাড়ীর ... নামক ... ও আর একটি লোককে গ্রেপ্তার করিয়া উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করে। আসামীরা জিনজন হিন্দুস্থানী।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, কিছুকাল আগে তাহারা ... আর এক দুষ্ট ব্যক্তির নামে একটি অভিযোগ আনয়ন করে। বিচারে তাহারা ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেই এই মাসে খালাস হইয়া আসিয়াছে। তদবধি এখনও জেলে আছে, আসামীগণের অনুপস্থিতিতে পকেট হইতে সেই এরূপ করিয়া থাকিবে।

ডেপুটী পুলিশ কমিশনার ব্যাপারটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান। আসামী দলকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল মোজুদের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণের জামীনের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আরও তদন্ত চলিতেছে।

ছুরীর আঘাতে মৃত্যু

... ও আর ৪ জন লোককে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চুরি ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারা মুরারীপুকুর রোডের একটা বাড়ী হইতে অনেক মূল্যবান অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ও তাহারা বাড়ীর মালিককে এমন এক আঘাত করিয়াছিল যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

শোচনীয় মৃত্যু

৩৩১ বিডন রো'র জ্যোতির্ম্ময়ী মজুমদার নাম্নী এক মহিলা সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ... গিয়াছে। সহ ... মিঃ এ, সি, দত্ত ... তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছেন। যথাসময়ে এই সম্পর্কে তদন্ত হইবে।

প্রকাশ, জ্যোতির্ম্ময়ী মজুমদার সন্ধ্যার সময় তাঁহার ঠাকুরঘরে বসিয়া ধর্ম পূজা করিতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ তাঁহার পরিহিত শাড়ীতে আগুন লাগে তাহার ফলে তিনি গুরুতর ভাবে দগ্ধ হয়েন। তারপর তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তিনি মারা যান।

উকীল গ্রেপ্তার

... হইতে প্রকাশ, স্থানীয় উকীল শ্রীযুত যোগীন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীযুত ...প্রসাদ ...এর বাড়ী পুলিশ তল্লাসী করিয়াছে। যোগীন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নাই। ... বাবুর বাড়ী হইতে একখানি বেনামী পত্র, একখানি ... ও ... একখানি স্বাধীনতার মন্ত্র নামক পুস্তক পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ... বাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায় এবং ৫০০ টাকার জামীনে খালাস দেয়।

—————

... হইতে প্রকাশ, ... নাম জোরেফ মণ্ডল এবং ... পিয়োজিন ... দাখিল করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২শে ফাল্গুন সোমবার, ১৩৩০

শ্রীযুত গুরুসদয় দত্তের শিক্ষা

শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকারের শিল্পবিভাগের ডাইরেক্টর হইয়াছিলেন। এই বিভাগের উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টা যত্নের ত্রুটি ছিল না। সেদিন তিনি পরিদর্শন উপলক্ষে সেওড়াফুলি গ্রামে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় পুরাতন 'ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের' দুরবস্থা ও স্থানীয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং সাধারণ লোকের অবস্থায় স্থানীয় জনসাধারণের উন্নতিতে অমনোযোগ প্রকাশ করিয়া, গ্রামবাসীগণকে আদর্শ শিক্ষা প্রদর্শনার্থ জলের ধারে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে পুষ্করের সংস্কার, বাঁধ এবং জল উদ্ধার সম্পাদিত করাইয়া দেন। তিনি যাঁহাদের গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য উপর অংশে গ্রামের অস্বাস্থ্যকর অভাব দূর করিবার পন্থা প্রদর্শন করায় তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, অতএব, বাংলা জলাশয়টি পরিষ্কার করিয়া তাহার জল পানের উপযোগী করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের না থাকায় তিনি গ্রামবাসীগণের-সাহায্যে-ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, গ্রামবাসিগণ যদি তাঁহার আদর্শের অনুসরণ না করিয়া থাকেন, স্বাস্থ্যোন্নতির অবস্থায় আবশ্যক সহযোগিতা কর্ত্তব্য ইহা স্মরণ করিলেই তিনি আনন্দিত হইবেন। দেশের পল্লী জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দত্ত মহাশয়ের এই বিবেচনা 'দেশবাসীকে মুক্ত করিবার মত' নিষ্ফল না হইলেই আমাদের বিশ্বাস হয়। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসিগণ এ বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা প্রদর্শন করুন।

উকীল দ্বারা সোপর্দ্দ

কলিকাতার ছোট আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আদালতে জাল কাগজ ব্যবহার করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ধারা, ৪৭১ ধারা ৪৭৪ ধারা ও ৪৬৭ ধারা অনুসারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে উক্ত মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া আসামীকে হাইকোর্টের দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অ্যাটর্নীর পক্ষে উকীলে আসামী বলেন, তিনি তাঁহার বক্তব্য হাইকোর্টে প্রকাশ করিবেন। তিনি একজন সাক্ষীর নাম দিয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনা

সেনেপাড়ার হইতে প্রকাশ, সৈয়দপুরের বাসস্থাপক সভার সদস্য খান বাহাদুর জেড মনসুর খান মোটরযোগে সাদেরা হইতে সেখানকারে যাইতেছিলেন। মোটর দুর্ঘটনার ফলে তিনি আহত হইয়াছেন। তিনি হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। গাড়ীখানি একেবারে চূর্ণমার হইয়া গিয়াছে।

রাজসাহীতে গ্রেপ্তার

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, শ্রীমান সন্তোষকুমার মজুমদার নামক রাজসাহী কলেজের জনৈক ছাত্রকে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার গৃহে খানাতল্লাস করা হইয়াছিল, আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বিহারে অঞ্চলে প্লেগ

পাটনা হইতে প্রকাশ, উত্তর বিহারের বিশাল অঞ্চল সমূহে প্লেগ ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধীয় 'রিপোর্টের' প্রতি অনারেবল মিঃ সেক্রেটারীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা হইলে তিনি ঐ সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সরকারী বিবরণ প্রকাশ হয় :—

মজঃফরপুর জেলায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব প্রধানতঃ হাজিপুর মহকুমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ঐ অঞ্চলে প্রতি বৎসর শীত ঋতুর সময়ে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

পাটনা জেলা বোর্ডের হেলথ অফিসার মজঃফরপুর জেলা বোর্ডের অধীনে কাজ করিতেছেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ প্লেগের টীকা দিতেছেন এবং প্লেগের প্রাদুর্ভাব সংযত করিবার জন্য অপরাপর ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ২ হাজার ৪ শত ৫৪ জনের টীকা দিয়াছেন এবং সিভিল মজঃফরপুর জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তাগণ বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৮ হাজার ৭ শত ৯৬ জনের টীকা দিয়াছেন।

সম্প্রতি মজঃফরপুর সহরের নিকটবর্ত্তী দুইটি গ্রামের কয়েকজন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হেলথ অফিসারের নিকট প্লেগের টীকা প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মত কার্য্য হইতেছে কি না, সে বিষয়ে হেলথ অফিসার তত্ত্বাবধান করিবেন।

বসন্ত রোগে অনেকে আক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যেরূপ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে না। এখনে টীকাদারগণ সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সংবাদে প্রকাশ, তাহারা সন্তোষজনকভাবে কার্য্য করিতেছে।

কারাদণ্ডে দণ্ডিত উকিল

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, উকিল শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী ১৯০৮ সালে সংশোধিত আইনের ১৭ ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্ট হইতে ব্যবহারাজীবী আইনের ১২ ধারা অনুসারে কেন তিনি অপরাধের দোষযুক্ত অপরাধ অর্থাৎ দণ্ডের জন্য আইন ব্যবসায় হইতে বরখাস্ত বা অধিকারচ্যুত হইবেন না তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে।

মুক্তির পর অবনীবাবু সনদ পুনরায় লওয়ার জন্য আবেদন করেন। নোয়াখালির জিলা জজ অবনীবাবুর আবেদনপত্র সহ কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠান। পরে হাইকোর্ট জিলা জজকে সনদ দিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। কিন্তু হাইকোর্ট পুনরায় উপযোগীরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

মাতা ও পুত্র গ্রেপ্তার

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, কানসারের শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বৃদ্ধা মাতা শ্রীমতী কুলকামিনী দেবীর সহিত দণ্ডিত হন। সত্র সবার দণ্ড আইন অনুসারে তাঁহাকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, তাঁহার গৃহতল্লাস করিয়া পুলিস কতকগুলি রাজদ্রোহ পুস্তক, কতকগুলি পকেট ছোরা ও অন্য কতগুলি দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। আশুতোষকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার মাতাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পর মাতা ও পুত্রের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট চার্জ্জ দেন। আশুতোষ দোষ স্বীকার করায় তাঁহাকে সাজা দেওয়া হয়। তাঁহার মাতা মুক্তি পাইয়াছেন।

পুত্র কর্ত্তৃক পিতৃহত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, বাদলা থানার এলাকার মাঝি উদোক গ্রামের শের সিংকে তাঁহার পুত্র হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ যে, শের সিংহের দুই পুত্র। জেলম সিং জ্যেষ্ঠ। জেলম মাঝে পিতার কিছু জমি হস্তগত করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা করে। পিতা তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রকে শাসন করিয়া বলে যে, সে যদি অন্যায় কাজ না করে, তাহা হইলে তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

জেলম সিং ক্রুদ্ধ হইয়া ও তাহার অপর সহিত ষড়যন্ত্র করে এবং এক দিন রাত্রিতে নিদ্রাগত পিতাকে কুঠার দ্বারা হত্যা করে। জেলম ও অপর সিংকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস সদস্য মার্জ্জ বর্দ্ধন বাবু লোকাল বোর্ড নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। সরকার বলেন যে, ১৯ জন সদস্যের ব্যাপারে বিগত ভোটের সময়ে এ প্রথা অনুসৃত হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সরকার যে রিপোর্ট পাইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ, ঐ প্রথা অনুসারে কার্য্য সন্তোষজনক। আরও বলা হইয়াছে; যে সমস্ত মিউনিসিপালিটিতে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন। ব্যালট পত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর নামের বিপরীত দিকে সদস্যগণের পার্শ্বে বর্ণ লিখিয়া দিয়া ভোট দিবার প্রথা আরও সহজ করিবার সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন। ইহাতে নিরক্ষর ভোটদাতাদিগের পক্ষে সহজ মত ভোট দেওয়ার সুবিধা হইবে।

দ্বীপান্তরের আদেশ

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, হাতিয়া থানার এলাকাধীন মাইজদীর আবদুল বারি ও আর দুইজন লোককে সেশন জজ বিচারে, যে একসঙ্গে এক দলে আবদুল কাদের হইয়াছিল যে তাহারা আলি আকবর নামক একজন লোককে খুন করিয়াছে। সম্প্রতি এই মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া আবদুল বারির প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম দিয়াছেন, বাকী আসামী দুইজন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

প্রকাশ, বারি আকবর ও আর ৪ জন ছে নিকটবর্ত্তী একটা মসজিদে যাইয়া নমাজ পড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিল সেই সময় আসামীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা আলি আকবরকে একখানি ছোরার দ্বারা এমনভাবে আঘাত করিয়াছিল যে, সে সেই আঘাতের ফলেই মারা যায়। জুরীরা আবদুল বারিকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত প্রকাশ করিয়া বলেন বিচারক তাহার প্রতি দণ্ডের ব্যবস্থা সম্পর্কে যেন একটু করুণা প্রদর্শন করেন। জজ জুরীদিগের অনুরোধ অনুসারেই তাহার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ   ৪ বিষ্ণু   গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪, সোমবার } ৪র্থ সংখ্যা

পরিক্রমা প্রসঙ্গ

গত ১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে যাত্রিগণ শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য বিষয়-সমূহ উক্ত তারিখের নদীয়া-প্রকাশেই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমোদদ্রুম-মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত রাধানন্দ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল, প্রধান শিক্ষক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

গত ১৫ই ফাল্গুন যাত্রিগণ গোবিন্দ-দ্বাদশীর পারণ করিয়া মধ্যাহ্ন-কালে ত্রিদণ্ডিপাদগণের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মোদদ্রুম-দ্বীপের কিয়দংশ ও রুদ্র-দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। পরিক্রমান্তে সন্ধ্যাকালে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পরিক্রমা যখন শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন আমরা শ্রীচৈতন্যমঠের উত্তরদিকস্থ উন্মুক্ত ময়দানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সন্নিধানে অবস্থান করিয়া পরিক্রমার দৃশ্য দেখিতে পাইলাম, প্রায় অর্দ্ধ মাইলব্যাপী সুবিস্তৃত সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী মহোল্লাসে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের সংকীর্ত্তন-ধ্বনি, খোল-করতাল-ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্রের সহিত তালে তালে নৃত্য করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দলোক সৃষ্টি করিয়াছিল। যাত্রিগণের মধ্যেও কাহারও দৃষ্টি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা আচার্য্যদেবের দণ্ড প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মুখরিত করিয়াছেন।

পরিক্রমা পরিচালনে পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ মহোদয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিবন্ধুর প্রভুর ও শ্রীপাদ মাধবচরণ ভক্তিবিভব মহাশয়ের উৎসাহে, চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যাত্রিগণের যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইতে কোন প্রকার অসুবিধা হয় নাই।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পরিক্রমা শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রত্যাগত হইলে সন্ধ্যার পর শ্রীমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ, সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

গৌরজন্মোৎসবের অধিবাস

গত ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার গৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-বাসরে মঙ্গলারাত্রিক হইতেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। তৎপর শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সুললিতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। পাঠের পর তিনি কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

গত ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুরে গৌরজয়ন্তী শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ৪৪৮তম আবির্ভাব উৎসব প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পরিক্রমার সময় হইতে শ্রীধামে অবস্থানপূর্ব্বক সেবকগণকে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে উপদেশ ও প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মহোৎসাহে সম্বর্দ্ধিত হইয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ভক্তগণ সর্ব্বান্তঃকরণে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনে শ্রীধাম মুখরিত করিয়াছেন। বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিপ্রসঙ্গ আলোচনা দ্বারা মহোৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রি পরিক্রমা-উৎসবে ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই হরিকীর্ত্তন-সুধা-পানের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আকণ্ঠ পূরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

"মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয়।"

প্রপঞ্চ জয় না হইলে শুদ্ধভক্তিরাজ্যে— যে রাজ্যে আশ্রয়রূপে অবস্থান পূর্ব্বক অপ্রাকৃত মদনমোহনের সেবাই একমাত্র কৃত্য সেই সেবারাজ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা নাই। মহোৎসবানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিতরণের সুব্যবস্থা করিয়া যাত্রিগণের নিত্য মঙ্গলের সুযোগ প্রদান করেন। আহার-বিশ্রামাদির জন্য কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া নিরন্তর বিষ্ণুবৈষ্ণব-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অবস্থানের এই প্রকার সুবর্ণসুযোগ যাত্রিগণ কোন স্থানেই পান না।

ভক্তত্রয়ের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ১লা বিষ্ণু। ৪৪৮ গৌরাব্দ) ১৮ই ফাল্গুন, (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) ২রা মার্চ্চ (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ শ্রীচৈতন্যমঠে অবধূতচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি মন্দিরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন), শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক ও শ্রীযুক্ত উজ্জ্বলরসানন্দ দাস অধিকারী মহোদয়ত্রয় প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্ন্যাসের নাম যথাক্রমে শ্রীভক্তিকমল ভাগবত, শ্রীভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী ও শ্রীভক্তিগৌরব বৈখানস হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা

গত ১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ গৌরপ্রকট-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার চত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকবৃন্দ ভারতের, তথা সমগ্র বিশ্বের দ্বারে দ্বারে শ্রীনবদ্বীপধামের ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা ও উপদেশ প্রচার করিতেছেন। বিশ্ব-বাসী সুকৃতিসম্পন্ন জনগণ তাঁহাদের প্রচারের সহায়তা করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণের শ্রীধাম-প্রচার-কার্য্যে নিষ্কপটী সেবা বার্ষিক অধিবেশনে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার পূর্ব্বক প্রচারকগণের ও তাঁহাদের সহায়কারিগণের মহিমা কীর্ত্তন করেন। প্রচারকার্য্য প্রতি বৎসরই অধিকতর বিস্তৃত হইতেছে বলিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনেও প্রতিবৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সময়ের প্রয়োজনীয়তা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এবার গৌরপ্রকটবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে এবং তৎপর-দিবস পূর্ব্বাহ্ণে সভার কার্য্য চলিয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তদ্বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ বিষ্ণু সপ্তমিন সম্বৎ ৪৪৮

শ্রীচৈতন্যোপনিষদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ড একবিংশাধ্যায়ে লিখিয়াছেন —

"চারি বেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥"

উক্ত উক্তি হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সমগ্র অষ্টাদশের বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রতারিত হইয়া বেদোক্ত বহু বাদে অন্যান্য-দর্শনে কৃপাময় শ্রীল বেদব্যাস বেদের সার সংগ্রহ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত-সমূহ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থে যে প্রকার সুন্দর ভাবে সংকলন করিয়াছেন এরূপ সুন্দর অভিনব ও অতি সহজ আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। এই ... ন্য-সার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই —"র চৈতন্যাং কৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্ব পরবিহ

কুতর্ককগণ সমস্তন সংসাধিক ধারা সর্বদাযুক্ত হওয়া ভগবানের সেবা করেন। তাঁহাদের সেবানন্দ-প্রোজ্জ্বল হৃদয় সিংহাসনে শ্রীভগবত্তত্ত্ব—শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা আসন পরিগ্রহ করেন। কৃপাময় বৈষ্ণবাচার্যগণ সর্ব সাধারণের নিত্যকল্যাণার্থ তাহা সর্বরূপে প্রকাশ করেন। সেবোন্মুখ হইয়া গ্রন্থ ভাগবতের আলোচনা করিলে শ্রীভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূতই প্রকাশ হন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থরাজসমূহের চরণে নিষ্কপট আশ্রয় গ্রহণ করি না। নাস্তিকগণ নিজের প্রকারে যুক্তি পাণ্ডিত্য কারণা কুতর্কজালে আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিয়া পরমার্থ পথে গমনের বাধা উপস্থিত করে। তখন আমরা যে সকল কুতর্কাদি বিচার করি তন্মধ্যে অপৌরুষেয় প্রমাণ বেদ ও উপনিষদ্ কর্তৃক সমর্থিত কি না তাহাই অনুভব। কপট ধর্মধ্বজি নাস্তিকদের অবগাহন-কলিত সিদ্ধান্তবিরোধ-কালকূট মতবাদের অভিপ্রায় প্রচারণে প্রকাশ করিয়া একদিকে সিদ্ধান্ত জ্ঞানহীন অজ্ঞজনের প্রাণবিনাশে অন্যদিকে পুণ্যাত্ম সন্দেহ-দোলা দৃঢ়রূপে সংরক্ষণে বিশেষ চেষ্টাপর। এই সকল নাস্তিক ও আস্তিকতার আবরণে লুক্কায়িত নাস্তিক-মুমুক্ষুগণের কপটতা হইতে সর্বসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য পরমকৃপালু মহাভাগবতগণ বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতির টীকা ও গূঢ় ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন এবং সন্ন্যাবতার-সার শ্রীগৌরাঙ্গাবতার প্রথমযুগে প্রচ্ছন্নরূপে প্রপঞ্চে উদিত হইলেও বেদাদি-গ্রন্থ যে নিরন্তর তাঁহারই কথা কীর্তন করিতেছেন বেদ-বচন হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া সজ্জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের,—(১১।৫।৩৩-৩৪)

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"
"ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"

———

প্রভৃতি শ্লোকসমূহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে বন্দনা করিতেছেন। আবার অথর্ব বেদের অংশীভূত শ্রীশ্রীচৈতন্য-উপনিষদে আমরা দেখিতে পাইতেছি ব্রহ্মার পুত্র পিপ্পলাদ মুনি বহু শাস্ত্র আলোচনা ও নানাপ্রকার তপস্যা করিবার পর একান্ত সেবোন্মুখী হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে প্রজাপতি তাঁহাকে অধিকতর সেবোন্মুখ ... পাইতে আদেশ ... শিরোধার্য করিয়া পিপ্পলাদমুনি শান্তিপাঠ, পরিশ্রম ও সেবা-বৃত্তিসহ কায়মনোবাক্যে ভগবানের উপাসনা ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবার জন্য পুনরায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ... পিপ্পলাদমুনিকে শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এই উপনিষদ্ হইতে আমরা মাত্র তিনটী ... নিম্নে ... করিতেছি,—

একো দেবঃ সর্বরূপী মহাত্মা
গৌরো রক্তশ্যামল-শ্বেতরূপঃ।
চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তি-
র্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ॥
নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং
চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়॥"

একমাত্র পরমদেবতা সর্বরূপী মহাপুরুষ ... যুগভেদে শ্বেত, রক্ত ও শ্যামল রূপ ধারণ করেন। তিনিই চৈতন্যস্বরূপ, চিচ্ছক্তিমান্, ভক্তরূপী, ভক্তিদাতা ও ভক্তিবেদ্য। সেই বেদান্ত-বেদ্য শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, সর্বচৈতন্য-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বেদান্তবেদ্য পুরাণ-পুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ, বিশ্বকারণ, মহাস্বরূপ একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। মায়া অতিক্রম করিবার আর অন্য উপায় নাই।

———

শ্রীচৈতন্যোপনিষদে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের, তাঁহার শক্তির, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপের এবং যোগ নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের উপদেশ অতি সুষ্ঠুরূপে প্রাপ্ত হই।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ গত শ্রীগৌর-প্রকটবাসরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাদেশে গৌড়ীয় সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম ও পরিশ্রমে এবং ঢাকা-ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে মহাশয়ের পূর্ণ আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরণামৃত নামক সংস্কৃত টীকা ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয়ের অমৃত-বিন্দু নামক ভাষ্যসহ বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত আছে।

গ্রন্থের প্রকাশকের নিবেদনে আমরা দেখিতে পাইতেছি বঙ্গদেশে এই গ্রন্থের মূল ও তত্ত্বরূপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু স্থানে এই গ্রন্থের অনুসন্ধান করেন। সম্বলপুর হইতে ... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় শ্রীচৈতন্যোপনিষদের একখানি প্রাচীন হস্তলিপি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় সজ্জনগণের অনুরোধক্রমে স্বকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণামৃতভাষ্য ও পণ্ডিত মধুসূদন দাস মহাশয়ের অমৃতবিন্দু বঙ্গানুবাদসহ গত ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দ (১২৯৪ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা ১৮২ নং মানিকতলা স্ট্রীট শ্রীচৈতন্য-যন্ত্র হইতে শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত করান। এই মুদ্রিত গ্রন্থ পুনরায় দুষ্প্রাপ্য হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছাক্রমে উহা পুনরায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য এবং 'বিশ্বম্ভর অর্চন ও রাগমার্গের কীর্তন'এর আলেখ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানের ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। মূল অংশ বড় অক্ষরে গ্রেট্-কম্পোস্ট টাইপে, ভাষা স্মল্ পাইকা টাইপে এবং বঙ্গানুবাদ পাইকা টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। অতি উত্তম এন্টিক্ কাগজে গ্রন্থের মুদ্রণ হইয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের ভুবনমঙ্গল-নাম আর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রের কৃপায় ... সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশবাসিগণেরোন্মুখগণ এই মূল ও গ্রন্থরাজ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন তদ্বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে মহাশয় এই গ্রন্থরাজের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সজ্জনবৃন্দের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

'আচার্য্য-বিক্রম'

[শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌধ রাধাবিকাশী ভক্তিবৈভবের]

গভীর গহনে যথা কেশরী-গর্জনে,
ত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় ফেরুপাল যত।
আচার্য্য-হুঙ্কার শুনি' সেইমতি দুর্জ্জনে,
ধায় ফেরুপাল সম ত্রাসিত-চিত॥

উচ্চপ্রাবৃটকালিনী উদ্যান প্রাঙ্গণে,
অতি দীর্ঘ শৃঙ্গ ধরে করে আস্ফালন।
সিংহনাদ যবে শ্রবণ পশে গো অন্তরে,
ভয় হয় শঙ্কাকম্প গ্রীবা সঙ্কোচন॥

গর্জিলে আচার্য্যসিংহ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামী যত অভাজন।
নিরস্তর বেগে ধায় শৃঙ্গ ধরি' করে,
সম্মুখে না করে আর বৃথা আস্ফালন॥

যেমতি দণ্ডের ছবি করিতে দেখন,
সোপানেতে মাতি ধায় ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর।
পুচ্ছ সঙ্কুচিত করি' করে পলায়ন,
কেবিলা ঝঙ্কার-করে ভীষণ কুম্ভীর॥

সেমতি জগতে যবে গোঁসাই ঠাকুর,
কৃষ্ণভক্ত হবি লোকে করিল প্রকাশ।
হেরিল মুখর করে আচার্য্য ঠাকুর,
পুচ্ছ লয়ে লুকাইল যথা যার বাস॥

অন্ধকার নিশা মাঝে খদ্যোত যেমতি,
ভাবে নিজে দীপ্তিমান্ আমি যে একাকী।
উদিলে নিশানাথ গগনে যখনি,
চিনিতে খদ্যোত কীটে থাকে কিবা বাকী॥

বিশ্বমাঝে যত যোগী কর্ম্মী জ্ঞানিগণ,
খদ্যোত সদৃশ তারা হয় দীপ্তিহীন।
উদিলে আচার্য্য-শশী ভক্ত-রঞ্জন,
খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিঃ হয় বিমলিন॥

যেখানে মধ্যে যবে পশে গো শার্দ্দুল,
দেখ মুনি চিন্তে বেদগ্রথন মননে।
অন্তরে বিচার করে সে মূর্খ বাতুল,
শার্দ্দুল দেখিতে যোগে না পায় নয়নে॥

প্রবল বিক্রমে কিন্তু শার্দ্দুল ভীষণ,
লণ্ডভণ্ড করি' দেয় গজালিকা পাল।
সেমতি জগতে গণ-গজালিকা-গণ,
যোগ কোলাহলে মাতি' বাধ্য করে কাল॥

উদিয়া এ হেনকালে আচার্য্য-কেশরী,
ছিন্নভিন্ন করি' এক গজালিকা-মত।
সুপ্রভাত করি' জীবহৃদ্য-বিভাবরী,
সিদ্ধান্তকিরণে বিশ্ব দেয়ে সত্যপথ॥

জগমাঝে দর্পবলী যতেক অসুর,
দেবের আখ্যা বৃথা হরিবারে যায়।

অসুর বঞ্চিত হয় সুধা-দানে যথা,
তোমাকে অসুর সুধা ভ্রমে সুরা পায়॥
তদ্রূপ আচার্য্য-পাদে সরল সেবক,
অমৃত হতে পিয়া প্রেমামৃত-রস।
বঞ্চিত কপটী ভবে বঞ্চ ভণ্ড বক,
তত্ত্ব রস পিয়ে পচা বিষয়-ভুবন॥
আচার্য্য-বিক্রম-কথা কি দিব তুলনা,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয় যাঁহার ইচ্ছায়।
মূকও বাচাল হয় লভিয়া করুণা,
পঙ্গু অনায়াসে উচ্চ গিরি উলঙ্ঘয়॥
গিরি উচ্চ হ'লে উঠে প্রতীচ্যে অরুণ,
চক্রচূড় রবিপদী মুহূর্ত্তেতে হয়।
মহাদেব কঠোর চীন সুকার্য্যে অরুণ।
তাঁর কাছে কোন কার্য্য অসম্ভব নয়॥
অকুজন দেখে তাঁরে সর্ব্ব-শুভঙ্কর,
দুর্ব্বলের বল তিনি বলদেব নাম।
দুষ্কৃত নেহারে তাঁরে অতি ভয়ঙ্কর,
ত্রিভুবনে রক্ষাকর্ত্তা নাই তাঁর সম॥
কৃষ্ণ কষ্ট হ'লে তিনি পারে রাখিবারে,
সাধুজন ত্রাণকর্ত্তা ধরণী-পালক।
তিনি রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে
জগতি-পালক তিনি দুষ্কৃত-নাশক॥
সেই সর্ব্ব বলাকর বলদেব যিনি,
গুরুরূপে সম্মুখেতে মোর নিত্য প্রভু।
প্রতি পদে এ আপদে রক্ষে সদা তিনি,
কৃপাদানে নাহি তাঁর কৃপণতা কভু॥
ওগো দুর্ব্বলের বল নিত্যানন্দ তুমি,
দিবারাত্রি উপাড়ে পিশু তোমার কৃপায়।
বিষয়ার্থে অতি দীন বলহীন আমি,
এ পতিতে কৃপা প্রভু কর অমায়ায়॥
দুর্বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে নিপতিত আমি,
উদ্ধারহ মোরে প্রভু কেশ আকর্ষণে।
আমি যে পতিত তেঁই পাবন যে তুমি,
এ পামরে শোধ নাথ রাখিয়া চরণে॥

শ্রীএকাদশী-ব্রতভঙ্গের পরিণাম ?

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী সংগৃহীত]

নারদীয়ে—

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে।
মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যাং যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ।
...পার্থিবং পাপং যোহশ্নাতি মধুসূদনে॥

হরিবাসর (শ্রীএকাদশ্যাদি) সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাতক অন্নমাশ্রিত হয় সুতরাং হরিবাসরে (শ্রীএকাদশীতে) আহার করিলে যাবতীয় পাতকই গৃহীত হইয়া থাকে। একাদশীতে আহার করিলে যাবতীয় নিখিল পাতক ভোজন হইয়া থাকে। উক্ত দিনে আহার করিলে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহত্যা পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়, সে ব্যক্তি বিষ্ণুধাম হইতেও চ্যুত হইয়া থাকে।

উমা-মহেশ্বর-সংবাদে—

আদ্রবর্ণাশ্রমং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন,—হরিবাসরে আহার করিলে যমদূতেরা সেই পাপীর বদনবিবরে লোহিত-বর্ণ অর্থাৎ অগ্নিতপ্ত তীক্ষ্ণ লৌহ নিক্ষেপ করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
দিনেহস্মিন্ সর্ব্বপাপানি অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি তু।
তানি যোহশ্নাতি মোহেন ন স পাপৈর্বিমুচ্যতে॥

হরিবাসরে আহার করিলে কেবল পাপ-ভোজনই হইয়া থাকে। উক্ত দিনে নিখিল পাপ অন্নকে আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিত করে। লব-প্রমাণেও উক্ত পাতকায় সেবন করিলে অর্থাৎ হরিবাসর-দিনে অন্ন খাইলে—পাতকপুঞ্জ হইতে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব চ॥
ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতির্বিহিতা লোকে নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥
এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি।
একাদশ্যন্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহ হউক না কেন, হরিবাসরে আহার করিলে গোমাংস সেবন করা হয়। শাস্ত্রে ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, তস্কর, গুরুদারগামী ও নিষ্কৃতির বিধান আছে কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহার পরিত্রাণার্থ প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধিই নাই। পাতকী ব্যক্তি একাকীই নরকে গমন করে সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে পিতৃগণসহ নরকগামী হয়।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে

ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
গো-ব্রাহ্মণস্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি ক্বচিৎ।
মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥
পুরোডাশোঽপি মাংসং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বথা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসংক্রিয়া॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—হরিবাসর উপস্থিত হইলে (যিনি স্বয়ং আহার করেন তাঁহার অমার্জ্জনীয় পাপের ত' কথাই নাই) (এমন কি) যে ব্যক্তি "আহার কর, আহার কর" এই কথা উচ্চারণ করে, যে কোন সময়ে হউক, যাহার মুখে 'গোবধ কর, বিপ্র হত্যা কর, নারী বধ কর" এই বাক্য উচ্চারিত হয় এবং যে ব্যক্তি "সুরা পান কর" বলে তাহাদিগের অধোগতি লাভ হয়।

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—হে বামোরু! হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে তদ্দিনে যখন যজ্ঞীয় হবির্বিশেষও অর্থাৎ ভক্ষণ করা যায় না তখন অন্নগ্রহণের বিষয় আর কি বলিব?

গৌতমীয়তন্ত্রে—

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥

ভ্রম প্রমাদে একাদশীতে আহার করিলে সেই বৈষ্ণবের কৃত হরিপূজা ফলবতী হয় না, তাহাকে ভীষণ নরক ভোগ করিতে হয়। (অবৈষ্ণবের ত' হরিপূজায় অধিকারই নাই।)

কূর্ম্মপুরাণে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন ব্রহ্মহা সুরাপশ্চ স্তেয়ী গুরুতল্পগঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে॥

কূর্ম-পুরাণে বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, এই-প্রমাণে শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীর (প্রভেদ) বিচার করিলে ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুদারগামী সদৃশ পাপী বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়।

বিষ্ণুরহস্যকাল কৌস্তুভ-নারদীয়েষু—

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন॥

শুক্লা একাদশী যেরূপ কৃষ্ণা একাদশীও তদ্রূপ জানিয়া উভয় একাদশীতে উপবাস-বিধি পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র-শাস্ত্র একাদশী-ব্রত অকরণে জীবনের অমঙ্গলের কথা বহুভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কাল কলির স্বৈরাচার প্রবলভাবে চালাইবার নূতন নূতন পন্থাবিষ্কার করিতে যাইয়া, সেই শাস্ত্রবাক্য-শ্রবণে অবহেলা প্রদর্শন করায়, গুরুভিমানী-গণের মধ্যে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের অভাব উৎকট প্রবেশ করিয়াছে। গুরুভিমানিগণ স্ব-স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় ধর্ম্মালোক ঘনঘটাচ্ছাদিত হইয়া অনধিকারিদিগের অধঃপাতে ধাবিত হইতেছে যায়। কিন্তু সজ্জনগণের একটী মাত্র অবলম্বন ও সন্তোষের ভরসা—শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠের প্রধান প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্ম হইতে অতি সাধারণে জ্ঞানালোক-কণা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত স্বেচ্ছাচারীর স্বৈরাচার তাঁহার নিকট হইতে সহস্রযোজন দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য।

কিছু দিবস পূর্ব্বে, উত্তর বঙ্গে কুমার অঞ্চলে কোন জ্ঞানী যোগী গুরুভিমানী কার্যতঃ সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া পরিচিতনামা কোন ব্যক্তি স্বীয় শিষ্যগণকে উপদেশ বা আদেশ করিয়াছেন বলিয়া শুনা গেল যে, "তোমরা আজ একাদশীর উপবাস ছাড়িয়া দাও, হরির প্রসাদ খাও আমি তোমাদের পাপভার গ্রহণ করিলাম। উক্ত শিষ্য শ্রোতাদিগের মধ্যেও অনেকে উক্ত ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে।"

বিগত ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে, ঐদিন একাদশীব্রত-ভঙ্গকারী জনৈক সভাপিপাসু সজ্জন ব্যক্তি উক্তবিধ প্রশ্নটী উত্থাপন করেন যে, "গুরু যদি উপদেশ করেন তবে একাদশী-ব্রত ভঙ্গ করিয়া অন্ন গ্রহণ করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে কিনা"? আপনার ন্যায় যাঁহারা ব্রত ভঙ্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-বহির্ভূত পাপাচরণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা বা অন্যে যাহাতে এবম্বিধ স্বৈরাচারে যোগদান না দেন (অবশ্য সভাপিপাসুদের জন্য এই বিধি) তাহার বিধি ব্যবস্থা নদীয়া-প্রকাশের কৃপায় হইবে।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যা-
কার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

ভোগবিষয়লিপ্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকরহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থাশ্রয়কারী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

পরিচর্য্যা যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি।
(বিষ্ণুস্মৃতি)

শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। শ্রী[illegible] ১০৲
[illegible] ১৬৲
[illegible] ৸৶০
৩। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্য [illegible]
([illegible]) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৶০
৭। [illegible] ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। [illegible] সম্প্রদায় (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সম্প্রদায় (রামানুজীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণব[illegible] ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (২য় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-[illegible] ৶০
১৯। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৶০
২২। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ০
২৮। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র[illegible] ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ৵০
৩৯। সজ্জনতোষণী (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। [illegible] ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায় ৷০
৪৪। গৌড়ীয়গোবিন্দঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। [illegible] বা মায়াবাদ[illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ধর্মোপদেশ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং [illegible] সহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible]-সরস্বতী-[illegible] ৷০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। সম্প্রদায়-[illegible] ৶০
৫৭। গৌড়ীয়[illegible] /০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০
৬০। [illegible] ৷০
৬১। [illegible] ৷৶০
৬২। [illegible] ও [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণব[illegible] ৷০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৬৫ দি [illegible]
৬৬। [illegible] ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোদ্রুম[illegible] ঐ
৩। শ্রীনন্দন [illegible] ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। [illegible]গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধ[illegible] মাড়োয়ারী, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদ্ভাগবত-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible], কটক
২৪। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুঞ্জা, পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লৌষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি উত্তম ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ।　　　　সুবর্ণ সুযোগ ॥

সরস্বতী-জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃষ্ণমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমাশ্চর্য্য-প্রদ বহু সংবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অগ্রিম সম্পূর্ণ ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই. বি. আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৯—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৯,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৯,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৫৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫০
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২০	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১০	১৩-৫১	১৮-০	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৯	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহারা বর্দ্ধমান ঘাটে ট্রেণ বদল করিতে চান, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতে ৫-৫৫, ৮-৩৪, ১৪-৩৬, ১৬-২৮/১৮-৩৯ এবং ২২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৬-১০, ৯-২৯, ১১-১৫, ১৩-৫ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৪-৩৪	১৬-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৪	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৬-৫০
আমঘাটা—	৫-৫৪	৯-৪৪	১২-২৯	১৫-৫৮	১৭-৪
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-১১	৯-৫৫	১২-৫০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৫	১২-৫১	১৬-১৪	১৯-৩৪

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

টিটির তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)	
বাঁকা	৬৬০—৫৬০
ঐ বে-বাঁকা লাম্বা ৩৬ন	৫/০—৫৬/০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৬/০—৬।৬/০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৬/০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২৬/
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্ক	১৪
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৶/০
২৬ গেজ „ „	১২।৶/০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৬৶/০—১৫
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের বাঃ	৮।০
রড গাদি	৬।/০—৬।৬/০
„ গোলরড় (গোল)	৬।/০—৬৬/০
„ মধ্যম (চৌকা)	৬/০—৬।৶
„ গোল বড় ৬/০—৬/০ সুতা	৫—৫।
চীনা রড-	
চৌকা ৬/০—।৶/০ ঐ	৬—৬।০
„ মাঝিল চাল	৭।০—৭৬০
„ প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৬/০
„ চাদর ৩-১৬ দাগা মাঝিল	১১৶/০—১১।০
কোলগেলিজড প্লেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেন্ট পেরেক ৩—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
তারকাঁটা এক ১ হইতে ১০ নং	২।৶/-২।০ মাট
কাবাল ৭, ৫, ৬, ৭৶/০ ৮৶/০ ৯৶/০	
ঐ তিন পাউণ্ড ৫৶/০ দেঃ বিঃ	৬।৶/০
গ্যাঃ প্লেন বাঁশতি ১—১২ ইঞ্চি	১।০-৬।০
ঐ ফিটিং „ ১—১২ ইঞ্চি	২—৭
লোহার স্ক্রেপ বক্সের গোল ও	
চৌকা	৮।০—
ঐ মালের লোহার সিট	১৫ „
ঐ ফেন্সিং (খাজের সিট)	১৮ „
লোহার স্ক্রু ।—৩ ইঞ্চি ৶১০—৬/০ গ্রোস	
ঐ কড়া ১৩ নং	
১।—৩ ইঞ্চি	।১০—৬/০ দেঃ হন্দর
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১৭।০—১৮।০ হন্দর
গ্যাঃ ফিটিং (মাঝখান)	
১২ ইঞ্চি	৶/- ৬/১০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা জোড়া	
৬ ইঞ্চি	৬০—৬/০
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১।০—২।০ মাক ২০—২৯, হন্দর	
গ্যাঃ প্রভাগার চাপ	১১।০—১২
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৯ ইঞ্চি	
	৬/১০—১৶/০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৯।০—৪।০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ৭ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট	
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ ১। ইঞ্চি	।৶/৫ ফুট
পাম্প ৪ নং ১১।০ ৫নং ১৪, ৬নং ১৭	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ মাট ২।০—৩।০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট কোম্পানি, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোহেন্দ্র প্রভোক বাজ (২ টিন)	৯,৬
খুচরা মাপ	৬।০
পেট্রোলিয়ম	৬

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৬/
বজাম	৩০৬
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶/০
ঐ খুচরা	৫৶/০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶/
৩।০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৫ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪।/০

মিউনিসিপাল

৫ সুদের (১৯৫৯-৮৬) কলিকাতা পোর্ট	
টাই রিবে :—	১০৯৶/০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড)	১৯৪৪০
পেড আপ ঐ	২২

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫

পাট কল

হাওড়া	৫০
আলেকজাণ্ডার	১১৯
বালি	১৪৯
এলায়েন্স	১৪০
কেশব	৩৭০
হুগলী	২৪৫
ক্লাইভ	২ ।০
কামারহাটি	৪০৮০
কেল্ভিন	৪৪০

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার দীর্ঘ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—... ভক্তিকেবল ... এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তার ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
প্রাপকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৮০, ৬ই মার্চ ১৯৭৪

প্রতারণায় দণ্ডিত

বিদেশে রাখিবার জন্য শিয়ালদহ রেলষ্টেশনে নেপালী বালক তেজবাহাদুরের নিকট হইতে ৩০ টাকা লইয়া প্রতারণা করিবার অভিযোগে ভামকুন্দী শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মুক্তির পরে আসামীকে এক বৎসর পুলিসের পরিদর্শনাধীনে থাকিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন, জরিমানার টাকা আদায় হইলে তাহা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ফরিয়াদীকে প্রদান করিতে হইবে।

পাঞ্জাবে নূতন জজ

১লা মার্চ সরকারী সংবাদে প্রকাশ, বিচারপতি সার আবদুল কাদির অবসর লইতেছেন, মিঃ আবদার রসিদ তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন। ঐরূপে যে পদ খালি হইবে, সরকারী লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার মিঃ সেথ দীন মহম্মদ তাহা পূর্ণ করিবেন।

অস্ত্র আইনের মামলা

গুপ্ত অস্ত্রাগারে ধীরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করিয়া গত ২রা মার্চ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়কেই গত পুলিশ হাজতে ও শশাঙ্ককে জামীনে অব্যাহতি প্রদান করিবার হুকুম করিয়াছেন। শশাঙ্ক দুইশত টাকা জামীন দিতে না পারিলে তাঁহাকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত পুলিস হাজতে অবস্থান করিতে হইবে।

রয়্যাল হিউমেন সোসাইটী পদক

যাঁহারা নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া অপরকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ, সাহস ও পরোপকারের পুরস্কার স্বরূপ 'রয়াল হিউমেন সোসাইটীর' পদক উপহার প্রদান করা হয়। কাথিয়াবারের একজন ডুবুরী রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইয়াছে। ডুবুরীর কোন সহকর্মী স্নান করিবার সময় একটা হাঙ্গর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, ডুবুরী প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন করিয়া হাঙ্গরটাকে আক্রমণ করে। হাঙ্গরটা শিকারের পা কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, ডুবুরী হাঙ্গরের মুখে ঘুসি মারিল। তাহার মুখের ভিতর হইতে সহযোগীর হাত বাহির করিয়া লইয়া হাঙ্গরটাকে বিতাড়িত করিয়াছিল।

এবার এই সোসাইটীর স্বর্ণপদক যাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে—তাঁহার নাম মিঃ জি বি কোল, তিনি মালয় দ্বীপে বন্দরের আবাদ করিতেছেন। গত বৎসর 'এনটি' নামক জাহাজ হংকংএর নিকট ঝড়োমুখে হইলে জাহাজের কাপ্তেন সদলে জাহাজ ত্যাগের আয়োজন করেন। জাহাজের একখানি বোট কাপ্তেনের স্ত্রীপুত্র ও কতকগুলি আরোহীকে নামাইয়া দেওয়া হইলে আরও অনেকগুলি আরোহী সেই বোটে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করায় বোটখানি উল্টাইয়া যায়। বোটের আরোহীরা ডুবিয়া মরিতেছে দেখিয়া মিঃ কোল জাহাজের দড়ি ধরিয়া সমুদ্রে নামিয়া পড়েন। তিনি কাপ্তেনের স্ত্রীর জীবনরক্ষা করিলে অনেকগুলি ভাসমান আরোহী প্রাণভয়ে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। তিনি প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পারিলেন, ততক্ষণ যথাসাধ্য চেষ্টায় অনেকগুলি আরোহীকে জাহাজে ভাসাইয়া তুলিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি একাকী অনেকের জীবনরক্ষা করায় স্বর্ণপদক লাভের অধিকারী হইয়াছেন।

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ২রা মার্চ মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী কালে সরকার পক্ষের বিশেষ ব্যবহারাজীব মিষ্টার এল, এইচ, বিওলেন প্রত্যেক আসামীর সম্পর্কে প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষ্য প্রমাণের কয়েকটি অংশ পাঠ করেন। ১৫ই ও ১৬ই মে ১১২ মিন্ট ষ্ট্রীটে দলের সভার বিবরণ সম্পর্কে অন্যান্য বিশেষ সাক্ষীর প্রমাণে সেই উক্তিগুলি সমর্থিত হইয়াছে তাহা তিনি প্রদর্শন করেন। বড়লাটের কাটকে হত্যা করিবার একটি প্রস্তাব ঐ সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় নাই। পিস্তল ক্রয় করিবার জন্য আসামী জোসেফের পাসপোর্টে নকল ক ১৯০১ দেখানো হইয়াছে যে আসামী মুকুন্দলাল সরকারের পোষাক বাক্স সমর্থন করিবার জন্য তিনি উক্ত বিশেষজ্ঞের প্রমাণ পাঠ করেন। পিটাসনের সম্বন্ধে প্রমাণ পাঠাদি সমাপ্তির পর উপরি উক্ত ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী মুলতুবী থাকে।

বিজ্ঞাপন

৬৭নং ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

বাদী—শ্রীবনোয়ারীলাল ঘোষক, পিতা পরলোকগত গণেশচন্দ্র ঘোষক, জাতি ঘোষক, পেশা কৃষিজীবি, সাং সাধনপাড়া থানা কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া।

প্রতিবাদী – ১। কার্ত্তিক মুদী ২। শ্রীহরি মুদি, ৩। শ্রীরণদাস দাস (বড়), ৪। ফণীভূষণ দাস, ৫। সুধীরমণ্ডল, ৬। মুনিরা মণ্ডল, ৭। শচ মুক্তারান, ৮। মঙ্গলাধান ৯। কুমন বাগান, ১০। শিবু বাগান, ১১। ক্ষেম বাগান, ১২। সতীশচন্দ্র দাস, ১৩। দশরথ দাস (ছোট) ১৪। কুমারীশচন্দ্র দাস, ১৫। জিতেন্দ্রনাথ দাস, ১৬। নিমাই চন্দ্র দাস, ১৭। কার্ত্তিকচন্দ্র বাগান ১৮। নন্দচন্দ্র বাগান, ১৯। ভক্তরি বাগান, ২০। আবদুল চন্দ্র বাগান ২১। মনোমোহন বাগান, ২২। জনার্দ্দন দাস, ২৩। খোলার পোড়া পাড়ার উক্ত আসামীগণের পক্ষে ৫ নং শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস পিতা মৃত মাধবচন্দ্র দাস জাতি কংসবণিক, সাকিন সাং সাধনপাড়া খোলার পোড়া পাড়া থানা কোতোয়ালী জেলা নদীয়া।

যা নদী ভাঙ্গে বিবাদিগণ অনধিকার প্রবেশ সাধারণে উহাদের অন্যায় ও অবৈধ দখল উচ্ছেদে খাসদখল ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কোর্টের আদেশ বাহাল রাখিতে বিবাদী পক্ষ বন্ধ করিতে ও উক্তস্থানে কিছু কাটিতে এবং মাটি কাটা যাহাতে অবরোধ করিতে না পারেন তজ্জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইবার বাবদ নালিশ দাবী ৩০৲ টাকা।

ঐ নদী জলধরে বাজবোধ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৫০

হুগলী জেলার সদর মহকুমার এলাকায় মগরার এক ব্রাহ্মণের বাড়ী ডাকাতি পড়ে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক বাড়ীর অলঙ্কারপত্র, টাকাকড়ি, ডাকাতদের হস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায়—দস্যুরা তাহাকে এরূপ সাংঘাতিক ভাবে ছোরা মারে যে, সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়। যুবকের মৃতদেহ চুঁচুড়ায় ইমামবাড়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ডাকাতির সংবাদ ঐ সদর মহকুমার এলাকাধীন সিঙ্গুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। কাজিনা ও সিঙ্গুর থানা আছে, সুতরাং পুলিশও আছে, কিন্তু দস্যুদল গভীর রাত্রে একজন বৃদ্ধ স্বর্ণকারের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করে, তাহার পর তাহার গৃহে অর্থবান করিয়া নির্বিঘ্নে পলায়ন করে। বৃদ্ধের চাকিতও নির্জন!

বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থানার এলাকার মধ্যে আওরাবুনিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত হেমনাথ গুহ নামক গৃহস্থ, ফেব্রুয়ারী শেষ সপ্তাহে একদিন রাত্রিকালে পঁচিশ জন দস্যু সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করে এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে অত্যাচারিত করিয়া অন্তঃপুরিকাদের অঙ্গ হইতে প্রায় হাজার টাকার অলঙ্কার ছিনাইয়া লয়। দস্যুদল ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার পুত্রের, পুত্রদের নিগ্রহ করে বা করিলেও, গ্রামের লোক দস্যুদের বাধা দিতে আসিলে দস্যুরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে; সেই যুদ্ধে সুবোধ গুহ নামক একটি যুবক দস্যুর বর্শার আঘাতে সাংঘাতিক আহত হইয়াছেন।

পাবনা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঘূর্ণাবর্তে ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টিতে ঘরচাপা পড়িয়া একটি বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছে, আরও দুইজনের অবস্থা সাংঘাতিক; এতদ্ভিন্ন আহতদের আঘাত অল্প নহে। বেড়াজলবাড়, সাঁথিয়া ও নাটোরের ১০টি পরিবারের বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হওয়ায় তাহাদের মাথা রাখিবার স্থান নাই। অনেক বড়ো ঘরের চাল শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে, অনেক গৃহস্থকে খোলা মাঠে বাস করিতে হইতেছে। তাহাদের গৃহসজ্জা সমূহ নষ্ট হওয়ায় অনেককে অনাহারক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে। এই সকল দৈব-দুর্বিপাকের প্রতিকার কোথায়?

২ জনের দ্বীপান্তর ও ৭জনের কারাদণ্ড

আসরফ আলী ও অপর কয়েকজন লোক ডাকাতির অভিযোগে ত্রিপুরার দায়রা জজ মিষ্টার এইচ, ডি, বেঞ্জামিনের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ জুরী আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জজ তাঁহাদের সহিত এক মত হইতে না পারিয়া আসামীদিগকে দণ্ডিত করিতে সুপারিশ করিয়া মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস. কে, ঘোষ ও বিচারপতি মিষ্টার প্যাটারসন, গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল অধিক রাত্রিতে প্রায় ১ শত জন লোক মারাত্মক অস্ত্র ও মশাল লইয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণহরি মজুমদার বাড়ী প্রবেশ করে। উক্ত বাড়ীর অধিবাসী যতীন্দ্র মজুমদার দস্যুদলকে বাধাদান করিতে চেষ্টা করায় তাহারা তাঁহাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। উক্ত আঘাতের ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ ১ হাজার টাকা ও অন্যান্য বহু দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল।

৯ জনের মধ্যে ৩ জন জুরী ৭ জন আসামীকে সন্দেহের সুযোগ দিবার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারায় শেষ সিদ্ধান্তের জন্য মামলার কাগজ পত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ আসামী আসরফ আলী ও চাঁদবার আলীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসদণ্ড, আসামী সেকান্দারকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, আসামী রমজান আলী ও মুজাফর আলী প্রত্যেককে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এবং আসামী চাঁদমালী ও নূরুল আমিনকে অব্যাহতি দানের আদেশ দিয়াছেন।

পাকুড় নরহত্যার মামলা

পাকুড় রাজ সম্পত্তির অংশীদার অমরেন্দ্র পাণ্ডের হত্যা সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরায় পুলিশের হেপাজতে রাখিবার জন্য গত শুক্রবারে আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করা হয়।

অমরেন্দ্রকে হত্যা করিবে বলিয়া ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে অমরেন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিনয়েন্দ্র পাণ্ডে; কালীকিঙ্কর মিশ্র, ডাক্তার এস আর দে, ডাক্তার ডি এন ভট্টাচার্য্য, বালিকা দেবী, চঞ্চলা দেবী, বীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, মন্মথনাথ বসু ও কালীপদ ওঝাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিনয়েন্দ্রকে জামিনে মুক্তিদানের প্রার্থনা করিয়া ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন কে বসু বলেন, কেবল বিনয় উক্ত পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সেখানে আসামীগণের পক্ষ সমর্থনে বিশেষ কাজ হইতেছে। সাক্ষী উপস্থিত করিতে পুলিশ যথেষ্ট সময় পাইবে। শ্রীযুক্ত বসু বলেন, তাঁহার মক্কেলকে জামিনে মুক্তিদান করিলে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিবেন।

উক্ত আবেদনে আপত্তি করিয়া ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস. সি, মুখোপাধ্যায় বলেন, বিনয়ের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে। অমরেন্দ্রকে যখন আক্রমণ করা হয় সে সময়ে বিনয় হাওড়া রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া একজন ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সে অমরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিল। এরূপ প্রমাণ আছে যে, রোগ জীবাণু আনিবার জন্য সে বোম্বাইয়ে গিয়াছিল এবং উহা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অপর কয়েকজন আসামীকেও জামিনে মুক্তিদান করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। ঐ সকল আবেদনের শুনানী মুলতুবী আছে।

রেলপথে শিরচ্যুত দেহ

লাহোর হইতে প্রকাশ লাহোর ও মোগলপুর রেল ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেল লাইনের উপর ইসলামিয়া কলেজের এক ছাত্রের দেহ শিরচ্যুত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

ছাত্রটির নাম ইসহাক হোসেন। সে ইসলামিয়া কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিত। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দুইবার ফেল করায় এবং এই বৎসরও পরীক্ষা দিতে না পারায় জীবনের উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রকাশ সে কলেজে যাইবার নাম করিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রেল ষ্টেশনের দিকে যায় এবং অমৃতসরগামী ট্রেনের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করে।

ষ্টেশন মাষ্টারের বাটীতে গুলীবর্ষণ

কোয়েটা হইতে প্রকাশ গত রবিবার প্রত্যুষে রেলে ষ্টেশন মাষ্টারের বাস ভবনে প্রায় ৬টা গুলী বর্ষিত হয়। মঙ্গলবার লেভ্যারেও তথায় ঐরূপ গুলী বর্ষিত হইয়াছিল। কেহই আহত হয় নাই। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষগণ ঐ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন। মনে হয়, অপরাধী স্থানীয় লোক, পূর্বে সে রেলপথে কার্য্য করিত। সম্প্রতি তাহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

হাজার টাকার বাক্স উধাও

শেখ নাজীর মহম্মদ সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশকে সংবাদ দিয়াছে যে, গৃহে তাহার অনুপস্থিতিকালে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে তাহার গৃহে প্রবেশ করে এবং একটা বাক্স লইয়া পলায়। বাক্সের মধ্যে টাকার ও নোটে হাজার টাকা এবং কতক গুলি অলঙ্কার ছিল।

হুগলী জিলায় আরও ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমায় আরও একটি ডাকাতি ঘটিয়া গিয়াছে প্রকাশ, ১০ জন লোকের একটি দল নানাপ্রকার অস্ত্র সজ্জিত হইয়া গোঘাট থানার শ্যামবাজারপুর গ্রামে ভূমিহার জানার বাটীতে প্রবেশ করে। জানা টাকাকড়ির সন্ধান না দেওয়ায় তাহারা তাহাকে প্রহার করে। তাহার পর তাহারা সিন্দুক, বাক্স, আলমারী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া বিস্তর টাকার গহনা ও অনেক নগদ টাকা লইয়া পলাইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

আগামী এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ জি, এইচ ল্যাংলী অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্থানে কাহাকে যে ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হইবে সেই সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। প্রকাশ, মিঃ আর, বি, রামসবোথামকে এই পদ প্রদান করা হইবে। তিনি প্রাচীন ঢাকা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন।

হুগলী জিলায় নূতন রাজপথ

হুগলী জিলা বোর্ড স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা সাড়ে ৩ হাজার টাকা ব্যয় করাইয়া হইতে বেগমপুর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইবেন।

বাগেরহাটে খানাতল্লাস

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ বাগেরহাট পুলিশ নয় বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। স্থানীয় ২ জন উকিলের বাড়ীতে এবং একখানি চায়ের দোকানেও খানাতল্লাস হইয়াছে।

৪ জন লোককে তাহাদের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স যোগে তাহাদিগকে পুলিশের হেফাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদ সম্পর্কে ঐ সকল স্থানে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

বাঁকুড়ায় সাহায্য কার্য্য

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ বিভাগ কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির বাঁকুড়া কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জানাইতেছেন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১৫টি কেন্দ্রে ২৪৭৫ জন লোককে সাপ্তাহিক নিঃশুল্ক দেওয়া হইয়াছে ২২৫টি কূপ পরিষ্কার করা হইয়াছে। ৬৭৭টি কম্বল ও ১১০৩ খণ্ড বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয়

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়াচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২০শে ফাল্গুন মার্চ্চ রবিবার সভার অন্যতম ... মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ... বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি..., শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি আচার্য্য ... পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, কটক র্যাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ... সান্যাল এম্, এ, ভক্তিশাস্ত্রী বহু অনুকম্পিত জনগণসহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

—

শ্রীল প্রভুপাদ স্বগণসহ পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ... র সময় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ মোটরযোগে বহির্গত হন এবং পথি... শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ... নবনির্ম্মিত গৃহে শুভ পদার্পণ গৃহ-প্রবেশানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ... ৯—২৫ (রেলওয়ে) মিনিটের ট্রেনে ... ঘাট ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া ... মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটি উপস্থিত হন। এইস্থানে ষ্টেশন-মহাশয় ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদকে হার্দ্দ্য অভ্যর্থনা করেন। কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাটে ... হইয়া আসাম মেলে শিয়ালদহ পৌঁছিলে আচার্য্যত্রিক প্রভু, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং সুসজ্জিত মোটরযানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যান।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে, শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীধামের সেবকগণ এতকাল শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহাদের মধ্যে পাইয়া পরমোৎসাহে সেবাকার্য্য করিয়াছেন। তিনি যেদিন কলিকাতা চলিয়া গেলেন সেই দিন ভক্তগণের হৃদয় বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। পরকল্য শ্রীল প্রভুপাদের বহু ভক্তসহ যশোহর জেলার পুরুলিয়া গ্রামে আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে শুভবিজয়ের কথা।

গৃহপ্রবেশ

শ্রীধাম-মায়াপুরে সজ্জনগণের বসতি ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। গত ১২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত সীতাপতি দাসাধিকারী মহাশয় স্ব-স্ব নবনির্ম্মিত গৃহে সপরিজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মপূজা ও আরাত্রিক করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন।

এবার গৌর-প্রকট-উৎসবে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহাশয়ের শ্রীধামস্থ 'ভক্তিবিলাস'-ভবনে, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেন ভক্তিভূষণ মহোদয়ের 'ভক্তিভূষণ'-ভবনে ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নব গৃহে প্রবেশ-অনুষ্ঠান শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

নব গৃহে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রবেশ দর্শন পূর্ব্বক অন্তরের আতিশয্যে স্বহস্তলিখিত ভক্তিভবন প্রভৃতি রাজীবচরণযুগল পূজা করিয়া অনাচারের পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসার যাঁহারা একান্তভাবে করিতে পারেন তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্যবান্ জগতে কয় জন?

—

শ্রীবাস-অঙ্গনে নব মন্দির

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে নবচূড়া-বিশিষ্ট একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটীতে ৩টী প্রকোষ্ঠ আছে। মধ্য-প্রকোষ্ঠে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহাপ্রকাশ-লীলার এক পার্শ্বে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দ অপর পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীসহ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিরাজিত। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, গত ১লা মার্চ্চ গৌরপ্রকট পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল নিবাসী শ্রীযুক্ত ... মহাশয় এই শ্রীমন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিয়া অর্থের সার্থকতার আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

—

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সাগরবাড় পোষ্ট অফিসের অধীন ... গ্রামের শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সামন্ত মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া গত ২রা মার্চ্চ শুক্রবার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীচৈতন্যমঠে তদীয় পিতা কাঙ্গালীচরণ সামন্ত মহাশয়ের বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবসদাচার শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণায় বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই জাগিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত।

মেদিনীপুর জিলার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত শ্রীযুক্ত কানাইলাল মাইতি মহাশয় গত ১৬ই ফাল্গুন (১৩৪০) ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার মহোপদেশক প্রণব ... প্রত্নবিদ্যালঙ্কার ব্রহ্মচারীর পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মাইতির শ্রাদ্ধ শ্রীধাম মায়াপুরে করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কানাই বাবু বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার জন্য একটী মহোৎসবের ব্যবস্থার প্রবন্ধ করিয়াছেন।

পুলিনবিহারী মাইতি মহাশয় গত ১লা মার্চ্চ ১৯৩৩ সালে তাঁহাদের পুষ্পাপুরস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ... মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাই দুঃখ মহাপ্রভু তাঁহাকে অতি সত্বর মর্ত্ত্যভূমি হইতে গ্রহণ করিয়া নিজপাদপদ্মে স্থান প্রদান করিয়াছেন। কানাই বাবু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত ... অনেকে আমাদের ... করিয়া ... শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ... আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যথা প্রেত তাঁহাদের ... থাকে সুতরাং তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে শ্রীহরির নৈবেদ্যই দিতে হইবে। হরিভক্তগণকে প্রেতকল্পনা করা নারকীর কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ বিষ্ণু ফাল্গু শুক্লা ৪৪৮

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

৪০তম বার্ষিক অধিবেশন

—:০:—

১লা মার্চ্চ (১৯৩৪)—পূর্ব্বাহ্ণ

সভাপতি-নির্ব্বাচন

পাঠকগণ অবগত আছেন গত ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌর-প্রকটবাসরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার চত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে আরম্ভ হইয়াছে। অধিবেশন-মণ্ডপটী বহুমূল্য বস্ত্রে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং বঙ্গের বিভিন্ন জেলার সহস্রাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার সাধারণ সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, পাঞ্জা বেদান্তভূষণ মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং পূর্ব্ববঙ্গের স্বনাম-প্রসিদ্ধ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত অধিবেশনের আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকার সময় সভাস্থলে শুভবিজয় করেন। মহামহোপদেশক বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসার গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন।

গত বর্ষের বিবরণী পাঠ

তৎপরে প্রুফসংশোধক শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সুমধুরস্বরে "এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ, সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ" এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন। তৎপর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার বিগত বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

নূতন সভা

অতঃপর নূতন সভা নির্ব্বাচন কার্য্য আরম্ভ হয়। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসার মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রস্তাব করেন যে, শ্রীযুক্ত গিরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হউন। আচার্য্যত্রিক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন মহোদয় তাহা সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত গিরেন বাবু শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সভ্য হন। ভক্তিসারজ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিতেছি। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরিমহারাজের প্রস্তাবে ও মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনে বোম্বে নিবাসী শ্রীযুক্ত বর্দ্ধদাস শেঠ এবং নিউদিল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসু, শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর প্রস্তাবে ও পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় এবং শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার সভ্যপদে নিযুক্ত হন।

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের তালিকা পাঠ

নূতন সভ্য-নির্ব্বাচনের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ মহোদয় গত বর্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের পরবিদ্যাপীঠে যুক্তাংশ পঞ্চরাত্র, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় যে-সকল ব্যক্তি উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নাম পাঠ করেন। এতদ্ ব্যতীত পরবিদ্যাপীঠের যে-সকল ছাত্র গবর্ণমেণ্ট-পরিষৎ সংস্কৃত-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহাদের তালিকাও মহামহোপদেশক প্রভু পাঠ করিয়াছেন। পরীক্ষার ফল গৌড়ীয়ে ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া পুনরায় এস্থলে উহা প্রকাশ করিলাম না।

গৌরাশীর্ব্বাদ পত্র

অতঃপর সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাণ [illegible] চারে [illegible] দক গৌরাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে গৌরাশীর্ব্বাদ-সূচক উপাধিপত্রী প্রদান করেন। এই সকল সৌভাগ্যবানগণের প্রাপ্ত অভিভাষণপত্র সমূহ আমরা সময়ান্তরে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশ করিব। নিম্নে তাঁহাদের নাম ও নামের পার্শ্বে তাঁহাদের প্রাপ্ত পদবী প্রকাশ করিতেছি।

১। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর বিবুধ-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীক শ্রীবীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর—ধর্ম্মভূষণ।

২। এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্-সি—ভাগবিধি।

৩। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু এম্-এ, বি-এল, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া—কার-সিন্ধু।

৪। মহোপদেশক শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ—মহামহোপদেশক।

৫। আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বিদ্যারত্ন—উপদেশক ও ভক্তিপ্রবর।

৬। উপদেশক শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী—মহোপদেশক।

৭। উপদেশক শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী—মহোপদেশক।

৮। উপদেশক শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোপদেশক।

৯। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন—উপদেশক।

১০। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল, প্রধান শিক্ষক, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর) —উপদেশক।

১১। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিরত্নাকর—উপদেশক।

১২। শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (বাঁশবাটী)—উপদেশক।

১৩। শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি এ (পুরী) বিদ্যার্ণব।

১৪। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী— প্রত্নবিদ্যাবিশারদ।

১৫। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী —ভক্তকোবিদ্।

১৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী বি এ (ঢাকা)—ভক্তিবান্ধব।

১৭। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ দাস অধিকারী (পাটনা)—ভক্তিযোগী।

১৮। শ্রীযুক্ত মদনমোহন দাস অধিকারী (কটক)—ভক্তিদৈবত।

১৯। শ্রীযুক্ত শ্যামরাম দাস অধিকারী (হাওড়া) - ভক্তপ্রবর।

২০। শ্রীযুক্ত [illegible] দাস অধিকারী (কাশী) [illegible]।

২১। শ্রীযুক্ত গণচারিহর দাস অধিকারী (ধানবাদ)-- ভক্তিভূষণ

২২। শ্রীযুক্ত রাজর্ষি শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, পাঞ্জা, বেদান্তভূষণ—ভুবনমঙ্গল

২৩। শ্রীযুক্ত বনমালীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্যমঠ)—সেবার্ণব।

২৪। শ্রীযুক্ত গুরুবিলাস দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী (শ্রীচৈতন্যমঠ)—ভক্তিমধুপ।

২৫। শ্রীযুক্ত ভক্তিগৌরভ দাস অধিকা (শ্রীচৈতন্যমঠ) -ভক্তিদৈবত।

২৬। শ্রীযুক্ত শিবানন্দ ব্রহ্মচারী (কাশী) - বাসভূষণ

২৭। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস অধিকারী (পাটনা) সেবাসুহৃৎ।

২৮। শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাস অধিকা কলিকাতা)—ভক্তিসদানন্দ।

২৯। শ্রীযুক্ত অনন্তদেব দাস অধিকা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) —ভক্তিবিধু।

৩০। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু (কলিকাতা মুরারিপুকুর)—ভক্তিবিশারদ।

৩১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি-এ (সবলপুরের গোস্বামীর)—ভক্তিভূষণ

৩২। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস অধিক (ঢাকা)—ভক্তিভূষণ।

বিরহদুঃখ-জ্ঞাপন

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি
দেখি পর।

অতঃপর শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী হইতে সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ ক্রমে গত বর্ষে নিত্যাণ-লব্ধ গৌড়ীয়মঠ-সে শ্রীপাদ অকিঞ্চন দাসাধিকারী, [illegible] কলেজের অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম যশোহর জিলার বরণডালী-নিবাসী শ্রী যোগেশ দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যম একান্ত সেবক ভক্ত শ্রীদীনেশ, ভার বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড উইলিংডন্ বাহাদু পত্নী লেডি মার্শেল ব্রক্স, মিতাটের [illegible] রাজচন্দ্রবর্ণ, পুরীর বিরক্ত শ্রীযুক্ত রাম রামানুজ দাস মহারাজের মিঃ পি ডাব কমাথ, রংপুর জিলার সৈদপুর নি বসন্তকুমার ভেস্থারী, বিজয়দেব সাহেব মাতা দারকা প্রসাদ ভক্তি [illegible] বিনি চরিযারে গৌড়ীয়মঠকে বহুবান্ জমি প্রদান করিয়াছেন) শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্ম প্রমুখ গুরুগৌরাঙ্গ-সেবকগণের ও [illegible] গৌরাঙ্গ-সেবার সহায়কারী জনগণের বিরহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের গুণ প্রকাশ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] বিবেক ভারতী মহারাজ ও মহামহোপদে পণ্ডিত পাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবি মহোদয় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছে পাঠকগণ তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নদী প্রকাশের প্রচার-প্রসঙ্গে যথাসময়ে পাই বেন।

বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতা

অতঃপর মহামহোপদেশক বিদ্যাবি প্রভু ভক্তিপদবী-প্রদানের ও পরম আচারের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে একটী [illegible] গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আ আশা করি এই বক্তৃতা নিয়মে শ্রীগৌ

সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গৌড়ের শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীএকাদশী-ব্রতভঙ্গের পরিণাম

(৩)

গুরুদেবকে আচার্য্য বলা হয়। তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ,—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥
(বায়ুপুরাণ)

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ "আচার্য্য" (গুরু)-নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

এখন যদি কেহ কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগি-গুর্ব্বভিমানে উৎপথগামী হইয়া, শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণোক্ত "ভুঙ্ক্তে ভুঙ্ক্তে ইতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরি-বাসরে। গো-ব্রাহ্মণ স্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি স্ফুটং। মদং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ॥" অর্থাৎ একাদশী দিনে "আহার কর আহার কর" প্রভৃতি উক্ত,—'সুরাপান কর' এই উক্তির ন্যায় পাপজনক বাক্যগুলা না মানিয়া বা না জানিয়া যাহারা গুরু সাজিতে চায়, তাহারা জগতের ভীষণ অকল্যাণকারী সন্দেহ নাই। এবম্বিধ গুর্ব্বভিমানিগণ শুদ্ধ বৈষ্ণব ও সাধুদোষ-বিদ্বেষী বা বিরোধী। ইহাদিগের মুখে ধর্ম্মকথা নামে যত কথা বাহির হয় সবই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তবিরোধ কুসিদ্ধান্ত বা মায়াবাদ-মাত্র যায়। উহা শ্রবণে শ্রোতারও পরম অনিষ্ট সংসাধিত হয়।

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন
শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ
কালমক্ষয়ম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

অর্থাৎ যিনি (আচার্য্য-বেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বত-শাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করেন, তাহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

সাধো সাবধান! সাত্বত-শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন-কারী উৎপথগামী গুর্ব্বভিমানী ও শিষ্যাভি-মানীদিগের সঙ্গাশ্রয় না থাকায় উঁহাদের উপদেশ অমঙ্গলাবর্দ্ধক সুতরাং যেমন সদ্ গুরুপদ-জ্ঞানে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

প্রণতি কুসুমাঞ্জলি

(৩)

হে বেদান্তবেদ্য পুরুষাদির-বিগ্রহ! আপনি শ্রীব্যাসলীলায়, সনকাদিদের-প্রয়োজন বিচার-মুখে ভজনের যে নিগূঢ়কথা সঙ্কেতে বেদান্তসূত্রে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, শ্রীব্যাসানুগ-সম্প্রদায় আম্নায়-পথে তাহার রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইলেও শ্রীব্যাস-বিরোধী তর্কপন্থী মায়াবাদিগণ সেই বৈকুণ্ঠ-বাণীকে পরীক্ষা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করায়, অপ্রাকৃত শব্দের স্ফোট-শক্তির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইয়াছে।

বেদান্তসূত্রের শব্দসমূহে যে বিবর্ত্তচ্ছি-বৃত্তি, তাহা উন্মুখতোষণী হইয়াও বিমুখ-মোহনলীলা-ব্যপদেশে তাহাদের নিকট সুগোপ্য রহিয়াছে।

পক্ষে অপাশ্রিত অক্ষজচি বিমোহিত মায়াবাদী এবং 'প্রকৃতি এক' কল্পনাকারী জড়শাক্তের হংসজব-সম্প্রদায়, অপরাধগন্ধ-নির্ম্মজ্জিতাবস্থায় আবৃত দর্শনে তাহা জানিতে পারে না। কেবল জ্ঞানি-সম্প্রদায় সম্বিৎ-সন্ধিনী হ্লাদিনী-সমন্বিত স্বরূপশক্তিমৎ পর-ব্রহ্মকে বিলাসবৈচিত্র্য-বিহীন নিঃশক্তিক 'চিন্মাত্রব্রহ্ম'-রূপে অসম্যক্ প্রাকৃতবৎ-প্রতীতি ক্রমে কল্পনা করেন।

ভগবানের পায় শতবর্ষ ১১ জন ব্যক্তিই অক্ষজাভিনিবিষ্টাবশতঃ ভগবৎসেবা-বিমুখ হওয়ায় মায়াবাদ-প্রলপিত অসত্-সজাতীয় বিজাতীয়-ভেদরহিত "ব্রহ্মা শব্দবাদ"কেই সেই বাস্তব তত্ত্ববোধে বিবর্ত্ত-দর্শনে ভ্রান্ত।

তাঁহাদিগের কুতর্ক কল্পনাত মায়াবাদ-মেঘ বিস্তারপূর্ব্বক পরব্রহ্ম কৃষ্ণ-সূর্য্যকে লোকচক্ষে আবৃত করিয়া মেঘান্তর হইতে ঈষদ্বিকীর্ণ শুভ্র জ্যোতিঃর আভাসকেই পরব্রহ্ম বলিয়া লোকবঞ্চনা-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল।

পরদুঃখদুঃখী আপনার কুসুমাদপি সুকোমল চিত্ত জীবের এই প্রকার দুর্দ্দৈব-দশনে ব্যথিত হওয়ায় পরোপকারব্রতধৃক্ আপনি প্রকটিত সুসিদ্ধান্ত-সুদর্শনাঘাতে মায়াবাদ-মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদিগকে সত্যসূর্য্য স্বস্থান ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীপাদপদ্ম নখ শোভা-দর্শনের সৌভাগ্যোদয় করাইবার জন্যই প্রপন্নাভিজ্ঞাবলী প্রকট করিয়াছেন।

প্রাপঞ্চিক কাল-গণনায় সেই আবির্ভাব-লীলা মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমীকে ধন্য করিয়া ষষ্টি-বর্ষ-পূর্ত্তি লাভ করিল

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আপনার অপ্রাকৃত আবির্ভাব-লীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র-মুখরিত নিজ সেবকগণের সুপবিত্র শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ আমার নয়ন পথের পথিক হইয়া তদীয় অন্তর্নাট্য মহাবদান্য-লীলা-অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করুন।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-স্বরূপের পতিতো-দ্ধারণ-লীলা জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন।

শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরির মুখপদ্মবিগলিত এবং অভিধেয়-বিচারমুখে গীত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর যথার্থ তাৎপর্য্য আপনি শ্রীব্যাসলীলায় "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" বেদান্ত দর্শনের এই চরমসূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্" শ্লোকে যেমন শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামই একমাত্র উপায় ও উপেয় বিচারে আশ্রিতব্য, ইহা দৃঢ়রূপে জ্ঞাপনার্থে বাক্যত্রয় উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ আম্নায়োক্ত বৈকুণ্ঠ শব্দাশ্রয় হইতেই জীবের আগমনাধী ধর্ম্মে যে পুনরাবৃত্তি তাহা নিবৃত্তি হইবে, ইহা নিশ্চয়ার্থে আবৃত্তির জন্য "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের দ্বিরুক্তি, উহা শ্রীগৌড়ীয় বৈদিক ব্যাসাম্নায়ে আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়া পুনঃ-কথিত সূত্রের যথার্থ আশ্রয় অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

যাঁহার বচিত ভক্ত তদীয় আম্নায়-অবস্থিত মহাজনের নিকট হইতে স্বার্থ অবগত হওয়ায় আপনার সেবক-সম্প্রদায় দিব্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

পক্ষের অক্ষজচি প্রচারিত অদ্বৈ-জ্ঞানেক সম্প্রদায় অধোক্ষবাদী বিক্রম অক্ষজ-জ্ঞান শব্দব্রহ্মকে স্ফোট-শক্তিহীন বিবেচনা করায় পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি দর্শনে বঞ্চিত। সেই কারণে, ব্রহ্ম-কথিত শ্রীবিষ্ণুকে (ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ) পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবার পারবর্তে চিন্মাত্র নির্বিশেষ অঙ্গ-জ্যোতিঃর আভাস পর্যন্ত তাহাদের জ্ঞান পরিণত করিয়াছে; কিন্তু যাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞান সাক্ষাৎ শ্রীগণ যথার্থ বেদাধিকার লাভ পূর্ব্বক বাচ্য ও বাচক ব্রহ্মের অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের অদ্বয় উপলব্ধিক্রমে শব্দাশ্রয়কেই প্রয়োজন-জ্ঞানে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনরত, আমি সেই পরমারাধ্যের প্রয়োজন নিরূপণ-প্রধান শ্রীচৈতন্য বিলাস বাণী-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস পরমহংস লীলা-বিলাসী গৌড়ীয়-আচার্য্যবর্য্য ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের পরমপাবন শ্রীচরণাম্বুজাশ্রয়ে সৌভাগ্যের শ্লাঘা করিতেছি।

অচিন্ত্য-প্রয়োজন-বিগ্রহ সাক্ষাদ্ধরিভক্তি-মূর্ত্তি পতিতোদ্ধারণ প্রভুপাদ! আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার ভুবনমঙ্গল আবির্ভাবলীলা জয়যুক্ত হউন। আপনার শ্রীচরণ কমলের কোটিচন্দ্র-সুশীতল ছায়া যেন বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে ও নিত্যকাল আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল হয় এই প্রার্থনা।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী বার্ষভানবীর প্রেমবাধ্য এবং শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী আপনার সেবা-বাধ্য। স্বয়ং ভগবানের কলাপ-বর্দ্ধনহেতু আপনি সমাগ প্রকারে অবগত আছেন। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীমতী বার্ষভানবীর আনন্দবর্দ্ধন হয়, একথা আপনার অন্তরঙ্গ সেবকগণকে নিষ্কপটে জানাইয়া-ছেন। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকার-ভেদে আপনার আশ্রিত জনগণকে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-সমন্বয়ে কীর্ত্তনপ্রধান অর্চ্চন-মার্গে এবং কেবল কীর্ত্তন-পথে চালিত করিয়া পরিচালকরূপে স্বয়ং নিরন্তর হরিকীর্ত্তন-রত। হে চিরসুন্দর; হে চিরমধুর! হে মধুরপেক্ষ! আপনার হরিকীর্ত্তন-চপল দিব্য বিগ্রহ-গৌর-শ্রীমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণপার্ষদী-মঞ্জরী অন্যোপলব্ধি ক্রমে নিত্যকাল আমার ধ্যানের বিষয় হউন।

শ্রীব্যাসপূজা সফল হউন, ধন্য হউন, পূর্ণ হউন।

'নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবী-দেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

পাকুটীয়াগ্রামে প্রচার

গত ১০ই ফাল্গুন (১৩৬০) ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৪) বুধবার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাকুটীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া মাদ্রাজের শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠ রক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহার পাকুটীয়ার ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা হইতে 'সনাতন শিক্ষা' সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল যাবৎ পাঠকীর্ত্তন শুনিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট্, শ্রীচৈতন্যমাধ্যে ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ১০৲
[illegible] ২৮৲
[illegible] ৷৵০
৩। [illegible]
([illegible]) ৬৲
৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কৃষ্ণমঙ্গল (বাঁধা) ..
৫। গৌড়ীয় গীতি ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। [illegible] ১০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
১২। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত [illegible] (বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible] ([illegible]) ।০
১৪। জৈবধর্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন দিন দর্পণ ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চৈতে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৩৬। মহাপ্রভু ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। [illegible] ..০
৩৯। প্রার্থনামৃততরঙ্গিণী (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা ০
([illegible] চারিখণ্ড) ৩
৪১। প্রপন্নজীবনামৃত ।০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মায়াবাদের জীবনী ।০
৪৪। গৌড়েশ্বরানন্দঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনোদ ।০
৪৬। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতসংগ্রহ ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। উপনিষদ (বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সারস্বতী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সর্বস্ব [illegible] ।০
৫৪। সতীক-বিষ্ণুসহস্রনাম
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। সাত্ত্বত-বিধান
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পাঠক্রম ⁄০
৫৮। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯ বায় রামানন্দ ।০
৬০ নামভজন
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবধর্ম
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। [illegible]
[illegible]
৬৭। [illegible]
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। [illegible] ⁄১০
৭২। [illegible] ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোপীনাথ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible] শ্রীপাটবাড়ী, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]।
৯। [illegible] পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রী[illegible]- চাঁপাহাটি, পোঃ [illegible], বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible], বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible], পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীগদাধর গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবত[illegible] মঠ [illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ [illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ —এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible], নন্দগ্রাম ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রী[illegible]—[illegible],
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ —[illegible]
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ -১০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST ·

পরমপূজ্য শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় —সাপ্তাহিক পত্র পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —ভিন্ন ভাষায় একবার পাক্ষিক পত্রিকা। [illegible] সম্পাদিত ও [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত. ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক পয়ার এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পয়ারসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও বংশাবলী-সম্বলিত পরমার্থকথা-সমূহ সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং শীঘ্র সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই. বি. আর ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেন তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	১—৩,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—২৬,	২২—১৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৪—৫০,	৯—৪৬,	১৩-৪৮,	১৮-৩৯,	০ ৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫	১০—৪৪,	১০—৩২,	১৭—৩৮,	২০—২৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮ ১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই. আই. আর ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেন-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৩—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১৯, ১১-২৫, ১৬-০ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৩	৯-৪৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

৩রা মার্চ্চ ১৯৩৪

বিলাত হৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি বরগা বা ঘীম	
গাঁথা	[illegible]
ঐ বেঙ্গল ঢালাই	৫/০—৫৷৶০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৶০—৬৷৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৶০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২৷৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১৷৶০
২৬ গেজ „ „	১২৷৶০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৷৷৶০	১৪
গালভান্ড কাঁটাতার ১০০	
গজের থাক	৮৷০
টিন গাতি	৩৷/০—৩৷৶০
„ গোলচ্চু (গোল)	৩৷/০—৩৷৶০
„ চ্যাপ্টা (চৌকা)	৩/০—৩৷৶০
গোল রড ৷০—৷৶০ সূতা	৫—৫৷০
টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৬—৬৷০
„ বাট্টির ঢাল	৭৷০—৭৷৷০
„ সেট—টিন সুতা মোটা	
গজার	৮—৮৷৶০
„ চাদর ৩-১৬ পাতা বাট্টির	৯৷৷৶—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১৷০
বয়ের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেণ্ট পেরেক ৭—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
ওয়াশার গর্ভ ১ হইতে ১০ নং ৯৷৶—১২৷০ মাত্র	
গোবর ৭, ৫, ৬, ৭৷৷৶০ ৮৷৷৶০ ৯৷৷৶০ডঃ	
ঐ টিন প্যাটার্ন ৫৷৷৶০ বেঃ বিঃ	৬৷৶০ „
প্লাঃ প্লেন খাটাল ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০—৬৷০
ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ „
লোহার চেঙ্গার পাতের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— „
ঐ চাকের গোলার সিট	১৫ „
ঐ গেলেন্সা (৩ ফের সিট)	১৮ „
লোহার ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি ৶১০—৷৶০ গ্রোস	
ঐ কপাট ৭৭ নং	
৪—৪ ইঞ্চি	৷১০—৷৷৶০ গোঃ ফুল
প্লাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১৭৷০—১৪৷০ হন্দর
প্লাঃ ফিটিংস (মাইকা)	
৫ ইঞ্চি	৷৶—৷৷৶১০ পীস
প্লাঃ প্যাটার্নিং বা সোজা	
৩ ইঞ্চি ,	৷৷০—৷৶০ „

প্লাঃ ক্রুপ ১৷০— ২৷০ টাক ২০—২৯ হন্দর	
প্লাঃ পাথরের বাটি	১১৷০—১২ „
প্লাঃ গোল্ড ৩—৭ ইঞ্চি	
	৷৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই বোল্ট	৩৷০—৭৷০ হন্দর
ঐ বেন্ড খাটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৷১০ ও	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য প্লাঃ	
পাইপ১৷ ইঞ্চি	৷৶৫ ফুট
পাম্প ৭নং ১২৭৷০ ৫নং ৩৪ ৬নং ১৭	
৯০—৯০ পাউণ্ডের ৶৷৫ মাত্র ৭৷০-১৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, ফোন- "লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লেফেক্ট মার্কা বাক্স (২ টিন)		৯৫
সূর্য্য মার্কা	„	৬৷০
হরিণ মার্কা	„	৬

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৷৶
গিনি	৩০৷
বার্ (পাকা)	৩১৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ টুকরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৮ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫ „ ঐ (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৬ ৬৯) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট বোর্ড :—	১০২৷৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পেইড আপ)		১২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	৯২

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী কল	৭৫

পাট কল

হাওড়া	৫০
এংলো ইণ্ডিয়া	১৯২
গঙ্গা	১৫২
[illegible]	১৫০
কেলভিন	৩৭০
[illegible]	২৪৯
[illegible]	২. ৷০
ডালহৌসী	৪০৷০
ক্লাইভ	৪০৫

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণতায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আর এ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

কে. সি. বসু এণ্ড কোং

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতেছে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাঃ... ... ... এম, এস, এফ, দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
½ কলম ৩॥০
প্রতি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকদের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র সমাদৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৪০, ৭ই মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::o::—

খানাতল্লাসে বন্দুকের সন্ধান

আমডাঙ্গা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি পুলিশ অনেকখানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়াছে। তাহারা দুটী বন্দুকও পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত ৩।৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ পুলিশ এই মর্ম্মে এক সংবাদ পায় যে, সহরের তিন মাইল দূরে কোন এক গ্রামে ডাকাতি হইবে। তাই তাহারা সেখানে গিয়া ডাকাতদলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর তাহারা উপস্থিত হইলে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি বাড়ীতেও খানাতল্লাস করা হইয়াছে। সে সমস্ত গ্রামের ডাকাতির সম্পর্কে তদন্ত করা হইয়াছে।

— —

ডাকাতি ও নরহত্যা

বাগআঁচড়া হইতে এখানে সংবাদ আসিয়াছে যে, উক্ত জিলার কোতোয়ালী থানার এক দল ডাকাত জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে হানা দেয়, ইহাতে তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া জনৈক লোক গুলীতে বিদ্ধ হয়।

প্রকাশ, ডাকাত দল যখন ইহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে যায় তখন তাহারা তাহাদিগকে বাধা দেয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ একজন ডাকাত উহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে, ফলে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এই সম্পর্কে পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে।

পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র জানা ও গণেশচন্দ্র কর্মকার কাকদ্বীপে আবগারী দোকানে পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহাদিগকে বিচারার্থ ডায়মণ্ডহারবারে আনা হইয়াছে। গত ৫ই মার্চ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের বিচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কর্মকার ও রাম চন্দ্র জানা গ্রেপ্তারের ২ দিন পূর্ব্বে দমদমের স্পেশাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

———

নগদ টাকা উধাও

পাবনা হইতে প্রকাশ, বাজোয়ারী বাজারের স্বর্ণকার শ্রীযুক্ত কীরোদচন্দ্র স্বর্ণকারের দোকানের লোহার সিন্দুক হইতে আশ্চর্য্যজনকভাবে ৫ শত টাকা উধাও হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সিন্দুকের চাবী মালিকের নিকটই ছিল; যে ব্যক্তি টাকাটা চুরি গিয়াছে, সে ব্যক্তি দোকানে একটী ছুলের চাকর রাখিয়া যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

———

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি

রামপুর হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আর, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সম্প্রতি দেরাদের বিভাগ রংপুরে ২০৬ খানার অধিক গ্রামে শিলাবৃষ্টি হয়। তবে বিশেষ তারতম্য ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ফলে কতিপয় গ্রাম বাদীত অন্যান্য স্থানে ক্ষতি সেরূপ অধিক হয় নাই। যে সকল গ্রামে অধিক ক্ষতি হইয়াছে, তথায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে কৃষি-ঋণদান ও খাজনার বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়াছে।

মন্ত্রীর নীতি সম্বন্ধে আলোচনা

রামপুর হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত এম, পি, কোনার মন্ত্রীর নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সভার কার্য্য সাময়িক বন্ধ রাখিতে যে মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করেন, আজ তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত পক্ষে ৩২টি করিয়া ভোট হইয়াছিল; শেষে সভাপতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মন্ত্রীর দল জাতীয় দলের পক্ষে ভোট দেন।

জাতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত কে, বি, রায় বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে সভাপতির দেশপ্রতিনিধিদের পক্ষেই ভোট দেওয়া উচিত। মন্ত্রীর কোন নীতিই নাই। আলোচনা পূর্ণ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল, আজও উহা ৩ ঘণ্টার অধিক সময় ধরিয়া চলে।

ডাকাতির অভিযোগ

মণ্ডলপাড়া গ্রামের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে গমন করায় মহম্মদ ইয়াকুব ও অপর ৭ জন লোক ধৃত হইয়াছে।

তাহাদিগকে ডায়মণ্ড হারবারের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, কে, ঘোষের আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

বহরমপুরে খানাতল্লাস

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে, আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। সত্যেন্দ্র বাবুকে সে রাত্রি থানায় আটক করিয়া রাখা হয়। পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

৬০নং মোকদ্দমা ১৯৩৪

বাদী—শ্রীবিহারীলাল ঘোষক, পিতা পরলোকগত গণেশচন্দ্র ঘোষক, জাতি ঘোষক, পেশা বৃত্তিভোগী, সাং সাধনপাড়া, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া।

প্রতিবাদী— ১। কটিক বুড়ী ২। শ্রীহরি মুদি, ৩। শ্রীঅধরদাস দাস (বড়), ৪। স্বর্ণভূষণ দাস, ৫। সুধীরচন্দ্র, ৬। সুবিমল নন্দন, ৭। বঙ্কুবিহারী, ৮। ইন্দুবালা ৯। ভূষণ বাগান, ১০। বিধু বাগান, ১১। হেম বাগান, ১২। সতীশচন্দ্র দাস, ১৩। হরিদাস দাস (ছোট) ১৪। কুমারীশচন্দ্র দাস, ১৫। নিত্যেন্দ্রনাথ দাস, ১৬। নিমাই চন্দ্র দাস, ১৭। কার্ত্তিকচন্দ্র বাগান ১৮। রামচন্দ্র বাগান, ১৯। ক্ষেত্রমণি বাগান, ২০। অবিনাশ চন্দ্র বাগান ২১। মনোমোহন বাগান, ২২। কনকমণি দাস, ২৩। খোলার পোড়া পাড়ার উক্ত অধিবাসিগণের পক্ষে ও সাং শ্রীরামচন্দ্র দাস পিতা মৃত মাধবচন্দ্র দাস জাত কৃষ্ণ-বর্ণক, সর্ব্ব সাং সাধনপাড়া খোলার পোড়া পাড়া থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া।

না লর্ড ভাড়িতে বিবাদিপক্ষ অনধিকার প্রবেশ সাব্যস্তে তাঁহাদের অধিকার ও স্বত্ব বজায় উদ্দেশ্যে খাসদখল ও বাদীর ভোগদখলী কোঠার আলো বাতাস বাংলাতে বিবাদী পক্ষ বন্ধ করিতে ও উক্ত জায়গায় কিছু ও নীচে এবং পাঁচিলের ছাদ্দা বাগানে অনধিকার করিতে না পারেন তজ্জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইবার দাবী নালিশ দাবী ৫০৲ টাকা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৪০

প্রতারণার ষড়যন্ত্রের মামলা

অপার সার্কুলার রোডে প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়া চাকরী দিবার, কেরোসিন তৈল বিক্রয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার ও অন্যান্য বহু প্রকারে কলিকাতার ও বাহিরের লোক দিগকে প্রতারিত করিতে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে অমূল্য শঙ্কর সেন, শরৎকুমার রায় চৌধুরী, উপেন্দ্র সেন ও অপর ৬ জন লোক জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত শনিবারে উক্ত মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

সাক্ষী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিকদার জেরার উত্তরে বলেন, সার্কুলার রোডে আসামীদের প্রধান আড্ডায় টাকা লইয়া যাইবার ২।৩ দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ১ শত টাকা ধার দিবার জন্য সাক্ষী তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলিয়াছিলেন, একটি ঘরে দেখা হইয়াছিল। বাক্স ও অন্যান্য আসামী সেখানে উপস্থিত ছিল। সাক্ষী ৫।৬ বার উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথম দিন ও পরবর্ত্তী কয়েকদিন বাক্সকে সাক্ষী দেখিয়াছিলেন। বাক্সের সহিত সাক্ষী কখনও কথা কহেন নাই।

বড়বাজারে চুরির অভিযোগ

মিষ্টার রফিয়ুদ্দিনের নিকট হইতে ১ হাজার ৩ শত ৮০ টাকা অপহরণ করিবার অভিযোগে দেওকী কাহার জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত শনিবারে উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবি আছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, মিষ্টার রফিয়ুদ্দিন রাজসাহীর অধিবাসী। কিছু সোনা বিক্রয় করিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি বড়বাজারে গোলাপট্টিতে একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে গমন করেন। দাম স্থির হইলে তিনি স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া টাকা গ্রহণ করেন। প্রকাশ তিনি দোকান হইতে বাহির হইবামাত্র আসামী সুযোগ পাইয়া পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া বলপূর্ব্বক ঐ টাকা গ্রহণ করে। তিনি চীৎকার করেন কিন্তু কোনও লোক তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবার পূর্ব্বেই আসামী পলায়ন করে

ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত এস, এন, মুখোপাধ্যায় ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। আসামীকে পরে উত্তর বিভাগের পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি আসামীকে বিচারার্থ প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। গত শনিবারে কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। শুনানী মুলতুবি আছে।

প্রহারের অভিযোগ আসামী দণ্ডিত

চিৎপুরে কার্য্যে রত শত ক্লেশ নিবারিণী সমিতির জনৈক প্রতিনিধিকে পাদুকা প্রহার করিবার অভিযোগে গোপী নামে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ও, এফ, এম, আমেদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন, জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ফরিয়াদীকে দিতে হইবে।

সরকারী অগ্নি সংযোগের মামলা

হরিনাথ সিংহলা লেনের পঞ্চানন দাসী নিরুপমা বালা নামে তাহার প্রতিবেশীর বাড়ী প্রহার করিবার অভিযোগে জনৈক কলিকাতায় শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামীকে পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মামলার শুনানী মুলতুবি আছে।

পুরাতন পাপী দণ্ডিত

শিয়ালদহ বাজারে গোপীনাথ দেবনাথের পকেট হইতে একটি টাকার থলি অপহরণ করিবার অভিযোগে পুরাতন পাপী আবদুল শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন, কারামুক্তির পর আসামীকে ৩ বৎসর পুলিশের পর্য্যবেক্ষণাধীনে থাকিতে হইবে।

দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

জগন্নাথ ঘাটের এক দোকানে সম্প্রতি যে দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে, পুলিস সে সম্পর্কে এখন তদন্ত করিতেছে।

প্রকাশ, মালিক বাবুরাম যখন দোকানে ছিল না, সেই সময় চোরে আলমারী উপরে দোকানে প্রবেশ করিয়া, নগদ প্রায় ৫ শত টাকা এবং কয়েকটা অলঙ্কার লইয়া চম্পট দেয়।

এই চুরি সম্পর্কে এখনও কাহাকেও ধৃত করা হয় নাই।

ফেণীতে ভীষণ ঝড়

ফেণী হইতে এইমাত্র সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, দাগনভূঞা থানার শ্রীপুর ও আনন্দপুর গ্রামের উপর দিয়া এক ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা বহিয়া গিয়াছে প্রায় সকল বাটীর বাড়ীই ভূপতিত হইয়াছে ও অনেক বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।

তবে ঘূর্ণীবাত্যাটী অল্প স্থানের উপর দিয়া যাওয়ায় কেবল ঐ ২টা গ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কোন প্রাণহানি হয় নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বিপন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন।

সাবলপুর ডাকাতি মামলা

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ সাবলপুরে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীভূষণ সাধুখাঁর গৃহে ডাকাতি করিবার অভিযোগে শ্রীপতি, বিনোদ, শেখ কালু এবং অপর দুইজন গ্রেপ্তার হয়। সরকারী দায়রা জজ রায় সাহেব পি, চৌধুরী প্রত্যেক আসামীর প্রতি ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীপতি ও বিনোদ ডাকাতির জন্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রত্যেকে দুই বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। অন্য আসামী সরকার আইনের উল্লিখিত অভিযোগে উপরোক্ত দুই ব্যক্তির সহিত কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে, কিন্তু এই ডাকাতি মামলায় সে যথেষ্ট প্রমাণ না হওয়ায় তাহাকে খালাস করা হইয়াছে।

কর্ম্মী ধৃত

ছাপরা হইতে প্রকাশ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মী আর্য্যনাথ গোলপুর রেল ষ্টেশনে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আর্য্যনাথ পাটনা হইতে ফিরিতেছিলেন। সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটি তাঁহাকে হাজীপুর মহকুমার কার্য করিবার জন্য পাঠান। তিনি যে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত হন, তথায় তিনিই প্রধান কর্ম্মী ছিলেন।

তাঁহাকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৫, ১০৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা ও সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, কে, ভট্টাচার্য্যের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তিনি আসামীকে জামীনে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাহার জন্য জামীন হন নাই।

কালু গাড়োয়ান সাজাবন্দী

কারারুদ্ধ

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ গান্ধীজীর আশ্রমের কালু গাড়োয়ান এবং অনুগামী সাবরমতী গ্রাম হইতে অস্পৃশ্যতাকালে তাহা কার্যকালের মধ্যে গ্রেপ্তার হন। জীবন বাজারিয়াদের সদস্য না থাকার অভিযোগে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৯ ধারানুসারে তাঁহাদের বিচার হয়। ৯ মাস ভাল ভাবে থাকিবার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেকে আড়াই শত টাকার জামিন দিতে আদেশ করেন, কিন্তু তাঁহারা জামিন দিতে অস্বীকার করায়, প্রত্যেক ৯ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

হরিপ্রসাদ বসন্ত নামক সাম্যবাদমূলক ছাত্রের গত গ্রেপ্তার হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮ (ক) ধারামতে সে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে তাহাকে আরও ৬ সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বসুন্ধরার রাজাজের বিহার যাত্রা

বারাণসী হইতে প্রকাশ শেঠ যমুনালাল বাজাজ বিহার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তিনি এখানে পৌঁছিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত বিহারের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি এখান হইতে পাটনায় রওনা হইয়াছেন।

নানাস্থানে অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ পঞ্চগনের মধ্যে ডাক্তার শেঠ বাহিরে উপনিবার অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেখানে অঞ্চল প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। দুইটি বাগানী ভাগের আড়াই হাজার টাকার মাল ভস্মসাৎ হইয়াছে। সম্পত্তি বীমা করা ছিল।

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ সেন্ট্রাল ডেপো এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে দুইটা কারখানা সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তবে এই ব্যাপারে কেহই মারা যায় নাই। কি ভাবে যে আগুনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। রেল কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করিতেছেন।

করাচী হইতে প্রকাশ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অগ্নিকাণ্ডে প্রত্যেক কাম্পেনীর সিংহলী প্রকোষ্ঠ ভস্মীভূত হইয়াছে। আমারলীগের নায়ার সাথী বাবু সাংঘাতিক ভাবে পুড়িয়া গিয়াছেন তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্.
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪, বুধবার { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভক্তিবিলাস-ভবনে ভাগবত পাঠ

গত ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ তারিখে সন্ধ্যায় ঢুবকাপ্রবাসী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয়ের শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ভক্তিবিলাস ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলা অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই শ্রীচৈতন্য-মঠের একনিষ্ঠ সেবক মধুসূদন বাবুর নাম অবগত আছেন। তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এতদ্-ব্যতীত তিনি মধ্যে মধ্যে নদীয়া-প্রকাশের সেবায় প্রবন্ধ লিখিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি নিজে ভজনপরায়ণ হইয়া পরিজনগণের হরিভজনের সুবিধার জন্য শ্রীধামে একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়া। তিনি হরিকথা-শ্রবণ পিপাসায় শ্রীধামে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। মধুসূদন বাবুর মাতার ঐকান্তিকী ইচ্ছায় তদীয় ভবনে স্বামীজী মহারাজের পাঠ হইয়াছিল। ধাম-বাসী ও মঠবাসী ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকল ভক্তই পাঠশ্রবণে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বামীজী মহারাজ ভক্তিনী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটীর অভিমান বর্ত্তমান থাকিতে শ্রীহরির ভজন হয় না; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বভূতের প্রতি কৃপা করিবার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত। স্বামীজী মহারাজের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, উপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল ভক্তিবান্ধব, বেলেঘাটার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তি-সুধাকর শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সেব ভক্তি-ভূষণ, ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিভাস্কর, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, এ. এম, এম্ (খানবাদ), শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র সরকার বি-এ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মেদিনীপুর জেলায় প্রচার

গত ১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার কাঁথি শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত "বড়সাহড়া গ্রামে "বর্ণজীবনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে এবং তৎপর-দিবস "গীতার সার" সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় ৫০০ শত সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, সাধারণ ব্যক্তি এবং মুসলমান প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে লিখিত হইল। স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কার্য্যে ভক্তিসূচক একটী অভিনন্দন স্বামীজীকে প্রদান করেন তাহাও নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বড়সাহড়া গ্রাম-নিবাসী প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণ-তীর্থ, হারাধন চক্রবর্ত্তী কাব্য ব্যাকরণ-তীর্থ, রামচরণ চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরত্ন, রজনীকান্ত মিশ্র, দুঃখীরাম কোচ, তারক চাঁদ মাইতি, ভুবন চন্দ্র নায়ক, যজ্ঞেশ্বর রায়, পেলারাম রায়, জীবনরাম মণ্ডল, সেখ গোলাম মীরা, সেখ কেইমুদ্দিন মিয়া, কুঞ্জবিহারী মাইতি হেড পণ্ডিত, সান-সাহড়া-নিবাসী প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মালপাড় বাসী টাকির জমিদার বঙ্কিম চন্দ্র দাস, মালপাড় নিবাসী তারিণী চরণ সাহু, ভুয়া-নিবাসী শ্রীপতিচরণ মেইকাপ, সারদাপ্রসাদ মেইকাপ. ভাড়-ডাঙ্গা-নিবাসী জীবন চাঁদ মাইতি, এড়াইন-নিবাসী অদ্বৈত চাঁদ গুছাইৎ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হন এবং সভান্তরে হরিকথা শ্রবণার্থ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ

ত্রিদণ্ডিস্বামি-ভক্তি-ভূদেব-শ্রৌতী-মহোদয়স্য শুভাগমনে অভিনন্দনপত্রমিদম্

দামোদরায় কৃষ্ণায় হরয়ে পরমাত্মনে।
গোপানন্দ-স্বরূপায় নমস্তে সর্ব্বভিত্তয়ে॥
নমঃ কৃষ্ণস্বরূপায় নমস্তে নমশ্চতুরে।
নমো গুরুস্বরূপায় সত্যায় শ্রীধরায় নমো নমঃ
সত্যার্থদর্শিনং শান্তং সত্যাসত্যবিচারিণম্।
শ্রীমন্তং ভক্তিসিদ্ধান্তং মহাত্মানং
নমাম্যহম্॥
মঠাধ্যক্ষং গুণশ্রেষ্ঠং ভগবৎপদদর্শিনম্।
ভক্তশ্রেষ্ঠং জনানন্দং মহাত্মানং নমাম্যহম্।
বিভাকরং বশকরং গুণাকরং দয়ার্ণবম্।
দেবকল্পং সদানন্দং মহাত্মানং নমাম্যহম্।
সুশীলং বিনয়াঢ্যং সুমুখং প্রিয়বাদিনম্।
যোগিনং বিশ্বানন্দং মহাত্মানং নমাম্যহম্
মহাত্মনস্তব পদাম্ভোজে
কটাক্ষঞ্চ বিজয়ং বয়ঞ্চ।
উৎসুকা মাধবপাদপদ্মে
মঠস্য সেবাং পারমার্থিকঞ্চ॥
ভগিন্! সদানন্দপদাব্জসেবী
বিশ্বপ্রদানেন মঠং বিপালি।
হরিভক্তং গুরুজনস্য সেবাং
পূর্ব্বোক্ত বীক্ষ্য পরিপালয় ত্বম্॥
সন্তঃ সন্তং বসন্তু পবনঃ স্নিগ্ধোপমস্তুঃ
সর্ব্বে সুখা ভবন্তু সদয়াঃ
পূণ্যঃশোভনকাদিম্
সর্ব্বে লোকা ভবন্তু সদয়াঃ
সর্ব্বসৌভাগ্যপূর্ণং
সর্ব্বে দেবা বিপুলসদয়া ভক্তবৃন্দং তথাস্তু॥
বড়সাহড়া-গ্রামবাসিনো ব্যাকরণতীর্থো-পাধিকস্য শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন প্রেমের প্রভাবে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার ৪৪৮

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

[শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার সভাপতিরূপে গত ১লা বিষ্ণু ৪৪৮ গৌরাব্দ, ১৮ই ফাল্গুন ১৩৪০, ২রা মার্চ ১৯৩৪ তারিখে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানরূপ-নাট্য-মন্দিরে আহূতা সভার ৪০তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত]

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

সেই নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ—সনাতন বস্তু। তিনি সকলের প্রভু, তাঁ'র দাসসকলও প্রভু। যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রাই প্রভু।

"আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ।" সেই কৃষ্ণবস্তু উপদেশকরূপে তাঁ'র নিজের সেবা নিজেই করেন। কৃষ্ণসেবাবিমুখ প্রতীতিকে সেবোন্মুখ করবার জন্য যিনি যত্ন করেন, তিনিই গুরুর কার্য্য করেন। আমরা লঘু, অপণ্ডিত, বিপরীত-বুদ্ধিবিশিষ্ট, প্রকৃতির দাস। 'আমি কর্ত্তা' এই বুদ্ধি হ'তেই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা—এই তিনটে এসেছে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গান শুনিয়েছেন, সেই গানের মধ্যে এইটী নির্দ্দেশ ক'রেছেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

"আপনি নিরহঙ্কারী অন্যে দিবে মান" বিচারটী যিনি পরিত্যাগ ক'রেছেন, তিনি ভক্তিপথ হ'তে বিচ্যুত। আত্মবিৎ আত্মা কি জানেন? এখানে একটী শ্লোক দেখ,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥
কেশাগ্র-শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো
হি চিৎকণঃ ॥

আমরা চিৎকণ জীব—অনেক, কিন্তু সনাতন বস্তু—এক। একটা চুলের অগ্র অংশকে শত ভাগ ক'রে তা'রও শত ভাগ, সেইটে 'আমি'। সেই 'আমি'কে ধোঁকা দেবার জন্য অনেক জিনিষ এসেছে। যা'র যেরূপ কামনা, সেই অনুসারে সকলেই প্রভু হ'বার জন্য—নিগ্রহের দ্বারা কল্যাণ করা যায়। এই কার্য্য করার জন্য কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এই তিনটীর দরকার। কনক-কামিনী—ছোট, প্রতিষ্ঠাশা—বড়। মনুষ্যজীবনে এ ছাড়া অন্য কার্য্য আর নাই। প্রতিষ্ঠাশা বড় দৌরাত্ম্যজনক।

সনাতন গোস্বামীকে সনাতন-কৃষ্ণ গৌরলীলায় যে উপদেশ দিয়েছেন তা'তে আমরা দেখ্‌ছি যে, কৃষ্ণবিস্মৃতিফলে আমাদের দুর্গতি হ'য়েছে। শ্রীরূপগোস্বামী সংসারিক পরিচয়ে সনাতনের অনুজ কিন্তু তিনি সনাতনকে 'গুরু'-রূপে জানেন। সেই রূপ গোস্বামী হ'তে রূপানুগ-সম্প্রদায়। শ্রীল দাসগোস্বামীও সনাতনের শিষ্য। তিনি যেরূপভাবে গুরুপূজা ক'রেছেন, সেটী বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে আছে—

'বৈরাগ্যযুগ্' প্রভৃতি।

বিরাগের ভাব—বৈরাগ্য-ভক্তিরস—শৃঙ্গার-রস নহে। বৈরাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার আশা করেন না। যদি প্রত্যহ সকালে উঠে নিজেকে শত ঝাঁটা মারা যায় তা'হলে গুরুদ্রোহী হ'তে হয় না, প্রতিষ্ঠা আসে না। গুরু সাধারণের নিকট একরূপে এবং অন্তরঙ্গ জনের নিকট অন্যরূপে পরিচিত। অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ পরিচিত সেটী বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে গীত হ'য়েছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণের পরপ্রেষ্ঠ ও অর্ভ্যর্থ্য। তাঁ'র (শ্রীগুরুদেবের) দাস্য ব্যতীত কৃষ্ণদাস্যের সম্ভাবনা নাই। যাঁ'রা তাঁ'র দাস্য করেন, তাঁ'রা প্রভু; তার বাহবাক্য—'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা', গোঁজা কথায় ভোগী হ'বার বাসনাযুক্ত, মানুষ ভোগী বা ত্যাগী হ'তে পারে না, সর্ব্বদাই এই কথাটী লিখে রাখ্‌বেন।

প্রতিষ্ঠা—শৌকরী বিষ্ঠা; এটা ছাড়লে মঙ্গল হ'বে। আমি ত্যাগ ক'রে বাহাদুরী নেব এটাও প্রতিষ্ঠাশা। এজন্যে বলি, এখানে যতগুলি কথা আছে, সব শেষ ক'রে নাও। গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় করলে সব সুবিধা হ'বে। তাঁ'র পুরুষ, প্রকৃতি ও কলত্রেই সব আছে। তাঁ'র কথা তিনি সনাতনের শিক্ষায় অতি সহজ ভাষায় ব'লেছেন, আমি সেবা-বিমুখ জীব—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করলেই মানুষ হ'তে পারবে। প্রতিষ্ঠাশার চেউ খাওয়া মাত্র সার হয়। শ্রীল দাসদেব পূর্ণমাত্র প্রকৃত প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশায় বৈরাগ্য হওয়া দরকার। তা'হলেই প্রকৃত বৈষ্ণব হ'তে পারব।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উত্তরে পারমহংস্য-ধর্ম্ম, তা'কেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে, যেখানে সম্পূর্ণ সেবাপ্রবৃত্তি, সেটী কেবল বার্ষভানবীতে আছে; আর আংশিক তিনি যা'কে যতটুকু দিয়েছেন তাতে ততটুকু বর্ত্তমান। আমরা যদি অমানী মানদ হই তা'হলেই সব সুবিধা হ'বে নচেৎ সবই অসুবিধা-জনক হ'বে, আমরাও অমায়ীর জালে হ'বে।

প্রযত্নৈঃ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তিরস পান করাবার জন্য প্রকৃষ্টরূপে যত্ন ক'রেন। তিনি অনভীপ্সু আমাকে বাসনার আশা—প্রতিষ্ঠার আশা করান না। আমরা বহু আরাধনার ফলে ডেকে ডেকে শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁ'কে পেয়েছি। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি বহু দিন পড়তে পড়তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম পেয়েছিলাম। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি—যিনি এই ছয়খানা গ্রন্থ না পড়েন তাঁ'র কিছু মঙ্গল হ'বে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতমালা মধ্যে 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা' আছে। সেগুলি সর্ব্বদা মনে রাখবেন। তাঁ'র দাস্য যদি ইচ্ছা হয়, তবে মহাপ্রভুর বিচার মনে রাখবেন। তাহলেই প্রকৃত-প্রস্তাবে পরমহংস-অবস্থায় অবস্থিত হ'তে পারবেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে উঁচু আসনে ব'সেছি, সেই আসনটা আমার নয় সেটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আসন আমার মাথাটা গুরুপাদপদ্মের। পাপযুক্ত চক্ষুতে গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয় না। তা'তে গোপানন্দ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়। এই গৌরপাদপদ্মে শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন পেয়েছিলাম।

আমি বিচার ক'রেছিলাম, শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা করব না, কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে উচ্চাক্রমে শ্রীধাম সংসারের ভার বড় সহস্র গুরুদেব আমার হ'য়েছেন। কেউ চ'লে গেছেন, কেউ আছেন, সকলেই আমার গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত। তিনি মিলাইয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন, রঘুনাথ, শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সম্বন্ধভাবে সংশ্লিষ্ট—আলাদা নন, স্বতন্ত্র নন।

এদিকার ছেড়ে দিয়ে মন, গোঁফদা, বিদ্যা প্রভৃতির অভিমানে প্রমত্ত হ'লে গোলমাল হ'বে যাই কিন্তু—

"দিনমান-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।"

নাম করতে করতে কৃষ্ণসেবা-বিমুখতা এসে যাবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শীতার পরিবারের মধ্যে আমাকে কিছু সেবাভার দিয়েছিলেন, কিন্তু করতে

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

৪০তম অধিবেশন

——:০:——

ধন্যবাদ প্রদান

আমরা গত কল্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার চত্বারিংশত্তম অধিবেশনে গৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র-প্রাপ্ত সজ্জনগণের তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নে যাঁহারা বিশেষ সেবাকার্য্যের জন্য শ্রীসভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্য প্রবল-বেগে চলিতেছে বলিয়া আজ ৩ বৎসর যাবৎ শ্রীসভার বার্ষিক অধিবেশন-কার্য্য এক দিনে শেষ হয় না, তাই শেষ হইতে ২।৩ দিনের প্রয়োজন হইতেছে। গত কল্য প্রথম দিনের অর্থাৎ ১লা মার্চ্চের পূর্ব্বাহ্নের অধিবেশনের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ উপাধিপত্র বিতরণ করিলে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপর ধন্যবাদ প্রদান-কার্য্য আরম্ভ হয়।

"নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট"

শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাস অধিকারী বি-এ মহাশয় নদীয়ার বর্ত্তমান সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট

পারি নাই কিছু বহু করেছি মাত্র। এখন আপনাদের কাছ থেকে অবসর পাবার সময় হ'য়েছে। হয়ত' আর দেখা নাও হ'তে পারে। আপনারা আমার গুরুপাদপদ্মের কথা স্মরণ করবেন। তাঁর বৈরাগ্য-কথা আলোচনা করবেন। আপনাদের ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির আসনে অনেক সময় ব'সে পড়ে ধৃষ্টতা করি মাত্র।

ভোগী ও ত্যাগী কর্ম্মজ্ঞানারূঢ় অভক্ত। এদের অনুসরণ করবেন না। গুরু কৃষ্ণ দর্শন হ'তে যেন কোনদিন বঞ্চিত না হন। যদি হন তবে জানব, আপনাদের সঙ্গ করে বঞ্চিত হ'য়েছি মাত্র

আপনারা শ্রীগুরু-পরম্পরাটী কীর্ত্তন করুন। (অতঃপর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু "কৃষ্ণ হৈতে চতুর্মুখ" গীতিটী গান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।)

কৃষ্ণনাম কর জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু এম্‌-এ, বি-এল মহোদয়ের স্তাবলী, বিশেষতঃ সজ্জন সেবায় তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বহুনন্দন প্রভু বলিয়াছেন, দুষ্ট-দমন ও সজ্জন-পালন দ্বারা দেশে শান্তি-স্থাপনই শাসনকর্তার মুখ্য কর্ত্তব্য। শাসনের উদ্দেশ্য—শান্তিস্থাপন; দুষ্ট প্রকৃতির অশান্ত-চিত্ত জনগণ যাহাতে শান্তচিত্ত সজ্জনগণের উপর কোনও প্রকার উৎপীড়ন না করিতে পারে সাধুগণ যাহাতে নিরুপদ্রবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা। নিরপেক্ষতা-সংরক্ষণই শাসন-কর্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। নদীয়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সাধু সভ্যগণের শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীকাম-সেবায় যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বস্তুতঃপক্ষে নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কারণ শ্রীভগবান্‌ নিরপেক্ষ; তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক সাধুগণ ইহ জগতের লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত করেন না বলিয়া তাঁহাদের ভগবৎসেবাকার্য্যে কোনও প্রকার সাপেক্ষিকতা প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং এহেন সাধুগণের নিরপেক্ষতা সেবার সাহায্য করাই নিরপেক্ষতার শুদ্ধ আদর্শ।

আলোর রশ্মি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলেও তাহার নিম্নদেশে অন্ধকার বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যমঠের চেতনময়ী বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র ভগবৎসেবার প্রেরণা প্রদান করিলেও, পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসিগণ পর্য্যন্ত ইহার বহুমানন করিলেও, পত্রিকায় তাহা পাঠ করিয়াও নদীয়া জেলার অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চেতনের আলোকে কালিমা-লেপনের চেষ্টা করিয়া থাকে। যখনই কোন নূতন শাসন-কর্তা আসেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য শ্রীচৈতন্যমঠের বিরুদ্ধে তাঁহাকে বলা। আমাদের বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নদীয়ায় আসিয়াই বিরুদ্ধাচরণকারিগণের এই সকল বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি যথেষ্ট শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া সত্যের অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু

এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ন্যায় তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু মহাশয়ও নিরপেক্ষ এবং সত্যপ্রিয়। তিনি যখন কৃষ্ণনগরে অফিসিয়েটিং ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের উন্নতিকল্পে সাধু-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে বর্ণশিক্ষামূলে ছাত্রগণের চরিত্র-গঠনে বর্ত্তমান যুগে অভিনব প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া তিনি এই দিকে আকৃষ্ট হন। হীনচিত্ত জনগণ এই আদর্শ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান করিলেও তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। অনাদি শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি-শিক্ষামূলে স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের উন্নতির চেষ্টা দ্বারা তিনি রাজপুরুষ-হিসাবে নিরপেক্ষতা সংরক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় 'অনাদি-রঞ্জন' নামের সার্থকতা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ তাঁহার সাধু-সেবার স্মৃতি-সংরক্ষণ-মানসে এই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে যিনি প্রথম হইবেন তাঁহার জন্য বিদ্যালয় হইতে 'অনাদিরঞ্জন' রৌপ্য পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহার সচ্চেষ্টার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ

শ্রীপাদ বহুনন্দন প্রভুর পর কলিকাতার উকীল শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি এল মহোদয় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের স্বনামধন্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয়কে শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"এইবার একটি অত্যন্ত প্রীতিকর কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শেষ বলিয়া এই কার্য্যটি হীন নহে। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরপ্রিয়ানুষ্ঠান কার্য্যে অগ্রেই করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখপূর্ব্বক গৌরাশীর্ব্বাদ অর্পণ ও ধন্যবাদ-প্রদান-কার্য্য হইয়াছে। এখন যে কার্য্যটি আমার উপর অর্পিত হইয়াছে সেটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এক মহোদয় ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌর-প্রিয়ানুষ্ঠান কার্য্যে ব্রতী ও বহু-পরিশ্রম হইয়াছেন, তাঁহারই গুণানুকীর্ত্তন এক্ষণে আমার কৃত্য। তিনি সমস্ত গৌরভক্তের প্রাণের বস্তুর ভার লইয়া সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই মহোদয় ব্যক্তির নামোল্লেখমাত্রেই শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে চিনিবেন। তিনি সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসীর তথা ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহার প্রত্নবিভাগে যে কৃতিত্ব, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। প্রত্নবিভাগের অগ্রগণ্যগণের মধ্যে উচ্চস্থান-সমলঙ্কৃতকারী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Indo Aryan Races সকল শিক্ষিত ব্যক্তির প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। Archaeological Review পত্রে তাঁহার গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ যাঁহাদের পাঠ করিবার সুযোগ হইয়াছে তাঁহারা সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থলী কংসকারাগারে মানমন্দির আবিষ্কারচেষ্টা তাঁহাকে সমগ্র বৈষ্ণবজগতের ধন্যবাদার্হ করিয়াছে। তথায় পাহাড়পুরের ভগ্নোদ্ঘাটনে বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার যে প্রাচীনত্ব স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ঐকান্তিকী গবেষণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নবিভাগের উচ্চতম ভারপ্রাপ্ত Marshman সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহার প্রত্নতত্ত্বাবিষ্কারের উপযোগি-অন্তর্দৃষ্টি আছে, যাহার বলে তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই একটী স্থানের ঐতিহ্য জানিতে পারেন। অদ্যও আমরা তাহার নিদর্শন পাইয়াছি। তাঁহাকে আমরা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এখান হইতে অনতিদূরবর্ত্তী চাঁদকাজীর সমাধিস্থল ও বল্লালস্তূপ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। তখন তিনি এই দুই স্থানের ঐতিহ্য দেখিয়াই এমন সমস্ত আশা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিলেন, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে শ্রীমায়াপুরই যে গৌর-জন্মস্থলী, প্রত্নতত্ত্বের দিক্‌ হইতেও সুপ্রমাণিত করিয়া দিয়া তিনি যথার্থ গৌর-ভক্তগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিলেন। সুতরাং শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার প্রত্যেক সভ্যই তাঁহার সম্বন্ধে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেছেন ইহা নিশ্চিত। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমি রায় বাহাদুরকে আমাদের ভার লইবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

উক্ত বক্তৃতা-প্রদানের পর বিদ্যারত্ন মহোদয় সুললিতস্বরে "কেশব, তুয়া জগৎ-বিচিত্র" এই গানটী করিলে প্রথম দিনের পূর্ব্বাহ্ণের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এই দিবসের অপরাহ্ণের ও তৎপর-দিবসের অধিবেশনের সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণ সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ পাঠের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন জানিয়া আমরা আজ সম্পাদকীয়-স্তম্ভে তাহা প্রকাশ করিলাম।

শ্রীগুরু-প্রশস্তি

ধন্য মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি শ্রেষ্ঠ।
যাতে অবতীর্ণ কৈল শ্রীগুরুপ-শ্রেষ্ঠ॥
শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র মন্দির নিকটে।
(শ্রী)চৈতন্য-সিদ্ধান্ত-বাণী, হইলা প্রকটে॥
অবতীর্ণ কৈল প্রভু, সন্তির্কাপর্বীত।
হেরি' ক্ষেত্র বাসী সবে পরম বিস্মিত॥
উৎকল হইতে হবে সদ্ধর্ম্ম-প্রচার।
সাথে সুনি, তাই বুঝি কৈল অবতার॥
বাল্যে বিষ্ণুরসে প্রভু হইলা মগন।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন॥
শিশুকালে তিলোকের দক্ষ করিয়াম।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বৈরাগ্য-মূর্ত্তিমান॥
শ্রীব্রজমণ্ডলে রহি' যাযাবৃত্ত পটে।
অদ্ভুত ভজনাদর্শ করিলা প্রকটে॥
কিবা সে বৈরাগ্যলীলা, কি দিব তুলনা।
শ্রীদাস গোস্বামী স্মৃতি করে উদ্দীপনা॥
পরমহংস বেশে (নও) থাকেন সর্ব্বদা।
অপরাধ-পঙ্কে ডুবে নয়নে হেরিয়া॥
জীবের উদ্ধার লাগি চিত্তে বিচারিল।
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত উদ্‌যাপিল॥
পরে প্রভু করিলা শ্রীসন্ন্যাস-গ্রহণ।
অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি হেরে জুড়ায় নয়ন॥
আজানুলম্বিত ভুজে শোভয়ে ত্রিদণ্ড।
প্রমাদ গণিল হেরি' একদণ্ডী পাষণ্ড॥
মনোধর্ম্ম হ'তে বহু মতের উদয়।
আম্নায় এক, তাহা কৃষ্ণভক্তিময়॥
'কৃষ্ণপ্রেম'-পুরুষার্থ মুক্তি অভাগিয়া।
স্থাপিলা মায়াবাদ-মুক্তি খণ্ডাইয়া॥
শ্রীগৌর-নৈমিষ-ব্যাস-(শ্রীল) দাস বৃন্দাবন।
'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থ কৈল প্রকটন॥
'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থ সিদ্ধান্ত-প্রধান।
জীব নিস্তারিতে কবি গোস্বামীর দান॥
সহজিয়াগণ নিজ মত চালাইয়া।
অর্থ বিপর্য্যয় করে এলোক বঞ্চিয়া॥
'শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য'-সুধা করাইলা উদয়।
কিরণ পাইয়া লোক পুলকিত হয়॥
গৌড়ীয়-গগনে তুমি, আচার্য্য-ভাস্কর।
পাদপদ্মাশ্রয় মাগি এই দেহ বর॥
শ্রীগুরু প্রধান প্রভু, প্রকট প্রসারে।
কৃপা কৃপা করি প্রাণ যাচি নিরন্তর॥
জয় শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভুপাদ।
এই কৃপা কর মোরে, মাগিয়ে প্রসাদ॥
উচ্ছিষ্ট-ভোজী মুঞি, করি প্রসাদ-সেবন।
মাথাবন্ধ ছিন্ন যাতে সেবিব চরণ॥
তব সেবা ফলে পাই, (শ্রী) গৌরাঙ্গচরণ।
গৌর-কৃপা-বলে মিলে, 'কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
পুরুষার্থ-শিরোমণি, সেই কৃষ্ণ প্রেম।
অনুক্ষণে করাইলে যাহার মহিমা॥
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ জয়, জয় তাঁর কৃপা।
সবার চরণ বন্দি, এই মোর কৃপা॥
শ্রীনিত্যান-চরণে মোর অশেষ মিনতি।
জন্মে জন্মে পাই যেন, শ্রীসজ্জনসঙ্গতি॥
'শ্রীগুরু-প্রশস্তি' গাঁথি অশ্রুত-বাসরে।
(না) ব্যাস-কৃপা বাচি মুই, জুড়ি' দুই করে॥

অযোগ্য নিতান্ত অযোগ্য সেবকাধম

শ্রীঅকিঞ্চন দাসাধিকারী

[গোরার বাচ পল্লি]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ ও দ্বাদশ পরিশিষ্ট ৬৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকরত্নমালা (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। তত্ত্বসূত্র ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। বৃত্তিমালিকা অন্বোধ্যঃ সাহায্য (মাত্র) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাহায্য বাবাজীর) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷১০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। সাধকজীবনী সাহায্য ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীগুরুদেব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিক্তম্ ৷০
৫৪। সটীক-দশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সঙ্কেত-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচক্রঃ ৴০
৫৮। সারাংশবন্দনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ড্স্ ফর ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ররোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আপ্লায়েড টিচিং ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপালপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিক্লশী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুলুকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং হরিশপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসম গৌড়ীয়মঠ—মোরদীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক পত্র ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক সমূহে এবং তাহাদের বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, অনুসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲, ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ।   সুবর্ণ সুযোগ।

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী-গ্রন্থ সময় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থে ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৭,	১৬ ৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
বুড়েশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৯,	২০—৫৫

স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৩৫	১০-২৪	১৩-২১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮ ৫	২০-৪১
স্বরূপগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৯	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহারা রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে চান, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১৯, ১২, ১৬-৪ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৪৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১১	১৫-৫২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৩রা মার্চ্চ ১৯৩৪

তাঁতার দৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি ফেরেই বা নীয়	
মার্কা	৬৫০—৫৫০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫/০—৫১/০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬০/০—৬১০/০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬—৬০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।০/০
২৪ গেজ ,, ,,	১১/০
২৬ গেজ ,, ,,	১১।/
২৪ গেজ আর, পি, জি, মার্কা	১৪
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১।০/০
২৬ গেজ ,, ,,	১২,/০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২।০/০ - ১৪
বাগানে ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের প্রাঃ	৮।০
টিন প্লেট	৭।/০—৭।০/০
,, গোলচু (গোল)	৬।/০—৬।০/০
,, চৌকা (চৌকা)	৬/০ - ৬।০/০
লোহার ৫ড /০—।০/০ সূতা	৫—৫।০
,, টানা সুত-	
চাকা /০—।০/০ ঐ	৬—৬০
,, বাণ্ডিল তার	৭.০—৭।০
,, শেট—১০৫ সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭—৮০/০
,, চাদর ৩-১৬ পাতা বাণ্ডিল	৯।০/—১১।০
কোদালকিনারা .নট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
বাহের পেরেক ১—৯ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
তামার্ট তক্তা ১ হইতে ১০ নং	৩।০/-২।০ সাইজ
.কাবাল ৭, ৫, ৬,	৭।০/০ ৮।০/০ ৯।০/০ হঃ
ঐ জিন গাইণ্ড	৫।০/০ সেঃ বিঃ ৭।০/০ ,,
প্লাঃ স্ক্রেন পাইপ ৭—১২ ইঞ্চি	২।০-৭।০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ ,,
লোহার গোল রডের গোল ও	
চৌকা	৮।০— ."
ঐ প্লেনের লোহার মিট	১৫ ,,
ঐ পেরেকা (কাঠের মিট)	১৮ ,,
লোহার স্ক্রু ॥ —৩ ইঞ্চি /১০—।০/০ গোম	
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১—৫ ইঞ্চি	।১০—।০/০ গোঃ ডজন
প্লাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২।০—১৪।০ হন্দর
প্লাঃ রিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।০/— ।০/১০ পীস
প্লাঃ গাটারিং বা জোলা	
৬ ইঞ্চি	।০—।০/০ ,,
প্লাঃ স্ক্রু, ১২৫—১৫০ গেজ ৩০, ২২৯, ৪৩ ই	
প্লাঃ ওয়াসার চাকা	১১।০—১২, ,,
প্লাঃ বোল্ট-নাট ৪—৬ ইঞ্চি	
	।০/১০—১০/০ গোম
ঢালাই রেলিং	৩।০—৭।০ হন্দর
ঐ রেল পরাটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি /১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য প্লাঃ	
পাইপ১২ ইঞ্চি	।০/৫ ফুট
পাম্প	৭নং ১১।০ ৫নং ১৪ ৬নং ১৬
৬০—৮০ বাটখারা /১৫ সাট ২।০-৩।০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মল্লিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোমেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৬
দুধা মাকা	,,	৬।০
আসৌলিন	,,	৭

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০।০/
গিনি	৩০।
চকা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫০/০
ঐ মুচরা	৫০/০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১০/
৩।০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	১০
৫ ,, ২৩ (১৯৩৫	১০৪।০/০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার :— ১০২।০/০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলিঃ)		১২৯৪।০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২

কাপড় ও সূতার কল

বেলিয়ান মিল	৪৫

পাট কল

ক্যালডা	
আলিয়ান্স	
শ্যামা	১৬২
নৈহাটী	১৪০
কেলভিন	৩১০
ভারত	১৪৫
ক্লাইভ	২ ।০
হুগলী	৪-৮।০
কেন্টা	৪০

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা লাগে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র শ্রেণী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

আমাদের বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত

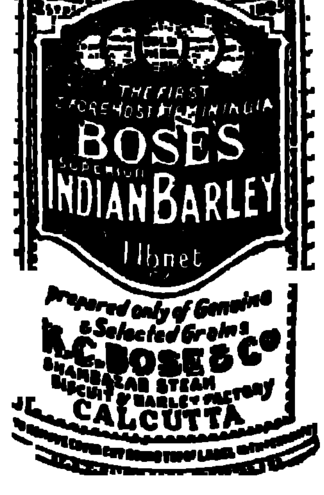

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম্, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— "শ্রীমায়া" নবদ্বীপ
পত্রাদির ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৽
[illegible]
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৽
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা [illegible]

১ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ৭২ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ৮ই মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::০::—

প্রফুল্ল রায়কে অন্তরীণে আবদ্ধ

ঢাকা হইতে প্রকাশ ঢাকার ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের ভূতপূর্ব ডিমনষ্ট্রেটর শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার রায়কে অন্তরীণে আবদ্ধ করিবার জন্য সরকার হুকুম দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাহাকে বাকি তাহার আত্মীয় ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত প্রবোধ বসুর গৃহে ২৪পরগণার হালিশহরে অবস্থান করিতে হইবে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনের সংশোধিত ধারা অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তারপর তাহাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক করিয়া রাখা হয়। সেখান হইতে সে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। অস্ত্রোপচারের জন্য তাহাকে সেখানে মাসখানেক অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাকে সেই হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তারপরই আবার এই হুকুম।

—

বাঙ্গালী ভূ-পর্য্যটক

আগরতলা হইতে প্রকাশ, মিঃ মাং গিস নামে রেঙ্গুনের এক বাঙ্গালী যুবক ভূ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তিনি গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা আসেন।

মিঃ গিস ইতঃপূর্ব্বে শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ, ও চীন প্রভৃতি ঘুরিয়া রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসেন। [illegible] চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ [illegible] তিনি পূর্ব্ব এসিয়ার অন্য সকল স্থানে যাইতে পারেন নাই।

তারপর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তিনি বর্ত্তমান পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তিনি বর্ম্মা, মণিপুর, ডিমাপুর ও আসামের সকল স্থান পর্য্যটন করিয়া এখানে আসেন। এখানে তিনি তিন চারদিন থাকিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ত্রিপুরার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

—

লালবাগ বস্তিতে খানাতল্লাস

আবগারি বিভাগের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত এস, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় লালবাগান বস্তিতে একটি গৃহে খানাতল্লাস করিয়া একজন বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে বলিয়াছে তাহার নাম ভোলানাথ দাস, বিনা লাইসেন্সে প্রচুর মদ রাখিবার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুক্ষণ ঐ স্থানে খানাতল্লাস করিয়া ইনস্পেক্টর প্রায় ১০ গ্যালন মদ পাইয়াছে।

—

গ্রামবাসী ও ডাকাতে লড়াই

পাবনা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি তিলকপুর নিবাসী মৌলবী [illegible] প্রামাণিকের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তিনি সাড়া থানায় এই মর্ম্মে এক ইজাহার দিয়াছেন যে, ঐদিন রাত্রি অনুমান ২॥০ টার সময় একদল দস্যু তাঁহার গৃহ প্রাচীরের বেড়া কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তিনি গোলমাল শুনিয়া নিদ্রা হইতে হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইতেই ডাকাত দেখিয়া তিনি তারে তখনই দরজা বন্ধ করিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। চীৎকারে প্রতিবেশীগণ সমবেত হইয়া দস্যুগণকে বাধাপ্রদান করে। লোকজনের সমাবেশ দেখিয়া ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ডাকাতগণ পলায়ন করে। গ্রামবাসী একজন দস্যুকে ধৃত করিতে সমর্থ হয়। দস্যুগণের পলায়নকালে উভয় পক্ষে ছোটখাট যুদ্ধ হয়, তাহাতে দস্যুগণের অনেক আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

— —

নদীয়ায় ডাকাতি

নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া মেলা হইতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘোষপাড়া মেলা উপলক্ষে— ব্যাটাল দ্বীপ বোটনেসার কোং লিঃ নামক স্বদেশী দ্বীমার কোম্পানী এ বৎসর ঘোষপাড়ায় যাত্রী পারাপারের জন্য একটী সাময়িক কেটীও অফিস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ যে, ১লা মার্চ্চ রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় একদল সশস্ত্র ডাকাত কোম্পানীর অফিস ও কেটী আক্রমণ করে। ঐ সময় কোম্পানী ম্যানেজিং ডিরেক্টার বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার চার পাঁচজন কর্ম্মচারী সহিত অফিসে ঘুমাইতেছিলেন। ডাকাতগণ উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া আহত করে এবং বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকাকড়ি লুঠনে প্রবৃত্ত হয়। ঘাটে একটি দ্বীমার বাঁধা ছিল। উহা হইতে যাহাতে খালাসী প্রভৃতিরা সাহায্যার্থে না আসিতে পারে, ডাকাতরা সেইজন্য সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলে।

বাঃ চৈতক, চীৎকার শুনিয়া মেলা হইতে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দৌড়াইয়া আসে ও ডাকাতদের সহিত লড়াই চলে। একজন ডাকাত পলাইয়া গিয়াছে এবং কয়েকজন পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে ধরা পড়িয়াছে। ডাকাতগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চুচুড়া ডিভিশন কমিটীর সুবোধ নামক ক্যাপ্টেন ঘোষ ও পুলিশ সাবইন্সপেক্টার পরিচয় দিয়াছে। ডাকাতদের মধ্যে বাকি কয়েকজন লাঞ্ছিত ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে।

বিজ্ঞাপন

৬৭নং ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

বাদী—শ্রীব্রজবালাল ঘোষক, পিতা পরলোকগত গণেশচন্দ্র ঘোষক, জাতি ঘোষক, পেশা কৃষিজীবী, সাং মাধবপাড়া থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া।

প্রতিবাদী— ১। ফটিক মুচী ২। ফটিকের মুচি, ৩। শ্রীধনদাস দাস (বড়), ৪। কার্ত্তিক দাস, ৫। সুধীরনন্দন, ৬। সুরিল নন্দন, ৭। বটকৃষ্ণ বাগান, ৮। ইন্দু বাগান ৯। ভূষণ বাগান, ১০। বিধু বাগান, ১১। কেষ্ট বাগান, ১২। সতীশচন্দ্র দাস, ১৩। নন্দলাল দাস (ছোট) ১৪। কুঞ্জবিহারী দাস, ১৫। জিতেন্দ্রনাথ দাস, ১৬। নিমাই চন্দ্র দাস, ১৭। কান্তিচন্দ্র বাগান ১৮। নীলকণ্ঠ বাগান, ১৯। ফকির বাগান, ২০। অবিনাশ চন্দ্র বাগান ২১। মনোমোহন বাগান, ২২। মদনমোহন দাস, ২৩। খোলার [illegible] পাড়ার উক্ত আসামীদিগের পক্ষে [illegible] দাস পিতা মৃত মাধবচন্দ্র দাস জাতি কৈবর্ত্ত, সাং মাধবপাড়া খোলার পাড়া থানা কোতয়ালী জেলা নদীয়া।

না লইয়া বিবাদী পক্ষ অনধিকার প্রবেশ করেন তাঁহাদের অন্যায় ও অবৈধ দখল উচ্ছেদে খাসদখল ও বাদীর দখলদারী [illegible] বহাল রাখিয়া বিবাদী পক্ষ বন্ধ করিতে ও ইতঃমধ্যে [illegible] এবং না লইয়া রাস্তা হইতে অবরোধ করিতে না পারেন তজ্জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য বাবদ নালিশ দাবী ৫০৲ টাকা।

৭ বৎসর অসময়ে বাহ্যরেখার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৪শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

প্রকাশ, সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন যেদিন কলিকাতায় নূতন বিশ্বনাট্য সোসাইটির এক কোণে বসিয়াছেন, বহু গণ্যমান্যের অনেকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে টেক্কা দিয়া গভীর দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যভার সকল দিক দিয়াই বহনের যোগ্যতা রাখে। কিন্তু যে কোন সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণে ও করিতে হয়, এবং যদি কোন পরিবর্ত্তন কিছু সন্দেহের সৃষ্টি করে তাহা হইলে কোন সরকারই সেজন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন না। ভারতবাসীর হস্তান্তর করিতে হইবে, তাহাদের সুখ, সন্তোষ ও সমৃদ্ধি আনিতে হইলে তাহার একমাত্র পথ বুটেন ও ভারতবাসী পরস্পরের ভাবপূর্ণ সহযোগিতা। অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন, যাহার ফল অসন্তোষজনক হইবে।” সিংহের নিকট জ্যাকসনের আশ্বাসিত সহযোগিতার স্বরূপ জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট এবং মাঞ্চুকুও রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হেনরী পুয়াই গত ১লা মার্চ যে উপাধি ধারণ করিয়া মাঞ্চুকুও সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই উপাধির অর্থ ‘শান্তি ও দয়া।’ সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বাহ্ন সম্রাট উপবাস ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করিতে ছিলেন। তিনি প্রথম সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ১লা মার্চ প্রভাতে তিনি সুন্দর বেদীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পূর্ব্ব পুরুষদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহার পর পুরোহিতেরা বলির আয়োজন করিয়াছিলেন। সম্রাটের অভিষেকোৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নাম ‘স্বর্গ মন্দির।’ সরকার এই সৌধ নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় করিয়াছেন,—সাড়ে তিন লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। সম্রাটের নিজস্ব নাম হু নি টং; তিনি চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট কোয়াংসুর ভ্রাতা মাঞ্চু রাজকুমার চুনের পুত্র। এখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর। সম্রাট কোয়াংসু ও সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর তিনিই সম্রাট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা এজেণ্টের পদ হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হইয়া নিষিদ্ধের প্রাসাদে বন্দী হইলেও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্বতন সিংহাসনচ্যুত শক্তির পলায়ন করিয়া জাপানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, জাপানের অনুগ্রহেই তিনি মাঞ্চুকুওর সম্রাট হইলেন।

চীনের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীর পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের এক আশ্চর্য্য। তাহাদের কোন কোন স্থানে অ্যাঙ্গলেদের সময় এই মহাপ্রাচীরের ছয়টি দ্বার আবিষ্কার করিয়াছিল। এই সকল দ্বারের মধ্যে কুপাহেকৌ নামটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত। সম্প্রতি জাপান চীনকে অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া প্রাচীরের নিকট হইতে তাহাদের ফৌজ অপসারিত করিয়াছে। জাপানের সংকল্প কাহারও যে অজ্ঞাত আছে তাহা বলা চলিতেছে এবং যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে, তাহার সহিত জাপানের এই নূতন রাজনৈতিক চালের কোনও সম্বন্ধ নাই কি?

ভূমিকম্প বৈজ্ঞানিক আলোচনা

কলিকাতার কটক লেখাই বৈজ্ঞানিক ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর বলেন, ইহা সকলেই পরিলক্ষিত হয় যে, অমরলোকের মধ্য হইতে মঙ্গল দেখা দেয়। বড় বড় সমাজ শিল্প ও রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে।

বর্ত্তমান ভূমিকম্পের এক দিক দিয়া মানবের জ্ঞান সম্বন্ধ ও বুদ্ধির কারণ সরল হইবে। ইহা বিশেষ আনন্দের কথা যে, ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিষয়ক বিজ্ঞান ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয়ে বিশেষরূপ প্রয়াস পাইতেছে। ভূমিকম্প সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে সঠিক ভাবে জানা যায় কি না তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা চলিতেছে। এ বিষয়ে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে, কে, মাথুর এবং ডাক্তার সরকার প্রভৃতি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

কলিকাতা বোস ইন্‌ষ্টিটিউটেও এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা গবেষণা চলিতেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ সব বিষয়ক আলোচনায় অগ্রণী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাকুড় নরহত্যার মামলা

পাকুড় রাজ সম্পত্তির অংশীদার অমরেন্দ্রনাথ পাণ্ডের তথাকথিত হত্যার সম্পর্কে কয়েকজন লোককে হাজতে রাখা হইয়াছে। আসামীদিগকে জামিনে মুক্তি দানের প্রার্থনা করিয়া আলিপুরের সেসন্স ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, আর, সেনের আদালতে আবেদন করা হইয়াছে। পাঁচ পরিবারের উক্ত আবেদনের শুনানী হইয়া গিয়াছে।

অমরেন্দ্রের দৈবাদের ভ্রাতা বিনয়েন্দ্র নাথ পাণ্ডের পক্ষ হইতে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন, কে, বসু বলেন, উক্ত তথাকথিত হত্যা সম্পর্কে তাহার মক্কেলের বিরুদ্ধে আদালতে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। এইরূপ হইতে পারে যে, বিষ খাওয়ার ফলে এইরূপ না ঘটিতে পারে। এ, তাহার মক্কেল কোনরূপে একটি ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িত ছিলেন কিন্তু সেজন্য বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাকে জামিনে মুক্তি না দিবার কারণ নাই।

সরকারী উকীল রায় বাহাদুর এন, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিনয়েন্দ্রের সাক্ষাৎ আলোচনার আর ও কথা হইয়াছিল। অমরের মৃত্যুর পর গাড়ী ডাকা হইয়াছিল ও পরে বিনয়েন্দ্র তাহার সহিত এক বাড়ী হইতে গমন করিয়া আত্মীয় সহিত করে। বিনয়েন্দ্র তাহার ভ্রাতার নিকট গিয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়দের নিকট বলিয়াছিলেন উহা কোনরূপ বিষ হইতে পারে। তিনি ঔষধ মালিশ করিয়াছিলেন। ডাক্তার এস, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, ঐ মৃত্যু সম্বন্ধে পুলিশের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা উচিত। যে ডাক্তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ঐ মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে। সরকারী উকীল আরও বলেন, বিনয়েন্দ্রকে নিশ্চিত করিবার প্রচুর প্রমাণ আছে, তাহাকে জামিনে মুক্তি দানের আবেদন অগ্রাহ্য করা উচিত।

কালীপদ দত্ত, মন্মথনাথ বন্দ্যো, কালী কিঙ্কর মিত্র ও নরেন্দ্রনাথ পাণ্ডেকে জামিনে মুক্তি দানের আদেশ প্রার্থনা করিয়া আবেদন করা হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি না দিতে সরকার পক্ষ আপত্তি করেন নাই।

কালীপদ দত্ত ও কালীকিঙ্কর মিত্রকে ২ শত টাকার মুচলেকা ও ২ শত টাকা জামিনে মুক্তিদানের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। নরেন্দ্রকে ৫ শত টাকার মুচলেকা ও ৫ শত টাকা হিসাবে দুটি জামিনে মুক্তি দান করা হইয়াছে।

বিনয়েন্দ্রের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আসামী বিনয়েন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর। আমি পুলিশের রিপোর্ট বিশেষভাবে পাঠ করিয়াছি। গত ২৬শে ডিসেম্বর বিনয়েন্দ্রের দৈবাদের ভ্রাতা অমরেন্দ্রের মৃত্যু হয়। কেওড়াতলা ঘাটে তাহার দেহ সৎকার করা হয়। ডাক্তার বিনয়ন ভট্টাচার্য্য এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন যে, লোবার নিউমোনিয়ার ফলে মৃত্যু হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, উক্ত মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণের সংবাদ পাওয়া যায়, ডাঃ সেন, এম, মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার অধিনীকুমার সেন, এ ডাক্তার বি, সি, রায় প্রভৃতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে।

আসামী জামীন দিন চার্জশীট দাখিল করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই সময়ে বিনয়েন্দ্রের জামিনের আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

বিনয়েন্দ্রকে আগামী ১২ই মার্চ পর্য্যন্ত জেলের হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আসামীপক্ষের ব্যবহারাজীবদিগের অনুরোধে মামলা পরিচালনার জন্য টাকা দাওয়ার জন্য বিনয়েন্দ্র তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে।

পাঞ্জাবে প্লেগ

লাহোর হইতে প্রকাশ, পল্লী অঞ্চলে প্লেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরে এখনও দেখা দেয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলিতে অনেকে ঐ রোগাক্রান্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিভাগের লোকজন রোগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীহট্টে সমস্ত ডাকাতির চেষ্টা

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, কালীঘাটে বনী মাছে যাত্রী ব্যবসায়ী কাবারদাদ মুন্সীর কাছে একদল আততায়ী দুঃসাহসিক ভাবে ডাকাতির চেষ্টা করে।

প্রকাশ এক রাত্রে তাহাদের ঢাকাবুড়ি নগদ গণনা করা হইতেছিল, তখন চারিজন যুবক সেখানে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে এবং পিস্তল ছোরা দেখাইয়া টাকা চাহে। কিন্তু প্রবলভাবে বাধা দেওয়ায় আততায়ীগণ পলাইতে থাকে। উক্ত দলের কলম চন্দ্র বাবু মুরারি তাহাদের পিছু পিছু দৌড়িয়া একজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ ধৃত যুবকটি মুরারী চাঁদ কলেজের ছাত্র, তাহার নাম অজিত চক্রবর্ত্তী।

বন্দুক চৌধুরীর সহায় লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, আরও ২ জন যুবককে ধরিয়া ফেলে। তাহাদের নাম— নিরঞ্জন রায় ও মাহতাব দেব রায়। উহারাও কলেজের ছাত্র।

পুলিসে সংবাদ দেওয়ায়, তাহারা ক্রত ঘটনাস্থলে আসে এবং খানাতল্লাস করায়, সেখানে একটা পিস্তল ও অপরদের নিকট ৪ খানা সাইকেল পাওয়া গিয়াছে। ধৃত যুবকদিগকে পুলিসের হেফাজতে অর্পণ করা হয়। অপর যুবকের কোনও সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

পুলিস শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনদেবের গৃহে খানাতল্লাস করে। আসামী অজিত চক্রবর্ত্তী তাঁহার গৃহে অবস্থান করিত। আরও ২ জন যুবক শাহজালাল-আলীর গ্রেপ্তার হইয়াছে (নিত্য, মিত্র, রায়, কুমার, ও গুহঠাকুরতা...)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ — ৭ বিষ্ণু — গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৪ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার — ৭ম সংখ্যা

বিভিন্ন মঠে গৌর-প্রকট মহোৎসব

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে

বিগত ১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার গোদাবরী-তীরবর্ত্তী শ্রীশ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, উষঃকীর্ত্তন, মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইয়াছে। নিত্য নিয়মিত পূজা অর্চ্চনাদি ব্যতীত সায়ংকালে শ্রীশ্রীগৌরাভিষেক, অর্চ্চন, সান্ধ্যারাত্রিকাদি সমাপনান্তে আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীগৌরজন্মলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠ সমাপনান্তে ব্রহ্মচারীজী প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা, আবির্ভাবের গৌণ ও মুখ্য কারণ, নাম-প্রেম-প্রচারকার্য্য প্রভৃতি সরল ইংরাজী ভাষায় বর্ণনা করেন। তদুত্তরে পাণ্ডু গারু মহাশয় ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ জনগণকে ব্রহ্মচারীজীর ইংরেজী বক্তৃতা তেলেগু ভাষায় অনূদিত করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বক্তৃতার পর সঙ্কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তগণকে ভগবৎপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। আচণ্ডালসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণনির্বিশেষে সকলেই সানন্দে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। উৎসবে সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ডি, সত্যম্ রাও বি-এ বি-এল, এড্ভোকেট মিঃ কে রামাইয়া আচারী, নামেন্দ্র ভেঙ্কট রাও, বি এ, বি-এল, ভেঙ্কটরমণ রাও বি-এ, বি-এল, কে, সি শাস্ত্রী রাও বি-এ, হেডক্লার্ক ডাকবোর্ড অফিস, চিরঞ্জীবরাও গারু, সর্ব্বেশ্বর টাইপিষ্ট ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টার অফিস, সাবরেজিষ্ট্রার কৰুর, পুরাণাম স, কাশীনাথ পাণ্ডা, নারায়ণি কৃষ্ণরাও প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরুষোত্তমমঠে

গত ১লা মার্চ্চ শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে মঠ-সেবকগণ উষঃকালে মঙ্গল-আরতি কীর্ত্তন, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, অরুণোদয় কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। অপরাহ্ণে একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মঠসেবকগণ মৃদঙ্গ-করতাল-যোগে কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করা হইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও সাধারণ মানবের জন্মের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা একঘণ্টাকাল বক্তৃতা দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ ব্রহ্মচারীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহের পূজার অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। ভোগরাগের পর উপস্থিত সকল ব্যক্তিকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

তৎপর-দিবস প্রাতঃ ৭-৩০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত দরিদ্রগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উৎসবের সমস্ত ব্যয় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কানাইলাল মিত্র ও লম্বোদর দাস মহাশয় বহন করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ৯ই ফাল্গুন বুধবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর পাটনা নামক গ্রামে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন মহারাজ গোকুলপুর স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় বহু শিক্ষিত সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজী মহারাজ প্রায় ২॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ছিল—"মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" এবং তাহা পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তিনি আদৌ মনুষ্যজীবন যে সমস্ত জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অতি দুর্ল্লভ তাহা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেন। মনুষ্যজন্ম লাভের পূর্ব্বে জীবসমূহ পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্মে ৮০ লক্ষবার ভ্রমণ করে এবং মনুষ্যজন্ম-লাভের পরেও ভগবদ্বহির্ম্মুখ নৈতিক ও নীতিশূন্য প্রভৃতি অবস্থায় ৪ লক্ষ জন্ম প্রাপ্ত হয় এরূপ চৌরাশি লক্ষ যোনি-ভ্রমণের পর যে তাঁহাদের হরিভজনের সুযোগ উপস্থিত হয় তাহা বুঝাইয়া দেন। এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্য বর্ণন করিতে গিয়া মহারাজ বলেন—মনুষ্যেতর জন্মে জীবসমূহ বিবেকের অভাব বশতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারে সমর্থ হয় না সুতরাং তাঁদের নিকট কর্ত্তব্যের কথা বলাও নিষ্প্রয়োজন। মনুষ্য-জন্মেই একমাত্র কর্ত্তব্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন দেহমনোধর্ম্মে অবস্থিত থাকি তখন আমাদের কর্ত্তব্যও অসংখ্য হইয়া পড়ে। কেন না, আমাদের দেহ ও মন দুইটী বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল সেই কারণে কর্ত্তব্যও অসংখ্য এবং উহার পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আমরা সদ্গুরুর পাদাশ্রয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করি, আত্ম-পদে অবস্থিত হই তখন আমাদের পরমাত্মার আনুগত্য করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বুঝিতে পারি। তখন আমরা ভগবদ্ভক্ত শ্রীগীতার চরম উপদেশ একমাত্র অবলম্বন করি।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

—তখনই শ্রীভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবা-লাভ করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে প্রাঞ্জল ভাষায় অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বড়ই আনন্দিত এবং মুগ্ধ হইয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বোন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার একপক্ষ হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণকে হরিকথা শ্রবণের দুর্লভ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। হরিকথা-প্রচারার্থ তাঁহারা সকলেই গত ২১শে ফাল্গুন অন্যত্র শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ বিষ্ণু আদিত্যবার গৌরাব্দ ৪৪৮

ভক্তিবিজয় সখীচরণ

বর্ত্তমান বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়—বেকার-সমস্যা বিশ্বের মনীষীবৃন্দের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছে, দুর্ভিক্ষের করাল বদন দরিদ্রগণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তথাপি ধরণীবক্ষে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধনাঢ্য জনগণ ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া বিবিধ ব্যাধির আবাহন করিতেছেন, ত্রিতাপ-নিগড়ে স্ব-স্ব জীবন শৃঙ্খলিত করিতেছেন। নিত্যসুখ শ্রীকৃষ্ণভক্তির সন্ধানের দিকে দৃষ্টিপাত অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ধনিগণ বলেন, অর্থচিন্তাই চমৎকার, ভগবদ্ভজন করিব কখন? আবার ভগবান্ যখন কৃপাপূর্ব্বক ধন দান করেন তখন সেই অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও তদ্বৃদ্ধির চিন্তায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। অসময়ে কাহাকেও বন্ধুরূপে পাওয়া না গেলেও ধনাগমে বন্ধুবান্ধবের অভাব হয় না, এবং পরে এই সকল অর্থ-সম্পর্কীয় বন্ধুবান্ধবের চিন্তায়ও ব্যাকুল হইতে হয়, সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই বা ভগবদ্ভজনের সময় কোথায়? বরং দরিদ্র অপেক্ষা ধনী ব্যক্তির ভজনরাজ্যে প্রবেশের অন্তরায় অধিক। এই অন্তরায়-সমূহ অপসারিত করিয়া যাঁহারা ভজনে মনোনিবেশ করিতে পারেন তাঁহাদের সংখ্যা জগতে অতি দুর্ল্লভ। এই দুর্ল্লভ দলের মধ্যে আমরা রায় শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নাম দেখিতে পাই। নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই অল্প বিস্তর এই মনীষীর বিষয় অবগত আছেন।

শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয় ধনাঢ্যের কুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি শিশুকাল হইতে কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সেই সংগ্রাম চলিয়াছে, পরিশেষে দারিদ্র্য রণে ভঙ্গ দিয়াছে, এবং সখীচরণের বিজয়-পতাকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যখন তাঁহার সৌভাগ্য-রবি জীবন-পূর্ব্বাকাশে উদিত, ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই তিনি আচার্য্যাভিষিক্ত প্রভুর করুণায় আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভাজন হইয়াছেন। ইহলোকের ভূতগ্রাম তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় তিনি তৎসমুদয় পদদলিত করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের সকলাতে সমর্থ হইয়াছেন। তৎফলে ভগবৎ-সেবারশ্মি তাঁহার হৃদয় ক্রমশঃই অধিকতর-রূপে আলোকিত করিতে থাকে এবং তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন যে, ধন জন যৌবন কাহারও চিরস্থায়ী নয়, নদীর স্রোতের ন্যায় তাহারা আসে আবার কেবল স্রোতে চলিয়া যায়। একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই নিত্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন। এই ধন লাভ করিলে আর ত্রিতাপের কবলে পতিত হইতে হয় না। এই ধন যমরাজও হরণ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যিনি এই ধনে ধনী যমরাজও তাঁহাকে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ধন, জন, যৌবন প্রভৃতি সকলই ভগবদ্ভজনে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কৃত্য। ধন দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাবিধান, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পূজার জন্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তনস্থলী নাটমন্দিরাদি প্রস্তুত, পতিতজনগণকে ভগবদ্ভজনের উপদেশ প্রদান এবং তাঁহাদের ভজনের সহায়তার জন্য অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা এবং দীপ্ত যৌবন কঠোর পরিশ্রম দ্বারা ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। যিনি সেবামন্ত্রে দীক্ষিত, বৃদ্ধকালেও তিনি যৌবনের উৎসাহে সেবায় প্রণোদিত থাকেন। বৃদ্ধকালেও সেবার বৈচিত্র্যময় নব নব উদ্যম তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই তরঙ্গায়িত হয়। তাই আমরা শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয়ের পারমার্থিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাই—যেখানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তির কেন্দ্রসমূহে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই স্থানেই তিনি উপস্থিত হইয়া নবোদ্যমে বিবিধ সেবাকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতেছেন। তিনি হিসাব-রক্ষণ, মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত প্রভৃতি সেবাকার্য্যের ভার লইয়া দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তাঁহাকে 'ভক্তি-বিজয়' আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় সিংহাসনে শ্রীগুরুদেব উপবিষ্ট; সেই সিংহাসন শ্রীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিবিজয়-ভবন' নামক শ্রীগুরুদেবের মন্দিররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবার তাঁহার হৃদয় ভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত বলিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংস্থাপন পূর্ব্বক সজ্জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। প্রকৃত পরোপকারী ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে ভক্তির আলোক লাভ করিয়াছেন তাহা শুধু প্রাচ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া প্রতীচ্য গগনকেও উদ্ভাসিত করুক এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের যুরোপ-গমনের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীগুরুদেবের সেবার ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা আপনিই হৃদয়ে অধিকার করে। ইঁহাও আমরা ভক্তিবিজয় প্রভুর সেবা-প্রাণতায় স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন ইচ্ছা করিতেছিলেন যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের একটী সুবৃহৎ সেবা-মন্দির ও নাট্যমন্দির প্রস্তুত হউক, সেই মুহূর্ত্তে কাহারও কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইয়াও ভক্তিবিজয় মহোদয় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ঘোষণা করিলেন, তিনি এই সুবৃহৎ মন্দির ও নাট্যমন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন এবং এই মন্দিরটী কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সুবৃহৎ মন্দির হইতেও আরও অধিক উচ্চ হইবে। এই সকল কার্য্য হইতে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর হৃদয় কত উচ্চ, তিনি গুরু সেবায় কত অগ্রসর যাহার ফলে তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আজ গুরুদেবের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে যত্নবান্। জগতের শ্রেষ্ঠিকুল তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে তাঁহাদের অর্থের সার্থকতা হইবে—তাঁহাদের জীবন ধন্য হইবে।

পুরীমহারাজের বক্তৃতা

[কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে প্রদত্ত]

মাদৃশ অধম ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে বৈষ্ণবের আদেশ শিরে ধারণই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব প্রীত হইলেই শ্রীগুরুদেব প্রীত হন, কারণ শ্রীগুরুদেব—অঙ্গী; আর বৈষ্ণবগণ তাঁহার অঙ্গ, অঙ্গ অঙ্গী হইতে ভিন্ন নহেন। অঙ্গকে বাদ দিয়া অঙ্গীর পূজা করিলে অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবক বা বৈষ্ণবগণের প্রীতি-বিধানের জন্য যত্ন না করিয়া গুরু-পূজার অভিনয় করিলে শ্রীগুরুদেব তাহাতে প্রীত হন না বা সে পূজা গ্রহণ করেন। যথা—প্রভুর পদসেবা করিবার অভিনয় করিয়া যদি তাঁহার অঙ্গ অঙ্গে আঘাত করা যায় তাহা হইলে তিনি সেপ্রকার সেবকের প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং বৈষ্ণবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিলেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রীত হইবেন। তবে সেবকাধমের একটী নিবেদন এই যে, অদ্যকার শুভ বাসরে শ্রীমদাচার্য্য-মহিমা শ্রবণ করিবার জন্য অনেক সজ্জন ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্যবর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিবার পাত্র কেবল তাঁহার বিশ্রম্ভ-সেবকগণ, আবার আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে অদ্যকার শুভ প্রভাতে শুভাগমন করিয়াছেন সেই বিশ্রম্ভ-সেবকগণের অন্যতম দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু, যিনি ইতঃপূর্ব্বে সৈরোক্তিময় আবরণে এবং বাহিরের বেশভূষায় আত্মগোপন করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন। বাহিরের বেশভূষা দেখিয়া বৈষ্ণব চেনা যায় না। বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস যে-কোন আশ্রমেই অবস্থান করুন না কেন সকলেই ত্রিদণ্ডী, সকলেই কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া কায়মনোবাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় রত থাকেন অর্থাৎ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন; তবে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থগণ বাহিরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিয়াও অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসিগণ অন্তরে ও বাহিরে ত্রিদণ্ড ধারণ করেন সুতরাং গুরুসেবক বা বৈষ্ণবমাত্রেই ত্রিদণ্ডী। তবে আমার মত কেহ অন্তরে ত্রিদণ্ড ধারণ না করিয়া—কায়মনোবাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা না করিয়া কেবল বাহিরে ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় করিলে তিনি বাহ্যের মত ত্রিদণ্ডী (?) হইবেন অর্থাৎ তাঁহার ত্রিদণ্ড-ধারণের ছলনা আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনার জন্য। আমরা কৃতিরত্ন প্রভুকে যদি বাহ্যদর্শনে দেখিতে যাই তবে তাঁহাকে একজন 'বাবু ব্রহ্মচারী' মনে করিয়া বঞ্চিত হইব। তাই আমার নিবেদন, কেহ যেন তাঁহাকে বাহিরের দৃষ্টিতে না দেখেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণে করযোড়ে সকাতরে নিবেদন করিতেছি যে, তিনি যখন শ্রীশ্রী-গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে আগমন করিয়াছেন তখন আর আমাদিগকে বঞ্চনা না করিয়া—আত্মগোপন না করিয়া কিছু আলোক দান করুন, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করুন, শ্রীশ্রী-গুরুপাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। কারণ সব সময়ে আমরা তাঁহার সঙ্গ সৌভাগ্য-লাভে সমর্থ হইব না।

কৃতিরত্নপ্রভুর বক্তৃতা

[কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে প্রদত্ত]

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বৈষ্ণবের মুখে সবই শোভা পায়। আচার্য্য শ্রীপাদ পুরী মহারাজ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধে যে প্রকার অতিশয়োক্তি করিয়াছেন তাহাতে আমি বিশেষ লজ্জিত, উহা তাঁহারই মুখে শোভা পাইয়াছে। তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ না করিলে পাছে উহা আমার স্বীকৃত হয় এই ভয়ে আমি আপনাদিগকে একটী সামান্য কথা বলিতে চাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বিষয়ে কালে যাহা আমি বলিয়াছি তাহা আমার সত্য কথা—দৈন্যোক্তি নহে। কেহ এক-এ পাপ

করিয়া 'আমি' মূর্খ একথা বলিলে তাঁহার পক্ষে উহা দৈন্যোক্তি হয় কিন্তু যে সত্য সত্য বিদ্যাভাস করে নাই সে যদি "আমি মূর্খ' একথা বলে, তাহা হইলে উহা তাহার দৈন্যোক্তি নহে, উহা তাহার সত্য কথাই, আমি সংক্ষেপে পুরী মহারাজের উক্তির ইহাই অর্থ দিতেছি।

—— —

অদ্য ব্যাসপূজার দিন আপনাদিগকে ব্যাসপূজা উপলক্ষে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। আপনারা ব্যাসদেবের পূজা না দেখিয়া আচার্যদেবের পূজা বাহ্যতঃ লক্ষ্য করিয়া সন্দিহান হইতেছেন, ইহা আমি অনুভব করিতেছি। তৎসন্দেহ-নিরসনের জন্য আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা যে মহাপুরুষের আলেখ্য আপনাদের সমক্ষে সুসজ্জিত ও পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা বিভূষিত দেখিতে পাইতেছেন ইনি ব্যাসাবতার শ্রীব্যাস। আপনারা আমার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন না বা অতিশয়োক্তি মনে করিবেন না। মর্ত্যজীবে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে প্রযুক্ত হয় কিন্তু অতিমর্ত্য মহাপুরুষের অপ্রাকৃত মূর্তিবিগ্রহে অত্যুক্তি-শয়োক্তি নাই। কারণ উক্তিসমূহ প্রাকৃত বিচারে সসীম।

——

উক্ত যুক্তি বাদ দিয়া আমরা অন্যভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ—যিনি আলেখ্যমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আপনাদের সমক্ষে ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার ব্যাসদেব। শ্রীল কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য যে শাস্ত্রসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার বর্তমান অবতারে তিনি তাঁহাদের পুনঃ প্রকট করিতেছেন। প্রাচীন যুগে ব্যাস একটী মাত্র ভাষায় আমাদের কল্যাণকর গ্রন্থরাজ সঙ্কলন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বর্তমান অবতারে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রকারে তাঁহার গ্রন্থরত্নসমূহ ব্যক্ত করিতেছেন, আপনারা সকলেই তাহা অবগত আছেন। শ্রীল ব্যাসদেব শব্দবাদী ছিলেন. এমন কি তিনি শব্দ-ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাননাই। অন্যান্য আচার্য্য জৈমিনী, কপিল প্রভৃতি মনীষিগণ শব্দের যে প্রকার অভিধান করিয়াছেন ব্যাসদেব তদপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত স্তরের শব্দের প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃত শব্দসমূহ প্রাকৃত-বস্তু-প্রকাশে সমর্থ আর অপ্রাকৃত শব্দ অপ্রাকৃত বস্তু প্রকাশ করিতে সমর্থ। প্রাকৃত শব্দ অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শাইতে যাইতে অক্ষম। শ্রীল ব্যাসদেব অপ্রাকৃত-শব্দবাদী।

————

প্রাকৃত বিচারে আমরা শব্দের নিরাকারত্বই উপলব্ধি করিয়া থাকি সুতরাং শব্দের বিগ্রহ বা রূপ সম্বন্ধে আমরা চিরদিন সন্দিহান কিন্তু ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্ত-সূত্রে বলিয়াছেন, শব্দের চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যতা আছে। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" তাহার প্রমাণ। চিন্ময় শব্দ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিবার যোগ্যতা রাখেন। শ্রীল ব্যাসদেব শব্দ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কার্য্য হইয়া থাকে বলিয়াছেন। আপনারা সকলেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন বেদে যাহা নাই জগতে তাহা নাই অর্থাৎ বেদ শব্দই পূর্ণ এবং ব্যাসদেব তাঁহার নিজ পরিচয়ে তিনি স্বয়ং শব্দব্রহ্ম বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন সুতরাং শ্রীব্যাসই মূর্তিমন্ত শব্দ। সেই শব্দ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বাণীরূপে অথবা বাগ্দেবীরূপে শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে আবির্ভূত হন ইহা আপনাদের অনবিদিত নাই। সাধারণ একপক্ষকাল পূর্বে আপনারা এক প্রকার বাগ্দেবী শ্রীসরস্বতীর পূজা করিয়াছেন।

আপনারা এখন বুঝিতেছেন শব্দতত্ত্ব শ্রীপঞ্চমী-তিথি অঙ্গীকার করিয়া আমাদের হিতের জন্য এ জগতে আবির্ভূত হন। মদীয় শ্রীআচার্য্যদেবের নাম শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এবং "ভক্তি" "সিদ্ধান্ত" ও "সরস্বতী" এই শব্দত্রয় পৃথগ্ভাবে ও একত্রে বিচার করিলে আমরা একমাত্র মূর্তিমন্ত শব্দকেই জানিতে পারি এবং তিনি তাঁহার নিজ স্বরূপ-পরিচয় তাঁহার নামের অন্তরেতেই প্রদান করিয়াছেন। সরস্বতী অর্থাৎ বাগ্দেবী মূর্তিমন্ত শব্দ বা বেদ। বেদই যাঁহার স্বরূপ বেদ-প্রচারই তাঁহার কার্য্য। গুণ ও পদার্থ-বিচারে আমরা ব্যাস পদার্থের বেদপ্রচারই গুণ লক্ষ্য করিতেছি। মদীয় আচার্য্যে তদ্রূপ শ্রীসরস্বতী পদার্থে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তগণই সর্বতোভাবে, ওতঃপ্রোতভাবে পরিলক্ষিত হইতেছেন এবং বেদ-প্রচারই বা বেদানুগ বাণী প্রচারই মূলকারণ ব্যাসের বা ব্যাসাবতার ব্যাসের কার্য্য ইহাও আপনারা সুধীসজ্জন-মণ্ডলী বিশেষভাবে অনুধাবন করিতেছেন। সুতরাং আলেখ্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যিনি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত আছেন ইনিই সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার ব্যাসদেব।

—— —

শ্রীপঞ্চমীতিথি অতি পবিত্র তিথি; কারণ বাগ্দেবী এই তিথিকেই পরিগ্রহ করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা অদ্য এই পঞ্চমী-তিথিতে অর্থাৎ এই আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া আনন্দোৎসব করিতেছি। আমরা চান্দ্রীয় বিচারে পক্ষদ্বয় লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং তত্ত্বপ্রকাশকালে আমরা সর্বদাই দুইটী জিনিষ লক্ষ্য করি। আলো তদ্বিপরীত অন্ধকার, সৎ তদ্বিপরীত অসৎ, কৃষ্ণ তদ্বিপরীত শুক্ল বা শুক্র। আমি পূর্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি প্রাকৃত শব্দ প্রাকৃত-জ্ঞানের কারণ এবং অপ্রাকৃত শব্দ অপ্রাকৃত-জ্ঞানের কারণ। অপ্রাকৃত শব্দও শব্দ, প্রাকৃত শব্দও শব্দ কিন্তু উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবোদ্দীপক অথচ উভয় শব্দ বা বাণী পঞ্চমী তিথিকেই অঙ্গীকার করেন বটে কিন্তু বিচারিত পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে বাণী কৃষ্ণভাবোদ্দীপিকা সে-বাণী কৃষ্ণপক্ষকেই অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপক্ষ-তিথিতে আবির্ভূতা হন। এইজন্য কৃষ্ণানুগত ব্যাসদাসগণ কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে যে সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারাই পূজা করিয়া থাকেন। যে বাণী অকৃষ্ণ অর্থাৎ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বেরই প্রকাশিকা তিনি কৃষ্ণপক্ষের বিপরীত দিকে অর্থাৎ শুক্লা পঞ্চমী-তিথিকে অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং যাঁহারা মায়া-কবলিত জীব, মায়ার সংসার-সেবাই যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহারা শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে আবির্ভূতা ছায়া-সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। আপনারা শুনিয়াছেন তত্ত্বা সরস্বতী ও ছায়া-সরস্বতী-ভেদে সরস্বতী দ্বিবিধা।

আপনারা ভবিষ্যপুরাণের (?) উক্তিতে শ্রবণ করিয়াছেন— 'দ্বাদশে পুরুষোত্তমাৎ'। উক্ত বাক্যদ্বয়ে আপনারা আলোচনা করিয়া দেখিবেন যে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সমস্ত জগতে ব্যাসানুগত্য প্রচার করিবেন। তদনুকূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি যাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই বাক্যদ্বয়ের সার্থকতা আমরা আমাদের আচার্য্যদেবে প্রতি-মুহূর্তে লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের আচার্য্যদেব বহিঃ-বৎসর পূর্বে (৬০) উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণভাগে জন্মলীলা পরিগ্রহ করেন। তাহা হইতে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের কথা ও অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিয়া শ্রীল ব্যাসাবতারত্ব জানিতে পারিতেছি। এবং শ্রীল চৈতন্যদেবের ভবিষ্যদ্বাণী যাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহারও পূর্ণ সার্থকতা শ্রীল আচার্য্যদেবের ক্রিয়াতে আপনারা লক্ষ্য করিতেছেন।

—— —

শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাসানুগত্য প্রচারের জন্য বহু কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বদ্ধজীবনিচয়কে ব্যাসপূজার অধিকার-স্বরূপ ভুবনমঙ্গল আচরণ শিক্ষা দিতেছেন। আপনারা সংবাদ-পত্র হইতে এ সংবাদ সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন যে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পায় মহাভাগবতগণ ইংলণ্ড, জার্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যাসানুগত্য শিখাইবার জন্য শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের মনোনীত ব্যাসবাণী—চৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বহু জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

——

এই প্রকার আচার্য্যের বহু লীলা লক্ষ্য করিলে আমরা জানিতে পারি যে তিনি সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার ব্যাস এবং মাঘী শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতেই অর্থাৎ আচার্য্যদেবের আবির্ভাব তিথিতেই শ্রীব্যাসপূজা বিহিত। এইজন্যই আমরা আপনাদিগকে ব্যাসপূজাবাসরে আমাদের আচার্য্যদেবের পূত কথা জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা অনেক সময় মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিয়া অনুতপ্ত হই যে সেই সময় আমাদের জন্ম হইলে আমরা কৃতার্থ হইতাম এবং সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় আচার্য্যগণের অপ্রকটের পর তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহাতে আমাদের মত বদ্ধজীবের যথোচিত কল্যাণ সাধিত হয় না। ভুবনমঙ্গলকারক আচার্য্য সেবকগণ শ্রীব্যাসপূজার অভিনয় করিয়া শ্রীআচার্য্যদেবের মহিমা-প্রকাশে আমাদের মত বদ্ধজীবের উক্ত অভাব মোচন করিতেছেন। যাঁহারা আত্মকল্যাণ লিপ্সু তাঁহারা আচার্য্যদেবের মহিমা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করুন, জীবন ধন্য করুন, সার্থক করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।

— ——

আমার পূর্ববক্তা বন্ধু মহোদয় যে রাবণের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা আপনাদের নিকট ইঙ্গিত করিয়াছেন আমি তদনুকূলে দুই একটী কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব। রাবণের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-ভঙ্গী এই যে নিজের অসৎ উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া অন্যের হিতসাধন-প্রচেষ্টারূপ ভক্তগণের অভিনয় করা সুতরাং বাহ্যতঃ পরোপকারীর এবং সাধকের বেষ গ্রহণ করিয়া তাহার অপকার-সাধনই যাহার উদ্দেশ্য, শাস্ত্র তাহাকেই কপট-বেষী বা রাবণের ন্যায় ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী বলিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত ... ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত.—দশম ... ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ ... ৮৲
[illegible] ...
৩। [illegible] ... (চতুর্থ খণ্ড) ৬৲
৪। হরিভক্তিবিবেককল্পতরু (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় গোষ্ঠ
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা
৭। ভক্তিরত্ন ৷০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
১২। শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দ মঙ্গল (বাঁধা) ২৲
১৩। প্রেমবিবর্ত্তভাস্কর সারার্থ (সারার্থদর্শিনী) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০ (বাঁধা)
১৮। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা
২২। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ৵০
২৩। পঞ্চরাত্র /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পত্র ৷০
২৯। সরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। শুদ্ধভক্ত ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবধা-ভক্তি /০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৩৬। আচার্য্যচরিত্র /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। কল্যাণকল্পতরু ..০
৩৯। মনঃশিক্ষা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ০
৪১। প্রার্থনা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। সামঞ্জস্য সম্বন্ধে ৷০
৪৪। গৌড়ীয়ধর্ম্ম ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। শুদ্ধভক্তি বা মায়াবাদখণ্ডন ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব (একত্রে ও মাহাত্ম্য এবং বিপ্র ও অধিকারীর) ৷০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ
৫২। সারগ্রাহী ৵০

সংস্কৃত অক্ষরে প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী-নিবন্ধঃ ৷০
৫৪। সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র
৫৬। সাত্বত-বিকাশিকা ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারগ্রাহিতত্ত্বম্ ৵০

ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। বিবেকী. গাইড স ৷৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। এ্যাথেটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আর্কেটেক ডিজাইন
৬৭। কৃষ্ণ সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল অক্ষরে প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া).

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। মোদদ্রুম-জগন্নাথ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, তাঁমলুক।
৯। শ্রীবাসুদেব পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীসনাতন ..., বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাজু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ২০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বতীর্থ, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর(?), পোঃ চিকুলী, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নন্দকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ —নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST – প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহাদের বঙ্গানুবাদ ও অতীব প্রাঞ্জল মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, গীতসূচী, বিষয়-সূচী, নামসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ!

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও চক্রাকার-সম্বলিত পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬-৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	১০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮-১৯,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৯	১৮—৩৯
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৪-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৪	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৯	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাট হইতে ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৭০, ৯-১৯, ১২-২৫, ১৩-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সুবিধা ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১১-১০	১৫-৭	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-১৫	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-২৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৩

কলিকাতা বাজার দর

লোহ ও হার্ডওয়ার

৩রা মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কাড় গোল বা চৌকা

বাঁকা —৫।৹—৫৸৹

ঐ দেশী বাঁকা চাপা ৫৷৹—৫৶৹

ধরণা (টি-আয়রণ) ৬৷৶৹—৬৸৶৹

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৬৲—৬।৹

গ্যালভানাইজড করগেট টিন

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৸৶৹

২৪ গেজ ,, ,, ১১৷৹

২৬ গেজ ,, ,, ১১৸৶

২৪ গেজ আর, পি, টি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ প্লেন শীট— ১১৸৶৹

২৬ গেজ ,, ,, ১২৸৶৹

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৶৹ ১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটা তার ১০০

গজের বাঃ ৮৸৹

টিন প্লেট ৯৷৹—৯৸৶৹

,, গোলছুঁ (গোল) ৬৷৹—৬৸৹

,, পলাদে (চৌকা) ৬৷৹ ৬৸৶৹

,, গোল ৩৬ ৷৹—৸৶৹ সুতা ৫৲—৫।৹

,, টানা রড-

চাকা ৶৹—৸৶৹ ঐ ৬৲—৬।৹

,, বার্জিল তার ৭।৹—৭৸৹

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৮৲—৮৶৹

,, চাদর ৩-২৬ গজ পর্য্যন্ত ১১৶—১১।৹

কোদালিনমর হেড (প্রতি ডজন) ১৷৹-১।৹

ফাওড়ার হেডের ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০৲

পাইটেন্ট হেডের ১ ৮ ইঞ্চি ১৯৲—২৪

চাপড়া ১ হইতে ১০ নং ১৸৶ -১৪ ... ১৫৫

.আরাম ৫, ৫, ৬, ৭৸৶৹ ৮৸৶৹ ৯৸৶৹ ৩৯

ঐ তিন পাউন্ড ৫৸৶৹ ৬৸৹ ,,

পাঃ প্লেন বালা ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৹ ৬৷৹

ঐ বিজিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার স্প্রিং বাঙের পেগ ও

চাকা ৯।৹— ,,

ঐ ভালের লোহার সিট .৫৲ ,,

ঐ ঐ (ও ফুট সিট) ১৮৲ ,

লোহার ক্রু ১—৩ ইঞ্চি ৶১০—৸৶৹ গ্রোস

ঐ নম্বর ৭৯ নং

.৪—৮ ইঞ্চি ।১০—৸৶৹ গ্রোস

পাঃ তার ১৬—২১ নং

(গেজ) ১৭।৹—১৪।৹ হন্দর

পাঃ পিন (মডেল)

.২ ইঞ্চি ৸৶—৸৶১০ গ্রোস

পাঃ খাটিং বা ভোজা

৩ ইঞ্চি ।০—৸৶৹

পাঃ ব্রাশ ১।০—৫।০ গজ ২৭,—২৯, হন্দর

পাঃ আগার চাঁপ ১১।০—১৯৲,,

পাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি

৸৶১০—১৸৶৹ গ্রোস

চালের বেদির ৭।০—[illegible] হন্দর

ঐ নেইল ওয়াটার গাউপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

চিউব ওয়েলের জন্য পাইপ

পাইপের হরি ।৶৹ ফুট

পাম্প ১ নং ১১।০ ২নং ১৪, ৩নং ১৬৲

৯০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ১১০-১৯০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীরবর সাট কোম্পানী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোবেক্স প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲
সূর্য্য মার্কা	,,	৯।৹
ঘোড়া গাড়ী	,,	৯৲

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৩৸৶
গিনি	৩৩৸
পেশা পাত	৩১।৹

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶৹
ঐ খুচরা	৫৶৹

—— —

কোম্পানীর কাগজ

৩।৹ সুদের কাগজ	৮৯৶
৩।৹ পুনর্ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৯।৹
৬৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৯৲
৫৲ ,, ঐ (১৯৪৫	১০৪৸৹

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৯ ৬৯) কলিকাতা কর্পো-

রেশন ১০৩৸৹

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পূর্ণ)	১৪৫
সেণ্ট্রাল ঐ	৫২৲

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী কল	৩৫৲

পাট কল

হাওড়া	
অকল্যাণ্ড	
গঙ্গা	
ঠাকুর	১৫০৲
মেঘনা	৩৭০
এম্পায়ার	২৪৯৲
ক্লাইভ	২।০
কামারহাটী	৪০৮।০
কেল্টা	৩০৪৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহা ও জীর্ণ জ্বরকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক এ লালসাহী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

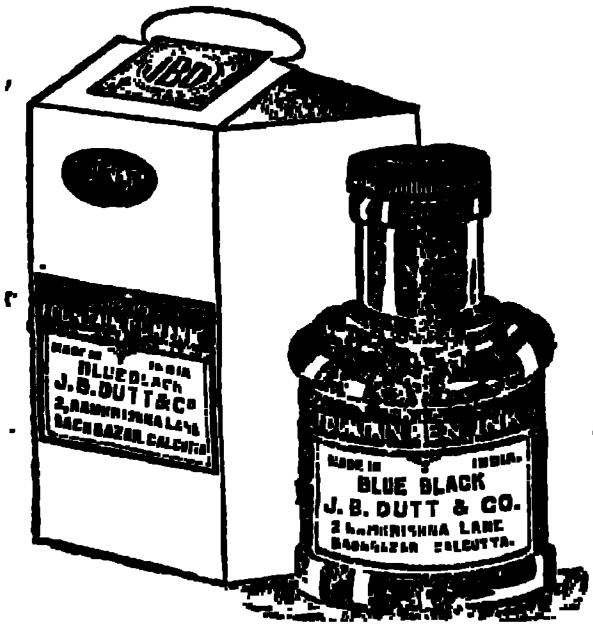

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউনটেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—৩নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

ধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আর ও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কাজ অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কাজ পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সজ্জনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুরুচি সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে ... কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি [illegible]
প্রতি কলম ৬১
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২১
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯১
ষান্মাসিক ৫১
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১১
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮০ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪০, ৯ই মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::০::—

২ জনের ফাঁসি, ৬ জনের দ্বীপান্তর

শেরপুর হইতে প্রকাশ, ৮ জন যুবক একটি চাঞ্চল্যকর মামলা সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়। তাহাদের সকলেরই বয়স ১৭ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী দায়রার জজ এই মামলার রায় দিয়াছেন। ২ জন আসামী মৃত্যুদণ্ডে এবং ৬ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ফেব্রুয়ারী বৎসরের কয়েকদিন পূর্ব্বে দুই দল ছোরা পানোন্মত্ত অবস্থায় লাঠি লইয়া, প্রকাশ্য দিবালোকে জনতার সম্মুখে দুইটা রাস্তায় দাঙ্গা ও মারপিট করে। মারামারির ফলে কয়েকজন সাংঘাতিক আহত এবং ২ জন মারা যায়।

স্তূপের মধ্যে রিভলভার প্রাপ্তি

রংপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় উকিল সভার সভাপতি উকিল শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গৃহসংলগ্ন স্তূপের মধ্য হইতে গুলিভরা একটা রিভলভার প্রাপ্তি সম্পর্কে পুলিশ তাঁহার পৌত্র, ১৫ বৎসরের বালক বঙ্কিমবিহারী মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের তদন্তের জন্য তাহাকে কিছুকাল হাজতে রাখা হয়। ২ শত টাকার জামিনে আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে। পুলিশের বিবরণের জন্য আজ ১৫ মার্চ পর্য্যন্ত মামলা মুলতবী আছে।

রাসবিহারীবাবুকেও ৫ শত টাকার জামিন দিতে হইয়াছে। আদালত তাঁহাকে ভবিষ্যতে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে।

২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

রংপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় পার্শেল ক্লার্কের উনিশ বৎসরের পুত্র চন্দ্রমণি দাস গত ডিসেম্বর মাসে রংপুরের ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুত [illegible]চন্দ্র কাঞ্জিলালের একটা খোলা বন্দুক চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪১১ ও ১০৯ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারানুসারে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, সেনগুপ্ত বিচার করিয়া আসামীকে উপরোক্ত সমস্ত ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তাহার মোট ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে ষ্টেশন মাষ্টারের ১৩ বৎসরের পুত্র কনকচন্দ্র কাঞ্জিলাল উক্ত বন্দুক চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু ৫ শত টাকার ৩টি জামিনে (মোট দেড় হাজার টাকায়) ৩ বৎসরের মুচলেকায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

—

কার্তুজ প্রাপ্তি

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অস্ত্র আইন অনুযায়ী আশুতোষ বসুর বিচার চলিতেছে। তাহার বয়স ২৫ বৎসর।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ডাকাতির সম্পর্কে কোতোয়ালিতে তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস হয়। সেই সময় কয়েকটি গুলি কার্তুজ পাওয়া যায়।

বরিশালে লাইসেন্সহীন বন্দুক

বরিশাল হইতে প্রকাশ, কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একটি চুরি মামলার তদন্ত সম্পর্কে মাহেন্দ্রাবাদে গমন করেন। সংবাদ পাইয়া, উক্ত কর্মচারী মাহেন্দ্রাবাদের নিকট পানবাড়ী গ্রামে গিয়া হাসিমুদ্দীন তালুকদারের গৃহে হানা দেন এবং খানাতল্লাস করিয়া লাইসেন্সহীন একটা "টুইলোডিং" বন্দুক পান। বন্দুকটির নম্বর ৭৬।

পুলিশ হাসিমুদ্দীনকে গ্রেপ্তার করে। আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে এখান হইতে ৩টা লাইসেন্সহীন বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

—

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, পটিয়ার একজন উকিলের পুত্র শ্রীযুত ভোলানাথ মজুমদার এবং সুচিয়ার শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

—

শোলাপুর মিলে দাঙ্গা

শোলাপুর হইতে প্রকাশ, জাম মিলের শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং সেই বিবাদ দাঙ্গায় পরিণত হয়। দাঙ্গার ফলে মিল বন্ধ হওয়ায়, ধর্মঘট মিটমাটের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ ঘটনার ফলে পুনরায় মিল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মধ্যাহ্নে বিরামের পর পুনরায় মিল খোলা হয়।

পুলিশ এই দাঙ্গা সম্পর্কে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। জাম মিলের দাঙ্গার ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছে, তবে কাহারও আঘাত গুরুতর নহে।

সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, কোতোয়ালি থানার এলাকাধীন [illegible] গ্রামের মোটরচালক রজনীকুমার দে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছে। গত বৎসর একটি ডাকাতি মামলা সম্পর্কে রজনী গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু বিচারে সে মুক্তিলাভ করে।

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঠাটারিবাজার রোডের শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বন্দিবাস হইতে মুক্তিলাভের পর স্বগৃহে অন্তরীণ হন। তাঁহাকে পুনরায় বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বরিশালে

বরিশাল হইতে প্রকাশ, স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র সতীশচন্দ্র নন্দী [illegible] ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ঘোষের গৃহে সন্ধান করিয়া পুলিশ তাঁহার গৃহে খানাতল্লাস করে, কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পায় নাই।

—

খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

হাওড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত অতুল [illegible], [illegible] সরকার, [illegible] সরকার, [illegible] চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি চক্রবর্তী, মন্মথনাথ [illegible], [illegible] খাঁ এবং [illegible] দেবের গৃহে পুলিশ খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, অন্য [illegible] সকলেরই পুলিশ হানা দেয়।

খানাতল্লাসের পর, শ্রীযুত অতুল চক্রবর্তী, সতীশ সরকার, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] দে, [illegible] দেব, [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] খাঁ এবং ডাঃ [illegible] দেব চক্রবর্তীর একজন [illegible] পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার, ১৩৪০

বারাণসীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক হিন্দু মহিলাকে কঠোর নিষ্ঠুরতার অপরাধে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। উক্ত মহিলা তাহার স্বামীর তরুণী স্ত্রীর প্রতি অতি নিষ্ঠুর নির্যাতন করিয়াছিল,—লোহার শিক লাল করিয়া পোড়াইয়া তাহা সেই তরুণীর কণ্ঠে চাপিয়া ধরিয়াছিল। সেখানে গরু বা বলদের কঠিন রোগ হইলে—তাহার চারি পা বাঁধিয়া গো চিকিৎসক তাহার গায় লোহার শিকে পোড়াইয়া ঐ ভাবে দাগিয়া দিত; মানুষের—নারীর প্রতি এরূপ ব্যবহারের কথা কখনকালেও শুনা যায় নাই। আবার যেমন স্বামী তেমনই ভাই! তাহার ভাই—তরুণীর স্বামী, স্ত্রী অপেক্ষা ২৩ বৎসরের বড় সেই স্বামীর প্রবীণ পুরুষটি তাহার ভাবনীকে স্ত্রীর উপর লেলাইয়া দিত, আদালতে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এই নারী-আসামীর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে তিন মাস কঠোর কারাদণ্ডে এবং পঁচিশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই রমণীর ব্যবহার কসাইকেও নিষ্ঠুরতায় হার মানাইয়াছে।

'বিশ্বমিত্র' পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত মোটা সেবক পাঠক ও প্রেস রক্ষক শ্রীযুত [illegible] আপত্তি করিয়াছেন যে [illegible] জেলা হাজার টাকা জমা দিয়া মোট তিন হাজার টাকা জমা দেওয়া হইয়াছিল; তাহা হইতে মুদ্রাকরের এক শত টাকা ও প্রেস রক্ষকের এক শত টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে আবার তিন হাজার টাকা করিয়া মোট ছয় হাজার টাকা জমা দিতে হুকুম করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাহাদের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছিল। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী মন্তব্য পাঠ করিয়া হুকুম করিয়াছেন যে তাহাদিগকে সরকারের পূর্ব হুকুম অনুসারে আর (মোট ছয় হাজার টাকা) জমা দিতে হইবে না। প্রত্যেকের পক্ষ হইতে দেড় হাজার টাকা করিয়া মোট তিন হাজার টাকা মাত্র জমা দিতে হইবে। তাহাদিগের যে তিন হাজার টাকা জমা ছিল তাহা হইতে দুই শত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে সুতরাং এক্ষণে তাহাদিগকে সেই দুই শত টাকা মাত্র জমা দিতে হইবে ম্যাজিষ্ট্রেটের এ হুকুমানুসারে তাহারা গত ৫ই মার্চ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রত্যেকে ১০০ শত টাকা করিয়া মোট দুই শত টাকা জমা দিয়াছে।

উদয়ন—ফাল্গুন ১৩৪০

এই সংখ্যায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ও চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্-এর উদ্যোগে বিগত নিখিল ভারত চারুকলা প্রদর্শনীতে যে সকল ইউরোপীয় ও ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত ও বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইয়াছিল সেই চিত্রগুলির অবিকল প্রতিলিপি 'উদয়নে' প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংখ্যায় শ্রীমণীন্দ্রনাথ সেনের প্রবন্ধ 'নিখিল ভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনী' সম্বন্ধের বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় শেষ হয় নাই। সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাকে সন্তুষ্ট করিতে 'উদয়ন' বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। হিন্দুস্থান-পাঠকবৃন্দ রায় শ্রীকুমার সেন বাহাদুরের 'বন্দী সে দেশে' গানে তৃপ্ত হইবেন; পুরাতত্ত্বপ্রিয় পড়িবেন—শ্রীতারানাথ পালিত মহাশয়ের 'আজ বাংলাদেশ জাতি—বাংলাদেশ বুক মাধব'; সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রিয় পড়িবেন—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্ এ, এফ্ এস্-এস্, এফ-আর-ই-এস মহোদয়ের 'বিবাহিনাম', শ্রী[illegible] রায়ের 'সাহিত্যের ধারা' ও শ্রীমন্মথনাথ রায়ের 'চোখ গল্প ও অন্যাবকুমার'; ভাবনী ও কর্মী যাঁহারের প্রিয়, তাহারা পড়িবেন শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা'; মনস্তত্ত্ব দিক দিয়ে ও মনস্তত্ত্ব শিক্ষার্থী পাইবেন—শ্রীবাণী দত্ত, এম্-এস্-সি'র 'নবা মনোবিজ্ঞান ও আমাদের মন'; রাজনীতি ও অর্থনীতির পাঠক-পাঠিকা পড়িবেন শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ সেনের 'নাগরিক বাদ' ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম এ, বি-এল্ মহাশয়ের 'সাবিত্রের সংরক্ষণ নীতি'। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের 'ভূমিকম্প' শীর্ষক একটি চিত্র সম্বলিত প্রবন্ধ অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে ভূমিকম্প সম্বন্ধে নানা জানিবার কথা আছে এবং কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের আকৃতি ও স্থান প্রভৃতি বুঝান হইয়াছে। 'ঘরে বাইরে' বিভাগে শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকম্প সম্বন্ধে আলোচনা কবিত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

প্রত্যেক কবিতায় মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছেন—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীনলিনী দাস, ও শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যেক সাহিত্যে উৎসাহী জনগণ উদয়ন-পাঠে লাভবান্ হইবেন।

ভূমিকম্পে প্রবাসিদিগের সাহায্য

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ইতোপূর্ব্বে বঙ্গ-দেশের সাহায্য তহবিলে প্রেরণ জন্য ১২৫৮৫১টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও রেঙ্গুন, মান্দালে, মৌলমিন, পেগু প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের সাহায্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিপন্নদের সাহায্য জন্য প্রায় ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছে এবং ঐ সকল স্থানে বিপন্নদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশার্থ সভা হইয়াছে।

টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ডেপুটি কালেক্টরের নাজির থাকিবার সময়ে কয়েকজন জামিনদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শ্রীযুত [illegible] নন্দের বিচার আরম্ভ হয়। বহু দিন ধরিয়া বিচার চলে। ৪০ দিন শুনানী হয়। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত [illegible], এম মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

অ্যাডভোকেট শ্রীযুত আশুতোষ দত্ত, উকিল শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্ত, মনোরঞ্জন চৌধুরী ও প্রফুল্ল ঘোষ আসামীপক্ষে এবং পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁ বাহাদুর মফিজ রহমান সরকার পক্ষে ছিলেন।

কাশ্মীর সংবাদ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, যে মুসলমান সম্প্রদায় সম্প্রতি আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে, সরকার তাহাদের নিকট হইতে ২৫ হাজার টাকা পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায়ের দিয়াছেন। প্রকাশ মীর ওয়ায়েজ ইউসুফ শার যে দলবল আন্দোলনে যোগ দেয় নাই, তাহারা এ ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইবে।

টাকা জালের কারখানা

ইনস্পেক্টর এস, এন, দে এবং সাব ইনস্পেক্টর এ সাহু কলাবাগান বস্তীর একটা বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া টাকা জাল করার এবং কতক জাল টাকা রাখার অভিযোগে সেই ঘরের এবং অপর ৭ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, খানাতল্লাসের কালে পুলিস কতকগুলি জাল আধুলি দৃষ্ট করে, ঐ জাল গৃহের কোণে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। কয়েকজন আসামী যখন টাকা জাল করিতেছিল সেই সময়ে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। টাকার ছাঁচ, গলিত ধাতু এবং জালের অন্যান্য সরঞ্জাম দৃষ্ট হইয়াছে।

ধৃত লোকদের ধৃত লোকদিগকে উত্তর বিভাগের পুলিস ডেপুটি কমিশনারের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। এই বিষয়ে আরও তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পুলিস হাজতে রাখার আদেশ হইয়াছে।

গাজীপুর দাঙ্গা সম্পর্কে ১৫জন দণ্ড

বারাণসী হইতে প্রকাশ, গাজীপুর দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ৭ জন মুসলমান।

মৃত দেহগুলির শব পরীক্ষার পর সৎকারের নিমিত্ত তাহার আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া হইয়াছে। এখনও সহরের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে।

পকেটমারার দণ্ড

সদরঘাট স্টেশনে এক লোকের আত্মীয় পকেট হইতে টাকার ব্যাগ চুরি করার অভিযোগে শেখ ইব্রাহিম ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মুক্তির পর তাহাকে ৩ বৎসর পুলিসের হেপাজতে থাকিতে হইবে।

প্রতারণার ২ বৎসর

পুরাতন পাপী বাবাজী তিং বালক দেব-বাহাদুরের ৩০ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ দত্ত কর্তৃক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ২০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে আরও ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মুক্তির পর এক বৎসর পর্য্যন্ত আসামীকে তাহার বাসস্থান সম্বন্ধে পুলিসে সংবাদ প্রদান করিতে হইবে।

বালকের শোচনীয় মৃত্যু

মুঙ্গের হইতে প্রকাশ, দেওঘরিয়া থানার অধীন মেদেলাটি হইতে একটি কৃষক বালকের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বালক তাহার পিতার ঘোড়াটি লইয়া গরু একটা মাঠে চরাইতে যায়। তথায় সে বালসুলভ চপলতা বশতঃ ঘোড়ার পিঠটায় এক প্রান্ত পায়ে বাঁধে।

এমন সময় একটা ঘূর্ণিবাত্যা দেখা দেয়। ঘোড়াটি তখন ভীত হইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে। ফলে ঘোড়ার দড়ির সহিত আবদ্ধ বালকের দেহও মাঠের উপর দিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে যাইতে থাকে। এইরূপ ঘোড়াটি বালকের দেহ প্রায় এক মাইল পথ মাঠের উপর দিয়া টানিয়ে টানিয়ে লইয়া যায়। এই সময় বালকের মাথা একটা গাছে লাগিয়া ফাটিয়া যায়। ফলে বালক সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

কিছুক্ষণ পরে ঘূর্ণি বায়ু থামিয়া যায়। ঘোড়াটা তাহার পর তাহার দড়ির অপর প্রান্তে আবদ্ধ বালকের মৃতদেহ লইয়া তাহার মালিকের বাটীতে ফিরে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ | ৮ বিষ্ণু | গৌরাব্দ ৪৪৮, | ২৫ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, | ৯ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪, | শুক্রবার | ৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমতা-গ্রামে প্রচার

গত ১লা ফাল্গুন (১৩৪০) ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী আমতার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার চন্দ্র মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক "বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আমতা এম, ই, স্কুলের শিক্ষকগণ এবং গ্রামস্থ অন্যান্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রতি সপ্তাহে রবিবারে তাঁহাদের গ্রামস্থ হরিসভায় পাঠ কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চৌধুরী মহোদয় ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট হইতে বৈষ্ণবগ্রন্থ ও গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ এই পারমার্থিক পত্রিকাদ্বয় লইয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। হেডমাষ্টার মহোদয় বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত। তিনি গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচারের নিমিত্ত তথায় শীঘ্রই একটী বিরাট্ সভার আয়োজন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

দিল্লীতে প্রচার

গত ২রা ফাল্গুন বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ও নিত্যপার্ষদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি-উপলক্ষে ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারতির পর শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী সুললিত-কণ্ঠে বিরহগীতি কীর্ত্তন করেন, তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী (ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবেক) মহোদয় সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট বাবাজী মহারাজের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় বিচিত্র-রস-সম্বলিত খাদ্য প্রসাদান্ন সকলকেই দান করা হইয়াছিল। মঠ-সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম-ফলে মহোৎসব কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী রন্ধন-কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

নয়াপাড়া গ্রামে প্রচার

গত ৮ই ফাল্গুন (১৩৪০) ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক মহোদয় নয়াপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন সাহা মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য লীলা হইতে জীবগতি, জীবের গর্ভবাস-যন্ত্রণা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। তথায় স্থানীয় ডাক্তার, পণ্ডিত ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যধর্ম্ম-প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও পাঁচজন ব্রহ্মচারী সহ সিকান্দ্রাবাদে হরিকথা প্রচার করিয়া সম্প্রতি নিজ হায়দ্রাবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

অনেক স্থান হইতে স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ আসিতেছে। নিজের একমাত্র সুধি শেঠ গোবিন্দরামের বাটীতে অবস্থান করিয়া স্বামীজীদ্বয় তথায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সমিতির প্রচার

গত ১৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে হরিগুরু বৈষ্ণব-বন্দনাতে পুষ্পাঞ্জলি সহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে।

দেবতাগণ বহুরূপে প্রকাশমান ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে দেব! গুণ, জন্ম ও ক্রিয়া দ্বারা আপনার নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না। কেননা আপনি অনুমিতি-পথাবলম্বী সাধকের মনোবাক্যের অগোচর, সাক্ষীস্বরূপ। কিন্তু ভক্তগণ উপাসনা অর্থাৎ সেবাদ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

হে ভগবন্! আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগলে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যিনি সর্ব্বকালে আপনার পরম-মঙ্গলময় নাম ও রূপ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিতে করিতে অপরকে স্মরণ ও চিন্তন করাইয়া থাকেন, তাঁহার আর সংসার থাকে না।

"সংসার থাকে না" কথাটী শুনিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে পারে; কারণ, যে সংসার-রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কালক্ষয় করিতেছি, যে সংসারের উন্নতির জন্য কত কত বীরপুরুষ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করিয়া থাকেন, সেই সংসার না থাকিলে কি করিয়া চলিবে? আর এরূপ সংসার-বিনাশকারী ভজনেরই বা প্রয়োজন কি থাকিতে পারে, আমাদিগের এই প্রকার অনিবার্য্য সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে

বিজ্ঞানবিৎ সম্প্রদায় বিজ্ঞগণের ভাষায় সংসার বা গৃহ বলিলে কৃষ্ণ-ভজনের প্রতিকূল দেহ ও মনকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভোগের বা সেবা-ত্যাগের দেহ-মনই সংসার বা গৃহ। কফ, পিত্ত ও বায়ু ঘটিত ত্রিতাপ-ক্লেশোদ্ভবোম্বাত্মক স্থূল ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহই ত্রিতাপ-নিবাস সংসার-গৃহ। হরিভজনে এইরূপ সংসার থাকে না, জন্ম-মৃত্যু জনিত দুঃখ চিরতরে নিবারিত হয়।

গত চন্দ্রগ্রহণে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জগাই-মাধাই উদ্ধারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনন্দ-নৃত্য প্রসঙ্গ সেবকগণের ব্যাখ্যামুখে পাঠ হইয়াছে। পাঠান্তে গ্রহণের সময় একটী সংকীর্ত্তন পার্টী বাহির হইয়া নগর ভ্রমণ করিয়াছে, তাহাতে সংকীর্ত্তন-ভক্তিপ্রবর্ত্তক দেশের আপামর জন-সাধারণ নামসঙ্কীর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

গত ৬ই মার্চ্চ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিং এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব দাস অধিকারী ভক্তি-বৈভব মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীধরের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ বিষ্ণু তিথি সর্ব্বোৎসবাদী ৪৪৮

শ্রীশ্রীগৌরহরির বিচিত্র-লীলা

শুষ্ক কাষ্ঠে জলের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না; প্রস্তরের অভ্যন্তরেও জলাভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভূমিকার প্রেম-রহিত শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ও প্রেমাপ্লুত হয়। তাঁহার নিজ জনগণ সেবন-হৃদে প্রেমাবিষ্ট। মহাপ্রভুর প্রকট লীলা আলোচনা করিলে দেখা যায় যাহারা তাঁহার প্রেম দর্শনে অসমর্থ, তাদৃশ অচেতন পদার্থেও মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমের প্লাবন প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসেবার অদ্ভুততা-নাট্য-লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় ভক্তগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের যে যে চরিত-কথা শ্রবণ করিয়াছেন, বরং তদনুরূপ ভাব অবলম্ব পার্ষদগণকে প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনিই যে মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য লীলা-প্রকাশক, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাপ্রভু ব্রজভাবে রোদন করিতে করিতে কখনও বহু প্রহর-কাল সমাধিযোগে ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কখনও বা বাহ্য-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় অবস্থানে থাকিতেন, কোন সময়ে বা প্রহরকাল আনন্দে মূর্চ্ছিত থাকিতেন, আবার কখনও বা নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক হাস্যভরে "আমি সেই বস্তু" বলিয়া উক্তি প্রকাশ করতঃ স্ব-স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাদৃশ ক্ষীণবুদ্ধি বহির্ম্মুখ জন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অথচ ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রকে জীবমাত্র জ্ঞানে "জীবমাত্রই ভগবান্" এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে ইহা অপরাধজনক। কুন্দা ভূষণ নামক কোন ব্যক্তির পত্নী যদি তাঁহার স্বামীর নাম করিয়া বলেন, কুন্দা ভূষণ বাবু আমার স্বামী, তাহা শুনিয়া তাঁহার কন্যা যদি এই বিবেচনা করেন যে আমার মাতাও স্ত্রীলোক এবং আমিও স্ত্রীলোক, আমার মাতা যখন বলিয়াছেন কুন্দাভূষণ বাবু আমার স্বামী, সুতরাং আমিও বলিব, কুন্দাভূষণ বাবু আমার স্বামী, তাহা হইলে যে প্রকার অন্যায় হয়, জীব নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিলে তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক অন্যায় বা অপরাধ হয়। কারণ উভয়ত মা ও মেয়ে উভয়ে জীবতত্ত্ব; কিন্তু ভগবান্ ও জীবে নিত্য প্রভেদ বিদ্যমান।

গৌরহরি কোন সময়ে বলিতেন—আমাকে "বৈকুণ্ঠ হইতে যিনি প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছেন সেই বৃদ্ধ আচার্য্য অদ্বৈত এখন আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ আমি প্রত্যেক গৃহে ভক্তিরত্ন বিতরণ করিব।" আবার কখন কখন 'কৃষ্ণ', 'বাপ', 'গোপা', 'প্রিয়' ইত্যাদি শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেন। কখনও বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া, অক্রুর যেরূপ ব্রজে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে লইবার জন্য বাক্যবিন্যাস করিয়াছিলেন, সেই অক্রুরের ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতেন, "হে নন্দ, রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া চল, সেখানে গিয়া আমরা ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব করিব।" আবার পরক্ষণেই ভূমিতে পড়িয়া ভক্তগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে থাকিতেন। মহাপ্রভুর মহাভাবের বিচিত্র লীলারহস্য তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অবগত হইতে কাহার সাধ্য। তাঁহার ভক্তগণই তাঁহার লীলা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন।

"এইরূপ নানা ভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দে ভাসয়॥"

ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর বক্তৃতা

[শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার ৩০শ অধিবেশনে গত ২৮।৩।৩৪ তারিখে প্রদত্ত]

সপ্তদ্বীপাম্বুধি পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ এই নবদ্বীপের নাম যাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে তিনি ধন্য। কারণ ত্রিতাপতপ্ত, অসারগর্ভ শুষ্কতর্ক-পরিপূর্ণ ভক্তিরস-শূন্য এই মরুদেশের মধ্যে অপ্রাকৃত শ্রীধাম-নবদ্বীপই মরূদ্যান।

অজ্ঞানসাগর অচৈতন্য বিশ্বে যিনি শ্রীচৈতন্যালোকদ্বারা শ্রীধাম-নবদ্বীপের অপ্রাকৃত চিন্ময় জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছেন তিনি অধিকতর ধন্য।

প্রেমামৃতরসাসক্ত নবভাবপ্রসূন নবমাধবীলতিকাপুঞ্জ-কুঞ্জস্থিত অপ্রাকৃত কোকিলের কুহুস্বর শ্রুত হইয়াছে; যাঁহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে তিনি ধন্যাতিধন্য।

আর যাঁহারা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের নিত্য নব-নবায়মান অপ্রাকৃত বিলাসোল্লসিত হরি-কীর্ত্তনবিলাসবৈচিত্র্যে মহাজন শ্রীধামপরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার মহিমার তুলনা কোথায়?

দুস্তার্য্য মহামায়ার করালকবলে নিপতিত মহাকালীর করালকৃপাণে বিধ্বস্ত বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া যিনি মায়ার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া একবার এই অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যগাথা শ্রবণ করিয়াছেন তিনি কখনও পুনরায় সেইধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বা বাসবাস করিয়া মহামায়ার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাতে মুগ্ধ হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহার ঠিক ঠিক শোনা হয় নাই তিনিই পুনঃ পুনঃ মায়াভিভূত হইয়া পড়েন।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যতদিনই সংসার-পরিক্রমা যতদিন কৃষ্ণকথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, যতদিন শুদ্ধভক্তমুখনিঃসৃত-শ্রবণসংপুট ভাগবতকথা আমাদের হৃদয়কন্দরে কোমলার্দ্র স্থিতি না করে, ততদিন আমরা কোটিচন্দ্রসুশীতল নিতাই-পদকমলে আশ্রয় না পাই। তারপর আর কি ভাল লাগে, না লাগাই উচিত। তাই আজ আত্মকাহিনীটি আমার স্মৃতিপটে উদিত হচ্ছে—

এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজজন কোন মহাজনে
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥
দয়া করি' মোরে পতিত দেখিয়া
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন শুন ভাল কথা
উল্লসিত হ'বে হিয়া॥
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত দীনহীন জনে
করিলেন ভবপার॥
বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে নদীয়া মাতায়
সঙ্গে ভাই অবধূত॥
নন্দসুত যিনি চৈতন্যগোঁসাঞি
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ তুমিও যাইয়া
লহ নিজ পরিত্রাণ॥
সেকথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ
তোমার চরণ-তলে।
বিনোদ-সেবক কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে॥

হে সজ্জনগণ, আসুন আমরা বিচার করি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কেন শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

জনা যায়, পর্ব্বত ও প্রস্তরাদি অচৈতন্য বস্তু। তাহাতে কোনও সাড়া নাই, শব্দ নাই, প্রাণ নাই, অনুভূতি নাই, বেদনা নাই, চেতনা নাই বা চেতনের কোনও ধর্ম্ম নাই। 'তাবদপি ধৃতং' আমি যে তদপেক্ষা অধিক নির্গুণ। তদপেক্ষা অধিক বলি কেন? শঙ্খ-ঘণ্টা-খোল-করতাল সংযোগে যখন শ্রীচৈতন্যের আরতি হয়, তখন মোহ আমার গৃহস্থিত পিতল ও কাঁসার বাসন-কোসনেও তাহার প্রতিধ্বনি হয়। কিন্তু আমার হৃদয়টী এমনই অচৈতন্য, এমনই জড়, এমনই শীতল, এমনই মৃত যে তা' ভাঙ্গেও না নড়েও না; অধিকন্তু সেই কঠিন হৃদয় পর্ব্বতোপরিস্থ অধঃপতনে ভগবানেতে আমাদের যে ক্ষতি হয় তদপেক্ষা উচ্চাবিহারে ভূমিকম্পে প্রপীড়িত জনগণের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম।

হতো বা হন্যানি ভূতানি জায়তে যেন
তাতানি জীবতি.........................

যে অনন্ত প্রেমময়ের ইচ্ছাক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি স্ব-স্ব কক্ষমার্গে বিচরণ করিতেছে, গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুষট্‌ক ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ আমার শরীরকে পরিচালিত করিতেছে—যে অমৃতময় প্রেমসাগরের একটী কণা জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলে—আমি এতই কঠিন এতই পাষাণ, এতই অকৃতজ্ঞ যে তাহার কোনও খবরই রাখিব না। অধিকন্তু ভবরোগের চিকিৎসকগণ আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া অযাচিতভাবে সেই মৃতসঞ্জীবনী দান করিলেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব! হায়! হায়! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতপ্ত মরুভূমি-সদৃশ আমার হৃদয়ে তাঁহাদের করুণার একটী কণাও স্পর্শ করিল না! দুঃসঙ্গরূপ দুর্গন্ধ মদমত্তে আমার হৃদয়াসন অধিকার করিয়াছে। এখন উপায় কি? উপায় আছে—

শুনিলে গোবিন্দরব আপনি পলাবে সব
সিংহরবে যথা করিগণ।

গৌরগোবিন্দের নামই ইহার একমাত্র মহৌষধ। ইহাই মৃতসঞ্জীবনী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মৃতসঞ্জীবনী শ্রীচৈতন্য-বাণী-শ্রবণকীর্ত্তনের জন্য সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার উদ্দেশ্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের নাম, ধাম ও কাম প্রচার। নবধাম-বিশিষ্ট দেহারামী জনগণের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়।

তাঁহার অন্তরঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বিকাশ হইয়াছে, যিনি শরণাগত তাঁহার পক্ষেই ইহা সম্ভব। এই শ্রীধাম মায়াপুর আবির্ভাবের স্থান। এই অভিন্ন শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে শরণাগতিই শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

আর অন্য কাহারও প্রার্থনা করিবার তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই; কারণ তিনি শরণাগতের নিকট বিক্রীত।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্"

অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রভু আমার হৃদি-কন্দরে স্ফূর্তিলাভ করিয়া আমাকে শরণাগতি শিখাইবেন। শরণাগত জনগণই আশ্রিত।

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

শরণাগত-পালক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের গুণকীর্তনের ক্ষমতা আমার নাই। কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে তাঁহারা কৃপা করিয়া তাঁহার মহিমা আমাদিগকে শ্রবণ করাইবেন। আমি জনৈক প্রাকৃত গ্রাম্য কবির ভাষায় বলি—

তোমায় ঠাকুর, বলব নিঠুর
কোন্ মুখে।
শাসন তোমার বড়ই কঠিন
তবুই টেনে লও বুকে।

'তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান
এবাত্মকৃতং বিপাকম্'

• • •

'তোমার অনুকূলেও করুণা প্রতিকূলেও
করুণা'।

কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময় পতিতপাবন
পতিততারণে রত॥
ভরসা আমার এই মাত্র নাথ
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র নাহি মোর সম
অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥
আমারে তারিতে, কাহারও শকতি
অবনী ভিতরে নাহি॥
দয়াল ঠাকুর ঘোষণা তোমার
অধম পামরে ত্রাহি॥
সকল ছাড়িয়া আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে পালিবে তুমি।
তোমার চরণ করিনু বরণ,
আমার বলি' ত' আমি।
বিনোদসেবক কাঁদিয়া শরণ,
লয়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায়॥

ভক্তিরত্নপ্রভুর বক্তৃতা

[৭ম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য—ব্যাসপূজার ব্যাসানুগত্যের নাম করিয়া ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার দুর্বুদ্ধি যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহাদের পক্ষে উক্ত উক্তি প্রযোজ্য। যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ব্যাসদেবকে অস্বীকার করেন নাই আমরা তাঁহাদের প্রতি বরং নির্বাক থাকিতে পারি, কিন্তু ব্যাসদেবকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা ব্যাসানুগত্যের অভিনয় করিয়াছেন তাঁহারা যতই বুদ্ধিমান্ হউন না কেন, লোকে তাঁহাদিগকে যতই সম্মান করুন না কেন আমরা এই ব্যাসপূজা-বাসরে তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না। এই প্রকার বিচারক-শ্রেণীর মধ্যে আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের অনুগত ব্যক্তিগণকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীমধ্বপাদের সম্প্রদায়ে একটী ঐতিহ্যমূলক সিদ্ধান্ত প্রচারিত আছে।

মধ্বমুনির সহিত তদানীন্তন শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অর্থাৎ নির্বিশেষ-মতবাদ সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইলে তিনি জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ প্রক্রিয়ার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তদানীন্তন শঙ্কর বলিয়াছিলেন যে আমাদের আদি আচার্য্য শ্রীশঙ্করপাদের অভিমত শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং দশাননই তাঁহার মতবাদের পরিপোষকরূপে একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন সুতরাং শঙ্কর-ভাষ্যোক্ত মতবাদ আধুনিক নহে উহা অতি প্রাচীন। শ্রীমধ্বপাদ তদুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"শ্রীমদ্রামচন্দ্রের হনুমত্তাত্মা" দশানন-ভাষ্যের অট্টালিকা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ধূলীভূত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ঐতিহ্য স্বীকার করিলে শঙ্কর-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীদিগকে দশাননের আনুগত্যকারী ছিন্ন-সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে। সুতরাং শাঙ্কর-সন্ন্যাসীদিগকে রাবণ-সন্ন্যাসী বলিলে মধ্বপাদের আনুগত্য করা হইবে সন্দেহ নাই।

উক্ত ঐতিহ্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে কিন্তু রামলীলায় দশাননের ক্রিয়াকলাপ কাহারও অজ্ঞাত নাই। দশানন যে বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে অপহরণ করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন তাহাতে স্বয়ং বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত বজ্রাঙ্গজী সমূলে তাহার বিনাশ সাধন করিয়াছেন আপনারা ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য শ্রীল ব্যাসদেবকে অঙ্গীকারের অভিনয় করিয়া বিষ্ণুশক্তিকে অপহরণ করিয়াছেন এবং তৎপোষক ব্যাসদেবকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মধ্বপাদের ঐতিহ্য ছাড়িয়া দিয়া আমরা বিচারের দ্বারা আলোচনা করিলে সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারিব যে আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যাসের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া তাঁহার স্বমত-প্রচারোদ্দেশ্যেই বাহ্যতঃ ব্যাসদেবকে অঙ্গীকার করিয়া ব্যাসদেবকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাসপূজা-বাসরে—মদীয় আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া বিশেষ স্পর্দ্ধার সহিত বলিতেছি যে আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের আনুগত্য করিলে কখনই কোন প্রকারে ব্যাসানুগত্য হইবে না বা হইতে পারে না। যাঁহারা স্বরূপতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আনুগত্য করিতেছেন আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি শঙ্করানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যাসানুগত্য করুন। ব্যাসানুগত্যই আস্তিকতা। শঙ্করানুগত্য বাহ্যতঃ আস্তিকতা হইলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা নাস্তিকতা। সুতরাং আপনারা নাস্তিক হইবেন না। ব্যাসাবতার ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার আনুগত্য করুন, জীবন সফল করুন—আত্মবত্তার পূর্ণ সার্থকতা করুন।

আমাদের এই উড়িষ্যা দেশ ও বাঙ্গলা দেশ বিশেষ হতভাগা দেশ। এই দেশদ্বয়ে শঙ্করাচার্য্যের মতের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য দেশে এতদ্প্রকার নাস্তিকের প্রচার অতি অল্পমাত্রই হইয়াছে। এ সমস্ত প্রদেশে শঙ্করের দুর্দর্শনে বহুজীবনিচয়ের বহুল পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে সুতরাং বর্ত্তমানে সুদর্শনরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তের আবির্ভাব বিশেষরূপে প্রয়োজন হইয়াছে। তাই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী উৎকলে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের নিকট মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে অকল্যাণকর শঙ্করানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যাসানুগত্য কর, দুর্দর্শন ত্যাগ করিয়া সুদর্শন ধর।

শঙ্করের বিরুদ্ধে এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া আপনারা চিত্তসঙ্কোচ করিবেন না। আমি তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতে দুই একটী কথা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহার ব্যাসবিরুদ্ধতার পরিচয় প্রদান করিতেছি। ব্যাসাবতার ব্যাসদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদিগকে স্পষ্টভাষায় এবং স্পষ্ট যুক্তিতে শঙ্করের ব্যাসবিরোধিতা সম্বন্ধে অনেক কথা জানাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন। তাঁহার কৃপাবলে—অভিনব বিচার-যুক্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া অদ্বৈতবাদকে দূর পরিহার করিয়াছি। আপনারা স্থিরচিত্তে তাঁহার দুই একটা কথা শ্রবণ করুন।

ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রের অতি সহজ বিচার করিলে যে সব বিপ্রলম্ভ নাম্নের কথা আমরা জানিতে পারি, আচার্য্য শঙ্কর তাহার বিরোধী ছিলেন। বস্তু-বিচারে শব্দ প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাসদেব তাঁহার গ্রন্থের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে মুক্তকণ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্যে শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন। ব্যাসদেব বেদান্তের "[illegible]" ১।১।১ সূত্রে যে নাম-শ্রবণের কথা জানাইয়াছেন, সেই নাম পূর্ণানন্দময় এবং নাম-শ্রবণাভ্যাস তাঁহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা জীবের মুক্তি সম্ভব হয়, তাহা আপনারা ঐ সূত্রের পরসূত্রে অর্থাৎ বাদনপথে 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ১।১।১২ এবং "[illegible]" ৭।১।১ সূত্র হইতে জানিতে পারিতেছেন। আপনারা সন্দেহ করিতে পারেন যে শ্রীনাম মায়িক অক্ষর-যোজিত শব্দমাত্র, তাহা শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে আমাদের কি প্রকারে মঙ্গল হইবে এবং তাহাতে আমরা কি প্রকারে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সন্ধান পাইব বা মুক্ত হইব। উক্ত সন্দেহ-নিরসনকল্পে শ্রীল ব্যাসদেব উক্ত দ্বাদশ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। গুরুমুখে শ্রীনাম-শ্রবণাদির তাঁহার অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ শ্রীনাম আনন্দময়। যে অপ্রাকৃত চিন্ময় শব্দ নাম শ্রবণ করিতে হইবে তাহা আনন্দময় সুতরাং আনন্দময়ের অভ্যাসের দ্বারা আমরা মুক্ত হইয়া সেই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইব।

উক্ত দ্বাদশ সূত্রে শ্রীপাদ শঙ্কর বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আনন্দময়ের অভ্যাসে আনন্দরূপ ব্রহ্ম লাভ হইবে না, কারণ আনন্দময় শব্দে দেখিতে পাওয়া যায় আনন্দ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্যার্থে হইয়া থাকে সুতরাং প্রাচুর্য্য অর্থ বুঝাইলে "পূর্ণ" জ্ঞাপক হয় না। যেমন অন্নের প্রচুর অর্থ আছে একথা বলিলে স্বল্প অর্থও তাহার আছে কেবল তাহা ব্যক্ত হয় না, সুতরাং আনন্দময় শব্দের দ্বারা কিঞ্চিৎ নিরানন্দের আবাহন করা হইয়াছে আনন্দময় বলিলে পূর্ণানন্দ বুঝায় না। (ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। [illegible] ৭০
প্রথম [illegible] ৬৲
[illegible] ৩৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা [illegible]
৫। গৌড়ীয়-গৌরব
৬। গৌড়ীয়-গীতি গুচ্ছ
৭। [illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৮০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। শ্রীরায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] (মাধ্ব) ২৲
১৩। [illegible] আম্নায়ার্থ) ।০
১৪। [illegible] ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ দর্শন ৷০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
২৩। গীতমালা ।১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৷০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১৸০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্চনকণ ৵০
৩৬। মহাজনগীতাবলী ৵০
৩৭। ভজনরহস্য ।১০
৩৮। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ।০০
৩৯। মায়াবাদের জীবনী (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবধর্ম্ম-ব্যাখ্যা (সমসাময়িক চিন্তাবেশ)
৪১। [illegible]
৪২। শ্রীনবদ্বীপের [illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মানসুদ্ধা সাধ্যাদি ।০
৪৪। গৌড়ীয়ভাষ্য ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনয় ।০
৪৬। [illegible] বা মায়াবাদের জীবনী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গোস্বামী কি করেন? ৵০
৪৯। উপনিষদ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৷০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৫২। সাধ্যসাধন ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সত্য-[illegible] ।০
৫৪। নবীন-[illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৷০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পাঠক্রম ৵০
৫৮। [illegible] ৷০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। [illegible] ৸০
৬২। [illegible] (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) ।০
৬৩। বৈষ্ণবীয়ম ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। [illegible] ।১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান:

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জগন্নাথ সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীমাধব [illegible], নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেব-গোপাল পাট—পোঃ [illegible]
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধক্ষেত্র [illegible], বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাখালী, পোঃ [illegible]; মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, [illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উল্টাডাঙ্গা, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণনগর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ছুঁচুড়া, পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণাবাজার, [illegible] রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৩, গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিদ্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টী, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাদের বঙ্গানুবাদ, শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব বিবৃতি, সংস্করণ অদ্যাবধি কোথাও মুদ্রিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার্থ অল্প ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাময় জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরত্নে বিবিধ চিত্রাবলী ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলিকাদির অনেক সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অত সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯,	৭—১৯,	১৪—১৪	১৭—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৯,	১৯—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩১
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—১৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৫—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৯,	১১—৩০,	১৭—৯,	১৮—১৯,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৯	১২—৪৬	১৭—৪৯	১৮—৩৮
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

শহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৩৪	১৩-৩৩	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৫৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩০	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৯	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮ ১৭, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১০-২৫,১৩-৪ এবং ১৮-৪১পর্য্যন্তের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৩	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০০৪	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৩১শে মার্চ ১২৩৭

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (কড়ের গা নীম)	
বাঁকা	৮০—৫৷০
ঐ বেণ্ডকা তাদকা পথন	৫/০—৫৷/০
যবগা (টি-আয়রণ)	৬৷/০—৬৷৷/০
এক্সেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷/০
২৪ গেজ „ „	১১৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵
২৪ গেজ আর, পি, টি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১৷/০
২৬ গেজ „	২৷/০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৷৷/০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৷০
টিন শাট	৬৷/০—৬৷৷/০
„ বোল্টু (গোল)	৬৷/০—৬৷৷/০
„ পলাবে (চৌকা)	৬/০—৬৷৷/০
„গোল রড ৵০—৷৷/০ সূতা	৫৲—৫৷০
„ টানা রড-	
চ্যাপ্টা ৵০—৷৷/০ ঐ	৬৲—৬৷০
„ বাঁকল তার	৭৷০—৭৷৷০
„ প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্যন্ত	৮৲—৮৷/০
„ চাদর ৩-১৬ পানা বাকিল	১১৷/০—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১৷০
বারের পেরেক ১—৭ ইঞ্চি	৯৲ —১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ৩—৮ ইঞ্চি	১১৲
তারের কড়া ১ হইতে ১০ নং	১৷/০-২৷০ মাট
বাজার ৪, ৫, ৬,	৭৷৷/০ ৮৷৷/০ ৯৷৷/০
ঐ তিন পাউণ্ড ৫৷৷/০ থেঃ দিঃ	৭৷/০ „
প্লাঃ স্ক্রু বোলাত ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০-৭৷০
ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲
লোহার দেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— „
ঐ তারের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ বেণ্ডেশা (তারের সিট)	১৮৲ „
লোহার স্ক্রু ৷—৩ ইঞ্চি ৵১০—৷৷/০ গোস	
ঐ নম্বর ৭০ নং	
১৪—৪ ইঞ্চি	৷১০—৷৷/০ গেঃ ঠকন
প্লাঃ পার ১৬- ২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর
প্লাঃ রিভিট (বড়কা)	
১৩ ইঞ্চ	৷/—৷৷/১০ পীস
প্লাঃ শাটার বা তোলা	
৬ ইঞ্চি	৷০—৷৷/০ „
প্লাঃ স্ক্রু ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২০৲—২৯৲ হন্দর	
প্লাঃ ওয়াসার শীট	১২৷০—১৯৲ „
প্লাঃ বোল্ট নাট ৮—৯ ইঞ্চি	
	৷৷/১০—১৵০ গোস
তালার বেরিং	৭৷০—৯৷০ হন্দর
ঐ রেল ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট	
ভিউব ওয়েলের জন্য প্লাঃ	
পাইপ১৷ ইঞ্চি	৷/৫ ফুট
পাম্প ৩নং ১৯৷০ এবং ১৪৲ ৭নং ১৭৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২৷০-৩৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপট্টী বড়বাজার, টেলি—"লোহার মল্লিক" কলিকাতা

কেরোসিন

চোকেক পাভোর মার্ক (২ টিন)	„	৯২৳
পদ্ম মার্কা	„	৬৷০
হাতীমার্কা	„	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৷৵
গিনি	২০৷
টাকা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ চূড়া	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ		৮১৵
৩৷০ নূতন দফা (১৯৪৭-৫০)		৯১৷০
৭৲ „ দফা (১৯৬০-৭০)		১৭৲
৫৲ „ ৭৩	(১৯৭৫	১০৪৷/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৩) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট প্রতি ১০০ টাকা ১০২৷৷/০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (অর্দ্ধ ঐ)		২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেমার	৩৭০৲
ডাভ	৪৬৫৲
ক্লাইভ	৪৷৷০
ডালহৌসী	৪০৮৷০
কেণ্ট	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-সম্পীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিকাবিদ্যাভূষণ ও রাসায়নিক জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

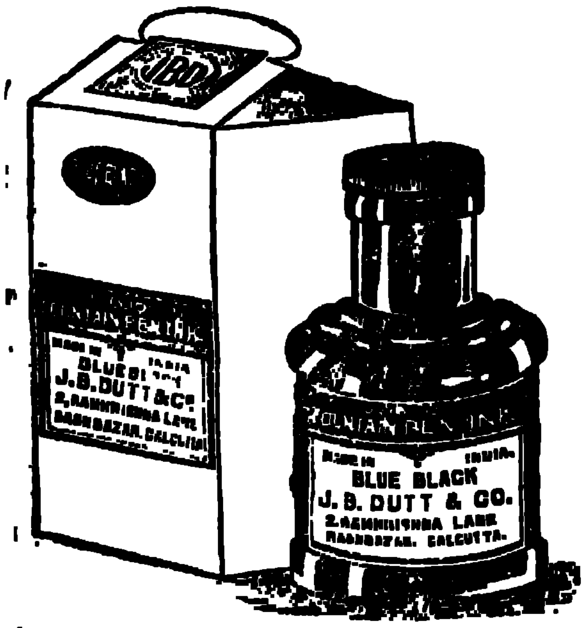

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
দর্মাহাটা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। গঙ্গার সন্নিকট, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

কাইস্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে শ্রীকৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ... শ্রী ... এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1514

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
সন বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ৷ সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯ম সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৪০, ১০ই মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::০::—

কৃষ্ণনগরে সভা

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ মুখুয্যের সভাপতিত্বে নদীয়া জেলা বোর্ডের সদস্যদের এক সভা হয়। উক্ত সভায় দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আগামী এপ্রিল মাস হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা করিয়া রোড সেস কমাইবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

সুইজল ভূ-পর্য্যটকের মৃত্যু

বাগদাদ হইতে প্রকাশ, কিসার নামে একজন আমেরিকান ও রুডলফ যে নামে একজন জার্ম্মাণ ভূ-পর্য্যটক ভিন্ন যোগে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাইতেছিলেন। বাগদাদ হইতে ১০০ মাইল দূরে যখন তাঁহারা ইরাক অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন আরবদিগের হস্তে তাঁহারা নিহত হন। কিসার গুলীর আঘাতে খুন হইয়াছেন এবং রুডলফ যেকে যখন পাওয়া যায় তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন।

নাবালিকা গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ছিন্ন বৎসর বাবৎ ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের স্ত্রী উন্মাদ অবস্থায় আছেন। গত ৩রা সন্ধ্যার হঠাৎ একখানা দা দ্বারা সহোদর বাবুর আত্মীয় শ্রীযুক্ত রাম-বিহারী দেব মহাশয়ের ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যার মাথায় আঘাত করেন। মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। দুঃখের বিষয় সেই রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুলিশ উক্ত উন্মাদিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখে।

দুঃসাহসিক ভাবে চুরি

সিঁধকাটি করিয়া কতকগুলি মাল চুরি করিবার অপরাধে, গত মঙ্গলবার জোড়া-বাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট একজন দুঃসাহসিক চোরকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী কোনও প্রকারে চাষাধোপাপাড়া লেনের সুধীরকুমার ঘোষের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ঘর হইতে কিছু মাল চুরি করিতে চেষ্টা করে। এমন সময় কামিনী ঘুম হইতে জাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার চীৎকারে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া পড়ে এবং আসামীকে তাড়া করে। আসামী ছাদে উঠিয়া ধৃত হইবার ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য লম্ফ প্রদান করে এবং আহত হয়। তৎক্ষণাৎ আসামীকে ধৃত করিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। তাহার নিকট অনেকগুলি চাবি পাওয়া যায়।

তাহাকে উত্তর কলিকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করা হইলে, কমিশনার তাহাকে বিচারার্থ চালান দেন।

জামালপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

জামালপুর হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মার্চ্চ রাত্রি প্রায় ৮টা ৩০ মিঃ সময়ে জামালপুরের দয়ালপুর পল্লীতে একটি কুটীরে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। পল্লীবাসি-গণের চীৎকার শব্দ শ্রবণে জামালপুরের সাহায্য ক্লাব ও অনেক গ্রাম হইতে এবং "শান্তিপুর বান্ধব ক্লাবের" স্বেচ্ছা-সেবকগণ সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ও স্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন। উঁহাদের সতর্কতায় অন্যান্য কুটিরগুলি অগ্নির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। উক্ত কুটীরটী ভূমিকম্পের ফলে ধ্বংস হওয়ায় পুনরায় সাহায্য সমিতিগুলির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুনরায় উহা ভস্মীভূত হয়। ঐ গৃহে কেবলমাত্র ঐ দেশীয় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত। অপরং কুপার ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড উভয় আক্রমণ হইতেই তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। এই অঞ্চলের সাহায্য সমিতি দ্বারা গঠিত কুটীরগুলিতে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটিতেছে।

কারামুক্তি

গত ২রা নবেম্বরে নাটোরে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কদম নিবাসী শ্রীমান গোষ্ঠচন্দ্র সাহা, মণীন্দ্রনাথ দাস ও হারাধন দত্ত প্রত্যেকে ৪ মাস সশ্রম কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহারা গত ১লা মার্চ্চ রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্ত পাইয়া নাটোরে আসিয়াছে। নাটোরের ভবানীচরণ কুণ্ডু গত ২১শে জানুয়ারী পুলিশের কার্য্যে বাধা দেওয়া অপরাধে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সেও মুক্ত পাইয়া এখানে আসিয়াছে।

দিনাজপুরে রাহাজানী

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, গত শনিবার এখানে পর পর কয়েকটী গৃহে রাহাজানী করা হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মণ্ডলের পুত্র প্রফুল্ল মণ্ডল নামক এক বেকার যুবক এবং আরও দুইজন যুবককে রাহাজানি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সেখানে কতকগুলি গহনা জিজ্ঞাসার পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। 'সেন ব্রাদার্স' কোম্পানীর কর্ম্মচারী প্রবোধচন্দ্র রায় নামক অন্য এক যুবককেও বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৭০০৲ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, সাগর দিকদাড়ী হইতে একটি সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, প্রায় ১১ জন লোক বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া গত ১০ ঘটিকার সময় ডাঃ রাধানাথ সাহার বাড়ীতে চড়াও হইয়া লোহার সিন্দুকের চাবি দাবী করে। চাবি দ্বারা সিন্দুক খুলিয়া ডাকাতগণ নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ৭০০৲ টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

সিঁদেল চোরের দণ্ড

উত্তর কলিকাতার মহাদিঃ গ্রামার বাড়ী হইতে ১০ বড়ী সরষে মসলা চুরি করিবার অভিযোগে সদাচরণ বিশ্বাস নামক জনৈক লোককে জোড়া-বাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মঃ বোগদাদি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সীমান্তে নূতন রোগ

ডেরাইসমাইল খাঁ হইতে প্রকাশ, চৌধুয়ান গ্রামে এক নূতন রকম রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। উহার আক্রমণে কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। উহার লক্ষণ এই যে, পায়ের অঙ্গুল হইতে বুক পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা হয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৬শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৪০

বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন

গত ৮ই মার্চ পুনায় ১৭টী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সমক্ষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন কালে বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"একটী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই বর্ত্তমান কলেজসমূহের উন্নতি বিধান করিতে পারা যায়। কলেজসমূহ যদি বুঝিতে পারেন যে, এই নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের উদ্দেশ্য গ্রহণ করিবে না—পক্ষান্তরে সফল করিবে, তাহা হইলে তাহারা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে আসিতে প্রস্তুত হইবেন। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ও তাহার অঙ্গ স্বরূপ কলেজসমূহের কর্ম্মকুশলতার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাহা রক্ষা করা উচিত, কিন্তু অসংযত স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতার কুফল ফলিতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় তাহার আর্থিক অবস্থার তুলনায় কাৰ্য্যক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কাজ এক শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যাইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ১৮টী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী একটি বিশ্ববিদ্যালয় বাঞ্ছনীয় বা কার্য্যকরী আদর্শ না হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ একটী সম্মেলনে বিভিন্ন দলসমূহের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে পারা যায়।"

গ্রাজুয়েট ও ম্যাট্রিকুলেটগণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন,—"নৈরাশ্য ও কর্ম্মহীনতা যুবকদিগকে বিপজ্জনক ও অচিন্তনীয় পথে লইয়া যায়। বেকার সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে শিল্প ও বৃত্তিকরী শিক্ষার জন্য আন্দোলন হইতেছে। বৃত্তিকরী শিক্ষা দিবার অনেকে ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তিকরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে চাহেন; পক্ষান্তরে অপরের অভিমত এই যে মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত সমগ্র পরিকল্পনার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে তাহাদের যোগ্যতা ও মনোবৃত্তি অনুযায়ী কোন কার্য্যে বা পৃথক শিল্প-শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপসংহারে বড়লাট বলেন,—"বালক-বালিকাগণ সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চাহে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত এরূপ ধারণা লইয়া যদি স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল হইবে।"

একাকী ব্যাঘ্র শিকার

গত এক মাস যাবৎ আমদেহিয়ায় (নদীয়া) একটী বাঘ ভীষণ অত্যাচার করিতেছিল। গত সংবাদ জানা গিয়াছে যে ৩টী লোককে উহা আক্রমণ করে। তাহাদের মধ্যে ২টী লোক আক্তার মণ্ডল (সাং কদমতলা) ও সোনাই মণ্ডল (সাং মহেশপুর) মারা গিয়াছে। আমাদের এখানকার চিফ মেডিকেল অফিসার গোবর্দ্ধন সাহেব এই খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ বাঘটীকে বধ করেন। ঐ বাঘটী শিকারের সময় তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। বাঘটী লম্বায় প্রায় ৫ হাত।

টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ত্রিপুরা কালেক্টরীর নাজির থাকিবার সময়ে কয়েকজন জমিদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নাগের বিচার আরম্ভ হয়। বহু দিন ধরিয়া বিচার চলে। ৪০ দিন শুনানী হয়। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি. এন, মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, বসন্তকুমার চৌধুরী ও প্রফুল্ল ঘোষ আসামীপক্ষে এবং পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁ বাহাদুর সিদ্দিক রহমান সরকার পক্ষে দাঁড়ান।

বাঙ্গলার ডাকাতির সংখ্যা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ৮৫টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঐ ৮৫টী ডাকাতির মধ্যে ৯টী ডাকাতিতে বন্দুক ব্যবহার করা হয় এবং এক জনকে হত্যা করা হয়। একটী বন্দুক অপহৃত হয় এবং ২০,০০০ টাকার অধিক মালপত্র লুণ্ঠিত হয়।

ঐ ৮৫টি ডাকাতির মধ্যে মেদিনীপুরে ১৩টী; ২৪পরগণা দিনাজপুর ও বাখরগঞ্জে ৭টী করিয়া, বাঁকুড়া, ত্রিপুরা ও বর্দ্ধমানে ৫টী করিয়া, খুলনা ও ময়মনসিংহে ৪টী করিয়া; নদীয়া, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা ও শ্রীহট্টে তিনটী করিয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ী ও মালদহে ২টী করিয়া এবং ২৪ পরগণা, যশোহর পাবনা, ফরিদপুর ও নোয়াখালীতে ১টী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে।

ট্যাক্স কালেক্টরের বিপদ

নিদানকল্পে পূর্ব্ব ৪০০০, টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে আলীপুরের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে, বেহালা মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স কালেক্টর বটীশ্রনাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রকাশ যে, আসামী বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে উক্ত টাকা আদায় করিয়া মিউনিসিপালিটির হিসাবের খাতায় তাহা জমা দেয় নাই। আসামীকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। শুনানী মুলতুবী আছে।

দুই জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ৫ই মার্চ এক চাঞ্চল্যকর নরহত্যার মামলায় যবনিকাপাত হইয়াছে। এই মামলা প্রিভি-কাউন্সিল ঘুরিয়া পুনর্বিচারের জন্য পাটনায় দায়রা জজের নিকট আসে এবং জজ জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলা পাটনা হাই কোর্টে প্রেরণ করেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাবু সীতারাম সিং নামক একজন জমিদার নিহত হন। এই সম্পর্কে ২২ জন আসামীকে অভিযুক্ত করা হয় এবং উহাদের মধ্যে রামবিহারীলাল বনুয়ারী সিং (এখন মৃত) ও অপর ৪জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং ৯জনকে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

হাইকোর্টে উক্ত দণ্ড বহাল রাখেন এবং জানীর সরকার যুগল সিং, শিবশরণ সিং ও বনুয়ারী সিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ মঞ্জুর করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। অতঃপর রামবিহারীলাল ও অপর আসামিগণ মামলা বিধিসঙ্গত হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়া প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করে। প্রিভি-কাউন্সিল পুনর্বিচারের জন্য আদেশ দেন। তদনুযায়ী পাটনার দায়রা জজের আদালতে পুনর্বিচার হয়। এইবার জুরিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮ ধারানুসারে যুগল সিং, জলধর সিং ও সীতা বাহাদুরকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং অপরাপর আসামী দিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

জজ জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া হাইকোর্টে মামলা প্রেরণ করেন। পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বয় ও বর্ম্মা উভয় পক্ষের সওয়ালজবাব শুনিয়া জলধর সিং ও সীতা বাহাদুরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং যুগল সিং ও রামবিহারী লালকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। পূর্ব্বে যুগল সিং বনুয়ারী সিং ও চন্দ্রসিংকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। জানীর সরকার উহা মঞ্জুর করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ দেন। বিচারপতিগণ উক্ত আদেশ বহাল রাখেন।

চোরা বামাল আটক

চোরাবাজে থানার আলীহোসেন নামক একজন কনেষ্টবলকে চোরা মাল সম্পর্কে খবির ওরফে লক্ষ্মী নারায়ণ সিং নামক এক ব্যক্তিকে পুলিশ খোঁজ করিতেছিল। উক্ত খবির চোরাবাজার আদালতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তার রাত বার পূর্ব্বে রাত্রিতে উক্ত কনেষ্টবল কচুরি গলীর বাহার পাহারা দিতেছিল। এমন সময় আসামী পিছনদিক হইতে আসিয়া একটি প্রকাণ্ড ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। কনেষ্টবল চীৎকার করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়িয়া যায়। অপর কেহ আসিবার পূর্ব্বে আসামী রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া পলায়ন করে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কনেষ্টবলকে হাসপাতালে লইয়া যায়।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আসামীর খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। অতঃপর আসামী আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

১১ হাজার টাকা লুণ্ঠন

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, এই সহর হইতে অল্প দূরে পাগলহাট গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ধনী মুসলমান জোতদার রেজাউদ্দীনের গৃহে সম্প্রতি দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

মধ্যরাত্রে ১০।১২ জন আততায়ী সশস্ত্র অবস্থায় জোতদারের গৃহে হানা দেয় এবং গৃহের একজন অধিবাসীকে প্রহার করে। অতঃপর তাহারা নগদ হাজার টাকা, ২ হাজার টাকার অলঙ্কার ও ৮ হাজার টাকা মূল্যের দলিল লইয়া চম্পট দেয়।

উক্ত ডাকাতি সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে। এ সম্পর্কে পুলিশ এই সহরের উকিল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত, বাসব দেব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের গৃহে খানাতল্লাস করে।

সতীশ বাবুর আত্মীয় ও "হরিণ ব্রাদার্স কোম্পানীর" স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ চন্দ্র এবং আরও ৫ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। হরিণ-বাবুর পক্ষ হইতে উকিল শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় ও যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জামিনের আবেদন করেন, কিন্তু সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

বিংশ | গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৬ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১০ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ | রবিবার | ৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনা গৌড়ীয়মঠে গৌরপ্রকট-তিথি-পূজা

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা পাটনা গৌড়ীয়মঠে গত ১লা মার্চ্চ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম বাসর-উপলক্ষে তিথিবরা ফাল্গুনীপূর্ণিমায় দোলযাত্রার সম্মান করত সমাগত বহু ভদ্রলোক ও বহু ভদ্র-মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত সতীর্থ শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী মহোদয় এবং তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর সেবা-পরায়ণতা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্ম-বাসরে বহুপ্রকারে সেবার সাহায্য করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাভাজন হইয়াছেন।

উক্ত তিথিপূজা উপলক্ষে বহু প্রকারের অনুষ্ঠান হওয়ায় পাটনাবাসী ভক্তবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ভোর ৫ টার সময় উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় উপস্থিত ভদ্রগণের মধ্যে বাবু নলিনীকান্ত ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপঞ্চানন দাস, শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ মুখার্জ্জি, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, ম্যানেজার মিঃ এস, এল, কপুর এণ্ড কোং, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত (এ, এম, এম ই, আই, আর,) প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষিত-ভদ্রলোকের নিকট ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ পরম করুণাবতার গৌরসুন্দরের জন্মলীলা ও অলৌকিকবহুল পবিত্র চরিত্র বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর সুমধুর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। পরদিন অর্থাৎ ২রা মার্চ্চ প্রাতেও বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

সিন্ধুদেশে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজদ্বয় সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুরে প্রচারকালে স্থানীয় স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী শ্রীযুক্ত আত্মারাম সিং মহোদয় তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং লোক নিময় সঙ্গে অনেক বৈদিক-বসন-পরিহিত উদাসী সাম্প্রদায়িক হিন্দুস্থানী অন্ধ সাধুর সহিত স্বামীজীদ্বয়ের পরিচয় করিয়া দেন। হিন্দীভাষায় সাধুটী আলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার নাম "বেদদর্শনাচার্য্য স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দ মণ্ডলেশ্বর"। তাঁহার পরিচয়ে অবগত হইল, তিনি উদাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষক ও প্রচারক। সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য অস্বীকার্য্য নহে। তিনি প্রথমতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়কে বামাচারী ও তান্ত্রিক তথা গিরি, পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশনাম সন্ন্যাস নামকে অবৈদিক স্থাপন করিবার জন্য বাগ্মিতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বামীজীগণ অবহিত অবিচলিত-ভাবে সেই অন্ধের বর্ণন শুনিতে লাগিলেন। অন্ধ সাধুটী নাকি কাশী প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্রার্থ ও "শঙ্কা-নিরাস"-কল্পে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তদ্বিষয়ক কতকগুলি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন তিনি স্বামীজীদ্বয়কে প্রদান করিয়া বলিলেন, শ্রীগুরুনানক তাঁহাদের উদাসী সম্প্রদায়ের মূলপুরুষ। উদাসী সম্প্রদায়ই প্রকৃত সুপ্রাচীন, মূল সন্ন্যাস-সম্প্রদায় ও তীর্থাশ্রমাদির কথা বেদে নাই। অতএব উহা অবৈদিক। তাঁহারা "বিচারবর্জ্জী"।

এখন স্বামীজীগণ তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন:—'সম্প্রদায় কাহাকে বলে? আপনার সম্প্রদায়ের প্রচার্য্য ও সাধ্য বিষয় কি?' তাহাতে সাধু বলেন—'শ্রীনাম ও ভক্তিই আমাদের প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের পরম মাননীয়। সাযুজ্য-মুক্তি ও শাঙ্কর চিন্মাত্রবাদ আমাদের সম্প্রদায়ে চরম গতি বলিয়া স্বীকৃত'। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া স্বামীজীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ" "স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ" "পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোক লীলয়া আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" প্রভৃতি শ্লোকের বিষয় আপনি স্বীকার ও মান্য করেন কিনা? জিজ্ঞাসা করায় সাধুটী 'হাঁ মানতাহুঁ' 'হাঁ মানতাহুঁ' বলিতে বলিতে স্বামীবাক্যদেশ-ব্যাজে নিজ গুহা পরিত্যাগ করিয়া 'বৈঠ যাইয়ে' বলিয়া সত্বরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভক্তিসেবা সম্বন্ধে অতঃপরে কিছুক্ষণ শ্রেষ্ঠীর সহিত আলাপ করিয়া স্বামীজীদ্বয় নিজস্থানে প্রত্যাগমন করেন। সাধুটী স্বামীজীগণের সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না।

পাটনায় প্রচার

পাটনা জেলায় অন্তর্গত খগোল-নিবাসী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমুরারি মহোদয় গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীতে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে বিশেষ প্রার্থনা করে পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবার অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণমুরারি বাবু, [illegible] দেখা না হইলেও এবং তিনি মনে প্রাণে ও বিষয় ভুক্ত হইয়াও বৈষ্ণব-[illegible]।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণ যখন তাঁহার গৃহে পদার্পণ করেন, তিনি তখনই তাঁহাদের কৃপা পরিগ্রহ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে লৌকিক গুরু ও পারমার্থিক গুরুতে কি পার্থক্য, তাহা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, মনুষ্যজীবনে পারমার্থিক গুরুই একমাত্র পরম ভজনীয়। জীবের চরম মঙ্গল দিতে পারমার্থিক গুরু ব্যতীত অন্য কাহারও যোগ্যতা নাই। তিনি সম্পূর্ণ গৌরবাণীতে [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিয়া সদ্গুরুপদাশ্রয় [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] বিশেষ [illegible]। তিনি মন্দিরের আদেশমতে সত্বর [illegible] শ্রীগুরুপদাশ্রয় [illegible] করুন।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

(৪৪৮ গৌরাব্দ)

৪৪৮ গৌরাব্দের নূতন সংস্করণ নবদ্বীপ-পঞ্জিকা গত গৌরাবির্ভাব বাসরে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৶০ [illegible] আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ডাকযোগে পাঠান হয়।

১। শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ বিষ্ণু অবাম শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

"গৌড়ীয়-দর্শন"

বিশ্বে নিত্যকল্যাণপ্রদানার্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চেতনবাণীসহ প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীই শ্রীচৈতন্যমঠের ও এই মঠরাজের ব্যূহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকোলাহল-প্রমত্ত কলিকাতা মহানগরীতে প্রতি বৎসরেই মাসাধিক-ব্যাপী মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া অচৈতন্য-বিলাসপরায়ণ জনগণকে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত নিত্য ও বিচিত্র চিদ্বিলাসময় সম্রাট্ পুরুষোত্তমের সেবায় আহ্বান করিয়া থাকেন। যখন বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ সারস্বত-নাট্যমন্দির স্থাপিত হয় নাই, সেই সময় কয়েক বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠ বার্ষিক উৎসব-সময়ে কলিকাতার মধ্যস্থলে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ এলবার্টহলে বক্তৃতা-প্রদানের দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের উপদেশামৃত পান করিবার সুযোগ দিয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে উক্ত সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতামঞ্চে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে চারিটী অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশ্বের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক প্রথম শ্রেণীর পত্র 'শ্রীগৌড়ীয়'র সুযোগ্য সম্পাদক প্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-অনুসারে 'গৌড়ীয়-গৌরব' ও 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' শীর্ষক দুইটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাদ্বয় পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠকবর্গ তাহা পাঠে বক্তার অলোকিক সেবাজ্ঞান ও বিশ্ববিজ্ঞান-নিপুণতা লক্ষ্য করিবার সুযোগ এখনও পাইবেন। তাঁর কৃপাপাত্র এই সকল সদ্বক্তৃ-তাদের উক্ত করিয়াছেন সেই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী-শ্রবণের জন্য পিপাসু-জনগণের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক গত ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে শ্রাবণ রবিবার তৃতীয় অধিবেশনে 'গৌড়ীয় দর্শন'-শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করেন।

অপ্রাকৃত জগতের সেই অমূল্যরত্নের যতটুকু তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেবকগণ সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছেন তাহাই 'গৌড়ীয় দর্শন'-সংজ্ঞায় পরিচিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থরাজই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। এই গ্রন্থরাজের মহিমা একবিন্দু বর্ণন করি এপ্রকার ভাষা বা ক্ষমতা আমার নাই। তবে সৌভাগ্যবান পাঠকগণ এই গ্রন্থরাজ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহ উহার আলোচনায় নিযুক্ত হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার লাভ করিবেন, এই ভরসায় গ্রন্থ-সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

গৌড়ীয়-দর্শনের প্রকাশক বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু গ্রন্থের ভূমিকায় 'নিবেদন' শীর্ষক যে নিবন্ধ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারই কিয়দংশ গ্রন্থের পরিচয়-প্রদানমুখে আমরা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

'গৌড়ীয়-গৌরব' 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' ও 'গৌড়ীয়-দর্শন'-শীর্ষক অভিভাষণত্রয় যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিচারে গুম্ফিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন,—'দর্শন' জিনিষটা গৌড়ীয়গণের প্রয়োজনতত্ত্ব নহে, মহাপ্রভুর ধর্ম্মে জ্ঞান বা তত্ত্বের কোন উচ্চস্থান নাই, ভাবপ্রবণতার চরম ক্রটিই মহাপ্রভুর কথিত প্রয়োজনে স্ফুর,—এই সার্ব্বজনীন সংক্রামক রোগের মূলগত বীজের মূলচ্ছেদকল্পে "গৌড়ীয়-দর্শনের মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। দর্শনই জীবের প্রয়োজন - সুবিমল নিত্যকাল পরমতত্ত্বের পাদপদ্মই দর্শন করেন; দৃশ্য দ্রষ্টা, দর্শন—নিত্য ও অদ্বয়তত্ত্ব। সেই "দর্শন" গৌড়ীয়-সম্বন্ধ, গৌড়ীয়-অভিধেয় ও গৌড়ীয়-প্রয়োজনে পূর্ণস্বরূপে প্রকটিত। সেই দর্শন মন্থোপ-বাধ নহে পরন্তু অপ্রাকৃত কামদেবের 'নিত্য নব নবায়মান ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকারিণী সেবা-প্রণালী। ইহারই নানা দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন "গৌড়ীয়-দর্শন"।

"গৌড়ীয়-দর্শন" বা গৌড়ীয়ের প্রয়োজন-তত্ত্বের উপায় ও উপেয়রূপে 'গৌড়ীয়-দর্শন' অভিভাষণের প্রারম্ভেই শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্তের সম্বোধনপাদের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই উপসংহার বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটনের জন্য 'অচিন্ত্য-বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। এই বেদোপনিষদের বিবর্ত্তচিত্ত শ্রীনাথ বা শব্দব্রহ্ম-রূপের আত্মপ্রকাশ করেন। সেই অচিন্ত্য দর্শনের অবতারের সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা শ্রবণ-মুখে দর্শন, সেবোন্মুখ জিহ্বা-দ্বারা কীর্ত্তন মুখে দর্শন এবং সেবাতৎপর সর্ব্বেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সেবাময় দর্শন কিরূপে সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়, সেই সুদর্শনের বাধকরূপে কি কি কুদার্শনিক চিন্তাস্রোত জগতে সৃষ্ট হইয়াছে বা হইতে পারে এবং তাহাদের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা "গৌড়ীয় দর্শনের" কি বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত উক্ত অভিভাষণের পাঠকগণ পাইতে পারিবেন।

সাধারণ কৌতূহল-মাত্র-পরিতৃপ্তি-কামী পাঠক, বিদ্রোহের উপকরণ-অনুসন্ধিৎসু বিদ্বেষী পাঠক এবং সত্যানুশীলন-প্রয়াসী অকপট পাঠক—এই তিন শ্রেণীর পাঠকের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তদনুসারে বলিতেছি, গৌড়ীয়-দর্শনের নিষ্কপট সত্যানুশীলন-প্রয়াসী সেবোন্মুখ পাঠক "গৌড়ীয়-দর্শন" অভিভাষণে পরম বাস্তব রাজ্যের এমন অনেক বিষয়ের মৌলিক সন্ধান ও সমাধান পাইবেন যাহা কোন অধ্যাত্ম বিদ্যা, সাধারণ দর্শনশাস্ত্র, বিশ্বাবেশিত কোন দর্শনের বক্তার পরিমিত বিশ্ব-ভাণ্ডারের অভিজ্ঞতায় সুলভ ত' নহেই, পরন্তু জন্ম-মাত্র বলিলেও সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা স্থাপিত হয় না। এখানেই "গৌড়ীয় দর্শন" অভিভাষণের অদ্বিতীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য। তাই অশ্রদ্ধা মহাত্মের 'সমস্যার জহুরী'র নিকটই ইহা অভিনন্দনীয় ও বরণীয় হইবে। অকপট সেবোন্মুখতাই ইহার কষ্টিপাথর, অন্য কোন পার্থিব অভিজ্ঞতা নহে।

"গৌড়ীয়-দর্শন"-অভিভাষণে তথা-কথিত দার্শনিক ও সুদার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতিসমূহ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের ন্যায় অযোগ্যতার কারণে সংগ্রহ-চেষ্টার অপটুতা হেতু কোন কোন বাক্য হয় ত' অসংলগ্ন-প্রায় বোধ হইলেও মনোযোগী সেবোন্মুখ পাঠকের তাহাতে বিষয়ানুভূতির ব্যাঘাত ঘটিবে না। একজন্য আমরা পাঠকগণকে অভিভাষণটী সেবোন্মুখ-চিত্তে পুনঃ পুনঃ পাঠের প্রার্থনা জানাইতেছি। পাঠের ফলস্বরূপে স্বয়ং অভিভাষণ বক্তার শ্রীমুখে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণের জন্য আগ্রহ উদিত হইলেও 'গৌড়ীয়-দর্শনে' "দ্রষ্টা"র অভিমান না করিয়া আমরা তাঁহার দৃশ্য হইতে পারিব, এবং তখনই "গৌড়ীয়-দর্শন" আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইবেন।"

এই গ্রন্থপাঠে পাঠকগণ গৌড়ীয়-দর্শন-বিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদ, শ্রুতি ও শ্রৌত-পথ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাধনা, কোটিবর্ষের অবিবেক ও বিশ্বব্যাপী শ্রীজীব গোস্বামিপাদের সুদার্শনিক বিচার, গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য, গৌড়ীয়-দর্শন ও অগৌড়ীয়-দর্শনের প্রভেদ, গৌড়ীয় দর্শনেই সত্য-সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত ক্রম-বিকাশ-সিদ্ধান্ত, মধ্য-যুগীয় আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং অদ্বয়জ্ঞান-বাদ-নিরসন ও মহান্ত অনন্যপুরুষবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, বিভিন্ন মতবাদের বিচার ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শন চিদ্বিলাস ও চিদ্বিলাসের বৈশিষ্ট্য, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার সর্ব্বোচ্চতা, অপ্রাকৃত রসবৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের ক্রম, নির্ব্বিশেষবাদ 'দর্শন' নহে—দর্শনের অভাব মাত্র, ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের বিচার, 'দর্শন' সম্ভোগ নহে—সেবা, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে গৌড়ীয়-দর্শন-আলোচনা, শ্রীকৃষ্ণনামের বৈশিষ্ট্য, দর্শন—সম্বন্ধ, দর্শন—অভিধেয় ও দর্শন—প্রয়োজন গৌড়ীয়-দর্শনই একমাত্র অনাবিল অপ্রাকৃত দর্শন, এবং একমাত্র রূপানুগ গৌড়ীয় সূত্রেই গৌড়ীয়-দর্শনের দিব্য-চন্দ্রালোক, সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয় সমূহ পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থপ্রাপ্তি স্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর; নদীয়া।
২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

কৃতিরত্নপ্রভুর বক্তৃতা

[৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

আনন্দময়ের অভ্যাস বলিলে কিঞ্চিৎ নিরানন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় সুতরাং ব্যাসদেব এই সূত্রে 'ময়'শব্দ যুক্ত করিয়া ভুল করিয়াছেন। এই সূত্রটী "আনন্দোহভ্যাসাৎ" এইরূপ হইবে, অথবা 'ময়' শব্দ অধিকন্তু প্রযুক্ত হইয়াছে উহা নিরর্থক মাত্র এবং ব্যাসদেবের ভাষা বা সাহিত্য-বোধের অভাব-হেতু আনন্দস্থলে আনন্দময় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন আপনারা স্পষ্টই বুঝিতেছেন ব্যাসের স্বমতাস্ত্র লিখিতে গিয়া সেই সূত্রের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি করিতে না পারিয়া সূত্রের দোষ ধরিয়াছেন। আনুগত্যকারী সেবক সেব্যের ভ্রম দর্শাইবার প্রয়াস পাইলে তাহার দাসত্বের হানি হয় ইহা সাত্ত্বিক আপনারা শঙ্করের স্বমতাগ্রহের শঙ্করের চরিত্রে লক্ষ্য করিতেছেন।

এই সূত্রে শঙ্কর যে প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিকূলে আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ, আচার্য্য শ্রীপাদ মধ্ব, আচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, আচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বার্ক বহু কথাই প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপরে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং বর্ত্তমানে নদীয়াচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সূত্রের তথা বেদান্তসূত্রের শঙ্করভাষ্যের বিরুদ্ধে বহুল প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমি তাঁহার দাসানুদাসসূত্রে উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যারূপ দুই একটী কথা আপনাদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি।

আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তিই আমি এস্থলে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি যে আনন্দময়ের প্রাচুর্য্যার্থ গ্রহণ করিলেও সূত্রেতে কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, শব্দবিগ্রহ শ্রীনামেই প্রচুর আনন্দ আছে। প্রচুরতা বলিলে পূর্ণের যে অংশটুকু বাকী থাকে তাহাতে শঙ্করাচার্য্য আনন্দের বিরুদ্ধভাব "নিরানন্দ"কেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি তৎস্থলে "চিৎসত্তা"র কথা মদীয় আচার্য্যপাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বলিতেছি। চিৎসত্তা ব্যতীত কেবল আনন্দ-মাত্রের অঙ্গীকারে তত্ত্বের পূর্ণতা স্বীকৃত হয় না। তবে সেই তত্ত্বে চিৎসত্তা ব্যতীত আনন্দের প্রাচুর্য্য আছে ইহাই ব্যাসদেবের উক্তির অভিপ্রায়। আনন্দময়ের অভ্যাস বলিলে 'সচ্চিদানন্দের' অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দের অভ্যাস বুঝাইতেছে। শ্রীনাম নির্ব্বিকার ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তাঁহার অভ্যাস বলিলে নিরানন্দের অভ্যাসের কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কা নাই। সুতরাং আপনারা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন সূত্রকারের উহা ভ্রম নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল মধ্বপাদ সমষ্টি অর্থে ময়ট প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া ভাষ্য করিয়াছেন প্রাচুর্য্যার্থে নহে। যে প্রকার আমি তেজোময় বলিলে তেজঃসমষ্টিকে বুঝায়। "আনন্দের সমষ্টি" বলিলে পূর্ণানন্দরূপ সচ্চিদানন্দকেই বুঝায়।

শঙ্কর নির্ব্বিশেষবাদী; তিনি গুণের আদর করিতে পরাঙ্মুখ সুতরাং তাঁহার ন্যায় অগুণগ্রাহী গুণ-বিরোধীর পক্ষে পূর্ণের প্রাচুর্য্যাংশ বাদে অবশিষ্টাংশে নিরানন্দরূপ দোষের দর্শন করাই উপযুক্ত হইয়াছে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

আনন্দময় সূত্রের পরসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—'বিকারশব্দান্নেতিচেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ' ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে শ্রীনামরূপ অপ্রাকৃত শব্দতত্ত্বের বিকার নাই বা প্রাকৃত শব্দের ন্যায় নাম-শব্দ কাহারও বিকার বিশেষ নহেন। শ্রীনাম বস্তুতত্ত্ব। বস্তুর বিকার নাই, সুতরাং উহা নির্ব্বিকার নির্ব্বিকার-তত্ত্বে আনন্দময় শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। ময়ট শব্দে প্রাচুর্য্যার্থের পূর্ব্বপক্ষ কল্পনা করিয়া ব্যাসদেব তাহার নিরাসকল্পে "প্রাচুর্য্যাৎ" উক্তিটী সূত্রে যুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে অসম্পূর্ণ বুঝিতে হইবে না। ইহা হইতে আপনারা শঙ্কর-মতের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে সমস্ত দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া আমাদের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ব্যাসদেবের 'জগৎ সত্য'রূপ মতকে ভ্রান্তমত বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়া আমি অদ্যকার মত বিরত হইব।

'রজ্জুতে সর্পভ্রম' শঙ্করাচার্য্যের জগন্মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনের উদাহরণ সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই উদাহরণটী আরও একটু অনুধাবন করিয়া বিশ্লেষণ করিলে মিথ্যাবাদীর মিথ্যাকথার পরিচয় পাইব। তিনি বলেন—'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য এবং ব্রহ্মে জগৎভ্রম হইয়াছে।

ভ্রমের কারণ অনুমিতি, অনুমিতির কারণ সাহচর্য্য ও সাদৃশ্য। সুতরাং ভ্রমের মূল কারণ সাদৃশ্য ও সাহচর্য্য। সাদৃশ্য ও সাহচর্য্য অঙ্গীকৃত না হইলে অনুমিতি ও তৎপরে ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ ধূমের সাহচর্য্য অগ্নি গৃহীত না হইলে ধূম-দর্শনে অগ্নির অস্তিত্বের অনুমিতি হইতে পারে না এবং অশ্ব-শাবক-দর্শনে গর্দ্দভের ও অশ্ব-শাবকের সাদৃশ্য থাকায় অশ্বশাবক-দর্শনে গর্দ্দভের ভ্রম হয়। সুতরাং সাদৃশ্য ও সাহচর্য্য ভ্রমের মূল কারণ। এক্ষণে উক্ত দৃষ্টান্তটী বিচার করিয়া দেখা যাউক। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হওয়ায় বুঝিতে হইবে রজ্জুতে সর্পের সাদৃশ্য ও সাহচর্য্য আছে। কারণ রজ্জু দেখিয়া তাহার সাদৃশ্যযুক্ত সর্পের ভ্রম হইয়াছে, তাহার বিসদৃশ হস্তীর ভ্রম হয় নাই এবং সর্পরূপ ভ্রম দূরীভূত হইলে প্রকৃত জ্ঞান-রজ্জু প্রকাশিত হইবে। এই স্থানে শঙ্কর বলিয়াছেন ব্রহ্মেতে জগৎভ্রম হইয়াছে; বস্তুতঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এখন বিচার করিয়া দেখুন ব্রহ্মেতে জগৎভ্রম স্বীকার করিলে জগৎকে ব্রহ্মের সাহচর্য্য ও সাদৃশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। উহা স্বীকার না করিলে কখনই ব্রহ্মেতে জগৎভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ব্রহ্মের সহচর কোন বস্তু আছে স্বীকার করিলে ও ব্রহ্মের সাদৃশ্য কোন বস্তু আছে অঙ্গীকার করিলে শঙ্করের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

এই প্রকার শঙ্করাচার্য্য কতকগুলি মিথ্যা-যুক্তি দ্বারা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত জগতের সত্যতা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতেই আমরা তাঁহাকে আস্তিক বা ব্যাসানুগ-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি না। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি আর আপনাদের সময় গ্রহণ করিব না। আমার প্রার্থনা সময়ান্তরে আপনারা এখানে আসিয়া এই সব বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিয়া ব্যাসের প্রকৃত আনুগত্য স্বীকার করিবেন, ভাণ মাত্র করিবেন না।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥"

স্তবগীতি

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী মম গুরুবর।
যাঁহার কৃপাতে জিবে তাঁহার কিঙ্কর॥
বৈষ্ণব-আরতি এই সর্ব্বসিদ্ধি-সার।
সর্ব্বানর্থ নাশ হয় কান্দনে যাঁহার॥
জয় জগন্নাথ সু - দিগম্বর।
যে আনিল প্রেমবন্যা স্বর্ধনী ভিতর॥
ভূলোকে গোলোক-লীলা করি' প্রদর্শন
কালেতে বিচিত্র লীলা কৈলা সঙ্গোপন॥
কিছুকাল রহি' তব প্রিয় ভক্তগণ।
ভক্তি ভাগবত শাস্ত্র করে প্রচারণ॥
অতঃপর জগমাঝে ভাগ্যহীনগণ।
করিলেন কিছুদিন আত্ম সঙ্গোপন॥
তবে মায়াদেবী লাভ' সেই অবকাশ।
জীবের দুর্ভাগ্যে করে বিক্রম প্রকাশ
নানা দুষ্ট মত সৃজি' ধর্ম্ম আবরণে।
মোহিল জীবের জ্ঞান আচ্ছাদি' নয়নে
দেখিয়া দুর্গতি অতি পাষণ্ড জীবের।
কান্দিল করুণ চিত্ত সর্ব্ববৈষ্ণবের॥
সকল বৈষ্ণবগণ করুণা করিয়া।
ভক্তিবিনোদ প্রভু দিলা পাঠাইয়া॥
যার সহ প্রকটিল যবে প্রভুবর।
ক্রমে ক্রমে মিলিলেন সকল কিঙ্কর।
পাশ্চাত্য সভ্যতা জড় সমন্বয়বাদে।
রক্ষিলা সকলে মায়াবাদাদি বিবাদে॥
মম বদ্ধজীবগণে করিতে উদ্ধার।
বিমল-বিশুদ্ধভক্তি করিলা প্রচার।
গ্রন্থরূপে প্রকাশিয়া সিদ্ধান্তের সার।
করিলেন জগতের মঙ্গল অপার॥
আমার ঠাকুর প্রভু শ্রীগৌরকিশোর॥
ভুবনবিদিত যাঁর বৈরাগ্য কঠোর॥
যাঁহার ভজন চেষ্টা লোক অগোচর।
সেই প্রভু-কৃপা কবে লভিবে কিঙ্কর॥
শ্রীগৌরকিশোর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।
জীব প্রতি যাঁহাদের করুণা প্রচুর॥
অশেষ করুণা-বশে হইয়া সদয়।
ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু করিলা উদয়
পরমদয়াল এই মোর প্রভুবর।
যাঁহার উদয়ে নাশে তিমির অন্তর॥
যাঁহার করুণা কথা লোকে চমৎকার।
শ্রীগৌরকরুণা-শক্তি প্রসিদ্ধ যাঁহার॥
কোটিসূর্য্য-সম তেজ পাষণ্ডদলনে
চন্দ্রকান্তি জিনি' স্নিগ্ধ আপনার গণে॥
আজানুলম্বিত-ভুজ সুবর্ণ-বরণ।
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র মধুর দর্শন॥
প্রশান্ত বদনে হয় কোকনদ মদ।
আচন্দ্র সে সৌন্দর্য্য অতি অনুপম॥
উচ্চ নাসিকোপরি প্রশস্ত ললাট।
সুন্দর তিলক তাহে যেন চিত্রপট॥
কর পদতলে শোভে কত রেখোৎপল।
সুকুমার তনু জিনি' পুষ্প সুকোমল॥
সুধা নিন্দি' সুমধুর সুগম্ভীর স্বরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত সতত বিতরে॥
শ্রবণ যুগলে পবিত্র নিরন্তর।
মধু-আশে পদ্মপাশে যে মত ভ্রমর॥
দর্শন আশে ভাসে দুষ্ট-সম্প্রদায়।
বিদূষক দেখি' যেন ভণ্ডামী পলায়॥
ভাগবত বর্ণধর্ম্ম স্থাপি' পুনরায়।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সর্ব্ব জীবেরে শিখায়॥
ভোগ ত্যাগ ত্যজি' যুক্ত বৈরাগ্য আশ্রয়ে।
আসক্তিরহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ উপায়ে॥
কনক, কামিনী আর প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস।
ছাড়ি' কৃষ্ণ-প্রীতে কৃষ্ণ লভে কৃষ্ণদাস॥
এমন দয়ার সিন্ধু আর দেখি নাই।
দর্শন দূরের কথা কভু শুনি নাই॥
অপূর্ব্ব অদ্ভুত যত নিত্য কৌশলে।
কৃষ্ণকথা বিতরেণ কার' কত ছলে॥
কৃষ্ণনাম প্রচারেতে যাঁর দেহো প্রাণ।
কৃষ্ণনাম-গানে যাঁর প্রসন্ন বদন॥
কৃষ্ণনাম-প্রেম জীবে কাঁদায়ে দান।
বিশ্বমাঝে আচণ্ডালে করেন আহ্বান॥
কৃষ্ণনাম বিতরিতে কোটী দেহ ধরে।
কৃষ্ণসেবা গন্ধ মাত্র নিকায় নিকেরে॥
কভু কিবা হবে প্রভু মোর প্রতি দয়া।
তব সেবা কার' মুক্ত দূরাবে হিয়া॥
তব সেবা পাইলে সে কৃষ্ণ-সেবা পাই।
তাহা বিনা এ অধমের আর গতি নাই॥
অধম তারিতে প্রভু এব অবতার।
তোমা বই মোর প্রভু কেহ নাহ আর॥

দীনসেবক

শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী

প্রার্থনা

(১)

আনিয়াছি গুরুদেব
চরণে তোমার।
নিজ হাতে রচা এই
পূজা উপহার॥

(২)

শিশু আমি নাহি জানি
দেব আরাধনা।
শুধু তব পদতলে
করি এ প্রার্থনা॥

(৩)

নতশিরে করযোড়ে
কাতর নয়নে।
একটুকু ঠাঁই চাই
ও' রাঙা চরণে।

(৪)

লহ তবে গুরুদেব
অঞ্জলীর তীরে।
এ দীনের ক্ষুদ্র অর্ঘ্য
যাচি স্নেহ-নীরে॥

—প্রণত-দাস শ্রীমান্ হরিদাস দে
(ক্রমশ)

শ্রেষ্ঠ যে নিখিল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

যন্ত্রাগারের প্রকাশিত

১। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত —প্রথম ১০৲
প্রথম [illegible] স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
[illegible] ১৸০
৩। [illegible] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
([illegible]) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
৭। [illegible] ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
[illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রী. [illegible] টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। [illegible] (মূল) ২৲
১৩। [illegible] ৷০
১৪। [illegible] ৲
১৫। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৶০
১৯। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। [illegible] ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। [illegible]
২৮। শ্রী[illegible] ৷০
২৯। [illegible]
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১৷০
৩২। [illegible] ৵০
৩৩। [illegible] ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। [illegible] ৵০
৩৬। [illegible] ৵০
৩৭। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ..১
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। [illegible]
([illegible])
৪১।
৪২। [illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। [illegible] ৸০
৪৫। [illegible] ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। [illegible] (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। [illegible] ([illegible] ও [illegible]) ৷০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। [illegible] ৶০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ৷০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ৵০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। [illegible] ৷০
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵০
৬৫। [illegible] ৷০
৬৬। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। [illegible] ৷০
৭১। [illegible] ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। [illegible] ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible] ঐ
৩। [illegible] ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible]
পোঃ [illegible] নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], [illegible]।
৯। [illegible] —পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর [illegible]—[illegible],
পোঃ [illegible], বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible], বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রী[illegible],
পোঃ [illegible] বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible],
পোঃ [illegible],
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
[illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible] মঠ পোঃ [illegible].
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible] গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible],
[illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], [illegible]।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
[illegible] ঠাকুরের [illegible], বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রী[illegible]—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, [illegible] হাউস,
[illegible] গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible],
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীৰ্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগ [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা। [illegible] কাটিং আর্টপেপার আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, [illegible], [illegible], বিষয়-সূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা [illegible]—৩৲ [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানি বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমাকর্ষক-রূপে শোভিত থাকিবে। গ্রন্থের আকার রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৩,	২২—২৩
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৯,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৯—৩৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

এতদ্ নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১০	১৩-৫১	১৮-০	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুর হইয়া অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুর-যাত্রিগণ হইতে রাণাঘাট ... রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৯, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ ... নির্দ্দিষ্ট সময় যাত্রী পাইবেন।

... হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ... ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৪ ... ১৮-৩৯ ... প্রত্যেক ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপঘাট—	৫-৩২	৮-২৫	১২-১০	১৫-৫৪	১৯-৩৪
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৮-৩৫	১২-১৯	১৬-৩	১৯-৪৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৮-৫৫	১২-৩৬	১৫-২৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-২২	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৩৫	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৬ই মার্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার ছাড় (কড়াই বা গোল বাকা)	৪৮০—৫৮০
ঐ বে-বাকা হালকা ওজন	৫৴০—৫৶০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৶০—৬৷৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট সিট—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৶০
২৪ গেজ „ „	১১৴০
২৬ গেজ „ „	১২৷৴
২৪ গেজ আর, পি, জি, বাঁকা	১৪৲
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন শীট—	১১৷৴
২৬ গেজ „ „	১২৷৴
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৴০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ গজের বাঃ	৮৸০
টিন শাটি	৬৷৴০—৬৷৶০
„ বোল্টু (গোল)	৬৷৴০—৬৸৶০
„ চ্যাপ্টা (চৌকা)	৬৴০—৬৷৶০
„ গোল মত ৶০—৷৶০ সূতা	৫৲—৫৷০
„ টান্ন রড-চোকা ৶০—৷৶০ ঐ	৬৲—৬৷০
„ বাতিল মাল	৭৷০—৭৸০
„ সেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮৲—৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	১৷৶—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৴০-১৷০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲
তারাই কাটা ১ হইতে ১০ নং ২৷৶-২৷০ মাই	
ভালাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ টাঃ	
ঐ তিন পাইপ ৫৸৶০ গেঃ বিঃ	৬৷৶০ „
প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	৩৷০ ৬৷০
ঐ ঢাকনি „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার তৈয়ার বল্টুর গোল ও চৌকা	৮৷০— „
ঐ কাচের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ ঢেউ-টিন (ঢালের সিট)	১৮৲ „
লোহার কুণ ৪—৩ হাত ৶১০—৷৶০ গোল	
ঐ কজা ৭০ নং	
১৪—৪ ইঞ্চি ১৲০—৷৶০ গেঃ ওজন	
প্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৸০—১৩৷০ টন্দর
প্যাঃ রিভেট (মইকা)	
১২ ইঞ্চি	৷৶— ৸৴১০ পীস.
প্যাঃ প্লেট ...	
... ইঞ্চি	৮০—৸৶০ „
প্যাঃ ক্লিপ ১৷০—২৷০ হাত ২০৲—২৯৲ ডজন	
প্যাঃ আয়রণ টাঙ্ক	১১৷৶০—১৭৲
প্যাঃ বোল্ট-নাট ৭—৯ ইঞ্চি	
	৸৴১৫—১৶০ গ্রোস
চালাই গেরিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ বেল ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৴১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট	
ফিটার যন্ত্রের জন্য প্যাঃ	
প্লাইপ টাঙ্ক	৸৫ ফুট
গামলা ৪নং ১৷৷০ ৫নং ১৮৲ ৬নং ১৩৲	
৬০—৮০ রাইবার ৴১৫ ফুট ২৷০—৩৷০ মণ	

মনোরঞ্জকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

দীননাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

লোকের গেলোন বাক্স (২ টিন)	„	৯৲০
সবা বাক্স	„	৬৷০
স্টোভবাক্স	„	৭৲

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৩৸৴
ধড়াম	৩৩৷
গিনি সাফ	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ-মুদ্রা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৷৶
৩৷০ সুদের বণ্ড (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ বণ্ড (১৯৬০-৭০)	৯৩৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৪	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০৪৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেঃ)		১১৩৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এমপ্রিস মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
ফোর্টগ্লাস্টার	১৯৫৲
-বালা	১৩২৲
বরানগর	২৪০৲
ক্লাইভ	৩৭০৲
হুগলী	২১৫৲
কাঁকিনাড়া	২১।০
-আলেকজান্দ্রিয়া	৪০৮৷০
কেল্টো	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১৮২ উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিঅ্যাবিস্কারক পর ব্যাবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম—মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৷২৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

স্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এস্, এ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা:— "নদীয়া" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি টিকি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রভূত-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড : সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে ফাল্গুন সোমবার ১৩৪০, ১২ই মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::o::—

৭ বৎসর কারাদণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আলি রেজা গৌরীপুর ডাকলুঠের মামলার রায় দিয়াছেন। অন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা হইতে এই মামলার উৎপত্তি।

ম্যাজিষ্ট্রেট জিতেন্দ্র দে মজুমদারের প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অপর আসামী সত্যেন্দ্র দে অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু তাহাকে সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ

কয়েক দিবস গত হইল বিদেশের সংবাদে প্রকাশ, বহু হিন্দু হোলি উৎসব করিতেছিল, তাহাদের সহিত কতিপয় মুসলমানের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

প্রায় এক ডজন লোক জখম হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা সাংঘাতিক। বর্ত্তমানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

—

কলিকাতায় পথে অর্থ লুণ্ঠন

বুধবার হাইকোর্টের দায়রায় বিচারপতি মিঃ ড্যাক্ গয়ারাম মুখের প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বৎসর ১৭ই আগষ্ট বেলা প্রায় ১টার সময় মাড়ওয়ারীদিগের জনৈক মারওয়াড়ীর গদিতে রাস্তার উপর ১০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। কয়েকজনকে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল, তাহার ফলে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়। অভিযুক্তের পক্ষে অনুমতি দিতে মামলা চলিতেছিল।

এই মামলায় মফিজদের প্রতি তিন বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই মামলার অপর পাঁচজন আসামী অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

———

বিচিত্র বার্ত্তা

বিনা পেট্রোলে সম্প্রতি চারিজন ইংরাজ মোটর চালাইয়া লণ্ডন হইতে আফগানিস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

গত বৎসর দু'খানি মোটর-ভ্যান বোম্বাই সমেত প্রাচ্য-পরিভ্রমণের জন্য লণ্ডন সহর ত্যাগ করে। এ গাড়ীতে পেট্রোল-ভরিবার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব রকম। মোটর-এঞ্জিন যাহাতে গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়—পথের জালানি-কাষ্ঠ-সংগ্রহ আপনা হইতেই উদ্ভূত হইত। এই বাষ্প উৎপাদনের কাজ আদৌ কঠিন ছিল না। কয়লার দ্বারাই সে কার্য্য সম্পাদিত হয়।

———

মতিহারীর সংবাদ

মতিহারী হইতে প্রকাশ, চম্পারণ জেলার ঢাকা থানার বেলপুরা গ্রামে ভূমিকম্পের এক ফাটল দিয়া ভূমিকম্পের পর হইতেই যে জল নির্গত হইতেছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত সমভাবেই অস্বাভাবিক উষ্ণ স্রোতে নিম্ন দিকে প্রবাহিত হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও ঐ স্রোত বন্ধ হয় নাই, গর্তের মুখে প্রচুর বালুকা নিক্ষেপেও সেই জলস্রোত এখনও সমভাবেই বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে।

বিমলামোহন গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশ, অধ্যাপক শ্রীযুত বিমলামোহন গাঙ্গুলীর উপর বাঙ্গালার বিপ্লববাদ দমন আইন অনুসারে এই মর্ম্মে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যেন ৩ মাস কাল মুর্শিদাবাদ মহকুমার এলেকার মধ্যে প্রবেশ না করেন।

বিমলামোহন বাবু গত ৫ই মার্চ্চ উক্ত আদেশ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিয়া মুর্শিদাবাদ মহকুমার মধ্যে আসেন। পুলিশ তথায় তাঁহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। বিচারের অপেক্ষায় এখন হাজতে রাখা হইয়াছে।

———

গোন্দলপাড়ায় শ্রমিকসভা

চন্দননগর হইতে প্রকাশ, গত রবিবার গোন্দলপাড়ায় পাটকলের শ্রমিকদিগের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। শ্রমিকদিগের মধ্যে যেরূপ বেকার সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রশমনার্থ কর্তৃপক্ষগণকে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চন্দননগরের মেয়রকে বেকার সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপনের অনুরোধ করিয়া আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

———

চুঁচুড়াতে নৌকাডুবি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, গত ৬ই মার্চ্চ এখানে একখানি নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। স্থানীয় কয়েকজন যুবক নৌকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই জলমগ্ন হইয়াছিলেন। বিশ্বাসজ্ঞ একজন বাদে আর সকলেই তীরে উঠিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারো লোকটির সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

এম, সি, সি, দলের ভারত ত্যাগ

চারিটি খেলার শেষ হইলে, এম, সি, সির সম্মানের জন্য একটি প্রীতিভোজের আয়োজন হইয়াছিল; প্রায় তিন শত অতিথির সমাগম হইয়াছিল। এই খেলায় দর্শনী বাবদ যত টাকা আদায় হইয়াছিল সব টাকাই বিহার ভূমিকম্প ভাণ্ডারে অর্পিত হইয়াছে। বোম্বাই ক্রিকেট সভার সভাপতি স্যার হাফিজ নীড, উভয় দলে খেলোয়াড়দের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। বোম্বাইয়ের মেয়র ডাঃ ভাস্কলে বলেন যে ভারত ও ইংলণ্ডের সহিত এইরূপ খেলায় উভয় দেশের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রীর সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

এম, সি, সির ক্যাপ্টেন জার্ডিন বলেন যে, ভারতে অনেক ভাল ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় আছে এবং তাহারা আট দশ বৎসর মধ্যে ক্রিকেট খেলায় বহু উন্নতি সাধন করিবে। অবশেষে বলেন যে, তিনি ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন হইয়া বহু দেশ বহু খেলায় যোগ দিয়া অনেক ক্যাপ্টেনের ব্যবহার পরিদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের ক্যাপ্টেন মেজর সি, কে, নাইডুর মত ব্যবহার ও সদাশয় লোক অল্পই দেখেন। তাঁহার মত বড় লোক দেখেন নাই বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। অমরসিংহের বল খেলা এবং মার্চেন্টের খেলার বিশেষ প্রশংসা করেন। ভারতের ফুলা ও পাটের হার ভারতের খেলা হইতেও অর্জ্জিত হইবে।

— —

মাদ্রাজে হিন্দু দাঙ্গা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, কয়েক দিন হইল দুইটি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষ ঘটে। প্রকাশ যে, ইহার ফলে ২৫ জন লোক আহত হইয়াছে।

ঐ-বৎসরের ভাদ্রবাসরের বাঙলাদেশর

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে ফাল্গুন সোমবার, ১৩৪০

বঙ্গীয় রাজস্ব বিভাগের কার্য্যবিবরণী

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ, পর্য্যন্ত বাঙলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের কার্য্য বিবরণীর মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

আর্থিক অবস্থা

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি এই বৎসর কিছুমাত্র হয় নাই। ত[illegible]র উপর এপ্রিল ও মে মাসের ভীষণ ঝড়েতে বাখরগঞ্জ ও পটুয়াখালী মহকুমার বহু ক্ষতি হয়, ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা খুলনা, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরের সমূহ ক্ষতি করে। উপকূল অঞ্চলের শতকরা ৮০টি ঘর নষ্ট হইয়া যায়। বহু লোক মারা যায়। এই দৈবদুর্বিপাকের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে না করিতে ভীষণ বন্যায় কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া প্রভৃতি সকল প্লাবিত হওয়ায়, দেশের সর্ব্বনাশ করে। অন্যদিকে অত্যধিক বারিপাত, শিলাবৃষ্টি ও পঙ্গপালের আক্রমণে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া যশোহর ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলার বহু ক্ষতি হয়।

মন্দা বাজারের ফলে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য আরও হ্রাস পায়। পাটের দর অস্বাভাবিক ভাবে এত কমিয়া যায় যে, চাষীর দুরবস্থা চরমে দাঁড়ায়। চাষীদের দুরবস্থার ফলে জমিদার, মহাজন, শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়। জমির মূল্য ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। কলিকাতা ও চাকুরে মধ্যবিত্তগণ টাকার বৃদ্ধিতে বিপন্ন হইলেও দেশে তাহাদের অবস্থা কতকটা ভাল দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবকের বেকার অবস্থা ক্রমেই বাড়িতে চলিতে থাকে।

স্বাস্থ্য সংবাদ

সরকারী রিপোর্ট বলিতেছে যে, প্রদেশের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা এই বৎসর বেশ ভাল ছিল। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর বড় বেশী প্রবল হইতে পারে নাই এবং সাধন ও স্যানিটারী অফিসারদের প্রচার প্রচেষ্টায় গ্রামবাসিগণ স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হন।

কিন্তু পরক্ষণেই সরকারী বিবরণী জানাইতেছে যে, বর্দ্ধমান, নোয়াখালী, রংপুর, নাটোর আলিপুর দুয়ারে, ম্যালেরিয়া প্রবল ছিল। রায়পুরহাটে উহা বৃহৎ মারীরূপ ধারণ করে। বাঁকুড়া, দিনাজপুর, পাবনা বসন্তাদি মৃত্যু ঘটিতে থাকে। হুগলীর নাথডাঙ্গা ও উলুবেড়িয়ায়, গোপালগঞ্জে ও কুমিল্লায় ভীষণ ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়।

ঢাকা, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, আলিপুরদুয়ার, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে কালাজ্বর সমান চলিতে থাকে। দার্জ্জিলিংএর ওড়াই অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ কালজ্বর ও ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারের প্রতাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

তমলুক, মুন্সিগঞ্জ, কাশীপুর, ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে ব্যাপকভাবে কলেরা দেখা দেয়। রংপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও বগুড়া জিলায় প্লেগ নাই। বর্দ্ধমান জেলায় বসন্ত প্রবলভাব ধারণ করে।

শিল্পের অবস্থা

আলোচ্য বৎসর কাপড়ের মূল্য হ্রাস পায়। পাটের অবস্থা শোচনীয় ভাব ধারণ করে। হুগলী, নদীয়া ও ঢাকার বস্ত্র শিল্পগুলি স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে সম্পন্ন হইয়া উঠিলেও বনটিয়া ও কালকাতির তৈলের কলগুলি ভাল চলে নাই।

বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের রেশম ব্যবসায়ের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। বগুড়া ও মালদহে এর ব্যবস্থা মন্দের দিকে যায়। সরকারী রিপোর্ট ইহা বলিতে বিস্তৃত হয় নাই যে, বিদেশী সূতা বয়কট কাশ্মীর ফলে শান্তিপুরের তাঁত বস্ত্র ব্যবসায় আর উঠিতে পারে না। ফেনী মহকুমায় চরকায় সূতা কাটা বৃদ্ধি পাইবার ফলে তথাকার স্ত্রীলোকদিগের আর্থিক অবস্থা কতকটা ভাল দাঁড়ায়। অনেক স্থানে বরং শিল্পের অবস্থা ভাল দেখা যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, খাগড়া, খাগড়াহী শোষণাত প্রভৃতি স্থানের কাঁসা ও পিতলের ব্যবসায় এনামেল ও এলুমিনিয়ম বাসন পত্রের প্রতিযোগিতার অবনতিতে যাইতে থাকে। রাজসাহীর শিল্প মৃত্যুমুখে।

মালদহ ও মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ লাক্ষা ব্যবসায় ভাল চলে না।

জমিদার ও প্রজা

আলোচ্য বৎসর জমিদার ও প্রজার সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রাজসাহী বিভাগে ও নদীয়া, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বরিশাল ও ত্রিপুরা জেলায় এই লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। মানাস্থানে প্রজা সমিতি গঠিত হইতে থাকে। অনেক স্থানে খাজনা বন্ধ করিবার আয়োজন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে ইহা লইয়া অনেক স্থানে অশান্তির হইতে থাকে।

সোলাপুর কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট

সোলাপুর হইতে প্রকাশ, কলে যাহারা কাজ করিতে আসে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বিশ হাজার শ্রমিকের মধ্যে আট হাজার লোক মাত্র কাজে আসিতেছে। নূতন লোককে কাজে লওয়া হয় কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দলের কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকায় যে কলের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

স্বেচ্ছাসেবক বিতাড়িত

নরসিংজী কলের মজুরদের এক প্রকার বেতনভুক্ত স্বেচ্ছাসেবককে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীরা কলের মধ্যে ঢুকিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা এক্ষণে দরজায় পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ কোন কোন শ্রমিককে তাহারা তীব্র শাস্তি প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রমিক নেতারা এক সভায় এই বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন যে তাহাদের কর্ত্তব্য যাহাতে কলের কাজ বন্ধ হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা।

এঞ্জিনিয়ার হত্যার মামলা

পাটনা হইতে প্রকাশ, হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ম্যাকফার্সন ও শ্রীযুত আগরওয়ালা আজ বৈকুণ্ঠ শুকুলের আপীল গ্রহণ করিয়াছেন।

পাঠক জানেন, বৈকুণ্ঠ বেতিয়ার এপ্রুভার ফণী ঘোষকে হত্যা করিবার অভিযোগে চম্পা সিংএর সহিত একত্র অভিযুক্ত হয়, পর্য্যাপ্ত প্রমাণ অভাবে চম্পা মুক্তি পায়। বৈকুণ্ঠ মজঃফরপুরের দায়রা জজ মিঃ দুবের বিচারে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

বিচারপতিরা আপীল গ্রহণ করিয়া ২০শে মার্চ্চ বিচারের দিন স্থির করিয়াছেন।

মজঃফরপুরের দায়রা জজ প্রাণদণ্ড সমর্থনের জন্য মামলাটি তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছেন।

ষড়যন্ত্র মামলা

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, বিপ্লব আন্দোলনের সম্পর্কে অস্ত্র রাখিবার ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাকাতির ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে প্রায় ১২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের লইয়া আর একটি ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইবে। তাঁহাদের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯ ও ১২০ বি ধারা অনুযায়ী বিচার হইবে।

ধৃত যুবকদের মধ্যে পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী, অটল চক্রবর্ত্তী, সুধীর চক্রবর্ত্তী ও মৃণালকান্তি বসুকে জামিনে মুক্তি দিবার জন্য সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আবেদন করা হয়। আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মৃণাল আসামীর প্রতিটি ১০০০ টাকা জামিনে মুক্তিদানের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ডাকাতির গ্রেপ্তার

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, গত ৫ই মার্চ্চ সহরে যে পুলিশের দারোগাকে হত্যা করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে প্রকাশ, মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তাহাদের নাম—রাজসাহী মাদ্রাসার হাই স্কুলের ছাত্র পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী, বাণী প্রেসের প্রোপ্রাইটার অটল চক্রবর্ত্তী, মেডিকেল আটকবন্দী অনিল ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা নবী বটব্যাল, রাজসাহী ব্যাঙ্কের ক্লার্ক চংশক বাঁ, রাজসাহী ব্যাঙ্কের অপর একজন ক্লার্ক সুধীর চক্রবর্ত্তী, দিনাজপুর ব্যাঙ্কের ক্লার্ক তারাপদ সেন, ব্যবসায়ী বিমল দৈব ও অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারের পুত্র মৃণালকান্তি বসু।

ইহা ছাড়া পুলিশ আরো তিনজনের খোঁজ করিতেছে। তাহাদের নাম—ভবানী চক্রবর্ত্তী, স্থানীয় কলেজের ছাত্র নারায়ণ সরকার ও শ্রীযুত ভবানীচরণের পুত্র।

ভবানী বাবুর বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। পুলিশ বন্দুক লইয়া গিয়াছে।

নিজাম রাজ্যে প্লেগের প্রাবল্য

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, নিজাম রাজ্যের ক ৫৯ প্লেগে মৃত্যুর আধিক্যের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কয়েকদিন হইল যে সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, গত জানুয়ারী মাসে অন্যূন ২৬ শত লোক আক্রান্ত ও ২ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কেবল করিমনগর ও আদিলাবাদ মাত্র ২টি জিলায় প্লেগ নাই। আর হায়দ্রাবাদ সহরে রোগের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা কম। উক্ত সহরে গত ৩৪ জন মারা গিয়াছে।

হায়দ্রাবাদ সহরে ম্যালেরিয়ার প্রভাবও গত ১১ বৎসরের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা কম। জানুয়ারী মাসে সহরে হাসপাতালগুলিতে ২ লক্ষের মাথাও অধিক ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে।

রেঙ্গুন নদীতে বোম্বেটে

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, "চেংকিয়েন" নামক জাহাজখানা রেঙ্গুনের পথে পার্শ্বোতা জেটির ধারে রেঙ্গুন নদীতে অবস্থান করিতেছিল। ১৫ জন চীনা ছাত্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আকস্মিক জাহাজখানা আক্রমণ করে।

প্রকাশ, জাহাজের কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা প্রহরীকে তালা বন্ধ করে। অতঃপর তাঁহারা আরোহীদেরকে জখম করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে অনেক টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১১ বিষ্ণু | গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১২ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ | সোমবার | ১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ সোমবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীপাদ রবরকোছিং দাসাধিকারী বি-এ, বি-এল, ভক্তিসৌরভ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রমুখ প্রায় বিংশসংখ্যক অনুকম্পিত জনসহ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের আলয়ে গমনার্থ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করেন।

মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ সন্ধ্যার প্রাক্কালে রওনা হইয়া বনগাঁ ষ্টেশনে প্রভুপাদের শ্রীচরণে মিলিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল একনিষ্ঠ সেবকসহ তৎপর-দিবস অর্থাৎ ২২শে ফাল্গুন (১৩৪০) ৬ই মার্চ্চ (১৯৩৪) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহারা ট্রেণযোগে রঘুনাথপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিলে শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি সহ আচার্য্যত্রিক প্রভু সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে সুরম্য সুসজ্জিত পাল্কীতে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ স্বগৃহে লইয়া যান।

শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসিগণ আচার্য্যবর্য্যকে একটী অভিনন্দন প্রদান পূর্ব্বক আচার্য্যত্রিকের বন্দনা করিয়াছেন। ২২শে ফাল্গুন হইতে ২৪শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত দিবসত্রয় অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং রাত্রিতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। পাঠ ও বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক,

সারস্বত নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধা সরস্বতী নিত্য নবনবায়মানভাবে আমাদের নিত্যারাধ্য-ধন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তনে রত আছেন। নিজ ভোগ সাধনের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিলে আমরা শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব ও অবিদ্যাপীড়িত হইয়া হরিকীর্ত্তন বা শ্রবণ হইতে ছুটী লাভ করিব মাত্র। কিন্তু যদি আমরা মনোযোগসহকারে ভক্তিপূত চিত্তে আম্নায়পরম্পরায় প্রাপ্ত সরস্বতীপতির বাণী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য পাই তাহা হইলেই সাক্ষাৎ 'শব্দব্রহ্ম'-রূপী অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপা পাইয়া পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইতে পারি।

এই বাণী শ্রবণের প্রকৃত সৌভাগ্য কিরূপে হইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান-যুগে স্বামীজী বলেন—অভক্তিসিদ্ধান্ত—কর্ম্মসিদ্ধান্ত বা জ্ঞান-সিদ্ধান্তবাণী শুনিলে চলিবে না। যেমন গঙ্গার প্রবাহ হইতে গঙ্গাবারি পাওয়া যায়, কোন ডোবা বা তৎসংলগ্ন কোন নর্দ্দমা হইতে তাহা পাওয়া যায় না, তদ্রূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানের খাতে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পাওয়া যায় না। ইহা আম্নায়-পরম্পরায় শাস্ত্র-স্বীকৃত সম্প্রদায় হইতেই লভ্য। যেখানে সেখানে ইহা পাওয়া যায় না।

শ্রবণ-সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন, এই শুদ্ধ বাণী সেবোন্মুখ,সমর্পিতাত্ম শ্রবণকারী হৃদয়ে প্রবেশ করেন। অনন্যভক্তিসম্পন্ন আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সকলেই চেতনাশীল হইয়াই নানাভাবে পরিকীর্ত্তিত হইলেও আমরা তাহা কতখানি লাভবান্ হইয়াছি তাহার হিসাব করা প্রয়োজন।

একটী পাথরে প্রতিদিন একটী কলস রাখিলে পাথর ও কলস উভয়ই ক্ষয় হয়, পাথরেও একটী রেখাপাত হয় কিন্তু এই হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া আমাদের চিত্তপটে কতখানি দাগ পড়িয়াছে? মোটেই ত' দাগ দেখিতেছি না। কারণ আর কিছুই নয় আমাদের শ্রবণ বা কীর্ত্তন হচ্ছে না। কারণ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও কেবলাদ্বৈতজ্ঞান-পূর্ণ চিত্তে হরিকথার স্থান না থাকায় উহা কাণা কড়ির ছিদ্রের ন্যায় আমাদের কর্ণ-কুহরে পাওয়ানও হওয়াই নীরব হয়, মর্ম্ম-স্থল পর্য্যন্ত পৌঁছাইবার পথ রুদ্ধ থাকায় চতুর্ব্বর্গ বাধিতে পারে না।

শুদ্ধ-কোটিকন্দর্পের ন্যায় সুন্দরকেও সহস্র প্রকারে সুশোভিত করিয়াছেন এমন যে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য, তাহা যে নাসিকার প্রবেশ করিল না, তাহা ত' ভস্মসদৃশ। যে নয়নপথে কোটী কন্দর্প লাঞ্ছিত মদন-মোহন-রূপ উদিত না হইল তাহা ময়ূর-পুচ্ছাঙ্কিত নেত্র-বিশেষের ন্যায়; এতদ্ভিন্ন উহা আর কি হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের নাম,রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদির বিচিত্রতা উপলব্ধি করিতে হইলে বহুবিধ সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। নচেৎ কোন-প্রকারেই অচিন্ত্য, আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সন্ধান মিলিবে না।

গৌড়ীয়মঠে তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের বক্তৃতা

গত ২৩শে ফাল্গুন বুধবার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠে

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ বিষ্ণু সর্বাণিব সম্বৎ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দর্শনের স্থূল পা

[১]

শ্রীবেদব্যাসের গ্রন্থরাজি

উপরিচর বসুর দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে এবং মহর্ষি পরাশরের ঔরসে শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশাংশে শ্রীল ব্যাসদেবের আবির্ভাব। শ্রীব্যাসদেবই উত্তর-মীমাংসা-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র (যাহা পারমার্থিক সমাজে সাধারণতঃ 'বেদান্ত-দর্শন' নামে বিখ্যাত), মহাভারত, পুরাণাদি ও ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম শ্রৌতভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ আম্নায়-পারম্পর্য্য স্বরূপে অবগত হইয়া ক্রমশঃ জনসাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে বিভিন্ন আখ্যায়িকা ও সুষ্ঠু বিস্তার পূর্ব্বক জৈবজগতে অবর ও ব্যতিরেকরূপে চরম কল্যাণের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বেদ-বিভাগের উদ্দেশ্য

তিনি কালবশে জীবের অধিকার-তারতম্য লক্ষ্য করতঃ একায়ন বৃক্ষ-বিশিষ্ট বেদ-কল্পবৃক্ষকে চতুঃশাখায় বিভাগ পূর্ব্বক 'বেদব্যাস' নামে অভিহিত হয়েন। একায়ন-বৃক্ষ বেদোপদিষ্ট অধ্যক্ষজ্ঞানানুশীলন রূপ সনাতন আত্মধর্ম্মের পরিচয়; কিন্তু যখন কাল-প্রভাবে মনোধর্ম্ম-চালিত জীবের পক্ষে লোকচক্ষে কিঞ্চিৎ বিশ্রান্ত হইবার উপক্রম হইল তৎকালে ব্রহ্মসম্প্রদায়ে গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ অধস্তন (১। শ্রীকৃষ্ণ, ২। ব্রহ্মা, ৩। শ্রীনারদ, ৪। শ্রীব্যাস) শ্রীব্যাসপ্রভু সমগ্র জন-সমষ্টির চিত্তবৃত্তির পরিণতি লক্ষ্য করত অপ্রাকৃত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশ্লেষণাবে বিচারপূর্ব্বক তাহাদিগের অধিকার-ভেদে এক এক অধিকারে যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে চতুঃশাখা বিশিষ্ট বেদের এক এক শাখার অধিকার প্রদান করেন। অদ্যাবধি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মে বহুবৃক্ষ-শাখা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু নৈমিত্তিক-রূপে অর্থাৎ মনোধর্ম্মচালিত প্রেয়ঃপন্থিগণের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ সাধনানুকূলে ব্যবহারিক ধর্ম্মানুশীলনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাকে ক্রমপদ্ধতিতে একায়নকে আশ্রয়প্রদানার্থ অর্থাৎ দেহ ও মনের অনিত্যতা (দেহ ও মন জড়, সুতরাং অনিত্য) স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগ-তাৎপর্য্যমূলে অশুচিত ধর্ম্মের আলোচনা অপেক্ষা নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণানুসন্ধানই মনুষ্য-মাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য, এই বিচার পুনঃ-সংস্থাপনার্থ শ্রীব্যাসদেব বেদবিভাগরূপ এক কৌশল অবলম্বন করেন।

বেদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকাণ্ড

বেদে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই বিভাগচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণাংশ যাগযজ্ঞ-প্রধান, ইহাকে কর্ম্মকাণ্ড বলা হয়। আরণ্যকাংশ জ্ঞানপ্রধান, উহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয় এবং উপনিষদাংশ বিশুদ্ধজ্ঞান-প্রধান, ইহাকে বিজ্ঞান বা ভক্তিকাণ্ড বলা হয়।

পূর্ব্বপক্ষ

প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক-যুগে অর্থাৎ বেদ যখন মাত্র একায়নবৃক্ষ-বিশিষ্ট ছিল এবং আত্মধর্ম্মাচরণকারিগণ যখন অদ্বয়-জ্ঞান-বাস্তববস্তুর আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই (শ্রীভিসম্বন্ধমূলে) একমাত্র পরধর্ম্ম (স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে) বলিয়া অবগত ছিলেন, তখন বর্ত্তমানে বহুবৃক্ষ-শাখায় বিভক্ত বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাংশে দেহ-মনের প্রয়োজন-সাধক কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ যে নৈমিত্তিক ধর্ম্মোপদিষ্ট হইয়াছে, একায়ন-বৃক্ষাশ্রিত সনাতন-বৈদিক-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বেদ অঙ্গীকার করায় বর্ত্তমান বিভক্ত বেদের বহুবৃক্ষ-শাখার উক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডকে কি-প্রকারে আত্মধর্ম্মানুশীলনের অন্তর্ভুক্ত করিবেন? যদি বলা যায় যে, তাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানকে উপেক্ষা করত কেবলমাত্র বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ভজনানুশীলন করেন তাহা হইলে অংশতঃ বেদ-কথিত কর্ম্ম ও জ্ঞান অঙ্গীকার না করায় সমগ্র বেদ প্রামাণ্যে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। বেদের সর্ব্বাবয়বই অবশ্য স্বীকার্য্য সুতরাং উহার কোন অংশে সন্দেহ করিলে তাঁহাকে অবৈদিক বলা হইবে। একায়ন-বৃক্ষাশ্রিত সনাতন-বৈদিক সম্প্রদায় 'সমগ্র বেদ অবশ্য স্বীকার্য্য', একথা মৌখিক স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা মাত্র বেদের উপনিষদংশ বা বিজ্ঞান কাণ্ড অঙ্গীকার পূর্ব্বক সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাংশে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন; এই কারণে ইহাদিগকে বৈদিক বলা যাইতে পারে না। বেদের বাণী প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সকলশাখা সমন্বিত বেদ-প্রামাণ্যে আস্থা স্থাপন করিতে হইবে, উহার কোন অংশ গ্রাহ্য ও কোন অংশ ত্যাজ্য, একথা বিচার গ্রহণ করা যাইতে পারে না; সুতরাং বৈদিকগণের কর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কর্ম্মে জ্ঞান ও জ্ঞানে কর্ম্ম, জ্ঞানে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানে কর্ম্ম—এই প্রকার সমন্বয়বাদ-প্রচারই বেদের উদ্দেশ্য।

উত্তর পক্ষ

আত্মধর্ম্মানুশীলনকারী সনাতন বৈদিক সম্প্রদায় সমন্বয় অস্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই সনাতন বৈদিক সম্প্রদায়েই একায়নবৃক্ষাশ্রয়ে যথার্থ 'সমন্বয়বাদ' অঙ্গীকৃত হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সমন্বয়বাদের নামে বিসম্বাদ' গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের ন্যায় বেশ্যা ও পতিব্রতা, কাচখণ্ড ও হীরকের সমন্বয়াকাঙ্ক্ষী নহেন। ব্যাকরণ-শাস্ত্রাদিতে জানা যায় যে, কোন একটী বাক্য গঠিত করিতে হইলে পদ-সমন্বয়ে তাহা সাধিত হয়। যে বাক্যে পদসমন্বয় নাই, তাহাকে বাক্যই বলা যায় না। সেখানে উচ্ছৃঙ্খল পদসমূহ বাক্যের অর্থরূপে কোন ভাব প্রকাশ করিতে পারে না (নিদ্রা, যাত্রা, অন্ন পূর্ব্বক, গ্রহণ, যাইতেছে—ইহা অসমন্বিত পদের উদাহরণ এবং যাত্রা অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন—ইহা সমন্বিত পদের উদাহরণ)। শিশু ও বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্যাকরণ-শাস্ত্রোপদিষ্ট পদসমন্বয়-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়ায় তাহাদিগের কথিত অসমন্বিত পদসমূহের ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। পদ-সমন্বয়ে ব্যাকরণ শাস্ত্র আমাদিগকে কর্ত্তৃবাচক, কর্ম্মবাচক ও ক্রিয়াবাচক পদসমূহকে যথাযোগ্য স্থাপনে আদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমরা যদি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কর্ত্তার আসনে ক্রিয়া, ক্রিয়ার আসনে কর্ত্তা অথবা কর্ম্মের স্থানে কর্ত্তা বা কর্ত্তার স্থানে কর্ম্মবাচক পদসমূহকে স্থাপন দ্বারা বাক্য গঠনে যত্ন করি, তাহা হইলে সেই অসমন্বিত পদ গঠিত করিতে বাক্য ভাববিপর্য্যয় আনয়ন করিবে। সুধী সমাজ যদ্রূপ বাক্য-শ্রবণে বাক্য-উচ্চারণকারীকে শিশু কিম্বা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া উপেক্ষা করেন, সেইপ্রকার দেহধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম কিম্বা মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম সকলই এক এরূপ উক্তি পরমার্থরাজ্যে অতত্ত্বজ্ঞ শিশুর পক্ষে শোভনীয় হইলেও তাহা সুপণ্ডিতের বাস্তব-বিচার হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত।

সমগ্র বেদার্থাকাঙ্ক্ষী একায়ন-বৃক্ষাশ্রিত সনাতন বৈদিক সম্প্রদায় বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম ও জ্ঞানকে আত্মধর্ম্মের আনুগত্যে ভক্ত্যুন্মুখ বা সেবোন্মুখ করায় তাহারা অনিত্য দেহমনের প্রয়োজন-সাধকস্বরূপ সকাম স্বতন্ত্রতা বা অসমন্বিত সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে পারে না। যেপ্রকার কর্ম্মবাচক ও ক্রিয়াবাচক পদসমূহ একমাত্র কর্ত্তার আনুগত্যে যথাযোগ্য সমন্বিত হইয়া কর্ত্তার ভাব-পরিপূরণেই নিজ নিজ অস্তিত্বের সাফল্য লাভ করে তদ্রূপ একমাত্র সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের আনুগত্যেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের আধান অনুকূল হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদের বহুবৃক্ষ-শাখার যোগ্যতা-তারতম্য-বিচারে (দেহ ও মনঃ-ক্রিয়া-সাধক) কর্ম্ম ও জ্ঞান উপলব্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা বেদমূল অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় যখন ব[illegible] বুদ্ধি-পরিচালনা-ক্রমে কর্ম্মফলে স্থূল ভো[illegible] এবং ভাগ্যক্রমে সূক্ষ্মভোগ লাভ করিয়া আত্মার স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারি[illegible] না, 'শিবঃ কেবলোহহং, শিবঃ কেবলোহ[illegible]' বলিয়া চীৎকার এবং নিঃশ্বাসাবসান (?) হরিজন (?) সঙ্গের এক দেহ ও মনের [illegible] যোগাইতে যাইয়া তাহাদিগকে পুনরায় [illegible] দেহ-মনের বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজ[illegible] বৃত্তির সহায়তা করিয়া আসযাপাশী [illegible] পুনঃ পুনঃ মাতৃকুক্ষি-প্রবেশে সহায় করিবে তখন আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় নিজ নি[illegible] অসমন্বিত সাম্প্রদায়িক অভিমানের হে[illegible] সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করতঃ একা[illegible] বৃক্ষে পুনঃ সংস্থাপিত হইবার জন্য দে[illegible] মনের প্রয়োজন-সাধক কর্ম্ম ও জ্ঞা[illegible] বিজ্ঞান বা ভগবদ্ভজনানুশীলনরূপ আ[illegible] ধর্ম্মের আনুগত্যে স্থাপন পূর্ব্বক তাহা সমন্বিত হইয়া নিজ নিজ সত্তার সা[illegible] লাভ করিবে।

বস্তুতঃতাহারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা রক্ষা ক[illegible] কর্ম্ম ও জ্ঞান কখনও শ্রীভক্তিদেবীর পদ[illegible] সেবা-সমর্থনে যোগ্য বিবেচিত হইবে [illegible] আত্মধর্ম্মের স্বার্থেই যখন তাহাদের স্বাধ[illegible] স্বীকৃত হইবে তখনই একায়ন-বৃক্ষে [illegible] জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সুসমন্বয় পরিদৃষ্ট হই[illegible] অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, একা[illegible] বৃক্ষাশ্রিত সনাতন-বৈদিক-সম্প্রদায় সর্ব্ব[illegible] বেদ অঙ্গীকার করেন; বহুবৃক্ষ-শাখা[illegible] কখনও সমগ্র বেদ স্বীকৃত হয় না কে[illegible] মাত্র শাখাবিশেষস্বীকারী মনোধর্ম্মিগণ[illegible] সমূহ অশ্রৌতপন্থা অবৈদিক; কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্রমপথে কর্ম্ম হইতে [illegible] এবং জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্ম[illegible] পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট [illegible] যায়, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদি[illegible] 'বৈদিক' বলিয়া গ্রহণ করা যা[illegible] একদিকে বৌদ্ধজৈন-সম্প্রদায় এবং [illegible] বৌদ্ধজৈনগণের আনুগত্যে অবৈদ[illegible] মনোভাব-বিশিষ্ট চার্ব্বাক দার্শনিক-সম্[illegible] যেমন বাস্তবজ্ঞান বা বেদ-প্রামাণ্য অঙ্গী[illegible] না করায় নাস্তিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হ[illegible] ছেন, অন্যদিকে বেদাশ্রয়ের আ[illegible] শ্রীভগবানের চিৎসত্তা ও চিদ্বিলাসবৃ[illegible] আবরকারী শাঙ্কর মায়াবাদী সম্প্রদায় প্রাচ্যের শাঙ্কর-দর্শনানুকূলে জগৎ-জন্তু-সূক্ষ্ম জীব ভগবানের (It God[illegible] ধারণামূলক প্রতীচ্য দার্শনিক সম্প্রদায় [illegible] বৌদ্ধ হইতে অধিক নাস্তিক বা প্রচ্ছন্ন[illegible] রূপে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন [illegible] বিষয়ে বিচার আমরা [illegible] করিব।

সুন্দরাচলে পরমারাধ্যদেব

[পূর্বপ্রকাশিত ১-২ সংখ্যার পর]

আপনার লীলা-গাম্ভীর্য বুঝ্‌বার শক্তি আমার এক বিন্দুও নাই; তথাপি জানি না কেন আপনার লীলাগানের জন্ত আমার মন এতটা আকুল হইয়াছে। আপনি জগন্নাথকে সুন্দরাচলে কেন করেন? ঐ উৎসবের সাথে আপনার বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে ব'লে আপনি হেরোপঞ্চমী-উৎসবের আয়োজন ক'রে নিজের বিপ্রলম্ভের পরিচয় দেন, তাই বুঝি মহাপ্রভুর 'হা রমণ' 'হা রমণ', ডাক শুনে বিপ্রলম্ভের তত্ত্ব ও ভাব নিয়ে সুন্দরাচলের পথে উদিত হ'য়ে কৃষ্ণ নিয়ে বিরহ করবার লীলা প্রকাশ করেন। তাই বুঝি আলালনাথক্ষেত্র ও ইহার পথ কানন আপনার এত প্রিয়; কেন না চতুর্ভুজ নারায়ণ দেখিলে আপনার কৃষ্ণ-বিরহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং 'হা নাথ' 'হা রমণ' ব'লে নিজের ভজন-চমৎকারিতা উপভোগ করেন। আপনি যে-স্থানেই থাকেন, কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে যাওয়ায়, নীলাচল হ'তে সুন্দরাচলে যাওয়ায় ক্রন্দনেই আপনার ভজন, তাই আপনার মুখে লীলাশুকের "হে দেব, হে দয়িত" বিলাপ-শ্লোক এত সুন্দর শোনায়। তাই দেখি ঐ শ্লোক পড়্‌তে পড়্‌তে আপনার দুই চোখ ছল্ ছল্ করে।

যখন ক্ষেত্রমণ্ডলে থাকেন, তখন আলালনাথ-ক্ষেত্রের প্রতি আপনার এত টান, যখন উত্তর-ভারতে থাকেন, তখন কুরুক্ষেত্রে ঐ লীলা আস্বাদন করেন। আপনার প্রতি কথা, প্রতি দৃষ্টি, প্রতি অঙ্গচালন সবই দেখি বিপ্রলম্ভ-রসাবেশী। আপনাকে প্রকাশ করা নরলোকের কোন ব্যক্তির সাধ্য নাই।

———

আপনাকে জান্‌তে হ'লে আপনার কথাতেই যদি একটু আধটু আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে রঘুনাথের গুরু হ'য়েছিলেন স্বরূপ তাই তাঁহাকে আমরা কবিরাজের ভাষায় জানি 'স্বরূপের রঘু'। এবার দেখি রঘুনাথ স্বরূপ অভিন্ন ক'রে আপনাকে প্রকাশ ক'রেছেন। আপনি সেদিন আমাকে লিখেছেন…'ভাল করে বুঝা যাইবে দাস গোস্বামীর বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, শ্রীরূপের কার্পণ্য-পঞ্জিকা কবিরাজের চরিতামৃত-বর্ণিত রাধাভাবের বৃত্তান্ত আর, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্ঘূর্ণা চিত্র-জল্পাদি গভীর, মাথুর বিরহ। তুমি এখন মরুপ্রায় হইয়াছ এসব কথা বুঝিয়া লইতে পারিবে……ইত্যাদি।' সত্যিই দেব! বিলাপ-কুসুমাঞ্জলির অন্তর্বিলাপ আপনার মুখেই শুনি কিন্তু বুঝি না। অতি হেয় দুর্গত আমি, তাই আপনি আমাকে লিখেছেন ও সাবধান ক'রেছেন যে "যাহারা বুঝিতে পারিবে না তাহারাই ভোগী হইয়া সংসার-জালে কষ্ট পাইতে থাকিবে।" দাসগোস্বামীর "অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী হা স্বামিনী ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ", আর 'হে দেবি যে চরণপদ্ম-দাসীকাং বিপ্রযোগ-দবদাব-পাবকৈঃ দহ্যমান তনুকাং বরাকীং জীবয় কণ-নিরীক্ষণামৃতৈঃ" আপনার গুপ্ত সেবা প্রকাশ ক'রেছেন। আপনাকে বুঝিবার সুযোগ দিবেন কি? নিজেই ত' কোন আদর্শে লিখেছেন, আপনাকে বুঝা যাবে আপনার দেহবিগ্রহের মধ্য দিয়ে আর দাসগোস্বামীর বিলাপের মধ্যে। আপনার বিগ্রহোন্মাদনা কে বুঝিবে নরলোকে? পাছে কেহ প্রাকৃতরস-সমপর্য্যায়ে আপনার সেবা-মাধুরী গণনা ক'রে অপরাধ সঞ্চয় করে, তাই আমাকে জানাইয়াছেন,—"উন্মাদ-মোহনমাদন"-অবস্থায় কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে অধিরূঢ় মহাভাবে বিরহ-বিগ্রহ রূপে তন্ময়তা হয়, উহা প্রাকৃত বাঙ্ময়-উদ্দেশে নহে। বিরহ-বিষয়-চিন্তা অনুশ্যুত থাকায় তন্ময়তা রূপেণ অধিকার করে তাই বলিয়া বাউলিয়া হইবার কথা বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত স্ত্রী হইবার কল্পনা উদ্দিষ্ট হয় নাই। প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি পদে পদে শিষ্যকে সাবধান করতে আপনার মত দয়াল বিগ্রহ কোথাও শুনি নাই বা দেখি নাই।

— —

প্রভো! আপনার অঙ্গে সর্ব্বদা শ্রীহরিনামের নৃত্য দেখে মনে হয় ঠাকুর হরিদাস সমুদ্রতীরস্থ সমাধি হ'তে উঠিয়া ভক্তিকুটীতে সমস্তভাবে আপনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নামবর্ণ কীর্ত্তন ক'রছেন। 'অনেক পাঠাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া' এর হাঁকিহেতু ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা শ্রীমহাপ্রভু যে বৈষ্ণব-সম্মান-বিজয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন, আপনি সেই অদ্বৈত প্রভুর একটী মাত্র পতাকার সহিত সহস্র-পতাকা যুক্ত ক'রে বৈষ্ণব-জগতের মহা-কল্যাণ করিলেন। আপনার সেবা দেখে অদ্বৈতপ্রভু না জানি কতই নাচিতেছেন। যেসব স্মৃতি-বিচার প্রচলন করিতে তখন গৌড়ীয়াচার্য্যদের ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই সেই সব বিচার আপনি বীর-দর্পে অবাধে চালাইয়া আচার্য্যের পূর্ণত্ব সাধন করিলেন। গৌড়ীয়-দর্শন, রসভজন, দৈবসমাজ-সংস্কার, বিষ্ণুসেবায় বৈষ্ণব-জীবন-গঠনের সমুদয় সুযোগ প্রভৃতি গৌড়ীয়-সম্পদ আপনার লীলায় গৌড়ীয়া-নাথের অভিন্নরূপে দেখ্‌তে পাই। স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের রস-বিচারে যেমন একদিকে আপনাকে অদ্বিতীয় রসিকশেখর ব'লে ঘোষণা করিতেছে, অন্য দিকে রূপ-জীব বলদেবের দার্শনিক বিচারে আপনার একাধারে তিনের সমাবেশ। আবার আপনাকে দেখি শ্রীসনাতন বড় আপনার সনাতন গোপালভট্টের বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রচারের প্রধানতম প্রচারকরূপে. অতএব সামাজিক চনীতর কবল হ'তে বৈষ্ণব-সমাজকে কেবল বিষ্ণু-পরায়ণ করতঃ প্রধান মুক্তিকারকরূপে। এতদিন বৈষ্ণবসমাজ খোসামুদে-ভাবে স্মার্ত্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বৈষ্ণব স্মৃতির জয়পতাকা উড়াতে পারে নাই। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত বৈষ্ণব-স্মৃতির অবাধ প্রচলন করিয়া এবং হ'র সেবাপদ-বিধি ও সদাচার পদ্ধতি দেখাইয়া সনাতন গোপালভট্টের পূর্ণবিগ্রহ-রূপে পূজিত হইতেছেন। আপনার দেওয়া শিক্ষা, দীক্ষা, বিচার, সভ্যতা, এত চাঞ্চল্য পৃথিবীর সমস্তেই সকলজাতির চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। আজ আপনার কৃপায় বাংলার গৌরব-রবি ইংলণ্ড জার্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্যের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ সম্প্রদায়ে কিরণ বিস্তার করিতেছে। তাই পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ আপনাকে অর্ঘ্য দিবার জন্ত পৃথিবীর সমস্তের নভোন নগরে আজ একত্র মিলিত হ'য়েছেন। আজ এই শুভমুহূর্ত্তে আমাদের কণ্ঠ এই পাশ্চাত্যের দিকে শুভ দৃষ্টিপাত করুন, আপনার পাশ্চাত্য-সেবকগণের প্রতি সদয় হউন। হে দেব! যে দেশ চিরকাল প্রাকৃত-ভোগবিলাসে রমত, যে দেশ আপনার কথার প্রবল চুম্বক সেইঅপ্রাকৃত-দর্শনে মগ্ন পাশ্চাত্যদেশও আপনার কৃষ্ণকথায় সুরধুনী বহিয়া পৃথিবীর শত নগরাদি গ্রাম প্লাবিত আপনার অনুগত্যে প্রভুর পথে চলিতেছে। ইহা হইতে আমাদের পক্ষে আর কি অধিকতর আনন্দের সংবাদ হ'তে পারে? আমার প্রভুর মহিমায় আজ সারা পৃথিবী উজ্জ্বল।

———

শিষ্যের প্রতি আপনার অনবরত তীক্ষ্ণ মঙ্গলদৃষ্টি ও অগাধ স্নেহের তুলনা অন্য কোন আচার্য্যের চরিত্রে দৃষ্ট হইয়াছে কি না আমি সন্দিহান। আমাদের হরি-সেবায় অনুকূল চেষ্টা দেখিলে আপনি আনন্দে বাহু তুলে আশীর্ব্বাদ ও সন্তোষ জ্ঞাপন করেন। পরমারাধ্যদেব, আপনার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত জীবটী হইলাম আমি। জানি না কত জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিফলে বা দৈব-যোগে আপনার প্রিয় পার্ষদকে—যাঁহার গুণ আপনি নিজমুখে অসংখ্যবার কীর্ত্তন ক'রেছেন ও করিতেছেন, যিনি আপনার নিত্য ও গৌরলীলায় প্রধান সহায়রূপে আপনার তুষ্টি বিধান করেন সেই বৈষ্ণববরকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে পাইয়াছি। তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া আপনার পাদপদ্মের এককণা ধূলি পাবার আশা করিতেছি। আমি শ্রীরাধ-অনুপমের প্রদর্শিত পথে, শ্রীবাস-শ্রীরূপ-সনাতনাদিগণ ভাগবতরত্ন প্রভুর অকৃত্রিম ভ্রাতৃ-স্নেহে সিক্ত হ'য়ে আপনার পাদপদ্মে নিবেদিত হইয়াও জানি না, কেন কোন্ চক্রান্তক্রমে বিধি আমাকে সংসার-কূপে ডুবালেন?

———

আপনার আশীর্ব্বাদ ও আমার দাদার প্রেরণা জ্ঞান আলো রূপে আমার উদ্ধারের পথ আলোকিত ক'রে রেখে উৎসাহ দিয়েছে। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-কালে মথুরা হ'তে লিখিত আপনার উপদেশ ও সান্ত্বনা বাণী আমি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। দেব, প্রসন্ন হউন, যখন কার্পটিক-ভোগ-পিপাসায় ক্লিষ্ট হ'য়ে সংসার-বাসনা প্রবল হইতেছিল, তখন আমাকে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োগ করিবার জন্ত শ্রীপাদ বন মহারাজের আনুগত্যে নিযুক্ত করিয়া নিজের অদোষ-দর্শিত্বের পরিচয় ও আমার জীবনের গতি পরিবর্তন করিয়াছেন। এখন আপনার কৃপাশক্তি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতেছি। আপনার প্রত্যেক চিঠিতে আশীর্ব্বাদ পেয়ে হৃদয়ে উৎসাহ ও বল পাইতেছি। অতি ছোট বেলা হ'তে যেরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ পাইয়া আসিতেছিলাম আমার চরিত্রপাকশতঃ পতন হইলেও আপনার কৃপার অভাব তা হয়নি, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দয়াল ঠাকুর শ্রীগুরুদেব-রূপে আপনি আবির্ভূত. পরমারাধ্যদেব, আপনার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণবিহারীর আনুগত্যে আপনার তুষ্টি বিধান করা আমার জীবনের একমাত্র কাম্য হউক। যে দিন আপনার চিঠিতে পাই, তোমার · আমি সন্তুষ্ট, সে-দিন মনে হয় দেব, হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে আপনার রাতুল চরণ-সেবা করবার জন্ত নাচিতে থাকে। আবির্ভাব শুভমুহূর্ত্তে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়ে বর মাগিব। আমাদের পরম ভাগ্যের পুঞ্জে আপনি যে মঠে 'আমার কথায়' পাঠশেষে আমাকে পোষিত করিয়া এদেশে পাঠাইয়াছেন, আপনার সেই আশীর্ব্বাদের মর্য্যাদা যেন রক্ষা করিতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীপদে আমার শেষ নিবেদন। বাস্তবিকঃ আপনি আমার নিকট হ'তে কয়েক সহস্র মাইল দূরে সমুদ্রের ওপারে থাকলেও "দূরস্থোঽপি সমীপস্থঃ" শ্লোকের যথাযথ উপলব্ধি করিবার অধিকার দিন। আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ গ্রহণ ক'রে আপনার এই কাঙ্গাল সেবকের প্রতি প্রসন্ন হউন

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিভাবেরকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যপ্রভুর ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
১২। দুঃখিতজনকা ভগবৎ সাহায্য
(মূল) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাহায্য
ভাষ্যবৃত্তি) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। জীব-বিগ্রহ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়কাব্য-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্চনকণ ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। অর্চনপদ্ধতি (২য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অভিধেয় ...০
৩৯। সাধকপঞ্জিকা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবশ্রদ্ধা-সমাধান
(সপার্ষদ চরিত্র) ৩
৪১। নামভজন ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মনঃশিক্ষা সাহায্য ।০
৪৪। গৌড়ীয় ভাষ্য ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। শুদ্ধভক্তি বা ভগবদ্ভক্তি ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয় কি করেন? ৵০
৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও সাধক-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীমন্মহাপ্রভু ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যসাধন ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণম্ ।০
৫৪। মণিক-নিবন্ধসম্পুটম্ ।০
৫৫। ভক্ত-স্তব ।০
৫৬। সাত্বত-বিজ্ঞানম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পারবাদঃ ৵০
৫৮। নারায়ণবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ অ্যান্ড ফুরিং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ক্রোনিকল প্রিন্সিপাল অ্যান্ড
আশ্রমেড ডিক্লাইন ।০
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোপালমঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন কৃত শ্রীগৌরাঙ্গ,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীপ্রদ্যুম্ন আশ্রম চন্দনপুর, নদীয়া।
৮। শ্রীচন্দ্রশেখর মঠ গোবিন্দপুর, মেদিনীপুর।
৯। শ্রীগদাধর পাট —পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীপাদ সদানন্দ পাট -ঠাকুরবাড়ী,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া
। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ নদীয়া জ. বর্দ্ধমান
১২। শ্রীসনাতন, আমলাযোড়া,
পোঃ রাণীবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাকু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদ্দর-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাশা,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বালাসোর, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটা,
পোঃ চিককুটা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কলিঙ্গপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মথুরায় ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খিড়াপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-বাবু সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহিতে বর্ত্তমান যুগ ভক্তাচার্য্যের মুখ মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট ফর্মা ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা বিদ্বৎসমাজ ও পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দুর্লভ জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও বংশাবলী-সম্বলিত পত্রাবলী-প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—৪২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৩,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	১০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৭,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৮
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫০
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৩
কৃষ্ণনগর রোড—	৭-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৮-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৮-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৭	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে, প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১১, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫ ৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৭
আমঘাটা—	৫-৫২	৯-৩৯	১২-৩৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৫০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৩রা মার্চ ১৯৩৪

টিনের তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড় (জয়েষ্ট বা গার্ডার)	
গ্রাকা	৬।০—৭৷০
ঐ রে-ঢাকা জাহাজ ডবল	৫/০—৫৷/০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬/০—৬৷/০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬—৭।০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২৫ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২।৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
১৮ গেজ হইতে ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের বাঃ	৮।০
টিন পাত	৬।/০—৬৸৵০
„ গোল্ডে (গোল)	৬।/০—৬৷৵০
„ চৌকো (চৌকা)	৬/০—৬৷৵০
„ গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫—৫।০
„ টানা রড-	
চ্যাপ্টা ৶০—।৵০ ঐ	৬—৬।০
„ বাঙ্গলা তাল	৭।০—৭৸০
„ প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৶০
„ চাদর ৭-১৬ গজ বাতিল	৯৸৵—১১।০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
সাধারণ পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	১৷৵-২৷০ মাউ
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
ঐ দিল পাইপ ৫৸৵০ মেঃ নিঃ	৬।৵০ „
গ্যাস প্লেন মালাম ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০—৬৷০
ঐ ফিটিং „ ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ „
লোহার জোড়া মজের গোল ৭	
চৌকা	৮।০— „
ঐ গজের লোহার সিট	১৫ „
ঐ ঢেউয়া (কাঠের সিট)	১৮ „
লোহার কুপ ১—৩ ইঞ্চি ৵১০—৷৵০ গোল	
ঐ কড়া ১৩ নং	
১২—৩ ইঞ্চি	।১০—৷৵০ পেঃ ডজন
প্লাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪।০ হন্দর
প্লাঃ রিভিট (বটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵—৷৵১০ পাঁঃ
প্লাঃ প্লাম্বিং বা বোলা	
৩ ইঞ্চি	৷০—৷৵০ „
প্লাঃ কুপ ১।০—২।০ চাপ ২৫	—২৯ হন্দর
প্লাঃ এলবার ডাক	।১০— ১৯ „
প্লাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	
	৷৵১০—১৶০ গোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ গজ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
চিত্তর অয়েলের ওর প্লাঃ	
পাইপ ও ঠাক	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪ ৬নং ১৭	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ মাউ ২।০—২।০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার,

ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা।

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্যাকেট মার্কা (২ টিন)	৯৷০
সুর্য্য মার্কা	৬৷০
পাংচীলিয়া	৬

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৷৵
বাজার	৩০৷
গিনি পাউণ্ড	৩১৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ চূড়া	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৯১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৯।০
৬ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
„ বণ্ড (১৯৩৪	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বর্দ্ধিত)	২২৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২

কাপড় ও সুতার কল

কেশোরাম কল	৪৫

পাট কল

হাওড়া	
আগরপাড়া	১৯৫
বালী	
এংলোনগর	১৫
কেলভিন	৩৭০
বজবজ	২৪৫
ক্লাইভ	২। ।০
ডালহৌসী	৪০৮৷০
ফোর্ট	৪০৫

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও রাসায়নিক জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী জেলায় প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজএষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

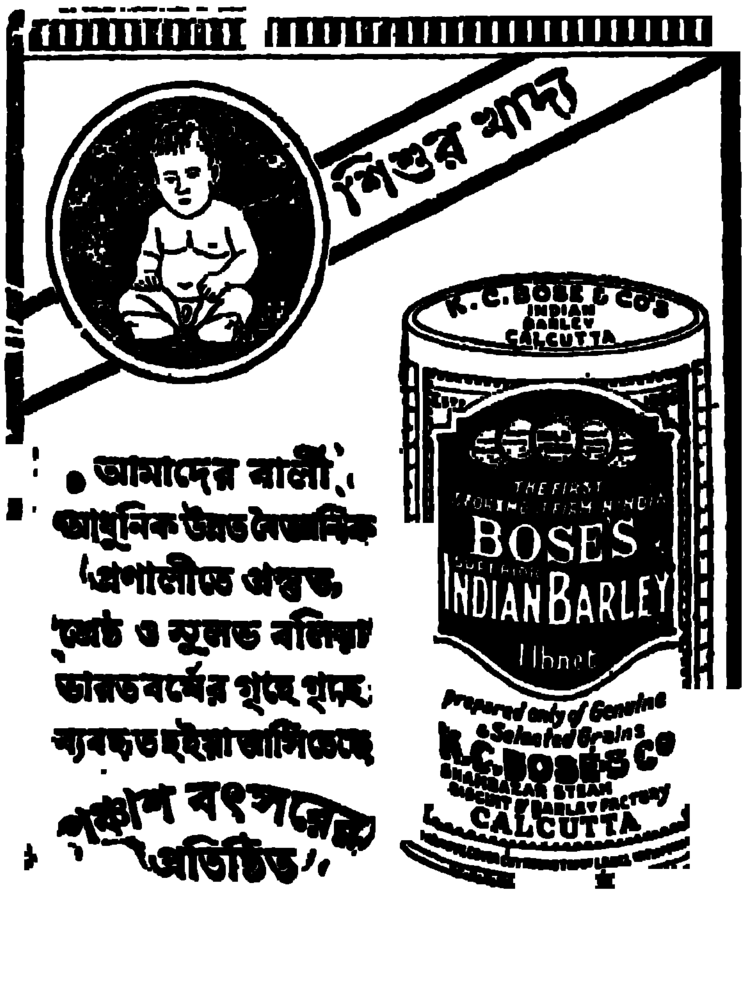

স্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে [illegible] —ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্. এ., এম্. ডি., কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible] ঠিকানা— "শ্রীগৌর" [illegible]
[illegible] ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, [illegible]

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি লাইন ১
প্রতি কলম [illegible]
অর্দ্ধ কলম [illegible]
সিকি কলম [illegible]
চুক্তির হার [illegible]

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ প্রত্যহ
সংখ্যা [illegible]

ভারতের সংস্কৃতি মঙ্গল-প্রচার [illegible] একমাত্র অগ্রপত্র

৯ম খণ্ড ¦ সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ¦ ১১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৭ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৫০, ১৪ই মার্চ ১৯[illegible]

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

রেলকর্ম্মচারীর মৃতদেহ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, নাগপুর রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ইটারসী নাগপুর লাইনের একটি রেল লাইনের উপর জনৈক [illegible] টিকিট কালেক্টরকে [illegible] অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেহ হইতে তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন ছিল এবং নিকটে তাহার হাতব্যাগ পড়িয়া ছিল। রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত উক্ত কালেক্টরকে [illegible] ছিল বলিয়া [illegible] হইয়াছে। বোধ হয় [illegible] হইতে যাইতে যে কোন ট্রেণ হইতে তাহাকে [illegible] পড়িয়াছে এ [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] অপহৃত আসবাব

[illegible] চিত্রিত [illegible] থানার অধীন [illegible] গ্রামের শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাবু [illegible] অবস্থাতে অপহৃত হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, নরেন বাবু [illegible] নিকট [illegible] [illegible] বাড়ী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাইতেছিলেন বাবু [illegible] [illegible] হইয়াছেন। তিনি [illegible] [illegible] ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী [illegible] স্থানে স্থানে [illegible] তাঁহাদিগকে পাইয়া [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] বাবুর [illegible] এই [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] দিয়াছে।

বিধ্বস্ত অঞ্চলে বড়লাট

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ৭ই মার্চ বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা ও সাহায্যদান সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বড়লাট বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। [illegible] [illegible] কর্তৃক গঠিত সাহায্য [illegible] সংস্থাপনের [illegible] [illegible] অনেক আলোচনা হয়।

যুক্তপ্রদেশে প্লেগের প্রকোপ

লক্ষ্ণৌ হইতে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে গোরক্ষপুর হইতে [illegible] পর্যন্ত ১৫১২০টি নগরে প্লেগের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। আলোচ্য সপ্তাহে গোরক্ষপুরে ৩৩৫ জন ও [illegible] ১২৮ জন মারা গিয়াছে। বস্তীতে মারা গিয়াছে ২০০, এটাতে ১৮০, বুলান্দে ১২১ [illegible] ৭০, [illegible] [illegible] ৫৪, [illegible] ৪৫, [illegible] ৩৭, [illegible] ২৫, [illegible] ১৭, [illegible] ৯, [illegible] ৯, [illegible] ও [illegible] ৩ জন।

[illegible] স্কুল বন্ধ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু [illegible] এখনও যে না [illegible]।

[illegible] টাকার [illegible]

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] ৫০ হাজার টাকার [illegible] পুড়িয়া গিয়াছে। একটি ১২ বৎসরের বালিকা পুড়িয়া মরিয়াছে ও আর একটি বালিকা [illegible] হইয়াছে

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

তাহাকে যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন [illegible] করিলে সে সঠিক উত্তর দিতেছে।

সে কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিতেছে। তাহাকে দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে লোক জড় হইতেছে।

—— ——

অধ্যাপক [illegible] শিক্ষক ধৃত

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] পুলিশ শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী [illegible] [illegible] আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী [illegible] [illegible] এম, এ, [illegible] শিক্ষক। তিনি যখন ক্লাসে পড়াইতেছিলেন সেই সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বীরেন্দ্র বাবুর পিতৃব্য উকিল শ্রীযুত প্রমথকুমার চক্রবর্ত্তীর বাটীতে খানাতল্লাসী করা হয়। [illegible] পুলিশ [illegible] করিয়া খানাতল্লাসী করিয়াও আপত্তিজনক [illegible] পায় নাই।

[illegible] বিবাহ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুত্র কুমার [illegible] [illegible] চৌধুরীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে [illegible] তৃতীয় রাণী [illegible] কুমারী দেবী ঢাকা নগরে [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] দিন হইতে

হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোককে নিমন্ত্রিত করেন। ৯০ হিন্দু মহিলা নিমন্ত্রিত হন। তৃতীয় রাণী ও দ্বিতীয় রাণী মহিলাগণকে অভ্যর্থনা করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ঢাকা ক্লাবে ঢাকা নগরের [illegible] ভোজ দেওয়া হয়। ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] দীর্ঘজীবন কামনা করেন। [illegible] চীফ [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] শ্রীযুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] আপ্যায়িত করেন।

[illegible] হিন্দু ও মুসলমানকে ভোজ দেওয়া হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ভিক্ষুককে [illegible] প্রত্যেককে চারি আনা [illegible] দান করা হয়

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তৃতীয় [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] করা হইয়াছে।

ঐ মধ্যে অবস্থে বাঙ্গালায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার, ১৩৪০

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় ৮৫টি ডাকাতি হইয়াছে; এই সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ডাকাতির সংখ্যার দ্বিগুণ। চারিটি স্থানে দস্যুরা বন্দুক লইয়া ডাকাতি করিয়াছিল, তাহার ফলে এক স্থানে একজন হত হইয়াছে। এই সকল ডাকাতিতে গৃহস্থদের যে সকল সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মূল্য বিশ হাজার টাকারও অধিক। হুগলি, দিনাজপুর, বরিশালে মালদহ ক'টকা অর্থাৎ প্রত্যেক একটি; বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও ত্রিপুরায় পাঁচটি হিসাবে; খুলনা ও ময়মনসিংহে চারিটি হিসাবে এবং নদীয়া, রাজসাহী, রঙ্গপুর, ঢাকা, চট্টগ্রামে তিনটি হিসাবে, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও জলপাইগুড়ি জেলায় দুইটি হিসাবে এবং অবশিষ্ট পাঁচ জেলায় একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। এই তালিকায় শুধু বগুড়া জেলার নাম বাদ পড়িয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্লেগ মড়কের বৃদ্ধি লক্ষ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে দুই হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের কয়েকটি জেলায় গত ফাল্গুন মাসে ২৬ শত লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে প্লেগ মহামারী দেশব্যাপী হইতে না পারে, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। মাদ্রাজ প্লেগ ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তে দিন দিন মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে। "সোনারবাংলা'র দুর্দ্দিন আইল"

শ্রীহট্ট সহরে ডাকাতির বিবরণ

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ গত শুক্রবার রাত্রিকালে শ্রীহট্ট সহরের জিন্দাবাজারে বাবু [illegible] এর দোকানে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, সে দিন রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় যখন দোকানের কর্ম্মচারীরা দোকানের হিসাব ঠিক করিতেছিলেন, তখন চারিজন যুবক হঠাৎ দোকানে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র দেখাইয়া টাকাকড়ি লইয়া যাইতে চায়। একজন কর্ম্মচারী উঠিয়া তাহাদের বাধা দিলে তাহারা আঘাত করে বলিয়া প্রকাশ। দোকানের কর্ম্মচারীরা যুবকদিগকে বাধা দিলে একজন যুবক একটি রিভলভার বাহির করিয়া গুলি করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হয়। অপর একজন যুবক আর একটি লোকের হাতে ছোরা মারিয়া আঘাত করে।

তিনজন যুবক ধৃত

প্রকাশ যে, যুবকগণ দোকান হইতে ১১৩টি টাকা লইয়া দৌড়াইয়া পলাইতে থাকে। লোকজন তাহাদের অনুসরণ করিয়া অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী নামক একটি যুবককে ধরিয়া দোকানে লইয়া আসে। সে তখন উন্মত্ত অবস্থায় ছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহার কাপড়চোপড় তল্লাস করা হয় কিন্তু তাহার নিকট কোন সন্ধান মিলে নাই। অজিত নাকি শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাহার বাড়ী হবিগঞ্জের বানিয়াচঙ্গ গ্রামে। বাকী তিনজন দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে থাকে এবং লোকজন তাহাদের অনুসরণ করে। দুইটি যুবক দৌড়াইয়া গিয়া একটি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া প্রকাশ সেখানকার কয়েকজন লোক তাহাদের ধরিয়া ফেলে এবং অনুসরণকারীরা তাহাদিগকে লইয়া আসে।

পুলিসের আগমন

পুলিসে খবর দিলে পুলিস গিয়া উপস্থিত হয় এবং ধৃত তিনজনকে থানায় লইয়া যায়। একজন ডাকাতকে পাওয়া যায় নাই। রুচিবাড়ীর নিকটে বাস্তু চাবিবাগান সার্কেল পাওয়া গিয়াছে। শেষে রিভলভারটিও পাওয়া গিয়াছে যাহা প্রকাশ রিভলভারটির যে অংশে গুলী ভরা ছিল তাহা নাকি দোকানের মধ্যেই এবং বাকী অংশ বাহিরে নালার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে লুণ্ঠিত ১১৩ টাকার মধ্যে ১৮ টাকা খান বাহাদুর আমজদ আলীর বাসার নিকটে ও ৮ টাকা ধৃত যুবকদের মধ্যে একজনের নিকট পাওয়া গিয়াছে বাকী টাকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

খানাতল্লাসী

পরদিন ভোর বেলা ঐ ডাকাতি সম্পর্কে পুলিস হাউজিংপাড়া মহল্লায় শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ নন্দীর বাসায় হানা দেয়। প্রকাশ, অজিত ঐ বাসায় থাকিত এবং বিনয় বাবু তাহার মাতুল। দীর্ঘকাল ব্যাপী খানাতল্লাসীর পর সেখান হইতে পুলিস কতকগুলি কাগজপত্র একটি চাবি, দুইটি পুরাতন সাইকেল ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে। বিনয় বাবুকেও থানায় লইয়া গিয়া অপরাহ্ণে তাঁহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে প্রয়োজন মত তাঁহাকে থানায় উপস্থিত হইতে হইবে। সেই বাসায় হবিগঞ্জের বেজাতুরার অমিয়া দাস নাম্নী একটি বালিকা থাকত—তাহাকেও থানায় লইয়া গিয়া একটি বর্ণনা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অজিত চক্রবর্ত্তী ছাড়া আর যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের নাম বিনয়ভূষণ দেব ও মণিলাল দাস। বিনয় নাকি হবিগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেবের জ্ঞাতিপুত্র এবং হবিগঞ্জ হিন্দু একাডেমীর দশম মান শ্রেণীর ছাত্র। মণিলালের বাড়ী ও হবিগঞ্জে, সে বিরাট ইস্কুলের নবম মান শ্রেণীর ছাত্র বলিয়া প্রকাশ

তাহারা একত্রিত প্রভাবে দুইটি সাইকেলে আসিয়াছিল। তাহাদিগকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে এবং অপরাহ্ণকালে ছাড়িয়া দেয়। পুলিস এই ব্যাপারে আরও তদন্ত করিতেছে। এই ব্যাপারে সহরে সেদিন একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে শ্রীহট্ট সহরে, বুকের উপর এরূপ ঘটনায় একেবারে অপ্রত্যাশিত ও নূতন—তাই সকলে ইহা লইয়া নানারূপ আলোচনা চলিতেছে।

---

৪ জন যুবক বহিষ্কৃত

জামালপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, জ্ঞানচন্দ্র, সুধীর দে ও জ্যোতিপ্রসাদ দাস বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে চালান প্রেরিত হইয়াছিলেন ও প্রমাণ অভাবে সম্প্রতি অব্যাহতি পান। তাহাদের প্রতি বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৮ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করিয়া আদেশ করা হইয়াছে যে,—

তাঁহারা ঐ নোটিশ জারির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ময়মনসিংহ জিলা হইতে চলিয়া যাইবেন।

এই নোটিশ জারির সময় হইতে ৩ মাস কাল এই জিলায় ফিরিয়া আসিবেন না।

আর তাঁহারা এই জিলা ত্যাগ করিবার সময় ও উক্ত তিন মাস কালের মধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সময় ময়মনসিংহ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহাদের ঠিকানা জানাইবেন।

ইন্‌স্পেক্টার প্রহার মামলা

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৯৩১ সালের ৩রা জুলাই উল্টারথ উৎসব উপলক্ষে বেলডাঙ্গায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, সেই দাঙ্গা সম্পর্কে ৩ জন মুসলমানকে দায়রা আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করা হয়।

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি. বি. মিত্র উহাদের একজনকে ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং অপর ২ জনকে মুক্তি দিয়াছেন। দণ্ডিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ডাক বাংলোর সম্মুখে জনতা নিবারণের সময় পুলিসের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর এবং চৌকিদার ও দফাদারগণকে সে প্রহার করে।

আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ১৫৯ ধারার পরিবর্ত্তে ৩৩৩ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

কলিকাতা গেজেট

চট্টগ্রামের জেলা ও সেসন জজ মিঃ এ সি [illegible] আই. সি. এস বঙ্গীয় সরকারের ব্যবস্থাপক বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যারিষ্টার মিঃ অমিয়প্রকাশ বসু কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতির অবর্ত্তমানকালে উক্ত আদালতের অস্থায়ী জজ নিযুক্ত হইলেন।

মিঃ এ সি [illegible] কলিকাতা রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্ স্থায়ী পদের ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অস্থায়ী অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত [illegible] আই-সি-এস অস্থায়ীভাবে [illegible] কর্ত্তা হিসাবে জেলা ও সেসন জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌঃ আলতাফ হোসেন খাঁ অস্থায়ীভাবে ঢাকায় কার্য্য করিবেন।

রাজশাহীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বালুরঘাট মহকুমায় বদলী হইলেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ জে. উইলস আই, পি উক্ত জেলার অস্থায়ী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] এম, ২৪ পরগণা জেলার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মিঃ এচ, সি, ওয়াকেন্ তিন বৎসরের জন্য ঢাকা জেলার [illegible] শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। [illegible]

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অস্থায়ী মেডিসিনের অধ্যাপক লেঃ কর্ণেল টি, এচ, ডি. এম, এম. ডি. আই, এম. এসকে গবর্ণরের অবৈতনিক ফিজিসিয়ান নিযুক্ত করা হইয়াছে।

নদীয়ার জিলা ও সেসন জজ মিঃ [illegible] আমেদকে এপ্রেল মাস হইতে দুই দিন ছুটি দেওয়া হইল।

নাথ ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] পাঠককে তিন মাসের ছুটী দেওয়া হইল।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌঃ আলতাফ হোসেন খাঁকে এক মাস অতিরিক্ত ছুটী দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১২ বিষ্ণু ৫ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯ ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৩ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার ১২৪ সংখ্যা

আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সপার্ষদ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন মহোদয়ের যশোহর জেলান্তর্গত পুকুরিয়া গ্রামস্থ ভবনে শুভবিজয়ের সংক্ষিপ্ত সংবাদ গতকল্য নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তাঁহার ৬৩ জন সেবক আচার্য্যত্রিক প্রভুর ভবনে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গতকল্য যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ সদানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিভূষণ ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বনগাঁ ষ্টেশনে

প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমরা অবগত হইলাম, বনগাঁতে যখন শ্রীধাম মায়াপুরের বৈষ্ণবগণ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কলিকাতা হইতে আগত বৈষ্ণবগণের সহিত একত্র সম্মিলিত হইলেন, তখন বৈষ্ণবগণের সম্মিলিত-স্বরে উচ্চারিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ষ্টেশনটী মুখরিত করিয়াছিল। ট্রেনের যাত্রিগণ ও ষ্টেশনস্থ লোকজন অবাক্ হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে তাহা দেখিতে থাকেন।

দৌলতপুর ষ্টেশনে

ট্রেনটী যখন বৈষ্ণবগণের ইষ্টগোষ্ঠীর মধ্যে দৌলতপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখনকার অপূর্ব্ব দৃশ্য ভাষায় বর্ণন করা সাধ্যাতীত। তখন ভোর হয় নাই—অরুণের অরুণ-প্রভা প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে মাত্র; কিন্তু ষ্টেশনটী লোকে লোকারণ্য, চন্দনী-মহল-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বিপুল-সংখ্যকজনবাহিনীসহ সপার্ষদ আচার্য্যবর্য্যকে অভ্যর্থনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত আচার্য্যচরণে প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের জন্য নানাপ্রকারের বাদ্য শোভাযাত্রার অগ্রভূত হইয়াছিল। শশধর-ভাগ্যবান্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বিবিধ পুষ্পমালিকা ও নানাবিধ নৈবেদ্যসহ ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিলে অনিল ও নক্ষত্র-খচিত সুনীল গগন মুখরিত করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান সুমধুর-স্বরে বাজিয়া উঠিয়া আচার্য্যচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিল। নিদ্রিত জনমণ্ডলী চমকিত হইয়া উঠিল এবং দেখিল সংসার-ত্রিতাপ হইতে মুক্তিপ্রদানের জন্য গুরুশ্রেষ্ঠ আজ সপার্ষদে বিদ্যমান। তিনি মুক্তিপ্রদানের জন্য আসিয়াছেন একথা বলিলে খুব বড় একটা ভুল হয়। তিনি যে অমূল্য বস্তু প্রদান করিতে আসিয়াছেন, তাহার আভাসেই ত্রিতাপ দূরীভূত হয়। তিনি জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন—বিশ্রম্ভকথার গোলোক-বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু—অপ্রাকৃত মদনমোহনের শাশ্বত-প্রেম সেবায় ভূলোকে বিতরণের জন্য। ভাগ্যবান্ শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাশ্রু প্রণামান্তে শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা এবং শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন।

ষ্টীমারে

সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া দৌলতপুর ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারঘাটে উপস্থিত হইল। বৈষ্ণবগণ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। দৌলতপুর হইতে আরও অনেক ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের সঙ্গী হইলেন। বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তনতালে নৃত্য করিতে করিতে ষ্টীমারখানা অগ্রগামী হইতে লাগিল।

গাজীরখালে

'গাজির খাল' ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বহু ব্যক্তি আচার্য্যচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ষ্টেশনের জনগণ সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন; সকলেরই ইচ্ছা—ষ্টীমার খানা যেন সমস্ত ষ্টেশনে রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া সপার্ষদ আচার্য্যচরণ দর্শন করেন।

রঘুনাথপুরে

ষ্টীমার যখন রঘুনাথপুরে পৌঁছিল তখনকার দৃশ্য আর কি বলিব! ষ্টেশন সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ। আচার্য্যত্রিক প্রভুর নিকট শ্রীল প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই আচার্য্য-বিজয়-পতাকা হস্তে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্যত্রিক প্রভুর ইচ্ছায় ও তাঁহাদের যত্নে ষ্টেশনে একটী সুরম্য তোরণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

'রঘুনাথপুর' ষ্টেশনটী আচার্য্যত্রিক প্রভুর যত্নেই স্থাপিত হইয়াছে। আজ এই ষ্টেশনে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহা সাধুসেবা বিমুখ ব্যক্তি ধারণা করিবে কি-প্রকারে?

ষ্টীমারটী যখন রঘুনাথপুর ষ্টেশনে পৌঁছে, তখন পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ মিনিট। দূর হইতে ষ্টীমার আসিতে দেখিয়া ভাগ্যবান বহু পূর্ব্ব হইতেই আচার্য্যত্রিক প্রভুর সহিত সম্মিলিত জনগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ষ্টীমার ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিপুল-রবে গুরু গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি উত্থিত হয়, বিবিধ বাদ্য নিনাদিত হইতে থাকে এবং নানাপ্রকার আতসবাজীর প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়। আচার্য্যত্রিক প্রভু সুগন্ধি-পুষ্পদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম পূজা করিয়া গলদেশে স্বকৃত পুষ্পমালিকা অর্পণ করেন। তাঁহার অনুগমনে আরও অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম পূজা করেন।

পুকুরিয়ায়

আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের জন্য সুদৃশ্য ও সুন্দর পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ-কীর্ত্তন-ধ্বনির মধ্যে পাল্কীতে আরোহণ করিলে বৈষ্ণবগণ তাঁহার পশ্চাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হন। তাঁহাদের পশ্চাতে অগণিত জনমণ্ডলী আসিতে থাকেন। সাধারণ রাস্তার সহিত আচার্য্যত্রিক প্রভুর বাটী যাইবার রাস্তার যে স্থানে সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানে আর একটী সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপর আচার্য্যত্রিক প্রভুর বাটীতে তৃতীয় তোরণ পরিদৃষ্ট হইল। এই তোরণটীও বেশ অতিশয় সুন্দর হইয়াছিল।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ বিষ্ণু বার প্রভাত ৪৪৮

গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্ব

মানব ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতেই মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টী পৃথিবীতে স্থূল-শরীরধারী হইয়া অবস্থান করে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, শিক্ষক ব্যতীত কোন কার্যই শিক্ষা করা যায় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার সর্বপ্রধান কার্য—খাদ্য-গ্রহণ; এই খাদ্য-গ্রহণের কার্যনির্দেশও আমরা দেখিতে পাই, মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান-কালে মাতার শরীর হইতে যে বিশুদ্ধ শোণিত শিশুর শরীরে প্রবাহিত হইত, ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায় তাহার শরীরে রক্তে যে কার্বলিক এসিড্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা হইতে আত্মরক্ষা-কৌশল-প্রদর্শনকল্পে স্বভাব-স্বভাবতঃ প্রকৃতি দেবী তাহাকে খাদ্যগ্রহণ-বিধান অলক্ষিতভাবে শিক্ষা দিতেছেন। মাতাপিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে কথা-বার্তা বলিতে দেখিয়া শিশু তাঁহাদের নিকট ক্রমশঃ কথা বলিতে শিক্ষা করে, তৎপরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অধীনে যে শিক্ষা তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কারণ তাহা প্রত্যেকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। এইপ্রকারে জীবনের প্রত্যেক কার্যেই শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষিই বলুন, শিল্পই বলুন, বস্ত্র-শিল্পই বলুন, আয়ুর্বিদ্যাই বলুন, জ্যোতিঃ-বিদ্যাই বলুন, রাজনীতিই বলুন, সমাজনীতিই বলুন—শিক্ষক ব্যতীত কোন কার্যেরই সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন কি, চাকুরীজীবী হইয়া জীবনধারণ করিতেও অপরের মন রক্ষা করিয়া কিপ্রকারে কার্য করিতে হয়, তাহাও শিক্ষা করিতে হয়। শিক্ষক শব্দের নামান্তর গুরু। পাঠশালার শিক্ষক শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি ইংরেজী অনুকরণে 'সার' শব্দটী ব্যবহার না করিয়া ভারতীয় ভাষা শব্দ 'গুরু মহাশয়' সম্বোধনই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

বিবিধ শিক্ষাপ্রদান কার্য বৈজ্ঞানিক পন্থায় শ্রেণীবদ্ধ করিলে আমরা প্রধানতঃ চারিপ্রকার গুরুর সন্ধান পাই—

(১) অন্যাভিলাষী গুরু, (২) কর্মি-গুরু, (৩) জ্ঞানি-গুরু, (৪) ভক্ত-গুরু বা বৈষ্ণবগুরু। অন্যাভিলাষ: গুরুগণের মুখ্য—যে কোন প্রকারেই হউক অর্থ বা প্রবৃত্তি সংগ্রহ করিয়া ইহ জগতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইবে। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই বাক্য উপদেশ-প্রদানকারী চার্বাক-পন্থিগণ অন্যাভিলাষী গুরু। অন্যাভিলাষী নাস্তিকগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া এবং শুধু ঐহিক সুখেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া যাঁহারা যাগ, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, ধর্মশালা-নির্মাণ প্রভৃতি সৎকর্ম দ্বারা স্বর্গসুখ লাভের উপায় শিক্ষা প্রদান করেন তাঁহারা কর্মিগুরু। যাঁহারা ভোগে সুখ নাই জানিয়া ভোগের সর্ব ত্যাগ পূর্বক নির্বাণ-সমাধির উপদেশ প্রদান করেন তাঁহারা জ্ঞানিগুরু। জ্ঞানিগুরুগণ অচিৎ মুক্তির ধ্বংসসাধনে চেষ্টাপর কিন্তু চিৎ-রাজ্যের কোনও সন্ধান রাখেন না। আর ভক্ত বা বৈষ্ণবগুরুগণ জড় বোধ বিসর্জন পূর্বক শুদ্ধসত্ত্বে চিদ্বিলাস-রাজ্যে অবস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের নিত্য সেবা-সন্ধান প্রদান করেন। বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞা-নির্দেশে বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষ কর্ম বা জ্ঞানের গন্ধ হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিতে উত্তমা ভক্তির অধিকারী হওয়া যায় না। এই বাক্য হইতেই সহজে বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবগুরুর স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যাভিলাষী গুরুগণ নাস্তিকতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ঐহিক সুখভোগের উপদেশ প্রদানপূর্বক জগতে বিশৃঙ্খলা ও কলহের সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের শিষ্যগণ প্রয়োজন হইলে ধর্মশাস্ত্রের জন্য গুরুর গলায় ছুরি বসাইতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কর্মিগুরুগণ যে উপদেশ করেন, তদনুসারে কার্য করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ স্বর্গাদি লাভ পূর্বক গুরুও সর্ববিধানের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। আর জ্ঞানিগুরুর চরম উপদেশ যখন আত্মবিনাশ বা আত্মলয়, তখন তাঁহার শিষ্য ও তাঁহার গতি চরমে একই—আত্মবিনাশ এই চরম অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরু বলিয়া আর কেহ থাকেন না। সুতরাং অন্যাভিলাষ কর্ম বা জ্ঞানরাজ্যে গুরু নিত্য ন' নাই-ই, গুরুত্বও কর্মদিন পরেও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু [illegible] গৌড়ীয়-দর্শনে শ্রীগুরুদেবের যে [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে আমরা জানিতে পারি, বৈষ্ণবগুরু নিত্য, তাঁহার সেবাবিগ্রহ নিত্য, তাঁহার সেবা—নিত্য এবং তাঁহার সেবক-নিত্য। যাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলাম, মৃত্যুর পরে আর তাঁর [illegible] কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না বা [illegible]-প্রাবল্যে তাঁহাকে [illegible] করিবার [illegible] প্রদর্শন করিলেই তাঁহার সহিত [illegible]দের জন্য আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, এরূপ বিচার গৌড়ীয়-দর্শনে স্থান পায় নাই। বহির্মুখতার প্রাবল্যে আমি বর্তমানে যে স্থানেই যাই না কেন, আবার নিত্য কল্যাণ-লাভের সুযোগ উপস্থিত হইলে আমাকে আবার ইহকালে—পরকালে ও নিত্যকালের নিত্য প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতেই হইবে।

ইহ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতার অনেকে বলিয়া থাকেন, যদি আমার গুরুদেব নিত্য হইলেন আর আমি তাঁহার নিত্য সেবক হইলাম, তাহা হইলে সেই বৈকুণ্ঠলোকেও যাইয়া আমাকে সেবাই করিতে হইবে, সুতরাং তাহাতে সুখ বা আনন্দ কোথায়? যাঁহারা এই প্রকার কথা বলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা প্রাকৃত জগতের দাস্যদাসক-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট মনিব-ভৃত্যের ভাবহীন ব্যবহার দর্শন হইতে জাত। পর জগতের বিচিত্রতা, কুণ্ঠাহীনতা ও ক্লেশহীনতার কোনও সন্ধান তাঁহারা পান নাই বলিয়াই এই প্রকার উক্তি প্রকাশ করেন। বস্তুতঃপক্ষে অপ্রাকৃত রাজ্যে হেয়তা বা অবরতা বলিয়া কোন জিনিষ নাই। অপ্রাকৃত জগতের সেবকগণের গান—

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ

পর জগতে আরাধ্য -বিগ্রহের সেবায় যে আনন্দ, তাহা বদ্ধজগতের অধিবাসিগণ কি-প্রকারে ধারণা করিবে? সে-আনন্দের অধিকারিগণ জানেন এই আনন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ "খদ্যোতক সম"। গৌড়ীয়-দর্শনের গুরুতত্ত্ব-বিচার-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বিগত ২৬শে শ্রাবণ (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) একটি হলে 'গৌড়ীয় দর্শন'-সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদানকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

"যাঁরা শ্রৌতপ্রণালী বা বেদপথ স্বীকার করেন, তাঁরাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব বিচার করেন। বৈদান্তিকগণ সকলেই আচার্যের নিত্যত্ব স্বীকার ক'রেছেন। বৈদান্তিক-ক্রুব, [illegible] নানা মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুখে আচার্য বা গুরু স্বীকার ক'রলেও নিত্য জড় বাদবুদ্ধির জন্য আচার্যের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এঁদের সকলই কপটতা; বেদমানা কপটতা, সাধন কপটতা, সিদ্ধি—কপটতা। আচার্যের পারমার্থিক নিত্য স্বীকার করেন না ব'লে এঁরা বেদ-বিরোধী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। চার্বাক বৌদ্ধ, অর্হৎ ও নির্বিশেষবাদী দার্শনিক-ব্রুবগণ যেহেতু গুরুর নিত্যত্ব স্বীকার করেন না।

"গৌড়ীয়-দর্শনে গুরুতত্ত্বের যে বিচার হ'য়েছে, সেরূপ [illegible] এ বিচার [illegible] কোথাও নাই। শ্রীগুরুদেব অন্বয়! [illegible] উপাস্য-পরাকাষ্ঠা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

—নিখিল শাস্ত্রে যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্তন ক'রেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপই চিন্তা ক'রে থাকেন, তথাপি যিনি প্রভু শ্রীভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

"গৌড়ীয় দর্শনের" বিচারে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণু বিগ্রহলীলায় প্রকটকারী, বিষ্ণুবৈষ্ণবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, তিনি সাধনার্থে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন-বার্ষভানবী-প্রকাশ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে

আত্মার-নেত্র নীর-পাদ্য

যাবী কৃষ্ণপক্ষী তিথি আমাদের বরণীয়া, আদরণীয়া, স্মরণীয়া ও পরম-পূজনীয়া। কারণ, তিনি শ্রীগুরুদেবের ভুবনমঙ্গল প্রকটকারণ প্রকাশ করিয়া দিয়েছেন।

হে গুরুদেব, উৎফুল্ল-কুসুমশোভিত অপ্রাকৃত-সাহিত্য-কাননে বাসন্তী-সুষমা-মণ্ডিত নবীন-পুষ্প চয়ন করিয়া আপনার নিষ্কপট সেবকবৃন্দ সেবা-সৌন্দর্যের সৌরভতা-সম্পাদনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক প্রাণভরা প্রীতি, প্রেম ও পবিত্রতা ল'য়ে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-পূজার জন্য প্রণতি-প্রসূন ডালি সাজিয়ে আনছে।

এ পূজা-বাসর-তিথি কতবার আসিয়াছে, আসিতেছে ও আসিবে। কিন্তু নীরব-আবির্ভাব-বাসর আর তো আসিবে না, আর তো ফিরিবে না; তাই নিষ্কপট গুরুসেবকগণ এত আনন্দ, এত আবেগ, মধুরতা উল্লাস ও আর্তিসহ সেবা-কলা-কৌশল-কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন।

যুগযুগান্তর চলে যায়—নিমেষের ব্যবধানে। সময় সুখে কেউ সুযোগ হারায় না, তাই সবাই ডালি সাজিয়ে এসেছে—কেউ বা প্রণতি-উপায়ন নিয়ে, কেউ বা আত্ম-কুসুমাঞ্জলি দিয়ে। সবারই সব যোগাড় আছে। কিন্তু এ গুরুবাসরে পূজার অর্ঘ্য আমার কিছু নাই; সেবার অযোগ্যতা জন্য কঁদে দূর হইতেও অভিদূরে—দূ

দাঁড়ায়ে আছি, তবু দ'রে আঁখি মোর! তবু প্রাণে আশা, আপনার অন্তরের গৌরপ্রেম-সুধাসিন্ধু-বিতরণ-লীলায় যদি এক বিন্দু পাই। এই বিশ্বাসের আশা যেন আমার কোমলহৃদয় সুকোমল স্পর্শ না হ'য়ে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানে আমি উদিত করায়

হে সর্ব্বলোকোপকারক, দীনবন্ধু চিত্ত, করুণার সিন্ধু, বাস্তবসত্যের আলোক-প্রদানকারী, হে বৈকুণ্ঠের নিভৃত প্রকোষ্ঠে বিরাজিত গৌরজায়া শুদ্ধ-হরিনাম-ধন-বিতরণকারি, হে দয়াকর, পরদুঃখ-দুঃখি করুণহৃদয় আচার্য্যবর্য্য প্রভো! আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক জীব-কল্যাণার্থে গৌরলীলা প্রকটাভিনয় না করিতেন,—তাহা হইলে কে আমাদের অজ্ঞান-তিমির হইতে উদ্ধার করিয়া বাস্তব-সত্যের সূর্য্যালোকে সমুদ্ভাসিত করিত? কে আমাদিগকে জানিয়ে দিত যে জগতে প্রচলিত ফলভক্তি—মিছাভক্তি—কপটভক্তি বস্তুতঃ ভক্তি নহে, উহা সর্ব্ব-সদ্গুণ-ধ্বংসকারিণী মায়ার নাট্যকলা-কৌশলমাত্র। কাপট্য-পরিপূর্ণ অশ্রু-পুলক-কম্পাদি শিক্ষিত-ভাব-ভঙ্গি যে অন্তরের অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার-লক্ষণ নহে, আপনি বিনা কে আমাদিগকে তাহা কৃপাপূর্ব্বক চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক দেখাইয়া দিত?

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত বিচারোত্থ প্রচার-প্রণালী জীবের আত্ম-মঙ্গলের পরিবর্ত্তে আত্ম-বিনাশ-সাধনে উদ্যত। আপনি অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেভ্যঃ কামলো ভবতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বত্তথাত্মাব্ধা ন শাম্যতি॥"

প্রভৃতি সুবিচার-পূর্ণ, সুসিদ্ধান্তবাণী যদি বজ্রনির্ঘোষে প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে জগতে আর কে এমন বন্ধু আছেন—যিনি আমাদের বিপদকাল হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যানন্দ-প্রদ অমৃতের সন্ধান দান করিতেন?

আমরা সংসার-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া নক্র-মকর-সঙ্কুল কাম-ক্রোধাদির করাল-কবলে কবলিত হইতেছিলাম, এ হেন সঙ্কট-সময়ে, হে প্রভো! আপনি ব্যতীত, কে এমন দয়াল ঠাকুর, হরিনাম-তরণীর কর্ণধার হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিত—কাহার করুণ প্রাণ আমাদিগের জন্য কাঁদিয়া উঠিত? কে আমাদের নিকট—

"অহো! দুরন্তর্ব্বিনিরং বহ সংসারে
মাহ্যযার্থদর্শনতিতাদনীয় বীরঃ।
দুর্গং যতো ন পতেন্দ্রমুক্তা বাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করিয়া মহজ্জীবনের চরমোৎকর্ষ-সাধনের কথা বলিয়া দিত? আমরা যখন মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মায়া-মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া সংসারমরু-প্রান্তরে তৃষ্ণায় তৃষিত চাতকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেছিলাম সে-সময় আসিয়া কোন্ অতিমর্ত্ত্য পরদুঃখদুঃখী কৃপার অম্বুধি মহাপুরুষ ত্রিতাপ-দগ্ধপ্রাণে হরিরস সুধা সিঞ্চন করিয়া তাপিত চিত্ত শীতল করিয়াছেন। প্রভো, সে ত' আপনিই, আপনি বৈ আর কেহ নহেন।

পশু-পক্ষলিকা-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া আমরা যে বিদ্যার বহুমানন পূর্ব্বক মঙ্গল-পথের পথিক না হইয়া চির-অমঙ্গল, চির-অশান্তি-পরিপূর্ণ সুখ-সম্ভোগে প্রমত্ত হইয়া সীপুত্রের মায়ায়, স্বকের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা বিতাড়িত হইয়াও পশু-পক্ষীর ন্যায় দুঃখজীবন-যাপনে ব্যস্ত হইতেছিলাম, তখন কোন্ মহাপুরুষ অবিদ্যা বা অতিবিদ্যা যে প্রকৃত বিদ্যা নহে, জানাইয়া দিয়া কর্ণে শক্তিমন্ত্র শুনাইয়াছিলেন—

"যে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা অপরা চ।"

পরবিদ্যাই একমাত্র বিদ্যা—কৃষ্ণভক্তি সেই বিদ্যা। যখন মায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া মায়ার ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত ছিলাম—সেই সময়, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত কোন্ বেদান্তবেদ্যাবিৎ-পুরুষ আমাদের জীবন-সন্ধ্যায় সন্নিকটে হৃদয়ের চেতনময়ী শব্দ-ধ্বনিতে শ্রুতিমন্ত্রের উদ্বোধন-গাথা গাহিয়াছিলেন—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

যে সময় কৃষ্ণ-সেবা-ছলনায় মায়ার সেবায়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার রত হইয়া ভ্রমপথে পরিচালিত হইতেছিলাম, সেই সময় দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা কোন্ মহাপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক কর্ণবেধ সংস্কার সম্পাদন করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

সেই পুরুষ আপনিই। আপনি না হইলে, কাহার করুণ হৃদয় আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জীবের জন্য কাঁদিয়া উঠিত? কে আসিত আমাদের হস্ত ধারণ ক'রে পথ প্রদর্শন করিতে? যে সব আত্মীয় স্বজন, মাতা-পিতা, স্ত্রী পুত্র পরিবার বা বর্ত্তিত স্বজনের মায়ে কপটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোকের অভিরুচিমত সেজিয়াম অবস্তভিহর শিখায় সর্ব্বদা আমাদের আহুতি প্রদান করিয়া থাকে—তাহাদের কবল হইতে কে উদ্ধার করিত, যদি আপনি কৃপা না করিতেন?

আমরা যে অমৃতের সন্তান, অমৃতই যে আমাদের খাদ্য, অমৃতই যে আমাদের অমৃতত্বের ধন—এ বাস্তব-সত্যের সন্ধান, আপনি ব্যতীত এই বিবদমান কলিযুগে, আর কে আমাদিগকে দিত?

হে! গুরুদেব, যখন কর্ম্মজল বিধায়িনী কুসুমকুন্তলাধিনী মোহকারিণী ... বাক্ বেদের কর্ম্মকাণ্ডে মধুপুষ্পিত বাক্যাবলীর প্রলোভনে প্রমত্ত হইয়া প্রকৃত সুখজনক বর্ণাশ্রমাদির জন্য সমাধি ত্যজিয়ে বিপুল কর্ম্মকাণ্ডের আবাহনে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় কে আমাদের সম্মুখে জ্ঞান-সন্তোষনায়ে কর্ম্মকাণ্ডের হেয়তা, অবরতা, অনিত্যতা জানিয়ে দিয়েছিল? কে আমাদের দয়া ক'রে শুনায়েছিল—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

(ক্রমশঃ)

আমার মাত্র একজন

[শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভাগবিবেকারী ...]

নিত্যানন্দ প্রভু মোর দীনের শরণ,
নিত্যানন্দ দূরে যায় তাঁহার সেবায়।
জড়ানন্দ ভুলি' তাঁর ভজিলে চরণ,
পরমানন্দ সহ জীব মায়াপারে যায়॥

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের গুরু নিত্যানন্দ,
নিখিল বিশ্বের জীব তাঁহার কিঙ্কর।
ত্রিতাপ বিদগ্ধ জীবে দিতে চিদানন্দ,
অবতীর্ণ গুরুরূপে সেই প্রভু মোর॥

ভব-মায়াময় মাঝে নিত্যানন্দের পদ,
জীবের আশ্রয়স্থল সে একমাত্র।
নিবারে ত্রিতাপজ্বালা সকল বিপদ,
কোটিচন্দ্র সুশীতল সর্ব্বশুভপাত্র॥

তদ্বাইতে বিশ্বজীবে গুরুদেব হন,
প্রদানে সকল জীবে সেবার সুযোগ।
সেবার লাগিবে জীব মায়া-মোহ-ভয়,
ভাগে আত্ম নিত্যবৃত্তি যায় ভবরোগ॥

গুরুদেব হন কৃষ্ণ প্রকাশ-বিগ্রহ,
অভাব নাহিক তাঁর জগতে কখন।
নিষ্কিঞ্চন জীবে তাঁর প্রেমের আগ্রহ,
বিতরিছে নিত্য প্রেম হরি ও কীর্ত্তন॥

কিন্তু হায় দুর্ব্বুদ্ধি আমি নরাধম,
নিতা সেবা পরিহরে মায়া-বৃত্তি করি'।
চঞ্চলচিত্ত এবে সদা কাটাই জনম,
না সেবিনু গুরুপদ নিজে আত্ম বলি'॥

গুরুগৃহে বসি' সদা চিত্তি মনে মনে,
গুরুর পরমাত্মা ক'রে হিংই আমি।
শ্রীগুরু কৃতার্থ, পেয়ে আমা হেন ধনে,
অর্থে মোর উদ্ধারিবে না লোচন মুদি॥

ভাবি সদা গুরু-সেবা কেবল বিফল,
যার মন মায়া সেবা করিতে সতত।
দেহ-মন-ভোগ-সুখ-বাসনা প্রবল,
প্রেম ত্যজি' কামে মজি' দুঃখ হ'ল তত॥

এ হেন সময়ে কোন শ্রীগুরুসেবক
ধীরে ধীরে কহে মোরে করিয়া বিনয়।
দেহাদি আমার এই জীবন বিপদ,
দুঃখেতে কাঁদিল তাঁর করুণ হৃদয়॥

'শোন ভাই ধীরচিত্তে শাস্ত্রগণ-সার,
গুরু সেবা ত্যজি' ভবে যায় সেবা করি।
প্রদানি' সদায় ফাঁস এমায় সংসার,
গুরু সেবা হ'তে দাও দৈবী মায়া তার॥

ত্যজিলে শ্রীগুরু সেবা শ্রীগুরু কথন,
কভু প্রাপ্ত নাহি হন বৃহদ্ভাব ওরে।
হেলায় হারাবে তুমি অমূল্য রতন,
ভ্রমিবে অনন্তযোনী ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।

বিশ-গুরু তিনি, তাঁর অনন্ত সেবক,
সেবিতে তাঁহার পদ আছে বহু জন।
জগমাঝে তব সেবা গুরুদেব এক,
গুরুদেব সহ তব সম্বন্ধ এমন॥'

না শুনিনু সে-বন্ধুর সুনত্য বচন,
ভোগ-আশে ঝম্প দিনু দুঃখ-কূপে।
তুবিনু অতলতলে হইল পতন,
গলেতে লাগিল ফাঁস অতি দৃঢ়রূপে॥

কৃপাময় গুরুদেব বুঝেছি এখন,
তব সেবা ত্যজি' মোর এ হেন দুর্দ্দশা।
এ সঙ্কটে রক্ষা কর আমি মূর্খ জন,
উদ্ধারিবে তুমি মোর একমাত্র আশা॥

কেহ নাই বন্ধু মোর তুমি বিনা ভবে,
তোমার অনেক ভৃত্য মোর প্রভু তুমি।
তুমি যে গো দীনবন্ধু গায় শাস্ত্র সবে,
নাশ নাশ শ্রীচরণে অতি দীন আমি॥

আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্যত্রিক প্রভুর আলয়ে একটি সুবৃহৎ সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যথাস্থানে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য একটী পরম-মনোহর উচ্চ আসন (Dais) নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ উহাতে আসন গ্রহণ করিলে ভক্তগোষ্ঠীদের কয়েকজন প্রভৃতি অনেক আচার্য্যবর্গের চরণ পূজা করেন এবং গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। ... স্থানীয় ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ... পক্ষ ... একটী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ... শ্রীল প্রভুপাদ কিছু হরি-কথা কীর্ত্তন করেন। ... অভিনন্দন, ... এবং অন্যান্য বিবরণ আমরা ... প্রকাশ করিব।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নামপ্রেমে। কৃষ্ণ সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ১০৲
প্রথম খণ্ড হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
প্রত্যেক স্কন্ধ পৃথক পাওয়া যায় ।৶০
৩। ভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। তাৎপর্য্যেকরত্নমালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গোস্বামি-মহিমা ।৶০
৭। উপদেশামৃত ।০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সারার্থ
(বাঁধা) ৪৲
১৩। বেদান্তদর্শন সাংখ্য
ভাষ্যসহিত) ।০
১৪। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। নিত্য ভজন
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। নবদ্বীপধাম (প্রদক্ষিণ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনকণা ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অমৃতরঙ্গ ...০
৩৯। সাধুবাক্যামৃত (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৩৲
৪১। প্রবন্ধ [illegible] ।০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। সাধকবাণী সাধুবাক্য ।০
৪৪। গোবর্দ্ধন [illegible] ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তমুক্তাবলী বা সারার্থদর্শিনী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। উপদেশাবলী (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবর্ত্ত ও অতিবাদ) ।০
৫০। শ্রীব্রজমণ্ডল ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৶০
৫২। সারাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-ত্রিপুরঃ ।০
৫৪। নবীন-গ্রন্থরত্নম্‌ ।০
৫৫। স্তব-স্তবক ।০
৫৬। সাধনাস-শিক্ষাষ্টক ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচক্র ৴০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। বনিতত্ত্ব ।০
৬১। ক্রিশ্চান্‌, থিওলজি ।৶০
৬২। লাইফ্‌ এণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৪। কোয়ার্ট্‌ গোড়ীয়মঠ কল্‌ টুইচ্‌ ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল এণ্ড
আনএলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। আচার্য্য সমাধি-পাট ঐ
৬। মানস-কুসুম কুঞ্জ দীপান্তর,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীবাসুদেব আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীরমাধব মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালি।
৯। যাদবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমমঠ মামগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ মানকর বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাদহ,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারাণসী, ম দ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
[illegible] পাশ্চম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীব্রজবিহারি-গৌড়ীয় মঠ বৃন্দাবন।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র,
পোঃ [illegible], মধ্যপ্রদেশ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীবাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্ল্যাড্‌স্টোন,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডি স্বামী একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভ [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড়-টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তাঁহার বর্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি, আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। এরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অপূর্ব্ব উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৭৲ সাতটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী-গুলির সমস্ত সমাবেশিত থাকিবে। গ্রন্থে ক্রাউন অষ্টপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭,	৭—১৩,	১৪—১৫	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৯,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৩৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৩—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৩	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪০
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—৪২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৪	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৬
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৯, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১০-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-০৫	৯-২২	১২-১৩	১৫-৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৭	৯-৩০	১২-১১	১৫-১৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৩৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

৩রা মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (বম্বাই বা গোল) রাকা ... —৪০

ঐ বেক্সা ফানকা ওজন ৫/০—৫৫/

বরগা (টি-আয়রণ) ৬০/০—৬৮/০

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা) ৬৲—৭।

গ্যাল্ভানাইজড করগেট টিন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ „ „ ১১/০

২৬ গেজ „ „ ১১৶

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট— ১১।৶০

২৬ গেজ „ „ ১২।৶০

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸০ . ১৪৲

বাগান বেড়া কাঁটা তার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮।০

টীন পাত ৬।/০—৬।৶০

„ বোল্টু (গোল) ৬৵০—৬৸০

„ পয়সা (চৌকা) ৬/০ ৬।৶০

„গোল বড় ৶০—।৶০ সূতা ৫৲—৫।০

„ টানা বড়-ছোট ৶০—।৶০ ঐ ৬৲—৬।০

„ খালুম মাল ৭।০—৭৸০

„ প্লেট—টিন ঘষা মোটা পাত ৮৲—৮৶০

„ ঢালা ৩-১৬ গাল বাজিক ১৮৵—১১।০

কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট) ১/০-১।০

সাদা পেরেক ১—৭ ইঞ্চি ৯৲—১০৲

প্যাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৪

... ১ হইতে ১০ নং ১৸/-২।০ মাত্র

... ৪, ৫, ৬, ৭৸/০ ৮৸/০ ৯৸/০ হঃ

ঐ বিন্ন পাউণ্ড ৫৸/০ পেঃ বিঃ ৭।৶০ „

গ্যাঃ প্লেন ব্যারাও ৭—১২ ইঞ্চি ১।০-২।০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার দেওয়ার রডের গোল ও চৌকা ৮।০— „

ঐ পাতের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ ঢেঁকা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার ক্লিপ ৪—৩ ইঞ্চি ৶১০—৸/০ গ্রোস

ঐ কলা ১৩ নং

১০—৩ ইঞ্চি ।১০—৸/০ পেঃ হন্দর

গ্যাঃ তার ১৩—২২ নং

(গেজ) ১২।০—১৪।০ হন্দর

গ্যাঃ রিভিট (মাথা)

১২ ইঞ্চি ৸/১০ পীস

গ্যাঃ পাটা বিং বা ফোলা

৬ ইঞ্চি ৪০—৸/০ „

গ্যাঃ ক্লিপ ১।০—২।০ ৭৸ ২০৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ তাসার চা। ... ১।০—১৯৲

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৯ ইঞ্চি ৵১০— ১৶০ গ্রোস

চাপার দেঁকা ৭।০—৭।০ ওজন

ঐ বেল কাটার সাইজ ৩ ইঞ্চি ৶১০ ৭ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

চিটের হেডের ক্ষু গ্যাঃ

প্লাউডার ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

গ্যাস ৪নং ১২।০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০-৩।০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড কোং লিঃ

লোহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

১২নং ... ঘাট লেন, বড়বাজার,

ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা।

কেরোসিন

রোমেক ... (১ টিন) ২৲৩

পদ্ম মার্কা ৩।০

সূর্য্যমুখী „ ৩৲

———

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বাট ৩০৸

গিনি প্রতি ৩২।০

রূপার দর

রূপা বার ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ গুড়া ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩৷০ ... (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ „ ... (১৯৬০-৭০) ৯৩৲

৫৲ „ ... (১৯৪৫ ১০৪৸৶০

মূলধন

৫৲ সুদের (১৯৫৩-৫৫) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবেঃ— ১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলটী) ৯৯৩৫

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাগজ ও সূতার কল

কেশরাম কল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া

আঙ্গাটান ১৯৫৲

... ১৭৪৲

... ১৫৭৲

কেসট ৩৭০৲

হুকুম ১৪৫৲

... ২।০

ভিক্টোরিয়া ৪৩৬।০

কেলভিন ৪০৪৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনঃ পরিবারের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... উহার কার্য্যক্ষমতা অধিক। ... কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং ... রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং ... লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ... ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ ব্যবহারীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপরিচালিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ ব্যবহারীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল ই প্রসিদ্ধ। ... কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ... হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা—'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার পত্রে।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতিখানার
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার – নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৮০, ১৩ই মার্চ ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::o::—

জামালপুরে অগ্নিকাণ্ড

জামালপুর হইতে প্রকাশ, গত ৬ই মার্চ অপরাহ্নে জামালপুর সহরের বুকে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা অনুমান দুই ঘটিকার সময় কয়েকখানা ঘরে আগুন লাগিতে দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ভীষণভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে কয়েকখানা দোকান, ডাক্তারী ডিস্পেনসারী ও গৃহস্থের বাড়ী একেবারে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

আগুন নির্ব্বাপিত করিতে বহু লোক প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে, প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টা করার পর আগুন নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়। এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

কানপুরে ১৪৪ ধারা জারি

কানপুর হইতে প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী বিধির ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করিয়া ২ মাসের জন্য অনুমতি না লইয়া সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যে অথবা মিউনিসিপ্যালিটি ও শোভাযাত্রার সীমানার ৫ মাইলের মধ্যে সভা করা ও ৫জন বা তাহার অধিক লোকের শোভাযাত্রা বাহির করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

সহরের জন-নিরাপত্তার বর্তমান অবস্থার জন্যই উক্ত আদেশ। যাহারা কাজ করিয়া যাইতে চাহে, ঐ সব করিলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া, তাহাদের বিরক্তি উৎপাদন ও ক্ষতি করা হইবে।

চলন্ত ট্রেনের সম্মুখে ঝম্পপ্রদান

বিজয়বালা দাসী নাম্নী ৩০ বৎসর বয়স্কা একটি হিন্দু বিধবা চলন্ত ট্রেনের সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

প্রকাশ যে উক্ত স্ত্রীলোকটি বহুদিন হইতে কঠিন রোগে ভুগিতেছিলেন। যন্ত্রণা সহনে অসমর্থা হওয়া তিনি উপরোক্ত উপায়ে আত্মহত্যা করেন। রেলওয়ে লাইনের নিকট তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মস্তক দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

শিয়ালদহের রেলওয়ে পুলিশ এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে।

উত্তর কলিকাতায় চোরের দৌরাত্ম্য

উত্তর কলিকাতায় চোরের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সংপ্রতি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অনিলকুমার দত্তের দোকান হইতে গ্রামোফোনের জিনিষ পত্র ও রেকর্ড চুরি গিয়াছে। প্রকাশ, অনিল বাবুর অনুপস্থিতিতে কয়েকজন লোক ঘরে ঢুকিয়া তাহার মালপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশের জোর তদন্ত হইতেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত দুর্বৃত্তদিগের কোনই পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

দুইটী নারীর মৃতদেহ

কানপুর হইতে প্রকাশ, গতকল্য থানার অধীন কবসা গ্রামের নিকট দুইটী স্ত্রী-লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃত্যুর কারণ রহস্যাবৃত বলিয়া প্রকাশ শব দুইটি কানপুরে পরীক্ষার জন্য আনা হইয়াছে।

৭ হাজার লোকের মৃত্যু

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ বর্তমানে এখানে প্লেগ মহামারীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে পল্লী অঞ্চলেই এই রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সহর অঞ্চলে সর্ব্বশুদ্ধ ২২০ জনের প্লেগ হইয়াছে। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগই পল্লী অঞ্চল হইতে আগত। এই প্রদেশের ১৫টী জেলার মধ্যেই প্লেগ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। বাদ বাকী ৩৬টী জেলা প্লেগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত আছে। গোরক্ষপুর, বাস্তি, বস্তী, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে এই রোগের প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত দুই মাসে ৭ হাজারেরও বেশী লোক এই রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

গত ১৫ মার্চ ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রী স্যার মহম্মদ ইউসুফ বলিয়াছেন, এবিষয়ে সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন। রোগ নিবারণার্থ সরকার সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পীড়িতগণের চিকিৎসার্থ অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করা হইবে না।

স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর বলেন যে, এই মাসের মাঝামাঝি হইতে প্লেগের প্রকোপ হ্রাস পাইবে আশা করা যায়।

মাটীর মধ্যে বোমার কারখানা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, দিল্লী হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী নবাবগঞ্জ বাগানে মাটির নীচে বোমার কারখানা আছে,— এইরূপ সংবাদ পাইয়া সশস্ত্র পুলিস উক্ত স্থানে তল্লাস করে ও বাগানের মাটির কতক অংশ খুঁড়িয়া দেখে।

এইরূপ সন্দেহ করা হয় যে, কতিপয় ব্যক্তি গোপনে বোমা তৈয়ার করিতেছে এবং মাটির নীচে অস্ত্রশস্ত্র জমা করিতেছে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

আদালতে বিস্ফোরণ

মির্জাপুর হইতে প্রকাশ, এখানে ষ্টেশনারী সাব ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিস্ফোরণ ঘটিলে বিশেষ হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

প্রকাশ, আদালতে যে ঘরে জিনিষপত্র রাখা হয়, তথায় তদন্তাধীন কোন মামলা সম্পর্কে কিছু পটকা ও অন্যান্য বিস্ফোরক রাখা হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে ঐ জিনিষগুলি বিস্ফোরিত হয়। তাহার ফলে রেল-পুলিশের একজন দারোগা ও একজন উকিল জখম হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মধ্যাহ্নে যখন আদালতের কাজ চলিতেছিল, সেই সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে। আদালত বাটীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

পথিমধ্যে আক্রান্ত

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ গত ৮ই মার্চ বাজার হইতে ফিরিবার সময় প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত ও আমলা ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত রজনীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াছেন। তাঁহাকে চিকিৎসার্থ এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শর্করা শুল্কের আলোচনা

লাহোর হইতে প্রকাশ শর্করা শুল্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ চবিবুল্লা পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন।

ও নবো ভবনকে শারদেশার

দৈনিক নবাম্রা প্রকাশ

সদুই শামার মৃত্যু-রহস্য

[illegible]

—

[illegible]

সেই ক্রেতাদের সম্মুখে প্রোনথাল করিবেন।

— —

১৮ই ডিসেম্বর হই ৫ মাত্র সন্তানসহ বাবা গোকাণিস্থিত হন। [illegible]

[illegible]

—দৈনিক বসুমতী

— —

বিচিত্র বার্তা

[illegible]

— —

[illegible]

পত্নী বা বিবাহ

[illegible]

———

[illegible]

———

মাইগ্রাস্ট্রীপ দেশের কয়েদীদিগকে তাঁদের কাজের জন্য [illegible] পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। জেল হইতে তারা বেশ উপার্জন করিয়া থাকে। এই দেশের সরকার [illegible] যোগে।

[illegible]

———

[illegible]

আজাদ হিন্দ সরকার [illegible]

[illegible]

না হইলে সে অনুসারে কোন কাজ করা যায় না।

———

পরীক্ষার্থী গ্রেপ্তার

[illegible]

বাজারে ডাকাতি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] গ্রেপ্তার

[illegible]

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৪ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ বুধবার } ১২ম সংখ্যা

পুরুলিয়ায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

আচার্য্যত্রিক প্রভুর আদর্শ সেবা

অপ্রাকৃত-রাজ্যের বস্তু অধীর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা জগতে বিস্তারার্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহরূপে আমরা আচার্য্যত্রিক প্রভুকে দেখিতে পাই। শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুসহ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিতেন, তখন আচার্য্যত্রিক প্রভু সর্ব্বপ্রথম শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের বীর্য্যবতী শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন এবং বিশ্ববাসিগণ যাহাতে এই আত্মমঙ্গলকর-বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তখন তিনি অতি সামান্য বেতনে পোষ্টাফিসে কার্য্য করিতেন। কিন্তু গুরুসেবাবুদ্ধি যাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত করে, অর্থাভাব তাঁহার সেবার পথের অন্তরায় হইতে পারে না। তাই আচার্য্যত্রিক প্রভু ঐ সামান্য বেতন পাইয়াও আরও কয়েক মূর্ত্তি সজ্জনসহ কলিকাতা পরেশনাথের মন্দিরের নিকট ১নং উল্টাডিঙ্গিতে একটী বাটী ভাড়া করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে তথায় লইয়া যান। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, বর্ত্তমান বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মঠবাটিকা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই উল্টাডিঙ্গিতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবস্থিতি ছিল। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুনিয়াছি, আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে বা অপর কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিশেষরূপে ঋণী হইয়াও সর্ব্বসাধারণ যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণের সুযোগ পান তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্যের মনোবাসনা—শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ আচার্য্যত্রিক প্রভু কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। অথবা তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। সেবার এমনই সম্মোহিনী শক্তি যে, সেবকের সেব্যগত প্রাণ, আবার সেব্যের সেবকগত প্রাণ। তাই আমরা দেখিতে পাই, কুঞ্জবাবুর শ্রীল প্রভুপাদগত প্রাণ, আর শ্রীল প্রভুপাদেরও কুঞ্জবাবুগত প্রাণ। সুতরাং রঘুনাথপুরে শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনার্থ আচার্য্যত্রিক প্রভু যে অবস্থায় যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

সেবার পারিপাট্য

শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ পুরুলিয়ায় কুঞ্জবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসিগণ যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সংবাদ আমরা গতকল্য প্রকাশ করিয়াছি। এইবার আচার্য্যত্রিক প্রভুর গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কথা কিছু বলিতে বাসনা। শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্যতীত গুরু বৈষ্ণব-সেবার মর্য্যাদা অপর কেহ বুঝিতে পারে না। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠে গৌরপার্ষদগণের বিবিধ উপকরণসহ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার বিষয় পাঠ করিয়াছি। বৈষ্ণবের আতিথ্য-বৃত্তি অবাস্তব-বাদক কোন কোন লোক মনে করে, বৈষ্ণবগণ নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য পাইয়া রসনাসংযমের লোভ পরিত্যাগ করে। তাহারা লোভপরায়ণ আসক্ত বলিয়া বৈষ্ণবগণকেও সেই প্রকার বর্ণন করে। তাহারা জানে না যে, যত-প্রকার সামগ্রী বৈষ্ণবগণের নিকট উপস্থিত হউক না কেন, তাঁহারা বিষ্ণু-সেবার নিমিত্ত শরীররক্ষার্থ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মাত্র ভগবন্নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যুক্তবৈরাগ্য-অবলম্বনকারী বলিয়া বৈষ্ণবগণ ভোগ ও ত্যাগ উভয় পন্থাই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রয়োজনমত গ্রহণ করিলেও সেবক বৈষ্ণব-সেবার্থ যাবতীয় উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুপার,নানাবিধ ব্যঞ্জন, বিবিধ প্রকারের পরমান্ন ও বহুবিধ মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন,আর পরিবেশন-সময়ে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অপর সেবকগণের পরিবেশনে সকল সময়ে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া উৎসাহভরে অনেক সময় নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়াছেন। গুরু বৈষ্ণব-সেবার এইপ্রকার উদ্যম ও উৎসাহ যদি আমাদের সকলের বিষয় হয় তাহা হইলে আমরা পরমার্থ-ধনে ধনী হইতে পারি।

কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতা

আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে গত ২২শে ফাল্গুন মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ৪-৩০ হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ৫ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টাকাল উদাত্তস্বরে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পাঠের পর গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় একঘণ্টাকাল 'মানব-জীবনের নিত্যকল্যাণলাভের উপায়' সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। এত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে, তিল ধারণের স্থান ছিল না; অনেকে বসিবার স্থান না পাইয়া দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিয়াছেন অথচ বিন্দুমাত্রও শব্দ হয় নাই; সকলেই সুদীর্ঘ ৫ ঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়াছেন।

উপরে প্রথম দিনের পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের সংবাদ আগামীকল্য প্রকাশিত হইবে।

অমর্ষিগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

গত ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অবধি শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিবাস-দিবস মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর বিগ্রহ নানা পুষ্পসাজে শোভিত করা হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে নানা বর্ণের সুরঞ্জিত পতাকা-সমূহের দ্বারা মঠ-প্রাঙ্গণ সুশোভিত করা হইয়াছিল। উৎসব-দিবস শ্রীশ্রীমঠে ও বিবিধ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। মঙ্গলারতির পর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলা শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ বিষ্ণু গুরু অনিরুদ্ধ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দর্শনের স্থূল পরিচয়

[২]

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—'কর্ম্ম ও জ্ঞানকে আত্মধর্ম্মানুগত্যে স্থাপনের পরিবর্ত্তে আত্মধর্ম্মকে তাহাদের অধীনতায় নিযুক্ত করা হউক।' এই প্রকার কুবাসনামূলক অযৌক্তিক পূর্ব্বপক্ষ-কাণ্ডে বলা যায়, না তাহা হইতে পারে না, (চেতনত্বাৎ) কারণ, কর্ত্তা কখন কর্ম্ম ও ক্রিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন না, করিলে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে না কিন্তু কর্ম্ম ও ক্রিয়ার কর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করাই স্বভাবজ ধর্ম্ম, কর্ত্তার আনুগত্য অর্থাৎ কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধাবস্থাপ্রাপ্তিহেতু তাহাদের কর্ম্ম ও ক্রিয়াবাচকত্বরূপ স্বরূপের সিদ্ধিলাভ ঘটে।

আত্মা নিত্য এবং চেতন কিন্তু দেহ ও মন জড় সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে উভয়ই জড় এবং সেই কারণে নিত্য ও চেতনরূপ আত্মধর্ম্ম কখনও অনিত্য জড় ধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিতে পারে না। আত্মধর্ম্মকে জড়ধর্ম্মের আনুগত্যে স্থাপনের দুর্ব্বাসনা মূলে আজ সুবিমল সনাতন বৈদিক-ধর্ম্মে বহুপ্রকারবাদরূপ পঞ্চোপাসনা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, জাতি-গোস্বামী শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য এবং শাক্তসম্মত ধারণা হইতে কল্পিত বিষ্ণুপূজক বা বৈষ্ণব, যত মত তত পথবাদ, মন ও বুদ্ধিগ্রাহ্য কল্পিত ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ মনের দ্বারা কল্পিত ব্রহ্ম-ধারণা বা সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতাবাদ, নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদ, প্রচ্ছন্নভাবে হরিকল্পনাবাদ, মনঃকল্পিত একেশ্বরবাদ এবং পাশ্চাত্য জগতের পূর্ব্বকালে ও বর্ত্তমানে প্রচলিত Agnosticism, Anthropomorphism, Pantheism, Scholasticism, Scepticism, Pessimism, Neo-Platonism, Idealism, Absolute Idealism, প্রভৃতি বহুবিধ মনোধর্ম্মোত্থিত কল্পিত মতবাদ সমূহ আত্মধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া পরিচয় দানের স্পর্দ্ধা করিতেছে।

গৌণ যে প্রকার অগ্নির আনুগত্য থাকিলে তাহাতে অগ্নির ধর্ম্ম অংশতঃ ভাবে উপচারিত হয় এবং সেই আনুগত্যে বাধা প্রাপ্ত না হইলে কখনও অগ্নির ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয় না তদ্রূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ লোহ আত্মধর্ম্মরূপ চিদগ্নির সংস্পর্শে আসিলে তাহারা স্বীয় অসমবিহিত সত্তার জড়ত্ব পরিহার পূর্ব্বক আত্মার সম্বন্ধে অবস্থিত হয়।

অচ্যুত ভগবৎপাদপদ্মাশ্রয়ে অচ্যুতাত্মা অচ্যুত ভগবানের সেবকগণ যে-প্রকার নিত্যকাল অচ্যুতগোত্রীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকেন সেই প্রকার আত্মধর্ম্মের সমাশ্রিতকরণে অবস্থানরূপ আনুগত্যের দ্বারা অন্তর্মুখ হওয়ায়, বহুবন-শাখার মনোধর্ম্মীয় কর্ম্ম-জ্ঞানাশ্রয়ে 'চ্যুতগোত্রীয়' বলিয়া যে জড় উপাধি লাভ ঘটে, সেই উপাধি-পরিমুক্তিক্রমে (অর্থাৎ ঔপাধিক ধর্ম্মের অনুশীলন না করায় তাঁহারা নিরুপাধিক হয়েন) তাঁহাদের অচ্যুত গোত্র পুনঃ সংস্থাপিত হয়

অতএব একমাত্র আত্মধর্ম্মানুশীলনেই সর্ব্ববিধ বেদ অঙ্গীকৃত হয় সুতরাং বিষ্ণুর পরমার্চ্চনীয় পাদপদ্মমধু-পানাস্বাদনরত দিব্যসূরিগণের (ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ) অনুগজনগণই বিশুদ্ধ বৈদিক; বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম ব্যতীত জগতের অপর কোন ধর্ম্মই বৈদিক নহে (বৈদিক শব্দের অর্থ, বেদে যে বাস্তবজ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে সেই বাস্তবজ্ঞানাশ্রয়ে বাস্তব বস্তুর আনুকূল্যময় অনুশীলন; ইহা স্ফুটরূপে প্রতিপন্ন হইল।

বিশুদ্ধ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও [illegible] আরণ্যকে জীবের অবিদ্যার পরিমাণ-তারতম্যে এবং প্রকৃতিগত গুণভেদে যথাক্রমে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক—এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত সগুণ-ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে এবং একমাত্র উপনিষদাংশেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বাবস্থিত মুক্তাত্মার স্বরূপগত অপ্রাকৃত বা নির্গুণ ধর্ম্মের কথা সংরক্ষিত হইয়াছে। এই উপনিষদ হইতে জীবের নিঃশ্রেয়স বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনাত্মক বিশুদ্ধ-জ্ঞানের (বিজ্ঞান) কথা, যাহা শ্রীল ব্যাসদেব আত্মার পারম্পর্য্যে চতুঃশ্লোকরূপে অবগত হইয়া তাহার সবিশেষ মর্ম্ম সূত্র-বিস্তৃতিক্রমে ৪ অধ্যায়ে ষোড়শ পাদে সম্বন্ধ, অভিধেয়, সাধন ও ফল বিভাগে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাই বর্ত্তমানে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন নামে বিখ্যাত। কেহ কেহ উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণন করিলেও এই উপনিষদ্-জ্ঞান বেদের আরণ্যকাংশে আবদ্ধ প্রাকৃত-সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তির ধারণাযোগ্য মাত্র সাত্ত্বিক জ্ঞান নহে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণাংশে উপদিষ্ট [illegible] আরণ্যকাংশে কথিত জ্ঞানের [illegible] উহা উপনিষদ-কথিত গুণাতীত জ্ঞান বা নির্গুণ [illegible] সহিত অনুমিত হইতে পারে না।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভা

—:০:—

চত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন

-:০:-

১লা মার্চ্চ—অপরাহ্ণ

গত ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার চত্বারিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের যে অংশ গত ১লা মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ণে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আর্কিওলজিক্যাল-ডিপার্টমেণ্টের স্বনাম-প্রসিদ্ধ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরকে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি এল, মহোদয় নবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা গত ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন প্রভুর বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—আমি রায়বাহাদুর সম্বন্ধে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার নাম রমাপ্রসাদ, রমা শব্দের অর্থ—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী দেবী শ্রীগৌর-ভগবানের শ্রী-শক্তি, আশা করি আমাদের স্বনামপ্রসিদ্ধ রমাপ্রসাদ বাবু গৌরভগবানের শ্রীধামের শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য চতুর্দ্দিকে বিকীরণ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রমার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক স্বীয় নামের সার্থকতা করিবেন। পাঠকগণ অবগত আছেন রায়বাহাদুরকে ধন্যবাদ-প্রদানের পর বিদ্যারত্ন মহোদয়ের কীর্ত্তনান্তে ১লা মার্চ্চের পূর্ব্বাহ্ণ অধিবেশন সমাপ্ত হয়। নিম্নে আমরা অপরাহ্ণের অধিবেশনে যেসকল ব্যক্তিগণ শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতেছি।

বোম্বের ধন্য বাদ-পাত্রগণ

অপরাহ্ণের অধিবেশন ৪-৩০ মিনিটের সময় আরম্ভ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী "শ্রুবেদ, কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন" এই সঙ্গীতটী সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ সেবাকার্য্যের জন্য আনুকূল্য করায় বোম্বে অধিবাসী নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন

...

(১) বোম্বের ভূতপূর্ব্ব অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিষণচাঁদ জেঠারাম; [illegible] প্রভুপাদ বোম্বে শুভবিজয় করিলে ইনি বেচ্ছায় স্বীয় প্রাসাদে প্রভুপাদকে লইয়া যাইয়া বোম্বাতে অবস্থানকালে অবস্থানের-জন্য অনুকূল্য ও বাস প্রদান করিয়াছিলেন। (২) জজেস্ হডিবাদ্ সাণ্ডিয়ার্স্ এণ্ড সলিসিটর্স্ ফার্ম্ম এর প্রসিদ্ধ ব বসায়ী মিঃ ভাওজান; ইনি প্রভুপাদের বোম্বে অবস্থানকালে হরিকীর্ত্তন-মন্দির প্রদান পূর্ব্বক হরিকথা-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। (৩) মিঃ কল্যাণজী-আনন্দজী দম্পতি, (৪) তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী [illegible]; (৫) বোম্বের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড ব্রেবোর্ণের হিজ সার্জ্জেন্; (৬) বোম্বের মিউনিসিপ্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস, টি, জিনওয়ালা; (৭) বোম্বের থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সেক্রেটারী মিঃ ব্রিজ, (৮) শেঠ ধনরাজ গিরিধরদাস, (৯) কেশব-জোশী, (১০) কর্ণাট-ব্রাহ্মণ মিঃ বিশ্বেশ্বর এস, বানকেকর (১১) গিরিজোশী রোড্ডালী [illegible], (১২) মিঃ [illegible] কাম্মেলাল্ কণ্ডওয়ালা, (১৩) অধ্যাপক, এ. এম, সুদ্দি, এম, এ, এস, টি, পি, ডি, (১৪) বাবুকাকাদাস কল্যাণদাস, (১৫) ভগবানদাস কল্যাণদাস. (১৬) মিঃ সদাশিব সুখরাম ও বালসেকর, ইনি শ্রীবিগ্রহের সেবায় ৪০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, (১৭) মিঃ কি মোহনলাল বাবুলাল কাপাডিয়া সে, ইনি শ্রীবিগ্রহসেবায় ৮০০৲ টাকা প্রতিশ্রুত দিয়াছেন তন্মধ্যে ৪২৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, (১৮) মিঃ এম, [illegible] নন্দকারণি, ইনি গৌরমন্দিরের সেবায় [illegible] টাকা দান করিয়াছেন এবং ইহারা আবার প্রকাশিত যাবতীয় ভক্তিগ্রন্থমালা গ্রহণ করিয়াছেন, (১৯) রাওবাহাদুর এম, এম, ভাওসাহি, বোম্বে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, (২০) ভক্তশ্রেষ্ঠ শেঠ বসুরাম, ইনি শ্রীগৌরসেবার আনুকূল্যে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

—

জেপুরের মহারাজ

নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণ শ্রীশ্রীবিক্রম দেববর্ম্মা বাহাদুর গাজ মহারাজার নাম বিশেষরূপে অবগত আছেন। ইনি মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠের-নির্ম্মাণ-ব্যবস্থার গ্রহণ কাদিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন এবং এই সেবাকার্য্যের জন্য ইতোমধ্যে কিছু টাকা দান করিয়াছেন। অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় টাকাও শীঘ্র দিবেন। গৌরসুন্দরের সেবায় সাহায্য করায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা ইহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

—

জেপুর ষ্টেটের দেওয়ান বাহাদুর

জেপুর ষ্টেটের সুযোগ্য দেওয়ান বাহাদুর মিঃ পুরো মোর্জ্জ আই-সি-এস মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-সেবাকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। এজন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বিবিধ সেবাকার্যের জন্য ধার্মিক ... শ্রীধাম-পাবনপ মায়াপুরের নিম্নলিখিত সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন। এম, আর্দ, রাম, এম, মহবাদী; মিডার নলরাম, ইনি অযাচিতভাবে পাঠমঠের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মিঃ টি. পদ্মিনী পিল্লাই ধর্মপ্রাণ, পাঠকগণ ইঁহার পরিচয় বিশেষরূপে অবগত আছেন; ইনি মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের সুবৃহৎ শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন; এখনো মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠের মন্দিরের কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। এম্ খান, রাও টি. পি. রামস্বামী পিল্লাই এ-সি-এস, মাদ্রাজ, ইনি মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইনি প্রতিবৎসর ব্যাপিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় অর্ধ চাউল দিয়া থাকেন। মেজোন বাহাদুর রামলিঙ্গম্ আয়ার অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার মাদ্রাজ। মাদ্রাজের গভর্ণর সার জর্জ স্টেনলির সেক্রেটারি—ইনি মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে সহায়তা করিয়া থাকেন। চাবাপল্লীর রাজা সাহেব। মিঃ এ, আর ভাট। মিঃ রামানুজ চেট্টি, ইনি পেরেম্বুরে বিশ্বভক্তি-প্রচার-রত ... শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন।'

অন্যান্য ধন্যবাদপাত্রগণ

বোম্বে ও মাদ্রাজের সজ্জনগণকে ধন্যবাদ-প্রদানান্তর শ্রীপাদ গিরি মহারাজ নিম্নলিখিত সজ্জনগণকে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মিঃ পান্নালাল আই-সি-এস., কালেক্টর বেনারস; ইনি কাশীতে ও যুক্তপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। মিঃ আর এম্ সেন, এম্, এস-সি (লিড্স), এম্-এ, এফ্-সি-এস্. প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনগর কলেজ, মিঃ যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, এম্-এল্-সি। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মাইতি। শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ বসু, মোক্তার বাঁকুড়া, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, উকিল বাঁকুড়া, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায়, ভক্তিবিজয়; বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী. শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিনিকেতন।

ভক্তিবিজয় সতীচরণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সর্বস্ব গিরি মহারাজ রায় শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হন। ইঁহার গুণাবলী আমরা গত ৭ম সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে কীর্তন করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিবিজয়ভবন' নামক শ্রীগুরুদেবের মন্দির নির্মাণ, বৈদ্যুতিক আলো-সংযোজন ও শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠে উৎসবকালে সেবা এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের লণ্ডন-গমন-সময়ে অর্থানুকূল্যের নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা ইঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার আলোচ্য অধিবেশন সমাপ্ত হইলে ইনি শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের সুবৃহৎ মন্দির ও নাটমন্দির নির্মাণ-ব্যয়ভার-বহনার্থ যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন।

মনোমোহন চৌধুরী

পাঠকগণ বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার ধর্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরীর নাম অবগত আছেন। ইনি স্বামীজীদের লণ্ডনে প্রচারার্থ অর্থানুকূল্য করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি বিবিধ প্রকারে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা করিয়া থাকেন। বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ যাহাতে কলিকাতা মহানগরীতে বহুল প্রচারিত হয় তজ্জন্য ইনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত ইনি লণ্ডনে ভগবৎ-সেবোপকরণ পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে

গৌরব-নেত্রে নৌম্য-পাদ্য

(২)

কে আমাদিগকে কর্মনাশা-জলে স্নান করাইয়া যুগপৎ অনন্তকোটি বিপুল কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে গোপীভর্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রচুর পাদচর্যায় নবনবায়মান ও শ্রীকুরুক্ষেত্রে সর্বোপগামে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তনের আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা আমাদের ন্যায় বিমুখ জীবকুলকে কর্মজড়-বিচারোত্থ সূর্যগ্রহণাদি পুণ্যতিথিতে অবগাহনে দেহ-শুদ্ধিরূপ প্রচ্ছন্ন ভোগাভিলাষের নিরর্থকতা জানাইয়াছিলেন—

"নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

যখন কর্মকাণ্ডের ভোগ-বিচার-প্রণালীতে ধূৎকার প্রদানপূর্বক ত্যাগীর বেশে বাড়বাগ্নি-সম প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম-ভোগ-বাসনাদি কেবল-জ্ঞান-কাণ্ডে সংযুক্ত হইয়া আত্মবিনাশসাধনে সমুদ্যত, সেই সময় আমাদের ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তিকে—

"যাহং তথা স্ত্রীবুদ্ধ্যাবধারিতান্ ।"

—এই উপদেশামৃত-সিঞ্চনে কে শীতল করিয়াছে? কে অমৃত-সাগর, অশোক, অভয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মধুপানে মত্ত করাইয়া প্রাথমিক ভজনশিক্ষার মূলে—

"অর্থো বিশ্বো শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং
কলিমলমথনে পাদ-তীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে
তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

এই শ্লোক হৃদয়ে সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছেন? সে ত' আপ

আপনি কৃপাপূর্বক "বৈষ্ণব কে?" গাথা গাহিয়া অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন; 'জড়ের প্রতিষ্ঠা' আর 'বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা', 'ফল্গু বৈরাগ্য' আর 'যুক্তবৈরাগ্য', 'বদ্ধাবস্থা' আর 'মুক্তাবস্থা', 'হরিজন' আর "মায়াবাদিজন", 'সদ্গুরু' আর 'গুরুব্রুব' প্রভৃতি এক নহে, কখনও এক হইতেও পারে না, শাস্ত্রসিদ্ধান্তযুক্তিমুখে কীর্তন করিয়া—

"মাধা-মাঝে রহি, ছাড়ি' ভোগ-আশ,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্তন-গৌরব।"

—কৃপালুগজনগণের স্বরূপ-বৃত্তির নিত্য বল প্রদান করিয়াছেন।

আপনি আমাদিগকে কৃপাপূর্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন—শব্দব্রহ্ম ও শব্দসামান্য এক বস্তু নহে। নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ এক তত্ত্ব নহে। আরও জানাইয়াছেন—নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া কোটি জন্ম নাম গ্রহণের ছলনায়ও জড়নাম জিহ্বায় উদিত হইবেন না, তাহা আপনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আপনার মহিমায় আমরা গৌর-কৃষ্ণ-নাম-মহিমা, চিন্ময়রস-বিগ্রহ নাম-নামীর অভেদ-তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু কলসী-কাণার দ্বারা আহত হইবার লীলা-প্রকাশ করিয়াও জগাই মাধাইকে যেরূপ উচ্চ-কৃপা প্রদর্শন পূর্বক শ্রীগৌর-প্রেম-মহার্ণবে স্নান করাইয়াছিলেন, সেইরূপ আধুনিক যুগে নিকৃষ্ট; মাৎসর্য-পরায়ণ, গুরুদ্রোহী ন্যায় শ্রীপাদ-তাড়িত বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষিজন তাঁহাদের অপস্বার্থ-হানি-আশঙ্কায় আপনার সুনির্মলচন্দ্রতাতির ন্যায় উজ্জ্বল-চরিত্রের প্রখর দীপ্তিশালী কিরণরাশি উলূকের ন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া হীন প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিলেও, আপনি দীন হীন অজ্ঞদের প্রতি অযাচিত কৃপাবলীর দ্বারা তাহাদের সর্ববিধ অপরাধ মার্জনা করিয়া সকলকেই অর্চন-সৌন্দর্য্য-বিলাস, নিখিল সৌন্দর্য্যরাশি-পরিবেষ্টিত আপনার শ্রীচরণকমলের স্বর্ণরেণু দ্বারা স্পর্শ করিতে কখনও কুণ্ঠা করেন না। একবার নয় দুইবার নয়, পুনঃ পুনঃ মায়ার পাপবৃত্তির উদ্রেকের উত্তেজিত হইয়া আপনার শুদ্ধভক্তিমার্গের লীলা সংগোপন করিতে উদ্যত আপনি তাহাদিগকে পর্যন্ত কৃপা-বিতরণে কৃপণতা করেন নাই। এ যুগে আপনার অযাচিত করুণার বিস্ফূর্তি কি পরিমাণে লাভ করিয়াছে কেহই তাহার অন্ত পায় না। শুধু তাহা নয়, সমগ্র জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা-বিতরণের জন্য আশ্রিত আত্মজনগণকে কর্মী, জ্ঞানী, ভোগী, যোগী, ত্যাগী, বিলাসী, উদাসী, অন্যকামী, মায়াবাদী প্রভৃতির ঘরে ঘরে পাঠাইতেছেন; আপনার সেই সৌভাগ্যবান্ পার্ষদগণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম-মকরন্দ-মহিমায় মধুপান-প্রমত্ত মক্ষিকার ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া মান-অপমান, বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া সমস্ত সাগরগামিনী স্রোতস্বতী পর্যন্ত করার ন্যায় জগতে—তৃণাদপি সুনীচ শ্লোকের মূর্তিমন্ত হইয়া—আপনার শ্রীতি-সাধনে একাগ্র দৃষ্টি লইয়া চলিয়াছেন। এবম্প্রকার দয়া-বিতরণের কথা কেহ কোন আচার্য-লীলায় শ্রবণ করে নাই। কেহ কোন দিন ধারণা করিতেও পারে নাই। তাই আত্মবিস্মৃত পর্যন্ত সকলেই আপনার পাদপদ্মের পরাগপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিতেছে।

হে গুরুদেব! আপনি বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ, বৈরাগ্যরূপে, বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা-রূপে, বৈরাগ্য-বিবেক-রূপে, বৈরাগ্যচিন্তামণিরূপে, বৈরাগ্যের পরিভাষারূপে আপনি স্বয়ং বৈরাগ্য-বিগ্রহ। আপনার বৈরাগ্যের নিকট কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বীর বৈরাগ্য তুচ্ছ হইয়া থাকে; এমন কি, দত্তাত্রেয়াদির মুনিগণের, পরমাত্ম-ভজনশীল বালখিল্য ঋষিগণের যুগ-যুগান্তর সাধনকারী বশিষ্ঠাদি তপস্বিগণের বৈরাগ্যেও পরিপূর্ণতা দেখা যায় না। আপনি বৈরাগ্য-যুক্ত ভজন-শিক্ষাদানের জন্য কতভাবে না যত্ন করিতেছেন।

হে আচার্যবর্য প্রভো, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা 'তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক শুক-পক্ষীর ন্যায় পাঠ করিলেও আমরা উপলব্ধি বা অনুশীলন কিছুই করিতে পারি না

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—৫ম খণ্ড ১০৲
প্রথম চারি খণ্ড একত্রে ১৮৲
প্রত্যেক খণ্ড ৪৷০
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভক্তমহত্ত্ব ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সানুবাদ (মাঝ) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (মায়াবাদীর) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্চনকণ /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। সম্বন্ধতত্ত্ব সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বসূত্রাবলী বা হরিনামাক্ষরমালা ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। মায়াবাদী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতঃ ।০
৫৪। নবীন-বিকাশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সজ্জন-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্ /০
৫৮। মাধ্যন্দিনবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্লডস্ ।৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

১। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, টাঙ্গাইল।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধকৃষ্ণচন্দ্র বাঘনাপাড়া, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গোরাচাঁদ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ নর্মদা, পুরী।
২৬ শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিত্রকুটা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিকাপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরায় ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—লক্ষ্মীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং বিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টী, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর কখনও ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, ভাষ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুলভ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ-পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

[illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] "সরস্বতী জয়শ্রী" [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] মূল্য [illegible] মাত্র [illegible] ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	[illegible]
রাণাঘাট	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]
শান্তিপুর	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	[illegible]

নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপ	পৌঃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর রোড—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আমঘাটা—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নবদ্বীপঘাট —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

বিশেষ [illegible] নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible] যাত্রীগণ [illegible] মিনিটের সময় পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে [illegible] মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মহেশগঞ্জ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আমঘাটা—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর রোড—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

কলিকাতা বাজার দর

পৌষ মাস ১৩৪৪

[illegible]

তুলা ও চাউলের দর [illegible]

ঘৃত ও তৈলবীজের দর

চাউলের দর

সোনার দর

চামড়া ও চর্ব্বির দর

[illegible]

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

'সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

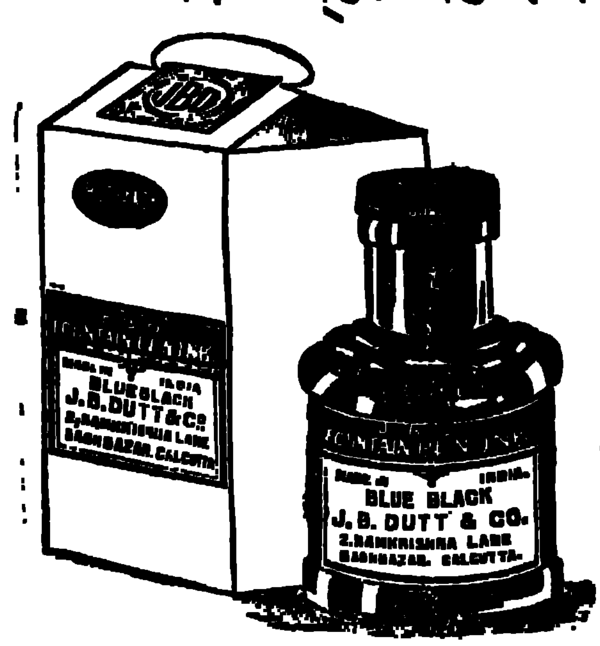

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ [illegible], নদীয়া

দৈনিক

REG. C[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের পক্ষে
সংস্করণ [illegible]
বাৎসরিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা [illegible]

[illegible] একমাত্র মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ১৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::০::—

বড়লাটের কর্পূরতলা পরিদর্শন

কর্পূরতলা হইতে প্রকাশ, [illegible] বড়লাটের [illegible] বিশেষ [illegible] হইয়া উঠে নাই। বড়লাট ১৪ মার্চ প্রাতে ট্রেণ করিয়া কপূরথলায় পৌঁছেন। এক সপ্তাহ তিনি কর্পূরতলা পরিদর্শন করিবেন।

মহারাজ, মহারাজ কুমার, প্রধান মন্ত্রী, অন্যান্য কর্মচারী, কপূরথলা [illegible] সহরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

[illegible] বড়লাট ও তাঁহার পত্নীকে [illegible] করেন। বড়লাটের গার্ড [illegible] পরিদর্শনের পর [illegible]

বরিশালে খানাতল্লাস

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ৮ই মার্চ পুলিশ [illegible] বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু কোথাও আপত্তিজনক কিছু পায় নাই বলিয়া প্রকাশ। [illegible] সুধীর কুমার [illegible] খানাতল্লাস করিয়াছে। [illegible] যুবককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ [illegible] বাড়ীতে কতকগুলি আপত্তিজনক কাগজ পাইয়াছে বলিয়া [illegible]।

সশস্ত্র ডাকাতি

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] নামক গ্রামে একটি সশস্ত্র দস্যুদলের সহিত গ্রামবাসীদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

প্রকাশ, [illegible] জন লোক [illegible] এবং [illegible] লইয়া [illegible] গ্রামবাসীগণ [illegible] দস্যুগণ [illegible] ফলে [illegible] এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে [illegible] মারা পড়ে; ক্রমে গ্রামবাসীরা দলে দলে [illegible] হইতে থাকিলে দস্যুগণ [illegible]।

পুরাতন পাপীর সাজা

[illegible] ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং [illegible] বৎসর তাহাকে পুলিশের নজরে থাকিতে হইবে বলিয়া আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। [illegible] এক বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া একটি [illegible] চুরির অভিযোগে সে অভিযুক্ত হয়। উক্ত [illegible] কতকগুলি [illegible] ছিল। [illegible]

আত্মহত্যার চেষ্টা

[illegible] হইতে প্রকাশ, আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়া [illegible] নামক জনৈক ব্যক্তি [illegible]

শ্রীযুত সি, এল, [illegible] বিচারে তাহার প্রতি [illegible] বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আসামী বলিয়াছে যে, সে [illegible] অবস্থায় ছিল। [illegible]

মাদ্রাজে মোটর দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই [illegible] সন্ধ্যাকালে [illegible] নামক স্থানে [illegible] দুর্ঘটনার ফলে দুইজন লোক নিহত এবং [illegible] লোক আহত হইয়াছে। মোটরখানি যাত্রী বোঝাই হইয়া [illegible] যাইতেছিল। একটি [illegible] ধাক্কা খাইয়া [illegible] দুইজন যাত্রী ঐ স্থানেই মারা যায়। আরও [illegible] জন যাত্রী আহত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে চিকিৎসার্থ [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পুলিশ [illegible]

৬ জনের প্রাণদণ্ড ৭ জনের দ্বীপান্তর

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] ৭ জনের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] ৩০২ ও ১৪৯ ধারায় যে [illegible] মামলা চলিতেছিল, তাহাতে ৬ জন যুবক [illegible] ও ৭ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং [illegible] স্ত্রীলোক। আর ৩ জন মুক্তি পাইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, [illegible] মধ্যে [illegible] একটি [illegible] বিলের [illegible] একটি

লোককে [illegible] করে। [illegible] যেমন [illegible], তেমনই [illegible] ছিল।

বালিকার পিতার [illegible] ছিল, তবে তাহার [illegible] নিজের ইচ্ছামত চলিতে দিবার পক্ষে [illegible] ছিল। গ্রামে [illegible] দলের লোকজনের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। [illegible] প্রতিবেশীর [illegible] চলিয়া যাবে।

অতঃপর সে গ্রাম হইতে [illegible] আত্মীয় বন্ধুদের সাহায্য লইতে যায়। একদিন সে প্রায় ৫০ জন লোক লইয়া ফিরিয়া আসে। উহারা [illegible] সুসজ্জিত ছিল। উহারা [illegible] ও তাহার দলের লোকজনকে প্রহার করে।

[illegible] ও তাহার [illegible] হত্যা করে এবং তাহাদের পরিবারের আরও কয়েকজন [illegible] হয়। অতঃপর বালিকার পিতা [illegible] মুণ্ড তাহার দেহ হইতে কাটিয়া একটা [illegible] উপর স্থাপন করে এবং [illegible] গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

এখনও ৮ জন আসামী পলাতক আছে। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাহাদের গ্রেপ্তারের [illegible] উপযোগী সংবাদের জন্য [illegible] টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

[illegible]

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, চুঁচুড়া [illegible] নামক জনৈক [illegible] দুই দিন [illegible] না। [illegible] চুঁচুড়া হইতে প্রায় ১ মাইল [illegible] নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী [illegible] তাহার মৃতদেহ [illegible] অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

৫ বর্ষে ৫৩৮ সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০

বিহার প্রদেশের মজিফপুর একটি প্রাচীন মহকুমা। উহা সম্প্রতি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার উপর আগামী বর্ষা ঋতুতে এই নগর অধিক জল প্লাবনে প্লাবিত হইবার আশঙ্কা। কাজেই বিহার সরকার মজিফপুর হইতে মহকুমা উঠাইয়া ভাগলপুরের অন্তর্গত স্থানে স্থাপিত করিবেন বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। বিহারের পুনর্গঠনের সময় হয়ত আরও দুই একটী মহকুমার স্থান পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

আমাদের ইতিমধ্যে এলাকায় যে দারো আমক স্থানে ডাকাতি হইয়াছিল; পুলিস বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া চৌকিদারী হেফাজতে রাখে, অনেক দিন হাজত বাসের পর তাহাদের অনেকে জামিনে মুক্তি লাভ করে। অবশেষে পুলিসের শেষ রিপোর্ট পাইয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত আট জনকে লোককে মুক্তিদান করিয়াছেন; ইহারা সকলেই ভদ্র সন্তান; পুলিস ইহাদিগকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল, ফলতঃ পুলিশ, তাহারা ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের মনঃকষ্ট, অপমান, অর্থনাশ, বহু অসুবিধা ও ক্ষতি হইল। এজন্য দায়ী কে?—অদৃষ্ট!

বিহার বিভাগের সাহায্যের জন্য লর্ডের মর্ড মেয়র যে ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে প্রথম সপ্তাহে ৩৩ হাজার পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] পরিমাণ অনেক অধিক হইবার কথা ছিল, কিন্তু কাবুলাইটীর দেশ সম্প্রতির পূর্ণ এই ভাণ্ডার আশানুরূপ হয় নাই, এই জন্যই একমাত্র [illegible] সাহায্যের আশা পূর্ণ হয় নাই। [illegible] সচিব, ইহার সহকারী সচিবের কুতুবুদ্দিন বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য বহু [illegible] ভারতের এই [illegible] তাঁহাদের ক্ষতি [illegible] হইতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদের উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয়। [illegible] তাঁহারা অনেক, চাঁদা সংগ্রহ, [illegible] তাঁহাদের [illegible] অনেক টাকা চাঁদা দিয়াছেন। সে জন্য কোম্পানীই [illegible] এই ব্যাপারে যাহারা আসিলে বিহারের পুনর্গঠন

ভাবী অতি সত্বর সম্পন্ন হইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ, একজন ইহুদী একটি ইহুদী নারীকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া বার্লিনের জজ এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার আদেশ দিয়াছেন। হার হিটলারের অনুচরের পূর্বে উক্ত ইহুদী রমণী একজন জার্মাণের বিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। বিবাহ-বন্ধন ছেদ করিবার পক্ষে অধিক যুক্তি এই যে, ইহুদী-দের জাতিগত সহিত জার্মাণদের [illegible] দাম্পত্য-মিলন জার্মাণ জাতির পক্ষে কেবল অবাঞ্ছনীয় নহে, ইহাতে তাহার অনিষ্ট হয়, এবং ইহা জাতির প্রকৃতির প্রতিকূল। অতএব জার্মাণীর উচ্চ আদালতে এই ঘটনার নিষ্পত্তি হইবে।

কারাগারের ব্যবস্থা

কোলা থানার সাত একজন লোককে এই মর্মে বোয়ালখালীর হ্যাঁর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কাদির আলির এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে তাহার নিকট বিনা লাইসেন্সে ৯৪ তোলা দেশী-আফিং মদ পাওয়া গিয়াছে। গত ১৩ই মার্চ এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী বিনামূলের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এম্ এম, এ আদালতের কোন এক সংবাদের উপর নজর করিয়া আসামীর বাড়ীতে তল্লাসী করেন। ফলে ৯১০ সের ১২০ তিন তোলা আফিং ৯৪ তোলা দেশী মদ পান। আদালত উক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফিরাইয়াছে দেওয়ান কালে এ হার প্রতি উপরি উক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

অননুমোদিত পুস্তিকা প্রচারের দণ্ড

অননুমোদিত পুস্তিকা সমাচার বিতরণ করিবার অভিযোগে ফরিদপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাশগুপ্তকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামী উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়া ছিলেন ফরিদপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ সেন, বাহাদুর ও দণ্ড অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মফঃস্বলে জলকষ্ট

দুর্ভিক্ষপ্রবণ হেতু অনেক কূপের জল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপি কোন কোন স্থানে যে অধিবাসীর জল ছিল তাহা গ্রীষ্মের প্রকোপে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানীয় ডাক্তার বাবাচরণ সিংহ, বলরাম গোস্বামী ও রামজী বাবু প্রভৃতি জানাইয়াছেন, অপরিষ্কার জল পান করিয়া আমাশয় ও পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগ দেখা দিয়াছে। জেলা বোর্ডের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম ব্রহ্মচারী বীরেশ্বরের অধীনে সাঁওতাল ও হরিজন কূপ খনন কার্য্য করিতেছেন। ২৫টি গ্রামে ১৭টি কূপ খনন করা হইয়াছে।

কারাদণ্ড

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণের পাকুলী ও আর ৫ জন আত্মীয় সমাজের বন্দী গত ৭ই মার্চ কারা দণ্ডে দাতাগণ মুন্সীগঞ্জ সাব জেল হইতে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নীত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম বোমার মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রামের উকীল শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার দে আরও অনেককে ১৩ জানুয়ারী তারিখের বোমা সম্পর্কিত ব্যাপারে গ্রেপ্তার হন। তিনি এতাবৎ হাজতে ছিলেন। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জামিনে খালাস দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেন এক মাসের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া—কোথাও যাইতে পারিবেন না, এই মর্মে তাঁহাকে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

আগ্রাবাদের মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, পতিতা আগ্রাবাদের মামলার আর একদফা শুনানী হইয়াছে। এযাবৎ ৮জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হইয়াছে।

২৩শে মার্চ তারিখে পুনরায় এই মামলার শুনানী হইবে।

প্রহারের ফলে বন্দীর মৃত্যুর অভিযোগ

বরিশাল হইতে প্রকাশ, পুলিসের দারোগা শ্রীযুক্ত রমণচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে বাবরী মাকের নিকট যে চাঞ্চল্যকর মামলা চলিতেছে, তাহার পুনরায় একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে, একজন স্ত্রীলোককে অন্যায় আটক করার ফলে উক্ত স্ত্রীলোকের মৃত্যু হওয়ায় অভিযোগে ঐ দারোগাকে সমর্পণ করিয়া রাখা হইয়াছে। উক্ত মামলায় পুলিসের ও শ্রীযুক্ত পাঁচোরাম কর্মকার, দারোগা, গোলাপ, অনাদি, নিবারণ এবং বলরাম কর্মকারের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। এই সকল সাক্ষী, আসামী মৃত স্ত্রীলোককে ধরিয়া মারে এবং অন্যায়রূপে আটক রাখে বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মিঃ ফজলুল হকের জেরার উত্তরে সাক্ষী এনায়েত বলেন যে, তদন্তকারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মহাতাবুদ্দীন সরকারের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি (সাক্ষী) কোনরূপ মারধর করিতে দেখেন নাই। তিনি বলেন, পুলিসের ও স্থানীয় জমিদারের লোকজনের ভীতি প্রদর্শনের ফলে তিনি ডেপুটীর নিকট ঐরূপ বলিয়াছিলেন। আদালতে অনুসন্ধানকারী ডেপুটীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না। তিনি তাঁহার নিকট মারধরের কোন কথাই বলেন নাই।

মিঃ ফজলুল হক ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুহের জেরার প্রত্যুত্তরে সাক্ষী গোলাপ এবং নিবারণ বলেন যে, মৃত বালককে মারধর করিতে আসামীকে তাঁহারা দেখেন নাই, এ কথা তদন্তকারী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহারা বলিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহাদের স্মরণ নাই। তবে বোমাপুরে আসামীদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করা হইলে তাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, মৃত স্ত্রীলোককে মারধর করিতে তাঁহারা আসামীকে দেখিয়াছিলেন।

উক্ত আসামীদের জেরা শেষ হইলেও সে দিনের মত আদালতের কার্য্য শেষ হয়।

সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত সরকার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বাবরগাঁর সভার সদস্য এডভোকেট মিঃ ফজলুল হক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুহ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষালের সহায়তায় আসামী পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

মাদারীপুর বজ্রপাত মামলা

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, মাদারীপুর বজ্রপাত মামলার আসামী পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র তাঁহার বক্তব্যে বলেন, একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া [illegible]। তাহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা যায় না।

কৌঁসুলী আরও বলেন, যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও নানা অনুমান করা যাইতে পারে। আরও সন্দেহ পাওয়া গিয়াছে যে, সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী—ইন্স্পেক্টর মাহমুদ এক্ষেত্রে আশ্রয়।

তারপর সাক্ষ্যের বিশ্লেষণ করিয়া কৌঁসুলী বলেন, ১৩ই মে ১২ মিঃ স্ট্রীটে বহু লোক থাকিতেছিল, এ মামলায় একপ্রকার বাধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা মিথ্যা। কিন্তু স্ট্রীটে বোমা নিক্ষেপ বোমা নিক্ষেপকারীদের একজন অনীর আসিতে দিতে বুঝা ও তাহার পরে যে সব গ্রেপ্তার হয়, তাহার ফলে সময়ে দিনের চক্ষু দেখা যায়। যে কারণে ঐ সময় ঐরূপ সত্য বলা দুরহ ব্যাপার। তাহা ছাড়া ১৩ই মে এক্ষেত্রে বাড়ীতে খানাতল্লাসের ফলে একটি উদ্দেশ্যের জন্য আসিতেছেন ব্যক্তি বাহারা সঙ্গে নানা বিভিন্ন ধারে, সে দেখে গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ ১৪ বিষ্ণু ৫ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১২শ সংখ্যা

পুরুলিয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

দ্বিতীয় দিবস—পূর্ব্বাহ্ণ

শ্রীল প্রভুপাদের এবার পুরুলিয়ায় অবস্থানের দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ২৩শে ফাল্গুন বুধবার শ্রীযুক্ত অবধূতানন্দ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় সপার্ষদ প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে তাঁহার আলয়ে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে তিনি বিবিধ উপকরণ সহ আচার্য্যচরণ পূজা করেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরাজীতে, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ, মহোদয় সংস্কৃত-ভাষায়, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ হিন্দি ভাষায়, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ উৎকল ভাষায় এবং উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু বঙ্গভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীল প্রভুপাদ 'বেদান্ত-দর্শন'-সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একটী পরম-শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শব্দব্রহ্মের সেবন অর্থাৎ শ্রীহরিকীর্ত্তনই যে বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রী অবধূতানন্দ প্রভু ষোড়শোপচারে গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করেন।

অপরাহ্ণ

অপরাহ্ণে আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ৪॥ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহোপদেশক প্রভুবিদ্যালঙ্কার মহোদয় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ২ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর পরিচয়-প্রদানমুখে অপ্রাকৃত প্রভুর গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামহোপদেশক ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ গিরি মহারাজ বঙ্গভাষায় 'পরমার্থ-আলোচনার পরম-প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবস

শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের তৃতীয় দিবস অর্থাৎ ২৪শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আচার্য্যত্রিক প্রভু সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সহস্রাধিক ব্যক্তি বিচিত্র মহাপ্রসাদ-পাকে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য চলিয়াছিল বলিয়া এই দিবস পাঠ আরম্ভ হইতে কিছু বিলম্ব হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন এবং রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা করেন।

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ পার্ষদবৃন্দ সহ গত ২৫শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ শুক্রবার আচার্য্যত্রিক প্রভুর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন।

বাসগ্রাম-বিষ্ণুপুর হাইস্কুলে গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা

বিগত ৮ই মার্চ্চ তারিখে যশোহর জেলার বাসগ্রাম-বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ঘোষ বি-এ মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আহ্বানে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] শ্রৌতী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ভবভঞ্জন্ দাস অধিকারী, ভক্তিসৌরভ, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এল মহোদয়গণ বক্তৃতা-প্রদানার্থ পুরুলিয়া হইতে উক্ত হাইস্কুলে গমন করেন। স্বামীজীগণের আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের বালকগণ বিদ্যালয়-গৃহের প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ামাত্র সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় চারিদিকে প্রচারিত হয় এবং আবাল-বৃদ্ধ যুবা প্রৌঢ় প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণে বিদ্যালয়-গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীমদ্ শ্রৌতী মহারাজ সমবেত সজ্জনমণ্ডলীকে ও ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া 'শিক্ষা ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতামুখে তিনি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক 'আমি কে?' প্রশ্নটী সূত্র অবলম্বন করিয়া এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষামৃতই তাঁহার বক্তৃতার ভিত্তি। প্রসঙ্গে তিনি [illegible] শিক্ষাপ্রদানকল্পে শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট নামক যে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ও বারবার উল্লেখ করেন।

অতঃপর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, স্বামীজী মহারাজ যে সকল সূত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন সেইগুলি এক্ষণে বালকগণের সহজবোধ্য করিয়া আরও বিশদভাবে বর্ণনমুখে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি ধর্ম্ম-পরধর্ম্ম, বিদ্যা-অবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেন।

অবশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গিরিমহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সভাস্থল মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' এই সূত্রাবলম্বনে 'মানবজীবনের চরম কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শাস্ত্রালোচনাই যে প্রত্যেক জীবের—প্রত্যেক চেতনের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহার দ্বারাই যে সকল মীমাংসা হইবে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সুসঙ্গ 'বিচার ও শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেন। তাহা বর্ণনাকালে তিনি বহু তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করেন। বর্ত্তমানে সভ্য জগতে যে ধর্ম্ম চলিতেছে তাহার মধ্যে পারিপার্শ্বিক কারণে বহু মতবাদগণের প্রভাবে যে উহা নষ্ট। তাহা সুযুক্তিসহ বর্ণন করিয়াছেন। গৌড়ীয় শিক্ষাপ্রচারই চরমকল্যাণ সাধন করে।

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

সমবেত সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় অত্যুচ্চ হরিকথা শুনিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রতি জনমণ্ডলী সাতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী ৪৩৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দর্শনের স্থূল পরিচয়

[৩]

জগতে দৃশ্য পদার্থসমূহের সম্পর্কে আসিয়া এবং তন্মধ্যপ্রভাবে তাহাদের ধ্বংস লক্ষ্য করিয়া মন ও বুদ্ধির সাহচর্য্যে অনুমানাবলম্বনে কৌতূহল বশতঃ উক্ত দৃশ্য পদার্থের কারণরূপে যে বস্তুর অবস্থিতি সম্ভব, সেই কারণ বা সত্য-নির্দ্ধারণে আরোহবাদিগণের যে প্রচেষ্টা তাহা কখন উপনিষদ-জ্ঞান বা বাস্তব-জ্ঞান-শব্দবাচ্য নহে; উহাকে বদ্ধজীবের মনন-ধর্ম্মের ক্রিয়া বলা যায় মাত্র। বাস্তব-সত্য প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তুবিশেষ না হওয়ায় কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, সুতরাং চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্-এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বা সূক্ষ্ম মনের অবরজ্ঞানের সংস্পর্শলাভের কোন যোগ্যতা ও সম্ভাবনা নাই।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—সচ্চিদানন্দময় বস্তু। স্থূল ইন্দ্রিয়াদি ক্ষিত্যপ্তেজ ও মরুদ্ব্যোমাদিতে গঠিত জড়পদার্থ এবং সূক্ষ্ম মন প্রাকৃতসত্ত্বের উপাদানে গঠিত চিদাভাস বস্তু। চিদাভাস বলিতে কেহ যেন মনকে অবিমিশ্র চেতন্য বিশুদ্ধসত্ত্বময় সচ্চিদানন্দ জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা না করেন। প্রাকৃত-সত্ত্বপ্রধান উপাদানে গঠিত হওয়ায় 'মন'-বস্তুটী দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ-স্বভাববিশিষ্ট। যেমন দর্পণে বস্তুর প্রতিভাব বিশুদ্ধরূপে প্রতিফলিত হয় মাত্র কিন্তু স্বয়ং বস্তু যেমন দর্পণে প্রবিষ্ট হয় না তদ্রূপ অণু আত্মা, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়ের আবরণে অবস্থান করেন তাঁহার প্রতিবিম্ব বিশুদ্ধরূপে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছ মনোদর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় প্রাকৃত জড়ময় চিদাভাস হইলেও বিশুদ্ধসত্ত্বময় চেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ মন তাহা নহে অর্থাৎ মন নির্গুণ ও চেতন বস্তু নহে। দর্পণে যে প্রকার কোন চেতন-যুক্ত বস্তুর আবির্ভাব প্রতিফলিত হইলে প্রতিবিম্বিত বস্তুটী বিম্বের ন্যায় চেতনযুক্ত অর্থাৎ বিম্ব যে প্রকার হস্তপদাদির চালনা করে প্রতিবিম্বেও তদ্রূপ ক্রিয়াদি প্রকাশ পায় এবং তাহাকেও চেতন বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ মনোদর্পণে চেতন আত্মা প্রতিবিম্বিত হইলে মন, জড় বা চিদাভাস হইলেও চিদ্বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয়। অল্পমূল্য অবরজ্ঞানানুশীলনবিমুখ বদ্ধ জীবের এইপ্রকার বিবর্ত্তদর্শনমূলে 'মায়া'ই কারণরূপে বর্ত্তমান। মনে প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্য-শক্তি যখন পুনরায় স্থূলেন্দ্রিয়সমূহে উপচারিত হয় তৎকালে চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা-ত্বগাদিতে ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়েছে যে, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে ইন্দ্রিয় ও মন কখনও বিশুদ্ধ-চেতনময় ভূমিকায় অবস্থিত অধোক্ষজ বাস্তববস্তুর সন্ধান নিজ নিজ কল্পিত বৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অগ্নির সান্নিধ্যে অবস্থিত হইলে লৌহ যে প্রকার অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়বর্গ ও মন আত্মার সান্নিধ্যে থাকিলে আত্মা তাহাদিগকে নিজ ধর্ম্মে আত্মসাৎ করেন এবং কেবলমাত্র তৎকালে ইন্দ্রিয়াদি ও মনের আত্মসম্বন্ধাধীনে যোগ্যতা লাভ হয়। যেমন—

'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥'
'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ··।'
'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি।'

—প্রভৃতি শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাজনবাক্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, অহঙ্কার বুদ্ধিদ্বারা চালিত ইন্দ্রিয়াদি ও মন তাহাদের নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বতন্ত্রতা-বশতঃ প্রতিকূলময় চেষ্টাযুক্ত কখনই বাস্তববস্তুর সন্ধান পাইবে না।

বেদান্তশাস্ত্রে সেইজন্যই বাস্তববিজ্ঞান-সমন্বিত অপ্রাকৃতসেবাবিবেক অবতরণ করেন, ইন্দ্রিয় ও মনের পরামর্শক্রমে স্বীয় বুদ্ধিবলে তাহা জানিবার চেষ্টাকারী মনের বিশ্লেষণ বিজ্ঞানবাদকে আশ্রয় পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন না করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ-জাত অহমিকা দূরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাতে অহৈতুকভাবে আত্মসমর্পণ করাই অবরজ্ঞানাশ্রিত ব্যক্তিগণের একমাত্র উপায়। শ্রুতি এই কথা বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

সনাতন বৈদিক দর্শন একমাত্র স্বচ্ছ, অদ্বয় ও বাস্তবিকরূপে ইহাই কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য মনোধর্ম্মের চাকচিক্যে নানা মুনির নানা মতবাদে বস্তু এক (?) বহু সত্য (?) কল্পিত হইয়া বৈষয়িক ও আপেক্ষিক অবস্থা এবং দার্শনিক মত ও বস্তুর অনুরূপ প্রতির উপর [illegible] প্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে।

—

প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু বিষয়ে জানিতে চাহিলে সেই বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার জ্ঞান লাভ হয় বটে কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত বাস্তববস্তুর বিজ্ঞানাধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মচেষ্টা বা মনের জ্ঞানচেষ্টা কখনও প্রবেশ করিতে পারে না। তথাপি কর্ম্ম ও জ্ঞানাধীনে বদ্ধজীব পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর-বস্তু সম্বন্ধে কালগত নৈমিত্তিক জ্ঞানরাজি আহরণ করিয়া অর্থাৎ দৃশ্য বস্তুকে ইন্দ্রিয় সমূহের যোগ্যতা দ্বারা মাপিয়া যখন মনের উপর তাহাদের সমবেত অভিজ্ঞতার রেখাপাত করে তখন মন তাহার সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক বৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গের সাক্ষ্য সমূহের পরীক্ষায় নিযুক্ত হয় এবং অবশেষে বুদ্ধিবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অনুমোদন করে। প্রকৃতিজাত নশ্বর বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানলাভের ইহাই প্রণালী বটে কিন্তু তদুপায়ে যে বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় তাহার কর্ম্মাধীনকালমূলে আমরা জানিতে পারি যে, বস্তুটী পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে না।

—

বর্ত্তমানে জ্ঞেয় বস্তু যাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে আমার জ্ঞানের বিষয়রূপে বিদ্যমান ছিল না এবং বস্তু বিনাশেও আমার ইন্দ্রিয়ের অধিকারের মধ্যে বহু দৃশ্য বস্তুর অন্তর্ধানরূপে আত্মপরিচয় দান করিতে সমর্থ হইবে না। চক্ষু আর তাহাকে দৃষ্টের সামনে স্থাপন পূর্ব্বক দ্রষ্টৃত্বের অভিমান করিতে পারিবে না, নাসিকা তাহার গন্ধে বঞ্চিত হইবে, জিহ্বা তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হইবে না, ত্বক্ তাহার স্পর্শ লাভ করিবে না। কর্ণ কোন অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে অপর জ্ঞাতার নিকট হইতে শ্রবণ করিলেও শ্রুত বিষয়টী যাহার সম্বন্ধে শ্রবণ সেই বস্তু হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায় অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর অবস্থান্তর অভাবনিবন্ধন বস্তু-বক্ষে কীর্ত্তন শ্রবণেও তাহা সম্যক্ বস্তু-গ্রাহ্য হইতেছে না। যেমন সন্দেশ শ্রবণ করিলে তাহার বাক্যার্থ হইতে একটী কল্পিত ভাব মূর্ত্তি মনে গঠন করতঃ মন দ্বারা সেই ভাবমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করি, ইহা একপ্রকার ভোগ বটে কিন্তু তাহাতে অভাব তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় না। কল্পনা বস্তু ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যের মধ্যে— পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য জড় বাস্তব হয় এবং স্বরূপে বস্তু-লাভ করাকেই এই [illegible] প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা 'প্রত্যক্ষ দর্শন' বলেন।

অর্থাভাবের ব্যবসায়

(শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাস, বি, এ,)

কোন সময়ে 'চূড়-দাস' নামীয় এক ব্যক্তি দেবীপুর গ্রামে বাস করিত। সে দেবীপুর গ্রামে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বাবুর বাটীতে বাল্যকাল হইতে চাকুরী করিত। বৈকুণ্ঠনাথ বাবু খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি চূড়দাসকে খুব ভালবাসিতেন। চূড়দাসও বেশ বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল। বৈকুণ্ঠনাথ বাবুর কৃপায় চূড়দাসের কোন অসুবিধা বা কষ্ট ছিল না। এইভাবে বহুদিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীবৈকুণ্ঠবাবু খুব বড়লোক। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চূড়দাসের তাহা ভোগ করিবার ইচ্ছা হইল; সে তখন মনে করিল, আমি যদি এইরূপ বড়লোক হইতাম তাহা হইলে এইরূপ বিষয় ভোগ করিতে পারিতাম। এই ভাবিয়া সে কাজে কিছু অমনোযোগ দেখাইল। তখন বৈকুণ্ঠবাবু তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন "আমি ত তোমার কিছুই অভাব বা অসুবিধা রাখি নাই, তুমি কাজে অযত্ন দেখাইতেছ কেন?" এইরূপ অনেক বুঝাইলেও সে কিছুতেই বুঝিল না।

সেই গ্রামের বাহিরে ও দেবীপুরের নিকট বিগুণ-মোহন বলিয়া একটী লোক বাস করিতেন। সে লোকটী বেশ বুদ্ধিমান, দেশে যত গোলমাল ও অকার্য্য হয় সব সেই বিগুণমোহনের মন্ত্রণায়। বিগুণ-মোহনকে লোকে মোহন বাবু বলিয়া ডাকিত। লোকটী বেশ প্রিয়ভাষী ছিল। তাঁহার মধুপুষ্পিত বাক্যে অনেক লোকই মুগ্ধ হইয়া যাইত ও সর্ব্বদা তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিত। চূড়-দাসও সেই মোহে পড়িল। মোহন বাবু চূড়দাসকে বলিলেন, "দেখ চূড় দাস, তুমি চেষ্টা করিলে বেশ বড়লোক হইতে পার; তুমি কেন মিছে মিছে চিরকাল দাসত্ব করিয়া জীবন কাটাইবে? তোমার মনিবের হিসাবাদি মিটাইয়া লও, আমি তোমাকে একটী ব্যবসা করিয়া দিই; ইহাতে অল্পদিনের মধ্যেই তুমি বড়লোক হইয়া যাইবে। তখন তোমার বাটিতে কত লোক চাকুরী করিবে এবং তুমি প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক হইবে ও খুব সুখী হইতে পারিবে। পরের দাসত্বে কি সুখ আছে?" এরূপ মন্ত্রণা শুনিয়া চূড়দাসের মনে খুব আনন্দ হইল। মোহন বাবুর মধুপুষ্পিত বাক্যে চূড় দাস একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল এবং শীঘ্র তাহার মনিবের বাটী হইতে ছুটী লইবার জন্য তাহার মনিবের নিকট আবেদন করিল। বৈকুণ্ঠ বাবু তখনও তাহাকে আবার অনেক বুঝাইলেন কিন্তু মোহন বাবুর মধুপুষ্পিত বাক্যের নিকট বৈকুণ্ঠবাবুর হিতবাণী পরাস্ত হইল। তখন বাধ্য হইয়া বৈকুণ্ঠবাবু তাহাকে হিসাবপত্র মিটাইয়া বিদায় দিলেন।

চূড় দাস এখন আনন্দিত হইয়া সমস্ত টাকাগুলি মোহন বাবুর নিকট দিয়া বলিল —"আপনি আমার পরম বন্ধু, আপনি আমার সুখের একমাত্র আশ্রয়, আমি যাহাতে শীঘ্র বড়লোক হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করুন।"

—

মোহন বাবু তখন তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমাকে আমি ঘোড়ার ব্যবসায় করিয়া দিব, উহা খুবই লাভজনক। তবে এত অল্প

টাকায় ত' ঘোড়ার ব্যবসা হওয়া অসম্ভব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমাকে ঘোড়ার ডিম আনিয়া দিব, তুমি উহা ফুটাইয়া লইয়া বিক্রয় করিবে। তাহাতে অনেক লাভ হইবে এবং তুমি শীঘ্রই সুখী হইতে পারিবে।"

মোহন বাবুর কথায় তাহার খুব আনন্দ হইল। ঘোড়ার যে ডিম হয় না তাহা তাহার জানা ছিল না; তাই মোহন বাবুর কথায় তাহার অবিশ্বাস হইবার কারণও কিছুই ছিল না, অতএব সে তাহার কথামত চলিতে লাগিল।

বিমুখমোহন বাবু চ্যুতদাসের সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। কিছুদিন পরে কয়েকটী কুমড়া খরিদ করিয়া তাহা উত্তমরূপে ঢাকিয়া এবং ভাল করিয়া বাঁধিয়া তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন,—"দেখ, তোমার জন্য খুব বড় বড় জাতীয় ভাল ভাল ডিম বাছিয়া বাছিয়া অনেক কষ্ট করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। এত অল্প টাকায় এত ভাল জিনিষ আনিতে আমাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। যা হোক্, তুমি উহা কোন নির্জ্জন স্থানে পুঁতিয়া রাখিবে। তবে যেন আবরণ খুলিও না, তাহা হইলে ডিমে ঠাণ্ডা লাগিলে আর ফুটিবে না, সব টাকা নষ্ট হইয়া যাইবে। উহা উত্তমরূপে পাহারা দিবে। কিছুদিন পরে ডিম ফুটিলে উহা হইতে সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ঘোড়া বাহির হইয়াই ছুটিতে আরম্ভ করিবে। দেখিও যেন সব পলাইয়া না যায়। তুমি বন্ধুলোক বলিয়া তোমাকে এ বিষয় খুব সতর্ক করিয়া দিলাম।"

মোহন বাবুর কথায় তাহার অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না কেন না, মোহন বাবু তাহাকে সুখের সন্ধান করিয়া দিবে। তাই সে নির্জ্জন বনের মধ্যে মোহন বাবুর অশ্বডিম্বগুলি অনেক যত্ন করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া তাহার পাহারায় নিযুক্ত হইল।

কিছুদিন পরে কুমড়াগুলি পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইল এবং রাত্রিতে শৃগাল আসিয়া সেই পচা গন্ধে মত্ত হইয়া গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল এবং বেশ কোলাহল করিতে লাগিল। চ্যুত-দাসের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে তাহার বন্ধুর কথায় অত্যধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার নিকটস্থ হইল। তাহাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া শৃগালগুলি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া তাহার আনন্দ আরও অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া উঠিল এবং তাহার বন্ধুকে মনে মনে খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিল এবং ভাবিল, আমার সুখ আরম্ভ হইল। সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই শৃগালগুলির পাছে পাছে ছুটিতে আরম্ভ করিল এবং ভাবিতে লাগিল—"আমার ঘোড়ার বাচ্চাগুলি ডিম হইতে ছুটিয়াই যখন এরূপ ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন অনেক টাকায় বিক্রয় হইবে এবং শীঘ্রই আমি বড়লোক হইয়া সুখী হইব।" এই ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে নাচিতে নাচিতে ঘোর অন্ধকারে শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে আরম্ভ করিল। শৃগালগুলিও তাহাকে দেখিয়া খুব ছুটিতে আরম্ভ করিল। সে তাহার পাছে পাছে ছুটিয়া ছুটিয়া কাঁটা, বন জঙ্গল ইত্যাদির উপর দিয়া চলিল। বহুক্ষণ এইরূপ ছুটিয়া ছুটিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল; সে আশায় [illegible] অস্থির হইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। ভাবিল, তাহার নিজের দোষেই এই প্রকার সর্ব্বনাশ হইল, যদি সে ভাল করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া পাহারা দিত তাহা হইলে সে আজ সুখের মালিক হইতে পারিত। কিন্তু হায়! এখনও তাহার জ্ঞান হইল না।

চ্যুত-দাস এইরূপে যখন মোহে আচ্ছন্ন, এখন তাহার একজন বন্ধু আসিল, তাঁহার নাম অচ্যুত দাস। চ্যুত-দাসের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া অচ্যুত দাসের খুব দুঃখ হইল এবং তাহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন চ্যুতদাস সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল,—"আমাকে তুমি আরও কিছু টাকা দাও, আমি পুনরায় লাভ করিয়া ঘিরিয়া ঐ অশ্বডিম্বের ব্যবসা করি। ইহাতে খুব সুখ আছে।"

তখন অচ্যুতদাস তাঁহার বন্ধুর অবস্থা সব বুঝিলেন এবং তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন,—"তুমি মোহিনীর মোহে পড়িয়া এত কষ্ট পাইতেছ। ঘোড়ার কি কখনও ডিম হয়? তাহা কি তুমি জান না? বিমুখ-মোহনের মোহে পড়িয়াছ। সে ঠগ, তাহার কথা তুমি শুনিও না। দেখ, শুনিয়া কত কষ্ট পাইলে। তুমি এসব দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া আমার সহিত চল, আমি তোমাকে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সেবায় পুনরায় নিযুক্ত করিয়া দিব। তোমার আর কোনও দুঃখ থাকিবে না। তুমি সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু এমনই হতভাগার ভাগ্যের জোর যে, মোহিনীর মধুপুষ্পিত বাক্যের কাছে তাহার প্রকৃত বন্ধুর হিতবাণী পরাস্ত হইল? তাঁহার কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না। সে পুনরায় অশ্বডিম্বের ব্যবসা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে

শ্রীস্মরণ-নেত্র-নীর-পাদ্য

(০)

যে সকল আধুনিক গুরুব্রুব—গুরু-অভিমানী ব্যক্তিগণ শিষ্যাভিমানী ব্যক্তিগণের মস্তকে পদ স্থাপনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-তোষণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া পাপের পঙ্কিল পিচ্ছিল পথের পথিক হইয়া পতিত হইতেছে, তাহাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া—হে দৈন্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ঠাকুর, আপনার আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারা যায়— নিজে স্বয়ং গুরু-শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনার নিত্যসেবকগণকে শিষ্যরূপী গুরু-বর্গ বলিয়া আহ্বান করিয়া, তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিতেছেন। আপনি বিশ্বের সমগ্র দ্রব্য-সম্ভার, একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় সদ্ব্যবহার করিয়া—

"তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

-আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন।

আপনি "গৌড়ীয়"-পত্রিকা-রূপে "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" এবং "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" এই উভয় শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করাইবার জন্য প্রতি-নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। "নদীয়া প্রকাশ"-রূপে নবদ্বীপচন্দ্র চরিত্র বিতরণ করিয়া ভক্তিচিত্ত জীবগণের নিত্যশান্তি প্রদান করিতেছেন। "ভাগবত"-পত্রিকারূপে, ভাগবত তাৎপর্য্য—ভগবৎকথামৃত পরিবেশন করিয়া জীবমাত্র ভাব-জগৎকে সম্যক্ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। "পরমার্থ"-পত্রিকারূপে আপনি পরম প্রয়োজনীয়, পরম আকাঙ্ক্ষিত, পরমার্থ ও পরম জীবের কোন্ বস্তু হইতে পারে, তাহা বিশদরূপে জানাইয়া দিতেছেন। "কীর্ত্তন"-পত্রিকারূপে জীবের একমাত্র কীর্ত্তনীয় বস্তু কি হইতে পারে—

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

—কীর্ত্তন করিয়া অশেষ ভুবন লোকের আত্মার নিত্য-কল্যাণ কামনা করিতেছেন। এবং "Harmonist বা সজ্জনতোষণী"-পত্রিকারূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভোগী, ত্যাগী, নাস্তিক, নিরীশ্বর নৈতিক, সেশ্বর নৈতিক, মনোধর্ম্মী, বহ্বীশ্বরবাদী, জড়বাদী, ভোগবাদী, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, সখীভেকী প্রভৃতি ধর্ম্মধ্বজী অপসম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মনোধর্ম্ম-প্রসূত আধ্যাত্মিক বিচার-দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া একমাত্র শ্রৌত-প্রণালী স্থাপনপূর্ব্বক বিশ্ববাসী সজ্জনগণের তোষণ-পালায় নামের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক, লীলাবৈচিত্র্যের মাধুর্য্যলহরী প্রকাশ করিতেছেন।

আপনার শ্রীহস্ত-রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অপ্রাকৃত প্রবোধ উদ্যানের পারিজাত পুষ্প—অপ্রাকৃত সাহিত্যরত্ন-ভাণ্ডারের মরকত কৌস্তুভমণি—রূপানুগজনের কণ্ঠহার—ব্রজ-বিপিনবাসিবৃন্দের নিত্য আলোচ্য বিষয়—জীব-জগতের অশেষ কল্যাণ খনি—ভক্তগণের সাধকজীবন-যাপনকারিগণের একমাত্র রাজবর্ত্ম। আপনার প্রদর্শিত পারমার্থিক প্রদর্শনী পরমার্থ-জগতের এক অভিনব বিরাট ব্যাপার।

আসমুদ্র হিমাচল ত' সামান্য কথা, সাগর-পারের কথাও দূরে থাকুক, কৃষ্ণ নামরূপে, কখন কোথায় নৃত্য করিবেন ও করিতেছেন তাহা একমাত্র আপনিই উপলব্ধি করতঃ অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলোড়ন করিয়া শ্রীনামের মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন। কৃষ্ণ প্রীতি-বর্দ্ধনে আপনার অপ্রাকৃত কার্য্য-কলাপ মানব-মনীষার বোধগম্য হওয়া ত' দূরের কথা, শিববিরিঞ্চি দিব্যসূরিগণও উহা বিচার করিতে গিয়া মোহ-প্রাপ্ত হন।

হে বেদান্তবেদ্যাদি-পুরুষ! আপনি সাত্বত-শাস্ত্রের সাত্বত বাণীর সার্থকতার জন্য গৌড়ীয় হইয়াও উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগতে সাত্বত-শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে প্রচার-সাফল্য প্রদর্শন করিতেছেন।

হে পতিতপাবন প্রভো! আপনার অষ্টোত্তরশতশ্রী-বিগ্রহ নখমণি ছটা-বিচ্ছুরিত নিখিল সৌন্দর্য্য-নিলয়, কুঙ্কুম-নিন্দিনী অরুণতোয়-বাহিনী শোভিনীর শীতল বারিবিন্দু সম্পৃক্ত বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিল হইতেও মৃদু, কোটিচন্দ্র-সুশীতল হইতেও অতি শীতল, সর্ব্বলোকাভিরাম, সর্ব্বসদ্গুণালঙ্কার ও কলিকালকল্মষ-নাশক জন-মনোহারী, সর্ব্বকল্যাণের কল্যাণ আকর, মহামহিম মহিমান্বিত অপরূপ-রূপ-লাবণ্য-শোভিত, দেবমুনি বন্দিত-আরাধিত, দেব-মুনি-বাঞ্ছিত, নিখিল শ্রুতি-মৌলি-মস্তকাভরণ-নীরাজিত পাদপদ্মদ্বয়ে অঞ্জলি-অর্পণ-যোগ্য আমার কিছু নাই,—শুধু আছে, আজিকার শুভবাসরে দীনের-দৈন্য-নীরব-নেত্র-নীর।

কৃপা-করুণা কণা-কাঙ্গাল দীন সেবক—
শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্করণ ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ১০৲
প্রথম স্কন্ধে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৸৶৹
৩। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵৹
৬। গৌড়ীয়-মহিমা ৸৵৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতায় কেবল মূল-ভাষ্য ॥৹
১২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বিন্দু শ্রীমদ্গৌরকিশোর সাদৃশ্য (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সাদৃশ্য বাক্যাবলী) ॥৹
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দীপ-বিন বদন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ৸৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵৹
৩৯। সাধককণ্ঠ-মালা (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম সম্ভার) ৩
৪১। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মাধ্যমিকী মাধুর্য্য ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। শরণাগতি বা ধারাবাহিক [illegible] ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সারস্বতবাণী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতিঃ ।৹
৫৪। সটীক-নবপদ্যসূত্রম্ ।৹
৫৫। অর্চ্চ-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সাধ্বাচার-শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌরাঙ্গলীলা সংগ্রহঃ ৴৹
৫৮। সংবাদপত্রম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। বিদেহীচ্ ওয়াণ্ড স ৸৵৹
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।৹
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ষ্টেণ্ড্ স্ ফর ৵৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ক্রোনিক্ প্রিন্সিপল স্ এ্যাণ্ড স্যালেনজেন্ট ডিকোশন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোদ্রুম ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জগন্নাথ-সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীমোদদ্রুম-কুঞ্জ শ্রীগোপেশ্বর, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, চাঁপাহাটী।
৯। রামগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীমোদ গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।
১১। শ্রীমোদক্রম-কুঞ্জ মহেশপাড়, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপুরুষোত্তম, আমলাযোড়া, পোঃ বাহরাম বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছ, চাকডা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীজগবন্ধু মঠ চিরাগাছা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঝাঁঝপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বোদয়, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা, পোঃ চিত্রকুণ্ডা, বাঁকুড়া।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীমায়াবস গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। মধ্য গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঠাপুর পাটনা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ ভক্তিসিদ্ধান্তের মুখ্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ কুত্রাপি কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারীর সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বৃহদাকার জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাদি[illegible] সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর ডবল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৯,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৩	১২—৪৬	১৭—৪৩	১৮—৩৮
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৩৪	১৩-১১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-২৯	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০ ৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে [illegible] করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮ ১৭, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮ ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৬-৪৫ ১০-৪৪, ১৩-২২ ১৭-৩৮ এবং ২০-১৬ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫ ৩৫	৯-২৫	১২ ১০	১৫ ৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৪৯	১২-৩৬	১৫-৩০	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৩	১৯-১১
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০ ০	১২-৫১,	১৬-১১	১৯-২০

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার।

৩রা মার্চ ১২৩৪

ষ্টীলের তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড় (কোরেট বা গোল)

বাঁক ৬॥০—৫৸০

ঐ বেড়ান্দা চ্যাপ্টা ওজন ৫৵০—৫৶০

বরগা (টি-আয়রণ) ৬৸০—৬।৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৬৲—৬॥০

গ্যালভানাইজড় করগেট টিন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ „ „ ১১৵০

২৬ গেজ „ „ ১২৸৶

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট— ১১।৵০

২৬ গেজ „ „ ১২।৵০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৵০ — ১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

গজের দাঃ ৮।০

টিন প্লেট ৬৷৵০—৭।৶০

„ বোল্টু (গোল) ৬৷৵০—৬॥৶০

„ নাটের (চৌকা) ৭৵০ - ৬॥৶০

„ গোল ৫৬ ৶০—।৵০ সুতা ৫৲—৫॥০

„ টিনা রড-

চৌকা ৶০— ।৵০ ঐ ৬৲—৬।০

„ বাকিল তার ৭।০—৭৸০

„ শেট —১৫২ সুতা মোটা

পেয়াজ ৮৲—৮৶০

„ চাদর ও ১৩ খানা বান্ডিল ১৪৸০—১১॥০

কোলাপসিবল গেট (প্রতি স্কোয়ার ফুট) ১৵০-১।০

[illegible] ১-৯ ইঞ্চি ৯ - ১০৲

[illegible]

[illegible]

. [illegible] ৭৸৶০ ৮৸৵০ ২৸৵০

. ঐ [illegible] ৫৸৵০ [illegible] ৬৸০ .

[illegible] -১১ [illegible] ২১০ [illegible]

[illegible] ৭ -১১ [illegible] ২৲—৭৲

[illegible]

চৌকা [illegible]

ঐ [illegible] .৫.

ঐ [illegible] .৮৲

[illegible] ৶১০—৸৵০ [illegible]

ঐ [illegible]

[illegible] ।.০ -৸৶০ [illegible]

[illegible]

(গেজ) [illegible]—১৪।০ [illegible]

[illegible]

[illegible] ৶ ৸৶১০ [illegible]

[illegible]

ও [illegible] ৪০—৮৶০ „

প্লাঃ ফ্লুর ১১০—২।০ ঢাক ২০৲—২৯৲ [illegible]

প্লাঃ ওয়াসার চাকি .২।০—১৯৲,,

প্লাঃ বোল্ট নাট ৯—৭ ইঞ্চি

৸৶১০—১৶০ গোস

ঢালাই বেকিং ৩॥০—৬।০ [illegible]

এ বে- ওয়াটার পাইপ

[illegible] ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

চিনির [illegible] পাঃ

পাইপের ঢাকা ।৵৫ ফুট

[illegible] [illegible] ১২।০ [illegible] ৪৲ [illegible] ১৬৲

৬০—৮০ [illegible] ৶১৫ সাট ২।০-২।০ [illegible]

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

হ্যারিসন রোড দোকানদী, কলিকাতা,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোমের প্রভাত বাক্স (২ টিন)		৯,৬
হস্তী মার্কা	„	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	„	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রাপ্ত ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ চূড়া	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮৯৶
৩৷০ [illegible] (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ [illegible] (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ [illegible] (১৯৪৫	১০৪॥৵০

[illegible]

৫৲ [illegible] (১৯৫৭ ৮৯, [illegible])

[illegible] ১০৯॥৵০

[illegible]

[illegible]	ঐ।	২২৪।০
[illegible]	ঐ	৩২৲

কাপড় ও সূতার কল

[illegible]	১৫৲

পাট কল

[illegible]	৫৲
[illegible]	১ ৫৲
[illegible]	১৮২৲
[illegible]	১৫০৲
কেশব	৩৭০৲
[illegible]	২৪২৲
হাওড়া	৯, ।০
ভাগলপুরিয়া	৪০৸০
[illegible]	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জর্জ শীর্ণকায় মুমূর্ষু নরনারীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিদাস প্রভৃতি প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেন পেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
গরাণহাটা—১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) মেধাবী ছাত্রগণের সমধিক সুবিধা।

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একপ সমস্ত দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

হায়দরাবাদে গান্ধীজী

হায়দরাবাদ হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী ১৮ই মার্চ অপরাহ্ণে এক সভায় বক্তৃতা করেন। সেখানে তাঁহাকে অভিনন্দন ও মোট ৩ হাজার ৫শত ৩০ টাকার একটি তোড়া প্রদান করা হয়।

গান্ধীজী হরিজনদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস করিতে বলেন এবং মদমাংস ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট হরিজনদের ঐ দাবী।

গান্ধীজী ১৯ই মার্চ সন্ধ্যাকালে সেকেন্দ্রাবাদে এক সভায় বক্তৃতা করেন। সেখানেও তাঁহাকে টাকার তোড়া দেওয়া হয়। গান্ধীজী রাত্রিতে পাটনা যাত্রা করিয়াছেন।

প্রতারণার মামলা

বেনারস হিন্দু গোপাল মিউনিসিপালের পক্ষ হইতে ঊর্দ্ধতন প্রধান কারিকা মদন গোপাল বেনারসে ২২ হাজার আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৮ ও ৪৭৭ ক ধারা অনুসারে আসামীর নামে সমন বাহির করিয়াছেন।

বিবাদী রামগোপাল মিউনিসিপ্যালের কারবারের অংশীদার ছিলেন। অতঃপর বেতন প্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে তিনি বেনারস শাখার ভারতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে শাখার হিসাব নিকাশ করিয়া ২৪ হাজার ৯৭৫ ২৭ টাকার গরমিল দেখা যায়। রামগোপাল মিউনিসিপ্যালের নামে ৫০ হাজার টাকার মামলা করেন। প্রকাশ যে, উক্ত কারবার সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মদনগোপাল অন্য অংশীদারগণের অজ্ঞাতসারে একটী ব্যবসা খোলেন। ফলে মিঃ পাল মামলা প্রত্যাহার করেন।

প্রকাশ, পরে দেখা যায় যে, তিনি বেনারস শাখার গোপনে ২১ হাজার ৯শত ৫৯ টাকা মিঃ হককে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া খাতা আছে। বিবাদী কর্মচারী বলেন উহা মিথ্যা এবং মিঃ পাল উহার প্রাপ্তি অস্বীকার করেন।

কোহাটে অস্ত্রপ্রাপ্তির মামলা

কানপুরের তাড়াবাগানে যে অস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, সেই সম্পর্কে রামনাথ দাস ও আহমাদ আলী চারজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ১০ই মার্চ তাহাদিগকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, কে, বিশ্বাসের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের

প্রতি আগামী ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রতারণার অভিযোগ

চালতাবাগানের ব্যবসায়ী ভগবৎ বসাককে প্রতারণার অভিযোগে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ. এফ. এম. মামুদের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী মহাদেব ঘোষের নিকট হইতে চামড়া ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য বাবদ তাহাকে ১৩২ টাকার একখানি চেক দেন। কিন্তু সে চেক ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যাঙ্কে গেলে তাহাকে টাকা দেওয়া হয় না। মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

ডাকাতির মিথ্যা অভিযোগ

আলিপুরের শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এফ, এম, মামুদের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে সে কয়েকজনের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন। গত ১০ই মার্চ এর মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

তুলার নূতন শুল্ক

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত বোম্বাই সরকারের গেজেটে প্রকাশ অত্যন্ত বন্দরের প্রাদেশিক অধিকার বন্ধ করিবার জন্য সরকার তুলার নূতন শুল্ক ধার্য্য করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা বোম্বাই মিউনিসিপাল আইন সংশোধনের জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভায় বিল পেশ করিবেন। উহা ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা হইবে।

লর্ড মেয়রের সাহায্য ভাণ্ডার

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লর্ড মেয়রের ভারতীয় ভূকম্পন সাহায্য ভাণ্ডারে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় লক্ষ ৬৮শত পঞ্চাশ গিনি দান করিয়াছেন। দান করিবার সর্ত্তে উল্লেখ করা হইয়াছে সম্ভব হইলে এই টাকার মধ্যে বিহারের ভূক্তভোগীদিগকে দেওয়া হইবে।

ছয় হাজার পাউণ্ডের স্বর্ণ চুরি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যুদ্ধের সময় লাইনের 'বালমোরাল ক্যাসল' যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হয় তখন দেখা গেল ৬ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মূল্যবান স্বর্ণ জাহাজ হইতে উধাও হইয়াছে। যে বাক্সে ঐ সোনা ছিল, তাহাতে সোনার পরিবর্ত্তে সেই ওজনের সিসের খণ্ড ভর্ত্তি করা হইয়াছে। বাক্সের সীল যেমন তেমনি আছে। এইভাবে অদ্ভুত চুরি হওয়ায়, বিভাগ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে ব্রহ্মচারী ভাক্তকর্ম্ম মুদ্রাপক এম, এ, এল, প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাম ঠিকানা—"শ্রীমায়া" নবদ্বীপ
চিঠিপত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
...

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা চৈত্র শুক্রবার ১৩৪০, ১৬ই মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সুভাষবাবুর পত্র

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনা হইতে শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আর একখানা পত্র লিখিয়াছেন। পত্রে তিনি বলিয়াছেন :—

অল্প কয়েকদিন পূর্বে আমি পত্র দ্বারা আপনাকে জানাইয়াছিলাম যে, ভারতের ভূমিকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সমিতির সংযোগিতায় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে একখানা প্রয়োজনীয় চিঠি এখানে বৃটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এখানে অর্থসংগ্রহের জন্য আমরা বিশেষভাবে চেষ্টা করি, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। এখন হইতেই আমি ভাবিতেছি, কোন্ উপায়ে আরও অর্থসংগ্রহ করা যায়।

"কয়েকটি দেশে ভারতের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রভাব আছে বটে, কিন্তু জার্মানী ইতালী, পোল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে উক্ত সমিতির বন্ধুসংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই সকল দেশে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, তথায় আমার কতিপয় বন্ধু আছেন। সম্ভবতঃ আমি তাঁহাদের সাহায্য পাইব। তবে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে অথবা গান্ধীজীর নিকট হইতে আমি যদি অর্থসংগ্রহের অধিকার পাই, তাহা হইলে আমার বলবৃদ্ধি হইবে।

"সুতরাং গান্ধীজী আমাদিগকে অর্থ সংগ্রহের অধিকার দিবেন কিনা, তাহা জানিবার জন্য প্রাতে আমি আপনাকে একটি তার প্রেরণ করিলাম। অধিকার যদি পাই, তবে এ বিষয়ে বিদেশীয় বন্ধুগণকে আমি অবিলম্বে পত্র লিখিব।

"এখানে যে টাকা এখন সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট প্রেরিত হইবে। কিন্তু তারও আমার কতটা অধিকার দিয়াছে : তাহারই উপর আমার আবেদনের শক্তি নির্ভর করিবে।

"গান্ধীজী যদি আমাকে অধিকার দেওয়া স্থির করেন, তবে সেই মর্ম্মে আমাকে একখানা তার পাঠাইবেন।"

যোরাখাবাদে রেল দুর্ঘটনা

যোরাখাবাদ হইতে প্রকাশ, এক শিক্ষকের পরিচালনাধীনে একদল স্কুল ছাত্র দেরাদুন এক্সপ্রেসে মুসৌরীতে ফিরিতেছিল। শিক্ষকটি মেডি নামে একটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালককে খুঁজিয়া না পাইয়া যোরাখাবাদ হইতে রামপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত সন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। অনুসন্ধানে বালকটিকে যোরাখাবাদ হইতে কিছুদূরে বিবস্ত্র আহত অবস্থায় রেল লাইনের উপর পতিত দেখা যায়।

ঘটনাক্রমে স্যার ম্যালকম্ হেলী সস্ত্রীক ঐ ট্রেনে যাইতেছিলেন। অনুসন্ধান ব্যাপারে তাঁহাকে ৩০ মিনিট ট্রেনে অপেক্ষা করিতে হয়। প্রকাশ, স্যার ম্যালকম হেলী এই দুর্ঘটনায় বিচলিত হন।

হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, তিন জন সাধুর বেশে থাকার পর আমানতকে গ্রেপ্তার করিয়া হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। লুধিয়ানার দায়রা জজ তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩০৭ ধারা অনুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, একজন কুড়ি বৎসর বয়স্ক লম্বরদার মুগাড় গ্রামে আর একজনের সহিত তাস খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় দুইজন তাহাদের আক্রমণ করে। লম্বরদার সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর জন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। তাহার দেহের ১৯টি স্থানে আঘাত লাগে কিন্তু সে বাঁচিয়া যায়।

ওবেদুল্লার প্রায়োপবেশন

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, আবদুল গফুর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওবেদুল্লা গুজরাট জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহার স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হইয়াছে। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আর বিপদের আশঙ্কা নাই।

ওবেদুল্লাকে মুক্তির দাবী

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্তা লেখবতী জৈন, ওবেদুল্লা খাঁকে মুক্তি দানের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া বড়লাটকে নিম্নলিখিত তারটি প্রেরণ করিয়াছেন।

"ভারতীয় নারী সমাজের ও মানবতার পক্ষ হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দী ওবেদুল্লা খাঁকে অবিলম্বে মুক্তিদানের জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। উক্ত বন্দী গুজরাটের সেণ্ট্রাল জেলে ৪৭ বৎসর পরে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।"

হত্যাকাণ্ড

কাউনীর পুলিশ কনেষ্টবল বসাওয়ান্দ খণ্ডাখাটে বাস করিবার সময়, একজন ব্যক্তি নৃশংসভাবে তাঁহাকে হত্যা করে বলিয়া প্রকাশ। পশ্চাৎ দিক হইতে একখানি দাও দিয়া কয়েকটি সাংঘাতিক আঘাত করিবার পর পলায়নের চেষ্টা করে, কিন্তু ধরা পড়িয়াছে। আসামী স্বীয় বিবৃতিতে বলিয়াছে যে, তাহার (আসামীর) পত্নীর সহিত দুর্ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ সম্পর্কে উত্তেজিত হইয়া সেই এই অপরাধ করিয়াছে। কিন্তু সাক্ষ্য আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রী

নাগপুর হইতে প্রকাশ, প্রজাতান্ত্রিক দলের নেতার রাওবাহাদুর নাইডু ও জাতীয় দলের নেতার খাপার্ডে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা দুইজনেই মধ্যপ্রদেশের নির্দিষ্ট কর্মী। প্রকাশ, পরিষদের ৩৫ জন সদস্য তাঁহাদের পক্ষে। শ্রীযুত খাপার্ডে প্রতিক্রিয়ামূলক সহযোগী।

পূর্ণিয়ায় আবার ভূমিকম্প

পূর্ণিয়া হইতে প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ প্রাতে ৬টা ২০ মিনিটের সময় এখানে আবার ভূমিকম্প হইয়াছে। জনসাধারণ আতঙ্কে ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, খোলা মাঠে বাহির হইয়া আসে।

ক্ষতির সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে, পূর্বে একাধিকবার ভূমিকম্পের ফলে যে ফাটলগুলি দেখা দিয়াছিল, সেগুলি আরও বাড়িয়া যাইতেছে।

কানপুরে শ্রমিক নেতার গ্রেপ্তার

শ্রমিক নেতা শ্রীযুত অজয়কুমার ঘোষ ও পুরুষোত্তম যোশীকে স্থানীয় পুলিশ ১৮৮ ও ১০৭ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

[illegible]

দৈনিক নবদ্বীপ প্রকাশ

[illegible] চৈত্র শুক্রবার

ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত নেপাল

নেপালের প্রধান মন্ত্রী [illegible] শাসনের এক বাহাদুর কাঠমাণ্ডু [illegible] পাটানের নাগরিক ও দেশ-বিদেশের প্রভৃতি লোকজনের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, নেপালের ভূকম্প-পীড়িত লোকজনকে সাহায্য করিবার নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

মহারাজ বলেন, ভূমিকম্পে তাঁহাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। নেপালের প্রজাবর্গের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যে সকল উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বিপর্য্যয়ে তাহাতে বাধা পড়িয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন ও আবার নূতন উদ্যম ও বিপুল উৎসাহে উন্নতির কার্য্য আরম্ভ করিবেন। লোকের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য সামরিক ও বেসামরিক অফিসারেরা, ব্যবসায়ী ও জনগণ সাহায্য করায়, তাঁহাদের সামাজিক ও দেশপ্রেমের আরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের ঐ সাহায্যের জন্য তিনি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

১০টি সাহায্য বিভাগ

বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন বিপন্ন উপত্যকায় সাহায্যের ব্যবস্থার জন্য ১০টি ভাগ করা হইয়াছে। আর সাহায্যের কার্য্য চালাইবার জন্য উহার প্রত্যেকটিতে অফিসারেরা নিযুক্ত হইয়াছেন।

নেপালের পুর্ব্বাঞ্চল

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তথায় অতিরিক্ত কর্ম্মচারী—তাঁহার কতিপয় আত্মপুরুষ প্রেরিত হইয়াছেন। সকলেই এই বিপদে বিপন্ন হইয়াছেন; লোকে পরস্পরের সাহায্য যতটা পারেন, যেন করেন।

সরকারী সাহায্য

তবুও স্বল্পকালে নেপাল সরকারের যে সকল রাজস্ব বাকী [illegible], লোকজনের উপকারার্থে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অস্থায়ী বাস-গৃহ তৈয়ারীর জন্য তাঁহারা সস্তা প্রভৃতি সুবিধা দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। সরকারী লোকজনকে অগ্রিম টিন ও কাঠ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহারাজ পুনর্গঠনের কার্য্যের প্রয়োজনের জন্য ঋণ করিয়া দেন এবং ব্যবসায়ীদিগকে [illegible] বিধিবদ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে বলেন। পুনর্গঠনের জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক, সেই সকল জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া করিতে বলেন। ইট ও চুণ প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম নেপাল সরকার নেপালেই তৈয়ারীর আদেশ দিয়াছেন। যদি তাহা [illegible] পাওয়া যায় [illegible] হইতে ৩ লাখ টাকার [illegible] আমদানীর আদেশও দেওয়া হইয়াছে। মহারাজ আরও [illegible] মাটির অবস্থা নিরাপদ নহে। যে পর্য্যন্ত ইহা শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত ঘর-বাড়ী তৈয়ারীর কাজ যেন আরম্ভ করা না হয়।

যাহারা ঘর-বাড়ীর মধ্যে বাস করিতেন ও এখন [illegible] বাস করিবেন তাহা [illegible] বিজ্ঞানসম্মত কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] করেন। মিউনিসিপ্যালিটি গৃহ সহজ রচনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ভূমিকম্প প্রপীড়িত সাহায্যের জন্য একটি ধন-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। তিনি নিজে উহাতে ৩ লাখ ও মহারাণী ১ লাখ টাকা দিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ৪ বৎসরের জন্য বিনাসুদে ধার দিবার জন্য তিনি আরও ৫০ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যদি আরও সাহায্যের দরকার হয়, সরকার আরও সাহায্য করিবেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, বিপন্ন সরকারী বাটীর পুনর্নির্ম্মাণের জন্য সরকারকে টাকা ব্যয় করিতে হইবে। কাজেই কেবল সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিবেন না। সকলেই সচেষ্ট হউন এবং স্ব স্ব শক্তির প্রথা অনুসারে চলিবার চেষ্টা করুন।

উপসংহারে মহারাজ সকলকে ধৈর্য্য ধারণ, পরস্পরকে সাহায্য ও কঠোর পরিশ্রম করিতে বলেন। মহারাজ বলেন, ঐরূপ করিলেই সকলে আবার নিজেদের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন ও তাঁহাদের জন্মভূমিকে আবার সুখ-সমৃদ্ধিশালী করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বক্তৃতার উপসংহারে জনতা আনন্দধ্বনি করিয়া মহারাজকে বিরাট সংবর্দ্ধনা জানান।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য পরিষদ

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, বিগত ইংরাজী ১০ই মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (নদীয়া শাখা) কৃষ্ণনগরে স্থানীয় টাউনহলে সুপ্রতিষ্ঠিত বয়োবৃদ্ধ লেখক ভারতীয় প্রাচীন-তত্ত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠাপক কবি সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত [illegible] দেবশর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] মধুসূদনের সুযোগ্য [illegible] সাহিত্য জগতে [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দেবশর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে [illegible] শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল মহাশয় একটি সঙ্গীতের দ্বারা সভার উদ্বোধন করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত [illegible] দেবশর্ম্মা তাঁহার [illegible] গ্রহণ করিলে তাঁহার [illegible] দাস, এম, এ, পি, এইচ, ডি, (লণ্ডন) শ্রীযুক্ত [illegible] দেবশর্ম্মা মহাশয়ের বক্তব্যের আলোচনা করিয়া [illegible] একটি সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করেন। [illegible] মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিদায় সঙ্গীত হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়। সভায় উপস্থিত গণ্যমান্যগণের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখযোগ্য :—

প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনগর কলেজ, অধ্যাপক শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, দেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডক্টর এম, এন দাস এম, এ পি এইচ, ডি, অধ্যাপক শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টাচার্য্য এম, এ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হেড মাষ্টার) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, সাহিত্যপরিষদ বহু ছাত্র ও কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন রবিবার তাঁহার [illegible] এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযুক্ত [illegible] সম্বর্দ্ধনা করিতে একটি প্রীতিসভা হইয়াছিল। উহাতে [illegible] দাস বাবাজীর কীর্ত্তন হয়।

আমেদাবাদে কলে ধর্ম্মঘট

কলের মালিকগণ শতকরা ২৫ ভাগ হারে বেতন কর্ত্তনের প্রস্তাব করায় [illegible] মিলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করে। উহাদের [illegible] এক সপ্তাহ [illegible] দিয়াছে। প্রকাশ, একটা মিটমাটের জন্য কলের এজেন্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার নিমিত্ত শ্রমিকগণ স্থানীয় শ্রমিক সমিতির শরণাপন্ন হইয়াছে। শ্রমিক সমিতি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং কলের এজেন্টগণের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। ধর্ম্মঘট এখনও চলিতেছে।

যুবকের আত্মহত্যা

[illegible] হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে তথাকার এক বিশিষ্ট জাপানী ব্যবসায়ী [illegible] এক বিশ-বৎসর বয়স্ক যুবক গুলী করিয়াছে। গুলী বুকে, পা, ও পেট বিদ্ধ করিয়াছে।

আততায়ী যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে।

[illegible] অবস্থা শঙ্কাজনক। তিনি [illegible] সংবাদপত্রের জন্য [illegible] করেন। [illegible] আন্দোলন চালান [illegible]।

নিউজিল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ১১ই মার্চ্চ নিউজিল্যাণ্ড [illegible] নিউজিল্যাণ্ডের [illegible] চলেছে।

রেলপথ প্রস্তুত

এদিকে নিউজিল্যাণ্ড রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য বৃটিশ কারবারীর সহিত উপকরণ সরবরাহের জন্য একলক্ষ পাউণ্ডের চুক্তি করিয়াছেন।

ডিক্টেটরের পদচ্যুতি ও কারাদণ্ড

[illegible] কর্ত্তব্যে অবহেলা করায় চারি মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উহার উপর তাঁহাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে [illegible] কর্ত্তৃক যুদ্ধ হইয়াছিল। [illegible] কর্ত্তব্য পালন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন অভিযোগে ইহার প্রকাশ।

[illegible] সংবাদ

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এখানে একজন মুসলমান সাইকেলআরোহী শোচনীয়ভাবে মারা গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ সময় দূরবর্ত্তী [illegible] গ্রাম হইতে স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক [illegible] আসিতেছিলেন। স্থানীয় মিলে পৌঁছিবার কয়েক গজ দূরে সাইকেলটি হঠাৎ নীচে পড়িয়া যাওয়ায় [illegible] তাঁহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় সে গুরুতর আহত হয়।

তৎক্ষণাৎ তাহাকে অত্র হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় তাহার নাক ও মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে। চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে সে মারা যায়।

রামকৃষ্ণ সুগার মিল

এখানে ই, বি, রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন মাঠে "রামকৃষ্ণ সুগার মিল" নামে একটি বৃহৎ চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। গত সপ্তাহ হইতে মিলের কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং চিনিও প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৫ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৭৮, ২রা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৭০, ১৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৬৪ | শুক্রবার | ১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের বিবৃতি হইতে "ধাম" ও "বৈষ্ণব-ধাম" সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

"ধাম" অর্থে কলা অর্থাৎ অংশের অংশ (শ্রীধর); "ধামকং ধাম মদংশভূতং বলদেব-স্বরূপং শ্রীযুগং শেষ উক্তাংশেন আখ্যা যস্য—বক্ষ্যমাণেন বিবুধা অনন্ত অনন্তঃ পঠে ইত্যাদিশ্লোকেঃ" (শ্রীবিশ্বনাথ) "ধামকং ধাম (মদংশভূতং বলদেবস্বরূপং) শেষাখ্যং (শেষ ইত্যংশেন আখ্যা যস্য তং অথবা শেষঃ অংশঃ ন আখ্যা ব্যক্তিগত তং)
(শ্রীধর)

'বৈষ্ণব-ধাম'—বিষ্ণুতেজ (শ্রীবিজয়ধ্বজ); শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম—(তোষণী); বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পুরুষোত্তমের ধাম অর্থাৎ কলা (শ্রীশুকদেব); কৃষ্ণের অংশ (শ্রীচক্রবর্ত্তী)। ধাম অর্থে কলা বা অংশ।

"ধাম" শব্দটি বিষ্ণুতেজ-সম্বন্ধীয় চিন্ময়। আর তদ্বিপরীত শব্দ "গ্রাম"। ইহা মায়িক জীবের বদ্ধ ভূমিকা—অচিৎ বা জড়? ধামের বৈশিষ্ট্য ও গ্রামের ভেদ ধাম-বৈজ্ঞানিক চিদ্দর্শনগণই অবগত রহিয়াছেন। ধাম ও গ্রামের তুলনা-মূলক আলোচনা করিতে হইলে চিন্ময় বিচারে প্রবিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা আবশ্যক।

গ্রামে বদ্ধ জীব আমরা কৃষ্ণবিমুখ-অবস্থায় গ্রাম্যসুখ ভোগ করি; ধামে কৃষ্ণোন্মুখগণ অবস্থান করিয়া ধামপতি নিজপ্রভু কৃষ্ণসেবায় নিরত থাকেন।

আমরা গ্রাম্যসুখে মত্ত থাকিয়া গ্রামকে উপাদেয় বোধে গ্রামের বাস্তবস্বরূপ হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। ধামবাসিগণ গ্রামের হেয়ত্ব এবং বাস্তব তত্ত্ব অবগত হইয়া ধামের বাস্তব উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

আমরা কাম-ক্রোধাদির দাস হইয়া গ্রাম্য-সুখৈষণায় কত লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া গ্রাম ভ্রমণ ও গ্রাম পরিক্রমা করিতেছি। আমাদিগের গ্রাম-পরিক্রমার পথপ্রদর্শক গ্রাম্যসুখভোগী আমাদের মত কামার্ত্তগণ। ইহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে পুনঃ পুনঃ পদ-স্খলিত হইয়া মৃত্যুকূপে (অর্থাৎ বদ্ধ দেহ-ধারণে) নিক্ষিপ্ত হইতেছি।

আমাদের এই সকল দুর্দ্দশা-মোচনার্থ জগদ্গুরু মদীয় আচার্য্যপাদপদ্ম ধামের স্বরূপ অবগত করাইবার জন্য প্রতি বৎসর ধামপরিক্রমার আয়োজন করিয়া থাকেন। তৎপদরেণু-প্রভাবে ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। আমরা কাম-ক্রোধের দাসত্বে সংসার-পরিক্রমায় আর কতকাল কাম-প্রভু ও ক্রোধ-প্রভুর লাথি খাইব। বহু জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া লাথি খাইতে খাইতে, ভ্রমণ করিতে করিতে এবার সৌভাগ্যে গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

"কাম-ক্রোধের দাস হৈয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়।"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে গত ১৭ই ফাল্গুন (১৩৭০) হইতে ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিন দিনব্যাপী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথির সম্মান উপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতৎ উপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ত্তন, ভক্ত-সম্মেলন প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে মঠ-সেবকগণ উষঃকীর্ত্তন করেন, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীগৌরসুন্দরের মাহাত্ম্যসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি লীলা হইতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৮ই ফাল্গুন শুক্রবার সমস্ত দিন ও রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ দিবসও স্থানীয় ও নানা স্থান হইতে আগত বহু ব্যক্তি মঠসেবকগণের সহিত সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই দিবসও শ্রীমঠে সমাগত সকল ব্যক্তিকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

১৯শে ফাল্গুন শনিবার দিবস সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ দিবস বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক সহস্র ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শত শত গরীব দুঃখী যখন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে আনন্দিত-চিত্তে মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেছিল, তখন মঠপ্রাঙ্গণে এক অপূর্ব্ব আনন্দকোলাহল উত্থিত হইয়া সজ্জন-মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

স্থানীয় বহু ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থানুকূল্য করিয়া উৎসবটী বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) শ্রীপাদ রাধিকারমণ ব্রহ্মচারী, (২) শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় চৌধুরী, ডাক্তার, (৩) শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন সাহা, (৪) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সাহা, (৫) শ্রীযুক্ত নন্দলাল সাহা, (৬) শ্রীযুক্ত কেশব লাল ঘোষ, (৭) শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী সাহা, (৮) শ্রীযুক্ত সর্ব্বমোহন সাহা (৯) শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী জমিদার পাকুটীয়া, (১০) শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার বালিয়াটী ইত্যাদি।

শ্রীপরমহংস মঠে

গত ১৭ই ফাল্গুন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি-পূজা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় নিমসার পরমহংস-মঠে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী সেবাকোবিদ প্রভু অন্যোন্য পাঁচ জন ভদ্রলোক সহ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠ সুন্দর-ভাবে সাজান হইয়াছিল। যথাসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা ও ভোগ হয়।

শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। আরাত্রিকান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় বহু হিন্দুস্থানী মিষ্টান্ন-প্রসাদ-লাভে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান ও মনোহর শৃঙ্গারযুক্ত শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদ-বিহারীর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ বিষ্ণু তিথি গৌরাব্দ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দর্শনের স্থূল পরিচয়

[৪]

মনোধর্মী ইন্দ্রিয়জ 'প্রত্যক্ষ-দর্শন', অবরোহ 'অনুমান-দর্শন' এবং প্রাকৃত সহজ 'অপরোক্ষ-দর্শন'—প্রভৃতি দর্শনে, দৃশ্য বস্তুর রূপ গুণ-ক্রিয়া-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়বর্গ, মন ও বুদ্ধি দ্বারা যে অভিজ্ঞান লাভ করেন এবং অপর মনোধর্মীর মন প্রাকৃত ধারণায় বাস্তব-সত্তা সম্বন্ধে যে কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করে তুরীয়মানের ভূমিকায় আবদ্ধ ... কল্পনায় তাহাকেই বাস্তবসত্যের বাস্তবজ্ঞান বলিতে চাহেন। বাস্তব-সত্যের স্বরূপ-নির্ণয়ে মনের উক্ত প্রকার ধারণাকেই বর্তমান জগৎ বাস্তব দর্শন বলিয়া সাদরে-বরণ করিয়াছেন; এই মনোধর্মি-সম্প্রদায় লৌকিক যুক্তিকে সম্বল করিয়া তথাকথিত যুক্তির আবরণে 'দার্শনিক' বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে সম্মান লাভ করিয়াছেন। 'দর্শন' শব্দের কোটি-বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক আধ্যক্ষিক মনীষিগণ অদ্বয়জ্ঞান-সম্বন্ধে অজরুঢ়ি বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছেন তাই তাঁহাদের মতে, বাস্তব-সত্তাকে যদি বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে সেই বস্তু অবশ্যই কোন না কোন প্রকারে জীবের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির গ্রাহ্য হইবে; যে স্থানে তাহা না হয় সে-স্থানে তাহার বস্তুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে। ইন্দ্রিয়, মন ও যুক্তিকে আশ্রয় না করিয়া বাস্তব-জ্ঞানের ও অন্য বিকাশ সম্ভব নাই, এইরূপ বিচারমূলে জীবের সত্যানুসন্ধান-সাধনের চরম উন্নত অবস্থায় তৃতীয় মানের ভূমিকায় কারণরূপে বিরজা নদী, চতুর্থমানের ভূমিকায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এবং অতিক্রান্ত চতুর্থমান ভূমিকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষানুভূতি হইতে মুক্ত হওয়া (?)-ব্রহ্মা-ধারকালে ব্রহ্মলোক হইতে বিচ্যুতি ও জ্যোতির্ধামে অপরোক্ষ-দর্শনে অঙ্গীভূত হয়, তাহার কারণরূপে সেই নির্দ্দেশ নির্দ্দেশ স্বতঃই করিতে হয়। এবম্বিধ প্রকারে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, ও বহুকোণক দর্শনে বাস্তব বস্তুর পূর্ণ-প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। (১) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ (২) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও তৎসাম্যাবস্থা প্রকৃতি, (৩) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, সত্ত্বরজঃ, সত্ত্বতমঃ ও তমোরজঃ, যথাক্রমে এই ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ও ষট্‌কোণের যে কোন কোণক গবাক্ষ হইতে পূর্ণ গোলক-দর্শনের চেষ্টা করিলেও তাহা দূরূপে বস্তুর গোলকত্ব-দর্শনের পরিবর্ত্তে তাহাকে তত্তৎ কোণ-বিশিষ্টরূপে দর্শন করিতে বাধ্য হইবেন; সুতরাং বস্তুর স্বরূপদর্শন বা বস্তুকে তত্ত্বতঃ দর্শন করিতে হইলে জীবকে কোণের বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। কোণের দর্শনে বুদ্ধিবৃত্তি জড়-ভূমিকা হইতে ইন্দ্রিয়দ্বারে বস্তুজ্ঞান লাভ করে, আধ্যক্ষিক সাধু-সম্প্রদায় স্বরূপ অনপ্রাপিত বাহ্য জ্ঞানকে অবাধিত জ্ঞান বা সুষ্ঠু-প্রতীতি বলিয়া জানাতে প্রয়াস পাইলেও আত্মদর্শনেচ্ছুনিরত একায়ন-শাখাশ্রিত সনাতন বৈদিক বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় পরমার্থবিৎ-রূপে খ্যাত করেন—আধ্যক্ষিক সাধু প্রভৃতি তাঁহাদের নিজ নিজ কোণজ দর্শন হইতে লব্ধ বস্তুজ্ঞান কিছু কালের জন্য মন-পেটিকায় আবদ্ধ রাখিয়া, আত্মবৃত্তির আনুগত্যে বাস্তব-বস্তু স্বরূপতঃ যাহা, তাঁহার যে প্রকার স্বভাব, রূপ ও কর্ম্ম অর্থাৎ রূপ গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলাত্মক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীপাদপদ্ম-নখশোভাদর্শনে লব্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষানুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ কোণজ দর্শনের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হউন। তাহা হইলেই তাঁহারা 'অধোক্ষ-দর্শন' ও 'অধোক্ষজ-দর্শন'এর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ও উপনিষদ্ বিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

একায়ন শাখা বিশিষ্ট বেদে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঐকান্ত ঔপাধিক জ্ঞান নহে। ঔপাধিক-জ্ঞানে আপেক্ষিকতা (Relativity) আছে কিন্তু নিরুপাধিক জ্ঞান বা স্বস্বরূপে তাহার আরোপ হইতে পারে না। জীব ঔপাধিক ধর্ম্মে অবস্থিতি-কালে মনে করে নিরুপাধিক অদ্বয়জ্ঞানও সাপেক্ষ-যুক্ত। নিত্য অদ্বয়জ্ঞানবস্তু যখন নামব্রহ্মরূপে সেই (বৈকুণ্ঠজ্ঞান. বৈকুণ্ঠশব্দ ও বৈকুণ্ঠ বস্তুর মধ্যে কোন ব্যবধান নাই—একটাই বস্তু) শ্রৌত পারম্পর্য্যে অবিকৃত-ভাবে অবরোহ-পথে অবতরণ করেন, তৎকালে কর্ম্ম ও জ্ঞানাবলম্বী মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় আরোহবাদাবলম্বনে তাঁহাকে 'সাপেক্ষ-জ্ঞান বা 'তত্ত্ব জ্ঞান' মনে করিয়া সাপেক্ষ-জ্ঞানের জন্মভূমি যে মন, অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে সেই মনোধর্ম্মের জ্ঞানবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে চায়;

অদ্বয়জ্ঞানৈক-সর্ব্বস্ব আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া', 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ', 'মাধবরং বেদ তাবো ঐকো গুণকর্ম্মকঃ' প্রভৃতি বেদবাক্য ও বেদতাৎপর্য্যবিবৃতিরূপা শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহণের যোগ্যতা নাই। বেদকথিত অদ্বয় জ্ঞানে অদ্বয়জ্ঞানবস্তুতে আপেক্ষিকতার আরোপ করিতে হইবে না, উহা বিতর্কমগ্ন হওয়ায় কখন ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনের (যাহার শক্তি মাত্র বাহ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিষয়ক জ্ঞানে সীমাবদ্ধ) পরীক্ষা-যোগ্য নহে, পরন্তু স্বয়ং-প্রকাশবস্তু (সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ)। 'যারা জিজ্ঞাসু এস ভগবান্, দু'টা কথা কহি' জুড়াই পরাণ' এইরূপ আবদার করিয়া বাস্তব সত্তাকে কোণজ দর্শনের মধ্যে আহ্বান করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যবস্তু লাভ করিতে হইলে 'নিজের হাতে হোয়া'র আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুণ্ঠরাজ্য অতিক্রম করিতে হইবে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিলে বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবেশ-পথ পাওয়া যাইবে কিন্তু বদ্ধজীব নিজ চেষ্টায় এই পথের সন্ধান পাইবে না। গোলোক বা ব্রজে বাস করিতে না পারিলে কোণজ দর্শনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। বাস্তব বস্তু-বিজ্ঞানে একটী মাত্র পন্থা আছে তাহা অহঙ্কারবিমূঢ়তা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথের আশ্রয় গ্রহণ করা।

বাস্তবসত্তা—পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্য-বস্তু; জীব নিজ চেষ্টায় তাঁহার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ নহে। তাঁহার স্বরূপের সন্ধান অর্থাৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিজ্ঞান প্রদান করিবার জন্যই জগৎ গৌরবিগ্রহ মহান্ত জগদ্গুরু প্রপঞ্চে আবির্ভাবলীলা। এই বৈকুণ্ঠদূত ভৌম জগতে তাঁহার সর্ব্বস্ব-স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ পূর্ব্বক (অর্থাৎ মায়া মিশ্রিত নহে) অবতরণ করেন এবং অনাহত বৈকুণ্ঠশব্দ—নামসংকীর্ত্তনদ্বারা যখন বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞানের সন্ধান প্রদান করেন, তখন সেই বৈকুণ্ঠদূত ও বৈকুণ্ঠশব্দকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-জাতীয় বস্তুর অন্যতম বিবেচনায় পরীক্ষকের সজ্জায় বস্তুজ্ঞানে আক্রমণ করিবার দুষ্টতা প্রদর্শন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে না।

তিমিরাচ্ছন্ন জগতে সূর্য্য কৃপাপূর্ব্বক কিরণরূপে অবতরণ করেন বলিয়া অন্ধকার যদি তাঁহাকে নিজ তামসিক বৃত্তি দ্বারা আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করে অর্থাৎ আলোক পরীক্ষা করিবার জন্য অন্ধকার যদি আলোর মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। কারণ, আলোকের নিকট অন্ধকার তাহার নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারে না; হয় তাহাকে আলোর আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে, না হয় আলোর নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইবে (যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার)। সেই প্রকার অপ্রাকৃত আচার্য্য ও অপ্রাকৃত শব্দ জগতে অবতরণ করিলেও (সূর্য্য-কিরণের সহিত যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কেহ যেন শুদ্ধাচার্য্য ও বৈকুণ্ঠশব্দকে সূর্য্যের তুলনায় রশ্মিস্থানীয় বিবেচনা না করেন তাঁহারা পরিপূর্ণ বস্তু, কিরণজাতীয় অংশ-বস্তু মাত্র নহেন) তাঁহাদের স্বরূপ ও শক্তি অবিকৃত ও অপ্রতিহত থাকে। তাঁহারা স্বয়ং পূর্ণবিগ্রহ বলিয়া প্রাকৃত দার্শনিকগণকে কোণজ দর্শন হইতে মুক্ত করতঃ গোলোকদর্শনে যোগ্যতা-প্রদানার্থ তাঁহাদের সহিত বাহ্য ব্যবহার করিলেও তাঁহারা কখনও উহাদিগের মনোবৃত্তির সহিত সমন্বিত হ'ন না। অনুমান ও কল্পনামূলে বাস্তবসত্যের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রচেষ্টায় আরোহবাদী মনীষিবৃন্দের মনোবৃত্তি হইতে বহুপ্রকার মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহার সহিত আম্নায়পারম্পর্য্যে আগত আচার্য্যোপদিষ্ট বাস্তবজ্ঞানের স্বরূপগত ভেদ নিত্যকাল বর্ত্তমান। অনাদ্য-প্রতীতি-যুক্ত বৈষ্ণবলীলা কখনও তাঁহাদিগকে পরীক্ষাধীন তুলে যথাচারে পরীক্ষকের আসন অধিকার করিতে পারিবে না। হয় তাঁহাকে আচার্য্য ও শব্দের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তদীয় ধর্ম্মে সমন্বিত হইতে হইবে, না হয় তাঁহাদের স্বরূপ-দর্শনে চিরবঞ্চিত হ'তে হইবে। নিত্য স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ বস্তুকে দৃশ্যবস্তু-সাম্যে পরতন্ত্র জ্ঞান করিলে ব্রহ্মতে সর্পভ্রমবৎ বস্তু-দর্শনে বিবর্ত্ত উপস্থিত হইবে মাত্র।

অপর একটী উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইব। স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রদর্শনে তাহাকে বাস্তব চন্দ্র বিবেচনা পূর্ব্বক সেই চন্দ্রস্পর্শের যত্ন করিলে তাহা যেমন ব্যর্থতায় পরিণত হইবার পরিবর্ত্তে কল্পনার রাজ্যেই আবদ্ধ থাকিবে সেই প্রকার বাস্তব জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন-স্বরূপ এই প্রাকৃত জগতের দৃশ্য বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গম্য বলিয়া অধোক্ষজ বস্তুকেও (অধঃকৃতং জীবানাং ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানং যেন সঃ) তদন্তর্ভুক্ত ধারণা করিলে দর্পণে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের স্পর্শ-লাভের ন্যায় ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে।

পাটনায় প্রচার

গত ৩রা মার্চ্চ পাটনা গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ পাটনানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মদনগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে ছায়াচিত্র-যোগে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বিষয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' ইত্যাদি প্রমাণ-মূলে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হওয়ায় শ্রোতৃবর্গ বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। সভাস্থ ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যস্মৃতিতীর্থ, শ্রীব্রজপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীশরৎচন্দ্র মুখার্জ্জি, শ্রীদৈবজ্ঞ প্রসাদ মুখার্জ্জি, শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ রায়, শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।

অপ্রাকৃতিদের ব্যবসায়

(শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসাধিকারী)

(২)

আমরা শতকরা প্রায় শতজনই এই প্রকার চুক্তি দাস হইয়া অপ্রাকৃতিদের ব্যবসা করিতেছি। কেহ বা কর্ম্ম-মার্গে, কেহ বা জ্ঞান-মার্গে, কেহ বা যোগমার্গে এইরূপ সুখলাভের জন্য ছুটাছুটি করিতেছি।

আমরা যখন আমাদের নিত্যারাধ্য নিত্যসেব্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া গিয়া নিজে ভোক্তা অভিমান করি, তখনই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী আমাদিগকে ভুলাইয়া আমাদের স্বরূপজ্ঞান আচ্ছাদিত করে ও নিত্যপ্রভুর নিত্য-সেবানুখ হইতে চ্যুত করায়। পরে সেবীধামে নিক্ষেপ করিয়া এই প্রকার সংসার-সুখরূপ অপ্রাকৃতিদের প্রলোভন দেখায়।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥

* * *

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এইরূপ বিমুখমোহিনী মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া আমরা বন্ধনকর্ম দিয়া মায়ার সেবা করিবার জন্য অগ্রসর হই। তখন মায়াদেবী আমাদিগকে সুখ-ভোগ-আশা-রূপ অপ্রাকৃত দান করেন এবং আমরা তাহা হৃদয়-মন্দিরে বরণ করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হই। সে তাহার পূজিপত্র হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, কনক, কামিনী প্রভৃতি দূতগণের উদ্ভব হয়। তখন আমরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া, উহাদের সাক্ষাৎ সুখের কারণ মনে করিয়া উহাদের পাছে পাছে ছুটিতে আরম্ভ করি। এইরূপ ছুটিতে ছুটিতে কত কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিতে করিতে শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু এত দুঃখ পাইয়াও আমাদের জ্ঞান হয় না। আবার উহাদের মত পুনরায় সেই সুখ-ভোগের জন্য ব্যস্ত হই।

এই অবস্থায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-দূতগণ—আমাদের প্রকৃত বন্ধুগণ আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, এই ঘোর সংসার-কাননে ক্লান্ত দেখিয়া, এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে কত স্নেহভরে উপদেশ দিতেছেন।—

"জীবগণ এত কষ্ট পাইয়াও কি তোমাদের জ্ঞান হইতেছে না? আবার কষ্ট-ভোগের জন্য ছুটিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? উহা হইতে ক্ষান্ত হও, বিমুখ-মোহিনী মায়ার কুহকে পড়িয়া আর কষ্ট পাইও না। সুখ বলিয়া কোন বস্তু এ সংসারে নাই, উহা অপ্রাকৃতিদের মত। অপ্রাকৃতির বলিয়া একটী কথা আছে বটে, কিন্তু অশ্বের ডিম্ব হয় না, তেমনি সংসারে সুখ বলিয়া একটী কথা আছে বটে, কিন্তু সংসারে প্রকৃত সুখ নাই। উক্ত সুখের জন্য যতই চেষ্টা করিবে ততই ত্রিতাপজ্বালা, কষ্ট ও দুঃখ পাইবে। যদি নিত্য আনন্দ চাও তবে বৈকুণ্ঠবাসী নিত্যানন্দ-দাসগণের চরণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া তাঁহাদের চরণ-সেবা কর। তুমি ত' নিত্য-আনন্দের সেবক, তোমার ত' নিত্যানন্দ, কষ্ট, দুঃখ, ভয়, শোক, অভাব আসিতে পারে না।

তুমি নিজেই ত' উহা বরণ করিয়াছ। তুমি ত' শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি তুমি আবার ইচ্ছা করিলে নিত্যপ্রভুর সেবা দ্বারা নিত্যানন্দ লাভ করিতে পার। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা পুনরায় আহ্বান করিতেছেন—

রাধা-কৃষ্ণ বল্ বল্
বল্‌রে সবাই।
এই শিক্ষা দিয়া সব নদীয়ায়
ফিরছে নেচে গৌর-নিতাই॥
মিছে মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই॥
কৃষ্ণ বল্‌বে যবে পুলক হবে,
ঝর্‌বে আঁখি বলি তাই।
রাধা-কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই॥
যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ
বলেন যখন এ নাম গাই।"

আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরম-দয়াল শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর কত প্রকারে আমাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কত উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! দুর্ভাগাগণের অদৃষ্টের দোষ, এত উপদেশ, এত সস্নেহ আহ্বান কর্ণে প্রবেশও করিতেছে না বা তাতে বিশ্বাসও হইতেছে না। ধন্য মায়াদেবীর মোহিনী-বিদ্যা! ধন্য অপ্রাকৃতিদের প্রলোভন!

তাই বলি ভাই সব, মায়ার কুহকে পতিত হ'য়ে অপ্রাকৃতির সদৃশ সংসার সুখের সন্ধানে মত্ত না হইয়া যে কোন উপায়েই হউক, সদ্গুরুপদাশ্রয়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ কর।

"দাস-দাসাঃ নিত্যঃ স্বেচ্ছয়া"

'চাই কি"!

[শ্রীযুক্ত ভক্তিগৌরব দাসাধিকারী ভক্তিসুধাকর]

(১)
সেই ধন দাও মোরে ওগো দয়াময়,
বিশ্বমাঝে একামৃত পাইলে যাহারে।
গোলোক-সদন সব ব্রহ্মানন্দ হয়,
মহানন্দে ভাসে জীব আনন্দ-পাথারে॥

(২)
যাহার আস্বাদ মধু পাইয়া রসনা,
অপূর্ব্ব আস্বাদ ক্ষণে নিত্য নব নব।
নিমেষে মিটে যায় প্রাণ সকল বাসনা,
শুধু হয় চিত্ত তবে 'চাই চাও' রব॥

(৩)
কেটে যায় চিরতরে মোহের বিকার,
দূরে যায় মুহূর্ত্তেতে নয়নের আঁধা।
হয় জীব অনায়াসে ভবসিন্ধু-পার,
কৃষ্ণকমলে হয় প্রাণ মন বাঁধা॥

(৪)
যাতে মনোমধুকর পায় সেই,
চির-মকরন্দ-পূর্ণ আনন্দ-আলয়।
ক্ষুধাতৃষ্ণা-বিনাশক শান্তিপ্রদ যেই,
যাহে সদা সাধুচিত্ত নিত্য মত্ত রয়॥

(৫)
এতাদৃশ নাহি আর জীব-প্রয়োজন,
বিশ্ব রত্নাগারে নাহি এ হেন রতন।
সর্ব্বসুখ-সৌভাগ্যের নিত্য নিকেতন,
অতুল আনন্দ-ধারা সুধা-প্রস্রবণ॥

(৬)
যে ধন মিলে না কভু রত্নাকরে,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য সব বিনিময়ে নাই।
যে ধন নাহিক স্বর্গে নন্দনকাননে,
বিধিশিবাঞ্ছিত যাহা সেই ধন চাই॥

(৭)
যে ধনের তরে শিব সেজেছে পাগল,
যে ধনে প্রহ্লাদ শিশু সহে সর্প জ্বালা।
যে ধনে নারদ শুক মত্ত অবিরল,
যে ধনে পাণ্ডব বাঁধে বিপদের মালা॥

(৮)
যে ধনেতে মাক্ষোৎপত্তি লোষ্ট্র মনে হয়,
যে ধনে কৈবল্য হয় নরক সমান।
যে ধনে বিপুল হয় বিবাদ ক্ষয়,
যে ধনে ব্রহ্মাদি পদ হয় তুচ্ছ জ্ঞান॥

(৯)
যে ধনেতে হেরে নর বিশ্ব সুখময়,
যে ধনে মাতিয়া জীব নাচিয়া বেড়ায়।
জীব দুঃখ নিবারিতে হেসে যারা বয়,
সবে প্রাণ দিতে যাহে নিরত সদায়॥

(১০)
যে ধনের মত সুখ নাহি মোক্ষধামে,
নাহি কোন অপবর্গে—ধর্ম, অর্থ, কামে।
নাহি কোন ভয়ে মদে নাহি সুখে বনে,
সর্ব্বসুখ-সর্ব্বস্ব হয় কৃষ্ণপ্রেমে॥

(১১)
কে তুমি এসেছ মহা বদান্যাবতার,
দিলা'তে দুর্ল্লভ ধন বিধিশিবাঞ্ছিত।
পাত্রাপাত্র কালাকাল না করি' বিচার,
সবারে করিয়া দান তুমি হর্ষিত॥

(১২)
ওগো মোর প্রেমভক্তি দাতা ভগবন,
শুনিয়াছি 'দীনবন্ধু'-নামটী তোমার।
আমি যে অত্যন্ত দীন অধমী নিতান্ত,
মম সম দীন জন না পাইবে আর॥

(১৩)
নাহি চাহি ধন, জন, সুন্দরী কবিতা,
শ্রীচরণ-সেবা মোরে দাও অনুক্ষণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন ওগো মহাদাতা,
বিধিশিবাঞ্ছিত সেই প্রেমভক্তিধন॥

(১৪)
বঞ্চিত ক'রোনা এই মূর্খ দীন জনে,
কৃপা কর নাথ নাথ আপন চরণে।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহি না জীবনে,
ও-চরণ সেবি যেন জীবনে মরণে॥

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিষমসমরবিজয়ি-স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর-পঞ্চশ্রী-মহারাজ-শ্রীমদ্বীরবিক্রম-কিশোরদেব-বর্ম্মমাণিক্যবাহাদুর-মহামহোদয়ায়

প্রদত্তম্।

শ্রীমদ্ধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ পণ্ডিতকর্ত্তৃকঃ।
বঙ্গমুখ্যানবাদীশঃ শ্রীচন্দ্রবংশনন্দনঃ॥
বৈষ্ণবনৃপতিশ্রেষ্ঠপূর্ব্বপুরুষপারগঃ।
বয়সাপি নবীনোঽপি প্রবীণো জ্ঞানসম্পদা॥
পিতৃস্বভাবঃ শান্তঃ শ্রীমান্ সচ্চরিতান্বিতঃ।
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নঃ সদ্ব্যবহারকোবিদঃ॥
প্রজারঞ্জকো রাজা শিষ্টিপালিতভক্তকঃ।
রাজর্ষিকল্পঃ সাক্ষাৎ পুণ্যকীর্ত্তিগুণান্বিতঃ॥
দাতা কর্ণো যদুশ্রেষ্ঠঃ সত্যধর্ম্মা যুধিষ্ঠিরঃ।
বিষ্ণুভক্তিপরস্তাপ পৃথুর্নিয়ত্রতপ্রভঃ॥
শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্বং যাগতেন ভবান্ বরঃ।
ধামপ্রচারিণীসভাসংশ্রীতিমর্দ্দনং পরম্॥
ততঃ পুরাণবোধক সভ্যসমাজঃ সুসংসদঃ।
শ্রীমদ্বৈষ্ণবধর্ম্মাদিপ্রচারণপরায়ণাঃ॥
তৎ কৃতজ্ঞভাবেন শ্রীগৌরপাদপদ্মকে।
ধর্ম্মাং বর্দ্ধনং দীর্ঘায়ুশ্চ প্রার্থ্য সর্ব্বতঃ॥
গৌরাশীর্ব্বাদরূপেণ তুভ্যং সভাসদৈর্মুদা।
প্রার্থ্যাশীঃ কুসুমাঞ্জলি-পত্রাদ্যুপদান সমর্পিতম্॥
ভবদ্ধর্ম্মাশ্রিতা হুনেরভবাং শ্রীধামস্যাত্মা-
মনঃ কৃপণম্।
সভ্যঃ পৃথিব্যামপি বিক্রমং নিরন্তরং
সংস্থ প্রচারবন্ত।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপমহোত্সবে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠমন্দিরে পরে॥
বাণেন্দ্রগ্রহতত্ত্বাংশশাকাব্দে বঙ্গাব্দকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আম্নায় বেদাই, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শাক্তিবত ১৫/০
৩। আম্নায়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকদর্শমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ১৷/০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷/০
৭। শুভবরঙ্গ ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও,
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। ভক্তিমঞ্জিকা অনুগোষ্ঠঃ সঙ্গবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তভাষ্যার সঙ্গবাদ (মায়াবাদীয়) ৷০
১৪। দৈববর্ণ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷/০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-বিশ্বদর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷/০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৷/০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরুকথা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতি /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অক্রূরকণ ,১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণববিজয়-মঞ্জরী (পঞ্চম চারিখণ্ড) ৫
৪১। বঙ্গসমাজ ৷০
৪২। শ্রীমদুপদেশ শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রাকৃতরস শতদূষণী ৷০
৪৪। গোবর্দ্ধনাষ্টক ॥০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৪৬। প্রত্যুষকালনীয় মা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। উপনিষদ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিরচিতম্ ৷০
৫৪। সটীক বিজ্ঞানবিলাস ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সাধনাম-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌ চাণক্যসূত্র শতকম্ /০
৫৮। সারার্থশতকম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। বিবেকসীমা ওয়ার্কস্ ১৷/০
৬২ লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১
৬৩ বৈষ্ণবীতত্ত্ব ১
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উদ্বোধন /
৬৫। দি ভাগবত ১
৬৬। হরোস্কোপিক্ ফিলজফি এ্যাণ্ড ভ্যালেন্ট্যাইন ডিভোশন ১
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (কনুর ওয়ান) ৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। স্বরূপগঞ্জ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। মাধব-মুরারি-কৃষ্ণ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীনিত্যানন্দ আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীগোপীনাথ মঠ গোবিন্দপুর, হুগলী।
৯। চাতুর্ম্মাস্যপালন পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগোর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় মঠ, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীশ্যামানন্দ, আমলাজোড়া, পোঃ বাকসাম বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরানন্দ, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমায়ানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, মঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বায়, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ চিরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মধুকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবতী গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বকুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাথ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও দেওঘরের শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। খাঁটি ফরমা ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও তথ্যাবলী-সম্বলিত নয়নাকর্ষক বহু সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬ ৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—১৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫	১০—৪৪,	১০—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৮	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৭৪	১৩-৩৩	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৫৩	১৭-৪৭	২০ ২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০		১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, ঐখান হইতে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-১১ ১২-২২,১৬-৪—ও ১৮-৫৯ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭	১৬-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৭	১২-১৯	১৫-৫৩	১৬-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-২৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৬	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৫	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

৩রা মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	দাম হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
রাকা	৭৸০—৮৸০
ঐ দেশী কাঁচা চালকা গড়ন	৫৵০—৫৶০
বরগা (টি-আয়রণ)	৭৶০—৬৷৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬ ৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১১ ০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵
২০ গেজ থায়, পি, ডি, রাকা	১৪৲
২৪ গেজ দাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৶০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৵০	১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার	
পাউণ্ড দাঃ	৮৸০
ইস্পাত	৬৷৵০—৬৷৶০
,, গোলাই (গোল)	৬৷৵০—৬৸৶০
,, সমান (চৌকা)	৬৵০ ৬৷৶০
,, গোল বড় ৶০—৷৶০ সূতা	৫৲—৫৷০
, টানা রড-	
চাকা ৶০—৷৶০ ঐ	৬৲
,, বাজল দাল	৭৷০—৭৸০
,, প্লেট—ভিন্ন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮৲—৮৶০
,, চাদর ৩-১৬ যাবা বাজিল	৯৸৵—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৵০-১৷০
গরুর পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১১৲—১৪
তারকাঁটা ১ হইতে ১০ নং	২৷৵—৩৷০
.কাবাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৶০ ৯৸৵০	
ঐ টিন পাউণ্ড ৫৸৶০ মে বিষ	৬৷৶০ ,,
দাঃ প্লেন বাঁশারি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০-৩৷০
ঐ রাবট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲
লোহার দেয়ার বক্সের গোল ও	
চাকা	
ব পাতের গোলাপ সিট	
ঐ দেশী (ও রেল সিট)	৮৲ ,
গাছ ও ফুল। ও ইঞ্চি ৶১০—৸৶০ মোম	
ঐ কথা ৭৭	
.৪—৮ ইঞ্চি ।১০—৸৶০ .পাঃ ৯৩০	
দাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ) ১২৷০—১৪৷০ হন্দর	
দাঃ বিনা বং (মইকা)	
.২ ইঞ্চি ৸৵- ৸৶১০ গজ	
দাঃ পাটাতন বা জোড়া	
৬ ইঞ্চি ৷০—৸৶১ ..	

দাঃ কুল ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২	২৯৲ হন্দর
দাঃ ফাঁসার চাল	..৯৲..
দাঃ পোষ্ট-লাইট ৮—৭ ইঞ্চি	
	৸৵১০ —১৶০ গোল
চালাই লোহা	৭৷০ –৭৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৩১০ ৭	৪ ইঞ্চি ।১০ —৬
ডিচিং জলের জন্য দাঃ	
পাইপের ইঞ্চি	৷৵৫ ফুট
গাঁথন	৭—,১২৷০ এবং ,৪, নং ১৬৲
৬০—৮০ বাট ইয়া ৶১৫ সাট ২৷০—৩৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড কোং

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

নীলমণি মাত গোলাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোটরকার প্রত্যেক বাক্স (২ টিন	৯৲৬
স্থায় বাক্স	৬৷০
কন্টেনার	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৵
বড়াল	৩৩৷
চেনা পাত	৩১।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ চূড়া	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৸৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৯৮৯) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডবে :—	১০৪৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি পেড)	৯৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গ	৪৫৲

পাট কল

ভারত	৮৭৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
গঙ্গা	১৩২৲
বরানগর	১৫৩৲
কেলভিন	৩৭৩৲
হুকুম	২৪৩৲
ক্লাইভ	২,৷০
ডালহৌসী	৪০৮৷০
কেম্টা	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আকৃষ্ট সুবিধা।

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

গোয়াবাগানেতে জমিদারী নীলাম

নোয়াখালির কলেক্টার নীলামের এক বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ২৪শে মার্চ্চ ... (১৯৩৪) ... ১১টি জমিদারী ও ... ৪টি তালুক, খাজনা বাকী ... খাজনা অনাদায়ের জন্য নীলামে বিক্রীত হইবে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটে ... শ্রেণী কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

—

বৃটিশ সমর ব্যয় বৃদ্ধি

গত বৃহস্পতিবার বৃটিশ সামরিক বিভাগের ব্যয় বাজেট পেশ করা হইয়াছে। এই বৎসরের ব্যয় ... লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড বেশী দেখান হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের সৈনিক সংখ্যা ৩০ হাজার বেশী, অর্থাৎ মোট ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার।

সমর সচিব বলিয়াছেন যে, এই ব্যয় ... ১৯৩১ অব্দের ব্যয় অপেক্ষা কম। যাহা কিছু বৃদ্ধি ব্যয় সমস্তই অতি আধুনিক ব্যবস্থার জন্য হইবে।

প্রজাগণের অভিযোগ

কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুত ... ৩০টি ... বিরুদ্ধে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক ... মামলা রুজু করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্সের জন্য ... টাকা ৷৵০ ... কিন্তু ... হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ... টাকার ... মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

— —

বাস সংঘর্ষে যাত্রী আহত

... একটী বাস ... আহত হইয়াছে।

... একটী ... এবং ... আর একটী বাসের সহিত ধাক্কা লাগে। ... পুলিশ সাব ইনস্পেক্টার তদন্তের জন্য যাইতেছিলেন। সাংঘাতিক ভাবে আহত হওয়ায় অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁহাকে চিকিৎসালয়ে পাঠান হইয়াছে।

অপর দুর্ঘটনায় প্রকাশ, একটী বাস ... হঠাৎ একটী বৃক্ষে ধাক্কা লাগে। এক পরিবারের ৪ জন, ও অপর কয়েকজন ... নিহত ও ... এবং অন্যেরা সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে।

—

রাজেন্দ্র প্রসাদজী ও গান্ধীজীর পরামর্শ

গান্ধীজী গত ১১ই মার্চ্চ ... পূর্ব্বে ভূমিকম্প পীড়িত বিহারের অবস্থা ও তাহার সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত আলোচনা করেন; শ্রীযুত ... বাজাজ ও অধ্যাপক ... সহিতও তিনি পরামর্শ করেন।

... মিঃ বি, ... ডাক্তার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ ... পাঠাইতে ... তিনি ১৫ই মার্চ্চ ... যাত্রা করিবেন।

মিঃ ... এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, ভূমিকম্পে বিহারের লোকের সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ... সেখানে তাহা জানাইবেন। তিনি আমেরিকাতেও উহা জানাইবেন। বিহারের সাহায্য যাহাতে ঐ সকল দেশের লোক অর্থ সাহায্য করেন, সেই জন্য এই বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

—

কর্ম্মচারী দণ্ডিত

... টাকা আত্মসাৎ ... অভিযোগে গোয়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ... টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চিৎপুরে আলো ...

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ... নামক ... লোককে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে ... মার্কেটে একটি বালককে আলোক ... বাবদে একখানি ... হয়। আগামী ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই মামলার শুনানী মুলতুবী রাখিয়াছে।

আফিস, ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
এককালীন
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে দ্রষ্টব্য।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাময়িকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত-প্রচারিত - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৭ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা চৈত্র শনিবার ১৩৪০, ১৭ই মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:○:—

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার দণ্ডিত

মিঃ জি. সি. ভাণ্ডারী আই. সি. এস. জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মলিক নামে একজন প্রবীণ মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে এবং বাসন্তী বাবু নামে দুইজন কংগ্রেসকর্মীকে মানহানি করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মলিককে ২ শত ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অপর দুইজনকে তিনমাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তাঁহারা বি. সাহেব নামক অপর একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের এই বাসায় অন্যায়ভাবে বলাবলি করিয়াছেন যে, তিনি জেলখানার সম্মুখে একটি মসজিদ উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কলিকাতায় বন্দ বল্লভী

কংগ্রেস বিদ্রোহ-বিরোধী নেতা বল্লভ সুভাষ জন্ম হইতে কেরল প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সম্প্রতি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধে আমি অধিক কথা বলিতে চাহি না। তবে আমরা—বিদ্রোহ-বিরোধী দল উহার দেশকে উহাদের অধীন করিয়া সম্মুখে রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এখন বিদ্রোহের অপেক্ষা সংহিত রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। উহা যেন বাংলাকে একত্র থাকিতে পারে, অথচ অনুভূতি দেখা দিবে, ইহা আমি আশা করি।"

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস

আগামী ২৩শে হইতে ২৯শে মার্চ পর্য্যন্ত পুণা ফার্গুসন কলেজে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের নবম অধিবেশন হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে. সি, ভট্টাচার্য্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মহীশূর রাজ্য স্যর মির্জ্জাইসমাইল সাহেব অধিবেশনের উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন করিবেন।

—————

জাপানের কার্পাস চুক্তি

জাপানের কার্পাস কাটুনি সঙ্ঘ এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। যে সকল জাপানী প্রতিনিধি লণ্ডনে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৃটিশ প্রতিনিধির সহিত কার্পাস চুক্তি সম্বন্ধে কথোপকথন বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। চুক্তির সর্ত্ত যদি সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে সে চুক্তি গ্রহণ করা হইবে না।

মিল ধর্ম্মঘটের অবসান

আহমদাবাদ হইতে প্রকাশ, পেটেল কলের শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। কলের কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিক সমিতির মিটমাটের ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে। কলের কর্তৃপক্ষ মাসি বেতন কর্ত্তন রহিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর ভবিষ্যতেও পূর্ব্বাবস্থা ব নিয়মতাই সব দাবী সালিশ সমিতিতে নিষ্পত্তির জন্য প্রদান করিবেন বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

—————

মধ্যপ্রদেশে লাটের সফর

মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর স্যর হাইড গোয়ান বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের জন্য নাগপুর হইতে যাত্রা করিবেন। তিনি ২৬শে তারিখে পাচমারি পৌঁছিবেন।

সম্ভবতঃ তিনি ১৮ই মার্চ জব্বলপুর পরিদর্শন করিবেন। সেখানে তিনি ২১শে পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন। প্রকাশ, সেখানে তিনি ভূমিকম্পের জন্য সংস্কার অধিক ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

চিনি শুল্কের প্রতিবাদ

দক্ষিণ ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদ সাহেব চিনি ও দিয়াশলাইয়ের উপর কেন্দ্রীয় শুল্ক স্থাপনের প্রতিবাদ করিয়া ভারত সরকারের অর্থ সদস্যের নিকট তার প্রেরণ করিয়াছেন। জামাল মহম্মদ সাহেব আরও ও দিয়াশলাইয়ের উপর আমদানী শুল্ক ও কাঁচা চামড়ার উপরে রপ্তানী শুল্ক সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। চিনি শুল্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শুল্ক ভারতীয় চিনি শিল্পের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হইবে এবং উহার ফলে সরকার চিনি শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বেই যে শুল্ক প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

বড়লাট ভাণ্ডারে বরিশালের দান

বরিশাল জেলা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফৎ ৫ই মার্চ পর্য্যন্ত বড়লাট ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে একুনে ২ হাজার ১ শত ৬৬ টাকা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ হাজার ৬ শত ৮০ টাকা উৎপূর্ব্বে প্রেরিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছে।

প্রমিক নেতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি

সম্প্রতি বিদেশ হইতে কোনও অজ্ঞাত এবং প্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত কোন ব্যক্তি বা কোনও সংবাদপত্র যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার নিখিল বঙ্গ ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রামাণিক আবদুল আজিজ ও সোমনাথ লাহিড়ীকে নোটিশ দিয়াছেন।

মুসলমানে মুসলমানে দাঙ্গা

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট লালা শাহিরাম অমৃতসরের ১৫ জন মুসলমানকে দাঙ্গার অভিযোগে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, একদল আহমদিয়া মুসলমান শিয়াতুন্নবী দিবস উপলক্ষে যখন এক সভায় সমবেত হন, তখন আহরারিরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। সভায় লোকদের অনেক আহত হইয়াছেন।

অভিযুক্তদের নেতা মিয়া আবদুল্লা ১ বৎসর এবং অপর ১০ জন ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মিয়া:তুল্লা এবং অপর ৩ ব্যক্তিকে জামীন এবং ব্যক্তিগত মুচলেকার সর্ত্তে থাকিয়া দেওয়ার আদেশ হইয়াছে।

—————

কৃত্রিম রেশমের আমদানী শুল্ক

কৃত্রিম রেশমের উপর প্রস্তাবিত আমদানী শুল্কের অপরাধিতা সম্বন্ধে বাণিজ্য সদস্যের নিকট অভিমত প্রকাশের জন্য সাধুন এসোসিয়েশন স্যর জে. কে. মিত্রের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সরকার দিয়া বক্তৃতা করিবেন।

—————

কংগ্রেস কর্মী দণ্ডিত

কংগ্রেস কর্মী এবং নওগাঁর জনসভার সম্পাদক উপেন্দ্র আহমদকে গোপনে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়। তিনি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অভিযুক্ত অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন।

৭ [illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

[illegible] সংবাদ, ১৭

প্রকাশ, যুক্ত প্রদেশে [illegible] ও [illegible] লোক [illegible] যায়। [illegible] ঐ প্রদেশে [illegible] নাই। এই [illegible] আক্রমণ [illegible] আরম্ভ [illegible] ভয়ংকর কথা। [illegible] আমাদেরই [illegible] বটে। [illegible] প্রধান সচিব বলিয়াছেন,—"[illegible] এ বিপদের কথা [illegible] এবং এই দৈব-বিপদ দূর করিবার জন্য বিশেষ [illegible] করিতেছেন।" আনন্দের কথা।

আমাদের দেশে বাঙ্গালী [illegible] জাতের মধ্যে যে [illegible] থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত লোকের অভাব নাই। স্বর্গীয় [illegible], স্বর্গীয় কে, জি, [illegible], স্বর্গীয় [illegible] পণ্ডিত [illegible] লাভ করি[illegible] পারিয়াছে [illegible] ছিলেন। [illegible] আমাদের [illegible] মাত্র তাঁহাদের [illegible] জীবন [illegible] নহে, [illegible] যে তাঁহাদের নাম [illegible] হয়। বিহারের সুপ্রসিদ্ধ [illegible] [illegible] জে, সি, এস, [illegible] জে, সি, আর, ই [illegible] ছিলেন। [illegible] পণ্ডিত লোক, এবং [illegible] ছিলেন। [illegible] পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। আগামী জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনে [illegible] যে আন্তর্জাতিক [illegible] অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

[illegible] পল্লী অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান [illegible] [illegible] বাস [illegible] সম্পদে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন, [illegible] মনে [illegible] না। [illegible] নাই। এখন পল্লীতে [illegible] হিন্দু মুসলমানে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] বোর্ডে [illegible] [illegible] করিয়া

করিয়াছেন। [illegible] ভবিষ্যতে আর [illegible] [illegible] বিশেষ বলিয়া থাকিবে। [illegible] লিখিয়া [illegible] হইবে না?

পাটনায় হিন্দু [illegible]

[illegible] গ্রহণ করেন, [illegible] [illegible] পাটনার [illegible] পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীযুত [illegible] পাটনা [illegible] করিবার [illegible] অবস্থান [illegible] করেন।

বিহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের [illegible]

[illegible] [illegible] চেয়ারম্যান শ্রীযুত [illegible] চেয়ারম্যান [illegible] [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] [illegible] শ্রীযুত [illegible] সিং, [illegible] সিং, [illegible] সিং, [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] সরকার ও [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, সেন আই সি, এস [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] ১ হাজার টাকা [illegible] বাকি ১ শত টাকা, [illegible] ২ শত টাকা [illegible] টাকা [illegible] করিয়াছিলেন।

ঐ [illegible] বিরুদ্ধে আসামীগণ মুর্শিদাবাদের [illegible] মিঃ [illegible] আই, সি, এস [illegible] [illegible] করেন এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ হ্রাস করিয়া [illegible] টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

[illegible] আবার [illegible] যে অভিযোগকারী [illegible] পাইবেন।

পুরাতন পার্শীর [illegible]

[illegible] সেকেন্দ্রাবাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিল।

প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] পুরাতন পার্শী [illegible] ১৬ [illegible] [illegible]

[illegible] সম্মেলন

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ [illegible] করিয়াছেন।

ভারতের [illegible]

[illegible] প্রকাশ, আগামী [illegible] মার্চ [illegible] ১৮৪ [illegible] পুনরাবেদন [illegible]। [illegible] রিপোর্টের [illegible] [illegible] পরীক্ষা করা হইবে। [illegible] [illegible] রিপোর্ট সরকারের হাতে আসিয়া পড়িবে।

বন্দুকের অধিকার

আগামী ২৮শে মার্চ লণ্ডনে [illegible] [illegible] পরামর্শ বৈঠক বসিবে। মিঃ [illegible] ৮ ছিল সেই বৈঠকে একটি প্রস্তাব করিবেন। [illegible] সরকারের [illegible] [illegible] সমালোচনা। মিঃ [illegible] বন্দুক [illegible], [illegible] [illegible] রিপোর্ট [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন। মিঃ চার্চিল মিঃ বন্দুকের অধিকারে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

বিপ্লব [illegible] বিদায়

গত ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম কলেজের [illegible] ছাত্রদের পুনর্মিলন সভা হইয়াছে। [illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণতম [illegible] [illegible] [illegible] সভাপতিত্ব করেন।

[illegible] [illegible] করিলে পর সভাপতি [illegible] উত্থাপন করি[illegible]। [illegible] [illegible] অনুরোধ [illegible]। [illegible] [illegible] চেষ্টা করিতে [illegible]।

চট্টগ্রাম বিপ্লব দমন [illegible]

চট্টগ্রাম [illegible] উন্নীত হইয়াছে। [illegible] ২৮ বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ সালে স্থাপিত হইয়াছিল, এই [illegible] হইতে [illegible] [illegible] লাভ করে।

চট্টগ্রাম বিপ্লব দমন [illegible] [illegible] সভায় [illegible] শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্ত্তী, [illegible] শ্রীযুত [illegible] [illegible] শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্ত্তী এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিপ্লব [illegible] [illegible] কোন [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] খুনী [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] মিঃ জে, কে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছেন।

[illegible] বিবরণে প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, গত [illegible] মাসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ীতে লইয়া আসে। [illegible] বাড়ীতে [illegible] আর ঘরে ফিরে নাই। পরদিন প্রাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ীতে [illegible] যায়, তখন আসামীরা তাহার [illegible] [illegible] দিকে টানিয়া লইয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারী সাক্ষী [illegible] করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ | ১৬ বিষ্ণু, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ শনিবার | ১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও স্তুতির পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। পরমকারুণিক শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় উত্তরবঙ্গে আলোচনা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কীর্ত্তনকারী ও শ্রোতৃবর্গের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আউল, বাউল প্রভৃতি অপ ও উপসম্প্রদায়ের কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দেবগণ স্তব করিতেছেন,—আপনার পাদপদ্মোদ্ভূতা এই ধরণীর ভার আপনার আবির্ভাবমাত্রেই অপনীত হইল, ইহাই আমাদিগের পরম ভাগ্য। পরন্তু আরও আমাদের ভাগ্য এই যে, আপনার সুশোভন ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশাদি শুভ লক্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে অঙ্কিতা এবং স্বর্গলোককে আপনার অনুকম্পিত দেখিতে পাইব।

হে ঈশ, অসংসারী আপনার জন্ম-কারণ লীলা ব্যতীত আমরা আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। জন্মকর্ম্ম-বাধ্য জীবের ন্যায় আপনার জন্মাদির কোন কারণ নাই। কেননা, হে নিত্যমুক্ত, জীবাত্মায় যে জন্মাদি তাহা আপনাতে অপাশ্রিতা অবিদ্যা দ্বারাই হইয়া থাকে।

হে ঈশ, আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব) কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রামচন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতাগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করুন অর্থাৎ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। হে যদূত্তম, আমরা আপনাকে বন্দনা করিতেছি।

অনন্তর দেবগণ দেবকীকে বলিতেছেন,— হে মাতঃ দেবকি! ভাগ্যক্রমে আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ বলদেবের সহিত আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন। অতএব মরণোন্মুখ কংস হইতে আপনার কোন ভয় নাই। আপনার (নিজ) পুত্র কৃষ্ণ যদুদিগের রক্ষক হইবেন।

দেবতাগণ রূপাতীত পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুকে এই প্রকারে স্তব করিয়া ব্রহ্মা ও শিবকে অগ্রে লইয়া সুরপুরে গমন করিলেন।

অজ ভগবানের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণান্তে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ কৃষ্ণকে আমাদের ন্যায় কোন জন্মমরণশীল জীব-বিশেষ মনে করিবার দুষ্টা হরিভক্তিহীন আমরা প্রায় শতকরা শত জনই অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবানের লীলা নিজের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে গিয়া সাধু-শাস্ত্র ও গুরুর আনুগত্য বা উপদেশ অবহেলা করিলে আমাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে।

গত ১১ই মার্চ্চ রবিবার একাদশী দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট বোর্ডিং-এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রধান শিক্ষক ও কোমলমতি ছাত্রগণের সমক্ষে শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ [illegible] অধিকারী ভক্তিবৈভব মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায় হইতে 'জীবশক্তি'-সম্বন্ধে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] বিগলিত হইয়া শচীমাতাকে উপলক্ষ করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবগণের পরিত্রাণের জন্য জীবের কঠোর গর্ভযন্ত্রণা-বর্ণন, ত্রিতাপজ্বালা-পরিপূর্ণ সংসারে নানাপ্রকারের দুঃখভোগ সহ্য করিয়া সংসার-বন্ধন-সম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিয়াছেন তদ্বিষয় তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। কি কারণে সংসারে জীবকে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক প্রভৃতি ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হয় এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিলে এই সমস্ত দুঃখকষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় তাহা তিনি [illegible] সুন্দররূপে বর্ণন করেন।

শ্রোতৃবৃন্দ উহার পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দানুভব করেন। তৎপরে ছাত্র, শিক্ষক ও [illegible] সম্মিলিত-কণ্ঠে [illegible] কীর্ত্তন করিয়া যোগপীঠ শ্রীমন্দির মুখরিত করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব

গত ১৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি পূজা যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠরক্ষক [illegible] মঠোপদেশক শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর [illegible] ও গৃহস্থ মঠসেবকগণ [illegible] পূর্ব্বাহ্ন হইতে উচ্চকীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠ মুখরিত করেন। পরে মঠরক্ষক প্রভু আসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌরজন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মঠরক্ষক প্রভু ও অন্যান্য মঠসেবকগণ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমন্দিরে আগত ভাগ্যবান্ জনগণের নিকট শ্রীশ্রীগৌরলীলা কথামৃত বিতরণ করেন।

সন্ধ্যায় সমবেত বহু সজ্জন ও বৈষ্ণববৃন্দের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরপদাবলি, কলিকলুষ-বিনাশী, শ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা, [illegible] মঠাঙ্গন মুখরিত হইতে থাকে। শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে স্বীয় আবির্ভাব লীলা প্রকাশ করিয়া জগতে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা প্রচার করেন। সেই স্মৃতি জাগাইবার জন্য সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী [illegible] শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং উক্ত নৃত্য কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরবিগ্রহের অভিষেক ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অর্চ্চন, আরাত্রিক ও ভোগরাগ সমাপ্ত হয়।

অতঃপর মঠরক্ষক প্রভু সমবেত বহু শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে [illegible] সম্পূর্ণ অধ্যায়, মানবের পাপ ও [illegible] কলিযুগপাবন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করা তাঁহার আবির্ভাবের একটী কারণ, এই স্বীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিয়া

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ বিষ্ণু অব্দার ক্ষীরোদশায়ী ৪৩৮

মহামন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নামের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

উপরিউক্ত মহাবাক্যসমূহে জানিতে পারা যায়, মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন করিলে সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে—পরম ও চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য হয়। তাহা হইলে মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন অনেকের চিত্ত আলোড়িত করিয়া থাকে। গোস্বামিগ্রন্থে আমরা ইহার সুন্দর সমাধান দেখিতে পাই। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ পঞ্চমাধ্যায় ত্রয়োবিংশ-শ্লোকের ক্রম-সন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন—'যদ্যপি (দীক্ষাপেক্ষা) স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।' অর্থাৎ যদিও দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই দেহে আত্মবুদ্ধিহেতু কদাচারে রত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ঐসকল কদর্য্য বৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ঋষিগণ ঐরূপ অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে অর্চ্চনের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

কৃষ্ণমন্ত্র ও কৃষ্ণনামের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

যে-পর্য্যন্ত দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, সে-পর্য্যন্ত বস্তুতঃপক্ষে শ্রীকৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদিত হন না। অধিকাংশস্থলেই নাম-গ্রহণের ছলনায় আমরা নামাপরাধপঙ্কে পতিত হই মাত্র। যাঁহারা নামগ্রহণের ছলনা দেখান, তাঁহাদের অনেকেই শ্রীনাম-তত্ত্ব কি, তাঁহার সংবাদ রাখেন না এবং নামাপরাধ ও নামাভাস বলিয়া যে আরও দুইটী বিচার্য্য বিষয় আছে তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান করেন না। সৌভাগ্য-ক্রমে সদ্গুরু ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনামের পার্থক্য শ্রবণ করিবার সুযোগ যাঁহাদের হয় তন্মধ্যেও যাঁহারা আমার ন্যায় সংসারকূপে আবদ্ধ, তাঁহারা ঐ বিচারগুলি হৃদয়ে ধারণ করেন না। হৃদয় বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেরই ধারণা—শ্রীনামের যখন পাপনাশিনী ক্ষমতা রহিয়াছে, তখন পাপ করিতে আর সঙ্কোচ কেন, শ্রীনামেই তাহা ক্ষালিত হইবে। সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া কেমন খেলায় কোনও প্রকারে নামাপরাধ করিলেও সর্বসিদ্ধি আমার করায়ত্ত হইবে। আমরা মুখে নামবলে পাপবুদ্ধির গর্হণ করিলেও অধিকাংশ স্থানে ব্যবহারে দেখা যায়, এই নামাপরাধের হস্ত হইতে আমরা মুক্তি পাই নাই। শ্রীনাম আলস্য বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ মহেন। শ্রীনামগ্রহণ-কারীর চিত্তে আলস্য কখনও স্থান পায় না। তিনি আহার, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া নিরন্তর শ্রীনামের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীনাম গ্রহণ প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীল কবিরাজগোস্বামীপ্রভু ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরিলেহ কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপায়ে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন, আমরা কিন্তু সেই উপায়-গ্রহণে পরাঙ্মুখ। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'উত্তম হঞা হ'বে নিরভিমান' আর আমরা যে দৈন্য ও নিরভিমানের ছলনা দেখাই, তাহার মূলে রহিয়াছে—অপরের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-গ্রহণ। 'আমি হীন'—এই উপলব্ধিটা আমার হৃদয়ে মোটেই স্থান পায় নাই। একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলেই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই। অপরের নিকট যখন দৈন্যোক্তি প্রকাশ করি, তখন যদি যাহার নিকট দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিলাম, তিনি আমাকে বড় বৈষ্ণব বলিয়া প্রশংসা না করেন, তাহা হইলে আমার মন প্রভু বড়ই কষ্ট হইয়া পড়েন। আমাকে কেহ সম্মান না দিলে আমার ভেতর হইতে ক্রোধাগ্নি প্রকটিত হইতে থাকে। আমি তখন ক্রোধানলে জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হই। শারীরিক বলের অসামর্থ্য-নিবন্ধন তাহা না পারিলেও মন কিন্তু আলোড়িত না হইয়া নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি থাকায় আমি তাহাদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ; তাই আমি মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে কিছুমাত্র আগ্রহান্বিত নহি। আমার সংসারাসক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সংসারের স্ত্রীপুত্রাদির জন্য ভোগোপকরণ সংগ্রহের মনোভাব সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে। আমি ভাবি "গৃহে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা করিব কিন্তু সে সুযোগ আমার কখনও হয় না। স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিতেই সময় পাই না, অর্চ্চন-পূজনাদি আর কখন করিব? আবার অর্চ্চনাদি কার্য্যে নিষ্ঠার অভাব হইলে সমূহ অমঙ্গল, সুতরাং অর্চ্চন-পদ্ধতিকে দীপান্তরিত করিয়া সংসার-ভোগে প্রমত্ত থাকা যাক্। সময়ে সময়ে মালিকার মুদ্রা দেখাইয়া আমি বড় ভজন-পরায়ণ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে।" এই প্রকার যে-সকল চিন্তাস্রোত আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের জন্য মন্ত্রদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লব্ধ দীক্ষাবিধি পালন করিতে করিতে যখন আমরা মনোধর্ম হইতে ছুটী লাভ করিব, আলস্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব তখনই শ্রীনামের স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবেন।

শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনাম আমাদের হৃদয়দৌর্ব্বল্য বিনাশ করেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা শ্রীনামের চরণে শরণাগত না হইয়া নামাপরাধ গ্রহণে যে ব্যস্ততা দেখাই, তাহাতে কোনও সুবিধা হয় না। নাম-অপরাধের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য মন্ত্র-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে দেখিতে পাই চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গের সর্বপ্রথমেই—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥

সর্বপ্রথমে গুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ, তৎপর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুদেবের নিকট হইতে ভক্তিবিষয়ক শিক্ষা-লাভ। দীক্ষা-শিক্ষা-লাভের মূলে বিশ্বাস-সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা ও সাধু মহাজনগণের আচরিত বর্ত্মানুশীলন।

আমি বদ্ধ জীব; বদ্ধতার নিদর্শন-স্বরূপ দেহাত্মবুদ্ধিরূপে কদর্য্য স্বভাব আমার সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় কি প্রকারে আমার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা জানি না। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য—গুরুমহাপুরুষগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করা এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে চলা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার কদর্য্য স্বভাব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আমাকে মন্ত্রদীক্ষা ও মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। আমার কর্ত্তব্য আলস্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত অর্চ্চনাদি করা ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা। দীনবন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে এই দুইএর কোনওটীর সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব নহে। মন্ত্র ও মহামন্ত্রে ভেদ-বুদ্ধি করিতে হইবে না। বিপ্রলম্ভ-কুলচূড়ামণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় গাহিয়াছেন—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥

মন্ত্রদীক্ষা-প্রদান-পদ্ধতি যদি মহাপ্রভুর অনুমোদিত না হইত তাহা হইলে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ ইহার বহুমানন করিতেন না। শ্রীগুরুদেব হইতে আমি অধিক বুঝি,—এ কথা মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া নাম-গ্রহণের যে ছলনা, তাহাতে নামাপরাধ ব্যতীত আর কিছুই হয় না; এই প্রকার নামগ্রহণ-ছলনায় সংসারাসক্তি যে বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রই বিশেষরূপে অবগত আছেন।

উপরিউক্ত বিচার হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন বাদ দিতে হইবে। মহামন্ত্র নির্বন্ধ সহকারে জপ ও কীর্ত্তন করিতেই হইবে, তাহাই মহাপ্রভুর ও শ্রীগুরুদেবের আদেশ; তবে অর্চ্চন বা অর্চ্চন ও গুর্ব্বার্থ-স্বরূপ অন্যান্য সেবাকার্য্য উপেক্ষা করিলে শ্রীনাম জিহ্বায় কীর্ত্তিত হইবেন না। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে—"স্বেদোদ্গমে হি জিহ্বায়াং স্বসেবে স্ফুরত্যদঃ।" শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত সকল সেবাকার্য্য করিতে হইবে—

"কি শোয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

"স্বরূপ-বিস্মৃতি"

[শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ ব্যাসাধিকারী ভক্তিদেবের]

গুরু অভিশাপে পড়ি' মহাপাপে
শচীপতি পুরন্দর।
অপরাধে হায় নরে যথা যায়
নীচ যোনি ভয়ঙ্কর॥
শূকর-রূপেতে জন্মি' অবনীতে
মানস-সায়রে রয়।
শূকরীর সহ মত্ত অহরহঃ
ভুলি' পূর্ব্ব পরিচয়॥
মলিন বিরূপে ভুলিয়া স্বরূপে
বেড়িল মোহের জাল।
বহু সুতা সুত লভি' হৃষ্টচিত্ত
কাটায় আনন্দে কাল॥
দেবারি' এ কেন দুর্দ্দশা ভীষণ
সেইখানে উপনীত।
কমলযোনি কহে শান্ত বাণী
একি তব বিপরীত॥
শচীর ঈশ্বর তুমি পুরন্দর
হে ইন্দ্র শূকররূপি ?
অমরা ভুবন তোমার আসন
রাজত্ব ত্রিলোক ব্যাপি'॥
সেথা নিবাসে বহু দাসী দাস
করে সদা সেবা তব।
নন্দন-কানন বিলাসভবন
ভুলে গেছ তুমি সব॥
চল ত্বরা করি' মোহ পরিহরি'
আপন আবাস-স্থল।
তোমারে সেবিতে অমরাবতীতে
দাঁড়িয়ে সেবকদল॥
বিরিঞ্চি-বচন শুনিয়া তখন
ক্রোধে ইন্দ্র হ'ল অন্ধ।
বিধি বিনাশিতে ধাইল বেগেতে
এমনি মায়ার বন্ধ॥
আমি ত' শূকর তাতে পুরন্দর
শূকর আমার পিতা।
শূকরী-উদরে জন্ম বরাপরে
শূকরী আমার মাতা॥
শূকরের বংশে শূকরের অংশে
জনম হয়েছে মোর।
শূকরী গৃহিণী আমার পরাণী
যাহে সুখী নিরন্তর॥
শূকরী সংহতি সন্তান সন্ততি
পেয়েছি ভাগ্যের জোরে।
সোণার সংসার ভাঙ্গিবা আবার
স্বর্ণপুরী লয়ে কারে॥
নিন্দ এ জন হিংসুক দুর্জ্জন
হেরিয়া মোদের সুখ।
এসেছে বধিতে এই ছল পেতে
দিতে মোরে ঘোর দুখ॥
দেখিয়া ইন্দ্রের আসক্তি অন্ধের
ভাব ব্রহ্মা ভাবনায়।
মানসিজ পাড়ে তার বংশ পুত্র
একে একে হরি' লয়॥
শাবক-শোকেতে ইন্দ্র ক্রোধচিতে
বিলাপ কম্পিত করি'
গর্জ্জে সুগম্ভীর হইয়া অধীর
ব্রহ্মারে চিনিল অরি
পুনঃ চতুর্ম্মুখ স্বরূপবিমুখ
বাসবে করিয়া দয়া।
মায়া-সিন্ধু হ'তে তারে উদ্ধারিতে
হরিল শূকরী জায়া
হবে অসহায় হ'য়ে হীন-বল
আত্মীয়-স্বজন-নাশে।
উপায়বিহীন হ'য়ে অতি দীন
চিতে বিধি-উপদেশে॥
মানস-মুকুরে অতি ধীরে ধীরে
আপন স্বরূপ জাগে।
শূকরের রূপ আমার বিরূপ
ছিনু যে সুরেন্দ্র আগে॥
কেশবের দাস স্বর্গে মোর বাস
বাসব আমার নাম।
সেবিতে উপেন্দ্র হ'য়েছি মহেন্দ্র
পেয়েছি অমরা-ধাম॥
বুঝিয়া আপনে পড়িল তখনে
বিধির চরণ ধরি'
তুমি কৃপা ক'রে উদ্ধারহ মোরে
দুর্গতি মোচন করি'
বিধি দয়াময় হইয়া সদয়
বন্ধন ছেদন ক'রে।
বিষ্ঠাগর্ত্ত হ'তে তুলি' নিজ হাতে
পাঠাইলা সুরপুরে॥
জীব কৃষ্ণদাস পড়ি' মায়া ফাঁস
যেমতি জগতে হায়।
স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপে মজিয়া
নরকের পথে যায়॥
কৃষ্ণ-নিজজন উপনীত হন
হেরিয়া জীবের ক্লেশ।
সাধু-গুরুরূপে ভব-অন্ধকূপে
দানে শাস্ত্র-উপদেশ॥
স্বরূপ-সন্ধান করিতে প্রদান
করয়ে অখিল চেষ্টা।
চল নিত্য দেশে কেনরে বিদেশে
হরি ভজ করি' নিষ্ঠা॥
সাধুর বচন শুনিয়া তখন
ক্রোধে মোর জ্বলে হিয়া।
কহিনু দুর্জ্জনে সাধু মহাজনে
গৃহ হ'তে খেদাইয়া॥
"আমি ত' শূকর ভবে নিরন্তর
ক'রিব অসতে সঙ্গ।
বিষ্ঠাই ভোজন ধর্ম্ম সনাতন
এই ত' মোদের রঙ্গ॥
চাই না শুনিতে কভু শ্রবণেতে
তোমার হরির কথা।
সংসারবন্ধনে সুখ পাই মনে
কেন দাও বৃথা ব্যথা॥"
সেই সাধু জনে কোপ বচনে
মোর শত্রু ভাবি মনে।
কিন্তু দেখি তাই বন্ধু কেহ নাই
তাহা বিনে ত্রিভুবনে॥
না চিনিনু তাঁরে পড়ি' মোহ ঘোরে
বিষম করম পাকে
ওগো সাধু জন দাও কৃপাকণ
এ দীন কাতরে ডাকে
সর্ব্বস্ব আমার হরিয়া এবার
দাও গো শ্রীপদে স্থান।
মোহ দূর ক'রে চেনা দাও মোরে
নতুবা ত্যজিব প্রাণ॥

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

কাব্যহংসাকরসুধাক্ত-
বহুজ্ঞঃ সর্ব্বগুণাশ্রিতাত্মা।
বঙ্গেন্দ্রনাথঃ সুনয়প্রবীণঃ
শ্রীমানসৌ বীরকুলাগ্রগণ্যঃ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠস্যাতিহিতৈষী সজ্জনপ্রিয়ঃ।
এম্-এ, বি-এলুপাধিক এম্ এল্ সি-পদভাজনঃ॥
নামপ্রচারিণীসংসদৈতস্মিন্ সমর্প্যতে।
ন্যায়রত্ননিধিরিতি-খ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মধুমাসকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনদীয়াখ্যভাগ-সুশাসকবরস্তু যঃ।
ন্যায়নিষ্ঠৈকচিত্তঃ সদ্রাজভক্তিপ্রচারকঃ॥
প্রজাসুবৎসলঃ শ্রীমান্ সজ্জনপ্রীতিমান্ সদা
স্বাধিকারোচিতে কৃত্যে জাগরূকঃ সুপণ্ডিতঃ॥
শ্রীহরিচরণাখ্যোঽসৌ বংশনামভূষণঃ।
ন্যায়সিন্ধুরিতিখ্যাতিপ্রবরেণাত্র ভূষ্যতে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মধুমাসকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনামমাহাত্ম্যপ্রকাশকত্বে
বিশুদ্ধসিদ্ধান্তগিরাং প্রচারে।
ভক্ত্যানুগত্যাং যততঃ সদৈব
বহু প্রচেষ্টাখিলচিত্তবৃত্ত্যা॥
বাগ্মিপ্রধানঃ প্রবরো বুধানাং
যো ভক্তিসারঙ্গপদাব্জভৃঙ্গঃ।
অপ্রাকৃতাখ্যো দ্বিজবর্য্যবংশ্যঃ
সাধুশ্চিরাশেষগুণৈকবাসঃ॥
তস্মৈ শ্রীমতে দৈব দীয়মানোঽস্তু সাদরম্।
উপাধিপ্রবরঃ সদ্ভিঃ "মহামহোপদেশকঃ"॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মধুমাসকে॥
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

জগতে শ্রীয় অবতারের কারণ ইঙ্গিত করিলেন—ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

অনন্তর শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের পর সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার এম-এ, বি-এল জমীদার নারায়ণগঞ্জ, শ্রীশরৎচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন কলেজের প্রবীণ সংস্কৃতাধ্যাপক, শ্রীনলিনী মোহন চৌধুরী এম্-এ, অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ, বি-এল, সংস্কৃতাধ্যাপক আনন্দমোহন কলেজ, অধ্যাপক শ্রীমুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এস সি, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ মণ্ডল বি-এস-সি, শ্রীবিপিনচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল, শ্রীচিত্তরঞ্জন সরকার এম্-এ, বি-এল, শ্রীবিমলাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, নাজির জজকোর্ট, শ্রীকবিভূষণ বসু সাবজজ, ডাঃ রমেশচন্দ্র হালদার, শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর মুখার্জ্জী, মোক্তার, শ্রীমতীন্দ্রনাথ গুপ্ত বি-এ, বি-এল, শ্রীউমেশ চন্দ্র দাস, ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়গণ।

মঠসেবক শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ নন্দন রামানন্দ ব্রহ্মচারীজীর অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাঁহাদের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিরাট, শ্রীচৈতন্যশরণ্য ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশেষ ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধাধার (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। তত্ত্বসূত্র ।০
শ্রীচৈতন্যপ্রভুবন্ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
১২। মুক্তাচরিত বঙ্গানুবাদ সাহুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সাহুবাদ (দ্বাদশবাণী) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। জীব-বিশ্ব দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চনকণ ৴০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চন-কণা ৵৬
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মাধমঞ্জরী সাহুবাদ ।০
৪৪। গোপালচম্পুঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। বৃন্দাবনী বা বাংলাদশজয়ী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও বিশ্বনাথ টীকা এবং পিয়ূষ ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। উপদেশাবলী ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাম্প্রদায়িকী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতিঃ ।০
৫৪। সটীক-সিদ্ধান্তরত্নম্ ।০
৫৫। স্তব-ত্রয় ।০
৫৬। সংস্কৃত শিক্ষাষ্টক ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নবদ্বীপ ।০
৬১। বিদেহীর ও স্বরূপ ।৶০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৪। গোরাচাঁদ গৌড়ীয়মঠ ইন্ টুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] আন্দোলন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বামনগোপাল পাট—পোঃ ঢাকাদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ পাণ্ডবেশ্বর বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসুদ, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ ময়মনসিংহ, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদন-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকান্দী, পোঃ রঘুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রজভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুঞ্জা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কচিবগলি, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—বংশবেড়োপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—বংশোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিদ্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তগণের মুখ মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ উহার ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রী গৌড়ীয় বেদান্তসমিতির সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠ মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থে বহু বিখ্যাত চিত্র,মানচিত্র ও ভক্তবৃন্দ-সহ [illegible] থাকিবে। গ্রন্থের বহুল প্রচার আবশ্যক হেতু [illegible] প্রকাশিত হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং যত সত্বর নিজ ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৯,	৭—২৬,	১৩—১৪	১৯—২৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫ ৫০,	৯—৭৭,	১৬ ৪৮,	১৮—৩২,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—১৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪২,	১০—৪৪,	১৫—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩১,	১১—২০,	১৪—৯,	১৮ ১১,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	৯—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪০
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নূতন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৭-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩০	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৮-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৮-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে নবদ্বীপঘাটে নামিতে হয়, তাহারা নবদ্বীপঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ [illegible] গাড়ীর সময় গাড়ী পাইবেন।

[illegible] হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-১৬, ১১-৩৫,১৬-৪ ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৫৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১২	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৪৯	১২-৪০	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৫০	১৬-৪	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৪	[illegible]	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-২৩

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৩রা মার্চ্চ ১৯৩৪

টিনের দৈশালী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড় (কেকে বা গোল [illegible]	
গজ	[illegible]—৫৸০
ঐ দেশীয় জাহাজ পাতা	৫/০—৫৶০
বস্তা (টি-আয়রণ)	৭৷/০—৮৷/০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৸০
গ্যালভানাইজড করোগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷/০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১১৷/
২৪ গেজ প্লেন, বি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ প্লেন শীট—	১১৷/০
২৬ গেজ „ „	১২৷/০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸/০	১৪৲
বাবের সেঁকা কাটাতার ১০০	
গজের দাম	৮৷০
চিন পাতি	৬৷/০—৭৷/০
„ [illegible] (গোল)	৬/০—৭৶০
„ [illegible] (চৌকা)	৬/০ - ৭৶০
„ গোল ৫৬ ৮০ -১৶০ গুণা	৫৲—৫৷০
„ টিনা ষড়-	
চ্যাপ্টা ৶০—১৶০ ঐ	৬৲—৬,০
„ [illegible]	৭৷০—৭৸০
„ স্টেট—টিন ও ৫৷ বোটা	
দাম	৮৲—৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ গায়া বাণ্ডেল	৯৸/—১১৷০
কোদাল রিভেট (পরি বণ্টন) ১/০-১৷০	
বাবের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ২— ৮ ইঞ্চি ১১৲—	১৪৲
[illegible] ১ হইতে ১০ নং ২৷/-২৷০ মাত্র	
জাপান ৭, ৫, ৬, ৭৸/০ ৮৸/০ ৯৸/০ ঐ	
ঐ বিল পাত্তিত ৫৸/০ দেড় ইঞ্চ	৭৷/০ „
গ্যাস প্লেন পাইপ ৭—১১ ইঞ্চ	২৷০-৭৷০
ঐ ফিটিং „ ৭—১১ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার ঢালাই নলের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— „
ঐ গোলের লোহার শিট	৫৲ „
ঐ পেটেণ্ট (৫ ফুট লম্বা)	৮৲ „
লোহার ছুরুর —৩ ইঞ্চি ৶১০—৷৶০ গোল	
ঐ চৌকা ৭৭ নং	
২—৬ ইঞ্চি	১৷০—৸৶০ পেঃ ডজন
গ্যাস তার ১৩—২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর
গ্যাস বিবাহ (বড়া)	
১২ ইঞ্চ	৷৶—৸৶১০ গ্রস
গ্যাস পাটাতন বা ক্রোলা	
৬ ইঞ্চি	৷০—৸/০ „
গ্যাস স্ক্রু ১৪০০ [illegible]	১১৲ ১৯৲ ডজন
গ্যাস ওয়াসার চাকা	১১৲—১২৲
গ্যাস বোল্ট নাট [illegible]	
	৷০/১০—১৶০ গোল
চালাই বেলিং	২৷০—২৷০ হন্দর
এ রেল পাটির পাত	
৩ ইঞ্চি ৶১০ হ	৪ ইঞ্চি ১৷০ ফুট
টিনের বাসনের জন্য পাত	
প্লেইপত্র ইঞ্চ	৷৶৫ ফুট
পাতা ৬নং ১৯৷০ ৫০	৪৲ ৬নং ১৭৲
৬০—৮০ বাণ্ডিল ৶১৫ মাত্র	২৷০-২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

[illegible] ঘাট লোহাপটী বড়বাজার, ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

গোল্ডেন শ্যাক্রোন গ্যাস (২ টিন)		৯৲
পথ মার্কা	„	৬৷০
ক্যারোসিন	„	৭৲

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸/
গহনা	৩০৸
চরা পাত	৩১৷০
রূপার দর	
রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ গুঁড়া	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ ক্রমবন্ধ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ বণ্ড (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ৭৫ ১৯৪৫	১০৪৷/০
ডিবেঞ্চার	
৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৮) কলিকাতা পোর্ট- ট্রাষ্ট ভারে—	১০২৸/০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (অর্দ্ধ)		৯২৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	৯২৲

কাপড় ও সুতার কল

কেশিরাম মিল	৪৫৲

পাট কল

নৈহাটী	৫০৲
আগরপাড়া	১৯৫৲
বালী	১৭২৲
বরানগর	১৫,৭৲
কেলভিন	৩৭০৲
৫৬৫	২৪৫৲
হুগলী	২,১০
কানকিনারা	৪৩৮৷০
কেন্টা	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

ঠিকানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশু সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মজঃফরপুর কল্যাণ ব্রত সঙ্ঘ

সর্ব্বনাশী ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই মজঃফরপুর সহরে কতিপয় যুবক দুঃস্থের সহকারী বিত্ত আশ্রয়ের অভাব হইতে উদ্ধার, পীড়িত ও দুঃস্থদিগের সেবার কার্য্যে অগ্রসর জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত চাঁদা লইয়া আত্মনিয়োগ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সাংঘাতিক রূপে আহত ও শোকগ্রস্তা হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাহায্যে দুর্গতদের সেবা ও বিপদ উদ্ধারের কার্য্য সুষ্ঠু ও সঙ্ঘবদ্ধরূপে পরিচালনের নিমিত্ত এই 'কল্যাণ ব্রত সঙ্ঘ' নামক স্থানীয় সেবাকার্য্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। উহার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায়সাহেব কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামস্বামী চরণ সিংহ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ পাণ্ডে ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র মনোনীত হন। সম্প্রতি সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী চিকিৎসার্থ কলিকাতায় যাওয়ায় শ্রীযুক্ত রায় সাহেব কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্ঘের কার্য্যের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে থাকায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন দত্ত কোষাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সঙ্ঘ বেসরকারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক পরিচালিত স্থানীয় "বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ" কমিটীর সহযোগিতায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং বিশেষভাবে ভূমিকম্পপীড়িত দুঃস্থ পরিবারবর্গের বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগের অভাবের অনুসন্ধান ও মোচন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া অন্ন ও রিলিফ সোসাইটীর কার্য্যে এই সঙ্ঘ নিয়োজিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটী হইতে এই সঙ্ঘ ৫০ টাকা নগদ ও কিছু বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আনুমানিক ২০০৲ টাকা মূল্যের সাহায্য এবং সরকারী রিলিফ কমিটি হইতে ৩০০৲ বাঁশ ও একটী কম্বল, ৩টি তারপুলিন সাহায্য পাইয়াছেন। সম্প্রতি সঙ্ঘের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে সঙ্ঘের কার্য্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষিত হইয়া অনুমোদিত হইয়াছে। মোট আয় ২৫৮২৲ জনসাধারণের চাঁদা হইতে প্রাপ্তি মোট ব্যয় ১২২২৲ অবশিষ্ট মোট [illegible]। সঙ্ঘ হইতে ভোলানাথ বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের কমিটির হাতে শিশু আশ্রমে বাঙ্গালী ও বিহারী অধিবাসী মোট ২৭টী দুঃস্থ ভদ্রপরিবারের মাসোপযোগী অন্নের চাউল ও এর পূর্ব্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক দুঃস্থের নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক দুইটী সময়ে চাউল ও আটাসহ দুই বেলা আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; জল, আলো, বাসস্থান, ঔষধাদি এবং দুটি ঘর হইতে রক্ষা ও পায়খানার নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সঙ্ঘের আশ্রমে আপাততঃ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৫০ জন আশ্রিত আছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী পরিবারকে অন্ন ও বস্ত্রসাহায্য করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সঙ্ঘের তরফ হইতে মজঃফরপুরের প্রত্যেক দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের ও দরিদ্রদিগের বাড়ী বাড়ী যাইয়া খাদ্য, কম্বল, বস্ত্র ও বহুবিধ অর্থ যথাসম্ভব বিতরিত হইয়াছে ও চালাঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় ষ্ট্যাম্প বাবদ সম্পূর্ণ দাবী সম্বন্ধে ভোট গণনা হয় এবং ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সভা দাবীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কতিপয় সদস্য ষ্ট্যাম্পশুল্ক ও আদালতের ব্যয়-হ্রাসের জন্য প্রবল যুক্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু অন্যান্য দু সপ্তাহের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই।

আইন বিভাগের সদস্য উত্তরে বলেন, এই প্রদেশের আর্থিক অবস্থা এরূপ নয় যে, বর্ত্তমানে ষ্ট্যাম্পশুল্ক ও আদালতের ব্যয়-হ্রাস করা সম্ভব হয়। ভূমিকর যে পরিমাণে কমান দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং পুনরায় আয়-হ্রাস করিলে প্রদেশের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

বিদেশীয় চিকিৎসক আমদানী

বোম্বাইয়ে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে বিদেশীয় চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকদিগের অবাধ আমদানীর বিরুদ্ধে আবশ্যক পন্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ের চিকিৎসক ও দন্ত চিকিৎসকগণ আগামী ১৮ই মার্চ্চ তারিখে এক সভায় সম্মিলিত হইবেন। কেবলমাত্র ভারতবাসীরাই যাহাতে ভারতে চিকিৎসা কার্য্যের অধিকারী হন তৎসম্বন্ধে আবশ্যক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হইবে।

অনাথ শিশুর ভারগ্রহণের আবেদন

স্থানীয় অনাথ আশ্রমের সেক্রেটারী নিত্যানন্দপাল ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীযুত বাবু [illegible] বার বিহার হইতে ৫০ জন অনাথ শিশু জব্বলপুরে পাঠাইবার জন্য শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। ও জানাইয়াছেন যে, তিনি উক্ত শিশুদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ [illegible] এম্, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক [illegible]
নমুনা প্রতি
সংখ্যা [illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক পত্র

৯ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ১৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই চৈত্র সোমবার ১৩৪০, ১৯শে মার্চ্চ ১৯৩৪

গুরু(?)কর্ত্তৃক শিষ্য হত্যা!!

—:০:—

নবদ্বীপে ভীষণ চাঞ্চল্য

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সহর নবদ্বীপের লোকজন গঙ্গাঘাটে স্নান করিতে যাইয়া একটী মুণ্ডহীন মৃত দেহ দেখিতে পায়। [illegible] থানায় সংবাদ দিলে দারোগা বাবু ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন, [illegible] ব্রহ্মচারী ওরফে যোগেশ চন্দ্র [illegible] নামক ব্যক্তি পূর্ণচন্দ্র [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ পূর্ণচন্দ্র [illegible] ব্রহ্মচারীর শিষ্য। ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে বাড়ী ভাড়া করিয়া বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই এই স্থানে অবস্থান করে। পূর্ণচন্দ্র নবদ্বীপে আসিয়া বাসার একটী বাড়ী প্রস্তুতের জন্য কয়েকশত টাকা আনিয়াছে। ঐ টাকার লোভেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সঠিক ও বিস্তৃত আমরা শীঘ্র প্রকাশ করিব।

দারোগা বাবু প্রথম ব্রহ্মচারী [illegible] সহ ৫ জন আসামীকে চালান দিয়াছেন। তৎপর আরও ২ জন চালান হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের পুরস্কার বিতরণী সভা

—:০:—

গত কল্য ১৮ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের পুরস্কার বিতরণোপলক্ষে ইন্‌ষ্টিটিউটে একটী সুবৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] আবুল [illegible] বি-এল, (কাল) এম-এ (অক্সন্), বার-অ্যাট-ল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। অনুষ্ঠানটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত স্থানে নূতন আইন

ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে বিহার সরকার ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যালিটি আইন সংশোধক এক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেই আইনের বিজ্ঞাপন গেজেটে বাহির হইয়াছে। এই আইনের উদ্দেশ্য এই প্রদেশের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত স্থানগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যাদি পরিচালনের বিশেষ ব্যবস্থা করা। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইন স্বাভাবিক অবস্থায় মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ভূমিকম্পে যে অসাধারণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বহু স্থানে এই আইন সেই অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী। প্রচলিত আইনে কোন মিউনিসিপ্যালিটীর পরিবর্ত্তনের অর্থ কমিশনারদিগের কার্য্যাদি ও দায়িত্ব রক্ষা করা। ফলে যে সমস্ত স্থানে ভূমিকম্পের জন্য কমিশনারগণ সন্তোষজনক ভাবে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না এই আইনের বলে সরকারের পক্ষে সেই সমস্ত স্থানের মিউনিসিপ্যালিটীর কাজের আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করা সম্ভব হইবে। এই আইন জরুরী আইন বলিয়া গণ্য হইবে। তিন বৎসর ইহার মেয়াদ স্থির করা হইয়াছে।

ট্রেনে ভ্রমণকারী ছাত্র আহত

কয়েকজন স্কুলের ছাত্র [illegible] যোগে [illegible] ভ্রমণ করিতে যান, ঐ সময় একটি বালক সকালবেলায় ঘোড়ামারা [illegible] ষ্টেশনের নিকটে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

[illegible] বালকটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া ঘোড়ামারার ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষকে জানান। ষ্টেশনমাষ্টার তখন ১০ টাইম [illegible] কর্ম্মচারীদের বালককে ঘোড়ামারা ও রামপুরের মধ্যে অন্বেষণ করিতে বলেন। অন্বেষণের ফলে বালককে [illegible] ঘোড়ামারার নিকটে কিছু দূরে পাওয়া যায়।

বালককে ঘোড়ামারায় আনিয়া রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

ডাউন গাড়ীতে সাব ম্যাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ছিলেন। বালকের অনুসন্ধানের জন্য তাঁহাদের ট্রেনের তিন মিনিট কাল বিলম্ব হয়।

শুল্ক সমিতির নিকট আবেদন

শুল্ক [illegible] করিবার জন্য নিম্নলিখিত আবেদনগুলি শুল্ক সমিতির নিকট পেশ করা হইয়াছে:—

আমদানী [illegible] উপর [illegible] শুল্ক হ্রাস করিবার জন্য [illegible] ইলেকট্রিক কোম্পানী ও আমদানী [illegible] উপর [illegible] শুল্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য অথবা [illegible] সংক্রান্ত [illegible] জন্য আমদানী [illegible] শুল্ক হ্রাস করিবার জন্য [illegible] আবেদন করিয়াছে।

যে সমস্ত লোক [illegible] ধার্য্য হইয়াছে তাহাদের মতামত বিবেচনার জন্য [illegible] ইচ্ছা করে তাঁহারা যেন ১৫ই [illegible] মধ্যে তাঁহাদের মতামত চারিটি [illegible] লিখিয়া ব্যবস্থাপক সভা [illegible] ঠিকানায় প্রেরণ করেন।

পরলোকে ডাঃ [illegible]

আমরা [illegible] দুঃখিত হইলাম যে, বিহার [illegible] ডাঃ [illegible] গত সোমবার [illegible] বৎসর বয়সে [illegible] পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। [illegible] টেবিলে বসিবার পর নিজে [illegible] 'হার্টফেল' উচ্চারণ করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

[illegible] পর হইতে তিনি [illegible] ভুগিতেছিলেন। [illegible] কোনটি [illegible] করিয়া আসেন। [illegible] তিনি [illegible] বেশ [illegible] অবস্থায় [illegible] গিয়াছিলেন। [illegible] কিন্তু [illegible] সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জৈন মন্দিরের সংস্কার

শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে [illegible] যে একটি সুন্দর জৈন মন্দির [illegible] আবিষ্কার করিয়াছিলেন, [illegible] সংস্কারের জন্য [illegible] বাবুর উপরই [illegible] ভার দিয়াছেন।

ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩রা চৈত্র সোমবার, ১৩৭০

১৯৬৩ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যে বাণিজ্য হয়, তৎসম্বন্ধে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রতি সরকারী বৎসরের জন্য একটী করিয়া রিপোর্ট বাহির হইয়া থাকে। এই রিপোর্টে প্রত্যেক বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের বিবরণ দেওয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বৎসরের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বার মাসের জন্য প্রতি বৎসর একটী করিয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের বহির্বাণিজ্যের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬৩ সাল শেষ হইতে এখনও [illegible] দিন বাকী আছে। উক্ত রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরও [illegible] মাস সময় লাগিবে। যাহা হউক, ১৯৬৩-৬৪ সালের রিপোর্ট পাইতে দেরী হইলেও ১৯৬৩ সালের রিপোর্ট হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাহিরের বাণিজ্য যাহা কোন পথে চলিয়াছে, তাহা বুঝিবার পক্ষে সহায়তা হইবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ। দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে [illegible] শিল্প [illegible] শিক্ষার এবং মূলধন [illegible] অনুযায়ী [illegible] প্রতিষ্ঠান না থাকায়, [illegible] ভারী শিল্প, [illegible] কুটীর-শিল্প [illegible] বিষয়ে ভারতবর্ষ এখন উন্নতি করিতে পারে নাই। ভারতবাসীকে প্রায় প্রত্যেক বৎসর বাধ্য হইয়া বিদেশ হইতে বহু কোটী টাকার শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মোটরগাড়ীর কথা বলা যাইতে পারে। ১৯২৮-৯ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১১ কোটী টাকার মোটর গাড়ী, মোটর লরী ও মোটর বাস আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে [illegible] ভারতবর্ষে ৩ কোটী ৮১ লক্ষ টাকার মোটর যান আমদানী হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে মোটর তৈয়ার করিবার জন্য একটী মাত্রও কারখানা নাই। ভারতবর্ষ হইতে যে মোটর-যান সম্পর্কে ব্যবস্থা হইবে তাহা [illegible] বাকী থাকিবে। [illegible] দ্রব্য ও [illegible] দ্রব্য, [illegible] ভারতবর্ষ হইতে [illegible] সম্বন্ধে এই কথা খাটে।

শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী ছাড়া আরও অনেক ব্যাপারে ভারতবর্ষের বাণিজ্য [illegible] হিসাবে বিদেশে খরচ পাঠাইতে হয়। ভারতবর্ষ পরাধীন থাকায় বিদেশী শাসকগণের বেতন পেন্সন-ভাতা প্রভৃতি, ভারত-সচিবের দপ্তরের ব্যয় এবং বিদেশ গৃহীত ঋণের সুদের জন্য প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকা খরচ করিতে হয়। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বিদেশে যে সব ছাত্র পড়াশুনা করে, তাহাদের জন্য বৎসরে এক কোটী টাকা ব্যয় করিতে হয়। ভারতবর্ষ সাধারণতঃ কাঁচামাল বিক্রয় করিয়া এই ব্যয় সঙ্কুলান করে। যদি ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে [illegible] ভারতবর্ষকে বিদেশে স্বর্ণ [illegible] পাঠাইয়া [illegible] টাকা [illegible] হয়।

এই অবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে যদি বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কথা। কেননা, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে [illegible] স্বর্ণ বিক্রয় করিতে হয়। অবশ্য পণ্যদ্রব্য হিসাবে স্বর্ণের সঙ্গে অন্য [illegible] মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। তবে পৃথিবীর সকল দেশের [illegible] স্বর্ণ গ্রহণ করে বলিয়া [illegible] একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এজন্য সকল দেশের [illegible] স্বর্ণ [illegible] সঞ্চিত [illegible] মনে করে।

[illegible] ১৯৩১ সালে [illegible] ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২৮১ কোটী টাকার পণ্যদ্রব্য [illegible] ১৯৮ কোটী টাকার পণ্যদ্রব্য [illegible] ১৪ কোটী টাকা [illegible]। [illegible] এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে [illegible] কোটী ২১ লক্ষ টাকার [illegible]। [illegible] টাকার [illegible] সোনা, রূপা প্রভৃতির আমদানী [illegible] ভারতবর্ষের মোট [illegible] ৬১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা। উহা হইতে [illegible] ভারতবাসীর দেয় [illegible], বিদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও জাহাজ কোম্পানীর [illegible] সঙ্কুলান হয়।

কিন্তু ১৯৩২ সালে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়। এই বৎসর ভারতবর্ষ [illegible] হইতে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র আমদানী [illegible], তাহা অপেক্ষা মাত্র ৪ [illegible] ৭৭ লক্ষ টাকার বেশী মাল বিদেশে রপ্তানী করে। ফলে এই বৎসর [illegible] ভারতবর্ষ [illegible] অনেক বেশী [illegible] প্রদান [illegible] হয়। ১৯৩১ সালে যে স্থলে [illegible] ৩ কোটী ২১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, সেই স্থলে ১৯৩২ সালের ভারতবর্ষ হইতে ৭৮ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হয়। এই বৎসর ভারতবর্ষ যদি এত অধিক পরিমাণে স্বর্ণ রপ্তানী না করিত, তাহা হইলে, হয়, ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ কমিয়া যাইত—না হয়, ভারতবর্ষকে বিদেশের নিকট বহু কোটী টাকা ঋণ করিতে হইত।

সুখের বিষয়, ১৯৩৩ সালে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহা হইতে এই অস্বাভাবিক অবস্থার পুনরায় পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে যত টাকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ৩১ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকার বেশী মাল বিদেশে পাঠাইয়াছে। উহা ১৯৩২ সালের [illegible] অনেক বেশী এবং ১৯৩১ সালের প্রায় সমান। এই কারণে এই বৎসর ভারতবর্ষকে অনেক কম পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছে। ১৯৩২ সালে [illegible] ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ৭৮ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছিল, সেই স্থলে ১৯৩৩ সালে ৫০ কোটী ১১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। অবশ্য ১৯৩১ সালের পূর্ব্বে বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ [illegible] অপেক্ষা এত বেশী [illegible] বিদেশে পাঠায় নাই, তাহা হইতে বিদেশে [illegible] বহু কোটী টাকার স্বর্ণ আমদানী হইত। সেই হিসাবে ভারতবর্ষ হইতে [illegible] ৫০ কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানী [illegible] ভারতবর্ষের পক্ষে [illegible] কথা। তবে আশার কথা এই যে, ১৯৩২ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে স্বর্ণ রপ্তানীর পরিমাণ [illegible] কমিয়া গিয়াছে। এই ভাবে চলিলে আর দুই বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাইবে।

পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সব দিক হইতে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিকের অবস্থা ১৯৩৩ সালে আশাপ্রদ হইলেও অন্য দিক দিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্যের অবনতি হইয়াছে। বিগত ১৯২৮ সালে পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণরৌপ্য মিলিয়া ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী ও ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ ছিল, ৭১৯ কোটী টাকা। উহার পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং ১৯৩২ সালে উহা ৩৫২ কোটিতে দাঁড়ায়। ১৯৩৩ সালে উহা আরও কমিয়া ৩৩৭ কোটী টাকা হইয়াছে। ভারতের বাণিজ্যের এই ভাবে কমিবার অর্থ যে ভারতের লোক বিদেশ হইতে ক্রমেই কম মাল কিনিতেছে এবং বিদেশে কম মাল বেচিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বেচা ও কেনার পরিমাণ পূর্ব্ব অবস্থায় আসিয়া না পৌঁছিবে, ততদিন দেশের আর্থিক দুরবস্থা কাটিবে না।

১৯৩৩ সালে ১৯৩২ সালের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে যে সব জিনিষের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মধ্যে কাঁচা পাট ও চট অন্যতম। এই বৎসর ১৯৩২ সালের তুলনায় ১ কোটী ৭১ লক্ষ টাকার বেশী কাঁচা পাট ৩৯৮ লক্ষ টাকার বেশী চট রপ্তানী হইয়াছে। অথচ তুলা ও তিসির রপ্তানী এই বৎসর যে প্রকার বাড়িয়াছে, কাঁচা পাটের রপ্তানী সেরূপ বাড়ে নাই। তবে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে কাঁচা পাটের রপ্তানী বৃদ্ধি একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

—আনন্দবাজার

হিমালয় অভিযান

ভারতীয় হিমালয় অভিযান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত পি, ডি, যোশী জানাইতেছেন, ভারতের সকল স্থান হইতে তিনি আবেদন পাইতেছেন; এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আবেদনের লোকজন নির্ব্বাচিত হইবেন। আবেদনকারী যুবক নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র লইয়া যাইতে ও নিজেদের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। তাঁহাদের থাকা খাওয়া ও পরীক্ষা দিবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

প্রত্যেক বৎসর 'হিমালয় অভিযান' যাহারা সম্পাদন করেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ উদ্দেশ্যে গত বৎসর ক্লাব গঠিত হয়।

এই সম্পর্কে উল্লেখ যোগ্য, অভিযানকারীরা গত বৎসর [illegible] গ্লেসিয়ার (চলন্ত তুষারক্ষেত্র) দেখিতে গিয়াছিলেন এবং সেবার অভিযানের সময় ২০ হাজার ফিট উচ্চে উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন। আগামী এপ্রিলে এই অভিযান আরম্ভ হইবে।

বিলাত ভারত বিমান ডাক

১৫ই এপ্রিল হইতে এম্পায়ার বিমান পথের নূতন টাইম টেবল অনুসারে কার্য্য হইবে। তদনুসারে ইংলণ্ড হইতে বিমানযোগে ভারতে আসিতে ৫ দিন লাগিবে ও সিঙ্গাপুরে ৮ দিন লাগিবে।

লণ্ডনের এরোপ্লেন ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিমান-যোগে যে প্রতিযোগিতা হইবে, তৎসম্পর্কে এলাহাবাদে (বামরৌলী) বিমান-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। তদনুসার অপেক্ষা এলাহাবাদের এই প্রস্তাবিত বিমানাশ্রয় আরও বড় দিক দিয়া উন্নত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ | ১৮ বিষ্ণু | গৌরাব্দ ৪৪৮, | ৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, | ১৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ | সোমবার | ১৬শ সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রের বেলায় পুরুলিয়া হইতে পার্ষদগণ সহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়া ১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছেন। গত ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ মহামহোপদেশক গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ভক্তিভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ ও শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারিসহ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ভোরের কৃষ্ণনগর লোকাল-ট্রেণে কৃষ্ণনগর পৌঁছেন, তথা হইতে মোটর-যোগে ১০—৪৫ মিনিটের সময় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ নবদ্বীপ-খেয়াঘাটে আচার্য্যের শুভবিজয় প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনাবধূত প্রভৃতি মালিকা তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী উক্ত দিবস বেলা প্রায় দেড় ঘটিকার সময় বিবিধ সেবোপকরণসহ শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিয়াছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমদ্ভক্তি-... ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারিসহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে উক্ত ১৬ই মার্চ্চ শুক্রবার সন্ধ্যার পরে শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

গোপালপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২১শে ফাল্গুন শ্রীমঠ হইতে রওনা হইয়া উক্ত দিবসই অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ২৪পরগণা জিলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে উপস্থিত হন। উক্ত দিবস হইতে কয়েক দিবস তথায় স্বামীজীর বক্তৃতা, পাঠ প্রভৃতি হইয়াছে।

চন্দনীমহলে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভাগবত সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশরণ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী পুরুলিয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া ৩ দিন খুলনা সেনহাটিতে পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা চন্দনীমহলে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় দিবসত্রয় স্বামীজীগণের পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছে। পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষতঃ ছায়াচিত্র দেখিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

আমতাগ্রামে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা

ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমতা-গ্রামস্থ এম, ই, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে গত ২৭শে ফাল্গুন (১৩৪০), রবিবার উক্ত স্কুলপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভার সভ্যগণ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক [illegible] শ্রী [illegible] এ, বি, টি, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় উক্ত সভায় 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ব্যাপী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় একটী [illegible] [illegible]

উক্ত সভার সভাপতি উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত হারাধন সরকার মহাশয় সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তার সুসিদ্ধান্ত-সমন্বিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিয়াছেন, মঠরক্ষক মহোদয় যদি প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া এই প্রকারে পরমার্থ-সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন তবে আমতা-গ্রাম-নিবাসী জনগণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

[১লা বিষ্ণু, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮]

পূর্ণ সংখ্যা ১০০ কাল—১০ দণ্ড

১। (ক) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, (খ) শ্রীহরিদাস ঠাকুর, (গ) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, (ঘ) শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, (ঙ) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন। ১০

২। ভক্তি কয় প্রকার? ভক্তের অধিকার কয় প্রকার ও ভক্ত কয় প্রকার? তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন। ১৫

৩। নিম্নলিখিত শব্দের বিশেষ অর্থ লিখুন:— ১৫

(ক) দীক্ষা, (খ) জীবন্মুক্ত, (গ) ভুক্তি, (ঘ) নামাভাস, (ঙ) রস, (চ) বিকচিত-চেতন, (ছ) পণ্ডিত, (জ) বিবর্ত্ত, (ঝ) চাতুর্ম্মাস্য, (ঞ) পাপাচক্র-ন্যায়, (ট) নারকী, (ঠ) অষ্টপুষ্টি-নিবেদন, (ড) বিপ্রলম্ভ, (ঢ) ফল্গু বৈরাগ্য, (ণ) রসাভাস।

৪। নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি? ১০

(ক) একাদশী ও বিদ্ধা, (খ) শুদ্ধভক্ত ও বৈষ্ণবপ্রায়, (গ) জাতিগোস্বামী ও গৃহস্থ গোস্বামী, (ঘ) কর্ম্মী ও জ্ঞানী, (ঙ) বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ।

৫। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কি জন্য খ্যাত? ১০

(ক) জগন্নাথ, (খ) গোপীবল্লভপুর, (গ) তালখড়ি, (ঘ) গোবর্দ্ধন, (ঙ) খড়দহ, (চ) চাকা দক্ষিণ, (ছ) মোদদ্রুম দ্বীপ, (জ) পাপনাশন, (ঝ) (বাগআঁচড়া) টেঁপাখোলা, (ঞ) শ্রীরঙ্গম।

৬। আত্মীয়তা, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা, রূপ, সংকর্ম ও ত্যাগ—ইহারা কৃষ্ণভক্তির বাধক কি প্রকারে? ইহারাই আবার কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয়? ১০

৭। বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত দীক্ষা-বিধান, আচার, ব্যবহার ও উপাসনা-প্রণালী শুদ্ধভক্তিমার্গ হইতে কতদূর ও কি প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে? শুদ্ধভক্তিমার্গের পুনঃপ্রবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারিবে, লিখুন। ২০

৮। ভক্তিমার্গে প্রবেশের নিত্য উপায় বর্ণন করুন। ১০

শ্রীধামে যাত্রি-সমাগম

গত অমাবস্যা উপলক্ষে বহু যাত্রী গঙ্গাস্নানের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীধামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত এবং রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোক মালায় শ্রীচৈতন্যমঠের মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ বিষ্ণু শনিবার সংখ্যা ৪৪৮

রাজর্ষি ভুবনমঙ্গল

দিনাজপুরের ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী, বঙ্গের গণ্য-মান্য রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ, বেদান্তভূষণ, ভুবনমঙ্গল মহোদয় বংশমর্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা প্রভৃতি নক্ষত্র-নিচয়ে খচিত হইয়া শুধু যে বঙ্গের গৌরবগগনকে প্রকাশিত করা নহে, তাঁহার মহিমা রশ্মি বঙ্গের বাহিরে—ভারতের সুদূর প্রান্ত পাঞ্জাব প্রদেশে পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, লাহোরে বিশ্বজনীনতত্ত্ব-সভায় সংস্কৃত-প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি 'প্রাজ্ঞ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বেদান্ত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে 'বেদান্তভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যার আধিক্য দর্শন করিয়া পণ্ডিতগণের সংস্থাগুলি তাঁহাকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। আমার এত সকল বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য যাহার আশ্রয় কারণে তাহাদের উজ্জ্বল্য কোটিগুণ বর্দ্ধিত হয়, যাহার সংস্পর্শ-রহিত হইলে উহাদের মূল্য কাণাকড়িমাত্র হইয়া যায়, সেই বৈষ্ণবোচিত চিত্ত ব্যবহারে বৈষ্ণবোচিত দৈন্যে বিভূষিত থাকিয়া 'শরদিন্দু'র [illegible] সজ্জনগণের নয়নানন্দদায়ক। তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেব রাজর্ষি রাধাগোবিন্দ রায় মহোদয়ের নাম যেমন বৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত, সেই প্রকার রাজর্ষি বেদান্তভূষণ মহোদয় বৈষ্ণব-সমাজে [illegible] গৌরব-পুরস্কারে ভূষিত হইয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বসম্পদ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিলাসিতাকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, দম্ভ, ক্রূরতা, ধূর্ত্ততা প্রভৃতি দোষ অবলম্বনপূর্ব্বক দিন যাপন করিয়া থাকে। কিন্তু শরদিন্দু [illegible] দোষগুলির নিকট ইহাদের কোনও স্থান পায় নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে বিনয়ী, নম্র, ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী। আমাদের লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইয়াছে, তিনি যখনই কোন স্থানে গমন করেন, সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানের বিদ্বন্মণ্ডলীর অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপে আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁহাদের বিদ্যার সম্মান করিয়া তুষ্ট হন।

রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়ের জীবনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন, সেই আলোক যাহাতে বিশ্ববাসী লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন তজ্জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অমলোজ্জ্বল নিত্যকল্যাণপ্রদ বিচার হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি উহার প্রচারে প্রচুর সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহার ভক্তিমতী [illegible] অগ্রণী হইয়া তিনি যে স্বীয় পিতার সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছেন, তাহার সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাজর্ষি ভুবনমঙ্গল মহোদয় যখন অকাট্য প্রমাণ-বলে দেখিতে পাইলেন যে, নিত্যানন্দ [illegible] বাবাজী ও নিত্যানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবিষ্কৃত শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থান, তখন প্রচারের প্রবৃত্তি [illegible] জন্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামের আলোক সর্ব্বসাধারণকে প্রদর্শনোদ্দেশ্যে 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক একখানা অতি চমৎকার প্রমাণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানায় নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের বিবরণই বিশদরূপে স্থান পাইয়াছে এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের অবস্থান সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপ-ধামের দর্শনীয় স্থানগুলির অতি মনোহর চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানা এত উপাদেয় হইয়াছে যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গ্রন্থখানার একটী 'পরিচয়' লিখিয়া বিশদভাবে উহার চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্বার্থান্ধগণের চাটুবাক্য বা প্ররোচনা রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়কে বিন্দুমাত্র তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। স্বার্থ সাধনে উদ্যত হইলে লোকসকল নিজ পথে এবং অন্ধকার-প্রকোষ্ঠের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। সেই প্রকার [illegible] প্রভুপাদ [illegible] বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-রশ্মিমালা বিশ্ববক্ষে বিকীর্ণ করিতে থাকিলে [illegible] কতক তুচ্ছ-পাঠকগণের উলূক-বৃত্তি প্রকাশ পাইল। তাঁহারা আচার্য্য-ভাস্করের সমুজ্জ্বল [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া [illegible] অন্ধকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং সাধারণ জনগণকে ঐ অন্ধকারে আবদ্ধ রাখিতে যত্নপর হইলেন; তাঁহাদের চেষ্টা,—ক্রমশঃ অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিবেন; কিন্তু তাঁহারা সৌভাগ্য-বলে এখন দেখিতে পাইতেছেন, সূর্য্যের আলোতেই তমো বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অন্ধকারে বিচরণশীল জনগণ আচার্য্য-ভাস্করের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া রাজর্ষি বেদান্তভূষণ মহোদয়কে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মূঢ়তা এখন জানিতে পারিতেছে যে, শারদ শশী অন্ধকারে আবদ্ধ হইবার নহে। তুলনামূলক বিচারে শারদ-শশীর রশ্মির চমৎকারিতা বাহিরের ভাবে প্রদর্শনের জন্যই অন্ধকারের প্রয়োজন। নিজ দেশে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমোঘ সিদ্ধান্ত-রত্নমালা-শ্রবণে কৃতার্থ ও মুগ্ধ হন এবং আচার্য্যচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হন। পাঠকগণ জানিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, আচার্য্যসূর্য্য প্রভাকরের রশ্মিমালা পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণও যাহাতে লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারেন, তজ্জন্য রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাশ্চাত্য-দেশে [illegible] দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পরোপকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ জগতে সংস্থাপন করিতেছেন। আগামী মে মাসে শ্রীল প্রভুপাদের যুরোপে গমনের ব্যবস্থা হইতেছে; সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের অভয় পাদপদ্মের সহিত রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়ও অনুগমন করিতেছেন জানিতে পারিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী —

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর নাম প্রচারিত হইলেই পৃথিবীর নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে। ভুবনের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর সুবিস্তারের [illegible] আকাঙ্ক্ষা রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়ের হৃদয়ে বিরাজিত; তাই তিনি এবার শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা হইতে 'ভুবনমঙ্গল' উপাধি লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দর্শনের স্থূল পরিচয়

[৫]

জড়কোষ বা দেহাধ্যাস, মনঃকোষ বা সূক্ষ্মদেহে এবং জ্ঞানকোষ বা প্রাকৃত সত্ত্বগুণে অর্থাৎ তৃতীয় মানের স্থূলকায় অবস্থানকালে অনন্তবানের রাজ্যে নিত্যানিত্য নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট বাস্তববস্তুর জ্ঞানলাভে অহঙ্কারমূলে [illegible] প্রকাশ করিলে অনিত্য, খণ্ড, অপূর্ণ ও বদ্ধ-বস্তু-সম্বন্ধে কালাধীনে নৈমিত্তিক জ্ঞান লাভ হইবে মাত্র। একমাত্র অপৌরুষেয় ঔপনিষদজ্ঞান বা নির্গুণা ভক্তিই বাস্তবসত্যের (অপ্রাকৃত-বস্তুর) স্বরূপ-দর্শনে স্বরূপতঃ সমর্থ।

—— — —

বেদান্তদর্শনে এই ঔপনিষদজ্ঞান সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে শ্রীল ব্যাসদেব সূত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং নিজ-কৃত ভাষ্যে অর্থাৎ যাহাতে বুদ্ধিমান্ আরোহবাদি-সম্প্রদায় বিবর্ত্তজ্ঞানাক্রান্ত না হয় অর্থাৎ সূত্র বাক্য ও শব্দসমূহের বিকৃতি ও কোটি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অক্ষরার্থ ও অতিকল্পিত অর্থাবলম্বনে আত্মার আত্মপ্রতাপ বৃত্তিকে বিতর্ক ও বিতণ্ডা বাত্যাতে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে তজ্জন্য পরমকারুণিক শ্রীল ব্যাসদেব স্বরচিত সূত্রের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্যে অতি বিশদ-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বের সেবা-বৃত্তি সংকোচে [illegible] মনোধর্ম্মের আরোহ-বিচারমূলে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য জগতে অসংখ্য প্রকার মনঃকল্পিত দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে এবং হইতেছে। এই তথাকথিত দার্শনিক সম্প্রদায় বাস্তববস্তু-দর্শনে নিজ নিজ কল্পনাকে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার বহুবিধ মত কৌশলযুক্ত ভাষা স্থাপন পূর্ব্বক [illegible] দিক! দার্শনিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বাস্তবসত্যের সন্ধান-প্রদানের প্রচেষ্টা করিয়াও প্রমাণকালে প্রায় অধিকাংশস্থলে কেহ অবাস্তবকে, কেহ আপাত-সত্যকে, অপর কেহ বা আংশিক সত্যকে পূর্ণতম সত্যরূপে বলিয়া স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বাস্তবসত্য স্বরূপতঃ যাহা, তাঁহাকে স্বরূপতঃ বা তত্ত্বতঃ সেইরূপ অবগত হওয়ার নামই বাস্তবদর্শন। 'সত্যের স্বরূপ বোধ হয় এই প্রকার হইবে' অনুমানমূলে এবম্বিধ ধারণার পরিবর্ত্তে বাস্তববস্তুকে স্বরূপতঃ জানিলেই 'আধ্যাত্মিকতাবলম্বনে সত্য' সম্বন্ধে বহু মনোধর্ম্মীর যে অসংখ্যপ্রকার অজ্ঞতঃ বা অসম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, সেই পরস্পর বৈষম্য-বিবাদ হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটিবে। 'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্', শ্রীগীতোপনিষদের এই বাণী এস্থলে আলোচ্য। শ্রৌতপরম্পরায় যে বাস্তবদর্শন প্রকাশিত হন, সেই বাস্তবদর্শনের আনুগত্যময় আশ্রয়-গ্রহণ এবং তদুপদিষ্ট সাধনাবলম্বনে বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞান-লাভ সম্ভবপর হয়। একমাত্র 'বেদান্তদর্শন'ই সেই বাস্তব-দর্শন, যাহার আনুগত্যময় আশ্রয়ে জীবের সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়। (ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ) এবং অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত বাস্তব-বস্তুর সহিত স্বরূপগত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া সেবা-সেবকরূপে তাঁহারও সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে (যেমন

ধর্ম্ম ও ক্রিয়া কর্ত্তার সহিত সম্বন্ধিত হইলে থাকারূপে তাহারা একটী ভাব প্রকাশ করায় শব্দরূপে বৈচিত্র্য থাকিলেও বাক্যার্থে তাহাদের অভেদ সিদ্ধ হয়) কিন্তু বিকৃতচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট মনোধর্ম্মিগণ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক কোণের মধ্য দিয়া যে কোণজ দর্শন লাভ করেন তাহাতে দুই বস্তুতে বস্তুতঃ কোণজ ধর্ম্ম না থাকিলেও দ্রষ্টার দর্শনে তাহা কোণেই আবদ্ধ হয়। এই প্রকার শত শত 'কোণজ-দর্শন'এর কথা আজ 'যুক্তদর্শন'এর নামে দর্শনের হাটে বিকাইতে বসিয়াছে। স্বাভাবিক জ্ঞান-ক্রিয়াবিশিষ্ট 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বস্তু স্বাভাবিকক্রমে বহুর প্রকাশ সত্ত্বেও বহুরূপ কার্য্যের কারণরূপে যে নিত্য অদ্বয়তায় নিত্য অবস্থিত, তাহার পারম্পর্য্যে বাস্তব-দর্শন সেই অদ্বয়জ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিলেও শ্রৌতপথাবলম্বন না করায় আরোহবাদিসম্প্রদায় অদ্বয়কে বহুর সম্বন্ধ-দর্শনে বাধিত হইয়া বহু কার্য্যের বহু কারণ-নির্ণয়ে ব্যস্ত, বহু বস্তুর সহিত একের যোগে বস্তুর বহুত্বের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়, মনোধর্ম্মী যথাকথিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এই বিচারে আবদ্ধ, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানে বহু খণ্ডজ্ঞান আনুকূল্য সমন্বিত হইলে, অদ্বয়-মুখে আচ্ছাদিত-বিচারে যে তাহাদের পরিকল্পবৈশিষ্ট্যরূপে অদ্বয় সিদ্ধ হয় এই বাস্তবসত্য জ্ঞানের বিষয় মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় ধারণা করিতে অক্ষম।

অপরাধভঞ্জন-পাট কুলিয়া।

[৮ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের প্রমাণ

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে ;—"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতবাটীমভ্যায়ৌ। ততো অদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তদেব তদ্দিবসং নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়ানামগ্রামে মাধবদাসবাটীমুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।"

এই কথা গুলি পাঠে বোধ হয় যে নবদ্বীপ দুই পারে হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে 'নবদ্বীপ' নামক বিপুল গ্রাম বর্ত্তমান ছিল, এবং কুলিয়া-গ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিম-পারে ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিত'কাব্যের প্রমাণ

শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যে বিংশতি সর্গে লিখিত আছে যে, শ্রীবাসের বাটী হইতে রাত্রিযোগে কাঞ্চনপল্লী গ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন ; যথা,—"ততোঽসৌ শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে কাপি দেশে শ্রীমান্ সর্ব্বপাপিনাং তত্রদৈবৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সমাগমস্থঃ চেতে।"

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়া নগর গঙ্গার পশ্চিমপারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ নগর হইতে কুলিয়া এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

কুলিয়া ও বিদ্যানগর গঙ্গার এক পারে

এই সকল গ্রন্থাদের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝায় যে কোলচড়া পাড়ার নিকট যাহাকে কুলিয়া বলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা কোন ক্রমেই দেবানন্দের 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট" হইতে পারে না। সে কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট বাহিনী গঙ্গার পশ্চিমকূলে এক ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার 'সাতকুলিয়া' বলিয়া যে গ্রামটী আছে, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারেই আছে। সে-গ্রামও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। কেন না, সে-স্থানে কখন কোন নগর ছিল এবং প্রধান প্রধান লোকের ঘর ছিল এরূপ কোন জনশ্রুতিও পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনে সেই কুলিয়ানগরের অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিতে পারে ; তথাপি তাহার কোন অংশ বা জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে, সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি যে, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়া গ্রাম অধিক দূর নহে ; কেন না, মহাপ্রভু কুলিয়া-গ্রামে গিয়াছেন, তাহাবার্ত্তা বাচস্পতি অনেকের মধ্যে কুলিয়ার উপস্থিত হইলেন এবং কুলিয়া যাইতে তাহাকে পার হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর একপারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত। এখন দেখুন, বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায় ?

মহাপ্রভুর সময়ে গঙ্গার গতি

"সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০শ)

—এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে, মহেশ্বর বিশারদ—সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই খানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সেকালে গঙ্গাদেবী বহরমপুর বা মাজিতপুরের নিকট হইতে মামগাছি, জাহ্নগর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিমপারে ফেলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিছুদূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া কুলিয়ার ভাগে কাশিয়াগড় দিয়া দক্ষিণে প্রবাহমানা ছিলেন।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই অপরাধ-ভঞ্জনের পাট কুলিয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত পূর্ব্বে কোন সময়ে গঙ্গা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমানা ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের সময় ঐ খাতটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। ... হইলেও ঐ খাতটী আজ পর্য্যন্ত ... খাল, বিল, কূপ, ডোবা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে তথায় গৃহ করিয়া থাকিবার যোগ্যস্থান ছিল না বলিয়া তাৎকালিক নবদ্বীপের ... বাজারে'র অপর পার হইতে একটী জাঙ্গাল বাঁধিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যানগর নামে একটী ছোট গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ চাঁদ নবদ্বীপ হইতে গঙ্গার তীরে তীরে সপ্তনগর ছাড়িয়া বেলপুকুর মধ্য দিয়া বেতাঘাটের বাজারের ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। বিদ্যাবাচস্পতির বাটী যে বিদ্যানগর ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এ জন্যই নবদ্বীপ হইতে লোক সকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন, জল, কণ্টক, কর্দ্দম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়া-নগরে যাইতে কেবল এক গঙ্গা পার মাত্র হইতে হইয়াছিল। বিদ্যানগর গ্রাম যাহা পূর্ব্বে বিশারদের জাঙ্গাল বলিয়া পরিচিত ছিল তথাপি বিদ্যাবাচস্পতির বাসস্থান বলিয়া ঐ গ্রাম পরে 'বিদ্যানগর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হয়। এখনও গঙ্গার পশ্চিমপারে 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া একটী স্থান আছে। সেই স্থানটিকে কেহ কেহ 'কোলের গঞ্জ' বলে। গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিম অংশটা কুলিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহা পরে বলিব। 'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' বলিয়া দুইটী গ্রাম পাশাপাশি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রাম এক্ষণকার 'নবদ্বীপ' এবং নবদ্বীপকে 'কুলিয়ার পাট' 'দেবানন্দের পাট' ও 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' বলিতে কোন বাধা নাই। পরন্তু নাম নবদ্বীপ কুলিয়া গঙ্গার বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত নামগুলি দ্বারা ঐ স্থানকে পরিচয় দিবার প্রয়োজনীয়তা হয় না।

আমার শত্রু কে ?

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী)

(১)

আমরা ... পরিচালিত হইয়া আমাদের কামনা-সাধনে বাধা-প্রদাতা ব্যতিরেক সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকেই শত্রু বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের মাৎসর্য্যানল-প্রজ্বলনার্থ স্বতঃই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। রিপু-ষট্কের মধ্যে এক মাৎসর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা হীন এবং মানব হৃদয়ে শান্তিদেবের অযোগ্য পশুভাব মাত্র।

আমরা যতই না সদাচার পালন করি, সদ্‌গুরুপাদ পদ্মাশ্রয় করিয়াছি বলিয়া অভিমান করি, বাহ্যে মনে একরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া শত্রু-সেবার ছল দেখাই অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের পরিচ্ছদরূপে আবৃত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পুষ্ট পোষণ করি, এ সব মাৎসর্য্যেরই অপর একটা দিক্।

আমরা দেহ মনের সেবাদের প্রতিপত্তিকে চরম লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, সদ্‌গুরুদেবের আশ্রয়ে এই বিরক্তি-পুষ্ট নিরসন করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা শাস্ত্র দেখাইবে আত্মবুদ্ধি ও দেহের সম্পর্কিত জনে আত্মীয়-বুদ্ধি বদ্ধমূল রাখিবার চেষ্টা বলবতী থাকিয়া আত্মতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের কৃপা-আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। বরং নূতন নূতন অপরাধ সৃষ্টি করিয়া নিরয়ের আবিষ্কার করিয়া থাকে।

আত্মতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুদেবের কৃপায় অবগত হওয়া যায় - দেহ এবং মন কোনটীই বাস্তবপক্ষে আমি শব্দবাচ্য নহে। ভক্ত-মায়িকগণে অবস্থান-কালে দৈবী মায়ার কুপ্রভাবে পরিচালিত হইলেও, আত্মতুষ্ট ব্যাপারে হইয়া থাকে, যা থাকা স্থূল দেহ-লিঙ্গ-মনে আসিয়া আরোপ হয়। ... ।

আত্মতত্ত্ববিৎ গুরুদেব জানাইয়াছেন, 'আমি একটী জড় বস্তু নহি। বিভূচৈতন্য পরমেশ্বরের চৈতন্য কণা মাত্র জীব) বটে। এই আমার সহজ, সরল ও স্বাভাবিক নিত্য স্বভাব বা প্রকৃতি প্রাকৃত জড় পদার্থের সহিত মিশ্রিত নহে। তাহা অপ্রাকৃত চিন্ময় বিশুদ্ধ আকার, নিত্য চেতন ক্রিয়াবিশিষ্ট ও নিত্য সেবা-বস্তুতে সেবাপর।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য বিভাট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত —মধুর ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাঠ্যস্থল ।৶৹
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৩৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶৹
৭। ভক্তরহস্য ৷৹
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মূল-অনুবাদ ৷৹
১২। মুক্তফলটীকা পদ্মকোষ সাহিত্য (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সাহিত্য শাস্ত্রতত্ত্ব) ৷৹
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দীন-দিগ্‌দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-দর্পণ ৷৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। ছিন্নে নবদ্বীপ ১৷৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶৹
৩৭। জগন্নাথবল্লভ (২য় সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। আত্মতত্ত্ব ১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ১৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সাহিত্য ৷৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৪৬। অমৃতকাবলী বা মাধ্যমিকস্তবাবলী ৷৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও ভাষ্য-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷৹
৫০। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণঃ ৷৹
৫৪। নবীন-দিগ্‌দর্শনম্ ৷৹
৫৫। ভক্ত হৃদয় ৷৹
৫৬। সাত্বত-দিগ্দর্শনম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়বৈষ্ণব পঞ্চকম্ ৴৹
৫৮। নারায়ণবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹
৬০। নামভজন ৷৹
৬১। বিদেশীর ডাইরেক্টস ৷৶৹
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৬৪। দি গৌড়ীয় মঠ রুল্ স্ ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ৷৹
৬৬। ইউরোপিয় প্রিন্সিপ্ল্স এণ্ড আপেন্ডিক্স রিভোলেশন ৷৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৭০। সাধন পথ ৷৹
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। নন্দন-গদাধর-কুঞ্জ শ্রীসারঙ্গ, পোঃ মহাপ্রভুর নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ —চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীসারস্বতমঠ মাধ্বপুর, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাঙ্গামাটি বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীরাধাকান্ত-গোবিন্দ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাপাড়া, পোঃ শ্যামদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবেন্দ্রগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪ শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বগড়, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুঞ্জ, পোঃ ছত্রকুঞ্জ, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কাশিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণপাড়া, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ —নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ এণ্ড গ্লোব হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডি স্বামী একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিদ্যানন্দ দেবতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ!   সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বৃহদাকার জীবনচরিত— "সরস্বতী জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র-মানচিত্র ও তৎকালীন দর্শনীয় পরমার্থপ্রদ তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর প্রায় আটশতাধিক সহস্রের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৪৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৫৬,	১৩—৫৮,	১৮—৩৯,	০—৪২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৫—৪৫,	১০—৪৪,	১৫—৩২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩১	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-১১	১৭-২৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-২৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৭	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩০	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৫৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ ও ০-৪২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০ ৯-২৯, ১১-২০,১৬-০ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১১-১০	১২-৫৩	১৬-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১২	১৫-৫৯	১৬-৪৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৫৩	১২-৩৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-৫৮
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৪	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৩রা মার্চ্চ ১৯৩৪

ষ্টীলের তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম

খাতা —৫৸০

ঐ বেড়াকা হালকা ওজন ৫৵০—৫৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬৷৶০

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা) ৬৲—৭৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১৷৶০

২৪ গেজ „ „ ১১৵০

২৬ গেজ „ „ ১২৷৶

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট— ১৷৶০

২৬ গেজ „ „ ১২৷৶০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৵০ - ১৪৲

বাখার বেড়া কাঁটাতার ১০

পাউণ্ড প্লাঃ ৮৸০

টিন প্লেট ৮৷৵০—৭৷৶০

„ পেরেক (গোল) ৬৵০—৬৸৶০

„ স্ক্রু (চোকা) ৭৵০ ৭৷৶০

„ গোল রড ৶০—৷৶০ সুতা ৫৲—৫৷০

„ চালা রড—

চ্যাপ্টা ৶০—৷৶০ ঐ ৬৲—৬৷০

„ সাবল দান ৭৷০—৭৸০

„ সেট -টিন সূতা মোটা

পরিমাণ ৮৲—৮৶০

„ চাদর ৩-১৬ থান্তা বাগান ৯৸৵—১১৷০

কোলাপসিবল গেট (প্রতি স্কয়ার ফুট) ১৵০-১৷০

মাকের গেরেজ ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০৲

প্যাটেন্ট পেরেক ৩—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৪৲

তারকাঁটা ১ হইতে ১০ নং ২৸৵-২৷০ মাত্র

ঐ ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০

ঐ টিন পাউণ্ড ৫৸৶০ পেঃ টিন ৭৷৶০ „

প্লাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷০-৬৷০

ঐ বিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার পেরেক গজের গোল ও

চৌকা ৮৷০— „

ঐ গজের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ পেরেক (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার ক্রুপ ৪—৩ ইঞ্চি ৶১০—৫৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৭ নং

২—৫ ইঞ্চি ৷১০—৸৶০ গ্রোস ডজন

প্লাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৷০—১৪৷০ হন্দর

প্লাঃ বি নং (মরচা)

২ ইঞ্চি ৶ - ৸১০ পীস

প্লাঃ পাইপ নং বা জোড়া

৭ ইঞ্চি ৷০—৸৶০ „

প্লাঃ ফ্লুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২০৲—২৯৲ হন্দর

প্লাঃ কলসার চাকি ১১৷০—১৯৲০

প্লাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি

৷৶১০—১৵০ গ্রোস

চালার রেলিং ৩৷০—৪৷০ হন্দর

ঐ রেল ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ফুট ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট

ষ্টীল কলের জন্ম প্লাঃ

পাইপের ক্যাপ ৷৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বালতির ৶১৫ মাত্র ২৷০—৩৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি— "লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

রোফেক বাক্সের বাক্স (২ টিন) ৯৲০

সূর্য্য মার্কা ৬৷০

আলোকিনা ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩৩৸৶

গিনি ৩৩৸

চলা পাত ৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ পুরান ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩০ নূতন বণ্ড (১৯৪৭-৫০) ৯১৷০

৩৲ „ বণ্ড (১৯৬০-৭০) ৯৲

৫৲ „ বণ্ড (১৯৪৫ ১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ফণ্ডের :— ১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (অংশ ১) ৯৯৪৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

বেঙ্গল মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

আংলো ১১৯৫৲

বালী ৩০২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

হুকুমচাঁদ ৯৪৫৲

ক্লাইভ ২। ১০

নৈহাটি ৪০৮৷০

গঙ্গা ৪০৪৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামলাদি এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিস্ময়কর ভৌতিক গল্প

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে কেমন করিয়া এক ব্রাহ্মণ অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে হতাশ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল এবং কিরূপে তাহার বংশধরদিগের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কেমন করিয়া তাহার বংশধরগণ তাহাকে অর্থপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, সে কথা বেনারসের লোক্যাল বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য আবেদনের ফলে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ আবেদনে এই মর্ম্মে এক আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, পদপ্রার্থী তাহার পিতার যে নাম দিয়াছে তাহা তাহার প্রকৃত পিতার নাম নহে এবং আবেদনকারী বলে যে, পদপ্রার্থীর ঐ মনোনয়ন পত্র নাকচ করা হউক। অপর পক্ষ হইতে এইরূপ যুক্তি দেখান হয় যে, যশোবন্ত রাম তাহার প্রকৃত পিতার নাম না হইলেও যে ঐ আবেদনে আপত্তি করিয়াছে সে অর্থাৎ আবেদনকারীর এক সম্পর্কীয় ভ্রাতা ও তাহার পিতার নাম বলিয়া ঐ একই নাম ব্যবহার করিয়াছে।

সমস্ত ব্যাপারের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রকাশ পায় যে, যশোবন্ত নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়। প্রকাশ উক্ত ব্রাহ্মণ একদায় বাটীতে তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিল। সেই সময়ে বেহার প্রদেশে রেল ছিল না। ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত ধনদৌলত ডাকাতের এক সর্দ্দারের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যায়। তীর্থভ্রমণের পর ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং সেই সর্দ্দারের নিকট হইতে তাহার ধনরত্ন দাবী করে। কিন্তু সর্দ্দার ব্রাহ্মণকে তাহা দিতে অস্বীকার করায় অর্থাৎ প্রাপ্তির বিষয় হতাশ হইয়া ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ ভূত হয় এবং সর্দ্দারের বাটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, সে যথাসাধ্য সর্দ্দারের উপর অত্যাচার করিতে থাকে। ফলে সর্দ্দারের জীবন দুর্ব্বহ বিড়ম্বনা পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। ভূতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সর্দ্দার তাহার সন্তানের নাম ব্রাহ্মণের ভূতের নাম রাখে এবং এইরূপ নিয়ম করে যে তাহার পরিবারের সকল পুরুষের ও তাহার বংশধরদিগের পুত্রদিগের নাম যশোবন্তের নাম অনুসারে হইবে। এখনও যথাসাধ্য ঐরূপ নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। প্রতিবৎসর দশহরার দিনে ব্রাহ্মণের প্রেত পূজিত হইয়া থাকে। পরিবারের যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানের সময়ে ভূতকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

পণ্ডিত ত্রিপাঠীর কারাদণ্ড

গাজীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জাতীয় সেবক সঙ্ঘের সভাপতি এবং যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী সভাপতি বিশ্বনাথ প্রসাদ ত্রিপাঠীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে আরও ৬ সপ্তাহকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অভিযোগে প্রকাশ, পণ্ডিত ত্রিপাঠী গাজীপুর ও বলিয়ায় দুইটী আপত্তিকর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। দুইটি অভিযোগের জন্য তাঁহাকে দুইটি পৃথক দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর পর ভোগ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে পীড়িত অবস্থায় পণ্ডিত ত্রিপাঠীকে কারারুদ্ধ করায় তিনি দুঃখিত।

বিদেশে বাঙ্গালীর সম্মান

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত কল্য সন্ধ্যার সময় লাহোর সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ট্রিবিউন কাগজের সম্পাদক শ্রীযুত কালীনাথ রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন

পাতুক হত্যার মামলা

আলিপুরের জিলা জজ মিঃ টি এইচ ...লিস ডাঃ তারানাথ ভট্টাচার্য্যের জামিন নাকচ করিয়া দিয়া, তাহাকে পুনরায় হাজতে প্রেরণ করেন।

বিনয়ের বৈমাত্র ভ্রাতা অমরেন্দ্রের বড়বাজার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে বা ... ও অপরাধের ৭ জনের সহিত আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জজ বলেন যে, ডাঃ তারানাথ ভট্টাচার্য্যকে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী জামিনে মুক্তির হুকুম দেওয়া হয়। আসামী বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর; উক্ত মামলা তদন্ত করিবার জন্য পুলিশ যথেষ্ট সময় পায় নাই সুতরাং তিনি আসামীকে জামিনে মুক্তি দেন নাই হইলেও পর তিনি এই আসামীকে জামিনে মুক্তি দেন। বর্ত্তমানে সরকার পক্ষ হইতে জামিন নাকচের প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাহার নিকট যে সব কাগজপত্র দাখিল করা হইয়াছে তাহা তিনি সব পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি মনে করেন বর্ত্তমান আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (ক) ধারা অনুসারে দোষী সুতরাং আসামীর জামিন নাকচ করা হইল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ ... ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতস্বামী, এম, এ, ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক

REG. C1544

ভারতের ঠিকানা— শ্রীনীহার সরকার

তারের ঠিকানা—গৌর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে — প্রতি ইঞ্চি ১৲ — প্রতি কলম ৬৲ — অর্দ্ধ কলম ৩।০ — সিকি কলম ২৲ — চুক্তিতে ভাব স্বতন্ত্র

সাধারণের হার — অগ্রিম দেয় — বার্ষিক ৯৲ — ষাণ্মাসিক ৫৲ — ত্রৈমাসিক ২৸০ — মাসিক ১৲ — নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সংবাদ বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৪০ ২০শে মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

রাজসমীপে আফগান মন্ত্রী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, নূতন আফগান মন্ত্রী আলি মহম্মদ খাঁ ১৩ই মার্চ্চ রাজার নিকট তাঁহার কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। বৈদেশিক সচিব স্যার জন সাইমন ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল [illegible] জেনারেলের পদ পাইয়াছেন।

পুলিস অফিসে চুরি

হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে প্রকাশ, আবু সৈয়দ [illegible] নামে জনৈক পুলিস বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসে এক জন কর্ম্মপ্রার্থী [illegible] একটি ঘড়ি চুরি করার অভিযোগে সে গ্রেপ্তার হয়। প্রধান সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, আবু সৈয়দ উক্ত অফিসে জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই সময় অফিসের প্রাঙ্গণে একটা দুর্ম্মাজের মধ্যে সে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া, দশটাকা মূল্যের একটা ঘড়ি চুরি করে। আবু অপরাধ স্বীকার করে।

নোয়াখালিতে সশস্ত্র ডাকাতি

বাঁশের গোড়ে সশস্ত্র ডাকাতির সম্পর্কে নরেন্দ্র ভৌমিক, সুধিরকুমার দে, বীরেন্দ্রকুমার বর্দ্ধন ও নগেন্দ্রকুমার ভৌমিককে অপর দুইজনের সহিত গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমাণাভাবে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের মুক্তি দিয়াছেন।

নিখিল ভারত মসলীম লীগ

মিঃ এস, এ, মিয়া লিখ জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে নিখিল ভারত মুসলীম লীগের কার্য্যকরী সমিতির এক প্রয়োজনীয় অধিবেশন আহ্বান করা হইবে। দিল্লীতে লীগ অধিবেশনে এই অধিবেশন আহুত হইবে। উভয় শাখার প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত থাকিবেন। মিঃ মিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

পিরমাদনের গ্রেপ্তার

গৌহাটী হইতে প্রকাশ, পির সাহেবের শ্রীযুত গোলাপচাঁদ দত্তের ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ কামরূপের জেলার মুক্তি বাহক স্থানের যুবক সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কথা ছিল। ঐ কারণে গত ১২ই কামরূপের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন।

মজঃফরপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ মার্চ্চ [illegible] আগুন লাগিয়া প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। মুসলমানদের ৬টী কুটীর সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে অবশেষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

ঐ সকল কুটীরে কতকগুলি দলিল ও [illegible] অগ্নিকাণ্ড হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ গুলি ভস্মীভূত হইয়াছে।

এক জন নারী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অপর দুইজন লোকও ভীষণভাবে পুড়িয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুর জেলে প্রায়োপবেশন

লাহোর হইতে প্রকাশ মাষ্টার কাবুল সিং মেদিনীপুর জেলে প্রায়োপবেশনে আছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য শিরোমণি আকালী দলের গোপাল সিং, কাউন্সিলার ও নিহাল সর্দ্দার, সিংকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানাইয়াছেন যে, সরকার তাঁহার দাবী মানিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত মাষ্টার কাবুল সিং উপবাস ভঙ্গ করিতে সম্মত নহেন।

প্রকাশ যে, জেলে সুতা পরিতে দেওয়া হয় নাই এবং অন্য কয়েকটি অসুবিধা আছে বলিয়া মাষ্টার কাবুল সিং গত ১৮ই তারিখ হইতে অনশন করিতেছেন। কাবুল সিং কলিকাতার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হন।

অন্তরীণ বন্দীর প্রায়োপবেশন

বর্দ্ধমানের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গত ১৩ই মার্চ্চের পত্রে [illegible] ভাবে মহেশপুর থানায় অন্তরীণ বন্দী শ্রীযুত কণীভূষণ দাস গুপ্তের পিতা ও প্রাতাকে জানাইয়াছেন যে ফণীবাবু তথায় প্রায়োপবেশন করিতেছেন। ফণীবাবুর পিতাকে বলা হইয়াছে যে তিনি যেন মহেশপুর গিয়া অন্তরীণ বন্দীকে প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিতে বলেন।

জৈন প্রতিনিধিগণের দাবী

জৈন প্রতিনিধিগণ উদয়পুর মহারাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কেশরীয়ার মন্দির সংক্রান্ত বিবাদ এবং তাঁহাদিগের আপত্তির কারণ নিবৃত্ত করেন। তাঁহারা মন্দিরের কার্য্য পরিচালনা এবং মন্দিরে প্রার্থনা করিবার অধিকার নির্দ্ধারণের জন্য একটী কমিটি নিয়োগ করিবার কথা বলেন।

তাঁহারা আরও বলেন যে, উপাসনা পদ্ধতি কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা সমীচীন নহে।

মহারাজ ধীরভাবে তাঁহাদিগের বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন।

হত্যাকাণ্ড

কাঁথি হইতে প্রকাশ বক্সারের নিকট [illegible] হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিস তদন্ত করিতেছে। উক্ত যুবকের মৃতদেহ একটী খালে পাওয়া যায়। প্রকাশ, তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

পুলিস বহুগ্রাম, কেওটি ও অন্যান্য স্থানে [illegible] বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, খাদেরা ও অন্যান্য গ্রামের কয়েকজন লোক বর্দ্ধমান জেলার [illegible] এক ডাকাতি করিয়াছে।

ডাকাত দলের সর্দার পলাইতে থাকে। উক্ত দলের একজন তাহাকে কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করে এবং তাহার পাওয়ার পর মাথা কাটিয়া লওয়া হয়। প্রকাশ, উক্ত ডাকাত দলের প্রায় সকলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রোমে উক্টর ডলফাস

রোম হইতে প্রকাশ উক্টর ডলফাস রোমে উপস্থিত হইলে সিনর মুসোলিনী এবং রোমের বহু বড় রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। রাস্তায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। সকলেই ডলফাসের আগমনে আনন্দধ্বনি করিয়াছে। উক্টর ডলফাস এক সপ্তাহ থাকিবেন বলে আশা করিয়াছেন। সপ্তাহ শেষে উক্টর ডলফাস [illegible] অস্ট্রিয়ার অর্থ-নৈতিক কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া থাকেন, হাঙ্গেরীর সহিত অস্ট্রিয়া ও ইটালীর সহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে।

ঐ মধ্যে জগতকে বাঙ্গালার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] বঙ্গাব্দ ১৩৩০

ঢাকা [illegible] মহারাজ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] রায় বাহাদুর [illegible] সুবিধার [illegible] উচ্চ ইংরাজী স্কুলে [illegible] প্রধান শিক্ষকের সহিত [illegible] জন্য নিমন্ত্রণ [illegible] করিয়াছিলেন। এই সভায় [illegible] কি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। [illegible] মহারাজের দলে মিলিয়া [illegible] এই [illegible] উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। [illegible] স্থানীয় [illegible] আহূত হইয়াছিলেন, তবে তাঁহারা একটি [illegible] বিভাগের [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] মহারাজের [illegible] উদ্দেশ্য, এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। [illegible] সুতরাং [illegible] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[illegible] বাজারে [illegible] একটি [illegible] আছে, তাহার [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন শ্রীহট্ট জেলার [illegible] যে [illegible] ইংরাজী [illegible] অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর একত্র [illegible] প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তাহাকে [illegible] প্রদান করা হইবে। [illegible] যে সকল ছাত্র [illegible] তাহাদের [illegible] আবশ্যক নহে। [illegible] তাহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; বিশেষতঃ স্ত্রী পুরুষের একত্র শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভাল কি মন্দ, এ বিষয় কেবল এ দেশে নহে, য়ুরোপের [illegible] মনীষী ও [illegible] মধ্যেও মতভেদ [illegible], এবং এত জটিল সমস্যা লইয়া এ দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে [illegible] এ অবস্থায় [illegible] হীন, [illegible] ছাত্রগণকে এরূপ [illegible] প্রবন্ধ রচনা করিতে বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত [illegible] তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লউন।

[illegible] মাঠে খেলিবার [illegible] দল [illegible] নিকট এক গোলে পরাজিত হইয়া মাঠের উপস্থিত জনমণ্ডলীকে [illegible] করিয়াছে। [illegible] শেষ [illegible] সমানে [illegible] দল [illegible] পরাজিত হইলেন, এ এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। [illegible] দল [illegible] পূর্বে [illegible] একটি [illegible] দলের [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে এ দলের [illegible] মধ্যে কেহ [illegible] করিয়া খেলেন নাই। তাহারা [illegible] আক্রমণ করিয়া গোলের [illegible] একটিও গোল করিতে পারে নাই। [illegible] বি, মজুমদার, এস [illegible] ও [illegible] খুব ভাল খেলিয়াছিল।

[illegible] দল যথাসম্ভব ভাল টীম লইয়া খেলিয়াছিল। তাহাদের [illegible] কয়েকটি ভাল 'ম্যাচ' খেলিয়াছে। [illegible] খেলা পরম প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, [illegible] খেলার ছোটাছুটি [illegible] হইয়াছিল। খেলা আরম্ভের সময় হইতে দুই দল পরস্পরকে আক্রমণ করিতে [illegible], তবে খেলা তেমন ভাল হইতেছিল না। [illegible] মিনিটের সময় [illegible] 'পাস' করে [illegible] তাহাতে গোল করে। [illegible] একটি [illegible] গোলের নিকট [illegible] গোল পরিশোধ করিবার [illegible] করে। [illegible] পর মুহূর্তে [illegible] একটি সুযোগ পায় [illegible] তাহাতে গোল করিতে পারে নাই।

[illegible] দলের [illegible] করিতে পারিতেছিল না।

বিশ্রামের পর [illegible] দল [illegible] দলকে গোল পরিশোধ করিবার কোন সুযোগ দেয় নাই। শেষ সময়ে [illegible] একটি গোল [illegible] করে। [illegible] তাহাতে গোল [illegible] নাই। শেষ সময়ে [illegible] বিশেষ ভাবে আক্রমণ করিতে থাকে। [illegible] খেলা শেষ হইবার [illegible] পূর্বে [illegible] নিকট হইতে সুন্দরভাবে গোল রক্ষা করিয়াছে।

ভীষণ ডাকাতি ও নরহত্যা

[illegible] থানার এলাকাধীন [illegible] পাড়া গ্রামে [illegible] ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ [illegible] প্রায় ৩০ জন লোক লাঠি ও সড়কী প্রভৃতি [illegible] সজ্জিত হইয়া উক্ত গ্রামের বড় [illegible] বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতেরা [illegible] দরজা [illegible] ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রবেশ করে। [illegible] উঠিয়া [illegible] ডাকাতেরা [illegible] তাঁহার স্ত্রীকে বিশেষ জখম করে, এবং শেষে [illegible] আবদ্ধ করে। অতঃপর তাহারা [illegible] প্রায় ২ হাজার টাকা ও বিস্তর টাকার [illegible] করে।

[illegible] পরীক্ষার জন্য এখানে আনা হইয়াছে। তাহার স্ত্রী [illegible] অজ্ঞান অবস্থায় [illegible]।

— — —

কলিকাতা কর্পোরেশন

গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ৩২—১৬ ভোটে এক সিদ্ধান্ত [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] কোম্পানীকে ২২ বৎসরের জন্য [illegible] মাঠের নূতন [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই সর্ত রহিয়াছে যে, উক্ত কোম্পানী প্রতি বৎসর ২০ হাজার টাকা প্রদান করিবেন এবং প্রথম ৮ বৎসর অতিবাহিত হইলে পর উহা প্রতি বৎসর ৫ শত টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইবেন। [illegible] তাহাদের পক্ষে প্রত্যহ বিনা খরচায় ১০৮ গাড়ীর ময়লা খালি করিয়া দিতে হইবে।

[illegible] শ্রীযুক্ত জে, সি, [illegible] ই, জি, পি, [illegible] সমর্থন করিয়াছিলেন।

১৯২০ [illegible] কর্পোরেশন মনোযোগ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন।

কর্পোরেশনের সর্ত অনুসারে [illegible] ২৭ হাজার টাকা [illegible] কর্পোরেশন উক্ত [illegible] ২৫ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন। তবে এ বিষয়ে নূতন [illegible] আইনের ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে হইবে।

[illegible] সম্বন্ধে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরের জন্য [illegible] যে ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা [illegible] হিসাব পেশ করিয়াছেন, কর্পোরেশন কর্তৃক তাহা গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় বন-বিজ্ঞান পরিষদ

গত ১১ই মার্চ রবিবার সকালে [illegible] পরিচালকগণের আহ্বানে কলিকাতা ২৯নং [illegible] বঙ্গীয় বন-বিজ্ঞান পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন সভায় কলিকাতার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল, আন্তর্জাতিক [illegible] আইন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সভাতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার সরকার মহাশয় বন-বিজ্ঞান [illegible] গঠন ও উদ্দেশ্যাদি সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সভায় বন-বিজ্ঞান পরিষদের সদস্যগণ ছাড়াও [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার বসু [illegible] পত্রিকার শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য, [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী [illegible] দেবী, [illegible] চৌধুরী, [illegible] ঘোষ, [illegible] দে, [illegible] রায়, [illegible] চন্দ্র বসু, গোপালচন্দ্র রায়, [illegible] সরকার প্রভৃতি পরিষদের সদস্যগণ সভার কোন [illegible] সম্বন্ধে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আলোচনার [illegible] সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

হাবড়ায় প্লেগের প্রকোপ

[illegible], বাকসা, [illegible], [illegible], [illegible], গোলাবাড়ী, বৈকুণ্ঠপুর, বাঁটরা [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] থানায় প্লেগ দেখা দিয়াছে।

[illegible], [illegible] ও [illegible] থানায় ইন্দুর মরিতেছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৭২০ জন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়; ৬৮৫ জন মারা গিয়াছে।

[illegible] রোগ [illegible] জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ১৪ হাজার [illegible] জনকে প্লেগ নিবারণের টীকা দেওয়া হইয়াছে। ১১ হাজার ৭ শত [illegible] কূপের জল পরিশোধিত করা হইয়াছে।

তাহা ছাড়া [illegible] জন্য যে ২ হাজার কূপ [illegible] পূর্ণ [illegible] গিয়াছিল, তাহার পুনঃসংস্কার করা হইয়াছে।

[illegible] স্ত্রীহত্যা

[illegible] হইতে প্রকাশ [illegible] হইতে একটী স্ত্রীলোককে নৃশংসভাবে হত্যা করার সংবাদ আসিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, [illegible] নামে একজন স্ত্রীলোক [illegible] কিছু পূর্বে [illegible] ফিরিতেছিল এমন সময়ে কয়েকজন লোক তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায় এবং [illegible] গহনার লুণ্ঠনের জন্য তাহাকে হত্যা করে। [illegible] তাহার মৃতদেহ একটি কূপের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। [illegible] মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। [illegible] হইতে ঐরূপ আর একটী হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। [illegible] চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১৪শ বর্ষ { ১৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৭৬, ৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৬৮, ২০শে মার্চ ইং ১৯৬২ মঙ্গলবার } ৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৭ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবত রত্ন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপনীত হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাসাধিকারী ভাগবত-ভূষণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন

— — —

পর দিবস ১৮ই মার্চ রবিবার অপরাহ্ণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্যাদি সমাপনান্তে তাঁহারা সকলে ট্রেণে [illegible] মঠে যাত্রা করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

———

গত ১২ই মার্চ সোমবার দিবস শ্রীপাদ কুঞ্জগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিবৈভব মহাশয় মহাযোগপীঠে শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ হইতে পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ধ্রুবের শ্রীভগবানের প্রতি যে স্তবপূর্ণ স্তব উপলক্ষে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিমাতার বাক্যে ব্যথিত হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব তীব্র বৈরাগ্য-মুখকারে ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত মায়াদেবীর মর্ম্মভেদী কঠোর বাক্য ও প্রাণঘাতী পদাঘাত ভোগ করিয়াও সংসারে বিরক্ত হইতেছি না। শ্রীভগবান সদাশয় হইলেই জীবহৃদয়ে ভগবৎ-কৃপায় সমস্ত এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তাহাতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বনিতা, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, চপল, মন্দ প্রভৃতি বিচার থাকে না। বালক ধ্রুব 'কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি' বলিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণ দর্শনমানসে বাহির হইয়াছিলেন, পরিশেষে দেবর্ষি নারদের কৃপা লাভ করিয়া ভগবচ্চরণ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ যদি সংসারে বিরক্ত হইয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি' বলিয়া ভগবদনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সদ্গুরু-চরণাশ্রিত হয় তবেই তাঁহার কৃপাবলে দিব্য-নেত্রে ভগবৎ চরণ দর্শন করিবার সম্ভাবনা; নতুবা নয়—ইত্যাদি বিষয় তিনি বিশেষরূপে বর্ণন করেন। সকলেই মনোযোগসহকারে পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।

———

শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির

— :০: —

গত ৪ঠা চৈত্র ভিত্তিস্থাপন

পাঠকগণ অবগত আছেন, ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সুবৃহৎ মন্দিরের ব্যয়ভার-বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর তত্ত্বাবধানে ভক্তিবিজয় মহোদয় এই সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ রবিবার সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত নব মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীসুরভি-কুঞ্জের আলয়

শ্রীসুরভিকুঞ্জ বা শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীধাম-মন্দিরের অন্তর্গত। এই স্থান এতদিন সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় তথায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দের সেবা প্রকাশিত হইবেন। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা মহোদয় এই স্থানের মন্দিরের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। গত ৪ঠা চৈত্র সন্ধ্যাসময়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

———

ষষ্ঠীদেবী পদক

"সাধ্বী মহিলার হরিসেবা" সম্বন্ধে মহিলাগণ একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৬৯) তারিখের মধ্যে 'সম্পাদক, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনি 'ষষ্ঠীদেবী পদক' উপহার পাইবেন।

———

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দির

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহুকাল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীনাম-হট্টের সেবা করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিত্যধাম লাভ করিয়াছেন। শ্রীধাম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে তাঁহার সমাধি-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

———

সাটুরিয়ায় প্রচার

গত ২৫শে ফাল্গুন (১৩৬৮), শনিবার সাটুরিয়া গ্রামের অধিবাসিগণের আহ্বানে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ভক্তি-বান্ধব ব্রহ্মচারী উক্ত গ্রামের হরিসভার বাৎসরিক উৎসবের অধিবেশনে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে [illegible] প্রবন্ধ' পাঠ করিয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে সংকীর্ত্তন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সাটুরিয়া বালিয়াটী ব্যবসায়ী দোকানদারগণ ও স্থানীয় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

ভক্তাভক্ত

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

ভোগ করাইয়া ভগবানের আরাধনা লক্ষণ পরম্পরা মনকে অপহরণ করে। কুটুম্বগণ ধনপুত্রাদির ন্যায় পুরুষের হৃদয়ে সংকীর্ণ ও [illegible] অপহরণ করে।

———

এক পুরুষ আপন কর্ম্মফল। উহাকে কখনও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। [illegible] এবং [illegible] গৃহের ন্যায়। আবার গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে [illegible] করে। তখন সে অবিচারণাবশতঃ কামাদির বশীভূত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ [illegible] এবং [illegible] মনে করে। তখন সে [illegible] তাহার কঠোর সাধন যে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা সে কাম-চক্ষে দেখিতে পায় না। কখনও বা সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তির আপাত বৈরাগ্যের উদয় হয়; কিন্তু দেহে অভিমান থাকাতে তাহার সেই বৈরাগ্য নষ্ট হইয়া যায়।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ বিষ্ণু ভাদ্র পৌরাব্দ ৪৪৮

অপরাধভঞ্জন-পাট কুলিয়া

(৩)

'শ্রীবংশী-শিক্ষা'র প্রমাণ

পূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছে যে, তাৎকালিক গঙ্গা প্রবাহের পূর্ব্বতীরে শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও পশ্চিমতীরে শ্রীপাট কুলিয়া। সেই কুলিয়ার কতকাংশ গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন; কতকাংশ 'নবদ্বীপ' নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং কিছু অংশ অদ্যাপি 'কুলিয়াগঞ্জ'বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়ার অনেক অংশই চরভূমি। কেন না, তৎপশ্চাতে বহুকাল পূর্ব্বে যে গঙ্গা প্রবাহমানা ছিলেন, সেই ধারা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া মালঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইলেন, সেই সময় কুলিয়ার চরটীর পত্তন হয়। তন্মধ্যে যে যে স্থল মহাপ্রভুর কিছু পূর্ব্বে দৃঢ় ও উচ্চ হইয়াছিল তাহাতেই অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও অপর জাতি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেঘরি, বৈঁচী-আড়া, বেলপুকুরা. চিনেডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান তন্নপদের বাসভূমি হইয়াছিল। বৈচী আড়ার কিয়দংশে প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগণ বিষগ্রাম ও কাটুলী হইতে আসিয়া বাস করেন। মুকুন্দের চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র ছকড়ি, তিনকড়ি, সোনকড়ি। তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম শ্রীমাধবদাস চট্ট, শ্রীহরিদাস চট্ট এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট প্রাচীন শ্রীবংশীলাসামৃত সংস্কৃতগ্রন্থে পাওয়া যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলিয়ায় সেই মাধবদাস চট্টের বাটীতে সন্ন্যাস-লীলার পরে আসিয়া সাত দিবস বাস করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল ও কৃষ্ণানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কুলিয়ার নাম অপরাধভঞ্জনের পাট হইয়াছিল। 'শ্রীবংশী-শিক্ষা' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া পাহাড়'-নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি চট্ট নাম
মহাতেজা কুলীন-সন্তান॥

এই গ্রন্থে 'নদীয়ার মাঝখানে' বলিয়া কুলিয়া পাড়ের উল্লেখ হইয়াছে। এই উক্ত প্রাচীন গ্রন্থ বা কাঞ্চনপল্লীর নিকটস্থ নবদ্বীপ ইহার উল্লেখ হইয়াছে। প্রাচীন পাটবাড়ী পাহাড়পুর হইতে ... ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখুন।

ভক্তিরত্নাকরের প্রমাণ

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাক্রমে দেখা যায়, নিজ নবদ্বীপ বলিয়া একটী দ্বীপও তখন শ্রীগঙ্গাদেবী দ্বারা বেষ্টিতা ছিল। তৎ-চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য বহু গ্রাম নবদ্বীপের যোল-ক্রোশ পরিধিমধ্যে স্থাপিত ছিল। ভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থকার আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের যে সংস্থান চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক লোকের অনুমানাপেক্ষা অধিকগুণে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। আমাদের কোন মনোমত বিষয় সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তাঁহার বর্ণনকে অবহেলা করা কেবল ভক্তদ্রোহের কার্য্য। তাঁহার গ্রন্থে 'কোলদ্বীপ' বলিয়া যে স্থানকে উক্ত করিয়াছেন, তাহা গঙ্গাদেবীর পশ্চিম-তটে আর চারিটী দ্বীপের সহিত সংযুক্ত।

শ্রীনরহরি দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ধাম-পরিক্রমা-বর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার॥"

কোন্ স্থান হইতে আচার্য্য প্রভু কুলিয়া-নগরে গেলেন তাহা বিচার করিয়া দেখুন। পরিক্রমা-পদ্ধতিতে লিখিত আছে,

"বামনপুকুরে পুণ্যগ্রাম। 'ব্রাহ্মণ-পুষ্কর'এ বিদিত পূর্ব্ব নাম। ব্রাহ্মণের আন' মনঃ-কথা। আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা। এ গ্রামের অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রচুর॥ কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দ-ধাম॥ প্রভু শিষ্যেরে কোলদ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে॥"

'বামনপুর' নামক গ্রাম যে 'ব্রাহ্মণ-পুষ্কর' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, তথায় অদ্যাপি 'পুষ্কর'-তীর্থের চিহ্ন আছে পরিক্রমা সময় বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শন ও স্পর্শন করেন; ব্রাহ্মণ-পুষ্কর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এবং কুলিয়া-পাহাড়পুর গঙ্গার পশ্চিমতীরে। পরিক্রমা-পদ্ধতিতে, যথা—'জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে। কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥'

পরিক্রমা পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণপুষ্কর হইতে কুলিয়া পাহাড়পুর যাইতে গঙ্গা পার হওয়ার কথা লেখা নাই, তথাপি ব্রাহ্মণপুষ্কর হইতে পশ্চিমদিকে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীনিবাস যাইয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি সেই স্থানে পার হইলে কুলিয়া-গঞ্জে উঠা যায়। আচার্য্য কুলিয়া দর্শন করিয়া সমুদ্রগড় গেলেন। তাহাতে গঙ্গাপারের উল্লেখ নাই।

'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ' ও 'চণ্ডীর' প্রমাণ

প্রকৃত-প্রস্তাবে গঙ্গা তখন কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের মধ্যে ছিলেন না। কেবল বর্ষাকালে নিম্নভূমিটী জলময় হইয়া যাইত এবং এখনও যায়। কোন ব্যক্তি 'পরিক্রমা-পদ্ধতি' পড়িয়া পদব্রজে গমন করিয়া পথ পর গ্রাম অবলম্বন পূর্ব্বক মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপে যদি যান, তবে তাঁহার সমস্ত ধাঁধা মিটিয়া যায়। 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ'-গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছুদিন পরে কবিকঙ্কণ নিজকৃত চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপ

"ত্বরা করি' সদাগর স্নানে চিন্ন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বহিয়া এড়ায়॥
কোথাও মরুন, কোথা দক্ষিণমুকলা।
নবদ্বীপ উত্তরপশ্চিমে বেলিয়ার বাগা॥
চৈতন্যচরণ সাধু করিল বন্দন।
সেখানে রাখিয়া বৈষ্ণবন্দন॥
পাড়পুর সমুদ্রগড়ী বাহিল যেখান।
মীর্জাপুরে করিল ডিঙ্গির চাপান॥"

প্রথমে নদীয়ার ঘাটে ধনপতি সদাগর আজ পাক করিয়া আহার করিল, সেই স্থানটীকে তখন 'দেওয়ানগঞ্জ'বলিত। দেওয়ানগঞ্জের অপর পারে বিদ্যানগরের জাহান ও শ্রীরামপুর। তাহা ছাড়িয়া দক্ষিণে পাহাড়পুর পাইলেন। এই কুলিয়া পাহাড়পুরকে কবিকঙ্কণ পাড়পুর বলিয়া লিখিয়াছেন। পাড়পুর ছাড়াইয়া সমুদ্রগড়ে পৌছিলেন। এখনও সেই পথ লক্ষিত হইবে।

কাশিমবাজারের পেনিনডলা ম্যাপ

কাশিমবাজার পেনিনসুলা ম্যাপ দেখিলে এ সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। কুলিয়া গ্রাম যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ—ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই তবে সেই সময়ে দেওয়ান-গঞ্জ হইয়া গঙ্গা কুলিয়াকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তরাভিমুখে গঙ্গানগরের দিকে চলিয়াছিলেন। সে-সময় বর্ত্তমান নবদ্বীপের নৈদালপাড়া গঙ্গার গর্ভে ছিল, কি উপরে ছিল, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। প্রাচীন নিবাসিগণ বলেন যে, নৈদালপাড়ার অনেকাংশ গঙ্গার গর্ভে ছিল। জল শুষ্ক হইলে দেওয়ানগঞ্জ পারের অধিবাসী বহু লোকবর্গ কুলিয়ার চরে আসিয়া বাস করেন। গঙ্গা সেই গঞ্জ পারের বহু জমি ভাঙ্গিয়া নিতে লাগিলেন অতএব শ্রীনবদ্বীপের অন্তঃপাতী বারকোণাঘাট প্রভৃতি পুরাতন গঞ্জের অনেক স্থান বসিয়া ছিল। সেই সময় পুরাতন গঞ্জে একটী স্থানে শ্রীধাম-অঙ্গন বলিত হয়। তাহাই আবার এখন কুলিয়ার চরে আসিয়াছে। দেওয়ানগঞ্জের দিকের একটা সকল নিজ নদীয়া নগরের প্রজা। তাহারাই সংলগ্ন চরে বস উঠিয়া গেল, তাই নবদ্বীপ নামকে প্রশস্ত করিল।

যেখানে বড় নাম উপস্থিত হয়, সেখানে ছোট নাম কাজে কাজেই লুপ্ত হয়। কুলিয়ার কয়েকটী পল্লীতে পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ 'কুলিয়া' নাম লুপ্ত হইয়া 'নবদ্বীপ' নাম ব্যাপ্ত হইল

সিদ্ধান্ত

বর্ত্তমান নবদ্বীপকে পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্রীকুলিয়াপাট বলিয়া সংস্থাপন না করিলে সমস্ত বিরোধ অনুসন্ধান বিফল হয়। কুলিয়া গ্রামে ছকড়ি মাধব চট্ট মহাশয় ও তদীয় পুত্র প্রভু বংশীবদনানন্দ বাস করিতেন এবং বংশীবদনানন্দের বংশধরগণ কুলিয়া গ্রামে শ্রীমায়াপুর হইতে আনীত শ্রীমন্মহা-প্রভুর দারুমূর্ত্তি রাখিয়া শ্রীপাট বাঘনাপাড়া চলিয়া যান—তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে শ্রীমন্মহা-প্রভুর বহু পূর্ব্বে যে গঙ্গাধারা ছিলেন তৎপশ্চাতেও কোন স্থান অনুসন্ধান করিয়া কুলিয়া-নগর পাওয়া যায় না। যদি সেখানে কোন 'কুলিয়া' থাকিত, সেরূপ প্রধান নগর লুপ্ত হইলে তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইত। আমরা কোন সময়ে সমুদ্রগড়-নিবাসী কোন অতি বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শিশুকালে কুলিয়ার গঞ্জে বাজার করিতে আসিতেন এবং সে-সময় কুলিয়া গ্রামের অনেক অংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

আমার শত্রু কে ?

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী)

(২)

কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতি ঘটিলেই আত্মার বদ্ধাবস্থা এবং সূক্ষ্মদেহ-মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও স্থূল ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমাত্মক পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের সৃষ্টি আত্মার বহির্ম্মুখ-বিস্মৃত-অবস্থাই মন। এই মনে মায়ার আবরণাত্মিকা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব রূপ দোষ প্রবিষ্ট হইবার যথেষ্ট অবসর থাকায়, বিবর্ত্তবাদে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিচার-প্রাবল্যে মনের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। ঐ দুর্ব্বল মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিচরণ করার দরুণ ঐ দেহস্থিত "আত্মা" তদীয় অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা, গতিতে অর্থাৎ সহজ ও সরল নিত্য কৃষ্ণদাস্যে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইতে পারেন না। আত্মা আত্মস্থ থাকিয়া আত্মাতে রমণ করিতে পারেন না। যেহেতু মন বহিঃপ্রজ্ঞায় দেহের আশ্রয়ে লিপ্ত থাকিয়া বদ্ধ আত্মা আত্মারামে রহেন। অন্তঃপ্রজ্ঞ আত্মারামগণ আত্মারামেশ্বরের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবানুশীলনপর। আত্মা যেই ধারণ করিলেও দেহের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ-

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্, পাণি, পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও মন—এই একাদশেন্দ্রিয়ের আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। নতুবা আত্মার বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইবার পন্থান্তর নাই—ইহাই শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত বাণী বা মন্ত্র।

—————

যাঁহারা বিচার করেন, দেহেন্দ্রিয় ও মন যখন আত্মারামী হইবার পথে পরম-কণ্টক-স্বরূপ, তখন ইন্দ্রিয়ের বিনাশসাধন ও মনকে পঙ্গু করাই শ্রেয়ঃ। এখন বিচার্য্য—এই ইন্দ্রিয়কে বিনাশ করিবে কে? কোন ইন্দ্রিয়ের উপরই কোন ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ মনের যোজনা-নিবন্ধনই দেহা-ত্মাদ-বিচার-প্রাবল্যে আত্মার এরূপ দুর্দ্দশা বা বন্ধদশা উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং নিজে নিজে ইন্দ্রিয়কে বশ করিতে যাইয়া অনেকেই অজিতেন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধে আত্মবিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। এই হইল প্রধান কথা; তারপর মনের ও ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস সাধন করিতে হইলে কাঠ পাথর হইয়া যাইতে হয়।

শ্রীচৈতন্যচরণানুগগণ এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা দেহধারী জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রম্)

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের উপাধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অর্থাৎ বিষয়গ্রহণ-স্পৃহা পরিহার করতঃ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি সর্ব্ব বিষয়ের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই—ভক্তি। এই ভক্তিদ্বারাই কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ এবং আত্মানন্দ লাভ হয়। উহা দেহ-মনোধর্ম্মের ব্যবধান-রহিত। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা অর্থাৎ ভোগ-ত্যাগে উদাসীন হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাচ্ছাদিত নির্ম্মল-ভক্তি-সাধনই স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহধারী আত্মা বা নিত্যাত্মার নিত্য-সেবা।

এই সেবায় বাধা-প্রদাতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শত্রু—"মন"। এই মন যে পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতিতে নৈরন্তর্য্য লাভ করিবে সে-পর্য্যন্ত মন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে না। মনও শত্রুতা করিবার জন্য অবসর খুঁজিতেই থাকিবে। তবে এখন কথা, যেন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সমীপে থাকিবার অভিনয় করিলেও দুষ্ট মন স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিতে ছাড়িবে না। এই দুষ্ট মনকে শাসন করিবার উপায় একমাত্র শ্রীগুরুমুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ ও নিষ্কপট সেবা। ইহাই শত্রু-দমনের পরমোপায়। মনের সংকল্প বিকল্পাত্মক বৃত্তি ধ্বংস হইলেই মন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত মন্ত্র ক্রিয়াশীল না হয়, সে-পর্য্যন্ত মন শত্রুরূপেই শত্রুর কার্য্য করিয়া থাকে; তখন মনই শ্রবণপথে প্রতিকূল। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত মন শুদ্ধ হয় না। মন শুদ্ধ না হইলে বন্ধন স্বরূপ-বিভ্রান্ত অবস্থাতে আত্মার পরম শত্রু। তাই আমাকে সাবধান করিবার জন্য আমার মনের চরিত্র দেখিয়া পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেব গাহিয়েছেন—

"দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে
তব "হরিনাম" কেবল কৈতব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক কামিনী দিবস যামিনী
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব।
তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশা-তরু জড় মায়া-মরু
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজন-দ্বেষ প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
•   •   •
তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা বশে তুমি জড় রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন সৌষ্ঠব।
•   •   •
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধভক্ত
সংসার তথায় পায় পরাভব।
•   •   •
কীর্ত্তনে যাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভার
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।"

অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে "হরিনাম রব" করিয়া দুষ্ট মনকে শোধন করিবার শিক্ষা দিয়েছেন। জানি না, অপরাধী পাপাত্মা আমি কতদিনে শ্রীল প্রভুপাদের চেতনবাণী গ্রহণ করতঃ মনের শত্রুতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শুদ্ধমনে স্ব-স্বরূপে শ্রীগুরু-পাদ-পদ্মাশ্রয় লাভ করিতে পারিব!

'শ্রীগুরু-কৃপা হি কেবলম্।'

"শত্রু ও মিত্র"

[শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ ভাগবিকারী ভক্তিমৈত্রেয়]

(১)

আমি নিত্য কৃষ্ণদাস ভুলিয়া সংসারে
অন্ধীভূত চক্ষু মোর বিষয়ের ঘোরে॥
বাড়ি দিন্থ কর্ম্মসূত্র
জড়দেহে অনুরক্ত
এই যে ভীষণ ঘন অজ্ঞান-আঁধারে।
অন্ধ হ'য়ে চিরকাল ঘুরি' গো সংসারে॥

(২)

ঘন মায়া-অন্ধকারে যে গো মহাজন।
প্রদানিছু অন্ধকারে ... সন্ধান॥
ভক্তি বীজ হৃদয়েতে
দিব্য-জ্ঞানালোক দিতে
উদিলে চিন্ময় রবি জীব-ভাগ্যাকাশে।
সিদ্ধান্ত-কিরণে সর্ব্ব অজ্ঞান বিনাশে॥

(৩)

মোহে আচ্ছাদিত জীব-চেতনের আঁখি।
যে মোহেতে নিদ্রাঘোরে অনিত্য নিরখি'॥
নিত্য ভাবি অনিত্যেতে
মজি' সদা অসত্যেতে
সবলে কুঠার হানি আপনার পদে।
কে প্রভু উদয় হ'লে রাখিতে বিপদে॥

(৪)

ধীরে ধীরে ঘুচাইলা মোহের কালিমা।
দেখাও চেতনালোকে হৃদয়-চাঁদিমা॥
পেয়ে জীব সেই নেত্র
নেহারে কমল-নেত্র
সেই দিব্যনেত্র দাও কৃপাপাত্র জনে।
নিত্য-যুক্ত পূর্ণ-রূপ হেরয়ে নয়নে॥

(৫)

অখণ্ড-মণ্ডলাকার ব্যাপ্ত চরাচরে।
তাঁহার পরমপদ দেখাতে জীবেরে॥
যাঁর চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ,
গুরু তাঁর শ্রীচরণ,
আত্মাঞ্জলি দিলে তাঁর পাদপদ্ম-পরে
লভিবে দুর্ল্লভ নিধি যাবে মায়াপারে॥

(৬)

তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর।
সর্ব্বদেবময় তিনি সর্ব্ব-গুণাকর।
কৃষ্ণ নিজে কৃষ্ণ দিতে
গুরুরূপে এ মহীতে
উদিত ভগবান্ যেচ্ছায় আপনে।
শিখাতে চৈতন্যবাণী বিশ্বের চেতনে॥

(৭)

সেই বন্ধু সেই সখা ... ...
সে মোর পরমাত্মীয় প্রেমভক্তিদাতা।
আর সবে মিত্ররূপে
ফেলে মোরে অন্ধকূপে
গলে ফাঁস দিয়া টানে এ ভব-প্রাঙ্গণে।
অজ্ঞানাখ্য শত্রু তারা জানি শাস্ত্র-দ্বারে॥

ভবাটবী

সংসার-অরণ্য অতি দুস্তর। জীব মায়ার বশে তাহাতে বদ্ধ হইয়া কষ্টক্লেশ ভোগ করে। ঐ অরণ্যে জড়েন্দ্রিয় দস্যু এবং পুত্রকলত্রাদি মাংসলোলুপভোজী শৃগাল-কুকুরাদি তুল্য; তাহারাই জীবের ধন ও মন হরণ করে। তাহাতে কামা-কর্ম্মময় গৃহ তৃণাচ্ছাদিত গহ্বর-সদৃশ সর্ব্বনাশ হেতু। শরীর নানা প্রলোভনে জীব মুগ্ধ হইয়া নিদ্রা এবং অনিত্য ধনজনাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া নিত্যাবস্থাতে লক্ষ্যহীন হয়। ঐ অরণ্যে পশুপক্ষী জীব হিংস্র পশুপক্ষতুল্য দুর্জ্জন ব্যক্তি দ্বারা নানারূপে উৎপীড়িত হয় এবং বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বশে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। কখনও ক্ষণস্থায়ী সুখে সুখী কখনও বা দুরাশার বশে কোনও দুষ্কর্ম্মে রত হইয়া বিবিধ অভাবে অশান্তি ভোগ করে। কোন সময় সে নিদ্রারূপা নাগিনীর বিষে বিগত-সংজ্ঞা হইয়া শবের মত পড়িয়া থাকে। আবার কখনও বা অজ্ঞানের অন্ধকূপে মগ্ন হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়। তথায় কেহ বা পরদারাদিরূপ মধুলোভে অন্যায় পূর্ব্বক অন্যের অধিকারে গিয়া নানারূপ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করে।

রোগ, শোক ও শীত-গ্রীষ্মাদিতে এবং পরস্পরের দৈনন্দিন আদান-প্রদানাদি ব্যবহারে বহুবিধ অসুখ ও অসুবিধা-সংস্কারে একরূপেই সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া জীব কেবল তাপই প্রাপ্ত হয়। একটী অবলম্বন হারাইয়া আবার নূতন অবলম্বনে ভর করিয়া, একরূপে চলিত হইয়া, অন্য একজনের আশ্রয় লইয়া বৃথা সুখের আশা করে। এই অবস্থায় মায়াবদ্ধ জীব কোনও কালেই এই সংসার হইতে পার হইতে ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না। সে অনিত্য ধনজন-নিবন্ধে মত্ত হইয়া মৃত্যু-কথা ভুলিয়া যায়। বহু দুঃখ ... ... কেবল ... মার্গে পরিভ্রমণ করে বলিয়া প্রকৃত ভগবানকে জানিতে পারে না।

... ... যেমন দুর্গম ... ... এই দুইটী ... বারবক্ষণ, ইহারা ... ... 'ধর্ম্ম-

(অতঃপর ... পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible]
২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible]
[illegible]
৪। [illegible] (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় [illegible] ।৵
৬। গৌড়ীয়-[illegible]
৭। [illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা, সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৮০
১০। গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸
১১। শ্রীগৌর কেবল মাধুর্য্য [illegible] ।
১২। ব্রাহ্মণমালিকা [illegible]
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন সাত্বত [illegible]
[illegible]) ।
১৪। [illegible] ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶৹
(বাঁধা) ৸৹
১৮। দীন-হিন [illegible] ৶৹
১৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১ নবদ্বীপধাম প্রবন্ধমালা ৸৹
২২। ভাগবতারক [illegible] ৶৹
২৩। [illegible] ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম [illegible] ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণখণ্ড
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৯ [illegible]) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
২৮। শ্রীশিক্ষাষ্টক [illegible]
২৯। নবধাভক্তি
৩০। গীতাবলী
৩১। ফিরে নবদ্বীপ ১১০
৩২। সাধনকণা
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৩৪। নবদ্বীপশতক
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। মহাপ্রভুর [illegible] ৵০
[illegible] (২য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অচ্যুতম
৩৯। সাধনপঞ্জিকা (বাঁধা) ।০
ঐ (আ.বাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবদর্শন-[illegible]
([illegible])
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৵০
৪৫। [illegible] ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয় মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। [illegible] (বঙ্গানুবাদ ও [illegible] ।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫১। [illegible] ৶০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ৵০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। [illegible] ।৶০
৬২। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible]
[illegible]
৬৭। [illegible]
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (তৃতীয় খণ্ড)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। [illegible] ।০
৭০। সাধনপথ
৭১। [illegible] ৵১০
৭২। [illegible]
৭৩। অর্থপঞ্চক

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। অর্থপঞ্চক

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, পোঃ
শ্রীমায়াপুর
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীনন্দন-সুখদ কুঞ্জ স্বানন্দসুখদকুঞ্জ,
পোঃ [illegible], নদীয়া।
৭। শ্রীগদাধর [illegible] নদীয়া।
৮। [illegible] মঠ গোদ্রুমপুর, শ্রীমায়াপুর।
৯। [illegible] —পোঃ চাকদহ,
১০। [illegible] -[illegible]
পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
১১। [illegible] বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া,
পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপুরুষোত্তম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ [illegible]
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
[illegible] রোড, ঢাকা।
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ [illegible], ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible] মঠ পোঃ [illegible]
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ [illegible]
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], আসাম।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
[illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মথুরার ঠাকুরের [illegible], বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
৩২। শ্রী[illegible]—[illegible]
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ— [illegible]
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড,
পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং [illegible],
[illegible], (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ— মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ —১০০ নং [illegible]
পাটনা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমৎ [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও [illegible] শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩১ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অতি বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরত্নে বিবিধ চিত্রাবলী ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী-প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৭,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৪—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১০—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—৪২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৩৪	১৩-১১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩০	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০ ৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০ ৯-১৯, ১১-১৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৪৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৫০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০ ০	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৪

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৩রা মার্চ ১৯৩৪

ইটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড় (গোল বা চৌক) বাকা	৸৹—৫৸৹
ঐ সোজা ঢালা পাকা	৫/০—৫৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৸/০—৸৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৸/০
২৪ গেজ " "	১১/০
২৬ গেজ " "	১২৸৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ প্লাঃ সেন্ট ষ্টি—	১১৸/০
২৬ গেজ " "	১২৸/০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸/০ -	১৪৲
বাগান বেড়া কাঁটাতার ১০০	
গজ ও বাঃ	৮৷০
টিন প্লেট	৭৷/০—৭৸৶০
" গোলাই (গোল)	৬৷/০—৭৷৶০
" গজাবে। (চৌকা)	৬/০ ৭৸৶০
"গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৲—৫৷০
" টানা রড-	
চাকা ৶০—।৶০ ঐ	৬৲—৬৷
" বাণ্ডিল তার	৭৷০ ৭৸০
" মোট—ভিন্ন সূতা মোটা	
পয়েন্ট	৮৲—৮৶০
" ঢাকার ৩-১৬ গজ বাণ্ডিল	৯৸৶—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১৷০
মাথের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲
কলাই করা ১ হইতে ১০ নং	১৸৶—১৷০ গজ
কাগজ ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ রং:	
ঐ ভিন্ন সাইজ ৫৸৶০ সেঃ মিঃ	৬৷৶০ "
প্লাঃ সেন বালাফ ৭—১২ হাত	১৷০-৭৷০
ঐ রিভিট " ৭—১২ ইঞ্চি	৯৲—৭৲
লোহার স্পোর্ক বক্তের গোল ও	
চাকা	৮৷০—
ঐ গালের লোহার সিট	১৫৲
ঐ ঢেউপেরা (ঐ গেজ সিট)	১৮৲
লোহার স্ক্রু ৪—৩ ইঞ্চি ৶১০—৸৶০ গ্র	
ঐ করা ১৭ নং	
১৪—৪ ইঞ্চি	৷১০—৸৶০ সেঃ হন্দর
প্লাঃ তার ১৬— ২২ নং	
(গেজ)	১১৸০—১৪৷০ হন্দর
প্লাঃ রিংবার (মরকা)	
.২ ইঞ্চি	৶ - ৸৶১০ পাউণ্ড
প্লাঃ আটা দং বা তোলা	
৩ ইঞ্চি	৸০—৸৶০ "
প্লাঃ স্ক্রু ১৫০- ৭৷০ ইঞ্চি	২০৲—২৯৲ হন্দর
প্লাঃ এলবার চাকি	১১৷০—১৯৲ "
প্লাঃ বোল্ট নাট ৮—৯ ইঞ্চি	
	৸/১০—১৶/০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৭৷০—৭৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ৭	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
চিটস প্রেসের তক প্লাঃ	
পাইপ ১২ ইঞ্চি	৷৶৫ ফুট
পাম্প ৭নং ১১৷০ ৫নং ১৪৲ ৩নং ১৯৲	
৩০- ৮০ বার্টপাম্প ৶১৫ মাউ ২৷০-৩৷০ সং	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

ঠীরনগর ঘাট কোলাপসি, বড়বাজার, ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা।

কেরোসিন

মোক্রেক প্রোকে বাক্স (২ টিন)		৯৲০
পুষ্প মার্কা	"	৯৷০
স্যাক্টোরিয়া	"	৯৲

———

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বাট	৩০৸
গিনি পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০৫৯৲
ঐ পুরাণ	৫৶০

———

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮৯৶
৩৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৯৷০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	১০৲
৫৲ " ঋণ (১৯৪৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৩-৮৩) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট বণ্ড:—	১০৪৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, পেড আপ	১১৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

বেঙ্গল মিল	১৪৲

পাট কল

হাওড়া	৫৭৲
অকল্যাণ্ড	১২৪৲
বালী	১৭৯৲
বরানগর	১৪০৲
ক্যানিং	৩১০৲
ডালহৌসী	১৪৪৲
এলায়েন্স	৯১৷০
চাঁপদানি	৫০৮৷০
হুগলী	৩৩৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পালাজ্বর ও জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পরাণসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। প্যাকিং ও ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

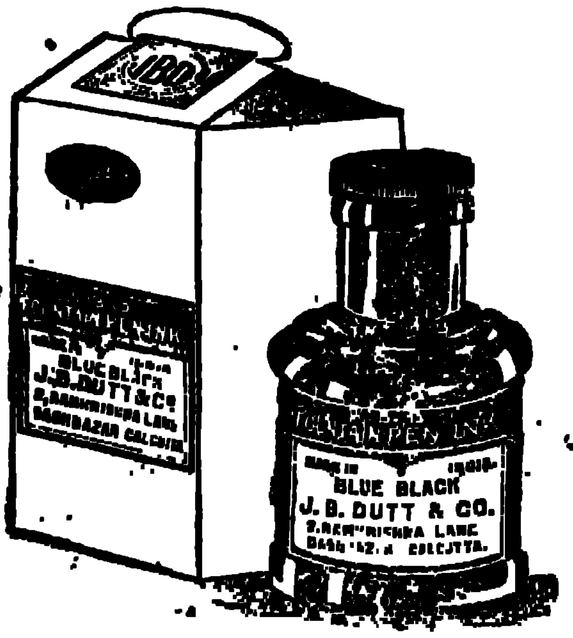

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৮নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর- গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

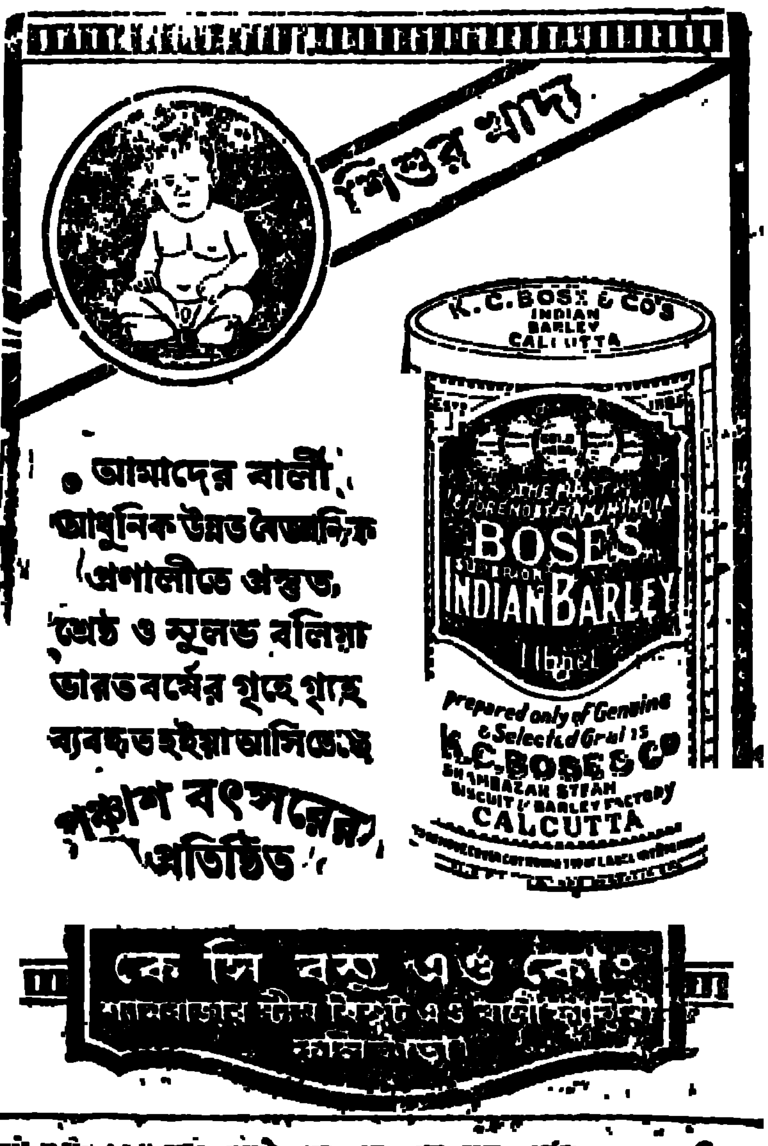

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ভাণ্ডারী এম, এ, এর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অফিসের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১/
প্রতি কলম ৮/
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২/
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯/
ষান্মাসিক ৫/
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১/
নগদ সমস্তের
সংখ্যা ৴৫

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই চৈত্র বুধবার ১৩৪০, ২১শে মার্চ ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::০:—

আমেদাবাদে মেনিনজাইটিস

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, মেনিন্‌জাইটিস রোগের প্রকোপের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মিউনিসিপাল কেবিনেট উপদেশ দেন উক্ত রোগ আক্রান্ত রোগীসংখ্যা কম হইয়াছে। কেবল গত ১৬ই একটি নূতন রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। হাসপাতালে বর্ত্তমানে রোগীসংখ্যা মাত্র ৪২।

মিউনিসিপাল কেবিনেট সহরে সার্কাস এবং খেলা দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সংক্রামক রোগের বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই যুক্তিতে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। আদেশ অমান্য করিলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা হইবে, জানানো হইয়াছে।

বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি

২৮শে মার্চ পাটনায় বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির অধিবেশন হইবে। ঐ সভায় যোগদান করিবার জন্য শেঠ গোবিন্দদাস ১৭ই অপরাহ্ণে পাটনায় যাত্রা করিবেন।

[illegible] হইতে ঐ সভায় যোগদান করিবার জন্য মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত [illegible] নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

মেদিনীপুরের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] এর আদালতে মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, এস এন্‌ সরকার ও এন. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা [illegible] টাকা আত্মসাৎ করা সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

বাহীকে জেরা করিবার পর আগামী সোমবার পর্য্যন্ত মামলার শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

ডাঃ সৈফুদ্দিন কীচলু কারামুক্ত

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ সৈফুদ্দিন কীচলু দিল্লীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অপরাধে ২ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গত ১৬ই তিনি মুলতান জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। জেলের ফটকে কংগ্রেস কর্ম্মিগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত ও মাল্যভূষিত করেন।

১৭ই তারিখে ডাঃ কীচলু লাহোর রওনা হইয়াছেন।

কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার

সন্দরচৌলার যোগেশচন্দ্র দত্ত এবং বাবু অতীন্দ্র নিয়মচন্দ্র এক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। যোগেশচন্দ্র কলেজের ছাত্র।

বিধ্বস্ত বিহার দর্শনে মালব্যজী

পাটনা হইতে প্রকাশ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৭ই তারিখে এখানে আসিয়া আনন্দে পণ্ডিত মাত্র সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি আবার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ভূমিকম্পের ফলে বিহারের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটীর বিশিষ্টজনের বোর্ডের অধিবেশনে মালব্যজী যোগদান করিবেন। তিনি সোমবার মুঙ্গের, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন। এতদ্ব্যতীত পরে তিনি বেনারসে ফিরিয়া যাইবেন।

বড়লাটের সাহায্যভাণ্ডার তহবিল

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, বড়লাট ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে ১৭ই পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ—৩১ লক্ষ ২৯ হাজার ৩ শত ৮৬ টাকা ১২ আনা ৬ পাই এ দাঁড়াইয়াছে।

ডাক বাক্সের মধ্যে পিস্তল

লাহোর হইতে প্রকাশ, একটী ডাকপিয়ন ডাকবাক্স খুলিবার সময় উহার মধ্যে একটি পিস্তল পায়। সে উহা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদান করে। পিস্তলটি পুলিসকে দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পুলিস তদন্ত চালাইতেছে।

মুনিসিপ্যাল প্রেসিডেন্ট আহত

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ [illegible] থানার অধীন মঙ্গলকোট ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মৌলবী মোসলেমউদ্দিন খাঁ তাঁহার মকরামপুর হইতে ফিরিবার সময় পথে দুই লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও গুরুতর আহত হইয়াছেন।

বুদ্ধ সহরে বজ্রাঘাত

মৈমনসিংহ হইতে প্রকাশ, মুক্তাগাছার জেলার অন্তর্গত এক গ্রামে সামান্য কয়েকটী ছোট ছোট [illegible] বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা বাহিরের এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে ফিরিতেছিল এমন সময়ে ঝড় আসে। সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ে। বাজ পড়ার ফলে একজনের মৃত্যু হয়। অপর জন তাঁহাকে বাঁচাইতে গিয়া তাহাকে আহত করে। অবশেষে দুইজনের সঙ্গে তাহার মৃত্যু হয়। পরদিন মাঠে তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

সরকারের সাহায্য দাবি

আলিপুরের ডেপুটী কমিশনার বাহাদুর শ্রীযুত অরুণকুমার বসু এম-এ-এ-র সাহায্য কার্য্যের নিমিত্ত ভার পাইয়া সরকারের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত বসু সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত কমিটি সাহায্য সমিতি সমূহ পরিদর্শন করিতেছেন।

নৌকায় ও জন যুবক গ্রেপ্তার ও মুক্তিলাভ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ২২শে ফাল্গুনী [illegible] এক নৌকায় সন্দেহক্রমে ৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। [illegible] পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠিত হয়। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] মুক্তি দিয়াছেন।

শেওড়া ফুলির রাজনর্ত্তী

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আটক বন্দীর কন্যার পীড়া

মহমনসিংহ হইতে প্রকাশ, বক্সার আটক বন্দী শ্রীযুত [illegible] তাঁহার পীড়িতা কন্যাকে দেখিবার জন্য এক সপ্তাহের ছুটিতে [illegible] আসিয়াছেন।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] চৈত্র [illegible], ১৩৪০

ভারতে পণ্যদ্রব্য

ভারতে গত বৎসরের তুলনায় [illegible] বস্ত্র ও আমদানী [illegible] হইয়াছে। কোরা ও ধোলাই বস্ত্র এবং ছোপা কাপড় সুত আমদানী বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের [illegible] যে সুতা আমদানী অপেক্ষা গত ডিসেম্বরে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ পাউণ্ড কম আসিয়াছে।

গত বৎসরের ৪ কোটি ৭২ লক্ষ গজ বিদেশী বস্ত্র ভারতে আসে [illegible] আমদানী হ্রাস পাইয়া ৩ কোটি ৪০ লক্ষ গজে দাঁড়ায়। উহার মধ্যে বৃটিশ বস্ত্র আমদানী ৩ কোটি ৪০ লক্ষ গজ হইতে [illegible] ৩১ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে এবং জাপানী বস্ত্র আমদানী প্রায় ৫ লক্ষ গজ বৃদ্ধি পাইয়া এক কোটি ২৫ লক্ষ গজে দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ যেখানে গত বৎসর যথাক্রমে ১ ও ১ কোটি ২০ লক্ষ গজ বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করে, ডিসেম্বরে তাহারা যথাক্রমে ক্রয় করে ৮৩ লক্ষ ও ৬৫ লক্ষ গজ।

কয়লা

গত বৎসর এ ডিসেম্বরে [illegible] হিসাবে কয়লা উৎপন্ন।

গত ডিসেম্বর আসাম প্রায় ১৫ হাঃ ও ১১৯ হাঃ টন বাঙ্গলা প্রায় ৯ লক্ষ ২৫ হাঃ টন ও লক্ষ ৬৭ হাঃ বিহার উড়িষ্যা ৮ লক্ষ ৫০ ও ৯ লক্ষ ৮২ হাঃ মধ্যপ্রদেশ ১ লক্ষ ১১ হাঃ ও ১ লক্ষ ২২ হাঃ পাঞ্জাব ২৮ হাজার টন ও ১ লক্ষ টন।

স্বর্ণ

কোলার স্বর্ণখনিতে গত ফেব্রুয়ারী [illegible] ১০ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৩৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। অন্যান্য মহীশূর হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৬০ টাকা, [illegible] হইতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ২৭০ টাকা। সমগ্র মাসের উৎপন্ন স্বর্ণের মূল্য ২৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২৯ টাকা। জানুয়ারীতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয় মোট ১০ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৩৪ টাকার।

মোটর প্রভৃতি

গত জানুয়ারীতে ভারত ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যে ৭৫০টি মোটর গাড়ী ও ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে ৩৫৭ খানি মাল ভ্যান, ও লরী আমদানী করে। ১৯৩৩ সনে মোটর গাড়ী আমদানী হয় ১৭ লক্ষ টাকার এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ১২ লক্ষ টাকার। ১৯৩৩ সনে মোটর লরী আদি আমদানী হয়, সাড়ে চারি লক্ষ টাকার।

গত এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ মাসে ভারতে ৩৭ লক্ষ ২২ হাজার ৪৩২ টাকা মূল্যের ১ হাজার ৯৮৩টি মোটর গাড়ী ক্রয় করে।

ভারতীয় তুলা

[illegible] ভারতীয় তুলা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে ৩ কোটি [illegible] ৩১ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হয়। গত বৎসরের [illegible] এ বৎসর চাষের জমি [illegible] তুলা [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাঙ্গলার ইক্ষু

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে বাঙ্গলায় চাষীরা পাটের বদলে ইক্ষুর চাষ [illegible] করিতেছে। এইবার প্রায় [illegible] লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়াছে। রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, [illegible], যশোহর, মুর্শিদাবাদ, ২৪পরগণা ও বর্দ্ধমান জেলায় বেশী ভাবে ইক্ষু চাষ হইতেছে। ভারতে মনে হয় যে, এখানে আরও আট আধুনিক চিনির কল স্থাপিত হইতে পারে।

স্বামীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] এজলাসে [illegible] অলঙ্কার [illegible] অপহরণ করা সম্পর্কে তাহার স্ত্রী [illegible] অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

বাদিনী বলে যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হয়। সে বলে তাহার স্বামী তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করে। এ বিষয়ে তাহার পিতা আদালতে আবেদন করে। তাহাকে আদালতে হাজির করিবার পর তাহার পিতার উপর তাহার ভার প্রদান করা হয়। বাদিনী পিত্রালয়ে আসিবার পূর্ব্বে তাহার স্বামী তাহার নিকট হইতে অলঙ্কারাদি লয়। বাদিনীর পিতা তাহার স্বামীর নিকট উহা চাহিতে গেলে বিবাদী তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। উক্ত অলঙ্কার উদ্ধারের জন্য [illegible] করিয়াছিল। কিন্তু বিবাদী [illegible] অলঙ্কার উদ্ধার করা যায় নাই।

কয়েকজন সাক্ষীকে জেরা করিবার পর মামলার শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

ঢাকায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী

এই বৎসর নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে ১২৬ জন ছাত্র ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা [illegible] জন। এ বৎসর ৫৯৯ জন পরীক্ষার্থী ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জমি দখলের চেষ্টা

আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ [illegible] এজলাসে [illegible] অস্ত্রশস্ত্র লইয়া [illegible] জমি দখল [illegible] এবং আরও [illegible] জন অভিযুক্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীরা [illegible] জমি বাদীদের অধিকারভুক্ত [illegible] আছে, [illegible] আসামীরা উহা জোর করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে।

শৃঙ্খলা রক্ষায় কাশ্মীর

জম্মু হইতে প্রকাশ, কাশ্মীরের সরকারী কর্ম্মচারীদের [illegible] সংশোধিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সরকারের কোনও কর্ম্মচারী [illegible] অথবা কাশ্মীর [illegible] কিংবা [illegible] রাজা সম্পর্কে কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে অথবা কোনরূপ সাহায্য দান করিতে পারিবেন না; যে সকল আন্দোলন বা কার্য্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারত সরকারের অথবা আইনানুসারে কাশ্মীর রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করিবে অথবা [illegible] সমাজের বা সম্প্রদায়ের [illegible] শত্রুভাব, ঘৃণা কিংবা [illegible] বৃদ্ধি করিবে অথবা [illegible] করিবে সেই সকল রাজনৈতিক আন্দোলন শব্দের অন্তর্গত।

আরও বিধান করা হইয়াছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতে স্থাপিত সরকার অথবা আইনানুসারে স্থাপিত কাশ্মীর সরকারের কোনও আন্দোলন বা কার্য্যে [illegible] সরকারী কর্ম্মচারীর উপরে নির্ভরশীল বা তাহার রক্ষণাধীন কোনও ব্যক্তি যোগদান বা সাহায্য করিতে পারিবে না। যদি সরকারের কোনও কর্ম্মচারী ঐরূপ কার্য্য হইতে সেই সকল ব্যক্তিকে নিবারণ করিবার জন্য সম্ভব মত সতর্কতা অবলম্বন না করেন অথবা যদি তিনি জানিতে পারেন অথবা তাঁহার এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হয় যে, ঐ সকল ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহা হইলে অবিলম্বে প্রধান মন্ত্রী অথবা তাঁহার উচ্চতন রাজকর্ম্মচারীকে তিনি ঐ সংবাদ প্রদান না করিলে এইরূপ স্থির করা হইবে যে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে ঐরূপ কার্য্য করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

পরলোকে রাজা [illegible]

বারাণসী হইতে প্রকাশ, রাজা [illegible] গত ১৫ই [illegible] ১০ ঘটিকার সময়ে [illegible] পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত কিছু দিন যাবৎ তিনি [illegible] ভুগিতেছিলেন।

[illegible], জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, উক্ত [illegible] কর্ম্মচারিগণ গত ১৭ই প্রাতে [illegible] যাইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

[illegible] তাহার দেহের সৎকার করা হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, [illegible] প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে বিক্ষোভ

নূতন দিল্লী হইতে সংবাদ, গত ১৩ই মার্চ্চ দিল্লী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে প্রবল [illegible] চলিয়াছে। [illegible] করিবার অভিযোগে [illegible] ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও [illegible] হইয়াছে, [illegible] শ্রীযুত [illegible] পরাজিত হইয়াছেন।

জব্বলপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

জব্বলপুর হইতে সংবাদ, ৮ দিন ধর্ম্মঘটের পর স্থানীয় [illegible] শ্রমিকগণ বিনা সর্ত্তে কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

আবেদুল্লা খাঁর অনশন

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ্চ মুলতান সেণ্ট্রাল জেলে আবেদুল্লা খাঁর অনশনের ৪৭৩ম দিবস। তাঁহার জ্বর হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়ানো হইতেছে।

অলীক উক্তি

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, আসামীর পক্ষ হইতে বলা হইতেছে [illegible] কোন দখল [illegible] নাই। [illegible] যাহা বলা হইয়াছে তাহা অলীক ভিত্তিহীন। [illegible] তিনি তখন সেখানে ছিলেন না। কারণ, আসামী [illegible] দাবী করিতেছেন। আসামীদের পক্ষ হইতে আরও বলা হইয়াছে যে [illegible] হাইকোর্টে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে যে, [illegible] তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হউক। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা মুলতুবী রাখেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | বিষ্ণু | গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৭০, ২১শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ | বুধবার | ১৮শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ মহোদয় গত ১৮ই মার্চ্চ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ২য় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী-সভার সভাপতির পদ গ্রহণার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় জজ সাহেবের নিকট ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণয়ে অক্ষজ-জ্ঞানের অসামর্থ্য ও অক্ষজ-জ্ঞানে ভক্তিপথ-চেষ্টার বিপদ, ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় সম্ভবপর, —প্রভৃতি বিষয়সহ উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভগবানের ক্লীবত্ব ধারণা যে নাস্তিকতারই অন্তর্গত তাহা ব্যাখ্যা করিয়া সগুণ উপাসনা-প্রণালী ও নির্গুণ উপাসনা-প্রণালী—এতদুভয়ের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এই উভয় প্রকার উপাসনা-প্রণালী হইতে ভক্তিযুক্তিতে শুদ্ধ আত্মার ভজনপ্রণালীই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক একক-বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও রাধা-গোবিন্দের ভজনের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনাতেই যে ভজনের চরম উৎকর্ষ রহিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে ভগবানের ভজনের বিষয় এবং ক্রমানুসারে একটী হইতে অপরটীর শ্রেষ্ঠতার বিষয়ও শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

কলিকাতায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। পাঠ ব্যতীত সমাগত শুশ্রূষু সজ্জনগণের নিকট তিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রচারার্থ তাঁহার শীঘ্রই ঢাকায় যাইবার কথা।

আমলাজোড়ায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কাশ্যপ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তসেবকসহ আমলাজোড়ার প্রচারে গিয়াছেন। তথায় পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতা প্রভৃতি হইতেছে। স্বামীজী এই স্থানের প্রপন্নাশ্রম মঠের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া চিরুলিয়া বাসুদেবপুর শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠের উৎসব করিবেন।

— —

মেদিনীপুরে

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজও বর্ত্তমানে এই জেলায় প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি অতঃপর প্রচারার্থ কাঁথিতে গমন করিবেন।

ইংলণ্ডে

লণ্ডন হইতে প্রেরিত ১লা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ হইতে শীঘ্র 'ইষ্টবর্ণ' নামক সমুদ্রোপকূলস্থ মনোরম স্থানে প্রচারে যাইতেছেন। তথায় লণ্ডন গৌড়ীয় মঠের একটী শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া ইংরাজ শিশুগণ আনন্দভরে নৃত্য-সহকারে উচ্চ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এ দৃশ্যটী পরম মনোরম।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমঠে সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ ও কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। গত ১৮ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহোদয় পাঠ করিয়াছেন।

———

গীতা ব্যাখ্যা

পূর্ব্বোক্ত দৈনন্দিন অনুষ্ঠান ব্যতীত শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ দিবসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

অদ্বৈত-সরণি

শ্রীধাম মায়াপুরের অদ্বৈত-সরণির কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, অবসর-প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এই সুপ্রশস্ত রাস্তাটির কার্য্য চলিতেছে। অদ্বৈত সরণি ভজন-পরায়ণ জনগণের হৃদয়ে ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের নিম্নলিখিত শ্লোকটির স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

"অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

—'অদ্বৈতমার্গীয় পথিকগণদ্বারা উপাস্য, আর স্বানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট শঠ কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।' এই শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইতেছি, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ বিষভাণ্ডের আসক্তি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাদ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।

———

বৈখানস মহারাজের কটক-যাত্রা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ গত ১২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি পথিমধ্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ৩।৪ দিন অবস্থান করিতে পারেন।

———

স্বামীজী কটক যাইয়া ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সহিত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। বৈখানস মহারাজ উৎকল ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত; সুতরাং উড়িষ্যার রাজধানী কটকে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া অনেক উৎকলবাসী যে বিশেষ লাভবান্ হইবেন, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের স্থূল পরিচয়

২য় বহু-দর্শন-কালে দর্শনে যে কেন্দ্রীভূত করিবার বৃত্তি আছে, তাহা বহু বস্তুতে পতিত হয় বলিয়া বস্তু-বিষয়ে আমাদের আংশিক জ্ঞান হয় মাত্র এবং সেই কারণে আমরা কার্যের অন্তর্ভূত-সূত্রে কারণের অন্বয় উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহার হেতু এই যে, অনন্ত-জ্ঞানাম্বুধির যাহাকে আমরা কারণ-রূপে নির্ণয় করি, বাহ্যবিচারে উহার নিমিত্ত বা গৌণ-কারণত্ব নিত্য হইলেও তাহা কার্যের অপরিহার্য মাত্র সুতরাং প্রকারান্তরে উহাও কার্যান্তর্গত; অতএব আংশিক জ্ঞানের আশ্রয়ে কার্যকারণানুসন্ধানে অখণ্ড কারণের বাস্তব-কারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। একমাত্র অদ্বয়-জ্ঞানাশ্রয়ে আমূর্ত্তি হইতে আবৃত দর্শনের বাস্তব সত্যের চিন্তাস্রোত চিন্ময়ে; যে দর্শনে Angularity নাই, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণরূপে পরিদৃষ্ট হয়েন। একায়ন-স্বরূপ বেদাশ্রয়ে আত্মধর্মানুশীলন-নিষ্ঠ হইতে না পারিলে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধে মনের কল্পনা ও তৎসম্বন্ধে আমূর্ত্তির বিচারণ এতদুভয়ের প্রভেদ কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

মনঃকল্পিত দর্শন সমূহের একান্ত প্রভাবে চিৎএ জড়ারোপ এবং জড়ে চিদারোপরূপ সংক্রামক ব্যাধির কবলে প্রবেশ করায় উহার দর্শনশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বস্তুর 'বিরূপ দর্শন'কেই 'স্বরূপ-দর্শন' বলিয়া ভ্রম হয়; তাদৃশ ভ্রান্ত দার্শনিক স্বীয় বিকৃত দর্শনের অভিজ্ঞতা-মূলে ভ্রমপূর্ণ 'দর্শন' রচনা করেন। এই ভ্রমপূর্ণ দর্শন বা বিবর্ত্তদর্শনের বীজাণু, দ্বিতীয় ক্রমে (সাংখ্য-রূপে) বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে যোগ্যতা-দান-কল্পে আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত উন্মীলিত-নয়ন শিষ্য বিজ্ঞগণের চক্ষুর দর্শনশক্তিকে আক্রমণ করিয়া তৃতীয় ক্রমে (বৈকল্যে) পূর্ণ প্রস্ফুটিত চক্ষুর মুক্ত দৃষ্টিতে যে বাস্তব-বস্তুর স্বরূপদর্শনের যোগ্যতা ছিল তাহা বিনষ্ট করিয়া থাকে। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তখন বেদের আরণ্যক পাঠাবলম্বনের জ্ঞানে জ্ঞানিরূপে আত্মপরিচয় দেন। উক্ত বিবর্ত্তদর্শনরূপ সংক্রামক ব্যাধি দৃষ্টিশক্তিকে আরও প্রবলরূপে আক্রমণ করিলে, বৈদ্য ও আত্ম-বৃত্তের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন হইয়া থাকে। ইহা রোগান্তরের চরম পরিণতি, ইহা হইতেও পরিত্রাণলাভ উহার দুরাশা। এই দুরবস্থায় জীব বেদের কোন শাস্ত্র অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

মৃত্যুর পর কোথায় যায়?

আমরা অমৃতের সন্তান হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অনিত্য সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালা বরণ করিতেছি। নিত্য সুখের সন্ধানে উদাসীন থাকিয়া আমরা দুঃখকেই সুখ মনে করিয়া কোনপ্রকারে কালাতিপাত করিতেছি মাত্র। 'অদ্যই মরিতে হবে, আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ'—প্রভৃতি ধ্রুবসত্য-বাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের নয়নপথে অনুক্ষণ পতিত হইলেও আমরা সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অনিত্য, কল্পিত বস্তুর সন্ধানে তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছি।

মনুষ্যজন্মের সুদুর্লভত্ব ও সাফল্য সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ মঙ্গলময়ী বাণী-শ্রবণের পিপাসা আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান না পাইলেও, 'মৃত্যুর পর জীব কোথায় যায় এবং জননী-জঠরেই বা কিরূপে পুনরায় প্রবেশ করে, আমাদের কৃত কর্মের ফল এই পৃথিবীতেই শেষ হয়, না অন্য কোথাও হয়'—প্রভৃতি বিষয়ের সমাধান শ্রবণ করিবার কৌতূহল মনোবৃত্তি আমাদের প্রায় সকলেরই পূর্ণমাত্রায় আছে; তাই আমরা আজ শাস্ত্র-মহাজনগণকে এ সব বিষয়ের সমাধান করিবার শক্তি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

শাস্ত্র হইতে সাধারণতঃ আমরা তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। জীবমাত্রেই স্ব-স্ব-কর্ম্মফলানুসারে তদুপযোগী গতি লাভ করিয়া থাকেন। ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মী গৃহস্থগণ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতলাদি চতুর্দ্দশ সপ্ত অধঃলোক—এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—এই তিনটী লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই তিন লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই চারিটী লোক ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ তাঁহারা মহর্লোকাদি চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই ধাম ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান ভোগ করিয়া ক্রমশঃ মুক্ত হন।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার জীব আছেন, তাঁহারা মুমুক্ষু। জ্ঞানী ও যোগী ভেদে মুমুক্ষুগণ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহই সবিশেষ পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না; নির্ব্বিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্য। যোগপর ব্যক্তিগণ ভেদোপায় অবলম্বন অর্চ্চিরাদি মার্গে অষ্টাঙ্গ সিদ্ধি ভোগ করিতে করিতে শান্ত হইলে মুক্তিলাভ করেন এবং জ্ঞানপর ব্যক্তিগণ দেহান্তেই পরমপদরূপ মুক্তিলাভ করেন; ইহার নাম সদ্যোমুক্তি। সকাম বা নিষ্কাম ভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দ্বিবিধ, সবিশেষ পরমপদই তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান। সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বোপরিস্থিত বিষ্ণুলোকে যে ভোগ আছে, তাহার আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবাকাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভোগাভিলাষের সহিত ভজন কিরূপে হইতে পারে? উত্তর এই যে—যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া সহিষ্ণু হইয়া তৎ ক্ষয় করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ভোগ-পরিত্যাগে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত বিষয় ভোগ করেন তাঁহারা ভক্ত এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগকেই প্রাপ্য জানিয়া তদর্থে চেষ্টা-বিশিষ্ট হন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ ভোগী। অন্যাভিলাষরহিত নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ-মাত্রেই সেই বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করেন।

সেই বৈকুণ্ঠ লোকে চিদ্রস ও চিদানন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত আছে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ সেই স্থান লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবা জন্য বিবিধ সুখ অনুভব করেন। ঐ সেবাসুখের নিকট মুক্তিও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ভেদে ত্রিবিধ শ্রেণীর মানবগণ ইহলোক-পরিত্যাগান্তে যে যে স্থানে গমন করেন সেই সেই স্থানের বিষয় বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই—ভক্তগণ যে স্থান লাভ করেন তাহা স্থূল বা সূক্ষ্মের অতীত সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ-বৈভব। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে আমরা জানিতে পারি,—সেই বৈকুণ্ঠ-ধামে রজঃ ও তমো গুণ নাই। রজঃ ও তমোমিশ্রিত সত্ত্বও নাই। সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান, সেস্থানে কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদি ত দূরের কথা। তথায় লৌকিক সুখদুঃখের হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। সুরাসুরবন্দিত ভগবৎ-পার্ষদগণ সর্ব্বদা তথায় বিরাজ করিয়া থাকেন।

ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের প্রাপ্য স্থান যথাক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর; সুতরাং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই সূক্ষ্মদেহে তথায় অবস্থান করেন এবং ভোগকাল সমাপ্ত হইলে তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ স্থূল প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন। সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মনঃ এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়বর্গ প্রত্যক্ষের অগোচর। স্থূলশরীরে-সংলগ্ন যে চক্ষুরাদি, ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়ের গোলক বা অবস্থান মাত্র। মৃত্যুর পরে স্থূলদেহের স্থূল ভূতগুলি পড়িয়া থাকে, উপরিউক্ত ১৭টী সূক্ষ্ম-অবয়ব-বিশিষ্ট লিঙ্গদেহ নির্গত হয়। সুতরাং সূক্ষ্মদেহের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় স্থূলদেহের অনুরূপ, সূক্ষ্ম, স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর।

ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ মাত্রেই সচ্চিদানন্দস্বরূপে সবিশেষ পরমপদ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হন। তাহা নারদের বাক্য হইতেই জানা যায়—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥
(ভাঃ ১।৬।২৯)

অর্থাৎ ভগবৎকৃপায় আমার ভগবানের সেবনোপযোগী দেহ লাভ হইলে প্রারব্ধ কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবৃত্তি নিরন্তর অভাবহেতু সকল সময়েই বৈকুণ্ঠ-প্রতীত জাগ্রত থাকে, সুতরাং তাঁহাদের অপ্রকটের অব্যবহিত পরে বৈকুণ্ঠ-লোকে গমনের কোন বাধা নাই। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, তৎসম্বন্ধে মহাজনগণ বলেন,—'জ্ঞানিগণের অর্চ্চিরাদি মার্গ ও কর্ম্মিগণের ধূম্রাদি মার্গ—এই দুই প্রকার মার্গ বেদে নির্ণীত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ প্রথমে অগ্নির জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মকে লাভ করেন; ইহাই অর্চ্চিরাদি মার্গ এবং কর্ম্মীরা ধূম্রাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন।'

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানী ও কর্ম্মী ভেদে উভয়বিধ জীবই দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে অগ্ন্যাদি অর্চ্চিমার্গ ও ধূম্রাদি মার্গে যথাক্রমে নীত হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, ভগবানই তাহার প্রেরক।

এখন বিচার্য্য এই যে, লোকান্তরগত জীবসমূহ পুনরায় কিরূপে জননীজঠরে প্রবেশ করে। তৎসম্বন্ধে বেদ বলেন,—স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া জীব স্থাবর শরীরে প্রবেশ করে, স্থাবর হইতে পিতৃশরীরে, পিতৃশরীর হইতে মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হয়, তদনন্তর শরীরের

সহিত জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মীরা ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি ও তিলরূপে উৎপন্ন হইয়া পিতৃ-শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক মাতৃ-শরীরে প্রবেশ করে।

এই শ্রুতির অর্থবিচারে মহাত্মগণ শ্রীপাদ জয়তীর্থ মুনি বলিয়াছেন—'কর্ম্মিগণ স্বর্গ হইতে নির্গত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু,বায়ু হইতে ধূম,ধূম হইয়া মেঘ, মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করে, বর্ষণ হইতে ধান্যাদি অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতিকথিত ব্রীহি, যব, ঔষধিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। তদনন্তর মাতৃশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করে।

বিশ্বগ্রাসী মায়াবাদ

(১)

ধন্য মায়াবাদ তুমি
পরিপূর্ণ বিশ্বরবি
ঢাকিয়াছ মায়ামেঘে বিজ্ঞান-ভাস্কর,
অপমার্গে অঘটন
করিতেছ সুঘটন
এত শক্তি ধর তুমি ওহে মায়াধর।

(২)

সেই মেঘে গরজন
মুহুমুহু বিদ্যুৎবর
জাগে মিথ্যা সৌদামিনী নয়ন বাঁধিয়া,
মোহ-জ্যোতিঃ বিকাশিয়া
পথিকে কুপথে লৈয়া
পরাণ বিনাশে নানা বিঘ্ন পাধানিয়া।

(৩)

জগৎ কাল দণ্ড-পাতে
করিছ নিপাত শতে
সর্ব্ব-অভিমান-ভরা উচ্চপদ হ'তে
পতিত পণ্ডিত কত
জ্ঞানী যোগী কর্ম্মী যত
মৃতপিণ্ড সম সব দগ্ধ অশ্রুস্রোতে।

(৪)

সদা সর্ব্ব-বিগ্রহে
কেশবে ভূলিয়া নর
প্রাণতুচ্ছ্ যায় কত ভবসিন্ধু-নীরে
তবু অন্তমনা তা'রা
প্রতি পদে আত্মহারা
মূঢ় হ'য়ে হয় বদ্ধ তব মায়াঘোরে।

(৫)

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে
সূক্ষ্মের সঞ্চার ক'রে
শঙ্করের শারীরক-ভাষ্যের আশ্রয়ে,
শ্রীবেদান্ত-রসপূত
প্রতি সূত্রে প্রতি ছত্র
সৌবর্ণ কল্পনা করি' রাখিয়াছ হেরে।

(৬)

শব্দের লক্ষণা অতি
হইয়াছে বলবতী
করেছ অভিধা সতী চির নির্ব্বাসিতা।
একি বিপরীত অর্থ
করিতে জীবন ব্যর্থ
আচ্ছাদিলে সত্য অর্থ কোথা ভক্তিমাতা।

(৭)

সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি'
ভক্তিপথে ভজ হরি
গায় সদা বিশ্বে যেই গরীয়সী গীতা,
তাঁহার ব্যাখ্যাও হয়
ধূমজালে মোহময়
আবৃত করেছ আনি' ছদ্মজ্ঞান-চিন্তা।

(৮)

শ্রীভাগবতের শোভা তা'র
ভক্তিজ্যোতিঃ দিবাকার
কুব্যাখ্যায় সে-সৌন্দর্য্য করিয়া হরণ,
ভক্তজন-মনোলোভা
ভক্তি-চন্দ্রিমার শোভা
কুদর্শন কাল রাহু কৈল আবরণ।

(৯)

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপ্রমাণ
দীপ্যমান্ সর্ব্বস্থানে শত সূর্য্য-তেজে,
তাহাতেও জীব অন্ধ
পেয়ে মোক্ষসুখ-গন্ধ
নিত্য-সেবা প্রাণারামে অবহেলে ত্যজে।

(১০)

ভোগতৃষ্ণা-বশে তায়
ধায় মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
অব্যক্ত সাগর-জলে উপাস্তে আপন
দিয়া চির বিসর্জ্জন
প্রাপ্ত দেবতাদিগণ
পড়িল বিবর্ত্তঘোরে নাশিতে জীবন।

(১১)

করি' সবে মূলে ভুল
ভক্তিধারে সুতভুল
করে সদা ব্যর্থশ্রম মৃগ-তৃষ্ণাঘাতে,
আকাশকুসুম সম
মোক্ষের সন্ধান কাম
করে যত মহামূঢ় আত্মারে নাশিতে।

(১২)

বিকটা রাক্ষসী ওই
নাস্তিকতা মত্ত হই
নাচিতেছে যেই সেই হৃদয়-প্রাঙ্গণে,
কাঁপায়ে ধরণীতল
হাসে অট্ট খল খল
তুলি' মুক্ত অসি মত্ত মদিরা-সেবনে।

(১৩)

কে গো তুমি এ বিপদে
দূর করি' মায়াবাদে
সিদ্ধান্ত-কিরণে নাশ মোহ-কুজ্ঝটিকা
মায়াবাদ ভয়ঙ্কর
জীবধ্বংসী মহাজ্বর
ভুলালে সবারে দিয়া শ্রীনাম-বটিকা।

(১৪)

জন্মে জন্মে সেই মোর
নিত্যসেবা গুরুবর
তাঁহার চরণ-সেবা এই মাত্র আশ
হে মোর আচার্য্যবর্য্য
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সূর্য্য
মোর মায়াবাদ হ'তে ত্রাণ পদ-পাশ।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ

[শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী]

(১)

বৈষ্ণব-জগতে ও পাণ্ডিত সমাজে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীপাদপদ্ম-শোভা অপূর্ব্ব আনন্দপ্রদ সন্দেহ নাই। আমরা সেই জগদ্গুরু স্বামিপাদের শ্রীচরণ-মাধুর্য্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইলেই ধন্য হইতে পারিব।

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তারিত টীকা করিয়া বিশ্ববাসীর উপর অবশ্যোদয় দয়ার, জীবে দয়ার, পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই দয়া লাভে আজও আমরা সকলে পরমা শান্তি পরমাহ্লাদের অধিকারী রহিয়াছি।

স্বামিপাদ কনক-কামিনী-ভোগিকুল-চূড়ামণি-হিরণ্যকশিপু দলনকারী, প্রহ্লাদ-আহ্লাদবর্দ্ধনকারী ভক্তপালক শ্রীনৃসিংহ-দেবকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রুতিদেবী কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয় বিচারে স্পষ্টাকারে নির্ণীত। স্বামিপাদ তাহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত করিলেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার নির্ণয় করিয়া দার্শনিক প্রমাণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মী—স্বর্গাদি-লাভ, জ্ঞানী—নির্ব্বাণ লাভ, যোগী—সাযুজ্য-মুক্তিলাভ (ইহারা পরিণাম-শীল) ও ভক্ত—ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া নিত্য ভগবৎসেবা-সুখে অবস্থিত থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগে চরিতার্থের পথও নাই। এই ত্রিবিধ সাধনের উদ্যম সবই বিফল পণ্ডশ্রম মাত্র। শ্রীল স্বামিপাদ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-বিচারে প্রদর্শন করিলেন—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো"

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সকলেই ভক্তিমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন। যে ভক্তিতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ মিশ্রিত তাহা অব্যভিচারিণী ভক্তি নহে, সাত্বতগণ সেই প্রকার মিশ্রা ভক্তির প্রশংসা করেন না।

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"

শ্রৌতসিদ্ধান্ত তাঁহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি'"

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড"

—প্রভৃতি মহাজন-বাক্যও সেই প্রতিধ্বনির ধ্বনি বিস্তার করিতেছেন।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"—স্তুতিবচন একমাত্র শুদ্ধভক্তিপরায়ণ শুদ্ধভক্ত-মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিতেছেন। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" প্রভৃতি শ্রীভগবদ্বাণী (গীতোক্ত) ভক্তি ও ভক্ত-মাহাত্ম্যই বর্ণন করিতেছেন; তাহা শ্রীল স্বামিপাদ সুদৃঢ়স্বরে ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি-যাজনই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য। অনন্যভক্তি না করিয়া হরিভক্তি-আশ্রিত জন যদি অন্য দেব-দেবীর পূজা করেন তবে তিনি শুদ্ধভক্তি-তাৎপর্য্য অবগত নহেন। আচার্য্য শঙ্কর বিকৃত ও গৌণ লক্ষণা ব্যাখ্যান করিয়া বেদের অনিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত আর্ষ বাক্যবিচার নয়, প্রমাণাদি-বোধশূন্য বলিয়া স্বামিপাদ উহা বজ্রনির্ঘোষস্বরে খণ্ডন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তব তাৎপর্য্য প্রচার করিয়াছেন। তিনি শাঙ্করমতের (মায়াবাদ-অন্ধ মানব) শত শত দোষ প্রদর্শন করিয়া (মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া) ভাগবতার্ক প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বামিপাদ শুদ্ধভক্তিমার্গে, সাধুদিগের সমস্ত মত আবিষ্কার করিয়া, নানাবাদীগণকে সৎপথাবলম্বনের সুযোগ দিয়া কুতর্কবাদ বা অপসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নিরাস করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ-স্বরূপে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কোন সময় বারাণসী ধামে নানামতবাদী, মায়াবাদী দণ্ডিগণ শ্রীধরস্বামিপাদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করিয়া পরাভূত হয়েন। তথাপি পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ স্বামিপাদের বিচার সার্ব্বভৌমিক সিদ্ধান্ত বলিয়া কেহ মানিতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে উভয়ের সম্মতিক্রমে কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের শ্রীবেণীমাধব দেবকে মধ্যস্থ মানা হইল। উভয়ের প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, প্রতিবাদিগণ সহ শ্রীধর স্বামিপাদ, শ্রীমদ্ভাগবতের স্বকীয় 'ভাবার্থদীপিকা'-নাম্নী টীকা লইয়া পঞ্চতীর্থ পঞ্চগঙ্গা-ঘাটের উপরিস্থিত শ্রীবেণীমাধব-মন্দিরে উপনীত হইলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট সংস্করণ ৬৲
২। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৬০
প্রথম ৪৫৫ ও ৪৫৬ খণ্ড ৩৪৲
একাদশ স্কন্ধ ৪৫৫ পাঠকগণ ।৶০
৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
(অপ্রাপ্য)
৪। শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদরচিত গ্রন্থাবলী (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। শ্রীভাগবত মাত্র-ভক্তি ।০
১২। প্রাকৃতরসশতদূষণী (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য
(গোবিন্দভাষ্যসহ) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। গোস্বামীসকল (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ দিগ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। শ্রীনবদ্বীপধাম (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরপার্ষদ-দর্শন ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। বিজে নবদ্বীপ ⁄১০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চনকণ ⁄০
৩৬। মহাপ্রভুর শিক্ষা ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। আত্মধর্ম ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবসদাচার-সমার্গ
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। প্রথম-বিচার ।০
৪২। শ্রীমদ্‌ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। শ্রীনবদ্বীপ সাহাব্য ।০
৪৪। গৌরক্লোক্ষার ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিচার ।০
৪৬। শ্রীভক্তিবিনোদ বা মহাপ্রভুর অনুবর্তী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। উপোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণনিধি ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৵০
৫২। সাধনাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিচারচন্দ্রিকা ।০
৫৪। শ্রীমন্‌ভক্তি-বিচারবর্ষণম্ ।০
৫৫। স্তব-স্তবক ।০
৫৬। সাত্ত্বত-শিক্ষাষ্টক ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয় ⁄০
৫৮। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিবেকীর জার্নাল ।৶০
৬২। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। শ্রীশিক্ষাষ্টক ।০
৬৪। রোমাণ্ট, গৌড়ীয়মঠ এণ্ড স্কুল ⁄০
৬৫। ... ।০
৬৬। ... শ্রীগৌরাঙ্গ এণ্ড আলেকজেন্ডার, মিশেলেন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বারকোণাঘাট পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাঁউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাকরায় বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বারু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্বাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিৎকিলা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেঁটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্বসার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিকাপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-পাল সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমলদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং অন্বিতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর ডবল ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। পৃথক্ ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী-পত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] জীবনচরিত— "সরস্বতী জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থে [illegible] চিত্র, মানচিত্র ও [illegible] সম্বলিত [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] পৃষ্ঠা হইবে। [illegible] সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, [illegible] নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩২,	০—৩২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫	১০—৪৪,	১৮—২২,	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১১—৪৯	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০ ২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

[illegible] নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৪৫	১০-২৪	১৩-১১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৭-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৮-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৮-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহারা রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬ ৪৮ ১৮-৫১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৩ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৭	১৬ ৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-২৩
আমঘাটা—	৫-৫৩	৯-৫৩	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১ ৩০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লোহ কাষ্ঠ ওয়ার

৩০শে মাঘ ১৩৪৩

টাটার [illegible]— [illegible]

[illegible]

[illegible] —[illegible]

[illegible] ৫/০—৫৶০

[illegible] (টি আয়রণ) ৬৵০

[illegible] (কোণা) ৬—৭।০

[illegible]

২২ গেজ [illegible] ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ „ „ ১১।০

২৬ গেজ „ „ ১২।৶

২৩ গেজ [illegible] ১৭

২৪ গেজ [illegible] ১১।৶০

[illegible] „ „ ১১।০

[illegible] ১৪

[illegible]

[illegible] ৮।০

টিন [illegible] [illegible]

„ [illegible] (গোল) [illegible]

„ [illegible] (চৌকা) [illegible]

„ [illegible] [illegible]

„ টিনা [illegible]

[illegible] ৬—৭।০

„ [illegible] ৭।০—৭৸০

„ প্লেট—[illegible] ইঞ্চি মোটা

[illegible] ৮—৮৶০

„ [illegible] ১১।০

[illegible] ১/০-১।০

[illegible] ১ ৩

[illegible] ১১—১৪

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১১০-১৸০

[illegible] ১—৭

[illegible]

[illegible] ৮১

[illegible] ১৫

[illegible] ১৮ „

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] ১৩৪

[illegible]

[illegible] ১১।০—১৪।০ [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] „

[illegible] ১৫

[illegible] ১১।০—১৪।০ [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] ১১।০—১৪।০ [illegible]

[illegible]

[illegible]

সন্তোষকুমার মল্লিক [illegible]

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

[illegible] "লোহার মালিক" [illegible]

কেরোসিন

[illegible] (২ টিন) ৯,৮

[illegible] „ ৬।০

[illegible] „ ৭

— —

সোণার দর

পাকা সোণা [illegible]

গিনি [illegible]

[illegible] ৩৫।০

রূপার দর

রূপা [illegible] ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ [illegible] ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

[illegible] ৮১৶

[illegible] (১৯৭৭-৫০) ৯৯।০

[illegible] ([illegible]) ৯৮

[illegible] [illegible]

ডিবেঞ্চার

[illegible] ([illegible]) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট [illegible]

ব্যাঙ্ক

[illegible] ব্যাঙ্ক [illegible]

[illegible] ঐ [illegible]

কাপড় ও সূতার কল

[illegible] ১১

পাট কল

[illegible] ৫০

[illegible] ১১৪

[illegible]

[illegible] ১৫০

[illegible] ৩৭০

[illegible] ১৩৫

[illegible] ২ ।০

[illegible] ৪০৮।০

[illegible] ৪০৫

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-জ্বর ... পুরাতন জ্বর ... ইহার কার্য্য ... অধিক। ... একবার সেবন করিয়া ... সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

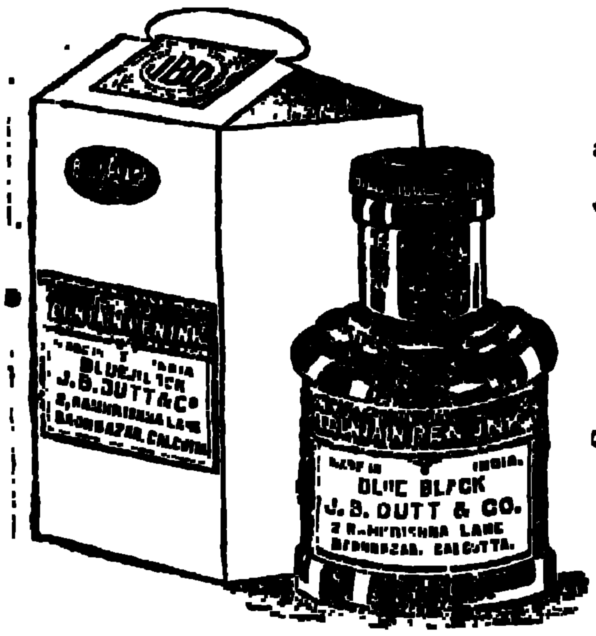

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর- গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (রেকগ্নাইজড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র হিন্দু ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্মনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible], কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সকলের শ্রেষ্ঠ ... মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অফিসের ঠিকানা— 'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া.

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
[illegible]

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক পত্র

১ম বর্ষ । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৭ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২২শে মার্চ ১৯৩৪

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা

উপস্থিত ভদ্রগণ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীধাম মায়াপুরের আদর্শ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের" দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী-সভা গত ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানে নাট্য-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ মাননীয় আবুল মু [illegible] সাহেব এম-এ (অক্সন), বার-এট্-ল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নামমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

উকীল বেচারাম লাহিড়ী, উকীল যশোদাকুমার চাটার্জ্জি, গবর্ণমেণ্ট উকীল সুরেন্দ্রকুমার বসু, উকীল [illegible] চাঁদ বৈদ, উকীল বিজেন্দ্রনাথ সরকার, কৃষ্ণনগরের সবজজ মৌলবী সৈয়দ রহমান সাহেব, উকীল মহেন্দ্র ব বিশ্বাস, উকীল যোগেন্দ্র নাথ চৌধুরী, উকীল হিমাংশু ভূষণ সমাদ্দার, পুলিনবিহারী মিত্র, উকীল অনাথনাথ বাগ্চী, উকীল ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য, উকীল অনিলকুমার বিশ্বাস, দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, উকীল হরেন্দ্রকুমার মিত্র, উকীল জগবন্ধু দাস, বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল প্রভাতকুমার বানার্জ্জি, উকীল রাধিকা চক্রবর্ত্তী, উকীল অমরেন্দু ভূষণ মুখার্জ্জি, [illegible] সাব-রেজিষ্ট্রার নদীয়ার জমিদার নব-গোপাল কুণ্ডু, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সুদেব গোস্বামী, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান বাবু সদানন্দ ভট্টাচার্য্য, অক্ষয় কুমার রায়, পুলিশ ইন্সপেক্টর ডাঃ [illegible]নাথ সেন, মোক্তার আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, মোক্তার [illegible] দত্ত, মোক্তার অক্রুর চন্দ্র মিত্র, নিত্যানন্দ মণ্ডল, চৌধুরী সাহেব [illegible] মণ্ডল, বাবু [illegible]কুমার বসু, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হেড ক্লার্ক [illegible] রায়, শ্রী [illegible]কুমার সরকার, নবদ্বীপের মুন্সী বেতার বসু, মহম্মদের মুন্সী নবিরউদ্দিন আহাম্মদ, ভাবরার [illegible] সরকার সেসেন, উকীল প্রসন্নকুমার প্রামাণিক প্রভৃতি।

সভামণ্ডপের দৃশ্য

সভামণ্ডপের দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছিল। বিবিধ বর্ণের বস্ত্রে উহা সজ্জিত হইয়াছিল। তোরণটী দেবদারু পত্র ও কদলীবৃক্ষে নৈপুণ্যের সহিত নির্ম্মিত হওয়া ছাত্রগণের কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে বিদ্যালয়-পরিচালকসভার সভাপতির ও পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতির জন্য দুইটি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত আসন উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত হইয়াছিল।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উক্ত দিবস প্রাতে ১৮ই মার্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে ছাত্রগণের স্পোর্ট হইয়াছে। কিন্তু অনেকে পুরস্কার-বিতরণী-সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিষয়ে কৃতি ছাত্রগণের সহিত এক সময়েই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

সভাপতির-উপস্থিতি

মাননীয় সভাপতি মহোদয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই সভায় উপস্থিত [illegible] স্থানীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে আহ্বান করিয়া তাঁহার গলদেশে মালিকা পরাইয়া দেন।

ঠিক ৪ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সভায় উপস্থিত হইলে সভার সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। অতঃপর বংশ্য [illegible] আসন গ্রহণ করিলে বিদ্যালয়ের স্থানীয় সম্পাদক মহোদয় সভাপতির গলদেশে পুষ্পমালিকা অর্পণ করেন।

উদ্বোধন-সঙ্গীত ও অভিনন্দন পাঠ

অতঃপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় সুমধুরস্বরে উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি মাননীয় জজ সাহেব বাহাদুরকে একটি ইংরেজী অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন।

ছাত্রগণের আবৃত্তি

অতঃপর ছাত্রগণের আবৃত্তি ও সঙ্গীত হয়। আবৃত্তির বিষয় পদ্য-শিক্ষা-পাঠ ছিল, আর সঙ্গীত হইয়াছিল—"সংকীর্ত্তন-[illegible]"। বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ভক্তি-শিক্ষা-প্রদান তাহা ছেলেদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত হইতেই বেশ বুঝা গিয়াছে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক-বিবরণ পাঠ

ছাত্রগণের আবৃত্তি ও সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ভক্তিপ্রাণ, সম্পাদক-বৈষ্ণবাচার্য্য, বি এ, বি-এল মহোদয় বিদ্যালয়ের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। তাহাতে বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত, বর্ত্তমান যুগের বিভীষণ শিক্ষার বিষময় ফল, শিক্ষায় ধর্ম্মের স্থান, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিষয় ও প্রণালী, বিদ্যালয়ের মনোরম স্থান ও অট্টালিকা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়-পরিচালন-প্রণালী, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রাবাসের সুব্যবস্থা, শাসন প্রণালী, বিশ্ব সভের [illegible] পরিদর্শন, ছাত্রগণকে শিক্ষায় উৎসাহ-প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য এবং প্রাচীন মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে টি, এম-এ, এল-এল ডি, সি আই-ই, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় মনোমোহন রায় বাহাদুর, প্রিন্সিপাল এস, এন, দাশগুপ্ত এম এ পি এইচ-ডি, আই-ই-এস, নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, সি রায়, প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ পি, সি, মুখার্জ্জি, নদীয়া সদরের এস-ডি-ও মিঃ এ, আর, বসু, কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক এন, কে, সান্যাল এম এ, নদীয়া জেলার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পোষ্ট অফিস এইচ, এন বসু, খান সাহেব এস কে দত্ত, কাশিমবাজারের চন্দ্র পাল চৌধুরী, জমিদার রমেন্দ্র কুমার পাল চৌধুরী, মায়াপুরের অ্যাডভোকেট মিঃ পি গোস্বামী প্রভৃতি কত শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ অভিমতের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষেই বিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে মোট ১৭ জন ছাত্র ছিল; তন্মধ্যে ১২ জন পরীক্ষা দিয়াছে এবং ৮ জন

উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং স্কুলের পক্ষে যে এই ফল বিশেষ সন্তোষজনক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক বিবরণ পাঠ হইলে পুরস্কার-বিতরণী সভার মাননীয় সভাপতি মহোদয় পুরস্কার বিতরণ করিতে থাকেন। এত পুরস্কার আজ অন্য বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

শ্রীবিদ্যুৎ সান্যাল নামক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকান্ত সান্যাল এম.এ, ভক্তি-সুধাকর মহোদয়ের সপ্তবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রের বাংলা, ইংরেজী, ও সংস্কৃত হস্তাক্ষর অতি সুন্দর দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে একটী রৌপ্যপদক উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয় হইতে আলোচ্যবর্ষে যে সকল ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ছাত্রকে যথাক্রমে 'ভক্তিবিনোদ মেডেল' ও 'বিনোদ বিহারী মেডেল' উপহার দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বোড়াবাজারের শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র মহোদয় সভায় অঙ্গীকার প্রকাশ করিলেন যে, যে ছাত্র প্রথম চারি ক্লাশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইবে তাহার জন্য তিনি তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের স্মৃতিকল্পে 'ভক্তি-সুন্দর' মেডেল উপহার দিবেন। উপস্থিত ভদ্রলোকগণের মধ্যে কৃষ্ণনগর বারের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহোদয় 'ধর্ম' সম্বন্ধে যে বালক সর্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছে তাহাকে তাঁহার স্বরচিত দুই খানি পুস্তক এবং বোড়ার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে যে ছাত্র ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার জন্য তাঁহার পুত্রের রচিত '৭ দিনে ম্যাট্রিক ইতিহাস পরীক্ষা' নামক একখানা পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

বেচারাম লাহিড়ীর বক্তৃতা

পুরস্কার-বিতরণ সমাপ্ত হইলে উপস্থিত ভদ্রলোকগণের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলি, বিদ্যালয়ের মাননীয় সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে এই পুরস্কার-বিতরণী সভায় আহ্বান করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আজ পুরস্কার বিতরণ হইল, সেই বিদ্যালয়টী ধর্মশিক্ষামূলে স্থাপিত হইয়াছে ইহা বড়ই আনন্দের কথা। দেশ হইতে, বিশেষতঃ শিক্ষাগার-সমূহ হইতে বর্তমানে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মালোচনা উঠিয়া গিয়াছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। বিশেষতঃ ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের পক্ষে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই শোচনীয় অবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের এই আদর্শ বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা-প্রদানের সুব্যবস্থা দ্বারা বঙ্গবাসীর সমগ্র জাতির বরের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

সাম্প্রতিক শিক্ষা যখন ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আধুনিকের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল, তখন দেশের চতুষ্পাঠীতে আধা আধিত-

দিকে ও অন্যান্য নিয়মাবলীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। ইহারা প্রথমতঃ স্কুলের আবশ্যকতা গ্রহণ করিলেন কিন্তু পরে আধ্যাত্মিক-সাহায্য অবলম্বন করিয়া স্থাপনের দুরূহ প্রদর্শন পূর্বক প্রবোধে তাহা গ্রহণে অসমর্থ হইলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের বোর্ডিংএ যেরূপ সকল আবশ্যকীয় বোধনে ধূমপানাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সুতরাং আশা করা যায় এই বোর্ডিংএ ছাত্রগণ দেশে জাতীয় আত্মমর্য্যাদা ও সাত্ত্বিক আচার-বিচারে যত্নবান হইবে।

বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ধর্ম-প্রচারক। মহাপ্রভুর ধর্মে সংকীর্ণতা কোথাও স্থান পায় নাই। মহাপ্রভুর ধর্ম শুধু বঙ্গদেশের জন্য নহে, শুধু ভারতবর্ষের জন্য নহে বা শুধু প্রাচ্য ভূখণ্ডের জন্য নহে। মহাপ্রভুর ধর্ম—বিমল প্রেমধর্ম। এই প্রেমধর্মই আত্মার একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম সুতরাং এই ধর্ম গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিবার নয় নহে; ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, চরাচর সকল বিশ্ববাসীর একমাত্র ধর্ম। সকল বিশ্ববাসী এই ধর্ম লাভ করিয়া জীবন ধন্য করুন (করতালি)। আর এই প্রেমধর্ম-প্রচারকেরা শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নহে, সুদূর লণ্ডন মহানগরেও মঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষা-সংযোগে এই বিমল প্রেমধর্মের প্রচারোদ্দেশ্যে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট' স্থাপন করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয়কে আমি আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিতেছি। বিদ্যালয়ে বিবিধ শিক্ষার সহিত ছাত্রগণের অধ্যয়নের যে সুব্যবস্থা আছে, তাহা আমরা রিপোর্টের পুরস্কারসমূহেই দেখিতে পাইতেছি।

"আমার বাড়ী শান্তিপুরে। সেই স্থান হইতে গত ১৩০০ বৎসরে আমরা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপে আসিয়া-ছিলাম এবং সেই বৎসর, যাঁহার নামে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চেষ্টায় শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মভিটায় সর্বপ্রথম মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। তখন নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু নফরচন্দ্র পালচৌধুরী এবং আরও অনেকে এই সেবা-কার্য্যে উদ্যোগী ছিলেন। কেহ কেহ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত করে, কিন্তু সেই বিতণ্ডার কোন মূল্য নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষা-দীক্ষা-প্রচারেই মহাপ্রভুর প্রতি বঙ্গবাসীর ভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমরা মহাপ্রভুর জীবনী লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাই, তখন নবদ্বীপের লক্ষাধিক ছাত্র গঙ্গার ঘাটে স্নান ও সন্ধ্যা-পূজা করিতেন। অবশ্য বর্তমানে সন্ধ্যা-পূজাদির ব্যবস্থা প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। তথাপি বঙ্গের বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান নগরী কলিকাতার সমগ্র ছাত্রগণ যদি গঙ্গা-ঘাটে স্নানাদি করে তাহা হইলেও ছাত্রসংখ্যা বোধ হয় চল্লিশ হাজারের বেশী হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাপ্রভুর সময় নদীয়া নগরী বর্তমান কলিকাতা হইতে ন্যূন ছিল না—নদীয়া নগরী বহু মাইল-পরিধি-বিশিষ্ট ছিল, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে নবদ্বীপই বিদ্যাশিক্ষার সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল।

'মহাপ্রভুর লীলা নবদ্বীপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে সুবিস্তৃত; নবদ্বীপ মহাপ্রভুর ধাম আর শান্তিপুর তাঁহারই অভিন্নকলেবর অদ্বৈত প্রভুর স্থান। নবদ্বীপের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্মকে কেন্দ্র করিয়া এই পবিত্র ক্ষেত্র প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম-বিস্তারের যে সর্বতোমুখী চেষ্টা বর্তমানে প্রবল বিক্রমে চলিতেছে তাহার মূলে আমরা শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়কে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং তিনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র। বিশেষ যেরূপ জাতীয় আত্মাদের শিক্ষা-দীক্ষার কিছুই বুঝিতে না পারিলে তাহাদের আবর্জনা-রাশি বলে সংগ্রহপূর্বক আমাদের পাশে দিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ের প্রচারের ফলে সমগ্র বিশ্ব ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার নিকট মস্তক অবনত করিবে, ইহা আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই গৌরবের বিষয় (করতালি)। "আমাদের অগ্রকার এই পুরস্কার বিতরণী সভার মাননীয় সভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর অতিশয় উদার, আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয়ের পর উকীল শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ বৈদ্য মহাশয় কিছু বক্তৃতা করিয়াছেন। অতঃপর উকিল শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"পুরস্কারবিতরণী সভায় ছাত্রগণকে কিছু উপদেশ দেওয়া প্রথা হইয়াছে। কিন্তু এই স্থানে দেখতে পাচ্ছি যে-সকল শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে ছাত্রগণ যদি তাহা পালন করে তাহা হইলেই যথেষ্ট, পৃথক্ শিক্ষার আর প্রয়োজন নাই; কারণ এই শিক্ষাই মহাপ্রভুর সর্ব-শিক্ষাসার শিক্ষা। মহাপ্রভুর শিক্ষা কোন জাতি-বিশেষে আবদ্ধ নহে, ইহা বঙ্গবাসীর সার্বজনীন। যে কোন কুলে উৎপন্ন ব্যক্তি এই উদার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। অনেক মুসলমানও মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ঠাকুর হরিদাস অহিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার ও প্রসার করিয়া বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন। বর্তমানে যে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ভারতবর্ষকে অধঃপতনে পর্যবসিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, মহাপ্রভুর উদার প্রেমধর্ম বিস্তারলাভ করিলে উহা সমূলে উৎপাটিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটে মহাপ্রভুর বিমলপ্রেমধর্ম শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আমরা আশা করি, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সুবিস্তৃত হইয়া ভারতে এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি-স্থাপন করিবে। বিশ্ববাসী সকলে মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর নাম গান করুন। তাহা হইলে জগৎ প্রশান্ত হইবে, গ্লানি বিদূরিত হইবে এবং হৃদয়ে পরমানন্দ প্রবাহ হইবে (করতালি)। মহাপ্রভুর শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করায় আমরা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।"

সভাপতির বক্তৃতা

অতঃপর মাননীয় সভাপতি রায় সাহেব বাহাদুর বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া দৈন্য প্রকাশপূর্বক ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক বলিয়াছেন যে, তাঁহার মাতৃভাষা উর্দু। উর্দুভাষা সভার অপর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার বর্ণজ্ঞান ঢাকা, তিনি চণ্ডী বা বর্দ্ধমানের বাংলা ভাষায় কথা বলিলে শ্রোতৃগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। এই জন্যই, সর্বদেশীয় নিজ নিজ মাতৃভাষায় বক্তৃতা অবগত করিতেও তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইলেন।

পূর্বোক্ত বক্তাগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় যে বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে সাম্প্রদায়িকতা-বিষ সমূলে উৎপাটিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা হিন্দু মুসলমান ভাইগণ বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। একত্র বাস ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। মাঝখানে যাই যে সাম্প্রদায়িকতা-বিষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহা অতি সত্বর নির্বাপিত হওয়া উচিত।

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

[illegible]

৯ম বর্ষ   ২১ বিষ্ণু   গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২২শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার   ১৯শ সংখ্যা

লণ্ডন সংবাদ

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে

বিশিষ্ট-ব্যক্তি

মিঃ এফ., এইচ. বাউন সি-আই-ই ও, মিঃ এফ., কে., পি, রিচার্ডস এম্-এ মহোদয়দ্বয় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে যাইয়া মহাপ্রভুর উপদেশামৃত-শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। মঠের প্রচার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হউক, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। তাঁহাদের সৌজন্য প্রশংসনীয়।

ডাঃ ডি এন দত্ত ও ডাঃ ভট্টাচার্য্য উভয়েই কয়েকদিন পূর্ব্বে সস্ত্রীক লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া উক্ত মঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। তাঁহারা মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ইষ্টবোর্ণে শ্রীপাদ বন মহারাজ

লণ্ডনের 'এয়ার-বেন'-সংবাদে প্রকাশ, গত ২রা মার্চ্চ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লণ্ডন হইতে ইষ্টবোর্ণে গিয়াছেন। তথায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখে মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তথায় স্থায়িভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত হউক ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। ইষ্টবোর্ণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত; তথায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির বাস। কয়েকজন ভূতপূর্ব্ব আই-সি-এস তথায় অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীধাম মায়াপুরে শিক্ষিত ব্যক্তির বসতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ২০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধামে ভজন প্রয়াসী শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র গুহ মহাশয়ের গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৮ই মার্চ্চ সোমবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহোদয় বলেন,—যে সকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্ব্বিত চর্ব্বণ বারংবার চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ অসৎ গুরুকবগণের উপদেশে কিংবা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে, কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না।

যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগদুষ্ট হইয়াছে ও যাহারা বহির্বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছেন তাহারা পরমপুরুষার্থস্বরূপ, জগতের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কথা জ্ঞাত নহে। সুতরাং অন্ধচালিত অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদরূপ দীর্ঘরজ্জু সংযুক্ত নামাত্মক মহাদৃঢ় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদিগের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না; সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসার-বাসনাও অপগত হয় না।

কুটীনাটিতে অতীব আসক্তচিত্ত ব্যক্তি কৃষ্ণভজন-সোপানের যে নিজ আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারে না; আর ভগবদারাধনারূপ পরমার্থ নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাও অবগত নহে; কিন্তু দুষ্ট কপটতার বাধাগুলিও ঠিকভাবে অনুধাবন করে। বহির্মুখে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হওয়াও বিশেষ প্রাপ্ত হয় না।

কোন দেশে বা কোন কালে অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তি নিজকে মুক্ত করিতে পারে না; সেই কারণেই বহিরঙ্গ বিচারার্থ ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়ে, পুত্র পৌত্রাদিকে তাহার বন্ধনশৃঙ্খল তুল্য হয়। অতএব বিষয়াসক্ত অসাধুর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া আদি দেব ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

গত ২৩শে ফাল্গুন ইং ১৬ই মার্চ্চ শুক্রবার শ্রী[illegible]মঠের অধ্যক্ষ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ [illegible] সহ জেলা ২৪ পরগণা অন্তর্গত গোপালপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible]ভূষণ ঘোষ মহোদয়ের বাটিতে উপস্থিত হইয়া তথায় গত ৩০শে ফাল্গুন বুধবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠকালে স্বামীজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্র-গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশেষ-[illegible]

গত ২রা চৈত্র ও ৩রা চৈত্র [illegible] গোপাল বাবুর বাটিতে বক্তৃতা ও [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] বক্তৃতা প্রদান করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। বক্তৃতাতে [illegible] হইয়াছিল।

গত [illegible] চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] বাটীতে [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। [illegible] কৃষ্ণের [illegible] [illegible] উপরে [illegible] [illegible] পারে, তাহা শ্রীভগবান [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করিয়াছেন। সৎ সঙ্গ মুক্ত পুরুষের নিকট হইতে [illegible] শ্রবণ করিতে হইবে—দুষ্ট আমাদের [illegible] নিত্য মঙ্গল হইতে পারে না। পরে স্বামীজী [illegible] সম্বন্ধে ও নিজের [illegible] শাস্ত্র-বিচারমূলে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ বিষ্ণু [illegible] ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের স্থূল পরিচয়

তথাকথিত দার্শনিক-সম্প্রদায় কাল্পনিক ধারণা দ্বারা বাস্তব-সত্য সম্বন্ধে অনুমানমূলে যে ধারণা পোষণ করেন, সেই নিজ কল্পনা-প্রসূত সহিত সমষ্টিগত ঐকমত্যের আত্মীয়তা স্থাপনোদ্দেশ্যেই জগতে তাঁহাদের রচিত কাল্পনিক-দর্শনশাস্ত্র-সমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইরূপে প্রতীচ্য জগতে এরিষ্টটল, অগাষ্টিন, [illegible], বেকন, কোমৎ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], হেগেল, [illegible], প্লেটো, [illegible], সক্রেটিস, টেনিসন, [illegible] এবং অন্যান্য বহু মনীষী আরোহবাদাবলম্বনে নিজ নিজ কোনও দর্শন হইতে এক কারণের অনুমান করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা স্থাপিত মতের পশ্চাৎ দ্বারা পরিচয়ে বাস্তব-দর্শনের কথঞ্চিৎ বাস্তবতা স্বীকার দ্বারা বাস্তব-সত্যের প্রাথমিক ধারণার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

———

প্রাচ্য জগতেও এই প্রকার চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হৎ, কণাদ, কপিল, পাতঞ্জল, জৈমিনী, গৌতম এবং বেদান্তদর্শনকালে প্রাকৃত সহজ-দর্শন, সাধারণ [illegible], নব-বিধান দর্শন প্রভৃতি বহু প্রকার 'ঈক্ষণদর্শন' অধোক্ষজ-দর্শনের প্রতিযোগিরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। অন্য দিকে বৈদিক [illegible] বা [illegible] অপ্রাকৃত সম্প্রদায় [illegible] অধোক্ষজ দার্শনিকগণের শ্রৌতপথে আমায় আশ্রিত [illegible] উপায় [illegible] তাঁহাদের মনোধর্ম্মের বিচারে নিরস্ত করিতে পারা যায় [illegible] বেদান্ত-দর্শন) স্বীকার করি' এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাস্তব [illegible] বিষয়জ্ঞানকালে [illegible] যে [illegible] [illegible] তাহাকেই অবলম্বন পূর্ব্বক [illegible] প্রবর্ত্তন [illegible]।

— —

[illegible] আমরা [illegible] দার্শনিক [illegible] প্রাচ্য দার্শনিকগণের [illegible] সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রসঙ্গে তুলনামূলক বিচারে উহাদিগের রচিত দর্শনের সহিত অধোক্ষজ-দর্শন বা বেদান্তদর্শনের পার্থক্য প্রদর্শন-ব্যপদেশে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব, যে-সমস্ত মনঃকল্পিত দর্শনের স্থাপনা মতবাদ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে মুক্তি মাত্র প্রয়োজন-বিচার প্রদর্শিত হয় নাই। আত্মার স্বরূপ, বাস্তব বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ এবং তদ্রূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট আত্মার প্রয়োজন-বিচারে সত্য বস্তুর স্বরূপ কি, তথাকথিত দার্শনিকগণ তাঁহাদের রচিত দর্শনে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

———

তাঁহাদিগের চেষ্টা - কার্য্যতই কারণানু-সন্ধান; এই চেষ্টার ফলে তাঁহারা বস্তুকে কারণরূপে স্থাপন পূর্ব্বক জড়ত্বের ও ভোক্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে বিবদমান দর্শনে পতিত হইয়াছেন। তদীয় তাঁহাদের ভূমিকায় আবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মন কল্পিত কালের জ্ঞাত হওয়ায় তাহার কারণ সিদ্ধ হইতে পারে না, সেখানে কার্য্যই কারণরূপে বিবর্ত্তিত হওয়া হইতেছে বৃদ্ধ-সত্যের ন্যায় কার্য্যে কারণ-প্রতীত হইতেছে। সে ক্ষেত্রে কারণের অদ্বাধিকতা স্বীকৃত হয় নাই সেখানে কারণের স্বরূপাববোধ সম্ভবপর নহে; কোনও আংশিক দর্শনে কারণকে—কখন 'বাহ্যবিধান ভগবান্' স্বরূপে, আবার কখন প্রাকৃত '[illegible]'-বিচারমূলে নির্গুণ-নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিশেষ-স্বরূপে মনোধর্ম্মী মানসপটে কল্পনাতুলিকাদ্বারা অঙ্কন করতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম পৌত্তলিকরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করেন। 'দর্শন'-'ব্রহ্মাদী যদি বাস্তব-সত্যের নিত্যা সম্বন্ধী, সন্ধ ও জ্ঞানিনী এই শক্তিত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না হয় অর্থাৎ আশ্রয়তা স্বীকার না করে, তাহা হইলে অনাদির আদি, সর্ব্বকারণ কারণ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরাৎপর বস্তুকে একমাত্র 'কারণ' বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। যেমন [illegible] [illegible] অবস্থান [illegible] তাহার রূপ-গুণ-ক্রিয়া সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে এবং আশ্রয়ভাবে [illegible] কার্য্যের [illegible] পক্ষে স্বরূপতঃ তাহা কখনই সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ [illegible] [illegible] [illegible] স্বরূপ-দর্শন করে 'অজ্ঞান' বা 'অংশজ্ঞান' [illegible] নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক-[illegible] আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করি যে, তথাকথিত দার্শনিক-সম্প্রদায়ের [illegible] সকলেই আরোহবাদী এবং [illegible] [illegible] অনুমান-প্রণালী (Inductive Method) অবলম্বিত হই-[illegible]; সেই কারণ তাঁহারা অক্ষজ-জ্ঞান-সংগৃহীত [illegible] অতীন্দ্রিয় বাস্তববস্তুর সত্তা ও স্বরূপ-নির্ণয়ে ব্যস্ত। কেহবা agnosticism অবলম্বনে Propositions that make assertions about what does not fall within observation are unreal (যাহা আমাদের জ্ঞানের অন্তর্গত নহে তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায় তাহা কাল্পনিক) এই বলিয়া এক কথায় ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করত হারুলির অনুচররূপে পরিচিত হন এবং অপর কেহবা agnosticism এর অপর দিক অঙ্গীকার পূর্ব্বক The Absolute Being can not be known,for,from Its own nature, the all-inclusive and self-sufficient Absolute cannot stand in relation to any thing else; such relatedness would be incompatible with Its Absoluteness প্রভৃতি অভিমত প্রকাশ পূর্ব্বক স্পেন্সার ও [illegible] হ্যামিল্টনের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন। ইহারা 'নাবেদবিন্ মনুতে তং বৃহন্তং' কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসামর্থ্য-নিবন্ধন প্রাকৃত বিষয়কেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

মূকং করোতি বাচালং

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।

যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

গুরো!

পূজবো তোমার চরণ কমল

কোন্ কমলে আজি।

ভাব্‌চি ব'সে আকুল-প্রাণে

হাতে নিয়েই সাজি॥

ঘরের মাঝে খুঁজে দেখি

কিছুই ত' মোর নাই।

কি নিয়ে যাই তোমার কাছে

কোথায় কিবা পাই॥

ভাল ত' কিছুই নাইকো আমার

মন্দ ভাবে পূর্ণ হৃদি।

এ দোষ নাশিতে তোমার দাসের

শ্রীচরণ-সেবা বিধি॥

ভক্তগণের পায়ের ধূলো

[illegible]।

ভক্ত-থাকা শেষ যদি পাই

[illegible]

ভুলের চাইতে [illegible]

[illegible]

প্রতিষ্ঠা-রাক্ষসী বেঁধেছে আমারে

[illegible] কিছুই [illegible]

সন্তের বচন শুনিতে আমার

মন কভু নাহি চায়।

অসৎ-সঙ্গেতে থাকিতে বাসনা

অসৎ স্বাদেতে ধায়॥

কত শোভা আজি হেরি চারিদিকে

তোমার পূজার তরে।

প্রকৃতি দেবীও পূজিতে তোমারে

আসিছেন ধীরে ধীরে॥

বসন্ত-রাগের রাগিণী গাহিয়া

তোমার প্রকট-তিথি।

বিশ্বের দ্বারে গাহিতেছে আজি

তোমার মহিমা-গীতি

অমিয় ধারা করে বরিষণ

জুড়ায় ধরণী-তল।

ভকত-হৃদয় আকুল হইল

নয়নে গলয়ে জল

যাট বছর আগে যখন

মায়ার ঘেরা বিশ্ব সব।

সত্যিকার ধন রুক্ষে ভুলে

হ'তেছিল আত্মে শব

ওগো আমার দয়াল ঠাকুর

এমন দয়া আছে কা'র।

মোহের ঘুম ভাঙ্গতে তা'দের

পুরুষোত্তমে অবতার॥

শঙ্খ ঘণ্টা উঠ্‌লো বেজে

জাগাইল সবাকারে।

(ওরে) অবতীর্ণ জগদ্‌গুরু

থাকিস্ না আর অন্ধকারে॥

সেই হ'তে আজ প্রতি বছরে

এম্‌নি দিনে তিথিরাণী।

বিশ্বের দ্বারে অতিথি হ'য়ে

নীরব ভাষায় কহেন বাণী

বলে পাপী তাপী কোথায় আছিস্

আয়রে ছুটে আকুল-প্রাণে।

(ও তোর) যা আছে সব ঢেলে দেরে

জগদ্‌গুরুর শ্রীচরণে॥

সে-বাণী যা'দের হৃদয়ে পশিল

আকুল হইল তা'রা।

লোটাতে তোমার চরণ-কমল

হইল আপন-হারা॥

কত শত শত মহা-ভাগ্যবান্

কত উপায়ন ল'য়ে।

বৈকুণ্ঠের গীতি গাহিতে গাহিতে

তব পদে আসে ধেয়ে॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দেয় বিধিমত

পূজে মহা-ভক্তি-ভরে।

আমি যে অধম কিছু নাহি মোর

কি দিব চরণোপরে॥

অশ্রুবিন্দু শুধু আছে গো আমার

ধোয়াতে তোমার পদকমল।

লহ লহ দেব! আমি যে কাঙ্গাল

আর কিছু মোর নাই সম্বল॥

গুণ ত' কিছুই নাই দয়াময়

দোষের অভাব নাই ত' আর।

ভরসা কেবল রাতুল চরণ

পতিতপাবন নাম তোমার॥

সেবকাধম.

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ব্রহ্মাধিকারী

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ

[শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী]

(২)

স্বামিপাদ যেই মুহূর্তে উক্ত "ভাবার্থ-দীপিকা" নাম্নী টীকা শ্রীবেণীমাধব-চরণে উপস্থিত করিলেন, অমনি দয়াময় প্রভু স্বীয় ভক্তি-প্রচারক আচার্য্যপাদের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর পরমোপাদেয়তা ও সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রদর্শন করে টীকাটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া লইলেন। ভক্তের আচরণীয় প্রচার্য্য ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রীমাধবের হৃদয়ের একমাত্র ধন—হৃদয়-সর্ব্বস্ব. ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল এবং আর যত মতবাদ—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগরূপ ভজনের যত ঠাটবাট তাহার হেয়তাও এতৎ সহ বিজ্ঞাপিত হইল। স্বামিপাদ স্বয়ং দর্শন করিলেন যেন তাঁহার টীকাটী শ্রীমাধবদেব বংসে তুলসী হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তদতিতর জন দেখিলেন গ্রন্থখানা যেন উড়িয়া যাইয়া মাধবের হৃদয়ে লাগিয়া রহিলেন। এই প্রকারে তিনি জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। শ্রীধর-স্বামিপাদের ভুবনপাবন ও ভুবনমঙ্গল চরিত্র কীর্ত্তন করিবার মত যোগ্যতা আমার ন্যায় ব্যক্তির থাকিতে পারে না।

তাঁহার বৈরাগ্য অতুলা—শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের উদয় হওয়ায় তিনি মহা ভাগবতোত্তম গম্ভীর পণ্ডিত হইলেন এবং অন্তরে অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। গৃহে মন স্থির থাকে না, গৃহে একমাত্র পাতিপরায়ণা পত্নী, তিনি পূর্ণ গর্ভবতী. তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিবেন (বনে যাইবেন) বলিয়া স্থির করিলেন, এমন সময় পত্নী একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। পশ্চাতে প্রসূতির যথাম-প্রাপ্তির কাল উপস্থিত হওয়ায় তিনি সাধ্বী ও নবজাত পুত্রকে রাখিয়া অপ্রকট লীলাবিস্তার করিলেন। এদিকে বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত স্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণান্বেষণার্থে গৃহত্যাগ করিবার জন্য একান্তই স্থিরনিশ্চয়; তবে এই নবজাত শিশুটীকে রক্ষণ করিবে কে? এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অভিনয়ও করিতেছেন। এমন সময় একটী টিক্‌টিকির ডিম চালের উপর হইতে ভূতলে পতিত হওয়ায় ডিমটী ফাটিয়া বাচ্চাটি বহির্গত হইল। অমনি সম্মুখে একটি মক্ষিকা পাইয়া বাচ্চাটি উহা খাইয়া ফেলিল। স্বামিপাদ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন, যিনি এই শাবকটীকে রক্ষা করিলেন তিনি এই শিশুকেও রক্ষা করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি গৃহ-

শ্রীপাদ নেমী মহারাজের পাঠের মর্ম্ম

[স্থান গত ১২ই মাঘ (১৩৪০) শিকারপুর হরিসভা]

অখিল-পুরাণ পরমহংসগণের প্রিয়—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং
পরং গীয়তে।

ত্যাগ লীলা আবিষ্কার করিলেন। এদিকে গ্রামের সজ্জনগণ অনাথ বালককে প্রতিপালন করিলেন ও তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন, যেজন্য সেই বালক কালে মহাপণ্ডিত হইয়া "কবি" নামে সাধনালাসাহিত্য প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাই স্বামিপাদের বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব আদর্শ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধর-স্বামিপাদের ভক্তানুকূল ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া, শ্রীধরেরই চিৎসম্বন্ধরূপ চিদেকবিন্দু-স্বামিত্ব, শ্রীধর-বিরোধীরই চিজ্জড়-সমন্বয়-পোষণরূপ বৈরস্য প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীধর-স্বামী-নিন্দাকারী বল্লভ ভট্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

…… … স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৭ম অঃ ১০৯)

শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ তদীয় উপদেশামৃতে,—

"বাচো-বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

বাক্যের বেগ মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ উদরবেগ, উপস্থবেগ,—যে ব্যক্তি এই ষড় বেগ বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়বেগবিজয়ী "গোস্বামী।"

এই শ্রীধর স্বামিপাদ গোস্বামীর মূর্ত্তবিগ্রহ। আজ আমরা বিশ্ববাসী সকলেই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সমধিক ঋণী। বেদের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত; সেই শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ ভাবোদ্ধার করিয়াছেন শ্রীধরস্বামিপাদ। বিশ্ববাসী আসুন, আমরা সমবেত-স্বরে স্বামিপাদ শ্রীশ্রীধরের জয়গান করি।

"জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজন॥
শ্রীধর-স্বামীর শ্রীচরণ-গুণ গাই।
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচরণে মতি চাই॥"

(শ্রীভক্তদাস)

যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং
নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা
বিমুচ্যেন্নরঃ॥
(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, ইহা নির্ম্মল পুরাণ, সাধুগণের একমাত্র প্রিয় এবং ইহাতে পরমহংসজ্ঞান ও বিরাগ-ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে। মধুর রসের কথা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে কেহ শিক্ষা দেয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব উক্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়া কলিকালে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর ভাবকান্তি দ্বারা নিজের দেহকে আচ্ছাদন ক'রে ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ ভক্তের বিচার কি তাহা স্বয়ং আচরণ করতঃ জগজ্জনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
(গীঃ ৪।৭)

যখন যখন ইহজগতে ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন ভগবান্ ধর্ম্মকে স্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং ইহজগতে অবতীর্ণ হন।

দ্বাপর-যুগে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে নিজে বলিতে হইয়াছিল যে আমি স্বয়ং ভগবান্; যথা—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রভোঃ প্রিয়ঃ শিষ্যগণাগ্রগণ্যো
বিপ্রস্তুসেবাবিরতঃ সুধীঃ।
স্বাপভাগবতকলাভবৈশ্চ
অলঙ্কৃতঃ সচ্চরিত্রাশ্রয়শ্চ॥
তস্মিন্ শ্রীপরমানন্দব্রহ্মচারিবরোত্তমে
সজ্জনোত্তমসংঘাতে বিদ্যারূপনামধেয়ে॥
'উপদেশক' ইত্যুপনাম্না
সভ্যং বুধৈঃ।
উপাধিরর্পিতে 'ভক্তিভূষণ' ইতি সম্মুদা।
গঙ্গাপুলিনতটস্থ শ্রীনবদ্বীপধামোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রমে পরে॥
বাণেন্দ্রগুণসংখ্যাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরুশ্রীভক্তিপ্রচারেষু মহোৎসাহপরায়ণঃ।
নিপুণশ্চাপি সর্ব্বশক্তি-প্রদর্শনক্রিয়াস্ব যঃ॥
শুদ্ধবৈষ্ণবসেবায়াং সমর্পিতমতিঃ সদা।
মধুবচনঃ শ্রীমান্ [illegible] ইতি খ্যাতঃ॥
ব্রহ্মচারিবরায়াস্মৈ [illegible] প্রদীয়তে।
মহোপদেশকখ্যাতিং
[illegible]॥
গঙ্গাপুলিনতটস্থ শ্রীনবদ্বীপধামোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রমে পরে॥
বাণেন্দ্রগুণসংখ্যাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে কৃতী।
বৈষ্ণবশাস্ত্রসদ্ব্যাখ্যানিপুণো বাগ্মিতাযুতঃ॥
ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীমদ্ [illegible] পরায়ণঃ।
সিদ্ধস্বরূপনামায়ং শ্রীমান্ সদ্গুণান্বিতঃ॥
সাধু [illegible] বিধত্তাতে।
মহোপদেশকখ্যাতিপ্রবরেণাস্য
সাদরম্॥
গঙ্গাপুলিনতটস্থ শ্রীনবদ্বীপধামোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রমে পরে।
বাণেন্দ্রগুণসংখ্যাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

[illegible] কৃষ্ণকথোপদেশে
[illegible] চ।
সদাগুরুসেবা [illegible]
শ্রীমান্ [illegible] সদাশ্রয়॥
ব্রহ্মচারিবরায়াস্মৈ [illegible]।
মহোপদেশকখ্যাতিঃ [illegible]
[illegible]॥
গঙ্গাপুলিনতটস্থ শ্রীনবদ্বীপধামোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রমে পরে॥
বাণেন্দ্রগুণসংখ্যাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] বিবৃতি [illegible] ৬৲
২। শ্রীব্রহ্মসংহিতা, —১ম [illegible] ৪৲
[illegible] ৮৲
[illegible] ।৵০
৩। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকগুণমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৵০
৭। [illegible]
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধামভক্ত (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] মাহাত্ম্য (বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible] মাহাত্ম্য [illegible] ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীতত্ত্বসাচার্য্য (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-[illegible] ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। মনঃশিক্ষা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৵০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। কল্যাণ-কল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৫০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৩
৪১। প্রবন্ধাবলী ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। শ্রীধামনবদ্বীপ মাহাত্ম্য ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৪৫। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৪৬। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত বা মহাজনপদাবলী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। শ্রীগোপালমাধব (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীহরিনাম [illegible] ৵০
৫১। [illegible] ৵০
৫২। সাধ্যসাধনী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ।০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। মাধুর্য্য-[illegible] ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচক্র
৫৮। মায়াবাদশতদূষণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible]
[illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (তত্ত্বগ্রন্থ) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীনামহট্ট আশ্রম কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাওড়া।
৯। ব্রজপত্তন গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ পাণ্ডবেশ্বর বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০০-২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনন্দ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিত্রাদর্শ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রামপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রজপত্তন-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দর্শনার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিকাকুল, বালেশ্বর।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মহবাল ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক পয়ার এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় খণ্ড ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পয়ারসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিবৃতি, সংস্করণের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, তথা বিশেষ পাঠকমাত্রে একবারে পাইবার জন্য যাহারা সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুসমঞ্জস জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী-প্রভৃতি সংযোজিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৩,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৩,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নগর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যেতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৩৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৩	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮,১৮-৫৯ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-১৯, ১১-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১৪ ১০	১৫-[illegible]	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১১-১১	১৫-৪[illegible]	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১১-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৩	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	১০-১	১২-৫১	১৬-১১	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লোক হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
সাদা	৫৮০—৫৮০
ঐ বে-সাইজ হালকা ওজন	৫৵০—৫৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ „ „	১১৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৷০
রডের পাতি	৬৵০—৬৶০
„ গোলাটু (গোল)	৬৵০—৬৶০
„ চৌকাটে (চৌকা)	৬৵০—৬৶০
„গোল রড ৶০—৷৶০ সূতা	৬৲—৫৷০
„ চীনা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৬৲—৬৷০
„ বান্ডিল বার	৭৷০—৭৸০
„ সেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮৲—৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ গজা বান্ডিল	১৯৶—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৵০-১৷০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৬ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲
সলিড তক্তা ১ হইতে ১০ নং ৫৸৵-১৷০ মাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৫৸৵০ দেঃ বিঃ	৬৷৵০ „
প্লাঃ প্লেন সাদাকি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০-৬৷০
ঐ তিনটি „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার চেয়ার ঘরের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— „
ঐ ভালের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ ঢেউয়া (ক রের সিট)	১৮৲ „
লোহার তুল ।—৩ ইঞ্চ ৶১০০ ৷৶০ গ্রোস	
ঐ তক্তা ৭০ নং	
।—৩ ইঞ্চ	।১০—৷৶০ দেঃ জুতার
প্লাঃ পার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর
প্লাঃ রিং (মঠকা)	
১২ ইঞ্চি	৶ · ৷৶১০ পীস
প্লাঃ পাটিসিং বা কোণা	
৬ ইঞ্চি	১০—৷৶০ „

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবেই এই প্রকার বিরোধের উদয় হইয়া থাকে।

মাননীয় সভাপতি মহোদয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি যখন ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজরূপে বর্দ্ধমানে ছিলেন তখন একবার কার্য্যোপলক্ষে কাটোয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি নবদ্বীপও একবার দর্শন করিয়া যেন। তখন তাঁহার মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছিল। অদ্যকার এই মহদনুষ্ঠানে যোগদানে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলেন বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। এবং স্থানটিতে ধর্ম্মশিক্ষার যে পবিত্র আবহাওয়া প্রবাহিত হইতেছে তদর্শনে তিনি বিশেষ আনন্দিত। তাঁহাকে এই স্থান দর্শনের সুযোগ প্রদানের জন্য তিনি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া মাননীয় সভাপতি মহোদয় অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। বিদ্যালয়-অট্টালিকাটি যে প্রকার মনোরম ও অনুপম স্থানে উদ্ভূত হইয়াছে, ছাত্রগণের আহারের জন্য যে প্রকার যত্ন করা হয়, তাহাদের বিশুদ্ধ পানীয় ও খাদ্যের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের যে প্রকার সুনজর রহিয়াছে এবং ছাত্রগণকে বিদ্যাপ্রদানের যে প্রকার সুন্দর ব্যবস্থা, সর্ব্বোপরি ধর্ম্মশিক্ষার যে চমৎকার আয়োজন তাহা বাস্তবিকই আশাতীত সন্তোষজনক। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রথমবর্ষেই বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় যে ফল প্রদর্শন করিয়াছে তাহাও সন্তোষজনক।

পরিশেষে, ছাত্রগণ সকলেই বিমল প্রেমধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতের আদর্শ হউক এবং কর্ত্তৃপক্ষগণের সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক, এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তিনি বক্তৃতার উপসংহার করেন।

ধন্যবাদ-প্রদান

অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ হইতে মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান সূত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরেজী ভাষায় একটী সারগর্ভ চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন সময়ান্তরে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে।

বিদায়-সঙ্গীত

তৎপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, মহোদয় স্বলিখিত-গানে একটী সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলীকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশু সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৪৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক

REG. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র প্রচার — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড   সম্পাদক—শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি   [২০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৬০, ২০শে মার্চ ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::০::—

পূর্ণিয়ায় পুনঃ ভূমিকম্প

পূর্ণিয়া হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই মার্চ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বেশ প্রবল বেগে আর একবার ভূমিকম্প হইয়াছে। এ [illegible] পাকা বাড়ীর [illegible] ক্ষতি হইয়াছে, [illegible] আরও ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] উন্মুক্ত স্থান [illegible] হইয়াছিল। হঠাৎ আর আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। [illegible] পুনরায় অনুভূত হইতেছে।

—

মায়াপুরে অগ্নিকাণ্ড

[illegible] হইতে প্রকাশ, রবিবার অপরাহ্নে [illegible] এক [illegible] অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ৮টি [illegible] কাজে [illegible] চেষ্টার ফলে [illegible] মায়াপুর [illegible] সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করা যায় নাই।

এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইবার কারণ এখনও জানা যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় [illegible] টাকা হইবে।

—

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, [illegible] এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় [illegible] বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে ও ৮টি পরিবার গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্ঘটনায় [illegible] টাকা [illegible] বলিয়া অনুমান।

—

ঢাকা হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] দিবা ১০ ঘটিকার সময় আগুন লাগে। দোকানে দোকানে চারিদিকে আগুন ছড়াইয়া পড়ে। যথাসময়ে দমকল বাহিনী আসিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিবার চেষ্টা হয়। সমস্ত দিন রাত্রি এবং ১০টা পর্যন্ত আগুন জ্বলিতে থাকে। প্রকাশ দশ [illegible] পাটের গাঁট পুড়িয়া গিয়াছে। [illegible] পাটের [illegible] সংবাদ পাইবেই [illegible] কঠিন [illegible]। দমকল [illegible] চেষ্টা না করিলে [illegible] ক্ষতির কারণ হইত।

—

মায়াপুরে [illegible]

[illegible] হইতে প্রকাশ, পুলিশ গত ১৭ই মার্চ রাত্রে ডাঃ [illegible] [illegible] সভাপতি [illegible] শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দত্ত ও স্থানীয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ ডাঃ [illegible] [illegible] ছাড়া [illegible] পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ [illegible], তাঁহার [illegible] এবং ডাঃ [illegible] বাড়ীতে [illegible] করিয়া স্থানীয় থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ডাঃ [illegible] একজন ছাত্র। থানায় তাঁহাদের [illegible] করিবার পর ডাঃ [illegible] তাঁহার [illegible] মুক্ত [illegible]। [illegible] বিষয়ে [illegible] মুক্তিপ্রদান করা হয়।

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকা [illegible] বিভিন্ন [illegible] খানাতল্লাস করা হয় এবং ২৫ জন যুবককে গ্রেপ্তার ও [illegible] করা হইয়াছিল। তথায় তাঁহাদের [illegible] লওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে [illegible] যুবককে [illegible]। প্রকাশ, [illegible] বাড়ী হইতে পুলিশ [illegible] উদ্ধার করিয়াছে।

[illegible] গ্রেপ্তার

নাটোর হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই মার্চ রাত্রে একজন বাঙ্গালী যুবক "[illegible]" যোগে [illegible] হইতে কলিকাতায় যাইতেছিল। [illegible] সময় [illegible] ষ্টেশনে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, [illegible] সম্পর্কে পুলিশ এতদিন তাহার সন্ধান করিতেছিল।

[illegible] জেলায় [illegible]

[illegible] হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, [illegible] জেলায় [illegible] দেখা দিয়াছে। [illegible] ৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] ও অন্যান্য স্থানেও [illegible] লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

—

[illegible] বিচারে মৃত্যুদণ্ডের পর

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] পলায়নের চেষ্টা করে। সে [illegible] বিচারকারী [illegible] আসামীদের [illegible]।

[illegible] ২৬ বৎসর [illegible] এবং ২৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে [illegible] বৎসর [illegible]।

[illegible] দায়ের হইয়াছে। অপর ৫ জন ৭ বৎসর [illegible] দায়ের হইয়াছে। আর [illegible] অপরাধ এবং [illegible] অভিযোগে ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

[illegible] মিল [illegible] অবসান

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] মিলের [illegible] ছয় দিন ধরিয়া ধর্মঘট করিয়াছিল। [illegible] কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে এক চুক্তি হওয়ার পর [illegible] কাজে যোগদান করিয়াছে। প্রকাশ, মিলের কর্তৃপক্ষ [illegible] যে, [illegible] শ্রমিকদের [illegible] দাবী বিবেচনা করিবেন।

— —

[illegible] বিরুদ্ধে অভিযোগ

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] করিয়াছেন :—

[illegible] নামে একজন পুলিশ [illegible] উপলক্ষে [illegible] অভিযোগে [illegible]। তাহার বিরুদ্ধে [illegible] আদেশ দেন। [illegible] যে একজন [illegible] [illegible] ফলে [illegible] করা হয়।

ঐ মহো জনকে বাক্যেবাক

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই চৈত্র শুক্রবার, ১৩৪০

সোভিয়েট রাশিয়ার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মুসোলিনী বলিয়াছেন যে, য়ুরোপের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ জাতির মধ্যে ঐক্যভাব গঠিত না হইলে সমগ্র য়ুরোপ অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে। অনুন্নত দেশসমূহ যদি অনুসরণ না করে, তাহা হইলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জার্মানীকে এই সব অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে তাহারা কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত আপত্তি তুলিতে পারে না। কথাটা ঠিক। কিন্তু ভেদ-প্রবণতার বৃহৎ [illegible] চিন্তাধারাই ক্ষুদ্রদিগকে চূর্ণ করিবার জন্য অবকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়। সে মনোবৃত্তিকে শুধু যুক্তি প্রদান করিয়া সংযত করা যায় না। মুসোলিনী যে কথা প্রচার করিতেছেন, তিনি শক্তিশালী বলিয়া হয়ত তাহা অনেকে মানিয়া লইতে পারেন, নতুবা হইলে তাঁহার বাণী উপেক্ষিত হইত। জার্মানীর সম্বন্ধে মুসোলিনী যে কথা বলিয়াছেন, তাহা কতদূর প্রতিপালিত হইবে বলা যায় না। কারণ, হিটলার-পন্থী জার্মানীর অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম বৃদ্ধির আলোচনা করিয়া শত শত কথা বলিয়াছে। জার্মানী জাতিসঙ্ঘে যোগ দিয়া যদি সাম্যভাবের পরিচয় দেয়, তাহা হইলে শান্তির পথ প্রসারিত হইবে, জার্মানীরা এমন কথাও বলিতেছে। কিন্তু য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের প্রকৃত মনের কথা বুঝিবার উপায় নাই। কাজেই য়ুরোপের শান্তি তথা পৃথিবীর শান্তি সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৯২১ অব্দ হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। স্কুলের কার্য্য-নির্বাহক সভার সভ্যেরা স্থানীয় উকিল মোক্তারদের সাহায্যে এই পরীক্ষার পরিদর্শনের কার্য্য সম্পাদন করেন, পরীক্ষার্থীদের পাহারা দেওয়াই প্রধান কার্য্য। এই পাহারাদারী লইয়া স্কুলের কর্তাদের সঙ্গে উকিলদের মনান্তর হওয়া কেবল শোভন নহে, লজ্জারও কথা। শুনিলাম, এবার একজন উকিল-প্রহরী স্কুলকমিটির কর্তাদের দ্বারা অপমানিত হওয়ায়, সকল উকিল এবারের পরীক্ষাকার্য্যের ভার ত্যাগ করিয়াছেন। যে দেশের শিক্ষিত লোকেরা এক যোগে কোন কাজই সম্পন্ন করিতে অসমর্থ, সে দেশে দশ মিলিয়া বড় কাজ সম্পাদন কি কখনও সম্ভব?

গত ডিসেম্বর মাস হইতে তিন মাসের মধ্যে ফরিদপুর সহরে দুইটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান কেবল ফরিদপুরবাসীদের উৎসাহের নহে, আর্থিক সচ্ছলতারও পরিচয়। অথচ এই ফরিদপুরেই নাশিয়াকান্দি অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্নকষ্টের কঠোরতায় প্রপীড়িত; মজুমদার কর্তা তাহাদের ক্লেশ প্রশমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এ অবস্থায় সহরের বুকের উপর উপর্যুপরি দুইটি প্রদর্শনী! ইহাতে জনসাধারণ কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে, অনুমান করা কঠিন। কিন্তু একথা যে প্রচুর হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রমাণ কলিকাতার কোন সবাক চলচ্চিত্র কোম্পানী এখানে অনূন [illegible] হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। মোটর গাড়ী, এবং গাড়োয়ানদের উপার্জ্জনও অল্প হয় নাই। যে জেলার এক প্রান্তের লোক অর্থাভাবে সংসার চালাইতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে, সেই জেলার অন্য প্রান্তে স্থানান্তরের লোক আমোদ দেখিয়া কুড়ি হাজার টাকা নষ্ট করে, এ কথা শুনিলে কে বলিবে, ফরিদপুরের অধিবাসীরা অন্নকষ্টে প্রপীড়িত? তথাপি এই দুইটী প্রদর্শনী হইবারও মূল কারণ দরকার!

বোমা প্রাপ্তির মামলা

আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, আর সেন বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন অনুসারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কালীঘাটের কালী লেনের কেশবচন্দ্র সমাদ্দারকে বে-আইনি উদ্দেশ্যে দুইটি বোমা রাখার জন্য ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গোপনে সংবাদ পাইয়া পুলিশ বিগত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে আসামীর বাড়ী হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে আসামীকে গ্রেপ্তার করে এবং আসামীর শরীর হইতে দুইটি বোমা উদ্ধার করে। বোমা দুইটি একটি রুমালে বাঁধা ছিল এবং কোমরের কাপড়ে লুক্কায়িত ছিল।

প্রকাশ, গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর ফণীভূষণ মিত্র বিগত সেপ্টেম্বর মাসে আসামীকে গোয়েন্দা আফিসে লইয়া যান এবং আসামীর বিপ্লবমূলক কার্য্য সম্পর্কে আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাহার পর আসামীকে ছাড়িয়া দেন। স্থির হয়, যে ফণী বাবু তাহার গতিবিধির লক্ষ্য করিবেন। ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আসামী ইন্সপেক্টরের বাটীতে আগমন করে এবং তাহাকে বাটীর বাহিরে আসিতে বলিয়া বলে যে সে তাঁহাকে [illegible] আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুলি সংবাদ দিবে। ফণী বাবু বাহিরে আগমন করেন এবং আসামীর সহিত হরিশ পার্কের দিকে গমন করিতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি আরও তিনজন যুবককে দেখিতে পান। আসামী সেই যুবকদিগকে চীৎকার করিয়া বলে "এখানে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর ফণী বাবু উহিয়ে আমার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমার জীবনকে বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাকে অবশ্যই শেষ করিতে হইবে।

ইহাতে ফণী বাবু ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক পুলিশ থানার দিকে চলিয়া যান এবং কয়েকজন কনষ্টেবল সহ তথায় ফিরিয়া আসেন। তথায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখেন যে, আসামী ও অপর যুবকগণ পলায়ন করিয়াছে।

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস, এন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমক্ষে আসামী এক স্বীকারোক্তি করে। ঐ স্বীকারোক্তিতে আসামী বলিয়াছিল যে, সে ফণী বাবুকে মারিবার জন্য ঐ বোমাগুলি প্রস্তুত করিয়াছিল। আদালতে সে ঐ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে এবং নিজেকে নির্দ্দোষ বলে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, বিপ্লব সংক্রান্ত কার্য্য করিবার জন্য আসামী ঐ বোমাগুলি রাখিয়াছিল। মিঃ পি, কে গাঙ্গুলী সরকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ট্যাক্স-কর্মচারী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে হাঙ্গামা

হোসিয়ারপুর হইতে প্রকাশ, হোসিয়ারপুর জেলার সদর থানার আলোয়ানপুর গ্রাম হইতে এই মর্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে ঐ গ্রামের কয়েকজন অধিবাসী ও জেলা বোর্ডের ট্যাক্স-কর্মচারীদের মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উক্ত কর্মচারিগণ ঐ গ্রামে ট্যাক্স আদায় করিতে গিয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে লাঠি লইয়া দাঙ্গা হইয়াছিল। দাঙ্গার ফলে, ট্যাক্স তহশিলদার ও কয়েকজন ট্যাক্স কর্মচারী এবং কয়েকজন গ্রামবাসী নাকি আহত হইয়াছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছিল এবং তথায় তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে।

থানপুর গ্রামে ডাকাতি

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, পুনাজেলার থানপুর গ্রাম হইতে এক সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় দুইশত জন লোক তরবারী, লাঠি, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঐ গ্রামে হানা দেয় এবং গ্রামের কয়েকটী বাড়ি লুণ্ঠিত করিয়া তিন জনকে হত ও কয়েকজনকে আহত করে। পুলিশ ও গ্রামবাসিগণ প্রায় মাইল পাঁচ মাইল ধরিয়া ডাকাতদের অনুসরণ করে এবং তাহাদের মধ্যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে।

আজমবাজারে খানাতল্লাস

আজমবাজার (২৪ পরগণা) ষ্টেশন রোডের আড্ডার নিকট খানাতল্লাস করিয়া দুইজন বাঙ্গালী যুবক ও ১টি মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, খানাতল্লাসের সময় একটি রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

বিপ্লবমূলক কার্য্য সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

৫৮ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

সোমবারে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এডভোকেট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে সমনজারীর আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, অভিযোগকারী নাবালক গোপালচন্দ্র মল্লিকের এক খানি বাড়ী কলিকাতা [illegible]-ষ্ট্রীট দখল করে। সেই সময় আসামী গোপালকে তাহার অভিভাবকের ছদ্মবেশে আসামীকে তাহার উকীল নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহার নিকট বাস করিতে প্ররোচিত করে। সেই সময় হইতে আসামী নাকি উক্ত নাবালকের দুইখানি বাড়ী বিক্রয় বাবদ এবং হাইকোর্টের একটি মামলা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া ৫৮ হাজার টাকা নাবালকের পক্ষে গ্রহণ করেন। আসামী নাকি নিয়মিত হিসাব প্রদান করিয়া ঐ টাকা আত্মসাৎ করেন।

শ্রীযুক্ত কে, এস, মিত্র এবং কে, দত্ত অভিযোগকারীর পক্ষ সমর্থন করেন।

রাস্তার উপর আক্রমণ

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার আনুমানিক ১০ টার সময় স্থানীয় মুন্সেফ কোর্টের উকিল মুন্সী আবদুল হক ও সহ্যৎউল্লা আফিসে যাইতেছিলেন তাঁহারা যখন আর্ম ব্রিজের উপর পৌঁছেন। তখন কতিপয় লোক তাঁহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মারপিট আরম্ভ করে; অকস্মাৎ আক্রমণে তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। তাঁহাদের চীৎকার শুনিয়া বহুলোক ঘটনাস্থলে সমবেত হওয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। লাঠির আঘাতে মুন্সী আবদুল হকের মস্তকে ও অন্যান্য স্থানে জখম হইয়াছে। মুন্সী সহ্যৎউল্লার আঘাত গুরুতর নয়। ঘটনা তৎক্ষণাৎ পুলিশে রিপোর্ট করা হয়। এখনও তদন্তাধীন আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১ম বর্ষ | ২২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ৯ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৩শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ | শুক্রবার | ২০১ সংখ্যা

ভক্তিবান্ধবপ্রভুর হরিকথা

গত ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার পঞ্চমী তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের নাটমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণের যে সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল, মহোদয় যে-সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আমাদের আয়ু যাইতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়া বলি যে, আমরা বয়সে বড় হইতেছি। কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছি। কারণ আমরা যে নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু পাইয়াছি তাহা প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই হ্রাস হইয়া যাইতেছে। শাস্ত্র বলেন—

"অদ্য বা অব্দশতান্তে বা
মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।"

যদি উক্ত সংখ্যায় ১০০ বৎসরই পরমায়ু প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে বয়োবৃদ্ধিতে বৎসর গত হইতেছে জানিয়া বুঝিতে হইবে যে আমাদের পরমায়ুঃ ক্রমশঃই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু পরমায়ুঃ ক্ষয় হইতে চলিল, মৃত্যু সন্নিকট হইল, মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া কি করিলাম, ইহা কি একবারও আমাদের চিন্তার বিষয় হইবে না? ছাত্রজীবনে আমরা মনে করি যে, বাল্যকালে স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা, যৌবনে অর্থ রোজগার করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করা এবং কাম্যিক সুখ ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য। আমাদের জন্মলাভ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা-দৃষ্টে মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনগণের নিকট, স্কুল কলেজে শিক্ষক অধ্যাপকগণের নিকট উহাই মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য ও সার্থকতা বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। ইহা ব্যতীত মনুষ্যজীবনের আর কিছু কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আমাদের কোনদিন শুনিবার অবকাশ হয় না, বা সেরূপ সুযোগ কেহ কোনদিন দেন না।

বহু জন্মের সুকৃতিফলে আজ আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউট জাগতিক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য যে পরমার্থ-লাভ তাহা শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্রজীবনে আমরা মনে করিতে পারি যে, আমাদের এই বাল্যকালে কেবলমাত্র স্কুল কলেজে পাঠ্য বিষয় আলোচনা ব্যতীত ধর্ম্মালোচনার আবশ্যকতা নাই। আমরা স্কুল কলেজের পাঠে উপাধি লাভ করিতে পারিলেই নিজদিগকে ধন্য মনে করিব। ইহা ব্যতীত আমরা হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার আশা পোষণের আবশ্যকতা বোধ করি না। কিন্তু যদি আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী অনেক অধ্যাপকের বক্তৃতা তোমাদের নিকট শুনাইতে ইচ্ছা করি। তিনি কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী নহেন, অধিকন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ বৎসরের উর্দ্ধকাল ছাত্রগণের কল্যাণার্থে অধ্যাপনাকার্য্যে নিয়োজিত আছেন।

আমরা যখন লোকের কথা জগৎ সাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু যাঁহার কথা আমি বলিতে বসিয়াছি, তিনি হইতেছেন ডাঃ শ্রীযুক্ত ...কানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয়। বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার নাম কাহারও নিকট অবিদিত নাই। গত অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-নাটমন্দিরে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বিরহ স্মৃতি সভায় তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটী অংশ উদ্ধার করিয়া তোমাদিগকে শুনাইলে তোমরা বুঝিতে পারিবে এবং আশা করি তাঁহার মত ব্যক্তির কথায় আস্থা স্থাপন করিবে। বিচার করিতে পারিবে ছাত্রজীবনে পরমার্থ-আলোচনার কোন আবশ্যকতা আছে কিনা। ডাঃ নিয়োগী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে যে বিষয় যাহা বলিয়াছেন তাহা তরুণবয়স্ক বালকগণের নিকট বর্ণন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছেন "স্কুল কলেজে আমরা গুরুর সন্ধান পাই। কিন্তু সে অন্য উত্তর-বিষয়ে। আমরা জানি, সদ্‌গুরু-লাভ না হ'লে জীবনে কোনদিনই প্রকৃত ধর্ম্মের আন্তরিক প্রেরণা আসতে পারে না, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। মানবজীবনের সবচেয়ে বড় ও আসল হ'চ্ছে সদ্‌গুরু-লাভের চেষ্টা। মহাপুরুষদের জীবনেই সদ্‌গুরুর কৃপায় উদ্ভাসিত দেখতে পাওয়া যায়। সেই অর্থ-উপার্জ্জনই ব্যর্থ, সেই বিদ্যাসক্তিই ব্যর্থ যদি তাহা ধর্ম্ম-সেবায় নিযুক্ত না হয়।

"আমি গৌড়ীয়-মঠের কার্য্যাবলী কিছু বৎসর যাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছি। যদিও আমি তাঁদের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নই, তথাপি আমি তাঁদের বিষয় অনুধাবন ও অনুসন্ধান করছি, তাঁদের আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ক'রেছি তা'তে আমি দৃঢ়তার সহিত ব'লতে পারি যে এই জড়বাদের যুগে গৌড়ীয় মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের যে বিজয় পতাকা উড্ডীন ক'রেছেন, তা'তে তাঁ'রা প্রকৃত হিন্দুদের মহোপকার ক'রেছেন।

"আমি ২৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করছি কিন্তু আমরা যাহা শিখি বা শিক্ষা দেই তা'তে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কেবল জড় জ্ঞান ও জড় জ্ঞান লাভ কোন কাজে আসে না। ছাত্রজীবনে আমরা নিজেরাও কোন ধর্ম্মের সন্ধান পাই না এবং ছাত্রদেরও কোন প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান দিতে পারি না, তাই গৌড়ীয়মঠের নিকট আমার প্রার্থনা ও অনুরোধ যে, তাঁহাদের প্রচারগণ যেন কেবল তাঁদের ... না থেকে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে—ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করে আমার মনে হয় বর্ত্তমান যুগে তাঁদের প্রচার প্রণালী এই কার্য্যটাই অবলম্বন ক'রেছে।

"একবার পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণে গিয়া সেখানে কোন মন্দিরে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মত শিক্ষিতের চাইতে কেন মন্দিরের পূজারী আমাকে অবাঞ্ছিত ক'রতে হ'য়েছিল। বর্ত্তমানে অবস্থা কিন্তু

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ বিষ্ণু তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের স্থূল পরিচয়

আত্মারাম স্বয়ং-জ্ঞান স্বয় যে একটী জড়পদার্থ নহেন তিনি যে স্বাধীন জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট, করুণার মূর্ত্তিবিগ্রহ, জীব তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তির সহিত সমন্বিত হইলেই তাঁহার করুণাশক্তি প্রভাবে তিনি সেই সেবোন্মুখ জীবের চিত্তবৃত্তির গম্য হয়েন এবং শ্রীচিৎঅণু বদ্ধ থাকিলেও তাঁহার আত্মাগ্রহতা বা অধঃপতনের বাধা-প্রাপ্ত হয় না, এইটী তাঁহার স্বরূপশক্তি ইহাই তাঁহার উৎসব, এই কথা বাস্তবদর্শনের (বেদান্তদর্শনের) অকৃত্রিম শ্রৌতভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে উক্ত হইয়াছে।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

———

বেদেও উহাই সমর্থিত হইয়াছে। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।' বেদান্তদর্শন নামক স্বতঃপ্রকাশ দর্শনশাস্ত্রে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং বেদান্তোপনিষৎ শাস্ত্রাবলম্বনেই ('ঈক্ষতের্নাশব্দম্', 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ', 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' সূত্রদ্বয়ে সাধন-সঙ্কেত বিবৃত হইয়াছে) যে নিত্য বাস্তববস্তুকে তাঁহার কৃপা প্রভাবে তত্ত্বতঃ জানা যায় তাহা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধোপসংহারমুখে প্রসঙ্গে প্রমাণ পাইব। প্রাচ্য-দার্শনিকগণের মধ্যেও অনেকে যুক্তিবাদের দোহাই দিয়া বলেন—১০কে সাতটি ও যোগ করিলে যোগফল ৪ হয়, ইহা যেপ্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তিসিদ্ধ তদ্রূপ 'বাস্তব-দর্শন' বস্তুটীও ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও লৌকিক-যুক্তিসিদ্ধ হইতে বাধ্য; কিন্তু [illegible] সংহত ও সমর্থিত হইলে যোগফল [illegible] এক হয়, সেই বাস্তব-দর্শনের কথা [illegible] তাঁহারা ইহাকে অলৌকিক বলিয়া [illegible] করিতে চাহেন। কোন একটি [illegible] বহু শব্দ করিয়া আনুগত্যে [illegible] সেই বাক্য অন্বয়রূপে যে প্রকার একটি ভাব প্রকাশ করে, সেই প্রকার জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য যখন ('ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'), এক অদ্বয়-[illegible] অর্থাৎ সেবকের [illegible] তাহাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যের [illegible] দূর হওয়ার [illegible]-বেদান্তেরসিদ্ধান্ত অদ্বয়জ্ঞানের বিলাস-[illegible] বা লোমাপদরূপে বিলাস-ভূমিকায় [illegible] তাহাদের অন্তর

সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীচরিতামৃতের 'আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি'—এই বাক্যেই উল্লিখিত বিচার সমর্থিত হইয়াছে।

———

মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার দার্শনিকজীবনের মধ্যাবস্থা পর্য্যন্ত আচার্য্য শঙ্করের উক্তির-পোষক ছিলেন কিন্তু পরে তাঁহার দার্শনিক মত পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি শ্রীভগবানের [illegible] কথা স্বীকার করেন। Dr F. Ueberweg প্রণীত History of Philosophy নামক গ্রন্থে সক্রেটিসের পূর্ব্বে প্রাচীন দার্শনিকগণের মতবাদ সংক্ষেপে এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন:—

(১) পণ্ডিত থেলিস্ বলেন, জলই সমুদয় পদার্থের আদি কারণ। জীবন ও মৃত্যুতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। জন্মের কোন কারণ নাই, এই জল তত্ত্বজ্ঞানই বাস্তব-জ্ঞান।

———

(২) পণ্ডিত এনাক্সিমিনিস্ কেবল মাত্র বায়ুকেই পরিদৃশ্যমান জগতের মূল কারণ বলেন। 'বায়ু হইতে জগতের জন্ম' তিনি স্থির করিয়াছেন, সুতরাং বায়ুতত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। জ্ঞেয়বস্তুর সার হইতেছে বায়ু।

———

(৩) পণ্ডিত জেনোফেনিস্—ইহার মতে, 'জগদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া বাস্তব পদার্থ নাই, জগৎই বাস্তব চৈতন্যস্বরূপ।'

(৪) পণ্ডিত পিথো বলেন, [illegible] নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ। তবে এই সাধনা নৈতিকজীবন-অনুসরণেই সাধিত হয়, যেহেতু তাহা 'তদ্রূপ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ প্রবর্ত্তিত করে। কাল পূর্ব্বাপর ব্যবধান মাত্র, কালের ভূত ও ভবিষ্যৎ ভাগ অসীম, কেবল বর্ত্তমান ভাগ সসীম।'

(৫) পণ্ডিত হিরাক্লাইটস—ইহার মত যে, 'অগ্নিই সমুদয়ের মূল কারণ', কিন্তু [illegible] পরে এই মত পরিবর্ত্তিত [illegible] জগতের পরিণামে এক [illegible] কথা স্বীকৃত হইয়াছে, তিনি [illegible] হইতে ভিন্ন, তিনি যে [illegible] জগতের উপর চলিতেছে, [illegible] অবলম্বন করিয়াই গ্রীক [illegible] হইয়াছে।

(৬) পণ্ডিত আর্কিলাউস—তিনি বলেন,—"তাপ ও শৈত্য" এই দুইটি বস্তুই বিদ্যমান সকল বস্তুর মূল কারণ। জল তাপের দ্বারা দ্রব হইয়া পুনরায় শৈত্যের বিশেষ দ্বারা আয়তনপ্রাপ্ত ঘনীভূত হইয়া এই পৃথিবীর উৎপত্তি। সেই মিশ্র পদার্থসমূহ যখন তরল হয় তখন বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও বিক্ষুব্ধ এবং বায়ু অগ্নি কর্ত্তৃক বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। তাপযুক্ত মৃত্তিকা অপরাপর ভূতাদি সংযোগে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জীবাদির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

———

(৭) ইপিকিউরাস ও চৌরিক্—ইঁহারা উভয়েই গ্রীক-দার্শনিক। মতবাদে ইঁহারা প্রায় প্রাচ্য জগতের চার্ব্বাকের চর্ব্বিতচর্ব্বণ-কারী। ইঁহাদের মতে শারীরিক সুখ ও চিত্তাসুখ আরাম-শান্তি পরম পুরুষার্থ। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখের পরিমাণ-বৃদ্ধির যত্ন—সাধন ও তাহার প্রাপ্তি—সিদ্ধি। ঈশ্বর যিনি, তিনি জগতের কোন কার্য্যে মনোযোগ দেন না, তিনি জগৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তিনি জগদতীত কোন সুদূরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করেন। তিনি সৃষ্টির কারণ হইলেও সৃষ্ট পদার্থসমূহের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই; সুতরাং তদ্রূপ বস্তুর স্বরূপ জানিবার স্পৃহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

ভক্তিবান্ধবপ্রভুর হরিকথা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এইরকমে দাঁড়াইয়াছে। ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা আমাদের হাত দিয়ে চলে যায়; কিন্তু তারা এত পরিণত বয়সেও ধর্ম্মের কথা শুনতে পায় না। কেননা আমরা সেই চেতন রাজ্যের কথা নিজেরাই কিছু জানি নাই, তাঁদের বলতে গেলেও কতগুলি ব'লে ফেলি বা বলতে পারি। তাই গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ যাঁ'রা সকল চেতনের অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাঁ'রা যদি ছাত্রদিগকে এসকল কথা না শুনান, তবে ভবিষ্যতে এরা যে সমাজ গঠন করবে, জাতি গঠন করবে, তা' কেবল জড়ভাবসর্ব্বস্ব হ'য়ে পড়বে।"

[যদিও ডাক্তার নিয়োগীর এই বক্তৃতাটী একবার [illegible] নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল [illegible] ছাত্রগণের উপকার হইবে মনে করিয়া তাহাদের সুবিধার জন্য ইহা প্রাপ্তবয়সে পুনঃ প্রকাশ হইল। নঃ প্রঃ]

শ্রীগীতা বলেন—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
[illegible]"

আমার মত নগণ্য ব্যক্তির কথা হাটে নাও বিকাইতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী ডাঃ নিয়োগীর মত অভিজ্ঞ অধ্যাপকের মন্তব্য ছাত্রগণের নিকট তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। ছাত্রজীবনে পরমার্থ-ধর্ম্মের কথা আলোচনার উপকারিতা তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যদি চেতনরাজ্যের কথা শ্রবণ করিবার জন্য কাহারও পিপাসা হয় এবং সেই চেতনবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল বরণ করিবার কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সদ্গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া চেতনরাজ্যের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

———

আজ সেই চেতনবাণীর পসরা লইয়া মদীয় পরমারাধ্যদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ছাত্রগণকে পর্য্যন্ত শৈশবাবস্থায় সেই হরিকথামৃত-শ্রবণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। বহু জন্ম-জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে তোমরা সেই আচার্য্যবর্য্যের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আর আমিও সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-সংস্পর্শে আসিয়া তোমাদিগের নিকট সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মনিঃসৃত চেতনবাণী তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তোমাদিগের ভাগ্যের বলিহারি যাই। যেহেতু তোমরা যেরূপ বয়সে শ্রীধামে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ এরূপ ভাগ্য কয়জনের ঘটিয়া থাকে? তোমাদের ভাগ্য দেখিয়া আমরাও ঈর্ষা করি; কারণ আমাদের জীবনে এরূপ অবস্থায় এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই।

শারীরিক ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম—এই তিনটী ধর্ম্মের কথা আমরা শুনিতে পাই। প্রথম দুইটী ধর্ম্মের কথা বলিবার লোক জগতে বিরল নহে; কিন্তু শেষোক্ত ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার লোক অতি বিরল। বিশ্ববাসিগণ সাধারণতঃ শারীরিক ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম লইয়াই কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, শরীর ও মনের ধর্ম্মের আলোচনায় মানবের নিত্যমঙ্গল ও নিত্য আনন্দ নাই। মানবমাত্রেই মঙ্গল ও আনন্দের প্রয়াসী। যদি কেহ নিত্য মঙ্গল ও নিত্যানন্দের অনুসন্ধিৎসু হইতে চাও তাহা হইলে আত্মধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। সদ্গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া এবং অক্লান্তভাবে নিরবচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমাগত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে থাক। এরূপভাবে চেতনবাণী শ্রবণ করিতে করিতে তোমাদের কৃষ্ণকথায় রুচি বৃদ্ধি হইবে। যাহাতে কৃষ্ণকথামৃতে রুচি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য এই সমস্ত সাপ্তাহিক অধিবেশনের ব্যবস্থা এবং কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ চেষ্টা। অধিবেশনের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক পাঠ, কীর্ত্তন ও অধিবেশন-শেষে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীপাদ সেবা মহাত্মাজের পাঠৈক্য মর্ম

[গত ১২ই মাঘ (১৩৪০) শিকারপুর হরিসভা]

(২)

কিন্তু পতিতপাবন শ্রীগৌরচন্দ্র কলিকুলের জাবের দুর্ব্বুদ্ধি দর্শন ক'রে অর্থাৎ কলির জীব অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অল্পায়ুঃ, মন্দমতি এইজন্য নিজের স্বরূপ ভগবত্তা গোপন ক'রে নিজে ভক্তভাব স্বীকার করতঃ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা প্রচার করিয়াছিলেন অর্থাৎ নামধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥

হে মহারাজ, বদ্ধজীবগণ রাত্রিতে নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তোষণ এবং দিবাভাগে কুটুম্বভরণাদিতে ব্যস্ত এবং নিজদেহ, নিজ স্ত্রী-পুত্রাদিতে অতিশয় আসক্ত হইয়া নিজের মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মোহবশতঃ তাহারা নিজেকে নিরাপদ মনে করে, কিন্তু বিপদ তাহাদের নিত্যসহচর। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি অভয়কে আশ্রয় করিতে চায়, তাহার শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥

এই যে সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উদিত হ'চ্ছেন আর অস্ত যাচ্ছেন, ইনি আমাদের এক এক দিন জীবন নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন, এক এক নিমিষে এক এক নিমিষ পরমায়ুঃ চলে যাচ্ছে কিন্তু শ্রীভগবানের কথা যতক্ষণ হয় ততক্ষণ কাল গ্রাস করিতে পারে না। হে মহারাজ, মরণের ভয় আপনি করিবেন না। আত্মা কখনও মরে না দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। আমরা যখন আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি তখন মরণের আর ভয় থাকে না। আপনার যা স্বরূপ তাহাই আমি আপনাকে বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করিলে আর মরণের ভয় থাকে না। আমি আপনাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইব। ইহা অমল পুরাণ। ইহার অনুশীলনে ভগবানের স্বরূপ জানা যায়।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি প্রকারে এই শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা লাভ করিলেন?" শ্রীশুকদেব গোস্বামী উত্তরে বলিতেছেন—"আমি দ্বাপরের শেষে, কলির আদিতে আমার পিতা দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছি।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বলিলেন, আপনি পড়িয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। জাগতিক-জ্ঞান কখনও পরমার্থ-রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না। তবে আপনি আমাকে কি প্রকারে লইয়া যাইবেন?

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সর্ব্বাত্মনা শ্রীগুরুগৌরসেবা-
সম্পাদকঃ শুদ্ধভক্তির্বশ্যঃ।
সদাশয়ঃ সভাপতৈকরাশি
গুরুপ্রিয়োহয়ং কৃতিবর্য্যঃ॥
শ্রীবিনোদবিহারীনাম্নো ব্রহ্মচারিবরো মুদা।
উপদেশক ইত্যেতদুপনাম্না
বিভূষিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুগৌরসদ্ভক্তিমুখ্যোপাধিবিভূষিতঃ।
প্রশান্তচরিতঃ শ্রীমান্ সুধীঃ সচ্চিদানন্দঃ॥
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাখ্যবিদ্যামন্দিরসেবয়া।
প্রধানাধ্যাপকত্বেন বিদ্যাবধিপ্রদর্শকঃ॥
সদ্গুরোর্নিজকৃত্য সদাদর্শঃ সুবৎসলঃ।
পরমনিপুণশ্চাপি সদ্বিদ্যাদানকর্ম্মণি॥
কিশোরীমোহনো ভক্তিবান্ধবঃ পরমঃ
কৃতী।
বি-এ, বি-এলুপাধ্যোহয়ং সজ্জনপ্রীতি-
দায়কঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসহায়কো বিভূষিতঃ।
উপদেশক ইত্যেতদুপনাম্নাম
সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমায়ামন্দিরে ভক্তকবর্য্যো সভাং মতে।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাখ্যবিদ্যামন্দিরসেবকে
সাত্বতশাস্ত্রসিদ্ধান্তোপদেশাদিষু নিপুণে॥
শ্রীমতীপ্রিয়াদেব্যোহস্মিন্ ভক্তিশাস্ত্রে
সতি।
উপদেশক ইত্যেষ উপাধিনির্দ্দিষ্টে
মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্র

সুসিদ্ধান্তাশ্রিতঃ কৃষ্ণকথোপদেশপাটবঃ।
শ্রীগুরুগৌরসেবায়াং সমর্পিতমতিঃ সদা।
বিশুদ্ধচরিতঃ শান্তঃ শ্রীবৈষ্ণবগণপ্রিয়ঃ।
শ্রীমদ্গদাইগৌরাঙ্গমঠসংসেবকঃ সুধীঃ॥
শ্রীমদনাদিকৃষ্ণাখ্যো ব্রহ্মচারী বিভূষিতঃ
উপদেশক ইত্যেতদুপাধিনাদ্য
সাদরম্।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরু-ভক্তিসম্পন্নঃ সজ্জনানাং প্রিয়ঃ সদা
মাধুর্য্যকঃ সদাত্মা চ বি-এ ইত্যুপনামকঃ॥
ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীমান্ পতিতপাবনো মুদা।
বিদ্যার্ণব ইতিখ্যাত্যা সম্ভিরত্র
বিভূষিতঃ।
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।
সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যঃ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ-দাসাধিকারিসংজ্ঞকঃ।
প্রাচ্যপাশ্চাত্যয়োঃ প্রত্নবিদ্যালোচনয়া কৃতী॥
সম্প্রাপ্তঃ পরমাং কীর্ত্তিং বিবুধজনমুখাদ্বহুঃ।
বৈষ্ণবোত্তমবর্য্যেভ্যো বাতুর্থ্যংসাম্যভক্তঃ॥
শ্রীগুরোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রিয়তৎসেবনে রতঃ।
সৎশিক্ষাধৈর্য্যমাধুর্য্যবিনয়াদিগুণালয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণী-সংসৎসৈবোবয্যা প্রদীয়তে।
উপাধিঃ সাদরং তস্মৈ প্রত্নবিদ্যা-
বিশারদঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে।
বাণেষুবহ্নিচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সারগ্রাহিকলাবিত্তাসম্পন্না সেবতে সদা।
যঃ শ্রীমান্ শ্রীগুরুং ভক্ত্যা তদনুগাংশ্চ
বৈষ্ণবান্।
শ্রীপ্যারীমোহনব্রহ্মচারিবর্য্যায় দীয়তে।
কাব্যকোবিদ ইত্যেষ
উপাধির্দীয়তে মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবহ্নিচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥
সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

[৪৪৮ গৌরাব্দে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৃহীত]

মধ্যম-বিভাগ

১। শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী
২। শ্রীমতী অসীমা বসু
৩। শ্রীভক্তিগৌরব দাসাধিকারী
৪। শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী
৫। শ্রীযুক্তা নলিনী দেবী

সাধারণ-বিভাগ

১। শ্রীজয়গোপাল দাসাধিকারী
২। শ্রীরাধানন্দ দাসাধিকারী
৩। শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী
৪। শ্রীকামদেব দাসাধিকারী
৫। শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী
৬। শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী
৭। শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী
৮। শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible]	৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible]	৪০৲
[illegible]	১৮৲
[illegible]	।৵০
৩। [illegible]	
([illegible])	৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭। [illegible]	।০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও	
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	।০
১২। [illegible] সানুবাদ	
(মাঘ)	২৲
১৩। বেদান্ত [illegible] সানুবাদ	
[illegible])	।০
১৪। বৈষ্ণব	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (২য় সংস্করণ) ৷৷০	
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
ঐ (বাঁধা)	৷৷০
১৮। জৈব ধর্ম দর্শন	৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৷৷০
২২। [illegible]	৵০
২৩। [illegible]	৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-দর্পণ	।০
২৯। শরণাগতি	৴০
৩০। গীতাবলী	৴০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ	১৷০
৩২। সাধনকণ	০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫। [illegible]	৴০
৩৬। [illegible]	৴০
৩৭। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ)	৴১০
৩৮। [illegible]	১১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	।০
ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৪০। বৈষ্ণবকৃত্য-সমাহৃতি	
([illegible])	৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৷৷০
৪৩। [illegible] সানুবাদ	।০
৪৪। [illegible]	৷৷০
৪৫। [illegible]-বিবরণ	।০
৪৬। [illegible] বা [illegible]	।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়গণ কি করেন ?	৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ:	৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২। সাধনবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সর্বস্ব-বিবৃতি	।০
৫৪। সটীক-[illegible]	।০
৫৫। [illegible]	।০
৫৬। মাধুর্য-[illegible]	৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠচর্য	
৫৮। [illegible]	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ	।০
৬০। [illegible]	।০
৬১। বিদেশীয় ওয়ার্কস	।৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩। [illegible]	।০
৬৪। লোয়ার গৌড়ীয়মঠ ইন ক্লুটিং	৴০
৬৫। [illegible]	।০
৬৬। [illegible] প্রিভিলেজ এ্যাণ্ড [illegible]	।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮। শ্রীচৈতন্যদেব (জন্ম [illegible])	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭০। সাধন পথ	।০
৭১। [illegible]	৴১০
৭২। গীতাবলী	৵০
৭৩। শরণাগতি	

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র ঐ
৩। [illegible] ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোপীনাথপুর, হাঁসখালী।
৯। [illegible]গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রী[illegible] গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible] বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গোরাক মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারপেটা, আসাম।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পাঞ্চম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ ওড়িয়াবাজার: কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। [illegible]-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটা. পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কতিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—এতোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল. বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃত গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বিস্তারিত [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর উত্তম ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩১ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও বংশাবলী-সম্বলিত পত্রাবলী-প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং সত্বর নাম ঠিকানা গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৮,	৭—৩৮,	১৪—১৪	১৭—৫৩,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪ ০,	১৮—১,	১০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৮-৪৫	১০-৭৪	১৩-১১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৯-৫৭	১০-৫৫	১৩-৫০	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ইচ্ছা করিলে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৭, ৯-৪৬, ১৬-৪৮ ১৮-৫৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০ ৯-৩৯ ১২-৫৫, ১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-৩৪	১৪-১০	১৫-৭৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৪	৯-৪৩	১৪-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৩	৯-৫২	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০ ৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ ১৯৩৪

টাটার বৈম্যাগী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মাপ	৬॥০—৭৷০
ঐ বে-মাপী চাদরা গজল	৫/০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬।৷০
এঙ্গল আয়রণ (কোণা)	৬৲—৭।০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৷০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১১।৶
২০ গেজ গাঃ, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৷০
২৬ গেজ	১১।৶০
২৮ গেজ ৭ ৩০ গেজ ঐ—	১২৷০ ১৪,
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের বাঃ	৮॥০
টিন প্লেট	৭৷০—৭।৷০
„ গোলচু (গোল)	৭।/০—৭॥/০
„ সমাহে (চৌকা)	৭/০—৭।৷০
„গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫৲—৫॥০
. টানা রড-	
চাপা ৵০—।৵০ ঐ	৬৲—৬॥০
„ নাতিল দাগ	৭.০—৭৸০
„ প্লেট—তিন সুতা মোটা	
গড়ার	৮৲—৮৷০
„ চাদর ৩-১৬ মাপ নাতিল	১৪৷ —১১॥০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	—১৲
প্যাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪,
গ্যালভানাইজ নম্বর ১ হইতে ১০ নং	১।৵-১॥০ মাত্র
.কাবাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০মণ
ঐ তিন গাঁইট ৫৸৵০ সেঃ মিঃ	৭।৵০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১১ ইঞ্চি	১॥০ ২॥০
ঐ ঢাকনি „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲
লোহার সেয়ার বন্টের গোল ও	
চৌকা	৮।০— "
ঐ কাঠের লোহার মিট	৫৲ „
ঐ বেলেস্তা (কাঠের মিট)	১৮৲ „
লোহার কুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৵১০—॥৵০ গোল	
ঐ নম্বর ১৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵০ পেঃ হন্দর
গ্যাঃ পাইপ ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২॥০—১৪।০ হন্দর
গ্যাঃ রিভেট (বড়বা)	
১২ ইঞ্চি	।৵—৸৵১০ পীস
গ্যাঃ পাটিসিং বা জোড়া	
৩ইঞ্চি	॥০—৸/০ „
গ্যাঃ কুপ ১॥০- ২॥০ ইঞ্চি	২০৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার টাক	১১॥০—১৯৲
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৷—৭ ইঞ্চি	
	৸/১০—১৷০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৭০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ৭	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
চিটের ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপের ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
গাম্লা	৪ নং ১১১০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৭৲
৭০-৮০ বাটিলেও ৵.৫ মাত্র ২।০-৩॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

১নং বীরবলর মাত কোম্পানী, বড়বাজার।

ফোন—"লোহার মল্লিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোরেক্ক আলোক বাম (২ টিন)		৯৲০
শুভা মার্কা	„	৭॥০
সিভিলিয়ান	„	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়বাজার	৩০৸
ছিন্ন পাত	৩১।০

রূপার দর

রূপা গাঁট ১০০ ভরি	৫৫৷০
ঐ খুচরা	৫৷০

———

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ যুদ্ধঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	
৫৲ „ ঋণ (১৯৩৫	১০৪।৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৬৬) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডবে ঃ—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

চা-ম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কল ইঃ)		৯৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাগজ ও সূতার কল

বেঙ্গল মিল	৭৫৲

পাটের কল

আগরপাড়া	৫০৲
[illegible]	১৯৫৲
নাদিয়া	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
গৌরীপুর	২৪৫৲
ক্লাইভ	২.।০
কানকিনাড়া	৪০৮।০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-সংশ্লিষ্ট জ্বর ... পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ... সংযুক্ত ... এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১০০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—নং বাগবাজার লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর - গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সচ্চরিত্র ও আদর্শচরিত্র বিশেষ। ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আবশ্যক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিশিষ্ট ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

১। নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাপা হয়।

২। গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

৩। ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

আমাদের বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত

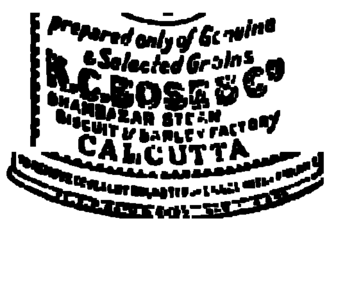

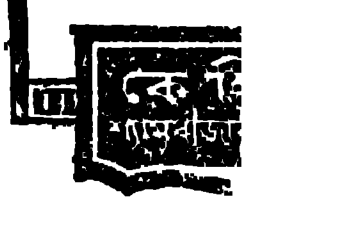

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ... হইতে— ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষান্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸৹
মাসিক	১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা	৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই চৈত্র শনিবার ১৩৮০, ২৪শে মার্চ ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

আড়ুপুরের ফাঁসি

মুলতান হইতে প্রকাশ, মাত্র এক কলম কালির জন্য দুইটী জীবন শেষ হইল। আমীর খানের একটী যুবক বন্ধু ছিল। আমীর বন্ধুটিকে বড়ই ভালবাসিত। একদিন বন্ধুটী আমীরের বাসের নিকট একটা মাটির কলসে জল ভরিয়া এক মসজিদে যাবে। আমীরের কাকা তাহার পূর্বেই ওখান ফিরিয়া আসিয়া এই কলসটা দান করে। প্রকাশ, ইহা লইয়া খুড়া ও ভাইপো'র মধ্যে ঝগড়া বাধে এবং বচসা হইয়া পরে মারামারি আরম্ভ হয়। তখন আমীর তাহার কাকাকে ছুরি দিয়া আঘাত করে এবং কিছুক্ষণ পরেই কাকা মারা যায়। আমীর বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাহার প্রতি ফাঁসির আদেশ হওয়ার তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। যুবকের মৃতদেহ গোরে আনা হয়। অতি অল্পদিন হইল আমীর বন্ধ বিবাহ করিয়াছিল।

দুঃসাহসিক মেল ডাকাতি

হরিপুর হইতে প্রকাশ, উৎকলের নিকটে এক দুঃসাহসিক ডাক লুট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হরিপুর মজুমদার মারিয়াছে-এ ডাক জোয়ানের পীর দুর্দ্দান্ত ডিকলার বেতারযোগে ডাকাত চলিয়া যায় ছোড়াইয়া লয়। প্রকাশ, রাজবংশীরা ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ডিকলার- মার ... আর ... ধরে ... এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ...

সঙ্গী অপর দুই ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহকুমা হাকিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চক্রধরপুরে ট্রেণ লাইনচ্যুত

চক্রধরপুর হইতে প্রকাশ, চক্রধরপুরে (বি, এন, আর,) ট্রাফিক অফিসার জানাইতেছেন :—

১৯শে সকাল ৬-২০ মিনিটের সময় মুইনা ষ্টেশনে ৮৩নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি প্রবেশ করিবার সময় উহার ইঞ্জিন ও সম্মুখের দুইখানা গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। ফলে সামান্য ক্ষতি হয়। আরোহী কিংবা রেলের লোক আহত হয় নাই। লাইনটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯শে মার্চ বিকাল ৫টা নাগাদ পরিষ্কার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আরোহীগণকে অন্য ট্রেণে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

নরহত্যা

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, কালিহাতী হইতে এখানে নরহত্যা সহ একটি ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ যে, গত রবিবার অনুমান ৩০জন লোক বোমা, লাঠি ও দা লইয়া মমতাজ সিকদারের বাড়ীতে হানা দেয়। সিকদার ও তাহার স্ত্রী বাধা দেয়। ইহাতে উক্ত লোকেরা তাহাকে গুরুতরূপে মারপিট করে ও সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যায়। তৎপরে ডাকাতেরা তাহাকে বোমার আঘাতে হত্যা করে বলিয়া প্রকাশ। সিকদারের স্ত্রীও গুরুতররূপে আহত হয়। ডাকাতেরা নগদ ও গহনাপত্র অনুমান দুই হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিল।

পদ্মায় নৌকাডুবি

দীঘিরপাড় হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই মার্চ সকালবেলা ৭ঘটিকার সময় পদ্মায় নৌকা ডুবিয়া দুইজন লোক মৃত্যুমুখে ও অপর একজন সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। ষ্টীমার কোম্পানীর এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ভক্তিমান মহাশয় প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া একটী শিশু ও একটী স্ত্রীলোককে রক্ষা করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ঐদিন চট্টগ্রাম মেল ষ্টীমার গোয়ালন্দ অভিমুখে যাইবার সময় যখন ষ্টেশনে থামিলে, কতিপয় আরোহীর সহিত তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ষ্টীমারে গিয়া উঠে। কতিপয় বালক ও স্ত্রীলোক এবং পুরুষ নামিবার পূর্বেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দেয়। তৎপর মাঝে নদীর মধ্যে ষ্টীমার থামাইলে একখানা নৌকা ঐ সকল লোকদিগকে আনিবার জন্য যায়। নৌকাখানা ষ্টীমারে লাগিলে যাত্রীসকল তাড়াতাড়ি একযোগে নৌকায় নামায়, তৎক্ষণাৎ নৌকাখানা যাত্রীসহ উল্টাইয়া যায়। সেই সময় একটী শিশু ও তাহার মাতা জলে ডুবিয়া যায়। বহু পরিশ্রমের পর উক্ত শিশুকে এবং তাহার মাতাকে অজ্ঞান অবস্থায় জল হইতে তীরে আনা হয়

টমটম উল্টাইয়া দুর্ঘটনা

নাটোর হইতে প্রকাশ, কয়েক দিনের মধ্যে সহরে কয়েকটি টমটম্ গাড়ী উল্টাইয়া আরোহীদিগকে গুরুতর আহত করিয়াছে। গত ২৯শে ফাল্গুন নাটোর রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দত্তের টমটম্ উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়া হাত ও মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পরদিন জনৈক টমটমওয়ালা বেগে গাড়ী চালাইয়া আসিবার সময় বেগ সামলাইতে না পারিয়া গাড়ী উল্টাইয়া গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে। তাহার মাথা কাটিয়া যায় ও হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠান হয়, সেখানে সে মারা গিয়াছে। আর একটী টমটম ষ্টেশনের রাস্তায় উল্টাইয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ আরোহীরা সামান্য আঘাত পাইয়া বাঁচিয়া যায়। গাড়োয়ানগণের বেপরোয়া করিয়া দৌড়ানের ফলেই যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ডাকাতের কারাদণ্ড

মণ্ডলপুরের কাপড় ব্যবসায়ী সুখদেবের দোকানে ডাকাতি করিবার অভিযোগে আগন্তুক আমীর আলী মোল্লা ও তাহার আলীকে জুরিদের সিদ্ধান্তক্রমে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আলীপুরের এসিষ্ট্যান্ট সেসন জজ মিঃ এস সি দে তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ঐ ডাকাতদের লুণ্ঠিত মাল রাখিবার অপরাধে মমতাজ মোল্লার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

মামলার প্রকাশ, জন আটেক লোক দরজা ভাঙ্গিয়া সুখদেবের দোকানে প্রবেশ করে ও নগদ টাকা ও কাপড়চোপড়ে প্রায় ৫০০ টাকা লইয়া যায়। অতঃপর মমতাজ মোল্লার নিকট লুণ্ঠিত মাল পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সে একটি স্বীকারোক্তি করে। রায় সাহেব আর এন মুখার্জী ও মিঃ কে এন মুখার্জী ফরিয়াদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ঔঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই ফেব্রুয়ারী [illegible] বার, ১৯৪০

আমাদের [illegible] কার্য্য [illegible] আমরা [illegible] অধিকার [illegible] কাজ সম্বন্ধে [illegible] একটি [illegible] উঠিতেছে যে, [illegible] ভাহাতে [illegible] হইতে পারে, যে ব্যবস্থা [illegible] করে। বিদেশের বাজারে [illegible] বাংলার বস্ত্র বিক্রয় হইতে থাকিলে, ইংলণ্ডের বস্ত্র বেকারের অন্নসংস্থান হইবে। অতএব যতদূর পরিমাণে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র বিদেশের বাজারে কাটে তাহার ব্যবস্থা চাই। [illegible] পক্ষে এই [illegible] দাবী [illegible] না চলে না [illegible] জীবন-সংগ্রামে বাঁচিতে চায়। কিন্তু বিদেশের বাজার অধিকার করা এক্ষেত্রে কি সম্ভব?

অপর স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশ আমাদের বস্ত্রশিল্প রক্ষা করিয়া ভারতের ল্যাঙ্কাশায়ারের মাল লইতে পারে। অবে যে সকল দেশ স্বাধীন নহে এবং বৃটিশ-প্রভাবে যে সকল দেশে আছে সে সকল স্থানে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের বহুল প্রচলন নানাভাবে করা অসম্ভব নহে। এ ক্ষেত্রে ল্যাঙ্কাশায়ার বিদেশ বাজারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশসমূহকে লক্ষ্য করিয়াই এই দাবী জানাইয়াছেন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। ভারতবর্ষ অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকারের পর দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে পুনর্জীবিত করিতে পারিয়াছে। ভারতের পক্ষে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র যদি প্রবল প্রতিযোগী দেশে সরবরাহিত হয় এবং উপযুক্ত রক্ষা শুল্ক প্রবর্তিত না হয় তাহা হইলে ভারত সরকার জাতীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। দরিদ্র ভারতবর্ষে তাহার ফলে যে বেকার-সমস্যার তীব্রতা উপস্থিত হইবে, সে সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

"অমৃত বাজার পত্রিকার" মুসলমান-লেখক তাঁহার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমানগণের শিক্ষার উন্নতির গতি যে এত মন্থর, ইহার অন্যতম কারণ এই যে, সাধারণ বাঙ্গালা স্কুলে তাহার হিন্দু সহপাঠীর তুলনায় মুসলমান যুবককে দুইটি অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। এজন্য তাহার শিক্ষার উন্নতি বাধা পায়। ইহার ফল এই হয় যে, পরে সে সকল বিষয় সামান্য কিছু শেখে, কিন্তু কোনটিতেই পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না। আরবী ও ফারসী শিক্ষা—ইহাতে তাহার শক্তি ক্ষয় এবং [illegible] অকর্মণ্য। এখন বাঙ্গালার [illegible] [illegible] হইয়াছে, মুসলমানেরা সেই সকল [illegible] তাহাদের ছেলেদের [illegible] শিক্ষা দিতে পারেন। [illegible] মুসলমানেরা উর্দু, আরবী, ফারসী ভাষার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন, এই অসার [illegible] তাহাদিগকে [illegible] হইবে। ভিন্নধর্মী মুসলমানেরা একথাও বলেন যে, তুরস্কে যেমন তুর্কি ভাষায় উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে, বাঙ্গালা ভাষাতেও সেই ব্যবস্থা চলিতে পারে। এই প্রকার সংস্কার এখানে আসিবে, কেবল সময়ের উপর তাহার ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। আর এই সমস্যা [illegible] হিন্দুদের মুখ উঠিবে, কিন্তু আর এক সমস্যা মধ্যে উচ্চ সমস্যা মনে হইবে। মুল্লা ও মৌলবীগণ এই বিষয়ের ভার লইয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? এই অসাম্প্রদায়িক মুসলমান ভদ্রলোকের সাহস ও সাধুতা প্রশংসনীয়।

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গান্ধী এক টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি আদর্শ চরকা আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই এই পুরস্কার প্রদান করা হইবে। সম্প্রতি গান্ধী সেবাসংঘের উদ্যোগে আশ্রমে এই আদর্শ চরকার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। শেঠ যমনালাল বাজাজ, শেঠ রণছোড়লাল অমৃতলাল—এই দুইজন বিচারক এবং মিলের ম্যানেজার মিঃ আমৃতভাই মেহতা এই আদর্শ চরকার পরীক্ষাকার্য গ্রহণ করিয়াছেন। পরীক্ষার প্রতিযোগিতার জন্য যে ছয়টি চরকা প্রেরিত হইয়াছে তাহার একটি পাটনাবাসিনী কুমারী সংঘমী নির্মিত। পরীক্ষকেরা উহার নকশার প্রশংসাযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কয়েকজন পরীক্ষার্থী আবেদন করিয়াছেন—তাঁহাদের নির্মিত চরকার গঠন কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, এজন্য তাঁহাদিগকে আরও কিছু সময় দেওয়া হউক। গান্ধীজীর নির্দ্দেশানুসারে তাঁহাদিগকে আরও তিন মাস সময় দেওয়া হইয়াছে, এই তিন মাস পরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরকা-নির্মাতাকে পুরস্কার দান করা হইবে। একদিন বঙ্গদেশ চরকার "ঘ্যানর ঘ্যানর" শব্দে মুখরিত হইত। পল্লী-রমণীগণ একদিন 'চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী' বলিয়া চরকার জয়কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু আজ বাঙ্গালার উত্তর কোথায়?

অগ্নিকাণ্ডে একজন নিহত ১২ জন আহত

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই মার্চ্চ রাত্রি প্রাতে শহরের অন্তর্গত পেশকার পাড়া অঞ্চলে এক হিন্দুর বাড়ীতে আগুন লাগে। ফলে একজন গৃহস্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর ১২ জন অগ্নিদগ্ধ আহত হইয়াছে।

বিবাহ বাড়ীতে [illegible] ঘুমাইতেছিল। ঘটনাস্থলে [illegible] একটি আলো জ্বলিতেছিল। তাহারা হাত চাপা সময় অগ্নিশিখা দেখিয়া কাঁপিয়া উঠে। অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পরে [illegible] বালিকাও ছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র দুইজনের অগ্নিকাণ্ড হয় নাই। আহত ব্যক্তিদের চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ জনের অবস্থা সাংঘাতিক।

ডাকাতের কাণ্ড

শিলেট হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি কোম্পানী থানার পুলিশ সংবাদ পায় যে, একদল চীন ডাকাতির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে। ১০ জন কনেষ্টবলসহ পুলিশ দল কিছুদূর গিয়া দেখিতে পায় যে, ৩০টি চীন আসিতেছে। তাহাদিগকে থামিতে বলিলে, চীনগণ গুলী চালাইতে থাকে। তাহাদের গুলীতে হেড কনেষ্টবল গুরুতররূপে আহত হয়। পুলিশের গুলীতে একজন চীন নিহত হইলে দলের অবশিষ্ট লোক পলায়ন করে। পুলিশ তাহিরা [illegible] নামে একজনকে বন্দী করে।

বন্দী লইয়া পুলিশ থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে, এমন সময় তাহারা সংবাদ পায় যে, পলাতক অপর চীনেরা সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া ভাণ করিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের মুখে [illegible] টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। ইহাই নাকি তাহাদের সহকর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ। এক্ষণে সশস্ত্র পুলিশ ঐ সীমান্তে রক্ষা করা হইয়াছে।

আবার গ্র্যাজুয়েট ডাকাত নেতা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ কে চক্রবর্তী ডাকাতি করিবার অভিযোগে কয়েকটী ডাকাতদলের নেতা বলিয়া খ্যাত ইব্রাহিম শেখ এম (বয়স ৩৪ বৎসর), গনি শেখ ও জাবেদ্রনাথ সাহার প্রতি ৫ বৎসর করিয়া এবং খগেন্দ্র ঘোষ ও কালীমোহন দাসের প্রতি ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আসামী ওদুদ সাহা খালাস পাইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত আগষ্ট মাসে একদিন রাত্রিতে ইব্রাহিমের নেতৃত্বে একদল ডাকাত নবাবগঞ্জের একজন অধিবাসীর বাড়ী আক্রমণ করে। তাহারা যখন [illegible] লুঠনে ব্যস্ত ছিল, তখন ঐ বাড়ীর দুইজন লোক গ্রামবাসীদিগকে সংবাদ দেয়। গ্রামবাসিগণ উপস্থিত হইলে ডাকাতগণ এক বাক্স কাপড় লইয়া এক নৌকায় পলায়ন করে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া একদল পুলিশের সহায়তায় ইব্রাহিম ও অপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়, পরে আরও তিন জন ধৃত হয়।

জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামীদিগকে দণ্ডিত করেন। সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে, ইব্রাহিম বহু ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট ছিল। সে ২৫ বৎসর জেলে কাটাইয়াছে। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঃ ডাঃ গ্রাজুয়েট।

জোড়াসাঁকোতে অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির জের

পান্নালাল দত্ত ও মণি মুখুজ্যে নামক দুই ব্যক্তি জোড়াসাঁকো থানার এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়। তাহাদিগকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে মুক্তি দেন।

তিনজন বালক গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, নবীনগর থানার কোনাচর গ্রামের শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চৌধুরীর বাড়ী খানাতল্লাস কালে একজন দৈনিক ডি আই, বি, পুলিশ সব ইন্সপেক্টর এবং শ্রীমান আদিনাথ নামক নবীনগর হাই স্কুলের ১ম শ্রেণীর ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে, খানাতল্লাসের ফলে নাকি উক্ত বালকের কেদারের কয়েকখানা আপত্তিজনক পুস্তক পাওয়া যায়।

এতৎ সম্পর্কে কোনাচর গ্রামের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী শ্রীমান শৈলেন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমান কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বালক তিনটিকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৩ই মার্চ্চ মোকদ্দমার তারিখ ছিল। চার্জ শীট দাখিলের জন্য ২৩শে মার্চ্চ পুনরায় তারিখ পড়িয়াছে।

চাঁদের চরে খানাতল্লাস

চাঁদেরচর গ্রামের কয়েকটী বাড়ীতে দৈনিক সব ইন্সপেক্টর, বি, পুলিশগণ খানাতল্লাসী করিয়া তালা ভাঙ্গিয়াছিল, খানাতল্লাসীতে নাকি আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২৩ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৪শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ শনিবার ২১শ সংখ্যা

কটক রামচন্দ্র-ভবনে বক্তৃতা

অধ্যাপক সান্যাল কর্ত্তৃক জড়সর্ব্বস্ব ও ইহ-সর্ব্বস্ববাদ নিরাস

১৪।৩।৩৪ তারিখে কটক উৎকল-সাহিত্য-সমাজের উদ্যোগে রামচন্দ্রভবনে 'ভারতবর্ষের ভূত ও ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেনাপতি একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মোহিনী বাবুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত সভার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবুর প্রতিপাদ্য জড়সর্ব্বস্ব ও ইহসর্ব্বস্ব-মতের প্রতিবাদ করেন। শ্রীযুক্ত নিশিবাবুর প্রতিবাদের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"চেতন জড় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। চেতনের সহিত জড়ের সম্বন্ধ অস্বাভাবিক। সত্য চেতনের প্রাপ্য। সত্য চেতন। জড়ের অনুশীলন চেতনের পক্ষে অস্বাভাবিক। চেতন জানিয়া শুনিয়া নিজের স্বভাবের বিরোধী হইতে পারে। চেতনের নিজের সত্তা এবং সত্যের বিরুদ্ধে অভিযানই জড়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ-স্থাপনের ইচ্ছার উদ্দেশ্য। চেতনের স্বাধীনতার এইরূপ অপব্যবহারও ভগবানের ইচ্ছা-সাপেক্ষ। চেতনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এরূপ ভগবদ্-ইচ্ছা সঙ্গত।

"জড়ানুশীলনকারী জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ইহা জীব বুঝিতে পারে। ভারতবর্ষের উন্নত মনোবিজ্ঞান জীবের জড়াভিনিবেশের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছে। অহঙ্কার, চিত্ত, বুদ্ধি, মন ও স্থূলদেহের উৎপত্তিদ্বারা জড়ের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই জড়ীয় বুদ্ধির সাহায্যে জড়ের অনুশীলন দ্বারা বদ্ধাবস্থা হইতে কিছুতেই মুক্ত হওয়া যায় না।

জীবের অভাব ও অসুবিধা বোধ মনোধর্ম্মের অনুশীলনের ফল। চেতনের পক্ষে মনোধর্ম্ম আদৌ স্বাভাবিক অবস্থা নহে। জাগতিক সুবিধা ও অসুবিধা এই দুইই চেতনের পক্ষে অনর্থ। অনর্থের কারণ দূরীভূত না হইলে অনর্থ নিবৃত্ত হয় না। জড়-বুদ্ধি-প্রসূত জড়বিজ্ঞান জীবকে অনন্তকাল ধরিয়া প্রতারিত করিয়াছে ও করিতেছে। জড়বিজ্ঞান জীবের প্রকৃত অর্থ প্রদান করিতে পারে না। ইহা অস্বাভাবিক অভাবসমূহ সৃষ্টি করে এবং উহা পূরণ করিবার প্রলোভন দেখায়। কিন্তু যে জাগতিক অর্থ দ্বারা জাগতিক অভাব পূরণ হইবার আশা করা যায় তাহার প্রাপ্তিতে অভাব দূর হয় না।

জড়বিজ্ঞান আমাদিগকে বর্ত্তমান জীবিতাবস্থায় অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করে না। আমাদের মৃত্যুর পরেও জড়বিজ্ঞান আমাদের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ নহে। সত্যের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই আমাদের এইরূপ দুর্গতি ভোগ সম্ভব হইয়াছে, ইহাও ভগবানের কৃপা। কারণ, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে চেষ্টা করিলেও ভগবানের জাগতিক বিধানদ্বারা আত্মবিনাশসাধনে বহু প্রকৃত বাধা, কষ্ট ও নৈরাশ্য (?) ভোগ করিতে বাধ্য হই এবং এই সমুদয় দুঃখ আমাদের কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি, ইহাও সেই সঙ্গে বুঝিতে পারি। ইহা তদ্রূপ বুঝিতে পারিলে অধিক উদ্যমের সহিত লাভ পথে ধাবিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে না।

যিনি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন তিনি এই বিপদ, কষ্ট ও দুর্ব্বুদ্ধি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। তিনিই আমাদের প্রকৃত এবং একমাত্র বন্ধু। জড়ীয় বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজে সত্যের অনুসন্ধান উদ্দেশ্য নহে, আমরা জড়ের মোহে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া আপাতঃ-প্রতীয়মান অভাবের হস্ত হইতে সাময়িক মুক্তিলাভের বৃথা চেষ্টা করি। কিন্তু এইরূপ অসুবিধার মূল কারণ অনুসন্ধান করি না। সত্যের প্রতি এই ভীষণ অস্বাভাবিক অনাদরই আমাদের অনর্থ সমূহের প্রকৃত কারণ সন্দেহ নাই।

ইচ্ছা করিলে প্রকৃত মঙ্গল লাভের পদ্ধতি নিশ্চয়ই জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়, এবং সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিত সত্য। প্রকৃত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবিত অবস্থাতেই সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া সকল অসুবিধার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। চেতনের স্বাভাবিক অবস্থাই স্বাধীন ও অবিমিশ্র আনন্দময়।

জড়-ভোগবাদ কিংবা জড়-ত্যাগবাদ-অবলম্বনে জীবের অবিমিশ্র নিত্য আনন্দ লাভ হইতে পারে না। বিশুদ্ধ চেতনের অনুশীলন দ্বারা ভগবানের অর্থাৎ সত্যের সাক্ষাৎকার হয়। মনুষ্যজীবন অতি মূল্যবান্। মানুষ জ্ঞান-বল-বিচার-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। মানুষ বাস্তব-সত্যের প্রয়োজন বুঝিতে সমর্থ। জড়ের অবৈধ অনুশীলন দ্বারা যেরূপ যাবতীয় অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তদ্রূপ জড়ের বৈধ অনুশীলন দ্বারা এই অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়। শুদ্ধ-চেতন ব্যক্তি জড়বস্তু-সমূহের তাঁহার পারমার্থিক জড়ীয় উপকরণ এবং নিজের স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়দেহের কিরূপ ব্যবহার দ্বারা সত্য লাভ হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারেন। জড়বিজ্ঞান চৈতন্য-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ আনুগত্য করিলে জীবের প্রকৃত প্রয়োজন-লাভের সহায়ক হইতে পারে। এই সমুদয় বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা আবশ্যক। এরূপ নিরপেক্ষ আলোচনাকে সঙ্কীর্ণ মতবাদ সমূহের নিন্দা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মোহিনী বাবু এইরূপ আলোচনার আন্তরিক পক্ষপাতী, ইহা অনুভব করিয়া আমি নিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা তাঁহার লেখার জড়বাদ ও ইহ-সর্ব্বস্ব-বাদের অসারতা নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছি। এই বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। ইহার দিগ্দর্শন মাত্র সম্ভব। আত্মধর্ম্ম-নিরূপণের চেষ্টা মাত্রই কুসংস্কার কিংবা মূর্খতা, এবং নাস্তিকতা, জড়বাদ, ইহসর্ব্বস্ববাদই সভ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এরূপ ধারণা আদৌ সঙ্গত নহে—এবিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হওয়া উচিত নহে।"

প্রকাশ, সভায় বহু গণ্য শিক্ষিত ব্যক্তি উৎকলবাসী বহু উকীল এবং বিভিন্ন মঠের বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সান্যাল মহাশয়ের যুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ বিষ্ণু অবতার গৌরাব্দাঃ ৪৪৮

[illegible]

[illegible] — "[illegible]" [illegible] "ভক্তকে পাইলাম, [illegible] 'মিলাপ।'" [illegible] 'সৎ' [illegible] বুঝাইতেছে। 'সৎ' শব্দের [illegible] [illegible] 'সৎ'শব্দ [illegible] পারে না। [illegible] পারেন না। [illegible] স্মরণ [illegible] [illegible] শ্রীমতী [illegible] সময় সময় [illegible] পাইবার [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] পারিতেন না। তিনি তাঁহাকে [illegible] দ্বারা পাইয়াছিলেন [illegible] তাঁহাদের সেই [illegible] আর তাহারাও [illegible] [illegible] সাধুর নিকট [illegible] পাইয়াছি। [illegible] কোন স্থানে আছে, যাহার নিকট এই [illegible] আমি [illegible] ইহার পরিচয় [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] সনাতন প্রভুর [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] আনুগত্যে [illegible] [illegible] হইল। [illegible] পারে [illegible] [illegible] স্থান [illegible] [illegible] ভক্তিতে উভয় ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের অধিক সম্মান

পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছিল, সে নিজ জীবনকে ধিক্কার দিয়া বাবাজীর পৃথক পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিল,—

প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।

বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥

— — —

উপস্থিত উপাখ্যানের মধ্যে আমরা সার্ব- [illegible] শ্রেষ্ঠ মহান গুণের পরিচয় পাইলাম। [illegible] এই ছয়টী উক্ত [illegible] আমরা [illegible] প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এক সময় তাঁহার পারমার্থিক [illegible] একটা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] তাহা [illegible] করিয়া সাধুদের [illegible] [illegible] ন্যায় [illegible] [illegible] কোনও [illegible] [illegible] [illegible] কখন [illegible] আমরা [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হইল, সে প্রকৃতির প্রায় প্রাধান্য হইয়া [illegible]।

— —

[illegible] ও [illegible] পাইয়া আমরা [illegible] করিয়া থাকি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ- [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] বহন [illegible] হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্তঃ- মনোবৃত্তির দিকে পরিবর্ত্তিত হইল তখন

এই পরিচর্য্যা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার- মানসে [illegible] ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের আবির্ভাব হইল। কালক্রমে অন্তর্বৃত্তি মানবগণকে এরূপভাবে আক্রমণ করিল যে, [illegible] হইতে উদ্ধার মানসে যে দৈব বর্ণাশ্রম- ধর্ম স্থাপিত হইল, কৃষ্ণকৃপালব্ধ মহাজনগণের [illegible] [illegible] হইয়া সেই পবিত্র দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে শৌক্রপদ্ধতি আরোপ করিতে লাগিল। তাহা হইতে [illegible] আসুরিক উৎপাত হইয়াছে। এই প্রকারে দৈব ও আসুর বর্ণ-ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। [illegible]

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব

আসুর এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ

— —

[illegible] এক আশ্র- [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনও [illegible] এবং [illegible] হয়, তাহা হইলেও [illegible] [illegible] এই অবস্থায় [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—যে ব্যক্তি এই [illegible] আসক্তি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

— — —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] মাত্র; সজ্জনগণ এই কার্য্যের আদর করেন না, কারণ ইহাতে অভীষ্ট কৃষ্ণভক্তি-লাভের কখনও সম্ভাবনা নাই।

উপরে গোস্বামিগণের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইল, তাঁহাদের সহিত আনুষঙ্গিক- ভাবে আর একটী লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা—মহাপ্রসাদে অধিকার। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বর্ণন করিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।"

——

[illegible] গুণ বিচারে খাদ্যসমূহ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—তামসিক খাদ্য, রাজসিক খাদ্য ও সাত্ত্বিক খাদ্য। তামসিক খাদ্য গ্রহণে তমোবৃত্তি রাজসিক খাদ্যে রজোবৃত্তি এবং সাত্ত্বিক খাদ্যে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু [illegible] সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— [illegible] থাকে সে-পর্য্যন্ত এই [illegible] অতীত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে [illegible] কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। [illegible] বাহিরে বিরজা, যাহার অপর পারে [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] বৈকুণ্ঠলোক। সেই বৈকুণ্ঠ- লোকই [illegible] আকাঙ্ক্ষণীয় ধাম। সেই ধামে [illegible] যাইবার জন্যই [illegible] সাধু, শাস্ত্র ও [illegible] আবির্ভাব। যাঁহারা সেই বৈকুণ্ঠধামের যাত্রী তাঁহারা কখনও গোময় বিষয়ে আবদ্ধ থাকেন না। তাঁহারা সাধু, শাস্ত্র ও গুরু- [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শরীর ধারণের জন্য যত্ন ভগবৎ- সেবার জন্য—শরীরাদির মায়ায় আবদ্ধ থাকিবার জন্য নহে। তাঁহারা কখনও [illegible] সমাজের ধার ধারেন না। শুদ্ধবৈষ্ণ- [illegible] তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থী। তাঁহারা [illegible] ব্রাহ্মণব্রুবগণের পাচিত অন্নগ্রহণ করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন, অভক্তের দ্রব্য শ্রীভগবান্ কখনও গ্রহণ করেন না, ভগবান্ যাহা গ্রহণ না করেন সাধুগণও সেই সকল দ্রব্যকে বিষ্ঠা- [illegible] তুল্য বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছেন। [illegible] [illegible] আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তিগণ কি-প্রকারে গ্রহণ করিতে পারেন?

আত্মকল্যাণপ্রদ বৈষ্ণবসমাজ মহা- [illegible] 'পদ্য'রূপে নিরূপণ করিয়াছেন। এই মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণনে শ্রীহরিভক্তি- বিলাস বলিতেছেন—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারস্তু নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥

ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।

বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥

কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।

নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে

পুনঃ॥

— হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছু দ্রব্য সেবন করিতে

তাঁর প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে ?। হে দ্বিজগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য দোষ তাঁর নির্বিকার ও বিষ্ণুসদৃশ। তুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার দেহাদি চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে বুদ্ধিবাধিযুক্ত ও পুত্রকলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর পুনরাগমন করিতে পারে না।

আবার স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—

কুক্কুরস্য মুখাদ্ ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি তৎ ভোক্তব্যং সর্বপাপাপনোদনম্॥

মহাপ্রসাদ-সেবনে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। তা যদি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মিতে পতিত হয় তথাপি তাহা ব্রাহ্মণগণেরও পূজনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥

কিন্তু কর্মজড় লোকগণের মহাপ্রসাদে বাস নাই। তাহাদের নরক প্রাপক তার-মহাপ্রসাদেও স্পর্শদোষ আছে। ই সজ্জনগণ তাহাদের বিচারের প্রতি দুরাগ্রহ ক্ষেপ না করিয়া সাধু, শাস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ, মহাপ্রসাদ বা মহা-মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া স্পর্শ দলিত চরম মঙ্গলকর ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিয়া থাকেন।

উপরাগ

[আচার্য্য শ্রীপ্রাণচরণ গোস্বামী, ভক্তিসার]

জ্যোতিষিকদিগের বিচারে সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র—এই গ্রহ উপগ্রহগণের গতির কক্ষের স্থানীয় সমানুসারে সূর্য্য-গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। তাহাতে আংশিক গতির আংশিকভাবে পরিবর্তন ঘটিবার অবস্থাও কখন কখন বিজ্ঞাপিত হয়। জাগতিক উন্নতির অন্তরায় জ্ঞাপক বলিয়া অনেক স্থলে উহা ভীতিমূলক ও অমঙ্গলগ্রহ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়।

কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্তসমাজ তাঁহাদিগের শুচি বা পবিত্রতার মাপকাঠিতে গ্রহণ-ব্যাপারটিকে একটী অনিষ্টকর ঘটনা বলিয়া মনে করেন। সেই অপবিত্রতা হইতে মুক্তি-কামনায় স্নান-দানাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহাতে পুণ্যতোয়া গঙ্গার স্নান ও গঙ্গোদক-পান পরম-পবিত্রতাজনক বলিয়া পরমাদরে বরণ করিয়া থাকেন।

তদ্ব্যতীত স্নান, দান ও তর্পণাদি-ক্রিয়াও তাঁহারা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কাশী প্রভৃতি তীর্থে গঙ্গাস্নান কর্ম্মীদিগের পরমপবিত্র স্বর্গ-মোক্ষাদি-প্রদ বলিয়া কথিত হওয়ায়, তথায়ই সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় গ্রহণে অত্যধিক স্নানদানার্থী ও প্রতিগ্রাহীর সমাবেশ দেখা যায়। সূর্য্যোপরাগে বঙ্গদেশের কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মকুণ্ড ও দ্বৈপায়ন হ্রদের তটদেশেও বহু যাত্রী পুণ্য-লাভাকাঙ্ক্ষায় স্নান-দানার্থী হইয়া সমুপস্থিত হন।

হায়রে লোক! ঘোর নেশায় প্রতি-রূপ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম-দেহ ও কফ, পিত্ত, বায়ু, ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমাত্মক স্থূল দেহ লাভ করিয়া, যখন স্থাবরস্থায় দেবীপদ চতুর্দ্দশ ভুবনে স্থাবর জঙ্গমাদি নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কত কত বার যে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেব-তির্য্যগাদি যোনিতে যে কত কষ্ট পাইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, তবু লোকের নেশা কাটে না, জীব প্রভু-সেবা বিমুখতা ঘোচে না। কত পুণ্যই অর্জ্জিত হউক না কেন, পুণ্য ক্ষয়িষ্ণু। পুণ্যক্ষয় হওয়া-মাত্র পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইতে হইবে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকে অপবিত্র কল্পনা করিয়া স্নান-দানাদির দ্বারা নিত্যকল্যাণপ্রদ কিছুরই প্রাপ্তির কারণ দেখা যায় না। তবে উহাতে, গ্রহণোপলক্ষে কর্ম্মীর পক্ষে স্নান-দানাদি অকর্ত্তব্য, ইহা বিজ্ঞাপিত হইতেছে না।

এখন আমরা, ভগবদ্ভক্ত বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচার হইতে কি দৃশ্য আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ বলেন, তবু সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণে স্নান-দানাদি প্রশস্ত বিচার করিলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাণীর সার্থকতা ও পূর্ণতা অবহেলিত হইয়া থাকে। এই হরি-সংকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ভগবদ্ভক্তগণ হরিকীর্ত্তনে নিত্য রত ও কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবা-পরায়ণ। যাহারা ভয়ে বা পাপ-নাশ ও পুণ্য-সঞ্চয়ার্থ মাঝে মাঝে গ্রহণাদিতে স্নান, দান ও হরিকীর্ত্তনের অভিনয় করে, সর্ব্বক্ষণ নিরন্তর নিরত থাকিবার জন্য বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকেও আহ্বান করিয়া থাকেন, এই জন্য তাঁহারা নিরন্তর গ্রহণও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন।

"সন্ধ্যা নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্ত্তন॥

সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ।

গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি-সংকীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সবে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি

রাহু কবলে ইন্দু প্রকাশ নাম সিন্ধু,
কলিমর্দ্দন বাজে বানা।

১৪০৭ শকে—নদীয়া প্রভু শ্রীগৌরহরি অংশে গ্রহণের ছলে শ্রীনামরূপে প্রকটিত হইয়া, পরে শ্রীনাম সহিতে স্বয়ং, প্রাচীন নব-দ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশচী জগন্নাথ-মিশ্রালয়ে প্রকটিত হন। গ্রহণের ছল না হইলে পাপ পুণ্য-বিচার-প্রবণ ব্যক্তিগণ হরিনাম করিবে না; তজ্জন্যই অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রোদয়ে সকলঙ্ক গগনচন্দ্র রাহু কবলিত হইলেন।

অতএব ভগবদ্ভক্তগণ পাপ পুণ্যের কোন ধার না ধারিয়া হরিতোষণমূলে সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের হরিকীর্ত্তনের সুবিধার জন্য, সর্ব্বদা গ্রহণ হউক, বলিয়া বাঞ্ছা করেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পাণ্ডৈর্ব্বৈদিকৈর্ব্বাচা শ্রীপদগৌরসেবনে।
বিশুদ্ধর্ণাঙ্কনিষ্ঠা বাণী প্রচারণে তথা॥
পরমোৎসাহসম্পন্নঃ সদ্গুণরাজিরাজিতঃ।
শ্রীগুরোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রিয়ঃ সচ্চরিতঃ সুধীঃ॥
চট্টোপাধ্যায়বংশঃ সর্ব্বপ্রিয়ঃ শ্রীমধুসূদনঃ।
ভক্তি-বিনোদ ইত্যেতৎপদবিনা
বিভূষিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোদয়ে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেন্দুনন্দশাকশকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সেবকঃ পাটনীপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠস্য চ।
প্রচারাদিষু কার্য্যেষু সদাপুর্ব্বিত্তৎপরঃ॥
একাদশ্যাম্ভাদ্রসংখ্যা প্রশস্তৌ বিবেকিপি।
সন্ন্যাসিবরেষু শ্রীমান্ মহোৎসাহবদ্ভবৎ॥
ধর্ম্মাদিকার্য্যে ভৈব কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাদিষে।
উপাধিনীহাতে ভক্তি-গৌরব
ইতি সম্মতা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোদয়ে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে।
বাণেন্দুনন্দশাকশকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সর্বোৎসবঃ শ্রীমান্ নানা-দ্রব্যবিভূষিতঃ।
শুদ্ধভক্তাচারাণাং সদা সুপরায়ণঃ॥
কর্ম্মাদিদানানৈঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবকঃ।
ধামাদিকার্য্যেষু শ্রীসুদর্শনসমান্বিতঃ॥
ধামপ্রচারকসংসদঃ শ্রীভক্তৈঃ প্রীয়তে।
উপনাম সহ ভক্তি-শেখর
ইতি বিখ্যাতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোদয়ে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেন্দুনন্দশাকশকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

কায়েন মনসা বাচা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবকঃ।
অনপেক্ষ তপস্বী চ হরিভক্তঃ সদা সতাম্॥
ধামাদিকার্য্য-সমীক্ষ-শ্রীধামঃ সদাশয়ঃ।
ভক্তি-প্রসূন ইত্যেতৎপদবিনা
বিভূষিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলোদয়ে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেন্দুনন্দশাকশকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অপ্রাকৃত বিবর্ত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ প্রথম খণ্ড পর্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ প্রথম পরিচ্ছেদ ৷৶০
৩। ভাগবতমত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৬৲
৪। অর্কবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-মাহিমা ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৪০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তাফলিকা ধনগৌরব্ঃ সাহস্রার
(মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তভাষ্য সাহস্রার
গায়ত্রীর) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অমৃত-কণ ৫৲০
৩৯। নামকৌমুদী (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। প্রমেয়রত্নাবলী ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মাধ্যন্দিনী সাহস্রার ৷০
৪৪। গৌরকৃপোপাসনা ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। অনন্তসাধনী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদার ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। শিক্ষাষ্টক-সহস্রতী বিবৃতিঃ ৷০
৫৪। ভক্তি-সিদ্ধান্তসারম্ ৷০
৫৫। জয়-স্তবম ৷০
৫৬। সাধন-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। ভাগবতম ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ ডক্ট্রিন ৵০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিওলজিক্যাল প্রিন্সিপ্ল্স্ এ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুর ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। নন্দন-ভুবন-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীস্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
ভাগবতশ্রীপাদ পাট—পোঃ চাকদহ,
। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাতাপুর, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসারঙ্গ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকানদা,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীব্রিহরি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্রা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষ গৌড়ীয়মঠ—যোড়শীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থে বিবিধ চিত্র [illegible] ও [illegible] সন্নিবিষ্ট থাকিবে। প্রায় [illegible] শতপেজী সাইজের [illegible] পৃষ্ঠা হইবে। [illegible] মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৮,	৭—১৯,	১৪—১৪	১৭—৫৩,	২২—২৯
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৭৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩১
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মদনপুর	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৩৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৭,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৯	১২ ৪৬	১৭—৪৭	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—১৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৪৫	১০-৪৪	১৫-১১	১৭-২৮	
কৃষ্ণনগর রোড—	৭ ৫৭	১০-৫৫	১৫-৩০	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৮-২৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮ ৩	২০-৭১
মহেশগঞ্জ—	৯-৮	১১-৩১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৯-৩৩	১১-৫০	১৪-৯	১৮ ১৭	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে উঠা বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৭, ৯ ৭৬, ১৬-৭৮ ১৮-৫৯ এবং ০-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে-৪০ ৯-১৯, ১১-১৫ ১৬-২ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫ ৩৫	৯-৩৫	১২-১০	১৫ ১	১৮-২৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-১২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৫৯	১৩-৩৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৩	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১ ৩০	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-২৫

কলিকাতা বাজার দর

সৌজন্যে [illegible]

২১শে মার্চ ১৯৩৪

পাটের বৈশাখী —	প্রতি মণ।
[illegible] (কাটাই বা নীচ	
	[illegible]
ঐ [illegible]	৫/০—৫।/০
[illegible] (টি-আরকেশ)	৬৷/০—৬৷৷/০
[illegible] (কোলা)	৬—৬।
[illegible] বিল—	
২২ সের ৬৪-২৮ ১০ ফুট	১১৷/০
১৪ সের	১১/০
১৬ সের	১১৷/
২০ সের আর, বি, টি, মার্কা	১৪
১৪ সের পাঃ ক্রেন সিট—	১১৷/০
১৬ সের	১১৷/০
১৮ সের ৭ ৩০ সের ঐ—	১২৷/০ - ১৪
বাগান সেরা কাটারের ১০০	
পাটের গাঃ	৮৷০
চাল পাটনাই	৭৷/০—৭৷৷/০
.. বালাম (মোটা)	৬৷/০—৬৷৷/০
.. [illegible] (চৌকা)	৬/০ -৬৷৷/০
..গোম [illegible]	৫—৫৷০
. চীনা নকল	
চিনি [illegible] ঐ	৬—৬৷
.. শাহিজা দানা	৭৷০—৭৷৷
.. সেট—[illegible] বোতা	
গুড়	৮—৮৷/০
.. চাকর [illegible]	১৷৷/—১১৷০
কোম্পানির প্রতি (প্রতি গজপ্রতি)	১/০-১৷০
[illegible] ১—৭ ইঞ্চি	৯—১০
[illegible] ৫—৮ ইঞ্চি	১১—.৭.
[illegible] ১ হইতে ১০ নং	১৷/—১৷০
[illegible] ৭৷৷/০ ৮৷৷/০ ৯৷৷/০	
ঐ [illegible]	৬৷/০ ..
পাঃ ক্রেন [illegible] ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০ [illegible]
ঐ [illegible] .. ৭—১২ ইঞ্চি	৭—৭ ..
[illegible]	
টাকা	[illegible]
[illegible]	.৫ ..
ঐ [illegible]	.৮ ..
[illegible]	
ঐ [illegible] ৭৭ নং	
[illegible] ইঞ্চি	১১০—৷৷/০ [illegible]
পাঃ [illegible] ১৬—২২ নং	
পাঃ [illegible] (ছয়কা)	
[illegible]	৷/- ৷৷/১০ [illegible]
পাঃ [illegible] বা [illegible]	
৭ ইঞ্চি	৪—৷/০ ..

পাঃ [illegible]	[illegible]
পাঃ [illegible]	১৷০—১১ ..
পাঃ [illegible]	
	৷/১০—১৷/০ [illegible]
চাদরের [illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	৷/৫ [illegible]
[illegible]	
[illegible]	

সন্তোষকুমার মল্লিক [illegible]

[illegible]

[illegible] "লোহার মালিক" [illegible]

কেরোসিন

[illegible] (২ টিন)		৯ ৭
[illegible]	..	৭৷০
[illegible]	..	৭

সোনার দর

পাকা সোনা	৩ ৷/
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৩১৷০

রূপার দর

রূপা [illegible] ১০০ ভরি	৫৫৷/০
ঐ [illegible]	৫৷/০

কোম্পানীর কাগজ

[illegible]			৮১৷/
[illegible] (১৯৪৭-৫০)			৯১৷০
৭	[illegible] (১৯৬০-৭০)		৯৭
৭	[illegible]	১৯৯৫	১০৪৷/০

[illegible]

৭ [illegible] (১৯৫৮ [illegible]) [illegible]	
[illegible]	.০৭৷/০

[illegible]

[illegible]	ঐ	.৩

কাপড় ও সূতার কল

[illegible]	৭৫

পাট কল

[illegible]	
[illegible]	১১৪
[illegible]	১৭২
[illegible]	১৫৭
[illegible]	৫৭৫
[illegible]	২৩২
[illegible]	২ ৷০
[illegible]	৪০৮৷০
[illegible]	৪০৪

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেতাপোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া ও ... জীর্ণজ্বরে মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ... কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৮০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা —৩নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আফিস ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৪৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের দেয়
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই চৈত্র সোমবার ১৩৮০, ২৫শে মার্চ ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

পুলিস ও ডাকাতে সংঘর্ষ

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, সহর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী কাঞ্চননগর নামক গ্রামে এক রাত্রিতে ডাকাতদের সহিত পুলিশদলের এক জোর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। পুলিশ ৫ জন অফিসারের নেতৃত্বাধীন কনেষ্টবল ছিল। এই সংঘর্ষের ফলে ডাকাত দলের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিতে পারা গিয়াছে।

পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ১১ জন ডাকাতের একটা দল রিভলভার ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত গ্রামে ডাকাতি করিবার আয়োজন করিতেছে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ রাইফেল ও রিভলভার লইয়া সত্বর ঘটনাস্থলে যায়, তাহার পর ডাকাতরা ডাকাতি করিবার পূর্ব্বেই পুলিশের লোকেরা তাহাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। তখন নিজেদের বিপন্ন দেখিয়া ডাকাতরা গুলী চালাইতে থাকে। পুলিশ দল রাইফেলের ২০টি ও রিভলভারের ২০টি গুলী ছোড়ে।

দুই ও জনকে পরদিন প্রাতে সহরে আনা হইয়াছে। তাহারা আহত থাকায় তাহাদিগকে সদর হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। তাহাদের ২ জনের অবস্থা খারাপ। সেজন্য তাহাদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই জবানবন্দীতে তাহারা ৫ জন ব্যতীত আর সকলের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। প্রকাশ, ঐ ৫ জন কলিকাতা হইতে গিয়াছিল। অন্য ৫ জন ডাকাতের সহিত উহারা পলাইয়া গিয়াছে।

নোয়াখালীতে সশস্ত্র ডাকাতি

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, গত ২১শে মার্চ সোমবার রাত্রে বাবু হরিপ্রসন্ন নাথের বাড়ীতে একটা সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় পনেরজন যুবক বাড়ীটি আক্রমণ করে এবং তাহারা বন্দুক টর্চ-আলো ও লাঠি দ্বারা সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। ডাকাতগণ মুখে রং মাখিয়া আসিয়াছিল। তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বন্দুক দেখাইয়া চাবী আদায় করে। তৎপর তাহারা বাক্স ও সিন্দুক খুলিয়া ও ভাঙ্গিয়া এক সহস্রাধিক টাকার সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করে। বাড়ীর কয়েকটি লোক ডাকাতগণকে বাধা দিয়াছিল। তাহারা ডাকাতগণের হস্তে বিষম আহত হইয়াছে।

———

পিস্তলধারী ডাকাতের সহিত লড়াই

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর আনারকলি বাজারের এক বিশিষ্ট বস্ত্র-ব্যবসায়ী বিভিন্ন দোকান হইতে ১২ হাজার টাকা আদায় করিয়া আনিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহাদের অফিসের উপর তালায় এক কক্ষ অর্গলবদ্ধ করিয়া তথায় টাকা গণিতে থাকে। গণা সমাপ্ত হইলে কাদের কাদলচাঁদ টাকার থলি হাতে লয় ও ভগবান্ দাস গৃহে যাইবার জন্য দরজা খুলে।

দ্বার খুলিবামাত্র পিস্তল ও টর্চধারী দুইটী যুবক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং আরও দুই জন অগ্রবর্ত্তী হয়। যুবকগণ ভগবান্ দাসের উপর পিস্তল উঠাইয়া বলে, যাহা আছে দাও।

ভগবান্ দাস পিছু হটিতেই একজন যুবক কাদল চাঁদের নিকট হইতে টাকার থলি কাড়িতে চেষ্টা করে। কাদলচাঁদ টাকার থলি পিছন দিকে ফেলিয়া যুবকের সহিত ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে। একজন যুবকের হাত চাপিয়া ধরিতেই আর একজন যুবক তাহাকে গুলী করে। গুলী বক্ষ ভেদ করে। কাদল চাঁদ যুবককে ছাড়িয়া দিয়া টাকার থলি লইয়া উপর তলায় দৌড়িতে থাকে ও 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ডাকাতরা গুলী চালাইতে থাকে কিন্তু প্রতিবেশিগণ জাগ্রত হওয়া উঠিতে যুবকগণ একটি চাদর ফেলিয়া পলায়ন করে। ডাকাতির অব্যবহিত পরেই চারিটি বেওয়ারিশ সাইকেল বাজারে পাওয়া যায়। পুলিশ সন্দেহক্রমে ছয়টি যুবককে গ্রেপ্তার করে।

হাইকোর্টের বিচারে লাহোর ডি. এ. ভি কলেজের চারি জন যুবক ছাত্রকে গত সোমবার ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দুই জন ছাত্র মুক্তিলাভ করিয়াছে।

———

এক্সপ্রেস থামিবার চেষ্টা?

সম্প্রতি ই, আই, রেলপথের লুপ লাইনের একখানা ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেণ থামিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী রেল পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে। যথাসময়ে পয়েন্টসম্যানের কার্য্যতৎপরতার ফলে কোন অনর্থ ঘটিতে পারে নাই।

প্রকাশ, ২৪নং ডাউন বোম্বাই এক্সপ্রেসখানা বোলপুরের নিকটবর্ত্তী কোপাই ষ্টেশনটী ঘটনার রাত্রিতে ৩৷ টার সময় অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। সেখানে উহার থামিবার কথা ছিল না। পাশা লাইনের মাঝে রাখা ছিল। এক্সপ্রেসখানার আসিতে ১০ মিনিট বিলম্ব আছে, এমন সময় পয়েন্টসম্যান পয়েন্ট ঠিক করিবার সময় দেখে সম্মুখের পয়েন্টটি বন্ধ করিয়াছে। সে তখনই আলো লইয়া তথায় যাইয়া দেখে, তারের বেড়ায় দুইটি সকেটটা বেশ লাইনে এবং পয়েন্টে লাগিয়া রহিয়াছে। ঐ জিনিষটা সরাইয়া না দিলে এক্সপ্রেসটা পথচ্যুত হইতে পারিত।

পয়েন্টসম্যান সব্বর উক্ত বাধা সরাইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে এক্সপ্রেসখানা তথায় আসিয়া পড়ে ও নিরাপদে সে স্থান পার হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে রেল কর্তৃপক্ষের ও পুলিশের সম্মিলিত তদন্ত শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

সমুদ্রবক্ষে জাহাজ জলমগ্ন

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, একখানা ছোট জাহাজ গত শুক্রবার বটাগান উপসাগরের অদূরে জলমগ্ন হয়। তাহার পর "পোরো-তাপন" নামক একখানা স্টেশন জাহাজ তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে যাইয়া উক্ত ছোট জাহাজের ৮ জন নাবিককে উদ্ধার করিয়াছে। উক্ত জেলের জাহাজের লোকজন রেঙ্গুনে আসিয়া এই সংবাদ প্রদান করিয়াছে।

ছোট জাহাজখানা কেরোসিন তেল লইয়া যাইতেছিল। ঝড়ের বেগে জাহাজখানা একটা পাহাড়ের নিকট চড়ায় আটকাইয়া যায়। ফলে জাহাজখানা জখম হয়। উহার তলা ফুটা হইয়া যায়। নাবিকেরা আত্মরক্ষার্থ তেল সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় না। তখন তাহারা বাঁশের ভেলা প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রে ভাসিতে থাকে। এদিকে ছোট জাহাজখানা ক্রমে ডুবিয়া যায়। তাহার পর উক্ত জেলের জাহাজ উক্ত ভেলা দেখিতে পাইয়া লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া রেঙ্গুনে আনিয়াছে।

———

ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই চৈত্র সে [illegible], ১৩[illegible]

সংস্কার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেমন করিয়া পুনর্গঠিত করিলে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার হয়—এ চিন্তা এ দেশের অনেক মনীষী করিয়া আসিতেছেন, আর এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিবার জন্য অনেক কমিশন ও কমিটীর বৈঠক হইয়া গিয়াছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অনেকদিন মাথা ঘামাইয়াছিলেন; স্যার আশুতোষ এ চিন্তা ও মতে ক'রতে দেখেছি গিয়াছেন।

কিন্তু এতদিন পরে দেখা গেল [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগ যে ঠিক কোন্‌খানে তাহা কেহোটই ধরিতে পারেন নাই। কাজে কাজেই উঁহাদের সকল চিকিৎসাই ব্যর্থ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—মুসলমানগণ এতদিন ভুলিয়া ছিলেন 'গোলেবকাওলী' ও 'চাহার দরবেশ' অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কথা ভাবিবার সময় পান নাই। এইবার উর্দ্দু শিক্ষা শেষ করিয়া তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল রোগ, সেখানে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যার অল্পতা।

—

বাঙ্গালা দেশে মুসলমানের সংখ্যা যখন শতকরা চুয়ান্ন জন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে মুসলমানের সংখ্যা যদি শতকরা [illegible] মাত্র হয়, তাহা হইলে অনর্থের মূল খুঁজিবার জন্য আর অন্যত্র যাইতে হইবে কেন? বাঙ্গালার নূতন ব্যবস্থাপক সভায় যেমন মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হইবে অর্দ্ধেকের বেশী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করিয়া দাও। দেখিতে পাইবে, বিদ্যার জ্যোতিতে সিনেট হল চক্‌মক্‌ করিতে থাকিবে। জোনাকি ক্রমে চারিদিকে জ্বলিতে থাকিবে। ইসলামী কৃষ্টি, ইসলামী কানুন, ইসলামী ইতিহাসের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকেরা দেখিতে দেখিতে এক একটা বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়া পড়িবে।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন কয়েকজন মুসলমান নেতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এই সোজা উপায়টা বাৎলাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যুক্তি হিন্দুদের মাথায় এ কথাটা কিছুতেই ঢুকিল না। একজন সদস্য বলিয়া উঠিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে ত তাহার কারণ মুসলমান সদস্যের অভাব নহে। শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া হয় না, বিদেশী ভাষায় দেওয়া হয়—ইহাই রোগের গোড়া। একে ত বিদেশী বুলি ও বিদেশী উচ্চারণ মুখস্থ করিতে করিতেই ছাত্রদের অর্দ্ধেক পরমায়ু ক্ষয় হইয়া যায়, তাহার উপর বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া যে জ্ঞান সমষ্টি তাহাদের পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা না হয় হজম, না দেওয়া যায় উগরাইয়া। পেটের মধ্যে পাথরের মত চাপিয়া থাকিয়া তাহা ছেলেদের অকর্মণ্য ও অকালবৃদ্ধ করিয়া দেয়। মাতৃভাষার ভিতর দিয়া যে শিক্ষা অর্জ্জিত হয়, তাহাই রক্তমাংসের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া শরীর ও মনকে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলে। এ সব কথা বলিবার যদি ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু সদস্যটি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও না হয় মুসলমান সদস্যরা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া সেগুলাকে উড়াইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কৌতুকের সুরে মুখের উপর বলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন শতকরা আশী-র ছাত্র হিন্দু, তখন সিনেটে যে শতকরা বিশজন মুসলমান সদস্য আছে, ইহাই যথেষ্ট! গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বাহির হইতে দান পাইয়াছেন বোল লক্ষ টাকা এবং তাহার মধ্যে মুসলমানের দানের মাত্রা ছয় শত টাকা মাত্র!" কথাগুলির ভাবার্থ এই—"তোমাদের ছেলেরা এখানে বেশী সংখ্যায় লেখাপড়া শিখিতে আসে না; তোমরা এখানকার শিক্ষার জন্য এক পয়সা খরচ করিতে চাও না, অথচ মোড়লী করিবার বেলা তোমরা কাঁকে কাঁকে অগ্রসর হও কেন?"

—

কথাগুলা যে নিতান্ত বাজে চলেন, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই একজন মুসলমান সদস্য উত্থাপবন হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয় যখন ইসলামী শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন কেন মুসলমানরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করিবে?" ঠিক কথা! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের চর্চা হইবে—এ গোস্তাকি কি বরদাস্ত করা যায়? হিন্দুরা টাকা দিক, আর সেই টাকার বোলআনা সদ্ব্যয় হউক মৌলানা আমদানী করিয়া হিন্দুর ছেলেরা কারুণ-উল-রসিদের পুণ্য কাহিনী পাঠ করুক। অথবা মত সোলতান মামুদের দিগ্বিজয়-কথা ও আলাউদ্দীন খিলজী প্রভৃতি পাঠানী উপাখ্যান পাঠ করিয়া চরিত্রবান হইবে সাম্ভল [illegible] করিতেও আপত্তি নাই। এ সমস্ত ছাড়িয়া কিনা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-চর্চা!

বাজাই হউক, হিন্দু সদস্যের বাজে কথায় স্ত্রী মহাশয় যে বিচলিত হন নাই তাহা বুঝিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তিনি সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, শিক্ষার অবনতির কারণ মাতৃভাষার অভাব নহে। "যে সকল স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় বর্ত্তমান, সে সকল স্থানে আরও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি শিক্ষার অবনতির কারণ।

—

উপরিউক্ত কথার মূল্য কিছু আমরা কিছু বুঝি না. এখন এ তত্ত্ব বিদ্যালয়ের গালোনাবৃদ্ধ কমিটীর মধ্যে পর্যবেক্ষায় আলোচনার চেষ্টাই শিক্ষা উদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা. ইহাও আমাদের মত।

—

বেলজিয়মের বাণিজ্য জাহাজ

ব্রুসেলস্ হইতে প্রকাশ, বেলজিয়মে একখানি বিরাট বাণিজ্য তরী নির্ম্মিত হইতেছে। উহার ওজন এক হাজার টনের উপর হইবে। উহাতে চারিটি বার চাকু মালের কামরা রাখিবার স্থান আছে। আগামী ১৭ই এপ্রিল তরীখানি জলমগ্ন হইবে।

বেলডাঙ্গা হাঙ্গামার জের

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, গত বৎসর রথ-যাত্রা উৎসবের সময় বেলডাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে মামলায় বিশেষ বিচারক মিঃ জে, এ, বিল ৩৭ জন মুসলমানকে দায়রা আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন। ১৪ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ৯ জন আসামী পলায়ন করিয়াছে।

প্রকাশ আসামীগণ, নওপুকুরিয়া গ্রামে কয়েকঘর গোয়ালার বাড়ী আক্রমণ ও তথায় লুট করে এবং আগুন ধরাইয়া দেয়। তিন জন গোয়ালা বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইজন মারা গিয়াছে। পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত থাকিলেও উন্মত্ত জনতাকে থামাইতে পারে নাই।

যাহারা দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই দাঙ্গা লুঠ ও ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত. ৭ জনের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগও হইয়াছে।

—

অগ্নিকাণ্ডে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, সাগাইন জেলায় [illegible] নামক স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৫৭টি বাড়ী ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে এবং সরকারি পুষ্পাদিত গত পুষ্করণী মারা গিয়াছে। ফলে, শত শত পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। তাহাদিগকে বৌদ্ধ মঠে ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা।

রাজসাহী বড়যন্ত্র-মামলা

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে রাজসাহী ষড়যন্ত্র মামলা উঠে। ৮ জন আসামীর মধ্যে অজিত চক্রবর্ত্তী ওরফে কপী, সুশীল চক্রবর্ত্তী, দুলাল মৈত্র, দুলালকান্তি বসু, অব্যাহতি পান। অপরকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট আসামীদের মামলা উঠিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি গুলী বর্ষণ

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, কাজনালের মহকুমা হাকিম রায় সাহেব লালা অমরনাথ দিল্লী হইতে মোটরে কার্ণালে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দিল্লীর প্রায় সাত মাইল দূরে কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁহার প্রতি গুলী চালায়। আততায়ীরা চম্পট দেয়। সৌভাগ্যক্রমে রায় সাহেব আহত হন নাই। গোয়েন্দা পুলিশ এই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন।

সোনীপেট (পাঞ্জাব) হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সোনীপেটের মহকুমা হাকিম দিল্লী হইতে মোটরে সোনীপেট যাইবার সময় কুন্ডলী গ্রামের নিকট তাঁহার প্রতি গুলীবর্ষিত হয়। ভাগ্যের জোর তিনি গুলীতে আহত হন নাই। জনৈক একজন বৃদ্ধ ফেরারী পাঠান দস্যুর কার্য্য বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে সে সোনীপেটে এক জন কনেষ্টবলকে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং এক জন দারোগাকে আহত করে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

—

বাঙ্গালায় ডাকাতি হ্রাস

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলিতে ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাসের সম্পর্কে নানারূপ কারণের উল্লেখ করা হইতেছে। তন্মধ্যে একটা এই যে, পুলিশ খুব সতর্ক হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ডাকাতির সংখ্যা ছিল ৮৫। মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে উহা কমিয়া ৬৬ ও দ্বিতীয় সপ্তাহে কেবল ১৩ হইয়াছে।

এই দুই সপ্তাহে মেদিনীপুরে ডাকাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে মেদিনীপুরে কেবল একটি ডাকাতি হইয়াছে। উক্ত ১৩টি ডাকাতির একটিতে পুলিশ পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে যায়, ডাকাতদের ২ জনকে গ্রেপ্তার করে, এবং একটি বন্দুক ও কয়েকটি টোটা উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

আর একটি বৈশিষ্ট্য ডাকাতরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে এবং নদীতে ও গ্রামে অনেক জিনিস লুণ্ঠন করে। [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২৫ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৬শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ সোমবার ২১৩শ সংখ্যা

জার্ম্মাণ-মনীষীর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে আগ্রহ

শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট আর্ত্তিপূর্ণ পত্র

Berlin. March 2. 1934.

Sree Tridandi Swami Bon,

"Saint great of heart and kind are ye, Father and mother unto me, So great the blessings you bestow, How can I praise you, I am so low? For you have saved me, You have showed to me, dull man, the proper road. My debt,......,say, Ah never can I pay."

This abhang by the Maratha saint Ekanath may tell you better than my own words the thankfulness arisen when I had your last letter. I have but one wishing—to devote myself entirely to the service of Godhead and to live among spiritual people. I am sorry for the great distance from Berlin to India and even to London. I have been reading the books giving the history of Sree Chaitanya Movement.

Now I start with reading the Sree Bhagabat Purana. It is very difficult to understand these books unless to be helped by the Spiritual Teacher. Whosoever is, like me, versed in the comparative History of the Religion is always inclined to accept the teachings without realising the Eternal Truth expressed in the mundane vocabulary. Therefore I am eager to devoid this fault. But it is very difficult to practise the religion in one's own life among Atheists. You may rest assured that I am sorry for every minute I am compelled to do worldly works. I am so much longing for the realisation of Bhakti in my soul and for the union of the pure soul with goal of its loving Master and there passes not a minute unless I am mentally praying for the Grace of Godhead and of the Guru and the True Devotees.

Whosoever reads the books you have sent me, will certainly recognise whenever his mind is open that Vaisnabas stand alone among the Religious People of the world and that their Religion is bound to react most powerful on the existing confusion. Even in the so-called theological sphere as to dogmatics the Teachings of Sree Krishna Chaitanya is in the ascendant. The Cosmology, the Theology and spiritual Psychology are much more fit to satisfy the Jnana-interest of mankind than e. g. the Summa Theologica by St. Thomas, because they are in accordance with reality. It would be an interesting task for the author and the reader to explain this fact to the Christians.

But to tell the truth I am at this very moment interested in this matter only: Can the chanting of the Name as the Form of Worship, instituted for this Age, be performed without hearing the Name from the Lips of the True Devotee? Or am I to pray to Godhead for His Grace that I may be enabled to hear the Transcendental Sound from the lips of our Guru while I am here in Berlin? Or is there any possibility to hear by reading a letter?

Do not misunderstand me: I wish not to wait a single day. You have showed me that there is a way towards the realisation of Godhead. I am praying you and the Guru for helping me to do the first step on this way. May God enable me to start and to do according to the longing of the soul.

Always looking forward to have a line from you and with the expression of my complete submission to the True-Devotee, the Guru and the Grace of the Almighty.

Yours very Sincerely

ERNST SCHULZE

P. S.

My best thanks that have written about me to the Guru Maharaj.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীত্রিদণ্ডিস্বামী বন!

"আপনি একজন দয়ালু ও মহদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট সাধু। আপনি আমার নিকট পিতা ও মাতা-স্বরূপ। আপনি আমাকে যেরূপ প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়েছেন, আমি মূঢ় জীব, তাহার কি প্রশংসা করিতে পারি? আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনি স্থূল-বুদ্ধিবিশিষ্ট আমাকে শ্রেয়ঃপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। হায়! আপনার ঋণ আমি কি করিয়া পরিশোধ করিব।"

যখন আমি আপনার শেষ-পত্র পাইয়াছিলাম তখন আমার হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা উদিত হইয়াছিল তাহা আমার নিজের ভাষা অপেক্ষা মারাঠা সাধু একনাথের কথিত উপরি-উক্ত কথাগুলি অধিকতর স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবে। শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং ভক্তগণের মধ্যে বাস করা ব্যতীত আমার আর অন্য ইচ্ছা নাই। বার্লিন হইতে ভারতবর্ষ ও লণ্ডনের দূরত্বের জন্য আমি দুঃখিত। শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্য সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক সকল আমি পাঠ করিতেছি। এক্ষণে আমি শ্রীভাগবত-পুরাণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। পারমার্থিক গুরুর সাহায্য ব্যতীত ইহা বোধগম্য হওয়া বড়ই দুরূহ। আমার মত যাহারা ধর্ম্মসমূহের তুলনামূলক ঐতিহ্য বিষয়ে পারদর্শী তাহারা ব্যবহারিক ভাষায় প্রকাশিত নিত্যসত্য-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিয়াই ইহার শিক্ষা-গ্রহণে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়। অতএব আমি এরূপকার দোষ পরিহার করিতে চাই। কিন্তু নাস্তিক সমাজের মধ্যে বাস করিয়া নিজের জীবনে প্রকৃত ধর্ম্ম আলোচনা করা বড়ই দুরূহ। আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে আমার

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ বিষ্ণু সর্বাণিত্য সম্বৎ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের স্থূল পরিচয়

(৯)

(৮) দার্শনিক কাইলো বলেন—এমন একটী মনোবৃত্তি মনুষ্যের অন্তর্নিহিত রহিয়া আছে যে, তাহার যোগে প্রাকৃতিক শোভা ও প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করিলেই স্বাভাবিকভাবে মনুষ্যের অন্তরে এমন পরিমাণে ঈশ্বর-জ্ঞান উদয় হয় যে সেই জ্ঞানই তাহাকে ঈশ্বরসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। এখানে দেখা যায়, জগদ্রূপ কার্য্যদর্শনে কারণের অনুমান এবং অনুমিত কারণের স্বরূপনির্ণয় না হইলেও তাঁহার সেবাকার্য্য সম্ভব হইতেছে। যাঁহাকে জানি না, তিনি না এমন বস্তুর সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ আছে? এবং সম্বন্ধ নির্ণয় না হইলে তাঁহাকে কোন্ রসের বিষয়বিগ্রহরূপে সেবা করা যাইবে?

অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য মতবাদ

অতঃপর অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদসমূহ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে:—

(৯) পণ্ডিত হেগেলের Idealism এবং প্রাচ্যের মায়াবাদ ঠিক যেন একই নহে। হেগেলের মায়াবাদকে দার্শনিক Erdmann "Panlogism" এবং দার্শনিক সোয়েগ্লার "Philosophy of spirit" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হেগেলের মতে চৈতন্য (Spirit সকল এবং সকলই চৈতন্য; Idea of Logos অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর অভেদ। ঈশ্বর ও জগতের অন্তর্নিহিত Idea of Logos (Logos or idea is the unity of Subjectivity and objectivity) এই Logosই জগৎসৃষ্টি ও সৃষ্টিধারার মূলীভূত কারণ। সত্য এক ও অখণ্ড; তাহা কখনও খণ্ডিত হইতে পারে না। (Truth can never be particular but must always be totality) চিন্তার সমষ্টি-মাত্রকেই বিচার বলা হয় এবং উহাই মানবজীবনের মৌলিক নিয়ম অর্থাৎ চিন্তা বা বিচারই আমাদের জীবন। যখন চিন্তার সম্যগ্দর্শন হয়, তখনই মানবের আধ্যাত্মিক জীবনধারার বিকাশ হয়। যখন আমরা সত্তার বিষয় চিন্তা করি, তখন সত্তাই আমাদের ভিতরে চিন্তা করে। প্রত্যেক ধারণাই সামান্য, এমন বিশেষ কোন ধারণা নাই, যাহা অনুষ্ঠান করতঃ চিন্তা করিতে পারে। চিন্তা করিতে যাইলেই ধারণাকে বিভক্ত করিতে হয়, negationএর উদয় অবশ্যম্ভাবী। নিষেধ হইতে অন্য এক Positive ধারণার উদয় হয়। সেই অন্য negationও সসীম, সসীম বলিয়া উহাও মিথ্যা। হেগেল এক হিসাবে প্রাচ্যের মায়াবাদেরও উপরে গিয়াছেন। মায়াবাদী 'নেতি' 'নেতি' বিচারমূখে নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু হেগেল মহাশয় বলেন যে, উহাও সসীম ধারণার অন্তর্ভুক্ত, negation বিচার যেখানে শেষ হইয়া অন্য-সম্বন্ধে positive ধারণার উদয় হয় উহাও চিন্ময় ব্যাপার হওয়ায় ঔপাধিক বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত হইয়েছে। সুতরাং বাস্তববস্তুর সম্বন্ধে 'তিনি এইপ্রকার' কথা বলা চলে না। হেগেল মহোদয় জগৎ হইতে জগদতীত বস্তু সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে অতিরিক্ত কিছু বলা যায় না, কিন্তু অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক হইতে বাস্তব চেতন বস্তুর জ্ঞান যে স্বয়ং প্রকাশিত না হয় কোন খণ্ডজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত অবরোহপন্থায় যে স্বয়ংই চেতনময় সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন এবং তখন সেই বাস্তব জ্ঞানধারার যে, বাস্তব বস্তু দৃষ্ট হন এবং এই দৃশ্যত্বে যে তাঁহার খণ্ডত্ব বা সসীমত্ব কল্পিত হইতে পারে না কারণ যে জ্ঞানে তিনি দৃষ্ট হইতেছেন তাহা যে দৈবজ্ঞান নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত, দৈবজ্ঞান তাহাতে অবিস্ত হইয়াছে মাত্র এসকথা হেগেল বুঝিতে পারেন নাই। মনীষী হেগেল মায়াবাদিসম্প্রদায়ের অন্যতম-বিশেষ। প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যে প্লেটো, কেন্ট ও হেগেল এই তিন ব্যক্তিই প্রধান বিজ্ঞানবাদী। দার্শনিক পণ্ডিত বার্কলি idealist হইলেও তাঁহার idealism উক্ত দার্শনিকগণের বিজ্ঞানবাদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বার্কলির বিজ্ঞানবাদকে empirical idealism বলা যাইতে পারে।

(১০) বার্কলি বহির্জগতের সত্তা স্বীকার করেন না। তিনি বাহ্যদৃশ্যই প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তিনি matterএর অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না। ব্যাপক বা universal কোন বস্তু নাই সুতরাং abstract বা universal কোন ideas নাই। ইন্দ্রিয়জ অনুভব-জাত ধারণাও (sensation) আমাদের মনের (spirit) কার্য্য প্রকাশ করে। তিনি বলিয়াছেন donot the nature of things, but relations to the percipient subject অর্থাৎ Idea বস্তুর প্রকৃতি বা স্বরূপ নির্দেশ করে না। কিন্তু প্রত্যক্ষকারী বিষয়ীর সহিত সম্বন্ধ উল্লেখ করে মাত্র; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কোন 'knot' বা কথা নিষ্প্রয়োজন। যে সকল বস্তুর সত্তা assume করা হয়, তাহাদের প্রকৃত স্বভাব সম্পূর্ণই অজ্ঞাত, অতএব তাহাদের অস্তিত্ব নাই। কেবল মন বা spirit ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই। spirits এর কর্তৃত্ব আছে; চিন্তা, ইচ্ছা, ধারণা ইহাদের স্বভাব। জগৎ কতকগুলি spirit ও তাহাদের image বা idea ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বস্তু ও Idea উভয়ই বিজ্ঞান মাত্র (Rational beings), জগৎ মাত্রই কেবল কতকগুলি বিজ্ঞান আছে। বার্কলির Idealism এর সহিত প্রাচ্য জগতের বৌদ্ধ মতবাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ-বিচারেও বহির্জগৎ শূন্য, কেবল বিজ্ঞানের অবস্থান স্বীকৃত। ইহারা Object-কে মৌলিক অস্বীকার করিলেও চিত্তবৃত্তি কার্য্যদর্শনে এতই আবদ্ধ যে কারণের স্বরূপ অনুভবগম্য না হওয়ায় তাহাকে শূন্যে স্থাপন করিয়াছেন; এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ঐ কথিত 'শূন্য' উহা ভাব না অভাব-জাতীয়? যদি অভাবজাতীয় হয় তাহা হইলে তাহাকে আর বিজ্ঞান বলা চলে না আর যদি ভাব-জাতীয়, হয় তাহা হইলে তাহার বস্তুত্ব সিদ্ধ. সুতরাং 'শূন্য' কে শূন্য বলিয়া উড়াইয়া দিলেও উক্ত কল্পিত শূন্যের বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতেছে। বিজ্ঞানের বস্তুত্ব সিদ্ধ হওয়ায় Barkleyর (বার্কলির) মতবাদ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

(১১) প্লাটো প্রাক্ খৃষ্টীয় গ্রীক্ দার্শনিক। প্লাটোর বক্তব্য এই যে, প্রপঞ্চ-জগতের যে কার্য্য-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে একটি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অভিব্যক্ত হয়। সৃষ্টিকার্য্যই সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ। সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎগঠনে স্বীয় অস্তিত্ব গঠন করিয়াছেন। কার্য্যের প্রকাশ না থাকিলে কারণের কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন—আত্মা ও জড়-পদার্থ পরস্পর পৃথক্ সেইজন্য কার্য্যের সহিত কারণের কোন সম্পর্ক (সজাতীয় না হওয়ায়) দেখা যায় না। তাঁহার নিকট প্রজ্ঞা (Idea) প্রধানতঃ বস্তু জগতের অন্তর্ভুক্ত। বস্তু ও বস্তুর প্রজ্ঞান একই পদার্থ। প্রত্যেক বস্তুরই একটি স্বতন্ত্র প্রজ্ঞান আছে, তাহাই তাহার প্রকৃত সত্তা, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই বস্তুবিষয়ে জ্ঞান হয়। জ্ঞানে যে বস্তুর আবির্ভাব এবং মনে যে বস্তুর কল্পনা, তাহা গৌণ মাত্র। প্লাটো জগৎরচনায় সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিলেও শুদ্ধ পদার্থের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে এবং তাঁহার স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতে না পারায়, এরূপ প্লাটোর কল্পনায় স্বেচ্ছা-ক্রিয়া-বিশিষ্ট জীব চৈতন্যের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না।

(১২) দার্শনিক ক্যাণ্ট—'বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-বাদ' বা 'সর্ব্বাত্মবাদ' ইহাঁর প্রধান বিষয়। কেহ কেহ ক্যাণ্টের মতবাদকে 'অধ্যাত্ম-বাদ'ও বলেন। বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ-নিরূপণ অর্থাৎ জীবের অভিজ্ঞতার উপকরণের (Matter) সহিত তাঁহার আকারের (Form) সম্বন্ধনির্ণয়ই মূল আলোচ্য বিষয়। তিনি বলেন—বহির্জগৎ আত্মার সমষ্টিকরণ-শক্তির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ জগৎ ও আত্মা দুইটি স্বাধীন সত্তা কিন্তু পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মা স্বীয় সমন্বয়-শক্তিতে বাহিকে সমষ্টিতে পরিণত করিয়াছে। বহির্জগৎ, যাহাকে আত্মার সহিত সংযুক্ত দেখা যাইতেছে এবং যাহা আত্মায় প্রকাশিত হইতেছে, সেই আত্মার অনুভূতির বাহিরে তাহার সত্তার প্রতিষ্ঠান নাই। অভিজ্ঞতা-লব্ধ বহির্জগৎ, জ্ঞানাতীতরূপে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। আত্মজ্ঞান ও বিষয়-জ্ঞানে অন্যোন্যাপেক্ষী-সম্বন্ধ। বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, বিষয়ের যিনি দ্রষ্টা তাঁহার যদি দ্রষ্টৃত্বের অভিমান না থাকে অর্থাৎ তাঁহার 'দৃশ্য' বলিয়া কোন বস্তুর যদি অনুভূতি না থাকে তাহা হইলে তাঁহার আত্মানুভূতিও হইতে পারে না সেইজন্য বিষয়-জগৎ ও আত্মা উভয়ের মধ্যে একত্বও আছে আবার ভেদও আছে। কিন্তু একান্ত ভেদে কোন জ্ঞান সিদ্ধ নহে এবং একান্ত অভেদেও কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না সুতরাং বিষয় ও অন্যোন্যাপেক্ষী-সম্বন্ধই স্বীকার্য্য। জগতের সহিত আত্মার যে ভেদ এবং উক্ত ভেদ হইতে অভেদস্বরূপ যে সম্বন্ধ উহা দ্বারাই আত্মা আপনাকে জানে অর্থাৎ বিষয়জ্ঞান-কালেই অহংএর প্রতীতি হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান যে প্রকারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, বিষয়জ্ঞানও তদ্রূপ। একটীকে অনুমান-লব্ধ বলিলে অন্যটীও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে, আত্মজ্ঞান-বিরহিত বিষয়জ্ঞান কিম্বা বিষয়জ্ঞান বিরহিত আত্মজ্ঞান অসম্ভব ব্যাপার। পণ্ডিত ক্যাণ্ট দ্বৈতবাদের ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের যে অন্যোন্যাপেক্ষী-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন, অদ্বয়বাদের ভূমিকা হইতে সে-বিচার কতদূর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে বিবেচ্য। কারণাংশ জীব, কারণের আশ্রয়ে অবস্থান করিলেও তাঁহাকে আর কার্য্যের অভিজ্ঞান হইতে আত্ম-সত্তার প্রতীতি লাভ করিতে হয় না, অহংপ্রত্যয় কারণরূপ দ্বিতীয় আশ্রয়ে থাকায়, কার্য্যরূপে আত্মানুভূতিরূপ সাপেক্ষতা থাকে না। পরম-কারণের Subjectivityর পরিবর্তে যেখানে সমষ্টি জীবের Subjectivity কিম্বা individual Soulএর Subjectivity স্বীকৃত হয় কেবল তত্তৎক্ষেত্রেই Objectএর জ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞান জন্মে। যদি জীবের পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে দ্রষ্টা বলিয়া জানিবার পরিবর্তে দৃশ্য-জ্ঞানে নিজেকে তাঁহার দ্রষ্টৃত্বে স্থাপন পূর্ব্বক আত্মপ্রতীতি অর্থাৎ নিজের Subjectivity স্থাপন করিতে গিয়া ভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় আত্মার দৃশ্যত্ব এবং পরমাত্মার দ্রষ্টৃত্ব-রূপ সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বুঝিতে সমর্থ হইয়া

ছিলেন। পবিত্র ক্যাট মুণ্ড রাজা অতিক্রম করিলেই তাঁহার মুখশ্রী যে, বিবর্তন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশাধিকার

[আচার্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক বিধানে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম-বিধির অনুকূলে বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা কেহই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশাধিকারী নহেন।

পুরুষ বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও দৈব-সংস্কার, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা, বৈষ্ণবাচার-পালন প্রয়োজন। নতুবা সূত্র-গর্বে গর্বিত থাকিয়া বিষ্ণুমন্দিরে অনধিকার-প্রবেশ মাত্র অপরাধ।

উক্ত-বর্ণোদ্ভূত ব্যক্তির উক্তবিধ বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অদৈব সমাজের বিচার-প্রণালী অনুসারে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ এবং বিষ্ণুপূজার অভিনয় মনুষ্য-সমাজে অদৈব বিচারের ভীষণ তাণ্ডব মাত্র।

অব্রাহ্মণগণও যদি উচ্চবর্ণী-দিগের অনুকরণে বলপূর্বক বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাহাও ঐ প্রকার সেবা-অপরাধ বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-হানিজনিত অপরাধ। ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক কোন মঙ্গল থাকিতে পারে না।

বিপ্রবংশ-জাতই হউন আর অন্যজাতই হউন, বিষ্ণু সেবায় সকলের সমান অধিকার; সুতরাং বিপ্রবংশ-জাত বা অন্যজ প্রত্যেকেরই দৈববর্ণাশ্রম-যথোচিত সংস্কার, আচারবান্ পুরুষের নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসোক্ত বৈষ্ণবস্মৃতির বচনগুলি পালন করিতে হইবে। নতুবা বিষ্ণুমন্দিরে স্পর্দ্ধা করিয়া প্রবেশ করা ধৃষ্টতা মাত্র।

বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ-দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিলেও অদৈব সমাজের জন্য নহে; কারণ অদৈব সমাজ দৈব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহেন বলিয়া, তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশকারী সকলের মধ্যে নহেন। একমাত্র বিষ্ণুসেবার আচার ও বিধি গ্রহণ করিয়া বিষ্ণু-সেবা-যোগ্যতা-অর্জনেই বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশাধিকার।

একথার জলন্ত প্রমাণ বর্তমানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জগদ্গুরু জনসাধারণকে আচার প্রচার করাইয়া দেখাইতেছেন। পিতামাতা আচার্য্যের আচার গ্রহণ করিলেও পুত্র অনাচারী থাকিলে পিতামাতার অর্জিত বিগ্রহের মন্দিরে প্রবেশাধিকার পান না; অথবা পুত্র যদি আচার্য্যের আচার গ্রহণ করেন, এবং পিতামাতা পূর্ব্ব অদৈব সমাজের রীতি বা প্রাকৃত সহজিয়ার বৈষ্ণবাচারের অভিনয় করেন তথাপিও পুত্রের অর্জিত অর্চ্চা-বিগ্রহ-মন্দিরে প্রবেশাধিকার তাঁহাদের নাই।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীমদে প্রমত্ত জনগণ বিষ্ণুর নিকট অস্পৃশ্য বলিয়া তাঁহারা অদৈব। দৈবগণ উক্তবিধ মদে প্রমত্ত নহেন, সুতরাং দৈবগণ বিষ্ণুসেবার যোগ্য, বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশাধিকারী। যাঁহারা শুদ্ধ আচার্য্যের চরণাশ্রিত প্রপন্ন হইয়া বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদিগের বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া না দেওয়ার আস্ফালনের কোনই মূল্য নাই।

বিষ্ণু কি বস্তু? মন্দির কি বস্তু? এই সকল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বিষ্ণুভক্ত আচার্য্যের চরণে শরণাগত হইতে হয়; নতুবা বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রাকৃত পুতুলবুদ্ধি, শিলা, কাঠ, পাথর বুদ্ধি, বিষ্ণুমন্দিরে ইটপাথর বুদ্ধি করিয়া লম্ফ-ঝম্পপ্রদানে বৃথাশ্রম মাত্রই লাভ হইয়া থাকে।

বিষ্ণুভক্তিপ্রদাতা, সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা সদ্গুরু-চরণে প্রপত্তি দ্বারা সর্বাগ্রে স্বীয় দেহটিতে দ্বাদশস্থানে শ্রীকেশবাদি বিষ্ণুর দ্বাদশ বিগ্রহের দ্বাদশটী মন্দির হরিমন্দির-তিলক রচনা) নির্মাণ করিয়া শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত মন্ত্রাদি জপ ও কীর্ত্তনাবৃত্তিদ্বারা স্বীয় হৃদয় শোধনান্তে উক্ত গোবিন্দের বিশ্রামস্থলী হইলে তবে ত বিষ্ণু ও বিষ্ণুমন্দির-তত্ত্ব বুঝা যাইবে? এবম্বিধ ভক্ত যে যে কুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি বিষ্ণুর নিত্য-সেবক, বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার নিত্য প্রবেশাধিকার; তিনি বিষ্ণুমন্দিরেই আছেন।

যদি বলা হয়, উহা বহু উচ্চস্তরের বিচার, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। তদুত্তরে—বিষ্ণু স্বয়ং ভগবান্, তদপেক্ষা উচ্চ আর কিছুই নাই, বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় যত কিছু সবই দুনিয়া-ছাড়া, দুনিয়ার বিচার উহাতে প্রবেশ করাইয়া কিছু লঘু করিতে চাহিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। তবে বিষ্ণু বা ভক্তগণ নিজগুণে কৃপা করিয়া প্রাকট্যাবস্থায় আমাদিগকে যতটুকু যোগ্যতা দান করেন ততটুকু সদুপযোগিতায়, উহাও আনন্দিত কিছু নহে, নিশ্চিতরূপে ইহা স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশাধিকারী—বিষ্ণুভক্ত এবং বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশাধিকারদাতা—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব, অন্যে নহেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীকার্ত্তিকেয়সংশিক্ষাপ্রদর্শনীক্রিয়াবিধৌ।
অখাদিমাষ্টনৈর্বিষ্ণুসেবাসক্তিমদর্শয়ৎ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রীতিসাধনোৎসুকমানসঃ।
নানাসদ্গুণসম্পন্নো যঃ শ্রীমান্ ধর্মাশ্রয়ঃ
দাসাধিকারিণে তস্মৈ স্বশচন্দ্রায় দীয়তে।
উপাধিনীয়তে ভক্তিভূষণ
ইতি সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রমে পরে
বাণেন্দুবসুভ্রাত্তশাকাব্দে মধুমাসকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবাবসরে

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনামসেবনে রুচো সদাগুরুচরণে।
প্রপন্নাভিহ্বাধাম দাসাধিকারিণে সতে॥
শ্রীতা প্রদীয়তে সতৈঃ শ্রীমতে
সর্বাশ্রয়ায় ৮।
উপনামযয়ং ভক্তিভূষণ
ইতি সশ্রদ্ধম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রমে পরে॥
বাণেন্দুবসুভ্রাত্তশাকাব্দে মধুমাসকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবাবসরে॥

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সংস্কারবহুগুণাপুনীপুরমঃ শ্রীমান্ কুমারঃসুধী
স্বা নরাবসুকুন্দনন্দনঃ
নারায়ণাখ্যক বঃ।
প্রাজ্ঞঃ সদগুণাকরঃ সুচরিতঃ শ্রীবৈষ্ণব-
প্রীতিমান্।
শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রচারবিষয়ে সচেষ্টো মতিঃ
বাগবাজেরপাধ্যায় তস্মৈ সদ্ভিঃ প্রদীয়তে।
'ভুবনমঙ্গল'-প্রখ্যাপনাখ্যা
সাদরম্॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রমে পরে॥
বাণেন্দুবসুভ্রাত্তশাকাব্দে মধুমাসকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাবাবসরে

সভাপতিঃ

স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

মর্ম্মানুবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

জীবনের প্রত্যেক মিনিট যাহা ভাগবত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা আমার দুঃখের কারণ হইয়াছে; আমার অধিক উপলব্ধি করিবার জন্য এবং তত্ত্বাচার্য্যের সহিত তাঁহার প্রচুর মিলনের জন্য আমি এত উৎসুক হইয়াছি যে ভগবৎকৃপা, গুরুকৃপা ও ভক্তগণের কৃপার প্রার্থনা ব্যতীত আমার এক মুহূর্ত্তও ব্যয়িত হইতেছে না।

আপনি যে সমস্ত পুস্তক আমাকে পাঠাইয়াছেন যিনি তাহা পাঠ করিবেন, নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে জগতের ধার্ম্মিক লোকগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণই প্রধান এবং তাঁহাদের ধর্ম্মই বর্তমান বিশ্বাসের উপর প্রবল প্রতিক্রিয়া করিতে বাধ্য। এমন কি, তথাকথিত ধর্ম্মগণেরও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষার উচ্চতা। সেণ্ট টমাস কৃত "সাম্মা থিওলজিকা" অপেক্ষা পৃথিবীতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং পারমার্থিক-তত্ত্ব মানবগণের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তি করিতে অধিক সমর্থ। কারণ ইহারা বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট; গ্রন্থকার ও পাঠকগণের পক্ষে পূর্ব্বধারণাবিশিষ্টকে এই বিষয়টী বুঝাইয়া দেওয়া একটী চিত্তাকর্ষক ব্যাপার।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি এই ব্যাপারের বর্ত্তমানে খুব আকৃষ্ট। বর্ত্তমান যুগের শ্রীনাম-সেবার জন্য যে শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়াছে তাহা কি সাধুমুখে হইতে শ্রবণ না করিয়াও কীর্ত্তন করিতে পারা যায়? অথবা আমাকে কি এই বাড়িতে বসিয়াই শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত শব্দ শ্রবণ করিবার জন্য ভগবানের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে? অথবা শব্দপাঠে গ্রন্থ হইতে শ্রীনাম-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ হইবে?

আমার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবেন না। আমি আর একটী দিবস মাত্র অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় আছে কিনা আপনি আমাকে জানাইবেন। প্রার্থনা করি আপনি এবং [illegible] ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া বিষয় জ্ঞাপন করিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন। আমার আন্তরিক অনুরাগ কার্য্যারম্ভ ও অগ্রসর হইতে ভগবান্ আমাকে সাহায্য করুন। প্রকৃত সাধু, শ্রীগুরুদেব এবং ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করি এবং তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক আপনার নিকট হইতে উপদেশ নির্দেশের জন্য সর্ব্বদাই উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত—
স্বাঃ—আর্নেষ্ট সুলজ,

পুনঃ, আপনি যে আমার সম্বন্ধে শুরু মহারাজকে লিখিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। আনন্দ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, —দশম ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষপর্য্যন্ত ৷৷৵০
৩। কাব্যরসায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-পঞ্জিকা ৷৷৵০
৭। শুভ্রবস্ত্র ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। দুর্লভসারিকা ভগবৎসাক্ষাৎকার (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (আনন্দময়ী) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। জীব-নিত্য দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম প্রমাণ্য ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-কাব্য ১০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। প্রিয়ে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অনুভাষ্য ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ)
৪১। প্রমেয়রত্নাবলী
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৪৩। প্রতিষ্ঠাবতী সাহিত্য ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৪৬। ভক্তমালদর্পণ বা মহাপ্রসাদতত্ত্ববিচারণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও ভাষ্য-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যসাধনী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয় ৷০
৫৪। সটীক-দশশ্লোকমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠকঃ ৴০
৫৮। প্রমাণপ্রমেয়ম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। ভাগবত ৷০
৬১। বিদেশীর গৌড়ীয় ৷৷৵০
৬২। লর্ড জেটল্যাণ্ড, প্রেসিডেন্ট, অব্ ইণ্ডিয়া মহারাজ ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৪। কোয়াই গোস্বামী জীব গোস্বামী ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। কলোনিক প্রিন্সিপল অব আর্কেলজি ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। গদাধর-ভবন-কৃত শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীপ্রদ্যুম্ন আশ্রম কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেব-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাখালী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরহি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিরাকুলা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডস্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অযাচি গৌড়ীয়মঠ—গোবিন্দপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী, ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং ভক্তির বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সংবলিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, প্রসঙ্গসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ।　　　সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও তথ্যাবলী-সম্বলিত প্রমাণকাপ্রদ বহুবর সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৯,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

শহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬ ৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৬	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৯	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীগণকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-৫৫,১৬-৪ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৩৩	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৩	৯-৪৩	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৩৩	১৬-৪	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১ ৩	১২-৪১	১৬-১১	১৯-২২

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)

বাঁকা	৬৸০—৭৸০
ঐ বে-বাঁকা চালনা ৭৪৬	৫৵০—৫৷৵০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৶০—৬৷৶০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷০

গ্যাল্ভানাইজড করগেট টিন—

১২ সেট ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৶০
২৪ সেট ,, ,,	১১৵০
২৬ সেট ,, ,,	১২৷৶
২৪ সেট আর, পি, জি, বাকা	৬৲
২৪ সেট গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৶০
২৬ সেট ,, ,,	১২৷৶০
১৮ সেট ও ৩০ সেট ঐ—	১২৸৵০—১৪৲

বাগান বেড়া কাঁটাতার ১০০

গজের দাঃ	৮৷০
রিল পাতি	৬৷৵০—৬৷৶০
,, গোলটু (গোল)	৬৷৵০—৬৷৶০
,, চযাপ্টে (চৌকা)	৬৷৵০ ৬৷৶০
,,গোল রড ৶০—৷৶০ সুতা	৫৲—৫৷০

,, টানা রড-

চাকা ৶০—৷৶০ ঐ	৬৲—৬৷০
,, বাণ্ডিল তার	৭৷০—৭৸০

,, স্লেট—টিন সুতা মোটা

পরাত	৮৲—৮৶০
,, চাদর ৩-১৬ থাবা বাণ্ডিল	৯৷৶—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৵০-১৷০
তারের পেরেক ১—৭ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
পাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲
গ্লাস্ট কড়া ১ হইতে ১০ নং	২৷৶-২৷০ মাত্র
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডজঃ	
ঐ গিন্ন গাইতি ৫৸৵০ সেঃ বিঃ	৬৷৶০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২৷০ ৭৷০
ঐ রিফিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,

লোহার সেলার বক্সের গোল ও

চৌকা	৮৷০— ,,
ঐ কাঠের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ বেলেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রু ১—৩ ইঞ্চি ৵১০—৷৶০ গ্রোস	

ঐ কাঠা ১৭ নং

২৪—৪ ইঞ্চি	৷১০—৸৶০ সেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(সেট)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর

গ্যাঃ রিভিট (বড়কা)

১২ ইঞ্চি	৸১০ গ্রোস

গ্যাঃ ওয়াসার বা রোলার

৩ ইঞ্চি	৪—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রু ১৷০—২৷০ চাক ২০৲—২৯৲	হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাক	১১৷০—১৯৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৯ ইঞ্চি

	৸১০—১৶০ গ্রোস
টানাই রেলিং	২৷০—৪৷০ হন্দর

ঐ এর ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট

চিটন ওয়েলের ওজ গ্যাঃ

পাইপ১২ ইঞ্চি	৸৶৫ ফুট
গ্যাস ৪নং ১৭৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৭৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ মাত্র ২৷০-২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
নীলগঞ্জ রোড লোহাপট্টী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্রোফেক প্রভোক বাল (২ টিন)	৯৲
ধুম্র মার্কা ,,	৬৷০
ভিক্টোরিয়া ,,	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বন্ধাল	৩০৸
গিনি পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৭০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ লুকানা ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, ৭৩ (১৯৭৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট দরে:—	১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল্ পেড্)	১২৯৪৷০
পার্ট পেড্ ঐ	৩৯৲

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১২৫৲
আলিয়া	১৭২৲
এংলো	১৫০৲
ক্লাইভ	৩৭৲
ডালহৌসী	৪৫৲
এরাইভ	৭৷০
কামারহাটী	৪০৸০
কেলভিন	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

জ্বরাশীচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীগণের একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিদার প্লীহা সংযুক্ত কাহাদের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অলবায় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক এ বাসসাহী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

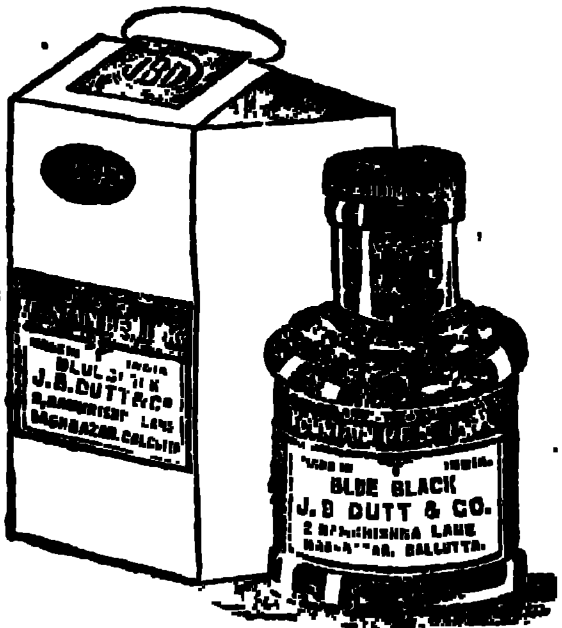

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

প্রধান—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা।

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড; কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

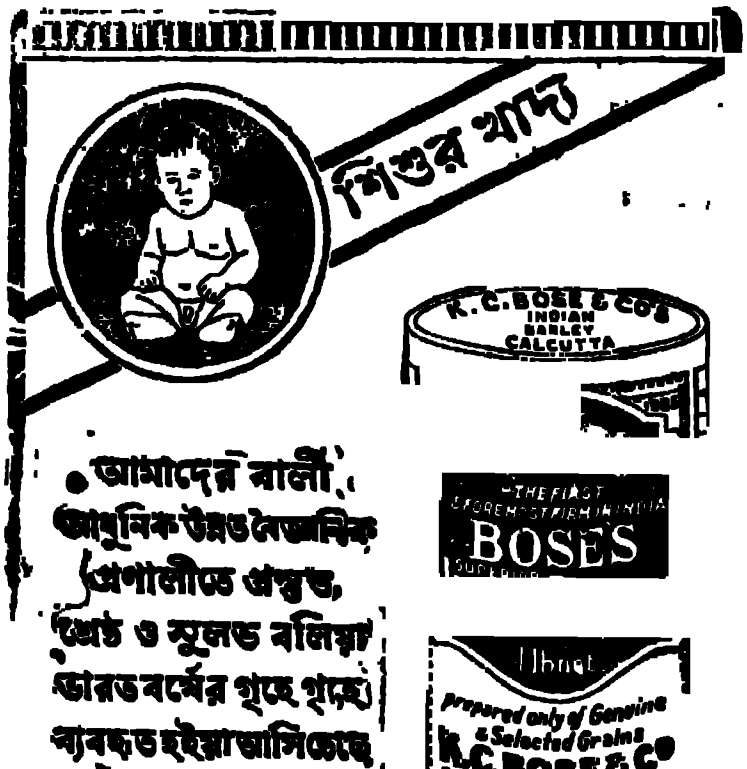

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশক ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C.544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৹

আসমুদ্র হিমাচল সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৭শে মার্চ ১৯৩৪

নীলাম ইস্তাহার

জেলার কৃষ্ণনগর
১ম মুন্সেফ আদালত
নীলাম এর দিন ৯ই এপ্রিল ১৯৩৪

(১)

১১৩৮ খাজনাদি ৫০ দাবী ৪৬৸/৮

ডিঃ ঠাকুরদাসী দেবী, সং বেলগ্রাম থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শরৎচন্দ্র সরকার দিং—সাং ঐ থানা ঐ

১। কালীগঞ্জ থানার বেলগ্রাম মৌজায় ১৪৫৫ নং খতিয়ানে ডাক্তারদের মেয়াদে ১-৮০ একর জমির জমা ১৬৴৯; মূল্য বাদ খাজনা আন্দাজ খঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ১৪৫৫ নং খতিয়ানে ১/৭ টাকা জমার ১-১১ জমি। মূল্য বাদ খাজনা আন্দাজ আঃ ৫৲

(২)

১২৭৮ খাজনাদি ৩৭ দাবী ১৭৸/৬

ডিঃ সুরেশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সং চক-রাজোপাল, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ রাজেন্দ্রনাথ দাস সং দিঘা থানা কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার দিঘা গ্রামে ১৭০ খতিয়ানে ২৸৴২ টাকা জমার ১-১২ একর জমী জোতের মূল্য আঃ ৫৲।

(৩)

১৪৩৭ খাজনাদি ৩৪ দাবী ৩৪।/৯

ডিঃ শ্রীহেমন্তনাথ মজুমদার দিং—সাং গোবিন্দপুর, থানা কালীগঞ্জ

দেঃ আফসার সেখ সাং গোবিন্দপুর থানা কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার গোবিন্দপুর মৌজায় ১৩৭ খতিয়ানে ২১/১০ জমার চিত্তিয়ার দিং [illegible]

(৪)

১৬৩১ খাজনাদি ৩১ দাবী ৩৭.৬

ডিঃ রবিন্দ্র পালচৌধুরী সং মহেশগঞ্জ থানা নবদ্বীপ

দেঃ খাতুন বিবি সাং হিজুলী, থানা নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার হিজুলী মৌজায় ১৫ নং খতিয়ানে ডাক্তার মেয়াদে ১৲ ৫৩ টাকা জমা ১০ শতক এবং ৪০ খানা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১৭৮২ খাজনাদি ৩৩ দাবী ৮৯৸/৩

ডিঃ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সাং কামদেবপুর থানা কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানার কামদেবপুর গ্রামে ১২১, ১৩৩, ১২৮, ১০৫ নং খতিয়ানে ডিঃ অংশ ১৭৬ শতক এবং মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার মৌজে পাঁচখুপী গ্রামে ২৬৩৮২ খতিয়ানে জিরাতের অধীন ১৮-৬৩ জমি মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানার দেবগ্রাম মৌজায় ২৩৪, ২৫৫, ২৩৬, ৫৮ ও ৫৬৯নং খতিয়ানে ৭, টাকা জমা ৭ শতক মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানার ঐ মৌজায় ১৮ ও ১৯নং খতিয়ানে রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১।৸/৭ জমা ৬-৩৪ শতক জমির এক তৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানার ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৮০ ও ১৮১ নং খতিয়ানে -৭৯ শতক জমির মূল্য আঃ ২৲।

৬। ঐ থানার ঐ মৌজায় চিত্তিয়ার অধীন ৮নং খতিয়ানে ১২.৴৩ জমার ৬ ২২ জমির অংশ। ২.

(৬)

৯১ খাজনাদি ৫৪ দাবী ৪৭।৩

ডিঃ গোবিন্দ সরকার সাং গোয়ালপাড়া থানা কোতোয়ালী

দেঃ আবদুল সেখ দিং সাং গোয়াড়ি নূতনপাড়া থানা ঐ

কোতোয়ালী থানার জালালখালি মৌজায় ৩৩নং ও অধীন ৫৩৭ ৫১১নং খতিয়ানে ১৩৸/২ টাকা জমার ৮-৫৩ শতক জমির দাখিলকার মূল্য খঃ ২৫৲

(৭)

৪৭নং দেওয়ানি ৩৪ দাবী ১৪৭১৸/০

ডিঃ কৃষ্ণনগর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ রাধারাণী দেবী দিং সাং কৃষ্ণনগর চৌধুরীপাড়া থানা কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানার কৃষ্ণনগর মৌজায় গোয়াড়ি পাড়া হলো কৃষ্ণনগর রাস্তা ৮৸/৯ জমার ৭২৮ নং খতিয়ানে ৫শতক জমি ও তদুপরিস্থ পাকা পাঁচকুঠুরী কোঠা বাড়ী ৫০ ফুট কোঠা পাকা বারান্দা দরজা, পাকা রোয়াক, একটি পাতকুয়া ও পাকা পাঁচিল প্রাচীর ও পাকা পায়খানা সমেত, মূল্য আন্দাজ ১০০০৲

(৮)

১২১৫ দেওয়ানী ৩৩ দাবী ২১১৩৸/১০

ডিঃ কুষ্টিয়া লোন আফিস লিমিটেড সাং ও থানা কুষ্টিয়া।

দেঃ এ-সেন দিং সাং ফকলপুর, থানা কুষ্টিয়া

১। কুষ্টিয়া থানার মধুপুর মৌজায় যোগেন্দ্রনাথ পাল দিং মেয়াদে অংশ টাকার কার্যে জোতের জমার নবদ্বীপ-চন্দ্র অবধি ১০ আনা অংশে ১২১০৸/০ জমির অংশ মূল্য আঃ

২। ঐ থানার ৫ মৌজায় ঐ অধীন ১৫৸১০ টাকার কায়েমী জোতের জমার নবদ্বীপ চন্দ্র অবধি ৫০ফুট। ২৭ ৫/০ বিঘা জমি মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানার বহরমপুর মৌজায় হাজার বর্গের অধীন মহেশচন্দ্রের অংশ ৭/০ জমার অংশ ৭৲ টাকা, মূল্য আঃ ৩৲

৪। ঐ থানার কুষ্টিয়া মধুপুর গ্রামে ৪৩৮নং খতিয়ানে ১১।০ টাকার মধ্যে জোতের জমা ৸০ অংশ মূল্য আঃ ১৲

(৯)

১২১ নং দেওয়ানী ৩৩ দাবী ১১৸/০

ডিঃ শ্রীমতী যোগমায়া দেবী দিং সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ গফুর মণ্ডল সাং- চুটিপাড়া থানা কালীগঞ্জ।

কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রাম গ্রামে দেঃ ৪০৫ দাগের ৮-১১ শতক জমির চুক্তির দরুন ১০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

২০৮৭ দেঃ জারি ৩৩ দাবী ৭৪৴১৫

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেহেলা দিং এষ্টেট সাং গোয়াড়ী, থানা কোতোয়ালী

দেঃ নারায়ণ মণ্ডল সাং চরতো থানা নবদ্বীপ

১। নবদ্বীপ থানার মাজদিয়া গ্রামে ধর্মদাস পাল চৌধুরীর অধীন ১৫৯, ১৫৩–১৫৫ খতিয়ানভুক্ত ৩১—৩৫ শতক জমির জমা ২৬০।

২। কোতোয়ালী থানার ভীমপুর গ্রামে ঐ অধীন ৩১ খতিয়ানে ৬-৬৫ শতক জমির জমা ২৲।

(১১)

২৬৩২ দেঃ জারী ৩৪ দাবী ৫৫৮৸/০

ডিঃ গোপালনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং চাকদহ (রাণাঘাট)

• দেঃ সুহাসিনী দাসী সাং ঐ

নবদ্বীপ সহরে (তেঘরীপাড়া) ১২নং খতিয়ানে ২৩৯ দাগে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য অধীন ১৮/০ জমার /৪।০ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থ পাকা কুঠারী মূল্য আন্দাজ ৩০০৲

(১২)

৯৩ নং দেঃ জারি ৩৪ দাবী ১১৬৬।৶১০

ডিঃ আনন্দময় সাহা সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ নিবৃত্তি চন্দ্র দিং সাং ও থানা ঐ

নবদ্বীপ সহরে নিত্যানন্দ পাড়ায় ৩১৭০ নং খতিয়ানে ১১৩০নং দাগে নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১৲ টাকা জমার ।১ ছয় কাঠা জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা দালান, কূপ, পায়খানা দুয়ার জানালা, গাছগাছড়া ইত্যাদি সহ মূল্য আন্দাজ ৭০০৲

(১৩)

৭০ নং দেঃ জারী ৩৪ দাবী ৫০৯।১৫

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ আবদুল রাহেম হাওলাদার দিং সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

কোতয়ালী থানার গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক মৌজায় ২১৬ নং খতিয়ানে শিবকুমারী দিং অধীন ২১০ টাকা জমা। ৫- শতক কায়েমী মোকররী জোত ও তদুপরিস্থিত দালান ইত্যাদি মূল্য আন্দাজ ১৫৫৲

(১৪)

৬৮ নং দেঃ জারী ৩৪ দাবী ৩১৭।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্রী [illegible]চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং গোয়াড়ী, থানা কোতয়ালী

কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৮১৩ নং খতিয়ানে নদীয়া রাজেষ্টেট অধীন ১০৶৩ পাই জমার ৭৫০ শতক জমির ।০ আনা অংশ ও তদুপরিস্থিত পাকা ঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৫)

৬৯নং দেঃজারী ৩৪ দাবী ৩৩৬৸৶১০

ডিঃ ঐ

দেঃ আকবর আলি সেখ সাং কৃষ্ণনগর চৌধুরীপাড়া থানা কোতয়ালী

১। কৃষ্ণনগর মৌজায় ৩০নং খতিয়ানে নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং অধীন ৪।০ জমার [illegible] ৷০ আনা অংশ ও তদুপরিস্থিত বাগান ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজায় [illegible] খতিয়ানে ১।/১০ জমার ১১ শতক রায়তী স্থিতবান জমির ও তদুপরিস্থিত কোঠাবাড়ী ঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০৲ টাকা

(১৬)

১৫৮০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১৮৩৶০

ডিঃ নিবৃত্তি ভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকদিঘিপাড়া, থানা নাকা

দেঃ জীবনারায়ণ [illegible], সাং চণ্ডী[illegible] থানা [illegible]

[illegible] থানার প্রতাপপুর মৌজায় ডিক্রীদার দেনেদার ৪৮নং খতিয়ানে ৮-৮৩ শতক জমির বার্ষিক জমা ২৪৷৶৪, মূল্য আঃ ২৫৲

(১৭)

১৯২ মণিজারী ৩১ দাবী ৩৫০৷৶৩

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ পড়াই দিং, সাং দেবগ্রাম, থানা কালীগঞ্জ

দেঃ স্বগীয় শেখর চট্টোপাধ্যায় পক্ষে সাক্ষী উকিল প্রেমকুমার [illegible] সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

কালীগঞ্জ থানার ফরিদপুর মৌজায় ১৬৪নং খতিয়ানভুক্ত -৩৪ নিষ্কর জমির ৷০ আনা অংশ ও তদুপরিস্থিত গৃহাদি সহ মূল্য আঃ ২০৲

(১৮)

১৫৫৫ মণিজারী দাবী ১০৮৸০

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ। মোং কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী

দেঃ শচীপদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক, চাঁপাপাড়া

১। কৃষ্ণনগর মৌজায় ৪৫৬৪নং খতিয়ানে জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩।৶৭ পাই খাজনার -২৬ শতক মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মৌরসী জমা ও তদুপরিস্থিত আম্র কাঁঠাল বাগান বাগিচা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৪১৬৫নং খতিয়ানে ঐ স্বত্বাধিকারী ১৸০ খাজনার -১৬ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত পাকা কোঠাবাড়ী ও কাঁচাঘর সমেত মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

২০৪৮ মণিজারী ৩১ দাবী ৭৭৷৶০

ডিঃ [illegible], সাং বিট্‌কালোতা, থানা কোতয়ালী

দেঃ কালাচাঁদ সেখ, সাং ও থানা ঐ

কোতয়ালী থানার বিট্‌কালোতা গ্রামে ১৩৬ ক, খ, গ খতিয়ানে আবদুল মজিদ মণ্ডল দিং সেরেস্তায় ৮৬৶১০ জমার ৬-৬৮ রায়তি স্থিতবান জমির অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(২০)

৫৩৪নং মণিজারী ৩৪ দাবী ৭২৷/৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন, সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ সাহাবদ্দি সেখ, সাং ও থানা ঐ

১। কালীগঞ্জ থানার ফরিদপুর মৌজায় [illegible] খতিয়ানে ১২৲১০ জমার ১১ বিঘা জমির মূল্য সহ তদুপরিস্থিত আম্র কাঁঠালাদি সহ মূঃ আঃ ৪০৲

২। ঐ থানার প্রতাপপুর মৌজায় ২নং খতিয়ানে ৮৩০২ দাগে ১/০ জমার ১ বিঘা জমির মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ খতিয়ানে ১০৮ ও ৯১ নং দাগে ৸৶০ রায়তী মোকররী জমার বিঘা জমির ও তদুপরিস্থিত টিনের চালাঘর ইত্যাদি সমেত মূল্য আঃ ৭৲

(২১)

৫৩ নং মণিজারী ৩৪ দাবী ১১৫৷৶৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন, সাং মাটিয়ারী থানা কালীগঞ্জ

দেঃ দেবেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল, সাং ও থানা ঐ

১। কালীগঞ্জ থানার মাটিয়ারী মৌজায় ১৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত -২৪ শতক জমির জমা ৩৸৶১০ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ১২ নং খতিয়ানভুক্ত ১-৫০ শতক জমির জমা ৪৷/০ মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

২১২৩ নং মণিজারী ৩৩ দাবী ২২৫৩০

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

দেঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

কোতয়ালী থানার কৃষ্ণনগর গোবিন্দ সড়ক মৌজায় নদীয়ার মহারাজার সরকারে ৩১৫-৩১৭, ৩৬৮ নং খতিয়ানে মোট ২৮ শতক জমির সহ তদুপরিস্থিত পাকা দোতালা ইমারত বসতবাটি ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

(২৩)

২১০৫ মণিজারী ৩৩ দাবী ১১৯৭৷৶৩

ডিঃ আশনাথ চন্দ্র ভৌমিক, সাং ৪নং ক্যানেল ষ্ট্রীট, উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা

দেঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস, সাং ও পোঃ বাদকুল্লা থানা হাঁসখালি

হাঁসখালি থানার বাদকুল্লা পাড়ুয়া, পাটুলী ও কলকর পাটুলী এই চারি মৌজায় সহদ কুমারী দাসীর সেরেস্তায় শামিল না থাকা ১৪৩৪।০ টাকা [illegible] জমা ও তদুপরিস্থিত দিঘী, পুষ্করিণী, ঘাটবাট বাগান আম্র কাঁঠাল ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫০০৲ টাকা

(২৪)

১৭২১ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৮২৸/৫

ডিঃ দুর্গাপদ সরকার সাং বাথানগাছি থানা কোতয়ালী

দেঃ ফটিকচন্দ্র সেখ সাং ব্রাহ্মণপাড়া থানা কোতয়ালী

কোতয়ালী থানার ব্রাহ্মণপাড়া ও বাথানগাছি মৌজায় ডিক্রিদার অধীন ১৫ নং ও ১১২নং খতিয়ানভুক্ত মোট ৭-৭৮ শতক জমির মোকররী জমা ১৩৸৶০ মূল্য আঃ ৫০৲ টাকা

(২৫)

১৬২৭ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৪৮৸/৩

ডিঃ রাধারাণী দাসী বৈষ্ণবী সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেঃ মণীন্দ্রচন্দ্র বক্সী দিং সাং [illegible]পুর ব্রাহ্মণপাড়া, থানা মহাদেবপুর জেলা রাজসাহী

নবদ্বীপ সহরে সেটেলমেন্ট ৬১৭নং দাগ ও ৯১৪নং খতিয়ানভুক্ত /২৸/ ছটাক জমির বার্ষিক জমা ।৶৫ মূল্য সহ তদুপরিস্থিত কোঠাঘর ইত্যাদি সহ আন্দাজ ৫০৲

(২৬)

১৬১৩ মণিজারী ৩৩ দাবী ৮৯২৬০

ডিঃ অনন্তকুমার ঘোষ সাং ঘূর্ণী থানা কোতোয়ালী

দেঃ রাজীবসুন্দরী দাসী, সাং ও থানা ঐ

কোতয়ালী থানার গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক গোয়াড়ী বাজার মৌজে ৩৩৬ নং খতিয়ানে -১ শতক জমির বার্ষিক জমা রাজনন্দিনী দেবী দিং সেরেস্তায় ৷০ আনা মূল্য সহ তদুপরিস্থিত পাকা দোকানঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৪০৲

(২৭)

১৪৬৭ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৮৮।৶

ডিঃ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ও থানা শান্তিপুর

দেঃ মোহর মণ্ডল দিং সাং বিজা-পাড়ী, থানা কোতয়ালী

১। শান্তিপুর থানার ৩৫নং বাথানগাছি মৌজায় ১৫৫ নং খতিয়ানে ১-৫৬ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি দেনাদারের ৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। কোতোয়ালী থানার [illegible] মৌজায় ১৫৯নং খতিয়ানে -৩ শতক নিষ্কর চিরস্থায়ী ব্রহ্মত্তর জমি দেনাদারগণের ৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজে ১৫৩ নং খতিয়ানে ২-৭৯ শতক চিরস্থায়ী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির দেনাদারগণের ৷০ আনা অংশ মূল্য মূল্য আঃ ১৫৲

৪। শান্তিপুর থানার বাথানগাছি গ্রামে ৩২নং খতিয়ানে বিবাদীর অংশে ২।১০ খাজনার জমি মূল্য আঃ ১৫৲

৫। ঐ থানার ঐ মৌজায় ৫৫ নং খতিয়ানে ১৫।৶৫ মোকররী জমার দেনাদারগণের ৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৬। ঐ থানার ঐ মৌজে ১৫৭নং খতিয়ানে ৫-২৯ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ২০৲

৭। ঐ থানার ঐ মৌজায় ৬৯১নং খতিয়ানে -৪২ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ৩৲

(২৮)

১০৮৫ মণিজারী ৩৩ দাবী ৩৩।০

ডিঃ উমাপতি ভট্টাচার্য্য, সাং বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

দেঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য দিং পক্ষে সাক্ষেন উকিল জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় সাং বেলপুকুর থানা কোতোয়ালী

১। কোতয়ালী থানার বেলপুকুর গ্রামে বাচস্পতি পাড়া মধ্যে ১ বিঘা নিষ্কর জমি মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ পাড়ায় ১৸০ দেড় বিঘা নিষ্কর জমির মধ্যে দেনাদারের নিজ অংশ ।০ আনা সহ তদুপরিস্থিত পাকাকোঠা ইত্যাদিসহ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ পাড়ায় ২৬২ নং খতিয়ানে ২১০০ দাগে ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ১০৲

(অতঃপর ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ২৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৭শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার ২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গোস্বামী মহারাজ গত ১৮ই মার্চ্চ পাটনা কদমকোয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশ্বর ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। জগতে ভক্তির নামে যে সকল কপটতা চলিতেছে বাগ্মী বক্তা তাহা প্রকাশপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তুলনামূলক বিচার শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

চাকদহ কাঠালপুলির শ্রীযুক্তা পাটেশ্বরী দাস বিবিধ উপায়ে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সেবা করিতেছেন। তাঁহার সেবা-গ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। ভগবৎসেবাই প্রত্যেক জীবের একমাত্র কৃত্য। সুতরাং কাহাকেও ভগবৎসেবায় নিযুক্ত দেখিলে স্বভাবতঃই হৃদয়ে আনন্দোদয় হইয়া থাকে।

বিগত ১লা চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

গর্গমুনি তাঁহার জ্যোতিষ-গণনার পূর্ণতা লাভ করিলেন। তিনি বালকদ্বয়ের নামকরণ করিতে যাইয়া ধ্যানে অবগত হইলেন, এই বালক প্রতি যুগেই স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। ইনি শুক্ল, রক্ত, পীত ও ইদানীং কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হইয়াছেন।

এই গর্গমুনির উক্তিতেই কলিতে শ্রীগৌরাবতার সূচিত হইয়াছেন। "এবং বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ যথাক্রমম্ এব কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি অন্যযুগাবতারৌ তাঁয় শুক্লরক্তৌ অত্রৈবান্তর্ভূতৌ স্থিতৌ। অত্র পীতস্য সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ" ইতি কারণাত্রেষ্বপি বিদিতস্য স্পষ্টতয়া অন্যত্র কাপ্যদৃষ্টত্বাৎ। (শ্রীবিশ্বনাথ)

আগামী সপ্তাহে, আমরা এসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীগৌরহরিই স্বয়ং 'হরি' কিনা এ কথার শাস্ত্রীয় প্রমাণালোচনার অভাবে অজ্ঞ সমাজ নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনার অবসর পাইয়া থাকে।

'পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥

ইহাই কৃষ্ণাবতারের কাল। স্বীয় রস বা কৃষ্ণলীলারস জীবগণকে সমর্পণ ও নিজে আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যাবতার বা গৌরাবতার 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ...', যুগধর্ম-প্রবর্ত্তন, আপনে না কৈলে ধর্ম...' প্রভৃতি প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতি

বিগত ২৪শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। পাঠের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যাদবদিগের পুরোহিত সুমহাতপা গর্গমুনি বাসুদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া গোকুলে নন্দপুরে গমন করিলেন। নন্দ মহারাজ গর্গমুনিকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-সহকারে অধোক্ষজ-বুদ্ধিতে প্রণাম করিয়া পূজা করিলেন।

ভগবান্ যেরূপ অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অগোচর, তদীয় ভক্তও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন। উভয়েই স্বপ্রকাশ-বিগ্রহ। ভগবৎপ্রদত্ত বুদ্ধিতে ভগবদ্ভক্ত দেখা যায় ও ভক্তপ্রদত্ত বুদ্ধিতে ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে; অক্ষজ-জ্ঞানে অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুর দর্শন অসম্ভব। অধোক্ষজের কৃপাতেই অধোক্ষজ-দর্শন লাভ হইয়া থাকে। অক্ষজ অর্থাৎ দেহ মনের যাবতীয় ধারণাই জড় বা অচেতন।

নন্দ মহারাজ অধোক্ষজ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য-রসের পরিপূর্ণ সেবক-বিগ্রহ। সুতরাং গর্গ-মুনির প্রতি অধোক্ষজ-বুদ্ধি তাঁহার স্বাভাবিক।

গর্গ মুনি যথাবিধি আতিথ্য-সৎকার লাভ করিয়া সুখে উপবেশন করিলেন। নন্দ মহারাজ বিনীতবচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মুনিবর, আপনি ত ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে পূর্ণকাম, অতএব আপনার প্রীতির জন্য কি অনুষ্ঠান করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ন্যায় মহাজনগণ যে নিজ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করেন তাহা স্বার্থের জন্য নহে, পরন্তু মাদৃশ দীনচিত্ত গৃহস্থ নরগণের পরম মঙ্গলের জন্য।"

"মহতের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তাঁর ঘর॥"

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"

অবশ্য গৃহস্থাশ্রমী গৃহব্রতদিগকে বৈষ্ণব-সেবা শিক্ষা-দানার্থ নন্দ মহারাজ উক্ত দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে নন্দ মহারাজ সত্য সত্যই দীনচেতা; এরূপ মনে করিলে ঘোর অপরাধে পড়িতে হইবে।

বস্তুতপক্ষে আমরা, যাহারা অদান্ত-গো অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয়, তাহারাই গৃহমেধী বা গৃহব্রত হইয়া স্বীয় দেহ-গেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন লইয়া ধনে, জনে বা বস্তুতে আসক্ত ও তত্তৎসেবাকার্য্যে রত আছি। ইহা ভিন্ন আর কাহাকেও আত্মীয় বা স্বজন বলিয়া বোধ করি না, এমন কি ইহ-পর-কালের নিত্য মঙ্গলপ্রদ মহৎ বৈষ্ণবগণকে কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদের গৃহে উপনীত হইতে দেখিলে মহা বিপদ গণনা করিয়া থাকি, তাই ভগবানে ও আমাদের আত্মীয়-বোধ নাই; বরং তদ্বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।

আমার ধারণা, ভগবান্ ও ভক্তগণকে আত্মীয় বা স্বজন বুদ্ধি করিলে আমার এবং আমাদের তথাকথিত আত্মীয়-নাম-ধারী জনগণের ভোগ্য বস্তুর অংশ উন হইয়া পড়িবে; তাই শনৈঃ শনৈঃ বিদায় বা প্রস্থান কামনা।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র সর্ব্বদাই অতীত। মানব এই শাস্ত্রবলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান জন্মে সেই কর্ম্মের ফলাফল জানিতে পারেন। সুতরাং নন্দ মহারাজের একান্ত অভিলাষ—এই গর্গমুনিকে নবজাত বালকদ্বয়ের নামকরণ করান।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ বিষ্ণু মাস, গৌরাব্দ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের স্থূল পরিচয়

(১৩) পণ্ডিত [illegible] বলেন,—জড় ও আত্মা উভয়ই বাস্তব সত্য, কিন্তু বাস্তবতার [illegible] বিচার করিলে পারমার্থিকভাবে কোনের [illegible] কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জগৎ ইহা অর্থ শক্তি-সমূহের সমষ্টি নতুবা মানসিক ভাব-সমূহের পরিণতি। জড়বাদ আশ্রয় করিলে আত্মাকে জড়ের পরিণাম এবং আত্মবাদী হইলে জড়কে আত্মার [illegible] বলিতে হয়। জড় ও আত্মা এই দুই [illegible] [illegible] এর মূলে এক নিত্য সত্যবিশিষ্ট বস্তু আছে বলিয়া স্বীকার করা যাউক জ্ঞানের কোন অর্থই হয় না। কিন্তু উক্ত নিত্য-সত্য বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে, কারণ তিনি জ্ঞেয় হইলেই তাঁহার নিত্যত্ব নাশ হইবে। বস্তুপূর্ণ ব্যবহারিক জগৎ দ্বৈত-জ্ঞানের বিষয় [illegible] জ্ঞানের অবসর নাই কিন্তু [illegible] জ্ঞানই সম্ভব নহে। সুতরাং একটী এরূপ আছে, যাহা পারমার্থিক এবং জ্ঞানের বিষয় নহে। বিষয় সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এক দিকে এবং অব্যবহারিক বহু অপর দিকে। পারমার্থিক নিত্য-সত্য বাস্তব বস্তু জ্ঞানের বিষয় না হওয়ায় অর্থাৎ [illegible] হওয়ায় তাহার অস্তিত্ব স্বভাবতঃ [illegible] ব্যবহারিকের বহু বিষয় তাহা জ্ঞানের বিষয় হয়। বিষয় ও আত্মার সম্পর্ক [illegible] জ্ঞানের উৎপত্তি। যেমন [illegible] অভাবে [illegible] সিদ্ধ নহে তদ্রূপ [illegible] অভাবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং ব্যবহারিক [illegible] [illegible] নিত্য ও [illegible] বিষয় ও আত্মা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible]। পারমার্থিক সত্য [illegible] জ্ঞান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন ও বুদ্ধির সম্পর্কে [illegible] জ্ঞানলাভ; তদ্রূপ জ্ঞানে [illegible] ও পারমার্থিক নিত্য [illegible] হয় না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপায় নাই, অতএব আত্মা ও জগৎ সকলই জানা [illegible] পারমার্থিক নিত্যই সত্য ও এক। এখানে [illegible] মহোদয়ের [illegible] আমাদের বিজ্ঞাপ্য এই যে Negation বিচার মুখে পারমার্থিক নিত্য সত্য বস্তুর যে নির্দেশ, উক্ত প্রকার ইঙ্গিত কি জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত নহে অর্থাৎ তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলা কি জ্ঞানের ক্রিয়া নহে? 'তিনি অজ্ঞেয়' এই প্রকার অনুমান জ্ঞানেরই কার্য্য; সুতরাং পারমার্থিক নিত্য-বস্তু-সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রকার [illegible] [illegible] চলে না, করিলেই তাহা Positive [illegible] হইবেই। [illegible] [illegible], অসীম ও অসীম বস্তুর জ্ঞানলাভের একটী প্রণালী নির্দেশ করায় Absolute Truth-এর [illegible] [illegible] তাঁহাকে অজ্ঞেয়ের স্থাপন করিয়াছেন; জ্ঞেয় হইলেই তিনি খণ্ডিত ও সসীম হইতে বাধ্য এইরূপ কল্পনা করেন। বাস্তব-জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত হইয়া বিষয়জ্ঞান-বিষয়েকত্ব-জন্মেও যে [illegible] ও বাস্তব সত্যের জ্ঞানলাভ সম্ভব এবং জ্ঞেয় হইলেও আত্মার জ্ঞানের অধীন হয়েন না, তাঁহার স্বরাট্ত্ব অপরিহত থাকে তাহা Phenomenaর জ্ঞান-সংস্কারে বদ্ধ থাকা-কালে ধারণা করা যায় না। [illegible] আত্মার পার্থক্য-জ্ঞান না থাকায় ইঁহারা এই প্রকার বিবর্ত্তময় ধারণা পোষণ করেন।

---

(১৪) পণ্ডিত [illegible] - তিনি 'দর্শন' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, দর্শনের অর্থ সত্যের সন্ধান অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করা। বাহ্য বস্তু দর্শনে যেমন [illegible] আবশ্যক, [illegible] [illegible] প্রজ্ঞার প্রয়োজন। প্রজ্ঞাকে [illegible] [illegible] বলা যায়। জ্ঞানই একমাত্র সত্য বস্তু। Philosophy এবং Religion এ কোন বৈষম্য থাকিতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের রূপ-কল্পনামূলে ভক্তির উদয় হওয়ায় মানবাত্মায় [illegible] উদ্দীপ্ত হয়, জ্ঞানই সেই ঈশ্বরের স্বরূপ। কোন [illegible] প্রজ্ঞাকে ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী বলেন, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, উক্ত [illegible] প্রমাণ [illegible] [illegible] [illegible] গঠিত। কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে আদৌ তৎসম্বন্ধে প্রজ্ঞার [illegible]; [illegible] প্রাথমিকভাবে বিশ্বাসের [illegible] বলিয়া মনে হইলেও পরে জ্ঞানের [illegible] অস্বীকার করে, একাবস্থায় ভক্তি ও জ্ঞানের কোন পার্থক্য থাকে না। ইহাই [illegible] দার্শনিক মত। [illegible] [illegible] প্লেটো এবং আলেকজান্ডারের ন্যায় আদর্শবাদী। ঈশ্বর-বিষয়ে তিনি [illegible] [illegible] মহাসত্তাময়; তাঁহাকে [illegible] [illegible] বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সকলই তাঁহার [illegible] প্রকাশিত। তিনি [illegible] আত্মস্বরূপ হইলেও স্বয়ং কোন [illegible] বা ব্যক্তি নহেন। নির্গুণ হইলেও [illegible] কারণ, বুদ্ধি মাত্রেরই হেতু [illegible] বুদ্ধির অতীত। অনন্ত-বিস্তৃত সর্ব্বব্যাপক হইলেও স্থান তাঁহার ব্যাপকত্বের পরিমাণ [illegible] করিতে পারে না। অনন্তকালে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি স্বয়ং কালাতীত; পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াও স্বয়ং পরিবর্ত্তনহীন এবং নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বরসম্বন্ধে 'নেতি' বিচারমুখে দৈবপ্রজ্ঞা, তিনি যে কি নহেন, তাহারই ধারণা মাত্র করিতে পারে, কিন্তু তিনি যে স্বরূপতঃ কি তাহা বুঝিবার ও জানিবার উপায় নাই। তিনি আছেন মাত্র এইটুকু মানবজ্ঞান ধারণা করিতে পারে এবং এই ধারণাকে লক্ষ্য করিয়াই ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ সম্ভব বলা হয়। St Augustine ঈশ্বরের বিরাট্ রূপের কল্পনা করিলেও তাঁহার মতবাদে সর্ব্বেশ্বরবাদের কল্পনা নাই, phenomenaর সহিত ঈশ্বর একাত্ম নহেন। নিখিল জগৎ তাঁহার [illegible] [illegible] হইলেও জীব বিকারবাদ (বস্তু-পরিণাম) নহে, হইলে তাঁহাতে ও জগতে কোন [illegible] থাকিত না এবং জগৎ নশ্বর না হইয়া নিত্য হইত, সুতরাং যাঁহারা বিকারবাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট তাঁহারা ভ্রান্ত। মানসদর্শন কিম্বা প্রজ্ঞাধারা [illegible], পারিপার্শ্বিক বস্তু ও ঈশ্বরের সত্তাজ্ঞান (তিনি আছেন এই অনুভূতি মাত্র) যাহা [illegible] সম্ভব হইলেও ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ মানবাত্মার পক্ষে অসম্ভব। মানব [illegible] [illegible] [illegible] জ্ঞানলাভে [illegible] থাকায় তাহার [illegible] [illegible] হইয়াছে। ঈশ্বরের [illegible] [illegible] [illegible] বহুবর্ণ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান-ধারা আবৃত হইয়াছে। জীবের প্রজ্ঞা অপরিচ্ছন্ন থাকিলে অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন এবং সমস্ত বস্তুই তাঁহার আশ্রিত এই সত্তাবাচক অনুভূতি অবিকৃত থাকিলে ঈশ্বরকে খ্রীষ্টমূর্ত্তিরূপে জন্ম লইতে হইত না। প্রজ্ঞাই মানবকে অপাপবিদ্ধ রাখিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। মানব মানসদর্শনে এত ঝোঁক দিয়াছে অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানমূলক [illegible] এত লক্ষ্য করিয়াছে যাহা দ্বারা তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই [illegible] [illegible] (Logos) [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] আবৃত করায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও ইহাদের [illegible] [illegible] এবং তাহাদেরই [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] [illegible] দর্শন না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই প্রকারে St. Augustineএর দার্শনিক জীবনের মতবাদ [illegible], [illegible] প্রত্যক্ষবাদে [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহার ধর্মজীবনের বিচারেও মানবসত্তা যখন Phenomenaর জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারে না তখন অবস্থায় ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিত্যসত্তা-বিশিষ্ট অজ্ঞেয় সত্তা বা শব্দ (Logos) দেহে পরিণত হন অর্থাৎ অজ্ঞেয় Absolute ও হয় অজ্ঞেয় (স্বরূপ, আবৃত করিয়া যীশু খ্রীষ্টমূর্ত্তিরূপে আসেন। God the Father অজ্ঞেয় এবং God the Son জ্ঞেয়। God the Fatherকে প্রজ্ঞা মাত্র নিত্য-সত্তা-বিশিষ্টরূপে অনুভব করেন এবং God the Sonকে প্রজ্ঞা স্বরূপতঃ জানেন অর্থাৎ God the Son মানব-জ্ঞানগম্য।

অতঃপর আমরা পণ্ডিত আগষ্টাইনের মতবাদ আলোচনায় লক্ষ্য করি যে, তিনি বাস্তব-সত্তাবস্তুকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহার স্বস্বরূপ-প্রকাশে শক্তি নাই এইরূপ বদতোব্যাঘাত মতবাদ পোষণ করেন। অংশী ভগবান্ অজ্ঞেয়, অংশ ভগবান বা অবতার জ্ঞেয় এইরূপ অযৌক্তিক কল্পনায় জ্ঞানের অভাব প্রতিষ্ঠিত হয় না। শ্রুতি-কথিত 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্' এই বিচার বুঝিতে না পারিলে মায়াবাদীর ন্যায় 'সগুণ ব্রহ্ম' এবং 'অজ্ঞেয় ব্রহ্ম' বলিতে বাধ্য হইতে হইবে। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমন্বয় সর্ব্বশক্তিমানে স্বীকৃত না হইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা কতদূর স্বীকৃত হয় তাহা সুধী সম্প্রদায়ের বিবেচ্য। তিনি ইহা পারেন এবং উহা পারেন না একথা ঈশ্বরত্বের অভাববাচক। 'তনূং স্বাম্' বাক্যে তিনি দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ বস্তু-বিশেষ নহেন বুঝিতে হইবে। প্রকাশের আধারে তিনি দৃশ্য-বস্তুরূপে মানবজ্ঞানগম্য কখনই হয়েন না; স্বস্বরূপ ও স্বতন্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব। Jesus কে God the Son বলিয়া, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া লীলা সাঙ্গ করিলেও বাধ্য এবং তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য তিনি পুনরায় উঠিলেন বলিয়াও আত্মবঞ্চনা করি—এইরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া মনোধর্ম্মে চালিত হইলে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না। অতএব ঈশ্বরকে ঐতিহাসিক পুরুষ-বিশেষরূপে দর্শন করিলেই তাঁহার লীলা অবসান স্বীকারে বাধ্য হইতে হইবে, আর, স্বয়ংরূপ ভগবান্ নিজ অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য-শক্তি-ক্রমেই অবতীর্ণ হন জানিলে জীব নিজ চেষ্টায় তাঁহাকে দৃশ্যবস্তুরূপে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানলাভ করিতে অযোগ্য হইলেও তাঁহার শক্তির সহিত সম্বন্ধ হওয়া তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে, একথা বুঝিতে পারা যায়। খ্রীষ্টতত্ত্ববস্তুকে 'অমিয় নিমাই' কিম্বা সর্ব্বাবতারী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে নৈহাটী কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত 'আদর্শমানব' বলিবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে ভগবত্তত্ত্ব অনুসন্ধান সম্ভবপর নহে

'কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে! পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।'

জন্মান্তরবাদ

যখন কর্ম্মফলবশতঃ আমরা এ জগতের অধিবাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বা পরলোকে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হইবে—এই কথাগুলির উপর আমরা অনেক সময় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া অমঙ্গলের পথে ধাবিত হই। আমি যখন মৃত্যুমুখে পতিতই হইব এবং মৃত্যুর পর কোথায় যাইব যখন আমার জানা নাই, তখন আর নিরামঙ্গলের কথা শুনিয়া কি হইবে? এখন যে সংসারের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে তাহার উন্নতি-সাধনেই তৎপর হই. হরি-ভজন বা সাধুসঙ্গাদির বিশেষ এমন কি প্রয়োজন—প্রভৃতি নানারকম ধরণের সর্ব্বনাশকারী বুদ্ধি আমাদের সুবুদ্ধিকে—সাধুসঙ্গে হরিভজন করিবার সৎপ্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়া বেগে প্রবল করায়। তাই আমরা অদ্য জন্মান্তর-বাদের কয়েকটী যুক্তি শাস্ত্রানুমতে প্রদর্শন করিয়া আত্মশোধনে প্রয়াস পাইব।

'আমি'-বস্তুটী কি—এই প্রশ্নের মীমাংসা হইলেই সব কুধারণা সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিদূরিত হওয়ার ন্যায় অনায়াসে নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রশ্ন-সমাধানে নানামুনির নানা মতই দুর্ব্বল জীব জগতে অশান্তির বা অবিশ্বাস-উৎপত্তির মূল কারণ। তাই দেহ, মন ও আত্মা—এই তিনটীর বিষয় বিচার করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সুতরাং আমরা এ বিষয়ের দিগ্দর্শন করাইতেছি মাত্র।

দুষ্প্রবৃত্তিসম্পন্ন প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকের আত্মমতে এতদ্দেশের বিকার পঞ্চভূতাত্মক দেহকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কেহ বা ইন্দ্রিয়-সমষ্টিকে, কেহ বা প্রাণবায়ুকে আত্মা বলিয়া স্থির করে। বৌদ্ধগণের ধারণা উপরিউক্ত চার্ব্বাকগণের ধারণা হইতে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বলিয়া তাহারা বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইহারা সকলেই নাস্তিক। নাস্তিকেরা জন্মান্তর স্বীকার করে না। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে বৈদিক কর্ম্ম ও তত্ত্বকথার ফল-ভোগ অস্বীকার করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। জন্মান্তর সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলেই চার্ব্বাক প্রভৃতির আত্মমতে ঈশ্বর-বিদ্বেষিরূপ পরম অপরাধ বশত আত্মাধিক্ষেপণ বা স্থাবরযোনিপ্রাপ্তি হয়। আত্মা স্থূল-লিঙ্গদেহ হইতে ভিন্ন, নিত্য ও সনাতন; স্থূলদেহের ন্যায় তাহার জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই, ইহা সর্ব্বশ্রুতি-পুরাণে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে যাঁহারা জীবাত্মাকে নিত্য বলিয়া জানেন, তাঁহারা নাস্তিকগণের আত্মমতে জন্মান্তরবাদকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে জীবের বন্ধন, মুক্তি, ভুক্তি-মুক্তি-চেষ্টা, পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্ম ও তাহার ফল সকলই বাদ হইয়া পড়ে. মানবের যদি পুনর্জ্জন্ম না থাকে কেবল মরিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভোজনার্থ শস্য-উৎপাদন, বাস করিবার নিমিত্ত গৃহ-নির্ম্মাণ, লজ্জা-নিবারণার্থ বস্ত্রপরিধান স্ত্রী-পুত্র পরিবারাদির সুখের নিমিত্ত চেষ্টা, তথা নিজের ও আত্মীয়গণের ভাবী উন্নতি-কল্পনার বিভাবনা. ইহকাল ও পরকালে সুখের আশা প্রভৃতি ব্যাপারে মানব কেন এত বিব্রত হয়? কই,—মানব ব্যতীত যাহাদের জন্ম মৃত্যু নাই, সেই সকল জড়-পদার্থের মধ্যে ঐরূপ চেষ্টা ত' দেখা যায় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত আত্মীয়বর্গকে দর্শন করিয়া শোকাবিষ্ট হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জীবাত্মা-সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য, যথা—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥
(গীঃ ২।১২)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে তুমি, আমি অথবা এই রাজন্যবর্গ কেহই ছিলেন না এবং পরেও আমরা সকলে থাকিব না এরূপ নহে, কেন না [illegible] আমি ভগবান্ যেরূপ নিত্য, অন্যান্য চেতনগণও তদ্রূপ নিত্য এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিয়াছেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥
(গীঃ ২।১৩)

অর্থাৎ এই স্থূলদেহে যেরূপ যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রভৃতি অবস্থা লক্ষিত হয় তদ্রূপ দেহান্তর-প্রাপ্তিও একটী অবস্থা-বিশেষ, ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহিত হন না। দেহান্তর-প্রাপ্তির নামই জন্মান্তর অর্থাৎ জীবাত্মা জরাগ্রস্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মফলানুসারে অন্য দেহকে অবলম্বন করে, ইহাই জন্মান্তরবাদ। প্রয়োজন হইলে জন্মান্তর সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র ও শাস্ত্রবচন প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে।

মানবের বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবৃত্তি, সেই বৃত্তি যথাযথ চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কোনও স্থলে দুষ্টতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদিত হয়। যুক্তির কার্য্যে ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেক দূর যাইতে সমর্থ হয় না। যে দুইটী পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্য বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে, আদৌ সেই দুইটী বিষয় শুদ্ধ হওয়া চাই. যথা—পর্ব্বত যে বহ্নিমান্ তাহা ধূম দৃষ্টে অনুমিত হয়, এস্থলে যেখানে ধূম থাকে, তথায় অগ্নি বর্ত্তমান এই শুদ্ধ পক্ষ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে ধূম দৃষ্ট হতেছে সেটি বাস্তবিক ধূম হওয়া চাই, কুজ্ঝটিকা না হয়। এই দুইটী পক্ষ সিদ্ধ হইলে পর্ব্বত যে বহ্নিমান্ তাহা অবশ্য সত্য হইবে। যুক্তি-সত্ত অনুমানে এইটি প্রধান ক্রিয়া। জগৎ-ব্যাপারে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও তত্ত্ব সংস্থাপন লক্ষিত হয় তাহাকে প্রথম পক্ষ করিয়া অন্য পক্ষকে এই বলিয়া জান যে, ঘটনাক্রমে যাহা যাহা হয় তাহাতে এত শৃঙ্খলা বা বিচিত্রতা থাকিতে পারে না, ইহা কেবল বিচারপূর্ণ কোন চৈতন্যকর্ত্তৃক হইয়া থাকে। এই দুইটি পক্ষ দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে কোন বৃহৎ চৈতন্য কর্ত্তৃক এই জগৎ রচিত হইয়াছে।

যদি বিশেষ ক্রিয়াদ্বারা পরমাণু সংযোগ-ক্রমে উৎপত্তি হইত, তবে তাহাতে উৎপত্তির একটা না একটা উদাহরণ কোন দেশের না কোন দেশের ইতিহাসে দৃষ্ট হইত।

যেখানে মানব আছে, সেইখানেই ঈশ্বর-বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরবিশ্বাস মানব-প্রকৃতির সত্তানিষ্ঠ ধর্ম্ম। যদি বল যে, মূর্খতা বশতঃ প্রথমাবস্থায় ভ্রান্তি নিবন্ধে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকে পরে যুক্তিক্রমে তাহা দূরীভূত হয়, তাহার উত্তর এই যে, ভ্রম সর্ব্বত্র একপ্রকার হয় না। সত্যই সর্ব্বত্র এক। দশে দশ মিলিলে কুড়ি হয় ইহা সর্ব্বত্রই সত্য; কিন্তু দশে দশ মিলিত হইলে পঁচিশ হইবে, এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান সার্ব্বত্রিক হইতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস দ্বীপবাসিদিগের মধ্যেও লক্ষিত হয়। অতএব মানবজীবন যদি উচ্চ হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর, পরলোক বা জন্মান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যে জীবন কয়েক দিনেই সমাপ্ত হয় তাহার সম্বন্ধে কখনই আশা ভরসা দৃঢ় হয় না। মানবের ঈশ্বরবিশ্বাস স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া তাহাদের এতদূর আশা-ভরসা ও দূর লক্ষ্য থাকে।

মায়ার হাতে মায়িক দ্বারা বদ্ধ পতিত হইয়া যেরূপ অংশ নামে অভিহিত হয়, বিভুতত্ত্বে সেরূপ মায়াবশযোগ্যতা না থাকায় অংশ হইলেও বিভুতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্য হয় না। শক্তির তারতম্য বশতঃই অংশ ও অংশীর ভেদ হইয়া থাকে। বেদ বলিয়াছেন—

'আত্মা হি পরমঃ স্বতন্ত্রোঽধিগুণো
জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রো হ ব।'

অর্থাৎ পরমাত্মা বহু স্বতন্ত্র অর্থাৎ মায়াধীশ তত্ত্ব এবং অধিক।

চৈতন্যাংশ জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির পরিচয়, তটস্থ শক্তিবশতঃ তাহার স্বরূপে বদ্ধ ও মুক্ত হইবার যোগ্যতা নিত্য অবস্থিত আছে। চৈতন্য বস্তুর ধর্ম্ম এই যে, তিনি নিত্য স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। বৃহৎ চৈতন্যস্থ বস্তু এই স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণরূপে। অণু-চৈতন্য জীবেও ঐ স্বতন্ত্রতা অণুপরিমাণে বর্ত্তমান। স্বতন্ত্রতা শক্তির অসদ্ব্যবহার ও সদ্ব্যবহারই বদ্ধ ও মুক্তের কারণ। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় কোন জীবের কোন কর্ম্ম করে নাই, তবে কতকগুলি মানব ও কতক-গুলি জীব বদ্ধ অর্থাৎ [illegible] দেশের অধীন কিরূপে হইল এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কেন না বেদান্তে কথিত হইয়াছে—

"কর্ম্মবিভাগাৎ ইতি ন অনাদিত্বাৎ"

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে কোন কর্ম্মের বিভাগ ছিল না এরূপ নয়, কেন না তাহা অনাদি।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুবৈষ্ণবানাং নিদেশানুগতঃ সদা।
কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবানুচিত্তঃ সজ্জনাশ্রয়ঃ ॥
শ্রীব্রজেশগোবিন্দাখ্য-ব্রহ্মচারী বিভূষিতঃ।
সেবার্ণব উপাধ্যা [illegible] সম্মানেন
মানবম্ ॥
পঞ্চাশদুত্তর শ্রীনবদ্বীপশকোদয়ে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠালয়ে পরে ॥
বাণেন্দ্র [illegible] মহালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনদীয়া প্রকাশাখ্যপত্রস্য সম্পাদকে।
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাখ্য শিষ্যানুসেবকে ॥
অমৃতকুমারঃ [illegible]।
শ্রীধামসেবকঃ শ্রীমান্ সজ্জন কৃপাভাজনঃ ॥
[illegible]
উপাধিনাত্র ভক্তিভূষণ
[illegible] সংস্কৃতঃ।
পঞ্চাশদুত্তর শ্রীনবদ্বীপশকোদয়ে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠালয়ে পরে।
বাণেন্দ্র [illegible] মহালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে ॥

স্বাঃ—শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

ভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible] ৩৲
৩। শ্রী[illegible] ১০
[illegible]
[illegible]
৫। [illegible]
([illegible]) ৬
৬। [illegible] ২৲
৭। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০
৮। গোস্বামী-[illegible] ৷৵০
৯। [illegible] ১০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ২৲
ঐ (কাগজে বাঁধা) ১৷০
১। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা [illegible])
ঐ (বাঁধা) [illegible]
ঐ (কাগজে বাঁধা) [illegible]
১০। গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (কাগজে বাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ১০
১২। [illegible] ([illegible]) ..
১৩। [illegible] ১০
১৪। [illegible] ২৲
১৫। শ্রী[illegible] ১০
১৬। গৌড়ীয়-[illegible]
১৭। [illegible] ([illegible])
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৮। [illegible]
১৯। [illegible]
২০। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ১০
ঐ (কাগজে বাঁধা) [illegible]
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা
২২। [illegible]
২৩। [illegible]
২৪। নবদ্বীপধাম [illegible]
২৫। ঐ [illegible]
২৬। নবদ্বীপ [illegible]
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। [illegible]
২৯। [illegible]
৩০। [illegible]
৩১। [illegible]
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]
৩৪। [illegible]
৩৫। [illegible]
৩৬। [illegible]
৩৭। শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী ([illegible]) ৵০
৩৮। [illegible] ([illegible]) /১০
৩৯। [illegible] ৫১০
৪০। [illegible] (বাঁধা) ১০
ঐ (কাগজে বাঁধা) ১৵০
৪১। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
([illegible])
৪২। [illegible] ১০
৪৩। শ্রী[illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (কাগজে বাঁধা) ৷০
৪৪। [illegible] ১০
৪৫। গৌড়ীয়[illegible] ..
৪৬। [illegible] ১০
৪৭। [illegible] ১০
৪৮। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বাঁধা) ২৲
ঐ (কাগজে বাঁধা) ১৷০
৪৯। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ..
৫০। [illegible]
[illegible] ১০
৫১। শ্রী[illegible] ৫০
৫২। [illegible] ..
৫৩। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৪। [illegible] ১০
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible]
৫৭। [illegible]
৫৮। গৌড়ীয়[illegible]
৫৯। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬০। [illegible]
৬১। [illegible]
৬২। [illegible] ১০
৬৩। [illegible]
[illegible] ১০
৬৪। [illegible] ১০
৬৫। [illegible] /০
৬৬। [illegible] ১০
৬৭। [illegible] ১০
৬৮। [illegible]
৬৯। [illegible]

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭০। শ্রী[illegible] ১০
৭১। [illegible] ১০
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] ৵০
৭৪। [illegible] ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

১। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী চৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible]-কুঞ্জ শ্রী[illegible],
পোঃ [illegible], নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন [illegible], নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]।
৯। [illegible] পাট—পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর [illegible]মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, [illegible],
পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible],
পোঃ বাঘ, [illegible],
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
[illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ [illegible], ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ পোঃ [illegible],
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible],
[illegible]
২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
কটক
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible]।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible],
[illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রী[illegible]মঠ—[illegible],
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড,
পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, [illegible]
[illegible] গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
[illegible], আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র [illegible] পত্রিকা। [illegible] শ্রী[illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও [illegible] শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক পয়ার এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ [illegible] মুখ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমূহ রহিয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, [illegible], [illegible], বিষয় সূচী, সর্বসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অভিনব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা [illegible] পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের . সুবৃহৎ জীবনচরিত—'সরস্বতী-জয়শ্রী' প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত লিপিচিত্রাদি এবং বহু প্রামাণিক তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩-৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৫	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২১	১৬—১৪	২০—৪৩	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৫৫	১০-৩৪	১৩-২৭	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৭-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৮-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৮-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৮-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮ ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০ ৯-১৯, ১২-২৫ ১৬-৪ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৫৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪১	৯-৩৪	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৪৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০	১২-৫১	১৬-১১	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ড ওয়ার

২১শে মার্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (ফ্লেট বা বীম)	
শর্ট	—০—৫৸০
ঐ বেলজিকা চালকা ওজন	৫৵০—৫৷৵০
দরজা (টি-আয়রণ)	৬৵০—৬৷৵০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵
২৪ গেজ আর, পি, জি, মার্কা	১৪
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ২০ গেজ ঐ—	১২৸৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৷০
টিন প্যাটি	৬৷৵০—৬৷৵০
,, গোলচু (গোল)	৬৷৵০—৬৷৵০
,, স্কোয়ার (চৌকা)	৬৵০—৬৷৵০
,, গোল রড ।৵০—।৵০ সুতা	৫—৫৷০
,, টানা রড-	
চৌকা ।৵০—।৵০ ঐ	৬—৬৷০
,, বাতিল লাল	৭৷০—৭৸০
,, সেট—ভিন্ন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৷৵০
,, চাদর ৩-১৬ পারা বাতিল	১১৷৵—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৵০-১৷০
গরাদের পেরেক ১—৭ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
তারের কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৵-২৷০ মাত্র	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৷৵০ ৮৷৵০ ৯৷৵০ডজঃ	
ঐ ভিন্ন পাউণ্ড ৫৸৵০ পেঃ দিঃ ৬৷৵০ ,,	
প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	৩৷০-৬৷০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ ,,
লোহার গোলা বাজের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— ,,
ঐ কালের লোহার সিট	১৫ ,,
ঐ জেলেঙ্গা (কালের সিট)	১৮ ,,
লোহার স্ক্রু ৪—৩ ইঞ্চি ৵১০—৷৵০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১—৪ ইঞ্চি	৷১০—৷৵০ পেঃ ডজন
প্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর
প্যাঃ রিভেট (মটকা)	
২ ইঞ্চি	।৵—৷৵১০ পীস
প্যাঃ গাটারিং বা জোলা	
৩ ইঞ্চি	৷০—৷৵০ ,,
প্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি	২০—২৯ হন্দর
প্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷০—১৯ ,,
প্যাঃ বোল্ট-নাট ৳—৩ ইঞ্চি	
	৷৵১৬—১৵০ গ্রোস
ঢালাই বেঞ্চি	৩৷০—৬৷০ ডজন
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য প্যাঃ	
পাইপ ১৷ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪ ৬নং ১৬	
৯০—৮০ বাটখারা ৵৫ মাত্র ২৷০-২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মল্লিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেণ্ট প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲০
হুয়া মার্কা	,,	৬৷০
শ্যাভেটারিয়া	,,	৭

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
গিনি	৩০৸
চলা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ চূড়রা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫ ,, ঋণ (১৯৪৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৩৬-৮৭) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট রেটের :—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পূর্ণ টা)		১৬৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২

কাগজ ও সূতার কল

বেঙ্গল মিল	৪৪

পাট কল

হাওড়া	৫
আগরপাড়া	১১৪
বালী	১৩২
বরানগর	১৪০
কেলভিন	৩৭
হুগলী	২৪৩
ক্লাইভ	২ ।০
চাঁপদানী	৫৩৷০
ক্যানিং	৪০৫

দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৬ই এপ্রিল ১৯৩৪

(১)

৪৮ নং মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ৩২।৶০

ডিঃ মনোমোহিনী দাসী বাসা মাং আড়ংঘাটা থানা চাপড়া

দেঃ ভারনাথ প্রামাণিক দিং মাং ঐ থানা ঐ

১। চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া মৌজার ৮৮১নং খতিয়ানে ১৶১০ জমার ০৪ শতক জমি মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজে ১৪২ নং খতিয়ানে ১০ শতক জমির জমা ১৷৶০ রেকর্ডেডের ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(২)

১৫৭০ মকিদ্দমা ৩৩ দাবী ১০১৷৶০

ডিঃ শ্রীযোগেশ মণ্ডল দিং মাং আড়ংঘাটা থানা চাপড়া

দেঃ শ্রীফকির চাঁদ সেখ দিং মাং মুরারীগ্রাম থানা চাপড়া

চাপড়া থানার আড়ং মহিষা মৌজার ১৪৪ নং খতিয়ানে সম্বোধন মিঞা গং [illegible] ২৮।.৫ জমার ১০-৭১ জমি. রেকর্ডেডের অংশ ।৶৮ পাই মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

২২২৩ নং মকিদ্দমা ৩৩ দাবী ৬৫৷৶০

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, মাং রেথুয়া-[illegible], থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ বিজয় দে দিং, মাং মুড়াগাছা থানা নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানার খোট্টা [illegible] মৌজার ৩০১, ৩১৪ ও ,৭৩১নং খতিয়ান-ভুক্ত ২-৭১ জমির জমা ১০৷৶০ মূল্য আদায় ৩৲

২। ঐ থানার [illegible] আমাদের সীমানা দিঘা ৬৪ নং খতিয়ানে ৩৭ শতক জমির জমা ২৸৵ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজার ৫৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৮৮ জমির জমা ৮৶২ রেকর্ডেডের ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানার ঐ মৌজার ৪০নং খতিয়ানে ১'৩৭ জমির জমা ০৶১ মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানার ঐ মৌজার ৭৮নং খতিয়ানে ১'৫০ জমির জমা ১১৶১ মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ থানার মুরারীপুরগ্রামে ১৭নং খতিয়ানে ৭১ শতক জমির জমা ৸০ মূল্য আঃ ৮৲

৭। ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ খতিয়ানে ২৮ শতক জমির জমা ৸০ মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

২২১৪ নং মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ২৭৬

ডিঃ মহেশপুর কোং অপারেটিভ লোন সি, মাং মহিষপুর, থানা চাপড়া

দেঃ মুরশেদ মণ্ডল দিং মাং ঐ থানা ঐ

১। চাপড়া থানার মহিষপুর মৌজার ২৪৪ নং খতিয়ানে ও অধীন ২৩৩নং খতিয়ানে ৩৸/১৮ জমার ৫ একর জমির জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজে ২৬৩নং খতিয়ানে ৭৮নং দাগান্তর্গত জমার মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

২১১৭ নং মকিদ্দমা ৩৩ দাবী ১৭৮৶০

ডিঃ শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় মাং মুড়াগাছা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাং ঐ থানা ঐ

১। নাকাশীপাড়া থানার মুড়াগাছা গ্রামে ৯৩নং খতিয়ানে ১৷৶৫ জমার ৭২শতক জমি রেকর্ডেডের ১৭।-১২। ভিন মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ মৌজার ৫০৪নং খতিয়ানে ১২ শতক ভিন্ন রকমের জমি রেকর্ডেডের অংশ ১৭-১২। ভিন মূল্য দায় অনুপাতিক জমার আঃ ১৫৲

(৬)

১৫৫নং মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ২৫২৷০

ডিঃ মহেশপুর কোং অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক মাং মহেশপুর, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ নিজামউদ্দীন সেখ, মাং থানা ঐ

১। নাকাশীপাড়া থানার মহেশপুর গ্রামে ৩২৪ নং খতিয়ানে জিতেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং অধীনে ৫৮৲ টাকার জমার ১০ শতক জমি রেকর্ডেডের অংশ ।০ আনা ও অনুপাতিক আবাদ আয়ত্তাধীন মূল্য আঃ ৮০৲

২। ঐ থানার মহেশপুর গ্রামের ৪৩৭ নং খতিয়ানে মহেশের দায় মং অধীন ১২৲ পাই জমি ২-৮৩ শতক জমির রেকর্ডেডের ।০ আনা অংশ দায় আবাদ আয়ত্ত মং মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১১১৪নং মকিদ্দমা ৩১ দাবী ৬১১৶০

ডিঃ নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মাং মুড়াগাছা, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ দীননাথ মুখোপাধ্যায় মাং ঐ থানা ঐ

১। নাকাশীপাড়া থানার মুড়াগাছা গ্রামে ৯'৩নং খতিয়ানে ২৶০ জমার ১২ শতক জমির রেকর্ডেডের একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ মৌজার ৫০৫নং খতিয়ানে ১২শতক ভিন্ন রকমের জমি রেকর্ডেডের একতৃতীয়াংশ দায় অনুপাতিক দায় সমেত মূল্য আঃ ১০০৲

(৮)

১১৯৫নং মকিদ্দমা ৩২ দাবী ২৪৮৶০

ডিঃ নিত্যানন্দ বিশ্বাস মাং বৈকুণ্ঠপুর, থানা নাকাশীপাড়া

দেঃ [illegible] মণ্ডল মাং ঐ থানা ঐ

নাকাশীপাড়া থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ১৫০ নং খতিয়ানে ১৭৸৶৯ জমার ১-৬১শতক জমি রেকর্ডেডের অংশ ৶১৫।— মূল্য দায় অনুপাতিক আবাদ আয়ত্ত আঃ ১০৲

(৯)

১০৭৫ নং মকিদ্দমা ৩১ দাবী ৯১।৶০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী মাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ মুনসুর সেখ মাং চণ্ডীপুর থানা নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার উত্তর খতিয়ান ভিন্ন মৌজে ডিক্রীদার রেকর্ডের ২২২নং খতিয়ানে ১ একর জমির মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৩৩৯ নং মকিদ্দমা ৩১ দাবী ২৭৶৩

ডিঃ মদনচন্দ্র বিশ্বাস মাং [illegible], থানা চাপড়া

দেঃ [illegible] দিং মাং [illegible]পুর থানা চাপড়া

চাপড়া থানার [illegible] মৌজার ২৩০নং খতিয়ানে ও অধীন ২৪৩১নং খতিয়ানে ২-৩৪শতক জমির জমা ৫৸৶৩, মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

১৩৩৯ নং মকিদ্দমা ৩১ দাবী ৫০২২৲৩০।৫

ডিঃ শ্রীচন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় দিং মাং [illegible], থানা [illegible]

দেঃ [illegible] দিং মাং [illegible] থানা নাকাশীপাড়া

১। [illegible] থানার [illegible] গ্রামে ১৫০ নং খতিয়ানে মহেশপুরের উত্তর খতিয়ানে ৮নং ও টাকা মৌজার ৪৩০নং খতিয়ানে ১৫৲ টাকা দায়মুক্ত জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। [illegible] থানার [illegible] গোবিন্দপুর মৌজে ৮১০০নং খতিয়ানে নদীয়া মহারাজের অধীন ৯৶৪ টাকার, রেকর্ডের অধীনে ১/০ টাকার যে ৫ একর জমি মূল্য দায় অনুপাতিক দায়- ইত্যাদি আঃ ১০০৲

(১২)

১৩'৭ নং মকিদ্দমা ৩৩ দাবী ২১৶৮ পাই

ডিঃ ব্রজেন্দ্রকুমারী দাসী মাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ [illegible] সেখ মাং [illegible] থানা চাপড়া

১। চাপড়া থানার [illegible] মৌজার ৫০৯নং খতিয়ানে ১-২৯ একর জমির পর্যন্ত রেকর্ডেডের অধীনে ৫৫১০ মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

১৫৪০ নং মকিদ্দমা ৩৩ দাবী ২৫৸৶৮

ডিঃ ঐ

দেঃ অবিনাশ সেখ মাং [illegible] থানা চাপড়া

চাপড়া থানার [illegible] মৌজার ভিক্রি ৭৫ অধীন এবং খতিয়ানভুক্ত ১-৩১ একর জমি মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

১৬২২ নং মকিদ্দমা ৩১ দাবী ৩০৸৶

ডিঃ মদনচন্দ্র বিশ্বাস মাং [illegible] থানা চাপড়া

দেঃ [illegible] মাং ঐ থানা

চাপড়া থানার [illegible] মৌজার ৩৩ খতিয়ানে ও অধীনে [illegible] ৩৭ মৌজার [illegible] রেকর্ডের ৬.১৫ একর জমির জমা ৫৸৹, মূল্য আঃ ১৫৲

(১৭)

১৭২২ নং মকিদ্দমা ৩১ দাবী ২৩৶৩ পাই

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং মাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালী

দেঃ [illegible] মণ্ডল মাং [illegible] থানা চাপড়া

চাপড়া থানার [illegible] মৌজার ডিক্রীদার রেকর্ডের ১৬৮নং খতিয়ানে ২৬শতক জমির জমা ৫৲ টাকার দায় [illegible] মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

১৭৮৭ নং মকিদ্দমা ৩৩ দাবী ১৩৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং মাং [illegible], থানা চাপড়া

চাপড়া থানার ৮৪নং [illegible] মৌজার ডিক্রীদার রেকর্ডের ১২৩নং খতিয়ানে ২৸৶০ টাকা জমার ১২শতক জমি মূল্য দায় অনুপাতিক আবাদ আয়ত্তাধীন আঃ ৫৲

(১৯)

১৭৮৪ নং মকিদ্দমা ৩৩ দাবী ৩১৮৸

ডিঃ ঐ

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং মাং [illegible] থানা চাপড়া

চাপড়া থানার ৮৪নং [illegible] মৌজার ডিক্রীদার রেকর্ডের ১৩৬নং খতিয়ানভুক্ত ২৭শতক জমির মূল্য আঃ ৫৲

নদীয়া [illegible] নদীয়া-প্রকাশ [illegible] প্রেস হইতে—শ্রীঃ [illegible] [illegible] এম, এ, [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অফিসের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1944

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি নগদ সংখ্যা /০

১ম খণ্ড : সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই চৈত্র বুধবার ১৩৪০, ২৮শে মার্চ ১৯৩৪

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর নব-নির্ব্বাচন

গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্য-নির্ব্বাচন হইয়াছে। নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১নং ওয়ার্ড

১। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বাগচী, ২। শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্য, ৩। ডাঃ রণজিৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-বি।

২নং ওয়ার্ড

১। ডাঃ অক্ষয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম বি ২। শ্রীসতীন্দ্রনাথ গোস্বামী এম-এ-বি-এল; প্রকাশ, এই ওয়ার্ডে শ্রীসতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম-এ, বি-এল ও শ্রীকালিদাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ, এই দুইজন সমান ভোট পাইয়াছিলেন; পরে লটারীতে সতীন্দ্রবাবু জয়ী হন।

৩নং ওয়ার্ড

১। শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। ২ শ্রীকৃষ্ণ দাস ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪। শ্রীনীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বি-এল।

১২ হাজার টাকা উধাও

বৈশাখ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় জেনারেল পোষ্ট অফিসের কাউন্টার—জানালা হইতে ১২ হাজার টাকার বীমা করা পার্শেল সহ একটি ব্যাগ আশ্চর্য্যজনকভাবে উধাও হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের গোয়েন্দা বিভাগ বর্ত্তমানে ঐ বিষয়ে তদন্তে ব্যস্ত।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের একজন কেরাণী উক্ত পার্শেল উক্ত কাউন্টার উপর রাখিয়া টিকিট ক্রয় করিতে যান এবং ... ফিরিয়া দেখেন যে ব্যাগ ... প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময় ব্যাগটি অন্তর্হিত হইয়াছে।

চলন্ত ট্রেণে প্রতারকের কাণ্ড

মাদ্রাজ হইতে এক তারিখে মাদ্রাজের চলন্ত ট্রেণে ভীষণ এক প্রতারণামূলক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আর্টস্কলিবাদ নামক শহরের জনৈক অধিবাসী একখানা মাদ্রাজগামী ট্রেণে যাইতেছিলেন, সেই সময় আর একজন লোক সেই গাড়ীতে উঠিয়া তাহার সহিত ভাব করে, তারপর সে তাহাকে পান খাইতে একটা কিছু খাইতে দেয়। তাহা খাইয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তারপর সে তাহার বাক্স খুলিয়া যাহা কিছু পায় তাহা লইয়া সরিয়া পড়ে। লোকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় ষ্টেশনে ষ্টেশন প্লাটফর্ম হইতে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। পরে সে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞান অবস্থায় পরিচালিত। তারপর তাহার সংজ্ঞা ফিরিলে সে পুলিসের নিকট এক বিবৃতি দান করে। তাহাতে প্রকাশ, সে মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে এই গাড়ী মাদ্রাজ আসিয়া পৌঁছে। তাহার পার্শ্বে খোলা অবস্থায় একটা বাক্স পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিষ সেখানে ছড়ান অবস্থায় ছিল।

পুলিসকে সংবাদ দিলে তাহারা সেখানে আসিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থাতেই জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। সেখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর তাহার সংজ্ঞালাভ হয়। তারপর সে পুলিসের নিকট এক জবানবন্দী করে। সেই জবানবন্দীতে সে বলিয়াছে, আমি আমার একজন মৃত আত্মীয়ের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কীয় কার্য্যাদি করিবার জন্য বাড়ী যাইতেছিলাম। আমার সহিত নগদ ৯০ টাকা ছিল। আমি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় ছিলাম। আমি ঘুমাইতে যাইতেছিলাম, এমন সময় একজন যুবক সেই কামরায় ঢুকে। তাহার পরিধানে সাদা একটা সার্ট ছিল। সে গাড়ীতে উঠিয়াই আমার সহিত নানাবিধ আলাপ জুড়িয়া দেয়। ক্রমে আমার সহিত তাহার ভাব হয়। তারপর কিছু সময় অতীত হইলে সে আমাকে মিঠাই (পান ও মসলার তৈয়ারী) খাইতে দেয়। তাহা খাওয়ার পরেই আমার মাথা ঘুরিতে থাকে ও ক্রমে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। আমার যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন দেখি, জেনারেল হাসপাতালে শুইয়া রহিয়াছি।

প্রকাশ, এই জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ জোর তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে; এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বেলুচী নেতাদ্বয় গ্রেপ্তার

জাকোবাবাদ হইতে প্রকাশ, মীর আব্দুল আজিজ ও খান আব্দুল সমাদ খান নামে বেলুচী সংস্কার আন্দোলনের দুইজনকে বেলুচিস্থানের সীমানায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহারা সিন্ধু হইতে বেলুচী-স্থানের দিকে যাইতেছিলেন; ইহার পূর্বেই বেলুচিস্থানের সীমার ভিতরে প্রবেশ করিবার হুকুম জারি হইয়াছিল। গ্রেপ্তারের পর মীর আব্দুল আজিজকে কালাত জির্গার নিকট খান আব্দুল সমাদ খানকে সিভিল কোর্টের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়।

কালাত জির্গা মীর আব্দুল আজিজের বিচার শেষ করিয়াছে এবং তিনি, শুক্রবার কালাত ... দণ্ডিত হইয়াছেন। বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। সিভিল কোর্টে খান আব্দুল সমাদ খানের বিচার এখনও বাকী রহিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে যে, তিনি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কদমকোঁড়া যুবক

লাহোর হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি জনৈক দিল্লীর মৃত্যুর পর জনৈক দিব্য যুবকের দ্বারা যুবকের দেহের উপর আত্মগোপন করিয়া ফুলেন। কম্বল টানিয়া তুলিলে মাথা আলোকে দেখিয়া উঠেন, তাহা চোখ মেলিয়া দেখেন যে, তাঁহার মৃত পুত্রকে ছুরি দ্বারা আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্বে লাহোরের উপকণ্ঠে গ্রামে অবস্থিত একটি গ্রামে এই ভীষণ ঘটনার সূত্রপাত হয়। আততায়ী যুবককে খুন করিবার পর যুবকের বদন ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যুবকের মাতাপিতা যে কামরায় বাস করে, সেই কামরায় কতকটা দূরে যুবকটি ঘুমাইতেছিল। মনে হয়, যখন যুবকটি নিদ্রিত ছিল, সেই সময়েই আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পুলিশ সন্দেহক্রমে একটি লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অন্য ৫ জন লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৪ই চৈত্র বুধবার, ১৩৫০

সাম্প্রতিক সংবাদ নদীয়া জেলার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটি কিভাবে বিপন্ন জনসাধারণকে সাহায্য করিতে পারে, সেইজন্য সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটী-পরিচালক-সমিতি এ বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নলিখিত মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন :—

সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটীর তহবিল রিক্ত; অধিকন্তু সরকার ঘর বাড়ী তৈয়ারীর জন্য টাকা দান দিয়েছেন। এই দুইটি কারণে রিলিফ কমিটী ঘর বাড়ী তৈয়ারী বা পতিত জমি উদ্ধারের কাজে সর্বো ১৫০০ টাকা খরচ করেন। তবে সরকার যদি বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রদান না করেন, তাহা হইলে কমিটী সে বিষয় বিবেচনা করিবেন। এবং ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করার মত অর্থ সঞ্চিত তহবিলে না থাকিলে পরিচালকগণ পুনরায় জনসাধারণের সাহায্যের আবেদন করিতে পারিবেন।

অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাওয়ার জিনিষ এবং বাড়ী তৈয়ারীর মাল মশলা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সমিতি আপাততঃ নানাস্থানে দোকান খুলিবেন। অধিকন্তু তাঁহারা বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহায্যের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে

আমেরিকার জাতীয় দল হইতে গান্ধীজীর নিকট ১০০ পাউণ্ড সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে প্রেরক জানাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের যুবকগণের আন্তরিক সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্যের নিদর্শনস্বরূপ এই কথঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরিত হইল। যদিও দুর্গত দুঃস্থগণের সাহায্যার্থ ইহা ব্যয়িত হইলেই ভাল হয়; তবে গান্ধীজী উপযুক্ত মনে করিলে অন্য ক্ষেত্রেও উহা ব্যয় করিতে পারেন।

অস্ত্র আইনের মামলায় মুক্তিলাভ

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, একটী বর্ষীয় ফলা এবং কে যাদি ছোরা রাখার অভিযোগে মহম্মদ নামক অস্ত্র আইনানুসারে অভিযুক্ত হয়। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, ইসার তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

দিল্লী হইতে প্রকাশ, দিল্লী, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে ক্রমাগতই চুরি ও ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিস বিশ্বাস করিতেছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের লোক একত্রিত হইয়া একটি বড় দল বাঁধিয়া এই সকল কার্য্য করিতেছে। সেই দলে অনেক লোক আছে বলিয়াও বিশ্বাস করা যাইতেছে। এই দলের লোকদিগকে ধরিতে পারা যায় এবং তাহাদের কার্য্য বন্ধ করা যায়, এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রদেশের পুলিস পর পর যোগ দিয়া কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি দিল্লীর পুলিস দলে দলে এইরূপ প্রায় বারজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই দুষ্ট লোকদের মধ্যে এক জনের নিকট একটি গুলিভরা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে। ঐ ডাকাত দলের বহু অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি একটা ঘটনায়—একটি লোককে বিষাক্ত পান খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া দুষ্কৃতকারীগণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। একটি ধনী লোককে এইরূপ করা হয়। তাহাকে অজ্ঞান করিয়া যমুনা নদীর তীরে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে যখন সে চৈতন্য লাভ করে, তখন সে দেখিতে পায় যে, তাহার নিকট যে কাগজপত্র ও টাকা পয়সা ছিল, তাহা দুর্বৃত্তগণ সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ যে, এই ঘটনার সংস্রবে পাঞ্জাবের পুলিস বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় ২ শত লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

ঢাকা ডাকাতির মামলা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত জুন মাসে লালচাঁদ মুকিম লেনে ডাকাতি সম্পর্কে যুক্ত সুশীল চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু দত্ত, ননীগোপাল ঘোষ ও সুধাংশুরঞ্জন রায়কে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাদিক খানের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। আগামী ৫ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পুনরায় হাজতে পাঠান হইয়াছে।

পলাতক নিতাই আদা

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের নিতাই আদাকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১০০ টাকা করা হইয়াছে।

আদাকে মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থানের বিপ্লবদলের একজন বিশিষ্ট সভ্য বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

হায়দ্রাবাদে বসন্তের প্রাদুর্ভাব

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, হায়দ্রাবাদে বসন্ত রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১২শত রোগীর মধ্যে ৫শত রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সেকেন্দ্রাবাদে লালাগুড়া এবং উহার সন্নিহিত স্থানে এই রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। ঐ অঞ্চলে ২২০ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে ১৬০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

দিল্লীতে অগ্নিকাণ্ড

দিল্লী হইতে প্রকাশ, বিশ্বেশ্বরী স্কুলের নিকট এক বেনিয়ার দোকানে আগুন লাগিয়াছিল। তখন জোর হাওয়া বহিতে থাকায়, আগুন শীঘ্রই পার্শ্ববর্তী বাড়ী গুলিতে বিস্তার লাভ করে। ফলে, ৯ খানা বাড়ী ভস্মসাৎ হইয়াছে।

দমকলের লোকজন অনেক ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আগুন নিবাইতে সমর্থ হয়।

৭ জন আহত

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, মাদারীপুর থানার অধীন চৌধুরীর হাটে নমঃশূদ্র ও মুসলমানগণের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে প্রায় ৭ জন লোক অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। চরনারায়ণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণ সম্পর্কে বচসার ফলে উভয় পক্ষে এই হাঙ্গামা বাধে।

পুলিসের থানায় হামলা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, প্রোম জিলার সিনমিজোয়ে থানায় ডাকাতগণ যে হানা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সম্পর্কে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন ভূতপূর্ব কনেষ্টবল আছে।

মধুবাণীর বর্ত্তমান অবস্থা

মধুবাণী হইতে প্রকাশ, সহর ও বিভিন্ন দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে বসন্ত ও জ্বর রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা ও বাহেরা গ্রামে মাঝে মাঝে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যদিও এই ব্যাধি এখনও বিশেষ বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই তথাপি সরকার হইতে গ্রামে গ্রামে টিকা দেওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত করা দরকার।

মধুবাণী সহরে জ্বর ও অন্য রোগে বহু লোক আক্রান্ত হইতেছে। অধিকন্তু অল্পসংখ্যক বসন্ত-আক্রান্ত রোগীরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কাকনা, চামারটোলা, মধুবাণী টাউন ওয়ার্ড নং ৩১৪ প্রভৃতি মহল্লায় এ পর্য্যন্ত ৬টি বসন্ত রোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সহরে এই ব্যাধি এখনও সংক্রামক আকার ধারণ করে নাই।

বসন্তের টিকা দেওয়ার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিলে হয়ত সহজেই এই ব্যাধির হাত হইতে সহরবাসিগণ রক্ষা পাইতে পারে।

ভূমিকম্প হেতু এখনও সহর মানুষে পরিপূর্ণ। রাস্তার পাশে বহু মিঠাইওয়ালার ও খাবারওয়ালার দোকানে জিনিষপত্র আচ্ছাদনবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিম হাওয়ায় রাস্তার ধূলা, বালি ও মাছি খাদ্যের উপর পড়িতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে দোকানদার ও খাবারওয়ালাদের এবিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে তাহারা খাদ্যদ্রব্য ঢাকিয়া রাখে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। মিউনিসিপ্যালিটী ও সরকার হইতে এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে কলেরা প্রভৃতি ব্যাধি সংক্রামক আকারে বিস্তার লাভ করিতে পারে।

জলকষ্ট

ভূমিকম্পহেতু মধুবাণী মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম হইতে জলকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। খাজৌলী থানার অধীন লক্ষ্মীপুর, দলালপালি, ঝাড়ুকা, কেশাহী, হাঁসোয়া, কালিকাপুর আন্ধোরা প্রভৃতি বহু গ্রামে কূপসমূহ এখনও বালুতে পরিপূর্ণ, জলের অভাব হেতু বহু গ্রামবাসী স্থানীয় জলাশয়ের পুকুর হইতে পানীয় জল ব্যবহার করিতেছে।

নূতন বিমান প্রদর্শক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লিস্পরে বিমানঘাঁটিতে বায়ুচাপ মাপক ঢাকের নূতন বিমান প্রদর্শক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, রাত্রিকালে এই প্রদর্শকের সাহায্যে বৈমানিককে বিপন্ন হইতে হইবে না।

তিন বৎসর পূর্ব্বে নরকোকের পুলহাম বিমানঘাঁটিতে প্রদর্শকের প্রথম কল্পনা হইয়াছিল। তিন বৎসর গবেষণার পর এবার সমস্যার সমাধান হইয়াছে।

২২ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

শুক্রবারে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক ইন্‌স্পেক্টর, শীধারীদের ও বিধবাগণের ২২ হাজার টাকার অধিক অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে ২৫ নং পোলক ষ্ট্রীটের মেসার্স এণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট শ্রীযুত সুরপতি দত্ত, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এবং শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র সরকারকে অভিযুক্ত করেন। আগামী ২৯শে মার্চ পর্য্যন্ত মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

উকিলের বাড়ীতে চুরি

সরকারী উকিল রায়-বাহাদুর তারকনাথ সাধুর বাড়ীতে দরজা ভিজাইয়া প্রবেশ করতঃ কয়েকখানি পোষাক চুরি করার অভিযোগে আবদুল মজিদ নামক একটী যুবককে গত শুক্রবার জোড়াবাগানে মিঃ এচ, কে, দে'র এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রকাশ, রাত্রি একটার সময় আসামী রায়-বাহাদুরের বাড়ীর ফটকে জোরে দরজা ভিজাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও ফটকের পার্শ্বেই আলমারীর ঘরে ঢুকিয়া সে কতকগুলি পোষাক চুরি করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ২৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৪ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৮শে মার্চ ইং ১৯৩৪ বুধবার ২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ আজ ১১দিন যাবৎ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। বিভিন্ন স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ শ্রীধামে আসিতেছেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা সরকারী চাকুরী করেন, তাঁহারা রবিবার বা অন্য বন্ধের দিন এখানে আসিয়া থাকেন। তাই এই সময়ই দর্শনার্থীর সংখ্যা বেশী হয়।

মথুরা নিবাসী শ্রীব্রজরাজ গোস্বামী অধ্যাপক, ফরিদপুর সাতাইল-নিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মেদিনীপুর মহিষাদল-নিবাসী শ্রীমতিলাল দাস, চাকদা হরিণপুর-নিবাসী শ্রীরাধাকান্ত দত্ত, কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-নিবাসী শ্রীবিনয়-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কটক-প্রবাসী শ্রীসুদর্শন প্রসাদ দাসাধিকারী, মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, অমরসি নিবাসী শ্রীমুরারি মোহন কর প্রমুখ বহু ব্যক্তি গত ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বাগবতরত্ন প্রভুর সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন। শ্রীধামের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলায় অমরসী-গৌড়ীয়মঠ শ্রীমুরারি মোহন কর মহাশয়ের সেবা-প্রভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমঠের যদি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, এই সম্বন্ধে তাঁহারও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। লক্ষ্মী চঞ্চলা; জগতে ধন-সম্পত্তি চিরস্থায়ী নহে বা অর্থাদি কেহ সঙ্গে লইয়া পরলোক গমন করিতে পারে না। পৃথিবীতে তিনিই ধন্য, যিনি প্রাণ অর্থ ও বিদ্যা বুদ্ধি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। বিশ্ববাসী সজ্জনগণ ও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া থাকেন। মুরারি বাবু সম্পত্তি দ্বারা ভগবৎসেবার যে 'আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি মাত্রেরই অনুসরণীয়।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সুধী জনগণ ভক্তের সুবিধা করিয়া যাজ্ঞ-ভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তিবিলাস মহোদয় গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার দ্বিপ্রহরে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন। এই দিবস শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ও সন্ধ্যার সময় শ্রীধামে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যবর্গসহ অপরাহ্ণে শ্রীধামের সুবিস্তীর্ণ ময়দানে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিবিধ-প্রসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভ্রমণান্তে সময় সময় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরে উপবেশন পূর্ব্বক বাবাজী মহারাজের গুণরাশি কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

গত ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন, —'কৃষ্ণভজনই' সর্ব্বপুরুষার্থ-সাধক বলিয়া দেবতাগণও এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন 'অহো, এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়াছেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মুকুন্দসেবনের জন্য আমরা বাসনামাত্র করিয়া থাকি ইঁহারা সেই ভগবানের মুকুন্দ-সেবনোপযোগী মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

'আমরা দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে যে তুচ্ছ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি উহাতে আর কি ফল লাভ হইল? কারণ সে-স্থানে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্মৃতি আদৌ সম্ভব হয় না, বরং অতিশয় ইন্দ্রিয়োৎসব-হেতু ভগবৎস্মৃতি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়।

'দিগপরার্দ্ধকাল আয়ুষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মলোক-লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারতভূমিতে জন্মলাভ শ্রেষ্ঠ; কেন না, সেই ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবর্ত্তন সম্ভব হয়। ভারতবাসি-গণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ুঃ অল্প হইলেও মনস্বী মানবগণ সেই সেই অল্পকাল মধ্যেও তাঁহাদের কৃতকর্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করিয়া হরির অভয়পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

'যে স্থানে ভগবৎকথারূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত হয় নাই, যে স্থানে ভক্ত-ভাগবত-গণের অধিষ্ঠান নাই, যে স্থানে নৃত্যগীত-বাদ্যাদি মহোৎসবসহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও সুমেধাগণ সেই স্থান কখনও আশ্রয় করিবেন না।

'এই ভারতবর্ষে এমন চর্ম্ম ও মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যেসকল প্রাণী জ্ঞানকর্ম্মাদি-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তিযোগাশ্রয়ে যত্নবান্ না হয়, তাহারা ব্যাধের নিকটের ন্যায় পুনর্ব্বার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। পাশবদ্ধ পক্ষিগণ যেমন কোন প্রকারে একবার পাশমুক্ত হইয়াও তাহাদেরই নিজ কৃত অনবধানতা-দোষে সেই বৃক্ষে বিহার করিতে যাইয়া আবার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ সকল ব্যক্তি ভারতভূমিতে ভগবদ্ভক্তি লক্ষণরূপ মোক্ষপ্রাপক মনুষ্য-যোনি লাভ করিয়াও নিজ নিজ কর্ম্মদোষে পুনর্ব্বার বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।

'সাধারণ কামের উদ্দেশ্যে যদি কেহ কৃষ্ণ-ভজনের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুণ্যদৃষ্ট কাম দূর হইয়া যায়। সেই সকল সকাম ভক্ত ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ তাহার প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয় সে অর্থ দেন না। যাঁহারা তত্ত্ব-কামনাপরিত্যাগী তাঁহার পাদপদ্ম কেবল সেই পাদপদ্মও পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং সেই পাদপল্লব দিয়া থাকেন।'

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে, — আমায় ভজে, মাগে
বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে—এ বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া তার বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হইতে হয় অভিলাষে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২ অঃ)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ নিত্য আশ্বিন ৪৪৮

আত্মবঞ্চনা

বর্ত্তমানে আত্মবঞ্চনা বা নিজ প্রবঞ্চনা একটী প্রধান কণ্টক। বর্ত্তমান জীবের স্বভাবতঃই আত্মবঞ্চিত হইবার দিকে প্রবল রুচি। আত্মবঞ্চনা বিবিধ প্রকার, বহু চিত্তবিমোহিনী যুক্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবের ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। আত্মবঞ্চনারূপ কুকার্য্যের কুহকে পড়িয়া আমরা অনেক সময় নিজ হিংসা ও জীবহিংসা করিয়া থাকি।

———

আত্মবঞ্চনা অপ্রকৃতকে বা ভণ্ডকে 'গুরু', অধার্ম্মিককে 'ধার্ম্মিক', কপট বেশধারীকে 'সাধু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চক ব্যক্তি সাধুর পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া বঞ্চকগণের পরামর্শকেই বহুমানন করে। অনেক সময় আমরা আত্মবঞ্চিত হইয়া মনে করি, 'আমার অনেক লাভ হইয়াছে, বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ হইয়াছে।' আবার কখনও বাবাপনায় করিয়া ভাবিয়া থাকি—'আমি সত্য সত্যই সাধাশ্রয় করিয়াছি।'

আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি কপটপ্রতিষ্ঠাকে বহুমানন করেন। আমরা সাধুর নিকট আগমন করি—অনেক সময় কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে বা জনসমাজে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে। অনেক সময় সাধুর বাক্যকে 'কৃপা' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, তিনি যখন আমাকে প্রতিষ্ঠা দেন তখনই আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক সাধুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ (?) করিয়া যে কোন উপায়ে তাহার নিকট হইতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহেই ব্যস্ত হই। সাধু আমার আত্মবঞ্চিত হইবার অবস্থায় দেখিয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়াই বিদায় দিয়া থাকেন এবং আমি সাধুর অকপট কৃপা—সদ্বস্তুকৃপা-লাভ হইতে বঞ্চিত হই।

অনেক সময় আমরা ভক্তজন-সমাজে যাই, মহোৎসবাদিতে যোগদান করিয়া থাকি কিন্তু চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিবার বাসনায় কপটতার জন্য। সাধু আহ্বান করেন—আমাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করাইবার জন্য কিন্তু আমার ভালো সেবাপ্রবৃত্তি থাকে আর সম্ভ্রম লাভ হইয়া থাকে। আমি হরি-কথা-বিমুখ, জিহ্বায় আমার জিহ্বা এত স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে যে, তজ্জ হরিনামরূপ মিশ্রীকেও আমি তিক্ত বলে মনে করিতেছি। তাই সুচতুর, কৃষ্ণভজননিপুণ পরম-কারুণিক পরদুঃখ-দুঃখী সাধু মধু চূর্ণের লোভ দেখাইয়া আমাকে হরিকথামৃত পান করাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, আর আমি সাধুর চতুরতার উপর আরও চতুরতা করিবার জন্য হরিকথা শুনিবার ছল করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে আসিয়াছি কৃষ্ণ-বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিতেছি; সাধুর সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া অধিক পরিমাণে চর্ব্ব্য চূষ্যাদি সংগ্রহের আশায় "সাধু" সাজিয়াছি। বর্ত্তমানে এরূপ শত শত আত্মবঞ্চনা প্রতিনিয়তই হইতেছে। অনধিকারী ব্যক্তি আমি কত শত অংশের দাস হইয়াও অনর্থ নির্ম্মুক্ত পুরুষের প্রতিষ্ঠা আত্মসাৎ করিবার জন্য 'রাস-পঞ্চাধ্যায়' শ্রবণ করিতেছি। অথবা ইন্দ্রিয়পরায়ণ আমি অক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সদা লালায়িত, আমার পক্ষে যেটী হিতপর উপদেশ সেটী গ্রহণ না করিয়া কাব্য-অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য—শ্রীগুরুদেব হরিকথা-শ্রবণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি।

———

ভাগবত ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা নারায়ণরূপ ভুক্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি, আমারই ন্যায় কতিপয় লোকের নিকট হইতে সম্মান ও অর্থাদি লাভ করিয়াই ভুলিয়া যাইতেছি, বঞ্চিত হইতেছি। আবার পাছে আমার অনুগত কোনও ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া হরিভজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহাকেও শুদ্ধভক্তগণের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেছি। আমি একাধারে আত্মঘাতী ও পরঘাতী হইয়া পড়িয়াছি—একাধারে নিজ হিংসা ও অপর জীবের হিংসা করিতেছি।

———

আমি নিজে গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া হরিভজন ত্যাগ করিয়াছি, অপরে নিষ্কপট হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমার চক্ষুশূল হইয়াছে। আমি অনুর-মোহনপর বঞ্চনাকারক শাস্ত্র হইতে আমার মনোধর্ম্মের অনুকূল বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেছি, বক্তৃতা করিতেছি, আর সময় সময় বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 'বাহবা' লাভ করিয়া আরও অধিকতর বঞ্চিত হইতেছি।

———

আমি সাধুর কাছে গমন করিয়া আমার জাগতিক গণনা, কখনও বা আমার ব্যবসায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা, কখনও নীচ সৌভাগ্য ও প্রশ্ন বর্ণন করিতেছি, সাধুও আমার ভাব দেখিয়া আমাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার জন্য খুব প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিতেছেন। বঞ্চিত আমি সাধুর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া লোকসমাজে গিয়া আবার প্রচার করিয়া বলিতেছি—"অমুক সাধু আমাকে কত সম্মান করেন।"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের আচরণে আমরা একরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কোনও অভিলাষী ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট আসিলে তাঁহারা ঐরূপ প্রতিষ্ঠাদি দিয়া বিদায় দিতেন, ঐসকল বঞ্চিত ব্যক্তিও উঁহাকেই বড় আদরের বস্তু মনে করিয়া আসল জিনিষের কোনও সন্ধান পাইতেন না। কল্পতরুর কাছে আসিয়া মাকাল ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। যেদিন আমরা নিষ্কপট হইয়া নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের শরণ গ্রহণ করিব সেই দিন হইতে 'আত্মবঞ্চনা'-রূপ পিশাচটি আর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভার ৪০তম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবস শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের গুণ-কীর্ত্তনে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

———

এক স্থানে কবিদের মধ্যে পালা চ'লছিল, একজন পূর্ব্বপক্ষ ক'রল—রাম-রাবণের যুদ্ধের কারণ জান কি? উত্তরপক্ষ ব'লল—প্রশ্নই প্রশ্নের জবাব, যুদ্ধের কারণ—'জানকী'। সেই প্রকার আজ আমার উপর যাঁ'র গুণকীর্ত্তনের ভার ন্যস্ত হ'য়েছে, তাঁ'র পরিচয় স্বয়ং তিনিই। তাঁ'র হৃদয় হ'তে যে শব্দব্রহ্ম উদিত হ'য়ে তিনিই এবং লেখনীমুখে নৃত্য ক'রছে, তা'তেই তাঁ'র পরিচয় সম্যগ্‌রূপে। তাঁ'র নাম সুন্দর, ভাষা সুন্দর, দর্শন সুন্দর, সেই কোমল সুন্দর, অমূল-চারণ সুন্দর—গমন, বচন, দর্শন, লিখন—সবই সুন্দর, তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁ'র চিন্ময় সেবাসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁ'র নাম রেখেছেন—"সুন্দরানন্দ"। স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু—সুন্দর, তাঁ'র নিত্যপার্ষদ 'শ্রীরূপ' সুন্দর, সেই শ্রীরূপের অনুগামীবর্গ রূপানুগবর্গ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সুন্দর, সেই সুন্দরকে যিনি তাঁ'র সেবা-সৌন্দর্য্য-দ্বারা আনন্দ প্রদান করেন, তিনিই সুন্দরানন্দ। স্বয়ং রূপের রূপ-বৈভব—শ্রীগৌড়ীয়, সেই গৌড়ীয়-সেবায় যাঁ'র আনন্দ, তিনিই—সুন্দরানন্দ। শ্রীচৈতন্যাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীস্বরূপ-রূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক; তিনি সেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পারদর্শিতা লাভ ক'রে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসবিতার সৌন্দর্য্য বিকীরণ দ্বারা সমগ্র চেতন জগৎকে উদ্ভাসিত করে জগজ্জীবকে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গসেবায় উদ্বুদ্ধ ক'রবার সেবাভার প্রাপ্ত হ'য়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনন্দ বিধান ক'রছেন, এবং তজ্জন্য শ্রীগুরুদেব যাঁকে 'মহামহোপদেশক' খ্যাতি প্রদান ক'রেছেন, তিনিই সুন্দরানন্দ। তিনি পরবিদ্যাবধূ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-স্বরূপ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সৌন্দর্য্যের বিদ্যাবৈভবদ্বারা উদ্ভাসিত ক'রে পরবিদ্যাকে বিনোদন বা আনন্দ প্রদান করেন, তিনিই—সুন্দরানন্দ। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-প্রবর্ত্তক সুন্দরানন্দ প্রভুর উপর গৌড়ীয়ের সেবাভার দিয়া নিশ্চিন্ত; নিত্য নব নবায়মান ভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ক'রে তিনি প্রভু ও তাঁদের নিত্যানন্দাদি প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুবর্গের আনন্দ-বিধানে তৎপর। শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তন ও চারাগাছে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর আবির্ভাব না হ'লে আজ জগৎ অনেক অমূল্য নিধি হ'তে বঞ্চিত হ'ত। প্রভুপাদের কথা শ্রবণ ক'রে তাঁর মনোগত ভাব ঠিক যেমনটি তেমনই ভাবে ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে সুন্দরানন্দ প্রভুর যোগ্যতা অদ্বিতীয়—অতুলনীয়। কি লেখায়, কি বক্তৃতায় তাঁ'র তুলনা তিনিই। জগতে সাহিত্যিক নামধারী অনেক আছেন বটে, কিন্তু যেখানে চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য নাই, জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি 'সহিত' বৈচিত্র্য যে সাহিত্যের লক্ষীভূত বিষয় হয় নাই, সে সাহিত্য হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ-বিচার বর্ণন ক'রে থাকে। সেখানে বাহির ক'রে দিয়ে সাহিত্যের বদলে 'সাহিত্য' ব'লে আত্মপরিচয় প্রদান ক'রছে সেরূপ সাহিত্যের যে কোন মূল্য নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই তা তাঁ'র লেখনীতে বক্তৃতায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। গত ১২ ও ১৩ শ্রাবণ (১৩৩৯) তারিখে আনন্দবাজারে তাঁ'র 'গৌড়ীয়-গৌরব' 'গৌড়ীয় সাহিত্য' বক্তৃতা (অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) যাঁরা পাঠ করেন নি তাঁ'রা এই অমূল্য বাঙ্গলাব্যাপী গৌড়ীয় সাহিত্যের পরিচয় দান করেন নি, বস্তুতঃ তাঁ'রা প্রকৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্য আস্বাদনে বঞ্চিত আছেন। আচার্য্যদেবের কথাগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিবার ক্ষমতা তাঁ'র অলৌকিক। শ্রীল গোস্বামীর কৃপাপ্রাপ্ত তিনি, তাই তি

শত মুখর। তিনি কোন জাগতিক সৌন্দর্য্যের সেবা করবার পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভের নিত্য সৌন্দর্য্যের সেবা ক'রে শ্রীগৌরকিশোর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনন্দ বিধান করেন, একারণই তাঁর সৌন্দর্য্যের শত প্রশংসা। সুন্দরানন্দ প্রভুর আর একটি সর্ব্বোত্তম সেবা—আচার্য্যের প্রকটকালেই আচার্য্য-বর্য্যের জীবনী "সরস্বতী জয়শ্রী"-প্রকাশ। এ কার্য্যটি যে কত বড় গুরুতর এবং কত বড় জগন্মঙ্গলকর কাজ তা' আমরা চিন্তাও করতে পারি না। জগতের দেহ-মনোধর্ম্মী লোকের অনেক জীবনী বের হয়, কিন্তু তাঁ'দের আচরণের মধ্যে জগজ্জীবের নিত্যমঙ্গলের কোন কথা থাকে না, তা অনুসরণ ক'রতে গিয়ে অনেক লোকেরই অনেক অমঙ্গল হ'য়ে যায়, অনেক কুসংস্কার থেকে পড়ে, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ প্রভৃতি দেহ-মনোধর্ম্মের এক একটি পন্থা নিয়ে এক একজন মনীষী হ'য়ে পড়েন, সে প্রকার জীবনের অনুসরণ ক'রে সাময়িক, সামাজিক ও সার্ব্বজনীন মঙ্গল কি প্রকারে হ'তে পারে! আবার তথাকথিত 'গুরু' ব'লে পরিচয় দেওয়াবার লোকের অভাব নাই, কিন্তু তাঁ'দের আচার দূষিত থাকায়, বিচারও ন্যূনাধিক দুষ্ট হ'য়ে পড়ে, সুতরাং সেই সব দূষিত সঙ্গ হ'তে জগজ্জীবকে উদ্ধার করবার জন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ং গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। শাস্ত্রও বলেন "আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থং আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" জগদ্ব্যাপিত জীবের একমাত্র মঙ্গলের হেতু ব'লে স্বয়ং ভগবানই যে সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হ'য়ে নিজে ভক্তি যাজন ক'রে অন্যের আদর্শস্থানীয় হন, সেই ভুবনমঙ্গল জগদাচার্য্যপ্রকাশের তাঁর আচার্য্য-বর্য্যের শ্রীমন্মঙ্গল জীবনচরিত প্রকাশমুখে যিনি জগতের প্রত্যেক ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্কল্প ক'রেছেন, নিখিল জীবহৃদয়কে শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরিণত করবার যাঁর ঐকান্তিকী ইচ্ছা, সেই আচার্য্যসেবকবর্য্যের চরণপ্রান্তে আমি কোটি কোটি দণ্ডবৎ বিধান করি। তিনি আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকেও যে 'সরস্বতী জয়শ্রী'র কোন কোন সেবা-সৌভাগ্য-লাভের অধিকার দিয়ে কৃতার্থ ক'রেছেন, তজ্জন্য আমি তাঁ'র নিকট চিরঋণী। একদিকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ গৌড়ীয়-পত্র, আর একদিকে সেই গৌড়ীয়ের প্রাণ শ্রীগুরুবাণী, যাঁর মঙ্গলময় জীবন-প্রকাশের ভার নিয়ে তিনি আজ জগদ্বরেণ্য. সুতরাং তাঁকে মর্য্যাদা বিধান করবার অধিকার যাঁদের আছে, তাঁরাই দিবেন. আমি কেবল তাঁ'র কৃপা প্রার্থনা ক'রে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

মহতের দণ্ডই দয়া

মহতের দণ্ড কি দয়া নহে? দুর্ব্বৃত্ত নিজ দুষ্কর্ম্মের দ্বারা জীব-জগতে যে ঘোর অশান্তি উৎপাদন করে, যাহা হইতে সে আপনিই আপনার অনন্ত দুঃখের কারণ হয়, তাহা রোধ করিবার জন্য যদি কোন মহাত্মা ঐ দুর্জ্জনকে তাহার উপযুক্ত কোনও দণ্ড প্রদান বা তাহার বিধান করেন, তবে তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবোচিত 'জীবে দয়া'রূপ পরমধর্ম্মই কি প্রত্যক্ষ হয় না? তাহা কি প্রতিহিংসা-পর পাষণ্ডের, অথবা স্বার্থ-ক্রূর দুর্জ্জনের পরপীড়ন-সদৃশ পাপাচার? ব্যাধিতের অঙ্গে বিজ্ঞ চিকিৎসকের যে আবশ্যক অস্ত্রোপচার কিম্বা গঠন-কার্য্যে গঠনীয় বস্তু-পিণ্ডাদির উপর সুদক্ষ শিল্পীর যে আঘাত তাহা কি আততায়ীর অস্ত্রাঘাত অথবা ধ্বংসকারী দস্যুর বজ্রাঘাত হইতে অভিন্ন? তাহা কখনই নহে। বাহ্যদর্শনে বা মোহান্ধ নয়নে ঐ উভয়বিধ ব্যাপার একই প্রকার দেখাইলেও, পরিণামদর্শী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উভয়ের লক্ষ্য কারণ ঐ দ্বিবিধ বিষয়ে স্বর্গ-নরক প্রভেদ প্রত্যক্ষ করেন।

অভিন্ন-বলদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ণকৃপা-প্রাপ্ত ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, তাঁহার অদ্বিতীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে চিরোজ্জ্বল জীবন্ত ভাষায় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দাকারী মহাপাপী পাষণ্ডের প্রতি, তাহার এবং সমগ্র জীব-জগতের পরম-হিতার্থ যে সকল অমৃত-সদৃশ অপূর্ব্ব উক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতেও মায়াবাদিগণ মুগ্ধজন, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দয়াদি দোষ দর্শন করিয়া অনন্ত কুম্ভীপাকের পথ প্রশস্ত করে। তাঁহার সেই অমৃতময় মহাবাক্যের প্রতি বর্ণে যে কি পরম-মঙ্গল-মহামৃত অজস্রধারে অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা শুদ্ধ কৃষ্ণ-কৃপা-প্রাপ্ত ভাগবত মহাত্মা ব্যতীত অন্য আর কে প্রত্যক্ষ করিবে,—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া কৃতার্থ হইবে? ঐ শুন,—ঐ শুন সুধী পাঠক, সেই মহাগম্ভীর সুগম্ভীর শব্দ অনন্ত প্রবাহে অনন্তগগনে নিত্য সঞ্চারিত হইতেছে,—দুর্জ্জনের দুর্ভেদ্য মোহপঙ্কে প্রদীপ্ত জ্যোতির ন্যায় প্রবেশ করিতেছে,—

'এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥'
(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

একবার নহে, বারবার এই উক্তি আছে। একবার একটী নহে, বহু আছে। আমরা এই বিষয়টী লইয়া আজ একটু আলোচনা করিব। দেখিব,—জগদ্গুরু মহাভাগবতের জীব-হিত-কল্পে এইরূপ দণ্ডবিধি দণ্ডার্হজনের প্রতি কি অহৈতুকী কৃপার পরিচয় দেয়। আর, যে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম-রজের কণা মাত্র পাইবার জন্য পতিত-পাবনী জাহ্নবীও ব্যগ্রা, সেই সর্ব্বজন-সেব্য বৈষ্ণবের কৃপাদণ্ড, ঔষধ-প্রদান বা উপশম-প্রদ, অবিদ্যা ব্যাধিগ্রস্ত দুঃস্থ জীবের যে কি চরম অমোঘ মহৌষধ তাহাও মহাজন-চরিত্রে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিব।

পাঠক, মনে হয় কি—শ্রীধাম নীলাচলে, সেই রথযাত্রার দিনে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শনে আত্মহারা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান অমাত্য তাঁহারই পার্শ্বস্থ সেই হরিচন্দনের প্রতি গৌরভক্তপ্রবর শ্রীবাসের সেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত? স্মরণ কর,—

'হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্টমন।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি' কহে হও এক পাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাইঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন॥
ক্রুদ্ধ হঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা॥
(চৈঃ চঃ)

হায়! উচ্চপদের অহঙ্কারে মত্ত হরিচন্দন দীনবেশ শ্রীবাসের মহিমা কি জানিবে? সে তাহার রাজাকেই বড় বলিয়া জানে; তাঁহার রাজোচিত ঐশ্বর্য্যই তাহার বুদ্ধিতে একমাত্র বরণীয় ও বাঞ্ছনীয় বস্তু। তাই, আজ সে সেই রাজার সম্মুখে—তাঁহার সুদর্শন-পথে ঐ কাঙ্গাল বৈষ্ণবকে প্রতিবন্ধকরূপে দর্শন করিয়া, সেই অবরোধ অপসারিত করিতে বলপ্রয়োগ করিল। সে জানিত না, কোন্ অপরাজিতা মহাশক্তির প্রতিকূলে কত ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সে বিদ্রোহাচারী হইয়াছে। তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; অধিকন্তু সে একজন বিদেশী ভিক্ষুক দ্বারা সেই লক্ষ লক্ষ লোক-সমক্ষে প্রহৃত হইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে জগৎ অন্ধকার দেখিল। তাহার উচ্চ সম্মানে সেই অভাবনীয় আঘাত, পলক-মধ্যে প্রতিহিংসার প্রচণ্ড অগ্নি-প্রজ্বলিত করিল। প্রভুর পরিবারে তৎক্ষণাৎ সেও একটা কিছু কাণ্ড ঘটাইতে উদ্যত হইয়া উঠিল। তাহার দুর্ভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র শিহরিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব ব্যতীত বৈষ্ণব-মহিমা অন্য আর কে বুঝিবে? তিনি অবিলম্বে তাঁহার সেই মহান্ অমাত্যকে অতি দীনভাবে কহিলেন,—

'ভাগ্যবান্ তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাই, তুমি কৃতার্থ হইলা॥'

শ্রীবাসের এই কর-স্পর্শ হইতেই হরিচন্দনের চৈতন্যোদয় হইল। তখন ফিরিয়া দেখিলেন, সেই কাঙ্গাল গৌরজন তাহাকে প্রহার করিয়া কি উপহার দিয়াছিলেন,—কত দয়া করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ওঁ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রিয়ঃ সতাং সদ্গুণরাশিভূষণঃ সেবাপ্রবাসী ভক্তৈকবন্ধনাথ।
শ্রীমান্ কবিরত্নবিশারদো যঃ সর্ব্বোত্তমৎ সংকুসুমসাধকঃ॥
হাস্যাধিকারিণে হৈমৈ ভক্তিগৌরবশালিনে।
উপাধিনীয়তে ভক্তিভূষণ নাম সম্মতৈঃ॥
সদাপূর্ব্বকেনৈব শ্রীনবদ্বীপমহোৎসবে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ যোগপীঠাশ্রমে পরে॥
বাণেষুগ্রহচন্দ্রাঙ্কশাকাব্দে মধুমাসকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুগৌরপদাম্বুজরতঃ সতাং প্রিয়ঃ।
সঙ্গীতনিপুণো বক্তা মধুরবচনস্তথা॥
ব্রহ্মচারী শিবানন্দঃ শ্রীমান্ সদ্ভাবভূষিতঃ।
'রাগভূষণ' ইত্যেতদুপনাম্না
সমাখ্যয়া॥
সদাপূর্ব্বকেনৈব শ্রীনবদ্বীপমহোৎসবে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ যোগপীঠাশ্রমে পরে॥
বাণেষুগ্রহচন্দ্রাঙ্কশাকাব্দে মধুমাসকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

জীব যে শিখার নাম সেই নাম পাও। অন্য সব নাম-আভাস সেই নামে পাও।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিবৃতি শ্রীমদ্ভাগবত ৬
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৪০
প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ড ২৸০
প্রকাশিত হইবে [illegible] ১৸০
৩। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬
৪। শ্রীভক্তিরত্নাকরকুসুমমালা (বাঁধা) ১
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৸০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ৸০
৭। অর্চনকৌমুদী ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল ভাষ্য-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তাফলটীকা ভগবৎ সাত্ত্বত (সাধন) ২
১৩। বেদান্তস্যমন্তক সার্বভৌম (ভাষ্যানুবাদ) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হীন দশক ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাঁধা) ৸৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভাগবতার্ক নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। গৌরে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চনশতক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চনকণা ৫০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রাকৃতরস শতদূষণী ।০
৪৪। গৌড়কোষঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তকাব্য বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। বঙ্গে সামাজিকতা (বর্ণের ও আশ্রমের এবং বিবাহ ও অধিকারসহ) ।০
৫০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সারস্বতী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৫৪। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ গাথা ৴০
৫৮। সারাৎসারম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। ব্রহ্মতত্ত্ব ।০
৬১। বিবেকানন্দ স্পার্কস ৸৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৪। লোটাস গৌড়ীয়মঠ ইন ইণ্ডিয়া ৴০
৬৫। দি থিওরি ।০
৬৬। এ রোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আলেকজাণ্ডার রিভোমিন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীস্বানন্দ আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। ধারেন্দা গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগোর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীস্বানন্দসুখদ সতীশাড়ি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীরাধাগোবিন্দ, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাটী বর্দ্ধমান
। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাছু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
১০নং বল্লভদাস রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কামালপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ চিকাসী,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বালাঘেরা, মাদ্রাজ।
। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
পোঃ পাঞ্চর গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ খরেরস।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমাধি, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র,
পোঃ থানেশ্বর, যাল্লুন।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কালিদহপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ব্যান্ডনাথ রোড,
পোঃ স্যাণ্ড রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লাডিয়ার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাৰ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং চিত্রাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি আবার একবার পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পা, ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পাঠক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অনুরূপ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২ বারটাকা স্থলে—৬ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত— 'সরস্বতী-জয়শ্রী' প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থরত্নে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমাশ্চর্য্য-প্রদ বহুর বহু অপ্রকাশিত বার্ত্তা। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের সহস্রাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আজ সত্বর নিজ ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৭—৫৩,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৩,	১৮—১১,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—৩০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নূতন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৮-৪৫	১০-০৪	১৩-২১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৮-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৪	১১-১০	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩০	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রিগণকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, শান্তিপুর রাণাঘাট প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৫৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের নদীয়া ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৫	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৪০
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৫
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০-০	১২-৪৯	১৬-১২	১৯-৩৪

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রায় হন্দর।
লোহার কড়ি (কেন্দ্র না)	
মাফ	৬॥০—৫৸০
ঐ বেলাতী চাদর	৫/০—৫৸০
ঝরণা (টী-আয়রণ)	৬৸০—৬৸০
এঙ্গল আয়রণ (কোণা)	৬৲—৬৸০
গ্যালভানাইজড করোগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৸০
২৪ গেজ ,, ,,	১১/০
২৬ গেজ ,, ,,	১১৸/
২০ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ সাঃ প্লেন সীট—	১১৸/০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৸/০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸/০—১৪	
বাগান বেড়া কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮॥০
টিন পাতি	৬/০—৬॥/০
,, গোলচ্ছ (গোল)	৬/০—৬॥/০
,, সমান (চোকা)	৬/০—৬॥/০
,,গোল রড ৫/০—॥/০ সূতা	৫৲—৫॥০
,, চ্যাপ্টা রড-	
ডাকা ৫/০—॥/০ ঐ	৬৲—৬॥০
,, বাণ্ডিল তার	৭॥০—৭৸০
,, সেট—টিন সূতা মোটা	
পাতের	৮৲—৮৸০
,, চাদর ৭-১৩ বাণা বাণ্ডিল	৯৸/—১১॥০
কোলগেটেড সীট (প্রতি বর্গফুট) ১/০-১॥০	
মাদের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
পাটেন্ট পেরেক ৩— ৮ ইঞ্চি	১১৲—১৪৲
মলাট কড়া ১ হইতে ১০ নং ৯৸/-৯॥০ সাট	
.কাঁচার ৪, ৫, ৬, ৭৸/০ ৮৸/০ ৯৸/০ড.	
ঐ টিন পাউণ্ড ৫৸/০ দেঃ মিঃ	৬॥/০ ,,
গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥০-৬॥০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার বাক্সের গোল ও	
চাকা	৮॥০—
ঐ ভালের লোহার সিট	১৫৲
ঐ চেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲
লোহার স্ক্রুপ ৪—৩ ইঞ্চি ৫/১০—॥/০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১০ নং	
৩—৪ ইঞ্চি	।১০—৸/০ দেঃ ডজন
গাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২॥০—১৪॥০ হন্দর
গাঃ ড্রাম (বড়কা)	
১২ ইঞ্চি	৵-.৸/১০ পীস
পাতা গাডী স্ক্রু বা তোলা	
৩ ইঞ্চি	॥০—৸/০ ,,
গাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২০৲—২৯৲ হন্দর	
গাঃ তারের চাকি	১১॥০—১৯৲ ,,
গাঃ বোল্ট নাট ৬—৩ ইঞ্চি	
	৸/১০—১০/০ গ্রোস
চালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৩১০ প	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য পাইপ	
পাইপ১৪ ইঞ্চি	৸/৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটিং ৫/১৫ সাট ২১০-২৪০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

বীরমহর ঘাট কোম্পানি, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

গ্লোব এরোপ্লেন বাক্স (২ টিন		৯৲০
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
সেভেটরিন	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸/
বড়াল	৩০৸
গিনী পাত	৩২॥০
রূপার দর	
রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫/০
ঐ মুদ্রা	৫/০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ		৮৩৸/
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)		৯৯।০
,, ঋণ (১৯৬০-৭০)		৯৲
,, ঐ	(১৯০৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৯) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবেঃ— ১০২॥/০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কল্ টু)		৯২৫॥০
সেন্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এম্পায়ার মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আগলপাড়া	১১৫৲
বালী	৭২৲
কামারহাটী	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
নৈহাটী	২৪৫৲
ক্লাইভ	২৸০
চাঁপদানী	৩০৮।০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেদনাহর প্রলেপ

সর্ব্বপ্রকার বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বেদনায় একবার ব্যবহার করিলেই ইহার কার্য্যকারিতা অনুভব করিবেন। [illegible] নূতন ও পুরাতন বেদনায় একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন যে আপনার বেদনা [illegible] কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতাই, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

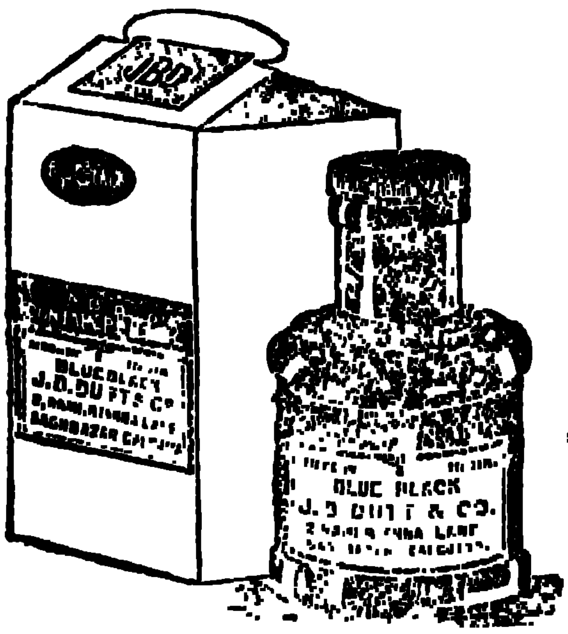

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

[illegible] লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় গৃহটি এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর পাইতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, নাড়াজোল এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেস [illegible] হইতে—[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
সাপ্তাহিক দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য
সংখ্যা .৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রসার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ! সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৮০, ২৮শে মার্চ ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::o::—

ভারতের সৈন্যবিভাগ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ কর্ণেল জে. এম, হার হ্যারিসন্ ১৯৩৫ অব্দের মার্চ হইতে ভারতে হলের আর্টিলারীর মেজর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইবেন। উক্ত পদে এখন আছেন মেজর জেনারল নিউকম। কর্ণেল (বর্ত্তমানে ব্রিগেডিয়ার) হ্যারিসন ১৯৩২ অব্দ হইতে আর্টিলারী স্কুলের কমাণ্ড্যান্টের পদে নিযুক্ত আছেন।

টেমস্ নদীর উপর আরোহী ও মাল চালান

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, টেমস্ নদীর উপর দিয়া কি ভাবে আরোহী ও মাল চালানের সুবিধা হইতে পারে, তাহার তদন্ত করিবার জন্য পোর্টমাউথ মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলী একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন।

মহিষ পোষায় বিপদ

মুস্তফা হইতে প্রকাশ, অসাবধানভাবে একটী মহিষ পোষার অভিযোগে মুর্শাবাটী ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব সভাপতি এবং অন্যান্য উকিলপ্রসাদ যে মুনকারের প্রতি দুই শত টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

তাঁহার সুরপালিত একটী মহিষ ক্ষেপিয়া গিয়া, একজন গ্রামবাসীকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ঐ মহিষের দুই জন রক্ষক সেই সময় সঙ্গে ছিল, তাহাদের প্রতি ৫০ টাকা হিসাবে জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

লোভে মৃত্যু

করাচী হইতে প্রকাশ একজন বেদে কি ভাবে একৈক গ্রামবাসীর সরলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে লোভ দেখাইয়াছিল, এবং তাহার ফলে কি ভাবে ঐ গ্রামবাসীর মৃত্যু হইয়াছিল, বাহুগ্রাম হইতে তাহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, জনৈক গ্রামবাসীর সহিত একজন বেদের দেখা হয়। বেদে বলে যে সে ঐ গ্রামবাসীর বাড়ীর প্রাঙ্গণে সোণার গন্ধ পাইতেছে। একাদিক্রমে ৪০ রাত্রি জাগিয়া দেবতার ক্রোধ শান্ত করিলে সে ঐ স্বর্ণরাশি পাইবে। সরল গ্রামবাসীটি লোভে পড়িয়া ৩৯ রাত্রি জাগে। তৃতীয় রাত্রে তাহার মৃত্যু হয়। বেদে মৃত ব্যক্তির বাড়ী হইতে কিছু টাকা চুরি করিয়া চম্পট দেয়।

পুলিস এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

দিল্লীতে রহস্যপূর্ণ বিস্ফোরণ

দিল্লী হইতে প্রকাশ, দিল্লীতে বসির হোসেন নামক এক ছোটখাট ব্যবসায়ীর দোকানে বিস্ফোরণ ঘটে; বিস্ফোরণের ফলে ৩ জন লোক জখম হইয়াছে।

বেলা প্রায় ১১০টার সময় যাহারা জুমা মসজিদে যাইতেছিল, তাহারা উক্ত বিস্ফোরণের উচ্চ শব্দে চমকিত হয়। তাহারা দেখে, দোকান হইতে ধূম বাহির হইতেছে। দোকানের ভিতর হইতে কাতর শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়।

বহু সংখ্যক উপাসনাথী ও অনেক দোকানদার—যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা দৌড়িয়া ঘটনাস্থলে যায়। তাহারা দেখে, বসির হোসেন রক্তাক্তদেহে পড়িয়া আছে।

বিস্ফোরণের সময় একজন খরিদ্দার দোকানে ছিল। সে লোকটীও আহত হইয়াছে। তাহার কপাল ও বাম পা দিয়া তখন প্রচুর রক্তপাত হইতেছিল।

দুইজন পাশে একটী বালক দোকানের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সে-ও আহত হইয়াছে। এই আহত ৩ জনকে সিভিল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় তাহাদের আহত স্থান হইতে লৌহখণ্ড বাহির করা হইয়াছে।

গোলাম হোসেন (উক্ত খরিদ্দার?) পুলিসকে বলিয়াছে, সে রুমাল ক্রয় করিতে আসিয়াছে। সে তাহার প্যাস ল্যাম্পের জন্য কয়েকটা পুরাতন অংশের সন্ধান করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ তুমুল শব্দ হয় এবং কি যেন একটা জিনিষ তাহার মুখে ও পায়ে লাগে। অতঃপর সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। বিস্ফোরণটা কিসের, তাহা সে জানে না।

দোকানদার বসির হোসেন বৃদ্ধ। সেও বিস্ফোরণের কারণ কিছু বলিতে পারে নাই। সে পুলিসের নিকট বলিয়াছে, কিরূপে যে বিস্ফোরণটা ঘটে, তাহা সে জানে না। সে গুরুতর জখম হইয়াছে। তাহার অবস্থা খারাপ।

দিল্লীতে ১৪৪ ধারা জারী

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ বকরীদ উপলক্ষে এখানে সাধারণ ভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ফৌজদারীবিধির ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করা ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলের শান্তিপ্রিয়নামী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেককে স্পেশাল কনেষ্টবল নিয়োগ করা হইয়াছে। অধিকন্তু পুলিসের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গুণ্ডাদিগকে দমনে রাখিবার ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

রংপুরে খানাতল্লাস

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অপূর্ব্বকুমার সেন ও গোবিন্দ বসু এই ৩ জন উকীল, ডাক্তার শ্রীযুত পরেশ মিশ্র ষ্টাম্প ভেণ্ডার শ্রীযুত মধু চৌধুরী, সতীনাথ কমল পাল, বিপুল বসু ও নগেন চক্রবর্ত্তীর বাটি ও হারান চৌধুরীর দোকানে যুগপৎ খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

উকীল শ্রীযুত চারুচন্দ্র সরকারের বাটী হইতে যে ৩ হাজার টাকার অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে, খানাতল্লাস সেই সম্পর্কে বলিয়া প্রকাশ। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

চাঁদপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, চিত্রকাশি গ্রাম হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২৫ জন ডাকাত বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া চিত্রকাশি গ্রামের ধনী মহাজন শ্রীযুত মদনমোহন পোদ্দারের বাটীতে হানা দেয়। উহারা নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় টাকা লুঠিয়া লইয়া পলাইয়াছে। মালপত্র লুণ্ঠন করিবার সময় উহারা ৮ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে গুলীর আঘাতে নিহত করে।

সদর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী কুমার্শী গ্রামের শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের দোকানেও প্রায় ঐ সময় এক ডাকাতি হয়। এক্ষেত্রে ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় ৯ জন ছিল। উহাদের নিকট লাঠি ছিল। উহারা নগদে ২ শত টাকা লইয়া পলাইয়াছে। এই দেবোক্ত ঘটনা সম্পর্কে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৪ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

[illegible] আছেন, [illegible] আসামীর [illegible] হয়। [illegible] অভিযোগের [illegible] করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৫ জন একজন [illegible] পরের [illegible] সংশোধন আইন অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছে, অবশিষ্ট [illegible] মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশের দায় হইতে মুক্ত প্রদান করিয়াছেন। এই আসামীদের নাম [illegible] চক্রবর্তী [illegible] [illegible] পরের দায় [illegible] হইতে বাহির হইয়াছে [illegible] সংশোধন আইন অনুসারে আবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

— -

পাকুর-ওভারে বড়দহের মাঝন-সম্পর্কে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ গত ২৪শে মার্চ ট্রামওয়ান কুল অব [illegible] [illegible] ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অরপূর্ব্ব [illegible] পুলিস কমিশনার কর্পোরেশনের কর্মচারী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাকে আলিপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসে হাজির করা হয়। পাকুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন। [illegible] জামিনে খালাস দিবার প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই।

[illegible] ১৭ই মার্চ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের বলিয়াছে।

গত ১৩৩৮ সালে [illegible] ৮ কোটি ৭৩ লক্ষাধিক টাকার খাজনা বাকী হইয়াছিল কিন্তু ১৩৩৯ সালে [illegible] কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার এবং [illegible] ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বাকী রহিয়াছে। আদিকে সময়ের মধ্যে নিজেদের বাকী অধিকতর হইয়াছে, এই বিবরণেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ। তবে আশার কথা এই যে,

গত বৎসর তুলনায় বাণিজ্যের মূল্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে।

ফ্রান্সের নূতন দুর্গ

প্যারী হইতে প্রকাশ, জার্মাণীর জবাব [illegible] ফরাসীর সমরসচিব যে বিবরণ [illegible] নূতন দুর্গ অবস্থা নির্ণয় [illegible] [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] দুর্গটি সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] করিয়া দেখিলেন, [illegible] [illegible] থাকিবে। সরকার [illegible] লক্ষ ফ্রাঙ্ক মঞ্জুর করিয়াছেন।

———

মস্কোকে সেক্সাপেক্সের জন্য পুরস্কার ঘোষণা

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমর্থ হইবে তাহাকে এক হাজার টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] গঠিত হইয়াছে।

মাতা ও পুত্রী খণ্ড-বিখণ্ডিত

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর জেলার [illegible] এক যুবতী ও তাহার কন্যাকে [illegible] [illegible] নিকটবর্তী এক [illegible] [illegible] হয়। এই সম্পর্কে [illegible] হাইকোর্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, [illegible] জানাইয়া দেয়।

প্রতারণার অভিযোগ

আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এন, কে, সেন বিনোদ [illegible] বিয়াল জনের অভিযোগে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, বাদিনী [illegible] স্বামী বিবাদীকে চিনিত। বাদিনী তাহার [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible] টাকা ছয় আনা বিবাদীকে দেয়। বিবাদী ঐ টাকা তাহার [illegible] আত্মীয়ের নিকট প্রেরণ করে এবং বাদিনীকে বলে যে, [illegible] [illegible] হারাইয়া গিয়াছে। বাদিনী [illegible] [illegible] আবেদন করিয়া [illegible] কথা জানাইতে পারে। জরিমানার টাকা হইতে বাদিনীকে ১০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

———

ভারতে জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান

নূতন দিল্লী হইতে গত ২১ শে মার্চ [illegible] যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতবর্ষের ৯৭টী সহরে যে মৃত্যু সংখ্যা লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় আলোচ্য সপ্তাহে ৪৭৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই ৯৭টি সহরের প্রতি সহরে ত্রিশ সহস্রাধিক লোকের বাস এবং মোট ৯৭টি সহরে অধিবাসীর সংখ্যা ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ১ হাজার ৪০ জন। এই মৃত্যু সংখ্যা হইতে দেখা যায় মোট অধিবাসীর সংখ্যার হাজার করা ২৪-৬ অনুপাতে বাৎসরিক মৃত্যুর হার হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে উল্লিখিত সংবাদ সহরগুলিতে মোট ৬ হাজার ৭ শত ৩১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

মাদ্রাজ ও বাঙ্গলার সহরগুলিতে হাজার করা ৫০ জনেরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংখ্যা মাদ্রাজের সহরগুলিতে ৫ হাজার ৭ শত ২৯ জন এবং বঙ্গদেশের সহরগুলিতে ৪ হাজার ১ শত ৩০ জন। [illegible] প্লেগের [illegible] ও [illegible] মৃত্যু সংখ্যা এত বেশী।

সংক্রামক রোগে মৃত্যু

আলোচ্য সপ্তাহে ভারতবর্ষের উক্ত ৯৭টী সহরে কলেরা রোগে মৃত্যু হইয়াছে ২৭ জনের, বসন্ত রোগে মৃত্যু সংখ্যা ৯৩, প্লেগে ২১। [illegible] মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে কলিকাতার সংখ্যা ২০, ঢাকার সংখ্যা ৫, [illegible] মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে কলিকাতার সংখ্যা ৪৮ এবং [illegible] সংখ্যা ১১, [illegible] ৭ ও [illegible] ৬। প্লেগে মৃত্যুর সংখ্যার মধ্যে মান্দালয়ে ১০ এবং [illegible] ৫ জন মারা গিয়াছে

বিমান প্রতিযোগিতা

[illegible] হইতে প্রকাশ, লণ্ডন হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিমান প্রতিযোগিতা হইবে। [illegible] একখানি [illegible] বিমান পাঠাইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিলে, দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রতি-যোগিতায় [illegible] [illegible] [illegible] বিমান পাঠাইয়াছে।

———

চট্টগ্রামে বিধিনিষেধ

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ২০শে মার্চ বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible] জানাইয়াছেন—

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করেন যে চট্টগ্রামে বোমা বা আতসবাজী পুড়াইলে জনসাধারণের শান্তিরক্ষার কর্তৃপক্ষের কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা করা হইবে। এই সম্বন্ধে গত ১৯৩২ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সনের ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে তিনি আদেশজারী করেন যে, [illegible], [illegible] [illegible] থানার মধ্যে কেহ বোমা বা আতসবাজী পুড়াইতে পারিবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, চট্টগ্রামে যে অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকল নিষেধ আজ্ঞা জারি করেন, সেই অবস্থা [illegible] বর্ত্তমান এবং বোমা ও আতসবাজী পুড়াইবার ফলে জনসাধারণের প্রাণ ও সম্পদ এখনও বিপজ্জনক হইতে পারে।

সুতরাং ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ (৬) ধারার ক্ষমতার বলে গবর্ণমেণ্ট চট্টগ্রাম ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্ত আদেশ গত ২৭শে মার্চ হইতে আরও [illegible] কাল প্রবল থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বাঙ্গালী যুবকের রহস্য-জনক হত্যা

শিলচর হইতে প্রকাশ, [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] রাধাবাবু [illegible] নামে এক বাঙ্গালী যুবক [illegible] আফিসে চাকুরী করিতেন। একদিন রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত আফিসে কার্য্যাদি করিয়া তিনি [illegible] আপন বাড়ীতে [illegible] ফিরিতেছিলেন। তাহার পর কেহ রাধাবাবু [illegible] সন্ধান পায় নাই।

আত্মীয়েরা প্রথমে মনে করেন যে, আফিসের কার্য্যে তিনি কোথাও [illegible] গিয়াছেন। কিন্তু পরে যখন তাহারা জানিতে পারে যে, আফিসের কার্য্যে কোথাও উাহাকে পাঠান হয় নাই, তখন চারিদিকে খোঁজা হইতে লাগিল কিন্তু সন্ধান মিলিল না। এক সময় আমরা বলিল রাও বাবুকে [illegible] বাধিয়াছে। আত্মীয়গণ [illegible] [illegible] [illegible] কর্ণ হইল না। নিরুদ্দেশ হইবার ৭ দিন পর এক [illegible] রাধাবাবুর মৃতদেহ [illegible] [illegible] [illegible] আবিষ্কৃত হয়। দেহ অবয়ব বিকৃত হয় নাই। পুলিশ [illegible] অনুসন্ধান করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

১ম বর্ষ } ২৮ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ২৫৭ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে মার্চ্চ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য ব্যাকরণ-তীর্থ মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বলেন—শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদী-তড়াগাদির জলের মলিনতা যেমন সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, হরিকথা-শ্রবণেও অনর্থ সেইরূপ অনায়াসেই অপগত হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীন-ভাবেই বিরাজ করেন; কিন্তু জীবের কর্ণদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপদেশ-বাণীরূপ জীবের হৃদয়কমলস্থ দাস্য-সখ্যাদি ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আত্যন্তিকভাবে তাঁর হৃদয়ের কামক্রোধাদি-মলও বিদূরিত হয়।

যদি কেহ বলেন, জ্ঞান যোগাদিও ত' কামক্রোধাদিরূপ মলকে বিনষ্ট করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, যে প্রকার কোনও কুম্ভস্থ জলকে অগ্ন্যাতপ-কিরণ দ্বারা শোষণ করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ পরিমিত জলমাত্রই শোষিত হইয়া থাকে, অন্য পাত্রস্থ বা নদী-তড়াগাদির জল শোষিত হয় না, আর জল শোষিত হইলেও মলরাশি ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয় তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্মযোগতপ-আদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের মল শোধিত হইতে পারে না। আবার কাহারও শোধিত হইলেও সম্যক্‌ভাবে শোধিত হয় না, কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলরাশির ন্যায় কামক্রোধাদি মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত হইলেও পুনরায় কোনও কারণে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই আবার হৃদয়ে অনর্থ প্রকাশিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, দুরন্ত কামলোভে প্রপীড়িত বদ্ধজীবের আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারা যে প্রকার শান্ত হয়, অষ্টাঙ্গযোগ বা জ্ঞান-কর্ম্মাদি পন্থাসমূহের উপদিষ্ট প্রণালী দ্বারা তদ্রূপ হয় না।

কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। জাগতিক কথা যেরূপ দেশকালপাত্রাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণকথা তদ্রূপ নহেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং কথারূপে সেবোন্মুখ জীবের হৃৎকন্দরে প্রবেশ করিয়া সকল জীবের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নিঃশেষিত করিয়া থাকেন।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকথাকে তপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত সম-পর্য্যায়ে দর্শন করেন, নামাপরাধ-হেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীকৃষ্ণকথাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন জীব-মাত্রেরই সাধ্য ও সাধন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সদন ভাগবত মহারাজ গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও মধুর ব্যাখ্যা করিতেছেন। হরিকথা-কীর্ত্তনে তাঁহার পরমোৎসাহ, বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও সরল ব্যবহারে আমরা সকলেই পরম আনন্দিত।

বালিয়াটীতে প্রচার

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় তদীয় বালিয়াটীস্থ ভবনে গত ৫ই চৈত্র (১৩৪০) সোমবার ও ৬ই চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-লীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে "পানিহাটিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মিলন" প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উভয় দিবসই পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিবস পাঠকীর্ত্তনাদি সমাপ্ত হইবার পর শ্রীযুক্ত মুরলী বাবু মঠরক্ষক মহোদয়কে প্রশ্ন করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, তবে তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিয়া কঠোর বৈরাগ্যাদির সহিত ভজন করিলেন কেন? তদুত্তরে মঠরক্ষক মহোদয় বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণবিমুখ মায়াকবলিত জীবগণকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন। দ্বাপর-যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজন কর, আমাতে প্রপত্তি ব্যতীত আমার দুস্পারা মায়া কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, আমিই একমাত্র মায়ার অধীশ্বর, আমিই একমাত্র পরাৎপর-তত্ত্ব, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কিছুই নাই।" কিন্তু জীবগণ বুঝিতে পারে নাই সুতরাং পরম কৃপালু ভগবান এইবার বেষ পরিবর্ত্তন করিয়া গুরু বা আচার্য্য-বেষে অবতীর্ণ হইলেন—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরু-রূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥"

স্বয়ং কৃষ্ণই আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁ'র ভগবত্তার কোনও হানি হয় নাই, কারণ—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

মঠরক্ষক উপদেশক মহোদয় উক্ত যুক্তি-সমূহ ব্যতীত 'সন্ন্যাসঃ পরম মহিমা' 'বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ', 'অনর্পিত-চরীং চিরাৎ', 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্' প্রভৃতি শাস্ত্রীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুরলী বাবু তাঁহার প্রশ্নের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত যুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরগদাধর-মঠে শ্রীরামনবমী উৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম [illegible] প্রচারক আচার্য্য শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম প্রভুর চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যমে গত ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ শনিবার চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদাধর-মঠে শ্রীরামনবমী উৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে [illegible] শ্রীপাদ [illegible] পাঠ এবং মধুর কণ্ঠে শ্রীপাদ মুকুন্দ-গোপাল [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূজা, বিশেষপূজার বাদন ও নানাবিধ [illegible]। [illegible] নিমন্ত্রিত, আগন্তুক সকলকেই বিচিত্র মহা-প্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। উৎসবোপ-লক্ষে মঠসেবকগণের ও গ্রামবাসিগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ বিষ্ণু আদি কারপ্রেরণশালী ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(১১)

(১৫) ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo) —ইঁহার বক্তব্য এই যে, বাস্তব-সত্তা-সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক প্রকার সম্ভবপর নহে; মানবগণের স্বাধীন চিন্তাস্রোত থাকায় তাহাদিগের ধারণাও পরস্পর স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বর সকল ধারণারই অতীত। ঈশ্বরকে ধারণার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত তাঁহার ঈশ্বরত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা ও সর্বোচ্চ উদারতা স্বীকৃত হইলেও সেই অবস্থান নিরাকৃতপূর্বক স্বরূপতঃ তাঁহার নির্দেশ হয় নাকি। সুতরাং ঈশ্বরকে জানিবার আশা আনিবার চেষ্টা একান্তই পণ্ডশ্রম মাত্র। বিশ্বাসেই তাঁহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় এবং এই অস্তিত্ব বাচক অনুভূতি ব্যতীত ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোন ধারণা হওয়া অসম্ভব। অস্তিত্ববাচক ধারণার মূলে আমরা প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে কার্যদর্শনে কারণের অনুমান মাত্র করি। সৃষ্ট জগৎ যখন দৃষ্ট হইতেছে তখন স্রষ্টা কেহ অবশ্যই আছেন—এই অনুমানাবলম্বনে তাঁহার যে অস্তিত্ব ধারণা, তাহা বাস্তব বস্তুর অনুভূতি নহে বরং বিশেষ অনুমান মাত্র, অনুমানকে বস্তুজ্ঞান বলা যায় না, অথচ বস্তুজ্ঞান লাভ অসম্ভব; এ ক্ষেত্রে উপায় কি? শ্রীগীতা বলেন, যতক্ষণ জীব নবানীর বস্তুর অনুসন্ধান করিবেন অর্থাৎ লোকা যোগাদি-দ্বারা প্রকৃতি দর্শন করিবেন দিন বাহির পর্যালোচনা বা ঈশ্বররূপে শ্রীশিবকেও (কেননা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তুর উপর কর্তৃত্বশক্তি বিশিষ্ট মাত্র) ভাবিবেন; কিন্তু বাস্তব মায়াধীশ ও অদ্বয়জ্ঞান চিচ্ছক্তি এই উভয়শক্তির প্রভু যাঁহার অর্থাৎ চিৎজগতের আশ্রয় বা মূল কারণরূপে অদ্বয় বাস্তব সত্য বস্তুকে এক অর্থাৎ বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিবেন না। জীব এবং ঈশ্বর বা লোকতত্ত্ববিৎ হইতে উদ্ধার পাইবে কি প্রকারে, এতদ্বারা বাস্তব দর্শনের অভাব শ্রীগীতা বলেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে।

বেদান্তদর্শনের শ্রেষ্ঠভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং;
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।"

বাস্তব সত্যের ভিত্তি ভাবাধার সম্বন্ধ-বিচারে, কেবল অনুসন্ধানপর দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন না থাকায় বস্তুজ্ঞান হইতে পারে না। কেননা বিচারে, তাঁহার বিশ্বাস এবং আত্মার অস্তিত্ব দৃঢ় বিষয় অনুপলব্ধি সম্ভব নহে। চিন্তা-কৌশলের-বিচারে লোকাতীত লোকের অনু এবং পরমাণু বস্তু রক্ষার তাঁহার স্বরূপজ্ঞান সম্ভব এবং লোকাতীতে আত্মাও তাহা বিভিন্ন সত্তার প্রতীতি লাভ করিতে পারে না সুতরাং 'জীব ও ব্রহ্ম এক' তাঁহারা বলেন তাঁহারাও পরস্ব তেজোবাদী; কারণ, যখন জীবপ্রতীতি ও ব্রহ্মপ্রতীতি এই উভয় প্রতীতি বর্তমান তখন উভয়েই

বলা চলে না আর যখন 'এক আছেন আর কেহই নাই' তখন একথা বলে কে? একমাত্র অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-বিচারেই বাস্তব বস্তু স্বরূপজ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা এবং বস্তুর অজ্ঞেয়তা এই উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্যের স্বরূপ-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

(১৬) Scotus Erigena—ইঁহার কথিত দার্শনিক মত Emanation theory স্বীকৃত হইলেও ইহা ঠিক্ আলেক্জাণ্ড্রিয়া-কথিত বিকাশবাদের অনুরূপ নহে। তাঁহার Theory of Emanation সংক্ষেপতঃ এই প্রকার মতবাদ অভিব্যক্ত হইয়াছে; বাস্তব-সত্তা 'এক' এবং তাহা সাধারণতত্ত্বের মূল কারণ হইতে 'বহু'তে প্রকাশমান্। সমষ্টি বা ব্যষ্টিরূপে তাঁহার বিভাগ ও স্বরূপতা সমস্ত রূপে সাধারণ হইতে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব বস্তুর সর্বশেষ সত্তা যদি বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর পদার্থ বিভাগে বিশেষের কারক, সাধারণ সত্তা; তাহা হইতে অধিক বিস্তৃত বিভাগে বিশেষের পরিমাণ আরও অধিক, সাধারণ আরও অল্প এইরূপ প্রকারে বিভাজন-প্রণালীর ধারা-ক্রমে সর্ব-উচ্চ ও সর্ব-নিম্ন স্তরে বাস্তব বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সমূহে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরম এক বস্তু অংশ সর্বাপেক্ষা অল্প, অল্পতর ও ক্রমশঃ হইলেও, সেই সমস্ত বস্তুতেও তাহার অস্তিত্ব বর্তমান। পরম কারণ-বস্তু হইতে এইরূপে যেমন একদের সৃষ্টি, তদ্রূপ পুনরায় আবর্তন-প্রণালীর দ্বারা অদ্বয়ে সমাপ্ত হয়। Theology ও Philosophy তে কোন বিবাদ থাকিতে পারে না, দর্শন ব্যতীত ধর্মশাস্ত্র অথবা ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত দর্শন-শাস্ত্র থাকিতে পারে না, সুতরাং এতদুভয় 'অঙ্গাঙ্গী ভাব' সম্বন্ধে আবদ্ধ। ধর্মশাস্ত্রের Rational ব্যাখ্যাই দর্শনের উদ্দেশ্য। ধর্ম ও দর্শন উভয়ের বিকাশভাব পৃথক্ হইলেও মূলে এক শ্রেণী-সত্তা নিহিত। দর্শনালোচনায় বিচার-সাহায্যে মানব বাস্তব-সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করে এবং ধর্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিবিধ বাণী দর্শনে তাঁহার স্বরূপ ও মঙ্গলময় স্বরূপের ভাবপ্রাচুর্যে মানবচিত্ত ভাবরসে আপ্লুত হয় এবং সেই সত্যস্বরূপের পূজা করে। পণ্ডিত স্কটাস্ ইরিগিনার বিচার পর্যালোচনায় অকাট্যরূপ বিষয় এই যে তাঁহার দার্শনিক লোকের দর্শন এবং ধর্ম-লোকের দর্শন—এই উভয় দর্শনের প্রথম দর্শনটি অনুমানের ছাঁচে mould করা এবং দ্বিতীয় দর্শনটি উহার উপর কল্পিত বাস্তবতার প্রলেপ দেওয়া মাত্র। মানবের জ্ঞান পরিবর্তনশীল দৃষ্ট হয়, বালক-কালের জ্ঞান, যুবাবস্থার জ্ঞান এবং বৃদ্ধাবস্থার জ্ঞান পর পর পৃথক্। মানব যদি মরণ-ধর্মবিশিষ্ট না হইত তাহা হইলে শত বৎসরের জ্ঞান দুই শত বৎসরের জ্ঞানের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিত, এইরূপে অনন্তকালে জ্ঞানও অনন্তরূপে পরিবর্তিত হইত। এখন বক্তব্য এই যে, বাস্তব সম্বন্ধে এই যে জ্ঞান, ইহা যখন পরিবর্তনশীল ভিন্ন অন্য তখন নৈমিত্তিক-রূপে প্রকাশ পায়ে অর্থাৎ বাস্তব (?) নিত্যকাল একরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পিত ঈশ্বরের (অনন্তের) প্রতি ভক্তি (?) ভাবপ্রবণতা Sentimental activities বলা যাইতে পারে; ইহা 'দর্শন' ও 'ভক্তি' পদবাচ্য নহে। 'বাস্তব দর্শন' বা 'বেদান্ত-দর্শন' অধোক্ষজ দর্শনকেই 'দর্শন' বলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতও তাহা অধোক্ষজ বস্তুতেই ভক্তি সম্ভব, অন্য বস্তুতে ভক্তির পরিবর্তে লোভ বা বিলাসিতা...

'অজ্ঞানাদেব ভবতি মহান্ পণ্ডিতোহপ্যলম্।
অপশ্যং পুরুষং পুণ্যং বদতি স্বমনীষয়া॥
স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥'

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

হে পতিতপাবন প্রভুপাদ,

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন আপনি চিন্ময় গোলোকে প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে মাধুর্যসেবায় নিত্যকাল রত থাকিয়াও আমাদের পরমমঙ্গলের জন্ত জগদ্গুরু আচার্যরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণসেবা-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক জীবকুলকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আহ্বান করিতেছেন। আপনার সর্বক্ষণ হরিকীর্তন-চেষ্টা ও পতিত জীব-নিচয়ের উদ্ধারার্থ নিরন্তর আপ্রাণ প্রযত্ন স্মরণ করিয়া এক অনির্বচনীয় ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। মায়াভিমানী অযোগ্য নিস্তুব আমরা গৌরজনকে পদাপূজায় আমাদের অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি আপনার অভয়, অশোক ও অমৃতস্বরূপ শ্রীচরণকমলে প্রদান করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছি। ভজন-সাধন-বিহীন ও অভাজন আমরা আপনার সর্বক্ষণ ও সর্বজনবন্দিত শ্রীপাদপদ্ম-পূজার নিতান্ত অযোগ্য। এই নৈরাশ্যের বিস্তারেও আমাদের একমাত্র আশা—আপনার অহৈতুকী করুণা। এই দুর্বলতার মধ্যেও আমাদের একমাত্র বলাধান—আপনার অযাচিত অমন্দোদয় কৃপা। হে জগদ্গুরো, আপনার অহৈতুকী প্রসন্নতা আমাদিগকে সেবোন্মুখ করুক আপনার পাদপদ্মে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনামসংকীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন॥

কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত অন্য কেহই যেরূপ জগতে কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে পারেন না, গৌরশক্তি ব্যতীতও অন্য অপরে প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই মায়াকবলিত জগজ্জীব-গণকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই অনর্পিতচর-অমন্দোদয়দয়ার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত গৌরকৃপাশক্তি গৌরপ্রেষ্ঠ আপনি জীবের দ্বারে দ্বারে স্বয়ং শুভাগমন পূর্বক ও শুদ্ধভক্তাশ্রিত নামাশ্রয়ী গৌড়জনগণকে দেশে দেশে প্রেরণ করতঃ তথা হরিভক্তির কথা—আম্নায় নিত্যসত্যময়ী বাণী নিরপেক্ষ-ভাবে প্রচার করিয়া জীবাপরাধের মূল-কারণ কৃষ্ণবিস্মৃতি রোগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্ত কায়মনোবাক্যে সর্বক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

আপনি নানা দুর্বোধ্যাদিগ্রস্ত এই বিবদমান যুগে শুদ্ধভক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনার শুদ্ধাকাঙ্ক্ষণ গৌর-ললাটপটে অঙ্কিত-জন্ম পরবিদ্যার উদ্ভবস্থ এবং মহৎ প্রদর্শনের যাবতীয় সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত অধ্যয়ন পূর্বক 'প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন ও কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহরূপে বর্তমান থাকিয়া জীবকুলের অজ্ঞানান্ধকার দূর করতঃ দিব্যজ্ঞানপ্রদানে জীবের কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

সর্বজীবাধার নিত্য ধর্ম হরিভক্তি-প্রচারের জন্ত মহাপুরুষ-কেশরীস্বরূপ আপনি লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীমঠ-পাদপীঠ-স্থাপন, নানাস্থানে শ্রীমন্দির-নির্মাণ, ভাগবত-শিক্ষাকে মুদ্রিত-কল্প প্রদর্শনী প্রদর্শনী-রূপে উদ্‌যোজন, দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক পত্রিকার প্রকাশ উৎসবাদির আয়োজন ও শাস্ত্রকর্তৃক সমস্ত বৃন্দাবন নিরন্তরপূর্বক মহৎ গৌরবাণী প্রচার করিয়া 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হবে মোর নাম॥'

—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহরূপে জগতের সম্মুখে ও গণসমাজকারীর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। কর্ম, জ্ঞান বা যোগ ও ত্যাগের আপাতসুখ-প্রদায়িনী পন্থা, যাহা বর্তমানযুগে প্রায় সকলই প্রতারণা গ্রহণ পূর্বক নিজেদের অধঃপতন বরণ করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতির অন্ধ অন্ধকূপে পতিত হইবার জন্ত দ্রুতবেগে ভুক্তি-মুক্তিকামীর দিকে ধাবিত হইতেছে, সেই ভুক্তি-

ণী পিশাচীসম পরাভবের ও আরোহ-
। অকিঞ্চিৎকরতা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রমাণ
শাস্ত্র আপনি সর্ববেদপ্রতিপাদ্য
ভক্তির কথা—সকলের একমাত্র নিত্য
কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের কথা প্রচারের
সর্ববক্ষণ উৎগ্রীব।

আজীবন দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া বাস্তব-
কৃষ্ণানুসন্ধানই আপনার তীব্রপ্রতিজ্ঞা।
সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
—এই অসৎসঙ্গ-বর্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণ
। বিষয় জলন্ত যেন আপনার প্রকাশ।
মহাপ্রভু ও তদনুগত মহাজনগণের
ষ্ঠিত ও প্রচারিত অপ্রাকৃত নিত্যাবলী
নার অভিমর্ত্ত্য চরিত্রে মূর্ত্তিমান্ হইয়া
ের সম্মুখে দেদীপ্যমান। আপনার
ট সৎ ও অসতের গোঁজামিল দিবার
য় নাই। আপনি সৎ ও অসতের মধ্যে,
ন ও দুর্জ্জনের মধ্যে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণ-
মধ্যে, কেবলা ভক্তি ও মিশ্রা ভক্তি
অভক্তির মধ্যে যে পরিখা কাটিয়া
ছেন—মঙ্গলামঙ্গল-বিচারমূলে যে পার্থক্য
র্শন করিয়াছেন, তাহা বিচার-
লে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই আপনার
চিত্ত কৃপায় জানিতে সমর্থ হইয়া
রৌতপন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথ
াজনগণের আদর করিতে বা তাহা
করিতে শিক্ষা করিয়া নিত্য মঙ্গলের
কৃষ্ণসেবায় উদ্বুদ্ধ হইতেছে। এইরূপ
র নিকট হইতে অসৎকে অনন্তকোটী
ন দূরে রাখাই আপনার চরিত্রের
ষ্ট্য।

আপনি অসৎকে সৎ হইবার
শ দেন কিন্তু কপট দর্শকজীবকে
ও প্রশ্রয় দেন না। দাম্ভিক, অবৈধ-
প্রমত্ত ও তার্কিক-সম্প্রদায় তাহাদের
দাম্ভিকতা, অহমিকা, কুযুক্তি,
ষা ও বিদ্বেষের পসরা লইয়া আপনার
ীর্য্যাপেক্ষা অতুলনীয় পাদপদ্মে
হিত হইবার চেষ্টা প্রকাশ করিলেও
সেই আপনার মর্য্যাদাহীন তেজের নিকট
দের অপ্রদেয় কাচদ্রব্যগুলির মূল্য
অতীব অল্প, অন্তরে তাহা অনুভব
য়া তাহাদের উন্নত শির নত করিয়া

গবৎপ্রকাশ সেবকরূপে আপনি
কেও জগবানের আংশিক সেবা শিক্ষা
া নিজেও সেরূপ আচরণ করেন না।
ন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই
দের সেবাদৈশ্চর্য্যে রত থাকিয়া
জীবসমূহকে চব্বিশ ঘণ্টাই
কার্য্যে—প্রতি পদবিক্ষেপে—প্রতি

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জগতের অন্য কোন
কথা ভাবিবার সময় না দিয়া সর্ব্বস্ব
সমর্পণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে হরিভজন
করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।

আপনি বজ্রাদপি কঠোর আবার কুসুমা-
দপি কোমল, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বা
কৃষ্ণ-কার্য্য-বিরোধিগণের নিকট মূর্ত্তিমান্
যমরাজ, কপট ব্যক্তিগণের নিকট
সাক্ষাৎ বজ্রসদৃশ, অজ্ঞানীদের নিকট 'ভীষণ
দণ্ডধৃক্' কুতার্কিকের নিকট 'মূর্ত্তিমান্
সুদর্শনচক্র', অসচ্চরিত্রের নিকট 'অরসিক',
সিদ্ধান্ত-বিরোধীর নিকট 'নিরসজ্ঞানী',
বৈষ্ণবদ্রোহীর নিকট দাম্ভিক আর নিষ্কপট
সজ্জনের নিকট একমাত্র নির্হেতুক পরদুঃখ-
দুঃখী, মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দো-
দয়া দয়াশক্তির প্রকাশ ও দুঃখী দুর্গত জীবের
একমাত্র আশ্রয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, সর্ব্ব-
প্রাধান্য ও উজ্জ্বলতম সৌন্দর্য্যপ্রদর্শক
আচার্য্যবর্য্য আপনি শুদ্ধভক্তগণের সাধুসঙ্গে
সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-শিক্ষা ও এই
ভাগবতবিমুখ যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা
প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সিদ্ধহস্ত। আপনি
শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ আসন সংরক্ষণের
জন্য ভাগবতাপরাধী ব্যবসায়িগণের দুর্বুদ্ধিতে
পদাঘাত করিয়া জানাইয়াছেন যে 'ভাড়াটিয়া
ভক্ত নহে'।

বর্ত্তমান কৃষ্ণবিমুখ যুগে সকলেই কৃষ্ণে-
ন্দ্রিয়-তর্পণের বদলে নিজেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত
করিতে ব্যস্ত হইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে
নরকের পথে চালিত বা নিজ অমঙ্গলকে
সাদরে আলিঙ্গনার্থ উৎগ্রীব কিন্তু পর-
দুঃখদুঃখী, জীবের পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আপনি
এই যুগে জীবের সৌভাগ্যাকাশে
কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়া জানাইলেন, 'কৃষ্ণে-
ন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু আমাদের ভোগের বস্তু
নহে; আমরা ভোক্তা নহি, আমরা ভোগ্য,
ভোক্তা হইতেছেন একমাত্র পরমপুরুষ
পরমকান্ত শ্রীকৃষ্ণ।' আপনার এই বীর্য্য-
বতী অপ্রাকৃত বাণীর অনুসরণেই অযোগ্য
আমরা আজ দেবদুর্লভ বস্তু কৃষ্ণতত্ত্বানু-
সন্ধানে তৎপর।

সচ্চিদানন্দ গৌরপ্রেষ্ঠতম আপনি
গোলোকের বস্তু হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি-
প্রভাবে আজ কপটমানবরূপে মায়াতীত
কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—মায়াপুর-
শশী গৌরসুন্দরকে সকলের নিকট বিলাইয়া
দিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। পরমার্থ-
জগতে এমন কোন অসমসাহসিকতার কার্য্য
নাই যাহা কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আপনি সম্পাদন
করিতে পরাঙ্মুখ বা অসমর্থ। গৌরকরুণার
মূর্ত্তবিগ্রহ আপনি প্রতি জীবকে কীর্ত্তনের
অধিকার দিয়া কাককে গরুড় করেন—
মূককে বাচাল করেন—পঙ্গুদ্বারা গিরি-লঙ্ঘন
করান—অযোগ্যকে যোগ্যতা প্রদান করেন।
ইহা শুধু গল্পের কথা নহে—আপনার
অযোগ্য দাসাভিমানী আমরা আপনার
এই অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও ঐশ্বর্য্য দর্শন
করিয়া আপনার পাদপদ্মে আকৃষ্ট।

পরমহংস অবোমদর্শিন্ পতিতপাবন
প্রভো, আপনার অপ্রাকৃত অনন্ত-গুণাবলী
সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি, এমন শক্তি ও
ভাষা আমাদের নাই। তথাপি অদ্য তদীয়
নিত্যানন্দ আপনার কৃপা ও ঔদার্য্যমুগ্ধ
দীন দাসাভিমানী অযোগ্য শিষ্যবৃন্দ এই
শুভবাসরে আপনার পরম-পূত পদপদ্মে
আমাদের এই সামান্য অর্ঘ্য নিবেদন করি-
তেছি, কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যতা বিচার না করিয়া
এই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করুন; আর
আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের
অতুলনীয় সৌন্দর্য্যেই আমাদের কায়মনো-
বাক্য চিরদিন উদ্ভাসিত থাকে।

চিরদাসানুদাস দীন অযোগ্য
শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরুপাদসংশ্লিষ্টবৈষ্ণবসেবনে রতঃ।
সেবোপকরণাবাসংরক্ষণাদিতৎপরঃ॥
প্রসন্নজীবনকৃষ্ণাখ্যো দাসাধিকারি-সজ্জনঃ।
সেবাসুহৃৎ-ইত্যাখ্যয়া সহিতশ্চ
বিভূষিতঃ॥
গঙ্গাপূর্ণতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পরমহংসবংশাবতংসস্য শ্রীমতঃ প্রভোঃ।
গৌরকিশোরদেবস্য পুণ্যং সমাধিমন্দিরম্॥
যেনাবিস্তারিতং সম্যগর্থাপ্তকৃত্যকারিণা।
তস্মৈ বার্ত্তাপ্রকাশশ্চ বিহিতশ্চ পণ্ডিতঃ॥
শ্রীগুরুগৌরসদ্ভক্তিতৎপরায় কৃতাত্মনে।
শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগৌরাঙ্গদাসাধিকারিণামিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভৈতস্মৈ প্রদীয়তে।
উপাধিঃসাদরং ভক্তিশাস্ত্রী
ইতি স্ফুটঃ॥
গঙ্গাপূর্ণতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীরামনিবাসঃ শ্রীমান্ বৈষ্ণবসেবনে রতঃ।
প্রিয়শ্চ বিষ্ণুভক্তানাং বিনয়াদিগুণাশ্রয়ঃ॥
অনন্তদেবব্রহ্মসংস্থাপকং সজ্জনোত্তম
নির্ম্মিতঃ।
ভক্তিবিনোদ উপাধ্যাপাধিনা
ভূষিতোঽধুনা॥
গঙ্গাপূর্ণতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সারগৌরধামসৌন্দর্য্য-সম্ভিত্তপদি গ্রহঃ।
শুদ্ধবৈষ্ণবসেবৈকনিষ্ঠঃ সত্যঃ সতাম্॥
কুমারিসদনঃ শ্রীমান্ কায়স্থকুলভূষণঃ।
ধনাচারেণ ভূষঃ প্রশান্তচরিতঃ সুধীঃ॥
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোর্বিশ্বপালকঃ স্ফুটঃ।
প্রচারাঙ্গেষু তত্তাম্ সমোৎসাহপ্রদায়কঃ॥
বন্দঃ সংশোধনাশ্রয়ং মুরারিগুপ্তালয়ঃ।
ভক্তিবিশারদাখ্যা
সহিতাহি নিয়তম্॥
গঙ্গাপূর্ণতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে।
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমায়াপুরধামস্থ শ্রীচৈতন্যমঠস্থঃ।
শ্রীগুরুগৌরপদাম্ভোজসেবাপ্রতিষ্ঠিতঃ সুধীঃ॥
নিষ্কপটমতিঃ নিত্যচরিতঃ সুবিচক্ষণঃ।
শ্রীমান্ নরোত্তমাখ্যো ব্রহ্মচারিসংশ্রয়ঃ॥
বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণঃ সর্ব্বাত্মনা
সমর্পিতঃ।
উপনাম্না ভক্তিভূষণ
ইতি সংস্থিতম্॥
গঙ্গাপূর্ণতটস্থশ্রীনবদ্বীপস্থলোত্তমে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে যোগপীঠাশ্রয়ে পরে॥
বাণেষুবসুচন্দ্রাংশুশাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
স্বাঃ—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। [illegible] ৪০৲
[illegible] ১৮৲
[illegible]
৩। [illegible]
([illegible])
৪। [illegible] (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় [illegible] ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ?
শ্রীনবদ্বীপভজন (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। [illegible] (শ্রীমদ্ভব টিক, মঃ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। শ্রীনামের কেবল মাত্র-তত্ত্ব
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত ভাষ্যসহ ভাষ্যাদি (বাধা)
১৩। বেদান্তদর্শন ভাষ্যসহ ভাষাটীকা) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয় গঞ্জিকা ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৫টী সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীমদ্ভাগবত ৶০
১৯। শ্রীনবধাম (৩টী সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। কাব্যপ্রকাশ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। শ্রীমালা ।১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ।০
৩০। গীতাবলী ।০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকল্প ।০
৩৩। প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা ।০
৩৪। নবদ্বীপশতক ।০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ।০
৩৬। মহাপ্রভুর শিক্ষা ।০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ।১০
৩৮। জৈবধর্ম ।১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। চৈতন্যচন্দ্রামৃত (অম্বয় টীকাসহ) ৩৲
৪১। ভক্তিতত্ত্ব ।০
৪২। প্রেমপ্রদীপ শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৪৩। তত্ত্বসূত্রং সানুবাদ
৪৪। গৌড়ভাষাবিধানং
৪৫। শুক [illegible] ।০
৪৬। ভক্তিরত্নাকর বা মহাজনরচিত পদাবলী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ব্রহ্মোপনিষৎ (বলদেব ও ভাষ্য-ভাষ্য এবং টিপ্পনী ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীপদকল্পতরু ৶০
৫১। নিত্যধর্ম্ম ৶০
৫২। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত দর্পণ-টিপ্পনীসহ ।০
৫৪। সটীক-দশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। প্রমেয়-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পারিচয় ৴০
৫৮। সারাৰ্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্কস ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৪। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ টু ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইংলণ্ডে গ্লিম্পস অ্যাণ্ড ফেলোশিপ ডিপ্লোমা ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ।১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীনন্দ-সুন্দর-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। মামগাছি গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ চিত্রকুণ্ড, বালকৃষ্ণ
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্ল্যাডস্টোন হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসম গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং অন্বয়, বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট বুক ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত— "সরস্বতী জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্রাবলী ও তথ্যাদি-সম্বলিত [illegible] সন্নিবেশিত থাকিবে। প্রত্যেক খণ্ডের ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৭	১৬—৫৬,	২২—১৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬ ৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩১
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১— ১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৫—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪ ০,	১৮—১,	০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৯	১২— ৮৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৮-৪৫	১০-৩৪	১৩-৩১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৮-৫৭	১০ ৫৫	১৫-৫০	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৯-১৫	১১-১৭	১৩ ৫১	১৮ ৭	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৯-১৪	১১-৩১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৯-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহারা মহেশগঞ্জে নামিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৭, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮ ১৮-৩৯ ০-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

[illegible] হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১৯, ১০-৫৫, ১৩-৪, ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-০৫	৯-৩৫	১৩-১০	১৫ ৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৪০	১৩-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৫৯	১২-৩৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১৩-৪৩	১৬-৪	১৯-২৩
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩০	১৩-৫১	১৬-১৫	১৯-৩৪

কলিকাতা বাজার দর

লোহ কাষ্ঠাদির

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	গাঃ ৩৫০৭।
লোহার কড়ি বর্গা বা বীম	
[illegible]	৬৬০—৫৮০
ঐ বেলজিয়াম	৫/০—৫১০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৮/০—৬।০/০
এঙ্গল আয়রণ (কোণা)	৬৲ —৭।০
গ্যালভানাইজ্‌ড ঢেউ করোগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।০/০
২৪ গেজ „ „	১১।০
২৬ গেজ „ „	১২।০/
২৮ গেজ আর, পি, টি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ প্লেন শীট—	১১।০/০
২৬ গেজ „ „	১২।০/০
৮ গেজ ও ১০ গেজ ঐ—	১২৸/০ —১৪৲
ঢালাই লোহা কাটা তার ১০০	
গাইপ নং	৮।০
টিন প্লেট	৬।/০—৭।০/০
„ ঐ (গোল)	৬।/০—৬।০/০
„ ঐ (চোকা)	৬/০—৬।০/০
লোহা ৫০/০—।০/০ পুটা	৫৲—৫।০
টিনা রড-	
চৌকা ৫/০—।০/০ ঐ	৬৲—৬।০
„ গালভানাইজ	৭।০—৭৷০
„ প্লেট—[illegible] মোটা	
[illegible]	৮৲—৮/০
„ চাদর ৩-১৬ গাদা গাদা	১৪০/—১১।০
[illegible] (প্রতি বস্তা)	১/০-১।০
[illegible] ১— ৬ ইঞ্চ	৯৲—১০৲
গ্যালভানাইজ্‌ড ১ - ৮ ইঞ্চ	১২৲—১৪
[illegible] ১ হইতে ১০ নং ১।০/—১।০	
[illegible] ৭, ৫, ৬, ৭।০/০ ৮।০/০ ৯।০/০	
ঐ [illegible]	৬।০/০ „
[illegible] ১৭— ১৯ ইঞ্চ	১।০ ৭।০
ঐ [illegible] ৭ —১৯	২৲—৭৲ „
[illegible]	
চৌকা	৮।০—
ঐ [illegible]	৫৲ „
ঐ [illegible]	১৮৲ „
[illegible] ৫/১০—।০/০ [illegible]	
ঐ [illegible] ৭৯ নং	
[illegible]	।১০—৸০ [illegible]
গাঃ [illegible] ১৮—৩১ নং	
([illegible])	১৩।০—১৪।০ ৩৩৫
গাঃ [illegible] ([illegible])	
[illegible]	।০ - ৸০/১০ [illegible]
গাঃ [illegible]	
[illegible]	৪০—৫।০ „

গাঃ [illegible] ১।০—৩।০ টাকা ২০৲—২৯৲	
গাঃ [illegible]	১১।০—১২৲
গাঃ [illegible] ৬—৭ ইঞ্চি	
	।০/১০—১০/০ [illegible]
ঢালাই [illegible]	৭।০—৮।০ [illegible]
ঐ [illegible]	
[illegible]	৪ ইঞ্চ ।১০ ফুট
[illegible]	
[illegible]	।০৫ ফুট
[illegible] ৪—২ ১৩।০ ৫২; ৫৪, ৬৫, ৭৬	
৬০—৮০ [illegible] ২।০—৩।০ [illegible]	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

[illegible] ঘাট রোড, বড়বাজার, টেলি—"লোহার বালক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোমের আলোক বাক্স (২ টিন)		৯৲৮
পদ্ম মার্কা	„	৬।০
[illegible]	„	৬৲

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸/
গিনি	৩০৷
৮৭ পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা [illegible] ১০০ ভরি	৫৫/০
ঐ [illegible]	৫/০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮৯/
৪।০ [illegible] (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ [illegible] (১৯৬০-৭০)	৯৲
৫৲ „ [illegible] (১৯৪৫	১০৪।/০

[illegible]

৫৲ সুদের (১৯৫৭ [illegible]) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট [illegible] — ১০৩৷/০

ব্যাঙ্ক

[illegible] ব্যাঙ্ক, [illegible])		২২৪।০
[illegible]	ঐ	১২৲

কাপড় ও সূতার কল

[illegible]	৭৫৲

পাট কল

[illegible]	৫০৲
[illegible]	১১৫৲
[illegible]	৬৯৲
[illegible]	১৪০৲
[illegible]	৩৭০৲
[illegible]	২৪৫৲
[illegible]	২।০
[illegible]	৪০৮।০
[illegible]	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরেরর অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া পরিপীড়িত জীর্ণ দেহকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। প্যাকিং ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

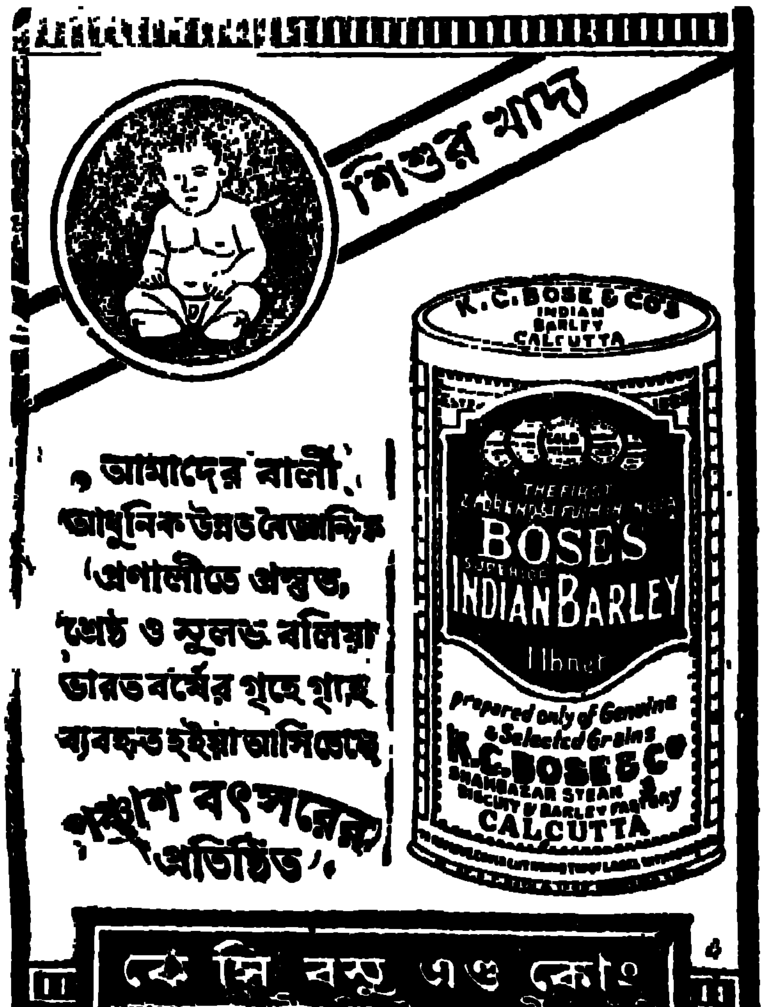

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিবিধ্য, ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকের ঠিকানা—শ্রীধাম নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মাসুলাদির হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৮০, ৩০শে মার্চ ১৯৭৪

কর্ম্মখালি

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন ইংরাজী জানা সংস্কৃত শিক্ষক হেড, পণ্ডিতের আবশ্যক যোগ্যতা উল্লেখ পূর্ব্বক ২রা এপ্রিলের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীধাম মায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পূর্ণিয়ায় আবার আতঙ্ক

পূর্ণিয়া হইতে প্রকাশ গত ২৩শে মার্চ বৈকালে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় প্রবল ঘূর্ণীবাত্যায় ধূলা উড়াইতে থাকে। গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখের ভূমিকম্পের ফলেই আদালতের বাড়ী বিশেষভাবে জখম হইয়াছিল। ঘটনার দিন ঝটিকার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আদালত বাড়ীর একাংশ, একটি থামও চূণ সুরকী ও ইটের গাঁথুনীসহ ভূমিসাৎ হয়। সেই সময়ে ভীষণ শব্দ হওয়ায়, জজ তাঁহার উকিল ও মামলা-কারিগণ নিজ নিজ জীবনরক্ষার জন্য প্রাণোন্মুখীভাবে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে থাকেন। ইহাতে যে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি চলিয়াছিল তাহার ফলে অনেক ব্যবহারীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি এবং আঘাত করায় ব্যক্তি অল্প বিস্তর জখম হইয়াছেন। সৌভাগ্য ইমারতটি বহু-নির্ম্মিত দিকের চাবাপ্রাচীর উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কেহ আহত হয় নাই।

পার্শ্বেলে মৃতদেহ প্রেরণ সংক্রান্ত মামলা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ কর্ণেল টাটাদের তৃতীয় শ্রেণি জোন ম্যাজিষ্ট্রেট কাক-পুরীতে পার্শ্বেল মৃতদেহ প্রেরণ সম্পর্কীয় মামলায় আস মী রামাহুর আবেদনক্রমে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী একটী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া মৃতদেহটি একটি বেতবক্সে পার্শ্বেল করিয়া কাকপুরী ষ্টেশনে প্রেরণ করে। স্ত্রীলোকটির নাম সীতাবল, ১২ই জানুয়ারী এগমোর হইতে কাকপুরীতে প্রেরিত হয়। পার্শ্বেলটির প্রাহক না আসায় উহা ষ্টেশনে পড়িয়া থাকে। পরে পার্শ্বেল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। ফলে ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদিগের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহারা পুলিশে সংবাদ দেয় পুলিশ আসিয়া জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে পার্শ্বেলটী খুলে এবং উহার মধ্যে লেপে জড়ান একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিতে পায়। এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া পুলিশ পূর্ব্বোক্ত আসামীকে ধৃত করে। মৃতা স্ত্রীলোকটীর স্বামী এবং আরও ৩৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

ডাকাত ও চৌকীদারে সংঘর্ষ

চাকদহ হইতে প্রকাশ, কালীগঞ্জ থানার এলাকাধীন দেবগ্রাম গ্রাম হইতে এক ডাকাতির রোমাঞ্চ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ প্রায় এক ডজন লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও বৈদ্যুতিক টর্চ আলো লইয়া উক্ত গ্রামের জানৈকার শ্রীযুত প্রাণনাথ দাস কে, এর বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। সেই সময় চৌকীদারগণ পাহারায় বাহির হইয়া তাহাদিগকে দেখিতে পায়।

অতঃপর উভয় দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। চৌকীদারেরা ডাকাতদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া ঐ অঞ্চলের নামজাদা ডাকাত হিমাংশু মুন্সুক গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। লোকটা একজন চৌকীদারকে ছোরা মারিবার চেষ্টা করে। ঐ সময় আর একজন চৌকীদার পশ্চাৎ দিক হইতে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। তাহাকে কড়া পুলিশ পাহারায় থানে আনা হইয়াছে।

মধুপানীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মধুবাণী হইতে প্রকাশ গত ২৩শে মার্চ অপরাহ্ণে মানকাচারীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। শত শত নর-নারী আশ্রয়হীন হইয়াছে। মানকাচা রাজ এষ্টেটের কতকগুলি দলিলপত্র অগ্নিগ্রাসে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভূমিকম্পের বিপদের পর এই অগ্নিকাণ্ড জনসাধারণকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে।

গণ্টুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গণ্টুর, হইতে প্রকাশ, ধনী ব্যবসায়ী এবং মিউনিসিপালিটীর কাউন্সিলার শ্রীবাবুলু আজাত আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ার সংবাদে সমগ্র গণ্টুর সহর আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। প্রকাশ নিহত ব্যক্তি "ভীমার" বাড়ীতে নিদ্রিত ছিলেন। সেই সময় জনৈক আততায়ী গৃহে প্রবেশ করিয়া বিজলী-বাতি নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহাকে ছোরার আঘাতে নিহত করে। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর-শিয়াল-কোট রোডে এক ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে ৩ জন নিহত ও ২ জন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, শিয়ালকোট ও মিলিটারী সেক্রেটারী মিঃ ম ফি, তাঁহাদের ৩ বৎসর বয়স্ক কন্যা এবং ডাঃ সোমকাণার ২টী অল্প বয়স্কা কন্যাকে লইয়া শিয়ালকোটে যাইতেছিলেন। গুজরাণওয়ালার নিকট একটা খাল পার হইবার সময় মোটরখানা উল্টাইয়া যায়। ফলে, মোটরের আরোহীরা সকলে খালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন।

ডাঃ সোমকান্ত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কা কন্যাটির আঘাত সামান্য। মিঃ মাফির অবস্থাও সঙ্কটজনক নহে। ডাঃ সোমকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যাটি সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়াছে। মিসেস মাফি ও তাঁহার কন্যার দেহ এখনও পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খালের জল শুকাইয়া ফেলিতেছেন।

পরে জানা গিয়াছে মিঃ মাফির শিশু কন্যার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, পঃ দিন প্রাতে লাহোরে তাহার অন্ত্যেষ্টি হইয়াছে। মিসেস মাফির দেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

মিঃ মাফির নিবাস লণ্ডনে। তিনি সিভিল ও মিলিটারী সেক্রেটারীর অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। প্রায় ৮ বৎসর কাল উক্ত অফিসে কার্য্য করিতেছেন।

তিব্বতে গৃহ ভস্মীভূত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, তিব্বতে গ্রামে প্রবল বায়ু থাকায় এক ঘণ্টার মধ্যে ৩শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অন্যূন অর্দ্ধ লক্ষ টাকা অনুমান করা হইতেছে। প্রায় ১ সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে।

ঐ মহা জগতের বারতাবহ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই চৈত্র শুক্রবার, ১৩৩০

অন্নপূর্ণা নাম্নী এক বিবাহিতা বালিকা তাহার মাতার সহিত [illegible] বাস করে। ঘটনার দিন সে পাড়ার [illegible] বীণাপাণির [illegible] বাবার আহার করিতেছিল। স্থানীয় চৌকীদার কালীপদর মামার সাহেবজান সেই সময়ে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, ভজহরি নামক আর একটা লোক তাহাকে সেই কার্য্যে সাহায্য করে। উহার পর জঙ্গলের এক পুষ্করিণীর ধারে জঙ্গলী [illegible] নিকটে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে আর ছয় জন লোক ছিল; একজন জঙ্গুমীর মাহবান পণ্টু, অপরের নাম রহমান। সাহেবজান ও [illegible] পর বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করে, পণ্টু ও রহমান তাহাকে সাহায্য করে এবং হুরমান খাঁ অত্যাচার করিতে উদ্যোগ করিলে পর বালিকার ভগ্নী বীণাপাণির [illegible] চীৎকারে মাধু বিশ্বাস প্রভৃতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ইতোমধ্যে অন্নপূর্ণার মাতা লোকজন লইয়া উপস্থিত হওয়ায় আসামীরা [illegible] বালিকাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। ঘটনাটি ১৩৩৩ অব্দের ২৯শে মাঘের রাত্রিকালের। পুলিশের [illegible] আসামীদের প্রতি [illegible] দিয়াছিলেন। আসামীরা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্ট পুনর্ব্বিচারের আদেশ করেন। শেষ বিচার হইয়াছিল আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ, মিঃ [illegible] এজলাসে। তিনি জুরীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া, সাহেবজান, ইসমাইল ও রহমানের প্রতি ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং পণ্টুর ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। ভগবানের যেমন কুকুর তেমন মুগুরের ব্যবস্থা হইল কি না জানিতে [illegible] মনেহয়।

কয়েকদিন পূর্ব্বে যশো-প্রদেশে একটি নারীধর্ষণের মামলা হইয়াছিল। ঐ প্রদেশের [illegible] গ্রামের মধ্যেও প্রায় একটা [illegible] নব যুবক নাথু [illegible] পণ্ডা [illegible] উপর পাশবিক [illegible] চরিতার্থ করিয়াছিল। প্রাথমিক বিচারের পর এই অপরাধীকে যেমন [illegible] করা হয়, [illegible] দায়রা জজ তাহার প্রতি ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ ঘা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রকার পাশবিক [illegible] দৈহিক দণ্ড না হইলে [illegible] যে কোনও প্রকার শিক্ষা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ দেশে নারীধর্ষণের মাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বঙ্গ-পশুরা দেশে পরিক্রমা করিয়া নারীটাকে কোনও প্রকার শক্তি বলিয়াই মনে করে না।

কোনও সময়ে এক ইংরাজ সেনানীর কন্যা কুমারী এ লয়কে [illegible] ছুর্ব্বৃত্ত ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত বৃটিশজাতি [illegible] বালিকার উদ্ধার সাধন ও অপরাধীর [illegible] উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন; তাহাতে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের আসন পর্য্যন্ত টলিয়া ছিল। সেই ইংরাজ কুমারীর উদ্ধার [illegible] রক্ষা করিবার [illegible] লোকজনের সাহায্যে কুমারী এলিসের উদ্ধার সাধন ও অপরাধীদের দণ্ড বিধান করা হইয়াছিল। সকল জাতিরই মধ্যে নারীর ইজ্জৎ রক্ষা করিবার এই প্রকার প্রবল আগ্রহ স্বাভাবিক। ভারতে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা হইতেছে কি?

প্রকাশ, গত শনিবারে বাঙ্গালার আইন সভায় কোন সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ [illegible] বলিয়াছেন যে, নারীধর্ষণের অপরাধে যাহারা কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ঐ সঙ্গে দৈহিক দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার বিবেচনা করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে দৈহিক দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা সভ্য জগতের অনুমোদিত না হইলেও আমরা [illegible] জনগণের পক্ষ হইতে [illegible] আইন-সভায় সেই দৈহিক দণ্ড প্রদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হইতেছে; ইহা আপত্তির কিছু কারণ কি আছে আমরা বুঝি না। নীতি হিসাবে দৈহিক দণ্ডদানই সভ্য জনসাধারণের অভিপ্রেত না হইলেও যেখানে অপরাধের মাত্রা অত্যন্ত অধিক, যে অপরাধে অপরাধীর দৈহিক মনোবৃত্তির জঘন্যতা প্রকাশ পায়, এবং অন্য কোন শাস্তিতে অপরাধীর শিক্ষা হয় না সে-ক্ষেত্রে জনসাধারণ উচ্চপূর্ব্বক দৈহিকদণ্ড প্রদানের পক্ষপাতী না হইয়া পারে না। যেরূপ মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষাও অধিক অপমানকর, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক—মানুষ যে শ্রেণীর বা যে সম্প্রদায়েরই লোক হউক, সে যদি পশুশক্তি অপরের নারীকে বল ও নিগ্রহ করে, তাহা হইলে সে কেবল আইন এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির হানি করে না, ঐ সঙ্গে সে সমাজের ঘোর শত্রুরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হয়। সুতরাং তাহার যে কোনও রূপ শাস্তিতে সমাজের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আর এই হেতু তাহার দৈহিক [illegible] প্রকার বিশেষ [illegible] সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের বিবেচনা করিয়া দেখিবার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

ডাকাত ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

মাণিকগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মাণিকগঞ্জ মহকুমার [illegible] শ্রীযুত কেদারনাথ [illegible] বাড়ীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

ডাকাতগণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাড়ী আক্রমণ করে এবং নগদ ও অলঙ্কারে মোটা টাকা লইয়া চম্পট দেয়। বাড়ীর লোকজন এবং কতিপয় গ্রামবাসী ডাকাতদিগকে তাড়া করে এবং উভয় দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গুলীতে আহত হইয়াছে। কয়েকজন আহত ব্যক্তিকে মাণিকগঞ্জের হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে।

কেবল ডাকাত [illegible] এক সন্দেহ বাড়ীর লোক মনে করিয়া গুলী করে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে দলের অজ্ঞাত লোকজন লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই ডাকাতি সম্পর্কে কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সিন্ধুতে সশস্ত্র ডাকাতি

করাচী হইতে প্রকাশ, লারকানা জেলার বুহরা গ্রামে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বহু ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ গভীর রাত্রিতে গ্রামটি আক্রমণ করে। উহারা গ্রামবাসিগণকে ভয়প্রদর্শন করে ও বাজারে প্রবেশ করিয়া দোকান লুট করে। দুর্বৃত্তগণ অনেক জিনিষপত্র লুঠ করিয়া পুলিশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চম্পট দেয়।

মোটরগাড়ী অপহৃত

কানপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মোটরগাড়ী কোম্পানীর সম্মুখে তাঁহার গ্যারেজে ছিল। সেই সময়ে অপর এক ব্যক্তি মোটরগাড়ীর পাহারাদার হইতে চুরি করিয়া লইয়া যায়। প্রকাশ, ৩ মাইল দূরে একটি গাছের সহিত ধাক্কা লাগিয়া উক্ত মোটর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চোর কোনও কেএক [illegible] পলাইয়া গিয়াছে। উক্ত মোটরগাড়ী [illegible] অবস্থায় উদ্ধার করা হইয়াছে।

স্বর্ণালঙ্কারের চুরি

সাউথ রোডের শ্রীযুক্ত আশুতোষ পোদ্দারের সোনার দোকান হইতে সম্প্রতি অলঙ্কার ও নগদে বহু টাকা চুরি গিয়াছে। প্রকাশ তাহার দোকানের নিকট একজন লোক একখানি ঘর ভাড়া করে ও তিনি দোকান খুলিবে এই ভান করিয়া আর একজন লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। তারপর একদিন রাত্রিতে আশুতোষ বাবু দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী গেলে আসামীরা তাহাদের ঘরের দিক হইতে সিঁদ খুঁড়িয়া তাহার দোকান হইতে অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া সরিয়া পড়ে।

আগরপাড়া ডাকাতি মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ট্রাইবুনালের সমক্ষে আবার আগরপাড়া ডাকাতি মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টারের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত [illegible], এবং বসু এই স্পেশাল ট্রাইবুনালের প্রেসিডেণ্ট। সুরেন্দ্র সরখেল, হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং যোগেশ দে এই মামলার আসামী। যোগেন উভয় পক্ষ হইতে মামলায় সরকারিপক্ষের সাক্ষী হইয়া গিয়াছে।

সরকারী উকিল শ্রীযুত [illegible] ঘোষ মামলার বাদী সরকার পক্ষ হইতে আসামীদিগের অপরাধ প্রমাণ করিবার পক্ষে আবেদন করিয়া যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এল আসামীদিগের পক্ষ হইতে তাহার জবাব প্রদান করেন। রায় মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

১৮লক্ষ টাকাসহ উধাও

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, মাদারীপুর থানার অধীন চৌধুরীর হাটের পাটব্যবসায়ী শ্রীযুত গোবর্দ্ধন দাস আগরওয়ালার জনৈক কারবারী অত্যন্ত [illegible] নিরুদ্দেশ হইয়াছে। গত ১৮ই বর্ষ উক্ত ব্যবসায়ী লৌহজঙ্গে (ভাগ্যকুল) একখানি ষ্টীমারে আরোহণ করে এবং ভাগ্যকুলে অবতরণ করে। তাহার সহিত তাহার মালিকের ১৮লক্ষ টাকা ছিল। ভাগ্যকুলে অবতরণের পর হইতে উক্ত কারবারীর আর কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ভবিষ্যৎ বক্তা

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] প্রতিপত্তিশালী জমিদার রাজা [illegible] সিং [illegible] বিনা বিচারে প্রায় ২৩ মাসকাল সাময়িক দুর্গে আটক থাকিবার পর সম্প্রতিই মুক্ত পাইয়াছিলেন। [illegible] এক সংবাদে প্রকাশ, ভূমিকম্প প্রপীড়িত জনগণের জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি [illegible] আবার গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ষ্টীমারে সংঘর্ষ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইংলিশ প্রণালীতে ভয়ানক কুয়াশা, কেহ কাহাকে চিনিতে পারে না, এমন সময় দুইখানি ষ্টীমারে সংঘর্ষ হইয়াছে। একখানি [illegible], অপরখানি [illegible]। দুইখানি ষ্টীমারই জখম হইয়াছে। তিন জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ১৬ই চৈত্র, ৩০শে মার্চ ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ২৬শ সংখ্যা

লণ্ডন সংবাদ

বন মহারাজের বক্তৃতা

গত ১২ই মার্চ অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ রক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ...'বু গ চার্চে'। ঐ চার্চে Why Divine Love is the only Religion of all (ভগবৎপ্রেমই সকলের একমাত্র ধর্ম্ম কেন) সম্বন্ধে বাগ্মিতাপূর্ণ ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা-শ্রবণে বিদ্বজ্জনের হৃদয়ে ভগবৎ সম্বন্ধে জানিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়। তাঁহারা বক্তৃতান্তে স্বামীজীকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন। স্বামীজী সুন্দরভাবে হাস্য বদনে তাঁহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর-প্রদান করিয়াছেন। উত্তর-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন

পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, The Most Hon'ble Marquess of Zetland লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশন-সোসাইটীর স্থায়ী প্রেসিডেন্টের পদগ্রহণে এবং Hon'ble Lady Stanley Jackson, Sir Edward Maclagan ও Sir Francis Young Husband ভাইস্-প্রেসিডেন্টের পদ-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজ উক্ত মিশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিবেন। মাননীয় Lord Clwyd মিশনের উন্নতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ছত্রভোগে গৌরপাদপীঠ

শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত মহাতীর্থ শ্রীছত্রভোগের অধিবাসিগণ বহুকাল অপধর্ম্মে অভ্যস্ত থাকিয়া বিমুখ হইলেও গৌরজন আশ্রয়ে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিরন্তর প্রেরণা উহার গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের ও চব্বিশ-পরগণা জেলার শুকদেবপুর-নিবাসী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের চেষ্টায় উক্ত মহাতীর্থে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপীঠ-স্থাপনার্থ একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী ১৯শে চৈত্র ২রা এপ্রিল সোমবার এই শুভদিনে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপিত হইবেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু সংখ্যক ভক্তগণের সহিত শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মোটরযানে ছত্রভোগে গমন করিয়াছিলেন। স্থানটী ই, বি, আর লাইনের মথুরাপুর রোড ষ্টেশন হইতে ৪৷ মাইল দূরবর্ত্তী। শিয়ালদহ সাউথ ষ্টেশন হইতে মথুরাপুর রোড ষ্টেশন ৩৪ মাইল ব্যবধান, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৷৶০ আনা। এই স্থানে অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দির ও ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। অতঃপর এখন হইতে শ্রীগৌরপাদপীঠ-দর্শনার্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই মহাতীর্থে গমন করিবেন। আমরা এই সুপবিত্র স্থান সম্বন্ধে "মহাতীর্থ ছত্রভোগ" শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে আগামী কল্য একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।

পরলোকে রাজর্ষি ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক, নদীয়ার রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজর্ষি নফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ মহোদয় গত ২৬শে মার্চ সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ৮৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা মহানগরীতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর আবিষ্কার করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক সজ্জনসমাজে শ্রীধাম প্রচার করিতে থাকেন সেই সময় হইতেই আমরা রাজর্ষি ভক্তিভূষণ মহোদয়কে শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে লক্ষ্য করিয়াছি। ১৩০০ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রকটিত হন, তখনও রাজর্ষি ভক্তিভূষণ মহোদয়ের সেবাচেষ্টা সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কর্ম্মজীবনে তিনি রাণাঘাটে হাইস্কুল স্থাপন করিয়া এবং কৃষ্ণনগর দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষ্ণনগর কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

তিনি শেষ জীবনে কলিকাতায় অবস্থান পূর্ব্বক অনেক সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যপ্রবরের উদ্যমে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারিত হইতেছে, শ্রবণ করিয়া তিনি কতই না আনন্দিত হইয়াছেন।

বিগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় মহাপ্রভুর বাণী সুষ্ঠু প্রচার মানসে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ মন্দির, নাটমন্দির ও সেবকগৃহাদির নির্ম্মাণে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া পরমার্থ-জগতের ইতিহাসে যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, রাজর্ষি ভক্তিভূষণ মহোদয় উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভক্তিভূষণ মহোদয়ের শেষ বাঞ্ছা ছিল, পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভুর শুদ্ধবাণী-প্রচারার্থ একটী সুবৃহৎ প্রচার-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন এই মহৎকার্য্যের জন্য অর্পণ করিতে তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ অবশ্যই তাঁহার শেষ-বাসনা পূর্ণ করিয়া পিতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন।

ভক্তিভূষণ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমাদের অনেক সময় আলাপ হইয়াছে; তিনি বিচক্ষণ ও উদার-প্রকৃতির লোক। আশা করি, পিতার অভিলাষ পূরণে তিনি অগ্রণী হইয়া "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই উক্তি অনুসারে তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেবকে 'অমর' করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২৬শে মার্চ ১২ই চৈত্র সোমবার হরিবাসর উপলক্ষে সন্ধ্যায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিং এর শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রায় ১ এক ঘণ্টাকাল শ্রীল মুরারিগুপ্ত কৃত "অব-

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ বিষ্ণু নিধি শুক্লাদশমী ৪৪৮

রামলীলা-তাৎপর্য্য

সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান। ইনি পূর্ণব্রহ্ম ও আমাদের নিত্য পূজ্য। জীবমঙ্গলার্থে তাঁহার এ জগতে আগমন। মানুষের কাছে বা উদ্দেশ্যই অধঃপথি আমরা বুঝিতে অক্ষম। অতএব ভগবল্লীলা মনোধর্ম্মে কল্পনামূলে বুঝিতে যাওয়া বা ভগবানে মনুষ্যবুদ্ধি করা যে কিরূপ অপরাধ-জনক ও দুষ্টভাবাত্মক তা' বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-মাত্রেরই বিচার্য্য। তাই আজ আমরা আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ মদীয় শ্রীগুরুদেব ও সাধুগণের কৃপায় একটী বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রাবণের সীতাহরণ, সীতাবিরহে রাম-চন্দ্রের ক্রন্দন, অপরোক্ষে বালীবধ ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন প্রভৃতি ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণের সংশয় অপনোদনার্থ আমরা মহাজনগণের সিদ্ধান্ত সুধীগণের নিকট পরিবেশন করিতেছি।

— —

ভগবান্ মায়াধীশ, তিনি মনুষ্যের ন্যায় নহেন অথবা তিনি কর্ম্মফলে কিম্বা অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হন নাই। সেই আত্মারামকে "ইনি দুষ্ট, ইনি দুঃখী, ইনি সীতা-র বিরহে প্রবৃত্ত" এরূপ বুঝিতে হইবে না। তদ্রূপ, কর্তৃক মায়াদি লীলা অসুরবিমোহিনী অর্থাৎ রাবণ ও তদনুগত অসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহিত হন, কিন্তু হনুমান, বিভীষণ প্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণ তাহাতে মোহিত না হইয়া ভগবানের এতাদৃশ অসুর-বিমোহিনী লীলার তাৎপর্য্য বিষয়ে অবহিত হইয়া তাহাতে দৃঢ় আসক্ত হন। ভগবান্ নিত্যানন্দস্বরূপ ও স্বতন্ত্র-পুরুষ। তাঁহার দুঃখ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেই জীবগণের আত্মা, সমস্ত জগতের অধীশ্বর ভগবান্ বাসুদেব দুঃখ ভোগ করেন না, অথবা স্ত্রীর জন্য মোহগ্রস্ত হন না এবং তিনি কখনও লক্ষ্মীকে বর্জ্জন করেন নাই।

যাঁহার পাদপদ্ম-রেণু-নিষেবন ফলে যাবতীয় দুঃখের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মবন্দ্য-চরণ ভগবান্ রামচন্দ্র স্ত্রীসঙ্গিগণের প্রতি ভালবাসার ও অসুর বিমোহন করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। দেবতাদির ন্যায় কোন দেব বা মনুষ্য নহেন; তাঁহার প্রিয়া-বিয়োগাদিজনিত দুঃখ-প্রকাশ অসুরবিমোহন ও দেব মনুষ্যবর্গের শিক্ষার নিমিত্ত জানিতে হইবে।

রামচন্দ্রের অসাক্ষাতে অধম রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে প্রেমবতী প্রিয়ার জন্য তাঁহার যে বিরহ উপস্থিত হয় তাহা শৃঙ্গার-(অনুভব) রসগত বিরহ ও আশ্রয়গত প্রেমমাত্র। সেই বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনে যে অনুভাবিক ভাবের সহিত বিলাপ, মূর্চ্ছা, উন্মাদ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক বনে ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন। আবার ঐ প্রকার লীলা দ্বারা বহির্ম্মুখসম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট, স্ত্রীসঙ্গি-দিগের পরিণাম যে দুঃখময় তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন।

সীতা ভগবানের জন্য ক্রন্দনাদি বস্তুতঃ সত্য নহে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯ শ্লোকে কিম্পুরুষবর্ষে রামবর্ণন-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ভগবত্ হন যে চিদানন্দময় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও দেহ বিশিষ্ট পরব্রহ্মের দুঃখ সম্ভাবনাদি শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ।

ভগবান্ মনুষ্যাকারে যে প্রপঞ্চ লোকের গোচর হইয়াছিলেন, তাহা কেবল রাবণ প্রমুখ রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত নহে, কিন্তু মনুষ্যলোকে শিক্ষার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন। ধার্ম্মিক ও ভক্তদের নিকট লোক দুই প্রকার। ধার্ম্মিকগণের নিকট বিষয় নিন্দা ও ভক্তগণের নিকট সেবাসুখ প্রকাশ দ্বারা ধর্ম্ম ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে, লক্ষ্মী ও সকলে রমমান পরমাত্মা স্বামীর প্রেম বিরহজনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু তিনি ঐরূপ আচরণের দ্বারা ধার্ম্মিকগণকে শিক্ষা দিলেন যে, তাহারা কখনও স্বীয় সতী স্ত্রীকে উপেক্ষা করিবে না; পরন্তু তাহার নিমিত্ত ক্লেশও সহ্য করিবেন। আবার ভক্তগণকে শিক্ষা দিলেন যে, স্বামী ভগবৎরূপ হইলেও বিপদস্থ প্রমাণ দেখিয়া বাহিরে দুঃখের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ উহা দুঃখ নহে; কিন্তু পরম আনন্দ। আস্বাদনের ও ভাবের এক দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুগপৎ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন সীতা ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি। সুতরাং তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার (সীতার) সহিত বিচ্ছেদে আত্মারামত্বের হানি হইতে পারে না। এস্থলে সন্দেহ এই যে, সীতা যদি স্বরূপশক্তি হইলেন তবে তাঁহার সহিত ভগবানের বিরহ কিরূপে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—একই পরম তত্ত্ব 'ভক্তি' রূপে হ্লাদিনী ও সম্বিতের সার প্রেমময়ী (প্রেম আস্বাদন নিমিত্ত) ভক্তরূপে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে পরমেশ্বর 'কেবলাহ্লাদময়। প্রেমবতী পরমেশ্বর ও বিভিন্নাংশ ভক্ত নামে অভিহিত হন। ভক্ত-সংজ্ঞা দ্বিতীয় তত্ত্বটী পুনরায় প্রেমধারা বৃদ্ধিভেদে দাস, সখা, পিতা ও প্রেয়সী এই চারি ভাগেই বিভক্ত হইয়া অবস্থান করেন।

ঐ দাস্যাদি বৃত্তিচতুষ্টয় স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইলে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভি-চারী—এই চারিটি সামগ্রীযোগে রসরূপে পরিণত হয়। ঐ রস পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব দুইটিকে (পরমেশ্বর ও ভক্ত) বিষয় ও আশ্রয়ভাবে ভাবাধিত করিয়া বিরহ ও মিলন-সংযোগে কভু সুখ, কভু বা দুঃখ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ অপার মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের চমৎ-কারিতা সম্পাদন করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, সীতাহরণ-জনিত দুঃখ লীলা মাধুর্য্যের অন্তর্গত, বস্তুতঃ তাঁহাতে কোন প্রাকৃত শোক স্পর্শ করে নাই।

সীতাহরণাদি ব্যাপার মৌষললীলাদির ন্যায় মায়িক। শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর, সীতা-দেবীও পরমেশ্বরী। ভগবান্ রামচন্দ্র যে যে বিবিধপ্রকার লীলা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন, স্বরূপশক্তি সীতাদেবীও তাঁহার সহায়কারিণী হন। সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য রাবণ তাঁহার সমক্ষে আগমন করিলে তিনি নিজ মায়াশক্তিকৃত প্রতিমূর্ত্তির অগ্রে স্থাপন করিয়া কৈলাসে গমন করেন ও তথায় ভবানী কর্ত্তৃক আদৃতা হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণের মায়াকল্প বর্ণিত হইয়াছে।' সীতা-হরণ সম্বন্ধে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে দেখিতে পাই—

প্রভু কহে - এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা মনে না করহ বিচার ॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা - চিদানন্দ-মূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে
নাহি শক্তি ॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ।
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৯১—১৯৬)

সীতার অগ্নিপরীক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীল কবি-রাজ গোস্বামীর বাক্য—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী ॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ ॥
মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে।
শুনি' মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥
সীতা লইয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥
রঘুনাথ আসি' যবে রাবণ মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥
তবে মায়াসীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি' দিল রাম বিদ্যমান ॥

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া-ছেন—যিনি ত্রিভুবনের কোন বিষয়ে আসক্ত নহেন, সেই জীবদিগের আত্মা ও পরমবন্ধু ভগবান্ কখনই স্ত্রীর নিমিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইতে পারেন না, আবার রাম-অবতারে লক্ষ্মণ-বর্জ্জনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

অলক্ষ্যে বালী-বধ-প্রসঙ্গে মহাভারত-তাৎপর্য্যে বর্ণিত হইয়াছে, বালী আমার (রামচন্দ্রের) ভক্ত, সে আমাকে দেখিবা-মাত্র নিশ্চয় আমার পাদপদ্মে পতিত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করা উচিত নহে, আবার সুগ্রীবের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া বালীবধের প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি, অগ্রে প্রণতজনের দণ্ডদান অভিপ্রেত নহে এবং প্রণতজন বধ্যও নহে। এই জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাহার অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে বধ ও পরমা গতি প্রদান করেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া জীবনযাপনের সৌভাগ্য লাভ করিলেই এসব সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিৎ-গণের কৃপায় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবল্লীলাদি অবগত হইবার জন্য তত্ত্ববিদ্ গুরুদেবের নিকট প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি দ্বারা অভিগমনপূর্ব্বক আত্মমঙ্গলাভে যত্নবান হইবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল' এই গৌরবিজ্ঞানবর্ণন মূলক শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে এই শ্লোকটীর প্রত্যেকটী শব্দে যে তত্ত্বাদি নিহিত রহিয়াছে তাহার দিগ্‌দর্শন হইয়াছে মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা কি, তাঁহার করুণার সহিত অন্যের করুণার পার্থক্য কোথায়, তাঁহার অনর্পিতচর দানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তাঁহার অবতারের গৌণ ও মুখ্য কারণ, তাঁহার নিত্য-স্বরূপ, আবির্ভাব-রহস্য, স্বয়ংরূপ গৌর-সুন্দরের ও স্বয়ং-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যোত্তোতক লীলা প্রভৃতি আলো-চিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

মহতের দণ্ডই দয়া

(২)

এইরূপ আর একটী কথা কীর্ত্তন করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

রাজগড়ে বৈদ্যনাথ ভঞ্জ নামে এক মহা-প্রতাপ দুর্দ্দান্ত রাজা ছিলেন। পরম-সৌভাগ্যক্রমে একদা শ্রীল শ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ ঠাকুর শিষ্য সহ তথায় উপনীত হইয়া তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে ঐ দুর্দ্দান্ত রাজাকে পরম বৈষ্ণব করেন। পরে, একদিন রাজা শ্রী-ভগবন্মুখপদ্ম হইতে ভাগবতামৃত পান করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার এক কর্মচারী কোন রাজকার্য লইয়া তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলে, তিনি ভাগবতে অমনোযোগী হইয়া সেই দিকে লক্ষ্য করিলেন। অমনি প্রভু রসিকানন্দের প্রিয় শিষ্য বিজবর শ্রীরামকৃষ্ণ সভামধ্যে উঠিয়া রাজাকে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার গণ্ডে এমন এক চপেটাঘাত করিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ! —ভক্তের পলকে ধন্ ধন্ শব্দে সর্পভয়ান্ধ শতাধিক উলঙ্গ অসি সেই সমসাহসী বিজরাজের শির-লক্ষ্যে উদ্যত হইয়া উঠিল! মার-মার শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল! ঘোর কোলাহলে মহারাজের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তিনি অবস্থা বুঝিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধে বাহু তুলিয়া তীব্রভাবে সকলকে নিবারণ করিলেন এবং সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

"সর্ব্বশাস্ত্রে কহে সত্য কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ বিনা আর যত গরল-ভক্ষণ॥
কৃষ্ণকথা-মাঝে যে অন্য কথা শুনে।
সেই বড় মহাপাপী পড়ে ঘোর শুনে॥
শূকরের মত বুদ্ধি আছিল তাহার।
মধুহারী অন্ন ছাড়ি' জুটা খাবার॥
অমৃত ছাড়িয়া কৈল গরল-ভোজন।
কৃষ্ণ-কথা ছাড়ি' অন্য দিকে দিল মন।
উচিত এ দণ্ড অপরাধ অনুসার।
আজ রামকৃষ্ণ তাই করিল উদ্ধার॥
অতি বড় স্নেহ মোরে আছিল অন্তরে।
চৌরাশী হইতে মোরে করিল উদ্ধারে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজবর তখন মহারাজকে গাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবল প্রেমাশ্রুধারে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; তাঁহারও নয়ন-বিগলিত প্রেম-প্রবাহে বিজবর সিক্ত হইলেন। অবশেষে অতিকষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া মহারাজ তাঁহার সতীর্থ বিজবরের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, —"আহা, আমার এই কঠিন অঙ্গে আঘাত করিয়া এই কোমল করে কত না ব্যথা হইয়াছে!" আ—মরি-মরি,—এমন না হইলে, হরিজন বৈষ্ণবে এত প্রীতি না হইলে কেহ কি হরিভক্তি লাভ করিতে পারে?

হায়রে মহাকঙ্কাল, তোমাকে আর কি বলিব? তোমার আজ এত অধঃপতন হইয়াছে, অবিদ্যা-কুহকে তুমি আজ এত মুগ্ধ—এত অন্ধ হইয়াছ যে, এমন পরম-সুহৃৎ সর্ব্বহিতৈষী বৈষ্ণব-চরিত্রেও তুমি অযথা দোষ দর্শন করিয়া সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছ! তোমারি হিতার্থে এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই সকল জীবন্ত, জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও তুমি বুঝিবে কি,—দুষ্টের প্রতি মহতের দণ্ডও তাঁহার কত দয়া—কত মহত্বের পরিচয়-স্থল! তাহার অভাবে কত অনর্থ অবশ্যম্ভাবী!

তর্কপন্থীর মূর্খতা

[শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ ভাগাধিকারী ভক্তিভূষণের]

(১)

নানা-পুষ্প বিমণ্ডিত,
তরুলতা-সুশোভিত,
শৈল-শৃঙ্গোপরে কোন
মনোরম কাননে।
নগর-প্রান্তর হ'তে
সে কাননে প্রবেশিতে
দৃষ্ট হয় দূর হ'তে
কোন এক সুজনে॥

(২)

যত নাগরিকগণ
করে সবে আলাপন
হেরিয়া পথিক জনে
প্রবেশিতে গহনে।
জড়ের নয়নে তাঁরে
না হেরিয়া সে প্রান্তরে
বিবর্ত্ত নেহারে সবে
কল্পনার নয়নে॥

(৩)

নিশ্চয় পথিকবর
উঠি' শৈল শৃঙ্গোপর
একীভূত হ'ল বুঝি
কাননের সহিতে।
নির্ব্বিশেষ নিরাকার
মিশে হ'ল একাকার
কোন চিহ্ন নাহি তার
ভাবে তা'রা মনেতে।

(৪)

তাহে কিগো বুদ্ধিমান্
হয় কভু রাবান্
শুনি' সেই অজ্ঞজন
বাতুলের কাহিনী।
মহাজন-পথ ধরি'
দেখিবে বিচার করি'
কোথা সে পথিকজন
খুঁজে দেখ বনানী॥

(৫)

দেরে সর্ব্ব গুণীগণে
কাননে পথিক জনে
কানন না হয় সেই
কাননের ভিতরে।
দেখে সে কানন-শোভা
সুখময় মনোলোভা।
বিহঙ্গ সঙ্গীত শুনি'
মন সুখে বিচরে॥

(৬)

থাকি' ভিন্ন অবস্থানে
বনশোভা-দরশনে
সে পথিক মহানন্দে
সুখী নয় জীবনে।
জড়ী-দৃষ্ট নিঃশেষিত
দর্শন-ব্যাপার হত
নাহি তথ্য অপগত
কেন না চলে সেখানে॥

(৭)

ব্রহ্মলোক অবগত
দেবীধাম অতিক্রান্ত
ব্রহ্মান্ড, সপ্ত মন্ত
চরিত্রগুণ আনেতে।
বৈকুণ্ঠের চিৎ-চিত্র
না হেরিয়া সকলে
হরি সহ বিশ্বজীবে
এক করে মনেতে।

(৮)

আপন মূর্খতা বশে
সবিশেষ জ্ঞানাংশে
করে সদা নির্ব্বিশেষ
নিরাকার কল্পনা।
সে অবরজ্ঞান-তরে
পরাৎপর তত্ত্বরে
করে সদা কুসঙ্গেতে
কত্তাকার জল্পনা॥

(৯)

পরিহরি' এ দুঃসঙ্গ
কর মন সাধুসঙ্গ
নতুবা এ বিধাতাদত্ত
ভুলে যাবে অন্তরে।
বৃথা তর্ক অজ্ঞজান,
বৃন্দাবন হবে পান
হবে গো আত্মার নাশ
মায়াবাদী কবলে॥

(১০)

শুন মন তোরে বলি
এ দুঃসঙ্গ পায়ে ঠেলি'
সেব সদা সাধুজন
পূজা আনি লোকে।
পাবে আত্ম প্রয়োজন
পরা শান্তি প্রেমধন
যাবে নিত্য ধামে চলে
পুলকেতে গোলোকে॥

গীতা ব্যাখ্যা

গত ১৮ই মাঘ অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রী চৈতন্যমঠে গীতা-ব্যাখ্যাকালে আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ব্যক্ত হইয়াছে যে,—এ দেহ নশ্বর, সুতরাং পরি-ণামশীল, সেই জন্য ইহাকে অনিত্য আখ্যা দেওয়া যায়। ভগবানের নিত্য সেবক জীব—তিনি আত্মা, তিনি সৎ অর্থাৎ নিত্য, অবিনাশী। সৎ জীবের নাশ কখনও হইতে পারে না। তিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মরূপে অন্তর্য্যামী সকল শরীর ব্যাপিয়া আছেন। যদি অতি সূক্ষ্ম চেতন পদার্থ দেহের সম্পূর্ণ দেহ-পুষ্টি-কারক মস্তিষ্কের ন্যায় তাঁহার সর্ব্ব-শরীর-ব্যাপকতা ঘটিত আছে। তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। পরমাত্মার দেহ নাশ-শীল। অতএব তাহার অনিত্যতা বুঝিয়া জীবাত্মার জন্য বা তাহার জন্য শোক করিয়া অযথা—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ঔদাসীন্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ণচেতন ভগবান্ কৃষ্ণ অজ, নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান; অণুচেতন কৃষ্ণাধীন জীবও সেইরূপ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে আত্মার হত হন না।

জীবাত্মার জন্ম মৃত্যু নাই অথচ আমরা তাহাতে জন্মমৃত্যুর ন্যায় যে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করি তৎসম্বন্ধে শ্রীগীতা বলেন—জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করেন, দেহীও তেমন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

জীবাত্মা অস্ত্র শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে সিক্ত হন না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না। তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্ব যোনি-গত, অচল ও সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible]
২। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible]
([illegible]) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। [illegible] ।৵০
৬। গৌড়ীয়-[illegible] ।০
৭। [illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত
[illegible] বাঁধা) ১৲
ঐ ([illegible]) ।০
৯। গীতা ([illegible])
ঐ ([illegible]) [illegible]
ঐ ([illegible]) ১৷০
১০। গীতা ([illegible])
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। [illegible]
১২। [illegible]
([illegible])
১৩। [illegible]
[illegible]) ।০
১৪। [illegible]
১৫। [illegible]
১৬। গৌড়ীয় [illegible]
১৭। [illegible]) ৷৵০
ঐ [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible]) ।৵০
২০। [illegible] (বাঁধা) ।০
(আবাঁধা) ৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। [illegible] ৵০
২৩। [illegible] ৶১০
২৪। নবদ্বীপধাম [illegible]
২৫। ঐ [illegible] ৵০
২৬। নবদ্বীপ [illegible] ([illegible]) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপ [illegible]
২৮। [illegible] ।০
২৯। [illegible] ৶০
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১৷০
৩২। [illegible]
৩৩। [illegible]
৩৪। নবদ্বীপ [illegible]
৩৫। [illegible] ৶০

৩৬। [illegible] ৶০
৩৭। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৶১০
৩৮। [illegible] ৫০
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ।০
ঐ ([illegible]) ।৶০
৪০। [illegible]
([illegible]) ৩৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। [illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible] ৷০
৪৫। [illegible] ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। [illegible] (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। [illegible] ৶০
৪৯। [illegible]
[illegible]) ।০
৫০। [illegible] ৵০
৫১। [illegible] ৵০
৫২। [illegible] ৶০

সংস্কৃত ও অক্ষরে প্রকাশিত
৫৩। [illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। ।০
৫৬। [illegible] ৶
৫৭। [illegible] ৴
৫৮। [illegible] ৶

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত
৫৯। [illegible] ।০
৬০। [illegible]
৬১। [illegible]
৬২। [illegible]
[illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। গৌড়ীয় [illegible] ৵০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible]
[illegible] ।০
৬৭। [illegible] ২৷০
৬৮। শ্রী[illegible] (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত
৬৯। [illegible] ।০
[illegible]
৭১। [illegible] ৵১০
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] ৵০

হিন্দী অক্ষরে প্রকাশিত
৭৪। [illegible] ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible]-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। [illegible]গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রী[illegible] মঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible] মাড়পাড়া, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ [illegible], হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০নং [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গোরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ চিকাদহ,
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ কভুর,
[illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণ[illegible],
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
[illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রী[illegible]মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওনং মটার হাউস,
[illegible] গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible],
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রী[illegible]মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। শ্রীধাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বঙ্গানুবাদ ও শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃত প্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৩৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, প্রমাণসূচী সহিত বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

শিয়ালদহ	ছাঃ	০—৭,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৮—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
কৃষ্ণনগর রোড	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নূতন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

নগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
নগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
মাটী—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
কৃষ্ণগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ ৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

নগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-৫৫,১৬-৪ ৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
কৃষ্ণগঞ্জ—	৫-৪১	৯-৩৩	১২-১১	১৫-৪১	১৮-৫৩
মাটী—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৪	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ ১৯৩৪

ষ্টীলের দৈনন্দিনী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাঁকা	৪॥০—৫৸০
ঐ নে-বাঁকা চালানি বজন	৫/০—৫।/০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬—৬॥০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
১৪ গেজ „ „	১১/০
১৬ গেজ „ „	১২।৵
২৪ গেজ খাস, পি, ভি, বাঁকা	১৪
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৵০—১৪
বাজার খোলা কাটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮॥০
ষ্টীল পাতি	৬৷/০—৬।৵০
„ গোলচুড় (গোল)	৬৷/০—৬৸৵০
„ পরাশে (চৌকা)	৬/০—৬।৵০
„গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫—৫॥০
„ টাস্‌ রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৬—৬॥০
„ বাজিম চাদ	৭॥০—৭৸০
„ প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৵০
„ চাদর ৩-১৬ খানা বাজিম	১১৵—১১॥০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২।৵-২॥০ সাইজ
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮।৸৵০ ৯।৸৵০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৫৸৵০ দেঃ দিঃ	৬।৵০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১।০-৩॥০
ঐ ঝিঝিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ „
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮।০— „
ঐ গদের লোহার সিট	১৫ „
ঐ ডেকচেয়ার (কাঠের সিট)	১৮ „
লোহার স্ক্রু ।—৩ ইঞ্চি ৵১০—।৵০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵০ দেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২॥০—১৩॥০ হন্দর
গ্যাঃ রিভিট (বল্টু)	
১২ ইঞ্চি	।৵—৸৵১০ গ্রাম
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৩ ইঞ্চি	।০—৸৵০ „
গ্যাঃ স্ক্রু ১।০—২॥০ ইঞ্চি	২০—২৯ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৯ „
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৬—৯ ইঞ্চি	
	৸৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেল ঝাঁটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ৭	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪ ৬নং ১৯	
৬০—৮০ বাউণ্ড্রী ৵১৫ সাইজ ২।০—২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোটরকার প্রভৃতি বাক্স (২ টিন)		৯৶
সূর্য্য মার্কা	„	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	„	৭

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বজার	৩০৸
গিনি পাত	৩২॥০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ চূড়া	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ		৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)		৯১।০
৪	„ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫	„ ঋণ (১৯৩৫	১০৪।৵০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড)		২২৯৪০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী মিল	৪৫

পাট কল

হাওড়া	৫০
আংলো-ইণ্ডিয়া	১১৪
বালী	১৭২
বরানগর	১৫০
কেলভিন	৩৭০
রিলায়েন্স	১৪৩
শ্রীহনুমান	২১।০
ক্লাইভ	৩০৯॥০
সেন্টাল	৪০৫

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তাধিক্য সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একদিন সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৯৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থে যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (একিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ বিদ্যাভাস্কর এম্, এস্, এম্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKA

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
এক বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই চৈত্র শনিবার ১৩৮০, ৩০শে মার্চ্চ ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::*::—

কারাগার হইতে পলায়ন

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ ২ জন বন্দী প্রথমে বসিন জেল হইতে পলাইয়া যায়। পরে আত্মসমর্পণ করিয়া আবার তাহারা কৌশলে সরিয়া পড়ে। হাই কোর্টের বিচারপতি মিঃ বা হুট ঐ ঘটনা সংক্রান্ত মামলায় রায় দিয়াছেন।

ইরাবতী পুলিশ সংবাদ পায় যে, গত জানুয়ারী মাসে যে ২ জন বন্দী বসিন জেল হইতে পলাইয়া যায় তাহারা মেঝাগিন বন জঙ্গলে লুকাইয়া আছে। কিন্তু পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় না।

পরে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া যায় যে, পলাতক বন্দীরা মেঝাগিন গ্রামের মণ্ডলের নিকটই কেবল আত্মসমর্পণ করিবে। পুলিশ সে প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং পলাতকদিগকে ইরাবতীতে আনিবার জন্য মণ্ডলের নিকট সরকারী মোটর লঞ্চ পাঠাইয়া দেয়।

অতঃপর বন্দীরা আত্মসমর্পণ করে কিন্তু মণ্ডলকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে মোটর লঞ্চে ইরাবতীতে লইয়া যাইবার পরিবর্ত্তে নৌকায় করিয়া বসিনে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবার প্রস্তাবে সম্মত করে।

বন্দী ২ জন শৃঙ্খলিত ছিল না, তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। উহারা পরে মণ্ডলকে বুঝাইয়া নৌকাখানি তীরে লাগায় সেই সুযোগে তাহারা আবার পলাইয়া যায় ও তথাকার বনের মধ্যে আত্মগোপন করে; আর তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এইরূপে বন্দীদিগকে আবার পলাইয়া যাইবার সুযোগ দেওয়ায় উক্ত মণ্ডল ইরাবতীর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মণ্ডলের বয়স ৭০ বৎসর।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে রেঙ্গুন হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। বিচারপতি মিঃ বা হুট মণ্ডলকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু মণ্ডল বয়সে প্রাচীন এবং দীর্ঘকাল তাহার সততা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সরকারের কার্য্য করায় মণ্ডল ইতোমধ্যে যে দণ্ড (২ মাস ১০ দিন) ভোগ করিয়াছে, দণ্ডের পরিমাণ সেইরূপ করিয়া দিয়াছেন।

ট্রেণে অগ্নিকাণ্ড

মুলতান হইতে প্রকাশ [illegible] এক্সপ্রেস গাড়ী লাহোর হইতে মুলতান ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে এক্সপ্রেসের ব্রেকভ্যানে আগুন লাগে। বিবরণে প্রকাশ, ব্রেক-ভ্যানের ট্যাঙ্কে পেট্রোল ঢালা হইতেছিল এমন সময় আগুন লাগে। কোনরূপ ক্ষতি হইবার পূর্ব্বেই আগুন নিভাইয়া ফেলা হয়।

---

৭ শত লোকের মৃত্যু

চাপরা হইতে প্রকাশ, দুর্ভিক্ষের অবসান হয় নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা বসন্ত কলেরা ও প্লেগের জন্য লোকের দুর্দ্দশা বাড়িয়া গিয়াছে।

গতমাসে ১ হাজার ১০ জন লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ৭১০ জন লোকের মৃত্যু হয়। ডাক্তারেরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ২২ হাজার ৮৯২ জন লোককে টিকা দেওয়া হইয়াছে।

রোগ যাহাতে আরো সংক্রামিত না হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ১২ হাজার ৯৫টি কূপ বিশোধিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সাহায্য সংস্থার মেডিকেল বোর্ডের সেক্রেটারী ডাঃ সুর ও হেলথ অফিসার ও সিভিল সার্জ্জন বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ছাপরার কতক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এই ব্যাধি দমনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

মজঃফরপুর থানার অন্তর্গত এক গ্রামে কলেরা দেখা দেয়। প্রথম হইতে প্রতিকারের ব্যবস্থা করায় রোগ সংক্রামিত হইতে পারে নাই। কাহারো মৃত্যু হয় নাই।

বিনামূল্যে কুইনাইন পিল বিতরণ করা হইতেছে।

মতিহারীতে ১৪৪ ধারা

মতিহারী হইতে প্রকাশ মতিহারীতে সাম্প্রতিক প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে। বায়ুপ্রবাহের জন্য অগ্নিকাণ্ড না ঘটে তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

শহরে ১৪৪ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে। উক্ত নিষেধাজ্ঞায় সর্ব্বসাধারণের সকাল ৯টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত আগুন জ্বালিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত বায়ু বিশেষ প্রবল থাকে।

কর্তৃপক্ষ শহরের বিভিন্ন স্থানে ৩১টি অগ্নিনির্ব্বাপণ ষ্টেশন খুলিবার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। সেখানে বালতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা হইবে।

ডাকাত গ্রেপ্তার

ঢাকা কাঠের পুল লেনের অধিবাসী বিনয়কুমার সেনগুপ্তকে ২৩শে মার্চ তারিখে তাহার নিজ বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, গত জুন মাসে ঢাকার লাকটার মুদির দোকানে যে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই ডাকাতি সম্পর্কে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নোট জাল করার অভিযোগ

রেল পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত ... এবং সাব ইন্সপেক্টর হাওড়া ষ্টেশনে দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের নিকট ৮০টি নকল সিকি পাইয়াছেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হাওড়া টিকেট কলেক্টর চাপরাশি, অন্য জনের নাম চন্দ্র দেও, সে কোন মোটরবাসের কণ্ডাক্টর। তাহাদের মধ্যে একজন পুলিশের নিকট এক বিবৃতি প্রদান করে। সেই বিবৃতি অনুসারে পুলিশ উত্তর কলিকাতায় তল্লাসী করিয়া একটি পরিবারের সমস্ত স্ত্রী ও পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখানে নকল মুদ্রা তৈয়ারীর যন্ত্রাদি ও ৭০টি নকল সিকি পাওয়া গিয়াছে।

আমতলীতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বরিশাল জিলার আমতলী নামক স্থানে হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত স্থানে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

কর্ম্মখালি

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন ইংরাজী জানা সংস্কৃত অভিজ্ঞ হেড পণ্ডিতের আবশ্যক। যোগ্যতা উল্লেখ পূর্ব্বক ২রা এপ্রিলের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী—
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীধাম মায়াপুর
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ই চৈত্র শনিবার, ১৩৪০

কলিকাতা গেজেট

নিয়োগ ও বদলী

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এখন ছুটীতে আছেন, তিনি চট্টগ্রাম জিলার সদরে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী ঘোষ বর্ত্তমান ছুটীতে আছেন। তিনি যশোহর জেলার সদরে নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশগুপ্ত চট্টগ্রাম জেলার সদরে বদলী হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত পিনাকীরঞ্জন নিয়োগী বর্ত্তমান ছুটীতে আছেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার সরোজপুর মহকুমায় নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলভী আবদুল গোফান মাহমুদ এখন ছুটীতে আছেন। বাখরগঞ্জ জেলার সদরে তিনি নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী এই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টাররূপে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলভী মকবুল মালেক খান চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্ট্যান্টরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার খাঁনবাহাদুর আবুল হসেন মহম্মদ আবদুল জাই এখন ছুটীতে আছেন, তিনি ঢাকা জেলার সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

মিঃ আর, এইচ পাকার আই, সি,এস বাঙ্গালার গ্রামিকদের ক্ষতিপূরণ বিভাগের কমিশনাররূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার এই কার্য্যের উপরও তাঁহাকে ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজরূপে নিযুক্ত করা হইল।

মিঃ হ,রেন্দ্র প্রসাদ সি, আই, ই, আই, সি, এস বর্ত্তমানে ছুটিতে আছেন। অন্যরূপ হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা বিভাগের কমিশনাররূপে কার্য্য করিবেন।

সাব-ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত কুলভূষণ দত্ত বর্ত্তমানে ছুটীতে আছেন। তিনি অস্থায়ীভাবে বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

সাব-ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত বিভিতিলাল গুহ বর্ত্তমানে ছুটীতে আছেন। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

সাব ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান ছুটীতে আছেন। তিনি ঢাকা নিযুক্ত হইলেন।

সাব ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেনগুপ্ত বর্ত্তমানে ছুটীতে আছেন। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ ডবলিউ, কে পাকার আই, সি, এস ঢাকা জেলার সদরে বদলী হইলেন।

মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিঃ এন্ডী আহম্মদ করিম রংপুর জেলার সদরে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় আই, সি, এস নদীয়া জেলার সদরে বদলী হইলেন।

ময়মনসিংহের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত ঈশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস বাখরগঞ্জ জেলার সদরে বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জ জেলার ফিরোজপুরের অস্থায়ী অতিরিক্ত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত অমলেন্দু নাথ লাহিড়ীকে অন্যরূপ হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত এই জেলায় মুন্সেফরূপে নিযুক্ত করা হইল। তিনি সাধারণতঃ বাখরগঞ্জে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিশ্বাস খুলনায় (সদর) মুন্সেফরূপে সদরের কার্য্য করিতেছেন; তাঁহাকে নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুরে অতিরিক্ত মুন্সেফরূপে নিযুক্ত করা হইল। শ্রীযুক্ত বারেশ্বর প্রসাদ বসু বদলী হইলে তিনি তাঁহার স্থানে কার্য্য করিবেন।

ভারতীয় বিমান ডাক পরিবর্ত্তন

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ভারত সরকার অন্তর্দেশীয় বিমানডাকের সম্বন্ধে বহনের মূল্যের হারের পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যে সমস্ত পত্রের ওজন অর্দ্ধ তোলার অধিক নহে সেই সমস্ত পত্র সম্পর্কেই মাশুলের হার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত পত্রের জন্য নূতন অতিরিক্ত মাশুল বাবদ দুই আনার পরিবর্ত্তে এক আনা করা হইবে। ইহাতে সুবিধা হইবে যে অর্দ্ধ তোলা ওজনের চিঠিপত্র বিমানযোগে তিন আনার পয়সার পরিবর্ত্তে সর্বসমেত দুই আনায় প্রেরণ করিতে পারা যাইবে। পোষ্টকার্ড সমূহের মাশুল হ্রাস করিয়া এক আনার পরিবর্ত্তে তিন পয়সা করা হইবে।

আরও এক প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, অতিরিক্ত এক আনা মাশুল দিয়া বিমানযোগে মানি-অর্ডারও প্রেরণ করিতে পারা যাইবে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে পরিবর্তিত নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্য চলিবে।

নানাস্থানে ডাকাতি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার বরাবর আজমপাহাড়, শিবলা ও সরোবপুর হইতে আর তিনটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আজমপাহাড়ে গত শনিবার প্রায় ৮ জন লোক মুখোস পরিয়া ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাসের বাটীতে প্রবেশ করে এবং নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৫ শত টাকা লইয়া পলায়ন করে।

গত ২১শে মার্চ্চ শেষ রাত্রিতে এক দল লোক বিপুর থানার এলাকাধীন শিবলা গ্রামে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আচার্য্যের বাটী আক্রমণ করে। উহারা পূর্ণ বাবুকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া নগদ ও গহনাপত্রে অনেক টাকা লইয়া পলাইয়াছে।

তৃতীয় ডাকাতিটী বোকসা থানার এলাকাধীন সরোবপুরে সদাই প্রামাণিকের বাটীতে হয়। ডাকাত দল এখান হইতে নগদে ও গহনাপত্রে ২ শত টাকা লইয়া পলাইয়াছে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে। তৃতীয় ডাকাতি সম্পর্কে কদম প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ২২শে মার্চ্চ কাশিমপুরে যে ডাকাতি হয়, তাহার পরবর্ত্তী বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় পোষ্টমাষ্টার ডাক বিভাগের ওভারসিয়ারকে দিয়া অমূল্য বাবুর নিকট ১৪ শত ৮ টাকার বীমার থাম পাঠান। ঐ রাত্রিতেই টাকাটা লুণ্ঠিত হয়। তথায় পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও উক্ত গ্রামের আর ৫ জন যুবক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছেন।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ীতে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের সহিত বাড়ীর লোকজনের সংঘর্ষ হওয়ায় কয়েকজন ডাকাত গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। তাহারা সেখান হইতে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিয়াছে। জলপাইগুড়ীর জিলা পুলিশ ও কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহারা দুর্বৃত্তদিগের কোন পাত্তা পায় নাই। আহত ডাকাতরা যে কোন হাসপাতালে কিম্বা প্রাইভেট ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসিত হইতেছে বলিয়া লোকের ধারণা।

মধুপুর থানা নিবাসে ডাকাতে প্রকাশ, ডাকাতরা সংখ্যায় ১৪ জন ছিল তাহাদিগের সহিত নানা প্রকার সাংঘাতিক অস্ত্র ছিল। তাহারা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহজী বীর বসন্ত শেঠীর বাড়ীতে ঢুকিয়া বাড়ীর মালপত্র যখন হস্তগত করিতে উদ্যত হয় তখন বসন্ত শেঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়ে। ফলে কয়েকজন ডাকাত আহত হয়। একজন নেপালী দারোয়ান সেই রাত্রিতে সেখানে ছিল। প্রকাশ, ডাকাতদিগের সহিত ধস্তাধস্তির সময় তাহারা গুর্খার আঘাতে কয়েকজন ডাকাত আহত হইয়াছে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে ডাকাত দল কোথায় যে লুকায় তাহা জানা যায় না। অতঃপর স্থানীয় পুলিশে জানাইলে তাহারা এই সম্পর্কে জোর তদন্ত আরম্ভ করে।

টাকা আত্মসাতের মামলা

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব চাকি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা অনুসারে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামী উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার প্যাটার্সন ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুহের আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী নওগাঁর উকীল। বাদী পক্ষে ডিক্রীদারের একটি মামলায় তিনি মোক্তিয়ারের পক্ষ হইতে দশ দাখিলের ডিক্রীর ৩৭ টাকা তুলিয়া লইয়াছিলেন। কলিমুদ্দিনের পক্ষ হইতেও তিনি আসামীর সিকিউরিটি ও শত ৭৭ টাকা তুলিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে কলিমুদ্দিনের মৃত্যু হয়। আসামী তৎপরে কলিমুদ্দিনের উত্তরাধিকারীদিগকে উহা হইতে মাত্র ৫০ টাকা দিয়াছেন। অপর একজন লোকের ৫৫ টাকা ৫ আনা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছেন। আসামী অপরাধ অস্বীকার করেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ দণ্ড সম্পর্কে রুল জারির আদেশ দিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে অপর একটি মামলায় রুলের সহিত উক্ত রুলের শুনানী হইবে।

ফেণীতে হুকুম অমান্য

ফেণী হইতে প্রকাশ, এই সহরের অধিবাসী অবসর প্রাপ্ত জেলের কর্মচারী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র মজুমদার এবং প্রকাশচন্দ্র সেনকে এরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, গগন বাবুর বাটীতে একটি বালক চাকর ও প্রকাশ বাবুর বাটীতে তাঁহার জামাতার আগমন সংবাদ থানায় জ্ঞাপন করেন নাই। নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন আইন অনুযায়ী হুকুম জারী করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী লোক সম্বন্ধে থানায় আগমন-সংবাদ না দেওয়ায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে হুকুম অমান্যের অভিযোগ করা হইয়াছিল। ফেণীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহাদের মামলার বিচার হওয়া দিয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, আবেদ তাঁহাদের উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

৯ম বর্ষ } ৩০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ১৭ই চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ ইং ১৯৩৪ শনিবার } ২৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৫ই চৈত্র ২৯শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় অনুগত সহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে গোদ্রুম আনন্দসুখদ-কুঞ্জে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথায় প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান করিয়া সেবকগণের সেবাপরিদর্শন ও বিভিন্ন সেবাকার্য্যের উপদেশ প্রদানান্তর মধ্যাহ্নকালে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীসমাধিমন্দিরে হরিকথা

ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভু-পাদ শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা-মুখে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেনাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি॥'

—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল-কথা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, স্বয়ং ভগবান্ অতি শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের কৃত্রিমভাবে ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

শ্রীভগবানের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রদ্ধা-শব্দের সংজ্ঞা-বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥'

সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' কহে। কৃষ্ণের সেবা করিলে প্রাকৃত রাজ্যে যাবতীয় পিতৃ-ভূত-দেবঋণশোধনাদি কর্ত্তব্যাচরণের আবশ্যক হয় না। কর্ম্ম—বহুজীবের ভোগপর অনুষ্ঠান মাত্র; ভগবদ্-ভক্তির উদয়ে কর্ম্মফল-ভোগ চেষ্টা করিতে হয় না। কর্ম্মফলের অপেক্ষা উদয় হইলে বস্তু 'বৈরাগ্য' সর্ব্বদাই ভক্তে আনু-ষঙ্গিকরূপে অবস্থিত।

কপটতার সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনের ভাণ করিলে শ্রীহরির কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন হয় না; তাহাতে প্রাকৃত কথার—মায়ার কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। লোকে সাধু বলিবে, বৈষ্ণব বলিবে, সুতরাং বিত্তপূজা এবং প্রতিষ্ঠার আশায় কপটতা পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম [illegible] না, [illegible] করা [illegible]। [illegible] কোনও সুবিধা হইবে না। ঐরূপ কপটতা দুর্ব্বিপাক আনয়ন করিবে মাত্র।

কোনও স্থানে একটী চড়িয়াতা ছিল। সভার সভ্যদের মধ্যে মতের অমিল হওয়ায় দুইটী দল গঠিত হইল। প্রত্যেক দলেরই পৃথক্ পৃথক্ কাসরাত হওয়াতে প্রত্যেক দলই অপর দলের উপর টেক্কা দিতে বদ্ধপর হইল। উভয় দলই কীর্ত্তনের সময় 'ভাবকেলি' দেখাইবার জন্য ভাড়া করিয়া লোক নিযুক্ত করিল। একদলের ভাড়া করা কৃত্রিম ভাবুক একঘণ্টা ভাব দেখাইল। সুতরাং অপর দলের লোকজন বেশী সময় ভাব (?) দেখাইবার জন্য একটী লোককে স্থির করিল। তাহার সহিত ।০ চার আনা চুক্তি হইল, লোকটী 'ভাব' দেখাইতে গিয়া রৌদ্রে পড়িল; কঠোর রৌদ্র সহ্য করিতে না পারিয়া সে অল্প সময়েই 'ভাব' ছাড়িয়া দিল। ইহাতে নিজেদের পরাজয় হইল মনে করিয়া এই দলের লোকগণ অপমান বোধ করিয়া লোকটিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল—"চার আনার ভাব আর কতক্ষণ থাকে?" এই প্রকার ভাব অনর্থের পরিচায়ক; এরূপ কপটতায় কি ফল হইবে?

পূর্ব্বোক্ত কপটীগণ—অসৎ; হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনকারিগণ সর্ব্বপ্রকারে [illegible] পরিত্যাগ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৬।২৬) বলেন—ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন। কারণ, সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার অনর্থ নষ্ট করেন। [illegible] বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।

[illegible]

পূর্ব্বোক্ত [illegible]-কপটীগণ কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও নাই। ঠাকুর মহাশয়ের বাণী। উক্তার

"অনর্থক এই আশে কপট-বৈষ্ণববেশে
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।"

উৎকল-দীপিকার আপত্তি

ভারত গৃহাকাশে প্রকাশিত হইয়া যখন ভগবানের তাঁহার কিরণমালা প্রতি বিকাশ করিতে থাকেন তখন সজ্জনগণের অন্তরে উল্লাসের উদয় হইয়া থাকে। চোর দস্যু-গণের নিকট তাহা-রশ্মি আদরের বস্তু না হইলেও সজ্জনগণের নয়নানন্দদায়ক হইবার কোন সন্দেহ নাই। শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-ভাস্করের প্রচাররশ্মি বিশ্বে বিকীরিত হইতে দেখিয়া দস্যু তস্করের ন্যায় কিছুত-কিমাকার অবস্থিত জনগণের হৃদয় [illegible] অবস্থান [illegible] করিয়া [illegible] পাকেন। [illegible] সম্পাদক [illegible] [illegible] কটকের সুপ্রসিদ্ধ পত্র "উৎকল-দীপিকা" গত ২৪শে [illegible] শ্রীল [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] 'শ্রীগৌড়ীয়' [illegible] তাহা পাঠ করিয়া সজ্জনমাত্রেই [illegible] আনন্দিত হইবেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য দ্বিতীয় সংখ্যায় [illegible] প্রকাশ করা হইল।

ঢাকায় প্রচার

গত [illegible] চৈত্র (১৩৪০) রবিবার [illegible] সাপ্তাহিক অধিবেশনে [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ [illegible] ও [illegible] সভা [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চ-শিক্ষিত ও [illegible] এই সভায় উপস্থিত [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] শ্রীপাদ হরি-[illegible] হইতে [illegible] উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। সময়ান্তরে এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত করিবার আশা রহিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ বিষ্ণু ৪৭৮

মহাতীর্থ ছত্রভোগ

'গৌর আমার যে সব স্থানে
... ।
সে-সব ... হেরব আমি

গৌরপদরজঃ-পূত ... শ্রীপত্রিকার অভিপ্রায়-প্রকাশক ... পরিচিত স্থান, তাহা সন্দর্শনের ... বিষয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় ... মহাবদান্য অবতার জগতের ... আর কখনও প্রকাশিত হন নাই বা হইবেন না। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে গোলোকের যে প্রেম-ধন বিতরণ করিয়াছেন তাহা অপর কোন অবতারে আশা করা যায় নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লোকাতীত প্রেমধন প্রেমদাতার নিকট সমস্ত জগৎ যখন অবনত হইবে এবং এই প্রেমধন গ্রহণ করিবে সকলের জীবন ধন্য হইবে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম গৌরপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা নিম্ন প্রতিকৃতি মাত্র। তাই মহাজন গাহিয়াছেন

"গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।"
"যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
সে জানে ভকতি রস-সার॥"

গৌরকৃপা ব্যতীত প্রেমানন্দ-লাভের সম্ভাবনা নাই

ভক্তাধার সহজ বুদ্ধিতে অনুরাগভরে রাধা-মাধবের সেবাই ভক্তিরস। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম, ধাম ও কাম ভক্তিরস-মহানিধির আশ্রয়স্থল। যাঁহারা মহাপ্রভুর নামে বিভোর হইবেন, ধামনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার ধামের সেবা করিবেন এবং আচারের সহিত তাঁহার কাম "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"—এই বাণী অনুসরণ পূর্ব্বক প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, একমাত্র তাঁহারাই ভক্তিরসের অধিকারী হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া কেহই শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইতে পারে না। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

পাষাণঃ পরিবেষ্টিতোহপ্যসুরতয়ৈবৈরাতুরঃ
সমুন্নবেৎ
সাক্ষাৎ সমবাপতেবিভূতঃ ভাবস্ত
বৈরাজিকম্।
হৃত্বাবুদ্ধতা বুধাঃ কথমহো প্রাপ্তং
বিবোর্ধজন্ং
সর্ব্বং সাধনমত্র গৌরকরুণাভাবে ন
ভাবোৎসবঃ॥

যে মরুভূমিভাগ, প্রস্তরখণ্ড অমৃতরসে পরিষিক্ত হইলেও যেমন তাহাতে কখনই অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয় না, সারমেয়-পুচ্ছ প্রসারিত হইলেও যেমন তাহা কখনই সরলতা প্রাপ্ত হয় না, বামনরূপে উত্তোলন করিলেই যেমন কেহ চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে না, আহা! সেইরূপ মহদাদর সম্পন্ন হইলেও কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ব্যতীত প্রেমানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারে না।

গৌরপদাঙ্কপূত-স্থান-মাহাত্ম্য

অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-বিচারে আমরা (১) বিভাব (২) অনুভাব (৩) সাত্ত্বিক ও (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী এবং স্থায়ী-চতুষ্টয়ের সন্ধান পাই। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে দুই প্রকার—কৃষ্ণই বিষয় এবং তদ্ভক্ত আশ্রয়। যাঁহারা কৃষ্ণ-ভক্তগণের ভাবকে উদ্দীপন করায় তাহারাই উদ্দীপন। উদ্দীপন বস্তু-মধ্যে ভগবৎপদাঙ্কপূত স্থানসমূহ অন্যতম। তাই গৌরপদাঙ্কপূত স্থানসমূহ গৌরভক্তগণের এত আদরের বস্তু। গৌর-প্রণয়ী মহাপুরুষগণ গৌরপদাঙ্কপূত স্থানসমূহের স্মৃতি আবিষ্ট হইয়া মহাভাবে বিভাবিত হন এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যকল্যাণ-প্রদ লীলা স্মরণ করতঃ প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর এবং মহাপ্রভুর সেবক ঈশানের সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের গৌরবনে ভ্রমণ-লীলার অনুসরণে আমরা গৌরপদাঙ্কপূত স্থানসমূহের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। গৌরপদাঙ্কপূত স্থানসমূহের মাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থই গৌড়ীয়-আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল—তথা ভারতমণ্ডল-পরিক্রমণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত স্থানসমূহের স্মৃতি অজ্ঞ জনগণের মলিন হৃদয়ের অন্তরালে তাহার বিলীন হইলে তদুদ্ধার-মানসে পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণচিহ্ন সংস্থাপন করিতেছেন। মহাতীর্থ ছত্রভোগ গৌরপদাঙ্কপূত স্থান-সমূহের অন্যতম।

গৌরপদাঙ্কপূত ছত্রভোগের অবস্থিতি

এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া স্বতঃ আমরা আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব। কলিকাতা শিয়ালদহ সাউথ ষ্টেসনে ট্রেণে আরোহণ করিয়া সওয়া ঘণ্টা দূরবর্ত্তী মথুরাপুর রোড ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিদধিক দুইক্রোশ পথ পদব্রজে গমনান্তর এই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এ বিষয় আমরা গতকল্য তারিখের শ্রীনদীয়াপ্রকাশে দেখিতে পাইয়াছি।

আটিসারা গ্রামে মহাপ্রভু

মহাপ্রভু ১৪৩১ শকাব্দায় (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবস কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয়ের পর কয়েকদিন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে অবস্থান করেন। তৎপর তিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শ্রীল মুকুন্দ, শ্রীল গোবিন্দ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ও শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ সহ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন। ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্ত্তন-রসে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু আটিসারা গ্রামে ভাগ্যবান্ অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হন। এই আটিসারা গ্রাম ২৪পরগণা জেলার বারুইপুরের নিকট অবস্থিত। বর্ত্তমানকালে এই স্থানটি 'আটঘরা' বা 'আটিসরা' অথবা মতান্তরে 'কটকীঘাট' নামে পরিচিত। মহাপ্রভুর এই স্থানের লীলা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিতেছেন—

সেই আটিসারা গ্রামে মহাভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন আসি' প্রভু তাঁহার আলয়ে।
কি কহিব আর তাঁ'র ভাগ্য সমুচ্চয়ে॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি' অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্ব্বগণসহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর ভিক্ষাধর্ম্ম করাহেন শিক্ষা॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে রঙ্গে॥

ছত্রভোগে মহাপ্রভু

মহাপ্রভু তৎপর দিবস প্রাতঃকালে মহাভাগ্যবান্ অনন্ত পণ্ডিতের প্রতি শুভ-দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগণসহ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে তীরে ছত্রভোগ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে—

"দেখি সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন।
হরি বলি' সর্ব্বলোকে ডাকে অনুক্ষণ॥
যোগীন্দ্র-দুর্লভ অতি গৌর-চরণ।
হেন প্রভু চলি' যায় দেখে সর্ব্বজন॥

অম্বুলিঙ্গ-কাহিনী

মহাপ্রভু যে সময়ে ছত্রভোগে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন ভাগীরথী শতমুখী হইয়া এই স্থানে প্রবাহিতা ছিলেন। এই স্থানে অম্বুলিঙ্গঘাটে জলময় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। পাঠকগণের বোধ হয় অবিদিত নহে যে, শ্রীগঙ্গাদেবী মুরারির চরণ হইতে নিঃসৃতা হইয়া শিবের জটার উপর দিয়া প্রবাহিতা। ভগীরথ যখন পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার-মানসে গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন, তখন শিব গঙ্গার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করেন এবং এই ছত্রভোগ-তীর্থে গঙ্গার দর্শন পাইয়া অনুরাগভরে গঙ্গার স্তব প্রদান করিলেন এবং—

"জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা।"

গঙ্গা ও শিবের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন—

"জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিবভক্তিরস-সীমা॥
গঙ্গাজল-স্পর্শে শিব হইলা জলময়।
গঙ্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয়॥

এই স্থানে শিব জলরূপে বিদ্যমান বলিয়া স্থানটির নাম 'অম্বুলিঙ্গ ঘাট'। বর্ত্তমানে ছত্রভোগে শতমুখী গঙ্গা প্রকটিতা না থাকিলেও তাঁহার অবশেষ চিহ্ন খাতাদি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে অম্বুলিঙ্গের মন্দির বর্ত্তমান। মন্দিরের মধ্যে অম্বুলিঙ্গ শিব বিরাজিত। গৌরীপট্টাকার একটি পাষাণময় খাদের মধ্যে জল রহিয়াছে, তন্মধ্যে অম্বুলিঙ্গ বিরাজমান। শিব-ললাটে রৌপ্যময় অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। উপরিভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন। অম্বুলিঙ্গের সেবার জন্য দেবোত্তর জমিদারী আছে। পূর্ব্বে তারকেশ্বরের মহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি অধীনে এই মন্দির ও দেবোত্তর জমিদারী ছিল। বর্ত্তমানে নানা মামলা মোকদ্দমার পর তাহা কাশীনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। অম্বুলিঙ্গ-স্থানের বর্ত্তমান নাম 'বড়াসী' গ্রাম। ইহা ৪৩নং খাদে-বড়াসী-মৌজায় মথুরাপুর থানার অন্তর্গত। বড়াসী-গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমনকালে গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন।

চক্রতীর্থ

অম্বুলিঙ্গ-স্থান হইতে প্রায় ১০ রশি দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে চক্রতীর্থ নামক স্থান বিদ্যমান। এই স্থানেই প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন বলিয়া প্রাচীন জনশ্রুতি, এখন গঙ্গার অবশেষরূপে একটী পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এখানে মাধব-বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছেন। মেলার সময় যাত্রিগণ ঐ পুষ্করিণীতে গঙ্গা-স্নান করিয়া চক্রতীর্থের পূজা দেন।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির

ছত্রভোগে বর্ত্তমানকালে ত্রিপুরা-সুন্দরীর মন্দির দৃষ্ট হয়, কিন্তু মহাপ্রভু যখন এই স্থানে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন এই মন্দিরটী ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত তৎকালীন ছত্রভোগের বিষয় বর্ণন করিয়াও ইহার উল্লেখ করেন নাই। কোন প্রাচীন গ্রন্থেও ত্রিপুরা-সুন্দরীর প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, স্থানীয় লোকসমূহের ব্যবহারিক বহু-প্রমত্তা-নিবন্ধন এই স্থানে ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডোদরী ভুবন-মোহিনী মহামায়ার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা পূজা পরবর্ত্তিকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিপুরা-সুন্দরীর মন্দিরে রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবী এবং শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীনৃসিংহ-দেব বিরাজিত রহিয়াছেন।

অন্ধকূপে বাউলিয়া কারখানা

ছত্রভোগ ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির হইতে বড়াশী-গ্রামে যাইবার পথে অন্ধমুনি নামক স্থানে একটা বাউলিয়া-কারখানা রহিয়াছে। এই স্থানের একটা সমাধির উপরে একটা মাথার খুলি পর্য্যন্ত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার সম্মুখে একটা হাঁড়ির মধ্যে কপালে বাঁধা রক্ত ও মদ্য। প্রাকৃত শাক্ত সমাজ এই শ্রেণীর বাউলিয়া-গণকে আদর্শ-বৈষ্ণব-ভ্রমে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানাবিধ অপবাদ প্রদান করেন। কিন্তু ঐ শ্রেণীর ব্যভিচারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যে বৈষ্ণবধর্ম্মের চতুঃসীমানা হইতে অনন্ত-কোটি যোজন দূরে অবস্থিত, তাহা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত।

ভাগ্যবান্ রামচন্দ্র খান

মহাপ্রভু যখন ছত্রভোগে শুভবিজয় করেন তখন রামচন্দ্র খান নামক একজন অধিকারী মহাপ্রভুর চরণে প্রণত হন এবং তখন রাজায় রাজায় সংঘর্ষ চলিতে থাকিলেও তিনি সগণ মহাপ্রভুকে জলপথে নীলাচল অভিমুখে গমনের সুব্যবস্থা করিয়া জীবন ধন্য করেন।

ছত্রভোগে মহাপ্রভুর মহাভাব

মহাপ্রভু ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে স্নান করিয়া শতমুখী গঙ্গা দর্শন করেন। গঙ্গা-দর্শন-মাত্রই মহাপ্রভুর যমুনা-স্মরণে বৃন্দাবনীয় লীলার উদ্দীপনা হইল। তিনি মহাভাবে বিভাবিত হইয়া দিব্যোন্মাদে নিত্যানন্দ-প্রভুর ক্রোড়ে পতিত হইলেন এবং ভক্তগণ 'হরি' 'হরি' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তৎপর মহাপ্রভু স্বগণ-সঙ্গে আনন্দাবেশে বিবিধ কৌতুকভরে গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কৃষ্ণপ্রেম-মহাভাবের অশ্রুনদী তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রকে পুনরায় আর্দ্র করিয়া ফেলিল। ভক্তগণ প্রেমনেত্রে দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীতে যেরূপ গঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা সেই প্রকার মহা-প্রভুর নয়ন-যুগলেও প্রেমগঙ্গা শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।

মহাপ্রভু রামচন্দ্র খানের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তাঁহার সর্ব্ববিষয়ক বিদূরিত করিয়া সেই রাত্রি কোনও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হইল। ব্রাহ্মণ বহু জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফল আজ প্রত্যক্ষ করিলেন। বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি মহা-প্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাময়ী আর্ত্তি, দিব্যোন্মাদ হুঙ্কার, ক্রন্দন—যুগপৎ অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইতে থাকিল। মৃদঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ করিবামাত্র মহাপ্রভু মহানন্দে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকিলেন। ছত্রভোগে মহাপ্রভু কৃষ্ণানু-সন্ধান-লীলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এই স্থানে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ছত্রভোগ-বাসিগণের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়া বলিয়াছেন,—

"পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী।
সবে দেখে – নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ বিলাসী॥
অশ্রু-কম্প-হুঙ্কার-পুলক-স্তম্ভ-ঘর্ম্ম।
কত হয়, কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের জলধার।
ভাদ্রমাসে যে হেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
সকল লোকের চিত্তে যেন ভগপ্রায়।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-কৃপায়॥

উপসংহার

যাঁহার পদ-নিঃসৃতা গঙ্গা জগৎ পবিত্র করেন, যাঁহার নাম ত্রিপুরারি পঞ্চমুখে নৃত্য-সহকারে কীর্ত্তন করিয়া উল্লসিত হন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-স্পর্শ লাভ করিয়া ছত্রভোগ মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছেন অথবা যেখানে ভগবদ্ভক্তের অবস্থান সেই স্থানেই শ্রীভগবানের শুভ পদার্পণ; তাই পতিত-পাবনী সুরধুনী ও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর সাক্ষাৎ-কার পাইবার জন্যেই তীর্থ ছত্রভোগ সপার্ষদ মহাপ্রভুর পদরজঃ বক্ষঃস্থলে ধারণের অধিকারী হইয়া 'মহাতীর্থ' হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ এই রহস্য-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; শ্রীল প্রভু-পাদের ইচ্ছায় এই স্থানে যে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইল, আশা করি তাহা স্থানীয় জনগণের হৃদয়ে মহাতীর্থ ছত্রভোগের উক্ত মহা-গৌরবকাহিনী জাগিয়া দিবে।

'পরমার্থীর সমালোচনা'

[কটক হইতে প্রকাশিত উৎকলদীপিকা (২৪।৩।৩৪ শনিবার) হইতে উদ্ধৃত]

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠরু প্রকাশিত পাক্ষিক 'পরমার্থী'র ২য় বর্ষ ২০ সংখ্যাটিরে অতি সুন্দর প্রবন্ধগুড়িক দেখি আমে আনন্দিত হেলু। পত্রিকারে আর্ট পেপর উপরে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়র আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদঙ্কর আলেখ্য দিআ হোইঅছি। তাঙ্কর কৃপাদেশরে শ্রীরঘুনাথ মহাপাত্র মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হেউ-অছি। এহা প্রত্যেক একাদশীকু বাহারে, বার্ষিক [illegible] টঙ্কা। উৎকর্ষ মধ্যরে পত্রিকাটির উন্নতি বেশি সঙ্কপ্রাণ না কমরে। সুখী হেউঅছে।" এহ পত্রিকারে কেবল সম্প্রদায়র সমালোচনা [illegible] খণ্ডন হুএ নাহিঁ। এতিরে ১৯শ ১৮শ সংখ্যারে চারিগোটি পদ্য উৎকলে কবি-নাম ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি বেশি যেউঁসবু কুসংস্কার চালুছি তাহার সুমীমাংসা হোই-অছি। লেখক শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ভক্তিকিঙ্কর-সন্ন্যাসী, সে আমর বিগত ২৫ বর্ষ উৎকল হেতু এবং লেখা মধ্য প্রকাশ পাইছি। ২০শ সংখ্যার (পদ্য) শ্রীগৌরপ্রহরী, শ্রীগৌ র-দোল, শ্রীবৈষ্ণবসাহিত্য, ছাত্র প্রাথমিক জীবনর পথ, সংসঙ্গ ও পরিক্রম লেখাগুড়িক অতি সংযত ও ভাবোদ্দীপক।

পদ্যটির ছন্দ ও বিষয় চিত্রণ, সরল, ভাব সুস্পষ্ট। 'শ্রীগৌরপর্ণী' প্রবন্ধটিরে শ্রীগৌরচন্দ্রঙ্কর আবির্ভাব-তত্ত্বটি যে সামান্য জীবর তুলনা নুহেঁ তাহা বেশ গভীর ভাবরে আলোচিত হোইঅছি। 'দোল' লেখাটি মধ্যরে অতিশয় জটিল বিষয় এতে সহজ ও সরল অথচ প্রাঞ্জল লেখা মধ্যরে ফুটাইবার দেখি আমে লেখক মহোদয় শ্রীমতীন্দ্রনাথ বাবুঙ্কু ধন্যবাদ দেউছু। আউ 'বৈষ্ণবসাহিত্য' প্রবন্ধটি অতি চমৎকার হোইছি। এথিরে গৌড়ীয় সাহিত্যর যথেষ্ট আলোচনা হেবার দেখিলু। প্রাচ্য-কবি ভক্তকবি মধ্যরে যে সমালোচনা হোইঅছি সে অংশটি জানিবার বিষয়। লেখক মহোদয় শ্রীসুদর্শন সনাতন দাস, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভবঙ্কু আমে উৎকলরে শ্রীচৈতন্যঙ্কর সমসাময়িক ভক্তকবি মানঙ্কর ঐতিহাসিক প্রবন্ধনিকর নিরপেক্ষ আলো-চনা প্রকাশ পাইঁ অনুরোধ করুছু"। 'ছাত্রর প্রাথমিক জীবন পথ'র অবতারণা এহি সমাজর দুর্দ্দিনবেলে ছাত্র-পক্ষরে গোটিএ ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য হোইছি। এহা পাঠ করি বিদ্যার্থী শ্রীরূপ পুরী মহারাজঙ্কু নিকটরে যুক্ত প্রকারে নোইঁ পড়ুছি।

নিকট ভবিষ্যতরে এপরি আলোচনার ফল নিশ্চয় ফলিব। এই পরি ধর্ম্মপত্রিকা ওড়িআ ভাষারে বড় আশার কথা। কিন্তু বিচিত্র ভাষা সহজকলে চরম সর্ব্বসিদ্ধান্ত পূর্ব্বপরিবাসী সজ্জনঙ্কু বুঝিবাকুলি দুর্ব্বল। অবশ্য সবু তত্ত্ব যে প্রকাশ করিবেব এপরি কথ নাহিঁ. তেবে পত্রিকার সাধারণ শিক্ষিত পাইঁ দুই তিন গোটি লেখা লাগি সম্পাদক মহোদয়ঙ্কু অনুরোধ করছু। 'পরমার্থী' উন্নতি ও বহুল প্রচার পাই আমে ধর্ম্মপ্রাণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিঙ্কর সহানুভূতি লোড়ুছুঁ ও এথি আশা পোষণ করুঁ। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বিভিন্ন ভাষারে পাঁচ খণ্ড পাক্ষিক চলাই অছি। ভাষারে যে "পরমার্থী" পাক্ষিক নিয়ম প্রকাশ করুছন্তি আমে-মানে [illegible] পোষণ করিছুঁ।

"ক্ষুদ্রভিক্ষা"

[[illegible]]

[illegible]
অপার করুণা দণ্ড।
ত্রিভুবনে নাই যার কেহ নাই
দীনের জীবন বন্ধু॥
অধম-উদ্ধারী শ্রীগুরুর দয়া
সকল ধনের সার।
অনন্ত অসীম শ্রীগুরু মহিমা
নাহি তাঁর পারাপার॥
সর্ব্বদেবময় শ্রীগুরুপাদ হয়
সর্ব্বারাধ্য জীবনার।
সংসার অপার মায়ার পাথার
তরণে তরণী সার॥
শ্রীগুরু-স্মরণে পায় সেই জনে
কৃষ্ণচিন্তামণি-স্ফূর্ত্তি।
শ্রীগুরু-কীর্ত্তনে এ ভব-কাননে
নিভায় দাবাগ্নি আর্ত্তি॥
শ্রীগুরু-স্মরণে যায় দূর বনে
সকল অশান্তি রাশি।
চরণ-যুগল ভবের সম্বল
সেথানে অবিদ্যা নাশি॥
শ্রীগুরু-অঙ্গনে হৃদি বৃন্দাবনে
পায় সে কিশোর ঠাম।
বন্দিলে বদনে অনন্ত বদনে
লভে নিত্যানন্দ-ধাম॥
কলি পায় ত্রাস গৌর' ভক্তদাস
ভক্তরাজ সরা পতি।
মুকুন্দের প্রিয় সর্ব্ব জীবাত্মীয়
শ্রীগুরু বান্ধব অতি॥
কায়বাক্যমনে আত্ম নিবেদনে
শ্রীগুরু চরণোপরে।
নিত্যানন্দ ধাম নিত্যানন্দ পায়
চিদানন্দ কলেবরে॥
সেই গুরুপদে সম্পদে বিপদে
কবে লুটাইব ভূমি।
না থাকিব আর ভোগের সম্ভার
কবে বিকাইব আমি॥
ওগো গুরুপদ নাশি' মোর মদ
রাখ দাসে নিজ স্থানে।
ক্ষুদ্রভিক্ষা মম প্রভু নরোত্তম
পূরাও করুণা দানে॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। শ্রীমহাভারত, [illegible] ৪০৲
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible] ([illegible]) ৬৲
৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাখ্য [illegible] [illegible]
৫। গৌড়ীয় [illegible] ॥৵০
৬। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
৭। [illegible] ৪০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীমদ্ভাগবত (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) [illegible]
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-[illegible] ৷০
১২। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible]) ৷০
১৪। [illegible] ২৲
১৫। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৭। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। [illegible] ৵০
১৯। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। [illegible] ([illegible]) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ [illegible] [illegible] ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] [illegible]
২৮। শ্রী[illegible] ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। কল্যাণকল্পতরু ৴০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ৷১০
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। [illegible] ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। [illegible] ৴১০
৩৮। [illegible]
৩৯। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৷০
৪০। [illegible] (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪১। [illegible]
([illegible]) ৩
৪২। [illegible] ৷০
৪৩। শ্রী[illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৪। [illegible] ৷০
৪৫। গৌড়ের [illegible] ৩০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। [illegible] কি [illegible] ? [illegible]
৪৯। [illegible] ও [illegible]
[illegible]) ১
৫০। শ্রী[illegible] ৵০
৫১। [illegible] ৵০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ৷০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৵০
৫৭। [illegible] ৵০
৫৮। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০
৬০। [illegible]
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible] অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। [illegible] ৴০
৬৫। [illegible] ৷০
৬৬। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৭। [illegible] ১১০
৬৮। শ্রী[illegible] ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রী[illegible] ৷০
৭০। [illegible] ৷০
৭১। [illegible] ৴১০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible]
৩। [illegible] ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible] শ্রী[illegible],
পোঃ [illegible], নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮ শ্রী[illegible] মঠ [illegible], চাঁপাহাটী।
৯। [illegible] পাট—পোঃ [illegible],
১০। শ্রী[illegible] - চাঁপাহাটী,
পোঃ [illegible], বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible] [illegible], বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, [illegible],
পোঃ [illegible] বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রী[illegible] বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible],
পোঃ [illegible], [illegible],
১৫। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ,
[illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ [illegible].
১৮। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible], আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
[illegible]
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible],
কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
[illegible] ঠাকুরের [illegible], বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
৩২। শ্রী[illegible]—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—[illegible], পঞ্জাব
৩৫। শ্রী[illegible], [illegible] রোড,
পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, [illegible],
[illegible], (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible],
[illegible], আসাম
৩৯। শ্রী[illegible]—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

[illegible] মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] ২৲, [illegible] টাকা মাত্র।

৩। [illegible]—[illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীৰ্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এস, সি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[illegible] কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] ও প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] হইয়াছে। [illegible] ছাপা। [illegible] ১০০০ পৃষ্ঠায় [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, [illegible], [illegible] সূচী-পত্র। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] কোথাও আর পরিয়ার প্রকাশিত হয় নাই, [illegible] পাঠক মাত্রেই একবারেও দেখিবার [illegible] থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—[illegible] [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথমখণ্ড জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী-প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থে ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নূতন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে [illegible]ত হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২০	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৪
বাবলাড়ি—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-[মায়াপু]রের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহারা রাণাঘাটে বদল করিতে চান, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

[শান্তি]পুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫ ১৩-৩ ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৭৫	১৬-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৪	১৮-৫৩
বাবলাড়ি—	৫-৫৯	৯-৪৯	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	[illegible]	৯-৫৫	১২-৪৪	১৬-৪	১৯-২১
কৃষ্ণনগর [illegible]	[illegible]	১০-৪	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
বাঁকা	[illegible]—৫৸০
ঐ বে-বাঁকা ছাদ্‌কা ওজন	৫/০—৫৶০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৵০—৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২৸৵
২৪ গেজ আর, সি, ডি, বাঁকা	১৬
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ	১২৸৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১	
প্যাকেট বাঃ	৮৷০
রড পাটি	৬৷/০—৬৷৶০
„ গোলটু (গোল)	৬৷/০—৬৷৶০
„ পবাদে (চৌকা)	৬/০—৬৷৶০
„গোল রড ৶০—৷৵০ সূতা	৫—৫৷০
„ চ্যাপ্টা রড-	
চাকা ৶০— ৷৵০ ঐ	৬—৬৷০
„ বাণ্ডিল তার	৭৷০—৭৸০
„ প্লেট—[illegible] সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৶০
„ চাদর ৭-১৬ গজ বাণ্ডিল	৯৷৵—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১৷০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	৯৷৵-৯৷০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডজ:	
ঐ নিল পাউডার ৫৸৵০ গেঃ মিঃ	৬৷৵০ „
প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১৩ ইঞ্চি	১৷০-৭৷০
ঐ রিফিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ „
লোহার গেরার হুকের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— „
৩ তালের লোহার সিট	১৫ „
ঐ সেফটি (কাঠের সিট)	১৮ „
লোহার স্ক্রু ১—৩ ইঞ্চি ৶১০—৷৵০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৭ নং	
১—৩ ইঞ্চি	৷১০—৷৵০ গেঃ ডজন
প্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর
প্যাঃ রিভিট (বড়কা)	
১ ইঞ্চি	৷৵০—৷৵১০ পীস
প্যাঃ পাটি ২ঃ বা চোকা	
৩ ইঞ্চি	৷০— ৯৷০
প্যাঃ স্ক্রু ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২০—২৯ ওজন	
প্যাঃ জানালার ছাঁকি	১১৷০—১৯ „
প্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
	৸/১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৭৷০ ৪-৫
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ঐ, ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট	
ড্রিস্টি ওয়েলের জন্য প্যাঃ	
পাইপ১১ ইঞ্চি	৷৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১৭৷০ ৫নং ১৪ ৬নং ১৬	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২৷০-৩৷০ মণ	

অক্ষয়কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
বীরবহর বাই লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোহর্ক প্রত্যেক থান (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	৭

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়োল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০
রূপার দর	
রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ চূড়া	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৫ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫ „ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৷/০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৮-৮৩) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বর্দ্ধিত)	২২৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২

কাপড় ও সূতার কল

ঢাকেশ্বরী মিল	৭৫

পাটকল

হাওড়া	৫০
আগরপাড়া	১২৫
গঙ্গা	১০২
বরানগর	১৫০
ক্লাইভ	৩১
ফোর্ট	২৪৫
[illegible]	৪১৷০
[illegible]	৪০৸০
[illegible]	৪-২

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মাতৃরোগ প্লীহা ও কার্য্যশক্তির বৃদ্ধি পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা যকৃৎ কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

জুলিয়াস কালিফার্নিয়া প্রবর্ত্তক ও ব্যবসায়ী জে, ডি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

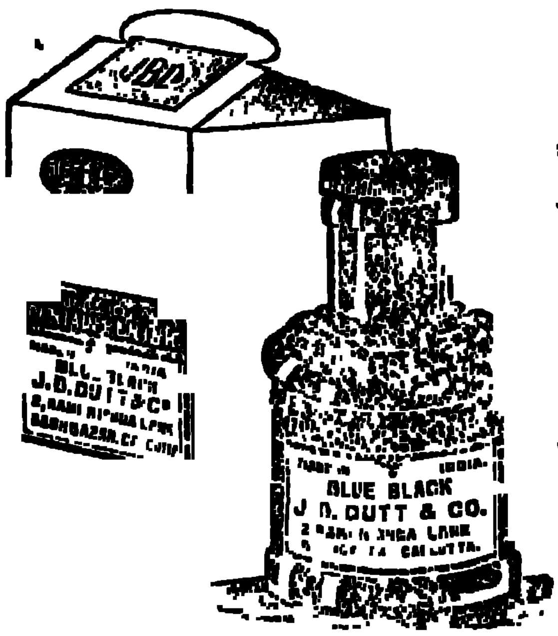

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে খাঁটি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রাজকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিঃস্ব ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বঙ্গদেশের ঋণদান ব্যবসায় বিষয়ক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন

[১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত।]

যেহেতু বঙ্গদেশে ঋণদান ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা করা এবং ঋণদান ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য আদালতগুলিকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া বিহিত ;

এবং যেহেতু এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বিষয়ক আইনের ৮০ক ধারার (৩) প্রকরণ অনুসারে শ্রীযুক্ত গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের মঞ্জুরী পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে ;

সুতরাং এতদ্বারা নিম্নলিখিত মত বিধান করা হইল:

১। (১) এই আইনটিকে বঙ্গদেশের ঋণদান ব্যবসায় বিষয়ক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হইবে। কিন্তু এই আইনের কোন কিছুই হাইকোর্টের সাধারণ আদিম বিভাগের এলাকার মধ্যে অথবা ঐ এলাকার ভিতর কোন চুক্তি অনুসারে গৃহীত ঋণের বেলা খাটিবে না।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেই তারিখে ইহা আমলে আসিবে।

২। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথার বিরুদ্ধ ভাবের কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "ঋণদাতা" বলিতে যে কোন ব্যক্তি টাকা ধার দেন তাঁহাকে বুঝাইবে ; এবং

(২) "নির্দ্ধারিত" বলিতে এই আইন অনুসারে কৃত নিয়মাবলীর দ্বারা নির্দ্ধারিত বুঝাইবে।

৩। অপরিমিত সুদে ঋণদান বিষয়ক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আইন আরম্ভ হওয়ার পরে কোন ঋণদাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে কোন মোকদ্দমায় যদি দেখা যায় যে, যে সুদ ধরা হইয়াছে তাহা চক্রবৃদ্ধি হারে, ঋণ গ্রহণের তারিখ হইতে বার্ষিক শতকরা পঁচিশ টাকা হারের অধিক এবং চক্রবৃদ্ধি না ধরিয়া সুদ ধরা হইলে শতকরা বার্ষিক পঁচিশ টাকা হার অপেক্ষা অধিক, অথবা যদি উক্ত চক্রবৃদ্ধি ধরিয়া সুদ আদায় করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আদালত অপরিমিত সুদে ঋণদান বিষয়ক ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আইনের ৩ ধারার উদ্দেশ্যের জন্য ধরিয়া লইবেন যে, যেরূপ লওয়া হইয়াছে তাহা অত্যধিক এবং ঐ কারবার নির্দ্দয়, যুক্তিবিরুদ্ধ এবং বস্তুতঃ অন্যায় হইয়াছিল ; কিন্তু যে স্থলে, যে সুদ আদায় করা হইয়াছে তাহা বার্ষিক শতকরা পঁচিশ টাকা বা চক্রবৃদ্ধিতে বার্ষিক শতকরা পঁচিশ টাকা হারের অধিক না হইলেও উক্ত অত্যধিক বলিয়া আদালতের প্রতীতি জন্মিবে সে স্থলে এই বিধানটি উক্ত ধারা অনুসারে আদালতের যে ক্ষমতা আছে তাহার কোন হানি করিবে না।

৪। অপর কোন আইনে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই আইন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঋণদাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে কোন মোকদ্দমায় যদি ইহা দেখা যায় যে ধরেয়া সুদের পরিমাণ ঋণের আসল টাকা অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে, তবে সে স্থলে আদালতের যদি এরূপ প্রতীতি না হয় যে ঋণদাতার পক্ষে তাহার দাবী বহুদিন পূর্ব্বে বলবৎ না করিবার ন্যায্য কারণ ছিল, আদালত, মোকদ্দমায় আদায়যোগ্য সুদের টাকা ঋণের আসল টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ধার্য্য করিবেন।

৫। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ব্যবস্থা আছে এমন কোন চুক্তি অনুসারে এই আইন আরম্ভ হইবার পরে গৃহীত কোন ঋণের বেলা কোন ঋণদাতা মোকদ্দমা করিয়া শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হার অপেক্ষা অধিক হারে কোন প্রকার সুদ আদায় করিতে পারিবেন না।

৬। এই আইন আরম্ভ হইবার পরে গৃহীত কোন ঋণ সম্পর্কে কোন আদালত বাকী সুদের জন্য ঋণের আসল টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রি দিতে পারিবেন না।

৭। (১) কোন খাতক রেজিষ্টারী ডাকযোগে নির্দ্ধারিত কায়দে চাহিয়া পাঠাইলে, ঋণদাতা ঐ খাতককে যে ঋণ দিয়াছেন এবং উহার জন্য তাহার নিকট যে টাকা পাওনা আছে তৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট বিবরণাদি বাহা নির্দ্ধারিত হইবে সেই সকল বিবরণ সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যে কায়দে বিবরণ চাওয়া হয় তাহাতে যে ঠিকানা দেওয়া থাকিবে সে ঠিকানায়, (১) প্রকরণে উল্লিখিত বিবরণগুলি কোন ঋণদাতা রেজিষ্টারী ডাকযোগে খাতকের নিকট পাঠাইলে তিনি উক্ত প্রকরণের দাবী অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

(৩) যে স্থলে ঋণদাতা (১) প্রকরণ অনুসারে খাতকের দাবীপূরণ করেন সে স্থলে ঐরূপ দাবী পূরণের তারিখ হইতে ছয় মাস কালের মধ্যে খাতক আর ঐ সূত্রে পুনরায় কোন দাবী করিতে পারিবেন না।

ভারতের সর্বত্র প্রচারিত—"নদীয়া" সংবাদপত্র
আফিস ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮-শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯ই চৈত্র সোমবার ১৩৫০, ২রা এপ্রেল ১৯৪৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

শ্রীধাম মায়াপুরের আবহাওয়া

গত ৩১শে মার্চ শনিবার শ্রীধাম মায়াপুরের উত্তাপ ছিপ্রহরে ১০-৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়াছিল। তবে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

মালগাড়ী লাইনচ্যুত

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ সম্মুখ স্টেশনের নিকট একখানি ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। ইঞ্জিন ও কয়েকটী গাড়ী লাইনের বাহিরে গিয়া পড়ে। ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একটি যাত্রী গাড়ীর দিল্লীতে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছায় নাই।

আশা করা যায়, গত ২৯শে মধ্যাহ্নের মধ্যে লাইনের অবস্থা গাড়ী চলাচলের মত হইবে জানা গিয়াছে, যাত্রী ও ট্রেন সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। গাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ এখনও জানা যায় নাই।

১৬ দিন হরতাল

কর্ণপুরজলা হইতে প্রকাশ কর্ণপুরজলার মহারাষ্ট্র মহাবীর দলের সভাপতি শ্রীযুত বিদ্যাচীনানকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। কথাবার্তার বিষয় কিছু জানা যায় নাই। হরতালের ১৬শ দিন। এই সম্পর্কে ২১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীযুত সুখদ সিং ছিন বৎসর আগে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি সংবাদের সাময়িক সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩০ হাজার টাকার কণ্ঠহার অদৃশ্য

করাচী হইতে প্রকাশ গভর্ণরের পত্নী লেডী হাবোর্টের পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই অভিনয় দেখিবার জন্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সম্মুখ হইতে কিরূপ-ভাবে যে ৩০ সহস্র টাকা মূল্যের একটী কণ্ঠহার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা পুলিশের নিকট এক রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই কণ্ঠহারটি মিসেস্ হাবেলকার বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। অভিনয়ের সময় তিনি উহা পরিধান করিবার জন্য আনিয়াছিলেন। অভিনয় প্রদর্শনের জন্য যে সকল অলঙ্কার আনা হইয়াছিল, সেই অলঙ্কারগুলির সঙ্গে এই কণ্ঠহারটিও রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কিরূপে যে তাহার মধ্য হইতে উহা অদৃশ্য হইল, তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

প্রবল শক্তিকার ধ্বংস-লীলা

নিউ অর্লিন্স হইতে প্রকাশ, নিউ অর্লিন্সের ঘূর্ণীবাতায় ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। ঘর বাড়ী যে কত ধ্বংস হইয়াছে তাহার উপর মৃত্যুসংখ্যার কথা বলা নাই; জাতীয়-সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ, শতাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। আহত ব্যক্তির সংখ্যাও কম নহে প্রায় তিন শত লোক আহত হইয়াছে। ধ্বংসের মধ্য হইতে পুলিশের সাহায্যে বহু লোকের উদ্ধার হইয়াছে বটে কিন্তু অনেকেই এখন অর্ধ-মৃত অবস্থায়। দেখ যায় যে দুই তিন ঘণ্টা দেহ হয় ও মোটা দিনটা বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

সহরের পশ্চিমাঞ্চলে একটী বিদ্যালয় ছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উহা স্থাপিত হয়। বাতাস প্রবেশে বিদ্যালয়টীর কিছু অবশিষ্ট নাই। নিকটে থাকিলে এখানে কোন ঘর-বাড়ী ছিল বলিয়া কেহ বুঝিতে পারে না।

চারিখানি রিক্সী মোটর বাতে উড়িয়া গিয়াছে। যাতায়াত ভিন্ন ভিন্ন হইয়া কতক রাস্তার পার্শ্বে রহিয়াছে। কতক বা ঘরের নীচে সমাধিলাভ করিয়াছে। এখনও সরকারী খবর পাওয়া যায় নাই।

৮ শত লোকের সলিল সমাধি

ক্যান্টন হইতে প্রকাশ কোয়াংটু-প্রদেশের পূর্ব উপকূলে কিছু শত মৎস্যজীবী ঝটিকার বেগে ভাসিয়া যাওয়ায় আট শত লোক সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

করাচীতে ট্রেন দুর্ঘটনা

করাচী হইতে প্রকাশ ২৮শে তারিখে বেলা ৩টা ১৭ মিনিটের সময় কারখানা স্টেশনে এক ট্রেন দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ৪৮২ নং ডাউন ট্রেন উক্ত স্টেশনে প্রবেশ করিবার সময় উহার ৩।৪ খানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়। স্টেশনের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের কতকগুলি আহত হইয়াছে।

বাণিজ্যতরীর সংঘর্ষ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ দুইখানি গ্রীক বাণিজ্যতরীর পরস্পর সংঘর্ষ হইয়াছে। এক-খানের নাম 'নিকো লিনাস', করলা লইয়া নিউ সাউথ ওয়েলস যাইতেছিল। আর একখানির নাম 'জোরিস', বন্দরে বাঁধা ছিল। সংঘর্ষের ফলে দুইখানি জাহাজেরই কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

দশ জন দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ আবেরী পুলিশ ১০ জন দাঙ্গাকারী দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, তাহারা লাঠি, ছোরা, ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এবং পুলিশের সম্মুখ হইতে আসামীকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করে। পুলিশ তাহাদের দলকে ঘিরিয়া ফেলে। গ্রেপ্তারের সময় একজন লোক পলায়নের চেষ্টা করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সময় সে একটি ছোরা বাহির করে ও ২ জনকে আহত করে। তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

— —

কাপড়ের কলে অগ্নিকাণ্ড

পুণা হইতে প্রকাশ বাবু গণেশ মোহনলাল মিলে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। ফলে মিলের বহু জিনিসপত্র পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬৫ ঘণ্টার পর পুলিশ, দমকল বিভাগের কর্মচারী ও মজুরগণের সাহায্যে আগুন নিবান হয়। এই আগুনে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

মেসোপটেমিয়ায় প্রবল ঝটিকা

মেসোপটেমিয়া হইতে প্রকাশ মেসোপটেমিয়ায় ভীষণ ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। বাগদাদ শহরের এক বৃহৎ স্কুল গৃহের এক অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে কোন লোক মারা যায় নাই, গো-মহিষাদি বহু উড়িয়া গিয়াছিল। উপত্যকার ক্ষেত্রে তাবু খাটাইয়া কিছু লোক অবস্থান করিতেছিল। ঐ সকল বাসস্থান এই ঝটিকায় উড়িয়া গিয়াছে। দুইজন লোক জখম হইয়া থাকে।

ঐ বংশো জগদত্তে বাঙ্গালায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১শে চৈত্র সোমবার, ১৩৪০

রেলওয়ে সময়

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে ১লা এপ্রিল (১৯৩৪) হইতে যে টাইম-টেবল প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা গেল, নবদ্বীপঘাট-কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ের যে ৫২ নং ট্রেনখানা নবদ্বীপঘাট হইতে পূর্বে প্রাতঃ ৫-৩৫ (রেলওয়ে সময়) মিনিটের সময় ছাড়িত, ১লা এপ্রিল হইতে তাহা ৫-৩১ মিনিটের সময় ছাড়িতেছে; উহা পূর্বে ৬-১১ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছিত, এখন ৬-২৩ মিনিটের সময় পৌঁছে। এই লাইনের অন্য কোনও সময়ের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

৬৬নং 'কৃষ্ণনগর লোকাল' বর্তমানে ৭-১৮ (রেলওয়ে সময়) মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়ে। নবদ্বীপঘাট লাইনের ৫২ নং ট্রেনের যাত্রিগণ ৬৬নং কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেনে কলিকাতা যান। সুতরাং যাত্রীদিগকে কৃষ্ণনগর-সিটি ষ্টেশনে ৫৫ মিনিট বসিয়া থাকিতে হয়। নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে যদি ৫২ নং ট্রেনখানা ৫-৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ৬-১০ মিনিটের সময় ছাড়ে তাহা হইলে স্থানীয় লোকদের বিশেষ সুবিধা হয়, অথচ তাহাদের কোনও অসুবিধা নাই।

৩, নবদ্বীপঘাট লাইনের ১২ নং ও ১৫ নং ট্রেনের যাত্রিগণকে রাণাঘাট যাইতে কৃষ্ণনগর-ষ্টেশনে ৪৪ মিনিট বসিয়া থাকিতে হয়; ১২ নং ট্রেনখানা যদি নবদ্বীপঘাট হইতে ১৫-৩১ মিনিটের পরিবর্তে ১৬-৮ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১৭-১০ মিনিটের পরিবর্তে ১৬ ৪৯ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছে তাহা হইলে স্থানীয় অধিবাসীগণের বিশেষ সুবিধা হয়।

১১৮ নং আইন ট্রেনখানা নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে ১৮-৩৫ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ১৯-৩৫ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পৌঁছে। এই ট্রেনের যাত্রিগণকে কৃষ্ণনগরে ৩১ মিনিট অপেক্ষা করিতে হয়। ১১৮ নং আইন ট্রেনখানা যদি ১৮-৩৫ মিনিটের পরিবর্তে ১৯ ৭ মিনিটের সময় ছাড়ে তাহা হইলে যাত্রিগণের সুবিধা হয়।

কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশন হইতে ৪১ নং আপ ট্রেনখানা ৬-৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ৬-৩৮ এবং ৭১ নং আপ ট্রেনখানা ১০ ৪৪ মিনিটের পরিবর্তে ১০ ৩১ মিনিটের সময় এবং ১৭ নং আপ ট্রেনখানা ১৭-২৮ মিনিটের পরিবর্তে ১৭-৪১ মিনিটের সময় ছাড়িলে ভাল হয়।

৫২নং আপ কালকাটা-কৃষ্ণনগর-সিটি লোকাল ট্রেনখানা ১১-৩ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌঁছে। উহার যাত্রিগণকে নবদ্বীপ আসিতে কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট বসিয়া থাকিতে হয়। ৫২ নং আপ ট্রেনখানা ১৬-৫৪ মিনিটের পরিবর্তে কলিকাতা হইতে যদি ১৭ ৫৪ মিনিটের সময় ছাড়ে তাহা হইলে যাত্রিগণ কলিকাতায় কার্য্য করিতে আরও এক ঘণ্টা সময় পান।

নদীয়াবাসীদের সুবিধার জন্য আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রকাশ করিলাম, ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

টেলিফোনের সাহায্যে জুয়াচুরি

জুয়াচুরির এক নূতন পন্থা সম্প্রতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। [illegible] জুয়াচুরি করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। [illegible] এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করা হইতেছে যে, যে কোন এক বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করিতে [illegible] মহোদয় টাকা পাঠান হউক। এইরূপ জুয়াচুরি [illegible] পারিতেছে।

ঢাকা পুলিশ [illegible] এক জুয়াচুরির সন্ধান করিয়াছে। এই ব্যাপারে 'বেঙ্গল' [illegible] দোকানের কর্মচারীর নিকট হইতে ঐরূপে ৩০ টাকা ফাঁকি দিয়া লওয়া হইয়াছে।

ঐ ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, [illegible] দোকানের উক্ত কর্মচারী টেলিফোনে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পান যে আবগারী বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাহাকে বলিতেছেন যে, [illegible] তিনি যেন কোন এক বিপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের সাহায্যের জন্য ১০ টাকা প্রেরণ করেন। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি তাহার নিকট [illegible] একখানা চিঠি লইয়া দোকানে উপস্থিত হয়। ঐ চিঠিতে কর্মচারীকে ঐ টাকা [illegible] দিতে অনুরোধ করা হয়। কর্মচারী [illegible] টাকা প্রদান করে। তাহার পর কর্মচারী জানিতে পারে আবগারী বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঐরূপ সাহায্যের জন্য কোন অর্থ চান নাই। [illegible] ঐ টাকা লওয়া হইয়াছে। সে [illegible] ঐ সংবাদ পুলিশে জানায়।

ঐ [illegible] উপায়ে কালীপুর, [illegible] কয়েকটি স্থানে এইরূপ জুয়াচুরি সংঘটিত হইয়াছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার কে. সি. ঘোষ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন।

শিশু প্রদর্শনী

ম্যাজিষ্ট্রেটের উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা

গত ২১শে মার্চ্চ সরকারী ও বে-সরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে কাঁথির প্রথম স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ও শিশু-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন উপলক্ষে মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, জে, গ্রিফিথস্ একটী উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন।

প্রদর্শনী-সমিতির সম্পাদক খাঁ সাহেব এম. [illegible] উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, কাঁথি একটী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া উহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহা টাইফয়েড ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বিকাশভূমিতে পরিণত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডসমূহ উহার প্রশমনে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফলে সংক্রামক ব্যাধি খুব প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ও অন্যান্য প্রচারকার্য্য দ্বারা জনসাধারণের মনে যদি শিক্ষার সঞ্চার করিতে না পারা যায়, এবং তদনুযায়ী যদি ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে সকল সংক্রামক ব্যাধির মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়া তাহার অবসানসাধন করিতে পারা যাইবে না।

মিঃ গ্রিফিথস্ প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর সফলতার জন্য নানা রকম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তিনি নানা দিক আলোচনা করিয়া উহার সুফলের কথা বিবৃত করেন এবং উহার শিক্ষাপ্রদ মূল্য ও দেশের জাতীয় জীবনে উহার গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাঁথির স্বাস্থ্য ও শিশু-প্রদর্শনী দেখিবার জন্য তিনি সকলকে সাদরে অনুরোধ করেন এবং যে সকল সংক্রামক ব্যাধি মেদিনীপুর জেলার লোকের জীবন সংহার করিতেছে, সেই সংক্রামক ব্যাধিগুলিকে কিরূপে রোধ করিতে পারা যায়, তাহা স্বাস্থ্য প্রদর্শনী দেখিয়া শিক্ষা করিবার জন্য তিনি সকলকে উপদেশ প্রদান করেন।

স্থানীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র পল্লী-নৃত্য দেখাইয়া সকলের সন্তোষবিধান করিবার পর উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হয়। মোট ২৫০টি শিশুকে প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুস্থ ও সবল শিশুদিগকে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

খানাতল্লাস

কুমারখালি হইতে সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি একদিন রাত্রি তিনঘটিকার সময় একদল সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ কর্মচারী সহ ইন্সপেক্টর এ, এস, পি পুলিশ মিঃ [illegible] "কটেয়ান" যোগে কুমারখালি আসেন। তাঁহারা ইন্সপেক্টর এ, ডি, এর পরিচালিত কনেষ্টবল দলে [illegible] মোক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত, উকিল চণ্ডীপ্রসাদ দাস, মোক্তার চন্দ্রবিনোদ দাস, উকিল [illegible] মোক্তার যোগেন্দ্রকুমার ভদ্র, উকিল জগন্নাথ দত্ত, উকিল গিরিশচন্দ্র দত্ত, মোক্তার শৈলেন্দ্রকুমার বসু ও [illegible] কুমার রায় উকিলের বাসা, বিদ্যালয় মন্দিরের দুইটী দোকান ও [illegible] বস্ত্র দোকান প্রভৃতি ৩৫ জায়গায় খানাতল্লাসী করেন। আর মাস-খানেক পূর্বে [illegible] সম্পর্কে [illegible] অনুসন্ধানের জন্য [illegible] খানাতল্লাসী হইয়াছে। কোথাও আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুলিশ ইন্সপেক্টর এ, ডি, এম এর আদেশে ঐ ডাকাতি সম্পর্কে [illegible] প্রশান্তকুমার দে শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার দত্ত বি এ, উমেশচন্দ্র রায় শৈলেন্দ্রকুমার বসু, নিবারণচন্দ্র দত্ত, সুধীর কুমার বসু ও তাঁহার দোকানের অন্য একটী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বর্তমান উহারা থানা হাজতে আছেন। খানাতল্লাসীর সময় [illegible] কিন্তু বৈকালে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই সম্পর্কেই [illegible] পুলিশ [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে। [illegible] তাহার বাড়ী হইতে একটি [illegible] বলিয়া প্রকাশ। খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারে [illegible] চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে বৈদ্যুতিক [illegible] অভিযোগ

[illegible] বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে তাহারা তাহাদের বাটীতে বিনা লাইসেন্সে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রাখিয়াছিল ও ব্যবহার করিয়াছিল। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এন, [illegible] তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীগণ গোপাল ঘোষ লেনে তাহাদের বিনা লাইসেন্সে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহা ব্যবহার করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া [illegible] ইন্সপেক্টার সেই বাটীর [illegible] আদেশে আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে।

মিঃ যোগীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মিঃ [illegible] পাল, মিঃ কৃষ্ণ ঘোষ ও মিঃ [illegible] রায় আসামীদিগের পক্ষ হইতে বলেন যে [illegible] আসামীগণ তারের উপর একটি তার খাটাইয়াছিল। আসামীগণ তাহাদের বাটীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে নাই। তাঁহাদের প্রতি হিংসাপরবশ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এই মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ১৯শে চৈত্র, ২রা এপ্রিল ইং ১৯৩৪ সোমবার } ২৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব নামাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত শচীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ গত ৩০শে মার্চ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে চাঁদপুর-গণি হাইস্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার দত্ত বি-এ মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য-মঠের জনৈক সেবক শ্রীধামের বিবরণ বর্ণন করেন। সবিশেষ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হন। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচার-বিষয় শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দভরে বলিয়াছেন—"এই বাণী যতই প্রচার হইবে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। আপনাদের প্রচারক একজন সন্ন্যাসী—নাম বোধ হয় শরণ মহারাজ, চাঁদপুরে প্রচারে গিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্র অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের নামে ব্যবসা করে সেই প্রকৃতির লোকগুলি কলহ উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু স্বামীজীর শাস্ত্রযুক্তির নিকট তাহারা পরাজিত হইয়াছে। সত্যের জয় হইবেই হইবে।"

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ গত ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ বুধবার জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম হইতে হরিকথা-প্রচারার্থ বেড়াচাপা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ নামাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন, এবং তৎপর-দিবস পার্শ্ববর্ত্তী মাধবপুর-গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় মহাশয়ের বাটীতে "জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলিয়াছেন, আবহমানকাল হইতে 'ধর্ম্ম' বলিয়া একটী কথা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কোন্টী আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম সে সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। আমাদের ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে 'আমি' কে, এটী নির্ণয় করা দরকার। 'আমি' নির্ণয় হইলে তবে আমার ধর্ম্ম নির্ণয় হইতে পারে। যখন আমাদের দেহেতে 'আমি' বুদ্ধি হয় তখন এই দেহের পোষণ এবং এই দেহ-সম্পর্কিত স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন প্রতিপালন করা আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আর যখন মনকে 'আমি' বুদ্ধি হয় তখন মনোধর্ম্মে পরিচালিত হইয়া নানা ইতর কার্য্যে লিপ্ত হই। কিন্তু যখন আমরা আমাদিগকে 'আত্মা' বলিয়া জানিতে পারি তখন আমরা অনাত্ম দেহমনের ধর্ম্মকে অনিত্য জানিয়া এবং আত্মধর্ম্মকে নিত্য জানিয়া ঐ নিত্যধর্ম্মকে আশ্রয় করি। কারণ আত্মা নিত্য, উহার ধর্ম্মও নিত্য। আমরা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া যদি এই নিত্যধর্ম্ম ভুলিয়া দেহমনের ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি তবে শাস্ত্রবিচারে আত্মঘাতী হইব।

স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। বক্তৃতান্তে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা দেখান হয়; আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

গত ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ শনিবার গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দাস ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী ছায়াচিত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তৎপর-দিবস স্বামীজী সোনাটিকরী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্ম—"মনুষ্যজন্ম অতি দুর্ল্লভ কিন্তু এই মনুষ্যজন্ম পাইয়া আমরা যদি আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ইন্দ্রিয় তোষণ—এই চারিটী কার্য্য করিয়া চলিয়া যাই তবে এই মনুষ্যজন্ম পাইবার সার্থকতা কোথায়? এই মনুষ্য-জন্মেই একমাত্র ভগবদ্ভজন হইতে পারে। ভগবদ্ভজন করিলেই আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে। অতএব সদ্গুরু-পদাশ্রয় করিয়া যাহাতে আমরা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারি, তাহাই [illegible] কর্ত্তব্য।" বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীমহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং পরে ছায়াচিত্রে বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মের নামে যে সকল অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম চলিতেছে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানকালে ঐ সমস্ত অপধর্ম্মকে উৎপাটিত করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা ব্যাখ্যা করা হয়।

—————

গত ২১শে মার্চ ৮ই চৈত্র [illegible] সভার পর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] নামাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] মহোদয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাশপুর থানার গোকুলপুর বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বহু ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রামবাসী সজ্জনগণের সমক্ষে 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল গবেষণাপূর্ণ একটী সারগ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি উহাতে প্রথম শ্লোক হইতে 'শরণং ব্রজ' এই শব্দটীর ব্যাখ্যা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। কুরু-পাণ্ডবের সংঘর্ষ স্থলে ধর্ম্মসংস্থাপক, সাধুপরিত্রাণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ সখা তৃতীয়-পাণ্ডব পার্থকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের বদ্ধ-জীবগণের পরিত্রাণ জন্য যে উপদেশ করিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

—ইহাই গীতার সার শিক্ষা। যদি আমরা সমস্ত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ না করি, কায়মনোবাক্যে ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন না হই তাহা হইলে জানিতে হইবে আমাদের গীতা পাঠ হয় নাই। এই শরণাগতি—[illegible]। যুগে যুগে ভগবান্ ধর্ম্মের বিনাশ পূর্ব্বক [illegible] সংস্থাপন করেন। [illegible] আমরা [illegible]?

সভায় [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে [illegible] গোকুলপুর [illegible] শ্রীউপেন্দ্রনাথ মাইতি হেড পণ্ডিত, গোপালপুর [illegible], শ্রীগিরিধারী পাত্র, শ্রী[illegible] শিক্ষক শ্রী[illegible], শ্রীকৈলাসচন্দ্র মাইতি কবিরাজ, শ্রীগোপীনাথ জানা কবিরাজ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ মধুসূদন [illegible] ৪৪৮

শ্রীদামা বিপ্র

বর্ত্তমান যুগে, বৈষ্ণবদের সেবা কাহাকে বলে জানি না। [illegible] আমাদের অন্তরে সন্দেহ [illegible] করিবে—ভক্তিশাস্ত্রে এই প্রকার বচনের কোন প্রকৃত অর্থ আমাদের গোচর নাই। যোগ্যতার অভাব বা রুচি না থাকাই এই দুর্দ্দশার মূল কারণ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি—আমরা অযোগ্য এ কথা সত্য; কিন্তু অযোগ্য হইলেও যোগ্যতা লাভের জন্য—নিষ্কপট চিত্তে বৈষ্ণবসেবায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। আবার সেই চেষ্টাটাই হচ্ছে—বৈষ্ণব সেবা। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা'।

সেবোৎকর্ষতা শিক্ষাগুরু শিব বলেন,—
"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

অর্থাৎ অন্যান্য দেবদেবতাদির সেবা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণু সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেবা হচ্ছে—বিষ্ণুর তদীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সেবা বা প্রীতিবিধান।

শ্রীগুরুদেবের আচরণে ও শিক্ষায় গুরু-বৈষ্ণবসেবার প্রাধান্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য আমাদের কিছু কিছু হইয়াছে। তাই আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণের পরমশ্রেষ্ঠ এক নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের গুণমহিমার চর্চ্চালোচনার নিবেদন পূর্ব্বক আত্মশোধনে প্রয়াস পাইতেছি।

এই মহাযুক্ত বৈষ্ণবগণের অনুকম্পা প্রকাশ না হইলে তাঁহার পবিত্র আচরণ অনুসরণে আমাদিগকে উৎসাহিত ও কৃপা করিবেন, ইহাই বন্ধুবর্গের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

আমরা অদ্য যে ভক্তপ্রবরের কৃপা প্রার্থনায় অগ্রসর হইয়াছি তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীদামা বিপ্র। ইঁহার নামই হয় ত সকলের সম্মুখে প্রধান করিয়াছেন। শ্রী অর্থাৎ অকিঞ্চন বন্ধুকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে বরণ করিতে সমর্থ যিনি, তাঁহার ভক্তের ন্যায় ভগবান্ নিজের শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন ন্যায় চিপিটক-কণা মস্তকে বাঁধিয়া ভক্ত বৎসল হরি-গুরুর পাদসেবা ও গুরুমর্য্যাদা জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমাদের গুরুবর্গের অন্তরঙ্গ নিত্যপুরুষ, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্তচিত্ত, বৈষ্ণবগণের অগ্রগণ্য শ্রীদামা বিপ্র। তিনি অযাচিতভাবে প্রাপ্ত দ্রব্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে রত ছিলেন। উক্ত বৈর্য্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অন্যান্য জীবিকা-নির্ব্বাহ এবং ক্ষুধা নিবারণে অক্ষম ছিলেন।

কোন একদিন পতিব্রতা ভোজনাভাবে ক্ষুধায় নিতান্ত অবসন্না ক্ষুৎপীড়িতা পত্নী ব্রাহ্মণী স্বামীর নিকট গমন পূর্ব্বক কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন—"হে ব্রহ্মন, লক্ষ্মীপতি শরণ্য সাক্ষাৎ শ্রীপতি যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা। হে মহাভাগ, আপনি সাধুগণের পরমগতি-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করুন, তাহা হইলে তিনি কুটুম্বপোষণে অসমর্থ দরিদ্র আপনাকে অবসন্ন দেখিয়া ধন প্রদান করিবেন। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। উক্ত জগদ্গুরু ভগবান্ স্মরণমাত্রই যাঁহার পাদপদ্ম, এমনকি নিজেকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার ন্যায় ভক্তকে প্রচুর ধন প্রদান করিবেন, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি?'

পত্নীর বারম্বার এবংবিধ অভ্যর্থিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনকে পরম লাভস্বরূপ মনে করিয়া গমন বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া পত্নীকে বলিলেন—"হে কল্যাণি, গৃহে যদি কোন উপঢৌকন দ্রব্য থাকে, তাহা হইলে তাহা আনয়ন কর।"

অনন্তর ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মুষ্টি চতুষ্টয়-পরিমিত তণ্ডুল-খণ্ড ভিক্ষা করিয়া জীর্ণবস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উপহারার্থে স্বামীহস্তে প্রদান করিলেন। বিপ্রবর তৎকালে উহা গ্রহণ করিয়া "কিরূপে কৃষ্ণদর্শন লাভ করিব" তাহা চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি অন্তঃপুরচারী রক্ষকগণের মধ্য দিয়া তিনটী আঙ্গিনা এবং তিনটী দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক স্বধর্মনিরত অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের গৃহ সমূহের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র মহিষীর গৃহ-সকলের মধ্যে সৌন্দর্য্যশালী ও প্রধানতম রুক্মিণী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসদৃশ সুখ লাভ করিলেন। তৎকালে প্রিয়তমার পর্য্যঙ্কস্থিত ভগবান্ দূর হইতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমীপাগত হইয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়সখা বিপ্রবরের এবংবিধ অঙ্গসংস্পর্শে অতিশয় সুখ লাভ করিয়া ভগবান্ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নেত্রাশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ত্রিলোকপাবন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং উপচার-সমূহ অর্পণ পূর্ব্বক তদীয় পাদযুগল-প্রক্ষালনান্তে উক্ত পাদশৌচোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। অতঃপর চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম এবং অন্যান্য দিব্য গন্ধদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে অনুলিপ্ত করতঃ সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপাবলী দ্বারা সহর্ষে মিত্রকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক ধেনু-দানান্তর স্বাগত উচ্চারণ করিলে রুক্মিণী-দেবীও তৎকালে স্বয়ং মলিনবসন, ক্ষীণকায় ও শিরাজাল-ব্যাপ্ত ব্রাহ্মণকে চামর ব্যজন দ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরবাসি জনগণ পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অতি প্রীতির সহিত একজন মলিন কায় পুরুষকে পূজিত হইতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়যুক্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কস্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রজের ন্যায় যাঁহাকে আলিঙ্গন ও সম্মান করিয়াছেন, সেই মলিন, শ্রীহীন এবং লোকনিন্দিত এই অধম ভিক্ষুক কেমন কি পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছে?

অনন্তর কৃষ্ণ এবং বিপ্র উভয়ে পরস্পরের কর ধারণ পূর্ব্বক গুরুগৃহে নিবাসকালীন নিজেদের পূর্ব্ব ও রমণীয় চরিত্র-সমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'হে ধর্ম্মজ্ঞ বিপ্রবর, আপনি গুরুদেবের দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অনুরূপা সহধর্ম্মিণী গ্রহণ করিয়াছেন কি? আমার নিশ্চয়ই মনে হইতেছে যে, গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিলেও আপনার চিত্ত বিষয়সমূহ দ্বারা বাধিত কিম্বা ধর্ম্মার্থ কামাদিতেও প্রীত নহে।

'আমি যেরূপ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্মসকলের আচরণ করিতেছি, সেইরূপ বিষয়ে অনাসক্ত কেহ কেহ পুরুষ ঈশ্বরমায়া-রচিত বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে গুরুকুল হইতে দ্বিজগণ পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন, আমাদের সেই গুরুকুলে অবস্থানের কথা আপনার মনে হয় কি? ইহলোকে যাঁহার নিকট হইতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, সেই জনক প্রথম গুরু, অনন্তর যিনি ঐ জাত পুরুষকে উপনীত করিয়া বেদশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন তিনি দ্বিতীয় গুরু ও আমার ন্যায় পূজনীয় এবং যিনি সমস্ত আশ্রমীকে ভগবত্-জ্ঞান প্রদান করেন তিনি সর্ব্বোত্তম গুরু ও তাঁহাকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। এই মনুষ্যলোকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা গুরুরূপী আমার (ভগবানের) উপদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া সুখে এই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন তাঁহারা বস্তুতঃই পরমার্থ বিষয়ে সুপণ্ডিত। সর্ব্বভূতাত্মা আমি গুরুশুশ্রূষা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসধর্ম্ম দ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ লাভ করি না।

'হে ব্রহ্মন্, গুরুকুলে নিবাসকালে এক দিন আমরা গুরুপত্নী কর্ত্তৃক কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য প্রেরিত হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় কি? সেদিন অকালে অতি প্রচণ্ড ঝঞ্জাবাত, বৃষ্টি এবং ভীষণ মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে সূর্য্যদেব অস্তগত এবং দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত হওয়ায় সমস্ত স্থান জলময় বলিয়া উচ্চ নীচ কিছুই জানা যাইতেছিল না। তখন ঐ জলপ্লাবিত বনমধ্যে প্রচণ্ড বাত-বৃষ্টি দ্বারা বারংবার অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া আমরা পথবিপথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া কাতরভাবে পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। পরম দয়ালু গুরু সান্দীপনি মুনি প্রাতঃকালে আমাদের আশ্রমে অপ্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ অবগত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে আমাদিগকে কাতর-অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।

'তখন তিনি বলিলেন—হে বৎসগণ, এই শরীর সমস্ত প্রাণিগণেরই অতি প্রিয় পদার্থ। অহো! তোমরা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া তাদৃশ শরীরে অনাদর পূর্ব্বক আমার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য অতিশয় কষ্ট-ভোগ করিয়াছ। গুরুদেবের উদ্দেশ্যে এইরূপ অকৃত্রিমভাবে সর্ব্বার্থসাধক শরীর সমর্পণ করিয়া উত্তম শিষ্যগণ গুরুর প্রত্যুপকার সাধন করিবেন—ইহাই শিষ্যের শ্রেষ্ঠ সাধন—ইহাই ইহকাল ও পরকাল সর্ব্বাবস্থাতেই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাদের মনোরথ সফল হউক এবং অধীত বেদশাস্ত্র সকল ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বদা সারযুক্ত হইয়া অবস্থান করুক।

গুরুগৃহে নিবাসকালীন আমাদের ঐরূপ অনেক বৃত্তান্ত আপনার মনে হয় কি? হে বিপ্রবর! পুরুষ গুরুর অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হইলেই প্রকৃত শান্তিলাভে সমর্থ হয়।

শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে জগদ্‌গুরো হে দেবদেব, আপনার ন্যায় উত্তম-মনোরথ পরিপূরক মহাপুরুষের সহিত গুরু-কুলে একত্র অবস্থান হওয়ায় অতঃপর আমাদের কোন বিষয় অসম্পূর্ণ আছে কি? হে বিভো, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইতে যাবতীয় মঙ্গলের আকর-স্বরূপ বেদ-শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাদৃশ আপনার বিদ্যালাভার্থ গুরুকুলে অবস্থান অতিশয় বিসদৃশ অনুকরণ বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পুরুলিয়া গ্রামে শুভাগমন-নন্দন

হে আচার্য্যবর্য্য! আজ আমাদের বড়ই শুভ দিন। আমাদের এই দীনা নগণ্যা পল্লীতে সপার্ষদ আপনার শুভাগমন আমাদের কোন এক অজ্ঞাত সুকৃতির পরিচয় এবং আপনার অহৈতুকী কৃপার অভিব্যঞ্জক। আপনার শুভাগমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশেষ প্রীতি ও ভক্তির সহিত বরণ করিতেছি। আপনার আত্ম-মর্য্যাদা চরিত্রের ও অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণের বার্ত্তা আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হই-য়াছে। দীন আমরা, আমাদের এমন কোন যোগ্য উপায়ন নাই—যদ্দ্বারা আপ-নার ন্যায় মহাপুরুষের প্রতি আমাদের হার্দ্দী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি; তবে ভরসা এই যে, আপনার মহানুভবতার ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমরা আপনার রাতুল চরণ পূজা করিবার জন্য এই অঞ্জলি প্রদান করিতে সাহসী হইলেও হইতে পারি। আপনি কৃপা পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে আমরা কৃতার্থম্মন্য হইব।

আপনার মহিমা অবর্ণনীয়। আপনার একান্ত আদর্শ-সেবকগণই সেই মহিমা উপলব্ধি করিয়া অন্তরে অন্তরে অশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহারাই আপ-নার মহিমা কীর্ত্তনের যোগ্য অধিকারী। কিন্তু আপনার স্বভাব এমনই বৈশিষ্ট্য যে, আজ বহির্ম্মুখ জনগণ পর্য্যন্ত আপনার ভগবৎসেবা-সৌন্দর্য্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া শতমুখে আপনার জয়গীতি গান করতঃ অজ্ঞান-কৃত সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণে ভগবৎসেবা-বিমুখ দীন গ্রামবাসী আমরাও আপনার কিঞ্চিন্মহিমা কীর্ত্তন করিয়া হয়ত কোন দিন আপনার ও আপনার অভীষ্টদেব শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধ সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি।

আপনার বিশ্বে আবির্ভাব বড়ই সময়োপ-যোগী হইয়াছে। বর্ত্তমানে ধর্ম্মের নামে, বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুকরণকারী প্রাকৃত-অভিমানী ধর্ম্মধ্বজিগণের যে সমস্ত ব্যভিচারের স্রোত চতুর্দ্দিকে চলিতে-ছিল, সেই সকল অধর্ম্ম ও ব্যভিচার ভাগবত-ধর্ম্মের আচার-প্রচার দ্বারা নিরসন—নিরাকরণ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক জীবহৃদয়ে বিকীরণ করিবার জন্যই ধরাধামে আপনার আবির্ভাব বড়ই শুভপ্রদ হইয়াছে। সদাচারপরায়ণ শুদ্ধ-ভক্তের প্রচারকবর্গকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণে শুদ্ধভক্তির প্রকৃত স্বরূপ প্রচার করিয়া, অভক্ত্য বাদিগণ জনগণকে ছলধর্ম্মের কবল হইতে ত্রাণ করিয়া আপনি সত্যসত্যই জগদ্‌গুরুর কার্য্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজজন ব্যতীত এইরূপ গুরুভার কেহই ধারণ করিতে পারেন না। আপনি সিদ্ধ-মহাপুরুষ হইয়াও বদ্ধ-জীবকুলের শিক্ষাকল্পে আজীবন যেরূপ সাধন-ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছেন, তাহা বড়ই হৃদয়াকর্ষক। আপনার আনুগত্যে কঠোর নৈষ্ঠিক-লীলা, ভগবৎসেবাব্রত ও তপস্যা প্রভৃতি প্রাকৃত লোকের নিকট এক অত্যাশ্চর্য্য ও ধারণাতীত ব্যাপাররূপে দেদীপ্যমান। আপনার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র অনুসরণ করিবার চিন্তাতেও আমরা আমাদের একান্ত অক্ষমতা উপলব্ধি করিতেছি। আপনার অহৈতুকী দয়াই কলিহত জনের একমাত্র সম্বল।

আপনার প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত বাস্তবিকই সনাতন অচৈতন্য বাগবদ্ধ-ধর্ম্ম আমরা এতাবৎকাল যে সকল তথাকথিত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা যেন প্রাণহীন ও আত্মোদ্বোধনে শক্তিশূন্য। আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী যেন ক্ষণে ক্ষণে আত্মার স্বরূপের কথা উদ্বোধন করিয়া দিয়া জীবকে সৌখীনভাবে কলিমল হইতে ত্রাণ করিবার জন্য ক্ষিপ্র এবং সুখসাধ্যে ভগবৎপাদপদ্মে শুদ্ধা সেবায় অধিকার দিবার জন্য ব্যগ্র। এত ভক্তি-সিদ্ধান্ত রশ্মির কিরণ অর্পণ যে কত নব-নব ভাবে বিকীরণ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভক্তিগ্রন্থপ্রচার, সাময়িকী পত্রিকা-প্রকাশ, কীর্ত্তন-প্রচার, ধাম পরি-ক্রমা-প্রবর্ত্তন, সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী-উদ্বোধন, বহু অতিমর্ত্ত্য-ভাবাবিষ্ট হইয়া অনুক্ষণ সাধারণ্যে অবিরাম হরিকথা-কীর্ত্তন প্রভৃতি বহু উপায়ে জীবহৃদয়ে ভক্তিবীজ আরোপণ করিবার জন্য আপনার সর্ব্বতোমুখিনী চেষ্টা বাস্তবিকই জীবে অপার দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

এতৎপ্রসঙ্গে দীনহীন আমাদিগকে আপনার পাদপদ্ম-দর্শনের সুযোগ প্রদান করিবার প্রধান পুরোহিত ভবদীয় শ্রেষ্ঠ সেবক আমাদের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাভূষণের নাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজ তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও সেবা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট আপনি আমাদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে বলি কেন, কৃপাপূর্ব্বক স্বরূপ-সৌন্দর্য্য বিকাশিত করিয়া দিয়া-ছেন।

পরিশেষে আপনার শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা এই যে, আপনার অশোক, অভয় পাদপদ্মে আমাদের দীন অঞ্জলি গৃহীত হইলে আমরা কৃত-কৃতার্থ হইব। আপনার পাদ-পদ্মে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনি কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের চিত্তাপহারী হৃদয়ে ভগবৎসেবার প্রেরণা করুন।

হরিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ শান্তিঃ

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

চাচড়াপুরুলিয়া, যশোহর

২২শে ফাল্গুন, ১৩৪০; শকাব্দ ১৮৫৫

গৌরাব্দ ৪৪৮

আপনার দীন সেবক—

চাচড়াপুরুলিয়া গ্রামবাসিগণ

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা

৪৬তম বার্ষিক অধিবেশন

—:০:—

১৩ই মার্চ্চ—অপরাহ্ন

[১২শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট আডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টো-পাধ্যায় বি এ ভক্তিবিনোদ মহোদয়কে সভার প্রদত্ত সুযশ তাঁহার বিবিধ বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণরাজির উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার সুদীর্ঘ বৈষ্ণবসেবার বাণী-প্রচার ও শ্রীমন্দির-মঠের প্রচার কার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তার কথা কীর্ত্তন করেন।

ভারতী মহারাজের বক্তৃতা

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক সম্পাদক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রোতী মহারাজের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা-নিষ্ঠা বর্ণন করিতে গিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করেন।

শ্রীপার্ব্বতী দেবীর "কাহার আরাধনা শ্রেষ্ঠ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেব বলিতেছেন—সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও আবার তদীয় জনের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ; কেননা অপরাজিত, অজিত, স্বাধীন ভগবান্‌ও যাঁ প্রেমে পরাজিত, জিত, পরাধীন হ'ন, সেই ভক্তের গুণ-কীর্ত্তন সাধ্য ভগবানেরও কি প্রকারে হইতে পারে?

সর্ব্বস্ব দিয়ে সংসার করে, এরূপ লোকের অভাব নাই; কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবৎসেবা করেন, এরূপ শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। আমরা চোখ দিয়ে রূপ দেখি, কিন্তু যে চোখ তিনি সৃষ্টি করেন, তাঁর কোন সন্ধান রাখি না। চক্ষু দান করেন তিনি, তাঁর প্রতি সেবা বুদ্ধি থাকলেই মঙ্গল। শ্রীগুরু-দেব কোন্ চক্ষু দান করেন? শাস্ত্র বলেন—

'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া [illegible]'

[illegible]

[illegible]

বিপদেরে ঠাঁই [illegible] ছটি

[illegible]

[illegible] হুত উপলক্ষে [illegible] সেবা করেন, তাঁহাদিগকে গুরু-দেবের উৎকৃষ্টরূপে জানেন [illegible] কৃপা করে [illegible] তবেই আমরা জানিতে পারি।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আমার নিতাই [illegible]
২। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible]
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible]
([illegible])
৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয় [illegible] (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় গৌরব
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৵০
৭। তত্ত্ববিবেক ।০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও
[illegible] বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ৩৲
ঐ (আবাঁধা) ২৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৩৲
ঐ (আবাঁধা) ২৸০
১১। শ্রীরায় কেবল মায়া-বাদ ।০
১২। [illegible] ([illegible]) ৭৲
১৩। [illegible]) ।০
১৪। বৈষ্ণব ৩৲
১৫। শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত (১ম সংস্করণ) [illegible]
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৸৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হীন [illegible] ৵০
১৯। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৸৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম প্রমাণ [illegible] ৸০
২২। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৵০
২৩। গীতমালা ৶১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ [illegible] (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। [illegible] ৴০
৩১। [illegible] [illegible]
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। প্রেমের [illegible] ৵০
৩৪। [illegible] ৴০
৩৫। [illegible] ৵০
১৬। [illegible] ৴
১৭। [illegible] ([illegible]) ৶১
১৮। [illegible] ৫৲
১৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা ও
([illegible]) ৩৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। [illegible] ৵০
৪৫। [illegible] ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] ।০
৫০। শ্রীমন্মঃশিক্ষা ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত অক্ষরে প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-[illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৵০
৫৭। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৫৮। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। [illegible] ৸৵০
৬২। [illegible] এবং শ্রীচৈতন্য [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৪০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। [illegible] ৶১০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীগৌর[illegible] মঠ গোপীনাথপুর, চাঁদপাড়া।
৯। [illegible] গোপাল পাট—পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর গদাধর মঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্তু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৩০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদনগোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিদ্দলা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, [illegible] পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদ, পুরী
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটী। পোঃ চিকাকুল, মাদ্রাজ
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জ
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লোষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম-গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। [illegible] সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

ইহাতে মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাঁর বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। মাত্র মূল ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমাপ্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও শ্লোকাদি-সম্বলিত পরিশিষ্ট-সহ সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৫—৬	১৬—৫৪,
শিয়ালদহ	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬-৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৪
ঐ রোড	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৭—৫৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৬—১৬,	২০—৫৫

স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪০
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৮-৪৫	১০-৪৪	১৪-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩০	১৭-৪৭	২০-২৫
বাহাদুরপুর—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৪	২০-৪১
স্বরূপগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে বাগাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা বাগাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০.৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯.১৮-৩১ ২০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-৩৪,১৬-৮ ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৩৭	১৮-৩৫
স্বরূপগঞ্জ—	৫-৫৭	৯-৩০	১২-১২	১৫-৪৭	১৮-৪৩
বাহাদুরপুর—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-১৫	৯-৫৫	১২-৪৭	১৬-৫	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-২১	১০-৩	১২-৫২	১৬-১২	১৯-৩৭

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ ১৯৩৪

টাকার হিসাবে—	প্রতি হন্দর।
জাহাজ কাজ (ফেরো বা শীট বাঁকা	৫০—৫৭০
ঐ গেলভানাইজড ঢালা ঢেউ	৫/০—৫৶০
বণ্ডা (টি-আয়রণ)	৬৶০—৬৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬—৬॥০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১১/০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥৶
২৪ গেজ আর, পি, জি, মার্কা	১৩
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৶০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২॥৵০—১৪
বাগানের বেড়া কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮॥০
টিন শীট	৭৶০—৭।৶০
,, বোল্টু (গোল)	৬৶০—৬॥৶০
,, সরাসের (চৌকা)	৬/০—৬॥৶০
,,গোল বড় ৶০—।৶০ মুখ্য	৫—৫॥০
,, চীনা বড়-	
ঢাকা ৶০—।৶০ ঐ	৬—৬।০
,, বার্জিন তার	৭।০—৭৸০
,, শেট—তিন পুরা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৶০
,, চাদর ৩-১৬ গজ বার্জিন	১০৸০—১১॥০
কোলাপ্সিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
ষ্টবের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
স্ক্রু হাজার ৪টা ১ হইতে ১০ নং	২।৶-১॥০ মাত্র
কোদাল ৪, ২, ৩,	৭॥৶০ ৮॥৵০ ৯॥৵০ দঃ
ঐ বিলাতী পাউণ্ড ৫॥৶০ লেহ বিঃ	৬।৶০ ,,
প্লাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	৩॥০ ৭॥০
ঐ বিলাতী ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ ,,
লোহার ঢেউয়ার বস্তের গোল ও	
চৌকা	৮।০— ,,
ঐ জাহাজের লোহার মিস্ত	১৫ ,,
ঐ দেবেন্দ্র (অল্পের শিট)	১৮ ,,
লোহার স্ক্রু। ৩ ইঞ্চি ৶১০—।৶০ গ্রোস	
ঐ নম্বর ৭৩ নং	
১—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৶০ গ্রোস
প্লাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	২১।০—২৪।০ হন্দর
প্লাঃ রিভেট (মুণ্ডা)	
১২ ইঞ্চি	৶—৸৶১০ পীস
প্লাঃ পাইপিং বা কোণা	
৩ ইঞ্চি	৷০—৸৶০ ,,
প্লাঃ ক্লিপ ১।০—২।০ তাক ২০—২৯ হন্দর।	
প্লাঃ তারের চাক	১১।০—১২ ,,
প্লাঃ বোল্ট-নাট ৯—৩ ইঞ্চি	
	৸৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই বেড়িং	৭।০—৮।০ হন্দর
ঐ রেল অয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ও	৩ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য প্লাঃ	
পাইপের চাক	৸৶০ ফুট
পাম্প ৪নং ১১।০ ৫নং ১৪, ৬নং ১৬,	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ শাট ২।০—।০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লেনপট্টী, বড়বাজার,
ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

সোক্রেক প্রফোম মার্কা (২ টিন)		৯,০
পদ্ম মার্কা	,,	৬॥০
সঙ্কোরিয়া	,,	৭

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৶
গিনি	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ মুদ্রা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮৯৶
৩॥০ লোন (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৫ ,, লোন (১৯৪৫-৭০)	৯৭
৫ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট দিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (অর্দ্ধ শেয়ার)		৯১৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২৯

কাপড় ও সূতার কল

কেশরাম 'বর'	৪৪

পাট কল

হাওড়া	৫০
কঙ্কিনাড়া	১২৫
নাজা	১৫৪
শ্যামনগর	১৫০
ক্লাইভ	৫০
ফোর্ট	১৪৫
প্রেসিডেন্সি	৯। ৷০
চাঁপদানী	৩-৸০
ডেল্টা	৪৪৫

কবিরাজ শশিভূষণ কারকণ্ঠাভরণের

বেহালোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] ম্যালেরিয়া [illegible] পুরাতন [illegible] হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।০ [illegible] আনা। [illegible]

ঠিকানা—১১০নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—[illegible] লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (একিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

—পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মহাজনের ঋণদান ব্যবসায় বিষয়ক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন

(২)

৮। ৭ধারার (১) প্রকরণের বিধান অনুসারে মহাজনের নিকট যে দাবী করা হইয়াছে, তিনি যদি ন্যায্য কারণ ব্যতীত উক্ত দাবী প্রাপ্ত হওয়ার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে [illegible] না করেন তাহা হইলে [illegible] তিনি [illegible] দাবী করা হইয়াছে তাহার উপর সুদ চলিবে না।

৯। (১) কোন ঋণ সম্পর্কে খাতকের নিকট হইতে মহাজনের যে টাকা প্রাপ্য থাকে সেই টাকা খাতক পোষ্ট আফিসে মনিঅর্ডার যোগে মহাজনের নিকট পাঠাইবার পর মহাজন যদি উহা লইতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে খাতকের বাসস্থান যে সকল [illegible] আদালতের এলাকাভুক্ত সেই আদালতে, খাতক মহাজনের হিসাবে উক্ত টাকা জমা দিবার অনুমতির জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে আবেদন করিতে পারিবে এবং সেই আদালত খাতকের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট ফিস্ পাইলে উক্ত টাকা জমা রাখিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে মহাজনের নিকট টাকা জমার নোটিশ পাঠাইবেন।

(২) (১) প্রকরণের বিধান [illegible] খাতক কর্তৃক [illegible] উক্ত প্রকরণ অনুসারে যে টাকা জমা [illegible] হইয়াছে তাহা [illegible] হইলে খাতক উক্ত টাকা পাঠাইতে বা জমা দিতে যে কোন [illegible] তাহার [illegible] দায়ী হইবেন না।

১০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য [illegible] পালন করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং উপরিউক্ত ক্ষমতা [illegible] ক্ষুন্ন হওয়ার পক্ষে কোন বাধা না ঘটাইয়া এই সকল নিয়ম নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে কোন একটি বিষয়ে ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে, যথা

(৵০) ৭ ধারার (১) প্রকরণ অনুসারে খাতক কর্তৃক চাহিয়া পাঠাইবার [illegible] এবং মহাজন কর্তৃক যে সমস্ত বিশেষ বিবরণ প্রস্তুত হইবে তাহা, অথবা

(৵০) ৯ ধারার (১) প্রকরণ অনুসারে যে প্রণালীতে টাকা জমা দিবার আবেদন করিতে হইবে, ঐরূপ আবেদন করিতে যে ফিস্ দিতে

হইবে এবং যে প্রণালীতে জমা দেওয়ার টাকা সম্বন্ধে নোটিশ পাঠাইতে হইবে।

—

বালুকাপূর্ণ জমির উন্নতি সম্বন্ধে

পাটনা হইতে প্রকাশ, ভাগলপুর [illegible] জন্য উত্তর বিহারে কৃষি বিভাগ পরীক্ষা চালাইতেছে। বিহারে ভূমিকম্পের ফলে যে বালি জমিয়াছে, তাহা [illegible] করা যায় তাহা এক সরকারী ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিহারে ভূমিকম্পের ফলে যে বালি জমিয়াছে, তাহা [illegible] কি, সে সম্বন্ধে সরকারী কৃষি বিভাগ [illegible] মধ্যে যে ভাবে পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়াছেন, [illegible] উল্লেখ করা হইয়াছে [illegible] গঠন করা হইয়াছে। উক্ত দলগুলিকে প্রয়োজনীয় [illegible] গ্রামে গ্রামে [illegible] এবং কৃষকগণ তাহাদের পরীক্ষা দেখিতে পাইবে। মোট ২০টি দল গঠন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে [illegible] পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। অবশিষ্ট [illegible] আরম্ভ হইয়াছে [illegible] দল উত্তর ভাগলপুরে কার্য্য করিবে এবং অপরগুলি ত্রিহুতে কার্য্য করিবে [illegible] যে সকল জমির [illegible] হইয়াছে, সেই সকল জমির উন্নতি [illegible] একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যে সকল [illegible] প্রদান করিতে পারিবে সেই [illegible] ঐ সকল জমির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে। সার ও বীজ বিনামূল্যে [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং [illegible] কৃষিগণ [illegible] পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। [illegible] জমির উন্নতি সাধনের [illegible] উপায়, যে কোন কৃষক [illegible] পারে।

ভূপাল দৈন্য বিদ্রোহ

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] জন সৈনিক [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল [illegible] অপরাধে [illegible] নিযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই আদালতের উপর যে [illegible] তাহাদের মধ্যে [illegible] আদেশ হইয়াছে। [illegible] পরিবর্ত্তে উহাদিগকে [illegible] কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে—শ্রীঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অফিসের ঠিকানা— শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার	নদীয়াপ্রকাশ THE NADIA-PRAKASH	সাহায্যের হার
প্রতিবারে		অগ্রিম দেয়
প্রতি ইঞ্চি ১৲		বার্ষিক ৯৲
প্রতি কলম ৬৲		ষাণ্মাসিক ৫৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০		ত্রৈমাসিক ২৸০
সিকি কলম ২৲		মাসিক ১৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।		নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৪০, ৩রা এপ্রিল ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

মধুবাণীতে বোমা বিস্ফোরণ

পাটনা হইতে প্রকাশ মধুবাণীতে বোমা প্রাপ্তি সম্বন্ধে তদন্ত অনুসন্ধান করিয়া জানা যাইতেছে যে, ভূমিকম্পের ফলে স্থানীয় [illegible] থানা বাসের অযোগ্য হওয়ায় থানার জন্য সাময়িক একটি অস্থায়ী [illegible] নির্ম্মিত হইয়াছে। এই থানার সন্নিকটেই [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

একটি বোমা [illegible] কাগজে মুড়িয়া ও [illegible] দিয়া বাঁধিয়া রাস্তার উপর [illegible] ছিল। ২৩শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে [illegible] টি শিশু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, একটি [illegible] ঐ বোমাটি দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লয়। সঙ্গে সঙ্গে বোমাটি ফাটিয়া [illegible] ও বালকটি গুরুতর আহত হয়। বর্ত্তমান তাহার অবস্থা অনেকটা ভাল।

[illegible] মার্চ্চ থানাতে [illegible] সিংহের [illegible] ছিলেন। কোন বিপ্লবীই বোধ হয় ঐ [illegible] করার উদ্দেশ্যেই বোমাটি [illegible] ফেলিয়া গিয়াছে।

[illegible] সহিত ডাঃ রায়ের সাক্ষাৎ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ ডাঃ বিধানচন্দ্র [illegible] মার্চ্চ [illegible] বাবু [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করেন। [illegible] অবগত হইয়াছেন, গত সপ্তাহে [illegible] সহিত ডাঃ বিধান [illegible] যে কথাবার্ত্তা হয় সেই অনুসারেই [illegible] এই সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

জিলা জজের গৃহে চুরি

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ একই রাত্রে [illegible] জজ ও [illegible] সাহেব [illegible] কর্ম্মচারীর [illegible] চুরি হইয়া গিয়াছে। জব্বলপুরের সিভিল লাইনের পুলিস তদন্ত করিতেছে।

জব্বলপুরের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এচ সি, ভৌমিক আই-সি-এস ও তাঁহার পত্নী শয়নের জন্য [illegible] খুলিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহারা জাগিয়া উঠিয়া দেখেন, কয়েকটি দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে।

[illegible] ক্যাপ্টেন মার্টিন আর-ও ও তাঁহার পত্নী অধিক রাত্রে বায়োস্কোপ দেখিয়া আসিয়া দেখেন, ঘরের জিনিষ পত্র ছড়ানো রহিয়াছে। মার্টিনের পত্নী দেখেন, তাহার [illegible] অপহৃত হইয়াছে। একটি [illegible] এবং সেই সঙ্গে [illegible] অপহৃত হইয়াছে। দ্রব্যটির মূল্য ১০০ পাউণ্ড। বিমান [illegible] কর্ম্মচারীদের [illegible] একটা [illegible] সিগারেট কেস অপহৃত হইয়াছে।

অতিলোভের পরিণাম

চট্টগ্রাম [illegible] কয়েকজন লোককে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে, তাহারা ২ হাজার ৫ শত ৪০ টাকার নোট [illegible] একজন লোকের নিকট হইতে লইয়া যায় যে তাহারা তাহা ৯ হাজার টাকার নোটে পরিণত করিয়া দিবে। কিন্তু নোটগুলি [illegible] হাতে [illegible] পরে [illegible] কোন [illegible] পাওয়া যায় না। ঐ ব্যক্তিদিগকে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

স্ত্রীলোক হত্যার চেষ্টা

কানপুর হইতে প্রকাশ, কানপুর হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে আকবরপুরের অন্তর্গত [illegible] গ্রামবাসীরা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে; তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য ১০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল।

বিবরণে প্রকাশ, তাহাকে একজন স্ত্রীলোককে হত্যার চেষ্টা করার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় ৫ জন স্ত্রীলোক গত ১৫ দিনের মধ্যে নিহত হইয়াছে। পুলিস প্রথমবারে আততায়ীকে ধরিতে অসমর্থ হয়। পরে পুলিস সংবাদ পাইয়া সাদা পোষাকে কনষ্টেবল পাঠাইয়া দেয় এবং গ্রামবাসীদের সতর্ক করিয়া দেয়। পরে উক্ত দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার হয়।

সন্তান সহ জননী ভস্মীভূত

কাটোয়া হইতে প্রকাশ, কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নিরোল গ্রামে কয়েকদিন পূর্ব্বে বেলা ১ টার সময় এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া সমস্ত গ্রামটি ভস্মীভূত হইয়াছে। পরদিন বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত [illegible] চলিতে থাকে।

এই কাণ্ডের ফলে গ্রামবাসী আশ্রয় ও অন্নহীন হইয়াছে। কৃষকদের সমস্ত বৎসরের সঞ্চিত শস্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

জননী সহ একটি সদ্যপ্রসূত সন্তান ও একটি বৃদ্ধা পুড়িয়া মারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি গরুও মারা গিয়াছে। সমস্ত ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

পল্লী বিপন্নদের সাহায্যের জন্য একটি [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহিলার বীরত্ব

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] জিলার [illegible] গ্রামে এক রাত্রে একজন চোর একটি হিন্দু মহিলার বাড়ীর দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল; উহার পদশব্দে মহিলাটি সজাগ হইয়া চোরের অনুসরণে উঠানে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকটি পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু সে যখন দেওয়াল বাহিয়া উঠিতেছিল মহিলাটি তখন তাহার একখানা পা ধরিয়া ফেলেন ও তাহাকে টানিয়া নীচে নামান, চোর তখন লাঠি লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু মহিলাটি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উহাকে উহার পাগড়ী দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন। প্রতিবেশীগণ ইতোমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে চোরকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হয়।

জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রে প্রকাশ যে, [illegible] হইতে ৩০ [illegible] জেলের [illegible] কাটিয়া কারাগার হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে।

জামসেদপুর সংবাদ

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, টাটার [illegible] প্রভাকর সিং নামক জনৈক পাঞ্জাবী যুবক গত ২০শে মার্চ্চ রাত্রে [illegible] হইতে একখানা [illegible] গাড়ীতে চড়ার সময়ে [illegible] গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তৎক্ষণাৎ [illegible] হাসপাতালে [illegible] কিন্তু [illegible] ২২শে মার্চ্চ হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিপন্নদের সাহায্য

বিগত ১৭ই মার্চ্চ শনিবার [illegible] ভূমিকম্প প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থ স্থানীয় [illegible] অভিনয় করা হইয়াছে। [illegible] বিক্রয়লব্ধ অর্থ [illegible] ভাণ্ডারে দান করা হইবে [illegible] অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২০শে চৈত্র মঙ্গলবার, ১৩[illegible]

স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন [illegible] আজ বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইতেছেন; অতঃপর তাঁহার পদে নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইবেন। স্যার স্ট্যানলি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। [illegible] পূর্ণ করাতে বাঙ্গালীর আনন্দ হইয়াছিল। আজ তাঁহাদের [illegible] কথা ভাবিয়া বাঙ্গালী [illegible] উৎকণ্ঠিত হইবেন সন্দেহ নাই। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘ নিরাময় করুন, এই প্রার্থনা। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত স্যার জন এণ্ডারসনের বিবরণ।

অর্থ-সঙ্কট অপনোদনার্থ বাঙ্গালা সরকার অনেকগুলি মহকুমা উঠাইয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এই সংবাদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] মহকুমার অধিবাসীরা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন, বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার [illegible], বিষ্ণুপুর জেলার অন্তর্গত [illegible] প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই প্রস্তাবে তত্রত্য অধিবাসীরা উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। সম্প্রতি বাঙ্গালীর মাননীয় [illegible] পরিদর্শন উপলক্ষে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিবাসীরা এই প্রস্তাবের প্রতিকূলে তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কথাগুলি ধীরভাবে শুনিয়া জানাইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা সরকারের গোচর করিবেন। দেখা যাক ফল কি হয়?

ফ্রান্সে উইলিয়ম বোনাপার্টের সংগৃহীত [illegible] চিঠি-পত্র ও দলিলাদি লণ্ডনে নীলাম করা হইয়াছে। এই ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী যোসেফাইনকে সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিবাহ করিয়াছিলেন; উক্ত সংগৃহীত চিঠি পত্রের মধ্যে সম্রাট নেপোলিয়নের, সম্রাজ্ঞী মেরী লুইসা, লা বোনেফকার্সের এবং [illegible] অনেক মূল্যবান চিঠি পত্র সংগৃহীত ছিল। এই সকল দলিল ও চিঠি-পত্র [illegible] মিঃ [illegible] প্রায় [illegible] টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। [illegible] আমেরিকার [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] টাকায় নীলাম হইয়াছে। [illegible] 'ডিভাইনা কমেডিয়া' নামক কাব্যগ্রন্থের ১৪৮১ সালের সংস্করণের এক খানা পুস্তক প্রায় আটাশ শত টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

আর্থার লিঞ্চ

গত ২৫শে মার্চ্চ কর্ণেল আর্থার লিঞ্চ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের একজন লেখক, চিকিৎসক, যোদ্ধা ও পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। আর্থার লিঞ্চ অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বার্লিন [illegible], প্যারিস, লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাহা ছাড়া সাহিত্য জগতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহার "মডার্ণ অথর" "আর্থার পোয়েটস" প্রভৃতি পুস্তক সাধারণের বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে।

সে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন আফ্রিকার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি বুয়ারদের পক্ষাবলম্বন করিয়া আইরিশ সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। দুইবৎসর পরে যখন ট্রান্সভাল [illegible] তখন তিনি সেখান হইতে পলাইয়া প্যারিসে গিয়া অবস্থান করিতে থাকেন, অবশেষে তিনি গলওয়ে হইতে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েন। পার্লামেন্টের কাজে যোগদান করিবার জন্য তিনি লণ্ডনে উপনীত হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে তাঁহার প্রতি প্রথমে ফাঁসির হুকুম হয়। পুনর্বিচারে ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধির সহায়তায় তিনি একেবারে মুক্তিলাভ করেন।

তুফানগঞ্জে ডাক-লুট চেষ্টা

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, জলপাইগুড়ি জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা হইতে এক ডাক-লুট চেষ্টার সংবাদ আসিয়াছে।

প্রকাশ, [illegible] ও [illegible] হইতে ২ জন ডাক-হরকরা ডাকব্যাগ লইয়া আসিতেছিল। পথিমধ্যে এক জঙ্গলের মধ্যবর্তী স্থানে তাহারা একজন লোককে দেখিতে পায়। উক্ত লোক ডাক-হরকরাদের মাথার উপর দিকে একটী গুলী চালায়। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোক আসিয়া উহার দলে যোগদান করে। সে [illegible] করিয়া অগ্রসর হইয়া আসে। এ লোকটাও হরকরাদের মাথার উপর দিক লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায়।

অতঃপর হরকরারা ডাকের ব্যাগ ফেলিয়া নিজেদের প্রাণরক্ষার্থ নিরাপদ স্থানে যায়। সশস্ত্র লোক ২ জন তখন ডাকের ব্যাগটা খুলিয়া কয়েকখানা বীমার খাম বাহির করে। তাহার পর তাহারা সেই একখানা বাইসাইকেলে চড়িয়া হলদিবাড়ীর দিকে পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু বাইকেলের একখানা চাকা কাটিয়া যায়। তখন তাহারা দৌড়াইতে আরম্ভ করে। হরকরারা ও আরও কয়েক জন লোক তাহাদের পিছু পিছু ছুটিতে থাকে।

পলায়নকারীদের মধ্যে একজন উদয়নগরের এক অধিবাসীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সে বলিয়া পড়ে যে জল পান করিতে চাহে। কিন্তু জল আনিবার পূর্বেই সে অজ্ঞান হইয়া যায়। পুনরায় চৈতন্যলাভ করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার সঙ্গীকে কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নাই। যে বীমার খামগুলি চুরি করা হইয়াছিল তাহার উদ্ধার করা হইয়াছে। উহাতে ৫ হাজার ৭ শত ৮৪ টাকা ছিল। পলায়নের সময় ডাকাতেরা যে রিভলভারটি কোমরে বেঁধে রাখিয়াছিল তাহাও পাওয়া গিয়াছে।

ডাকাতে পুলিশে সংঘর্ষ

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত কয়েকদিন পূর্বে রাত্রি প্রায় ১১॥০ ঘটিকার সময় পুলিশ দেশ চক্রবর্তীর সহিত দুইজন ডাকাতকে রিভলভার সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। কোতোয়ালী থানার এলাকাধীন বিশারদ গ্রামে ডাকাতি করিবার সময় আলাউদ্দীন ও আবদুল কাদের পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়াছে। একটা ডাকাতি হওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে, এইরূপ একটা খবর পাইয়া কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী মিঃ লাল মিঞা অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী ও একদল কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া বিশারদ গ্রামে গমন করেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখিতে পান যে, কতিপয় লোক ঐ গ্রামের অধিবাসী মিঃ [illegible] শিকদারের বাড়ীতে সমবেত হইয়াছে। পুলিশদল তাহা দেখিয়া বাড়ীটি ঘেরাও করে। সেই সময় ডাকাতদলের আলাউদ্দীন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া একটা রিভলভার হইতে গুলী চালায়। কিন্তু পুলিশ কনষ্টেবল বাধা দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করে এবং ডাকাতদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। তাহারা উপরিউক্ত লোক দুইটিকে গ্রেপ্তার করে এবং রিভলভারটি হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। রিভলভারটি গুলীপূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়, বারুদপূর্ণ পাঁচটি কার্ত্তুজ রিভলভারের মধ্যে ছিল।

পণ্ডিত জহরলালের স্বাস্থ্য

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ভগিনী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আলিপুর জেলে তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতের পর কলিকাতা হইতে এখানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জেল হইবার পর পণ্ডিতজীর ৫ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাইয়াছে। পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য তাঁহাকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখায়। তাঁহার জ্বর ও সারিয়াছে তাঁহাকে দীর্ঘ ব্যবধানের প্রাচীরের বাহিরে সাধারণতঃ ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয়।

জাপানে চাষীদের সত্যাগ্রহ

টোকিও হইতে প্রকাশ, জাপানী চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। জাপান, কোরিয়া ও ফরমোজায় ধান খুব বেশী হইয়াছে; ইহার ফলে শস্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় চাষীদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১০০ চাষীপ্রতিনিধি এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্য জাপানী পার্লামেন্টের নিকট আবেদন করিবার আয়োজন করে।

একজন চাষীপ্রতিনিধি বলেন যে, একটি চাষী গৃহস্থের মাসিক আয় গড়ে ১২ শিলিং অর্থাৎ মাথা পিছু ২ শিলিং ৬ পেন্স। এই অবস্থা অসহ; সরকারের এই বিষয়ে কিছু করা কর্তব্য।

অন্য দিকে ৫০ জন চাষী [illegible] হাইকোর্টের সম্মুখে আড্ডা বসিয়া অনশন ও উপবাস করিতেছেন।

আর ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুর নিকটবর্তী [illegible] গ্রামে কোনও উৎসবের শেষভাগে গুরুতর দাঙ্গা হয়। উক্ত দাঙ্গায় মেদিনীপুর সাব ম্যাজিষ্ট্রেট একজন হেড কনষ্টেবল ও অপর দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে। মেদিনীপুর দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করিয়া [illegible] ও দর্শি সুবান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কারণ উহার ফলে দাঙ্গা হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্যের জন্য একদল লোক [illegible] করার ফলে উক্ত দাঙ্গার উদ্ভব হয়। পুলিশ উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য কারীদিগকে চলিতে বলে। তাহার ফলে প্রথম ঢিল আরম্ভ হয়। এমনকি লাঠি প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেট আহত হয়। তখন পুলিশ গুলি চালায়; তাহাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দারোগা এক মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু জনতা তথায় গিয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে ও বেদম প্রহার করে। প্রহারের ফলে উপরোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

দুইজন দারোগা, একজন হেড কনষ্টেবল এবং আর্দ্ধ ডজন কনষ্টেবলকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ইহারা সাংঘাতিক আহত হয় হাসপাতালে হেড কনষ্টেবলের মৃত্যু হইয়াছে। আর সকল জেলে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। সংবাদ পাইয়া একদল রিজার্ভ পুলিশ সহ ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু জনতা তৎপূর্বেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

৯ম বর্ষ } ৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২০শে চৈত্র, ৩রা এপ্রিল ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ২৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible]মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত [illegible] চৈত্র [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক [illegible] বিদ্যাভূষণ [illegible] মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ [illegible] বি-এ, উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবান্ধব বি এ, [illegible] ব্রহ্মচারী প্রমুখ [illegible] সহ [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে [illegible] করিয়া [illegible] গাড়ীতে কলিকাতা [illegible]মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। [illegible] পাদপীঠ-স্থাপনার্থ [illegible] তাঁহার [illegible] যাইবার কথা।

রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

[illegible] উৎসব

বিগত ১০ই চৈত্র [illegible] শনিবার [illegible] শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-[illegible] শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরামানন্দের [illegible]-মহামহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

— — —

উক্ত দিবস [illegible] মঙ্গল-আরাত্রিক, গুরু-পরম্পরা, উচ্চসংকীর্ত্তন ও [illegible] যথাবিধি [illegible] হইয়াছিল। স্থানীয় ও [illegible] স্থানের বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও [illegible] উক্ত মহামহোৎসবে যোগদান [illegible] মঠসেবকগণের শ্রীমুখে শ্রীরাম-[illegible] বিশেষ তথ্য ও কথা প্রভৃতি শ্রবণ [illegible] সমবেত [illegible]-

[illegible] অপ্রাকৃত [illegible] লৌকিক প্রথার এবং [illegible] প্রভৃতি ধর্ম—[illegible]বাদাদির [illegible], অপ্রাকৃত ও [illegible] প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

———

স্থানীয় শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু [illegible] ও [illegible] রায় [illegible] উক্ত উৎসবের সমস্ত [illegible] বহন ক'রিয়া [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

———

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা

——:০:——

[পূর্ব-প্রকাশিত ২৪ সংখ্যার পর]

শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ

বয়সে প্রাচীন হ'লেও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস [illegible] মহারাজের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবাণী-প্রচারে অদম্য উৎসাহ। ইনি একজন উত্তম বক্তা। বোম্বে, করাচী, শিকারপুর, বারকা প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা প্রচার ক'রে বহুলোকের উপকার ক'রছেন। যাঁ'রা [illegible] কৃপণ, ভগবানের সেবায় সম্পত্তি কোনক্রমেই ভগবৎসেবায় লাগাতে চান না, ভগবৎসেবোপকরণ নিজেদের ভোগে লাগাতেই ব্যস্ত, তাঁ'রাও এঁ'র কথা শুনে ভগবৎসেবায় বিচার-বিশিষ্ট হন। কোথাও [illegible] অধিক সেবা-প্রবৃত্তি [illegible] একজন লোককে সেবার দিকে আকর্ষণ করা যায়। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও [illegible]গৌড়ীয়-মঠের নানা প্রকার সেবা-বাধা করি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হ'য়েছেন।

শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] গৌড়ীয় মহারাজ শাস্ত্রবিচারে দক্ষ একজন সুপণ্ডিত এবং বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় একজন সুবক্তা। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞাতে [illegible]-ইমনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক [illegible] মায়াবাদ-[illegible] পাকড়াও স্থান করিতে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর সনাতনী [illegible] কীর্ত্তন দ্বারা [illegible] করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় তাঁহাতে শ্রীমদ্ [illegible] "গৌড়ীয়বৈষ্ণব [illegible]"-মতে [illegible] যে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হ'য়েছিল, তাঁ'তে গৌড়ীয় [illegible] সেবা-চেষ্টা [illegible]। তাঁ'র হিন্দী 'ভাগবত' পত্রের [illegible] 'প্রুফ' সংশোধনাদি [illegible]। তাঁ'কে ধন্যবাদ দিবার [illegible] নাই, তাঁ'র কৃপাই প্রার্থ্য।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় [illegible] পূর্ব্বক বলেন—

[illegible] সমস্ত [illegible] আচার্য্য ও গুরুবর্গ আমার উপর দয়া [illegible] ও তাঁ'র মনোভীষ্টপূরণকারী শ্রীগুরুদেবের যাঁরা [illegible] স্বরূপ, তাঁদের মধ্যে থেকে কএকজনের গুণকীর্ত্তনের আদেশ প্রদান ক'রেছেন। তাঁ'দের মধ্যে একজন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

———

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নাম বল্বা মাত্রই আপনারা তাঁ'কে সকলেই জানেন ও চেনেন। তাঁ'র [illegible] এবং [illegible] — [illegible] মধ্যে [illegible] । [illegible] সেবায় গৌরব-বিধানে, [illegible] চেষ্টায় তিনি [illegible]। [illegible] তিনি [illegible] গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান ক'রছিলেন, সে সময় কিছুদিন তাঁ'র [illegible] হ'য়েছিল। তাঁ'তে আমি দেখেছি, ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট [illegible] মহোদয়ের [illegible] একটি [illegible] প্রভাব। তিনি [illegible] তাঁ'রা একবার [illegible] হ'তে থাকেন, [illegible] না [illegible] সকলেই [illegible] নিমন্ত্রণ করেন, তখন [illegible] দেখে [illegible]। তাঁ'র [illegible] গৌড়ীয়মঠের [illegible] । [illegible]— যাঁরা [illegible] বিষয় আলোচনা ক'রেছিলেন, তাঁ'রা [illegible] তাঁ'র কাছে [illegible] হ'য়েছেন, তাঁ'র মুখে [illegible] কথা শুনে [illegible] প্রকাশ ক'রেছেন, [illegible] অনেক বিশিষ্ট লোক [illegible] না [illegible]) [illegible] আসতে [illegible] হ'তেন। [illegible] এবার [illegible] তাঁ'র কাছে আমি অনেক প্রকারে [illegible]। আপনারা [illegible]-ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হ'তে 'সরস্বতী [illegible]' নামক [illegible] সেবা [illegible] হ'চ্ছে, তা'তে নানাভাবে বাধা [illegible] ক'রবার [illegible] আছে। এত বড় একটি সেবার আর্থিক আনুকূল্য ত' আছেই, তা

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ মধুসূদন ৫ম পৌষ ৪৪৮

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[illegible] ১২ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের [illegible] উপদেশ পূর্ব্বক "স্মৃতঃ সকৃৎ 'নরান্‌'" শ্লোকটী ব্যাখ্যামুখে যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মুখপত্রে অবস্থিত, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বিরচিত "অন্ত-সকৃত্ত বিসর্জন্‌" ও "সাধকজনস্য মুক্তা" [illegible] এই শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন —ভগবৎসেবারত ব্যক্তিকে পার্থিব বস্তুলাভে পাতিত্য করিতে কষ্টবোধ। এই মাত্র, তাহাতে পরমার্থ-পথে কোনও প্রকার বাধা হয় না। বোধশক্তির আসক্তি; কোন প্রকার ভোগাসক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার মত অবস্থা হইলেই ভজনরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয়, ভোগ বা ত্যাগপথে ভগবদ্ভজনের কোন কথা নাই। অদৃষ্ট জনগণ শ্রীল রূপপাদকথিত যুক্তবৈরাগ্যের বাণী বুঝিতে না পারিয়া অনর্থে অবস্থান করে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন— 'আমার প্রতি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ,—(১) কাহাকেও শিষ্য করিবেন না, (২) কাহারও সঙ্গ করিবেন না, (৩) কখনও মাথায় বোঝা বহিবেন না। তাই আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই। অপরে যাঁহারা আমাকে আমার শিষ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা আমার গুরুবর্গ। এই সজ্জনগণ হরিকীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের আদর্শ-হরি সেবা দেখিয়া আমারও সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। আমার গুরুপাদপদ্মের দ্বিতীয় আদেশানুসারে আমি কাহারও সঙ্গ করি না। অপরের সঙ্গ করা অর্থে তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা পাইয়াছি তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করি না। অপর কাহারও কথা অনুসারে কোন কার্য্য করি না। আমার প্রতি মাথায় বোঝা বহিবার নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম মাথার বোঝা বলিতে কামিনীকাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা কল্পিত সবগুলিকেই লক্ষ্য ক'রেছেন। বস্তুগণকে আমি কামিনীকাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা লইতে চাই না। শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাঁহারা [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ; এখানে জড়ের কোন স্থান নাই।

যাঁহারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা অবগত না হইয়া দাম্ভিকতা সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করেন, তাঁহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের কিছুই অবগত নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত বিষয় কীর্ত্তন করিলেই আমার নিজাভীষ্ট সাধিত হইবে, তাই আমি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি।

"এক্ষণে বলেন— 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ', এই বাক্যে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, সাধু-শাস্ত্রের উপদেশহেতু বহুবার অর্থাৎ নিরন্তর শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৃহন্নারদীয়ের এই বাক্যও বৃহন্নারদীয়ের—'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥' একই তাৎপর্য্যপর। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বদন মুখ হইতে 'নাম্নামকারি বহুধা' শ্লোকের প্রকট, যাঁহার ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ, কাল, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ ॥

"তাড়া ও অসৎসঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ ও কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া '[illegible]' বাণী সর্ব্বক্ষণ চিত্তপটে সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিরন্তর হরিনাম করিতে হইবে। কাচের পরশ দিলে চিত্ত দূষিত হইবে; দূষিতচিত্তে হরিনাম হয় না—নামাপরাধ হয় মাত্র। সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের নিকট আসিবার [illegible] কয়েক ব্যক্তি তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদান পূর্ব্বক হরিনামগ্রহণের ছলনায় জগতের প্রশ্রয় দিয়া চারিত্রভ্রষ্ট হইয়া চিরতরে নিরয়গামী হইয়াছে. সুতরাং আলস্য বিসর্জ্জন দিয়া অকপটভাবে হরিসেবা ও হরিনাম করিতে হইবে।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছাড়া উৎসাহ ব'লে একটা জিনিষ আছে, সেটা সবচেয়ে বড় কথা। ভারতী মহারাজ ঢাকায় অবস্থানকালে আমাদের সেই উৎসাহকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে কতশ্রীর সেবা-কার্য্যে দিন রাতে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হ'য়েছে। ভারতী মহারাজ রাত্রিতে উঠেও আমাদের কখন কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা ক'রেছেন, গুরুপাদপদ্মের কথা স্মরণ ক'রে দিয়েছেন—প্রাণ,অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দিয়ে নানা প্রকারে 'কতশ্রীর' সেবা-কার্য্যে সহায়তা ক'রেছেন। তাঁ'র হাতের লেখা যেন "মুক্তার পাতি", তাতে আবার তাঁর আর একটী প্রধান গুণ যে তিনি খুব শীঘ্র শীঘ্র অনেক কাজ করিতে পারেন, সুতরাং সে-বিষয়ে আমরা তাঁ'র কাছে অনেক প্রকারে ঋণী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার দিক্‌ দিয়ে বিচার ক'রতে গেলে অনেক অপূর্ব্ব-গুণ-সমাবেশ তাঁ'তে পাওয়া যায়। ভারতী মহারাজের নাম ব'ললেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা বা শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সহিত সংশ্লিষ্ট যাঁ'রা, তাঁ'রা সকলেই তাঁ'র সেবার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। তাঁ'রই তুলনা তাঁ'তে। তিনি স্বনামধন্য।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজ

আর একজন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-গতপ্রাণ মহাত্মা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ। সাগর যে কতদূর গভীর—কত রত্ন যথার্থ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্পদের আকরস্থল, অর্থকামাদ্যোর লোক আমরা, তাঁ'র এক বিন্দুও স্পর্শ করবার যোগ্যতা বা শক্তি আমাদের নাই, তাঁ'র তটদেশেও আমরা উপস্থিত হ'তে পারি না। তাঁ'র সরলতা, অকৃত্রিমতা, স্বাভাবিক সেবাগ্রহ, হরিসেবায় প্রগাঢ় অভিনিবেশ, শ্রীগুরুসেবায় সতত সমাধি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁ'র হরি-কীর্ত্তনের সময় হয়ত শ্রোতা একে একে সব উঠে গিয়েছে, কেউ নেই; কিন্তু তিনি অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন ক'রছেন, কে শুনছে না শুনছে, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। গুরুদেবের আদেশ—হরিকীর্ত্তন পালন ও সাধ্য, সেই মত পালন ক'রতে হবে, এটিই তাঁ'র একমাত্র লক্ষ্য; তা'তে লোকে কি মনে করে না করে এদিকে তাঁ'র দৃষ্টি নাই। তবে যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করা উল্লঙ্ঘিত হয় বা সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, সেখানে তিনি সিংহ-বিক্রম প্রকাশ করেন। তাঁ'র সরল মধুর চরিত্র,শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, বাইরের দিকে কোন জাঁকজমক নাই পাণ্ডিত্যের ঘটা - বাগ্‌বৈখরীর ঘটা নাই, সরল সহজ কথা – তা'তে কুটী বা কূট-বিচারিত ধারণাও না' এত অকৃত্রিম— এত সহজ এবং তা'তে এমন একটি মধুময়, প্রাণময় ভাব—ঐকান্তিকতা আছে যে, তা' সকলেরই চেতনকে স্পর্শ করে। শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ-সেবকগণ তাঁ'কে প্রীতিভরে 'ভাবসাগর' ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন। তাঁ'র দ্বিতীয় বা তাঁ'র তুলনা তিনিই। আমরা তাঁ'র কৃপা-প্রার্থী।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ

একদিকে 'সাগর' যেমন অতি গভীর আর একদিকে 'গিরি' তেমনই অতি উন্নত। বামন—ক্ষুদ্র আমি, তাঁ'দের কা'কেও ধ'রতে পারি না। গিরি উঁচু অথচ সরল, অভিমান নাই; ভক্তিলতার
অবগুণ্ঠনে বদ্ধ হ'য় এ'ভাব তাঁ'র আ
শ্রীগুরুদেবের বাণী শিক্ষিত-সমাজে প্রচা
হোক্‌, এটি তাঁ'র বড় ইচ্ছা। তিনি আ
উৎসাহে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে বহু শিক্ষি
ব্যক্তির নিকট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্র
ক'রছেন। তাঁ'র পরিব্রাজক নাম স
সত্যই সার্থক হ'য়েছে। তিনি এই ব
বয়সেই শুধু বঙ্গদেশে নহে, ভারতের এ
সকল তীর্থস্থান এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থ
ভ্রমণ ক'রে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজ
উড্ডীন ক'রেছেন—অনেক উচ্চশিক্ষিতা
মানীকে ভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট ক'রেছে
তাঁ'র শান্ত সৌম্য মধুর মূর্ত্তি দর্শন ক'
তাঁ'র শ্রীমুখনিঃসৃতা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অ
ময়ী—প্রাণময়ী—মহদ্বোধনী বাণী শ্র
ক'রে অনেক নাস্তিকও আস্তিক হ'য়েছে
ভগবৎসেবার বিচার বরণ ক'রেছেন। তাঁ
বৈরাগ্যও আদর্শস্থানীয়—যেখানে জীবন ধ
সেখানে আমরা অনেক সময় তাঁ'কে খ
পায়ে দেখেছি, উহা যে কেবল লো
দেখানো'র জন্য, তা' নয় তিনি হরিসে
এত প্রমত্ত যে, শারীরিক সৌখ্যাদির দি
তাঁ'র আদৌ দৃক্‌পাত নাই। হরিক
প্রচারের জন্য ভারতের অনেক সুপ্র
রাজা মহারাজা তথা সমাজপ্রধান ইংর
রাজপুরুষগণের সঙ্গে তাঁ'কে অনেক স
দেখা-সাক্ষাৎ ক'রতে হয়, তাঁ'র
পোষাক-পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর
সুসজ্জিত হ'বার চেষ্টা তাঁ'তে কোন দি
আমরা লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু তাঁ'র স
ভাষা এবং প্রীতিময় ব্যবহার সকলে
হৃদয়কে স্পর্শ ক'রেছে। বিশেষতঃ এ
কিছুদিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে
প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান ক
[illegible] স্থান যে কলিকা
সেখানকারও বহু লোককে তিনি
আকর্ষণ ক'রে হরিসেবায় সুরুচি এ
ক'রেছেন। তাঁ'র গুরুপাদপদ্মে [illegible]
কথা বলতে পারেন তাঁ'রাই, যাঁ'রা আ
গুরুসেবক। মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনী
শ্লোকে হরিকীর্ত্তনকারীর যে চা'রটি লে
তার কথা ব'লেছেন, তা'তে তাঁ'
ক'রবার বিষয়। তাঁ'র ভগবৎসেবালো
দ্বারা তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আকৃষ্ট ক
ছেন, বৈষ্ণবগণও সকলেই তাঁ'র গুণা
তাঁ'র অনন্তগুণের বিন্দুমাত্র স্পর্শ ক'
পারলেও আমি ধন্য হ'তে পারি।

অনন্তর শ্রীপাদ ভারতী মহা
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হ
গৌড়ীয়-সম্পাদকের শ্রীগৌড়ীয়-পত্র, বি
গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থাবলী এবং আচার্য্য-
চরিত 'সরস্বতীজয়শ্রী'-গ্রন্থরাজের
প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক বৈ
ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীদামা বিপ্র

(২)

নিখিল-জীব-বান্ধব, ব্রাহ্মণহিত-রত ভক্তবৎসল ও সজ্জনাশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় শ্রেষ্ঠ বিপ্রবরের সহিত এতাদৃশ প্রেমালাপ-প্রসঙ্গে ছইচিত্তে অতিশয় হাস্য-সহকারে বন্ধুবরকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত দ্বারা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে ব্রহ্মণ, আপনি গৃহ হইতে আমার জন্য কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছেন? ভক্তজনের উপহার অণুমাত্র হইলেও আমার নিকট উহা প্রচুর-রূপে গ্রাহ্য হয়, পরন্তু অভক্তজনের উপহৃত প্রভূত বস্তুও আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জলাদি যৎকিঞ্চিৎ বস্তু দান করেন, আমি সংযত-চিত্ত পুরুষের ভক্তিসংস্কারে উপহৃত সেই বস্তু সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি।

পরম-করুণাময় ভগবান্ ভক্তবৎসলতা-বশতঃ বিপ্রবরকে এইরূপ বলিলেও তথাপি সুনীচতার দৃঢ়-বিগ্রহ উক্ত বিপ্র লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীপতি কৃষ্ণকে তাদৃশ নগণ্য চিপিটক-মুষ্টি-চতুষ্টয়-প্রদানে সমর্থ হইলেন না।

সর্ব্বদর্শী সাক্ষাৎ শ্রীহরি উক্ত বিপ্রের আগমন-কারণ অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন,—সখা পূর্ব্বে কখনও সম্পদাভিলাষী হইয়া আমার শরণাগত হন নাই, পরন্তু সম্প্রতি মাত্র পতিব্রতা ভার্য্যার প্রীতি-সাধনা-কামনায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং আমি ইঁহাকে দেব-দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ স্বয়ংই—'ইহা কি' এই বলিয়া ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্য হইতে মলিন বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ তণ্ডুল-প্রায় চিপিটক সানন্দে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন—হে সখে তোমার এই আনীত বস্তু বস্তুতই আমার অতিশয় প্রীতিজনক; অতএব এই তণ্ডুল-প্রায় চিপিটক-সমূহ বিশ্বাত্মস্বামী আমাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। ভগবান্ এইরূপ বলিয়া একবার একমুষ্টি ভক্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিবামাত্রই পতিব্রতা রুক্মিণীদেবী তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিলেন,—হে সর্ব্বাত্মভাবিন্, এক মুষ্টি ভক্ষণেই এই বিপ্রবরের ইহলোকে এবং পরলোকে মদীয় কটাক্ষ-বিলাসহেতু যাবতীয় ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, অতঃপর দ্বিতীয় মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া আমাকে ইঁহার অধীনা করিবেন না।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক সুখে পান-ভোজন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া নিজকে পরমানন্দিত ও কৃতার্থ মনে করিলেন, এবং তৎপর-দিবস পরমানন্দে নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। দ্বিজবর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কোন ধন না পাইয়া লজ্জাতুর হইয়া স্বয়ং কিছু প্রার্থনা করিলেন না, অনন্তর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-হেতুই পরম-সুখানুভব করিয়া স্বগৃহে গমনকালে পথিমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"অহো! আমি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। যেহেতু বক্ষোদেশে লক্ষ্মীদেবীকে নিত্যকাল ধারণ করিয়াও তিনি মাদৃশ অতিদরিদ্রকে—লক্ষ্মীহীনকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। মাদৃশ দরিদ্র পাপিজনই বা কোথায়, আর শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? তথাপি তিনি স্বীয় ভুজযুগল দ্বারা এই ব্রাহ্মণাধমকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। আবার রুক্মিণী-দেবী-সেবিত খট্টামধ্যে আমাকে ভ্রাতার ন্যায় উপবেশন করাইলেন এবং শ্রান্ত দেখিয়া স্বয়ং রুক্মিণীদেবীও চামর-হস্তে আমাকে ব্যজন করিলেন। অতঃপর বিপ্রদেব দেব-দেব শ্রীকৃষ্ণ পাদ-বন্দনাদি-ক্রিয়া এবং উত্তম উপহারদ্বারা দেবতার ন্যায় আমার পূজা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবনই পুরুষগণের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভের মূল কারণ-স্বরূপ। মাদৃশ নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া মত্ততা-বশতঃ তাঁহাকে স্মরণ করিবে না; এইরূপ চিন্তা করিয়াই পরমকারুণিক মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র ধনও প্রদান করিলেন না, ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তথায় চতুর্দ্দিকে সূর্য্যাগ্নিচন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল বিমানসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। কূজনরত বিহঙ্গকুল ও উৎফুল্ল কুমুদ, কমল প্রভৃতি কমল-পুষ্পসমূহ-শোভিত জলাশয়-বিশিষ্ট বিচিত্র উপবন ও উদ্যানসমূহ তথায় সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে।

তদ্দর্শনে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "—একি! এ গৃহ কাহার? ইহা কিরূপে এরূপ হইল?" ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে দেবতুল্য প্রভা-সম্পন্ন নরনারীগণ প্রকৃত গীতবাদ্যের সহিত তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণী পতির আগমন বার্ত্তা-শ্রবণে অতিহর্ষে ব্যস্তভাবে সত্বর নিজগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর পতিব্রতা ব্রাহ্মণী বিহ্বলচিত্তে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ শ্রীবাসদেশে পদক-ভূষিত দাসীগণের মধ্যে বিরাজমানা এবং বিমানচারিণী দেবাঙ্গনার ন্যায় প্রকাশমানা নিজ পত্নীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর স্বয়ং পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রালয়তুল্য নিজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ-সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া স্থিরচিত্তে বিপ্রবর ইহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—

'নিরন্তর দুঃখ-প্রপীড়িত মাদৃশ দুর্ভাগা জনের এরূপ ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ব্যতীত অন্য কারণ সম্ভব হইতে পারে না। [illegible] সখা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাচকগণের দর্শন করিয়া সাক্ষাতে দানের কথা না বলিয়া পরোক্ষে প্রচুর প্রার্থিত বস্তু দান করিয়া থাকেন। তিনি নিজ-প্রদত্ত প্রচুর বস্তুকে 'অল্প' এবং সুহৃদ্ ভক্ত প্রদত্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয়কেও 'প্রচুর' মনে করেন। এইজন্যই উক্ত মহাত্মা প্রীতির সহিত মৎপ্রদত্ত এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যেন প্রতি জন্মে তাঁহার প্রিয় হিতৈষী উপকারক ও সেবকরূপে জন্মগ্রহণ করি, আর সেই মহাত্মার সর্ব্বগুণাকর পুরুষোত্তম ও তদীয় ভক্তগণের উত্তম সঙ্গ লাভ করি।'

পরম-বিবেকযুক্ত সর্ব্বভাববিচারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধনিগণের ধনমদজনিত অধঃপতন দর্শন করিয়াই অদূরদর্শী সেবককে সম্পৎ, ঐশ্বর্য্য এবং পুত্র কলত্রাদি প্রদান করেন না। পরন্তু দৃঢ়া ভক্তি দান করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ মনে মনে এরূপ নিশ্চয় পূর্ব্বক কায়মনে অতিশয় ভক্তিযুক্তচিত্তে ক্রমশঃ বিষয়-ভোগাভিলাষ-সংস্কারে পত্নীর সহিত অনাসক্তভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-সখা মহাভাগবত শ্রীদামা বিপ্র ভগবদ্ধ্যান-মগ্ন হইয়া অচিরেই বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলেন।

এই মহাভাগবতের লীলা-প্রণালী অভিনয় দেখিয়া আমরা যেন তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় কোন বদ্ধজীব-বিশেষ মনে না করি। কি সুখে, কি দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানের সেবা নিরন্তরভাবে ও নিষ্কপটে সম্পন্ন করাই কৃষ্ণসেবক জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, কৃষ্ণভক্তি-ধনের নিকট অন্য ধনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর,—ইহাই স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক ইনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা যেন তাঁহার অভয় চরণাশ্রিত হইয়া কৃপা-প্রার্থনামুখে তাঁহারই ন্যায় মহাপুরুষগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ প্রদান পূর্ব্বক জীবন ধন্য করিতে পারি, ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমধর্ম্মপ্রচার পাঁচ প্রায় বৎসর ধরিয়া সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর আশ্রয় করি পার্লিয়ামেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্থানে নানা বক্তৃতা করিতেছি। এবে [illegible] হতে ইংলণ্ডে স্বামীজী বন্‌-মহোদয় যাই [illegible] প্রকাশ করি আছি। সেথাকার বৈজ্ঞানিক মহলে [illegible] উঠিছি। স্বামীজী সেথাকে ফেরি তাহে পাঠান মোরা ভক্ত সহিত কর্ম্মত্যাগ পার্ক-সন্নিহিত গ্রস্টার ভাড়াতে প্রতিষ্ঠিত মঠের অবস্থান করাইলে। লণ্ডন মঠের বিদেশবাসী তীর্থ রহিলে। [illegible] দেখি সেথাকার কুল [illegible] রাজি সেই শ্রীচৈতন্যদের নাম করি নাচছি। এহি প্রেমধর্ম্ম-প্রচারকে সেথাকার সুশিক্ষা লোকে বুঝিলেও এহাই একমাত্র ভারত ও বিলাত মধ্যে নিত্যশান্তি প্রেমবন্ধনের একমাত্র উপায়।

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ২৪শে মার্চ্চ শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত [illegible] গৌরাঙ্গমঠে আগমন করিয়া [illegible] নিকটে তিন চারি দিন যাবৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌর-নারায়ণ জিউর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ [illegible] আশ্রম মহারাজের আদেশে গ্রামবাসী বহিষ্ঠ ভদ্র-লোকগণকে তিন ঘণ্টাব্যাপী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible] কণ্ঠস্বরে ও সদ্যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া [illegible] সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

প্রথম দিন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পাঠ-[illegible] 'জীবের কর্ত্তব্য' বিশেষতঃ 'মানব-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। দ্বিতীয় দিন ২৫শে মার্চ্চ "সাধু কে, সাধুর লক্ষণ কি? কি প্রকারে সাধুসঙ্গ লাভ হয়?" সেই বিষয় শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। তৃতীয় দিন "সাধুসঙ্গের ফল সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। [illegible] ॥০
[illegible] ১৵
[illegible] ৷৵০
৩। [illegible]
([illegible]) ৬
৪। [illegible] (বাংলা) ১৲
৫। [illegible] ৷৵০
৬। গোস্বামী [illegible] ৷৵০
৭। [illegible] ৷০
শ্রী[illegible]
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বাংলা) ১৲
ঐ (সাধারণ) ॥০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব [illegible] সহ)
ঐ (বাংলা) ২৲
ঐ (সাধারণ) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা সহ)
ঐ (বাংলা) ২৲
ঐ (সাধারণ) ১৷৵০
১১। শ্রী[illegible] ৷০
১২। [illegible]
(বাংলা) ৵৲
১৩। [illegible]
[illegible]) ৷০
১৪। [illegible] ৵৲
১৫। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ॥০
১৬। [illegible] ২৲
১৭। প্রেম[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাংলা) ॥০
১৮। [illegible] ৷৵০
১৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাংলা) ৷০
ঐ (সাধারণ) ৷৵০
২১ [illegible] ॥০
২২। [illegible] ৵০
২৩। [illegible] ৴১০
২৪। [illegible] ৵০
২৫। [illegible] ৷৵০
২৬ নবদ্বীপ [illegible] ৵০
২৭। [illegible] ৵০
২৮। শ্রী [illegible] ৷০
২৯। [illegible] ৵০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] ১৷০
৩২। [illegible] ৵০
৩৩। [illegible] ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অবশ্যক ৵০

৩৬। [illegible] ৵০
৩৭। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৹০
৩৯। [illegible] ৷০
৪০। [illegible]
[illegible] ৬
৪১। [illegible] ৷০
৪২। [illegible] (বাংলা) ১৲
ঐ (সাধারণ) ॥০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। [illegible] ৵০
৪৫। [illegible] ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। [illegible]
ঐ (সাধারণ) ১৷০
৪৮। [illegible] ৵০
৪৯। [illegible]
[illegible] ৷০
৫০। [illegible] ৵০
৫১। [illegible] ৵০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ৷০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৵০
৫৭। [illegible] ৵০
৫৮। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০
৬০। [illegible] ৷০
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। [illegible] ৴০
৬৫। [illegible] ৷০
৬৬। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৭। [illegible] ২১০
৬৮। [illegible] ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। [illegible] ৷০
৭০। [illegible] ৷০
৭১। [illegible] ৴১০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। [illegible] ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible] ঐ
৩। [illegible] ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] সমাধি পাট ঐ
৬। [illegible] কুঞ্জ [illegible],
পোঃ [illegible], নদীয়া।
৭। [illegible] নদীয়া।
৮। [illegible] মঠ [illegible]।
৯। [illegible] পাট—পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর [illegible]—[illegible],
পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান
১২। শ্রী[illegible],
পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible] [illegible],
পোঃ [illegible], [illegible],
১৫। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ,
[illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ [illegible], ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ পোঃ [illegible]।
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible] গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ [illegible],
[illegible]
২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
[illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
৩২। শ্রী[illegible]—[illegible],
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড,
পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, [illegible] হাউস,
[illegible] গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible],
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রী[illegible]—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

[illegible] শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] ভাষায় [illegible] সাপ্তাহিক পত্রিকা। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ [illegible] সম্পাদিত [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাক্ষিক শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। [illegible] ১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] মূল শ্লোক এবং তাহার [illegible] উড়িয়াপাদের মূল [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] ও [illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। [illegible] আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, [illegible], [illegible], [illegible], বিষয়-সূচী, [illegible] বিস্তৃত সূচীপত্র। এরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ সংস্করণ অদ্য বিরাট সংস্করণ [illegible] কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। [illegible] সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ।

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কীর্ত্তনময় জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও তথ্যাবলী-সম্বলিত বহু... [illegible] সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থ ... আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬ ৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৭—৫৮,	২০—১৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৪	১৮—৫৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২০	১৪—১১	১৮—৫৭	১৯—৫৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬,	২১—৩৭

সত্বর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-১১	১৭-৩৮	২০-১৩
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ৬-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২১, ১০-২৫,১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫ ৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১১	১৫-৪৯	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৪৩	১২-২৩	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-১৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-২৯	১০-৬	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টিটাগড় তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)	
বাকা	৩৫০—৫৬০
ঐ সোজা তাজা গজন	৫/০—৫৬০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৮০—৬৮/০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৴০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২।৴
২৪ গেজ প্লেন, পি, ডি, মার্কা	১৪
২৪ গেজ প্লেন শীট—	১১।৴০
২৬ গেজ „ „	১২।৴০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৴০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের বাঃ	৮৸০
ঢাল পাটি	৬।৴০—৭।৴০
„ রোলড় (গোল)	৬।৴০—৬।৴০
„ স্কোয়ার (চৌকা)	৬/০—৬।৴০
„গোল রড ৴০—।৴০ সূতা	৫—৫।০
„ চ্যাপ্টা রড-	
ঢ়া ৴০—।৴০ ঐ	৬—৬।০
„ বান্ডিল তার	৭।০—৭৸০
„ সেট—টিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৴০
„ চাদর ৩-১৬ বাণ্ডা বাণ্ডিল	৯৸৴—১১।০
কোলগেসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
গাবের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চ	১২—১৪
তামার কড়া ১ হইতে ১০ নং	২।৴-২।০ মাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৴০ ৮৸৴০ ৯৸৴০ডঃ	
ঐ ঢালা পাইপ ৫৸৴০ সের ৭৫ঃ	৬৸৴০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চ	৯।০-৬।০
ঐ বালতি „ ৭—১২ ইঞ্চ	২—৭ „
লোহার চেয়ার বক্সের গোল ও	
চৌকা	৮।০— „
ঐ গাদের লোহার সিট	১৫ „
ঐ বেঞ্চ (কাঠের সিট)	১৮ „
লোহার ফুপ ১—৩ ইঞ্চ ৴১০—।৴০ বোঝা	
ঐ কড়া ১০ নং	
৫—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৴০ পের ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(পেঞ্জ)	১৭৸০—১৪।০ হন্দর
গ্যাঃ রিংবল্ট (অঁকড়া)	
.২ ইঞ্চি	৴- ৸১০ পীস
গ্যাঃ পাটি বাং বা কোণা	
৬ ফুট	১০—৩৸৴০ „
গ্যাঃ ক্লপ ১৫০—২।০ ইঞ্চ ২০—২৯ হন্দর	
গ্যাঃ ওয়াসার ছাপ	১১।০—১২৸০
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৯ ইঞ্চি	
	৸১০—১৴০ গ্রোস
ঢালাই বোল্ট	৩।০—৭।০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চ ৴১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট	
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১১ ইঞ্চ	।৴৫ ফুট
পাম্প ৪ নং ১১।০ ৫নং ১৪, ৬নং ১৬	
৬০- ৮০ বাটখারা ৴১৫ মাট ২।০-৩।০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯১০
পূর্ণা মার্কা	„	৬৸০
আর্কেডিয়া	„	৭

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বাট	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রায় ১০০ ভরি	৫৫৴০
ঐ খুচরা	৫৴০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ		৮১৴
৩।০ বুকবণ্ড (১৯৪৭-৫০)		৯১।০
৪ „ বণ্ড (১৯৬০-৭০)		৯৭
৫ „ বণ্ড	(১৯৩৫	১০৪।৴০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৸৴০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (অংশ)		৯২৪।০
সেন্ট্রাল	ঐ	২২

কাপড় ও সূতার কল

এম্পিন মিল	৪৫

পাট কল

হাওড়া	৫
আগরপাড়া	১৯৫
বালী	১৩২
বরানগর	১৫০
ক্লাইভ	৩৭
গুণ্ড	২৩৪
ডালহৌসী	৯।১০
কাঁকিনাড়া	৪০৮।০
কেলভিন	৪০৫

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেদনার পাচন

সর্ব্ববিধ বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত এই বাঙ্গলার সমস্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিয়মিত ইহা সেবনে ম্যালেরিয়ার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আর অপর ঔষধের আবশ্যক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র।

ঠিকানা ১১০নং ওল্ড চায়না বাজার ষ্ট্রীট রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেতোড়া, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে ‘দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ’ শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক ‘শ্রীগৌড়ীয়’ মাসিক ‘দি হারমনিষ্ট’ ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে, সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে ... হইতে—ডাঃ ... ভক্তিশাস্ত্রী ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা:— নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩০শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে চৈত্র বুধবার ১৩৪০, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

পণ্ডিত জহরলাল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কারাগারে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে কোন ভাষার কোন দৈনিক সংবাদপত্র পড়িতে দেওয়া হয় না। তাঁহাকে কয়েকখানা ভারতীয় ও বিদেশী সাময়িক পত্র দেওয়া হয় মাত্র।

জহরলালজী এক সঙ্গে ৫ খানা বই পড়িবার জন্য পাইয়া থাকেন তন্মধ্যে অভিধানও আছে। বর্ত্তমানে তিনি জার্ম্মাণভাষা অধ্যয়ন করিতেছেন।

লাহোরে ডাঃ কিচলু

লাহোর হইতে প্রকাশ, ২ বৎসর কাল কারাভোগের পর মুক্তি পাইয়া ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু গত কয়েক দিন হইল প্রথম লাহোরে আগমন করিয়াছেন। ফ্রন্টিয়ার মেলে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে রেল ষ্টেশনে সমবেত বিরাট জনতা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। ডাঃ কিচলু ট্রেন হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে মাল্য-ভূষিত করা হয়। অতঃপর তাঁহাকে সুসজ্জিত মোটরে করিয়া লাজপৎ রায় ভবনে লইয়া যাওয়া হয়।

ডাঃ কিচলুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য লাহোর সহরের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

খড়্গপুরে রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট

খড়্গপুর হইতে প্রাপ্ত এক তারের সংবাদে প্রকাশ যে [illegible] ও [illegible] রেলওয়ে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি. পি. ক্যানকার্ডিনকে গত ২৮শে আহত অবস্থায় মৃত দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহের উপর যে করোণারের তদন্ত হয়, তাহাতে এইরূপ রায় প্রদান করা হইয়াছে যে, মৃতব্যক্তি সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে নিজের দেহে নিজে গুলী চালাইয়াছিল এবং সেই গুলীর আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মিঃ ক্যানকার্ডিন একজন প্রসিদ্ধ পোলো খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে একটী বৃটীশ সৈন্যদলের (রেজিমেন্ট) সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯১৯ সালে তিনি সেণ্টটমাস মাউণ্টে ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন।

মাটির নীচে ১২৫ তোলা সোনা ও ১০ সের রূপা প্রাপ্তি

শেখপুরা হইতে প্রকাশ, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে ৩০ জন পুলিশ গত রবিবার প্রাতে এস্থান হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী বালপুর গ্রামটী ঘেরাও করে।

উহারা ডাকাত দলের ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করে এবং কিছু সোনা ও রূপা এবং একটী বন্দুক উদ্ধার করে।

প্রকাশ, এই ডাকাতরা এক পক্ষকাল পূর্ব্বে [illegible] জেলার লোহেক গ্রামে এক ডাকাতি করে। পুলিশ এই ডাকাতি সম্পর্কে প্রথমে বালপুরে এক জনকে গ্রেপ্তার করে। তথায় তাহারা যে সংবাদ পায়, সে অনুসারে লুণ্ঠিত জিনিষপত্র উদ্ধার করে।

এই ডাকাতদলের কর্ত্তা [illegible] বর্ত্তমান কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। লুটের মাল কোথায় মাটির নীচে লুকান আছে, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য পুলিশ তাহাকে বালপুরে লইয়া যায়। প্রকাশ, ১২৫ তোলা সোনা ও ১০ সের রূপা পুলিশ পাইয়াছে।

রাজাকে হত্যার চেষ্টা

বেলগ্রেড হইতে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার জাগ্রেব যাইবার সময় রাস্তায় তিন জন বিপ্লবী তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিচারে তাহাদিগের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। এই তিন জনের ফাঁসী লইয়া দুই সপ্তাহের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার আট জন বিপ্লবীর প্রাণদণ্ড হইল।

যে তিন জনের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল, তাহাদের সহিত রাস্তায় পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে একজন গোয়েন্দা পুলিশ নিহত হয়। ধৃত জনৈক আসামী বলিয়াছিল, রাজাকে হত্যা করিতে পারিলে সে দুই হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইত।

পেট্রোলে শিশু নরহত্যা

শিলচর হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি পাচর তালুকের জমিদার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর ১৭ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা সত্যরঞ্জন চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ, গত কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় ১টার সময় সত্য অম্বিকাপুরে একটি বাড়ীতে গমন করিয়া তথায় নিদ্রা যায়। প্রকাশ, নিদ্রাবস্থায় তাহার শরীর পেট্রোলে সিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করা হয়। সত্যর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে এবং সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে। তখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তথায় উপস্থিত হয়। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকিয়া পরদিন প্রাতে সে প্রাণ ত্যাগ করে।

মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন এজাহার গ্রহণ করা যায় নাই। কে এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছে পুলিশ অদ্যাপিও তাহা অবধারণ করিতে পারে নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিলাতে রেল সংঘর্ষ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, [illegible] সহরে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রত্যুষ সময়, তখনও সূর্য্যদেবের দেখা নাই, কুয়াসায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না। এমন সময় লণ্ডন হইতে নর্থ ইষ্টার্ণ রেলের যাত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের সহিত আর একখানি এক্সপ্রেস ট্রেনের সংঘর্ষ হইয়াছে। দ্বিতীয় ট্রেনখানি লণ্ডন হইতে এডিনবরা যাইবার জন্য সাত মিনিট পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে ছাড়িয়াছিল।

সংঘর্ষের ফলে তিনখানি রেলগাড়ী এবং ব্রেকভ্যান লাইনচ্যুত হইয়া যায়, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আরোহীর গায়ে আঁচড় লাগে নাই। বাহান্ন মিনিট পরে সব ঠিক হইয়া যাইলে ট্রেনখানি পুনরায় চলিতে আরম্ভ করে। সংঘর্ষের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

কামরাগুলি ইস্পাতের ফ্রেমে তৈয়ারী থাকায় আরোহীদের কোন ক্ষতি হয় নাই।

দুইজন যুবক গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, বিক্রমপুরের অন্তর্গত আমিরগঞ্জে এক ডাকাতির সম্পর্কে ঢাকা [illegible] শ্রীযুক্ত বিনোদ সেনের পুত্র বি-এস সি, শ্রেণীর ছাত্র শান্তি এবং রমেশ ও মোক্তার আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি হাজতবাসের আদেশ হইয়াছে।

ঐ মধ্যে অগ্রহে বাঙ্গলোর

দৈনিক নবাগ্না প্রকাশ

১১শে চৈত্র বুধবার, ১৩৪০

[illegible] । [illegible] কৃষিকেন্দ্র বাবুবা[illegible] পূর্ণ হইয়াছে, ঐহার অন্যান্য সম্পর্ক সরকারী কৃষি বিভাগ পরীক্ষা কার্য চালাইতেছেন। সম্প্রতি ২০টি বন একত্র [illegible] হইয়াছে। প্রয়োজনীয় [illegible] কার্যারম্ভ করিয়াছে। বালি জমিতে যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতি হইয়াছে, সেই সকল জমির উন্নতি সাধনের পরীক্ষা কার্য চলিতেছে। যে সকল [illegible] কোনও কাজে লাগে না, তাহা হইতে সার [illegible] পরীক্ষা কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী কৃষি বিভাগের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। আশা করা যায়, পরীক্ষার ফলে বালুকাপূর্ণ জমির উন্নতির উপায় আবিষ্কৃত হইবে।

সংবাদ পাওয়া যাইতেছে —ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানী লইয়া পাটনার মধ্যে [illegible] এবং যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যায় হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। অযোধ্যায় দাঙ্গাই গুরুতর— সেখানে খুন জখম হইয়াছে; আগুনও লাগিয়াছিল। তবে পুলিশের চেষ্টায় উহা আর বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। প্রতি বৎসরেই হিন্দু মুসলমানের পর্ব্বে কোন না কোন স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা [illegible] থাকে। [illegible] সম্প্রদায়-[illegible] তাহা হইলে এ অশান্তি [illegible] হইতে পারে, নচেৎ নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারও কোন লক্ষণ নাই, উহাতে [illegible] কি লোক এখনও বুঝবে না?

প্রোভিন্সিয়াল কাউন্সিলে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে আমেরিকা, [illegible] অবশ্য [illegible] কার্য্য [illegible] অন্য কোনও দেশের জাহাজে চালান দেওয়া হইবে না। তবে যদি কোনও [illegible] বাহিরে [illegible] অভাব ঘটে, তখন ভিন্ন দেশের জাহাজে [illegible] করা চলিবে। এ সংবাদে অস্ট্রেলিয়ার [illegible] কোন [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] করিবেন না। কিন্তু [illegible] প্রোভিন্সিয়াল কাউন্সিলের অনুমতি লইতে হয়। দেশবাসীর [illegible] বাহিরে [illegible] লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা এ ব্যবস্থা করিয়া হন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে মেয়র নির্ব্বাচনের পালা শেষ না হইতেই [illegible] পদটি [illegible] কার্য্যের জন্য বাঙ্গালী সমাজের স্পর্কই স্বাভাবিক। শুনা যাইতেছে যে, মিঃ ফজলুল হক এবার ঐ পদটি দখলে অধিকার করিতে পারেন, সেজন্য এক দল লোক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অপর দল শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুও যাহাতে আর এক বৎসরের জন্যও মেয়র পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, সেজন্যও চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস [illegible] তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। এখন কে মেয়র হইবেন, ভগবানই জানেন।

যে যে অঞ্চলে প্লেগের প্রকোপ লক্ষিত হইতেছে, এবং ইঁদুরগুলার যে প্লেগের বাহন, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে হইতে জগতে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং প্লেগ দমন করিতে হইলে ইঁদুর দমনের প্রয়োজন। এই কঠিন কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন বটে। পুণা ক্যান্টনমেণ্টের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে সকল দোকানদারগণ পুণার ক্যান্টনমেণ্টের সীমার বাস করে—তাহাদিগকে 'ইঁদুরপ্রুফ' দোকান বানাইতে হইবে, অর্থাৎ একপ দোকান নির্ম্মিত হইবে যে, বাড়ী, সেঁটি, ছোট, বড় কোন ইঁদুর কোন উপায়ে সেই সকল দোকানে প্রবেশ করিতে না পারে। সেকালে লখিন্দরের জন্য সাঁতালী পর্ব্বতে লোহার বাসর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথাপি তাহার ছিদ্রপথে সাপ ঢুকিয়া লখিন্দরকে দংশন করিয়াছিল, অথচ লোক ধারণা এ রকম দোকান বানাইবে যে, দিবারাত্রির মধ্যে কোন সুযোগে কোন ইঁদুর সেই দোকানে প্রবেশ করিতে পারিবে

এ রকম অদ্ভুত আব্দার কেহ কোনকালেও শুনিয়াছেন কি? অগত্যা দোকানদার বেচারারা নিরুপায় হইয়া চাঁদার পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট এবং অর্ন্দাপাট বাহাদুরের নিকট [illegible] করিয়া প্রার্থনা করিয়াছে। এই সঙ্কটের উপর তাহাদের [illegible] আট টাকা হইতে চারশত টাকা দাবী করা হইয়াছে। বিচক্ষণ-ব্যবহার-জন্য উঁহারা চেষ্টা করিতেছেন।

সহযোগী 'ফরোয়ার্ড' বলিতেছেন, 'দেশের লোক অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পোষ্টকার্ড পাইবার জন্য বিরূপ ব্যাকুল, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কারণ, সরকার স্বার্থ পরিষদে কেবল আটটি মাত্র বেশী ভোটের জোরে তিন পয়সার পোষ্টকার্ডের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস পরিষদকে এই বলে প্রলোভনে অংকাবিষ্কৃত করিয়াছিলেন যে, পোষ্টকার্ডের মূল্য আর কমান করিলে ৫৮ লাখ টাকা ক্ষতি হইবে। কিন্তু তিনি বিরূপ গণনার সাহায্যে এই ঘাটি হিসাবে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হয় নাই। তবে আমার কথা এই যে, তিনি আগামী বৎসর ডাক খরচা আরও হ্রাস করা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে চাহিয়াছেন।

বিচিত্রবার্ত্তা

খৃষ্ট-সঙ্গীত ও পদাবলী বাহা বচিত হইয়া সাধারণে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা সর্ব্ব সমেত চারি লক্ষ। এই চারি লক্ষ সঙ্গীতের মধ্যে এক লক্ষ সঙ্গীত আমেরিকাই আবদান।

বিলাতের দুই বেকার কারুকরের অভাবে চুপচাপ বসিয়া না থাকিয়া পাইকেলে চড়িয়া ঘুরিয়া বারোমাসে ৫২১০৮ মাইল চক্র দিয়াছে। এ যোরা বাকে সখের যোরা নয়, চাকরি সন্ধানে তাহা ঘুরিয়ে পাইকেলে চড়িয়া ঘোরাঘুরি করিয়াছে। আমাদের দেশে জন্মিলে ইঁহারা এত ঘুরিত না, নিশ্চয় ঘরের বুড়াবুড়ীকে খাটে ঝুলাইয়া [illegible] গয়া-যাত্রা করাইত!

পৃথিবীতে সব চেয়ে দামী পাথর কি জানেন? পান্না—অবশ্য আকারে বৃহৎ, বেদাগ, স্বচ্ছ ও ঘন রঙের হইলে। একেবারে বেদাগ পান্না এযাবৎ দুনিয়ায় কেহ পায় নাই, দেখে নাই।

বাড়ী ঘেরাও করিয়া প্রহার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ১২ই নভেম্বর [illegible] বধুপুরের [illegible] আলি খাঁর বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে প্রহার করার জন্য কুমিল্লার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে, সি, ঘোষ বধুপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মকবুল আহমদ খাঁ ও অপর কয়েকজনকে দণ্ডিত করিয়াছেন। মকবুল ও অপর ৫ জনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ও ১৪৮ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অপর ৩ জনকে ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, দণ্ডিতেরা সকলেই আপীল করিবে।

জমিদার বাড়ীতে কার্ত্তুজ বাহির

জামালপুর হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার এলাকায় সারাবাড়ীতে সম্প্রতি যে অস্ত্রশস্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহার আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, একটা খোলা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে ৬৫টী কার্ত্তুজ ছিল। ডাঃ রামকমল পাণ্ডের ঔষধালয়ের বাড়ীতে ঐ প্যাকিং বাক্সটা ছিল এবং উহার মধ্যে কতকগুলি কাপড়ের কাগজপত্র রাখা হইয়াছিল। তিনি একজন এল, বি, উপাধিধারী ডাক্তার এবং ভাল চিকিৎসক বলিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ডাক্তার পাণ্ডের কম্পাউণ্ডার সহ চারিজন লোককে, ডাক্তার পাণ্ডেকে ও তাঁহার এক বাড়ীবন্ধুকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ তাহাদিগকে হাজতে রাখিয়া দিন [illegible] ডাক্তার পাণ্ডেকে ৫ শত টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য সকলকে ২৫০ আড়াইশত টাকা হিসাবে জামিন লইয়া মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। পুলিশের আরও তদন্ত চলিতেছে।

বিপন্ন বিহারের সাহায্য

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, ভূকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের সাহায্যের জন্য এই পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌয়ের অধিবাসীগণ বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির নিকট নগদ ১৮ হাজার টাকা এবং ৬ হাজার টাকার জিনিষপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বড়লাটের ও বড়লাটের সাহায্য-ভাণ্ডারে আরও অনেক টাকার চাঁদা প্রেরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের পত্র অনুযায়ী লক্ষ্ণৌয়ের অধিবাসিগণের বিহার সাহায্য-ভাণ্ডার সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সি, বি, গুপ্ত বিহার কেন্দ্রীয় সমিতিতে মনোনীত হইয়াছেন।

আপত্তিকর পুস্তিকা প্রাপ্তি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ষ্টেটনীর আটক বন্দী চন্দ্রকুমার সরকারের মাতা ভাগ্যবতী সরকারের বাড়ীতে খানাতল্লাসের ফলে, ঢাকার শ্রীযুক্ত মাধবী [illegible] লিখিত বাঙ্গালার বিপ্লবাদ পুস্তিকা পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তিকা প্রাপ্তির অভিযোগে চন্দ্রকুমারের [illegible] সুধাকুমার সরকার ও [illegible] প্রাণকুমার মজুমদার ও মহর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামীদের জামিনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। মামলা ৩১ এপ্রিল পর্য্যন্ত মুলতুবী হইয়াছে।

আট সপ্তাহকাল অনশন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, সাহজাহানপুর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত মুন্নালাল আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে ৮ সপ্তাহকাল অনশনে আছেন।

বন্দী স্থানান্তরিত

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ময়মনসিংহের মোডেল স্কুলের ৮ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ সেন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আনীত হন। তিনি নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিপিন সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। রবীন্দ্রকে অপর দুইজন বন্দীর সহিত বহরমপুর বন্দীনিবাসে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত মধ্যাপ চন্দ্র ঘোষ এম এ অপর দুইজন বন্দী সহিত ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে দিওলী বন্দী নিবাসে প্রেরিত হইয়াছেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ } মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ চৈত্র, ৪ঠা এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বুধবার { ৩০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে মার্চ বুধবার দিবস বেলা ১ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি-গ্রামের রঘুনাথ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে গ্রামস্থ ভদ্রলোক ও শিক্ষকবৃন্দের আগ্রহে একটী পারমার্থিক সভার অধিবেশন হয়। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও শতাধিক ছাত্রবৃন্দ এই সভায় যোগদান করেন। শ্রদ্ধাবান্ শিক্ষকবৃন্দ অমর্ষি গৌড়ীয়-মঠস্থ গৌরভক্তগণকে উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে সভাস্থলে উপস্থিত হইলে শিক্ষকবৃন্দ স্বামীজী মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী মহারাজ আসন গ্রহণ করিলে পর অমর্ষি এম. ই. স্কুলের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ... পাল মহাশয় সভাসমক্ষে বলেন যে, অদ্য এই বিদ্যালয়ে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখ হইতে সুমঙ্গল বাণী শ্রবণ করিতে পারিলেই আমরা ধন্য হইব। এত বলিয়া তিনি স্বামীজী মহারাজকে 'শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রকৃত শিক্ষা কি' এতৎ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন।

স্বামীজী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে শ্রীপাদ ...গৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিদেহ মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে একঘণ্টাকালাবধি ওজস্বিনী ভাষায় একটী সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া নিস্তব্ধভাবে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তৎপর স্বামীজী মহারাজ 'পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা' সম্বন্ধে একটী পরম-শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত ...নাথ চন্দ্র দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় স্বামীজী মহারাজকে ও অন্যান্য মঠসেবকগণকে বিদ্যালয় ও গ্রামের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং যাহাতে মধ্যে মধ্যে এই প্রকার চৈতন্যবাণী-শ্রবণের সুযোগ হয় তজ্জন্য শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

গত ৩০শে মার্চ যশোহর জেলার কাঁদরা-নিবাসী নারায়ণগঞ্জ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল, মহোদয় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ নবদ্বীপেশ ... কোলদ্বীপ–সহর নবদ্বীপ দর্শন করিয়া আত্মীয়বর্গ সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান-দর্শনার্থ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। শ্রীধাম মায়াপুরের অপূর্ব-দর্শন, মনোরম চিত্তাকর্ষক শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মলীলাক্ষেত্র, কীর্ত্তনস্থলী ও ধ্রুব লীলাভিনয়ের স্থান ও অন্যান্য লীলাস্থানাদি দর্শন করিয়া বিচিত্র ... শ্রীচৈতন্যমঠাদি একনিষ্ঠ শুদ্ধসেবক গভর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের নিকট হইতে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মের কথা বহুক্ষণ যাবৎ শ্রবণ করেন।

সহর-নবদ্বীপবাসিগণের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ভক্তবৈষ্ণববৃন্দের আচার-প্রচারের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি এবং তাঁহাদের বিশুদ্ধ-নাম-সংকীর্ত্তন দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন ও সময়ান্তরে এখানে আসিবার আন্তরিক ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

—

গত ৩১শে মার্চ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... ভাগবত মহারাজ প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকালে বলেন, ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভক্তের হৃদয়ে প্রথমতঃ কেবলমাত্র ভগবানের পূজা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ—এরূপ ধারণা হয়। তাদৃশী ধারণা কিন্তু ভক্তপূজার মহিমা খর্ব্ব করিয়া ভগবৎ-প্রীতির শিথিলতাই প্রকাশ করে। শাস্ত্র বলেন—

দেব-পিত্রাদির আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেবা হ'চ্ছে—বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণবগণের সেবা। গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া যাহারা ভক্তের সেবায় উদাসীন থাকেন দাম্ভিক, ভক্ত নহে। ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-কল্পে বেদ বলিয়াছেন—"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ"

—অর্থাৎ আত্যন্তিক-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবেন। "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা!"

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব

১০ই চৈত্র তারিখে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ শুদ্ধভক্ত, পঞ্চতত্ত্ব, 'ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ' ও মহামন্ত্র প্রভৃতি প্রেমভরে কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর বেলা ৮টা হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি-সহকারে পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী একঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ...নন্দ ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড হইতে রামভক্ত মুরারী গুপ্তকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রাম-রূপ-দর্শন-প্রদান লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী প্রথমেই বক্তৃতামুখে তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রীরাম-অবতারের নিগূঢ় কারণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কেবল যে রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিবার নিমিত্তই প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, মর্ত্ত্য-জীবগণকে শিক্ষাপ্রদানও তাঁহার অবতরণের অন্যতম কারণ। ধার্ম্মিক ও ভক্ত-ভেদে মর্ত্ত্যজীবকুল দুইপ্রকার। তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যই স্বীয় লীলায় ধার্ম্মিকত্ব ও প্রেমাধীনত্ব—এই দুইপ্রকার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। নতুবা স্ব-স্বরূপে বর্ত্তমান পরমাত্মার সীতাবিরহজনিত দুঃখাদি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এতৎপ্রসঙ্গে সপার্ষদ-শ্রীরামাবতার-শিরোমণি শ্রীগৌর-অবতারের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য অবতারসমূহ নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া অবতারের কার্য্য সম্পাদন, সাধুসংরক্ষণাদি করিয়া থাকেন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রীরামচরিত-সুধা পান করিয়া বক্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠান্তে মিষ্টান্নভোগ মহাপ্রসাদ বিতরণ হওয়ার পর ... মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়। বৈকালিক নানা রংএর আলোকমালায় সুসজ্জিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার নৈপুণ্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়া দর্শকমণ্ডলী পরম প্রীত হন। শ্রীপাদ রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রভাকর প্রভুর শৃঙ্গার-সেবানৈপুণ্য অতিশয় প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] ৪৪৮

নরব্রহ্ম

আমরা [illegible] শাস্ত্রে পরব্রহ্ম, [illegible] ব্রহ্ম [illegible] শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। 'নরব্রহ্ম' শব্দটী [illegible] 'নরব্রহ্ম' শব্দটী [illegible] শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের [illegible] ও তাঁহাদের [illegible] আমাকে যেন কেহ 'সোঽহম্'-মতাবলম্বী মায়াবাদিগণের পদাবলেহী বলিয়া মনে না করেন। 'নরাকৃতি ব্রহ্ম' —শ্রীল ও-বহ্নিজল-মত-বিরুদ্ধ [illegible] গ্রন্থের অবতারণা করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। [illegible] আকার [illegible] করিয়াও [illegible] সেই নরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ [illegible] আশ্রয় [illegible] ভগবান্ [illegible]।

আমরা এই প্রবন্ধে নরব্রহ্ম—কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের [illegible] প্রয়াস পাইতেছি।

আমরা শাস্ত্রে পাই—[illegible] কোটীর অন্তর্গত কোন গুরু [illegible] নহেন।

'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥'

—প্রভৃতি [illegible] প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীগুরুদেব [illegible] নহেন, নরাকার [illegible] আশ্রয়জাতীয় ভগবান্, যিনি আমাদের সকলেরই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের [illegible] একমাত্র অধিকারী। কৃষ্ণকে [illegible] দান করিবার যোগ্যতা [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের আছে, আর কাহারও নাই বা থাকিতে পারে না। সেই জন্য [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবন দাস [illegible] ছেন—

'সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক [illegible]॥'

শ্রীগুরুদেব মহাভাগবত্তম শ্রীকৃষ্ণের [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] ভগবান্ তাঁহার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণভজনের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। [illegible] কৃপাপূর্ব্বক [illegible] ভগবান্ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে বাদ দিয়া হরিভজনের যে প্রয়াস তাহা কংস, জরাসন্ধাদির ন্যায় কৃষ্ণকে বাদ দিয়া বিষ্ণুভজনের প্রয়াসের ন্যায় সম্পূর্ণ নিরর্থক।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যে, সাধুগুরু-সদ্গুরুসেবাশ্রয় পূর্ব্বক তদানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা শিক্ষা না করিলে কেহই শাস্ত্রাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে বা শুদ্ধ হরিভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কেহ কখনও হইতে পারে নাই, বা কখনও পারিবে না। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের [illegible] আত্মমঙ্গলময়ী বাণী।

এই বাণীরই প্রতিধ্বনি—শ্বেতাশ্বতরের মহতী আশিষের ন্যায় শুষ্ক সেবাবিমুখ [illegible] পাষাণ হৃদয়ে কশাঘাত করিয়া দিয়াছেন—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥'

—যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি, আবার যেমন ভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও [illegible] আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই [illegible] বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ উপলব্ধি হওয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

[illegible] প্রাপঞ্চাতীত শ্রীগুরুদেব [illegible] নরব্রহ্মরূপে—মহাভাগবতরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নয়নপথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই [illegible] নিয়ামকরূপে অবস্থান করিয়া [illegible] বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন। [illegible] আত্মতত্ত্ববিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ এবং [illegible] অভয় নির্ভর। আমাদের ন্যায় পতিত জীবকুলকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য হরিকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে এই ভূপে ও বঙ্গনামধন্য প্রদেশে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাপূর্ব্বক গোলোক হইতে অবতরণ বা আগমন।

ভগবদবতার শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ম্মী, [illegible], যোগী, তপস্বী, অভাবশালী বা [illegible]শ্রেণীর কেহ নহেন। তিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ বা সখা, [illegible] অন্য একটী রূপ বা এক কথায় [illegible] হেন সেই ভক্তরূপদেশনদের সম্বন্ধে [illegible]। তাই শাস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপ-বর্ণন করিয়াছেন।

'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥'

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নরব্রহ্ম বা কৃষ্ণ, এই কথা শুনিয়া যেন আমরা ভ্রমক্রমে তাঁহাকে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বা শক্তিমান্ বিষয়-কৃষ্ণ মনে না করি। তিনি শক্তিতত্ত্ব নহেন, ভোক্তৃত্বাভিমান তাঁহার বিন্দুমাত্রও নাই, তিনি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, কৃষ্ণলীলার পরম সহায় এবং মুকুন্দপ্রেষ্ঠ।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে পাই—মাতা,পিতা,জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—ইঁহারা লৌকিক গুরু হইলেও কালক্রোধ্য হওয়ায় ইঁহাদের নিত্যত্ব নাই। পাঠশালার গুরুমহাশয়, বাস্তবিক্য বিদ্যার গুরু মহাশয়—ইঁহারা গুরু নামে পরিচিত হইলেও ইঁহাদের গুরুত্ব সার্ব্বকালিক বা নিত্য নয়। আবার উপায় ও উপেয়-ভেদবাদী জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে সকল গুরু স্বীকার ক'রে থাকেন, তাঁ'দেরও নিত্যত্ব নাই। ত্রিপুটীবিনাশে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না। যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পর গুরুসেবার প্রয়োজন বোধ হয় না; সুতরাং সেইরূপ তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকারবাদে পরা ভক্তি নাই। দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। 'দেবতা' শব্দে অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ; কিন্তু উপরিউক্ত শিক্ষাগুরুগণ গুরুদেব নহেন, ইঁহারা গুরুজন। একজন—দেবতা ভগবান্ ও ভক্তিদাতা আর অন্য একজন—জগৎ-সেবক জীব ও জাগতিক শিক্ষাদাতা।

যে নরব্রহ্মের কথা আজ আমরা আলোচনা করিতে বসিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছি, আমরা কি জানি সেই নরব্রহ্ম কে? এবং তিনি বর্ত্তমানে কোথায়? সূর্য্য স্বপ্রকাশবস্তু হইলেও বা দিবাভাগে উদিত থাকিলেও অন্ধের পক্ষে বা দিবান্ধ পেচকের পক্ষে তাঁহার অদর্শন যেরূপ স্বাভাবিক, অজ্ঞানান্ধ আমি, সত্য অসত্য-ভ্রমকারী আত্মবঞ্চিত আমিও সেইরূপ জগদ্‌গুরুবরের আবির্ভাবে তাঁহার সন্ধান না পাইয়া অন্ধকারময় নরকের পথেই ধাবিত হইতেছি। এমনি আমার দুর্ভাগ্য!

আমি দুর্ভাগা, অযোগ্য, অন্ধ একথা ধ্রুব সত্য; কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় প্রেষ্ঠগণের কৃপাকণ প্রভাবে এইটুকু মাত্র জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে যে, যিনি আমার ন্যায় মূর্খ, ভোগসর্ব্বস্ব, নরকের পথে দ্রুতগতিতে ধাবমান, অনর্থযুক্ত নরপিশাচকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অভয় অশোক পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া আমার নিত্যবসতি-স্থল শ্রীধাম-মায়াপুরে আমার নিত্য বন্ধু সাধুগণের সঙ্গে বাস করিবার দুর্ল্লভ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বজীবারাধ্য সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, নরব্রহ্ম বা মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

আমি আমার একমাত্র সম্বল, একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদনখজ্যোতি-দর্শনে, তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যদর্শনে অযোগ্য হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপ্রাপ্ত স্ব-স্বরূপোপলব্ধ আমার শিক্ষাগুরুবর্গ আমার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের শুদ্ধচিত্তে উদিত গুরুপাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

আমার শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম ভক্তি-সুধার আকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু-রচিত গুরুশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপ্রবর কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ের কথা গুরুপূজার দিনে আমাদিগকে জানাইয়াছেন— 'O my Divine Master, Krishna does what You ask Him to do'—এই চেতনময়ী জীবমঙ্গলপ্রদায়িনী বাণীই চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যিনি আমাদিগকে নিজগুণে শ্রীচরণে কৃপাপূর্ব্বক স্থান দিয়াছেন, সেই গৌড়ীয়মঠাচার্য্য জগদ্‌গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্‌-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই আমার নিত্য-সেব্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আমার নিত্যপ্রভু—আমার প্রাণ, জীবন ও ভূষণ। তিনি শুধু আমার প্রভু নহেন, তিনি জগতের প্রভু, আব্রহ্মস্তম্ব সকলের একমাত্র সেব্য ও নিত্য আশ্রয়স্থল।

পাঠকগণের জন্য আমি এই দিগ্দর্শক বাস্তবসত্য কথা—বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যের নরব্রহ্মত্বের আলোচনায় অবতারণা করি নাই। সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসু ও অকপটভাবে মঙ্গলেচ্ছু ভাগ্যবান্ ব্যক্তির জন্যই আজ এই বাস্তবসত্য নিত্য জগদ্‌গুরুপাদপদ্মের সন্ধান-প্রদানের কিঞ্চিৎ প্রয়াস।

তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, কৃষ্ণ-ভজনের নাম করিয়া আর সময়ক্ষেপের দরকার নাই, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মসমীপে আসিয়া তাঁহার সঙ্গীগণের সঙ্গী হইয়া যান, সর্ব্বক্ষণ গুরু-গৌরের সেবায় উন্মুক্ত থাকুন, ইহাই জীবনের চরম সাফল্য, ইহাই ভজনের সার কথা।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আমার শেষ কথা ও সানুনয় প্রার্থনা এই যে, আমি গুরুবৈষ্ণবের প্রেরণায় যে নরব্রহ্মের কথা-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি অন্য কেহই নহেন, আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মই হ'চ্ছেন—সেই নরব্রহ্ম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ভগবানের সহিত এক দেহ, সেব্য ভগবান্ আর সেবক-ভগবান্, বিষয়-ভগবান্ আর আশ্রয়-ভগবান্। কৃষ্ণ—সেব্য-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্ আর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেবক ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্—বলদেবের দ্বিতীয় তনু।

ইঁহাদেরও প্রিয় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আর কেহ নাই। তাই আমাদের পূর্ব্বগুরু এইরূপ গাহিয়াছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ নিরুক্তং কিল কুরু।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু ॥
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা

[২৯শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, গৌড়ীয়ের সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর গুণ-কীর্ত্তন মুখে বলেন—

শ্রীপাদ অপ্রাকৃতপ্রভু

শ্রীগুরুদেব স্থূল শরীর দেখেই যে বেশী কৃপা করেন, তা'নয়, তাঁর কৃপা সেবানুরূপা। যিনি যে পরিমাণে সেবোন্মুখ, তিনি সেই পরিমাণে শ্রীগুরুকৃপা উপলব্ধি ক'রে আপনাকে 'গুরুদাসানুদাস' অভিমান করেন। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর কথা আমি আর কি ব'লব, বরং শ্রীগুরুদেবই তাঁর সেবা-বৃত্তির প্রশংসা ক'রে থাকেন। কি দর্শন, কি বক্তৃতা—সকল বিষয়েই তিনি প্রশংসার্হ। শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত 'ভক্তিসার' গান করেন ব'লে তিনি 'ভক্তিসারঙ্গ'। 'গোস্বামী' শুধু বংশগত উপাধি নয়, সর্ব্বক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন-হেতু তিনি বিজিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি—গোস্বামী। ভক্তি উপদেশই সকল উপদেশের সার; তিনি নিজে আচরণ ক'রে অন্যের কাছে সেই ভক্তিসার গান করেন ব'লে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে 'মহা-মহোপদেশক'—এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান ক'রেছেন। শ্রীবলদেবের কর্ষণ-লীলার তিনি একজন প্রধান আদর্শ-সেবক। তাঁর কর্ষণ-লীলা বড় সাংঘাতিক, মানুষকে আমরা বরং একটু ছেড়ে দিতে চাই, কিন্তু গোস্বামি-প্রভু তা'র মৃত্যুসময়েও পর্য্যন্ত তা'কে ছেড়ে দিতে চান না, তা'কে দিয়ে কিছু না কিছু সেবা করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন, বলেন—যদি তা'র এমনওকিছু সুকৃতি হয়। তাঁর একটি বচন—

"অসুরে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার।"

জীবের ভক্তের ভোগ্য বস্তুকে ভোগ ক'রবার রাক্ষসী ক্ষুধাকে দমিত ক'রে হরিকথামৃতের ক্ষুধা জাগিয়ে দিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা তিনি শ্রীগুরুকৃপায় লাভ ক'রেছেন। যেমন বাংলা, তেমনই ইংরাজী ভাষায় তিনি এমন সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন যে, তা' শুনে অভক্ত পাষাণ-হৃদয়ও অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও একটু দ্রবীভূত না হ'য়ে পারে না। শ্রীগুরুদেব তাঁকে এমনই এক অমোঘ শক্তি দিয়েছেন যে, যা'তে তাঁ'র নিকট অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ক'রে রাজ-অট্টালিকা হ'তে পর্ণকুটীরবাসী ধনী দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে কেহই কিছু না কিছু হরি-সেবার বিচারবিশিষ্ট না হ'য়ে পারে না। তিনি আমাদের পূজনীয়—আদরণীয় এবং প্রিয়—পরম বান্ধব। আমি তাঁ'র কৃপা প্রার্থনা করি।

অতঃপর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু উপদেশক শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তি-কুমুদ প্রভুকে ধন্যবাদ-প্রদানের ভার দিলে তিনি উঠে বলেন —

শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু

সজ্জনবৃন্দ, সুবাসুর সকলেই অন্তর ও বাহ্যিকভাবে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকলেও শাস্ত্র আমাদিগকে শুদ্ধপন্থা বৈষ্ণবগণের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত করেন, তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, নির্ম্মলচিত্তে আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গাধভাব উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করি। শাস্ত্র ভগবদ্-গুণ-কীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ক'রেছেন, তাই এই সভায় ভক্তমহিমা-কীর্ত্তন একটি প্রধান অঙ্গ-বিশেষ। মহাজনেরা ব'লেছেন —'ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা'', "জীবে দয়া, নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন ইহা হৈতে ধর্ম্ম নাহি শুন সনাতন।" আমার রোগ শোক-মোহ-ক্লাপগত চিত্তের প্রসাদনের জন্য শ্রীগুরুদেব আমাকে ভক্তের অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের সৌভাগ্য দান ক'রে আমার প্রতি আজ পরম করুণা প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়? তিনি প্রভুপাদের প্রিয়তম, নিষ্কপট-সেবক এবং স্নেহবিগ্রহ, আর আমি অকিঞ্চন, আপনাকে 'গুরুদাস' অভিমান না ক'রতে পেরে দৈন্য-বিশেষ। তিনি আমার এই সেবা-বৈমুখ্য দূর ক'রে আমাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তনে সামর্থ্য দিউন, আমার জীবন ধন্য হউক, ইহাই আজ আমার একান্ত প্রার্থনা। তিনি অনন্তগুণ-বিশিষ্ট। তাঁর সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং সুদর্শন সাহায্যে তিনি লোকের অন্তর্দর্শনে সমর্থ। প্রশান্ত-মহাসাগরের ন্যায় অতি-গম্ভীর প্রভুপাদের চিত্ত বিলোড়ন ক'রতে বালক স্বভাব পরমানন্দ অদ্বিতীয়, প্রভুপাদ তাঁ'র নিকট গাম্ভীর্য্য রক্ষা ক'রতে পারেন না। তিনি গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দের আনুগত্যে অভিমানী, শ্রীযামুনাচার্য্যের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত। মধুর হরিসেবা দ্বারা তাঁ'র জীবন মধুময়, তাঁ'র সবই মধুর। তিনি রন্ধন কার্য্যে সুনিপুণ, স্থাপত্য-শিল্প-কলাবিদ্যায় কুশল, ভক্তিশাস্ত্রে পারঙ্গত, কবিতা-রচনায় দক্ষ, শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় অগ্রণী। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠ—পণ্ডিত, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ; আর আমি অধম, পতিত, নষ্ট। সেজন্য আমি তাঁ'কে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রছি, তিনি পাপিষ্ঠ আমাকে 'উচ্ছিষ্ট' ব'লে তাঁর নিজগুণে নিজ প্রকোষ্ঠে টেনে নিয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বিগ্রহ সেবায় অধিকার দিলে আমি কৃতকৃতার্থ হ'ব।

শ্রীরামভজন ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের বৈশিষ্ট্য

[বিগত ১১ই চৈত্র (১৩৪০) রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম]

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং
লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

আমাকে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে "শ্রীরামভজন ও শ্রীকৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য।" গতকল্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি গিয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রে, কর্কটলগ্নে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ বিষ্ণু। জগতে ভগবানের যে-সকল লীলা-বতার-অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তা'র মধ্যে রামচন্দ্রের লীলা যতটা সাধারণের নিকট প্রীতি ও রুচিকর ব'লে অভিনন্দিত হ'য়েছে, বোধ হয় অন্য কোন বিষ্ণুর অবতারের লীলা সেইরূপ অভিনন্দিত হয় নাই। তা'র কারণ, ভগবান্ রামচন্দ্র যে সকল লীলা জগতে প্রকট ক'রেছেন, তাহা গৃহস্থ জীবনের ও সাধারণ জীবের ধারণার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহদেবের লীলা বা অবতারী শ্রীকৃষ্ণের লীলা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে নাই। কারণ মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ অবতারসমূহ সাধারণ মানুষের আকৃতি নিয়ে জগতে অবতীর্ণ হন নাই। মৎস্য-ভগবান্, কূর্ম্ম-ভগবান্, বরাহ-ভগবানের লীলা সাধারণ লোকের ধারণায় সঙ্গে খাপ খায় না। যদিও শ্রীনৃসিংহদেব অর্দ্ধনরাকৃতি তনু প্রকাশ ক'রেছেন, তথাপি তাহা মানুষে ধারণা করতে পারে না। ভগবান্ কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রেছেন, গোপীগণের সঙ্গে বিবিধ লীলা ক'রেছেন,—এই সমস্ত মানুষের নিকট অস্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র মানুষের বিশেষ উপযোগী লীলা ক'রেছেন।

আমাদের বাঙ্গালায় রামচন্দ্রের উপাসক কিছু কিছু আছেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রামচন্দ্রের উপাসক খুব বেশী; এমন কি, মহাপ্রভু যে মধ্বাচার্য্যকে গুরু ব'লে গ্রহণ ক'রবার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই মধ্বাচার্য্যের প্রকটভূমি উড়ুপীর কৃষ্ণমঠ উত্তরাঢ়ী মঠে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনার প্রচলন আছে—তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে রামের উপাসনা বেশী। শ্রীরামানুজীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীনারায়ণ ও লক্ষ্মণ-সীতা-সমন্বিত আছে। তিরুপতিতে ও অন্যান্য স্থানে রামানুজীয়গণ শ্রীরামমূর্ত্তির উপাসনা ক'রে থাকেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অধস্তনরূপে যে রামানন্দ আবির্ভূত হ'য়েছেন, তিনি বিপুলভাবে সীতারামের উপাসনা প্রচলন ক'রেছেন। তুলসী দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু এঁদের বিচার ঠিক শ্রী-সম্প্রদায়ের—রামানুজের বিচার হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রেছে। এঁদের রামচন্দ্রের উপাসনায় নির্ব্বিশেষভাবে আংশিক আছে। যা'হোক এই কথারেং বা রামাৎ-সম্প্রদায়ে সীতা-রামের উপাসনায় অধিক প্রচলন হ'য়েছে।

যখন শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন, তখন সিদ্ধবট নামক স্থানে এক রামভক্ত বিপ্রের সঙ্গে তাঁ'র সাক্ষাৎ হয়। তিনি সর্ব্বক্ষণ রামনাম জপ কীর্ত্তন করতেন; মহাপ্রভু বহু স্থান ভ্রমণ ক'রে পুনরায় সিদ্ধবটে এসে দেখলেন,—যে রামভক্ত বিপ্র কখনো রাম ছাড়া অন্য নাম, অন্য কথা উচ্চারণ ক'রতেন না, তিনি অনবরত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ক'রছেন। মহাপ্রভু তা'কে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,— "তুমি এখন কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর কেন?" তখন বিপ্র বললেন, "বাল্যকাল হ'তে আমি রামনাম জপ করি - কিন্তু এখন হ'তেই আমার একটা স্বভাব এই ছিল যে যেখানে যত নাম-মাহাত্ম্য আছে, সব আমি সংগ্রহ ক'রেছি; আপনার কৃপায়—আপনার ন্যায় মহাত্মার দর্শন হ'তে কে যেন আমাকে অন্তরে ব'লে দিয়েছেন,— "আচ্ছা তুমি এতদিন নাম-মাহাত্ম্য সংগ্রহ ক'রেছ, তা' একবার আলোচনা ক'রে দেখ দেখি।" তাই আলোচনা ক'রে দেখেছি,—"সহস্রবার বিষ্ণুনাম জপ করলে একবার রামনাম-জপের সমান হয়, আবার তিনবার রামনাম জপ ক'রলে একবার কৃষ্ণনাম-জপের সমান হয়।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible]

১। [illegible] ৬৲
২। শ্রী[illegible] ।০
[illegible] ২৸৹
[illegible] ।৶০
৩। [illegible]
([illegible]) ৬
৪। [illegible] (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ।০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। [illegible] ।০
শ্রীচৈতন্য[illegible]
শ্রী[illegible] (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা ([illegible]) ১৸০
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। [illegible] ।০
১২। [illegible]
(বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible]
[illegible]) ।০
১৪। বৈষ্ণব[illegible] ৲
১৫। শ্রী[illegible] ।৹
১৬। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৭। [illegible] ([illegible]) ৸০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৶০
১৯। [illegible] ।৶০
২০। [illegible] (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ [illegible] ৸০
২২। [illegible] ৶০
২৩। [illegible] ৵১০
২৪। [illegible] ৶০
২৫। ঐ [illegible] ৶০
২৬। [illegible] ৶০
২৭। [illegible] ।০
২৮। [illegible] ।০
২৯। [illegible] ৵০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] ২৸০
৩২। [illegible] ৵০
৩৩। [illegible] ৵০
৩৪। [illegible] ৵০
৩৫। [illegible] ৵০
৩৬। [illegible] ৵০
৩৭। [illegible] (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ৫৲০
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ।০
ঐ [illegible]) ।৵০
৪০। বৈষ্ণব[illegible]
([illegible]) ৩
৪১। [illegible] ।০
৪২। [illegible] (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। [illegible] ৸০
৪৫। [illegible] ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রী[illegible] (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। [illegible] ৵০
৪৯। [illegible] ([illegible]
[illegible]) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। [illegible] ৶০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ৵০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। [illegible] ।৶০
৬২। [illegible]
[illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ৵০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible]
[illegible] ।০
৬৭। [illegible] ২৸০
৬৮। শ্রী[illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ।০
৭১। [illegible] ৵১০
৭২। [illegible] ৵০
৭৩। [illegible] ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেব গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাসদা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ মায়াপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সখীগোপাল, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৩২ নং কারিকপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরায় ঠাকুরের কুঞ্জ বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্ল্যাডষ্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমলানন্দ গোস্বামী বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি উত্তম ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বৃহদাকার জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র-মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী-প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩,	৭—১৩,	১৫—৬	১৭—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—২০,	৯—৪৬,	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৭—৩৮,	২০—১৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২৭	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

শহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৪৫	১০-৩৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৩
কৃষ্ণনগর রোড—	৭-৫৩	১০-৫৫	১৩-৩০	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০ ৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯ ৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫,১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৫৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৫৭	৯-৩৭	১২-১২	১৫-৪৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	—৩৯	১২-২৩	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-১৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-২১	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লোহা কাষ্ঠাদি

২১শে মার্চ ১৯৩৪

টিনের টৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা)	৭॥০—৫৬০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫/০—৫৶০
মরচা (রি-আইরণ)	৬৶০—৬৶০
বেজল আয়রণ (কোনা)	৬—৭।০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ " "	১১/০
২৬ গেজ " "	১৭।৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪
২৪ গেজ প্লাঃ সেন শীট—	১১।৶০
২৬ গেজ " "	১২।৶০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৶০—১৪

বাগান বেড়া কাঁটাতার ১০০

গজের দাম	৮।০
টিন পাতি	৬।/০—৬।৶০
" গোলটু (গোল)	৬।/০—৭।৶০
" গরাদে (চৌকা)	৬/০—৭।৶০
" গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫—৫॥০
" টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৬—৬
" বাণ্ডিল তার	৭।০—৭৸০
" সেট—টিন করা মোটা	
গজের	৮—৮৶০
" চাদর ৩-১৬ গজ বাণ্ডিল	৯।৶—১১।০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১।০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—[illegible]
প্যাটেণ্ট পেরেক ৩—৮ ইঞ্চ	১২—১৪
জালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২।৶—২॥০ মাত্র
কোদাল ৩, ৫, ৬, ৭৸/০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ ডঃ	
ঐ টিন প্যাটার্ন ৫৸৶০ ডেঃ নং	৯।৶০ "
প্লাঃ সেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চ	১।০ ৸০
ঐ টিফিন " ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ "
লোহার চেয়ার বক্সের গোল ৭	
চৌকা	৮।০— "
ঐ তারের লোহার সিট	১৫ "
ঐ বেতের (এ বেত সিট)	১৮ "
লোহার স্ক্রু—৩ ইঞ্চি ৶১০—।৶০ গ্রোস	
ঐ কড়া ৭৩ নং	
.৫—৮ ইঞ্চি	।১০—।৶০ গেঃ ডজন
প্লাঃ তার ১৩—২২ নং	
(গেজ)	১২॥০—১৪।০ হন্দর
প্লাঃ হিঞ্জ (মহকা)	
১২ ইঞ্চি	।৶—।৶১০ পীস
প্লাঃ হাসিয়ং বা জোড়া	
৩ ইঞ্চি	।০—।৶০ "
প্লাঃ স্ক্রু ১।০—২।০ ডাঃ ২০—২৯ হন্দর	
প্লাঃ ঝালাই চাক	১১।০—১২॥০
প্লাঃ বোল্ট-নাট ৬—৭ ইঞ্চি	
	।৶১০—১৶০ গ্রোস
চালাই বেদিং	৩।০—৩॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
চিউব ওয়েলের জন্য প্লাঃ	
পাইপ১২ ডাক	।০/৫ ফুট
পাম্প	৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪ ৬নং ১৬
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ মাউ ২।০ ৩।০ মণ	

মন্মথকুমার মল্লিক ৫৫ নং লাং লেন

লোহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

এক্সেক এলোক মার্ক (২ টিন)		৯।৫
হস্তী মার্কা	"	৩॥০
ম্যালোরিয়া	"	৭

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৶
গিনি	৩৩৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ সুড়রা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮৯৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৯।০
৭ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫ , ঋণ (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৮-৬৮) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ঋণ :— ১০৫৸/০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কল্‌ড্ ই)		১২৯৪।০
সেণ্ট্রাল	ঐ	৫২

কাপড় ও সুতার কল

বসন্ত মিল	৪৫

পাট কল

আগড়া	৫০
আর্ম্মেনিয়ান	১৯৫
গঙ্গা	১৬৩
হাওড়া	১৫০
কেন্দ্র	৩৭০
ভুইত	২৬৫
ক্লাইভ	২১।০
ডালহৌসী	৩০৮।০
বেঙ্গল	৪০৫

'কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহারী পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া, পালা, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জ্বর আরোগ্যের একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার আদর সর্বত্র। সমস্ত কাগজাদি এবং নূতন ও পুরাতন রোগীর প্রশংসাপত্র দেখিয়া বিচার করুন।
মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১০২ হারিসন রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর— গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড় শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিজ্ঞান পরীক্ষায় বিপদ

আম্বালা হইতে প্রকাশ, স্থানীয় ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ড হাইস্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের রসায়নের ব্যবহারিক পরীক্ষা লওয়া হইতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ হয়।

একটি ছাত্রকে ক্লোরিন গ্যাস প্রস্তুত করিতে বলা হয়। গ্যাসের গুণাবলী দেখাইবার সময় ক্লোরিন গ্যাসপূর্ণ এক বোতলের নিকট বালকটি দিয়াশলাই জ্বালায়। ইহাতে বোতল সশব্দে ফাটিয়া গিয়া সমস্ত কক্ষ ক্লোরিন বিষ বাষ্পে পূর্ণ হইয়া যায়। ছাত্রটী তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে, অন্যান্য ছাত্র প্রাণভয়ে পলায়ন করে। অনেক কষ্টে বালকের চৈতন্য সম্পাদন করান গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কে. ভি. রেড্ডি

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত কে, ভি রেড্ডি মাদ্রাজ সরকারের আইন সভার অধ্যক্ষের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ১১ই এপ্রিল তারিখে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

প্রকাশ, মিঃ বি, এ, ভাটেসন পুনরায় স্যার কে, ভি. রেড্ডির স্থানে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য মনোনীত হইবেন।

চট্টগ্রামে যুবক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত বাগদণ্ডী গ্রামের নন্দন ভট্টাচার্য্য নামে এক যুবককে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা জালের কারখানা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা জালের মামলা আরম্ভ হইয়াছে। গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার সাহেব আলি খাঁ আসামীদের গ্রেপ্তার করেন। সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্যদানকালে দাবি বলেন যে, দিল্লীতে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা জাল করিবার কারখানা আছে এইরূপ সংবাদ পাইয়া তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত আসামীর বাটীতে হানা দিয়া তিনি তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। আসামী সেই সময় কারখানার মধ্যে কাজ করিতেছিল। খানাতল্লাসের ফলে প্রাপ্ত জাল মুদ্রা তিনি আদালতে প্রদর্শন করেন।

প্রকাশ, জাল মুদ্রা কিভাবে আসিতেছে সেই বিষয় পাঞ্জাব ও আফগানিস্থান সরকার দীর্ঘকাল চিন্তা করিতেছিলেন। বিদেশের দেশে নানা প্রকার অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহারা ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কতকগুলি লোক ভারত হইতে ফিরিলে তাহাদের নিকট এইরূপ মুদ্রা পাওয়া যায় এবং তাহাতে সন্দেহ হয় যে, ভারতবর্ষ হইতেই এগুলি আসিতেছে। অতঃপর উভয় দেশের সরকার ভারতীয় পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাহার ফলে দীর্ঘ কালের চেষ্টার পর এই কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়।

ভূকম্পে সাহায্য দানকুণ্ঠা

কানপুর জিলা বোর্ড বিহারের ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে যে ১৫ শত টাকা প্রদানের সংকল্প করিয়াছিলেন, বিভাগীয় কমিশনার তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কমিশনার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বোর্ড তাঁহাদের এলেকার বাহিরে আইন সঙ্গত অর্থ সাহায্য করিতে পারে না।

জার্ম্মাণ রাজ্যে বৃটিশ ফিল্ম

লণ্ডন হইতে প্রকাশ 'কাথারিন দি গ্রেট' নামক বৃটিশ ফিল্ম সেন্সর কর্ত্তৃক মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও জার্ম্মাণ রাজ্যে প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কমন্স সভায় প্রশ্ন উঠিলে স্যার জন সাইমন বলিয়াছেন। বৃটেনের শিল্পী সজ্ঞ ফিল্ম প্রস্তুত কারকের পক্ষ হইতে জার্ম্মানী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত লেখালেখি করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষকে পুনরায় বিবেচনা করিতে বলা হইয়াছে।

লণ্ডনস্থ জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও দেখা করিয়াছেন। উহার বিধান কর্ত্তৃপক্ষের সহিত লেখালেখি করিতে হইবে।

যুবক বৈমানিকের কৃতিত্ব

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিঃ এইচ, এল, ব্রুক ইংলণ্ডের হ্যারোগেটের একজন যুবক বৈমানিক; মাত্র এক বৎসর শিখিয়াই তিনি বিমান-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া গমন করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি লিম্পনে বিমানঘাঁটি হইতে বাহির হইয়াছেন। উদ্দেশ্য মাত্র চার্লস কিংসফোর্ড স্মিথের রেকর্ড ভঙ্গ।

মিঃ ব্রুকের বিস্ময়ী পৌছিবার কথা। ইতিমধ্যে স্কট নামক বৃটিশ বিমানে তিনি বাহির হইয়াছেন। এক বিমানে মিঃ ম্যাকগ্রেগর আটলান্টিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মিঃ ব্রুক বলিয়াছেন, একাকি বিমানে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে পারিলে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যের প্রতিযোগিতা তাঁহার পক্ষে নূতন বোধ হইবে না।

জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

দিল্লী হইতে প্রকাশ, "মাখা ওয়াশিংটন" নামক ইতালীয় জাহাজ পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। একে আগুন—তার হঠাৎ প্রকোপ উঠিল বলিয়া জাহাজখানাকে ভস্মীভূত করিয়াছে, উপরের মিস্ত্রিদি কোনদের কিছু বাঁচাতে কিছু নাই। প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে।

জাহাজখানির ওজন আট হাজার তিন শত সাতচল্লিশ টন হইবে। ১৯০৮ সালে পোর্ট গ্লাসগোতে রসেল কোম্পানী উহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
বার্ষিক দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
এক সংখ্যার
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৮০, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:::—

পঞ্জাবের আটক মন্ত্রী

লাহোর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত এইচ, টি, বাৎসায়ন সভার সংযোজক কোষাধ্যক্ষ অদ্যাবধি লাহোর কোর্টে আটক ছিলেন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে বিনা অনুমতিতে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির এলেকা ত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাৎসায়ন মিষ্টি ষড়যন্ত্র মামলার সম্পর্কে বিস্ফোরক পদার্থ আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত হন। লাহোর হাইকোর্ট হইতে তাঁহাকে ২৪ ফেব্রুয়ারী জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

—

বহরমপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, এই সংবাদের প্রায় এক মাইল দূরবর্তী খাগড়াঘাট রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্বরূপগঞ্জ ও মানকরা প্রভৃতির ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন মহিলা সহ তিন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বহু বাড়ীঘর প্রায় ৫ শত কুটির ভস্মীভূত হইয়াছে। অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

—

সৈনিকের সলিল সমাধি

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, সিংহ রেজিমেন্টের ১৬, জনসন নামে একজন সৈনিক নর্মদা নদীতে স্নান করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, জনসন ২০ জন সঙ্গীসহ পার্ব্বত্য নর্মদায় গমন করে। স্নান করিবার সময় সে তাহার একজন সঙ্গীকে বিপদগ্রস্ত দেখিতে পায়। সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু ঐরূপ করাতে সে নিজেই বিপদে পড়ে। অন্য সকল সঙ্গীর চেষ্টাতেও তাহাকে রক্ষা করা যায় না। প্রায় তিন ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহ পরে জব্বলপুরে আনীত হয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৩১ বৎসর হইয়াছিল।

—

বঙ্গীয় অধ্যাপক সম্মেলন

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ ডাঃ ডব্লু, এস, আর্কুহার্টের সভাপতিত্বে এখানে রাজেন্দ্র কলেজ গৃহে বঙ্গীয় অধ্যাপক সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার নানাস্থান হইতে বহু কলেজের অধ্যাপক সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

বাঙ্গালার লাট শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ বটমলি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। বাঙ্গালার লাট তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন,—আজ বাংলার কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে কাল তাহারাই রাষ্ট্র-জীবন কর্ণধার হইবে। তাহাদের চরিত্র গঠন করার দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠের পরে ডাঃ আর্কুহার্ট তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন, অধিবেশন শেষ হইলে ডঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন আধুনিক যুবক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

—

বারভাঙ্গায় গান্ধীজী

দারভাঙ্গা হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী, শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মীরাবেন, মিস এ, হ্যারিসন ও অন্যান্য অনেকজনের সহিত মোটরে ৩১শে মার্চ্চ বৈকাল ৪টায় সময় কামতৌল হইতে দারভাঙ্গায় পৌঁছিয়াছেন। কুমার বিশ্বেশ্বর সিং দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন এবং রাজ অতিথি সদনে লইয়া যান।

— —

অল্পকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর গান্ধীজী নিকটের এক বিরাট জনসভায় গমন করেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান কুমার গঙ্গানন্দ সিং তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলে গান্ধীজী এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, এক সময়ে যে সব স্থান উন্নত ছিল তাহা এখন ধ্বংস হইয়াছে, উর্ব্বর জমি বালুকাবৃত হইয়াছে। ভারতের লোকের শতাব্দী পর শতাব্দী ধরিয়া সাধিত পাপের জন্যই এই সব দুঃখ কষ্ট দেখা দিয়াছে।

—

সীতাহাটে সশস্ত্র ডাকাতি

জঙ্গীপুর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, এই জেলার এক স্থানে গত বুধবার রাত্রিতে একদল দস্যু অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জনৈক গ্রামবাসীর বাড়ীতে হানা দেয়। বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করিবার হুমকী দেখাইয়া সর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে।

—

অযোধ্যায় হিন্দু সভা কর্তৃপক্ষ

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, হিন্দু মহাসভার অনারারী সেক্রেটারী শ্রীযুত পদ্মপৎ রায় দিল্লী হইতে অযোধ্যা যাত্রা করিয়াছেন। তথায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তিনি সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতে যাইতেছেন। তাহার পর হিন্দু মহাসভার সভাপতি ভাই পরমানন্দের নিকট রিপোর্ট দিবেন।

—

মনোনীত অর্দ্ধ সদস্য সার ক্লীপ

নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশ, মনোনীত অর্দ্ধ-সদস্য সার পার্সি জেমস ক্লীপ আগামী ওরা মে বোম্বাইয়ে অবতরণ করিবেন এবং কাঁহার আগমনের জন্য সরাসরি সিমলা যাত্রা করিবেন সার জর্জ সুষ্টার পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশন শেষ হইবার পর তাঁহার ভার গ্রহণ করিবেন এবং তিনি যে বোম্বাইয়ে জাহাজে উঠিবেন।

—

ইন্সপেক্টারের রিভলভার উধাও

পাটনা হইতে প্রকাশ, পীরবহর থানার অস্থায়ী গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মিঃ বোস সংলগ্ন বাড়ী হইতে একটি রিভলভার, কিছু টাকা, নোট, ক্যাশ সার্টিফিকেট ও গহনা রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

—

গান্ধীজীর ভ্রমণ

পাটনা হইতে প্রকাশ, হরিজন ভ্রমণের সম্পর্কে গান্ধীজী ১৫ এপ্রিল তারিখে পূর্ণিয়া যাত্রা করিবেন। তিনি ২৫ এপ্রিল পূর্ণিয়া ত্যাগ করিয়া ১০ই এপ্রিল সোহাগী যাত্রা করিবেন। তিনি আসামের কয়েকটী জেলা পরিভ্রমণ করিবেন এবং সম্ভবতঃ ২০শে এপ্রিল তারিখে পাটনায় প্রত্যাবর্তন করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

হিন্দু মহাসভার ... বাবুর ... দৈনিকে ... বলিয়াছেন, এদেশে আমরা ... ভুক্তভোগী আছি। ... কারণ ... চারিদিকের ... উৎসাহ-উদ্যমের কোন লক্ষণই নাই। সব জায়গাই কেমন একটা নির্জীবতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ... জাগিয়া গানের পর গান, কিন্তু তাহার পর যা, তা সকলেই জানেন।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছেলেদের মুখে যে সব ... কথা আমরা শুনিয়াছি— সে ... বা ... আজ কোথায়? তাহাকে আমরা ... কাম, দুঃখ এ জগতে নাই, আছে কেবল তার ছায়া বা ... সুখের আকর ভগবান্। তাঁকে বাদ দিলেই যত দুঃখ-ব্যথা।

সিন্ধু দেশের হিন্দুদের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছে। ... জাতীয় ... সরকারী কর্মচারীদের ... সভায় যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই, স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়া এ সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন ফল হয় নাই। ... অনেক ... আজকাল ... কাম-... সভায় ... না কি জানাইয়াছেন, ... (?) হউক আর যে সভাই হউক, আজকাল সকল সভাতেই রাজনৈতিক আলোচনা আসিয়া পড়ে, উহা এড়াইবার উপায় নাই, এই জন্যই তিনি সরকারের কর্মচারীদের উহাতে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ... কমিশনার ... দেশের ... পূর্ব্বেই যোগ ... কর্মচারী-দের নিকট ... না পারে ... ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; ... অবশ্যনীয়।

মিরাটে কংগ্রেস নেতৃবর্গের অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন। দেশের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত প্রায়। তাই আন্দোলনের কার্য্যতালিকার পরিবর্তনের জন্য, কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে এ ভাব প্রবল হইয়াছে। একটা নূতন কার্য্যক্রম চাই ... হইয়াই বহু কংগ্রেস-সেবীর চিন্তার বিষয় দাঁড়াইয়াছে। বিহার ভবনে স্বরাজ্য সভা বসিয়াছিল। ডাঃ আনসারীর ভবনের পরামর্শ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু এখনও পাকাপাকি কিছু স্থির হয় নাই। তবে যাহা হউক, একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য কংগ্রেস নেতারা যে ... হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বুঝা যাইতেছে।

একটা কিছু যে করা প্রয়োজন, তাহা অনেকেই বলেন। কিন্তু সেই একটা কিছু কি, তাহা লইয়াই কথা। স্বরাজ্য সম্মেলনের আলোচনায় কোনও সুস্পষ্ট নীতি এখনও স্থির হয় নাই।

সীমান্ত গান্ধীর ভ্রাতুষ্পুত্র ... খাঁর ... ফলে তাঁহার ... অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহার উৎকণ্ঠা ... ... চেষ্টা ... পর পুনরায় তাঁহার নিষ্কৃতি দানের জন্য প্রার্থনার প্রার্থনাকারীর সহৃদয়তা প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু ... না ... বুঝিতে অধিক ... প্রয়োজন হয় না। ... সীমান্ত গান্ধীর নিকট ... তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, আবার দ্বিতীয় ভ্রাতু-... এক সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, ... খাঁ-মুক্তির জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হউক। যদি কেহ কোন কারণে ... বলে ... আপনাকে ... তাহা হইলে ... তাঁহার নিজের। '... ...'।

... হাসপাতাল হইতে রোগী উদ্ধার

গত ১৫ই জানুয়ারী বিহারের ভূমিকম্পে একটি হাসপাতাল ভগ্ন হইয়া যায়। সেই সময় বিহার এবং উড়িষ্যা পুলিসের কনেষ্টবল ... ... রোগীদের অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত উদ্ধার করিয়াছিল। উহাদের পুরস্কারস্বরূপ ... ... পুলিস পদক দান করিয়াছেন।

বিমানের ছড়াছড়ি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, এবার সকল দেশেই বিমান। বিস্ময়ের বিমান তৈয়ারীর ... ... । ফ্রান্সে ... ... তৈয়ারী হবে, অষ্ট্রিয়া হইতে ..., ইটালীতে পাঁচ এবং বেলজিয়মে চার। তারপর আগামী ১৯৩৫ সনের ... পরে প্রকাশিত হইবে। ইটালীর বিমান একবার ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিল, এবারেও তৈয়ারী হইলেই ভারত এবং অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করিবে।

সীতামারীতে নূতন বিপদ

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত কয়েক দিনের মধ্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সীতামারী মহকুমার কতকগুলি পল্লী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মসাৎ হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ ঘটিতে না পারে তজ্জন্য হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটী একটি অগ্নিনির্বাপক দল গঠন করিয়াছেন। সীতামারী সহর ২০টি কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবক ও ২৫ বালতী করিয়া জল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। আগুন লাগিলে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাড়াতাড়ি উহা নিভাইতে চেষ্টা করিবে।

বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা প্রাপ্তি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এস, এন, রায় ... থানার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামের কুমারী কুন্দপ্রভা সেনকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কুমারী কুন্দপ্রভা গত বৎসর ২১শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার হন। কয়েকটি ... ও বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা ও লেখা রাখার অভিযোগে তাঁহাকে বঙ্গীয় বিশেষক্ষমতা আইনের ১৬ ও ১৭ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি অভিযোগ স্বীকার করেন।

কলেজের ছাত্র জামিনে আবদ্ধ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রাম কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত নিরঞ্জনপ্রসাদ দাসকে এক বৎসর কাল ভাল থাকিবার সর্ত্তে ৫০০ টাকার জামিনে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

তাঁহার নিকট কয়েকটি আপত্তিকর লেখা পাওয়া যায়। সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বঙ্গীয় বিশেষক্ষমতা আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দোষ স্বীকার করেন।

বর্ম্মায় মৃত্যু

মৌলমীন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ... এর ... য়ুরোপীয় ম্যানেজার মিঃ ... , গ্রেসার তাঁহার ক্যাবেন ... ... দিনের বর্ম্মার ... বেলা ২টার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হত্যাকারী এই হত্যাকাণ্ডের পর নিজেও ... আঘাতে আত্মহত্যা করিয়াছে।

বৃহস্পতিবার মৌলমীনে ... ... গ্রেসারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইয়াছে। "রেঙ্গুন গেজেট" প্রকাশ, উক্ত ক্যাবেন ভৃত্য তাহার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিতেছিল। মিঃ গ্রেসার উহাদের বাসায় যাইয়া দুইজনকে ঝগড়া থামাইতে বলেন। ইহাতেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে মিঃ গ্রেসারকে আক্রমণ করে। সে বর্ম্মার ... মিঃ গ্রেসারের ... ২ ... আঘাত করে। পরে সেই অস্ত্রেই সে নিজেও আত্মহত্যা করে।

সন্তরণবীর প্রফুল্ল ঘোষের নূতন সাঁতার

গত ২৯শে মার্চ্চ ... পুষ্করিণীতে অবিরতভাবে সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার ঘোষ ২৫ ঘণ্টা সন্তরণ করিবার জন্য বৈকালে ৫—৩৫ মিনিট সময় জলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অবতীর্ণ সময় মিঃ এস. এন, বসু (ব্যারিষ্টার) শ্রীযুত ... বসু (মেয়র) কে, সি, ... (এডভোকেট), ডি, এন, ..., বেঙ্গল অলিম্পিক এসোঃ এস. সেন. এটর্ণি এডভোকেট প্রভৃতি বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় খেলা-ধূলা

মিলিটারী মোহনবেগান দল ভবানীপুর মাঠে খেলিয়া স্থানীয় দলকে তিন গোলে হারাইয়া দিয়াছে। কয়েক দিবস আগে ভবানীপুর দল ... দলের সহিত এইরূপ গোল সংখ্যায় পরাজিত হইয়াছিল। তবে এই খেলায় আর সেই খেলায় প্রভেদ যে, সেদিন ... ভাল টিম দিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহা হউক, টিম পরিবর্তিত হইলেও বিশেষ আসে যায় নাই। তাহারা যেরূপ খেলিয়াছিল, সে হিসাবে খেলায় পরাজয় ঠিক হয় নাই। ভবানীপুর দলের গোল করা উচিত ছিল।

ভবানীপুর দল প্রথমে আক্রমণ করে এবং মিলিটারী মোহনবেগান দল একের পর আর একটি গোল করিয়া বসে। প্রথমার্দ্ধে দুইটি গোল হয়। ... বিজয়ী দলের প্রথম গোল করে। তাহার পরে ... ... দলের আর একটি গোল দেয়। ... পর ভবানীপুর দল গোল পরিশোধের আশা ছাড়িয়া দেয়। তবে শেষ সময়টা মন্দ খেলে না। সেই সময় মোহনবেগান দল আরও অনুপ্রাণিত হইয়া খেলা আরম্ভ করে। এমন আর একটি গোল চাপাইয়া দেয়। এই গোল হওয়ার পর বিজিত দল বেশ চেষ্টা করে কিন্তু তাহা নিষ্ফল হয়।

... ও ... দলের খেলা ক্যালকাটা মাঠে হইয়াছিল। এই খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। কোন পক্ষ কাহাকেও গোল দিতে পারে নাই। কয়েক দিবস পূর্ব্বে ... ... আরম্ভ হওয়ায় অনেকেই কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ... দল পরাজিত হইবে। ... দল এই খেলায় ... ভাল খেলিয়াছে এবং খেলার ফল যথাযোগ্যই হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ... দল কয়েকটি নূতন খেলোয়াড় খেলাইয়াছে। অন্যদিকে ... যে টিম লইয়া ইতঃপূর্ব্বে খেলাইয়াছিল সেই টিম লইয়া খেলিয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ } ৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২২শে চৈত্র, ৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ৩১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ তারিখে শ্রীঅশোকাষ্টমী-স্নানোপলক্ষে সুপসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ লাঙ্গলবন্দে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে মধ্যনসিংহ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠ হইতে একটী সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী বহির্গত হয়। ভক্তবৃন্দ যাত্রিদলের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-রোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া অনিত্য-পুণ্যলাভে লোলুপ জনগণকে নিত্য সুকৃতি-অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করেন।

তীর্থে আসিয়া শ্রীশ্রীগদাধর পাদপদ্ম-বিরাজিত হৃদয় তীর্থপাদ ভক্তবৃন্দগণের শ্রীমুখে পরম বীর্য্যবতী শ্রীহরিকীর্ত্তন-শ্রবণ-মুখে তীর্থভ্রমণ ও তীর্থযানই—তীর্থসেবনের প্রকৃত সার্থকতা। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবত গাহিয়াছেন—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন
গদাভৃতা॥"

জীবমাত্রেরই পরম প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম। শাস্ত্র-বিশেষে তীর্থভ্রমণ ও তীর্থ-স্নানাদির মহিমা বর্ণনায় প্রচুর পরিমাণে ধন, জন ও পুণ্যাদি জড়-বিষয় লাভের প্রলোভন দেখাইলেও, শাস্ত্রের সত্য ও মূল তাৎপর্য্য-আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে তীর্থস্নান ও তীর্থভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য—আমাদের স্বরূপের নিত্যবৃত্তি—হরিসেবা-প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একমাত্র উপায়—সাধুমুখে বীর্য্যবতী শ্রীহরি-কীর্ত্তন-শ্রবণ। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ যাত্রি-সজ্জনকে এই পরম সুযোগ প্রদান করিয়া সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সংকীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দ দেহ-সুখাদির প্রতি উদাসীন হইয়া, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তপ্ত হইয়া খোল-করতাল-সংযোগে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন-রঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বিপ্রহরে শ্রীমঠে প্রত্যাগত হন। অতঃপর সমাগত ভক্তবৃন্দ ও সজ্জন-সমূহকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীসংকীর্ত্তন-সেবায় শ্রীউপেন্দ্র দাসাধি-কারী ও শ্রীমনোহরনাথ দাসাধিকারী মহোদয়দ্বয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

গত ৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা পাঠের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলার ৩য় পরিচ্ছেদ হইতে—

"পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি' মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
যুগধর্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

—প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অর্থাৎ নন্দনন্দনই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণই যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্বিধ-রসযুক্ত অপ্রাকৃত চিন্ময়-লীলা প্রকট করেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেই রস ও লীলা জীবগণকে প্রদানার্থ ও স্বয়ং নিজ রস-আস্বাদনার্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন, ইহা চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তগত প্রত্যক্ষ সত্য অপেক্ষাও অনন্ত-কোটীগুণে ধ্রুবসত্য। গণিত-শাস্ত্রের অঙ্কাদি প্রমাণাপেক্ষাও অভ্রান্ত।

গত ৩০শে মার্চ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপতা, ভক্তবৎসলতা ও পাষণ্ডদলনের কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচিত হয়।

ভগবান্ ভক্ত-বিদ্বেষীর আচরণ আদৌ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বাণীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন—"যদি আমার কোন পুত্রও আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে তাহা হইলে সেই প্রিয় পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, আমি ভক্তের জন্য আমার নিজ পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি, ইহা আমার অতিশয়োক্তি নহে।

'আমি যে সময়ে বরাহরূপে জলমগ্না ধরণীকে উত্তোলন করিয়াছিলাম, তৎকালে তাঁহার সহিত আমার সংস্পর্শে তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। সেই সংস্পর্শে আমার 'নরক'-নামে এক মহাবলশালী পুত্র হইয়াছিল। আমি তাহাকে মন্ত্রোপদেশ দিয়াছিলাম। আমার সদুপদেশলাভে তাহার জীবন কিছুদিনের জন্য পবিত্র থাকিলেও কালক্রমে বাণ রাজার দুষ্টসংসর্গে তাহার হৃদয়ে ভক্তের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছিল। আমি কোন প্রকারেই আমার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি মৎসর ব্যক্তি-গণের ঈর্ষা বা দ্বেষ সহ্য করিতে পারি না। তজ্জন্য ভক্তের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমার নিজ পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

শরণাগত-পালক ভগবান ভক্তগণকে যে সর্ব্বক্ষণ সুদর্শনচক্রের দ্বারা রক্ষা করেন তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতজনের বিনাশার্থই প্রপঞ্চাতীত ভগবানের বা তদীয় প্রেষ্ঠজনের—শুদ্ধবৈষ্ণবগণের এই মর্ত্ত্য-জগতে আগমন। শ্রীগীতা বলেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভগবান্—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে এ জগতে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার চিন্ময় অঙ্গে কোন প্রকার মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা দোষারোপ করা অপরাধজনক। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র সর্ব্বশ্রবণাদির গানের বিষয়। কিন্তু নির্বিশেষবিচারপর ব্যক্তিগণ তাঁহার নিত্য প্রবৃত্তি বুঝিতে না পারিয়া দেহ-কল্পিত প্রাকৃত জন্মমৃত্যুাদি আরোপ করিয়া ভগবদ্-বস্তুর আকার নাই, বিলাস নাই প্রভৃতি বিচার করেন। কেহ কেহ আবার নরাকৃতি কপট-মানব ভগবান্‌কে আদিদেবই স্বীয় কোন নরবিশেষ মনে করতঃ পরমমঙ্গল-লাভে বঞ্চিত হইয়া নরকপথের পথিক হয়। তাই গীতা বলেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

(গীতা ৯।১১)

—অর্থাৎ মূঢ় লোক আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবদেহ মনে করিয়া আদর করে না। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময়, তাহা তাহারা জানিতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা

[illegible]

বৈষ্ণব সব [illegible]

আমি [illegible] সেবা [illegible] বুঝি, যাঁ'রা কিছু সেবা [illegible] সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁ'দের [illegible] ব্রুর কোন প্রকার সম্মান [illegible] সেবা ক'র্‌লে কি প্রকারে [illegible] হয় জান্‌তে পারি।

[illegible]

শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট [illegible] প্রভেদ

ইহ জগতে [illegible] জানিসমূহ প্রমাণিত ক'রে [illegible] কোন কথাই [illegible] এরূপ অশ্রেয় [illegible] নাই। [illegible] অধোক্ষজ বস্তুর সেবায় [illegible] নিকট অধোক্ষজের সেবা অভেদ, ঠকে ব্ বা পরোক্ষ নহে, অধোক্ষজ-সেবা অধোক্ষজ ভগবৎসেবকগণের সেবা-প্রবৃত্তির আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

সার্বভৌম বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য

[illegible] আপনারা যে বুদ্ধিতেই থাকুন, [illegible] জীবন—[illegible] সকল অবস্থায় [illegible] সেই সকল বৈষ্ণবের সেবায় [illegible] নিযুক্ত থাকাই সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য।

যেদিন আমরা ভোগপর বা ত্যাগপর [illegible] বৈষ্ণবসেবাই চিরস্থায়ী—নিত্য।

[illegible] হরি-গুরু-সেবা হইয়া থাকে। [illegible] বৈষ্ণবের সেবাবাদই হয়। [illegible] ইহা জানাইয়া দিতে [illegible]।

[illegible] বাস্ত ও ব্যাকুল আছেন; কেননা তাঁ'তে [illegible] উত্তেজনা র'য়েছে; কিন্তু বৈষ্ণবের সে-বুদ্ধি নাই, তিনি অধোক্ষজ বস্তুর সেবক, সর্ব্বদাই পরমনিত্য-বিচারে অধিষ্ঠিত।

উপসংহারে দৈন্যোক্তি

আমার বেশী বল্‌বার প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন তাঁ'রাই অনেক কথা ব'লবেন। চাঁচুড়া পুরুলিয়া-বাসীর অধিবাসীগণ আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে [illegible] অভিনন্দন ক'রেছেন, [illegible] যোগ্য আমি নই। আমি যদি বৈষ্ণবের কিছু সেবা কর্‌তে পারি, তা' হ'লেই যোগ্য হ'ব। আমার শরীর অসুস্থ ব'লে যথেষ্ট সেবা ক'রতে পারব না। আমি প্রচুর-পরিমাণে কৃতজ্ঞ রইলাম, বৈষ্ণবের সেবা ক'রবার জন্য যে আপনারা গৌণ অধিকার দিলেন, এজন্য কৃতজ্ঞ থাক্‌লাম।

এই গ্রামে আমাদের অনেক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন ও আছেন। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার এখানে এসেছিলাম এক যুগ কেটেও চ'বৎসর অধিক হ'য়েছে। এই সময়ের মধ্যে দেশ [illegible] দশা ক'রবার লোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়েছে; আমি [illegible] সকল বিষয়ের [illegible] হীন; কাজেই আমাকে এরূপ [illegible] [illegible] আবশ্যক। [illegible] হ'য়েছিলাম, তা'তে লাভ হ'ল না। তাই আপনাদের নিকট প্রার্থনা, আমার ন্যায় [illegible] ব্যক্তির প্রতি আপনারা নিত্যকাল দয়া বিতরণ করুন।

জীবমাত্রেই কি বৈষ্ণব ?

জীবের স্বরূপ পরিচয় প্রকৃত পরিচয় [illegible] সম্পূর্ণ অসম্ভব। [illegible] জীবের [illegible] স্বরূপ-নির্ণয়ে স্বয়ং ভগবান্ [illegible] ব'লিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। এতদ্ব্যতীত জীবের যে কিছু অন্য পরিচয়, তাহা বিরূপের পরিচয় বা বদ্ধাবস্থায়—কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবস্থার পরিচয় মাত্র।

বিষ্ণুর অংশ বা সেবকমাত্রেই বৈষ্ণব—ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য। অতএব জীবমাত্রেই যখন কৃষ্ণদাস, তখন জীবমাত্রেই কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পশুপক্ষী-কীটাদি-দেহধারী সকলেই যে বৈষ্ণব—এতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

'কেহ মানে কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥'

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবমাত্রেই যদি বৈষ্ণব হয় তবে অবৈষ্ণব বা হিন্দু-মুসলমানাদি বলিয়া বহু শব্দ কোথা হইতে আসিল? উত্তর এই যে, জীবমাত্রেই বৈষ্ণব হইলেও বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য বিষ্ণু-সেবা জীবে পরিদৃষ্ট না হইলে তাহাকে বৈষ্ণব বা হরিজন বলা যায় না, কৃষ্ণসেবাবিমুখ ভোগী বা ত্যাগী জীবকেই তজ্জন্য অবৈষ্ণব বা অন্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা অবৈষ্ণবের আনুগত্যে করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব বলা হইয়াছে।

উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধান্যমাত্রেই চাউল, এই কথা শুনিয়া আমরা, ধান্যটাই চাউল—এই বিচারে যদি ধান্য গলাধঃকরণ করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ধান্যমাত্রেই চাউল, এ কথাটি সত্য হইলেও ধানের বাহ্যাবরণটা থাকাকালে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহাকে খাদ্য বা চাউল বলেন না। সেইরূপ ভোগ ও ত্যাগরূপ বাহ্যাবরণে আবৃত কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বা মায়ামুগ্ধ জনকে বৈষ্ণব বলা অযৌক্তিক, শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অন্যায়। পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে বাহ্যাবরণশূন্য ধান্যকে চাউল বলা যেরূপ যুক্তিসঙ্গত এবং তাহা গ্রহণে স্বাস্থ্যোন্নতি যেরূপ সম্ভব, কৃষ্ণ-সেবাবিস্মৃতিরূপ বাহ্যাবরণ শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা-ফলে বিদূরিত হইলে কৃষ্ণসেবাপর জীবকে বৈষ্ণব বলাও সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত ও মঙ্গলোৎপত্তিবিধায়ক। নতুবা চোরকে সাধুকে, সাধুকে চোর বলাকে চাউল, চাউলকে খাদ্য প্রভৃতি ধারণা করিয়া বুদ্ধি-বিচ্যুতির পরিচয়-প্রদান বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না; কারণ, তাহা স্বরূপ-বিস্মৃত কর্ম্মকাণ্ডীয় কর্তৃত্বাভিমানী বদ্ধজীবের—পাগলের প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে।

আমরা বাল্যকালে একটী ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম - Child is the father of man (ছেলেই ছেলের বাপ)—এটিও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় বর্ত্তমানে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতেছে। 'ছেলেই ছেলের বাপ' কথাটি যথার্থভাবে আলোচনা করিলেই আমরা অনায়াসে এ বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। অজ্ঞ জীব আমরা এ সব বুঝিতে অক্ষম বলিয়া মহাপ্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছেন—

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥'

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা

—:০:—

[৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] বন মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলেন—

শ্রীপাদ বন মহারাজ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ-কালে দেখি, মহাপ্রভু স্বয়ং এবং প্রচারকগণ-দ্বারা বঙ্গের সর্বত্র নাম প্রেম প্রচার এবং বৈরাজ্য-লীলা ক'রেছেন—

"মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা
গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥"

শ্রীগৌরকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদও আজ দেশে দেশে গৌরবাণী-প্রচারার্থ তাঁর যোগ্য সন্ন্যাসিগণকে প্রেরণ ক'রে এবং স্থানে স্থানে গমন ক'রে "সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" - এই গৌরবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন ক'রছেন।

"পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি-সদাচার॥"

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরূপ-সনাতন যেমন তাৎকালিক অনাচার-প্রবণ পশ্চিম ভারতে ভক্তি-সদাচার প্রবর্তন ক'রেছিলেন, আজ গৌরজন রূপসনাতনাদির বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদও তেমনি সেই গৌরাঙ্গদেবের ভাবের পরপারে পাশ্চাত্য দেশে নিজজন পাঠিয়ে শ্রীরূপানুগ ভক্তিসদাচার প্রচার ক'রছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ এবং শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ সেই পথে প্রেরিত হ'য়েছেন। বাগ্মিপ্রবর, সুপণ্ডিত শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের বাণী শ্রবণ ক'রে ইংলণ্ড, জার্মান, আমেরিকা প্রভৃতি সকলের বহু সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় আকৃষ্ট হ'য়েছেন, এমন কি যাঁদের রাজ্যে আমরা শাসিত, সেই সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী পর্যন্ত শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ক'রে আনন্দ প্রকাশ ক'রেছেন। স্যর জাম্বুকেন ঘোষ, লর্ড জেট্ল্যাণ্ড প্রমুখ বহু মনীষী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হ'য়েছেন। এবার লণ্ডনে ব্যাসপূজামহোৎসব উপলক্ষে লর্ড জেট্ল্যাণ্ড প্রমুখ ধীরদের বহু মনীষী শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন ক'রেছেন, তা'তে বন মহারাজের

পতনের পথ

(আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

জীব স্বরূপ-বিস্মৃতাবস্থায় এই হইতেই বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধদশাতে জীবের চৌরাশী-লক্ষ জন্ম-মরণ-রূপ যাতায়াত এবং দুঃখ-প্রাপ্তিতে মায়াধিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-র্গের পূর্ণবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহাই বদ্ধজীবের স্বাভাবিক পতন।

— — — —

শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সেবা[illegible] [illegible] অঙ্গ[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

বৈষ্ণব [illegible] সেবা চেষ্টা তা'কে [illegible] করে দিয়েছে। তিনি এই শ্রীধাম-প্রচারের [illegible] শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ[illegible] নিয়ে এই অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধস্থানে বক্তৃতা প্রদান ক'রে এবং হরিকথা আলাপ ক'রে [illegible] [illegible] শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রেছেন। যুরোপের তথা [illegible] সংবাদ [illegible] পত্র-পত্রিকায় বিঘোষিত হ'চ্ছে। এতদ্ব্যতীত [illegible] ও [illegible], [illegible], [illegible] বিদ্যা প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট তিনি সুপরিচিত। যাঁরা শাস্ত্রের ম[illegible] মানেন, শাস্ত্র ব'লেছেন ব'লে সে কথাটা কিছু না কিছু মানতে চান, তাঁদের কাছে প্রচার করা বরং সহজ; কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রকে একেবারেই আমাদের চোখে দেখেন না, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সঙ্গে তাঁদের অনেকস্থলে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যে হরিভক্তির কথা প্রচার কত বড় একটা শক্তির কাথা, তা বোধ হয় সকলে অনায়াসেই বুঝতে পারেন। "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন।" শ্রীগুরুদেবের কৃপা শক্তি লাভ ক'রে তিনি আজ সর্বত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার ক'রছেন, ইহা গৌরভক্তমাত্রেরই পরমানন্দের বিষয়। যাঁর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাঁ'তে যে সকল গুণই বর্তমান থাকে, এ আর অধিক কথা কি! বৈষ্ণব সকল-গুণের খনি। আজ তিনি আমাদের নিকট হ'তে বহুদূরে থাকলেও তিনি যে মহৎকার্য্য ক'রে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি-বিধান ক'রছেন তা'তে আমরা সকলেই তাঁর নিকট চিরঋণী; শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হ'তে তাঁকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবম্বিধ পতিত জীবের আন্তরিক দুঃখ-নিবৃত্তিকল্পে স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ, তথায় তন শ্রীগুরুদেবকে এই দেবীধামের চতুর্দশ-ভুবনের কোন কোন স্থানে সময়োপযোগি-ভাবে প্রেরণ করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] সুকৃতিবান্ জন [illegible] [illegible] লাভ করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] এইভাবে জীবের সদ্গতি-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কল্পনা করিবার কোন প্রকার অবকাশ উপস্থিত হইতে পারে না।

— — —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —[illegible]। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনও উপায় নাই বা থাকিতেও পারে না।

———

এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈকুণ্ঠনাথাদির বিগ্রহ বা লোক-ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের [illegible] অবস্থা[illegible] বিশেষ অদ্বৈতবাদের [illegible] গ্রহণ করিতে প্রয়াস পান তাহা হইলে তিনি [illegible] [illegible] সংসার সমুদ্রের [illegible] পতিত হইয়া অনন্তকাল ঘোর নরকে নিমজ্জিত থাকিবার পথা আবিষ্কার করিবেন। একটু [illegible] হইয়া নিজের বুদ্ধিমত্তার সহিত [illegible] [illegible] ঘটনাটী পর্য্যালোচনা করিলে, যে কোন ব্যক্তি উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এমন কি, বালক বালিকাদিগেরও বোধ হয় ইহা [illegible] [illegible] হইবে না।

———

উল্লিখিত পতনমার্গগুলি অতি প্রশস্ত। [illegible] বিশ্বের সমস্ত জীবই ঐ রাস্তাগুলিতে বিচরণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বা তদপেক্ষা-সূক্ষ্ম অথবা সূক্ষ্মতম এমন কতকগুলি রাস্তা ও অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব পতন পথ রহিয়াছে, যাহা উচ্চপূজ্য বিশ্বাসী বা বিশিষ্ট আত্মাভিমানী – ঈশ্বর-ন্যাসী অভিমানী —গুরুভিমানি-কুলেরও নয়নপথের গোচরী-ভূত হয় নাই, যাহা জগতের কল্যাণ কর-বিতরণকারী আচার্য্য-চূড়ামণি ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু ও ভক্তিকল্প-

বৃক্ষের সুপক্ব প্রেমফলপ্রদাতা জগদ্গুরু মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় আপামর জনসাধারণের নয়নগত হইবার [illegible] হইয়াছে। নিম্নে সেই সকল পতন পথাবলম্বনের [illegible] [illegible] আলোচনা হইবে বলিয়া আশা।

— —

অবশ্য পুণ্য ও ঈশ্বর-[illegible] না;

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকে।

— — —

সেই অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] পতন পথের চারিদিকে চারিটী সুন্দর কথা বলা যাইতে পারে। [illegible] সুন্দর অপরাধ নামে [illegible] [illegible] বিভাগ ও পতিত। ১। [illegible], ২। [illegible], ৩। [illegible] ও ৪। [illegible]। [illegible] [illegible] প্রকার, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] নানা

[illegible] [illegible]

[illegible] আর উপায় কি?

— —

শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামাপরাধ [illegible] [illegible]। [illegible] মনে করি,—[illegible] [illegible] [illegible] — "[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সর্বসিদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিবার [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জনসাধারণের চেষ্টা না করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে যাই বলিয়াই আমরা এরূপ অসুবিধায় পতিত হইয়া থাকি।

(ক্রমশঃ)

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্, -সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৮০৫ পাতায় ।৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (সমগ্র গ্রন্থ) ৬৲
৪। শ্রীকাব্যবিকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভক্তিরত্নাকর ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। শ্রীকৃষ্ণলীলা গৌরাঙ্গলীলাঃ সাম্বাদ (সাধন) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সাম্বাদ (নামসঙ্কীর্ত্তন) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্ম্মাণ ৷০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তবৎসল (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
২৩। গীতমালা ৶১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৷০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৶০
৩০। গীতাবলী ৶০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৶০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৶০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৶০
৩৬। মহাজনগীতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৶১০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ৶১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। বঙ্গে সামাজিকতা ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। প্রবন্ধাবলী বা বারাণসীপ্রবন্ধ ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয় কি করেন? ৶০
৪৯। উপদেশামৃত (বঙ্গ ও সংস্কৃত এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীমনঃশিক্ষা ৷০
৫১। নিত্যারূপণ ৷০
৫২। সারগ্রাহী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৫৪। নদীক-বিশ্বাদিনমূলম্ ৷০
৫৫। স্তব-স্তবক ৷০
৫৬। সাম্বাদ-নিবাদিকা ৷০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠচয়ঃ ৶০
৫৮। সারাঙ্গসেবন ৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ।৵০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ গাইড ৶০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ভয়েস্ ফ্রম্ দি গ্রেস অব হ্যারমোনিয়াম ইন্টারন্যাশনাল ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১০
৭২। গীতাবলী ৶০
৭৩। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, ঠাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাদহ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীজিতি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাড়ী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরুলা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিলপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাধ গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলী-গ্রন্থ সবর সংবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৫—৬	১৩—৫৪,
শিয়ালদহ	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৪
হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৭—৩৮,	২০—১৬
রেলগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪১	১৮—৩৮
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৭-৪৫	১০-৪৪	১৩-২১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৭-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৮-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৮-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে মায়াঘাটে গঙ্গা পার হইতে হয়, তাঁহারা মায়াঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯ ১৮-৩১ ও ০-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১৯, ১১-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপঘাট—	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-১৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-২১	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
লাল্কা	৮৮০—৮৸০
ঐ বে-দাগী হালকা ওজন	৫৶০—৫৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬—৬৷০
গ্যালভানাইজড্ করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ „ „	১১৶০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵
২৪ গেজ জি, পি, জি, মার্কা	১৪
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের এঃ	৮৷০
টীল পাতি	৬৶০—৬৷৵০
„ বোল্টু (গোল)	৬৶০—৬৷৵০
„ ময়ালে (চৌকা)	৬৶০—৬৷৵০
„ গোল বড় ৶০—৷৵০ সূতা	৫—৫৷০
„ টাঁমা বড়-	
চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ	৬—৬৷০
„ বাক্স চাদ	৭৷০—৭৸০
„ প্লেট—ভিন্ন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮—৮৵০
„ চাদর ৩-১৬ খানা বান্ডিল	১৷৵—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি স্কয়ার ফুট)	১৶০-১৷০
স্ক্রুর পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—১০
প্যাটেণ্ট পেরেক ৩—৮ ইঞ্চি	১২—১৪
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৵-২৷০ সাই	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ ভিন্ন গাড়ীর ৫৸৵০ বেঃ বিঃ	৭৷৵০ „
প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	৯৷০-৭৷০
ঐ ফিটিং „ ৭—১২ ইঞ্চি	২—৭ „
লোহার চেয়ার হাতের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— „
ঐ পায়ের লোহার সিট	১৫ „
ঐ বেলেশ্বা (কাঠের সিট)	১৮ „
লোহার ক্রুপ ৪—৩ ইঞ্চি ৶১০—৸৵০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
২—৪ ইঞ্চি ৷১০—৸৵০ গেঃ ডজন	
প্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর
প্যাঃ রিভেট (মটকা)	
২২ হাত	৷৵-৸৵১০ পীস
প্যাঃ গাটা বং বা ডোঙ্গা	
৬ ফিট	৷০—৸৵০ „
প্যাঃ ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২০—২৯ হন্দর	
প্যাঃ জালার চাপ	১১৷০—১৯ „
প্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি	
	৸৵১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৭৷০—৭৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট	
টিউব ওয়েলের জন্ম প্যাঃ	
পাইপ১৷ ইঞ্চি	৷৵৫ ফুট
পাম্প ৪ নং ১১৷০ ৫ নং ১৪ ৬নং ১৬	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাই ১৷০-২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

গোল্ডেন এরোপ্লেন মার্কা (২ টিন)	৯৷৶
সূর্য্য মার্কা	৬৷০
অষ্ট্রেলিয়া	৭

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
গড়ান	৩০৷
চেনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫ „ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫ সুদের (১৯৫৮-৮৮) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফর্দ ই)	১৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	১২

কাপড় ও সূতার কল

কেশরাম মিল	৪৫

পাট কল

হুগলী	৭
অকল্যাণ্ড	১৯৯
বালী	১৬২
বেলেঘাটা	১৫০
কেলভিন	৩৭
ডেল্টা	২৪৫
ক্লাইভ	২,৷০
ডালহৌসী	৪০৸০
গেঞ্জেস	৪০৫

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত কর্ম্মশক্তিহীন মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিম্নের মত সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রাবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিঃস্ব ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৃটেনের রাস্তার বিঘ্ন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বৃটেনের রাস্তা প্রায়ই বিঘ্ন সংকুল সরকারী বিবরণী বাহির হইয়াছে। বিবরণীতে প্রকাশ, বৃটেনের রাস্তায় দৈনিক গড়পড়তা বিশ জন হত এবং পাঁচ শত আশী জন আহত হইয়া থাকে।

গত বৎসর বৃটেনের রাস্তায় সাত হাজার দুই শত জন ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। তৎপূর্ববর্ত্তী বৎসরে নিহত হইয়াছিল, ছয় হাজার ছয় শত সাতাশি।

আহতের সংখ্যা হইয়াছিল দুই লক্ষ যোল হাজার তিন শত আটাশ। পূর্ববর্ত্তি বৎসরে হইয়াছিল, দুই লক্ষ ছয় হাজার একশত তিন। বিয়ের সংখ্যা হইয়াছিল এক লক্ষ একানব্বই হাজার পাঁচ শত।

ইংলণ্ড এবং ওয়েলসেই বিয়ের সংখ্যা অধিক। স্কটল্যাণ্ডে বিয়ের সংখ্যা ইংলণ্ড এবং ওয়েলস অপেক্ষা কম হইয়াছে।

এই বিবরণী বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার রোড ট্রাফিক বিলের নূতন সর্ত্ত বাহির করিয়াছেন।

এই বিলের প্রধান নিয়ম এই যে, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের অধিক বেগে কেহ মোটর গাড়ী চালাইতে পারিবে না। সহরের উপকণ্ঠে এই নিয়ম প্রচলিত হইবে। যে সকল রাস্তায় আলোকের সংখ্যা বেশী উপকণ্ঠে সেই সকল রাস্তাতেই ত্রিশ মাইলের মধ্যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে। লরীর গতি গাড়ী অপেক্ষা কম হইবে। এবং চিনিবার জন্য প্রত্যেক লরীর সম্মুখে একখানি লালরংএর চক্র থাকিবে।

যাহারা লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিবে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হইবে। যাহারা রাস্তায় চলে, তাহাদের জন্যও মোড় পার হওয়ার একটা নিয়ম হইবে। নিয়ম মানিয়া না চলিলে উহাদিগের জরিমানা হইবে।

নয়া নিয়মের ভার চালক সচিবের হাতে থাকিলে লণ্ডনের প্রথম পরীক্ষা হইবে। রোড ট্রাফিক আইনে যদি রাস্তায় বিঘ্নের ভাগ না কমে, তাহা হইলে আরও কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে।

নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক সম্মেলন

আসানসোল হইতে প্রকাশ, রায় যতীন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে আসানসোল ইনষ্টিটিউট হলে নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জে, এস, এইচ ড্যাভিস, আই, সি এস, সম্মেলনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনা করেন। শিক্ষকদিগের দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া ছাত্রদিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিবার জন্য তিনি শিক্ষকদিগকে অনুরোধ করেন তৎপরে অভ্যর্থনা সভাপতি স্ব স্ব অভিভাষণ পাঠ করেন।

ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় অপরাহ্নে শিক্ষা-শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাকালে বিষয় নির্ব্বাচন কমিটি অধিবেশন হইবে। দেশের সকল স্থান হইতে প্রায় ৩ শত প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে।

ফেণীতে নিষেধাজ্ঞা

ফেণী হইতে প্রকাশ, ফেণীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম আহম্মদ ফেণী মহকুমার অন্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের সভাপতিগণকে লইয়া এক সম্মেলন বসান। তিনি সভাপতিগণকে কৃষক সমিতির উদ্যোগে যাহাতে কোন সভা না হইতে পারে এবং খাজনা বন্ধ করার জন্য অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা কৃষকদের মধ্যে না দেওয়া হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে বলেন।

সিরাজগঞ্জে খানাতল্লাস

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি অত্র স্থানীয় শ্রীযুত নৃপেন মজুমদার মহাশয় অধীনস্থ শ্রীযুত নীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। আপত্তিকর কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

সিলেক্ট কমিটি ও শ্বেতপত্র

বিলাতের 'ডেলী টেলিগ্রাফ' বলিতেছে সিলেক্ট কমিটী বোধ হয় শ্বেতপত্রের মধ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না। শ্বেতপত্রের প্রত্যেক প্রস্তাবের আলোচনা হইবে। অনুমান হয়, শ্বেতপত্রের যে সকল প্রস্তাব-গায় জোর খাটিবার বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা বাতিল করা হইবে। তবে সিলেক্ট কমিটী সম্ভবতঃ বাড়াইবেন, সেরূপ প্রস্তাব দেখা যায় নাই।

শিল্প অনুষ্ঠানে ঋণদান

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, মার্কিন সিনেট বলিয়াছেন, নূতন করিয়া ব্যাঙ্ক গঠন করিবার আবশ্যক নাই। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত ঋণ হইতে শিল্প অনুষ্ঠানে পাঁচ বৎসরকাল ঋণ দান করিবে।

ডাকের ঠিকানা—"শ্রীনাম" নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৪০, ৬ই এপ্রিল ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::০::—

শ্রীযুত বিপিন গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার

বালি হইতে প্রকাশ, স্থানীয় পুলিশ এক কবিরাজের বাটীতে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলর শ্রীযুত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুত গাঙ্গুলীর সহিত আর একটি বাঙ্গালী যুবককে পুলিশ ঐ কবিরাজের বাটী হইতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিপ্লবের অপরাধ কার্য্যের সম্বন্ধে পুলিশ শ্রীযুত গাঙ্গুলীর অনুসন্ধান করিতেছিল; কিন্তু এতদিন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্রীযুত গাঙ্গুলী দুই বৎসর পূর্ব্বে ফেরার হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ২,০০০ দুই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

—————

সিন্ধু হিন্দু সম্মেলন

বাবরা গান্ধেরের সদস্য শ্রীযুত লালচাঁদ নওলরায়ের সভাপতিত্বে ৩০শে মার্চ্চ প্রাতে কালিকাদিন ভবনে সিন্ধু হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। রাও বাহাদুর হীরানন্দ খেম সিং, মুখী গোবিন্দরাম প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ভাই পরমানন্দ, শ্রীযুত এম, বিজয় রাঘবাচারিয়ার, শ্রীযুত এন, সি, কেলকার, লাল চুনীলাল মেটা প্রভৃতি জাতীয় নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর পত্র

বোম্বায়ের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কে, এম, মুন্সীর নিকট গান্ধীজী দার্জি নেতৃবৈঠক সম্পর্কে এক পত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে মা'ক গান্ধিজী বলিয়াছেন যে, সরকারের সহিত সম্মানজনক ভাবে আপোষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুণা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। কিন্তু যাঁহারা কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তনে পক্ষপাতী, তাঁহারা নূতন একটী কার্য্যতালিকা রচনা করিতে পারেন। নেতৃবৈঠকে এ বিষয় বিশদ আলোচনা হইয়াছে। বৈঠকে আলোচনা বিষয় সম্পর্কে শ্রীযুত রায়ের নিকট হইতেও এক পত্র পাওয়া গিয়াছে।

স বলের আলোচনার ধারা প্রভৃতি বিষয় জানাইয়া গান্ধীজীর নিকট সুদীর্ঘ তার পাঠান হইয়াছে এবং অবিলম্বে তার যোগে তাঁহার মতামত জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

—————

কংগ্রেস-কর্ম্মীর কারামুক্তি

মুঙ্গেরের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত পি, টি, জয়ালেস এবং শিকারপুরের সিন্ধু কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত বালেশ্বর হাজারাবাদ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইঁহারা দুজনের আড়াই বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

—————

বেরারের ভবিষ্যৎ

শ্রীযুত এম, এস, আনির সভাপতিত্বে বেরার সর্ব্বদল সম্মেলন পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ কমিটীর একটী অধিবেশন হইয়াগিয়াছে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-শাসনতন্ত্রে বেরারের স্থান সম্বন্ধে বড়লাট যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং পরে ভারত-সচিব ও মধ্যপ্রদেশ সরকার যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে বেরার মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কিনা সে বিষয় স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নাই। ঐ ঘোষণা ও বিবৃতির অর্থ কি?—কমিটী তাহা আলোচনা করেন।

—————

বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচন

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, গত ২১শে মার্চ্চ বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। ১৯ জন নির্ব্বাচিত কমিশনারের মধ্যে ৪ জন নূতন লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ২জন মুসলমান উভয়ে সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি।

—————

যক্ষ্মা চিকিৎসার হাসপাতাল

কলিকাতা মেডিকেল এ'ড এণ্ড রিসার্চ্চ সোসাইটির সভায় ১৯৩৪ সনের জন্য সার নীলরতন সরকার পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুত পি, সি, দত্ত এবং রায় বাহাদুর শশিভূষণ দে ট্রাষ্টী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু ও ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সমিতিই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল পরিচালনা করিয়া থাকেন।

১৯৩৩ সনের রিপোর্টে দেখা যায় যে, গুরুতর অর্থ-কষ্ট সত্ত্বেও বাঙ্গালার এই একমাত্র যক্ষ্মা হাসপাতালের কার্য্য বহুল পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার প্রত্যেক জিলা হইতে, এমন কি সুদূর মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ হইতে এই হাসপাতালে ভর্ত্তির জন্য আবেদন আসিয়েছে। কিন্তু স্থানাভাব হেতু তাহাদের অনেককেই হাসপাতালে স্থান দেওয়া যাইতেছে না। গত বৎসর মাত্র ১২৬ জনকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে অর্থাভাবে সমিতি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছেন না।

রায় বাহাদুর শশিভূষণ দে কাশিয়াঙে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটী সম্পত্তি সমিতিকে দান করিয়াছেন। বাঙ্গালার লাট্ও সমিতিকে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—————

চাঁদপুরে ডাকাতি

চাঁদপুর হইতে সংবাদ, এই মহকুমার অধীন কচুয়া থানার পালিহার গ্রামে এক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৩শে মার্চ্চ গভীর রাত্রিতে প্রায় ২৫ জন লোক অখিল চন্দ্র ভৌমিকের গৃহে প্রবেশ করিয়া নগদ ও অলঙ্কারাদিতে প্রায় ৭ শত টাকা লইয়া চম্পট দেয়। দুর্বৃত্তগণ পটকার আওয়াজ করিয়া বাড়ীর লোকজনকে ভয় প্রদর্শন করে।

পুলিস তদন্ত চলিতেছে; এ পর্য্যন্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আবার হিন্দু মুসলমানে গোলযোগ

বারাণসী হইতে প্রকাশ, প্রহ্লাদ ঘাটে (রাজঘাটের নিকটে) একটি সাম্প্রদায়িক বিষয় লইয়া কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদের ফলে উভয় পক্ষের কতিপয় ব্যক্তি আহত হয়। দুর্ঘটনার পরে অপরাহ্নে অনেক মুসলমানের দোকান বন্ধ ছিল। অনেক হিন্দুও গোলযোগের আশঙ্কায় দোকান বন্ধ রাখে। যে সকল অঞ্চলে গোলযোগের আশঙ্কা আছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন সেই সকল অঞ্চলে পুলিস পাহারা মোতায়েন করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৩শে চৈত্র শুক্রবার, ১৩৪০

অহিংসার ভক্ত ভগবান বাল্মীকি বাধার পড়িয়া অহিংসার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছেন। ইহা ভাল কথাই বটে। ভাবো কিছুই বটে না। রাজনীতিক হইলে কি হয়, রাজকার্য্য পরিচালনায় তিনি অক্ষম। সম্প্রতি পরবর্ত্তীর উপদেশ চাই, এখন তাঁহার পদাৰ্পণ উপস্থিত হয়। নিকটে আছে ভগবান, তাই মাগোবিন্দীর নিকট যাতায়াত তাঁহার ব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান, তুমি চক্ষুহীন নও, বিশ্ব তুমি অন্ধ। কারণ প্রদর্শক বিনা সত্যপথও তোমার যাইবার শক্তি নাই।

জার্ম্মাণীর চার হিটলার এবার অস্ত্র-সজ্জে যোগদান করিবেন, জাতিসঙ্ঘও তাঁহার বন্ধু হইবে। সুতরাং অস্ত্রসঙ্কোচের পূর্ণ মীমাংসা হইবার এবার সম্ভাবনা। চুক্তি হইলেও যে জার্ম্মাণী বশোন্মুখ হইয়া উঠিবে তাহা নহে, তবে জার্ম্মাণীর শান্তির একটু হানি হইবে। এরূপ হানি বিরল নহে, বহুদিন পরে শান্তিসঙ্ঘের পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন রাজার রাজত্বকালে এক সাহেব না হইয়াছিল, কিন্তু কালের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণীর শান্তির পক্ষ বদল হইল, এখন তাহার সংস্কার না করিলে সমাজে নিন্দা হইবে।

স্পেনরাজ্যে শান্তি নাই। তাই স্পেন দুঃখে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। যাহারা স্বেচ্ছায় শান্তি বিসর্জন দিয়াছে, তাহাদের আবার শান্তির আশা কোথায়? যাহারা রাজকার্য্যে পারদর্শী নহে, রাজ্যশাসন তাহাদের পক্ষে একেবারে নূতন, যাহাদের যাহা শক্তির প্রাবল্য নাই, তাহাদের হস্তে বিশাল রাজ্যের ভার দিলেই যে রাজা কাঁদিবেই বাচিবে। দুঃখ করিও না স্পেনবাসী, তোমাদের দুঃখের দিন শীঘ্রই ফুরাইয়াছে।

মধ্যআমেরিকায় কোন গোলযোগ নাই বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত হইয়া থাকেন। মধ্যআমেরিকা ভূকম্পনের হাত হইতে না। সেখানে বড় আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি তাণ্ডব লীলা দেখাইয়া থাকে। যখন বড়-ঝাপটা হয় তখন দেশে আর কিছুই থাকে না, প্রবল বাতাসে সব উড়াইয়া লইয়া যায়। তখন নূতন করিয়া ঘর বাঁধিতে হয়, নূতন করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। ১৮৯৮ অব্দের বটিকার মত বটিকা হইলে পরিবের বস্ত্রের সংস্থানও প্রয়োজন হইয়া উঠে। সম্প্রতি মধ্য আমেরিকায় প্রবল বড়-ঝাপটা হইয়া গিয়াছে। দেশের অর্দ্ধেক অংশ একেবারে উজাড় হইয়া গিয়াছে।

সঙ্কোচের শেষ উদ্যম

বৃটিশ সরকারের মন হইতে অস্ত্রসঙ্কোচের কথা এখনও বিদূরিত হয় নাই। ক্যাবিনেটের সভায় উহার আলোচনা হইয়াছে। সরকারের আলোচনা শেষ হইলে কমিটির সভা আরম্ভ হইবে।

ফ্রান্সের আত্মপ্রচার-লিপি

এবার একটা নূতন কথা উঠিয়াছে। যে কোন সঙ্কোচ চুক্তি হউক না কেন, তাহার প্রত্যেক পক্ষের গ্যারাণ্টি দিতে হইবে। গ্যারাণ্টির এক কথা উত্থিত হইয়াছে। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ ইডেন ফ্রান্সের আত্মপ্রচারলিপির এই এক কপি গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্যারাণ্টি

এবার প্রশ্ন গ্যারাণ্টি লইয়া, অস্ত্রসঙ্কোচ বুরোর শেষ সভায় মিঃ আর্থার হেণ্ডারসনকে গ্যারাণ্টির কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে কোন সময় উঠিলেই তাহার সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ হইবে।

প্রধান কথা

অস্ত্র সঙ্কোচের প্রধান কথাই বাকী। বৃটিশ আত্মপ্রচার-লিপির সঙ্কোচ প্রস্তাব যাহাতে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়, তজ্জন্য বৃটিশ সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন।

বিমান ও সৈন্য

জার্ম্মাণ সরকার বৃটিশ প্রস্তাবের সকল সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছেন, তবে যেখানে বিমান এবং কার্য্যক্ষম সৈন্যের কথা আছে, এবং নৌ প্রবেশের প্রশ্ন আছে, সেই সকল স্থান লইয়া ঘোর প্রতিবাদ উপস্থিত হইবে।

সত্তামত বিচার

বুরোকে এখন সরকারের মতামত বিচার করিতে হইবে জেনেভার চুক্তি লইয়া ব্যাপারে উপস্থিত করিতে হইবে। তাহার পর মিঃ হেণ্ডারসন পূর্ব্বে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে জেনেভার চুক্তি মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

সাইমন অথবা ইডেন

এইবার বুরোর সম্মেলনে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে। এবার বুরোর সভা হয়, স্যর জন সাইমন না হয় মিঃ এন্থনি ইডেন যোগদান করিবেন।

উদ্ধার তরী 'আর্টিগ্লিও'

'আর্টিগ্লিও' এবং 'আর্টিগ্লিন' নামক দুইখানি ইতালীর উদ্ধার তরী আইরিস সাগরে উপস্থিত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে যে সকল জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল তাহাদিগকে যথাসাধ্য উদ্ধার করাই তরী দুইখানির উদ্দেশ্য। জলমগ্ন জাহাজের মধ্যে 'লুসিটানিয়াও' আছে।

'আর্টিগ্লিও'

'আর্টিগ্লিও' তরীর নাম সকলেই অবগত আছে। 'ইজিপ্ট' নামক জাহাজ যখন বিস্কে উপসাগরে জলমগ্ন হয়, তখন এই 'আর্টিগ্লিও' জাহাজখানি হইতে তাল তাল স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছিল।

রাজা হত্যার চেষ্টা

রাজা আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় তিন জন লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই তিন জন ব্যক্তিকে আরও কয়েকজন বিপ্লবী এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা বিচারাধীন।

সন্তরণে প্রফুল্ল ঘোষের কৃতিত্ব

বাঙ্গালার, শুধু বাঙ্গালার কেন—সমগ্র জগতে সুপরিচিত সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ "হাতকড়ি" পরিহিত অবস্থায় একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল সন্তরণকৌশল গত রবিবার ৩১শে মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৫টা ৪৪ মিনিটের সময় জল হইতে উঠিয়াছেন, তৎপূর্ব্বদিন শনিবার অপরাহ্ণ ৫টা ৩৪ মিনিটের সময় তিনি জলে অবতরণ করিয়াছিলেন।

জল হইতে উপরে উঠিলে কলিকাতার মেয়র তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন ও তাঁহার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দেন। শ্রীযুত ঘোষের সন্তরণ কৌশল দেখিতে হেদুয়ার পুষ্করিণীতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল; তাঁহার সাফল্যে তাহারা হর্ষধ্বনি করিতে থাকে। ২৪-ঘণ্টাকাল জলের ভিতরে থাকিলেও তিনি যখন উপরে উঠেন, তখন তাঁহাকে অক্লান্ত ও হর্ষান্বিত দেখাইতেছিল। তাহাতে মনে হয় যে, ইচ্ছা করিলে তিনি ৫০ ঘণ্টাও ঐ অবস্থায় সন্তরণ করিতে পারিতেন।

যাহা হউক, তিনি তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। 'হাতকড়ি' পরিয়া সিঙ্গাপুরে তিনি ৫০ ঘণ্টা কাল সন্তরণ করিবেন। ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ করার উদ্দেশ্যে একবার ইংলণ্ডে যাইবার বাসনাও তাঁহার আছে।

এবারকার সন্তরণ সম্বন্ধে মেয়র ও কলিকাতার নাগরিকগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাদের সহানুভূতিতে শ্রীযুত ঘোষ উৎসাহিত হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি মেয়র ও নগরবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীযুত ঘোষের সন্তরণ-কৌশল দর্শন করিয়া মেয়র শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু বলেন—ইতিপূর্ব্বে জগতের কোথাও আর কেহ হাতকড়ি অবস্থায় একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা অধিককাল সন্তরণ করে নাই। বিভিন্ন প্রকারের সন্তরণে শ্রীযুত ঘোষ যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার খ্যাতি একদিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে অন্যদিকে আমাদের দেশের মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সন্তরণ কৌশলে তাঁহার সর্ব্বশেষ নিদর্শন সমস্ত দেশবাসীরা গর্ব্বের বিষয় বলিয়া গণ্য করিবে।

সন্তরণকুশলতার এই কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা সহরের ও কলিকাতা কর্পোরেশনের নাম জড়িত হইয়া রহিল; (কেননা তিনি যে পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিয়াছিলেন তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি। তজ্জন্য আমরা বাস্তবিকই গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

শ্রীযুত শান্তিপাল বলেন,—অতঃপর তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে সন্তরণকৌশল প্রদর্শন করিবেন। বাঙ্গালার তরুণগণ যাহাতে সন্তরণে নৈপুণ্যলাভে চেষ্টা করে তাহাই তাঁহার বাসনা। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইলে ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণের উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডেও যাইতে পারেন।"

শ্রীযুত ঘোষ ২২ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল জলমধ্যে ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সন্দেশ, সিঙ্গাড়া, চা, কোকো, কফি ও লেমনেড খাইয়াছিলেন।

ট্রেণ লাইন-চ্যুত

কলিকাতায় হইতে প্রকাশ, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রচার বিভাগের কর্ম্মচারী জানাইয়াছেন ১লা এপ্রিল তারিখে বেলা ১-২১ মিনিটের সময় এক আপ আসাম মেল ট্রেণখানি যখন আমনপাড়া ও সোদপুর ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া চলিতেছিল সেই সময় এই ট্রেণের ইঞ্জিন ও মালের একখানি বগী, তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বগী এবং মালের ও ব্রেকভানের একখানি বগী গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। এই ৩ খানি গাড়ী ট্রেণের সকলের শেষ দিকে ছিল। লাইনচ্যুত গাড়ী ৩ খানিকে ঘটনাস্থলে ট্রেণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয় এবং ট্রেণের বাকী অন্যান্য গাড়ী সহ ট্রেণখানি ঘটনাস্থলে ঘণ্টা ৯ মিনিট দেরী করিবার পর রাণাঘাটের দিকে চলিয়া যায়। লাইনচ্যুত গাড়ী তিনখানিকে অবশেষে রাণাঘাটে আবার পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হয়। এই ঘটনায় কেহ আহত হয় নাই।

বিবাদ করা যাইতেছে যে, অতিরিক্ত গরমের দরুণ লাইন বাঁকিয়া যাওয়ায় ফলে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২৩শে চৈত্র, ৬ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ৭২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ রবিবার সোনাটিকরী-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের জনসাধারণ কিরূপ জড়ভোগধারে রত ছিল এবং পণ্ডিতগণ নিরন্তর জড়পাণ্ডিত্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া বিতণ্ডাদের পঙ্কে উদ্দেশ্য কিরূপভাবে ডুবিয়াছিল, ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার কপটতা কিরূপভাবে চলিতেছিল এবং বর্ত্তমানে দেশে ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় বক্তৃতাচ্ছলে বুঝাইয়া দেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাসঙ্কীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

গত ১২ই চৈত্র ২৬শে মার্চ্চ সোমবার উক্ত কালীচরণ বাবুর বাটীতে অবস্থান করিয়া স্বামীজী মহারাজ শ্রবণ পিপাসু সমাগত নরনারীগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন। 'ধর্ম্ম-সমন্বয় মীমাংসা কি?' স্বামীজী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে তাহা শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। সমাগত সজ্জনগণ স্বামীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সার-মীমাংসা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ পূর্ব্বক বাস্তবালোকের সন্ধান পাইয়া পরম প্রীত হন।

গত ২৩শে মার্চ্চ ৯ই চৈত্র শুক্রবার ৮টার সময় মেদিনীপুর জেলার অধীন পটাশপুর থানার অন্তর্গত গোকুলপুর গ্রামে গ্রামবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় শ্রীচৈতন্য-মঠ-সেবক শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিরত্ন মহাশয় 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'-সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই চমৎকৃত হন।

'ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুঃ।' যিনি সর্ব্ব বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে বর্ত্তমান আছেন এবং সর্ব্ববিশ্ব যাঁহাতে বর্ত্তমান আছেন, তিনিই বিষ্ণু। তিনি নিত্য, শাশ্বত, বেদান্ত-বেদ্য পুরুষ। মায়িক কাল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি নিত্যসত্য; সেই বিষ্ণুর একনিষ্ঠ সেবকগণই বৈষ্ণব। বিষ্ণুর সেবক বলিয়া তাঁহারাও নিত্য। আর সেই নিত্য বৈষ্ণবের যাহা ধর্ম্ম, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম – জৈব-ধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম, তাহাও নিত্য।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ একায়নপন্থী। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সেই অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তোষণে কায়মনোবাক্যে ব্যস্ত এবং গৌড়পারম্পর্য্যে সম্প্রদায় আশ্রয়ে কৃষ্ণকাম পূরণে অখিল চেষ্টা বিশিষ্ট। যাঁহারা প্রকাশ্যেই হউক আর প্রচ্ছন্নভাবেই হউক সর্ব্বক্ষণ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, তাঁহারা অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর দাস। তাঁহারা কাহারও দাস নহেন। তাঁহারা কালচক্রের স্থান হইতে দূরে থাকেন। বাহ্যে বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া যাহারা কনিষ্ঠানে—দুরপানাদিতে রত, তাহারা কলির চক্রর কিঙ্কর। সর্ব্বপ্রকারে ভোগ মোক্ষ-অভিলাষ বর্জ্জন পূর্ব্বক যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে অকৈতবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে রত তাঁহারাই বৈষ্ণব। তাঁহারাই গোবিন্দের প্রিয়। তাঁহাদের হৃদয়ই গোবিন্দের বিশ্রামস্থান। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র সনাতনধর্ম্ম, নিখিল জীবের ধর্ম্ম, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম। জগতে যে সমস্ত ধর্ম্মের কথা প্রচলিত রহিয়াছে তাহার কোনটী বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান এবং কোনটী বা তাহার বিকৃত হেয় প্রতিফলন মাত্র।

আমলাজোড়া-প্রপন্নাশ্রম-মঠে বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ সমূহের অন্যতম আমলাজোড়া-প্রপন্নাশ্রমে গত ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ১৮ই চৈত্র ১লা এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ তথায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই চৈত্র ৩১শে মার্চ্চ শনিবার শ্রীল গদাধর দাস ঠাকুর ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও শুভদিনে সাধারণ মহামহোৎসব হইয়াছে। উচ্চসঙ্কীর্ত্তন, ভোগারতি কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান এবং সর্ব্ব-সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ ঐ দিবসের বিশেষ কৃত্য ছিল।

বেলা দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই প্রচুর সুষ্ঠুভাবে ক্লিষ্ট হইয়াও ভববাধি-বিনাশক এবং ভক্তিফলপ্রদ মহাপ্রসাদ-সেবনের জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুষ্ঠানপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদ-সেবনে সকলেই বিপুল স্ফূর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভগবানের ভোগরন্ধন-কার্য্যে বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বক্রেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীরামচন্দ্র দাস অধিকারী, শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভিরামচরণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সেবা-কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। মহোৎসবের সুনিয়ন্ত্রণ ও আশ্রমের সর্ব্বপ্রকার সেবার্থ তদারক। শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী মহোদয়ের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১লা এপ্রিল রবিবার ছায়াচিত্রযোগে [illegible] সমাজ ও [illegible] নিকট [illegible] করিয়া [illegible] প্রচার [illegible] হইয়াছে।

শ্রী [illegible] কীর্ত্তন

[৩১ সংখ্যার [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] পর]

[illegible] আমরা [illegible] বিষয় [illegible]।

[illegible]

অনন্তকাল [illegible] একমাত্র উপায়।

"নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ মধুসূদন [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(১)

অথ আমরা প্রাচ্য দর্শনের কথা কিছু আলোচনা করে প্রতীচ্যের প্রধান মতবাদের সমালোচনা করিব।

১) প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষবাদী [illegible] চার্বাক 'লোকায়ত দর্শন' নামে স্বীয় মতবাদ স্থাপন করেন। পরে এই মত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয় 'ধূর্ত্ত' এবং 'সুশিক্ষিত'; [illegible] সম্প্রদায় জীবাত্মা পর্যন্ত [illegible] স্বীকার করেন কিন্তু দেহপাতের সঙ্গে আত্মার নাশ হয় বলিয়া [illegible]। [illegible] ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি ভূতই তত্ত্ব। আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যেমন পান ও সুপারী প্রভৃতি বস্তুর সংযোগে তাহাতে ক্রমশঃ প্রকাশ পায় তদ্রূপ উক্ত ভূত চতুষ্টয়ের পরিণাম-বিশেষে শরীর হইতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, ইহা জড়েরই গুণ। ভূত চতুষ্টয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা তদ্রূপে [illegible]। [illegible] জীবের উৎপত্তি হয়, তত্ত্ব সকলের [illegible] অবস্থানে নাশ। পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। জীবের জন্মের ও বিনাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়কেই কাল বলা যায়, কারণ নিত্য নাই, যে [illegible] যতদিন [illegible] জীবিত থাকে, তাহার মধ্যেই কালের পর্য্যবসান হইবে পর্য্যন্ত। লৌকিক [illegible] সুখদুঃখ-বিষয়ের জন্য [illegible] আবশ্যক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সুখ প্রয়োজন সুতরাং পরকালের সুখলাভ হইবে, এ প্রকার মূর্খতা পরিহার পূর্ব্বক ইহকালেই ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রয়োজন-লাভে কায়মনোবাক্যে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বৈদিক সম্পর্কীয় সুখার্থ পুরুষার্থ-নিরোধের কিছু উক্ত পুরুষার্থ অক্ষরে দুঃখ-সম্পর্ক আছে বলিয়া উহা পুরুষার্থ নহে ইহাও স্বীকার্য্য নহে। মৎস্যার্থী ব্যক্তি কণ্টকযুক্ত মাছ আহরণ করিয়া কণ্টক পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেমন মাছই গ্রহণ করে তদ্রূপ ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ পুরুষার্থ-লাভে দুঃখসম্বন্ধ থাকিলেও সেই দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখ প্রয়োজন লাভ হইতে পারে, সুতরাং দুঃখভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। দেশে মৃগ আছে বলিয়া কি কেহ ধান্য রোপণ করিবে না? ভিক্ষুকের ভয়ে কি স্থালী-রন্ধন পরিত্যাগ করিবে? বেদ ধূর্ত্তদিগের প্রলাপ মাত্র। কর্ম্মকাণ্ডী অন্যের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনে জ্ঞানকাণ্ডের নিন্দা করেন, অন্য দিকে জ্ঞানকাণ্ডীগণ কর্ম্মের গর্হণ পূর্ব্বক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনে ব্যস্ত। কণ্টকাদি জন্য দুঃখই নরক বলিয়া কথিত। লোক-প্রসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর এবং দেহপাতই মুক্তি-পদ বাচ্য।

শুনা যায়, শেষ-জীবনে চার্বাক কিছু মত পরিবর্ত্তন করিয়া কিঞ্চিৎ আস্তিক-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তনের মূলে একটী ঘটনার সম্পর্ক ছিল, তাহা এই প্রকার:—কোন সময়ে প্রত্যক্ষবাদী ও নাস্তিক চার্বাক কয়েকজন শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া স্নানার্থে গমন করিতেছিলেন। গ্রামপথে এক কাননে প্রবেশপূর্ব্বক শিষ্যগণকে অন্নাদি পাক করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং স্নানে গমন করেন। স্নান-সমাপনান্তে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন,—অন্ন প্রস্তুত হইতে কত বিলম্ব আছে? তদুত্তরে শিষ্যগণ বলেন—তাঁহারা অন্ন রন্ধন করিতেছেন কিন্তু অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে কি না, কিপ্রকারে বলিবেন। তখন চার্বাক অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'মূর্খগণ, রন্ধন পাত্র হইতে একটী অন্ন উঠাইয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক দেখ হইয়াছে কিনা।' তাঁহার আজ্ঞানুসারে এক শিষ্য উক্ত প্রকারে অন্ন পরীক্ষা পূর্ব্বক বলেন—'ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর কি কর্ত্তব্য?' তদুত্তরে চার্বাক বলেন—অন্নপাত্র হইতে জল নিষ্কাশন পূর্ব্বক সত্বর অন্ন দাও, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। অনন্তর শিষ্য বলেন—ইহা কি প্রকারে সম্ভব? আমি একটী মাত্র অন্ন পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে সকল অন্ন সিদ্ধ হইয়াছে কিপ্রকারে প্রমাণ হইতে পারে? সুতরাং প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত অগ্নি হইতে অন্ন পাত্র উত্তোলন করিতে পারি না। এই ঘটনার পর হইতে চার্বাক প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিতে বাধ্য হ'য়েন। চার্বাকের আদি-গুরু বৃহস্পতি। 'তত্ত্বচন্দ্রী'-কার জয়ন্ত এবং "তর্করহস্য দীপিকা"-কার গুণরত্ন বার্হস্পত্য-সূত্র হইতে এই দুইটী সূত্র তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মানস-বৃত্তির সর্ব্বনিম্নস্তর অবলম্বনে চার্বাক যে বিচারপ্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সুধীসম্প্রদায় সমালোচ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না, তবে সামান্যভাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত বিচারে বলা হইয়াছে ভূতচতুষ্টয়ের পরিণাম-বিশেষে ও সংমিশ্রণেই চৈতন্য-শক্তির উৎপত্তি; আচ্ছা বলিতে পার কি উক্ত ভূতচতুষ্টয় স্বতন্ত্ররূপে জড়, তাহাতে ক্রিয়াশক্তির স্ফূরণ নাই, তাহা হইলে ক্রিয়াহীন ভূতচতুষ্টয়কে পরিণাম অবস্থায় বা কে? আর সংমিশ্রণই বা করে কে? যাহার কর্ত্তৃক ইহা সংঘটন হয় সেই বস্তু চেতনময় চৈতন্যবস্তুই বরেণ্য, বেদ্য ও নমস্য।

ব্রহ্মণ্যদেব

'ব্রাহ্মণ' বলিয়া আমরা অনেকেই পরিচয় প্রদান করি বটে কিন্তু ব্রাহ্মণতার স্বরূপ বা ব্রাহ্মণ কাহাকে ব'লে, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে শতকরা শতজনই সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে — ভগবৎ-সেবায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত না হইয়া 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয়-প্রদানের বিষময় ফল আজ জগৎকে গ্রাস করিয়াছে অর্থাৎ জগজ্জীবকে অব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মে অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগে লিপ্ত করাইয়া শান্তি-প্রাঙ্গণ বা অপ্রাকৃতের পথ হইতে বঞ্চিত করিতেছে, দেখিয়া তাহার উন্নতিকল্পে আমরা শুভচিন্তা-প্রকরণে আমাদের বন্ধুবর্গের নিকট হৃদয়ের দুই একটী কথা জ্ঞাপন করিবার আন্তরিক সদিচ্ছা পোষণ করিতেছি। বাধার বাধী হইয়া তাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন, এতদুদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রয়াসোক্তি।

'ব্রহ্মণ্য'-শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়। যিনি ব্রাহ্মণের একমাত্র সম্বন্ধ বা বিষয় বস্তু, তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব। আমরা শাস্ত্রগণে বিষ্ণু-সহস্রনাম স্তোত্রে দেখিতে পাই,—

"ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো
ব্রাহ্মণ প্রিয়ঃ॥"

—ব্রহ্ম'দৃ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ প্রিয় পুরুষই ব্রহ্মণ্যদেব। অর্থাৎ ভগবৎ-সেবারত ভক্ত এবং ভক্তের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভগবান্।

শ্রীশান্তিক-চ'ন্দ্রকা বলেন

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো
মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥"

অর্থাৎ দেবকীপুত্র, মধুসূদন, পদ্মপলাশ-লোচন, চ্যুতিরহিত বিষ্ণুই ব্রহ্মণ্যদেব।

ঋগ্বেদ বলেন যে, এই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্য সূরিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

এই মন্ত্রে দৃশ্য বিষয় বা অভিজ্ঞস্বরূপের একত্ব, দ্রষ্টা, আশ্রয় বা পরিদর্শ বস্তু এবং দর্শনক্রিয়ার নিত্যত্ব সংস্থাপিত।

ব্রহ্মণ্যদেব কখনও অব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হন না। শাস্ত্র বলেন "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" অর্থাৎ পূজক এবং পূজ্যবস্তু সমজাতীয় না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না। পূজা করিতে হইলে পূজককে পূজ্যের সম্মুখে উপবিষ্ট হইতে হয় এবং ভূতশুদ্ধি-ক্রিয়া-দ্বারা স্বস্বরূপ ধ্যান পূর্ব্বক পূজায় নিযুক্ত হইতে হয়।

পূজ্যবস্তু গোলোকে এবং পূজক বিশ্ব-ভাণ্ডারে থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন পরিচর্য্যা হইতে পারে না। দিব্য বা অপ্রাকৃত পূজ্যবস্তুর পূজক যদি ভূতপ্রেত-স্থানীয় হয় তবে পূজক পূজ্যকে ভূতপ্রেতরূপেই দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা ভূতপ্রেতেরই পূজা সিদ্ধ হয়, দিব্য বস্তুর পূজা হয় না। পূজ্য ও পূজকের পরিমাণগত ভেদ থাকিবে ইহা স্বাভাবিক কিন্তু জাতীয়ত্বে কোন ভেদ নাই। পূজ্য ও পূজকের পরিমাণগত ভেদ না থাকিলে পূজার কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। আবার জাতীয়ত্বে সম না হইলে পূজায় অধিকার-লাভ অসম্ভব। সুতরাং বেদবাক্যের সিদ্ধান্ত এই যে, পূজক ও পূজ্য সমজাতীয় অর্থাৎ উভয়েই দিব্য বা অপ্রাকৃত বস্তু। পূজ্য—বিভু বস্তু সুতরাং পূজকের বিষয়; পূজক—অণুবস্তু সুতরাং বিষয়ের আশ্রিত বা অধীন তত্ত্ব; পূজারূপ ক্রিয়া নিত্য এবং পূজ্য, পূজক ও পূজা ক্রিয়ার বিধানত্রয়ে এই অবস্থান।

শূদ্র অর্থাৎ যিনি শোকে অভিভূত, তাঁহার বিষয়—মায়া বা জড়াধিষ্ঠাতৃদেবী। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা-পরায়ণ বা সেবোন্মুখ, তাঁহারই বিষয়—ব্রহ্মণ্যদেব বা মায়াধীশ ভগবান্।

জীবমাত্রই ব্রাহ্মণ, "সর্ব্বে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাশ্চ" সকলেই ব্রহ্মা হইতে জাত, সর্ব্বজীবেরই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবায় অধিকার আছে বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ। আবার সকলেই ব্রহ্মণ্যদেব হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বলেন—'জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ, সর্ব্বাঙ্গাধিকারিতা।' কারণ, সকলেই স্বরূপে ভগবদ্দাস, আবার স্বরূপ-বিচারে—আত্মবিচারে সকলেই ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য উপাসক—ব্রাহ্মণ। স্বরূপ-বিস্মৃতি-ক্রমে জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে জীব শোকে অভিভূত হয় তখনই তাহার শূদ্র-সংজ্ঞা। কিন্তু সুষুপ্তিকালেও যেমন প্রাণিমাত্রের চেতনাক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় না, তদ্রূপ শোকাভিভূত শূদ্র-আখ্যা লাভ করিলেও তাহার নিত্যস্বরূপগত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম তিরোহিত হয় না। যখন জীব পুনরায় ব্রহ্মণ্যদেবে সেবোন্মুখবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অর্ত্ত উপনীত হ'ন, তখন তিনি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ আমাদিগকে ব্রহ্মণ্যদেবের প্রণতি শিক্ষা দিয়াছেন-

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

—এই শ্লোকে প্রথমেই 'নমস্' শব্দের প্রয়োগ এবং শেষেও দুইবার 'নমস্' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ

'ন' এই বর্ণকে নিষেধসূচক এবং 'ম' এই বর্ণে অহঙ্কার-বাচক—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ 'নমঃ' শব্দদ্বারা জীব যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হ'ন। শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধজীবের চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহং-তৎ-অহঙ্কারে অভিভূত হইলে জীব শ্রীভগবানের কৃপাগ্রহণে অসমর্থ হয়।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ
ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

বদ্ধজীবের সর্ব্বপ্রথম অহঙ্কার—জন্মের অভিমান। জীব নিত্য স্বরূপ ভুলিয়া যখন দ্বিতীয় অভিনিবেশ বশতঃ নিজকে রক্তমাংসের দেহ বলিয়া ধারণা করে তখনই তাহার জন্মের অভিমান উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিমানযুক্ত জীব-সকলকে বেদ—'শূদ্র' ও শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে 'গোখর'-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিমান—ঐশ্বর্য্যগত। 'ভগবানই একমাত্র ভোক্তা, সর্ব্বজীবই তাঁহার ভোগ্য'—এই সম্বন্ধজ্ঞান আচ্ছাদিত হওয়াতেই ঐশ্বর্য্যগত অভিমানের উৎপত্তি। তৃতীয়—পাণ্ডিত্যের অভিমান। চতুর্থ—সৌন্দর্য্যের অভিমান। এই চতুর্ব্বিধ অভিমানই শূদ্র বা শোককারীর ধর্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেবের সেবা বা আত্মধর্ম—ভক্তি।

যথা কল্কিপুরাণে—

"যা ধর্ম্ম ব্রাহ্মণানাং হি সা
ভক্তির্মম পুষ্কলা।"

সুতরাং ব্রাহ্মণ এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কার নিঃশেষে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যদেবের সেবা করেন।

ব্রহ্মণ্যদেব পরম কৃপালু উদারবিগ্রহ, মঙ্গলকর ও ভক্তানুগ্রাহী। তিনি সাধুজনের পালনকর্ত্তা, দুষ্কৃতজনের বিনাশকারী। দুষ্কৃতিজনের প্রতি দণ্ডও তাঁহার অহৈতুকী কৃপা। যিনি এইরূপে জগতের হিত করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই—পরমেশ্বর, সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি গোকুলের পালক হৃষীকেশ বা গোবিন্দ। তিনিই জীবের পুনঃ পুনঃ প্রণম্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জীবজগৎকে প্রণিপাত শিক্ষা দিয়াছেন। আবার তৎপরে জীবের স্বরূপ ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞাপক শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥"

অর্থাৎ আমি শমদমাদি-গুণসম্পন্ন সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণ নহি, আমি প্রজাপালক নরপতি বা ক্ষত্রিয় নহি, আমি গো-বাণিজ্য-কৃষ্যাদি-বৃত্তিসম্পন্ন বৈশ্যও নহি, অথবা আমি ত্রিবর্ণসেবক শূদ্রও নহি। কিংবা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী বা সন্ন্যাসীও নহি। আমি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

ভগবদ্ভক্ত—কৃষ্ণদাস শুদ্ধজীবাত্মা। তিনি প্রাকৃত বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। যাঁহার আত্মা প্রবুদ্ধ, যিনি সেবোন্মুখ বা সেবারত তিনি নির্গুণ ব্রাহ্মণ অথবা তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মণ্যের চরম পরিণতি—ভক্তাবস্থা। ভক্তে যাঁহারা ব্রাহ্মণতার অভাব দর্শন করেন, যাঁহারা লক্ষণ্যুক্তায় সংস্কারের অভাব দেখিতে প্রয়াসী, তাঁহারা মাৎসর্য্য-পরায়ণ নাস্তিক।

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত
ব্রাহ্মণঃ।"

চিৎ-চিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রেমভক্তির সাধন করিবেন। অব্রাহ্মণে ভক্তিবৃত্তি উদিত হয় না। শূদ্র বা শোকাচ্ছন্ন জীবে যে মিছাভক্তি দৃষ্ট হয় তাহা মায়িক অনিত্য বস্তুর প্রতি রাগমাত্র, অধোক্ষজ ও অক্ষয় বস্তুর প্রতি সেবাবৃত্তি নহে। এইজন্য বেদ পুনরায় বলেন—

"এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণঃ॥"

হে গার্গি, সেই অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট না হইয়া যে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র।

"অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"

আর যিনি অক্ষর বস্তুতে সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত উদিতপ্রজ্ঞ হইলেই জীব ভক্তি-পদবীতে অধিরূঢ় হন।

জাত্যভিমানী বন্ধুবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাকৃত অভিমান সর্ব্বতোভাবে পরিহার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাসাভিমানে প্রমত্ত হউন এবং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়া জগদ্বাসীকে ব্রহ্মণ্যাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

পতনের পথ

(আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

(২)

যে কোন ভাবে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন কালে অর্থাৎ সর্ব্বকালে শ্রীনামগ্রহণের বিধি আছে কিন্তু নামাপরাধ যুক্ত নামগ্রহণের বিধি নাই বরং নামাপরাধের নিষেধই সর্ব্বাগ্রে, তৎপর নামগ্রহণের বিধি। আমরা "নামবলে পাপ প্রবৃত্তি"রূপ নামাপরাধ প্রায় শতকরা শতজনই করিয়া থাকি বলিয়া নামপ্রভুর পূর্ণ কৃপা উপলব্ধি করিতে পারি না। এক নামাপরাধেই সর্ব্ববিধ পাপ ও অপরাধ বিদ্যমান; কিন্তু নির্ব্বোধ মনোধর্ম্মী আমরা ভক্তিপথের এই কণ্টকগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া নামাপরাধকেই নাম (?) মনে করিয়া পতনের পথে ধাবিত হইতেছি।

অতএব নামাপরাধই পতনের সর্ব্ববিধ সরণির আদি সরণি। নামাপরাধ বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধে পূর্ণ ভারাক্রান্ত হইয়া অবশেষে ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অবহেলাকারিগণ শুদ্ধ নামাশ্রয় না করার দরুণ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-মিশ্রাবস্থায় নামাপরাধী বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, শুদ্ধনাম-মহিমা-প্রচার, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির কষ্টক বিচার-জ্ঞাপন ও নামাপরাধের হেয়ত্ব-প্রতিপাদন-কল্পে শ্রীচৈতন্যমঠের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যমঠে অনাশ্রিত জন নামাপরাধরূপ পতনের পথ হইতে কোন কালে পরিত্রাণ হইবার উপায় পাইবেন না, ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, ও পালয়িতা। আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে আমাদিগকে কৃপা করেন—সর্ব্ববিপদ বা অনর্থ হইতে রক্ষা করেন, অপ্রত্যাশিতভাবে ও অজ্ঞাতসারে আপৎ দুর্দ্দৈবজনিত দোষাদি নিরসনে কৃপা করিয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে পালন করেন—ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মহাজন-বাণী বা শাস্ত্রবাণী। শরণাগত ভক্তের বিনাশ বা পতনাশঙ্কা নাই বা থাকিতে পারে না, 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—ভগবদ্বাণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভগবান্ বা তদভিন্ন শ্রীগুরুদেবই যখন একমাত্র রক্ষক, তিনি যখন সর্ব্বাবস্থাতেই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তিনি ব্যতীত যখন আমাদের দ্বিতীয় রক্ষক আর কেহ নাই তখন অপরাধই হউক বা অনর্থই আসুক, সুখই হউক বা দুঃখ হউক, বাধাই আসুক বা সুবিধাই হউক, শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিধান—নির্ভরশীল ভক্তের এ সব কথায় ব্যস্ত হইয়া চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ সেবাশৈথিল্য বা তাহাতে ঔদাসীন্য-প্রকাশের কোন কথাই নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥"

প্রাক্তন-কর্ম্মফলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধা-স্থাপনে অসমর্থতা-নিবন্ধন সময় সময় গুরুপাদপদ্মে দিতে কার্পণ্য-প্রদর্শনকারী গুরুরূপী ভগবানের নিত্য-সখা হইতে অন্তরে আনন্দ, পবিত্র মাদৃশ ব্যক্তিগণের সতর্কতার জন্যই আজ এই পতন-পথের আলোচনা।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভা

[৩১শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে নির্বাচিত শ্রীনবদ্বীপ-প্রচারক শ্রীধর মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলেন—

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ

এই শান্ত সৌম্য মধুরমূর্ত্তি পরমহংস-বেশধারী পণ্ডিতপ্রবরের কথা আমি আর কি ব'লব, শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং যাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রশংসা করেন, যাঁর ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আকর্ষণ করে, তিনি যে কত মহৎ তা' ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষারই পণ্ডিত এবং উত্তম বক্তা। ইনি মাদ্রাজ, বোম্বে, করাচী, শিকারপুর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার ক'রে তদ্দেশবাসী বহু ব্যক্তির সুকৃতি সম্পাদন ক'রেছেন এবং ক'রছেন। ইনি প্রথমে শ্রীপাদ বন মহারাজের সঙ্গে থেকে অনেকদিন প্রচারকার্য্য করেন। আমরা তাঁর গুণাকৃষ্ট—তাঁর কৃপা-প্রার্থী।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত ১ম খণ্ড, শ্রীচৈতন্যমঠ ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৷৵০
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীচক্রবর্ত্তিটীকাসহ (সম্পূর্ণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵০
৭। [illegible] ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। [illegible] ৷০
১২। [illegible]
(মাধ্ব) ২৲
১৩। [illegible]
[illegible]) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। [illegible] ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। [illegible] ১৷০
৩২। [illegible] ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৫০০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৩৲
৪১ ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। [illegible] ৸০
৪৫। [illegible] ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। উপনিষদ (অন্বয় ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রী-নবেদ্য ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-[illegible] ১০
৫৪। সটীক-[illegible] ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ৷
৫৬। [illegible] ৶
৫৭। [illegible] ৴
৫৮। [illegible] ৶

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯ রায় রামানন্দ ৷
৬০। [illegible] ৷০
৬১। [illegible] ওয়ার্ক্স ৷৵০
৬২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈদিক ধর্ম ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগোর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া,
পোঃ পানাগড় বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাহু, কাঁথি,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদনগোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিঙ্গুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বসার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর,
পোঃ চিকাকোল, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মহকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

সপ্তম বর্ষ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দাস সম্পাদিত। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী-জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রলিপিকা-প্রভৃতি সন্নিবেশিত থা'কবে। গ্রন্থের কলেবর ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৩	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ্ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৪৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৫৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৬-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-১৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২২

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ্চ ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড় (অংশ বা ষ্টার মার্কা — ৬৷৹—৫৸৹

ঐ বে-মার্কা চ্যাপ্টা গড়ন ৫/৹—৫৶৹

বরগা (টি-আয়রণ) ৬/৹—৬৶৹

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা) ৬৲—৬৷৹

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৷৶৹

২৪ গেজ „ „ ১১/৹

২৬ গেজ „ „ ১২৷৶

২৪ গেজ আর, পি, টি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট— ১১৷৶৹

২৬ গেজ „ „ ১২৷৶৹

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৶৹—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

গজের বাঃ ৮৷৹

টিন প্লেট ৬/৹—৬৷৶৹

„ বোল্টু (গোল) ৬/৹—৬৷৶৹

„ পলাতে (চৌকা) ৬/৹—৬৷৶৹

„ গোল রড ৶৹—৷৶৹ সুতা ৫৲—৫৷৹

„ টানা রড-

চৌকা ৶৹—৷৶৹ ঐ ৬৲—৬৷৹

„ বাঁওল তার ৭৷৹—৭৸৹

„ প্লেট—টিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৮৲—৮৶৹

„ চাদর ৩-১৬ পাঁচা বাদ্দিল ৯৸৶—১১৷৹

কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট) ১/৹-১৷৹

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০৲

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চ ১২৲—১৪৲

অলাউ এড়া ১ হইতে ১০ নং ১৸৶-২৷৹ মাট

কাঁটাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶৹ ৮৸৶৹ ৯৸৶৹ডঃ

ঐ টিন পাইপ ৫৸৶৹ পেঃ বিঃ ৬৷৶৹ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৹-৬৷৹

ঐ রিবিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার ঢেলার বক্সের গোল ও

চৌকা ৮৷৹— „

ঐ তারের দোচার সিট ১৫৲ „

ঐ চেংগা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রু ৪—৩ ইঞ্চ ৶১০—৸৶৹ গ্রোস

ঐ কক্স: ৭৩ নং

১৷—৪ ইঞ্চি ৷১০—৸৶৹ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৷৹—১৪৷৹ হন্দর

গ্যাঃ রিং নং (মটকা)

১৩ ইঞ্চি ৶ ৸৶১০ পীস

গ্যাঃ পাটা বা জোড়া

৬ ইঞ্চি ৪৹—৸৶৹ „

গ্যাঃ স্ক্রু ১৷৹—২৷৹ ইঞ্চ ২০৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার চাক ১১৷৹—১৯৲ „

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৬—৩ ইঞ্চি ৸৶১০—১৶৹ গ্রোস

ঢালাই বেঞ্চি ৭৷৹—৪৷৹ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ফু ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট

ষ্টিম ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ ১৷ ইঞ্চি ৸৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৭৷৹ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৭৲

৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২৷৹-২৷৹ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট কোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

লোক্রেল প্রদীপ মার্কা (২ টিন)		৯৲৬
পদ্ম মার্কা	„	৬৷৹
ভিক্টোরিয়া	„	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৷
চিনা পাত	৩২৷৹

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶৹
ঐ চুরা	৫৶৹

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৹ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷৹ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷৹
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ঋণ (১৯৩৫)	১০৪৸৶৹

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৸৶৹

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলপেড)	২৯৪৷৹
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৪৲
বালী	১০২৲
বরানগর	৩৫৲
কেলভিন	৩৭৲
হুগলী	২৪৫৲
ক্লাইভ	২১৷৹
ডালহৌসী	৪০৮৷৹
ডেল্টা	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জীর্ণ শীর্ণকায় সর্ব্ব প্রকারের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক। বিনাত স্ত্রী পুরুষ বালক এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অদৃষ্টে সুফল হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ আনা, বড় বোতল ১।৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

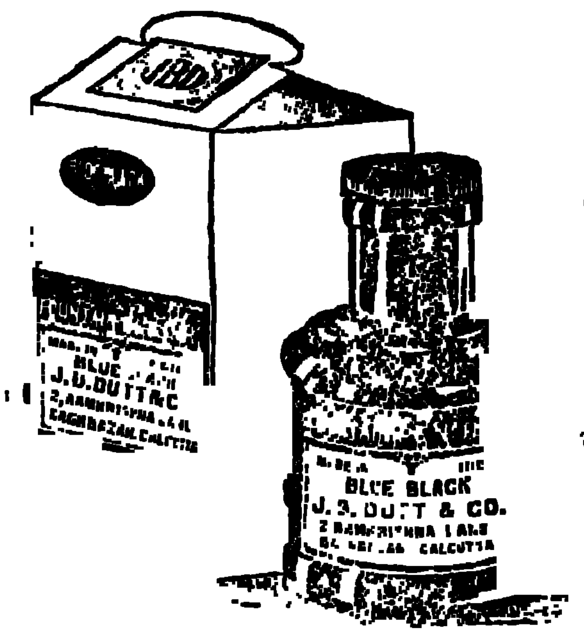

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৩নং রামধন সেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিঃস্ব ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৃটেনের সঙ্কোচ-কল্পনা

প্যারীর সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্স বৃটেনের সহিত একমতাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা। ফরাসী-লিপিতে আবশ্যকতার যে উল্লেখ ছিল, বৃটেন তাহা মানিয়া লইয়াছেন। জার্ম্মাণীর সহিত চুক্তির সময় সে কথা উঠিবে। সুতরাং বৃটিশ-প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন হইবে। এমনকি ফ্রান্সেও সঙ্কোচ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে বলিয়াছে।

মিঃ কুকভেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অধ্যাপক ভাটের অভিযোগ (মিঃ কুকভেণ্টের বিরুদ্ধে) সম্বন্ধে কংগ্রেসী দলের প্রস্তাব প্রতিনিধি সভার রুল্‌স কমিটী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত কমিটীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা।

শাসনপরিষদের ভাইসপ্রেসিডেণ্ট

পাটনা হইতে প্রকাশ, সরকারের শাসনপরিষদের ভাইসপ্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, টি, হুইট গত ৬ ভাগলপুর পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছেন। ভাগলপুর পরিদর্শনের পর তিনি সম্ভবতঃ রাঁচি যাত্রা করিবেন।

বোম্বায়ে মোটর সংঘর্ষ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ফাউণ্টানের নিকট এক সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ফলে, তিন জন আহত হইয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, গাড়ীটির একটি বাড়ীর প্রাঙ্গণের দেওয়ালের সহিত ধাক্কা লাগে। ফলে, দেওয়ালটী পড়িয়া যায়। রাস্তার উপরে তিন জন লোক ঘুমাইতেছিল। তাহারা দেওয়াল-চাপা পড়ে। তাহাদের বাহির করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তন্মধ্যে একজনের অবস্থা সাংঘাতিক।

গাজীপুরে ডাক লুট ও খুন

যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রকাশ, গত শনিবার প্রাতঃকালে গাজীপুর নামক একখানি গ্রামে যুক্ত প্রদেশে ডাক লুণ্ঠনের পর পুলিশ একটী লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই লোকটি তদন্তের সময় বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া গত ১৮ বৎসরকাল বাস করিতেছিল এবং মিঃ বলিয়া নিজের নাম প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল।

এক্ষণে প্রকাশ, পুলিশের সন্দেহ এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই তথাকথিত ব্যক্তি মিঃ যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত ডাকাত সর্দ্দারগণের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেহ নহে। গাজীপুরে যে ডাক লুণ্ঠিত হয় এবং লুণ্ঠনের সময়ে যে খুন হয়, সেই সম্পর্কে পুলিশ এই লোকটী সন্ধান করিতেছিল।

পাঞ্জাবের ভাইস-চ্যান্সেলার

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এ, সি, উলনার পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। নভেম্বর মাসে উপাধি বিতরণ সভা হইবে।

বিহার গভর্ণরের রাঁচি যাত্রা

বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর স্যার জেমস সিফটন ৭ই এপ্রিল তারিখে রাঁচির অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

লেডী সিফটন ৫ই তারিখে ই যাত্রা করিবেন।

ডাঃ আনসারীর নিকট শ্রীমতী নাইডুর তার

ডাঃ আনসারীর নিকট এক তারে শ্রীমতী নাইডু জানাইয়াছেন যে, সম্মেলনে যোগদান করিতে না পারায় দুঃখিত হইলেন। তিনি জানাইয়াছেন বুকের বেদনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি পারিলেন না।

শ্রীমতী নাইডু দিল্লীতে সমবেত নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করিয়া জানাইয়াছেন বর্ত্তমান আলোচনায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানকেই যেন প্রধান স্থান দেওয়া হয়, না হইলে অগ্রগতি অসম্ভব দাঁড়াইবে।

তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, সমস্যা সমাধান ব্যাপারে নিখিল কংগ্রেস কমিটীর একমাত্র উপযুক্ত। এই কমিটির অধিবেশন আহ্বান সঙ্গত।

শ্রীমতী নাইডু অসুস্থ। চিকিৎসক তাঁহার সকল কার্য্য একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাজেই সভা সমিতিতে যোগদান হইতে বিরত হইয়াছে।

শ্রীহট্ট মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন

গত ৩০শে মার্চ্চ শ্রীহট্টে নিখিল মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে নির্বাচিত সভাপতি নবাব বাহাদুর মুশাররফ খাঁ অসুস্থ থাকায় আবদুল করিম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বঙ্গের মুসলমান শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্বোধন করেন।

সভাপতি স্যার আবদুল করিম অভিভাষণে বাঙ্গলায় মুসলমান শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী মিঃ শ্রীনাথ ও শিক্ষা বিভাগের আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের উত্তরা— শ্রীধাম নবদ্বীপ
আমাদের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি A.

REG. C...

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
এক ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ১৷০
চুক্তিতে হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য
সংখ্যা ৶

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৩শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে চৈত্র শনিবার ১৩৪০, ৭ই এপ্রিল ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

সিঙ্গুরে রেল দুর্ঘটনা

হাওড়া হইতে প্রকাশ, সিঙ্গুর ষ্টেশনে একটি বিষম দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক-খানা মালগাড়ী ষ্টেশন অতিক্রম করিবার সময় রেল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে ও ষ্টেশনবাড়ীর একটি পার্শের ঘর ধ্বংস করে। প্রকাশ, ষ্টেশন মাষ্টার ও এ ঘরের ক্লার্ক আহত হইয়াছেন।

প্রকাশ, পথে একটি ষ্টেশনে ইঞ্জিন ড্রাইভার কিছু দেরী করায় যাওয়ায় তিনি নাকি ট্রেন চালাইবার সে ক্ষতি সারিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ট্রেণ ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিলে তিনি ব্রেক কসিয়াও গাড়ী থামাইতে পারিতেছেন না। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেণ ষ্টেশনের উপর যাইয়া পড়িয়া উহাকে ধ্বংস করে ও ষ্টেশন-বাড়ি বিধ্বস্ত করে।

— —

পাগলাডাঙ্গীতে দস্যুর অত্যাচার

ঢাকার হইতে প্রকাশ, বাসুদেবপুর থানার একদল দস্যু পাগলাডাঙ্গীতে আক্রমণ করিয়া উহার মালপত্র লুণ্ঠন করিয়াছে। উহারা সংখ্যায় তিনজন ছিল। উহাদের মধ্যে বাহারা দুইজন নিহত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

দস্যুদল উহার বাড়ী বিচিত্রভাবে গৃহ ঘেরাও করিয়াছে সংবাদ দিয়াছেন। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, দস্যুরা পাগলাডাঙ্গী হইতে পালাইয়া গিয়াছে। উহারা বাড়ীওয়ালাদের বাড়ীতে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল মুসলমানের সহিত উহাদের সংঘর্ষ হয়। সংবাদে প্রকাশ যে দুইজন দস্যু নিহত হইয়াছে; আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন দিকে পালাইয়াছে।

গার্ড। দস্যুদলের সহিত উহার সংঘর্ষ হয়, সংঘর্ষের ফলে গার্ড পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছে। উহারা তাহার কি অবস্থা করিয়াছে জানা যায় নাই।

বাঁকুড়িয়ার প্রায়ই দস্যুবৃত্তি হইয়া থাকে। সরকার অনেক চেষ্টা করিয়াও দস্যুদমন করিতে পারেন নাই। দস্যুরা মধ্যে মধ্যে বিশাল শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হয়। তখন তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না।

— —

উন্মত্ত জনতা কর্তৃক ট্রেণ আটক

গোমপেটা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে গত ৯ নবমী উৎসবের সময় বিক্ষুব্ধ জনতা অনেকটা যাত্রী ট্রেনখানাকে গোমপেটা ষ্টেশনে ৫ ঘণ্টাকাল আটকাইয়া রাখে এবং উক্ত ট্রেনের বহু যাত্রীকে আহত করে।

প্রকাশ, কতিপয় লোক মাজ্রাজের কোন উৎসব দেখিবার জন্য গোমপেটা ষ্টেশনে ট্রেনে চাপে। ঐ ট্রেনে যে রেল কর্মচারী ছিলেন উহাদের কোথাও তাঁহার সন্দেহ হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, উহারা কেহই টিকিট করে নাই।

অতঃপর উহাদিগকে ট্রেন হইতে নামিয়া যাইতে বলিলে উহারা উত্তেজিত হয় ও ট্রেনের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে অনেক যাত্রী আহত হয় ও ট্রেনের ক্ষতি হয়। পুলিশের সাহায্য লওয়া হয়। ফলে এই সম্পর্কে ৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

———

ডাকাতদিগের আঘাতে মৃত্যু

মশোর সন্নিকটস্থ গঙ্গাপুর গ্রামের জমাদারের বেনীর দুর্গে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে জানা যাইতেছে যে, প্রায় ১২ জন সশস্ত্র ডাকাত উক্ত মহিলার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্পত্তি লুঠ করিতে চেষ্টা পায়। সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আগত একটী লোক ডাকাতদলকে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইলে ডাকাতেরা তাহাকে ছোরা দ্বারা বিদ্ধ করে। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা ঘটনা-স্থলে আগমন করায় ডাকাতেরা পলায়ন করে। ডাকাতেরা কোন সম্পত্তি লুঠ করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিশ ঐ গ্রামের নানাস্থানে এবং কলিকাতায় খানাতল্লাস করিয়া ৭ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অন্যান্য অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

উত্তর কলিকাতায় সশস্ত্র ডাকাতি

উত্তর বিভাগের পুলিশ ডেঃ কমিশনারের নিকট গত মঙ্গলবার জোড়াবাগানের পুলিশ নেপালী সং বাহাদুর সিংকে উপস্থিত করে। নেপালীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, সে গত রবিবার রাত্রিতে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ডাকাতি করিয়াছে।

প্রকাশ উক্ত বিশ্বকৃষ্ণ সিং ঐ দিবস রাত্রির ষ্টীর সাতটা বিডন ষ্ট্রীট প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। তিনি যখন মাণিক-তলা ষ্ট্রীট দিয়া প্রদর্শনী হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন অভিযুক্ত সহসা পিছন হইতে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীর কণ্ঠ হইতে সোনার হার ছিনাইয়া লয়। জীবন বাবু ও তাহার স্ত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অনেক লোক ঘটনাস্থলে উপনীত হয় এবং অভিযুক্তকে ধৃত করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ধাবিত হন। প্রকাশ, এই সময়ে অভিযুক্ত একটা বড় ছোরা বাহির করিয়া অনুসরণকারী লোকদিগকে আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে পুলিশ আসিয়া অভিযুক্তকে ধৃত করে।

অতঃপর পুলিশ জানিতে পারে যে, অভিযুক্ত আইন অনুসারে আসামীকে ভবঘুরে বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তজ্জন্য প্রথম হইতে ২০ বৎসরের জন্য বাঙ্গালা পরিত্যাগ করার জন্য তাহার উপর আদেশ হয়। প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাহাকে ৫ দিন সময় দেওয়া হয়, এই সময়ের মধ্যে সে ডাকাতি করিয়াছে।

ডেপুটী কমিশনার জোড়াবাগানের থানা হাজতে এক সপ্তাহ আসামীকে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

ঢাকায় জজ আহত

ঢাকা হইতে প্রকাশ, জিলা জজের আফিসের সম্মুখে এক মোটর দুর্ঘটনা হয়, ফলে জিলা ও দায়রা জজ মিঃ সুরে ও তাঁহার সহকারীগণ আহত হইয়াছেন। বিবরণে প্রকাশ, মিঃ সুরে নিজে গাড়ী চালাইতেছিলেন। মোটর লরীর সহিত গাড়ীর সাতটা এক পাশের ধাক্কা লাগে, ফলে তাঁহার হাতে আঘাত লাগে। ডাক্তার দেখাইয়া গিয়াছে। তাঁহার চাপ ও পরের বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে।

———

ডিসেম্বরের নূতন নির্বাচন

নুতনারী হইতে প্রকাশ, সুনাবেষ্টিত প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, ব্যবস্থা পরিষদ ভঙ্গ হইবে, আগামী ১৯৩৪ অক্টোবর মাসেই দেখা হইবে। তৎপরে ১৯৩৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোন সময়ে, নূতন নির্বাচন হইবে। আগামী আগষ্ট মাসের পূর্বে জুলাই মাসে নির্বাচন করিবার জন্য গভর্ণর আবেদন হইবে।

এ মাসে অগ্রহায়ণে বাস্তবেবাং

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে চৈত্র শনিবার, ১৩৪০

অল্ ইণ্ডিয়া মুস্লিম লীগের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জিন্না সেদিন লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শ্বেতপত্র সম্বন্ধে আলোচনায় বলিয়াছেন, দেশের অন্যতম সম্প্রদায়ের প্রস্তাবসমূহকে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও পক্ষে অথবা গোটা দেশের পক্ষেও মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করে না সুতরাং দেশের পক্ষে উহা গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে অনেক বিষয়ে উহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উহা করিতে হইলে কোন পথ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে বৈঠকে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। এক পক্ষ বলিলেন, তাঁহারা মিঃ জিন্নার ১৪ পয়েণ্ট কিছুতেই ছাড়িবেন না তাহাকে বাদ দিয়া চলিবে না। কাউন্সিলের মুসলমানেরা বলিলেন, একপ কিছু থাকিলে অন্যান্য সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করিবেন কেন? বহুক্ষণ বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সদস্য বলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর রোয়েদাদকে ভিত্তি করিয়া সকল সম্প্রদায়কে একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে, অন্যথা মিলন অসম্ভব। মিঃ জিন্না স্বয়ং কোন্ পক্ষে মত দিয়াছিলেন জানা যায় নাই। কিন্তু তিনি যখন জানেন যে, এই রোয়েদাদ জাতীয়তার বিরোধী, তখন তাঁহার এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করা উচিত ছিল। তাহা হইলে আমরা মিলন পথের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে পারিতাম।

বাঙ্গালা লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিয়াছেন,—"বাংলাদেশের দুঃখ নিবারণের জন্য সমস্ত ও যথাসম্ভব সময় নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। দরিদ্রদের সকল অভাব পূর্ণ হইবার পর সম্পদশালী সম্প্রদায়ের লোক বাঙ্গালা-বাসীর তাঁহাদের অংশ গ্রহণের জন্য আসিতে পারেন।" দারিদ্র্যের মূল কারণ নিরূপণ করিতে পারিলে তবেই ও সমাজের উপকার সম্ভব হইতে পারে। সে দিকে চিন্তা কে করেন?

কয়েকদিন পূর্ব্বে দিল্লীর হার্ডিঞ্জ লেডিজ কলেজে মহাসমারোহে মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। বহু শিক্ষিতা মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্রের সকলপ্রকার মহিলা সমাজ আছে, সমাজে, সাক্ষাতি ক্ষেত্রে এবং বহু বিভিন্ন বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির পরিচয় মধ্যে তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট সাড়া দিয়াছেন। তাঁহারা পুরুষ জাতির স্বার্থপরতার কঠিন নিগড় ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের স্বাধীনতা, নির্ভীকতা ও সাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে পথে তাঁহারা অগ্রসর হইতে উদ্যত তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কল্যাণজনক কিনা তাহা বিবেচনা করা উচিত।

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তর বিভাগের পুলিশ ডেঃ কমিশনারের নিকট একটি বহুমূল্য স্বর্ণহারের সংবাদ প্রাপ্তির অভিযোগে স্বামী সদানন্দ নামধারী এক সাধু-বেশধারীকে উপস্থিত করা হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, এডভোকেট শ্রীযুক্ত বি, সি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর একজন মহিলা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। উক্ত এডভোকেটের জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বলেন, কলিকাতায় এমন একজন সাধু আসিয়াছেন, যিনি সকল প্রকার কঠিন রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। ঐ সাধু তাঁর হাতে অবস্থান করিতেছেন। বাবু তাঁহার বন্ধুর সহিত সাধুর নিকট গমন করেন; সাধু বাবুর বাড়ীতে আগমন করিয়া রুগ্না মহিলাকে দেখিয়া গম্ভীরভাবে বলেন যে, সে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার আরোগ্য করিবে। তক্ মন্ত্রাদি হেতু সোনার কবচে সমর্থ হইবে। ইহা বলিয়া সাধু আরোগ্যের জন্য সম্পন্ন করিবার জন্য একটি স্বর্ণহার লইয়া যান। বাবু এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেন, কিন্তু সাধুর দর্শন পাওয়া যায় না। বাবুর মনে সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুলিশে সংবাদ দেন। পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিতে পারে যে, উক্ত সাধু-বেশধারী লোকটী এক আশ্রমের লোক; তাহার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে, সে এরূপ উপায়ে অন্যান্য বহু লোককে ঠকাইয়াছে। পুলিশ লোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ডেপুটী কমিশনার এ বিষয়ে আরও তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতে রাখার আদেশ দিয়াছেন। দেখা যাক্, বিচারে লোকটীর চরিত্র কি প্রকার প্রকাশিত হয়। দেশে যে সাধুর বেশে অসংখ্য প্রতারকের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্ব্বসমেত ৩৩টি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলায় ৩টি, ময়মনসিংহে ২টি, মেদিনীপুরে ৪টি, ফরিদপুরে ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, মুর্শিদাবাদে ২টি, ঢাকায় ২টি, যশোহরে ২টি, দিনাজপুরে ২টি, ২৪ পরগণায় ২টি, হাওড়ায় ২টি, বর্দ্ধমানে ১টি, বীরভূমে ১টি, নদীয়ায় ১টি, খড়্গপুরে ১টি, ও রাজসাহীতে ১টি, ডাকাতি হইয়াছে; তন্মধ্যে এক ক্ষেত্রে একজন লোক খুন হইয়াছে, দুই ক্ষেত্রে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, হাওড়ার একস্থানে ডাকাতির সময়ে গৃহস্থগণের নিকট হইতে সম্ভবতঃ একটি বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে। ঢাকার একস্থানে সম্ভবতঃ বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দেশ হ'ল কি?

প্রতারকের ফাঁদে মাড়োয়ারী

মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী উমীচাঁদ প্রতারকদিগের হস্তে পড়িয়া ১৫ শত টাকা দণ্ড দিয়াছে। কলিকাতা পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে। নিম্নে ঘটনার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে:—

প্রকাশ, ২ জন লোক (সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ডাকাতদলের) উক্ত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, বিহার ভূমিকম্পের সময় একজন ব্যবসায়ীর মৃত্যু হইয়াছে, সে অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছে। মৃত ব্যবসায়ীর এক ভৃত্য ৩৬ খানি ১০০ টাকার জি সি নোট লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। সে ১৫ শত টাকা পাইলে নোটগুলি ছাড়িয়া দিতে পারে। মাড়োয়ারী উমীচাঁদ নোটগুলি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় এবং আবশ্যক টাকা লইয়া সেণ্ট্রাল এভেনিউর এক নির্দ্দিষ্ট কোণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়। কিছুকাল পরে উক্ত ২ জন লোক অপর একজন লোকের সহিত তথায় উপস্থিত হয় এবং মাড়োয়ারীকে বলে যে তৃতীয় ব্যক্তি মৃত ব্যবসায়ীর ভৃত্য। তাহারা মাড়োয়ারীকে কাগজের একটা পুটুলী দেখাইয়া বলে, উহার নোটের তাড়া। অতঃপর তাহারা মাড়োয়ারীকে টাকা দিতে বলে। মাড়োয়ারী যখন টাকা প্রদান করে, তখন পুলিশ কর্ম্মচারীর বেশে কয়েকজন লোক তথায় উপস্থিত হয়। এই সময়ে অভিযুক্তরা মাড়োয়ারীর হস্ত হইতে নোটগুলি কাড়িয়া লইয়া অন্তর্দ্ধান হয়। ঢাকা দেয়। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সুরাপুরে বন্দুকের শব্দ

মালেগাঁও হইতে এ,পি, জেনারেল এবং স্পেশাল পি.টি. মার্শেলিয়ের জন-সাধারণের নামে। ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের পরে এক মতিলাল নামক সুরাপুরে গুলির আঘাত হইয়াছিল। অনুমান, গ্রেপ্তারের ফলেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

৩ জন লোক ঐ সময় সুরাপুরে প্রবেশ করে। সুরাপুরে আর ৪ জন যুবক তখন উপস্থিত ছিল। উহারা ঐ ৩ জনের উপর গুলী বর্ষণ করে। গুলীবর্ষণের ফলে ২ জন নিহত হয়। একজন বন্দিকারের ঐ সময় ভূপতিত হয়। উহারা গুলী মারিয়া পলায়ন করে। মৃতের মধ্যে একজন কার্ণভারাধী ছিল। উহার সঙ্গে একটা বন্দুক ছিল, সুবিধার অভাবে গুলী করিতে পারে নাই।

এই তিনজনের মধ্যে যে বাঁচিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছে আততায়ী তাহার পরিচিত নহে।

মুদ্রা জালের যন্ত্রপাতি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, মুদ্রা জাল করিবার একটা কল, জাল করিবার আরও কতকগুলি যন্ত্রপাতি এবং কতকগুলি জাল মুদ্রা থানাতল্লাসে বাহির হইয়াছে। প্রকাশ যে, রেঙ্গুনের গোয়েন্দা পুলিশ কোন খবর পাইয়া বাজিতে টাউনই নামক স্থানে একটা বাড়ীতে হানা দেয় এবং সেই বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া উক্ত জিনিষগুলি প্রাপ্ত হয়। খানাতল্লাসের পর তাহারা একটি স্ত্রীলোক ও একজন চীনাসহ ৩টি লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণকে আদালতে চালান করা হইয়াছিল। আগামী ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাজতে রাখিবার হুকুম প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈমানিকের বিপদ

মস্কো হইতে প্রকাশ, 'চিলিস্কিন' নামক একখানি বিমান গত ৩০শে মার্চ্চ মস্কো হইতে ভূ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিল। পথিমধ্যে বৈমানিকদিগকে বিমানখানির ইঞ্জিন আটকাইয়া যায়। চালক প্রসিদ্ধ বৈমানিক এপাট। গত ১৯৩২ সালের জুলাইয়ে মস্কো হইতে বাহির হইয়া চীন, জাপান এবং এশিয়া ভূ-খণ্ডের বিস্তর স্থান পর্য্যটন করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সুতরাং চালকের দোষে বিপদ ঘটিতে পারে না। ইঞ্জিনে পেট্রোলের অভাব হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কি দোষে পথের যাত্রা যাইবার পূর্ব্বেই ইঞ্জিনের পরিদর্শন হইল, তাহার অনুসন্ধান হইতেছে।

ডি. এম. মিত্র মৃত্যু

রায় বাহাদুর ভবানীনাথ মিত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মিত্র গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে রাঁচিতে ডবল নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশের ডি, এম, পি, ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৪৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। বৃদ্ধ পিতামাতা ব্যতীত তিনি একটি পুত্রকন্যা ও বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ } ৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২৪শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শনিবার } ৬৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ টিকার সময় কটক "রামচন্দ্রভবনে" কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের প্রফেসার পি.কে. পরিজা এম-এ, আই. ই, এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গবাসী ভক্তসভার সম্পাদক ও একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "Sree Chaitanya Dev in Orissa" সম্বন্ধে বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বলিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক বিচারপূর্ণ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী এইরূপ ভাবের আরও কয়েকটী বক্তৃতা-প্রদানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সভায় প্রায় তিন চারিশত শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হন। তন্মধ্যে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির নাম নিম্নে লিখিত হইল।

বি. মুখার্জ্জি এম-এ, প্রিন্সিপাল ট্রেনিং কলেজ, এস. পি, দে, এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, সতীশচন্দ্র বসু এডভোকেট এম এল-সি শ্যামসিদাস এডভোকেট, ব্রজসুন্দর দাস বি-এ জমিদার, ডাঃ সুরেন সাউ, প্রফেসার জে মহান্তি এম-এ, দুর্গানারায়ণ দাস বি-এ নলিনী কুমার দাসগুপ্ত এডভোকেট, মাধবর মানসিংহ বি-এ, বেণুধর মিশ্র, আটগড় রাজার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রফেসার সারদাকান্ত গাঙ্গুলী এম-এ, নগেন্দ্রনাথ বসু Accountant P. W. D. উপেন্দ্রনাথ সিংহ হেড মাষ্টার বঙ্গ-বিদ্যালয়, এ, কে সোমশেখরম্ জমিদার, নীলমণি মিশ্র, বি-এ, বালকৃষ্ণ কর বি-এ, সহকার-পত্রিকার সম্পাদক, জিতেন্দ্র মুখার্জ্জি বি-এ, ডাঃ শশাঙ্কশেখর দত্ত, ডাঃ মতিলাল বোস লেবরেটরি এসিষ্টেণ্ট ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১২ই চৈত্র ২৬শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার আটুরিয়া-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহোদয়ের বাটীতে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বক্তৃতাকালে বলেন—ভগবানের বিষয় জানিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা-প্রভাবেই আমাদের যাবতীয় অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে আমরা ভগবানকে জানিতে পারিব।

'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়' কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই একমাত্র সদ্গুরু। অন্ধকারের মাঝে আলো জ্বালিলেও যেমন অন্ধকার সর্ব্বদা আলোক হইতে দূরে অবস্থান করে সেইরূপ কৃষ্ণোন্মুখ হইলে মায়া আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। কায়মনোবাক্যে হরিভজন ব্যতীত আমরা কখনও মায়াদেবীর কবল থেকে ছুটী লাভ করিতে পারি না।

তৎপর দিবস ঐ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ছায়াচিত্র-যোগে হরিকথা কীর্ত্তন হয়।

গত ১৭ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ শনিবার পোলতা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলেন—আমাদের যতপ্রকার ইন্দ্রিয় আছে তন্মধ্যে একমাত্র কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিয়া আমরা জ্ঞান লাভ করি। এতদ্ব্যতীত শ্রোতপন্থা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমরা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রীভগবানকে না জানিয়া যদি আমরা চলিয়া যাই তবে আমরা আত্মঘাতী হইব। সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিলেই আমরা এই সংসার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে নয়

গত ৪ঠা এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় বলেন,—জীব যে সময়ে অবিদ্যাবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন, তৎকালে তাঁহার স্বরূপ-নিষ্ঠ—'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আমার আর অন্য কোনও কৃত্য নাই' এই সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব হয়। মুক্তির স্বরূপ ব্রহ্মনির্দেশ

যখন জীব গুরুকৃপায় স্বীয় স্বরূপ জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম ভূতাবরণের নশ্বর প্রভৃতি-বন্ধন হইতে মুক্ত হ'ন, তখনই তিনি নিজ স্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপের নিত্যত্ব উপলব্ধি করেন। তৎকালে ভগবানের সত্তা ও অবস্থা তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের ব্যাঘাত করে না। জীব নশ্বরত্ব বা নিরূপ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাঁহার মায়া-বন্ধন কাটিয়া যায়; তিনি তখন ব্রহ্মবিৎ আত্মবিদের শরণাগত হ'ন।

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুত্রয়ের সম্বন্ধে জ্ঞানের বিরূপজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণদাসাভিমান ব্যতীত অন্য কর্ত্তাভিমান তিরোহিত হইলে তিনি জীবন্মুক্ত হ'ন। তৎকালে তিনি অবিদ্যা-বন্ধনজনিত অজ্ঞজ্ঞানের ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হ'ন। জীবের ব্রহ্মদর্শন স্থিতের ভগবৎস্বরূপজ্ঞান হইতে পারমার্থিকী ভক্তি-স্ফূর্ত্তি উদিত হয়। এখন সেবোন্মুখের ভগবদ্-উপলব্ধি হইলে বিরূপ অক্ষজ-দর্শন-প্রভাবে ভগবানকে ব্রহ্ম বা নির্গুণ বলিয়া বুঝিতে হয় না। কিন্তু সেবোন্মুখের উদয়ে নিত্যধাম-নিবিড়ানন্দস্বরূপ অনুসন্ধানে অবস্থিত হইলে শ্রীগুরুর সেবক ভোগাভাব স্বাভাবিক প্রকটিত ভাব বিদায় হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীরামনবমী-ব্রতপালন

গত ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ ঐ জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি যথাভাবে প্রতিপালিত হইয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন ভোগের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মঠসেবকগণ খোল করতাল-সংযোগে মহাজন-পদাবলী ... কীর্ত্তন করেন ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীরামচন্দ্রের একাদশ প্রসঙ্গ-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে কিছুক্ষণ খোল-করতাল সংযোগে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনার পর উপদেশক মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সংবাদ-প্রেরকগণের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা বুকপোষ্টে সংবাদ পাঠান, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, গত ১লা এপ্রিল (১৯৩৪) হইতে পাঁচ তোলা পর্য্যন্ত বুকপোষ্টের মাশুল ৴১০ তিন পয়সা হইয়াছে। সুতরাং প্রথম পাঁচ তোলায় ৴১০ দুই পয়সা স্থলে ৴১০ পয়সার ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হইবে।

ম্যানেজার—শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ মধুসূদন অমাবস্যা শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(২)

(১) বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ 'শূন্য'-কেই তত্ত্ব বলেন। শূন্যতাবোধ বা শূন্যতাই নির্বাণ বা মুক্তি এবং উহাই প্রয়োজন। সেই পরম-প্রয়োজন বা শূন্যতা লাভরূপ মুক্তি চতুর্বিধ ভাবনাধারা সিদ্ধ হয়। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, এই চারি বৌদ্ধ-মতবাদ চারিটি সম্প্রদায়ে ঐ [illegible] বিষয় ভাবনার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তন্মধ্যে মাধ্যমিক সিদ্ধান্তে সর্বশূন্যত্ব, যোগাচারে বাহ্যশূন্যত্ব, সৌত্রান্তিকে বাহ্যানুমেয়ত্ব এবং বৈভাষিক সিদ্ধান্তে বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষবাদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। দুঃখ ও অমঙ্গল বস্তুকে ক্ষণিক স্বলক্ষণ, দুঃখ জগৎ ও দেহাদিতে আত্ম-স্থির জানিই তাহার সকল দুঃখের হেতু এবং এই স্থিরাত্মানুসন্ধানমূলক প্রবৃত্তি হইতেই দুঃখ সমস্ত পুনঃ উদয় হয়। ক্ষণিক ও ক্ষণভঙ্গুর-স্বভাববিশিষ্ট ক্ষণিক বস্তুতে আত্মবুদ্ধি পুনঃপুনঃ আবির্ভূত দুঃখের জননী।

আত্মা বলিয়া কোন নিত্য স্থির বস্তুর অস্তিত্ব নাই, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা যখন বিজ্ঞানপ্রবাহ সম্পূর্ণরূপে অস্তপ্রাপ্ত হইবে এবং সকল অস্থির বস্তুকেই ক্ষণিক বলিয়া উপলব্ধি হইবে তৎকালে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ নির্বাণলাভ সম্ভব। ক্ষণিকত্ব-জ্ঞানের উদয় এবং সেই শূন্যে পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত হওয়াই নির্বাণের স্বরূপ, প্রয়োজন-বিচারে ইহাই চরম কথা। প্রয়োজন-সিদ্ধিক্রমে বুদ্ধ সিদ্ধ। Prof. Hopkins Royal Asiatic জার্নেল পত্রিকায় (১৯০৬ সাল ৫৮১ পৃষ্ঠায়) আত্মা-সম্বন্ধে বৌদ্ধমতের মর্ম প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "The self is not only collective but also recollective entity". যাহা হউক এই ক্ষণিক জ্ঞানেন-সাধনপথে বিচরণকারী সম্প্রদায় 'বৌদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদর্শনে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বহুধাবিভক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বৈভাষিক শাখা চতুঃ-প্রমাণিক অর্থাৎ তাহারা চারিপ্রকারে প্রমাণ স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিকগণের মতে প্রত্যক্ষ, যোগাচার [illegible] সর্বসিদ্ধ বুদ্ধ ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ে প্রত্যেকে ক্ষণিক শূন্য পক্ষ স্বীকৃত হয়। প্রাণিমাত্র অবর্ণিমূলক দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে আত্মার মূল উচ্ছেদ প্রয়োজন, তত্ত্ব-জ্ঞানই ভ্রান্তির মূলোৎপাটনে সমর্থ, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ যোগসাধন ব্যতীত সম্ভবপর নহে। যোগসাধনে চিত্তের বিষয়-দর্শনজাত স্বত্ব-বুদ্ধিরূপ রাগপ্রবাহ নিবৃত্তি হয় এবং তৎফলে সকল বস্তুর ক্ষণিকত্ব উপলব্ধি এবং ক্ষণিকত্ব উপলব্ধির ফল দুঃখ-নাশ, ইহাই নির্বাণপদবাচ্য। এই নির্বাণাবস্থার অপর নাম বুদ্ধত্ব। 'রাগাদি-জ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদ সমুত্থা চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষ প্রকীর্তিতাঃ।' বোধ-চিত্তই বুদ্ধ। সুতরাং বোধত্বই তাই প্রয়োজন। বেদপ্রামাণ্য স্বীকার না করায় বৌদ্ধগণও অবৈদিক ও নাস্তিক। আত্মা বলিয়া যদি কোন স্থির ও নিত্য পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষণিক বস্তুকে মুক্তিদানের জন্য আগ্রহের প্রয়োজনও দৃষ্ট হয় না, কারণ ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন উহা স্বভাবতই শূন্যে পরিণত হইবে। আরও কথা, আত্মা যদি নিত্যধর্মবিশিষ্ট না হয় তাহা হইলে আত্মার উৎপত্তিমূলে, কোন্ কারণকে অবলম্বন করিয়া তাহার আবির্ভাব হয়? দৃশ্য বস্তুসমূহ যেমন জীবের অবিচ্ছিন্ন বাসনা-পরম্পরাক্রমে অর্থাৎ জন্মাত ও জন্মনাশ-দশে যে কালের ব্যবধান তাহা লক্ষিতব্য নহে বলিয়া যেমন তাহাকে স্থিরধর্মে অবস্থিত বলিয়া ধারণা হয় এবং তদ্রূপ দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তিমূলে যাহাদের বাসনাই মূল কারণ রূপে কল্পিত হয় সেই প্রকার তাহাদিগের বিচারে আত্মাও যখন ক্ষণজাত ও অস্থির, তখন এই আত্মার উৎপত্তিমূলে কাহার বাসনাপরম্পরা বর্তমান সিদ্ধান্ত না করা পর্যন্ত আত্মাকে ক্ষণজাত ও অনিত্য বলিয়া কল্পনা করা, Rational argument হিসাবে কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা সুধী-সম্প্রদায়ের বিবেচ্য।

ভগবান্ সাকার না নিরাকার?

ভগবান্ তত্ত্ব—সচ্চিদানন্দ বস্তু। ইনি সর্বকারণের কারণ, অনাদির আদি। ইনি পরমতত্ত্ব, নিত্য, সত্য ও শাশ্বত বস্তু। ইনি অধোক্ষজ বলিয়া অধোক্ষজাত্মবুদ্ধি রহিত, জড় সেবা-বিমুখ বহির্মুখ জীবগণ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে না। তজ্জন্য আজকাল অনেকেই "ভগবান সাকার না নিরাকার"—এইরূপ এক তর্ক উত্থাপন করিয়া বিবাদের সৃষ্টি করতঃ বৃথা কালক্ষয় করেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের সংশয় নিরসনার্থ কয় জন-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শাস্ত্রযুক্তি বা মীমাংসা দ্বারা সিদ্ধান্ত-স্থাপনে প্রয়াস পাইব।

আমরা শাস্ত্রে ভগবত্তত্ত্বের সংজ্ঞায় দেখিতে পাই,—

'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥'

—অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অশেষভাবে যুক্ত, তিনিই ভগবান্।

আকার বা দেহের অস্তিত্ব না থাকিলে তাঁহাতে বীর্য বা সৌন্দর্যের কোন কথাই যে প্রযোজ্য হইতে পারে না, ইহা অল্পবুদ্ধি বালকেও কিঞ্চিদধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। ভগবত্তত্ত্বের সংজ্ঞায় তাঁহার পূর্বোক্ত অচিন্ত্য ছয়টী গুণের মধ্যে সমগ্র বীর্য এবং সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্যের কথা দেখিতে পাই। সমস্ত বল বা সৌন্দর্যের আকর যিনি, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্যের পতি যিনি, তিনি সাকার হইলেও আমাদের ন্যায় জড়-আকার-বিশিষ্ট নহেন। তাঁহার জড় আকার নাই, এই অর্থে তাঁহাকে নিরাকারও বলা যাইতে পারে। পরমরূপবান্ যিনি, তিনি নিশ্চয়ই সাকার। অতএব এই বাস্তব সিদ্ধান্তে সন্দেহারোপ যে সম্পূর্ণ নাস্তিকতা বা দুর্ভাগ্যের পরিচয়, ইহা নিঃসন্দেহে বাক্যব্য। এই প্রশ্নের সমাধান করা যদি এতই সহজ, তবে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ ইহা লইয়া তাঁহাদের দুর্লভ সময় নষ্ট করেন কেন. তন্নির্ণয়ে আমরা বহির্মুখমোহিনী মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের কার্যই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

সিদ্ধান্তবাণী বা শ্রীগুরু-মুখ-নিঃসৃত বাক্যই মানবগণ বা চিত্ত সংশয় অপসারিত করিতে সমর্থ। তাই আজ এই তত্ত্ব বিচারে শ্রীগুরু-মুখ-নিঃসৃত বাণীর—শাস্ত্র তাৎপর্যের অবতারণা।

সাকারবাদীরা বলেন,—পরমেশ্বরের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোন প্রকার ক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তাঁহার একটী নিত্য দেহ আছে। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে মহাদেবের উক্তিতে আমরা পাই,—

'তেজোমণ্ডলমধ্যস্থে রূপঞ্চ বাসুদেবস্য
বৈষ্ণবাঃ সদা।
দাসানামপি কুর্বো দাস্যং ন চ
দেবেন নারদ॥"

পক্ষান্তরে নিরাকারবাদিগণ পরমেশ্বরকে পরমাত্মারূপ জ্ঞান করতঃ সর্বব্যাপিত্বের ব্যাঘাত আশঙ্কায় তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন। ভগবান্ সাকার হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে যে তিনি সর্বত্র অবস্থান করিতে সমর্থ, ইহা তাঁহাদের ধারণার বিষয় হয় না। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে আমরা আরও দেখিতে পাই—

"সর্বাঃ প্রাকৃতং সর্বং নির্গুণং
প্রকৃতেঃ পরম্।
ভগবান সাক্ষাৎ দেহ নির্গুণ
• তুল্যো ভবেৎ॥"

বস্তুতঃ উভয়পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। নিরাকারবাদীরা সর্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায়, পরমেশ্বরের এক-কালে উভয়-ভাবাপন্ন অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার হইবার সামর্থ্য আছে—একথা স্বীকার করেন না। এপ্রকার বিশ্বাসে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অপিচ সর্বৈশ্বর্য ভগবানের নিরাকারত্ব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র-শক্তিক্রমে ভগবান্ একই কালে সর্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। কিন্তু এবম্বিধ ব্যাপার ভগবদিতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য এবং সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পরমেশ্বর বস্তুতঃ সাকার নিরাকার উভয়াত্মক। যে ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে কোন-একটীকে গ্রহণ করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না বলিতে হইবে। সাকার নিরাকার লইয়া বিবাদ করা বুদ্ধিমত্তার কার্য নয়। পরমেশ্বরের লৌকিক আকার নাই এবং তজ্জন্যই আমরা তাঁহাকে জড়চক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তুরীয় অপ্রাকৃত-চিন্ময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভক্তিচক্ষুতে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রীতি বিধান করেন এবং নিজেও প্রীত হন।

সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃতচক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃতচক্ষের পক্ষে সাকার, ইহা বলা যাইতে পারে; অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত। সাত্বত-তত্ত্ব সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার-নিরাকাররূপ বিবাদে লিপ্ত হওয়া সারগ্রাহী সজ্জনগণের কর্তব্য নয়। ভক্তির উদয় হইলেই মানবের হৃৎকমলে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রকাশিত হইবেন, ইহাই মহাজনগণের উপদেশ।

এস্থলে একটী সংশয় উদিত হইতে পারে অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদি ভক্তই সর্বলোকের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অনায়াসে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের গ্রাহক হয়, তবে অনেকেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পারেন না কেন? উত্তর এই যে, বৃত্তি হইতে বৃত্তির বিষয় যদি দূরে থাকে অথবা বৃত্তি ও বিষয়ের মধ্যে যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে বৃত্তিও অকর্মণ্য হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থিতি করে। যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহ উদিত হয় না, অবিবাহিতা স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞানবশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ইতরাসক্ত ব্যক্তিদিগের ভগবৎপ্রেমও কার্যে পরিণত হইতে পারে না। নাস্তিকেরা তর্কবিতর্ক—বা

জড়াবেশে আলোচনায় ও শুষ্কতর্কে মত্ত থাকায় বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আস্বাদনে অসমর্থ; সেইজন্য 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' প্রভৃতি শ্রুতিবচন তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুগত্যের কথাই বলিয়াছেন।' নাস্তিকতা ও সন্দেহাদি সম্পূর্ণভাবে পরিহারপূর্ব্বক 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এই বাণীর অনুসরণে—

'এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥'

—প্রভৃতি মঙ্গলময়ী বাণী গান করিতে করিতে আচার ও প্রচারপরায়ণ হইয়া সাধুসঙ্গে জীবনযাপনই সর্ব্বসংশয়ের ছেদক, সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়ই সর্ব্বমীমাংসার প্রকাশ ও অধোক্ষজোপলব্ধির একমাত্র দ্বার—ইহাই আমাদের পরম কথা—ইহাই আমাদের চরম মীমাংসা।

ভজন ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের বৈশিষ্ট্য

[৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

রামনাম, কৃষ্ণনাম ও বিষ্ণুনামের বৈশিষ্ট্য শু'নে হয় ত' অনেকের মনে একটা বিশেষ খট্‌কা বাধ্‌বে। হয় ত' কেউ কেউ মনে কর্‌বেন,—"এরূপ বিচার সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ। তুমি কৃষ্ণভজন কর, সুতরাং তোমার কৃষ্ণনামকে বড় ক'র্‌বার জন্য তিনটি রাম নামের সমান একটী কৃষ্ণনাম বল্‌ছ।" আপনারা (সভাস্থ শ্রোতৃবর্গকে লক্ষ্য করিয়া) আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্‌লে একটি কথা বলা বোধ হয় এখানে আমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

* 'সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥'

সে দিন সাদ্ধ্য-ভ্রমণের সময় শুন্‌লাম, কএকজন শিক্ষিত লোক ব'ল্‌ছেন,—"মহাপ্রভুকে কেহ কেহ নন্দনন্দন বলেন, আমরা তাঁকে 'রাম' বল্‌ব। তখন আর একজন উঠে বল্লেন—'রহিম' বল্‌ব, আর একজন বল্লেন 'করিম'—বল্‌ব, আর একজন বল্লেন—'কালী বল্‌ব'—সবই ত' এক; যেমন একই জলকে কেহ পানি, কেহ জল, কেহ ওয়াটার, কেহ বারি ইত্যাদি ব'লে থাকেন।"* এ প্রকার কথা আজকাল ব্যাপক হ'য়ে প'ড়েছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই একটুকু ধীরভাবে বিচার কর্‌তে হ'বে।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় যে ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের যে অধ্যায় অতি যত্নের সহিত সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন, তাতে ব্রহ্মা ভগবানের স্তব কর্‌তে কর্‌তে একটী শ্লোকে ব'ল্‌ছেন,—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—অর্থাৎ যে পরমপুরুষ স্বাংশ-কলাদি নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হ'য়ে ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ ক'রেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হ'য়েছিলেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

শ্রীমদ্ভাগবত ব'ল্‌ছেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্"—রাম-ভগবান-নারায়ণ তত্ত্বতঃ ভিন্ন ন'ন, কিন্তু রামকে যদি স্বয়ং বলা যায়, তা'হ'লে আর একদিকে কথাটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক হ'লো না; কেননা, উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ লীলায় বৈশিষ্ট্য দেখে দেখা হ'লো। এ জগতে সবকে এক কর্‌বার যে মতবাদ, তা'র মূলে, চরমে—শেষে গিয়ে আর কিছু থাক্‌বে না—বৈচিত্র্যকে ধ্বংস ক'রে দেবো এই অভিসন্ধি আছে। এ জগতের বিচিত্রতায়—জড়ের বিচিত্রতায় হ'তে পারে,—এ জগতের মরুমারি চরমে ভেঙ্গে গিয়ে এক হ'য়ে যাবে। আমার দেহের সহিত একটি বালকের দেহের মিল না থাক্‌লেও শেষে উভয় দেহই ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে—ছাইএ পরিণত হ'বে। কিন্তু চেতনের বিচিত্রতা যে নিত্য, তা' কখনও ধ্বংস হয় না।

বৈকুণ্ঠের - চেতনজগতের বিচিত্রতার খণ্ড, হেয়, আংশিক প্রতিফলনই এ জগতের বিচিত্রতা; সে-জগতে যা' যা' পরম-উপাদেয়রূপে আছে, তাই এ জগতে আংশিকভাবে হেয়রূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে-জগতে বানর আছে ব'লে এ জগতেও বানর আছে। কিন্তু সেখানের বানর ভগবানের পার্ষদ—চেতনের দেহ দিয়ে রামের নিত্যসেবা ক'রছেন, তাঁ'রা ধ্বংস হ'ন না; আর এ জগতের বানর হিংসাবৃত্তি-বিশিষ্ট, তা'দের আমরা বিভিন্নভাবে ভোগ ক'র্‌ছি, তা'দের Gland নিয়ে আমাদের ভোগের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছি। সে-জগতে মুক্তজীব নিত্য আবাসে, নিত্য বয়সে, নিত্য বেশে, নিত্যরূপে, নিত্য দেহে, নিত্যকাল ভগবানের সেবা করেন। কিন্তু এ-জগতের সবই ধ্বংসশীল, সুতরাং যাঁ'রা সব সমান বলেন, তাঁ'রা ভুল ক'রে থাকেন।

রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে লীলাগত নিত্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কৃষ্ণ গোচারণে যাচ্ছেন গোবর্দ্ধন ধারণ ক'চ্ছেন, কৃষ্ণের বহু গোপী আছেন সেই ব্রজললনাগণের সহিত তিনি রাসবিহারাদি কচ্ছেন, তিনি চেলচোর; কিন্তু রামচন্দ্র বৈধ একপত্নীব্রতধর কৃষ্ণের ন্যায় বহুবল্লভলীলা তিনি প্রকাশ ক'র্‌ছেন না। ব্রজগোপীগণের বাহিরে ব্যবহারিক লোকদেখান পতিম্মন্য আছে, কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি তাঁ'দের চিত্ত-সমর্পণ আছেই, কৃষ্ণও সর্ব্বক্ষণ তাঁদের জন্য উৎকণ্ঠিত। কৃষ্ণকে রাম বা নৃসিংহ প্রভৃতি অবতার ব'ল্‌লে তাঁ'র সম্পূর্ণ পরিচয় হ'লো না, আবার তিনি তাঁ'দের হ'তে বিভিন্ন ন'ন, তিনি অবতারী। একটি মূল প্রদীপ হ'তে যেমন অসংখ্য প্রদীপ জ্বালান হয়, তাতে মূল প্রদীপের কোন ক্ষতি হয় না। অন্যান্য সকল অবতার তাঁ'র স্বাংশরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তিনি পরমপুরুষ, সকলের আদি, তাঁকে আমরা ভজনা করি, এই ব'লে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্তব ক'রছেন।

শ্রীরাধিকার আনুগত্যে অন্যান্য গোপী কৃষ্ণকে ভজন ক'রছেন, কিন্তু শ্রীসীতাদেবীর আনুগত্যে কোন স্ত্রীলোক রামচন্দ্রকে সেরূপ ভজন ক'র্‌তে পারেন না অন্য স্ত্রীলোকের তা'তে অধিকার নেই। এমন কি, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন শ্রীরামচন্দ্রকে বল্লেন,—"আমরা আপনার নবদূর্ব্বাদলরূপে আকৃষ্ট হ'য়েছি—আপনার সঙ্গে মনস্কামের চাই," তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁ'দের বল্লেন,—'অপেক্ষা কর্‌তে হ'বে—আমি দ্বাপরে যখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'ব, তখন তোমরা গোপীর আনুগত্যে আমার ভজন কর্‌তে পার্‌বে।

কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র মহিষী র'য়েছেন সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীকে দ্বারকায় রেখে যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে উদ্যত হ'লেন তখন তাঁ'রা মানাগারে প্রবিষ্ট হ'লেন। তখন কৃষ্ণ বল্লেন,—"তোমরা কোন অংশে গোপীগণের দাসী হ'তে পার কি না, দেখ। তোমরা আমার কি ক'রেছ? বৈধভাবে নিজের সুখের জন্য বা পুত্রকন্যার সুখের জন্য আমাকে পতিরূপে চাচ্ছ; আর গোপীগণ পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, ভাই, বন্ধু আত্মীয়স্বজন—সব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের বিন্দুমাত্র সুখ-সুবিধার দিকে না চেয়ে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে একমাত্র আমার প্রীত্যর্থপর মত্ত ব্যস্ত আছে: সুতরাং যারা আমার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়েছে, তা'রা বড় না তোমরা বড়? গোপীগণের আমার প্রতি এরূপ প্রীতির প্রতিদানস্বরূপ আমার এমন কিছু নাই, যা' আমি তাহাদিগকে দিতে পারি, এজন্য আমি তাদের নিকট চিরঋণী। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে গোপবধূগণের সঙ্গে নানাপ্রকার লীলাবিলাস ক'র্‌ছেন। মানুষ ইহা ধারণা করতে পারে না; তাই কৃষ্ণ ও রামকে এক মনে ক'রে উভয়ের লীলা-বৈচিত্র্য ধ্বংস ক'রে দিতে চায়।

মহাপ্রভুর সময়ে ঠাকুর হরিদাস যখন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে একটী নির্জ্জন গোফায় তিন লক্ষ হরিনাম ক'চ্ছিলেন, তখন মায়াদেবী ছলনা ক'রে হরিদাস ঠাকুরকে পাতিত করবার চেষ্টা ক'রলেন। প্রথমে রামচন্দ্র খাঁ মাগুন-বেশ্যা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এবার স্বয়ং দৈবী মহামায়া—যা'কে দেখ্‌লে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত মোহিত হন, তিনি একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে এসে নানাপ্রকার হাবভাব প্রদর্শন ক'র্‌লেন। ঠাকুর বলেন—"আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা উদ্‌যাপন ক'র্‌তে না পারি ততক্ষণ অপেক্ষা কর।" এইরূপে তিন রাত্রি অতীত হ'লে মহামায়া ঠাকুরের মুখে হরিনাম মহামন্ত্রকীর্ত্তন শ্রবণ ক'রে বিশুদ্ধ হ'য়ে পড়্‌লেন। তখন মায়াদেবী ঠাকুরের চরণে প্রণত হ'য়ে ব'ল্‌ছেন,—"আমি মদনবিজয়ী মহাদেবের নিকট হ'তে রামমন্ত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি কৃষ্ণনামে আমাকে পাগল ক'র্‌ল।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আরতি-পঞ্চক

(১)
জয় গুরুদেব পতিতপাবন
পতিত তারিতে তব উদয়ন
এ পতিত অতি কলুষনয়ন
হ'য়ে দাও কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সাধন।

(২)
অধমে ছাড়ি'ন যবে ধরাতল
পাতকী-পাষণ্ড হ'ল প্রবল
মুখে [illegible] দেবতা-পালন
দেবদেবী-পূজা হ'ল পালন।

(৩)
হেন [illegible] আবেশে
প্রকট' হ'লে এই [illegible]
শুদ্ধ [illegible] দিলে
আচণ্ডালে দিলে নাম-বিতরণ।

(৪)
শ্রীমঠ মন্দির সেবার সদন
স্থাপি' নানাস্থানে করিয়া যতন
সাধানিলে [illegible]
(এবে) উড়াইলে [illegible]।

(৫)
তব পাদপদ্ম নিত্য পূজাসন
কি দিয়ে পূজিব চরণ দু'খান
বিরহে [illegible] প্রদীপ
নিজগুণে প্রভু করহ গ্রহণ।

দীনহীন
শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব মন্ত্র-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible]
২। শ্রীমহাপ্রভু [illegible]
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible] ([illegible])
৪। [illegible] (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় [illegible]
৬। গোড়ায় গলদ
৭। ভক্তবৎসল
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা [illegible])
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১১। শ্রীহরি কেবল ব্রাহ্মণ-[illegible] ।০
১২। [illegible] অপসোধার [illegible] (বাংলা)
১৩। বেদান্তদর্শনের [illegible] (ব্যাখ্যার ভাষ্যকীর্তন)
১৪। [illegible] ২
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২
১৭। প্রেমবিবর্ত ([illegible] সংস্করণ)
ঐ (বাঁধা)
১৮। [illegible]
১৯। সাধনপথ ([illegible] সংস্করণ)
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা)
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা
২২। ভাগবতের নবদ্বীপ-পরিক্রমা
২৩। [illegible]
২৪। নবদ্বীপধাম [illegible]
২৫। ঐ প্রমাণ-[illegible]
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা ([illegible] গৌরাব্দ)
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি
৩০। গীতাবলী
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ
৩২। সাধনকণ
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৩৪। নবদ্বীপশতক
৩৫। অর্থপঞ্চক

৩৮। [illegible]
৩৯। [illegible] (২য় সংস্করণ)
৪০। [illegible]
৪১। [illegible] (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা)
৪২। [illegible]
([illegible])
৪৩। [illegible]
৪৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা)
৪৫। ব্রাহ্মণবৈষ্ণব [illegible]
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] ।০
৪৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা)
৫০। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?
৫১। [illegible] ([illegible] ও ব্রাহ্মণ [illegible])
৫২। শ্রী-[illegible]
৫৩। [illegible]
৫৪। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ।০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible]
৫৯। [illegible]
৬০। [illegible]

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ১
৬২। [illegible] ১
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
শ্রীচৈতন্য [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। গৌড়ীয় [illegible]
৬৭। দি ভাগবত ।০
৬৮। [illegible] ।০
৬৯। [illegible]
৭০। ব্রহ্মসংহিতা (ইংরেজী অনুবাদ)

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭২। সাধনপথ ।০
৭৩। [illegible]
৭৪। গীতাবলী
৭৫। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৬। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোদ্রুম ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible] পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। [illegible] মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। [illegible]—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রী[illegible] মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান
১২। শ্রী[illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। [illegible] মঠ [illegible]। ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible] মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible] গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। [illegible] মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ [illegible], [illegible] গোয়ালপাড়া
২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মালদহ।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible], [illegible] ঠাকুরের [illegible], বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রী[illegible]—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, [illegible] হাউস, [illegible] গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible], কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] সম্পাদিত [illegible] সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা। [illegible] সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও তথ্যাবলী-সম্বলিত পত্রাবলী-প্রভৃতি সংযোজিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৪
শান্তিপুর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৮
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, উহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩১, ১৮-৩১ মিঃ ০-৩৭ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৫০, ৯-২৯, ১৩-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপঘাট—	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৬-৫৪
মহেশগঞ্জ—	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৪৩	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-১৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১০	১৯-৩১

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২১শে মার্চ ১৯৩৪

টিটাগড় তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (গার্ডার) বা বীম	
বাঁকা	৬।০—৬৸০
ঐ সে-বাঁকা চ্যানেল এঙ্গেল	৫/০—৫॥০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷৵০—৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৲—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ	১২৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮॥০
ষ্টীল শাট	৬৷/০—৬।৶০
,, গোলচৌ (গোল)	৬৷/০—৬৷৶০
,, চৌকোণ (চৌকা)	৬৷/০—৬।৶
,, গোল রড ৷০—।৵০ সুতা	৫৲—৫।০
,, চাপ্টা রড-	
চাকা ৷০—।৵০ ঐ	৬৲—৬৷০
,, বাতিল তাল	৭।০—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্যন্ত	৮৲—৮৷৵০
,, চাদর ৩-১৬ সাধা বাতিল	৯৸৵—১১।০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট) ১/০-১।০	
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ৩—৮ ইঞ্চ	১২৲—১৪৲
জাহাজি কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৸৵-২॥০ মাত্র	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৫৸৵০ দেঃ নিঃ ৬৷৵০ ,,	
প্লাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১।০-৯৷০
ঐ রিবেট ,, ৭—১২ ইঞ্চ	২৲—৭৲ ,,
লোহার চৌবাচ্চা এক গোল ও	
চাকা	৮।০— ,,
ঐ তারের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ পেরেক (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহ ও স্ক্রুপ ৪—৩ ইঞ্চ ৵১০—৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৩ নং	
২—৪ ইঞ্চ	।১০—৸৵০ গেঃ ডজন
প্লাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২॥০—১৪।০ হন্দর
প্লাঃ রিবেট (মরচা)	
.২ ইঞ্চ	৵—৸১০ পীস
প্লাঃ পাইপ সংযোগ জোড়া	
৩ ইঞ্চি	৪০—৸৵০ ,,
প্লাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ডাঃ ২০৲—২৯৲ হন্দর.	
প্লাঃ তারের জালি	১১৷০—১৯৲ ,,
প্লাঃ বোল্ট নাট ৮—৭ ইঞ্চি	
	৸৵১০—১৵০ গ্রোস
চ্যানেল রেলিং	৭৷০—৮৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য প্লাঃ	
পাইপ১২ ইঞ্চি	৸৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৭৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ মাত্র ২।০-২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীরমহল ঘাট দোকানটি, বড়বাজার, ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোহর প্রকোষ গান্ধ (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	৬৷০
ষ্টোভোয়া	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৶
বঙ্গার্ণ	৩৩৸
চকা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ মুদ্রা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ			৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ	(১৯৪৭-৫০)		৯৯।০
৪৲	ঋণ	(১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲	,, ঋণ	(১৯৪৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডেবে:—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলিঃ)	১১৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এম্পায়ার মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
ফলতা	১১৫৲
বালি	১০২৲
এম্পায়ার	১৫০৲
কেশব	৩৭৲
কলেট	৫৫৲
বাউড়িয়া	৫১৷০
কামারহাটী	৪০৮॥০
কেল্ভি	৪০৬৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া ... [illegible] ... একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার ... [illegible] ... নূতন ও পুরাতন জ্বরে ... [illegible] ... হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ... [illegible] ... বড় বোতল ১৷০ আনা। প্যাকিং ... [illegible] ...।

ঠিকানা- ১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

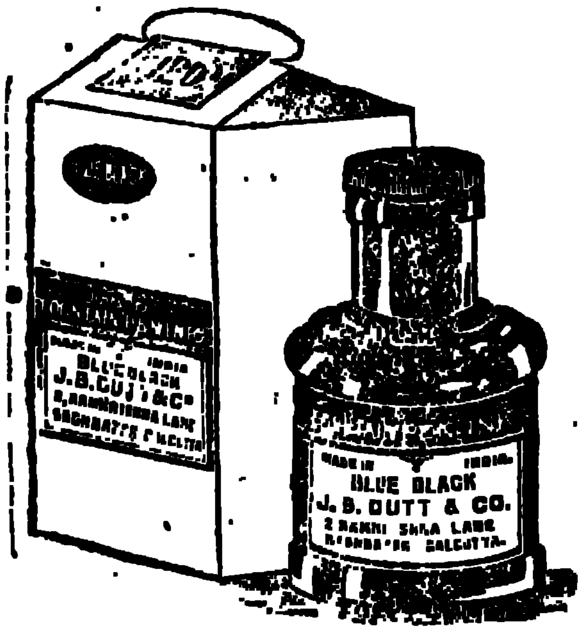

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রাখশা লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

: পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যতীন্দ্র সেনের স্বাস্থ্য

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ক্যাম্বেলপুর জেলের রাজবন্দী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সেনের স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সদস্য স্যার জর্জ হেগ বলেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনকে ক্যাম্বেলপুর জেলে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে মনোবৃত্তি সাতারো তাঁহাকে যে পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে জানা যে, তাঁহার উল্লেখযোগ্য রোগাক্রান্ত হয় নাই ও বেশ ভাল আছে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজ ... [illegible] ... তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। তিনি এইরূপ অভিমত লিপিবদ্ধ করেন যে, শ্রীযুক্ত সেনের অসুখের লক্ষণ কেবল:—রক্তের চাপ কম, প্রস্রাবের চাপ অধিক, নাড়ীর গতি ক্ষীণ, আর শরীর-চর্চ্চার অভাবে শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্য-হানি।

তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আবশ্যক—তাঁহার আবদ্ধ পরিমাণে শরীর-চর্চ্চা ঈষৎ রক্ত-চাপ বাড়ানো ও অতঃপরে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করা হবে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মতিহারী হইতে সংবাদ, সদর মহকুমা হইতে ১০ মাইল দূরে মাধুবনী থানার অন্তর্গত ... [illegible] ... গ্রামে সম্প্রতি একদিন অপরাহ্ণ ২।৩ ঘটিকার সময় নিজ গোলায় ... [illegible] ... থাকায় অসাবধানতায় আগুন ধরিয়া তাহার ১ খানি এবং গ্রামস্থ অপর ৮০ জনের প্রায় ২০০ খানি ঘরের ও ... [illegible] ... সমস্ত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে। বহু খাদ্য-শস্য আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ৩টা গরু ও ১০।১২টা ছাগল পুড়িয়া মারিয়াছে। সমস্ত ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার টাকা এই গ্রামে কূপাদি একটি না থাকায় জলের অভাবে দিবসে রৌদ্রের শুষ্কতা সহ অগ্নি নির্বাণ ... [illegible] ... এবং রাত্রে খোলা আকাশতলে শয়ন করিয়া অনাহারে অথবা সামান্য আহারে ... [illegible] ... দিন ... [illegible] ... কাটাইতেছে।

বোমা নহে, পটকা

শিরাজগঞ্জ হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস জানাইয়াছে যে, বীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর বাড়ীতে, আটক বন্দী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ীতে এবং ... [illegible] ... ভাবে সম্প্রতি যে আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা একটা পটকা বিস্ফোরণের ফলে হইয়াছে। এই পটকা উচ্চ ...

নৈহাটী আকবরপুরের বাড়ীর সম্মুখে ... [illegible] ... হইয়াছিল। ইহাতেই রাস্তার উপরে একটা বোমা বিদীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ভুল করা হইয়াছিল। পুলিশ কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে বর্ণনা গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাবনার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত এইচ, এন, গুপ্ত পটকা ... [illegible] ... ঘটনার সম্পর্কে শিরাজগঞ্জে আসিয়াছিলেন।

কুমারিল্লায় ভূমিকম্প

কুমারিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমারিল্লায় ভূমিকম্পে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। স্থানীয় জিলাস্থিত বড় বড় দোকান, কাঠামো, দালিয়া পড়িয়া গিয়াছে। চৈতালি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফাটল বিকৃত হইয়াছে। এখনও কম্পন থামে নাই, মধ্যে মধ্যে সাড়া দিতেছে। অনেকে ভীত হইয়া দূরস্থান ত্যাগ করিয়াছে। বাজারগুলি বন্ধ, স্কুল কলেজ বন্ধ, অনেক আফিস বন্ধ ... [illegible] ... যেমন পূর্ব্ববৎ নাই।

আবার কমুনিষ্টের হানা

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, আবার কমিউনিষ্টের হানা। এ হানা দৈবী নারীর সহিত নহে, এ হানা ... [illegible] ...। উক্ত ... [illegible] ... কমিউনিষ্ট, ... [illegible] ... হানার মূল হইয়াছিল। ... [illegible] ... না হইলেও বিচার ... [illegible] ... হয় নাই। পুলিশ আসামী হানাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। ইহা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারীর কথা। হানাকারীর বিচার হইয়াছে। বিচার ফলে ডিফেন্সের অর্থদণ্ড হইয়াছে। চাকিনকে সাবধান করিয়াও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আসামী হওয়ায় ... [illegible] ... অবশিষ্ট আসামী নিরপরাধ ... [illegible] ... পাইয়াছে।

সীতামারীতে অগ্নিকাণ্ড

পাটনা হইতে এক বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ, মজঃফরপুর জেলার সীতামারী মহকুমার চাঁদপুরা গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে একজন পুরুষ ২ জন বালক এবং ৩ জন বালিকা দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কুলওয়ারা গ্রামবাসীর কষ্ট

কুলওয়ারা গ্রামের অনেকের বাড়ীই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। উক্ত শীত হাতে ও বাদলের বর্ষাপাতের পরেও বর্ষাকালের জন্য এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই কুলওয়ারা গ্রামে ভূমিকম্পের সাহায্য করিতে না আসায় অনেক দিন ধরিয়া ... [illegible] ... কোন ভাবে ... [illegible] ... কোন প্রকার সাহায্য বোঝার ব্যবস্থা ... [illegible] ... ছিল।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C-

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বতন্ত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে চৈত্র সোমবার ১৩৫৩, ৭ই এপ্রিল ১৯৪৭

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

— ::•:: —

পাটনায় গান্ধীজী

পাটনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত রাজেন্দ্র-প্রসাদ, মথুরাপ্রসাদ, পাটনা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অম্বিকাকান্ত সিংহ, মিস্ মায়া বেন, মিঃ আগা খাঁ, ... প্রভৃতি সমভিব্যাহারে গান্ধীজী বিহারের দুর্গত-পীড়িত অঞ্চলে সফরান্তে ... গত ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ন ...টার সময় এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গান্ধীজী আসিয়া পৌঁছিবার পরই ডাঃ ... শ্রীযুত ভূলাভাই পেটেল ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিল্লীর কংগ্রেস নেতৃ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা এখন গান্ধীজীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

গান্ধীজী উত্তর বিহারে, ভাগলপুর, মুঙ্গের, মোকামা, ও ... ৯ দিন যাবৎ ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাকে পূর্ব্বের মতই প্রফুল্ল দেখা যাইতেছে। মিস্ মুরিয়েল লেস্টার মোকামায় গান্ধীজীর সহিত মিলিত হয়েন। তিনি কলিকাতা হইতে পাটনা যাইতেছিলেন।

গান্ধীজীর সহিত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

পাটনা হইতে প্রকাশ, ডাঃ আনসারী, শ্রীযুত ভূলাভাই দেশাই এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গান্ধীজীর সহিত তিন ঘণ্টাকাল ... আলোচনা করেন। ... পর্য্যন্ত আলোচনা চলে। প্রকাশ, ... নিখিল ভারত গান্ধীজী দিল্লীর নেতৃসম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিষয় জ্ঞাপন করেন এবং ঐ সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতা শ্রীযুত ভূলা-ভাই দেশাইয়ের সহিত এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে তিনি (শ্রীযুত দেশাই) উক্ত প্রতিনিধিকে বলেন, "এ পর্য্যন্ত আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। ৮ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত দেখে ডাঃ বি, সি, রায় আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বস্ত মহলের ধারণা, দিল্লীর নেতৃসম্মেলনের পরিকল্পনায় খুব সম্ভব গান্ধীজী সাফল্য কামনা করিবেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মেহেরপুর (নদীয়া) হইতে প্রকাশ, গত ১৫ দিনের মধ্যে মেহেরপুর মহকুমার অধীন ... চণ্ডিবাড়ী, গোপালপুর, ... গোবিন্দপুর, ... প্রভৃতি গ্রাম হইতে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০০০০ টাকা। এরূপ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ কখনও শোনা যায় নাই। কৃষকগণের দুঃখের আর সীমা নাই। অনেকেরই মাথা গুঁজিবার কুঁড়েও জুটিতেছে না।

বসন্ত কলেরা

মেহেরপুরের অধীন কয়েকটি গ্রাম হইতে বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু

বারাণসী হইতে প্রকাশ, কূপমধ্যে বিষাক্ত গ্যাসে অভিভূত হইয়া এপর্য্যন্ত তিনজন লোক মারা গিয়াছে। জনৈক ব্যক্তি একটি পুষ্প বাহির করিবার জন্য প্রথম ব্যক্তি কূপের ভিতরে নামে, অল্প ক্ষণ পরেই সে বলে যে, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে। তাহাকে উপরে তোলার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি কূপমধ্যে নামে, কিন্তু এ লোকটিও উপরে উঠিতে পারে নাই। অতঃপর এই দুই-জনকে তোলার জন্য একজন তৃতীয় কূপের মধ্যে নামে। সেও উপরে উঠিতে অসমর্থ হয়।

পুলিশ এ পর্য্যন্ত মাত্র একজনের দেহ উদ্ধার করিয়াছে, শবব্যবচ্ছেদাগারে উহা পাঠান হইয়াছে। অন্য দুইটি দেহ উদ্ধারের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

মাটী খুঁড়িয়া বোমাউদ্ধার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ৩রা এপ্রিল প্রত্যূষে ডিটেক্টিভ বিভাগের লোকজন স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে এখানকার বি, এম, কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত কেশবমোহন ঘোষের বাটীতে অতর্কিত ভাবে হানা দেয়।

তাহার ফলে অনূন ২৩টি বোমার খোল, বিস্তর গুলি ভরা কৌটা, ২ খানা ছোরা ও ৫ খানা ছুরির পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দুই মাস পূর্ব্বে যে যুবকটি অধ্যাপকের বাটীতে অবস্থান করিত, তাহাকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, পুলিশ কোন সংবাদ পাইয়া অধ্যাপক ঘোষের আবেকাকা পরীক্ষিত বাটীতে হানা দেয়। তাহারা তথায় একটি ঘরে মাটির নীচে একটি মাটির কলসী দেখিতে পায়, কলসীর মধ্যে ১১টি টিনের পাওয়া গিয়াছে; সেগুলি দেখিতে বোমার খোলের মত।

এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া পুলিশ সমস্ত উঠানটি খুঁড়িয়া ফেলে। তথায় আর একটি কলসী পাওয়া যায়। তাহাতে ১২টা বোমার খোল, ২ খানা ছোরা, ৫ খানা ছুরি ও বিস্তর গুলি-ভরা কৌটা পাওয়া যায়।

ঐ দিন কাশীপুরে শ্রীযুত রমেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বাটীতেও এই সম্পর্কে খানাতল্লাস করা হয়। কিন্তু তথায় আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই ও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ছাগলের গর্ভে সর্প

কানপুর হইতে প্রকাশ, প্রকৃতির খেয়াল কখন কিরূপ হয় বলা যায় না। কল্পনায় যাহা অনুমান করা যায় না, প্রকৃতি তদপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনা লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া দেয়। এইখানে এইরূপ একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের একজন অধিবাসীর একটা ছাগল একই সময়ে একটা ছাগল-ছানা এবং দুই ফুট লম্বা একটা সর্প প্রসব করে। জন্মের পর সর্পটি বেশীক্ষণ জীবিত ছিল না, কিন্তু ছাগল ছানাটি জীবিত আছে। প্রকৃতির এই খেয়াল দেখিবার জন্য বহু গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছিল।

বাজী প্রস্তুতে বিপদ

কাশিমপুরের নিকটবর্ত্তী অমরপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বারুদ বিস্ফোরণের ফলে দুইজন ভগিনীর মৃত্যু এবং একজন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই তিন ব্যক্তি আতস বাজীর বিশেষজ্ঞ এবং উহারা বাজীর প্রস্তুত করিতে-ছিল। সেই সময় বারুদ প্রজ্জ্বলিত হইয়া বিস্ফোরণ হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৬ শ চৈত্র সোমবার, ১৩৬০

আজকাল বাংলা ও [illegible] সুখ এবং সংবাদপত্র সমালোচনাকে পল্লী সম্বন্ধে কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে। কিন্তু এই ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদসাধন না করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাংলার পল্লীবাসীদিগের উদ্ধারসাধন করা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। সুতরাং উহা করিতে হইলে জল নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলি অবাধ করিতে হইবে অথবা অন্য উপায় জলনিকাশের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। স্যার এ, কে, গজনবী বাংলার ম্যালেরিয়া সম্পর্কে যে বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন,—ইহা দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের লোক এ বিষয়ে গুরুত্ব অনুভব করেন। [illegible] ট্রাষ্ট [illegible] জন্য [illegible] চুক্তি যেমন পড়ে না। অথচ কোন সময় দেশে আমাদের দেশের ন্যায় এরূপ ব্যাধির বাহুল্য নাই। [illegible] একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে পল্লীগ্রামের উন্নয়নমূলক [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] বাংলা দেশ অপেক্ষা অনেক ছোট। ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা ৪০ লক্ষ হইবে। সুতরাং উহা বাংলার একটি বিভাগ অপেক্ষা বড় নহে। অথচ উহার [illegible] পল্লীর হিতকামী সভা আছে এবং সকল প্রতিষ্ঠান রাজনীতি লইয়া আলোচনা করে না, উহারা কেবল পল্লীবাসীদিগের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই কাজ করে। ঐ সকল সভা দেশে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা আমাদের দেশের ন্যায় জটিল নহে। উহার আলোচনা এ সভা কোন [illegible] নাই।

ম্যালেরিয়া প্রধান পল্লীগ্রামে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সময় প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে তাহাদের প্রায় সকলেরই জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ফলে তাহারা অন্যান্য [illegible] রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। সুতরাং ম্যালেরিয়াই বাংলার স্বাস্থ্যহানির অতি প্রবল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ম্যালেরিয়া প্রবল থাকিতে বাংলার স্বাস্থ্য প্রাপ্তি সাধনকল্পনা কখনই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

কেতুগ্রামে অগ্নিকাণ্ড

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার এলাকাধীন বিরোল গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু গৃহের সর্বনাশ হইয়াছে। বিরোলগ্রামে কেতুগ্রাম থানার এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। গত ১৫ চৈত্র বেলা দুই ঘটিকার সময় প্রথমে আগুন লাগে, আর তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত হইতে [illegible] বিস্তারলাভ করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত গৃহের সব [illegible] করে। আগুনে এই [illegible] ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং [illegible] হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি ও কতিপয় প্রাথমিক সাহায্য-সমিতি হইতে বিপন্নদিগকে চাউল, কাপড় ও [illegible] বিতরণ করা হইতেছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কেতুগ্রামের লোকগণ গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়া খুন্তি, কোদাল প্রভৃতি [illegible] সাহায্য করিয়াছেন। গ্রামে সকলেই এক বিপদে বিপন্ন। এই অবস্থায় বাহির হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে বিপন্নগণের দুর্দশার লাঘব হইবার আর কোন উপায় নাই।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তের আপীল

পাটনা হইতে প্রকাশ, বৈকুণ্ঠনাথ শুকুল ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে মজঃফরপুরের দায়রা জজ মিঃ বি, দুবে আই-সি-এস কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আসামীর পক্ষ হইতে এক্ষণে আপীল করা হইয়াছে। আপীলের মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ পার্কিন, ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর ভৌমিক, রায় সাহেব ফণিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং আসামীর স্ত্রী আদালতগৃহে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী বিবরণে প্রকাশ, বিপ্লবী আসামী বৈকুণ্ঠ শুকুল ও চন্দ্রমা সিং লাহোর ও হাজিপুর ষড়যন্ত্র মামলার একজন রাজসাক্ষী ফণীন্দ্রনাথ ঘোষকে ছোরা মারে। ফণী হাসপাতালে নীত হইবার পর মারা পড়ে। আসামী ঘটনার পর পলাতক হয়। তাহাকে কয়েকমাস পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

দায়রা জজের একজন এসেসর বৈকুণ্ঠ শুকুলকে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু অপরে আসামীকে নির্দ্দোষ বলেন। বিচারকারী জজ চন্দ্রমা সিংকে মুক্তিদান করেন এবং বৈকুণ্ঠের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন।

সরকারী এডভোকেট ও বৈকুণ্ঠ শুকুলকে হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হইতে মুক্তিদানের এবং চন্দ্রমা সিংকে সকল অভিযোগ হইতে মুক্তিদানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। হাইকোর্টে বৈকুণ্ঠ শুকুলের আপীলের শুনানীর পর সরকারী পক্ষের আপীলের শুনানী হইবে।

এডভোকেট শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর প্রসাদ, বলদেব সহায় এবং আরও কয়েকজন এডভোকেট আপীলকারীর পক্ষে দাঁড়ান। সরকারী এডভোকেট স্যার সুলতান আহমদ ও রায় বাহাদুর সুধাংশুভূষণ রায় সরকার পক্ষে ছিলেন।

আক্রমণে ৮ জন নিহত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, [illegible] জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ৩০টি হত্যার অভিযোগে একজন ধনী কৃষকের পুত্র রামনারায়ণ এবং অপর ছয় ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। আসামীদের বিচারের সময় ৩ জনের মধ্যে ৬টি হত্যার ষড়যন্ত্রের এবং সেই ষড়যন্ত্র অনুসারে এক পরিবারের সকল ব্যক্তিকে বিনা উত্তেজনায় অগ্রসর হইয়া হত্যার অভিযোগের বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত পরিবারে মোট আটজন লোক ছিল। তন্মধ্যে ৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু। সকলেই উক্তরূপে নিহত হয় বলিয়া প্রকাশ।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, প্রথম আসামী রামনারায়ণের পুত্র [illegible] এবং কাশী গ্রামে বংশানুক্রমিক লেঠেল নারায়ণ লেঠেলের সহিত শত্রুতা ছিল। কয়েক খণ্ড জমি লইয়া এই শত্রুতা হয়। উক্ত জমিতে প্রথম আসামী তাহার অংশ আছে বলিয়া দাবী করে এবং তাহাদের শত্রুতার উদ্ভব হয়। নারায়ণ তাহার দাবী পূরণ করে না। এবং গ্রাম হইতে রামনারায়ণকে বিতাড়িত করার নারায়ণের ইচ্ছা ছিল বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে অপর আসামীর সহিত মিলিয়া রামনারায়ণ ষড়যন্ত্র করে। ঐ সকল আসামীরা তাহাদের অন্যায় স্বত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে। তাহারা সকলে পরস্পরের শত্রু নিধনে সহায়তা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। পুলিসের বিবরণে প্রকাশ, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উহারা তরবারি, বর্শা, রাইফেল এবং [illegible] অস্ত্র সংগ্রহ করে।

এইরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র অনুসারে উহারা কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। প্রকাশ, আসামী দ্বিতীয় আসামীর আত্মীয় [illegible] নিধনের সিদ্ধান্ত করে। ঐ ব্যক্তি মুসলিম অধিকারভুক্ত [illegible] গ্রামে বাস করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না। গ্রামবাসীরা উহাদিগকে তাড়া করিলে উহারা কয়েকটি গুলি চালাইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। গত ১৩ই জানুয়ারীর মধ্য রাত্রিতে এই ঘটনা ঘটে। তাহার দুই দিন পরে উহারা কাশী গ্রামে দেখা দেয়। কাশী গ্রামে প্রথম আসামীর শত্রু নারায়ণের বাস। মধ্যরাত্রিতে উহারা তথায় উপস্থিত হয় এবং রামনারায়ণ দরজা নাড়িয়া তাহার বৃদ্ধাকে ডাকে। তাহার বৃদ্ধা দরজা খুলিবামাত্র রামনারায়ণ তরবারি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করে। তাহাতেও সে সন্তুষ্ট না হইয়া রামনারায়ণ এবং তাহার অপর তিনজন সঙ্গী উক্ত মহিলার পদদ্বয় টানিয়া বাহিরে আনিয়া উহা নৃশংসভাবে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। অতঃপর নারায়ণের পুত্রকে দরজা বাহির করিয়া আহ্বান করা হয়। সে ঘরের বাহির হইবামাত্র রামনারায়ণ ও দ্বিতীয় আসামী তাহার উপর পতিত হইয়া তরবারির আঘাতে তাহাকে নিহত করে। তারপর উহারা একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রকাশ, তথায় দ্বিতীয় আসামী তিনটি শিশুকে দেখিতে পায়। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের বয়স মাত্র ৪ বৎসর। দ্বিতীয় আসামী এই তিনটি শিশুকে সঙ্গে সঙ্গে নিহত করে। সেই সময় আর একজন আসামী আর একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া ঐরূপভাবে এক রমণী ও তাহার দুই কন্যাকে নিহত করে। উহারা তখন নিদ্রিত ছিল। ইতিমধ্যে বাড়ীর চাকর ছুটিয়া আসিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া চীৎকার করে। কিন্তু আসামীরা অনুসরণকারী গ্রামবাসীদের উপর গুলি চালাইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

পুলিস কর্তৃক তদন্তকার্য্য সম্বন্ধে তদন্তের ফলে সকল আসামীই গ্রেপ্তার হয়। রামনারায়ণের পিতা [illegible] (মৃত্যু নারায়ণের ভ্রাতা) সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাভাবে [illegible] ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং অপর সকলকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

সাক্ষ্য দানে বিপদ

গত ২২শে মার্চ্চ ক্লাব রোড ও ফরিদাবাদ রোডের মোড়ে মিঃ নন্দলাল [illegible] আক্রমণ ও তাহার উপর অন্যায় বল প্রয়োগ করিবার অভিযোগে আসামী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ৩১ এপ্রিল এই মামলার বিচার হওয়া স্থিরীকৃত ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। প্রকাশ, ফরিয়াদী [illegible] তাহার কন্যাকে সাক্ষ্য দানে বাধা [illegible] হইয়াছিল। তাহারা যখন বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন সেই সময় আসামী তাহাদের আক্রমণ করে।

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২৬শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ সোমবার | ৭৪শ সংখ্যা

ছত্রভোগে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক গৌরপাদপীঠ স্থাপন

গত ২রা এপ্রিল সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর মঙ্গলারাত্রিক-সমাপনান্তে গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ মঠের মটরযোগে শ্রীশ্রীগৌর পদাঙ্কপূত ছত্রভোগ-তীর্থে শ্রীগৌরপাদপীঠ-স্থাপনার্থে শুভবিজয় করেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের শুভ-বিজয়-দর্শন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি-শ্রবণে উপস্থিত সজ্জনগণের অন্তঃকরণে এক অব্যক্ত আনন্দের উদয় হয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীসন্তোষ ব্রহ্মচারী, শ্রীকনকভূষণ চৌধুরী, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীবিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকপিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণও কলিকাতা বেলিয়াঘাটা ষ্টেশন হইতে বাষ্পীয়যানে মথুরাপুর রোড ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক প্রায় ৫ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সভা-স্থলে উপনীত হন। মথুরাপুর ষ্টেশনে অনেকক্ষণ বাদ্যকার গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ প্রভুর ব্যবস্থাক্রমে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা সমাগত ভক্তগণসহ সুমধুর বাদ্য-সহকারে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত দিগন্তব্যাপী প্রান্তর অবলোকন করিলে, একসময়ে যে সেখানে গঙ্গাদেবীর শত শত প্রবাহ এবং সমুদ্র অতি নিকটে ছিল তাহার বহু বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। লবণময় উষর ভূমি অতিক্রম-কালে মনে হইল যেন চতুর্দ্দিকই অনন্ত সমুদ্রের জলরাশি মহাহর্ষে বায়ুভরে তরঙ্গায়িত হইতেছে ও তাহার কিছু দূরে গঙ্গা। ক্রমে শ্রীমহাপ্রভুর শুভাগমন সংবাদ পাইয়া তদানীন্তন স্থানীয় ভূম্যধিকারী শ্রীরামচন্দ্র খান সগোষ্ঠী শ্রীমহাপ্রভুর অভ্যর্থনা জন্য বহু বাদ্যকার পাঠাইয়া দিয়াছেন। বাদ্যের করুণ সুর রামচন্দ্র খানের শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে আকুল-সহকারে আত্মনিবেদনের ভাব হৃদয়পটে জাগাইয়া দিতে লাগিল।

এদিকে সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভুপাদ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্ব হইতেই লুপ্তপ্রায় ছত্রভোগ-তীর্থ পুনরুদ্ধার করিয়া মহোৎসবে বিরাজ করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে ও ঐকান্তিক যত্নে মঠের মধ্যে নানা প্রকার রঙ্গীন বস্ত্র, পত্র ও পুষ্পাদি পরিশোভিত, ছায়াযুক্ত সুশীতল কয়েকটী কক্ষ-সমন্বিত বিরাট-মণ্ডপও নির্ম্মাণ করা হয়। উহার মধ্যস্থলে চন্দ্রাতপের নিম্নে শ্রীল প্রভুপাদের সিংহাসন রচনা ও তৎ-সম্মুখে সহস্রাধিক ব্যক্তির উপবেশন-স্থলেরও ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় সংবাদ পাইয়া অল্পকাল মধ্যেই প্রায় সহস্রাধিক নর-নারী নিকটস্থ ও দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপনীত হইলেন। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম পূজা ও কণ্ঠে পুষ্প মাল্য প্রদান করিলে সকলে উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাখা পাখী ব্যজনী ও চামর লইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে মহানন্দে ব্যজন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে শ্রীমহাপ্রভু ও পার্ষদগণের সেবায় ভক্তগণ যে নিত্য আনন্দের সন্ধান দিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেবা সৌভাগ্য পাইয়া অনুকম্পিত ভক্তগণেরও তদ্রূপ মহা আনন্দের অনুভূতি হইতে লাগিল। যেখানেই শ্রীল প্রভুপাদ সেইখানেই প্রতি পদে পদে এত আনন্দ!

শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী প্রভুর আদেশে সকলে স্নান-আহ্নিক সম্পাদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণাদি করেন, কেহবা সঙ্কীর্ত্তনে, কেহবা শ্রীপাদপীঠ-স্থাপন-কার্য্য দর্শনে, কেহবা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীমহাপ্রভুর ছত্রভোগে শুভাগমন, রামচন্দ্রখানের সেবা, তাঁহার জলদানসজ্জা, মহাপ্রভুর বিরহে রামচন্দ্রখানের নিরন্তর আর্ত্তি ও পাদপদ্ম দান, ভক্তগণসহ শ্রীমহাপ্রভুর অম্বুলিঙ্গঘাট হইতে প্রকট আর্ত্তিমুখে যাত্রা ও তাহার অন্যান্য সৌভাগ্য-কীর্ত্তন প্রভৃতি অমিয়বাণী সানন্দে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ [illegible] প্রভু একটি [illegible] করিয়াছিলেন। পরে শ্রীপাদপীঠ স্থাপিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে নবনির্ম্মিত মন্দিরে যাইয়া স্বহস্তে পুষ্পচন্দন-গঙ্গাজল-তুলস্যাদি দ্বারা সেই পাদ-পীঠে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান ও দণ্ডবন্নতি করিলেন। পরে শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী প্রভু ও শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু প্রভৃতি অন্যান্য পার্ষদগণের পূজান্তক্রমে সমাগত শত শত অনুরাগী ভক্তগণ সেই পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি দেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ ভক্তিবিজয় প্রভুর তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগ-আরতিতে বিবিধ বিচিত্র ভোগরাগ ও সেবোপকরণ প্রদান এবং যথাবিধি মহাপ্রভুর আরাত্রিকাদি সম্পাদন করা হয়। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ চিদানন্দ প্রভু আরতি করেন। এই সময়ে নিকটস্থ গ্রাম হইতে স্বেচ্ছাক্রমে বাদ্যাদি সহ অনেক বাদ্যকার আসিয়া সকলে এক উন্মাদময় বাদ্যবাদনে নিযুক্ত হইল। পটাহ, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য নির্ঘোষ সুবৃহৎ [illegible] ঘন ঘন গুরুগম্ভীর নিনাদ, বাঁশরীর তান লয়, কীর্ত্তন-জয়ধ্বনি সমাগত দর্শকগণের বিগ্রহের রৌদ্রতাপ উপেক্ষা করিয়া আরাত্রিকাদি দর্শনে সকলেরই প্রাণে জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপা-মাধুর্য্য কথা জানাইয়া দিল।

ইহার পরে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তাহার মর্ম্ম এই:—"অদ্যকার যে উৎসব—ইহা সামাজিক, লৌকিক বা অন্য কোন জাগতিক উৎসবের ন্যায় নহে। ইহা আমাদের চিত্তে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার নিত্য সুপথ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। [illegible] আবার অনুরাগের মত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের এই লুপ্ততীর্থ-উদ্ধাররূপ অপূর্ব্ব দয়ার কথা ও প্রচার কার্য্যের ব্যাপার আমাদিগের বক্ষ-বিদারণ করিবে না। মহাপুরুষের অদর্শনে—

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ মধুসূদন সকাল [illegible] ৪৪৮

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

[illegible] শিক্ষক [illegible]

কোন সংকারে শিক্ষাদান করিবার [illegible] আমরা [illegible] সেই [illegible] বাদের বা শিক্ষাগুরুদের অধিকারী। যিনি শিষ্যটিকে [illegible] করেন [illegible] যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে সুষ্ঠুরূপে পালন করেন এবং [illegible] [illegible] সমর্থ হন, [illegible] শিক্ষার্থী [illegible] হইতে [illegible] উপযুক্ত হয়।

— —

[illegible] শিক্ষার্থী শিক্ষকের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতি [illegible] না থাকিয়া তাঁহাকে অনুপযুক্ত শিক্ষক মনে করায় প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী উপদেশককে শিক্ষকপদে বরণ করেন না। যেখানে [illegible] দ্বারা ঐরূপ শিক্ষার অভাব দেখা যায়, সে স্থলে শিক্ষার্থী [illegible] বলিয়া নিজের [illegible] না। [illegible] শিক্ষার [illegible] শিক্ষকের [illegible] অনবধানবশতঃ [illegible] তাঁহাকে প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করিতে দেয় না। আবার যেখানে কোনও নূতন কথা [illegible] জ্ঞান উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে, সে-স্থলে পূর্বসঞ্চিত বিরুদ্ধ [illegible] তাহাকে বাধা দেয়। শিক্ষার্থীর [illegible] ব্যতীত আর কিছুই নয়। [illegible] [illegible] বিষয়কে [illegible] [illegible] উপলব্ধি [illegible] না [illegible] শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান [illegible] থাকে।

———

শাস্ত্রে আমরা শিক্ষাগুরুর কথা শ্রবণ করি। যে শিক্ষাগুরু [illegible] সকল শিক্ষা [illegible] করেন, [illegible] শিক্ষক সম্প্রদায় সেই [illegible] অধিকারী হয়েন। [illegible] অভিজ্ঞান [illegible] যে [illegible] শিক্ষা, [illegible] বর্তমান জগতে 'শিক্ষক'-নামধারী [illegible] অপর অনভিজ্ঞ [illegible] উপদেশ করিয়া থাকেন। অনেকে শিক্ষার্থীর ভার করিয়া [illegible] শিক্ষাগুরু-পদে বরণ করে। শিক্ষাগুরুর [illegible] [illegible] শিক্ষার্থীকে ঠকাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর বঞ্চক শিক্ষক ও বঞ্চিত শিক্ষার্থী — [illegible] [illegible] হয়।

[illegible] শিক্ষার্থী এবং আদর্শ শিক্ষক [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষাগুরু-পদে [illegible] করিয়া [illegible] আমাদের [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'গুরু' হইয়া জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। যাহারা [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] কালী, সেই সকল [illegible] শিক্ষাগুরু হইতে পারে না। তাঁহাদের নিকট শিক্ষার্থীর [illegible] [illegible] আমার যে [illegible] শোভা [illegible] একটা [illegible] যাহারা এই সকল [illegible] পালন করিয়া [illegible] শিক্ষক পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহারা [illegible] শিক্ষাগুরুর অনুসন্ধান করেন।

— —

[illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুযোগ [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] আমরা অনেকে [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষাগুরু [illegible] করেন। কিন্তু লোকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষার্থীকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষাগুরু [illegible] করেন না, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকৃত [illegible] কুশিক্ষক সম্প্রদায় [illegible] শিক্ষক [illegible] পরিচয় দিতে গিয়া [illegible] উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাহাতে [illegible] [illegible] করিয়াছেন ও করিতেছেন। পরম করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মানসে তাঁহার নিজ জনগণকেই নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্য যখন জগতে প্রেরণ করেন, তৎকালে মায়া শীঘ্র [illegible] প্রকাশ করিয়া ভাগ্যহীন জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে ও তাহার সম্বন্ধ বিচারকে আবরণ করে। শিক্ষাগুরু জীব-কুলকে বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু সেই [illegible] শিক্ষা গ্রহণ করিবার ভাগ্য [illegible] [illegible] হয় না। সেই হেতু ভাগ্যহীন [illegible] শিক্ষাগুরুর শিক্ষার উদাসীন [illegible] করিয়া [illegible] জনগণকে বহুমানন করতঃ তাহাদেরই [illegible] হয় - এই যুগই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

———

শিক্ষা দুইপ্রকার। সৎশিক্ষা—আত্ম-[illegible] শিক্ষা বা পরমার্থশিক্ষা, ইহাই প্রকৃত শিক্ষা, আর তদ্বিপরীত [illegible]—[illegible] শিক্ষা বা [illegible] শিক্ষা, [illegible] শিক্ষার নামে অশিক্ষা। প্রথম শিক্ষা-[illegible] [illegible] এবং দ্বিতীয় শিক্ষা [illegible] [illegible] আত্মার [illegible]; সুতরাং শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থী কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাহার মীমাংসা না করিয়া শিক্ষাগ্রহণের যে অভিনয় তাহাতে [illegible] দেখা।

——

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সৎ হওয়া চাই - সদ্ধর্মের [illegible] চাই। শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে যোগ্যতা, এবং শিক্ষকের [illegible] [illegible] শিক্ষাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একান্ত [illegible] শিক্ষাগুরুর [illegible] যে [illegible] [illegible] কোনও [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] অত্যধিক।

———

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৩)

(৩) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], পুণ্য, পাপ, [illegible], [illegible], [illegible] ও মুক্তি। [illegible] [illegible] জীবের স্বরূপ [illegible] এবং তাহা প্রত্যেক [illegible] [illegible] হয়। Prof. Jacobi তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—One of the curious features of Jainism is the belief in the variable size of the Jiva. The Swarupa of each individual Soul is according to the dimention of physical body with which it is associated. আত্মা সর্ব্ব শরীর অধিকার করিয়া থাকে বলিয়া শরীরের সর্বাংশে চেতনতা প্রকাশ পায়। একটী পিপীলিকা ও একটী হস্তীর আত্মার পরস্পর পরিমাণগত ভেদ বর্তমান। সৎকর্মের নাম পুণ্য, পাপ তাহার বিপরীত, আস্রব অর্থে পাপের সঞ্চয় হেতু কর্মবন্ধ এবং নিষ্ক্রমণ অর্থে [illegible]। পুণ্যের সংগ্রহে ও পাপের অনাশ্রবেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। হিংসা, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] শোক ও নিদ্রা - এই [illegible] জন্য আত্মার বন্ধনের হেতু। অহিংসা, [illegible] আচার্য [illegible] বাক্য-প্রতিপালনে [illegible], কোন বিশেষ বস্তুতে অনু-রাগশূন্যতা, [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible], এই অষ্ট-বিধ [illegible] মুক্তি সিদ্ধ হয়। জৈন-মতে 'সপ্তভঙ্গী ন্যায়' স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত 'সপ্তভঙ্গী-ন্যায়'-বিবেক হইতে কেহ [illegible] [illegible] লাভ হয় এবং তাহার [illegible] [illegible] হয়।

— —

সপ্তভঙ্গীর স্বরূপ নিম্নপ্রকারে সিদ্ধ, যথা:—[illegible], [illegible], [illegible] চ [illegible] চ, [illegible], [illegible] চ [illegible], [illegible] চ অস্তি-[illegible]। [illegible] [illegible]। ইহারা [illegible] যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন [illegible] জ্ঞান ব্যতীত নিরপেক্ষ স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানের বিষয় অবধারণ করেন না। যেহেতু [illegible] [illegible] [illegible] কল্পনা করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। আত্মাকে [illegible] নিত্য ও চেতন বলিয়া স্বীকার করেন এবং অষ্টবিধ নিষেধমূলক কর্মের [illegible] আত্মার [illegible] এবং অষ্টবিধ বিধিমূলক [illegible] আত্মার মুক্তি কল্পনা করেন। বিধিমূলক [illegible] না করিলে আত্মা বহু-বিধ [illegible] [illegible] করে। নিষেধমূলক [illegible] কর্মের [illegible] [illegible] [illegible] এবং অপর [illegible] [illegible] থাকেন এবং অপর কেহ যদি [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] থাকেন তাহা হইলে [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] দেহ লাভ হইবে। Jainismকে মোটের উপর atheistic বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের কোন সত্তা ইহারা স্বীকার করেন না। জগৎ এবং আত্মা ইহারা সৃষ্ট পদার্থ নহে সুতরাং স্রষ্টার অনুসন্ধানে কোন প্রয়োজন নাই। সাংখ্য এবং বৌদ্ধ systemএর সহিত Jainismএর অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, আত্মার স্বরূপ যদি দেহের অনুপাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয় তাহা হইলে যে মানব জন্মান্তরে পিপীলিকা-দেহীক

[illegible] লাভ করে আবার আত্মা কিপ্রকারে পিপীলিকা-শরীরে স্থান লাভ করে? আর যদি বলা হয়, জন্মান্তর-প্রাপ্তিতে আত্মা পুনরায় উদ্ভুৎ দেহ লাভ করেন, [illegible] কেবল মাত্র সুখ দুঃখ লাভের [illegible] ঘটে. তাহাতে বক্তব্য এই যে, [illegible] যদি জন্মান্তরে সনাতনপন্থী হয়, [illegible] হইলে একটী পিপীলিকা বা অন্য কোন ক্ষুদ্র কীট বা ইতর প্রাণী যাহাদিগের চিত্তবৃত্তি আবৃতচিত্ত, তাহারা যখন আশ্রয় ও অনাশ্রয়ের বিচার রহিত তখন জন্মান্তর-প্রাপ্তিতে তাহাদের ভোগতারতম্য ঘটে কেন? ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবাত্মার পরিমাণগত ভেদ নাই, তাহা স্বরূপতঃ অণু নিত্য ও চেতন-[illegible]-বিশিষ্ট। কর্মফলেই দেহান্তর-প্রাপ্তি [ঘ]টে এবং যে কোন আত্মা কর্মানুসারে যে-কোন দেহ লাভ করিতে পারেন।

নবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভা

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ নিম্নলিখিত [illegible] বিভিন্ন সেবা-[illegible] উল্লেখ করিয়া ধাম-প্রচারিণী সভার [illegible] হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান [করেন]।

মিঃ ক্লপাকিনী ডেপুটীকমিশনার কর্ণাল [illegible] সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীনাম-[illegible] যে প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হইয়াছিল, তাহাতে [illegible] সেবা); Mr Hume, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, [কর্ণাল] (ঐ); Mr. Hogg O.B.E. Supdt Punjab Provincial Boy-Scouts Association (ঐ); Sardar Sahib Hardayal Singh, Deputy President, Punjab Provincial Boy-Scouts Association (ঐ) এবং [illegible] সিংহ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার কার্যে সহায়তা)।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু

উপসংহারে আমাদ দেখেন [illegible] শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্সি, বি-টি মহোদয়ের [illegible] কীর্তন-কালে আমাদের [illegible] ইংরাজীতে একটা কথা আছে—'Fools rush in where angels fear to tread.' যে বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞগণও বুঝে উঠতে পারেন না, আমার মত অজ্ঞের কি সাধ্য যে, তাঁদের গুণ কীর্তন করে! তথাপি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্বাদ মস্তকে ধারণ ক'রে তাঁ'র সেবকগণের মাহাত্ম্য তাঁর নিকট যা' শুনেছি, তা' যথাসাধ্য কীর্তন ক'রে আত্মশোধন ক'রব; নিত্যানন্দ প্রভু কেবল নিজে গুরু-সেবা ক'রে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁর দেশবাসিগণও যা'তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে ধন্য হন, তজ্জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে তাঁদের নিকট পাঠ, বক্তৃতাদিদ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার ক'রেছেন। তাঁর সেবা-প্রণালীর আকৃষ্ট হ'য়ে বহু লোক সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে ধন্য হ'য়েছেন। যে সমস্ত কীর্তনপুষ্প চয়ন ক'রে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা ক'রেছেন, তা' যে কত সুন্দর—কত মধুর, তা' ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। কত সরল-হৃদয় ব্যক্তি, যাঁ'রা সদ্গুরুর সংসিদ্ধান্তের সন্ধান না পেয়ে অবিবেচিত অবস্থায় আত্মগোপন ক'রছেন, নিজে উত্তম সেবোপকরণ সন্ধান লাভ ক'রে সেবা-তীর্থ প্রভু তাঁ'দিগকে শেষের সন্ধান দিয়ে সর্বদা সত্যই পরোপকারব্রত উদ্যাপন ক'রছেন। তাঁ'রই সেবোৎসাহে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় আমার দেশে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারার্থ 'কীর্তন' পত্রের আবির্ভাব।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥"

সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চন দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ক'রে যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে একমাত্র হরি-সংকীর্তন দ্বারাই তাহা লাভ হ'য়ে থাকে। 'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥' তা'র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" "যদ্যপি অন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্য ভক্তিসংযোগেনৈব।" নামই সাধন ও সাধ্য, যা'তে আমাদের সেই নাম-সংকীর্তন নিরপরাধে হয়, সেইজন্যই প্রভুপাদের কৃপায় তথায় 'কীর্তন'-পত্রের আবির্ভাব হ'য়েছে; কিন্তু "উলুকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ" ন্যায়াবলম্বী অনেকেই এখনও কীর্তন মাহাত্ম্য উপলব্ধি না ক'রতে পেরে শঙ্কর-প্রবর্তিত মায়াবাদ মতাবলম্বী হয়ে অনর্থ বরণ ক'রছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু যেরূপ অদম্য উৎসাহে 'কীর্তন'-প্রচারে ব্রতী হ'য়েছেন, তা'তে অচিরেই আমাদের সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার হ'বে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী সার্থক হ'বে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যাঁ'র কণ্ঠহারে ভক্তি আছে, তাঁর গুণের অন্ত নাই। সেবাতীর্থপ্রভু অশেষ গুণে গুণবান্ হ'য়ে সেই গুণ-সমূহ দ্বারা সর্বক্ষণ শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি সম্পাদন ক'রছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমরা ধন্য হ'ব।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজের বক্তৃতার পর কীর্তনাদির পর দিবস প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবার ঘোষণা করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরাবির্ভাব গীতি কীর্তন আরম্ভ করেন।

"গোস্বামী"

(শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ [illegible]অধিকারী, [illegible])

ওরে মন, কত আর নাচাও আমারে,
[illegible] সংসার পঙ্কে ডুবাতে এখন।
সর্বকুল অভিমান অন্ধকার নিবরে,
উঠাইয়া চাও তুমি করাতে পতন॥

আপনারে শ্রেষ্ঠ বলি' চিন্ত মনে মন,
গোস্বামী সদ্গুরু আমি সবা পরে।
কিন্তু মন নহ তুমি গোস্বামী কখন,
জান কি গোস্বামী প্রভু কোন জনে বলে

সংসারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ যে সেবে,
[illegible] তিনি গোস্বামী ঠাকুর।
ইন্দ্রিয় বিষয় সেবে যেইজন ভবে,
সর্বনাশে ধরে তারে গোদাস ঠাকুর

[illegible] চঞ্চল মন [illegible],
হ'য়েছ [illegible] দাস [illegible] তায়।
কি সাহসে মন তুমি গোস্বামী ব'লয়া,
[illegible] বাধিতে চাহ অভিমান করি'॥

যে জন গোস্বামী তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবনে,
[illegible] নিরন্তর নিমগন।
তুমি [illegible] হইয়া রহিলে।
[illegible] কেন তোর এ অবোধ মন॥

গোস্বামী ঠাকুর কভু জাতি বর্ণাশ্রমে,
কোন দিন না'হ [illegible] পরিচয়।
[illegible]
যে জন [illegible] গোস্বামী কহয়॥

[illegible]
গোদাস হইয়া ধর গোস্বামীর বেশ।
[illegible] লোক [illegible] মনন.

[illegible]

[illegible] বৈষ্ণবসূত্রে ধন্য বাঁধিয়া,
গোস্বামী ঠাকুর [illegible] কোন দিন নয়।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী
গোস্বামী ঠাকুর হয় মুনি' দেহ [illegible]॥

[illegible] গোস্বামী ব'লে [illegible],
গোস্বামী হ'বে না মন [illegible] বিচারিয়া।
গৌরনিত্যানন্দ যদ গোস্বামী [illegible],
গৌ [illegible] গোস্বামী হয়॥

শ্রীহরি [illegible] অবতীর্ণ হয়,
বর্তমানে কোন [illegible] কুল।
নিজের শ্রীহরি যদি উচ্চকণ্ঠে কয়,
হ'বে কি শ্রীহরি কভু সে মূর্খ বাতুল?

যে কেহ গোস্বামী হয় অন্যান্য লোকেতে,
[illegible] সেবন করিয়া।
[illegible] নয় [illegible],
গোস্বামী [illegible] বলিয়া॥
গুরুদেবী হ'বে মন গোস্বামী [illegible],
নিষ্পত্তা [illegible] ক'রি'।
কপটতা করি' তুমি সাধু [illegible] হ'বে,
এ [illegible] কিসে তরি॥
[illegible] নিরন্তর,
[illegible] দাস [illegible]।
[illegible] বিপদ [illegible],
[illegible] নাম [illegible]।
[illegible] ধরি' [illegible],
[illegible] নাম।
[illegible] করিয়া,
নিষ্কপটে হও সদা গোস্বামীর দাস॥

[illegible] শ্রীল প্রভুপাদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

দয়া বরণ করিতে হ'লে যাহাতে এই [illegible] কায়, মনে, বাক্য, ধন, বুদ্ধি ও আত্মনিয়োগ করিতে পারি তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

অনন্তর সকলে [illegible] সমাধা ও [illegible] হইলেন। বড় আনন্দে আকণ্ঠ প্রসাদ সেবন করিয়া [illegible] কি [illegible] আয়োজন হইল। [illegible] অপার করুণা [illegible] — [illegible] আনন্দ [illegible]। পরে [illegible] ২ খানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] ৮ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—দশম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ।৵০
৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গোস্বামি-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাত্র ভাষ্য
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত (সম্পূর্ণ) অনুবাদ (মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন অনুবাদ (ভাষ্যবৃত্তি) ।০
১৪। বৈষ্ণবতত্ত্ব ২৲
১৫। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (চতুর্থ সংস্করণ) ৬০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্দ্দশন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধকরত্ন ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনকল্প ৴০
৩৬। অমৃতপ্রবাহভাষ্য ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
অষ্টকালীয়
৩৯। সাধকঠকুমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্তভাষ্য ।০
৪৪। গোবিন্দলীলামৃতম্ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। শ্রীহরিকথার্ণব বা হরিনামচিন্তামণি ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও মায়াবাদ এবং নিত্য ও অপ্রাকৃত) ।০
৫০। শ্রীমনঃশিক্ষা ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৶০
৫২। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী সাধিকবাক্য ।০
৫৪। সঙ্কীর্ত্তন-সার ।০
৫৫। অষ্ট-সূত্র ।০
৫৬। সাধন প্রকাশিকা ৶০
৫৭। গৌড়ীয়ভাষ্য সাধকঃ ৴০
৫৮। সারাঙ্গরঙ্গদা ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবধর্ম ।০
৬৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন ফুট ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিওরেটিক প্রিন্সিপল্ অব আবেদন ইত্যাদি ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জগন্নাথ মিশ্রর সমাধি-পাট ঐ
৬। গান্ধর্ব্বা-জীবন-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাল্টু, কাঁথি,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাদিয়া, পোঃ প্রজাবেশপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তিকুটি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিত্রকূট, বাঁকুড়া।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং ঠিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—উৎকল প্রভাব মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, স্থানসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশু সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	৯—৪৯,	১১—৪০ ●	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
●	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৭	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
●	ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৩	১৫-৩০ ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। ● চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহারা রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিবেন, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ৩—৩৪ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

৬ই এপ্রিল ১৩৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার) মার্কা	৬॥০—৫৸০
ঐ বে-মার্কা চাদরা ওজন	৫/০—৫৸০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৶০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৸০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২৸/
২৪ গেজ আর, পি, জি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৸০
২৬ গেজ „ „	১২৷৶০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের বাঃ	৮৷০
টিন পাতি	৬/০—৬॥৶০
„ বোল্টু (গোল)	৬/০—৬॥৶০
„ পাতে (চৌকা)	৬/০—৬॥৶০
„ গোল রড ৶০—৷৶০ মূতা	৫৲—৫৷০
„ টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৬৲—৬৷০
„ বান্ডিল তার	৭৷০—৭৸০
„ সেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮৲—৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ পাতা বান্ডিল	১০৸/—১১৷০
বোলাপানিয়াল সেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১৷০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২৸/-২৷০ মাউ
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸০ ৮৸০ ৯৸০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৫৸০ সেঃ বিঃ	৬৷৶০ „
গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০-৬৷০
ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার চৌকা রডের গোল ও	
চৌকা	৮৷০—
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ বেকেলা (কাঠের সিট)	৮৲ „
লোহার স্ক্রু ১—৩ ইঞ্চি ৶১০—৷৶০ ক্রোস	
ঐ ফ্রেম ৭৩ নং	
১৷—৩ ইঞ্চি	৷১০—৸৶০ গ্রোস ওজন
গাঃ তার ১৭—২২	
(গেজ)	১২৷০—১৩৷০ হন্দর
গাঃ রিভিট (বড়কা)	
১২ ইঞ্চি	৷৶—৸৶১০ পীস
গাঃ „ কাটাবিং বা ফোকা	
গাঃ স্ক্রু ১৷০—২৷০ তাল ২০৲—৪৯৲ হন্দর	
গাঃ আলমার চাক	১২৷০—১৯৲
গাঃ বোল্ট-নাট ৬—৭ ইঞ্চি	
	৸/১০—১৸০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ফু	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ	
পাইপ ১১ ইঞ্চি	৸/৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ মাউ ২৷০-২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
বীরবহর ষাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	„	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	„	৭৲

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸/
বজ্রাল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ চুরা	৫৸০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ		৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)		৯১৷০
৭৲	„ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲	„ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৸০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ— ১০২৸০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি)		২১৩৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৭৲
আগরপাড়া	১৯৫৲
বালী	১৬৯৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭৲
হুগলী	২৪০৲
ক্লাইভ	২১৷০
চাঁপদানী	৪০৸০
ডেল্টা	,৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া প্যাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলে লীভার সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—৮নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বৃহদাকার জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থখানিতে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলিকা-গণ স্থান সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের ডবল ক্রাউন আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মাদ্রাজষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষে কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত প্রকাশম সওয়াল জবাব করিতে উঠিয়া আসামীরা প্রত্যেকে যে নিরপরাধী সে কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন শ্রীযুক্ত প্রকাশম সরকারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের প্রধান প্রধান অংশ স্বাধীন সাক্ষী দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। আসামী অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কার্য্যতঃ শিক্ষাও তাহার যথেষ্ট। তাহার মত লোক যে বর্ত্তমান মামলার এক্রপ ২ জনের মত লোকের (তাহাদের একজন আবার তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত) সহিত বিপ্লব মূলক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

গোয়াল হইতে গরু চুরি

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, ৫।৬ দিন হয় শ্রীহট্ট জিলার কাকুড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ডাক্তারের গোয়ালঘর হইতে কে বা কাহারা একটি সদ্যপ্রসূত গাভীকে চুরি করিয়া নিয়া নিকটবর্ত্তী মাঠে উহাকে নষ্ট করিয়া চামড়া প্রভৃতি খুলিয়া নিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। মহেন্দ্র বাবু বা তাহার বৃদ্ধ পিতা কেহই বাড়ীতে ছিলেন না। কেবল মেয়ে লোকেরাই বাড়ীতে ছিলেন। পুলিসে খবর দেওয়া হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের হিন্দু অধিবাসীগণ এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় একেবারে মর্ম্মাহত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

ঢাকায় নূতন কমিশনার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মিঃ হ্যামন্ড গ্রাহাম এম, সি, আই, ই, আর, সি, এস গত ৪ঠা এপ্রিল এখানে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ঢাকা বিভাগের কমিশনার পদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কারাগার হইতে পলায়ন

জিদ্দা হইতে প্রকাশ, ৪ জন সমাজ-পন্থী এবং ২ জন নারী কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে। উহারা কারাগারের বাহিরে মোটরে চড়িয়া সীমান্তের দিকে ধাবমান হইয়াছে।

পলাতক কয়েদীর মধ্যে একজন সোস্যালিষ্ট আছে, নাম বারনাচেক্, তিনি সোস্যালিষ্ট দলের নেতা। বারনাচেকই নাকি গুলী করিবার আদেশ দিয়াছিল। গুলি করিবার ফলেই আন্দ্রের মৃত্যু হয়। যে দুইজন নারী কয়েদী পলায়ন করিয়াছে উহাদিগের যথাক্রমে ১৪ এবং ১২ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, জিদ্দা হইতে কয়েদীগণ যে গাড়ীতে পলায়ন করে, উহার গতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। কারাগার হইতে সীমান্তের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল, সুতরাং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই উহারা সীমান্তে পৌঁছিতে পারিবে। সীমান্ত যদি জার্ম্মাণ সীমান্তের পশ্চিম দিক হয় তাহা হইলে উহা জার্ম্মাণী হইতে বিপদজনক। জার্ম্মাণ সীমান্তে যাওয়াই উহাদিগের পক্ষে সম্ভব, কারণ জার্ম্মাণ সীমান্ত হইতে গ্রেপ্তার করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। নারীরা হয়তো একেবারে জার্ম্মাণীতে যাইয়া উপস্থিত হইবে। সমাজপন্থী বোধ হয় ইতালীর দিকে ধাবমান হইবে।

যে দুইজন নারী রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী, অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় তাহারা বিদ্রোহীর দলে মিশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। পুলিস যখন উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল,তখন পুলিসের সহিত উহাদিগের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে একজন পুলিস আহত হইয়াছিল। অবশেষে সৈন্যের সাহায্যে উহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

পাঁচ সমাজপন্থী নাকি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় গুলী করিবার আদেশ দিয়াছিল। গুলী করিয়াছিল জনতার উপর। কেহ হত হয় নাই বটে তবে চারিজন আহত হইয়াছিল। যে অপরাধে অষ্ট্রীয়ার সমাজপন্থীকে জেলখানায় যাইতে হইয়াছিল, তাহার মূলে নাকি বারনাচেকই ছিল।

অস্ত্রশস্ত্রের জের

মদনপুরে যে অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সেই সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ সেন নৃপেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণ রায় ও মহেন্দ্র সেনগুপ্তকে আলমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ৪ঠা এপ্রিল তাহাদিগকে অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের প্রতি ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পুলিস হাজতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

২৫ হাজার টাকার হীরা

ইতঃপূর্ব্বে বাহাদুর সিংয়ের ২৫ হাজার টাকার একখণ্ড হীরা বিবাহের শোভাযাত্রার মধ্যে হারাইয়া যায়। সম্প্রতি পুলিস এই সম্পর্কে তিন জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহারা নাকি বলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন সেই হীরা কুড়াইয়া পাইয়া একজন জহুরীর নিকট তাহা বিক্রয় করিয়াছে। সেই জহুরী বিক্রেতাকে ৭৫ টাকা দিয়াছে।

ডাকের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

[illegible]

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৪০, ১০ই এপ্রেল ১৯৩৪

ডাকাতি মামলার রায়

হাঁসখালি থানার এলাকাধীন বাইকুড়ো গ্রামে কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের গৃহে গত ১৯৩৩ সালের (১৯৩৩) আগষ্টে ডাকাতি হয়। ডাকাতগণ যখন ডাকাতি করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন কৃষ্ণনগর থানার যুবক দারোগাবাবুর তৎপরতায় তাহারা ধৃত হয়। জুরীদের সাহায্যে কৃষ্ণনগরের জজ এই মামলার বিচার করেন। বিচারে কৃষ্ণনগর থানার অধীন গোয়ালগাছ নিবাসী সুবোনি সেখ ও বাকইহাট-নিবাসী প্রিয় হুসেন নামক দুই ব্যক্তির ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এবং রহিম সেখ রাজসাক্ষী হইয়াছে। আসামীগণ এই আদেশের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের নিকট আপিল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কুমিল্লায় ছাত্রী গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমারী বালা অভাবে শ্রীমতী ঊষা মুখোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। বালা শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। গুরুপ্রসন্ন বাবু সরকারী কার্য্য করিতেন, এখন পেন্সন লইয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে বালাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কুমারী বালা গত মার্চ্চ ইস্কুলের পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দিয়াছে। তাহার সহোদর দুই ভ্রাতা অমূল্য মুখোপাধ্যায় ও গিরীশ মুখোপাধ্যায় অন্তরীণে আটক আছে।

কুমারী বালার ভগিনী কুমারী [illegible] মুখোপাধ্যায় পলাতক অবস্থায় রহিয়াছে এবং পুলিশ তাহার খোঁজ করিতেছে। অধিকন্তু প্রকাশ যে, পারুলের গ্রেপ্তার করিতে

[illegible] দিতে পারিলে সংবাদদাতাকে ১০০৲ এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা জারি করা হইয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, বালা ম্যাট্রিকুলেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দেয়। তাহার বড় ভগিনী শিক্ষয়িত্রী ছিল। সে ১ বৎসর হইল সে পলাতক হইয়াছে। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাদের এক ভ্রাতা [illegible] বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে আটক রহিয়াছে। অন্য ভ্রাতা দিনাজপুর জেলার এক গ্রামে অন্তরীণ হইয়া আছে।

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে হেড কোর্ট ইনস্পেক্টরের পুত্রকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত ইনস্পেক্টর বর্ত্তমানে ছুটিতে আছেন। এই যুবকটি এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে।

পুলিশ-হাজতের প্রহরীকে জখম

লাহোর হইতে সম্প্রতি এখানে এই মর্ম্মের এক সংবাদ আসিয়াছে যে, কোন ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত ১১ জন বিচারাধীন আসামী গত সপ্তাহের শেষে তাওয়ালনগর থানা হইতে পলাইয়া গিয়াছে। উহারা ১১টা রাইফেল-বন্দুক ও ১৬৩টা টোটাও লইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, নিকটে এক মেলা থাকায় থানার পুলিশকে তথায় পাহারায় নিযুক্ত করিতে হয়। উক্ত বিচারাধীন কয়েদীরা থানায় এই সব পুলিশের অনুপস্থিতির সুযোগে প্রহরীকে কোন অছিলায় হাজতের তালা খুলিতে প্ররোচিত করে।

হাজতের তালা খোলা হইলে, উহারা প্রহরীর বন্দুকটা ছিনাইয়া লইয়া তাহাকেই জখম করে।

আরও প্রকাশ, উহারা অস্ত্রাগারের [illegible] অস্ত্রাগারের দ্বার ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং বহু বন্দুক ও টোটা লইয়া পলায়ন করে।

পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পুলিশের [illegible] লোকজন লইয়া সঙ্গে সঙ্গে উহাদের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু পলাতক কয়েদীদের কাহাকেও এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। উক্ত তাওয়ালনগর অঞ্চলপুর জেলায় অবস্থিত।

নিউইয়র্কে প্রবল বন্যা

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, নিউইয়র্কে প্রবল বৃষ্টিপাতহেতু উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের অঞ্চলে দারুণ বন্যা আসিয়াছে। প্রায় সাতাশ জন লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। অনেকের ঘর বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অসিসটা নদীর বন্যায় ডক্‌লা-হোমার একটি সহরে পাঁচটি শিশু সন্তানসহ তাহাদের জননী ডুবিয়া মরিয়াছে। টেক্সাস এবং টেনেসিতে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। অনেক পথঘাট এখনও জলে আবৃত।

বৎসরের এই সময় নিউইয়র্ক অঞ্চলে প্রায় কুয়াসা পড়িয়া বন্যা হইয়া থাকে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের বন্যা দারুণ বন্যা; তখন নদী ভাসিয়া বহুদূর অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল। লোকের সব বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছিল। ধান ও ফসলের জমি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অনেকের ঘর বাড়ী ফাটিয়া, ভাঙ্গিয়া, ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। মাঠ ঘাট বাগান, পুষ্পোদ্যান ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ নানা জল সরিয়া যায় নাই। একমাস পরে জল সরিলে জল নিকাশের পথগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহু বড় রাস্তা [illegible]

[illegible] চলিয়াছিল।

বারাণসীতে ব্যাপক খানাতল্লাস

বারাণসী হইতে প্রকাশ, গোয়েন্দা পুলিশ, সাধারণ পুলিশের সহায়তায় সহরের নানাস্থানে যুগপৎ খানাতল্লাস করে। প্রকাশ [illegible] কলেজ হোষ্টেল প্রভৃতি ২০টি বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, পুলিশ শিক্ষক ট্রেনিং কলেজের ছাত্র কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সন্ধান করিতেছে। গত বিটি পরীক্ষা শেষ হইবার পর তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানীয় বাসস্থানেও পুলিশ খানাতল্লাস করে।

বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক শ্রীযুত জ্ঞানচরণ দে'র বাড়ীতেও খানাতল্লাস হয়। প্রাতে বাঙ্গালা টোলার বিভিন্ন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতেও খানাতল্লাস করে। চিঠিপত্র, পুস্তক এবং ফটো প্রভৃতি পুলিশ লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, বাঙ্গালা সরকারের আবেদনে এই সকল খানাতল্লাস করা হয়।

৭ বৎসরে ১১টি নারী হত্যা

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, ৭ বৎসর কাল চেষ্টার পর আসাবাদ জেলার পুলিশ হায়দ্রাবাদনিবাসী গোলাম হোসেনকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহার বিচার চলিতেছে।

প্রকাশ যে, আসামী বিগত সাত বৎসরের মধ্যে ১১টি খুন করিয়াছে। আরও প্রকাশ, যে ১১ জন আসামী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহারা সকলেই স্ত্রীলোক।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার, ১৩৪০

বোম্বাই পার্লের 'ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী' ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা। থানে জেলায় কলাদের ও অম্বরনাথে এই কোম্পানীর বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠিত, যুক্তপ্রদেশেও এই কোম্পানীর কারখানা আছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কলাদের ও অম্বরনাথের কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হইবে; কলাদের কারখানা বন্ধ হইলে চার হাজার শ্রমজীবীর এবং অম্বরনাথের কারখানা বন্ধ হইলে দেড় হাজার শ্রমজীবীর রুটী মারা যাইবে। উভয় কারখানার সাড়ে পাঁচ হাজার লোক বেকারের সংখ্যা পুষ্ট করিল; এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য কারখানার ভাগ্যে কি আছে—তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। দেশালাইয়ের মূল্য বৃদ্ধ হওয়ায় কাটতি কমিয়াছে; মাল বিক্রয় না হইলে কারখানার কাজ; কাজেই কর্তারা কেহই দীর্ঘকাল কারবার চালাইতে পারে না। কারখানাগুলি বন্ধ হইলে উহাদের টাকা কিরূপে সংগৃহীত হইবে? বেকারসমস্যার সমাধানও সরকারের কর্তব্য;

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে কিছু দিন পূর্বে কোন 'রেড আর্মি'র একজন বন্দী ও আর্মীবাদের কিছু দূরে জঙ্গলের নিকট হইয়াছিল। তিনি শপথ করিয়াছিলেন, তিনি বেতার, সাইকেলে মোটর সাইকেলে পাড়ি দিয়া যাহাতে তিনি কুকুরের লোকটিকে খুঁজিয়া আনিতে পারেন। তিনি বেতারযান, নিজের দুই যুবকে পাঠাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া আনিয়া যুদ্ধের দেখাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা ক্রমের কি ফল হইয়াছিল, জানিতে পারি নাই। সংপ্রতি ঐ প্রকার আর একটি ক্রমের সংবাদ পাওয়া গেল যে মেক্সিকোর জনৈক ব্যক্তি ঐরূপ শপথ করিয়াছেন, তিনি একটি ঘোড়া; যাহাকে অনেকে হত্যা করিয়াছে, সেই হত্যাকারী একটি শিশু। তাহার নাম আপা লিং কিন্তু একটি আসল নহে, কুকুর নয়। শিশু থাকিবার ভালো থাকিবার সুযোগ ছিল; কারণ সে গুজরাটের কোন বন্ধুকের কারখানায় গিয়া। সে খাবারগুলি ভালো খুব খাইত, জানা ছিল; ... কুকুর বধ করিয়াছেন; তাঁর বন্দুকটিও ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশ্রা পুনরায় ইহার এবং তাহাকে ফিরাইয়া হাসপাতালে প্রেরণ

করা হইয়াছে। শয়তানের কোন থাকে, সেখানে সে বাঁচিয়া যাইবে। ইহা জনসাধারণ যে উক্ত কুকুরের ছেলের পরিবর্তে মিত্রের ছেলে বিদ্ধ হইয়াছে সেই ভদ্রলোক বিবাহযোগ্য; বিশেষতঃ কুকুর ও মিত্রের যে অধিক স্বভাব ছিল তাহাও ধারণা করা যায় না। এ অবস্থায় ঘোড়া বেচারাকে নাক খোঁচা না করা হইয়াছে।

অনেক যাহা ঘটাইয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। সম্প্রতি স্টেটস্ম্যান সংবাদ পাইয়াছেন স্যার প্রথম মিত্রের মৃত্যুর পর হাইকোর্টে পুনরুদ্ধার প্রধান বিচারপতি স্যার চারুচন্দ্র তাঁহার পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়াতে তিনি বাঙ্গালার গভর্ণরকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি ঐ পদে স্থায়ীভাবে থাকিতে অনিচ্ছুক। এক্ষণে মাননীয় স্যার বি, এল, মিত্র ঐ পদে নিযুক্ত হইবেন এবং বাঙ্গালার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জর্জ র‍্যাঙ্কিনের পদে বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার জে. ডবলিউ. এফ. বোমন্ট অধিষ্ঠিত হইবেন। এতদিন পরে কলিকাতার হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতির আবির্ভাব হইতেছে।

ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে হুলস্থুল

ব্যারাকপুরে মোটরবাস দাঁড়াইবার জায়গা লইয়া হুলস্থুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মোটরবাসওয়ালারা পুরাতন জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া নূতন একটা অস্থায়ী জায়গায় মোটরবাস দাঁড় করাইতেছিল। ইহার ফলে মোটরবাসের একজন কণ্ডাক্টার ভীষণ আঘাত পাইয়াছে এবং এক জন পুলিশ কর্ম্মচারী ও আর এক ব্যক্তি সামান্য আঘাত পাইয়াছেন।

যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, ব্যারাকপুরের ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ উঁহাদের প্রাপ্য টেক্স আদায়ের জন্য বনিকদিন আমেদ নামে এক পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টর সকল গাড়ীওয়ালা, টাঙ্গিওয়ালা, মোটরবাসের মালিকদের ও ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর চালক প্রভৃতিদের নিকট হইতে ক্যান্টনমেন্টের টেক্স আদায় করিয়া থাকে।

কিছুদিন হইতে উক্ত গাড়ীওয়ালা প্রভৃতিরা এই টেক্স আদায় প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছিল। সংপ্রতি মোটরবাস চালকরা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষের মোটরবাস দাঁড়াইবার জায়গা ছাড়িয়া শ্রীযুক্ত বি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখণ্ড জায়গা লন ও উহা মোটরবাস দাঁড়াইবার জায়গারূপে ব্যবহার করিতে থাকেন।

গত সোমবার যখন কয়েকখানা মোটর বাস যাত্রীর অপেক্ষায় এই নূতন জায়গায় অপেক্ষা করিতেছিল সেই সময় ক্যান্টনমেন্টের উক্ত টোল কন্ট্রাক্টরের কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের নিকট আসে। তাহারা বাস চালকের উপর রসিদ জারী করিয়া তাহাদিগকে এই স্থান (বাস দাঁড় করাইয়া রাখিবার জন্য জায়গা) ত্যাগ করিবার ও বকেয়া টেক্স প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করে। চালকরা সে নোটীশ গ্রাহ্য করে না।

ইহার অল্প পরেই একখানা মোটরবাস ভাড়া খাটিবার জন্য উক্ত স্থান হইতে তাহাদের নির্দিষ্ট পথে বাহির হয়। ঐ সময় কয় জন লোক সেই বাসে উঠিয়া পড়ে প্রকাশ, ঐ লোকগুলা নাকি উক্ত টোল কন্ট্রাক্টরের লোক। উহারা নাকি উক্ত বাসের চালক ও কণ্ডাক্টরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে।

তখন বাসের চালক ও কণ্ডাক্টর উভয়েই নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাস ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইতে থাকে।

প্রকাশ, কণ্ট্রাক্টরের লোকেরা বাসের কণ্ডাক্টরকে ধরিয়া ফেলে। আরও প্রকাশ, উহাদের মধ্যে একজন নাকি ছোরা বাহির করে ও কণ্ডাক্টরকে উহার সাহায্যে আহত করে।

দারোগা শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর সেন কণ্ডাক্টরের আক্রমণকারীর পশ্চাদ্ধাবন এবং তাহার সাহত ধস্তাধস্তি করেন লোকটা তাঁহাকে এক পাশে ঠেলা দিয়া পলাইয়া যায়।

কোর্ট ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সরকার ঘটনাক্রমে নিকটেই ছিলেন। তিনি কনষ্টেবলদের সাহায্যে লোকটাকে ধরিয়া ফেলেন।

দারোগা শ্রীযুক্ত সেনের সহিত ধস্তাধস্তির সময় আক্রমণকারী তাহার ছোরাখানা নিকটস্থিত পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে সমর্থ হয়। যাহা হউক, পুলিস তাহা পরে উদ্ধার করিয়াছে। পুলিস আরও একখানা ছোরা পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ক্যান্টনমেন্টের স্যানিটারী ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত সুনীর চৌধুরী ও ক্যান্টনমেন্টের টোল দারোগা প্রভৃতি ৫ জনকে পুলিস এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে। স্যানিটারী ইন্সপেক্টার ও টোল দারোগা পরে জামিনে মুক্ত পাইয়াছেন। অন্য ২ জনকে আরও তদন্তের অপেক্ষায় হাজতে রাখা হইয়াছে।

আহত লোকটিকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তথায় তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহার অবস্থা খারাপ বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, এই ঘটনার পর ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলে ট্যাক্সি চলাচল বন্ধ আছে। স্থানীয় ট্যাক্সিওয়ালারা গাড়ী খাটিতে বাহির হইতেছে না।

ব্যারাকপুরের বাস-কণ্ডাক্টর ও অন্যান্য যাহাদিগকে টেক্স দিতে হয়, তাহারা বহুদিন হইতে বনিকদিন আমেদের নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। বনিকদিন ব্যারাকপুরের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষ হইতে টেক্স আদায় করিয়া থাকে।

অতঃপর বাস চালকরা তাহাদের বাস রাখিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্ধারণ করে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে সরাসরিভাবে টেক্স প্রদান করাই তাহাদের ঐরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্য।

প্রকাশ, সোমবার বনিকদিনের লোকজন বাসের নূতন জায়গায় যাইয়া এই মর্ম্মে নোটীশ দেয় যে, হয় তাহাদিগকে জায়গাটা ছাড়িয়া দিতে অথবা বনিকদিনকে টেক্স প্রদান করিতে হইবে।

বাসওয়ালারা উক্ত নোটীশ গ্রাহ্য করে না ও টেক্স দেয় না। তারপরে একখানা বাস ভাড়া খাটিবার জন্য বরানগরের পথে যাত্রা করে। তাহা দেখিয়া টেক্স আদায়কারীর কয়জন লোক উক্ত বাসে উঠিয়া উহার চালক ও কণ্ডাক্টরকে মারপিট প্রহার করিতে থাকে।

প্রকাশ, উক্ত চালক কণ্ডাক্টর উভয়েই ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে। তাহাদের ২ জনকেই গুরুতর আহত করা হইয়াছে।

পোষ্টমাষ্টার ও একজন যুবক গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমারখালি থানার অন্তর্গত মাজগ্রামের শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাসের বাড়ীতে এক ডাকাতি হওয়ার যে সংবাদ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, জানা গিয়াছে তাহা সত্য নহে।

কুমারখালী থানার অন্তর্গত কালিকাপুরের অমূল্যকুমার দাসের বাড়ীতে যে ডাকাতি হয় তাহাতে ডাকাতরা ১৩০৮ টাকা লুণ্ঠন করে।

প্রকাশ, পুলিস কালিকাপুরের নিকটবর্ত্তী কামারগ্রামের পোষ্টমাষ্টার ও অপর ৫ জন ভদ্রলোক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, কোন সাইকেল ডাকহরকরা কোম্পানী হইতে একটি ইন্সিওরেন্স খামে উক্ত টাকা প্রেরিত হইয়াছিল।

বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ষড়যন্ত্র

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, ময়মনসিংহের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিউদ্দীন একটা অস্ত্র আইনের মামলার বিচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই মামলায় শরৎ নিয়োগী, অবনীমোহন দে, এবং মদন সেন আসামী। আসামীরা সকলেই ময়মনসিংহ সহরের অধিবাসী। তাহাদের বিরুদ্ধে বে-আইনী ভাবে বিস্ফোরক ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিবার এবং ঐ সকল দ্রব্য নিজেদের অধিকারে রাখিবার অভিযোগ করা হইয়াছে। তাহারা অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২০ (বি) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ ১০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জেলা রংপুর গোলবাড়ী-গ্রামনিবাসী স্থানীয় বিশিষ্ট জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত কালিভূষণ রায় প্রভৃতি সজ্জনগণের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবক-সমিতির সেবকগণ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারকল্পে আহূত হইয়াছিলেন।

বিগত ১৪ই চৈত্র হইতে দুই দিন স্থানীয় গোপালবাড় কাশিনাথ স্কুল-প্রাঙ্গণে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছে। ১৬ই চৈত্র পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন রায় মহাশয়ের গৃহের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'মাধুর্য্যবতি' শ্লোক বিবৃতি সহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উক্ত তিন দিবসেই স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জগতের বিপ্লবের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই স্থানের একটী বিশেষ ঘটনা এই যে, ভুলিয়া সহর-নবদ্বীপ-বাসী বৈষ্ণবনামধারী ভাগবত ও মহা-[illegible]দিগের কবলে প্রায় অধিকাংশ লোকই কবলিত। ইঁহারা সকলেই সত্য-পিপাসু সজ্জন বলিয়া উক্ত বৈষ্ণব ও ভাগবত ধারীদিগের কপটতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু শুদ্ধভক্তির বাস্তব তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত না থাকায় এতদিন তাঁহারা উঁহাদের ভ্রূকুটিতে অপরাধের ভয় করিয়া সশঙ্কিত হইতেছিলেন। সম্প্রতি শ্রীগৌর-নিজজন আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোৎসাহিত হইয়াছেন। শুধু কি, বিপক্ষকাল মধ্যে গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ ওঁ পাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনাকাঙ্ক্ষা অনেকেই করিতেছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন বাবু ও কৃষ্ণনারায়ণ বাবুর আর্ত্তিপূর্ণ আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১৭ই চৈত্র সিংড়িগ গ্রাম-নিবাসী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত রেবতী নারায়ণ সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের গৃহে বক্তৃতা মুখে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন ও ১৮ই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। ইঁনি বিগত গৌরজন্মোৎসব-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে শরণাগতি লাভ করিয়া বিষ্ণুদীক্ষা-গ্রহণে ও পাঞ্চরাত্রিক বিধমতে সংস্কৃত হইয়াছেন। সদ্গুরু-পাদপদ্মাশ্রয় লাভ করিয়া শ্রীবলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তথাকথিত বৈষ্ণবদিগের পাষণ্ডতায় নির্ভীক থাকিয়া তিনি ভজনে উন্নতি-লাভার্থে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। এতদঞ্চলে ইনিই প্রথম শ্রীমঠাশ্রিত, আশা করি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। এখানের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার শোখরা সহর নবদ্বীপবাসী উত্তরবঙ্গ প্রবাসী মর্কট-বৈরাগ্য বেশধারী কোন কোন গ্রা-সর্দ্দার বিশেষ গাত্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা শ্রীচৈতন্যমঠের বিরুদ্ধে বহু অসত্যের অবতারণা করিয়া আত্মঘাতের প্রশস্ত পন্থা আবিষ্কার করিতেছে।

গত ৩০শে ফাল্গুন বুধবার দিন গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ বি এ বি, বি টি, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীসরভোগ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ও অন্যান্য স্থানের ভক্তগণসহ গোয়ালপাড়া জেলায় অন্তর্গত মাণিকপুর নিবাসী চৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত বিশ্বমাধব দাস ভক্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ভক্ত মহাশয়ের পত্নীর অপ্রকটকালে অজামিল উপাখ্যানের ন্যায় একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ভক্ত পত্নী যখন রোগে আক্রান্ত হ'য়ে মারা যান, ভক্ত মহাশয় শব-সংস্কারের জন্য তখন লোক ডাক্‌তে যান। লোকগুলিকে ডেকে আন্‌তে ও শবসংস্কারের উপকরণ সংগ্রহ ক'র্‌তে প্রায় ২ ঘণ্টা ২।০ ঘণ্টা দেরী হ'য়েছিল। এমন সময় ভক্ত-পত্নী বিছানায় উঠে বসেন এবং খুব আর্ত্তির সহিত হরিনাম ক'র্‌তে থাকেন। তখন তাঁহাকে ভক্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি ত এতক্ষণ মরে গিয়েছিলে, শ্বাসপ্রশ্বাস ছিল না এখন আবার হরিনাম কর্‌ছো কি ক'রে? তখন তাঁহার পত্নী বল্লেন—বিকট-আকৃতি উস্কোখুস্কো ভীষণ দর্শন দুইজন পুরুষ আমাকে ভয়ঙ্কর শৃঙ্খল বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, আমিও আতঙ্কে শঙ্কিত হ'য়ে কম্পিত-কলেবরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যাচ্ছিলাম; এমন সময় হঠাৎ কোথা হ'তে দিব্যজ্যোতিঃ-সম্পন্ন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত সুদর্শন-পুরুষ 'মাভৈঃ মাভৈঃ'-রবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া-মাত্রে আমার বন্ধনও খুলে গেল এবং লোক দুইজনও কোথা পলায়ন করিল। তখন সেই সুদর্শন পুরুষ করুণনেত্রে মৃদু হেঁসে আমাকে বল্লেন—আমার হরিনাম শুন্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছে, তুমি আমাকে হরিনাম শোনাও তোমার কোন ভয় থাক্‌বে না। এই ব'লে সেই পুরুষ কোথায় অদৃশ্য হ'লেন। আমি হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে জেগে দেখি, হরিনামের ঝোলা নিকটে প'ড়ে আছে. সেজন্য উচ্চস্বরে হরিনাম গান করিতেছি। এই ব'লে ভক্ত-পত্নী হরিনাম গান করিতে করিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা পর ঢ'লিয়া পড়েন ও অপ্রকট হ'য়ে ভগবদ্ধামে চ'লিয়া যান।

গত ৩০শে ফাল্গুন সাত্বত বিধি-অনুসারে মধ্যাহ্ন সময় গৌড়ীয়মঠের আনুগত্যে ভক্ত শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের আদি এবং অন্তে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপরমহংস-মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী গত ১লা এপ্রিল লক্ষ্ণৌ খাসিবাড়ী মাণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক রায় রামানন্দের শ্রীমুখ হইতে সাধ্যসাধ্য নির্ণয়-সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা-কাল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বিশ্ববিশ্রুত শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীখমলা-ঘোড়-প্রপন্নাশ্রমের বার্ষিক মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া গত ৩রা এপ্রিল কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে স্বামীজী হরিকথা-প্রচারার্থ অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ মধুসূদন ৪৪৮ গৌরাব্দ (?) ৪৪৮

লক্ষণ

যাহা দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুই প্রকার—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্বকালে, সর্বদেশে ও সর্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ; আর যে লক্ষণ অবস্থা-বিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যেমন সকল বস্তুর দুই প্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুই প্রকার লক্ষণের কথা আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। "বৈষ্ণব চিনিতে নারি দেবের শকতি"—ইহা ধ্রুব সত্য; কারণ, অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবক অধোক্ষজ বৈষ্ণবগণকে এ জগতের কোন কিছু দিয়া জানিবার প্রয়াস যে বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র সন্দেহই অনুদেয়। বৈষ্ণবের বিষয় কিছু না জানিলেও আমরা সাধুগুরু-মুখে তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহারই অনুকীর্তন-মুখে আত্মশোধনার্থ প্রয়াস পাইতেছি।

বৈষ্ণবের লক্ষণ-নিরূপণে পরমকরুণাময় অনুগামী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের নিত্যমঙ্গলার্থ আমাদের নিত্যপূজ্য বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন,—

"সব মহা গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে ॥"
'কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নিদোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী

উক্ত ছাব্বিশটী লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হ'ন। উক্ত গুণ-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণৈক-শরণতা-গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই স্বরূপলক্ষণ কেন, তাহা একটু বিচার করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে আমরা দেখিতে পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয় ॥"

জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ এবং সূর্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কিরণ-স্বরূপ। অতএব সূর্যকিরণ যেরূপ সূর্যমণ্ডল বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ-মণ্ডল বহির্গত হইয়া বিগত-স্বরূপ হইয়া পড়েন। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"

কৃষ্ণের নিত্যদাসই জীবের স্বরূপধর্ম তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না; মায়াবদ্ধ অবস্থায় উহা বিলুপ্তপ্রায় থাকে। উপযুক্ত সময় হইলে উহা পুনরায় প্রকাশিত হয়। স্বর্ণ যেরূপ রাসায়নিক যোগে বিকৃত অবস্থায় কোটিলিপ্ত হইয়া থাকে এবং রাসায়নিক বিয়োগ দ্বারা উহার ঐ ধর্ম উদিত হয়, জীবের স্বধর্ম সেইরূপ বিলুপ্তপ্রায় থাকিয়া অবস্থাক্রমে পুনরুদিত হয়।

মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীবের স্বরূপ-ধর্ম যখন অন্তর্হিত-প্রায় থাকে, তখন কতকগুলি মায়িক ধর্ম জীবকে আচ্ছন্ন করায় মায়িক ষড়্বিকার, ষড়্রিপু, ভোগপিপাসা প্রভৃতি তখন জীবের সঙ্গী হইয়া পড়ে। জীব যখন মায়া-ত্যাগের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ আশ্রয় করে—সাধুর নিকট আনুগত্য-ধর্মবিশিষ্ট হইয়া বাস করে, সাধুর আদেশ-পালনে তৎপর হয়, সাধুকেই নিজ আত্মীয় বা পরমবন্ধু বলিয়া বরণ করে, সাধুকেই—শুদ্ধবৈষ্ণবকেই তাহাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ধারণা করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করে, সাধুসঙ্গে জীবের নিত্য বসতিস্থল শ্রীধাম-মায়াপুর-বাসের যোগ্যতা যখন লাভ হয়, তখনই তাহার স্বরূপ ধর্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে আত্মোন্নতির আশা বিফল। সাধুসঙ্গে ধর্মের আলোচনা বদ্ধ হইতে থাকে তখনই আত্মার উন্নতি ও ক্রমশঃ পূর্ণতা-প্রাপ্তির কথা আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বা উপলব্ধি করিবার বিষয় হয়। শাস্ত্রও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিতেছেন—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ ॥
* * * *
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥
"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।"

যে সময় সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তির আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময়ে মায়িক গুণবিনাশী পূর্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণবশরীরে অবশ্যই উদিত হয়। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িক গুণ-সমূহকে বিনষ্ট করিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ সমুদ্রে বিলীন হইয়া পড়ে।

সেবোন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট, তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না, তিনি সত্য-তত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন এবং সকল জীবে সমদৃষ্টি করেন। তিনি স্বয়ং নির্দোষ, যথাশক্তি বদান্য, ধীর, পবিত্র ও চৈতন্যবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন ভুক্তি মুক্তি-কামনাশূন্য জীবনযাত্রানির্বাহাতিরিক্ত উদ্যমরহিত এবং স্থিরবুদ্ধি। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্যকে জয় করিয়া থাকেন, বৈষ্ণব ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন না, ভক্তি আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। সেবাই তাঁহার প্রাণ, সেবাই তাঁহার ধন, সেবাই তাঁহার যথা-সর্বস্ব, সেবাতেই তাঁহার আনন্দ। তাই তিনি সেবাপ্রতিকূল অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদকসেবনাদি পরিত্যাগ করেন। সর্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য, অসার আলোচনারহিত ও অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু, ভগবল্লীলাদি-বর্ণনে কবি, সৎকার্যে হরিকথা-প্রচারে পটু এবং সংযতবাক্। তাই শাস্ত্র বলেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান বিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্তমান, ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। কিন্তু হরিভক্তিহীন ব্যক্তিগণ অসৎক্রিয়ায় কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাঁহাদের কেবলা ভক্তি নাই। মনোরথের দ্বারা যাঁহারা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত তাঁহাদের পাপ মলিনচিত্তে মহদ্গুণের সম্ভাবনা কোথায়? ভক্তেই নিখিল গুণের সমাবেশ, অভক্তের কোনও গুণ নাই। যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে সেখানে সেই পরিমাণেই পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ অবশ্য উদিত হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে এই সকল গুণও তত্ই বৃদ্ধি পাইবে। যে স্থানে এই সকল তটস্থ-গুণের অত্যন্ত অভাব সেস্থলে ভক্তিরও অভাব অনুমান বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব-সাধুত্বের একমাত্র পরিচয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৪)

(৪) বৈশেষিক দর্শন—মহর্ষি কণাদ (অপর নাম উলূক) ইহার প্রণেতা। তাঁহার নামানুসারে ইহাকে 'ঔলূক দর্শন'ও বলা হয়। বৈশেষিকদর্শনের উপর উদয়ন আচার্যের কিরণাবলী ও শ্রীধরের কন্দলী টীকা প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের মতে দৃশ্য জগতের সমুদয় বস্তুই তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা গঠিত। বস্তু সকলের বিভাগ প্রণালীতে তাহাদের যে সূক্ষ্মতম অবস্থা উপস্থিত হওয়া যায়, সেই সূক্ষ্মতমাবস্থাকে পরমাণু বলে। কার্যরূপে প্রকাশিত ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের কারণানুসন্ধানে, পরমাণু সমূহেরই কারণত্ব সিদ্ধ হয়। দ্রব্যে বস্তুতঃ পরমাণুভেদ অঙ্গীকার্য; যে জলীয় পরমাণু, পার্থিব পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু প্রভৃতি। পরমাণু ক্রিয়া নহে, অতএব নিত্য। পরমাণুতে এমন কিছু বিশেষ ধর্ম আছে যদ্দ্বারা এক পরমাণু অপর পরমাণু হইতে এবং একজাতীয় পরমাণু অপরজাতীয় পরমাণু হইতে স্ব পার্থক্য সংরক্ষণ করিতে পারে। জগতে অনন্ত ভেদ বস্তু ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থ এবং উহাদিগের সামান্য, বিশেষ ও সমবায়রূপ বিদ্যমানতা, এই ষড়্‌বিধ পদার্থের সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান হইতে সত্য বিষয়ের মধ্যে যে বিবেচিত যে মোক্ষ, তাহা লাভ সম্ভব হয়। বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানদ্বারাই উক্ত ষড়্‌বিধ পদার্থের সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য এবং স্বরূপ-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানোদয়ে জীব সর্বজ্ঞতালাভ এবং অজ্ঞান ও তজ্জাত যে প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম-মোক্ষ লাভ হয় এবং এই মোক্ষই প্রয়োজন প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই আত্যন্তিক দুঃখ না হয়। এই দর্শনে নয়টী দ্রব্য স্বীকৃত হইয়াছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল দিক্, মন ও আত্মা। বৈশেষিক দর্শনে প্রকরণগ্রহ (নব্য ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত) সমূহে এই নববিধ দ্রব্যের অন্তর্গত আত্মা বিচারকালে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। আত্মা বহু এবং সমস্ত ব্যাপ্ত ও নিত্য; সর্ব ব্যাপ্ত হ'লেও ইহার অনুভূতি, চিন্তা ইচ্ছাশক্তি বর্তমানে নৈমিত্তিকরূপে যে দেহাশ্রয়ে আছে তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আত্মা স্বরূপতঃ বহু ও সর্বত্র ব্যাপ্ত-স্বভাব বিশিষ্ট হইলেও একের ব্যাপ্তিতে অপরাত্মার ব্যাপ্তির বাধা হয় না। যেমন একঘরে দুইটি প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে ব্যাপ্তি-স্বভাববিশিষ্ট আলোকের পরস্পর ব্যাপ্তির ব্যাঘাত হয় না তদ্রূপ পরমাত্মা কখনই দেহ-সম্পর্কবিশিষ্ট হ'ন না, তিনি সর্বজ্ঞ। বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভেই নিঃশ্রেয়স্ ঈশ্বরলাভ হয় "তত ঈশ্বর নোদনাভিব্যক্তাৎ ধর্মাদেব।" সেই তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বর-প্রেরণাজনিত ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঈশ্বর-প্রেরণাও জীবের সাপেক্ষ। এই দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ কি জীব ও ঈশ্বরে কি সম্বন্ধ, জীবের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি প্রকার—এই সকল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিচার প্রদর্শিত হয় নাই। তবে মোটের উপর জীবের দুঃখের

সৃষ্টা স্বীকৃত হইয়াছে এবং উক্ত দুঃখ-সংশোধন-কল্পে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব, কার্য্যরূপে প্রকাশিত বহু বস্তুর সম্পর্কে আসিয়া তাহার স্থূলরূপে সুখ, দুঃখ ও ভোক্তৃ-প্রক্রিয়ার বশতঃ তাহাতে আসক্ত হয় এবং স্থূলরূপের বিভাব না থাকায় কালবশে তাহা তিরোহিত হইলে, স্থূল-সম্পর্ক-চ্যুত জীব দুঃখানুভব করে। কিন্তু স্থূলবস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যদি কারণের প্রতিজ্ঞান থাকিত তাহা হইলে বিষয়-সান্নিধ্যে। বিষয়-সান্নিধ্যে ভাব ও অভাব-জাত সুখদুঃখমূলে আত্মার স্বভাববিপর্য্যয় উপস্থিত হইত না। সমস্ত বস্তুর কারণরূপে বিভিন্ন পরমাণু সমূহই একমাত্র নিত্য বস্তু; এই পরমরূপ পরমাণু ও তাহাদের স্বরূপের অজ্ঞতার জ্ঞান হইতে জীবের মুক্তি-লাভ ঘটে। ঈশ্বরের ঈশ্বরিক গুণনিচয়, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রভৃতি স্বীকার না করিয়া ঈশ্বর-অঙ্গীকারের কোন সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে অদৃষ্ট ও পরমাণুকেই নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ বলা হইয়াছে। আচ্ছা, যখন পরমাণুসমূহ জড় এবং অদৃষ্টও জড় তখন বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে যে অবকাশ আছে ঈশ্বর-কর্তৃত্ব ব্যতীত জড় অদৃষ্ট কি প্রকারে তাহাদিগের পরস্পর ব্যবধান দূর করিয়া স্থূলাবস্থায় পরিণত করে? এই প্রশ্নের Rational argument-মূলক উত্তর বৈশেষিক-দর্শন দিতে পারেন নাই, অদৃষ্টকে মাঝ-পথে রাখিয়া যুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছেন মাত্র।

জন্মমৃত্যু-রহস্য

এই মনুষ্যজীবনে তিনটী প্রধান ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা দেখিতে পাই। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ। একটী স্ত্রীলোকের পুত্র কি কন্যা জন্মিয়াছে, বলিলে আমরা বুঝিয়া থাকি, এ স্ত্রীলোকটী আমাদের মত দেহধারী একটী প্রাণী প্রসব করিয়াছে। জন্ম বলিলে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। আবার যখন বলি, অমুক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তখনও আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, ঐ ব্যক্তির পাঞ্চভৌতিক দেহের সমস্তই আছে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আছে, অথচ যে ঐশ্বরিক চেতনা-শক্তির প্রভাবে ঐ ব্যক্তিটী হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতে পারিত, তাহা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং সকল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। সকল মনুষ্যই নিজের, কি বন্ধুবান্ধবের কন্যা কি পুত্রের জন্ম ও বিবাহে আনন্দিত হয় এবং পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি স্বজনের মৃত্যুতেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমন কি, জগতে যত প্রকার ভয় আছে, মৃত্যু-ভয়কেই অধিকাংশ লোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিজনক বলিয়া মনে করে। কারণ, অন্যান্য ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নানাপ্রকার উপায় আছে, কিন্তু মৃত্যুভয় হইতে এড়াইবার কোনও লোকের উপায় নাই। যেহেতু জন্মিলেই মরিতে হইবে। ইহাই ভগবানের অপরিহার্য্য নিয়ম।

জগতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা আপনাদিগকে অজর ও অমর মনে করিয়া যৌবন ও ধনমদে মত্ত থাকিয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করে, অপরের মৃত্যু দেখিয়াও নিজেদের মৃত্যু বিষয়ে একবারও চিন্তা করে না। ২য় শ্রেণীর লোকেরা মনে করে যে, তাহারা এখন বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিবে, তাহা হইলেই মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই হরিভজনে রত হ'য়েন। তবে এই শেষোক্ত-শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক স্বর্গাদি-কামনায় হরিভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ধামে বাস করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিবেন। কতকগুলি লোক ভাবিতেছেন, পরমেশ্বর তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার ভজন না করিলে মহাপাপ হয় অতএব তাঁহার ভজন করাই কর্ত্তব্য। আবার কতকগুলি লোক কেবল অনুরাগভরে শ্রীহরির ভজন করিতেছেন; তাঁহারা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক বা ভজন না করিলে মহাপাপ হইবে, এরূপ কর্ত্তব্য-বোধে ভজন করেন না। তবে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই কেবল অনুরাগভরেই করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান বা নিজস্বরূপ উপলব্ধি হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা সদ্গুরুর কৃপায় বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের কার্য্য, নশ্বর জগতে মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজে ভোক্তা সাজিয়া বৃথা-কালক্ষেপণ করা নির্ব্বোধের কার্য্য; সেইহেতু কৃষ্ণসেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণের সেবা করাই তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি।

কবে মৃত্যু হইবে তাহার কোনও স্থির নাই বলিয়া—নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে অজর অমর মনে করিয়া ধন ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিবেন, এবং কৃতান্ত (যম) যেন নিজ সদনে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবেন; অর্থাৎ মৃত্যু আমাদের কেশে ধরিয়া রহিয়াছে, কখন মরিব তাহার কোন স্থিরতা নাই, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিব কিনা তাহারও ঠিক নাই, অতএব বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সেবা উল্লেখ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীমৎ পুরী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান পূর্ব্বক উড়িষ্যাদেশে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। ইঁহার বিদ্বোজ্জ্বল কান্তি, বিনয়-নম্র বচন, বৈরাগ্য, হরিকীর্ত্তনে উৎসাহ, আত্মবৈভব-প্রকাশ-মুখে ভজনের অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার-সমৃদ্ধ জনমঙ্গলকর প্রবন্ধাদি লিখিয়া নদীয়া-প্রকাশের সেবা প্রভৃতি সদ্গুণ অতুলনীয়। ইঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণে, ইঁহার আদর্শ সেবা-অনুসরণে বহু-ব্যক্তি সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজনের বিচার বরণ করিয়াছেন।

শ্রীমৎ অরণ্য মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট-প্রচারে উৎসাহ আদর্শস্থানীয়। শ্রীগৌড়ীয়ে লিপিবদ্ধ বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ও কথামৃত নিজে আলোচনা করিয়া সেইগুলি পাঠ ও বক্তৃতামুখে সর্ব্বত্র যথাযথ প্রচারার্থ ইঁহার যত্ন অতুলনীয় এবং অতীব প্রশংসনীয়। খুলনা, যশোহর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের বহু লোক মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

ভক্ত্যালোক প্রভু

শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়-পর্য্যবেক্ষণ, কৃষ্ণনগর-ভাগবতপ্রেসের কার্য্য-তত্ত্বাবধান প্রভৃতি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট-প্রচার-সেবার একজন আদর্শ-সেবক। ইঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, প্রফুল্ল বদন এবং বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্গুণাবলী সকলেরই চিত্তাকর্ষক।

কৃতিরত্ন প্রভু

উপদেশক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয়রক্ষণ কার্য্যে এবং শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদন্তর্গত যাবতীয় মঠের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া, বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীধাম পরিক্রমা-পরিচালনা কার্য্যে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইঁহার দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতাও অতীব প্রশংসার্হ।

ভবব্যচ্ছিদ্ প্রভু

শ্রীযুক্ত ভবব্যচ্ছিদ্ দাসাধিকারী ভক্তি-সৌরভ বি এ, বি-এল্—শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবাকার্য্যে দিবারাত্র সহায়তা করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইঁহার শান্ত সৌম্য-মধুরমূর্ত্তি এবং তদুচিত গুণাবলী সকলেরই প্রীতিবর্দ্ধক।

ভক্তিকুসুম প্রভু

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম (ডাক্তার এল্-এম্-এফ্) দেহরোগ এবং ভবরোগ—উভয়বিধ চিকিৎসায় সুনিপুণ। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সেবায় জন্য হরি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-ভক্তির বিচার বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ যে-সকল বিচিত্র মধুমধুর কুসুম নিত্য চয়ন করিয়া বর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত সুন্দর সুন্দর ডালি রচনা করিতেছেন, তাহাতে ইঁহার আন্তরিক সেবা-চেষ্টা স্বতঃপ্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট প্রচার সেবায় ইঁহার অদম্য উৎসাহ কেবল ধন্যবাদার্হ নহে আদর্শ-স্থানীয়।

শ্রীপাদ হৃদয়-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীযুক্ত হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী—দীন-প্রচেষ্টকগণের মঠের 'মুদ্রাযন্ত্র'-স্বরূপ "গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" নামক মুদ্রাযন্ত্রাগারের ব্যবস্থাপন সেবায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী

শ্রীযুক্ত গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী (Overseer) শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর বিবিধ সেবায় শ্রীগুরু বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহার শান্ত-শিষ্ট ব্যবহার, বিনয়-নম্র বচন এবং অদম্য সেবোৎসাহিতা ও সরলতাদি গুণ স্বতঃই প্রশংসার্হ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীনবদ্বীপধাম—মাহাত্ম্য ৪০৲
[illegible] ৮৲
[illegible] ।৶০
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
([illegible]) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। [illegible] ১০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] । বাঁধা
ঐ (আবাঁধা
৮। গীতা ([illegible]-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা ([illegible] টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল [illegible] ৷০
১২। [illegible] সংশোধিত সাগবার
([illegible])
১৩। [illegible] সাগবার
[illegible])
১৪। [illegible]
১৫। শ্রী[illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৶০
ঐ ([illegible]) ৸০
১৮। [illegible] ৶০
১৯। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৶০
২৩। [illegible] ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রী[illegible]পরিক্রমা-পথ ।০
২৯। [illegible] ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। [illegible]
৩৩। প্রেমবিবর্ত্ত [illegible]
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৴০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৫১০
৩৯। সাধনকণ্ঠহার (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। [illegible]-সমাজ্ঞি
([illegible]) ৬৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। [illegible] ৸০
৪৫। [illegible] ।০
৪৬। [illegible] বা [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্য[illegible] (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয় মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। উপদেশামৃত ([illegible] ও [illegible] সহ এবং [illegible] সহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। [illegible] ৶০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। [illegible] ৷৶০
৬২। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
[illegible]
৬৩। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible]
[illegible] ।০
৬৬। [illegible] ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রী[illegible] ।০
৭০। [illegible] ।০
৭১। [illegible] ৴১০
৭২। [illegible] ৴০
৭৩। [illegible] ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible] ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। [illegible] পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-[illegible]মঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible] মাটিয়ারি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রী[illegible], আমলাযোড়া,
পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible] [illegible],
পোঃ [illegible], হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রী[illegible] মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি.
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible] গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মান্দ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible],
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড,
পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৪নং [illegible],
[illegible] গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible],
[illegible], আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক বড় অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। তবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, [illegible]সূচী, [illegible]সূচী, বিষয়-সূচী, [illegible]সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৭	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৭—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	∗ ৫-২০,	∗ ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	∗ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	∗ ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	∗ ১১-৩৬	১৪-৩০ +	∗ ১৮-৩৬ ∗	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	৭০০০	২৩-৪০

∗ চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়, তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ভক্তগণকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, সুতরাং রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩১, ১৮-৩১ ইং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৫৫, ও এবং ১৮ ৪১ মিনিটে ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৬ই এপ্রিল ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)	
বাঁকা	৭৷০—৫৷৷০
ঐ বেংগাকা চাদরা হুকৈ	৫/০—৫॥০
নরম (টী-আয়রণ)	৬/০—৬৷৷/০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৭৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৷/০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২৷৷/
২২ গেজ বা'র, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৷/০
২৬ গেজ „ „	১২৷৷/০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৷৷/০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটা তার ১০০	
গাইজ বাঃ	৮৷০
টিন প্লেট	৬৷/০—৭৷৷/০
„ বোল্টু (গোল)	৬৷/০—৭৷৷/০
„ নাট (চৌকা)	৭/০—৭৷৷/০
„ গোল বড় ৷/০—৷৷/০ সূতা	৬৲—৫৷০
, টানা তৎ-	
তাপা ৷/০—৷৷/০ ঐ	৬৲—৬৷০
„ গ্যাডভ্যাল	৭৷০—৭৷৷০
„ প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্যন্ত	৮৲—৮৷৷/০
„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	১৪৷৷/—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১৷০
ফ্রেম সেকশন ১—৭ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
স্প্রিং গেট ৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲
তারকাঁটা ১ ইঞ্চি ১০ নং ৯৷৷/০-১১৷০ মাউ	
কোহিনূর ৪, ৫, ৬, ৭৷৷/০ ৮৷৷/০ ৯৷৷/০ ঃ	
ঐ তিন গাইজ ৫৷৷/০ গেঃ বিঃ	৬৷৷/০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০ ৭৷০
ঐ বালতি „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার সোজা রডের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— „
ঐ পাতের লোহার সিট	১৫৲
ঐ স্প্রিং (কাঠের সিট)	১৮৲ „
লোহার স্ক্রু ৫—৭ ইঞ্চি ৵১০—৷৷/০ গ্রোস	
ঐ কলা ৭৭ নং	
৫—৯ ইঞ্চি	৷১০—৷৷/০ গোঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	২১৷০—১৪৷০ হন্দর
গ্যাঃ বিস্কুট (বড়কা)	
১২ ইঞ্চ	৷/—৷৷/১০ পীস
গ্যাঃ সাট, বা কোদা	
৯ ইঞ্চি	৷৷/—৷৷/০ „

গ্যাঃ স্ক্রু ১৷০—২৷০ ড্রাম ২০৲—২৯৲ হন্দর	
গ্যাঃ গামলার চাক	১১৷০—১৯৲০
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৬—৭ ইঞ্চি	
	৷৷/১০—১৷/০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ ড্রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিনের কৌটের কড় গ্যাঃ	
পাইপের টাক	৷৷/৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৯৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ মাউ ২৷০-২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড কোং

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

লোকের পাতের বাক্স (২ টিন)	২৲৬
গুহা মার্কা	৬৷০
আর্কোরিয়া	৭

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৩৷৷/
বাট	৩৩৷
গিনি পাকা	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৷/৬
ঐ টুকরা	৫৷/০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৷/
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৫৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ৪৫ (১৯০৫	১০৪৷৷/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২৷৷/০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি পেড)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী মিল	৪৫৲

পাট কল

আগরপাড়া	৫০৲
আকল্যাণ্ড	১৯৪৲
বালী	১৭৬৲
বরানগর	১২০৲
বেলঘরিয়া	৩১০৲
ডালহৌসি	২৪৫৲
গ্যাঞ্জেস	২৷ ৷০
চাঁপদানী	৪০৮৷০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরেরে অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সুবর্ণ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

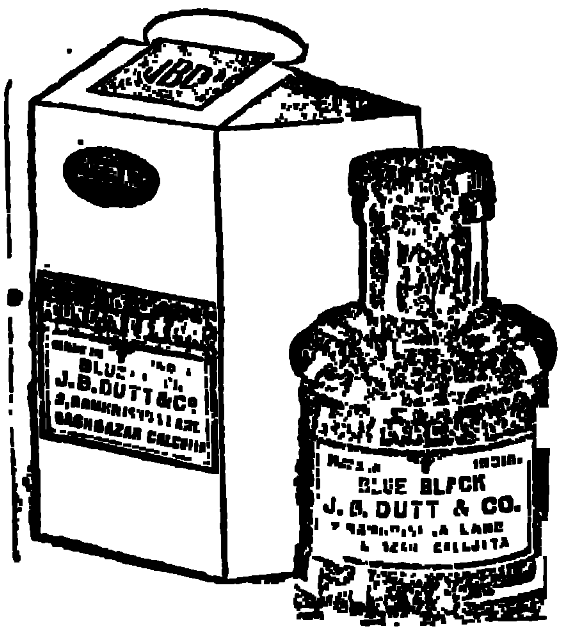

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, বি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ.
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের দেয়
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড · সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮শে চৈত্র বুধবার ১৩৪০, ১১ই এপ্রিল ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

পদ্মপুকুর কোয়ার্টারে বিষম চাঞ্চল্য

গত বুধবার রাত্রে বিষ্ণুপুর সাব ডিভিসনের পদ্মপুকুর কোয়ার্টারে বিষম চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশ, এই কোয়ার্টারে শ্রীমান দীন তাহার স্ত্রী বসন্তকে লইয়া বাস করিত। অনেক দিন হইতেই সে তাহার চলা ফিরায় আপত্তি করিতেছে। এইজন্য সে তাহাকে কয়েকবার ভর্ৎসনাও করিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ, সে তাহাতে কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করে নাই। প্রকাশ, ঘটনার দিন তাহার সহিত তাহার স্বামী শ্রীমান দীনের ঝগড়া হইলে সে তাহাকে দা দিয়া এমন এক আঘাত করে যে, তাহাতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র পুলিশ অকুস্থলে আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার নিকট রক্তমাখা দা বাহির পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

আমেরিকায় ভীষণ বন্যা

নিউইয়র্ক হইতে পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, নিউইয়র্কের বন্যায় দেশের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বন্যায় ভাসিয়া সব বহিয়া যায়, প্রায় একশত লোক জলে ভাসিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহার খোঁজ নাই, খোঁজ হয় খোঁজ পাওয়াও যাইবে না। তাহারা নিশ্চয়ই আর জীবিত নাই।

অনন্তর বড় বড় দুইটা বাঁধ ভাঙিয়া দেশ জলময় হইয়া গিয়াছে। যে দিকে চাও সেই দিকেই জল। কোথা হইতে যে জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, কোথায় তাহার শেষ হইয়াছে, তথাপি কেহ তাহা বলিতে পারে না। যে দুস্তর জলধি।

পাহাড়ের সাহেবী, ফুলবাগী, মেঘ দল, 'কিংকোয়ার্ড গার্ডেন' সেখো মিল সব কাটিয়াছে, বরাবরই হইতে বিলম্ব নাই। যাবতীয় ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে. বৎসরের সংস্থান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। চাষী গালে হাত দিয়া বসিয়াছে; এ বিপুল বা বন্যা কতদিনে অন্তর্হিত হইবে কে বলিতে পারে?

ডাকাত ও কুকুরে সংগ্রাম

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গে তিনটি পোষা কুকুর বাড়ী প্রহরীর কার্য্য করিত। এই কুকুর তিনটি কিরূপে একদল ডাকাতের ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, সেই ঘটনার কাহিনী এক্ষণে পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কোন ডাকাত ঘটনার দিন রাত্রে নবীনগর পুলিশ থানার এলাকাধীন জনৈক গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুত উমেশচন্দ্র রায়ের বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোকগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া কুকুর তিনটির শিকল খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। কুকুর তিনটি অকস্মাৎ ডাকাতদলকে আক্রমণ করে এবং দুই মিনিটেই তিনজন ডাকাতকে পরাস্ত করে। তাহা ছাড়া আরও তিনজন ডাকাতকে তাহারা বিষম জখম করিয়াছে। ডাকাতদল তখন বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দেয় এবং ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

পোষ্টাফিসে হুলস্থুল

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, পোষ্ট অফিসের ক্যাশ বাক্স হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে রহস্যজনকভাবে গত ৮০ টাকা অদৃশ্য হওয়ায়, এখানে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, পার্সেল কেরাণী যখন তাহার কার্য্যে খুব ব্যস্ত ছিল, তখন দেখিতে পাওয়া যে, টাকা তথায় নাই তখনই টাকা পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া চীৎকার করা হয় এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তখনই পোষ্টাফিসের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পুলিশ আসিলে পোষ্টাফিসের সমস্ত কর্ম্মচারীর এবং বাহিরের যে সকল লোক তথায় উপস্থিত ছিল তাহাদের সকলের খানাতল্লাসী গ্রহণ করে। তাহা ছাড়া পোষ্টাফিসেও সর্ব্বত্র খানাতল্লাস করা হয়; কিন্তু পুলিশ কোন সূত্রই বাহির করিতে পারে নাই। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

লাহোর হইতে প্রকাশ, নিখিল ভারত হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইবার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন—তিনি ৫ই এপ্রিল পঞ্জাব মেলট্রেণে এখান হইতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ ও অপরাপর লোকগণ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন। আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায়ও আচার্য্য রায়ের সঙ্গে গমন করিয়াছেন।

সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৩ই এপ্রিল অমৃতসর পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি এসিড ও রাসায়নিক পদার্থের স্থানীয় একটা কারখানা পরিদর্শন করেন। তৎপর তাঁহাকে খালসা কলেজে লইয়া যাওয়া হয়। কলেজ পরিদর্শনের পর তিনি স্বর্ণমন্দিরে গমন করেন। তাঁহাকে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া দর্শনীয় সকল বিষয় ভাল করিয়া দেখানো হইয়াছিল।

পূর্ণিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রী

পূর্ণিয়া হইতে প্রকাশ, বিহার উড়িষ্যা সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী সার গণেশ দত্ত সিং স্বচক্ষে ভূমিকম্প প্রপীড়িত অঞ্চল ঘুরিয়া দেখিবার জন্য এখানে আসেন।

মন্ত্রী স্থানীয় জিলা স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুল এখনও ফাঁকা জায়গায় বসিতেছে। ফাঁকা জায়গায় পড়াইবার উপকারিতা সম্বন্ধে মন্ত্রী ছাত্রদের সমক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

রহস্যজনক মৃত্যু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন এংলো ইণ্ডিয়ানের মৃতদেহ ভিক্টোরিয়া পাবলিক হলের বাহিরের বারান্দায় পাওয়া গিয়াছে।

জানা যাইতেছে যে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ত্রিশ ফুট উচ্চ হইতে ঐ স্থানে পড়িয়া যাওয়ায় ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিকে এখনও সনাক্ত করা যায় নাই।

আরও জানা যাইতেছে যে, নিমন্ত্রিতগণকে প্রবেশপত্র প্রদান করা হইয়াছিল কিন্তু নিমন্ত্রিতগণের তালিকায় নাম পাওয়া যাইতেছে না।

হুগলী জেলে ফাঁসী

হুগলী হইতে প্রকাশ, বাঁশবেড়িয়া, কুন্তল পুকুরের পাঁচু মালোকে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করার জন্য সাওতাল পরগণার দায়রা জজ মিঃ আর, সি, চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। স্থানীয় জেলে গতকল্য প্রাতে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৭ নবো অগ্রহয়ে বাঙ্গলোর [illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] [illegible] ডিসেম্বর,

[illegible] [illegible] বিপ্লবপন্থী [illegible] [illegible] বিদেশের [illegible] [illegible] চেষ্টা করিতেছেন, মহিলা-সমাজের [illegible] [illegible] [illegible] নহে, এবং ইহাই [illegible]। কারণ, পুরুষ অপেক্ষা নারীই [illegible] [illegible] বাধিয়া রাখিয়া থাকেন। জানিতে পারা গেল, তাহার সমাজের অনেক বিপ্লব বিপ্লববাদীদের [illegible] [illegible] হইয়াছে। লণ্ডনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আন্দোলনকারীদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংলণ্ড [illegible] [illegible] করিবেন। বিপ্লববাদীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

[illegible] [illegible] হওয়ার পূর্বেই বাঙ্গালার [illegible] [illegible] [illegible]। ২৪পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, সকল জেলা হইতে আমাদের [illegible] [illegible]। ২৪ পরগণার [illegible] ও নদীয়ার মেহেরপুর মহকুমার অনেক গ্রাম [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] বাহিরের [illegible] নাই। পাবনা জেলার [illegible] [illegible] [illegible] মহকুমার বহু লোক [illegible] হইয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] পুড়িয়া [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাহির হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। যে সকল পল্লী [illegible] [illegible] দূরে [illegible] [illegible] [illegible] সীমা নাই; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] হইয়াছে। বাঙ্গালার [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা হাইকোর্টের [illegible] বিচারপতির আসন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন; [illegible] বিদায় গ্রহণ করায়, বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জে, [illegible], বোম্বে তাঁহার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, এ সংবাদ পাঠকগণ জানিতে পারিয়াছেন।

[illegible] প্রকাশ, বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটী [illegible] [illegible] চালাইবার ব্যবস্থার জন্য ছই লক্ষ [illegible] হাজার টাকা এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য একটি টেকনিক্যাল স্কুল [illegible] [illegible] [illegible] হাজার [illegible] টাকা [illegible] রাখিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ [illegible] [illegible] [illegible] রাজনৈতিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা করিয়াছেন; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন সম্বন্ধ আছে, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উচিত ছিল। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা অন্যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এবং এ কথাও মনে হয় যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাহিরে থাকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে।"

জমিদার ২ অনুচরসহ খুন

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] জেলার গ্রাম হইতে [illegible] [illegible] একসঙ্গে ৩ খুন হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, [illegible] গ্রামের এক হিন্দু মহাজন [illegible] পাওনা টাকার হিসাব ঠিক করিবার জন্য [illegible] গ্রামে মুসলমান জমিদারের বাটী যায়। [illegible] সময় [illegible] উপস্থিত ছিল।

জমিদার ক্রুদ্ধ হইয়া পার্শ্ববর্তী কক্ষ হইতে [illegible] আনে এবং [illegible] মারিয়া ফেলিবার জন্য সেখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আদেশ করে। মহাজন প্রাণভয়ে জমিদারের আদেশমত কার্য করে।

জমিদারের বাড়ীর উঠানে যে গরুটি [illegible], জমিদার [illegible] [illegible] সেটিকে [illegible] [illegible] জন্য মহাজনকে আদেশ করে।

মহাজন দেখে, তাহাকে দিয়া গো-হত্যা না করাইয়া জমিদার ছাড়িবে না। অগত্যা মহাজন জমিদারের এই দ্বিতীয় আদেশ পালনের জন্য তাহার নিকট হইতে তরবারি-খানা গ্রহণ করে। কিন্তু তরবারি হস্তগত হইবার পরক্ষণেই তাহার মনের পরিবর্তন হয়। মহাজন তখন গো-হত্যার জন্য অগ্রসর না হইয়া তরবারিখানি ফিরাইয়া জমিদারের গলদেশে বসাইয়া দেয়।

উহার পর জমিদারের ২ জন ভৃত্য মহাজনকে ধরিবার চেষ্টা করিলে সে সেই তরবারি সাহায্যে তাহাদিগকেও হত্যা করে।

মহাজন অতঃপর চৌকিদার পুলিসের নিকট যায় এবং তাহাদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলে।

ছাত্রের আত্মহত্যা

[illegible] হইতে প্রকাশ, একটি স্কুলের ছাত্র [illegible] [illegible] পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় জীবনের উপর বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে এবং কি ভাবে আত্মহত্যা করিয়া অসহ দুঃখের অবসান ঘটায়, তাহার মর্মন্তুদ কাহিনী জানিতে পারা গিয়াছে। ছাত্রটির নাম [illegible] সিং। সে [illegible] [illegible], এ, [illegible] স্কুলের ছাত্র ছিল। সে ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল হইয়া জীবন তুচ্ছজ্ঞান করে এবং একখানা চলন্ত ট্রেনের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করিবার পূর্বে সেই সাইকেলটি ও তাহার নিকট যে ২ টাকা ১০ আনা ছিল তাহা তাহার মাতাপিতার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। আত্মহত্যা করিবার পূর্বে তাহার সঙ্গে একটি সঙ্গী ছিল। সঙ্গীর মারফতেই সে সাইকেল ও টাকা পয়সা পাঠাইয়া দিয়াছিল।

ঘুষখোরের অভিযোগ

ঘুষখোরের অভিযোগে মহম্মদ ইসাব সেখ, [illegible] সেখ, [illegible] ও সেখ আবেদ এই ৪ জন লোককে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল [illegible] এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। গত [illegible] এপ্রিল এই মামলার একতরফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে হাইকোর্টে সেসনে সোপর্দ করিয়াছেন। প্রকাশ, ইন্সপেক্টর মিঃ এস, এন, দে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া আসামীদিগের নিকট হইতে [illegible] [illegible] [illegible] পান। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করেন।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার

অস্ত্র আইন [illegible] চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, [illegible] এজলাসে একজন চীনা ম্যানকে এই মর্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে তাহার নিকট একটা ৫ ঘরা রিভলভার ও [illegible] কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে। গত [illegible] এপ্রিল আসামীকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসামী [illegible] এপ্রিল পর্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

প্রকাশ, আসামীর নাম [illegible]। সে যখন [illegible] [illegible] দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় ইন্সপেক্টর [illegible], [illegible] তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। অতঃপর তাহার পরিচিত ব্যক্তি সন্ধান করিলে তাহার নিকট [illegible] [illegible] ও কার্তুজ পাওয়া যায় অথচ এইজন্য তাহার কোন লাইসেন্স নাই।

ডাকাতদের সহিত লড়াই

পাটনা হইতে প্রকাশ, ২২ জন লোককে ডাকাতি করিবার অভিযোগে পাটনার অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এন, সিংহের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহারা পাটনা জিলার [illegible] গ্রামে ঢুকিয়া [illegible] বাড়ীর মালপত্র লুঠ করে। তারপর তাহারা যখন সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে, গ্রামবাসীরা তখন তাহাদিগকে বাধা দেয়। ফলে, তাহাদিগের সহিত ডাকাতদিগের রীতিমত এক লড়াই হয়। মামলা চলিতেছে।

মীরাটে ভীষণ ডাকাতি

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, মীরাট হইতে সম্প্রতি এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২৫ জন ডাকাত বন্দুকসহ [illegible] নামক একজন বেনিয়ার বাড়ী আক্রমণ করে। তারপর তাহারা তাহার মাতা ও পত্নীর উপর অত্যাচার করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১৫ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

আমেদাবাদে মেনিঞ্জাইটিস

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদে মেনিনজাইটিস ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করায় চতুঃপূর্বে স্থানীয় মেলা ও [illegible] বহু স্থানে মেলা বসিয়াছিল। সংক্রান্ত সিভিল সার্জ্জনের উপদেশ অনুসারে আমেদাবাদ মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেন্ট সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। প্রকাশ, [illegible] বাবদ মেনিনজাইটিস মহামারীর প্রকোপ একটু প্রশমিত হওয়ায়, এই ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজকোষ কর্তৃপক্ষদিগকে অবশ্য এই সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে, হলে যেন বায়ুর সাহায্যে [illegible] [illegible] [illegible] বিকেশের ব্যবস্থা হয়। তাহা ছাড়া তাহারা এরূপ লক্ষ্য রাখেন, নিম্ন শ্রেণীতে দর্শকদিগের ভিড় [illegible] না হয়। প্রত্যেক [illegible] প্রদর্শনে বিরামের সময় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাহাদিগকে [illegible] প্রদর্শনের পরে [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে।

বিদ্যামন্দিরগুলি স্কুলগুলি আরও এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। জনসাধারণ কোন স্থানে দলে দলে জড় না হয় সেজন্য তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বুধবার { ৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৮ই এপ্রিল রবিবার দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থ কৃষ্ণনগর হইতে মিঃ সি, সি, গুপ্ত, সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর, মিঃ বি সেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টার, মিঃ এস্, এন্, দে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টার, মিঃ জে, এন্, দাস গুপ্ত, সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এস্ মুখার্জি সার্কেল অফিসার, মিঃ এস্ মজুমদার সার্কেল অফিসার, মিঃ পি, সি, পাঠক, সাবডেপুটী কালেক্টার প্রমুখ নদীয়া জেলার উচ্চ রাজকর্মচারিবৃন্দ বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের মোটরযানে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন।

তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থানাদি, শ্রীচৈতন্যমঠের নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ, পরমহংস বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দির ও মায়াপুরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন, পাঠ-কীর্ত্তন ও উপদেশক শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন। তাঁহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিভূষণ প্রভুর সমভিব্যাহারে চাঁদকাজীর সমাধিপাট দর্শন করেন।

গত ১৯শে চৈত্র ২রা এপ্রিল সোমবার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ জেলা ২৪পরগণার অন্তর্গত কামারডাঙ্গা গ্রামে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন এবং তথায় ঐ দিবস শ্রীযুক্ত সীতানাথ মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গকালে স্বামীজী বলেন—মানবের যখন ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হয় তখন জাগতিক দর্শনটা চলিয়া যায়। জগন্নাথ-দর্শন হ'লে আর জগৎ দর্শন থাকে না। দেহ-সূত্রে আমরা পাঁচ ভাই—গ্রামবাসী, দেশবাসী ইত্যাদি। কিন্তু ভগবৎ-সূত্রে আমরা সকলেই পরস্পর আত্মীয়। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হ'লে জীব পতিত হয়। প্রাকৃতিজাত অভিমান থাকা কালে কাহারও বুদ্ধির স্থিরতা নাই।

ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি দান করেন যিনি তিনিই শ্রীগুরুদেব। অন্যাভিলাষী গুরু হ'তে পারেন না। তাঁহারই জগদ্গুরু স্বীকৃত, যিনি ভগবান্কে পে'য়েছেন। ভগবান্কে ভুলে জীব ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছে। ভগবান্ স্মরণপথে আসিলে আর ত্রিতাপ থাকিতে পারে না। ভগবান্কে ভুলে যাওয়ার জন্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যেদিন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় এবং আমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণে আশ্রয়গ্রহণ করি, সেই দিন আমাদের অজ্ঞানতা চলে যায় তখন আমরা বুঝ্তে পারি যে, আমরা স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, মায়ার দাসত্ব আমাদের ধর্ম্ম নয়।

গত ১৯শে চৈত্র সোমবার জেলা রংপুর জলঢাকার সজ্জনমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহে জলঢাকা থানার সন্নিকটে পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"আত্মার ধর্ম্ম"। সভায় হিন্দু মুসলমান বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতের বিপ্লবের কথা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বহুন। গাড়ী চৌধুরী-এষ্টেটের বিশিষ্ট জমিদার শ্রীযুক্ত মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী সাহেব পরদিন পুনরায় তথায় একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহোদয়কে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন অনিবার্য্য কারণে আচার্য্য প্রভু সেই অনুরোধ একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পালন করিতে অক্ষম হওয়ায় বিশেষ দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলেন যে যদি শ্রীগুরুদেব কৃপা করেন তবে অতি সত্বরই আপনাদের সহিত পুনরায় দেখা করিয়া আপনাদের সেবা করিব। এই বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। চৌধুরী সাহেবের সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। মঙ্গলময় ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন।

ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত দক্ষিণামোহন রায়, শ্রীমান্ রাজেন্দ্র বর্ম্মা মহাশয়দিগের সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইঁহারা কয়েকদিন যাবৎ সকল সময়েই উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দক্ষিণা মোহন রায় ও শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় মহাশয়দ্বয় শ্রীমঠাচার্য্য প্রভুর ভোগরাগাদির রন্ধনাদি কার্য্যের আয়োজনে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বর্ম্মা মহাশয়কে সম্যক্ প্রকারে সাহায্য করতঃ বহু সজ্জনমণ্ডলীর প্রসাদ-সেবনের সুযোগ প্রদান করিয়া বিশেষ সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আহানতুল্লা আহম্মদ পণ্ডিত সাহেব অন্যধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সভাদির কার্য্যে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

মাণিকপুর হইতে গত ৩০শে ফাল্গুন তারিখে 'কীর্ত্তন'-সম্পাদক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয় ভক্তগণ সহ বড়গোলা-গ্রামে শ্রীযুক্ত রবিরাম দাস মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তথায় পাঠ ও মহাধুম সহকারে কীর্ত্তন করিয়া তৎপর-দিবস তিনি বিষ্ণুপুর-গ্রামে উপস্থিত হন এবং সপার্ষদ সেবাতীর্থ প্রভুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন। ২রা চৈত্র পাঠে ও নগর-সংকীর্ত্তনে গ্রামটী মুখরিত হয়। মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সেবা ও ভক্ত ভগবদ্-ভক্তির বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সেবাতীর্থ প্রভু শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ প্রকারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ৩রা চৈত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ রামদাস মহাশয়ের অপ্রকটের শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

সেবাতীর্থ প্রভুর পাণ্ডিত্য ও গুরুবাণী-প্রচারে নানা প্রকার বাধা-সত্ত্বেও তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অসাম্প্রদায়িক ধৈর্য্য দর্শনে গ্রামবাসী সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন।

গত ৫ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হইয়াছে যে, জীবাত্মা মায়াদেবীর দ্বিবিধা বৃত্তির দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইলে তাহার মায়িক দর্শন হয়। গুরুকৃপায় সেই ত্রৈগুণ্যবতী বৃত্তি অপসারিত হইলে চিন্ময়ী বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে জড়ীয় সম্পর্ক উপাধিদ্বয়, কাষ্ঠের অভাবে যেরূপ অগ্নির দহনপ্রকাশে অবকাশ থাকে না, সেই প্রকার মায়িক দর্শন হইতে নিস্তার লাভ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ মধুসূদন ৪৪৪ শ্রীগৌরাব্দ

দৃঢ়তা

ভজন পথে অগ্রসর হইতে হইলে যে সব গুণ থাকা মানবের একান্ত প্রয়োজন, দৃঢ়তাই তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। দৃঢ়তার অভাবে কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করা সঙ্কট। বিশেষতঃ দৃঢ়তা না থাকিলে ভজন-পথে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যোগিগণের আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং জ্ঞানীদিগের বৈরাগ্য, তপস্যা এবং কর্মীদিগের দান, যজ্ঞ প্রভৃতি বহু বাহ্যাচার আছে কিন্তু ভক্তের সে সব কিছুই নাই। তাঁহাদের আছে কেবল দৃঢ়তা। দৃঢ়তাই তাঁহাদের একমাত্র সহায় একমাত্র সম্বল। ভজন পথে অগ্রসর হইবার মূল অস্ত্রস্বরূপ দৃঢ়তার কথা বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই—ভজন-বাধক বিষয়গুলি দূরতরভাবে বর্জন বা অঙ্গীকার না করাই দৃঢ়তার লক্ষণ। ভজনের প্রধান সহায় ও একমাত্র সম্বল এই দৃঢ়তার প্রতি উদাসীন হইয়া বা দৃষ্টি না রাখিয়া যাঁহারা ভজনপথে অগ্রসর হইতে অভিলাষী তাঁহাদিগের শ্রম-মাত্রই ফল হয়, প্রয়োজনরূপ প্রেমফল বা কৃষ্ণপাদপদ্মে অচলা ও অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয় না। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতি বুদ্ধি এবং মনঃসংযোগে চেষ্টা করিলে সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারেন। যে সকল মহদ্ব্যক্তি মহৎ কার্য্য করিয়া পরমেশ্বরের কৃপাভাজন হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিলে জানা যায়, দৃঢ়তাই তাঁহাদের উন্নতির মূল কারণ। অতএব শীঘ্র অভীষ্ট প্রাপ্তির মূলে আমরা দৃঢ়তারই প্রাবল্য লক্ষ্য করিতেছি। দৃঢ়তাবলে সর্ব্বকার্য্যেই উন্নতি-লাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহা যে সর্ব্ববাদি-সম্মত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণভজনের অনুকূল জানিয়া একবার যাহা অঙ্গীকার করিব তাহা কোন কারণানুরোধে বা বিপন্ন হইয়াও পরিত্যাগ করিব না এবং কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল বলিয়া যাহা পরিত্যাগ করিব তাহা পুনরায় কিছুতেই অঙ্গীকার করিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যে সব মঙ্গলময়ী কথা শ্রবণ করিয়াছি সেই সব বাণীর বিরুদ্ধে আমি কোন কথাই শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নহি, আমার গুরুপাদপদ্মের কথাই বাস্তব সত্য কথা, আর বাহবাক্য লোকের কথার মূল্য অকিঞ্চিৎকর মাত্র, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় জনগণই আমার পরমবন্ধু, ইঁহারাই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ইঁহারা ছাড়া এ জগতে আমার আর কেহ নাই, যাঁহারা আমাকে তাঁহাদের কেহ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার প্রচ্ছন্ন শত্রু বা দ্রোহী এবং অসৎ; অতএব গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত ইহকালে বা পরকালে আমি আর কিছুই চাই না, অন্য কাহারও সঙ্গ যেন আমার স্বপ্নেও না হয়, গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে আত্মনিবেদন ও বিশ্বাস-স্থাপন ব্যতীত আমি আর কাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাই না, ভক্ত ব্যতীত হরিবিমুখ অন্য কাহাকেও আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই, সকলেই বন্ধুর বেশে আমার গলায় ফাঁস দিবার জন্য—আমাকে সেবা-পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, হে ভগবন্, তাহাদের মুখ দর্শন করিবার স্পৃহা যেন আমার কোন দিন না হয়, গুরুবৈষ্ণবের সেবা ছাড়া অন্য কোন কিছু করিবার অভিলাষ আমার হৃদয়ে যেন স্থান না পায়—এইরূপ প্রার্থনা ও দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে তাঁহাকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার ক্ষমতা এজগতে কাহারও নাই বা থাকিতে পারে না। ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ দৃঢ়তা-তরণীর আশ্রয়ে সানন্দে গুরুসেবায় অগ্রসর হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। ভক্তিপথ কোটী কণ্টক পরিপূর্ণ, এইরূপ দুর্গমপথে অগ্রসর হইবার প্রধান পথ-সম্বলই হচ্ছে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়তা—সাধুগুরুবাক্যে অচলা শ্রদ্ধা।

জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, কৃষ্ণ ব্যতীত জীবের আর কেহ নাই, কৃষ্ণের সঙ্গেই আমাদের একমাত্র সম্বন্ধ, তাঁহার সেবাই আমাদের জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে—সর্ব্বাবস্থাতেই একমাত্র কৃত্য; কিন্তু দুর্দ্দৈব-বশতঃ সেই সম্বন্ধ বা সেই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়ায় আমরা কৃষ্ণের ইচ্ছায় মায়ার কবলে পতিত হইয়াছি এবং কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ প্রভু সাজিতে গিয়া কেবল দুঃখের পর দুঃখই ভোগ করিতেছি; এ দুর্দ্দিনে, এ দুঃখের দিনে, এই সেবা-বঞ্চিতের নিকটে গুরুরূপী ভগবান্ দুঃখ-মোচনার্থ আগমন করিয়াছেন—সৌভাগ্যক্রমে এবং সাধুর কৃপাবলে শাস্ত্র ও মহাজনের এই বাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস হয় তাঁহারাই ভগবদ্দাস্য লাভ করিবার আশায় নিজ প্রাণ-প্রভুর সেবাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম অনায়াসে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃঢ়-রূপে স্বীয় প্রভু শ্রীগুরুদেবের এবং প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আত্মনিয়োগ করেন—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া জন্মান্তরের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া সেবা-সুখে মগ্ন হ'ন।

এই সংসারে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন, সেই দৃঢ়ব্রত ভাগ্যবান্ জীব কোন মতেই তাঁহার নিত্যকালের গন্তব্য পথ—সেবা পথ—শ্রৌতপথ বা গুরু-সরণি হইতে—গুরুপাদপদ্ম হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ন না। তিনি জানেন—ভগবান্ যাঁহার রক্ষক, সেই আশ্রিতজনের ভয় নাই; ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, শাস্ত্র-বাক্যে এতাদৃশী দৃঢ়তাই সমস্ত অনর্থ, সমস্ত বাধা বা সমস্ত অসুবিধার মূলোৎপাটনে তীক্ষ্ণ অস্ত্রস্বরূপ।

বৈষ্ণব-মহাজনগণের দৃঢ়তা অত্যদ্ভুত। এজগতে তাহার তুলনা নাই। শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ের বাদসাহ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াও সে সমস্ত রাজ্য-সম্পদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ হৃদয়ের দৃঢ়তার বলে বহুবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভিখারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দৃঢ়তম জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। রাজার কুমার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সম ভার্য্যাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কৃপার স্রোতে বিঘ্ন-পর্ব্বত অতিক্রম করতঃ দৃঢ়তা বলে শ্রীচৈতন্যচরণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের দৃঢ় নিয়ম-গ্রহণে ও ভজন-দৃঢ়তা-দর্শনে আমরা সকলেই মুগ্ধ।

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনে ঐকান্তিকী দৃঢ়তা, শ্রীনামে ঐকান্তিকী শ্রদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া আমরা চমকিত ও স্তম্ভিত হই। প্রাণ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি জীবনের ভয় না করিয়া, প্রভু সেবাকে—নাম সেবাকে—গুরুসেবাকে নিজের প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জেনে, সেবাকেই জীবনের একমাত্র কৃত্য জেনে "শ্রেয়সে নিরতং শ্রেয়ঃ" বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে দৃঢ়তার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া আমাদিগকে প্রভুসেবার পারতম্য-শিক্ষাকল্পে গুরুগম্ভীরস্বরে পৃথিবী কম্পিত করিয়া—পাষণ্ড-হৃদয়ে ত্রাস জন্মাইয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আমরা আরও অনেক মহাপুরুষের জীবনে দৃঢ়তা বলে ভক্তের পূর্ণ-কৃপালাভের কথা শুনিতে পাই। বর্ত্তমান জগতে দুরাচার্য্যতাহর শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের দৃঢ়তা অদ্যাপি জগতের বক্ষে জাজ্বল্যমান থাকিয়া আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শিক্ষা দিতেছে, ইহা চক্ষে দর্শনের সৌভাগ্যও আমাদের হইয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য আমরা তাঁহাদের ভজন-কৌশল, ভজন-দৃঢ়তা, ভজন নৈপুণ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে অবস্থান করিবার অধিকার হারাইয়াও পরমবঞ্চিত ভেকের ন্যায় বঞ্চিত হইতেছি।

তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, দৃঢ়তাই ভজনের মূল—দৃঢ়তাই ভজনপথে অগ্রসর হইবার—স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইবার একমাত্র পন্থা। আসুন, আমরা সকলে মিলিতকণ্ঠে—

'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥'

—এই ভাগবত-বাণী গান করিতে করিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা সহকারে আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া জীবন সার্থক করি।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত ধ্বান্ত-হারিণে॥

ব্রহ্মচারী শ্রীভগবান্ দাস

শ্রীপাদ ভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের উৎকলদেশীয় ভূষণ-স্বরূপ ত্যাগপূত সেবকগণের অন্যতম, শুধু এই কথা বলিলে তাঁহার সুষ্ঠুরূপে পরিচয় দেওয়া হইবে না। তাঁহার স্নিগ্ধ স্বভাব, সুমধুর ব্যবহার এবং ক্ষীণ কলেবরে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়গণের সেবায় আত্মনিয়োগ নির্ব্বাক অবস্থায়ও মাদৃশ সেবাবিমুখের হৃদয়ে পর্য্যন্ত সেবা-বিবেক উদয় করায়; তাই তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কতটা করুণা লাভ করিয়াছেন, তাহা আমি ভাবিয়া কূল-কিনারা পাই না।

ব্রহ্মচারীজী বর্ত্তমানে শ্রীমানসমন্দন-কুঞ্জের সেবায় নিযুক্ত আছেন। অনিলার সেদিন শ্রীল প্রভুপাদ অকস্মাৎ এই কাননে শুভাগমন করিয়া ব্রহ্মচারীজী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের নিবেদিতান্ন যাচিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর শ্রীশ্রী-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারে নিবেদিত প্রসাদান্ন শ্রীল প্রভুপাদ গ্রহণ করিতেন। এই দুইজন ব্যতীত আর কাহারো ভাগ্যে শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপী করুণা-লাভের সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা জানি না। এই ভাগ্যবান্ দ্বয়ের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ

করিয়া আমার স্থায় সেবা গ্রহণ-অজ্ঞানের চিহ্ন হয় ত' এই প্রকার চিন্তাস্রোত লুকোচুরি খেলিবে —"আমিও রাধাগোবিন্দের ভোগ দিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে সেই ভোগের প্রসাদ দিব।" এইস্থানে আমাদের জানা কর্ত্তব্য -আমার ন্যায় সেবাবুদ্ধি সম্পন্ন কনিষ্ঠাধিকারীর নিবেদন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না। সেবাবুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই পার্থিব অর্চ্চনাধিকার। এই প্রাথমিক অর্চ্চনাধিকারে অর্চ্চনে নিযুক্ত হইয়া বা 'এঁচড়ে পাকা'-বুদ্ধিতে অর্চ্চনে উদাসীন হইয়া নিজে ভোগ দিয়া মহাভাগবতকে, এমন কি স্বয়ং ভগবানকে পর্য্যন্ত তাহা প্রদানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলে 'তৃণাদপি সুনীচতা'-রূপ অরুণোদয় বিসর্জন দিয়া দাম্ভিকতা রূপ নিরুপাবস্থাকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকা হয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই সাধিত হইয়া থাকে। মহাভাগবতের সর্ব্বদাই সপরিকর-ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎ-প্রসাদ দর্শন. তিনি ভগবৎপ্রসাদস্থানে যে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন. কিন্তু আমার দিক হইতে আমার নিবেদিতার প্রদানে ব্যস্ত হইলে সেবা জ্ঞানের অভাবই সূচিত হইবে।

শ্রীপাদ ভগবান দাস ব্রহ্মচারী ঠাকুরপুরে এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্থানের অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ যে সকল গৃহস্থ-ভক্ত মঠের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভগবান্ দাস প্রভুর মিষ্ট স্বভাবে ও সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া পুনরায় তাঁহাকে চাহিতেছেন। (১) 'তৃণ হইতেও সুনীচ' 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু', অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত থাকিয়া অপরকে সঙ্কীর্ত্তনে আকর্ষণ করিতে পারিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করা হয়, (২) শিষ্যগণে আবদ্ধ থাকিয়া যোগ্যোচিত বিক্রম-প্রকাশে অপারগ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয় না, সেবায় শৈথিল্যে তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করা হয় মাত্র—এই অন্তর ও বাহিরেকমুখী সেবা-বাণীর ভগবান্দাস প্রভুর আদর্শে সর্ব্বদা আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত থাকুক, ইহাই শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

জন্মমৃত্যু-রহস্য

(২)

বকরূপী-ধর্ম্মমহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'এ সংসারে আশ্চর্য্য কি?' উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—প্রত্যহই শত শত জীব যমালয়ে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহারা ইহা দেখিয়াও আপনাদিগকে অমর বলিয়া মনে করিতেছে; অতএব ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি থাকিতে পারে?

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥'
প্রাণীগণ অনুক্ষণ যায় যম ঘরে।
সবাই দেখিছে তাহা চক্ষের উপরে॥
তথাপি যে ভাবে লোক, মরিতে না হবে।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে বল তবে?

আমরা অনেক সময়েই অনেক লোককে সাংসারিক কোন কষ্টে পড়িয়া "আমার মৃত্যু হইলে বাঁচিতাম, কেন মৃত্যু হইতেছে না" ইত্যাদি কথা বলিতে শুনিয়া থাকি, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা বাস্তবিকই মরিতে প্রস্তুত? কখনই না, কারণ, নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জগতে আর দ্বিতীয় নাই। একটী উদাহরণ দিতেছি, শুনিলেই এ বিষয়টি বেশ বুঝা যাইবে। কোনও স্থানে একটী অল্পবিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার একমাত্র নাবালিকা কন্যাকে লইয়া বাস করিতেন। কন্যাটীর বয়স যখন ১ বৎসর তখন স্ত্রীলোকটি পতিহীনা হন। স্ত্রীলোকটীর প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ও যথেষ্ট নগদ টাকা ছিল, সংসারে কোনও অভাব ছিল না। কন্যাটীর যত বয়স হইতে লাগিল ততই সে মায়ের অত্যন্ত আদরের পাত্রী হইতে লাগিল। এমন কি, কোনও ভাল সুখাদ্য পাইলে অগ্রে তাহাকে না দিয়া নিজে কখনও খাইতেন না। কন্যাটীর নাম গোপী রাখিয়াছিলেন। কোনও স্থানে একাকী গেলে গোপীর জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিত। তাহার অদর্শনে নিমেষকালও যুগবৎ প্রতীয়মান হইত। স্ত্রীলোকটি মনে করিয়াছিলেন, গোপীর বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিবেন। দেখিতে দেখিতে গোপীর বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল। এবার জামাতার অনুসন্ধান করিবেন, এইটী দুই একদিন মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে তাহা সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়া থাকে।

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল, একদিন গোপীর হঠাৎ মাথা ধরিয়া শরীর অসুস্থ হইল; তারপর জ্বর হইল, এইরূপ ৫।৬ দিন গত হইল কিন্তু জ্বর ছাড়িল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল. চিকিৎসা খুব চলিতেছে তথাপি রোগের উপশম হইল না। এইরূপে ১৭।১৮ দিন গত হইল, রোগ খুব বাড়িয়াছে, প্রাণ পাইবার আর আশা নাই, বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইল, কিন্তু কোনও ফল হইল না।

এইরূপ অবস্থায় একদিন অমাবস্যার ঘোর তামসী নিশায় প্রায় ১টার সময় তিনি একাকী গোপীর পার্শ্বদেশে বসিয়া আকাশ পাতাল নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন, মিটমিট করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং মুষলধারে এরূপ বৃষ্টিপাত হইতেছে যে, কোনও লোকের গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া অসম্ভব, এমন সময়ে একটী কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নিকটস্থ এক কৃষকের ধান্য সিদ্ধ করিবার কলসীসহ সেই স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত। স্ত্রীলোকটী হঠাৎ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জন্তুটি অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল, হয়ত স্বয়ং যমরাজ গোপীকে লইতে আসিয়াছেন। তখন তিনি ভয়ে কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি জানি যমরাজ গোপীভ্রমে তাঁহাকেই যদি ধরিয়া লইয়া যান; এবং তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন, -"আমি গোপী নই; যাহাকে খুঁজিতেছেন, সেই গোপী ওখানে রহিয়াছে", -এই কথা বলিয়া দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া নিজে সরিয়া গেলেন।

এখন পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন যে, মৃত্যুভয় কিরূপ ভয়ঙ্কর এবং নিজপ্রাণ কিরূপ প্রিয়। যে কন্যাটীকে নিজপ্রাণাপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন, মৃত্যুভয়ে অনায়াসে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাণ-রক্ষার জন্য পলাইয়া গেলেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সেবা উল্লেখ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ভক্তিতূল প্রভু

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিতূল—কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুরে থাকিয়া নদীয়া-প্রকাশের সেবা করেন, তৎপর কুরুক্ষেত্র ভাগবত-আসনেও কিছুদিন সেবা-কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্-এর শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার-সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবোৎসাহ প্রশংসনীয়।

ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু

শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাগার ও গৌড়ীয়-পত্রের বিভিন্ন সেবায় তথা পাঠ-কীর্ত্তনাদি-মুখে হরিকথা-প্রচারে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীর উৎসাহ আদর্শ-স্থানীয়।

শ্রীপাদ সন্তোষ ব্রহ্মচারী

শ্রীমান্ সন্তোষ কুমার ব্রহ্মচারী—শ্রীগৌড়ীয়পত্র-প্রকাশ ও শ্রীগুরু বৈষ্ণবের বিবিধ সেবা-কার্য্যে ইঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। বয়স অল্প হইলেও সেবা বুদ্ধিতে এবং বিবিধ সৎকার্য্যোচিত সদ্গুণবত্তায় এই ব্রহ্মচারীটী সকলের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রী নন্দ-কিশোরজী

শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রনিবাস পর্য্যবেক্ষণ, শিক্ষকতা ও বিদ্যালয়-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য পরিচালনা, তথা ছাত্রগণকে সৎশিক্ষা-প্রদানাদি সেবা কার্য্যে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

ব্রহ্মচারী সর্ব্বেশ্বরানন্দজী

শ্রীমান্ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী সুকণ্ঠ গায়ক ও পাঠক। প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ ও কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বহুদিন অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও পাঠ-কীর্ত্তনাদি সেবাকার্য্যে ইনি প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার ও সরলতার সদ্গুণ প্রশংসার্হ।

অধিকারী শ্রীঅমৃতলাল

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসাধিকারী—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীভগবানের সেবা মন্দির ও সেবকগণের বাসভবন-নির্ম্মাণাদি কার্য্যে যথেষ্ট সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অধিকারী শ্রীরামগোবিন্দ

শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ দাসাধিকারী, —ইনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের মিলন-স্থল গোদাবরী-তটবর্ত্তী কব্বুর-শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের কায়-মনোবাক্যে বিবিধ সেবা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় শ্রীনারায়ণ দাস

শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়—ইনি 'সরস্বতী জয়শ্রী'-সম্পাদনের জন্য 'ব্লক'-নির্ম্মাণ, তথা বিবিধ সেবোপকরণ সংগ্রহাদি সেবাকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ১৷৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গোস্বামী-সাহিত্য ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
১২। মুক্তাফলটীকা [illegible] (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন [illegible] সারার্থবর্ষিণী) ৷০
১৪। দৈবদর্শী ২৲
১৫। শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন দশ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৶০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। [illegible] ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। [illegible] বা [illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয় মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। [illegible] (বাংলা ও মাহাত্ম্য এবং বিধি ও অনুষ্ঠান) ৷০
৫০। শ্রী-[illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সর্ব্বস্ব [illegible] ৷০
৫৪। সটীক [illegible] ৷০
৫৫। ষট্ [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। গৌড়ীয় [illegible] ৵০
৫৮। সারসংগ্রহ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেজিয়ন্ ওয়ার্ল্ড ৷৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] রিলিজিয়ন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। [illegible] ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্দ, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাপদা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিরচি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরুকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিলপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠ—কৃষ্ণদ্বার, গয়া
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০ নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। আসাম গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্রাধা-রমণ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা, নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৭—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-২০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫ ৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৫	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১ ৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-২০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩১,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে—৫-৪০,৯-৩৯, ১১-২৫, ১৬ ৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

৬ই এপ্রিল ১৯৩৪

টিটাগড় তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
লোহার পাত (চওড়াই বা গোল
বাকা ৬।০—৫।০
ঐ চেপ্টাকা চওড়া অধিক ৫/০—৫৶০
বরগা (টি-আয়রণ) ৬৶০—৬৵০
এঞ্জেল আয়রণ (কোণা) ৬৲—৭।০
গ্যালভানাইজড করোগেট টীন—
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০
২৪ গেজ „ „ ১১/০
২৬ গেজ „ „ ১২।৶
২৮ গেজ প্যান, পি, ড, মার্কা ১৪৲
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট— ১১।৶০
২৬ গেজ „ „ ১২।৶০
২৮ গেজ ৭ ৯০ গেজ ঐ— ১২৸৶০- ১৪৲
বাজার দেশী কাঁচা তার ১০০
পাকা বাঃ ৮।০
টিন প্লাটি ৯।/০—৯।৶০
„ গোলচে (গোল) ৯।/০—৯৶০
„ সমান (চৌকা) ৯/০ -৯।৶
„গোল বড় ৶০—।৶০ সূতা ৫৲—৫।০
„ টীনা মূল-
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ ৬৲—৬।০
„ পাতিল তার ৭।০—৭৸০
„ প্লেট—টিন করা বোটা
পরাক ৮৲—৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ পানা যাবিল ১১৶—১১।০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট) ১/০-১।০
বারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০৲
প্যাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৪৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ১৷৶-২।০ মাত্র
কোদাল ৭, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ
ঐ ১০ম পাউণ্ড ৫৸৶০ দেঃ বিঃ ৯।৶০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১১ ইঞ্চি ১।০-৯।০
ঐ বিস্কিট „ ৭— ১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „
লোহার চেয়ার বক্সের গোল ও
চৌকা ৮।০— „
ঐ তারের গোলার সিট ১৫৲ „
ঐ পেরেগুণ (তারের সিট) ১৮৲ ৭০
লোহার ফুপ ১—৩ ইঞ্চি ৶১০—।৶০ গোজা
ঐ কব্জা ৭৭ নং
১।—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶০ দেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং
(গেজ) ১২।০—১৪।০ হন্দর
গ্যাঃ রিভেট (মটকা)
৩ ইঞ্চি ।৶- ৸৶১০ পীস
গ্যাঃ পাইপিং বা চোঙা
৩ ইঞ্চি ।০—৸৶০
গ্যাঃ ফ্লোর ১।০—২।০ ইঞ্চি ২০৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চীক ১১।০ —১৯৲„
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি
৸/১০—১৶০ গোজা
ঢালার বেড়ি ৭।০—৪।০ জোড়
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
চিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ
পাইপ ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ মাই ২।০—২।০ মণ
সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
নীলবর্ণ পাউ লোহাপট্টী বড়বাজার,
ফোন—"লোহার মালিক"কলিকাতা।

কেরোসিন

সোলেক্স মারোক মার্কা (২ টিন) ৯৲০
সুধা মার্কা ৬৸০
অরোরিয়া ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩৩৸৶
বড়াল ৩৩৸
চলা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০
ঐ চূড়া ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲
৫৲ „ ঐ (১৯৩৫ ১০৪৸৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০৭৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড) ২৯৪৸০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

কেশরিং মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫৲
আগরপাড়া ১৯৫৲
বালী ১৭২৲
বরানগর ১৫৫৲
কেলভিন ৩৭৫৲
গ্যাঞ্জেস ২৪৫৲
কানকিনারা ২১।০
ভাগলপুরিয়া ৪০৸০
হেষ্টিংস ৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশোরঞ্জন পাচন

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্লীহা ও জীর্ণ জ্বরে মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিদান যাহা হউক কঠিন এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

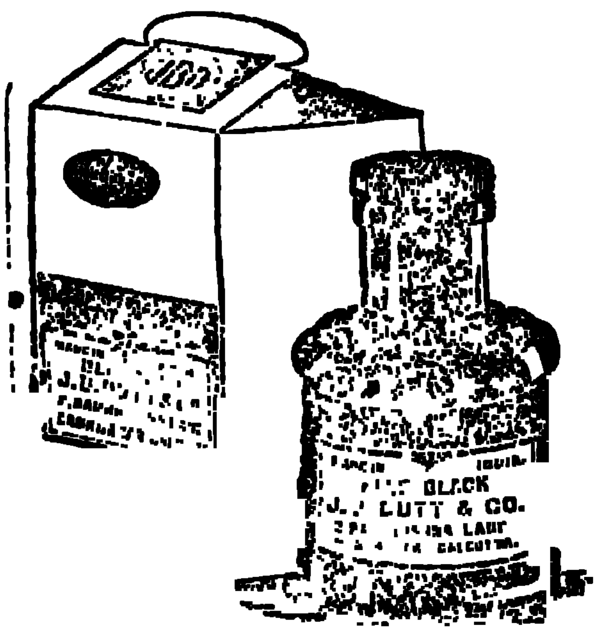

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং [illegible] লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক-গ্রন্থ ছাপা হয়।

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

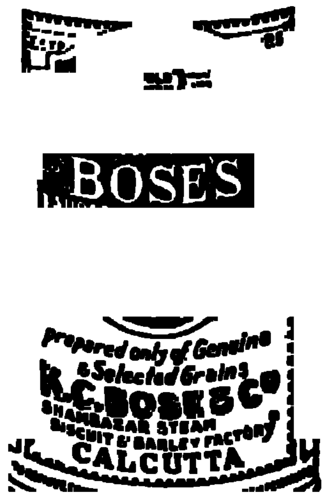

আমাদের বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এস্, এম্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1344

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাময়িক মূল্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রচারের - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড , সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩৭শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৩৮০, ১১ই এপ্রিল ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:::—

সীরাটে সশস্ত্র ডাকাতি

সুন্দর ডিঙ্গা হইতে প্রকাশ, সীরাট জেলার একগ্রাম হইতে জোড়া সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রামটি জিলার প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। উহাতে ২টি লোক নিহত ও এক যুবা গুরুতর ভাবে যখম হইয়াছে। নগদ, নোট ও অলঙ্কারে প্রায় ২৫ হাজার টাকা এবং রেশম সোনা অপহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, ২০ জন দস্যু বন্দুক লইয়া কুন্তী গ্রামের এক ব্যবসায়ীর গৃহে আক্রমণ করে। এক জন ডাকাত বাড়ীর ছাদের উপরে পাহারা দেয়। আর চার জন বোমা ও ছোরার সাহায্যে ঘেরাও করিয়া থাকে। অপর দস্যুগণ বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করে। উহারা নিন্দুক ভাঙ্গিয়া প্রায় ২০ হাজার টাকার নোট এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা অপহরণ করে ও হিসাবের খাতাপত্র সব ভস্মীভূত করে। প্রকাশ, উহারা একটি যুবতীকে সাংঘাতিকভাবে যখম করিয়াছে। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রতিবেশীগণ অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দেয়। প্রকাশ পার্শ্ববর্তী গ্রামে এই ডাকাতির সংবাদ পৌঁছিলে একজন ব্রাহ্মণ বন্দুক ও অপর কিছুজন লাঠি লইয়া ডাকাতদিগকে বাধা-প্রদান করিতে ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সশস্ত্র ডাকাতদল দলে ভারী আছে বিবেচনা করিয়া পথিমধ্যে উহারা ইতস্ততঃ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণটি এক ফাঁকা আওয়াজ করাতে ডাকাতগণ পুলিশ, আসিতেছে মনে করিয়া দ্রুত চম্পট দেয়।

ঐ অঞ্চলেই রামনগরে অপর ডাকাতিটি হয়। কিন্তু এইখানে ডাকাতগণ কয়েক খণ্ড বস্ত্র ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পথিমধ্যে গ্রামবাসীরা বাধা প্রদান করিলে উহারা গুলী চালায়। গুলীতে দুইজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। গ্রামের লোকজন অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

—————

বিপিন গাঙ্গুলী

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীকে বিপ্লবমূলক কার্য্যাদির সম্পর্কে বহু দিন যাবৎ পুলিশ খুঁজিতেছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। সম্প্রতি তাহাকে বাড়ীতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ৭ই এপ্রিল উক্ত বাড়ীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়; তখন বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট লিখিত একখানি আবেদনপত্র আমার কাছে ছিল। আমার প্রার্থনা যাহাতে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট সেই আবেদন-পত্রখানি পৌঁছে, তাহার যেন ব্যবস্থা করা হয়। আমার আর একটা অনুরোধ, আমাকে যেন আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দিগের নিকট পত্র লিখিতে দেওয়া হয়। তারপর তিনি বলেন, পুলিশের হেপাজতে তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে সুতরাং তাহার প্রতি যেন জেল-হাজতের হুকুম হয়।

পুলিশের পক্ষ হইতে বলা হয় তাহার সম্পর্কীয় তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই। সুতরাং তাহাকে যেন আরও এক সপ্তাহ পুলিশের হেপাজতে রাখিবার ব্যবস্থা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের প্রার্থনা অনুসারে শ্রীযুত গাঙ্গুলীর প্রতি আরও এক সপ্তাহ পুলিশ হাজতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—————

ট্রেণ চাপা

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, এ. বি, রেলের ঠাকুরকোণা ষ্টেশনের বাহিরের আশীষ নরেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী সম্প্রতি ট্রেণ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। যুবক শাকালিয়ানে বাহির হইয়াছিল কিন্তু তারপর আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অধিক রাত্রিতে চারিদিকে তাহার খোঁজ আরম্ভ হয়। ফলে, রেল লাইনের উপর বিখণ্ড অবস্থায় তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। অনুমান হয়, সে পুলের উপর দিয়া না গিয়া হয়তো লাইন অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় কোনরূপ অসাবধানতায় কোন মালগাড়ীর তলে পড়িয়া সে মারা গিয়াছে।

—————

বিপ্লবীদের আশ্রয় দান

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, মুক্তাগছে দণ্ডিত তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের নির্ব্বাচন হইতে মুক্ত কুমারী কল্পনা দত্তকে আশ্রয় প্রদানের অভিযোগে বিজয়বালা, কুমারী এবং অপর একজন স্ত্রীলোক প্রমথকুমার জলদাস, অর্দ্ধেন্দু দে, বীরেন্দ্র দে, হরেন্দ্র দে, সুধাংশু দাস ও মনোরঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইয়াছে। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এস, এন রায় তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১২ ও ২১৬ ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১২ ও ১২০ বি, ২১৬ ও ১২০ বি এবং ১৯৩০ সালের ১২ আইনের ৩ ও ৪ ধারা (১৭) অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করিয়াছেন।

অষ্ট্রিয়া হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ, অষ্ট্রিয়ার কতকগুলি বিশিষ্ট সোসালিষ্ট লোকের নির্ব্বাসন দণ্ড হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে আছেন, অষ্ট্রিয়ার পুরাতন সচিব ডাঃ অটোবেনার, সোসালিষ্ট দলপতি ডাঃ জুলিয়াস্ ডেবিস, সুটবার্গ দলপতি ডাঃ ডিস, রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়নের দলপতি ডাঃ কোয়েনিগ এবং ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাঃ হ্যমপার্ড —ইহারা পুরুষ নারী। হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

২ জনের যাবজ্জীবন কারাবাস

মুলতান হইতে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী এবং ডুকাকে হত্যা করিবার অভিযোগে রুমানিয়ার যে ৫৩ জন বিদ্রোহী বিচারাধীন হইয়াছিল, সামরিক আদালত তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে কনষ্টান্টি কোডরেনো, কন্‌ষ্টানিকা এবং নিকোলেস নামক ৩ জন প্রধান আসামীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট আসামী খালাস পাইয়াছে।

ভাইএর চিতায় আত্মত্যাগ

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, বি, এন, রেলের অনুপপুর রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাটি গ্রামে দুর্গা ও কোরেশী নামে ২ ভাই বাস করিত। তাহাদের পরস্পরের উপর অপরিসীম ভালবাসা ছিল।

সম্প্রতি দুর্গা মারা যায় এবং তাহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইয়া চিতার উপর স্থাপন করা হয়। এমন সময় কোরেশী তাহার ভাইকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসে কিন্তু সে শেষ মুখ তাহার পক্ষে অসহ্য হওয়া উঠে তখন সে জলন্ত চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার পরলোকগত ভাইএর অনুগমন করে।

ঐ নামে [illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ;

[illegible], ১৩৫০

[illegible] আবেদন [illegible] জানাইয়াছেন। [illegible] বাহাদুর [illegible] সহিত [illegible] করিয়াছেন। অনেক [illegible] লোক ছিলেন বলিয়া সকলেই [illegible] স্বীকার করিবার পর, তিনি [illegible] বলিয়া প্রকাশ। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

পাকিস্তানী [illegible] বৎসর, বিশিষ্ট লেখক ও গুণী ডাঃ [illegible] গত মঙ্গলবার [illegible] মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে হাসপাতালে উহার জীবন [illegible] রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন, চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিষয়ের লেখকরূপে এদেশে ও বিদেশে তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করিয়াছিলেন।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ নগরে এক বৈজ্ঞানিক-কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে পৃথিবীর সকল দেশের [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন। সভাপতি [illegible] এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশনে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি রাসায়নিক গবেষকদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা যে সকল রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন, তাহা ধ্বংসলীলার জন্য সমরবিভাগের হাতে না দিয়া তাহা যেন মনুষ্য জাতির কল্যাণকল্পে উহাদের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে রাখিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করেন। সভাপতি মহাশয় যে সকল বিশ্ববিখ্যাত রসায়নশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপকগণকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন কি? বেপরোয়াবৃত্তির পোষকতা যখন কোনরূপ চিন্তা বিচার ব্যতিরেকে থাকিবে তখন বিভিন্ন দেশের সরকার কি রাসায়নিকগণের ঐ মূল্যবান-এর মহামূল্য জিনিষ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বর্ষের [illegible] পরীক্ষার্থীদের [illegible] এই [illegible] কারণ [illegible] যিনি [illegible]

[illegible] সকল সংবাদ আসিয়াছে [illegible] বাংলার পল্লীতে [illegible] মধ্যে যে সকল ডাকাতি হইতেছে [illegible] গত [illegible] রাত্রি হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে; তাহাতে প্রকাশ, ২৫ জন দস্যু [illegible] নগদ ও অলঙ্কারে পনের হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। দস্যুরা [illegible] কে ও স্ত্রীকে আঘাত [illegible] করিয়াছে। পুলিশ দস্যুদলের কোন সন্ধান পাইয়াছে কি না, তাহা এখন জানিতে পারা যায় নাই।

অস্ত্র আইনে [illegible]

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] এজলাসে যে অস্ত্র আইনের মামলা চলিতেছিল, তাহাতে [illegible] সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং অবনীমোহন দে ও মুরলীমোহন দে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

[illegible] প্রকাশ, গত ৬ই ডিসেম্বর [illegible] গোয়েন্দা বিভাগের [illegible] রাস্তা দিয়া যাইতে দেখা যায়। গোয়েন্দারা গোপনে তাহার অনুসরণ করে। অতঃপর দেখা যায়, অপর এক ব্যক্তি তাহাকে একটা ব্যাগ দিল। ঐ ব্যাগটা লইয়া [illegible] পড়ে।

তাহাকে পরে গ্রেপ্তার করা হইলে সে এক বিবৃতি প্রদান করে। তাহার ঐ বিবৃতি [illegible] ব্যাগটা উদ্ধার করা হয়। [illegible] বাবু তখন গৃহে ছিলেন না। ব্যাগটা খুলিয়া হইলে একটা বন্দুক পাওয়া যায়।

এই সম্পর্কে মদন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] সরকার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। সকল অপরাধ স্বীকার করে।

ভোট জালিয়াৎ গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ভোট জালিয়াৎ সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ভোট জালের যে আন্তঃপ্রাদেশিক দল আছে, এ লোকটা তাহারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

পুলিশের বিশ্বাস, এই দলের লোকেরা বাংলা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে জাল-নোটের ব্যবসা চালাইয়া থাকে। এই সম্পর্কে আরও অনেক গ্রেপ্তার [illegible] সম্ভাবনা।

পনর হাজার লোক বেকার

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] কারখানা বন্ধ হইবার কথা হইয়াছে। কারখানা বন্ধ হইলে পনর হাজার লোকের চাকরী যাইবে। কর্মীগণ বর্দ্ধিত ভাবে মজুরির আবেদন করিয়াছে, যদিন উহার মীমাংসা না হয় ততদিন কারখানার কাজ চলিবে না।

বর্দ্ধমানে যুবক গ্রেপ্তার

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, গত কয়েক দিন যাবৎ কংগ্রেসের জন্য চাঁদা আদায় করিতেছে, এই সংবাদে দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা তাহাদের নাম বলে, সুধাংশুকুমার সেন ও বীরেন্দ্র কুমার সেন। তাহারা যথাক্রমে [illegible] ও ঢাকার অধিবাসী। তাহাদের বিবৃতির [illegible] তাহাদের আপেক্ষায় হাজতে রাখা হইয়াছে

রিভলভার ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট একটি [illegible] রিভলভার, ৫টী কার্ত্তুজ ও ৩টী শূন্য কার্ত্তুজ (চিরা-[illegible] মামলার সম্পর্কে পলাতক) এবং [illegible] (বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী [illegible] হইয়েছিল) বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ এ ও ১৯ এফ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারা, অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারা ও ১২০ বি ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠিত হইয়াছে।

আসামীদের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে [illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয়।

পথঘাটে ছুপস্থিত

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] বাড়ীর আরোহণকারী জুটোয়ালা [illegible] হইতে এখানে পৌঁছিয়াছেন মিঃ আব্দুল মোবারেক এক বিশিষ্ট বংশের সন্তান। তিনি ১৯২৮ সালে অক্টোবর মাসে ছুপস্থিতে বাহির হন। তিনি পথে প্রায় ২০ হাজার ৭৪০ মাইল ভ্রমণ করেন। তিনি দুই দিন [illegible] থাকিয়া [illegible] যাত্রা করিয়াছেন।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

বঙ্গের স্বাস্থ্যের শেষ সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা

কলেরায়

আলোচ্য সপ্তাহে বঙ্গদেশে ১ হাজার ৯ শত ৬৪ জনের কলেরা হয়। তন্মধ্যে ১ হাজার ২৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বসন্তে

আলোচ্য সপ্তাহে বঙ্গদেশে মোট ৭ শত ৮ জনের বসন্ত রোগ হয়। তন্মধ্যে ২১২ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায়

উক্ত সপ্তাহে বাংলায় মোট ৮০ জন লোকের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। তন্মধ্যে ১৬ জন মারা গিয়াছে।

বিভিন্ন জেলায় মৃত্যু সংখ্যা

কলেরায়

বর্দ্ধমানে ৫৫, বীরভূমে ৫৪, বাঁকুড়ায় ৩, মেদিনীপুরে ৪৪, হুগলীতে ২০, হাওড়ায় ৫২ ২৪ পরগণায় ৮০, কলিকাতায় ৫২, নদীয়ায় ৯, মুর্শিদাবাদে ১০২, যশোহরে ১১৩, খুলনায় ৩০, রাজসাহীতে ২, পাবনায় ৭, মালদহে ১৬, ময়মনসিংহে ৪০, ফরিদপুরে ৭০, বাখরগঞ্জে ১৫৮, ত্রিপুরায় ৫৭, ও নোয়াখালিতে ২৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বসন্তে

বর্দ্ধমানে ১৯, বীরভূমে ৫, বাঁকুড়ায় ১, মেদিনীপুরে ৭, হুগলীতে ১১, হাওড়ায় ১৮, ২৪ পরগণায় ১০, কলিকাতায় ৬৮, নদীয়ায় ১, যশোহরে ৩, রাজসাহীতে ১, দিনাজপুরে ১০, জলপাইগুড়িতে ২, দার্জ্জিলিঙে ১, রংপুরে ৫, বগুড়ায় ৩, পাবনায় ১৬, কুচবিহারে ৩, ঢাকায় ১১, ময়মনসিংহে ২, ফরিদপুরে ১, ত্রিপুরায় ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায়

কলিকাতায় ১৫, এবং রাজসাহীতে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে বন্দুক

সম্প্রতি কলিকাতায় এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, বর্দ্ধমানের নিকটে একটা বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ২৯শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ৬৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২০শে চৈত্র, ৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কামারডাঙ্গা-গ্রামে শ্রীযুত সীতানাথ মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী বক্তৃতায় বলেন—আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্য-জাতির মধ্যে কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ ব'লে পূজিত হয়। আবার কেহ কেহ অনাদৃতও হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান ক'র্‌তে গিয়ে দেখ্‌তে পাই, গুণ ও কর্ম-অনুসারে এইরূপ পার্থক্য হইয়াছে। আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তোষণ বদ্ধজীবমাত্রেরই স্বাভাবিক বৃত্তি। এইরূপ স্বভাবগত ধর্ম পালন করিয়া মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারে না; কারণ, কেবল ঐ-ধর্ম্মে মানুষে ও পশুতে কোন পার্থক্য নাই।

দেহ-ধারী যত প্রকার প্রাণী আছে তন্মধ্যে মানুষ এক নম্বর ও অণ্ডজুয়ে অনুভব করিয়া আমি যে দেহ নই, আমি আত্মা, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে এবং এই জন্যই মানুষ প্রাণিরাজ-নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি আমরা পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা ও মৈথুন লইয়া ব্যস্ত থাকি তবে মনুষ্য জন্ম-লাভের সার্থকতা কোথায়?

স্বামীজী মহারাজের সদুপদেশপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমাগত সজ্জন-মণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। পরে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা দেখান হয়। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১৬ই চৈত্র আসাম কামরূপ জেলার গৌহাটী মহকুমার অন্তর্গত কাঁঠালবাড়ী নামক গ্রামের সজ্জনবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় সরভোগ-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মাখন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত পরশুরাম পাঠক প্রমুখ কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে শান্তি-আশ্রমে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত এক সুসজ্জিত সভায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথাকার শ্রীযুক্ত সনাতন রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোরাম দাস ও শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সেবাতীর্থ প্রভু ভক্তগণ সহ ক্ষণকাল তথায় বিশ্রাম করেন। পরে ভক্তগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত সনাতন রায় মহাশয় সভায় শ্রোতৃবৃন্দকে বলেন যে, আপনারা যাঁহার দর্শন-মানসে এ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনাদের সমক্ষে হরিনাম মালিকা-হস্তে যাঁহাকে দণ্ডায়মান দেখিতেছেন, ইঁহারই নাম মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বি-এজি, বি-টি মহোদয়। আসামে ইনি আচার্য্য নামে খ্যাত। ইনি গৌড়ীয়মঠাশ্রিত পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব। ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, ইনি আচার-প্রচারে আদর্শ, 'কীর্ত্তন-পত্রিকা'র সম্পাদক ও জীবন্ত কীর্ত্তন-স্বরূপ। ইঁহারই কথা অদ্যাবধি আসামের সমস্ত লোকেই আলোচনা করিতেছে। ইঁহার নাম আপনারা সকলেই শুনে থাক্‌বেন, কেন না, ইঁহার নাম আসামে কাহারও অজানা নাই, তবে তিনি তাঁহাদের নিকট অপরিচিত। ভাগ্যক্রমে আমরা তাঁ'র দর্শন পেলাম। ইনি আজ আমাদিগকে 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন'-সম্বন্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু বলিবেন। আপনারাও তাহা শুনে নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন এবং আমিও কৃতার্থ হ'ব।

ইহার পর শ্রীপাদ সেবাতীর্থ প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনাদি ও বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক লালিত্যপূর্ণ সরল ও সহজ ভাষায় বক্তৃতা করেন। আমরা আগামীতে তাহা প্রকাশ করিব।

গত ৯ই এপ্রিল বৈকাল ২॥ টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ভক্তগণসহ কাচিপাড়া পৌঁছিয়াছেন। স্থানীয় জমিদার বাবুদের পক্ষ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা লইয়া পরলোকগত যোগেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রীত হইয়াছেন। তথায় আরও দুই দিন ভাগবত পাঠ হইবে। বক্তৃতা-প্রদানের জন্য বহু সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজীকে অনুরোধ করিয়াছেন।

গত ৭ই এপ্রিল শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বাহ্য জগতে দৃষ্ট-ইন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাপ্য ভগবানের কোন কর্ম বা তাঁহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। ভক্তগণ ভগবানে বৈষম্য ও জড়-লৌকিকত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা বেদগোপ্য রহস্যময় ভগবানের নিত্য আবির্ভাব ও লীলারই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীব অজ্ঞতাবশে ভগবানের আবির্ভাব ও কীর্ত্তি-সমূহকে প্রাকৃত নশ্বর ব্যাপার মনে করিয়া নিবৃত্ত আশ্রয় করে। তাদৃশ অজ্ঞ-জ্ঞান অলৌকিক বস্তুর অনুশীলন নহে, ভক্ত-কবিগণেরই উহা বর্ণন করিবার অধিকার।

অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আত্মবিদ্ কবিগণের বর্ণিত ভগবদাবির্ভাব ও লীলাদির কথা বুঝিতে অসমর্থ। ভগবানের মায়া-সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহার ন্যায় মায়িক চেষ্টা এবং অবাস্তবত্ব ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মায়াধীশ ভগবান্ জীব প্রাকৃত নশ্বর সৃষ্টির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ ষড়্-ভাবের বাধ্য হ'ন না। বদ্ধজীবগণ জগতে অপর বস্তুর দর্শনের ন্যায় ভগবান্‌কে দর্শন করিতে গিয়া মূঢ়তা লাভ করেন। ভগবান্ ও জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঈশ্বর-বস্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, আর জীববস্তু প্রকৃতিস্থ হইলে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের যোগ্যতা লাভ করেন। আবার অচৈতন্যপূর্ণ ভগবানের সেবা-প্রভাবে জীবও অপ্রাকৃত জ্ঞানী হইয়া ষড়্‌রিপুর মায়া-গ্রহণ-লীলায় অধীনতা সত্ত্বেও হরির উদ্দেশে কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করায় তদ্বশ্যতা হইতে সমর্থ হ'ন।

জীবন্মুক্তগণ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। জীবন্মুক্তগণের আপ্রাকৃত বিষয়রূপে ভগবান্ যে সকল প্রাপঞ্চিক দৃশ্যবস্তু-প্রতিম পদার্থ দান করেন তাহাতে তাঁ'র বদ্ধজীবের ন্যায় বিভ্রমাভিনিবেশ নাই। যে সকল হরিবিমুখ জীব ঈশ্বরবস্তুকে ভোগময় দর্শনে' ভোগ্য জ্ঞান করিয়া নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হ'ন, তাঁহারাই ঈশ-সাম্য বা ঈশ সাযুজ্য প্রভৃতি অমঙ্গলজনক তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ মধুসূদন শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী

"যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥
যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥"
(শ্রীভাঃ ১।২।২-৩)।

সংসার উদাস লইয়া সন্ন্যাস
চলিছেন মুনিবর,
চলি' যান যবে; 'হা-হা পুত্র!' রবে
ব্যাস বিরহকাতর,
পাছে পাছে চলে; পুত্র যোগবলে
বৃক্ষরূপে সমস্বরে,
কহেন উত্তর — "কি হেতু কাতর?
কে পিতা, তনয় কা'র?
কেন এ অস্থিরতা হেরি তব পিতঃ?
সর্বাত্মা সবার মূল,
সর্বভূতে সে-ই জড় জীবে এই,
কি দেখি তাঁহারে ভুল?"
হেন আত্মবান্ ধ্যান মহাপ্রাণ,
ইহধামে অসীম ধীর,
সর্ব্ব জ্ঞান-যুত সেই ব্যাসসুত,
করি নতি পদে তাঁ'র।
অধ্যাত্ম-আলোক- স্বরূপে, ভূলোক,
ভাগবত অদ্ভুত,
সর্বশ্রুতি-সার, কৃপায় যাঁহার
পাইল, ঘুচিল তমঃ;
যৎপ্রভাবে যত সে আলোক-[illegible]
অজ্ঞান-তিমির-হর,
গুণী যথা সবে, সে ব্যাস-সম্ভবে
করি নতি নিরন্তর।

মহাত্মা শ্রীসূত গোস্বামী এইরূপে তাঁহার গুরু পরম ভাগবত শ্রীশুকদেবকে বন্দনা করিয়া, পুরাকালে পুণ্যভূমি নৈমিষারণ্যে, শৌনকাদি ঋষিগণ সকাশে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখবাক্যানুসরণে আমরাও সর্ব্বাগ্রে শ্রীশুকদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার অমর চরিত-কথা যথাকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে শ্রীশুকদেবের বৃত্তান্ত বলিয়াছেন। শান্তিপর্বে চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে।

ব্যাসদেব নির্বংশের জন্য একটী ভাগবত-পুত্র কামনা করিয়া ভাগবতোত্তম শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন,- "তোমার এক পরম-ভাগবত পুত্র লাভ হইবে। তাঁহার যশঃসৌরভে জগৎ পূর্ণ হইবে।"

অনন্তর একদা ব্যাসদেব অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণী কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গবেশ্যা অভিসারিকা (অর্থাৎ রূপজীবা) ঘৃতাচী নাম্নী পরমরূপ-যৌবন-সম্পন্না এক অপ্সরা তথায় আসিয়া ঋষিরাজের দৃষ্টিপথে পতিতা হইলেন। তখন দৈবের অচিন্ত্য-প্রভাবে সেই জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিরও ধৈর্য্য স্খলিত হইয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সেই অরণী-কাষ্ঠ মধ্যে পতিত হইল। ব্যাসদেব অবিচলচিত্তে পূর্ব্ববৎ কাষ্ঠ-ঘর্ষণই করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি মহা-বিস্ময় প্রত্যক্ষ করিলেন,—সেই কাষ্ঠমধ্য হইতে জলদগ্নির ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ একটী কুমার উৎপন্ন হইলেন। ব্যাসদেব বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার ব্রহ্মর্ষি-সম্পন্ন অমোঘ বীর্য্যই অরণী কাষ্ঠে মথিত হইয়া, অগ্নি স্বীয় প্রভাবে, এই মহাপ্রভাব পুত্রকে উৎপাদন করিয়াছে। শুক্রের মন্থনে তাঁহার উৎপত্তি বলিয়া ব্যাসদেব তাঁহার নাম রাখিলেন শুক।

"অরণ্যাং মথ্যমানায়াং
জজ্ঞে শুকো নৃপ।
শুক্রে নির্মথ্যমানে স শুকো
জজ্ঞে মহাতপাঃ॥"
(শান্তি ৩২৪।৯)।

শুকদেব জন্মগ্রহণ করিলে হরিপাদোদ্ভবা স্বরধুনী গঙ্গাদেবী তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন। এই সময় দেবতাগণ সেইস্থলে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুরপুষ্প বর্ষিত হইল, দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল, গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাসকল মূর্ত্তি ধরিয়া গান ও নৃত্য করিলেন। স্বয়ং শিব দেবাদিদেব শুকদেবের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণ তাঁহাকে দিব্য বস্ত্র, দণ্ড, কমণ্ডলু আদি উপকরণে সজ্জিত করিলেন। তখন বনজাত পশুপক্ষী-সকলও তাঁহার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া অথবা অচিন্ত্য-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

অতুল-তেজঃসম্পন্ন শ্রীশুকদেব এইরূপে সংস্কৃত হইয়া আজন্ম ব্রহ্মচারিব্রতে সমাহিত-চিত্তে অবস্থিত হইলেন। সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ-সমূহ অচিরাৎ তাঁহার অন্তরে উজ্জ্বলরূপে উদিত হইল। তিনি নাম-মাত্র লোক-সংগ্রহের জন্য, স্বর্গগুরু বৃহস্পতিকে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করিলেন। পরে, তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় গ্রহণান্তে পিতৃসকাশে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাসদেব গুরুগৃহ-প্রত্যাগত পণ্ডিত পুত্রকে পরমাদরে গ্রহণ করিলেন। পুত্র পিতার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন,- "পিতঃ,আপনি জীবের মায়াবন্ধন-বিনাশন পরমধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তাহাতেই অন্তরে পরমা শান্তি লাভ হয়। দয়া করিয়া আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দান করুন।" তখন পিতা তাঁহাকে নিখিল যোগশাস্ত্র এবং ভগবান্ কপিলদেবের উপদেশাবলী অধ্যয়ন করিতে বলিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি পুত্রকে আবার বলিলেন,—"বৎস, কেবল শাস্ত্র-অধ্যয়নে সারাৎসার পরমতত্ত্ব বোধ হয় না। সাধুসঙ্গ ব্যতীত তাহা হওয়া অসম্ভব। অতএব তুমি সাধুসঙ্গ কর। মিথিলানগরে রাজর্ষি জনকের কাছে যাও। বিশেষ সাবধানে অতি বিনীতভাবে তাঁহার কাছে যাইবে। নিজ যোগপ্রভাবে অন্তরীক্ষ-পথে যাইও না যেন, পদব্রজে যাইবে। পথে কোনপ্রকারে কোনও বিষয়ে মনোযোগ দিও না; তাহা হইলে সঙ্গদোষে অভিভূত হইবে। আর এক কথা;—আমরা ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষত্রিয়—আমাদের যজমান, ইহা মনে করিয়া আপনাকে গুরু, তাঁহাকে লঘু জ্ঞান করিও না। কোনওরূপে অভিমানকে প্রশ্রয় দিও না। তত্ত্ববিৎ ভাগবত-জন যে কুলেই উৎপন্ন হউন তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ, তিনিই গুরুগৌরবের সম্পূর্ণ যোগ্য। তুমি সর্ব্বদা তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিবে, তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই পালন করিবে। তাহা হইলেই তিনি তোমার সকল সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। তিনি পরম পণ্ডিত, পরম ধার্ম্মিক এবং আমার শিষ্য।"

পিত্রাদেশে শুকদেব যথাসময়ে মিথিলানগরে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ জনক, শুকদেব তথায় আসিতেছেন জ্ঞাত হইয়া, তাঁহার পরীক্ষার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়া রাখিলেন। শুকদেব নগর ছাড়াইয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া জনকরাজের অতুল ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত সুসজ্জিত প্রাসাদ-মধ্যে মনোহর রাজপুরে পদার্পণ করিলেন। দ্বারপথে প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি দ্বারপালগণ কঠোরবাক্যে তাঁহাকে বাধা দিলেন। তিনি তাহাতে তিলমাত্রও বিচলিত না হইয়া সেই স্থলেই আতপ-তপ্ত ভূমিতে নিরুদ্বেগে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানরত হইলেন। কতক্ষণ পরে একজন দ্বাররক্ষী আসিয়া অতি মধুর-বাক্যে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া অভ্যন্তরে লইয়া গেল। তথায় শীতল ছায়ায় বসিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ ধ্যানই করিতে লাগিলেন। সেই কঠোর বাক্য, আর এই মধুর বাক্য; সেই আতপ-তপ্ত ভূমি, আর এই স্নিগ্ধ ছায়া, সুরভিত পুষ্পভারাবনত পাদপরাজির মন্দ আন্দোলনে মধুর বায়ু, উভয় অবস্থাই তাঁহার অন্তরে কোনও ভাবান্তর ঘটাইতে পারিল না।

এইবার রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া, সেই ব্রহ্মতেজোদীপ্ত ধ্যানরত ব্যাসনন্দনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম-ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা করিয়া আর একটী কক্ষ মধ্যে অতি চমৎকার প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে আসন দিতে আদেশ করিয়াই প্রস্থান করিলেন। তখন পঞ্চাশৎ পরমা সুন্দরী বারবিলাসিনী আসিয়া শুকদেবকে একটী বিলাসভবনে লইয়া দিব্যাসনে বসাইল এবং বিবিধ আয়োজনে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার স্নান আহার শেষ হইলে তাহারা তাঁহাকে লইয়া নানা রঙ্গে হাস্য, গীত ও নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল। আত্মতৃপ্ত আত্মবান্ শুকদেব, আত্মভাবেই অবিচল থাকিয়া, স্মিত সুপ্রসন্ন-বদনে বারবিলাসিনীদের বিলাস-কলা দেখিতে লাগিলেন, তাহাতে হৃষ্ট বা রুষ্ট হইলেন না। বিরক্তিভরে কাহারও প্রতি কোনওরূপ অকরুণ ব্যবহারও করিলেন না।

সান্ধ্য-ভোজনাদি শেষ হইলে বিলাসিনীগণ তাঁহাকে বহুমূল্য মনোরম গৃহে, বহুমূল্য শয্যায় পরমাদরে শয়ন করাইল। মহাত্মা শুকদেব সদা স্বভাবে আত্মধ্যানরত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। ধ্যানযোগেই তাঁহার বহুক্ষণ অতীত হইল। মধ্যরাত্রে নিদ্রাযোগে কিছুক্ষণ থাকিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করিলেন। যথাবিধি শৌচস্নানাদি সমাপন করিয়া আবার ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইলেন। বারবিলাসিনীগণ সতত তাঁহার সঙ্গেই আছে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য একবারও তাহারা তাঁহাকে অন্যমনাঃ করিতে পারিতেছে না। যোগী জনশূন্য বনে যেমন থাকেন, এই বীণা-ঝঙ্কার-বিনাদিত বহু রমণী কণ্ঠ-মুখরিত, বিবিধ ভ্রমর-শুক-শব্দ-নিনাদিত বিলাসভবনেও আত্মসংস্থ শ্রীশুকদেব তেমনিই আছেন। রমণীগণকে তিনি বনের বৃক্ষরাজির মতই দর্শন করিতেছেন। পক্ষিকূজনের মত কামিনীকণ্ঠস্বর বা অপর কিছু কদাচিৎ তাঁহার স্বরূপ স্পর্শ করিতেছে। তিনি আত্মভাবেই বিভোর, পদ্মপত্রের মত জলে থাকিয়াও লিপ্ত হন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভা

—:০:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সেবা উল্লেখ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ভক্তিনিশ্চয় প্রভু

শ্রীযুক্ত রেবতী রমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয়—শ্রীধামের স্থাপত্যকার্য্যে ইনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীমন্দির এবং সেবকগৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইঁহার সেবা আদর্শস্থানীয়া।

ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন

শ্রীযুক্ত দেবকী নন্দন ব্রহ্মচারী—ইনি শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী, শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন উৎসবে প্রাণপণ সেবা করিয়া শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। কৃষ্ণসেবার একটি উপকরণও যাহাতে অযথা ব্যয়িত না হয়, তৎপ্রতি ইঁহার সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

অধিকারী শ্রীবনমালী গোপাল

শ্রীযুক্ত বনগোপাল দাসাধিকারী—ইনি কুরুক্ষেত্র-শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট সেবা করিয়া অতিদূরে থাকিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিসান্নিধ্যে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীভগবান্ দাস

শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী—ইনি প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠের বিবিধ সেবা-কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভক্তিলোচন প্রভু

শ্রীযুক্ত বিহার চরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন—ইনি কভুর-শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠের সেবা-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সরকার—ইনি শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবাদিতে স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ নন্দী, শিলং—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় ইনি নানাভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত গৌরবাবু

শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সগোষ্ঠী শ্রীগৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম-সেবা সম্বল করিয়া ইনি শ্রীধামে একটী সুন্দর ভজন-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বয়সে প্রবীণ হইলেও সেবা-কার্য্যে ইঁহার নবীনের ন্যায় উৎসাহ। ইঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও সরলতাদি সদ্গুণ অতীব প্রশংসার্হ।

ধানবাদের ভক্তবৃন্দ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ উকীল, ধানবাদ—ইঁহারা ধানবাদে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রসারার্থ বিশেষ যত্ন এবং নানাভাবে প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অধিকারী শ্রীউপেন্দ্র নাথ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, ডিব্রুগড়—ইনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নানাভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জন্মমৃত্যু-রহস্য

(৩)

মৃত্যু যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীতিজনক, তাহার আরও একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিয়াও পাঠকবর্গ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, মৃত্যুভয় জীবের পক্ষে কিরূপ অসহনীয়।

কোনও স্থানে এক কৃষক বাস করিত। তাহার কেবল একটী মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রটী কুসঙ্গে পড়িয়া জীব-হিংসা করিতে বড় ভালবাসিত। মৎস্য-মাংস না পাইলে তাহার খাইতে বড় কষ্ট হইত। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব বাঘের ন্যায় হইয়া পড়িল। এই সময় কৃষকের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বৃদ্ধ প্রায়ই তাহাকে জীবহিংসা করিতে নিষেধ করিত। কিন্তু সে শুনিত না; বরং পিতার সহিত গণ্ডগোল করিয়া সময় সময় তাহাকে প্রহার করিত। কৃষক তাহার পুত্রকে সময় সময় বুঝাইয়া বলিত,—"দেখ বাবা, জীবহিংসা মহাপাপ; অনেকে মনে করে মৎস্য-মাংস খাইলেই শরীরে বল হয়, কিন্তু তাহা ভুল; সাত্ত্বিক আহারেও সেইরূপ বল জন্মে। তামসিক কিম্বা রাজসিক খাদ্যের দ্বারা যে বল উৎপন্ন হয় সেই বলের সঙ্গে জীবকে উদ্ধত-প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর-স্বভাবাপন্ন করিয়া তুলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিমুখও করিয়া তুলে। আর দেখ, দুগ্ধ-ঘৃত প্রভৃতির ন্যায় সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিলেও শরীরে বেশী বল হয়, এবং যাহারা ঐ প্রকার সাত্ত্বিক দ্রব্য খাইয়া থাকে, তাহাদের প্রকৃতি খুব মৃদু ও ধীর হয় এবং তাহাদের মনও স্বতঃই ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে।

———

আরও দেখ, যখন কোনও প্রাণীকে বধ করা হয়, তখন সেই প্রাণীটি ক্রোধান্বিত হয়; আবার কোনও প্রাণী রাগান্বিত হইলে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠে, এবং সেই বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া পড়ে, তাই অতিশয় ক্রোধে ক্রোধী ব্যক্তি অনেক সময় মারা গিয়া থাকে। দেখ, গো মহিষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহস্থ-সকল বৃক্ষের পাতা, ঘাস, দূর্ব্বা প্রভৃতি খাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের স্বভাব মৃদু ও ধীর।"

এইরূপ অনেক উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও একদিন কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হইয়া বৃদ্ধের পুত্র বৃদ্ধকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করে। বৃদ্ধ দুঃখিত মনে নিকটস্থ বিচারপতির নিকট এই বিষয় সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। বিচারপতি কৃষকের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুবককে বিচারালয়ে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহার এজাহার গ্রহণ করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করতঃ বলিলেন,—"তোমার সাত দিবস পরে ফাঁসী হইবে, তুমি সাত দিবসের মধ্যে যাহা ইচ্ছা খাইতে পার, তবে তোমাকে অদ্য হইতে সাতদিন এখানে কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তুমি খাইতে চাহিবে, প্রহরীগণ তাহা আনিয়া দিবে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিলাম। তুমি তোমার পিতাকে অনেক সময় অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছ; তোমার পিতা একজন সৎলোক; কৃষক হইলে কি হইবে? —ব্যবহারে সদসৎ বুঝা যায়।" এই বলিয়া বিচারপতি তাহাকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। পরে প্রহরীগণকে বলিয়া দিলেন—"দেখিও যেন ইহার খাবার বিষয়ে কোনও ক্রটী না হয়; সাতদিন পরে ইহাকে আমার নিকটে আনিবে।" যে ব্যক্তি জানিতে পারে যে সাতদিন পরে তা'র মৃত্যু হইবে, তাহার নিকট খাঁটি ঘৃত, ননী, ক্ষীরাদি ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য কি আর ভাল লাগে? কৃষক-পুত্রেরও তাহাই ঘটিল। সে আর সময়মত কিছু খাইতে চাহে না, তবে যখন বেশী ক্ষুধা লাগে, তখন কিঞ্চিন্মাত্র খাইয়া প্রাণধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে সাতদিন কাটিয়া গেল। পরে আদালতে বিচারপতির নিকট তাহাকে আনা হইল।

———

বিচারপতি তাহাকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া কহিলেন—"তুমি এত কৃশ হইলে কেন? তোমার কি শারীরিক কোনও পীড়া হইয়াছে কিম্বা প্রহরীগণ কি তোমাকে সময় মত খাইতে দেয় নাই?" এই কথা শুনিয়া কৃষকপুত্র বলিল—"যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই জানিতে পারে যে, সাত দিবস পরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার কি আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হয়, বা ভাল ভাল ঔষধাদিতে তাহার মন আকৃষ্ট হয়? কখনই না, আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না আমার অবস্থা এখন কিরূপ?

বিচারপতি বলিলেন—"প্রাণ কিরূপ প্রিয়বস্তু এবং মৃত্যু কিরূপ ভীতিজনক, তাহা ত এখন বেশ বুঝিয়াছ? এখন বুঝিয়া দেখ, আমাদের ন্যায় কোনও জীবই মরিতে ইচ্ছুক নহে। এবং আমাদের ন্যায় প্রত্যেকের প্রাণও তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রিয়। তুমি এখন প্রতিজ্ঞা কর যে, আজ হইতে পিতার আদেশানুসারে চলিবে এবং অদ্য হইতে কোনও প্রাণীকে বিনষ্ট করিবে না, তাহা হইলে তোমাকে আমি ফাঁসি-দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" কৃষকপুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইলে বিচারপতি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

রাজা পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়া একটি মৃগকে বাণাবদ্ধ করিলেন। মৃগ বাণবিদ্ধ হইয়া পলায়নপর হইলে রাজা একাকী তাহার অনুসরণ করিলেন। পরে পিপাসার্ত্ত হইয়া শমীক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট জল প্রার্থনা করিলে ঋষি ধ্যানমগ্ন থাকায় তাঁহাকে জল প্রদান করিলেন না। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দেহে একটি মৃত সর্প জড়াইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে ঋষিনন্দন শৃঙ্গী তাহার প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছে যে, সর্পরাজ তক্ষক সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাকে দংশন পূর্ব্বক শমনসদনে প্রেরণ করিবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া রাজা পরীক্ষিতের নিকট আসিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

গৌর যে শিখান নাম সেই নাম গাও। অন্য সব তীর্থ-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম ৪৫৫০ পৃষ্ঠা, দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৪০৫০ পৃষ্ঠা ৷৶০
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ৩৲
(নব সংস্করণ) ৩৲
৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ ৷০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
১২। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দু সাগরের (মূল) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাগরের বাখ্যাসহ) ৷০
১৪। চৈতন্যাষ্টক ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীগৌড়মণ্ডল দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৩৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্শন ৷০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৸০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনকণ ⁄০
৩৬। মহাজনগীতি ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। আম্নায়সূত্র ৫১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। প্রপন্ন জীবনামৃত ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। সংক্ষিপ্ত সাত্ত্বতী সাগরের ৷০
৪৪। শ্রীপ্রেমবিলাস ৸০
৪৫। শুদ্ধনামভজন-প্রণালী ৷০
৪৬। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও মহাপ্রভুর অবতারণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। শ্রীগোপালচম্পু ও বল্লভ ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এবং নিত্য ও অনুগামিত্ব) ৷০
৫০। শ্রীপাদেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধনাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। নিত্যধর্ম-সম্বন্ধ নির্ণয়ঃ ৷০
৫৪। সনাতন-সংস্কৃতম্ ৷০
৫৫। স্তব-স্তবম্ ৷০
৫৬। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গোচারণমঠ সারদ্ধয়ঃ ⁄০
৫৮। সাবারণনন্দন ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। Sree Brahma-Samhita ৷০
৬০। Nabadwip ৷০
৬১। Relative Worlds ৷৶০
৬২। Vaishnavism Real & Apparent ৷০
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। Vaishnavism ৷০
৬৪। Thakur Bhaktivinode, গৌড়ীয়মঠ ইত্যাদি ⁄০
৬৫। The Gaudiya ৷০
৬৬। Rupanuga Bhajana Mirror ৷০
৬৭। Bhakti-Sandarbha ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জন্মোৎসব) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। গাদন-সুবর্ণ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীপাদপদ্মেশ্বর আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ পোঃ ফুলিয়া, হাঁসখালী।
৯। বালমোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ - চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধানন্দমঠ মাউপাড়, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্ব-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিআটি
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকানদী,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্মবিদ্-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বাবাড়, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুসুমকুণ্ডা,
পোঃ চিকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নতুনদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসম গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ভিন্ন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত ... সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—... পাক্ষিক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী মেধাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর কখনও ছাপা। তবে এডিন আর্টপেপার আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, ব্যক্তিসূচী, স্থানসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৪—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-২০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫ ৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লোহা হাড্ওয়্যার

৭ই এপ্রিল ১৯২৪

টাটার কোম্পানী— গাঁচ নম্বর।

লোহার কাট (কড়ার বা গোল)

ঠাকা ...—৫৸০

ঐ বেংসাকা কানকা বজন ৫৴০—৫৶০

নরম। ডি-আইরন) ৬৶০—৬৷৶০

বেঙ্গল আয়রণ (কোনা) ৬৲—৬৷০

গ্যালভানাইজড করোগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১১৴০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৴
২৮ গেজ অ'র, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৷৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৶০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৴০	১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

গাউণ্ড বাঃ	৮৷০
টীন পাতি	৬৸৴০—৭৷৶০
,, গোলচূট (গোল)	৬৸৴০—৬৶০
,, সওয়ার (চৌকা)	৭৴০ ৭৷৶০
,,গোল বড় ৶০—৷৶০ সুতা	৫৲—৫৷০
. টানা বড়-	
চ্যাপ্টা ৶০— ৷৶০ ঐ	৬৲—৬৷৵
,, বাণ্ডিল তার	৭৷০—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮৲—৮৶০
,, চাদর ৩-১৬ পাবা বাণ্ডিল	৯৸৴—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৴০-১৷০
বাবের গেরেক ১—৭ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট গেরেক ১— ৮ ইঞ্চি	১২৲—১৫

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৴-২৷০ মাউ

.কাহাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৴০ ৮৸৴০ ৯৸৴০ ঐঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৫৸৴০ সেঃ বিঃ ৬৷৶০ ,,

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২৷০-৩৷০

ঐ বিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার বজের গোল ও

চৌকা ৮৷০— "

ঐ তাজের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ বেঞ্চেরা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

.লাহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০—৷৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৭ নং

॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৴০ গেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২॥০—১৪৷০ হন্দর

গাঃ রিভেট (ষাঁড়া)

১২ ইঞ্চ ৸৴—৷৶১০ পীস

গাঃ গার্ডার্সং বা জোড়া

৩ ইঞ্চ ৷০—৸৴০ ,,

গাঃ স্ক্রু ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২০৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাক ১১৷০—১৯৲,,

গাঃ বোল্ট নাট ॥—৩ ইঞ্চি

৸৴১০—১৶০ গোস

চালের বেড়িং ৩৷০—৪৷০ এক

ঐ ব্রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি—১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ এই

টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ

পাইপ ১॥ ইঞ্চি ৷৶৫ ফুট

পাম্প ৪-৫ ১২৷০ এবং ১৪৲ এবং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৴১৫ মাউ ২৷০-৩৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোত্রেক সাকোক বার (২ টিন)	৯৲৬
ধুমা মাকা	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
গড়ান	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রাস ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৬৲ ,, ঋণ (১৯৩০-৭০)	৫৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৩) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার :—	১০২৸৴০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল.

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৮০৲
অকল্যাণ্ড	১২৫৲
বালী	১৭২৲
নবাবগঞ্জ	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৷ ৷০
ডালহৌসী	৪০৮৷০
কেন্ট	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলা লিভার সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। প্যাকিং স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, ডি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং

পাথুরিয়া—১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্ পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম অধিকারী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের-হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচুর প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৪০, ১৩ই এপ্রিল ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:*:—

৮ বৎসর হৃৎস্পন্দন বন্ধ

প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে উস্টারশায়ারের ডাঃ এইচ ডবল্ উ কুকের হৃৎস্পন্দন থামিয়া যায়; সেই হইতে এপর্য্যন্ত তাঁহার আর হৃৎস্পন্দন হয় নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি এখনও জীবিত এবং শুধু তাহা নহে, বেশ কর্মঠও আছেন।

বিলাতের জনৈক এক্সপ্রেস পত্রিকা লিখিয়াছেন তাঁহার জুক এখন সপ্তাহে ৬ দিন রীতিমত কাজকর্ম করিয়া থাকেন, এমন কি তাঁহাকে টেনিস খেলিতেও দেখা গিয়াছে। ডাক্তার কুক যখন লণ্ডনের সাইম হাসপাতালে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় বাতজনিত জ্বরের আক্রমণের ফলে তাঁহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া যায়।

ডাক্তার এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট ডাঃ কুক বলিয়াছেন যে, "আমি বেশ কর্মক্ষম ও সুস্থ আছি এবং একন্য আমি কোন অসুবিধা বোধ করি না।"

অনেকে বলিয়া থাকেন তাহার যে কোন মুহূর্তে আবার মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু এখন উক্ত কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতে পারি না।

—

কর্পোরেশনের জাল কর্ম্মচারী

কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া ৫৲ গ্রহণ করিবার অভিযোগে নীরেন্দ্রনাথ গুহ আলিপুরের জনৈক পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, আর, ঘোষালের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, লোয়ার সার্কুলার রোডের মিষ্টার আর, আর, পার্টন নিজের বাড়ী সংস্কার করিতেছিলেন। আসামী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলে যে, সে কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী। উক্ত সংস্কারকার্য্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের অনুমোদন আবশ্যক। কর্পোরেশনের সম্মতি গ্রহণ বাবদ আসামী তাঁহার নিকট হইতে ৫৲ টাকা গ্রহণ করে। কয়েক দিন পরে আসামী টাকা আদায় করিবার জন্য পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলে তাহাকে পুলিশের হস্তে প্রদান করা হয়।

হ্যাকোক্টেট আবার দুর্ঘটনা

হ্যাকোক্টেট হইতে প্রকাশ, তথায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া একটা দারুণ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। এক মাস যাইতে না যাইতেই আবার আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে পেট্রোলের আধারে আগ সংযোগ হইয়া দুইজন লোক হত এবং পনরজন আহত হইয়াছে। ইহাত গেল প্রথম দিনের সংবাদ, পরবর্ত্তী কয়েক দিনে হয়তো আরও কত দুঃসংবাদ পাওয়া যাইবে। আগুন লাগিবার সময় যে শব্দ হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত ভীষণ, তাহাদের সব অপেক্ষাও ভীষণতর।

অগ্নিকাণ্ডে মৃতের তালিকা

হ্যাকোক্টেটের অগ্নিকাণ্ডে এক হাজার নয় শত সাতাশী জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

—

আমেরিকায় মোটর ধর্ম্মঘট

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, ডিজ এবং উইন্ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানী এবং ক্লাশ মোটর কোম্পানীর পাঁচ হাজার কারীগরকে আটক রাখিয়া যে ধর্ম্মঘটের সূত্র হইয়াছিল, কেন্দ্রেও অটোমোবাইল লেবর বোর্ডের চেষ্টায় তাহার অবসান হইয়াছে। এখন মোটর ব্যবসায়ীর আর ভাবনা নাই।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটী কমিশনার জানাইয়াছেন যে, পুনরাদেশ অনুমতি-পত্র না লইয়া কেহ পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

স্বর্গীয় জে. এম, সেনগুপ্ত

তমলুক হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহের শেষে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে এক বিরাট জনতার সম্মুখে সেখানকার লোক মিঃ স্বর্গীয় জে এম, সেনগুপ্তের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন।

—

আমেদাবাদে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান স্পিনিং প্রেসে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ৫ ঘণ্টা চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

পাহাড় বিদারণে কুলীর মৃত্যু

এর্ণাকুলাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মুত্তুকুলি পর্ব্বতোপত্যকায় পাহাড় বিদারণের ফলে তিনটি কুলী নিহত হইয়াছে।

ভূমিকম্পে সাহায্য দানের ব্যবস্থা

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি কর্ত্তৃক গঠিত কমিটি সার্কল কমিটীর সদস্যগণ দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর ও চম্পারণ জিলা পরিদর্শন করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে গ্রামবাসীরা - বিশেষতঃ দরিদ্র নারীরা - খুব প্রশংসা করে। গত ২রা এপ্রিল মজঃফরপুরে উক্ত সার-কমিটির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সদস্যদের অভিমত এই যে, বিপন্ন অঞ্চল ও গৃহে উহাদের বহুল প্রচলন হয়। উচিত।

এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে যে ঐ সকল স্থানে অবিলম্বে তাঁতীদের জন্য ১০টি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। যদি কেন্দ্রে কোনও ক্ষতি হইলে—বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি তাহা পূরণ করিবেন।

এই মর্ম্মে অপর একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে যে, সর্ব্বত্রই আর্য্য হইবে। ইহার আয়তন পুনর্গঠন কার্য্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী ও খুব শীঘ্র সম্পর্কে বা-পুরা বিস্তারিত স্থাপন করা হইবে।

চম্পারণ জিলার ভাগবা, চ' কাছে সবালের ঢাকা বাগরী ও মজঃফরপুর জি, লয়। নারায়ণ, সম্ভরী, কুশেশ্বর ও ছের ম যেন দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্ত থাকিবে বা স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপনের অনুকূলে না হাদের পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে পোলাণ্ডের প্রতিনিধি

লণ্ডন হইতে খবর এ, ইংলণ্ডের কয়লা ব্যবসায়ীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য পোলাণ্ড হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি আসিবে।

পরামর্শ সভা ব্যবসায়ীর সহিত হইবে বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণ সরকারের বৃটিশ সরকারের আদেশ মতেই হইবে। ইংলণ্ডের কয়লা ব্যবসায়ীগণ পোলাণ্ডের প্রতিনিধিদিগকে লণ্ডনে আহ্বান করিয়াছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] চৈত্র শুক্রবার, ১৩৩০

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

আইরিশ সমস্যা? আর স্বাধীন হইবে। কিন্তু [illegible] তাহাদের উপর [illegible] পরিচালনা করিবার ভার অর্পণ করা হইবে। যে নায়ক কিছুদিন পূর্বে উহাদের [illegible] বিপক্ষ ছিলেন, [illegible] 'নয়া [illegible]' [illegible] হইলেন। [illegible] করিতে, [illegible] মানিয়া চলিতে হইবে।

সমাজবাদী আর এখন যে 'পন্থা' [illegible] কল্যাণ [illegible] করিবে। [illegible] ছিল। আজ [illegible] হইয়াছে। [illegible] —সমাজবাদ্ নিকট [illegible] বা [illegible] নাই, আছে কেবল নাম, [illegible] রাখিবে। [illegible] হইয়াছে তৈরী। এখন [illegible] নাম [illegible] হইবে। [illegible] 'পদ্মার' নাম [illegible] পড়িবে। [illegible] ছিল, আজ সেই [illegible] উঠিয়াছে। [illegible] পারেন নাই। [illegible] করিয়াছে। [illegible] রাষ্ট্রীয়দের [illegible]।

[illegible] পুরাতন [illegible] করেন, [illegible] করেন নাই, [illegible] নাই। [illegible] অবস্থা [illegible] পাওয়া [illegible] অবলোকন করেন নাই।

[illegible] একটি [illegible] হইয়াছিল। ৬১৬ অব্দে ১৬টি [illegible] কোনও একটি [illegible] পত্তনে [illegible] লোকের [illegible]। ১১৯২ অব্দে [illegible] নামক প্রদেশে [illegible] নামোল্লেখ [illegible] হইয়াছিল। ইতালীর [illegible] নামক স্থানে ১৫১০ অব্দে [illegible] সম্রাট জাহাঙ্গীর একখণ্ড [illegible] ছিল। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর একখণ্ড উল্কাপিণ্ডের লৌহে একখানা তরবারি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ উল্কাপিণ্ড ১৬২০ অব্দে জলন্ধরের নিকট পতিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে বর্ণচূর্ণ পতনের উল্লেখ প্রচলিত ছিল। ১৭৮৩ অব্দের ১৮ই আগষ্ট একটি অগ্নিময় ভূখণ্ডের উপর দিয়া সেটল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে রোম পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ১৮৭৭ অব্দের ১১ই নভেম্বর আর একটী অগ্নিময় আর্জেন্টিনার উপর দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

যখন এখানে উল্কাপিণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই সেখানে একটা দুর্যোগ ঘটিয়াছে। এবার নাকি একটী বৃহৎ অগ্নিপিণ্ড চলিয়া গিয়াছে আমেরিকার উপর দিয়া। ফলে আমেরিকাবাসী ভীত এবং চকিত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। ভাবিতেছে কবে বুঝি [illegible] 'সংস্কার' অধিবাসীদের মাথায় [illegible] পতিত হয়।

লোকের ধারণা—বর্ত্তমান বলিয়া পৃথক কোনও পদার্থ নাই, সবই অতীত বা ভবিষ্যৎ, তথাপি তাহারা অতীত ভবিষ্যৎ চায় না—চায় শুধু বর্ত্তমান। পুরাতনকে নূতন করিয়া লইতে সতত ব্যগ্র হয়। পুরাতনের গায়ে নূতন রং দিয়া অধিক সুখাস্বাদ করে। রাজপুত্র মাত্র লোক দেখে, কিন্তু কল্যাণ কখনও পুরাতন হয় না। মানব-সংস্কার ও কবির গাথা ও [illegible] কথা পুরাতন হইল না কিন্তু যাহা ক্ষণস্থায়ী, মানব তাহাকে চিরস্থায়ী বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে যায় ইহাই আমাদের দুঃখ। হঠাৎ একদিন নিউইয়র্ক হইতে [illegible] দিবে তাহার বাহকে। [illegible] 'নিউ টাইম' নামে অভিহিত। [illegible] বিপণের [illegible] নাকি [illegible] 'নিউমার্কেট' [illegible] অনেক দিনের কথা। বহু পুরাতন হইয়াছে। কিন্তু এখনও উহা নূতন। ক্রমে উহাকে পুরাতন হইতে দেয় নাই।

ভারতের বস্ত্র পণ্য

গত সেপ্টেম্বরে ভারতীয় মিলগুলি হইতে যে পরিমাণ বস্ত্র ও সূতা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাবে দেখা যায় সূতা উৎপন্ন হইয়াছে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের ও বস্ত্র ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের। তৎপূর্ব্ব বৎসর এই মাসের উৎপন্ন অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ সূতা ও ৯ ভাগ বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে।

এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে সূতা উৎপন্ন হয়। গত বৎসর ৪৫ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড (১৯৩২—৪০ কোটি, ৭৭ লক্ষ ৮ হাজার পাউণ্ড, ১৯৩১—৪৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৬ হাজার পাউণ্ড)।

গত ফেব্রুয়ারীতে কলিকাতায় মাত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ গজ সূতীবস্ত্র আমদানী হইয়াছে। উহার মূল্য মাত্র ২৩ লক্ষ টাকা গত বৎসর এই মাসের আমদানীর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ (মূল্য ৪৩ লক্ষ টাকা)। কোরা বস্ত্রের আমদানী যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

এই সঙ্গে কলিকাতার সহিত ম্যাঞ্চেষ্টারের কারবার ভাল চলিতেছে না। দেশী বস্ত্রের মূল্য শীঘ্রই হ্রাস হইবে অনেকে ধারণা করায় ক্রেতারা একসাথে বস্ত্র কিনিবার জন্য করিতেছে না। জাপানী মালের চাহিদা কলিকাতায় নাই।

বোম্বাই বন্দরে জাপানী মাল ও রঙিন ছিটের বস্ত্রাদি খুব আমদানী হইতেছে। ইহার ফলে ভারতীয় ও ম্যাঞ্চেষ্টারের পণ্য ক্রেতার মন আকর্ষণ করিতেছে না।

আমেদাবাদে গত মাস হইতে বাজার খারাপ যাইতেছে। এখান হইতে উত্তর ভারতে জানুয়ারীতে প্রায় ৪৫ হাজার গাইট বস্ত্র গিয়াছে (গত বৎসর ফেব্রুয়ারীতে চালান যায় ৬৫ হাজার গাইট)। কলিকাতার বর্ত্তমান চাহিদা মোটা কাপড় আমেদাবাদ সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। গত তিন মাস যাবৎ আমেদাবাদ মিলসমূহের উৎপন্ন কোনও বস্ত্র অবিক্রীত হইয়া থাকিতে পায় নাই, কিন্তু এই মাসে ক্রেতাদের মাল কাটিতেছে না। ফলে বস্ত্র কতক গুদামে থাকিতেছে, কতক কম দামে বিক্রীত হইতেছে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, আমেদাবাদ নূতন নূতন পাড় ও নক্সাযুক্ত বস্ত্র উৎপন্ন করিতেছে।

বোম্বাই মিলগুলির অবস্থা বড় ভাল নহে বলিয়াই বোধ হইতেছে। প্রায় ৩০টি মিল বন্ধ হইয়াছে। উহার ফলে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

ল্যাঙ্কেশায়ারে ভারতীয় তুলা ব্যবহারের জন্য একটি কমিটী গঠিত হয়। কমিটীর নাম "ইণ্ডিয়ান কটন কমিটী।" এই কমিটীর প্রতিনিধিরূপে মিঃ ক্রে লিং ভারতে আসিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে স্যার রিচার্ড জ্যাকসন নামে ল্যাঙ্কেশায়ারের এক তুলা-বিশেষজ্ঞ ভারত পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। জ্যাকসন বলিয়া গিয়াছেন—যেহেতু ল্যাঙ্কেশায়ার শীঘ্রই অধিক পরিমাণে ভারতীয় তুলা গ্রহণ করিবে। এখনও উদ্যোগ পর্য্যন্ত চলিতেছে বোম্বাই বাজারে তুলার দর হঠাৎ নামিয়া গিয়াছে।

য়ুরোপ হইতে ভারতীয় তুলার চাহিদা নাই। ইতালী ভারতীয় তুলা একদম ছাড়িয়াছে, এবং জার্ম্মাণী ভারতীয় তুলার উপর কঠিন শুল্ক বসাইয়াছে। ল্যাঙ্কেশায়ার উদ্যোগ পর্ব্বের মহাড়ম্বর করিলেও এ পর্য্যন্ত ভারতীয় তুলা বিশেষ গ্রহণ করে নাই।

বিচিত্র বার্ত্তা

লণ্ডনে প্রত্যেক বৎসর গড়ে প্রায় ৫০ হাজার সংখ্যক নূতন বাড়ী তৈয়ার হইতেছে।

অবিবাহিত পুরুষেরাই রোগে, নারীর এ ব্যাধির বালাই ঘরে খুব কম।

আফ্রিকার জঙ্গলে যে সব হস্তীর বাস, তাদের দাঁত বড়—ওজন দাঁড়ায় আধ মণ। আড়াই মণ ওজনের হস্তিদন্তও অনেক পাওয়া যায়।

বিগত যুদ্ধে ফৌজ বিভাগীয় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ জন; 'সিভিল' মৃতের সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ।

ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণীতে অস্ত্রোপচারের রোগীকে ক্লোরোফর্ম্মের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগে অচেতন করা হইতেছে। এ ঔষধের নাম এভিপান (Evipan)। রোগীর শিরা ফুঁড়িয়া এ ঔষধ পিচকারী যোগে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে আধ মিনিটের মধ্যে রোগী নিদ্রাচ্ছন্ন হয় এবং তার বাহ্য-চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তখন অস্ত্রোপচার অতি সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে। অস্ত্রোপচারের পর রোগী অসুস্থতা বমন কোনরূপ যাতনা বা জ্বালা অনুভব করিতে পারে না।

জার্ম্মাণ সৈন্যরা রাত্রিকালে পথে বাহির হইলে মাথার টুপিতে একটি আলোর নিশানা লাগাইয়া বাহির হয়। পথচারী মোটর ঐ নিশানা দেখিয়া বুঝিবে, পথে সৈন্য চলিয়াছে—তারা হুঁসিয়ার হইয়া গাড়ী চালায়। এ বিধির প্রবর্ত্তন হইয়াছে সম্প্রতি—কয়েকজন সৈন্য রাত্রে মোটর চাপা পড়ে—সেই দুর্ঘটনা নিবারণকল্পে এ বিধির প্রবর্ত্তন।

মার্কিণের কলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লেয়ার্ড বলেন,—শয়নকক্ষে কখনো লাল রঙের বাতি জ্বালিবে না তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে; এক শয্যায় একজন মাত্র ব্যক্তির শয়ন কর্ত্তব্য; শয়নকালে অঙ্গ যত অনাবৃত রাখিবে, সুনিদ্রার সম্ভাবনা হইবে তত অধিক।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ ডাক্তার আর্থার বীডল্ বাঁটুল বামনাকৃতি ব্যক্তিকে দীর্ঘাকৃতি দান করিতেছেন। ইহার্‌ পশুর শরীর হইতে serum প্রস্তুত করিয়া বহু বামন দুই মাস কাল মধ্যে দীর্ঘাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ ৩০শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ৩৮শ সংখ্যা

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠে
বিরাট্ সভা

গত ৫ই এপ্রিল বেলা ২টার সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি-গ্রামের গুরু-ট্রেণিং বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে পটাশপুর থানার শিক্ষক সম্মিলনীর একটী বিরাট্ অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রায় ৪৫০ জন শিক্ষক সমবেত হন এবং মেদিনীপুর জেলার সুযোগ্য অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, কে, গ্রিফিথ, আই, সি, এস, বাহাদুর সপত্নীক সহ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সহ সমাগমন পূর্ব্বক উক্ত সভায় যোগদান করেন।

মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর উক্ত সভার সদস্যগণ ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে অবগত করান যে, বিশ্বনিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখামঠ অমর্ষি গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ এই বিজ্ঞাপিত সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের নিকট কিছু হরিকথা কীর্ত্তন ও তাঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবেন। তাঁহারা ভারতের সকল কেন, সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশ লণ্ডন, বার্লিন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্থানেও বাস্তব-সত্যের বাণী প্রচার করিতেছেন।

তদনুসারে মাননীয় অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মিষ্টার পি কে, গ্রিফিথ, আই, সি, এস, বাহাদুর, মিঃ যতীন্দ্র মোহন সেন, এম, ই, ডি, (লীড) প্রাইমারী এডুকেশনের স্পেশাল অফিসার, প্রফেসর যোগেন্দ্র মোহন পাল দাস ঘোষ, এম-এ (অক্সফোর্ড) বার-এট্-ল, খান বাহাদুর মৌলবী আবদার রহমান, বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল-সমূহের সেকেণ্ড ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি উচ্চ-রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ পারমার্থিক সভার অধিবেশন হয়। পটাশপুর থানার বহু শিক্ষক ও ভদ্রমণ্ডলী, গ্রামস্থ সজ্জনগণ সকলেই এই সভায় যোগদান করেন। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। মঠ-সেবকগণ শ্রীযুক্ত যোগিনী মোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের মূলগায়কত্বে উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

তৎপর সভার পক্ষ হইতে অমর্ষির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র বি-এস্‌সি, বি-এল, মহোদয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ সঙ্গে তিনি গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবধর্ম্মের নির্ভীক প্রচার-বৈশিষ্ট্য কিছুক্ষণ বর্ণন করেন। সভার পক্ষ হইতে শিক্ষকসম্মিলনীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন সাহু বি-এস্‌সি ও অমর্ষি গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়দ্বয় উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভব মহাশয় স্বামীজী মহারাজের কণ্ঠদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। তৎপরে গ্রামের পক্ষ ও শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল অমর্ষি এম-ই স্কুলের হেডমাষ্টার মহোদয় সভাপতি মহাশয়ের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করেন।

তৎপরে স্বামীজী মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী, ভক্তিবৈভব প্রভুর পরিচয় প্রদান করিয়া এবং তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া সভা-সমক্ষে 'ভাগবতের বৈশিষ্ট্য'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার কথা বলেন। স্বামীজী মহারাজের উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভব মহাশয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল উচ্চকণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধভাবে সারগর্ভ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন এবং শ্রোতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে আনন্দসূচক করতালি প্রদান করিতে থাকেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার আন্তরিক বাসনা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সভাস্থলে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি সভা সমক্ষে তাহা পাঠ করেন। শ্রীপাদ মুরারিমোহন বাবু সভাস্থলে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন বাবুর লিপিবদ্ধ মনোভাব নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

মুরারিমোহনবাবুর লিপিবদ্ধ মনোভাব

আমরা যখন জড়-জগতে জন্মগ্রহণ করি তখন কোন বিষয় সম্পত্তি লইয়া আসি নাই এবং যখন ইহ জগৎ হইতে অপর জগতে যাই তখন কোন বিষয় সম্পত্তি ত দূরের কথা নিজের সাধের দেহখানা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। ইহ জগতের ধন, জন ও বন্ধু বান্ধব সমস্তই দু'দিনের জন্য। জগতের ধন-জন আমাদের নিজের নয় নহে, ভগবানই আমাদের একমাত্র আত্মীয় ও বন্ধু। অতএব তাঁহার সেবা ছাড়া জীবের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। তাঁহার সেবাতেই ধন-জন নিযুক্ত হইলে জীবনের সার্থকতা হয়।

অনেকে বলিতেছেন, মুরারিমোহন যথাসর্ব্বস্ব ভগবানের সেবার জন্য গৌড়ীয় মঠে সমর্পণ করিয়া ভিখারী হইয়াছেন; কিন্তু আমি দেখিতেছি, আজ আমি ভিখারী হই নাই রাজা বাদশার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছি। বিষয় আমাকে এতদিন প্রতিনিয়ত ত্রিতাপ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছিল; কিন্তু পরমদয়াল পতিতপাবন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেই বিষয়ের জ্বালা হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং বিষয়কে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। গঙ্গা পূজা করিতে হইলে পুষ্প হইতে জল নিয়ে দেওয়া হয় না, গঙ্গা-জলেই গঙ্গা-পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ ভগবানের সেবা করিতে হইলে নিজের কিছু যায় না, ভগবানের দেওয়া বস্তুতেই ভগবানের সেবা হয়। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন ঐ মহাত্মাদের আদর্শে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমস্ত বিষয় সমর্পণ করিয়া একবার আত্মনিবেদন করিতে সমর্থ হই, আমি যেন নিষ্কপটভাবে গৌড়ীয় মঠের গৌরপদাশ্রিত ভক্তগণের সঙ্গে সেবা লাভ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে ভজন করিতে সমর্থ হই, আমি যেন নিষ্কপটে কীর্ত্তন করিয়া বলিতে পারি—

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার পিতামাতা বন্ধু ভাই॥"

ইহা সজ্জনদের শ্রীচরণে আমার করজোড়ে প্রার্থনা।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ মধুসূদন [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী

(-)

পরীক্ষিৎ [illegible] । [illegible] মাত্র [illegible] জনক [illegible] অর্ঘ্য প্রদান করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমানন্দে [illegible] দ্বারা সম্মান পূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাঁহার পাদমূলে ভূতলে উপবেশন করিলেন। অতঃপর সকলেও সেইরূপ আসীন হইলেন। পরে পরস্পর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসার পর রাজর্ষি জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্, এক্ষণে আপনার আগমনের কারণ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। আদেশ করুন।"

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—"আমি পিতার আজ্ঞায় আপনার নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি। আপনি আমাকে কর্ত্তব্য উপদেশ দিন, আর বলুন,—কি উপায়ে জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।"

রাজর্ষি জনক কহিলেন,—"জন্ম হইতে ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শুনুন। উপনয়নের পর আচার্য্য-সকাশে বেদ অধ্যয়নাদি শেষ করিয়া, [illegible] দেবঋণ পিতৃঋণ ও পুরোহিতগণের দ্বারা নিরূপিত [illegible] করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্য আশ্রমে, বেদবিহিত অনুষ্ঠানে অল্প জীবন অতিবাহিত করিয়া শেষবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বনীয়। পরে, সংসার-সংস্রবশূন্য হইয়া বনবাসে বিহিত তপস্যায় কাল যাপন করিতে হয়।"

পরমভাগবত জনকরাজ এইরূপ উপদেশ দ্বারা পরম বৈরাগ্য, আদর্শ সন্ন্যাসী শুকদেবের মন বুঝিতেছিলেন। রাজর্ষির বাক্য শেষ হইলে ব্যাসনন্দন অতি বিনীতভাবে কহিলেন—"মহারাজ, বিষয়াসক্ত জনগণ একবারে একান্তভাবে অন্তর্মুখ ভগবদ্ভাবময় মনোবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে—তাহাতেই নিয়োজিত আত্মসমর্পণ করিতে পারে না; তজ্জন্যই ঐ গুণ ও প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ নিষ্কাম করিয়া লইবার (ঐ স্তব্ধ আশ্রমের) প্রবেশ দিবার জন্য বেদে এই ক্রমপন্থা বিহিত হইয়াছে। এ উপদেশ ঐরূপ জনেরই সোপান, ঐরূপ অধিকারীর হিতকর ও আবশ্যক। কিন্তু প্রথম অবস্থায় যাঁর হৃদয়ে অপ্রাকৃত শাশ্বত জ্ঞান-বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহারও কি ঐরূপ গার্হস্থ্যাদি আশ্রম স্বীকার করা কর্ত্তব্য? আলোকের জন্যই দীপ প্রজ্বালনের আয়োজন; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই সূর্য্যোদয় হইলে আর ঐ উদ্যোগের প্রয়োজন কি? এক্ষণে ইহাই জানিতে ইচ্ছা করি। আমার সংশয় দূর করুন।"

শুকদেবের বাক্যে পরম আনন্দ লাভ করিয়া জনকরাজ তখন বলিতে লাগিলেন — "বৎস, আপনার পিতা বেদব্যাসের প্রসাদে আমি সকল অবগত আছি। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য; তাহাই সাধুগণ-সম্মত। অন্যথা বৈধপথে বেদাধিকারে বহু-জন্ম কর্ম্মাচরণ করিয়া তবে এই নিষ্ঠাগুণ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কোটী কোটী জন্মের সুকৃতি বলে, বা মহাভাগবত সাধু কৃপা-কটাক্ষপাতে যে ভাগ্যবান্ জন প্রথম অবস্থায়ই এই দুর্লভ শাশ্বত জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, অনর্থ-সঙ্গ অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র শ্রীভগবানের চিদ্যোগ লাভ করেন, তাঁহাকে আর কোনও আশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। তিনি কাহারও কাছে ঋণী নহেন। তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই। তিনি পরমাত্ম-যোগসমাহিত হইয়াই সকলকে অতিক্রম করিয়া অনুত্তম পদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই জন্য সকল সময় সমাধিস্থ-রূপে আনন্দে থাকেন। ভগবন্, অধিক আর কি বলিব আপনি সকলই জ্ঞাত আছেন।'

অতঃপর শুকদেব জনকরাজের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময় মহাত্মা ব্যাসদেব কৈলাসের পূর্ব্বদিকে এক নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করিয়া বৈশম্পায়নাদি শিষ্যগণকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। তৎসময় তেজঃপুঞ্জ দেহ বিশারদ শুকদেব শূন্য পথে তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বেদব্যাস সেই প্রজ্জ্বলিত-অগ্নিসদৃশ পরম যোগযুক্ত পুত্রকে দর্শন করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। শুকদেব পিতার পাদপদ্ম বন্দনা এবং সতীর্থগণকে অভিনন্দন করিয়া পিতার আজ্ঞানুসারে উপবেশন করিলেন। পরে তাঁহাকে জনকরাজের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।

শিষ্যগণকে বিদায় দিয়া, ব্যাসদেব পুত্রসহ কিছুকাল নির্জ্জনে অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর, পুত্রকে তথায় অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া মন্দাকিনী তীরে গমন করিলেন। শুকদেবকে সেই নির্জ্জন-প্রদেশে একাকী দেখিয়া, সুযোগ বুঝিয়া এই সময় দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শুকদেব পরমাদর-সৎকারে তাঁহার পাদ-বন্দনা ও পূজা করিয়া আসনে বসাইলেন। শুকদেবের সম্মুখে নিকটে বসাইয়া, তাঁহার ভাবভক্তি দেখিয়া একান্ত প্রীত হইয়া, দেবর্ষি কহিলেন—"বৎস, এখন আমি তোমার কোন্ হিতানুষ্ঠান করিব, বল।"

শুকদেব কহিলেন,—"হে ভাগবত-চূড়ামণি, যদি নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে জগতে যাহা পরম হিতকর, তদ্বিষয়েই আমাকে উপদেশ দান করুন।"

তখন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ নারদ পরমসুখে শুকদেবকে পরমার্থ-সাধন সনাতন ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। "বৎস, বিষয়ে আসক্তিই সকল দুঃখের মূল। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কি ইহলোকে কি পরলোকে সর্ব্বত্র কেবল দুঃখই ভোগ করে। তাহারা সুখ বলিয়া যাহা দেখে, তাহাও দুঃখগর্ভ বলিয়া, সাধুগণ তাহাকে দুঃখই বলেন। কাম, ক্রোধ, মৎসরতা, মানাপমান জ্ঞান, ও অসহিষ্ণুতা,—এ সকল পরম শত্রু। তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অহিংসা, ক্ষমা, আত্মজ্ঞান ও সত্য হইতে শ্রেয়স্কর শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই। যে বাক্যে জীবের সর্ব্বথা মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাই সত্য বাক্য। তাহা কোনওরূপে যদি বিপরীত ফল প্রসব করে, তবে তাহা সত্য হইলেও সত্য বলিয়া গণ্য নহে। একান্ত মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির দারপরিগ্রহ করা, বা অপর ভোগসুখে আসক্ত হওয়া কদাচ উচিত নহে। বৎস, বিষয়মাত্রেই ভয়ের আশ্রয়। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে আর কোথাও লেশমাত্র ভয় বা শোকের কারণ থাকে না, সেই অদ্বিতীয় শ্রীভগবানেরই শরণ গ্রহণ কর। সেই সর্ব্বাশ্রয়ের অভয়-চরণে যিনি অনন্যযোগে রত থাকেন, তিনিই জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়া, অশোক অভয় পদ প্রাপ্ত হন।

"বৎস, একবার এই সংসারে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে [illegible] পাইবে, মায়ামোহিত জীব [illegible] ভোগ করিতেছে। তাহারা একবার পরিণামের কথা ভাবে না, ভবিষ্যতে কাল-কবলে পড়িয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করে না। [illegible] হইতে মায়ায় মুক্ত হইতে পারেন। অপরে কখনও তাহা পারেন না। ঐরূপ কি পুত্র কি উত্তর—[illegible] পরিত্যাগ করিয়া, পরমার্থপ্রার্থী জন সতত স্বচ্ছন্দভাবে আত্মধ্যানেই অবস্থান করিবেন। প্রাকৃত ধন, অন্ন, সত্য, বিদ্যা ও জ্ঞান—সমস্তই পরিহার্য্য। সঙ্গ (অর্থাৎ মায়াগুণযুক্ত) সকল উচ্চাবচ বিষয় ত্যাগ করিয়া সেই অসমোর্দ্ধ একের ভজনাই একান্ত শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ তাহাতেই অচিরে উত্তমা গতি লাভ করেন—

'এবং সর্ব্বেবাসক্ত একচর্য্যারতঃ সদা।
ব্রাহ্মণো নচিরাদেব সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥'
(মহাভারত)

—ইহা অনধিকারীর নিকট অপ্রকাশ্য। এই অতি গূঢ় বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম।"

মহাপণ্ডিত ব্যাসনন্দন পরম-সাধুমুখে এই অমৃতময় কথা শ্রবণ করিয়া, অল্পক্ষণ চিন্তা করিতেই তাহার মর্ম্ম অবগত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"আমি সকল পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় অব্যয় স্থান-লাভের জন্যই যত্ন করিব। ধর্ম্মের যাহা সর্ব্বোত্তম লক্ষণ, সেই নিঃশ্রেয়সী গতিই আমার সর্ব্বথা বাঞ্ছিত। আমি তাহারই সাধনায় সংসার ত্যাগ করিব।" (ক্রমশঃ)

"গৌড়িয়া"

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের পার্ষদবৃন্দসহ সুন্দরাচলে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা কালে জনৈক সুবুদ্ধি সরল 'গৌড়িয়া' এক ঘট জল তাঁহার পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়া সেই জল পান করিলে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের আর্জ্জব-সেবাবৃত্তিতে অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেও মর্য্যাদা-মার্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে অপরের পাদধৌত করান অশাস্ত্রীয়, এই শিক্ষা-প্রদানোদ্দেশ্যে বাহিরে ক্রোধভাব প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

এই দেখ তোমার 'গৌড়িয়া'র ব্যবহার।
* * * *
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল॥
অপরাধে মোর কাহাঁ হইবে গতি।
তোমার 'গৌড়িয়া' করে এতেক দুর্গতি॥

মহাপ্রভুর ঐসকল বৈষ্ণব উপদেশে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, জীবের নিত্য প্রভু ভগবানের মন্দিরে পদধৌত প্রভৃতি তাঁহার নিত্য সেবক জীবের পক্ষে মর্য্যাদা-লঙ্ঘনজনিত সেবাপরাধ, এস্থলে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার পক্ষে অপরাধাদির আরোপ নিতান্ত অসম্ভব ও বেদ-বিরুদ্ধ হইলেও তিনি বাহিরে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ও আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন বলি। আপনাকে একজন বিভিন্নাংশ-জীবমাত্র-রূপে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নির্ব্বোধ গুরুব্রুবগণকে সেবাপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য শিক্ষা দিলেন। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় 'তোমার গৌড়িয়া'—স্বরূপের গৌড়িয়া। এই কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর অনুগত তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বরূপের অনুগত না হইলে গৌড়ীয় হওয়া

হয় না। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বহির্জগতের নিত্য সেবক জীবের স্বরূপের মহত্ত্ব স্ফুটরূপে হওয়া হয় না।

বর্ত্তমানে জগতে উদারতার নামে যে বিশৃঙ্খলতা চলিতেছে, 'গৌড়ীয়'-শব্দকে সেই উপহাস-স্রোতে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা বিরূপ-বুদ্ধি-প্রণোদিত বিশ্ব বরণ করিলেও বিশ্বমঙ্গলপ্রদাতা গৌড়ীয়গণ—তাঁহার বাহিরা প্রেম-বিতরণ-ধর্ম্মের আদর্শ-অনুসরণকারী গৌড়ীয়গণ অহৈতুক-কৃপাপরবশতাপ্রযুক্ত 'গৌড়ীয়'-নামের মহিমা তাহাদের নিকট নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। 'গৌড়ীয়'-শব্দের অর্থ নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার করিয়া থাকেন। কেহ বলেন 'বঙ্গের রাজধানীর নাম কোন সময় 'গৌড়' ছিল, সুতরাং 'গৌড়ীয়' বলিতে আমরা বঙ্গদেশ-বাসিগণকেই লক্ষ্য করিব।" কেহ বলেন,—"সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত—সারস্বত, কান্যকুব্জ, মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল—এই পঞ্চগৌড়ে বিভক্ত ছিল, সুতরাং আমরা আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণকেই 'গৌড়ীয়'-শব্দে নির্দ্দেশ করিব।" কিন্তু শব্দের যে-অর্থে তাহার প্রকৃত-তত্ত্ব বিশদরূপে বিকশিত হয়, মহাজন-পণ্ডিতগণ সেই অর্থেই শব্দটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুদ্ধভাগবতো-চিত তত্ত্ব-বিচারে আমরা দেখিতে পাই—যে-দেশে, যে-কুলে, যে-অবস্থায়ই অবস্থান করুন না কেন, যে-কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভয়-পাদপদ্ম দামোদর-স্বরূপের আনুগত্য স্বীকার করিলে তিনিই 'গৌড়ীয়'-শব্দ-বাচ্য হইবেন। গৌড়পুর শ্রীধাম মায়াপুর জাগতিক কোন স্থান নহে। যাঁহারা লোকবন্ধের বিচার হইতে মুক্তমন্ত করিয়া স্বীয় ভগবৎসেবকাভিমানে অবস্থান করত চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবন বা গৌর-বৃন্দাবন চিন্ময় শ্রীধাম-নবদ্বীপবাসী, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। আবার স্বরূপের রূপের উপদেশ-সন্দেশ যে বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ জন করিয়া থাকেন সেই অপ্রাকৃত-ভ্রান্তি-রহিত শ্রীপাদও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়'-শব্দ-বাচ্য।

জন্মমৃত্যু-রহস্য

(৪)

বেদব্যাস, নারদ, ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ..., অত্রি, পরাশর, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ..., অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ প্রায় সেই আসিয়াছেন, পরীক্ষিৎ তাঁহাদের ... কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, আপনারা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজঃ-স্বরূপ, সাধুত্বের আধার। আমার আয়ুষ্কাল হইয়াছে; আর কতিপয় দিবস অবশিষ্ট।

এ সময়ে এস্থানে এই মুমুর্ষুর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কি কার্য্য অবলম্বনীয়।
"বাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"।

রাজার এই কথা শুনিয়া কেহ কহিলেন—যাগ-যজ্ঞই এ সময় উত্তম কর্ম্ম। কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ বা দানধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছে, এমন সময়ে ব্যাস পুত্র মহাযোগী শুকদেব গোস্বামী উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সকলে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলে রাজা প্রণতি-পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য-আসনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"হে ভগবন্! আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আজ আমি পবিত্র হইলাম, ভবাদৃশ মহাপুরুষদিগের স্মরণেও যখন দেহ ও গেহ পবিত্র হইয়া থাকে, তখন দর্শন ও স্পর্শন যে অধিকতর পবিত্র হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?" সাধু-সমাগমের কি অপূর্ব্ব মহিমা! তাঁহার আবির্ভাবে তথায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। মহারাজ সেই দুর্ঘটনার পর হইতে তীব্র বেগে অনুতাপের তীব্রানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার চক্ষে ঐশ্বর্য্যোদ্ভাসিত রাজপুরী ও রাজসম্পদ্ এবং প্রাণাধিক পুত্র-কলত্রাদি স্বজনবর্গ সকলই অন্ধকারময় জ্ঞান হইতেছিল। অকস্মাৎ সেই শোকান্ধকার ভেদ করিয়া এক দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। সে হাহাকার ও শোকোচ্ছ্বাস দূর করিয়া অপূর্ব্ব শান্তিধারা প্রবাহিত হইল, পরিবারবর্গের সহিত মহারাজ এ দুস্তর সংসার পার হইয়া, কল্পনাতীত অনির্ব্বচনীয় প্রেমরাজ্যে উপনীত হইলেন। এবং সেই ভীষণ অভিশাপ ঈশ্বর-কৃপায় পরিণত হইল। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন—

'সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালেন ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥'
সাধুর দর্শনমাত্রে পুণ্যোদয় হয়।
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়॥
বিলম্বে সফল হয় তীর্থাদি-সেবন।
সদ্যই সফল হয় সাধু দরশন॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন,—বোধ হয়, পাণ্ডবদের সখা শ্রীকৃষ্ণ আজ আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, আমার এই ঘোর বিপদ জানিতে পারিয়া তিনিই আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে আজ আপনার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন? ভগবন্! আপনি যোগিগণের আরাধ্য ও জ্ঞানিগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আমারও মৃত্যুকাল উপস্থিত। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুকালে মানুষের যাহা কর্ত্তব্য দয়া করিয়া তাহা উপদেশ দিন।"

রাজা বিনয়-সহকারে এই প্রশ্ন করিলে শুকদেব তাঁহার মুক্তির জন্য হরিভক্তিলাভের পরম উপায় হরিলীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুক-মুখবিনিঃসৃতা ভাগবতী সুধা পরম-ভক্তিযোগে পান করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই করাল কাল-ফণীকে পুষ্পমালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ভৌতিক দেহপিঞ্জর কৃতান্ত হস্তে অর্পণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দধামে প্রয়াণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভা

—:০:—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সেবা উল্লেখ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মহারাজ-রাজশ্রী ...ওয়াই, জগন্নাথম্ বি-এ, সব্‌রেজিষ্ট্রার, ইলোর (অন্ধ্রদেশে প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); সাম্সুল্ উলেমা কামারুদ্দিন আহাম্মদ এম্-এ, ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল্‌স্, প্রেসিডেন্সী ডিভিসন (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের নানাভাবে সেবা এবং উহার আদর্শ-শিক্ষা যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তজ্জন্য উৎসাহ প্রদর্শন); অনারেবল্ স্যর বি, পি, সিংহ রায়, মিনিষ্টার লোকাল সেল্‌ফ্ গভর্ণমেণ্ট (শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার কার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা); মিঃ এম্, এল, শুক্লি এম্-এ, বি-এল, য়্যাড্‌ভোকেট, বোম্বে হাইকোর্ট (ঐ); শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, কাশী (এই বর্ষীয়সী মহিলা এলাহাবাদের পরলোকগত কবি মনোমোহন সান্যাল মহোদয়ের ভগিনী—ইনি কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের নানাভাবে সেবা করিয়া থাকেন); কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি (আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা); কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ (ঐ); ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম্-ডি (ঐ) ডাঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ঐ); মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন (ঐ); কর্ণেল ডি পি, গোয়েল এফ্-আর-সি-এস, আই এম্-এস, সার্জ্জন্ জেনারাল্ অব্ বেঙ্গল (ঐ); ডাঃ সুকুমার চক্রবর্ত্তী ডি, লিট্, বার য়্যাট্ ল (শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা); ডাঃ প্রফুল্ল কুমার নন্দী এম্-বি, অমরি (ঐ); মিঃ জি, সি, রায় করাচী (ঐ) ডাঃ কে, কে, সেন নিউদিল্লী (ঐ) রায়সাহেব তারাপদ রায়, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, হোমডিপার্টমেণ্ট, নিউদিল্লী (ঐ)।

অমর্ষি গৌড়ীয়মঠে বিশ্বসভা

[৫ম পৃষ্ঠার পর]

তদনন্তর সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ষড়্দর্শন ও শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন-সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব নিখিল বেদের নিত্য মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন।

অতঃপর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভান্তে প্রায় ৭/৮ শত শিক্ষিত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

১। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন সাহু বি এসসি, জাইন্ সেক্রেটারী শিক্ষক-সম্মিলনী।

২। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মাইতি বি-এ হেডমাষ্টার অমর্ষি হাই ট্রেনিং স্কুল।

৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সামন্ত, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চন্দ, বি-এসসি, বি এল, জমিদার।

৫। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পাল, হেডমাষ্টার অমর্ষি রঘুনাথ এম্ ই, স্কুল।

৬। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জনাথ চন্দ সেকেণ্ড মাষ্টার অমর্ষি রঘুনাথ এম ই স্কুল।

৭। শ্রীযুক্ত হেমন্তনাথ পাল, হেড-পণ্ডিত অমর্ষি রঘুনাথ এম-ই স্কুল।

৮। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী জমিদার।

৯। শ্রীযুক্ত রমানাথ রায়, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ ও কাঁথি লোকাল বোর্ডের মেম্বর।

১০। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কর, জমিদার অমর্ষি কসবা।

১১। ডাঃ দীনবন্ধু দাস।

১২। ডাঃ রজনীকান্ত চন্দ

১৩। শ্রীকান্ত রায় মহাশয় সম্পাদক পটাশপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

১৪। ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দাস।

১৫। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন পাল নায়েব প্যাটেলগড় ষ্টেট।

১৬। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাল, মার্চ্চেণ্ট

১৭। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস বি এ, এ্যাসিষ্টেণ্ট টিচার মধ্য একাডেমী স্কুল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত, [illegible] ॥০
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible] ([illegible]) ৬
৪। [illegible] (বাঁধা) ৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-[illegible] ৷৵০
৭। [illegible] ৷০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
[illegible] বাঁধা) ৲
ঐ ([illegible]) ৷৷০
৯। গীতা ([illegible]-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা ([illegible] টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-[illegible] ৷০
১২। [illegible] ([illegible])
১৩। [illegible] ([illegible]) ৷০
১৪। [illegible]
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-[illegible] ২৲
১৭। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। [illegible] ৷৵০
১৯। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ॥০
২২। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৷০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। [illegible] ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১৷০
৩২। [illegible]
৩৩। প্রেম[illegible] ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। [illegible] (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৷৵০
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। [illegible] ([illegible]) ৩
৪১। [illegible] ৷০
৪২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। [illegible] ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয় কি করেন ? ৴০
৪৯। [illegible] ([illegible] ও [illegible]) ৷০
৫০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] ৷৵০
৫১। [illegible] ৷৷০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ৷০
৫৪। [illegible]
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৷৵০
৫৭। গোবিন্দ[illegible] ৴০
৫৮। [illegible] ৷৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০
৬০। [illegible] ৷০
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] ৴০
৬৫। [illegible] ৷০
৬৬। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীচৈতন্য[illegible] ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। [illegible] ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী। বাস-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
৯। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গোপাল মঠ পোঃ বালিহাটী,
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রামপেরা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, [illegible] পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্বভার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা, পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীনবদ্বীপমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, [illegible]
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৩নং গ্লষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং গিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] দেব নন্দ [illegible] সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীনবদ্বীপমঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ [illegible] সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় ক্রাউন ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয় সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত, সূচী পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৭	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	＊৫-২০,	＊৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	＊ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১৩-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১৩-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	＊ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	＊১১-৩৬	১৫-৩০ +	＊১৮-৩৬ ＊	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

＊ চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১০-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়্যার

৬ই এপ্রিল ১৯৩৪

টিটার বৈশাখী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)

বাকী	—৫৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫/০—৫৷৴০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৵০—৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৬৸০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৴০
২৪ গেজ „ „	১১/০
২৬ গেজ „ „	১২৷৴
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৴০
২৬ গেজ „ „	১২৷৴০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৴০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০

গজের দাম	৮৷০
টিন শাটি	৬/০—৬৷৴০
„ গোলটু (গোল)	৬/০—৬৷৴০
„ পয়াহে (চৌকা)	৬/০—৬৷৴০
„গোল রড ৶০—৷৴০ সূতা	৫৲—৫৷০
„ টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৴০ ঐ	৬৲—৬৷০
„ বাজিল দাম	৭৷০—৭৸০
„ প্লেট—ভিন্ন সূতা মোটা	
গজের	৮৲—৮৷৴০
„ চাদর ৩-১৬ পাতা বাজিল	১০৷৴—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১/০-১৷০
হ্যারেন পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৴-২৷০ মাউ

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৴০ ৮৸৴০ ৯৸৴০ডঃ

ঐ ভিন্ন প্যাটার্ণ ৫৸৴০ দেঃ মিঃ	৬৷৴০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷০-৬৷০
ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার পায়ের গোল ও

চৌকা	৮৷
ঐ পায়ের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ বেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৵১০—৸৴০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৩ নং

॥—৪ ইঞ্চি ৷১০—৸৴০ গ্রোঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৷০—১৪৷০ হন্দর

গ্যাঃ রিংস্ (বালকা)

১২ ইঞ্চি	৴—৸৴১০ পীস

গ্যাঃ পাটা ‍ং বা কোদা

৩ ইঞ্চি	৷০—৸৴০ „

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ হাজ ১০৲—৪৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার প্লেন	১৷০—১৯৲ „

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৭ ইঞ্চি

৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং	৭৷০—৮৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ গজ ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ ১৷ ইঞ্চি	৷৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১১৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাউলীবা ৵১৫ মাউ ২৷০-৩৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

নীরবরত্ন ষাট লোহাপটী, বড়বাজার,

ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

লোক্রেক এ্যাডোক বাস্ক (২ টিন)	২৸০
সুযা মার্কা	৬৷০
ফিকটোরিয়া	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৴
গিনি	৩৩৸
চিনা গাড	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৲
৫৲ „ ঐ (১৯৩৫	১০৪৷৴০

ডিবেঞ্চার

সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডবে :—	১০২৸৴০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেইড)	১১৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
কামারহাটী	১১৫৲
গোলা	১৩৫৲
নয়ানগর	১৫৫৲
রেবেল	৩৭৫৲
ভারত	৪৫৫৲
ক্লাইভ	৯১৷০
ভাগ্যকুল	৩০৫৷০
কেশ্‌রাম	৩০৫৸

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-জ্বর ৩২ বর্ষ প্রকার দুর্দম্য ম্যালেরিয়ার প্রতিকার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সাথে কত অর্থ অপব্যয় হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক গৌড়ীয়-ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—জনসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা

কার্য্যালয় ঠিকানা— "শ্রীনির্মল" রানাঘাট
টেলি গ্রাম ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক

REG. C1540

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৩৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা বৈশাখ শনিবার ১৩৮১, ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:o:—

ট্রেন-সংঘর্ষ

লক্ষ্ণৌ হইতে সংবাদ, লক্ষ্ণৌ-এর সেন্ট্রাল ষ্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল দূরবর্ত্তী আলমনগর জংশনের এক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত জংশনের প্রাঙ্গণে ২খানা পার্শেল ভ্যান (বগ) সহ যে একখানা ট্রেন, লক্ষ্ণৌ হইতে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসিয়া উহার সহিত সংঘর্ষ ঘটায়। সংঘর্ষের ফলে ৩০ জন লোক আহত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর।

সংবাদে এই প্রকাশ যে, যাত্রী গাড়ীর ইঞ্জিন রেলপথের পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হয়। ইঞ্জিনটী উহার পরবর্ত্তী একখানা বগের সহিত পিষিয়া গিয়াছে।

পার্শেল ট্রেনের ইঞ্জিনটীও লাইনচ্যুত হইয়া পড়ে। সাময়িক ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। যাত্রীদিগকে ঘটনাস্থলে ট্রেন বদল করিয়া যাতায়াত করিতে হইতেছে।

চলন্ত ট্রেনে নরহত্যা

কুচবিহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কুচবিহার ষ্টেশনে কোচবিহার এক্সপ্রেসের এক খানি মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে দিনাজপুরের এক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির বয়স অনুমান ২৮ বৎসর মাত্র। সম্ভবতঃ দিনাজ ও কোচবিহার ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে কুঠার লইয়া আততায়ী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রাপ্ত পত্রে জানা যায় যে, দিনাজপুরে তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী; কোচবিহার কোন চা-ব্যবসায়ীর দোকানে চাকরী করিতেন।

নূতন এড্ভোকেট্ জেনারেল

মাননীয় মিঃ এ, কে, রায় বঙ্গের এডভোকেট-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার-অধুনা হাইকোর্টে এ-টি-ং জজের কার্য্য করিতেছেন।

কুমারী মায়া নাথ

প্রকাশ যে ১৯৩৩ সনের জুনমাসে কলিকাতা, বালীগঞ্জ, চক্রবেড়িয়া রোডের একবাড়ীতে পুলিশ খানা তল্লাসী করিয়া অধুনা রাজবন্দী কিরণ চট্টোপাধ্যায়, বাজ্যাপ্ত দেবী ও কুমারী মায়ারাণী নাথকে গ্রেপ্তার করেন। মায়া নাথের মাতা জামিন হওয়ায়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মায়া নাথ তাঁহার মাতার সহিত কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, সম্প্রতি নাকি তাঁহাকে ঢাকার বাংলাপ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাড়ীতে অন্তরীণ থাকিতে আদেশ দিয়া পুলিশহেফাজতে ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

আবার জিম্মীবন্দী?

'সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, লর্ড ট লর্ড উইলিংডন লণ্ডনে পৌঁছিবার পর সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিংহাসনারোহণের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে একটি দরবার স্থাপন করা সম্বন্ধে সাহেব আলোচনা করিবেন।

সংবাদপত্রগুলী এ-ও হপ্তাতে সম্রাট জর্জ এবং রাণী মেরীর নামে একখান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব আলোচনা করিতেছেন। উহার ব্যয় আড়াই কোটী টাকা হইবে।

অদ্ভুত ঘটনা

গত ১৫ই মার্চ্চ সোমবার ত্রিপুরা জেলার কালিকাছার সংবেদপাড়া গ্রামের এক বৎসর বয়স্ক হরকুমার বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি পুকুরে মাছ ধরিতেছিল। সে একটি কৈমাছ ধরিয়া উহাকে দাঁতে কামড়াইয়া রাখিয়া, পুনরায় ছিপ ফেলিয়াছিল। হঠাৎ ঐ জীবন্ত মাছটী তাহার গলার ভিতর দিয়া পেটে চলিয়া যায়। রাত্রি নয়টার সময় তাঁহাকে আরমাইকেল হাসপাতালে আনয়ন করা হয় এবং রাত্রি ১১টার তাহার পেটে অস্ত্রোপচার করা হইলে, পেটে কোন মাছ পাওয়া যায় নাই। ডাক্তারেরা বলেন যে মাছটা বোধ হয় হজম হইয়া গিয়াছে। লোকটি ভাল হইয়াছে।

ফটল্যাণ্ডে তুষার বন্যা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, স্কটলণ্ডে দারুণ তুষার বন্যা হইয়াছে। গত শনিবার তুষার ঝড় ও দেশ উজাড় করিয়া দিয়াছে। তার উপর আবার বৃষ্টি। ক্ষতির পরিমাণ বিস্তর হইয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের অনেক প্রদেশে প্রবল বরফপাত হইয়াছে। শীতকালেও এরূপ বরফপাত দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তর অঞ্চলের রাস্তাঘাট বরফপাতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; লোক যাতায়াত বন্ধ। সেন্ট্রাল পার্কগুলিতে রাস্তার পাশে চাকা বরফ জমিয়াছে।

জনৈক সংবাদদাতা বলে, বন্যায় বিমানও বিপন্ন হইয়াছে। লিভারপুল হইতে লণ্ডন এবং ঐ মধ্যে সহরে যে বিমান যাত্রী লইয়া যাত্রা করে বরফের প্রকোপে পড়িয়া তাহাকে নামিয়া পড়িতে হইয়াছে। চালক অনেক চেষ্টায় বিমানখানি গ্লাসগো সহরে পৌঁছিয়াছে।

বঙ্গে ডাকাতির সংখ্যা

মার্চ্চ মাসের শেষের আটদিনে বঙ্গদেশে মোট ৩৫টি ডাকাতি হইয়াছে। উহার মধ্যে দিনাজপুরে ৭টি, বাখরগঞ্জে ৭টি, নদীয়ায় ৫টি, ২৪ পরগণায় ৫টি, ঢাকায় ৪টি, হুগলীতে ৩টি, রংপুরে ২টি, বাঁকুড়ায় ২টি, বর্দ্ধমানে ২টি, জলপাইগুড়ী ২টি, মালদহে ২টি, ত্রিপুরায় ১টি, ময়মনসিংহে ১টি, রাজসাহীতে ১টি, বাকরগঞ্জে ১টি, ও পাবনাতে ১টি, ডাকাতি হয়।

ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা

এপর্য্যন্ত যে মৃত্যু সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, মোট ৭০৪৭ জন হইয়াছে। কিন্তু বিহারের মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী। এই বিভাগে মোট ৫২৯৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। একমাত্র মজঃফরপুর জেলার মৃত্যু সংখ্যা ২৬৮৬ জন। মজঃফরপুর সহর হইতে ৯৫৬ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই মহকুমার জানা যাবার ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী। তথায় ২৩২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। সীতামারী মহকুমায় বোধ হয় কম্পনের বেগ খুব বেশী হইয়াছিল। তথায় ৯৫২ জন মারা গিয়াছে হাজীপুর মহকুমার মৃত্যু সংখ্যা ২২৭ জন। দ্বারভাঙ্গা মৃত্যুর সংখ্যা ২১২৮। এখানে অধিকাংশ মৃত্যুই মধুবণী মহকুমায় ঘটিয়াছে।

মুঙ্গেরে প্রধানতঃ সহরেই মৃত্যু সংখ্যা অধিক। তথায় দুই হাজার জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। মুঙ্গের সহর ব্যতীত এই জেলায় অন্যত্র মোট ১৯২ জন লোক মারা গিয়াছে।

অন্যান্য জেলার মৃত্যু সংখ্যা এইরূপ—

পাটনা—১৩৮	সারণ ১৮৬
গয়া—৩৪	ভাগলপুর—১৭৪
সাহাবাদ—২২	পূর্ণিয়া—৬

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা বৈশাখ শনিবার, ১৩৬১

আমাদের দেশে কখন কখন পঙ্গপালের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। অবশ্য অল্প-দেশে পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে একবার পঙ্গপাল মেঘের মত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া উড়িয়া গিয়াছিল। পুরাকালে কোন কোন জেলায় পড়িয়া ক্ষেতের ফসল ও বৃক্ষপত্র নিঃশেষিত করিয়াছিল। আমাদের দেশে উহার আক্রমণ বিরল হইলেও বোম্বাইয়ে পুনঃ পুনঃ এই পতঙ্গের উপদ্রব লক্ষিত হওয়ায় পতঙ্গ-বিদ্যা বিশারদ মিঃ [illegible], এবং কিং উহার ধ্বংসসাধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায় [illegible] তাহা স্থির করিতে পারিয়াছেন। তিনি এরোপ্লেনের সাহায্যে সোডিয়াম আর্সেনাইট চূর্ণের প্রয়োগে এই পতঙ্গ-ধ্বংস নিরূপণ করিয়াছেন। মিঃ কিং পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, এই উপায় একটা বড় পতঙ্গ নিধন হইয়াছে। এবং তিনি স্থির করিয়াছেন, পঙ্গপাল উড়িয়া যাইতে দেখিলে তিনি এরোপ্লেনে উড়িয়া মেঘের উপর ঐ গুঁড়া ছড়াইয়া দিলেই উহাকে ধ্বংস করা যায়। কেরোসিন দেশে [illegible] হয় কি, কিন্তু কেরোসিন ছাড়া উহাদের বংশ লোপ করিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে কি? কোটি কোটি পঙ্গপাল [illegible] মেঘের মত আকাশ ঢাকিয়া উড়িয়া যায়, উহাদের [illegible] প্রয়োজন হইতে কত গুঁড়া কত দূর ছড়াইবেন? আমরা এ সকল পরীক্ষার অর্থ বুঝিতে পারি না।

মুলতান হইতে রাজধানী দিল্লীতে সংবাদ আসিয়াছে—সীমান্তগান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। এখন তিনি 'সম্পূর্ণ অজ্ঞান এবং কথা কহিতেছেন না।' এ সংবাদে নূতনত্ব নাই। জীবনের অনাহারে থাকিলে এবং শরীর স্বাস্থ্য সতর্কতা অবলম্বন না করিলে অজ্ঞান হইবারই কথা, এবং অজ্ঞান অবস্থায় কথা কহিতে পারেন এরূপ মনুষ্য কেহ আছেন, ইহাও আমাদের অজ্ঞাত। গত ৫ই এপ্রিল মাদ্রাজ ডাক্তার মিঃ [illegible] সেন্ট্রাল জেলে তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে তাঁহার আহার গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মা তাঁহাকে প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিতে এবং তাঁহাকে বৌদ্ধ-মুলতানে বাসস্থান ছাড়িয়া স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দেখা না থাকায় তাঁহার মা তাঁহার অবস্থা জানিতে পারেন নাই। মুলতানস্থিত জেলে থাকার [illegible] বর্তমান [illegible] আদেশে তিনি জেল হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। সেখানে তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা হইতেছে কি না তাহা সাধারণের অজ্ঞাত। তাঁহার দেহের ওজন নাকি ১৮০ হইতে হ্রাস হইয়া ৮৮ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

আলুর গুণ

আলু শর্করাপেক্ষা গুণে ও শ্রেষ্ঠ খাদ্য। আলুতে শ্বেতসার অংশ কম এবং অল্প দুধ জাতীয় এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে লবণ আছে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এক পোয়া আলু ভক্ষণ করে, সে কেবল আলু ও মাখন খাইয়া সবল থাকিতে পারে। উক্ত দেশ আলু ও মাখন পাওয়াতে আমাদের পক্ষে প্রচুর। ইহা খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কেলগ প্রভৃতি অধ্যাপকের মত।

জল

আমাদের একটা বড় দোষ, খুব কম জল খাই। বহু লোকেরই এই দোষ আছে। অনেকে মনে করেন অধিক জল পানে শরীর মোটা হইয়া যায়, কিন্তু যতই জলপান করা যাক না কেন, প্রত্যেক জল শরীরকে মোটা করে না। অনেকে ঠাণ্ডা লাগিবে বা জ্বরের গোলমাল হইবে বলিয়া জল পাইতে পারেন না। তাহাও তাঁহাদের ভুল। প্রতিদিন অন্ততঃ আধসের জল পান করা উচিত। তাহাতে মূত্রাশয় ধৌত হয় এবং শরীরের ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়।

যক্ষ্মারোগে বিশ্রামের অত্যাবশ্যকতা

ঔষধের সাহায্যে যক্ষ্মা রোগের বহু রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য রোগের যন্ত্রণা লাঘব করা। যে সকল লক্ষণ রোগীর বিশ্রাম লাভে ব্যাঘাত ঘটায়, সে সকল নিবারণ করিবার জন্যই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। আবার, যক্ষ্মারোগে দেহের যে সকল অঙ্গ আক্রমণ করে, বিশেষ ভাবে সেই সেই অঙ্গকে বিশ্রাম দেওয়াও যক্ষ্মা-চিকিৎসার অন্যতম উদ্দেশ্য। ঔষধাদি প্রয়োগ—যাহা তাহাদিগকে এমন ভাব যে বাঁধিবার চেষ্টা করা হয় যে তাহাদের নিজ নিজ কাজের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যায়—যেমন যেটুকু না করিলেই নয়, মাত্র সেইটুকু পরিশ্রম তাহাদিগকে করিতে হয়। এইরূপে তাহারা যথেষ্ট বিশ্রাম করিবার অবসর পায়। কৃত্রিম নিউমোথোরাক্স নামক অস্ত্রচিকিৎসা যক্ষ্মা-রোগ-দুষ্ট ফুসফুসের কার্য্য স্থগিত করিয়া তাহার বিশ্রাম লাভে সহায়তা করে। আর ঔষধ প্রয়োগ কালে উদরাময় নিবারণ করিয়া অন্ত্রসমূহ পরিপাক যন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। ঔষধ প্রয়োগমূলক চিকিৎসা-পদ্ধতি এই উদ্দেশ্যে রোগ নিবারণ করা হয়। আমেরিকার বস্টনের ডাক্তার বলেন, ঔষধের দ্বারা যদি বিশ্রাম লাভের সুবিধা না হয়, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, উহা অনিষ্টজনকও বটে। তাহারা কোন উপকার ত করিতেই পারে না, অধিকন্তু বৃথা অর্থের শ্রাদ্ধ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার মূল উপাদান কি কি, তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত কবিতা দুইটী হইতেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

মুক্ত বায়ু, স্বচ্ছ জল, শিশু পথ্য,
রবির কিরণ।
সংযম, বিশ্রাম, শান্তি শ্রেষ্ঠ বৈদ্য
এরোগ হরণ।

যক্ষ্মাচিকিৎসার এই সবগুলিরই প্রয়োজন আছে বটে, তবে বিশ্রামই তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। কেবল শরীর ও মন উভয়েরই পূর্ণ বিশ্রাম চাই। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মাচিকিৎসক বিশ্রামকেই যক্ষ্মাচিকিৎসার মূল পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা না করিলে যক্ষ্মা চিকিৎসা নিষ্ফল হয়। ক্লান্তি জ্বর, ফুসফুসের ক্ষয়ের দরুণ ওজন হ্রাস, অজীর্ণতা বৈকল্য প্রভৃতি উপসর্গের জন্য শরীরের মধ্যে যে বিষ উৎপন্ন হয়—রোগী সমস্ত শ্রম করিয়া থাকিলে অত্যধিক ক্ষেপকঃ লক্ষণগুলি অত্যধিক হয়। ক্ষুধার উদ্রেক করিতে বিশ্রাম অদ্বিতীয়, ক্লান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পুনরায় কর্মক্ষম করিতে বিশ্রামের সমতুল্য আর কিছুই নহে। বিশ্রাম দ্বারা শরীরের শোণিত অনেক পরিমাণে শোধিত থাকে। এই সকল লক্ষণ শরীরের মধ্যে বিষাক্ত ও উত্তেজক বিষ সঞ্চার করে। ফুসফুসের বায়ু ও রক্ত বহের ক্রিয়া যতই বাড়িবে দেহের মধ্যে ততই বিষ প্রবেশ ও সঞ্চিত হইবে।

বিশ্রামের সময় সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণে বিষ উৎপন্ন হয়। বিষের উৎপত্তি কমিলেই ক্ষুধা এবং শরীরের অন্যান্য কার্য্য স্বাভাবিক হইয়া আসে।

শরীরের বিশ্রাম দরকার, দরকার, মনের বিশ্রামও দরকার, এমন কি, তদপেক্ষা বেশী দরকার। মন যখন অত্যন্ত বেশী পরিশ্রম করে, তখন দেহের সকল অংশের কাজই বাড়িয়া যায়। সুতরাং শরীরের পরিশ্রমের দ্বারা যতখানি ক্ষতি হয়, মানসিক শ্রম হইতে ক্ষতির পরিমাণ তাহার অপেক্ষা একটুও কম হয় না। যে ক্ষেত্রে ক্রোধ ও বিরক্তি, আশঙ্কা ও ভয়, উদ্বেগ ও দুঃখ প্রবল, সে ক্ষেত্রে যতই যত্ন করা হউক এবং ঔষধ সেবন করা হউক, যতই বায়ু পরিবর্তন করা হউক বা বিশ্রাম করা হউক, কিছুতেই কোন উপকার করিতে পারিবে না।

সুনিয়মিতভাবে জীবন যাপন, সুনির্বাচিত পথ্য গ্রহণ, বিশ্রামেরই অন্তর্গত ব্যাপার। নিয়মানুবর্তিতা সফলতা লাভের মূল। এই সকলের সমবায়েই যক্ষ্মারোগী নিজগৃহে থাকিয়া বিশ্রাম চিকিৎসার আশ্রয় লইলে, বিরক্তি এবং চিত্ত বিক্ষেপ, উপেক্ষা বা অতি সতর্কতা চিকিৎসার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। স্যানাটোরিয়ামে গিয়া বিশ্রাম চিকিৎসা করাইবার যাহার সামর্থ্য আছে, যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার তথায় চলিয়া যাওয়া উচিত।

যক্ষ্মারোগ আরাম করিতে হইলে দুইটি বিষয় প্রধানতঃ অবশ্যকীয়—রোগের সূচনাতেই রোগনির্ণয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম অবলম্বন ব্যবস্থা।

—আনন্দবাজার

সারা ব্রিজ

ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনে পদ্মা নদীর উপরিস্থিত সারা ব্রিজের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কিছু দিন যাবৎ হঠাৎ পদ্মা নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া সারা ব্রিজ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণ এবং প্রত্যহ ১১ হাজার মজুর দিবারাত্র উহার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। আগামী ১৫ই জুনের মধ্যে অর্থাৎ বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বেই কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। নতুবা বর্ষার প্লাবনে পুল বিধ্বস্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গত ১৯১৫ সনে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সারা পুল নির্মিত হইয়াছিল, ইহার নাম রাখা হইয়াছে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ "এই পুল" ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পৃথিবীতে ইহার স্থান পঞ্চম।

৩৬ বৎসর পূর্বে নদীর গতি যে দিকে ছিল এক্ষণে ঠিক সেই দিকে গতি ফিরাইয়াছে এবং তজ্জন্য এই বিপদ সমুপস্থিত। বিলাতের একজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার এই পুল নির্মাণ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন; কিছুদিন পূর্বে উঁহাকে পুল রক্ষার জন্য পরামর্শ লইতে বিমানযোগে ভারতবর্ষে আনা হইয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জে শিক্ষক-সম্মেলন

বিপ্লব-বিক্ষোভকার্য্যে বর্তমানে যাহা বিবাদ জন্মাইতে যাহাতে শিক্ষকগণ হস্তক্ষেপ করেন, তজ্জন্য শিক্ষকগণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রমপুরের ৩২টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সকলগুলির হেডমাষ্টারগণ ও প্রায় একশত শিক্ষক প্রতিনিধির একটি বৈঠক মুন্সীগঞ্জে হইয়া গিয়াছে।

ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ বি, সি ভাদুড়ী আই, সি, এস এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি, জি, আর-সবী, মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর, ঢাকার স্কুলসমূহের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর এবং সভাপতি মহাশয় শিক্ষকগণকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শনিবার { ৬৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সভাপতি ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ১লা এপ্রিল হইতে ৫ই পর্য্যন্ত কটক সচ্চিদানন্দ-মঠে অবস্থান পূর্ব্বক বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের নিত্য-মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। কটক কোহিনুর ষ্টোরের স্বত্বাধিকারী ও জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেন পদ ব্যানার্জ্জি, রতন-ষ্টেটের স্বত্বাধিকারী ও কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস্, এন্ বোস এবং তাঁহার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, কটক মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আদ্যা প্রসাদ সিংহ এম্-বি, কটকবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার সাধিয়াবাবু, জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ ভকত প্রভৃতি।

শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর মহামহোপদেশময়ী বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার সাধিয়া বাবু বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সহায়তা করা অর্থাৎ হরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা করা মনুষ্যমাত্রেরই কৃত্য, তাই তিনি শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে একটী ভজনাবাস-নির্ম্মাণের জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত শিবেন পদ ব্যানার্জ্জি ও ডাঃ আদ্যাপ্রসাদ সিংহ মহোদয়দ্বয়ের হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ প্রশংসার্হ। আমরা আশা করি, তাঁহারা কিছুদিন ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বর্ত্তমান-যুগাচার্য্যের অমন্দোদয়দয়ার কথা শ্রবণ কারণে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণে আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিবেন।

বহরমপুরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

গত ৫ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার আত্ম-নিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত দয়ানিধি ব্রহ্মচারী সহ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্য গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে শুভাগমন করেন।

উক্ত দিবস রাত্রি ৮টার পর হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহাশয়ের "অমৃতবিন্দু ঔষধালয়ে" স্বামীজী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ মাধবানন্দ প্রভু সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পাঠের প্রারম্ভে স্বামীজী "তৃণাদপি-সুনীচেন" শ্লোকের শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—এই পয়ারটীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সংসারকূপে পতিত ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জীবের সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন ব্যতীত উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীগুরুসেবা ও কৃষ্ণভজন পৃথক্ নহে, কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবা করিলেই কৃষ্ণভজন হয় এবং শ্রীগুরুসেবা বাদ দিয়া কেবল কৃষ্ণভজনের অভিনয় করিলে কৃষ্ণভজনের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা মায়ার সেবাই হয় সুতরাং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল অর্থাৎ চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

গত ৬ই এপ্রিল অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত বহরমপুরস্থ শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর মন্দিরে স্বামীজী খিটানিস-পাল উড়িয়া এইচ, ই, স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রদাস চৌধুরী বি-এ ও শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ সাহু বি-এ মহাশয়দ্বয়ের নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মত ও বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং বর্ত্তমান-যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পৃথ্বীব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের বিপুল-চেষ্টা ও অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম প্রভৃতি দূর করিয়া নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য-ধর্ম্ম-সংস্থাপনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সমাগত সজ্জনগণের নিকট শ্রীনামভজনের কথা আলোচিত হয়।

উক্ত দিবস শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর মন্দিরে রাত্রি ৮টার পর হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥"

—এই পয়ারটী পাঠ করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া সমাগত সজ্জনগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। যেসকল শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শর্ম্মা (মিউনিসিপাল কাউন্সিলের মেম্বর) শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর পণ্ডা, শ্রীযুক্ত ভগবান সাউ, কন্‌ট্রাক্টার ও শ্রীযুক্ত মধু সাউ।

সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহাশয়, তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর পাত্র, সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস মহোদয়গণ প্রচারকগণের প্রচারকার্য্যে বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের [illegible] তাঁহাদের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক নানাভাবে সেবা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবোৎসাহদর্শনে প্রীত হইয়া ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে গত ৮ই এপ্রিল রবিবার দিবস অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিয়াছেন। সন্ন্যাস নাম হইয়াছে — ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৩ই এপ্রিল চৈত্রসংক্রান্তি ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব এবং ১৪ই এপ্রিল নববর্ষ-স্মরণ উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী ১৬ই এপ্রিল সোমবার দিবস শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মধুসূদন অব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী

(২)

নিঃশ্রেয়স্ —নির্নিশ্চিত শ্রেয়ঃ; নির্ নিঃ, শ্রেয়ঃ কল্যাণ, মঙ্গল। যাহা হইতে নিশ্চিত মঙ্গল অর্থাৎ নিত্য ভাবে ভগবানের নিত্য সেবা লাভ হয়। মেদিনী 'নিঃশ্রেয়স'-শব্দে মঙ্গল, বিজ্ঞান ও ভক্তিকে নির্দেশ করিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সী শক্তি অর্থে ভাগবতী শক্তি লক্ষিতা।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরম-মঙ্গলময় ব্যাসদেব সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া শুকদেব স্বীয় পিতার নিকট গমন করিলেন। তথায় তিনি তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ব্যাসদেব পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে স্বীয় মঙ্গল-সাধনে মনোযোগী দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

"শ্রুত্বা চরিষ্যামহেনং শুকস্তু পীতো মহাত্মা"

(শান্তি ৩৩১।৬৩)

— —

আহা,—আত্মজের এমন উন্মার্গ সংসিদ্ধিতে আনন্দিত হইবার এ' কথা! সংসারী পিতা, পুত্র অর্থ উপার্জন করিতে যাইতেছে, অর্থ আনিবে,—ইহাতেই আনন্দিত হয়; কারণ, তাহারা এক অর্থকেই চিনে, অর্থকেই জানে, অর্থকেই বড় বলিয়া মানে, পরমার্থের কোন সংবাদ রাখে না; তাহার আস্বাদনও কখনও পায় না। তাই তাহারা ভবিষ্যৎ ভরসা-স্থল পুত্রকে ঐ অজ্ঞাত পরমার্থ-পথে গমন করিতে দিতে কাতর হয়, কাঁদিয়া মরে। কিন্তু ব্যাসের মত পিতা তাহাতে আনন্দিত হইলেন। তিনি গমনোন্মুখ পুত্রকে বলিলেন—'বৎস, একটু অপেক্ষা কর; আমি একবার তোমাকে দেখিয়া নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করি'।

মহর্ষি ব্যাসদেব একমাত্র পুত্রকে দেখিতেই চাহিলেন। তাঁহার গমন-পথে প্রতিবন্ধক হইলেন না। প্রবল পুত্র-স্নেহবশে তিনিও তখন অবিচল থাকিতে না পারিলেও আপনার সুখের জন্য সন্তানের পরম মঙ্গল-পথে একবারও বাধা দিলেন না।

———

সাগরগামী মহানদের ন্যায় শুকদেব কিছু কালমাত্র সেথায় অবস্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুত্র স্নেহাতুর পিতার শেষ বাক্য আর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। সংসার-বন্ধন সম্পূর্ণ ছেদন করিয়া তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

—

শুকদেব প্রথমে দুর্গম কৈলাস পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, একটী কনক সমতল ক্ষেত্রে উপবেশন পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইলেন। অন্তঃকরণ মধ্যেই তিনি অন্তরে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। অতঃপর সেই মহাযোগাসক্ত যোগিবর পরমাত্মায় যোগযুক্ত হইয়া অণিমা-শক্তিতে শূন্যপথে বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ অনিলের ন্যায় সত্বর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে বজ্রাহত পর্ব্বতও দ্বিধা হইয়া তাঁহার গমন-পথ অবাধ করিয়া দিল।

মন্দাকিনী জলে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী অপ্সরাগণ উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিল। যদিস্থানবশে শুকদেব তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া অপ্সরাগণ কোনরূপ লজ্জিত বা শঙ্কিত হইল না। কারণ অপ্সরাগণ জানে মহাত্মা শুকদেব সদা নির্বিকার; তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-জ্ঞান নাই। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় তাহারা অল্পক্ষণ পরেই তথায় ব্যাসদেবকে দর্শন করিয়া অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া বসন-পরিধানে তৎপর হইল; কেহ কেহ জলে মগ্ন হইল, কেহ কেহ বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কারণ, ব্যাসদেবের তখনও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থা লাভ হয় নাই।

এইরূপ লক্ষ্য করিতে করিতে অল্পকাল মধ্যে মহাযোগী শুকদেব নির্গুণ ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে প্রবিষ্ট হইলেন। দিব্যচক্ষু ব্যাসদেব অভিভূতভাবে পুত্রের গতি প্রত্যক্ষ করিয়া মহা-বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন।

ভীষ্মদেব শুকদেবের সংবাদ তখন এইটুকু জানিতেন ইহাই তিনি ইহকালে ব্যাসদেবের মুখে শুনিয়াছিলেন, এবং তাহাই যুধিষ্ঠির আদিকে বলিয়াছিলেন। মহাভারতে এই বিষয়ই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

———

শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা পাওয়া যায়। মহাভারতের পর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে সাক্ষাৎ শুকদেবের মুখেই সকল কথা অবগত হইয়া পরম ভক্ত সূত মহাশয় আবার তাহা নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণকে বলিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র সারের উপদেশে, ধ্যানযোগে ভক্ত ও ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে নিগূঢ় বেদার্থ প্রোজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে শোকমোহ-নাশিনী ভক্তি জন্মে। ব্যাসদেব এই অপূর্ব্ব ভাগবত-সংহিতা প্রণয়ন করিয়া প্রথমে তাহা বিরক্ত-শিরোমণি স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন। সমস্ত ভগবদ্ভাবাপন্ন মুনিগণ আত্মভাবেই বিভোর থাকেন; তাঁহারা আর অন্য কোনও কার্য্যানুষ্ঠানেই মনোযোগ দিতে পারেন না। তাহা হইলেও ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষণকারী রূপগুণে কি মুক্ত, কি অমুক্ত, যোগযুক্ত বা অযুক্ত, সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাঁহার মহিমাই এইরূপ। তজ্জন্যই পরম বৈরাগী, বিষ্ণুজন-প্রিয় শুকদেব শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মভূত বা ভগবৎসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত শুকদেবও সহসা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার তৎকালীন রূপ বাক্যে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বয়ঃক্রম যে ষোড়শবর্ষ যুবার ন্যায়, অবধূতের মত বেশ, বালকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অসূয়ায় ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার হস্ত, পদ, ঊরু, বাহু স্কন্ধ, কপোল ও গাত্র প্রভৃতি অতি কোমল, নয়নযুগল দীর্ঘ ও মনোহর, নাসিকা উন্নত, কর্ণযুগল সমান ও নাতিদীর্ঘ, বদন-কমল মনোহর ভ্রূযুগল সুন্দর, কম্বুর ন্যায় রেখাত্রয়-যুক্ত শোভন কণ্ঠ, বক্ষঃ বিশাল ও উন্নত, নাভি আবর্ত্তের মত সুগভীর, বক্র গাত্র ত্রিবলীরেখায় শোভিত সুষমা উদর, আবরণ-বিহীন কুঞ্চিত কেশকলাপ মস্তক হইতে পার্শ্বে ও পশ্চাতে বিকীর্ণ, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত এবং সর্ব্বাঙ্গে অমরোত্তম-তুল্য অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। তাঁহার মুখে মৃদুহাস্য ... তাঁহার বর্ণ শ্যাম। ... যৌবনের সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। হরিপরায়ণ ... বিষ্ণুরাত সেই মহাবৈষ্ণবের পাদপদ্মে মস্তক লুটাইয়া ... পূজা করিয়া পরম আদরে উচ্চ আসনে তাঁহাকে বসাইলেন। তিনি দিব্য সভায় দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ মধ্যে তারকাপরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের মত শোভা পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর শুকদেব এই সভায় পরমপ্রেমভাজন ভক্তবর পরীক্ষিতের প্রার্থনামত ভগবত্তত্ত্ব ও জীবের সার্ব্বকালীন কর্ত্তব্য উপদেশ দিতে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি বলিলেন,—

"বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো
লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং
শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ॥
শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি
সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন
চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি
ন পশ্যতি॥
তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো
হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্য-
শ্চেচ্ছতাভয়ম্॥"

(শ্রীভাঃ ২।১।১—৫)

—'তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। ইহাই জগতের মঙ্গলজনক। সমস্ত শ্রোতব্য বিষয় মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। ইহাই আত্মবিৎ সাধুগণের মনোমত। হে রাজন, গৃহাসক্ত ব্যক্তিরা সহস্র সহস্র বিষয় প্রসঙ্গেই কর্ণপাত করে, তাহাতেই মগ্ন হয়। দেখ, ঐ সকল আত্মবিস্মৃত পুরুষ সাধুপ্রসঙ্গ শুনিতে চাহে না। তাহাদের রাত্রিকাল কামিনী-সঙ্গে ও নিদ্রায় এবং দিবাভাগ অর্থার্জনে ও কুটুম্বভরণেই অতিবাহিত হয়। তাহারা অনিত্য ধন-জন-পুত্র আদি লইয়াই সম্পূর্ণ বিভোর। তাহারা কাল প্রবেশ-পথ দেখিয়াও দেখে না। তাহাদের কখনও ভয় দূর হয় না। হে ভারত, তাই বলিতেছি, সর্ব্বাত্মা প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ ও লীলাই লোকসকলের সতত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতেই ভয় দূর হয়। তাহাতেই মায়াবদ্ধ জীব নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে।'

অতঃপর তিনি বলিলেন,—"রাজন্, দ্বাপরযুগের শেষে আমি পিতা ব্যাসদেবের নিকট যে অপূর্ব্ব ভাগবত পুরাণ পাঠ করিয়াছি, যাহাতে কেবল পরমকারুণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি তাহাই তোমাকে বলিব, শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ কর। তোমার পরমায়ু এখনও সপ্তাহকাল অবশিষ্ট আছে। খট্বাঙ্গ রাজার জীবনের শেষ একমুহূর্ত্ত ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণে সার্থক হইয়া সেই মুহূর্ত্ত জনকে সাযুজ্য লাভ করাইয়াছিল। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীহরির যশো গুণগাথা শ্রবণ কর।"

———

অনন্তর পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামী সপ্ত দিবসে সমগ্র ভাগবত-কীর্ত্তন করিলেন।

এবং মহারাজ পরীক্ষিৎকে নির্দ্বন্দ্বে শ্রীকৃষ্ণের অভয় চরণ স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রয়াণ করিলেন।

শ্রীভক্তসুধারসামৃত সংযুক্ত নিগমকল্পতরুর সুপক্ক সুরস সুফল শ্রীমদ্ ভাগবতই মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই ভাগবত অনুক্ষণ শ্রবণ করিলেই এই ত্রিতাপদগ্ধ সংসার-মরুভূমে পথভ্রান্ত বিপন্ন পথিকের পরিত্রাণের একমাত্র মহদুপায়-রূপে লব্ধ হইয়াছে। তাই শ্রীশুক গোস্বামী গাহিয়াছেন,—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"

(ভাঃ ১।১।৩)

জন্মমৃত্যু-রহস্য

(৫)

জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ দেখা যাউক, জন্ম কাহার হয়, এবং মৃত্যুই বা কাহার হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে তিন শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তিকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি বলে। মায়াতীত অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ধামাদি এই চিচ্ছক্তিরই বৈভব। বাস্তব বস্তুর বাহ্যপ্রসবিনী মায়াশক্তিরই পরিণাম—এই জড় জগৎ, এজন্য তাঁহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে। অতএব অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম এই মায়াশক্তিরই বৈভব। তৃতীয় জীবশক্তি; ইহা অনন্ত, ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ভগবদ্ধাম অর্থাৎ চিদ্‌লোক, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি অর্থাৎ জড়জগৎ ও জীব-জগৎ সত্য।

জীবের অবস্থান চিজ্জগৎ ও জড়-জগতের মধ্যস্থলে, এজন্য জীবকে তটস্থা শক্তি বলে। 'তট' বলিলে যেখানে জল ও ভূমি মিলিয়াছে, সেই স্থান স্থানকে বুঝায়। উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তিস্থানে থাকায় জীবের দুই দিকেই দৃষ্টি চলে। উভয় শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই তটস্থ স্বভাব। কৃষ্ণস্বরূপের গুণগুলি জীব-স্বরূপে অণুরূপে আছে; কারণ, চিৎ-সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের সহিত অভেদ, কেবল অণু-প্রভু ভেদ। সুতরাং কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অনুরূপ যে স্বতন্ত্র বাসনা, তাহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য অটুট থাকে। তাহার অপব্যবহার করিলে কৃষ্ণ বৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে জীব মায়াকে ভোগ করিতে যায়।

'আমি জড়ের ভোক্তা' এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া জীবের শুদ্ধ-চিৎকণ-স্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র-বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।
সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥
কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

এই জড়জগৎ একটী কারাগার-সদৃশ চিজ্জগতই জীবের প্রকৃত বাসস্থান। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, পরম-দয়ালু কৃষ্ণচন্দ্রও অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড়-জগৎরূপ কারাগার ও জড়মায়ারূপ কারারক্ষীকে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

এই জগতে যেরূপ কোনও ব্যক্তি রাজ-দ্রোহ মূলক কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ কোনও জীব যখনই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া এই জড়-রাজ্যের দিকে অবলোকন করতঃ মায়াকে ভোগ করিবার বাসনা করে, তখনই কারারক্ষী মায়া তাহার গলায় ফাঁস দিয়া কারাগৃহ-সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ তখনই জীব মায়াবন্ধনে পতিত হয়। মায়া-ফাঁদে পড়িলেই মায়িক কালের গণন, সেই কাল-গণনার অগ্রে জীব বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাহাকে অনাদি-বহির্ম্মুখ বলা যায়। যেহেতু তাহা মায়িক কালের পূর্ব্বেই হইয়াছে। এই মায়াবন্ধনের নামই—জীবের সংসার-প্রবেশ। জীব মায়া-বদ্ধ হইলেই তাহার নিত্য স্বরূপকে অর্থাৎ চিৎ-শরীরকে দুইটী ঔপাধিক শরীর আচ্ছাদন করে।

এই শরীরদ্বয়ের একটীর নাম লিঙ্গশরীর আর একটীর নাম স্থূল শরীর। বস্তুতঃ জীবের একটী নিত্য স্বরূপ আছে, সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম। যেমন এই স্থূল শরীরের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গসকল স্থূলরূপে ব্যক্ত হইয়া স্থূল স্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরেও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে একটী চিৎ-কণ স্বরূপের প্রকাশ আছে। তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। চিৎকণস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গ-শরীরের উপাধি হইয়াছে। সেই লিঙ্গশরীর বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত অপরিত্যাজ্য। লিঙ্গশরীর জড় সম্বন্ধ-প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই তিনটী বিকার দ্বারা গঠিত হয়। দ্বিতীয় আবরণ—এই স্থূল শরীর। জীব লিঙ্গ-শরীরের বাসনা লইয়া স্থূল দেহ আশ্রয় করেন। আবার লিঙ্গদেহ একটি স্থূল শরীর পরিত্যাগের সময় সেই শরীরকৃত সমস্ত কর্ম্ম বাসনা সঙ্গে লইয়া দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক পঞ্চাগ্নি বিদ্যাক্রমে জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তি ও অবস্থান্তর প্রাপ্তি নিত্য হয়।

চিতাগ্নি বৃষ্টাগ্নি, ভোজাগ্নি, দেহ-হবনাগ্নি ইত্যাদি পঞ্চাগ্নি-প্রণালী ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ জন্মের বাসনা-সংস্কারক্রমে নূতন দেহপ্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়। সেই স্বভাব-অনুসারে কর্ম্ম লাভ হয়। যথাক্রমক্রমে পুনরায় জন্ম হয় এবং মরণান্তে পুনরায় সেইরূপ গতি হয়। বিভাবরূপে প্রথম আবরণ লিঙ্গ শরীর ও দ্বিতীয় আবরণ—স্থূলশরীর। জীব এইরূপে কর্ম্মবশতঃ চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যথা পদ্মপুরাণে,—

'জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকা পক্ষিণাং দশলক্ষকম্ ॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ ॥'

প্রাচীন কবি, শ্রীল প্রেমানন্দদাস বলিয়াছেন, যথা, মনঃশিক্ষাতে,—

এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন,
এ তোর কেমন বুক ॥
স্থাবর-যোনিতে, ভ্রমে যে জনম,
হইয়া বিংশতি লক্ষ।
জলজন্তু মাঝে, নব লক্ষ তায়,
জলেই বসতি ভক্ষ্য ॥
একাদশ লক্ষ, কৃমিতে জনম্
দশ লক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে, ভ্রমে ত্রিশ লক্ষ,
মানব চতুর্লক্ষ ॥
মানুষে আসিয়া, কুসংসঙ্গ হি লক্ষ,
দুরাদি বিলম্বার।
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, পরে একবার,
তা' সম নাহিক আর ॥
কতেক কয়, জানিয়া মানব
এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া, পুনঃ না ফেলাবে,
আবার তোমারে বাপ ॥
যতন করিয়া, হরি হরি বল,
অসৎ ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর
এ সব বাসনা পড় ॥

মায়াবদ্ধ জীব বাসনা বশতঃ প্রকৃতি ও পুরুষের রজঃবীর্য্য আশ্রয় করিয়া দশমাস দশদিন গর্ভে বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেই আমরা বলিয়া থাকি অমুক স্ত্রীলোকের একটী পুত্র কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কালক্রমে জীবাত্মা সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া বাসনানুযায়ী অন্য দেহ আশ্রয় করিলে পূর্ব্ব দেহটীকে 'মৃত দেহ' বলিয়া থাকি, এবং সেই দেহে জীবাত্মা থাকাকালে জীবাত্মার যে একটী নাম রাখা হইয়াছিল, সেই নামানুসারে বলিয়া থাকি যে অমুক পুরুষ কি অমুক স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। বাস্তবিক জীবাত্মার জন্ম, মৃত্যু বা বিনাশ নাই। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

(গীঃ ২।২০)।

জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য সকল কালেই বর্ত্তমান। তাহার জন্ম মৃত্যু নাই অথবা পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। তিনি শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য নবীন। জন্মমরণ-শীল শরীরের বিনাশে তিনি হত হন না।

আরও, যথা গীতায়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

(গীঃ ২।২২)

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি
পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ ॥

(গীঃ ২।২৩)।

জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুর দ্বারাও শুষ্ক হন না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম খণ্ড ১০৲
প্রথম খণ্ড ৪র্থ স্কন্ধ ৩ অধ্যায় ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৷৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৮। গীতা (বলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। ব্রহ্মসূত্র গোবিন্দভাষ্য সমেত
(মূল) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য
(বাঙ্গালা) ৷০
১৪। বৈষ্ণবদর্পণ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীন হিত দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রী গৌরপার্ষদ-চরিতাবলী ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। আম্নায়সূত্র ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। প্রাকৃতরস শতদূষণী ৷০
৪৪। গোবিন্দলীলামৃত ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। উপদেশামৃত (মহাদেব ও রাঘব-দাস এবং বিপ্র ও অন্ত্যজ সংবাদ) ৷০
৫০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৵০
৫১। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫২। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী সংস্কৃত ৷০
৫৪। সনীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ৷০
৫৬। সংস্কার-দীপিকা ৵০
৫৭। গৌড়ীয়কণ্ঠ পাঠশাঃ ৵০
৫৮। নামসংকীর্ত্তন ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। বিবেকানন্দ ও বোসের ৷৵০
৬২। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবধর্ম ৷০
৬৪। লোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ উপ্ টুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এণ্ড হিজ্ মেসেজ ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪ শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। সারস্বত-গৌড়ীয় আসন শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া।
৯। বাসুদেব-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাড়, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালদা, পোঃ রাধাবল্লভপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বর্ষাবাজার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ তিরহুত, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং বিদ্যাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভাক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭ ২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৮-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৫১ ... সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

৬ই এপ্রিল ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)
বাঁকা ...৮—৫৸০
৩ বেণ্ডাকা চাদরা ওজন ৫৴০—৫৶০
বরগা (টি-আয়রণ) ৬৵০—৬৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৬৲—৬৸০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৷৵০
২৪ গেজ „ „ ১১৴০
২৬ গেজ „ „ ১১৷৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, বাঁকা ১৪৲
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট— ১১৷৵০
২৬ গেজ „ „ ১২৷৶০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৶০ - ১৪৲
বাথার ক্রেবা কাঁটা তার ১০০
পাউণ্ড বাঃ ৮৷০
টীল শাট ৬৷৴০—৬৷৶০
„ বোল্টু (গোল) ৬৷৴০—৬৷৶০
„ স্কয়ার (চৌকা) ৬৴০—৬৷৶০
„ গোল বড় ৶০—৷৶০ সূতা ৫৲—৫৷০
„ টানা রড-
চাকা ৶০—৷৶০ ঐ ৬৲—৬৷০
„ বাজিল দাম ৭৷০—৭৸০
„ প্লেট—তিন সূতা মোটা
পর্য্যন্ত -৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ বাবা বাতিল ১৷৵—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট) ১৴০-১৷০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ঃ —১৭৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ৩—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৪৲
গ্যালভানাইজড ওয়ার ১ হইতে ১০ নং ২৷৵-৩৷০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸০ ৮৸০ ৯৸০ডঃ
ঐ খন্তা পাউণ্ড ৫৸০ দেঃ বিঃ ৭৷৵০ „
প্লাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷০-৬৷০
ঐ ঢাকনি „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲
লোহার পেরেক বস্তের গোল ও
চৌকা ৮৷০— „
ঐ গাছের লোহার সিট ১৫৲ „
ঐ বেদেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „
লোহার স্ক্রু ৪—৩ ইঞ্চি ৴১০—৷৶০ গ্রোস
ঐ কম্বা ৭৩ নং
৫—৪ ইঞ্চি ৷১০—৸৶০ গেঃ ডজন
প্লাঃ তার ১৩—২২ নং
(গেজ) ১২৷০—১৪৷০ হন্দর
প্লাঃ রিভেট (ছয়কা)
৶—৸১০ সীস
প্লাঃ পাউডার বা কোদা
৩ ইঞ্চি ৷০—৸৶০ „

প্লাঃ ক্লিপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২০৲—২৯৲ হন্দর
প্লাঃ ওয়াসার চাক ১১৷০—১৯৲ „
প্লাঃ বোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি
৷৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই বেসিন ৭৷০—৪৷০ ডজন
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য প্লাঃ
পাইপের ইঞ্চ ৷৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৭৲
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২৷০-৩৷০ মণ
সন্তোষকুমার মল্লিক এন্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট কোম্পানী, বড়বাজার,
ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

চোক্কেও প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬
সূর্য্য মার্কা „ ৬৷০
অষ্ট্রেলিয়া „ ৭৲

——

সোনার দর

পাকা সোনা ৩৩৸৵
গিনি ৩০৲
বাট পাক ৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০
ঐ চূর্ণ ৫৶০

——

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ ৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৭৲
৫৲ „ ঋণ (১৯০৫ ১০৪৷৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৭ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডবে :— ১০২৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণিষ্ট) ২১৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

চাঁপদানী ৫০৲
আগরপাড়া ১১৫৲
গঙ্গা ১০৫৲
বরানগর ১৫০৲
কেলভিন ৩৭০৲
... ২৪৫৲
হাওড়া ৯১৷০
ভিক্টোরিয়া ৪০৮৷০
হেস্টিংস ৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বরে পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অভাব নাই। লিখিত মাত্রা সংযুক্ত কাগজপত্র এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ সেকালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ম্যালেরিয়া-নাশক ও পাচনশান্তী জে.বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

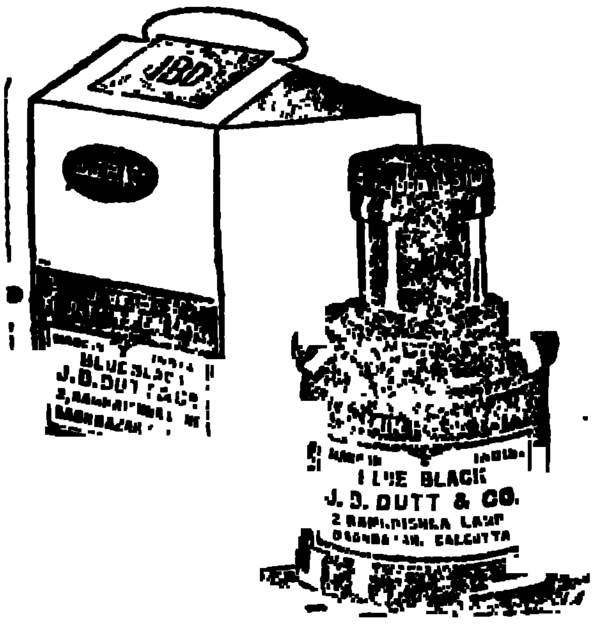

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—৩নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও অনুবৃত্তিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংবলিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি বহুমূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

বিশেষ:—সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা দেশী গাছ গাছড়ার প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নির্ভয়ে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে রকমের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার বড় হউক এবং যত পুরাতন হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত জন্মিয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বহু বহু উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ইংরাজ ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা বাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই নিম্নে তাঁহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৸৹ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ৶৹ আনা লাগিবে।

১। হুগলীর জজ কোর্টের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ বি, এল ২৫ দিন জ্বর ভোগ করিয়া কিছুতেই আরোগ্য হন নাই। তিন দিনে ৭০ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া এবং কলিকাতা হইতে কবিরাজ আনাইয়া কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকা ২ দিন মাত্র ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হন।

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে সি বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ ক্ষকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. এম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের চাঁদার হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ... শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৮১, ১৭ই এপ্রিল ১৯৭৪

বিবিধ-সংবাদ

—::•::—

বোমা ও বন্দুকের সন্ধান

কটক হইতে প্রকাশ, গত ৬ঠা এপ্রিল ভোর ছয়টার সময় একদল পুলিশ স্থানীয় হিন্দু প্রচার মন্দিরে হানা দেয়। ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কয়েকজন পুলিশের ইন্সপেক্টর, ৫ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ১০।১২ জন কনষ্টেবল এই দলে ছিলেন। পণ্ডিত অনসূয়া প্রসাদ পাঠকের উপর এই মন্দিরের ভার; তিনি তখন শিক্ষা-প্রদান-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। পুলিশের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়াই তিনি সেখানে আসেন।

অতঃপর তাঁহাকে দেখিয়া একজন ইন্সপেক্টর বলেন, আপনার বিরুদ্ধে খানাতল্লাসী পরোয়ানা আছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেই পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাহাতে লিখা ছিল—পুলিশের সন্দেহ আপনার নিকট বোমা, বন্দুক ও রাজদ্রোহজনক কাগজাদি আছে। অতঃপর মিঃ পাঠক তাঁহার মন্দির খুলিয়া দেন। পুলিশ সেখানে তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। পূর্ণ ৫ ঘণ্টা যাবৎ এই খানাতল্লাস চলিয়াছে।

হঠাৎ পিস্তলধারীর গুলী

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, ৪ জন লোক নিকটস্থ এক গ্রামের বাহিরে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের গতিবিধিতে সন্দেহ প্রকাশ করা হইলে তাহারা এক সঙ্গে গুলী বর্ষণ করে ও তাহার পর অদৃশ্য হইয়া যায়।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সন্ধানে বাহির হয়। কয়েক দলে বিভক্ত চারিদিকে তাহাদের খোঁজ করিতে থাকে। তাহার ফলে কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং একটা রিভলবার ও অনেকগুলি টোটা পাওয়া গিয়াছে। আর অধিক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে মনে হয়, এই লোকগুলি ফেরারী অপরাধী।

- - - -

বালকের সলিল সমাধি

গত ১০ই এপ্রিল অপরাহ্ণে কলিকাতার গঙ্গার এক ঘাটে এক শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। কয়েকটি বালক স্নান করিতে নামিয়া সাঁতার কাটিতেছিল; হঠাৎ তাহাদিগের মধ্যে একজন ডুবিয়া যায়। এখন পর্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বালকটির নাম সুশীলকুমার বসু। সে মেট্রোপলিটান (বৌবাজার শাখা) স্কুলের নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। এই সম্পর্কে বিশেষ সন্ধান করা হইতেছে।

———

মারাত্মক জ্বরের প্রকোপ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক শ্রেণীর জ্বরের প্রকোপে পার্শ্ববর্ত্তী একটি গ্রামে বহু লোক মারা গিয়াছে। আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা করিতে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল।

এই শ্রেণীর জ্বর নাগপুর রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে সুরগ্রামে একশতাধিক লোক প্রথম আক্রমণের সময় হইতে অল্পকাল মধ্যে পরলোকে গমন করিয়াছে। ঐ গ্রামের ছয় শতাধিক ব্যক্তি এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। নাগপুর করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ও রেল কর্মচারীগণ নাগপুর হইতে প্রচুর ঔষধ পাঠাইয়াছেন।

———

ঢাকায় খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১০ই এপ্রিল অপরাহ্ণে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন বেলতোলের ৪ জন মুসলমান সন্দেহবশতঃ ৩ জন হিন্দু যুবককে আটক করে।

কথাবার্ত্তার সময় ২ জন মুসলমানকে খুব নিকট হইতে পিস্তলের সাহায্যে গুলী করা হয়। তন্মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ অত্যধিক রক্তে মারা গিয়াছে। অন্য আহত ব্যক্তির অবস্থা সাংঘাতিক। মতি মল্লিক নামে একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ৩ জন হিন্দু যুবক সোমবার বেলতলিতে সন্দেহজনক ভাবে বেড়াইতেছিল বলিয়া নারায়ণগঞ্জ যাইবার সময় একদল গ্রামবাসী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাহার ফলে উক্ত যুবকদের হস্তে একজন গ্রামবাসী মুসলমান সঙ্গে সঙ্গে নিহত ও অপর একজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, মিউনিসিপ্যাল কণ্ট্রাক্টর মকবুল আলি, রমজান মিঞা ও আর ২ জন মুসলমান কমরুদ্দী সর্দ্দারের বাড়ীর বারান্দায় বসিয়াছিল। অস্বাভাবিক সময়ে উক্ত যুবক ৩ জনকে যাইতে দেখিয়া তাহাদের গতিবিধিতে সন্দেহ হয়।

উক্ত মুসলমানেরা তাহাদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে যুবকরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। যুবকদের নিকট যে পিস্তলটি ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্যে গুলী চালায়। তাহার ফলে মকবুল সেই স্থানে মারা গিয়াছে; মকবুল গুরুতর জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, অতঃপর একজন যুবক বেলতলা গ্রামে রাজকুমার মল্লিকের পুত্র মতি মল্লিককে ধরিয়া গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। অন্য যুবক ২ জন পলাইয়া যায়। মকবুলকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তথায় সে মারিয়া উঠিতেছে।

এই সম্পর্কে নারায়ণগঞ্জের বহু বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয়, কিন্তু অপরাধজনক কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। বহু যুবককে থানায় লইয়া যাওয়া হয়; তথায় জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া তাহাদিগকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ বেলতোল গ্রামের প্রায় সকল হিন্দুর বাড়ীতেই খানাতল্লাস করে। পরে নারায়ণগঞ্জ সহরেও অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয় এবং অনেক হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যাহাতে ঐ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ না হয় সেজন্য কতকগুলি সশস্ত্র কনষ্টেবলকে ঐ গ্রামে মোতায়েন করা হইয়াছে।

ঢাকায় খানাতল্লাস ও রিভলবার প্রাপ্তি

বুধবার অপরাহ্ণে ঢাকায় অনেক হিন্দুর বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয়। খানাতল্লাসের সময় গোয়েন্দা পুলিশ নাকি রাজের লেনের এক বাড়ী হইতে একটি রিভলবার পাইয়াছে।

নদীয়ায় ঝড় বৃষ্টি

গত ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ (১৩৮১) রবিবার বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতেই আকাশে মাঝে মাঝে মেঘের সঞ্চার হইতে দেখা যায়; এবং রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টাকাল প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের প্রকোপে অনেক বড় বড় বৃক্ষ ইত্যাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৃষ্টিতে ক্ষেতের পক্ষে উপকারই হইয়াছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৪ঠা [illegible], ১৩৩১

[illegible] ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। ডাকাতেরা যখন অক্ষয় সিংহের [illegible] আক্রমণ করে, সেই সময় তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার [illegible] কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। অক্ষয় সিং ও তাঁহার সন্তানেরা তখন ক্ষেতের কাজে মাঠে গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে দস্যুরা তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিল [illegible] ছাদে উঠিয়াছিল, আর [illegible] এই [illegible] দস্যু [illegible] কুমারী [illegible] লইল এবং তাহার ভ্রাতাকে মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া [illegible] তাহার [illegible] সেই বন্দুকের গুলিতে তাহার তাঁকে একেবারে নিহত করিল।

যে তিনজন দস্যু ছাদে উঠিয়াছিল, তাহারা এই ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া গ্রামের উপর হইতে [illegible] গুলী চালাইতে লাগিল। এক গুলী ভবানীকুমারীর উরুতে, আর এক গুলী তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। কিন্তু তরুণী সেই দুই গুলীর আঘাতেও [illegible] না হইয়া একখানি কাঠের [illegible] আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন দস্যু লাল সিং ও তাহার সঙ্গী চতুর্থ দস্যুকে ছাদে রাখিয়া এবং গ্রামবাসীরা সেই বাড়ীর দিকে আসিলে গুলী মারিয়া তাহাদের প্রতিরোধের জন্য উপদেশ দিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। লাল সিং ভবানীকুমারীকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হওয়া মাত্র কুমারী বাঘিনীর মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল এবং তাহার গলার [illegible] দিয়া তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিলে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। সেই সুযোগে কুমারীর দাদা [illegible] এক আঘাত করিল যে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল।

লালসিং নিহত হইলে তাহার সঙ্গী অক্ষয় সিংহের উরুতে অস্ত্রাঘাত করিল [illegible], সেই আঘাতেই তাহারও মৃত্যু হইল। ভবানীকুমারীর ভ্রাতা দস্যুর সহিত যুদ্ধে আহত হইলেও সেই দস্যুকে বাঁধিয়া ফেলিল। যে দস্যু ছাদে ছিল; সে তাহার সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া ছাদ হইতে নামিয়া দৌড়াইতে লাগিল। অতঃপর ভবানীকুমারীর ও তাহার ভ্রাতার আহত দেহ হইতে গুলী অপসারিত করা হয় [illegible] হাঁসপাতালে। [illegible] অক্ষয় সিংহের [illegible] হইয়াছে। ফিরোজপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হাসপাতালে আসিয়া ভবানীকুমারীর সাহস ও [illegible] জন্য তাহাকে সেই স্থানেই [illegible] টাকা পুরস্কার দান করিয়াছেন। আমরা [illegible] নারীর [illegible] আমাদের দেশের নারীর হৃদয়ে [illegible] এই প্রকার [illegible] এই সাহসী [illegible] সরকারের প্রশংসা [illegible] পুরস্কার লাভ করিবে।

মিঃ [illegible] কলিকাতার [illegible] নিযুক্ত হওয়াতে [illegible] ডেপুটী [illegible] মিঃ [illegible] এবং [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] মুসলমানের [illegible] হইল। [illegible] এই পথ বন্ধ ছিল? [illegible] নাই। [illegible] মুসলমান। [illegible] আছেন, সেই সকল পথ [illegible] পক্ষে [illegible] মুসলমানের পক্ষে এই পথ উন্মুক্ত হইল? [illegible] উন্মুক্ত থাকে, [illegible] এই পথ [illegible] মিঃ [illegible] হইলেন। [illegible] নহে; তবে [illegible] অবলম্বন [illegible] বটে।

ময়মনসিংহ জামালপুর মহকুমার [illegible] গ্রামের [illegible] ফৌজদারী কার্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে তাহার [illegible] আদেশ হয়। গত ৪ঠা এপ্রিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] আত্মীয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন, [illegible] সাংঘাতিক [illegible] জীবনের আশঙ্কা কারণ আছে। [illegible] এপ্রিল তাহার আত্মীয়েরা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট [illegible] তাহার মুক্তির প্রার্থনা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট পাঁচ শত টাকা হিসাবে দুইটি জামিনে তাহার মুক্তির আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু পুলিসের [illegible] জামিনদারের যোগ্যতা পরীক্ষার আদেশ প্রদত্ত হয়। গত [illegible] এপ্রিল পুলিশ রিপোর্ট দিল [illegible] পৃথিবীর আদালতে বিচারের অপেক্ষা করিতে পারিল না; গত [illegible] এপ্রিল প্রভাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যাঁহারা তাহার জীবিত অবস্থায় জামিন হইতে চাহিয়াছিলেন, [illegible] মৃত দেহ [illegible] হস্তে প্রদত্ত হইল। [illegible] কোন [illegible] করা না হয়।

বালিকার অদ্ভুত বীরত্ব

লাহোর হইতে এক সংবাদে জানা যাইতেছে যে, একটী শিখ বালিকা চারটী [illegible] দস্যুকে নিহত এবং আরও একজনকে ধৃত করিয়া অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, [illegible] দস্যু [illegible] অপর তিন জনের সহিত [illegible] সজ্জিত হইয়া ৮ই এপ্রিল ফিরোজপুর জেলার [illegible] তহশীলের একখানি গ্রামে অক্ষয় সিংহের বাড়ীতে ডাকাতি করে। উক্ত [illegible] জন্য সরকার [illegible] হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

উক্ত বাড়ীতে [illegible] বালিকার রূপ এবং অলঙ্কার দেখিয়া দস্যুগণ প্রলুব্ধ হয়। দস্যুরা বাড়ীতে [illegible] সময়ে বালিকাটির [illegible] তাহাদের সংঘর্ষ হয়। এই সময়ে বালিকাটির পিতা ও ভ্রাতাগণ বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। অতঃপর তিনজন দস্যু ছাদে উঠে এবং একজন উঠানে থাকে। যে দস্যুটি উঠানে ছিল, সে বালিকা ভবানীকুমারীকে [illegible] করিবার চেষ্টা করে।

এই সময়ে বালিকা ভবানীকুমারী ঐ দস্যুটির উপর পড়ে এবং তাহার হাত হইতে বন্দুক ছিনাইয়া লয়। ইত্যবসরে তাহার এক ভ্রাতা বাড়ীতে আসায়, বন্দুকটি তাহার [illegible] সমর্পণ করে। বালিকার ভ্রাতা [illegible] ঐ দস্যুটিকে নিহত করে। তখন ছাদের উপর হইতে অপর দস্যুরা গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। বালিকাটির বুকে উরুতে গুলীর আঘাত লাগে, তখন সে একখানি [illegible] আড়ালে গিয়া দাঁড়ায়। তারপর দস্যু লালসিংহ ছাদ হইতে নামিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলে, বালিকা ভবানীকুমারী বাঘিনীর মত ঝুঁকিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং দস্যু লালসিংহের গলায় হাতের মধ্যে এরূপ জোরে চাপিয়া ধরে যে, দস্যুটির শ্বাসরোধ হয় এবং সে মাটিতে পড়িয়া যায়। এই সময়ে [illegible] ভ্রাতা সজোরে আঘাত করায়, তাহার মৃত্যু হয়।

তৃতীয় দস্যুটি বালিকার পিতা অক্ষয় সিংহকে [illegible] দ্বারা আক্রমণ করে। ফলে তাহার মৃত্যু হয়। বালিকার ভ্রাতা সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াও তৃতীয় দস্যুকে ধৃত করে। সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া চতুর্থ দস্যুটি পলায়ন করে।

বালিকা ও তাহার ভ্রাতা এখন হাসপাতালে আছে। তাহাদের পিতার শব [illegible] হইয়াছে। [illegible] পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ফিরোজপুরের পুলিশের [illegible] হাসপাতালে [illegible] করেন। [illegible] নিজ তহবিল হইতে বালিকাকে একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন।

অজগরের [illegible] টাকা প্রাপ্তির জের

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, সেরাজদিখা থানার এলাকার কোনো গ্রামে [illegible] ব্যাপারে আরও [illegible] বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গত ৪ঠা এপ্রিল ৭ বৎসরের একটি বালক জঙ্গলের নিকট একটি পুঁটলী পায়। সে তাহা বাড়ী আনে ও [illegible] দেখায়। তাঁহারা পুঁটলীটি খুলিয়া দেখেন। সে সময় গ্রাম্য চৌকীদার তথায় উপস্থিত ছিল।

পুঁটলীর ভিতর ২৩টি [illegible] টাকা [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়। ফলে মুন্সীগঞ্জের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও [illegible] গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর একজন পুলিশ সহ ঘটনাস্থলে যান ও টাকাগুলি গ্রহণ করেন।

আর ও প্রকাশ, এই ঘটনার ২ মাস পূর্বে পুলিশ এই মর্মে সংবাদ পায় যে গ্রামে অজগর [illegible] আছে। সে সংবাদ পাইয়া তাহারা [illegible] সাংঘাতিক ফৌজদারী আদালতের [illegible] শ্রীযুত [illegible] চক্রবর্তী ও আর ২ জনের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। উহারা বাড়ীর [illegible] উঠানে মাটি খুঁড়িয়া দেখে এবং পুকুরে জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে। কিন্তু সে সময় কিছুই পাওয়া যায় না। এই টাকাগুলি [illegible] কাহারেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৬ষ্ঠ বর্ষ { ১৭ মধুসূদন (গৌরাব্দ ৪৪৮), ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ৮০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

খুলনা জেলার কাটিপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কোকনাথ বসু মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত বাগ্মিবর প্রতিভাশালী মহোপদেশক ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গত ২৩শে চৈত্র ৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে কাটিপাড়া-গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীপাদ নরগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীকবিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী ও শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ স্বামীজী মহারাজ ও তাঁহার অনুগামী কতিপয় ভক্তকে শিয়ালদহ স্টেশনে পুনরায় উঠাইয়া দেন। এস্থানে তথায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম. বি. প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহাদিগকে খুলনা ষ্টেশনে উচিত অভ্যর্থনা করেন।

২৬শে চৈত্র ৯ই এপ্রিল সোমবার খুলনা হইতে মাতৃকারা স্টীমারযোগে অপরাহ্ণ ৩টার সময় স্বামীজী মহারাজ কাটিপাড়া ঘাটে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়, শ্রীভগবান বাসাধিকারী স্বামীজী মহারাজকে ভক্তবৃন্দসহ পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং স্বামীজী বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনযোগে উক্ত মণ্ডপ অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। রাস্তার উভয় পার্শ্ব হইতে মহিলাগণ এই অপূর্ব্ব-দর্শনে আনন্দিত হইয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন। [illegible] বাড়ীতে

উপস্থিত হইলে, সকলেই স্বামীজীকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

— —

স্বামীজীর শুভাগমনে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পর হইতে বহু লোক তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। মহারাজও ভক্তগণের নিকট বিরহের হরি-কথামৃত বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ৮টা ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল। স্বামীজী মহারাজের সরল ও মধুর ভাষা এবং শাস্ত্রযুক্তি-সম্বলিত সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন, এমন কি, অনেক লোক ইতঃপূর্ব্বে ভাগবত পাঠকের মুখে পাঠ শ্রবণ করিয়া ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় উদাসীন ছিলেন তাঁহারাও ভাগবতের সুমধুর উপলব্ধি করিলেন।

— —

২৮শে চৈত্র শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়। সেদিন বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ পঞ্চতীর্থ, শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ প্রমুখ বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী মহারাজের পাণ্ডিত্য, ব্যাখ্যা-কৌশল, ওজস্বিনী ভাষা এবং সিদ্ধান্ত শ্রবণে তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

— —

২৯শে চৈত্র রবিবার প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন হয়। ব্রহ্মচারী নিতাই, সেবকীনন্দন, সংকীর্ত্তনের মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-শ্রবণে সকলে পরমানন্দিত হইয়াছেন। সন্ধ্যায় পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়। এ দিবসও শ্রোতার সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলেই পাঠ শ্রবণ করেন। পাঠান্তে স্বামীজী মহারাজের সহিত সকলেই নাম-সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন।

গত ২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার শ্রীহরিবাসর-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটা যোগপীঠের শ্রীনাটমন্দিরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন পক্ষাধর বি.এ., বি-এল মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে চৈতন্য-বিগ্রহের ব্যাখ্যা-পাঠ করেন।

— —

শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ও জগন্মাতা শ্রীশচীদেবী একদিন গৃহে শিশু নিমাইর পায়ের নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং গৃহমধ্যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-শোভিত শ্রীপদচিহ্ন দেখিয়া, এ শিশু যে স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত আর অন্য কেহই নহেন তাহা বিশেষভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজন ভক্তের সহিত যে লীলা করিয়া থাকেন তাহা অপর কেহ জানিতে পারেন না। আবার নিজজনকে যদি তিনি নিজে বলিয়া না দেন তবে ভক্তগণেরও তাঁহাকে জানিবার উপায় থাকে না। কারণ, তিনি যোগমায়া-আবরণে আত্মগোপন করিতে পারেন।

আমরা হয়ত অনেকে মনে করি, আমরা যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান থাকিতাম তবে তাঁহার কতই না অলৌকিকী লীলা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আমাদের এ ধারণাটি সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ সেইটী সেখানে শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ। তাঁহারাই বা কোথায়, আর নিত্যপ্রাকৃত মায়াবদ্ধ ক্ষুদ্রজীব আমরাই বা কোথায়? তাঁহাদের হৃদয়ে যে অসীম ভগবৎ-প্রেম সমুদ্র বর্ত্তমান তাহার এক কণাও কি আমাদের হৃদয়ে আছে? কিন্তু আমরা সেই গৌরাঙ্গ-লীলার দর্শক হইয়া তাহা দর্শন করিতে চাই। সাধন ব্যতীত সাধ্যলাভ কি আকাশকুসুম নয়? আমাদের আর্ত্তি দেখিয়া শ্রীভগবান্ যখন কৃপা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব আমাদিগকে জানাইবেন তখনই আমরা জানিতে পারিব।

তৎপরে ত্রৈবর্গিক বিপ্রের পরম সৌভাগ্যের বিষয় কথিত হয়। সাধারণ বিচারে সেই বিপ্র ত্রিকুল হইলেও তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। লক্ষ্মীপতি নারায়ণেরও যিনি মূল, সেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেছেন। অতএব যিনি ভগবান্কে লাভ করিয়াছেন তাঁহার আর অভাব কোথায়? তবে যে তিনি দেশে দেশে, তীর্থে তীর্থে, গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥
(ভাঃ ১০।৮।৪)

সভায় শিক্ষকগণের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভার আদিতে এবং শেষে বালকগণ উক্ত বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ কাব্যবিনোদ প্রভুর নেতৃত্বে সুমধুর-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। বক্তা মহোদয় তাঁহাদের আশাতীত ব্যুৎপত্তির প্রশংসা করেন।

— — —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মধুসূদন ৪৪৭ গৌরাব্দ ৪৪৮

তর্করত্নের কুতর্ক

ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ-স্মার্ত্তবৃন্দের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সেদিন দক্ষিণ বিক্রমপুরের ইদিলপুরে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিদ্বিষ্ট মোহতত্ত্ব যে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল আসন গ্রহণ করিয়াছে তাহার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি স্বীয় মূল-প্রতিপাদ্য-বিষয়-স্থাপনের যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া প্রকাশের অনেক প্রবন্ধে খণ্ডিত হইয়াছে।

--- —

নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই বাস্তব-সত্যবাদীর নিকট মস্তক অবনত করিবেন। কিন্তু যাঁহাদের অবান্তর উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের কদর্থ করিয়া নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে সরলপ্রকৃতির ব্যক্তিগণকেও তাঁহাদের সহিত নিরয়গামী করিতে সচেষ্ট, সুতরাং তাঁহাদের ন্যায় সমাজ-পতিগণের কথায় কর্ণপাত করিলে সমাজ যে অচিরেই লুপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর এই শ্রেণীর ব্যক্তি যদি কোন সমাজের নেতৃত্ব করেন তাহা হইলে সেই সমাজ বাহিরে মাকাল ফলের ন্যায় চাকচিক্যময় পরিদৃষ্ট হইলেও তাহার অন্তরে কালকূট ব্যতীত আর কিছুই নাই।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য-প্রবরের শ্রীমুখে দৈববর্ণাশ্রমের বিচার শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি সেই বাস্তব-বিচার-প্রচারে চেষ্টান্বিত হইলে গোময়-বিচারের পক্ষাতে আবদ্ধ জনগণ তাঁহার সহিত শত্রুতা আচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা সুধীমাত্রই অবগত আছেন। ভট্টপল্লীর তর্করত্ন মহাশয়কে সেই বিচার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক কৃষ্ণভূষণ-ভূষণ মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গপ্রভু তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিচারে সম্মুখীন হইবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পশ্চাতে আড়ালে থাকিয়া ইহা সদৃশ আক্রমণের অবস্থাগত প্রদর্শন করিয়াছে।

তর্করত্ন মহাশয় বলিতে চাহেন, ব্রাহ্মণ-জনয়ের মাতৃগর্ভে পিতৃবীজে উৎপন্ন সেইই ব্রাহ্মণ; তাঁহার কথার ভাবার্থ এই হইলেও তিনি হয় ত' ইহাতে একটু আপত্তি করিয়া বলিবেন—"আমার কথা তাহা নহে আমার কথা ব্রাহ্মণ-জনয়ের শৌক্র-জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ।" আচ্ছা, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ", এই শাস্ত্রবাণীর অর্থ কি, তাহা তিনি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিবেন কি? উপনয়ন-সংস্কারের পূর্ব্বে তিনি তনয়কে কি বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিয়া থাকেন? পরমেশ্বর যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণত্ব দিয়া থাকেন তাহা হইলে উপনয়নের অগ্নিকুণ্ডটি বা সেই সঙ্গে দিতে ভুল করিলেন কেন?

আর এক কথা, যাঁহারা বৈজ-ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন, বলিতে তাঁহাদের প্রাপ্ত বীজ যে ব্রাহ্মণ হইতেই আসিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে কি? ধরের দিকে না তাকাইয়া, ভগবৎকথিত গুণকর্ম্মের বিচার বিসর্জ্জন দিয়া মহাজনদের সরল সহজ কথাগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করিতে প্রধাবিত হইলে সমাজ অধিক দিন টিকিবে কি?

তর্করত্ন মহাশয় আর একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে এবং যবন-সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, এ কথা ঠিক; তবে ইহার মূল কারণ—হিন্দুরা যবনভাবাপন্ন হইতেছে, যাবনিক চিন্তাস্রোত লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে, তাই মৃত্যুর পরে তাহারা যবনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেছে; সুতরাং যবনসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। মৃত্যুর সময়ে যে যে-প্রকার চিন্তা করে মৃত্যুর পর তাহার সেই প্রকার গতি হয়, এ কথাটী ঠিক, কিন্তু আমাদের ভয় হয়, তর্করত্ন মহাশয় যবন ভাবের বিরুদ্ধে যে-প্রকার লড়াই করিতেছেন, পর-জন্মে তাঁহারই বা কি গতি হয়! বলা বাহুল্য, তিনি নিজকে সনাতনী বলিয়া অভিমান করিলেও গোময়ের বিচার অসনাতন যাবনিক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহাই করা যা'ক না কেন, আমৃত্যু যখন ব্রাহ্মণই থাকা যাবে, তখন ব্রাহ্মণ জন্ম যদি মুসলমান বা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা হইলেই বা তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব যায় কোথায়? খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী মিঃ মুখার্জ্জির সহিত সাময়িকভাবে ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন মহাশয়ের বোধ হয় এক সঙ্গে খাইতে কোনও প্রকার আপত্তি নাই। কিন্তু পরজন্মে যখন মিঃ মুখার্জ্জি কোন খৃষ্টানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য তাঁহার সহিত এক পংক্তি চলিবে না।

সম্বন্ধ

শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যোপলব্ধিতে অসামর্থ্য-নিবন্ধন প্রেম, ভক্তি, সম্বন্ধ প্রভৃতি শব্দের অপব্যবহারে প্রাকৃত জনগণের কাণ্ডাবলী বা বুদ্ধির দৌড় আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। ভগবানের প্রীতিবাঞ্ছার নাম প্রেম, আর নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার নাম কাম, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ; কিন্তু তাহারা এই কামকেই 'প্রেম' বলিয়া চালাইবার কৌশল-আবিষ্কারে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেছে। 'সম্বন্ধ'-শব্দটীর প্রয়োগেও সেইরূপ ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, তাহার দিগ্দর্শন জন্য আজ আমাদের কিঞ্চিৎ প্রয়াস।

সম্ পূর্ব্বক 'বন্ধ' ধাতু অন্ প্রত্যয় করিয়া সম্বন্ধ-শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সম্যক্ রূপে বন্ধনের নাম সম্বন্ধ। আবার যে বন্ধন কোনকালেই—ইহকালে বা পরকালে ছিন্ন হয় না, যে বন্ধন নিত্য, অবিচ্ছেদ্য তাহাই সম্বন্ধ শব্দবাচ্য। এই বন্ধন যদি সম্যক্ রূপে না হয় অর্থাৎ সম্বন্ধের যদি সম্ বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে কেবল বন্ধনই ঘটিয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমানে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পরিবার সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপনে প্রয়াস পাই তাহা যে সম্বন্ধ নহে, সম্বন্ধের নামে অসম্বন্ধ বা বন্ধন, উপর্য্যুক্ত অর্থানুসারে তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভুক্তিকালীন প্রাপ্ত মাতা, পিতা ও বন্ধুগণের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা যে দুদিন পরে বা জীবিতকালেই ছিন্ন হইয়া যায় তাহা বোধ হয় আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া থাকি। এবং সেই সম্বন্ধ বা বন্ধনের জন্য যে দুঃখ তাহাও আমরা অনেকেই অনুভবের দ্বারা জানিয়াছি।

———

এ বিষয়টী প্রায়ই আমাদের নয়নগোচর হইলেও মায়া-বশতঃ আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, শত্রুকে মিত্রজ্ঞানে বিপদে পতিত হওয়ার ন্যায় আমাদের বন্ধনের কারণ-স্বরূপ স্বজনগণকে সাদরে বরণ করিয়া আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য—আমাদের নিত্য সম্বন্ধস্থল হরিপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতেছি।

———

এ জগতের সহিত যদি আমার সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত সম্বন্ধ কাহার, এ বিষয়টী ধীরভাবে আলোচনা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কাহার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের পূর্ব্বে নিজ স্বরূপে পরিচয় ও সম্বন্ধ-স্থাপনের যে বস্তু তাহার পরিচয় সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন। নচেৎ বিপত্তি আসিয়া আমাদিগকে কুপথগামী করায়।

নিজ স্বরূপপরিচয়ে আমরা দেখিতে পাই—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

জীবমাত্রেই ভগবানের সেবক—কৃষ্ণাধীন পূর্ণচেতন পরমেশ্বর কৃষ্ণের অংশ বা শক্তি। তাহার কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত জীব কিছুই করিতে পারে না। ভগবান্ জীবের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিত্যই আশ্রিত।

———

সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণের যে সম্বন্ধ, সূর্য্যাভাবে কিরণাভাব বা কিরণাভাবে সূর্য্যাভাব যেমন অসিদ্ধ, চিৎসূর্য্য শক্তিমান্ ভগবানকে বাদ দিয়া কিরণসম শক্তিভাগী জীবের অস্তিত্ব-স্বীকারও সেইরূপ অনর্থ বাচক। সূর্য্য ও কিরণের সম্বন্ধ যেমন অবিচ্ছেদ্য, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপই। অতএব কৃষ্ণের সহিতই যে আমাদের একমাত্র নিত্য সম্বন্ধ—ইহাই শাস্ত্রবাণী।

———

নিত্য সম্বন্ধের বস্তু যিনি, সেই কৃষ্ণকে বাদ দিয়া সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রয়াস যে কিরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় তা' বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার্য্য।

———

সম্বন্ধচ্যুত হইয়া বর্ত্তমানে আমরা মায়াবন্ধনে পতিত হইয়াছি। এমতাবস্থায় আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধিত হওয়া। তাই শাস্ত্র গাহিয়াছেন—

মায়ারে করিয়া দাস তাড়ান না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥
'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

———

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম অধ্যায়ে মহাপ্রভু-রামানন্দ-সংবাদে যে বিশুদ্ধ-তত্ত্বের উৎস দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে শুদ্ধভক্তি লাভের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম স্থান পায় না; তবে লৌকিক-নৈতিক বা ধর্ম্ম জীবন আরম্ভের প্রথম সোপান দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, এই প্রথম সোপানেই যাহারা গোলমাল করে, যাহারা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, কেবল কর্ম্মযোগ ত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রভৃতি স্তরগুলি উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা শুদ্ধভক্তি রাজ্যে উপস্থিত হইবে সে আশা দুরাশা মাত্র, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা শুদ্ধভক্তির আরাধনের সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জা বোধও করেন না। ইংরেজ কবি ঠিকই বলিয়াছেন—Fools rush in where angels fear to tread.

———

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

জন্মমৃত্যু-রহস্য

(৩)

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহার আত্মজ্ঞান বা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তিনিই বুঝিয়াছেন যে যদিও তিনি কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়াই এই মায়িক সংসারে আসিয়াছেন এবং পূর্বকর্ম-বশতঃ নানাযোনিতে ফিরিতেছেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপের বিনাশ কখনও হয় না; তবে যে দেহ আশ্রয় করিয়াছেন পরে সময়মত জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করেন। সুতরাং দেহেরই পরিবর্তন হয়। এইজন্য আত্মতত্ত্ববিৎ ভক্তগণ মৃত্যুকে কখনও গ্রাহ্য করেন না এবং মৃত্যুভয়ে কখনও ভীত হন না। অনেকের মনে হইতে পারে, —'জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? ভগবান্ ত' সর্বজ্ঞ, তিনি ত' জানিতেন যে জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট পাইবে এবং সে কষ্টের দায়ী তিনিই (কৃষ্ণই) হইবেন? তবে জীবকে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন কেন?'

মনোযোগ পূর্বক স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় স্বতন্ত্রতা একটী ধর্মবিশেষ। জড় জগতে অনেক বস্তু আছে, ঐ যে সকল বস্তুতে এ ধর্ম দেখা যায় না, সেই সকল বস্তু তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড় বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ। চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম আছে, জীবও অবশ্য তাহা প্রাপ্ত হইবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতা রূপ একটি ধর্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না। অতএব জীব যে পরিমাণ অণু তাহার স্বতন্ত্রতা-ধর্মও সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম-প্রযুক্ত জীব জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড় জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা ধর্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয় সেবক। সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে আত্মনিবিষ্ট হন তখন করুণাময় কৃষ্ণ জড় জগতের সকল বস্তুতে ও ভাবে দুঃখ স্থাপন করিয়া তাহাদিগের বদ্ধজীবের অমঙ্গল ঘোষণা ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। জীব কৃষ্ণের অনুভবী লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া তাঁর অচিন্ত্য-লীলা প্রপঞ্চে উদয় করান। আবার জীব লীলাময়ের লীলাকে তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায়স্বরূপ নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা ভক্তরূপে ব[...]ন এবং নিজ ভক্ত-চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেন। তাঁহার করুণা অপার, জীবের দুর্দৈব অতি শোচনীয়। কেহ কেহ মনে করেন, "জীবসকল আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হউক এবং জগতের সৃষ্টি কার্যের লোপ হউক" ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। এ বিষয় দুই একটি কথা এখন বলিতেছি, মনোযোগ পূর্বক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ চিদ্‌রাজ্য, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জড় জগৎ—এই দুয়ের রাজা স্বয়ং ভগবান্। জীবকুল এই দুই জগতের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; এই তটস্থানেরও অধিপতি ভগবান্। চিদ্‌জগতের কার্যের ভার চিৎ অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তির উপর এবং জড়জগতের ভার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া ভগবান্ স্বয়ং গোলোকে বিরাজিত আছেন। কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়াই এই মায়িক জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। যখনই কোন জীব অন্যায় কর্ম করিবে, তখনই তাহাকে তাহার রুচি ও প্রার্থনামত কারাগৃহে লইয়া যাওয়া হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, অপরাধী (কয়েদী) বেশী হইলে রাজা বেশী সুখী হইবেন, না অপরাধী (কয়েদী) কমিয়া গেলে বেশী সুখী হইবেন? কমিয়া গেলেই রাজা বেশী সুখী হন সে-বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। চোর ডাকাইত প্রভৃতি অসৎ লোকের বৃদ্ধি হউক, জেলখানা অনেক অসৎ লোকে পরিপূর্ণ হউক,—ইহা রাজার উদ্দেশ্য নহে। অতএব অসৎ লোকের দ্বারা জগতের সৃষ্টি বৃদ্ধি পাউক ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। তবে এখানে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে কৃষ্ণ পরম-করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন—যে দুর্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়? উত্তর এই যে—

কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়, নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপ লীলা হইবে এই ইচ্ছায় জীবকে আদি ও নিম্ন অবস্থা হইতে পরমোচ্চ মহাভাবাদিরূপ নিত্য অনন্ত উন্নতির পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে নশ্বর জড়ের সহিত অভেদাত্মবুদ্ধি পর্যন্ত পরমানন্দ-লাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক লোভবৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। লোভবৃত্তিযুক্ত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজসুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ। এই অবস্থাতে জীব অধোগমন করিতে থাকেন। পরম-কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া উচ্চগতি সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন, তাহার ক্রমশঃ চিন্তার পর্যায় গমন ও নিত্য পার্ষদদিগের অবস্থা সাধ্য লাভ হয়। জন্মমৃত্যু-পরীক্ষাস্বরূপে জীবগণকে দিয়া জগদীশ্বর জীবের প্রতি করুণার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। যদি মনুষ্যের মৃত্যু না হইত, তবে সকলে অমর হইত; তাহা হইলে আর ভগবানের জন্য কোনও মনুষ্য, কি অন্য প্রাণী সাধন করিত না। যে জীবাত্মা, যে শরীর ধারণ করিয়াছে, সেই জীবাত্মাটী সেই শরীরে মায়িক জগতে 'আমি' 'আমার' করিয়া নিজের সুখাভিলাষানুগামী বিচরণ করিত। যে ব্যক্তি অসৎ লোকের গৃহে জন্মিয়াছে, সৎলোকের গৃহে জন্মগ্রহণ না পাওয়ায় তাহার অসৎ প্রবৃত্তি কখনও সুপ্তভাবে থাকিত না। অসৎ প্রবৃত্তি সর্বদা জাগ্রত থাকায় বরং ঐ প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম হওয়ায় জীবাত্মা ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন দেহ পাওয়ায় উন্নতির অনেক সুবিধা পান এবং শিশুকালে সৎ ও অসৎ দুইটী প্রবৃত্তিই সুপ্ত থাকায় যে সময়ে যেরূপ সঙ্গ পান, সেই সঙ্গপ্রভাবে সৎ অথবা অসৎ প্রবৃত্তির স্ফূর্তি পায়। যে প্রবৃত্তির স্ফূর্তি পায়, তাহার বিপরীত সুপ্তই থাকিয়া যায়; এইরূপে ক্রমোন্নতি দ্বারা ভগবৎ-সন্নিধানে যাইতে সমর্থ হন। তাই বলি, জন্মমৃত্যু জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। এই ত জন্মমৃত্যু রহস্য। যিনি নিজস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই এই রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

এই স্বরূপজ্ঞান লব্ধ ভক্ত কৃতান্ত ভয়ে কখনও ভীত হন না, কারণ, তিনি জানেন যে দেহ ক্ষণস্থায়ী, এই আছে—এই নাই, অচিরেই মরিতে হইবে, এই জন্য তিনি নশ্বর দেহের বিশেষভাবে যত্ন করেন না। এমন কি, যদি কখনও মৃত্যুভয় হৃদয়ে উদিত হয়, অমনি বলিয়া উঠেন—

ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়॥

শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-মকরন্দ বিন্দু

আজি ভাগ্য মোর   ওরে চিত্ত মোর,
শুদ্ধগৌরাঙ্গ-বসতি-
স্থল নিরখিয়া   সুখস্থ হইয়া
লভরে চৈতন্যে মতি।
গৌরধাম এই   যোগপীঠ এই
উজলি' বিশ্বভুবন,
যাহে মর্ত্যধামে   জীবহিত-কামে
জাগিছে বৈকুণ্ঠজন।
চৈতন্য যাঁহার   প্রতি রেণুকায়
চৈতন্যময় যে সব,
হেথা বায়ু বহে   হেথা পাখী গাহে
প্রচারি' গৌরবৈভব।
শুধু সকল   জড় কোলাহল
শান্তি বিরাজে হেথা.
পরম সদয়   বিভুজনচয়
কল্পনায় গাহে যথা।
পুণ্য-পবিত্রতা   মূর্তি ধরি' হেথা
রাজে নানাবিধ সাজে.
ক্ষণেক বসিলে   গৌরকল্পতলে
ভকতি হৃদয়ে জাগে।
যোগপীঠ ধন   শ্রীধাম-অঙ্গন
অদ্বৈত প্রভুর গৃহ,
আচার্যরতন   ভবন শোভন
শ্রীব্রজপত্তন ইহ।
মুরারীমন্দির   শ্রীধরের ঘর
কাজীর সমাধি স্থান,
অদ্যাপি জগতে   সতত আনন্দে
শ্রীচৈতন্য-গুণগান।
কি জাহ্নবী তীরে   কিবা শ্রীমন্দিরে
কিবা জলে কিবা স্থলে,
কি যেন উন্মাদ   সদা গীয়মান
মধুর অস্ফুট বোলে।
উদার বাতাস   মহা কলোল্লাস
শতকল্লোল তুলে
যাইবে ; যাইবে ;   দেখ চরাচরে
গৌরাঙ্গ সবাই বলে।
সুকৃতি জনের   কত জনমের
কত আরাধনা ফলে
হেথায় বসিয়া   সুখদ ভজিয়া
বিভুর জীবন তুলে।
হেথা ভক্তগণ   নাশি' কোপময়
প্রদানে জীবেরে নাম,
নাম-প্রভাবে ও   কৃষ্ণবিষয়েতে
উদয়ে সহজ কাম।
প্রাকৃত কামের   গন্ধের আধার
...হৃদয়ে রহে,
যাবৎ না আসে   তুমি যাবে বসি'
বিপ্রলম্ভ তাহা বহে।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-   লীলারসময়
ব্রহ্মাদির অভিজ্ঞেয়,
এ যেন পশিতে   কি আশা জাগিছে
শুভ মনে ধাঁধা মোর।
অনন্ত প্রণতি   গুরুগৌর প্রতি
যাচি পদে এই ভিক্ষা,
যেন শুভমনে   উভয় ভক্তসনে
পালি তব সদ্‌শিক্ষা।

—শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ,
কাব্যবিনোদ

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible] ৩৲
২। শ্রীহরিনাম[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible]
([illegible]) ৩৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয় সাহিত্য ।৶০
৭। [illegible] ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীমদ্ভাগবত (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷
৮। গীতা ([illegible])
ঐ (বাঁধা) ..
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। শ্রীরূপ কেবল মাধব [illegible]
১২। [illegible] ([illegible])
১৩। [illegible] [illegible]) ৷০
১৪। [illegible] ১৲
১৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-[illegible] ১৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হীন [illegible] ৶০
১৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। [illegible] /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ •
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা [illegible] ৷০
২৯। [illegible] /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷১০
৩২। [illegible] /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। [illegible] /
৩৫। [illegible] /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) /১০
৩৮। [illegible] ৶১০
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম [illegible]) [illegible]
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। [illegible] ৸০
৪৫। [illegible] ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। [illegible] ([illegible]
[illegible]) ৷০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫১। [illegible] ৶০
৫২ [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ৷০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible]
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০
৬০। [illegible] ৷০
৬১। [illegible] ।৶০
৬২। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৪। [illegible] ৴০
৬৫। [illegible] ৷০
৬৬। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৭। [illegible] ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) [illegible]

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। [illegible] ৷০
৭০। [illegible] ৷০
৭১। কল্যাণকল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। [illegible] /০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible] ঐ
৩। [illegible] ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible],
পোঃ [illegible] নদীয়া।
৭। [illegible]
৮। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]
৯। [illegible]—পোঃ [illegible],
১০। শ্রী [illegible]—[illegible],
পোঃ [illegible]
১১। [illegible]
১২। [illegible],
পোঃ [illegible]
১৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], কলিকাতা
১৪। [illegible],
পোঃ [illegible],
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
[illegible] রোড, ঢাকা
১৬। [illegible] মঠ [illegible] ঢাকা।
১৭। [illegible] মঠ পোঃ [illegible]
১৮। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
১৯। [illegible] মঠ [illegible],
পোঃ [illegible]
২০। [illegible]
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible]
২২। [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible],
[illegible]
২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
কটক।
২৪। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible]
২৫। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],
পোঃ [illegible]
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় [illegible]—
[illegible], কাশী
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],
[illegible]
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
৩২। শ্রী[illegible]—[illegible],
৩৩। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible]
৩৪ শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৫। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] রোড,
পোঃ [illegible]
৩৬ [illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible],
[illegible], (S. W 7 [illegible]
৩৭। [illegible]
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় [illegible],
[illegible]
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—[illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
[illegible] মাসিক।
শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত [illegible]। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] ২৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৪। [illegible]—[illegible] সম্পাদিত [illegible]। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] বি-এস্, সি-টি, সম্পাদিত। [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] ১৷০ [illegible] মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

[illegible] মূল শ্লোক [illegible] শুদ্ধভক্তিপ্রচারের [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুরের [illegible] ও [illegible] শ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible]। [illegible] ছাপা। [illegible] ১০৩৯ পৃষ্ঠা কেবল মূল ও [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত [illegible] [illegible] [illegible] পাঠক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ [illegible] ৬৲ [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১১-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৩	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১ ৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০ ০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হইলে; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯ ১৮-৩১ ১০-৩০ মিনিটের সুবিধা গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ৮ এবং ১৮ ৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৬ই এপ্রিল ১৯৩৪

টাটার কোম্পানী— প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)
বাংলা ...—৫৸০
ঐ বেলাহাকা চাদরা ৬×৯ ৫/০—৫৶০
বরগা (টি আয়রণ) ৬৶০—৬৷৶০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৬৲—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
১১ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৷৶০
১৪ গেজ „ „ ১১/০
১৬ গেজ „ „ ১২৷৶
১৪ গেজ জি, পি, জি, মার্কা ১৪৲
১৪ গেজ প্লেন সীট— ১১৷৶০
১৬ গেজ „ „ ১২৷৶০
১৮ গেজ ও ২০ গেজ ঐ— ১২৸৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
গজের দাম ৮৸০
টিন প্লেট ৬/০—৬৷৶০
„ গোলছুট (গোল) ৬/০—৬৷৶০
„ চৌকা (চৌকা) ৬/০—৬৷৶০
„ গোল বড় ৶০—৷৶০ সুতা ৫৲—৫৷০
„ চাকা বড়-
চাকা ৶০—৷৶০ ঐ ৬৲—৬৷০
„ বাতিল মাল ৭৷০—৭৸০
„ ষ্টেট—বিদেশ সূতা মোটা
গজা ৮৲ ৮৶০
„ চাদর ৩-১৬ নম্বর বাতিল ৯৷৶—১১৷০
কোলাপ্‌সিবল গেট (প্রতি বর্গফুট) ১/০-১৷০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১১৲
প্যাটেন্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি ১১৲ ৪৲
ঢালাই ওয়া ১ হইতে ১০ নং ৯৷৶—১১৷০ মণ
কাবাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০
ঐ দেশী পাইপ ৫৸৶০ হেঃ বিঃ ৬৷৶০ „
পাইপ প্লেন গ্যালভা ৭—১২ ইঞ্চি ১১০ ৭৸০
ঐ হেবিওট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „
লোহার রেলের থামের গোল ও
চাকা ৮৷০— „
ঐ পায়ের লোহার সিট .৫৲ „
ঐ বেলেস্তা (খাজের সিট) ১৮৲ „
লোহার স্ক্রুপ ৪—৩ ইঞ্চি ৶১০—৸৶০ গ্রোস
ঐ নম্বর ১৩ নং
১৪—৪ ইঞ্চি ৷১০—৸৶০ গেঃ উজন
পাইপ তার ১৬—২২ নং
(গেজ) ১২৷০—১৪৷০ হন্দর
পাইপ ফিটিং (যন্ত্রপাতি)
.২ ইঞ্চি ৶—৸৶১০ পীস
পাইপ গাটার বা জোড়া
৩ ইঞ্চি ৷০—৸৶০ „

পাইপ কুপ ১৷০—২৷০ তাক ২০৲—২৯৲ হন্দর
পাইপ প্লাম্বার চাপ ১১৷০—১৯৲ „
পাইপ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি
৷৶১০—১৶০ গোস
চাপাই রেলিং ৭৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিটাগড় কাগজের কল পাইপ
পাইপসহ চাক ৷৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৭৲
৯০—৮০ বাটখারা ৶১০ সাইজ ২৷০-২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট কোম্পানী, বড়বাজার,
ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ক্রোকেক পাকোক মার্কা (২ টিন)		৯,৬
সূর্য মার্কা	„	৬৷০
আমেরিকা	„	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়ান	৩০৸
ছিনা পাত	৩৪৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ চূড়া	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৯) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ— ১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কল্ট্‌রী)		২২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

আগম মিল	৪৫৲

পাট কল

কাঁকিনাড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৯৭৲
বরানগর	১৫০৲
কেশরাম	৩৭০৲
ভারত	২৪৫৲
ক্লাইভ	২,৷০
হাওড়াউলী	৪০৮,০
হেস্টা	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্বর্ণ প্রসবকারী বঙ্গের পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার লাঘব হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিসৰ্ব্ব-প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, সি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌, এ, মহোদয়ের গৌরবময়ী এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ধর্ম ও অপ্রাকৃত জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট অধিবাস ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সকল ভুলত্রুটি-সুসমঞ্জসপ্রচুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবে ও বিভূষিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত গ্রন্থস্থ শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২নং৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্ম ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপ কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায় গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

কে সি বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজয় ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি   [৪১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই বৈশাখ বুধবার ১৩৮০, ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৩

বিবিধ-সংবাদ

—::•::—

আগুনে চারি শত গৃহ ভস্মীভূত

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, ইহ চম্পারণ জেলার বাগহা থানা হইতে কয়েক শত গজ দূরে দুবওলী বাজনপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২ জন পুরুষ, ১ জন স্ত্রীলোক ও ১টি শিশু আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। প্রায় ৪০০ শত কুটীর ভস্মীভূত হইয়াছে। বিস্তর লোক নিঃস্ব হইয়াছে।

———

আহমদাবাদে অগ্নিকাণ্ড

আহমদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল তারিখ রাত্রে কালুপুরে এক কাঠের গোলায় আগুন লাগে।

পুলিশ ও জনসাধারণের চেষ্টা সত্ত্বেও পার্শ্বের বাড়ীগুলিতে আগুন ছড়াইয়া পড়ে। আহমদাবাদ হইতে একটি দমকল আসে এবং অগ্নি নির্ব্বাপণ করিয়া চলিয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। কেহ আহত বা নিহত হয় নাই।

ঘাটালে ট্রেন সংঘর্ষ

কলকাতা হইতে প্রকাশ, গোপালপুরে একখানি মালগাড়ী ও একখানি ইঞ্জিনের সংঘর্ষে গাড়ীর তিনটি কামরা লাইন হইতে লাইনচ্যুত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কেহ আহত হয় নাই।

বিমান প্রতিযোগিতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আগামী কমনওয়েলথ ট্রাষ্টের মাধ্যমে আয়োজিত কি ভোলেক ইণ্ডিয়ান 'লণ্ডন-ক্রাইষ্টচার্চ' বিমান প্রতিযোগিতায় নাম লিখাইয়াছেন। অন্য একটি বিমানে আয়োজিত ইংলণ্ডের কর্ণেল ব্লিক সর্দারকে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন।

কর্ণেল ব্লিক মহিম আহ্বান লিপি পাঠাইয়া বিমানের পরিপুষ্ট শিক্ষা করিবার জন্য আবেদিকা গমন করিবেন।

———

তিনজন লোকের শোচনীয় মৃত্যু

ত্রিচুর হইতে সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, এই স্থানে তিনজন লোকের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা বাজী তৈয়ারী করিতে গেলে এমন এক অগ্নিকাণ্ড হয় যে, তাহাতে তাহারা গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়। ফলে তাহারা মারা গিয়াছে।

লটারী খেলার কারবার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গণপৎ লাল, চন্দুলাল ফুলওয়ালা ও ব্রজলাল, চুনীলাল পার্টী লটারী পরিচালনা করিবার অপরাধে আমেদাবাদের প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা নিজদিগকে লাহোরের জেনারেল ট্রেডিং এসোসিয়েশন লিমিটেডের প্রধান এজেণ্ট বলিতেন। তাঁহারা প্রবেশ মূল্য স্বরূপ ২৷ টাকা ও চাঁদা স্বরূপ ৫ টাকা করিয়া লইতেছিলেন। তাঁহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ৩ মাস পরে লটারী খেলা হইবে এবং যাহারা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে টাকাটা ভাগ করিয়া দিবেন। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাদের ফাঁদে পড়ে। ফলে, অনেক টাকা সংগৃহীত হয়। পুলিশ এই প্রবঞ্চনামূলক ব্যাপারের বিষয় অবগত হইয়া তাহাদিগকে চালান দেয়।

পাহাড় ধ্বসিয়া সর্ব্বনাশ

আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রকাশ সাইপ্রাসের ট্রিডোনা নামক একটি পাহাড়তলি আছে। সেখানে বহুলোকের বাস। হঠাৎ পাহাড় হইতে পাথর খসিয়া পড়ায় ট্রিডোনা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বার জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তিনশত লোক গৃহহীন হইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে।

রাত্রি শেষে বজ্র নিনাদ

তখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, সকলে নিদ্রায় অভিভূত। এমন সময় হঠাৎ বজ্র নিনাদ হইল। দেখিতে দেখিতে পাহাড় ধ্বসিয়া ট্রিডোনার অধিবাসীর উপর পতিত হইল। লোকের ঘর বাড়ী মুহূর্ত মধ্যে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া পড়িল

দিল্লীতে দুইবার ভূমিকম্প

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল রাত্রে সাড়ে ৭ ঘটিকার পর দিল্লীতে দুইবার মৃদু ভূ-কম্পন অনুভূত হইয়াছে। কোন স্থান হইতে কোন ক্ষতির সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

দার্জিলিংয়ে আবার কম্পন

দার্জিলিং হইতে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল রাত্রে ৮টা ৫ মিনিট ও ৮টা ৩০ মিনিটের সময়ে দার্জিলিংয়ে পর পর দুইবার জোর ভূ-কম্পন অনুভূত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের কম্পনের জোর প্রথম বারের কম্পনের জোর অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। কোন ক্ষতির সংবাদ এখনও জানা যায় নাই। এখানে পুনঃপুনঃ ভূ-কম্পন অনুভূত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

বন্দুকের গুলীতে নরহত্যা

যশোহর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মণিরামপুর পুলিশথানার অধীন মশিয়ার নগরের নীরোদকুমার রায়কে কয়েকজন অজ্ঞাত আততায়ী বন্দুকের গুলীতে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ১ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

রামানুজের ফাঁসীর হুকুম

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাননীয় জষ্টিস পার্শেল হত্যাকাণ্ডের মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি স্যার ওয়েন বিয়াসলী অধিকাংশ জুরীর মত গ্রহণ করিয়া আসামী রামানুজের প্রতি ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করিবার অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয় সেই মামলাই কল্পকুণ্ডী সাব জজ আদালতে মামলা রূপে আসিয়াছে। শুনানী শেষ হওয়ার পর জুরী প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিবেচনা করিবার পর দুই জন আসামীকে হত্যাকাণ্ডে দোষী ও তিন জন আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দেন। প্রধান বিচারপতি অধিকাংশ জুরীর অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রতি ফাঁসীর হুকুম প্রদান করিয়াছেন। রায়ে প্রধান বিচারপতি এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"আমি অধিকাংশ জুরীর সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত। আমার অভিমত এই যে, প্রমাণ যথেষ্ট সন্তোষজনক, কিন্তু মামলা অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না, যাহাতে উক্ত দণ্ডের অভিযুক্ত দণ্ড হ্রাস দেওয়া যাইতে পারে।"

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] বৈশাখ বুধবার, ১৩[illegible]

ত্রিপুরাতে শান্তির [illegible]

[illegible] স্বরণ থাকিতে পারে যে, [illegible] সম্পর্কে সুশান্ত-কুমার ... এবং বিজয়কৃষ্ণ পাল [illegible] আর অনুসারে গ্রেপ্তার হন। বিচার যখন আরম্ভ হয় [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত [illegible] পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি এবং [illegible] আদালতে [illegible] পক্ষের সাক্ষীদের জেরা শেষ হইয়াছে।

আরও যে প্রকাশ, গত [illegible] ইনস্পেক্টর [illegible] নিকট হইতে একটা পিস্তল ত্রিপুরার [illegible] টোটা পাওয়া যায়। [illegible] ছিল। পুলিশ সুশান্তের গৃহে খানাতল্লাস করিয়া আরও [illegible] টোটা পায় কিন্তু [illegible] নিকট হইতে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

জেরার উত্তরে তদন্ত কর্মচারী

তদন্তের ভার প্রাপ্ত [illegible] জেরার উত্তরে বলে যে, গ্রেপ্তারের সময় সুশান্ত আসামী [illegible] নিকট হইতে [illegible] ছিল। [illegible] একটি [illegible] প্রদান করে এবং তাহার গৃহের [illegible] একখানা ঘর হইতে একটা [illegible] বাহির করিয়া দেয়। এই ঘরখানার সাক্ষী [illegible] রূপে খানাতল্লাস করে কিন্তু টোটা ভিন্ন অপর কোনও আপত্তিকর বস্তু পায় নাই। সাক্ষী আর একটি গৃহ ঘরে খানাতল্লাস করে, কিন্তু সেই ঘর হইতেও আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই। [illegible] বাবুর বক্তব্যের ... [illegible] আসামীর [illegible] সেসন জজের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বিচারের [illegible]

[illegible] বিবৃতি [illegible] করে যে, সে নিরপরাধ। [illegible] বাংলোর [illegible] একখানা বাড়ীতে সে থাকে এবং [illegible] দোকান চালায়। গত [illegible] ডিসেম্বর প্রাতে সে [illegible] একখানা টাঙ্গাতে [illegible] বাসায় যান। তাহার একজন আত্মীয়ের গৃহে [illegible] আত্মীয়ের সময় [illegible] গৃহে লইয়া [illegible] জন্য সে [illegible] বাহির হয়। ইন্সপেক্টর [illegible] আসিয়া [illegible] একখানা পুলিশ [illegible] হইয়াছে

এবং পথচারীদিগকে প্রহার করিতেছে। ব্যাপার দেখিবা সে বিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং এক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

[illegible] আরও বলে যে, [illegible] সে ছিলেনা এবং [illegible] সাক্ষাৎ কোনও সম্পর্ক নাই। পুলিশ তাহার দোকান খানাতল্লাস করে এবং তাহার বাড়ীতেও তল্লাস করে, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

[illegible] গ্রেপ্তার

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] খান মসূদে [illegible] সম্পাদককে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] ইতিহাস বুক [illegible] ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন আনয়ন করেন।

[illegible] পরিণাম

[illegible] এক নির্দিষ্ট সন্ধান করেন। [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] জানেন। [illegible] হলে ৪ জন মুসলমান নিহত হয়। [illegible] মুসলমানের [illegible] ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। [illegible] অনেকরূপ [illegible] হয়। [illegible] মসজিদের [illegible] হয়।

ডাকাতির অভিযোগে কঠোর শাস্তি

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] জজের বিচারে [illegible] ডাকাতি মামলার আসামী চন্দ্র সিংহের [illegible] দ্বীপান্তর [illegible] ও তিনজন আসামীর প্রতি অপেক্ষাকৃত অল্পকাল কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

এই মামলা সম্পর্কে [illegible] পক্ষের বিবরণে প্রকাশ,—চারিজন ডাকাত [illegible] রাত্রে গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল; পুলিশ [illegible] সংবাদ পাইয়া [illegible] তাহাদের [illegible] করে। কিন্তু, ডাকাতেরা কোন কারণে [illegible] হয় নাই [illegible] গুলী ছোড়ে। পুলিশও তখন গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করিলে ডাকাতগণ পশ্চাৎপদ হয়। একজন ডাকাত ঐ সময় পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিল।

উক্ত বন্দী [illegible] জন্য চীৎকার করিলে ডাকাতগণ পুনরায় গুলী ছোড়ে; ঐ সময় ডাকাতেরা ছোরা ও ছুরিকাছিল। [illegible] একজন [illegible] কনষ্টেবল, একজন [illegible] আহত হয় তথাপি বন্দী পলায়ন করে।

পুলিশ পরে তদন্ত করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় [illegible] একটি [illegible] টোটা

পাওয়া গিয়াছিল। বৎসরে [illegible] ব্যক্তিগণকে চালান দিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে কেহ কেহ স্বীকারোক্তি প্রদান করে। বিচারকালে ঐ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার কালে তাহারা বলে যে, পুলিশের [illegible] তাহারা ঐরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

পৈশাচিক প্রতিহিংসা

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] হত্যা করার [illegible] জেলার [illegible] গ্রামবাসী ৪০ জন কৃষক অভিযুক্ত হওয়াতে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ঐ মামলা শুনানীর সময় ভীষণ প্রতিহিংসা গ্রহণের এক কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ,—[illegible] বাসিন্দা গ্রামে দুই দল গ্রামবাসীর মধ্যে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। একদলে ছিল মাত্র পাঁচজন গ্রামবাসী; আরেক দলে সমস্ত লোক অন্যদলে যোগ দিয়া ছিল। একদিন অপরাহ্নে গোলমাল বৃদ্ধি পাইয়া মারামারি শুরু হয়; ঐ মারামারিতে উভয়পক্ষ লাঠি ও ইটপাটকেল ব্যবহার করিয়াছিল।

ক্ষুদ্রতর দল বিপক্ষকে বিপদ দেখিয়া পলায়ন করে ও একটি বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। অপর দল পলাতকদিগকে ধরিবার জন্য ঐ বাড়ী ঘেরাও করে, কিন্তু কিছুতেই উহা দখল বা ভঙ্গ করিতে না পারিয়া ঐ বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

আগুনের তাপে টিকিতে না পারিয়া পলাতকগণ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে ও আক্রমণকারীদের ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। আক্রমণকারীগণ উহাদিগকে মারিয়া ফেলে ও পরে উহাদের শবদেহ জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে।

একটি বন্দী কোনরূপে ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নে সক্ষম হইল দুর্বৃত্তরা [illegible] দিয়া ঐ রাত্রেই সংবাদ দেয়। এ সম্বন্ধে তদন্ত শেষ করিয়া গ্রামের প্যাটেলসহ ৪০ জন লোককে বিচারার্থ প্রেরণ করে।

লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয়

[illegible] হইতে প্রকাশ, গত সোমবার টাঙ্গাইলে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকাশ, ঝড়ের ফলে মধুপুর জঙ্গলে গোপালপুর হইতে ধনবাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ১২ মাইল স্থান [illegible] ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। [illegible] বিস্তর বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে ও অনেক বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।

মধুপুর হইতেও এইরূপ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শত শত লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোকের তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, সহর কয়েক ঘণ্টাকাল অন্ধকারের মধ্যে ছিল।

বাঘে মানুষে লড়াই

[illegible] এক সংবাদে প্রকাশ, [illegible]পুর রেল ষ্টেশনের নিকটে একটি বাঘ ও মানুষের মধ্যে সারাদিনব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছে প্রকাশ, বহু ব্যক্তি ঐ ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন। প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল ঐ যুদ্ধে ব্যক্তি [illegible] করিয়াছিল। অবশেষে একজন পুলিশ কর্মচারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্রটিকে বন্দুকের গুলীর আঘাতে নিহত করেন।"

রেল কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ভাগলপুর হইতে প্রকাশ, ই, আই, আরের টি, টি, আই, ই, বাবুকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, সিংহের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, তিনি একজন মহিলার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। ফলে, উহার প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়, এক বৎসরের বিরুদ্ধে যেমন জজ মিঃ আর, বি, [illegible] এজলাসে আপীল করা হইয়াছিল। জজ তাহাতে যে-রকম অবস্থায় প্রদান করিয়াছেন। প্রকাশ, মহিলা বিনা টিকেটে যাইতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি তাহার উপর অত্যাচার করেন, এই সম্পর্কে এই [illegible] [illegible] ছিল। এতদিন পর এই ব্যাপারের যবনিকা পতন হইয়াছে।

ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, বিক্রমপুরের [illegible] ডাকাতি সম্পর্কে বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] সেন ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আগামী ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিয়াছে। বজ্রপুরের ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] বিজয় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে [illegible] টাকার জামিনে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

দুইজন বন্দীর পলায়ন

[illegible] হইতে প্রকাশ, দুইজন বন্দীকে প্রহরীদের সহিত [illegible] জেলার [illegible] পাঠাইতে স্থানান্তরিত করা হইতেছিল। সেই সময় তাহারা একজন প্রহরীকে আঘাত করিয়া পলায়ন করে। এই [illegible] মধ্যে [illegible] হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ১৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ৫ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বুধবার } ৪১শ সং

লণ্ডন সংবাদ

গত ১২ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৮টার সময় Brompton Sanctuaryতে ('ব্রমটন ধর্ম্মসভায়') একটী বিশ্বজনীনতত্ত্ব বক্তৃতা সভায় লণ্ডন গৌড়ীয়-মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ "Personality of Godhead" (ঈশ্বরের সবিশেষত্ব) সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। দি রাইট্ রেভারেণ্ড বিশপ জেমস্ এম্. এ, ডি-ডি, মহোদয় এই সভার সভাপতি ছিলেন। বক্তৃতাটী বড়ই চিত্তাকর্ষিণী হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সুধী শ্রোতা ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

— —

আগামী ১২ই জুন অপরাহ্ণ ৮ঘটিকার সময় দি রাইট্ অনারেবল লর্ড হার্লিকেন্স (আর্কটে) কে-জি, জি সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে হ্যামিলটনের একটী সভা ৩২ নং গ্রাসেল স্কোয়ারে হইবে। স্বামীজী উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

আগামী ২৪শে এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় মাননীয় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটির উদ্বোধন-সভা ক্যাক্সটন-হলে অনুষ্ঠিত হইবে।

— — —

মহামান্য লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড এই সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট, দি রাইট্ অনারেবল লর্ড লোসেন জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, সি-বি-ই, দি রাইট্ অনারেবল লর্ড ল্যামিংটন জি-সি-এম্-জি, জি-সি-আই-ই, সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া সার স্যামুয়েল হোর, কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই-ই, এল-এল-ডি, দি অনারেবল লেডী ষ্টানলি জ্যাকসন ভাইস প্রেসিডেন্ট, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ জি-সি-আই-ই, কে-সি-আই-ই, কে-সি-এস-আই, আই-ও-এম্ চেয়ারম্যান, মিঃ এফ এইচ্ ব্রাউন সি-আই ই, মিঃ এইচ এস-এল পোলাক, মিসেস্ ডি. এন, দত্ত প্রমুখ ন্যাকলপন সদস্য এবং মিঃ এফ, জে, পি, রিচ টাম এম্-এ ও মিঃ পি, কে, দত্ত এম-এ (ক্যান্ট), এম্-এসসি (লিডস্), এ-আই-সি মহোদয় অনরারী জয়েণ্ট সেক্রেটারী হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়তা করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা ইঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জার্ম্মেণীর মনীষী বহু ভাষাবিদ্ আর্ণষ্ট সুলজ মহোদয় সংস্কৃতার্থ বার্লিন হইতে লণ্ডন আসিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতিশয় বিনয়ী ও বিবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত। তাঁহার শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট লিখিত পত্রখানি (যাহা নদীয়া-প্রকাশে যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল) তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছে। তিনি এক্ষণ প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র পাইয়া নিরন্তর তাহা কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

এলাহাবাদে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ বর্ত্তমানে এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

অদ্যই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীযুক্ত জানকী বল্লভ দাস এলাহাবাদে আসিতেছেন। তিনি ও তাঁহার বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে প্রচারকার্য্য করিবেন।

— —

ঢাকায়

বিগত ১৮ই চৈত্র (১৩৪০) রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত "সেবাধর্ম্ম কি ?" -এ বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা এবং ২৫শে চৈত্র রবিবার দিবসের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত একটী শাস্ত্রযুক্তিমূলক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উভয় দিবসের বক্তৃতাতেই ঢাকার বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে।

— — —

খুলনায়

খুলনা জেলার অন্তর্গত কাটীপাড়া-গ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৬শে চৈত্র সোমবার প্রাতে ৭টার সময় ডাঃ পি, সি রায় মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত R. K. BK. H. C. Institutionএ স্বামীজী মহারাজ 'মনুষ্যের ধর্ম্ম-জীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ দাস এম্ এ, বি টি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুষ্ঠু সেবা-সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

— — —

অপরাহ্ণে ৫টার সময়ে উপযুক্ত মাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ রায়, তাঁহার শ্রীযুক্ত রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীপদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বহু গ্রাম্য শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ স্বামীজী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন এবং প্রীত হইয়া কিছুদিন তথায় থাকিবার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করেন।

— —

গত ২৭শে চৈত্র মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র সংযোগে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচিত্র দর্শন করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন, বিশেষতঃ সাধুবেশী কপট ধর্ম্মধ্বজীদের সঙ্গে শুদ্ধভক্তগণের পার্থক্য-প্রদর্শনকারী চিত্রাবলী দর্শন করিয়া সকলেই তদ্বিষয়ে সাবধান হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

— —

গত ২৮শে চৈত্র বুধবার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু জমিদার, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু জমিদার, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত বাণেশ্বরনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ঘটক, শ্রীযুক্ত শ্রীদাম পাল প্রমুখ কাটীপাড়ার বহু লোক সংকীর্ত্তনমুখে স্বামীজী মহারাজকে বিদায় অভিনন্দন দেন। সকলেই আবার শীঘ্র ভক্তি প্রচারের জন্য স্বামীজী মহারাজকে বিশেষ অনুরোধ করেন। বিদায়কালীন সকলের এমন কি বালকবালিকাদিগেরও মুখের দৃশ্যে ভক্তগণের অতর্কিত বিরহজনিত ছবি স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ মধুসূদন ৭১ গৌরাব্দ ৪৪৮

ঈর্ষানলের লেলিহান-জিহ্বা

শ্রীধামে আর প্রত্যহ আমরা চতুর্দ্দিক হইতে ঈর্ষার বহ্নিজ্বালার সংবাদ পাইয়া থাকি, ঈর্ষাদিতে হৃদয় [illegible] উত্তপ্ত হয় না; কিন্তু ঈর্ষানল উন্মত্ত মানবের হৃদয় মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ দগ্ধ করিয়া থাকে। এই অনলোৎপন্ন বাষ্পের যে শব্দ শোনা যায় তাহার সহিত শৃগালদের [illegible] শাক-ভুক্তের ক্রন্দনের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

সেদিন [illegible] এক অর্বাচীন যুবকের ঈর্ষানল-প্রলাপময় একটী ছোট পুস্তক আমাদের হস্তগত হইল। উহা মোটামুটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, কোন শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী নারকীকর্ত্তৃক উহা লিখিত হইয়াছে; দেখিয়াই উহা ছুঁড়িয়া ফেলিলাম। যতটুকু দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যুবকটীর ব, য আদিও নাই, ঈ-কার, ঐ-কার জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত। প্রায় ছত্রে ছত্রে ভুল। সাধারণ অশুদ্ধ স্থাপনের জন্য পাণ্ডুলিপি উচ্চারণ করিয়া থাকে; তাই এই যুবক উচ্চারণ করিয়াছে কিন্তু তাহা লেখাতে দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে কোনও দিন যুবকটী যে শুদ্ধ ব্যাকরণের ধার ধারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য যাহার ঐ-কার, ঈ-কার জ্ঞান নাই, সে যে কখনও সংস্কৃত-পুঁথির অধিকারী নহে তাহা সহজেই বুঝিবেন। এই যুবক নাকি একবার সংস্কৃত-কাব্য পড়িতে যাইয়া গুরু-পদকর্ত্তৃক 'অসমর্থো বৎস' বলিয়া বিতাড়িত হইয়াছে। 'আর যার কিছুই নহে—কারণ "নাস্তি বিদ্যা [illegible]", ঘুরিয়া উহার [illegible]।"

নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন শ্রীগৌড়ীয়-প্রকাশ মেদিনী[illegible]। অদোষদর্শীদের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। আমাদের উক্ত উদ্ধত যুবকটী তাহাদের অন্যতম শুদ্ধ-গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-বিদ্বেষী [illegible]। ঐ প্রকার ঈর্ষানলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শুদ্ধ ভক্তদিগের কণ্ঠকারে যে [illegible] ক্রোধানল বাষ্প সর্ব্বদা নিঃসৃত না হয়, তাহাও নহে। যুবকটী কথায় কথায় এক মহাপুরুষের দোহাই দেয়; কিন্তু যে মহাপুরুষকে তাহার বন্ধু মনে করে, তাঁহারই [illegible] লক্ষ্য করিয়া বলেন—"ঈর্ষানল কেন হৃদয়ে বসাইলে? পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র করিলে।" এই প্রকার অপবিত্র ব্যক্তির ঐ মহাপুরুষের নামোচ্চারণের কি অধিকার?

যুবকটীর কথা—"অশোপাঙ্গন কর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মত্ত থাক, দিনে একবার জল তুলসী ঠাকুরের ঘরে রাখিয়া আসিও; বাঁচিয়া যাইবে তোমার! নিরপরাধ বলিয়া কোন কথা নাই—ঠকবাজ-কর্ত্তৃক ঐ শব্দের আবিষ্কার, যদি নিরপরাধ বলিয়া কিছু থাকে তবে শাস্ত্র অপ্রয়োজন মানবের মহৎ!! অর্থ-চিন্তা প্রভৃতি বৈষ্ণব সেবা, ধাম-সেবা, গুরুসেবা, গুরুবর্গের সেবা, গুরুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অনুসারে সকলই তাঁহার নাম-প্রচারের সহায়ক, সব নিরর্থক, কিছুতেই [illegible] কাজ!!! আমার কাছে এস, আমি তোমাদের কর্ণে নামমাত্র [illegible] প্রদান করি, তাহাতে নিরপরাধে নিরপরাধ আপনি যেখানে সেখানে পড়িলেও আর কিছুই থাকে না। নরকে দেখে নিয়মেও তোমাদিগকে লইয়া যাইব, আর ভয় কি?"

যুবকটী মাঝে মাঝে 'মায়াবাদ'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু মায়াবাদ-শব্দের অর্থ তাহার জানা আছে কি? শ্রীল [illegible] অনুযায়ী শঙ্করের মত হইতে সঙ্কলিত অর্থের সম্পাদন করেন। এক সময় হইতে নিজের পার [illegible] একটি কবিতা মায়াবাদ 'শান্তিময়' শীর্ষক লিখেন। কল্পো [illegible] প্রবন্ধে কল্পোক্ত করিয়া এক আসনে উপনীত হইয়া ছিল যে, 'মায়াবাদী'-গুলিও আরাম। তাই একটু [illegible] অপর কল্পোক্তিতারকে 'মায়াবাদী' বলিয়া গেল [illegible] হইল। তাহাকে মায়াবাদের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে, সে বলে,—"আজ্ঞা, যাঁহারা মায়াকে বাদ দেন, তাঁহারাই মায়াবাদী মহাত্মাকে মানবের সহিত পূজা করি, তাহার পূজার জন্য আমরা পাঠায় মাংস ও আনন্দবর্দ্ধক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাই, এ [illegible] কি বাদ দিয়া থাকা যায়?" বিশেষণ করিলে দেখা যাইবে, [illegible] উক্ত যুবকের মায়াবাদী সম্বন্ধে ধারণা যাহা আর কিছুই নহে যে লোক প্রণয়ন করিতে 'সাধু'-গ্রন্থখানা অদ্য ও মায়াবাদিগণকেই লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সিদ্ধান্তের বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। জড় মায়ার আবরণ-শক্তি যে একপাও বাহিরে আসিতে পারে নাই, সে আবার মহাপ্রভুর পার্ষদকে কত কি কহিতে আসে? তাই আজ [illegible] চাবুকের একটুকু মাত্র স্পর্শ করিলাম। দেখি, ইহাতে উহার কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসে কিনা, ঈর্ষানলের লেলিহান-জিহ্বা প্রশমিত হয় কিনা, নতুবা তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আরও ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৪)

(৫) ন্যায়দর্শন—মহর্ষি গৌতম ইহার প্রণেতা। অনুমানকে স্থাপন করাই ন্যায়ের প্রধান বিষয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপক জ্ঞান, যাহাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে তাহাই অনুমানের স্বরূপ। ব্যাপ্তিযুক্ত বিশুদ্ধ অনুমানোদ্দীপক বাক্যকেই 'ন্যায়' বলে। অনুমান মুখ্য-প্রমাণরূপে গৃহীত হইলেও প্রত্যক্ষ, শব্দ ও উপমানের উপর অপরিমিত অধিক পরিমাণে স্থাপিত হওয়ায় তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান না হইলেও অনুমান বিশুদ্ধ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদযুক্ত হইতে পারে না, সেই কারণে ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, শব্দ ও উপমানের (গৌণ প্রমাণরূপে) প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, 'প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি।' এই দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত; (১) তর্কাংশ, (২) ন্যায়াংশ এবং (৩) দর্শনাংশ। ন্যায়দর্শন, তত্ত্বজ্ঞানে ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন, বৈশেষিকের সপ্ত পদার্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত; ষোড়শপদার্থের পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে, যথা—"প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান; তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

উক্ত ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান চতুর্বিধ প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন এবং তন্মধ্যে অনুমানই প্রধান। যে ষোড়শতত্ত্বের কথা উল্লিখিত হইল তন্মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয়ের যথার্থ জ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়। সংশয়াদি অপর চতুর্দ্দশ পদার্থ-জ্ঞান, প্রমাণ-প্রমেয়-জ্ঞানের সাহায্যার্থেই জানিবে। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান ইহার মধ্যে শেষোক্ত মিথ্যা-জ্ঞান হইতে পর পর ক্রমবিনাশে অপবর্গ লাভ ঘটে। যে পদার্থের যাহা বাস্তব স্বরূপ, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দ-সাহায্যে যে অন্যান্য অনুমিত, প্রমেয়-বিজ্ঞানে তাহাই মুখ্যপ্রমাণ; সুতরাং বস্তুবিষয়ে ন্যায়ের অনুমান 'বিজ্ঞান'-শব্দবাচ্য।

প্রত্যক্ষ কারণসমূহ ও তাহাদের বিষয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার যে অংশ পূর্ব্বাপর শব্দ জনিত নহে এবং তাহাকে যদ্যপি ব্যতিক্রম দৃষ্ট না হয় এবং তাহা ব্যবসায়াত্মক বা অপরিবর্ত্ত হয়, তাহাকে 'প্রত্যক্ষ-প্রমাণ' বলা হয়।

কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুজ্ঞান সর্ব্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না, কারণ দৃষ্টিশক্তির অপটুতানিবন্ধন দ্রষ্টা দৃশ্য বস্তুর প্রকৃতরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হয়, যেমন Jaundiced eye বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি 'শঙ্খ' প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে 'পীতশঙ্খ' বলিয়া থাকেন; শঙ্খ পীতবর্ণ এবং তাহাদের সমবায়-সম্পর্ক সমস্তই দৃশ্য জগতের ঘটনা এবং তাহা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ-ভূমিকায় আবদ্ধ কিন্তু পীতত্ব বাস্তবে শঙ্খের সহিত সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত নহে পরন্তু উহা জ্ঞানে ভ্রমরূপে আবির্ভূত, সুতরাং প্রত্যক্ষ হইলেও উক্ত প্রত্যক্ষজ জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা হইবে। সবিকল্প প্রত্যক্ষে যথার্থ জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে বটে কিন্তু অনুমান দ্বারা যতক্ষণ না সমর্থিত হইতেছে সেকাল পর্য্যন্ত উহাকে নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করা নিরাপদ নহে। শব্দ ও উপমান-ক্ষেত্রেও এই প্রকার বুঝিতে হইবে।

অনুমান—অপর ভাষায় যাহাকে Conception of Vyapti বলা যায়। প্রত্যক্ষের পর তাহা হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই 'অনুমান প্রমাণ' (অনু—পশ্চাৎ, মান—জ্ঞান) অনুমানকে কেহ কেহ 'অলৌকিক-প্রত্যক্ষ' শব্দে সংজ্ঞিত করেন। এই অনুমানের ত্রিবিধ aspects আছে, ইহা গৌতম ও বাৎস্যায়ন উভয়েই স্বীকার করেন। (১) পূর্ব্ববদনুমান, (২) শেষবদনুমান এবং সামান্যতোদৃষ্টানুমান। 'পূর্ব্ববৎ অনুমান'-ক্ষেত্রে, পর্ব্বতে ধূম-দর্শনে অগ্নির অনুমান, এই অনুমানে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞান বর্ত্তমান অর্থাৎ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে, যস্থলে ধূম উত্থিত হয় তাহার নিকট অগ্নির বিদ্যমানতা আছে কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অগ্নি প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও ধূমের প্রত্যক্ষে অগ্নির বিদ্যমানতানুমান সিদ্ধ হইতেছে। 'শেষবৎ অনুমান'—যুক্তিমূলক, by the method of elimination সুতরাং ইহাকে indirect proof বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববৎ-অনুমানে যে প্রকার পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ আছে, শেষবৎ অনুমানে সেপ্রকার পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষজ অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। 'সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান'—তাহাকেই বলা যায়, in the sphere of sensuous objects যাহা দৃষ্ট হয় Super-sensuous sphere-এর সম্বন্ধীয় ঘটনার বর্ত্তমানতা সম্বন্ধে সে যুক্তিমূলক অনুমান।

উদাহরণ-স্বরূপে কথিত হইতে পারে যেমন একটী স্বর্ণনির্ম্মিত বস্তু দৃষ্টে অনুমান করা হইল উহার বর্ত্তমান রূপ পূর্ব্বে ছিল না, এই প্রকার গঠনপ্রাপ্তি কোন চেতন-বস্তুর সম্পর্কেই সাধিত হইয়াছে, এবং যে

তার উপাদান-কারণকে স্বলাকারে প্রকাশিত করিয়াছে সেই চেতন বস্তু অবশ্যই মনুষ্য। এস্থলে বলবরূপ দৃশ্যবস্তুর পশ্চাতে চেতন ও তাহার ক্রিয়া বর্ত্তমান দ্রষ্টার প্রত্যক্ষীকৃত না হইলেও কেবলমাত্র analogical reasoning দ্বারা তৎসম্বন্ধে অনুমান সিদ্ধ হয়। ন্যায়দর্শন ঈশ্বরাস্তিত্ব-প্রমাণে উক্ত প্রকার অনুমানাবলম্বন করেন।

জন্মমৃত্যু-রহস্য

(৭)

মৃত্যুকে ভয় করি না এ কথা ভগবদ্ভক্তই বলিতে পারেন। দেখ, যিনি প্রাণ মন প্রভৃতি কৃষ্ণপদে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, তাঁহার আবার ভয় কিসের? যাহার মাথা নাই, তাহার আবার মাথা-ব্যথা কোথা? তাই মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিযুতপদপঙ্কজে।
বিষয়ে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥

যদি শ্রীহরির চরণ চিন্তা করা যায় এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে তাহা হইলে বন বা দুর্গম স্থানে এবং মৃত্যু বা সংগ্রামস্থলে চিন্তা কি?

কৃষ্ণপদে যেই জন সঁপিয়াছে প্রাণ।
সে পদকমল যার সদা ধ্যান জ্ঞান॥
কি ভয় কি ভয় তাঁ'র দুর্গমে গহনে।
কি ভয় কি ভয় তাঁ'র রণে বা মরণে॥

তিনি বলিয়া থাকেন,—"হে ভগবন্, আমাকে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।" যথা শ্রীশ্রীপাণ্ডব-গীতায়—

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব! তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ॥
নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।

যাঁহারা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরিভজন করিতেছেন মৃত্যুভয় কি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে? তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণে সমস্ত সমর্পণ করতঃ বলিয়া থাকেন—

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোয়ে ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি, জন্ম হউ মোর॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্মুখ ব্রহ্ম-জন্মে নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়॥
বিনোদ্‌সেবক কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ॥

যাঁহাদের স্বরূপজ্ঞান উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই কোনও সাধুর সঙ্গ পাইবেন তখনই কৃষ্ণভজনের উপদেশে তাঁহার সংসার ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে এবং হরিভজন করিতে করিতে তিনি অচিরে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবেন।

যথা প্রাচীন পদে—

জানি' শুনি' কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুনঃ পায় জীব গর্ভের যাতনা॥
একবার জন্ম জীব আর বার মরে।
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা বাধা।
তখন পড়য়ে মনে গত জন্মের কথা॥
উর্দ্ধপদে হেটমুখে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ-সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥
শতেক বৎসর মাত্র নরে আয়ু ধরে।
নিদ্রাতে তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥
পঞ্চাশ বৎসরের পরে পৌগণ্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥
কোন মতে কৃষ্ণপদ নহিল ভজন।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস।
সেই ক্ষণে হয় তার সর্ব্ববন্ধ-নাশ॥
কৃষ্ণের ভজনতত্ত্ব করে উপদেশ।
তরয়ে শ্রীকৃষ্ণপদ দূরে যায় ক্লেশ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব-চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥

অতএব বলিতেছি, যদি কেহ এই জন্মমৃত্যুরহস্য উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন এবং মৃত্যুভয় হইতে এড়াইতে চান, তবে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে আশ্রয়স্থান লাভ করুন। যখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভজনে রত হইবেন, তখন দেখিবেন, আর কোনও কর্ম্ম সাধককে ভয় প্রদান করিতে পারিবে না। যখনই এই দুর্লভ মানব-জন্মের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারিয়া সাধকবর শ্রীকৃষ্ণভজনে রত হইবেন এবং তখন দুর্লভ মানবজন্ম সফল হইবে। এইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কৌমার-কাল হইতেই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
(ভাঃ ৭-৬-১)

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন,—হে বন্ধুগণ! দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া বিচক্ষণ মেধাবী ব্যক্তিগণের পক্ষে কৌমার-কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। আপাততঃ, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পর প্রাচীন বয়সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনও মতে বিধেয় নহে। কারণ, জীবিতকালের কোনও নিরূপণ নাই, কোন্ সময়ে এই দুর্লভদেহ (হরিভজনের দেহ) পরিত্যাগ করিতে হইবে মানব তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয় করিতে পারে না। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্ম অনুসারে যখন একবার মানবজন্ম পাইয়াছে, তখন পারলৌকিকবিষয়ে পশুর ন্যায় বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎকারের যত্ন করতঃ ইহার সদ্ব্যবহার করাই একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ, মানবজীবনই পরমার্থ লাভের একমাত্র সোপান স্থানীয়। অর্থাৎ এই ভারতভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কালের জন্য প্রতীক্ষা করা বিধেয় নহে। কারণ, জীবনের কোনও স্থিরতা নাই। কোন্ দিবস মৃত্যুর গ্রাসে যে পতিত হইতে হইবে, কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। এবং পুনরায় যে এই মনুষ্যদেহই মরণান্তে পাইবেন, তাহারও কোনও স্থিরতা নাই। অতএব এই উৎকৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়া যদি পশুর ন্যায় কেবল বিষয়-সম্ভোগেই কাল অতিবাহিত করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যদেহ ধারণ করা নিরর্থক হইয়া গেল। কিন্তু যদি কেহ ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া থাকেন যদি, তাহাতেও অপূর্ব্ব-ফলের উৎপাদন হয়, সন্দেহ নাই।

আরও যথা ভাগবতে—

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥

আমরা এই জন্মমৃত্যুরূপ ভীষণ তরঙ্গবিশিষ্ট সংসারকে আশ্রয় করিয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। অতএব এই মনুষ্য-কলেবর যে কয়দিবস সুস্থ থাকে ইন্দ্রিয়াদির বৈকল্য এবং রোগ শোকাদির দ্বারা বিপন্ন এবং বিকল না হয়, তাহার মধ্যে যিনি সেই পরমমঙ্গল লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ এবং মেধাবী। সুতরাং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ণ হরিনামাশ্রমে থাকাই কর্ত্তব্য। যথা—

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্ত-
বার্ত্তামৃতং হরিকথা স্মরণং হরের্নাম।
তাবজ্জরা মৃত্যুমুখে ... ...
... ...

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কাম ও প্রেম

দুঃখময় কাম, মরলোকে ধাম,
সুখের মোহন বিত্তি।
অকৈতব প্রেম, জাম্বুনদ-হেম,
দ্যুলোকে দুর্লভ অতি॥
কাম অন্ধতম, না জানে ধরম,
কামুকে মরমে মারে।
প্রেম দিবাসম, প্রেমিক সুজন,
রহে সেই গৌর করে॥
রজঃতমজাত, অনর্থ-আবৃত,
বৈরীশ্রেষ্ঠতম কাম।
প্রেম নিস্তারণ, সার প্রয়োজন,
সেবা-সম্পদের ধাম॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি, কামের কুরীতি,
নাহি চায় কৃষ্ণ-সুখ।
প্রেম পরময় কৃষ্ণ-সুখ চায়,
চায় না স্বসুখ-দুঃখ॥
কাম-যন্ত্রণায়, জগজীব হায়,
সতত দহনে দহে।
প্রেম-সমীরণে, মুকুন্দ-গগনে,
চির সুশীতল রহে॥
কামে রত যত, কামিনীরমণ,
দৈত্যের পদ্‌বী লভে।
প্রেমে বৈকুণ্ঠেতে, গুরু-আনুগত্যে,
সেবে হরি সগৌরবে॥
কাম-বিষানলে, শমন-কবলে,
অভাগিয়া করে কেলি।
প্রেমামৃত-জল, খাইয়া সকল,
ভয় অভিলাষ নাশি॥
কামের প্রভাবে, সেবার অভাবে,
আপাতমধুর লোভে।
সপ্তদ্বীপপুরে, কিবা স্বর্গপুরে,
বাঞ্ছিত ভ্রমণ লভে॥
(কিন্তু) যেন কামে যাঁর, শ্রীহরি-সেবায়,
দৃঢ় রতি যেন চিতে।
সে কাম পবিত্র, প্রেমের সুপাত্র,
যার এই অবনীতে॥
কাম প্রেম দ্বয়ে, পার্থক্য নিদয়ে,
দেখায় মায়ার গণ্ডী।
মায়াগণ্ডী পারে, কামে প্রেমাকারে,
হরি সেবে ভয় পাও'॥
মন্মথ-মোহন, নবীন মদন,
শুদ্ধ কামদেব তিনি।
শ্রীগোলোক বনে, রাধানাথে যাহে,
উপাস্য তাঁহারে মানি॥
তাঁহার বিচার, সর্ব্ব শাস্ত্রসার,
"চক্রস্থিতিসিদ্ধান্ত যাঁর।"
ফিরে জীব ভবে, সংসার কান্তারে,
সকাম পূজা মানি'॥
আর কতদিন, ছাড়ি কামে রত
প্রাণ অবাঞ্ছিত কামে।
তাই প্রভু মোরে, দাসত্ব সরোবরে,
ডুবিতে কামেন ক্ষমে।
কিন্তু তবু হায়, কারও কোথায়
কেন অযাচিত দয়া।
আ মার মাঝারে, চির অন্ধকারে,
রাহুর মুখে থাকয়া॥

— শ্রীরামচন্দ্র দাস

প্রচার-প্রসঙ্গ

[৭ম পৃষ্ঠার পর]

সুবুদ্ধিমান্ শ্রীযুক্ত কেদার বাবু, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় এবং জমিদার-বংশের সকলেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছেন। তাঁহাদের সরল স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট। প্রভুপাদের শ্রীচরণে তাঁহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌর যে দিয়াছ নাম সেই নাম পাও। কৃষ্ণ সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট্ গৌড়ীয়ভাষ্য ৬০৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৩৫২৩ পৃষ্ঠা ৩৮৲
প্রকাশিত ৩৫ ৩৫২৩ পৃষ্ঠা ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ)
৪। শ্রীকৃষ্ণবিবেকগুণমাধুরী (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় গীতি ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৪০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ৪
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত ... (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য (রামানুজীয়) ।০
১৪। [illegible]
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হৃদয় দর্পণ
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-খণ্ড ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। দুই নবদ্বীপ ৴১০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) /১০
৩৮। [illegible] ৫০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভূগর্ভের ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যসাধনী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলসিতঃ ।০
৫৪। সটীক-[illegible] ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মতপরিচয়ঃ /০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। [illegible] ৷৶০
৬২। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জর্মন ভাষায়) ১৫৲

উৎকল ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা।
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদন-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালপা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুলুকুণ্ডা, পোঃ উদকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিলপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য পরিশোভিত হইয়াছে। আর্ট দুধ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয় সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৫৬	১৪—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—১৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৯	১৯-২৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১ ৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২ ৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ [illegible] ট্রেনে গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে [illegible] ১০-৫৫, ও ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

[illegible] বাজার দর

লৌহ ও হার্ডওয়ার

[illegible] ১৩৩৪

ষ্টীমার কোম্পানী -	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible]	৫৷০—৫৷০
বরগা ([illegible])	[illegible]
[illegible]	৬৲ [illegible]
গ্যালভানাইজড করোগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৸০
২৪ গেজ „ „	১১ ০
২৬ গেজ „ „	১০৷৵
২০ গেজ [illegible]	৬৲
২৪ গেজ [illegible]	১১৷৵০
২৬ [illegible] „ „	১১৷৵০
১৮ গেজ ও ২০ গেজ ঐ—	১২৸৵০ ১৪৲
[illegible]	
[illegible]	৮৷০
টীন প্লেট	৯৷৵০—৯৷৵০
„ [illegible] (গোল)	৯৶০—৯৶০
„ [illegible] (চৌকা)	৯৶০ ৯৸৵০
„ [illegible]	৫৲—৫৷০
„ টীনা রড	
চাকা ৵০— ৷৵০ ঐ	৬৲—৬৷০
„ [illegible]	৭৷০—৭৸০
„ প্লেট—[illegible]	
[illegible]	৮৲—৮৶০
„ চাদর [illegible]	১৯৷৵—১১৷০
কোম্পানী [illegible] (প্রতি [illegible])	১৵০-১৷০
[illegible]	৯৲ - ১০৲
[illegible]	১২৲—১৪
[illegible]	
[illegible]	
ঐ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ঐ [illegible] „ ৭—১২ [illegible]	২৲—৭৲ „
[illegible]	
চাকা	[illegible]
ঐ [illegible]	১৫৲ „
ঐ [illegible]	১৮৲
[illegible]	
ঐ [illegible]	
[illegible]	১৷০—৸৵০ [illegible]
[illegible]	
[illegible]	১২৷০—১৪৷০ [illegible]
[illegible]	
[illegible]	৵ ৸৵১০ [illegible]
[illegible]	
[illegible]	১০—৸৵০ „
[illegible]	১২৲—১৯৲ [illegible]
[illegible]	১১০—১২৲ „
[illegible]	
	৸৵১০—১৶০ [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
[illegible]	৸৫ [illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

লোহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
[illegible], [illegible]
[illegible] "[illegible]" কলিকাতা

কেরোসিন

[illegible] (২ টিন)		৯৲
[illegible]	„	[illegible]
[illegible]	„	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৵
[illegible]	৩৩৸
[illegible]	৩২৷০

রূপার দর

রূপা [illegible] ১০০ ভরি	৫৫৵৭
ঐ [illegible]	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৲ [illegible] (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ [illegible] (১৯৬০-৭০)	৯৩৲
৫৲ „ [illegible] (১৯৩৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮ ৮৮) কলিকাতা পোর্ট	
[illegible]	১০৪৸৵০

ব্যাঙ্ক

[illegible] ব্যাঙ্ক ([illegible])	১১৪৸০
[illegible] ঐ	২৪৲

কাপড় ও সূতার কল

[illegible]	৪৫৲

পাট কল

[illegible]	৫৫৲
[illegible]	১৩৪৲
[illegible]	১৯৪৲
[illegible]	১৫৫৲
[illegible]	৩৭০৲
[illegible]	৪৬৫৲
[illegible]	৯. ৷০
[illegible]	৬০৸০
[illegible]	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্লীহা ও জীর্ণ প্রভৃতি মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন বেহালার পাচন কেমন সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, ডি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

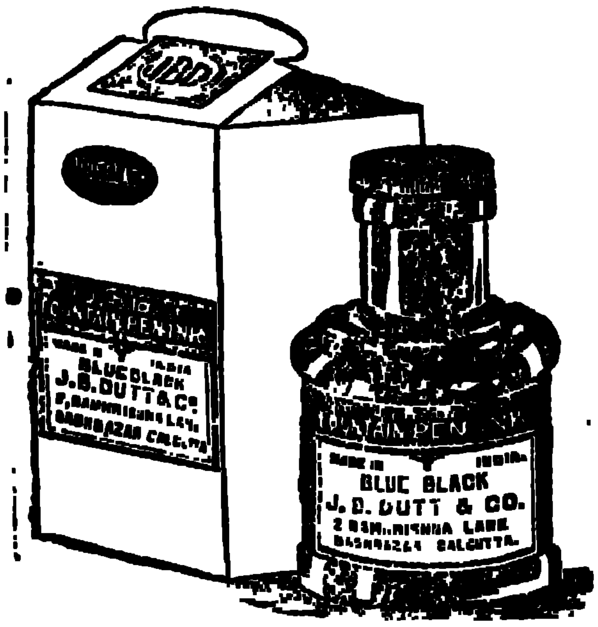

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং

পরগণা—২নং বামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

বিশ্বেশ্বর সর বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা দেশী গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। যে শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধ যে রকমের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার বড় এবং যত পুরাতন হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত জন্মাইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, ডাক্তারদের মধ্যে ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্রমহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে উঁহারা আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েক খানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২।৵০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।০ আনা লাগিবে।

১। চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু শশীন্দ্রমোহন বাগ্চি বলেন—আমার দুটি সন্তান ক্রমাগত পাঁচ সপ্তাহ ও তিন সপ্তাহ ধরিয়া জ্বরভোগ করিতেছিল। অধিক পরিমাণে কুইনাইন ও অন্যান্য এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে এই বিশ্বেশ্বর সর বটিকা ব্যবহারে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। তিন দিন সেবন করাতেই জ্বর বন্ধ হইয়াছিল। সেই অবধি যখনই আবশ্যক হয় আমার পরিবারের ও আমার বন্ধু বান্ধবের পরিবারের মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং আশ্চর্য্য ফল পাইতেছি।

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

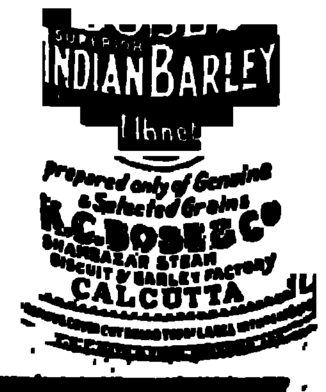

কে, সি, বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ তর্কশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্বোপার্জিত এবং গবেষণা লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও জ্ঞানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। ৩৫ খানি পবিত্র ও অপূর্ব্ব দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-পরিচয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সম্বন্ধ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার	
প্রতিবারের	
প্রতি পংক্তি	১৷৹
প্রতি কলম	৬৲
অর্দ্ধ কলম	৩৷৹
সিকি কলম	২৲
চুক্তির হার পৃথক।	

সাহায্যের হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷৹
মাসিক	১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা	৫

ভারতে একমাত্র সংবাদ-প্রচারক দৈনিক বৈষ্ণব সংবাদপত্র

৯ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ১৯ই এপ্রিল ১৯৩৪

বিবিধ-সংবাদ

—::•::—

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

দার্জ্জিলিং হইতে নির্ভরযোগ্য উপায়ে প্রকাশ হইয়াছে সম্রাট বাহাদুর সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের স্থানে সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র কে-সি-এস-আই কে-টি বার-য়্যাট-ল কে বঙ্গীয় গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য নিয়োগ সমর্থন করিয়াছেন।

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র কোন্ তারিখ হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, তাহা পরে ঘোষিত হইবে।

নূতন দিল্লী হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন যে, আগামী ২১শে এপ্রিল সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র দিল্লী পরিত্যাগ করিবেন ও তথা হইতে সিমলায় গিয়া এক সপ্তাহ কাল বাস করিবেন, সিমলা হইতে তিনি কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবেন।

সার নৃপেন্দ্র সরকার কোন্ তারিখে সিমলায় পৌঁছিবেন, তাহা এখনো জানা যায় নাই।

---

৩ জন যুবকসহ বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বুধবার ঢাকায় নবাবপুর লেনের একটি বৃদ্ধের বাড়ী হইতে পুলিশ একটা অটোমেটিক পিস্তল পাইয়াছে। বিস্তারিত সংবাদে প্রকাশ, পিস্তল প্রাপ্তি সম্পর্কে তিনজন যুবক সমেত বৃদ্ধ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। যুবকদের নাম—গোপালচন্দ্র দে, সুরেশচন্দ্র বসু এবং সুশীলচন্দ্র দাস।

ধৃত ব্যক্তিগণকে দক্ষিণ ঢাকার সদর মহকুমা হাকিম খাঁ বাহাদুর আবদুল ওয়ের নিকটে হাজির করা হয়। হাকিম তাঁহাদিগকে আগামী ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত হাজত বাসের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লবণপ্রসাদ গ্রেপ্তার

কামনগর থানের সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় নেতা শ্রীযুক্ত লবণ প্রসাদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারানুসারে অভিযুক্ত করে। পুলিশ তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিয়াছে।

ছাত্রের গৃহে খানাতল্লাস

বরিশাল হইতে প্রকাশ পত্রিকাকে জানাইয়াছেন—ছাত্র শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে এক খানাতল্লাস পরোয়ানা বাহির হয়। তিনি বর্ত্তমানে যেখানে আছেন স্থানীয় পুলিশ তাঁর বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। পুলিশ কয়েকটি কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। খানাতল্লাসের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

মাহলার মৃতদেহ

গোয়ালন্দ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি একদিন প্রত্যুষে গোয়ালন্দের লাইট রেলপথের নিকটে ঝাউবন ও খোকসা রেল ষ্টেশনের মধ্যে একটি সম্ভ্রান্ত যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। উহার কয়েকটি অঙ্গুলী পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রে মহিলাটি এক সভায় উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাকে কোনও স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। উহাদের চতুর্দ্দিকে লোক জড় দেখিয়া আনা যায়, মহিলাটি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার অঙ্গুলীগুলি কর্ত্তিত হয়। অদ্যাপি অপরাধীর অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এক টাকায় জমিদারী ক্রয়

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, গত জানুয়ারী কিস্তীতে খাজনা না দেওয়ার জন্য ১৩০টি জমিদারী নীলাম হয়। উহার মধ্যে ৬টি জমিদারী বিক্রয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩টি সরকার ক্রয় করিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটি এক টাকা মূল্যে কেনা হইয়াছে।

দুর্দ্ধর্ষ দস্যু কাহিনী

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, লুধিয়ানা ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জিলার বিভিন্ন স্থানে দুর্দ্ধর্ষ দস্যু জাল সিং ও প্রায় অধিক দিন যাবৎ ডাকাতি করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, একটি গ্রামে ডাকাতি করার সময় তাহারা চট করে নিহত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ এখনো পাওয়া যায় নাই।

রিভলভার ও বন্দুক চুরি

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, দারোগা মিঃ লোবেন বন্ধু আসিলে যখন কাজ করিতেছিলেন, সেই সময় পুলিশ লাইনে তাঁহার বাড়ী হইতে একটি ছয়নলী রিভলভার, একটি একনালা বন্দুক এবং ৩০টা টোটা ও একখানি ঘোটর সাইকেল অপহৃত হইয়াছে। তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র সুশীলও ঐ চুরির সময় হইতেই আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশের জনৈক নিকটের আত্মীয় উহার বালিকাও বয়স ১০ বৎসর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সেই পুলিশ লাইনেই বাস করিত।

উক্ত যুবকের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

শোচনীয় অগ্নিকাণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ মালাবার জিলার কালিকট গ্রামে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোন হিন্দু পরিবারের একটী বালক ও তাহার ভগ্নী (উভয়েরই বয়স ১০ বৎসরের কম) পুড়িয়া মারা গিয়াছে এবং তাহাদের অপেক্ষা অধিক বয়স্কা একটী বালিকা কোনরূপে পলাইয়া আসিতে পারিলেও খুব পুড়িয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত বালক-বালিকারা বিছানাতেই লইয়া খেলা করিতেছিল। এমন সময় একটা জ্বলন্ত কাঠি খড়ের গাদায় পড়িয়া আগুন লাগিয়া যায়। অবশেষে নিকটস্থ ৪টি ঘরও পুড়িয়া যায়।

পিতা-মাতা বাহিরে গিয়াছিল। নিকটবর্তী সমস্ত ঘরে একটী কুটিরের মধ্যে ঘুমাইয়াছিল। কুটী টি পুড়িয়া যাওয়ায় তাহারাও ঐরূপ দগ্ধীভূত হইয়াছে। কেহই বালকটি এবং জানিতে পারেন। অন্য বালক বালিকা দুটীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের সময় এই ঘটনা জানা গিয়াছে।

অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, একদল সশস্ত্র ডাকাত মীরাট জিলার উত্তরে এক ধনী কৃষকের বাড়ী আক্রমণ করে। তথা হইতে তাহারা নগদে ও গহনাপত্রে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

এ ব্যাপারে কৃষক সাহায্যার্থে আসে। ফলে ডাকাতদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ঘটে। ডাকাতদের গুলিতে একজন গ্রামবাসী নিহত ও আর একজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

৭ নং [illegible]

দৈনিক নবীরা প্রকাশ

ডাকাতের [illegible]

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] হইতে এক [illegible] হাজার [illegible] সংবাদ আসিয়াছে। [illegible] বাড়ীতে [illegible] টাকা [illegible] লোকজন [illegible] পড়ে। [illegible] বাড়ীর [illegible] পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া এ সম্বন্ধে তদন্ত করে। ফলে [illegible] এই [illegible] সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের প্রতি [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে।

[illegible] এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানে এক জমিদারের বাড়ীতে [illegible]।

প্রকাশ [illegible] এই বাড়ীতে [illegible] টাকা ছিল [illegible]। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

পুলিশদলের সহিত সংঘর্ষ

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, [illegible] আঘাত করিবার অভিযোগে ২৭ জন লোককে চুচুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] দায়রা [illegible] করা হইয়াছিল। [illegible] স্ত্রীলোক ছিল। এ মামলার বিচার [illegible]। ১৬ জনের [illegible] প্রতি দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] প্রতি [illegible] কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে, আর বাকী [illegible] জন [illegible] খালাস করিয়াছে।

প্রকাশ, গত [illegible] দিনের মধ্যে [illegible] আসামী বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী স্থানীয় [illegible] বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। কথা, তাহারা যে আসামী [illegible] কারবার [illegible] সংবাদ প্রাপ্ত হয়। [illegible] এই ব্যাপারে [illegible] সন্দেহ হওয়ায়, তাহাকে [illegible] করিতে [illegible]। এমন সময় [illegible] তাহাদিগকে আক্রমণ করে। [illegible] লোক [illegible] এই ব্যাপারে সাহায্য করে। অতঃপর তাহাদের সহিত পুলিশ দলের সংঘর্ষ হয়। [illegible] আবশ্যক হয়। অবশেষে [illegible] ১৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদিগকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইলে [illegible] ব্যবস্থা করা হয়।

নির্বাসন দণ্ডের পরিবর্ত্তন

লাহোর হইতে প্রকাশ, [illegible] পুলিশ [illegible] সে হাইকোর্টে আপীল করে। [illegible] প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

[illegible] হইতে প্রকাশ, আসামী [illegible] একটি গাড়ী [illegible]। [illegible] কাসেম [illegible] এক ব্যক্তি [illegible] অভিযোগ করে। [illegible] লাঠি লইয়া [illegible] শরীরে [illegible] ঘা বসাইয়া দেয়। ফলে, তাহার মৃত্যু হয়। [illegible] যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

হাইকোর্টের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিমান বিভাগের প্রতিষ্ঠা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, রেঙ্গুনের [illegible] রেঙ্গুন বিমান-বিভাগের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] উদ্যোগে এই উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সরকারী [illegible] উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন। [illegible] স্থানীয় বিমান [illegible] ব্যাপারে [illegible]। [illegible] কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে আগমন করিয়াছেন। তিনি এই বিমান বিভাগের কার্য্য পরিচালক ও পরামর্শদাতারূপে কার্য্য করিবেন।

ধর্ম্মঘটের অবসান

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, [illegible] মিলের [illegible] বিভাগের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। [illegible] ও মালিকপক্ষের মধ্যে মিটমাটের সৃষ্টি হইয়াছে, [illegible] সকল বিষয়ে মিল-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একটা [illegible] হওয়ায় ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ পুনরায় কার্য্যে যোগ দিয়াছে।

ফরাসী বৈমানিকের রেকর্ড ভঙ্গ

[illegible] হইতে প্রকাশ, বিমানবীর [illegible] ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া নিজ রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। ফরাসী নৌ [illegible] একবার [illegible] উঠিয়া তাৎকালিক রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

অভিথিকে শয্যা হইতে হরণ

লাহোর হইতে প্রকাশ, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে [illegible] জনৈক মুসলমান অধিবাসী অদৃশ্য হয়। পুলিশ তদন্তের পর তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ খুঁজিয়া পায় না। [illegible] মুসলমানের আত্মীয়দের ধারণা, [illegible] অদৃশ্য হওয়ার জন্য দায়ী।

কিছুদিন পরে [illegible] একদিন অপরাহ্ণে [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যাত্রা করে। সে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে [illegible] করে। তাহারা [illegible] কাটাইয়া দেয়। [illegible] ব্যাপার জানিবার জন্য জনৈক গৃহবাসী দরজা খোলে তখন ১৪ জন [illegible] লোক গৃহে প্রবেশ করে। তাহারা [illegible] গৃহবাসীদের [illegible]। তাহারা [illegible] শয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া এক [illegible] উপস্থিত হয়। সেখানে রক্তের চিহ্ন ও হাড় দেখিতে পাওয়া যায়।

অপরাহ্ণে [illegible] মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। উক্ত মৃতদেহ [illegible] বলিয়া সনাক্ত করা যায়।

এই সম্পর্কে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয়। তিন জন পলাতক হয়। ধৃত ১১ জনের মধ্যে ৮ জন দণ্ডিত হয় ও ৩ জন মুক্তিলাভ করে।

পলাতক তিন জন পরে গ্রেপ্তার হয়। তাহারা [illegible] হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। [illegible] হত্যার অভিযোগ হইতে মুক্তি [illegible]

কিন্তু হরণের অভিযোগে তাহাদের যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

হাইকোর্টে পুনরায় আপীল করা হইয়াছে। রায়প্রদান মুলতুবী আছে।

পুত্রের জন্য মাতার মৃত্যুবরণ

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] হইতে দুইটি [illegible] সংবাদ আসিয়াছে।

[illegible] গ্রামে এক শোচনীয় [illegible] হয়। জনৈক [illegible] তাহার [illegible] রক্ষা করিবার জন্য নিজের ঘরের মধ্যে ছুটিয়া যায়। তখন ঘরের চতুর্দ্দিকে [illegible] দেখা দিয়াছে। তাহার মাও তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে ছুটিয়া যান। আগুন নিভিয়া গেলে দেখা যায়, মাতাপুত্র পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। উভয়েরই দেহ প্রাণহীন। মাতা এইরূপ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

কূপে লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] এক জন [illegible] কূপের জলে আত্মহত্যা করিয়াছে। এ সম্পর্কে সহরে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ অনেক দিন হইতে তিনি [illegible] কষ্ট পাইতেছিলেন [illegible] কোন প্রকার ঔষধেই উপকার হয় নাই। একবার তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে বলেন, আবার যদি ব্যথা উঠে, আমি আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান করিব। যে কথা সেই কাজ, আবার যেমন তাঁহার ব্যথা উঠে, [illegible] তাঁহার [illegible] কূপের জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন! তিনি যে সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিবেন, তাঁহার আত্মীয়স্বজন পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কাজেই এই ব্যাপারে তাঁহারা একেবারে [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন।

আদালত প্রাঙ্গণে প্রাণত্যাগ

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] এক ব্যক্তির জামিন হইয়াছিল। উক্ত আসামী নির্দ্দেশানুসারে আদালতে উপস্থিত না হওয়ায়, তাহার জামিন কি জন্য [illegible] বাজেয়াপ্ত করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন জন্য তাহাকে আদেশ করা হইয়াছিল। উক্ত আদেশের উত্তর দিবার জন্য সে আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত অভিযোগের বিচার শেষ হইলে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে [illegible] হঠাৎ [illegible] হয়। তাহাকে নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু হাসপাতালে [illegible] পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়া [illegible] প্রকাশ, সে [illegible] ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ ৬ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ৬ই বৈশাখ, ১৯ই এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার ৪:শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শুক্রবার ... শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ... শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ... ব্রহ্মচারীসহ আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম ... শুভবিজয় করেন। সেখানে ২।৩ ... শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অনন্তর ... চৈত্র ১৯ মার্চ্চ সোমবার রাণীগঞ্জ-নিবাসী ... বাবু অবলাকান্ত সরকার বি-এ, বি-এল (উকীল) মহাশয়ের বাটীতে ... পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় হরিসভায় স্বামীজী ... দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ... করেন। স্থানীয় বহু সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ... করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

তৎপরে স্বামীজী তথাই জামুরিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু সত্যকিঙ্কর সরকার মহাশয়ের বাটীতে ... পূর্ব্বক তথাই জামুরিয়া ও চরণপুর ... দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করেন। এখানে শ্রোতাদিগের ... কয়েকজন দুষ্টবুদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ... পর অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং স্ব-স্ব ... অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অনন্তর স্বামীজী নেপুরে শ্রীযুক্ত বাবু ...নন্দ রায় মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন ... এখানে ২ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ... তৎপরে আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম মঠে ... পূর্ব্বক দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া ... সম্পন্ন করেন।

—ক

গত ২১শে চৈত্র ৪ঠা এপ্রিল বুধবার ... স্বামীজী আ... প্রপন্নাশ্রম-মঠ হইতে শ্রীযুক্ত অবিজ্ঞাহরণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীমহেশ্বর, শ্রীযুক্ত বস্তিরাম দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ বাঁকুড়া জেলা বড়যোড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করেন। বিশ্বেশ্বর বাবু সেই দিবস তাঁহার শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বন্দোবস্ত করেন এবং পরদিবস তিনি এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের কোনও বিশেষ স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বন্দোবস্ত করেন। এখানে শ্রোতা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল।

স্বামীজী মহারাজ বেলিয়াতোর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিরীটভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করেন। এখানে ৩।৪ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করিয়া স্বামীজী বাঁকুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত বি-এ, বি-এল (উকীল) মহাশয়ের গৃহে শুভবিজয় করিয়াছেন।

গত ২৫শে চৈত্র (১৩৪০) রবিবার দিবস ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমতা গ্রামের মধ্যইংরাজী-স্কুলের শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় তথাকার হরিসভায় উপস্থিত হইয়া "জীবের ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল" এতদ্বিষয়ে ১॥ দেড় ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, জীবের ধর্ম্ম বস্তুতঃ এক বই দুই নহে। তাহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, সনাতন-ধর্ম্ম, নিত্য ধর্ম্ম, বা জৈবধর্ম্ম নামে কথিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার; জড়বদ্ধ হইয়া জড়োপাধি যুক্ত জীবের দেশ-কাল-পাত্রাদি-ভেদে সোপাধিক ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের কথা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৭শে চৈত্র শ্রীহরিবাসর-তিথিতে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় পরমভাগবত শ্রীপাদ গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইয়াছিল। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতের অবস্থা এবং ভক্তগণের দুঃখ প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরপার্ষদগণ অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিভোর থাকিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণকীর্ত্তনের বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্ষদগণ কীর্ত্তনানন্দে অনুক্ষণ মত্ত থাকিয়া জীবের দুঃখ-মোচনের জন্য আচার প্রচারে অতীব উদ্যমবিশিষ্ট ছিলেন। আজ আবার ৪ শত বৎসর পরে অভিন্ন-নিত্যানন্দ পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব জগতে কৃষ্ণকীর্ত্তন-বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। সেই কীর্ত্তনবন্যা কি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না? আজ হরিবাসর-তিথি উপবাসের দিন। আজ আমাদিগকে হরিকীর্ত্তনে রত থাকিতে হইবে। শ্রীহরির শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীহরির উপবাস অর্থাৎ নিকটে বাস হইয়া থাকে। গৃহস্থভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করিবার জন্যই সংসার করিবেন। যেখানে হরিকীর্ত্তন নাই তাহা ভোগের আগার, তাহা বন্ধনের কারণ, মৃত্যুর দ্বার। তাই শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—যে স্থানে ভগবানের অমৃতময়ী কথা কীর্ত্তিত না হয়, যে স্থানে ভগবানের ভক্তগণ সমাগম না করেন, যে স্থানে ভগবানের যাত্রা মহোৎসব না হয়—ইন্দ্রলোক হইলেও সে-স্থান পরিত্যাজ্য।

আমরা সেই স্থানে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি যেস্থানে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তন-বিহার করিয়াছিলেন। এস্থানে বাস করিয়া অন্য সমস্ত কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যস্ত হওয়া উচিত। এস্থানে দেহাদির চিন্তায় ব্যস্ত হইতে হইবে না; কারণ, শ্রীভগবান্ আমাদিগকে পরম অভয় প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্॥
(গীঃ ৯।২২)

—যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমাকে চিন্তা বা সর্ব্বতোভাবে আমার সেবা করিয়া থাকে সেই সকল একনিষ্ঠ ভক্তের ভরণ পোষণ-সংরক্ষণের ভার আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।

রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পাঠ সমাপ্ত হয়। আদিতে ও অন্তে ভক্তগণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ মহাশয়ের মূল গায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামে ভক্তের যেরূপ গৃহস্থ-ভক্তের বসতি-বিস্তার হইতেছে তাহাতে যদি প্রত্যহ এরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনের আয়োজন হয় তবে ভক্তগণের আনন্দের সীমা থাকে না, পরম্পরায় ইহলোকেই পরম লাভবান্ হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

। পুরুষোত্তম আষাঢ় গৌরাব্দ ৪৪৮

কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ

যাঁহারা ভগবৎসেবার আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা গুরু-সংস্কার অধিকৃত সেবার তারতম্যানুসারে তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—'বিদ্ধভক্ত', 'ভক্ত' ও 'শুদ্ধভক্ত'। যাঁহাদের সেবায় অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞান সংমিশ্রিত, তাঁহারা 'বিদ্ধভক্ত'। যাঁহারা ঐ তিন প্রকার চেষ্টা হইতে পরিমুক্ত হইয়া বিধির অনুগমনে গৌরবময় পন্থায় শ্রীভগবানের সেবা করেন তাঁহাদের 'ভক্ত'-সংজ্ঞা। আর রাগাত্মিকজনের অহৈতুকী নিত্য চরিতের অনুগমনে প্রেম সেবার অধিকারী জনগণ 'শুদ্ধভক্ত'। শুদ্ধভক্তিতে বিদ্ধভক্তির অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতির স্থান ত' নাইই, এখানে বিধির বন্ধনও শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া আনুকূল্য-সঙ্কল্পের সহিত সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনরূপ রাগ-ভজনের স্থান প্রদান করিয়া থাকে। শুদ্ধভক্তির রাজ্যে প্রবেশের পূর্বে আমরা শ্রীকৃষ্ণাবতারের বা শ্রীগৌরাবতারের গূঢ়-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ।

গীতায় দেখিতে পাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অবতারের কারণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

—"হে অর্জুন, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন আমি জগতে আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে প্রকাশিত হই।"

শ্রীভগবানের উক্ত বাণী পাঠ করিয়া সকলেই একবাক্যে বলিবেন, শ্রীভগবানের প্রকট-কারণ ত' সহজেই বুঝা গেল, ইহাতে আর ভজন-সাধনের প্রয়োজন কি? শুদ্ধভক্তি রাজ্যে প্রবেশেরই বা আবশ্যকতা কি? ভগবদবতারের যে কারণ উপরে বর্ণিত হইল তাহা সাধারণ কারণ এবং অবতারগণের পক্ষে প্রযোজ্য; অবতারীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। সর্বসাধারণের জানিবার নহে বলিয়া অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অবতারের গূঢ় রহস্য সর্বসাধারণে প্রচার করেন না, অধিকারী ভক্তকেই হৃদয়ে প্রকাশ করেন মাত্র।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণের চরণের ক্রীড়া হইতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এবং চতুর্ব্যূহের কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুবিগ্রহত্রয়ের মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি দশ অংশাবতারের প্রকট হইয়া থাকে। যথা গোস্বামি-সিদ্ধান্তে—

যস্য স্থিতি সংস্থাং কচিদপি
নিগমে খাতি চিদাত্মকা-
শংশো যস্যাং শকৈঃ বৈধিবর্তি
নশনবের মায়াং পুরাংশ্চ।
একং বদেৎস্বরূপং বিলসতি
পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ
ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥
(চৈতন্যচন্দ্র ৮ম শ্লোক)

—যাঁহার নির্বিশেষ চিন্মাত্র-সত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ মায়া-নিয়ন্তা কারণার্ণবশায়ী মায়াকে স্বমনে আনয়ন পূর্বক তাঁহার (মায়ার) প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি করাইয়াছেন এবং প্রভাবরূপে মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি নিজ অংশাবতারগণের সহিত বিশ্ব-সম্বন্ধ লীলাবতারসমূহের প্রকট করিয়া থাকেন এবং যাঁহার নারায়ণ নামক একটী মূর্তিরূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণকমলসেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন।

অবতার ও অবতারীর পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে, অবতারগণের প্রকটেও অবতারীর অচিন্ত্যশক্তিবলে অখণ্ড সংরক্ষণ-লীলা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের বাণীর অর্থ বা তাঁহার অবতারের গূঢ় রহস্য বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

অবতারী পূর্ণ বস্তু, অবতারসকলও প্রত্যেকেই পূর্ণবস্তু; পূর্ণবস্তু অবতারী হইতে পূর্ণবস্তু অবতারগণ প্রকটিত হইলেও অবতারী পূর্ণই থাকেন, তাঁহার পূর্ণতার কিছুমাত্র হানি হয় না। উপনিষদের "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" বাণীই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু শুদ্ধভক্তিরাজ্যের পূর্বে জড় পাণ্ডিত্যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। তবে জড়পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা স্থিরভাবে বিষয়টী বিচার করেন, তাঁহারা প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীভগবানের অনন্তগুণবিশিষ্ট অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। 'প্রাকৃত চিন্তামণি' নানা বস্তুরাশি প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত স্বরূপে অবস্থান করেন। প্রাকৃত-বস্তুতে যদি এরূপ অচিন্ত্যশক্তি থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরের অনন্তগুণে যে অনন্তগুণবিশিষ্টা একটি অচিন্ত্যশক্তি আছে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

এখন প্রশ্ন হইবে, শ্রীকৃষ্ণ ত' নিজমুখে বলিলেন, তিনি জগতের অধর্ম বা ধর্ম-গ্লানি বিনষ্ট করিয়া ধর্ম-স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন, তবে এই দুইটী কার্য ব্যতীত তাঁহার অবতারের আর প্রয়োজন কি? অবশ্য ঐ কার্য দুইটী শ্রীকৃষ্ণের অবতারের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু উহা অবতারী-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কার্য নহে। তবে তিনি যে বলিলেন, 'আমি অবতীর্ণ হই' তাহার কারণ, অবতারগণ সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহেন। তাঁহাদের মধ্যে তাত্ত্বিক-বিচারে চেতনা-পূর্ণ কোনও প্রকার ন্যূনতা নাই; তবে লীলাবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় মাত্র। এক দীপ হইতে অন্য দীপ-মালা জ্বালিলে যে-প্রকার পরবর্তী দীপসকলের মূল-দীপের সমানধর্ম লাভ হইয়া থাকে তদ্রূপ অবতারগণের মধ্যে শক্তির ইতর বিশেষ নাই।

এখন প্রশ্ন হইবে, জগতের ধর্ম-গ্লানি বিনাশ ও ধর্ম-সংস্থাপন যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কার্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যখন দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইলেন তখন পাপ-পরায়ণ অসুরগণকে তিনি ধ্বংস করিলেন কেন? ইহার উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ কাল তা'তে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁ'তে আসি' মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥

যে-সময়ে অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় জগতের ভারহরণ কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সম্রাট্ কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পারিষদগণ যে প্রকার তাঁহার সহযাত্রী হন, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণাবতারের সময় তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে চতুর্ব্যূহ, অংশাবতার সকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতারগণ সকলেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের ভারহরণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কার্য নহে স্থিতিকর্তা বিষ্ণুর কার্য। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঙ্গ ও অংশাদিরূপ ভগবদবতারসকল অঙ্গেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পালনকর্তা বিষ্ণুও শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়েই ছিলেন। এবং বিষ্ণুদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহার করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়োল্লাস-বর্দ্ধন মানসে শ্রীরূপ-সনাতন-অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণাবতারের মূল-প্রয়োজনের আভাস বর্ণিত হইতেছে। শুদ্ধভক্তগণের কৃপাশীর্বাদ আমাকে এই অনুসরণ-সেবায় সাফল্যমণ্ডিত করুন, ইহাই সর্বপ্রথম প্রার্থনা। এক কথায় প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন ও রাগ-মার্গীয়-ভজন জগতে প্রচারই পরম-রসিক ও পরম-কারুণিক শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মূল প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, সেই সেই লীলা কৃষ্ণাবতারে প্রচারিত হয়। এই সকল লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চমৎকৃত হন। বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি মায়াতীত রাজ্যে ভগবানের যে-সমস্ত লীলা-বৈচিত্র্য প্রকটিত আছে, তাহাতে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের চমৎকারিতা নবনবায়মান হয় না। তদুপরিস্থিত অর্থাৎ যেখানে স্বয়ংরূপের নিজস্বভাবোৎকর্ষা-পর লীলা প্রকটিত, সেই কৃষ্ণলোকের লীলায় উৎকর্ষ ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্তগণের নিকট প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণাবতার। আমরা নিজ বিষয়ের প্রতি বৈধ গৌরব অপেক্ষা আনন্দের যাঁহাদের প্রতি বৈধ গৌরব বর্তমান তাঁহাদিগকে বঞ্চনা ও পরিহার করিয়া কৃষ্ণানুরাগবশে ঐশ্বর্য-ব্যতিরিক্ত মাধুর্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যে চেষ্টা দেখা যায়, সেই পরকীয়া সেবাপ্রবৃত্তি যোগমায়া হইতে সম্পন্ন হয়। বিষয়ের ইচ্ছায় প্রকটিত হইলেও তাদৃশ চিন্ময়মায়া-প্রভাব বিষয়েরও অজ্ঞেয় বিষয়; ইহা তাঁহার কৃপা স্বরূপা যোগমায়াকর্তৃকই সম্ভবপর।

বলি মহারাজ

বলি মহারাজ পরম ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। ইনি গুরু শুক্রাচার্যের কৃপা-অমিত বলবীর্য ধারণ করিয়া ত্রিভুবন জয় করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার ভয়ে স্বর্গ হইতে পলায়ন করিলে দৈত্যরাজ বলি ত্রিলোক সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সুখার্থ কাল স্বজন সহ সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দেবগণ দৈত্যের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের হিতার্থ শ্রীভগবান্ কশ্যপের পুত্রে বামনরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং বলিরাজের যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিলেন।

ভাগ্যবান্ বলিরাজ, স্বয়ং ভগবান্ বামন-ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার দ্বারে আসিয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছেন, জ্ঞাত হইয়া সেই ভিক্ষুরাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে এরূপ দিতে নিষেধ করিয়া—

দিয়েছ কি? দেখিতেছ না, দেবতাদের কার্য শ্রীহরি স্বয়ং তোমাকে বন্দনা করিতে উপস্থিত। তবি ত্রিপদে তোমার সর্ব হরণ করিবেন। সাবধান! কদাচ তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যাইও না।"

আহা! যদি গুরুর কথাও গ্রাহ্য করিলেন না। হরিসেবার প্রতিকূল হইলে গুরু (?)-বাক্যও যে ত্যাজ্য, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, তিনি বামনদেবকে আসন দিয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা মত যথাবিধি ত্রিপাদ-ভূমি দান করিলেন। বিক্রম তৎক্ষণাৎ বিরাট বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া দিপদেই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অধিকার করিলেন। তৃতীয়-পদের জন্য আর বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। তখন বলিরাজ হরির অদ্ভুত তৃতীয় পদে নিজ মস্তক অর্পণ করিলেন। আর গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন,—"হরি হে, তুমি দেবতাদের মিত্র হইয়া আমাদের শত্রুরূপে আসিয়াছ সত্য; কিন্তু, আমি দেখিতেছি, তুমি আমাদেরই মিত্র, তুমি আমাদেরও মোহ-তমোহর গুরু। আমরা ঐশ্বর্যমদে, মত্ত হইয়া, তোমাকে ভুলিয়া, তোমার সেবা রাখিয়া, বিষয় সেবা করিতেছিলাম। তুমি আসিয়া রক্ষা করিলে। তোমার পরম দুর্লভ চরণ দিয়া কৃতার্থ করিলে। ইহা কি দণ্ড? ইহা যে দুর্লভ অনুগ্রহ! আমি এত অনুগ্রহের পাত্র ত নহি; তবে আমি তোমার প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র,—তাই বুঝি তোমার আমাকে এত দয়া।"

তারপর শ্রীহরির আদেশে বলিরাজ সুতল লোকে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভগবান্ স্নেহভরে তাঁহাকে বর দিয়া বলিলেন,—"বলি, আমি গদাহস্তে সতত তোমার পুরী রক্ষা করিব। আমাকে দেখিয়াই পরমানন্দ লাভ করিবে। তোমার সমস্ত অশুভ নষ্ট হইবে। আমি যাহাকে দয়া করি, তাহারই ঐশ্বর্য অবিদ্যা সম্পদ হরণ করিয়া, পরমপুরুষার্থের পথ মুক্ত করি।"

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

[শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

আজকাল প্রায় সর্বত্রই কলিমল-দূষিত চিত্তে ভিন্ন-আস্থা-বাচক বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা যায়। অতি ব্রাহ্মণ হইতে যাইয়া, বৈষ্ণবে অনুচিত পূর্ব-পরিচয়ে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি বশতঃ ব্রাহ্মণাভিমানী ব্রাহ্মণ ক্রমে বা বৈষ্ণবদিগের একটি কর্তব্য বাধা মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, বৈষ্ণবাচার্য অনুগতগণেও তাঁহারা গভীরত প্রাকৃত বিচার উপস্থিত করিবার সুযোগ প্রদর্শন করিয়া স্বকপোলকল্পিত প্রাণ বিষয়বস্তু বিচার করিতে ইতস্ততঃ করেন না।

ব্রাহ্মণক্রব-সম্প্রদায় স্পর্ধা করিয়া বলেন,—'আমরা বর্ণ-গুরু বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; বৈষ্ণব আমাদিগকে পূজা করুক, আমরা বৈষ্ণবের পূজ্য। বৈষ্ণবাচার ব্রাহ্মণের পালনীয় নহে। আমাদের বর্ণ-জন্ম-স্মার্ত-বিধির পঞ্চোপাসনাই সর্বোত্তম। গোস্বামি-শাস্ত্রসম্মত শ্রীহরিভক্তি বিলাসধৃত বৈষ্ণবাচার বৈষ্ণবদিগের জন্য, ভক্ত্যাদিবিহিত একাদশ্যাদি ব্রতোপবাস পালন করা আমাদিগের কর্তব্য নহে। আমরা পূর্বাচরিত চলিত প্রথামত গতানুগতিক ভাবে বাঁধাচাপা রীতি অবলম্বন করিয়া দশমীবিদ্ধা একাদশ্যাদিই পালন করিতে থাকিব, বৈষ্ণবের যাবতীয় ব্রতাদি-সম্বলিত শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার কোন মত স্বীকার করা আমাদিগের উচিত নহে। আমরা বাজারের স্মার্তপূর্ণ পঞ্জিকার স্মার্তবিধি বা বিদ্ধ বৈষ্ণববিধিই পালন করিতেছি ও করিব।'

- -

আবার অপর পক্ষে অতি বৈষ্ণবতা প্রচার করিতে যাইয়া অনেকেই ব্রাহ্মণ মানেন না বা ব্রাহ্মণকে পৃথক বুদ্ধি করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগের পরম শত্রু বোধ করেন। এই সকল বৈষ্ণবব্রুবগণও কাহারও কপটভক্ত-স্মার্তভাবনা থাকিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত বিধির অনুকরণ করেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণেতর বর্ণোদ্ভূত বলিয়া তথাকথিত প্রাকৃত ব্রাহ্মণের সমকক্ষতা-লাভের প্রয়াসে অকৃতকার্য হওয়ায় মাৎসর্য-বৃত্তি পোষণ করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যায়, সদ্গুরু-কৃপা-লাভে অসমর্থ বা উদাসীন থাকিলেই উক্তবিধ বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের উপাসক ও ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ নামে শাস্ত্রে কীর্তিত হন। বিষ্ণুর উপাসক ও বিষ্ণুকে যিনি জানেন তিনিই বৈষ্ণব-নামে শাস্ত্রে কীর্তিত হন। বিষ্ণু মূলপুরুষ; যিনি অনন্তকোটী বিশ্ব-ব্যাপিয়া রহিয়াছেন বা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অনন্তকোটী বিশ্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেক বস্তুর বস্তুসত্তা যিনি সংরক্ষণ করিতেছেন তিনিই বিষ্ণু বা পরতত্ত্ব পরমবস্তু। ব্রহ্ম সেই পরতত্ত্ব পরম-বস্তুর অঙ্গকান্তি বা জ্যোতিঃ। ব্রহ্মের উপাসকই ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ যখন ব্রহ্মপারম্যের বাস্তবতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন তখনই তিনি পরমতত্ত্ব বিষ্ণুর চিদাকার চিন্ময় দেহে দর্শন করিয়া আরাধনায় নিযুক্ত হন। তখনই সেই ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-নামে পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব অভেদপ্রকাশী ও একত্বমনা, ও অবিরোধী।

যদি কোন লোক অজ্ঞতাবশে প্রলাপ করিতে থাকেন যে আমি কিরণ চাই না সূর্য চাই, অথবা সূর্য চাই না কিরণ চাই, উহা যে প্রকার অসঙ্গত ও অপসিদ্ধান্ত; সেই প্রকার যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়াই বৈষ্ণবতার বড়াই করেন তাঁহারা মিথ্যা বা ছল বৈষ্ণব। আর যাঁহারা বৈষ্ণবতা-লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণাভিমান করেন তাঁহারাও ব্রহ্মপারম্যের বাস্তব উপলব্ধিতে অপটুতা-নিবন্ধন ব্রাহ্মণতা-লাভে বঞ্চিত।

—

যেমন সূর্য বাদ দিলে রশ্মির অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না বা রশ্মির প্রয়োজন বোধ না থাকিলে সূর্যেরও কোন প্রয়োজন বোধ থাকে না, সেই প্রকার ব্রহ্ম বাদ পড়িলে বিষ্ণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়। অথবা বিষ্ণুর বাস্তব সত্তা চিন্ময় স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের সত্তা সম্বন্ধেও নির্বিশিষ্ট বিচার উপস্থিত হইবার অবকাশ ঘটে; সুতরাং বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণতা অন্তর্ভুক্ত। এজন্য বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণাদির গুরু জগদ্গুরু। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বৈষ্ণবতার সোপান। জীব স্বরূপে বৈষ্ণব; সুতরাং বৈষ্ণবতাই জীবের স্বরূপগত স্বধর্ম বা আত্মধর্ম। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে তারতম্য প্রভেদ মাত্র।

"তত্ত্বমসি" বিচার

(শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী)

"তত্ত্বমসি"-বিচার-সম্বন্ধে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা তথাকথিত যোগী, ত্যাগী এবং অজ্ঞ লোকদের নিকট উপাদেয় বলিয়া বোধ হওয়ায় আমরা সর্বসাধারণের নিকট ইহার বিকৃত ধারণা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি। কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক সকলেই বাক্যের বক্রতামূলক অর্থ পোষণ করেন তাঁহারা বলেন তৎ অর্থাৎ সেই বস্তু বা তিনি, ত্বম্ অর্থাৎ তুমি, অসি অর্থাৎ হও—এক কথায় সেই পরম বা ভূমা বস্তু বলে যাঁকে উদ্দেশ করিতেছ তাহা তুমি অর্থাৎ তুমি বা আমি সকলেই ব্রহ্ম। এদের বিচারের স্পর্ধা দেখিয়া হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়; হাসির কারণ এদের কি ভীষণ অজ্ঞতা, আর দুঃখের কারণ ইঁহারা এইরূপে স্পর্ধা করিয়া নরকের পথেই চলিয়াছে।

বস্তুতঃ ভগবান্ হ'য়েছি বা আমিই ভগবান্ এরূপ দুর্বুদ্ধি পোষণ করা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আচ্ছা যদি তৎ ত্বম্ অর্থাৎ তিনিই তুমি হও তবে তৎশব্দের একবার একবচনে সঃ বা সা হইত তাহা হইলে সঃ ত্বম্ বা সা ত্বম্ হইত। আর যদি তৎশব্দ প্রথমার্থ "তৎ"ই হয় তবে তাহা ক্লীবলিঙ্গ হয় অর্থাৎ এক কথায় সেই বস্তু ক্লীব এবং তুমিও যেহেতু সেইবস্তু, সেজন্য তুমিও ক্লীব। এখন যদিই সেই ব্রহ্ম-বস্তু এই ভাবে তুমি বা আমি সব ক্লীব হন তবে তাঁহার নপুংসকত্ব-হেতু ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎরূপ নগরে রক্ষণ পালন, বিচরণ বা কর্তৃত্বশক্তি থাকিল না।

এই ভাবে তত্ত্বমসি বিচার অবলম্বন করিতে যাইয়া লাভ হইবে যে ব্যাখ্যাকারীও ব্রহ্মবস্তুর সহিত ক্লীবত্ব বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া জগতের কর্তা হওয়ার বদলে জগতের মধ্যেই পড়িয়া কোন জঙ্গল বা বৃক্ষবৎ অবস্থান করার দুর্ভাগ্য বরণ করিবেন।

মায়াবাদ-পরতত্ত্বনাশক গ্রন্থে এইভাবে "তত্ত্বমসি"র ব্যাখ্যা-কারীদিগকে বহু নিন্দাবাদ করিয়াছেন; ইহার প্রকৃত অর্থ "তস্য" "তত্র বস্তু" অসি অর্থাৎ তাহার তুমি। বস্তু বা কর্তা তিনি বা ভগবান্; আর তুমি বা আমি বা নিখিল চরাচর একাত্মক্রমে তাঁহার ভৃত্য, দাস, পাল্য বা হুকুম-বরদার, অবশ্য বিচার করিলে আত্মসম্ভাবে এইরূপই দাঁড়াবে। নচেৎ তত্ত্বমসির ভক্তেরা সেই আদেশ-প্রণেতা শ্রীভগবান্কেও ভজন তাঁহার পাল্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

উপরিউক্ত ভাবে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে তত্ত্ব পদের পর তৎ ও ত্বম্ শব্দের প্রথমার্থ পদ লইয়া "তত্ত্বমসি" বলা যাইতে পারে। মানে কিন্তু হইল তুমি বা আমি তাঁহারই রক্ষিত।

অন্য প্রকারে বহুপদলোপী সমাস করিলে তৎ আত্মার বা সম্বন্ধার ত্বম্ অসি অর্থাৎ সেই পরমাত্মার বস্তু তুমি; ইহাতে যাহার আত্মীয় স্বীকার করিতে হইতেছে সেই বস্তুর গুহত্ব, মহত্ব এবং পারমার্থিক অর্থ আছে তাহার অর্থাৎ সেই বস্তুর কথা উল্লেখ করিয়া তোমার আমার স্থান নির্দিষ্ট হইতেছে ঐ আত্মার বা সম্বন্ধীর কথায়। আর সেই বস্তুর সহিত আমার বা তোমার সম্বন্ধ, "আত্মীয়" বা "সম্বন্ধীয়" এর মধ্যপদ লুপ্তপ্রায় রাখিয়া বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় সেই ভূমাস্বরূপ পরমাত্মা আর তদ্দাস তুমি—একই চিদ্বস্তুর দল।

— -

সুতরাং শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ভগবদ্ভক্তই জীবের প্রকৃত পন্থা লাভ ও "তত্ত্বমসি" বিচারের সার্থকতা। মায়াবাদি-বিচার আশ্রয়ে নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া চলিলে সমূহ বিপদ। তাই বলি সাধু সাবধান!

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিবৃতি শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য ৬৲
২। শ্রীচৈতন্যভাগবত বৃহৎ ৪০
প্রথম খণ্ড ... ১৮৲
প্রথম খণ্ড ... ৷৶০
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ...
(মধ্য সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃত্যামৃত (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। অর্চনকণ্ঠ ৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। শ্রীহরির কেবল নাম-তত্ত্ব ৷০
১২। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য ও গৌড়ীয় সাম্প্রদায় (মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন সাম্প্রদায় (মাঘোৎসব) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীভজনরহস্যাবলি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
(আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা
২২। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-কাব্য ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ ৷৶০
৩২। সাধনকথা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। সাধ্যসাধনতত্ত্ব ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। ভজনরত্ন ৷৶০
৩৯। প্রার্থনাকল্পতরু (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সমালোচনা
(প্রথম খণ্ড) ৩
৪১। প্রমেয়-রত্নাবলী ৷০
৪২। শ্রীচৈতন্যভাগবত-শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মহিমাবলী সার্ব্বভৌম ৷০
৪৪। শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব ৸০
৪৫। পুরাণ-বিবরণী ৷০
৪৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা মহাজনপদাবলী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ ও বর্ত্তমান ৶০
৪৯। অপ্রাকৃত (বন্দনা ও সাধন-বাদ এবং বিবিধ ও অন্য প্রবন্ধ) ৷০
৫০। শ্রীচৈতন্যদেব ৶০
৫১। নিত্যধর্ম্ম ৶০
৫২। মায়াবাদ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত দর্পণ বা ভাষ্যম্ ৷০
৫৪। সতীর্থ সমাদরণম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ৷০
৫৬। সাত্ত্বত-সিদ্ধান্ত ৶০
৫৭। শ্রীচৈতন্যদেব শতকম্ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। বাঁর গায়ত্রী ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেশন এবং ম ৷৶০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ টু ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইংরেজি প্রিণ্টেড গ্রাফ
অফের এণ্ড টিচিংস ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ-প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেব গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরামাণ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রজপতি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদ, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ড, পোঃ চিল্কুকা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কাবিলপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মহাপ্রভু ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসম গৌড়ীয়মঠ—যোড়হাট
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি আবার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তাচার্য্যের মুখ্য সারাংশ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাণ্ড কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০-৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০ ৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০ ০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬ ১৬-৫৯ ১৮-৩১ ও ২৩-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ ও হার্ডওয়ার

৩৫ এপ্রিল ১৯৩৪

ইস্পাত কৈলাস গী—	প্রতি হন্দর।
লোহার বাড় (গোল) বা পাত	
বাঁকা	—৬০—৫৩৷০
ঐ চেপ্টা বাঁকা চাদর বা তার	৫৴০—৫৲০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৶০—৬৷৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲—৭৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ " "	১১৴০
২৬ গেজ " "	১২৷৶
২৪ গেজ প্লেন সিট ঢাকা	১৪৲
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ " "	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ২০ গেজ ঐ— ১২৸৵০—	১৪৲
মাথার বেয়া কাঁটাতার ১০০	
গজ ৬ নং	৮৷০
টিন শাট	৭৷৴০—৭৷৵০
" গোলটু (গোল)	৬৷৴০—৬৷৶০
" গরাদে (চৌকা)	৬৴০—৬৷৶০
"গোল বড় ৶০—৷৵০ সূতা	৫৲—৫৷০
" টানা রড-	
চোকা ৶০—৷৵০ ঐ	৬৲—৬৷০
" বাঁশের তার	৭৷০—৭৸০
" শেট—বিলাতী দুই ঘোটা	
গজাল	৮৲—৮৶০
" চাদর ৯-১৬ গজ বাঁধান	৯৷৶—১১৷০
কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট)	১৴০-১৷০
বাঁশের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৪৲
তারকাঁটা ১ হইতে ১০ নং ২৷৶-২৷০ মাত্র	
লোহার ৩, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৷৶০ ৯৸৶০ক্রঃ	
ঐ বিলাতী পাইপ ৫৸৶০ পেঃ বিঃ ৬৷৶০ "	
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২৷০ ৭৷০	
ঐ বিলাতী " ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ "
লোহার পেরেক বড়ের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— "
ঐ তারের লোহার সিট	১৫৲ "
ঐ পেনসা (৩ ফুট সিট)	১৮৲ "
লোহার কুণ ৷ —৩ ইঞ্চি ৴১০—৷৶০ গ্রোস	
ঐ কক্সা ১৩ নং	
৷—৬ ইঞ্চি	৷১০—৸৶০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ পাত ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৷০—১৪৷০ হন্দর
গ্যাঃ রিবেট (বড়কা)	
.২ ইঞ্চি	৶—৸৶১০ পীস
গ্যাঃ পাটা সং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	৷০—৸৶০ "
গ্যাঃ কূপ ১৪০—২৪০ ইঞ্চি ২০৲—২৯৲ ডজন	
গ্যাঃ জলের ছাঁক	১১৷০—১৯৲ "
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৯—৬ ইঞ্চি	
	৷৶১০—১৶০ গোস
চালুনি বেড়া	৭৷০—৪৷০ ১০০
ঐ ঢেউ ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ৷১০ এই
চিমনি ঘরের জন্য গ্যাঃ	
পাইপের ইঞ্চ	৷৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটীপাত্র ৶১৫ সাত ২৷০-২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মঁওনং খাচ লোহাপটী, বড়বাজার,
ফোন—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

সোয়েজ প্যাকেট মার্কা (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	"	৬৷০
ভেসোলিয়া	"	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গিনি	৩০৷
চিনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
" ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ " ঋণ (১৯৪৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৯) কলিকাতা পোর্ট	
ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলপেড)	৯৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

কেশোরাম মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আগরপাড়া	১৯৫৲
বালী	১৭২৲
বরানগর	১৫০৲
চেভিয়ট	৩৭৲
ডালহৌসী	২৪৫৲
ক্লাইভ	৯৲।০
কাঁকিনাড়া	৪০৬৷০
ঢেকা	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

[illegible] কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] প্রণীত [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] প্রথম [illegible] (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকার (Preface), বিষয় সূচিপত্র (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত [illegible] শব্দসূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১০, দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান - বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

জীর্ণ পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বহু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। প্যাকিং খরচা স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২নং/২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম[illegible] ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছা[illegible] কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা [illegible] গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখা[illegible] গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসে[illegible] আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। [illegible] সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চির[illegible] প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গো[স্বামী] মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতি সহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক স[মূহের] অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, [illegible] সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি বহুমূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে মূল্যে মাত্র ৬৷৷০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীমায়া" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

শ্রীভগবৎপ্রসঙ্গ মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

১ম খণ্ড : সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৪১, ২০শে এপ্রিল ১৯৩৪

বিবিধ-সংবাদ

—:::—

চাঁদপুরে খানাতল্লাস

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি বাবুর হাটে শ্রীযুত নলিনীকুমার রায় চৌধুরী [illegible] পলাতকগণকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই গ্রেপ্তারের সংস্রবে বাবুরহাটে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ সকল বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে তন্মধ্যে বাবুরহাট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কৃষ্ণপুর জেলাবোর্ডের শ্রীযুত সারদাচরণ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত যশোদা কুমার ও অধিবাসীর শ্রীযুত অপূর্ব্বকুমার এর বাড়ীতেও পুলিশ হানা দিয়াছিল। তাহাদের কোন অপরাধজনক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কতিপয় যুবককে পুলিশ থানায় লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছে যে, সপ্তাহে একবার করিয়া তাহাদিগকে থানায় হাজিরা দিতে হইবে।

—

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা গ্রেপ্তার

বিক্রমপুর হইতে প্রকাশ, অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত যামিনীপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভাকে [illegible] বিক্রমপুরে তাঁহার (লাবণ্যের) পিতা শ্রীযুত বাবুরাম দাসগুপ্তের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে তাঁহাকে আটক করা হইয়াছে। লাবণ্য একপক্ষকাল পূর্ব্বে গৌহাটী হইতে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। [illegible]

পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার তলপেটে বেদনার দরুণ তিনি কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, তাঁহার পাকস্থলীতে ঘা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। তিনি চিকিৎসার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

—

গ্রামবাসীদের অপূর্ব্ব সাহস

গোয়ালিয়র হইতে প্রকাশ, একদল ডাকাত গোপির [illegible] আস্তানা করিয়া আছে, এইরূপ সংবাদ পাইয়া ঠাকুরপুরা, কামাই, বিজয়নিপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীরা একত্র সমবেত হয় ও উক্ত ডাকাতদের আস্তানা ঘিরিয়া ফেলে।

উভয় পক্ষই পরস্পরের উপর গুলী চালাইতে থাকে। শেষে গ্রামবাসীদিগকে সংখ্যায় অধিক দেখিয়া ডাকাতরা পলাইয়া যায়।

ডাকাতরা ২টি অশ্ব কিছু অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া যায়। পুলিশ পরে যাইয়া ঐ সকল জিনিষ দখল করে।

—

২ দল মুসলমানে সংঘর্ষ

করাচী হইতে প্রকাশ, মুসলমান উপজাতিদের দুই দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই ২ জন নিহত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, একদল লোকের কয়টি গবাদি পশু হারাইয়া যায়। সে জন্য এক মুসলমানের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করে। ফলে এই দুইদলের মধ্যে মারামারি বাধিয়া যায়। অতঃপর উভয়ের আত্মীয় স্বজন তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া সংঘর্ষে যোগদান করে। তাহার ফলে লোকজন

ঐ ভাবে হতাহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া ৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—

জলীতে কয়েদীর মৃত্যু

করাচী হইতে প্রকাশ, শিকারপুর জেলের এক কয়েদী পলায়ন করিতে গিয়া নিহত হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, উক্ত কয়েদী জেলের বাহিরে অন্যান্য কয়েদীর সহিত কাজ করিতেছিল সে নিকটের জঙ্গলের মধ্যে গিয়া লুকায়। কিন্তু জেলের ওয়ার্ডার তাহাকে দেখিয়া ফেলে। তখন উক্ত কয়েদী পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। জেলের ওয়ার্ডার তাহার উপর গুলী চালায়। গুলী তাহার পেটে লাগে। সে আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

—

ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় ১ নম্বর আপ এক্সপ্রেসগাড়ী ধ্বংস করার চেষ্টা ব্যর্থ করা গিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে শিবিকা ষ্টেশনের দক্ষিণ ভাগে লাইনের উপরে দশ ফুট লম্বা একখানি লোহার পাত ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। গাড়ীখানি ৪০ মাইল বেগে ছুটিতেছিল; গাড়ীর ধাক্কায় লোহার পাত খানা ছিটকাইয়া ষ্টেশনের একটি ল্যাম্পপোষ্টের উপরে পড়ে। তাহাতে ল্যাম্প পোষ্টটি ভাঙ্গিয়া যায়।

কমিশনারের মোটর দুর্ঘটনা

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এল, বি বার্নেসের মোটরে সম্প্রতি এক দুর্ঘটনা হয়। যখন সদর রাস্তা দিয়া মোটর চলিতেছিল, সেই সময় [illegible] ষ্টেশনের নিকট দিয়া মোটরে যাইবার সময় একখানি ট্যাক্সির সহিত তাঁহার মোটরের ধাক্কা লাগে। ফলে ট্যাক্সিখানি রাস্তার ধারে এক খানায় পড়িয়া যায়। তবে কমিশনার কোনরূপ আহত হন নাই।

—

নারীর বেশে ডাকাত

সাতকানিয়া থানার এলাকাধীন পানিহারা গ্রামের রজা মিয়ার সঙ্গীগণ নামক জনৈক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সাতকানিয়া, হাজী এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটা জিলার বহু সংখ্যক ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ দীর্ঘকাল ধরিয়া নদেরের সন্ধান করিতেছিল। আসিলে যুদ্ধোন্মাদ করিয়া সে এত কাল আত্মগোপন করিয়াছিল।

প্রকাশ, রজা মিয়ার সঙ্গীগণ সংবাদ পান যে, নদেরু সম্প্রতি গ্রামে আসিয়াছে এবং স্ত্রীলোকের বেশে একটি আত্মীয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছে। সঙ্গীগণ সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ব্যূহ রচনা করিয়া কড়া পাহারা দিতে থাকে।

অতঃপর গৃহের মহিলাগণ যখন স্নানার্থে বাহির হন, তখন নদেরুও একখানা লালপাড় শাড়ী পরিয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠন-মুখ আবৃত করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সে একটা খড়ের গাদার অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করে ইহাতে সঙ্গীদের সন্দেহ হয় এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দেখা যায় যে, স্ত্রীবেশধারী ব্যক্তি নদেরু ভিন্ন আর কেহ নহে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] শুক্রবার, ১৩৪১

[illegible] প্রকাশ করিয়াছে। [illegible]

[illegible] সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ নহে, ইহা কি এখনও বুঝিবার সময় আসে নাই? মুসলিম মহিলা সমাজের সংস্কার প্রয়োজন। আশা করি, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে।

কলিকাতার আর একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির [illegible] দিয়াছেন। [illegible] বাংলার [illegible] যাঁহারা [illegible] তাঁহারা [illegible] কেন?

যে বাঙ্গালী বীর [illegible] সকল জাতির সৈনিকদের [illegible] করিয়াছেন, তাঁহাকে [illegible] কেবল বাঙ্গালীর নহে, ভারতের সকল শ্রেণীর সহিত এই সংবাদে [illegible] তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

———

[illegible] জেলার [illegible] গ্রামের [illegible] বৎসর বয়স্ক মুসলমান [illegible] অদ্ভুত শক্তির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি একদিন এক [illegible] কর্ণে [illegible] শুনিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

তাঁহার এই অলৌকিক শক্তির সংবাদে দূর দূরান্ত হইতে দলে দলে রোগী [illegible] তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] এই বালিকার দ্বারা রোগমুক্ত হইয়াছে জানিতে পারা যায় নাই, তবে ৮ বৎসরের একটী অন্ধ ও বধির বালিকা [illegible] লাভ করিয়াছে এবং [illegible] দেখিতে পাইতেছে। এই সংবাদ যাঁহারা [illegible] করিতেছেন, তাঁহারা [illegible] মনে করিবেন [illegible]।

ডাকাতি, রাহাজানি ও খুন

[illegible] জেলা [illegible] কে, এম [illegible] [illegible] ৯ জন লোকের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি ও [illegible] অভিযোগ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] আসামী [illegible] যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের; [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের এবং [illegible] দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বাকী আসামীদিগকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। [illegible] আসামী [illegible] বোর্ডের [illegible] হইয়াছিল, তাহাকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষ হইতে যে অভিযোগ করা হয় [illegible] বিবৃত করা হইয়াছে:—গত নভেম্বর (১৯৩০) মাসে ঘটনার দিন রাত্রিতে আসামীরা [illegible] থানার এলাকাধীনে [illegible] গ্রামে [illegible] বাড়ীতে ডাকাতি করে। [illegible] মামলার একজন আসামী। [illegible] আসামী [illegible] বাড়ীতে ডাকাতি করিবার জন্য প্রলোভিত করিয়াছিল। [illegible] সঙ্গে বন্দুক ছিল। [illegible] টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিল।

ডাকাতেরা যখন লুণ্ঠনকার্য্যে লিপ্ত ছিল সেই সময় [illegible] গুলী করিয়া খুন করা হয়।

[illegible] জেলার একটী বড় ষড়যন্ত্র-কেস [illegible] মামলায় গ্রেপ্তার হইয়াছিল। সেই মামলায় ২১ জন লোক বিভিন্ন [illegible] দণ্ডিত হয়। কিন্তু [illegible] জেলার [illegible] পক্ষে [illegible] অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান মামলায়ও সে অপরাধী স্বীকার করিয়া এক বর্ণনা করে। কিন্তু অবশেষে সে সেই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। নিম্ন আদালতে সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিবার পর তাহাকে অন্যান্য আসামীদিগের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া মামলায় সোপর্দ করা হয়। [illegible] বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের হুকুম হইয়াছে।

শ্রীযুত বিপিন গাঙ্গুলী কারারুদ্ধ

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে আটক হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী বন্দী-নিবাসে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, [illegible] তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রায় এক পক্ষকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে [illegible] এক বাগানবাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফাঁসির পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর

নরহত্যার অভিযোগে [illegible] শেখ [illegible] দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীরা একবাক্যে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে, জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত [illegible] মিষ্টার [illegible] ও বিচারপতি মিষ্টার [illegible] সোমবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

উক্ত মামলায় [illegible] বেহারী [illegible] অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া [illegible] যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী [illegible] স্ত্রী। প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হয়। ঘটনার ২ বৎসর পূর্ব্বে সে [illegible] বাস করিতেছিল। [illegible] আসামী [illegible] প্রতিবেশী। সেখা [illegible] নিজ গৃহে লইয়া যাইতে চাহে কিন্তু [illegible] তাহাকে যাইতে দেয় নাই। [illegible] বিবাহ দিতে [illegible] ইচ্ছা করিয়া তাহাকে তালাক দিতে [illegible] বলিয়াছিল। কিন্তু [illegible] তাহাতে অসম্মত হওয়ায় [illegible] বলিয়াছিল, উক্ত অসম্মতি প্রকাশের জন্য তাহাকে জীবন দিতে হইবে। কিছুদিন পরে একখানি পাটের ক্ষেতে [illegible] মৃতদেহ পাওয়া যায়। মামলার বিবরণে প্রকাশ উক্ত [illegible] সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আসামী [illegible] সেখাকে নিজ বাটিতে লইয়া গিয়া [illegible] দা দ্বারা তাহাকে হত্যা করে। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলে, তাহাদিগকে উক্ত অপরাধে বিজড়িত করিবার সন্তোষজনক কোন কারণ নাই।

হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় [illegible] প্রতি প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ নাকচ করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডিত করিয়াছেন।

অপর ২ জন আসামী উক্ত মামলায় দ্বীপান্তর বাস দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি উক্ত আপীলের মামলা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

প্রতারণার মামলা

একখানি চেক প্রদান করিয়া [illegible] সংক্রান্ত [illegible] সম্পর্কে শ্রীযুক্ত [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র [illegible] তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটি প্রতারণার মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। প্রকাশ, ব্যাঙ্ক উক্ত চেকের টাকা প্রদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে [illegible] টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে ৩ মাস সশ্রম কারাভোগ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন, জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ [illegible] প্রদান করিতে হইবে।

কম্পাউণ্ডার দণ্ডিত

ঔষধ বিক্রেতা [illegible] কোম্পানীর ম্যানেজার [illegible] এম, আর উক্ত দোকানের কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে [illegible] টাকা সম্পর্কে একটি বিশ্বাসঘাতকতার মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] উক্ত মামলার বিচার করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে [illegible] মাস [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মোটর চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সোমবার [illegible] পুলিশ [illegible] বাস চালক [illegible] নামক [illegible] বিভাগের পুলিশ কমিশনারের [illegible] হাজির করে।

প্রকাশ যে, উক্ত মোটর [illegible] অসাবধানতার সহিত [illegible] পুলিশ [illegible] মোটরের সম্মুখস্থ কাচের [illegible] পড়াতে অনেক আরোহী [illegible] আহত হয় এবং [illegible] আরোহীর [illegible] ঘটে। পুলিশ কমিশনার বিচারার্থ আসামীকে জোড়াবাগানের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেরণ করেন।

জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে [illegible] জামীনে খালাস দিয়াছেন।

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ

৯ম বর্ষ } ৭ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শুক্রবার ৯৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে ইংরাজ মহিলার সর্ব্বস্ব দান

সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-মহিলার পত্র

The Eagles Eye,
43 East Dean Road,
Eastbourne, Sussex
27, March 1934.

o
His Divine Grace Parama-
nsa Sreemad Bhakti Siddhanta
Saraswati Goswami,
Calcutta.

our Divine Grace,

Unspeakable are the words of atitude I would express from y heart on having been privi-ged to find the servants of Your ivine Grace Swami B H.Bon d Swami Tirtha, the faithful ingers of the light to the west.

In greatful Homage to Thy ivine Presence I beg humbly to fer myself in service to unite th them in their holy work. s an earnest and sincere seeker r true religion, I now ask to ceive from Your Divine Grace e Name if You are pleased aciously to think I am worthy receive it.

In love for my fellowmen I have r years wished to dedicate not ly myself in service to God, d help my brethren, but I have 1 eager desire to give my house d garden to be used now and when I shall have passed on, as a centre for the work of the Highest, and from my heart I feel that to receive the HOLY NAME all effort for good will be enhanced and blest to a degree transcending anything on this earth.

I therefore beg to dedicate my house, No. 43. East Dean Road, Eastbourne, Sussex unconditionally to the Mission of Your Divine Grace, and pray that You will kindly accept it.

May I add that my garden was planned and planted twenty years ago in the hope that one day the Holy Feet of the Master would walk upon the soil, and upon the beautiful downs surrounding the little home. A marble seat was prepared for His acceptance

All this I now offer to You and to Your Mission hoping it may be accepted in the service of the Supreme Lord—myself, my home, my garden, and all my movable and immovable properties.

In reverent oblation to His Most Holy and Sacred Name.

I am,
in humble devotion
Sd/
Halen Kathlen Shacklock-Shaw.

অর্থানুবাদ

"দি ঈগল্‌স্ আই"
৪৩নং ইষ্ট ডীন রোড,
ইষ্টবোর্ণ, সাসেক্স,
২৭শে মার্চ, ১৯৩৪

প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলেষু —

প্রভুপাদ,

আপনার শিষ্য স্বামী বি, এইচ, বন ও স্বামী তীর্থ মহারাজদ্বয় আপনার বিশ্বস্ত-সেবক-রূপে পাশ্চাত্য দেশে পরমার্থের আলোক আনয়ন করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অধিকার পাইয়া হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতার উদয় হইয়াছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভবদীয় সমীপে কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ অভিনন্দন-জ্ঞাপনমুখে আমি তাঁহাদের সহিত পারমার্থিক সেবানুষ্ঠানে একযোগে কার্য্য করিবার জন্য ও অতি বিনীতভাবে স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগের অভিপ্রায় করিতেছি। প্রভুপাদ যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমি এক্ষণে বাস্তব সত্য ধর্ম্মের নিষ্কপট অনুসন্ধিৎসুরূপে প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মানব-ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি প্রীতিবশতঃ আমি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ভগবৎসেবায় কেবল নিজকেই উৎসর্গ ও আমার ভ্রাতৃবর্গের যথাযোগ্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হই নাই, পরন্তু আমার জীবদ্দশায় ও তিরোভাবের কালে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা-কার্য্যের কেন্দ্র-রূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য আমার গৃহ এবং উদ্যানাদিও দান করিতে আমার আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে এবং আমি অন্তঃকরণের সহিত অনুভব করি যে, অপ্রাকৃত শ্রীনাম পাইতে হইলে পরস্পর মঙ্গল-সাধনের সকল প্রচেষ্টা বর্দ্ধিত এবং উহা যাবতীয় পার্থিব ব্যাপার অতিক্রম করিয়া যথেষ্ট সাফল্যান্বিত হইবে।

এতদুদ্দেশে আমি সাসেক্সের অন্তঃপাতী ইষ্টবোর্ণস্থিত ৪৩নং ইষ্ট ডীন রোডের আমার গৃহটী বিনা সর্ত্তে ও বিনা চুক্তিতে প্রভুপাদের সম্প্রদায়কে দান করিতেছি। কেবল প্রভুপাদ অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও নিবেদন করি যে, এই কুটির এবং আমার ক্ষুদ্র গৃহটীর চতুর্দ্দিকস্থিত সুদৃশ্য ময়দানগুলিতে শ্রীল প্রভুপাদের পদধূলি পড়িবে, এই আশায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার উদ্যানটী পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রভুপাদের উপবেশনার্থ মর্ম্মর প্রস্তরের একটী আসন তৎকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল সমস্তই অর্থাৎ আমি স্বয়ং, আমার গৃহ, আমার উদ্যান এবং আমার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীপুরুষোত্তমের সেবার নিমিত্ত যাহাতে গৃহীত হয়, এই আশায় আমি এই সমস্তই প্রভুপাদকে ও প্রভুপাদের সম্প্রদায়কে দান করিতে অভিপ্রায় করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের ও অপ্রাকৃত শ্রীনাম-প্রতি প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন ইতি।

বিনীতা সেবিকা
স্বাঃ—হ্যালেন ক্যাথলেন শ্যাকলক্-শ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ পুরুষোত্তম [illegible] ৪৪৮

[illegible] ফল

[illegible]

[illegible] থাকি। কিন্তু [illegible] সেরূপ কোনও কথা [illegible]। শ্রীনাম—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; তত্ত্বত নামই সাধন, নামই—সাধ্য। নামাশ্রয়ের ফল—নামপ্রভু কৃপা-[illegible] সাধনের [illegible] আত্ম-[illegible]। [illegible] কৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখারবিন্দে 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—এই বাণীর অনুসরণে শুদ্ধাশ্রয়ে শ্রীনামাশ্রয় গ্রহণ করেন ও সংসারোন্মুখদের [illegible] পাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরি-করবৈশিষ্ট্য পরস্পর অভিন্ন এবং [illegible] তাঁহার লীলার সহায়। [illegible] বিনা [illegible] পূর্ণতম [illegible] বিনা লীলা [illegible] থাকিয়া লীলার সহায়ক [illegible] সমাধানে [illegible] করে। [illegible] বস্তু এবং সেই নামের মালিক [illegible] এবং তাহার [illegible]। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের [illegible] তাঁহার রূপই [illegible] নামই নাম, [illegible] তাঁহার দেহ [illegible] তাঁহার দেহ [illegible] দেহের ঠিক স্বরূপই [illegible] অপ্রাকৃত—অর্থাৎ তাঁহাদের দেহ [illegible] ভেদ নাই। এই অপ্রাকৃত ভগবানের নামাদিনাম প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবগণের বোধগম্য নহে, তাহা নিত্যমুক্ত [illegible] অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত [illegible] অনুভব করিতে সমর্থ।

সেবোন্মুখ-নয়নে দৃষ্ট এই লীলার মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ [illegible] কথা আমরা [illegible] পাই। [illegible] অর্থাৎ [illegible] মিলন-সুখের স্ফূর্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরই বদ্ধ-জীবগণের পক্ষে অত্যধিক মঙ্গলপ্রদ এবং নিত্যোদিত। সম্ভোগময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের [illegible]—রাধাকৃষ্ণলীলায় অধিকার বদ্ধজীবের নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় জীব অনর্থমুক্ত হইলে [illegible] জীবগণকে উচ্চাধিকার প্রদান করিয়া থাকেন ইহাই [illegible]। আমরা [illegible] এই বাণী উল্লঙ্ঘন করিলে অমঙ্গল হয়।

'[illegible] নিষ্ঠা [illegible]
[illegible]।
[illegible] নির্ণয়ঃ॥'

যে ব্যক্তি [illegible] অধিকার তাহার [illegible] করিবার। যার যার অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ। অধিকার বিনা [illegible] দোষ। ইহাই গুণ ও দোষের নির্ণয়—প্রকৃত মঙ্গল-ময় উপদেশবাণীর প্রতি উদাসীন্য প্রকাশ করিয়া নিজের মনঃকল্পিত [illegible] প্রবৃত্ত হইলে [illegible] আমাদের ভজন-পথের [illegible] অবশ্যম্ভাবী।

অনর্থযুক্ত জীবের একমাত্র কর্তব্য—[illegible] হরি গুরুবৈষ্ণবের সেবা করা—শ্রীকৃষ্ণের নামসেবায়, ধাম-সেবায় ও কামসেবায় আত্মনিয়োগ করা। সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে নামসেবা করিতে করিতে [illegible] নাম প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হ'ন, [illegible] পারেন তখন তাঁহার [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়। [illegible] শ্রীনামাকৃষ্ণ যখন [illegible] প্রকটিত করেন, শুদ্ধভক্ত নামের [illegible] দেখিতে পান। ইহাই নামাশ্রয়ের ফল জীবের প্রয়োজন পরা-কাষ্ঠা। সেবোন্মুখ [illegible] শুদ্ধ জীবের যে [illegible] দর্শন নহে, পূর্ণ [illegible] অবস্থিত হইয়া দর্শনরূপা সেবা।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা শাস্ত্র-যুক্তি [illegible] অবগত হওয়া যায় না। একমাত্র সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিরপরাধে নামাশ্রয় করিলে [illegible] অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া শ্রীনামের [illegible] সিদ্ধি হয়। নামাপরাধ [illegible] যেমন হয় না, হৃদয়-দৌর্বল্য ও অসৎতৃষ্ণা প্রভৃতি নিবৃত্ত না হওয়া [illegible] আমাদের হৃদয়ে জাগে না। [illegible] যাঁহারা [illegible] নাম [illegible] একান্ত [illegible] অনর্থসমূহ যাহাতে বিনষ্ট হয় [illegible] উপায় স্বরূপ 'অবিমৃতিঃ [illegible]' শ্লোকের আচরণ করা অর্থাৎ সর্বাবস্থায় [illegible] কায়মনোবাক্যে সর্বক্ষণ হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকা।

অনর্থ—অসৎচিন্তা, কৃষ্ণেতর চিন্তা একদিনে যায় না, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে নিরপরাধে নামসেবায় তৎপর হইলে ক্রমে ক্রমে উহা বিনষ্ট হয়। এই অনর্থই ভজনের প্রধান কণ্টক। অনর্থ থাকিলে কোন ক্রমেই ভজনে উন্নতি লাভ করা যায় না।

স্বরূপভ্রম, হৃদয়দৌর্বল্য, অসত্তৃষ্ণা ও কুটিনাটী—এই অনর্থ-চতুষ্টয় মহামহা বদান্য-বতার গৌরপ্রেষ্ঠ অভিন্ন-নিত্যানন্দ জগৎগুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় একেবারে নিবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ক্রমোন্নতি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধনামোদয় হইলে সেই কৃষ্ণনাম রূপ হইয়া দর্শন দেন। শ্রীনাম-প্রভু শ্রীগুরুদেবের পূর্ণকৃপাপ্রাপ্ত স্বরূপোপলব্ধ অনর্থমুক্ত ভাগ্যবান্ জীবগণকে যে [illegible] ভুবনমোহন রূপ দর্শন করান সেই জগন্মোহন রূপটী—শ্যামবর্ণ। ক্রমে রূপোদয় হইলে শ্রীগোপী বল্লভের অসাধারণ গুণ উদ্ভাসিত হয়। সিদ্ধি হইলে লীলা-দর্শনকালে ব্রজগোপীগণের পরিচারিকা মধ্যে পরিগণিত হওয়া যায় এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকাল সেবাসুখ-সম্ভোগের অধিকার জীবের ভাগ্যে তখনই ঘটিয়া থাকে।

নিষ্কপটে সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলে—নামই আমার জীবন, নামই আমার প্রাণ, নামই আমার প্রভু, নামই আমার সাধ্য, নামই আমার সাধন, নামই আমার ইহকালের ও পরকালের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া গুরুসেবামুখে নামসেবায় আত্মনিয়োগ করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে [illegible] হয়, আর পরমার্থের অপেক্ষা থাকে না [illegible] হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়।

চিন্ময় নামানন্দে [illegible] বিচিত্র ভাব উদয় হইলে [illegible] আনন্দে [illegible] হন। সেই বিমল আনন্দের নিকট [illegible] কিছুই নয়। নামের সমান বা নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু ইহকালে বা পরকালে আর কিছুই নাই। [illegible] শ্রীহরি-নাম সংকীর্তন, পরম কল্যাণ এবং শুদ্ধভক্তের [illegible]।

অপ্রাকৃত মধুর বিলাস। সে রসের নিকট—সে-আনন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ খদ্যোতবৎ-সম। জীব সেই রসের এক বিন্দু পাইলে আত্মহারা হ'ন, আত্মবিস্মৃত হ'ন। তিনি তখন সংসারে থাকিয়াও ব্রজ-মাধুর্য আস্বাদন করত চিরদেহ দ্বারা সমস্ত সুখানুভব করিয়া মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের বিশুদ্ধ ভাব—অন্তরে ব্রজভাব, পারকীয় রস, [illegible] গোপবেশ, [illegible] বনমালা, [illegible] পরিধান, মুরলীবাদন ইত্যাদি এবং [illegible] রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমভক্তি আস্বাদন করত জীবগণকে কৃষ্ণসেবা-শিক্ষা প্রদান ও জগদাচার্যরূপে শ্রীনামপ্রভু প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ই অবগত হ'ন।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্যে আমরা দেখিতে পাই—

"[illegible] পরিপক্ক হবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর-রস উদয়ে মূর্তিমান্ হ'য়ে॥
সে সময় [illegible] তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধা কৃষ্ণরূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি॥
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়॥"

—এই মঙ্গলময়ী জীব-মনোহারিণী বাণী শ্রীনামাশ্রয়ের চরম ফল—শ্রীনাম-ভজনে চরম পরাকাষ্ঠা। আবার জীবের এ প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠার—কৃষ্ণপ্রেমলাভের মূ[illegible] হচ্ছে সদ্গুরু-চরণাশ্রয় ও দৃঢ় বিশ্বাসে[illegible] সহিত শ্রীগুরুসেবা।

আবার অনেকেই গুরুসেবা বাদ দিয়া-[illegible] যিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানার্থ বর্তমানে জগদ্গুরু রূপে—গৌড়ীয়াচার্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুরূপে জগতে অবতী[illegible] তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় [illegible] করিয়া নামাশ্রয়ের বা গৌরভজনের [illegible] প্রয়াস দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের ঐ ভজনচে[illegible] ছলনা, কপটতা বা [illegible] ভজনের অমূল্য সময়ের অযথা অপব্যবহার মাত্র। তাই আবার বলছি—কৃষ্ণপ্রেমলাভের মূলে গৌড়ীয়াচার্য-ভাস্কর জগদ্গুরু প্রভুপাদের পাদপদ্মে সর্বাত্ম-সমর্পণপূর্বক তাঁহার নিত্য সেবাই বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই গুরু-সেবা-বৈভবদ্বারাই জীবহৃদয়ে প্রেমানন্দের উদয়।

শ্রীনামাশ্রয়ের ফল—সাক্ষাৎ নাম-প্রভু নামী কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার, [illegible] শাস্ত্র, গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু আম[illegible] নামাশ্রয় করিয়া নামী প্রভুর দর্শনরূপ সেবা লাভে কেন বঞ্চিত হইতেছি, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

* * * * *

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥

মহাজন-কথিত শ্রবণ-কীর্তনের অর্থ শ্রোতা-অভিধানে শোনা বা [illegible] চীৎকার নহে। শ্রবণ ও কীর্তনের বাক্

দিয়ে --সেবক-অভিমানে সাধু-গুরু মুখে বীর্য্যবতী চেতনময়ী বাণী বা শব্দব্রহ্ম শ্রবণের ফলে কীর্ত্তনমুখে গুরু-বৈষ্ণবকর্ত্তৃক প্রদত্ত আদেশ-পালনে তৎপর হওয়া—শ্রবণীয় বিষয় গুলি নিজজীবনে ঠিক ঠিক আচরণ করা। কাণ্ডজের অর্থ চীৎকার করিয়া পিত্তবৃদ্ধি নহে, কীর্ত্তন-মুখে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা। শ্রবণ বা কীর্ত্তন—শ্রবণরূপা সেবা ও কীর্ত্তনরূপা সেবা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু আমরা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা সেবায় তৎপর না হইয়া জড়াভিমানে শ্রোতা বা বক্তা সাজি ব'লে আমাদের বিপরীত ফল ঘটে। সেই-জন্যই শাস্ত্র নামাশ্রয়ের পূর্ব্বে গুরুরূপী ভগবানের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক দীক্ষা বা দিব্য-জ্ঞান লাভের কথা অর্থাৎ গুরু-কৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কেহই নাই, এইরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম ভজনের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব আমরা যদি শ্রৌতপথ বা শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি তাহা হইলে নামাশ্রয়ের ফল যে শ্রীনামের সাক্ষাৎ-দর্শন তাহা আমাদের ভাগ্যে হইবে না; শ্রীনামপ্রভু আমাদের চিত্ত-মুকুরে উদিত হইবেন না।

আরও একটী কথা এই যে, শ্রীনামের কৃপা-লাভে যাঁহারা সমর্থ হ'ন নাই, শ্রীনাম যাঁহাদের অন্তঃসিংহাসন অধিকার করেন নাই, এক কথায় বলিতে গেলে, যাঁহারা শ্রীনামের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-কার-লাভে বঞ্চিত বা জড়চিন্তাযুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, এমন অসাধুর সঙ্গ করিলে বা তাঁহাদিগের নিকটে শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে আমাদের নাম-সেবা লাভ হইবে না; বৃথা পরিশ্রমই

তাই শাস্ত্র গাহিয়াছেন—

'যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥'

রামভজন ও কৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য

[৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

'রাম'নাম—তারক,তারণ করে ব'লে তারক আর 'কৃষ্ণ'নাম—পারক—প্রেমদান করেন; কৃষ্ণনামের এই বৈশিষ্ট্য। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—অসুরগণ রামচন্দ্রের হাতে নিহত হ'য়ে উত্তম লোকৈশ্বর্য্য লাভ করতে পারে; যেমন,--জয়-বিজয়, হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুরূপে, রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে প্রচুর ভোগসম্পদ্ পেয়েছিল। কিন্তু বজ্রাদিপতি-তাহক কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তা'দের মুক্তি হয় নাই। যখন হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে কৃষ্ণের হাতে নিহত হ'য়েছিল তখনই তা'দের মুক্তিলাভ হ'লো। এজন্য কৃষ্ণের একটি নাম হতারিগতিদায়ক। পূতনা যশোদার বেশে কৃষ্ণকে হত্যা (?) করতে গেয়েছিল, তা'তে কৃষ্ণের হাতে হত হ'য়ে মাতৃোচিত গতি অর্থাৎ কৃষ্ণের গুরুজনী অম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোক-গতি লাভ ক'রল। কৃষ্ণের মত প্রেমদাতা আর কেহ নাই, কেন না, তিনি শত্রুকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করতে পারেন বালঘাতী পূতনাকেও মাতৃগতি দান করতে পারেন।

রাম ও কৃষ্ণ তত্ত্বগত এক, কিন্তু উভয়ের লীলাবৈশিষ্ট্য আছে। ডাক্তার রামগোপাল কাশ্যপকারের মত মনীষী পর্য্যন্ত উহা ধরতে পারেন নাই। আমাদের সাধারণ ধারণা—রামচন্দ্র কি প্রকার মর্য্যাদারক্ষক ছিলেন! তিনি গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের কি প্রকার আদর্শ দেখিয়েছেন—ভুক্তিকোণেও পরস্ত্রী দর্শন করেন নাই, পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনে গেলেন! ভগবান্ এরূপই—যাঁ'র কাছে গেলে যাঁ'র আদর্শ দেখ্লে আমরা সৎ হ'তে পারব

এ বাক্যে এই প্রকার নীতির উপযোগিতা আছে। যা'র চরিত্র নাই, সাধারণ নীতি নাই, সে মানুষ নয়,—পশু; কিন্তু এই নীতিটুকুই কি শেষ? কৃষ্ণ-ভজন যা'রা করেন তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ হ'তে বল্ছেন না; তাঁ'রা ব'ল্ছেন,—"নীতির গণ্ডীতে স্বরাট্ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্কে বেঁধ না—তা'কে কি তুমি নীতির কারাগারের কয়েদী করবে?" তিনি যে সব চেয়ে বড়। যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিয়েছিলেন, যত বাঁধেন, ততই দড়ি ছোট হ'য়ে যায়। তিনি যে পরব্রহ্ম "বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম।" সব চেয়ে বড় বস্তুকে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র গণ্ডী, ক্ষুদ্র বিচার দিয়ে মাপতে যাচ্ছি! নীতি বদ্ধজীবের জন্য-আমাদের জন্য; কিন্তু স্বরাট্ স্বেচ্ছাময় ভগবানের জন্য নীতি নয়; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র।

অধিকারিভেদে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনের বিশেষ উপযোগিতা আছে; কিন্তু রাম-চন্দ্রকে সমস্ত অঙ্গ দিয়ে ভজন করা যায় না। চক্ষুদ্বারা ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, কর্ণদ্বারা তাঁ'র বাণী শ্রবণ, হাতের দ্বারা মন্দির-মার্জ্জন ইত্যাদি ক'রে থাকি। ঊর্দ্ধ বাহন অঙ্গে শ্রীহরিমন্দির রচনা করি। কিন্তু অপ্রাকৃত গোপীগণ চেতনের সব অঙ্গ দিয়ে —নখ হ'তে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্ময় দিয়ে অধোক্ষজ নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন ক'রছেন! সখাগণ কাঁধে চড়ে কাঁধে পা দিয়ে তাল পেড়ে আগে ফলের স্বাদ নিয়ে আস্বাদন ক'রে পরে উচ্ছিষ্ট উৎকৃষ্ট ফলটি কৃষ্ণকে খাওয়াচ্ছেন। যেখানে আত্মীয়তা বেশী সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ঠতা আত গাঢ়, সেখানেই এরূপ।

রামের সহিত গুহকের সখ্যভাব। গুহক নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেও রামের সখ্যতা লাভ ক'রেছেন, রামকে অতিথি রূপে নিজ গৃহে পেয়ে ভক্ষ্যভোজ্য লেহ্য চোষ্যদ্রব্য ও অর্ঘাদি দ্বারা সৎকার ক'রেছেন,—

উৎকৃষ্টং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্যাতিথিং প্রিয়ম্।
ততো গুণবদন্নাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্॥
(রামায়ণ অঃ কাঃ ৫০ অঃ ৩৭ শ্লোক)

কিন্তু সেখানে "কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়"-- এই ভাব নাই, তাতে গৌরব-সখ্য। সেখানে গৌরব-ভাবই প্রচুর। সখা সেখানে দাসের ন্যায় অবস্থিত ক'চ্ছেন—

বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্ত্তা সাধু রাজ্যং প্রশাধি নঃ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যঞ্চেদমুপস্থিতম্॥
(রামায়ণ অঃ কাঃ ৫০ অঃ ৪২ শ্লোক)

হে রাম, আপনি আমাদিগের প্রভু এবং আমরা আপনার দাস; আপনি আমাদের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার জন্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় উপস্থিত করা হ'য়েছে।

এই এক ভাব, আর ব্রজের সখাগণকে দেখুন, তাঁরা কৃষ্ণকে বল্ছেন, "তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি আমি সম।" গৌরবযুক্ত সখ্যের সহিত সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত হয় না। পারকীয় গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রণয়বিলাসের যে-সমস্ত গোপনীয় কথা কৃষ্ণ সুবলাদি প্রিয়নর্ম্মসখার নিকট ব'লেছেন, এমন কি, যে সমস্ত লীলা-বিলাস তাঁ'রা প্রত্যক্ষ ক'রেছেন, একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্র বৈদেহী সীতাদেবীর সহিত বৈধ প্রণয়ের কথাটি পর্য্যন্ত গুহকের কাছে বল্তে পারেন নাই।

প্রিয়াবর্গাদতি প্রাপ্যা ললনাঃ
ক্রীড়াকলিপ্রক্রিয়াঃ
শয্যাঃ কুঞ্জগৃহে করোত্যম্বুজিনঃ
কন্দর্পলীলোচিতাম্।
বিম্বং বীজয়তি প্রিয়া রুচি
পরিশ্রান্তামুচ্ছৈরমুং
তে প্রিয়নর্ম্মসখাস্ত্বয়ং শৃণু স্বঃ সেবাবিধৌ
বিশ্রুতিঃ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি সহায়ভেদ ৮ম সংখ্যা)

জাগতিক দৃষ্টান্তেও আমরা দেখি,—যে বন্ধুর সহিত আমাদের অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়তা অর্থাৎ বিশ্রম্ভভাব, তাঁ'কেই এটো খাওয়াতে পারি, তা'র কাছেই সব গোপনীয় কথা ব'লে থাকি, সেইরূপ রামচন্দ্র গুহকের কাছে সব কথা বলেন নাই গৌরব সখ্য ব'লে। কিন্তু কৃষ্ণের সখাগণ সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অর্থাৎ সব দিয়ে সর্ব্বক্ষণ-কালে চরম পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সেবা ক'রছেন, সর্ব্বেন্দ্রিয়তর্পণ ক'রছেন।

রামচন্দ্রের প্রতি দশরথ ও কৌশল্যার যে বাৎসল্য, তা' অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার বাৎসল্য অধিকতর বিশ্রম্ভ-ভাবময় ও গাঢ়। কৃষ্ণ বসুদেবের ছেলে হ'য়ে প্রতিপালন হ'চ্ছেন—নন্দের ঘরে। পরের ছেলেকে (রসচমৎকারিতার জন্য) আপন ক'রে যে প্রতিপালন, তা' দশরথ-আত্মজ রামচন্দ্রের মধ্যে দেখা যায় না।

রাম পিতার সত্যরক্ষার্থে পিতার সেবা করবার জন্য বন গমন ক'রছেন, কিন্তু কৃষ্ণ পিতৃসত্য-পালনের জন্য নয়,—আত্মবিলাসের জন্য—গোপীগণ হ'য়ে--মত্তবিলাসী হ'য়ে বৃন্দা-বিপিনে প্রবেশ ক'চ্ছেন। এটা আমরা এজগতেও দেখতে পাই,—যাঁ'কে আমরা বেশ ভালবাসি সেই বস্তুর চাকুরি করি। ভবনদেশে—ক্রোড়ে স্থাপন ক'রে নন্দ-যশোমতী কৃষ্ণের সেবা ক'চ্ছেন। এই বাৎসল্য-রস হ'তেই মহাপ্রভু রায়রামানন্দ-সংবাদে "এহো উত্তম" ব'লেছেন; বাৎসল্য-রসের কথায় মহাপ্রভু বল্লেন,-হাঁ, এখন হ'তেছ উত্তম ভজন হ'চ্ছে।

গোপীগণ চিন্ময় অঙ্গ--চেতনের অঙ্গ (জড়দেহের গুণ নয়) দিয়ে পূর্ণচেতন রাধারমণ রাধিকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। "কৃষ্ণ আমার সঙ্গে বিহার করুন-আমি সুখী হই,"—এরূপ কোন ইচ্ছা গোপীর নাই; "রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন করাব, কৃষ্ণের সুখ হউক, কৃষ্ণ ভোগ করুন"—এইরূপ সুখ-প্রদানেই গোপীগণ সুখী। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে!
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—[illegible] ১০৲
প্রথম [illegible] ১৮৲
[illegible] ১৸৹
৩। [illegible] ([illegible]) ৬
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ।৵
৬। গৌড়ীয়-[illegible]
৭। [illegible]
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
[illegible] (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা ([illegible]-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। শ্রীহরি কেবল নাম-[illegible] ।০
১২। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible] সাধারণ) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ।৵০
১৬। গৌড়ীয় [illegible] ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৵০
১৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-[illegible] ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। ঠিকে নবদ্বীপ ।১০
৩২। [illegible] ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। [illegible] ৵০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ৹৵০
৩৯। সাধকৰকণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৩
৪১। [illegible] ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। শুদ্ধনাম-[illegible] ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গোস্বামীর কি করেন ? ০
৪৯। উপনিষদ্ (এর মধ্যে [illegible] সাধু এবং [illegible]) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৵০
৫১। [illegible] ৵০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ।০
৫৬। সাধন-[illegible] ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পাঠচক্র ৵০
৫৮। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। [illegible] ।৵০
৬২। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীয় ।০
৬৪। [illegible] ৵০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। [illegible] ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভাষ্য সহিত) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। [illegible] ৵১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি ৵০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible] ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible] শ্রী[illegible], পোঃ [illegible], নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], [illegible]।
৯। [illegible] —পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর [illegible]—[illegible], পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান
১২। শ্রী[illegible], [illegible], পোঃ [illegible]
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। [illegible] মঠ [illegible], ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible] মঠ পোঃ [illegible]
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible] গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ [illegible], [illegible]
২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], কটক
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible] পোঃ [illegible], পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], [illegible] বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
৩২। [illegible]—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—[illegible], পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং [illegible], [illegible] গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible], কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রী[illegible]—১০০ নং [illegible], পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র [illegible] পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। [illegible] সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ [illegible] মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর [illegible] ছাপা। [illegible] আকারে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, [illegible], [illegible], বিষয়সূচী, [illegible] প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-১৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-২৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	পৌঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রিগণকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর রস বটিক

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা সেবনে পাঁচ সাতদিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিংবা পূর্ণগর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা নির্ভয়ে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে কোনও জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই আরাম হয়। প্লীহা, লিভার যত [illegible] হউক না কেন [illegible] সমস্ত [illegible] যাইবে, এবং আর কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশা [illegible] যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২।৴০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৵০ আনা লাগিবে।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ [illegible] এম এ বি, এল মহাশয়ের একটি [illegible] ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃতে বহুদিন শয্যাগত ছিলেন। ডাক্তার [illegible] কবিরাজেরা জবাব দিয়াছিলেন। অবশেষে এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকায় সেই শিশুর জীবনরক্ষা করিয়াছে। তিনি নিজে ব্যবহার করিয়াও আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম		
কাটারিভোগ		৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৫৸০	৪৲
মাঝারি বাঁকতুলসী (সরেশ)		
বালাম		
কলম		৫।০
সিদ্ধ চাল (সরু)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৫
সুপারফাইন	৬৷০—৬৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এনমাকা	৪৵০— ৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৷০
সুজি	৪৷০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৷০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গড়ান	৩০৷
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

।০ সুদের কাগজ	৮৯৶
৩০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৯।০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	৲
৫৲ " ঐ (১৯৪৫	১০৪৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৬৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট বণ্ড :—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড)		২২৪।০
সেণ্ট্রাল	ঐ	৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

কাঁকিনা	
অকল্যাণ্ড	
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
বেঙ্গল	৩৭০৲
হাওড়া	২৪৫৲
ক্লাইভ	২।।০
কামারহাটী	৪০৮।০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

[illegible] প্রাচীন ও প্রামাণিক [illegible] মহামহোপাধ্যায় [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible], বাংলার গৌড়ীয়মঠ এবং পাশ্চাত্য দেশের [illegible] জীবনচরিত-পাঠে [illegible] প্রচারিত, শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা [illegible] (Foreword) [illegible] (Prefaces), বিষয় সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত [illegible] সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা —১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান— মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পরীক্ষিত [illegible] পাঁচন [illegible] একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১০নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

সরবরাহ:—২নং রাধাকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব ভাষ

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ রুক্মকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ৸৹
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪৪শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই বৈশাখ শনিবার ১৩৮১, ২১শে এপ্রিল ১৯৭৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ট্রেণ-ডাকাতির হিড়িক

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, চলন্ত ট্রেণে যাত্রীরূপে পরিচয় দিয়া কতকগুলি অপরাধীদের লোক ট্রেণে ডাকাতি করিবার ফলে পুলিশের টনক নড়িয়াছে। যাহাতে এই সকল লোককে খুঁজিয়া বাহির করা যায় এবং গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় সেই জন্য সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বিভিন্ন ষ্টেশনে পুলিশের লোকদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, ষ্টেশনেই একখানি ট্রেণ হইতে পুলিশ একটি লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার নিকট হইতে পুলিশ কয়েক টিন পাউডার পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পাউডারগুলি পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য তাহা রসায়ন বিভাগে পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। অবশ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, একটি বদমাইস দল এই সকল কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার জন্য পুলিশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

—

বেশী বিড়লতার বাহির

কানপুর হইতে প্রকাশ, ঠাকুর বিটু সিং যখন একা বসিয়া ধূমপান দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহার গায় তল্লাস তল্লাস করিয়া একটি বেশী বিড়লতার পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মুসলমান নারীর প্রাণদণ্ড

জালালপুর হইতে প্রকাশ, একটি মুসলমান নারীর প্রতি জালালপুরের দায়রা-জজ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া ও অসদ্ভাব থাকার ফলে এই স্ত্রীলোকটি প্রতিবেশীর দুইটি শিশু সন্তানকে খুন করে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগে প্রকাশ যে, প্রতিবেশী যখন তাহার বাড়ী হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিল, সেই সময় এই স্ত্রীলোকটি শিশুদ্বয়কে প্রলোভনে ভুলাইয়া লইয়া আসে এবং তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে খুন করিয়া মৃতদেহ দুইটি মাটির নীচে পুতিয়া রাখে। জালালপুরের দায়রা জজ তাহার বিচার করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুযায়ী তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং প্রাণদণ্ডের হুকুম প্রদান করেন।

—

পুরুলিয়ায় মিছিল নিষিদ্ধ

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ, পুলিশ আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী এক আদেশ জোর সহরে প্রচার করা হইয়াছে। আদেশে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বে পুলিশের নিকট অনুমতি না লইয়া ২ মাস কাল যাবৎ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির এলেকায় জনতা করা বা শোভাযাত্রা বাহির করা যাইবে না। ১৬ই এপ্রিল হইতে আদেশ বলবৎ হইয়াছে।

—

সাড়ে আইন অমান্যে শাস্তি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রামের সন্নিকটস্থ পটিয়ার যে ২০ জন হিন্দু যুবককে নাচ্চাবাইন অমান্যের অভিযোগে চালান দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১১ জন সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ৯ জনকে মামলার কারণে খালাস দেওয়া হইয়াছে। অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারা একসপ্তাহ কাল কারাভোগে থাকিবেন।

খানাতল্লাস করিতে গিয়া আক্রান্ত

হাওড়ার আবগারী বিভাগের লোক সংবাদ পায়, বালির অন্তর্গত জগদীশপুরে কয়েকটি বাড়ীতে বে-আইনীভাবে মদ প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা উক্ত স্থানে গেলে সেই সময় প্রায় ৩০ জন লোক লাঠি লইয়া তাহাদের আক্রমণ করে এবং প্রহার করিতে আরম্ভ করে। দলের সকলে কোনও রূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হয় কিন্তু আক্রমণকারীরা দলের একজন সিপাহীকে দুই মাইল তাড়া করিয়া লইয়া যায়। সে শেষে ডোমজুর থানার অন্তর্গত এক আবগারী দোকানে আশ্রয় লয় এবং রক্ষা পায়।

বালি পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার বীরেন্দ্র নাথ পাল তদন্ত করিতেছেন। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—

১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ

গত বৎসর যে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, সেনের নিকট প্রধান কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুত এস, চক্রবর্ত্তী, বাকশাল ষ্ট্রীট পুলিশ আদালতের ক্যাশিয়ার শ্রীযুত ভূ.মধন মুখোপাধ্যায়কে হাজির করেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ১০ হাজার ৮শত ২৮৸৴ আনা আত্মসাৎ করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারানুসারে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আসামীপক্ষ হইতে এডভোকেট শ্রীযুত মন্মথ মিত্র তাঁহার মক্কেলকে জামিনে মুক্তিদানের প্রার্থনা করেন ও বিচার শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ জামিনে রাখিবেন বলিয়া জানান।

অপরের নামে পরীক্ষা দিতে বিপদ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং হিন্দোস্তানী এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ওসমান ভুকালকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া আলিগড়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, যোশী নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট জয়রাম গোবিন্দ যোশীর নামে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ পরীক্ষা দেয়। যোশী তিনটি পেপারে পরীক্ষা দেয়। সে পূর্ব্বে পরীক্ষায় পাস করে কিন্তু শেষ এম,এ পরীক্ষা দেয় না।

—

প্লেগ ও শত শত জনের মৃত্যু

গুজরাট হইতে প্রকাশ, গুজরাট জেলায় এখনও প্লেগের প্রকোপ চলিতেছে। এই রোগের আক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, গত ৭ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে প্লেগে মোট ১২৬জন লোক আক্রান্ত হয়, এবং ১২৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা লইয়া এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে গত ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ১ হাজার ৫২ জন প্লেগে আক্রান্ত এবং মোট ৯ শত ৭৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গুজরাট, জালালপুর সহরসহ গুজরাট ও খারিয়ান তহশিলে এই রোগের প্রকোপ খুব বেশী। কিন্তু ফালিয়া তহশিল এই রোগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত আছে। প্রতিকারের ব্যবস্থা পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১৭৪.

[illegible] পরীক্ষা দিতে দিতে [illegible] ১৮ [illegible] আত্মহত্যা করিয়াছেন। [illegible] তিনি নাকি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পারিবে না। কিন্তু এরূপ আত্মহত্যা এদেশে এই প্রথম নহে, কিছু দিন পূর্বে স্কটিশ চার্চ কলেজের বি-এ ক্লাসের একটি ছাত্র [illegible] আত্মহত্যা করিয়াছিল। সেই ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি [illegible] ছিল। [illegible] করিয়াছিল। আজকাল এ দেশে এরূপ দুর্ঘটনার অভাব নাই। আমাদের দেশে যখন যুবক-যুবতীর নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তিত ছিল, তখন আমরা এইপ্রকার আত্মহত্যার কথা শুনিতে পাইতাম না। বর্তমানে স্কুল কলেজে ধর্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবই এইরূপ ঘটনার মূল কারণ।

শ্রীমতী কমলা দেবী বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] না হইলেও তাহার [illegible]। তিনি [illegible]। উহাদের যখন আন্দোলন [illegible] করিয়াছিলেন, তখন কমলা দেবী তাঁহার [illegible] সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই পেশা অবলম্বন করেন নাই। [illegible] প্রাণত্যাগ করে, [illegible] প্রাণত্যাগ করে। [illegible] ফিরিবেন এবং দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। উহার উচিত হইবে।

শ্রীমতী কমলা দেবী বলিয়াছেন, "ভারতে একটি মাত্র জেলায় বহু শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের মধ্যে [illegible] শিশুর মৃত্যু হয়। [illegible] পুষ্টির অভাব [illegible] কুসংস্কারাচ্ছন্ন [illegible] অনিবার্য মৃত্যু হইয়া থাকে এবং [illegible] দিতে পারে না, সুতরাং কোন পুরুষ চিকিৎসকের সহিত পরামর্শও করিতে পারে না। আমার জানা ডাক্তার মুসলিম এক-জন [illegible] হিন্দু মহিলার চিকিৎসা করিতে গিয়া এক একটি কক্ষ বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখ পর্যন্ত দেখিতে না পারায় তাঁহাকে ঐ [illegible] রোগ নির্ণয় করিতে হইয়াছিল।"—

শ্রীমতী কমলা দেবী ইহার সঙ্গেই [illegible] সম্বন্ধে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও ঐ [illegible] উক্তিতে ভারতে নারী সম্বন্ধে [illegible] বিরূপ প্রতিকূল ধারণা হওয়া [illegible], তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবাসী অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, [illegible] যে, তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য —পাশ্চাত্যের [illegible] সংবাদপত্রে এই সকল কথাই প্রচার করিয়া আমাদের প্রতি-কূলে জনসাধারণের মনে যে বিরুদ্ধ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে, কমলাদেবীর [illegible] ঐ সকল কথা [illegible] সেই ধারণা দৃঢ়মূল করিবে, উহা তাঁহার বুঝিতে পারা উচিত ছিল।

ডাকাতের নৃশংস অত্যাচার

[illegible] হইতে প্রকাশ, তথায় এক নৃশংস ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ১০জন ডাকাত বন্দুক, ছোরা [illegible] লইয়া এক হিন্দু [illegible] বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তাহারা 'আমাদের [illegible]' বলিতে বলিতে দোকানে প্রবেশ করে এবং [illegible] টাকা লুট করে। দোকান-দার [illegible] একটি বর্শা লইয়া একজন ডাকাতের পেটে বিদ্ধ করে। ডাকাতটি মারা যায়। কিন্তু ডাকাতরা [illegible] দোকানদারকে জখমী করিয়া যায়। তাহার পর [illegible] করে।

ঘটনাস্থলে [illegible] অধিবাসী সমবেত হয়। ডাকাতরা [illegible] পলায়ন করে।

পুলিশ তদন্ত করিতেছে। এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পাট গুদামে অগ্নিকাণ্ড

গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে [illegible] ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় গুদামের [illegible] আগুন লাগে। দমকলের লোকেরা সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং [illegible] জল ছাড়িয়া অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা [illegible]

[illegible] আগুন লাগে, তাহা দৈর্ঘ্যে [illegible] তলায় দুইটি [illegible], উপরে করোগেটের ছাদ। নীচের তলায় পাকা গাঁটের পাট এবং উপর তলায় খোলা পাট ছিল।

দমকলের লোকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখে, সমগ্র [illegible] পাটের গুদামে আগুন ধরিয়া গিয়াছে এবং ধোঁয়া ও [illegible] লেলিহান অগ্নিশিখা 'আত্ম-প্রকাশ' করিতেছে। দমকলের লোকেরা গুদাম ঘরের চতুর্দিকে ঘিরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগুনের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে, প্রায় ৩০।৪০টা জলের নল খুলিয়া দেয়। কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল পার্শ্ববর্তী [illegible] উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অগ্নিনির্বাপণের সময় ৩ জন বাঙ্গালী আহত হয়। তাহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। [illegible] থাকে এবং দমকলের লোকেরা বিশ্রামের অবকাশ পায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

গোয়েন্দা পুলিস সাজার অভিযোগ

জনৈক পুলিস কর্মচারী বলিয়া পরিচয় দান করিয়া [illegible] নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করার অভিযোগে [illegible] বিহারী আমির নামক এক ব্যক্তি [illegible] পুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট [illegible] আচার্য্যের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারক এই মামলায় আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী বিহারী ও তাহার সহযোগী (বর্তমানে পলাতক) [illegible] ফরিয়াদী বাসন্তী [illegible] নিকট গিয়া বলিয়াছিল যে তাহারা গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের লোক। বাসন্তী তাহাদিগকে ১০৲ না দিলে তাহারা পুলিসে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ দিবে। বাসন্তী টাকা না দেওয়ায় আসামী বিহারী বাসন্তীর বিরুদ্ধে পুলিসে কতকগুলি খবর দেয় ও পুলিস বাসন্তীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকে। ফরিয়াদী আরও বলে যে, আসামীগণ তাহার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করিবে জানিতে পারিয়া সে বর্তমান মামলা রুজু করিয়াছে। অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, আসামীগণ নিজদিগকে গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের কর্মচারীর পরিচয় দেওয়ায় ফরিয়াদীর সামাজিক জীবনে বিশেষ সম্মানহানি ঘটিয়াছে ও ঐ সুযোগে অর্থ উপার্জনেরও চেষ্টা করিয়াছে।

বজ্রপাতে পাঁচজনের মৃত্যু

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] ফলে পাঁচটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। [illegible] সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, [illegible] হাইস্কুলের নিকটবর্তী একখানি বাড়ীতে তিন জন মুসলমান বিদ্যুৎপাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ ঐ বাড়ীর চালার উপর পতিত হয় এবং আগুন [illegible] করে। চালায় আগুন ধরিয়াছিল, কিন্তু তাহা নির্বাপিত করা হয়।

দ্বিতীয় ঘটনায় দুইটি হিন্দু নারী মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। তাহারা [illegible] গ্রামে বাস করিতে-ছিল। তাহারাও বিদ্যুৎপাতের ফলে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। একটি শিশু আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছে। এই শিশুটিই শেষে এই বিপদের সংবাদ বাড়ীতে জানায়।

ডাকাতিতে [illegible] লুট

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, এই জিলার [illegible] থানার [illegible] এক গ্রাম হইতে আবার এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় এক ডজন লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্থানীয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্তীর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে।

উহারা বাড়ীর লোকজনকে [illegible] প্রহার করিয়া বহু টাকার জিনিসপত্র লইয়া পলাইয়াছে, তাহাদের [illegible] মূল্যবান [illegible] লওয়া গিয়াছে।

ঢাকায় ব্যাপক খানাতল্লাস

ঢাকা হইতে প্রকাশ, বিপ্লবকারী-দিগের কার্য্যের সম্বন্ধে ঢাকা সহরে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] দাসের বাড়ীতে, নারিন্দায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষের বাড়ীতে এবং [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে। [illegible] একখানি বাড়ীতেও পুলিশ খানাতল্লাস হয়। এই শেষোক্ত স্থান হইতে পুলিশ [illegible] ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় নামে দুইজন মেডিক্যাল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নোয়াখালিতে খানাতল্লাস

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, [illegible] ও আপত্তিজনক [illegible] সন্ধানে পুলিশ সহরের বহু বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে। [illegible] প্রকাশ, কোথাও আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই ও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

খানাতল্লাসের পর সন্দেহক্রমে [illegible] যুবককে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাহাদের জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া [illegible] তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শনিবার ২৭৭ সংখ্যা

লণ্ডনে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ 'দি ডেইলি স্কেচ' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের মিঃ এলেন জে রেগুস্ মহোদয়ের নিকট (এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের কোনও দিন) লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশনের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য-বিষয়-সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আনন্দের সহিত ঐ সকল সংবাদ তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে 'ভগবানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব' (Fatherhood and Motherhood of the Supreme Lord) নামক একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির অনারারী সেক্রেটারী Mrs. Arundale মহোদয়ার নিকট শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পঞ্চবিধ-রসে ভগবানের ভজন-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভজনে পর পর অধিকতর উৎকর্ষতার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত মহিলার এই সকল বিষয়ে বিশেষতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে ভজনের সম্বন্ধে কোনও প্রকার ধারণা ছিল না। মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে তিনি ভজনের অভিনবত্ব ও পরতত্ত্ব চমৎকারিত্ব সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কন্যাসহ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া আরও হরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কন্যাটী হিন্দুদর্শনের অনুরাগিণী বলিয়া প্রকাশ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২রা বৈশাখ (১৩৪১) রবিবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "নববর্ষ ও নবদান" সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ওজস্বিনী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতাটী উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সকলেই অতি নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃতা-শ্রবণ-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার পর সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে অনেকেই এই উপদেশপূর্ণ বক্তৃতার সারমর্ম্ম 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

আমরা আশা করি, পূজ্যপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর কৃপায় অচিরেই 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রকাশিত এই বক্তৃতার মর্ম্ম পাঠের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব।

গত ২২শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ইটাণ্ডা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। এবং তথায় ঐ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজী পাঠকালে বলেন—আমরা স্বরূপধর্ম্ম ভুলিয়া ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া অনাত্মীয় বস্তুকে ভাল করিয়া, যেটী ভালবাসার বস্তু নয় তাহাকে ভালবাসিতেছি। এইটীই আমাদের বদ্ধ অবস্থা। আমরা যেদিন যাবতীয় ইতর বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিব, সেই দিনই আমাদের মুক্ত অবস্থা লাভ হইবে। এই স্বরূপবিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাধুরা দীনচেতা গৃহীদিগের গৃহে আগমন করেন।

"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান তাঁ'র ঘর॥"

বেদে বিভিন্ন অধিকারের মানবের জন্য কর্ম্ম-জ্ঞানাদি আলোচিত হইলেও উহার মুখ্য উদ্দেশ্য—একমাত্র কৃষ্ণভজন।

"বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে"।

পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব

গত ২৩শে চৈত্র ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠ-সেবকগণ [illegible] গুরুবন্দনা, [illegible], পঞ্চতত্ত্ব, 'যে কালে শ্রীচৈতন্য-চরিত বর্ণন। হেন প্রভু কাঁহা গেলা দাস বৃন্দাবন॥'—ইত্যাদি বিরহ-সূচক মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর [illegible] বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বেলা ৩ ঘটিকার সময় হইতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। [illegible] শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রামভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল একটী সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষিণী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। রামভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ বৈদগ্ধ্য-প্রাচুর্য্যে নারায়ণী-নন্দন ঠাকুর, ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন, গৌড়ীয় সাহিত্যিক-সূর্য্য, নিত্যানন্দৈক-প্রাণ, গৌর-কথামৃতবর্ষী ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত গৌর-রামানন্দের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ পূর্ব্বক বলেন—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

সাদৃশ বৈদিক-সর্ব্ববাদী কর্ম্মজড় অভক্ত লোক-সম্প্রদায়ের [illegible] ভক্তবিরহ-তিথি [illegible] না হওয়া [illegible] সাংসারিক মাত্র। ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে ভক্ত বিরহ দুঃখানুভব হইলে সংসার-দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে বিরহ মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য, [illegible] বৈষ্ণব-পূজার বিশেষত্ব [illegible] অতি সুন্দররূপে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

বক্তৃতান্তে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়। অনন্তর সমাগত প্রায় সহস্রাধিক লোকগুলীকে পুনরায় [illegible] দিয়া প্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অপূর্ব্ব পূজার [illegible] দর্শন করিয়া দর্শক-মণ্ডলী [illegible] হয়। উক্ত মহোৎসবে মঠ-সেবকগণের [illegible] বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ পুরুষোত্তম অব্দ ফাল্গুনী ৪৭৮

বেগ

বাক্যের বেগ

জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে মুক্তি বিষয়বিরক্ত, অপ্রাকৃত এবং তাহার নিত্য সকল বৈষ্ণবের চেষ্টা নিতান্ত সহজ এবং জগতের পরম মঙ্গল। বৈষ্ণবগণ যাঁহাদের থাকে, তাঁহারাই ধন্য। বৈরাগ্যের অভাব হইলে মানবের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি কোন কার্যেই উন্নতি লাভ করিতে পারেন না—সাংসারিক ও পারমার্থিক সকল কার্যেই বিফল-মনোরথ হইয়া ক্ষোভ পান কিন্তু বেগধারণ এত প্রবল যে, সেই গুণ দূরীভূত হইয়া চিত্ত স্থৈর্য-লাভ করে। শ্রীরূপপাদের যোগ্য সাধক যিনি আপনাকে আপনি বশ করিয়া আচারবান্ প্রচারক বা গোস্বামী হইয়া অপরকে পথ প্রদর্শন করেন। আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতের ১ম শ্লোকে এই বেগধারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

বেগ ছয় প্রকার। অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ। তন্মধ্যে আজ বাক্যবেগ ও মনোবেগই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

—

অনেক কথা বলিবার ইচ্ছায় মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্যসমূহ নিয়মিত করিতে না পারিলে পরচর্চাদ্বারা অনেকের সহিত কলহের উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য; কিন্তু সংসারী মানব সকলেই বাক্যব্যয় করিবার আগ্রহে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া মনুষ্যজীবনের এই অমূল্য ও অতি অল্প সময় বৃথা নষ্ট করেন এবং তজ্জন্য অশেষ দুঃখ পাইয়া থাকেন; কিন্তু ধার্মিক লোকেরা এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। ভজনপিপাসু ব্যক্তিগণের অনাবশ্যক কথা বলা উচিত নয়। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতেই হয় তবে সাধকের পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। সেই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য 'তৃণাদপি সুনীচেন···· কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' শ্লোকে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থাতেই হরিকীর্তন করিবার উপদেশ করিয়াছেন। হরিকথা ব্যতীত তদিতর-কথা-মাত্রেই যে অকথা, কুকথা, গ্রাম্যকথা বা অনাবশ্যক কথা, ইহা শাস্ত্রসম্মত কথা, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া যেন হরিকীর্তনের আবরণরূপে যে বিষয়কথা হয় তাহাকে যেন আমরা কুকথা, বিষয়কথা বা অনাবশ্যক কথা মনে না করি—কুসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তনিকটে যেন আমরা সাধুসঙ্গ হইতে দূরে না থাকি। হরিকথা কীর্তন পরিত্যাগ পূর্বক যদি আমরা আমাদের মনঃকল্পিত ধারণার বশবর্তী হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনের অভিনয় করি তাহা হইলে আমাদের হিতে বিপরীত হইবে।

—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ-গ্রহণেই জীবের মঙ্গল এবং ইহাই মহাজনোপদেশ। অতএব সাধকজীবের কর্তব্য অন্য বিষয় কথা পরিহার করিয়া হরিকথা ও হরিকথার অনুকূল যাহা কিছু কথা আছে তাহাই সর্বক্ষণ আলোচনা দ্বারা সত্য জিহ্বার সদ্ব্যবহার করা। কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত যাবতীয় কথা কীর্তনই বাক্যবেগের মধ্যে পরিগণিত; এই বাক্যের বেগ নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেই ধীর।

—

মনের বেগ

বাক্‌বেগধারণ যেমন ধীর ব্যক্তির একটী গুণ, মনের বেগ সহ্য করাও তদ্রূপ একটী। মন অত্যন্ত চঞ্চল; ষড়্‌বেগের মধ্যে মনোবেগেই সাধনা পর্যুদস্ত হইয়া থাকে। চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে ভজনপথে অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়, ইহা সাধকজীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব যতক্ষণ মনের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ না হওয়া যায়, ততক্ষণ ভজনে দৃঢ়তা বা মনোনিবেশ হয় না।

সংসারী লোকের হৃদয়ে সর্বদা আশা রূপ বেগের উদয় হয়। নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আকৃষ্ট হইয়া নানাবিধ চিন্তার তরঙ্গ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন না। নিদ্রাকালেও আবার দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্নরূপ চিন্তা আসিয়া অনবধান হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। সেই জন্যই ভগবান্ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্য অষ্টাঙ্গযোগ ও রাজযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ববেদান্তসার পরমহংসগণের, বাস্তব-সত্য-প্রকাশক, সর্বসম্প্রদায়ক, ভগবানের সাত্বিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতে ওতপ্রোত মনোবেগ-দমনের অন্যকল্পিত উপায়াবলীর নিরর্থকতা প্রদর্শন করে তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

—কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দ-সেবাদ্বারা যেরূপ শান্ত ও নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণ-বাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা মান্ধাতার পুত্র মহারাজ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন—'হে সার্বভৌম, মহারাজ, আমি বরদান-বাক্যে তোমাকে প্রলোভিত করিলেও তোমার বুদ্ধি বিষয়-বাসনায় আক্রান্ত হয় নাই। কারণ আমার একান্ত ভক্তগণের নিশ্চলা মতি বিষয় প্রাপ্তিতেও কদাপি তাহাতে আসক্ত হয় না। হে রাজন্, অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হইয়া কদাচিৎ পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায়।'

—

পারদমিত অপরিষ্কৃত জলে ফটকিরি দিলে জল পরিষ্কৃত হয় বটে কিন্তু ময়লা একেবারেই বিনষ্ট না হইয়া পাত্রের তলদেশে পড়িয়া থাকে। ঐ পারদমিত জল কোনও প্রকারে আলোড়িত হইলে পুনরায় ময়লাযুক্ত হইয়া অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। এই প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে—কর্মী, জ্ঞানী, তপস্বী, অষ্টাঙ্গযোগী প্রভৃতি অভক্তগণ যাগ, যজ্ঞ, আসন, প্রাণায়াম বা যম-নিয়মাদি বা অন্য কোন কল্পিত উপায়-অবলম্বনে চিত্তকে নিরোধ করিবার প্রয়াস পাইলেও তদ্দ্বারা তাহাদের অশান্ত চিত্ত বিষয়মুক্ত হয় না বলিয়া, আর্থিক কোন বস্তু-দর্শনে আলোড়িত হইলে পারদমিত জলের ন্যায় পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে অর্থাৎ ভোগে প্রবৃত্ত হয়। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনকে একটু উচ্চরস দিয়া তুচ্ছ প্রাকৃত রস হইতে তাহাকে নিয়মিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥
(গীতা ২।৫৯)

দেহ-বিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, তাহা অষ্টাঙ্গ মুমুক্ষু-সম্বন্ধে বিধি। অষ্টাঙ্গ যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা—ঐ প্রকার লোক-সম্বন্ধীয় বিধি; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ-সম্বন্ধে সেই বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ-পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য দর্শন পূর্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়রাগ ত্যাগ করেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও রসবর্জ ব্যতীত বিতাবলস লাভ হয় না। অতএব উৎকৃষ্ট বিষয়ে দৃঢ় হওয়া—অর্থাৎ সেবাসৌন্দর্যে বা সেবানন্দে মগ্ন হওয়াই অশান্ত মনকে দমন করিবার একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ

ভক্তিপথে যাঁহাদের মতি আছে অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া গুরুবৈষ্ণব-সেবার্থ নিরন্তর সাধুসঙ্গে বসবাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বা বিদ্যুদপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিশীল মনকে অতি সহজে নিয়মিত করিতে পারেন। চঞ্চল মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগবান্ করিলে তাহাতেই তাহার কার্য হইতে থাকিবে, সে আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগবান্ হইবে না।

—

শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ ও সদ্গুরুকৃপালাভে বঞ্চিত জনগণের অনেকেই মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গযোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর কোন উপায় নাই কিন্তু পতঞ্জলি মুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গযোগ যেরূপ মনকে নিয়মিত করে ঈশ্বর-প্রণিধান বা ভক্তিযোগও সেইরূপ মনোবেগ প্রশমিত করিতে পারে। কিন্তু পতঞ্জলির এই ঈশ্বর প্রণিধান শুদ্ধা ভক্তি নয়, কাম্য থাকি যায়। মনকে নিয়মিত করাই যে-ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য তাহা কখনই 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যা' ভক্তি হইতে পারে না। আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ কৃষ্ণসেবাই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র তাৎপর্য। অতএব যখন শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়—শুদ্ধভক্তিধনের অধিকারী হওয়া যায় তখন চিত্তচাঞ্চল্যরূপ অনর্থ, যথাসময়ে দরিদ্রতা অপগত হওয়ার ন্যায় সেই বিনষ্ট হয় অর্থাৎ সেবাসুখে চিত্তের প্রসন্নতা অবান্তর ফলের মধ্যে স্বতঃই উদিত হয়। "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ"—এই উপদেশ-পালনে যত্নপর হইয়া সাধুগুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণপাদপদ্মে মনকে নিযুক্ত করিলে মন আর অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় না।

—

কোন কল্পিত উপায়ে অন্ধকারকে দূর করিয়া আলো আনার ব্যবস্থা যেমন নিরর্থক, মনকে অন্য উপায়ে স্থির করিয়া হরিভজনের প্রয়াসও সেইরূপ বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। আলো জ্বালিয়া অন্ধকার অপসারিত করিবার চেষ্টা যেমন প্রকৃত, শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র উপায়, তদ্রূপ আলো জ্বালিয়া অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবাদ্বারাই মনকে নিবৃত্ত করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হওয়াও সেইরূপ মনোবেগ-দমনের অদ্বিতীয় পন্থা।

স্বভজন ও কৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য

[৪৩ সংখ্যার প্রকাশিতাংশের পর]

মানুষ হয় ভোগী হব, না হয় সন্ন্যাসী হব—এই দু'টি চায়। ভুক্তিস্পৃহা ও ...স্পৃহা - এ দু'টিই পিশাচী। আমরা ...ন করি ভগবানের চোখ নাই, মুখ নাই, ...ত পা নাই, কারণ তাঁ'র এসব থাকলে ...মরা কিছু ভোগ করতে পারি না। ...ৰ কৃষ্ণভজনে একমাত্র পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, ...'র সব—প্রকৃতি। এ চোখ দিয়ে ...কে দেখা যায় না, তাই বিল্বমঙ্গল চোখ গেলে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক লোক ...ন শ্রীরূপের অনুগত হ'বে, তখনই তাঁ'র ...দ্বারে সেবাময় রূপ বিকশিত হ'বে। ...ককে রূপবান্ না করতে পারলে কৃষ্ণ ...রূপ দর্শন করেন না, কৃষ্ণের রূপ দর্শন যায় না।

আমরা নিজের ভোগের জন্য বৈদ্যুতিক ...লা নিব না, কিন্তু কৃষ্ণের কথা যেখানে হ'চ্ছে - ভাগবত পাঠ হ'চ্ছে, সেখানে ...তিক আলোক জ্বালা'ব। এরোপ্লেনে কৃষ্ণের বাণী প্রচার ক'র্‌ব, তাহ'লে ...প্লেনের সার্থকতা হ'বে, নতুবা ইহা ...-ঘ.রা বা ভোগের মুখকারক যন্ত্র মাত্র। ...দি এরোপ্লেনে ভগবানের নাম নিয়ে সেটা জগতের বেশী হিত—না এরো-...ন চড়ে মানুষ-মারা ছাড়ার ভোগের ...বাড়ান বেশী লোকহিতৈষিতা? ...ভগবানের সেবা হয়, তবে দশ টাকা ...ন, দশলক্ষটাকা-ব্যয়ে এরোপ্লেনে চড়ব। ...রা হরিসেবা-বিষয়ে উদাস, তাঁ'রা ...লোক জিনিষ দিয়ে ভগবানের সেবা ...য়ে থাকেন। যা'রা ভোগী, তা'রা ...গণ নিজের ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি ক'র্‌বার ...ষ্টা করে। তা'রা মনে করে, একশত ...ছের মধ্যে পঞ্চাশজন ক'মে গেলে তাদের ...ক লাভ হ'লো—তারা অধিক ...মাণে ভোগ করতে পারবে। তাই ...'রা ভক্তবৈরাগীকে 'সাধু' বলে। কিন্তু ...ন সব বিষয় দিয়ে—বিষয়ীর সব বিষয় ...প ক'রে কৃষ্ণসেবায় লাগিয়ে দেন, তিনিই ...ত সাধু।

মহাপ্রভুর প্রচার হ'লো সমস্ত জগৎকে ...ষ্ণের সেবায় লাগাও। কৃষ্ণভজনের ...খা বড় উঁচু —উহা এ জগতের লোকের ...দ্ধার মহাবিপ্লব এনে দেয়। আমরা ...ন করি,—মালা-তিলক ধারণ ক'র্‌ব, ...খা রাখব—খোল-করতাল বাজাব—...ছিলা খা'ব, আর পরিচয় ক'র্‌ব,—...ইহাই মহাপ্রভুর কথা - মহাপ্রভুর ধর্ম!

জগতের লোক জিনকের, তুলসীমালার, শিখার সঙ্গে কি প্রকার ব্যভিচার নীচভাব মিশ্রিত ক'রে ফেলেছে! সমাজের আজ এ প্রকার দুরবস্থা!

কৃষ্ণ পরম স্বাধীন; যেখানে তাঁ'কে অধীন করবার চেষ্টা, সেখানে মায়া আসল। আমরা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা ক'রতে গিয়ে নানা দেবতার অর্চনা করি; কিন্তু তুলসীদাসের কথা "যাহা কাম, তাহা নহে রাম। যাহা রাম, তাহা নহে কাম॥"

শ্রীমুরারি গোস্বামীর পিতা—অনুপম (শ্রীসনাতন-রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), তাঁ'র আর এক নাম—বল্লভ। ইনি রামোপাসনায় নিষ্ঠ ছিলেন। একদিন শ্রীরূপ-সনাতন তাঁ'কে রামচন্দ্রের সেবা অপেক্ষা কৃষ্ণের সেবার চমৎকারিতার কথা বলেন; তাতে তিনি কৃষ্ণভজন করতে স্বীকৃত হ'য়ে সারারাত্রি ক্রন্দন ক'রে রাত্রি জাগরণ ক'রলেন। পরদিন তিনি শ্রীরূপ-সনাতনকে বল্লেন,—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছো মাথা।
কাড়িতে না পারো, পাও বড় ব্যথা॥
কৃপা ক'র' মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্ম জন্ম সেবো রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়বার মন হ'লে প্রাণ ফাটি' যায়॥"

ইহা শুনে শ্রীরূপ-সনাতন অনুপমের শ্রীরামের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার প্রশংসা ক'রলেন। যেমন হনুমান ব'লেছিলেন,—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ শ্রীরামঃ কমললোচনঃ॥"

"শ্রীপতি ও সীতাপতি যদিও একতত্ত্ব, তথাপি শ্রীরামই আমার সর্বস্ব"—এই বাক্যের সুযোগ নিয়ে অনেকে ব'লে থাকেন, যা'র যা' ভাল লাগে, সেটাই ভগবান্; এমন কি, অনেকে ব'লেছেন, ঘটী ভগবান্, বাটী ভগবান্, লাঠি ভগবান্, বিছানাপাটী ভগবান্! কারণ, এগুল যা' হউক, একটাকে ভগবান্ বলি না কেন, শেষে ত' কিছু থাকবে না—সব নিরাকার। —"অদ্বৈতবাদ থাঁচলে বেঁধে যা' ইচ্ছা তাই কর।" এই প্রকার মত নিতান্ত অপরাধপূর্ণ; জগতের ঘটী, বাটী, লাঠী প্রভৃতি যাহাদিগকে আমি ভোগ করতে পারি, সে-সকল ভগবান্ নয়—ভগবান্‌কে ভোগ করা যায় না, ভোগে ভক্তি নাই ভোক্তা ভক্ত নয়।

অনুপমের আদর্শকে বিকৃত ক'রে যদি কেহ বিষ্ণু-ব্যতীত মায়ার ভজনে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অভক্তের আসনে নির্দিষ্ট হইতে হইবে, তিনি বঞ্চিত হইলেন। অনেকে ভক্তিকে লৌকিক-কুশ্রধারায় আবদ্ধ করবার পক্ষপাতী।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর পিতৃদেব অনুপমের শ্রীরামভজন-নিষ্ঠা ছিল বলিয়া শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীরামভজন হইতে কৃষ্ণভজনের অধিকতর চমৎকারিতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ইহার যথেষ্ট বিচার প্রদর্শন ক'রেছেন।

আজকাল যেমন 'দরিদ্রনারায়ণ' বলা হয়। লক্ষ্মীর পতি নারায়ণ। তিনি আবার দরিদ্র কি প্রকার? দারিদ্র্যরূপী নারায়ণ কিরূপে বলিতে পা'র? যেখানে নারায়ণ, সেখানে দরিদ্রতা কোথায়? আবার যেখানে দরিদ্রতা, সেখানে নারায়ণও আবৃত। জীব মুক্ত হ'লে শিব হ'তে পারেন সত্য, কিন্তু শিবকে যদি পরব্রহ্ম বল, তা'তে তাঁ'র অস্তিত্ব লোপ করা হ'লো। যেমন ভাগবতে দেখতে পাই,—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" শিব ভগবানের পরম ভক্ত। সদাশিব বা বিষ্ণুতত্ত্ব শিব, তাঁ'র সঙ্গে বৈষ্ণবতত্ত্বকে এক করতে পারি না। আমি যদি ভক্ত হই, "ভজ-ধাতু সেবায়াম্" অর্থাৎ সব সময় যদি পিতার সেবা করি, তা'হ'লেই আমি প্রকৃত ভক্ত। প্রচেতাগণই শিবের পরম ভক্ত; রাবণ শিবের মহাভক্ত ব'লে খ্যাতি লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে শিবভক্ত ছিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্রের কথার মধ্যে কতিপয় অপ-সাম্প্রদায়িক ও মনোধর্মী ব্যক্তি নানা-প্রকার স্বকপোল-কল্পনা প্রবেশ করাইয়াছেন। বঙ্গদেশেই সেই সকল কথা বিশেষ প্রচারিত হইয়াছে। যেমন রামচন্দ্র দুর্গাপূজা ক'রে-ছিলেন প্রভৃতি যে-সকল কথা শুনতে পাওয়া যায়, তা' সম্পূর্ণ অমূলক। মূল রামায়ণে এরূপ কোন কথা নাই, আরও শুনা যায়,— রত্নাকর 'মরা মরা' ব'লে রামনাম জপ করার ফল পেয়েছিলেন। এ সকল প্রচারিত কথার অস্তিত্ব বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। 'হারাম' বললে যদি 'রাম' নামের সাঙ্কেত্যাদি আভাস হয়, তাহাতেও অনর্থমুক্তি সম্ভব, কিন্তু "মরা মরা" বললে মুক্তিলাভ হওয়ার কথা শাস্ত্রে কোথাও দেখা যায় না। বাল্মীকি কি বাঙ্গালী ছিলেন? তখন কি বাঙ্গালা প্রচলিত ছিল?

ঐশ্বর্যমার্গে বিধিমার্গে যা'রা ভজন করেন, তাঁ'দের পক্ষে রামচন্দ্রের ভজন উপযোগী, কিন্তু যা'রা কৃষ্ণভজন করেন, তাঁ'রা জানেন, রামচন্দ্রের সব ঐশ্বর্য কৃষ্ণে মাধুর্যের দ্বারা আবৃত হ'য়ে রয়েছে, তা' ছাড়া কৃষ্ণভজনে অতিরিক্ত এমন রসচমৎকারিতা আছে—যা' রামভজনে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম মাণিক্য বাহাদুর ধর্মধুরন্ধর (বৈষ্ণবরাজবংশমুকুল-তিলক, বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতিরূপে শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-প্রচারে নানাভাবে শ্রদ্ধা ও উৎসাহ প্রদর্শন, গত ১লা মাঘ, ১৩৪০ সনাব্দে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন, হরিকথা শ্রবণ এবং ভারতের সর্বত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রসারে আনন্দ ও সহানুভূতি-প্রকাশ); রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, মহারাজের মন্ত্রী (ঐ); মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমান (লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্যে সহায়তা)।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ (কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্যে সহায়তা); শেঠ ধুবচাঁদ ফতেচাঁদ, শিকারপুর, সিন্ধুদেশ (শ্রীপাদ নেমি মহারাজ ও শ্রীমৎ মহারাজের সিন্ধু-দেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা-প্রচারে সহায়তা); শ্রীযুক্ত বনগোপাল সমাদার বি-এ, বি-টি, পাটনা (পাটনা সর্বশিক্ষা প্রদর্শনী ও পাটনা-গৌড়ীয়মঠের বিবিধ সেবা-কার্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র দাস, ম্যানেজার, পাহাড়ী এষ্টেট, চিরুলিয়া (শ্রীভাগবতজনানন্দ-মঠের সেবা-কার্যে সহায়তা); শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র পালমল, কাঁথী, মেদিনীপুর (শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-কার্যে সহায়তা); ডাঃ শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস এম্-এ, পিএইচ্ ডি, বাঁকুড়া (ঐ); শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার, রিটায়ার্ড ইন্স্‌পেক্টর অফ পুলিশ (ঐ); রায় এন্, কে, বসু বাহাদুর এম্ ডি-ও, বাঁকুড়া (ঐ); অধ্যাপক শ্রীরামশরণ ঘোষ এম্ এ (ঐ); অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ ব্যানার্জি এম্ এ, বি এল্ (ঐ); শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সাহা, ফরিদপুর (ঐ); শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সামাদিক, বেড়া, পাবনা (ঐ); শ্রীযুক্ত কামাখ্যা দাস লাহিড়ী বেড়া, পাবনা (ঐ); মিঃ এ, কি, কোবাট বি-এ, বি-এস্‌সি, সেক্রেটারী সারস্বত-ব্রাহ্মণ সমাজ (ঐ), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধর গোপালাচার্য বৈষ্ণবেদান্তবিদান্ (ঐ), কাশিকার টিকায়েৎ সাহেব (উৎকলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্যে সহায়তা); রায়বাহাদুর লক্ষ্মীধর মহান্তি (ঐ), রায়বাহাদুর বিশ্বাম্ভরচরণ পট্টনায়ক, সম্পাদক, 'উৎকল'-পত্র (ঐ) শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস, মাজিষ্ট্রেট (ঐ)।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

১। [illegible] বিবর্ত [illegible] ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম ... ৪০
প্রথম ৬৫০০ খণ্ড [illegible] ... ·৬৲
প্রত্যেক খণ্ড ৬০(৫ [illegible] ... ।৶০
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ... ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ... ২৲
৫। গৌড়ীয় পঞ্জিকা ... ।৶০
৬। গোড়ীয়-সাহিত্য ... ।৶০
৭। [illegible] ... ৪০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ... ৯৲
ঐ (আবাঁধা) ... ৮০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ... ২৲
ঐ (আবাঁধা) ... ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ... ২৲
ঐ (আবাঁধা) ... ১৸০
১১। শ্রীগৌর কেবল আমার-বাণী ... ।০
১২। [illegible] (প্রথম) ... ২৲
১৩। [illegible] সাহিত্য সার্বভৌম ... ।০
১৪। বৈষ্ণব ... ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৯৲
১৬। গৌড়ীয়-সঙ্গীত ... ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ... ।৶০
ঐ (বাঁধা) ... ৮০
১৮। শ্রীল-বিশ্বনাথ ... ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ... ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ... ।০
ঐ (আবাঁধা) ... ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ... ৮০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ... ৶০
২৩। গীতমালা ... ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ... ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ... ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ... ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ... ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ... ।০
২৯। শরণাগতি ... ৴০
৩০। গীতাবলী ... ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ... ১।০
৩২। সাধনকণ ... ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ... ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ... ৴০
৩৫। অর্চনকণ ... ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ... ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ... ৶১০
৩৮। [illegible] ... ৫১০
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ... ।০
ঐ ... ।৶০
৪০। বেদান্তসূত্র [illegible]
(মধ্ব টীকাসহ) ... ৩
৪১। [illegible] ... ।০
৪২। প্রমেয়রত্নাবলী (বাঁধা) ... ১৲
ঐ (আবাঁধা) ... ৮০
৪৩। [illegible] সম্প্রদায় ... ।০
৪৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ... ৸০
৪৫। পুরাণ-[illegible] ... ।০
৪৬। অর্চনপদ্ধতি বা [illegible] ... ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ... ২৲
ঐ (আবাঁধা) ... ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ... ০
৪৯। উপদেশামৃত (বঙ্গদেশ ও আসাম-প্রদেশ এবং বিহার ও উৎকলের) ... ।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ... ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ... ৶০
৫২। সাধারণী ... ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-দর্পণঃ [illegible] ... ।০
৫৪। সতীন-[illegible] ... ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্র ... ।০
৫৬। সাধন-[illegible] ... ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠকঃ ... ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ... ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ... ।০
৬০। নামভজন ... ।০
৬১। থিয়োলজি অফ্ ভক্তি ... ।৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ... ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ... ।০
৬৪। গোল্ড, গৌড়ীয়মঠ এণ্ড [illegible] ... ৴০
৬৫। দি [illegible] ... ।০
৬৬। রেলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ [illegible] ... ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ... ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ... ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ... ।০
৭০। সাধনপথ ... ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ... ৴১০
৭২। গীতাবলী ... ৴০
৭৩। শরণাগতি ... ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রী[illegible]

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীপ্রকাশন মঠ গোবিন্দপুর, ত্রিপুরা।
৯। শ্রীমদনগোপাল পাট— পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজনগর বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্তু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাশিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুমুরকুটা, পোঃ চিনকুটা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবন্ধ গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় - বঙ্গদেশোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ সম্পাদিত। কটকে উড়িয়াবাজার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—বঙ্গোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদক। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে [illegible] আসামী ভাষায় প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

ইহাতে মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বঙ্গানুবাদ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দিনদ্রী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারি, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৪-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—৫১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১২	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৪	১০-৩	১২-৫১	১৬-১১	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অল্প হয়। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩১, ১৮-৩১ এবং ৯-৩৯ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৭-৫০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	
কাটারিভোগ	৫॥০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০ ৪৲
মাণিকগঞ্জী (নূতন)	৫॥০
বালাম	৪॥০
কলম	৩॥০
সিদ্ধাদান (নূতন)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০— ৪॥০
আটা 'বি'	৪॥০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪॥০
আটা ৩নং	২॥৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫॥০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বাট	৩০৸
চিনা পাত	৩২॥০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ কোম্পানী কাগজ	৮১৵
৩০ সুদের কাগজ (১৯৪৭-৫০)	৯১॥০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
,, ঐ (১৯৩৪	১০৪৸০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮০) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফর্দি)	৯৯৪॥০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল

কেশোরাম মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
গঙ্গা	১৩৫৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ক্লাইভ	৯১৫৲
গ্লাষ্টার	২১।০
কামারহাটী	৪০৮।০
হেষ্টিংস	৫০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিতে একাধারে দর্শন এবং গুরু ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ব্রতী হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা সম্বন্ধ খণ্ড ৩৩০ পৃষ্ঠায়, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুদীর্ঘ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্য ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায় সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয় টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সংবাদের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ...৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের চাঁদা
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র প্রচলিত-প্রচারে - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅভীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই বৈশাখ সোমবার ১৩৮১, ২২শে এপ্রিল ১৯৭৪

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

রিভলভার হস্তে ট্রেণযাত্রী

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, পুলিশ একটি লোকের পশ্চাতে দৌড়িয়া তাহার অনুসরণ করে এবং লোকটিকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। লোকটির নিকট নাকি দুটি রিভলভার ছিল। পুলিশ তাহাকে হেফাজত করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ট্রেণে লোকটি এলাহাবাদ হইতে বারাণসী যাইতেছিল। তাহার নিকট আগ্নেয়াস্ত্র আছে এইরূপ সংবাদ পাইয়া পুলিশ ট্রেণে উঠিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাহার তল্লাসী লইতে চাহে। তখন পুলিশের সহিত লোকটির সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং একজন কনষ্টেবল তাহার নিকট হইতে একটি রিভলভার ছিনাইয়া লয়। সেই সময় লোকটি আর একটি রিভলভার বাহির করিয়া কনষ্টেবলের দিকে তাহা বাগাইয়া ধরে। কিন্তু কনষ্টেবল সেই রিভলভারটিও ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হয়। তখনই লোকটি দৌড়াইয়া ট্রেণ হইতে বাহির হয় এবং রেললাইন ধরিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কনষ্টেবলও তাহার পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকে, এবং অবশেষে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। লোকটি মুসলমান বলিয়া মনে হইতেছে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

শেখপুরা হইতে প্রকাশ, সাত জন শিখ যুবককে সেশন জজের এজলাসে এই মর্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, তাহারা একজন ৬০ বৎসর বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদারকে খুন করিয়াছে; সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। সেসন জজের বিচারে আসামীদিগের প্রত্যেকের প্রতি ৫ বৎসর কাঠোর দণ্ড ও ১০০৲ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রকাশ, হাবিলদারের বাড়ী ধারা কালার গ্রামে। যুবকরা বহুদিন ধরিয়া এখানে সেখানে চুরি রাহাজানি প্রভৃতি করিয়া বেড়াইত। হাবিলদার যখনই তাহাদিগের কার্য্যপদ্ধতির কথা জানিতে পারিত তখনই সে পুলিশে সংবাদ দিত; ফলে প্রায়ই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। অতঃপর তাহারা সঙ্কল্প করে, যে রকম করিয়াই হউক, হাবিলদারকে সরাইতে হইবে। তারপর যেমন কথা তেমন কাজ। একদিন হাবিলদার কার্য্যোপলক্ষে তাহার গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটা মাঠে যায়। এমন সময় আসামীরা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহারা তাহাকে এমনভাবে আহত করে যে, সেই আঘাতের ফলেই সে মারা যায়। অতঃপর আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। বিচারে তাহাদিগের প্রতি উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

রিভলভারধারী যুবক

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, রিভলভারসহ যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছে যে, সে একাধারে হিন্দু ও মুসলমান, তাহার নাম জাফর রাম সিং। মারাঠা সেবাদলের সেন হইতে রিভলভার চুরির কথা সে স্বীকার করিয়াছে।

এ সম্পর্কে আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

১ জন হত ও ৩ জন আহত

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, চুড়িওয়ালা অঞ্চলের পীর মহলে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এই পীর মহলের দ্বিতলের একটা কক্ষে বসিয়া কাশ্মীরী কোন হিন্দু পরিবারের তিনটি বালিকা পড়াশুনা করিতেছিল। হঠাৎ সেই সময় সেই বাড়ীর ছাদ নীচে পড়িয়া যায়। ফলে বালিকাদিগের মধ্যে মিস কে. সুষমা তৎক্ষণাৎ মারা যায়। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতে সেখানে বহু লোকের সমাগম হয়। তাহারা অপর বালিকা দুইটিকে ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে আহত অবস্থায় টানিয়া বাহির করে। এই বালিকা দুইটির নাম মিস ভি, চাকলাও ও মিস. এস, চাকলাও। তাহাদিগকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে এই স্থানে বিষম চাঞ্চল্যের আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বাজীর কারখানায় বিস্ফোরণ

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, হায়দ্রাবাদের সন্নিকটস্থ মুস্তাইদপুরে এক বাজীর কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ২ জন স্ত্রীলোক নিহত ও ১ জন গুরুতর জখম হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত স্ত্রীলোকরা বাজী প্রস্তুত করিতেছিল; এমন সময় ভীষণ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। তাহার ফলে বাড়ীর ছাদ উড়িয়া যায় ও তথায় আগুন লাগে।

একজন স্ত্রীলোক ঘটনাস্থলেই মারা যায় ও অন্যকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হয়। তথায় আর একজন মারা গিয়াছে। দমকলের লোকজন যাইয়া আগুন নিবাইয়া দেয়।

৭ জন নিহত

গতদিন [illegible] মুস্তাইদপুরে একটি আতস বাজির কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ৭ জন লোক নিহত হইয়াছে। প্রজ্জ্বলিত স্তূপে অধিবাসীদিগকে উদ্ধার করিয়া পুলিশের জমাদার আকবর খাঁ বিশ্রাম করিতেছিল। সে সময় স্তূপে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

প্রকাশ, ৫ মাইল দূর হইতে উক্ত বিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। বাজ ব্যবসায়ীর পুত্র দিলওয়ার আলী ও তাঁহার অনৈক আত্মীয়া বোমা পটকার জন্য মালের পরিমাণ পরীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে বিস্ফোরণ হওয়ায় উভয়েই তৎক্ষণাৎ নিহত হন। দিলওয়ারের মাতার শরীর দগ্ধ হয়। ফলে, হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণের ফলে পার্শ্ববর্ত্তী একটি বাড়ী ভূতলে নিপতিত হওয়ায়, ঐ বাড়ীর একজন মহিলা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। লেফটেন্যাণ্ট মঞ্জুর হোসেনের অধীনে একদল পুলিশ ও বাহিনী দমকল লইয়া অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ চেষ্টা করেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। কিন্তু দিলওয়ারের বাড়ীখানি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে।

লোহার কড়ি বরগা
করগেটটিন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং থাম
বেড়াদেওয়া কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই বৈশাখ সোমবার, ১৩৪১

সমগ্র ভারতের তুলনায় বাঙ্গালার আর্থিক দুর্দশার সীমা নাই। বিশেষতঃ দেশের অবস্থা [illegible] করিতে না পারায় সর্বস্বান্ত হইতেছেন। তাঁহাদের জমিদারী নীলামে উঠিয়াছে এবং নীলামের ডাকার দর না হওয়ায় সরকার কোন কোন জমিদারী এক টাকায় ডাকিয়া নীলামের মান রাখিয়াছেন, এ সকল সংবাদ নূতন নহে। বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসর চৈত্রের শেষে খাজনার দায়ে বহু দেওয়ানী [illegible] মামলা রুজু হয়. তাহাদের মধ্যে বাকী খাজনার মামলাই অধিক। বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদারের [illegible] যে বৎসর তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকে, পাট, রবিশস্য বিক্রয় করিয়া [illegible] করিতে পারে সে বৎসর [illegible] জমিদারদের খাজনা বাকী থাকে না, আর সে বৎসরে বাঙ্গালায় মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যে বৎসর অভাবের [illegible] সে বৎসর আদালতে [illegible]। সুতরাং [illegible] সংখ্যা দেখিয়া প্রজাদের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়, আর [illegible] জমিদারের মরণ। প্রজার [illegible] না পাইলে উহার কোথাও নির্বাহ।

[illegible] এই দুঃখ কষ্টের কারণ অনুসন্ধানে উদাসীন আছি বলিয়া আমরা কেবল পিছাইয়া পড়িতেছি, আমাদের দুঃখ ঘুচিতেছে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যদি একটু স্থিরচিত্তে বিচার করেন, তবে দেখিবেন যে, এই দুঃখের মূল হইতেছে [illegible] দেখা ভুলিয়া যাওয়া।

আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যদি তাঁহারা—[illegible] দেখা করেন, তাহা হইলে এ দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। নচেৎ দুঃখ কষ্ট ও দুঃখের কথা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে থাকিবে।

পৃথিবীর সকল দেশসমূহের রাজার প্রজার বিরোধ মনোমালিন্য পার্থক্যের বহু অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু [illegible] এখনও ও সরকার উক্ত [illegible] আন্দোলন করা হয় নাই, [illegible] সরকারের বিরুদ্ধ প্রচার করা [illegible]? [illegible] বাঙ্গালা আফগানিস্তানে ব্যক্তি আছে, নবীন [illegible] রাজ্য, শাসন করিতেছেন, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধবাদীদের আন্দোলন সরকারের অসহ্য হওয়ায় কাবুলের গোয়েন্দা বিভাগ [illegible] কথা হইতেছে, দেশের সকল এই বিভাগের শাখা [illegible] হইবে। যে দেশের রাজাকে রাজনৈতিক কারণে [illegible] হইতে হয়, সে দেশে গোয়েন্দা বিভাগের [illegible] অপরিহার্য।

জেল হইতে বন্দীর পলায়ন

[illegible] হইতে প্রকাশ, সেকেন্দ্রাবাদ জেল হইতে সম্প্রতি বন্দী শেখ চাঁদ পলায়ন করিয়াছে। সেই সম্পর্কে জেলের [illegible] সেকেন্দ্রাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আত্মপক্ষের আদালতে ও রুজু হইয়াছে।

মামলার [illegible] প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ আসামী [illegible] অন্যান্য কয়েদীর [illegible]। কিন্তু সে বন্দীদের [illegible] লক্ষ্য রাখে নাই। তাহার ফলে [illegible] শেখ চাঁদ পলায়ন করে। এক ঘণ্টা পরে ঐ খবর জানা যায়। কারা-কর্তৃপক্ষ ঐ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া আসামীকে সাময়িক ভাবে কর্মচ্যুত করিয়াছেন। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

দুই ব্যাঙ্ক গ্রেপ্তার

বর্দ্ধমান জেলার এক গ্রামে সম্প্রতি এক [illegible] ডাকাতি সম্পর্কে [illegible] পুলিশ [illegible] ব্যক্তিকে [illegible] করিয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উহাদের নিকট [illegible] পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ [illegible] ব্যক্তিদের [illegible] ও আরও উক্ত ডাকাতিতে ডাকাতগণ ও পুলিশ পক্ষের [illegible] গুলী চালায় এবং উভয় পক্ষেরই লোকজন আহত হয়। আরও [illegible] দুই ব্যক্তিগণকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

প্রধান গণতান্ত্রিক গ্রেপ্তার

ডাবলিন হইতে প্রকাশ, মিঃ টম বেরী দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের একজন প্রধান নেতা একটি দলের কাপ্তান এবং [illegible] ছুরাণী গ্যাকেট [illegible] নিকট পাওয়া যাওয়ায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সামরিক আদালতে তাঁহার বিচার হইবে। ডব-আইরিশ বিরোধের সময় মিঃ বেরী [illegible] আইরিশ রিপাবলিকান সৈন্যের কর্তা ছিলেন। পরে তিনি ফ্রী ষ্টেটের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষ হইয়া ছিলেন।

ডাকাতের অমানুষিক অত্যাচার

কেন্দুয়াল হইতে এক নৃশংস ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। ডাকাতেরা গৃহস্থ ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, ১৭ই এপ্রিল তারিখে রাত্রে প্রায় ১৬ জন লোক আগ্নেয়াস্ত্র ও লাঠি লইয়া উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত [illegible] ধনী গৃহস্থ পরাণচন্দ্র দাসের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ডাকাতেরা নগদে গহনায় বহু টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ডাকাতের গুলী লাগিয়া গৃহস্থ ও পত্নীকে [illegible] করিয়াছে। উলুবেড়িয়া থানার ইন্‌স্পেক্টার [illegible] তদন্ত করিতেছেন। এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পাঞ্জাবে বাঙ্গালী যুবক দণ্ডিত

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, [illegible] সম্বন্ধে [illegible] লাইসেন্স বিনা অস্ত্র রাখার অভিযোগে সুরেন্দ্র নাথ নামক একটি বাঙ্গালী যুবকের প্রতি সহকারী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন। এক বৎসরের জন্য তাহাকে এক হাজার টাকা মুচলেকা দিতে বলা হইয়াছিল। মুচলেকা দিতে না পারায় তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ডাঃ কিচলু যে দিন এখানে আসেন সেই দিন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে কলিকাতার ঠিকানা দিয়াছিল; কিন্তু ঐ সব ঠিকানায় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই। সে নিজেকে রাজনৈতিক কর্মী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু পরে জানা যায় যে, রাজনৈতিক অপরাধে [illegible] তাহার প্রতি দুই বার কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

যতীন্দ্রকুমার দণ্ডিত

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুসারে যতীন্দ্র-কুমার [illegible] বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী [illegible] সেই মামলার বিচার শেষ করিয়া রায় দিয়াছেন। তিনি আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি পাঁচ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম প্রদান করিয়াছেন।

অভিযোগে যে কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, আসামীর বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ ছুটি বক্তৃতার মুদ্রিত পুস্তক প্রাপ্ত হয়। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় যে জাতীয় [illegible] অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে পরলোকগত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন সেই বক্তৃতা উহার মধ্যে একটি। অপর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র। ১৯২৮ সালে উক্ত কলিকাতায় যুবক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি সেই বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিচারের সময় আসামী স্বীকার করেন যে, তাঁহার নিকট ঐ বক্তৃতা দুইটির মুদ্রিত পুস্তক ছিল—কিন্তু পক্ষ সমর্থনে তিনি বলেন যে, এই দুইটি বক্তৃতার কোন বক্তৃতাই খুন বা কোন কুসুম [illegible] প্ররোচনামূলক কোন উক্তি বা লেখাই নাই; সুতরাং এই দুইখানি বক্তৃতার পুস্তক রাখায় বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী কোন অপরাধই করা হয় নাই। বিচারপতি ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী পক্ষের এই যুক্তি গ্রহণ না করিয়া আসামীকে [illegible] করিয়াছেন।

অস্ত্র আইনের মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, বিশেষ অস্ত্র আইনের মামলায় [illegible] শুনানী হইয়া গিয়াছে। এই শুনানীর দিন একজন [illegible] জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। বিচারাধীন আসামী তাহার নিকট হইতে পুলিশ [illegible] একটি রিভলভার বাহির করিয়াছিল এবং সাক্ষী [illegible] আসামী-দের নিকট রিভলভারটি দেখিতে পাইয়াছিল, সেই কাহিনী এক্ষেত্রে বিবৃত করে। এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, এই রিভলভারটী [illegible] এক পুলিশ আফিসারের গার্ডের বেগ হইতে চুরি গিয়াছিল।

শ্রমিক-নেতার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বি, বি, সি, আই, রেল শ্রমিক সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আং, ভরদ্বাজের গ্রেপ্তারের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৮ (ক) ধারা অনুসারে বাহির করিবার আদেশ করিয়াছেন। গত মার্চমাসে আমেদাবাদের কম-[illegible] রাজদ্রোহের বক্তৃতা দিবার অভি-যোগে উক্ত পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত ভরদ্বাজ ইতিপূর্বেই [illegible] উক্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিচারের জন্য তাঁহাকে পুলিশ পাহারায় এখানে আনয়ন করা হইবে।

কলিকাতায় চুরি

জোড়াসাঁকো থানার অন্তর্গত [illegible] [illegible] শ্রীযুক্তা [illegible] ঠাকুরাণীর বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন অপরিচিত লোক কোনও উপায়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং নগদে [illegible] অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১০ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ সোমবার ৪৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৮ই এপ্রিল নিউদিল্লী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ জোধপুরে গমন করিয়াছেন।

— —

তিনি দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ রায় বাহাদুরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন ধর্মের কথা সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ আলাপ করেন। মহারাজাধিরাজ ধর্মপ্রাণ মহারাজ বাহাদুর তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ হইয়া পাটনা-গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের জন্য মূল্যবান্ কাপড়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত প্রভু এই স্থানের প্রচার কার্য্য সমাপনান্তে আবার মহারাজা সহিত সময় সাক্ষাৎ করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ভক্তিবান্ধব শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ত ১লা চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় বাগে গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বলেন, অতঃপর আলোচ্য বিষয়—'মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি?' এই জগতে একই ধরণের প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানব পাওয়া কঠিন। এই জগতের মানব-সকল নাম, যশ, ধন ইত্যাদি নিয়ে খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকার জন্য বহু প্রকার চেষ্টা ক'র্‌তে হয় যতো পরে। কিন্তু কাল যে আমাদের ঘাড়ে চেপে ব'সে আছে, তা'র জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করে না। জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্য হইবে, ইহা অবিশ্বাসযোগ্য নয়।

"অভাবে বা সভাবে বা মৃত্যুর্বৈ
প্রাণিনাং ধ্রুবম্"

মৃত্যুর পরও শান্তির জন্য যে মানবগণ চেষ্টা করেন, সে-কল অজস্র নয়। যথা—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অতএব যে ব্যক্তি যে প্রকার কর্ম্ম করিবে সে তেমনই ফলভোগ ক'র্‌বে। যা'র জন্ম আছে তা'র মৃত্যু আছে; যা'র জন্ম নাই তা'র মৃত্যু কোথায়? যে বস্তু নিত্যকালের জন্য মঙ্গল দিতে পারে না তা'র জন্য চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। আমি যাহা চাই তাহা পূরণ করার নাম কাম। কাম আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারে না। দেখুন, এই প্রকার কামনা দ্বারা আমাদের কি মঙ্গল হইবে? কামনা কোন কালেই মেটে না; বরং বাড়তে থাকে। যেমন অগ্নিতে যত ঘৃতাহুতি দেওয়া যায় ততই দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে, সেই প্রকার কামনার শান্তি কোন দিনের জন্যও হয় না। ইহ জগতের কোন বস্তু দ্বারা কামনা পূর্ণ হয় না। কারণ, এ জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য, অতএব অনিত্য বস্তুর কামনা পরিত্যাগ ক'রে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইহ জগতে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ইহজগতে গমনাগমনকে কষ্টকর মনে করেন এবং সংসারে না আসতে হয়, এর জন্য নেতি নেতি ক'রে 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার বিচারযুক্ত হ'য়ে মুক্তি-কামনা করেন। এই প্রকার বিচারের বশবর্ত্তী হইলে কখনই আমাদের মঙ্গল হ'বে না। এই প্রকার বিচার ছেড়ে দিয়ে ভগবানের সেবা সর্ব্বক্ষণ করাই জীবের চরম উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটির মধ্যে কেহই আমাকে নিত্য শান্তি দিতে পারে না। পরম ধর্ম্ম, পরম অর্থ, পরম কাম, পরম মোক্ষ অবলম্বন করলে নিত্য মঙ্গল লাভ করা যায়. নৈমিষারণ্যে ষাট হাজার ঋষিকে সূত গোস্বামী ব'লেছিলেন—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। অধোক্ষজ বস্তু শ্রীভগবানে ভক্তি বা আত্ম-নিবেদন করাই পরম ধর্ম্ম। তৎসঙ্গে প্রণি-পাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তির একান্ত প্রয়োজন। শ্রীভগবানের সেবার বদলে কিছু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণসেবাই শুদ্ধা ভক্তি। তাই শ্রীতুলসীদাস ব'লেছেন—'তুলসী এসবকৈ হাওয়ালে সুখসে ভজো কৈ' যদ্দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয় তাহার নাম পরম ধর্ম্ম বা পরম প্রয়োজন। তাই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ব'লেছেন—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

—হে ভগবন্, তোমার পাদপদ্মে যদি আমাদের ভক্তি নিশ্চলা থাকে তাহা হইলে তোমার শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়ে থাকিবে, তখন যথার্থ ত্রিবর্গ ও মুক্তিরূপ অপ-বর্গ-প্রার্থনার আশা বিন্দুমাত্র থাকিবে না। কেননা, স্বয়ং মুক্তিই করজোড়ে দাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতে সেবা করিবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিবে। আর যথার্থ-কামের ফলসমূহ তোমার চরণসেবার জন্য আমাদের আদেশের জন্য সময় প্রতীক্ষা করিবে। অতএব যতদিন আমাদের শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভক্তির উদয় না হয় ততদিন চরম উদ্দেশ্য লাভ হইবে না। যেদিন আমরা নিষ্কপটে ত্রিবর্গকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিত্য-সেবানন্দের জন্য প্রয়াসী হ'ব, সেই দিন মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভের সৌভাগ্য আমাদের হইবে। অতএব কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের সেবা করাই জীবমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন, ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত।

———

গত ২৩শে চৈত্র ৬ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ জেলা ২৪পরগণার অন্তর্গত চাঁদা গ্রামস্থিত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে দর্শন এবং অনাত্ম-দর্শনের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। যাঁহারা স্বপ্ন দর্শন করেন, তাঁহারা জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন স্বপ্নের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না সেইরূপ অনাত্মদর্শন থাকাকালে আমাদের আত্মদর্শন হয় না। দেহ বা মন আমার আমি দেহ বা মন নই, আমি দেহমনের অতীত বস্তু আত্মা—এই আত্মজ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত আমাদের যাবতীয় জ্ঞান অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

—

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের লোক কিরূপ ব্যবহারে প্রমত্ত থাকিয়া বৃথা কালহরণ করিতেছিল তাহা তিনি ছায়াচিত্রে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

—

গত ১৭ই এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, পুরুষগণ স্ত্রৈণ-স্বভাবাপন্ন হইয়া গোবিন্দের উপাসনায় প্রমত্ত হয়, গোবিন্দের নিজসুখ-চেষ্টায়

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

তজ কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীভগবদ্বাক্য

১০ পুরুষোত্তম [illegible] ৪৪৮

সেবা

ক্রোধের বেগ

বাক্য ও মনের বেগ ধারণ করা সাধকের পক্ষে যেমন একান্ত কর্ত্তব্য, ক্রোধের বেগ ধারণ করাও তদ্রূপ মুমুক্ষুদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হয় এবং ক্রোধ বর্দ্ধিত হইলে বিনাশ পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়। কৃষ্ণ-ভজনপথ নিষ্কাম বলিয়া খ্যাত। শুদ্ধভক্ত-গণের যাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন—অহৈতুকী সেবায় যাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে তাঁহাদের চিত্তে সেবাকার্য্যের বৈষম্য ব্যতীত অন্য কোন তুচ্ছ কামনা স্থান পাইতে পারে না। অতএব তাঁহাদের কামনার হৃদয়ে নাই সেই সেবাপরগণের স্বভাবে ক্রোধোদয়ের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া অবশ্য আমরা—

"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

—মহাজনের এই বাণীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইয়া বৈষ্ণবকে ক্রোধী, লোভী প্রভৃতি মনে করিয়া তাঁহার চরণে যেন অপরাধ না করি। অতএব সেবার প্রতি অনুরাগই কাম বা ক্রোধাদিগণের একমাত্র উপায়, ইহাই ভাবনা।

সেবা ব্যতীত কেবল বিবেকদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়াদির প্রাবল্য এত অধিক যে, তাহা বিবেককে অতি অল্পকালেই নিস্তব্ধ করিয়া ক্রোধকে নিজ রাজ্যে স্থান দিয়া থাকে। ক্রোধ জীবের একটি প্রধান শত্রু। নিত্যদাসবৎ জীবগণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ক্রোধ সকাশেই চাকুরী-খালির 'Advertise' দিতেছে, হতভাগ্য আমরাও কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া বহুবিপুর অন্তরের ক্রোধকেই প্রভুত্বে বরণ করিয়া তাহার দাসত্ব-লালসায় সর্ব্বস্ব পণ করিতেছি। আমরা পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া ও নানা দুঃখ অশান্তি ভোগ করিয়াও সেই নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক ক্রোধের নিকট সুখশান্তির আকাঙ্ক্ষায়—নিজেকে আত্মসমর্পণ-আশে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি।

'বৈষ্ণবগণ আমাদের ভাগ্যে প্রকট হইয়া আমাদিগকে ক্রোধরূপী শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিষ্কিঞ্চনভাবে কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন ও তাহার অর্থাৎ শান্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। অবন্তিবাসী জনৈক বিপ্র কদর্য্যতার অনর্থমুক্ত হইয়া শান্ত ভিক্ষু-পদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন ব্রাহ্মণকে অসৎ ব্যক্তিগণ নানাভাবে অপমান করিতে লাগিল, কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, আবার কেহ কমণ্ডলু কাড়িয়া লইয়া আবার দিয়ে বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। নদীতীরে তিনি অন্ন পাক করিলে, কেহ তাহাতে প্রস্রাব করিল, কেহ বা তাঁহার মস্তকে থুৎকার করিল, কেহবা ঐ লোকটা ধর্ম্মধ্বজী শঠ বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিল। এই প্রকার অপমানিত হইয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না। এসমস্ত পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ এসকল দুর্জ্জনের অত্যাচার, জড়াধিভৌতিক দৈহিক দুঃখ, শীত-গ্রীষ্মাদি জনিত কষ্ট আমার প্রতি বর্ষিত হইতেছে, অতএব বাধাগুলিকে কৃষ্ণকৃপারূপে বরণ করিয়া ভগবানের ভোগ করিতে করিতে আমার নিত্য কর্ত্তব্য সেবা করাই আমার একমাত্র প্রয়োজন, এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তিনি সহিষ্ণুতার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগের শিক্ষাকল্পে বলিয়াছেন—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"

আমি আত্মা, ক্ষুদ্র জীব; কৃষ্ণ পরাত্মা। বহির্ম্মুখ জীব সংসারনিষ্ঠ হইয়া ত্রিতাপে কষ্ট পাইতেছে। কৃষ্ণসেবাই জীবের যখন নিত্য ধর্ম্ম তখন আমি এক্ষণে সংসার-নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মনিষ্ঠারূপ কৃষ্ণ-ভজন করিব। শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণ-ভজনবলে আমি বাক্য, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তি-অনুকূল জীবনের সহিত পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিব। পূর্ব্বতম মহর্ষি-গণ এই পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সংসার সাগর পার হইয়াছেন। পরাত্মনিষ্ঠা ব্যতীত এই দুরন্ত-পার তমোময় সংসার-সাগরকে অতিক্রম করা যায় না।

এই শিক্ষাগীতে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যোগাদি চেষ্টাদ্বারা সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া দুর্ঘট। এই সংসারসমুদ্র অতিক্রমের একমাত্র উপায়—শ্রীগুরুপদে মুকুন্দসেবা করা। অতএব যিনি ভক্তি-অবলম্বনে ক্রোধাদি বেগ দমন করিতে সমর্থ, তিনি ধীর বা গোস্বামী সংজ্ঞায়, ইহাই মহাজনোপদেশ। এবং সেবাদ্বারা ক্রোধাদি রিপু-গণকে সম্যক্ রূপে বশীভূত করিবার সামর্থ্য-লাভের পূর্ব্বে রিপুবেগাদি যথাসাধ্য সহ্য করিবার কথাও আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়া পূর্ণ সেবায় রিপুজয়ের জন্য সচেষ্ট হইবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জিহ্বার বেগ

ষড়্‌বেগের অন্যতম জিহ্বার বেগ দমন করাও সাধক জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। জিহ্বাবেগই বলুন বা মনোবেগই বলুন, কোন বেগেরই অধীন হওয়া—একান্ত নিবৃত্ত হইয়া রিপুবেগের দাস হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। গৃহব্রত সংসারী লোক, সংসার-পালন করাই যাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ও একমাত্র ধর্ম্ম, সেই সকল অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ চর্ব্য, চোষ্য আদি বহুবিধ রসের প্রয়াসে সর্ব্বদা ব্যস্ত। আজ পলান্ন ভোজন করিব, কাল বেড়াইতে যাইবার জন্য বহু আয়াস করিব, পরশ্ব উত্তম পেয় দ্রব্য পান করিব, এইরূপ লালসার বিবাদগণ ভোগ করিতেছে। কিন্তু ভোগের দ্বারা যে ভোগ-নিবৃত্তি হয় না, প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভোগানল নির্ব্বাপিত না হইয়া অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা তো এ জীবকুল অবধারণ করিতে না পারিয়া ভোগে পা বাড়াইয়া দেয়; ফলত শান্তি-লাভের পরিবর্ত্তে ভোগানলে দহন-জ্বালাই তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ভোগসুখে অতৃপ্ত হইয়াও ভোগত্যাগে অসমর্থ ব্যক্তি-মাত্রেই ইহা বিজ্ঞরূপে অবগত আছেন বলিয়া আমরা এবিষয়ে আর বৃথা কালক্ষেপ করিলাম না।

রিপুবশীকৃত জীবের জিহ্বালাম্পট্য থাকিলে অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয়সুখ-লালসায় সুখাদ্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হইলে তাহাদের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি যে বড়ই দুর্ঘট, তাহা অবাধে স্বীকার্য্য। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছেন,—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালন।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফলমূলে উদরভরণ॥"

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত—ইহাই মহাজনো-পদেশ। সাধক প্রথম কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে আর জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিতই হইয়া থাকে। তাই গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

শরীর অবিদ্যা জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বাজয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥"

—অতএব সাধুগুরু-শাস্ত্র-বাক্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে জিহ্বাবেগ দমন করা অসম্ভব. ইহা দমনের একমাত্র উপায়—মহাপ্রসাদ-সেবন, মহামহা-প্রসাদ সেবন এবং মহাপ্রসাদ ব্যতীত বিষ্ঠা-মূত্র-সদৃশ প্রসাদেতর ভোজ্যদ্রব্য-গ্রহণ-স্পৃহা-পরিত্যাগে দৃঢ়সংকল্প হইয়া "যদন্নং বিষ্ণবে নৈবেদ্যং....." শ্লোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

উদরবেগ

ভোগি সমাজে উদরবেগের আদর বা প্রশংসা শুনা যায় বটে, কিন্তু ভোগীও নয় ত্যাগীও নয় অথচ শুদ্ধ-সেবাভিলাষী, এতাদৃশ মহৎ সাধকগণের পক্ষে এই উদর-বেগ একটা ভয়ানক উৎপাত-বিশেষ। সেবা বেগ ব্যতীত অন্য যে কোন বেগই হউক, তাহা সাধকের হরিভজনের অন্তরায়-স্বরূপ। অতএব ভক্তেতর বেগবিষয়ে সাবধান হওয়া -বেগদাস্য পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

যাহা আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং শরীর রক্ষা হয় তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তিগণ যুক্তাহার দ্বারা আবশ্যক মত ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণে শরীর রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহা না করিয়া যাঁহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন তাঁহারা নিতান্ত উদরপরায়ণ। কৃষ্ণপরায়ণ বা গুরুপরায়ণ না হইলে উদর-পরায়ণ, ক্রোধ-পরায়ণ প্রভৃতি হওয়া স্বাভাবিক, একথাটি আমার বন্ধুবর্গ স্মরণ রাখিবেন। উপরিউক্ত বাক্যেই সংশোধনের চরম কথা গুপ্তভাবে রহিয়াছে, এবিষয়টি আপনারা স্থিরচিত্তে বিচার করিবেন,—"অত্যাহারঃ প্রয়াস-শ্চ....." এই শ্লোক আলোচনা করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অনন্তগুণাবলীর মধ্যে মিতভুক্ হওয়া বৈষ্ণবের একটি গুণ। মিতাহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে বাধা হয় না সেইজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্র '[illegible] নাতিসক্ত' শ্লোকের অবতার করিয়াছেন। অর্থাৎ ভোগের প্রতি লোভ করিয়া ভোগত্যাগের কথা বা ভোগে প্রতি অত্যাসক্তি-প্রযুক্ত অত্যাহারের ক

বিবেক করিয়া মহাজনগণ –

শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।

—এই অনুকূল যুক্তাহারের কথা নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব উদর-বেগ সংযত করা যে সাধকমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য ইহা অবাধে স্বীকার্য্য।

উদর-বেগ সহন করিতে যাহাদের শক্তি নাই তাহারা সর্ব্বদাই আহার-লোলুপ। এতাদৃশ ব্যক্তিগণের কৃষ্ণ-কৃপালাভের আশা সুদূরপরাহত। ভগবৎ-প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না, বৈষ্ণব-প্রদত্ত অন্নাদিই শাকান্ন আমি সাদরে গ্রহণ করিব, এইরূপ যাঁহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তাঁহারাই উদরবেগ সহনে সমর্থ হ'ন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা, তাহাও উদর-বেগ-দমনের শিক্ষাঙ্গ। সূর্য্য উদিত হইলে রাত্রিকালের অবসান হয়, অর্থাৎ সেবালোকে উদ্ভাসিত হইলেই আমাদের বাবতীয় বেগই অনায়াসে অপগত হয়—এই কথাটী চিত্তে গাঁথিয়া রাখিয়া যেন আমরা বেগাদি দমনে যত্নপর থাকি ইহাই আমাদের সকাতর নিবেদন; নতুবা ভূবে আঘাত করাই সার হ'বে।

বাক্যবেগ ও উদরাদি বেগ-দমনের অর্থ—মূক হওয়া - মৌনী হওয়া বা অনশনে থাকা নয়। তাহার মূল তাৎপর্য্য— এগুলিকে কৃষ্ণসেবায় যথাযথভাবে নিযুক্ত করা অর্থাৎ বাক্যকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে, মনকে কৃষ্ণচিন্তনে, ক্রোধকে ভক্তবিদ্বেষী পাষণ্ড-দমনে এবং জিহ্বাকে মহাপ্রসাদ সেবনে নিযুক্ত করিয়া মনুষ্যজন্মের বা জীবনের সার্থকতা করা।

রামভজন ও কৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য

[৩৩সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

মহাপ্রভুর সময় অনুপম, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি রামভজন ক'রেছিলেন; আবার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময় মহাপ্রভু তিরুমল্ল, ব্যাঙ্কটভট্ট প্রভৃতি লক্ষ্মীনারায়ণোপাসকগণকে কৃষ্ণভজন উপদেশ দিয়েছিলেন এবং বহু-রামোপাসককে কৃষ্ণোপাসক ক'রেছিলেন। "রাম ও কৃষ্ণভজনে তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম্য।" নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণভজনের পর পর শ্রেষ্ঠতা রয়েছে; নৃসিংহ-ভজন অপেক্ষা রামভজন শ্রেষ্ঠতর, আবার রামভজন অপেক্ষা কৃষ্ণভজন শ্রেষ্ঠতম। যাঁ'র যে বিষ্ণুতত্ত্বে নিষ্ঠা আছে, তাঁ'র সে-নিষ্ঠা পরিবর্ত্তন করতে হ'বে না, তবে কৃষ্ণের ভজন যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা' বুঝিয়ে দিতে হ'বে। অসৎসাম্প্রদায়িক বা আধুনিক অপসাম্প্রদায়িকগণের ভ্রান্ত ধারণায় মুহ্যমান হইয়া শ্রেষ্ঠ-চমৎকারিতার কথা জগতে জানাতে হ'বে; লোককে বঞ্চনা ক'রতে হইবে –সবই সমান ব'লতে হ'বে—এরূপ দুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসগণের নাই।

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি বিষ্ণু-তত্ত্বসমূহ কল্পিত মূর্ত্তি নহেন। যাঁ'রা কল্পিত মূর্ত্তি বলেন, তাঁ'রা ব'লে থাকেন,— "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" তাঁ'রা কল্পনা ক'রে কিছু সময়ের জন্য মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন, তাঁ'দের মূর্ত্তিসকল অনিত্য। কিন্তু মৎস্য, কূর্ম বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি বিষ্ণুবিগ্রহসকল নিত্য, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিত্য বৈকুণ্ঠধাম ও পরিকরবৈশিষ্ট্য আছেন তত্তৎ-বিষ্ণুবিগ্রহের নিত্যসেবকগণ সেই সেই ধামে সেই সেই বিগ্রহের নিত্যসেবা ক'রে থাকেন।

পূর্ণচেতন বিষ্ণুতত্ত্বকে পূর্ণচেতনের চেহারায় উপাসনা করতে হয়। মৎস্যদেবকে মাছ, কূর্ম্মদেবকে—কাছিম, বরাহদেবকে বিষ্ঠা খাওয়া শূকর, কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ মনে ক'রতে হবে না। গরু,ঢাকা-প্রদর্শনার সময় যে বর্ণব্যবহারের কথা যেখান হ'য়েছিল, তা' সকলে ধরতে পারেন নাই। আমাদের চেতনের ক্রমবিকাশানুসারে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তি আমাদের নিত্য উপাস্যবস্তু হ'য়ে থাকেন। কৃষ্ণকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা ক'রতে হ'বে—তিনি সব অঙ্গ ভোগ ক'রবেন। কৃষ্ণভজন পূর্ণাঙ্গ ভজন।

এই কৃষ্ণভজনের কথা মহাপ্রভু আদেশ ক'রেছেন। মহাপ্রভুর আসার পর আবার অন্য কেহ যদি কোন নূতন কথা নিয়ে আসেন, তা'হ'লে উহা ধোকা—মায়া। তবে মহাপ্রভুর দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে তাঁ'র কোন নিজজন তাঁ'রই কথা নিয়ে আসতে পারেন। মহাপ্রভু যে ধন এনে দিয়েছেন —অচৈতন্য জীবকে যে চৈতন্যবাণী এনে দিয়েছেন, পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম; যে-কোন কালে, যে-কোন অবস্থায় চেতনের অঙ্গ দিয়ে তাঁ'র ভজন করা যায়। মহাপ্রভুর কথার উপরে এই ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ এই বাংলায় আর কোন কথা আসতে পারে না। যদি আসে তবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি, ভুক্তি চাই—এরূপ কথা আসতে পারে। কাজেই মহাপ্রভুর বাণী—জীবের আত্মমঙ্গলের বাণী আজ বাংলায়—ভারতবর্ষে —সমস্ত পৃথিবীতে ঘোষিত হউক, তা' হ'লেই জীব পরমমঙ্গল লাভ করতে পারবেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের জয়গান করিয়া বৈষ্ণবমহিমা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবমুখে স্বীয় পারমার্থিক-জীবন-প্রারম্ভে সদ্গুরুপাদপদ্মের সকাশ-লাভ ও গুরুপাদাশ্রয়ের একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবধূতকুলচূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিমন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার-বহনের সৌভাগ্যবরণকারী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরসানন্দ মহোদয়কে তাঁহার গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বৈষ্ণবমহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী

গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতা ভক্তের গুণ-কীর্ত্তন মহা-সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীগুরুদেব আজ আমাকে যাঁ'র কথা ব'লবার আদেশ ক'রেছেন, তাঁ'র কথা ব'লতে গিয়ে আমি যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হ'য়ে প'ড়ছি। শ্রীল প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে শুনেছি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ কোনদিনই বিষয়ীর অন্ন স্পর্শ করেন নাই, প্রাকৃত অর্থলোলুপ সেবকের নিবেদিতান্নকে 'প্রসাদ'-জ্ঞানে স্বীকার ক'রে দেবলের শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে অনুমোদন ক'রবার পরিবর্ত্তে "স্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাব, পিব সরস্বতী-জল"—এই বিচারই বরণের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। এক সময় কোন ধনাঢ্য জমিদার তাঁ'কে বহু-মূল্যের একখানি শাল উপহার দেন, তিনি তা' অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেন; সেই বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমহংস বাবাজী মহারাজ আজ, যে নিত্যগৌরাঙ্গপ্রভুর সেবা গ্রহণ ক'রলেন তিনি যে কত ভাগ্যবান্— কত ধন্যবাদার্হ তা' ব্যক্ত ক'রবার ভাষা আমার নাই। যে বাবাজী মহারাজের প্রকট বা অপ্রকট লীলায় কোন সময়েই কোন কপট শঠ লম্পট বঞ্চক ধূর্ত্ত ব্যক্তি সেবা করবার দাম্ভিকতা ক'রেও তাঁ'র সেবাধিকার লাভ ক'রতে পারে নাই, যে শ্রীল প্রভুপাদ কোন কপট ব্যক্তিকেই বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থান স্পর্শ পর্য্যন্ত ক'রতে দেন না, তিনি আজ যাঁ'র সেবা-প্রার্থনায় আকৃষ্ট হ'য়ে স্বয়ংই তাঁ'র সেবার প্রশংসা ক'রেছেন, তাঁ'কে আর আমি কি ধন্যবাদ প্রদান ক'রব, আমি শুধু তাঁর অনুগ্রহেরই প্রার্থী হ'ব মাত্র।

এবার যখন শ্রীধামে আসি, তখন দূর থেকে দেখে মনে হ'ল যেন ঠিক তিন-খানি রথ দাঁড়িয়ে আছেন। ভক্তিবিজয় প্রভুর প্রদত্ত তড়িদালোকে সুশোভিত হ'য়ে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির ও বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দির— এই তিনটি যেন ঠিক নীলাচলে রথযাত্রাকালে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথের মত দেখাচ্ছিল। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। তাঁ'র যেমন নয়নাভিরাম রূপ, তেমনই তাঁ'র প্রাণাভিরাম সেবা। শ্রীল অনন্ত বাসুদেব প্রভু তাঁ'র রূপের প্রশংসা ক'রে থাকেন; তিনি তাঁ'র এ সেবা-রূপে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে আকৃষ্ট ক'রেছেন তাঁ'র সেই সেবা-রূপের এক কণা পেলেও আমি ধন্য হ'ব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভগবৎ সেবাবিমুখ হইয়া পতির নিকট হইতে সেবা লাভের আশায় পরস্পর পরস্পরের নিকট নশ্বর সুখ অনুসন্ধান করে। ত্রিদণ্ডি-পাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেন, ইহারা মুকো জপ-হাড়িত বিষয়ী,স্ত্রীপুত্রাদির কথায় ইহাদের বাগিন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়, যে সকল শাস্ত্রবিদ জনগণ সর্ব্বদা জীবে দয়া করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাঁহারা, জীবকে আত্মার প্রয়োজনীয় খাদ্য শ্রীমহাপ্রসাদ ও শ্রীহরিনাম প্রদান করেন কিন্তু সত্ত্বগুণ-বিরোধী রাজসিক চেষ্টা জীবের পবিত্র স্থান নাশ করিয়া বৃথা পশুবধের জন্য ব্যস্ত হয়। উহা তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধিমাত্র। যজ্ঞের ছলনায় পশুবধানন্তর অপরাধীগণ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের বিচার সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করে।

সত্ত্বগুণ বর্জ্জিত রজস্তমোযুক্ত জনগণ সাধুগণের অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কেবল সাধুগণকে অপমানিত করিয়াই তাহারা নিরস্ত হয় না, অধিকন্তু সাধুগণের একমাত্র আরাধ্য বস্তু ভগবান্ বিষ্ণুরও নিন্দা করিয়া থাকে। সেই সকল বিবেকহীন জনগণ স্বীয় সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য বিদ্যাদি মদে মত্ত হইয়া বুদ্ধিহীন হয়। তখনই তাহাদের ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি সেবাবুদ্ধি রহিত হওয়ায় ভোগ বুদ্ধির প্রাবল্য হয়। তখন তাহাদের স্বভাব নিতান্ত গর্হণযোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ রজস্তমোযুক্ত জনগণের পতন অবশ্যম্ভাবী, কেন না ভোগাসক্তি সেই নির্ব্বোধদিগকে এই সব মঙ্গলময়ী কথা বুঝিতে দেয় না।

মূঢ় অজ্ঞজনগণ ইন্দ্রিয়তর্পণ, আত্মম্ভরিতা ও মদ্যপান প্রভৃতি কদর্য্যভোগের কথায় ব্যস্ত থাকায় বেদশাস্ত্রাদির উপদেশের কথা শ্রবণ করে না। সকল শরীর-ধারীর মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মারই যে অভীষ্ট সেবা—একথা আলোচনা করিবার সৌভাগ্য তাহাদের হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয়সুখ-তাৎপর্য্যেই তাহাদের সকল সময় অতিবাহিত হয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আসাম বিরাট গৌড়-মণ্ডলাধিক [illegible] ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ১০৲
প্রথম [illegible] ৬৲
[illegible] ।৶০
৩। [illegible] (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
৪। [illegible] (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
৬। গৌড়ীয়-[illegible] ।৵০
৭। [illegible]
শ্রীচৈতন্য[illegible] ও
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল শ্লোক ।০
১২। [illegible] সাম্প্রদায়িক (মাঘ)
১৩। [illegible] সাম্প্রদায় [illegible]) ।০
১৪। বৈষ্ণব [illegible] ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৸০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-[illegible] ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৸০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। [illegible] ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ৫১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম পরিচ্ছেদ) ৩৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] সাম্প্রদায় ।০
৪৪। প্রেমবিবর্ত [illegible] ৸০
৪৫। [illegible] ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। [illegible] বলদেব ও [illegible] এবং [illegible]) ।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ৶০
৫১। [illegible] ৶০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-দর্পণ-[illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ৵০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ।০
৬০। [illegible] ।০
৬১। [illegible] ।৵০
৬২। [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ, পোঃ [illegible], নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি. পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০—২ [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজীউ মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া. পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, [illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রজপত্তন-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুঞ্জা. পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, [illegible]
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible] কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহা বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ড ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিয়মিত পাঠ মাত্রে একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য। সজ্জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—[illegible] মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা দেশী গাছ গাছড়ার প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে প্রকারের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার যত বড় এবং যত পুরাতন হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত কেটে ও নরম হইয়া যাইবে, এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ডাক্তার ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৷৷৵০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৵০ আনা লাগিবে।

৪। আসামের চা বাগানের বড় সাহেব মিষ্টার পর্ত্তর চৌকায় বলেন - কুইনাইন ব্যবহার করাইয়া যে সকল রোগীর জ্বর বন্ধ হয় নাই এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকা সেবন করিয়া সে সকল জ্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩	৭—১৩,	৯—৪৩	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	+-১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	*. ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
* কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়, তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রায় ৪-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ		৮৲
কাটারিভোগ		৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৷৷০	৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস)		৫৷০
বালাম		৪৷০
কলম		৩৷৷০
সিতাশাল (সরু)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৷৷০—৪৷৷৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৷৵০—২৷৷০
সুজি	৪৷৷০—৪৷৷৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৷৷০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৷৵
গিনি	৩০৷৷
চিকা পাত	৩৫৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ স্থদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
„ ঋণ (১৯০৪	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ স্থদের (১৯৫৯-৮৯) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড)	১২৯৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এম্পায়ার মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১১৯৲
বালী	১০২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৫৭০৲
গুসরী	২৫৫৲
ক্লাইভ	২৯৷০
কামারহাটী	৪০৷৷০
কেণ্ডা	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ছাত্রগণের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ন ও অ আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিশ্রম দেশের অমূল্য আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ বাঁধাই ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্য ও সমস্ত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা প্রথম খণ্ড ৫৩৭ পৃষ্ঠায়, প্রায় সমস্ত পুস্তক হইয়া ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুদীর্ঘ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডাকের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে — প্রতি ইঞ্চি ১৲ — প্রতি কলম ৬৲ — অর্দ্ধ কলম ৩।০ — সিকি কলম ২৲ — চুক্তি মত হার

সাহায্যের হার — প্রতিবার দেয় — বার্ষিক ৯৲ — ষান্মাসিক ৫৲ — ত্রৈমাসিক ২৸০ — মাসিক ১৲ — নগদ বর্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি — ৪৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৮১, ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৪

নদীয়ার নূতন পুলিস সাহেব

মিঃ এস্, কে, গুপ্ত গত ২১শে এপ্রিল (১৯৭৪) নদীয়ার 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ' এর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুদক্ষ পুলিস কর্মচারী হিসাবে মিঃ গুপ্ত বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের নিকট সুপরিচিত। আমরা আশাকরি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় নদীয়া জেলায় সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিবে।

যাত্রী নিহত

বেথুন হইতে প্রকাশ, গত ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী সেরুপাড় রেল ষ্টেশনের উত্তর দিকে লেভেল ক্রসিং পার হইবার সময় বেথুন মাদ্রাজ মালগাড়ীর সহিত মোটর ভ্যানের একখানা দ্রুতগামী ধাক্কা লাগিয়া গাড়ীর সংঘর্ষে একটি ভারতীয় নারী মারা গিয়াছে ও ৩ জন ভারতীয় গুরুতর আহত হইয়াছে। শেষোক্ত গাড়ীতে ঐ ৪ জন যাত্রী যাইতেছিল।

পত্নীকে নরহত্যা

রাঁচি হইতে প্রকাশ, একদল শিকারী অমুক স্থানে শিকারে গিয়াছিল। বনের মধ্যে বড়গাছ তলে গুলী ক'রবার সময় তাহারা দুইটি রমণীকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমরা যাহাতে এলাকার কোন জঙ্গলে এই শোচনীয় ঘটনার অনুষ্ঠান হইয়াছে। রমণী দুইটি কাঠ কুড়াইতে বনের মধ্যে গিয়াছিল।

একটি রমণী ঘটনাস্থলে মারা যায়। কিছুকাল পরে অন্য রমণীটি মারা গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি শিবানন্দ থানার এলাকাধীন ভাগারণী কালান গ্রামে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামের একজন ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধলোক ও তাহার পুত্র গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া ধান লইয়া আসিতেছিল সেই সময় কয়েকজন লোক তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া অন্য দিকে লইয়া যায় ও তাহারা সেই বৃদ্ধকে এমন গুরুতর ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করে যে, তাহার ফলে সে মারা যায়। পুত্র অত্যা-চারিত হয় এবং কেনমতে প্রকারে নিজের জীবন লইয়া পলাইয়া যায়। এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত ৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যই তাহারা এই কাণ্ড করিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

অলঙ্কারের লোভে শিশুহত্যা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, অলঙ্কারের লোভে ১৫ বৎসর বয়স্ক একটী মুসলমান বালিকা কি ভাবে ৫ বৎসর বয়স্কা একটি হিন্দু বালিকাকে হত্যা করিয়াছিল, বেল্লোরে বিচারকের এজলাসে এক মামলায় সেই ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে।

গত ৭ই এপ্রেল তারিখে আসামী বাজিকাটি মৃতা বালিকার গৃহে গিয়াছিল, মৃতা বালিকা একটি রমণীর ক্রোড়ে বসিয়াছিল, আসামী ঐ রমণীর নিকট মৃতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। রমণীটি মৃতাকে নিজের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া তথায় বসাইয়া রাখিয়া গোয়ালঘরে চলিয়া যায়। বালিকাকে একাকিনী দেখিয়া আসামী তাহাকে বাহিরে লইয়া যায়, তাহার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া নেয় ও পরে তাহাকে নিকটবর্ত্তী পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। পরদিন প্রাতে বালিকার শব দেহ উদ্ধার করা হয়। আসামীকে এই হত্যার সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করিলে সে অপরাধ স্বীকার করে। অলঙ্কারগুলিও সে পিতার বাড়ীকে ফিরাইয়া দেয়।

শিশুপালের কারাদণ্ড

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, মহেশপাড়ার শিশুপালের বিরুদ্ধে বিভীষিকাবাদ দমন আইনের অভিযোগে যে মামলার বিচার চলিতেছিল, সেই মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। চাঁদপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৭২ সালের বঙ্গীয় বিভীষিকা দমন আইন অনুযায়ী তাহার প্রতি চার মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম প্রদান করিয়াছেন।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

লাহোর হইতে প্রকাশ, মৌমাছির একটা চাক হইতে মধু সংগ্রহ করিবার ব্যাপার লইয়া যে মারা-মারি হয়, খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ মারামারির সময় আর একটি লোক গুরুতর আহত হইয়াছে। যাহাকে হত্যাকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহার নাম সোনাদিন। লাহোরের অতিরিক্ত দায়রা জজ পণ্ডিত এজাজ নাথ দুর্গা তাহার বিচার শেষ করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগে ঘটনার বিবরণী এই ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, আসামী লাহোর জেলার এক গ্রামের অধিবাসী। সে লকরের (মৃত ব্যক্তির) ক্ষেত্রের কোণে মৌমাছির চাক দেখিয়া সেই চাক হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়াছিল। তাহা দেখিয়া নিহত ব্যক্তি আপত্তি করে ও তাহাকে বাধা দেয় তখন ঝগড়া আরম্ভ হয় এবং আসামী লকরের শরীরে সাংঘাতিক রকমে আঘাত করিয়া তাহাকে জখম করে। সেই আঘাতের ফলেই পরে লোকটির মৃত্যু হয়।

পুলিশের উপর গুলী বর্ষণ

গোয়ালিয়র হইতে প্রকাশ, একদল ডাকাত সশস্ত্রভাবে কোন গ্রামে একটা বাড়ীতে আড্ডা লইয়াছিল। পুলিশের লোকজন তাহাদের সন্ধানে তথায় হানা দিতে যাইলে তাহাদের উপর রিভলভারের গুলী চালান হয়। যাহা হউক, পুলিশ কৌশলে সে অবস্থা হইতে উদ্ধার পায়। শেষে পুলিশ উক্ত ডাকাতদলের সর্দ্দার ও আর ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

বাড়ীটিতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ সোনা-রূপা গহনাদির বহুপরিমাণ পায়। তাহারা ২টা রিভলভার ও ১৭ সের রূপা ১৯ তোলা সোনা ও ডাকাতির বহুপাতি পাইয়াছে। এই ডাকাত দল গোয়ালিয়র, আগ্রা ও রাজপুতানায় ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। পুলিশ এই সম্পর্কে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছে।

চাঁদপুরে খানাতল্লাস

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, পুলিশ চাঁদপুরে ব্যাপক খানাতল্লাস চালাইয়াছে। বাবন-কাদি গ্রামের ফেরারী আসামী হবিবুল্লাহ রায় চৌধুরীর গ্রেপ্তারের সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে।

ঐ মধ্যে ভগবতো বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৩৯১

সাংবাদিকগণ মানুষকে কিরূপ উত্তেজিত করে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি বর্তমান। বিশ্বখ্যাত সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার উভয় হস্ত লোহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া গেদোর পুষ্করিণীতে অতোধিক সন্তরণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সন্তরণ কৌশল দেখিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—এ অতি কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার; দীর্ঘ কালের সাধনা ব্যতীত ইহা আয়ত্ত করা যায় না, এবং পৃথিবীর অন্য কোন সন্তরণ বীরের ইহা সাধ্য ও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রফুল্লকুমারের গৌরব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে আর একজন সন্তরণবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নূতন কিছু কারবার দর্শকগণকে স্তম্ভিত করিবেন—এই আশায় ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি কেবল উভয় হস্ত নহে, উভয় হস্ত ও উভয় পদ ঐ ভাবে শৃঙ্খলিত করিয়া পুষ্করিণীতে দীর্ঘকাল সাঁতার দিবেন। প্রথমে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—২২শে এপ্রিল এই খেলা দেখাইবেন। অনেক কৌতূহলী দর্শক চক্ষু সফল করিবার জন্য ২২শে এপ্রিলের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার ঘোষণা করিয়াছেন - মহরমের জন্য তাঁহার মুসলমান বন্ধুরা এই কৌতুক দেখিবার সুযোগ পাইবেন না। একজন মুসলমান বন্ধুর অনুরোধে তিনি সন্তরণের দিন পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইলেন। আগামী ২৯শে এপ্রিল প্রাতে নবদ্বীপ সহরে তাঁহার এই সন্তরণ (প্রতিযোগিতা) প্রদর্শন হইবে। ইনি একাকীই ঐভাবে সাঁতার দিবেন। এই সন্তরণবীরের নাম শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস। বর্তমানে সন্তরণ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি লইয়া যে ব্যাপার চলিতেছে। ইহাতে কিছু বলঃ আছে বটে কিন্তু ইহা আত্মার পক্ষে অমঙ্গলকর। দুঃস্থ অসহায়দের কার্যা ভগবানের সেবা করা। তাহা না করিয়া এইরূপ লোকরঞ্জক কার্যে জীবন অতিবাহিত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কার্য্য নয়। আশা করি, এই সব সাহসী ব্যক্তিগণ ভগবানের সেবায় নিজ বল ও কৃতিত্বের প্রদর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার

চাঁদপুর গ্রামের অভয়মোহন যে একজন [illegible]। তাহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চাঁদপুর সহরে আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, পুলিশ তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি পুস্তক, পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমোদকর স্বাধীনতা, গোপাডেঙ্গা কাহিনী, কলিকাতা ও চাঁদপুর সাধারণের সভায় যে বক্তৃতা করা হয় সেই বক্তৃতা সংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা এবং কংগ্রেসের কতকগুলি কাগজপত্র নাকি খানাতল্লাসে বাহির হইয়াছে। আগামী ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত তাহাকে হাজতে রাখিবার হুকুম প্রদান করা হইয়াছে।

আজমীরে শিশুহত্যার হিড়িক

আজমীর হইতে প্রকাশ, এই সহরে আবার দুইটি শিশু নিহত হইয়াছে। প্রথমে কোলাবাগ পল্লীর পথের পাশে একটি ভারতীয় শিশু বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাহার পর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পল্লী চাতাবিয়াতে খুব্বাওয়ার পরিষ্কার পার্শ্বে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিশু—বালকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। দুইজনার কোন অস্ত্র দ্বারা গলা কাটিয়া মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। কোন ক্ষেত্রে অপরাধীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গত এক বৎসরে এইরূপ ১০।১২-টি শিশু হত্যা হইয়াছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই অপরাধীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ডাকাতের দল গ্রেপ্তার

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, পুলিশ মথুরার জেলাতে একটা নামজাদা ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রেপ্তারে পুলিশের কাছ কৃপালু ও সরকারের সাহায্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়াও সংবাদে প্রকাশ।

যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পনর জন। তাহারা মথেশ্বর, উজ্জয়িনী, দেবাস ও আগ্রায় বাসো কতকগুলি ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।

এরূপ প্রকাশ যে, একটি বিশেষ আদালতে বর্তমান সহরের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে মামলার বিচার হইবে। একটি ডাকাতি সম্পর্কে এখন তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা চালাবে। মিঃ এন, আর, দাস নিজের আদালতের প্রেসিডেন্টের কার্য্য করিবেন।

এখনও পুলিশের তদন্ত চলিতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, শীঘ্রই আরও কতকগুলি লোক গ্রেপ্তার হইবে।

৩ হাজার টাকার অলঙ্কার আত্মসাৎ

অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আব্দুল সত্তারের এজলাসে শ্রীযুক্ত চারু কুমার মুখোপাধ্যায়ের পাচক শিব নারায়ণ এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হয় যে, সে তাহার মনিব ও মনিব-পত্নীর অনুপস্থিতিতে বাক্স ভাঙ্গিয়া ৩ হাজার টাকার অলঙ্কার আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

চাকুরী দিবার ছলে প্রতারণা

২৭নং বেনিয়াপুকুর রোডে গত বৎসর ১৭। মার্চ্চ মিঃ কে, এন, ডাবুঃগাকে প্রতারণা করিয়া ৩ শত টাকা লইবার অভিযোগে এ, বসুন শিয়ালদহের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ফরিয়াদী ২২ বৎসর বয়স্ক দেশীয় যুবক। অনৈক বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানীর পদের জন্য একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে উক্ত পদের জন্য আবেদন করেন। প্রত্যুত্তর পাইয়া তিনি আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আসামী বলে যে, 'মেসার্স জি, আর, লিটন এণ্ড কোম্পানী'র কারবারের অধিকারী। ফরিয়াদীকে ৮০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়। বলা হয়, ঐ বেতন প্রতি বৎসরে ৫ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি হইয়া ৭৫ টাকা হইবে। কিন্তু জামিনস্বরূপ নগদ ৫ শত টাকা আমানত করিতে হইবে। ফরিয়াদী বলেন, তিনি ৩ শত টাকা জমা দিবেন এবং উক্ত আমানতী টাকা ৫ শত টাকা না হওয়া পর্যন্ত তাহার বেতন হইতে প্রতি মাসে ১৫ টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া হইবে। আসামী উহাতে সম্মত হইয়া ফরিয়াদীর নিকট হইতে ৩ শত টাকা লইয়া তাঁহাকে নিয়োগ পত্র প্রদান করে। আসামী বলে, হিসাবের খাতাগুলি আমাদের অফিসে আছে। সেগুলি কেনস, না পাওয়া পর্যন্ত ফরিয়াদী কার্য্য করিতে পারেন না। সেজন্য ৮ই মার্চ্চ পর্যন্ত সময়ের ছুটির বন্দোবস্ত করিবার জন্য আসামী ফরিয়াদীকে উপদেশ দেয়। আসামী ছুটির উক্ত বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিলে বিহারে তাঁহাকে বদলী হইতে প্রস্থান করেন। তিনি ৮ই মার্চ্চ ২৭ বেনিয়াপুকুর রোডে আসামীর অফিসে উপস্থিত হন কিন্তু উক্ত অফিসের দ্বার তালাবদ্ধ দেখেন। ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্বে তিনি আসামীর সন্ধান পান নাই। আসামী ঐ টাকা লিবার কথা অস্বীকার করে।

১২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

মৌলবীবাজার হইতে প্রকাশ, শ্রীমঙ্গল থানার অধীন খালিসপুর গ্রামে এক দিন ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে ১২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত ও গৃহস্বামী ও মুসলমান নিহত হইয়াছেন।

প্রকাশ ৭ জন ডাকাত রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সজ্জিত হইয়া খালিসপুরের ধনী মহাজন মৌলভী একরাম উল্লার বাটীতে প্রবেশ করে এবং বাটীর লোকজনকে ভীষণ প্রহার করিয়া ১২ হাজার টাকা লুটিয়া লইয়া পলাইয়াছে। প্রহারের ফলে মহাজন সঙ্গে-সঙ্গে মারা গিয়াছেন। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

পণ্ডিত জহরলালের স্বাস্থ্য

কলিকাতা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর শরীরের ওজন আরও ২ পাউণ্ড হ্রাস হইয়াছে। জেল হইবার পর এ পর্যন্ত তাঁহার শরীরের ওজন মোট ৭ পাউণ্ড হ্রাস হইয়াছে।

গাড়ীর নীচে পড়িয়া গাড়োয়ানের মৃত্যু

মালদহ হইতে প্রকাশ যে একজন গোশকট চালক গরু মহিষা মালদহে আসিতেছিল। রাস্তিতে সে গাড়ীর উপর ঘুমাইয়া পড়ে, ঘুমন্ত অবস্থায় গাড়ী হইতে পড়িয়া যায় এবং উক্ত গাড়ী নীচে পড়িয়া পিষ্ট হয়। ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

কারাগারে বৈপ্লবিক সাহিত্য

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, অন্তরীণের বন্দী শ্রীযোগেশ দাসগুপ্ত নামীয় জেলে আটক ছিলেন। জেলখানার ভিতরে তাঁহার নিকট হইতে বিপ্লবাত্মক কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল। ঐ অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুসারে তাঁহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শাকপুরার পাঁচ জন হিন্দু যুবকে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলিয়া পুলিশ চালান দিয়াছিল। মহকুমা হাকিম তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অন্তরীণের বন্দী গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ননীগোপাল ঘোষ নামক একটি যুবককে ঢাকার পাটুয়াটুলী থানা জেলে তাহার বাড়ীতে অন্তরীণ করা হইয়াছিল। পুলিশকে সংবাদ না দিয়া ঢাকা পরিত্যাগের জন্য তাঁহাকে মাণিকগঞ্জ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১১ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ৪৩শ সংখ্যা

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২০শে এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে পুরী শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যকোবিদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত শচীচরণ রায়, শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ সজ্জনগণ।

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু [illegible] অধিকারী, ভক্তি-[illegible] বি-এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বদুনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত [illegible] অধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ [illegible]নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অভীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি প্রমুখ বহু বহু ব্যক্তি হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের রক্ষক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ পুরী ষ্টেশনে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অভিনন্দন করিয়াছেন।

বরহমপুরে প্রচার

গত ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বরহমপুরনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মধুসূদন পাণ্ডা (কবিরাজ) মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকালে উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে যে সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বামী মহারাজ প্রথমে গুরুবন্দনান্তে দৈন্য পূর্ব্বক বলেন—প্রচারকের যে প্রচারকার্য্য তাহা প্রকৃতপক্ষে অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য নহে। জীবমাত্রেই প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, সেই কৃষ্ণদাস কার্ষ্ণগণের নিকট শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেই প্রচারকের প্রচারকার্য্য।

চারি-বর্ণাশ্রমীর প্রত্যেকেরই কৃষ্ণভজন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব-স্ব বর্ণে ও আশ্রমে অবস্থিত হইয়া যদি কৃষ্ণভজন না করেন তাহা হইলে চারিবর্ণাশ্রমী স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়াও প্রকৃত শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না এবং তজ্জন্য তাহাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

কৃষ্ণদাস্য-অবলম্বনই জীবের নিত্যধর্ম্ম, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই জীবের বন্ধন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-বশতঃ তাহার ভুক্তেচ্ছা বিষয়বাসনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং বাসনা-অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কর্ম্মও তাহাকে গ্রাস করিতেছে।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধজীব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন ভাগ্যে কোনকালে সাধুগুরুর নিকট পৌঁছিতে পারে তাহা হইলে সেই ভাগ্যবান জীব নিষ্কপট শরণাগত হইয়া প্রকৃত আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। নচেৎ নিত্যমঙ্গল-লাভের আর অন্য কোনও উপায় নাই। মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া সাধুসঙ্গে নিত্য মঙ্গলের পথ জ্ঞাত হইয়া তদবলম্বনই প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান মনুষ্যের বা কর্ত্তব্য।

বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া কৃষ্ণেতরবাসনা-পূরণমুখে আনন্দলাভের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা জানে না যে কৃষ্ণেতর বাসনা, কোনকালে শেষ হয় না, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা যাহাকে আনন্দ বলিয়া অনুভব করে তাহা প্রকৃত আনন্দ নহে, দুঃখেরই অন্য একটা দিক্। সুতরাং সদ্গুরুকৃপা ব্যতীত জগতে অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি অসম্ভব।

জাগতিক সম্বন্ধ—অনিত্য সম্বন্ধাদিতে আসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে যাওয়ায় আনন্দের পরিবর্ত্তে জীবের ত্রিতাপই আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবকে এই ত্রিতাপ-প্রদান শ্রীভগবানের অত্যন্ত গর্হিত বা নিষ্ঠুরতার কার্য্য—বদ্ধজীবগণ এইরূপ মনে করিলেও তাহা নিষ্ঠুরতার কার্য্য নহে, পরম কৃপা—এবিষয়টী সাধুগুরুর সঙ্গপ্রভাবে দিব্যজ্ঞানের উদয়ে উপলব্ধি হইতে পারে, নতুবা নহে

ভগবদ্ভক্ত লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবানের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মে গমন পূর্ব্বক প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

[illegible] প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা [illegible] অবলম্বন [illegible] নহে। সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাজ, তাহার [illegible] নাই, [illegible] সকলই [illegible] তিনি সর্ব্বজ্ঞ [illegible]।

প্রকৃত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বা শ্রীকৃষ্ণভজনের যে অভিনয় তাহা প্রকৃতপক্ষে হরিনাম গ্রহণ বা শ্রীকৃষ্ণভজন নহে, [illegible]। [illegible] কোনপ্রকার মঙ্গল লাভ হইবে না। [illegible] শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকাই প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণভজন [illegible]। কারণ, শ্রীগুরুদেবের আদেশ-[illegible] কাম নাই। তাঁহার [illegible] একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকার্য্য-[illegible]।

[illegible] পূর্ণ [illegible] স্বার্থপর [illegible] [illegible] কৃপায় [illegible] যে [illegible] পুত্র, ধন, [illegible] ও [illegible] সেবায় নিযুক্ত [illegible] [illegible] পরমার্থ [illegible] [illegible] আমাদের অর্থের দ্বারা সদ্গুরুর আনুগত্যে পরমার্থ-লাভ করাই প্রকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার। নচেৎ অর্থের দ্বারা জাগতিক অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮

অভক্তিমার্গ

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই 'অভক্তিমার্গ' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উদ্দেশে সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই, তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তিমার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভার বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন তাঁহাদের হঠকারিতায় অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে 'ভক্ত' মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই ভক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্গত জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আপনাদিগকে ভক্তাভিমানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। 'অনু'-শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত; শীল ধাতুর অর্থ একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য সম্বন্ধীয় ভক্তচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষাদাত্মক মনঃসম্বন্ধীয় ভক্তভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলনদ্বয়।

'কৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সবিশেষ বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। উঁহাদের পরমাশ্রয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশমূর্ত্তি নিত্যানন্দ রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই ব্যূহচতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অনন্ত বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য অবতারসমূহ প্রকটিত হইয়াছেন।

ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিক অবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধ ভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপাবন্ধু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ করিতেছেন, উহাই ভক্তি ভক্তি উদিত হইলে জীব ভক্ত-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি লুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভক্তশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে 'পরমাত্মা' কখনও বা 'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' বলিয়া সংজ্ঞা দেন। সুতরাং যোগিগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম - কৃষ্ণের আংশিক এবং জ্যোতিঃ-প্রকাশ-বিশেষ। কৃষ্ণেতর ইচ্ছা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারে না। কখনও কখনও বা সংসারে পরমাত্মা কখনও বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখনও বা অজ্ঞান-সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তি-বিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, যোগিগণের সিদ্ধিদাতা প্রভৃতি ঈশ্বরবোধে বরমানন করেন। আবার কোনও সময় স্বীয় বিমুখে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার ভোগপর জীবনই হরিস্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্য বস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে।

ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যাঁহারা 'কৃষ্ণ'-শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের লক্ষ্য বস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র; বস্তুতঃ নিজে বুঝিতে বা অপরকে বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন—অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ এবং নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবা বিপর্য্যয় ঘটে উহা ভক্তি নহে। 'অনুকূল' বলিলে, কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি বুঝায়। আনুকূল্য বলিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধান-রহিত ও সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হওয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না, কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেব্যতত্ত্ব ভগবানের নিজের লভ্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজফলপ্রাপ্য কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গান্তর্গত কৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে; উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত 'অন্যাভিলাষ'-শব্দবাচ্য। যথেচ্ছাচারী, দুষ্কর্ম্মকারী বা অজ্ঞানসেবী দুষ্কৃতিগণ কৃষ্ণসুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ ফলের প্রার্থনা অন্তরে পোষণ পূর্ব্বক আনুকূল্য-সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারে না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণাশা সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা লোক-সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা-বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উচ্চ আচার-বংশ বা বর্ণগত সম্মান-লাভে তৎপর, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখ-ভোগরত, দেব বা আশ্রমের মাহাত্ম্যলোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের জন্য কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান—কপটতাপূর্ণ। সুতরাং কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্য এই হইল অন্যাভিলাষযুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তিপথে দেখা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে 'জ্ঞান' শব্দে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। একমাত্র ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানের কর্ম্মভোগ ফল নিরস্ত করিয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানীর মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তি সদাচারে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলায় (২।১১৭),—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উদয়। প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস। কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে অথচ অচিরেই ভক্তির উদয় হয় নাই, এরূপ কখনও হয় না। 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।' কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়কজ্ঞান ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হয়। ভক্তিব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িকজ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল বিফল চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তি-অঙ্গ নহে।

ব্রহ্মজীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম—কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। কৈতুক-জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিণাম হইতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। শুদ্ধভক্তিকে তাঁহার বণিগ্‌বৃত্তির অন্তর মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে—ঐ প্রকার বৃথা তর্ক দ্বারা তত্ত্ববস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এরূপ ভক্তিবিরোধী জ্ঞানী আত্মবঞ্চনা-ক্রমে কেবল অহৈতুকী সেবালক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞানমিশ্রিত প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর সদ্বিবেচনাশূন্য নির্ভেদ-জ্ঞানে ভক্তের ভক্তি যেন আবৃত না হয়। কৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান। ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞানে মায়াশক্তির রূপ, গৌণ, জাগ্রত বা মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি 'অভক্তি' নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব সে-জ্ঞান কৃষ্ণেতর বৈতজ্ঞান। মায়িক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান - জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত জ্ঞানের আবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন সম্ভবপর নয়।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতিকথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রদ কর্ম্ম জীবের বন্ধনাত্মক। কর্ম্ম—কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম। কর্ম্মফলবাদী নিজ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি—কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যাই—ভজনীয় কৃষ্ণের অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল জীবের প্রাপ্য কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি-পিশাচিনী ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, "—হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শারীর যাবতীয় অনুষ্ঠান 'বৈধী ভক্তি' বলিয়া কথিত।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

হয়। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ গোলোকপতিকে প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২২)—

'জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥'

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এতদ্বারা বা শিবাধারা উহারা ভক্তি উৎপন্ন হয় না—বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী চিত্ত-কাঠিন্যের হেতু; তজ্জন্য উহা সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই। ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার আবশ্যকতা নাই। ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই। হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার প্রয়োজন নাই। আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার আবশ্যকতা নাই।

জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে, অবান্তর মার্গের না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। আবার মূলবৃত্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না—ইহাই শঙ্করাচার্য্যে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য প্রভৃতি ভক্তির প্রতিবন্ধক মার্গসমূহই—অভক্তিমার্গ।

যমরাজ

'যম' নাম শুনিলেই সাধিক' জীবের ভয় হয়। তাহা ত' হইবারই কথা! কারণ,—

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং
যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত
যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"

(শ্রীভাঃ ১।১।১৪)।

ঘোর সংসাররূপ ভীষণ অরণ্যে পতিত জন বিবশ হইয়াও যাঁহার নামাশ্রয় মাত্র সদ্য সংসারমুক্ত হন, যাঁহাকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করে, সেই শ্রীহরিকে ভুলিলেই যে ভয় আসিয়া যমরূপে—বিকট মূর্ত্তিতে বুকে চাপিয়া বসে! ভয় হইবে বৈ কি? মায়ামুগ্ধ জনের যখনি 'দ্বিতীয়াভিনিবেশ' অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে রতি হইয়াছে, তখনই 'ভয়' আসিয়া তাহার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, নিরাপদ পুরে বিষয় ভুজঙ্গের মত বিষম প্রায় হইয়াছে! কিন্তু, যে-জন শ্রীকৃষ্ণের অভয় পদে শরণ লইয়াছেন, তাঁহার নিখিল-ভয়-নিবারণ নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার আর ভয় কোথায়, —তাঁহার আর ভয় কাহাকে? অপরের চক্ষে, অপরের পক্ষে যাহা ভয়াবহ' ভীষণ, তাহাই ঐ অভয়-পদাশ্রিত সজ্জনের সকাশে কৃষ্ণপ্রেমের মধুর তরঙ্গ!

যমরাজ শম্ভু-প্রভৃতি দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। তিনি মায়াবদ্ধ জীবের শুভাশুভ-কর্ম্মফল-অনুসারে তাহাকে নিয়মিত করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'যম'।

"যময়তি নিয়ময়তি জীবানাং
শুভাশুভফলমিতি।"

তাঁহার নাম—যমরাজ, পিতৃপতি, সমবর্ত্তী, কৃতান্ত, শমন, কাল, মহিষবাহন, মহিষধ্বজ, ধর্ম্ম, অন্তক, শীর্ণপাদ, দণ্ড, কর্ম্মকর, যম, দণ্ডধর, কীনাশ, যমুনা-ভ্রাতা, উড়ুম্বর, জীবিতেশ, যমরাট্, তীব্রশাসন, শ্রাদ্ধদেব, দণ্ডধার ও বৈবস্বত।

তিনি বিবস্বান্—সূর্য্য দেবের পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম,—বিবস্বত। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নাম্নী কন্যার সহিত সূর্য্যদেবের বিবাহ হয়। সংজ্ঞা ও সূর্য্য হইতেই যম ও যমুনার জন্ম হইয়াছে। অনেকে ইঁহাদিগকে বিবস্বত ও সরণ্যুর যমজ সন্তান বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে বৈশম্পায়ন বলেন - সংজ্ঞারই নাম 'সুরেণু' ছিল।

"সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু
ভাবিনী।" (১।৯।২)।

ইহাতেও যম ও যমুনাকে যমজ বলা হইয়াছে।

যম দক্ষিণ দিক্পাল। গরুড়-পুরাণে আছে,—মনুষ্য-লোক হইতে ৮৬০০০ যোজন দূরে দক্ষিণে যমরাজের দুর্ভেদ্য দুর্গ-সদৃশ সুদৃঢ় সুবিস্তৃত পুরী আছে। তথায় যেখানে মায়াবিষ্ট পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাদের পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার এবং তদনুসারে তাহাদের শুভাশুভ গতি নির্ণীত হয়।

বৈষ্ণব শিরোমণি যমরাজ সজ্জন ও দুর্জ্জনের চক্ষে দুইরূপে দৃষ্ট হন। একৈকশরণ সাধু মহাত্মাদের চক্ষে তিনি প্রাপ্তবান্ধব। শ্রীবিষ্ণুদেবের বৈষ্ণবরূপেই প্রত্যক্ষ হন। তাঁহাদের নিয়ন্তা তিনি নহেন। তাঁহার দুর্দ্দমশাসন ভীষণ মূর্ত্তি কৃষ্ণবিমুখ দুরাত্মারাই দর্শন করে। তাহাদেরই নিয়ন্তা বা শাস্তা তিনি। তাহারাই যমদণ্ডের যোগ্য, পদ্মপুরাণে তাঁহার এই দুই রূপ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম রূপ,—

"চতুর্ব্বাহুঃ শ্যামবর্ণঃ প্রফুল্লকমলেক্ষণঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গরুড়বাহনঃ॥
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতী চ স্মেরচারুতরাননঃ।
কিরীটী কুণ্ডলী চৈব বনমালা-বিভূষিতঃ॥"

দ্বিতীয় রূপ,—

"দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রূকুটিকুটিলাননং।
ঊর্দ্ধকেশং মহাশ্মশ্রুং প্রস্ফুরৎ
সাধরোষ্ঠকম্॥
অষ্টাদশভুজং ক্রুদ্ধং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং ব্রহ্মদণ্ডেন তর্জ্জকম্॥
মহা-মহিষমারূঢ়ং দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্।
রক্তমাল্যাম্বরধরং মহামেরুমিবোচ্ছিতম্॥
প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষং পিবন্তমিব সাগরম্।
গ্রসন্তমিব ত্রৈলোক্যং উদ্গিরন্তং
বৈশ্বানরম্॥"

(পদ্মঃ ক্রিয়া যোঃ সাঃ ২২ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল-উপাখ্যানে, কৃষ্ণনামের এবং কৃষ্ণদাস মহাত্মাদের অপার মহিমা মহাভাগবত যমরাজের শ্রীমুখবাক্যে অতি চমৎকাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অমৃতবাক্যে অনন্তরূপ হরিভক্ত বৈষ্ণবদের পরম বৈষ্ণবগণও স্বচ্ছ সলিলে সুরভিত শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

মৃত্যুকালে মহাপাপী অজামিল কোন অজ্ঞাত সুকৃতি-বলে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া, ভগবদ্দূতগণের সহসা যমদূতের কবল হইতে বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক মুক্ত এবং বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলে পরাহত যমদূতগণ প্রভু সকাশে গিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের প্রভু যমই জীবগণের একমাত্র শাস্তা ও নিয়ন্তা। কিন্তু, তাঁহাদের সে বিশ্বাস আজ দূর হইয়াছে। তাই, তাঁহারা সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাদের প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, আমাদের মনের ভয় সত্য বলুন, আপনার উপরেও কি কেহ কর্ত্তা আছেন যাঁহাদের দ্বারা, আমরা আজ পরাভূত হইলাম, তাঁহারা কে? কাহার বলে তাঁহাদের এত প্রভাব, এত ঐশ্বর্য্য?"

ধর্ম্মাত্মজ যমরাজ দীন দূতমুখে এই কথা শুনিয়া শ্রীহরির মহিমা-কীর্ত্তনের সুযোগ দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি হরিপদাম্বুজে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"দূতগণ, আমারও ঈশ্বর, এই অখিল চরাচরের অদ্বিতীয় অধিপতি একজন পরমেশ্বর আছেন। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যপ্রভাবে একাংশে এই অনন্ত জীবজগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাতেই সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। নিজনাসা বলীবর্দ্দের মত সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া জগতে ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার দুরত্যয়া মায়াশক্তিতে তিনি সকলকেই বিবিধ অভিমানে বদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে চালিত করিতেছেন। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, নির্ঋতি, প্রচেতা, আমি, বিশ্বদেবগণ, সিদ্ধগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, অন্যান্য দেবদেব বিশ্বস্রষ্টা সকল এবং ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি আদি মহাসত্ত্ব ঋষিগণও সেই পরমেশ্বর শ্রীহরির অত্যাশ্চর্য্য মায়াতেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কোনও তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

চক্ষু যেমন সকল অবয়বকেই দেখে কিন্তু তাহাকে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই দেখিতে পায় না, তেমনি তিনি দ্রষ্টারূপে সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত হইলেও, কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তিনি সকলের উপর স্বতন্ত্র স্বামী। তোমরা যাঁহাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছ, তাঁহারা তাঁহারি অবেক্ষণে পার্ষদ আছেন। তাঁহারাও তাঁহারি মত রূপ, গুণ ও স্বভাবে সমৃদ্ধ। তাঁহারা অপ্রতিহত গমনে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া, হরিভক্ত মহাজন-সকলকে সর্ব্ববিধ বিঘ্নবিপত্তি হইতে সতত রক্ষা করিতেছেন। হরিপরায়ণ মহাত্মারা ভাগবতধর্ম্মের অভেদ্য বর্ম্মে সদা সুরক্ষিত। এই ভাগবতধর্ম্ম কাহারও কারত বা উদ্ভাবিত নহে; তাহা সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীত।

ঋষিগণ বা দেবতারা এই পরমধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত নহেন। সিদ্ধাসুর মনুষ্যাদির কথা ত' অতি দূরে। তবে, তাঁহারই কৃপায় তাঁহার একান্ত আশ্রিত ভক্তগণই তাহা জানেন; তাই স্বয়ম্ভু, শম্ভু, নারদ, সনৎকুমার, কপিল, মনু প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসপুত্র এবং আমি,—এই দ্বাদশ জন আমরা সেই অলৌকিক ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি। ইহা বেদেও গোপনে রক্ষিত হইয়াছে। উহা সর্ব্বপ্রকার কৈতব-মল-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ। কোন জ্ঞান, কোন বিদ্যা বা বুদ্ধির দ্বারা কেহ উহা জানিয়া লইতে পারে না। কেবল ভগবৎকৃপায় ভক্তগণই উহা জানেন। উহা জানিয়াই, জীব মায়ামুক্ত হইয়া ভগবৎ পদাম্বুজের অধিকারী হন।

(ক্রমশঃ)

জেনো যে পিয়াস নাম সেই নাম গাও। ভক্ত সব নাম-আত্মায় রুচি নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৫৫৫০ পত্র হইতে পরার -৮৲
[illegible] হইতে [illegible] ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। [illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (বলদেবের টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
১২। [illegible]
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য
([illegible]) ।০
১৪। বৈষ্ণব[illegible] ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন দিন দর্পণ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকরের নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৸০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চনকণ ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। ভক্তি[illegible]
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। [illegible] বা মহাপ্রভু[illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষদ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিলাসঃ ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। ৬৪ [illegible] ।০
৫৬। [illegible]-নির্ণয় ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নবদ্বীপ ।০
৬১। [illegible] ।৶০
৬২। [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবধর্ম ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি ৴০

অসমিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান:

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible] ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible]-কৃষ্ণ শ্রী[illegible],
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। [illegible] পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-[illegible]মঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible] মাম্পাড়, বর্দ্ধমান
১২। শ্রী[illegible]শ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible] [illegible],
পোঃ [illegible], [illegible],
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
২০০২ [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপাল[illegible] মঠ [illegible]পুর ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ [illegible]।
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible]নন্দ মঠ [illegible],
পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible]শ্রম [illegible], আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বালিয়াটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রী[illegible]নন্দগৌড়ীয় মঠ [illegible],
[illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটা,
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible]পুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রী[illegible]মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওন্ সট্রার হাউস, [illegible] গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]পুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]পুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] [illegible] সম্পাদিত ও [illegible] শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাত্র শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া সদ্ধর্ম্মাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর সুন্দর ছাপা। চার খণ্ডে আটপেজি আকারে ১০২৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ সংস্করণ ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর সমাপ্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৩৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৪, ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (মধ্যম)	৩৸০ - ৪৲
বাঁকতুলসী (মধ্যম)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (নং)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
রুপাফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
গড়ান	৩০৸
গিনি পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৩৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
„ ঐ (১৯০৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৭) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি)	২২৪৷০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১২৫৲
বালী	১৩৪৲
বরানগর	১৫০৲
[illegible]	৩৭০৲
[illegible]	৪১৫৲
ক্লাইভ	২১।০
কামারহাটী	৪০৸০
[illegible]	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পবিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া এক ধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট্ অভিনব ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব ভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্ত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা /০

ভাগবতের সদ্ধর্ম্ম প্রচার — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই বৈশাখ বুধবার ১৩৪১, ২৫শে এপ্রিল ১৯৩৪

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
১ম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৪

(১)

১৭০০ বাংলারি ৩৩ দাবী ১২১১॥/৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং বহেরগঞ্জ

দেঃ কুলসম বিবি দিং সাং টেংরা, পোঃ বহেরগঞ্জ

১। থানা নবদ্বীপের পারিশাড়া গ্রামে ৫২৯ খতিয়ানে ১-০১৭নং জমি ২॥/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। উমিদপুর গ্রামে ৩০০ খতিয়ানে ৩-৪১৭নং জমি মূল্য আঃ ২০৲

৩। মাজদিয়া গ্রামে ৬৬নং খতিয়ানে ১-৭০নং জমি মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১৭৩০ বাংলারি ৩৩ দাবী ১৭০১৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

১। সম্পত্তি উপরিউক্ত ১৭০০ নম্বরের এ দফা

(৩)

১৩৩১ বাংলারি ৩৩ দাবী ১০৩৵

ডিঃ ঐ

দেঃ অন্নদা বালা দেবী সাং ভাজনঘাট থানা কোতয়ালীর মুড়িয়া গ্রামে ২২৭ খতিয়ানে ৬৪-১০৭নং জমি ২৮৵ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

১৮৯৩ বাংলারি ৩৩ দাবী ৫১৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ হরিদাস বিং সাং মাজদিয়া পোঃ নবদ্বীপ,

থানা নবদ্বীপের মাজদিয়া গ্রামে ১১নং খতিয়ানের ১১-৪০নং জমি ১০/৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

১৮৯৬ বাংলারি ৩৩ দাবী ৯৭৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ বাদিবি বিবি দিং সাং সিমুলপাড়ি পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সিমুলপাড়ি গ্রামে ২৮৯ খতিয়ানে ৫-১৫নং জমি ১৪৵ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১৯২১ বাংলারি ৩৩ দাবী ৩৩৭/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ও পোঃ নবদ্বীপ।

থানা নবদ্বীপের বেলপুকুর গ্রামে ২০৮নং খতিয়ানে ৯-৭১নং জমি ৫৭৪৩ পাই জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৭)

২০৭৪ বাংলারি ৩৩ দাবী ৮৮৵

ডিঃ ঐ

দেঃ কেলাই মণ্ডল সাং ইটুনা, পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর ইটুনা গ্রামে ৭২০।৭২১ খতিয়ানে ৪-৯৫নং জমি নিষ্কর মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

২০৫৪ বাংলারি ৩৩ দাবী ১০৸০

ডিঃ রামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ খুদু মুন্সি সাং বলভপুর পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জের আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ৫২৪ খতিয়ানে ১-১৫নং জমি ৫।০ জমা দেঃ এর তৃতীয়াংশ স্বত্ব মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

২০৭৭ বাংলারি ৩৩ দাবী ৪৭৸৯

ডিঃ দুর্গাদাস সরকার বিং সাং বাবলাপাড়া

দেঃ নিতাননী দাসী সাং বাবলাপাড়ি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর বাবুরপাড়া গ্রামে ৩০ নং খতিয়ানে ৪-৪২নং জমি ৭।৵০ জমা মূল্য আঃ ৩৮৲

(১০)

২০৯২ বাংলারি ৩৩ দাবী ১৩।৵০

ডিঃ রামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ কুসুমরাণী সাং বসন্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ৫২৫ খতিয়ানে ১-১৫নং জমি ৩।০ জমা দেঃ এর তৃতীয়াংশ স্বত্ব মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

২০৯৪ বাংলারি ৩৩ দাবী ২৮৬৵০

ডিঃ আবদুল মুমিন ওস্তাগর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিশ্বম্ভরনাথ চক্রবর্ত্তী বিং সাং কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর গ্রামে ৪০৮৫ নং খতিয়ানে ১-২৩ নং জমি মূল্য আঃ ২০৲

(১২)

১৩৯ বাংলারী ৩৩ দাবী ২৮৸০

ডিঃ রাসবিহারী সিংহ বিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ সুরধীন দাসী বিং সাং বড় আটানী পোঃ মাটিয়ারী

থানা কালীগঞ্জের বড়আটানী গ্রামে ৩৩৫ খতিয়ানে ৭-৯১নং জমি নিষ্কর মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১৭২৩ মনিঃজারি ৩৩ দাবী ১৫৪৵৯

ডিঃ চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ হারেন্দ্রনাথ দে সাং বিষ্ণুপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর অধীন বিষ্ণুপুরগ্রামে ১৩৮ হইতে ১৪৪।১৪৭।১৫২ খতিয়ানে ৩৩-৭৯নং জমি, হরিসভা গ্রামে ৩৫৩ খতিয়ানে ৫-১১নং জমি, থানা নবদ্বীপের অধীন পানশীলা গ্রামে ৫৩৭ খতিয়ানে ২-৯৫নং জমি দেঃ ৵/২।৷/— অংশে ২৫-৮২নং জমি ২০৲ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(১৪)

৪১ মনিজারি ৩৪ দাবী ১৫৪/১

ডিঃ যশোমতী দাসী সাং মাধবপাড়া

দেঃ কৌলীন শেখ সাং কসুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর কসুরপুর গ্রামে ১৪৮ খতিয়ানে ৪১নং জমি সাং ২ কুঠারী ঘর দুয়ার জানালা সহ মূল্য আঃ ৭০৲

(১৫)

২০৫৫ মনিজারি ৩৩ দাবী ১৫৮৵৯

ডিঃ নবাবজাদী বেগম সাং নাটোয়া

দেঃ আনন্দ চন্দ্র ঘোষ বিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কালীগঞ্জের কৃষ্ণনগর গ্রামে ৪০২-৪০৫ খতিয়ানে ৯ ৩৫নং জমি ১৪/৭ সহ পুষ্করিণি মূল্য আঃ ১০০৲

(১৬)

৫২ মনিজারি ৩৪ দাবী ৪২৸৩

ডিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস সাং গোবিন্দপাড়া

দেঃ নয়ন মণ্ডল সাং বাধিনপাড়া

থানা কালীগঞ্জের বাধিনপাড়া গ্রামে ১৪৫।১৪৬।১৪৮ খতিয়ানে ৫-২৭০নং জমি ১০৪৯৫ ৫৩ সহ খড়ো ঘর দ্বার জানালা সহ মূল্য আঃ ৫৫৲

(১৭)

১২৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ৩০৵৬

ডিঃ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ

দেঃ নির্ম্মলাসুন্দরী দেবী সাং নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের দেয়াড়াপাড়ার মধ্যে ৪১৬৮ খতিয়ানে ৫০ঃ দাগ [illegible] এক তর মাত্র ৩ কুঠারী পাকা কোঠা বাসাদির জুমা পায়খানা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

১৩৭ নম্বর ৩৪ দাবী ১৭৭।৶৯

ডিঃ [illegible] মণ্ডল [illegible]

দেঃ বৈদ্যনাথ মাঝি দিং সাং জগন্নাথপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের জগন্নাথপুর গ্রামে ২১৭ খতিয়ানে ৮-১০নঃ জমি ৩/১১ পাই জমা দেঃ ১০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

১৩৭৭ মনিজারী ৩১ দাবী ৭১৸৶৯

ডিঃ জহরীলাল দাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় সাং রাম নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর রামনগর গ্রামে ৪৩।৫০ খতিয়ানে ৭৩০নঃ জমি ৪।০ জমা মায় পাকাবাড়ী মূল্য আঃ ২১৲

(২০)

২৬৭ মনিজারি ৩৪ দাবী ১১৩৸/০

ডিঃ কালীচরণ সরকার সাং বেলেচ

দেঃ কাসেম সেখ সাং জামনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর জামনগর গ্রামে ৭৬নং খতিয়ানে ৬-৬০নঃ জমি ১৫৶০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২১)

১১৩৩ মনিজারী ৩১ দাবী ২৪।৶৩

ডিঃ সুকুমার ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ কৃষ্ণলাল প্রামাণিক সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর বেলপুকুর গ্রামে ৯৯৫ খতিয়ানে ২০নঃ জমি ১৮০ জমা মায় দরুণ বাড়ী ঘর সাত সরঞ্জাম দেঃ ৶০ অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

১৬৯৫ মনিজারী ৩৩ দাবী ১২৫০৸৬

ডিঃ ইব্রাম সেখ সাং কাজিকাড়া

দেঃ কুমুদভূষণ মুখোপাধ্যায় সাং মালঞ্চ-পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর মালঞ্চপাড়া গ্রামে ৩৫৬ ও ২৮০ দাগ নম্বর ৭০নঃ জমি নিষ্কর দেঃ ।০ অংশ মায় পাকা কুঠারী ৪টা কুয়া ২টী সাজসরঞ্জাম মধ্যে মূল্য আঃ ৪০০৲

(২৩)

৩২১ মনজারী ২৪ দাবী ২২৪৷৩

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ পাল সাং গোয়াড়ী

দেঃ অন্নদাপ্রসাদ সিংহ দিং সাং ঘূর্ণী

১। থানা কোতয়ালীর রাধানগর গ্রামে নদীয়া মহারাজা ৭.৫ ছত্রের অধীন ১০/০ দিগা জমা মায় পোদ্দারী পুষ্করিণী ৪০-৩ পাই জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। থানা কোতয়ালীর গোয়াড়ী বাজারে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকান ঘরের উত্তরে জেলাবোর্ডের অধীন ২।৶১০ জমা মায় কোঠাঘর জানালা ইত্যাদিসহ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। গোয়াড়ী গোয়ালাপট্টী মধ্যে কেদার নাথ রায়ের বাসাবাটীর দক্ষিণে ১৪১নং খতিয়ানে পাকা গুদামঘর মায় সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৫০

৪। কৃষ্ণনগর গ্রামে অতুলকৃষ্ণ চন্দ্র কম্পকার অধীন ২ ৮৫নঃ জমি ৬৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১২১৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ৭১৪৶৩

ডিঃ মনোরঞ্জন কুণ্ডু সাং নবদ্বীপ

দেঃ মনমোহন পাল সাং বিমনী নূতন-বাড়ী জিলা ঢাকা পোঃ লৌহজঙ্গ

থানা নবদ্বীপ গ্রামে ২৪৭৪ খতিয়ানে ০৫নঃ জমি ১।০ জমা মায় পাকাবাড়ী ও সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৫)

১২৩ মনিজারী ৩৪ দাবী ২৭৫।৯

ডিঃ কিরণবালা দেবী সাং মাটিয়ারী

দেঃ শ্রীপাতভূষণ চক্রবর্ত্তী সাং মাটিয়াড়ী

১। থানা কালীগঞ্জের মাটিয়ারী গ্রামে ১১৯৮ খতিয়ানে ৫নঃ জমি নিষ্কর মধ্যে কয়েকটি ঘর ১ খানা ও রান্নাঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ১৯৫ খতিয়ানে ৫নঃ জমি ৮০ পাই জমা মায় বাগান মূল্য আঃ ৩০৲

(২৬)

১০৭ মনিজারি ৩৭ দাবী ২৪৩০৷৶০

ডিঃ মন্মথনাথ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ নরেন্দ্রনাথ দাস দিং সাং গোয়াড়ী

১। থানা কোতয়ালীর গোয়াড়ীগোবিন্দ-সড়ক মধ্যে ৮৭৯ খতিয়ানে প্রভাত কুমার ঠাকুর অধীন ৩৲ জমার ১৫নঃ জমি মায় ৪ কুঠারী পাকা ঘর রান্না ঘর চুণ পায়খানা মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ গ্রামে ৫১৯ খতিয়ানে ৪নঃ জমি ১৫০ জমা মায় ২ কুঠারী পাকা দোকান ঘর সাজ সরঞ্জাম দেঃ ৪০ অংশ মূল্য আঃ ৫০০৲

৩। মৌজা গোয়াড়ী মধ্যে ১২৫ খতিয়ানে ১নঃ জমি ১/১০ জমা মায় পাকা দোকান ঘর মূল্য আঃ ৪০০৲

৪। ঐ গ্রামে ১২৭ খতিয়ানে ১৫নঃ জমি ৬৲ জমা মায় পাকা বাড়ী ১০টী কোঠা মধ্যে ৫খানা পায়খানা দোকান ঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

৫। ঐ গ্রামে বাসন্তীদেবীর অধীন ৫৮৶ ০ জমা মায় পাকা কোঠাদালান ও কুঠারী জানালা সমেত মূল্য আঃ ৫০০৲

(২৭)

২০৬৮ মনিজারী ৩১ দাবী ৪০৪৸৶৬

ডিঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু সাং কলিকাতা

দেঃ গৌরীকুমার দাস সাং নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের পোড়ামাতলার ১৭৮০ খতিয়ানে ৭নঃ জমি ।৶৯ পাই জমা মায় কোঠাবাড়ী ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৮)

১৯৬৯ মনিজারী ৩৩ দাবী ১১১।৶০

ডিঃ গোলাম মুস্তাফা মণ্ডল সাং ছোট জুলবেড়িয়া

দেঃ মুকুন্দ সেখ সাং ছোট জুলবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের পলাশী গ্রামে ৯নং খতিয়ানে ৪-৭৩নঃ জমি মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৯)

১৯৭০ মনিজারী ৩৩ দাবী ৬৬৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আশুতোষ ঘোষ সাং ছোট জুলবেড়িয়া

১। থানা কালীগঞ্জের ছোট জুলবেড়িয়া গ্রামে ৯নং খতিয়ানে ১-৩৫নঃ জমি ৩।৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৬০৲

২। ঐ মৌজার জুরানিয়া গ্রামে ২০২ খতিয়ানে ৮৯নঃ জমি ১৸৶০ জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(৩০)

১৮ ম নজারী ৩৪ দাবী ১৪৩৸৶৬

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি ব্যাঙ্ক

দেঃ নিতাই চরণ সিংহ সাং কাঠালি-পোতা

থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজার ৫৩৮ খতিয়ানে ২-০৪৭নঃ জমি ৬৲ জমা মায় পুকুর জলকর ইত্যাদি সহ দেঃ ৶১০—অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৪

(১)

১২৮৭ মাংজারি ৩৩ দাবী ৫৪৸৶৬

ডিঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চক্রতীর্থশালা

দেঃ পাঁচুসেখ সাং চক্‌গোবিন্দপুর

থানা নাকাশীপাড়ার মৌজা চিত্রাগ্রামে ১৮৯ খতিয়ানে ৭-৫১নঃ জমি উঠবন্দি মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১২৮১ মাংজারি ৩৩ দাবী ১০৮৸/৯

ডিঃ রাধাপ্রসাদ তরফদার সাং বাহিরাপুর

দেঃ সতীশ চন্দ্র প্রামাণিক দিং সাং চাপেরঘাট

থানা নাকাশীপাড়ার শিবপুর গ্রামে ৫৫৭ খতিয়ানে ১০০৩ নঃ জমি ১৬৯৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

১৩০২ মাংজারি ৩৩ দাবী ৫৪।৶৬ পাই

ডিঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহরায় সাং নাকাশী পাড়া

দেঃ মীরণ মণ্ডল সাং আড়চেঙাই পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার আড়চেঙাই গ্রামে ২০১ খতিয়ানে ৫-১৬নঃ জমি ২৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

১৪৩৩ মাংজারি৩৩ দাবী ২৪।৶৬

ডিঃ মনোমোহন পাল চৌধুরী দিং সাং চক্রতীর্থশালা

দেঃ শরৎসুন্দরী দেবী সাং কালিকাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার মৌজা চিত্রাগ্রামে ২৮৪ খতিয়ানে ৮-৮৩নঃ জমি মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১৪৫২ মাংজারী ৩৩ দাবী ১৭৸/০

ডিঃ নুরমহম্মদ কুয়ারী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ একরাম চাপরাসী দিং সাং গাছেরবুনী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার অধীন পাথুরীগ্রামে ১৭৪নং ২-০৭৭নঃ জমি উঠবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

১৪৭৬ মাংজারি ৩৩ দাবী ১২৸৩

ডিঃ মনোমোহন পালচৌধুরী দিং সাং চক্রতীর্থশালা

দেঃ ওমাজ মণ্ডল সাং বামুন পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন বামুনপাড়া গ্রামে ৪৩নং খতিয়ানে ৬-৫৩নঃ জমি জমা ১৲ নিরিখ মূল্য আঃ ৩০৲

(৭)

১৪৮৭ মাংজারি ৩৩ দাবী ২৮।৶৪

ডিঃ ঐ

দেঃ হারাণ মণ্ডল সাং বামুনপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বামুনপাড়া গ্রামে ১০৩ খতিয়ানে ১২-১৩ নঃ জমি ১৲ নিরিখ মূল্য আঃ ২০৲

(৮)

১৫০৪ মাংজারি ৩৩ দাবী ১০৸৶৮

ডিঃ ঐ

দেঃ রমজান সেখ সাং বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়ার বেথুয়াডহরী মৌজার ২০৬নং খতিয়ানে ৫-০৮ নঃ জমি ৮৸৶০ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৯)

১৫২২ মাংজারী ৩৩ দাবী ১৫৷৩

ডিঃ মনোমোহন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ সুধার মণ্ডল সাং বামুনপাড়া পোঃ বাহাদুরপুর

থানা চাপড়ার বামুনপাড়া গ্রামে ১২০নং খতিয়ানে ৩৪নঃ জমি উঠবন্দি মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৫১৫ মাংজারী ৩৩ দাবী ৭২৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রোজিনা বিবি সাং কলিঙ্গাবাদ পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়ার কালিঙ্গাবাদ গ্রামে ২০৩ নং খতিয়ানে ৫-৭৫নঃ জমি উঠবন্দী মায় বাড়ী ঘরসহ মূল্য আঃ ৩০৲

অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১২ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বুধবার ৪৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

কাশীতে

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষ সেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্‌ভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রীজী কাশী ধামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রতিদিনই পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গত ২৫শে চৈত্র তারিখে বেনারস ক্যাণ্টন-মেণ্টের প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ হালদার মহাশয়ের নব-নির্ম্মিত ত্রিতলভবনে এক বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বিষ্ণুপদ বাবু ও অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ২৬শে চৈত্র তারিখে সিগরা-গোধরা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এইচ-এম-বি মহোদয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন শিক্ষা পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হয়। ডাঃ সতীশ বাবু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকদিগের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

দিল্লীতে

গত ১০ই এপ্রিল দিল্লী নগরীর অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে তথাকার [illegible] শেষ [illegible] দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-[illegible] তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সন্ধ্যা ৭টা হইতে [illegible] ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব [illegible] -গৌরবাদি [illegible] লাভের জন্য শ্রীল সূত গোস্বামীর নিকট পরিপ্রশ্ন এবং তদুত্তরে গোস্বামী মহারাজের যে উক্তি, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে গুরু ও গুরুব্রুব, সাধু ও সাধুব্রুব, ভক্ত পাঠক ও সাধুর কীর্ত্তনের পার্থক্য বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় সানন্দে হরিকথা শ্রবণ করেন।

সভাতে বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্র-লোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন এবং হরিকথা শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পাঠের আদি ও অন্তে সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারীজী [illegible] কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সুললিত কীর্ত্তন-শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হন।

গত ১৪ই এপ্রিল শনিবার তারিখে Commerce Departmentএর Supdt শ্রীযুক্ত বাবু ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ তাঁহার গৃহে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজের অভিনব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন এবং এই অনিত্য সংসারে জড়সুখে প্রমত্ত না হইয়া ভগবদ্ভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা উপলব্ধি করেন।

সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারী ও ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠে

গত ১২ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠের নূতন-গৃহ প্রবেশ মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন দাসাধিকারী মহোদয় পূর্ব্বে তাঁহার বসতবাটীর বহির্দেশে মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবায় মনোনিবেশ করেন। এক্ষণে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুরারিবাবু তাঁহার বাস্তবাটী ও বাকী অন্যান্য যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত করিয়া সেবাদর্শ সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে বৃক্ষমূলে দাঁড় করাইয়া নিজে অট্টালিকার মনোরম প্রকোষ্ঠে দেহমনের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকে তাহার ন্যায় দুর্ভাগা দুর্ম্মতি আর কে? মুরারি বাবুর আদর্শ দর্শন করিয়া জগদ্বাসী ভগবৎসেবায় যথাসর্ব্বস্ব-দানের সুযোগ গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণবস্তুর পূর্ণসেবা লাভের অধিকারী হউক, ইহাই মহাপ্রভুর চরণে আমাদের প্রার্থনা।

গৃহপ্রবেশোৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজীউর মহাভিষেকের পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় গীতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' শ্লোকটী অতি সুন্দর-রূপে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীভগবান্‌ই যে সকল যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু তাহা সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার অনর্গল বাণী ও সুচারু ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠান্তে সকলকে সুপাচ্য মহাপ্রসাদ বিতরণ

আসামে

আসাম কামরূপ জিলার অন্তর্গত শ্রীসর-ভোগ-গৌড়ীয়মঠের নিকট কলিতাপাড়া নামক স্থানে গত ৮ই এপ্রিল তারিখে মঠবাসী ভক্তবৃন্দসহ মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্ত মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী গৌড়ীয়-মঠের আনুগত্যে সাত্বতবিধি অনুসারে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করান। এতদুপ-লক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সেই মহোৎসবে বিভিন্ন স্থানের বহু সজ্জন যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২রা বৈশাখ রবিবার সরভোগ-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত শাখামঠ শ্রীসরভোগ-গৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তগণসহ মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজী তাঁহার বাটীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ হইতে হরিনাম যে [illegible] ব্রহ্মচারীজী তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তাহার সাক্ষীস্বরূপ অজামিলের দৃষ্টান্ত ও দিয়াছেন।

গত ৩রা বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজী আসাম গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিজনী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী [illegible] নামক স্থানে আহূত হইয়া শ্রীপাদ রামদাস অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। পাঠ-শ্রবণে [illegible] আকৃষ্ট হইয়া-ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ পুরুষোত্তম ৮৬ অনিরুদ্ধ ৪৪৮

ধৈর্য্য

উপস্থের বেগ

ষড়্‌বেগের অন্তিম আর একটী ভয়ানক মারাত্মক বেগের কথা আমরা শুনিতে পাই, তাহাই উপস্থের বেগ। ইহা উদরবেগের নিত্য সহচর। উদরবেগপরায়ণ ব্যক্তি-মাত্রেই যে উপস্থবেগের দাস, একথা বহুজীব-মাত্রেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। উদরবেগ দমিত হইলেই উপস্থবেগের প্রাবল্যও ক্রমশঃ উপশমিত হয়। সেইজন্য শাস্ত্রে উপবাসাদির কথা উল্লিখিত আছে। এই উপস্থবেগের দাস হইয়া বিষ্ণুবৈমুখ মূর্খসম্প্রদায় বর্ত্তমানে যে ভীষণ নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে, সে-কথা বোধ হয় আর আমাদিগকে বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

উপস্থদাস স্ত্রীসঙ্গিগণ, জনগণ—ভার্য্যা-সঙ্গ বা ভার্য্যার প্রীতিবিধানই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, প্রভৃতি বাক্য-প্রয়োগে নিজ মত-স্থাপনে বা নিজ মনবৃত্তি-যাজনে যে প্রয়াস পাইতেছেন তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥"

—বিদ্বান্ গৃহী ব্যক্তি কুটুম্বে আসক্ত হইবে না, ঈশ্বর-নিষ্ঠা-বিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে এবং দৃষ্ট বস্তু যেমন নশ্বর অদৃষ্ট বস্তুকেও তদ্রূপ নশ্বর জ্ঞান করিবে।

"পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥"

—পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদ পুত্রদারাদিও প্রতি দেহে বিনাশ-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর।

"কুটুম্বভরণাকল্পো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ।
শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধ্যায়ন্ শ্বসিতি মূঢ়ধীঃ॥" (?)

"বন্ধ্যাসক্ত মতির্দেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
দৈন্যঃ কৃপণধীর্দ্রো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা
বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি
দুঃখিতাঃ।
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে
তমঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৭।৫৬-৫৮)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনের জন্য আতুর এবং দৈণ (স্ত্রী-আজ্ঞা-পালনকারী বা স্ত্রী সেবী) ও অল্পমতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে (অজ্ঞানে) বদ্ধ হয়। এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে হরিভজনের কথা অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সমীপে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে ভজনসেবা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে সেই অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্ত্রীসম্ভোগ-সুখ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকে,—'হায়! আমি যদি হরি-ভজন করিতে যাই, তাহা হইলে আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা শিশু-সন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবনধারণ করিবে? এতদ্ব্যতীত তাহাদের সেবা না করিলে আমার পাপ হইবে;'—এইরূপ ধরণের কত কি বলিয়া তাহারা জীবের নিত্য বরণীয় ও একমাত্র শ্রেয়ঃ ভজনসেবা হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থা আবিষ্কার করে। এই ক্রন্দন, চাতুরী বা ধর্ম্মের অন্তরালে অত্যন্ত লুক্কায়িতভাবে স্ত্রী-সম্ভোগরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তি উপস্থবেগ-বশ্যতা বাস করিতেছে—ইহাই যথার্থ শাস্ত্র ও সাধুগুরুর উপদেশ। সেইজন্যই পর-দুঃখদুঃখী শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—এই প্রকার গৃহাভিলাষী, আক্ষিপ্তচিত্ত, অদৃষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা পিতা-মাতাদিকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

সাধুশাস্ত্রের উপদেশাবলী শ্রবণে সজ্জনগণেরই আনন্দোদয় হয়। আর মূর্খগণ তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতে না পারিয়া—'যদি সকলেই হরিভজন করে বা বিবাহ না করে এবং ব্রহ্মচারী হয় তাহা হইলে কি করিয়া সংসার থাকিবে, যদি স্ত্রীসঙ্গ এতই ঘৃণ্য তবে শাস্ত্রাদিতে বিবাহাদির ব্যবস্থা আছে কেন?' অজ্ঞতা-বশতঃ এইরূপ ধরণের কত কি কথা বলিয়া সাধুর মঙ্গলময় হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কৌশল আবিষ্কার পূর্ব্বক অমঙ্গল-আনয়নকারী স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদির কথায় কর্ণপাত করতঃ তাহাদের সেবায় ব্যস্ত হইয়া—স্ত্রীর সেবা করিতে গিয়া দৈণ, পিতার সেবা করিতে গিয়া পুত্র, পুত্রের সেবা করিতে গিয়া পিতা, শিক্ষার্থীর সেবা করিতে গিয়া শিক্ষক, শিক্ষকের সেবা করিতে গিয়া ছাত্র প্রভৃতি অভিমানে বৃথা কালাতিপাত করিতেছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদের প্রশ্নের সদুত্তর-প্রদানমুখে বলিয়াছেন—

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা-
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

(ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি বিষয়ে বদ্ধজীবগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে বলিয়া এবিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যকতা নাই, পরন্তু যদি এসমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তবে বিবাহ দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞ দ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিহিত হইয়াছে।

পার্থিব বিচারে ইন্দ্রিয়তর্পণ, পরহিংসা দ্বারা নিজদেহ-পোষণ ও আত্মবঞ্চনারূপ আসবপান হরিবিমুখ জনগণের একমাত্র কৃত্য। তাহাদের সেই অসৎপ্রবৃত্তি-দমনের নিমিত্তই বিবাহবিধি, যজ্ঞাদিতে পশুবধাদির ব্যবস্থা ও সৌত্রামণী যাগে আসবপানের ব্যবস্থা থাকিলেও তাদৃশ শুক্লশোধন স্বীকার করিয়া ঐরূপ কার্য্য করিবার যে বিধান, তাহার তাৎপর্য্য দেখিতে গেলে নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য বলিয়া জানা যায়। মানবশাস্ত্রেও কথিত আছে,—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে
ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, ঔষধকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার বুদ্ধিবশে চালিত রোগীর অনুসরণে যদি আমরা উপস্থবেগ-দমনের ঔষধস্বরূপ 'বিবাহাদি' স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়া, সংসারে থাকিয়া উপস্থ বেগের দাস হওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট হই তাহা হইলে আমাদের প্রত্যবায় অর্থাৎ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী; হরিভক্তি ত' দূরের কথা, জীব ক্রমশঃ পশুভাবাপন্ন হইয়া দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

দেহাত্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বা রক্তমাংস গঠিত শরীরে যাহারা অবস্থিত করে তাহাদের স্ত্রীসঙ্গ এক প্রকার নিসর্গসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গ সঙ্কুচিত করিবার জন্য বিবাহাদির, ইহাকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিবাহবিধি নহে,—এ কথাটী বন্ধুগণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে আজ আমাদের এক কথারই অসকৃৎ আবর্ত্তনের প্রয়াস।

বিবাহবিধি হইতে যাহারা কৃত্রিমভাবে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে তাহারা প্রায়ই অবৈধিক পাপক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়; তবে যাঁহারা সৎসঙ্গফলিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন—চিদ্বলপ্রদাতা বৃন্দবনবাসির শ্রীগুরুদেবের কৃপাবিন্দু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষসঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ, কিন্তু যাহারা বিষয়রাগে পূর্ণ তাহারা কখনই উপস্থ-বেগ সহ্য করিতে পারে না এবং তজ্জন্য গুরু-কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িয়া অবৈধ কর্ম্মে অর্থাৎ পাপে প্রবৃত্ত হয়।

ভজন-পিপাসুগণের মধ্যে দুই প্রকার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোক আমরা দেখিতে পাই। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি অনুভব লাভ করিয়াছে তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন, ইঁহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব; আর যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহবিধিক্রমে গৃহস্থ হইয়া ভগবদ্ভজন করেন।

বৈধ স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে বটে, কিন্তু আমরা যদি এই বিধি মুখে স্বীকার করিয়া পশুর ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করি—শাস্ত্রের আদেশ-মত না চলি তাহা হইলে ভজনপিপাসা অবশ্যই খর্ব্ব হইয়া যাইবে। তাই ভজনে উন্নতি-লাভে যাঁহাদের আশা তাঁহারা স্ত্রীরূপা বাঘিনী বা মায়ার পথ হইতে দূরে থাকিবার জন্য সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গই এই বাঘিনীর কবল হইতে ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিগণকে রক্ষা করে। ইহা শুধু মুখের কথা নয়, বই পড়া বিদ্যা নয়, ইহা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্যও সদ্গুরু-পাদপদ্ম-আশ্রিত সৌভাগ্যবান্ অনেকেরই হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত স্ত্রীসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে হরিভজন যে হইতেই পারে না, কেবল লোকদেখান পোষাকধারী হয়—ইহা বোধ হয় ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণকে আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। বৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীদর্শন সঙ্গ করা ত' দূরের কথা, আমার স্ত্রী আছে এইরূপ বুদ্ধি থাকা-কাল পর্য্যন্ত হরিভক্তির দ্বারে প্রবেশাধিকারও জীবের নাই,—ইহাই শ্রীগুরুবাণী। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য খেদের সহিত বলিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

—হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এইরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ীদর্শন ও স্ত্রী-দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এতদ্ব্যতীত কাত্যায়ন-সংহিতা-বাক্যে আমরা দেখিতে পাই,—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তা-বিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥

—প্রবীণ অধিশিথাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ স্ত্রীপুত্র-পরিবারাদির সহবাসরূপ মৃত্যুজনক বিপদ উপস্থিত না হয়।

—

আমরা সাধু-শাস্ত্রের হৃদয়বাণী—করুণবাণী বা কৃপাময়ী বাণী-শ্রবণে আলস্য প্রদর্শন করি বলিয়া মহাজনগণ সহজ ভাষায় গাহিয়াছেন,—

'গোরার আমি, গোরার আমি'
　　বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার
　　লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরাভজা তিলকমাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
•　　•　　•
বা গোরা ভজ, না লোক ভজ ভাই।
এক পায়ে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥
জগাই বলে, যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দশা ঘটিবে॥

—

ছয় প্রকার বেগ যথাবিধি সহ্য করিতে পারিলে ভজনের আনুকূল্য হয়। ঐ সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। অতএব এই ছয় প্রকার বেগ ধারণ করার নামই ধৈর্য্য—ইহাই এই প্রবন্ধের তাৎপর্য্য। কিন্তু শরীর থাকিতে ঐসকল প্রবৃত্তি একেবারেই নির্মূল হয় না, তাই যথাযোগ্য বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না, সেইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
　　মদ, মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।

—

বেগ-সকলকে জড়ৎ-বিষয় হইতে ফিরাইয়া ভক্তির অনুকূল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, তাহা কেবল ধৈর্য্যদ্বারাই হইতে পারে, ধৈর্য্যশব্দ-প্রয়োগের আর একটী তাৎপর্য্য আছে, যাঁহারা সাধন-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন, তাঁহারা ফললাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মীগণ কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মসুখ-ফল আশা করেন, ভক্তগণ ভক্তিসাধনে কৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ করিবার আশা করেন। আবার সাধককালে যে কালবিলম্ব হয় তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হ'ন। অতএব ফল আশা করিয়াও যে-সকল ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন তাঁহাদেরই সুফল প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য সাধুগণ বলেন, কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসর পরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণাশ্রয় দৃঢ় পূর্ব্বক করিব, তদীয়জনের তাঁহার সেবা ছাড়া এ জন্মে বা পরজন্মে আর অন্য কিছুই করিব না—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকের পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয়।

—

সাধুসঙ্গে ঔদাসীন্য বা সেবা-শৈথিল্য প্রভৃতি উপদ্রবের বেগ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির বেগসহনে বা ভোগত্যাগে অসমর্থতা ব্যতীত এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথা অতিবাহিত হওয়ার আর অন্য কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন। দু'দশ বৎসরের ক্ষণিক সুখের জন্য হরিসেবাপ্রাপ্তিরূপ নিত্য সুখের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা যে কত দুঃখের বিষয় তাহা আমাদের বন্ধুবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—

শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্ বি মহোদয়ের সেবা-চেষ্টার প্রশংসা মুখে; বলেন—

কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বদা সেবা ব'লে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব আমায় জানা শুনা জেনেও আমাকে সেই কীর্ত্তন-মুখে আত্মশোধনের বিচার বরণ ক'রবার সুযোগ দিয়াছেন। আমি ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী হ'য়ে গৃহস্থের গুণ কীর্ত্তন ক'রতে গেলে সাধারণের নিকট কেমন যেন একটা বিসদৃশ ব'লে মনে হ'তে পারে। গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী পারমার্থিক ও ব্যবহারিক হিসাবে দুই প্রকার। যাঁ'রা শঙ্করের আদর্শে "বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ", তাঁ'রা মনে ক'রবেন, "গুণের আলোচনা কেন?" 'গুণ' 'গুণ' শুনতে শুনতে ত' কাণ ঝালাপালা; গুণ ত' ব্যবহারিক, এ ত' পারমার্থিক নয়?" তাঁ'দের কাছে নিবেদন—গুণের বিচারে একটি কথা মনে হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দটি যে জিনিষকে লক্ষ্য করে, ব্রহ্মের যে অর্থ, তাহাই মহাপ্রভু বলেন—'বিষ্ণু'। বস্তু—'বিষ্ণু', সেই বিষ্ণুর প্রকাশক 'বৈষ্ণব', এজন্য 'ব্রহ্ম' ব'ললেই 'বৈষ্ণব' বুঝায়। Substance আর Attribute; ব্রহ্মকে যদি Substance ব'লেই স্বীকার করা যায়, তা' হ'লেও Attributeকে বাদ দিয়ে Substanceএর ধারণা অসম্ভব। 'ব্রহ্ম' ব'লতে গুণ। 'নির্গুণ' ব'লতে সমস্ত গুণ-সমষ্টি—অসীম-গুণ-সম্পন্ন। অথবা ব্রহ্মতত্ত্বই বস্তুর প্রকাশক। আমরা কোন বস্তুকেই কথা আলোচনা ক'রতে পারি না গুণকে বাদ দিয়ে। 'নির্গুণ' ব'ললে তাও একটী গুণ। নির্গুণ অর্থ বৈষ্ণব; তাঁদের কথা ব'লতে গেলে কোন প্রাকৃত গুণ তাঁ'দিগকে স্পর্শ করে না। বৈষ্ণব (অপ্রাকৃত) গুণগাতীত গুণজাতীয়ের সেই মূলপুরুষ শ্রীগুরুদেবই 'ব্রহ্ম', বৈষ্ণবের মূলতত্ত্ব গুরুদেব। সেই গুরুদেবের অনুগত যাঁ'রা, তাঁরাই ব্রহ্মচারী অর্থাৎ গুরুসেবকই প্রকৃত 'ব্রহ্মচারী'—'পারমার্থিক ব্রহ্মচারী'। আমার মত ব্যবহারিক ব্রহ্মচারী সেই পারমার্থিক ব্রহ্মচারিগণের কথা ব'লতে অসমর্থ, সুতরাং আমি আজ তাঁ'দিগকে ধন্যবাদ দিতে উঠি নাই, তাঁদের কৃপা-প্রার্থনাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল

পারমার্থিকগণের মধ্যে একজন—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্-বি। শ্রীধাম-পরিক্রমার মধ্যে, শ্রী-গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁর আচরণে আমরা জেনেছি, প্রাকৃত বিজ্ঞানের কোন মূল্যই দেওয়া যায় না, যদি না তাহা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগে। তিনি তাঁর Medical science এর অভিজ্ঞতা হ'তে জানিয়েছেন—ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা বা ভবরোগই সকল দেহ ও মনোরোগের মূলীভূত কারণ। যাঁ'রা শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সেবা-গত-প্রাণ ব্রহ্মচারী তাঁ'রাই প্রকৃত যোগ যুক্ত—স্বাস্থ্যবান্। হরিভজনই আত্মার স্বাস্থ্য, তা'তেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সুস্থতা।

—

পারমার্থিক ব্রহ্মচারী ব'লতে গেলে সুরথ, ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, ভক্তিসুধাকর প্রভু, সুখানন্দ প্রভু প্রমুখ গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা গত-প্রাণকেই বুঝায়। আমরা 'ব্রহ্মচারী' বেশমাত্র গ্রহণ ক'রেছি, পারমার্থিক ব্রহ্মচারীর সদ্গুণের কণামাত্রও গ্রহণ ক'রতে পারি নাই। ডাক্তার নগেন বাবুর সেবা-প্রবৃত্তি দেখে, তিনি গৃহস্থ হ'লেও তাঁ'কে উক্ত ভগবদ্-গৃহবাসী পারমার্থিক ব্রহ্মচারী মধ্যে পরিগণিত ক'রবার ইচ্ছা হয়। তিনি আনন্দনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট মামগাছিতে ও হিন্দু 'ভাগবত'-পত্রের সেবায় আনুকূল্য ক'রে এবং এতদ্ব্যতীত নানাভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা ক'রে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ ক'রেছেন। আমি অল্পাক্ষরে তাঁ'র গুণ-কীর্ত্তনের দিগ্-দর্শন মাত্র ক'রলাম, আপনারা তাঁ'র সম্বন্ধে আরও অনেক জানতে পারেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ তদীয়জনের হৃদিকীর্ত্তনমুখে বলেন—

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার শ্রীগৌরাবির্ভাব ও ও বহুবাদ-জ্ঞাপন শুনে অনেকেই হয়ত' মনে করেন, এঁ'রা দল পরিপুষ্ট ক'রবার policy adopt ক'রেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়। শ্রীভগবান্ নিত্যপূর্ণ-পূর্ণ, তাঁ'র ধন, জন, সহায়, সম্পদ্, প্রতিষ্ঠা—কিছুরই অভাব নাই। যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করবার বিচার-বিশিষ্ট হন, তাঁ'দেরই লাভ, তাঁ'রাই ধন্য হ'ন। ভগবানের সেবা ক'রে যে আমরা তাঁ'কে কৃতার্থ করি, তা' নয়; নিজেরাই কৃত-কৃতার্থ হই। কেহ মানে, কেহ না মানে সবই তাঁ'র চরণাশ্রিত, তিনি স্থাবর জঙ্গম—চরাচর জগৎ—সকলেরই প্রভু, সুতরাং তাঁ'র কোন অভাব নাই। আমরা স্বরূপদর্শনের অভাবে নিজেদের অভাবগ্রস্ত ব'লে মনে করি, তাই সেই দর্শনে তাঁ'কেও তদ্রূপ দেখ্তে যাই। ভগবানের সেবা করেন যাঁ'রা, যাঁ'রা ধন্যবাদ পাবার জন্য তত উদ্গ্রীব না হ'লেও ভগবানের কৃতাগ্রহতা-সূত্রে আমাদের কৃত তাঁ'দের গুণ-কীর্ত্তন করা; তাঁদের বিচারটী যতই প্রচারিত হ'তে থাকবে, ততই জগৎ হ'তে নাস্তিকতা অপসারিত হ'বে—জগতের মঙ্গল হ'বে।

আমাদের সেবা বুদ্ধি ক্ষীণপ্রভ হ'য়ে থাকিল দেখে, আমরা নিজ-নিজ সুবিধাবাদী হ'য়ে প'ড়ছিলাম দেখে, শ্রীভগবান্ আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে নিজে আচরণ ক'রে জগৎকে মঙ্গলের সন্ধান দিলেন। যাঁ'রা সেই আচার্য্যবর্য্যের অপার করুণার বিন্দুমাত্র পেয়ে ধন্য হ'য়েছেন, তাঁ'রাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝে নিজের মনে মনে বহুজীবনকে মধুময় ক'রছেন; যে পাশ্চাত্যদেশে আত্মার নিত্যধর্ম্মের কোন কথা নাই, সেখানে নিজ-হস্তে পাঠিয়ে আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রছেন। পাশ্চাত্যদেশবাসী যদি কোন-দিন নিরপেক্ষ হ'য়ে আচার্য্যবর্য্যের এই অহৈতুকী কৃপার কথা চিন্তা ক'রতে পারেন, তবেই ধন্য হ'বেন। আচার্য্যদেবের অমৃত-ময়ী বাণী অনুসার ধৈর্য্য ধারণ না ক'রতে পেরে অনেকেই এক যুগ্ তে আর এক যুগে যেন। কিন্তু আমরা যেন সুযোগ না হারাই। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর কথা প্রচার ক'রতে গিয়ে একবার কলসীর কাণা খেয়ে-ছিলেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের মঙ্গল ক'রতে গিয়ে অদ্ভুত আমাদের নিকট থেকে কতশত অবিচার পেয়েও আমাদের মঙ্গলচিন্তা ক'রছেন, তা' যেদিন বুঝ্তে পারবো, সেই-দিনই ধন্য হ'ব। তাঁ'র মনোহভীষ্ট-সেবায় সামান্য কাঠবিড়ালীর ধূলিকণা দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধন কার্য্যে সহায়তা করবার মত বিন্দুমাত্র সেবা-বুদ্ধি পেলেও আমি ধন্য হ'তে পারি।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। আম্নায় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৪/০
৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিরত্নাকরমঞ্জুষা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। শ্রীনাম কেমন যাবল-ভাব ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা ভবরোগঃ সাত্বতার
(বাঁধা) ১৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সাত্বতার
ভাষ্যভাগ) ।০
১৪। বৈষ্ণব ১৲
১৫। শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তাচার্য্য (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমামৃত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸/০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীশিক্ষাষ্টক ।৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸/০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৩৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।
২৯। শরণাগতি /
৩০। গীতাবলী /০
৩১। শিক্ষা নবদ্বীপ ১১০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমবিবর্ত কথা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্চনকণ /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চনকণ ৫১০
৩৯। সারঙ্গরঙ্গদা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(পঞ্চম ভাগ্যরত্ন) ৩৲
৪১। শুদ্ধসংস্কার ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মানসমণি সাত্বতাঁর ।০
৪৪। শ্লোকচতুষ্টয় ৸০
৪৫। শুদ্ধনাম-বিনির্ণয় ।০
৪৬। শ্রীমন্তুলসীবর্ণনা বা মায়াবাদখণ্ডনী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও শ্রীধর-
স্বামী এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীহংসদূত ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৵০
৫২। সারস্বতী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণম্ ।০
৫৪। সজ্জন-তোষণীমণ্ডলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পাঠ্যচয়ঃ ৴০
৫৮। সারস্বতম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিবেকাত্ম ঐশ্বর্য্য ৸/০
৬২। সাধন রায় প্রবেশিকা, অর
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবার্চ্চন ।০
৬৪। রোয়াট গৌড়ীয়মঠ টম্ কুইং /০
৬৫। বি ভাগবত ।০
৬৬। ষষ্ঠোত্তিক শাসন ঘাত
আলেক্সান্ডার ।০
৬৭। এম-সংহিতা ১১০
৬৮। শ্রীচৈতন্যভাগবত (তন্ময় ওয়ান) ১২

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

আসামী অক্ষরে প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বারকোনা পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগোর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধক্রমণ গোড়ীয়মঠ, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাহু, কাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিঙ্কলদা,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাদলপেঠা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীবিরহি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কুশাভাগ, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র,
পোঃ চিতুকী, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওমং গ্লাষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। আসাম গৌড়ীয়মঠ—গোয়ালপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, প্রমাণসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ কোথাও আর পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১১)

১৫৩৬ বাংলাদি ৩৩ দাবী ৩৮।৶৩ পাই

ডিঃ মুনিংহকুমারী দাসী সাং গোপাড়ী

দেঃ নবীন মিত্র সাং ছোট আস্থুলিয়া পোঃ পাকাদহি

থানা চাপড়ার ২৬ নং নবাপাড়াগ্রামে ২৭৪০· খতিয়ানে ০·৫১শঃ জমি উটবন্দি মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৫৬৯ নং বাংলাদি ৩৩ দাবী ৩৯৷৴৯

ডিঃ গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী দিং

দেঃ সরবিবি সাং মুলতলা পোঃ বাজালদি

থানা চাপড়ার মুলতলা গ্রামে ১৫৫ নং খতিয়ানে ২৬শঃ জমি ৫।০ জমা বক্তৃপতিডিহ যার ঘর দরজা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১৬৮৫ বাংলাদি ৩৩ দাবী ৩০।৶৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সাং জগৎ-পুর

দেঃ জনিয়মোহন ব্রহ্ম সাং আঠিয়া পোঃ বাজালদি

১। থানা চাপড়ার জগৎপুর গ্রামে ৭৮৫ খতিয়ানে ২·৮১শঃ জমি ৮।১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ গ্রামে ৪৫৫ খতিয়ানে ০·৬৪শঃ জমি ২।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১৭৩০ বাংলাদি ৩৩ দাবী ৩১।০

ডিঃ ক'মোহন চক্রবর্ত্তী সাং গোপাড়ী

দেঃ ভুবনমা মণ্ডল দিং সাং মহেশপুর পোঃ বাজালদি

থানা চাপড়ার মহেশপুর গ্রামে ৩৬৪ খতিয়ানে ১·৬১শঃ জমি ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১৭৪৪ বাংলাদি ৩৩ দাবী ৩৯৷৶৩

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ ঠাণ্ড মল্লিক পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা নাকাশীপাড়ার পাশাবিয়া গ্রামে ৬৪৬ খতিয়ানে ০·১৪শঃ জমি ২৲ নিরিখ মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

১৭৭০ বাংলাদি ৩৩ দাবী ২৮৴৯

ডিঃ মুরবালা দেবী সাং গোপাড়ী

দেঃ নিতাই দাস বৈরাগ্য সাং মুলতলা পোঃ বাজালদি

থানা চাপড়ার মহেশপুর গ্রামে ৩১৫ নং খতিয়ানে ৩৭শঃ জমি ৩৶ জমা যার ঘর দরজা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

১৯৫০ বাংলাদি ৩৩ দাবী ২৩৶৩

ডিঃ সরোজ-রঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাত-পাড়া

দেঃ মুরেশ্বরী বর্ম্মণ সাং বেথুয়া-ডহরী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বেথুয়াডহরী ১৮৩ খতিয়ানের ৪৯·৩৪শঃ জমি ২৯৷৶৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৮)

২০৪৮ বাংলাদি ৩৩ দাবী ৮৩৶০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ আপন সেখ দিং সাং ওলমতা

থানা চাপড়ার ৩ডঙা গ্রামে ২৫নং খতিয়ানে ৬·১৩শঃ জমি ১৭।৴৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৯)

২০৫০ বাংলাদি ৩৩ দাবী ৭০।৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আতব সেখ

আটিয়া গ্রামে ২৬ নং খতিয়ানে ৫·০২শঃ জমি ১৩৷৴১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

২০৮৯ বাংলাদি ৩৩ দাবী ২৫।৶৯

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোপাড়ী

দেঃ আতাদী মণ্ডল সাং দামুরখালি

দামুরখালি গ্রামে ১০ নং খতিয়ানে ১·৪৩শঃ জমি ৩৷৮ পাই জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

২১৭৬ বাংলাদি ৪৩ দাবী ৪৮৶৩

ডিঃ নৃসিংহ কুমারী দাসী সাং গোপাড়ী

দেঃ এবাদত মণ্ডল সাং ব্রাহ্মণ্য

থানা চাপড়ার লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ১৪৪ নং খতিয়ানে ৫·৮১শঃ জমি দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। থানা চাপড়ার মুড়িডুবা গ্রামে ৩৪ নং খতিয়ানে ১২শঃ জমি দেঃ একের তিন অংশ যার বাড়ী ঘর সহ মূল্য আঃ ১৲

(২২)

২১৮৩ বাংলাদি ৩৩ দাবী ২৩৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সন্তোষ মোল্লা দিং সাং মুড়িডুবা পোঃ বাজালদি

থানা চাপড়ার লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ৬২ খতিয়ানে ৩·৮২শঃ জমি ৮৲৩ জমা যার ঘর বাড়ী ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা দেশী গাছ গাছড়ার প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে প্রকারের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার যত বড় এবং যত শক্তই হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ইংরাজ ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েক খানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৸০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৶০ আনা লাগিবে।

৫। ভাগলপুরের ডিভিসনাল কমিশনার বলেন – আমি অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমি গত ৯ বৎসর যাবৎ ডাক্তার কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জির বিশ্বেশ্বর রস বটিকা অনেক জেলার বহু ম্যালেরিয়া রোগীকে ব্যবহার করাইয়া অত্যন্ত সুফল পাইয়াছি এবং ইহা কুইনাইন অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী। ইহার মূল্য অতি সুলভ এবং ইহা ব্যবহারে কোনরূপ খারাপ উপসর্গ হয় না। অনেকস্থলে উৎকট ম্যালেরিয়ার যেখানে কুইনাইনে কোন কাজ করে নাই বিশ্বেশ্বর রস ব্যবহারে সেই স্থলে অতি সুন্দর ফল পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম্বি		।
কাটারিভোগ		৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০	৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)		৫।০
বালাম		৪।০
কলম		৩।০
সিতাশাল (সরু)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
হুগলীর কাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এলবার্ট	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বাজার	৩০৸

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৸০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ঋণ (১৯৪৫	১০৪৷৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৩-৮৩) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি পেড)		২৯৪।০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

কামারহাটি	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালি	১৭২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২।।০
ডালহৌসী	৪০৮।০
কেশো	৪০৯৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুপম অবদান কৃষ্ণচৈতন্য প্রকাশে দর্শন এবং এই ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় পণ্ডিত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার দীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও রাসায়নিক জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং, .রামকৃষ্ণ মিশ্র লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে দৈনিক 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও ধর্ম্মগ্রন্থ সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি-ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
চিঠি পত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ২৬শে এপ্রিল ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—::o::—

জামালপুরে অস্ত্র প্রাপ্তি

মল্লিবাড়ীতে ডাঃ রাধকমল পণ্ডিতের ডিস্পেন্সারীতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে পুলিশ ডাঃ পাণ্ডবকে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁহার কম্পাউণ্ডারকে, প্রাণগোপাল নাথকে, রাধবচন্দ্র নাথকে এবং অনাদি ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। পুলিশ অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে তাঁহাদিগকে বিচারার্থ চালান দিয়াছে। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মামলা হাতের আছে।

আসামীগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে ১০০৲ টাকার জামিন লইয়া তাহাদিগকে মুক্তি প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। আগামী ২রা মে মামলার শুনানীর দিন স্থির হইয়াছে।

আসাম ম্যাচ কোম্পানী

গৌহাটি হইতে প্রকাশ, এই স্থানে পূর্ব্বে যে সকল দিয়াশলাইয়ের বাক্স পয়সায় ২টা বিক্রয় হইত সেই সকল বাক্স এখন পয়সায় ১টি করিয়া বিক্রয় হইতেছে।

এখন নির্ভরযোগ্য জানা গিয়াছে যে, ধুবড়ীর আসাম ম্যাচ ফ্যাক্টরী গৌহাটীতে উহার কোম্পানীর একটা গুদাম ভাড়া করিয়া ১২ শত বাক্স ম্যাচ মজুত রাখিয়াছে। প্রত্যেক বস্তায় ৫০ গ্রোস ম্যাচ বাক্স আছে, প্রত্যেক বাক্সে লেবেলের উপর ৬০টা কাঠি আছে।

হিন্দু মন্দিরের স্বার্থরক্ষা

ত্রিবন্দ্রম হইতে প্রকাশ, মন্দির-গামী হিন্দুদিগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং সরকারের পরিচালনাধীনে হিন্দুমন্দির-সমূহের যে সকল সম্পত্তি আছে, সেই সকল সম্পত্তির শাসনকার্য্য পরিচালনায় সরকার যাহাতে বিপুল আগ্রহের সহিত ব্যবস্থা করেন তদুদ্দেশ্যে সরকারকে প্রবর্তনা প্রদানের জন্য 'হিন্দুর দেবসেবা লীগ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। শ্রীযুত পি, কে, নারায়ণ পিল্লাই এই লীগের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই লীগ বা সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী কার্য্য পরিচালন সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

খড়ের স্তূপে অগ্নিপ্রদান

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি ফিরোজপুর জেলার এক জন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির খড়ের স্তূপে আগুন দেওয়ার অভিযোগে লালা শাহাবাদ বর্ম্মার একত্রে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, মাঠের মধ্যে আগুন যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে গ্রামবাসীরা সেই আগুন নিবাইবার জন্য সেই দিকে ছুটিয়া যায় কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারে না।

বর্ম্মায় নূতন ব্যোম-বন্দর

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বে-সরকারীভাবে জানা গিয়াছে, বাটিন লেক ব্যারেকপোরের ৬ মাইল পূর্ব্বে একটি নূতন ব্যোম বন্দরের প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রকাশ, এখনই তাহা সমতল করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

পাঠানদের মধ্যে মারামারি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ইয়েনাঙ্গিয়াঙের নিকট নিয়াংলায় পাঠানদের মধ্যে মারামারির ফলে ৬ জন পাঠান গুরুতর আহত হইয়াছে।

পুলিশ যখন তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং পাঠানরা তখনও মারামারি করিতে থাকায় তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য আকাশের দিকে গুলী চালায়।

ইহার পর পুলিশও ঘটনাস্থলে গমন করে ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। পাঠানদের নিজেদের মধ্যে বচসার ফলে এই মারামারি উপস্থিত হয়।

রণধীর সিং মুক্ত

লাহোর হইতে প্রকাশ, পাঞ্জাব ফৌজ-দারী আইনের সংশোধিত ৩ ধারা অনুসারে ইতঃপূর্ব্বে রণধীর সিংহের প্রতি এই মর্ম্মে এক হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে, সে রাওলপিণ্ডি সহরের সুবার বাহিরে যাইতে পারিবে না। তাহাকে লাহোরে গ্রেপ্তার করিয়া সাহী দুর্গে প্রেরণ করা হইয়াছে।

জনৈক যুবক গ্রেপ্তার

গত বৃহস্পতিবার জনৈক যুবক গ্রাম-পুকুর থানায় গিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্ম-চারীর হস্তে কতকগুলি অননুমোদিত নিষিদ্ধপত্র প্রদান করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২০শে এপ্রিল তাহাকে অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুবকের নাম কালীপদ মিত্র। তাঁহার বাড়ী যশোহর।

সৈন্য বিভাগে ভারতীয় অশ্ব

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় সৈন্য-বিভাগের জন্য পাঞ্জাব হইতে ঘোড়া ক্রয় সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হয়, প্রধান সেনাপতির পক্ষে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হ্যালেট তাহার উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন, গত ১০ বৎসরে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মোট ১০ হাজার ৮টা অশ্বশাবক ও ৪২১টা পূর্ণবয়স্ক ঘোড়া ক্রয় করা হয়। গড়ে দর যথাক্রমে ৩০ ও ৫৫ টাকা। ঘোড়াগুলির মূল্য ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৫৫ টাকা। উক্ত সময়ে শাহপুর অঞ্চল হইতে ৪ হাজার ৬ শত ২১টা, মন্টগোমারী হইতে ৪ হাজার ৮ শত ২১, সেনাব হইতে ৪ হাজার ৭ শত ৭৫ ও রাওলপিণ্ডি হইতে ১৬৮টা অশ্ব শাবক ঘোড়া ক্রয় করা হইয়াছে।

বিপ্লবাত্মক প্রাচীরপত্র

লাহোর হইতে প্রকাশ, নওজোয়ান সাহায্য করার অভিযোগে নওজোয়ান ভারত সভার কর্ম্মচারী ইন্দ্র সিংহের প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানার আদেশ হইয়াছিল। অননুমোদিত পুস্তকা রাখার জন্য প্রেস আইন অনুসারে আর একটি অভিযোগে তাহার প্রতি তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি যে আপীল করিয়াছিলেন, লাহোর হাইকোর্ট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

লাহোর দুর্গের বাহিরে বিপ্লবাত্মক প্রাচীরপত্র লটকাইয়া দেওয়ার সময় গত বৎসর মার্চ্চ মাসে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ঐ প্রাচীরপত্রে সরকারী কর্ম্মচারিগণকে হত্যা করার জন্য সাধারণকে উত্তেজিত করা হইয়াছিল।

শ্রী রমেশ ভগবত্-এর সম্পাদনায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৩৯১

দিকে দিকে ডাকাতের দৌরাত্ম্য

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] থানার এলাকাধীন [illegible] গ্রামে [illegible] এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ১০।১২ জন ছিল। তাহাদিগের সহিত নানাপ্রকার মারাত্মক অস্ত্র ছিল। তাহারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বাড়ীর মালিক সেই ব্যক্তিকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করে— তৎপর তাহারা নগদে ও অলঙ্কারে বহু টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। তাহারা মোট যে কত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে; তাহা এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

পুলিশের কৃতিত্ব

বরিশাল হইতে এক মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, এক দল ডাকাত যখন ডাকাতি করিবার জন্য গন্তব্য-স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় বিশেষ পুলিশের সাহায্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ এই—ডাকাত-দলের আগমন সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াই গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন পুলিশ এক দল সশস্ত্র সিপাহী কনষ্টেবল সমভিব্যাহারে [illegible] এবং চরমানাইর গ্রামের দিকে রওনা হন। এই চরমানাই গ্রাম বরিশাল নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত। ডাকাতদল মাঝিকে নৌকাযোগে খালের মধ্য দিয়া গমন দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় পুলিশদল সেখানে গিয়া পৌঁছে। তাহারা তখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। দুইদল খালের দুই পাড়ে আত্মগোপন করিয়া থেকে ডাকাত-দলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। নৌকায় অগ্রসর হইতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ডাকাতদল যেইে (পুলিশ যেখানে আত্ম-গোপন করিয়াছিল) সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়া ব্যাপার কি বুঝিতে চেষ্টা করে। এই সময় পুলিশ আর বিলম্ব করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা না করিয়া তাহাদিগকে ঘেরাও করে। তাহারা এই স্থানেই বাবুদলের আক্রমণ বোমা ও [illegible]দিগকে গ্রেপ্তার করে। রূপাতলীর ডাকাতি সম্পর্কে আক্রমণ বোমা [illegible] হইয়াছে, তাহার হইতে তাহার কোন [illegible] পাওয়া যাইতে-ছিল না। রাকিবুদ্দিন একজন সন্দেহভাজন আসামী। পুলিশের তাহার ডাকাতদলের অবাধ সকলে নিকটবর্ত্তী একটা জঙ্গলে ঢুকিয়াছিল; পুলিশ সেই জঙ্গলে খবিরুদ্দীনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, নৌকার সন্ধান করিয়া পুলিশ রামদা, ছোরা, লোহার রড প্রভৃতি ডাকাতির কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদি পাইয়াছে। যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদিগকে বরিশালে আনা হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯ ও ৪০২ ধারা অনুসারে আসামীদের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

ছয় জন লোক গ্রেপ্তার

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি ফিরোজপুর জিলার ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় সাহেব লাল সরদারী লালের অধিনায়কত্বে একদল পুলিশ কর্ম্মচারী কি ভাবে বৃটিশ ভারত হইতে সীমান্তে গোপনে প্রবেশ করিয়া তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকাশ, পাকের মাধ্যমে গোপনে আফিং আমদানী করা হয়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া এই সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করায় ইতোমধ্যে কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে। দেশীয় রাজ্যের এলাকাধীন এই ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় যুক্ত লোকদের কেমন কি ভাবে বিচার হইবে তাহা পাঞ্জাব সরকারের নিকট তাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

প্যারী সহরে ভয়ানক ব্যাপার

প্যারী হইতে প্রকাশ, গত [illegible] মাসে প্যারী সহরে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে সরকার রাষ্ট্রবিপ্লব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এত দিন পরে তাহার তদন্ত বাহির হইয়াছে। তদন্তের সময় ম্যাক্‌মোহন সভায় বলিয়াছেন—যখন ফরাসী রাজ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তৃতরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন সকলের আত্মরক্ষা প্রয়োজন। বিপ্লব দমন হইলেও বহ্নি একেবারে নিৰ্ব্বাপিত হয় নাই। কে জানে কোন্ সময় বিপ্লবীরা আবার কোথায় উঠিয়া নিরীহ অধিবাসীর উপর অত্যাচার করে, তাই তিনি নিজের দলকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি দলের সমস্ত লোককে সর্ব্বদার জন্য সাবধান ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।

তদন্তের সময় অনেকেই উপস্থিত ছিল সভার [illegible] না সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা বাহিরে আসিয়া ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিল। ফলে একটা প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে।

বামপন্থীদের বে-সরকারী সদস্যগণ ম্যাক্‌মোহন সভাপতিকে গালিগালাজ করিতে লাগিল। কেহ বলিল 'হত্যাকারী', কেহ বা তাঁহাকে জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিতে চাহিল।

পুলিশ আসিয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার পর ম্যাক্‌মোহন সভায় তাঁহার দলের সৈন্য সামন্ত আহ্বান করিলেন উহাদের সংখ্যা তখন প্রায় সাত লক্ষ হইল। উহাদিগের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন। গণতন্ত্রই যেন ফ্রান্সের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে।

বৃটিশ সৈনিকের সাহস

কাইরো হইতে প্রকাশ, প্রবল ঝটিকা ও তাহাতে আবার অগ্নিকাণ্ড। একখানি বৎসরাধিক ফুটের উর্দ্ধে চারিশত গজ দূরে সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায় দেখিয়া দুইজন বৃটিশ সৈন্য তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। তরী হইতে যে ভীষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল, সৈন্যদ্বয় তাহাতে অভিভূত না হইয়া সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তরীখানিতে ছয়জন লোক ছিল, সকলেই প্রায় অর্দ্ধমৃত, শীতে কম্পমান। সৈন্যদ্বয় নৌকাখানি টানিয়া তীরে উপস্থিত করিল। সৈনিকদ্বয়ের অসীম সাহসিকতার পরিচয় কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল

লাহোর হইতে প্রকাশ, বিচারপতি এ ডগন ও আগা হায়দরের এজলাসে গুজরানপুর ডাকাতি মামলা দণ্ডিতগণের আপিলের শুনানী শেষ হইয়াছে। ডাকাতের দল দুই ঘণ্টাকাল কি ভাবে গ্রাম লুঠ করিয়াছিল ও ঐ সময় কি ভাবে সমস্ত গ্রামে আতঙ্ক সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

সাহায্যের জন্য চীৎকার শুনিতে পাইয়া কতকগুলি গ্রামবাসী ডাকাতেরা যে বাড়ীতে হানা দিয়াছিল, সেই বাড়ীতে যায় ও একজন গ্রামবাসী ডাকাতদলের উপর বিজলির টর্চ ফেলে। তখন ডাকাতগণ গুলী করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে তাহার পর কোন গ্রামবাসীই ডাকাতদিগকে বাধা দিতে সাহস না পাওয়ায় বিনা বাধায় দুই ঘণ্টা কাল লুট করিয়া তাহারা স্থান ত্যাগ করে। পুলিশ পরে তদন্ত করিয়া ১২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তন্মধ্যে [illegible]জনের প্রাণদণ্ড ও ৮ জনের যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

অর্দ্ধ শুল্কের ঘোষণা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ভারত সরকারের রাজস্ব সদস্য স্যার জর্জ শুস্টার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আর্থিক অবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন, দিয়াশলাই হইতে যে আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, প্রদেশগুলিকে তাহা অপেক্ষা কম হইলে বাঙ্গালাকে যে পরিমাণ সাহায্য করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, সে সাহায্য কোন না কোন রকমে করা হইবে (প্রদেশগুলিকে) তিনি আরও বলেন দিয়াশলাইএর শুল্ক বাবদ যে আয় হইবে মনে হইয়াছিল, আর তাহা অপেক্ষা [illegible] কোটি ২০ লক্ষ টাকা কম হইবে। [illegible] উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিকে যে সাহায্য করা হইবে, তাহার পরিমাণ ১ কোটি ২[illegible] লক্ষ টাকা কম হইবে। ফলে সমগ্র বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিবে।

এই আনুমানিক আয়ের অবস্থার উন্নতি হইলে বাঙ্গালার সাহায্যও ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। বাঙ্গালার ঘাটতি বাবদ [illegible] সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময়ও ঐ কথা স্মরণ রাখা হইবে। ফলে কোন না কোন রকমে বাঙ্গালা এ বৎসরও পূরা সাহায্য পাইবে।

নৌকায় ষ্টীমারে সংঘর্ষ

খিদিরপুর গঙ্গায় এক নৌকা ও এক ষ্টীমারের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার প্রাতে একটি বালি-বোঝাই নৌকার সহিত এক ষ্টীমারের ধাক্কা লাগে। নৌকার মাঝির জলে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে চীৎকার শুনিয়া পোর্ট পুলিশের সার্জ্জেণ্ট ওয়েব্‌ষ্টার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করে।

যশোহরে ফৌজদারি মামলা

যশোহর হইতে প্রকাশ, যশোহর বার্ষিক মামলা আদালতের জন্য প্রায় সাত হাজার আরজী দাখিল করা হইয়াছে। যশোহরে যে দুইটী মুন্সেফী আদালত আছে, সেই দুইটি আদালতে এই ফৌজদারি মামলাগুলি দায়ের করা হইয়াছে। গত বৎসর যত জাল ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হইয়াছিল এই বৎসরের ফৌজদারি মামলা সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বেশী।

ধর্ম্মঘট

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কাপড়ের কলের মজুরদের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, বোম্বাইয়ের সকল অঞ্চলে তত কার্য্যতৎপরতা দেখা যাইতেছে।

অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিশনার আয়োজন করিতেছেন পুলিশকর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন, সর্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের ফলে শান্তিরক্ষার পক্ষে গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইবে। এজন্য তাঁহারা অধিক সংখ্যক [illegible] পুলিশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৩ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৩ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার { ৪৮৭ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বহরমপুরে

গত ২৪শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল শনিবার বহরমপুর-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শর্মা (কবিরাজ) মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। কুলীনগ্রামী গৃহস্থগণ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন স্বামীজী পাঠকালে তাহা সিদ্ধান্তের দ্বারা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

— —

প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী—শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গগণের মধুর লীলা বদ্ধজীবের যে কোন পর্য্যায়ে প্রবেশ না করিলে তৎশ্রবণাবধি চিত্তবৃত্তি মার্জ্জিত হইতে পারে। প্রভৃতি বিষয় বর্ণন এবং কীর্ত্তন করেন।

— —

শ্রীধামে

গত ৫ই বৈশাখ বুধবার পঞ্চমীতিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসীবৃন্দ নাটমন্দিরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাতে সেই শিক্ষকবর্গ এবং ছাত্রবিদ্যালয়ের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। প্রধান শিক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরমোহন ভক্তিবান্ধব বেদ, বি-এল মহোদয় সপ্তাহমধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈদিক বিপ্রের উপাখ্যানটীর বর্ণিতাংশ পাঠ করেন।

সেই বিপ্রের ভাগ্যের অবধি ছিল না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেমাত্র বাল গোপালকে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে যাইতেছেন অমনি শিশু নিমাই কোথা হইতে আসিয়া তাহার অন্ন খাইতেছেন আর বিপ্র তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া হায়! হায়! করিতেছেন।

— —

অবশেষে নিমাই তাঁহাকে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার গূঢ় লীলা অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। বিপ্রও তদবধি সারাদিন ভিক্ষা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া একবার জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী আসিয়া নিত্যপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া যাইতেন।

— —

বিপ্র লীলাচ্ছলে আমাদিগকে এই উপদেশ জানাইতেছেন যে, আমরা যদি ভগবানের জন্য ব্যাকুল হই, তবে তিনিও আমাদের নিষ্কপট আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারেন না।

পাঠকালে শ্রীযুক্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্রগণকে অনেক মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণভক্তি লাভ করাই যে বিদ্যার মুখ্য ফল এবং অপ্রাকৃত বস্তুজ্ঞান লাভ করিয়া যে অবিলম্বে হরিভজন করা কর্ত্তব্য—তাহা তিনি ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

— —

সভার আদিতে ও অন্তে উক্ত বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমৎ সুললিতকণ্ঠে ছাত্রগণ সমস্বরে কীর্ত্তন করেন। সভাতে মহাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ... পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন।

— —

২৪পরগণায়

গত ২৪শে চৈত্র শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ জেলা ২৪পরগণা অন্তর্গত টাকী-গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-দানকালে তিনি বলেন —বর্ণাশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বিষ্ণুভক্তি দান করা। উহা কখনও মানুষকে হিংসা করিবার জন্য হয় নাই। বর্ণাশ্রম না থাকিলে সমাজে আসুরিক ভাব প্রবল হইয়া মানবগণ বিষ্ণু বা ভগবৎ-বিদ্বেষী হইয়া পড়ে এবং তখন মানবজাতির ভিতর দোষবাদ প্রবল হইয়া মানবকে পতন গ্রাস করিয়া ফেলে। যদি আমাদের সমাজের মঙ্গল করিতে হয় তবে যাহাতে আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে।

অনন্তর ছায়াচিত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী ও গৌড়ীয়মঠ যে সমাজের পক্ষে নব বাস্তবিক মঙ্গলকারী, এ সমস্ত বিষয় বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

— —

ফুলবাগানে

গত ২২শে চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীল স্বামিপাদের ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা আলোচনা-মুখে পাঠ হয় যে,—'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো' শ্লোকে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকে, 'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ' শ্লোকে একমাত্র শ্রীচৈতন্যাবতারই সূচিত হইয়াছে।

— —

সেই নন্দনন্দন বংশীবদন ও যশোদানন্দনই স্বর্ণকান্তি-প্রবালাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, উহাই অকাট্য প্রমাণ। শাস্ত্র স্বীকার করিলে এসম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইবার অবকাশ থাকিতে পারে না।

— —

সংকীর্ত্তনৈক পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় যদি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন চিহ্ন থাকে, তাহা শুদ্ধ ভক্তগণের সঙ্গে সংকীর্ত্তন। সুমেধাগণ এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ দ্বারাই কলিকালে কৃষ্ণারাধনা করিয়া থাকেন, অন্য উপায়ে নহে।

— —

এই সংকীর্ত্তন নিষ্কপট সাধুগণের কৈতব-বিবর্জ্জিত, সংযমন ও সর্ব্বোত্তম আরাধনা। উহা মৎসরগণের জনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের পন্থা বা অন্যদেবের বন্দনা হওয়ায় পরমমঙ্গলপ্রদ হইয়াও তাহার অকল্যাণ বৃদ্ধি।

যাঁহারা সংকীর্ত্তনকে অবহেলা করিয়া শুষ্ক কীর্ত্তন লোক দিতে নিযুক্ত ও যাহারা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে স কীর্ত্তনের অভিনয় করেন তাঁহারাই এ দেশ বঙ্গাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াও বস্তুত ও বৈষ্ণব সঙ্গে নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ পুরুষোত্তম আদি কাঙ্গালদাসী ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৫)

শব্দপ্রমাণ –শব্দকে প্রমাণরূপে গ্রহণ স্থলে এই বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কোন নিঃস্বার্থপর বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি—যিনি সত্য বিষয় অবগত আছেন, তিনি সেই বিষয়ে অভিজ্ঞান শব্দাশ্রয়ে যথাযথরূপে অপরের নিকট বর্ণনা করেন এবং সেই প্রকৃত শব্দ হইতে সত্য সম্বন্ধে যে অনুমান তাহাকেই 'শব্দ-প্রমাণ' বলে। সুতরাং শব্দরূপে বেদশাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রমাণরূপে স্বীকার্য্য, কারণ, বেদ পৌরুষেয় নহে। শব্দ পৌরুষেয় হইলে—তৎ-পুরুষের সত্যনিষ্ঠা, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষশূন্যতা প্রভৃতি প্রমাণিত না হইলে তদ্রূপ পুরুষকথিত শব্দ অন্যান্য প্রমাণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে, কিন্তু বেদবাক্যের বক্তা প্রাকৃত জগতের পুরুষ-বিশেষ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছেন না, অতএব বেদ সামান্যতোদৃষ্টানুমান-সমাপ-প্রাপ্ত ঈশ্বরবাক্য সুতরাং বেদ শব্দরূপে স্বীকৃত। পাশ্চাত্ত্যমনীষী Max Millar, ন্যায়দর্শনের অনুমানমূলক ঈশ্বরস্বীকার বা আস্তিকতা (?) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"It bases its belief in the existence of God not on revelation as the Vedanta does,but on reason.Nyaya utilizes a form of inference 'Samanyatodrista', in believing in the existence of the God, whose validity can easily be questioned.

উপমান (Comparison)—যাহাকে সাধারণতঃ 'analogy' বলা হয়। কোন প্রসিদ্ধ বস্তুর সহিত সদৃশ্য দর্শন করিয়া যে বোধ এবং তাহা হইতে অপ্রসিদ্ধ সেই বস্তুর যে জ্ঞান তাহাকেই 'উপমান-প্রমাণ' বলা হয়। প্রমাণ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল। অতঃপর প্রমেয়-বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার, যথা – (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়-বর্গ, (৪) অর্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ, (১২) অপবর্গ। পূর্ব্বে ষোড়শ তত্ত্বের বিষয় কথিত হইয়াছে এবং উক্ত ষোড়শ তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয় তাহাও প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে 'প্রমাণ ও প্রমেয়'রূপ তত্ত্ব-জ্ঞানই মুখ্যরূপে মোক্ষসাধক এবং অপর চতুর্দ্দশ তত্ত্বজ্ঞান উক্ত 'প্রমাণ-প্রমেয়'-জ্ঞানের সহকারিরূপে জ্ঞাতব্য। সেই প্রমাণ ও প্রমেয় পুনরায় ষোড়শভাগে বিভক্ত—প্রমাণ চারিভাগে বিভক্ত এবং প্রমেয় দ্বাদশভাগে বিভক্ত। প্রমাণ-প্রমেয়ের যথার্থানুমান-জ্ঞানই (যাহা প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দাশ্রয়ে সিদ্ধ হয়) দুঃখনিবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তি প্রদানে সমর্থ। 'প্রবৃত্তি' অর্থাৎ কায়মনোবাক্য দ্বারা যে কর্ম্ম-চেষ্টা এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহ দোষ, এতজ্জন্য হইতে জাত সুখ ও দুঃখাত্মকাত্মক যে ভোগ, তাহাই আত্মার বদ্ধাবস্থা। এই বদ্ধ দশা হইতে 'অত্যন্ত বিমুক্তি'ই মোক্ষ। 'প্রেত্যভাব'ই অপবর্গরূপ মোক্ষসাধনের বাধক। বিষয়ের স্বরূপজ্ঞানানভিজ্ঞতা-নিবন্ধন বিষয়াসক্তি এই প্রেত্যভাবের (প্র+ইণ্+ত্য='প্রেত্য'--দেহত্যাগের পর, 'ভাবঃ' = উৎপত্তিঃ) কারণ, বিষয়ানুরাগরূপ কারণ-বিনাশেই পুনর্জন্মাত্মক কার্য্যের অভাব ঘটে। 'কার্য্য কারণ' এতদুভয়া-ভাবেই মোক্ষ সিদ্ধ। এই মোক্ষলাভ-ব্যাপারে চতুর্ব্বিধ প্রমাণ দ্বারা দ্বাদশ প্রমেয়স্বরূপ জ্ঞান প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনসাধনে প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দ-সাহচর্য্যে অপ্রাপ্ত অনুমানই মুখ্য প্রমাণরূপে গণ্য। উক্ত 'অনুমান-প্রমাণের প্রাধান্য স্থাপনেই ন্যায়-দর্শনকার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ন্যায়দর্শন অনুমানমূলক ঈশ্বরাস্তিত্ব অঙ্গীকার এবং শব্দ-প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করায় নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত না হইলেও সেই অঙ্গীকৃত ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছেন। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারণের অবস্থান কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রতিপাদনে গৌতম সূত্র করিলেন—"ঈশ্বর কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ" অর্থাৎ মনুষ্যকৃত কর্ম্মের সর্ব্বদা সাফল্য দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ঈশ্বরই সৃষ্টি-কারণ; কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্তিত হইতেছে, "ন পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" অর্থাৎ পুরুষ-কর্ম্ম ব্যতীত ফল-নিষ্পত্তি হয় না, ফল-নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন হইলে কখনও পুরুষ-চেষ্টার প্রয়োজন হয় না সুতরাং ঈশ্বরাতিরিক্ত সৃষ্টির অন্য কারণ অবশ্যই স্বীকার্য্য, সেই কারণ 'অদৃষ্ট'। এই দর্শনে আবার অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন 'ঈশ্বর কারণং + + × দর্শনাৎ' ও 'তৎ-কারিতত্বাদহেতুঃ' এই দুই স্থায়সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত পুরুষকার ফল প্রদান করিতে পারে না, মনুষ্যের কর্ম্ম-ফলভোগ যাঁহার অধীনে সাধিত হয় তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর ও পুরুষকার পরস্পর 'অপেক্ষ্য ন্যায়' সম্বন্ধযুক্ত। গৌতম-সূত্রে পরমাণুবাদও অঙ্গীকৃত হইয়াছে, জগদ্রচনায় ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মুখ্য কি অদৃষ্ট-ক্রমে পরমাণু-সমূহের অভিব্যক্তিক্রমে উৎপন্ন তাহা স্পষ্টতঃ কথিত হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নাই। ইহাতে দুঃখনাশ ও নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তিলাভের যে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ঈশ্বরের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ তত্ত্বের (ঈশ্বর যাহার অন্তর্ভুক্ত নহেন) জ্ঞানলাভ এবং তাহার মধ্যে মুখ্য প্রমাণ ও প্রমেয়-জ্ঞান (চতুর্ব্বিধ প্রমাণ ও দ্বাদশবিধ প্রমেয়) হইতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি রূপা মোক্ষ সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বরের স্বরূপ, গুণ, কর্ম্ম এবং তাঁহার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার ন্যায় দর্শন প্রদর্শন করেন নাই। কথিত আছে Greek philosopher Aristotle প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া গ্রীক্ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, তৎপূর্ব্বে প্রতীচ্য জগতে ন্যায়দর্শন প্রচলিত ছিল না। Alexander the Great শঙ্করাচার্য্য ও কল্যাণ শর্ম্মা নামক দুইজন ন্যায়শাস্ত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণকে গ্রীসে লইয়া যান; সেখানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা সমাপন পূর্ব্বক তাঁহারা অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করেন। নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহে ন্যায়দর্শনের বিশদ আলোচনা হইয়াছে, যথা—বাৎস্যায়নকৃত 'ন্যায়সূত্র-ভাষ্য', 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলী' উদয়নাচার্য্যকৃত, বরদরাজের 'তার্কিকরক্ষা', মল্লিনাথকৃত 'নিষ্কণ্টক' কুমারিল ভট্ট কৃত 'শ্লোকবার্ত্তিকা', ন্যায়-কন্দলী, ন্যায়মঞ্জরী, গঙ্গোপাধ্যায়কৃত চিন্তামণি-টীকা ও তত্ত্বচিন্তামণি প্রসিদ্ধ

যমরাজ

(২)

"হে ভটগণ, -দেখ, এই ভাগবত-ধর্ম্মের প্রভাব কত! শ্রীভগবানের নাম প্রহলাদি ভক্ত-পূজ্য এই ধর্ম্মই অখিল জগতে জীবমাত্রের পরম মঙ্গল পরমধর্ম্ম। অহো,—উহার এক নামের শক্তিই কত! তোমরা ত' প্রত্যক্ষ করিলে,—মৃত্যুকালে একবার 'নারায়ণ' এই নামটি মাত্র উচ্চারণ করিয়াই এমন মহাপাপী অজামিলও তৎক্ষণাৎ যমপাশ হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন। তিনি ত' কায়মনে মুক্ত হইয়া নাম করিব বলিয়াই নাম করেন নাই; পুত্রকে আহ্বান করিতে ঐ পুত্রের নাম বলিয়াই নামটী তাঁহার মুখে আসিয়াছিল মাত্র; তাহাতেই (সেই নামাভাসেই) তিনি মৃত্যু অবস্থাতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে কত সাধনাধন,কত দুর্লভ মুক্তিপদের অধিকারী হইলেন! আহা,—এখন কলি-কলুষ-হর হরিনাম উপদেশ না দিয়া, কর্ম্মশাস্ত্র-প্রচার-কর্ত্তা ঋষিরা কি বিপুল বিতণ্ডাজালে জীবের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইয়াছেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা সেই শ্রীভগবানের সংসার-রক্ষিণী শক্তি মায়ার মোহপাশে বদ্ধ ও অন্ধ হইয়া এই বেদগুহ্য পরমতত্ত্ব শ্রীহরির নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। অন্ধ-পরিচালিত অন্ধের ন্যায় মূঢ় জনেরাই ঐ সকল বিফল শাস্ত্রবাক্যে বদ্ধ হইয়া আমার অধিকৃত হয়। কিন্তু সাধু-সঙ্গ-প্রাপ্ত সুশীল জন সুবিচারে সার গ্রহণ করিয়া আর ঐ বিফল অসার শাস্ত্রবাক্য কখনও গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কদাচ আমার অধিকারেও অন্তর্গত হন না, তাঁহাদের পাপই হইতে পারে না। কোনও কারণে যদি বা হয়, তবে তাহা তাঁহাদেরই অনন্যভক্তিযোগে একান্ত সেব্য শ্রীহরির সর্ব্বানর্থহর নাম-কীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়।

"হে দূতগণ,—অতঃপর, সাবধান হও; তোমরা এই সকল ভগবৎ-শরণাপন্ন, সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুমহাত্মা, দেবতারাও যাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্ত্তন করেন, তোমরা কদাচ তাঁহাদের নিকটে যাইও না। কাহার সাধ্য তাঁহাদের তিলমাত্র বিঘ্ন উৎপাদন করে? শ্রীগোবিন্দের গদা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বতো-ভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের দণ্ডবিধানে আমরাও সমর্থ নহি, কালও সমর্থ নহেন।

"কাহার প্রতি তোমরা দণ্ড প্রয়োগ করিবে, কাহাদিগকে কালপাশে বদ্ধ করিয়া এই স্থলে আনয়ন করিবে, কিরূপ ব্যক্তি আমাদের দণ্ডার্হ, তাহাই এবার বলিতেছি শুন,—

'তান্ আনয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দ-মকরন্দরসাদ্ অজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তান্ আনয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥'

(শ্রী ভাঃ ৬।৩।২৮-২৯)

"সর্ব্বত্র সারগ্রাহী, অকৈতব ভাগবত মহাত্মারা অহৈতুকী ভক্তিতে শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দের যে প্রেম-মকরন্দ অজস্র আস্বাদন করেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে-সকল ব্যক্তি নরকের পথস্বরূপ আসক্তি-ময় সংসারেই স্বকীয় ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা পূর্ণ করিবার জন্য সতত লালায়িত, আবদ্ধ, সেই সকল অসৎ ব্যক্তিকেই আমার নিকট আনয়ন করিবে।"

কৃষ্ণনাম জয় জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।

"ভেকজিহ্বার ন্যায় যাহাদের জিহ্বা কেবল বিফল শব্দ দ্বারাই আপন কালকে আহ্বান করে, কদাচ কৃষ্ণনাম গুণকীর্ত্তন করে না, যাহাদের মন অনুক্ষণ বিষয়-চিন্তা করিয়াই অমূল্য জীবন ক্ষয় করে, কখনও কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করে না, যাহাদের অহঙ্কারোদ্ধত মস্তক কখনও শ্রীগোবিন্দপাদারবিন্দে প্রণত হয় না কিম্বা যাহারা কখনও শ্রীবিষ্ণু বা বৈষ্ণবের সেবা করে নাই, সেই অসৎ ব্যক্তিদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে। নরকও তাহাদেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।"

যমরাজের এই কথাগুলি একটু ভাবিবার বিষয়। অনেক বিষয়ী বিষয়রতি লইয়াই পঞ্চদেবতার মধ্যে শ্রীহরিকেও একটী বলিয়া গণ্য করিয়া কোন কামনার বশে তাঁহার উদ্দেশে এক পাত তুলসী দেয় এবং একটা প্রণামও করে। কিন্তু, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী ধর্ম্মরাজ যমের কাছে সে-রূপ পূজা 'বিষ্ণুভক্তা', বা সে-রূপ প্রণাম 'হরিপদে প্রণতি' বলিয়া গণ্য হয় না। যথার্থ 'বিষ্ণুভক্তা' বা 'হরিপদে প্রণতি' কিরূপে হয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে যমরাজেরই দূতোপদেশে ব্যক্ত হইয়াছে। তথায় তিনি বলিয়াছেন ;—

"হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ।
তমপগত সমস্ত পাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্ ॥"
(৩য় অংশ ৭ম অধ্যায়)

অর্থাৎ যিনি পরমার্থ-পথে, পরমহংস-সেবিত প্রোজ্ঝিত কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মে সমস্ত দেবতাদের দ্বারা অর্চ্চিত, অখিল জগতের আরাধ্য হরিপাদপদ্মে প্রণাম করেন এবং সেই মধুব্রত শ্রীচরণ সেবা করিয়াই সর্ব্বাবধ পাপবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন, তোমরা আজ্যসিক্ত হোমাগ্নিবৎ পূতাত্মা সেই ভাগবতজনকে পরিহার করিয়া প্রস্থান করিবে। তাঁহার অধিকারে কখনও প্রবেশ করিবে না।

"যম-নিয়ম-বিধূত-কল্মষাণাং
অনুদিনম্ অচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগত-মদ-মান-মৎসরাণাং
ব্রজ ভট, দূরতরেণ মানবানাম্ ॥"

অর্থাৎ হে দূতবর, যাঁহারা অবিরত কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণচিন্তায় রত, সাধু-সঙ্গে সুবিধিমতে কৃষ্ণসেবায় থাকিয়া যাঁহাদের চিত্তমল বিধৌত হইয়াছে—মদ, মান ও মৎসরতা অপগত হইয়াছে তুমি সেই সকল হরিপরায়ণ মানবগণকে বহু দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে।

"সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরম পুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥"

অর্থাৎ হে দূতবর, সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময়; তাঁহারি একাংশে ভক্তিভর সকলেই অবস্থিত; আমিও তাঁহারি বিশাল সাগরে বিন্দুর মত একাংশ; সেই সর্ব্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমপুরুষ পরমেশ্বর—এইভাবে যাঁহাদের মতি অবিচল, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয়-গত সর্ব্বস্বধন, তুমি দূর হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে।

"কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণং ইতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তান পাপান্ ॥"

অর্থাৎ হে দূতবর, যাঁহারা—'হে কৃষ্ণ, হে কমলনয়ন, হে ধরণীধর, হে অচ্যুত, হে শঙ্খচক্রপাণে, আমি তোমার হ'লাম, আমাকে চরণে রাখ, শরণ দাও', কায়মনোবাক্যে এইরূপ প্রার্থনা করেন, তুমি বহুদূর হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে।

"বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহত বীর্য্য বলস্য সোঽন্যলোকাঃ ॥"
(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ নিম্নলিখিত কতিপয় গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ প্রদান-মুখে বলেন—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যবর্য্যের সেবার জন্য যাঁরা আত্মসমর্পণ ক'রে কায়মনোবাক্যে সেবা ক'রছেন, তাঁদের ধন্যবাদ আমি আর কি দিতে পারি, আমি তাঁদের সেবাদর্শ অনুসরণ ক'রে ধন্য হ'তে চাই

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ—ইনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে সকলের অগ্রণী, আবার বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমার কিনিই আমার সর্ব্বপ্রথম সহায়ক, সুতরাং আমি তাঁর নিকট চিরঋণী। শুধু আমি নই, শত শত ব্যক্তি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, হরিকথা-কীর্ত্তন-কালে আত্মবিস্মৃত ভাব—তন্ময়তা, অতি নিষ্কপট সরল স্বভাব, শান্তসৌম্য মূর্ত্তি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল উপদেশাবলী প্রচারে উৎসাহ প্রভৃতি গুণাবলী শতমুখে প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ বন মহারাজ ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে গুরুগৌরাঙ্গের বাণী-প্রচারের দুন্দুভিধ্বনি দিগ্‌পাল-স্বরূপ। To clear the path for the Lord—এজন্য এঁদের অগ্রগমন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান ক'রে পাশ্চাত্যদেশবাসী আবালবৃদ্ধ-যুবা বহু ব্যক্তিকে হরিনাম শ্রবণ ক'রাচ্ছেন। তদ্দেশবাসী অনেক সজ্জন স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ ক'রে আত্মমঙ্গল বরণ ক'রছেন।

শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী এম-এ প্রত্নবিদ্যাবিশারদ—ইনি আবাল্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের স্নেহে লালিত পালিত। শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থান ক'রে ইনি অনেক শাস্ত্র আলোচনা ক'রেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ইনিও লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ বন মহারাজের সেবায় নানাভাবে সহায়তা ক'রছেন এবং 'ডক্টরেট' উপাধির জন্য ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখছেন। ইঁহার শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবায় অনুরাগ ও উৎসাহ এবং তদানুষঙ্গিক সরলতাদি সদ্গুণ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী—ইঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, শ্রীগুরু-সেবায় প্রাণপাত পরিশ্রম, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হ'তে পরিচালিত কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও কাশী-পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ইঁহার আদর্শসেবা এবং হরিকীর্ত্তনে উৎসাহ সকলেরই চিত্তাকর্ষক

শ্রীমৎ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কাব্যকোবিদ্—ইনি বৈদ্যুতিক যান পরিচালন পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়তা ক'রেছেন। কুরুক্ষেত্র, ঢাকা, কলিকাতা, পাটনা ও কাশী প্রভৃতি স্থানের পারমার্থিক প্রদর্শনীতেও ইঁহার সেবা অতুলনীয়। এতদ্ব্যতীত ইনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচার-বিষয়ে নানাভাবে সেবা ক'রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ ক'রেছেন।

শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তি-জ্যোতিঃ—ইনি সম্প্রতি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক লণ্ডন-প্রচার-কার্য্যে শ্রীপাদ বন মহারাজ ও তীর্থমহারাজের নানাভাবে সহায়তা ক'রছেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়-পত্র ও গৌড়ীয় প্রেসের পরিচালনা-কার্য্যেও তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের যথেষ্ট সন্তোষ উৎপাদন ক'রেছেন।

মহোপদেশক শ্রীমৎ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী—এই ব্রহ্মচারীজী একজন উত্তম বক্তা। ইনি বঙ্গদেশের বহু স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট প্রচার ক'রে "মহোপদেশক" এই গৌরাশীর্ব্বাদ-ভাজন হ'য়েছেন। ইঁহার সরলতা, সেবা-কার্য্যে ক্ষিপ্রতা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি সদ্গুণ বিশেষ প্রশংসনীয়। ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনীতে, শ্রীধাম-পরিক্রমা ও অন্যান্য উৎসব-কালে সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রসাদ সম্মান ও বিশ্রামস্থান নির্দ্দেশাদির সুব্যবস্থা প্রভৃতি সেবায়ও ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ ক'রেছেন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তাশ্রম—ইনি গৌড়ের বৈদিকক্ষেত্র মোদদ্রুম-দ্বীপে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার সেবানুকূল্য বহন ক'রে এবং ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের নানাভাবে সেবা ক'রে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হ'য়েছেন। ইঁহার শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহ ও বৈষ্ণবোচিত গুণাবলী সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ।

শ্রীযুক্ত কবিচন্দ্র দাস—ইনি যদিও সেরূপ ধনী নন, তথাপি প্রাণের আর্ত্তিতে শ্রীবাস-অঙ্গনের নূতন শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ক'রে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। বহু অর্থ ব্যয় ক'রে নিজের ভোগ-বিলাস-গৃহ-নির্ম্মাণের বিচার অপেক্ষা সেই অর্থ দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা-মন্দির নির্ম্মাণ করার সুবিচার যে কত অধিক শ্লাঘনীয়, তাহা ভাষা দ্বারা বর্ণন করা যায় না।

শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন কর, অমর্ষি—ইনি মেদিনীপুর জেলার অমর্ষিগ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখা প্রচার কেন্দ্র-স্থাপন কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর প্রচার-প্রসারে যত্ন ও নানাভাবে আনুকূল্য করায় শ্রীগুরু বৈষ্ণবের প্রীতি-ভাজন হ'য়েছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী, বালপাড় (সবং)—ইনিও অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠের প্রচার কার্য্যে নানাভাবে সহায়তা ক'রে ধন্যবাদার্হ

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ১০
[illegible] ৬৲
[illegible] ।৵০
৩। [illegible] ([illegible]) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপ [illegible] (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ৸
৯। গীতা ([illegible]-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৸
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা [illegible] ১
১২। [illegible] মাহাত্ম্য (বাঁধা) ২
১৩। বেদান্তদর্শনের সাহায্য (গোবিন্দভাষ্য)
১৪। [illegible]
১৫। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৹
ঐ (
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী-শ্রীরঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
২১। নবদ্বীপধাম প্রচারিণী ৸০
২২। [illegible] ৵০
২৩। শ্রীকল্যাণ ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-পথ
২৯। সরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১৷০
৩২। [illegible] ৶০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। [illegible] ৵০
১৬। মঠাচারবর্ণন ৵০
১৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
১৮। [illegible] ৶০
১৯। সাধকণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২০। বৈষ্ণবগণ-সম্মতি
([illegible]) ৩
২১। প্রবন্ধ [illegible] ।০
২২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। শ্রীমদ্ভক্তি মাধুর্য্য ১
৪৪। গোবিন্দলীলামৃত ৸
৪৫। শুদ্ধাদ্বৈত-[illegible] ১
৪৬। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ।
৪৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৸
৪৮। গৌড়ীয় কি করেন? ১
৪৯। [illegible] ([illegible]) ।
২০। শ্রী[illegible] ৶
২১। [illegible] ৷০
২২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible]
৫৭। [illegible]
৫৮। [illegible]

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible]
৬০। [illegible]
৬১। [illegible] ।৵০
৬২। [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ৴০
৬৫। [illegible] ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। [illegible] ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০
৭০। [illegible] ।০
৭১। [illegible] ৴১০
৭২। [illegible] ৶০
৭৩। [illegible] ৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী[illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]।
৯। [illegible] পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-[illegible]—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০৯২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গোবিন্দ মঠ পোঃ [illegible]।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রী[illegible]—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওনং গ্লৌষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস-[illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ

প্রত্যেক মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বঙ্গানুবাদ [illegible] মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর প্রথম ছাপা। [illegible] আট পেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, [illegible] সূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী [illegible] বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা প্রত্যেক পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৯,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৪	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

** চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়, তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ১০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ - ৪৲
বালাম (ধরকুলসী) (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
মিহিদানা (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৩নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৩৷৵০—৪৵০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵৭

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

৩৩৷৴
৩৩৸
৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৩৲ ঋণ (১৯৬৩-৭০)	৯৭৲
„ ৪০ (১৯৩৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট দরে :—	১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফর্টি)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৭৲
ক্যানিং	১৯৫৲
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
বেঙ্গল	৩৭০৲
ডালহৌসী	২৪৫৲
গ্লাষ্টার	৫। ০
হাওড়াউনিয়া	৪০৮।০
ফোর্ট	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং কৃষ্ণ ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forweard) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পীড়িত ও জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক এ নামজাদী জে. বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

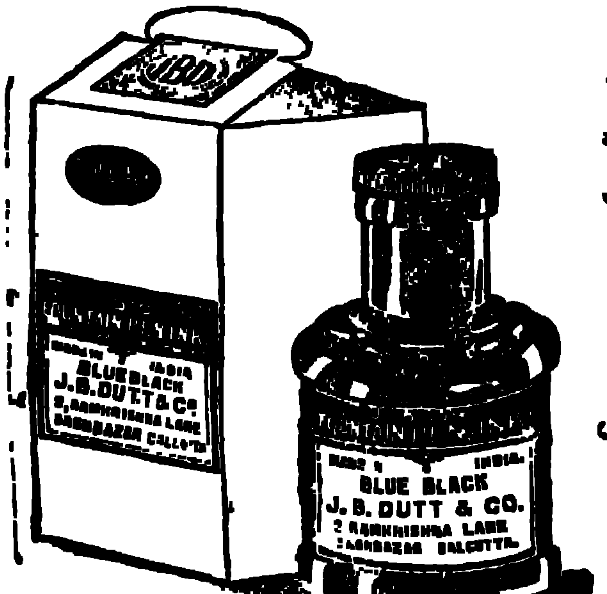

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

—•::•::•—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয় টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম্. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রধান কার্য্যালয়—"শ্রীধাম", নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড।] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৪১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৪১, ২৭শে এপ্রিল ১৯৩৪

বিবিধ-সংবাদ

—::০::—

রংপুরে ব্যাপক খানাতল্লাস

রংপুর হইতে প্রকাশ, পুলিশ রংপুর সহরে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাস করিবার পর সুরেশচন্দ্র মজুমদার (স্কুলের ছাত্র), বি-এ, পরীক্ষার্থী ছাত্র অবেশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং আর একটি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া কোতোয়ালী থানায় লইয়া যায়। একপ প্রকাশ যে, সুরেশচন্দ্র মজুমদার ব্যতীত বাকী তিনটি যুবকের নিকট হইতে জামিন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, সুরেশকে নবীন ফৌজদারী সংশোধন আইন অনুযায়ী আটক রাখা হইয়াছে।

পুলিশে ডাকাতে লড়াই

পাবনা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, একদল ডাকাতের সহিত দাঙ্গিয়া পুলিশের লড়াই বাধে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ গুলী চালাইতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে দুইজন ডাকাত মারা যায়।

প্রকাশ, এক স্থানে ডাকাতির পর ডাকাতেরা অপহৃত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিতেছিল। সেই সময় পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে যায়। ডাকাত দল তখন পুলিশকে আক্রমণ করে এবং পুলিশের গুলীতে ২ জন ডাকাত নিহত হয়।

—————

অজিত সমাধি

গত শুক্রবারে নাগপুরের প্রায় ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সোনগাঁও খানা হইতে একটি লোক ডুবিয়া মৃত্যুর লোকের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুইটি মুসলমান বালক চড়ুই ভাতি করিতে যায়। উহারা অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া একটি কূপের নিকট উপস্থিত হয়। একজন হঠাৎ উহার মধ্যে পড়িয়া যায়। সাহায্যের জন্য উহারা চীৎকার করিতে থাকে। উহার সঙ্গী বিপন্ন বালকটিকে, রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

—————

নোয়াখালিতে ডাকাতি

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, লক্ষীপুর থানার এক সুদূর পল্লী হইতে আর একটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, কতিপয় ব্যক্তি ছোরা প্রভৃতি লইয়া চণ্ডিকাপ্রসন্ন ঘোষের বাড়ীতে বল-পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে ৫শত টাকা লইয়া চম্পট দেয়। স্থানীয় পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ এসম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে। এ পর্য্যন্ত কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই।

কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের অধিবাসী ও চট্টগ্রাম কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র জেমেন্দ্রবিকাশ নাগ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহাকে নবীন সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নারী হত্যা

জয়পুর হইতে প্রকাশ, সাম্বা হইতে ৪ মাইল দূরে চাঁদুনি জয়পুর গ্রাম হইতে একটি রাজপুত রমণীর হত্যা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বিংশ বর্ষীয়া একটি বনিয়াদী রাজপুত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল অপর কয়েকজন রমণী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নিকটবর্ত্তী মঠে লইয়া যায় এবং একখানা অস্ত্রের আঘাতে তাহাকে মারিয়া ফেলে। তরুণীর অঙ্গে প্রায় ৩ শত টাকা মূল্যের অলঙ্কার ছিল, সেগুলি অপহৃত হইয়াছে।

পুলিশ এ সম্পর্কে সন্দেহ বশতঃ দুইজন প্রায় বৃদ্ধা ও দশ বৎসরের একটি বালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—————

বাক্সের মধ্যে তাজা কার্ত্তুজ

আগরতলা হইতে প্রকাশ, বাধরনগর গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুত বাদবচন্দ্র দেব-শর্ম্মার বাড়ীতে ত্রিপুরার স্টেট পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া একটা বাক্সের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় ১১টি তাজা কার্ত্তুজ বাহির করিয়াছে। খানাতল্লাস করিবার পর পুলিশ বাদব বাবুর আত্মীয় রমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মাকে এবং ভগবানচন্দ্র দাস নামে আর একটি যুবককে এই সংস্রবে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের হস্তকে পুলিশের কড়া পাহারায় এখানে আনয়ন করা হইয়াছে।

সহরমে হাঙ্গামা

কর্ণুরেলা হইতে প্রকাশ, মুসলমানেরা মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে গত রবিবার মুলতান-পুরে এক পতাকা শোভাযাত্রা বাহির করে। তাহারা কর্তৃপক্ষকে যে রাজপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, উহারা সেই পথ দিয়া যাইতে চাহে। উহাদের শোভাযাত্রাকারীদের সে পথের উল্লেখ ছিল না।

মুসলমানদের একটা জনতা পুলিশের দিকে ছুটিয়া যায়, পুলিশদের লাঠি কাড়িয়া লয় ও তাহাদিগকে আহত করে। নিকট-বর্ত্তী বাড়ীর লোকজন উহাদের মধ্যে আধখানা মুসলমান ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ৯ জন পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

প্রধান মন্ত্রী মুলতানপুরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শীঘ্র ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান।

—————

মেহেরুন্নীর ওজন হ্রাস

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি যে ২ পাউণ্ড ওজন হ্রাস হইয়াছিল, কলিকাতার শেষ সংবাদে প্রকাশ, তাঁহার সে ক্ষয় আবার পূর্ণ হইয়াছে। কারাগারে যাওয়া অবধি নেহেরুজীর ৫ পাউণ্ড ওজন হ্রাস হইয়াছে।

প্রকাশ, পণ্ডিতজীকে এখনও কোন দৈনিক সংবাদপত্র বা পাখা দেওয়া হয় নাই। প্রকাশ, এখনও আন্দোলন শেষ না হওয়ায় তাঁহাকে কোন স্বাস্থ্যপ্রদ পার্ব্বত্য স্থানে পাঠান হয় নাই।

—————

বঙ্গপত্নী নেহেরুর স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্তা কমলাদেবী নেহেরু এখনও কলিকাতায় চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে। তাঁহার অবস্থার কতকটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নাই। সম্ভবতঃ তিনি আর এক পক্ষ কালের মধ্যে এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৪ই বৈশাখ শুক্রবার ১৩৩১

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সরকার [illegible] টাকা ব্যয় করিয়া পদ্মার সুবিধার জন্য [illegible] সুগম ও করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্ষাকালে [illegible] উক্ত [illegible] করিয়া বহুকালের [illegible] পুরাতন খাদে প্রবাহিত হইবার আশা ছিল। পদ্মার জলধারা পুরাতন খাদে প্রবাহিত হইলে সেই খাদ [illegible] প্রশস্ত করিলে এবং সেই পথে তাহার গতি পরিবর্তিত হইলে এই বিপদ দেশ হইতে দূর হইতে পারে, এই আশায় সেই প্রাচীন খাদে [illegible] সংস্কার করা আবশ্যক হইয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্যে নূতন [illegible] নিযুক্ত হইয়াছে। [illegible] সুবৃহৎ ফ্ল্যাটে [illegible] আনীত হইয়াছে। ঐ খালের মধ্যভাগে সকল কাজ শেষ করিবার জন্য [illegible] নিকট নঙ্গর করিয়াছে। বিবারাত্রি কাজ চলিতেছে। একটি উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি [illegible] রাত্রিতে দিবালোক উৎপাদন করিতেছে।

ভারতের অধিকাংশ রেলপথে দস্যুতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। দস্যুরা [illegible] ভাবে চলন্ত ট্রেনে উঠিয়া কিভাবে যাত্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, তাহার বিবরণ [illegible] সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল দস্যুরা নানাভাবে ও নূতন নূতন কৌশলে আরোহীগণকে আক্রমণ করে, এবং তাহারা পুন হইতে সকল রেলে কোন্ আরোহীকে আক্রমণ করিলে তাহারা টাকা পাইতে পারিবে। অধিকাংশ স্থলেই দস্যুরা ধরা পড়ে না, পুলিসের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

সম্প্রতি পুলিস সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথে চলন্ত ট্রেন হইতে দস্যুদের গ্রেপ্তারের জন্য যেরূপ উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অন্যান্য প্রদেশের পুলিসের অনুকরণ যোগ্য। ইহাদের চেষ্টা আংশিকভাবে সফল হইয়াছে। তাহারা একটি দুষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত রেলপথের বিভিন্ন ষ্টেশনে পুলিস মোতায়েন ছিল। একখানি চলন্ত ট্রেন পুলিস একটী লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহার নিকট কতক চীন চূর্ণ পদার্থ ছিল। সেই চূর্ণ কি পদার্থ, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া পুলিস তাহা রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। পরীক্ষক পরীক্ষান্তে রিপোর্ট পাঠাইলে সেই দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। ক্রমশঃ উহাতে জানিতে পারা গিয়াছে যে একদল বদমায়েশ এই সকল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই অধ্যবসায়ের সময় দেশের বিভিন্ন অংশের যে বহু দল গঠিত হইয়াছে, দস্যুদলের [illegible] এবং দুষ্কর চেষ্টার জন্য তাহাদের [illegible] পরোক্ষ [illegible] সকল রেলপথের চলন্ত ট্রেনে দস্যুদলের [illegible] হানা করিলে রেলযাত্রীদের রক্ষা করা কঠিন হইবে।

মজঃফরপুরে গান্ধীজী

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, আসাম ভ্রমণের পর [illegible] গান্ধীজী গত ২২শে এপ্রিল রাত্রে মজঃফরপুরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি এখন বাবু [illegible] বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অভ্যর্থনা করার জন্য ষ্টেশনে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। ডাঃ [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

২৫ জন যুবকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, পলাতকদের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ রাখিবার জন্য প্রায় ২৫ জন যুবকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। উক্ত নিষেধাজ্ঞায় তাহাদের ১৫ দিনের জন্য বাড়ীর বাহির হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে পরোয়ানা জারি

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় বিশেষ দমন আইন অনুযায়ী আক্রোশের জন্য কানুনগোপাড়া, ঢোবালা ও [illegible] অধিবাসীদের উপর সমষ্টিগত জরিমানা ধার্য্য হয়। জরিমানা অনাদায়ে কয়েকজনের উপর পরোয়ানা জারি হইয়াছে। জানানো হইয়াছে, জরিমানা অনাদায়ে ক্রোক করা হইবে।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পলাতক [illegible] কানুনগোপাড়া হইতে গ্রেপ্তারের পর গ্রামবাসীদের উপর জরিমানা ধার্য্য হয়।

প্রতারণার মামলা

সোনারপুর হইতে কলিকাতা গমনাগমনের একখানি "সিজন টিকেটের" তারিখ পরিবর্তন করিয়া ই, বি, রেলপথের কর্তৃপক্ষকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিবার অভিযোগে, [illegible] নামক শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এ, এফ, এম, মামুদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও একমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

রেলগাড়ীতে পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ

চাকা রেলের একখানা গাড়িতে জনৈক সাহেব আর, সামন্তের পরিত্যক্ত মাল গুদামের [illegible] নিজ অধিকারে রাখিবার অভিযোগে শিয়ালদহের রেল ষ্টেশনের [illegible] সেখ আব্দুল [illegible] শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার জন্য তাহাকে জামিনে খালাস দিয়াছেন।

বিশ্বাসঘাতকতার মামলা

মানিকতলার একটি সাবানের কারখানার কর্মচারী শ্রীযুত কার্ত্তিক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২ শত ২১ টাকা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার অভিযোগে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এ, এফ, এম, মামুদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

অবৈধ ভাবে পিস্তল আমদানি

কলম্বো হইতে প্রকাশ, অবৈধ ভাবে একটি পিস্তল আমদানী করিবার অভিযোগে, জনৈক ভারতবাসী কলম্বোর পোর্ট বিভাগের প্রধান কালেক্টরের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কালেক্টর সম্প্রতি উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। পিস্তলটী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। গত ১১ই এপ্রিল উহা কোর্টে আনীত হইয়াছিল। প্রকাশ, পিস্তলটি মূল্যবান্।

মনে হয় উক্ত ভারতবাসী ইটালীর ষ্টীমার "টুরিন" পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিল। সেই সময় তাহার কোটের পকেট অধিক ভারী অনুমান করিয়া জনৈক কর্মচারী উক্ত পকেটে হাত দিলে একটিন সিগারেট প্রাপ্ত হয়। উক্ত সিগারেট টীমারযোগে আনীত হইয়াছে। স্থির করিয়া উহা বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনন্তর তাহার গাত্রবস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটি জামার পকেটে উক্ত রিভলভার পাওয়া যায়।

২৫খানি বাড়ীতে খানাতল্লাস

মালদহ হইতে প্রকাশ, এই সহরের ২৫খানি বাড়ীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, খানাতল্লাসে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। আরও প্রকাশ যে, এই সকল খানাতল্লাসের সম্বন্ধে পুলিস ১১ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। ইহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই যে, কোন ব্যাপার সম্পর্কে এই সকল খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গ্যাস কাটিয়া বিস্ফোরণ

বেলগ্রেড হইতে প্রকাশ, কয়লা খনির দুর্ঘটনার ফলে [illegible] মাটি বাহির হইয়াছে। কিন্তু মাটি পড়িয়া এবং জলাভাবে উদ্ধারকারীদের অসুবিধা হইতেছে। মৃত্যুর সংখ্যা বড় কম হইবে না। এ পর্যন্ত একশত সাতচল্লিশটি লোককে উদ্ধার করা হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, গ্যাসের প্রাবল্য হেতু গ্যাস কাটিয়া এই সর্বনাশ হইয়াছে।

ছোরার আঘাতের মামলা

গত ৭ই এপ্রিল প্রাতে কাশীপুর রোডে [illegible] ছোরার আঘাত করিবার ও উক্ত কার্য্যে সম্পাদককে সাহায্য করিবার অভিযোগে অরবিন্দ কর্ত্তি ও অপর ২ জন লোক শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

আড়তে চুরির মামলা

গত ৫ই এপ্রিল রাত্রিতে ৩৩।৪, ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে একটি আড়তের কর্মচারী শ্রীযুত [illegible] প্রহার করিয়া লোহার সিন্দুক হইতে ২ হাজার ৩ শত ৩০ টাকার কারেন্সি নোট অপহরণ করিবার অভিযোগে রামদাস সিং শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এ, এফ, এম, মামুদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, পরদিন প্রাতে উক্ত আড়তের ক্যাসিয়ার লোহার সিন্দুক খোলা দেখেন। দুরবর্তী একটি স্থানে হরিপদকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায়।

গত সোমবারে কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

আপত্তিকর খাতা প্রাপ্তি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমিল্লা কলেজের ডিমনষ্ট্রেটার শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে এক খানাতল্লাস হয়। পুলিস খানাতল্লাসের পর একটি এক্সারসাইজ বুক হস্তগত করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাতে আপত্তিকর লেখা আছে। হরেন্দ্রবাবুর পুত্র পিয়ূষকান্তি ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১৪ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শুক্রবার ৪৯শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

কাশীতে

গত ২৭শে চৈত্র তারিখে ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু রাজা জগৎ কিশোরের স্থাপিত বিদ্যাপীঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তপন-মিশ্রের প্রতি সাধ্য সাধন-বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ মহোদয় বলেন—তপ, দয়া, শৌচ, সত্য—এই চতুষ্পদবিশিষ্ট ধর্ম্মের তপ, দয়া, শৌচ—এই ত্রিপাদ কলিকালে যথাক্রমে অহঙ্কার, লোভ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে পর্য্যবসিত হওয়ায় উহা ভগ্ন ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র সত্যপদই কলিকালে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই সত্য-পদের কথাই সত্য-সংস্থাপক সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু তপনমিশ্রকে বলিয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।
অতএব কলিকালে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তাঁর বড় ভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটী পরিহরি, একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

গড়গ্রামে

গত ২৮শে চৈত্র ১১ই এপ্রিল বুধবার [illegible] জেলার অন্তর্গত বহরমপুর শ্রীশ্রীরঘু-নাথজীর মন্দিরে সমাগত সজ্জনগণের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত যে হরিকথা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়া তাঁহার তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের আছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে জানিবার চেষ্টার নাম আরোহপন্থা। অধোক্ষজতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আরোহ-পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবরোহ বা শ্রৌত-পন্থা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। আম্নায়াতীত ভগবান্ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া বা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটি বৃত্তি লইয়া তাঁহার নিকট অভিগমন করার নাম অবরোহ বা শ্রৌতপন্থা-আশ্রয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-লোকেই জীবের বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা স্বতঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন সুতরাং শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত নিত্যমঙ্গল-লাভের অন্য কোন পন্থা নাই। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥"

মায়াকবলিত ত্রৈর্দ্দশাগ্রস্ত জীবই অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের ও নিত্যকাল শ্রীগুরুসেবার একান্ত আবশ্যকতার কথা বুঝিতে পারে না এবং শ্রীগুরুর আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা লাভ করিব ভাবিয়া, কৃষ্ণভজনের ঠাট বাট করিয়া বঞ্চিত হয় মাত্র। যাহারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে না তাহারা আত্মঘাতী।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা

২৪ পরগণায়

গত ২৫শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল রবিবার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ জেলা ২৪পরগণার অন্তর্গত ইটিণ্ডাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অটল বিহারী দে মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

পাঠকালে স্বামীজী বলেন—ভগবদ্-ভজনই এই মনুষ্য-জীবনে একমাত্র প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, মানুষ এই একমাত্র প্রয়োজন বিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবল আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তোষণ-কার্য্যে বৃথা সময় অতিবাহিত করে। যখন আমরা ভগবান্‌কে বিস্মৃত হই তখনই কামাদি রিপু আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদিগকে পশুবৎ করিয়া ফেলে। তখন আমরা মনুষ্যজীবনের চরম তত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্যে লিপ্ত থাকি। এই সমস্ত বিষয় স্বামীজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

গত ২৬শে চৈত্র ৯ই এপ্রিল সোমবার উক্ত অটল বাবুর বাটীতে স্বামীজী মহারাজ একটী বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতা প্রদান-কালে স্বামীজী বলেন—যখন জীব ভগবান্‌কে বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজ সুখ কামনা করে তখন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাকে স্থূল ও লিঙ্গদেহে এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করাইয়া থাকে; এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞাত সুকৃতিক্রমে জীব যখন মনুষ্যদেহ লাভ করে তখনই সাধুসঙ্গক্রমে সে জানিতে পারে যে ভগবান্‌কে ভুলিয়া তাহার এইরূপ কষ্টপ্রদ অবস্থা লাভ হইয়াছে। তখন যাবতীয় কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়া ভগবদ্ভজনই যে তাহার একমাত্র কৃত্য তাহা সে বুঝিতে পারে।

ভোজরাজ্যে

গত ২০শে এপ্রিল সিমলা হইতে প্রেরিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ভোজরাজ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভোজরাজ্যবাসী সজ্জনবৃন্দ তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক বাস্তব-সত্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ধর্ম্মপ্রাণা বৃদ্ধা জননী ভক্তবৈষ্ণবের সেবার্থ নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে একটী কূপ-খননের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সেবাবুদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই ভগবান্ গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ পুরুষোত্তম নিধি গৌরাব্দ ৪৪৮

নিশ্চয়তা

লক্ষ্যহীন বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে কোনও কার্য্যেই সফলকাম হওয়া যায় না। সেই-জন্যই কোন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কল্প বা লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্যে ব্রতী হ'ন এবং তাঁহারাই তত্তৎকার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইতে সমর্থ হন—ইহা আমরা প্রায়শঃই লক্ষ্য করিয়া থাকি। বিদ্যার্জ্জনই বলুন, ধনার্জ্জনই বলুন, স্বাস্থ্যোন্নতিই বলুন, স্থানান্তরে গমনাগমনের কথাই বলুন—প্রত্যেকটীরই গন্তব্যস্থান স্থিরীকৃত হওয়া আদৌ প্রয়োজন; নচেৎ সে-বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা বোধ হয় আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

এই বাহিক নশ্বরজগতেই যখন লক্ষ্য, দৃঢ়সঙ্কল্প বা নিশ্চয়তার অভাবে কোনও বিষয়ে উন্নতি লাভ করা দুষ্পরাহত, তখন নিশ্চয়তার অভাবে পরজগতে প্রবেশ করিবার অধিকার অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর শুরুকৃষ্ণের সেবা করিবার সৌভাগ্য যে জীবের হইতেই পারে না, ইহা সহজেই অনুমেয় ও নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। তাই পরদুঃখদুঃখী গৌরজন শ্রীল রূপ-গোস্বামীপ্রভু আমাদের ন্যায় গুরুবহিষ্কৃত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলকামনায়, "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের অব-তারণা করিয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠগত বৈকুণ্ঠজন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের—গুরুরূপী সেবক-ভগবানের পাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক বা দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া তদানুগত্যে সেবায় অগ্রসর হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত বদ্ধজীব আমরা মহাজনের কথায় বা শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে আস্থা-স্থাপনে অসমর্থতা প্রযুক্ত শান্তি পাইতেছি না—মনোধর্ম্ম আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। যেখানে গুরুপাদপদ্মে নিশ্চয়তা, সেইখানেই স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভের উদয়; আর তদভাবে তদ্বিপরীত শোক-দুঃখের আগমন বা অশান্তি সাগরে সন্তত সন্তরণরূপ জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

নিশ্চয়তার অভাব হইলেই সেই হৃদয়ে সংশয়দস্যু সজোরে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। সেই জন্যই সাধুগণ বলেন—যে পর্য্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে পর্য্যন্ত লোক সংশয়াত্মা বা সন্দিগ্ধচিত্ত থাকে। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি অর্থাৎ সন্দেহপ্রবণ পুরুষদিগের কখনই মঙ্গল লাভ হয় না। অতএব সংশয়াক্রান্ত-চিত্তে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে হইবে? স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন
সুখং সংশয়াত্মনঃ॥
(গীতা ৪।৪০)

সম্বন্ধজ্ঞানহীন, অশ্রদ্ধবান্ ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই এবং তাহাদের কোন সুখও হয় না, যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে।

যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন সন্দেহ নাই; কেন না, শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থই দৃঢ় বিশ্বাস—দৃঢ় নিশ্চয়তা বা নির্ভরতা। সুতরাং যতক্ষণ সংশয় আছে ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধাবান্ জীব সর্ব্বদাই সংশয়হীন অর্থাৎ জীবের একমাত্র আত্মীয় গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি-বিধানে তৎপর হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি অনায়াসে করতলগত হয়—এ বিষয়ে তাঁহারা দৃঢ়নিশ্চয় এবং তদ্ধেতু সেই দৃঢ়শ্রদ্ধ সাধকগণই ভক্তি-পথে প্রবেশ করিয়া নিত্যানন্দলাভে অধি-কারী। আর সন্দিগ্ধচিত্ত জনগণের ভাগ্যে সেবাসুখ-লাভ ত' দূরের কথা, সেবার দ্বারে প্রবেশাধিকারও তাহারা পায় না।

যেখানে নিশ্চয়তার অভাব সেইখানেই সংশয় বা তর্কপন্থার আবাহন—Absolute Truthকে অর্থাৎ বাস্তবসত্য বৈকুণ্ঠগত হরিগুরু-বৈষ্ণবকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণের প্রচেষ্টা। অধোক্ষজ বা অচিন্ত্য কিন্তু সেব্যবস্তুর চিন্ত্য শ্রীগুরুকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত চিন্তার অধীন করা—সেব্যকে ভোগ্য মনে করা উচিত নয়; অথচ প্রাকৃতজ্ঞান-সম্বল আমরা আমাদের নিত্যসেব্য বস্তুটীর সেবা না করিয়া তাঁহাকে বুঝিয়া লইবার জন্য ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতেছি—তিনি যে স্বতঃপ্রকাশ বস্তু, তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপ জানাইবেন,—এসব কথা আমরা বিস্মৃত হইতেছি বলিয়াই—গুরুবাক্যে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছি না বলিয়াই সতত বঞ্চিত হইতেছি, নীরসম্বীপে বাস করিয়াও তৃষ্ণা মিটিতেছে না অর্থাৎ গুরুরূপী ভগবানের—জগতের একমাত্র পিতা, একমাত্র বন্ধু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদ-পদ্মে থাকিবার অভিনয় করিয়াও ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতেছি। রাবণ ও বিভীষণের দ্বাদ-দর্শন-পার্থক্যই এ দুঃখের কারণ স্পষ্ট-ভাবে নির্দেশ করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়নিশ্চয়তার অভাবই যত অনর্থের মূল, যত অসুবিধার কারণ।

জগতে যত প্রকার ভাব আছে সেই গুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি ভাব অচিন্ত্য এবং কতকগুলি ভাব চিন্ত্য। প্রাকৃত ভাব-সমূহ চিন্ত্য অর্থাৎ মানবের চিন্তামার্গে স্বতঃ উদিত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত ভাব অচিন্ত্য, তাহা মানবের সামান্য জ্ঞানশক্তির গম্য নহে। আম্নায়াদি ব্যতীত ভাব সকল জানা যায় না। সুতরাং অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কার্জিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গতি নাই। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

অতএব তর্ক বা সন্দেহাদি চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া জগদ্গুরু-বাক্যে—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস-স্থাপনই ভক্তি, তৎপূর্ব্বে আমরা যাহা কিছু করি তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, ভক্ত্যাভাস বা ভক্তিলাভের উপায় মাত্র। আমি গুরু-পাদপদ্মের সেবায় নিরত থাকব—গুরুপাদ-পদ্মের সেবাই আমার একমাত্র ধন, একমাত্র সম্বল ও একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত, আমার গুরুপদিষ্ট শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরিচর্য্যাদিই আমার একমাত্র সাধন, আমার একমাত্র সাধ্য, আমি এই সাধ্য-সাধন-পরিত্যাগে সম্পূর্ণ অশক্ত, ইহাই আমার একমাত্র কাম্য, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন কাম্য আছে একথা স্বপ্নেও যেন আমার মনে উদিত না হয়, গুরুসেবা করিতে গিয়া আমার দুঃখই হউক বা সুখই হউক, আমার সংসারনিবৃত্তি হউক বা নাই হউক তাহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, এ জন্মের সুখ দুঃখের ত' কথাই নাই যদি গুরুসেবার জন্য আমাকে Contract ক'রে অনন্তকাল নরকে বাস করিতেও হয় তাতেও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি. পরজন্ম ত' দূরের কথা এই জন্মেও যদি আমাকে আমার অন্তিম নিঃশ্বাস প্রাণটী পর্য্যন্ত সেই শ্রদ্ধেয় ধন্যার একমাত্র প্রভু গৌর-জন শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভয়, অমৃত অশোক, অভয় পদকমল-সেবার্থে সজ্জহস্তে বলি দিবার পরম সৌভাগ্যও বরণ করিতে হয় তাতেও আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই—এইরূপ সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট বা দৃঢ়নিশ্চয় হইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, আমার প্রভুর সেই নিত্যসেবক বৈষ্ণবগণই যে একমাত্র জগতের বন্ধু, তাঁহারাই এ একমাত্র ভক্তির অধিকারী. তাঁহারাই এ একমাত্র সাধু, তা' ছাড়া আর জগতে কেহ সাধু নাই, ইহারই নাম নিশ্চয়তা—একথা আমার বন্ধুবর্গ বিচারপরায়ণ ও হৃদয়বিশিষ্ট হইয়া আমার প্রভুর আনুগত্যে আলোচনা করিলেই যে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমার কোন বন্ধু আমার হৃদয়-ব্যথায় ব্যথী হইয়া গীতার শ্লোকটী আলোচনা করেন, তাহা হইলে উপরিউক্ত গুরুমুখোক্ত বাণী যে কৃষ্ণ-বাণীরই প্রতিধ্বনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"

সংশয় থাকিলে হরিভজন হইতেই পারে না, একথা যদিও বাস্তবসত্য তথাপি ইহাতে হতাশ হইবার কোন কথা নাই। কারণ,—

'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥'

—এই বাণীই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমার প্রভু যখন নিত্যানন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, হতাশার আশা আমার প্রভুর প্রভু গৌর যখন আছেন তখন আমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। আবার এই কথাটী শুনিয়া আমার বন্ধুবর্গ যেন প্রভুপাদ-পদ্মে আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে বিরত না হ'ন। তাই বলি হে বন্ধুবর্গ, আসুন আমরা সকলে করযোড়ে "কৃপা বিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন।"—এই আর্ত্তিপূর্ণ বাণী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানে তৎপর হই।

উপরিউক্ত বিষয় পাঠ করিয়া নিশ্চয়তা-লাভের আগ্রহ হৃদয়ে উদিত হওয়া স্বাভাবিক; তাই শ্রীমদ্ভাগবত এই নিশ্চয়তা-রত্নলাভের উপায়বর্ণনে বলিয়াছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অনর্থের কারণ-স্বরূপ দুঃসঙ্গ—দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধ সাধুগণের সঙ্গ করিবেন অর্থাৎ তাঁহাদের আনুগত্যে থাকিয়া তাঁহাদের মঙ্গলময় অনর্থনাশক আদেশ-পালনে ব্রতী হইবেন। কারণ, আনুগত্যময় ভাব দর্শন করিলেই সাধুগণ উপদেশ দ্বারা জীবের হৃদ্গ্রন্থি অর্থাৎ সংশয়াদি ছেদন পূর্ব্বক জীবহৃদয়কে নিশ্চয়তা-রত্ন-লাভের উপযোগী করিয়া দেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫৯ বি, ল্যান্সডাউন রোড,
কলিকাতা।
১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৪।

বিপুল সম্মান-পুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

আগামী ২৩শে বৈশাখ (১৩৪১), ৬ই মে (১৯৩৪), রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর কলিকাতা (১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট) বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্য-মন্দিরে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ" বিষয়ে ছায়াচিত্র-সংযোগে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বজনপ্রিয় সুধী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু জ্ঞাননিধি, এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্ সি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

মহাশয় সবান্ধবে শ্রোতৃরূপে উপস্থিত হইলে পরম আনন্দিত হইব।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্স কলেজ)

এতদ্বিষয়ে আমরা শাস্ত্রে আরও অনেক কথা দেখিতে পাই,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার (ভগবানের) মাহাত্ম্যপ্রকাশক, হৃৎকর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি প্রভৃতি উদিত হইয়া থাকে।

যমরাজ
(৩)

সুতরাং, অধিক আর কি বলিব, যিনি শ্রীহরির এইরূপ একান্ত ভক্ত, যাঁহার অন্তরে সাক্ষাৎ শ্রীহরি সতত বিরাজ করেন, সেই পুরুষবর যতদূর দৃষ্টিপাত করেন ততদূর পর্য্যন্ত স্থানও নিষ্কিল্মষ হইয়া যায় অর্থাৎ ঐ স্থানগত জনেরাও তাঁহার কৃপাকটাক্ষে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া নির্ভয় হন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সুদর্শন তাঁহাদিগকে সতত রক্ষা করেন। ঐ চক্রবেগেই আমাদের বলবীর্য্য সঙ্কীর্ণ হয়। তথায় তোমার বা আমার—কাহারও গতিশক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জন; তিনি তাঁহারই নিত্য-ধামের বাস-যোগ্য ভৃত্য।

স্বীয় দূতের প্রতি ধর্ম্মরাজ যমের এই সকল বেদসার মহাবাক্যই বিষ্ণুপুরাণে 'যমগীতা' নামে বিখ্যাত। যমরাজ দূত-গণকে উপদেশ দিয়া, স্বীয় প্রভু পরমেশ শ্রীহরির পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রণাম করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বিষ্ণু-দূতপরাজিত দূত যমদূতগণ শ্রীভগবান্ ও ভাগবতজনের অপার মহিমা ও অমিত প্রভাব অবগত হইয়া শান্ত ও সাবধান হইলেন।

নরলীলা-পরায়ণ রামকৃষ্ণ যখন বিদ্যা-শিক্ষার জন্য অবন্তীপুরে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে ছিলেন, তখন বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে একদিন তাঁহারা মুনিবরকে বলিলেন,—"গুরুদেব, আদেশ করুন, আমরা গুরুদক্ষিণা কি দিব।" তাঁহাদের মুখে এই প্রয়োজন-বাক্য শুনিয়া, তাঁহারাই ভ্রাতারা মায়ায় মুগ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্র-শোকাতুরা-পত্নীর পরামর্শমত কহিলেন,—"হে রামকৃষ্ণ, তোমাদের অমানুষী শক্তি আমি অনুভব করিয়াছি। তোমরা গুরু-দক্ষিণারূপে আমাদের মৃত পুত্রকে আনিয়া দাও।"

রামকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র যমালয়ে নীত হইয়াছেন অবগত হইয়া, তাঁহারা অবিলম্বে 'সংযমনী'-নামিকা যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তাঁহারা শঙ্খনাদ করিলেন। তচ্ছ্রবণে যমরাজ ক্ষণ-মধ্যে তথায় আগমন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের যথোচিত পূজা করিলেন। পরে তাঁহাদের পাদমূলে নতজানু হইয়া কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ, তুমি সর্ব্বভূত-হৃদয়ের ঈশ্বর পরমপুরুষ, তুমিই বৈকুণ্ঠ-বিহারী শ্রীবিষ্ণু, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যরূপে লীলা করিতেছ। আমরা তোমারি ভৃত্য; আদেশ কর, এই দাস এখন তোমাদের কি আজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থ হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"আমার গুরু-পুত্র আপন কর্ম্মবশেই এই স্থলে আনিয়া তোমার দণ্ড ভোগ করিতেছে। তাহার ভোগ এখনও শেষ হয় নাই। তাহা না হইলেও, তুমি আমার আজ্ঞাকেই সর্ব্বোপরি গণ্য করিয়া, তাহাকে যন্ত্রণাগার হইতে মুক্ত এবং এই স্থলে আনয়ন কর।" প্রভুর আদেশে মৃত্যুপতি তখনই তাহাকে আনিয়া দিলেন। তাঁহারাও তাহাকে লইয়া গুরুসমীপে গমন করিলেন।

অখিল সংসারে অব্যাহত যমদণ্ড হইতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত কেহই কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। উদ্দালকি রাজার পুত্র নচিকেতা পরমভাগবত যম-সকাশে ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া, যমের মুখ হ'তে কেবল যে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া-ছিলেন তাহা নহে, তিনি ঐ কালমুখ হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া কালাতীত হইয়া আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে এই যম-নচিকেতা-সংবাদে পরম নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

নচিকেতার পিতা বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিতেছিলেন। পুত্র নচিকেতা কর্ম্মরত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতঃ আপনি আমারে কাহাকে দান করিবেন?" দুইবার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তৃতীয়বার পুনশ্চ ঐ প্রশ্ন করিলে, পিতা বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—"তোমারে যমকে দিব।"

পিতৃবাক্য সত্য করিবার জন্য নির্ভীক নচিকেতা স্বীয় সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য-সাধনবলে সশরীরে যমপুরে গমন করিলেন। যমরাজ উপস্থিত ছিলেন না। নচিকেতা ত্রিরাত্র অনশনে তাঁহার অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। চতুর্থ দিবসে তিনি আসিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণ-কুমারের সৎকার হয় নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কারণ, যাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণ অনাহারে থাকেন, তাঁহার সমস্ত শুভফল এবং সদ্গুণ নষ্ট হয়। তাই, তিনি অতি সত্বর ব্রাহ্মণের সৎকার করিয়া স্বীয় অপরাধ-বিনাশের জন্য তাঁহাকে তিনটি বর দিতে চাহিলেন। প্রথম বরে তিনি অসন্তুষ্ট পিতার প্রসাদ প্রার্থনা করিলেন; দ্বিতীয় বরে যজ্ঞসাধন অগ্নির তত্ত্ব এবং তৃতীয়বরে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশ চাহি-লেন।

যমরাজ ব্রাহ্মণ-পুত্রকে প্রথম দুইটি বর দিয়া, তৃতীয় বরটী দিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিষয়তৃষ্ণা আছে কিনা দেখিবার জন্য, অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। কারণ, বিষয়ে বহুভৃষ্ণ ব্যক্তির পরমতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না। তাই নচিকেতাকে তিনি বলিলেন,—"তুমি, তত্ত্বজ্ঞান লইয়া কি করিবে? বরং অতুল সুখৈশ্বর্য্য প্রার্থনা কর,—দিতেছি।" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন,—"সুখৈশ্বর্য্য? যমরাজ, সে সকল ত তোমারি ভক্ষ্য। এখনি যাহা দেখিব, পরক্ষণেই তাহা তুমিই গ্রাস করিবে? আমি এরূপ অনিত্য বর চাহি না। তুমি আমাকে নিত্য সত্য আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান দাও। অন্য কোনও বর আমি চাহি না।"

ব্রাহ্মণ-কুমারের এইরূপ বিষয়ে বিরাগ এবং সত্যে অনুরাগ দেখিয়া, অন্তক অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহাকে যোগ্য-পাত্র বুঝিয়া অতি গুহ্য আত্মতত্ত্ব বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যমরাজ বলিলেন—"দেখ নচিকেতঃ, জগতে দুইটি বস্তু বিবিধ পুরুষকে দুই দিকে আকর্ষণ করে। একটী বস্তু 'শ্রেয়ঃ' নামে পরম-মঙ্গল ভগবত্তত্ত্ব, এবং অপরটী 'প্রেয়ঃ' নামে মায়িক-জন-প্রিয় অনিত্য সুখৈশ্বর্য্য বুঝায়। প্রথমটী হইতে জীবের মায়া-মুক্তি এবং দ্বিতীয়টি হইতে কেবল বন্ধনপ্রাপ্তি হয়, ইহাতে 'শ্রেয়ঃ'-লাভ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। সুবুদ্ধি জন দুইটিরই স্বরূপ বিচার করিয়া প্রথমটিকেই বরণ করেন, দ্বিতীয়টিতে মুগ্ধ হন না; তুমিও তাহা হও নাই। আমার দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও অনিত্য বিষয় প্রার্থনা কর নাই। অধিকাংশ লোকই, এই পুণ্যমালাবৎ পরিদৃশ্যমান বিষয়-বিষয়কেই কত আদরে কণ্ঠে ধারণ করে। কিন্তু তুমি তাহা কর নাই; তুমি ধন্য।

যাহারা প্রেয়ঃকেই বরণ করিয়া শ্রেয়ঃলাভে উদাসীন থাকেন তাহারাই বঞ্চিত হয়; কিন্তু তোমার পথ যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ৬৲
২। শ্রীহরিভক্তি[illegible] ১০৲
[illegible] ৩৸৹
[illegible] ১৷৹
৩। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵৹
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵৹
৭। [illegible] ৷৹
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। শ্রীগৌর কেবল মঙ্গল-ভাষ্য ৷৹
১২। বৃত্তিমালিকা [illegible] সারথাহ
(মাসা) ২৲
১৩। [illegible] সারথাহ
[illegible]) ৷৹
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] ৵৹
১৯। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৵৹
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ৷১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৮। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণ-মঙ্গল ৷৹
২৯। শরণাগতি ৷৹
৩০। গীতাবলী ৷৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৩২। সাধনকণা ৷৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৷৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৷৹
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷৹
৩৬। মহাচার্য্যাস্তঃ ৷৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৷১০
৩৮। [illegible] ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
৪০। বৈষ্ণবঠাকুর-সমাধি
(প্রথম [illegible]) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সারথাহ ৷৹
৪৪। [illegible] ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ১৹
৪৬। ভক্ত[illegible] বা মাহাত্ম্য[illegible] ১৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵৹
৪৯। উপদেশামৃত (রূপানুগ ও মায়াবাদ এবং বিবর্ত্ত ও অনুবাদসহ) ৷৹
৫০। শ্রীহরিনামকবচ ৵৹
৫১। শিক্ষাষ্টক ৵৹
৫২। সাধনাবলী ৷৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। শিক্ষাষ্ট-[illegible] ৷৹
৫৪। সটীক [illegible] ৷৹
৫৫। [illegible] ৷৹
৫৬। [illegible] ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়[illegible] ৷৹
৫৮। [illegible] ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹
৬০। [illegible] ৷৹
৬১। [illegible] ১৵৹
৬২। [illegible] অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৹
৬৩। [illegible] ৷৹
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৷৹
৬৫। দি ভাগবত ১৹
৬৬। [illegible]
[illegible] ১৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১
৭০। সাধন পথ ৷৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৷১০
৭২। গীতাবলী ৷৹
৭৩। শরণাগতি ৷৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাকলা,
পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদ, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জঘাটা,
পোঃ [illegible], বাঁকুড়া।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ —এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস্,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ সেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ সেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ সেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০.৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৩৯.১৮-৩১ ২০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
মাঝারি বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিদ্ধাসাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
ফ্লাওয়ারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বজার	৩০৸
গিনি পাত	৩২৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৩) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি পেড)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল.

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১০২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ডালহৌসী	২৪৫৲
ক্লাইভ	২১৷০
আলেকজেন্ড্রা	৪০৩৷০
কেল্টা	৪০৫৲

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্, এ, মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে ‘দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ’ শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক ‘শ্রীগৌড়ীয়’ মাসিক ‘দি হারমনিষ্ট’ ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এ গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামলার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহ অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায় সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১ খণ্ডে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, এল্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কার্যালয় ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ড. ক. উকাল—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের দেয়
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই বৈশাখ শনিবার ১৩৮১, ২৮শে এপ্রিল ১৯৭৪

বিবিধ সংবাদ

—:o:—

সাড়ে সাত আনার জন্য দ্বীপান্তর

রাজসিরি হইতে প্রকাশ, সাড়ে সাত আনা ধার সম্পর্কে বেকার ও সাওতালদের মধ্যে কলহের ফলে শেষ পর্য্যন্ত একজন লোকের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বাঁচরা গ্রামবাসী জ্যাক বিকেল সোমাল তাহার প্রতিবেশী ম্যালোরেস খাটীর কামড়েলকে সাড়ে সাত আনা ধার দিয়াছিল। গত ১২ই জানুয়ারী সে ঐ পয়সা পরিশোধ করিতে বলে। ম্যালোরেস উহা দিতে অসমর্থ হইয়া বলে যে, সে জ্যাকের নিকট ধারে না। তখন জ্যাক তাহাকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। তাহার পর বাড়ীতে কাঠের একখানি ধারাল অস্ত্র আনিয়া উহার হাতল দিয়া ম্যালোরেসকে ভীষণ ভাবে আঘাত করে। আঘাতের ফলে ম্যালোরেসের মৃত্যু হয়।

——

যুবরাজের নূতন উপাধি লাভ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রাণী যুবরাজ চার্লসকে 'গ্রাণ্ডক্রস অফ দি অর্ডার অফ সেণ্ট মাইকেল' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তারপর যুবরাজ দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করিবার সময় যেরূপ উদ্যমশীলতায় তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়াছিলেন সেরূপ উদিকত 'কম্প্যানিয়ান অর্ডার অফ সেণ্ট মাইকেল' উপাধি ভূষিত হইয়াছেন।

——

বসিরহাটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বসিরহাট হইতে প্রকাশ, বসিরহাট থানার অন্তর্গত দিয়াড়া, গোহলপুর, শ্রীরামপুর, দুর্গাপুর, ভাঙ্গুড়িয়া এবং বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ঘোড়গাছী গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে সহস্র সহস্র নরনারী নিরাশ্রয় ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এল, দে সদলবলে লোকজনসহ ঘটনাস্থলে গমন করেন ও তথায় একটি রিলিফ কমিটি গঠন করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা বোর্ড যথাক্রমে যথাক্রমে ৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ট্রাঙ্কের মধ্যে মৃতদেহ

অম্বালা হইতে প্রকাশ, কপার হইতে অম্বালাগামী যাত্রীগাড়ী হইতে প্রাপ্ত একটি বেওয়ারিশ ট্রাঙ্ক পরীক্ষা করিবার সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষ উহার মধ্যে নাক, এবং অন্যান্য কতিপয় অঙ্গ কর্ত্তিত একটী নরের বীভৎস মৃতদেহ দেখিতে পায়। নবতীর শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা হয়। কিন্তু উহার কোন পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। পুলিস তদন্তের ফলে কতকগুলি রক্তের দাগযুক্ত কাপড় পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

——

১০ বৎসর কঠিন কারাদণ্ড

বুলন্দশহর হইতে প্রকাশ, রাত্রি যখন বিচারের মধ্যে কম্পানিয়ার রাজা ক্যাম্প আছেন এমন সময় কতকগুলি দুই লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। কোন রকমে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল, সুতরাং দুষ্টের দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

আসামী কর্ণেল খ্রিকল এবং দৈনিক কর্মচারী লইয়া আরও বার জন। আদালতে দুই দিয়াছের স্থান নাই। জজসাহেব পর বিচারপতি রায় দিয়াছেন। প্রত্যেক আসামী দশ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

——

৫২ হাজার টাকা আত্মসাৎ

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, পেশোয়ারের বিখ্যাত আফগান ব্যবসায়ী চাঁদি মহম্মদ আফজালের দুইজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে পুলিস তদন্ত করিতেছে। প্রকাশ, উহারা তাঁহার দোকান হইতে ৫২ হাজার টাকা প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছে। আসামীদ্বয়কে ৫০ হাজার টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, আসামীরা দুইখানি চেক জাল করিয়া পেশোয়ারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে হাজী মহম্মদ আফজালের হিসাব হইতে ৫২১৪০ টাকা আদায় করিয়াছে। এক খানি চারি হাজার টাকার চেক তাহারা ৪০ হাজার টাকায় ও অপরখানি ১২০০ টাকার চেক তাহারা ১২২০০ টাকায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। এই মামলায় এখানকার ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

পলাতক বন্দী গ্রেপ্তার

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, কিছুকাল পূর্ব্বে আবোদয় স্বামী বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা গিয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় তাহার নিকট একটি ছয় ঘরা রিভলবার পাওয়া গিয়াছে।

স্যর বি. এল, মিত্র

স্যর বি, এল, মিত্র আগামী ২৮শে এপ্রিল সিমলা হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। কলিকাতায় স্যর এন, এন, সরকারকে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তিনি দার্জ্জিলিং রওনা হইবেন। তথায় আগামী ৩রা মে তিনি বঙ্গীয়-শাসন সংসদের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

——

পুলিসের ছদ্মবেশে ডাকাতদল

যশোহর হইতে প্রকাশ, সেখানে গ্রামে এক দিবস ডাকাতিতে প্রায় ৮ হাজার টাকার সম্পত্তি লুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় ২০ জন ডাকাত পুলিসের উর্দ্দি পড়িয়া সে দিন সময় উক্ত গ্রামের ধনী মহাজন শেঠ চিমনলালের বাটীতে প্রবিষ্ট হয়। উহারা নগদে ও অলঙ্কারপত্রে উক্ত সম্পত্তি লুটিয়া লইয়াছে।

লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল স্যর স্যামুয়েল হোর

সামরিক কার্য্যালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে মেজর জেনারেল মিঃ এইচ স্থলে লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল স্যর স্যামুয়েল হোর ৪৭তম (স্থানীয় লণ্ডন) ডিভিসন আর এস সির অনারারী কর্ণেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

বালিকার সন্তরণ-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ত্রিবাঙ্কুর হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালিকা ১২ ঘণ্টা কাল ধরিয়া সাঁতার কাটিতে সমর্থ হইয়াছে। জল হইতে উঠিবার সময়ও তাহাকে বেশ সবল ও সুস্থ দেখা গিয়াছিল। বালিকাটির নাম কুমারী কাওলেরী। এই সন্তরণ কাণ্ডের পরীক্ষাকার্য্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত একটী কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়। ২৯শে এপ্রিল তারিখে একটি জনসভায় বালিকাকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

[illegible]

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

[illegible] বৈশাখ [illegible]

[illegible] নূতন [illegible] সরকারী [illegible] কাহিনী [illegible] উপন্যাসে [illegible] এবং [illegible] [illegible] মুখ [illegible] অপীর [illegible] ছাড়িয়া [illegible] বলিয়াছিলেন। [illegible] দেশের [illegible] গোয়েন্দা আছে যে, [illegible] এবং [illegible] প্রাণ করিবে? [illegible] উদ্ধার হইবে, [illegible] থাকিলে তাঁহার আক্ষেপ দূর হইত।

একজন [illegible] আনিতে পাঠান, [illegible] কর্তৃক পুলিশ [illegible] হইয়াছিল। [illegible] সুযোগে [illegible] হতে এবং [illegible] হয়। যে [illegible] ফিল যে তাহাকে [illegible] করে। [illegible] অন্যান্য লোক [illegible] তাহাদের [illegible] হয়। [illegible] কাহাকে [illegible] —যে সকল [illegible] নহে। [illegible] গোলা [illegible] তাহারা [illegible] করেন। [illegible] তাহাদের [illegible] করে। [illegible] বিকানীর [illegible] সে তাহার ১১ জন [illegible] এবং ঐ ভাবে জেলখানা [illegible] আবদ্ধ রহিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিল। [illegible] তাহাদিগকে [illegible] পুলিশ [illegible] করিয়াছেন; কিন্তু [illegible] নাই। একজনকে বন্দী [illegible] জেলখানা হইতে

অসুস্থ অবস্থায় করিয়া এবং জেলের অনেক লোককে [illegible] দান করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] চাকরী [illegible] নাই।

[illegible] সরকারের [illegible] কারাদণ্ড

[illegible] [illegible] সম্পাদক শ্রীযুত [illegible] [illegible] [illegible] (আইন [illegible]) [illegible] [illegible]।

[illegible] ১৭ [illegible] ১ বৎসর [illegible] [illegible] হইয়াছেন।

শ্রীযুত সরকারের [illegible] সময় কারাদণ্ড [illegible] করিবার সময় [illegible] বলেন, সরকার [illegible] নিজেকে [illegible] পারেন না। [illegible] [illegible] করেন।

আগুন লাগাইয়া কয়েদীর পোড়াইয়া হত্যা

[illegible] [illegible] প্রকাশ, একটি কুটিরে [illegible] আগুন লাগিয়া [illegible] কুটীরে আগুন লাগে এবং তাহার ফলে [illegible] মধ্যে একজন কয়েদী [illegible] [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] কারাগারের [illegible] তাহারা একটি [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] কুটীরে আগুন ধরে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কুটীরের মধ্যে [illegible] [illegible]।

[illegible] শেষ

[illegible] হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত [illegible] [illegible] এক বৎসর কারাগারে [illegible]

করিয়া সম্প্রতি জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি চট্টগ্রাম জেলের জেলারের নিকট একখানি বেনামী চিঠি লিখিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল, সেই অভিযোগ অনুযায়ী বিচারে তাঁহার প্রতি উক্তরূপ কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল। এক্ষণ প্রকাশ যে, বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে তিনি প্রথম [illegible] মামলায় সংস্রবে [illegible] হইয়াছিলেন, [illegible] মামলায় [illegible] মুক্তিলাভ করেন। [illegible] বিশেষ [illegible] অনুসারে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে তাঁহাকে আটক হইতে মুক্তি প্রদান করা হয়। [illegible] ভীতি প্রদর্শন করিয়া বেনামী পত্র পাঠাইবার অভিযোগে তাঁহার প্রতি এক বৎসর কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল।

ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ

চট্টগ্রাম হইতে সংবাদ চট্টগ্রাম [illegible] কোর্ট [illegible] ব্যাঙ্কের কেশিয়ার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত [illegible] হিসাব [illegible] করিবার অভিযোগে [illegible] হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপের ব্যাপার যখন প্রকাশ পায় তখন তাহা [illegible] হইতে [illegible] করা হয়। চট্টগ্রামের সরকারী উকিল শ্রীযুত [illegible] এই মামলায় [illegible] শেষ করিয়াছেন। তিনি [illegible] একমত হইয়া আসামী সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়াছেন। সুরেন্দ্রকে [illegible] করিবার পর তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। [illegible] আদালত তাহাকে দায়রায় সোপর্দ করে। অবশেষে দায়রার বিচারে সে মুক্ত লাভ করিল

উকিলের কারাদণ্ড

[illegible] হইতে প্রকাশ, উকিল শ্রীযুত [illegible] [illegible] আইন অমান্য আন্দোলনের সম্পর্কে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর সম্প্রতি জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে পুলিশ পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এ, কে, [illegible] তাঁহার মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ৩৮(১) ধারা এবং ১৯০৮ সালের ফৌজদারী সংশোধন [illegible] আইন অনুসারে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তাঁহার নিকট কতকগুলি মুদ্রিত প্রচারপত্র ছিল। সেই প্রচারপত্রে পুলিশ ও সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জন্মাইবার ভাষা ছিল।

তাঁহার প্রতি ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম প্রদান করা হইয়াছে।

[illegible] বালক গ্রেপ্তার

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, [illegible] পুলিশ থানার এলাকাধীন [illegible] গ্রামের অধিবাসী চতুর্দশ বর্ষীয় বালক সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ থানায় লইয়া যায়। সপ্তাহে একবার করিয়া তাহাকে থানায় হাজিরা দিতে হইবে বলিয়া তাহার প্রতি হুকুম হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে পুলিশ সুবোধের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাসের পর তাহাকে [illegible] ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] অপর [illegible] বর্ত্তমানে সময়ে অন্তরীণ অবস্থায় হিজলী ক্যাম্প জেলে আটক আছে।

[illegible] কারাদণ্ড

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গত ১০ই মার্চ তারিখ [illegible] [illegible] এক সভায় বক্তৃতা করিবার সময় গ্রেপ্তার হন। তাঁহার মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। তিনি ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০ শত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] সরকারের আদেশ বিনা বিচারে [illegible] [illegible] ২৩ মাসকাল আটক ছিলেন, সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেন। তিনি মাত্র ১০ দিন কাল স্বাধীন থাকিবার পর [illegible] সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৩ ধারায় পুনরায় গ্রেপ্তার হন।

সরকার পক্ষের অভিযোগ এই যে, আসামী তাহার বক্তৃতায় [illegible] সরকারকে অত্যাচারী বলিয়াছিলেন।

নর্দ্দীক বড়লাটের বিলাত যাত্রা

এসোসিয়েটেড প্রেস অবগত হইয়াছেন যে, নর্দ্দীক বড়লাট লর্ড উইলিংডন করাচী হইতে বিমানপোতে আগামী মে মাসের [illegible] বিলাত [illegible] হইবেন। আগামী আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই তিনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৫ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৫ই বৈশাখ, ২৮শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ শনিবার ৭ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৯শে চৈত্র ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বহরমপুর শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর মন্দিরে সমাগত জিজ্ঞাসুগণের নিকট ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে হরিকথা আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

———

সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই; তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কপটে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। সঙ্গের ছয়টী লক্ষণ আছে, উক্ত ছয় প্রকারের সঙ্গ অসতের সহিত না করিয়া সাধুর সহিত করিলেই তাহাকে সাধুসঙ্গ বলে।

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং
শ্রীতিলক্ষণম্।

———

ভক্তভাগবতের—গুরুভক্তের সঙ্গলাভের অভাব হইলেও অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা সিদ্ধান্তের সঙ্গ না করিয়া গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গ করা আবশ্যক। পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভাগবতের অর্থ বুঝিয়া লইব, এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া গ্রন্থ-ভাগবতকে অর্থাৎ মহাজন-রচিত ভক্তিগ্রন্থাবলী ও পারমার্থিক পত্রিকাদিকে শ্রীভগবানেরই অভিন্নবিগ্রহ-বিচারে তাঁহাতে প্রপন্ন হইয়া আর্ত্তির সহিত গ্রন্থ-ভাগবতের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলেই তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় ভক্তিসিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হয়, আবার গ্রন্থ-ভাগবতের নিষ্কপট সেবা-ফলে ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গলাভেরও সুযোগ ঘটে।

শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবত—উভয় ভাগবতের সঙ্গলাভের বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে মহোৎসবের অনুষ্ঠান ও শ্রীধাম-পরিক্রমাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এবং ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গলাভের সুযোগ দান করিতেছেন; আবার বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর সকলকেই গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গলাভের সুযোগ দিতেছেন, তাহা ছাড়া গ্রামে গ্রামে নিজজনকে পাঠাইয়া সৎসঙ্গলাভের অপূর্ব্ব সুযোগ দান করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ জেলা ২৪পরগণা ভাটুইঞা গ্রাম হইতে গত ৩রা বৈশাখ বেলা ৩ ঘটিকার সময় নৌকাযোগে মেন্দী নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তথাকার ভক্তবৃন্দ বিরাট সংকীর্ত্তন সহ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন।

———

স্বামীজী মহারাজ তথায় দুই দিবসকাল শ্রীযুক্ত হরেশ্বর মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের আলাপনে মায়াবাদ-নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন—এই বিষয়টী ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার অভিনব ব্যাখ্যা শ্রবণে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং যাহাতে এতদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচারিত হয় তজ্জন্য সজ্জনবৃন্দ স্বামীজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তথা হইতে স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারিবৃন্দের সহিত বাজিতপুর গ্রামে শুভবিজয় করেন।

———

গত ২৮।২৯।৩০শে চৈত্র তারিখ পর্য্যন্ত ত্রিদিবসকাল কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস মার্চ্চেণ্ট মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্‌ভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে দুই চোরের উপাখ্যান, জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার গৃহমধ্যে অপূর্ব্ব নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ, গৃহে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-পতাকাদিযুক্ত অদ্ভুত শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন, মুক্ত-পদ্মমালাদি বন্ধন করিয়া বিবিধ উপচারে শালগ্রাম নারায়ণের পূজন, অপ্রত্যাশিতভাবে বহুদূর গোপালমন্ত্রের উপাসক পরমসুকৃতিমান্ অনেক তৈর্থিক বিপ্রের আগমনে মিশ্রগৃহে আতিথ্যগ্রহণ, ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণে অন্ন-নিবেদনকালে গৌরগোপাল কর্ত্তৃক তদ্দৈবেদ্য ভক্ষণ, মিশ্র প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ব্রাহ্মণের পুনঃ পুনঃ রন্ধন, কিন্তু প্রতিবারে অন্ননিবেদন-সময়ে নিমাইর কোথা হইতে আগমন ও অন্নভোজন, অবশেষে পরম ভাগবত বিপ্রকে চতুর্ভুজ-রূপ প্রদর্শন ও তাঁহার অবতার-প্রয়োজনাদি কথন ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

সপত্নীক প্রাণকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্মচারীজীর পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণে মঠের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

———

গত ১লা বৈশাখ তারিখে ব্রহ্মচারীজী যোগমায়াপুরস্থ শচীমাতা-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে নিমাইর পাঠ-রঙ্গ, বক্তৃতা ইত্যাদিতে উপবেশন করিয়া শচীমাতার প্রতি তত্ত্বোপদেশভাবে তত্ত্ব উপদেশ প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৭ই বৈশাখ তারিখে খোলাই চৌকিপুর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীসনাতন-শিক্ষা হইতে বৈধ-ধর্ম্মের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

———

আধুনিক নব্য শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচারীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া আরও কয়েক দিবস পাঠের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

———

গত ২৫শে এপ্রিল বুধবার শ্রীএকাদশী তিথিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিং-এর সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে হয়। উক্ত অধিবেশনে গুরুবন্দনার পর এক ঘণ্টার অধিক কাল হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে 'বিদ্যার সার্থকতা কিসে হয়'—এই বিষয় শাস্ত্রযুক্তি সহায়ে ব্যাখ্যা করেন।

— —

পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন এবং পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে শিক্ষক ও ছাত্রগণ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরমহংস বাবাজী মহারাজের শ্রীসমাধি ও শ্রীকুঞ্জশীবক পরিক্রমা করেন।

——

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ গত ২১শে এপ্রিল রাত্রিতে পুরী যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ পুরুষোত্তম অবধি শ্রীগোরাশাব্দ ৪৪৮

নরকদর্শন

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বর্গ ও নরক—এই দুইটী স্থানের কথা শুনিতে পাই। স্বর্গ ও নরক উভয়ই হরিবিমুখ অনিত্য-লোক, সেইজন্য নিত্যবস্তুর সেবক বৈষ্ণবগণ উভয়কেই সমজ্ঞান করিয়া থাকেন। স্বর্গে দেবতারা বাস করেন উহা ভোগাগার ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর নরক পাপীদিগের শরণাগতের স্থান। শাস্ত্রানভিজ্ঞ অনেকেরই ধারণা—এই স্থানেই স্বর্গ, এই স্থানেই নরক কিন্তু তাঁহাদের মনঃকল্পিত ধারণা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অমূলক তাহা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কৃষ্ণবিমুখ পাপিগণই নরকদর্শন বা নরকবাসের যোগ্য। ভক্তগণ নরকভোগ ত' দূরের কথা নরকদর্শনও কখন করেন না। কিন্তু মহাভারতে পরম ভক্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাভিনয়ের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া অনেকেই উপরিউক্ত কথার আপাত-স্বাপনে সন্দিহান হন। তাই আমরা সেই সংশয়াপনোদনকল্পে শাস্ত্রানুগত্যে দুই একটি কথা আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি।

যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাভিনয়ে যে একটী বিশেষ তাৎপর্য্য ও মহতী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, পরমার্থ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ—ভক্ত-ব্যবহার-অনুধাবনে অসমর্থ আমরা তাহা প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না। নিজে ভক্ত না হইলে বা শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্য স্বীকার না করিলে এই সব বিষয় উপলব্ধি করা বদ্ধ জীবের পক্ষে অসম্ভব—ইহাই শাস্ত্রবাণী।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ও নিত্য পার্ষদ। সুতরাং পাণ্ডবপতি যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন যে অসম্ভব, ইহা সহজেই অনুমেয়; তবে যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়-লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তবেদ নিরাস করিয়াছেন ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। আমরা জানি মহা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির দ্রোণের সম্মুখে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে"—এই অসত্য কথাটি বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ যখন তাঁহাকে "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ"—ইহা বলিতে বলিলেন, তখন যুধিষ্ঠির কৌশলক্রমে সত্যের অপলাপকরাকেও অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষার্থ "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" বলিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতঃ"—এই বাক্যটি উচ্চারিত হইবার অব্যবহিত পরেই "ইতি গজঃ" শব্দদ্বয় উচ্চারণকালে বিপুল শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কাজেই "ইতি গজঃ" এই শব্দ দুইটী আর দ্রোণাচার্য্য শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে মনে করিয়া দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

পরম-স্বতন্ত্রপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছারূপা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সাক্ষাৎ আদেশ-পরিপালনই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবা। যাঁহারা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে জাগতিক বিচারে দুর্নীতিপুষ্ট বা অসত্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হন, তাঁহারা আর্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণই পরম সত্যস্বরূপ, তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ বা স্বতন্ত্র-ইচ্ছা পূরণ করাই সত্য-পালনের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু এই অভক্ত আর্ত্তগণ একথা বুঝিতে না পারিয়া বাহ্য-নৈতিক-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের আচরণকে দুর্নীতি-পুষ্ট বলিয়া মনে করে।

যুধিষ্ঠির সত্য কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কৌশলে কৃষ্ণ সেই সত্যের অপলাপ করিবার জন্য, যুধিষ্ঠিরের "ইতি গজঃ" শব্দের উচ্চারণকালে দ্রোণাচার্য্যকে উহা শুনিতে না দেওয়ার জন্য উক্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন। ইহা কি সত্যস্বরূপ ভগবানের কাজ? তথাকথিত জড়ীয় নৈতিক-বিচারে আবদ্ধ পিতৃ-দ্রোহী কৃষ্ণবিমুখ আর্ত্তগণ এইরূপ ধরণের কত কি বলিয়া বিচার-সভায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। অসারগ্রাহী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে শ্রীকৃষ্ণের এত বড় সত্য-প্রচারের আদর্শ যে প্রবিষ্ট হইবে না, একথা আর্ত্তগণ বুঝিতে পারেন না।

অভক্তিনীতি অপেক্ষা ভক্তিনীতি অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ, ভক্তিনীতির নাম পরম সত্য। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিবশ এবং তিনি পাণ্ডবসখা। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ এবং ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ—এই উভয়পক্ষীয় অনুরাগের নামই ভক্তি-নীতি, তাহাই পরম সত্য। এই জীব-মঙ্গলময়ী শিক্ষা-প্রচারার্থে পরম-সত্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এত কাণ্ড করিলেন। নিজজন পাণ্ডবগণের প্রতি স্বীয় অনুরাগ-প্রদর্শনার্থেই নৈতিক-বিচারে যাহা অসত্য ও কপটতা, তাহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে করিতে বলিলেন। আবার তাঁহারই লীলাক্রমে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমস্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশেও বাহ্য নৈতিক-সত্য-বিধানের বিচার আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিতে চাহিলেন না। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তগণের বিচার ও গতি প্রদর্শন করিলেন মাত্র, ইহাই তাৎপর্য্য।

আর্ত্তগণ বাহ্য দেহ ও মনের বিচারে আসক্ত, তাঁহারা ভক্তিনীতির কথা বোঝেন না, তাই তাঁহারা জাগতিক সত্যবাদীর অভিনয়কারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ—শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্রইচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ অর্থাৎ ভক্তিনীতিকে উল্লঙ্ঘন করেন বলিয়া জাগতিক সকল-সত্য-পালনের ফলে নরক দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরম-সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত জগতের বিচারে কল্পিত সত্যে যাঁহার যতই নিষ্ঠা থাকুক না কেন, সেই জাগতিক সত্য বা নীতি কোনকালেই নির্ম্মল ও নিশ্ছিদ্র নহে। হেয়-ধর্ম্মযুক্ত এই জগতে কেবল সত্য নাই, তাই কেহ যদি যুধিষ্ঠিরের ভগবদ্-ভক্তির আদর্শের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাহ্যবিচারে যুধিষ্ঠিরের আদর্শ সত্যবাদিতাও গ্রহণ করেন তাহা হইলে সেই সকল-সত্য পালন করিয়াও তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়া তিনি যত বড়ই নৈতিক বা আদর্শচরিত্র হইয়া জীবন অতিবাহিত করুন না কেন, তাঁহার নিত্যকর্ত্তব্য কৃষ্ণসেবা বিমুখ হওয়ার জন্য তাঁহাকে নরক-ভোগ করিতেই হইবে—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

> "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
> স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাহ্য বিচারে যাহা অসত্য বলিয়া মনে হয়, তাহাও যদি ভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহারই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকল্পে সাধিত হয় তাহা হইলে তাহাই পরমসত্য। তবে এসব কথা সর্ব্বশিক্ষাশ্রী ভক্তগণের পক্ষেই প্রযোজ্য, ইহা আমার বন্ধুবর্গ স্মরণ রাখিবেন।

> "মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
> মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎ-
> প্রভাবতঃ॥
> পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ
> কৃতঃ হরে।
> নিঃশেষ-ধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকং হরে॥"
> (ভক্তিসন্দর্ভ)

ভগবান্ বলিয়াছেন,—বাহ্য বিচারে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও যদি আমার জন্য কৃত হয় তাহা হইলে তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে; আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মও যদি কৃত হয়, তাহা হইলে আমার প্রভাবে সেই ধর্ম্মও পাপরূপে পর্য্যবসিত হইবে।

হে হরে! তোমার অভক্তগণের কৃত ধর্ম্মও পাপরূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ অর্থাৎ যাবতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি তোমাতে অনুরাগ-বিহীন হয় তাহা হইলে সেই অভক্ত নরকে গমন করে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম-সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইতে বাহ্য বিচারের সত্যকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া অভিনয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনাভিনয়ের প্রসঙ্গ সেইজন্যই মহাভারতে গ্রথিত হইয়াছে। কোনকালেই যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন হয় নাই বা হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির স্বর্গে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরক-দর্শনের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন ইহা মহাভারতে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে—

> "ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো
> নরকস্তব।
> ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকার্হা বিশাম্পতে
> মায়ৈষা দেবরাজেন মহেন্দ্রেণ প্রযোজিতা॥"

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—হে রাজন্ আপনাকে ছলক্রমে নরক দর্শন করান হইয়াছে। হে পুরুষনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনার ভ্রাতৃগণও কদাপি নরক-গমনের যোগ্য নহেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রযোজিত মায়া দ্বারাই, আপনার ছল-নরক দর্শন হইয়াছে।

স্বর্গে নরক-দর্শনের কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইতে পারি; কিন্তু যুধিষ্ঠির যাহা যে নরকদর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা নরক নহে। কারণ, স্বর্গে নরকের অবস্থান নাই, উহা ইন্দ্রজালের দ্বারা মায়া দৃষ্ট নরক মাত্র। ইহাদ্বারা ভগবান্ জানাইলেন যে, জগতের জগদ্বন্দিত্বশালী সত্যবাদিসম্প্রদায় নিশ্ছিদ্র সত্য বলিতে পারেন না, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে সহজ-কপটতাক্রমে তাঁহাদের বাক্য অসত্য হইয়া পড়ে এবং সেই অসত্যের জন্য তাঁহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয়। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে যাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস নাই, যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জাগতিক অজ্ঞবিচারে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত হইলেও বাসুদেবের আজ্ঞায় কিঞ্চিৎ পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নহেন—আর্ত্ত মাত্র। তাঁহারা যদি সত্যবাদী হইলে তাঁহাদের নরকদর্শন হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা পরম-বাস্তব শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া সকল-সত্যাগ্রহ-বিশিষ্ট, ইহাই ভূতপূর্ব্ব যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়ের তাৎপর্য্য।

স্বর্গে যুধিষ্ঠিরের যে নরকদর্শনের অভিনয় তাহা জাগতিক সত্যের অপলাপ জন্য নহে পরন্তু কৃষ্ণের আদেশ-লঙ্ঘন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণার্থে মিথ্যাকথা না বলার জন্য; এ কথা ভক্তগণেরই বোধগম্য অন্যের নহে।

যমরাজ

(৪)

...."সংসারে সত্যপথ নির্ণয় করা বড় দুরূহ। কতকগুলি লোক আছে, তাহারা আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে করিয়া অভিমান করে, অনভিজ্ঞদের কাছে সেইরূপ পরিচয় দেয়, তাহারা শাস্ত্রাদির অপব্যবহার বা অপব্যাখ্যা করিয়া অজ্ঞলোকদিগকে শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রেয়ঃ-পথেই পরিচালিত করে এবং আপনারাও তাহাতেই রত হয়। ফলে, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ সকলের ন্যায় তাহারা সকলেই (গুরু ও শিষ্য সকলে) সোৎসাহে পতিত হইয়া মরে। তাহাদের শ্রেয়োলাভ কখনও হয় না।

"ঐরূপ পণ্ডিতেরা বলে,—এই উদয়-বিলয়ের অধীন অনিত্য জগতই আছে; আর কিছু নাই। তাহারা নিত্য জগৎ, যা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতজনের নিত্যানন্দময় চিন্ময় রূপ ও ধাম মানে না। এই দোষেই তাহারা অনন্তকাল পুনঃ পুনঃ এই অনিত্য জন্ম লোকে প্রেয়ঃ-সাধনেই পরিভ্রমণ করে।

"ভগবত্তত্ত্ববিৎ প্রকৃত পণ্ডিত সংসারে দুর্লভ। যদিও বা কোথাও কেহ আছেন,—তাঁহাকে চিনিতে পারে কয় জন? তাঁহার মুখে হরিকথা শুনিবার ও প্রকৃত আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইবার অভিরুচিই বা হয় কয় জনের? আবার অভিরুচি হইলেও, তাহাতে প্রবেশ করিতে, তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় কয় জন? কচিৎ সদুপদেষ্টা দৃষ্ট হইলেও তাঁহার উপদেশ গ্রহণের ও পালনের লোক বড় দেখা যায় না। অনেক স্থলে হিতে বিপরীত হয়।

"আপনি জানে না পরকে জানাইতে যায়, আপনি পায় নাই অন্যকে দান করিতে চায়, আপনি দেখে নাই অপরকে দেখাইতে ব্যস্ত হয়, সেই সকল অহংপণ্ডিত অবর ব্যক্তির কথার কোনও মূল্য নাই। তাহাদের সম্বিহীন হৃদয়ের অনুমান কিম্বা বিকৃত বুদ্ধির ব্যাখ্যান বিষবৎ পরিহার্য্য, তাহাতে কখনও পরম সত্যের প্রতীতি হয় না। ইহারা ত' অতি দূরে, অন্য যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানচর্চায় উন্নত, তাহারাও যে জীবব্রহ্মের অভেদ-বাদ-স্থাপনে বদ্ধ-পরিকর, তাহাও বৃথা; তাহাদের বাক্য-জালেও সেই নিরবচ্ছিন্ন পরম সত্য অন্তরালেই থাকেন। তাহাতেও সে নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয় না। সেই অতি গম্ভীর অপ্রাকৃত-তত্ত্ব প্রাকৃত বুদ্ধিবিদ্যার সম্পূর্ণ অতীত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫৯ বি, ল্যান্সডাউন্ রোড,
কলিকাতা।
১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৪।

বিপুল সম্মান-পুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

আগামী ২২শে বৈশাখ (১৩৪১), ৬ই মে (১৯৩৪), রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর কলিকাতা (১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট) বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্য-মন্দিরে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ" বিষয়ে ছায়াচিত্র-সংযোগে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বজনপ্রিয় সুধী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ন্যায়নিধি, এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্-সি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

মহাশয় সবান্ধবে শ্রোতৃরূপে উপস্থিত হইলে পরম আনন্দিত হইব।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়
শ্রীশিশিরকান্ত সান্যাল
(অধ্যাপক, কটক র‍্যাভেন্স কলেজ)

"নচিকেতঃ,—এই কামবুভুক্ষু লোকসমাজ বড় বিষম। তাহাতে কতকগুলি কুতর্কপ্রিয় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি আছেন, তাহারা ঐ অবিদ্যা-দুষ্ট কুতর্ক-কৃপাণে সত্যকে সংহার করিতে কেবল চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সজ্জন তাহা কখনও করেন না; তাঁহারা শুষ্কতর্কের দ্বারা সত্যকে অপলাপ করিয়া সত্য-ভক্ত-মতিকে অসৎ ব্যভিচারে প্রবর্ত্তিত করেন না। তোমারও মতি সত্যে আকৃষ্ট হইয়াছে; যাহাতে সে আর অনাকৃষ্ট হইয়া নষ্ট না হয় তাহাই কর্ত্তব্য। যাঁহাদের যথার্থ আত্মতত্ত্ববোধ হইয়াছে, যাঁহারা জীবব্রহ্মে অভেদ দর্শন করেন না, তাঁহারাই তোমাকে রক্ষা করিবেন। তোমার মতি যাহাতে সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহাতেই সুদৃঢ় হয়, তাহাই করিব। হে প্রিয়তম,—তোমার মত শিষ্যের শ্রেয়ঃ-সাধনে কোন্ সাধুশীল ব্যক্তি সযত্ন না হইবেন?

"হে নচিকেতঃ,—পরব্রহ্ম বা আত্মাই নিত্য বা পরম সত্য বস্তু। তাহাই পরমার্থের কারণ বা আশ্রয়। ভগবৎ-কৃপায় আমি তাহা নিশ্চয়রূপে জানিয়াছি। অধ্রুব বা অনিত্য বিষয়ে রত (অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ বহির্ম্মুখ) জনেরা আমার স্বরূপতত্ত্ব কখনও জানিতে পারে না। আমি সেই সর্ব্বজনের অন্তর্যামী ঈশ্বর পরমাত্মাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগ্যবান্ তুমি,—তুমিও তাহা হইতে বঞ্চিত নহ।

"কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নাচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥" (কঠঃ ২য়া বঃ ১১)।

"হে নচিকেতঃ,—তুমি সেই পরম-সত্য সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে অখিল জগতের অবলম্বন, সর্ব্বলোকের ঐকান্তিক শুভঙ্কর-স্বরূপ, অনন্তের একান্ত সীমা, সর্ব্ববিধ মুক্তিশোকের অতীত এবং সকলের একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই জন্য কৃতচিত্ত হইয়াছ! তাঁহার জন্য এত বড় যাঁহার অধ্যবসায়, এত মতীব্র যাঁহার বৈরাগ্য তিনি ত' তাঁহাকে পাইয়াই আছেন!

"তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"
(কঠ ২।১২)।

"নচিকেতঃ, কে বলিল—তিনি নাই, কি তাঁহার রূপ নাই,—তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না? সেই দুরন্ত-দর্শন শ্রীহরির স্বরূপ-জ্ঞান কি সকলের হয়? সেই পুরাণ-পুরুষ, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গভীরে সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে, আত্মা ও সত্তারূপে সতত বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু, ত্রিগুণে ত্রিপথবাহিনী, উন্মাদিনী অবিদ্যা তরঙ্গিণীতে পতিত হইয়া সহস্র শাখায় ধাবমান অধীর-চিত্ত ব্যক্তি কদাচ তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না। একনিষ্ঠ কৃষ্ণপরায়ণ ধীর-ব্যক্তিই ধ্যানযোগে তাঁহাকে (সেই অখিল হৃদয়েশ হরিকে) অবগত হইয়া প্রাকৃত লোকের লালসা হর্ষশোক হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করেন।

"সাধুমুখে এই সকল ভাগবত-কথা শ্রবণ করিয়া, মর্ত্ত্য মানব অণুচৈতন্যরূপ আপনাকে কৃষ্ণদাসরূপে জ্ঞাত হইয়া, পরিপূর্ণচৈতন্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীগোবিন্দকে সাক্ষাৎ সেবা করিতে সমর্থ হয়। হে নচিকেতঃ, এইরূপে তোমারও সেই সেবা-সৌভাগ্য-লাভের পথ মুক্ত হইল বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

"প্রবচন সাহায্যে, ব্যাখ্যানের দ্বারা, কিম্বা স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির বলে কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। দয়া করিয়া যাঁহাকে তিনি নিজজন বলিয়া স্মরণ দেন, অঙ্গীকার করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে; তাঁহাকেই তিনি নিজ তনু—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকেন। তাঁহার পর আর কিছুই নাই; তিনিই সকলের আদি, তিনিই সকলের পরা গতি। তিনি সকলের চক্ষে প্রকাশিত হন না; তিনি তাঁহার ভক্তের প্রেমাঞ্জন বিশদ চক্ষুতেই প্রকাশিত হন। তাঁহার শরণাগতই তাঁহার প্রেমময় মধুর রূপ দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হন।

"তাই নচিকেতঃ, অতঃপর বিষম বিষয়চিন্তা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া সাধু-জনের কৃপাভাজন হইয়া তাঁহাকেই পাইবার জন্য তৎপর হও। তাঁহা হইতেই জীব কালাতীত হইতে পারেন। তৎসম্বন্ধীয় সুখই শাশ্বত; আর তদিতর যাহা কিছু তাহাই বিষম, তাহাই অশান্ত অসুখ-পরিণাম। তিনিই সকলের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। স্বপ্রকাশ তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন। তাঁহারই শক্তিতে সকলে শক্তিমান্; তাঁহারই জ্যোতির আভাসে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্। তাঁহারি আদেশ মস্তকে ধরিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বহ্নি, বরুণাদি আমরা জগতে স্ব-স্ব কর্ত্তব্যপথে ধাবমান্।"

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
[illegible]
[illegible]
৩। [illegible] (নব সংস্করণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গোস্বামী-মা [illegible] ৷৵০
৭। [illegible] ৪০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপপরিক্রমা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত [illegible] সানুবাদ (মাঘ) ২৲
১৩। [illegible] সানুবাদ রামানুজীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণব [illegible] ৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-[illegible] ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। [illegible] ৫০
৩৯। সাধকসঙ্গ[illegible] (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (পঞ্চম চারখণ্ড) ৩৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। শ্রীনবদ্বীপপঞ্জিকা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মানসকথা সানুবাদ ।০
৪৪। শোকশাতনম্ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-[illegible] ।০
৪৬। ভজনকুসুম বা আরাধনতত্ত্বদীপনী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। উপনিষদ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৸০
৫২। সাধনাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। নবীন-[illegible] ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাত্বত-[illegible] ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ [illegible] ⁄০
৫৮। সাধনপদ্ধতি ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেজিয়াস্ ওয়ার্কস ৷৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। রোয়াল গৌড়ীয়মঠ উক্ত, তুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইকোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আপলায়েড রিলিজন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি পীঠ ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
৯। [illegible]গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible]মঠ, [illegible], বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, [illegible],
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, [illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ [illegible],
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, [illegible] গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা, পোঃ [illegible], [illegible]।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ –১০০ নং [illegible], পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় —[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বসুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাক্ষিক শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। মূল্য [illegible] ১০ [illegible] টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং আমাদের বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা সেবন মাত্র ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু এবং পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নির্ভয়ে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধ সেবনে জ্বর যতই কঠিন না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার যত বড় শক্ত হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বাজার বিখ্যাত সংবাদপত্র সমূহে এই ঔষধের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিরবিচ্ছিন্নরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৷৶০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ৷৵০ আনা লাগিবে।

১। হুগলীর জজ কোর্টের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত বাবু সত্য মুখোপাধ্যায় এম, এ বি, এল ২৫ দিন জ্বর ভোগ করিয়া কিছুতেই আরোগ্য হন নাই। তিন দিনে ৭০ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া এবং কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইয়া কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকা ২ দিন মাত্র ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হন।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—০৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৯,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০ ৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫ ৪৫	৯-৩৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৪৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৪	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০ ৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১ ৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭ ২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯ ১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-৩৪, ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (মহেশ)	৬৸০ – ৭৲
মাণিককলমী (মহেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
ঝিঙ্গাশাল	৬৷০
সিদ্ধাশাল (নং)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪০নং ময়দা	৪৶—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এমপায়ার	৪৶ —৪৷০
আটা ৩নং	৩৸৶০ —৩৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৶
গিনি সোণা	৩৩৸
চিনা পাত	৩২৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮৯৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৩৲ ঋণ (১৯৬০-৭০)	[illegible]
৪৲ ঋণ (১৯৩৫)	১০৪৸৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৫) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ঋণ :—

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেইড)	২২৪৸০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী মিল	[illegible]

পাট কল

হাওড়া	[illegible]
হুগলী	[illegible]
বালি	[illegible]
বরাহনগর	[illegible]
কেশব	[illegible]
কাঁকিনাড়া	[illegible]
ক্লাইভ	[illegible]
ভাগিরথী	[illegible]
কেল্ভিন	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর তর্কশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের সুদীর্ঘ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অনুকম্পা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে প্রমাণপ্রচুর শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সম্পূর্ণ সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরেরর অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব পূরক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ [illegible] ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা [illegible]। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখা[ন] গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসে[বার] আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। [খু]ব সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকা[ল] প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এ[ষ্টেট] পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গো[স্বামী] মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক [সমূহের] অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, [বিষয়-]সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃ[ন্দাবন] দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে [illegible] স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত [illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ [illegible] এম, এ, এম, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্র[কাশিত]

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ... শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই বৈশাখ সোমবার ১৩৪১, ৩০শে এপ্রিল ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:::—

রংপুর সহরে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি

যুক্ত প্রদেশের রংপুর সহরে গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে ভীষণ ঝড় হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ঝড়ে বহু বাড়ীর চাল উড়িয়া গিয়াছে, অনেক বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়াছে। সহরটী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। লোকজনের বহু ধন সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে। ঝড়ের পর ভূমিকম্পের আশঙ্কা করিয়া সহরবাসীরা এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকজন সমস্ত রাত্র আতঙ্কে অতিবাহিত করে। প্রকাশ, ভীষণ ঝড়ের সঙ্গে প্রবল শিলাপাতও হয়। শাকারাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ে শত শত টিনের চালা উড়িয়া যায়। অনেক চালা দেড়শত গজ পর্য্যন্ত ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যায়। ৩৫৭টি বৃক্ষ এবং টেলিগ্রাফের ও বিজলীর তার একত্র জড়াইয়া সমস্ত রাস্তার চলাচল বন্ধ হয়। অনেকগুলি বাড়ীর পড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ২০ জন লোক উহার ফলে আহত হইয়াছে। সরকারী বিদ্যালয়ের এবং একটি জেল খানার কয়েকটি ঘরও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একজন স্ত্রী এক বাড়ীর ছাদে একখানি খাটিয়া তুলিবার সময় ঝড়ে খাটিয়াসহ সে পার্শ্ববর্ত্তী আর এক বাড়ীর মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া একটি ঘটনার বিবরণ জানা গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছে।

——

চার আনার জন্য হত্যাকাণ্ড

হত্যার অভিযোগে হাওড়ার অন্তর্গত গোলাবাড়ীর পুলিশ দেব বালক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, মৃত আবদুল গণি বালকের নিকট ৪ আনা পাইত। মৃত্যুর পয়সা চাহিলে গণি জানায়, সে দিতে পারিবে না। তাহাতে বচসা বাধে। ফলে বালক তাহার পেটে জোরে মারে গণি মাটিতে পড়িয়া যায় কিছু পরে তাহার মৃত্যু হয়।

বিলাতের বেকার সংখ্যা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বিলাতের বেকার সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। বেকার ভাণ্ডার কমিটী নামক লণ্ডনে যে সম্প্রদায় আছে, তাহার সাহায্যে অনেক বেকার আর বেকার নাই, তাহারাই এখন বেকারের অন্তরায়। সরকারের সাহায্যে অনেক বেকারের সাহায্যাদানের উপায় হইয়াছে। সভা, সমিতি, অনুষ্ঠান বেকারের সাহায্যার্থে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

——

আর্কটিক অভিযান

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মেরাহল্যাণ্ডে অভিযান যাইবে। অভিযানের কর্ত্তা হইবেন মন বাইনিস। বাইনিসের অভিযানে অজানা দেশের আবিষ্কার হইবে। আর্কটিক অঞ্চলে কতকগুলি অজানা প্রদেশ আছে। গ্রিনল্যাণ্ড এবং চারটি ল্যাণ্ডের মধ্যে যে সকল ভূভাগ বিদ্যমান, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও জানা নাই। এবার বাইনিস তাহার অনুসন্ধান করিবেন। আর্কটিক অঞ্চলে বাইনিসের অভিযানে বহিষ্মান অবস্থান করিবে।

আত্মবলীর প্রাণদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, দুইজন যুবক আয়ুরিন্দভাইকে হত্যা করিবার অভিযোগে ... চারিজন আরব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে কয়েকজন সেইট্‌স আরব কেফিয়া উঠিয়া পার্শ্বস্থিত বস্তি অঞ্চল হইতে আসিয়ার আফালন গৃহে প্রবেশের সময় উপস্থিত হইয়াছিল। মৌতশেষের বিষয় কোন গোলমোগ ঘটে নাই। কিন্তু আমেরিকাবাসী পুলিশ প্রবণে প্রতিবাদ করিয়াছিল।

অযোধ্যায় ভীষণ দাঙ্গা

পাটনা হইতে প্রকাশ, সমস্তিপুরের অন্তর্গত সাতী নামক গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানে একটা ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে মহরমের 'তাজিয়া' লইয়া শোভাযাত্রা কারবা বাহনার পথ লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে দাঙ্গা বাধিয়া যায়। দাঙ্গার ফলে উভয় পক্ষে চৌদ্দজন লোক আহত হইয়াছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

——

সি কোর্ষের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, সি কোর্ষের সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ন নামক সৈন্যশ্রেণী পাঁচ বৎসর সমুদ্রপারে থাকিয়া সাউথাম্পটনে পৌঁছিয়াছে।

সি কোর্ষের সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ন চারি বৎসর কাল ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়াছিল ১৯৩০-৩১ অব্দে এই বাহিনীর সাহায্যে দাঙ্গা দমন করিয়াছিল। দাঙ্গা দমনের জন্য উহারা বিশিষ্ট পদক প্রাপ্ত হইয়াছিল।

——

বিবাহের কন্যা বালকে পরিণত

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের করিমনগর জেলার পারকালা গ্রাম হইতে সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বিবাহের বর বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করে এবং তথায় যাইয়া দেখে যে তাহার নববধূ প্রকৃত পক্ষে একটি যুবক বালক। তাহার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। উক্ত তথাকথিত কন্যাটির পিতামাতার এতাবৎ ধারণা ছিল যে, সেটি একটি কন্যা এবং ঐরূপ মনে করিয়াই তাহারা তাহার লালন পালন করিয়া আসিয়াছে। তথা কথিত কন্যাটী ঠিক কন্যা না হইয়া বালক হওয়ায় বর বেরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, কন্যাকে বালক জানিতে তাহারাও সেইরূপ মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে।

কন্যাটি হঠাৎ ঐরূপ বালকে পরিণত হওয়ায় এই ফল হইয়াছে যে, কন্যার জন্য অলঙ্কার-পত্র ক্রয় করিবার ও বিবাহের ব্যয় করিবার জন্য বর যে টাকা প্রদান করিয়াছিল, তাহা সে তাহার ভাবী শ্বশুরের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দাবী করিয়াছে।

ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার রাত্রে রেঙ্গুন মান্দালয় মেল লাইনে রেঙ্গুন হইতে ১১৯ মাইল দূরে টাঙ্গাইক নামক স্থানের নিকটে ট্রেণ ধ্বংস করিবার জন্য নাকি ভয়ঙ্কর চেষ্টা করা হইয়াছিল। রেলের রাস্তার উপরে একখণ্ড কাষ্ঠ আটকাইয়া রাখিয়া নাকি প্রথমবার ট্রেণ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়বার বড় একটা গাছ রেল-লাইনের উপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপন করা হইয়াছিল। যাহা হউক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দুইবারই যথাসময়ে রেলের রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছে দেখিতে পান এবং উক্ত কাষ্ঠ ও বৃক্ষ রেলের রাস্তা হইতে অপসারিত করেন। এইভাবে ট্রেণগুলির কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে নাই।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] ১৩৩১

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] সরকার [illegible] বিভাগের [illegible] অনুসারে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণ আশা করা যায় যে, [illegible] যে [illegible] মধ্যে ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

[illegible] কাপড়ের [illegible] বেতনের হার [illegible] কিনা। যদি হইয়া থাকে, তবে কিরূপ হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়াছিল। বেতন বৃদ্ধি হইলে তাহার কারণ কি?

[illegible] বা অধিক বৃদ্ধি করার জন্য কোন পরিকল্পনা করিয়াছে? এই সমস্ত পরিকল্পনার এবং বেতনের হার সম্পর্কে তাহাদের [illegible] নিয়োগ ও [illegible] কাজের অবস্থা বিবরণ প্রদান করিতে হইবে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের [illegible] হইতে বিভিন্ন কাপড়ের কলে [illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হইয়াছে কি না তাহা জানাইতে হইবে।

কাপড়ের কলসমূহে কাজ করিবার জন্য যে সাময়িক [illegible] শ্রমিক পাওয়া যায় সে কথা সত্য কি না। কাপড়ের কলের শ্রমিকদিগের মধ্যে বেকার [illegible] কিরূপ?

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের [illegible] মাস হইতে কাপড়ের কলের শ্রমিকদিগের [illegible] সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন করা হইয়াছে কি না?

ভারতের আর এক বিদ্বান অসুস্থ হইলেন। ভারত-জননীর অন্যতম সুসন্তান [illegible] উত্থাপন করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারতবাসী [illegible] তাঁহাকে [illegible] শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। [illegible] তাঁহার [illegible] ছিল। তাঁহার [illegible] কখন [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে বোঝাইয়ে দোকান্ড সমীর বাদশাহের হিলক বা সমীর বিচারপতি [illegible] অনাবশ্যক বালয়া মনে করিতেন। বস্তুতঃ সমীর [illegible] এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে [illegible] তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন এরূপ লোকই ছিলেন না।

[illegible] নূতন [illegible] আফগানিস্থান [illegible] আসিবে এরূপ অনুমিত হইতেছে। আফগান-সরকার [illegible] সরকারের নিকট এই বাণিজ্য [illegible] কিনা অনুমান করা কঠিন। [illegible] ও [illegible] সর্বপ্রকার [illegible] [illegible] রপ্তানি করিবার ভার পাইয়াছেন। যে সকল [illegible] প্রায় উচ্চ [illegible] বাইবে, তাহাদের [illegible] শাস্তি হইবে। এই [illegible] কোনও [illegible]।

চাঁদপুরে গ্রেপ্তার ও [illegible]

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, [illegible] চাঁদপুর গ্রামের [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, গ্রামের [illegible] বাড়ীতে [illegible] পুলিশ [illegible] পাওয়া যায় এবং তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

গত ৮ই এপ্রিল [illegible] ফেরারী আসামী [illegible] চৌধুরীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী এবং [illegible] রায় চৌধুরীর [illegible] বাড়ীতে গত [illegible] পুলিশ খানাতল্লাস করে। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

এই সহরের বাবুরহাট অঞ্চলের [illegible] ব্যবসায়ী ডাঃ [illegible] রায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ফেরারী আসামী [illegible] রায় চৌধুরীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] রায় চৌধুরী, ডাঃ [illegible] নিকট আছেন। [illegible] গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

হরিণায় গ্রেপ্তার ও [illegible]

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] গ্রামের যুবক [illegible] গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। [illegible] কটো, কতিপয় পুস্তক এবং কংগ্রেস-সেবাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্তৃতার [illegible] পুলিশ নাকি পাইয়াছে। [illegible] হাজতে রাখা হইয়াছে।

পেশোয়ারে পবিত্র [illegible]

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, [illegible] নাগের [illegible] এখানে যে [illegible] প্রবেশ [illegible] শিখ [illegible] ঐ হাতে [illegible] আমরা পৌঁছিয়াছেন।

[illegible] শিখ [illegible] সম্পাদক [illegible] ও অভ্যর্থনা [illegible] [illegible] [illegible] স্টেশনে যাইয়া উহাকে অভ্যর্থনা করেন। [illegible] শিখ [illegible] সম্মান প্রদর্শন করেন।

আত্মসমর্পণের মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] মামলার ফেরারী আসামী [illegible] আত্মসমর্পণ করিবার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] তাহার স্ত্রী, [illegible] অভিযুক্ত হন। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে [illegible] শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

[illegible] সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। [illegible] বাড়ী হইতে ফেরারী আসামীরা গ্রেপ্তার হয় [illegible] বিবৃত করেন। শুনানী চলিতেছে।

[illegible] মৃতদেহ

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, [illegible] একটি [illegible] মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃতার [illegible] উপরের অংশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল।

প্রকাশ, যে মৃতাকে চুঁচুড়া [illegible] অভিযোগে [illegible] করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে মৃতার অঙ্গ হইতে অপহৃত অলঙ্কারের [illegible] উদ্ধার করা গিয়াছে।

[illegible] গ্রামের মহারাজা

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] গ্রামের মহারাজা [illegible] পৌঁছিয়াছেন। [illegible] তাঁহার হঠাৎ আগমনের কারণ কি এই বিষয়ে খুব জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কিন্তু ভিতরে কোন গোলমাল আছে কিনা এবং যদি গোলমাল থাকিয়া থাকে, তবে তাহা কিরূপ ধরণের গোলমাল, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তিনি এখানে কতদিন থাকিবেন, বর্তমানে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

[illegible] ষ্ট্রীটে [illegible] গ্রেপ্তার

কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন [illegible] ষ্ট্রীটে একটি [illegible] হানা দিয়া [illegible] এবং আর ২ জন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, [illegible] কলিকাতা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] নাম [illegible]। পাঠক জানেন [illegible] পূর্বে [illegible] গ্রেপ্তার হন। তাহার গ্রেপ্তারের উপযোগী সংবাদের জন্য [illegible] ১ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল।

নির্বাসন

বিচারপতি শ্রীযুত [illegible], মিঃ [illegible] ও মিঃ [illegible] অভিযোগে অভিযুক্ত [illegible] যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জুরীগণের অধিকাংশের সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারায় [illegible] মামলা হাই-কোর্টে প্রেরণ করেন।

আসামীর পুত্রের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় ১২।৬।৩৩ তারিখে মাতা (পুত্র) জানে যে, ঐ দিন প্রত্যুষে [illegible] কিছু পরেই তাহার [illegible] চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলে যে, [illegible] (আসামীকে) প্রহার করা হইতেছে।

গ্রেপ্তারের পর আসামী স্বীকার করে যে, তাহার স্ত্রীর [illegible] সে [illegible]। সে বলে যে তাহার স্ত্রীর [illegible] ছিল।

বিচারের সময় আসামী [illegible] অস্বীকার করে এবং আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, আসামীর মস্তিষ্ক বিকৃত?

বিচারক মামলা হাইকোর্টে উল্লেখ করিবার সময় মন্তব্য করেন যে, আসামীর মস্তিষ্ক বিকৃত নহে।

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ আসামীর মস্তিষ্ক [illegible] কথা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন [illegible] এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের [illegible] ধারা অনুসারে আসামীকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৭ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল ইং ১৯৩৪ সোমবার } ২১৭শ সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের পাদপদ্মাশ্রিত জনৈক জার্ম্মাণ মনীষী

সম্ভ্রান্ত জার্ম্মাণ মনীষীর আর্ত্তিপূর্ণ পত্র

To

His Divine Grace Paramhansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati *Go*swami Maharaj···

It is by the Grace of the Supreme Lord that I have the opportunity to address to His Divine Grace in this letter according to the permission of Sree Swami Bon Maharaj. How often I felt the necessity to show Your Divine Grace my most sincere thankfulness and to offer my most humble greetings as by Your Grace I got the possibility to be introduced into the true spiritual life.

I was so strongly attracted by the unique thoughts on the means and the way to regain the true condition of the soul i. e the royal road of Bhakti in distinction to the way of self enjoyment and self-annihilation displayed in the book by Sree Sanyal and was impressed by the rare purity of the soul of Sree Bon Maharaj that I got induced to endeavour to get nearer acquainted with those souls who are able to write such holy books and make such an irresistable impression on me. And, indeed my next thought was : what a blissful entity must be the Spiritual Teacher of those holy men as He is the Sun for the planets.

I spent my time since my 15th year in seeking after the true knowledge of the essence of my being and of the relationship between the Eternal Godhead and my soul, running along many different paths both in theory by studying the comparative history of Religions and in practice, and yet I could not find out a single man who would have been able to be my Guide in my difficult wanderings. I had always the inner conviction that human endeavourings are useless, if started by any individual, bare of the Grace of a spiritual guide, i. e of the grace of Godhead. I was engagal in morally purifying my life and thoughts not as the means to attain the True Knowledge but I did so as preparation of my soul for the reception of the Divine Light. Then I met Sree Swami Bon in Berlin favoured by the grace of the Supreme Lord i. e by Your Grace as You sent Sree Bon Maharaj to the West; and though I was filled with arguments of the philosophical knowledge on the different religions I yet was quite unable to speak to Sree Swami and felt the inner necessity to listen to Him when we had a short talk in Berlin.

The true thoughts displayed in the books, complemented by the letters, Sree Bon Maharaj kindly wrote to me, applied to my soul I understood that I was on the wrong path still ever seeking to reach my still unknown goal without the help of one who has gone this way and I saw them, that only the Bhakti Marga can lead me to the pure state of my soul.

I could not but express my sincere submission to Gurudeva godhead and His True Devotees in my letters to Sree Swami Bon. It was and is still difficult to express my thoughts and feelings in English as I never had the opportunity to do so and we people of the West suffer so much from the custom that we are never allowed to show our true feelings and yet finally adept tha practice as our second nature, that I have still to acquire a more natural and unformed habitude. Still more difficult it was to express all the feelings and the longing of my heart in a letter and I suffered from the impossibility to make Sree Bon Maharaj realise the greatness of the longing of my soul to go to the True Spiritual Path

At last I could no longer bear the separation from the True Devotees I knew to be present in England and I joined Sri Swami Bon Maharaj in London in the humble desire to be favoured by Your Divine grace.

Blessed by Your Divine grace I was initiated by Sree Swami Bon and received the Holy Name from Sree Tirtha Maharaj. How shall I express the inclination of my heart to serve Your Divine Grace and His True Devotees. I suffer immensely from the separation from the Divine Supreme Lord. I have devoted myself entirely to His blissful service, but I try to render fully an unconditional submisson to Your Divine grace and His Devotees here and I have thrown off all anxiety in the trust on the kind help of the Sree Swamijis. My soul awakened from the state of erring in ignorance, i. e. self enjoyment and alnegation is now commanding to my mind and body that they serve nothing but Godhead My unworthy heart blessed by Your Divine grace has caught a glimpse of the Supreme Lord and of the blissful duty of serving Him as He is the only Enjoyer of my soul and I am no more dreaming of the Light as the lotus in the night. I pray earnestly and sincerely to His Divine grace to

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮

বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ

এই জগতে যাহারা যে বেশ ধারণ করিয়া দেখিতে পাই, তাহাদিগকে সাধারণতঃ সেই নামে নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব এবং আর সকলে কি আর আমার পরিচিত। ভক্তি-বিবর্জিত পণ্ডিত, ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, রাজা, প্রজা সকলেই অবৈষ্ণব যাহাদের ভক্তি আছে— হরিগত বৈষ্ণব প্রীতি আছে—অবৈষ্ণবের সেবা করার জন্য যাঁহাদের সর্বদা সবলা, প্রবৃত্তি হইন বা মঙ্গলাদি হউন, ধনী হউন বা নির্ধন হউন, পণ্ডিত হউন বা মূর্খ হউন, ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, চণ্ডাল হউন বা যবন হউন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া জগতে পরিচিত।

অন্তরে ভক্তি নাই, কোন লোক-দিগন্তে কপট পরিপূর্ণ অথচ বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্বাহ করেন এরূপ ব্যক্তিগণকে অনেকে এখন বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিলেও আমরা সেই সকল কপট বেশধারী ভক্তিহীন বৈষ্ণবব্রুবগণকে অবৈষ্ণবই আখ্যা দিয়া থাকি। শাস্ত্রানুগত্য ও গুর্বানুগত্যই আমাদের জীবন তাই আমরা শাস্ত্রবিরুদ্ধবাণী স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ।

শরীরধারণ নির্বাহ করিতে হইলে অবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বৈষ্ণবদিগেরও শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার ব্যবহার-দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের যে সকল ব্যবহার দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয় উহা বৈকুণ্ঠবাসীর পারমার্থিক ন্যায় অস্থায়ী ও সুখপদ; সেইজন্য মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

বিষে বিষক্ষয়, দুঃখই দুঃখ-নিবৃত্তির মহৌষধ, এসব কথা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। খাদ্যশস্য-কলিত উৎপাদনাদি এই স্বীকার এবং সেই কষ্টদায়ক পরের গোলামী-স্বরূপ দাস্য স্বীকার-কষ্ট—এই উভয় কষ্ট কষ্টদায়ক হইলেও শেষোক্ত কষ্ট যে কষ্ট মধ্যে পরিগণিত নহে, পূর্বোক্ত অসহ্য কষ্টের নাশক বলিয়া উহা বরং সুখপ্রদই হইয়া থাকে উহা বোধ হয় সকলেই সহজ ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কেবল আমরা ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইতেছি। এই ত্রিতাপ-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায় যে শ্রীকৃষ্ণসেবাজন্য-রূপ দুঃখ স্বীকার করা এবং সেই দুঃখ ত্রিতাপনাশক হওয়ায় উহা দুঃখদ হওয়ার পরিবর্তে যে সুখদ তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বিচার-বুদ্ধির ব্যবহারানুসারে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এইজন্য মহাপ্রভুর শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও লিখিয়াছেন,—

"এত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

বৈষ্ণবের এই ব্যবহার-দুঃখ পরম সুখ-প্রদ, তাহাকে দুঃখের লেশমাত্রও নাই বলিয়া বৈষ্ণবগণ সাদরে এই দুঃখরূপী সুখকে মহানন্দে বরণ করিয়া থাকেন। নিজে বৈষ্ণব না হইলে অথবা বৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য স্বীকার না করিলে এসব কথা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিত হইবে না, তথাপি সেবাদুঃখ-স্বীকারে— শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দ স্বীকারে নিত্যানন্দ-লাভ যে অবশ্যম্ভাবী এই পরম-মঙ্গলময়ী লোকোৎপাদিকা কথাটী শুরুর অযোগ্য বিচারাদি আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। জগৎ-সেবানন্দে মত্ত মগ্ন বৈষ্ণবগণের দুঃখ যে অসম্ভব একথা বেশী করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র।

দেহাভিমানী অবৈষ্ণবগণের এই নশ্বর দেহই সর্বস্ব ধন। সেইজন্য তাঁহারা যে কিছু কষ্ট পান তাহা সহজেই তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য ও উৎকট হইয়া পড়ে এবং এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টমুক্ত হইতে পারেন না, তাহাতে তাঁহাদের জীবনটা কেবল যম যন্ত্রণার ন্যায় বহু কষ্টে অতিবাহিত হয়—ইহা হরিবিমুখ জগজ্জীবমাত্রেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধির অতীত হেতু আত্মারাম হওয়ায় দেহসুখে প্রমত্ত হ'ন না, পরন্তু তাঁহারা এই নশ্বর জীবনকে কেবল ক্ষণিক পান্থজীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনে কৃষ্ণদাস্য-স্বীকার করায় আনন্দপ্রদ ক্ষণিক ব্যবহার-দুঃখ-সকলও অত্যন্ত অনাদরের সহিত, কখনও বা অজ্ঞাতসারেই অতিবাহিত হয়। সেবার এত সুখ—এত আনন্দ!

উপরিউক্ত কথাগুলি শুধু মুখের কথা নয়, তোতাপাখীর মত বুলি বলা নয়, ইহা বাস্তবিকই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আশ্রিত আমার সতীর্থ-ভ্রাতাগণের অন্তরের কথা—উপলব্ধির কথা।

হরিভক্তিলাভে—সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে সৎসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণকীর্তনাদিকারী হওয়া, এককথায় মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ভক্তাঙ্গসমূহের সকলরূপ সেবায় মগ্ন থাকাই যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য এবং ইহাই যে ত্রিতাপনাশক ও পরমসুখপ্রদ তাহা বোধ হয় আমাদিগকে আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্বক এসব কথা বিচার করিবেন, সমদর্শনে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবে একাকার করিয়া সেবা ও ভোগকে এক মনে করিয়া বঞ্চিত না হ'ন ইহাই তাঁহাদের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা।

জার্মাণ মনীষীর আর্তিপূর্ণ পত্র

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

help me to go further on the way of Bhakti.

My humble life is entirely devoted to the service of godhead. What shall I do but pray to accept the unworthy servant and to employ him in His service?

I am sincerely endeavouring to serve the two Swamijis by listening to their teachings and by following their advices and I do not know how to express my great gratitude towards them. As if, somebody comes from the stormy sea into the sheltering harbour, so I come from Germany and out of my inner many troubles, into the devotional atmosphere of the monastery of the Mission. From the very first day I realised the immense kindness of all four members of the Mission and their constant help in all concerns, I opened my heart to their influence in prompting my spiritual life and tried to follow their example of the constant service of godhead.

I am sorry for the fact that due to the defects of my knowledge of the English Language I can not do that service in the office Monastery, I wish to do and I am only a burden to the Mission. I, indeed, wish to do perfect service to the devotees, and I pray to His Divine grace and the true devotees to excuse whenever I fail in performing every service in a complete manner.

By thoughts and actions having their centre in Sri Krishna the Eternal Attractor of my soul, I try sincerely to chant the Holy Name without committing any offence.

Great sorrow filled my heart when I heard that His Divine grace does not start for London in April··· I should like nothing more than that the precious health of my Most Honourable Divine Master may soon be re-established and I be blessed by attaining the Lotus Feet of Sree gurudeva.

I know that I need not to display the characteristics of my external life and being. I wish in these few lines to express my most humble greetings to the Lotus Feet of Your Divine grace and my sincere prayer to bless his unworthy servant with His Unlimited grace, to count me among the dust under His Blissful Feet. At the same time I lie down my humble life unconditionally at His Lotus Feet and pray to accept it as the only offering I am able to give.

Sd/-Ernst Schulze.

অর্থানুবাদ

প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আচার্যবর্যের শ্রীচরণকমলেষু—

শ্রীমৎ স্বামী পঞ্চ জনের শ্রীস্বামী ম[illegible] মহারাজের অনুমতিক্রমে আমি আপনার নিকট এই পত্রখানা লিখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আপনার কৃপাতেই বাস্তব সত্যজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ পাইয়াছি সুতরাং আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা যে কতবার অনুভব করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমার প্রকৃত অবস্থা-লাভ-সম্বন্ধে অর্থাৎ ভক্তির রাজকীয়-পথ-প্রাপ্তি-বিষয়ে যে-সকল উপায় আছে তদ্বিষয় শ্রবণে আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় (মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি সুধাকর) তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পুস্তকে ভুক্তি (আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি), মুক্তি (আত্মবিনাশ) সম্বন্ধে যে বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন তদ্দর্শনে এবং শ্রীল মহারাজের আত্ম-পবিত্রতা দর্শনে আমি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছি যে, আমি তাঁহাকে নহির অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই; আর তাঁহাদের পবিত্র এবং ও পবিত্র জীবন আমার অন্তঃকরণে একটী বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে। এমন কি, আমার সর্বদা চিন্তা হইল যে, যেমন প্রবলঝড়ে মধ্যে মুক্ত

প্রত্যের সাধুত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে সেইরূপ যে আচার্য্যের অনুগত জনগণের জীবনী এরূপ পবিত্র সেই আচার্য্যের মহত্ব না জানি কত উচ্চ!

আমার জীবনের ১৫ বৎসর বয়স হইতে আমার বাস্তব অস্তিত্ব কি, ভগবানের সহিত জগতের আমার সম্বন্ধ কি, এতদ্বিষয়ে বাস্তব-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি চেষ্টিত আছি। তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থার ধাবিত হইয়াছি এবং বিভিন্ন তুলনামূলক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি কিন্তু তথাচ এ পর্য্যন্ত আমি একজন ব্যক্তিকেও খুঁজিয়া পাই নাই যিনি আমার এই বিভিন্ন পথে ভ্রমণের মধ্যে আমার প্রদর্শক হইতে পারেন। আমার বরাবরই এই প্রকার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, মানুষের সমস্ত চেষ্টা (যাহা মানুষের দ্বারাই সূচিত করা হয়) আচার্য্যের অর্থাৎ ভগবৎকৃপা বঞ্চিত হইলে আদৌ কার্য্যকরী হয় না। আমি আমার নৈতিক জীবন ও চিন্তা সকলকে পবিত্র করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম; বাস্তবজ্ঞান-লাভ করাই যে ইহার উদ্দেশ্য, এরূপ নহে। তবে অপ্রাকৃত আলোক লাভ করিবার জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তৎপর ভগবৎকৃপায় বার্লিন নগরে শ্রীস্বামী বনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। স্বামী বনকে পাশ্চাত্যদেশে পাঠান—সেও আপনারই কৃপা। যখন বার্লিনে আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গের জন্য আলাপ হয় তখন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধী দার্শনিক জ্ঞান লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও সফলকাম হই নাই। কারণ অন্তর হইতে প্রেরণা আসিয়া তাঁহার কথা-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তাই আমাকে বুঝাইয়া দিল।

শ্রীবন মহারাজ আমাকে যে পুস্তক দিয়াছিলেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে যে চিন্তাস্রোত পাইয়াছি তাহা আমার আত্মায় বেশ খাপ খাইয়াছে। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, যিনি প্রকৃত পথে বিচরণ করিয়াছেন তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ব্যতীত আমাদের চিন্তাতীত অজ্ঞাত বস্তুকে সন্ধান করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ভ্রান্তপথে চালিত হওয়া মাত্র; তখন আরও বুঝিয়াছিলাম, একমাত্র ভক্তিমার্গই আমাকে আত্মস্বরূপের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

আমি শ্রীস্বামীজীদের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম তাহাতে ভগবদ্ভক্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের নিকট শরণাগতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। ইংরাজী ভাষায় আমার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিবার তখনও সুযোগ না হওয়ায় এই ভাষায় আমার আন্তরিক চিন্তাস্রোত ও অনুভূতির কথা সম্যক্ প্রকাশ করা তৎকালে কষ্টসাধ্য ছিল এবং বর্ত্তমান সময়েও আছে। আমাদের পাশ্চাত্য দেশের প্রথা অনুসারে আমরা কোন কালেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত অনুভূতির কথা প্রকাশ করিতে পারি না; তাহার ফলে এই কৃত্রিম ভাবটাই আমাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। সেজন্য আমি মনে করি যে, আমাকে বর্ত্তমানে একটা স্বতন্ত্র অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইবে। বন মহারাজের নিকট পত্রের দ্বারা আমার আন্তরিক অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার কথা জ্ঞাপন করাটা আরও কষ্টসাধ্য হইয়াছিল এবং পরমার্থপথে ধাবিত হইবার জন্য আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ তাঁহাকে অনুভব করাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল।

অবশেষে ইংলণ্ডে অবস্থিত গুরুভক্তগণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া লণ্ডন সহরে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছি, আপনার কৃপা-প্রসাদ লাভ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

আপনার কৃপায় শ্রীমৎ স্বামী বন মহারাজের নিকট শিক্ষা এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট হইতে শ্রীনাম প্রাপ্ত হইয়াছি। কিরূপে আমি আপনার এবং আপনার অনুগত ভক্তগণের নিকট আমার অন্তঃকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিব!

শ্রীভগবদ্বিরহে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। ভগবৎসেবায় আমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। কিন্তু আমি আপনার এবং আপনার ভক্তগণের নিকট অহৈতুকভাবে শরণাগত হইতে চেষ্টা করিতেছি এবং স্বামীজীগণের দ্বারা অনুগৃহীত হইবার আশায় সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমার আত্মা এক্ষণে ভুক্তি ও মুক্তিরূপ অজ্ঞান হইতে উত্থিত এবং অবিদ্যা-রূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আমার মন ও শরীরকে ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিতেছে। আমার অযোগ্য অন্তঃকরণ আপনার কৃপাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ভগবদালোক লাভ করিয়াছে এবং তাঁহাকেই (শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকেই) আমার আত্মার একমাত্র ভোক্তা-জ্ঞানে সেবা করিবার জন্য প্রেরণা দিতেছে। এক্ষণে আমি আর রাত্রিকালে পদ্মফুলের ন্যায় সেই আলো সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখি না। আমি কাতর হইয়া আন্তরিকভাবে আপনার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি, যেন আপনার কৃপায় আমি ভক্তিমার্গে চলিতে পারি।

অদ্যের এই জীবন ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই দাসাধমকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করুন ইহা ব্যতীত এই অধম আর কি প্রার্থনা করিতে পারে?

আমি আন্তরিকভাবে স্বামিজীদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের আদেশ পালনপূর্ব্বক আন্তরিকভাবে তাঁহাদের সেবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। তাঁহাদের নিকট আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ঝটিকাপূর্ণ সমুদ্র হইতে নিরুপদ্রব বন্দরে আশ্রয় লাভ করার মত আমিও জার্ম্মাণীতে আমার আন্তরিক ক্লেশসমূহের মধ্য হইতে লণ্ডন গৌড়ীয়-মঠের শুদ্ধভক্তির আবহাওয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই মঠের সভ্য-চতুষ্টয়ের আমার উপর অপার করুণার কথা এবং আমার প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যের বিষয় যেদিন হইতে অনুভব করিয়াছি, সেইদিন হইতেই আমি তাঁহাদের শক্তিতে আমার পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধন করিবার জন্য আমার অন্তরের কপাট খুলিয়া দিয়াছি এবং সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আমি যে-সমস্ত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত তাহা করিতে পারি না বলিয়া এবং শ্রীমঠের গলগ্রহ হইয়াছি মনে করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বস্তুতঃ মঠের ভক্তগণের সেবা করিবার জন্য আমি খুবই ইচ্ছুক এবং আমি প্রার্থনা করি, যদি সম্পূর্ণরূপে সেবা-কার্য্যে সাফল্য দেখাইতে না পারি তবে আপনি এবং আপনার ভক্তগণ যেন আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

সর্ব্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকেই আমার সমস্ত চিন্তা ও কার্য্যকলাপ কেন্দ্রীকৃত করিয়া আমি নামাপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক অন্তরের সহিত শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

বর্ত্তমান এপ্রিল মাসে আপনার লণ্ডনে আসা স্থগিত হইয়াছে শুনিয়া আমি অন্তরে প্রকৃত দুঃখ অনুভব করিলাম। আমার একমাত্র প্রার্থনা—আপনার শ্রীঅঙ্গ পুনরায় সুস্থতা লাভ করুক এবং আমিও শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হই।

আমি জানি, আমার বাহ্য জীবন ও অস্তিত্বের লক্ষণ সকল প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়।

পূর্ব্বোক্ত কতিপয় পংক্তিতে আমি কেবলমাত্র আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ও আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; উদ্দেশ্য—যাহাতে আপনি আপনার অপার করুণায় মাদৃশ দাসাধমকে আপনার পাদপদ্মের রেণুকণার মধ্যে গণনা করেন। এই উপলক্ষে আমি আমার এই অযোগ্য জীবনকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকরূপে উৎসর্গ করিতেছি; আপনি এ দাসের এই একমাত্র পাদ্য অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন, ইহাই আপনার শ্রীচরণে এই সেবকাধমের প্রার্থনা।

স্বাঃ— আর্ণ্ট ই মুলার

"গোবিন্দ-বন্দনা"

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

(১)

ঝকমক কল্পতরু-সমাবৃত,
চিন্তামণিচয়ে পুরী সুগঠিত,
দিব্যাবাসে তথা যিনি সদা রত,
প্রেমপয়ঃস্রাবী সুরভি-পালনে।

অগণিত লক্ষ্মী যাঁ'র সেবা তরে,
প্রেমানন্দ ভ'রে সম্ভ্রমে বিচরে,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(২)

মুরলী-সঙ্গীত-তৎপর যে জন,
প্রফুল্ল প্রশান্ত কমলনয়ন,
শিরে শিখিপুচ্ছ যাঁ'র বিভূষণ,
দিব্যরূপ শ্যাম নীরদ বরণে।

যাঁ'র রূপ-শোভা হরে সর্ব্বজন,
কোটী কন্দর্পের লাবণ্যলাঞ্ছন,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(৩)

দিব্য বনমালা সুরঙ্গ-দলে,
চন্দ্রক আকারে দোলে যাঁর গলে,
বংশী-রত্নাঙ্গদ শ্রীকরযুগলে,
প্রেম-কেলি-কলা বিলাসে যেজনে॥

ললিত ত্রিভঙ্গ চারুশ্যাম-রূপ,
নিত্য প্রকাশিত যাঁহার স্বরূপ,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(৪)

অনাদি যাঁহার নিত্য বিরাজিত,
সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-বিশিষ্ট সতত,
সর্ব্ব চিদচিৎ বিশ্বে যিনি রত,
নিয়ত পালন দর্শন করণে।

সচ্চিৎ-আনন্দ যাঁর দিব্য দেহ,
পরম উজ্জ্বল দিব্য শ্রীবিগ্রহ,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদি-দেব গোবিন্দ-চরণে॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ১৬/০
৩। ভাগবতের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককৌস্তুভ (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। শুদ্ধভক্ত ৷০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। দুঃখিনী নিকা অপরোক্ষঃ মাধুর্য্য
(মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য
বাংলাসহ) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-নাটক ৷০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। ভিতরে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকথা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতি /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অন্বয়.... ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(পঞ্চম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। প্রপন্ন দিনচর্য্যা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। উজ্জ্বলনীলমণি বা মাধুর্য্য-কাদম্বিনী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়গণ কি বলেন ? /০
৪৯। উপদেশামৃত (বাংলার ও মাধ্য-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধনাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ-নির্ণয়ঃ ৷০
৫৪। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। স্তব-স্তবক ৷০
৫৬। সাধুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারার্থদর্শন ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। বার প্রামাণ্য ৷০
৬০। নামভজন
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৷৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। সংস্কৃত স্ক্রিপচার অ্যাণ্ড
অবজেক্ট, রিলিজন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪ শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোদ্রুম ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জগন্নাথ মন্দির-পাট ঐ
৬। পান্না-স্বরূপগঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীনন্দগ্রাম আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। শ্রীশ্যামগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীগৌরকৃষ্ণ ধাম, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাঝ, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
২০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ নারায়ণপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীবলাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীমাধবেন্দ্রানন্দ মঠ চিরাগারা,
পোঃ দাশুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারাণসী, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
বিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িষাবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীরাম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা,
পোঃ চিত্রকূটা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং ফতিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণসাগর,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নয়াদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবতী গৌড়ীয় মঠ—রবিবার।
৩৪। শ্রীবিশ্বগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওল্ড ক্লাব হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসাম গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড় হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি তাহার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিলাস তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত ও চৈতন্যবাণী শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, প্রাসঙ্গিকসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র চৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তজ্জন্য নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—.৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-২০,	● ৯—৪৮.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	.৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১.	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫০,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০ ৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১৩-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৬-৫৭	৯-৩৩	১৩-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০ ৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৬	১৫-৩০ + ●	১৮-৩১ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২ ৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট স্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারীভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০ ৪৲
বাঁশ ফুল দুধসর (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিদ্ধাদাদ (নূতন)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা "বি"	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এনবার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
গিনি	৩০৸
[illegible]	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ঐ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৲
৫৲ ঐ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৬৭) ৫ শতার্দ্ধ পোর্ট-ট্রাষ্ট ঋণের :— ১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পুরা টা)	১৯৬৪।০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

করগেট টীন, জানালা দরজা, দালানের ফলাদার রেলিং থাম, বেড়াতারা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় রচিত। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সমস্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিনাশ প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেকাসা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিকানাবিজ্ঞানাবক্ষ ও বাবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেন পেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্ম ... ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছা... কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা ... গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখা... গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসে... আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সু... সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরক... প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এ... পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গো... মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সা... অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ... সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দা... দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি বহুমূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১... স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাম ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
অফিস, ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C4544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা এক

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৪১, ১লা মে ১৯৩৪

বিবিধ-সংবাদ

—::•::—

মিলে শ্রমিকের মৃত্যু

জেরী-অব-সোন, হইতে প্রকাশ, মিল অঞ্চলে দুইটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, ডোটাম চিনির কলের জনৈক শ্রমিকের গলায় একটি গামছা জড়ানো ছিল। বাতাসে গামছার প্রান্ত উড়িতেছিল। সে জল পান করিতেছিল এমন সময় গামছাটি কলে জড়াইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাহার শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হয়।

আর একটি শ্রমিকের লো-ফুলিং ট্যাংকে পড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে। সে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলপান করিতে গিয়াছিল। পূর্ব্বে আরো দুইজন শ্রমিকের দুর্ঘটনাবশতঃ মৃত্যু হইয়াছে।

—————

মুদ্রাজাল মামলায় পিতা পুত্র অভিযুক্ত

গোয়া হইতে প্রকাশ, জাল মুদ্রা সংক্রান্ত এক মামলায় পিতা পুত্র উভয়ে অভিযুক্ত ছিল। এক্ষণে ঐ মামলা শেষ হইয়াছে। পিতা মুক্তিলাভ করিয়াছে ও পুত্র দণ্ডিত হইয়াছে। পুত্র দোষী সাব্যস্ত ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পুত্রের নিকট পাঁচটি জালমুদ্রা ছিল এবং পুলিস তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া জাল মুদ্রা তৈয়ারী করিবার উপকরণ উদ্ধার করে।

—————

পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল

পাটনা হইতে প্রকাশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্পাদক এবং হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত-জগৎনারায়ণ লাল গত ২৩শে তারিখে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাহারা পিণ্ডিতে সীমান্ত- সনাতন ধর্ম- সম্মেলনেও তিনি যোগদান করিবেন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

—————

ডাকের ব্যাগ হইতে টাকা উধাও

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, রেঙ্গুনের ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসকে এইমর্ম্মে সংবাদ দিয়াছেন যে, ১৭০ টাকার একখানা বীমা-করা খাম ডাকের ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না।

সটন্ জিলার বাসেক ডাক-ঘর হইতে প্রেরিত ডাকের ব্যাগটা গত সোমবার যখন রেঙ্গুনের বড় ডাকঘরে খোলা হয়, তখন এই ব্যাপার ধরা পড়ে। গোয়েন্দা বিভাগ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে।

—————

পুরীতে আশ্চর্য্য ঘটনা

কটক হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে এপ্রিল পুরীর সমুদ্রতটে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছে। ঐদিন প্রাতে ৭টা হইতে অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত শত শত মণ সামুদ্রিক মৎস্য মৃত অবস্থায় সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বলিতেছেন যে, তাঁহারা আর কখনও এরূপ হইতে দেখেন নাই। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষ ঐ মাছ খাইতে সাধারণকে নিষেধ করিয়াছিলেন। উপদেশ অবহেলা করিয়া অনেকে ঐ মাছ বাড়ীতে লইয়া গিয়াছে।

—————

ডাকাত বন্দুক প্রাপ্তির জের

জেসুরা পুলিস থানার এলাকাধীন গোয়ালপাড়া গ্রামের নামের হইয়াছে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকায় আনয়ন করা হইয়াছে। নীরেন্দ্র উকীল শ্রীযুত উপেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্যের ভাগিনেয়। এরূপ প্রকাশ যে, ঢাকা জেলার ক্যাপাসিয়া থানার এলাকাধীন একটা গ্রামে যে একটি বন্দুক বাহির হইয়াছে, সেই সম্বন্ধেই নেত্রকোণার পুলিস হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাইয়া কলিকাতার পুলিস নীরেন্দ্রকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত ১৯৩১ সালে উকিল শ্রীযুত সরোজ কুমার পাকড়াশিদের একটি বন্দুক চুরি হইয়াছিল। উপরে যে বন্দুক প্রাপ্তির কথা বলা হইল, তাহা সরোজ বাবু সেই অপহৃত বন্দুক বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

—————

বালক ও বালিকার মৃত্যু

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, জেনারেল হাসপাতালের সম্মুখে একখানি মোটরবাস দুর্ঘটনায় একটি ১০ বৎসর বয়স্ক বালক ও একটি ৪ বৎসর বয়স্কা বালিকা গুরুতর আহত হইয়াছিল। হাসপাতালে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

বাসখানি সেন্ট্রাল ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল। ঐ সময় একটি ল্যাম্প পোষ্টে উহা ধাক্কা খায়। ৭০ বৎসর বয়স্কা একটী বৃদ্ধা ও উক্ত বালক বালিকা ল্যাম্পপোষ্টের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা তৎকালে গুরুতর আহত হয়। বৃদ্ধার অবস্থা এখনও সঙ্কটাপন্ন। অসাবধানভাবে বাস চালাইবার অভিযোগে পুলিস উহার চালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—————

উকিলের কন্যা গ্রেপ্তার

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, উকিল শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসের বাড়ীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। তৎপর তাঁহার একাদশ বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী কণিকাকে, আলিগঞ্জ, হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় হইতে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস থানায় লইয়া যায়। বালিকা সেই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করে। তৎপর তাহার নিকট হইতে বর্ণনা গ্রহণ করা হয় এবং বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেও পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। খানাতল্লাসের কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

—————

প্রহারের ফলে মৃত্যু

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, কেশরী সিং খাদাভাই জাতিতে মুসলমান। কর-বন্ধ আন্দোলনের সময় খেড়া জিলার বেরজাদী গ্রামে কতকগুলা বাজেয়াপ্ত জমী তিনি খরিদ করেন।

স্থানীয় এক সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাহাকে ধরিয়া অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করা হয়। তাহার ফলে তিনি মারা গিয়াছেন।

আক্রমণকারী অভিযোগে যে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের বিচার হইতেছে।

খানাতল্লাস

কলিকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ টালিগঞ্জের এক বাড়ীতে হানা দিয়া একটি বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। যুবকটি নাকি তাহার নাম মহেন্দ্রলাল সরকার বলিয়াছে।

প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ নবীন সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিস উক্ত যুবকের সন্ধান করিতেছিল। যুবকটি অনেকদিন পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া গা ঢাকা দিয়া ফিরিতেছিল।

৫ নম্বর অক্রূর দত্ত লেন

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৩৩১

[illegible] কোম্পানী [illegible] কলিকাতা [illegible] অস্বীকার করিতে পারেন না। পুরাতন রেল পথের পার্শ্ববর্তী [illegible] সকল সুখ সুবিধা [illegible] জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার সম্বন্ধে বর্তমান এরূপই হইয়া থাকে। যে সময় কলিকাতায় আরোহী বাসের ট্রাম কোম্পানীর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয় নাই, কলিকাতার বিভিন্ন পথে বাস চালাইবার ব্যবস্থা হয় নাই—সেই সময় ট্রামের ভাড়া অনেক অধিক ছিল, এবং অধিক ভাড়া দিয়াও আরোহীগণকে নিত্য নানা অসুবিধা সহ্য করিতে হইত; পৌষমাস ট্রামের ভিড় এত বেশী হইত যে [illegible] আবেদন নিবেদন করিয়াছেন; কিন্তু কোম্পানীর প্রবর্তিত হইতে তখন কোনো অপসারণ করিবার কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। তাহার পর যখন কলিকাতার পথে বাস চলিল, তখন ট্রাম কোম্পানী ট্রামের ভাড়া এইরূপ হ্রাস করিলেন যে, ময়দানে শিয়ালদহ হইতে হাইকোর্ট যাইতে টিকিটের মূল্য আধ আনা হইল। যে সকল পথে বাসের সংখ্যা অধিক, বাহিরে বিশেষ—সেই সকল পথে প্রত্যহ নূতন গাড়ী চলিল, পুরু গদি, আঁটা চেয়ার, মাথার উপর বৈদ্যুতিক বিজলী পাখার বন্দোবস্ত। ভাড়া ও অনেক ভাড়া অপেক্ষা অনেকই কমিয়া গেল। আরোহীদের সুখ সুবিধার প্রতি কোম্পানীর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। পুরাতন রেলপথেও এখন সর্বত্রই যাত্রীদের ভবিষ্যতে অল্প ট্রেনের পর ট্রেন, তাহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই রেল পথে সাপ্তাহিক অর্থাৎ উইক-এণ্ড কনসেসন টিকিট বিক্রয়ের প্রথা অনেক দিন পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু কোন যাত্রী রবিবার রাত্রি বারটার পর এই টিকিট লইয়া রবিবার রাত্রি বারটার পর ফিরিতে পারিবেন না। রবিবার রাত্রি বারটা পর্যন্ত সেই টিকিট ব্যবহার চলে। অনেক যাত্রী শুক্রবারে যাইয়া, রবিবারে ফিরিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই টিকিটের ভাড়া আদায় করা হয়। এজন্য উইক এণ্ড কনসেসন টিকিটের সুযোগ সকলে ভোগ করিতে পারিবেন না; যিনি শুক্রবারে স্থানান্তরে গমন করিয়া সোমবার ফিরিবেন—এই টিকিট তাঁহাদের কাজে লাগে না। এই অসুবিধা নিবন্ধন এ টিকিট অধিক বিক্রয় হয় না। [illegible] এই অসুবিধা [illegible] প্রথম হইতে [illegible] করিয়াছেন, এ টিকিট যদি সোমবার [illegible] ট্রেনের সময় [illegible] সারিবেন; [illegible] বাসের বাধা কাটিয়া গিয়াছে। [illegible] লাইনের ট্রেণ সমূহের যোগ না থাকায় অনেক যাত্রী পানপাড়া, গোড়াছড়া, ইত্যাদি প্রভৃতি ষ্টেশনে একবেলা নিরুপায় ভাবে বাস। [illegible] রবিবারের ট্রেন বদলাইবার ব্যবস্থা [illegible] সকল যাত্রীদের [illegible] হইয়াছে।

১১ জন গোয়াবাজী গ্রেপ্তার

ময়নাবাদী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে এখানে এক গোয়াবাজ ফলে পুলিসের ১ জন দারোগা, ১ জন কনষ্টেবল ও অনেক চৌকিদার আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত গোয়াবাজী ময়ূর দর্শনীর মত দেখ [illegible] লইয়া যাইতে ছিল, সেই সময় কয়েকজন লোক পথের ধারের এক গুলাবাগীর গাছ কাটিয়া ফেলে। গাছটির মালিক শেখ ইব্রাহিম গোয়াবাজীদের কার্য্যে আপত্তি করে। সে বলে, পথ খরচের প্রশস্ত আছে; তাহিরা লইয়া যাইবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না কিন্তু গোয়াবাজীরা তাহার কথায় কর্ণপাত করে না। শেখ ইব্রাহিম থানায় নিকট যাইয়া এ বিষয়ে অভিযোগ জানায়।

দারোগা ১ জন কনষ্টেবল ও কয়েকজন চৌকিদার লইয়া ঘটনাস্থলে যান ও গোয়াবাজীদিগকে বুঝাইয়া উক্ত কার্য হইতে ক্ষান্ত করাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনতা শান্ত না হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে।

উহারা পুলিসদলকে আক্রমণ করে ও ঢিল প্রভৃতি অস্ত্রের প্রহার করে। সংবাদের আহ্বান পাইয়া তুর্ণাম উপস্থিত পুলিস ইনস্পেক্টার আরও পুলিস লইয়া ঘটনাস্থলে যান ও প্রথমোক্ত পুলিসদলকে উদ্ধার করেন। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কাঁয়াপুরে খুন

মিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, পাগলজন তিনিপুরার আবার পুলিসের কবল হইতে পলায়ন করিয়াছে। পুলিস তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। তাহার অনেক অন্বেষণের পর উপল নদীর ধারে একটি সুরাপুরে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুরাপুরে তাহার একদল ছিল। এবার তিনিপুরার ধরা পড়িবে।

কিন্তু ধরা পড়ার সম্ভাবনা নাই। সাতাইশ জন পুলিশ প্রহরী তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছেন। [illegible] প্রবেশ করিবার পূর্বেই বন্দুকের আওয়াজ হয়। চারিজন পুলিশ এক সঙ্গে নিহত আহত হইয়াছে।

তিনিপুরার সঙ্গে একজন রমণী ছিল। রমণীর সে মোটরকারে উঠিয়া বেগে পলায়ন করিয়াছে। তিনিপুরার অনুচরবর্গ আর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়াছে।

সুরাপুরে একটি যুবতী উপস্থিত একজন পুলিশ [illegible] বন্দী ও আটক রাখা ছিল। উহারা সঙ্গ বন্দিনী [illegible] নহে। তিনিপুরার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করিয়াছে।

আসামে দীর্ঘকাল সাইকেল চালনা

গৌহাটী হইতে প্রকাশ, কোনস্থ দাস নামে একজন [illegible] আসামে তিন [illegible] দীর্ঘকালব্যাপী সাইকেল চালনা করিয়া পূর্বের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। ইহার পূর্বের রেকর্ড ছিল ৫৫ ঘণ্টা ১১ মিনিট কাল সে ৭৬ ঘণ্টা ধরিয়া তীব্র বৃষ্টির মধ্যে ও কর্দমাক্ত রাস্তার উপর সাইকেল চালনা করিয়াছিল। সে যতক্ষণ সাইকেল চালনা করিয়াছিল ততক্ষণই তাহার শারীরিক স্ফূর্তি ছিল ও শক্তি সম্পন্ন সমভাবেই ছিল। তাহার সাহসের হাজার হাজার লোক তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছে।

অপর দুইজন বালক সাইকেল চালনায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যথাক্রমে ৩৬ ঘণ্টা ৫ মিনিট ও ১৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট কাল সাইকেল চালনা করিয়াছিল।

আসাম স্পোর্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ বড়ুয়ার নেতৃত্বে এই সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বড়ুয়া আসামের একজন প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর।

কাজনপুরে ৩টী ডাকাতি

কাজনপুর হইতে প্রকাশ, পশ্চিমপুর, রামপুর ও ইছাপুর গ্রামে ৩টী ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পনেরো কুড়ি জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহস্থদের ভবনে হানা দেয়। যাহারা ডাকাতদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে গুরুতর আহত করা হইয়াছে। বাড়ীর লোকদের মুখ বন্ধ করিয়া জিনিসপত্র লুঠ করা হয়। স্ত্রীলোকদের গাত্র হইতে অলঙ্কার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

অপর এক জায়গায় শ্রীযুক্ত [illegible]-লালের বাড়ীতে সাত আট জন ডাকাত পড়ে। এখানে তাহারা কিছু জিনিসপত্র লুঠ করিয়া লইয়া পলাইয়া যাইতে সমর্থ হয়। এখানে ৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করা গিয়াছে।

ঐ পল্লীতে পনেরো ষোল জন ডাকাত শ্রীযুক্ত রাঘবদেবের বাড়ী আক্রমণ করে। উহারা বাড়ীর লোকদিগকে প্রহার করিয়া নগদ ও গহনাপত্র লুঠ করে। আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

পুলিস এই সকল ডাকাতির তদন্ত সম্পর্কে জেলার সন্দেহ বহু সংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অগ্নিতে দুইটি বালকের মৃত্যু

দক্ষিণপুর হইতে প্রকাশ, রসুলপুরের গ্রামে একটি খড়কুটীরে দুইটি বালক খেলা করিতেছিল। সেখানে আর কেহ ছিল না। এমন সময় ঘরে আগুন লাগে। প্রবল বায়ু থাকায় অগ্নি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। কেহ উহার নিকটে আসিবার পূর্বে বালকদের মৃত্যু হয়।

আইনবেত্তার পীড়া

ঢাকা হইতে প্রকাশ, আইনবেত্তা শ্রীযুক্ত [illegible] সরকার বেহালা [illegible] সম্প্রতি রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহার আত্মীয়গণ যে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে যাইতেছেন আরও প্রকাশ যে, আশঙ্কার কারণ আর নাই।

অত্যাচারে হাঙ্গামা

২৪ পরগণা জিলার নগাড়া থানার এলেকাধীন পাকনগর গ্রামে মহরম হাঙ্গামার সম্পর্কে স্থানীয় পুলিস ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভবিষ্যতে ঐরূপ হাঙ্গামা হইবার নিবারণ জন্য অতিরিক্ত পুলিস স্থাপন করা হইয়াছে। বর্তমানে তথায় শান্তি বিরাজ করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১৮ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ১৮ই বৈশাখ, ১লা মে ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ২২শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পুরীতে

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদ-[...]শ্রিত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠরক্ষক শ্রীপাদ [...]ভক্তপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ, বিদ্যার্ণব [...] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমঠে [প্র]ত্যহ রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ভাগ-[ব]ত পাঠ করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ [...] উহা শ্রবণ করিয়া অত্যাবশ্যক বিষয়-[গু]লি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণকে [বু]ঝাইয়া দিতেছেন। পাঠ-শ্রবণার্থ বহু সজ্জন [ব্য]ক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া নিত্য সুকৃতি [অর্জ্জ]ন করিতেছেন।

বরিশালে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মি-[প্রব]র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী [...] শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ কতিপয় [ব্রহ্মচা]রী সহ গত ২৬শে এপ্রিল প্রাতে [বরি]শালে শুভবিজয় করেন। বরিশালবাসী [ভক্ত]বৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে [স্বা]মীজীকে অভ্যর্থনা করেন।

স্বামীজী মহারাজ গত ২৬শে এপ্রিল [অপ]রাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অনেক [অ]বসরপ্রাপ্ত জজ, অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেন্ট [...]র শ্রীযুক্ত [...] দাশগুপ্ত বি. এল্ [...]দের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত [চট্ট]োপাধ্যায় প্রমুখ বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি [স্বামী]জীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরম [আন]ন্দিত ও আকৃষ্ট হন।

[...]গ্রামে

গত ১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যা-[কা]লে বহরমপুর শ্রীশ্রীরঘুনাথজীর মন্দিরে শ্রীযুক্ত [...] অনেক ব্যক্তি শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ তাঁহাকে নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনামী হইতে অভিন্ন শ্রীনাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রোতৃবর্গ প্রায় এক ঘণ্টা কীর্ত্তন করেন। অজামিল, অরুণোদয় ও সূর্য্যোদয়ের উদাহরণ দিয়া নামাপরাধ, নামাভাস এবং শ্রীনামের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেন। তিনি বঙ্গভাষা ভালরূপে বুঝিতে না পারায় সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহোদয় তেলেগুভাষায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি বুঝাইয়া দেন।

গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত বহরমপুর ট্রেণিং স্কুলের সুযোগ্য হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত সূর্য্য নারায়ণ মণিপাত্র বি-এ, এল-টি মহাশয়ের উদ্যোগে ও আহ্বানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রামানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয় ট্রেণিংস্কুলের শিক্ষক, কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি ও ছাত্রবর্গের সমক্ষে গত ৩রা বৈশাখ ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত "নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু" বিষয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তা মহোদয়দ্বয়ের সাত্ত্বিক বক্তৃতার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও আবেগময়ী হওয়ায় বেশ হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত হেড্মাষ্টার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক খোল-করতাল সংযোগে হরিকীর্ত্তন হইয়াছিল। বক্তৃতার অন্তে সভাপতি মহোদয় ইংরাজী ভাষায় 'প্রচারকার্য্যের আবশ্যকতা ও উপকারিতা' সম্বন্ধে কয়েক মিনিট বক্তৃতা প্রদান করিলে পর ট্রেণিং স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড্মাষ্টার শ্রীকণ্ঠ সৎপতি বি-এ, এল-টি মহাশয় উৎকল ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বক্তৃতামুখে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

বসিরহাটে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ বাজিতপুরে দুই দিবস হরিকথা প্রচার করিয়া ভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে গত ৯ই বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সদল নৌকাযোগে বসিরহাটে শুভাগমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী রায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার বাটিতে অবস্থান পূর্ব্বক দুই দিবস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের ঐকান্তিকী ইচ্ছা যে, বসিরহাট টাউনহলে একদিন স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা হয়। বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন এবং স্বামীজী মহারাজের সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেছেন।

কাশীতে

বিগত ৫ই বৈশাখ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ সিংহ (মার্চেণ্ট) মহাশয়ের অগস্ত্যকুণ্ডস্থ অস্থায়ী ভবনে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্ভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পঞ্চ দিবসকাল শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীদামবিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অমর্ষিগৌড়ীয়মঠে

বর্ত্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমর্ষি গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু গ্রামবাসী নরনারী স্বামীজী মহারাজের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণে ধন্য হইতেছেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ [...] ভক্তি-বৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় উচ্চকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে উৎসুক হইয়া পাঠে যোগদান করিতেছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ মহোদয় পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত মহাজন-গীতি সংকীর্ত্তন করিতেছেন। বহু ভক্তবৃন্দ তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া পরানন্দ লাভ করেন।

ময়মনসিংহে

গত ৮ই বৈশাখ ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী ময়মনসিংহ পাচুলী গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ মহানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর বাটীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈদিক বিপ্রায় ভোজন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পর-দিবস ব্রহ্মচারীজী জয়দেবপুর-নিবাসী শ্রীপাদ [...] দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে অবস্থান করতঃ তত্রস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [...]গোপাল বিশ্বাস মহাশয়ের বাটিতে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ডের প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-স্তবাত্মক শ্লোকসমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ পুরুষোত্তম শ্রাদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীবিষ্ণুচিত্ত

আমরা পাছে ভাবনে পাছে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে দুর্বাদা বা দীক্ষা নাম করি। সেই ভক্তির ক্রমের নাম সম্বন্ধবিধান হইয়া—একমাত্র গুরুদেবই আমার এবং আমি তাঁহার দাস, এইরূপ সম্বন্ধ-প্রণোদিত হইয়া গুরুদেবের নিরন্তর সেবা। এই সেবা-লাভই—কৃষ্ণপ্রেম লাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন-লাভের একমাত্র উপায় গুরুবৈষ্ণবের সেবা। গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত মাধুর্যকান্তীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং বিপ্রলম্ভীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্ভিগম্য বা প্রাপ্ত হন না।

শাস্ত্র বলেন,—

কৃষ্ণসেবা হইতে বৈষ্ণব-সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়োস্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্যারতাত্মনাম্॥"

—অচ্যুত-সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয় এরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তদীয় (কৃষ্ণের) ভক্তগণের পরিচর্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধি-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে ফল লাভ করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ-ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য।

বৈষ্ণব-সেবাই শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা—একথা সাধুগুরু মুখে শ্রবণ করিয়া ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজী অযোগ্য কুক্কুর আমি আজ আত্মশোধনার্থ গুরুবৈষ্ণব পাদপদ্মে শুদ্ধশ্রদ্ধা-লাভের আশায় শ্রীভগবানের একজন নিত্যমুক্ত পার্ষদভক্তের পূতচরিত্র আলোচনায় কিঞ্চিৎ যত্ন করিব মাত্র।

বিষ্ণুচিত্ত আলবর দশজন প্রাচীন দিব্য-সূরির মধ্যে অন্যতম। তিনি গরুড়ের অবতার বলিয়া খ্যাত। তিনি দাক্ষিণ মথুরার নিকটে শ্রীবিল্লিপুত্তুরে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ ভগবদিচ্ছা-বশতঃ যে কোন কুলে—শূদ্রকুলে, পাপকুলে, ম্লেচ্ছ-কুলে বা চণ্ডাল কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন. পরম বৈষ্ণব বিষ্ণুচিত্ত ও রামানুজ প্রভৃতি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠে নিত্য দেহে নিত্যকাল সেবায় থাকিয়াও অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সচ্চিদানন্দ-বপুরূপে কৃষ্ণ-মনোহভীষ্ট প্রচারার্থ জগতের কাহারও উদিত হইতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য।

৪৬ কলি গতাব্দ বর্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাতি নক্ষত্রে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মুকুন্দ ও মাতার নাম পদ্মাদেবী। ৫১ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা ভগবদ্ভক্তা শ্রীগোদাদেবীকে কন্যারূপে পালনাধিকার প্রাপ্ত হ'ন। এই আদর্শমহিলা শ্রীগোদা-দেবীর পূতচরিত্রাবলী ও সেবা-প্রণালীর কথা আমরা ইতঃপূর্বে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে আলোচনা করিয়াছি। বাল্যকাল হইতে এই মহাত্মার শ্রীনারায়ণে স্বাভাবিক ভক্তি-স্ফূর্তি ছিল। সেবাপ্রবৃত্তিক্রমে তিনি প্রত্যহ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিতেন। তিনি শ্রীবিল্লিপুত্তুর গ্রামে বটপত্রশায়ী ভগবানের পুষ্প সেবারত-গ্রহণে জীবন অতিবাহিত করিতেন।

এই সময়ে দক্ষিণ-মথুরা প্রদেশে কূটাল ভূমিতে পাণ্ড্যবংশোদ্ভব বল্লভদেব নামক এক নরপতি ছিলেন। একদা রাত্রিকালে তিনি ছদ্মবেশে মথুরা নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী ব্রাহ্মণতনয়কে পথিমধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমি উত্তরদেশ হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া দেশে ফিরিতেছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি যদি কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। উত্তরে ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন,—

'বর্ষার্থমষ্টৌ প্রযতেত মাসান্ নিশার্থমর্দ্ধং দিবসং যতেত।
বার্দ্ধক্যহেতোর্বয়সা নবেন পরত্র হেতোরিহ জন্মনা চ॥'

গৃহে চারিমাস সুখে থাকিবার তরে।
পরিশ্রম করি আমি অষ্টমাস ধ'রে॥
রজনী সুখেতে আমি যাপনার লাগি'।
অর্দ্ধকাল দিবাভাগ পরিশ্রম লাগি॥
বৃদ্ধকালে বিনাশ্রমে সুখবাস আশে।
যুবাকালে ক'র শ্রম বিনয় প্রয়াসে॥
এই সব হইতে ভাই বড় এই সার।
পরম কল্যাণ তরে জীবন তোমার॥

এই সারগর্ভ বাক্যাবলী শ্রবণাবধি রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণে অচিরেই বৈদান্তিক সাধুকোবিদগণের সম্মিলনে প্রয়াসী হইলেন। সমস্ত রাজ্য হইতে পণ্ডিতসমূহ সভায় আহূত হইলেন। শ্রীবিষ্ণু-চিত্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিত নহেন. কিন্তু তিনি সেবাপর ভগবদ্ভক্ত সুতরাং পণ্ডিত-কুলরাজ অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মোপলব্ধিবিদ্ পণ্ডিত। বটপত্রশায়ী ভগবান্ তাঁহাকে রাজদেবের সভায় যাইবার জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু নিরভিমানী মহাশয় নিজের ভক্তের সম্যক্ অভাব সম্বন্ধে সভায় যাইতে পরাঙ্মুখ হইলেন। বটপত্রশায়ী ভগবান্ তাঁহাতে অভিমত না দিয়া পাণ্ডিত্যের সকল ভার নিজেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা—ভক্ত সাধু শ্রীবিষ্ণুচিত্তকে অবশ্যই রাজসভায় যাইতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণু-চিত্ত প্রভু-আদেশ-লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া তৎপ্রীত্যর্থে রাজসভায় গমন করিলেন। রাজা ও মন্ত্রী মহাশয় গৃহদ্বার হইতে ভগবানের পরমভক্ত প্রকৃত পণ্ডিত বিষ্ণুচিত্তকে প্রণত্যাদি আদরান সৎকারে সভামধ্যে লইয়া গেলেন। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানবিজ্ঞ অবৈদান্তিকের প্রতি পণ্ডিতযোগ্য সম্মান দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন।

ভক্তবৎসল ভগবানের কি মহিমা! ভগবান্ ভক্তের সহায় হইয়া আশ্চর্য উপদেশ-কথা তাঁহার মুখে প্রকাশ করাইলেন। পরিষদগণ এবং ভক্তমহিমানভিজ্ঞ পণ্ডিত-ব্রুবগণ তাঁহার মুখে বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। রাজা এবং শ্রোতৃবর্গ সকলেই সাধুর ভূয়সী প্রশংসা-বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরস্কারার্থ তাঁহারা বিষ্ণুচিত্তকে সুসজ্জিত গজোপরি আরোহণ করাইয়া পণ্ডিতগণের সম্মিলনে নগরে বাহির হইলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব বা "ভট্টর পিরান" উপাধি প্রদান করিলেন। বিষ্ণুচিত্ত তিরুপল্লাণ্ডু নামক স্তবপাঠে জনসাধারণকে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকলে বিষ্ণুচিত্তের সদাচার ও বেদান্তজ্ঞতার উল্লেখ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুচিত্ত রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি সহ বহু সম্মানিত হইয়া বিল্লিপুত্তুরে প্রত্যাগত হইলেন। রাজপ্রদত্ত উপায়নরাশি বটশায়ী ভগবানের সম্মুখে সংরক্ষণ পূর্বক সমস্তই তাঁহাকে বরণ করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় মালিকা-সেবার দ্বারা জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐহিক গৌরব ও পার্থিব অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সিদ্ধ পরিচয়ে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ লাভ করিয়া জীবনাবধি অহরহঃ তিনি কৃষ্ণ-সেবানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পূর্বপ্রকাশিত শ্রীগোদা-দেবীর চরিত্রে ইঁহার জীবনী পাঠক-মাত্রেরই আলোচ্য।

এই কৃষ্ণগতপ্রাণ সিদ্ধ মহাত্মার বাৎসল্য-সিদ্ধ পরিচয়ে গোপসখা হইয়া কৃষ্ণলীলা-প্রবিষ্ট জনের প্রায় ব্যবহার-সমূহ লক্ষ্য করিবার যোগ্যতায় [illegible] বাক্যমাত্রেরই হইয়াছিল। ইনি [illegible] নামক কৃষ্ণলীলায় অমিল কবিতা রচনা করেন।

কৃষ্ণের মহিমা এবং গুণ যেমন অপার, বর্ণনাতীত, কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবগণের চিন্ময় গুণাবলী বর্ণন করাও আমার ন্যায় বহুদীনের পক্ষে সেইরূপ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও গুরুর অযোগ্য দাস আমি আজ তাঁহার গুণাবলীর বিন্দুমাত্র-স্পর্শে—গুরুমুখব্যক্ত বাণী প্রতিধ্বনিমুখে মত্ত হইবার প্রয়াসী হইলাম মাত্র। বৈষ্ণবগণের কৃপাবিন্দু-লাভাশায় শ্রোতবাণীর অনুকীর্তনমুখে নিত্যকাল যেন আমার একমাত্র সম্বল গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধান করিয়া এ জীবন ধন্য করিতে পারি. আমার গুরুবর্গের নিকট দীনের এই কাতর প্রার্থনা।

"গোবিন্দ-বন্দনা"

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার)

(৫)

অদ্বৈত অচ্যুত যেবা অনাদি,
নাহি তাঁর অন্ত অংশ সে আদি,
পুরাণপুরুষ গাহে পুরাণাদি,
নব যৌবনাঢ্য সেই সনাতনে।
যে জন বেদের অগম্য দুর্লভ,
শুদ্ধাত্ম ভক্তের অন্তরে সুলভ,
বন্দি আমি যেন জীবনে মরণে
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(৬)

অপ্রাকৃত তরে জ্ঞানী যোগী যত,
জ্ঞান-যোগপথে যেয়ে অবিরত,
কষে তাঁরা শত কোটী বর্ষ গত,
বায়ু-নিয়মনে, ব্রহ্মানুসন্ধানে।
যাঁর পদভাগ-অগ্রদেশ মাত্র,
পায় এত করি' জ্ঞান যোগ পাত্র,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(৭)

অভেদ-প্রভেদ শক্তি-শক্তিমানে,
এক-তত্ত্ব বলি' গাহে সাধুজনে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন পালনে,
অপৃথক্ শক্তি ধরে যেই জনে।
সর্ব বিশ্বে তিনি সর্ব বিশ্ব তাঁতে,
যুগপৎ স্থিতি সকল অণুতে,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(৮)

যাঁর ভাবরূপ শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা,
বিভাবিত চিত্ত হয় আত্মহারা,
প্রাপ্ত হয় তাঁর সুজন যাঁহারা
রূপ-মহিমাদি আসন ভূষণে।
তাঁরা নিত্য তব করে যুক্তকরে,
নিরন্তর মধুর দিয়া [illegible]
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥"

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।

(৯)

চিদানন্দ-রসে যে প্রতিভাবিতা,
স্বরূপাহুরূপ সর্ব্ব কলা যুতা,
হ্লাদিনীশক্তি কায়ব্যূহাম্বিতা,
নিত্য সেবে যথা সচিত স্বগণে।

শ্রীগোলোক নামে নিত্য বাস যাঁর,
অখিলাত্মভূত যিনি সারাৎসার,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(১০)

প্রেমাঞ্জনযুত রঞ্জিত নয়নে,
সাধুগণ যাঁরে ভকতি নয়নে,
করে বিলোকন সদা বৃন্দাবনে,
পদাম্বুজ-আঁখি প্রবররতনে।

অবিচিন্ত্য গুণ স্বরূপ আকর,
সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীশ্যামসুন্দর,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে।

(১১)

যে পুরুষ অংশ-কলাদি নিয়মে,
রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত ভিন্ন নামে,
অবতীর্ণ হন সদা ধরাধামে,
ভক্তজন-ত্রাণ সুরাসে আপনে।

স্বয়ং কৃষ্ণরূপে হইয়া প্রকট,
রক্ষিলা জীবের শমন-সঙ্কট,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ চরণে॥

(১২)

সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী,
বিশ্বপ্রসবিনী জ্ঞান প্রসবিনী,
যিনি ভবিষ্য বেদ-বিস্তারিণী,
সেই মায়া যাঁর ছায়া বলি' গণে।

যিনি পরম সত্যাশ্রয়-রূপ,
বিশুদ্ধ সত্ত্বেতে যাঁহার স্বরূপ,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ চরণে॥

(১৪)

আনন্দ চিন্ময় রসের আকারে,
স্মরণকারীর মানস মুকুরে,
যে প্রতিফলিত হয় ধীরে ধীরে,
প্রাণিগণ প্রতি কৃপা বিতরণে।

আপন লীলায় হইয়া চেষ্টিত,
ভুবনবিজয়ী যে জন সতত,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(১৫)

দেবীধাম চৌদ্দ-লোকাত্মক যদি,
মহেশের ধাম স্থিত তদুপরি,
তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ যথা রাজে হরি,
সর্ব্বোচ্চে গোলোক গাহে শ্রুতিগণে

সেই সেই ধামে অধিকার নির্দ্দিষ্ট,
যাঁহার নির্দ্দেশে নির্দ্দিষ্ট হয়,

বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(১৬)

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী,
সর্ব্ব অঘটন-ঘটনকারিণী,
সেই দুর্গা যাঁর ছায়া-স্বরূপিণী,
নিযুক্তা ব্রহ্মাণ্ড কারাসংরক্ষণে।

দেবী মহামায়া ভুবনপূজিতা,
যাঁর ইচ্ছামত সতত চেষ্টিতা,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদি-দেব গোবিন্দ-চরণে॥

(১৭)

দুগ্ধ যাহা যথা সর্ব্বলোকে কয়,
বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়,
হেতু হ'তে তাহা কভু ভিন্ন নয়,
দধি দুগ্ধ নহে জ্ঞাত সর্ব্বজনে।

কার্য্যের নিমিত্ত যিনি সেইরূপ
বিকার-যোগেতে হন শম্ভুরূপ,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(১৮)

যথা এক মূল মহাদীপ হ'তে,
ভিন্ন দশাগত অনন্ত দীপেতে,
সতত সমান ধর্ম্মের সহিতে,
রত সবে রয় জ্যোতিঃ বিকীরণে।

তদ্রূপ যে জন মহাদীপ্তিমান্,
চরিষ্ণু ভাবেতে প্রকাশিত হন,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(ক্রমশঃ)

যমরাজ

(৫)

পরম ভাগবত যমরাজের কৃপায় বেদ-গুহ্য ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া ভাগ্যবান্ নচিকেতা বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বরাহপুরাণেও যম ও নচিকেতার কথা আছে। তথায় দেখিতে পাই,—নচিকেতাকে যমসদন হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, নচিকেতার পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আত্মবন্ধুসহ মিলিত হইয়া তাঁহার মুখে যমপুরীর বিবিধ সংবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে যমপুরীর কথা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতে বনপর্ব্বে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে যম-সাবিত্রী-সংবাদ বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টিতে বিশেষ পার্থক্য আছে। মহাভারতে সাবিত্রী বলিতেছেন, যম শুনিতেছেন; আর ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যম বলিতেছেন, সাবিত্রী শুনিতেছেন। মহাভারতে, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যমরাজ, আপনার দূতগণই ত' জীবাত্মা জীবকে লইতে আসে; কিন্তু আমার স্বামীকে লইতে আপনি স্বয়ং কেন আসিয়াছেন?" উত্তরে যম বলিলেন—"তোমার পতি ধার্ম্মিক ও গুণবান্, তাই আমি দূত না পাঠাইয়া স্বয়ং আসিয়াছি।" এই যমবাক্যে বুঝা যাইতেছে, মনুষ্য কেবল ধার্ম্মিক (অর্থাৎ অধর্ম্ম বা অপকর্ম্ম হইতে বিরত এবং বিহিত বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট ধর্ম্মকর্ম্মে রত) হইলেও যমের হস্ত হইতে ত্রাণ পায় না, যমপুরে যাইতে হয়। কিন্তু শ্রীমদ্-ভাগবতে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি,—

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ
(৬।১।১৯)।

অর্থাৎ যে ভাগ্যবান্ জন সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জ্ঞাত হইয়া তাঁহারই গুণগাথায় অনুরাগী হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে একবার চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে (সেই কৃষ্ণগুণানুরাগী জনকে) আর স্বপ্নেও যম বা পাশহস্ত যমদূতগণকে দেখিতে হয় না। তিনি কৃষ্ণকৃপায় সর্ব্বপাপমুক্ত সুতরাং যমদণ্ডের অতীত।"

ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে,—মানুষ ধার্ম্মিকই হউক আর অধার্ম্মিকই হউক, যতক্ষণ না তাহার সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়, ততক্ষণ বা ততদিন সে সম্পূর্ণ পাপমুক্ত বা যমদণ্ডের অতীত হইতে পারে না। স্বধর্ম্ম (অর্থাৎ যে বর্ণের যাহা শাস্ত্রবিহিত সাধারণ ধর্ম্ম; যেমন ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও সন্ধ্যাবন্দনাদি) আচরণ করিয়াও কৃষ্ণবিমুখ জন যমদণ্ড ভোগ করে; কিন্তু, স্বধর্ম্মরহিত হইয়াও কৃষ্ণপরায়ণ জন কেবল কৃষ্ণভক্তির প্রভাবেই যমদণ্ডের অতীত হন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্বকর্ম্ম বলিয়া যাহাই করুন, যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন না করেন তবে যমদণ্ডে রৌরবে গমন করিতেই হইবে।

যম সাবিত্রী-সংবাদে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যমও এই কথা বলিয়াছেন,—

"হরিভক্তিবিহীনাশ্চ স্বধর্ম্মরহিতা দ্বিজাঃ।
তেঽপি যান্তি ধ্রুবং লোকং
কর্ম্মভক্তিবিহীনাশ্চ যাহো॥
স্বধর্ম্মরহিতা বিপ্রা বেদাচারবিবর্জ্জিতাঃ সদা।
মন্ত্রাচারাদ্বিহীনাশ্চ তে যান্তি নরকং
ধ্রুবম্॥"

এই স্থলে যমরাজ সাবিত্রীর প্রশ্ন-মত অনেক তত্ত্বোপদেশ দিয়াছেন। সেই অমূল্য বাক্যাবলীর দুই একটি বলিতেছি। তিনি বলিয়াছেন;—'অতি দুঃখে ভারতে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। সকল মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। আবার সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি বৈষ্ণব তিনি সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্।

সর্ব্বেভ্যো ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্তঃ
সর্ব্বকর্ম্মসু।
বিষ্ণুভক্তো দ্বিজশ্চৈব গরীয়ান্
ভারতে ততঃ।

—যিনি বিশুদ্ধ কুলোদ্ভব প্রাণমূল শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনি নিত্যধাম শ্রীগোলোকে গমন করেন। যিনি সতত কৃষ্ণনাম জপ করেন, তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া প্রাণেশের নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন।"

এইরূপ বিবিধ হিতবাক্য বলিয়া সাধ্বী সাবিত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট যমরাজ বলিলেন,—

"ভজ কৃষ্ণং পরংব্রহ্ম নির্গুণং
প্রকৃতেঃ পরম্।
গৃহাণ স্বামিনং বৎসে
সুখং গচ্ছ স্বমন্দিরম্॥"

"যাও মা,—তোমার কথাশ্রবণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।—তুমি তোমার স্বামীকে লইয়া সুখে গৃহে যাও। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। তিনিই প্রকৃতির নায়ক নির্গুণ পরমেশ।"

অতঃপর পরমবৈষ্ণব বৈবস্বত সাবিত্রীর কৃষ্ণভক্তিপিপাসা বুঝিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা এবং তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেন। বিদায়কালে আবার বলিলেন,—"মা, কৃষ্ণ-সেবারত জনই শুদ্ধ, তিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই তপস্বী, তিনিই সদাচারী এবং তিনিই সিদ্ধ। যে মূঢ় সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ কারণ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদেবদেবীর সেব্য ও সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে অন্য দেবতার সমান জ্ঞান করে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হইয়া আমার দূতগণের দ্বারা দৃঢ় পাশবদ্ধ অবস্থায় নরকে নীত হয়। বৎসে,—সমগ্র বেদে, বেদান্তে, সমস্ত পুরাণ ইতিহাসাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে, শ্রীকৃষ্ণসেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বতাপ-নিবারক এবং পরমানন্দকারণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। কর্ম্মবৃক্ষের মূল উৎপাটন করিতে, মুক্তপ্রয়োজন প্রেম দিতে কেবল এই কৃষ্ণসেবাই সমর্থ। দেব, শিব, ধাতা, গণপতি, কার্ত্তিকেয় এবং বিষ্ণুমায়া (দুর্গা,—সকলেই কৃপাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবারত।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

যন্ত্রাগারের প্রকাশিত

১। ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ।৶০
৩। ভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ)
৪। ভক্তি-রত্নাকর (বাঁধা) ৩৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গোস্বামী-সাহিত্য ।৶০
৭। জৈবধর্ম ৪০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। ভুক্তিমুক্তিকা অপসৌরভম্ সাহায্য (বাঁধা) ৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সাহায্য (ব্যাখ্যাকারীর)
১৪। বৈষ্ণবধর্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। বীণ-দিগ্দর্শন ।০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৩৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-কথা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) /১০
৩৮। আত্মধর্ম ৻১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। হরিভক্তি সাহায্য ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অনুস্মরণী বা নামাপরাধভঞ্জনী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৵০
৫২। সাধ্যসাধন /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণ ।০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষাষ্টকম্ ১০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাম্প্রদায়-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যক্রম /০
৫৮। নামাপরাধভঞ্জনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। গোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইথিরিয়ালিজম্ অব্ রিলিজন অ্যাণ্ড আনএলাইটেণ্ড মিসকনসেপশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী ৶০
৭৩। শরণাগতি ৶০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, কাজড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনদ্যাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগাপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ যাজপুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুঞ্জা, পোঃ চিতুর্ণ, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং বরিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মধুবন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওল্ড গ্লোব হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভা... [illegible] মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ ... [illegible]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

এবার মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১। ইহা দেশী গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত সর্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে প্রকারের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার বড় এবং বড় শক্ত হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের বড় বড় ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। ঠিকানা ঠিক করিয়া পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৸৹ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৵৹ আনা লাগিবে।

২। চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু [illegible] বলেন—আমার দুটী সন্তান একাদিক্রমে পাঁচ সপ্তাহ ও তিন সপ্তাহ ধরিয়া একজ্বরে কষ্ট পাইতেছিল। অধিক পরিমাণে কুইনাইন ও অন্যান্য এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকা ব্যবহারে নিশ্চিত আরোগ্য হয়। প্রথম দিন সেবন করাইয়াই জ্বর বন্ধ হইয়াছিল। সেই অবধি কয়েকটী অবস্থায় আমার নিজ পরিবারের ও আমার বন্ধু বান্ধবের পরিবারের মধ্যে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং আশ্চর্য্য ফল পাইতেছি।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

হাওড়া	ছাঃ	৬—৮	৭—০৬,	৯—৮৬	১৫—৬	১৬—৫৫,
ঐ	ছাঃ	* ৪-৫০,	* ৯—৩৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
নৈহাটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ঐ ছাঃ	৬—৩৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
শান্তিপুর	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১.	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
ঘাট	পৌঃ	৭—৫৩.	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১৩-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
[illegible]	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১৩-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৪	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	ঐ ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
শিয়ালদহ কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা কৃষ্ণনগর ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৩, ১৬-১৯, ১৮-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৪-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ও ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম(?)		৮৲
কাটারিভোগ		৫৷০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০	৪৲
মোটা বাঁকতুলসী (নূতন)		৫৸০
বালাম		৪৷০
কলম		৩৷০
সিদ্ধবালাম (নূতন)		৪

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৫৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসবার্কো	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—৩৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বাজার	৩০৸
গিনি পাত	৩৫৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭ ৫০)	৯১৷০
৩৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৲
৫৲ „ ঐ (১৯৪৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৭) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ঐ :—	১২৪৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (নয়া ঐ)	১২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

কেশোরাম মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৲
কামারহাটি	১২৫৲
গৌরী	২৮২৲
বরানগর	১৫৲
ক্লাইভ	৩৭০৲
ডেল্টা	২৪২৲
আগড়পাড়া	২১৷০
ভাগলপুর	৪০৮৷০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গৌরবগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবপূর্ণ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় বহির্গত ও বিস্তৃত। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ [illegible] ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছা[illegible] কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা [illegible] গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখা[ন] গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসে[বার] আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। [illegible] সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চির প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এ[বং] পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতে[ছে]

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিকা আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গো[স্বামী] মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল [বৃন্দাবন] দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য সর্ব্বসমেত [illegible] মূল্যে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বাগ্র প্রচার-প্রচারে নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দঃ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই বৈশাখ বুধবার ১৩৮১, ১লা মে ১৯৭৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

[illegible]

আত্মহত্যা

[illegible]

জব্বলপুরে দুর্ঘটনা

[illegible]

ঐ বাসো অনুবক্তে বাহুবেদার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৯শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৪১

অতি বৃষ্টি ও বন্যার প্রকোপ নিবন্ধন অনেক অঞ্চলে বেঙ্গল গভর্নমেন্টে বিশেষতঃ ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কৃষক লোকদিগের যে কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে তাঁহারা স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে উহা তাহা অতি সহজে অনুভব করিতে পারিতেছেন সন্দেহ নাই। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার জনসংখ্যা একলক্ষ পঁচ লক্ষের অধিক। তন্মধ্যে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান কৃষকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। জমিদার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়ার সংখ্যা অল্প মাত্র। সুখের বিষয় মহামান্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট জেলা ২৪ পরগণা বিশেষতঃ ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার কৃষকগণের কাতরতায় কর্ণপাত করিয়া ৩,১০০ টাকা তৎকালীন দান ও ৩২০০০৲ টাকা কৃষি ঋণ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবস্থার গুরুত্ব এ ব্যবস্থা যথেষ্ট না হইলেও মহামান্য গভর্নমেন্ট যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন অনেক ধন্যবাদ। জমিদারগণ কি কিছুই করিবেন না না তাহা করা কি তাঁহাদিগের কর্তব্য নহে? গভর্নমেন্টের চেষ্টা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ জানাইয়াছেন। যে সাধারণ ভাবে ফসল না হওয়ার দরুণ এবং অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হওয়ায় বিবেচনা করিয়া গভর্নমেন্ট কয়েকটি জেলায় কৃষিঋণ ও তৎকালীন সাহায্য বন্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কয়েকটি জেলায় সাধারণ পরিমাণের অপেক্ষা অধিক বারিপাত হওয়ায় কোন কোন স্থানে দুরবস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার মধ্যে মালদহ, ২৪ পরগণা বিশেষ ভাবে ডায়মণ্ডহারবার, বীরভূম, বর্ধমান, খুলনা, ও মেদিনীপুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

রহস্যজনক মৃত্যু

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের একজন বাসিন্দা জনৈক মুসলমান যুবকের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাহার যকৃৎ ও মূত্রাশয়ে আফিং এর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। গত শুক্রবারে মিঃ ক.এ[illegible] মিঃ এ.[illegible], যুবকের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করেন। "অজ্ঞাত অবস্থায় আফিং সেবনের ফলে এই মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃতদেহের পুলিশ অনুসন্ধান সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন।

মৃত ইব্রাহিমের পত্নী অনুসন্ধান বিবি সাক্ষ্য প্রদানকালে বলে যে, ১৩ই মার্চ প্রাতঃকালে তাহার স্বামী সন্ধ্যার ব্যথা অনুভব করিতেছে বলিয়া বলে এবং তাহার দেখাশুনার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হয়। পরে অনুসন্ধান বিবি জানিতে পারে যে, তাহার স্বামী কোন এক দোকানে বাস করিয়াছিল এবং তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ও পরদিন তথায় সে মারা যায়। অনুসন্ধান অতঃপর বিবি বলে যে, মৃত্যুর দিন পাকস্থলীতে আফিম পাওয়া গিয়াছে (কোম্পানীর ডাক্তার এই বিষয় বলেন জানানো সত্ত্বেও) বাদিনী সে বিশ্বাস করিতে পারে না। অতঃপর বলে যে, ইব্রাহিম সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল এবং আফিম সেবন করার অভ্যাস তার ছিল না। করোনারের প্রশ্নের উত্তরে জননী বলে যে, ভুলক্রমে মাদের মাত্রা বিষপ্রয়োগ করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

প্রকাশ প্রকাশ যে, ইব্রাহিম তাহাদের বাড়ী যাবার পূর্বে কিছুদিন যাইতেছিল। ও তার স্ত্রী কিছু ধরিয়াছিল। পরে সে কোন এক দোকান হইতে এক গ্লাস সরবৎ পান করে এবং তৎপরে বাস করিতে পারে।

বৃক্ষশাখায় ঝুলান মৃত যুবক

বাসবাটীর কোনও খোলা ময়দানে একটী গাছের ডালে জনৈক অজ্ঞাত হিন্দুর প্রাণহীন ঝুলান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মানিকতলা পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

কুমিল্লায় সভার বৈঠক

২৪শে এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ণে শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্তের গৃহে স্বরাজ্যদল গঠন সম্পর্কে এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অল্প লোকই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ঠাকুর সিংহ, শ্রীযুত কর্মী মজুমদার স্বরাজ্যদল গঠন সম্বন্ধে পুনঃ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন এবং কেহ কেহ নিখিল ভারত কংগ্রেসের অনুমোদন বিনা স্বরাজ্যদল গঠন করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সভাতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই স্বরাজ্যদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতায় চুরি

সম্প্রতি কলিকাতা, পদ্মপুকুর রোডস্থিত পদ্মপুর রোডের [illegible] বাড়ী হইতে স্বর্ণালঙ্কার নিকিনের [illegible] ২০ ভরির চুড়ী ও ২২ ভরির ১২টী মিসলখানের কাছে চুরি যায়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

চৌঠা ও বিপ্লবাত্মক পুস্তক জন্ম ক্রোড়ার

আসানসোল হইতে প্রকাশ, আসানসোল হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী ওন্দেরর নামক স্থানের সময় বস্তা ও একখানা চিঠি এবং অনেকগুলি বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা পাওয়া যায়। ২১শে এপ্রিল আসানসোল তাহাদিগকে ক্রোড়ার করা হইয়াছিল।

আসানসোলের সদর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এম. এস দেবশর্মা তাহাদিগের প্রত্যেকে ৩ শত টাকার জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন।

বরিশালের পলাতক গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা শুক্রবার প্রাতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের অন্তর্গত কলেজস্ট্রীট ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট প্রায় ১২টি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ বন্দীর সংশোধক বেঙ্গল আইন অনুযায়ী কানাই চক্রবর্তী নামে এক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। পুলিশ হেফাজতে থাকিয়া সে পলাইয়া যায়, উক্ত যুবক আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে বাস করিতেছে। পুলিশ তাহাকে খানাতল্লাস করে এবং এক বাড়ীতে গ্রেপ্তার করে। কানাই চক্রবর্তী খানাতল্লাসের সময় তাহার ঘরে কিছু কাগজপত্র ও কয়েকটি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাকে পরে হাজতে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রকাশ, কানাই চক্রবর্তীর বাড়ী বরিশালে। তাহাকে রেগুলেশন অনুযায়ী ধরা হইয়াছে। তাহার প্রতি রাজবন্দীদের আদেশ হইয়াছে।

পণ্ডিচেরীতে ভীষণ দাঙ্গা

পণ্ডিচেরী হইতে এই মর্মে এক তারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী [illegible] একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে এবং সেই দাঙ্গার ফলে কয়েকজন ব্যক্তি আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, দুইটি বিরোধী দলে বহুদিন হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল, সেই শত্রুতার ফলেই এই দাঙ্গা হইয়াছে। দাঙ্গার সময় একপক্ষ একখানি গৃহে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং সেই আগুন পার্শ্ববর্তী আরও তিনখানি বাড়ীতে ছড়াইয়া পড়ে। এই বাড়ীগুলি আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছে। শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ দল উপস্থিত হইলে উত্তেজিত জনতা ছত্র-

বিশেষে আক্রমণ করে। [illegible] একজন কনষ্টেবল [illegible] আহত হইয়াছে।

বিদ্যুৎ সংযোগে দুই জনের মৃত্যু

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] ও [illegible] বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি-কেঁকেট মিঃ এম. বি. ডি. [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] পুলিশ যে মামলা আনয়ন করিয়াছিল তাহাতে আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল, আসামীর অসাবধানতার বিদ্যুতের সংযোগ লাগিয়া ঐ বিভাগের দুইজন কর্মচারীর মৃত্যু হইয়াছে এবং একজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। [illegible] যে সময়ে কাজে নিযুক্ত ছিল সেই সময়ে তাহাদের শরীরে বিদ্যুতের সংযোগ ঘটে। ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৩ শত ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কুমার কুমারীর কারাদণ্ড

[illegible] হইতে সংবাদ, কৌর্টি বিচার হলের এক জন বন্দীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। কলেক্টরের ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার বিচার শেষ করিয়া দুই বৎসর আসামীর ১৮ ধারা অনুযায়ী [illegible] দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, সে তিনখানা জাল খোলা মর্ণিং [illegible] পোষ্ট অফিস হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা

শুক্রবারে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে মৃত কালীচরণ চক্রবর্তীকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে আগামী ২রা মে পর্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য মামলার জের

শুক্রবারে সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য মামলা সম্পর্কে মৃত সারদা বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং রমেশ চট্টোপাধ্যায়কে কলিকাতার এসপ্ল্যানেড কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস. গোমেজ নিকট হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে আগামী ২রা মে, পর্যন্ত পুলিশের হেফাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক — পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

৯ম বর্ষ } ১৯ পুরুষোত্তম, গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২৫শে বৈশাখ, ৯ই মে, ইং ১৯৩৪ বুধবার } ২৩৭ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বল্লভপুরবাসী রাজ শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের যত্নে ও আগ্রহে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-[illegible] মহোদয় গত ২১শে এপ্রিল রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গৌড়ীয়গণের সহিত আবেগভরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের [illegible] করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে খোল-করতাল-সংযোগে মহাসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

— —

তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে —

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥"

— শ্লোকটী পাঠ করিয়া তাহার শ্রৌত-ধারায় ব্যাখ্যামুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন [illegible] সাধুবেশধারী কপটাচারী অসৎ ব্যক্তিগণ [illegible] ও লোকবঞ্চনা করিয়া জগতের কিরূপ অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা বর্ণন [illegible] প্রকৃত সাধু-বর্ত্মের ও সাধুসঙ্গ-গ্রহণের আবশ্যকতার কথা প্রচার করিয়াছেন।

———

অসাধু জনগণ বর্ত্তমানে ভক্তিশাস্ত্রীজী [illegible] যাহারা [illegible] প্রমত্ত [illegible], বিভিন্ন প্রকার বাধক [illegible] সমর্থী হইয়া জীবহিংসার উৎসাহিত [illegible] এবং অর্থের দ্বারা [illegible] বৈষ্ণবের সেবা না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য [illegible] তাহারা সাধুবেশধারী হইলেও সাধু নহে।

পাঠের পর জনৈক পণ্ডিতাভিমানী ব্রাহ্মণকুমার অবৈধ ভাবে শ্রীমন্দিরে আত্ম-সেবোপযোগী বস্তু এবং সেবা, সেবক ও সেব্যের একতা স্বীকার করিয়া বিতর্ক আরম্ভ করিলে শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুগ প্রচারকগণ শ্রৌত যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত পণ্ডিতাভিমানীর সেবাপরাধজনক মত বিখণ্ডন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব এবং সেবা, সেবক ও সেব্যের নিত্যতা স্থাপন করিলে সমাগত [illegible] বিশেষ আনন্দিত হন, তখন পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর হওয়ায় তিনি বিনয়বদনে মৌনাবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বহরমপুরবাসী বিখ্যাত এডভোকেট শ্রীযুক্ত পি, সি, চাটার্জ্জি মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার ভবনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী খোল-করতাল-সংযোগে মহাপ্রভু ও শ্রীভাগবতের পদ সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিয়া সমাগত জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

পাঠের উপসংহারে [illegible], শ্রী [illegible] নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদির অপ্রাকৃতত্ব বর্ত্তমানে জগতে নানা ভ্রান্তি এবং তথাকথিত বহুবিধ শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ অভিমানী অপসম্প্রদায়ের ও উপসম্প্রদায়ের অসমীচীন বেশ কথা বর্ণন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠ প্রচারের সেই সব মতের ভ্রান্তি দূর করিয়া নিরপেক্ষ বাস্তব [illegible] অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শ্রীনাম প্রেম প্রচারে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিপুল চেষ্টা ও উৎসাহের কথা কীর্ত্তন করেন।

পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষয়ের জন্য নিষ্কপট প্রশ্ন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবিধির উত্তর-সম্বলিত পয়ারগুলি পাঠ করিয়া তাহার শ্রৌত ব্যাখ্যা করেন।

"কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

———

মেদিনীপুরে

গত ৮ই বৈশাখ শনিবার দিবস অপরাহ্ণে রঘুনাথ এম্,ই, বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত [illegible] পাল মহাশয় [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীপাদ ভক্তি[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহাদের একটী অধিবেশনে বক্তৃতা দিবার জন্য সাদরে আহ্বান করেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত সভায় যোগদান করিলে হেড পণ্ডিত মহাশয় ছাত্র, শিক্ষক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমীপে শ্রীচৈতন্যদেবের কিছু সদুপদেশ প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মধ্যানপূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্রীজী 'শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপী [illegible] ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই পরমানন্দিত হন।

———

[illegible]

[illegible]-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible] বিশুদ্ধ পরমার্থিক মহারাজের অনুগমন [illegible] পূর্ব্বক শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে সম্প্রতি সেবাভারপ্রাপ্ত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট ১লা বৈশাখ হইতে প্রত্যহ প্রায় ২। ঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিলের উপাখ্যানাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

উক্ত গোপাল বাবু জীবনের শেষ বয়সে শুভক্ষণে শ্রীমুখনিঃসৃত [illegible] শ্রবণ করিবেন এবং শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের উন্নতিকল্পে কিছু [illegible] কাল থাকিয়া সেবা বন্দোবস্ত করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতাদৃশী সুবুদ্ধি [illegible] ও সেবা-প্রবৃত্তির জন্য গোপাল বাবু বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অষ্টমী ৪৪৮

কর্ণধার

শ্রীগুরুদেবই ভবসমুদ্রের কর্ণধার। তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত এই দুঃখ-জলধি অতিক্রম করা জীবের সাধ্যাতীত। অতএব গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় যখন জীব-মাত্রকে করিতেই হইবে, তখন সেই গুরু-কর্ণধারের স্বরূপ অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বোধে আমরা তন্নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম।

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এক হইয়াও লীলাবিলাসার্থ ছয়টী বিগ্রহে প্রকাশমান। (১) গুরুতত্ত্ব (২) শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব (৩) অবতার শ্রীঅদ্বৈত (৪) স্বরূপপ্রকাশ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব (৫) শ্রীগদাধর আদি নিজ শক্তিতত্ত্ব (৬) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এই ছয় তত্ত্ব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্ব ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও আচার্যগণের সিদ্ধান্তানুসারে ইহারা পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধর শক্তি, অদ্বৈত অবতার, নিত্যানন্দ প্রকাশস্বরূপ এবং গুরুদেব এই সকল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ হইলেও এক গুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেরই দান।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম চৈতন্যদেবের প্রিয়তম নিজজন হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ অভিন্নই জানিবেন। শ্রীগুরুদেব মহান্ হইলেও তিনি কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অতিপ্রিয় ভক্ত। তিনি ভক্তগণ—সেবক ভগবান, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত ভক্তদেবকে সমান মনে করিলে তাঁহার অবজ্ঞা করা হয়, 'কৃষ্ণ হৈতে বড় ভক্ত' আমার আখ্যান। কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় 'ভক্ত' আখ্যাটাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অজ্ঞ, বদ্ধ এবং শ্রীগুরুপদ যোগ্য ব্যক্তি হইলে ভগবানের আশ্রয় পাবে না। ইহা নিত্য-সত্য-সনাতন-ধর্ম বলা যায়। তাই পণ্ডিতের চৈতন্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে মধ্যস্থ করেন নাই। বদ্ধ, জ্ঞানী ও ভক্তগণ সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া থাকেন কেহই প্রাকৃত বুদ্ধি করেন না, কিন্তু ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ-বুদ্ধি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়াই জানেন। আচার্যবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এক শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

—হে মন! তুমি বেদবিহিত ধর্ম বা বেদনিষিদ্ধ অধর্মের কিছুই করিও না। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবকে নন্দনন্দন হইতে অভিন্ন জানিয়া ও গুরুদেবকে মুকুন্দ-প্রিয়তম জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মধ্যে

"প্রভুর সে বা'র কবি', রাধাকৃষ্ণ ও জন পুরি'
অন্তরেতে রাখিব।
ওরূপণা নদী ধারে, তিন ভুবন ঠাকে
চাঁদের বাতাস করিব॥
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"গুরুকে সামান্য জ্ঞান না করিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নিত্য প্রভু॥"

অতএব গুরুকে সেবক-ভগবান্ মনে করার পরিবর্তে তোমরা যদি ভগবান্ মনে কর তাহা মায়াবাদীর মত, ইহা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মত নহে। সাধক গুরুগণ এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন; নতুবা মায়াবাদ দুষ্টাক্ষরে সাধন মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

কর্ণধার অর্থে নাবিককেই বুঝায়। সমুদ্র পার হইতে হইলে যেমন বিজ্ঞ নাবিকের বিশেষ আবশ্যক এবং সুদৃঢ় পোত চাই তেমন সম্পূর্ণ অনুকূল এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে হইলে গুরুকর্ণধারের আশ্রয় যে আবশ্যক হইয়াছে তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

এই শ্লোকটী একাদশ স্কন্ধের মূল অতএব আছে। ইহাতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সুগম এবং ইহা বহু কষ্টে পাওয়া যায় বলিয়া সুদুর্লভ। সংসারসমুদ্র পার হইবার উহাই পটুতর নৌকা এবং গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রচালিত এই নরদেহরূপ নৌকা-প্রাপ্তি লাভ করিয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি আত্মঘাতী।

জগতে গুরুরূপী ভগবান্ দুই চার জন নাই—গুরু একজনই। জগতে সাধু যেখানে সেখানে নাই, সেই গুরুরূপী ভগবানের সেবকগণই একমাত্র সাধু। যে গুরুপাদপদ্মের কৃপায় আজ অযোগ্য আমি গুরুস্বরূপ বর্ণনে প্রয়াসী, তিনিই জগদ্গুরু গৌড়ীয়মঠাচার্য—গুরুরূপী ভগবান, তাঁহার কৃপাতেই আজ আমার এই পরম সৌভাগ্যের উদয়। এ সকল কথা না বলিলে পাছে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় এবং পাছে অসদ্গুরু কবলে পড়িয়া আমার বন্ধুবর্গের অমঙ্গল হয় তজ্জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা করিবার প্রয়াস। আমার বন্ধুবর্গ আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে কৃপাপাত্র হইবেন, এতদুদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৫)

পাতঞ্জল দর্শন—মহর্ষি পতঞ্জলি ইহার প্রণেতা এবং তাঁহার নামানুসারেই ইহার 'পাতঞ্জলদর্শন' আখ্যা লাভ হইয়াছে। 'যোগদর্শন' ইহার নামান্তর। বর্তমান দর্শনের কার্যপ্রণালী এক প্রকার স্বতন্ত্র ব্যাপার। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহর্ষি কপিল যখন জড়া প্রকৃতিকে প্রপঞ্চের বস্তু-স্থিতি-রূপের কারণরূপে নির্দেশ করত: 'নিরীশ্বরবাদ' প্রচারপরায়ণ সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক হইলেন, তৎসময়ে বা তাহার নিকটবর্তী কোন কালে পতঞ্জলি ঋষি তাঁহার 'দর্শন' প্রচার করেন। কপিলোক্ত নিরীশ্বর দর্শনের প্রতিবাদ স্বরূপে ইহার আবিষ্কার বলিয়া ইহা 'সেশ্বর সাংখ্য' নামেও দার্শনিক সমাজে পরিচিত। পাতঞ্জল-দর্শন সাকুল্যে ১৯৫টী সূত্রে গ্রথিত এবং চারিপাদে বিভক্ত। যথা—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে—যোগ, যোগলক্ষণ 'চিত্তবৃত্তি-রোধ' ও স্বরূপ, যোগসিদ্ধির উপায় ও প্রকারভেদ। দ্বিতীয়পাদে—ক্রিয়াযোগ, ক্লেশফল, কর্মবিপাক ও তাহার দুঃখরূপতা এবং হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায় এই চতুর্ব্যূহ। তৃতীয়পাদে—ধারণা ও অন্তরঙ্গ সাধনত্রয়, পরিণাম, সংযমের ফল (বিভূতি ও ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি) এবং বিবেকজ্ঞান। চতুর্থপাদে—মুক্তিযোগ্য চিত্ত, পরলোকসত্তা, বাহ্যপদার্থের সত্তাস্থাপন, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বসাধন, ধর্মমেঘ-সমাধি, জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি এবং প্রকৃতির আপূরণাদি বিষয়।

এই দর্শনে তিনপ্রকার প্রমাণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা—"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি"। প্রত্যক্ষের পরিচয়মূলে বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক বস্তুর দুই প্রকার ধর্ম আছে—একটী সামান্য ও অপরটী বিশেষ ধর্ম। ঘটের সামান্য ধর্ম ঘটত্ব, বিশেষ ধর্ম পার্থিবত্ব। বস্তুর বিশেষধর্মটী গ্রহণ করা যে চিত্তবৃত্তির প্রধান কার্য তাহার নাম 'প্রত্যক্ষ'। অনুমেয় পদার্থের তুল্যজাতীয় পদার্থে বিদ্যমান, অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থে অবিদ্যমান, এই প্রকার হেতুদ্বারা যে বস্তুর কেবল সামান্য ধর্মের জ্ঞান তাহাকে 'অনুমান' বলা হয়। ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দোষশূন্য আপ্তপুরুষ প্রত্যক্ষ করিয়া কিম্বা অনুমান দ্বারা ঠিক গ্রহণ করিয়া যে বিষয় অবগত হইয়াছেন সেই বিষয়টী ঠিক সেইভাবে অপরকে বুঝাইবার জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাদৃশ শব্দপ্রমাণজনিত যে বৃত্তি, তাহাই 'আগম'-প্রমাণ বলিয়া কথিত। পাতঞ্জলদর্শনে পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পুরুষ চৈতন্যবিশিষ্ট, প্রকৃতি জড়া। জগতের সর্বপ্রকার মূল কারণ প্রকৃতি (Primal cause) এবং পুরুষ কর্তৃত্ববিহীন। প্রকৃতি হইতে বস্তু কখনও শূন্য থাকে না, পুরুষ সংযোগে প্রকৃতিতে জ্ঞানের উপচিত হয় এবং তাহা হইতেই সৃষ্টিরূপ কার্য। প্রকৃতির অবয়ব সত্ত্ব (the intelligence Stuff), রজঃ (energy) এবং তমঃ (the factor of obstruction or mass or inertia) গুণত্রয়। কিন্তু ইহার দুই রূপ—একটী 'গ্রহীতৃস্বরূপ' (the determiner or the Perceiver), যাহার দ্বারা পদার্থ বোধে বুদ্ধ্যাদি সৃষ্টি হয় এবং অপরটী 'গ্রাহ্যস্বরূপ' (the Perceived or the Determined) যাহার দ্বারা বাহ্যবর্গ ও অহংকার প্রকাশিত হয়।

পাতঞ্জল দর্শনের মত সংক্ষেপে নিম্নপ্রকারে ব্যক্ত করা যায়; পূর্ব কথিত জগতের বিনাশ নাই সুতরাং নিত্য। সৎকার্যবাদ প্রতিপাদনকারী মত, তাহা কর্তৃক সকল বস্তু আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়; যাহা জানিবার নহে তাহা নাই বলিয়া প্রতীতি হয় (non-existing), কিন্তু এই জগৎ স্বয়ং প্রকাশ নহে, চৈতন্য পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত। পুরুষ স্বপ্রকাশ, জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ ইহাই

সত্ত্বগুণের স্বরূপ ও স্বভাব। যে প্রাণিতে সত্ত্বগুণের স্ফুরণ যত অধিক সেই প্রাণী সেই পরিমাণে জ্ঞানবিশিষ্ট। রজোগুণ ক্রিয়াত্মক, পরিচালনাই ইহার স্বভাব। জ্ঞান কোন বিষয়ে যখন সমর্থ হয়, তখন রজোগুণ কর্তৃক চালিত হইয়া বিষয়ে ধাবিত হয়, এই পরিচালনকে 'বুদ্ধি' বলে। জ্ঞান বৃত্তি বলিলে জ্ঞানশক্তি রজোগুণ কর্তৃক চালিত হইয়া কোন বিষয় দর্শনে ধাবিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, সুতরাং রজোগুণ প্রবৃত্তিশীল এবং যে প্রাণীতে এই গুণের স্ফুরণ যত অধিক সেই প্রাণী কর্মে সেই পরিমাণে উদ্যমযুক্ত। তমোগুণ অবরোধক স্বভাববিশিষ্ট। রজঃ-সত্ত্ব-গুণের কার্যে বাধা প্রদানই ইহার কার্য অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিকে সঙ্কুচিত করাই ইহার ধর্ম এবং এই গুণের স্ফুরণ যে প্রাণীতে যত অধিক সে সেই পরিমাণে স্থূলদর্শী স্থূল বুদ্ধি, জড়বুদ্ধি ও অলস-স্বভাব বিশিষ্ট।

আত্মা (the self) স্বরূপতঃ গুণাতীত ও মুক্তস্বভাব, কিন্তু গুণবর্গ (the qualities) তাঁহার সহিত যুক্তরূপ সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। অয়স্কান্ত মণি লৌহ হইতে বাস্তব পৃথক্ থাকিয়াও যেমন তাহাতে নিজ শক্তি উপচারিত করে তদ্রূপ আত্মা গুণবর্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াও তাহাতে নিজ চৈতন্যশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করেন। যোগদর্শনে গুণে প্রবিষ্ট এই চৈতন্যশক্তি পুরুষ-প্রতিবিম্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ইহাই 'অন্তঃকরণ' কথিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক Aristotle, Leibnitz, Hegel প্রভৃতি মনীষি গুণ সব এবং বিষয়ের পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যদি বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে মনেরও কোন অস্তিত্ব থাকিত না, সুতরাং মন ও বাহ্যিক চৈতন্যাদি উভয়ই স্বরূপতঃ এক অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব বলিয়া কোন বস্তু ছিল না, বিষয়ের সম্পর্কে আসিয়াই আত্মার জ্ঞান-বৃত্তির স্ফূর্তি। Aristotle-এর doctrine-এর সহিত সাংখ্য-মতের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও সাংখ্যের সহিত মতের [illegible] হয়। The gunas are substantive entities which compose the reality of the mental and the physical. The mental and the physical represent two different orders of modifications, and one is not in any way the actuality of the other.

যমরাজ

(৩)

'সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।'
"কৃষ্ণঃ কারণকারণ শ্রীকৃষ্ণো
ভগবান্ স্বয়ম্।"

সাধ্বী, পরম-সৌভাগ্যবতী সাবিত্রী যমরাজের কৃপায় মৃতজীবনপ্রাপ্ত স্বামীসহ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজও স্বপুরে গমন করিলেন।

একদা মহর্ষি নারদ যমপুরে অধোধাচার-যুত রাবণকে বলিয়াছিলেন—"রাবণ, যমরাজ এই সকল লোক পরম শ্রেয়ঃপথ হারাইয়া আপনারাই আপনাদের বিনাশ সাধন করিতেছে; তুমি তাহাদের উপর আর কেন অত্যাচার করিতেছ? যদি বল-পরাক্রম একান্ত প্রবল হইয়া থাকে, তবে যাও, সকলের উপর যিনি আধিপত্য করিতেছেন সেই যমকে জয় কর।" নারদের কথায় দশানন রাবণ অবিলম্বে যমপুরে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। যমরাজের সহিত রাক্ষসরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবৈষ্ণব-রাবণো যম দুর্বার রাবণের উপর প্রচণ্ড কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন; তখন লোকবিধাতা ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "যমরাজ, তোমার অমোঘ কালদণ্ড ইহার উপর প্রয়োগ করিয়া আমার বাক্য ব্যর্থ করিও না। বরদর্পিত রাবণকে সংহার করিবেন শ্রীরামচন্দ্র। রাক্ষসরাজেরও তাঁহার হস্তে মৃত্যুর যোগাযোগ আছে।" ব্রহ্মার বাক্যে যমরাজ দণ্ড সংবরণ করিলেন। এই প্রসঙ্গ বাল্মীকি-রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে আছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন-দাস গাহিয়াছেন —
"যতেক বৈষ্ণব সব—মূর্তিমন্ত ধর্ম।
ভাগবতধর্মের জানয়ে সব মর্ম॥"
(মধ্য ১৩শ অঃ)।

যখন স্বয়ং শ্রীভগবান্ নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গসহ জগাই মাধাই উদ্ধার আদি বিবিধ লীলা করিতেছিলেন তখন যমরাজ প্রভৃতি তথায় আসিয়া নানারূপে আত্মগোপন করিয়া প্রভুর প্রেমলীলা এবং সেই প্রেমময় মধুর রূপ দর্শন করিতেন। যেদিন ব্রহ্মদৈত্য জগাই মাধাই শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়া পাপমুক্ত হইলেন ও কৃষ্ণভক্তি লাভ করিলেন, সেই দিনও অলক্ষ্যে থাকিয়া যমরাজ এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমানন্দে ভাসিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সহচরগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাঁদিলেন, — এই জগাই মাধাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও এত অনাচার, এত অধর্ম, এত অত্যাচার করিয়াছে যে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু, মহাপাপীদের সেই পর্বত-প্রমাণ পাপরাশি —
"তিল মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈল দূর।"
(মধ্য ১৩শ অঃ)।

প্রাণপ্রভুর এই অদ্ভুত প্রভাব, অপার মহিমা অনুশীলন করিয়া, কৃষ্ণময় কৃতান্ত কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অবনি—আহো!
"পড়িলা মূর্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে॥"

তথায় লোকলোচন অলক্ষ্যে, আকাশে শিববিরিঞ্চি আদি সমস্ত দেবরাজা উপস্থিত ছিলেন। যমরাজকে মূর্ছিত দেখিয়া, সকলে অকস্মাৎ আসিয়া তাঁহার নিকট বেষ্টন করিলেন। তাঁহার গণের মুখে তাঁহার এই মূর্ছার কারণ অবগত হইলেন। তখন,—
"কৃষ্ণাবেশ জানি' সব পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মিলি' করয়ে কীর্তন॥"
(ঐ ১৩শ অঃ);

শিব ব্রহ্মার সেই ব্রহ্মাণ্ডপাবনী কৃষ্ণনাম-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র যমরাজ উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এই বর্ণনাতীত অপূর্ব ভাবের অতি মধুর বর্ণনা অমর ভাষায় ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন,—

"উঠিল পরমানন্দ দেব সংকীর্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্যের নন্দন॥
যমনৃত্য দেখি' নাচে সর্বদেবগণ।
নারদের সঙ্গে নাচে অজ পঞ্চানন॥
যেরূপ নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া।
অতিশয় সুখ বাক্য করিব লিখিয়া॥
নাচেন ধর্মরাজ　ছাড়িয়া সকল কাজ
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য　বলে অতি ধন্য ধন্য
পতিতপাবন ধন্য বানা॥
হুঙ্কার গর্জন　মহা-পুলকিত প্রেম
রসের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম　করে বহু ক্রন্দন
সঙরিয়া গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
• • •
নাচে প্রভু শমন　হৈয়া দিগম্বর
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য　জগত করয়ে ধন্য
কহিয়া পাতক নাশ-বাণে॥
• • • •
দেবর্ষি নারদ নাচে　হইয়া ব্রহ্মার পাছে
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া প্রেমের সীমা কোথা না পড়িল বীণা
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য　শুকদেব করে নৃত্য
ভক্তের মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি　জগাই মাধাই বলি
করে বহু দণ্ড পরণামে॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর　মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে ধায়　অবিরত বহে ধার,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ॥
• • •
চন্দ্র সূর্য পবন　কুবের বহ্নি বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য,　কৃষ্ণরসে করে নৃত্য
দেখিয়া ভক্তের ঠাকুরাল॥
• • •
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ অঃ)

"ভুবন মঙ্গল দেব" — শ্রীযমরাজের এই মধুর লোকাতীত অপূর্ব কৃষ্ণকথার [illegible] কৃষ্ণ [illegible] ভক্তগণ সাধুগণ শ্রীযমরাজ এইরূপে দেবগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত নাম, গুণ ও লীলা সংকীর্তন করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

"গোবিন্দ বন্দন।"

(শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের)

(১৯)

যাঁর নিজ লোম-কূপের বিবর,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহে বিহরয়,
যোগনিদ্রা-সুখ-সম্ভোগ-তৎপর,
'কারণ-অর্ণবশায়ী', যাঁরে কহে।
আধার সকলের যেই বাহে,
অবতার যাঁর [illegible] বিশ্বকাযে,
বলি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ চরণে॥

(২০)

গোকুল-জাত ব্রহ্মাদি-পতি,
যেকাল অবধি করে অবস্থিতি,
সে কাল যাঁহার ক্ষুদ্র অংশ অতি,
এক নিঃশ্বাস গণিয়া গগনে।
সেই মহাবিষ্ণু ও অংশ যাঁহার
যাঁর নাম যাহে বহু অবতার,
বলি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ চরণে॥

(২১)

যথা সূর্যকান্ত মণির মাঝারে,
সূর্য কিরণে প্রকটিত হয়ে,
দাহিকাতে মণি ভিন্ন দেখাইয়া দেয়,
মণি সূর্য কভু হবে না প্রমাণে।
সেই মত ব্রহ্মা অভিন্ন যাঁর শক্তি,
ব্রহ্মাণ্ড-বিধানে যাঁর সম শক্তি,
বলি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদি দেব গোবিন্দ চরণে॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

মঠ হইতে প্রকাশিত

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ১০৲
প্রথম হইতে [illegible] স্কন্ধ ২৮৲
[illegible] স্কন্ধ ১৷৴০
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
([illegible] সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵০
৭। [illegible] ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৮। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। শ্রীহরি কেবল [illegible] ৷০
১২। মুক্তাফলটীকা [illegible]
([illegible]) ১৲
১৩। [illegible]
[illegible]) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ১৲
১৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৮৲
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। শ্রীনাম [illegible] ৵০
১৯। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। [illegible] ৵০
২৩। শ্রীনামামৃত ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রী[illegible] ৷০
২৯। [illegible] ৴০
৩০। [illegible] ৴০
৩১। [illegible] ১৷০
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। প্রেমবিবর্ত্ত [illegible] ৴০
৩৪। [illegible] ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। [illegible] ৴০
৩৮। [illegible] ১৴০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। বৈষ্ণব [illegible]
([illegible]) ৩
৪১। [illegible] ৷০
৪২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৵৹
৪৫। [illegible] ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয় কি করেন ? ৵০
৪৯। [illegible] ([illegible] এবং [illegible]) ৷০
৫০। শ্রী[illegible] ৵০
৫১। [illegible] ৵০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ৷০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬। [illegible] ৵০
৫৭। গৌড়ীয়ভাষ্য [illegible] ৵০
৫৮। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০
৬০। [illegible] ৷০
৬১। [illegible] ৷৵০
৬২। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীয় ৷০
৬৪। [illegible] ৴০
৬৫। [illegible] ৷০
৬৬। [illegible]
[illegible] ৷০
৬৭। [illegible] ২৷০
৬৮। শ্রীচৈতন্য ([illegible]) ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রী[illegible] ৷০
৭০। [illegible] ৷০
৭১। [illegible] ৴১০
৭২। [illegible] ৴০
৭৩। [illegible] ৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। [illegible] ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible]
পোঃ [illegible] নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible]
৮। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]
৯। [illegible]
১০। শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible]
১১। শ্রী[illegible]
১২। শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible]
১৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible] কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible]
১৫। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, ঢাকা
১৬। [illegible] মঠ [illegible] ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible] পোঃ [illegible]
১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
১৯। শ্রী[illegible]
পোঃ [illegible]
২০। শ্রী[illegible]
২১। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]
। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible]
[illegible]

২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]
[illegible]।
২৪। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ বৃন্দাবন।
২৫। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible]
পোঃ [illegible]।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং [illegible], [illegible] দিল্লী।
২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ- [illegible]।
৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]
[illegible]
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
৩২। শ্রী[illegible]—[illegible]
৩৩। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible]।
৩৪ শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৫। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড,
পোঃ [illegible]।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ [illegible]
[illegible]। (S. W. 7, লণ্ডন)
৩৭। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible],
[illegible]
৩৯। [illegible] মঠ —১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
[illegible]
২। [illegible]
৩। ভাগবত [illegible]
৪। পরমার্থী—[illegible] পাক্ষিক। [illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ [illegible] টাকা মাত্র।
৫। কীর্ত্তন—[illegible]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রণীত অপূর্ব্ব গ্রন্থ

[illegible]

১২৲ [illegible] ৮৲ [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

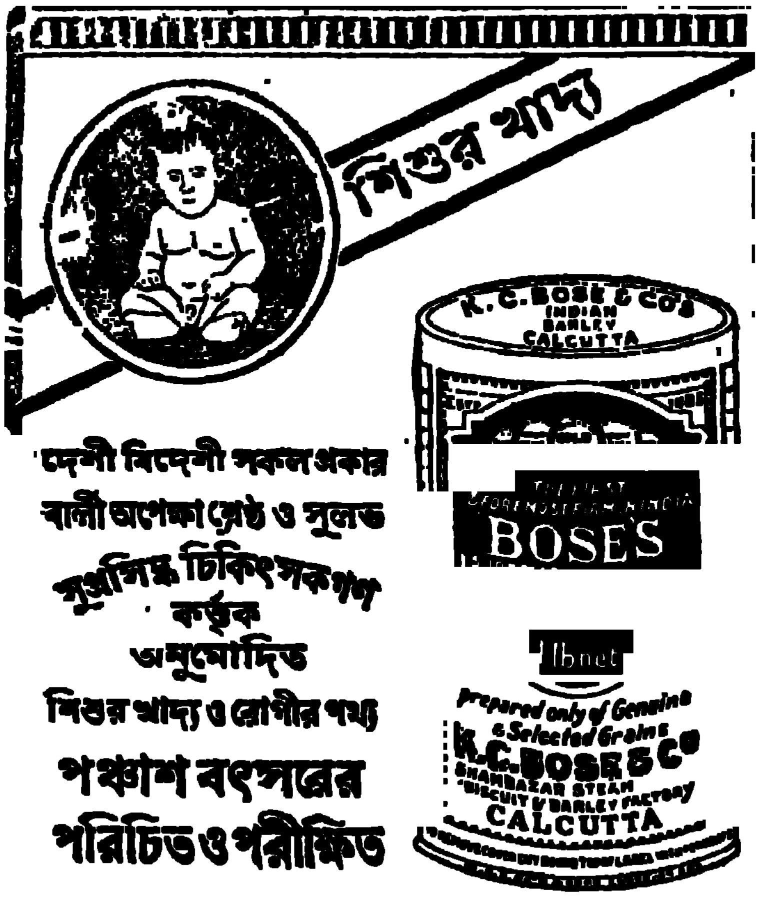

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৩	১৫—৬	১৭—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	০ ৫-৫০,	০ ৯—৪৬.	১১—৭০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—১৮	১৯—১৪
	০ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৬-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	০ ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	০-১১ ৩৬	১৫-৩০ +	০ ১৮-৩১ ০	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-৪১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

০ চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধামের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে নবদ্বীপঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা নবদ্বীপঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৪৯,১৮-৬১ ০-৩২ মিনিটের স্থলে গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-৩৫ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৬৲
কাটারিভোগ	৪।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০ ৪৲
মাণ্ডা বাঁকতুলসী (নূতন)	৪।০
বালাম	৪।০
কলম	৪৸০
মিহিদানা (নূতন)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ভূষি	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৵
গিনি	৩০৷
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
ঐ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৫৯৲
৫৲ ঐ ঐ (১৯৩৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৭) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার :—	১০৪৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলপেড)		১১৯৪।০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২৪৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৬৪৲

পাট কল

হাওড়া	৫৭৲
আগরপাড়া	১৯৪৲
বালী	১০৪৲
বরানগর	১৫৭৲
কেলভিন	৩৭৯৲
ডেলটা	২৪৫৲
ক্লাইভ	২। ।০
কাঁকিনাড়া	১৮৮।০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ও তর্কশাস্ত্রী এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি, মহোদয়ের গৌড়ীয়গবেষণা এবং পরিশ্রম লেখনীর অনুভবের আবাহন করিয়া এক দারুণ খণ্ড এবং তৎপর এখনকার জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অমূল্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-শোভিত। পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার নিষ্কর্ষ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৬০৭ পৃষ্ঠায়, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবে। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমোনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১০নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ৮৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রধান ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৮১, ৩রা মে ১৯৭৪

বিবিধ সংবাদ

—::॰::—

প্রাণদণ্ডাদেশ

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত প্রাণ দণ্ডা-দেশের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক অপরাধে বন্দী দীনেশ মজুমদার প্রিভিকাউন্সিলে যে আপীল করিয়াছিলেন তাহা না মঞ্জুর হইয়াছে। লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত একটি তারে ঐ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলায় তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ঐ দণ্ড ভোগ করার সময় সে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করে। পরে উত্তর কলিকাতার চিৎপুর কর্ণওয়ালিস সম্মুখে একটি বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। ঐ সময় পুলিশের সহিত দুর্বৃত্ত ব্যক্তিগণের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং উভয়পক্ষে গুলী চালাইয়াছিল। এই সম্পর্কে স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে দীনেশের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

—

ভারতের স্বর্ণ লুণ্ঠন

গত সপ্তাহে বোম্বাই হইতে আরও ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৪ শত ৩৮ টাকা মূল্যের স্বর্ণ য়ুরোপে ও আমেরিকায় রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ১৭৯ কোটি, ৬৫ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ১০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই হইতে বিদেশে রপ্তানী হইল।

—

ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, স্যার হেনরী পেজক্রফট এক পত্র লিখিয়াছেন। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—যেরূপ ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে আপোষ মীমাংসার নিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে না, পক্ষান্তরে উহা ভারতের নিকট পরাজিত ইংলণ্ডের সন্ধি স্বীকারপত্ররূপে গণ্য হওয়া উচিত। ভারতের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব্বাঙ্গ সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাপারে বাধা প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্যে শাসনযন্ত্রে কতকগুলি ধারা সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন—যে, দুইটির মধ্যে কোন দেশ অন্য দেশজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিলে সাধারণতঃ উহা শতকরা দশ টাকার বেশী হইতে পারিবে না, এবং অন্যদেশ জাত ঐ শ্রেণীর দ্রব্যের উপর অন্যূন দ্বিগুণ শুল্ক স্থাপন করিতে হইবে।

—

খানাতল্লাসে বন্দুক প্রাপ্তি

ফেণী হইতে প্রকাশ, বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের ২০শে তারিখে স্থানীয় পুলিশ হঠাৎ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠকুমার বণিকের বাড়ীতে খানা-তল্লাস করিয়াছে। স্কুলগাড়ীর নিকটে বৈকুণ্ঠ বাবুর বাড়ী। খানাতল্লাস কালে পুলিশ খাট রাখিবার ঘরে কার্তুজ ভর্ত্তি অবস্থায় একটা দোনলা বন্দুক পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, পুলিশ বন্দুক ব্যতীত আরও কতকগুলি আপত্তিজনক কাগজপত্র পাইয়াছে।

এই ব্যাপারের সংস্রবে পুলিশ বৈকুণ্ঠ বাবুর পুত্র, স্কুলগাড়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র মাখেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

যুবরাজের লণ্ডন আগমন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস সফর সারিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সাউদাম্পটনে তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। তাঁহার দক্ষিণ এবং মধ্য আফ্রিকার সফর শেষ হইয়াছে। তিনি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে বিমানযোগে উইণ্ডসর প্যালেস গমন করিবেন।

যুবরাজ কয়েক মাস ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিবেন। তারপর পুনরায় সফরে বাহির হইয়া আগামী আগষ্ট মাসে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড গমন করিবেন।

—

দুঃসাহসিক ডাকাতি

গত ১৭৫ এপ্রিল রাত্রে হাওড়া জিলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া মহকুমার সেফুটন গ্রামে পূর্ণচন্দ্র দাসের গৃহে ডাকাতি হয়। পূর্ণচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী আততায়ীদের গুলীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণে প্রকাশ, ডাকাতগণ দুই দল হইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং বাটালির সাহায্যে পূর্ণচন্দ্রের ঘরের দ্বারে একটা ছিদ্র করিতে থাকে। অতঃপর সেই ছিদ্রপথে বন্দুকের নল প্রবেশ করাইয়া গুলী বর্ষণ করে। পূর্ণচন্দ্র একটা বর্শাফলকের দ্বারা একজন ডাকাতকে বিদ্ধ করে এবং বন্দুকের গুলীতে আহত হওয়ার ফলে নিচে পড়িয়া যায়। দুর্বৃত্তগণ পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রীকেও গুলী করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইতোমধ্যে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বহু সংখ্যক গ্রামবাসী দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ডাকাতদলকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে।

দুর্বৃত্তগণ তখন যথেচ্ছভাবে গুলী বর্ষণ করিতে থাকে এবং তাহার ফলে কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হয়। আততায়ীগণ পটকাও ছুড়িতে থাকে এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী জনতার প্রতি বর্শা ও লৌহগোলক নিক্ষেপ করে।

—

পারস্য তুরস্ক মিতালি

কমন্স সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান গ্রীষ্মকালে পারস্যের শাহ-ইন-শা তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের সভাপতি মোস্তাফা কামাল পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

স্যার জন সাইমন এ সম্বন্ধে আলোচনা-কালে বলেন যে, এই ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের কোন সম্বন্ধ নাই।

বৈদেশিক যে সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত ইংলণ্ডের বন্ধুত্ব আছে, সেই সব রাষ্ট্রের অধিপতিগণকেও অনেক সময় বৃটিশ পত্রিকায় আক্রমণ করা হয়। এইরূপ অন্যায় আক্রমণের প্রতিকার করার জন্য অনুরোধ করিলে স্যার জন সাইমন বলেন যে, সরকার প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কিন্তু, সরকার আশা করেন যে,—জনমত ঐরূপ হীন প্রচার কার্য্যের বিরুদ্ধতা করিবে।

—

পলাতক বন্দী গ্রেপ্তার

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, কিছুকাল পূর্ব্বে আরোগ্য স্বামী বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা গিয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় তাহার নিকট একটি ছয় ঘরা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible], ১৩৪১

প্রতারণার অভিযোগ

[illegible] লোককে চাকরী দিবার প্রলোভন দিয়া প্রতারণা করিয়া টাকা লইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। [illegible] কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, আখতের এজলাসে উক্ত মামলার একতরফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

আংশিক শুনানীর পর মামলার শুনানী মুলতুবী রহে।

গড়ের মাঠে অচৈতন্য যুবক

গত শুক্রবার গভীর রাত্রে কয়েক পুলিশকর্মচারী ময়দানে চৌরঙ্গীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন এস্‌প্লানেডের দোকানের সন্নিকটস্থ পুকুরের উত্তর পাড়ে আসিলে সে একটী যুবককে [illegible] অবস্থায় দেখিতে পায়। আরও কাছে গিয়া সে দেখিতে পায় যে, যুবকটী বাঙ্গালী ও অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। উক্ত কর্মচারী তৎক্ষণাৎ পুলিশে ফোন করিয়া সে যুবককে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। হাসপাতালে পরীক্ষাকালে হঠাৎ যুবকের বক্ষ হইতে দুইখানা ফটো বাহির হইয়া পড়ে। ফটো দুইটি একটী তরুণীর। ফটোর পশ্চাৎ ভাগে লেখা রহিয়াছে—"রাণী, আমি তোমার জন্য পরপারে প্রতীক্ষা করিব"।

যুবকের নাম দীনেশচন্দ্র ঠাকুর এবং বয়স ২০ বৎসর বলিয়া প্রকাশ। বিষ ভক্ষণ করিলে যে চিকিৎসা করা হয়, হাসপাতালে তাহার সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রকাশ যুবকটি ১১ বৎসর যাবৎ বাড়ীর সহিত নিজের কোন সম্বন্ধ রাখিত না—এক রকম নিরুদ্দেশের মতই ছিল। তবে সময় সময় সে তাহার মার নিকট কুশল বার্তা জানাইয়া পত্র লিখিত। কখনো কখনও পূজায় সে বাড়ী (কলিকাতা) আসে এবং তাহার মার নিকট বলে যে সে কোন তরুণীর সহিত প্রেমে পড়িয়াছে—কিন্তু তরুণীকে লাভ করিবার আশার কোন আশা নাই;

হাসপাতালে খোঁজ নিয়া জানা গেল যে, যুবকটির অবস্থা আরোগ্যের পথে।

কারাগারে পণ্ডিত জহরলাল

পাটনা হইতে প্রকাশ, মিস মুরিয়েল লিষ্টার কলিকাতা হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন। 'ইউনাইটেড প্রেসের' প্রতিনিধির সহিত কথাবার্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,— আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। আমি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ইহার উত্তরে তিনি [illegible] বলেন, আমার চর্বি বাড়িতেছিল [illegible] পর্য্যন্ত কমাইয়া ফেলিয়াছি।

মিস মুরিয়েল লিষ্টার আরও বলেন যে, [illegible] উপর পণ্ডিত জহরলাল বেশ প্রফুল্ল ও কার্য্যক্ষম আছেন।

চট্টগ্রাম ম্যাজিষ্ট্রেটের নূতন আদেশ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট একটি স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া নিম্নোক্ত ঘটনার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন :—

একটী স্কুলের ছাত্র সে যে স্কুলে পড়িত সেই স্কুল হইতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া ১২ মাইল দূরবর্ত্তী অপর এক স্কুলে ভর্তি হয়, কিন্তু প্রথম তিন দিন সে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। তৎপর নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হইতে [illegible]। তাহার পর দিন তাহাকে সন্ত্রাসবাদী বলিয়া সন্দিগ্ধ কয়েকজন লোকের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। ছাত্রটির সঙ্গে আসামীদের কিছু ছিল এবং তাহারা যেখানে গ্রেপ্তার হয়, ঐ স্থানের নিকটে তাহাদের গ্রেপ্তারের কিছু পূর্ব্বে এক ডাকাতি হইয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনার প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্রদের বাড়ী স্কুল হইতে তিন মাইলের মধ্যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে না জানাইয়া যেন তাহাদিগকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট না দেওয়া হয়, এবং যে সকল ছাত্রের বাড়ী স্কুল হইতে তিন মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে না জানাইয়া যেন তাহাদিগকে ভর্ত্তি না করা হয়। তিনি হেড মাষ্টারদিগকে আরও বলিয়াছেন যে, কোন ছাত্র একদিনের জন্য স্কুলে অনুপস্থিত থাকিলেও যেন তৎক্ষণাৎ কয়েকজন শিক্ষককে ছাত্রের বাড়ীতে পাঠাইয়া জানা হয় কি কারণে সে অনুপস্থিত হইয়াছে এবং সে কোথায় আছে। যদি দেখা যায় যে, ছাত্রটি বাড়ীতে নাই, তবে যেন তৎক্ষণাৎ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহা জানান হয়।

প্রেসে চুরি

গৌর মুখোপাধ্যায় লেনের উমাশঙ্কর প্রেসের মুদ্রাকরের ঘর হইতে কিছু সীসার অক্ষর চুরির অভিযোগে [illegible] ব্রাহ্মণকে জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ, কে, দের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত মঙ্গলবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি কে, বাঁড়ুয্যে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন মামলা সম্পর্কে তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট দেখিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির [illegible] ধারা ও [illegible] সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের ২৮ ধারানুসারে পাঁচ জন আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারী করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] কর্মচারী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মোঃ নূর আহম্মদ, কমিশনার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দাস ও মৌলবী [illegible] এবং স্পেশাল অফিসার মোঃ [illegible] ও মোঃ [illegible] আলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা অন্যায়ভাবে নির্ব্বাচক তালিকায় কয়েক জনের নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং কয়েকজনের নাম বাদ দেন।

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস ও ডাঃ রামচন্দ্র দাস তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে।

আগামী ১০ই মে পর্য্যন্ত উক্ত মামলাটি মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

জাল মুদ্রা চালাইবার অভিযোগ

উত্তর কলিকাতায় ট্রাম গাড়ীতে জাল মুদ্রা চালাইবার অভিযোগে একজন পশ্চিমা ধৃত হইয়াছে। সে বলিয়াছে যে, তাহার নাম [illegible]।

প্রকাশ, আসামী হ্যারিসন রোডে একখানি ট্রাম গাড়ীতে আরোহণ করে। টিকিট [illegible] কণ্ডাক্টরকে সে একটি মেকী দুআনী প্রদান করে। কণ্ডাক্টর সন্দেহ করিয়া তাহাকে পুলিশের হস্তে প্রদান করে। তাহার পকেটে অনুসন্ধান করিয়া আরও দুইটি মেকী দুআনি পাওয়া যায়।

গত মঙ্গলবারে আসামীকে উত্তর বিভাগের পুলিশের ডেপুটী কমিশনারের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি বিচারার্থ আসামীকে জোড়াবাগানের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

অতঃপর আসামীকে জোড়াবাগানের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ, কে, দের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৩ শত টাকার জামিনে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

অনধিকার প্রবেশের মামলা

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামীর দোকানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ক্ষতি করিবার অভিযোগে চণ্ডী ও অপর ৪ জন লোক জোড়াবাগানের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ, কে, দের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট গত বুধবারে আসামীদের বিরুদ্ধে সমন জারির আদেশ দিয়াছেন। আগামী মামলা মুলতুবী আছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা ফরিয়াদী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামীর দোকানে উপস্থিত হইয়া মদ্যপান জন্য অর্থ চাহে। তিনি উহা দিতে অসম্মত হওয়ায় আসামী উক্ত দোকানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া কতকগুলি দ্রব্য ফেলিয়া দেয়। তাহাতে ১ শত ৫০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

সোনার হার চুরির অভিযোগ

হিন্দু মহিলা শ্রীমতী নির্ম্মলাসুন্দরী গঙ্গাস্নান করিয়া ২ বৎসর বয়স্ক একটি শিশুকে কোলে লইয়া নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তিনি একটি দোকান হইতে পুতুল কিনিতেছিলেন এ সময় একজন লোক সহসা পশ্চাদ্ভাগ হইতে শিশুটির গলার সোনার হার ছিনাইয়া লয়। মহিলাটি অমনি অপরাধীকে ধৃত করেন। সে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে মহিলাটির চীৎকারে কয়েকজন পথিক তথায় সমাগত হয় এবং অপরাধীকে ধৃত করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে।

ধৃত ব্যক্তি বলিয়াছে তাহার নাম কালি চরণ। গত মঙ্গলবারে তাহাকে উত্তর বিভাগের পুলিশের ডেপুটী কমিশনারের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি আসামীকে বিচারার্থ জোড়াবাগানের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

বেহালায় রাহাজানি

২৪ পরগণার অন্তর্গত বেহালা হইতে রাহাজানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, [illegible] শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ [illegible] রোডে সাইকেলে চাপিয়া যাইতেছিলেন। সেই সময় পথে একজন পশ্চিমা গুণ্ডা লাঠি দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করে এবং তাঁহার মণিব্যাগ কাড়িয়া লয়।

বেহালার পুলিশ আসামীর সন্ধান করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২০ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২০শে বৈশাখ, ৩রা মে ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার { ১৪৭ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে গত ১০ই এপ্রিল পাঠকালে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন। পুণ্যসলিলা গোদাবরীর পশ্চিমতটে গোষ্পদক্ষেত্র ও তৎসন্নিকটে গৌতম ঋষির আশ্রমাদির কথা পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে। তটদেশে গৌতম ঋষির আশ্রম বিরাজিত ছিল বলিয়া গোদাবরী অদ্যাপি গৌতমী গঙ্গা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। সম্প্রতি এই তাপহারিণী বহু-প্রসিদ্ধ রাজমহেন্দ্রী সহরের অনতিদূরে গোদাবরীর পশ্চিমতটে কভূরের উপকণ্ঠে বিরাজমান। বর্তমান এই স্থানে গৌতমাশ্রমের বিন্দুমাত্র চিহ্নের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইলেও গোষ্পদক্ষেত্র আবহমান-কাল পুরাণোল্লিখিত সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি-সংরক্ষণে পরাঙ্মুখ হন নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীশ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই গোদাবরীর তীরে মাধুর্য্য-লীলার পুষ্টিসাধক অন্তরঙ্গ অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীল রায় রামানন্দের ব্রজ-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজ মহাভাব প্রকটিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং রস-সিদ্ধান্তের মূর্ত্তবিগ্রহ হইয়াও অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহ বিপ্রলম্ভের পরমোপাদেয়তা আস্বাদন এবং উন্মুখ জীবগণের সহজ-বোধ সৌকর্য্যার্থ উক্ত রামানন্দ নামক ভক্তদেবে রস সিদ্ধান্ত সঞ্চারিত করিয়া স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে তৎকর্তৃক জীবন্মুখে সেই সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও রস-সিদ্ধান্তের প্রকাশ করত মহদ্বর্গের অভয় ভাবদর্শন-পরেতা গৌতম ঋষির বিদ্যাভূমি আন্ধ্র-প্রদেশ প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়া যখন দ্বিতীয় আচার্য্য-চতুষ্টয়ের আবির্ভাব-স্থলাদির অভিমুখে শুভবিজয় করিতেছিলেন তৎকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পারমার্থিক আকাশ কিরূপ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণবরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

নানা-মতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে
স বৈষ্ণবান্॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৯ম)

———

বৌদ্ধ, জৈন ও মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্র স্বরূপ দাক্ষিণাত্যবাসী জনগণকে কৃপাচক্র দ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। উক্ত অধ্যায়ের অন্যত্র আরও দৃষ্ট হয়ঃ—

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার॥
তার্কিক-মীমাংসক যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্ব মত দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥
হারি' হারি' প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এই মতে বৈষ্ণব কৈল দক্ষিণ-দেশ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৯)

এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন দাক্ষিণাত্য প্রদেশের স্থানে স্থানে যদিও কচিৎ মাত্র কতিপয় বৈষ্ণবমূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে—

বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ উপাসক হৈল লয় কৃষ্ণনামে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৯ম)

———

কিন্তু বর্তমানে শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত বিশালত্ব-প্রধান বা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-পর দাক্ষিণাত্য দেশে পুনরায় ভক্তি-সজ্জোপবাদিগণের তাণ্ডব নৃত্য ও আস্ফালন এবং শ্রীশ্রীগৌররামানন্দ প্রভুর শিক্ষামৃত-পানে বঞ্চিত ত্রিতাপদগ্ধ হতভাগ্য জীবগণ ক্রমশঃ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানানলে আত্মাহুতি বা বহুব্রত অবলম্বন করত ত্রিগুণাতীত নামের আপাতমধুর মনোহারিণী বৈরিণী মূর্ত্তির মধুপুষ্পিত বাক্যাবলীতে প্রলুব্ধ হইয়া নানাবিধ দেহ-মনোধর্মের সুরবাহী জনগণের বিষবৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিবার প্রয়াস করিতেছে।

———

ভক্তির পরমহংসবর্য্য জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন পরমারাধ্যতম মদীয় শ্রীগুরুদেব অযাচিত করুণাকটাক্ষ বিতরণমানসে এই আন্ধ্রপ্রদেশে শুভবিজয় পূর্ব্বক সেই গৌরপদাঙ্কপূত বিধিবিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত বেদগর্ভ পরম পবিত্র তীর্থ প্রকাশ করিয়া তথায় শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠ সংস্থাপন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য সেবাশুশ্রূষা প্রকট করিয়াছেন। অপিচ আন্ধ্র তথা সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসীকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-পানে সুযোগ প্রদান নিমিত্ত স্বয়ং এবং স্বীয় করুণাসিক্ত পারমার্থিক-বাহক-সূত্রে মনোহভীষ্ট-সাধন-ব্রতধারী আদর্শচরিত্র সেবকগণের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন-নির্দ্দেশে বাণী ও সমস্ত জীবগণের দ্বারে দ্বারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদানাবলী অকাতরে বিতরণ করিতেছেন।

———

কুচবিহারে

বিগত ২৯শে চৈত্র গুরুপূর্ণিমার শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

———

মা যশোদা বাল-কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে ক্রোড়দেশ হইতে ভূমিতলে অবতরণ করাইয়া চুল্লীর দুগ্ধ রক্ষার্থ গমন করায় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দধিভাণ্ড ভগ্ন করিলে মা যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধনাদি লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

———

কৃষ্ণ তখন দেখাইলেন যে, আমি অন্য কোন প্রকারেই বন্ধন স্বীকার করি না, একমাত্র দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যাদি ভাব ভক্ত হইলেই বন্ধন স্বীকার করি—তাঁহার হৃদয়ে বাঁধা পড়ি, এমন কি স্বয়ং তাঁহার তৎসদৃশে অবস্থিত ভক্তের গৃহে চৌর্য্যলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকি।

———

কৃষ্ণ দেখাইলেন, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হন—কৃষ্ণ-সেবারূপ অনুষ্ঠানের চেয়ে চুল্লীর দুগ্ধ রক্ষা করাকেই অধিক প্রয়োজন বোধ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় বঞ্চিত হন এবং অনিত্য বস্তু ও নিত্য কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করা হেতু সেগুলি ও অন্তে সবই নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ পুরুষোত্তম আদি কার্ত্তিক ৪৪৮

আমার প্রভুর কথা

আমাকে জগতের লোক যে যে ভাবেই দেখুন না কেন, আমি জানি যে আমি বিশ্ববিজয় কীর্ত্তনপর্য্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন উচ্ছিষ্টভোজী দাস। আমার নিত্যারাধিত শ্রীগৌড়ীয়মঠকে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য আমার প্রভুকে এবং তাঁহার প্রচার্য্য বাণীকে মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া যে যে ভাবেই কল্পনা করুন না কেন! আমি জানি শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বসতিস্থল নবদ্বীপধাম এবং সেই ধামাধিপ মদীয় প্রভুই এই গৌড়ীয়মঠের মালিক বা প্রকটকর্ত্তা অর্থাৎ সম্বন্ধ গৌরপ্রষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়ীয়, গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয়গণের আবির্ভাব। এই ভূলোকে গোলোকের আবির্ভাব—শ্রীগৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব—ভগবান্ গুরু-বর্গবারের আবির্ভাব যে আমাদের পরম-সৌভাগ্যফলেই হইয়াছে, তাহা ভাগ্যবান্ জীবগণকে আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ মনে করেন আমার প্রভু তথাকথিত গুরুব্রুবগণের ন্যায় কনককামিনী-প্রতিষ্ঠার দাস। সর্ব্বশক্তিমান্ গুরুরূপী ভগবান্ আমার প্রভু যে কৃপা পূর্ব্বক জীবের ভাগ্যে উদিত হইয়া পাষণ্ড-দলন ও পতিতোদ্ধার-কার্য্যে ব্রত হইয়া সতত গৌরমনোহভীষ্ট পূরণার্থ অবিচ্ছেদ্যবিশিষ্ট, আমার প্রভু যে সাক্ষাৎ ভক্তি সরস্বতী, গৌর কারুণ্যশক্তিবিগ্রহ—এসব কথা ভাগ্যহীন জনগণ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

গৌরবাণী বা গৌরোপদেশ-গ্রহণ্যে অসমর্থ হওয়ার জন্য গৌরবাণীবিগ্রহ আমার প্রভুর কথা বুঝিতে না পারিয়া তাহার বিকৃতার্থ করতঃ জীবগণ বিপথগামী হইয়াছে। তাই অযোগ্য আমি অদ্য অত্যাবার প্রভুর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা কথাটী প্রকাশ করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব।

সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে আচারবান্ হইয়া অদ্বৈতজ্ঞানের আশ্রয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনই—Back to God and back to Home, ইহাই আমার প্রভুর একমাত্র অন্তর্নিহিত কথা, যে চেতনময়ী কথার—কৃষ্ণপাদপদ্মে সব সময় পৌঁছাইয়া দিবার কথার ক্ষমতা জগতে অতি বিরল। কৃষ্ণের কাছে চল, গৃহের দিকে চল—শ্রীধামে চল অর্থাৎ 'হে মাধব, সকলের বিহার দুরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরু ভাবমুরাগম্' প্রভৃ ও বাণীই আমার প্রভুর একমাত্র কথা; এতদ্ব্যতীত তিনি যেসকল কথা বলেন সেগুলি এই কথারই সহচর অর্থাৎ এই মঙ্গলময়ী বাণীর গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে সাড়া দেওয়াইবার জন্য ঐ বাণীরই বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক রূপ। বৈকুণ্ঠাগত মহা-জনের জীবগণকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। এই জন্যই—এই কথা বলার জন্যই—এই সব কথা লোককে বুঝাইবার জন্যই গুরুবর্গের এ জগতে আগমন। আমার প্রভুর আন্তরিক ইচ্ছাও তাহাই। আমার বন্ধুবর্গ প্রভুর ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া তাঁহার অন্তরোদ্দেশ্য উপলব্ধি করতঃ বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী হউন ইহাই নিবেদন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[ফরিদপুরের রেভেঃ অফিসার শ্রীযুক্ত অতুলকুমার সরকার এম্-বি, ডি, পি, এইচ মহোদয়ের নিকট পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল]

প্রশ্ন সমূহের সম্প্রদায়ের কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমার সাম্প্রদায়িকতারও ভয় হয়। আমি যে বিশ্বাসে অবস্থিত আছি তাহার অধিক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ—"তাতস্য কূপঃ" বিচার একদিকে যেমন অসুবিধাজনক, অন্য দিকে তদ্রূপ comparative study ও আবশ্যক।

প্রশ্ন—কতদিন পূর্ব্বে আমার একটা ঘটনা হ'য়েছিল। একটা কথা শুনে প্রথম মনে হ'য়েছিল একজন সাধুপুরুষ এরকম কথা ব'লে কেন্ গেলেন? ছেলে বেলা থেকে যে অভ্যাস তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা—এ কি রকম হ'লো?

শ্রীল প্রভুপাদ—পূর্ব্বসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলে শ্রোতা অসন্তুষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রোতার mentality disturb করতে হ'বে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

'যে দেহদিকারে বা নিষ্ঠা স গুণঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥
(ভাঃ ১১।২১।২)

স্থিতি Position থেকে কেহই নড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। নিষ্ঠা শব্দের অর্থ "অধিকেশেণ সাতত্যম্"—বৈরাগ্য। মানুষের যে নিষ্ঠা সেটাই সে ভাল ব'লে বিচার ক'রেছে এবং adopt ক'রে নিয়েছে। এইরূপ incomplete অবস্থাতে 'শ্রদ্ধা' ব'লে একটা শব্দ ব্যবহার হয়। নানাবিধ ভাবার যেসকল কথা আছে সেই কথা শুলো empiric knowledge ও feelings এর সাহায্যে লিখি এইটাই শ্রদ্ধা। তখন অমুক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এইরূপ বিচার থাকে। যখন অন্য বিষয় বুঝতে হয় তখন পূর্ব্বের শ্রদ্ধা পরিবর্ত্তিত হয়।

আমি মূর্খ আছি—লেখাপড়া শিখতে লাগলাম, 'মনে'র সাহায্যে 'শ্রদ্ধা' পরি-মার্জ্জিত ও বাড়া করা হ'লো। পূর্ব্বের যে অস্ফুট বিচার, ছিল তাহার বাড়া করা আরম্ভ হইল। জাগতিক ভাষা সমূহের সাহায্যে যে শিক্ষা তাহাতে একটা ভুল আর একটা ভুলকে বাধা দেয়। আপনি ডাক্তার; এই Physical structure এর অনুপরমাণু (বাহিরের জিনিষের সম্পর্কে) Slowly পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাচ্ছে। ব্যাধির চিকিৎসার সময় এই অপারূপক নিষ্ঠা অনেক সময় পরিবর্ত্তন করা দরকার; আবার পরিবর্ত্তন ক'রতে হ'লে খানিকটা সময়েরও দরকার হয়। প্রত্যেক চিন্তা যদি mis-chievous centre থেকে আসে, তাহাতে রোগীর অবস্থা bad থেকে worse দিকে যায়। নিরপেক্ষতার অভাব থাকলে সেরূপ ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য কথা শুনতে হ'বে না। আমার সর্ব্বাঙ্গে দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মৎসরস্বভাব—সে নিজে লাভবান্ হ'বার জন্য আমার সংস্কার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা ক'রছে, তা'র কথা শুনলে ক্ষতি হ'বে। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গম্-
উক্তিভিঃ॥"

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুর নিকট থেকে মঙ্গলের কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সাধু আমার মঙ্গলপ্রার্থী। আমার মঙ্গল-প্রার্থী যিনি নন্ তিনি সাধু নন্। সাধুর নিকট থেকে নিরপেক্ষ কথা শুনলে আমার অভাব পূরণ হ'বে। আমার কথা শুনে যাঁ'র অভাব পূরণ হ'বে তাঁ'র নিকট হ'তে কোন কথা শুনতে হবে না। যাকে তাকে আমার উপদেশক, মঙ্গলকর্ত্তা মনে করতে হ'বে না। দু' মিনিটের মঙ্গলকর্ত্তা, আবার দশ মিনিটের অমঙ্গলকর্ত্তা উপদেশক শব্দ-বাচ্য নয়।

সনাতন গোস্বামীর চাকর ঈশান গোপনে স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়েছিলেন। ডাকাতরা তাহা জানতে পেরে তাঁকে খুব facility দিয়েছিল। সনাতন গোস্বামী বুঝতে পেরেছিলেন—অত অধিক facility দেওয়া দেখে তাঁর সন্দেহ হ'য়েছিল, তাই তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন যে তা'র নিকট কিছু অর্থ আছে কিনা? তা'র সঙ্গে সাত মোহর ছিল, কিন্তু সে ব'ল্লে—আমার কাছে ছয়টী মোহর আছে। সেই ছয়টী মোহর সনাতন গোস্বামী ডাকাতকে দিলে ডাকাত ব'ল্লে যে সেই রাত্রেই সে তাহাদের প্রাণ সংহার ক'রে ঐ অর্থ অপহরণ করতে মনস্থ ক'রেছিল।

নিরপেক্ষ ব্যক্তির উপদেশে অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। 'তোমার কিছু আছে আরও কিছু বাড়িয়ে দাও' এটা নিরপেক্ষ উপদেশ নহে। সাধু অকিঞ্চন, আর বাকী অধিকাংশ লোকেরাই অভাব-গ্রস্ত—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল। পূর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট সর্ব্বক্ষণ অভাবরাজ্য হইতে দূরে থাকিয়া স্বভাবে অবস্থিত সাধু অভাব পূরণ ক'রবার জন্য ব্যস্ত নন্। এইরূপ সদ্ব্যক্তির সঙ্গ করাই আবশ্যক; কারণ অন্য সমূহ ব্যক্তি কপট।

বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য—সাধুর সঙ্গ করা তাৎকালিক ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম নিত্যকালের জন্য নয়। Mental speculationist তাহাতে আকৃষ্ট হ'ন। তাঁহার উদ্দেশ্য summation of sensuous products. এইরূপ pro and cons বিচারণও যথেষ্ট নহে। যাঁহারা ইহাতে ব্যস্ত তাঁহারা পারমার্থিক রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারবেন না। এইরূপ চিন্তাস্রোতের সহিত Non co-operation দরকার আর নিরপেক্ষ চিন্তার সহিত সম্পূর্ণ Co-operation আবশ্যক, শ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তক। একই সময় agree করা এবং disagree করা ইহাই অচিন্ত্য। So called Philosophers of the world ইহা বুঝতে পারে না বা কৃষ্ণের চরিত্র মধ্যে অনেক কথা আছে যাহা Western savants তাড়াতাড়ি বুঝতে গিয়ে ভুল করেন। ডাক্তারকার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভুল করেছেন। ধর্ম্মজগতের লোকের সঙ্গে আলাপ না হওয়ায় এমন ভুল হ'য়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেব একটা order এ প্রবিষ্ট হ'য়েছিলেন কিন্তু তিনি কোন সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বিশেষের মতের প্রচারক নহেন। তিনি বাস্তবিকই Personality of Godhead সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান ক'রেছেন। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা এঁদের শিক্ষার মত নহে।

অতুল বাবু—এ সব কথা শোন্বার এইরূপ সুযোগ আমাদের মত লোকের হয় না। আমি এই সমুদয় কথা অধিক শুনতে ইচ্ছা করি, পরে পুনরায় আসিব।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৬)

গুণ-সান্নিধ্যে আত্মার যে গুণ-পরিণাম-বিষয়ক জ্ঞান হয় তাহাই পুরুষের 'ভোগ'। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এই তিনটিকে অন্তঃকরণ-বৃত্তি বা চিত্ত বলে। বুদ্ধি পরিণাম-ক্রমে অহঙ্কাররূপে প্রকাশিত হয় এবং অহঙ্কার (Ego) সত্ত্ব-প্রধানাংশে পরিণাম-প্রাপ্ত হইয়া মনরূপে পরিণত হয়। মনে অহঙ্কার ও বুদ্ধি নিবিষ্ট আছে। এই চিত্তই ইন্দ্রিয়াদি সকল দ্রব্যের সাধক, সুতরাং চিত্তই মূলধর্ম্মী। চিত্তের 'ব্যুত্থান' ও 'নিরোধ' দ্বিবিধ ধর্ম্ম আছে। ব্যুত্থান-ধর্ম্মপ্রভাবে গুণসম্পর্কে গুণ-বৈচিত্র্য-বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই আত্মার 'ভোগ', ইহা আত্মার বদ্ধাবস্থা, কিন্তু নিরোধধর্ম্ম-প্রভাবে আত্মা আর প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-রূপা গুণ-বৈচিত্র্য দর্শন করেন না অর্থাৎ গুণবৃত্তির সহিত সম্পর্কিত থাকেন না। অবস্থায় আত্মা স্বরূপস্থ বা স্বভাবস্থ থাকেন ইহাই 'মুক্তি'-শব্দবাচ্য। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধমূলক যোগাভ্যাসক্রমে আত্মা প্রকৃতি-মুক্ত হন। মুক্তাত্মা আর গুণ-সম্পর্কিত হয়েন না, শুদ্ধ, নির্গুণ ও কেবল-স্বভাব-বিশিষ্ট হন। এই কৈবল্যলাভই আত্মার গুণ-সম্পর্কজাত দুঃখনাশের একমাত্র উপায় সুতরাং প্রয়োজন-বিচারে কৈবল্যই প্রধান।

চিত্ত যখন রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত হয় তখন চিত্তের নিরোধবৃত্তি উদ্ভূত হয় না এবং চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলেও আত্মা গুণ-সঙ্গ-রাহিত্যরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারে না সুতরাং গুণ-সংঘাত-জাত চিত্তবিক্ষেপ-নাশের জন্য বিশেষ সাধনাবলম্বন আবশ্যক। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ সাধন। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটী বহিরঙ্গ এবং অবশিষ্ট তিনটী অন্তরঙ্গ সাধন-পর্য্যায়ে অবস্থিত। ধ্যান হইতে সমাধি শ্রেষ্ঠ; কারণ, ধ্যানাবস্থায় ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয়-(meditation meditated) রূপ ত্রিবিধ চিত্তবৃত্তি থাকে কিন্তু সমাধিকালে তাহা মাত্র ধ্যেয়াকারে অর্থাৎ জ্ঞান-বিষয়ক প্রত্যয়রহিত হইয়া স্বরূপশূন্যভাবে অবস্থিত থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই পরা মুক্তি। এই দর্শন শব্দপ্রমাণ বা বেদ অঙ্গীকার করেন বলিয়া বৈদিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ইহাতে বক্তার আংশিক প্রয়োজন-বিচার গৃহীত হইয়াছে সেইজন্য ভাব-পদ্ধতিতে যোগ বস্তুর অবান্তর কথিত হয় নাই, কেবল "ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ বা" বলিয়া বহু যোগবস্তুর মধ্যে ঈশ্বরও একটী থাকিতে পারেন। ঈশ্বর-সম্বন্ধে সূত্রকার বলেন "ক্লেশ-কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" ঈশ্বরকে 'পুরুষ-বিশেষ' বলায় জীব-পুরুষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বর এমনি একটী জীব, যাঁহার কখন অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভি-নিবেশ এই পঞ্চ-ক্লেশ-সম্পর্ক হয় না। মুক্ত জীবও পঞ্চ ক্লেশ-সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হন বটে কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে ক্লেশসংশ্লিষ্ট থাকেন; ঈশ্বরের কখনই ঐ অবস্থা হয় না ইহাই জীব-পুরুষ ও ঈশ্বর-পুরুষে ভেদ কিন্তু মুক্তাবস্থায় জীবপুরুষ ও ঈশ্বরপুরুষ সমধর্ম্মী। যোগ-সিদ্ধির যে পঞ্চবিধ বহিরঙ্গ সাধনের কথা বলা হইয়াছে 'ঈশ্বর-প্রণিধান' তাহার মধ্যে একটী সুতরাং ঈশ্বর-প্রণিধানই যে মুখ্য সাধন তাহা নহে, ঈশ্বর-প্রণিধান ব্যতীতও যোগসিদ্ধির কোন বাধা হয় না। অধিকন্তু পতঞ্জলির ঈশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর কিনা তাহাও বলা যায় না এবং আত্মার 'কৈবল্য'-রূপ প্রয়োজন-লাভে তাঁহার কথিত ঈশ্বরের গৌণ প্রয়োজনীয়তাও দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র আত্মার প্রয়োজন-বিচারের দিক্ হইতে প্রয়োজনতত্ত্ব নির্ণয় হয় তখন বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবেরই অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বরের অনুকূল অনুশীলন একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া তিনি ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধসূত্রে উপাসনামূলে ধ্যান করিতে বলেন নাই, কেবল চিত্তের বৃত্তি অর্থাৎ সঙ্কল্প ও বিকল্প-রূপ প্রবাহ-নিবারণ-কল্পেই ঈশ্বর-প্রণিধানোপদেশ, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন বস্তু প্রণিধান দ্বারাও তাহা হইতে পারে। অবশ্য চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য অষ্টাঙ্গ বহিরঙ্গ সাধনের মধ্যে অতি গৌণরূপে 'ঈশ্বর-প্রণিধান' স্বীকৃত হইলেও প্রণিধানকারীর সহিত ঈশ্বরের বাস্তব কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না এইজন্য দার্শনিক বিজ্ঞানভিক্ষু পতঞ্জলির বিচার সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে পারেন নাই। পাতঞ্জল-দর্শনের অপর নাম "সাংখ্য-প্রবচন সূত্র" তাহার কারণ এই যে, ইহাতে সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্ত-সমূহ অঙ্গীকৃত হইয়াছে; বস্তুত পাতঞ্জল-দর্শন হইতে চিত্ত-নিরোধের উপায়রূপ যোগপ্রসঙ্গ এবং গৌণ-রূপে স্বীকৃত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বাদ দিলে সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনে আর কোন অংশে বিশেষ ভেদ দেখা যায় না। ঈশ্বরের সহিত জীবের সার্ব্ব-কালিক সম্বন্ধ যাহাতে অস্বীকৃত হয় না, তাহাকে আস্তিক-দর্শন বলা কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা সুধী সম্প্রদায়ের বিবেচ্য। পাতঞ্জল-দর্শনের 'ব্যাসভাষ্য' নামে একটী ভাষ্য প্রচলিত আছে এবং এই ব্যাসকে কেহ কেহ 'বেদান্তদর্শন'-রচয়িতা শ্রীমন্নারায়ণ-শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীবেদব্যাস বলিতে প্রস্তুত কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীবেদব্যাসই যদি যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাস হন, তাহা হইলে বেদান্তসূত্রে পতঞ্জলির মত খণ্ডিত হইত না।

"গোবিন্দ-বন্দনা"

(শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈভবের)

(২২)

গণরাজ বিশ্বে বিঘ্ন নাশিবারে,
শক্তি-আশাধার নিরত সাদরে,
যাঁর শিরঃকুম্ভদেশের উপরে,
যাঁ'র পাদপদ্ম ধরেন যতনে।

গজানন-সেবা অন্তরায়নাশন,
যাঁ'র অংশরূপে অবতীর্ণ হন,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(২৩)

পঞ্চভূতে যাহা প্রপঞ্চ প্রকাশ,
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশ,
যাঁহা হ'তে হয় এ সব বিকাশ,
আত্মমন দিক্ কালাদি ভুবনে।

এ নয় পদার্থ জন্মে যাঁহাতে,
লয় হয় যাঁ'তে প্রলয়কালেতে
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ চরণে॥

(২৪)

অতি তেজোময় যাঁ'র কলেবর,
লোচন-স্বরূপ যিনি জগতের
গ্রহপতি সেই দেব দিবাকর,
যাঁহার আজ্ঞায় সতত ভ্রমণে।

নিজ কালচক্রে আরূঢ় হইয়া,
ভ্রমে রবি যাঁর চরণ বন্দিয়া,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(২৫)

সর্ব্ববেদোদিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম,
পাতকাদি সর্ব্ব অবিদ্যা অধর্ম্ম,
শ্রুতি তপঃগণে যত ধর্ম্মকর্ম্ম
এরা হ'তে তুচ্ছ ক্ষুদ্র কীটগণে।

যাঁহার প্রসাদ লভিয়া বৈভব,
প্রাপ্ত হয় সবে আপন গৌরব,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(২৬)

ইন্দ্রগোপনামে ক্ষুদ্র কীট হ'তে,
অথবা অধীন ইন্দ্রে নিজ দেশেতে,
যিনি পক্ষপাত-শূন্য হ'য়ে চিতে,
স্ব স্ব কর্ম্মফল দানে সর্ব্বজনে।

ভকত-জনের সর্ব্বকর্ম্মমূল,
কিন্তু করে যিনি দহিয়া নির্ম্মূল,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(২৭)

যাঁরে ক্রোধ কাম সহজ প্রণয়ে,
বাৎসল্যাদি, মোহ গৌরবে ও ভয়ে,
সেবাভাব দ্বারা চিন্তান্বিত হ'য়ে,
অনুশীলনকারী জনগণে।

রূপ গুণ আদি ভাবনাস্বরূপ,
প্রাপ্ত হয় তা'রা সেই সেই রূপ,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
সেই আদিদেব গোবিন্দ-চরণে॥

(২৮)

জীবে শিখাইতে গোবিন্দ-ভজন,
কে তুমি সম্মুখে গোবিন্দের জন,
গোবিন্দের নাম দিয়া অনুক্ষণ
করেছ গোবিন্দ-কামনা-পূরণে।

মায়াধাসে জীব করে নিত্য বাস,
তাদেরে করিছ গোবিন্দের দাস,
বন্দি যেন তোমা জীবনে মরণে,
গোবিন্দপ্রকাশ-বিগ্রহ চরণে॥

(২৯)

এই ভিক্ষা মাগি হে গোবিন্দজন,
মহা-অন্ধ আমি শুধি অন্ধ-বন,
যেথাও দীনেরে সেবা বৃন্দাবন,
আর কিছু ধন চাই না ভুবনে।

হরিয়া আমার সর্ব্বস্ব এবার,
শ্রীচরণে স্থান দেহ কৃপাধার,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
গোবিন্দপ্রকাশ-বিগ্রহ-চরণে॥

(৩০)

ভক্তরূপ ধরি' হে গোবিন্দ তুমি,
পাতকী তারিতে এলে মর্ত্যভূমি,
অধম পাতকী ধরাধামে আমি,
উদ্ধারহ মোরে কেশ আকর্ষণে।

দাও দান মনে সেবার সৌরভ,
মত্ত হো'ক্ মনে এ কাকগৌরব,
বন্দি যেন আমি জীবনে মরণে,
গোবিন্দপ্রকাশ বিগ্রহ-চরণে॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-স্থানের অবস্থিতি

আগামী ২৩শে বৈশাখ (১৩৪১) ৬ই মে (১৯৩৪) রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় সর্ব্বজন-সমাদৃত অবিতর্ক্য নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু কাব্যনিধি, এম্-এ, বি-এল, এম্ এল সি. মহোদয়ের সভাপতিত্বে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় পুণ্যাশ্রম সম্মেলনার কলিকাতার (বাগবাজার) সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়-নাট্যমন্দিরে এক বিপুল সাধারণ সভায় অধিবেশন হইবে। এই সভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্নতাত্ত্বিক রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ" সম্বন্ধে আলোকচিত্রের সাহায্যে এক হৃদয়গ্রাহী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। ইহাতে ভারতের অমূল্যরত্ন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত আবির্ভাবস্থান প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক সুগভীর তথ্য প্রকাশিত হইবে। বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জন ঐতিহাসিক এবং জননেতৃগণ এই সভায় যোগদান করিবেন। এতদ্বিষয়ে যাঁহাদের আগ্রহ আছে তাঁহাদের সকলকেই শ্রোতৃরূপে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৪০-৫৫ অধ্যায় ৷৶০
৩। মধ্বভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৬ষ্ঠ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেকরসামৃতলিধি (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গোড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। শুদ্ধভক্তি ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-অর্থ ৷০
১২। ভক্তিসাধিকা শ্রীগৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন মাহাত্ম্য
ব্যাখ্যাতীর) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হীন কণ্ঠ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। শ্রীচৈতন্যলীলা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু /০
৩৬। নামাচার্য্য হরিদাস /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চন-কথা ৫৲০
৩৯। সাধক-কণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। প্রেমবিবর্ত্ত ৷০
৪২। শ্রীনবদ্বীপধাম শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তী মাহাত্ম্য ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। অন্তর্মুখ্যাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভূবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৶০
৫২। সাধনবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সতীক-নিকায়মূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ /০
৫৮। মায়াবাদশতম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। বিদেহীজ ওয়ার্কস ৷৵০
৬২। লাইফ এ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবম্ ৷০
৬৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আন্‌আলয়েড ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী ৶০
৭৩। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪ শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁদপাড়া।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধরূপচন্দ্র মঠ মাজিগ্রাম, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাঁকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাশিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, ... পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্মগিরি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটা, পোঃ তিরুকুটা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ —কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অন্যান্য গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ —১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ দেবতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা বার্ষিক ১৷০ দেড় টাকা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

ইহার মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে সাহস করিয়া বলা যায়। পাঠকগণ ও সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর —গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৬—৬	৭—১৬,	৯—৮৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৫০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮.	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৭
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১.	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৮	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৪	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৩	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১৩-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯ ৪৬. ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

১৩৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা বেশী দাম দাবড়াইয়া পাশ্চাত্য সর্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। কোট শিশু [illegible] পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে রকমের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার বড় এবং বড় শক্ত হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের বড়বড় ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২।৶০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৵০ আনা লাগিবে।

৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রায় এম, এ বি. এল মহাশয়ের একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া ম্যালেরিয়া, প্লীহা ও যকৃতে বহুদিন শয্যাগত ছিলেন। ঢাকার ডাক্তার কবিরাজেরা জবাব দিয়াছিলেন। অবশেষে এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকায় মেয়েটীর জীবনরক্ষা করিয়াছে। তিনি নিজে ব্যবহার করিয়াও আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ		৮৲
কাটারিভোগ		৫।০
পাটনাই (সরেস)	৫।০	৪৲
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস)		
বালাম		৪।০
কলম		৫।০
সিদ্ধাদান (নরম)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৵০
আটা এমমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২।৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বঙ্গাল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতনঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ " ঋণ (১৯৫৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডবে :—	৯২।৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলপেড)	৯৯৪।০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

চাঁপদানী	
অকল্যাণ্ড	১১৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
বেঙ্গল	৩৭০৲
চেভিয়ট	২৪০৲
ক্লাইভ	৯১।০
ডালহৌসী	৪০৮।০
ফোর্ট	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গৌরবগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিদুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনাদৃত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-গ্রন্থে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রধান শ্রীকার্যালয়— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
প্রধান শ্রীকার্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

মাহাত্ম্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচষ্পতি [৫৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৪১, ৪ঠা মে ১৯৩৪

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
১ম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৪

(১)

২৫২ নেঃজারী ৩৪ দাবী ১২৩৸/১৫

ডিঃ ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিঃ কৃষ্ণনগর

দেঃ অনিলকুমার চৌধুরী দিং সাং কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীপাড়া

থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন কুর্শিপোতা পাড়ার সরকারী হাসপাতালের রাস্তার পূর্ব্বে ... কাটা জমী ও ... বসতবাটীর দক্ষিণ ।১॥৹ জমী মোট ।৩॥৹ জমা ... পালচৌধুরীর অধীন ৪৸৹ জমা ... পাকা কোঠা ঘর মোকাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০০৲

(২)

১৭৩৭ নেঃজারী ৩৩ দাবী ২৩১৸/৫

ডিঃ কুমারেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ঘূর্ণী

দেঃ মোক্তারী মোল্লানী সাং হবিবোলা

থানা কোতয়ালীর হবিবোলা গ্রামে ৮২ খতিয়ানে ৯-৬৫নং জমা উঠবন্দী দেঃ ।৹ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩)

১৩৭৪ নেঃজারী ৩৩ দাবী ৫১৭।৶৹

ডিঃ প্রভাতকুমারী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নিত্যানন্দ পাণ্ডিত সাং কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর ... পাড়ার রাস্তার দক্ষিণ ৬৩নং সিদ্ধ লাখেরাজ জমী ।২ কাঠা মায় একতলা ... ঘর মোকাম প্রভৃতি মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ পাড়ার নিত্যানন্দের বসত বাটীর পশ্চিমে ।২॥৹ জমী মায় পাকা কোঠাঘর মূল্য আঃ ২৫৲

৩। চৌরাস্তাপাড়ার মন্মথনাথ চৌধুরীর অধীনে রাখাল মালাকরের বাটীর পূর্ব্ব ॥৹ কাঠা জমী বর্ণা ৸/১১॥৹ মায় কাঁঠাল, আম, লিচুগাছ সহ ৵১০ অংশ মূল্য ২৫৲

৪। ঐ অধীন ঐ পাড়ার দেবার সেকের বাটীর পূর্ব্ব ১৴ বিঘা জমী ১॥৹ জমা মায় আম, কাঁঠাল, নারিকেলগাছ ও বাঁশঝাড় সহ ৵১০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ অধীন ৮০ কাঠা জমী ৸৵৹ জমা আমগাছ প্রভৃতি সহ ৵১০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

১৩৭৩ নেঃজারী ৩৩ দাবী ৮৮৩৶৫

ডিঃ প্রভাতকুমারী দাসী

দেঃ নিত্যানন্দ পণ্ডিত।

১। থানা কোতয়ালীর গুরুকুলপাড়া ৬৩নং সিদ্ধ লাখেরাজ ।২ কাঠা জমী মায় পাকা ইমারত প্রাচীর ইত্যাদি যাহা কিছু আছে মূল্য আঃ ১০০৲

২। বিবাদির বাটীর পশ্চিম ।২॥৹ জমী মায় পাকা কোঠাঘর মূল্য ২৫

(৫)

১৮২ নেঃজারী ৩৪ দাবী ১০২ ৷৴১৫

ডিঃ বিনয়কৃষ্ণ গড়াই সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মোতাজ সেখ দিং সাং বিটকীপোতা পোঃ ঐ

থানা কোতয়ালীর বিটকীপোতা গ্রামে ১১৫ নং ও আনন্দবাস গ্রামে ৬১১ নং ৭-৬১নং জমী ৯৲ জমা মায় আকর আওলাত দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৩৪৭ নেঃজারী ৩৪ দাবী ৪০৩৷৹

ডিঃ শ্রী ... মুখোপাধ্যায় সাং নবগ্রাম

দেঃ মেহের বিবি দিং সাং রাধাকান্তপুর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের রাধাকান্তপুর গ্রামে ৬১৭ খতিয়ানে -৮১নং জমী ।৹ জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

২। ঐ গ্রামে ১০৭ খতিয়ানে-৮৪নং জমি ৶৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৭)

৮৯ নেঃজারী ৩৪ দাবী ১০১৩।৫

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় সাং রাধানগর

দেঃ শচীন্দ্রকুমার বিশ্বাস দিং সাং বল্লভপুর পোঃ মেহেরপুর

১। থানা তেহট্টের অধীন বড়বা মৌজার ১০৪৩ নং ৬-৪৬নং জমী ও বড়বাপাড়া গ্রামে ৫৫৯-৬০ নং ২-২১নং জমী মূল্য আঃ ১৫০৲

২। থানা মেহেরপুরের অধীন বল্লভপুর গ্রামে ৬৪৮ খতিয়ানে -১২নং জমা মায় বাগান মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

১১৪ নেঃজারী ৩৪ দাবী ৭১৮৴১৫

ডিঃ হেমাঙ্গিনী দেব্যা সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ প্রাণপতী মজুমদার দিং সাং গোয়াড়ী

১। থানা কোতয়ালীর গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক ৪৮৯ খতিয়ানে -০৪নং জমা ১৸৴৹ জমা মায় পাকাঘর, প্রাচীর সহ মূল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ মৌজার ৪১৩ খতিয়ানে -০৭নং জমী ১৶৪ জমা মায় পাকাঘর, সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৭৫৲

(৯)

১২৩ নেঃজারী ৩৪ দাবী ৮১২৸৶৩

ডিঃ কিরণবালা দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ দেবারমণ্ডল দিং সাং মোল্লাপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। থানা নবদ্বীপের অধীন মোল্লাপাড়া গ্রামে ৬৮ খতিয়ানে ২২-১নং জমী ২৪৸৯ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ গ্রামে ২২৭ খতিয়ানে ১-৭২নং জমী ২।৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

২৭১ নেঃজারী ৩৪ দাবী ৩০১।৫

ডিঃ বিনয়কৃষ্ণ গড়াই সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ আনোয়ারোসেন মল্লিক দিং সাং ভগবানপুর পোঃ হাসখালী

১। থানা কোতয়ালীর দুর্গাপুর গ্রামে ৩৪৪ খতিয়ানে ৩-২৬নং জমী ৪৸৴৹ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ১১৪ খতিয়ানে ২৭-৫৫নং জমী ২৮৷৶৮ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১১)

২৩৭ নেঃজারী ৩৪ দাবী ৩০৪৶৯

ডিঃ মন্মথনাথ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ আবদুর মণ্ডল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ ঐ

১। থানা কোতয়ালীর ... গ্রামে ... দিং অধীন ৪।৹ জমী ৪।৹ জমা মায় আম, কাঁঠাল বৃক্ষ প্রভৃতি টিনের ঘর, গোয়ালঘর সহ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৴৹ বিঘা জমী ২৸৹ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ... অধীন ১২৴৹ জমী ... জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

১৫৭১ নেঃজারী ৩৩ দাবী ২১৩৯৲

ডিঃ ... কুণ্ডু সাং ভেড়ামারা

দেঃ ... দাসী সাং ও পোঃ ভেড়ামারা

থানা ভেড়ামারার অধীন চকভেড়ামারা মৌজার ১৭৪ খতিয়ানে ২২-৬৮নং ও ২৩৭ নং ২-০৩নং ও ভেড়ামারা গ্রামে

৪৭৩ খং ৫-৬৪শঃ জমি নওদাপাড়া গ্রামে ২২২ খং ১-২২শঃ জমি জমা ১৮৷৹ মূল্য আঃ ৩০৲

২। জেড়াবাগা গ্রামে ৪২৭ খতিয়ানে ৩-৪৮শঃ ও চকজেড়াবাগা গ্রামে ২৩৪খং ৪-০১শঃ জমি জমা ৸৷৹ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। চান্দপাড়া গ্রামে ৩৭১ খতিয়ানে ৮-০৯ শঃ জমী ৪৷ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৪। দাদুকান্দা গ্রামে ৪০৫ খতিয়ানে -১৪শঃ জমী ৷৶৹ জমা ৪১৪ খতিয়ানে -০৭শঃ জমি ৸৴৹ জমা ৪১২খং -১৩শঃ জমী ১৶৹ জমা, ৪১৬খং -০৮শঃ জমি ৷৹ জমা মূল্য আঃ ২৲

৫। জেড়াবাগা গ্রামে ৪৪৫ খতিয়ানে ১৮-২৯ শঃ জমী চকজেড়া গ্রামে ১৭১খং ২-৫৪ঃ জমী, ১২৸৶৪ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

৬। দাদুকান্দা গ্রামে ৩৯৫।৭১৪ খতিয়ান ৮-৯৯ শঃ জমী ২৫ ৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৭। দাদুকান্দা গ্রামে ৩৬৭ খতিয়ানে ২-১৮ শঃ জমী ৵৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৮। ঐ গ্রামে ৩২৭ খং ৭-১৫ শঃ ও ৭২৬খং ৪-৭৮শঃ ৩৸৶৹ জমা আঃ ৩০৲

৯। ঐ গ্রামে ৬০০ খং ৭-৭১ শঃ ও চকজেড়াবাগা গ্রামে ৫৮ খং -৩৫শঃ জমী ৪৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

১০। দাদুকান্দা গ্রামে ৫১২খং ১-৬৮শঃ চকজেড়াবাগা গ্রামে ৪১খং -০৬ শঃ জমী ৪৷৶৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

১১। দাদুকান্দা গ্রামে ৯১ খতিয়ানে -৮০শঃ জমী ১৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

১২। দাদুকান্দা গ্রামে ৪৬৪ খতিয়ানে -২০শঃ জমী ১৶৹ জমা মূল্য আঃ ৫৲

১৩। জেড়াবাগা গ্রামে ৬৩৮ খতিয়ানে ১-৬৫শঃ জমী ২৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

৫৮ রেঃ জারী ৩৪ দাবী ৩৭১৷৹

ডিঃ দয়ালদাসী সাং বুড়াপাড়া

দেঃ বলরাম পাল সাং মাধবপাড়া

পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালীর মাধব পাড়া গ্রামে ১৪২ খতিয়ানে -৬০শঃ জমী ৩৶৹ জমা আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ২১৭খং -০শঃ জমী ৸৶৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ৩০১খং -৩৮শঃ জমী নিষ্কর রেঃ ।০ অংশ মায় পাকা.ঘর. মূল্য ইণ্ডাস্ট্রি-সহ মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ গ্রামে ৩০২ খতিয়ানে -১৭শঃ জমী রেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে ৩১৩ খং -২৮শঃ জমী ২৲ জমা রেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ গ্রামে ৬৯৮ খং -২৭শঃ জমী ১৲ জমা রেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩৪

(১)

২৩০৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ১১৪/৹

ডিঃ বনোয়ারী লাল দে সাং বেথুয়াডহরী

দেঃ বেলায়েৎ হোসেন মল্লিক সাং বড়ো-খোলা

১। থানা নাকাশীপাড়ার বড়োখোলা গ্রামে রাধাকান্ত পালের অধীনে ২০৩ খতিয়ানে -১৪শঃ জমী ১৷৹ জমা মূল্য ৫৲

২। ঐ গ্রামে ও ভূম্যাধিকারীর অধীন ১৪৩ খতিয়ানে ২১-৪০শঃ জমী ২৩৲১৫ জমা রেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

২০৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ৭০৪৲

ডিঃ রাধিকা নাথ দাস সাং

দেঃ নিত্যানন্দ বিশ্বাস সাং শিবপুর

থানা নকাশীপাড়ায় শিবপুর গ্রামে রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য্যের অধীন ১২৩ খতিয়ানে ৭-২৮শঃ জমী ১৪/৬ জমা রেঃ এক নয় অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(৩)

১১৮ মনিজারী ৩৪ দাবী ৭০৸৶৹

ডিঃ নিতাই পদ হালদার সাং বালিডাঙ্গা

দেঃ আবদুল সেখ সাং বালিডাঙ্গা

থানা চাপড়ার বালিডাঙ্গা গ্রামে রাধাল দাস সিংহ অধীন ১২ খতিয়ানে ২-৬৪শঃ জমি ১৸৶৹ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

১৪০ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৪৩৸৹

ডিঃ নিত্যরঞ্জন সাং পাঁচপোতা

দেঃ পঞ্চানন মণ্ডল সিং সাং নাটুরিয়া

পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার নারায়ণপুর গ্রামে ২১৭ খতিয়ানে ৫-১০শঃ জমী ৯৲ জমা রেঃ ।১০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ২১৮খং -৫০ শঃ জমী ১।০ জমা মায় বকুবাগান রেঃ ।১০ অংশ মূল্য আঃ ৩৲

(৫)

১৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ২১৩৷৶৹

ডিঃ মদনলাল কুণ্ডু সাং কাপাসডাঙ্গা

দেঃ ভুবিশ্বাস সিং সাং হাটখোলা

পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার হাটখোলা গ্রামে ২০৩৪৪৮।৪৭৩খং খতিয়ানে ২০-৫২ জমী ৯৬৷৷৯ জমা রেঃ /৯ — অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ২০৩,৪৬৩ খতিয়ানে ২-১২শঃ জমা উটনবী জমা রেঃ ।/৯ — অংশ মূল্য আঃ ১০৲

তুলীতে বাইশজন নিহত ও তিনশত জন আহত

লাহোর হইতে প্রকাশ; কর্ত্তৃপক্ষ রাজ্যে ভূপতিনগরে মহরমের দিন যে গুলিবর্ষণ করা হয়, সেই গুলিবর্ষণের ফলে যাহারা হতাহত হইয়াছে তাহাদের সর্বশেষ তালিকায় দেখা যায় যে, বাইশজন লোক হত ও তিনশত লোক আহত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ হইতে সিভিল ও মিলিটারী গেজেটের একজন বিশেষ প্রতিনিধিকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়। তিনিই হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে উক্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি বলেন যে, রাজ কর্মচারিগণ এপর্যন্ত হতাহতের যে সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদনুযায়ী হতাহতের উক্ত সংখ্যা সঠিক বলা যায়। কিন্তু বে-সরকারী লোকদের কথায় প্রকাশ যে, হতাহতের সংখ্যা আরও বেশী। কতক লোক বলে যে, শত শত লোক হতাহত হইয়াছে। যে সকল অবস্থার ফলে গুলী চালানো হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে প্রতিনিধি যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, এই সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীগণের এবং দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বে-সরকারী ভদ্রলোকগণের উক্তি প্রায় একরূপ; এমনকি স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দও স্বীকার করেন যে, জনতা উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। উত্তেজিত জনসংঘের নেতারা মহরমের দিন রাস্তাতে নিষিদ্ধ অঞ্চল দিয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইতে পারা যায়, সেই জন্য দাবী করিয়াছিল এবং তাহাদের সেই দাবীকালে জোর করিয়া কার্য্যে চালাইবার জন্য দিনের পর দিন নানা রকমের ফন্দী ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভরসাবার মুসলমান পুলিশ ও সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপর দিকে মুসলমানগণ পবিত্র বটবৃক্ষের শাখা কর্ত্তন করিতে চেষ্টা করায়, তাহাদিগকে বাধা দিবার উদ্দেশে একদল শিখ-জনতা নিকটেই দণ্ডায়মান ছিল। যাহাতে মীমাংসা হইতে পারে সেই জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। অতঃপর সাবধান করিয়া দেওয়া হইলেও তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইহার পর মুসলমানগণ আরও অগ্রসর হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থার ভার সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করেন। সরকারপক্ষের উক্তিতে প্রকাশ যে, ৪১টি গুলি বর্ষণ করা হইয়াছিল। ফলে কতকগুলি লোক হত হয়, কিন্তু তথাপি জনতা স্থান ত্যাগ করে নাই। তখন উন্মুক্ত সঙ্গীন লইয়া জনতাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সৈন্যগণের সঙ্গে একটী মেসিন কামান ছিল; কিন্তু তাহা ব্যবহার করা হয় নাই। সহর এখন শান্ত আছে।

প্যারিসের উপনির্ব্বাচনে হাঙ্গামা

প্যারিস হইতে প্রকাশ, এক উপনির্ব্বাচনের হাঙ্গামায় সার্জেন্ট ১৫ জন পুলিশ ও ৩০ জন বে-সামরিক ব্যক্তি আহত হওয়ার সময় সাতাশের জন্য পুলিশ তথায় উপস্থিত হয়। এই ঘটনায় আবার গুরুতর রাজনৈতিক উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। উহার কারণ এই যে আহত পুলিশবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এম, বণিকোর নিযুর। প্যারিস পুলিশের প্রিফেক্ট এম চিয়াপীর স্থলে তিনি প্রিফেক্ট নিযুক্ত হন এবং কয়েকদিন পরে পুনরায় তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসারিত করা হয়, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী হাঙ্গামার কালে তিনি যেরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন তাহার ফলেই তাঁহাকে অপসারিত করা হয়।

বীভৎস হত্যা কাণ্ড

সালেম হইতে সম্প্রতি এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বর্ষপুরীর মিঃ কাদির জেল ডেপিয়ারকে কাহারা যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বাড়ীতে ছিল না, সেই সময় তাহার বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহাকে এইভাবে হত্যা করিয়াছে। তারপর তাহারা সেখান হইতে প্রায় ৫০ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে।

জাপানের সতর্ক বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল জাপান পরোক্ষে শক্তিপুঞ্জের উপর চীন সংক্রান্ত একটী ঘোষণা জারি করিয়াছিলেন জাপানের ঘোষণা লইয়া কমন্স সভায় আলোচনায় খুব পড়িয়াছিল। প্রশ্নের উত্তর দিতে সার জন সাইমনকে বাধিবার হইতে হইয়াছিল।

প্রশ্নের উত্তরে সার জন বলিয়াছেন— আমি এ সম্বন্ধে জাপানের নিকট হইতে কোন সংবাদ পাই নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, জাপানের বৈদেশিক অফিসের একজন প্রতিনিধি জাপানের সংবাদপত্রসমূহে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, বৃটিশ রাষ্ট্রদূত তাহার মর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবার এবং চীনের সহিত জাপানের সৌহার্দ্দ্য নষ্ট হইবার ভয়ে ঐরূপ বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছিল। চীনের অন্যান্য শক্তি বিবৃতির কোন প্রতিবাদ করিলে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হওয়া চীনের সহিত জাপানের পুনরায় মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনা।

তারপর সার জন বলিয়াছেন—বৃটিশ নীতি হইতে এরূপ কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। প্রতিবিধান চীনকে অর্থ সাহায্যে আপত্তির কথা উত্থাপন করায় বৃটিশ সরকারের সম্বন্ধান হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই আমি জাপান সরকারের নিকট পত্র লিখিয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ২১ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২১শে বৈশাখ, ৪ঠা মে ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ৯৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বহরমপুরে

গত ২৩শে এপ্রিল দিবসে বহরমপুর রঘুনাথজীর মন্দিরে সন্ধ্যাকালে সহস্রাধিক জনৈক ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পুরী মহারাজ "গৃহস্থের কৃত্য ও বৈরাগীর কৃত্য" সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের নিষ্কপট অনুগত আদর্শ গৃহস্থ-ভক্তগণের যথাযথ অনুসরণ করাই গৃহস্থের কৃত্য। অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা গুরুসেবা করাই গৃহস্থের সর্ব্বপ্রধান কৃত্য; কারণ গুরুসেবা বাদ দিলে কৃষ্ণসেবা ও হরিনাম হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সতত যোগযুক্ত থাকিয়া অহর্নিশ নিষ্কপটভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনই বৈরাগীর সর্ব্বপ্রধান কৃত্য। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ ও গৃহস্থের বা গৃহস্থের বাড়ীতে অবস্থান বৈরাগীর কৃত্য নহে, ঐরূপ আচরণের দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে যোষিৎসঙ্গ বৈরাগীর পক্ষে বিশেষ অসৎসঙ্গ ও অসাধু। "নিষ্কিঞ্চনস্য" শ্লোকটী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত 'বৈরাগীর কৃত্য' সম্বন্ধে উপদেশগুলি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। উপসংহারে মহাজন-বাণী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মর্ম্ম বর্ণন করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এটীর পূর্ণ হইতেছে ভাষণ ও সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইতেছে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রীর সারগর্ভপূর্ণ সুমধুর ভাষণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ অতিশয় পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইতেছেন। পাঠের আদিতে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং সর্ব্বশেষে উদ্দণ্ড নৃত্য-সহকারে মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইতেছে।

বিগত ১১ই বৈশাখ পাঠে পরমহংসকুল-চূড়ামণি একান্ত কৃষ্ণৈকশরণ পরমহংসবর্য্য নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের শ্রীচরিতাখ্যানে দৃঢ়তা, সুখদুঃখ, শুভাশুভ সর্ব্ববিষয়েই ভগবচ্চরণে নির্ভরতা, অসমোর্দ্ধ দৈন্য, অমানি-মানদতা, অদোষদর্শিতা, সর্ব্বভূতে কৃপালুতা, মহামহোচ্চকণ্ঠতা, মহাবদান্যতা প্রভৃতি উল্লেখ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীজী বলেন —

'সবে যে সকল পাপিগণে তাঁরে মারে।
তা'র লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এসব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥'

এরূপ অতুলপূর্ব্ব অহৈতুকী দয়াগুণ কেবলমাত্র শ্রীহরিদাসগণেরই সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এতদ্ব্যতীত অন্য দেবদেবীতেও যখন এই গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না তখন ইতর মনুষ্যাদির কথা আর কি বলিব? 'যস্যাস্তি ভক্তি........ মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ" শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কুচবিহারে

বিগত ৯ই বৈশাখ কুচবিহার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

কুবেরের পুত্রদ্বয় অতীব গর্ব্বিত ছিল। রুদ্রের অনুচর হইয়াও উৎকট মদমত্ত হইয়া সেই দুই জন কৈলাস-পর্ব্বতস্থ মনোরম উপবনে মন্দাকিনীতে বারুণী নাম্নী মদিরা পান করিয়া দেবকন্যাগণের সহিত নগ্নাবস্থায় যথেচ্ছ জল বিহারে মগ্ন ছিল। দেবর্ষি নারদ ভক্তাগ্রণী কোনপ্রকার সুকৃতির ফল প্রদানার্থে উক্ত কুবেরাত্মজদ্বয়কে উদ্ধার-মানসে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবকন্যাগণ লজ্জিতা হইয়া তীরে উঠিলেন ও শাপভয়ে আপনাপন বস্ত্র পরিধান করিলেন কিন্তু কুবের-পুত্রদ্বয় বস্ত্র পরিধান করিলেন না।

দেবর্ষি নারদ সেই দেবপুত্রদ্বয়কে ঐশ্বর্য্য ও মদিরামদে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য শাপ প্রদানে উদ্যত হইয়া বলিতে লাগিলেন :—"প্রিয় উপভোগ্য বিষয় সকলের সেবায় আসক্ত পুরুষের ধনগর্ব্ব যেরূপ বুদ্ধি নাশ করিয়া থাকে তদ্রূপ বুদ্ধিনাশ আর কিছুতেই করিতে সমর্থ নহে। ঐ ধনগর্ব্বে স্ত্রীসম্ভোগ, অক্ষক্রীড়াদি এবং মদ্যপান অবিরত চলিতে থাকে। অজিতেন্দ্রিয় নির্দ্দয় পুরুষগণ এই নশ্বর দেহকে অবিনশ্বর ও জরাবিহীন মনে করিয়া উপভোগ ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য পশুহননাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকে। যে শরীর অন্তকালে ভস্ম, কৃমিকীট বিষ্ঠা, তাহার জন্য জীবহিংসা কার্য্যে রত জনগণ স্বার্থ অবগত নহে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে এই দেহের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতেই এই দেহ লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবম্বিধ সাধারণের ভোগ্য দেহকে আত্মবুদ্ধি করিয়া যাহারা শরীর নিমিত্ত জীবহিংসা করে তাহারা কোন্ পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন? ধনগর্ব্বে অন্ধ ব্যক্তিদিগের দারিদ্র্যই পরম অঞ্জনস্বরূপ।"

কাষ্ঠগাছে

গত ২৫শে এপ্রিল প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ বহরমপুর হইতে ১৪ মাইল দূরে [illegible] নামক স্থানে শুভবিজয় করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] সাবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় রাধারমণজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী পারমার্থিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভার রাত্রি ৮টা হইতে ৯ টা ১৫ মিঃ পর্য্যন্ত [illegible] ১০টা হইতে ১১টা ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় প্রায় তিন শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্ন কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তির নাম লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত সুধানারায়ণ দত্ত সাবরেজিষ্ট্রার, স্থানীয় এম. ই. স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাসুদেব মিশ্র বি-এ, স্থানীয় থানার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দত্ত, শ্রীযুক্ত দীনসেন পাড়িয়ারী, ঐ কর্ম্মচারী, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার, শ্রীযুক্ত নটবর দাস ব্রজবাসী, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দেব গোস্বামী (শিক্ষক), শ্রীযুক্ত মদনমোহন দেব গোস্বামী ঐ, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম সাহা প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ পুরুষোত্তম নিধি ৭ ফেব্রুয়ারী ৪৪৮

প্রজল্প

পরস্পর কথোপকথন নাম—জল্পনা বা গল্প। আমরা আহারে, শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে সর্বক্ষণই জল্পনা করি। জগতে অধিকাংশ বহির্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত কথোপকথন করিতে গেলে প্রায়ই বহির্মুখ জল্পনা হইয়া পড়ে। ভক্তিসাধকের পক্ষে উহা একেবারে শ্রেয়স্কর নহে। ভক্তির অনুশীলনে অনেক প্রকার জল্পনা হইতে পারে, সেগুলি ভক্তগণের পক্ষে মঙ্গলজনক। কীর্তন, স্তুতি, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি সমস্তই জল্পনা। কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য ভাবের সহিত অনুষ্ঠিত না হয় তখন সে সকলও প্রজল্পের মধ্যে পড়ে। অতএব কৃষ্ণানুশীলনের প্রতিকূল জল্পনাই ভক্তিবিরোধী, সাধকগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত উহা পরিত্যাগ করিবেন।

বহির্মুখ জল্পনা বহুবিধ। বৃথা গল্প, বিতর্ক, পরচর্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা কথন, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি বৃথা গল্প অতীব অনিষ্টকর। ভক্তিসাধক বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জনে হরিনামাদি স্মরণ করিবেন। বৃথা গল্প পরিত্যাগের উপায়-নির্দেশকল্পে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥

—'অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জান। এইরূপ অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তিসহকারে আমাকে যাঁহারা ভজন করেন তাঁহারাই পণ্ডিত। আমার অনন্যভক্তগণের চরিত্র এইরূপ,—তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ আমাতে অর্পণ পূর্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণকীর্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ প্রেমাবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে মধুর রস পর্যন্ত সম্ভোগ পূর্বক সুখলাভ করিয়া থাকেন।

বিষয়-প্রতীতিক জল্পনকল্পনা সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপে নিত্য দাস্যাদি রসের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ একাদশী, জন্মাষ্টমী উত্থানাদি ব্রতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আমার অর্চন করেন। সাংসারিক কর্মে চিত্তবিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসারনির্বাহকালে ভক্তিযোগ দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন

ভক্তিসাধকগণের অনন্যভক্তি অনুশীলন করাই কর্তব্য। নতুবা যদি বহির্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে দিন বা রাত্রি অতিবাহিত করেন তবে 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' —এই উপদেশ পালিত হয় না। গ্রাম্য-সংবাদপত্রে বা উপন্যাসে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে এরূপ সংবাদপত্র পাঠ করা বড় অনিষ্টকর কার্য।

বিতর্কও একটী ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে সমস্ত তর্ক করেন, সে সকলই বহির্মুখ বিবাদ মাত্র। চিত্তের বঞ্চনা ও চাঞ্চল্য ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। সুতরাং ঐরূপ তার্কিকের সঙ্গ ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া সম্বন্ধজ্ঞান-নিরূপণের জন্য সাধুসঙ্গে যে ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার করা যায় তাহাকে যেন আমরা প্রজল্প মনে না করি।

বৃথা তর্কসমূহ ঈর্ষা, দম্ভ, দ্বেষ, বিবাদাহ্লাদ, মূঢ়তা অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন যেন বৃথা তর্ক না হইয়া পড়ে—এই বিষয়ে সর্বদা সাবধান থাকা কর্তব্য।

অকারণ পরচর্চাও ভক্তির অতীব বিরোধী। অনেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা-স্থাপনার্থ পরচর্চা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পূর্বক তাঁহার চরিত্র লইয়া চর্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কখনও স্থির হইতে পারে না। এইজন্য পরচর্চা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তিসাধকের একান্ত কর্তব্য, আবার কৃষ্ণচর্চায় নিরত হইলে পরচর্চা ত্যাগ করা অসম্ভব ইহাও আমাদের বিচার্য।

বিষয়কার্য সমস্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত হইলে তাহার অনিবার্য পরচর্চাও নিষ্পাপ এবং ভক্তিসাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয়—এরূপ পরচর্চা তিনি করেন না। তাঁহার কৃষ্ণসংসারে যেটুকু পরচর্চা বিশেষ আবশ্যক তাহাই তিনি করেন। আবার গুরু যখন শিষ্যকে উপদেশ দেন তখন কিছু কিছু পরচর্চা (?) না করিলে—সাধু ও অসাধুর পার্থক্য বিশেষভাবে না বলিলে উপদেশ পরিস্ফুট হয় না। এইরূপ উপদেশ প্রদান করাকে—চোরের স্বরূপ বর্ণন করিয়া গৃহস্থকে সাবধান করাকে প্রজল্প বলে না।

বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে উৎপন্ন হয়; তাহা নিতান্ত হেয়। পরদোষানুসন্ধান কেবল বৃথা-গল্পের রূপান্তর। গ্রাম্যকথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিহার্য, তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা উদয় না হয়, সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। যাহাতে ভগবদ্ গুণোদয় হয় সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গলস্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র, যে কথায় ভগবানের যশ অনুগীত হয় তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব, তাহাই মানবগণের শোকাপহারক।

সাধুনিন্দারূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন তিনি যেন এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করেন যে আমি এই জীবনে কখনও সাধুদিগের নিন্দা করিব না। ভগবদ্ভক্তগণই সাধু, তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়।

ভক্তির অনুকূল নহে, এইরূপ সমস্ত প্রজল্পই ভক্তিসাধক বৈষ্ণবগণ বহু যত্নে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রজল্প পরিত্যাগের দ্বারা বাক্য নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ জীবননির্বাহে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদতীত কোনপ্রকার বাক্য ব্যয় করা উচিত নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে পরম মঙ্গল হয়, সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন, পরের বিষয় লইয়া চর্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হবে, অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন,—

পরস্বভাব-কর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যাভিনিবেশতঃ।

—যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম সকল প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি অসত্য বিষয়ে অভিনিবেশ বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হ'ন।

বুদ্ধিমান্ সাধকগণ উপরিউক্ত ভক্তিবাধক প্রজল্প হইতে দূরে থাকিয়া হরিসেবায় রত হউন এবং স্বয়ং উহা পালন ও প্রচারে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ভগবদ্ভজন সাধন পূর্বক আমার প্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৭)

সাংখ্যদর্শন—এই দর্শনকারের নাম মহর্ষি কপিল। প্রাচ্যের পারমার্থিক ঐতিহ্যে কপিল নামে কয়েকজন ঋষির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তন্মধ্যে বর্তমান প্রচলিত সাংখ্য (নিরীশ্বর)-শাস্ত্রের প্রণেতা কে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু দেবহূতি-নন্দন শ্রীনারায়ণাবতার কপিলদেবকেই 'তত্ত্বসমাস' এবং ষড়ধ্যায়-পূর্ণ সাংখ্যদর্শনের রচয়িতা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই মত ভগবদ্বিশ্বাসী আস্তিক সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মার পুত্র এক কপিলের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। শিব-সংহিতায় এক কপিলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাভারতেও এক কপিলের বর্ণনা আছে—স্যূমরশ্মি ঋষি গো-শরীরে প্রবেশ পূর্বক তাঁহার নিকট ধর্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। বৌদ্ধ-ঐতিহ্যেও এক কপিলের কথা শ্রুত হয়।

কেহ কেহ বলেন বিজ্ঞানভিক্ষুই 'তত্ত্বসমাস' অবলম্বনে ষড়ধ্যায়ী বর্তমান-প্রচলিত সাংখ্যদর্শন রচনা করেন এবং তাহার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কপিলের নামে প্রচলন করেন। অপর কেহ বলেন, বর্তমান সাংখ্যদর্শন আচার্য্য শঙ্করের অনেক পরে রচিত; কারণ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় বেদান্তভাষ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকার প্রতিই কটাক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার সময় বর্তমান সাংখ্যদর্শন প্রচলিত থাকিলে তিনি মূল গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া কেবল কারিকা-গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। অপর এক পক্ষ বলেন, বর্তমান সাংখ্যদর্শন দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্রের পরে রচিত; কারণ, তিনি যখন ষড়্দর্শনের টীকা করেন তখন বর্তমান সাংখ্যদর্শন প্রচলিত থাকিলে তিনি তাহার ভাষ্য না লিখিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত 'সাংখ্য কারিকার' 'তত্ত্বকৌমুদী' নামক টীকা রচনা করিতেন না। কোন অর্বাচীন দেবহূতিনন্দন ভগবান্ কপিলদেব কথিত 'অপ্রাকৃত সাংখ্য'-তত্ত্ব যথার্থরূপে ধারণা করিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত 'কপিল-দেবহূতি'-সংবাদে নিরীশ্বরতার দুর্গন্ধ আবিষ্কার পূর্বক 'তত্ত্বসমাস'-রচয়িতা কপিলের সহিত এক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

যাহা হউক মূল সাংখ্য-দর্শনের (তত্ত্বসমাস) রচয়িতা কপিলমুনি। কপিল-শিষ্য আসুরি মুনি উক্ত নিরীশ্বর-সাংখ্য-বিদ্যা শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্যকে দান করেন, এবং এই পঞ্চশিখাচার্য্যের শিষ্যই কুলপ্রসিদ্ধ

বিরুদ্ধ। ঈশ্বরকৃষ্ণ পূর্ব্বগুরুবর্গের উপদেশ এবং 'তন্ত্রসার' অবলম্বনপূর্ব্বক ৭২ সপ্ততি শ্লোকে সমগ্র সাংখ্যদর্শনের গণ্য বিষয়সমূহ অতি বিচক্ষণতার সহিত গ্রথিত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত 'তত্ত্ব-কৌমুদী' ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত সাংখ্য-কারিকারই টীকা। গৌড়পাদাচার্য্যও সাংখ্য-কারিকার এক টীকা রচনা করেন।

কপিলমুনির নামে প্রচলিত বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শন ৪৫৩টী সূত্রে সমাপ্ত। তাহা ৬টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে হেয়, হেয়হেতু, হান এবং হানোপায়—এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। দুঃখকে হেয়, আত্মা-অনাত্মার বিবেক-হীনতা-কারকেই হেয়হেতু, দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে হান এবং বিবেক-জনিত প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহের সহিত আত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধকে হানোপায় বলা হয়। দ্বিতীয়াধ্যায়ে পুরুষের বিবেকবশতঃ প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রকৃতি হইতে বিভিন্নভাবে সৃষ্টিপ্রকাশ-সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির অবস্থা, সূক্ষকার্য্য এবং বৈরাগ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ে সাংখ্য-জ্ঞানের বিবিধ উপায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ে পূর্ব্বপক্ষখণ্ডন ও মত-স্থাপনের চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ে সাংখ্য-প্রতিপাদিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা উপসংহার-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্য-দর্শনও জীবের দুঃখবাদে আরম্ভ এবং দুঃখনাশোপায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 'ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।' [১।১] সাংখ্য-দর্শনে যে দুঃখত্রয়, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব এবং ...র কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রমাণে ...টী প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে—প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference বা Conception of Vyapti) এবং শব্দ (verbal testimony)।

প্রমেয়-বিচারে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। চেতনাচেতন-ভেদে তত্ত্বের দ্বিবিধ, চেতন তত্ত্বকে ...ষ এবং অচেতন-তত্ত্বকে প্রকৃতি বলা হয়। ...ষের বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও তাহারা সকলেই সমধর্ম্মী ও স্বরূপতঃ নির্গুণ। প্রকৃতি ...ত্রয়োবিংশতি প্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও পরিণত তত্ত্বসমূহ স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতির ন্যায় তাহারাও পরিণামী ও ...ভবাববিশিষ্ট।

বিবর্ত্তের কুফল

ধান ও শ্যামা এই দুই প্রকার গাছের অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু ধান-গাছ হইতে ফলকালে ধান পাওয়া যায় এবং শ্যামাগাছ হইতে ফলকালে শ্যামাগাছের বীজ পাওয়া যায়। ধান হইতে চাউল উৎপন্ন হয়। চাউল বিষ্ণুনৈবেদ্যে লাগে। নৈবেদ্য-প্রসাদ বৈষ্ণবের শরীরকে পুষ্ট করিয়া হরিভজনের উপযোগী করায়। শ্যামাঘাস ধানগাছের সহিত একত্র উৎপত্তি লাভ করিলেও ধানগাছের উপকারের জন্য সেই গুলিকে প্রথমমুখে অপসারিত করিতে হয়। শ্যামগাছের উচ্ছেদ-সাধন না করিলে ধান্যক্ষেত্রের সমৃদ্ধি হয় না। যদি ধান্যক্ষেত্রে শ্যামা প্রবল হইয়া যায় এবং উপযুক্ত সময়ে নিড়াইয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধান্যরোপণকারীর অভীষ্টসিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত ঘটে। শ্যামাগাছ বড় হইয়া ধানগাছের ক্ষতি করে আবার তাহার বীজ প্রসব হইয়া ভবিষ্যতে ধান্যক্ষেত্রের ভূমিকে পুনরায় বিপৎসঙ্কুল করে। তাহার প্রসব বীজ ভূমিতে পড়িয়া থাকায় পরবর্ষে ধান্যের আবাদ-কালে তাহার অনেকগুলি গাছ হয়। যে কৃষক ধান্যলাভের আশা করেন তিনি ধান্য রোপণ করিবার অব্যবহিত পরেই শ্যামাগুলিকে উৎপাটিত করিবেন, না করিলে তাহার বীজ ভূমিতে পড়িয়া শ্যামাগাছের উৎপত্তি করাবে, কৃষকের পরিশ্রম ও খরচ বাড়িয়া যাইবে। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কার্য্যারম্ভ ও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাবধান হওয়াই আবশ্যক। যিনি সতর্কতায় অমনোযোগ করেন, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির বড়ই ব্যাঘাত হয়। শ্যামা-ঘাসের বীজ ভগবন্নৈবেদ্যে লাগে না এবং তাদৃশ দ্রব্য বৈষ্ণবগণের ভজনের অনুকূল নহে। হরিগুরু-বৈষ্ণবের জন্যই ধান্যের সৃষ্টি। সুতরাং ধান্যের উৎকর্ষ-সাধন আবশ্যক ও শ্যামাগাছের উৎপাদন সর্ব্বতো-ভাবে ভজনের প্রতিকূল।

শ্রীগৌরসুন্দর ভোগাসক্ত জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে হরি-কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দর বদ্ধজীবের চরমকল্যাণ লাভের জন্য হরিভজনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের নির্ম্মল সেবার স্বরূপ আবৃত করিবার জন্য বিমুখজীবের বিমোহিনী শক্তি অবিদ্যা শ্রীগৌরসুন্দর হইতে প্রকট লাভ করিয়া বদ্ধজীবকে গৌরসেবার নামে শ্রীগৌরাঙ্গকে পার্থিব ভোগের বস্তু করাইয়া সেবার পরিবর্ত্তে শ্রীগৌরাঙ্গের উপর প্রভুত্ব করায়। কৃষক যেরূপ অনভিজ্ঞ হইলে শ্যামাঘাসকে ধানগাছ মনে করে, কৃষক যেরূপ ক্ষীণদৃষ্টি হইলে শ্যামার পরিবর্ত্তে ধানগাছের উৎপাটন করে, সেইরূপ জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইলে বিবর্ত্ত বা ভ্রমে পতিত হন। তিনি তখন সত্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণা করেন। সত্যবস্তুকে অসত্য বলিয়া ভ্রম হইলে অভীষ্টলাভ ঘটে না, কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়।

যাঁহারা অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হইয়া কার্য্যনিপুণ, তাঁহাদিগের আনুগত্যই এক-মাত্র সিদ্ধির কারণ। অন্যথা অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতা আমাদিগের কোন সুবিধা করিতে দেয় না। অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতারবাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরুর শিষ্য অধিরোহ-পথ অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু-ভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধি-রোহ-বাদের ক্রমিক্রমে প্রথমমুখেই শ্রীগুরু-দেব স্থানে, 'আমাকেই গুরুদেবকে উদ্ধার করিতে হইবে' এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহবাদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতার-বাদ প্রবল।

নিরস্তকুহক সত্যানন্দ পরমেশ্বরের সেবায় শ্রীবৈষ্ণব-গুরু অধিষ্ঠিত। অধিরোহ-বাদের কুহক বা মায়া সেখানে যাইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবের গুরুপদবী করিবার প্রার্থী অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া আপনাকে অবতারবাদী বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া যে ন্যায়-রহিত উক্তি করেন এবং যে শিষ্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অচ্যুত গোত্র হইতে চ্যুত হইয়া প্রকৃতপক্ষে হরিবিমুখ হইয়া যান—বংশপরম্পরাগত শ্যামাঘাসের বীজধারা সংরক্ষণ করেন মাত্র। শ্যামাঘাসের উত্তরোত্তর উন্নতিক্রমে ধান্যক্ষেত্র অন্ন ধান উৎপন্ন করিতে পারে না। ভক্তির পথ ক্রমেই বৃদ্ধিতে অধিরোহবাদের অধীন হইয়া পড়ে, তাদৃশ ভক্তকে মহাজনগণ 'মিছাভক্ত' বলিয়া থাকেন।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা স্বব্যাকৃতিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্ত্তন-যোগ্য। অধিরোহবাদ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহপথার যিনি গুরু হন তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্য-বস্তুকে বিকৃত করেন, কেননা পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব। অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য, শিষ্য অনিত্য এবং তাহাদের উপদেশও অনিত্য। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সকল অনিত্য অর্থাৎ কালক্রমে সেই সকল নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্যগুরু ঐরূপ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিরস্তকুহক সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্য-কাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসকে দিয়াছেন, শ্রীব্যাস যাহা নিত্য-কাল শ্রীমধ্বমুনিকে দিয়েছেন, শ্রীমধ্বমুনি যাহা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ ঈশ্বরবস্তুতে প্রধান-লীলার অভিনয় করিতেছেন—শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্য সত্যে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহার মধ্যে কোন বিবর্ত্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতার-বাদী বৈষ্ণবগণ নিত্যসত্যের আশ্রিত। অধিরোহবাদী প্রাকৃত বীরগণ নিজ নিজ পূর্ব্বগুরুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞার ছলনায় যাঁহারা অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া হরিকীর্ত্তনের নামে জড়-ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য নহেন—প্রকৃত প্রস্তাবে কপটী বা মিছাভক্ত। তাঁহারা যাহা কিছু প্রচার করেন, তাহা 'ভক্তি'শব্দবাচ্য নহে বা ভক্তিপ্রচার নহে। অনভিজ্ঞ সমাজকে ভ্রমপথে লইয়া যাইতে সকল অবৈষ্ণবেরই অধিকার আছে। শুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত তাদৃশ দৌরাত্ম্যের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা পূর্ব্ব মহাজনের সকল কথাই নিজের আচরণ বলিয়া জানেন। যেখানে পূর্ব্ব মহাজনের আচরণ উল্লঙ্ঘিত হইয়া ভোগপিপাসা প্রবল হইয়াছে, তথায় হরিবিমুখতাই অবস্থান করে। শ্যামাঘাসকে যদি আমরা ধানগাছ মনে করি এবং ধানগাছকে যদি আমরা শ্যামাঘাস মনে করি, তাহা হইলে আমাদের হরিসেবার পরিবর্ত্তে হরিবহির্ম্মুখ অবিদ্যার সেবা করাইয়া লওয়া হয়।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয় তাহা কলিমলোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহবাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবাহন করিলেন, কিন্তু তাহাকে আমরা ভক্তির অনুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিষয়কথা বা গ্রাম্য কথা বলিয়া দূরবদে জানিব। কারণ শাস্ত্র ও গুরু-বাক্যই আমাদের অবলম্বন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আমূল সংস্করণ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

২। শ্রীমদ্ভাগবত, — সম্পূর্ণ ৪০৲

প্রথম ৪৫৫৩ পৃষ্ঠা ২৮৲

প্রত্যেক খণ্ড ৫০৫ প্রাপ্তব্য ।৶০

৩। ব্যাখ্যাসহ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲

৪। শ্রীভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০

৭। ভজনরহস্য ৷০

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও

শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৷০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৷০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৷০

১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০

১২। মুক্তাফলটীকা ... সাধন

(বাধা) ২৲

১৩। বেদান্তদর্শনের সাধনার

ব্যাখ্যাত) ৷০

১৪। জৈবধর্ম ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

(বাঁধা ৸০

১৮। বাল শিক্ষা ৴০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা) ।৵০

২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভাবতরঙ্গের (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

২৩। গীতমালা ৴১০

২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০

২৯। শরণাগতি ৴০

৩০। গীতাবলী ৴০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০

৩২। সাধনকণা ৴০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০

৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০

৩৮। আম্নায়সূত্র ৫৴০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা) ।৴০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(প্রথম ভাগ) ৬৲

৪১। রহস্যপত্রিকা ৷০

৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৪৬। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৪৭। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৷০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০

৫০। শ্রীবৃহদ্ভাগবত ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৫২। সারস্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলসিতম্‌ ৷০

৫৪। নবিক-পঞ্চাঙ্গদর্পণম্‌ ৷০

৫৫। স্তব-সুধা ৷০

৫৬। সারস্বত-নাটকম্‌ ৵০

৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

৫৮। সারস্বতবন্দনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০

৬০। ব্রাহ্মণ ৷০

৬১। ভিডেণ্টা স্যারার্ডস ।৵০

৬২। লর্ড গৌরাঙ্গ প্রেসেপ্টস অব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ৷০

৬৪। রোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৬৫। দি ভাগবত ৷০

৬৬। সয়েন্টিফিক ইন্ডিকেশন্স এণ্ড

আবেদনস ভিক্টোরিয়ন ৷০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৭০। সাধন পথ ৷০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০

৭২। গীতাবলী ৴০

৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,

পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।

৯। শ্রীবংশীগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,

পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,

পোঃ মাহু, হাওড়া,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকানলা,

পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,

পোঃ পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,

কটক

২৪। শ্রীবিরহি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বসার, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর কুণ্ড,

পোঃ চিরকুণ্ড, মানভূম

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—

৪২ নং কালিকাপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,

সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার

৩৪। শ্রীগদাধরগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, গয়া

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,

পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডস্টোন পার্ক গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। অমাৎ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং ঠিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ ... ব্রহ্মচারী সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট বুক ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয় সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঈদৃশ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ পাঠক মাত্রে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিরীহ ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৮ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-৪	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (মধ্যম)	৩৸০—৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (মধ্যম)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৷৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৷৴০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪॥৴০
২নং আটা	৪৷৴০—৪।৴০
আটা এনমার্কা	৪৷৴০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৴০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ পুরাতন (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৩৲ ,, নূতন (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
,, ঐ (১৯০৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৩ ৮৩) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৴০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড)	১২৯॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	৫২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১২৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫৫৲
কেলভিন	৩৭৲
ডাই	৪৪৫৲
ক্লাইভ	২১।০
হেস্টিংস	৫৮৸০
ডেল্টা	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ তর্কপঞ্চানন সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ১৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহে অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায় সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ ওকরকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

চাঁদের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—গৌঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে বৈশাখ শনিবার ১৩৪১, ৫ই মে ১৯৩৪

নানা-কথা

—::•::—

রাঁচিতে বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের সমাগম

রাচি হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিস্ মুরিয়েল লেষ্টার, মিস মীরাবেন, মিস আঁগাথা হ্যারিসন ও শ্রীযুত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ সমভিব্যাহারে গান্ধীজী মোটরযোগে এখানে আসিয়া পৌছেন। যে সময় তাঁহার আসিবার কথা ছিল, তাহার প্রায় ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি আগমন করেন। গান্ধীজী বিড়লাভবনে অবস্থান করিতেছেন। বৈকাল ৩টার সময় তিনি পুরুলিয়া হইতে যাত্রা করেন।

কালনায় গান্ধীজী

পথে তিনি ১৫ মিনিটের জন্য কালনায় থামেন। তথায় তিনি একটি ছোট সভায় বক্তৃতা করেন ও তাঁহাকে টাকার তোড়া প্রদান করা হয়।

বিমানপোতের প্রতি গুলী বর্ষণ

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, বেডফোর্ডের ডিক পত্নী এক বিমানপোতে চড়িয়া নীলা দ্বীপ হইতে কেনিয়া যাইতেছেন। বিমানপোতখানি মংকোর অন্তর্গত ... বাটের নিকটবর্ত্তী হইলে একদল দুর্বৃত্ত তাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষেপ করে। বিমানপোতখানি তখন মোরেটানিয়ার উপরে উড়িতেছিল এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে আন্দাজ ৫০০ ফুট উপরে ছিল। দুর্বৃত্তগণ দুইবার গুলী করে। তাহা বিমানপোতের পাখা ভেদ করিয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ আরোহীদের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

বাঙ্গালার প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধির রাঁচি যাত্রা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুত টি, সি, গোস্বামী, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুত নলিনচন্দ্র দত্ত, রাজশাহীর শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র এবং ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় প্রমুখ বিভিন্ন জেলার প্রায় ৫০ জন কংগ্রেসকর্ম্মী রাঁচি রওনা হইয়া গিয়াছেন।

খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাঁচির এই সম্মেলনে যোগদান করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় তাঁহার পা জখম হওয়ায় তাঁহাকে সে বাসনা ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা নাইডুর আগমন

রাচি হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, সস্ত্রীক শ্রীযুত কে, এম, মুন্সী ও শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই স্বরাজ্য-দলের সহিত যোগদান করিবার জন্য এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসনেতারা ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানান।

শ্রীযুক্তা নাইডু বিড়লা ভবনে অবস্থান করিতেছেন; শ্রীযুত দেশাই বি, এন, আর, হোটেলে আছেন।

স্বরাজ্য-সম্মেলনের প্রতিনিধিদের থাকিবার ও আহারের ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কাপ্তেন এস. এন, দত্ত কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছেন।

শ্রীহট্টে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, শ্রীহট্ট ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহ দিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হওয়ায় ২০ জন নিহত ও বহুলোক আহত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সম্পত্তিরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

বহুসংখ্যক ঘরবাড়ী উড়িয়া গিয়াছে বা ভূমিসাৎ হইয়াছে; বড় বড় গাছ উৎপাটিত হইয়াছে এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে।

সরকারী ষ্টীমার লিঙ্কসে ডুবিয়া গিয়াছে এবং মালবোঝাই বড় বড় বহু দেশী নৌকা সুরমা নদীতে উল্টাইয়া গিয়াছে। বহুলোকের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া প্রকাশ।

বহুলোক আহত ও বহু গৃহ ভূমিসাৎ

রাজশাহী হইতে প্রকাশ, রাজশাহী-সহর ও সহরতলীর উপর দিয়া একটা ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ফলে, বহু লোক আহত হয় এবং বহু বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ঝড়ের সময় আগুন লাগাতে সহরের নিকটবর্ত্তী বাগ হাটের এক দোকানদার আগুনে পুড়িয়া আহত হওয়ায় তাহাকে সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

রায়গড়ে ট্রেণ দুর্ঘটনা

বি, এন, আরের বিলাসপুরস্থ ডিষ্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্টেশন অফিসার নিম্নোক্ত তারবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন:—গত ৩০শে এপ্রিল মেকেরপালী ও রায়গড় ষ্টেশনের মধ্যে একটা ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১১৭নং

ডাউন নাগপুর-হাওড়া প্যাসেঞ্জার গাড়ীর সামনে একখানা গরুর গাড়ী পড়িয়াছিল; গাড়ীখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক গুরুতরভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয়, তথায় সে মারা যায়। ৫০ বৎসর বয়স্কা একজন বৃদ্ধা আহত হইয়াছে। বলদ দুইটি মারা গিয়াছে।

ইংলণ্ডে খনি দুর্ঘটনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, যখন ৩০০ শ্রমিক কাজ আরম্ভ করে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ল্যাঙ্কাশায়ারের পীস কয়লার খনিতে এক বিস্ফোরণ হয় এবং ৫ জন নিহত হয়।

পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে এক মাইল নীচে সুড়ঙ্গের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অনেকে বিস্ময়কররূপে রক্ষা পাইয়াছে। বিস্ফোরণের জন্য দুইজন লোক ৩০ গজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মোট ৫ জনের মধ্যে দুই পুত্রসহ একজন পিতা মারা গিয়াছে।

গুণ্ডার আক্রমণে ছাত্র অচৈতন্য

মীরাট হইতে প্রকাশ, সাহারাণী ষ্ট্রীটের কেদারনাথ নামক এক যুবক ক্যাণ্টনমেণ্ট বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিল। এমন সময় একদল গুণ্ডা তাহার মুখে এসিড নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে অচৈতন্য করিয়া ফেলে। তাহাকে সিভিল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। যুবকটি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র। প্রকাশ, ঐ সংবাদ শুনিয়া তাহার আত্মীয়া একটি তরুণী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে। তরুণীটির বয়স ১৫ বৎসর।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩১

ভারতীয় হাইকোর্টসমূহের এদেশীয় প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি সার সাদিলালকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর তিনি প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং যোগ্যতার সহিত কার্য্যভার বহন করিয়া যাই যে এই দায়িত্বভার ত্যাগ করিবেন; কিন্তু এই জীবনাপরাহ্ণে তিনি অবসর গ্রহণ না করিয়া আগামী ৯ই মে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন। তিনি প্রিভিকাউন্সিলের বিচারক শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিবেন। ভারতের অন্য কোন হাইকোর্ট আমাদের দেশের অন্য কোন ভাগ্যবান পুরুষ স্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করিতে পারেন নাই। কলিকাতা হাইকোর্টে অনেকে একাধিক বার অস্থায়ীভাবে এই ভার গ্রহণ করিয়া সময়ে বা অসময়ে চির অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বে ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট সম্বন্ধেও অত ব্যবস্থা হয় নাই। অথচ যাঁহারা বিভিন্ন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ যোগ্যতায়, নিরপেক্ষতায়, কর্ত্তব্যানুরাগে ও আইনের অভিজ্ঞতায় সার সাদিলাল অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন—একথা কেহই বলিতে পারিবেন না।

দীর্ঘকাল সন্তরণে অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা

গত ২১শে এপ্রিল সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় নবকিশোর বাগেলওয়ালার অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা কন্যা কুমারী সাবিত্রীবাঈ বাগেলওয়ালা হেদুয়ার পুষ্করিণীতে সাঁতার আরম্ভ করে। ক্রমাগত ১৫ ঘণ্টা ১ মিনিট সাঁতার কাটিয়া এই বালিকা রাত ৯টা ৪৬ মিনিটের সময় জল পরিত্যাগ করে। যখন বালিকা জল হইতে উঠে তখন তাহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল। শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষ এই বালিকার সাঁতারের সময় তাহার জীবনরক্ষকরূপে তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তাহার সাঁতার আরম্ভের সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন:—

ডেপুটি মেয়র প্রফেসার সতীশচন্দ্র ঘোষ, কাউন্সিলার কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ সেন, কাশীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভূপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মিঃ কে, সি, ঘোষ (এডভোকেট) ও হাকিমের মিঃ এস, এন, বসু।

সাঁতার কাটার সময় এই বালিকাকে মাঝে মাঝে লেমনেড, হর্লিক্স মিল্ক ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। যখন মার্ত্তণ্ড তাপ প্রবল হইয়াছিল তখন এই বালিকা রঙ্গিন চশমা পরিয়া সাঁতার দিতেছিল। সাঁতার কাটা শেষ হইলে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে বালিকা ইচ্ছা করিলে আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অক্লেশে সাঁতার দিতে পারিত। পনের ঘণ্টা সন্তরণ এইরূপ অল্প বয়সের বালিকার পক্ষে যথেষ্ট —তাহার সাহস ও ধৈর্য্য গৌরবের পরিচায়ক। জগতের মধ্যে তাহার বয়সী কোন বালিকা এতক্ষণ সন্তরণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

কুমারী সাবিত্রীর পক্ষে এই উদ্যম প্রথম নহে গত বৎসর সে তাহার অল্প বয়স্ক ভ্রাতা রমেশচন্দ্র বাগেলওয়ালার সহিত বালির সাঁকো হইতে বোনাঘাটোলা পর্য্যন্ত গঙ্গা বক্ষে যে ৭ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালার বিশিষ্ট প্রতিযোগীদের সহিত পাল্লা দিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছিল। এখানকার অন্যান্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া বহু কাপ ও মেডেল পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত হেদুয়ে শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষের পৃথিবীর রেকর্ড করার সময় কুমারী বাগেলওয়ালা সাঁতারে নানা প্রকার কসরৎ দেখাইয়াছে। সেখানে বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সম্মুখে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছিল। বেঙ্গলের মেয়র মিঃ ওয়েষ্টমুট তাহাকে স্বর্ণ পদক উপহারস্বরূপে প্রদান করেন।

রবিবারের দীর্ঘকাল সাঁতারের পরে কুমারী সাবিত্রীবাঈ স্যার গঙ্গু চৌধুরীর নিকট হইতে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত কাপ, মিসেস বি, সি, ঘোষের নিকট হইতে একজোড়া ইয়ারিং, দৌলতের বাবুর সাধিত্রীর নিকট হইতে একটি পদক ও সতীশচন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে একটি রূপার ট্রে পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত অনেকে অন্যান্য পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আট বৎসরের এক বালিকা এই দীর্ঘকাল সাঁতারে আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে একদিন বাঙ্গালা সন্তরণকারীদের প্রাচ্য দেশের আহ্বান করিবে।

শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ সাঁতারে বিশ্ববিখ্যাত। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে হস্ত লৌহবদ্ধে শৃঙ্খলিত ক'রে হেদুয়ার পুষ্করিণীতে ২৬ ঘণ্টা সাঁতার দেন। প্রফুল্লকুমার ঘোষের এই সাঁতারের কৌশল নূতন ধরণের ছিল। কলেজ স্কোয়ারের একজন সভ্য শ্রীমান মতিলাল তাঁহার দুঃসাধ্য কৌশল দেখিয়া বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। পরে কিছু দিন আরও কঠিন কৌশল অভ্যাস দ্বারা প্রফুল্লকুমার ঘোষের গৌরবখ্যাতিঃ ম্লান করিবার জন্য ঘোষণা করেন যে, সাঁতারের পূর্ব্ব আদিঃক্তে আমূল আদি পশ্চাৎপদ নহি শ্রীমান ঘোষ কেবল লৌহবালা দ্বারা হস্ত শৃঙ্খলিত করে বাহবা পাইয়াছে। আমি এমন নূতন জিনিষের অবতারণা করিব যাহাতে সকলে বিমোহিত হ'য়ে বল্‌বে যে অভিনব।

শ্রীমান মতিলাল দাস প্রথমে ২০শে এপ্রিল হাত পা লৌহ বালার দ্বারা শৃঙ্খলিত করে একাকী সাঁতার দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুসলমান বন্ধুরা মহরমের জন্য তাঁহার এই বিস্ময়কর কার্য্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতিযোগিতার দিন পিছাইয়া ২৯শে এপ্রিল ধার্য্য করেন।

মতিলাল দাস ৬টার সময় সন্তরণ শেষ করেন এবং বি, এন মাইতির (যিনি মতিলালের সহিত কেবল হস্ত বদ্ধাবস্থায় সাঁতারিয়াছিলেন) ৪ ঘটিকার সময় জল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কুমিল্লার কোর্টইনস্পেক্টরের পুত্র গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, কুমিল্লার কোর্ট ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত এম, ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বড়লাটের ঘোষণা

নয়াদিল্লী হইতে "এসোসিয়েটেড প্রেসের" কলিকাতা আফিসে সংবাদ আসিয়াছে যে, বড়লাট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সময়াযু আগামী সিমলা অধিবেশনের পরই সমাপ্ত হইবে। অতঃপর এই পরিষদের কার্য্যকাল আর বর্দ্ধিত করা হইবে না। সম্ভবতঃ আগামী ১৬ই জুলাই হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সিমলা অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

জামালপুরে কয়লার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড

জামালপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে এপ্রিল বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় একটী কয়লার ডিপোতে আগুন লাগিয়া যায়। প্রকাশ, উক্ত ডিপোর মালিক তামাক খাইয়া কলিকাটি বেড়ার পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়ায় তাহাতে বাঁশের বেড়ায় আগুন লাগিয়া পড়ে। শীঘ্রই কয়লার ডিপোতে আগুন জ্বলিয়া আশেপাশের ঘরগুলিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিবাইতে পারা যায়। অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া কতকগুলি সাহায্যকারী ব্যক্তি ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখার্জী ও শ্রীযুক্ত নন্দী প্রসাদ কুন্দল সংবাদ পাইয়াই ঘটনাস্থলে যাইয়া চাউল, ডাল কম্বল, শাড়ী, ধুতি, জামা, হোমিয়ান প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করেন। ক্ষতির পরিমাণ ৩০০০৲ টাকা। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

মহকুমা হাকিমের বাংলোয় মৃতদেহ

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা সহরের মহকুমা হাকিমের বাংলো সংলগ্ন কূপ হইতে পুলিস একটী মৃতদেহ পাইয়াছে। মৃতদেহটি এক ব্রাহ্মণের। তাহার বয়স ৩০ বৎসর হইবে।

প্রকাশ, মৃত ব্রাহ্মণের সন্তান আরার থাকে সে পিতার নিকট আসিয়া দেখে যার যথা তা যথা, ঘরে প্রবেশ করিতেই, মেঝের উপর রক্তের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় সংবাদ পাইয়া পুলিস তদন্ত সুরু করে এবং কূপের মধ্যে মৃতদেহটি দেখিতে পায়।

গুলীতে ২জন হত ও ৩৪ জন আহত

উত্তরপাড়ের এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপাড়ের নিকটে এক গ্রামে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে ২ জন লোক গুলীতে নিহত ও ৩৪ জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ, তোলস চেট্টি ও কাশীর নাইডু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ফলে সাপ্তাহিক হাটে এই হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। হাঙ্গামায় আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

আদালতের বারান্দায় মারামারি

আমেদাবাদের কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ব্রোচ জেলার অন্তর্গত কাবী গ্রামে দুইদল লোকের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এক জন হত এবং দুইজন আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, জম্বুসরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে, এক ফৌজদারী মামলার শুনানী চলিতেছিল। জলযোগের জন্য আদালত বন্ধ হইলে, উক্ত দুই দলের লোকগণ আদালত গৃহের বারান্দায় মারামারি আরম্ভ করে। আহত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠান হয়। তথায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

লোহার বরগা
করগেট টীন, ডানালারগার্ডার, দালানের ফুলদার গ্রেটিংও, বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
ও বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্.
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ২২ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২২শে বৈশাখ, ৫ই মে ইং ১৯৩৪ শনিবার সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পাঁচগ্রামে

বহরমপুরবাসী বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহাশয়ের আগ্রহে গত ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার মধ্যাহ্ন ১টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ পণ্ডিত শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও শ্রীপাদ দয়ানিধি ব্রহ্মচারী সহ ভগবানগড় রাজবাটীতে শুভাগমন করেন

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় কয়েকদিন পূর্ব্বে রাজাবাহাদুরকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন—"আমি শীঘ্র আপনার ওখানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে লইয়া যাইতেছি" এবং ২৭শে প্রাতে তারযোগে সঠিক গমনের বার্ত্তা জানাইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর অভিমানশূন্য ও বেশ ধর্ম্মপ্রাণ, তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুর গিয়াছিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের দর্শন ও তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রচারকগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব স্বয়ং, শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর ও দেওয়ান প্রভৃতি কতিপয় রাজ-কর্ম্মচারী পলাশী ষ্টেশনে মধ্যাহ্ন সাড়ে ১২॥ টার সময় গমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ষ্টেশন হইতে গড়ে আনিবার জন্য মোটরযানও প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় গড়ে পৌঁছিলে রাজাসাহেব, কুমার বাহাদুর প্রভৃতি গৌড়ীয়প্রচার-বার্ত্তা শ্রবণ করেন এবং তাঁহারা শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনকারী আর্য্যাশ-মনীষীর শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশিত ফটো দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্তা ভক্তিমতী রাণীমাতার আগ্রহে প্রচারকগণকে অন্দরমহলে লইয়া গেলে রাণী মহোদয়া তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তখন রাজাসাহেব স্বহস্তে রাণীকে আর্য্য-মর্য্যাদার ফটোটী দেখাইলেন। পরে রাজা বাহাদুর, কুমার বাহাদুর ও রাণীমাতা মাধ্যাহ্নিক উপবাসজনিত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া সেই সময়েই কিছু হরিকথা শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে প্রচারকগণ আধঘণ্টা হরিকথা আলাপ করিয়া প্রায় ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত খোল-করতাল-সংযোগে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ যাদবানন্দ প্রভুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই তৃপ্ত হন। অবশেষে রাজা সাহেব 'মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কি না? শ্রীধামতত্ত্ব ও শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান কি না? এবং শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমহাপ্রসাদ-তত্ত্ব, সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ বলেন যে, প্রশ্নগুলি খুবই ভাল তবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়া, এমন কি একদিনে সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর বিস্তৃত বিচারপূর্ণ সুতরাং অনেক সময়সাপেক্ষ। অদ্য সন্ধ্যার সময় একটী সভার আয়োজন করিলে বক্তৃতামুখে উত্তর প্রদান করিবার সুবিধা হয়। রাজা সাহেব তাহাতেই সম্মতি দান করিয়া সন্ধ্যার পর সভার ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার পর রাজপ্রাসাদ-প্রাঙ্গণে একটী সভার আয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কবিরাজ মহাশয়ের প্রস্তাবে মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ যাদবানন্দ প্রভু শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শিক্ষাষ্টকপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর স্বামীজী রাত্রি ৮টা হইতে ৯॥ টা পর্য্যন্ত "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কি না?" এসম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার না হওয়ায় এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় ও বিস্তৃত উত্তর শ্রবণের আগ্রহ জন্য শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব পরদিন আর একটী সভা করিয়া বক্তব্য বিষয়ের অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য প্রশ্নগুলির উত্তর শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাহাদুর, সমস্ত রাজ-কর্ম্মচারী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও বহু প্রজাবর্গ প্রায় দুইশতাধিক উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে

গত ২৬শে এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ ১॥ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের যুক্তিমুখে সমবেত ছাত্রগণকে বস্তুতে অভিনিবেশের কথা এবং সদ্বিদ্যার অভাবই যে মানবজীবনের অধোগতির কারণ - ইহা বিশেষভাবে বুঝান হইয়াছে।

ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পূর্ব দিনের শ্রোতৃবৃন্দ ব্যতীত সাধারণের মধ্যে মিঃ এস, ডি, ও, এডিশনাল রায় সাহেব ডেপুটী কালেক্টর, শ্রীযুত অমরেন্দ্র লাহিড়ী মুন্সেফ, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, মুন্সেফ, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বসু মুন্সেফ, শ্রীযুত শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় সেটেলমেণ্ট অফিসার প্রমুখ শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী মহারাজের মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই আরও শ্রবণের অভিলাষ জানাইয়াছেন।

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র গুহ, চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটী, রায় গগনচন্দ্র দাসগুপ্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস উকীল মহোদয়ের আহ্বানে গত ২৭শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউনহলে এক বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। "মানব-জীবনের পরম-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ প্রায় ২॥ টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন। স্বামীজী মহারাজের পাণ্ডিত্য, ভাষার সরলতা, ভাবের গম্ভীরতা ও বর্ণনার প্রণালী সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। চেতন আত্মা 'অনাত্ম-দেহে' অবস্থান করায় অস্থানকেই নিজ বুদ্ধি করায় নিজ ধর্ম্ম হইতে বহু দূরে গিয়াছে। সাধুসঙ্গে অধোক্ষজ অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই সেই আত্মার পরম ধর্ম্ম।

২৮শে এপ্রিল রবিবার প্রাতে ৬॥ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহরে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ব্রহ্মচারী দেবকীনন্দন ও সচ্চিদানন্দ দীর্ঘকালব্যাপী 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ পুরুষোত্তম অধায় গৌরাব্দাব্দী ৪৪৮

সঙ্গের প্রভাব ও প্রণালী

জীবমাত্রেই সঙ্গপ্রিয়। সঙ্গ বা মৈত্র বাস করা স্বভাব করেন। এই সঙ্গ দুই প্রকার—সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তকে অসৎ এবং তাহাদের সঙ্গকে অসৎ-সঙ্গ বলিয়াছেন। এই অসৎসঙ্গ বর্জন করিয়া—ভোগ ও ত্যাগপর ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ ও ত্যাগে অনাসক্ত কৃষ্ণসেবা-রত বৈষ্ণবগণের সঙ্গই সৎসঙ্গ—ইহাই শাস্ত্রবাণী। সৎসঙ্গ করিলে মঙ্গল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় এবং অসৎসঙ্গের ফল সংসারমার্গ বা নরক-ভোগ। সঙ্গের প্রাবল্য অত্যন্ত অধিক। মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই হইতে পারে। তাই আমরা অদ্য সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি।

সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই সঙ্গের প্রভাব বোধ হয় কিছু কিছু অবগত আছেন। যাহারূপে গমন অর্থাৎ অনুসরণের নাম সঙ্গ। এক নৌকায় পার হইলে বা কাহারও নিকটে বসিয়া গল্প করিলেও সঙ্গ হয় না। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু সঙ্গলক্ষণ-নির্ণয়ে বলিয়াছেন,—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥"

—প্রীতিপূর্ব্বক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কাহাকেও প্রদান, কাহারও প্রদত্ত বস্তু নিজে গ্রহণ, নিজ গুহ্যকথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা এবং অন্যের গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করা, প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান এবং ভোজন করা—এই ছয়টী সঙ্গের লক্ষণ। এই প্রীতি সজ্জনের সঙ্গে করিলে সৎসঙ্গ এবং অসতের সঙ্গে করিলে অসৎসঙ্গ হয়।

সঙ্গ হইতেই স্বভাবের উৎপত্তি। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে তাহার স্বভাব তদনুরূপই হইয়া উঠে। পূর্ব্বোক্ত সঙ্গরূপ কার্য্যদ্বারা যে স্বভাব গঠিত হয় তাহা আপনা আপনি সঙ্গ দ্বারা পারমার্থিক হওয়া।

[illegible]

কোন সময় [illegible]

তদনুরূপ গুণ-সমূহ প্রতিফলিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

—অসৎ জনের সঙ্গ করিলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়, কে অসৎ কেবা সৎ এবিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ করিলে সঙ্গফল অবশ্য লাভ হয়, সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গরূপ ফলোদয় হয়।

"প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্‌।

পণ্ডিতগণ বলেন,—স্ত্রী-পুত্র-মিত্রাদিতে আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ় বন্ধনস্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়—গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে।

অসৎসঙ্গ করিলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা এবং ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়; অতএব সেই অশান্ত, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎ ক্রীড়া-মৃগদিগের অর্থাৎ স্ত্রৈণগণের সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় বলিয়া একেবারে পরিত্যাজ্য। কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাও একান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণগতচিত্ত সুতরাং তাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদি বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সঙ্গে কৃষ্ণাশ্রয় কথা-দ্বারা মাৎসর্য্য অন্তঃকরণে পরস্পর হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত এই সাধুগণের সঙ্গই জীবের সঙ্গ-দোষ নাশ করিতে সমর্থ।

সাধু অনেক পাওয়া যায় না, সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া ও বহু অনুসন্ধান করিয়া একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে—একথা বাস্তবসত্য; তাই বলিয়া সাধুবেশধারী অসাধুর সঙ্গ করিয়া বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃত সাধুর সন্ধানে প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রয়োজন। এরূপ ঐকান্তিকী ইচ্ছা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক প্রকৃত সাধুসঙ্গের সুযোগ নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

মহাদেব দেবীকে বলিলেন—'হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্তিলাভ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ

সৎসঙ্গ-মুক্তিবলে নারায়ণপরায়ণ হ'ন। দেখ, নারায়ণ-ভক্ত প্রশান্তাত্মা অতএব সুদুর্লভ।

এখন দেখুন, দাস্যরসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণভক্ত যখন এত দুর্লভ, তখন মধুররসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্লভ তাহা আর কি বলিব!

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলেই জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয় বটে, কিন্তু সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করিলে হইতে পারে ইহার বিচার অতীব প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, যাহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায় তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার শ্রীচরণামৃত-সেবন, তাঁহার প্রসাদ-সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধু-সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন না কোন প্রকার লাভ আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ তাহা নয়। সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয় তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং।
স্ত্রী শূদ্র হূন শবরা অপি পাপজীবাঃ॥
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

—অদ্ভুতক্রম শব্দে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুতক্রম-পরায়ণ, সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন—তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন, আর কেহ জানিতে পারেন না। তিনিই কেবল মায়াসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সমর্থ হ'ন। যে কোন স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর, অন্তপাপী জীব ও পশু পক্ষী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে সমর্থ হন তিনিই অনায়াসে ভবসাগর পার হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলেও মায়াবল অতিক্রম করিতে পারে না। উত্তম জাতি লাভ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না। শাস্ত্রবিচার দ্বারা শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না। ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও তাহা লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে,—হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীনহীন, আমার সংসারবুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে? বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট বাক্য মাত্র। তিনি মনে জানেন যে কেবল অর্থলাভই লাভ ও

বিষয়সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য; তাঁহার হৃ[illegible] শ্রীমদ্ অবস্থাঃ জাগ্রত আছে। কে[illegible] প্রতিষ্ঠাশাদের বাসনা ও সাধুগণের শা[illegible] দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়, এই জন্য হই[illegible] তাঁহার হৃদয়ে কপট দৈন্য ও কপটতা[illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহা[illegible] এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, "ত[illegible] তোমার বিষয়বাসনা দূর হউক এবং ধন[illegible] তোমার ক্ষয় হউক", তখনই ঐ বি[illegible] বলিবেন—হে সাধু মহারাজ! আপ[illegible] আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন ন[illegible] এইরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল পাপ মাত্র সর্ব[illegible] অহিতজনক বাক্য। এখন দেখুন, সাধুদে[illegible] প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা ব্যতী[illegible] আর কি?

জীবনে অনেক সাধুজনের স[illegible] সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের ক[illegible] ব্যবহারে আমরা সাধুদের যে[illegible] ফল লাভ করি না। অতএব সরল প্রা[illegible] সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু মহাত্মার সচ্চ[illegible] নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারি[illegible] সাধুসঙ্গ দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করিতে প[illegible] —এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত[illegible] সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাবচরিত্র অব[illegible] হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাবচ[illegible] তদ্রূপ গঠন করিতে পারি তাহার বি[illegible] চেষ্টা করিব—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা[illegible]

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনে স্থুল পরিচয়

(৮)

পুরুষ যে ত্রিবিধ আবরণে আবৃত থা[illegible] তাহাদিগকে উপাধি, কোষ বা শরীর ব[illegible] হয়। স্থূলোপাধি বা শরীর পঞ্চভূতভূত সং[illegible] গঠিত, এই স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহের আ[illegible] আবার সূক্ষ্মদেহ আধিষ্ঠানিক দেহের আশ্র[illegible] জৈনদর্শনে আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত হইবে[illegible] তাহাতে উচ্চাবচ ভাব এবং গুণ স্বী[illegible] হইয়াছে যেমন অনন্তজ্ঞান, অনন্তদ[illegible] অনন্তসুখ এবং অনন্তবীর্য্য। শঙ্কর-বেদা[illegible] গ্রন্থগণ জীবাত্মাকে ব্রহ্মের মায়িক উপাধিক প্রকাশ (illusory ma[illegible] festations) বলেন, আত্মা সম্বন্ধে সাং[illegible] কারের বক্তব্য এই যে আত্মা মাত্র সৎ চেতন কিন্তু আনন্দ-ধর্ম্মরহিত। আর[illegible] যে সুখ-দুঃখানুভূতি তাহা দুই হয় প্রকৃতি-সম্বন্ধেই হয়, অবিজ্ঞাবি[illegible] আত্মা প্রকৃতিসম্বন্ধচ্যুত হইলেই সুখ-দুঃখ[illegible] ভুক্তিরহিত কেবলস্বভাব-বিশিষ্ট হন তা[illegible] মুক্তি বলিয়া কথিত। সকল আত্মা প্রক[illegible] সম্পর্কযুক্ত হইলেই প্রকৃতির কার্য্যাব[illegible] ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহাই প্রলয়-সম্বন্ধ[illegible] জ্ঞান ও আনন্দ-প্রবৃত্তি পুরুষের নাই ও প্রকৃতির ধর্ম্ম (ইহা বেদান্তের বিরুদ্ধ[illegible]

পুরুষের সম্পর্কের যেমন উপস্থিত হইলেই প্রকৃতিতে জ্ঞান ও আনন্দবৃত্তির স্ফুরণ হয় এবং তৎফলেই এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি।

আত্মা বহুল হইয়া একক হইলে জন্মকালে বহুরূপে প্রতীত এক আত্মার একত্র জন্ম এবং মৃত্যুকালে একত্রে মৃত্যু ঘটিত সুতরাং একাত্মবাদ স্বীকৃত নহে। আত্মা অবিদ্যা-বশে প্রকৃতিসম্বন্ধেই বিষয়জ্ঞান লাভ করে এবং প্রকৃতির ধর্ম যথাযথ উপচারিত হওয়া জড় অহঙ্কারের সাহায্যে বিষয়-সংযোগ-বিয়োগে সুখ-দুঃখ অনুভব করে তখনই ঐশ্বর্যায় জাড্য ধর্ম ও আনন্দধর্ম দৃষ্ট হয় কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে মনেরই জাড্যধর্ম। প্রমাণময় যাহা পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব জ্ঞান হইতে অবিদ্যাধ্বংসে আত্মা সুখদুঃখ বোধরাহিত্য ভাব বা সচ্চিৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আত্মার স্ব-স্বভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সাধনের প্রয়োজন হয়। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই সেই সাধন, তাহা যোগের দ্বারা সিদ্ধ হয়। বিবেকজ্ঞানদ্বারা সাধকের কর্ম্মরাশি দগ্ধ হয় এবং ত্রিবিধ দুঃখও দূর হয়, কেবলমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মফলমাত্র উপভুক্ত হইবার অপেক্ষা থাকে, প্রারব্ধক্ষয়ে দেহ-নাশ হইলেই কৈবল্য লাভ হয়।

মঠ কি ?

যেখানে তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের জন্য জীবগণ শ্রীগুরুপদাশ্রয় করেন সেই স্থানকে মঠ কহে। ঋষিগণ শ্রীশাক্যসিংহ গৌতমের আশ্রয়ে কতিপয় আনুষ্ঠানিক কল্পমঠ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সকল মঠে কল্পপন্থীয় আচার এবং অনুষ্ঠান-রত শ্রমণগণ বাস করিতেন। শাক্যসিংহের উদয়কালের বহুপূর্ব্বে বনবাসী ঋষিগণের আশ্রমে ব্রাহ্মণ-বটুগণ বেদশাস্ত্রের নিত্য পাঠাধ্যয়নের জন্য বাস করিতেন। ক্রমশঃ তাদৃশ আশ্রমগুলি কল্পপন্থাতে দেবালয়ে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে যে বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজস, ক্রীড়াগৃহ বা আখড়াবাড়ী তামস এবং ভগবদ্গৃহ নির্গুণ। ঋষিগণ যেকালে অপরাহিত হইয়া নির্গুণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত বিগ্রহের সেবা করেন সেই সময়ে তাঁহাদের আর বহ্বীশ্বরবাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না। ঋষিমঠ দেবালয় ও শ্রমণগণের আবাসস্থলীতে দ্বিবিধ,—এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ গুরুমঠে বাস করায় বেদপন্থা নামে অভিহিত হন এবং বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ শ্রমণ শব্দে অভিহিত। বৈদিকানুষ্ঠানপর ঋষিগণ, বৌদ্ধশ্রমণগণের সহিত পার্থক্য স্থাপন বাসনায় গুরুগৃহে, দেবালয়ে বাস করায় বেদপন্থ হইলেন আর বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী হইয়া উদাসীন জীবনে অবস্থিত হইলেও তাঁহারা নাস্তিক শ্রমণ নামে অভিহিত হইতেন। ঋষিমঠে বেদশাস্ত্র এবং কোথাও কোথাও বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র-পঠন-পাঠনাদি চলিত।

ঋষি-সন্ন্যাসিগণ নানাস্থানে ভ্রমণ-পরায়ণ হওয়ায় তাঁহাদের বহ্বীশ্বরবাদের দেবমন্দিরগুলি ক্রমশঃই অনাদৃত হইয়া কালের করালকবলে নিপতিত হয়। সেই কালে নৈষ্কর্ম্যবাদিগণের নালন্দ-মঠাদি বহু নাস্তিক ছাত্রের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তি-কালে ভারতের চতুর্দ্দিকে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার প্রচারিত মত-সংরক্ষণের জন্য চারিটী মঠ স্থাপন করেন। কালপ্রভাবে তাহাও ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে। এই জ্ঞানি-মঠগুলিতে বেদান্তশাস্ত্রের অক্ষর যাহা অবলম্বন করিয়া পঠন-পাঠনাদির কথা ভারতের ইতিহাস বর্ণাক্ষরে প্রমাণ দিবে। শঙ্করের পরবর্ত্তিকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞানী মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

বিষয়বিরক্ত মঠাশ্রয়গণ তথায় অধ্যাপনা-কার্য্যে স্ব-স্ব জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। শৃঙ্গবের পুরে যে প্রসিদ্ধ শঙ্করমঠ আছে, তাহা হিন্দু-জন-সাধারণ বিশেষ গৌরব-চক্ষুর দ্বারা সন্দর্শন করেন। দ্বারকা-মঠ বা সারদাপীঠেও জ্ঞানিমঠ-গৌরব ন্যূনাধিক সংরক্ষিত হইয়াছে; পূর্ব্ব-সমুদ্রকূলে শ্রীপুরুষোত্তমেও ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ এক সময়ে বিলুপ্ত হইলেও বর্ত্তমানকালে উহা তাহার প্রভার আলোক বিকীরণে পশ্চাৎপদ নহে। জ্যোতির্ম্মঠ বা জ্যোশিমঠ আজ তিন চারি শত বৎসর হইতে এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানী মঠগুলির অধিষ্ঠানই ভারতীয় জ্ঞান-কাণ্ডের প্রাচীন স্তম্ভ-সদৃশ।

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের মঠ ব্যতীত ভক্তি-পথের কতিপয় প্রাচীন মঠ অদ্যাপিও বেদের উপাসনা-কাণ্ডের কীর্ত্তি বহন করিতেছে। শ্রীরামানুজীয় ত্রিদণ্ডিমঠসমূহ একদণ্ডী উড়ুপীর শ্রীমাধ্ব-মঠসমূহ, পঞ্চনদ-প্রদেশে কাঙ্গড়ে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের মঠ ও শ্রীনিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের কতিপয় মঠ আজও বৈদিকমত-পোষণোদ্দেশে তত্তৎকারীর আশ্রয়রূপে সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। শ্রীবাসগণের শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মঠত্রয়, বৈদেশিক বৈরিতায় ক্ষুণ্ণ হইলেও পূর্ব্ব সমুদ্রোপকূলে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শাখার শ্রীরাধাকান্ত মঠ, শ্রীপ্রমানন্দ শাখার কুঞ্জমঠ প্রভৃতি পূর্ব্বগৌরবের দীপ-সমূহ নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে। মঠসমূহে বৈদিক গৌরব, শাস্ত্রীয় গৌরব, আনুষ্ঠানিক গৌরব ন্যূনাধিক বিপন্ন হইলেও, প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইলেও মঠের নাম কালের সাগরে একেবারেই ভাসিয়া যায় নাই। যাহাতে প্রাচীন মঠগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া শ্রীবিশ্বকাশবন্ধু-প্রচারিত শিক্ষামন্দির সমূহের পুনরায় বিজয় বৈজয়ন্তী শোভিত হইতে পারে তৎপক্ষে নির্ম্মৎসর সাধুগণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

ভক্তিমঠের অধিবাসিগণ কিছু পণ্যদ্রব্য-বিক্রেতা বিপণিপতি নহেন। তাঁহারা ঠিকাদার বা চুক্তিদার নহেন, তাঁহারা ভৃতকাধ্যাপক নহেন, তাঁহারা পুস্তকবিক্রেতা নহেন, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী আত্মীয়-স্বজনের পরিপোষ্টা নহেন। তাঁহাদের অর্জ্জনের বৃত্তি ভিক্ষা। এবং সেই ভিক্ষা তাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের উদর-ভরণ, আত্মীয়স্বজনের উদরভরণ, বিলাস-সৌষ্ঠবের ব্যয়নির্ব্বাহ প্রভৃতি হরি-ভজনের প্রতিকূল কার্য্যে ব্যয় করেন না। বিভিন্ন আশ্রমের বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তি হইলেও মঠ-সেবায় ভিক্ষালব্ধ অর্থ অন্যতর কার্য্যে ব্যয়ের পক্ষপাতী নহেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের নানাপ্রকারে শ্রমলব্ধ অর্জ্জিত অর্থ মঠের সেবা কার্য্যেই ব্যয়িত হইতেছে। মঠের আনুকূল্য-দাতৃগণের এইরূপ বিচার হওয়া কর্ত্তব্য যে, মঠ-সেবকগণ অনেকেই সর্ব্বস্ব এবং কেহ কেহ কায়মনোবাক্যের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশই হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের নিকট হইতে আংশিক আনুকূল্য গ্রহণ করিতেছেন। আনুকূল্য-দাতৃগণ মঠকে দোকান এবং মঠসেবকগণকে তাঁহাদের ঠিকাদার বা ভৃত্য জ্ঞান না করিয়া সত্য সত্য হরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবোদ্দেশে হরিসেবার সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনীয়। ইহাতে তাঁহাদের প্রত্যবায় হইবে না। সাধারণ সৎকার্য্যবোধেও তাঁহাদের প্রদত্ত ভিক্ষা জগৎপাতার সেবায় নিযুক্ত হইলে তাহাতেও তাঁহারা শতগুণ সুফল লাভ করিবেন।

বিশ্বপাবন শ্রীগুরুদেব

(১)
পরম আরাধ্য দেব
ভগবান্ ব্রজেন্দ্র তনয়।
তাঁহার সেবক জীব,
এ সম্বন্ধ চিরন্তনী হয়॥

(২)
সেবা যার বৃত্তি তাঁ'র,
ভুলিয়া এ তত্ত্ব জীবকুল।
সেব্যের করুণা যার,
হারাইয়া হ'য়েছে বাতুল॥

(৩)
যেন পথহারা পান্থ,
মায়াময় গহন ভব-বনে।
হইয়া ভ্রমণ শ্রান্ত,
দহে জীব দুঃসহ দহনে॥

(৪)
গুরু কৃপা-বারি ভাজি',
সে দহনে হইবারে মুক্ত।
মরীচিকা মোহে মজি',
যায় জীব সদা উত্তপ্ত॥

(৫)
তথাপি বা নাশ হয়,
প্রতি কার্য্যে প্রতি পদক্ষেপে।
তথাপি চৈতন্যোদয়,
নয় নয় নয় কোনরূপে॥

(৬)
হেন কলিহত জীবে,
নিস্তার করিতে বদ্ধব্রত।
গুরু-রূপে এসে ভবে,
শিক্ষা দেয় স্বকীয় দাসত্ব॥

(৭)
নিজজন মূর্ত্তরূপে,
অবনীতে প্রচার করিতে।
বসে ভক্ত ব্রজভূপে,
ভজনচতুর্ব্বর্গ প্রণালীতে॥

(৮)
বিষম প্রমাণ যারে,
কু'সিদ্ধান্ত-কুজ্ঝটিকা হ'তে।
ভাগবতরূপে নরে,
টেনে লয় বৈকুণ্ঠের পথে॥

(৯)
ভক্তিশাস্ত্র সুদক্ষ,
দুই রূপে দিয়ে ভক্তিরস।
জীবে করি' সেবাসক্ত,
নিজে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

(১০)
নদীয়ার সূত শ্রেষ্ঠ,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
সেই প্রভু জগদিষ্ট,
গৌরাঙ্গের প্রকাশ মূর্ত্তি॥

(১১)
নিত্য বৈভবপূর্ণ,
কুপাতীত বড় কৃপা করি'
দেহ-মনোধর্ম্মাদর্শ,
নাশি' দিল বাণীর প্রহরী॥

(১২)
কোটী কোটী প্রণিপাত,
করি আমি তাঁহার চরণে।
মোর ভুক্ত প্রণিপাত,
বারবার তাঁহার সেবনে॥

(১৩)
সেই ত আমার স্বামী,
গুরু বন্ধু জীবন-সর্ব্বস্ব।
আমি তাঁর দাসানুদাসী,
তাঁর ছেড়ে সর্ব্বহারা নিঃস্ব॥

—শ্রী গৌরাঙ্গ দাস।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আমলক বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৸৹
৩। আমলক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতকল্পদ্রুমমাল (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। তত্ত্বসূত্র ।৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মূল-কাণ্ড ।৹
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সানুবাদ (মধ্য) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রম্ সানুবাদ বাধাগুবিন্দ) ।৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দীপ-নির্দ্ধারণ ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।৹
৩২। সাধনকণা ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অচ্চনকণা ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। শ্রবণমঙ্গলাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও ব্রহ্মকাণ্ড এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীরূপদেশ ৵৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিরচিতঃ ।৹
৫৪। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাৎসারম্ ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেজীয়াস্ ওয়ার্কস্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। গোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেব-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধক্রমঠ বাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনবাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তদি বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের : মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সু ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকা ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য স হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল (সূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বি সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত হ পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্ক জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকা হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভি ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"৩০০ বৎসরের প্রাচীন"

—দয়ানন্দ কলেজের গবেষণা-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের উক্তি।

এবং ডাঃ......এম্-বি, বি-এস, ডি-পি-এইচ্ (লণ্ডন), ডি-টি-এম্ (লিভারপুল) ডি-ও-এইচ্ মহোদয় বলেন—

"সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ উপকারক দেখিয়াছি"

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক প্রাচীন ও দুর্ল্লভ পুঁথি হইতে প্রাপ্ত এই সকল মহা রসায়ন কোনও সময় কেবল-মাত্র রাজা বাদসাহগণই ব্যবহার করিতেন, কারণ তাঁহারা দীর্ঘ-কালব্যাপী চিকিৎসা ঘৃণা করিতেন। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, উপদংশ, প্রদর, অর্শ, অনীপ্সিত অকাল গর্ভ-ধারণ প্রভৃতি ব্যাধিতে এই সকল মহৌষধি ব্যবহারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকার ফল প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণেই এক দফা চিকিৎসার জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠান, অথবা বিশেষ তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা ও প্রশংসাপত্রসমূহের জন্য পত্র লিখুন।

নিউ হেলথ লেবরিটরিস্

কার কার এণ্ড কোং (ডিপার্টমেণ্ট ৬)
লাহোর কাণ্টনমেণ্ট
—একমাত্র সরবরাহকারী

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৫,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৩	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৯ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১-এর মিনিটের মধ্যে গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজির প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভ'ক্তশাস্ত্রী সম্পাদ-নৈপুণ্যাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গৌড়গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত আবাহন কারণ একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থ মানবের ও বিশ্বের চিন্তা-সম্বলত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রধান দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থনাশ সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
সদরখানা—২নং রামকৃষ্ণ
লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা দেশী গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে রকমের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার যত বড় এবং যত শক্ত হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ইংরাজ ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৷৵০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ৷৵০ আনা লাগিবে।

৬। এসিসটাণ্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট মিষ্টার এ আর, ক্যামেরণ সাহেব বলেন জ্বরে পীড়িত হইয়া ডাক্তার কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জির বিশ্বেশ্বর রস বটিকা আমি নিজে ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য সুফল পাইয়াছি।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও
অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী এম, আর, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুরাতন ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে বৈশাখ সোমবার ১৩৪১, ৭ই মে ১৯৩৪

নানা-কথা

—::•::—

চট্টগ্রামের জঙ্গলে দুর্ঘটনা

চট্টগ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী রামগড় রিজার্ভ জঙ্গলে গত মঙ্গলবার রাত্রিতে সামরিক পুলিশ কর্ত্তৃক একজন মুসলমান ঘটনাক্রমে বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ, ঘটনার রাত্রিতে ২ জন লোক হিন্দু ভদ্রলোকের পোষাকে সামরিক পুলিশের সমীপবর্ত্তী হয়। জঙ্গলের পথে বিপ্লববাদী পলাতকদিগকে ধৃত করার জন্য কিছুকাল ঐ স্থানে সামরিক পুলিশ স্থাপন করা হয়। সামরিক পুলিশ আগন্তুকদ্বয়কে থামিতে বলে কিন্তু তাহারা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। সামরিক পুলিশ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায়। ঘটনাক্রমে গুলী এক মুসলমানের শরীরে বিদ্ধ হয়, সে ঐ সময়ে নিকটেই জঙ্গলের মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

সংবাদ পাইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করেন। মুসলমানটি অল্পক্ষণ পরেই মারা যায়। পলাতকদ্বয়ের সম্বন্ধে জোর তদন্ত চলিতেছে।

মজঃফরপুরে নূতন আতঙ্ক

পাটনা হইতে প্রকাশ, মজঃফরপুরের অন্তর্গত বালুঘাট বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির যে শাখা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী জানাইয়াছেন যে, গত ৩০শে এপ্রিল বালুঘাটে প্রবল চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। বালুঘাট ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী চাকোয়ার গ্রামের অধিবাসিগণ সহসা চলন্ত বিমানপোতের ন্যায় একটা গুমগুম শব্দ শুনিতে পায় এবং তৎপরে মাটি হইতে ধূমরাশি ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় ঊর্দ্ধে আকাশে উঠিতে থাকে।

যে স্থানে এই অদ্ভুত নৈসর্গিক ঘটনা ঘটে সেই স্থানের ৭ জন লোকের দেহ অসহ্য উত্তাপে ঝলসিয়া যায় এবং ২ জন বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

বিমানে সংঘর্ষ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রয়েল আর্টিলারী ফিল্ড ব্রিগেড বাহিনীর দুইজন কর্ম্মচারী এবং দুইজন সামরিক ছাত্র বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছে। লিংকনশায়ারের ক্র্যানওয়েল বিমানঘাঁটিতে দুইখানি বিমানের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে।

ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট জে. এস. ট্যানার, ফ্লাইং অফিসার ডুর্ব্বর এবং ক্যাডেট জে, অ্যাসকেল কমারফোর্ড এবং গ্রাণ্ট এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে এরূপ দুর্যোগ ঘটে নাই।

চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠস্থান হইতে সান্ধ্য আইন অনুযায়ী প্রচারিত আদেশ অমান্য করায় অভিযোগে ৩১ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৮ জন শ্রমিক শ্রেণীর লোক দেখিয়া সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। ছয় জনকে বিভিন্ন পরিমাণ টাকার জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকী সাত জনকে দুই টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে নৌকাডুবি

কক্সবাজারের এক সংবাদে প্রকাশ, কক্সবাজারের নিকটে বঙ্গোপসাগরে একটি ৫০০ মণ ধান বোঝাই নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, উক্ত নৌকা আকিয়াব হইতে চট্টগ্রামে আসিতেছিল। পথে প্রবল ঝড়ে নৌকাটি একটি চরে ধাক্কা লাগে। ৭ জন মাঝি ডুবিয়া যায়। পরে তাহারা উদ্ধার লাভ করে।

উক্ত দিনে আর একটি নৌকা দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। উভয় ক্ষেত্রেই নৌকার ক্ষতি হইয়াছে।

রিভলভার ও বন্দুক চুরি

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীরাম সুদ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারানুসারে খুশী মহম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১২ই এপ্রিল আসামী একটা বন্দুক, একটা রিভলভার, কয়েকটা টোটা এবং তিন ইন্‌স্পেক্টারের আত্মীয় ৯ বৎসরের একটি বালককে লইয়া পুলিশ আস্তাবল ভারপ্রাপ্ত সাব-ইন্‌স্পেক্টারের মোটর সাইকেলে চড়িয়া পলায়ন করে। পরদিন দিল্লী হইতে ২০ মাইল দূরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

আসামীর বিরুদ্ধে বালক-হরণ সম্পর্কে দুইটি মামলা রুজু হইয়াছে।

বিস্ফোরণে চোরের দল আহত

ফিরোজপুর হইতে প্রকাশ, বাজিতপুর থানার অন্তর্গত কৈলাস গ্রামে এক দল চোর গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন চোর ঐ গ্রামের আবদুল বেপারীর বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং একটি বড় ট্রাঙ্ক চুরি করে। তাহার মধ্যে গৃহস্থের বন্দুকের বারুদ ছিল। তাহারা একটি মাঠের নিকটে ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া উক্ত পদার্থকে তাহা মনোযোগ সহকারে দেখিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি বারুদের উপরে পড়িয়া যায়। হঠাৎ অগ্নিসংস্পর্শে বারুদের বিস্ফোরণ হয়। ফলে সকলেই সাংঘাতিক-ভাবে দগ্ধ হয়। পরে তাহারা গ্রেপ্তার হয় ও স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরিত হয়। তাহাদের মধ্যে আবদুল জব্বার মারা যায়। সে মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

অপর সকলের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০।৪৫৭ ধারা অনুযায়ী বিচার চলিতেছে। ১৪ই মে পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী হইয়াছে।

সরকারী সারকুলার পত্র

চট্টগ্রাম হইতে এরূপ প্রকাশ যে, একটি স্কুলের ছাত্রের সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের একখানি সারকুলার পত্র সম্প্রতি প্রায় চল্লিশটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই ছাত্রটি নাকি একটা স্কুল হইতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে আর একটা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। তাহার পর সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেছে না।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৪শে বৈশাখ সোমবার, ১৩৪১

বর্তমান ১৩৪১ বঙ্গাব্দ — নবাব্দ প্রতিপদ তিথিতে বঙ্গপ্রবেশ করিয়াছে। এই বর্ষ প্রবেশের দিবস আমরা কালবৈশাখীকে তাহার সহজ রূপ দেখিতে পাইয়াছি। তৎপর প্রায় প্রত্যহই কালবৈশাখী স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করিতেছে। বিভিন্ন স্থানে ঝড়, বৃষ্টি, শিলা — প্রভৃতি প্রচুর ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বৃষ্টিতে কৃষকগণের একাধারে সুবিধা হইলেও ঝড়ে তাহাদের পর্ণকুটীরগুলি উড়াইয়া লইয়া যাওয়ায় তাহাদের দুঃখের আর সীমা নাই। চৈত্রকী — আমরা 'বিশাখ মধুর' বাক্য দেখিতে পাই। কিন্তু নাগরিকদের যাঁরা এত বুদ্ধি পাইয়াছে যে এখন আর মধুসূদনের কথা মোটেই স্মরণে আসে না। মধুসূদনকে বাদ দিয়া 'শ্রীমধ মধু'র হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ঐসকল চেষ্টায় যে ফল পাওয়া যাইতেছে তাহা স্থায়ী নহে। আবার অনেকস্থলে যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হইতেছে। আমরা বলি, এখনও মধুসূদনের শরণাপন্ন হইবার সময় আছে। তাঁহার স্মরণ ব্যতীত 'মধু'র সংহার কখনও সম্ভব নহে।

করাচির ৩রা মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বড়লাট লর্ড উইলিংডন, লেডি উইলিংডন ও সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া আগামী ১৫ই মে ট্রান্সকন্টিনেন্টাল বিমানযোগে দিল্লী ত্যাগ করিবেন। যোধপুরের মহারাজার অভিবিধানে ঐ রাত্রি যোধপুরে বাস করিয়া পরদিন প্রাতে তিনি করাচি পৌঁছিবেন। বর্হির্গামী বিমানযোগে ঐ দিনই তাঁহারা করাচি ত্যাগ করিবেন। বিমানাগারে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। পথে বড়লাট দম্পতিকে সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানেরও আয়োজন করা হইতেছে। শারজা, বোগদাদ ও কায়রোতে বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা ব্রিন্দিসিতে বিমান হইতে অবতরণ করিবেন। তথা হইতে ট্রেনযোগে প্যারি এবং প্যারি হইতে বিমানযোগে লণ্ডনে যাইবেন। বড়লাট বাহাদুর নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করুন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলার মৌলবী সামসুদ্দিন আহমেদ কর্পোরেশনের শ্রীযুক্ত সি, সি 'বশ্ স — আপার — — — — লাইসেন্স —

... দাবী করিতে নিষেধ করিবার জন্য একটি নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত এ, কে, রায় গত বৃহস্পতিবার উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচারকর্তা রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন রায় ৪৮বৎসর বয়সে গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল জন্ম গ্রহণ করেন। গত ১৯১০ সনে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নবিভাগে প্রথম চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সনে তাঁহাকে স্যানিটারী কমিশনারের ল্যাবরেটরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। সাত বৎসর পরে তাঁহাকে প্রচারবিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রচারকার্যে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সরকার একজন যোগ্য কর্মচারী হারাইলেন।

করাচীর মেয়র মিঃ জামসেদ এন, আর, মেহতা খাদ্দর প্রতি জনসাধারণের উপেক্ষার মর্মাহত হইয়া সেদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির মিলন-সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"যে খাদি ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর অন্ন সংস্থানের উপায়, তাহা জনসমাজের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয়?" ভারতের যে অঞ্চলে অসংখ্য কাপড়ের কল বর্তমান, সেই অঞ্চলেরই একটি নগরের মেয়র স্বদেশবাসীর কল্যাণ কামনায় এইভাবে খাদি প্রচারের জন্য সচেষ্ট, আর ভারতের যে সকল অঞ্চলে কাপড়ের কলের সংখ্যা খুব অল্প, অথচ বেকার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তথায় এই প্রকার উদ্যম দৃষ্ট হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণের চেষ্টায় একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জিলার সিভিল সার্জন মেজর এম, নাগ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, এক মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রতি বৎসর কুড়ি হাজার লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, এবং সারা বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দুই লক্ষ লোক জীবন সংগ্রামের অযোগ্য ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহা পল্লীবাসীদের পক্ষে কতদূর ক্ষতিকর তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সিভিল সার্জন মহাশয় কেবল মুর্শিদাবাদ জেলা সম্বন্ধেই একথা বলিয়াছেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদের প্রতিবেশী নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা এবং অন্য একটু দূরে পা বাড়াইলে — — পাবনা, রাজসাহী ফরিদপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলা সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু অধিকাংশ জেলার মফঃস্বল পল্লীতে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। ম্যালেরিয়া ত' আছেই, তাহার পর তাহার দুই সহযোগী কলেরা ও বসন্ত বৎসরও — লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া থাকেন। তখন চিকিৎসকহীন, ঔষধহীন, বিশুদ্ধ পানীয়জলের অভাবে পীড়াতুর পল্লীবাসীদের অবস্থা কিরূপ অসহায় ও শোচনীয় হইয়া উঠে, তাহা সকলেই অনুমেয়। এদিকে দৃষ্টি কে দিবেন?

যে দিবসের বোমা বিভ্রাট

পুণা হইতে প্রকাশ, যে দিবসে সন্ধ্যাকালে পুণায় যে বোমা বিদীর্ণ হয় এবং বিজন মুখিয়ক্কর নামে একটী কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। সেই ঘটনার কতকটা অংশ আছে বলিয়া পুলিশ কর্তৃপক্ষ মনে করিতেছেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, তিনটি ঘটনার সহিত একটা সংযোগ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রথম ঘটনা হইয়াছিল গত জুলাই মাসে পুণায় বড়লাটের পরিদর্শনের দিবসের প্রাক্কালে একটি কলেজের প্রাঙ্গণে। সেই সময় কতকগুলি বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। তাহার পর এই বৎসরের প্রারম্ভে পুণা নগরীতে হেড পুলিশ অফিসের ছাদের উপরে বোমা নিক্ষিপ্ত। তৃতীয়তঃ গত সোমবারের বোমা বিস্ফোরণ; এই ঘটনার পরেই মুখিয়ক্করকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামীর বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য স্থানেও খানাতল্লাস হইতেছে। ইহার ফলে আরও কতকগুলি লোক গ্রেপ্তার হইবে বলিয়া সম্ভাবনা আছে। ইতোমধ্যে কতকগুলি কাঁচের টুকরা, ছেঁড়া কাপড়, মৃত যুবকের সাইকেল ও তাহার সবুজ বর্ণের ব্যাগ বোম্বায়ে রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। সরকারী বিস্ফোরক দ্রব্য বিভাগের ইন্সপেক্টর বোমা বিস্ফোরণের স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছেন। গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারল, পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং দিল্লী হইতে আগত গোয়েন্দা বিভাগের একজন পুলিশ কর্মচারী এই ঘটনার তদন্ত কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। এই ঘটনার সম্পর্কে যে সকল খানাতল্লাস হইয়াছে, তাহাতে কিছু অপরাধজনক পাওয়া যায় নাই বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

মালদহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মালদহ হইতে প্রকাশ, কয়েক দিবস পূর্ব্বে মালিয়া গ্রামে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে পুলিশসহ কয়েকজন আহত হয়। একখানি কুটিরে অগ্নিসংযোগ করা হয় বলিয়াও প্রকাশ।

এতৎসম্পর্কে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ধৃত ব্যক্তিগণকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

মহরম উপলক্ষে তাজিয়াসহ এক মিছিল বাহির করা হয়। স্থানীয় আমঃ উপারস্থিত একটি বটগাছের কয়েকটা ডাল কাটিয়া মিছিল পরিচালনা করা সম্পর্কে মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হওয়াতে উক্ত দাঙ্গা উপস্থিত হয় বলিয়া প্রকাশ। উভয় পক্ষ হইতেই এটোর্ণিকেশন দাখিল হয়।

যুবক গ্রেপ্তার

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বেনিয়াপুকুর রোডে একটি বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া নির্ম্মলচন্দ্র দাস নামক একজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। খানাতল্লাসীর ফলে কয়েকখানি আপত্তিজনক পুস্তক ও ছোরা পাওয়া যায়। দক্ষিণ কলিকাতা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

উক্ত যুবককে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনকে দ্বিতীয় বার আক্রমণ সম্পর্কে পূর্ব্বে একবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

দুই জনের ৫ বৎসর কারাদণ্ড

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, বিষ্ণুপুরের মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল সরকার বঙ্গীয়-বিপ্লব-দমন আইন অনুসারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

১৯৩৩ সালের ২৪শে মে তারিখে কাকরপুরের পথে জনৈক ডাক হরকরাকে আক্রমণ এবং রিভলভার দেখাইয়া মেলব্যাগ লুট করিবার অভিযোগে ইহারা অভিযুক্ত হয়।

একভিন্ন আসামীদের প্রত্যেকের প্রতি ১ শত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে: জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

৯ দিনে পোর্ট ডারউইন হইতে লণ্ডন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রবিন এবং কেলার নামক দুইজন বৈমানিক অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারউইন হইতে রেকর্ড রাখিয়া ৯ দিনে লণ্ডন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গত ২৩শে এপ্রিল উহারা পোর্ট ডারউইন হইতে বহির্গত হইয়াছিল।

বৈমানিকের বিপদ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতীয় বৈমানিক মিষ্টার পাণ্ডার ও অষ্ট্রীয়ার বৈমানিক মিষ্টার হেল বিমান পোতযোগে এক সঙ্গে ভেনেতা হইতে লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন। বিমানপোতখানি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। জনৈক মৎস্যজীবীর নৌকাযোগে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ { ২৪ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে ইং ১৯৩৪ সোমবার ৭ম সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

এলাহাবাদে

গত ২৮শে এপ্রিল অপরাহ্নে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী প্রভু বারাণসী নগরীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণে শঙ্কর-প্রচারিত মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের প্রভেদ বর্ণন পূর্বক দার্শনিক জগতে মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তির পরতমতা ব্যাখ্যা করিয়া একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছেন, গঙ্গায় কর্মকাণ্ড বিসর্জন দিয়া জ্ঞানী ও ভক্ত বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর ক্ষেত্র কাশীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানী শম্ভুকে বৈষ্ণবরূপে না জানিয়া কেবলাদ্বৈতবাদের আশ্রয়ে নির্বিশেষে বিলীন হইতে চেষ্টা করে; আর ভক্ত পার্বতী দেবীর প্রতি শম্ভুর—

"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥"

—এই উপদেশবাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রয়পূর্বক সনাতন ভাগবতধর্ম অনুশীলন করিতে থাকেন। তৎফলে নিত্যধামে সর্বাশ্রয় পুরুষোত্তমের নিত্য বৈচিত্র্যময় সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ-ধিক্কারী পরানন্দে অবস্থান করেন।

গোস্বামী প্রভুর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভায় সমবেত শত শত সুধী ব্যক্তি পরমানন্দিত হন। এই বক্তৃতার বিষয় অবগত হইয়া তৎপর-দিবস শ্রীমঠে শ্রোতার সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল। কিন্তু এই দিবস গোস্বামী প্রভু অসুস্থতা-নিবন্ধন বক্তৃতা প্রদান করিতে পারেন নাই। শ্রোতৃবর্গ শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের পদাবলী কীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

[illegible]

গত ৩০শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত [illegible] জেলার অন্তর্গত বরাহনগর শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউর মন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে হরিকথা আলোচনা করেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নে লিখিত হইল।

ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থগণের কর্তব্য শ্রীশ্রীগুরুগৃহে বাস পূর্বক কায়মনোবাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকা। গুরুগৃহে বাস অর্থে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ মত যে কোন স্থানে শ্রীগুরুসেবার উদ্দেশ্যে অবস্থান বা বিভিন্ন দেশে বিচরণ। যাহারা গৃহ ত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য না করিয়া মনের খেয়ালমত যথেচ্ছা বিচরণ করে কিম্বা কোন পূজনাকাঙ্ক্ষীর ব্যক্তিকে মহাভাগবত বা তিনি গৃহে থাকিলেও সন্ন্যাসী এবং তাঁহার ভোগায়তনটীকে আশ্রম অথবা মঠ কল্পনা করিয়া শ্রীগুরুসেবার পরিবর্তে সেই ধর্মধ্বজী পুরুষের ও তাহার যোষিতের সেবায় বৃথা কালযাপন করে সেই কামদাসগণের ত্যাগ-অভিনয় দম্ভ জানিতে হইবে, কারণ ঐপ্রকার আচরণের ফলে শ্রীগুরুসেবা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমধনের পরিবর্তে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামের দাসত্ব এবং উক্ত আচরণের প্রশ্রয়দাতা [illegible] পূজনার্থ দাসত্ব করিতে করিতে অনন্ত নরকের পথেই অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীগুরুদাসের মস্তক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পদরজেই নিত্য অভিষিক্ত, সুতরাং তিনি এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীগুরুসেবা ছাড়িয়া অন্য কাহারও সেবার জন্য ব্যস্ত হন না। যে সকল ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় পূর্বক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছাড়িয়া ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী অভিমান করিয়া কোন আশ্রম বা মঠের (?) প্রতিষ্ঠাতাভিমানী ও কেবল মুখে কৃপাচার্যের বলিয়া কীর্তনের ছলনা দেখাইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণকারী অভিন্ন পূজনাকাঙ্ক্ষী জনৈক গৃহস্থের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদের দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিলেও তাহারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছে সুতরাং তাহাদিগকে কামদাস ব্যতীত গুরুদাস বলা যাইতে পারে না অথবা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীগুরু-আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্বক কোন গৃহব্রত, এমন কি গৃহস্থের বাড়ীতেও অবস্থান করেন না: কারণ তাঁহারা নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যবাণী এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন না।

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো
ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥"

[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] (?) [illegible] কখনও [illegible] নহে। [illegible] মহাজনগণ [illegible], বাউল বা অবৈধ যোষিৎসঙ্গী বলিয়াছেন।

সেই সকল [illegible] যোষিৎসঙ্গিগণ যোষিৎসঙ্গে [illegible] শুদ্ধভাবের কর্তৃক বা শুদ্ধভাবেই [illegible] পারেন না যে [illegible] শিক্ষা [illegible] করিতেছেন [illegible] অনেককে [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষকে [illegible] রূপে বরণ করিয়েন অর্থাৎ [illegible] শীঘ্রই [illegible] আশ্রম বা মঠ (?) [illegible] চেষ্টা বা [illegible] কৃপাচার্যের [illegible] গুরুপাদপদ্মের [illegible] থাকিতেন এবং [illegible] ও আচার্যদেবের [illegible] করিতেন।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার [illegible] কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ পুরুষোত্তম সম্পাদন সম্বৎসর ৪৪৮

ভয় যায় কিসে ?

কোনও কিছু হারাইবার আশঙ্কাই ভয়। ধন, জন ও জীবন—এই তিন স্থানেই আমাদের উদ্বেগ। তন্মধ্যে আবার জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্বপ্রধান। কিন্তু এই প্রাণহানি হইতেও যে আর একটী সর্বাপেক্ষা অধিকতর হানি আছে তা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না। সেই অবিজ্ঞাত হানিটীই আত্মার হানি, আত্মার অধোগতি বা মায়াধীন ভয়। কিন্তু এই ভীষণতম হানি বা ভয়ের জন্য হইতে—আত্মবিনাশ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ আমরা চাই না। এমন অমূল্য নিধি যে আমি—আত্মা সেই আমাকে—আত্মাকে রক্ষা করিবার—কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার প্রয়াস না করিয়া মাটীর বিকার এই দেহ বা দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনরূপ ছাইভস্ম রক্ষা করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছি এবং সেই ভয়ে ভীত হইয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছি, এমন আমাদের বিমূঢ়তা!

কৃষ্ণবিমুখ জীব আমরা সর্বক্ষণই ভয়-ব্যাকুলচিত্ত, কিন্তু এই ভয় হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় আমরা খুঁজে দেখিতে অবসর নাহি। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

—যতদিন জীব ভগবানের অভয় চরণে একান্ত শরণ গ্রহণ করিতে না পারে, ততদিন সে ধন, জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের হানি চিন্তায় ভয়, হানিজনিত শোক, ঐশ্বর্য-সুখার্থ নিমন্ত্রণের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অপরের লোভ, পরাভব-জনিত বেদনা এবং অনিত্য বিষয়ে 'ইহা আমার' এইরূপ অসুখ-পরিণাম অসৎ আগ্রহ হইতে তাপ ভোগ করে। কৃষ্ণের অভয় চরণে একান্ত শরণাগতি ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীব এই ভয়াদি হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

এই যে বিষম ভয় জগৎকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতির অভাব। আমি কে এবং আমার আশ্রয় বা কে,—এই প্রশ্ন সমাধানাভাবেই এত অসুবিধার উৎপত্তি। অতএব এই অনর্থবহুল অসুখ সংসারে শ্রীহরির চরণকমল-সেবায়—সেবোন্মুখ জগদ্গুরুর সেবাই জীবের অভয়পদ জানিয়া সর্বতোভাবে তাঁহাতে মনোনিবেশই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য। জীব এই সহস্রপদাপূর্ণ সংসারে সেই সর্বানর্থহর হরিপাদপদ্মে কৃতাশ্রয় হইলে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কদাপি পদস্খলিত বা পতিত হয় না। কোন বিঘ্ন বা ভয় তাঁহার গন্তব্য বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। কারণ সে তাহার সকল কর্ম কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সর্বাপদের অতীত হইয়াছেন। সে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য আর কিছু চাহে না, আর কিছু জানে না, আর কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেয় না, সেই জন্য সে আজ নিশ্চিন্ত ও আনন্দময়; আর যত ভয়, যত ভাবনা, যত দুঃখ তাহারই, যে জন আপন স্বরূপ ভুলিয়া—তাহার জীবন-জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়া অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হইয়াছে; তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয়। আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু সমস্তই কৃষ্ণসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য, প্রাণপতি, তিনিই আমার রক্ষক, পালক ও প্রিয়জন—এইরূপ অভিনিবেশের অভাব বা অভাবেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। কৃষ্ণবিমুখ জীবগণই এই দ্বিতীয়াভিনিবেশের ফলে পতিত হইয়া অনন্ত ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু সাধুজনের কৃপাপ্রাপ্ত আত্মতত্ত্ববিৎ ভাগ্যবান্ জনগণ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে একান্ত ভক্তিসহকারে সেই গুরুরূপী ভগবানের ভজনা করিয়াই সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত হ'ন। জগৎ-গুরু শিবের উক্তিতেও আমরা পাই,—

'নারায়ণ-পরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না, অখিল জগতে কেবল তাঁহারাই নির্ভয়, কারণ তাঁহাদের আশ্রয়ই কেবল একমাত্র অভয়পদ এবং তাঁহাদের পতি সর্বজীবাশ্রয় কৃষ্ণ স্বয়ং ভয়েরও ভীতিপ্রদ বা প্রভু; স্বয়ং ভয়ই যাঁহাকে ভয় করেন সেই ভগবান্ যাঁহাদের আশ্রয়, তাঁহাদের যে আর ভয় নাই, তাঁহারাই যে ভয়াতীত ও অভয় তাহা বেশ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র।

"ভয় যায় কিসে"—একথা মুখে আমরা অনেকবারই বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু ভয়-হীন অভয়চরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্বতোভাবে আশ্রয় না করার জন্যই যে আমাদের ভবরোগ বাম বা ভয়াধার প্রবল হইয়া ব্যাকুলতা, ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(৯)

বৈশেষিক মতবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে ২৫ সূত্রে "ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনঃ বৈশেষিকাদিবৎ।" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। অতঃপর ঈশ্বর-সম্বন্ধে কপিল বলেন—"ঈশ্বর যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তিনি বদ্ধ বা মুক্তের অন্যতর হইবেন। মুক্তরূপে তিনি রাগাদি-প্রবৃত্তিরহিত সুতরাং সৃষ্টিপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না এবং বদ্ধরূপে তিনি সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যক্ষম অপরিচ্ছিন্ন শক্তি-বিশিষ্ট হইতে পারেন না। নিম্ন সূত্রসমূহে ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন; যথা—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ" "উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্" "প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি—অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ করিবার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দসিদ্ধ কোন প্রমাণ নাই। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না যেহেতু ক্রিয়াদি কোন ব্যাপার তাঁহাতে থাকিতে পারে না। সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি বল যে পরদুঃখকাতরতা হইতেই তাঁহার প্রবৃত্তি, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, করুণাময় ঈশ্বরের দুঃখসৃষ্টির প্রয়োজন কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলার অঙ্কিত Indian Philosophy গ্রন্থে একটু ভদ্রলোকের খাতে দিবার মত করিয়া সাংখ্যকার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন—Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of only one God, he simply says and in that respect he does not differ much from Kant—that there are no logical proofs to establish that existence, but neither does he offer any such proofs for denying it."। কোন কোন পণ্ডিত নিরীশ্বর বৌদ্ধমতকে সাংখ্যেরই অপভ্রংশ স্থাপন করিয়াছেন।

সাংখ্যকার বলেন—দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম, কর্মের কারণ প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা—বৌদ্ধেরও এইমত। বৌদ্ধগণও সাংখ্যের ন্যায় যোগপন্থাকে চিত্তের বৃত্তি-নিরোধের উপায়রূপে স্বীকার করেন। লোকায়ত-মতবাদী সম্প্রদায়ও সাংখ্যকার ও বৌদ্ধগণের ন্যায় নাস্তিক; পরন্তু চার্বাকের ন্যায় ইহারা অপৌরুষেয় বেদ সম্বন্ধে "ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ" এই প্রকার উক্তি করে। তাহারা শাস্ত্রবাক্যাপেক্ষা যুক্তিরই অধিক প্রাধান্য বলেন—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোহর্থনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।" আধ্যা-ত্মিকে সত্যাদিতে বৃহস্পতি (ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি নহেন) হইতে ক্রমান্বয়ে কপিলমুনি (দেবহূতিনন্দন ভগবদবতার কপিলদেব নহেন), পরন্তু চার্বাক, বৌদ্ধ (বুদ্ধ সম্প্রদায় ভগবদবতার বুদ্ধ নহেন) নাস্তিক্য মতবাদ প্রচার করেন। জগতের গণসমষ্টির প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহাদিগের শিষ্যসম্প্রদায়। আস্তিকক্রব-সম্প্রদায়ও অনেকে ইহাদিগেরই ধুয়াবাদী। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যকারকে স্পষ্টতঃ নাস্তিক বলিতে চাহেন না; এবং পণ্ডিত Max-Mullerও তাঁহারই মতানুসরণ করেন কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র সোজাসুজি তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়াছেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্যও বাচস্পতি মিশ্রের মতানুমোদন করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য ভক্তৈকরক্ষক শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী স্বীয় গীতা-ভাষ্যে বলিয়াছেন "তত্র নিরীশ্বর-সাংখ্যমত-নিরাকরণেন কেবল সেশ্বরসাংখ্যযোগমতে ঈশ্বরাধীনত্বং বক্তব্যম্।"

প্রতীচ্য দার্শনিক Herbert spencerএর মতবাদের সহিত সাংখ্যমতবাদের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। সাংখ্য প্রকৃতিকে উৎপত্তিবিনাশ-রহিত বলিয়াছেন, Spencerও বলেন Matterএর জন্ম অথবা বিনাশ নাই। সাংখ্যকার প্রকৃতির স্বতঃ-বিকৃতিকেই সৃষ্টির কারণ বলেন। Herbert spencerও বলেন Matterএর অবস্থার পরিবর্তন হইতেই সৃষ্টিপ্রকাশ। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চ-বিংশতি প্রকার তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে ভূতসংখ্যা কেহ ৬৫, কেহ ৬৬ এবং অপর কেহ ২৭০ পর্য্যন্ত বলেন। সাংখ্যকথিত সৃষ্টিব্যাপার এবং মুক্তিসম্বন্ধে প্রকৃতির স্বতঃবিকৃতি এবং আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞান ব্যতীত তৃতীয় পদার্থ ঈশ্বরাঙ্গী-কারের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বর যদি কেহ থাকেন তিনি অবশ্যই নির্গুণ সুতরাং তাঁহা হইতে সৃষ্টিগত বৈষম্য উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রকৃতি-নিরপেক্ষ জগতের কর্তৃত্ব-দাতা ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই; উহা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং প্রমাণসিদ্ধ নহে। সাংখ্য পুরুষকে নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় মুক্তস্বভাব বলেন, এমন পুরুষে অজ্ঞান পারি না। মায়াই ভয় এবং মায়াধীশ কৃষ্ণই অভয়—এই বিষয়টী আমরা বুঝি না বলিয়াই ভীত হই। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে এসব বিষয় আলোচনা করিবেন এবং তাহা পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবেন, তাঁহারাই ভয়ের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিশ্চয়ই অভয় হইবেন ইহাই আমাদের শেষ কথা।

আসিল কি প্রকারে? স্বভাবতঃ মুক্ত পুরুষকে মুক্তিদানে সাংখ্য এত ব্যস্ত কেন? সমবায়-সম্বন্ধযোগে যদি পুরুষের জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়, তবে অপর কোন সম্বন্ধ দ্বারা জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে কেন? আত্মা কোন গুণের দ্বারা চালিত হইয়া আমি আর বদ্ধ নই মুক্ত হইয়াছি এই বোধ-সাহিত্য লাভ করেন। আত্মার অধ্যাসের ফলে প্রকৃতি স্বতঃবিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া না হয় সৃষ্টি করিল কিন্তু সৃষ্ট বস্তুগুলিকে সুশৃঙ্খলে নিয়মিত ও পরিচালিত করে কে? প্রকৃতি ত' জড়া, কর্তৃত্ব নাই, আত্মা চেতন হইলেও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হওয়ায় পরিচালনাক্ষম তাহা হইলে এই সৃষ্টি-নিয়মনের কর্তা কে? এই সকল প্রশ্নের সমাধান না করিয়া সাংখ্য বৃথা আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র। শ্রীচরিতামৃতকার সাংখ্যমত-খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

"প্রকৃতি-কারণ নহে সেই জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তা'রে কৃষ্ণ করে কৃপা॥"

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দেবহূতিনন্দন ভগবান্ কপিলদেব কথিত সাংখ্যবিজ্ঞান শ্রৌতপথে অনুশীলন করিতে পারিলেই চেতনতার অপব্যবহারকারী প্রকৃতি-কবলিত অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাপত্তি-ফলে তাঁহার কৃপা-প্রভাবে চিচ্ছক্তির বিকৃত প্রতিফলন জড়া মায়ার প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হ'বেন।

নিরপেক্ষ কে?

[শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, কবিরত্ন]

এই সংসারে আমরা ত্রিবিধ মানুষ বাস করি—মানব, মানবোত্তম ও মানবাধম। যাঁহারা পরদ্রোহ, পরহিংসা জীবহিংসাদি পাপমুক্ত থাকিতে যত্নশীল, তাঁহারা সাধারণ অর্থাৎ মানবোচিত নীতিপালনে তৎপর বলিয়া মানব নামে খ্যাত। যাঁহারা স্বতো বা পরতো অর্থাৎ আপনা হইতে বা সাধুর কৃপাযুক্ত শিক্ষালাভে সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া পাপাপরাধ বর্জ্জিত থাকিয়া নিত্য ভক্তিযুক্তচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীমুকুন্দ-পাদারবিন্দ-সেবায় নিরত তাঁহারাই উত্তম মানব বা মানবোত্তম; যেহেতু তাঁহারা মনুষ্যজন্ম-ধারণের বাস্তব তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। আর যাহারা উপরিউক্ত দ্বিবিধ মানবদিগের বিপরীতাচরণে নিযুক্ত থাকে—তাঁহাদিগকে বৈরী বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দ্রোহাচরণ করে এবং সেই অপরাধে বুদ্ধি ভ্রংশ হওয়ায় নানাবিধ পাপাচরণ, পরপীড়া, জীব-হিংসন প্রভৃতি কার্য্য নিঃশঙ্ক হইয়া করে, কুপে ইন্দ্রিয়গণের উপকরণে নিরন্তর চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করে, তাহারাই নরাধম বা মানবাধম নামে সুধী সমাজে পরিচিত আছে।

মানবাধম আমরা চঞ্চলমতি-বিশিষ্ট বলিয়া বাস্তব নিরপেক্ষ মতের আদর করিতে অক্ষম। আমরা বলি,—আমরা যাহা করি বা করিতে ভালবাসি, তাহার সমর্থনই নিরপেক্ষতা। এই বিচারে আমাদিগের বিভিন্ন ব্যক্তির রুচি-মুখ বিভিন্ন দিকে থাকায়, আমরা প্রত্যেকে বহু পক্ষপাতিত্বে নিরপেক্ষতাকে পোর্টব্লেয়ারে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আছি। অথচ আমাদিগের অদম্য প্রয়াসেও নিরপেক্ষতা দ্বীপান্তরিত হইবার বস্তু নহে, তবুও আমাদিগের ধৃষ্টতা লোক-লোচনের গোচরীকৃত করা বা আত্মপ্রবঞ্চনেচ্ছা বলবতী রাখিয়া আত্মঘাতের পন্থাটী সুগম করিবার চেষ্টা পরিহার করিব কেন? আমাদিগের নরাধম নাম আমরা ধরাধাম হইতে বিলীন হইতে দিলে নরাধমের কৃতিত্ব কোথায়? সুতরাং আমাদিগের দেহের ও মনের অনুকূল ভাবই নিরপেক্ষতা বলিয়া গায়ের জোরে চালাইতে থাকিব।

যাঁহারা মানব বা সাধারণ মানুষ বলিয়া কথিত, তাঁহারা দ্বিবিধ—সেশ্বর নৈতিক ও নিরীশ্বর নৈতিক। সেশ্বর নৈতিক-গণের মধ্যে অনেকেই নীতিকেই ঈশ্বর বলি মানেন। ইঁহারাও প্রচ্ছন্ন নিরীশ্বর বা নাস্তিক। যেমন, কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণ মুখে ঈশ্বর মানে, কিন্তু তাহাদের ছুৎমার্গ ও নিয়মাগ্রহবিধি প্রবল থাকায় তাহারা ভগবন্নাম ও ভক্তকে আদর প্রদর্শন না করায়, জড় বিচারে অজ্ঞানা-ভাবে ভগবান্ ও ভক্তকে জাতি-দোষ আরোপ করায় কৃষ্ণে বিশ্বাস নাই বলিয়া তাহারাও দৈত্য নামে পরিচিত। ইঁহারা এবং যাঁহারা নিরীশ্বর নৈতিক, তাহাদের উভয়েরই অধম মানবের বিচারাবলম্বন করিবার যথেষ্ট অবকাশ ঘটে। যেহেতু ইঁহারা বাস্তব নিরপেক্ষতা-প্রকটনের পন্থায় বিরোধোৎপাদক।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তব নিরপেক্ষ যাঁহা, তাহা ইহজগতের মাপকাঠির অনেক বাহিরের বস্তু। সারা জগৎ যাঁহাকে নিরপেক্ষ মনে করিয়া সর্ব্বোপরি আসন প্রদান করিয়া থাকেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্র-পদবীই তাহা হয়, অথবা মৃত্যুযন্ত্রণার কবল হইতে নিষ্কৃতিশান্তি-বাসনায় জগতের কল্পিত "ভয়", যমরাজ হন, তথাপি বাস্তব নিরপেক্ষ যাঁহা, তাঁহার পাদদেশ বহু যোজন দূরে – সুদূরে। অবশ্য নরাধমগণ, কেহই যমরাজকে নিরপেক্ষ বলিবার সৌভাগ্য পায় নাই বরং নিরন্তর দোষারোপই করিয়া থাকে; তবে ধর্ম্মবিশ্বাসাভাস যাঁহাদের আছে তাঁহারা নৈতিক বলিয়া যম-রাজকে নিরপেক্ষ বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও যমরাজের বাস্তব নিরপেক্ষ মূর্ত্তি অবগত নহেন।

একমাত্র বাস্তব নিরপেক্ষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরু। ইহজগতে আমাদিগের কল্যাণার্থে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং গ্রন্থভাগবতরূপে ও ভক্তাবতার স্বয়ং গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া নরাধমদিগকেও নরোত্তম দাস হইবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন—

"এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১।৯৯-১০০)

ইহজগতে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিরপেক্ষ শ্রীমদ্ভাগবতকে পুরাণার্ক বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত নিরস্তকুহক পরম সত্য। পক্ষপাতিত্বরূপ কপটতা নিরস্ত করিতে শ্রীমদ্ভাগবত দক্ষ। কুতর্ককুহক নিরস্ত করিতে শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বিতীয়। মায়োপাধি-গ্রস্ত পরাভব করিতে শ্রীমদ্ভাগবতও মহা-বলবন্ত। অবিদ্যারূপা মায়া-কবল হইতে উদ্ধার করিতে শ্রীমদ্ভাগবতও মহাকৃপা-পরবশ। জড়াভিনিবেশরূপ দারিদ্র্য নাশ করিতে শ্রীমদ্ভাগবত মহাবদান্য-শিরোমণি। এমন কি, স্বয়ং বেদে যাহা প্রকাশিত হয় নাই, তাৎপর্য্যোদ্ভাবনকারী শ্রীমদ্ভাগবতে সেই নিগূঢ় বাস্তব বেদ্য বস্তু স্বপ্রকটিত। ইঁহার বাস্তব নিরপেক্ষতা মানবাধমের বোধ-গম্য তো নহেই এমন কি সাধারণ মানব বা জগতের বিশেষাখ্য মানবেরও অনধিগম্য।

চারি শতাব্দী পূর্ব্বে অতিমর্ত্ত্য মানব শ্রীগুরুবর্গ ব্যতীত অতিমর্ত্ত্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্যাবধারণে কাহারও যোগ্যতা ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং প্রকটিত হইয়া আচার-কলেবর শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য স্বয়ং আচরণ করিয়া নিজে বা স্বীয় ভক্ত-দ্বারে বিশ্বের আপামরকে উপদেশ করিয়া নরোত্তম সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন।

নিরপেক্ষ-প্রবর শ্রীস্বরূপপাদ জীবের বিরূপধর্ম্ম নিরস্ত করিবার জন্য,—''যথা তথা' কবির রসাভাস-দুষ্ট সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ-রূপ পক্ষপাতিত্ব-নিরাসকল্পে শিক্ষা দিতে-ছেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে সে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩২)

একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রভাবেই নিরপেক্ষ কে? অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের সম্যক্ কীর্ত্তনই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী। সেই বাণী অতি-মর্ত্ত্য পুরুষ শ্রীগুরুদেব ও তৎসেবকগণ ব্যতীত অন্য কাহারও কীর্ত্তনাধিকার নাই। যথা তথা পতিত, বা [illegible] অপ্রাকৃত ভাবানভিজ্ঞ তখনও নিরপেক্ষ কীর্ত্তনকারী নহে। নিরপেক্ষ ভাগবত-কীর্ত্তন-কারী—নিরপেক্ষ ভক্ত-ভাগবত। বর্ত্তমান-কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বিঘোষিত শ্রীচৈতন্যমঠের চেতনবাণীই বাস্তব নিরপেক্ষ, তাহাই গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বহুবিধ উপায়ে প্রকটন করিতেছেন। বাস্তব নিরপেক্ষতার গ্রহণের এরূপ সুবর্ণসুযোগ জীবের ভাগ্যে কোনও কালে ঘটে নাই। ওঁ শান্তি!

পাঞ্জাবে প্রচার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

দ্বিতীয়তঃ তিনি যদি মহাভাগবত বা মধ্যম ভাগবত অথবা অন্ততঃ কনিষ্ঠ ভাগ-বতও হইতেন এবং গুণাচার্য্যকে নিষ্কপটে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষাগুরুর আশ্রয়োন্মুখ জনগণকে "গুরুসেবক হয় মান্য আপনার" রূপে দর্শন না করিয়া তাহাদিগকে শ্রীগুরুসেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজ সেবায় লাগাইবার অর্থাৎ নিজে শূদ্র হইয়াও দীক্ষিত ব্রাহ্মণের সেবা গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা করিতেন না, অথবা গুরুনাম বেষ ধারণ পূর্ব্বক নামাপরাধ-রূপ বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইয়া দীক্ষিত ব্রাহ্মণের আস্তিকতার বাস্তবিকতাকে বিনাশ করিবার জন্য যত্ন করিতেন না বরং সরলভাবে তাহাদিগকে শ্রীগুরু-সেবা হইতে বঞ্চিত হইবার প্রশ্রয় না দিয়া ও বঞ্চনা করিবার জন্য যত্ন না করিয়া বলিতেন—"আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির সঙ্গ করিলে আপনাদের কোন মঙ্গল হইবে না, সুতরাং আপনারা শ্রীগুরুগৃহে গমন পূর্ব্বক গুর্ব্বানুগত্যে থাকিয়া শ্রীগুরুসেবা করুন।"

তৃতীয়তঃ তাঁহার বৈষ্ণবতা দূরে থাকুক ব্রাহ্মণের গুণ সরলতা থাকিলেও তিনি গুণাচার্য্যের আশ্রয়োন্মুখ কোমলশ্রদ্ধ গৃহস্থ-গণের আহৃত অর্থ আচার্য্যপাদপদ্মে দিবার পরামর্শ না দিয়া ছলে বলে তাহা নিজে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ সেবায় বা স্বীয় তথাকথিত মঠ বা আশ্রমের সেবায় ও নিজ যোষিতের সেবায় ব্যয় করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেন না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আমার নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০
৩। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতম্ (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। তত্ত্বসূত্র ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ৩৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। দুঃসঙ্গত্যাগ বা গৌড়ীয় সাম্প্রদায় (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাম্প্রদায় বাখ্যান ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) [illegible]
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্ব্বাণ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চৈতন্য নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনকণ ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। তত্ত্ববিবেক ৫১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৸৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। বর্ণিমকর্তা সাম্প্রদায় ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। জৈবধর্ম্ম বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী-দ্বিতকম্ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। গুরু-স্তব ।০
৫৬। সাম্প্রদায়-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠক্রমঃ ⁄০
৫৮। নারায়ণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৬৪। গোল্ডেন্ গৌড়ীয় মঠ টিম্ ফুট্ ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স্ য়্যাণ্ড অ্যাডভান্সড্ রিলিজন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীমদ্ধ-সুরভি-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। শ্রীমদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাকসাদ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, চাঁদপুর,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৩০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিহাটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিক্কণদী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কাশিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরা ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওনং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ—রোহিণীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ চারি আনা।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং উড়িয়া বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ১১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, ভাষ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	• ৫-৫০,	• ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	• ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	• ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	• ১১-৩৬	১৪-৩০ +	• ১৮-৩৮ •	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০—৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাঁশফুল	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৴০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বজাজ	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮৬৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৸৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ :—	১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল্‌ড)	২৯৪৷০
সেন্ট্রাল ঐ	২৪৲

কাপড় ও সূতার কল.

এম্পায়ার মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আগরপাড়া	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
বেলভ	৩৭৲
ভারত	৪৪৲
ক্লাইভ	২৷ ৷০
ডালহাউসী	৪০৸৷০
ফোর্ট	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অনুভবজ আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০ণ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ
চাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৪১, ৮ই মে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

বয়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠা

নদীয়া জিলা শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক রাণাঘাট লোকাল বোর্ড অফিসে একটি বয়ন বিভাগ খোলা হইয়াছে। বেকার যুবকদিগকে বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইবে। রাণাঘাট শান্তিপুর হরিণঘাটা ও চাকদহ হইতে ... যুবক বয়ন শিক্ষা করিবার জন্য গিয়াছেন। বয়ন বিভাগে ১৮ জন ... যোগদান করিয়াছে। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শিক্ষা দেওয়া হইবে। শাল, ... ব্যাগ, কম্বল, তোয়ালে, কার্পেট, ... সমস্তই গদ্দরের। ৮ মাস কাল ... বিভাগ রাণাঘাটে অবস্থান করিবে।

—

শিশুসহ মাতার আত্মহত্যা

বেলকুচির হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, ... জাতীয়া একটি রমণী তাহার দুই ও ... বৎসর বয়স্ক পুত্র দুইটিকে একটি ... মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিজেও তাহাদের ... প্রদান করিয়াছে। কূপমধ্যে পড়ার ... তাহাদের তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

—

আত্মহত্যার চেষ্টা

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, অভির ... দিতে না পারায় তিলপাড়ার ... অধিবাসিনী পার্ব্বতী দাসী নাম্নী ... একটি রমণী কূপমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ... । তথা হইতে তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করায় তাহার বিচার হইবে।

হবিগঞ্জে ভীষণ হত্যাকাণ্ড

হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, হবিগঞ্জের অন্তর্গত বাঁধে গ্রামের বাবু যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্প্রতি একদিন অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে হবিগঞ্জ হইতে বাড়ীতে রওনা হন। তাহার পর তাঁহার আর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অশ্বটিকে একা বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া আত্মীয়স্বজনের মনে সন্দেহ হয়।

অনেক সন্ধানের পর পরদিবস লোকাল বোর্ডের রাস্তার নিকটে এক মাঠে যতীন্দ্রমোহনের শিরহীন দেহ পাওয়া যায়। হত্যার পর কে বা কাহারা মৃতের মস্তক, বামহস্ত ও অস্ত্রাদি কাটিয়া লইয়া যায়। মৃতের বাম হস্তে নাম লেখা ছিল বলিয়া প্রকাশ।

—

১৪৪ ধারার হুকুম অমান্য

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ১৪৪ ধারার হুকুম অমান্য করিবার অভিযোগে ধর্ম্মঘটকারী নেতা মণিবেন কারাকে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কোয়ালহোর এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি যে রায় দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারীর মধ্যে যখন মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তখন আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করা ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই, কাজেই আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

গত রাত্রি হইতে সকাল পর্য্যন্ত পুলিশ মোট ১৮ জন ধর্ম্মঘটকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—

১০ হাজার টাকার অলঙ্কার উধাও

কলিকাতায় এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে সম্প্রতি গ্রান্টরোড ও দেবী পাঠক নামক দুইজন লোক বোম্বাই সহর হইতে ১০ হাজার টাকার অলঙ্কার পূর্ণ একটা বাক্স লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। তবে যতটা জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, আসামীরা অজ্ঞাত কয়েকজন লোকের সাহায্যে ও আনুকূল্যে লোহার সিন্দুক হইতে অলঙ্কারগুলি সরাইয়া গা ঢাকা দেয়। এই সম্পর্কে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

জেলকয়েদীর জন্য ব্যবস্থা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের কারা-বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পাথার লক্ষ্ণৌ জেল পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি উক্ত জেলের য়ুরোপীয়ান ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা দিবার ও এখানে সেখানে কিছু পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জন্য এই সকল ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রকাশ, পণ্ডিতজীকে আগামী সপ্তাহের প্রথমে লক্ষ্ণৌ জেলে স্থানান্তরিত করা হইবে।

গুলীবিদ্ধ অবস্থায় মৃতদেহ

ডিজিয়ান গ্রামে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এফ, এম, ঘোষকে ব্যারাকের সংলগ্ন উদ্যানে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাঁহার শরীরে গুলী বিদ্ধ হইবার ক্ষত ছিল। তাঁহার মৃতদেহের পার্শ্বে তাঁহার রিভলভারটি পড়িয়াছিল। এই ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

কারাদণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ, জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালতে সতীশ আলি অনুবাদকের কার্য্য করিত। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল যে, সে একজন মোকদ্দমাকারীর নিকট হইতে বে-আইনীভাবে অর্থ আদায় করিয়াছিল। এই অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে প্রথমে যে মামলা হয়—তাহাতে তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল। কিন্তু ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে ঐ দণ্ড নাকচ করিয়া দেওয়া হয় এবং মামলার পুনর্বিচারের হুকুম হয়। পুনর্বিচারে তাহার প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়। নাগপুরে দায়রা জজের নিকট ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আবার আপীল করা হইয়াছিল; কিন্তু দায়রা জজ ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডই বহাল করিয়াছেন।

দানাপুরে অনৈসর্গিক ব্যাপার

দানাপুর হইতে প্রকাশ, দানাপুরের অন্তর্গত বিক্রমগ্রাম হইতে সত্য ও অদ্ভুত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত সোমবার প্রাতে সহসা আকাশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হয় এবং দেখিতে দেখিতে ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হয়। কয়েক মিনিট পর সূর্য্য দেখা দেয়, কিন্তু সূর্য্যরশ্মির বর্ণ পীত দেখা যায় পশ্চিম হইতে প্রবল বেগে তাপ প্রবাহ বহিতে থাকে। ভয়ে গ্রামবাসিগণ সন্তান-সন্ততি সহ প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতে থাকে। বিশ মিনিট কাল এই অবস্থা চলিবার পর প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে।

—

মালব্যজীর সীমান্ত ভ্রমণ

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সীমান্ত পরিদর্শন শেষ করিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সীমান্ত পরিদর্শনে ক্লেশ স্বীকার করিতে হওয়ায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইতে বলা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৩৪১

খনা বলেন—

"যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ॥"

এবার বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখে পাঁচ রবির আবির্ভাব হইয়াছে এবং ফলস্বরূপ ঝড়ের প্রচুর প্রাদুর্ভাব হইতেছে; ঝড় শুধু একাকী আসে নাই, সঙ্গে আনিয়াছে শিলাবৃষ্টি-ঝঞ্ঝা- বজ্র। ঝড়ের প্রবল প্রতাপ যখন চলিতে থাকে তখন পথিকের অবস্থা কি হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। কলিকাতার অধিকাংশ ধূমকেতু যত পল্লীগ্রামের অধিবাসিগণ ছত্র-নিবারণী সভার সভ্য না হইলেও উঁহাদের ছত্র বড়ই ঝড়ের একত্র সমাবেশে কোনও প্রকারে তাহাদিগকে সহায়তা করিতে পারে না। অপরাহ্নেই ঝড় জলের আধিক্য প্রচণ্ডতা দৃষ্ট হয়। সুতরাং সম্ভব হইলে অপরাহ্নে পথ-ভ্রমণে বহির্গত না হইয়া পূর্বাহ্নে চলাফেরার কার্য্য শেষ করাই অনেকটা নিরাপদ।

গত শুক্রবার কলিকাতা এলবার্ট হলে বর্ণাশ্রমে গান্ধিজীকে আক্রমণ করা সম্পর্কে একদল সনাতনী (?) স্বেচ্ছাসেবকের আচরণের প্রতিবাদকল্পে হিন্দু নাগরিকগণের এক বিরাট সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক একখানা পত্র সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে গান্ধিজীর প্রতি উ'হাদের আক্রমণের নিন্দা করিয়া এবং ঐরূপ দ্বারা হিন্দু সমাজের মস্তক অবনত করা হইয়াছে বলিয়া তিনি আক্ষেপ ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐরূপ ব্যাপার আর যাহাতে না ঘটে তৎপতি হিন্দু সমাজকে অবহিত হইতেও তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। মতান্তরে মত-বিরোধ থাকিলেই গুণ্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ সভ্যতার পরিচায়ক নহে। গুণ্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই যে কার্য্যোদ্ধার হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। তাহাতে অনেক সময় কার্য্যের বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে। স্বমতে যাহারা আস্থা স্থাপন করেন, সেই মত যুক্তিযুক্ত হইলে তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে ধীরস্থিরভাবে প্রচার করিয়া জনসাধারণের পুষ্টক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কাহারও সহানুভূতি লাভে বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। আগতিক ব্যাপারে কার্য্যোদ্ধারের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

উক্ত সভার সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের স্থলে তাঁহার পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ২৬শে এপ্রিল বাঁশিতে গান্ধিজীকে অপমানের এবং উৎপরে সেখানে তাঁহার প্রতি কতিপয় পাণ্ডার ও মাড়োয়ারী যুবকের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া এবং সমগ্র হিন্দু সমাজ ঐ আচরণে লজ্জায় অধোবদন হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। যেসকল পাণ্ডা গান্ধিজীর প্রতি ঐপ্রকার আক্রমণে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু যাত্রীদের পৌরহিত্য করিবার যোগ্য নহেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত না হইলে তাঁহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হিন্দু তীর্থ যাত্রিগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া ও ঐসকল পাণ্ডার আচরণের নিন্দা না করার জন্য বৈদ্যনাথ ধামের পাণ্ডা সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিয়া আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অতঃপর আরও দুই চারিটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন প্রস্তাব করেন—"এই সভা বর্ত্তমানে ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনাধীন মন্দির-প্রবেশ বিলকে সমর্থন করিতেছে এবং সেই সঙ্গে আশা করিতেছে যে সেখানে যে বিল পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুগণের ধর্ম্ম আচরণের কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। বর্ত্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম আচরণ সম্পর্কে আইনত যে বাধা আছে বস্তুতঃ তাহা অপসারণের প্রস্তাব হইয়াছে মাত্র।" তখন সভায় হট্টগোল আরম্ভ হয়, এবং পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তি সকল "সনাতন ধর্ম্ম কী জয়" ধ্বনি করিয়া মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। হট্টগোলের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলিতে থাকে এবং ছাতা ঘুরাইতেও দেখা যায়। ঐ হট্টগোলের মধ্যে সভাপতি মহাশয় টেবিলের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছেন—"বিরোধীদল তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার কোন সুযোগ আমাদিগকে দান করেন নাই এবং সভার উদ্যোক্তাগণের বক্তব্য শ্রবণ করিবার মত ধৈর্য্যও তাহাদের নাই। কাজেই আমি সভাপতিরূপে প্রস্তাবটী সভায় উত্থাপন করিতেছি।" প্রস্তাবটী অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মতানুসারে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বোম্বায়ে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সেঞ্চুরী কলের কর্তৃপক্ষের কঠোর এক অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়। প্রকাশ,-উক্ত কলের কর্তৃপক্ষ মাহিনা কলের শ্রমিকাবাসে যে সকল ধর্ম্মঘটকারী বাস করিতেছে, তাহাদিগকে উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদিগকে পুনরায় কার্য্যে যোগদানে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নাকি উক্ত কলের মালিকগণ এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহাতে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। কারণ উহা ভদ্রলোক সমিতির প্রচারিত নীতির বিরোধী প্রচারকার্য্য এবং অনুরোধ উপরোধে ধর্ম্মঘটকারীগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করাই কলওয়ালা সমিতির নীতি।

ইহা ব্যতীত ধর্ম্মঘটের অবস্থায় আর কোনই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। মাত্র চারিটি কলে পুরাপুরি ভাবে কাজ চলিতেছে। কিন্তু কলওয়ালাগণের কথায় প্রকাশ, আরও ১৬টী কলে কাজ চলিতেছে।

নদীয়ায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা

রাণাঘাট হইতে প্রকাশ, গত ২১শে এপ্রিল শুক্রবার বৈকাল ৫টার সময় জনৈক কাবুলীওয়ালার হাত হইতে রাণাঘাট ছোটবাজারের কতিপয় দোকানদার বড়যন্ত্র করিয়া তাহার ১০ হাজার টাকার হাণ্ডনোট ছিনাইয়া লইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, কোন দোকানদার উক্ত কাবুলীর নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করে। উক্ত কাবুলী প্রায়ই উক্ত দোকানদারের নিকট টাকার সুদ ও আসল টাকার জন্য তাগাদা করিত। ঘটনার দিনও কাবুলী দোকানদারের নিকট গিয়াছিল এবং টাকার জন্য তাগাদা করিয়াছিল। দোকানদার নাকি তাহার নিকট কত টাকা পাওনা আছে তাহার হিসাব দেখাইবার জন্য জিদ ধরে। কাবুলী তাহার কোমর হইতে পাগড়ীর বাঁধা হাণ্ডনোট উক্ত দোকানদারকে দেখায়। ইত্যবসরে কাবুলী অন্যমনস্ক হওয়ায় তাহার হাত হইতে উক্ত হাণ্ডনোটের থাতাখানি নাকি দোকানদার ছিনাইয়া লয় এবং অপর একটি লোককে যেন হাতাহাতি করিতে করিতে দোকানদার উক্ত থাতাখানি লইয়া নাকি ঘরের মধ্যে পলাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কাবুলী তখন নিরুপায় হইয়া থানায় গিয়া পুলিসে জানায়। পুলিস আসিয়া কাবুলীর নির্দ্দেশ মত দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন পুনরায় পুলিস আসিয়া তিনখানি দোকান খানাতল্লাস করে। পূর্ব্ব দিন যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের দোকান খানাতল্লাস করা হয়। রাণাঘাট "ইয়ং মেন্স এসোসিয়েশনে"র অন্যতম সভ্য বিখ্যাত ধনীর সন্তান শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষের দোকানেও খানাতল্লাস করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় তাহাকে দোকান হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অপর দুইজন আসামীও জামিনে মুক্ত আছেন। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

বাগানে ছিন্ন নোটের অংশ

ঘটনার তিনদিন পর রাত্রে অনুসন্ধান করিতে করিতে কাপ্তেন ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার স্বেচ্ছাসেবকেরা ছিন্ন অবস্থায় কোন একটী বাগানের মধ্যে হাণ্ডনোটের কিছু অংশ পাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

একদিন কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা জরিমানা

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪২১ ও ৪২৩ ধারা অনুসারে জোড়হাটের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে রামচন্দ্র তিওয়ারি ও অন্য কয়জনের প্রতি একদিন কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে হাইকোর্ট রুল জারি করিয়াছিলেন। বিচারপতি মিঃ গুহ ও মিঃ বার্টলে ঐ রুল খারিজ করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আপীলকারী ও অন্য কয়েকজন জোড়হাটে একটি কারবারের অংশীদার। বাজারে তাহাদের প্রচুর দেনা থাকায় তাহাদের বিরুদ্ধে গদাগোবিন্দ দত্ত নামক এক ব্যক্তি মামলা রুজু করিয়াছিল। বিচারের অবকাশে ঐ কারবারের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছিল আসামীগণ পরে পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ সব সম্পত্তি অপসারিত করে। পরে তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা হইলে জোড়হাটের ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের প্রতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

হাইকোর্টের মামলায় শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র তালুকদার ও গোলিরাম দেকা আপীলকারীর পক্ষে ও শ্রীযুত ডি, এন. ভট্টাচার্য সরকার পক্ষে মামলা চালাইয়াছিলেন।

দিনাজপুরে খানাতল্লাস

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ বালুবাড়ির উকিল শ্রীযুত কুঞ্জকুমার সরকারের বাড়ীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছেন। খানাতল্লাসের পর পুলিস তাঁহার ভাই অমরকুমার সরকারকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে (যাহাতে কোন রকমের অপরাধজনক কার্য্য করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এই ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৫ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ১৮শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

ঢাকায়

গৌড়ীয় ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য-ভাস্কর পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমাগত ভদ্রমণ্ডলকে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সাত্বত-শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী—এই পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতেই একদিন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়কারিণী, বিশ্ব-সুহৃৎ বাস্তবসত্য স্বরাট্-পুরুষোত্তমের সেবার বাণী বিশ্বগগনে প্রতিধ্বনিত হইবে, তাহা সকলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে অবগত হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মদর্শনাভিলাষী হইয়া বহু সজ্জন শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন।

— —

গত ১লা জুলাই মঙ্গলবার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠে শ্রীযুক্ত ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাব্ জজ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মজুমদার সাব্ জজ, শ্রীযুত কে, এন, চৌধুরী অতিরিক্ত দায়রা জজ, শ্রীযুক্ত অস্, এন, বসু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার, শ্রীযুত প্রমথ নাথ লাহিড়ী মুন্সেফ প্রমুখ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ব্যাখ্যা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

——

বাখরগঞ্জে

গত ২২শে এপ্রিল রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ স্থানীয় অশ্বিনীকুমার টাউনহলে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাচরিত বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা-শ্রবণে শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু নরনারী শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

গত ৩০শে এপ্রিল সোমবার স্বামীজী স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন বাগচী মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী মহারাজের মুখে ভক্তভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বারাণসীতে

যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতনা-গ্রামনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আকুমার ব্রহ্মচারী। তিনি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লাভ করিয়া বারাণসী ধামে বাস করিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্বদাই উন্মুখ এবং সাধুজন-সমাজে অতীব সজ্জন ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত। কিছুদিন হইল তিনি উদরাময়রোগে শয্যাগত থাকায় শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে আসিতে না পারায় শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর নিকট এক সপ্তাহকাল স্বীয় গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন।

গত ২৭।৪।৩৪ তারিখে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘটনাক্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গক্রমে "কশ্চিৎ পতিতো হরেঃ প্রিয়তমা বাহিং স্মৃর্ত্তিনিঃ" শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভজনবিজ্ঞ জনগণের জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডে স্থান করিতেছেন অবগত হইয়া তিনি ঐস্থানের জন্য এক সহস্র মুদ্রা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-পূরণে নিয়োজিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সম্পাদক মহাশয়কে অতি সত্বর এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা ভাগ্যবান্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিচারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সৌভাগ্যের উদয় হইলে এইরূপ সুবর্ণ সুযোগ ঘটিয়া থাকে। অর্থের সদ্ব্যবহারের ইহাই পরাকাষ্ঠা, নতুবা অর্থই অনর্থের মূল।

——

পাঁচুড়িয়া গ্রামে

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁচুড়িয়া-গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যনাথ মাইতি মহাশয়ের উদ্যান-ভবনে গত বৈশাখী গৌরজন্মতিথি হইতে গৌরপূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ দাস অধিকারী ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় দিবসত্রয় যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ হইতে পরীক্ষিৎ শুকদেব সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বিষ্ণুভক্ত রাজা কলিনিগ্রহকারী পরীক্ষিৎ মহারাজ পিপাসার্ত্ত হইয়া কি জন্য মহর্ষি শমীক ঋষির কণ্ঠদেশে মৃত সর্প বেষ্টন করিয়াছিলেন? মহাতেজস্বী শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপে আসন্নমৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়াও তিনি নির্ভীক ছিলেন, একটুমাত্রও ব্যথিত হন নাই কেন এবং মুমূর্ষু মানবজীবনের কর্ত্তব্য কি? ইত্যাদি বিষয় ভক্তিশাস্ত্রীজী সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ভবানন্দ দাস মহাশয়ের আগ্রহে এই পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। জমিদার শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মাইতি মহাশয়ের বাস্তবসত্য-শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহ। এঁদের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার মাইতি মহাশয়ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিষ্কপট শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা অমর্ত্যগৌড়ীয়মঠের সেবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গচরণে ইহাই প্রার্থনা।

কাঞ্চনায়ে

[পূর্ব্বপ্রকাশিতাংশের পর]

চতুর্থতঃ তাঁহার সরলতা থাকিলে তিনি বা তাঁহার পত্নী শ্রীবিগ্রহের নিকট নৈবেদ্য প্রদান (?) করিয়া তাহার কিয়দংশ গোপনে নিজেই ভোজন করিয়া বা ভোজন করাইয়া সরল বা অজ্ঞজনের নিকট বলিতেন না যে "দেখ দেখ আজ আমাদের প্রদত্ত নৈবেদ্যের কিয়দংশ শ্রীবিগ্রহ ভোজন করিয়াছেন।" এই প্রকার বিপ্রলিপ্সা পূজনায় অরূপ দর্শকজী ব্যতীত অন্য কাহারও, এমন কি সামান্য নৈতিক ব্যক্তিরও হয় করিতে পারে না। বলা বাহুল্য শ্রীভগবান্ শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়া শুদ্ধভক্তের প্রদত্ত নৈবেদ্য আংশিক কেন সমস্তই ভোজন করেন এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে পুনরায় নৈবেদ্যের পাত্রটী তাঁহার অপ্রাকৃত বা মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তবে এই লীলা বা শ্রীবিগ্রহের ভোজনলীলা বদ্ধজীবের অক্ষজদর্শনে দেখা যায় না তাহা অবশ্য ভক্তই ভক্তিচক্ষে দর্শন করেন সুতরাং যদি কেহ অক্ষজদর্শনে দেখাইবার ছলনা করেন তবে তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর বঞ্চক এবং বঞ্চনা-কার্য্যে মত্ত হওয়ায় নিজেও বঞ্চিত থাকিতে হইবে। অতএব এখন সমাধিত হইল যে যাঁহারা শ্রীগুরু-

(অবশিষ্ট ৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ আচার্য্য—এই দুইটী গৌর পার্ষদের পরিচয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ব নাম সার্ব্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য; ইনি নবদ্বীপ নগরের অন্তর্গত বিদ্যানগরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ মহেশ্বর বিশারদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে তাঁহারা [illegible] মিথিলার ন্যায়-অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে সমগ্র ন্যায়-শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক শ্রী সার্ব্বভৌম নিমাইর গৌরব-রশ্মি বিস্তার করেন। বেদান্তেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য। শ্রী যদু গোপীনাথ আচার্য্য জামাতৃ হিসাবে সার্ব্বভৌমের প্রধান ভক্ত; ন্যায়ের অক্ষরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি না থাকিলেও তিনি অচিন্ত্য পণ্ডিত থাকিয়া সার্ব্বভৌমের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে [illegible] 'কানাকড়ি সম' প্রতিপাদন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর তত্ত্ব প্রকাশ দ্বারা সার্ব্বভৌমের যে মঙ্গল বিধান করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইবে।

নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সার্ব্বভৌমের পরিচয়

শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায় ও বেদান্তে প্রচুর পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া পুরুষোত্তমে থাকিয়াও [illegible] পূর্ব্বক নীলাচলে বেদান্তের অধ্যাপনা করাইতেন। এই সময় মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর [illegible] এবং মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া পড়েন। নীলাচলবাসীর অক্ষরেও [illegible] বিকারী সেবকগণ মহাপ্রভুর মহিমা অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহাকে [illegible] হইলে [illegible] সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাদিগকে ঐ প্রকার মহাপরাধজনক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন এবং [illegible] 'পড়িছা' দ্বারা নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার যথাযোগ্য শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

তাঁহার সহিত সার্ব্বভৌমের পরিচয় হয় এবং তিনি মহাপ্রভুকে নীজ মাতৃষসাগৃহে স্থান প্রদান করেন। এই স্থানে সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য [illegible] মহাপ্রভুর পরিচয় দিয়ে হন।

সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথের ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ

একদিন শ্রীগোপীনাথ শ্রীমুকুন্দ দত্তকে লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট গমন করিলে সার্ব্ব[illegible]

[illegible] বিনীত ও সুপুরুষ। ইহার প্রতি আমার স্বাভাবিক প্রীতি [illegible] সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" গোপীনাথ উত্তরে বলিলেন—"ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; ইনি কেশব ভারতীর শিষ্য।"

শাঙ্করিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের পরিচয়

[illegible] অবগত আছেন, শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণের 'তীর্থ', 'আশ্রম' 'সরস্বতী'—সর্ব্বোচ্চ, 'ভারতী'—মধ্যম। যাঁহারা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দশনামী সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য প্রসঙ্গত [illegible] তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যসমূহের যথার্থ বুঝিয়া যান [illegible] তিনি 'তীর্থ' নামে কথিত। যিনি 'সন্ন্যাস' আশ্রমে আস্থাবান, সমাশ্রয়ে বীতস্পৃহ, আশাবন্ধহীন ও যোনিভ্রমণমুক্ত তিনি 'আশ্রম' নামে পরিচিত। যিনি মনোহর নির্জ্জন বনে বাস করেন এবং আশা-বন্ধন হইতে মুক্ত তিনি 'বন' নামে উক্ত। যিনি নিত্যকাল অরণ্যে থাকিয়া আনন্দরূপ [illegible] বাস করিবার জন্য [illegible] সমস্ত সংসার ত্যাগ করেন, তিনি 'অরণ্য'। যিনি পর্ব্বত কাননে বাস করিয়া [illegible] তাঁহার বুদ্ধি অচলের ন্যায় [illegible] পর্ব্বতের [illegible] বাস করিয়া গভীর জ্ঞান [illegible] পূর্ব্বক সংসারের সার ও অসার বস্তু [illegible] জানিয়াছেন, তিনি 'পর্ব্বত'। যিনি তত্ত্ব[illegible] জ্ঞানরূপ রত্ন আহরণ করিয়া [illegible] দোষ হইতে পরিমুক্ত, তিনি [illegible] স্বর-জ্ঞানতৎপর, স্বরাদিনিপুণ এবং অসার-সংসার বিনাশকারী, তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যার পূর্ণতা লাভ করিয়া অবিদ্যার সকল ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন দুঃখভারে পীড়িত হন না, তিনি 'ভারতী'। যিনি তত্ত্ব জ্ঞানে [illegible] এবং পূর্ণতত্ত্ব-পদে অবস্থিত হইয়া [illegible] পরব্রহ্ম-চিন্তায় রত তাঁহার [illegible]

মহাপ্রভুতে বাহ্যাপেক্ষার সম্ভাবনা নাই

গোপীনাথের উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন—"'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামটী অতি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু 'ভারতী'-সম্প্রদায়টী মধ্যম।"

গোপীনাথ—ইঁহার মধ্যম সম্প্রদায়ে প্রবেশের কারণ এই যে, ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই। অন্তরে মর্য্যাদাহঙ্কার থাকিলে মানব মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইবার প্রয়াস করেন অকিঞ্চন হইয়া দীনভাবে হরিভজন করিতে [illegible] উচ্চতর সম্প্রদায় অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহাতে [illegible]

অজ্ঞতামূলে মহাপ্রভুকে শিক্ষা প্রদানে সার্ব্বভৌমের প্রচেষ্টা

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদান্তের শাঙ্কর-ব্যাখ্যা অধ্যাপনা করিতেন। তাই শুদ্ধভক্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান না পাওয়ায় তিনি মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়ে যে কাম-বিরোধিনের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাও তাঁহার জানা ছিল না। তাই তিনি গোপীনাথের বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পণ্ডিতম্মন্যভাবে বলিতে লাগিলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পৌঢ় যৌবন। সুতরাং সন্ন্যাসধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ ইঁহার নিরন্তর বেদান্ত-শ্রবণ ও জ্ঞানবৈরাগ্যে পারদর্শী থাকা একান্ত দরকার। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা বেদান্তবাক্য অনুশীলন পূর্ব্বক বিষয়-বিরাগ উৎপন্ন করেন এবং কৌপীন আশ্রয় করিয়া কৌপীনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সর্ব্বদা ষড়রিপু সাধনবর্গকে পারদর্শী হইতে হইলে জ্ঞান বৈরাগ্যের উপাসনা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই যাবতীয় পরাক্রমের আশঙ্কা হয়, সুতরাং জ্ঞান-বৈরাগ্যাশ্রয়ে [illegible] করাইতে [illegible] পারিব না। [illegible] হইলে তাঁহাকে পুনরায় সর্ব্বোচ্চ 'সরস্বতী'-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী [illegible] [illegible] সম্প্রদায় করিয়া উত্তম [illegible] পারি।"

গোপীনাথের [illegible]

শুদ্ধভক্তির আলোকপ্রাপ্ত সুধী পাঠকগণ বোধ হয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সার্ব্বভৌমের ঐপ্রকার ভক্তিহীন শুষ্ক-জ্ঞানযুক্ত কেবলাদ্বৈত-বিচার শুদ্ধভক্তগণ কখনও অনুমোদন করেন না, পরন্তু এই সকল ভক্তিবিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিলে ভক্তগণের হৃদয়ে অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে আর স্বয়ং ভগবানের উপর আইনপ্রণয়ন চেষ্টা যদি কেহ প্রদর্শন করেন তাহা হইলে ভক্তগণের দুঃখের আর সীমা থাকে না। তাই সার্ব্বভৌমের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ অতিশয় দুঃখিত হইলে গোপীনাথ বলিলেন—"সার্ব্বভৌম, বিষয়ের নিকট যে তত্ত্ব গোচরীভূত হয়, অবিচারে তাহা কিছুই নহে। এই কারণে তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাধারণ বলিয়া স্থির করিতেছ। বস্তুতঃ ইঁহার ভগবত্তা-লক্ষণের সীমা রহিয়াছে

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার

গুরুর অবমাননা হইতেছে মনে করিয়া সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনি কোন্ প্রমাণে ইঁহাকে ঈশ্বর বলেন?" গোপীনাথ উত্তর করিলেন—"বিজ্ঞগণ যে লক্ষণে 'ঈশ্বর' স্থাপন করেন আমি সেই লক্ষণেই ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিতেছি।"

সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ—অনুমান-প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সিদ্ধ হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান লক্ষণই অনুমান। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—ধূম দেখা যাইতেছে বলিয়াই পর্ব্বতে অগ্নি আছে, এই প্রকার অনুমান করা যায়। কারণ, যেখানে ধূম থাকে সেই স্থানে অগ্নিও থাকে। ঈশ্বর-বিষয়েও এই প্রকার অনুমান প্রমাণ। ঘট বস্ত্র দেখা যায় সকলেরই কারণ আছে; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটী বস্তু, সুতরাং ইহার একটী কারণ আছে; অতএব ঈশ্বরই এই বিশ্বের কারণ—এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। আমরা এই প্রণালীতে ঈশ্বর নিরূপণ করি। আপনি যদি এই যুক্তি দ্বারা এই সন্ন্যাসীকে 'ঈশ্বর' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা মানিতে পারি।

গোপীনাথ—অনুমান-প্রমাণদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না। ঈশ্বর অনুমানের বিষয় নহেন। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। যাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়েছে তিনিই ঈশ্বর-জ্ঞান-লাভে সমর্থ, অপরে নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

হে দেব, তোমার পাদপদ্মের প্রসাদ-লেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন কেবল অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচার করিয়া তোমার অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা তোমার তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

শাস্ত্রে স্পষ্টই দৃষ্ট হইল, পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না। সুতরাং সার্ব্বভৌমের ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিষয়ে ভ্রান্তির নিমিত্ত তাঁহার দোষ নাই, দোষ তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানের। দেখুন, পাণ্ডিত্যে যে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানা যায় না, শ্রুতিতে কঠোপনিষৎ স্পষ্টাক্ষরে (১ম অঃ ২ বঃ ২৩ মন্ত্রে) ঘোষণা করিয়াছেন —

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

—এই পরমাত্মতত্ত্ব বহু তর্ক, মেধা ও পাণ্ডিত্যদ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা বাঞ্ছা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব প্রকটিত করেন।

(ক্রমশঃ

প্রচার

প্রচার বলিতে আরও দুইটী তত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে মনে উদিত হয়—প্রচারক ও প্রচার্য্য বিষয়। আমরা এক একটী বিষয় পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিব। পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট কৃপা ও সময় ভিক্ষা করি, তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক একটু অবহিতচিত্তে পাঠ করিবেন।

প্রথমে প্রচার্য্য বিষয়ের আলোচনা হউক। যিনি যে বিষয় বহুমানন করেন তিনি তাঁহারই কথা শতমুখে বলিতে ভালবাসেন। তাঁহার তাহাতেই চিত্তের প্রফুল্লতা। যিনি নিষ্ঠ নিরামিষাশী তিনি সকলকেই নিরামিষভোজী হইবার উপদেশ দেন ও সকলপ্রকারে শিক্ষার বিস্তৃতি জন্য চেষ্টা করেন। যিনি গো-সেবা জীবনের ব্রত করিয়াছেন তিনি সকলকেই গো-সেবায় প্রবর্ত্তিত করেন ও তৎকল্পে সাহায্য সংগ্রহ করেন। যিনি নাট্যামোদী, জগতের লোকসকল তাঁহার মত নাটকাভিনয়মত্ত নহে বলিয়া তিনি জনগণকে নীরস বা বিরস বলিয়া অবজ্ঞা করিতে প্রস্তুত ও সুবিধা পাইলেই নাট্যশালার উৎকর্ষতা ব্যাখ্যা করিতে তৎপর। মাদক-সেবী ভোগী মাদক-সেবার প্রচারে মনোযোগী, মাদক-বিরোধী সদাচার ব্যক্তি মাদক-নিবারণী সভার সভ্য একরূপ সমাজ। অসৎ লোকের অসৎবৃত্তিই প্রচার্য্য, সাধুর সাধুতাই প্রচার্য্য বিষয়। ভোগকামী কর্ম্মীর প্রচার্য্য বিষয়—দান ব্রত প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড; অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদীর প্রচারের বিষয়—শিবোঽহং শিবোঽহং; সেইরূপ শুদ্ধভক্তের প্রচার্য্য বিষয় শ্রীভগবান ঐকান্তিকী ভক্তি।

এখন দেখিতে হইবে জগতে সর্ব্বোত্তম প্রচার্য্য-বিষয় কি; অবশ্য একথা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, জীবের নিঃশ্রেয়স্ মঙ্গললাভই একান্ত আবশ্যক, সুতরাং ঐ চরম কল্যাণের কথাই উৎকৃষ্ট প্রচার্য্য তত্ত্ব। এক্ষণে এই নিঃশ্রেয়স্ কল্যাণ কি, তাহাই বিচার্য্য হইয়া পড়িল। পরে যাহা হয় ঘটিবে এখন সুখভোগ করি,—"ঋণং কৃত্বা" যাঁহাদের এই বুদ্ধি তাঁহাদিগকে হাতে হাতে কষ্ট পাইতে হয়, কাজেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেদিকে গমন করেন না। সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিলে ইহকালেও সৌভাগ্য, পরকালেও স্বর্গসুখ জানিয়া যাঁহারা পুণ্যার্জ্জনে যত্ন করেন, তাঁহারা ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুনরায় ক্লেশের আবর্ত্তে পতিত হ'ন, তাহাতে নিত্যসুখের সন্ধান পাওয়া যায় না। তখনই তাঁহার চরম ফল—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সৎকর্ম্মে নিত্যসুখ না দেখিতে পাইয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম্ম-বৈরাগ্য করেন, তাঁহাদের উপার্জ্জিত অশেষ ক্লেশ-স্বীকার ও পরে "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ" — অধঃপতন হয়, আবার মতান্তরে নির্ব্বাণ সম্ভাবনা হয়। এই সকল প্রণালীতে নিত্যমঙ্গলের আশা কিছুমাত্র নাই। একমাত্র নিষ্কপটা ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তি আমাদের নিত্যমঙ্গল, কেন না নিত্য বৃত্তিতে জীবের উহাই স্বরূপ, আর ইহা সর্ব্বস্বীকৃত তথ্য যে স্বরূপাবস্থানেই প্রত্যেকের অবিমিশ্র আনন্দ। সুতরাং নিষ্কপটা শুদ্ধ ভক্তি প্রচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত। ভক্তির নামে যাঁহারা কর্ম্মের ও নির্ব্বিশেষজ্ঞানের বিলাস আবাহন করেন, অর্থাৎ যাঁহারা পঞ্চোপাসনামুখে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আশ্রয় ল'ন, তাঁহারা কিরূপে নিত্য মঙ্গলের পথ পাইবেন? কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয়—অনেক ভক্তাভিমানী পঞ্চোপাসনার প্রশ্রয় দিয়া শাস্ত্রজ্ঞানাভাবের অথবা শাস্ত্রে অবিশ্বাস ও কপটতারই পরিচয় দিয়া নিরপেক্ষভাব দল বাঁধিয়া "মতে ভাগীর" গৌরব করেন। মাতালদিগের সঙ্গে মাদক-বিরত ব্যক্তির বাক্য অবজ্ঞাবাহী, সেইরূপ পঞ্চোপাসকের সমাজে নিষ্কপট গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির প্রচারও সেইরূপ ক্লেশসাধ্য।

শুদ্ধভক্তির প্রচারককে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিবার জন্য বুক বাঁধিতে হয়। জগাই মাধাই উদ্ধার করিতে নিত্যানন্দ প্রভুকে "কলসীর কাণার" আঘাত খাইতে হইয়াছিল। আর পঞ্চোপাসক নিজেকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেন, এমন কি ভক্তাখ্যা ধারণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না, তাঁহার নিকট শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার আরও অধিক বিপজ্জনক।

প্রচারকের আর একটী বিশেষত্ব, তাঁহাকে প্রচার্য্য সদাচার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আচার দ্বারা প্রচার করিতে হইবে। স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত ভক্ত্যাঙ্গিক সদাচার ও বৈষ্ণবদাসের চিহ্নাদি ধারণে উদাসীন অথবা বিদ্বেষী থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার কোনও অঙ্গ পালন না করিয়া দল পুষ্টি ও নানাপ্রকারে শ্রীসেবার জন্য অর্থসংগ্রহ-মানসে নিজে নিজে "সেবক" উপাধি লইয়া বর্ত্তমানে সেই সেবা-ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া পড়া অতি দুষ্ট ব্যক্তির কার্য্য। প্রচারকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত,

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

নচেৎ নামে প্রচারক, কার্য্যে প্রতারক হওয়া ফল নাই।

প্রচার অন্তর্মুখে ও বহিরঙ্গভাবে করণীয়; জীবকে ভক্তির ক্রম শিক্ষা দিয়া সাধুগুরু পদাশ্রয় করাইয়া সেবা ধর্ম্মপ্রদর্শক গুরুরূপী প্রচারকের যেমন কর্ত্তব্য, আবার অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশ, অসাধুর লক্ষণ যথাযথভাবে বিবৃত করিয়া অসাধু চিনাইয়া দিয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করানও সাধু প্রচারকের ধর্ম্ম। নিরপেক্ষভাবে সাধুগুরুমুখে শ্রুত শাস্ত্রানুমোদিত উপদেশগুলি প্রচার করাই কর্ত্তব্য; তাহাতে কাহারও বিরাগভাজন হইবার ভয়ে, এমন কি জীবননাশের আশঙ্কা-সত্ত্বেও সাধু প্রচারক যাথার্থ্য প্রচারে বিরত হ'ন না, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব; জীবে দয়াই তাঁহার কর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় প্রচার করিতে গেলে প্রচারক কেবল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রচার করিতে বলেন। এরূপ প্রচারককে প্রতারক জানিয়া সকলে সাবধান থাকিবেন।

পল্লীগ্রামে প্রচার

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

গৃহে বাস ও শ্রীগুরুসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের মনঃকল্পিত যে মহাজনবাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা মহাজনদের (?) প্রকৃত স্বরূপ কি? অতএব সাধু সাবধান! যাঁহারা সত্য সত্যই হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ প্রকার বা সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত যুগাচার্য্যের পাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মনিবেদন করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু-লীলা

(শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্যভূষণ)

কলি ঘোর তমোময় অন্ধকারময়।
চৌর দস্যু হিংস্র বাঘ সর্পাদির ভয়॥
পথ না পাইয়া জীব ইতি উতি ধায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কারো মুণ্ড বাঘে খায়॥
কাম ক্রোধ ছয় দস্যু কারো দেয় ভয়।
পাপাদি চোর কারো সর্ব্বস্ব হরয়॥
কেহ গিয়া পড়ে গড় খাইর ভিতরে।
কেঁকে পোকে দংশে কারো
দংশিয়া মারে॥
উচ্চির গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
সবার মরমে বিছা পোকের কামড়ে॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গি' কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
এই মত অসহ্য জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া।
পরদুঃখদুঃখী প্রভু করুণা করিয়া॥
উৎকল গৌড়ীয় পথে নীলাচল হৈতে।
আচার্য্য-ভাস্কর রূপে উদিত হৈলে॥
হেরি' ক্লেশবাসী সব পরম আনন্দিত।
উৎকল হ'তে শুদ্ধা ভক্তি হ'বে
প্রচারিত॥
আজানুলম্বিত দেহ সুগৌর বিশাল।
দিব্যজ্যোতি (১০) দিক্ করে
ঝলমল॥
স্বর্ণকান্তি গুরুসুন্দর কলেবর।
তিলক উর্দ্ধ শোভে বক্ষ পরিসর॥
সর্ব্ব অঙ্গ নিরুপম মাধুর্য্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা।
মূর্ত্তিমন্ত ভক্তিদেহ মহাজ্যোতির্ময়।
নখরশ্মি শোভাতে তিমির দূরে যায়॥
সর্প চৌর দস্যু ভয় আর না রহিল।
বৈকুণ্ঠবর্ত্ম পাইয়া জীবের দুর্দ্দশা ঘুচিল॥
মানুষ উল্লুক যাঁ'রা আছে লুকাইয়া।
প্রাণভয়ে সবে তাঁ'রে জানিয়া॥
একলা নাচিতে চ'লে পরিশ্রম পায়।
এত চিন্তি' বহু রূপে হইলা বিস্তার॥
শাস্ত্ররূপে সাধুরূপে ধরি' বহু রূপ।
ঘরে ঘরে দিয়াছে বেদগোপ্য ভক্তি॥
কি ক'ব প্রভুর আনন্দ অপার।
তুমি যাঁ'র দাসরূপে করিছ বিহার॥
ভয় ত্রাস ভক্তি-শিক্ষার সংশয় না।
প্রতিদিনে তুমি আচার্য্য রূপে॥
যে কেহ সামনে প্রভু দিয়াছ আশ্রয়।
এ বড় মহিমা তব সব লোকে গায়॥
এই দাস 'নিবেদন' করে দুষ্ট যদি।
জন্মে জন্মে যেন প্রভু তোমা না পাসরি॥
গৌরলীলা গুরু-লীলা ভেদ নাহি হয়।
গুরুরূপে সঙ্কীর্ত্তন গৌরাঙ্গ শিখায়॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশিষ্ট ।৷৵০
৩। ভাগবতার্ক-মরীচিমালা শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৪। অর্চ্চনপদ্ধতি (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৷৵০
৭। নবধাভক্তি ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। দুর্গমসঙ্গমনী ওপনিষৎ সারার্থ (মূল) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (বাঙ্গালায়) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৮। জীব-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। শ্রীকৃষ্ণমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদবর্গ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। ১৮ নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴
৩৫। আমশক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অনুভব ৫১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সারার্থ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তপুরাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫১। শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫২। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ম্ ।০
৫৪। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সারস্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠচক্র ৴০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিদেশীর ওয়ার্ক্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রীফ ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ভেদান্তিক ফিলজফি অ্যাণ্ড ভেদান্তেড রিলিজন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিজ অক্ষরে প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীমাধবজ আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাটখালী।
৯। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ পাঞ্চরা বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং ববাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীশ্যামানন্দ-রসিকানন্দ মঠ চিকানিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারাণসী, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যসার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুকুরা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমাধবজ গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৫নং গ্লাডষ্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার্ষ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং সিটিয়াপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এল, বি-টী, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ ভারতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—৩২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৩	১৫-৩০ + ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ; ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা বেশী মাত্র মাত্রায় প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে প্রকারের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার বড় হউক এবং যত শক্তই হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ইংরাজ ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাঁহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েক খানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৷৵০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৵০ আনা লাগিবে।

৭। মিঃ কে ষ্টেন সাহেব বলেন আসামে অবস্থানকালে আমাদের সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হই। নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন ফল পাই নাই। অবশেষে এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকা সেবনে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। তাহার পর দেড় বৎসর গত হইল অদ্যাবধি আর আমার জ্বর হয় নাই।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশা'ন	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০ - ৪৲
মাতা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ঐ (১৯৩৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৩-৮৩) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলপেড)	২৯৪।০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল.

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭৲
ক্লাইভ	২৪৫৲
ক্লাইভ	২১।০
ডালহৌসী	৪০৮।০
কেশো	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও আন্তরীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থ-কর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

৮, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতেপ্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা—"শ্রীধাম" মায়াপুর
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর।

দৈনিক

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
[illegible]
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক
প্রতি সংখ্যা ৫পঃ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার ও নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৫৯শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে বৈশাখ বুধবার ১৩৮১, ৮ই মে ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

বহরমপুরে অগ্নিকাণ্ড

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে এপ্রিল বহরমপুর শহরে ভাগীরথী নদীর অপর পারে গোরাবাজার গ্রামে কয়েকটী গৃহে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই। ইতঃপূর্ব্বে এই জেলার মির্জাপুর, রাণীনগর, লালবাগ, প্রভৃতি স্থানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে তন্মধ্যে রাণীনগরের অগ্নিকাণ্ড উল্লেখযোগ্য। তথায় কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

বেলুনে ২৫০০ ফুট ঊর্দ্ধে আরোহণ

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, রেঙ্গুনে মং চিং স' নামে জনৈক ব্যক্তি এক বেলুনে আরোহণ করিয়া ২৫০০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠেন। ইহা দেখিবার জন্য তথায় প্রায় ৫০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। তিনি যখন সিউডাগন প্যাগোডার নিকট অবতরণ করেন, তখন দেখা গেল যে, তিনি শূন্যমার্গে প্রায় দুই ঘণ্টা ছিলেন।

লরী দুর্ঘটনা

গত শুক্রবার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের দক্ষিণ দিকের গেটের নিকটস্থ বৃহৎ খাদের মধ্যে বিসবরন্ কোম্পানীর একটী তৈল ভ্যান্ লরী মাল সমেত ভীষণভাবে উল্টাইয়া পড়িয়াছে। উক্ত লরীর চালক কুলি কোন মতে নিজেদের প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহাকে লরীর তলদেশ হইতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ও তৎপরে অজ্ঞানাবস্থায় হাওড়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত ড্রাইভারের অসতর্কতায় এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

১১০ টি সামরিক বিমানপোত

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, সমর-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তিন বৎসরের বৈমানিক কর্ম্মপন্থার অংশ স্বরূপ বোমা নিক্ষেপকারী ৮০টি বিমান এবং আক্রমণকারী ৩০টি বিমান নির্ম্মাণের জন্য "টেণ্ডার" আহ্বান করা হবে। এই উড়ো জাহাজগুলির জন্য ৭৫ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে, জুলাই মাসের পূর্ব্বে আরও কতকগুলি "টেণ্ডার" আহ্বান করা হইবে।

ইরোদে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ইরোদ হইতে প্রকাশ, তন্নিকটে নিকট এক গ্রামে জনৈকা স্ত্রীলোক এবং তাহার ৪টী ছেলেকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। হত্যার দুরভিসন্ধি সম্পর্কে এপর্য্যন্ত কিছু জানা যায় নাই

ঢাকায় ৪ জন যুবক গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, সন্তোষ সেনগুপ্ত ও বিশ্বরূপ সাহা নামক দুইজন ছাত্র এবং অপর দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে আগামী ৭ই মে পর্য্যন্ত হাজতে আটক রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত যুবকগণের গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গ্রেপ্তার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট "গুজরাট পত্রিকা" নামক এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উহার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এডিটরকে বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে আমেদাবাদে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

থানায় তলব করিয়া বিবৃতি গ্রহণ

ঢেকা হইতে প্রকাশ, [illegible] নরম কংগ্রেস কোং লিঃর চীফ এজেণ্ট শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সাহাকে পাইবার অভিযোগ থানায় ডাকিয়া লইয়া তাহার দ্বারা একটী বিবৃতি লন এবং তাহার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে [illegible] পরে প্রায় ২০ বার তাহার বিবৃতি লওয়া হইয়াছে।

স্যার ব্রজেন্দ্র ও স্যার নৃপেন্দ্র

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, মাননীয় স্যার বি. এল, মিত্র বাংলা গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্য পদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে তিনি স্যার এন, এন, সরকারকে ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সদস্যের কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়াছেন।

৮৩ জনের মৃত্যু, ৬৮ জন নিখোঁজ

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, ঘূর্ণিবাত্যা সম্পর্কে মহকুমা হইতে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে দেখা যায় যে, এ পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৮৩ হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশ্বনাথ গ্রামে ২২, গোপালনগরে ২, বালাগড়ে ৪, উত্তর শ্রীকণ্ঠে ১৩, বৈকুণ্ঠপুরে ২, কলাচাপে ৩১, জগন্নাথপুরে ২, কানাইঘাটে ৪, সুরানগরে ১, ও ঢাকাতে ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৬৮ জন লোকের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা শত জনের উপর। সমস্ত ৬৮০০ গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে। এখন ও মৃতদেহ নদীতে ভাসিতে দেখা যায়।

একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বসন্ত দাস উহার সম্পাদক। কলিকাতার মেয়র, [illegible] ও অপরাপর ব্যক্তিদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

ডাক্তারদের ভোজে বিপত্তি

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোরের বহু চিকিৎসক বিষাক্ত খাদ্য খাইবার ফলে ভুগিতেছেন। সম্প্রতি সহরের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক কোনও প্রসিদ্ধ হোটেলে এক ভোজ দেন। উহাতে ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান ২০ জনের অধিক ডাক্তার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত। পর দিন, বমন শুরু হয়। মিউনিসিপ্যালিটির একজন অফিসার ঐ ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন। পীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও জীবনের আশঙ্কা নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

সাক্ষীর শপথ গ্রহণে আপত্তি

করাচি হইতে প্রকাশ, স্থানীয় সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটি মজার ব্যাপার ঘটিয়াছে। একজন মুসলমান সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিতে আসিলে তাহাকে শপথ গ্রহণ করিবার জন্য বলা হয়, সে শপথ করিতে অস্বীকার করিয়া বলে যে, শপথ করা ধর্ম্মবিরোধী। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে শাস্তির ভয় দেখাইলে সে বলে "জেলে যাইতে প্রস্তুত আছি তবু শপথ করিতে পারিব না" অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে পাঁচ দিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, লোকটী জরিমানা না দিয়া জেলে গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৩১

বিধাতার শাসনের বিভীষিকা বর্ণন করিয়া অনেকেই শিহরিয়া উঠিতেছেন। বিহারের ভূমিকম্পের পর বাংলার "কাল-বৈশাখী"র প্রলয় লীলা। সেদিন উত্তর বঙ্গের কয়েকটী জেলা দিয়ে যে প্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। সেই চিত্র মানবের অন্তরে আলোড়িত হইতে না হইতেই আবার শ্রীহট্ট সহরে এবং নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ঝড়ের তাণ্ডব তাণ্ডবের স্বাধ মানব অন্তরে মহাশঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে।

আমরা যেসকল সংবাদ পাইতেছি তাহাতে দেখা যাইতেছে, অসংখ্য লোক নদীপথে নৌকা ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। বহু ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে। টেলিগ্রাফ ও ইলেকট্রিকের খুটি কোথাও ভাঙ্গিয়া, কোথাও বা হেলিয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন গ্রামে নাকি "মেঘের উপর বিষ ফোড়ার" ন্যায় ঝড়ের সময় আগুন লাগিয়া গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছে। স্কুল হাসপাতাল প্রভৃতিও বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। দারিদ্র্যে, দুঃখে, অভাব-অনটনে যাহারা ... ভূত হইয়াছেন তাহাদের উপর বিধাতার এই প্রকার ভীষণ শাস্তি কেন, তাহা অনুমান করে দৈবী মানববুদ্ধের এখনও আছে কিনা জানি না। আমরা সকল সময়েই জানি, শ্রীভগবান্ বিচার মঙ্গলময়। তাঁহার বিচারে কখনও অমঙ্গল স্থান পাইতে পারে না। আমাদের কিপ্রকার অন্যায়ের জন্য বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে এই প্রকার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলের চিন্তার বিষয় হউক। নচেৎ বাহির্মুখ চিন্তাস্রোতে আমরা যাহাই করি না কেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

বম্বে ও আমেদাবাদে কাপড়ের কল সমূহে যে ধর্ম্মঘট চলিতেছে, তাহার মূল কারণ মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবের অভাব। ধনিকগণ যদি শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত না হইয়া শ্রমিকগণের অভাব অসুবিধা যথাসাধ্য দূরীভূত করিতে চেষ্টা করেন এবং সর্ব্বদা কঠোর দণ্ডের পক্ষপাতী না হইয়া স্নেহের চক্ষে শ্রমিকগণকে দেখিতে শিক্ষা করেন তাহা হইলে পরস্পর মনোমালিন্য হইবা সম্ভাবনা থাকে না।

স্যার সি, ভি, রমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীর্ঘকালের ছুটি লইয়া ব্যাঙ্গালোর ইন্‌ষ্টিটিউটে ডিরেক্টর নিযুক্ত আছেন। তিনি নাকি ছুটি লইবার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের নিকট হইতে এইরূপ একটী সর্ত্ত লইয়াছিলেন যে, তিনি যখন ব্যাঙ্গালোর থাকিবেন তখনও কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে তাঁহার বিভাগীয় ছাত্রেরা তাঁহারই তত্ত্বাবধানেই থাকিবে। এই প্রকার অদ্ভুত সর্ত্ত কেন হইল তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। স্যার সি, ভি রমণ কি কোনও সম্মোহন বিদ্যা জানেন?

প্রকাশ, রমণ মহাশয় ব্যাঙ্গালোর যাইবার সময় কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রও নাকি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এই সকল যন্ত্রের মূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা। ঐ যন্ত্রগুলি তিনি এখন পর্য্যন্তও ফেরৎ দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ঐ যন্ত্রগুলি এক পক্ষ কালের মধ্যে ফেরৎ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া রমণ মহাশয়কে সম্প্রতি এক পত্র দিয়াছেন। এই যন্ত্রগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে লইয়া যাইতে দিলেন কেন তাহা বুঝা যায় না। উহাদের অভাবে বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাকারী অধ্যাপক ও ছাত্রদের কোনও প্রকার কাজের ক্ষতি হইতেছে না নাকি?

আরও প্রকাশ, স্যার রমণ কলিকাতা থাকিবার সময় বিজ্ঞান কলেজ হইতে কতকগুলি যন্ত্রাদি লইয়া সায়েন্স এসোসিয়েসনে রাখিয়াছিলেন। তখন তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রাদি যেখানে সেখানে এইরূপ ভাবে স্থানান্তরিত হইবার ব্যবস্থা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? অবশ্য যদি একই যন্ত্র বহু সংখ্যক থাকে, তাহা হইলে অপর প্রতিষ্ঠানের উপকার করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের উদারতাই প্রমাণ করিবে।

প্রকাশ, লাহোরে আইসক্রিম বিষাক্ত হইয়া এক বিষম বিপত্তি বাধাইয়াছে। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সার্জ্জন-ইন-চার্জ্জ ও আরও অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এখনও হাসপাতালে আছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ডাঃ বিশ্বনাথ, ফিলম্‌ রেষ্টুরেণ্টে একটী প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ প্রীতি-সম্মেলনে যাঁহারা আইসক্রিম খাইয়াছিলেন তাঁহারাই অল্পবিস্তর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহারা আইসক্রিম গ্রহণ করেন নাই, তাহারা ভালই আছেন। একথাও জানা গিয়াছে যে, ঐ দিন বাহিরের আরও যে সকল লোক ঐ রেষ্টুরেণ্ট হইতে আইসক্রিম খাইয়াছিল তাহাদেরও দেহে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। মিউনিসিপ্যাল স্বাস্থ্য বিভাগ এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন এবং যাহাতে আর এরূপ হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থাও করিতেছেন। অনেকে আক্রান্ত হইলেও কেহ মারা গিয়াছেন বলিয়া এতাবৎ খবর পাওয়া যায় নাই, ইহাই মন্দের ভাল।

চাঁদপুরে কতকগুলি বাড়ীতে থানাতল্লাসী

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, ডাঃ নিবারণচন্দ্র দেবনাথ, বাবু ক্ষেত্র পাল, বাবু রমণীমোহন কর্ম্মকার, ও বাবু আনন্দ পাল মহাশয়ের বাসা ও মেকবিয়ার প্রসন্নকুমার সরকার, রামচন্দ্র নাথ, গোলকচন্দ্র চাকি ও দীনবন্ধু নাথের বাসায় পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে।

ডাঃ নিবারণচন্দ্র দেবনাথ, বাবু সত্যরঞ্জন সরকার, বাবু রমেশচন্দ্র চাকি, সন্তোষকুমার নাথ, ও যুধিষ্ঠির নাথকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। এবং তাহাদের বিবৃতি লিখিয়া লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ যে, পুলিশ ডাঃ নিবারণচন্দ্র দেবনাথের বাড়ী হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে যে যুবসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ একখণ্ড, সুভাষ বাবুর একটা লেখা সমেত একখণ্ড মাসিক পত্রিকা, দুর্গা দাস নাটক, ফুটবল খেলোয়াড়দের একখানা নামের তালিকা, তাঁতে কাটা সূতার একখানা হিসাববহি ও পোষ্টকার্ডে লেখা দুই খানা চিঠি লইয়া গিয়াছে।

ডাকাতে পুলিশে সংঘর্ষ

বোগা হইতে প্রকাশ, ৪জন ডাকাত এবং একদল পুলিসের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তিনজন ডাকাত গ্রেপ্তার হয়। তন্মধ্যে গ্রেপ্তারের পর একজন মারা যায়। পুলিস ডাকাতদের নিকট হইতে ২টি বন্দুক ও ৩০টি কার্ত্তুজ হস্তগত করে। বোগা ষ্টেশনের কোন এক গ্রামে ৪জন ডাকাত লুকাইয়া আছে বলিয়া সংবাদ পাইয়া পুলিসসুপারের নেতৃত্বে সশস্ত্র বোম্বাই একদল পুলিশ উক্ত গ্রামে যায় এবং ডাকাতগণ যে গৃহে লুকাইয়াছিল তাহা ঘেরাও করিয়া ফেলে। ডাকাতগণ গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করিলে পুলিশও একবার গুলী করিয়া তাহাদের প্রত্যুত্তর দেয়। অতঃপর আরও কয়েকবার গুলী করিবার পর পুলিস উক্ত গৃহের ছাদে উঠিয়া পড়ে এবং ছাদের একটি ছিদ্র দিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। ইহার ফলে তিন জন ডাকাত ধরা দেয়; অপর একজন পলায়ন করে। গুলী চালনার ফলে একজন ডাকাত আহত হইবার ফলে সে পরে মারা যায়। অপর একজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। পুলিসদলের কেহ আহত হয় নাই।

বিপ্লব দমন আইনের কবলে ভ্রাতৃযুগল

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনানুসারে খিলপাড়ার ব্রজকিশোর নারায়ণের পুত্র শ্রীমান সুশীলচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ও আশুতোষ নারায়ণ চৌধুরীকে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী আব্দুল বহমান খানের আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, গত মার্চ্চ মাসে আসামীদের বাড়ী তল্লাসী করিয়া পুলিশ কয়েকখানা আপত্তিজনক পুস্তক হস্তগত করে। এই সম্পর্কে ভ্রাতৃযুগলকে অভিযুক্ত করা হয়। মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুশীল চৌধুরী অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে, তাহার নিকট উক্ত পুস্তক ছিল এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলে যে, সে এই সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীল চৌধুরীকে চারিমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শ্রীমান আশুতোষকে বে-কসুর মুক্ত প্রদান করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় বাধা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, রয়েল একাডেমীর 'বগুল আড়ম্বরপূর্ণ সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ মিঃ আল্ফ্রেড মুনিংস (বিখ্যাত রৌকার বন্দুক আবিষ্কারক নহেন) প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া লোকেই অনুতাপ-গ্রস্ত হন নাই। ইংলণ্ডে এই প্রকার অভিজাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মেলন বৎসরের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। "ষ্টারের" প্রতিনিধি মিঃ মুনিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, যে তারিখে একাডেমীর যে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ড কেন সরকারী কীর্তি ঘোষণা করিতে গেলেন? প্রতিবৎসরই এই ভোজসভায় বড় বড় লোক একত্রিত হন, কিন্তু তাহারা একাডেমীর বিষয় না বলিয়া কেবল স্ব স্ব ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিয়া থাকেন।

এই ভোজসভায় প্রিন্স অব ওয়েলস্ একজন বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন। তিনি সভায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন।

জামালপুরে খানাতল্লাস

জামালপুর হইতে প্রকাশ, জামালপুর সহরের উপকণ্ঠভাগে রাণীপুরে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুত মনোমোহন দত্তের বাড়ীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত মনোমোহন দত্ত ও শ্রীযুত জ্ঞানেশচন্দ্র গুহকে পুলিশ থানায় লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তথায় তাঁহাদিগের বর্ণনা গ্রহণ করিয়া উভয়কে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২৬ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২৬শে বৈশাখ, ৯ই মে ইং ১৯৩৪ | বুধবার | ১৯শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বরিশালে

গত ২রা মে বুধবার সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বরিশালের সবডিভিসনাল অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মিত্র মহাশয়ের বাসায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায় রামানন্দ-সংবাদ পাঠ করেন। ভক্তিমান ফণিবাবুর ইচ্ছায় ঐ পাঠের ব্যবস্থা হয়। তাঁহার সাদর আহ্বানে সহরের উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর মুখে ২ ঘণ্টাকাল বিবিধ শাস্ত্রযুক্তি-সমন্বিত ভক্তিসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা সকলেই নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন। সদ্গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত পর-হিতকামী ব্যতীত অন্য কেহ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে ও অপরের নিকট যথাযথ বর্ণনে অসমর্থ। অন্যাভিলাষ,কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির আবরণে আবৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট অনুচানবাদী সাধনে উদাসীন হইয়া 'সাধু'-খ্যাতিলাভের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সেবকগণ এরূপ আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনায় বিরত এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রকৃত বিষয়ের কীর্ত্তনে নিজের মনোবল ও অন্যের অসুবিধা বিদূরিত করিবার জন্যই ব্যস্ত

[illegible]

পাঠকগণ অবগত আছেন যে গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যার পর [illegible] জেলার অন্তর্গত ভগবানগড় রাজপ্রাসাদ-প্রাঙ্গণে রাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটী পারমার্থিক সভার আয়োজন হইয়াছিল এবং উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ মাননীয় রাজা সাহেবের প্রশ্নের উত্তর প্রদান-মুখে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কিনা" প্রসঙ্গে একটী বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় ও রাজা বাহাদুরের বিস্তারিত বিচারপূর্ণ উত্তর শ্রবণের বিশেষ আগ্রহ থাকায় সময়াভাবে উক্ত দিবস বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার হয় নাই। সেইজন্য পরদিন ২৮শে এপ্রিল রাত্রি ৮টার পর একটী বিরাট্ সভার আয়োজন হইয়াছিল। রাজা সাহেব উক্ত দিবস রাত্রে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করায় গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রজাবর্গ প্রায় ৪।৫ শত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ দিবসও বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে রাজা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা করিয়া "কবে হবে বল সেদিন আমার" এই পদটী সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত বক্তৃতামুখে শাস্ত্রপ্রমাণের বিচার, মহাজনগণের আদর্শ প্রভৃতি দেখাইয়া পূর্ব্বদিবসের বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করেন অর্থাৎ "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে" ইহা যে মনোধর্ম্মী ধর্ম্মধ্বজী বক্তাগণের সম্পূর্ণ কল্পনামূলক কথা এবং "মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয়" তৎসম্বন্ধে দুই দিবস বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত বিচারের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের অপসিদ্ধান্ত খণ্ডন পূর্ব্বক উত্তরপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন ও রাজা বাহাদুর, যুবরাজ বাহাদুর, এমন কি, সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলের উক্ত বিষয়ের সংশয় সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করেন।

প্রথম দিবস বিচারের পাঁচটী অঙ্গের কথা: বিচার করিয়া সত্য নিরূপণ করিতে হইলে নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক; বদ্ধ জীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি চারিটী দোষ আছে সুতরাং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা আরোহপন্থায় সত্য-নিরূপণ হয় না, সত্য-নিরূপণ করিতে হইলে অবরোহ পন্থা বা শ্রৌতপথ আশ্রয় করা আবশ্যক; আরোহ ও অবরোহপন্থা কাহাকে বলে? সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের মধ্যে শব্দপ্রমাণই প্রধান; কারণ তাহা অপৌরুষেয় তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীবের অধোক্ষজ তত্ত্ব জানিবার যোগ্যতা নাই বলিয়াই কৃষ্ণের কৃপায় বেদ-পুরাণাদি প্রকাশিত হইয়াছেন; বেদপুরাণাদি সাত্বত-শাস্ত্র, মহাজনের বাণী ও গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অমিল দেখা যায় না, কারণ মূলে সবই সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী; সুতরাং সত্য নিরূপণ করিতে হইলে সাত্বত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, মহাজনের আচরণ ও বাণী এবং গুরুপারম্পর্য্যে প্রকটিত সিদ্ধান্ত স্বীকার করা আবশ্যক; চারিটী সম্প্রদায়ের কথা; সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না।

মহাজনগণ, স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণ সকলেই সাত্বত-শাস্ত্র,সম্প্রদায় বা গুরুপারম্পর্য্য স্বীকার করিবার এবং সাত্বতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে মধ্যস্থ করিয়া বিচার করিবার বা সিদ্ধান্ত-স্থাপনের আদর্শ দেখাইয়াছেন, কেহই সাত্বত-শাস্ত্র ও গুরুপারম্পর্য্যের সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কোন কথা বলেন নাই, অতএব বিচারমুখে সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর লক্ষণাবলী এবং অসদ্গুরু যে পরিত্যাজ্য তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যে কোন কুলে আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব প্রকটিত হইতে পারেন; শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিত্যাগাবশ্যক, কর্ণধার বলিয়া শাস্ত্রে কোন কথা নাই শাস্ত্রে (১) বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু, (২) দীক্ষা-গুরু, (৩) শিক্ষাগুরু—(ক) মহান্ত গুরু, (খ) চৈত্ত্যগুরু— এই কথাগুলি আছে। সাধু ও গুরুর প্রচারিত বাক্য, নাম ও মন্ত্রে কোনপ্রকার সিদ্ধান্তগত ও প্রমাণ-দোষ ত' থাকিতে পারেই না এমন কি ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদিগত দোষও থাকিতে পারে না। (এই কথা প্রমাণের জন্য পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী গ্রাম্য কবির প্রতি শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের উক্তি বর্ণিত হইয়াছিল।

নাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ যাহে প্রণবসংযুক্ত আছে ও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত পদের সংযোগ আছে তাহাই মন্ত্র ও তাহাই জপ্য এবং যাহাতে সম্বোধন বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাই নাম অতএব তাহা কীর্ত্তনীয় ও জপ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া শেষে পূর্ব্বপক্ষকারিগণের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 'মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে' এই কথায় ব্যাকরণগত দোষ দেখাইয়া বলেন যে—"ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রে সম্বোধন বিভক্তি যুক্ত হয় সুতরাং উহা কীর্ত্তনীয় নহে বলিলে পণ্ডিত-সমাজে এমন কি সামান্য ব্যাকরণ-অধ্যয়নকারী বালকগণের মধ্যেও হাস্যের উদয় হয়। অতএব পারমার্থিক বিচার করিবার পূর্ব্বে সামান্য লৌকিক শাস্ত্র ব্যাকরণের বিচারের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষকারিগণের অসঙ্গতির পরিচয় হয় এবং "মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয়" তাহা ব্যাকরণের বিচারের দ্বারাও প্রমাণিত হইল। উত্তরপক্ষের সিদ্ধান্তে ব্যাকরণও সম্মত হইতেছে কিন্তু পূর্ব্বপক্ষের অপসিদ্ধান্তে ব্যাকরণগত দোষ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, সাধুগুরুবাক্যে কোন প্রকার দোষ বা

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ পুরুষোত্তম ৭৬ অনিরুদ্ধ ৪৪৮

দানের সার্থকতা

সংসারে দানশীলের অভাব নাই; স্ব স্ব রুচি অনুসারে কেহ না কেহ দান করেন. কেহ বা জানেন, আর অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি [illegible] করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলেরই কার্য্য প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। এই প্রশংসার পাত্রগণের মধ্যে কাহারও বিচার দ্বারা তারতম্য-সাধন, তুলনামূলক-বিচার দক্ষ সুধীগণের কার্য্য। ইহ জগতে কর্ম্মকাণ্ডের লোক-প্রশংসা সাধারণতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোক-সংস্থান গৌণে [illegible] কর্ম্মকাণ্ড কর্ম্মীদিগের বাঞ্ছা জগতে কর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই অন্যাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহারা নিত্য চিদ্বিলাসময় জগতের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা বিরাগ নিগড়ে বুদ্ধির বহির্মুখিনী মায়ার [illegible] আকুঞ্চনকারী চতুর্দশ [illegible] না করিয়া [illegible] বিশেষ বলিয়াছেন। তবে এই অবস্থায় পুষ্করিণী খনন, পথ-নির্ম্মাণ, পথি পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ প্রভৃতি সৎকর্ম্ম [illegible] সাধুর উদ্ধারকারী [illegible] কোন প্রকার সাহায্য হইলে উহারা ভক্তোন্মুখী সুকৃতির উদয় হইয়া থাকে; কোনও প্রকার অপরাধ না থাকিলে এই অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে কোনও না কোন সময়ে ভক্তের চরণাশ্রয় হইবার সম্ভাবনা আছে। নতুবা কর্ম্মকাণ্ডীয় সুফলে পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা স্বর্গে, [illegible] বা অপবর্গে নির্ব্বাপন হইয়া থাকে মাত্র—তাহার ফলে [illegible] বৈকুণ্ঠলোক লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানকাণ্ড [illegible] মাত্র হইয়া থাকে। কাহার [illegible] জ্ঞানীর বহুমানন দূর হইলেও [illegible] যেন পাত্র পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যের আবাহন করেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

[illegible] অবস্থিত [illegible] শ্রীমন্দির [illegible] সুতরাং যাঁহারা [illegible] ভগবৎসেবার সহায়তা [illegible] তাঁহাদের যে সুকৃতির মাত্রা সহজেই অতিশয় বর্দ্ধিত হয় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। গোস্বামী মহাপ্রভুগণ সর্ব্বজনগণকে সংসারকারা হইতে উদ্ধারার্থ নিজ অর্থ দিয়া ভগবৎসেবার আবাহন করিয়া তাঁহাদের পরম মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। জগতের সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ গোস্বামী মহাপ্রভুগণের এই অহৈতুকী-কৃপা প্রকৃত বুঝিতে না পারিয়া অনর্থ-সাগরে নিমজ্জিত হয়। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ কখনও নিজের ভোগসুখের জন্য অর্থাদি সঞ্চয় করেন না। অর্থাভাব বা অর্থ প্রচুরতা—এই উভয়ের কোন অবস্থাতেই তাঁহারা বিচলিত হন না। পরন্তু ধনাঢ্যগণের অর্থ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইতে দেখিলে তাঁহাদের পরমানন্দ হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা জগতে আসিয়াছেন, জগদ্বাসীকে সংসার-দশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য। অতএব সেই কার্য্যের সাফল্যে আনন্দাতিশয় স্বাভাবিক।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বারাণসী-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিশ্বের অদ্বিতীয় জগৎ সেবা-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের সাহায্য-কল্পে ১০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ইতোমধ্যে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আশা করি, অবশিষ্ট টাকাও তিনি অতি সত্বর প্রদান করিবেন। জীবন অনিত্য। মানব মাত্রেরই—[illegible] হউন, আর অসন্তুষ্ট হউন, নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। জগতের ইতিহাস তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। এমতাবস্থায় ভগবৎ-সেবা-কার্য্যের সহায়তা অর্থ যত সত্বর সম্ভব প্রদান করিয়া আত্মোন্নতি বিধান বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত গোপাল বাবু ভগবৎসেবায় অগ্রসর হইয়াছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার যাবতীয় বিপদাপদ দূরীভূত করিয়া তাঁহার সেবাবৃত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করুন, ইহাই শ্রীভগবানের চরণে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে আমরা দেখিতে পাই, ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা শ্রেষ্ঠা, মথুরা-মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব-নিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উহা অপেক্ষা [illegible] নানা প্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধনের [illegible] বিরাজমান। তথায় [illegible] প্রেমামৃত-[illegible] সুতরাং দেখা যাইতেছে, তত্ত্ব জানেন যাঁহারা [illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থলীতে

সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(২)

কঠোপনিষদ্ আরও বলিতেছেন (১ম অধ্যায় ২য় বল্লী ৯ম মন্ত্র)—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ এই ব্রহ্মগোচরা মতি তর্কদ্বারা অপনয়ন অর্থাৎ খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-রূপে প্রাপ্ত তৎ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ দ্বারাই যে তাঁহাকে জানা যায়, তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—"নিত্যভক্তি-যোগদ্বারা যাঁহারা প্রীতি-পূর্ব্বক আমার (শ্রীভগবানের) ভজন করেন, আমি (শ্রীভগবান্) তাঁহাদিগকে শুদ্ধ জ্ঞানজনিত নির্ম্মল প্রেমযোগ দান করিয়া থাকি। তাঁহারা তাহা দ্বারা আমার (শ্রীভগবানের) পরমানন্দ ধাম লাভ করেন।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সার্ব্বভৌম সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রের অপর নাম তর্ক-শাস্ত্র। তর্কই নৈয়ায়িকগণের প্রাণ; সুতরাং তর্ক পরিত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সার্ব্বভৌম গোপীনাথের সুযুক্তি শ্রবণ করিয়া পুনরায় তর্ক উত্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,—"আচ্ছা বুঝিলাম, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় নাই, কিন্তু তোমার প্রতি যে ভগবানের কৃপা হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি?"

গোপীনাথ উত্তরে বলিলেন—"বস্তু ও বস্তুশক্তি এক বলিয়া বস্তু নিষয় হইতেই বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে। বস্তু অখণ্ড-জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, কিন্তু শক্তি—বহু প্রকার। অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানরূপ বস্তু খণ্ড-জ্ঞানের জ্ঞেয় নহে, কিন্তু বস্তুশক্তির অনুভূত হইলেই বস্তুজ্ঞান হয়। বস্তুর বিষয় বা শক্তিদ্বারা বস্তুজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। যাহিকা শক্তি দ্বারাই আত্ম-জ্ঞান। অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্বস্বরূপ উপলব্ধির নিদর্শন—কেবল-মাত্র তাঁহার কৃপা। তিনি যাঁহাকে নিজ-কৃপা-দ্বারা স্ব-স্বরূপ দেখাইবেন, তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় অবলম্বনে বস্তু-জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃপা ব্যতীত তাঁহার দর্শন বা বস্তুজ্ঞান হয় না। ইহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বিশদরূপে তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছি। তুমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মহাপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়াছ; তবুও ঈশ্বরের মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিতে পারিলে না। বহির্ম্মুখ জন তাঁহাকে দেখিলেও তাঁহার কৃপার অভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না। তাই তুমি অলৌকিক প্রেমময় পুরুষকে 'ঈশ্বর' বলিয়া না জানিয়া শ্রীভগবানের অলৌকিকী লীলাকে মায়িক অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রকার মাত্র মনে করিলে।"

সার্ব্বভৌম (হাস্যসহকারে) কেবল বিতর্ক ছাড়িয়া অভিলষিত সত্যবিচারক-গণের মতে, শাস্ত্রানুসারে বলিতেছি, শুন। কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না; এজন্যই বিষ্ণুর একটী নাম 'ত্রিযুগ' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বিষ্ণুর অবতার হইতে পারেন কি প্রকারে? তবে তাঁহাতে যে প্রেমযোগ দেখিলাম, তাহাতে তিনি যে একজন মহা-ভাগবত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই

মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ

গোপীনাথ (দুঃখিতান্তঃকরণে)—তুমি আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে 'ভাগবত' ও 'মহাভারত', সেই দুই গ্রন্থের বাক্যে তোমার মনোযোগ দেখিতেছি না। সেই দুই গ্রন্থে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিতে শ্রীভগবানের লীলাবতার নাই, এইজন্য তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়াছে। প্রতি-যুগে শ্রীকৃষ্ণের যে যুগাবতার হয় তাহা তুমি তর্ক-নিষ্ঠ হৃদয়ে বুঝিতে অক্ষম। শুন, চারি যুগে চারি অবতার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।১৩) বলিতেছেন—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

—গর্গ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কলি-যুগাবতার জানিয়া নন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন—তোমার এই বালক (শ্রীকৃষ্ণ) শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ এই তিন যুগে ধারণ করেন, অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকর-ভাজনমুনি কলিকালের অবতার ও তদ্ভজন-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন,—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥

(ভাঃ ১১।৫।২৮)

শুদ্ধভক্তি প্রতিষ্ঠানের সেবায় আত্মো-নিয়োগ বস্তুতঃপক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা সেবাকারিগণকে অভিনন্দিত করিতেছি।

—যে মহাযজ্ঞ দিয়ে, জনগণ পক-দি শাস্ত্র-অবিধানানুসারে যে প্রকারে র তথা কলিযুগে যে-প্রকারে পূজা না থাকেন তাহা আমার নিকট শ্রবণ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

—যাঁহার মুখে সর্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার ও অঙ্গ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, স, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে ত জনগণ সঙ্কীর্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন রা থাকেন।

এইবার মহাভারত (দানধর্মে ১৪৯ অঃ) নামে ৭৫ ও ৯২ সংখ্যা) হইতে একটী প দিতেছি—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

—সুবর্ণবর্ণ, গলিতহেমবৎ অঙ্গ, সর্বাঙ্গ-গঠন, চন্দনমালাশোভিত—এই চারিটী লীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রম, হরি-লোচনারূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্তন-মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠারূপ কেবলাদ্বৈতবাদি-ক-নিবৃত্তিকারিণী শান্তিতে মহাভাব-ণ।

———

এই সকল লক্ষণ কাঁহাতে প্রযোজ্য? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে নহে কি? সার্বভৌম, তোমার জন্ম বর্তমানে তুমি, সুতরাং তাহাতে এই সকল কথা ন পাইবে না। যখন মহাপ্রভুর থাকিতে উহা সিদ্ধ হইবে তখনই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে বে।

সমস্যার সমাধান

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

বর্তমানকালে ধর্মসমস্যা, অর্থসমস্যা, সমস্যা, রাষ্ট্রসমস্যা ও সামাজিক প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা স্ব-স্ব মূর্তি গ্রহণ করিয়া বিশ্বমানব-প্রাণে উদিত। প্রত্যেকেই উক্তবিধ সমস্যার সমাধান-আবিষ্কার করিতে যাইয়া আবার একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তাহারই কবলে পতিত হই।

———

এইভাবে কত কত মনীষীর মূল্যবান্ আলোড়িত ও বিকৃত হইতে যাইছে। কত কত মূল্যবান্ জীবন অ-র্থ পথে নিয়মিত হওয়া ধ্বংসের পথে গেছে, কত প্রকারের নিত্য নূতন নূতন পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে; প্রত্যেকটী সমস্যার অদ্যাবধি মীমাংসিত হইয়া কোন প্রকারের শান্তিলাভের আভাস-মাত্রও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

গৌড়ীয়মঠ বিশ্বসমস্যার সমাধানকল্পে, পারত্রিক সাম্রাজ্যে বসতিবিস্তারকল্পে, বিশ্বের যাবতীয় জীবগণের আত্মকল্যাণবিধানকল্পে উপস্থিতকালে জীবের শান্তিপ্রাপ্তির উপায় আবি-ষ্কারার্থে জীবের আত্মধর্মের কথা—নিত্য সনাতন 'বৈষ্ণবধর্মের' কথা বিশ্ব-মানবের দ্বারে দ্বারে কীর্তন করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাদের ঐ কীর্তনে সুর মিলাইয়া দোহার করিতেছেন তাঁহারা কেহই উক্তবিধ কোনও সমস্যার গণ্ডীবদ্ধ নহেন। ইহা বাস্তব সত্য, কোন কল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জিত কথা নহে।

ধর্মসমস্যা

অণুচৈতন্য জীবের, বিভুচৈতন্য ভগবানের সেবা দ্বারাই ধর্মসমস্যা ও যাবতীয় জাগতিক সমস্যার সমাধান অবশ্যম্ভাবী। বিভুচৈতন্য ভগবান্ অদ্বয় বস্তু এবং তাঁহার উপাসনা বা সেবাপ্রণালী শিক্ষা দিয়া স্বয়ং ভগবানই শ্রীচৈতন্যরূপে অচেতন জীবের চৈতন্যবিধান করিয়াছেন এই কলিকালের সর্বধর্মসার শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন দ্বারা। এই নামসঙ্কীর্তনই সার্বজনীন সার্বকালিক ধর্ম। ইহাই একেশ্বর-বাদ পরমধর্ম। ইহা কোন প্রকার পৌত্তলি-কতা নহে। নামব্রহ্মের উপাসনায় সাকার-নিরাকার তর্ক মীমাংসিত হইয়া থাকে।

অর্থসমস্যা

অর্থ শব্দে প্রয়োজন বুঝায়। সর্বকালে কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। অথবা উহা শুধু প্রয়োজন নহে পরম প্রয়ো-জন। সেই পরম-প্রয়োজন-লাভের পূর্বে জীবের সম্বন্ধ ও অভিধেয় বলিয়া একান্ত কর্তব্য বিদ্যমান। আমরা জাগতিক ধন-রত্নকে অর্থ বলি বটে কিন্তু সেই অর্থে বাস্তব অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় অনর্থই ঘটিয়া থাকে। তাই দয়ার্দ্রচিত্ত ভগবান্ আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথে আকৃষ্ট করিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া অনর্থপ্রদ অর্থের অভাব ঘটাইয়া দিয়া অনর্থ-সংগ্রহের পথে বাধা উপস্থিত করিতেছেন। দেওয়া ও নেওয়া উভয় কার্যের মালিক ভগবান্। যাহাকে যাহা দিলে জীবের মঙ্গল হয়, তাহার তাহা অপহরণ করিয়া সর্বতোভাবে জীবকল্যাণ সাধনই করিয়া থাকেন। আমরা যেদিন বুঝিব যে, এই অর্থের দ্বারা সর্বার্থাদি ভগবান্ ও সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সেবাই একমাত্র কর্তব্য, সেই দিন যাবতীয় অর্থসমস্যার সমাধান অবশ্যম্ভাবী, নতুবা স্ব-স্ব প্রধান হইয়া যত চেষ্টাই করি না কেন, বহির্মুখতাপূর্ণ অভাবের অর্জন অবশ্যই থাকিবে।

শিক্ষা-সমস্যা

শিক্ষা দ্বিবিধ—আর্থিক শিক্ষা ও পার-মার্থিক শিক্ষা। পারমার্থিক শিক্ষা একায়ন। আর্থিক শিক্ষা বহুায়ন। আমরা যতদিন পারমার্থিক শিক্ষায় অশিক্ষিত থাকিয়া আর্থিক শিক্ষা-লাভের প্রয়োজন অর্থোপার্জন মনে করিয়া শিক্ষিতাভিমানী থাকিব সেকাল পর্যন্ত আমাদিগের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইবে না। মানবজাতির প্রত্যেকের পরমার্থ-লাভার্থী হইয়া পারমার্থিক শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। দেহরক্ষণোপযোগী জীবিকা-অর্জনার্থে সংযমে নীতিশিক্ষা-যুক্ত শিক্ষার কিছু প্রয়োজন আছে। নীতি ও পরমার্থবিহীন শিক্ষায় শিক্ষিতাভি-মানীই শিক্ষা-নামের কলঙ্ক। একমাত্র পারমার্থিক শিক্ষা দ্বারাই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়।

———

রাষ্ট্র-সমস্যা

জীব যখন সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে স্ব-স্বরূপ-জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখনই বসুধার সকল জীবেই আত্মীয়-বোধ, এই চতুর্দশ ভুবন জীবমাত্রেরই বিদেশ, একমাত্র বৈকুণ্ঠধাম সর্ব জীবের নিত্য স্বদেশ—এই জ্ঞান হয়। সুতরাং তখন নিত্য স্বদেশ বৈকুণ্ঠে ও নিত্য বিদেশ চৌদ্দভুবনে সকল জীবই আপন আত্মীয়। এখানে দুই দিনের জন্য অতিথি হইয়া প্রাধান্য-লাভের প্রয়াস বৃথা কালক্ষয়মাত্র, বিশেষতঃ সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম, যে জন্মে স্বদেশলাভ বা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির যোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, কুলীন, অকুলীন, স্বরূপ, বিরূপ, এই চতুর্দশ-ভুবনবাসী বহির্জীবমাত্রেই অপরাধী, স্বদেশচ্যুত মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত। সুতরাং কারাগারে থাকিয়া স্বতন্ত্রতা-বশে স্ব-পর ভেদ-বিচারে নানাপ্রকার তাণ্ডব রচনা করিয়া কারাবাসের কাল বৃদ্ধি করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। একমাত্র স্ব-স্বরূপ-জ্ঞানলাভেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে।

সামাজিক সমস্যা

আমরা সর্বকালে, আমাদিগের দুইটী মাত্র সমাজ। একটী দৈবসমাজ অপরটি আসুরিক সমাজ। দৈবসমাজে সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলন অর্থাৎ সেবা করেন, ভগবৎসেবাই যাঁহারা পরম প্রয়োজন বোধ করেন এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারাই দৈব। এই দৈব সমাজ একটী কেন্দ্রীভূত বিষ্ণুসেবাপর একায়নপন্থী ভেদ-মনোভাববিহীন আত্মধর্ম-পরায়ণ। আসুরিক সমাজ বহু শাখায় প্রশাখায় বিভক্ত। তাহারা দেহমনে আত্মবুদ্ধি প্রবল করিবার প্রয়াস পাইয়া দেহমনের ও তৎসম্পর্কিত গেহ ও পরিজনের উন্নতিবিধান-কল্পে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তাহারা স্ব-স্ব প্রধান হইয়া স্ব-স্ব মর্যাদা-বৃদ্ধির প্রয়াস পান বলিয়া নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে। আসুরিক সমাজ নিজ চেষ্টা-বলে কোন দিনই সমাজ-সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই বরং উত্তরোত্তর ধ্বংসোন্মুখী হইতেই দেখা যায়। একমাত্র দৈবসমাজই উক্ত সমস্যার সমাধানে সমর্থ।

———

আরও কতবিধ সমস্যা বর্তমানকালে উপস্থিত। প্রাচীন আর্য ঋষিদিগের নীতি অনুসরণ না করিয়া বর্তমান জগতে এই প্রকার বিপদের আহ্বান করা হইতেছে। একে তো কলিকাল, বর্ণাশ্রমধর্ম লোপাবস্থায় বিপন্ন, এমন কি উচ্ছন্ন। এই কালে আসুরিক সমাজের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ স্বাভাবিক কারণ। এইকালে আসুরিক ভাবাপন্ন লোকই প্রবল, যেহেতু কলির (বিবাদের) অধিকার বিস্তীর্ণ। দ্যূত, পান স্ত্রী, সূনা ও কনক আদি অধর্ম-স্থানের সেবক বা স্বামী লোক শত শত জন। এহেন প্রবলপরাক্রান্ত কলিরাজের কবল হইতে জীবগণকে উদ্ধারকল্পে গৌড়ীয়-মঠের আবির্ভাব। পূজ্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদ ভক্ত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতিবলে নিখিল গৌড়ীয়মঠের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ কীর্তন দ্বারা সেবাপথে দীক্ষিত হইয়াছেন তিনিই বর্তমানের ও অতীতের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় সমস্যা হইতে বিমুক্ত। তিনি স্বয়ং মুক্ত ও বিশ্বমানবকে মুক্ত করিতে সমর্থ।

"এক্ষণে চাহিতে শক্তি ধর করে জনে।"

———

পাশ্চাত্যে প্রচার

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

ব্যাকরণাদি জ্ঞান থাকিতে পারে না সুতরাং এই সকল পুস্তককারগণের সাধুভাষা প্রভৃতির অভাব অনেক বহুস্থলেই প্রকাশিত হয়। ইহার পর সাহেব আর ও ইহাদিগের প্রমাণ দেখাইতে চাহেন সুতরাং উপসংহার করিতে গেলে অনেক সময় আবশ্যক কিন্তু যদি আবশ্যক হয়, তবে সেইজন্য বাংলা বাঙালীদের যাহাতে আমাদের কথা এবং বিষয়ের অবগত করাতে আর একটী সভায় বর্ণিত হইবে।

———

স্বামীজী মহারাজ ২২শে দিনের সভায় উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, আমরা আগামীবারে তাহা প্রকাশ করিব।

গৌর যেবা নাম সেই নাম পাও। কৃষ্ণ সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ প্রথম খণ্ড পর্য্যন্ত ১৮৲
প্রত্যেক খণ্ড স্কন্ধ পৃথক ।৵০
৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থাবলী (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গোস্বামি-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-অন্বয় ।০
১২। মুক্তিফলাদিকা প্রমেয়রত্নাবলী সানুবাদ (সাধন) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ গোবিন্দভাষ্য) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। জীব-শিক্ষা দর্পণ ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। শিক্ষা নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকথা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনপথ ৫।০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মণ-টীকা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। শ্রুতিস্তুতি বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেণুর ৵০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৵০
৫২। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ভাষিকঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। ভক্ত-স্তবম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠচঃ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেজীয়স্ ওয়ার্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। লোগাট্ গৌড়ীয়মঠ টক্ জুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। সংক্ষিপ্ত প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড ডায়েলেক্টিক্ ডিটেইলস ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীশ্রীনামাচার্য্য ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। ব্রজপত্তন গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাকসাৎ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসারস্বত-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরালয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িষ্যার
২৪। শ্রীবিরহি-গৌড়ীয় মঠ বৃন্দাবন
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমীরাম, পুরী
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পু
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র পোঃ চিরকুণ্ড, মান
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কলিকাপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দা
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বা
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র,
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বো
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লৌষ্টার হা কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহ বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের : মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকা ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয় সূচী, গদ্যসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচী পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ কোথাও আর সমাক প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৮	১১—৪০	+ ১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৭	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৮, ১৬-৩৯,১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটে সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

"৩০০ বৎসরের প্রাচীন"

—দয়ানন্দ কলেজের গবেষণা-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উক্তি।

এবং ডাঃ......এম্-বি, বি-এস, ডি-পি-এইচ্ (লণ্ডন), ডি-টি-এম্ (লিভারপুল) ডি-ও-এইচ্ মহোদয় বলেন—

"সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ উপকারক দেখিয়াছি"

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক প্রাচীন ও দুর্লভ পুঁথি হইতে প্রাপ্ত এই সকল **মহা রসায়ন** কোনও সময় কেবলমাত্র রাজা বাদসাহগণই ব্যবহার করিতেন, কারণ তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা ঘৃণা করিতেন। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, উপদংশ, প্রদর, অর্শ, অনীপ্সিত অকাল গর্ভ-ধারণ প্রভৃতি ব্যাধিতে এই সকল মহৌষধি ব্যবহারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকার ফল প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণেই এক দফা চিকিৎসার জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠান, অথবা বিশেষ তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা ও প্রশংসাপত্রসমূহের জন্য পত্র লিখুন।

নিউ হেলথ্ লেবরিটরিস্

কার কার এণ্ড কোং (ডিপার্টমেণ্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট
—একমাত্র সরবরাহকারী

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাকবালি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৴০
আটা এগমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বজার	৩০৸
	৩১৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৸৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট বোর্ডের :—	১০২৸৴০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল্‌ পেইড)		২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আঙ্গলাণ্ড	১২৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
বেলভেডিয়ার	[illegible]
ক্লাইভ	২৪৲
ক্লাইভ	২১৷০
ডালহৌসী	৪০৸৴০
	[illegible]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য [illegible] নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-লিখিত এম্, এ, ক্লাসের গ্রন্থ রূপে গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অপূর্ব্ব অবদান। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট্ অনিন্দ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ত্রয় অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুবোধ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দাবলী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, হায়দ্রাবাদ, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা-নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া পালাজ্বর জীর্ণজ্বরকার সমূহ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক। [illegible] সমস্ত বাজারে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার জ্বরের সাহায্য হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। প্যাকেট খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও নানাবিধ জে, ডি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

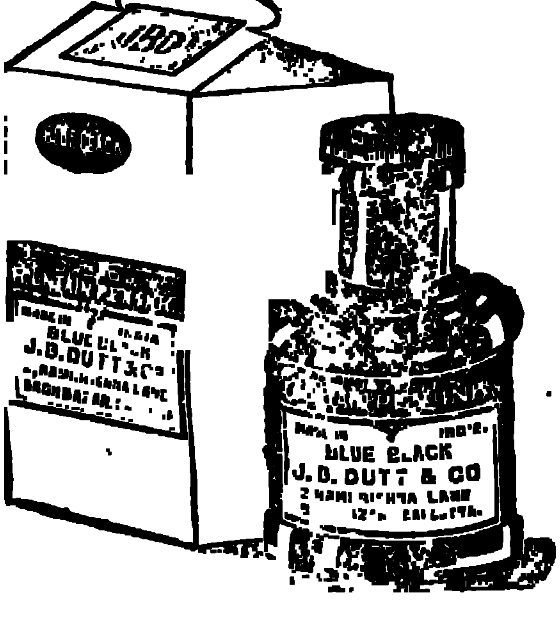

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং বামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. [illegible]

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকোর হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ১০ই মে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

অতিবৃষ্টিতে রেল লাইন বিনষ্ট

মতীপুর হইতে প্রকাশ, অতি বৃষ্টির ফলে মতীপুর রেলপথের নারানপাড় হইতে ছই মাইল পর্যান্ত রেল লাইন বিনষ্ট হইয়াছে। মাল এবং যাত্রী অন্য পথে লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিনষ্ট লাইন পুনরায় গাড়ী চলাচলের উপযোগী করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আশা করা যায় শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইবে।

নূতন দিল্লীতে অগ্নিকাণ্ড

নূতন দিল্লীর নিকটবর্ত্তী সক্দার জঙ্গ বুলী বস্তীতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। ফলে প্রায় ২ শত চালাঘর বিনষ্ট হইয়াছে এবং বহুলোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে।

এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইবার কারণ কি তাহা জানা যায় নাই।

———

পাঞ্জাব লাটের সম্বর্দ্ধনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, পাঞ্জাবের লাট স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ সম্ভবতঃ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সৈন্যদলের এক কোম্পানীর অধিনায়ক হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণ এক প্রীতিসম্মেলনে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান এবং একটি তরবারি উপহার প্রদান করিয়াছেন। অভিনন্দনপত্রে বলা হইয়াছে যে, সহকর্মী সৈনিকদের প্রতি প্রভাব নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে তরবারি উপহার প্রদান করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ তরবারি পাঞ্জাবের সামরিক জাতিসমূহের মধ্য হইতে নিযুক্ত লাটের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উহা লাট-প্রাসাদে রাখা হইবে।

অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লাট এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, তিনি পাঞ্জাবের সামরিক জাতিদের স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং তাহাদের উন্নতিসাধনের পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।

———

খানাতল্লাস

গত ৪ঠা মে উত্তর কলিকাতার কয়েকখানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। বিশেষ বিভাগের কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী এই খানাতল্লাস চালাইয়াছেন। তাঁহারা কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের একখানি বাড়ীতে একজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। যুবকের নাম অনাদি পাল। বিপ্লবমূলক কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ

কলিকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতার কয়েকস্থানে হানা দেয় ও খানাতল্লাস করে। তাহারা দুইজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

———

লেক রোড অঞ্চলে একটি পাঠাগারে এবং আরও ৭টি বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস করা হয়। খানাতল্লাসের ফলে কয়েকখানা আপত্তিকর পুস্তক ও প্রচারপত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যুবকগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ধৃত যুবকগণের মধ্যে বরিশালের একটি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত দেবকুমার গুপ্ত, ঐ জিলার শ্রীযুত প্রফুল্ল রায়, কবিরপুরের শ্রীযুত ধীরেন চক্রবর্ত্তী এবং নদীয়ার বিমল পাল আছেন।

———

বহিষ্কারের আদেশ

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস ও জহরলাল অধিকারী এবং মোক্তার চারুচন্দ্র দাসের প্রতি মেদিনীপুর জেলা ত্যাগের যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সাময়িকভাবে প্রত্যাহৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের উপর পুনরায় ঐ আদেশ জারী হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় মেদিনীপুর জেলা ত্যাগ করিয়াছেন।

উকিল শ্রীযুক্ত মনোমোহন সিংহ এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত রামমোহন সিংহ মেদিনীপুর জেলায় না থাকায়, তাঁহাদের উপর বহিষ্কারের আদেশ জারি করা হয় নাই।

আসামে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার ব্যবস্থা

গৌহাটি হইতে প্রকাশ, আসামে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার একটি বিভাগ খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। গৌহাটি কটন কলেজের নিকটে দালান নির্ম্মাণ করা হইতেছে। রায় বাহাদুর রাধাকান্ত হান্দিকুই এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সাহিত্যের একজন বড় উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক বাংলা আসামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বে-আইনী সঙ্গীন প্রাপ্তি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, একটি বে-আইনী সঙ্গীন রাখার অভিযোগে মতিলাল দত্ত ও অপর একজন মুসলমান যুবক কুমিল্লার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুযায়ী ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে গ্রামবাসীরা উক্ত আসামী দুইজন এবং অপর একজন মুসলমানকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের নিকট উক্ত সঙ্গীন এবং আরো কয়েকটি আপত্তিকর দ্রব্য পাওয়া যায়।

দুই শত বাড়ী ভস্মীভূত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, সোয়েবো জেলার সায়ান গ্রামে একটা বাড়ীতে আগুন লাগে। সেই আগুন দেখিতে দেখিতে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বাড়ী গ্রাস করে। ক্রমে সমস্ত গ্রাম অগ্নির কবলে পতিত হয়। প্রবল বায়ুর সাহায্য পাইয়া আগুনের শক্তি একটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে দুই শতাধিক বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে এবং বহু ক্ষতি হইয়াছে।

[illegible] গুপ্তচর গ্রেপ্তার

বেলগাঁও হইতে প্রকাশ, পুলিশ একজন গুপ্তচরকে হাতে হাতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গুপ্তচর যে সময় আপনার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গুপ্তচরটি ধরা পড়িবার ফলে ক্যাপ্টেন [illegible] সমস্ত বিভাগের গুপ্ত সংবাদ প্রচার করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

দুই বৎসর ধরিয়া এই অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার কথা হইয়াছিল। তারপর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করায় নূতন করিয়া বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে সরকারের কতকগুলি দলিলপত্র চুরি যায়। উহার এজেন্সের সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন [illegible] একজন সাক্ষী ছিলেন। গত বৎসর ক্যাপ্টেন [illegible] তাঁহার নামের কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্য সরকারের নিকট তদন্তের দাবীতে একখানি আবেদনপত্র পেশ করিয়াছেন।

ঐ মধ্যে অশ্বহত বাসুদেবায়

দৈনিক নবীয়া প্রকাশ

আমরা আশা করি হইয়া, কৃষক অর্থ ও পারিবারিক ক্ষুদ্রতম না করে। সরকার এই বৎসর পাটের বাজা অনুমোদন করিয়াছেন। পূর্ব বৎসর পাটের অবস্থা ... পাটের মূল্য অতি অল্প। এ বৎসর পাটের মূল্য প্রতিমণ ২ টাকার কম ছিল। কৃষকের ... প্রতি মণের দর অন্ততঃ ২ টাকা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই মূল্য নির্ধারণ করিলে ... পাওয়া যাইবে। ... সম্ভবপর হইবে না। ... বাজারে পাটের চাহিদা না থাকিলে ... কেন? সুতরাং পাটের মূল্য প্রতিমণ ২ টাকার অধিক হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানে পূর্বোক্ত পাটের বাজারের উন্নতির কোনও লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না। পূর্ব পূর্ব বৎসরে ... যে পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ করিয়াছে বর্তমান বৎসরেও সেই পরিমাণ জমিতে তাহারা আবাদ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। কারণ বিদেশের চাহিদা না থাকিলে উহার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া কখনও সম্ভব নহে, সুতরাং এখন হইতেই যদি জমি কমাইয়া পাটের আবাদ হ্রাস করিতে ... হয়।

লেভ লেপিং সর ... আমেরিকা জাপানের সাথে পাল্লা উঠিতেছে না। ১ গ্রোস জাপানী পেন্সিলের মূল্য ২৭ সেন্ট অর্থাৎ প্রায় ... আর আমেরিকানগণ ১ গ্রোস ... ৭০ সেন্টের কমে বিক্রয় করিলে তাহাদের লোকসান হয়। কারণ আমেরিকার কারখানার মজুরী বেশী এবং হার বেশ ... বেশী। এই আমেরিকা নিজ দেশীয় ... সেমন পিনেট ... জাপানী মালের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। ... ভারতের ... রক্ষার জন্য এপ্রকার ... ব্যবস্থা হইতেছে কি?

ঢাকার ... ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ... দেখা যায়, সেই ... সুন্দর ... কুমার ... স্থান ... ইডেন গার্লস হাই স্কুলের কুমারী ... ভারতলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। ঐ কোনিয়েট স্কুল কোথায়?

কুমিল্লা সদর ... ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ... থানার ... কালীন ... একজন আসামী ... এক আদালতে যুবক অভিযোগ করিয়াছে যে, সে একদা ... মানুষের মত এক গৃহস্থের বাড়ীর ... যাইতেছিল, সেই সময় কয়েকজন লোক তাহাকে সে ... ডাকিয়া একখানি ছুরি দিয়া তাহার ... কাটিয়া লইয়াছে। ... উক্ত আসামী একটি স্ত্রীলোক ... অভিযোগ করিয়াছে যে যুবকটী তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার ধর্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। ... তাহাদের উদ্দেশ্যে সে সেই যুবকের ... কাটিয়া দিয়াছে। ... পুলিশের ... অর্পণ করিয়াছেন। ... দেখা যাক ... কি দাঁড়ায়।

সাধারণতঃ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সময়সীমা তিন বৎসর। বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদের ১৯৩০ সালে প্রথম বসে, সুতরাং এই পরিষদের আয়ু তিন বৎসর অতিক্রম করিবার পরও আরও এক বৎসর বাড়ান হইয়াছে। কংগ্রেসের নেতা গান্ধিজী ... অসহযোগ ... করিবার কংগ্রেস ... অনেকে আইন সভায় প্রবেশের অ... প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবেশের কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন, যেহেতু ... আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে আইন ... নহে, ... আইন সভায় প্রবেশ করিয়া উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হবে। পুরাতন আইন সভার আয়ুষ্কাল উত্তীর্ণ হইলেও সরকার উহার ... করিতেছেন না কেন? সম্ভবতঃ ... সরকার কংগ্রেস ওয়ালাদিগকে আইন সভার ... ভয় পান? কিন্তু ... বড়লাট ঘোষণা করিয়াছেন, ... নির্বাচন ... পর ... পরিষদ ... হইবে। সুতরাং সরকার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ... করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

আমরা নববর্ষে যে সকল ক্যালেণ্ডার উপহার পাইয়াছি তন্মধ্যে মেসার্স কে. বি. দত্ত এণ্ড কোম্পানীর ক্যালেণ্ডারখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। বড় বড় অক্ষরে বাঙ্গালা তারিখ এবং তৎসঙ্গে ইংরাজি তারিখও থাকায়, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি ... এই ক্যালেণ্ডার খানা ... বিশেষ উপকার করিবে সন্দেহ নাই।

বেহালার পাচনের ক্যালেণ্ডারটিও বেশ হইয়াছে। তাহাতেও উক্ত সুবিধাগুলি ... হইয়াছে।

বিচিত্র বার্ত্তা

বিলাতে এক ... নামে এক লোকের ... এক ঘণ্টা ... ওজনের এক কেক তৈয়ার করে। এ কেক ... খাইতে ... হয়।

অধিকন্তু একদা ... বিলাতে সম্প্রতি ... Laburnum grove নামক ... এক লোকের ... রকম ... বীয়ার-মদ, ৩০ সের টমাটো, ১২০ কেক, ৮ ... এবং প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, রুটি, চা, মাখন, চিনি, মাছ ও চীজ খাইয়া ... ছিল।

আখচুর্ণ সম্বন্ধে প্রচুর ... হয়। আখচুর্ণ ... বেশী ... করিতেছে। ... দিনে ... নিশ্চয় ... হয়। ... চিনি ... সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হয় ... 'মুর্ণকুট' ... হয়। ... 'ক্যাবেল' তৈয়ার হয়। ... আখচুর্ণ ... চূর্ণ করা হয়। আখচুর্ণ ... হয় ... আখচুর্ণ যাবা ... কাচে—আখচুর্ণ ... হয়।

আখ ... হইতে পারে ... হয়।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

৭ই জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও শহরতলীতে মোট ৭০৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ববর্তী ৮৫ সপ্তাহে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৮০০ ও ৭০৫ ছিল। গত বৎসর এই সপ্তাহে ১৭৪ জন বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।

১ হইতে ২৫ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের মোট মৃত্যু সংখ্যা ৬০৩। পূর্ব দুই সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা ৬১১ ও ৫৫৯ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে ছিল ;—

কলেরা ৫০, পূর্ব দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ৩৩ ২২। বসন্ত ৪৩, পূর্ব সপ্তাহে ৩০। ইনফ্লুয়েঞ্জা ১২, পূর্ব সপ্তাহে ১৪, জ্বর ৪০, পূর্বসপ্তাহে ৬৩, পেটের অসুখ ৬৪, পূর্ব সপ্তাহে ৬২, শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় ১২৫, পূর্ব সপ্তাহে ১২৭, যক্ষ্মায় মৃত্যু সংখ্যা ৫০, পূর্ব সপ্তাহে ৬১। আলোচ্য সপ্তাহে ১০৪টি এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

২৬ নম্বর ও ২৮ ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে আলোচ্য সপ্তাহে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৩১ পূর্ব সপ্তাহে ১৮৯ ও ১৪৬, কলেরা ৪, বসন্ত ১৬, ইনফ্লুয়েঞ্জা ০, জ্বর ২৩, পেটের গোলমালে ১২, শ্বাসযন্ত্রের রোগে ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

যক্ষ্মা মৃত্যু সংখ্যা ১৬, পূর্ববর্তী সপ্তাহে ১৩ ছিল। এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২৭।

আলোচ্য সপ্তাহে ১-২৫ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যুর হার বার্ষিক হাজার করা ৩০.৪ এবং ২৬ ও ২৮-৩২ নম্বর ওয়ার্ডে হাজার করা ৩৩.১ ছিল।

যুবকের কারাদণ্ড

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, উপজাতিদের বাস অঞ্চল হইতে ... নামে একটি যুবক পেশোয়ারে আগমন করিয়া ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলে গোরাদের বাড়ীতে চুরি করিয়াছিল—এই অভিযোগে সে ধৃত হয়। বিচারে তাহার প্রতি পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ... বেত্রদণ্ডের হুকুম হয়। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পেশোয়ারের আঞ্চলিক জুডিশিয়াল কমিশনারের নিকট আপীল করা হইয়াছিল। তিনি উক্ত দণ্ড ... বহাল রাখিয়াছেন।

মামলার ঘটনার কাহিনী এই যে পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টের মিসেস ... তাঁহার পরিচারককে বাজারে ... পান ... অল্পক্ষণ পরে তিনি ... গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আসামী তাঁহার আলোকোলাটি ... করিয়া চালনা ... উপক্রম করিতেছে। তিনি আসামীর ... চীৎকার করিলে তাঁহার পরিচারক লোকজন আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে। তাহার ... তল্লাস করিলে এক ... এবং একটি ... পাওয়া যায়। ইহা মিসেস ... এর সম্পত্তি ... জিনিষ। পেশোয়ারের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ... বিচার হয় এবং তিনি আসামীকে ... দণ্ডবিধির ... ধারা অনুযায়ী আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের হুকুম প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ { ২৭ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২৭শে বৈশাখ, ১০ই মে ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ৬০শ সংখ্যা

লণ্ডনে প্রচার

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ১২ই এপ্রিল লণ্ডনের ৬৩নং বাদিল ষ্ট্রীটস্থ ধর্ম-মন্দিরে (Sanctuary) 'ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা' (Conception of God) সম্বন্ধে ৪৫ মিনিট ব্যাপী একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এস্থানে ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদানের অধিকার পান নাই। শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতাটী অতি উত্তম হইয়াছে। উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলী সকলেই একবাক্যে তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন। বক্তৃতায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণন করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ স্থান ও কালে আবদ্ধ নহেন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁহার তত্ত্ব-অবধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সূর্য ও চন্দ্রগোলক বাহ্যদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃপক্ষে ক্ষুদ্র বস্তু নহে। দুগ্ধ খাইলে শরীরের পুষ্টি হয়, আর চুণ খাইলে মুখ ভাঙ্গিয়া যায় ও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাতে বাধাই হয়। সেইপ্রকার জড় ধারণায় শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে যেসকল উক্তি প্রকাশিত হয় ও যাহা কিছু প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহার সহিত ভগবত্তত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাকৃত ভাবপ্রবণতা (Mundane Sentimentalism) কিছু ভগবদ্বাক্যের বিনিময় নহে। অপ্রাকৃত প্রেমের সহিত জড়-কামের কোনও প্রকার তুলনা হয় না। প্রেম—শুদ্ধ-প্রকাশ সূর্য্য আর কাম—যামিনীর ঘোর অন্ধকার। জগতে শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করেন বটে কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান অতি অল্প-সংখ্যক লোকেরই আছে। পাশ্চাত্য-দেশ জড়চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ, ভারতেরও অধিকাংশ ব্যক্তি জড়চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা শ্রীভগবানের সম্যক্ প্রতীতি কদাপি লব্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের আর্য্যধর্ম্ম বা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণী—বহির্ম্মুখিনী মায়ার দেশ হইতে আত্মার সেবাভূমিকা বৈকুণ্ঠরাজ্যে গমন করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ ঐতিহাসিক নায়ক-বিশেষ নহেন। সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ কিছু ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। তিনি কাল বা স্থানের অধীন নহেন, তাঁহার জন্ম নিত্য। তিনি নিত্য রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। তাঁহার নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকর ও নিত্যলীলা জড় ধারণার বস্তু নহেন। মহাভাগবতগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনদ্বারা নিত্যকালই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

বেদে শ্রীভগবানের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—এই দুই রূপেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ব্বিশেষ রূপ বলিতে জড়রূপের নিরাসই সূচিত হয়। সবিশেষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাঁহার নামে কোনও ভেদ নাই। নাম ও নামী অভিন্ন।

ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহার সহিত ভাগবত-ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আনন্দবিধানের জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে, তখন ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ সম্ভব। ভাগবত-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট মহাভাগ্যবান্ ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাতে নিজপ্রীতিবাঞ্ছার পূতিগন্ধ বিন্দুমাত্রও নাই।

"সবে বাঞ্ছে তাঁ'র সুখ।"
"মোরে যদি দিয়া দুঃখ তাঁ'র হয় মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥"
—ইহাই ভগবৎসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

খৃষ্টধর্ম্মে শ্রীভগবান্‌কে যে পিতা বা মাতা-রূপে সম্বোধনের ব্যবস্থা আছে তাহাতে স্বার্থের সম্বন্ধ রহিয়াছে। পিতার নিকট হইতে আমরা বহু দ্রব্য দাবী করি, পিতৃদেব আমাদের আনন্দ বিধান করেন। ইহাই পুত্রের ইচ্ছা। কিন্তু পিতা পুত্রের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবানের পিতৃত্ব অপেক্ষা পুত্রভাবে তাঁহার সেবা নিরতিশয় চমৎকার-প্রদ।

এক্ষণে কি প্রকারে ভগবৎ-সেবা লাভ করা যায় তাহাই আলোচ্য। মন যখন মায়ার মোহে ভোগীর আসন গ্রহণ করে, তখন আত্মা সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত। সাধু-গুরুর কৃপায় ঘুম ভাঙ্গিলে ভগবৎসেবা-বৃত্তি হৃদেশ অধিকার করে, তখন আর মন ভোগ করিবার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট থাকে না। মন তখন আত্মার অধীন হইয়া সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকে। নিত্যমুক্ত মহাভাগবতগণের মন—সেবা-প্রার্থনাময়ী লালসাযুক্ত; এই প্রার্থনাময়ী লালসাপূর্ণ মন-বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

স্থূল শরীর বা মন বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম শরীর কিছু আত্মা নহে। আত্মার জন্ম-বৃদ্ধি নাই, তাহা নিত্য এবং নিত্যকাল আত্মার আত্মা শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকে। জীবাত্মা শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। এই তটস্থা শক্তি বহির্ম্মুখিনী মায়ার দিকে না যাইয়া উন্মুখিনী যোগমায়ার আশ্রয় করিলে শ্রীভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। কর্ম্মী বা জ্ঞানী কখনও শ্রীভগবত্তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নহে। একমাত্র সেবানিষ্ঠ ভক্তকেই শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক দর্শন প্রদান করেন ও নিজতত্ত্ব জানান। জাগতিক নৈতিক ধর্ম্মে ভগবান্‌কে জানা যায় না। সেবা-নীতি-অভিজ্ঞ ভক্তগণই মাত্র তাঁহাকে জানিতে সমর্থ।

মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ

গত ৭ই মে (১৯৩৪) সন্ধ্যা ৭ঘটিকার সময় স্বনাম-প্রসিদ্ধ, সর্ব্বজন-পরিচিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি-এল, এম্ এল্-সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটী সুবৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (Archæologist) রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর "শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপ"-সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণমূলে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী-সভা-নির্ণীত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা যে স্থানে অবস্থিত, তাহাই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সময়ের নবদ্বীপ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ পুরুষোত্তম আদি কায়শোধনাদী ৪৪৮

আমি কি চাই ?

যে জগতে আমি বাস করি, তাহা সত্য হইলেও পরিবর্তনশীল, অনিত্য বস্তু। আমি নিত্য বস্তু হইলেও আমার বাস্তব জ্ঞান অবিদ্যা বা অসদ্বস্তু সংস্পর্শে তিরোহিত হওয়ায় বর্তমানে আমি, এই নশ্বর জগতেরই কোন একজন বলিয়া—এ জগতের অধিবাসী বলিয়া অভিমান করিতেছি। কখনও পাণ্ডিত্যের অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছি, বকধার্মিক বৈষ্ণবগণকে অবমাননা করিতেছি, মূর্খ অভিমানে কখনও পাণ্ডিত্য-অর্জনের আশা, পুত্রাভিমানে বোধিত্বের আশা, দারিদ্র্যাভিমানে ধনাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমি এজগতের কোন বস্তু—এই অভিমান যখন আমার হইয়াছে, তখন আমি এ জগতের নশ্বর বস্তু ব্যতীত যে অন্য কিছুই চাই না, তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন।

এ জগৎ অবিদ্যা ও আপাত-মনোরম রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়-বিষয়ে পরিপূর্ণ। একটি শ্রেয়ঃ বস্তু। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত এই প্রেয়ঃ বস্তুর কাঙ্গাল আমরা প্রায় সকলেই। কৃষ্ণই জীবের একমাত্র নিত্য ধন ও পরম শ্রেয়ঃ বস্তু। আর কৃষ্ণেতর বিষয়াদি আত্মবিনাশকর—অমঙ্গলজনক। এই প্রেয়ঃ বস্তু অমঙ্গলজনক হইলেও হতভাগ্য আমি ঐ বিষয়রূপের মধ্যে নিত্য কৃষ্ণপদে—গুরুপাদপদ্ম হতে বঞ্চিত, ইহাই আমার বর্তমান অবস্থা। শ্রেয়োলাভে অনভিজ্ঞ আমি যখন শ্রেয়ঃ চাই না—কৃষ্ণ চাই না—গুরুর নিত্য সেবাকার্যে পরাঙ্মুখ, তখন আমি যে কি চাই অর্থাৎ আমি অশ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রেয়ঃ রূপ রসাদি বিষয়ভোগ ছাড়া কিছুই চাই না, তাহা সকলেই অনুমেয় ও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণমূলক। তাই বলি, আমি চাই বঞ্চনা—কর্মের নামে বঞ্চনা, জ্ঞানের নামে বঞ্চনা, যোগের নামে বঞ্চনা, ভক্তির নামে বঞ্চনা, বৈরাগ্যের নামে বঞ্চনা। তজ্জন্য আপাত-রমণীয়তা, আপাত-মনোরমত্বই আমার স্পৃহণীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এজগতে রূপ-রসাদি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন রমণীয় নিত্যানন্দময় বস্তু আছে কিনা, এই বিষয়ে যখন আমি অনভিজ্ঞ তখন আমার জ্ঞান হয় কাছে বিষয়চিত্ত-প্রগুণরূপ প্রেয়েরই আদর যে অধিক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

জগৎ আমার ন্যায় কৃষ্ণকথা-বিমুখ বিষয়রস-প্রমত্ত অসৎজনেই পরিপূর্ণ। কৃষ্ণকথা শুনিবার—সত্য কথা শুনিবার লোক এ জগতে নাই। অতএব আমিও যে তাঁহাদের মধ্যে একজন, একথা বেশী করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। তবে আমি আজ আমার দুই একটী কথা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিবার আশা পোষণ করিতেছি। কিন্তু এই প্রকাশের মধ্যেও যে আমার কপটতা অনুস্যূত আছে, একথাও আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি।

আমি অনেক সময় মুখে বলি—"আমি সত্য চাই, কৃষ্ণ চাই, স্ব-স্বরূপোপলব্ধি চাই, গুরু সেবা চাই, গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি চাই, আমি সত্যের উপাসক—হরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য সেবক" কিন্তু আমার অন্তরের অন্তস্থলে যদি অনুসন্ধান করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, আমি চাই অন্য বস্তু—নানাবিধ কৈতব বা বঞ্চনা। জগতের আর বঞ্চনা কিরূপ জয়যুক্ত, স্ত্রীপুত্রাদির ভালবাসা কিরূপ মনোরমত্বাকর্ষক, জগতের বস্তুর ভোগাবলে কিরূপ ইন্দ্রিয়সুখ তাহা আমি বুঝিতে পারি না বলিয়াই এ সব চাই।

এসব কথা আমি শুধু মুখে বলি না, লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি, লোককে দেখাইয়া বুকে হাত দিয়া বলি—"আমি সংসার চাই না, স্বজনগণ চাই না, রূপ-রসাদি চাই না, আমি আমার স্ত্রীপুত্রাদি-পরিবৃত নরকসদৃশ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে চাহি না, আমি চাই কেবল সত্য—আমি চাই কেবল ভগবান্ আমি চাই কেবল জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা।" কিন্তু আমার এই প্রতিজ্ঞার ভিতরেও গোপনে বিরাজিতা আছে—লৌকিকতা ও লৌকিকতা! কারণ বাহবাই আমার প্রাণ, পরমার্থের নামে বাহবাই আমার যথাসর্বস্ব, আত্মবঞ্চনাই আমার ঈপ্সিত ধন, শুধু আমার কেন, এই ব্যাপার আজ জগতের ঘরে ঘরে, আমার বন্ধুবর্গের অন্তরে অন্তরে।

আমি ধর্ম-কর্মাদির অনুষ্ঠান যা কিছু করি তাহার মূলে নিজসুখবাঞ্ছা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে লুক্কায়িতা। যে ধর্ম বা যে কর্মে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের কিছুই নাই তাহার আদর আমি করি না। আবার আমি এতদূর কপট যে, নিজসুখের অভিলাষ অন্তরে পোষণ করিলেও—'আমি কিছুই চাই না', 'আমি নিষ্কাম'—এইরূপ কত কি কথা বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া থাকি। আমার যে ধর্ম-কর্মানুষ্ঠান, তাহা দৈহিক ও মানসিক শান্তি বা লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার হৃদয়ের উদ্দেশ্য হরিতোষণ—গুরু-বৈষ্ণব তোষণ নহে। আমি দেহ ও মনোধর্মের কীর্তনেই সর্বদা ব্যস্ত সেইজন্যই আমি দেহ ও মনাতীত বস্তুর সন্ধান-তৎপরতা-বিমুখ বা কৃষ্ণতোষণে আমার ঔদাসীন্য।

কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের দুঃখভোগের আগার—এই জগৎ। কৃষ্ণবিস্মৃতি-বশতঃই জীবের মর্ত্যধামে আগমন, কৃষ্ণবিস্মৃতি না হইলে জীব এই মর্ত্যধামে আগমন করেন না; নিরন্তর নিত্যানন্দধামেরই অধিবাসী থাকিয়া নিত্য সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। সুতরাং যেখানে অনাদি-বহির্মুখ জীবকুলের দ্বারা পরিপূর্ণ, সেইস্থানের আবহাওয়া, চিন্তাস্রোত, যাবতীয় চেষ্টা বা সেই জগদ্বাসী বলিয়া অভিমানকারী আমি যে হরিবিমুখ—আমি যে কৃষ্ণ চাই না, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে কেবল, অভ্যাস কৃপাবশতঃ পরম-কারুণিক শ্রীভগবান্ আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যুগে যুগে স্বয়ং অবতীর্ণ হন অথবা তাঁহার কোনও শ্রেষ্ঠজনকে জগতে প্রেরণ করেন—ইহাই তাঁহার অপার করুণা এবং ইহাই স্বগৃহে—আমাদের নিত্যবসতিস্থল গোলোকে প্রত্যাগমনের একমাত্র উপায়। অতএব সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত জগতের আর সমস্ত জীবই হরিসেবা বিমুখ অর্থাৎ জগতে আর সাধু নাই।

হরিসেবা-বিমুখ আমি দেহ ও মনোধর্মে আসক্ত থাকিয়া সর্বদাই সাক্ষাৎ ও ব্যতিরেকভাবে নিজের ও পরের হরি-সেবায় বাধা জন্মাইবার জন্য প্রস্তুত। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ চিকিৎসককে বন্ধু না ভাবিয়া শত্রু জ্ঞান করে, চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলে কখনও চিকিৎসককে নানা প্রকার বাক্য প্রয়োগ, তাড়না, কখনও চিকিৎসকের নিকট হইতে লুকাইয়া থাকিতে চায়, তদ্রূপ অনাদি-বহির্মুখ আমিও সাধু বৈষ্ণবগণের সদুপদেশকে তিক্ত ও কঠোর মনে করিয়া কখনও বা তাঁহাদিগের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করি, কখনও তাঁহাদের নিন্দা করি কখনও বা তাঁহাদিগকে তাড়না করি; আবার কখনও তাঁহাদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়া সাধুগণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। তাই বলিতেছিলাম—আমি বিষ চাই, অমৃত চাই না—প্রকৃত আত্মমঙ্গল চাই না। এমনি আমার দুর্ভাগ্য!

আমি এমনি নির্বোধ যে, আত্মবিনাশকে 'আত্মমঙ্গল' মনে করি, শ্রেয়কে প্রেয় জ্ঞান করি,—মাতা-পিতা-বন্ধু-বান্ধবাদি মায়া বা বঞ্চনাখ্য শত্রুগণকে বন্ধু মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনে বদ্ধ-পরিকর হই। তাই আমার কাছে গুরুরূপী ভগবান্ গৌড়ীয়মঠাচার্যের আদর নাই, তাঁহার প্রিয় সেবক বৈষ্ণবগণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই এবং তজ্জন্যই বিষয়ের আদর আমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বিশ্বাস করি অর্থাৎ তিনি সেবক-ভগবান্ এবং তিনি আমার একমাত্র মালিক, এমনকি তিনি কৃষ্ণেরও একমাত্র মালিক, গৌড়ীয়মঠের আচার্যই জগদ্গুরু, তিনি ব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় গুরু নাই, তাঁহার সেবকগণ ব্যতীত জগতে আর বৈষ্ণব নাই—এসব কথা মুখে বলিলেও আমি প্রকৃতপক্ষে ঘুরিয়া ফিরিয়া অসত্যকেই চাই—সংসারে দৃঢ়ভাবে আসক্ত হইতে চাই। বিমুখ-মোহিনী মায়ার এইরূপ বহিরঙ্গা শক্তি!

নন্দগৃহ বা নিত্যানন্দগৃহ আজ কৃপাপূর্বক গৌড়ীয়মঠরূপে জগতের ভাগ্যে প্রকটিত। আর বঞ্চিত আমি নন্দগৃহ ছাড়িয়া—গুরুগৃহ বা শ্রীমায়াপুর-বাস ছাড়িয়া অ-নন্দগৃহে অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি-পরিবৃত অন্ধতম নরকগৃহে বাসের জন্য উৎসুক! তাই বলিতেছিলাম, আমি করিতেছি কি, বলিতেছি কি, আমি চাহিতেছি কি? নন্দগৃহ ছাড়া কি আনন্দ কোথাও আছে? কই একথা শুনিয়াও ত আনন্দের কাঙ্গাল আমি আনন্দলাভে নন্দগৃহে যাইতেছি না এবং কাতর-প্রাণে বলিতেছি না—

"ধ্যাতব্যপরে দৃঢ়নিশ্চয়ে ভাবয়ন্তু
ভবন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥"

ভবভয়ে ভীত যাহারা, কবে আমার হৃদয় শোধিত থাকে, কবে কৃষ্ণ আমার কৃপা করিবেন, কিছুদিন পরে আমি গুরুরূপী নন্দের গৃহে যাইব,—এ সব কথা যাঁহারা অন্তরে পোষণ করেন তাঁহারা গুরু-নন্দের সেবা ছাড়িয়া কেহ কাত্যায়নীকে, কেহ দুর্গাকে কেহবা মহাশিবকে ভজনা করেন করুন নন্দগৃহ বা কুঞ্জবিহারীর কুঞ্জ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর আমি, পরানেই আমি কিন্তু শ্রীনন্দেরই অর্থাৎ নন্দাভিন্ন আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গৃহ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যমঠে, যেখানে পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন, বিশ্রাম করেন, কীর্তন করেন ভোজন করেন, যেখান ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ আর একপাদও কোথায় যান না, সে স্থানে—সেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে থাকিয়া আমার একমাত্র প্রাণ, একমাত্র প্রভু, একমাত্র বন্ধু একমাত্র পিতা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম

সেবা করিয়াই নিত্যকাল অতিবাহিত করিতে পারি, যাঁহার পাদপদ্মের ধূলিকণা-রূপে নিত্যকাল যাঁহা থাকিতে পারি —উহাই শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের চরণে এবং আপনার সকলেরই চরণে আমার একমাত্র কাতর প্রার্থনা। প্রভুপাদ, আপনিই আমার একমাত্র সম্বল।

ইহলোক

এই বিশ্বে স্থূল ও সূক্ষ্ম-আকার-বিশিষ্ট বস্তুসমূহের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিভিন্ন প্রাণী বিচরণ করে। প্রাণিগণের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন আছে। এই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ইহলোক বলে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা অক্ষজ জ্ঞান মাত্র। ইন্দ্রিয়ের বৈকল্যে, অভাবে ও বিকারে পরিদৃশ্যমান জগতের অনেকাংশই পরিলক্ষিত হয় না; আবার, নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়চালনাদ্বারা অনুমানাদি সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মে।

—————

এই অক্ষজ-জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি চারি প্রকার দোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে এই দোষচতুষ্টয়কে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব বলে। জগতের প্রাণিগণ এই চারিপ্রকার দোষে বিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি দ্বারা দৃশ্য জগৎ ভোগ করেন। যাঁহারা ভোগপরায়ণ, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ঐহিক বা লৌকিক জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে সমর্থ হ'ন। যেখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে সেখানে ইন্দ্রিয়-পরিচালনার সংকোচ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকে কর্ম্মের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়তর্পণে অকৃতকার্য্য হইয়া দৃশ্যজগতের প্রতি বিরাগভাবের পোষণ করেন। ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাঁহারা তপস্যারূপ কৃচ্ছ্র সাধন, কর্ম্মফলভোগ-বিরত সন্ন্যাস বা বাহ্যবস্তুগ্রহণে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। জগৎ দুঃখময় —কতিপয় কর্ম্মীর এই ধারণা, আবার কেহ কেহ লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের আবর্তকে সংকর্ম্ম-প্রাপ্য জ্ঞান করেন। ইহলোকে ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং ইহলোকে বিচরণকালে প্রাণিগণ সুখাশী হইয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন, কিন্তু বিবিধ কঠিন নিয়তিবলে তাঁহাদের কপালে "সে গুড়ে বালিই" হইয়া যায়। তাই কোনও বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
• • •
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি॥"

—————

ইহলোকে কর্ম্মবীরসমূহ নানাপ্রকার আকাশকুসুমের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কতই না তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন, কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মফলভোগ-প্রবৃত্তি হইতে বিরত হ'ন। বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিবিদ্যা, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিধ "দিল্লীর লাড্ডু" আমাদিগকে ঐহিক সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় ধাবিত করায়। এই ভ্রমণভূমিই ইহলোক। আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করি না যে, এই সকল লইয়া আমরা কতদিন আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিব। আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত ত' পদে পদে! স্ত্রীবিয়োগ, পুত্রবিয়োগ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মরণভীতি, অর্থোপচারের ক্লেশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, দৈবাৎ কপটের হস্তে নিষ্পেষণ, দুষ্টেষণা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ বৃত্তিসমূহ আমাদের ইহলোক-বাসের দুরন্ত বাসনা হ্রাস করাইয়া দেয়। ইহলোকে এই আশমাপাথার অধিকার ও অনধিকার বিচার আমাদিগকে নানা ক্লেশ জলধিতে ভাসাইয়া দেয়। কেনই বা আমি ইহলোকের অধিবাসী হইলাম যে ইহলোকে নশ্বরতা ধর্ম্ম, অবচ্ছেদধর্ম্ম, অপূর্ণতা আমাদিগকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিয়াছে, পদগোলকের (Foot ball) ন্যায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করিতেছে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে দেয় না; সুতরাং ইহলোকের আশা ভরসা নিতান্তই তুচ্ছ। যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ইহলোকেই ভোগায়তন মনে করি, সেগুলি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি নহে। আবার, দৃশ্যজগতে যে সকল দ্রব্য আমাদের অধিকারে আসে, তাহাদেরও কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষেপযোগ্যতা এবং গ্রহণকারী আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসময়ে স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্যতা থাকায় এই ভোগের বস্তুগুলি এবং ভোগের যন্ত্রগুলির উপর আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

—————

অনেকে বলেন, ইহলোকে অবস্থানকালে আমরা যতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে অধিকারী হই, ততটুকুই আমরা পাইলাম! বিয়োগ বিশিষ্ট হইলে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সেজন্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা অধিক জানিয়াও তাহারা সুখাকাঙ্ক্ষাই আমাদের শ্রেয়। এই আশা-ভরসায় আমাদিগের পুত্রকন্যাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশে করিয়া ভূমিকা প্রদান করি। যখন যাহা প্রয়োজন, সেরূপই করিবার জন্য ব্যগ্র হই, ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সমস্ত ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা তখন পরিহার করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করি এবং ইহলোকে উহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া রাখি। আমরা আরও বুঝি যে, ইহলোকের পরে এই ইন্দ্রিয়গুলির অভাবে এবং আমাদের প্রাণের অভাবে ভোগময় জগতের অস্তিত্ব আমরা এরূপভাবে ধারণা করিতে পারিব না। লোকান্তরিত হইলে আমাদের এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাবে দৃশ্য জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ইহলোকে থাকিয়া কল্পনাদ্বারা পরলোকের দৃশ্য জগৎ ও আমাদিগের অধিষ্ঠান আমরা ধারণা করিতে পারি না। ঐহিক বিচার অবলম্বন করিয়া যদি আমরা পরলোকের বিচার করনা করি, তবে বাস্তব সত্য লাভ হইতে পারে।

ইহলোকে যে কয়েকটী ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ আছে, তাহার কি পরিমাণ সমাবেশ আমরা পরলোকে পাইব, ঐহিক চেষ্টাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে গেলে আমরা যে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কিরূপে জানা গেল? পরলোকের বিষয় ঐহিক ধারণায় প্রবল ব্যক্তিগণের নিরন্তর ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত। কিন্তু তাহাও নশ্বর বলিয়া বিচারশাস্ত্রে লিখিত আছে। গীতা-পাঠকালে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ ত্রিভুবন-বাসী স্থূল-ইন্দ্রিয় পরিহার করিয়া সূক্ষ্মেন্দ্রিয় দ্বারা সঞ্চরণ হইলেও নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র—একথা বেশ উপলব্ধি হয়।

পরলোকের স্বর্গাদি সুখভোগ বা নরকাদি-দুঃখভোগ নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য; সুতরাং অনাত্মবুদ্ধিতে অবস্থিতকালে পরলোকের ধারণায় ইহলোকে কতকটা ভেদাংশ না থাকিলেও স্বর্গাদিতে নরকাদিরূপ ভেদাংশ সম্যক্ বর্ত্তমান। এই স্বর্গসুখের ভোক্তা ইহলোকের কর্ম্মী প্রভৃতি প্রাণিগণ; নরকাদির ভোক্তাও তাঁহারা। যে উপাদান অবলম্বন করিয়া নশ্বর সুখদুঃখাদি ভোগ হয়, তাহা উপাধি মাত্র, বস্তুর নিত্যশক্তির উহা পরিচয় নহে। কতকগুলি ব্যক্তি স্বর্গসুখাদির হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জানেন, তাঁহারও বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থায়ভেদে বিবিধ হওয়ায় সেই লোকে নিত্যত্বের ব্যাঘাত আছে; নির্ভেদ-ব্রহ্ম কেনই বা ইহলোকে বিভিন্ন হইয়া জীব-উপাধিতে অনর্থক কষ্ট পান, তাঁহার বন্ধন মোচনই বা কেন নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবে? —এই সকল কথার সুমীমাংসা ঐহিক যুক্তিদ্বারা নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়।

—————

ইহলোকে প্রত্যক্ষ বা স্থূল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সম্বল, পরলোকে পরোক্ষ বা সূক্ষ্মভোগ প্রবল এবং তাহাও বালকদিগের অনুশাসন মাত্র। এইরূপ জানিয়া অপরোক্ষ পরলোকবাসী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ইন্দ্রিয়ের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সম্মেলন আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের তাদৃশ ঐহিক সম্মেলনাকাঙ্ক্ষা পরলোক-সম্বন্ধীয় জ্ঞানপথের আদৌ নির্দ্দেশক নাও হইতে পারে। যেখানে ঐহিক জ্ঞানের প্রবলতাক্রমে বিচিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট হইল, সেখানে 'চিন্মাত্র' শব্দ অচিৎের অপনায়ক হইলেও কেবল চিৎএর বাক্যমাত্রে নির্দ্দেশক হইয়া অচিৎএর সহিত সম্বন্ধ-ভাববিশিষ্ট অর্থাৎ 'চিদচিৎ-সমন্বয়' এই ঐহিক ধারণা তাঁহাদের পরলোকের ধারণা করিতে দেয় না।

পুরীতে প্রচার

অবধি গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠসেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় পুরীধামস্থ পুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ-ক্রমে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও গৌরবিহিত হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছেন। ধামবাসী এবং বহু ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহার সুললিত পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছেন। যে সমস্ত রোগিগণের জনগণ বৈশাখীয় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে বাধিত হইয়া চির-বসন্ত-বিরাজিত পুরীধামস্থ নীলাম্বুধি-তটে ভোগাগার নির্ম্মাণ করিয়া উন্মুক্ত বায়ু সেবনে স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবস্থিত করিতেছেন, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে সেই সমস্ত রোগিকুলের নিকট ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় উক্ত বায়ুসেবন-প্রয়াসী মহোদয়গণ আমাদের শ্রীচরণ-সেবায় সুযোগ পাইয়া সেবারামী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

চোর যে শিয়াল নাম সেই নাম পাও। সত্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৯৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৩০-৫ পর্যন্ত ।৶০
৩। ভাগবতের শ্রীচৈতন্যভাগবত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। হৃদয়বৃত্তিকা অনসোবৎ সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ ভাষ্যভাগ) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৩৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চনকণ ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অমৃতকণিকা বা মহাবদান্যলহরী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতিঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়ভক্ত পাঠ্যঃ ৴০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। ব্রহ্মসূত্র ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিওরিটিক প্রিন্সিপল্ অব [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কালনা।
৯। বংশীগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০।২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুঞ্জ, পোঃ চিকাকল, মান্দ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিমপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মহকাম ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবস গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। সবার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং সিমাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—বহুবিদ্যোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আহারও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং পটলডাঙ্গার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা বেশী দাম পাঁচড়ার জন্য সর্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু বৃদ্ধ পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা নির্ভয়ে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে প্রকারের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার যত বড় এবং যত শক্ত হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের বিস্তর সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২।৶০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৶০ আনা লাগিবে।

৮। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের [illegible] জিলার [illegible] লিখিয়াছেন, Mr. W. B. সাহেবের [illegible] ম্যালেরিয়া জ্বরে বড় কষ্ট পাইয়া বিলাত যাইতেছিলেন। তিনি নানা প্রকারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন উপকার না পাওয়ায় হতাশ হইয়া বিলাতে যাইতেছিলেন। আমার নিকট যে ৬টি কৌটা বিশ্বেশ্বর রস বটিকা ছিল আমি তাঁহাকে তাহা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। উহা ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। তাঁহার আর জ্বর হয় নাই। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং শরীরে বল পাইয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক ৬ কৌটা বিশ্বেশ্বর রস W. B. Esqr. সাহেবের নামে আমবাজার পোষ্টাফিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৪—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৯,	১১—৪০	* ১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৯৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫ ৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩		১২-১১	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭		১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮		১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭ ৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ৮-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

চামরমণি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ ৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
স্বর্ণরকাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸৹

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ		৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)		৯১৷০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)		৯৭৲
৫৲ " ঋণ	(১৯৩৫	১০৪৸৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট উবে :—	১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড)	১১৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলোগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ডালহৌসী	১৩৩৲
ক্লাইভ	৪১৷০
চাঁপদানী	৪০৮৷০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর তর্কশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবন আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বাসন্তিক ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রধান দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা সম্বলিত প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবৃহৎ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। প্যাকিং মাশুল পৃথক।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা [illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড } সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি { ৬১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে বৈশাখ শুক্রবার ১৩৪১, ১১ই মে ১৯৩৪

নদীয়ায় গান্ধিজীর সফর

আগামী ২৭শে মে রবিবার গান্ধীজী রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বহরমপুর, প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিবেন। প্রত্যূষে ৫টা ২০ মিনিটে রাণাঘাটে আগমন, ৫টা রাণাঘাট পরিত্যাগ, ৫টা ৩০ মিনিটে শান্তিপুরে উপস্থিত, ৭টা হইতে ৭টা ৩০ মিনিট মধ্যে শান্তিপুর পরিত্যাগ, শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর ১২ মাইল পথ মোটর গাড়ীযোগে যাত্রা, ৭টা ৩০ মিনিট হইতে ৮টা কৃষ্ণনগরে কার্য্য। ৮টা কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ যাত্রা, ১০ মাইল পথ মোটর গাড়ীযোগে অতিক্রম করিয়া ও নদী পার হইয়া ৮টা ৪৫ মিনিটে তথায় উপস্থিত, ৮টা ৪৫ মিনিট হইতে ১০টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত নবদ্বীপে কার্য্য, ১০টা ৩০ মিনিটে নবদ্বীপ হইতে ই, আই, আর, যোগে আজিমগঞ্জ যাত্রা, (৮৯ মাইল) ২টা ৬ মিনিটে আজিমগঞ্জে উপস্থিতি, আজিমগঞ্জ, বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদে অবস্থান। ২টা ৬ মিনিট হইতে বহরমপুরে প্রকাশ্য কার্য্য ও রাত্রিতে অবস্থান।

দেরাদুনে জহরলালজী

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলালকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসে দেরাদুন অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

নরেন্দ্র দত্ত নিখোঁজ

ফেণী হইতে প্রকাশ, সোণাগাজী থানার এলাকাধীন কালীনপুর গ্রামে শ্রীযুত দেবেন্দ্রকুমার দত্ত ফেণীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। সেই দরখাস্তে তিনি জানাইয়াছেন যে, গত সোমবার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ১৫ কি ১৬ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান নরেন্দ্রকুমার দত্তকে আমীরাবাদের গোয়েন্দা পুলিশ কর্মচারীর হাউনীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে হাউনীতে লইয়া যাইবার পর হইতে তাহার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই দরখাস্ত পাইয়া একজন পুলিশের ইনস্পেক্টরকে এই বিষয়ের তদন্ত করিয়া বর্ত্তমান মে মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য হুকুম প্রদান করিয়াছেন।

মুন্সেফের বিরুদ্ধে অভিযোগ

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এস, সি, বাগচী পূর্ব্বে টাঙ্গাইলের দ্বিতীয় মুন্সেফ ছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত অবস্থায় আছেন। তিনি মুন্সেফ থাকিবার সময় কতকগুলি অপমানজনক ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে সেই অভিযোগের তদন্তে নিযুক্ত তদন্তকমিশনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এস, কে, সেন শ্রীযুত বাগচীর পক্ষ হইতে মামলার সওয়াল জবাব করিতেছেন।

পায়খানার ভূপে বন্দুক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে প্রকাশ, পুলিশ পুকুরপাড় গ্রামে আদিনাথ সাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ যে, খানাতল্লাস করিবার ফলে পুলিশ ঐ বাড়ীতে পায়খানার ভূপের ভিতরে একটা বন্দুক পাইয়াছে। খানাতল্লাসের পর পুলিশ আদিনাথ সাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে।

পাটনা ষ্টেশনে রেলওয়ে দুর্ঘটনা

পাটনা হইতে প্রকাশ, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ডাউন বেনারস এক্সপ্রেস ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই হঠাৎ তাহা থামিয়া যায়। রেলওয়ে লাইনের উপর এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়িয়াছিল। তাহা ইঞ্জিনের সম্মুখের চাকায় লাগিয়া যাওয়াই ঐ ট্রেণ থামিবার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, একজন ৭০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ ঐ এক্সপ্রেসের পূর্ব্বের কোন ট্রেণের তলায় চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃতদেহের মস্তক ও দক্ষিণ হস্ত দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ঐ মৃতদেহ কাহার তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

অকস্মাৎ জল প্লাবন

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, এ, বি, রেলওয়ের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইয়াছেন, ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম হইতে বর্ষার জল নির্গত হওয়ায় এক্সপ্রেস [illegible] প্লাবিত হয়। ফলে ১৫ খানি ডাক গাড়ী নিমগ্ন এবং আটজন কুলীর মৃত্যু হইয়াছে।

আসাম-বঙ্গ রেলপথের ভিক্টোরিয়া ও মার্টিনো[illegible] মধ্যবর্তী স্থানের রেলপথ বিনষ্ট হওয়ায় বরাবর গাড়ী চলাচল বন্ধ আছে। আশা করা যাইতেছে যে ১৫ দিনের মধ্যে বরাবর গাড়ী চালান যাইবে।

কানপুরে ২টি সশস্ত্র ডাকাতি

কানপুর হইতে প্রকাশ, এই জেলার মফঃস্বল হইতে আরও দুইটি ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

[illegible] থানার অধীন [illegible] এক আটজন সশস্ত্র ডাকাত আক্রমণ করে। উহাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং বাড়ী প্রবেশ করিয়াই উহারা গুলী চালাইতে থাকে একটি গুলীতে বাড়ীর মালিক আহত হয় এবং সেই স্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতঃপর ডাকাতদল বর্শা দ্বারা তাহার পুত্রকে আহত করে এবং একজন বালকের গলা হইতে হার ছিনাইয়া লয়। ইতিমধ্যে [illegible] সিং নামে একজন প্রতিবেশী তাহার বাড়ীতে একটি ফাঁকা আওয়াজ করায় ডাকাতদল ভীত হয় এবং চম্পট দেয়।

[illegible] হইতে আর একটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোটাই সিং, [illegible] বাহাদুর সিং এবং [illegible] সিং, কানাই-[illegible] বাজার হইতে সংবাদ থানার অধীন [illegible] নামক স্থানে সুন্দরপুর [illegible] প্রবেশ করে প্রায় ১০।১২ জন লোক লাঠি লইয়া বাজারটির আক্রমণ করে। উহারা সকলেই আহত হয়। তাহাদের [illegible] আহত হয়। [illegible] আত্মরক্ষার জন্য ঐ সকল ব্যক্তিও লাঠি চালায়। ফলে কয়েকজন ডাকাতও আহত হইয়াছে। কিন্তু ডাকাতদল প্রায় ৫ শত টাকার দ্রব্যাদি লইয়া চম্পট দিয়াছে।

স্যার এন, এন, সরকার

সিমলা হইতে প্রকাশ, নবনিযুক্ত আইন সদস্য স্যার এন, এন, সরকার আগামী ৮ই মে প্রাতে সিমলায় পৌঁছিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে বৈশাখ শুক্রবার, ১৩৪১

দেশের যুবকদিগের ভার যাহাদের অভিভাবকগণের উপর। অভিভাবকগণ যদি সন্তানগণের গতিবিধি [illegible] না রাখেন তাহা হইলে অনেক সময় বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। মেদিনীপুর পুলিশ [illegible] শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নামক ১৬ বৎসর বয়স্ক এক কিশোরকে বিশেষ-ক্ষমতা-আইনে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশ তাহার ঘর খানাতল্লাস করিয়া একটি খাতা বাহির করিয়াছে। তাহাতে সে পাঠ্য পুস্তকের নোট না লিখিয়া কতকগুলি গান লিখিয়া রাখিয়াছিল। প্রকাশ, ঐ গানগুলি কেবল খুনোখুনি ও রক্তারক্তির উত্তেজনায় পূর্ণ। উক্ত কিশোরটী নাকি দেশের হিন্দু-মুসলমানকে সে গানেতে আহ্বান করিয়া নগরে নগরে জয়যাত্রা করিতে উপদেশ দিয়াছিল। মেদিনীপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিয়াছে। সে অল্পবয়স্ক বলিয়া তাহার প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এই বালকটির অভিভাবক সরকারী চাকুরী করেন কিনা জানিনা। যে ব্যক্তি সরকারের চাকুরী করে তাহার পুত্র পৌত্রাদি যদি বিপ্লবাত্মক কার্য্যে প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহার চাকুরী লইয়া টানাটানি হয়। এরূপ আমরা অনেক ঘটনাতে দেখিয়াছি। সুতরাং সরকারী চাকুরেগণের সন্তান-সন্ততিগণের প্রতি আরও বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

বোম্বায়ের কাপড়কল সমূহের শ্রমিকগণ দীর্ঘকাল অভাব অভিযোগ মালিকগণের গোচরীভূত করিয়াও যখন কোন ফল পাইল না, তখন প্রতিকার কল্পে তাহারা ধর্মঘট আরম্ভ করিল, ঐ ধর্মঘট-আগুন বিস্তৃত হইয়া নাগপুর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নাগপুরের ধর্মঘট সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খবর এই যে ধর্মঘটকারিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫০০০ এ দাঁড়াইয়াছে। বোম্বের ধর্মঘট বন্ধ করিবার আশার খবর এই যে শ্রমিকগণের পক্ষ হইতে কয়েক জন স্থানীয় ভদ্রলোক বোম্বের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারা নিম্নোক্ত সর্ত্ত দিয়াছেন—

১। যে বেতন হ্রাস করা হইয়াছে তাহা বর্দ্ধিত হইবে। ২। কাহাকেও কর্ম্মচ্যুত করা হইবে না। ৩। ট্রেড য়ুনিয়নকে গ্রাহ্য করিতে হইবে। এখন বোম্বে গবর্ণমেন্ট যদি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাড়াতাড়ি বিষয়টি মীমাংসা করেন তাহা হইলে সুফলের আশা; নতুবা এ কমিটির বিষয় ফল কি হইবে তাহা বিধাতাই জানেন।

বৃটিশ ভারতে সর্বপ্রথম কলিকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এক যুগের কিছু পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আসামের অধিবাসিগণ এখন একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। ইহার পক্ষে অনেকে দেখাইয়া জোরহাটের এক সভায় মেম্বর রায় বাহাদুর শ্রীযুত [illegible] এক বক্তৃতা দিয়াছেন। সেই সভায় নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ডাক্তার বলিয়াছেন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা-পাশ ছিন্ন না করিলে আসামে শিক্ষা বিস্তারের কোন সম্ভাবনা নাই। দেশে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সুখের কথা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার কার্য্য ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইলে যে অর্থাদি প্রয়োজন তাহা প্রত্যেক প্রদেশ বহনে সমর্থ কিনা তাহার বিবেচনা প্রয়োজনীয়। গবেষণা প্রভাবেই দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সেই গবেষণার ছাত্র অধিক পাওয়া যায় না। এক এক প্রদেশে বৎসরে হয়ত মাত্র ২।৪টি পাওয়া যায়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষার যের ব্যবস্থা যদি বিভিন্ন প্রদেশ মিলিয়া এক স্থানে বড় আকারে করেন তাহা হইলে অল্প অর্থে অনেক ছাত্রের বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইবার সুযোগ হয়।

সিন্ধুর কমিশনার ও করাচীর কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন কোন প্রকারে মতানৈক্যের ফলে এক জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে যাহারা ৬ মাসের অধিককাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, এরূপ কোন ব্যক্তিকে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যে বহাল হইবে না, এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। এই বিধান মিউনিসিপ্যালিটীর পুরাতন কর্মচারিগণের পক্ষে প্রয়োগ করা হইলেও যাহারা দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও নূতন করিয়া নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে উহা প্রয়োগ করা হইতেছে না। তাই দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিবার পূর্বে কমিশনারের অনুমোদনের বিধান প্রণয়ন করিতে বলিয়া সিন্ধুর কমিশনার কর্পোরেশনকে এক পত্র দিয়াছেন। উক্ত বিধান প্রণয়নের মধ্যে যে সাব কমিটী নিযুক্ত করা হয় সেই কমিটী উক্ত প্রস্তাব তাহাদের এলেকাধীন নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে।

অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রায় ৬০ বৎসরকাল বাঙ্গালার শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি আগামী ১লা জুলাই হইতে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উক্ত কলেজের শিক্ষা-সচিবের পদ গ্রহণ করিবেন।

তাঁহার সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুত প্রশান্ত কুমার বসু বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত হইবেন। ইনি উক্ত কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। পরে অক্সফোর্ডে গিয়া ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে উপাধি লইয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্রের বয়স বর্ত্তমানে ৮১ বৎসর, এখনও তিনি কর্মিষ্ঠ। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখে বর্দ্ধমান জিলার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ঐ বৎসরই ফেব্রুয়ারী মাসে কটকে র‍্যাভেন্‌সা কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে তিনি নিযুক্ত হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি তথায় ছিলেন। ঐ সময় কৃষি-বিষয়ে বিলাতে শিক্ষালাভের জন্য তিনি সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

পরলোকগত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও লর্ড সিংহ বিলাতে তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া লর্ড সিংহ বঙ্গবাসী কলেজের ট্রাষ্টিপদ গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কলেজের সহিত জড়িত ছিলেন।

দুই বৎসর বিলাতে বাসের পরে তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৫০ পাউণ্ড বৃত্তিলাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি ইংলণ্ডে রসায়ন সমিতির সদস্য মনোনীত হন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শীঘ্র চাকুরী না পাওয়ায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গবাসী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে ডেপুটী পদ প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি লইতে অসম্মত হন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ছয় বৎসর পরে বিদ্যালয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তিনি কলেজ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। এম-এ ও বি-এল পরীক্ষার জন্য এই কলেজ অনুমোদন লাভ করিয়াছিল।

প্রথমে মাত্র ১২টি ছাত্র লইয়া কলেজ আরম্ভ হয়। আজ ১৮০০ ছাত্র কলেজে পড়িতেছে। গত ১৬ বৎসর যাবৎ আই,-এস, সি পরীক্ষায় এই কলেজ হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে। অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র নিজ ব্যয়ে কলেজের বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন।

১৯০৬ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

তিনি বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন; ভাবে ও ভাষায় তিনি পুরা বাঙ্গালী। বি, এ, বি, এস-সি ক্লাশে তিনি বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞান পড়াইয়া থাকেন। ছাত্রদিগকে তিনি সন্তানের মত স্নেহ করেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে নিজের পকেট হইতে সাহায্য করিয়াছেন।

আয়র্ল্যাণ্ডে ব্যারীর শাস্তি

ডাবলিন হইতে প্রকাশ, সামরিক আদালতে টমাস্ ব্যারীর মামলা। আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। টমাস্ ব্যারী একজন বিখ্যাত রিপাবলিকান। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহার নিকট একটি কলের কামান এবং তিন শত চুরাশী প্যাকেট বন্দুকের বারুদ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যারী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই তবে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। বিবৃতিতে ব্যারী আদালতের অধিকার মানিতে চাহে নাই। ব্যারীর দণ্ড হইয়াছে। ব্যারীকে এক বৎসর কাল কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। তবে যদি দুই বৎসর কাল কোনরূপ আইন ভঙ্গ করিবে না বলিয়া বণ্ড লিখিয়া দেয়, তাহা হইলে কারাদণ্ড মকুব হইবে।

গুলীতে একজন নিহত

জোহানসবার্গ হইতে প্রকাশ, দুইটি আফ্রিকা বালকের মধ্যে ঝগড়া লাগিবার ফলে একজন আফ্রিকী গুলিতে নিহত হইয়াছে এবং দুইটি স্ত্রীলোক ঝগড়াঝাঁটি করিয়া একটি কূপের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দাড়িকো টাউনে দুইটি আফ্রিকী বালক খেলা করিতেছিল। খেলা করিবার সময় তাহাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে বড় বালকটি ছোট বালকটিকে মাটিতে ফেলিয়া দেয় সেই সময় ছোট বালকটির পিতা সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া যাইবার সময় ইহা দেখিতে পাইয়া বড় বালকটিকে একটা চপেটাঘাত করে। বড় বালকটির পিতা ইহা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া ঘটনাস্থলে গমন করে এবং ছোট বালকটির পিতাকে লক্ষ্য করিয়া নাকি গুলী চালায়। এই গুলীতে বিদ্ধ হইয়া ছোট বালকটির পিতা তখনই ঘটনাস্থলে প্রাণত্যাগ করে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বালকদ্বয়ের মাতা গ্রামের একটা কূপে জল সংগ্রহ করিতে গমন করিয়াছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে পূর্বে কূপ হইতে জল তুলিবে, ইহা লইয়া নাকি ঝগড়া আরম্ভ হয়। ফলে ধস্তা-ধস্তি করিতে করিতে উভয়েই কূপমধ্যে পড়িয়া নিহত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৮ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২৮শে বৈশাখ, ১১ই মে ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ৬১শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

গত ৩রা মে দিল্লী সদর-নিবাসী রেলওয়ে ক্লীয়ারিং অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুত মন্মথনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজের সত্যানুসন্ধিৎসা এবং বাস্তববস্তু-লাভের জন্য নিষ্কপট সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, তৎফলে আচার্য্যবর্য্য পরমহংস-মুকুটমণি ভাগবতপ্রবর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর তথা আগমন, তদ্দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত কৃষ্ণকথা শ্রবণ প্রভাবে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি প্রভৃতি কীর্ত্তন করা হয় এবং জীব-মাত্রেরই এরূপ নিত্যবস্তু-লাভের জন্য ঐকান্তিকী ইচ্ছা যতদিন না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সদ্গুরু লাভ হইতে পারে না প্রভৃতি বহু কথা সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আলোচনা হয়। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পাঠ শ্রবণ করেন। অনেক শিক্ষিত নরনারী সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে শ্রীপাদ রজনীকান্ত দাসাধিকারী মহাশয় কীর্ত্তন করেন।

ঢাকায়

গত ১৫ই বৈশাখ (১৩৪১) শনিবার দিবস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাওয়ারা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং পরে উক্ত সভার সভ্যগণের অনুরোধে বহুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা করেন।

'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা-মুখে ভক্তিশাস্ত্রীজী পঞ্চবিধ নরজীবন, মনুষ্য-জীবন ও পশুজীবনের পার্থক্য, নিরীশ্বর অনৈতিক মনুষ্যজীবন, নিরীশ্বর নৈতিক-জীবন, সেশ্বর নৈতিক জীবন, সাধকভক্ত-জীবন ও ভাবভক্ত মনুষ্যজীবন প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন

পাঠ-বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন এবং শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের সেবকগণের মুখে নিয়মিতভাবে শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত তথায় একটী হরিসভা-স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তথায় মঠ-রক্ষক মহোদয়কে নিয়মিতভাবে যোগদান করিয়া পাঠকীর্ত্তনাদি করিতে অনুরোধ করেন।

অতঃপর মঠরক্ষক মহোদয় হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা সম্বন্ধে হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বলেন—আধুনিক সময়ে বঙ্গদেশে মঠ, হরিসভা, আশ্রম, আখড়াবাড়ী ও বহুবিধ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে। কিন্তু প্রকৃত বিশুদ্ধ সত্য-ধর্ম্মের আলোচনা বা আচার প্রচার তথায় দেখা যায় না। কোথাও বা ঐ সকল ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের বাহ্য আবরণে কলির স্থান-পঞ্চকেরই আড্ডা বা আশ্রয়স্থল হইয়াছে। হরিসভা বা মন্দিরাদিতে হরিকীর্ত্তন বা হরিআলোচনা না হইয়া যদি উহা গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যবার্ত্তা নাটক-নভেল পাঠ, মাদকদ্রব্য-সেবন বা তাসপাশাদি খেলার আড্ডা হইয়া যায় তবে তাহা মনুষ্যসমাজে অমঙ্গল আনয়ন করিয়া থাকে। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে আগে নৈতিক চরিত্র গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।

বসিরহাটে

বসিরহাটের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধ কুমার ঘোষ এম-এ, বি-এল মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে ও বিশেষ চেষ্টায় গত ১৫ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল শনিবার স্থানীয় টাউনহলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন। বেলা ৫ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বসিরহাটের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু ভুজঙ্গ বিহারী রায়চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে রামকৃষ্ণ-মিশনের জনৈক স্বামীজী সেই সময়ে উপস্থিত হন। তখন ভুজঙ্গবাবু বলেন যে অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে সকলে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকিতে গৃহস্থের এই প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সেইজন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে অদ্যকার সভায় শ্রীমৎ চিদ্রূপানন্দ স্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে প্রবোধ বাবু উঠিয়া এই প্রস্তাবটী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী সুললিত-কণ্ঠে "অবতার সার গোরা অবতার" এই মহাজন-পদাবলীটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলেন যে, আমি এই সভাতে শ্রোতা হিসাবে আসিয়াছিলাম কিন্তু আপনারা দয়া পরবশ হইয়া আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে এই সভায় সভাপতির কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যে অক্ষম হইলেও সজ্জনবৃন্দের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আমি এই আসনে উপবেশন করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ অদ্য এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। তাঁহার বক্তৃতা আপনারা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন এবং অদ্য শ্রবণ করিবেন। অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "শ্রীচৈতন্যের দান।" বেদান্তের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনেক স্থানে বিরোধ ভাব দেখা যায় ইহার কারণ কি? এইটীই স্বামীজী মহারাজ অদ্যকার সভায় জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিলে সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। আমি এইখানে উপসংহার করিলাম। এখন আপনারা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' বিষয়ে শ্রবণ করুন।

তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া গুরু বন্দনাপূর্ব্বক সংসিদ্ধান্তপূর্ণ সদ্‌যুক্তিমূলক এক হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সভাপতি মহোদয় ও শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরমানন্দিত হ'ন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ পুরুষোত্তম দিন শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

ভক্তের দ্বারে ভগবান্

মহাপ্রভুর নিত্যাবির্ভাব প্রকটমূর্ত্তির

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সাক্ষাৎ-দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব, এই তিন প্রকারে মায়াবদ্ধ জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। যেসকল ভাগ্যবান্ লোক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসার-বাসনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছেন। যাঁহাদের তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন লাভের সৌভাগ্য উপস্থিত হয় নাই, মহাপ্রভু তাঁহাদের আবেশ, কখনও বা আবির্ভাব হইয়া সেই সকল জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। চারিটী স্থানে তাঁহার নিত্য আবির্ভাব, যথা—

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘবভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীকে নৃসিংহানন্দ নাম প্রদান

শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তৎপ্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দের নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। মহাপ্রভু তাঁহাকে নৃসিংহানন্দ নাম দিয়াছেন। কারণ, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহদেবের অনন্য বিগ্রহের সেবায় তৎপর ছিলেন। শ্রীগৌরহরি যেপ্রকারে শ্রীনৃসিংহানন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা সেই চিত্তাকর্ষিণী প্রবাহিনী কাহিনী বর্ণন করিব, তৎপূর্ব্বে তিনি যে মানসপটে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সেবা করিতেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি।

মহাপ্রভুর গৌড়দেশে শুভবিজয়

মহাপ্রভু একবার বৃন্দাবন-গমনোদ্দেশে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া নবদ্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, যেখানে বর্তমান সহর নবদ্বীপ, সেইস্থানটীই মহাপ্রভুর সময়ের কুলিয়া নগর। কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে গোপাল বিপ্রের যে অপরাধ ছিল, শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট তাঁহাকে ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া তাহাও মার্জ্জনা করেন। যত পাষণ্ডী মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া অপরাধ হইতে নির্মুক্ত হয়।

নৃসিংহানন্দের রত্নবাঁধা বৃন্দাবন পথের দৃশ্য

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবেন। রাস্তা দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ সুতরাং তাঁহার গমনে কষ্ট হইবে, এই চিন্তা করিয়া ব্রহ্মচারী নৃসিংহানন্দ মানসযোগে কুলিয়া নগর হইতে রত্নবাঁধা পথ বাঁধিতে লাগিলেন। সেই পথের দৃশ্য কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

কুলিয়া নগর পথ রত্নে বাঁধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষী-কোলাহল সুধা-সম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
কানাইর-নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিঞা॥

ব্রহ্মচারী প্রভু কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিলে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে তাঁহার মন সরিল না। শ্রীনৃসিংহানন্দ বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণকে দৃঢ়রূপে বলিলেন, মহাপ্রভু এ যাত্রায় বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না। কানাইর নাটশালা হইতে পথ ফিরন করিবেন। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীনৃসিংহানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছিল। মহাপ্রভু রামকেলিতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে কৃপা করিয়া কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর সন্দেশ

প্রতি বৎসরে গৌড়দেশীয় ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে দর্শনার্থ নীলাচলে আসিতেন। একবার শ্রীল শিবানন্দ পণ্ডিতের ভাগিনা মহাপ্রভুর দর্শনার্থ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া একাকী নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি দুই মাস মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু তাঁহাকে গৌড়দেশে যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়া বলিলেন, এ বৎসর আমি পৌষ মাসে গৌড়দেশে যাইব। সুতরাং গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিবে, তাঁহারা যেন এবৎসর আমার দর্শনের জন্য এখানে না আসেন।

নৃসিংহানন্দের সেবা-চমৎকারিতা

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় শ্রীকান্ত আসিয়া তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর সন্দেশ জানাইলেন। ভক্তগণ সকলেই পরমানন্দিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। যতই পৌষ মাস নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভক্তগণের হৃদয়ের আনন্দ ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহাপ্রভু বলিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীজগদানন্দের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। তাই শিবানন্দ ও জগদানন্দ সেবার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে পৌষ মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনগুলি ভক্তগণের হৃদয়ের আর্ত্তি উপেক্ষা করিয়া ক্রমশঃ চলিয়া যাইতে লাগিল। ভক্তগণ প্রত্যহই ভাবেন, অদ্য প্রভু আসিবেন। প্রভুর প্রতীক্ষায় গভীর রাত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন কিন্তু প্রভুর আগমনের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া সকলেই ব্যাকুলচিত্ত হইতে লাগিলেন, ভক্তগণের ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া মাসটী প্রায় অতিক্রান্ত হইল। সুতরাং জগদানন্দ ও শিবানন্দ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন শ্রীনৃসিংহানন্দ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখিত হইবার কারণ সমূহ অবগত হইলেন এবং বলিলেন "আপনারা দুঃখিত হইবেন না, হৃষ্টচিত্ত হউন্; আমি তিন দিনের মধ্যে মহাপ্রভুকে এই স্থানে আনয়ন করিব।" ভক্তগণ সকলেই, বিশেষতঃ শ্রীশিবানন্দ ও শ্রীজগদানন্দ শ্রীনৃসিংহানন্দের প্রভাব ও তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর প্রীতির বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন। তাই তাঁহারা শ্রীনৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্বাণীতে আশ্বস্ত হইলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ দুই দিন মহাপ্রভুর ধ্যান করিয়া বলিলেন,— "মহাপ্রভু পানিহাটি গ্রামে আগমন করিয়াছেন, আগামী কল্য মধ্যাহ্নে আপনার গৃহে আসিবেন। সুতরাং তাঁহার ভোগের সামগ্রী তৈয়ার করুন, আমি তাঁহাকে ভিক্ষা দিব। শ্রীশিবানন্দ শ্রীনৃসিংহানন্দের ইচ্ছা মত যাবতীয় দ্রব্য আনয়ন করিলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকাল হইতে পাক করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নানা প্রকার সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর প্রভৃতি বহু সংখ্যক উপাদেয় দ্রব্যের তিনটী নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন -একটী মহাপ্রভুর জন্য, একটী জগন্নাথদেবের জন্য অপরটী শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য। শ্রীনৃসিংহানন্দ ভোগ দিয়া বাহিরে আসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তিনটী ভোগই গ্রহণ করিয়াছেন, কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। তখন—

আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার।
"হাহা কিবা কর" বলি' করয়ে ফুৎকার॥
"জগন্নাথে তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ॥
নৃসিংহের জানি হইল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস॥"

জগন্নাথ, নৃসিংহদেব ও মহাপ্রভু— একই বস্তু

সেবা-নিপুণ পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন, মহাপ্রভুর প্রতি নৃসিংহানন্দের এই যে অভিযোগ, তাহা প্রেমামৃতে মাখা। বস্তুতঃপক্ষে মহাপ্রভুর ভোজন দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে আনন্দের প্রবাহ উদিত হইয়াছে তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নয়। তিনি বাহ্যে সেই হৃদয়ের আনন্দ চাপা দিয়া কিছু রোষাভাব প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীনৃসিংহদেবের যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, জগন্নাথ ও নৃসিংহদেবের নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু তাহাই ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে জানাইলেন। মহাপ্রভু ভোজন করিয়া পানিহাটি গ্রামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই ভোজনলীলা একমাত্র নৃসিংহানন্দই প্রত্যক্ষ করিলেন, আর কেহ করিতে পারিলেন না। সুতরাং নৃসিংহানন্দ যখন মহাপ্রভুর ভোজন-লীলা শিবানন্দ ও জগদানন্দের নিকট বলিলেন, তখন তাঁহারা কিছু বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইলেন। শ্রীনৃসিংহানন্দ নৃসিংহদেবের জন্য পুনরায় পাক করিয়া ভোগ দিলেন।

শিবানন্দের সংশয় ভঞ্জন

বর্ষা আগত হইলে শিবানন্দাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গেলেন। মহাপ্রভু একদিন তাঁহাদের সাক্ষাতে নৃসিংহানন্দের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—

"গত বর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥"

মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীনৃসিংহানন্দের অলৌকিক-লীলা-সম্বন্ধে শিবানন্দের যে সন্দেহ ছিল, তাহা দূরীভূত হইল।

দৈন্য

বৈষ্ণবতা-সাধনে দৈন্যই সর্ব্বপ্রধান গুণ। হৃদয়ে দৈন্য না থাকিলে ভগবৎ-সেবায় মন সম্যক্ নিয়োজিত হইতে পারে না। ভোগপ্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে দৈন্যের অন্তরায়। দৈন্য অর্থে ভোগপ্রবৃত্তির অভাব জানিতে হইবে।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
পণ্ডিত কুলীন মানীর বড় অভিমান॥"

এস্থলে বাহিরের দৈন্য অর্থাৎ সংসারে অর্থার্জ্জনের অযোগ্যতা বা অক্ষমতা দৈন্য বলিয়া কথিত হয় নাই। তোমার অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি কুলীন বংশে জাত হও আর নাই হও, তোমার লৌকিক পাণ্ডিত্যের প্রচুরতা বা অভাব

হউক, তোমার চিত্তে অভক্ত-অভিমান থাকিবার কোন বাধা নাই।

অনেক পল্লীবাসীর নিকট কি শুন নাই—আমরা গরীব বটে কিন্তু আমরা খুব ভাল লোক, আমরা ছোট নহি; হীনবংশোদ্ভব কি বলে না—আমাদের উচ্চ বংশে জন্ম হয় নাই বটে, কিন্তু উচ্চবংশের সকল গুণ আমাদের আছে, দেখ কত কুলীন ব্রাহ্মণ আমাদের তাঁবেদার; মূর্খেরা কি বলে নাই—আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বটে কিন্তু আমাদের মত বুদ্ধি অনেক পণ্ডিতের নাই; অসম্মানিত ব্যক্তি কি আক্ষেপ করে না,—লোকে আমাদের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিল না? সুতরাং দেখা যায় যে, নির্ধন, অপণ্ডিত, অকুলীন ও মর্য্যাদাহীন হইলেই যে তাহার চিত্ত যথার্থ দীন হইয়াছে তাহা নহে। ইহাদের হৃদয়ে যথেষ্ট ভোগপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান। ধন, পাণ্ডিত্য, বংশগৌরব ও লৌকিক সম্মানের অভাবে ইহারা সর্ব্বদা ম্রিয়মান্ ও সর্ব্বদাই ইহারা স্ব-স্ব-প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ব্যগ্র, সুতরাং দেখিতে ইহারা দীন হইলেও ইহাদের চিত্তে দীনতা স্থান পায় নাই। ইহারা নিরভিমান হইতে পারে নাই, হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া তথা ভগবানের আসন পাতিতে পারে নাই, তাহারা ভগবানের কৃপা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। অর্থাৎ শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা-বারি সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হইলেও তাহাদের ঊষর চিত্ত-ক্ষেত্রে তাহা ফলপ্রদ হয় নাই। সুতরাং ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, বাহিরের দৈন্য আর ভক্তি-অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক দৈন্য এক বস্তু নহে। তবে লৌকিক ভোগোপকরণগুলি হরিভজনপথে অনেক স্থলেই একান্ত বাধা হইয়া দাঁড়ায়। তাদের অধিকারী অপেক্ষা যাঁহাদের সেগুলি নাই তাঁহাদের ভজনপথে চলিবার অনেক সুযোগ আছে বলিতে হইবে। সেই নিমিত্ত কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট চির বিপদ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

যাহাদের বংশ-গৌরব আছে, যাহাদের ঐশ্বর্য্য আছে, যাহাদের পাণ্ডিত্য আছে, যাহাদের সৌন্দর্য্য আছে, তাহাদের অত্যন্ত অহঙ্কার। এই অহঙ্কার-মদে মত্ত হইয়া তাহারা ভোগমার্গে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের চিত্তে ভগবৎ-কথার স্থান নাই, ভগবৎকথা-শ্রবণের অবসর তাহাদের নাই, ভগবৎ-সেবাকার্য্যে যোগদানের যোগ্যতা তাহাদের লুপ্ত না হইলেও লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা ভগবানের নামগ্রহণের যোগ্য নহে।

— —

ঐরূপ অভিমানদৃপ্ত কোন ব্যক্তি যদি ভগবানের নামগ্রহণ বা শ্রবণ করিতেছে দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য আছে, তাই সেবার ভাণ করিতেছে মাত্র। বাহিরে কপট দৈন্য দেখাইতেছে কিন্তু তাহার অন্তরে দৈন্য স্থান পায় নাই। দৈন্য ও নিষ্কিঞ্চনতা একই কথা। যে জগতে 'আমার আমার' রব বাজান আছে, তাহার চিত্তে দৈন্য স্থান পায় না, যাহা দেখা যায় তাহা কপটতা মাত্র,—দৈন্য দেখায় সাধুনাম কিনিয়া সম্মান পাইবার জন্য। সুধী পাঠকবর্গ যেখানে দৈন্য দেখিবেন, সেইখানেই এই পরীক্ষা করিবেন। যদি দেখেন কাহারও সময় নিরন্তর হরিসেবা-কার্য্যে নিয়োজিত যিনি শ্রীনামোচ্চারণ ও সেবা-পর আচরণ দ্বারা নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিতেছেন, যাঁহার বিন্দুমাত্রকাল দেহাত্মবুদ্ধিতে স্বীয় ভোগপর বা আত্মীয়-জন-ভোগপর কার্য্যে ব্যয়িত হয় না যিনি ঐহিক কোন সম্মানের জন্য লালায়িত নহেন, যিনি জীবে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান দিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারই চিত্ত যথার্থ দীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি বহু ঐশ্বর্য্যদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও তিনিই দীন, পাণ্ডিত্য অধিকারে থাকিলেও তিনিই দীন, তিনিই ভগবৎকৃপা-প্রাপ্ত, তিনি নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে মগ্ন আছেন। তিনি সর্ব্বগুণে গুণী হইয়াও প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষীর হেয়মুক্ত, যথার্থ অমানি-হৃদয়। আর তিনি বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতাময় ক্ষমা-গুণ-বিশিষ্ট ও জীবে দয়া সম্পন্ন। তিনিই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশ সম্যক্ পালন করিয়া থাকেন,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

এই "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব শুধু হাত-যোড় করিয়া কাচুমাচু করিলেই পাওয়া যায় না। অন্তরে বিশ্বাস না হইলে যথার্থ দৈন্যের উদয় হয় না। মায়াপ্রবাহে সঙ্গ করিয়া দুঃসঙ্গ-প্রভাবে নিজের সর্ব্বনাশ আনয়ন করাকে দৈন্য বলে না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে—"দুঃসঙ্গম্ উৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।"—এই উপদেশরত্ন প্রদান করিতেন না এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষী জনে উপেক্ষার ব্যবস্থাও দিতেন না। যেখানে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ পোষিত হয়, সেখানে "আজ্ঞে তা বৈ কি, আজ্ঞে যথার্থ বা' বলেন।"—এই ভাবের দৈন্যোক্তিতে ঐ বিদ্বেষের পোষকতা করিতে আমাদিগকে উপেক্ষার পাত্র করিয়া তুলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আদর না দেওয়ায় কি শ্রীনগোস্বামিপাদের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের অভাব হইয়াছিল? না শ্রীশ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-বিদ্বেষি-সম্বন্ধে—

"তবে লাথি মারো তা'র শিরের উপরে" লিখিয়া বৈষ্ণবতা হারাইয়াছিলেন? হায়, হায়, এরূপ পাষণ্ডও বিরল নহে যাহারা তাহাই বলে। তাহারা আরও দেখায় শ্রীল রূপসনাতন প্রভুদ্বয় শ্রীজীব প্রভুকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাতে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবোচিত দীনতা ছিল না এরূপ দুইটাও প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। হায়, হায়, ষড়্গোস্বামি-প্রভুর কাহারও যে দীনতা ছিল, পাষণ্ডগণের একথা বলিতেও দ্বিধাবোধ হয় না? এই ব্যবহারের মধ্যে যে কত সূক্ষ্ম বিচার রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য সাধু-গুরুর পদাশ্রয় না করিয়া কেবল আমি বিচারক, আমি যথার্থ গোস্বামী গুরু—এই দাম্ভিকতা পোষণ করিয়া তাহারা কি স্বাভিক নরকই না আহ্বান করিতেছে! হায়, হায়, আমার যেন ওরূপ দুর্ব্বুদ্ধি না হয়।

গ্রামে প্রচার

(৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

দ্বিতীয় দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ সভায় সর্ব্বপ্রথমে প্রথম দিবসের আলোচিত বিস্তৃত কথাগুলির খুব সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বলিয়া "মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয়" এ সম্বন্ধে কলিসন্তরণোপনিষদের প্রমাণ-শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন (ব্রহ্মার নিকট নারদের প্রশ্ন ও তদুত্তরে ব্রহ্মার মহামন্ত্র উচ্চকীর্ত্তনের আদেশ) পরে শ্রীল রূপগোস্বামীর স্তবমালার প্রথম শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা এবং উক্ত শ্লোকের শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন তাহা প্রমাণ করিলেন। তাহার পর শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি ১৪শ অধ্যায়ে বর্ণিত পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী শ্রীতপন মিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহামন্ত্র উচ্চকীর্ত্তনের উপদেশ; শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৬শ অধ্যায়ে লিখিত হরিনদীগ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বর্ণিত কৃষ্ণনাম-উচ্চকীর্ত্তনের ফল ও তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী কীর্ত্তনের প্রসঙ্গ; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩য় পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বেশ্যা উদ্ধার-লীলাপ্রসঙ্গ মধ্যে তাঁহার সংখ্যা-নাম বা মহামন্ত্র উচ্চকীর্ত্তনের কথা; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি উক্তি-প্রসঙ্গে ঠাকুরের প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তনের আদর্শের কথা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া "মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয়" এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঠাকুর হরিদাসের আচার-প্রচারের কথা দেখাইয়াছেন।

———

পূর্ব্বোক্ত বিচারের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাজা সাহেব, যুবরাজ বাহাদুর প্রভৃতি সকলেই আনন্দপ্রকাশ করিতে থাকেন। অবশেষে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ পরিচ্ছেদ হইতে কাজীর নিকট শ্রীমহাপ্রভুর বিরুদ্ধে নবদ্বীপের উচ্চ-কীর্ত্তন-বিরোধী পাষণ্ডী হিন্দুগণের অভিযোগ-প্রসঙ্গটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া প্রমাণ করেন যে—শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েও উচ্চ-কীর্ত্তনের বিরোধী লোক ছিল, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহাদিগকে পাষণ্ডী বলিয়াছেন। সেই পাষণ্ডীগণই কাজীর নিকট বলিয়াছে যে—

"হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥"

সুতরাং তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকে স্বীকার করেন তাঁহারা মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের বিরোধিগণকে সাধু বা বৈষ্ণব অথবা গুরু না বলিয়া পাষণ্ডী বলিতে বাধ্য হইবেন। (উক্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বাহাদুর, যুবরাজ বাহাদুর ও সভাস্থ অনেকেই আনন্দে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই)।

পরিশেষে স্বামীজী বলেন—পূর্ব্বোক্ত বিচারের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়" ইহা স্বীকার করিলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতি সাধিত হয় কিন্তু পূর্ব্বপক্ষকারীদের অপসিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ব্যাকরণগত অর্থসঙ্গতি ও শাস্ত্র-বাক্যের সিদ্ধান্তের সহিত অসঙ্গতি, মহাজনগণের আচার প্রচারের সহিত সর্ব্বতোভাবে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সঙ্গতি রাখিত সিদ্ধান্তের প্রাপ্তি নাই। অতএব পূর্ব্বপক্ষের অপসিদ্ধান্ত বিশেষভাবে খণ্ডিত হইয়া উত্তর পক্ষের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল অর্থাৎ "মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয়" ইহা নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইল। পরে রাজা বাহাদুর স্বয়ং সভাস্থ সকলকেই প্রচারকগণের আনুগত্যে মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র খোলকরতাল সংযোগে কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আকারে বিরাট শ্রীমদ্ভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ও ৫ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত ১৷৶০
৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। স্তবরত্ন ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। সৎক্রিয়াসারদীপিকা অন্বয়গৌরব সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (ভাষ্যভাষ্যটীকা) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিষয়কঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠক্রমঃ ৵০
৫৮। সারাৎস্মরণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ
৬০। নামভজন
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্কস্ ৷৵০
৬২। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনএলয়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালী, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকিনী, পোঃ গঙ্গাদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং করিমপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। শ্যামানন্দ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খিড়াপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয় সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

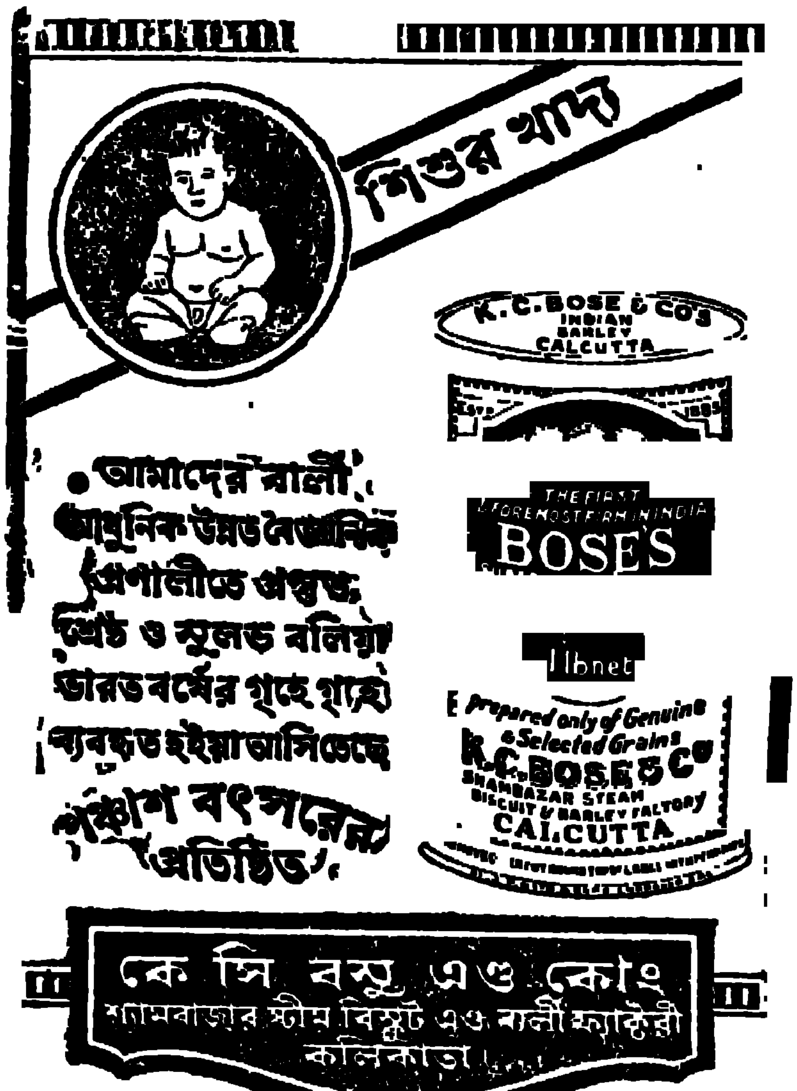

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৮,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-১৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৯	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৯ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭ ২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৮, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম খানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০-৪৲
দাদখানি বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এগমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৸০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৸৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৸৴০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলপেড)	২৯৪।০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ক্লাইভ	২৪৫৲
ক্লাইভ	২১।০
ডালহাউসী	৪০৮।০
কেন্টী	৪০৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় করা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এ গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎ আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চি প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতে

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গো মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1644

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে বৈশাখ শনিবার ১৩৮১, ১২ই মে ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

শিশির ভিতরে কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

বৌবাজার হইতে প্রকাশ, স্থানীয় মুন্সেফী আদালতের প্রাঙ্গণে যখন কতক-গুলি জিনিষ নীলামে বিক্রয় করা হইতেছিল, সেই সময় একটি মুসলমান যুবক নীলাম ডাকিতেছিল। সেই সময় স্থানীয় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার নিকট বিভিন্ন ভাবে দুইটি জীবন্ত কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। এই অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, পুলিশ তাহার নিকট হইতে যে কার্ত্তুজ উদ্ধার করিয়াছে, তাহা মাথা অবধি পূর্ণ রূপে একটা শিশির ভিতরে পাওয়া গিয়াছে।

ঐ মুসলমান যুবকটিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

বীরভূমে অভিযাত্রী নিহত

বীরভূম হইতে প্রকাশ, বীরভূম জেলার বিদ্যাসাগর [illegible] সাহেব বাসস্থান গ্রামের একজন বড় অভিযাত্রী। তিনি কিছুদিন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও পরিচালিত করিয়াছিলেন। তিনি একটি মামলায় ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া সেই ডিক্রি অনুযায়ী সামসেরপুর গ্রামে সম্পত্তি ক্রোক করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেই গ্রামে একটা কূপে যখন স্নান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে একটা লাঠির আঘাত করা হয়। সেই লাঠির আঘাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই খুনের সম্বন্ধে একটি লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, খুব [illegible] তাঁহাকে কি করিয়াছে।

পার্শ্বেলের মধ্য হইতে বিস্ফোরণ

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, পার্ক টাউন ডাকঘরে একটি পার্শ্বেলের মধ্য হইতে বিস্ফোরণের শব্দ উত্থিত হয়। ডাকঘরের কর্ম্মচারিগণ আবলম্বে পুলিশকে সংবাদ দেন। পুলিশ আসিয়া পার্শ্বেলটি পরীক্ষা করে। পার্শ্বেল খোলা হইলে উহার মধ্যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পূর্ণ কয়েকটি লৌহখণ্ড পাওয়া যায়। পার্শ্বেলটি বিলাতের একটি কারখানা হইতে মাদ্রাজের জনৈক ডাক্তারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উত্তাপের আধিক্য হেতু উহা বিস্ফুরিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনাটীর সামান্যরূপে আহত হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্যের রেলওয়ের আয়

সিমলা হইতে প্রকাশ, ১৪ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সপ্তাহে সকল দেশীয় রাজ্যের রেলওয়ের আয় হইয়াছে ১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের উক্ত সপ্তাহ অপেক্ষা ৯ লক্ষ টাকা কম এবং ১৯৭২-৭৩ সালের এই সপ্তাহ অপেক্ষা ১২ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৭৪ সালের ১লা হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ৩ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে অর্থাৎ গত বৎসরের উক্ত সময়ের আয় অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী এবং ১৯৭২।৭৩ সালের উক্ত সময়ের আয় অপেক্ষা ৪১ লক্ষ টাকা বেশী।

শ্রীহট্টে ঘূর্ণিবাত্যায় মৃত্যুসংখ্যা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ঘূর্ণিবাত্যায় শ্রীহট্টে প্রাণহানি সম্বন্ধে যে সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার বলিতেছেন, তাহা অতিরঞ্জিত, তিনি তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিতেছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা ৪৪।

সদর ও করিমগঞ্জ মহকুমার বিস্তৃত স্থানে এই ঘূর্ণিবাত্যা দেখা দেয়। বিশ্বনাথ থানা সদর অপেক্ষা থানা ও করিমগঞ্জেই অধিকাংশ ক্ষতি হইয়াছে।

মজঃফরপুরে আবার ভূমিকম্প

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, মজঃফরপুরের পূর্ব্ব অংশে ভূমিকম্প হইয়াছিল। তাহার ফলে মজঃফরপুরের সংস্কৃত কলেজে শিশের উত্তেজনা দেখায়। সে সময় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের পরীক্ষা হইতেছিল। প্রাতে প্রায় ৮॥০টার সময় সংস্কৃত কলেজের বাটিতে এক অদ্ভুত শব্দ শুনা যায়। যে সকল ছাত্র পরীক্ষা দিতেছিল, ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে তাহারা দৌড়িয়া পলাইতে থাকে। তাহার ফলে কয়েকজন জখম হইয়াছে। আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। একজন গুরুতর বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছে।

৪ বৎসরের কারাদণ্ড

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, কাটনি বে-আইনী কোকেন ব্যবসায়ী। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] তাহাকে ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। পুলিশ কনষ্টেবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইলে সে তাহাকে (কনষ্টেবলকে) প্রহার করে।

আগরতলায় খানাতল্লাস

আগরতলা হইতে প্রকাশ, পুলিশ সহরে আবার একই সময়ে ব্যাপক খানা-তল্লাস চালাইয়াছে। যে সকল বাটীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ত্রিপুরা ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রীর পার্শ্বনাল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত কে, সি, মজুমদারের বাটী, ব্যবসায়ী শ্রীযুত কালাচাঁদ দত্তের বাটী ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর বাটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার ষ্টেট পুলিশ এই বাটীগুলিতে একই সময়ে খানাতল্লাস চালাইয়াছিল। পুলিশ কোন স্থানেই আপত্তিজনক কোন দ্রব্য পায় নাই বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। আগরতলাতে যে ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের শাখা আছে, সেই শাখা ঔষধালয়েও খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীণের আদেশ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জ সংঘের সেনগুপ্ত, ঢাকা জেলার বিক্রম সাহা, দেওয়ানবাড়ীর [illegible] ও ঢাকার টাউনের সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিক্রমপুরের [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, নিজ নিজ গৃহে তাহাদিগকে অন্তরীণবদ্ধ থাকিতে হইবে। তাহারা সকলেই ছাত্র। তাহাদের অভিভাবকগণকেও আদালতে হাজির হইতে বলা হইয়াছে।

বন্দুক ও পিস্তলের চুরি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বর্ম্মা রেলওয়ের সহকারী ট্রাফিক অফিসার মিঃ এচ, সি, দাসের গৃহ হইতে একটি দোনলা বন্দুক ও একটি পিস্তল চুরি গিয়াছে। উক্ত বাটীর নিকটবর্ত্তী মাঠে বন্দুকটি পাওয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে পুলিশ কোন অনুসন্ধান করিতেছে।

ঐ নরো অনুরক্তে বাগুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] শনিবার, ১৩৩১

[illegible] বড়বাজার [illegible] সময় একটী বাঙ্গালী [illegible] সময়ে [illegible] বাংলার গবর্ণর [illegible] লক্ষ্য করিয়া রিভলভারের গুলী চালাইয়াছিল। সুখের বিষয় গুলী ছুটি ব্যর্থ হইয়াছে। মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর কোনও প্রকার আহত হন নাই। আক্রমণকারী যুবকদ্বয় গবর্ণর বাহাদুরের শরীর-রক্ষীর রিভলভারের গুলীতে আহত হইয়া ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। প্রকাশ, গবর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া যেখান [illegible] করা হয় তাহার একটির আঘাতে হাতের উপরের দিকে উপস্থিত [illegible] ইউরোপীয় মহিলা অল্প আহত হইয়াছে।

যুবকদ্বয়ের এই ঔদ্ধত্যের জন্য আমরা লজ্জিত ও বিশেষ দুঃখিত। বিপ্লবময় কার্যের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও দেশবাসিগণকে বিশেষতঃ [illegible] যুবককে এরূপে অস্থির করিবার এই প্রকার হীন চেষ্টার লোকের মতি কেন হয় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই প্রকার হীন কার্য্যে দেশের মঙ্গল হওয়া ত দূরের কথা, দেশকে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলার কবলে নিক্ষেপ করা হয় মাত্র।

ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার [illegible] বাংলার গবর্ণর লর্ড লিটনকে তারযোগে বলিয়াছেন,—'আপনার জীবনাশের চেষ্টা হইয়াছিল জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, সৌভাগ্যক্রমে বিপদ হইতে আপনি উদ্ধার পাইয়াছেন জানিয়া [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।' গবর্ণর বাহাদুর কোনও প্রকারে আহত হন নাই জানিয়া আমরাও ভারত-সচিবের সহিত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক মঙ্গলময় শ্রীভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কখন কাহার কি প্রকারে মৃত্যু হয় তাহা বলা যায় না। সেদিন [illegible] একটী পুরাতন দুর্গের গর্ত হইতে মৃত্তিকা খননের সময় [illegible] চাপে পড়িয়া অনেক [illegible] লোক জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েক দিন পূর্বে দিনাজপুর জেলার [illegible] [illegible] নামে [illegible] জেলার এক গ্রামের [illegible] লোক মারা গিয়াছে এবং [illegible] লোক গুরুতর আহত হইয়াছে। [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] রোড, নিজ গাড়ীতে যাইতেছিলেন, ট্রাম হইতে নামিবার সময় তিনি এমনভাবে পড়িয়া যান যে তাহাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। এই প্রকারে কত লোক যে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা তাঁহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশবাসী ও যুবককে সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি এবং কাতর ভাবে শ্রোতাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে সময় থাকিতে মনুষ্যদেহের সাধ্যমত সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম বরোদা সরকার তুঃস্থ প্রজাগণের প্রায় ২৫০০০, টাকা খাজনা মকুব করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। অতিবৃষ্টি ও বন্যার দরুণ বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় [illegible] [illegible] প্রজাগণের পক্ষ হইতে একটী ডেপুটেশন কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইয়াছিলেন। সরকার এ সম্বন্ধে উপযুক্ত তদন্ত স্থাপন পূর্বক তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারে [illegible] তালুকে পল্লী গ্রামে জমির খাজনা টাকায় তিন আনা হিসাবে ও [illegible] গ্রামে টাকায় দুই আনা হিসাবে মকুব করিয়াছেন। ইহাতে সর্বসমেত প্রায় ২৫০০০, টাকা মকুব হইয়াছে। উক্ত জেলার অন্যান্য তালুকের অবস্থা শোচনীয় নহে বলিয়া সরকার মনে করেন। তথাপি বর্তমান অর্থসঙ্কটের বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন যে এ বৎসর বাকী খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে না। প্রজাগণ এ বৎসর যে খাজনা দিবে তাহা এবৎসরের খাজনা হিসাবে জমা হইবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দুঃস্থ প্রজাগণের প্রতি এই প্রকার ব্যবস্থা হইলে তাহারা [illegible] সরকারের সুবিচারের পরিচয় পাই[illegible] [illegible]।

শেঠজীর ইঞ্জিনিয়ার প্রহৃত

গত সোমবার [illegible] সময়ে বেটিয়াবুরুজে বিষম চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশ, [illegible] জন কুলী একত্র হইয়া [illegible] ইঞ্জিনিয়ার মিঃ [illegible] হঠাৎ আক্রমণ করে। তাহারা তাহাকে লাঠি ও ইট-পাটকেল দিয়া এমনভাবে প্রহার করে যে, তাঁহাকে চিকিৎসার্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। এখনও তিনি সেখানে অবস্থান করিতেছেন। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত চলিতেছে। [illegible] পুলিশ ও জন কুলীকে গ্রেপ্তার [illegible]।

[illegible] [illegible] মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার বেটিয়াবুরুজের কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন [illegible] [illegible] কাজ তিনি তদ্বির করিতেছেন। গত সোমবার সেই সম্পর্কে একজন কুলীর সহিত তাঁহার বাগবিতণ্ডা হয়। প্রকাশ, বাগবিতণ্ডার সময়ে তিনি তাঁহার টুপী দিয়া একজন কুলীকে মাথার উপরে আঘাত করেন ফলে রক্তস্রোত [illegible] সংযোগ করা হয়। তাহাতে একদল কুলী মহা খাপ্পা হইয়া তাঁহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। তাহারা লাঠি ও রাস্তার ইটপাটকেল দিয়া তাঁহাকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তাঁহার একখানি হাতের খানিকটা অংশ কাটিয়া গিয়াছে ও সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। মিঃ [illegible] কলেজ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এখনও সেখানেই অবস্থান করিতেছেন।

নোট ডবল করিবার কৌশল

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, সহরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ইউসুফের আদালতে এক রহস্যজনক প্রতারণার মামলার বিচার হইতেছে। এই মামলার অপরাধীর সঙ্গে [illegible] আত্মীয়ের সহিত আদালতে উপস্থিত হয়। মামলার আসামী একজন হিন্দুস্থানী তাহার নাম রাম মূরত [illegible] বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, টাইগার মেডিক্যাল হলের চীনা ম্যানেজারকে এই লোকটি মিথ্যা ভানে ভুলাইয়া এক প্রলোভনে প্রলোভিত করে যে, যদি তাহাকে একখানি টাকার নোট দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে তাহা ডবল করিয়া দুইখানি নোট প্রদান করিতে পারে। লোকটি চীনা ম্যানেজারকে আরও বলে যে, একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিলে সে তাহার সমক্ষেই ঐ কাজ সম্পাদন করিতে পারে। চীনা ম্যানেজার একটা দিন নির্দিষ্ট করিয়া পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার একখানি চিহ্নিত দশ টাকার নোট চীনা ম্যানেজারকে প্রদান করে। আসামী এই চীনা ম্যানেজারকে সঙ্গে লইয়া সহরের পাহাড়ে গমন করে এবং তাহার কার্য্য আরম্ভ করে। চীনা ম্যানেজারের কথায় প্রকাশ যে, আসামী দুই টুকরা কাচ ও একখণ্ড সাদা কাগজ সঙ্গে লইয়াছিল। কাগজ খণ্ডের মাপ দশ টাকার নোটের সমান। লোকটি একটি ক্ষুদ্র শিশি হইতে কতকটা তরল পদার্থ ঐ কাগজের উপর ঢালিয়া দেয়। ইহাতে কাগজের বর্ণের পরিবর্তন হয় তৎপর আসামী নোট-খানা কাগজখানি একত্র করিয়া কাচের টুকরা দুইখানির মধ্যে চাপা দিয়া রাখে এবং একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা তাহা আবৃত করে। তৎপর সে উহা রৌদ্রে রাখিয়া দেয়। [illegible] আসামী চীনা ম্যানেজারকে বলে যে, পাঁচ [illegible] [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible]

তাহার নোটখানি ডবল হইয়াছে [illegible] সেই সময়ে পুলিশ তথায় উপস্থিত হইয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চীনা ম্যানেজার যদিও আসামীকে মাত্র একখানি নোট দিয়াছিল, কিন্তু পুলিশ তদন্তকালে খুলিয়া দেখিতে পায় যে, সত্য সত্যই তাহার ভিতরে দুইখানি নোট রহিয়াছে।

কূপে নিমজ্জিত

নাগপুর হইতে প্রকাশ, নাগপুরের উপকণ্ঠদেশে [illegible] নামক একটী স্থান আছে। তথা হইতে হৃদয়বিদারক একটী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বালিকার জীবন রক্ষা করিবার ব্যাপারে অস্পৃশ্যতার অবশ্য বিরূপ প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়াছিল, ঐ মর্ম্মন্তুদ ঘটনা হইতে তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উচ্চ শ্রেণীর এক হিন্দু বালিকা এক কূপে পতিত হয়। বালিকার চীৎকার শুনিয়া দুইটি হরিজন যুবক তাড়াতাড়ি ঐ কূপের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহারা যখন কূপে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল সেই সময় উচ্চ শ্রেণীর একটী হিন্দু স্ত্রীলোক তাহাদিগকে কূপে লাফাইয়া পড়িতে বাধা দেয়। স্ত্রীলোকটী এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে বারণ করে যে, তাহাদের স্পর্শে কূপের জল অপবিত্র হইবে। ইহার ফলে অবশেষে ঐ বালিকাটী কূপের জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ডাকাতের গুলীতে নিহত

গোয়ালিয়র হইতে প্রকাশ গোয়ালিয়র ষ্টেটের অন্তর্গত এক গ্রাম হইতে একটী ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, একদল ডাকাত মধ্যরাত্রে [illegible] গ্রামের জনৈক মহাজন বাসী-[illegible] বাড়ীতে উপস্থিত হয় তাহারা নগদে গহনায় বহু টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

উক্ত মহাজন তাহার গৃহের অতিথি ও পরিবারের সমস্ত লোকজনসহ চীৎকার করে। তখন ডাকাতেরা গুলী চালায়। বাড়ীর [illegible] গুলীতে আহত হইয়াছে এবং তাহার অতিথি নিহত হইয়াছে।

করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৯ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ২৯শে বৈশাখ, ১২ই মে ইং ১৯৩৪ শনিবার } ৬০শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

তরলাগড় রাজপ্রাসাদে

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পঞ্জাব জেলার অন্তর্গত তরলাগড় রাজপ্রাসাদে গত ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কি না?" এসম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ কর্ত্তৃক দুইটী বিচারপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল। স্বামীজী গত ২৯শে এপ্রিল রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত 'শ্রীমহাপ্রসাদ'-সম্বন্ধে এবং ৩০শে এপ্রিল রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত 'শ্রীবিগ্রহ'-সম্বন্ধে শ্রৌতবিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজাসাহেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের "শ্রীমহাপ্রসাদের অপ্রাকৃতত্ব ও শ্রীপুরুষোত্তমধাম ব্যতীত সকল স্থানেই শ্রীমহাপ্রসাদের সমান মাহাত্ম্য কি না?" এবং স্বরূপ ও শ্রীবিগ্রহের অভিন্নত্ব, শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব সম্বন্ধে যে সংশয় ছিল তাহা বিদূরিত হইয়াছে। উভয় দিনেই বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

স্বামীজী গত ২রা মে তরলাগড় রাজভবনে রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত "শ্রীনামতত্ত্ব ও শ্রীনামপ্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা" এবং ৩রা মে অপরাহ্ণ ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত 'শ্রীধাম-মায়াপুরই যে শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান" এসম্বন্ধে (১) শাস্ত্র, (২) প্রত্যাদেশ, (৩) মহাজনবাক্য, (৪) বিশেষ সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণের স্বীকারোক্তি ও পত্রাদি এবং (৫) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণাবলী উল্লেখ পূর্ব্বক বক্তৃতা-প্রদানের দ্বারা শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব ও সমাগত গোষ্ঠীবর্গের তৎ-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার সংশয় দূর করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী উভয় দিবসেই বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রাজা সাহেব জাগতিক ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও পরম ভক্তিমান্, সত্যপ্রিয়, অভিমানশূন্য, মিষ্টভাষী, অমানী ও মানদ প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে বিভূষিত। যুবরাজ বাহাদুর অল্পবয়স্ক যুবক হইয়াও পিতার ন্যায় বহু সদ্গুণসম্পন্ন; আবার, রাণী সাহেবাও পরম ভক্তিমতী ও ভাগ্যবতী। তাঁহাদের সকলের ব্যবহার বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ। আজকাল রাজ-পরিবারের মধ্যে সগোষ্ঠীর এইপ্রকার বহুবিধ সদ্গুণ, বিশেষতঃ বাস্তবসত্যানুসন্ধানের জন্য আর্ত্তিপূর্ণ কমই দেখা যায়। মাহাত্ম্য ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিবার এবং শ্রীধামদর্শন ও পরিক্রমা করিবার উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এমন কি রাজাসাহেব ও পরমভক্তিমতী রাণী-সাহেবা শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের আশ্রয় পূর্ব্বক নিরপরাধে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিবার বা হরিভজন করিবার অভিপ্রায়ও জানাইয়াছেন। বিশেষতঃ পরমভক্তিমতী ও ভাগ্যবতী রাণী-সাহেবার শ্রীশ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার ব্যাকুলতা বিশেষ প্রশংসার্হা ও আদর্শ-স্থানীয়া। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহারা সগোষ্ঠী সদ্গুরুর অশোক অভয়ামৃত কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ও তাঁহার ভক্ত পরিবারবর্গের জগতে আদর্শের অনুসরণ করিয়া শুদ্ধ হরি-ভজন করুন ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে সকাতরকণ্ঠে আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

প্রচারকগণ সপ্তাহকাল রাজভবনে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া গত ৪ঠা মে তারিখে মধ্যাহ্নের ট্রেনে তরলাগড় হইতে পুনরায় বহরমপুরে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতেছেন।

গত ৬ই মে প্রাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ পণ্ডিত শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি বহরমপুর হইতে ২।৩ মাইল দূরে গোসাই নবগাঁও নামক একটী পল্লীতে গিয়া দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তিগণের নিকট বলিতেছেন —

প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম, সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥

এলাহাবাদ হইতে প্রেরিত নিজস্ব-সংবাদ-দাতার ৬ই মে'র পত্রে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি প্রদীপ যাচক মহারাজ রেওয়ান ষ্টেটে প্রচারে যাইতেছেন।

ঐ পত্রে আরও প্রকাশ যে, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সম্প্রতি কাণপুর-অঞ্চলে ভক্তিবাণী-প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন।

এলাহাবাদের জনৈক ভদ্রলোক শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের কূপ সংস্কারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তাঁহার নাম প্রকাশিত হইলে পাছে অপরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করে, এই ভয়ে তিনি আমাদিগকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন নাই। প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাহীন সেবার আদর্শ বিশেষ প্রশংসনীয় ও আদর্শস্থানীয়।

শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে উৎসব

এলাহাবাদ হইতে ৭ই মে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, তৎপূর্ব্বদিবস এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপালদেবের আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মহোৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত [illegible] এম এ, [illegible] মহোদয় শ্রীরূপ-শিক্ষা-সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ যাচক মহারাজ প্রমুখ সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] বিচিত্র আলোকমালার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] গোস্বামী প্রভুর চেষ্টা, যত্ন ও নৈপুণ্যে উৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ পুরুষোত্তম, শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৮

জীবসেবার দুইটী চিত্র

আমরা সাধারণতঃ সকলেই জীবসেবার বা পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইতে অভিলাষী। কিন্তু তাহার সমাধান অবগত না হইয়া আমরা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি বলিয়া আমাদের শ্রমজনিত আপদাই অত্যধিক। তাই আমরা অদ্য জীবসেবার দুই বিভিন্ন চিত্র-অঙ্কনমুখে বৈষ্ণবসেবার আদর্শ জীবসেবার মাহাত্ম্য ও সত্যজনক ফল-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি সকলে নিরপেক্ষ বিচারে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিলে কৃতার্থ হইব।

পুরাকালে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এরূপ সদাচার-পরায়ণ ও স্বধর্মে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে, তাঁহাকে লোকে 'রাজর্ষি' বলিত। আমরা অধুনা যে বর্ষে বাস করিতেছি এই স্থানের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল। মহারাজ ভরত রাজা হইবার পর ভরতের নামানুসারে ইহা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। ভরত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া হরি আরাধনা করিবার জন্য গৃহাশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং পুলহাশ্রমে গমন পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে ভগবদ্‌-ভজনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আশ্রমটী সরিদ্বরা গণ্ডকী নদীর উপকূলে বিরাজিত ছিল। ঐ নদীতে শ্রীনারায়ণ-শিলা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। এমন পবিত্র স্থানে ভরত বাস করিতেন। সেই পুলহাশ্রমের উপবনে মহাত্মা ভরত একাকী থাকিয়া বিবিধ কুসুম, কিসলয়, তুলসী, জল এবং ফলমূলাদি উপহার দ্বারা নিবিষ্টচিত্তে ভগবানের আরাধনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। তিনি সমস্ত ভক্ত, সংযত, বিষয়াভিলাষ-রহিত ও শান্তভাবে সেই স্থানে বিরাজ করিয়া সর্ব্বদা ভগবদারাধনায় তৎপর ছিলেন। ক্রমে তাঁহাতে এরূপ ভগবৎ-সেবানুরাগ-লক্ষণ প্রকাশিত হইতে লাগিল যে তাঁহাতে কম্প-অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত হইতে থাকিল।

একদিন তিনি গণ্ডকী মহানদীতে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক তটিনীর কূলে উপবেশন করিয়া 'প্রণব' জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটী গর্ভিণী হরিণী পিপাসাকুলা হইয়া জল-পানেচ্ছায় সেই জলাশয়ের সমীপে আগমন পূর্ব্বক জলপানে রত হইলে অদূরে একটী সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এই হরিণীর হৃদয় স্বভাবতঃ ভয়াতুর, তাহাতে আবার নির্জ্জন উপবনে প্রতিধ্বনিত লোকভয়ঙ্কর সিংহনিনাদ চকিতপ্রাণা হরিণীকে বহুপরিমাণে ব্যাকুলা করিয়া তুলিল। তখনও পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই কিন্তু তথাপি ভয়ে অতিভীত-নেত্রে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ উল্লম্ফন পূর্ব্বক নদী উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইল। এইরূপ চেষ্টায় হরিণীর [illegible] হইল এবং তৎক্ষণাৎ মৃগশাবক পতিত হইল। দীনা হরিণীর গর্ভচ্যুত শাবকটী নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল।

ভগবদারাধনারত ভরত নদীতীরে বসিয়া এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন কোন্ পাষাণহৃদয় আছে, এমন কোন্ পাপী 'মানুষ' নাম ধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকেন, যাঁহার হৃদয় এইরূপ চিত্রে বিগলিত না হয়! ভরতেরও তাহাই হইল। নাগরভয়ে ভীত হরিণ-শাবকটিকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবদারাধনা হইতে বিরত হইলেন। তিনি বলিলেন আহা! সাধুগণ দীনজনের সুহৃদ্‌, তাঁহারা দীন ব্যক্তিকে দয়া করিবার জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভরত মাতা-পিতৃহীন অসহায় হরিণ শাবকটীকে স্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া পরম যত্নে উহার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি ভরত শুদ্ধ ভগবদারাধনার জন্য দুস্ত্যাজ্য রাজ্য, ধন, স্ত্রী-পুত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভগবৎসেবার জন্য প্রবল হইতে প্রবলতর পিপাসা না জাগিয়া দরিদ্রভাবে নারায়ণ-বুদ্ধি হইল। প্রাকৃতজনোচিত সমস্ত বৃত্তিগুলি ভরতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। ভরত ভগবচ্চরণে প্রাকৃতবুদ্ধি করাতে হরিসেবা হইতে বিচ্যুত হইলেন। বিষয়াভিনিবেশ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি অবশেষে শ্রীনারায়ণের সেবামাধুরী উপলব্ধি [illegible] বিচার করিলেন —

"বৎস! ক্ষণে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা পাইব ঈশ্বর?" হরিণ অর্থাৎ যাহাই যখন তাঁহার ঈশ্বর হইয়া পড়িল। তিনি হরিপদ-জ্ঞান হারাইলেন, যাহাকে ঈশ্বর করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'মৃগ' ভাবিতে ভাবিতে ভরতের মৃগশরীর-প্রাপ্তি ঘটিল।

রাজর্ষি ভরত ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবশতঃই তাঁহার এইরূপ ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদীর ন্যায় চিন্তাপরায়ণ ছিলেন না। মায়াবাদিগণ যে প্রকার নারায়ণে দরিদ্রতা অর্থাৎ ভগবানে মায়ার আরোপ করিয়া থাকেন অথবা ভগবানের নিত্য চিদ্বিগ্রহকে অনিত্য ও মায়িক জ্ঞান করিয়া থাকেন ও নির্বিশেষ আত্ম বিনাশকেই শ্রেষ্ঠ পদবী বলিয়া কল্পনা করেন, ভগবদ্ভক্ত ভরত সেইরূপ বিচারক ছিলেন না। কেবল দুর্দৈববশতঃ তাঁহার সাময়িক বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার হৃদয় মায়াবাদী ও নির্ব্বিশেষজ্ঞানীর ন্যায় নাস্তিকতা-বজ্রসম কঠিন ছিল না। তাই ভগবদ্ভক্ত ভরত কিছুকাল পরে তাঁহার দুষ্কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন,—অহো! কি কষ্ট! আমি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি! আমি যে জন্য সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন, অনুস্মরণ প্রভৃতি ভক্তিযোগে অভিনিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকালও বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মন স্থাপিত ও স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম, মৃগশাবকের সঙ্গফলে সেই মন ভগবান্ হইতে একেবারেই বিচ্যুত হইয়া আসিয়াছে! অহো! আমি কি মূর্খ!

আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভরতের এই চরিত্র-চিত্র হইতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, "যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণদাস জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল তাহাদের দৈহিক উপকার বা সম্পদাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিম্বা যাঁহারা "আগে দৈহিক উপকার পরে 'ভগবানের সেবা'" এইরূপ বিচার করিয়া জীবসেবা, সমাজসেবা, পরোপকার প্রভৃতির ছল প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার দশাই প্রাপ্ত হন। ঐরূপ উপদেষ্টৃগণ হিতৈষাভিনিবেশে অভিনিবিষ্ট, অসদ্বস্তুতে আসক্ত সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ। উঁহাদের সঙ্গ করিলে ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবের নাস্তিকতা বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা নিজদিগকে যতই 'আস্তিক' মনে করুন না কেন, দেশের ও সমাজের হিতৈষী ভাবুন না কেন, উদার ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া মনোধর্ম্মী জগতের নিকট বিবেচিত হউন না কেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ ভগবদ্ভক্তি-পথের পরম অন্তরায়। যাঁহারা ভগবৎ সেবা-পরায়ণ, তাঁহারাই যথার্থ পরোপকারী, তাঁহাদের মত জীবে দয়ালু আর কেহই নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেইরূপ পরোপকার করিবার জন্যই সমগ্র জীবকুলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরও এই যথার্থ আদর্শ দেখাইয়াছেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

অপরদিকে আর একটী চরিত্রচিত্র প্রদর্শন করিতেছি। পুরাকালে রন্তিদেব নামক এক জন নৃপতি ছিলেন, তিনি মহাযশস্বী ও দানশীল মহাত্মা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ভরতের ন্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন না, একজন বৈষ্ণব-গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার বিত্ত নিরন্তর সদ্ব্যয়ে নিযুক্ত ছিল। তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অপরকে সর্ব্বদা বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। সময়ে সময়ে এমন হইত যে, ঐ নরপতি সমুদয় বিতরণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া উপবাসী থাকিতেন। এমন কি জলমাত্রও পান না করিয়া তাঁহার মাসাধিক কাল গত হইত। তিনি প্রাণীনির্বিশেষে সকলকে শ্রীহরির অবশেষ শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের আত্মার নিত্যকল্যাণ বা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা ছিল — আমি ভগবানের সমীপে যোগীদের লভ্য অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-সমন্বিত গতি অথবা জন্মান্তর-রহিত মুক্তি—এসকল কিছুই কামনা করি না। আমি যেন জীবের দুঃখের ভোক্তারূপে দেহান্তঃস্থিত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হই। যাহাতে আমা হইতে জীবের ভগবদ্বিমুখতারূপ সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয়। রন্তিদেবের এতাদৃশ পরদুঃখে আর্দ্র হৃদয় দর্শন করিয়া তাঁহার ধৈর্য্য-পরীক্ষার্থ বিষ্ণুমায়া তাঁহার নিকট বহু বহু ব্রহ্মা আদি দেবগণেরও লোভনীয় পদ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ রন্তিদেব সে সমস্তের প্রতি দূর হইতে দণ্ডবৎ বিধানপূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ও নিস্পৃহ হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সংলগ্ন করিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু রাজর্ষি ভরত ও মহারাজ রন্তিদেবের চরিত্রদ্বয় দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, ভরত স্ত্রীপুত্র, রাজ্য, গৃহ-কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও জীবের দৈহিক কষ্ট নিবারণের জন্য করুণা প্রদর্শন করাতে ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন আর মহারাজ রন্তিদেব সর্ব্বজীবকে বাসুদেব-সম্বন্ধীয় দর্শন করিয়া শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দ্বারা ভগবৎ-সেবক-সূত্রে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ-বিধানে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তাহাদের ব্যবহারিক দুঃখ বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের মায়া অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবতার বাঞ্ছিত পদ ও যোগিগণের বাঞ্ছিত অণিমাদি সিদ্ধি বা কৈবল্য-সুখও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তিনি ঐ সকল বস্তুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্ট ছিলেন। এবং জীবগণকে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুজ্ঞানে

যাঁহাদের আত্মকল্যাণ বিধান করিবার জন্য সুপ্রমাদ দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রূপ কার্য্য বাসুদেব-সম্বন্ধরহিত হওয়াতে কালক্রমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আর ভক্তি ভক্তের কল্পনা-প্রদর্শন কেবল পাপকম্পা মাত্র হওয়াতে উহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ মায়ার কার্য্য হইয়া তাঁহাকে জড়ের ... পতিত করিয়াছিল।

উপরিউক্ত আচার্য্যের সিদ্ধান্ত আলোচনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, যাঁহারা ভাগ্যবশতঃ এসব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নারায়ণে দরিদ্রতা আরোপ করা বা ভগবানকে মায়ার সহিত মিলাইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করা অপরাধজনক। শাস্ত্র বলেন,—যাঁহারা অসত্য কথার প্রচারক, সেই সর্ব্বতোমুখ অপরাধী ব্যক্তিগণ জগতের নিকট মুক্ত পুরুষ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা জীবসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর অচ্যুত সদ্ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা সংসারমুক্ত হইয়া যথাযথ বাস করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন, ইহাই উপদেশ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো

ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।

পরলোক

আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান হইতে আমরা ইহলোকের ধারণা করি। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়া পরলোকের ধারণা কতদূর সম্ভব, তাহাও দেখা আবশ্যক। ঐহিক ইন্দ্রিয়গুলিদ্বারা যে সকল ঐহিক ধারণা সংগ্রহ করিতে আমরা সক্ষম, উহার সকল গুলিই আমাদের শরীরের সঙ্গে এইখানেই রহিয়া গেল, আর যে অনিত্য স্থূলশরীর হইতে বিচ্যুত হইল, তাহার কোন সন্ধানই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইল না। আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান অনুমান সম্বল করিয়া পরলোকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাদৃশ অনুমান সেখানে কতদূর কার্য্যে লাগিবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেখানে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি চলচ্ছক্তিরহিত হইল, তথায় ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন বাহ্যকরণের অভাবে অন্তঃকরণ সমূহকে চালনা করিতে পারে মনে করিয়া যদি আমরা স্থূল উপাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই তাহা হইলে সূক্ষ্ম উপাধিতে অন্তঃকরণ লইয়া বিচরণ করি। ইহাও পরলোকের একটি স্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহলোকে পূর্ব্বে বাসনা, পরবর্ত্তিকালে স্থূল জগতের সান্নিধ্যে ক্রিয়া-কলাপ। যেখানে স্থূলের সংস্পর্শ হইল না, তথায় ঘনীভূত করাইয়া স্থূল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট করে।

ইহলোকে স্থূল-সূক্ষ্ম-মিশ্রিত ভাব যে সময় স্থূলের সহিত সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম প্রতীতি স্থূলের সংমিশ্রণে জাত, সে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলাধারে প্রত্যবস্থিত হইবে, অপান্তর-বাদী শাকাসিংহ জৈমিনী প্রভৃতি মনিষীগণ এরূপ স্বীকার করেন—স্থূলোপাধির অভাবে সূক্ষ্মোপাধি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎ হইতে বিরাম লাভ না করিলে ঐহিক অশান্তি নিরাকৃত হয় না। আবার সূক্ষ্মোপাধির উর্দ্ধাংশ স্বর্গাদিকে অনেক বিচারক-সম্প্রদায় আকাশ-পুষ্প অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। মৃতগাভী কখনও ঘাস ভক্ষণ করে না, পিতৃ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড ও তর্পণ জলাদি কিরূপভাবে প্রেতাদি-লোকপ্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষ পাইবেন, এ বিষয়েও প্রত্যক্ষবাদিগণের মধ্যে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়।

পাপ-পুণ্যমিশ্র অবস্থায় এই স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিতে এই জগতে অবস্থান, কেবল পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গাদি গতি, আর পাপ-প্রভাবে নরকাদিই আমাদের গম্য স্থান হয়। স্বর্গ, নিরয় ও কর্ম্মভূমি এই ত্রিভুবনই অক্ষজ-জ্ঞান ও অনুমানের প্রাপ্যভূমিকা। অন্য প্রকার বলিতে গেলে এই ত্রিভুবনই অথবা সপ্তব্যাহৃতি ও সপ্ত অধোলোককে চতুর্দ্দশ ভুবনাধিষ্ঠিত রাজ্যে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ইন্দ্রিয়-তৎপরতাই লক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে অতীন্দ্রিয় পুরুষগণ বাস করেন। সেখানে জীবের ইন্দ্রিয়জ বাসনা নাই। নশ্বর ইন্দ্রিয় তথায় গমন করিতে অসমর্থ।

তাদৃশ পরলোক, বিচারকের ভাষায় পরোক্ষবাদ-লক্ষিত চতুর্দ্দশ ভুবনাতীত গুণত্রয়-সাম্য সলিলে বিরজা নদীর অপর পারে স্থিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক। কাহারও কাহারও বিবেচনায় এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামই মুক্তপুরুষগণের লভ্য ভূমিকা। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান স্তব্ধ হওয়ায় কোনরূপ বস্তুবিশেষকে পাওয়া যায় না।

যাঁহাদের বিচারে উক্তটি পরলোক, তাঁহারা ইহজগতে নির্ব্বিশেষব্রহ্মসন্ধিৎসু বলিয়া খ্যাত। এইরূপ পরলোক লাভ করাইবার জন্য নাস্তিক প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী ব্যস্ত। আর প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী, আত্মার নিত্যসর্ব্ব ভক্তি—এই দেহ-প্রতিপাদ্য অস্তিত্বের বিনষ্ট করিয়া নির্ব্বিশেষ ধামকে পরলোক বলিতে পারেন।

কিন্তু তাহাও এই পার্থিব জ্ঞানের অন্তর্নিরসন মাত্র। উহা কখনই 'নিত্যধাম' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। যেখানে অনিত্যের উপাধি প্রবল, তাদৃশ অজ্ঞান-মূলক জ্ঞানী যে কাল্পনিক মুক্ত ধামের কল্পনা করেন, তাহা তাঁহার অধিকৃত বিষয় নহে। সুতরাং অন্ধকারে ঐরূপভাবে হাতড়াইতে গেলে তাহা পরলোক নাও হইতে পারে। পরলোকে ইহলোক অপেক্ষা এমন একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান—যদ্দ্বারা আমরা ইহলোকের সহিত পরলোকের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি।

পারলৌকিক জ্ঞানকেই অপর ভাষায় 'পরমার্থ' বলে; আর ঐহিক জ্ঞানকেই পারমার্থিকের ভাষায় 'অনর্থ' বলে। ঐহিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ইহলোকে জীবকে উদ্দামভাবে নৃত্য করায়। আবার, উদ্দাম নৃত্যের বিশ্রামস্থলী বলিয়া নির্ব্বিশেষ-ভাবকেই চরম সোপান বলিয়া নিরূপণ করে। যাঁহারা পরমার্থে অভিজ্ঞ তাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থাকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়া বদ্ধজীবকুলকে বুঝাইয়া থাকেন। ভগবানের পারমার্থ্য-ভাব পরজীবাত্মার প্রতীপ বিষয়-জ্ঞানে বৈবর্ত্তিক অপরোক্ষবাদের অবতারণা করেন। ইহাই জীবাত্মার অধোক্ষজ সেবা।

সরলতা

(শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসাধিকারী)

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা ছাড়িয়া যে জন।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেতে সচেষ্ট হ'ন॥
ইতরবাসনা যত করিয়া নিরোধ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ধায় সরল সুবোধ॥
অচঞ্চল নিত্য লক্ষ্যেই প্রাপ্তি হয়।
একমুখী সরলের সদা সত্য কয়॥
নিত্য স্থির অচঞ্চল মাত্র কৃষ্ণধন।
অন্য পথ ত্যজি' ভক্ত্যে তাঁরে বিজ্ঞজন॥
সেই ত' সরল যার অন্য আশা ত্যজি'।
সংসার ভরে যেই কৃষ্ণধনে 'ভজি'॥
কর্ম্মীদের লক্ষ্য বস্তু কভু নহে নিত্য।
স্বর্গভোগ আদি যত সকল অনিত্য॥
জ্ঞানী, যোগী, সকলের লক্ষ্য ঐছে হয়।
অস্থলোক্তিক্ত কামন কিনিবারে চায়॥
সকলেই শঠ হ'বে লক্ষ্য শঠ নহে।
সরল শব্দ প্রাপ্তি' অপরাধী রহে॥
দুঃখ হ'তে চাহে কেহ চাহে বা নির্ব্বাণ।
আত্মার বিনাশ কেহ লক্ষ্য মাগে আন॥
মনোধর্ম্ম বহুমুখী চঞ্চল বহুত।
তাতে সরলতা নাহি বঞ্চনা সহিত॥
আত্মার স্বরূপধর্ম্ম সরল যে হয়।
যত দেহ-মনোধর্ম্ম সরল না হয়॥
কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে সরল সে জন।
প্রেমধনে অধিকারী কহে বিজ্ঞজন॥
গুরু-সেবা ত্যজি' ভক্তি সরল না হয়।
গুরু লঙ্ঘি' কৃষ্ণপদ বক্রগতি যায়॥
পরম সরল সেই প্রভু বিশ্বাসে।
অকপটানন্দ সেবে কপটতা-নাশে॥

শ্রীধামে কৌতুক

গত ১৫ই মে শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আলোচিত হয় যে, বাঙ্গালা বিশ্বকোষে প্রমাদ হওয়া দিগ্বিদিক হইয়াছে ও বহির্ম্মুখ-পাষণ্ডিগণকে অযথে বরণ করিয়াছে, তাহারা পরমপুরুষার্থ-লিপ্সু জনগণের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন নহে। সুতরাং অন্তঃচিন্তা অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তিও কল্পনাত্মক যেরূপ দীর্ঘ প্রসূত সংহিতা-ব্রাহ্মণাদিরূপ মহাজনের কার্য্য-কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, ততকালাবধি তাঁহাদের মতি উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাঁহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না; সুতরাং তাঁহাদের অনর্থ বা সংসারবাসনা অপগত হয় না। বিশেষতঃ অনর্থরূপ সংসারের নিবৃত্তিই শ্রীভগবৎপাদ-পদ্ম-স্পর্শিনী মতির একমাত্র তাৎপর্য্য।

যে সকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্ব্বিত চর্ব্বণ পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ অসদ্গুরুগণের উপদেশে কিম্বা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না, ইহাই সাধন মহাজনের অন্যতম প্রহ্লাদের উক্তি।

কোন দেশে বা কোন কালে জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। সেই কারণেই ব্যক্তিগণ বিচারার্থ জীবনের কৌতুকপূর্ণ তুল্য হইয়া পড়ে। অতএব বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া অচিরে শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তিনিই আসক্তিরহিত ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট অপবর্গস্বরূপ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিবৃতি, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ ৪০
প্রথম খণ্ডে ৩ খণ্ড ... [illegible] ২৮০
একাদশ স্কন্ধ ... [illegible] ।৶০
৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীকৃষ্ণবিবেককৌমুদী (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ভক্তিরত্ন ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও
৮। শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা, ৯০)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ২
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
১২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বঙ্গানুবাদ সহ
(বাঁধা)
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ
মাধ্বভাষ্য)
১৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (২য় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হিন দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (২য় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-বর্ণন ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। মহাপ্রভুর শিক্ষা ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮ ভক্তিকথা
সাধকমঞ্জুষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৷৶
৪০ বৈষ্ণবধর্ম্ম-সমালোচনা
(পঞ্চম সংস্করণ) ৩
৪১। শিক্ষাষ্টক ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸
৪৩। বাসকসজ্জা সাময়িক ১
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৪৬। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতকল্পবল্লী
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ।
ঐ (আবাঁধা) ১৲
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৹
৪৯। জৈবধর্ম্ম (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ ৷০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধনবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিনির্ণয় ৷০
৫৪। নাটক-বিষ্ণুবিলাসম্ ৷০
৫৫। কৃষ্ণ-স্মরণ ৷০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পাঠচক্র ৴০
৫৮। সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। বাংলাভক্তি ৷০
৬১। বিদেশীয় ভক্তগণ ৷৶০
৬২। নাইজ শ্রীমহাপ্রভুর লীলাস্থান, অথবা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন জুইৎ ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। রেলোচিত ধারণার সার
ব্যাপারের নিদর্শন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ৩৷
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। বিষয়সার

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীনন্দ-শ্রুতি কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীমোদদ্রুম মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। বাসুদেবশ্যামল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীসনাতনবর্দ্ধনমঠ চাঁপা চ. বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ বালু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুবুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ-দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবতী গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অম্বাই গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ... মহারাজ সম্পাদিত ও রাজমহেন্দ্রী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ, শুদ্ধভক্তপ্রবরের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, গদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ সংস্করণ ও অমূল্য বিবৃতি সংবলিত জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিঃস্ব ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"৩০০ বৎসরের প্রাচীন"

—দয়ানন্দ কলেজের গবেষণা-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উক্তি।

এবং ডাঃ......এম্‌-বি, বি-এস, ডি-পি-এইচ্‌ (লণ্ডন), ডি-টি-এম্‌ (লিভারপুল) ডি-ও-এইচ্‌ মহোদয় বলেন—

"সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ উপকারক দেখিয়াছি"

সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক প্রাচীন ও দুর্লভ পুঁথি হইতে প্রাপ্ত এই সকল মহা রসায়ন কোনও সময় কেবলমাত্র রাজা বাদসাহগণই ব্যবহার করিতেন, কারণ তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা ঘৃণা করিতেন। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, উপদংশ, প্রদর, অর্শ, অনাকাঙ্ক্ষিত অকাল গর্ভ পতন প্রভৃতি ব্যাধিতে এই সকল মহৌষধি ব্যবহারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকার ফল প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণেই এক দফা চিকিৎসার জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠান, অথবা বিশেষ তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা ও প্রশংসাপত্রসমূহের জন্য পত্র লিখুন।

নিউ হেলথ্‌ লেবরিটরিস্‌
কার কার এণ্ড কোং (ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট
—একমাত্র সরবরাহকারী

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—.৭,	৯—৫৬	১৫—৬	১৮—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-১৭	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৭	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৮-২৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১ ৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—রাণাঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রিগণকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯ ১৮-৩১ ও ০—৪২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-১৫ ৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

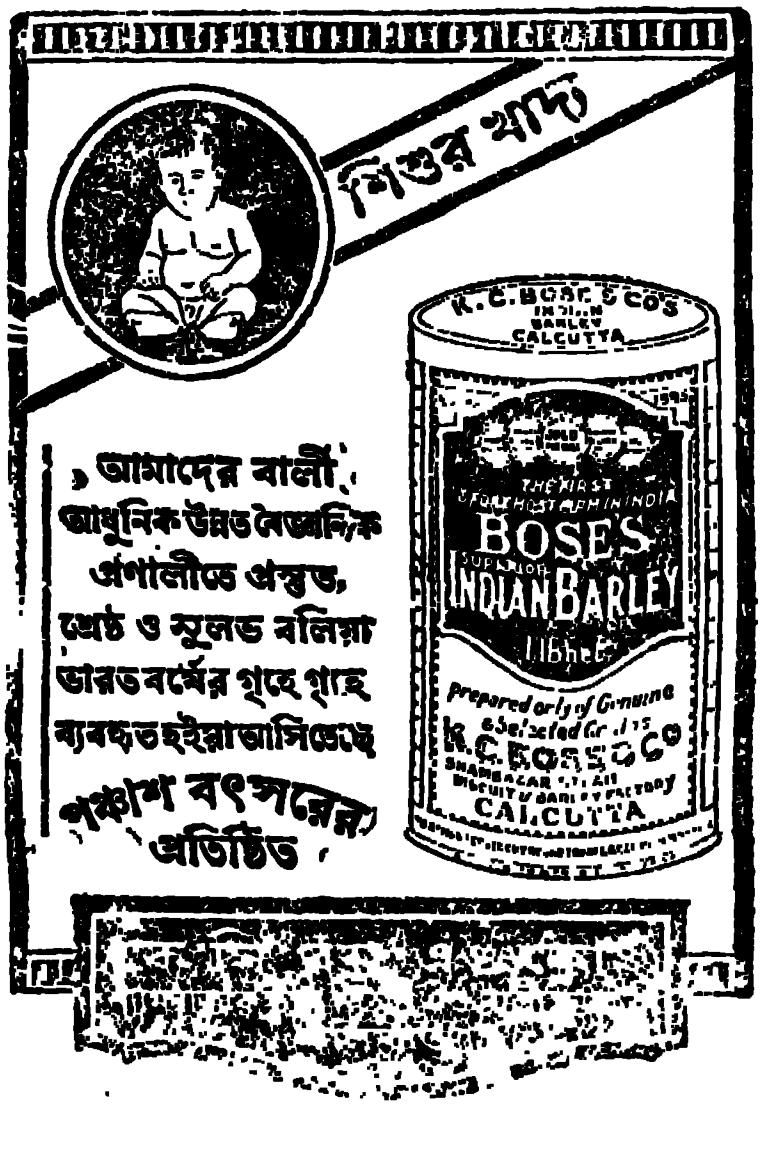

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করুন। একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসঙ্গিক মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দকোষ-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১০৲ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা দেশী গাছ গাছড়ার প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। দোগ্ধপোষ্য শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধ যে রকমের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার যত এবং যত শক্ত হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ডাক্তার ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহারা আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের বিস্তর সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই নিম্নে তাহাদের কয়েক খানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২।৵০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৵০ আনা লাগিবে।

১। এসিষ্টাণ্ট সার্জেন ডাক্তার ললিত মোহন ঘোষ অনেক দিন হইতে আমি এই বিশ্বেশ্বর রস বটিকা আমার প্লীহা ও লিভারগ্রস্ত নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইতেছি। উহা কেবল দেশী গাছগাছড়া দ্বারা প্রস্তুত বটিকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "ইংলোরা" নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩১শে বৈশাখ সোমবার ১৩৪১, ১৪ই মে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

এক লক্ষ টাকার ইনসিওর উধাও

পাটনা হইতে প্রকাশ, কলিকাতার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া পাটনার ব্যাঙ্ক অফ বিহারের নামে এক লক্ষ টাকার যে একটি ইনসিওর প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা নষ্ট হওয়ার সম্পর্কে এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইনসিওরের ঐ কভারে দশ হাজার টাকার করিয়া দশখানি নোটের একটি অর্দ্ধাংশ ছিল। অপর দশখানা অর্দ্ধাংশ কলিকাতায় রাখা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ডাক বিভাগের পিয়ন যথাযথ ঐ ডাক ব্যাঙ্কের দারবানের নিকট দিয়াছিল। পরে ঐ দিনই পিয়ন যখন দারবানের নিকট হইতে রসিদ লইতে যায়, সেই সময়ে দারবান ঐ কভার পাওয়ার কথা অস্বীকার করে। ইহাতে পিয়ন কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়।

গান্ধীর সংশোধিত কার্য্য তালিকা

হরিজন আন্দোলনের প্রচার কার্য্য-সম্পর্কে উড়িষ্যা ভ্রমণকালে গান্ধীজী পদব্রজে ভ্রমণ আরম্ভ করার অত্যন্ত প্রদেশে তাঁহার ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্য্য-তালিকা সংশোধন করিতে হইবে। এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পরে তিনি পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিবেন বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ রাজী হইলে তৎপরে তিনি কটক হইতে পদব্রজে বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

স্বর্ণচুরির অভিযোগে ৫০ জন ধৃত

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, স্বর্ণচুরি সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ লাহোর অমৃতসর ও লাহোর রেল ষ্টেশনের যে কোনও কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার ও আটক করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কমিশনারের নিকট পুলিশ আবেদন করে।

এ পর্য্যন্ত পুলিশ উক্ত চুরি সম্পর্কে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গত সীমান্ত মেলের গার্ডের পার্শেল বিভাগের কেরাণী, দুইজন টিকেট কলেক্টার ও কাওসার ভৃত্যকেও হাজতে আটক রাখা হইয়াছে বর্ত্তমানে মোট ৫০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। এখনও চুরির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ট্রেণ হইতে স্বর্ণের পার্শেল উধাও

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, সীমান্তের ডাক গাড়ীতে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা মূল্যের ৯ শত পৌণে ২৮ তোলা স্বর্ণ অমৃতসর হইতে বোম্বাই প্রেরিত হয়। উক্ত স্বর্ণের পার্শেলটি রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রকাশ, বিখ্যাত ধনী শেঠ ভগবানদাস বাগেশ্বরের কারবার হইতে উক্ত পার্শেলটি সীমান্তের ডাকগাড়ীতে অমৃতসর হইতে তাঁহাদের বোম্বাইর আফিসে প্রেরিত হয়। পার্শেলটি রেজিষ্টার করা ছিল না। গাড়ী খানি কলম্বরে উপস্থিত হইলে দেখা যায় যে, পার্শেলটি গাড়ী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ যে সকল কুলী অমৃতসর রেল ষ্টেশনে পার্শেল উঠান নামান করে, তাহাদের বাসস্থানে খানাতল্লাস করে।

এ পর্য্যন্ত ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ট্রেণ ও ওয়াগনে সংঘর্ষ

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা জেলার ষ্টেশনের বারুঘাটার সম্মুখভাগে একখানি ট্রেণের সহিত কয়েকখানি ওয়াগনের সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। বলাই ট্রেণখানি যে লাইনে চলিতেছিল, তাহার পরবর্ত্তী লাইনেই ওয়াগন কয়খানি দাঁড়াইয়াছিল। এত জোরে সংঘর্ষ হইয়াছিল যে, ৪ খানি ওয়াগন লাইন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। এই ওয়াগন চাপের স্থানে লাইনের উপর পুনরায় আনয়ন করিতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে অনেকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং তাহাতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল।

সমর বিভাগে নিয়োগ

প্রকাশ, বেডফোর্ডের বিমান এডমিরেল আর্ম্মার চাকরি লইয়া ভারতে আসিবেন। ভারতে উঁহার পদ হইবে ফ্লাগ অফিসার কমাণ্ডিং এবং ডাইরেক্টার আর, আই, এম। এই পদে ছিলেন রিয়ার এডমিরেল এইচ, টি, ওয়ালুইন। আগামী ৫ই অক্টোবর হইতে এডমিরেল আর্ম্মার ভারত সরকারের কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

করাচীতে সশস্ত্র ডাকাতি

করাচী হইতে প্রকাশ, জেকবাবাদে প্রকাশ্য দিবালোকে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একটি গাড়ীতে কয়েকজন বস্ত্র ব্যবসায়ী যাইতেছিল। এমন সময় কয়েকজন সশস্ত্র ডাকাত তাহাদের আক্রমণ করে এবং যাত্রীদের সাংঘাতিক ভাবে আহত করে। গাড়ীচালক নিহত হইয়াছে।

ডাকাতেরা গ্রামবাসীদের আসিবার পূর্ব্বেই অর্থাদি সহ পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

ফরাসী বিমান ধ্বংস

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, প্যারী হইতে তিনজন যাত্রী ও তিনজন খালাসীসহ একখানি যাত্রীবাহী বিমানপোত লণ্ডনে আসিতেছিল। বেলা পৌণে একটার সময় উহা লণ্ডনে পৌঁছিবে কথা ছিল, কিন্তু ৪ টার মধ্যেও উহা আসিয়া পৌঁছে নাই। চালক ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার অব্যবহিত পরে বেতারযোগে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। ঐ বিমানের সন্ধান করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, অনুসন্ধানকারী বিমানপোত পোলোন হইতে ৩০ মাইল দূরে উক্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছে। ঐ স্থানে সাহায্য তরণী পাঠান হইয়াছে।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

২৮শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সপ্তাহে সমগ্র বঙ্গদেশে মোট ৫৮টি ডাকাতি হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় ডাকাতির সংখ্যা কম হইয়াছে।

৪টি ডাকাতিতে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছে। হাওড়ায় যে ডাকাতি হয়, তাহাতে ডাকাতেরা গুলী করিয়া স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে।

ডাকাতির সংখ্যা ২৪ পরগণায় ১০, বাখরগঞ্জে ৬, রংপুর, দিনাজপুর, ও নদীয়ায় ৩, খুলনায় ৪, নোয়াখালিতে ৩, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ও বীরভূমে ২ ও ত্রিপুরা রাজসাহী, বগুড়া, যশোহর, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় ১টি।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০শে বৈশাখ সোমবার, ১৩৪১

গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বাঙ্গলার লাটের জীবন নাশ প্রচেষ্টায় ঘৃণা ও গভর্ণরের জীবন রক্ষা পাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

গভর্ণরের জীবন রক্ষা পাওয়ায় আনন্দ প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপে উক্ত দিবস কর্পোরেশনের সভা স্থগিত রাখা হইয়াছে। কাউন্সিলরগণের এই প্রস্তাবে তাঁহাদের আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য বৃহস্পতিবার কর্পোরেশনের সমস্ত অফিস ও বিভাগের কার্য্য বন্ধ ছিল।

সভার প্রারম্ভে মেয়র বলিয়াছেন যে, কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনি ইতোমধ্যেই গভর্ণরের নিকট এক তার করিয়াছেন।

"বর্ত্তমান গভর্ণর যে ভাবে বিপ্লববাদ দমনের চেষ্টা করিতেছেন পূর্ব্বে কোন গভর্ণর সে ভাবে চেষ্টা করেন নাই," এই বিবৃতি উল্লেখ করিয়া সমস্ত বন্দুক ব্যবহারকারীগণই তীব্র ভাষায় এই অনাচারের নিন্দা করেন। বস্তুতঃপক্ষে অত্যাচারী মাত্রেই এই হীন কার্য্যের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা কর্পোরেশনের অন্তর্গত যে সমস্ত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত এক বাক্যে বলি গভর্ণরের প্রতি যে গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গলার কলঙ্কের নিদর্শন এবং তাহাতে আমাদের সকলেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। সারজন এণ্ডার্সনের মত জনপ্রিয় গভর্ণরের জীবন বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্।

গত ৬ই মে পাটনা জেলার অন্তর্গত মহকুমায় ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে কতকগুলি লোক ও গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং প্রায় সকল গৃহ ভূপতিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যদিও এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের মত অত ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ভূমিতে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়াছে। প্রায় একঘণ্টা ব্যাপী শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। শিলার আকার অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। শিলাবৃষ্টির পর ভূমি হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে, ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই দিবসেই ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে [illegible] ভীষণ ক্ষতি হই য়াছে। ইহার পূর্ব্বে [illegible] ও ভূমিকম্পে [illegible] নির্গত হইতে থাকে [illegible]

ও পক্ষী নিহত হইয়াছে। বৃক্ষগুলি পত্রহীন হইয়াছে। গৃহের টালি-নির্ম্মিত ছাদ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শিলা এত প্রকাণ্ড ছিল যে উহার ভারে অনেক গৃহ অবনত হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে মাংসাশী উন্মাদের এবং ঘোড়া বরফের উপর দিয়া ভীষণ ঘূর্ণিবায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। ঘোড়ের উপর বিস্ফোরক হইলে যে কি দুর্দ্দশা তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহ কল্পনা করিতে পারে না। যদিও এই সকল অঞ্চলের কোন প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তথাপি অধিবাসীগণ এই বিপদাপন্ন জীবন্মৃত অবস্থায় কাল কাটাইতেছেন সন্দেহ নাই। এই ঘূর্ণিবায়ুর ফলে লোকের জিনিষ পত্র, ক্ষেত্রের ফসল এবং ফলাদির-বিশেষভাবে আম ও লিচু ফলের বিষম ক্ষতি হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে বহু গৃহ ধ্বংস হইয়াছে এবং ইহার ফলে অনেক পল্লীবাসী গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। গৃহপালিত পশুদের জীবন আহত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশের নাসিক নামক স্থানে গত ৭ই মে ২ দল মুসলমানের দাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বালকদের খেলার জায়গার সম্মুখে বাজ-বাজনা লইয়া এই হাঙ্গামা হয়। ৪ জনকে গুরুতরভাবে ছোরা মারা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কতিপয় বালক কসাইখানার নিকট খেলায় ছাউনি স্থাপন করে ও তাহার সম্মুখে বাজনা বাজাইতে থাকে। কতিপয় বয়স্ক মুসলমান বালকদের ঐরূপ কার্য্যে আপত্তি করে এবং একজন মুসলমান একটী বালককে ঐ ঘটনার জন্য বেত মারে। ইহাতে ২ দল মুসলমানের মধ্যে বিষম দাঙ্গা বাধে। সামান্য কারণে এই প্রকার যে কত সময় যে কত অনিষ্টজনক ঘটনা ঘটে তাহার ইয়ত্তা নাই। চাকার হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার সূত্রপাত নাকি ছিল ছেলের লাটু খেলা। দেশে শিক্ষাবিস্তার না হইলে এই সকল বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও উপায় নাই।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গুজরাটের যে-সকল কৃষক ভূমি হারাইয়াছে তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত আলোচনার জন্য গুজরাটের ডাঃ চন্দুলাল দেশাই, শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল দেশাই, শ্রীযুক্ত রবিশঙ্কর ব্যাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গঠিত প্রতিনিধিগণ রাঁচি গিয়াছিলেন। উঁহারা কার্য্য সমাপনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আলোচনায় সাহায্য দানের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই কৃষক [illegible]

পেটের সংস্থান বড় সহজ সম্ভব হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত এপ্রিল মাসে বিলাতে বেকারের সংখ্যা অতিরিক্তভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এপ্রিল মাসের শেষে বেকারের সংখ্যা ছিল গত মার্চ মাস অপেক্ষা ৫৩০৮২ কম। সুতরাং এখন বেকারের সংখ্যা একুশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার, পূর্ব্বের তুলনায় উহা অনেক কম। ইহাতেই বুঝিতে হইবে বৃটিশ বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইতেছে সুখের কথা কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের বেকার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ও বেকার সমস্যা কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রতিকার উপায় চিন্তা করে কে?

আততায়ী গুলীতে নিহত

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোরের অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে ৫ জন আসামী জমাদারের বিরুদ্ধে খুনের মামলার বিচার চলিতেছিল। জমাদারের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, সে উন্মত্তবৎ একটা বন্দুক লইয়া তাহার আত্মীয়গণের বাড়ীতে ও গ্রামে ছুটাছুটি করিতে থাকে এবং সেই সময় গুলী করিয়া আটজনের মধ্যে ছয়জন তাহার আত্মীয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ তাহার মামলার বিচারের সময় তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বিচারের সময় ফরিয়াদী পক্ষ হইতে আদালতে যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাহাতে প্রকাশ যে, আসামী ঈশ্বর সিং ও তাহার আত্মীয়গণের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া বহুদিন যাবৎ শত্রুতা ও মামলা মোকদ্দমা চলিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শত্রুতার ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তাহা ক্রমে একটা ঘোর শত্রুতায় পরিণত হইয়াছিল যে, উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছিল। গত ২৫ মার্চের তারিখে এই শত্রুতার শোচনীয় ফল আত্মপ্রকাশ করে। সেই দিন আসামী ঈশ্বর সিং একটি একটি বন্দুক লইয়া যে সকল আত্মীয়ের সহিত তাহার শত্রুতা ছিল তাহাদের বাড়ীতে হানা দিতে থাকে এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহার উপরই গুলী বর্ষণ করিতে থাকে। আসামী ঈশ্বর সিং সর্ব্বপ্রথম তাহার ভ্রাতার বাড়ীতে গমন করে। তথায় দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে গুলীতে আহত করে। সেই আঘাতে তাহারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপর আসামী তাহার অন্য এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গমন করিয়া সেই বাড়ীর দুইজনের উপর গুলী চালাইয়া তাহাদিগকে নিহত [illegible] পর আসামী বন্দুক লইয়া

গ্রামের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে থাকে এবং সেই সময় আরও চারিজনকে গুলী চালাইয়া খুন করে। গ্রামের অধিবাসীগণ আতঙ্কে কম্পিত কলেবর হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা আসামীকে ধরিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। আসামী একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

রাজ কর্ম্মচারিগণের

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ এক্ষণে ছুটীতে আছেন। তাঁহাকে ২৪ পরগণা জেলার হেড কোয়ার্টারে স্থাপন করার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইয়াছে।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার মিঃ নীরেশচন্দ্র বসু ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত (১৯৩৪) অতিরিক্ত ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ অতিরিক্ত ছয় দিনের ছুটী পাইলেন। ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার মিঃ. কে, এ বসে ১১ মে (১৯৩৪) হইতে দুই বৎসরের ছুটী পাইলেন।

কলিকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের অস্থায়ী অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ৩রা মে (১৯৩৪) হইতে একমাসের ছুটী পাইলেন।

ত্রিপুরার অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী মহম্মদ আবদুল মুজাফির তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরিদপুরের সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাখরগঞ্জের সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সৈয়দ আবদুল আলী দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বগুড়ার অস্থায়ী সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল আজিজ তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

হুগলী শ্রীরামপুরের সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী নাজির আহমেদ দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রিভলভার ও টোটা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, সীতারাম বাজারে একটি বাড়ীতে পুলিসের খানাতল্লাসীর ফলে একটা রিভলভার ও ১০টা গুলীভরা টোটা পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ পুলিস কোন চুরির সম্পর্কে গোবর্দ্ধনের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতেছিল। ঐ বাড়ীর অপর অংশে মুসাদ্দত রায় শিমাণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

তাহারা দেখে ঘরের ভিতরদিকের তাকে বালিসের মত কি গুঁজা রহিয়াছে। সেই জিনিষটা পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখা যায়, একটা রিভলভার ও টোটা রহিয়াছে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে ইং ১৯৩৪ সোমবার } ৬৩শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধামে

গত ২৬শে বৈশাখ বুধবার শ্রীভক্তিবিনোদ-স্মৃতিতে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃগণ নাট্য-মন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের সাপ্তাহিক অধিবেশনে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণবেধ-সংস্কারলীলা প্রসঙ্গটী পাঠ করেন।

আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট হইতে বেদ-বিদ্যা বা পরভক্তি-বিদ্যালাভেচ্ছু ব্রহ্মচারী বালকগণেরই শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ণবেধ-সংস্কারের কথা আর্য্যসমাজে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জড় কর্ণদ্বয়কে জড় বস্তুর সাহায্যে ভেদ করিয়া তৎকালে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য কিছু অর্থ প্রদানাদি জড়-আনুষ্ঠানিক কার্য্যকে কর্ণবেধ-সংস্কার বলে না। প্রকৃত ব্রহ্মবিদাচার্য্যের নিকট হইতে বেদবিদ্যা বা দিব্যজ্ঞানলাভ এবং চেতনময়ী শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য মানবকে চেতন কর্ণ লাভ করিতে হইবে। শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মানব-জীবনের প্রারম্ভাবস্থা হইতেই ইতরযোনিজাত অবৈদিক জড় শব্দ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে কর্ণে প্রবেশ করিয়া পরমার্থ-ভাবনাকে নষ্ট করিয়া না ফেলে—এই আশঙ্কায় মানবকের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ তাহাকে শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত আচার-প্রচার-রত আচার্য্যের নিকট অর্পণ করিতেন।

বক্তা মহোদয় কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, আমাদের কর্ণ [illegible] জন্মাবধিক [illegible] কথায় পূর্ণ হইয়া আছে। কৃষ্ণেতর কথা-শ্রবণফলে জন্মজন্মান্তরাবধি আমাদের কর্ণে এত মল জমিয়াছে যে, যাহাতে বেদবাণী প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং যে পরিমাণে আমরা বিষয়কথা হইতে বিরত হইব এবং সাধুমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিব, সেই পরিমাণে আমাদের কর্ণমল বিদূরিত হইবে এবং উহা চেতনময়ী বৈকুণ্ঠ-বাণী-শ্রবণে উপযোগী হইবে।

কর্ণবেধ সংস্কার প্রথমমুখে বড়ই কষ্ট-দায়ক। পিত্তোপহত রসনায় মিশ্রি যে-রূপ তিক্ত বলিয়া বোধ হয়, সেরূপ বিষয়কথায় প্রমত্ত আমাদের কর্ণে সাধুমুখবিগলিত বীণাবৎ হরিকথাও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দৈন্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া সেবোন্মুখ কর্ণে হরিকথা পান করিলে আত্মার স্বাস্থ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধুরতা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি সাধুগুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কিয়ৎকালের জন্য ইতর কথা হইতে বিরত হওয়া উৎকর্ণ হইয়া আমরা হরিকথা শ্রবণ করি তবে অচিরেই সেবাসুখাস্বাদ লাভ করিলে বিষয়সুখের জন্য আর লালসা জাগিবে না। হরিকথা আর শ্রীহরি অভিন্ন। কৃষ্ণ হরিকথারূপে কর্ণপথে আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥"

সভার আদিতে ও অন্তে উক্ত বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধা গোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় সুললিতকণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার মূলগায়কত্বে ছাত্র ও শিক্ষকগণ সমস্বরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শ্রীমন্দির, শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির এবং শ্রীতুলসী-বৃক্ষ পরিক্রমা করেন।

হরিশপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বসিরহাটে প্রচার সমাপন করিয়া গত ১৭ই বৈশাখ ৩০শে এপ্রিল সোমবার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরিশপুর গ্রামে আগমন করেন এবং স্থানীয় ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তথায় দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করেন।

তৎপরে স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজী দুই দিবসকাল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করেন, এবং তৎসহ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

কুচবিহারে

বিগত ১৯শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে।

পাঠের বিষয়,—দেবর্ষি নারদ জগন্মঙ্গল-বিধানকল্পে ধন-ঐশ্বর্য্যমত্ত কুবেরাত্মজদ্বয়ের শাস্তা দণ্ড [illegible] দুর্জ্জন ব্যক্তিদিগের মদনাশ অর্থাৎ দরিদ্রতাই প্রকৃষ্ট অঞ্জন। কারণ, দরিদ্রতা লোকের গর্ব্বাদি ভাব দূর করিয়া যথার্থ দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। যাহার অঙ্গে কোনদিনও কণ্টকবিদ্ধ হয় নাই তিনি অপর কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির যাতনা অনুভব করিতে অক্ষম। আর যিনি কণ্টকাঘাত-জনিত যাতনায় ভুক্তভোগী তিনি অপর ব্যক্তির ব্যথায় সমব্যথিত হন; সুতরাং দুঃখ কিরূপ বস্তু ও কি প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক তাহা দুঃখী ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হয় বলিয়া তিনি অপর কাহারও দুঃখ লাভ হউক এরূপ কামনা করেন না, বরং দুঃখ-দূরীকরণে প্রয়াসীই থাকেন।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, "চির-সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে? কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।" সুতরাং মদ-দুর্দ্দম অহঙ্কারগ্রস্ত জন ক্ষুধানুভূতির অভাবজনিত তাড়নায় দয়া-দাক্ষিণ্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া পরপীড়নাদি কার্য্যে ও জীব-হিংসনাদি নৃশংস কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন না এবং তাহাতেই সুখানুভব করিয়া থাকেন।

এ হেন ধনে ধিক্, যে ধনে মানুষ অস্বাভাবিক ভাবের যৌনশক্তির প্রশ্রয় পায়, মনুষ্যত্ব-সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইতর অনোচিত কর্ম্ম জগতেই শ্লাঘা বোধ করে, মধু-মত্ত-জ্ঞানরহিত "হামবড়াই" ভাব প্রবল করিয়া শ্রীহরিকে অবহেলে বরণ করে, সেই অর্থ-প্রয়োগের নিকট গর্হিত হলে পতন অবশ্যম্ভাবী(!)

([illegible] শেষ অংশে [illegible])

জড় দুঃখরূপ হন শাস্ত্র প্রমাণে। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ মধুসূদন সর্ব্বসিদ্ধি সম্বৎসর ৪৪৮

শ্রীকুলশেখর

বৈষ্ণবের পারমার্থিক কৃপাকাঙ্ক্ষী আমরা বৈষ্ণব-কৃপালাভাশায় আজ একজন পরমবৈষ্ণবের পবিত্র চরিত্রালোচনায় আত্ম-শোধনার্থ প্রয়াস পাইতেছি। আমরা আজ যাঁহার কৃপাপ্রার্থী, তিনি মহারাজ শ্রীকুলশেখর। বিষ্ণু-সেবাপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবাই শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবকৃপা ব্যতীত বিষ্ণুর কৃপালাভের আশা সুদূরপরাহত।—এ মহাজনী শাস্ত্রবাণী শিরে ধারণার্থই আজ আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীকুলশেখর কল্যাব্দ ২৭ বর্ষে পুনর্বসু নক্ষত্রে কল্পিপুর (?) কের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দৃঢ়ব্রত বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া বহু তপস্যার ফলে এই আদর্শ বৈষ্ণব কুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের কৌস্তুভ-মণির অবতার বলিয়া কুলশেখর শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে পরিচিত। কল্পিনগর মলবার (?) বা মালাবার প্রদেশের অন্তর্গত। শেরমান বা কের রাজগণ কেরল দেশে বহুকাল হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরল দেশ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে। কুলশেখর কেবল যে কেরলাধিপতি ছিলেন এরূপ নয়, তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐ তিনটী রাজাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-রাজোচিত সকল গুণে ভূষিত হইয়া কুলশেখর নিকটস্থ রাজগণের নিকট নিজ প্রভুত্ব-স্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, পার্থিব রাজশ্রীর অধিক বশী হইয়া অবশেষে তিনি মানবজীবনের ক্ষুদ্রতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বোত্তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সজ্জনের প্রাবল্যে কুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আলোচনা পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইল। ভগবানের জন্ম ক্রমশঃই ভগবদাবেশ-প্রসূত হওয়ায় (?) তাঁহার, শ্রীরঙ্গম্‌ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভগবৎ-ক্ষেত্রসমূহ দর্শনের অভিলাষ হইল। সংকোচিত চেষ্টা সমূহ ক্রমশঃই তাঁহাতে সুব্যক্ত হইতে দেখা গেল। শ্রীরামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে বধ করিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন। পার্থিব-জ্ঞান-বিরহিত হইয়া রামচন্দ্রের সাহায্য দ্বারা সেবাভিলাষী হইতেন। তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষদ্‌বর্গ নিজ প্রভুর এতাদৃশ ব্যবহার-সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনৈতিক পার্ষদ-নিচয় রাজা কুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। ভক্তগণের উপর রাজার প্রীতির অভাব হয় তজ্জন্য তাঁহারা যত্নের কোন ক্রটি করিল না।

কুলশেখর রামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং অর্চ্চা-বিভূষণ-কল্পে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় রক্ষা করিবার ভার বৈষ্ণবগণের উপরে থাকিত। মন্ত্রীবর্গের কুচক্রের ফলে ঐ সেবালয় হইতে একটী হার অপহৃত হইল। তাহারা রাজসমক্ষে এই অপহরণ-কার্য্য বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিল।

কুলশেখর সাধুদিগের নিকট ভক্তবৎসল সেবাধিকার (?) সম্পর্কে কতকগুলি তীব্র-গরল-বিশিষ্ট কৃষ্ণসর্প আনয়নের আদেশ করিলেন। সর্পসমূহ আনীত হইলে তিনি স্বয়ং নিজহস্ত সর্পবিবরান্তর্গত করিয়া মন্ত্রীবর্গকে বলিলেন যে যদি মদীয় বন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা এই পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই আমার হস্ত এই ফণীবৃন্দ কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে নতুবা ইঁহারা আমায় হিংসা করিবে না। রাজহস্ত দষ্ট হইল না দেখিয়া মন্ত্রীসমূহও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন। তদবধি কুলশেখর মনে মনে করিলেন,—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তা-বিমুখজনসংবাস বৈশসম্‌॥"

বিষয়ী-জনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া তত্ত্বোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্যই কর্ত্তব্য, এইরূপ স্থির করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে তৃতীয় প্রাকারের চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ত্ম ও কতিপয় গৃহ-মণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাবধিও শ্রীরঙ্গম্‌ নগরের পথসমূহের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে কুলশেখরের পথ বলিয়া তদ্দেশবাসী নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়

কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ নাটমন্দিরে আহূত একটী সাধারণ সভায় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ (Archæologist) রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর গত ৬ই মে অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় তাঁহার বহুকালের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ "শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয়" পাঠ করিয়া ছায়াচিত্রযোগে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্‌-এ, বি-এল, এম্‌-এল-সি মহোদয় উপস্থিত জনগণের হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এডভোকেট মিঃ শরচ্চন্দ্র বসু, কাব্যতীর্থ শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্‌-এ প্রমুখ. শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম-আর-এ-এস, রায় সাহেব তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কলিকাতার বহু বহু সম্ভ্রান্ত নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে এই বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হওয়ায় বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু গৌরভক্ত উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভামণ্ডপটী লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চন্দ মহাশয়ের অভিভাষণ এরূপ হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক ছিল যে অনেক ব্যক্তি কোনও প্রকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত ঐ সুদীর্ঘ অভিভাষণটী শ্রবণ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের অভিভাষণের মর্ম্ম এই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান ও তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার কেন্দ্র নবদ্বীপের অবস্থিতি-সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। দেশের বিজ্ঞসমাজ এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক। যদিও এই বিষয়ে বহু সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী রহিয়াছে তথাপি রায় বাহাদুর তদ্ব্যতীত অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিষয়টী সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন। তিনি গত ৩০ বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্য করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন সেই প্রণালীতে বিষয়টী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষিগণ এদেশ সম্বন্ধে যে-সকল লিখিত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাহাই আলোচনা করিতে থাকেন। রায় বাহাদুর সর্ব্বপ্রথমে ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দের বিবরণ হইতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার (Sir William Hunter) যে-সকল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে হাণ্টারের সময় ভাগীরথী পবিত্র নবদ্বীপ নগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং আসল নবদ্বীপের অধিকাংশ স্থান ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরেই রহিয়াছে। মেজর এফ, সি, হার্ষ্ট (Major F. C. Hirst) এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, প্রাচীন নবদ্বীপ জলাঙ্গী নদীর দ্বারা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জলাঙ্গীর গতি পরিবর্ত্তনের চিহ্ন বর্ত্তমানেও বেশ দেখা যায়। এই নদীটী নদীয়া নগরের যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহার অধিকাংশই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইংরাজ-রাজত্বে মেজর জেমস্‌ রেণেল (Major James Rennel) ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় বৎসর রেভিনিউ সার্ভে করিতে থাকেন। তিনিই ইংরাজগণের সময়ে সর্ব্বপ্রথম এই সার্ভে কার্য্য আরম্ভ করেন। মেজর এফ, সি, হার্ষ্ট মহোদয়, মেজর জেম্‌স্‌ রেণেলের প্রণীত সার্ভে ম্যাপ বৃহৎ আকারে প্রকাশ করেন। এই ম্যাপে যে অংশে নবদ্বীপের বিবরণ রহিয়াছে তাহা একটি ল্যান্টার্ণ স্লাইড দ্বারা দেখাইয়া রায় বাহাদুর বলেন যে, রেণেলের সময় খড়িয়ার সঙ্গমে জলাঙ্গী (জাহ্নবী) হইতে এক মাইলের মধ্যে এবং জাননগর হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপ অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে জাননগর এবং জলাঙ্গী উভয়ই বর্ত্তমান। জলাঙ্গীর দূরত্ব নাম জাহ্নবীজলা

কুলশেখর হাকিল ভাষায় পেরুমাল্‌ তিরুমলি নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় মুকুন্দমালা স্তোত্র নামক একখানি প্রাঞ্জল ভক্ত্যুদ্দীপক ভাবগ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দমালার রচয়িতা বলিয়া কুলশেখর আর্য্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। ঐ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছে।

কুলশেখরের কাল সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করেন যে কল্যাব্দের নবম শতাব্দীতে কুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। যামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাসকালে তাঁহারাও নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কুলশেখর নিজ কন্যার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদাদেবীর উদ্বাহের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কুলশেখর যামুনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং তৎপূর্ব্বে বিষ্ণুচিত্ত ও গোদা প্রভৃতি দিব্যসূরি সমূহ যতনাথের আবরে ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের একজন উইলিয়ম হেজ (William Hedge) তাহার ডায়েরীতে স্যার রিচার্ড টেম্পলের (Sir Richard Temple) যে প্রাচীন ম্যাপ সংরক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বদিকে এবং জলাঙ্গীর এক শাখার দক্ষিণে অবস্থিত। এই শাখাটি পশ্চিম-গামিনী। জলাঙ্গীর অপর শাখা উত্তর-পশ্চিম-বাহিনী হইয়া বহু নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। হলেণ্ড ও পর্ত্তুগীজ বণিকগণ যে-সকল প্রাচীন বিবরণ ও ম্যাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন নবদ্বীপ-নির্ণয়-সম্বন্ধে কোন আলোক পাওয়া যায় না। তাই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর জন্য বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরশীল ঘটনা হইতে পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর লিখিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ভৌগোলিক বিবরণে জানা যায় যে, তৎকালে ভাগীরথী নবদ্বীপের নিকট দিয়া উত্তর দক্ষিণবাহিনী ছিল। নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এবং কুলিয়া পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল।

কবিকর্ণপুর প্রমুখ বৈষ্ণবগণ সকলেই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী ও লীলা-সমূহ বর্ণন করিয়া "শ্রীচৈতন্যভাগবত" নামক প্রামাণিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের অনেক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রকট লীলার কাছাকাছি সময়েই প্রণীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের সম্বন্ধযুক্ত প্রচুর ভৌগোলিক বিবরণ রহিয়াছে। মহাপ্রভুর সমসাময়িক চাঁদকাজীর (মৌলানা সিরাজুদ্দিনের) রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও সমাধি সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। ঐ ভগ্নাবশেষ ও সমাধি বর্ত্তমানে নবদ্বীপ থানার এলাকাধীন বামনপুকুর গ্রামে অবস্থিত। কাজী-উদ্ধারের দিনে মহাপ্রভু প্রকাণ্ড সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী সহ তৎকালীন নবদ্বীপের যে অংশ দিয়া কাজীর আলয়ে গমন করিয়াছিলেন তাহাও চৈতন্যভাগবতে প্রচুররূপে বর্ণিত রহিয়াছে। ঐ বিবরণে আমরা দেখিতে পাই, উত্তরে গঙ্গানগর ও সিমুলিয়া এবং দক্ষিণে গাদিগাছা ও মাজিদার মধ্যে নবদ্বীপ নগর কোনও নদীর দ্বারা বিভক্ত হয় নাই। সিমুলিয়া গ্রামটী কাজীর রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কৃষ্ণনগর থানার রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে এবং ১৮৫৯-৬২ খ্রীষ্টাব্দে জরিপে কৃষ্ণনগর এলাকার (১০নং মৌজাস্থিত) জলাডাঙ্গা বা ভারুইডাঙ্গা গ্রামের সন্নিকটে আমরা (১২৯ নং মৌজাস্থিত) গঙ্গানগর নামক গ্রামটী দেখিতে পাই। এই ম্যাপটীর বিবরণের সহিত মেজর রেণেলের রেভেনিউ ম্যাপের এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে মিলিয়া যায়। তাহা হইলে এক্ষণে দেখা যাইতেছে, শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপের অবস্থিত ভারুইডাঙ্গা গঙ্গানগর ও বামনপুকুরের সন্নিকটেই না হইয়া পারে না। শ্রীচৈতন্যের সময় খড়িয়া নদী যে স্থানে ছিল তাহা হইতে অনেক উত্তরে সরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা বর্ত্তমানে গাদিগাছাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে—একভাগ খড়িয়া ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলের নিকটে এবং অপরভাগ খড়িয়ার কিছু দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত গাদিগাছা ও মাজিদা গ্রামদ্বয় এখনও ঠিক স্থানে ভাগীরথীর পূর্ব্বে এবং গঙ্গানগর ও ভারুইডাঙ্গার কিঞ্চিদধিক ৩ মাইল ঠিক দক্ষিণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গঙ্গানগরের ঠিক উত্তরে টোটা নামক গ্রাম রহিয়াছে। টোটা শব্দের অর্থ নদীর বাঁকে অবস্থিত স্থান। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনে দেখা যায়, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী সন্ধ্যার পরে মহাপ্রভুর গৃহ হইতে গঙ্গার পূর্ব্বতীর দিয়া ঠিক উত্তর দিকে গঙ্গানগরে (গঙ্গানগরের যে অংশ টোটার সহিত সম্মিলিত) গমন করেন। তৎপর গঙ্গা রাখিয়া উত্তর অভিমুখে যান। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই স্থানে গঙ্গা পশ্চিম অভিমুখে বাঁকিয়া যায়। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, এস্থান হইতে মাজিদা পর্য্যন্ত গঙ্গার গতি দক্ষিণ অভিমুখে এবং মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গা প্রবাহিতা। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, গঙ্গার তিনটি ঘাট অতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী গঙ্গানগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলিয়া লওয়া যায় যে, নবদ্বীপের মত জনাকীর্ণ নগরের স্নানের ঘাটগুলি পরস্পর খুব নিকটবর্ত্তী এবং মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের নিকটস্থ ঘাটটীর (মহাপ্রভুর ঘাটের) দূরত্ব গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধ মাইলেরও কম।

এখন বামনপুকুর মেঘারনগরের কোন স্থানে যদি মহাপ্রভুর স্থান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসমূহের ব্যত্যয় ঘটে অর্থাৎ উক্ত প্রমাণসমূহের সহিত তাহার কোনও প্রকার মিল হয় না। কারণ বামনপুকুর মেঘারনগর গঙ্গানগর ও ভারুইডাঙ্গা হইতে প্রায় ৪মাইল দূরে অবস্থিত। এবং ঐ স্থান মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া ধরিয়া লইতে হইলে গঙ্গাকে পশ্চিমবাহিনী হইতে হয়। কিন্তু ইহা কোনও প্রমাণের সহিত মিলে না। সুতরাং এই কল্পনার কোনও মূল্য নাই বলিয়া ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এ মহাশয় রায় বাহাদুর যে-স্থানকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ বলিয়া নির্ণয় করিলেন, সেই স্থান এবং তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ স্বয়ং ভ্রমণ করিয়া পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে ঐসকল স্থানের পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণনপূর্ব্বক বলেন, রায় বাহাদুর যে স্থানকে মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিলেন তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-নির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান। এই স্থানে গৌড়ীয়মঠের আকর শ্রীচৈতন্যমঠ অবস্থিত। তিনি আরও বলেন, অবস্থিতি-বিষয়ে গঙ্গানগর ও কাজীর বাড়ীর সহিত মহাপ্রভুর বাড়ীর যে সম্বন্ধ রায় বাহাদুর নির্দ্দিষ্ট করিলেন, শ্রীমায়াপুরস্থিত মহাপ্রভুর বাটী ঠিক সেই সম্বন্ধযুক্ত স্থানেই অবস্থিত। শ্রীযুত ঘোষ ভৌগোলিক প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আরও বলেন, রায় বাহাদুর নির্দ্দিষ্ট শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের সহিত কুলিয়ার যে সম্বন্ধ প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, মহাপ্রভুর সময়ের কুলিয়া নামক স্থানটী বর্ত্তমান মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপ না হইয়া পারে না। বামনপুকুর মেঘারনগর বা রামচন্দ্রপুরে যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে রায় বাহাদুর চন্দের অভিমত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া শ্রীযুত ঘোষ গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য প্রামাণিক রেকর্ড হইতে প্রমাণাবলী উল্লেখ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় বাহাদুর চন্দ মহোদয়ের প্রমাণসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বলেন,—"আপনারা আজ অপরাহ্নে রায় বাহাদুর চন্দের যে তথ্য ও গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন, তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই জানেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়টী অতিশয় মূল্যবান্ বস্তু; এতদ্ব্যতীত সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই এ বিষয়টীর আলোচনা প্রয়োজন বোধ করিবেন। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ ভারতের প্রাচীন ও প্রকৃত সভ্যতার আদর্শ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচারনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ সদস্যবর্গ মহাপ্রভুর বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচারের যে অকপট চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন এবং তাঁহাদের সত্যের প্রতি যে অবিচলিত প্রীতি রহিয়াছে, মাননীয় সভাপতি মহাশয় তৎপ্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় আরও বলিয়াছেন, এই সভার আহ্বানদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ' সম্বন্ধে ইতিহাসের দিক দিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্ত শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়া রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রাজ্ঞ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহাশয়দ্বয় সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য সকলেই তাঁহাদের নিকট ঋণী। রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ মহোদয় তৎপ্রণীত 'চক্রে নবদ্বীপ' (যাহার দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে) যে সকল খাঁটী সচিত্র বিবরণ সংরক্ষণ করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে ও রায় বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

কুচবিহারে প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উদরান্নাভাব যুক্ত দরিদ্র ব্যক্তি ইহলোকে স্বভাবতঃই আহার ও বস্ত্রাদির অভাবজনিত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। তাহার পক্ষে সেই কষ্ট পরম তপস্যাস্বরূপ; যেহেতু তপস্যার ন্যায় ঐ দারিদ্র্যই তাহাকে গর্ব্বহীন করিয়া থাকে। ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষীণ-কলেবর দরিদ্রের ইন্দ্রিয় সকল ক্রমশঃ উত্তেজনা শূন্য হইয়া অচঞ্চল থাকে, তৎকালে হিংসাও নিবৃত্ত হয়। "সর্ব্বথৈবেন্দ্রিয়ং শুষ্যেদ্ দরিদ্রস্য
হিংসাপি নিবর্ততে"

(শ্রীবিশ্বনাথ)

সমদর্শী সাধুগণও দরিদ্রের সঙ্গই করিয়া থাকেন। দরিদ্রও সৎসঙ্গবশতঃ বিষয়বাসনা-নাশে সমর্থ হইয়া শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অবশ্য সৎসঙ্গ-নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সুকৃতিমান্ জিতেন্দ্রিয়গণ কোটী ধনাধিপতি থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় সেবাময় জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার বহু ধন মাধবের সেবোপকরণ, তিনি পরম্পরাক্রমে প্রসাদসেবন-প্রার্থীমাত্র ইহাই জানেন। যথা, মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিপুলসম্পদ্ মহারাজা হইয়াও একমাত্র জগন্নাথদেবকেই যাবতীয় ধনের ভোক্তা বলিয়া জানিতেন। তিনি তৎসেবক-সেবকমাত্র—এই অভিমান তাঁহার ছিল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—অখণ্ড ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৷৶০
৩। ভাগবতের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যসমূহ (৮ম খণ্ড)
৪। শ্রীকৃষ্ণবিবেকসূত্রাবলী (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। দুরূহমালিকা অনুযোগে সংস্কার (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সংস্কার (মাধ্বভাষ্যীয়) ।০
১৪। [illegible] ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৩৮। [illegible]
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সংস্কার ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যদেব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাম্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্দর্শনম্ ।০
৫৪। সটীক-বিকাশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। সাম্ অব্ দি প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ্ /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বারু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্ব-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেঠা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মহতাব ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভক্ত-পাদ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯	৭—১৬,	৯—৫৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-২০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-২৯, ১৮-৩১ ও ২০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১০-২৫, ও ১৮-৩১ মিনিটে . . . . . . পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৬৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গিনি	৩০৸

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৸০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭
৫৲ „ ঋণ (১৯৪৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৯-৮৯) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট কিরে :—	১০২৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুল পেড)	২১৩৪।০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৭৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৲
অকল্যাণ্ড	১১৫৲
বালী	১৭২৲
বরানগর	১৫৲
বেঙ্গল	৩৭৫৲
ভারত	২৪৫৲
ক্লাইভ	২১।০
ডালহাউসী	৪০৮।০
কেলী	৪০৫৲

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন পুরাণ প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্র অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপনউত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ে ও পাঠবার আলোচনায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি অধ্যক্ষ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার কল্পনার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা.

বিশ্বেশ্বর রস বটিকা

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের মহৌষধ

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি

২৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইহা দেশী গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এক আশ্চর্য্য মহৌষধ। ছোট শিশু কিম্বা পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকেও নিরাপদে ইহা সেবন করিতে পারেন। এই ঔষধে যে রকমের জ্বর হউক না কেন ২।৩ দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িবে। প্লীহা, লিভার যত বড় এবং যত শক্তই হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত ছোট ও নরম হইয়া যাইবে এবং অন্য কোন ঔষধ খাইতে হইবে না। তাহার পর ধীরে ধীরে শরীরে নূতন রক্ত হইয়া রোগী সবল ও সুস্থ হইবে। পুনরায় আর জ্বর হইবার ভয় থাকিবে না। বড় বড় উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর, মুন্সেফ, সবজজ, চা বাগানের ইংরাজ ম্যানেজার প্রভৃতি শত শত উচ্চপদস্থ ভদ্র মহোদয়গণ এই ঔষধ ব্যবহারে তাঁহাদের আশাতীত সুফল পাইয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বঙ্গের বিখ্যাত সংবাদপত্র সকলে এই ঔষধের কিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা নিয়মিতরূপে সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। নিম্নে তাহাদের কয়েকখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি। উপরিউক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই ঔষধের বিস্তৃত বিবরণ পাঠান হয়। এক কৌটা ঔষধের মূল্য এক টাকা মাত্র। তিন কৌটা এক সঙ্গে লইলে ২৷৵০ আনা। ডাকে লইলে ডাক খরচ ।৵০ আনা লাগিবে।

১০। সিভিল সার্জ্জেন ফ্রান্সিস সাহেব মহোদয় স্বহস্তে লিখিয়াছেন আপনাদের প্রেরিত বিশ্বেশ্বর রস আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহা বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ, উদ্ভিদের দ্বারা প্রস্তুত। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত প্রভৃতি জ্বরের মহৌষধ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রত্যেক
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৪১, ১৫ই মে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

১০ লক্ষ টাকার দাবী

পূর্ণিয়া হইতে প্রকাশ, দারভাঙ্গা মহারাজাধিরাজ প্রমুখ কয়েকজন লোক ১০ লক্ষ টাকার দাবী করিয়া যে একটি মামলা রুজু করিয়াছেন পূর্ণিয়ার সাব জজের আদালতে সেই মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। এই মামলায় এই জিলার বড় বড় প্রায় সমস্ত এষ্টেটগুলিই বিবাদী। তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত হইবে। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দারভাঙ্গার সাব জজের কোর্টে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। তারপর পাটনা হাইকোর্টের হুকুমে উহা পূর্ণিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের ট্রেণ লাইনচ্যুত

[illegible] হইতে প্রকাশ, প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় [illegible] ট্রেণ লাইনচ্যুত হয়। তিনখানা যাত্রীর গাড়ী ও দুইখানা মালগাড়ী উল্টাইয়া পড়ে।

একজন রেলওয়ে পিয়ন আহত হইয়াছে। যাতায়াতের পথ পুনরায় পরিষ্কার করা হইয়াছে।

পুলিসে ডাকাতে সংঘর্ষ

যশোহর হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা মে বনগাঁ মহকুমার গ্রামে পুলিসে ডাকাতে যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে জুলনার [illegible] মাধব একজন ডাকাত বন্দুকের গুলীতে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছিল। উহার বাম বাহু ও বক্ষে দুইটা গুলী লাগিয়াছিল। ঘটনার পরেই তাহাকে যশোর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই সে মারা গিয়াছে। গ্রেপ্তার হইয়াছিল সেই সময়ের বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছিল। প্রকাশ, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশায় সে সম্প্রতি আর্সেনিক বিষের সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

নাটোর হইতে প্রকাশ, গত ২রা এপ্রিল সখীচরণকে কে বা কাহারা যেন এমন ভাবে প্রহার করে যে তাহার ফলেই সে মারা যায়। অতঃপর এই সম্পর্কে চন্দ্র সরকার ও [illegible] সরকারকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। নাটোরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই সম্পর্কীয় প্রাথমিক তদন্ত হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়কে সেসনে সোপর্দ করিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামীদিগের সহিত সখীচরণের স্বামীর কলহ ছিল। একদিন তাহারা যখন তাহার উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য যাইতেছিল সেই সময় সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, ইহাতে আসামীরা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহাকে এমন ভাবে প্রহার করে যে তাহার ফলেই সে মারা যায়।

রিভলভারের খাপ ও টোটা প্রাপ্তি

প্রকাশ, চিৎপুর পুলিস থানার অধীন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি পুষ্করিণীর মধ্যে রিভলভারের একটী খাপ ও প্রায় ৫টা রিভলভারের টোটা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ গত বুধবারে জনৈক কয়েকজন লোক উক্ত পুষ্করিণী পরিষ্কার করিবার সময় উক্ত খাপ ও টোটা দেখিতে পায়।

চিৎপুর থানার পুলিশ কর্ম্মচারীরা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত খাপ ও টোটা গ্রহণ করিয়াছে। পুলিসতদন্ত চলিতেছে।

নাগপুরে মোটর দুর্ঘটনা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ধমতরী রোড হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, ধমতারী ও [illegible] মধ্যে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, যাত্রী বোঝাই একটী টাক্সী খুব দ্রুত গতিতে গমন করিতেছিল। গমন করিবার সময়ে একটি বাঁক ফিরিবার সময়ে ট্যাক্সীখানি উল্টাইয়া যায়। এই ঘটনায় যাত্রীদিগের মধ্যে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যাত্রীগণ ট্যাক্সী হইতে বেগে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। ট্যাক্সীর চালকের মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। কিন্তু এক আশ্চর্য্য ভাবে সে পরিত্রাণ পাইয়াছে। ট্যাক্সীটি ভীষণ ভাবে জখম হইয়াছে। অপর একটী ট্যাক্সী ঐ রাস্তা দিয়া যাইবার সময়ে আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করে এবং তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে লইয়া যায়।

পুলিসের কবলে পলাতক

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, দাসপুর থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে জোড়া খুন সম্পর্কে পুলিস ৬ জনের খোঁজ করে।

ইহাদের একজনকে পুলিস দুই বৎসর পরে অবশেষে জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল।

বিবরণে প্রকাশ, পুলিস সন্ধান পাইয়া তাহার বাড়ীর উপর হঠাৎ আসিয়া পড়েন। সে অবস্থায় পুলিশ দলের সাব ইন্সপেক্টারকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িবার চেষ্টা করে। সাব ইন্সপেক্টার তৎক্ষণাৎ বন্দুক কাড়িয়া লন। উক্ত পলাতক পুনরায় আর একটী বন্দুক আনিতে যায়। কিন্তু পুলিশগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলে। পুলিস দুইটী বন্দুক ও ৬০টী কার্ত্তুজ পায়। পলাতককে আশ্রয় দানের অভিযোগে অপর ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রাতঃস্মরণীয় দলের হানা

গত মঙ্গলবার-রাত্রে একদল দস্যু ২৪ পরগণা জেলার অর্জ্জুনপুরের শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ীতে হানা দেয়। তাহাতে গ্রামবাসিগণের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষের ফলে চার পাঁচজন দস্যু আহত হয়। একজন দস্যুকে ঐ স্থানেই ধৃত করা হইয়াছে।

শিখ ও মুসলমানে সংঘর্ষ

রাওলপিণ্ডি হইতে শিখ ও মুসলমানে সংঘর্ষের এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যে সাম্প্রদায়িক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, কতিপয় দুই লোক কিছুদিন ধরিয়া গুরুদ্বারের সম্মুখে গরুর [illegible] ফেলিয়া যাইত। এক রাত্রিতে সর্দ্দার সুন্দর সিং সহ দুই ব্যক্তি এবং একজন মুসলমানকে হাতেনাতে ধরেন।

মুসলমানটী সাহায্যের জন্য চীৎকার করিলে আর ৬ জন লোক আসে ও সুন্দর সিংকে আক্রমণ করে। লোকগুলি নিকটেই কোথাও লুকাইয়াছিল।

এদিকে সুন্দর সিংএর লোকজনও আসিয়া পৌঁছে। ফলে উভয় পক্ষে মারামারি বাধিয়া যায়। ৯ জন লোক গুরুতর জখম হইয়াছে। সুন্দর সিংও আহত হইয়াছে, তাহার অবস্থা সাংঘাতিক। পুলিস এই সম্পর্কে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে; ২ জন পলাতক।

ঐ মধ্যে জগতে বাঙালী।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা চৈত্র মঙ্গলবার, ১৩৮১

[illegible] বর্ধমান [illegible] অধ্যাপককে [illegible] দিতে না [illegible] কারণে [illegible] ও [illegible] বার্তা [illegible] আবার ও [illegible] প্রকাশ [illegible] আযোগে আসিয়াছেন, আপনি [illegible] একাজন) এ সংবাদ কথা দৈনিক [illegible] পাইয়াছেন প্রবণপূর্বক আমি আনন্দিত হইয়াছি। [illegible] এপ্রকার ব্যাপার ঘটিবে, ইহা ধারণার অতীত। কারণ [illegible] আমাদিগের [illegible] [illegible] [illegible]। সুতরাং এই [illegible] সমস্ত লোকই যে এই চাকুরী [illegible] তীব্র প্রতিবাদ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] কোনও দিন এরূপ অনাচার ঘটে নাই। এখন দেখা যাইতেছে, যেসকল লোক বিপ্লবাত্মক কার্যে আর [illegible] করিতেছে, তাহারা যেকোনও কাজের সুযোগ গ্রহণ করে। তাহাতে এই প্রকার বিপ্লবাত্মক মনোভাব এখনও [illegible] আছে দেখিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত। আমি মনে করিয়াছিলাম, "অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে।" তবু তিনি যেন [illegible] [illegible] সাধারণ অধিবাসীগণ সকলেই ভাবিয়াছিলেন—চীন বিপ্লবাত্মক-কার্য ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ঐ ব্যাপারে [illegible] প্রকাশে [illegible] [illegible] নাই। সমাজ-দেহ হইতে এই কাপুরুষোচিত মনোবিকার ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত না হইলে দেশের বিশেষ ক্ষতি। সমস্ত [illegible] সকল সম্প্রদায়ই এই [illegible] তীব্র নিন্দা করিতেছেন, বিপ্লববাদীগণকে ধিক্কার দিতেছেন, যেহেতু এই সংবাদ বিপ্লববাদীগণের অগোচরীভূত নহে। তথাপি তাহারা এই প্রকার হীনকার্যে রত কেন বুঝা যায় না।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার শ্রীযুত [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] কমিটিতে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। [illegible] হাইকোর্টের এই [illegible] প্রধান কারণ এই যে, [illegible] হাইকোর্টে-[illegible] [illegible] [illegible] অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এই কথার অর্থ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কলিকাতা হাইকোর্টের দীর্ঘ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] হাইকোর্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] হাইকোর্টের [illegible] ও বিচার [illegible] রক্ষা করিতে পারেন নাই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, একথা স্বীকার্য।

ঢাকা বোর্ডে মোট ১৫টি হাইস্কুল আছে। ইহাদের মধ্যে [illegible] হাইস্কুল [illegible] আর সকলগুলিই ঢাকার সহরে অবস্থিত। এর মোট [illegible] জন [illegible] [illegible] দিয়াছিল। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১০১ জন, ২য় বিভাগে ২৮ জন এবং ৩য় বিভাগে ৫১জন মোট ১৯০ জন পাশ করিয়াছে, আর ১৫৮ জন ফেল হইয়াছে। এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬ জন মাত্র। অথচ উত্তীর্ণ ১ম ১০ জনের মধ্যে ৫ জন ছাত্রী স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঢাকা বোর্ডের [illegible] [illegible] পরীক্ষায় ১ম [illegible] জনের মধ্যে [illegible] ছাত্রী যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। সুতরাং মহিলাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা যে ঢাকাতে অতিসুন্দর হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতিভার বিকাশ লাভ করিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এই [illegible] [illegible] যদি [illegible] অনুকরণ না হইয়া [illegible] [illegible] হয়, তাহা হইলে গৃহে গৃহে [illegible] [illegible] হইতে পারে।

দিনাজপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, [illegible] [illegible] অন্তর্গত [illegible] বাবু ও তাহার [illegible] [illegible] গরু চরাইবার সময় এক ব্যাঘ্রের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার হয়। ব্যাঘ্রটি [illegible] আক্রমণ করে। [illegible] তাহার মৃত্যু হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোনরূপে ব্যাঘ্রটিকে প্রহার করিতে থাকে। কোনও প্রকার [illegible] করিতে না পারিয়া [illegible] অবশেষে [illegible] [illegible] পলাইতে বাধ্য হয়। তখন বাবু তাহার [illegible] বাড়ীতে লইয়া আসে [illegible]। তখনও [illegible] জীবিত ছিল। কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে আহত হইবার ফলে পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ডেপুটী কমিশনার সরকার পক্ষ হইতে বাবুকে [illegible] [illegible] পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য পুরস্কার [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই [illegible] নিকট হইতে কি প্রকারে [illegible] [illegible] ও [illegible] বিশেষ না হইয়া দৈবা ও সাহস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে তাহা শিক্ষা করিতে পারেন।

১৩২ ধারা প্রত্যাহার

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে যে ১৩২ ধারা জারি করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

নারীহত্যায় ফাঁসীর হুকুম

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, [illegible] নামী একটি স্ত্রীলোককে খুন করিবার অভিযোগে [illegible] [illegible] নামে একজন হিন্দু অভিযুক্ত হইয়াছিল। অমৃতসরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই খুনের মামলার বিচার শেষ করিয়া আসামী [illegible] প্রতি প্রাণদণ্ডের হুকুম প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] বর্ণিত ঘটনার কাহিনী এই যে, স্ত্রীলোকটি [illegible] হইতে অমৃতসরে আগমন করে। আসামীও স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিয়া [illegible] হইতে অমৃতসরে আসিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির গায়ে কতকগুলি অলঙ্কার ছিল। তাহারা উভয়েই [illegible] অবস্থান করে। তথায় আসামী স্ত্রীলোকটিকে [illegible] [illegible] মারে। তারপর আসামী স্ত্রীলোকটির শরীর হইতে কতকগুলি অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া মৃতদেহ একটা [illegible] ভিতরে আবদ্ধ করে। তথা হইতে আসামী [illegible] সঙ্গে লইয়া [illegible] গমন করে এবং একটা হোটেলে একখানি ঘর ভাড়া করে। তৎপর আসামী সেই ঘরের ভিতরে [illegible] রাখিয়া যথারীতি তালাবন্ধ করিয়া বাহির হইয়া যায়। সে ঐদিন হইতে আর তথায় প্রত্যাবর্তন করে নাই। ইহাতে হোটেলের পার্শ্ববর্তী কতকগুলি লোক ম্যানেজারকে জানায় যে, এই কক্ষ হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। ম্যানেজার তখন পুলিশে খবর দেন। পুলিশ তথায় আসিয়া মৃতদেহ বাহির করে। আসামী ঐ ঘরে কতকগুলি কাগজপত্র ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ঐ কাগজপত্র হইতে পুলিশ আসামীর সন্ধান পায় এবং অবশেষে তাহাকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়।

কলিকাতায় বহু খানাতল্লাস

গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের বিশেষ কর্মচারীরা গত বুধবার অপরাহ্নে ও [illegible] রাত্রে কলিকাতার [illegible] [illegible] অঞ্চলে কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। ঐ সকল স্থানে [illegible] খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ একজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত যুবক পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী। কোনও কোনও বাড়ীতে কয়েকখানি আপত্তিকর পুস্তক ও কাগজপত্র দৃষ্ট করিয়াছে।

প্রকাশ, বিপ্লবাত্মক কার্য সম্পর্কে ঐ সকল স্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে।

আরও বহুস্থানে খানাতল্লাস

কলিকাতার [illegible] ব্রাঞ্চের পুলিশ পাঁচ স্থানে খানাতল্লাস করে। [illegible] লেনের একটি বাড়ী হইতে কতকগুলি কাগজপত্র দৃষ্ট করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] রোডের দুই স্থানে [illegible] [illegible] [illegible] একস্থানে এবং [illegible] [illegible] একস্থানে খানাতল্লাস হয়।

৪ জন যুবককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য [illegible] রোডে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রকাশ, বিপ্লবাত্মক কার্য সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে।

সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধে [illegible] [illegible] কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে বর্তমান সংশোধিত ফৌজদারী আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এখনও তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible] উক্ত আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মুক্তির পর পুনরায় গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] [illegible] [illegible] গ্রেপ্তার হন। তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হয়। কিন্তু বর্তমান সংশোধিত ফৌজদারী আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে খানাতল্লাস

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়া [illegible] [illegible] [illegible] গৃহে খানাতল্লাস করে এবং তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণের নিকটে মাটির নীচে আপত্তিকর পুস্তিকার একটি পুঁটলী আবিষ্কার করে। এই খানাতল্লাসের ফলে [illegible] [illegible] বাবুর একখানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুই [illegible] ও একজন [illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] বাবুর গৃহের [illegible] করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ম্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৫ই মে ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ৬৪শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিঙে

বিগত ১১ই এপ্রিল তারিখে দার্জ্জিলিং শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে পাঠপ্রসঙ্গে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর ও সমাধানকল্পে বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করেন। আমরা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত লীলাভিনয়কারী মহাবদান্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদনুগগণের বিচারপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কাহারও কৃপাভিক্ষু-প্রায়াবলম্বী কল্পনার সুর ধরিতে বহুমানন করিতে পারি না এবং সংসারে আমাদের জিজ্ঞাসার জীবের কোন প্রকারের মঙ্গল ভগবান্ এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ আচার্য্যবৃন্দের মত বা উপদেশ ব্যতীত জ্ঞান কথার কথা কোন শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় না; সুতরাং উহার অভাবই দেখা যায়।

বর্ত্তমানযুগে তথাকথিত জড়-কর্ম্ম-বীরগণের ভেক-কোলাহল-মুখরিত এবং সর্ব্বত্র কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের প্রবেশ-মুখে সমাজজালকার তাৎকালিক দৈহিক বা মানসিক অশান্তি ও দুঃখসহ বহুধা অপসারণ করাই যদি মনুষ্যজাতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালেও যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প, অভাব, অসুবিধা ও অস্বাস্থ্যাদি ছিল না তাহাই বা কে বলিবে? তৎকালে যে ভারতবর্ষ পরাধীনতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল না তাহাও বলা যায় না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাৎকালিক আচার ও প্রচারের বিষয় কি ছিল, তাহা কি আমাদের চিন্তার বিষয় হইবে না? বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অভাব ও অসুবিধা প্রভৃতি হইতেই জড়কর্ম্মিগণ তত্তদ্দেশাদির সাময়িক অপসারণ করিবার চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু এই সকল দৈব-দুর্বিপাক ও অপর তাপত্রয়কে চিরতরে আত্যন্তিক ভাবে নির্ব্বাসন-দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারেন কি? অথবা উক্ত অবস্থাবিপাক-যন্ত্রণার নিদান বা মূল কারণ আবিষ্কার করতঃ তাহার প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন কি?

দেবহূতিনন্দন ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের শ্রীমুখবাণীতে উপলব্ধি করা যায়—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥
(ভাঃ ৩।৩১।৩২)

জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি যাহারা কেবল উদর ও উপস্থের সুখ-সুবিধার জন্য যত্নশীল, সেই সকল অসাধু ব্যক্তির সঙ্গ করে এবং উহাদের অনিষ্টিত পথে বিচরণ করে তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

জগতের যাবতীয় মঙ্গলে যাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যুগধর্ম্ম-সংস্থাপনমুখে আনুষঙ্গে প্রচার করিয়াছেন—

"কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম্ম"

যেহেতু কোটী কোটী সহস্রও কর্ম্মবীরগণের কর্ম্মকাণ্ডের বিপুল ঘটা ও বন্যা-দুর্ভিক্ষাদি নিবারণ করিবার চেষ্টা অপেক্ষা বিশুদ্ধ শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের আচার ও প্রচার জীবের পক্ষে আত্যন্তিক মঙ্গলপ্রদায়ক। কারণ, ঐ শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে যে ভগবদ্-উন্মুখতা আছে এবং সংসার বিনাশের হেতু নিহিত আছে, কর্ম্মীর কোটী কর্ম্মের মধ্যেও সে ভগবদ্-উন্মুখতার লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।

একজন শ্রীভগবানের দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন আর একজন ভগবানের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে সহস্র যোজন দূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। একজন প্রত্যক্-পথে আর একজন পরাক্-পথে ধাবিত হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আবহমান আন্দোলনের সহস্রমুখী প্রয়াস—কীর্ত্তন-মহোৎসব অঙ্গীকৃত করিয়া জীবসেবা (?) বা দেশসেবা প্রভৃতি সাময়িক উত্তেজনা দ্বারা প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত নহে; অধিকন্তু জগতের যাবতীয় হরিবিমুখিনী চেষ্টার মূলোৎপাটন পূর্ব্বক প্রত্যেক জীবকে অনুক্ষণ শ্রীহরিকীর্ত্তন-সেবা দ্বারা আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনের চরম উপায় প্রদর্শন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে শ্রীগৌড়

বলেন, জগতের কোন ব্যক্তির এক কপর্দ্দকও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য যোগাইবার সমষ্টিরূপে ব্যয়িত হওয়া কখনও উচিত নহে। তবে যাঁহারা সত্য সত্যই হরিভজন করিতে একান্ত পিপাসু তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া প্রতিকূল উৎপাতের কবল হইতে মুক্ত করেন—ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মূলমন্ত্র; নতুবা দুর্ভিক্ষ-বন্যাদি দ্বারা কালসর্প-পোষণের পন্থা-আবিষ্কারের বহুচেষ্টা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়।

চাকদহে

গত ৭ই বৈশাখ শুদ্ধভক্তিপ্রচারক গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুরাজ ও শ্রীগৌরশরণ ব্রহ্মচারীসহ বাবু গোপালের অনুগত শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহে শুভবিজয় করেন। প্রথম দিবস শ্রীল ভারতী মহারাজ ধর্ম্মপ্রাণ ও শ্রদ্ধাবান্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ কর্ম্মকার মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, দ্বিতীয় দিবস শ্রীমঠে ছায়াচিত্রে বক্তৃতামুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শন, তৃতীয় দিবস সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত কেদারমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং চতুর্থ দিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমঠে গৌরলীলা-প্রদর্শনমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন।

গত ১১ই বৈশাখ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীমঠে ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা ব্যাখ্যা, ১২ই তারিখ নিকটস্থ কাঁচড়াপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর বাড়ীতে ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে রজনী যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামস্থ সজ্জন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ মহাশয়ের বাড়ীতে এবং মঠের নিকটবর্ত্তী গোড়াডাঙ্গা গ্রামে হরিকথা-পিপাসু শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিশ্বাসের বাটীতেও স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন।

চাকদহে প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন। অনন্তর তিনি হরিকথা প্রচারার্থ অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮

ভ্রম নিরসন

শ্রীগুরুতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমরা কখনও গুরুদেবকে বৈষ্ণব, কখনও মহাপুরুষ, কখনও লমবশতঃ মুক্ত জীব বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক কথা মনোধর্ম্মবশে আরোপ করিয়া থাকি। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়াও যে তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ—এ সব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমরা কখনও তাঁহাকে তটস্থ-শক্তিপরিণত মুক্তজীববিশেষ মনে করিয়া, আবার কখনও বা তাঁহাকে গোঁড়া কৃষ্ণ মনে করিয়া অপরাধের আবাহন করি। বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে আমরা বদ্ধ ও মুক্ত জীবে, গুরু ও বৈষ্ণবে, সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুকে এবং বিষয়-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে একাকার করিয়া অসুবিধায় পতিত হই। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভাব ও বস্তুতার অপব্যবহারই এতাদৃশ অমঙ্গলজনক মনোধর্ম্মের বাহক।

পাপমলিনচিত্ত ব্যক্তিগণ এই অধোক্ষজ বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ
সদ্গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥
(বৈবর্ত্তপুরাণ)

যেকাল পর্য্যন্ত হৃদয় ভোগবাসনারূপ পাপরাশিতে মলিন থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস সম্যগ্‌রূপে উদিত হয় না, অনেক জন্মজন্মের সাধুগুরু-বৈষ্ণবসেবারূপ সুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং সাধুমুখে ভাগবতী কথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রেম লাভ হয়।

আমরা শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাই—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণব—ইঁহারা মায়াতীত অপ্রাকৃত বস্তু। এই নিত্য সেব্য বস্তুতে বিশ্বাস স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপিগণের হয় না। এই অপ্রাকৃত বস্তুসমূহে বিশ্বাসস্থাপন জড়ানুগামী ব্যক্তিগণের।

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়তত্ত্ব সকলেরই আশ্রয়-স্থল বলিয়া 'প্রভুপাদ' আখ্যায় আখ্যাত। 'প্রভুপাদ'-শব্দটী কৃষ্ণলীলায় একমাত্র সহায় ও শ্রেষ্ঠোপকরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মেই প্রযোজ্য। প্রেমের কদর্থ করিয়া—কামকে প্রেম মনে করিয়া শব্দার্থবিকৃত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কবির প্রভুপাদ-শব্দ প্রয়োগের ন্যায় যদি আমরা Divine Being (নরব্রহ্ম)কে প্রভুপাদ না বলিয়া মায়াগুণাবর্ত্তিত কোনও Human being (বদ্ধজীব)কে প্রভুপাদ বলি তাহা হইলে অপরাধ-পঙ্কে পতিত হইয়া নরকগামী হইব। কোনও মনুষ্যকে নরব্রহ্ম বা গুরু বলা অথবা নরব্রহ্মকে নর বলা উভয়ই বিপজ্জনক, অকল্যাণকর ও নরকপ্রাপক। শ্রীগুরুদেব শোক-মোহ-ভয়াপহ আর জগবাসী শোক-মোহ-ভয়াবহ।

কৃষ্ণপাদপদ্মই জীবের আশ্রয় এবং উহা অখণ্ড, পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দময়। জীবের আশ্রয়স্থল এই কৃষ্ণপাদপদ্মই গুরুরূপ ধারণ করিয়া জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া জগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকট। এইজন্যই শাস্ত্রে আদৌ গুরুপূজা বা গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের কথা বর্ণিত আছে। পদবিহীন হইলে চলচ্ছক্তিরহিত হয়। পদ ক্রিয়ার সহায়ক। কৃষ্ণপাদপদ্মরূপী কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তি যোগমায়াদ্বারাই কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা। যোগমায়াশ্রয়েই অর্থাৎ গুরুদ্বারেই কৃষ্ণের জীবোদ্ধার-লীলা অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল হওয়ায় তিনিই প্রভুপাদ। সেইজন্যই কোনও মহাজন গাহিয়াছেন,—

"যাহা (গুরু)-ভজনে যদি রতি নাহি ভেল।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেল॥"

—এই মহাজনবাণীই গুরুসেবার—প্রভুপাদ-সেবার চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবই যে জীবের আশ্রয়স্থল কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্বরূপ প্রভুপাদ তাহা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জানাইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব জগৎপিতা, জগদ্বন্ধু, জগদাশ্রয় ও কৃষ্ণকাষ্ঠা। তাঁহার ধন একমাত্র কৃষ্ণ, তাঁহার প্রাণ একমাত্র কৃষ্ণ। তাই বলি, কৃষ্ণই যাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, যাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনই কৃষ্ণের নিত্য রাসমণ্ডল, যাঁহাকে ত্যাগ ক'রে একমুহূর্ত্ত থাকা কৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব, কৃষ্ণ যাঁহার গৃহের মালিক, যিনি কৃষ্ণ দিবার একমাত্র মালিক অর্থাৎ হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা, কৃষ্ণরূপ নিত্যধনের যিনি একমাত্র উত্তরাধিকারী, "আমার কৃষ্ণ" বলিবার যোগ্যতা যাঁহার একচেটিয়া সম্পত্তি, যাঁহার পাদপদ্ম ভক্তির আধার অর্থাৎ যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণবতা লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই, যাঁহার আনুগত্য বা পাদপদ্ম আশ্রয় না করার জন্য জগৎ আজ কৃষ্ণলাভে বঞ্চিত, ভোগদুঃখে জর্জ্জরিত ও আনন্দের কাঙ্গাল, বাৎসল্যরসে কৃষ্ণ যাঁহার আশ্রিত, লাল্য ও পাল্য, যাঁহার জন্য কৃষ্ণ সমস্ত ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প, যাঁহার মনোবাঞ্ছা-পূরণে কৃষ্ণের অখিল-চেষ্টা এবং যিনি গৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচারে অদ্বিতীয় দিক্‌পাল ও কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, যাঁহাকে নিয়েই কৃষ্ণের যত কিছু, যাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে কৃষ্ণের মন উঠে না, কৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র সহায় এবং কৃষ্ণেরও একমাত্র সহায় যিনি, সেই গুরু-বস্তুটী—সেই ভুবন-মঙ্গল প্রভুপাদ যে কি বস্তু তাহার কোটাংশের এক অংশও বর্ণন করা আমার ন্যায় সেবা-বিমুখ জীবের পক্ষে কিরূপ দুষ্কর তাহা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। গুরুকৃপা ব্যতীত গুরুস্বরূপ বর্ণন করিতে যাওয়া বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র জানিয়াও "নিজ্বাহ বলিয়া চিত্তে না কর অলস," এই গুরুগৌরবাণী-পালনরূপ সেবাকাঙ্ক্ষায় আমি আজ গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গুরুমুখ-শ্রুত বাণীর দুই একটী কথা অনুকীর্ত্তন করিব মাত্র।

শ্রীগুরুদেব বস্তুটী কি, এতদালোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণেরই দ্বিতীয় দেহ - পরা শক্তি যোগমায়া, যাঁহার আশ্রয়েই বা কৃপায়ই জীবের মায়া-বন্ধন-মোচন ও কৃষ্ণসেবা-রসে প্রবেশাধিকার এবং যাঁহার আনুগত্যে মুক্তজীব বৈষ্ণবগণেরও কৃষ্ণসেবা-বিলাস। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অতি সহজ ও সরল ভাষায় জানাইয়াছেন—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস' ইত্যাদি পদে এই বুঝায় যে, যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমার গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ চিন্ময়প্রধান বলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ কিন্তু তাই বলিয়া গৌণশক্তি গুরুদেবকে যেন আমরা রাসবিলাসী শক্তিমৎ-তত্ত্ব বলদেব বা নিত্যানন্দ মনে না করি; সুতরাং শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের লীলাগত বিচিত্রতা থাকিলেও তিনি শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ মদীয় প্রভুপাদই শ্রীগুরুদেব।

সর্ব্ববেদান্তসার-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুরূপে তাঁহার আশ্রিত জনগণকে কৃপা করিয়া থাকেন যথা,—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥
(ভাঃ ১১।২৯।৬)

উদ্ধব বলিতেছেন—"হে ঈশ, ব্রহ্মা সদৃশ আয়ুষ্ক কবিসকলও তোমার কৃতি জনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না, যেহেতু তুমি অপার-কৃপা বশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি অর্থাৎ পার্ষদ প্রাপ্তিলক্ষণাগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে—গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থিত আছ।

শ্রীউদ্ধব-গীতাতে শ্রীভগবান্ স্বয় উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ বা মদীয় শ্রেষ্ঠ জানিবে তাঁহাকে কখনও জন্মমরণশীল মনুষ্য জ্ঞানে অবমাননা বা হিংসা করিবে না যেহেতু শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদেবময় অর্থাৎ ঈশ্বর।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ জানিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্য সেবা করেন। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাশ্রয় সেবকবিগ্রহরূপে জীবে দয়া করিবার জন্য অবতীর্ণ। যাঁহাদের অধস্তানের অভাব তাঁহারা শ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-বশতঃ নারকী, শ্রীগুরুদেবে পরা ভক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধি যাঁহাদের নাই তাঁহারা শিষ্য নামের অযোগ্য এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাসাভাবই শিষ্যহানির জনক বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট।

বিষয় ও আশ্রয়কে অভিন্ন বলে। শ্রীকৃষ্ণ - বিষয়-জাতীয় ভগবান্ এবং শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। এই বিষয়-আশ্রয়-সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে শ্রীগুরুতত্ত্ব ভোগী ও ত্যাগীর বোধগম্য নহে। তাই বলিতেছিলাম, সূর্য্যালোকে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় গুরুকৃপালোকেই স্বতঃপ্রকাশ-বস্তু শ্রীগুরুদেবের স্বরূপজ্ঞান-লাভ অনন্যভাবে গুরুসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবের পক্ষেই সম্ভব।

গুরুসেবা-স্বীকার করা সত্ত্বেও—হরি-ভক্তিলাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম

যদি আচলা ভক্তি না হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ভক্তাভাস্য অন্তরে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন বস্তুরূপে জ্ঞান করার দোষ আসিয়া দেহ ও মনকে গ্রাস করিয়াছে। অতএব সম্বন্ধের অভাবহেতু প্রাকৃত-ভোগময় রাজ্যে ভোক্তৃভোগ্যভাবে জড়িত হইয়া স্থূল শরীর ও মনের সাহায্যে নবধা সাধনরূপা ভক্তিকে (?) আশ্রয় করার জন্য—গুরুসেবা বা হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনকে উপায় ও উপেয় জ্ঞান না করার জন্য দেহ-মনেরই পরিশ্রম করা হইল, হরিসাধিকা-লাভ হইল না—তৎপাদপদ্মে প্রীতি জন্মিল না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং
বাসুদেব-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥"

"যত্র যেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥"

নবীন জীবন

(শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ)

চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন এই জড় জগতে মায়িক বৈচিত্র্যের মধ্যে নব ও পুরাতন এই দুইটী বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করিতে পাই। 'নব' এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয় এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ে যেন কিপ্রকার একটী কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। নব বস্তুর সহিত পরিচিত হইতে মন প্রথমে বড়ই উৎসাহান্বিত হয়। নূতনত্বের আকর্ষণ দুনিয়ার বাজারে এত বেশী যে যেখানেই নূতনত্ব সেইখানেই লোকগণ পতঙ্গলিকা-প্রবাহে ছুটিতে থাকে।

ভোগ্যবস্তু-মাত্রই পুরাতন হইলে আর ভোক্তার মনোরঞ্জন করিতে পারে না। কালে যাহা পূর্ব্বে বহু আদরের ছিল তাহাও ভোক্তার নিকট অনাদর লাভ করে। জীব বস্তুতঃ ভোক্তা নয়, ভোগ্য। সুতরাং যখনই জীব ভোক্তাভিমানে ভোগে প্রবৃত্ত হয় তখনই অশান্তি ও নিরানন্দ—এই দুইটী জিনিষ তাহাকে গ্রাস করে। যদি সে বাস্তবিকই ভোক্তা হইত তাহা হইলে ভোগ্য বস্তুগুলি তাহাকে ছাড়িত না বা সে তাহাদিগের নিকট হইতে বঞ্চিত হইত না।

আমাদের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদাই নূতনত্বের আস্বাদের জন্য ব্যস্ত। নব শস্যক্ষেত্র, নব পল্লব, নব গন্ধ, নব বেশ, নব ঋতু, নব সঙ্গীত, নব বসন, নব যৌবন ইত্যাদি অনন্ত নব বস্তু আমাদের বহির্মুখ হৃদয়ে ভোগানল বৃদ্ধি করে। ইহারা প্রত্যেকে প্রথমে ক্ষণিক সুখের কারণ হইলেও শেষে ইহারাই আবার মনস্তাপের কারণ হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় অবশেষে জড়ভোগে অপারগ হয়, অথবা জড়ভোগ্যবস্তু তাহার ব্যক্তিস্বরূপে অক্ষম হয়।

জগতে নব জীবন, নব বল ইত্যাদি যেন আমাদের ভোগের জন্য নির্দ্ধারিত, ইহাই আমরা নিশ্চিত করিয়াছি। কিন্তু "নব-জীবন" যে কি, তাহার সন্ধান করি না, এই জগতে যাহাকে আমরা জীবন বলি তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ মৃত্যুর বিজ্ঞাপন বলেন।

'জীবন' শব্দে প্রাণ অথবা জীবিত-কাল যাহাই নির্দ্ধারিত করি না কেন, কিন্তু জীবনের জন্য জীবনধারণ করি কি? জড়বাদীরা বলেন—"জীবন ত' জড় বস্তুসমষ্টির ক্রিয়ামাত্র। জড় পঞ্চভূত যখন পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে তখনই জীবন চলিয়া যাইবে। তাহাদের মতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের নাশ হইল। প্রত্যক্ষবাদী এবং অদূরদর্শী ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। জড়দর্শন সুদর্শনের দিব্য দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না।

চেতনতাই জীবনের লক্ষণ, যাহার অবস্থানে দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে। যাহাতে ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান তাহাই জীবন। যদি জীবন জড় বস্তুর সমষ্টি হইত তাহা হইলে তাহাতে বিচিত্রতা ও ইচ্ছাশক্তি থাকিত না। জড় বস্তু চেতনকর্তৃক চালিত হইয়া চেতনের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে বলিয়া জড়কে চেতন মনে করা নির্ব্বুদ্ধিতা। অগ্নি-দগ্ধ লৌহ অন্য বস্তু দগ্ধ করিতে পারিলেও তাহাতে দাহিকা-শক্তি নাই।

জীবন অনিত্য বলিলে তাহাকে জড় বুঝিতে হইবে না। জড় দেশ, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় জীবনকে অনিত্য বলা যাইতে পারে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—"জীবন অনিত্য জানহ সার। তাহে নানাবিধ বিপদ ভার॥" দেহের স্থিতিকাল অনিত্য কিন্তু দেহী অনিত্য নয়। যে জীবনে আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা লাভ করিয়াছি তাহা অনিত্য কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখের জীবন নিত্য।

'জীবন' অর্থে যদি জড়দেহের ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা যায় তবে তাহার প্রাপ্তি ও নাশ আছে। জীবনের জীবন যে আত্মা তাহার জন্ম ও বিনাশ নাই। তাহা সতত কর্ম্ম-বিপাকে দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করে মাত্র। যথা গীতাশাস্ত্রে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

বদ্ধাবস্থায় আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ইন্দ্রিয়জ-হেতু ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ে আমরা ধারণা করিতে পারি না। কাল-বৈশাখীর প্রবল ঝড়ে বহু জীর্ণ গৃহ ভূলুণ্ঠিত হয়। তজ্জন্য যদি মনে করি গৃহস্থিত মানুষগুলিও সঙ্গে সঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সে প্রকার যেরূপ গৃহ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি মনে করি দেহীরূপ গৃহস্থও নষ্ট হইয়াছে তাহা হইলে ইহার মত নির্ব্বুদ্ধিতা ও অদূর-দর্শিতা আর কিছুই হইতে পারে না। জড়ের সহিত আমরা এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে চেতনকে জড়ে রূপান্তরিত করিতে প্রবল ইচ্ছা করিতেছি অথবা চেতনের সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন দেহ নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কেন জীবন বা আত্মা চলিয়া যায়? যদি আত্মার শক্তি থাকে তবে সে দেহ ব্যতীত অবস্থান করুক দেখি! এই সকল ব্যক্তিগণের মতে আত্মাও যেন জড়বস্তুর ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়াধীন, যেন জড়বস্তুর ন্যায় তাহাকে কেন না আমরা ধরিতে, ছুঁইতে পারি? আত্মাই যে আত্মাকে জানিতে পারে, চেতনই যে চেতনকে দর্শন করিতে পারে, ইহা ভুলিয়া জড়চক্ষুর দ্বারা চেতনকে দেখিবার প্রয়াস করিতেছি; আবার জড়চক্ষু, ভোগময় অপটু ইন্দ্রিয়দ্বারে সাধুসঙ্গ এবং শ্রীবিগ্রহদর্শন ও তাঁহাদের বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে প্রধাবিত হইতেছি।

আত্মার চিদিন্দ্রিয় দ্বারাই আত্মাকে দর্শন করা যায়। যদিও আত্মা আমাদের দেহে বিরাজমান তথাপি তাহার অনুভূতি আমাদের হইতেছে না। আমি যে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যময় বস্তু। আমার—আত্মার ত' অনিত্য সুখ-দুঃখ নাই, প্রবলবাত্যার শত শত গৃহ ভূমিসাৎ হইলেও আমার তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখ হয় না কিন্তু যেই গৃহখানাকে আমার নিজের বলিয়া বদ্ধমূল ধারণা হইয়া মমতা জন্মিয়াছে তখন তাহা ছাড়িতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। আসক্তি জীবের একটী স্বভাব বলিয়া, জীব আসক্তিকে কিছুতেই ছাড়িতে চায়, তৎপাদপদ্মে শরণাগতি বা আর্ত্তির অভাবে কিছুতেই সে আসক্তি ছাড়িতে পারে না; ইহা জীবের দুর্ব্বলতা বা তৎপাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আসক্তিই আত্মার স্বভাব, আর জড়াসক্তি আত্মার বিকৃত স্বভাব বা নিসর্গ। ইহজগতে আসক্তির বস্তু অনিত্য বলিয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্লেশভোগী হইতে হয় মাত্র।

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥
(ভাঃ ৩।২৫।২০)

জড়বিষয়ে আসক্তি আত্মার অজর পাশ, এই আসক্তিবশেই আত্মা অধোগামী হয় এবং বহির্ম্মুখতা লাভ করে। অসতে আসক্তি যে প্রকার ভগবদ্বিস্মৃতিবর্দ্ধক, সাধুসঙ্গে আসক্তি সে প্রকার মুক্তির দ্বার-স্বরূপ।

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—'হায়, তায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব, জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব?' জগৎ অনিত্য, মায়িক বস্তুমাত্রই নশ্বর। ইহজগতে ধন, জন সুখ ও দুঃখ—সকলই অনিত্য। জীব 'আমি ও আমার' এই ভ্রমে যে সকল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে তাহা দেহের বিনাশের পরে পড়িয়া থাকিবে। মহাধনীও এক কপর্দ্দক সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না। জীবনব্যাপী ব্যাকুলতায় যাহাদিগকে পোষণ করিয়াছে, চক্ষুস্থির হইয়া গেলে আর একবারের জন্যও তাহাদের প্রতি চাহিতে পারিবে না। হায় রে, নিঠুর কাল জীবকে ইহজগতে পরিচিত আত্মীয়গণের নিকট হইতে কাড়িয়া কোন্ অজ্ঞাত ও অনভীপ্সিত দেশে লইয়া যায়। 'জীবন বিগতে' অর্থে এই বুঝিতে হইবে না যে দেহ নষ্ট হইলে আত্মা আর থাকিবেন কোথা?—দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মারও বিনাশ সাধিত হইল।

গৃহখানা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে সেজন্য যে গৃহস্থের মৃত্যু হইল—ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? জীবন গত হইলে—প্রাণ চলিয়া গেলে, আত্মা অনাত্মবস্তুকে ত্যাগ করিলে অর্থাৎ দেহী দেহকে ত্যাগ করিলে কি জীবনের নাশ হইল? যদি কেহ বলেন, দেহ কি আত্মা ছাড়া? আত্মা কি দেহ ছাড়া? যদি বল দেহ হইতেই প্রাণের সৃষ্টি, তাহা হইলে যে দেহের কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে উহাকে বা কেন তাহার সুখের জিনিষ ছাড়িয়া যায়? দেহ অন্য বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে না কারণ, উহা নিজেই আত্মা কর্ত্তৃক ত্যক্ত। জড়বস্তু জড়বস্তুর সহিত মিলিত হয় কাজেই চৈতন্য চলিয়া গেলে জড়ের আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আমাদের বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, সংস্ক ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ৬৷৵০
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৮ম সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয় সাহিত্য ৷৵০
৭। তত্ত্বরত্ন ১০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-অন্বয় ৷০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সারার্থ (বাংলা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন (গোবিন্দভাষ্য সারার্থ) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নিবর্তন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। বৃহৎ নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্চনকণ ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। ভজনকণা ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সারার্থ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও রাধারমণ টীকা এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীপদ্যাবলী ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৫২। নামাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিলাসঃ ৷০
৫৪। সটীক-নিক্ষেপাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৫৬। সারস্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পঞ্চকম্ ৵০
৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন
৬১। বিদেশে গৌড়ীয় প্রচার ৷৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৸০
৬৩। বৈষ্ণবধর্ম ৷০
৬৪। গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ৵০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইংরেজি প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড রিলিজিয়ন ৷০
৬৭। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধনপথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর। নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ভক্তিবিনোদ সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীগদাধর আসন রুকনপুর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। বাসুদেব গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমাধবেন্দ্র মঠ সাতকুলিয়া, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ পানাগড় বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মক্ষু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ,
২০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর ঢাকা।
১৭। শ্রীমদন-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীবাসুদেবকমলাকর মঠ চিরাকাদী,
পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ জয়দেবপুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা,
পোঃ চিত্রকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং ফরিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
লক্ষ্মণ ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠ—কৃষ্ণদ্বার, গয়া
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। ঢাকা গৌড়ীয়মঠ—মোহনপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিবুধানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

ইহার মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ ভক্তাচার্য্যগণের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট ফর্ম্মা ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৫৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৩	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৫১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশফুলী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
২নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এনথার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বর্দ্ধিত)	২২৯৪৷০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৭৲
আকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১০৫৲
বরানগর	১৫৭৲
কোরম	৩৭০৲
ভারত	২৪৫৲
ক্লাইভ	৯১৷০
ডালহাউসী	৩০৮৷০
হেষ্টিং	৪০৫৲

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ আশ্রমাবাসের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে ও পাঠাগারে আসিয়া যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুবর্ণ-পদকপ্রাপ্ত প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ বহুচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রধান দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ওঁবা ও বিদুষায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

১। এসিস্টান্ট সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুত মোহন ঘোষ বলেন গত ছয়বৎসর হইতে আমি এই বিশেষ ফল পাইতেছি আমার প্লীহা ও লিভারগ্রস্ত নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইতেছি। ইহা কেবল দেশী গাছগাছড়া দ্বারা প্রস্তুত বটিকা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১নং ২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1514

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নবম বর্ষারম্ভ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৮১, ১৫ই মে ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::০::—

সিঁধচোরের সাজা

গত ১৬ই মার্চ রাত্রিতে চুরি করার উদ্দেশ্যে মালেক্ষনাথ স্ট্রীটের এক বাড়ীতে প্রবেশের অভিযোগে ভজনলাল কালীচরণ নামে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ১৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে এবং কারামুক্তির পর তিন বৎসর তাহাকে পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে বলিয়াও আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে দণ্ড

রাধিকানাথ সেন রোডের জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ীর কর্মচারীরূপে মালিকের ৫৭১ টাকার মাল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্মসাৎ করার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ১ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

দিনাজপুরে কয়েকটি দুর্ঘটনা

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, গেল বাস্য নিবাসের ভাণ্ডারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক্তার দিন এ বেলার যে উঠে করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইতেছিলেন। এমন সময় মোটর দুর্ঘটনা হয়। তাহাতে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন, আহত হইবার ১৫ মিনিট বাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। পুলিশ দিন এ বেলায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ক ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে।

কুমারী ও কেলাইয়ের নিকটে একটি রেলগুমে দুর্ঘটনা হয়। একটি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান আহত হয়। রেলপুলে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নাগপুর হাওড়া যাত্রী গাড়ীর সহিত একটি গরুর গাড়ীর ধাক্কা লাগে। ফলে একটি ২০ বৎসর বয়স্ক বালক সাংঘাতিক আহত হয়। আর একটি স্ত্রীলোক সামান্য আহত হয়। গরুর গাড়ীটি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বালকটির হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে।

———

কুমারিয়ায় ভস্মীভূত সহর

বুখারেষ্ট হইতে প্রকাশ; কনস্তান্‌জা কুমারিয়ার বিখ্যাত সহর। যেমন সুন্দর তেমনি মনোরম। এই টি এবার আগুনে পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে, আগুন লাগিয়া তিন হাসপাতালে। শত শত ঘর বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। অনেক লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে।

আর একটি গ্রামে তক্তার কাট মালদেরে গ্রামের আগুন লাগিয়াছিল। অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়ায় গ্রামটি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাই অগ্নি বিস্তীর্ণ হইবার অবসর পাইয়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফলে অনেকের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

———

ভগীতে দারোগা খুন

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, আবদুল্লা খান কোটের পুলিশ দারোগা ছিল। একজন যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায়। এই যুবককে ইতঃপূর্বেই একজন অপরাধী বলিয়া সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল। গুলীতে বিদ্ধ হওয়ার পর দারোগা আবদুল্লা খানকে চিকিৎসার জন্য সিভিল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

শিবরাম প্রকাশ যে, নিহত দারোগা পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যখন সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, সেই সময় যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করে। ঐ যুবক সেই সময় সিভিল হাসপাতালের নিকটে একটা গাছ তলে আত্মগোপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গুলীতে দারোগা সাহেব ঠিক বক্ষে জখম হয়। আহত হইবার পর দারোগা ও তাহার দিলদার বাহির করিয়া আততায়ীকে গুলী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। আহত দারোগাকে চিকিৎসার জন্য সিভিল হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছিল; কিন্তু তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

গুরুবার প্রাতে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী উক্ত কলিকাতায় কয়েকটি স্থলে খানাতল্লাস করে। বিডন স্ট্রীট বাদুড় বাগান ও মসজিদবাড়ী স্ট্রীটে খানাতল্লাস করে। কিছুক্ষণ ধরিয়া খানাতল্লাস চলে। প্রকাশ, কয়েকটী আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। বিডন স্ট্রীটে খানাতল্লাসের পর পুলিশ একজন পূর্ববঙ্গীয় যুবককে গ্রেপ্তার করে তাহাকে ইলিসিয়াম রোডে লইয়া যাওয়া হয়। প্রকাশ, বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে এই খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার হইয়াছে। আজ কলিকাতা পুলিশ সহরের ছয় স্থানে খানা তল্লাস করে এবং দুইজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। উহার মধ্যে মিণ্টো স্ট্রীটে একটি বাড়ীতে বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার হয়। অপর স্থানে ঐ ফিরিঙ্গি দুর্ঘটনা সম্পর্কে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার হয়।

শিবপুরে বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে প্রকাশ, হাওড়া শিবপুর খ বার বোমা নিক্ষেপ সম্বন্ধে পুলিশ আরও কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। খানাতল্লাসের সম্বন্ধে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত তিনজনের মধ্যে দুজন শিখ ও একজন বাঙ্গালী আছে। এই সম্পর্কে এ যাবৎ মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শিবপুর বোমা সম্পর্কে ধৃত আসামী গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও মোহনলাল নামক দুইজনকে হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি, সি, সেনের সমক্ষে হাজির করা হয়।

প্রকাশ যে, উক্ত আসামীদ্বয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জামিনের দরখাস্ত প্রদান করিয়াছে। উক্ত আসামীদ্বয়কে পুলিশের হেফাজতে রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

আগুনে শতাধিক দোকান ধ্বংস

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, দিল্লীর কাঠ বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখা দিয়াছে এবং আগুনে শতাধিক দোকান ভস্মে পরিণত হইয়াছে। একটি দোকান ও একটি বাড়ী আগুনে পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। একখানি মোটর গাড়ীরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পাইয়া দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটির ফায়ার ব্রিগেড ঘটনাস্থলে গমন করে এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল অবিরাম কঠোর পরিশ্রমের পর তাহারা আগুনকে আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হয়। কি ভাবে আগুন লাগিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এক লক্ষাধিক টাকার উপর সম্পত্তি এই আগুনে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ওঁ বন্দে জগদ্গুরু বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫। জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৩১

শ্রীযুক্ত গান্ধী (বিজয়ের বর ?) উপর কুৎসা রচনার জন্য উড়িষ্যা প্রদেশের উৎকল সংবাদ-পত্র সভা না ও বাংলায় সমস্ত কাগজে [illegible] প্রচার সংবাদ পূর্বে বিঘোষিত হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার অধিবাসিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সভা সমিতির আয়োজন করিয়াছেন। এই সভা সমিতিগুলিতে এবং কাগজে সমালোচকদের বিরুদ্ধাচরণ করে কোথাও কেহ অপ্রীতিকর ব্যাপারও সংঘটিত হইয়াছে। সম্প্রতি গান্ধীজীর বঙ্গ প্রবাস পরিবর্তিত হওয়ার বঙ্গের সমালোচকগণ (?) এতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছেন এবং তাঁহাদের নিষ্ফল বিষোদ্গার বন্ধ করিতেছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত গান্ধী বর্তমানে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে পদব্রজে ভ্রমণ পূর্বক তাঁহার মত প্রচার করিতেছেন। বঙ্গদেশের অন্যতম কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীজীর বঙ্গে ভ্রমণ তালিকা পরিবর্তন হওয়ায় উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত পিপলী নামক স্থানে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তথায় স্থির হইয়াছে, শ্রীযুক্ত গান্ধীজী মাত্র এক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আগমন করিবেন, বঙ্গের অন্য কোথাও যাইবেন না। ইহাতে অন্ততঃ কলিকাতা কর্পোরেশনের অভ্যর্থনা আয়োজন ব্যর্থ হইবে না। এখন এই মহাপ্রাণের সমালোচকগণ (?) কি মনোভাব লইয়া কাল কাটাইতেছেন, ইহাই চিন্তার বিষয়।

সেখানে দেখা যায়। স্বতন্ত্র নীতি গৃহীত হইলে তাহাদিগের সহায়তার বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। আমাদের মত মতের উপর তাঁহাদের স্বপক্ষে নির্ভর নির্ভর করিলেও আমরা ইচ্ছা করি, শিক্ষিতবর্গ তাঁহাদিগকে সুযোগ দিন। তাঁহারা যেন বঙ্গ প্রদেশের বঙ্গভাষা না করিয়া সকলের দিকগুলিকে সমান সমাদরে দেখিতে শিক্ষা করেন। অবশ্য বিশেষ সকল অধিবাসীর নিকটই আমাদের এই আবেদন নহে। অনেক আবার উল্লেখিত একটা চাকুরীর অধিকার বৃদ্ধি পাইলে তাহা সমাজের অভাবই স্মরণ করিয়া থাকে।

—

পঞ্জাবের লাহোর মুসলমানের দ্বারা অনেকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেছে। কতিপয় সাম্প্রদায়িক পরিবার নানা রকমের সমস্ত রহিয়াছে, তাহাতে সেখানকার অবস্থা বিশেষ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দেশের বাহিরে এই সব, অন্যান্যগণ সাম্প্রদায়িক চিন্তা, মানসিক অশান্তি প্রভৃতি। তাহাদের সুখের মধ্যে শুধু ধর্ম লইয়া বাস। অবশ্য সাম্প্রদায়িক বিবাদে যাহারা জীবনরূপে আকৃষ্ট তাহারা মাসাধিক প্রয়োজনীয়তা কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। না পারিলেও শ্রীভগবান তাঁহাদের জন্য ধর্মের জন্য সময় সময় হাতে হাতে দিয়া থাকেন। গত মুসলমান মহাসভাতে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষয় সকলেই প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় প্রতিবাদ এ জবোগানের আকারে অপ্রকাশ করিয়া এখনকার আবির্ভাব হইবে এ প্রকার সুযোগ দেখা যাইতেছে। না হয় অবস্থার অনন্ত বা ন ভ্রমণ করিয়া, অন্তরে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে ক্ষতি কি? গায়ের জোরে ও চীৎকারে আকাশ ফাটাও!

ভারতে আমদানী বস্ত্রপণ্য

গত বৎসরের বস্ত্রপণ্যের আমদানীর যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আমদানী আরও হ্রাস পাইয়াছে। বৃটিশ সূতা আমদানী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ও জাপানী সূতা আমদানী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। মোটা সূতা আমদানী জগতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে।

গত বৎসর কার্পাস বস্ত্র আমদানী হয় ৮৬ কোটি ৭ লক্ষ গজ (পূর্ব বৎসর ১১৫ কোটি ৬০ লক্ষ গজ)। ইহার মধ্যে জাপান হইতে আসে ১৮ কোটি গজ (পূর্ব বৎসর ৫৫ কোটি ৩০ লক্ষ গজ) ও বৃটেন হইতে ৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ গজ (পূর্ব বৎসর ৫৫ কোটি ২০ লক্ষ গজ)।

ধোলাই কাপড় আমদানী এই বৎসর যথেষ্ট কমিয়া যায়। মার্কিন ও লাটের ছিট কাপড় ১৩১৩ অপেক্ষা প্রায় ৩০ লক্ষ গজ কমিয়া যায়।

জাপান বস্ত্র আমদানীও এইবার শতকরা অর্দ্ধেক হইয়াছে। তবে জাপানী পণ্যের আমদানী বৃটিশ অপেক্ষা কিছু বেশী। বৃটিশ বস্ত্র আমদানী ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ গজ হ্রাস পায়।

রঙিন রেশমের আমদানী ৭৪ লক্ষ গজ হ্রাস পাইয়াছে। জাপান এই পণ্য ১৯৩২ অব্দে প্রায় ১০ কোটি ৭৬ লক্ষ গজ প্রেরণ করে কিন্তু ১৯৩৩ অব্দে উহা হ্রাস পাইয়া ৬ কোটি ২৮ লক্ষ গজে দাঁড়ায়।

গত বৎসর জাপান হইতে প্রায় পেন ৩৫ হাজার টাকার ক্রেপ ডি চিনে ও ৪০০০ গজ ব্রোকেড প্রভৃতি আর জাপান ৭২ হাজার গজ পার্শী কাপড়ের অভাব পি, সি, মানুষের নিকট পাওয়া যায়।

মনে রাখিবেন

(১)

যে জলে আলু সিদ্ধ করা যায়, সে জলে ধুইলে সুতার কাপড়ের সকল দাগ উঠিয়া যায়।

(২)

জলে alum এর গুঁড়া অল্প মিশাইয়া সেই জলে কাচের জিনিষ ধুইলে তাহা একেবারে ঝকঝকে করিবে Alum সকল ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়—দাম সস্তা।

(৩)

ছুরি কাঁচিতে অল্প অলিভ তৈল মাখাইয়া রাখিলে সেগুলিতে কখনও মরিচা পড়ে না—চাকচিক্য অটুট থাকে।

(৪)

যেসব কাপড় ধোলাই করা হয়—কোন আড়ম্বর করিতে হয় না—সেগুলির কালি বা ছাপা থাকিলে জলে লেবুর রস মিশাইয়া তাহাতে সেই কাপড় কাচিলে কালি ও ছাপার দাগ (dye prints) অনায়াসে উঠিয়া যাইবে।

কোন দ্রব্য পালিশ করিবার সময় পালিশ মাখাইয়া দশ মিনিট কাল তাহা ফেলিয়া রাখিবে; তৎপর ঘষামাজা করিলে পালিশের জৌলুস বাড়ে এবং এ জৌলুস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

(৫)

জোতাদের যথাক্রম সমানে পাওনা লইয়া ছিঁড়িয়া যায়। এ অসুবিধা মোচনের উপায় আছে। যথাক্রম পাওনা হইবামাত্র যে অংশ কাটিয়া যায় তাহাতে ফিতা দিয়া মুড়িয়া সেলাই করিলে অবশ্য সে জোতাদের পা-মোজা—হাত-পা মোড়ার কাজ চলিবে।

(৬)

দাতে বাঁধিলে বা অন্য কোন দাগ লাগিলে অনায়াসে পাঁচ লেবু রস বাগাইয়া রাখিলে থাকিবে, দাগ উঠিয়া যাইবে।

—

বাঙ্গালা সম্বন্ধে গান্ধীর তার

গান্ধী উঁহার বাঙ্গালা পরিভ্রমণের তারিখ তালিকা আপাততঃ বাতিল করিবার প্রস্তাব করিয়া লিখিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট নিম্নলিখিত টেলিগ্রামখানি পাঠান।

আমার এই দীর্ঘযাত্রা উৎকলে সমাপ্ত হইলেও কেবল সম্পূর্ণ শুরুতে পাওয়া যাইতে পারে। যেন ইহা (এই তীর্থযাত্রা) প্রত্যেক গ্রামের হইতেছে, এই ভাবে নিরন্তর তাহা এক সকল উহাতে যোগদান করিবেন। ইহা আধ্যাত্মিক পরীক্ষা। সুতরাং যথা ত্যাগের পর উৎকলে পদব্রজে ভ্রমণ কার্য্যেই সম্ভব হবে। সেইজন্য বাঙ্গালায় ভ্রমণের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। উহার পর নেতাদের সহিত পরামর্শ ও অর্থসংগ্রহের জন্য কলিকাতায় আসিতে পারি।

—

রেলের আয় বৃদ্ধি

ভারতীয় সরকার ও রেলওয়ে সমস্ত রেলপথের আয়ের হিসাব প্রকাশ, গত বৎসর ১৮ই এপ্রিল হইতে ৫ই মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে রেলওয়ের যত টাকা আয় হইয়াছিল, পূর্ববর্ত্তী বৎসরে ঐ সময়ে তদপেক্ষা মোটামুটি ৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা অ তিরিক্ত আয় হইয়াছে।

গত বৎসর মোট ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ ১ কোটি ৮১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। নিম্ন প্রধান প্রধান রেলওয়ে কোম্পানীগুলির আয় বৃদ্ধি হিসাব দেওয়া হইল:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা), মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মারাঠা রেলওয়ে (২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা) ব্রহ্মদেশের রেলওয়ে (১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা) এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে (১ লক্ষ ২ হাজার টাকা)।

—

দাঙ্গায় ৪০ জন আহত

আমেদাবাদের প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত একখানি সংবাদ পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, কাপড়ের মুসলমানদিগের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার সময়ে লাঠি ও ইটপাটকেল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

প্রায় ৪০ জন লোক অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে।

—

বঙ্গের অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্প্রতি বার্লিন, ভিয়েনা, প্রেগ প্রভৃতি নগর সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া গত ১৩ই এপ্রিল প্রেগ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত বসু জার্মানীর যেসকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সেসকল স্থানের ভারতীয় ছাত্রগণ সাক্ষাৎ তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়াছেন যে, পথে বাহির হইলে 'কালা আদমী' বলিয়া তাঁহাদিগকে অপমানিত হইতে হয়, ঠাট্টা বিদ্রূপের ত' কথাই নাই। অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদিগকে 'কালা আদমী' বলিয়া কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বাহিরে জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৬ই মে ইং ১৯৩৪ বুধবার } ৬৫শ সংখ্যা

এলাহাবাদে প্রচার

হাইকোর্টের জজ স্যার লালগোপালের পত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বর্ত্তমানে এলাহাবাদে অবস্থান পূর্ব্বক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২৪শে এপ্রিল তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ মাননীয় বিচারপতি স্যর লালগোপাল মুখার্জি কে-টি, মহোদয়ের নিকট অনেকক্ষণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই হরিকথা শ্রবণ করিয়া মাননীয় জজ মহোদয় লিখিয়াছেন — * *

"I had a talk with him for more than an hour which, I consider, to have been very usefully spent.

I have seen some more of the devotees of the Math and I can safely say that the devotees with whom I have come in contact are men of great learning and it is highly desirable that the teaching of Bhakti of Devotion should be in the hands of men like them. I trust, the Math attracts men of real learning and sincere workers."

বঙ্গানুবাদ

স্বামীজীর সহিত আমার এক ঘণ্টার অধিক কাল আলাপ হইয়াছে এবং আমি মনে করি, আমার এই সময়টার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইয়াছে।

আমি উক্ত মঠের আরও কয়েকজন ভক্তের দর্শন লাভ করিয়াছি এবং আমি নিরাপদে বলিতে পারি যে, যেসকল ভক্তের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত। এই প্রকার মহান্ ব্যক্তিগণের হস্তেই ভক্তিধর্ম্মের শিক্ষা-প্রদানকার্য্য ন্যস্ত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমার বিশ্বাস, উক্ত মঠ প্রকৃত বিদ্বান্ ও বিশুদ্ধ সেবকগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

জব্বলপুরে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু

জব্বলপুর হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার ১০ই মে তারিখের পত্রে প্রকাশ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু আগ্রায় কিছুকাল গৌরবাণী প্রচার করিয়া সম্প্রতি জব্বলপুরে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আগ্রাতে বারাণসীর সুযোগ্য কালেক্টর শ্রীযুক্ত পান্নালাল আই-সি-এস মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আগ্রার অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত আশরফি (Asarfi) লালজীর অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই অ্যাডভোকেট মহোদয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত ও অতিশয় সজ্জন। তিনি ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন

এতদ্ব্যতীত গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গজী আগ্রার সুলেখক বাবু জিতেন্দ্র নাথ রায় ও আগ্রার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ক্যাপ্টেন কে. পি, বাগ্‌চী এম-বি, বি-এস্, আই, এম্-এস্, (রিটায়ার্ড) মহোদয়দ্বয়ের নিকটও একরূপ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গোস্বামীজী সময় করিতে পারিলে জব্বলপুরবাসিগণের অনুরোধক্রমে তথায় ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশব মোহন দাসাধিকারী একজন আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত। তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। ভক্তকৃপায় তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গৃহে অনাসক্ত হইয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাই একমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তাই তিনি প্রত্যহ শ্রীমঠে আসিয়া থাকেন। মঠে আসিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না। মঠের অন্যান্য সেবাকার্য্য স্বেচ্ছায় নিষ্কপটভাবে করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি স্বামীজীদ্বয়কে (শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ) সঙ্গে ক'রে নিয়ে শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করায়ে প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি গৃহস্থভক্তের আদর্শ-স্বরূপ। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

বিগত ২৪শে বৈশাখ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত ব্যাখ্যাকালে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গভীর গবেষণাময়ী অতি সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কলিযুগপাবনাবতারী, মানবের পরমধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সংকীর্ত্তন-পিতা, প্রেমামরতরু, বিপ্রসঙ্ঘের সাক্ষাদ্‌মূর্ত্তি, অনন্ত-কোটি-বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গুরু শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ শিষ্যগণকে উপলক্ষ্য করিয়া পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দ্বিগ্বিজয় নিখিল বেদশাস্ত্রার্থ মন্থন পূর্ব্বক সারভূত যোগেশ্বরগণেরও দুষ্প্রাপ্য যে নবনীত সাদৃশ পবিত্র কলিহত বিশ্বজীবগণকে পোষণ করিয়াছিলেন, হে শ্রদ্ধেয় শ্রোতৃবৃন্দ! তাহাই অদ্যকার আলোচনার বিষয়। কেবল অদ্যকার বলি কেন, তাহাই আমাদের নিত্যকাল আলোচনার বিষয় হউক।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জগৎ-ত্রাতা, জগদ্গুরু, জগন্নাথ, জগৎকর্ত্তা, হর্ত্তা, পালয়িতা, রক্ষাকর্ত্তা, প্রেমপ্রদাতা, সৃষ্টি-কর্ত্তা, বিধাতা, নিখিলসদ্গতিদাতা পরমেশ্বর। অজভবাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার পাদপদ্মের কৈঙ্কর্য্য নিরন্তর সকাতরে কামনা করিয়া থাকেন, পরন্তু সাক্ষাৎ নিগূঢ় পরম-রহস্যময় সন্ধ্যাধীন সেবা লাভ করিতে পারেন না, সেই নন্দগোপনন্দন, যশোদা-বৎসল, করুণা সাগর, জগজ্জীবন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতম্মন্য অধ্যাপকগণ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া কুক্কুরাদি পশুপ্রায় কেবলমাত্র দেহেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথা অতিবাহিত করিতেছে। অহো! ইহাপেক্ষা অত্যধিক পরম দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥
যন নহিঁ সব মতা আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ মধুসূদন শুক্র গৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা

অনন্ত-লীলার বিগ্রহ শ্রীভগবানের লীলাস্থান গোলোক বৈকুণ্ঠের বিকৃত-প্রতিফলন এই দেবীধামে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার আছে। কিন্তু গোলোক বৃন্দাবনে তাদৃশ অবরভাবময় বিধি নিষেধের অবস্থিতি নাই। সেখানে আশ্রিতভক্তগণ অনুরাগমার্গে লালসাপর হইয়া বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতিরূপা উপাদেয়তার অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন।

যদি কেহ জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য সেব্য প্রাণকান্ত পরমপ্রেষ্ঠ মধুরভাবে উদাসীন হন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎসেবা ছাড়িয়া নশ্বর জীব লাম্পট্যে অধঃপতিত হইবেন। মধুর-রতিতে তৎপর না হইলে জীবগণ মধুর-রতির বিপরীত হেয় জড়ভোগবাদকেই অশেষ ভূষণরূপে গ্রহণ করিবে। যাহারা বাৎসল্য-রতিতে শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিমুখ, ভোগপ্রবৃত্ত তাহাদিগকে নশ্বর পুত্র বাৎসল্যে অধঃপাতিত করিয়া অবশেষে অশেষ যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধু জ্ঞান না করিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া আমাদিগকে অধঃপাতিত করিবে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ দাস্য রতির উদয় না হইলেই জীবগণ কৃষ্ণসেবায় উদাসীন হইয়া ভোগপর ও ইন্দ্রিয়সেবা রত এবং নশ্বর দেহের তত্ত্বাবধি করিতে করিতে স্বরূপ-বিস্মৃতিরূপ কালচক্রে ঘূর্ণ্যমান হয়। কৃষ্ণে নিরপেক্ষ বুদ্ধি না হইলে জীব বহির্মুখ হইয়া জড়জগতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ শান্তরস বাসক লোক বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িবে। এক কথায়, কৃষ্ণলীলা প্রবেশে যাহার বঞ্চনা হইবে সেই ব্যক্তি জড়ভোগবুদ্ধি-জালে এবং শুষ্ক ও কুতর্কে উপাসক সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইয়া চরমকল্যাণ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবে।

ঔদার্য্যলীলা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্তই মাধুর্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরলীলা জগতে প্রকট করিয়াছেন। নিত্য গৌরলীলায় কৃষ্ণের ভক্তভাবেই উদার নিত্যলীলার চমৎকারিতা। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ নিত্য-গৌরলীলা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়া স্বীয় সেবা-বিগ্রহের সেবা জীবের সুলভ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ স্বরূপ-

সমাজে প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণভাব-অঙ্গীকার বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগবিগ্রহরূপে অবৈধ-ভাবে সাজাইতে চেষ্টা করিয়া আপনা-দিগকে গৌরনাগরী বা নদীয়ানাগরী প্রভৃতি কল্পনক উপাধিতে ভূষিত করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রকারে অপ্রাকৃতভাবের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভরসের বিলোপ-সাধনের চেষ্টা দ্বারা তাঁহারা জগতে যে অনর্থ সৃষ্টি করেন, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরবিগ্রহ সেই প্রাকৃত ভোগপরায়ণ সাহজিকগণকে কৃপা করিবার প্রণালীর সুরে পরিবর্জ্জন করেন। সুতরাং গৌরনাগরীগণের 'সম্ভোগবিরোধ মত-বাদে প্রবেশ করিলে আত্মমঙ্গলের কোনই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গত ৫ই মে শ্রীযুক্ত রামগোপাল ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় এক-ঘণ্টাকাল যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে বিবৃত হইল]

প্রশ্ন—জীব পুরুষ কিম্বা প্রকৃতি নন এরূপ বলেন কেন? "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ··· প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্" গীতার এই শ্লোকে জীবকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

উত্তর—"ভূমিরাপো ··· " শ্লোকে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের কথা বলা হয় নাই। জীবাত্মা সৃষ্টি করতে পারেন না। পরমাত্মা সৃষ্টি করেন। প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ-অভিমান থেকে উদ্ধার লাভ ক'রতে হ'লে শব্দের আশ্রয় আবশ্যক। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' শ্লোকই তা'র শব্দ প্রমাণ। এইজন্যই 'শ্রীনামের' সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব।

প্রশ্ন—ওঁ তৎসৎ নাম নয় কেন? 'হরে কৃষ্ণ' নামই কেন একমাত্র 'নাম'?

উত্তর—ওঁ তৎসৎ শ্রীনামের বীজীভূত অবস্থা, প্রকাশিত শ্রীনাম নয়। কৃষ্ণ প্রসারিত নাম। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দুটো অবস্থা। দিয়াশলাইয়ে আলো আছে কিন্তু আলো দ্বারা যেভাবে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'বে, দিয়াশলাই অবস্থায় সেটা তা' হ'চ্ছে না? 'ওঁ তৎসৎ' শব্দ উচ্চারণ করছেন অথচ ভেদদর্শন যাচ্ছে না।

প্রশ্ন—অনাদিকাল থেকে ময়লা পড়ে আছে, হঠাৎ কি ক'রে কেটে যাবে?

উত্তর—কিন্তু 'হরে কৃষ্ণ' এমন শব্দ যে তদ্দ্বারা নাম, রূপ ইত্যাদি বুঝায়।

প্রশ্ন—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে ত পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে; কিন্তু ওঁ তৎসৎ তো' পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে না?

উত্তর—'সৎ'—শব্দ মাত্র। উহা পশুপক্ষীকে রক্ষা করে। অসম্প্রসারিত অবস্থা ছাড়া শব্দের প্রসারিত অবস্থায় রস চক্ষু, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হ'চ্ছে না। ওঁ তৎসৎ কর্ণে গ্রাহ্য, তাহাতে নাসা-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাই। যখনই 'কৃষ্ণ'-শব্দটী বলি তখনই 'আকর্ষক', 'আকর্ষণ' ও 'আকৃষ্ট'—এই তিনটী ব্যাপার বুঝতে পারি, উহাই প্রসারিত অবস্থা। দুটোর মধ্যে যেমন 'ফুল' ও 'ফুলের কুঁড়ি'র ন্যায় ভেদ। অসম্প্রকাশিত অবস্থায় বিলাস নাই, তাহাতে প্রীতি উৎপন্ন হয় না। বিশিষ্ট আনন্দ বৃদ্ধি যাহা হ'তে হয় তাহাই বিলাস। চক্ষু-ইন্দ্রিয় ভাল রূপ দেখলে আনন্দিত হয়। গরমকালে শীতল বাতাস ভাল লাগে। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি যা'তে হয় তাহা 'বিলাস'। 'আমি খাব না' 'বাতাসার কর্ব' ইহা বিরাগ। জড়জগতে 'বিলাস' বা 'বিরাগ' সীমাবিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে, কিন্তু বৈকুণ্ঠে এইরূপ নয়। বস্তু একটা। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখতে পাই,—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥

ব্রহ্ম বস্তু এক বস্তু, 'তস্য' একবচন। তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই; তাঁহার করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নাই—প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ কোন বস্তু তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তিনি অবিচিন্ত্য-শক্তির আধার, তাঁহার সেই অবিচিন্ত্য পরা প্রকৃতি বা শক্তি একের অধিক—অসংখ্য। স্বভাব ব'লে একটা ধর্ম্ম বস্তুতে আছে, বল ও ক্রিয়া আছে। অর্থাৎ বস্তুর ইচ্ছা আছে—জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি (knowing willing, feeling) আছে। সম্বিৎ-শক্তি দ্বারা জ্ঞানের উদয় হয়। জীবাত্মা অচিৎ নহেন কিন্তু জীবাত্মা ক্ষুদ্র চেতন আর পরমাত্মা বিভু-চেতন। যেমন সমুদ্র ও এক ফোঁটা জল, বিভু ও অণু। যথা,—

"যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা-
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরিঃ জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি-
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব॥

(তত্ত্বমুক্তাবলী ১০)

[হে জীব! যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে, তেমনি আমরা চিৎসমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনই সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে?]

ব্রহ্মের অন্তর্গত আমরাও ব্রহ্ম—এ বিচার ভ্রমাত্মক। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গোবিন্দাষ্টকে বলিয়াছেন—আমরা তরঙ্গ, আমরা সমুদ্র নই। আমরা তরঙ্গ, জলেতে যেসব জিনিষ আছে আমরা তাহা নই। চেতনধর্ম্ম আমাতে আছে, অচেতন ধর্ম্ম আমাতে নাই। আমাদের শরীরটা অচেতন, এই অচেতন জিনিষটা ছেড়ে দিতে হয়; সূক্ষ্ম শরীরটা দিয়ে অন্ত স্থূল শরীরে যুক্ত হয়। গীতা বলেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্
যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্॥

'আমি স্বস্বরূপ ও স্বস্বভাব, তাহা নির্গুণ-ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষ-রূপে জানিতে পারে। আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে। ইহাই স্বস্ব-সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান।

ভক্তি অর্থাৎ সেবার দ্বারা ব্রহ্মস্বভাব লাভ হয়, যদি এখানকার কোন বস্তুর সেবা করি—গাঁজার সেবা করি, তা' হ'লে হয় না। নেশায় মানুষকে খেয়ে ফেলে—আমাকে শুঁড়ীর দোকানে নিয়ে যায়—কামিনীর স্বভাব বলে 'এই সব তুমি পাবে' যেমন পতঙ্গ আগুনে গিয়া পড়ে।

প্রঃ—তা'রা কিন্তু আনন্দে আগুনে পড়ে।

উঃ—আনন্দে আগুনে প'ড়ে যদি নিজে লোপ হ'য়ে গেল তা' হ'লে আর আনন্দ থাকলো না।

প্রঃ—সেটা তখন মনে থাকে না।

উঃ—আপনার স্ত্রীই আমার স্ত্রী, আপনার ধনই আমার ধন যদি বলা যায়, তা' হ'লে দুই এক হ'য়ে যায় না। তৃতীয় ব্যক্তি যে দেখে, সে বুঝতে পারে যে উহা ধূর্ত্তলোকের ফন্দী।

কর্ম্ম—ফলভোগ। ফলভোগ ছেড়ে দেওয়া—জ্ঞান। ভোগ সহজ। ভক্তি এই দু'টো নয়। আমার কর্ত্তব্য—বস্তুর সেবা করা। কিন্তু বস্তু ত' দু'টো নাই, তা' হ'লে এক শক্তি আর শক্তির সেবা কি ক'রে করবে? অনন্যভাবে সেবা করতে করতে কৃষ্ণকে জানতে পারব। কৃষ্ণের সেবার দ্বারা জানতে পারব,—কুকুরের সেবা করলে হ'বে না। কৃষ্ণকে যদি কেউ সেবা করে—সেব্য-সেবক-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যদি কেউ সেবা করে, তা' হ'লে সে কৃষ্ণকে জানতে পারে—কৃষ্ণ যেরূপ আকার-বিশিষ্ট তা' জানতে পারে। 'তত্ত্বতঃ' অর্থাৎ যে জিনিষটা তাহাই, অন্য জিনিষটা নয়—ভেজাল নয়। 'কেবলা ভক্তি'র দ্বারা সুবিধা হয়। কর্ম্ম-ভেজাল হইয়া যায়, যদি আমি কিছু চাই। জ্ঞান-ভেজাল হয়, যদি কিছুই না চাই—যদি বস্তুর সঙ্গে এক হ'য়ে যাবার ইচ্ছা হয়।

প্রঃ—'কেবলা ভক্তি' কি ?

উঃ—ফলভোগ আমি করব—এটা ন্ত কথা নয়। 'কেবলা'—'অহৈতুকী'। 'অহৈতুকী' ভক্তিলাভের উপায়-বর্ণনে ভাগবত বলেন,—

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতি-ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥'
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

[সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার বীর্য্য-প্রকাশক যে সকল শ্রুতিসুখদ-কর্ণের রসায়ন-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই মুক্তি নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথা-ক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।]

প্রঃ—অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্থাৎ খাঁটী ভক্তি কি ?

উঃ—যে ভক্তির কথা মহাপ্রভু ব'লে-ছেন, যথা,—

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥'

আমাকে আলিঙ্গন কর বা দূর ক'রে দিয়ে যাও—আমার দুইই সমান। তোমার যা ভাল লাগছে আমাকে দূর ক'রে দিয়ে, তাই আমার সুখ। পৃথিবীতে থাকাকালে তোমার দর্শন হয় না। কাজের সুখ হ'চ্ছে তোমাকে দেখা না দিয়ে. এমন চোখ দিয়েছ যে তদ্দ্বারা তোমাকে দেখা যায় না, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত। ইহাতে যখন তোমার সুখ তখন আমি ইহাই চাই।

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।'

তুমি লম্পট, তুমি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর না কেন, তুমি অপর কেহ নও, আমার প্রাণনাথ। যদি ইচ্ছা হয়. আমার প্রাণ বধ করিতে পার, তা'তে আমার কিছু বলিবার নাই,—ইহাই 'কেবলা ভক্তি'।

প্রঃ নিজের স্বার্থ নাই ?

উঃ—তুমি স্বতন্ত্রপুরুষ, আমার ইচ্ছা তোমার সেবা কোর্ব্বে, কিন্তু তুমি আমাকে গ্রহণ ক'র্ব্বে না. তা'তে তোমার সুখ হ'চ্ছে এবং তাহাই আমার সুখ।

এক কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী ছিল। তাহার স্বামী পরদাররত ছিল। প্রাতঃকাল হ'লে তাহার স্বামীর মৃত্যু হ'বে, সেজন্ত সেই পতিব্রতা রমণী সূর্য্যকে পর্য্যন্ত আটকে রেখেছিল। তাহার বিচার ছিল যে, যদি তাহার স্বামী পরদাররত হ'য়ে অর্থাৎ লম্পট হ'য়ে সুখী হ'ন তাহা হইলে সে বেশ্যার সেবা ক'রে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে প্রস্তুত। এই রকমের বিচারটা হ'চ্ছে 'অহৈতুকী' ভক্তি।

'কেন কড়ি, মাখ তেল'.—এই রকম বদলের কামনা কেবলা ভক্তিতে নাই। কিন্তু আমাদের মতন লোক সকল সময়েই কিছু আদায় কর্তে চেষ্টা করে। নিষ্কাম-ভক্তি পৃথিবীতে সম্ভব হ'তে পারে না। তিনি পূর্ণবস্তু তাঁহাতেই পূর্ণসেবা সম্ভব। যদি আমরা কোনও রূপে তাঁহার সেবা কর্তে পারি, তাহ'লে আমাদের মঙ্গল।

যাঁ'র প্রতি ভক্তি করা কর্ত্তব্য তিনি 'অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি', তিনি 'কৃষ্ণ'। রসের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা হয়। 'রসো বৈ সঃ'। কৃষ্ণ রসিকশেখর। আমি যদি রসের উপকরণ হই তাহা হইলে সেবা হ'বে। আমি সেবা না করলে রসটা অসম্প্রসারিত থাক্বে. আলোক সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ থাক্‌লে যেমন হয়, এই জড়জগতে সেরূপ হয়। এই প্রকৃতি কৃষ্ণের ভোগ্যা নয়। ইহা কাল-ক্ষোভ্য, ইহাতে সম্পূর্ণতা নাই, ইহা খণ্ড-ধর্ম্মযুক্ত জিনিষ। সম্পূর্ণ ধর্ম্ম যেখানে আছে তাহাই পরা প্রকৃতি। কৃষ্ণকে স্বতঃ জেনে তাঁহার সেবা-লাভ হয়, কৃষ্ণের সেবা লাভ দ্বারা ব্রহ্ম হইলাম, তৎপূর্ব্বে ক্ষুদ্রই থাকিলাম; মহাকাশে যখন ঘটাকাশ মিলিত হয়—তখনই সুবিধা হয়; কিন্তু ঘটাকাশ কখনও মহাকাশ হইয়া যায় না? এ সব বিচার শু'নে মনে রাখা দরকার। জীব-সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায়
কল্পতে ॥"
(শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

—সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশের তুল্য জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্যলাভের যোগ্য। 'আনন্ত্য' শব্দে বিভুত্ব বুঝিতে হইবে না, অন্ত অর্থে মৃত্যু এবং তদ্রাহিত্যই 'আনন্ত্য' অর্থাৎ মোক্ষ—কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভ।

এই জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র জিনিষ। বিশুদ্ধ চিত্তে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের কর্ত্তব্য—সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সেবা করা।

নবীন জীবন

(শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ,
কাব্যবিনোদ)

(২)

হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াকে যদি জীবন মনে করা যায় তবে সেরূপ জীবন অনিত্য। অচেতন বস্তু চেতনের সহিত যতক্ষণ সংশ্লিষ্ট থাকে ততক্ষণই তাহার চেতনের ন্যায় কার্য্য লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগামী চেতন আত্মা দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিলে দেহের আর কোন মূল্য থাকে না। দেহ ও মন কখনও আত্মবৃত্তিকে লুপ্ত করিতে পারে না; কাজেই বহির্ম্মুখ অবস্থায় বিকৃতভাবে আত্মার কার্য্য চলিতে থাকে, আত্মা নিজেই নিজকে আবদ্ধ করেন, আবার নিজকার্য্য দ্বারা কৃষ্ণকৃপায় মুক্ত হ'ন। বিভুচৈতন্য ভগবানের অংশ অণু-চৈতন্য জীবে স্বরূপতঃ অণুপরিমাণে সচ্চিদানন্দত্ব বর্ত্তমান। ভগবান যে প্রকার পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু, জীবও সেইরূপ অণু-সচ্চিদানন্দ বস্তু।

জীব সেই স্বতন্ত্রতা-রত্নের সদ্ব্যবহার করিলে পরমেশ্বরের নিকট যাইতে পারেন আর স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিলে অনন্ত-কাল মায়িক রৌরব ভোগ করিতে পারেন। সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান্ ইচ্ছা করিলে এক দিনে সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অভয়-অশোক পাদপদ্মের সেবা সুখ প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু তিনি সেরূপ করেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে তিনি জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না; এতদ্ব্যতীত ইহাতে তাঁহার মহদুদ্দেশ্যও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি সকল শ্রেণীর কুমতি বা সুমতি সকল ছাত্রকেই সমভাবে পুরস্কৃত করেন, তবে কি কেহ পুরস্কারের জন্য লালায়িত হয়, না কাহারও উৎকর্ষতা-লাভের জন্য ইচ্ছা হয়? মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নের ফল এবং অধ্যয়নে অমনোযোগিতার ফল যে কি তাহা যে পর্য্যন্ত ছাত্রের হৃদয়ঙ্গম না হয় সে-পর্য্যন্ত সে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে কেন? ভগবদ্‌-বিমুক্তির কি ফল এবং ভগবদ্‌ভক্তি-ফলে কি প্রাপ্য তাহা জীবের জীবনের নানা-প্রকার ঘটনার ভিতর দিয়া যদি তাহাকে বুঝিবার সুযোগ দেওয়া না হইত তবে বোধ হয় ভগবচ্চরণে কোন জীবই আকৃষ্ট হইত না। তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের কথা স্বতন্ত্র।

জীব নিজের বলে নিজে মুক্ত হইতে পারে না। কারণ অসীমবিক্রম কৃষ্ণের মায়া জীবের দুরতিক্রমা. তবে যদি ভগবানের অহৈতুকী কৃপা এবং জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় উদয় হয় তবে জীবের ভাগ্যে ভগবৎ-পদারবিন্দ লাভ হয়।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবনকে অনিত্য জীবন এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীবনকে নিত্য জীবন বলা যায়। বহির্ম্মুখ জীবনে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় তাহা উন্মত্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ন্যায়, কিন্তু অন্তর্ম্মুখ জীবনের কর্ত্তব্যই যথার্থ কর্ত্তব্য।

আমাদের চতুর্দ্দিকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব বর্ত্তমান। প্রত্যেক জীবের জীবন আবার অসংখ্য জীবনের সমষ্টি। প্রত্যেক জীবের জীবনের ইতিহাস অবিচ্ছেদ। চৌরাশি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর একবার মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। সেই মনুষ্যগণের মধ্যে আবার কত প্রকার জীবন লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নিষ্কিঞ্চন মানবগণই ভগবদ্ভজন করিতে উদ্যত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে অসংখ্য জীবের অসংখ্য জীবন বর্ত্তমান থাকিলেও কৃষ্ণসেবাময় জীবনলাভ না করা পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনকে প্রকৃত জীবন বলা যায় না। অনাবৃত্তি প্রবল থাকা পর্য্যন্ত আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন বদ্ধজীবের নৈসর্গিক কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যজীবনেও যদি সদ্গুরুর কৃপা লাভ করা না যায় তবে ধর্ম্ম-অর্থ কাম মোক্ষের অধিক পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য বলিয়া জ্ঞান হয় না।

আমাদের বহু সুকৃতি ফলে মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি—তাহা আমাদের জানা একান্ত আবশ্যক। সেই কর্ত্তব্য পালন না করিলেই বা কি অসুবিধা হইবে তাহাও জানা আবশ্যক। নিখিলশ্রুতি-সার হরিভজনই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্য পালন না করিলে কি শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহা বলিয়া-ছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥
চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

আমরা অজ্ঞতাদোষে যদি "মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সব শেষ হইল" মনে করি তবে বিধাতার বিধান অন্যথা হইবে না। সাধু-শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস না করিলেও কর্ম্ম না করার দরুণ ফলভোগ করিতেই হইবে। প্রত্যক্ষবাদী আমরা পরকাল, পরজন্ম ও পরজগৎ বিশ্বাস করিতে চাই না কিন্তু তজ্জন্য তাহারা লোপ পাইবে না। জন্মজন্মান্তর ভগবদ্ বহির্ম্মুখতার দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে। যদি এই জন্মে পরমমঙ্গল বরণ করিতে না পারিলাম তবে অমঙ্গলের হাতে যে কত জন্ম কাটিয়া যাইবে তাহার ইয়ত্তা আছে কি?

ইহজগতে লোককে যাঁহারা আদর্শ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ণধার-লোকের কাছে [illegible] জীবন [illegible] 'কল্পতরু' 'তোজাতম্' মনে অনুমান করিয়া বৈকুণ্ঠ বাণী-প্রবণে কিঞ্চিন্মাত্র সময়-সময়ঃ [illegible], পাছে বা কলির প্রবল রাজ্যে শুভ প্রবেশ করে।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যসহ ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত —৪র্থ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৪-১০ পরিচ্ছেদ ।।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাধিকা ।৶০
৭। ভক্তিতত্ত্ব ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। ধৃক্তিমালিকা অলঙ্কারসহ সানুবাদ (মালা) ২৲
১৩। বেদান্তভূষণার সানুবাদ (মানাভ্যাসীর) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। শ্রীগৌরমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ্ঠ /০
৩৩। গোস্বামী-কণ্ঠমালা /০
৩৪। প্রার্থনাপঞ্চক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৩৮। অমৃতকণা ৶১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদখণ্ডনমুক্তাবলী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও ভাষ্য-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণলেশর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলাসঃ ।০
৫৪। সটীক-নিকাশনসূত্রম্ ।০
৫৫। গুরু-স্তবম্ ।০
৫৬। সাধ্বাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মতস্য পারচয়ঃ /০
৫৮। সারসংগ্রহণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটেড ওয়ার্কস ।৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উড্ বুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ভেদাভেদ প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আদেনাদেড ডিবোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, ২৪ পঃ।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেব গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ - চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, চাতরা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্ব-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিয়ত্যুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জা
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বল্লভনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস কর্ণ ওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। মথুরা গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং বিট্টাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় সাপ্তাহিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহারে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—০৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৫০ +	১৩—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫ ৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৭	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে, তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রায়ঃ ৫-৫০.৮-০, ৯-৪৬. ১৩-৪৯.১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫. ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ		৮৲
কাটারিভোগ		৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০	৪৲
বালাম (সরেশ)		৫।০
বালাম		৪।০
কলম		৩।০
সিদ্ধচাল (সরু)		

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৶০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গহনা	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ সুদের কাগজ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৫৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৭ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্টের :—	১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পুরা টা)	২২৪।০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

চাঁপদানী	
অকল্যাণ্ড	১১৫৲
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
ডেলটা	৩৭০৲
হাওড়া	১৪৫৲
ক্লাইভ	২। ০
কামারহাটী	৩৮৷০
কেশরাম	৪০৫৲

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যাধ্যয়নে অধ্যাপকের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-প্রাপক উত্তর পাইলে উহারা বিদ্যালয়ে ও পণ্ডিতের আলোচনায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবে।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, ন্যায়ভাগবতাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুবর্ণ পদকপ্রাপ্ত প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃত্যু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ আনা, বড় বোতল ১৮/০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

"৩০০ বৎসরের প্রাচীন"

—দয়ানন্দ কলেজের গবেষণা-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উক্তি।

এবং ডাঃ......এম্, বি, বি-এস, ডি-পি-এইচ্ (লণ্ডন), ডি-টি-এম্ (লিভারপুল) ডি-ও-এইচ্ মহোদয় বলেন—

"সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ উপকারক দেখিয়াছি"

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক প্রাচীন ও দুর্ল্লভ পুঁথি হইতে প্রাপ্ত এই সকল মহা রসায়ন কোনও সময় কেবলমাত্র রাজা বাদসাগণই ব্যবহার করিতেন, কারণ তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা ঘৃণা করিতেন। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, উপদংশ, প্রদর, অর্শ, অনীপ্সিত অকাল গর্ভস্রাব প্রভৃতি ব্যাধিতে এই সকল মহৌষধি ব্যবহারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকার ফল প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণেই এক দফা চিকিৎসার জন্য ৫্ পাঁচ টাকা পাঠান, অথবা বিনা মূল্যে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা ও প্রশংসাপত্রসমূহের জন্য পত্র লিখুন।

নিউ হেলথ্ লেবরিটরিস্

কার কার এণ্ড কোং (ডিপার্টমেণ্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

—একমাত্র সরবরাহকারী

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় চৈতন্যাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পণ্ডিত লেখনীর অপূর্ব্ব আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু গুরুত্বপূর্ণ এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমগ্র আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠায়, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় বৈষ্ণব ও নিম্বার্ক শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশ সূচিপত্র সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫্ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

১। কাপ্তেন সার্জ্জেন ডাক্তার মনোমোহন ঘোষ বলেন গত দেড়বৎসর হইতে আমি এই বিশেষ বন বটিকা আমার প্লীহা ও লিভারযুক্ত নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। উহা কেবল দেশী গাছগাছড়া দ্বারা প্রস্তুত বটিকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অফিসের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৮১, ১৭ই মে ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::*::—

১৯ হাজার টাকা উধাও

আসানসোলের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, সি, চট্টোপাধ্যায় এজলাসে আবদুল মান্নান ও হাফিজুল আলামকে এই মর্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে তাহারা মকদমের একজন ফকিরের গচ্ছিত ১৯ হাজার টাকা লইয়া পালাইয়াছে। ফকিরের ভ্রাতা এই মামলা রুজু করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন ফকির আমার ভাই তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছে। তিনি অতি অল্পবয়সেই সংসার ত্যাগ করিয়া পাঁচিপুকুরে পীর আস্তানা করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া নানাপ্রকার রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি রোগীদের নিকট হইতে কিছুই ফী কিম্বা ঔষধের মূল্য বাবদ গ্রহণ করেন না। তবে রোগ মুক্ত হইয়া রোগীরা আশ্রমে দান করিয়া যায় বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবারে এখানে রোগীর খুব ভিড় হয়। আসামী হাফিজ এই আশ্রমের ম্যানেজার ও আবদুল তাহার সহকারী ছিল। আমি মধ্যে মধ্যে হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতাম সম্প্রতি আসামী দুই জন এই আশ্রমের ১৯ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে, মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

দিল্লী হইতে বহিস্কৃত

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, লাহোরের মেজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, সে আবার দিল্লীতে আসিয়াছে

সংবাদ পাইয়া গোয়েন্দা পুলিশ তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। কয়েকটি স্থানে খানা তল্লাস করিয়া নাকি পুলিশ অদ্য অপরাহ্নে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ইং ৩ পূর্বে কুমিল্লার পরেশচন্দ্র সু খাশবালের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সেই সম্পর্কে কয়েকজন স্থানীয় মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এক মামলার বিচার শেষ হইয়াছে ঢাকার এসিষ্টেন্ট সেসন জজের বিচারে তাহাদিগের দুইজনের প্রত্যেকের প্রতি ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে প্রকাশ, আসামীরা পরেশ বাবুর ভগিনী ও ভগিনীপতিকে আহত করিয়া অলঙ্কার ও টাকা পয়সা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল।

১০ হাজার টাকা

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, নাঙ্গলকোট থানার ম্যাগেরপাড়ুয়া গ্রামে পরলোকগত কালীকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে ও গদীতে ভীষণ ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, একদল ডাকাত বন্দুক, রামদা, কুঠার, বর্শা লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র লইয়া গত বুধবার রাত্রিতে উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও গদীতে যুগপৎ আক্রমণ করে।

বাড়ীর লোকজনকে অকর্ম্মণ্য করিয়া উহারা নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ১০ হাজার টাকা লইয়া পলাইয়াছে।

পরলোকগত কালীকৃষ্ণবাবুর পুত্র, ভ্রাতা ও এক ভাগিনা সহ মাত্র আটজন লোক বন্দুকের গুলীতে ও দাঙ্গায় অস্ত্রে আহত হইয়াছে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা হইতে একজন ডাক্তারকে যে টবে করিয়া উক্ত গ্রামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গ বৈবাহিক অভিযুক্ত

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোরের একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী 'ইওয়ান এণ্ড পার্কেটের' কাপ্তেন বার্ণার্ডের বিরুদ্ধে অপমানের অভিযোগে এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়া এক নালিশ করিয়াছেন। আজ উক্ত মামলা সাব জজের এজলাসে উঠিয়াছিল।

বাদী এরূপ অভিযোগ করেন যে, গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে কাপ্তেন বার্ণার্ড লাহোর বিমানের কসরৎ দেখান। সেই সময় বাদী ২০ মিনিটের জন্য তাঁহার সমগ্র ক্যাপ্টেনের বিমানখানা ভাড়া করেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবল ১০ মিনিট বেড়াইতে দেওয়া হয়। বাদী সে সম্বন্ধে অনুযোগ করিলে কাপ্তেন তাঁহাকে ধাক্কা মারেন ও গালাগালি দেন।

প্রতিবাদী অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, বাদী উত্তেজনাকর ও অভদ্র রকম ব্যবহার করিয়াছিলেন। মামলা মুলতুবী আছে।

৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মুলতান হইতে প্রকাশ, ফজলপুর স্টেশন ক্ষেতের ফসলের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ফলে পুলিস ফসলগুলি তাহাদের জিম্মায় লয়। ইহার কিছু পরে ইহার ফসল পাহারা দিয়া রাখা হইতেছিল. সেই সময় এক পক্ষের লোকজন তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় ; তাহারা তথায় ফসল পাহারা দিতে বাধা দিতে আপত্তি করে।

ঘটনার আদালত করিয়া উহাদের ৩১ জনের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়। তাহার ফলে পুলিসের সহিত উহাদের সংঘর্ষ বাধে। প্রকাশ, উহারা পুলিস দলকে আক্রমণ করে। ফলে ২ জন কনষ্টেবল ও আর ৩ জন আহত হয়।

ইহার পর জনতার লোকজন বৃদ্ধি পাইলে ও অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে থাকিলে পুলিস হিংসাত্মকের সাহায্যে গুলী চালায়। তাহার ফলে ১ জন লোক আহত হয় এই ঘটনা সম্পর্কে ২৭ জন লোককে চালান দেওয়া হইয়াছে। ৫ জনকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মামলা অদ্য আদালতে প্রাদেশিক আদালতের হাইকোর্ট কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে আসামীরা জামিনে মুক্ত আছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুর দাসের এজলাসে দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩২৫, ২২৪ ও ৩৩২ ধারা অনুসারে মামলা চলিতেছে।

অহিফেনের অত্যধিক মাত্রায় মৃত্যু

গত ১১ই মে শ্রীযুত ডি, এন, বসুর পত্নী চারুবালা বসু [illegible] মেডিকেল হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। শ্রীযুত ডি, এন, বসুর বাড়ী [illegible] নামক আত্মীয় ডাক্তার ডাকা হয়। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় সেখানে হইতে ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই সে মারা যায়। কি জন্য যে সে মারা গিয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। তবে বিষ পান করিয়া সে মারা গিয়াছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিতেছে। শবব্যবচ্ছেদ করিয়া পাকস্থলীর মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৩১

বিচিত্র বার্ত্তা

[illegible] চার কোটি [illegible] । [illegible] যে ক্ষতি করে, [illegible] মূল্য [illegible] পাঁচ কোটি [illegible] টাকার অধিক।

— —

[illegible] সম্প্রতি দুইটি অদ্ভুত লোক দেখা গিয়াছে। [illegible] একটি [illegible] বৎসর [illegible] । [illegible] অপর [illegible] একটি স্ত্রীলোক। এই স্ত্রীলোকটী [illegible] অবলীলাক্রমে [illegible] নিজের [illegible] দেখিতে পারে।

বিলাতের এক [illegible] 'টাক' [illegible] "টাকের" [illegible] (sapphire) এর [illegible] ।

[illegible] জনসাধারণের বিশ্বাস, [illegible] যদি এক [illegible] ডাকে, তাহা হইলে ঐ [illegible] মধ্যে একজন না একজন ব্যক্তির মৃত্যু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘটিবেই।

নিয়োগ ও বদলী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র [illegible] সেন, ২নং [illegible] তাঁহার স্থানে [illegible] অস্থায়ী সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় অপর আদেশ পর্য্যন্ত [illegible] সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজ নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জেলার [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ মৌলবী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী স্থানে হুগলী জেলার [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে [illegible] করা হইবে।

[illegible] সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অস্থায়ী সাবজজ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অপর আদেশ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে ২৪ পরগণার দ্বিতীয় অতিরিক্ত সাব জজ নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অস্থায়ী দ্বিতীয় অতিরিক্ত সাব জজ ও সহকারী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় অপর আদেশ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সেন [illegible] স্থানে [illegible] জেলার [illegible] সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী অপর আদেশ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে [illegible] অতিরিক্ত সাবজজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] মহকুমার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] স্থানে ত্রিপুরা জেলার [illegible] নিযুক্ত হইলেন। [illegible] স্থাপন করা হইবে।

ত্রিপুরা জেলার [illegible] মুন্সেফ শ্রীযুক্ত [illegible] মৌলবী [illegible] স্থানে ঐ জেলার [illegible] মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সেফ মৌলবী [illegible] স্থানে [illegible] মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লার মুন্সেফ মৌলবী [illegible] সরকারের আদেশে স্থানান্তরিত হইলেন।

তাকিয়া লইয়া হত্যা

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] এক মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানে অজ্ঞাত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, রাত্রি প্রায় [illegible] ঘটিকার সময় চারিটি লোক [illegible] বাড়ীতে আগমন করিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে [illegible] নিকটে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহ রক্তে রঞ্জিত [illegible] লোকটির শরীরের সর্ব্বস্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। এই হত্যাকাণ্ডের কারণ কি তাহা এখনও পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। খবর পাইবামাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে গমন করে। এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পুলিশ জোর তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

এসিডের বোতল খুলিতে বিপদ

[illegible] হইতে প্রকাশ, ৬ বৎসর বয়স্কা একটি [illegible] বালিকা শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, বালিকা কার্ব্বলিক এসিডের একটি বোতল খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। সেই সময় বোতলটি [illegible] যায় এবং তাহার ফলে কার্ব্বলিক এসিডে বালিকার দেহের [illegible] পুড়িয়া যায়। তাহার [illegible] তাহাকে [illegible] হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। হাসপাতালে যাইবার অল্পক্ষণ পরেই বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রাতে করোনারের তদন্ত হয়। তদন্তে দৈবদুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু বলিয়া রায় প্রদান করা হইয়াছে।

[illegible] ডাকাতির মামলা

[illegible] সরকারী [illegible] জজ শ্রীযুক্ত আর. এন. চক্রবর্ত্তীর নিকট [illegible] অভিযোগে আবদুল [illegible] বিচার এবং অপর [illegible] দণ্ডিত হইয়াছে। [illegible] আসামীর বিরুদ্ধে [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] বিবরণে প্রকাশ, গত [illegible] ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় [illegible] সময় [illegible] বাড়ীতে এক ডাকাতি হয়। [illegible] বাড়ীর [illegible] লোককে প্রহার করিয়া নগদ ও অলঙ্কার [illegible] চম্পট দেয়। [illegible] পর উহাদের মধ্যে [illegible] প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারে কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপর ব্যক্তিগণকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। চোরাই মাল পুলিশ উদ্ধার করে। আসামীদের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী হইয়া সাক্ষ্যদান করে।

মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় মামলা পরিচালনা করেন। এডভোকেট শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় ও উকীল শ্রীযুক্ত [illegible] আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

রাঁচিতে ডিনিক কমিশনার

রাঁচি হইতে প্রকাশ, ডিনিক কমিশনার মিঃ ডব্লু. বি. [illegible] এখানে আগমন করিয়াছিলেন এবং গবর্ণরের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি পাটনা যাত্রা করিয়াছেন। ভুমিকম্প সম্বন্ধে পরিচালিত সাহায্য কার্য্য সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে। সম্প্রতি পাটনা [illegible] মধ্যে [illegible] যোগা[illegible] হইয়াছে। উহাতে অনেক সুবিধা হইয়াছে।

জাল মুদ্রা প্রস্তুতের মামলা

সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও [illegible] নাম [illegible] রোডে জাল মুদ্রা প্রস্তুত করার [illegible] প্রমাণের অভাবে [illegible] চৌধুরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে বহু জাল মুদ্রা ও জালমুদ্রা প্রস্তুতের সরঞ্জাম ধৃত করা হইয়াছে। আসামীদিগকে [illegible] পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে পুলিশহেফাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

বিধিমত পথে গাড়ী চালনায় বাধা

[illegible] ছুইবার [illegible] গাড়ী চালনার অভিযোগে [illegible] এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] এবং অপর [illegible] জনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রথম আসামীকে ২৫ টাকা জরিমানা অনাদায়ে [illegible] মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর [illegible] জনকে ২০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে অনাদায়ে ৩ সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উক্ত রাস্তার [illegible] ভাবে গাড়ী চলাচলে বড় বাধা [illegible] । স্থানীয় [illegible] আবেদনক্রমে আসামীদিগকে অভিযুক্ত করা হয়।

লাউ গাছের জন্য জীবন শেষ

আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস. সি. সেন [illegible] আদালতে [illegible] প্রতি [illegible] করার অপরাধে [illegible] নিহত এক জন [illegible] হয়।

অভিযোগ এই যে, আসামীগণ স্ত্রীলোকটির রোপিত লাউ গাছ নষ্ট করিয়া তাহার উপর [illegible] করে। স্ত্রীলোকটি প্রতিবাদ [illegible] আসামীগণ তাহাকে আক্রমণ করে। [illegible] সে মারা যায়। কয়েকটি সাক্ষীর জবানবন্দীর পর শুনানী মুলতুবী থাকে।

৫ পয়সার জন্য ২ বৎসর কারাদণ্ড

গত ২২ই মে [illegible] চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, সে একজন লোকের প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে কলিকাতায় [illegible] [illegible] ৫ পয়সা চুরি করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে লোকটা [illegible] দণ্ডিত হইয়াছে। তাহাকে [illegible] গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৭ই মে ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ৬৬শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

এলাহাবাদে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করতঃ এলাহাবাদে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু সজ্জন ব্যক্তি এদেশের দারুণ গ্রীষ্ম সহ্য করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে আসেন।

গত ২রা বৈশাখ রবিবার দিবস কয়েক জন ভদ্রলোকের আহ্বানে শ্রীবল্লভ-আশ্রমে শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রীধর মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তি সুধীর যাচক মহারাজ ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ খোল ও করতাল সহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে যান। প্রথমতঃ গুরুবন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন হইলে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। পাঠকালে তিনি বলেন যে—ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। অদ্বয়জ্ঞান তাঁহার স্বরূপ। সেই অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চরসে পঞ্চপ্রকার সেবক দ্বারা নিত্য সেবিত হইতেছেন। তাঁহার সেবকদের মধ্যে মধুর-রসাশ্রিত অর্থাৎ মধুররসের সেবিকা গোপীগণই শ্রেষ্ঠা। এই মধুর-রসই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার একমাত্র অমল প্রমাণ।

স্বামীজী আরও বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত কোন গ্রন্থ বস্তু নন। ইঁহা এক সময় ছিলেন না, বর্ত্তমানে হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে থাকিবেন না, এরূপ নয়। শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য স্বপ্রকাশ-বস্তু। সূর্য্য যেমন সাময়িক-ভাবে আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষুর অন্তরাল হইলেও একেবারে নাশ হয় না, সূর্য্য সূর্য্যই থাকে, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বদা জীবের হৃদয় মালিন্য নিবন্ধন বদ্ধজীবের দর্শনের অন্তরাল হইয়া থাকিলেও কোন ভাগবতের কৃপা-প্রভাবে জীবের হৃদয় পরিষ্কার হইলে পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হন অর্থাৎ চিজ্জগতের মুক্তজীবগণ নিত্যকাল তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতকে নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ফল জীবকে দান করিবার জন্যই এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

স্বামীজী প্রায় ২ঘণ্টা কালব্যাপী গৌড়ীয়-মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রচার-চাতুর্য্য বিচার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ সকলেই স্বামীজীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ খ্যাত-নামা অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুত হরিমোহন রায় প্রায়ই শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে আসিয়া থাকেন। তিনি স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি চিঠি পত্রাদি দ্বারা প্রচারকার্য্যে স্বামীজীকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

গত ৮ই এপ্রিল রবিবার খ্যাতনামা এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুত লাল-গোপাল মুখার্জ্জী মহাশয়ের নিকট ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গৌড়ীয়-মঠের প্রচার বিষয় প্রায় ২ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। মুখার্জ্জী মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে গৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয় কিছু কিছু অবগত থাকিলেও নানাপ্রকার ভুল ধারণাবশতঃ তিনি প্রথমতঃ স্বামীজীকে বহু বিষয়ে প্রশ্ন করেন। স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাহার উত্তর প্রদান করিলে তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করেন এবং যাহাতে অন্য লোকেও গৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে শুদ্ধ ও নির্ম্মল বলিয়া বিশ্বাস করেন তজ্জন্য তিনি স্বামীজীকে গৌড়ীয়মঠের প্রশংসাপূর্ণ একখানা চিঠি প্রদান করেন। এই চিঠির মর্ম্ম ইতঃপূর্ব্বেই আমরা শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি।

মুখার্জ্জী মহাশয় আরও বলেন যে, তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা আশা করি, মহাপ্রভু তাঁহার চেষ্টা সফল করিবেন।

শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ বোসের পরম-ভক্তিমতী মাতা প্রায়ই শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি মঠের নানাভাবে সেবাদি করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইয়াছেন। এই মহাভাগ্যবতী মহিলা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা হইতে শ্রীশ্রীগৌর-আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক।

গত ৯ই বৈশাখ রবিবার দিবস এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত প্রমথ নাথ মুখার্জ্জী অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁহার বৃদ্ধা মাতার সহিত মটরযোগে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রায় চারঘণ্টা কাল মানব-জীবনের কর্ত্তব্য ও গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় কীর্ত্তন করেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। ডাক্তার বাবুর মাতা হরিকথা-শ্রবণে প্রীত হওয়া কিছু সেবা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় অভিমত প্রকাশ করেন। আমরা মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার শুভেচ্ছা পূর্ণ হউক।

কুচবিহারে

বিগত ২০শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়সঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত-সেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

দেবর্ষি নারদ মদান্ধ নগ্নকারী কুবেরাত্মজদ্বয়কে "বৃক্ষত্ব লাভ হউক" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পূর্ব্ববৎ অপরাধ না ঘটে তজ্জন্য অনুগ্রহ করিলেন ও বলিলেন,—"দেব-শতবর্ষ গত হইলে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া এবং কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হইয়া দেবত্ব (বৈষ্ণবতা) প্রাপ্ত হইবে।"

এই বলিয়া দেবর্ষি নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব যমল অর্জ্জুনবৃক্ষ হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য উদূখলে বন্ধনাবস্থায় যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দ্বয়ের মধ্যে দিয়া গমন করিলেন। এক বক্রভাবে বৃক্ষদ্বয়ে সংলগ্ন উদূখলকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন, তাহাতে বৃক্ষদ্বয়ের মূল উৎপাটিত হইল। পরম পুরুষের বিক্রমে বৃক্ষ দুইটি ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মধুসূদন আদি কারগোয়ধারী৪৪৮

বানপ্রস্থ

আমরা শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস —এই চারিটী সমাজোচিত আশ্রম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু আধুনিককালে যথার্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাভাবে জগতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় সমাজ আজ ছিন্ন ভিন্ন অস্থির সংকটপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য জগতে অসংখ্য উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবদ্ভজন হইতে বিচ্যুতিই যে ভোগাসক্তি আত্মার্ত্তি প্রধানতঃ অতিপ্রণ উৎপাতের জনক, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও শাস্ত্রপ্রমাণ-মূলক। বর্ণাশ্রম ও আশ্রমধর্ম্মের মূলে হরিতোষণই অবস্থিত, তদ্ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা যে থাকিতেই পারে না, তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

ভগবানের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিই হরিভজনের তথা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উৎপত্তি ও অবস্থিতি-স্থল। কিন্তু হায়! সেই ভারতবর্ষের আজ কি অবস্থা! ভারতবর্ষ আজ হরিবিমুখ অসুরকুলে পরিপূর্ণ এবং তাহারা শুদ্ধবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপক শুদ্ধভক্তি-প্রচারক অতি অল্প সংখ্যক গৌড়ীয়গণের ভজনে—গৌরবাণী-প্রচারে অনবরতভাবে বাধা প্রদানার্থ আসিতেছে! সুতরাং যে ভারতবর্ষের এই অবস্থা, যে ভারতবর্ষ হইতে ভগবদ্ভজন দূরে চলিয়া গিয়াছে তথায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্থল কোথায়, স্থিতি কোথায়?

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যাহারা ভগবদ্ভজনমূলক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করে না, তাহারাই অন্ত্যজ যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত। ভগবদ্ভক্তিমূলে স্থাপিত বর্ণাশ্রমের অভাবে ভারতের দেশবাসিগণ তদ্রূপভাবে পরিচিত কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে ভারতবাসীর অবস্থা কি আজ সেরূপ হইয়া দাঁড়ায় নাই? আজকাল সত্যকথা বলা বড়ই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "সাচ্চা কহে ত মারে লাঠা, ঝুটা জগৎ ভোলায়" —এই কথার প্রমাণ সত্যকথা-প্রচারকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন বা করিতেছেন।

ভারতবাসী আজ স্বদেশের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, এই কথার সত্যতা যদি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমরা স্পষ্টই দেখিব যে, আমরা প্রায় সকলেই অন্ত্যজ হইয়া গিয়াছি। চরিত্রগঠন-শিক্ষার অভাবে আমরাই ব্রহ্মচর্য্য-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া আশ্রমধর্ম্মের লোপ সাধন করিয়াছি এবং ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটাইয়াছি। স্পষ্ট বলি, আমরা বর্ত্তমানে দেশের উন্নতির জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের আশা ততদিন কিছুতেই ফলবতী হইবে না, যতদিন আমরা পুণ্যময় ভারতে পুনরায় উরুক্রম-শ্লোক বিষ্ণুর প্রীতিমূলে প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মস্থাপনে তৎপর না হইব।

অসংযম-ফলে ভোগবিলাস বর্দ্ধিত হওয়ায় জন্য আমরা বদ্ধ হইয়াছি ও কষ্ট পাইতেছি। এতদবস্থায় হরিভজন করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা অনুরাগ আসার সম্ভাবনা বিরল অর্থাৎ ভোগে প্রমত্তাবস্থাকালে সেবাবুদ্ধি আসিতে পারে না। সুতরাং বিধি প্রণোদিত হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়া হরিবিমুখ আমাদের আর গত্যন্তর নাই বা মঙ্গলের আশা সুদূর-পরাহত। অতএব এ ভক্তিতে শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস যে ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য।

ভোগ ও সেবা দুইটী বিরুদ্ধ ব্যাপার। সেবা—আত্মার ধর্ম্ম। ভোগ দেহ ও মনের ধর্ম্ম। ভোগের ধর্ম্মই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে—নিরবচ্ছিন্ন সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। যখন ভজনবলে ভোগপ্রবৃত্তি আমাদের ত্যাগ করিবে, তখন আমরা ভগবৎসেবায় অধিকার পাইব। সেবাবৃত্তি বর্দ্ধিত হইলে ভোগের নেশা কাটিয়া যাইবে। ভোগপ্রবৃত্তি-হ্রাসের নামই সংযম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সেই সংযম শিক্ষার ভূমিকা। বাল্যকাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনমুখে এই সংযম শিক্ষা আরম্ভ করা আবশ্যক, ইহাই শাস্ত্রবিধি। পরে আবশ্যক হইলে পঞ্চাশ বর্ষ অতিবাহিত করিবার পরে ভোগপ্রবৃত্তি মনোমধ্যে কিছু কিছু ভোগ স্বীকার করিয়া গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সংযম পালন করা উচিত—ইহাই শাস্ত্রাদেশ।

যথাবিধি গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমিত হইলে আমরা সংযম অভ্যস্ত হইতে পারি। আয়ুষ্কালের অর্দ্ধভাগে ইহা ব্যবস্থা। এই অবস্থায় ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হইব অর্থাৎ গৃহীগণের সঙ্গ— স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু বান্ধব মাতা-পিতা ও প্রতিবাসিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া যেখানে ভোগবিরক্ত মহাত্মা সাধুগণ হরিভজন করেন সেখানে তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিতে করিতে নিঃসঙ্গভাবে হরিতোষণ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারি

বানপ্রস্থ কালের বর্ণন-মুখে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো
রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু
নির্গুণম্॥"

নানারূপ অবৈধ ভোগের লীলাক্ষেত্র—রঙ্গালয়, ক্রীড়াভূমি, হরিসভা ব্যতীত অন্য নৃত্য-গীত-নাটকাদি, পানালয়, বণিগালয়, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি তামসিক ব্যক্তির তাণ্ডব নৃত্যের স্থান, সকল অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে এইগুলি বর্জ্জন না করিলে হরিভজন ত' দূরের কথা, মনুষ্যত্বও হারাইতে হয়। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই তামসবৃত্তি, রাজস গ্রাম্যবাস ও গ্রাম্য ব্যবহার পরিহার করিয়া সত্ত্বসমাশ্রয় করার নাম বানপ্রস্থ-আশ্রম-অবলম্বন—ভোগের উপকরণ সমূহ হইতে দূরে থাকিয়া সাধুসঙ্গে মঠে বা শ্রীধামে বাস করত হরিভজনের নামই বানপ্রস্থাশ্রম।

সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অত্যন্ত কঠোর আশ্রম। যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও চিত্তে দুর্ব্বলতা নাই, যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ আসন পরিগ্রহ করায় হৃদয় হইতে কাম সমূহ সূর্য্যাগমে অন্ধকারের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে, সেই জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী মুক্ত বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি যেন সস্ত্রীক বনচারী হইবার চেষ্টা না করেন,—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। বনচারী একক হওয়াই প্রশস্ত; আর সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণরূপ ভজনাঙ্গ পালন করিলে এই আশ্রমের ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়।

যাঁহারা মনে করেন, আমরা দুর্ব্বল, আমরা গৃহস্থই থাকি, আমরা বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিব না অর্থাৎ গুরুগৃহ মঠে গিয়া সাধুসঙ্গে হরিভজন করিব না, তাঁহারা আর গৃহস্থ নহেন, গৃহব্রত; সুতরাং নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি গৃহব্রত না হইয়া সাধুসঙ্গে মঠাদিতে বাস করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হইবেন এবং তাহা হইলে তাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইবে ইহাই মহাজনোপদেশ। এই আদেশ-পালনে যাঁহারা সমর্থ তাঁহারাই যথার্থ বনচারী বা গুরুকুলবাসী।

এই বানপ্রস্থাশ্রম হরিভক্তিমূলে যুক্ত-বৈরাগ্য-শিক্ষার চতুষ্পাঠী। এই পাঠ সাঙ্গ হইলে আর লোকসঙ্গকে একেবারেই দূরে রাখিতে হইবে না। তখন ভজনবলে ভোগস্পৃহা সমূলে দূরীভূত হইয়া মনকে সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিবে সুতরাং তখন বিষয়-দর্শনমাত্রেই পদস্খলনের আশঙ্কা আর থাকিবে না। হরিসেবাবুদ্ধি আশ্রয় না করিয়া বনচারী হইতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিব যে সকলাশ্রমের মূলে হরিভজন—তাঁহাকে প্রীতি, আর যদি তা' না হয় তবে কেবল বৃথা পরিশ্রম ও জীবনান্তে নরকে পতনই আমাদের ভাগ্যফল।

বিবাহের দ্বারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সেখানেও শাস্ত্র নির্দ্দেশে আয়ুষ্কালের এক চতুর্থাংশ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিয়া সংযমের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র ভোগ স্বীকার করিতে গিয়া আমরা যেন যাবজ্জীবন ভোগবিলাসেই না কাটাই এবং গৃহে থাকিয়া স্বজন-প্রীতি বা যোষিৎ-সঙ্গকেই আমাদের জীবনের ধর্ম্ম মনে না করি—ইহাই বন্ধুবর্গের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

বানপ্রস্থাশ্রম ধর্ম্মকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়া জগদ্বাসী আজ গৃহব্রত-ধর্ম্মকেই, ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন হইতে অবসর লাভ করিতেছেন—ভোগকেই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য মনে করিতেছেন দেখিয়া আমরা আজ বড়ই দুঃখিত।

জানি না কবে আমাদের বন্ধুবর্গ আমাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া শাস্ত্রোপদেশ-শ্রবণে উৎকর্ণ হইবেন ও তাহা পালনে তৎপর হইয়া অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রম-স্বীকারে মঠে আসিয়া আমাদিগকে সঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক আমাদের আনন্দবর্দ্ধনমুখে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহিত করিবেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং সাধুগুরু সঙ্গলাভও অতি দুর্ল্লভ, সেইজন্যই আজ আপনাদের নিকট আমাদের এই সকরুণ ক্রন্দন। আমরা কি এমন একটী বন্ধুও পাইব না, যিনি আমাদের প্রভুসেবায়—গুরুগৌরসেবায় জন্য ব্যাকুল হইয়া গীতার শ্রীকৃষ্ণবাক্য "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক বা আমার প্রভুর বাক্য "Back to God and back to Home" পালনে তৎপর হইবেন। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের তথাকথিত বন্ধুগণ দুঃখ আর সাধুগণই একমাত্র শান্তি—সুখদ।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

নবীন জীবন

(৩)

ভোগের অতৃপ্তি ও নাস্তিকতার প্রাবল্যে এই জীবকারাগার বিশ্বকে নিজ ভোগের সামগ্রী রূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রবল না হইলে ধ্বংস, মরণ ও জরাব্যাধির গতি লাভ করিতে যে বিলম্ব হইবে, তাই আজকাল জড়সাহিত্য ক্ষেত্রে নাস্তিকতার চাষ এত অধিক পরিশ্রমে ও ব্যাপকভাবে কৃত হইতেছে যে তাহাতে উৎপন্ন বিষফল ভক্ষণ করিয়া সরলবুদ্ধি মানবগণ অচিরেই আত্মবিনাশ লাভ করিবে। তাঁহাদের মতে এই জীবনে নূতন নূতন ভোগ্য সামগ্রী লাভ করিতে পারিলেই জীবন লাভ হইল। রূপ-রস-শব্দ স্পর্শ-গন্ধকে সুমধুর খাদ্য-দ্রব্যাদির ন্যায় নির্বোধ জীবগণ নিজ ভোগাকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হইয়া আত্ম-বিনাশ লাভ করিতে পারে বটে কিন্তু পরিণামে উহারা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেই।

অনেকে বদ্ধজীবের কাছে অস্থিরতা ও বর্ণনাতীতপ্রবাহিত চরণ যুক্ত বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণ-সেবাকামচাঞ্চল্যকে এক মনে করিয়া ভ্রমকে প্রবাহিত হয়। জীবনের লক্ষণই চাঞ্চল্য। কিন্তু রক্তের চাঞ্চল্য কতক্ষণ থাকিবে? মদের নেশা কতক্ষণ থাকিবে? কাম ক্রোধ ও দেহের লোভাই বা কতক্ষণ থাকিবে? সান্ত বাক্যে, সসীম রাজ্যে, প্রাকৃত জগতে অথবা জড় মনে চঞ্চলতা-স্রোত কতক্ষণ প্রবাহিত হইবে? মায়িক বস্তুমাত্রই যে দুই দিন পরে পুরাতন হওয়া হেতু ম্লান হইয়া যাইবে। কিন্তু বৈকুণ্ঠরাজ্যে সেবা, সেবক ও সেবাসামগ্রী অনন্ত ও নিত্য হওয়ায় সেবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া সেব্য-সেবকের প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

আমিই ঈশ্বর বা আমরা চেতন ও জড় সমস্ত মিলিয়াই ঈশ্বর—"বলচক্রে ভগবান ভূত" এই প্রকার নাস্তিক্য ও অপরাধময়ী ধারণা হইতে নিজের ভোগময় জীবনকে অনন্ত এবং ঈশ্বর আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়েছেন—এই সকল কথা জড়সাহিত্য 'জীবনদেবতা' প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধাকারে সাধজনিকাকে বিপথে লইয়া যাইতেছে।

জীবনকে যদি আত্মা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে চাই, তবে জীবনের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অতএব আত্মার নিজ অবস্থার সহিতই জীবনেরও পরিবর্তন হইয়েছে। মুক্ত জীব ও বদ্ধজীব ভেদে জীবের গতিও পার্থক্য লাভ করে। প্রত্যেক জীবের জীবনই তাহার উন্নত-অবনত, বদ্ধ-মুক্ত এবং সুখী ও দুঃখী এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। জীব অনন্তকালে অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছে। বদ্ধাবস্থায় জীবের নিত্যশুদ্ধ স্বরূপ স্থূল-লিঙ্গ দেহদ্বয়দ্বারা আবৃত হওয়ায় বাসনানুসারে যখন যে দেহ লাভ হইতেছে, তখন তাহার সেই সেই দেহের অভিমান প্রবল হওয়ায় তদনুরূপ জীবনোচিত কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ব্যস্ত হইতেছে। অনন্তকাল-স্রোতে অনন্ত জীবের অনন্ত জীবন প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক জীবই আবার আনন্দ ও উন্নত অবস্থা-লাভের জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে। প্রতিমুহূর্তে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে অনন্ত কীটাণু জন্মলাভ করিয়া পুনরায় বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। জীব যদিও ঈশ্বরের নিকট হইতে স্বাধীনতা বিন্দু-পরিমাণে লাভ করিয়াছে তথাপি তাঁহার নিয়মের অতিরিক্ত কেহ কোন দেহে অধিক-কাল অবস্থান করিতে পারে না। তাঁহারই আদেশে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, নদী-সাগর প্রভৃতি স্ব-স্ব নিয়মানুসারে চলিতেছে এবং ক্ষুদ্র রেণুকণা ও ক্ষুদ্রতম কীটাণু স্থানান্তরে গমন করিতেছে। অনন্ত জীবকে অনন্ত জীবনে অনন্তভাবে বাঁধিয়া ঈশ্বরের কি অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে তাহা তিনিই জানেন। বিশ্ব তাঁহার লীলাসামগ্রী।

জীবের অনন্ত জীবনের মধ্যে মনুষ্য-জীবনই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই জন্মেই জীব হরি-ভজন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। এই জীবনেই জীব শ্রীভগবানের অশোক, অভয়, অমৃতাধার, পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে। মনুষ্যজীবন দুর্ল্লভ ও ভগবৎপাদপদ্ম-প্রাপক হইলেও অনিত্য। আত্মা তাহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য মনুষ্যদেহরূপ যে যন্ত্র লাভ করিয়াছে তাহা ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং যাহাতে যন্ত্র নষ্ট না হইবার পূর্ব্বেই পরম প্রয়োজন লাভ করা যায় সেজন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াও দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া জীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে প্রমত্ত হয়। তৎকালেও তাহাতে জীবনের লক্ষণ দেখা যায় না; কারণ তখনও সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না।

হইতেই জীবন আরম্ভ হইয়া থাকে। তাই শ্রীগীতোপনিষৎ বলেন—

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ
ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

"হে পার্থ, যাঁহারা আমার শরণ গ্রহণ করিয়া আমাতে আবিষ্টচিত্ত হয় আমি অচিরেই তাহাদিগকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।"

সংসারভ্রমণকারী অনন্ত জীব জন্ম মরণ-মালার হস্ত হইতে নিজের চেষ্টায় উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। এই প্রকারে জীবনের পার্শ্বেই মরণ, আনন্দের সাথে সাথে নিরানন্দ এবং সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুঃখ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে। বহির্মুখতা হেতু মৃত্যুর ভীষণ স্রোতে অনন্ত জীব অহর্নিশ নিমজ্জিত হইয়া স্ব-স্বরূপ ও স্ব-স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া কত কাল যে ত্রিতাপ ভোগ করিতেছে তাহার সীমা নাই। ভগবৎসেবায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে কতবার চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয় তাহার অবধি নাই। মায়া মানব আমরা তাই সংসার-মহাশ্মশানে সুখের ঘর বাঁধিবার জন্য বিবাহাত্রি পর্য্যন্ত যত পরিশ্রম করিতেছি কিন্তু ভগবানের অভয়পাদপদ্ম ব্যতীত যে আমাদের আশ্রয়স্থল নাই তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। একমাত্র ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত কেহই রক্ষিত হইতে পারে না। তাই কোন ভক্ত হিন্দি-দোঁহাতে বলিয়াছেন—

"যো কিল্লকো পাকড়কে রহে, সদূহ বচে ওই।" সংসার-যাঁতার পড়িয়া ভগবৎপাদ-পদ্মরূপ কীলক আশ্রয় করিতে পারিলেই রক্ষা, নতুবা যাঁতায় নিষ্পেষিত হইতে হইবেই। মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার-লাভ করাই নিত্য জীবন পাওয়া। মায়া আবার শ্রীকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা ছায়াশক্তি সুতরাং শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলে তিনি অনায়াসেই জীবকে মায়া হইতে মুক্ত করেন।

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ॥'

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণই মৃত্যুসংসার-ভ্রমণ। শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়েই জীবন লাভ। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলে তিনিই সদ্গুরুপাদপদ্মরূপে প্রকাশিত হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে জীবকে কৃপা করেন। কৃষ্ণকৃপায় সদ্গুরুপাদাশ্রয় হয় আর গুরুকৃপায় কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়।

অসৎসঙ্গই মৃত্যু আর সৎসঙ্গই জীবন। অনিত্য বস্তুর আপাত-মনোরম সঙ্গের দূষিত বীজাণু আমাদিগের নিত্যসেবাময় জীবনকে সংক্রামিত করে। বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগের বীজাণু আমাদিগের ছুই একটি বারের জীবন নষ্ট করিতে পারে কিন্তু অসৎ সঙ্গের প্রবল বিষাক্ত বীজাণু অনন্তকালের জন্য আমাদের হরিসেবাময় জীবনকে নষ্ট করে। এইজন্য অহৈতুক-দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু -কৃষ্ণাভক্ত আর॥

যদিও জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, তথাপি বৈষ্ণবাচার পালন না করা পর্য্যন্ত, হরিসেবাকাঙ্ক্ষার পুনরায় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করা যায় না। বৈষ্ণব-জীবন বা ভক্তজীবন-লাভই প্রকৃত জীবন-লাভ।

বাস্তবিক পক্ষে, সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করাকেই 'নবীন জীবন'-লাভ বলা যায়।

কুচবিহারে প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পর কম্পিত হইতে হইতে প্রচণ্ড শব্দ-সহকারে ভূপতিত হইল এবং সেই স্থানেই বৃক্ষযুগলমধ্য হইতে অতিকুল্য দুই মহাপুরুষ নির্গত হইল। অবনতমস্তকে তাঁহারা গোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা স্তব করিতে লাগিলেন। (আগামী সপ্তাহে আমরা ঐ স্তবাবলী আলোচনা করিবার জন্য গুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিতেছি)।

শ্রীধামে

গত ১৩ই মে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে পাঠকালে আলোচিত হয় যে, যাহারা সাধুসঙ্গহীন, কেবল কুটুম্বভরণে রত, গৃহব্রত, ভগবদ্বহির্ম্মুখ এবং আপনাকেই বড় বলিয়া মনে করে, যাহারা বিবিধ বাসনায় বেগে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া বিবিধ বিষয়চিন্তায় দগ্ধ হয় এবং নানা প্রকারে দুঃখ ভোগ করে। এইরূপেই তাহাদের জীবনের শেষ দশা উপস্থিত হয়। তখন তাহারা তাহাদের কত আদরের ধন পুত্র-পরিজনের দ্বারাই অনাদৃত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তখনও তাহাদের চৈতন্য হয় না—গৃহে বিরাগ, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-জনে প্রীতি জন্মে না; দেখিতে দেখিতে মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করে এবং যমদূত-গণ নরকে লইয়া যায়।

হরিবিমুখ গৃহব্রতগণ নরকে গিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। বস্তুতঃ নরকে যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাহার কিছু কিছু এখানেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এ দুঃখের চেয়ে নরকদুঃখ যে অনন্ত গুণে বেশী তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া পাশ্চাত্য প্রাকৃত পণ্ডিতগণ, এই স্থানেই স্বর্গ ও এই স্থানেই নরক, এইরূপ বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণভজনে উদাসীন ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর কুকুর-শূকরাদি যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ম্মান্তিক জন্ম-মৃত্যুপথেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। এইরূপ ভোগ দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে, তাহারা হরিভজনের অনুকূল মানবদেহ প্রাপ্ত হয়।

গত ১১ই মে শ্রীকৃষ্ণের দিবস মহামহো-পদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জ বাসুদেব পর বিদ্যাভূষণ প্রভু অপ্রকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে পুরী যাত্রা করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত ১৫৵০
৩। চতুর্থ সংস্করণ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
(৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিভাবকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ার্ক-মণ্ডিকা ।৵০
৭। অনুবাদক ৪০ ।
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। শ্রীকৃষ্ণবিজয় অনুবাদ সহ
(মূল) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের অনুবাদ
ব্যাখ্যাসহ) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীনবদ্বীপ দর্শন ৵০
১৯। শরণাগতি (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজন-পদ্ধতি ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ ১।০
৩২। স্বনিয়মদশক ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। মনঃশিক্ষা ৵০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। আম্নায়সূত্র ৫০
৩৯। সাধকসাধনমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। বালিসকলী সাধুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তিরত্নকোষ্ঠা বা রায়রামানন্দবিলাস ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। উপদেশামৃত (বঙ্গদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫১। নিত্যধর্ম ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা বিধিবৎ ।০
৫৪। সটীক বিবেকাদর্শনম্ ।০
৫৫। গুরু-স্তবম্ ।০
৫৬। সাত্বত নিকাইকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠচর্য্যা ৵০
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিবেকসমীক্ষা, সার্বভৌম ।৵০
৬২। সাধু স্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ দিন্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। কংক্রিট শ্রিসিপল স্যান্ড
আবেনচ্যাট টিচিংস ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। পারম্য-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীপরবিদ্যা আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীগদাধর মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর সারস্বত মঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র আশ্রম, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাঙ্গামাটি বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ বালি, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০০২ ঠাকুরদাস রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ ময়মনসিংহ, ঢাকা।
১৭। শ্রীমাধ্ব-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটি
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজন মঠ চিকাশিমা,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িষ্যা,
কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্র, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ,
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ড,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অনাদি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০, দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সংযোজিত হইয়াছে। আর্ট স্বর্ণ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরিশিষ্ট ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, প্রমাণসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—৩০,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হ; তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-[illegible]পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম (বাদশাহি?)	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০ – ৪৲
দাদখানি (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৶০
২নং আটা	৩৶০—৪৵০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিরা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
„ ৭৩ (১৯৫৫	১০৫৸৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৸৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (করাচি)	২২৯৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৲
অকল্যাণ্ড	১২৫৲
বালী	১৩৯৲
বরানগর	৯৫৲
কেশব	৩৭৲
ডাল	২৯৲
ক্লাইভ	২। ।০
ডালহৌসী	৪০৸।০
হেস্টিংস	৪০৫৲

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীচৈতন্য-মতানুগ ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয় সুষ্ঠু অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। যদি কোন ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১২ই আষাঢ় (১৩৩১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন—মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ের ও পড়িবার আবেদনাত্র যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যরত্ন, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পঞ্চপতি প্রধানাধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলা যকৃৎ সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন বেহালার অব্যর্থ পাচন কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৸৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিমাবিজ্ঞানবিৎ ও ব্যবসায়ী জে, ডি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে. ডি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত।]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রন্থগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত প্রয়োগ করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে রত হইবার এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় রয়েল ও বিভূষায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহৎ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মহারাজ গৌড়ীয়মঠ, মল্লিক শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

৯। এসিস্টাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহন ঘোষ বলেন সত্য দেবকরসের বটিকা আমি এই বিশেষ রস বটিকা আমার স্ত্রী ও পিতামাতার নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। উহা কেবল দেশী গাছগাছড়া দ্বারা প্রস্তুত বটিকা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও
অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত জগতের সেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপ কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং জগতের আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসে শ্রীপ্রকাশক হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
চিঠিপত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাপ্তাহিক হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৬১, ১৮ই মে ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

সর্পদংশনে ৩ জনের মৃত্যু

ঢাকার অন্তর্গত শ্রীনগর থানার কুকুটিয়া গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ীতে এক গোয়ালা দধি বিক্রয় করে। তাহার অল্পক্ষণ পরেই দুইটি বালক তাহা আহার করে। আহার করার অল্প পরেই দুই জনেরই মৃত্যু হয়। নিকটের গোয়ালাকে পাওয়া যায়। সে ঐ বাড়ীতে আসিয়া বলে যে তাহার দধির জন্য দুর্ঘটনা হইতে পারেনা, যদি উহার এবং নিজেই কতকটা আহার করে। তৎক্ষণাৎ সেও মারা যায়। বিষাক্ত দধি ফেলিয়া দিতে যাইয়া তাহার মধ্য হইতে দুই গোক্ষুর সাপের বাচ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ দুগ্ধ গরম করিয়া হাঁড়ীতে রাখিবার পরে সাপটি তাহার মধ্যে পড়িয়াছিল।

ত্রিপুরীতে ঝড় ও অগ্নিকাণ্ড

নরসিংদী হইতে প্রকাশ, ত্রিপুরার উপর দিয়া প্রবল বেগে এক ঝড় বহিয়া যাওয়ায়, কতকগুলি বৃক্ষ উৎপাটিত হয় এবং বহু ঘরের টিনের চাল উড়াইয়া লইয়া যায়। ঐ সময়ে জুলধাগে এক কুটিরে আগুন লাগে। ঝড়ের সাহায্যে উহা অল্প সময়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় আরও ১২টি কুটির ভস্মীভূত হয়। ইহার ফলে এক লক্ষ টাকার নোট নষ্ট এবং ৩ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। চা'রটি দমকল ৫ ঘণ্টা চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত করে।

কুকুরের কামড়ে ৮ জন লোক নিহত

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, এই সহরের কাছে মোটরযানে পরিতাক্তগণ এক প্রতিযোগিতা হইতেছিল। অনেক সামরিক বিমানচালক একখানি মোটর গাড়ী চালাইয়া এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিলেন। কিন্তু দ্রুত ধাবমান মোটরটি প্রবল বেগে দর্শকদের উপরে গিয়া পতিত হয়, ফলে ৩ জন লোক নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। ধাবমান মোটরের সম্মুখে একটি কুকুর দৌড়াইয়া যাইতেছিল, তাহাতেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরচালককে অচৈতন্য অবস্থায় তুলিয়া আনা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি মারা যান।

গ্লাসগোতে বিষম বিস্ফোরণ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত শনিবার অধিক রাত্রে গ্লাসগো সহরের বুকের উপর এক আতঙ্কজনক বিস্ফোরণ হইয়াছে এবং গ্লাসগোর পুলিস এতৎসম্পর্কে বিপুল তল্লাসী করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সৈন্য মহলের আদালত বিস্ফোরণ পদার্থের সাহায্যে উড়াইয়া দিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। অকস্মাৎ নহে যে বিস্ফোরণ ঘটে, তাহাতে অট্টালিকাটির কয়েকটি দরজা জানালা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে অট্টালিকাটি তখন জনশূন্য ছিল। বিস্ফোরণের ফলে একখণ্ড কাঠ ছিটকাইয়া যাওয়ায় একজন স্ত্রীলোক মাথায় আহত হইয়াছে। অন্য কাহারও কোন শারীরিক ক্ষতি হয় নাই।

চলন্ত ট্রেণ হইতে নিরুদ্দেশ উধাও

কলিকাতায় এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আসাম মেল ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম ও পাহাড়তলী ট্রেনের মধ্যে এক উচ্চ শ্রেণীর এক কামরা হইতে একটি বিদেশীর চুরি গিয়াছে মিঃ হাণ্টার নামক জনৈক ইউরোপীয়ান চট্টগ্রাম হইতে শ্রীহট্ট যাইতেছিলেন। ট্রেণ পাহাড়তলী অতিক্রম করিলে তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার বিছানাপত্রটি চুরি গিয়াছে। রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

৪৮০০৲ টাকা লোপাট

আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের ব্যবসায়ী চিরঞ্জীলালের ৪৮০০৲ টাকা চুরি করিবার অভিযোগে রাজেন্দ্র মিশির, সিউধারী মিশির ও জেবার রাম জেওয়ারী গ্রেপ্তার হইয়া অন্তর্ভুক্ত সাপেক্ষে হাজতবাস করিতেছে।

প্রকাশ, রাজেন্দ্র মিশির উক্ত চিরঞ্জীলালের পরিচিত লোক। একদিন সে নাকি চিরঞ্জীলালের দোকানে গিয়া কয়েকখানা কাগজপত্র আনিবার ছলে তাহার ৪৮৮০৲ টাকার একখানা চেক সরাইয়া ফেলে এবং চেকখানা নিয়ারলাণ্ড ব্যাঙ্কে ভাঙাইয়া টাকা আত্মসাৎ করে।

ট্রেণের নীচে পড়িয়া রমণীর মৃত্যু

বিনোদপুর হইতে প্রকাশ বিনোদপুর হইতে বাউন্ডারী রোডে মশোহরপুর স্টেশনে গত ৮ই এপ্রিল ১১টার সময় বিনোদপুরে ট্রেণ হইতে যে গাড়ী পৌঁছে তাহার নীচে পড়িয়া একটি মুসলমান নারীর প্রাণ যায়। প্রকাশ যে, উক্ত স্ত্রীলোকটী জল আনিবার জন্য যখন রেল লাইন পার হইতেছিল সেই সময় হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় একটা পা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতরভাবে জখম হয় এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনোদপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় কিন্তু ১ ঘণ্টা পরে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

বেলডাঙ্গা উল্টা রথে দাঙ্গা

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে বেলডাঙ্গা উল্টা রথ উপলক্ষে নওপুকুরিয়া গ্রামের উত্তরাংশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবার অভিযোগে যে ১৮ জন মুসলমান দায়রায় সোপর্দ হইয়াছিল, সেশন জজ মিঃ জি, বি, মিত্র উহাদের সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের চৌদ্দ জনকে ১ বৎসর ৯ মাস করিয়া ও বাকী চার জনকে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নওপুকুরিয়া গ্রামের পশ্চিমাংশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত ৬৭ জন মুসলমানের মামলার শুনানী হইয়াছে।

আত্মহত্যা

হুগলীর অন্তর্গত ত্রিবেণীর এস' সি দাসকে শুক্রবার প্রাতে তাহার গৃহে মরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় বিবরণে প্রকাশ, সে ক্ষুরের দ্বারা নিজের গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার আত্মহত্যার কারণ জানা যায় নাই। উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে ৪৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

কলিকাতায় খানাতল্লাস

শনিবার প্রাতে গোয়েন্দা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মচারীরা পুনরায় উত্তর কলিকাতার নানাস্থানে খানাতল্লাসী করে। প্রকাশ, তাহারা সুকিয়া ষ্ট্রীট অঞ্চলে বলাই সিংহ লেনের এক বাড়ীতে হানা দেয়। ঐ বাড়ীতে অনেকক্ষণ খানাতল্লাস করিয়া পুলিস অনেকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করে ও একটী বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৪ঠা পৌষ শুক্রবার, ১৩৪১

অমৃতবাজার এক সংবাদে প্রকাশ, [illegible] জনৈক [illegible] প্ররোচনায় [illegible] স্থানীয় পুলিশ এক হিন্দু [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ জ্যোতিষী ফকিরাণীকে বলিয়াছিলেন যে, ফকিরাণী যদি ১০ তোলা স্বর্ণ তাহার কোন পরলোকগত আত্মীয়ের বর মুক্তির জন্য উৎসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার (ফকিরাণীর) পরিবর্তে স্বর্ণ রোগমুক্ত হইবে। জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করিয়া ফকিরাণী তাহাকে ১০ তোলা স্বর্ণ প্রদান করে। তারপর জ্যোতিষী উক্ত স্বর্ণ বাক্সের মধ্যে রাখিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবার ভাণ দেখায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একখণ্ড লোহ নদীতে নিক্ষেপ করে। অতঃপর স্বর্ণসহ জ্যোতিষীকে হাতে হাতে ধরিয়া ফেলা হয়। নিজ লোভের জন্য লোকে কত রকমই যে উপায় উদ্ভাবন করে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মেহেরপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, সেদিন [illegible] নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীর সহিত একখানি গো-গাড়ী করিয়া ফুলানন্দপুর গ্রাম অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন রাত্রি [illegible]টা। মেহেরপুর হইতে ২ মাইল দূরে [illegible]পুর গ্রামের নিকট কয়েকজন লোক হঠাৎ তাহাদের গাড়ী আক্রমণ করে। এবং গাড়ীর লোকজনকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া ভদ্র মহিলাটির গাত্র হইতে প্রায় ৩০০৲ টাকা মূল্যের সমস্ত অলঙ্কার ছিনাইয়া লইয়া চম্পট দেয়।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, গ্রানচাকো অঞ্চল বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ যে যুদ্ধ চলিতেছে, তৎসম্পর্কে বিবদমান দ্বয় [illegible] একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। জেনারেল আলেকজান্ডার রবার্টসন ব্রিটেনের পক্ষ হইতে এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। তদন্তের কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে পরোক্ষে এই কথা বলা হইয়াছে যে, যদি বাহিরের [illegible] বিবদমান গভর্ণমেন্টদ্বয়কে অস্ত্র শস্ত্র [illegible] না দিত, তবে এই যুদ্ধ অবিলম্বে থামিয়া যাইত।

[illegible] এই রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টে [illegible] যে, বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ের কোথাও অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হয় না। ইউরোপীয় দেশগুলির অতি আধুনিক প্রণালীতে নির্মিত সামরিক অস্ত্রাদি এই দুই দেশকে সরবরাহ করিতেছে।

এক বিবাদের প্রতীকারের একটী উপায় [illegible] ডাক্তারদের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] বাবাজীদের 'মানবের কল্যাণকল্পে' গবেষণা করা। দক্ষিণ আমেরিকার এই যুদ্ধ যেমন [illegible] তেমনই ভয়াবহ। আজও সৈন্যদের দ্বারা কয়েকটি জেলার প্রবল ক্ষতি হইয়াছে। উভয় দেশের শ্রেষ্ঠ যুবকগণ নিঃশেষে ধ্বংস হইতেছে। যদি এই প্রকার অবস্থা চলিতে থাকে, তবে দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতার সর্বনাশ ঘটিবে।

বাঘের সহিত লড়াই

কুচবিহার হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি কুচবিহারে বাঘে মানুষে এক রোমাঞ্চকর লড়াই হইয়া গিয়াছে। একটি সাড়ে সাত ফুট লম্বা বাঘ বেলা প্রায় ১২টার সময় শিকারের সন্ধানে শ্রীযুক্ত নিরেন্দ্র প্রসাদ নিয়োগীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। বাড়ীর বাসিন্দাগণ [illegible] মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিয়োগী ও তাঁহার [illegible] বাঘটিকে মারিবার জন্য বন্দুক লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। ব্যাঘ্রটি তখন [illegible] নিকটবর্তী এক ঝোপে গিয়া আশ্রয় লয়। এই সময় তথায় প্রায় দুই শত লোক সমবেত হয়। বাঘটী তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব দেখিয়া দুই জন লোককে আক্রমণ করিয়া সাংঘাতিক জখম করে; তাহার পরে সে নির্বিবাদে উঠান অতিক্রম করিয়া [illegible] নদীর নিকট যায় এবং আর একটি ঝোপে প্রবেশ করে। সমবেত লোক সকল কয়েকটী দলে বিভক্ত হইয়া ঝোপের দুই দিক ঘিরিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী ঝোপের মধ্যে গুলী করেন; বাঘটী হঠাৎ ভীত হইয়া নদীর ধারে যায় এবং কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত নিয়োগী পুনরায় গুলী করেন, তখন ব্যাঘ্রটি [illegible] উপর শ্রীযুক্ত নিয়োগীর উপর নিপতিত হয়। শ্রীযুক্ত নিয়োগীর পিছনে যাহারা ছিল, তাহারা ভয়ে তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী অবস্থা সঙ্কটজনক দেখিয়া বাঘের মুখের [illegible] গুলী করেন, কিন্তু বাঘটি পড়িয়া না গিয়া শ্রীযুক্ত নিয়োগীকে কাবু করিয়া ফেলে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী তখন বন্দুকের নল বাঘের মুখে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নল দিয়া গুলী বাহির হইল না। বাঘটী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে থাকে; তিনি তাহার বাম হাত বাঘের দুই চোয়ালের মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া দেন এবং ফলে গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হন। এই সময়ে দূর হইতে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, জনৈক পঞ্চিয়া বালক পিছন হইতে বাঘটিকে [illegible] ধরিয়াছে। তখন আরও অনেকে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করে। শ্রীযুক্ত নিয়োগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছেন। বাঘটী শেষে নিহত হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে বাঘের উৎপাতের সংবাদ প্রায় দৈনিক পাওয়া যাইতেছে এবং গবাদি পশু প্রায়ই বিনষ্ট হইতেছে।

ভুয়া মণিঅর্ডারের টাকা নিয়া

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গতমাসে ৭ স্থানে ৫০০ টাকা হইতে ৬০০ টাকা ভুয়া মণিঅর্ডার প্রেরণ ও টাকা গ্রহণ করা সম্পর্কে পুলিশ ৩জন লোককে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। বাকী ৩জন আসামী এখনও ফেরার আছে।

ঘটনায় প্রকাশ, [illegible] স্থানীয় ডাকঘরে ৫০০ টাকার একটি মণিঅর্ডার শ্রীযুক্ত [illegible] নামে আসিয়াছিল হইতে আসে, কিন্তু কমিশন অর্ডার [illegible] মাষ্টারের হস্তাক্ষর স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারের সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে সংবাদ দেন। পুলিশ মণিঅর্ডার বিলি বন্ধ রাখে এবং উক্ত [illegible] নিকট খবর নিয়া জানিতে পারে, কোন লোক কিছু দিন পূর্বে ঐ জাল [illegible] কিনিবার জন্য [illegible]।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মজুমদার নামক অন্ধ এক লোক উক্ত প্রেরিত টাকার খবর জানিতে আসে, পুলিশ অবিলম্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন পর সে বড়যন্ত্রের বিষয় ইন্সপেক্টর স্থানীয় বড় দারোগা আবদুল হামিদের নিকট প্রকাশ করে। তাহাতে জানা যায়, নোয়াখালী জিলার সাতপুর পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার গুহ এই বড়যন্ত্রের নায়ক মূল কারণ। এই ভাবে নানা স্থানে ভুয়া মণিঅর্ডার পেরণের উদ্দেশ্যে ইহারা বড় বড় স্থানের সকল সীলমোহর সংগ্রহ করে এবং ফর্মের উপর ঐসব সীলমোহর দিয়া যথাবিধি ডাকের ব্যাগের সঙ্গে পাঠাইত। ইহাদের লোকই এইসব মণিঅর্ডার বিলি গ্রহণ করিত। এইভাবে ইহারা চট্টগ্রামের বাড়ুনগরে ২টী, বাড়বকুণ্ডে ১টী, চাঁদপুরে ১টী, কুমিল্লায় ১টী, ঢাকায় ২টী, মোট ৭টী ভুয়া মণিঅর্ডার প্রেরণ করে। এই ব্যাপারের প্রধান সহায় ব্যক্তি ছিল প্রাণকুমার বাবুর আত্মীয় সোনাইমুড়ি পোষ্টাফিসের কেরাণী শ্রীযোগেন্দ্রকুমার দত্ত। এতদ্ব্যতীত বাবলা থানার [illegible] গ্রামের শ্রীইন্দ্রকুমার নাথ, ডাক সরবরাহ কৌশিক [illegible] ব্যক্তি কারাবিত ইহার মধ্যে সাক্ষী ছিল। এ ছাড়া রেফিং ব্যাংক হিসাবের বহু খবর ধরা পড়িয়াছে।

প্রাণকুমার বাবু তাঁহার বিবৃতিতে চট্টগ্রামের কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী তাহাকে দিয়া এই হীন কার্য্য করাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। শেষোক্ত ৩জন আসামী এখনও পলাতক আছে।

বৈকুণ্ঠ শুকুলের ফাঁসি

পাটনা হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, গত সেন্ট্রাল জেলে লাহোর ও পাটনার ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ফণী ঘোষের হত্যা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বৈকুণ্ঠ শুকুলের ফাঁসি হইয়াছে। গঙ্গা ঘাটে তাহার মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে।

পর্ত্তুগালে ভীষণ ঝড়

লিসবন হইতে প্রকাশ, সেন্ট [illegible] অঞ্চলে [illegible] আগেতে দুই শতাধিক কৃষকের ঘরবাড়ী একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। জীবিত কালের মধ্যে এই অঞ্চলে এতবড় ঝড় আর হয় নাই। এই ঝড়ে কয়েকটি গ্রাম, রাস্তাঘাট, জলপাইকুঞ্জ ও কমলার বাগান ধ্বংস হইয়াছে। বড় বড় দিনপাতের ফলে অনেক কৃষক গুরুতররূপে আহত এবং হাজার হাজার ভেড়া নিহত হইয়াছে।

জমীদার খুনের মামলা

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, বীরেন্দ্র রায় চৌধুরীর হত্যার মামলায় পুলিশ এজাহি পত্র ও অপর ২৬ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও অন্যান্য ধারা অনুযায়ী চার্জসীট দাখিল করিয়াছে।

পাঠকদের স্মরণ আছে যে, বাড়োয়ার জমিদার ও স্থানীয় বারের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী গত ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রিতে যখন তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে তাঁহার পুত্রের সহিত নিদ্রিত ছিলেন, তখন নিহত হন।

নোয়াখালীতে তল্লাসী

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা পুলিশ একদল কনেষ্টবল লইয়া সহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্র কুমার রায় ও অপর সাতজন ভদ্রলোকের বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করিয়াছে।

জনৈক যুবককে গোয়েন্দা পুলিশের অফিসে লইয়া যাওয়া হয় এবং বিবৃতি লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ { ১৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১৮ই মে ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ৬৭শ সংখ্যা

পাশ্চাত্যে গৌরবাণী প্রচারের সুফল

জার্ম্মাণ মনীষীর আর একখানা পত্র

To

His Holiness

Sree Mahamahopadeshaka Pandit Ananta Vasudeb Vidyabhusan.

It is by the grace and kindness of Sree Tridandi Swami B. H. Bon that I have this first opportunity to address to Your Holiness. It is always a difficult task to express one's thoughts to a person one has never seen in his life. And now I have even to address to Your Holiness, the Most Blessed Associate of His Divine Grace! I am very much regretting, indeed, that I, imprisoned by ignorance and utter helplessness, am not in the least able to realise the state of joy, which is, I am sure, to be supposed as my present condition, being allowed to write to Your Holiness. I was told that Your Holiness is the brightest star near the sun, enlightening the horizon of true religion. What shall I pray for? For nothing else but that Your Holiness may not waste a single ray of Your brightness because the dirty mirror is not worth to catch even an atomic part of one single ray. A man may be a poor beggar and be quite conscious of his depravity and yet he can not but stand pleading at the door of the rich. And so:—

A poor beggar at Thy door,
Pleading I stand,
Give me an alms, Lord,
from Thy loving hand.

Your Holiness know that I came on March 19th from Berlin to join Sree Swami B. H. Bon in the Gaudiya Mission Monastery, London. It is quite impossible to express in a few lines my thankfulness for the loving atmosphere I was allowed by His Divine Grace to imbibe here since my arrival. Sree Tridandi Swami B. H. Bon and B. P. Tirtha are so unlimitedly kind to me in every concern, constantly eager to promote my spiritual life that I realise it more from day to day that I am not fit to render the proper service to these pure souls. I try to help in the office, but due to the defective knowledge of the English Language and the limitations of the Western mentality and good will—all these endeavourings are not worth speaking of. The only resource is His Divine Grace and the True Devotees. I have but one earnest sincere wish: I should like to be blessed by being employed in the Service of Godhead and by getting fit for promoting the knowledge of the unique Holy Teachings of Sree Krishna Chaitanya in whatever manner I may be ordered to do so. But I am quite aware of the fact that this goal is as distant from my present state as the galaxy from Gloucester Road. When I am writing these few lines, so I wish only to express the fact that I have realised the importance of the association of the True Devotees and that I, as a helpless child, found the most loving acceptance in a holy family, consisting of the four members of the Monastery. I can imagine no greater mischief than the unbearable separation from the True Devotees—and so the alms I am praying for, consists in getting the permission to live in constant association with pure souls and in attaining the Blessings of His Divine Grace and Your Holiness.

Always Your obedient servant,
Sd/. Ernst Schulze.

অর্থানুবাদ

পূজনীয়

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ,

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজের কৃপায় আপনাকে পত্র লিখিবার এই প্রথম সুযোগ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহাকে জীবনে কখন দেখি নাই, তাঁহার নিকট নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা বড়ই কঠিন। এক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের নিকট আমাকে পত্র লিখিতে হইতেছে। আপনাকে পত্র লিখিবার অনুমতি প্রাপ্তে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় যে আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমি আমার অজ্ঞতা বদ্ধ ও সহায়হীন অবস্থার জন্য উপলব্ধি করিতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত। আমি শুনিয়াছি যে সূর্য্যের নিকটস্থ উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় আপনি ধর্ম্মাকাশকে আলোকিত করিতেছেন। আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব? একমাত্র প্রার্থনা, আমার এই মলিন দর্পণ আপনার উজ্জ্বল কিরণ-কণা গ্রহণ করিবার যোগ্য না হইলেও, আপনি যেন উহাকে ঐ কিরণ-রশ্মি হইতে বঞ্চিত না করেন। একজন দুঃখী ভিখারী তাহার অপরাধের বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও, একজন ধনী ব্যক্তির দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে কোন দোষ হয় না। সেইরূপ পরমার্থ-ধনে ধনী আপনার দরজায় দণ্ডায়মান হইয়া আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আপনার প্রেমময় হস্তে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা আমাকে প্রদান করুন।

আপনি জানেন যে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত যোগদান করিবার জন্য গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে আমি বার্লিন নগর হইতে এখানে আসিয়াছি। আমার এখানে আসিবার পর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় যে প্রেমময় আবহাওয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, তৎসম্বন্ধে আমার কৃতজ্ঞতা দুই চারি লাইন পত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ প্রত্যেক ব্যাপারে আমার উপর এরূপ অসীম দয়া-প্রকাশে আমার পারমার্থিক জীবনকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে আমি দিন দিন ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে এই মহাত্মাগণের সেবায় আদৌ আমি যোগ্য নহি। গৌড়ীয় আফিসে সেবাকার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় অপূর্ণ

(অতঃপর ৪র্থ পৃঃ ৫ম স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ মধুসূদন নিশি গৌরাব্দী ৪৪৮

বিবর্জ্জন

বর্জ্জন অর্থে সম্যক্ ত্যাগ এখানে লক্ষিতব্য বিষয়। সম্যক্ বা উত্তমরূপে কেহ ত্যাগ করে না; সুতরাং অসৎসঙ্গ-ত্যাগ যে এ লেখকের আলোচ্য তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে আমরা শুধু বর্জ্জনের কথা না বলিয়া অন্য দিক্ দিয়া কথাই উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষরূপে বর্জ্জন করার নামই বিবর্জ্জন। রসগোল্লার আস্বাদ না পাইয়া গুড় সাময়িকভাবে ত্যাগ করিলেও তাহা বিশেষভাবে অর্থাৎ একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব। অতএব অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণই—বিবর্জ্জন-শব্দের তাৎপর্য্য।

সঙ্গের প্রভাব সম্বন্ধে, ব্যক্তিমাত্রেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন। এবং আমরাও ইতঃপূর্ব্বে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ইহার নিদর্শন করিয়াছি। সঙ্গ দুই প্রকার—দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গ। দুঃসঙ্গের অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গের ফল—ভোগ-লালসা-বৃদ্ধি এবং সৎসঙ্গ অর্থাৎ বৈষ্ণবসঙ্গের ফল—হরিসেবায় উন্নতি অর্থাৎ সেবায় উত্তরোত্তর লালসা। সেইজন্য সাধু ও শাস্ত্র অসৎসঙ্গ—হরিবিমুখ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবৈকপ্রাণ বৈষ্ণবগণের সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন। যথা—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন, সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও সাধুর লক্ষণ—এই তিনটীকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব, ঐলরাজ পুরূরবা উর্ব্বশী সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে তিনি আত্মতত্ত্বে আমাকে আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বিচারক হন তবে তিনি সর্ব্ব প্রথমে দুঃসঙ্গ অর্থাৎ জগদ্‌বাসীর সঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ করিবেন। কারণ, সাধুগণের কৃপা এত যে, তাঁহারা সকলেই বিষয়াসক্ত জীবগণের বিষয়-বাসনারূপ বন্ধনগুলিকে সাধূক্তিরূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় করাইয়া দেন।

'কৃষ্ণই আমার প্রভু এবং আমি একমাত্র কৃষ্ণেরই সেবক,—এই সদ্‌বুদ্ধি হৃদয়ে উদিত হওয়ার নামই সম্বন্ধজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান। এই সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে ভক্তির দ্বারে প্রবেশাধিকার জীবের হয় না। অতএব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বেশী করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। এই সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ সম্বন্ধজ্ঞান-হীন অসাধুর সঙ্গে হয় না, ইহা লাভের একমাত্র উপায়—সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত সাধুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সতত অনুসরণ করা। এই সম্বন্ধজ্ঞান একদিনে লাভ করা যায় না, অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ-স্পৃহা বা সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এই স্বরূপজ্ঞান জীবহৃদয়ে প্রকাশ পায়। এই স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে জীব অনুভবানন্দে প্রমত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেবায় নিযুক্ত হয়। এবং তখনই জীব নিত্যানন্দ-লাভে সমর্থ হইয়া চিন্মুক্ত হয়।

আমরা সৎসঙ্গ-লাভের বা মঙ্গলাভের আশা হৃদয়ে বহুই পোষণ করি না কেন, দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ব্যতীত আমাদের নিত্য-মঙ্গল যে কখনও হইতে পারে না, ইহা অনায়াসে স্বীকার্য্য। কারণ, আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, যাঁহার দুঃসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও কোন ফল-লাভ অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণের'—এই বাস্তব সত্য কথাটী উপলব্ধি করিতে পারেন না।

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৮ম)

সেবা-সেবকবুদ্ধি-রহিত হইয়া—'আমি কে কাহার সেবা করিব' ইহা না বুঝিয়া অসাধু সঙ্গে বহু জন্ম-ব্যাপী শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও জীব কৃষ্ণপ্রেম-লাভে সমর্থ হয় না। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অর্থ—শ্রোতাভিমানে শুনা বা বক্তা-অভিমানে চীৎকার বুঝাইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল যে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি বা সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ তাহা হয় না। অতএব সেবক-অভিমানে সাধুমুখে শ্রবণ-রূপা সেবা বা মুখোত্থ বাণীর অনুকীর্ত্তন-রূপা সেবাই শ্রবণ কীর্ত্তনের মুখ্য তাৎপর্য্য—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

নঙ্গর না তুলিয়া দিবারাত্র নৌকা চালাইলেও যেরূপ কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হওয়া যায় না বরং পণ্ডশ্রম মাত্র হয়; তদ্রূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া হরিবিমুখ গৃহে বাস করিয়া অষ্ট প্রহর বা চৌষট্টি প্রহর চেঁচাইলেও বা নামনিষ্ঠায় থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ নাম করিলেও ভজনপথে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না, বরং পিছু হটিতে হয়।

সাধারণ জীব মনে করেন—"ভোগে সুখ নাই, যদি সুখ থাকে তবে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগেই আছে; ঐ যে বৃক্ষতলবাসী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, বেদান্ত-বাক্য সদা স্মরণ করিতে করিতে বলিতেছেন—'শিবোঽহং' শিবোঽহং' তিনিই সুখী সুতরাং উঁহার পদতলে যদি সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া লুটাইতে পারি তবে সুখী হইব।" এই ভাবিয়া অজ্ঞানান্ধ জীব এক প্রকার অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গিয়া অপর প্রকার অবিদ্যার হস্তে পড়িয়া কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। হায়! হায়! তাহারা জানে না যে—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম বঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনামাত্রই দুঃসঙ্গ। ভোগীর বরং সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কালে মঙ্গললাভ সম্ভব কিন্তু কপটত্যাগী আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা করিয়া অজ্ঞ-লোকের যে আবাহন করেন তাহা আরও অধিকতর নিন্দনীয়। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"বিষয়ীর অন্নে যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়॥
মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গী—স্ত্রীসেবী বা স্ত্রৈণকে এবং কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগী বিষয়ী কৃষ্ণাভক্তগণকে অসৎ এবং তাহাদের সঙ্গকেই অসৎসঙ্গ বলিয়াছেন। আমরা প্রায় অনেকে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্ত বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু একটু স্থিরভাবে বিচার করিলেই দেখিতে পাই যে, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ অর্থাৎ পতি-অভিমানে স্ত্রী-সম্ভোগকারীর সঙ্গ পরিত্যাগ ত' দূরের কথা, আমরা নিজেই কোন যোষিৎএর পতি সাজিয়া ভোগেই প্রমত্ত রহিয়াছি। অসৎসঙ্গ-ত্যাগের কথা শুনিয়া বা তাহা জগতে প্রচার করিয়া যদি নিজে সজ্জের বা প্রচারকের আবরণে গা ঢাকা দিয়া নিজেই স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসেবী বা স্ত্রীর আদেশপালনে রত হই তাহা হইলে আমার ভজনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

নিজে উপরিউক্ত অসৎ-সম্পৃক্ত না হইয়া অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণের কথাই আমরা শাস্ত্র ও সাধুর নিকট শ্রবণ করিয়া থাকি। লোকভজা—স্ত্রীভজা বা গোরাভজা এককালে হয় না, স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত মাতা-পিতা-স্ত্রীপুত্রাদিতে পরি- পূর্ণ গৃহে থাকিয়া বদ্ধজীবের হরিভজন হ… না—এসব কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে প্রব… না হইলে হরিভজন আরম্ভ হওয়াই দুষ্কর। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও সত্য সত্যই ভজন করি… একান্ত অভিলাষী তাঁহারাই মাত্র এ… অবধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন যদি… আমাদের ধারণা। নতুবা ইন্দ্রিয়তর্পণ… ভোগকে সার করিয়া যাঁহারা হরিভজন… প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহাদের কপটতা… কতদূর ফলবতী, তা' তাঁহারাই বিচা… করিবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। গুরু… রূপী ভগবানের পাদপদ্ম হইতে দূরে থাকি… —তাঁহার কৃষ্ণসংসারে বা মঠে বাস না করি… বদ্ধজীবের কৃষ্ণকৃপালাভ বা সংসার-মুক্তি… পর হরিভজন বা ভগবানে প্রীতি যে কিরূ… হয় তাহা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আ… না। তবে এ সব কথা বদ্ধ জীবের জন্য… গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধ ও ভজন পূর্ণ-রূপা… প্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের কথা স্বতন্ত্র।

তাই বলিতেছিলাম, যদি কাহারও কৃষ্ণ-দর্শনের আশা থাকে, তবে তিনি দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া—হরিবিমুখ-বন্ধবান্ধব স্ত্রী ও অন্যান্য সকলের সঙ্গ চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া সৎসঙ্গ অর্থাৎ নিরন্তর গুরু-রূপী ভগবান্ ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণের সঙ্গ গ্রহণ করিবেন। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গ-বর্জ্জন বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল-বর্জ্জনই দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন আর কৃষ্ণসেবার অনুকূল গ্রহণই সৎসঙ্গ। আমরা ইহা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় ভজনানুকূল শ্রীধামবাস বা সাধুসঙ্গে বাসকে ভজনপ্রতিকূল অপরাধজনক মনে করি, আবার কখনও ভজনের প্রধান অন্তরায় ও নরকপ্রাপক গৃহকেই ভজনানুকূল জ্ঞান করিয়া তাহাতেই আসক্ত হই ও হরিভজন হইতে অবসর পাইবার নানারূপ কৌশল আবিষ্কার করি।

ভক্তগণ এবম্বিধ ব্যাপারে প্রমত্ত না হইয়া কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল সমস্ত বিষয় ত্যাগ করেন এবং অনুকূল সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও সর্ব্ব বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন। যে কামিনীকাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মায়াবাদীর অন্তর বিচারে ত্যাগের বস্তু, সুবিবেক বৈষ্ণবের অধোক্ষজ-সেবার নিকট তাহাই ভগবৎ-সেবার উপকরণ। কামিনী, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠা ভগবৎসেবায় নিয়োগ করার কথা একমাত্র স্বরূপজ্ঞান-প্রাপ্ত বৈষ্ণবেরই প্রযোজ্য। নতুবা আমরা যদি অনধিকারী অনুরূপ বেশে না হইয়া সর্প …

তাহা হইলে বিষয়বিষে জীবনত্যাগই আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে, অর্থপ্রাপ্ত হইবেনা। সেইজন্য শাস্ত্র জীবনধর্মার্থ প্রথমেই অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গে থাকিয়া বৈষ্ণব হইবার জন্য—ভগবৎসাক্ষিধানে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

ছাড়ে কই?

(শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসাধিকারী)

যেদিন হইতে আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িয়াছি সেই দিন হইতে আমরা কতকগুলি শত্রুর হস্তে পড়িয়াছি। তাহারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে করতলগত করিয়া রাখিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-বাসনা অন্যতম। ইহারা বিষয়কে সঙ্গে লইয়া বিপুল আয়োজনে সংগ্রাম করিতেছে। আমাদিগকে শীঘ্রই করতলগত করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বাগীর আসক্তির সহিত সন্ধি করিয়া লইয়া তাহাকে অগ্রেই করতলগত করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভাবে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছে। পাছে বাহির হইয়া অন্য কোন প্রবল শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি, সেজন্য আগার অবরোধ করিয়াও রাখিয়াছে। প্রথমেই মনের সহিত এরূপভাবে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে যে তাহারা যে শত্রু সেটী আর জানিতেও দিতেছে না।

পাছে কোন গভীরতম প্রদেশে লুকাইয়া থাকি সেজন্য বহুরূপী হইয়া ওতঃপ্রোতভাবে আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মন-বুদ্ধিতে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ছয় জন শত্রু আসিয়া আমার মনকে একেবারে করতলগত করিয়া তাহাদের ক্রীতদাস করিয়াছে। তখন মনক্ষেত্রে আসিয়া গলায় ফাঁসী লাগাইয়াছে। তারপর অহঙ্কার আসিয়া আবার টানাটানি করিতেছে। তখন আমাদের খাদ্য—(প্রতিষ্ঠা) শূকরীর বিষ্ঠা, খানজল—কপটতা-রূপ গর্দ্দভমূত্র। প্রতিষ্ঠা ও তাহার নিত্যসহচর এবং উপপতি কপটতা নানা রূপ ধারণ করিয়া আমাদের নিকট আসিতেছে। প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনী বেশ্যা হইয়া তাহার উপপতি কপটতাকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে ও তীব্রভাবে শান্তি প্রদান করিতেছে। এমন যন্ত্রণাময় ভীষণ অবস্থা আমার! কিন্তু শত্রুদের এমনই কৌশল যে আমার এই অবস্থা একেবারেই অনুভব করিতে পারিতেছি না।

এখন সেই শত্রুগণ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত হইয়াছে। কেহ বল করিয়া ছাড়াইতে আসিলেও আমি কিছুতেই ছাড়িব না। কনক অর্থরূপে আসিয়া পরমার্থ হইতে ভুলাইয়া দূরে অনর্থের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আবার অত্যাহার প্রয়াসাদি আংশিকভাবে তাহার সহিত যোগদান করিয়াছে। তাহারা এখন আমার ভক্তি-পথের পরম শত্রু হইলেও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়াছে। প্রাণ, বুদ্ধি সব তাহার সেবায় দিতে আমি প্রস্তুত, তবুও শত্রুকে ছাড়িব না। যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহার দুষ্টামী কিছু বুঝিতে পারি তখন উক্ত শত্রু আবার রূপান্তর ধারণ করিয়া অন্য প্রকারে আমাকে মুগ্ধ করে। তখন আবার প্রতিষ্ঠাকে উত্তেজিত করিয়া দাতা, দেবকপূজক, দেশ-সেবক, জীব-সেবক, প্রতিযোগী ও ধার্ম্মিক ইত্যাদির আসনে সম্মানিত করিয়া বসায়, কিন্তু ছাড়ে কই?

কামিনী করেন কি? ইনি অনেক ছলনা করিয়া অনেক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া একেবারে হৃদয়েশ্বরী হইয়া বসেন। জগতে তাঁ'র চেয়ে আর কেহ যে পরম বন্ধু আছেন তা'তিনি জানিতে দেন না। পরে তাঁ'র পাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁ'র সেবা করাই যে পরম কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মন্ত্র প্রদান করেন। যে মন্ত্রের কাছে আর কোন মন্ত্র কার্য্যকরী হয় না। তখন তিনি ধর্মের রূপ ধারণ করিয়া সহধর্ম্মিণী হইয়া সেবার ছলনা লইয়া পরম মধুর বাক্যে বুঝাইতে থাকেন—"যত কিছু ধন প্রাণ সেবাতেই দিবে, তাঁহাকে ছাড়িলে বড়ই অধর্ম্ম হবে। কেননা তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে আশ্রিতা হ'য়েছেন, আশ্রিতাকে ত্যাগ করা খুবই অন্যায় কার্য্য।"

যদিও কোন প্রকারে স্থূলভাবে উঁহা ত্যাগ করা যায়, কিন্তু তাহার সূক্ষ্মরূপ আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়ে না। চিত্তে আসিয়া খুব প্রভাব বিস্তার করে তখন বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া, প্রত্যেক বস্তুর ভিতর দিয়া, ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রবেশ করিয়া চিত্তে ভোক্তা-অভিমান প্রবল করে। তখন যাহা কিছু দেখা, শুনা, ঘ্রাণ লওয়া, কথা বলা ও স্পর্শ করা যায় সব ভোগময় হইয়া যায়, প্রকৃতির ভোক্তা-অভিমানে প্রকৃতির সঙ্গ হইয়া যায়। এমনই কৌশল যাহা অনেক উপরে উঠিলেও নামাইবার চেষ্টা করে, তবু ছাড়ে কই?

হরিভজনের প্রধান শত্রু প্রতিষ্ঠাশা কনক-কামিনী অপেক্ষা আরও অধিকতর চাতুরী খেলিয়া থাকে। কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। প্রতিষ্ঠাও স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে আক্রমণ করে। তাই বৈষ্ণব-কবিবর প্রতিষ্ঠাকে বাঘিনী বলিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী জীবকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে কিন্তু সেই গ্রাসের ভিতর এমন একটা মোহিনী বিদ্যা আছে যে, বাঘিনী দেখিলে লোকে পলাইবার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিষ্ঠার কবলে কবলিত হইবার জন্য, ভয়ে পলায়ন ত' দূরের কথা যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া—প্রাণ অর্থ বিদ্যা-বুদ্ধি শক্তি বাক্য সব দিয়া প্রতিষ্ঠার কবলে কবলিত হইবার জন্য চেষ্টা করে। আবার সূক্ষ্মভাবে যখন আক্রমণ করে তখন ত্যাগ বা ফল্গু বৈরাগ্য আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করে। তখন অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সেই প্রতিষ্ঠার সেবায় সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে, কেহ বা জীব-সেবক, কেহ বা বড় সাধু ইত্যাদি নাম লাভ করিবার জন্য।

যাহাদের কিছু সৌভাগ্য ও সুকৃতি আছে প্রতিষ্ঠা তাহাদিগকেও ছাড়ে না। শ্রীগুরুসেবা বা শ্রীকৃষ্ণসেবার অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা গিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া ছলে বলে কৌশলে তাহার সেবায় নিযুক্ত করে। তাই গুরুসেবা আর হয় না। প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, প্রতি-পদ-বিক্ষেপে, প্রতি কার্য্যে প্রতিষ্ঠার সেবাই হইয়া যায়।

প্রতিষ্ঠার আবার কপটতা নামক নিত্য সঙ্গী আছে। পাছে প্রতিষ্ঠাকে কেহ ছাড়ে সেজন্য সে প্রতিষ্ঠার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়ে না সে উপপতির মত তাহাতে আসক্ত। আরও কতকগুলি শত্রু, তা'রা পাছে পাছে ঘুরিতে থাকে। সেগুলি—পরনিন্দা, রচচর্চ্চা, কুটীনাটী প্রভৃতি ইত্যাদি।

কাম-ক্রোধ-আদি করি,
বাহিরে সে সব অরি
আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
কপটতা-নাম তার,
তাহে কুটীনাটী তার,
যার বুদ্ধি পরম কিতব।

এই কপটতা না ছাড়িলে কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত যদি আমরা কপটতা ছাড়ি। তখন—

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে
কাপট্য রাখব অতি দূরে॥

কিন্তু কপটতা প্রতিষ্ঠাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

শুন মন নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী জানে মন,
বহু কাল করিবে শাসন॥

কাপট্য ভক্তপতি, না ছাড়িবে যার মতি,
স্বপদিনী যাহে হয় দূর।
জ্ঞানে যতন করি, প্রভু গৌর-পদ ধরি'
সেবা তুমি করহ প্রচুর।

নিজ চেষ্টা যতই করা যাইবে ইহারা ততই মনঃশিক্ষা কৌশলজাল বিস্তার করিবে। কিন্তু যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবের কৃপায় ও সেবায় হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন সেই দিনই কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা কপটতা ইত্যাদির কৌশলজাল কোথায় পলাইয়া যাইবে। সিংহদর্শনে করিগণের মত ছুটিয়া পলাইবে। ভাগ্যে কবে সেদিন উদয় হইবে জানি না। নচেৎ যত চেষ্টা সব নিষ্ফল হইবে এবং বলিব—ছাড়ে কই?

মর্ম্ম-নিবেদন

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

অভিজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্য চিত্তবৃত্তি ও প্রীতি সেবাকার্য্যে বাধাজনক হওয়ায়, আমার প্রাণ্ডক্ত সেবাকার্য্য উপযুক্ত হইতেছে না।

শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার ভক্তগণ আপনারাই আমার একমাত্র সম্বল। আমার আন্তরিক ইচ্ছা যেন ভগবৎ-সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ধন্য হইতে পারি এবং আপনাদের আদেশানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অতুলনীয় শিক্ষার জ্ঞান-প্রচার-বিষয়ে নিজেকে যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি।

কিন্তু ইহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি যে 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড' হইতে আকাশের "ছায়াপথ" (galaxy) যেমন অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, তেমনি বর্ত্তমান অবস্থায় আমার ঐ মনোবাঞ্ছা-পূরণও সুদূর পরাহত। যখন আপনাকে এই কয়েকটী ছত্র লিখিতেছি তখন ইহা আমি স্পষ্ট জানাইতেছি যে শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গলাভের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করিয়াছি এবং আরও উপলব্ধি করিয়াছি যে একজন অসহায় বালকের ন্যায় আমি যেন চারিজন সত্য-বিশিষ্ট হৃদয়ে একটী সম্রান্ত পরিবার-বর্গের কোলে আশ্রয় লাভ করিয়াছি। সাধুসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি আর নাই, তাই আমার ভিক্ষা এই যে, যেন আমি শ্রীল প্রভুপাদের এবং আপনার কৃপা লাভ করিবার জন্য সাধুসঙ্গে অহর্নিশ বাস করিবার অনুমতি পাইতে পারি।

ভবদীয় নিত্যদাস

(স্বাঃ) আর্ণেষ্ট সুল্জ

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাষ্যসহ ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৯-১০ খণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধাসার (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মূল-শ্লোক ৷০
১২। দুর্বিজ্ঞেয় অন্যোন্যঃ সারস্বত (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সারস্বত ভাষ্যভঙ্গীর) ৷০
১৪। বৈবর্ণ্য ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। ভজনামৃত ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মাধ্বমতী সারবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বকারিকা বা মাধ্বসারসংগ্রহণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রী-নবেন্দ্র ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতি ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ৷০
৫৬। মাধুর্য্য-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়ভাষ্য পাঠকঃ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনএলয়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। শ্রীবংশীগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্রমঠ মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ কাঁকশা বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালদা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপুরুষাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রয়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুসুমকুণ্ডা, পোঃ চিত্রকূট, বালেশ্বর।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কতিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশু ও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাঁকথানি	৭৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মক)	৯৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
১নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪।৶০
আটা এলমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৷৶
বন্ধান	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ " ঋণ (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৯ ৮৯) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ—	১০২৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কল্ট)	১১৩৪।০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৭৲
আকল্যাণ্ড	১১৫৲
গঙ্গা	১৮২৲
বরাহনগর	১৫৩৲
কেশব	৩৭৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২১।০
আলগারাপাড়া	৪০৮।০
হেষ্টিংস	৭০৬৲

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শুদ্ধভক্তিবিনোদানুকূল ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, বৈষ্ণবদর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পাঠ্যাদি আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুবর্ণ-পঞ্চাশতি প্রধানঅধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

রাণাঘাট-কৃষ্ণপুরের মধ্যে

অতিরিক্ত ট্রেণ

আগামী ১৫ই মে হইতে ৩৭১নং আপ্ ও ৩৮০নং ডাউন ট্রেণ দুইখানি, যাহা বর্ত্তমানে রাণাঘাট-কৃষ্ণনগরের মধ্যে চলাচল করে, রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন নিম্নলিখিত সময়-তালিকা অনুসারে কৃষ্ণপুর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে। প্রতি রবিবার ট্রেণ দুইখানি নির্দ্দিষ্ট সময়ানুযায়ী কেবলমাত্র রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে চলাচল করিবে।

	৩৭১ নং	আপ্		৩৮০ নং	ডাউন
রাণাঘাট	ছাঃ	১৪-৫০	কৃষ্ণপুর	ছাঃ	৬-৩০
বীরনগর	ছাঃ	১৫-০১	ভগবানগোলা	ছাঃ	৬-৪৪
বাদকুল্লা	,,	১৫-১২	জিয়াগঞ্জ	,,	৬-৫৯
কৃষ্ণনগর সিটি	,,	১৫-২৭	নশীপুর রোড	,,	৭-০৫
বাহাদুরপুর	,,	১৫-৩৮	মুর্শিদাবাদ	,,	৭-১৩
ধুবুলিয়া	,,	১৫-৪৭	কাশিমবাজার	,,	৭-২৩
মুড়াগাছা	,,	১৬-০৭	বহরমপুর কোর্ট	,,	৭-৩১
বেথুয়াডহরী	,,	১৬-২১	সরগাছি	,,	৭-৪৩
সোনাডাঙ্গা	,,	১৬-২৯	ভাবতা	,,	৭-৫০
দেবগ্রাম	,,	১৬ ৪১	বেলডাঙ্গা	,,	৮-০৮
পাগলাচণ্ডী	,,	১৬-৫৯	রেজীনগর	,,	৮-২৭
পলাশী	,,	১৭-০০	পলাশী	,,	৮-৪০
রেজীনগর	,,	১৭-১৪	পাগলাচণ্ডী	,,	৮-৫০
বেলডাঙ্গা	,,	১৭-৩৬	দেবগ্রাম	,,	৮ ৫৮
ভাবতা	,,	১৭-৪৫	সোনাডাঙ্গা	,,	৯-০৯
সরগাছি	,,	১৭ ৫২	বেথুয়াডহরী	,,	৯-১৭
বহরমপুর কোর্ট	,,	১৮-৫	মুড়াগাছা	,,	৯-৪২
কাশিমবাজার	,,	১৮-১২	ধুবুলিয়া	,,	৯-৫১
মুর্শিদাবাদ	,,	১৮-২২	বাহাদুরপুর	,,	১০-০০
নশীপুর রোড	,,	১৮-৩০	কৃষ্ণনগর সিটি	,,	১০-৪১
জিয়াগঞ্জ	,,	১৮-৩৬	বাদকুল্লা	,,	১০-৫৬
ভগবানগোলা	,,	১৮-৫১	বীরনগর	,,	১১-০৭
কৃষ্ণপুর	পৌঃ	১৯-০৫	রাণাঘাট	পৌঃ	১১-১৮

উক্ত তারিখ (১৫ই মে ১৯৩৪) হইতে একখানি করিয়া অতিরিক্ত আপ্ ও ডাউন ট্রেণ রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে নিম্নলিখিত সময় তালিকা অনুসারে যাতায়াত করিবে কেবলমাত্র রবিবারে এই ট্রেণদুইখানি বন্ধ থাকিবে।

	৩৯১ নং	আপ্		৪০০ নং	ডাউন
রাণাঘাট	ছাঃ	১৫-৫০	কৃষ্ণনগর সিটি	ছাঃ	১২-৪৩
বীরনগর	,,	১৬-০১	বাদকুল্লা	,,	১৩-০০
বাদকুল্লা	,,	১৬ ১১	বীরনগর	,,	১৩-১০
	পৌঃ	১৬-২৩	রাণাঘাট	পৌঃ	১৩-২০

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে অনুসন্ধান করুন।

আদেশানুসারে
এ, কে, দত্ত
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (রেটস, ডেভেলপমেণ্ট ও পাব্লিসিটি)
ই, বি, রেলওয়ে কলিকাতা

১০ই মে ১৯৩৪
নং টি ১১১/৩৪

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ তর্কশাস্ত্রী এম, এস, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৪১, ১৯শে মে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

জার্ম্মাণ বেলুন নিরুদ্দেশ

বার্লিন হইতে প্রকাশ, একখানি জার্ম্মাণ বেলুন কোথায় গিয়াছে তাহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই। বেলুনখানি বেলা আট ঘটিকার সময় হোলির নিকট আকাশগামী হইয়াছিল। আকাশগামী হইবার পর তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বেলুনখানি ছোট খাটো নহে, বার হাজার সাড়েসাত পঁচিশ ঘন মিটার উহার ওজন। উহার পরিচালনের ভার ছিল জর্জ্জ ব্রেক এবং হায় বাউসের উপর। উভয়েই বেলুন চালনায় পরিপক্ক। আবহাওয়ার অবস্থা সুবিধাজনক না থাকাতেই কি বেলুনখানি বিপন্ন হইল?

—

গ্যাসের আধারে বিস্ফোরণ

হংকং হইতে প্রকাশ, হংকং-এর একটি গ্যাসের গ্যাস ফাটিয়া বিশজন লোক নিহত হইয়াছে। বাট জন লোকের কোন খোঁজ খবর নাই।

সমীপস্থ বিস্তর বসবাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে, প্রায় একশত লোক হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। অনেকে গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। বাড়ীগুলি ভূমিসাৎ হইবার পর অবশিষ্ট বাড়ীগুলিতে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল।

—

৬১ খানি গৃহ ভস্মীভূত

টাউনভিলে এক সংবাদে প্রকাশ, উইনিহেন টাউনশিপে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে সমস্ত গ্রামটি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে ৬১খানি বাড়ী ছিল। সমস্ত বাড়ীই পুড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে তিন শতাধিক লোক গৃহহীন হইয়াছে। এই ব্যাপারে আনুমানিক ৭৫ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

—

দুই লক্ষ টাকা রাজস্ব

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, জিলা কর্ত্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী লক্ষ্ণৌ জিলার ভূমিরাজস্ব বাবদ ৬৭ হাজার টাকা ও খাজনা বাবদ প্রায় এক লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মকুব করার জন্য প্রাদেশিক সরকার এক আদেশ দিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে তুষারপাতে শস্যের ক্ষতি হওয়ায় জিলা কর্ত্তৃপক্ষ প্রোক্তরূপ সুপারিশ করিয়াছিলেন।

কাবুলে প্রদর্শনীর আয়োজন

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, ১৯৩৪ সালে ১২ই আগষ্ট তারিখে আফগান জাতীয় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে কাবুলে এক প্রদর্শনী হইবে। আফগান সরকার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য আফগানিস্থানের সহিত বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবাসী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও ক্রেতার সহিত আফগান ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। প্রদর্শনীর উদ্যোগীগণ প্রদর্শনীর কৃতকার্য্যতার জন্য বহু প্রকার সুবিধা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বোম্বায়ে খুন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কামবাড় ময়দানে একটি পাঠান যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাহার অঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। মৃতদেহের পার্শ্বেই একখানি রক্তমাখা ছুরি পড়িয়া ছিল। লোকটিকে আফ্রিদিদের গুপ্তচর বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

পুলিশ তদন্তে প্রকাশ যে, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত ধর্ম্মঘটের কোন সম্পর্ক নাই।

দস্যুদলের বিচারের ব্যবস্থা

গোয়ালিয়র হইতে প্রকাশ, দস্যুদিগের বিচারের সুবিধার জন্য সরকার সম্প্রতি আবার বিশেষ আদালতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

—

খুখ্‌লা ডাকাত গ্রেপ্তার

রোটক হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, পলাতক খুখ্‌লা কর্ণাল জিলার একটা গ্রামে গ্রেপ্তার হইয়াছে। এরূপ বিশ্বাস করা হইতেছিল যে, রোটকের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ৮ই মে তারিখে তাহাকে বন্দুকের গুলীতে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়াছিল।

অনেক নরহত্যার সম্বন্ধে পুলিশ এই লোকটার অনুসন্ধান করিতেছিল। এই দুর্বৃত্ত কিছুদিন পূর্ব্বে রোটক সহরে পাঞ্জাবের এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরকে হত্যা করে। আরও তদন্তের ফলে জানা যাইতেছে যে, কর্ণাল জিলার এক গ্রামে দস্যুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রোটকের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিশ ইন্সপেক্টর গ্রেপ্তার কার্য্যে অত্যন্ত সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

—

বরিশালের গ্রামে কলেরা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বাবুগঞ্জ থানার অন্তর্গত লক্ষুটিয়া গ্রামে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। ৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী।

কুষ্টিয়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, ভেড়ামারা পুলিশ থানার এলাকাধীন বাহরা গ্রামের অধিবাসী ধনী মহাজন শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সাহার বাড়ীতে রাত্রিতে ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ডাকাতগণ সংখ্যায় প্রায় ৪০ কি ৫০ জন ছিল। তাহারা সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল।

ডাকাতির সময় উপেন্দ্র বাবু ও তাঁহার বাটীর মহিলাগণকে ডাকাতগণ বিষম প্রহার করিয়াছিল। ডাকাতগণ এইভাবে নৃশংস অত্যাচার চালাইয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৭ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে। এই পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়িয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই।

ঢাকায় খানাতল্লাস

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকা সহরের পটুয়াটুলী ষ্ট্রীটে ঘড়ী ও চশমার দোকানে এবং ঐ সকল দোকানের মালিকদিগের বাসাবাড়ীতে শনিবার স্থানীয় পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে। পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই এবং কোন অপরাধজনক দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৪১

গত ১৩ই মে হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট যাইবার একটি নূতন ট্রেণ দিয়াছেন। এই ট্রেণটি রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিবস ১২টা৩৬ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটি ত্যাগ করিয়া বেলা ১টা২০ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌঁছিবে। এই ট্রেণের যাত্রিগণ এবং রাণাঘাট লোকেল ট্রেণে ১টা ৩৬ মিনিটের সময় রাণাঘাট ত্যাগ করিয়া ৩টা ৫০মিঃএটে কলিকাতা পৌঁছিতে পারিবেন।

যে ট্রেণটি ১২টা ৩৬ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর ছাড়ে তাহার সহিত যদি "নবদ্বীপঘাট কৃষ্ণনগর" লাইট রেলওয়ের ৬০ এর নম্বরের ডাউন ট্রেণটির যোগ থাকিত তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হইত। এই ট্রেণটি বর্তমানে ১২টা ১০ মিনিটের সময় নবদ্বীপ ঘাট ছাড়িয়া ১২টা ৫১ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটিতে পৌঁছে। এই সময়ের পরিবর্তে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশন হইতে ১২টার সময় ছাড়িয়া ১২টা ৩১ মিনিটে কৃষ্ণনগর পৌঁছলেই পূর্বোক্ত ট্রেণের সহিত উহার যোগ থাকিতে পারে, এবং যে সকল যাত্রী ৬০ নং এর ট্রেণে নবদ্বীপ অঞ্চল হইতে আসে তাঁহাদের রাণাঘাট ও কলিকাতা পৌঁছিতে বিশেষ সুবিধা হয়। আমরা এবিষয়ে ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"নিউ রিভিউ অব নিউ ইয়র্ক" নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, জাপানের আহ্বানে সাড়া দিয়া এশিয়ার যুবকবৃন্দ জাপানের এক মিলন সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় ভারতবর্ষ, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, শ্যাম, ইন্দোচীন ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশবাসী যুবকবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে।

১। এশিয়ার সমগ্র জাতির অন্তরে একই ভাব ধারা প্রবাহিত বলিয়া স্বীকার এবং এই জাতিসমূহের মধ্যে একতা ও সমবায়িক সম্বন্ধস্থাপন

২। সমগ্র এশিয়াকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা এবং সমগ্র জাতির জগতের সম্মুখে মুক্ত জীবনের মহৎ স্থাপন।

৩। পাশ্চাত্য দেশের জড়সর্বস্ব-সভ্যতার চিন্তাধারার উপর এশিয়ার আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য।

এর মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, অথচ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রসমূহের একটিতেও বিশেষ কোন আলোচনা দেখিতে পাওয়া গেল না, ইহা বড়ই দুঃখজনক। এক সময়ে একমাত্র জাতীয়তাবাদী জাপান সমস্ত এশিয়ার দেশের বুকের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই, অথচ ইহা একটা যে সরকারী প্রতিষ্ঠান কিছু নাই বলিয়া জাপান, যে প্রতিষ্ঠান সমগ্র জাপানের উপর কটাক্ষপাত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না সেই প্রতিষ্ঠানকে স্বীয় বক্ষে স্থান দিবেন! জাপান সরকারের উদারতার মাহাত্ম্য কীর্তন না করিয়া থাকা যায় না।

আমাদের মনে পড়ে, গত বৎসর পূর্বে জাপানী মনীষী ওকাকুরা এই প্রকার একটি মিলন সভা আহ্বানের জন্য ভারতে আসিয়া এ দেশের কয়েক ব্যক্তিকে জাপানে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরিলে জাপানগভর্ণমেণ্ট তাঁহার এ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অপদস্থ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জাপান-গভর্ণমেণ্টের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তখন সভাটি সংঘটিত হইতে পারে নাই।

জাপানের পূর্বোক্ত অনুষ্ঠিত সভার যোগদানের জন্য ভারতবর্ষ হইতে কেহ গিয়াছিলেন কি না আমরা জানি না। জাপান-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল কিনা তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। তবে আমাদের বিশ্বাস, এশিয়ার যুবকবৃন্দ যদি মিলনের অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব জাতিগত সঙ্কীর্ণতার নিদর্শন নিক্ষেপ করিয়া ভারতীয় সনাতন সাধনার আশ্রয় আত্মকল্যে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। আত্মচেতে উপনীত হইতে না পারিলে এক জাতির দারুণ অপর জাতিকে দাবাইবার প্রচেষ্টায় কার্য্য-সিদ্ধি ও মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

ব্যায়ামের নিয়ম

প্রত্যেকেরই শারীরিক শক্তির অনুপাতে ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়ামের ফলে শারীরিক গ্লানি দূর হয়, কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং শারীরিক স্থূলতা নষ্ট হয়। কিন্তু একথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্য হানি হইয়া থাকে। যাঁহারা বলবান্ ও স্থূলকায় তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ উপকারী। বসন্ত ও শীতকাল ব্যায়াম করিবার প্রশস্ত সময়। অন্য ঋতুতে বলের অর্দ্ধপরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়াম করিতে করিতে যখন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে, মুখ শুকাইতে আরম্ভ হয়, অথবা কপালে, গাত্র সন্ধিস্থলে, নাসিকার উপর ও ললাটে ঘাম হইতে আরম্ভ হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে বলের অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম হইয়াছে।

গুরু আহারের পর, অথবা গুরু রতি ক্রিয়ার পর কখনও ব্যায়াম করা উচিত নহে। কাশ বা শ্বাস-রোগী, কৃশ ব্যক্তি, ক্ষয় রোগী, রক্তপিত্ত রোগী, পিত্ত রোগী, জ্বর রোগী, বৃদ্ধ, বায়ু রোগী, বালক (১৬ বৎসর বয়সের ন্যূন বয়স্ক), অজীর্ণ রোগী এবং যাহাদের শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, যাহারা চিন্তান্বিত হইতেছে, যাহারা উপবাস করিয়া থাকে, এরূপ ব্যক্তি কখনও ব্যায়াম করিবেন না। কিন্তু শ্লেষ্মার ও মেদের রোগে ব্যায়াম সকল সময়েই প্রশস্ত। অতি ব্যায়ামের ফলে কাশ, জ্বর, বমি, শ্রান্তি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, ক্ষয়, ও রক্তপিত্ত জন্মিয়া থাকে। ছুটাছুটি ও দৌড় সম্বন্ধে ব্যায়াম, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রৌদ্র মধ্যে অত্যন্ত অপকারী। ঐরূপ ব্যায়ামে অত্যন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। যে ঘোড়দৌড় থাকে মৃত্যু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া থাকে, একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

পুলিসে ডাকাতে লড়াই

সাক্ষিন সেখ প্রমুখ ১১জন লোককে মৈমনসিংহের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০০ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ফলে তাহাদিগের প্রতি অপরাধের গুরুত্বানুসারে ছয় বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদিগের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়াছে। গত ১৫ই মে হাইকোর্টের বিচারপতি মাক্নেয়ার ও বাটলীর এজলাসে এই আপীলের এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ শুনানী আরম্ভ হইতে না হইতেই সরকার পক্ষ হইতে ডেপুটী লিগাল রিমেম্বারেন্সার শ্রীযুক্ত ডি, এন, গাঙ্গুলী বলেন আইনানুসারে যে সময়ে এই আপীল দায়ের করা উচিত ছিল সেই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহার শুনানীই হইতে পারে না। আপীলকারীদের পক্ষ হইতে ইহাতে আপত্তি করা হয়। এখন পর্যন্ত বিচারপতিগণ এই সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই।

প্রকাশ, আপীলকারীরা ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে কোন এক বাড়ীতে জড় হয়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে ঘেরাও করে। তাহারা তখন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার ও বন্দুকের সাহায্যে গুলী চালাইতে আরম্ভ করে। পুলিসও তখন শত্রুপক্ষের প্রতি রীতিমত গুলী চালায়, ফলে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া পড়িতে হয়। পুলিশও ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহারা তাহাদিগের অনুসরণ করে। শেষ ডাকাত দল ধরা পড়ে তারপর তাহাদিগকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইলে তাহাদিগের প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

অস্ত্র প্রাপ্তির জের

ইন্দ্রপুরে বরাহনগরে যে অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সেই সম্পর্কে শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনমালী পাল, অজিতকুমার বাগচী ও শশাঙ্কশেখর পালকে গ্রেপ্তার করিয়া চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে আগামী ২২শে মে পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি পুলিশ হাজতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পার্ক ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীটে যে অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে শচীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিয়া গত ১৫ই মে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতিও পুলিশ হাজতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছাপরায় অগ্নিকাণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, অগ্নিকাণ্ডের ফলে ছাপরার ৪টি গ্রামের অধিবাসীগণ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে। শেষ শতাধিক বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। একটী লোকও মারা গিয়াছে কিনা, সঠিক জানা যায় নাই।

নিয়ম ভঙ্গে কারাবাস

ঢাকা হইতে সংবাদ, বিক্রমপুরের ডাক পটনা গ্রামের মণীগোপাল ঘোষ পুলিশকে না জানাইয়া নির্দ্দিষ্ট এলেকা ত্যাগ করেন। তাঁহাকে নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্তরীণ নিয়মভঙ্গের জন্য তাঁহার প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

করগেট টীন, জানালার গরাদে, দালানের ফুলদার রেলিং ও বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ } ১৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৩৮, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ১৯শে মে ইং ১৯২৪ শনিবার { ৬৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৩শে বৈশাখ রবিবার দিবস এলাহাবাদ-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট রাজকর্মচারী শ্রীযুক্ত মহীপ্রসাদের খুল্লতাতের মাতৃবধূ শ্রীজানকী বাঈর ৫০ পঞ্চাশ বৎসরকাল সেবিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীজানকী বাঈ অশীতিবর্ষের বৃদ্ধা, বহুদিন তিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীগোপালের সেবা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি অসমর্থা, সুতরাং তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীগোপালের সেবার কোনরূপ অসুবিধা যাহাতে না হয় তজ্জন্য তিনি গোপালের নিকট প্রার্থনা জানান। ভক্তবৎসল গোপাল ভক্তের মনোবাঞ্ছা-পূরণার্থ শ্রীবিগ্রহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদানার্থ তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা দেন। শ্রীমতী প্রসাদজী অত্যন্ত দীন ও মঠের সহিত পরিচিত থাকিলেও তিনি গোপালকে অন্যত্র দিতে সম্মত হন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার ও আচার জ্ঞাত হইয়া জানিতে পারিয়া তিনি গোপালজীকে শ্রীগৌড়ীয়মঠেই প্রদান করিয়াছেন।

ঐ দিবস প্রাতঃ ৭॥ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজ ও শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মৈত্রী শ্রীগোপালজীকে আনিতে যান। স্বামীজী যথাসময়ে তথায় পৌঁছিলে তাঁহারা ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করেন। স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রীগোপালের উপাখ্যানটী কীর্ত্তন করেন। উহা শ্রবণে তাঁহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

তৎপর সুসজ্জিত পাল্কীর মধ্যে গোপালজীকে আরোহণ করাইয়া কাঁসর ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্য সংযোগে বহু সেবোপকরণ সহ গোপালজী শ্রীমঠে আনীত হন। শ্রীমঠের অনতিদূর হইতে শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী ও মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ শঙ্খঘণ্টা-করতাল-মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্য দ্বারা গোপালজীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া আসেন। গোপালজী শ্রীমঠে শুভাগমন করিলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দিরের মধ্যে তাঁহাকে অপূর্ব সুসজ্জিত মনোহর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাহার পর যথানিয়মে ষোড়শোপচারে পূজা ও শ্রীধর মহারাজের পৌরোহিত্যে সাত্বত বিধানানুসারে শ্রীগোপালজীর প্রীত্যর্থে যজ্ঞাদি সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যা ৭ টার সময় এক বৃহতী সভার আয়োজন হইল। শ্রীবিনোদ-কিশোরজীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন হইলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত আটল বিহারী কপুর এম-এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে হিন্দী-ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শেষ হইলে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। এদিকে যথাসময়ে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ হইলে উপস্থিত প্রায় শতাধিক লোককে বিচিত্রতা-যুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী সকলেই একসঙ্গে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। উপস্থিত সজ্জনগণ, প্রায়ই বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মনোহর পুষ্পাদি-যুক্ত নানা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও তাঁহার বিচিত্রতাযুক্ত উচ্ছিষ্টাস্বাদনে পরম আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দাসাধিকারী, শ্রীজানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ দাস, শ্রীপ্রফুল্লকুমার মৈত্রী ও শ্রীনকুলচন্দ্র মুখার্জ্জি এই দারুণ গ্রীষ্ম সহ করিয়াও রন্ধনাদি ও অন্যান্য উৎসবের সেবা-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ২৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার শ্যামবাজার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত জে, এন পাল মহাশয়ের পরলোকগতা মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী পতিতপাবনী দাসীর আদ্য শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে তাঁহার আত্মার প্রীতিকামনায় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত উক্ত মঠে কীর্ত্তন ও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি ও বহু-সংখ্যক বৈষ্ণবগণের সম্মেলন হইয়াছিল এবং নানাবিধ মহাপ্রসাদ দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। মঠাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কার্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী ও মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সেবাকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত জে, এন পাল মহাশয়ের এই সদনুষ্ঠানে মাতৃভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

—আনন্দবাজার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

দেওয়ানগঞ্জে প্রচার

বিগত ২৭শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পাঠের আদি এবং অন্তে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছে।

বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয় ভূপতিত হওয়ার পর তন্মধ্য হইতে অগ্নিতুল্য যে দুই মহাপুরুষ নির্গত হইয়া স্বকীয় পরম শোভাদ্বারা দিক্সকল প্রকাশিত করিতেছিলেন তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন।

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরমপুরুষ ও জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। ব্রহ্মবিদ্গণ এই স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জগৎকে আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া জানেন।

আমরা 'অচিন্ত্য' শব্দটীর অর্থ গৌরশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-মুখে ইহাই শ্রবণ করি যে যাহা চিন্তাদ্বারা নির্ণয় করা যায় না বা চিন্তার অতীত বস্তু তাহাই অচিন্ত্য। চিন্তার উপকরণ মন। এই মন প্রাকৃত বা জড়। এই মনই চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া প্রাকৃত বস্তুর আংশিক জ্ঞান আহরণ করে। বস্তু প্রাকৃত হইলেও তৎসম্বন্ধে পূর্ণ বিজ্ঞান সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা মনের নাই। কারণ প্রত্যেক বস্তুতে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিদ্যমান; আমরা মনাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনেক স্থলেই বস্তুর তটস্থ লক্ষণ অনুভব করি বটে, কিন্তু স্বরূপ-লক্ষণ বাদ যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ মধুসূদন অব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৩৮

সদাচার

আমরা শাস্ত্রে সদাচার ও অনাচার—এই দুই প্রকারের আচার দেখিতে পাই। মানবের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানকেই সাধারণতঃ আচার বলা যায়। আর যেখানে কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের অভাব তাহাই অনাচার। যথেচ্ছাচারীর আচার, সৎকর্ম্মীর আচার, জ্ঞানীর আচার যেরূপ পরস্পর ভিন্ন, তদ্রূপ ভক্তের আচার এবং অভক্তগণের আচারেও অনুরূপ ভেদ বর্ত্তমান। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে; যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের মঙ্গল হয়, আর অভক্তের আচারে নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাহাদের আচার কখনও সদাচার হইতে পারে না, তাহাদের আচার সদাচারের বিপরীত অসদাচার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার যোগ্য। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

———

প্রাকৃত জগতের প্রবৃত্তি বৃত্তিমতী মায়া কৃষ্ণদাসকে স্ব-ভোগ-বৃত্তিতে নিযুক্ত করায় জীব গোবিন্দসঙ্গ হতে বহির্ম্মুখ হইয়া গোবিন্দ-সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাকৃত চতুর্ব্বর্গ অসদাচার। আবার অসদাচার গোবিন্দসঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমরা যদি অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হই তাহা হইলে ভক্ত-গোবিন্দসঙ্গ আমরা নিশ্চয়ই অসদাচারী হইয়া পড়িব।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—ইঁহারা সকলেই ভোগের দাস। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভক্তের ভাব মাত্র প্রদর্শন করেন, শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিছা-ভক্ত বলেন। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা-ভক্ত, না হ'বে তাতে অনুরক্ত"।

যিনি অন্তরে বুভুক্ষু-ভোগলিপ্সু এবং বাহিরে শুদ্ধভক্তের ভাবপ্রদর্শনকারী তিনি মিছাভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু-স্ব-সুখপর মোক্ষাভিলাষী এবং বাহিরে ভক্তের—কৃষ্ণপ্রীতির, প্রেমের ভাব প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত তিনিও মিছা-ভক্ত। মিছা-ভক্তের আচার ও বৈষ্ণবের সদাচার বহির্দর্শনে এক বলিয়া মনে হইলেও, ভক্ত আসল—সদাচারী আর মিছা-ভক্ত ভেকী অর্থাৎ সদাচারের আবরণে অসদাচারী বা কপট।

———

সকল বা মিছা ভক্ত সকলেই কৃষ্ণের সেবার—মায়ার সেবায়—গোবিন্দ এবং গোবিন্দসঙ্গী বন্ধু বান্ধবের সেবায় নিযুক্ত, আর তাহারা লোকবঞ্চনা ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কপটতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণব সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণই শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত সদাচার-গ্রহণে সতত রত। তাঁহারা ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচারমুখে জীবকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজনগণের কথা অবহেলা করিয়া মনঃকল্পিত আচারে প্রবৃত্ত হন, আমরা তাঁহাদের সেই সেই বিচার অনুমোদন করিতে পারি না। বরং তাহা যে অসদাচার, বৈষ্ণবাচার নহে—একথা প্রচার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

যে সকল ব্যক্তি অসদাচারে প্রবৃত্ত তাঁহারা যদি সেই অসৎ পথ পরিহার পূর্ব্বক মহাজন-পথ আশ্রয় করেন—সদাচারী সাধুর সঙ্গলাভে প্রয়াস পান তাহা হইলে তাঁহাদের মঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু যদি তাঁহারা অসদাচারের হীন আলোচনায় মত্ত হইয়া অবিবেকের পরিণামে সংসার-মায়ামোহরূপ কূপিকায় নিমগ্ন হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া ধারণা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

———

অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনও শুদ্ধভক্তগণের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। অসংখ্য বাধা বিপত্তি অভক্তগণ আক্রমণ করিলেও তাঁহারা কোন দিন প্রাকৃত লোকে লুব্ধ হইয়া সদাচার ত্যাগ করেন না। তাঁহারা বাধাকে কৃষ্ণকৃপা জানিয়া অসৎসঙ্গ বিবর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কৃষ্ণসেবায় সমধিক উৎসাহিত হন। সদাচারী বা বাস্তবসত্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে অসদাচারী বা অসত্য পথাবলম্বী সকলেই। তাই কেহ কেহ এই চিকিৎসককে অপরাধকারী বলিয়া আশঙ্কা করেন এবং প্রচার মুখে সংবাদপত্রের নানা প্রকার আক্রমণ করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ অসদাচারকে কখনই সমর্থন করেন না।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ-শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রিত একনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণই সদাচার এবং শ্রীমন্মহা-

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(১০)

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন,—জৈমিনী ঋষি ইহার প্রণেতা। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তিমার্গে রুচিবিশিষ্ট ভোগপ্রবণ ব্যক্তিগণের উচ্ছৃঙ্খলতা-পরিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিয়মিত করিবার জন্য বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণাংশে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ আছে সত্য। কারণ শাস্ত্র বলেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"
(ভাঃ ১১।২০।৯)

ভোগবাসনা হইতেই প্রবৃত্তির উৎপত্তি। স্থূল ভোগবাসনা সমষ্টিগতভাবে অত্যন্ত প্রবল হইলে সামাজিক নিয়মিত জীবনযাত্রার বিশেষ বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, সুতরাং ভদ্রূপ সর্ব্ববিপ্লাবক প্রেয়ঃপন্থী জীবনকলের পারলৌকিক ভোগের পন্থা (যাহা ধর্ম্মাদি নামে কথিত) বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণকাণ্ড হইতে আহরণ পূর্ব্বক মহর্ষি জৈমিনী তাঁহার পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন রচনা করেন।

———

জৈমিনী ঋষির আশ্রিত মীমাংসক-সম্প্রদায় কথঞ্চিৎ অভ্রান্তভাবে ফলভোগের গৌণত্ব এবং স্বর্গভোগের মুখ্যত্ব স্থাপন পূর্ব্বক বাহ্য কর্ম্ম-কোলাহলে প্রমত্ত থাকিয়া বেদকথিত যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য যে ভোগী জীবকুলকে কাম-কাম হইতে ধর্ম্ম-কাম এবং ধর্ম্ম-কাম হইতে মোক্ষকামের উৎকর্ষ প্রদর্শন করতঃ ক্রমপন্থায় নিষ্কাম ভগবৎ-সেবার পথে উন্নয়ন [যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ], [অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ] তাহা কর্ম্মপথের যাত্রী মনোসংযোগে কামকল্পবৃক্ষের আপাত সুশীতল ছায়ায় বিশ্রামকারী পথিক, মরুমরীচিকাসম স্বর্গসুখভোগ দর্শনে মোহপ্রাপ্ত হইয়া মদন মোহনমোহিনী শ্রীমতী রাধিকাবীর অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়ে পরমহংসেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞকূট অখণ্ড-প্রভু কথিত বৈষ্ণব আচার-পালনে কুণ্ঠ-সম্ভব। আর বাদবাকী সকলেই ভক্তিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সদাচারী না হইলে সর্ব্বত্র ভগবানের সেবা করা যায় না। সুতরাং সেবাভিলাষী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া গোবিন্দসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ ত্যাগ করা এবং তৎপরে অমোঘ হরিসেবকগণের সেবায় তৎপর হওয়া। এতদ্ব্যতীত শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় পন্থা আমরা আর দেখি না।

জ্ঞান পরব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ পাদন উদ্দেশ্যে 'কৃষ্ণসংকীর্ত্তন'-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে না পারায় কর্ম্মকাণ্ড নিরত 'কর্ম্মী' (পতিত ব্রাহ্মণ) ঋষি আত্মপরিচয় দান করিতে গৌরবানুভব করিয়া থাকেন। আত্মধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইলে সেই পতিত জীব প্রথমে জ্ঞানী নামে পরিচিত হয়েন এবং তাহা হইতে পুনঃ চ্যুত হইলে তিনি কর্ম্মী নামে কথিত হয়েন। যতক্ষণ ইচ্ছাবশে অচ্যুত ভগবৎপাদপদ্মাশ্রয়ে অচ্যুত ভগবৎ-সেবা-বিচ্যুত হইলে চ্যুত গোত্র বহির্ম্মুখাসুগতো কেবল-জ্ঞানিরূপে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণতা এবং সৎকর্ম্মিরূপে অধম ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। অধম ব্রাহ্মণ কর্ম্মী যখন অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মাশ্রয় করেন তখন তাঁহাদিগের যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্ব লাভ হয়।

———

বেদের আরণ্যকাংশ আশ্রয়কারী জ্ঞানকাণ্ডনিরত 'জ্ঞানি'-সম্প্রদায় নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠাকল্পে কর্ম্মি-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"ন কর্ম্মণা, ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।" অর্থাৎ অমৃতত্বলাভের উপায় কর্ম্ম নয়, সন্তান-লাভ নহে, ধন নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মের ফল নিত্য নহে, ভোগের দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হইতে (ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি) পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি পরিপূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে তাহারা মোহান্ধ। কর্ম্মীর সম্বন্ধে জ্ঞানীর এই কটাক্ষ সত্য হইলেও উক্ত অন্ধতা কেবলমাত্র কর্ম্মীর দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া নিরস্ত হয় নাই, উহা জ্ঞানীর দৃষ্টিশক্তিকেও সাপেক্ষ জ্ঞান ভূমিকায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা জানান্ধ।

কর্ম্মীর ন্যায় জ্ঞানীও অভাবপীড়িত, কারণ তাঁহারা মোক্ষকামী। কামী ব্যক্তি কখনও নিঃশ্রেয়স্ লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মীর যাবতীয় চেষ্টা Phenomena র মধ্যে আবদ্ধ, জ্ঞানীর জ্ঞান-চেষ্টার সীমা যদিও phenomena কে অতিক্রম করিয়াছে কিন্তু তাহা বিরজা এবং পরম উদ্ভাবনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সীমাবিশিষ্ট। কর্ম্মী ও জ্ঞানী স্ব-স্ব সাধন ভূমিকায় যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহাদের বিরূপের অভিমানই প্রবল থাকে এবং সেই কারণে তাঁহারা অভাব-পূরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তদসৎ ভূমিকায় অবস্থিত নির্গুণ ও নিষ্কাম ব্যক্তিগণই কর্ম্ম ও জ্ঞান-মলপরিশূন্য ঔপনিষদ্-বিজ্ঞান বা নির্গুণা ভক্তি-আশ্রয়ে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অধোক্ষজ সেবাবিবেক লাভ করেন। আত্মধর্ম্মযাজনকারীর সাধনদশা হইতেই অপর-

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে

জ্ঞান-সেবাচেষ্টা প্রবল থাকায় প্রকৃতিসম্পর্ক হইতে স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে কর্ম্ম বা জ্ঞানাশ্রয়ের চেষ্টা প্রদর্শন করিতে হয় না, একমাত্র অধোক্ষজসেবা-বিবেক-বলেই প্রকৃতি-সম্পর্কিত যাবতীয় বাধা তাঁহার নিকট হইতে স্বতঃই দূরে পলায়ন করে, জ্ঞানীর জ্ঞানফল যে 'মুক্তি' তাহা আত্ম-ধর্ম্মানুশীলনকারীর চরণে স্বয়ং আশ্রয় ভিক্ষা করে।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলে অশান্ত॥"

বেদান্তশাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র ইহাকেই নিঃশ্রেয়স্ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শুন্‌ছে কে ?

(শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসাধিকারী)

কলিযুগপাবনাবতারী সর্ব্ব অবতারের অবতারী শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাবদান্য লীলা প্রকট করিয়া জীবের চরম লক্ষ্যের সন্ধান প্রদান ক'রেছিলেন তাহা জীবমাত্রেরই আলোচ্য।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ
যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা
পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের পরমারাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে তাঁহাকে সেবা ক'রেছিলেন সেই সেবাতেই তিনি পরম পরিতুষ্ট। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কেহ জান্‌তে পারেন নি। সেই চরম লক্ষ্য যে জীবের ভাগ্যে সুলভ হ'তে পারে তাহা কেহ জানান নি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই মহাদান গ্রহণ ক'রে বহু জীব কৃত-কৃতার্থ হ'য়েছিলেন।

প্রায় চারিশত বৎসর ধ'রে সেই মহাদানের কথা কয়েকজন আচার্য্য মাত্র প্রচার ক'রেছিলেন। তাতে বহু লোক লাভবান্ হ'তে পারেন নি। তাহার প্রভা ক্ষীণা দেখে শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা-শক্তি মূর্ত্তিমান হ'য়ে, এ জগতে আবির্ভূত হ'য়ে এবার নানা অভিনব প্রণালীতে প্রবলভাবে মহাবদান্য লীলা প্রকট ক'রে সেই পরম প্রয়োজনের চরম বার্ত্তা ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য ও বাঞ্ছনীয় বস্তু জীবের ভাগ্যে অধিকতর সুলভ ক'রে অযাচিত-ভাবে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনের নিকট কতই না উদ্বেগ ও কষ্ট স্বীকার ক'রে, কত কোটী কোটী গ্যালন চিদ্রস ব্যয় ক'রে বিতরণ ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন; কিন্তু হায়! তাঁর কথা শুন্‌ছে কে ?

যাহাতে সেই মহাদান গ্রহণ ক'রে সকলেই কৃতার্থ হ'তে পারে তা'র জন্য দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, পাক্ষিক ভাগবত, পারমার্থী, কীর্ত্তন ও ও মাসিক হারমনিষ্ট বিভিন্ন ভাষায় প্রতি দ্বারে দ্বারে প্রেরণ ক'রছেন, সেই চরম বার্ত্তা প্রচার ক'র্‌বার জন্য। কিন্তু শুন্‌ছে কে ?

ইহাতেও সর্ব্বজীব লাভবান্ হইবে না দেখিয়া বহু অর্থ ব্যয় ক'রে, অনেক চেষ্টা ক'রে যাহা কখনও কোন ইতিহাসে শুনা যায় নাই এমন এক অদ্ভুতপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার ক'রে বাণীশিক্ষা (কিণ্ডার গার্ডেন) প্রণালীতে বড় বড় নগরে অতি সহজবোধ্য-ভাবে সেই মহাদানের কথা প্রদর্শনী দ্বারা প্রচার ক'র্‌ছেন। কিন্তু শুন্‌ছে কে ?

স্থানে স্থানে মঠাদি স্থাপন ক'রে যেন তেন প্রকারে সকলেই যাহাতে লাভবান্ হ'তে পারে তা'র জন্য ছলে, বলে, কৌশলে কতই না চেষ্টা কর্‌ছেন। দ্বারে দ্বারে নিমন্ত্রণ প্রেরণ ক'রে, উৎসবাদি ক'রে, সংবাদপত্র প্রেরণ ক'রে, ইত্যাদি কত প্রকারের চেষ্টা ক'র্‌ছেন, ইহাতেও স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বজীবের সুবিধা হইবে না দেখিয়া নগর-সংকীর্ত্তন দ্বারাও সর্ব্বজীবের মঙ্গল-বিধানের জন্য এত চেষ্টা ক'রছেন; কিন্তু শুন্‌ছে কে ?

এত বড় অভয় বাণী, এত বড় আশ্বাস-বাণী, জগতে আর কেহ কোন দিন দেন নাই। জগদ্বাসীকে ডাকিতেছেন যে তোমাদের কোনও চিন্তা নাই, কোন অভাব বা অসুবিধা নাই তোমাদের সব ভার আমি গ্রহণ কর্‌বো, তোমরা নিত্যমঙ্গলের পথে চল—Back to God and back to Home. ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। বহুকাল ধ'রে জেলখানায় অনেক কষ্ট পাচ্ছ। তোমাদের জন্য আমি অনেক চেষ্টা কর্‌বো। যা'রা সত্য সত্য একবার সেই নিত্যমঙ্গলের কথা শুন্‌বে, যারা সেই দান গ্রহণ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'বে, তা'দিগকে আমি কখনও ফেলে যা'ব না, তা'দের জন্য যদি আমাকে বহুবার এ জগতে আস্‌তে হয় তাও আস্‌বো; তাই ব'লে আমি এত নিষ্ঠুর নই যে, মাঝ পথে তা'দিগকে মায়া-রাক্ষসীর হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব! এত বড় আশ্বাস-বাণী প্রদান কর্‌ছেন তিনি, কিন্তু শুন্‌ছে কে ?

যাঁরা শুন্‌ছেন তাঁ'রা কৃত-কৃতার্থ হ'চ্ছেন। বহু লোক লাভবান্ হ'চ্ছেন। যাঁরা মহাপ্রভুর করুণাধারার কণামাত্রে সিক্ত হয়ে স্বতন্ত্র বিশ্বাস স্থাপন ক'রে আত্ম-সমর্পণ ক'রছেন, তাঁ'রা নিশ্চয়ই সেই চরম লক্ষ্য বস্তু লাভ করবেনই ক'রবেন। যাঁরা আত্মনিবেদন ক'রে শরণাগত হ'চ্ছেন তাঁ'দের কথা শ্রীগৌরসুন্দর ও ভগবান্ নিশ্চয়ই শুন্‌ছেন। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনেন শ্রীনন্দকুমার॥'

যাদের সেই গৌর-করুণাশক্তিতে বিশ্বাস হ'চ্ছে না তাঁরা যত চেষ্টাই করুন না কেন, তাঁদের সব কথা, সব ডাক নিষ্ফল হ'চ্ছে—তাঁদের সুবিধায় দেরী পড়ে যাচ্ছে। তাঁদের ডাক ভগবানের কাছে পৌঁছাচ্ছে না, আকাশে মিশে যাচ্ছে। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি এবার গুরুরূপে এ জগতে প্রকট হ'য়েছেন, তাঁ'র পাদপদ্মে অপরাধ বা অবিশ্বাস ক'রে যত চেষ্টাই হউক না কেন সবই নিষ্ফল হ'বে। যারা শরণাগত হ'য়ে গুরুসেবা কর্‌ছেন তাঁরাই ঠিক শুন্‌ছেন। তাঁদের কথাও শ্রীগৌর-পাদপদ্ম শুন্‌ছেন। তা' ছাড়া বাকী কাহারও কথা শ্রীগুরুদেব শুন্‌ছেন না আর গুরুদেবের বাণীও তারা শুন্‌ছে না এবং তাই লাভবানও হ'চ্ছে না। নিষ্কপট গুরুসেবকই এই সব কথা শুন্‌ছেন তা' ছাড়া আর শুন্‌ছে কে ?

নবীন জীবন

(৪)

সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে বৈষ্ণব-দীক্ষালব্ধ জীবনকে প্রকৃত "নবীন-জীবন" বলা যায়। যে অজ্ঞানান্ধকার-রাশি জন্মজন্মান্তর হইতে জীবের জ্ঞান-চক্ষুকে আবরণ করিয়া আছে তাহা দিব্য জ্ঞানালোকে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। আত্মবুদ্ধি ও আত্মচক্ষুঃ নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও অন্ধকারে যে প্রকার দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন আত্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াবান্ হইতে পারে না, সে প্রকার দিব্যজ্ঞানালোকাভাবে ভগবানের স্বরূপ, ভক্তের স্বরূপ ও ভক্তির স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। জীবমাত্রেরই সেই চেতন চক্ষু আছে কিন্তু তাহা অজ্ঞান-রূপ আবরণে আবৃত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ গুরুপ্রণামে উক্ত হইয়াছে—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বিষ্ণুর পরমপদ ভগবান্ জগৎকে কৃপা করিবার জন্য জগতে সদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হন; তিনি ভগবানের তেজো-তেজপ্রকাশ। তাঁহার আলোকে নিখিল প্রাণিজগৎ সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অপ্রাকৃতানুভূতি লাভ করত বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ অবস্থিত গোলোকে সেবাধিকার-লাভে যোগ্য হয়।

সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ যে পরিমাণে হয় সে পরিমাণে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। দীক্ষালাভই "নবীন জীবনের" সূচনা। কারণ দীক্ষা হইতে মানবের দ্বিজত্ব লাভ হইয়া থাকে। অপর মানব জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। ভোগ মোক্ষময় জীবনের অবসান না হইলে শুদ্ধ জীবন লাভ হয় না। কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড বিষের ভাণ্ড বলিয়া মহাজন কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, আর শুদ্ধভক্তি পরমামৃত বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন। ভক্তিময় জীবনই প্রকৃত জীবন আর ভক্তিশূন্য জীবনই মৃত্যু। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন।

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, কেবলই বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

দীক্ষা হইতেই যে পরমার্থ-জীবন লাভ হইয়া থাকে, তাহা উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য
শ্রুতিচোদনাৎ॥

শ্রুতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের শৌক্র সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। জীবমাত্রেই ইহ জগতে আগমন কালে শৌক্রজন্ম লাভ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ত্রিবিধ বর্ণ সাবিত্র জন্ম লাভ করে, দ্বিজগণের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ পুরুষ দৈক্ষ পারমার্থিক জীবন লাভ করেন। পারমার্থিক জীবন ভিন্ন অন্যান্য পরমার্থহীন জীবনের তুলনায় সমধিক "নবীন জীবন" বলিয়া কথিত হয়। কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত—১ম স্কন্ধ ১০৲
প্রথম খণ্ডে ২য় স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৩য় স্কন্ধ ১৷৷৹
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যভাগবত
(২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গীতি ৷৷৹
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৷৹
৭। ভজনরহস্য ৷৹
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত (বঙ্গানুবাদ সহ) (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন (গোবিন্দভাষ্য) ৷৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৹
ঐ (বাঁধা) ৷৷৹
১৮। শ্রীধাম-দর্শন ৷৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৹
২৩। গীতমালা ৷১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৷৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ৷৹
২৯। শরণাগতি ৷৹
৩০। গীতাবলী ৷৹
৩১। চিন্তে নবদ্বীপ ১৷৹
৩২। সাধনকণা ৷৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৷৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৷৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৷৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৷৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৷১৹
৩৮। অর্চ্চন-কণ ৷৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম পরিচ্ছেদ) ৩৲
৪১। শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
৪৩। প্রার্থনাশ্রী মাহাত্ম্য ৷৹
৪৪। গোবিন্দলীলামৃত ৷৷৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৪৬। শুদ্ধভক্তিসাধনা বা সারার্থবর্ষিণী ৷৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৷৹
৪৯। উপোপাখ্যান (বলদেব ও মায়াবাদ এবং বিগ্রহ ও অনুসিদ্ধান্ত) ৷৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৷৷৹
৫১। শিক্ষাষ্টক ৷৷৹
৫২। সাম্প্রদায়িকী ৷৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-দর্পণ-বিবরণ ৷৹
৫৪। শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত ৷৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ৷৹
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ ৷৹
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৷৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹
৬০। নামভজন ৷৹
৬১। ভিন্সেণ্ট এণ্ড বার্ডস ৷৷৹
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৬৪। দি গৌড়ীয় মঠ এট এ গ্লান্স ৷৹
৬৫। দি ভাগবত ৷৹
৬৬। মর্ডান ফিলজফি এণ্ড শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ৷৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৭০। সাধন পথ ৷৹
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৷১৹
৭২। গীতাবলী ৷৹
৭৩। শরণাগতি ৷৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৷৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। গদাধর-স্মৃতি-পাট ঐ
৬। পাদপীঠ সুবর্ণ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ গোপীনাথপুর, চাঁদবালী।
৯। শ্রীগৌরগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয়মঠ—চাপাডাঙ্গা,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ (একচক্রা), বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ খাতরাস্, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
২০৬২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীভগবান গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকুলিয়া,
পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ অনুকূলা,
পোঃ ডিব্রুগড়, আসাম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মথুরায় ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবাদ গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লাষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসমীয় গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহারে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। সবল কাগজ কাপড়ের বাঁধাই আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৯	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৫০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	+ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৪-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৪-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৫-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

"৩০০ বৎসরের প্রাচীন"

—দয়ানন্দ কলেজের গবেষণা-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উক্তি।

এবং ডাঃ .....এম্ বি, বি-এস, ডি-পি-এইচ্ (লণ্ডন), ডি-টি-এম্ (লিভারপুল) ডি-ও-এইচ্ মহোদয় বলেন—

"সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ উপকারক দেখিয়াছি"

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক প্রাচীন ও দুর্লভ পুঁথি হইতে প্রাপ্ত এই সকল **মহা রসায়ন** কোনও সময়ক কেবলমাত্র রাজা বাদসাহগণই ব্যবহার করিতেন, কারণ তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা ঘৃণা করিতেন। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, শুক্রক্ষয়, উপদংশ, প্রদর, অর্শ, অনীপ্সিত অকাল গর্ভ-ধারণ প্রভৃতি ব্যাধিতে এই সকল মহৌষধি ব্যবহারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চমৎকার ফল প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণেই এক দফা চিকিৎসার জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠান, অথবা বিশেষ তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা ও প্রশংসাপত্রসমূহের জন্য পত্র লিখুন।

নিউ হেলথ্ লেবরিটরিস্

কার কার এণ্ড কোং (ডিপার্টমেণ্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

—একমাত্র সরবরাহকারী

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আসোপসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় চইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward), প্রকাশক ও গ্রন্থ-কর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

১। এসিস্টেন্ট সার্জ্জেন ডাক্তার ললিত মোহন ঘোষ বলেন গত দেড়বৎসর হইতে আমি এই বিখ্যাত রস বটিকা আমার প্লীহা ও লিভারগ্রস্ত নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীকে ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাইতেছি। উহা কেবল দেশী গাছগাছড়া দ্বারা প্রস্তুত বটিকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৯৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায় গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূদেব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস্, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৬১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৬১, ২১শে মে ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—:::—

নবীনার আত্মহত্যা

রাণাঘাটের গন্ধা নামক এক পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক লাল গোপাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। গত শুক্রবার রাত্রি ১১টার সময় তাহাদের উঠানের পশ্চাদ্দিকে এক লিচুগাছে সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কারণ কিছুই জানা যায় নাই।

মেহেরপুর সংবাদ

খুলনা নিবাসী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি মেহেরপুরের অন্তর্গত করিমপুর থানায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার শাসনে জন্য একখানি বড়ের ঘর নির্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ডিভিসনাল ইন্স্পেক্টরের আদেশে মেহেরপুর স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মল্লিক সম্প্রতি মেহেরপুর স্কুলের চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। পূর্ণবাবু পুনর্নিয়োগের প্রার্থনা করিয়া বিভাগীয় ইন্সপেক্টরের বরাবর এক আবেদন করেন, ফলতঃ যে, ডি, পেম পি-এস-ডি সেকেণ্ড ইন্স্পেক্টর তদন্ত করিয়া যান। আবার শোনা যাইতেছে, মিঃ কামাল্‌দ্দিন ডিভিসনাল, ইন্সপেক্টর, প্রেসিডেন্সী ডিভিসন, স্বয়ং এই বিষয়ে তদন্ত করিতে আসিবেন।

ঝগড়া থামাইতে গিয়া বিপদ

প্রকাশ, কোলিয়াটোলার জগদীশ দত্ত নামক এক যুবকের সহিত ঐ পাড়ার আর একটী যুবকের ঝগড়া ছিল। গত মঙ্গলবার উভয়ের মধ্যে মারামারি লাগিয়া যায়। ৮২ ... জন তাহাদের ঝগড়া থামাইতে আসিলে আসামী ছুরি দিয়া তাহাকে এমন গুরুতর প্রহার করে যে, সে মাটিতে পড়িয়া যায়। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বুধবার সে মারা যায়।

এই সম্পর্কে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ মুর্শিদাবাদ উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করে। অবস্থা সাপেক্ষে তিনি তাহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

কেরাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

পাটনা হইতে প্রকাশ, খুলনা চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারানুসারে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। পাটনার মহকুমা হাকিম মিঃ এন দৈত্য পাটনা সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে উক্ত মামলার বিচার করিতেছেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে বৈদেশিক রাষ্ট্র নামে পরিচয় দিয়া প্রতারণা করিত। আসামী মামলায় একজন কেরাণী বলিয়াও অভিযোগে বলা হইয়াছে।

গত ১২ই তারিখ মামলা আরম্ভ হইয়াছে এবং এই পর্য্যন্ত ২০জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

৪৪ স্বর্ণ আফিং প্রাপ্তি

গত বুধবার প্রাতঃকালে কলিকাতার আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি, চৌধুরী শিয়ালদহ ষ্টেশনে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের প্রায় সাড়ে চার মণ আফিং হস্তগত করিয়াছেন। প্রকাশ, যে, গোপনসূত্রে সংবাদ পাইয়া আবগারী বিভাগের কর্মচারিগণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চারিটি বাক্স দেখিতে পান। উহাতে পত্রসর্প আছে এই মর্ম্মে লেবেল আঁটা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাদের ভিতরে উক্ত আফিং পাওয়া যায়। ঐ আফিং বাঁকি ভারতজাত নহে। কোনও পার্শ্ববর্ত্তী সহর হইতে ঐ পার্শেল প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বারাসতে ডাকাতদের দুর্দ্দশা

গত ১১ই মে শেষ রাত্রিতে ২৪ পরগণা জেলার বারাসত থানার অধীন মজলিসপুর গ্রামের কোনও ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, প্রায় ২০ জন লোক বন্দুক, লাঠি, ছোরা ও অন্যান্য অস্ত্রসহ উক্ত বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোকজন চীৎকার করায় প্রতিবাসিগণ সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়। ডাকাতগণ তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে আহত করে। গ্রামবাসিগণ ডাকাতদের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করায় ডাকাতগণ পলাইতে আরম্ভ করে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। ডাকাতদের মধ্যে একজন আহত হওয়ার ফলে পিছাইয়া পড়ায় গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সে ধৃত হইবার সময়ে ব্যক্তি, গ্রামবাসীদের কলে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর তাহাকে বারাসত থানায় লইয়া গিয়া হাজতে রাখা হয়। ঐ দিনই তাহাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

অন্যান্য ডাকাতগণ পালাইয়া ঐক্য বারু পার হইয়া পলায়ন করে।

ই, বি, রেলের জঙ্গীপুর ষ্টেশনেও এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ১১ জন লোক লাঠি হস্তে, কয়েকজন রেল কর্ম্মচারীর বাসায় উপস্থিত হইয়া নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করে। রেলওয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

মোটর দুর্ঘটনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, স্যার আর্চার চেম্বারলেন একখানি মোটরে চড়িয়া যাইতেছিলেন। এই সময় অপর কোন কিছুর সহিত তাঁহার মোটরের সংঘর্ষ হয়। ফলে মোটরখানি উল্টাইয়া যায়। তাহাতে তাঁহার সমস্ত শরীরে আঁচড় লাগিয়াছে, এবং দেহের কয়েকটি হাড় চিড়িয়া গিয়াছে। ঘটনাক্রমে লর্ড ডনন্‌ তখন এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি স্যার আর্চার চেম্বারলেনকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন। স্যার আর্চার বলিতেছেন যে, শরীরের বাম পার্শ্বে তিনি অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেছেন।

অযোধ্যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মাদুরা হইতে প্রকাশ, রামনাদ জেলার একটী গ্রামে দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে এক জন নিহত হইয়াছে ও কয়েকজন আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে একজন পরে মারা গিয়াছে। এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ বিরোধ চলিতেছিল। এই বিরোধই দাঙ্গার কারণ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৩৩১

পাশ্চাত্যদেশবাসীর এ কোনবিবাদিগণের কবলে পড়িয়া কত ব্যক্তির মহামূল্য পরমার্থের জীবন এ অকালে কালের কবলে পতিত হইয়াছে এ হইতেছে তাহার হিসাব রাখা দুষ্কর। জীবন বিপন্ন করিয়া যখন কোন ব্যক্তি লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারার্থে কর্মভূমিকায় অবতীর্ণ হন তখন চতুর্দিক হইতে জড়চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ জনগণের করতালির সীমা থাকে না। কিন্তু মনুষ্য জীবনের বৈশিষ্ট্য যে পশুকুলের ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারিটি কার্য্যে পর্য্যবসিত-পরায়ণই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কিনা প্রভৃতি বিচার মস্তিষ্কে স্থান না পাইলে 'বুদ্ধিমান্'-অভিমানিগণ অনেক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ লোকের আলোকের প্রতি ... ত না করেন, আমরা তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।

জার্ম্মানীর ১৩ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, নীল গগনের গভীর রহস্য-ভেদ করিবার আশায় ২ জন জার্ম্মান যুবক একখানি বেলুনে উচ্চ আরোহণ করিতে থাকেন, ফলিয়া ও লোকিগান নামক স্থানে যে বেলুনখানি বিধ্বস্ত অবস্থায় আরোহনকারীদিগের মৃতদেহও বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তিদ্বয় বিজ্ঞানাগারে পাঠ করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। পদার্থ-বিজ্ঞানে পারদর্শী হইলে বোধ হয় এপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে স্বীয় বহুমূল্য জীবন আহুতি প্রদান করিতে চেষ্টিত হইতেন না। নীল আকাশটা কিরূপ আর কতটা উর্দ্ধ পর্য্যন্ত আরোহণ করিলে মানব-দেহ কি প্রকারে বাতাসের সাহায্য যুক্ত করিয়া জীবিত থাকিতে পারে,তাহার জ্ঞান থাকিলে ঐ প্রকার অজ্ঞাতস্থানে যাইবার প্রয়াস বোধ হয় হইত না। মানবগণ যখন এপ্রকার ইন্দ্রিয়-নির্দিষ্ট জ্ঞান লইয়া ভগবানের কৃপা উপেক্ষা পূর্ব্বক স্বচেষ্টায় ভগবৎলোকের তথ্য আবিষ্কারে ব্যস্ত হয় তখন তাহারা সকল অবস্থাতেই ব্যর্থমনোরথ হইয়া মানবজীবনের অবসানে প্রাণ হারায়। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্-ভাগবতের একটী শ্লোক আমাদের স্মরণে উদিত হয়,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমস্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(শ্লোকের পাঠ মূলপত্রে অস্পষ্ট; মুদ্রিত অংশ:)

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নিমুক্তবাহ্নিক-
স্বদ্ধর্ম্মপরায়ণরত্নতেহ্ণুঃ।
আত্মা ভাবস্তু পরং পরং তত্ত্বঃ
সততং যে হন্ত মৃত্যুম্বনু মৃত্যুঃ॥

হে দেশসেবকগণ! আপনার অকস্মাৎ অজ্ঞ বালকরা আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া আখ্যান করে, আপনার প্রতি ভক্ত না থাকায় তাহাদের দুঃখ শুভ নহে। তাহারা দম-দয়াদি অভ্যন্ত গুণগানের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আত্মস্বরূপ আপনার পাদপদ্মের অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সেদিন ল্যাঙ্কাশায়ারের শীতশত বস্ত্র-ব্যবসায়ী বার্ণলী নামক স্থানে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় একজন বক্তা দৃঢ়ভাবে উত্তেজিত ভাবে বলিয়াছেন,—“গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ভারত-সাম্রাজ্য ভারতবাসীদের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সভাবৃন্দ! আপনারা যদি গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিতে না পারেন যে, তাহারা আপনাদের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন, তাহা হইলে ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র-বাণিজ্য এই স্থানেই শেষ হইবে। ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানাগুলিকে যদি ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহলের ক্ষেত্রে পরিণত না করিতে চাহেন, তাহা হইলে হোয়াইট পেপারকে ধ্বংস করিবার জন্য আপনাদের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।” ভারতবাসিগণের অনেকে অনেকেই হোয়াইট পেপারের নিন্দাবাদের কুতসবে, তবে তাঁহাদের এই কার্য্যের উদ্দেশ্য যাহা নিহিত রহিয়াছে তাহা যা ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রভাব খর্ব্ব করা। দেখা যাইতেছে পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোত লইয়া উভয়েই একটী কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন। এই কার্য্যে কাহাকে অধিক কাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য রহিয়াছে তাহা পরে দেখা যাইবে। স্বদেশ-বাণিজ্যে নিশোধিত ভারতবাসী যদি তাহার পূর্ণ গৌরব বস্ত্র-শিল্পে প্রকৃতরূপে উন্নতি লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে হোয়াইট পেপার ধ্বংস হইলেও কি ল্যাঙ্কাশায়ারের ভারত শাসন বাসনা থাকিবে? তবে যদি তাহারা গভর্ণমেণ্ট দ্বারা এই প্রকার একটি আইন করাইয়া লইতে পারেন যে ভারতবাসী তাহাদের দেশের বস্ত্রশিল্প উঠাইয়া দিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলি প্রস্তুত কাপড় পরিতে বাধ্য হইবেন তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ার বাসিগণের বগল বাজাইবার কারণ রহিয়াছে বটে।

জাতিদের ৩ জনের মুক্তি

দার্জিলিং হইতে প্রকাশ, গভর্ণরের উপর আক্রমণ সম্পর্কে ধৃত অমরেন্দ্রকুমার বসু, যতীন্দ্রকুমার বসু ও সুনীলকুমার বসুকে জামিনে মুক্তি দিবার জন্য কাগেন পি, কে, মজুমদার পুনরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এম, ঘোষের এজলাসে এক আবেদন করিয়াছিলেন।

তিনি বলেন যে, এ সম্পর্কে পুলিশের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেলের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। জামিনদার পাওয়া গেলেও ধৃত যুবকগণ দার্জিলিং পরিত্যাগ না করার প্রতিশ্রুতি দিলে উহাদিগকে জামিনে মুক্তি দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

প্রথম দুইজন যুবকের পিতা ও তৃতীয় যুবকের পিতামহ উক্তরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাহাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করিয়া জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

সংশ্লিষ্টদের ধৃত বাকি দুইজন যুবক এখনো হাজতে আছে। একজন স্থানীয় কোন সরকারী চাকুরিয়ার পুত্র; দ্বিতীয় যুবক প্রথমোক্ত যুবকের বন্ধু।

কানপুরে ৩টি ডাকাতি

কানপুর হইতে প্রকাশ এই জেলা হইতে ৩টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে উহাতে ৫ জন নিহত ও কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে। মূর্জ্জাপুরে দস্যুদল কার্ণীচরণের গৃহ আক্রমণ করে, কিন্তু গ্রামবাসীদের সতর্কতায় উহারা কোন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে পারে না। কিন্তু আতাবার যে ডাকাতি হয়,তাহাতে ডাকাতগণ রামসিংহের পত্নীকে নিহত করে ও কিশন নারায়ণকে আহত করে,সে ও ডাকাতগণকে গ্রেপ্তার করে চেষ্টা করে। ডাকাতগণ গুলী চালাইয়া লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। কানপুর ডাকাতিতে দুধ রাণার পত্নী গৌরপ্রসাদ নিহত হয় এবং কালীচরণ গুলি আহত হয়। গ্রামবাসীরা ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করে। আর একটী ডাকাতিতে দিঠোর থানার বনী দিবেবা ক্ষমার বাড়ীতে ডাকাতগণ আক্রমণ করিয়া নিহত করে। দুর্বৃত্তগণও অলঙ্কার আদি লইয়া চম্পট দেয়। মিঃ জি, কে, রাও বিভিন্ন গ্রামে গিয়া বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মার্শাল পুলিশ বাহিনীসহ যাবতীয় বদমায়েসকে বেপরোয়া ভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

পাণ্ডুয়ার দাঙ্গা

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, গত রবিবার অপরাহ্ণে বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে যে দাঙ্গা হইয়াছে উহাতে তিনজন মুসলমানের মৃত্যু হয় নাই, দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে ঐ অঞ্চলে শান্তি বিরাজমান, আহত ব্যক্তিগণ আরোগ্য লাভ করিতেছে। মাত্র একজনকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। হত ব্যক্তিদ্বয়ের নাম মহিউদ্দীন ও ইলি মহম্মদ।

হত ব্যক্তিদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে একটী কৌতুক ঘটনা ঘটিয়াছে। দুইজন হত হইয়াছে, ইহা জানা গেলে পর কলকু নামক এক ব্যক্তি পুলিশকে জানায় যে, রমজান আলি নামক আরও একজন মুসলমান হত হইয়াছে। পুলিশ তাহাকে মৃতদেহ থানায় লইয়া যাইতে বলে। তদনুসারে চারিজন মুসলমান বস্ত্রাচ্ছাদিত এক "মৃতদেহ" লইয়া থানায় উপস্থিত হয়। উহার আচ্ছাদন সরাণ হইলে দেখা যায় যে, "মৃত ব্যক্তি" পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। দাঙ্গার দিন সে সামান্য জখম হইয়াছিল, তাহাকে হাসপাতাল হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কস্তুরীবাঈ গান্ধির কারামুক্তি

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, গত ১৩ই মে সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধীকে পুণা জেল হইতে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। কারাদণ্ডের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

গত ১৩ই দিনাজপুর সংবাদে উকিল শ্রী বনমোহন শ্রীহর বড়বন্দর বাসায় সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, ১২ই মে রাত্রি ২॥ টার সময় তিনি প্রস্রাব করিবার জন্য হাতে লণ্ঠন লইয়া ঘরের বারান্দায় যেমন ঘরে উঠিবার সিঁড়িতে পা দেন অমনি একটি সাপের গায়ে পা দেওয়ায় সাপটী তাহাকে কামড়ায়। তিনি আলোতে গোক্ষুর সাপ দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ একটি দড়ি দিয়া নিজের সমস্ত পা জড়াইয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ডাক্তার ডাকাইয়া পাঠান। ২ জন ডাক্তার নানারূপ পরীক্ষা করিয়া বিষাক্ত সাপে কামড়ায় নাই সিদ্ধান্ত করিয়া ভোর বেলায় বাঁধন খুলিয়া দেন। বাঁধন খুলিবা মাত্র বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে এবং তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া যায় এবং বেলা ৯টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। বিনয়বাবুর বয়স মাত্র ৩৮।৩৯ ছিল। প্রকাশ, তাঁহার স্ত্রী বাঁধন খুলিবার সময় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন এবং বিনয়বাবুও বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বিষাক্ত সর্পে কামড়াইয়াছে। এইরূপ মৃত্যু হওয়ায় সহরে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ২১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ২১শে মে ইং ১৯৩৪ সোমবার } ৬৯শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বোম্বাইয়ে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ বিগত ৫ই মে শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বোম্বাই চৌপাটীর ব্রাহ্মসমাজ-হলে "Religion of Divine Love—in the light of the Teachings of Lord Chaitanya সম্বন্ধে একটী সর্বচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত পার্শী গুজরাটী, মারাঠা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বক্তৃতাকালে স্বামীজী মহারাজ ধর্মের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন যে যে দেশের সমাজের এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের যেরূপ সদ্গুণ, তাহাই সাময়িক বৈষম্য বিদূরিত করিয়া নিত্য সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে সমর্থ। বহু জীবগণ ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া আপাতরম্য বহিরঙ্গ ধর্মের মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহিত হন এবং তাহাকেই ধর্ম বলিয়া বহুমানন করেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

সুতরাং ধর্মের তত্ত্ব নির্ণয় করা বড় দুরূহ ব্যাপার। দেহ-মনোধর্মে আবদ্ধ থাকাকাল পর্যন্ত আত্মধর্ম বাস্তব অনুভব করিবার একমাত্র ধর্মই পরমাত্মার সেবা। [illegible]

জীব; সুতরাং তত্ত্ববুদ্ধি অপরিহার্যরূপে জীবে বর্তমান। স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি-হেতু মায়িক জগতে প্রত্যেক বস্তুতেই বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মধর্মে অবস্থিত হইলে বাস্তবিকের বৈষম্য জীবের চিত্ত-চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

সুতরাং এতাদৃশী অবস্থাই এই বৈষম্যময় জগতে সমন্বয়ের বার্তা বিঘোষিত করিতে সমর্থ হয় এবং উহাই নিত্য-শান্তির রাজ-সরণি। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের সেবাভিলাষী জনগণই নিত্যানন্দের অধিকারী। জীবমাত্রেরই একান্ত-শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবায় উন্মুখ হওয়া কর্তব্য। শ্রীচৈতন্যদেব এই সেবা-পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া পঞ্চবিধ রসে কি প্রকারে পরমপুরুষের সেবা লাভ করিতে পারা যায় তাহাই তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। পঞ্চবিধ রসের তারতম্যানুসারে মধুর-রসেই যে মাধুর্যের সীমা তাহা তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইয়াছিলেন। আমাদের সকলেরই ঐ সেবা লাভের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।

দিল্লীতে

সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী শ্রীযুত পি, সি মুখার্জি মহাশয়ের যত্নে গত ১২ই মে নিউদিল্লীর অন্তর্গত তাঁহার বাসাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্যাশ্রমী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ [illegible] অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-

শ্রীরাধা বিপ্রের আখ্যান রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাঠকালে স্বামীজী বলেন—কৃষ্ণভক্তের সুখে দুঃখে, শয়নে স্বপনে, গমনে, ভোজনে সর্বাবস্থায় সুখময় ভগবানের সেবা-চেষ্টা ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক কোন ব্যাপারই নাই। কৃষ্ণৈকশরণ নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ব্যতীত যোগী, ত্যাগী, কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই অশান্ত। ভক্ত যেমন ভগবান্ ছাড়া জানেন না, সেইরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভক্তবৎসল ভগবানও ভক্ত ছাড়া আর কিছুই জানেন না। ভক্তের প্রতি অনুরাগ এবং শ্রদ্ধাভক্তি জানাইবার জন্য নিজে সখার পাদধৌত আদি সেবা করিয়া 'আমা হৈতে আমার ভক্তপূজা বড়'—ইহা সেবা-বিমুখগণকে শিক্ষা দিলেন। গুরুকুলে বাস করিয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরু-সেবা এবং তদাদেশ অবিচারে পালন ব্যতীত পরবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের অন্য উপায় নাই, তাহা আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিলেন।

শ্রীভগবানের সখা এবং তাঁহার সখার সঙ্গে যাঁহাদের সখ্যতা আছে তাঁহাদিগকে ইহলোকে বা পরলোকে কোন দুঃখ পাইতে হয় না; পরন্তু যাহার সঙ্গে সখ্যতা করিলে আমাদের কোন লোকেও সুখ নাই। সুতরাং সাধুসঙ্গে শ্রেয়োলাভের জন্য সর্বদাই যত্ন করা কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত শুদ্ধভক্তি এবং কল্পভক্তির পার্থক্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বহু উচ্চশিক্ষিত রাজকর্মচারী এবং অনেক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই পাঠ শ্রবণে সুখী হন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রজনীকান্ত দাসাধিকারী গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন।

সন্দেশখালীতে [illegible]

গত ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত আড়বেলিয়া নামক স্থান হইতে আড়বালিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রূপলাল দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন এবং তথায় দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রতিদিন বহু-সংখ্যক শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখ-বিগলিত সুমধুর পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। শেষ দুই দিবস পাঠ ও ব্যাখ্যার পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বে দেশের ধার্মিক ও সামাজিক অবস্থা এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলার শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীধামে

গত ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক অধিবেশনে উক্ত বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেড্‌ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য রচনা ও মহাজন পদাবলী কাব্যাংশে উল্লেখ করে শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ করিয়া শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে [illegible] করেন। [illegible] ও সময় ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে পরম আনন্দিত ও [illegible] হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ মধুসূদন শনিবার সংবৎ ৪৪৮

ভক্তই সুখী

পূর্ণানন্দ বা পরমানন্দ একমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের পাদপদ্মেই বিরাজিত। কৃষ্ণ আনন্দময় বস্তু এবং নিখিল আনন্দের আকর। সুতরাং আলোকবিহীন অন্ধকারাগারের ন্যায় কৃষ্ণ ছাড়া কৃষ্ণবহির্মুখ জগতেই আনন্দের বা নিত্যানন্দের বা [illegible]। যেখানে কৃষ্ণ নাই, সেখানে মায়ার আধিপত্য যখন স্বতঃসিদ্ধ তখন কৃষ্ণবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবের নিরানন্দ বা দুঃখভোগ যে অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব মায়াবদ্ধ অবিদ্যাগ্রস্ত পাপী, তাপী, অজ্ঞানান্ধ, [illegible] সকলেই দুঃখী আর সুখ বা আনন্দের অধিকারী একমাত্র কৃষ্ণোন্মুখ [illegible]। আমরা অদ্য এ বিষয়টীর দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

— —

সৎ চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে যিনি বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত সত্তা ও সমস্ত আনন্দের একমাত্র আধার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সেই বস্তু; আবার এতদন্য আছেন, তিনি বস্তুর পাদাপেক্ষা [illegible] শ্রীগুরুদেব—সচ্চিদানন্দ [illegible]।

———

বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেমন অসংখ্য পরিমিত স্ফুলিঙ্গসমূহ অংশরূপে নির্গত হয়, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র ভগবান্ হইতেও সেইরূপ [illegible] চিৎকণ [illegible]। একটী [illegible] বৃহৎ—বিভু, আর একটি ক্ষুদ্র—অণু।

ভগবানের [illegible] [illegible]

বস্তু ব্যতীত তাহাদের অস্তিত্ব-সংরক্ষণের অন্য উপায় না থাকায় তাহারা অনুসচ্চিদানন্দ অর্থাৎ জীব সত্তায় আনন্দ অনুপরিমাণে আছে ইহাই তাৎপর্য্য।

সৎ চিৎ ও আনন্দবৃত্তিকে কেহ জ্ঞান, বল ও ইচ্ছাশক্তিও বলেন। মানবমাত্রেরই যে জ্ঞান, বল ও ইচ্ছাশক্তি আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এসব [illegible] দেখা যায় যে, অনেক মানবগণ যাহা যাহা জানিবার ও উপভোগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা [illegible] বা উপভোগ করিতে পারেন না। আবার জানিলে বা উপভোগ করিতে পারিলেও নিত্যকাল সেই বস্তুকে পোষণ করিতে সমর্থ হন না এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা লব্ধ বিষয়কে পুনরায় জানিতে বা উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে জীবগণের শক্তির অণুত্বই তাহার [illegible] নিদান।

মৃন্ময় ঘটকে যেমন মৃত্তিকার পরিণাম বলে, সেইরূপ ভগবানের তটস্থশক্তি হইতে জাত জীবসমূহকেও শক্তি-পরিণত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীব ভগবচ্ছক্তি-জাত—সেবক বা দাসভূত, তিনি প্রভু বা সেব্যবস্তু নহেন। সুতরাং জীবতত্ত্বকে শক্তিজাতীয় বা ভোগ্যজাতীয় পদার্থ ব্যতীত শক্তিমৎ-জাতীয় বা ভোক্তা-তত্ত্ব মনে করা অযৌক্তিক ও অপরাধজনক।

সূর্য্যকে প্রকাশ করা যেমন কিরণসমূহের বৃথা চেষ্টা এবং অল্প রশ্মিসমূহকে [illegible] জীবের অবাস্তব উদ্দেশ্য মাত্র। [illegible] সেবা [illegible] জীবগণ আপনাদিগকে শক্তিজাতীয় সেবক [illegible] [illegible] হইলেই [illegible] প্রবেশ হয় এবং [illegible] তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

[illegible] সুখ-শান্তির যোগাযোগ সুখ-শান্তি হয়।

[illegible] জানিতে পারে

না যে, তাহাদের অণুসচ্চিদানন্দ-বৃত্তিটী কোন্ জাতীয় সুখকে লক্ষ্য করিতেছে। সুখ দ্বিবিধ উপায়ে লভ্য, যথা বাহ্য-বিষয়ের উপভোগসুখে ও ভগবৎ সেবাসুখে। বাহ্যবিষয়োপভোগ হইতে নিজ তৃপ্তি সিদ্ধ হয় এবং সেবাসুখে ভগবানের প্রীতিই সাধিত হইয়া থাকে। সুশিক্ষার অভাবে যাহারা সুখোদ্দেশে বিষয়-সংগ্রহে তৎপর হয় তাহারা অনেক সময় অপূর্ণ বস্তুলাভহেতু বিফলমনোরথ হয় ও সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই আবাহন করিয়া থাকে। আর যাহারা সুকৃতিবলে সদ্গুরুকৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন, কেবল সেই ভাগ্যবান্ জীবগণই তদনুকম্পায় অর্থাৎ পূর্ণ চিৎ-বস্তুর সাহায্যে ভগবৎ সেবানিষ্ঠ হন এবং বিমলানন্দপ্রদ সেবাসুখ নিত্যকাল সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বৃত্তিত্রয় শ্রীভগবানে—ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণরূপে বিদ্যমান থাকে, তন্নিমিত্ত তিনি সদা পূর্ণানন্দে মগ্ন থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতে সমর্থ ও তন্নিমিত্ত তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন তৎক্ষণাৎ তাহা পরিতৃপ্ত হয়। সমস্ত সত্তার মালিকও তিনি। সুতরাং অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহা হইতে সত্তা বা অস্তিত্ব লাভ করায় তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার সত্তার লোপ সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, তন্নিমিত্ত তিনি ইচ্ছা করিলেই অন্যান্য পদার্থের সত্তাকে অনায়াসে পরিণত করিতে পারেন। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার নিত্যসেবন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা অজ্ঞাতসারে নিজ স্বরূপের অর্থাৎ চিৎকণের পরিপোষণ করেন। আর সেবার দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণসেবনে যাঁহারা সমুৎসুক কেবলমাত্র সেই সেবকবৃন্দই নিত্যকাল সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ অর্থাৎ তাঁহারাই নিরবচ্ছিন্ন সুখের একমাত্র অধিকারী।

———

নিজ কল্যাণ ও যথার্থ সুখলাভেচ্ছুগণের কর্ত্তব্য—পরমকল্যাণের আকর, নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সেবাবুদ্ধি লাভ করা। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত সেবাবুদ্ধি লাভ করিবার পন্থান্তর নাই। জগতে অনেক প্রকার কপট গুরু আছে। কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। নতুবা কপটগুরু সুতরাং কোনই মঙ্গল হইবে না। এই সদ্গুরুর চরণে বিক্রীত হওয়া প্রয়োজন। বৃথা কাল হরণ করিলে যেখানে ভীষণ নরকযন্ত্রণা অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হইবে তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, আসুন, আমরা সকলেই অজ্ঞানান্ধকার পরিহারের জন্য উৎগ্রীব হই, দুঃখের বাস্তব ভোগস্পৃহা ত্যাগ করিয়া সুখের আশাকে বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য কৃষ্ণ-সেবানন্দ সুখের জন্য লালায়িত হই। তাহা হইলে ত্রিতাপজ্বালা আর আমাদিগকে ভীতি-প্রদর্শনে সমর্থ হইবে না।

তাই বলিতেছিলাম—হয় সুখ নয় দুঃখ আমাদের ভাগ্যে আছেই। যদি সেবা করি তবে সুখ আর যদি তা' না করিয়া সুখের আশায় ভোগে প্রমত্ত হই, তাহা হইলে কেবল দুঃখের উপর দুঃখই আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিবে। অতএব গুরু-শুশ্রূষারূপ ভক্তি দ্বারা আনন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সকল সুখের আকর; নতুবা আমরা যাহা চাহি না তাহাই—সেই দুঃখই আমাদের ভাগ্যলিপি বুঝিতে হইবে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(১১)

অদ্য আমরা মীমাংসাদর্শনের বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রাচ্য ষড়্‌দর্শনের মধ্যে মীমাংসাদর্শনের পঞ্চম স্থান। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১০ম অধ্যায়ে আটটী করিয়া পাদ আছে এবং অপর নবটি অধ্যায়ে প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া পাদ আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই কাণ্ডত্রয়ে বেদ বিভক্ত; যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের বিষয় যে অংশে বর্ণিত আছে তাহা কর্ম্ম-কাণ্ড নামে অভিহিত। এই যাগযজ্ঞাদি-পূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডই মীমাংসাদর্শনের বিষয়। বৌদ্ধ-অভ্যুত্থানের শেষভাগেই পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মলক্ষণ, প্রত্যক্ষাদি এবং বিধি-বাক্যাদির প্রামাণ্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে কর্ম্ম ও তাহার বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ে যাগাদি বিহিত কর্ম্মে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে যজমানের কল্যাণ-নিমিত্ত কর্ম্মের স্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ে বিহিত যাগাদি বিষয়ের অনুষ্ঠান-ক্রম আলোচিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মফল-ভোক্তা আত্মার স্বরূপ ও অধিকার বিষয়ের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের প্রকৃতি ও বিকৃতি-যাগে সামান্যতঃ অতি দেশাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে অতি দেশাদির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। নবমাধ্যায়ে বিকৃতি-যাগে কর্ম্ম-সংস্কার, প্রকৃতি যাগাদ' মন্ত্র প্রভৃতির অতিদেশ-প্রসঙ্গ ও দেবতা-ভেদের হেতু অধ্যাহার বা উহের নিয়ম কথিত হইয়াছে।

। অতএব উক্ত বিরুদ্ধবাদে প্রকৃতিগত পদার্থ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দেশে বাধা বর্তিত হইয়াছে। একারণ অধ্যায়ে—কর্মবোধক প্রধান শব্দসমূহের বহু অর্থ দৈব বর্তমানে তদ্রূপ অর্থের সরলানুষ্ঠানেই প্রধান কর্মসমূহের ফলনিষ্পত্তি সাধকভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণাদিতে প্রধান কর্মসংশ্লিষ্ট অবান্তর কর্মের প্রাধান্যে কেবল গৌণ ফলের অনুষ্ঠানে অন্যান্য প্রধান কর্মের ফলসিদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাই পূর্ব্বমীমাংসার আলোচ্য বিষয়। মীমাংসা-মতে আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত এবং তাহাকে কর্ত্তা (agent) ও ভোক্তা (enjoyer) বলা হয়। বেদ অপৌরুষেয় শব্দরাশি এবং উক্ত শব্দসমূহ নিত্য। শব্দ নিত্য হওয়ায় বৈদিক শব্দনিষ্পন্ন অর্থসমূহেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ। দেহ-সম্পর্কিত আত্মার ঐহলৌকিক এবং দেহ সম্পর্ক ত্যাগে আত্মার পারলৌকিক ভোগসুখের সন্ধানপ্রদানই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মা (agent) এবং (enjoyer) হওয়ায় স্বরূপতঃ ভোগান্বেষণই তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি। ভোগান্বেষণ-পথে বৈদিক শব্দসমূহই একমাত্র অবলম্বন। বেদোপদিষ্ট মন্ত্রসমূহের যথাযথ উচ্চারণ এবং যাগযজ্ঞাদি কর্মের উপায়ন সকল যথানিয়মে সম্পাদিত এবং যজ্ঞকালে মন্ত্রসমূহের অব্যভিচারিতরূপে ব্যবহার করিলে ফলে যজমান ব্রাহ্মণ ইহলোকে পুত্র, ধন, বিত্তাদি লাভ এবং পরলোকে দেবতাদিগের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভোগসুখ লাভ করিতে পারেন এবং তাহাই মোক্ষ-শব্দবাচ্য। এই বিষয় উপলক্ষে অন্যান্য প্রাচ্য দার্শনিকদিগের মত খণ্ডনকল্পে কতকগুলি প্রমাণ প্রদর্শন করেন।

নবীন জীবন

(৫)

শ্রীগুরুদেবের কথা যেরূপ সমর্পিতাত্মা শিষ্যকে আত্মসাৎ করা সেরূপ প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিত শিষ্যের উচিত শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা। হায়! জীবরক্ষক, দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা, পরমসেব্য, পরদুঃখদুঃখী, ভবাম্বুধিতে তরণ সর্ব্বস্ব-বিতরণকারী, অপ্রাকৃতকীর্ত্তিমান্, অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীগুরুদেবের শিষ্যের সেবনায় পদবীলাভে তাঁহা আমার মন বড়ই বাধ্য! প্রতিষ্ঠাশাহীন, নিষ্কপট, একনিষ্ঠ গুরুসেবকগণ জগতে অযাচিতভাবে গুরুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহার সাক্ষী 'যেন তেন প্রকারেণ' হইতে পারি ইহা অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আর কি আছে? বাহিরে গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় এবং গুরুপরিপাটীর সহিত বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবগুণযুক্ত হরিকথা বিশ্ববোধের ছাঁচে কীর্ত্তন করিয়া যদি বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান লাভ করিতে পারি ইহা অপেক্ষা আত্মবিজ্ঞাপনের সহজ উপায় আর কি আছে? অপরকে উপদেশ দিবার কালে বলিয়া থাকি—

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।

স্থিরচিত্তে আত্মপরীক্ষা করিলে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় যে আমি আত্মোন্নতি ও স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে এত অধিক তাড়াতাড়িপর যে কি প্রকারে গুরুবৈষ্ণবের নিকট নিজের ভিতরের কথা গোপন রাখিয়া আপনাকে শাস্ত্রের অনুগত বলিয়া জানাইব তজ্জন্য সতত চেষ্টান্বিত আছি। অন্তর্য্যামীর সেবকগণও যে অন্তর্য্যামিত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি যদি বাস্তবিক নিষ্কপট দাস হইতাম তাহা হইলে কখনও প্রশংসার আশায় হরিসেবার নামমাত্র অনুরাগ দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতাম না। শ্রীগুরুদেব-প্রিয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিত্য হরিসেবাময় অপ্রাকৃত দেহরক্ষণের নিমিত্ত ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করেন বলিয়া আমিও আমার হরিসেবাবিমুখ ও শৃগালভক্ষ্য দেহরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। বৈষ্ণব পতিতপাবন এবং শরণাগত-রক্ষক। তাঁহারা কৃপা করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করিতে পারেন। আমি সাময়িক মানসিক দুঃখ বশে নিজকে পতিতাধম ও বিপন্ন বলিতেছি এবং বৈষ্ণবগণ কেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করেন না (আমাকে উদ্ধার করেন না) সেজন্য সর্ব্বদাই অভিযোগ করিতেছি। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য যে নিজের ব্যক্তিত্ব ও অহমিকাকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাদের নিকট কায়মনোবাক্য সমর্পণ করা তাহা কিছু করিতেছি না। আমি এতই বঞ্চিত ও মূর্খ যে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া অপরকে তজ্জন্য দায়ী করিতেছি। অসৎসঙ্গবশে হৃদয় এতদূর কঠিন হইয়াছে যে তাঁহাদের উপদেশ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না—নিত্য জীবনের সন্ধান পাইয়াও চৌরাশি যোনিতে ভ্রমণের নেশা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। 'নবীন জীবনের' নবীন আলোক পাইয়াও অনাদিকালাগত বহির্ম্মুখতাকারের আশ্রয় ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। ইহজগতে 'আমি ও আমার' এবং যে মনোরম ধন-জন-দেহ-গেহ লাভ করিয়াছি উহা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অনিশ্চিত সুখের আশায় বৈষ্ণবের চতুরতায় কোন্ আবর্ত্তে পতিত হইব—এরূপ বহির্ম্মুখ চিন্তাজাল আমার মস্তক সতত আলোড়ন করিতেছে।

বৈষ্ণবগণ আমাকে হরিসেবার বিমুখমাত্র প্রবৃত্তিবিশিষ্ট দেখিয়া আমার ভোগতাকে সতত বঞ্চিত করিবার জন্য উৎসাহান্বিত করিতেছেন আর আমি অধিকতর প্রতিষ্ঠার আশায় অথবা তাঁহাদের মায়াবিধ্বংসিনী কৃপাশক্তি হইতে নিজকে দূরে রাখিবার জন্য বহু কল্পনা-বিদ্যা-বুদ্ধিকেও অস্ত্র বলিয়া প্রদর্শন করিতেছি। কখনও বা বলিতেছি "আমি এখনও মায়া ছাড়াইতে পারি নাই। মন স্থির করিতে পারি নাই, কি করিয়া আপনাদের ন্যায় সব ছাড়িয়া সাধু হইব? কাহার বস্ত্র পরিধান করিব? কি করিয়া অসৎসঙ্গের সহিত অসহযোগ করিব?" ইত্যাদি বহু কুযুক্তি ও কুবুদ্ধি আমার মস্তিষ্কে আসিয়া অসৎসঙ্গে আসক্তির কথা প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে প্রণোদিত করিতেছে।

কোটী যুগে কোটী আরাধনায় দেবঋষিবৃন্দ যাঁহার দর্শন পান না কোটী উপচারে কোটী যত্ন ও প্রণামে যিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করিলে জীব এক কপর্দ্দকও যাঁহাকে গ্রহণ করাইতে পারে না সেই বলদেব নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব আজ কলিহত জীবকে অপরিমেয় কৃপা করিয়া কায়মনোবাক্য যথাসাধ্য কৃষ্ণসেবায় অর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আর হতভাগা আমি স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নামজপ ও নৈবেদ্যপ্রদান করিয়া আত্মপদার্থ লাভের ছলনা করিতেছি। মহারাজাধিরাজ সম্রাটের দর্শন সচরাচর ঘটে না, যদিও তাঁহাকে কিছু অর্পণ করা কাহারও সাহসে কুলায় না বা তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করিলে কেহ দিতে পারেন না। আর তিনি যদি নিজে যাচিয়া দর্শন দিয়া প্রজাবৃন্দের নিকট কিছু উপহার প্রার্থনা করেন তবে কোন্ নির্ব্বোধ প্রজা এই সুযোগ উপেক্ষা করে? সম্রাটের এই প্রকার কার্য্য কত অপারসীম করুণা এবং প্রজা বাৎসল্যের পরিচায়ক! আর প্রজাবৃন্দেরই বা কি মহাসৌভাগ্য? কিন্তু সম্রাটের অহৈতুকী অনবদ্যতার আদর্শকে কোন প্রজা যদি মনে করে সম্রাট্ নিশ্চয়ই কোন দায়গ্রস্ত হইয়া আমার কুটীরপ্রাঙ্গণে আসিয়াছেন, অথবা "ভেকের আধুলি সম্বল" এই ন্যায়ানুসারে মহদ্ব্যক্তির উপহারের সুযোগ পাইয়া যদি কেহ দীনহীন, জীর্ণকুটীরবাসী নিজকে মহাসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করিয়া সম্রাট্কে বিমুখ করে ও অবহেলা করে, তবে তাহার ন্যায় মূর্খ হতভাগ্য আর নাই। পাপিগণ পাপীর সঙ্গে থাকিয়া এবং মূর্খগণ মূর্খের দলভুক্ত থাকিয়া যে প্রকার গৌরব অনুভব করে আমিও বহির্ম্মুখের দলে, অপরাধীর দলে ও অকৃতজ্ঞ প্রভৃতির দলে থাকিয়া নিজের দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেছি অথবা নিজের পরিণাম যে কি ভীষণ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। তাই আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞের অবস্থা ও পরিণাম চিন্তা করিয়া কোন বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

এমন কৃতঘ্নজন দেখা নাহি যায়।
আপনার গলে 'ছুরি' প্রদান করিল॥

মৃত্যু না হইলে যে প্রকার নব জন্ম বা নবীন জীবন লাভ হয় না, সে প্রকার বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তির অবসান না হইলে কৃষ্ণসেবোন্মুখ আনন্দময় নবীন জীবন লাভ হয় না. বহির্জগতে, মায়িক সংসারে মৃত্যুকাল না আসিলে জগতের সকল লোকই বিশেষতঃ আত্মীয়স্বজনগণ আমার নিকট হইতে তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিতে কিছুমাত্র উদাসীন হয় না।

হরিভজনকারী ব্যক্তিকে জাগতিক স্বার্থপর ব্যক্তিগণ এক প্রকার মৃততুল্য মনে করে। হরিভজনকারী দুঃসঙ্গ পরিত্যাগে বজ্রাদপি কঠোর ও নির্দ্দয় বলিয়া আত্মীয়স্বজনগণ তাহাকে মৃত্যুকবলিত মনে করিয়া সজীব শোকসাগরে মগ্ন হয়। বহির্ম্মুখ দুঃসঙ্গের জগতে মৃত না হইলে পরমার্থজীবন লাভ হয় না—নবীন জীবন লাভ হয় না—পরমার্থরাজ্যের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায় না। যাঁহারা জীবিত হইয়া ইন্দ্রিয়কে দমন করেন না শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে জীবন্মৃত বলিয়াছেন। ভস্ত্রা যেপ্রকার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াও প্রাণহীন, সে প্রকার মানব শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াও যদি হরিসেবাময় জীবন লাভ না করেন তবে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শরণাগত জীবন যাপন করিলে জানেন যে কি আনন্দ ও পবিত্রতা সংসাধিত হয় তাহা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শরণাগতিতে লিখিয়াছেন—

পুত্র [illegible]   দুহিতা সকল
[illegible] দেহে মনে।
তুমি ত' আমার   আমি ত' তোমার
কি কাজ অপর ধনে॥

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] বিরাট শ্রী-[illegible]	৬
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৭০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ	১৷৵০
৩। [illegible]	
([illegible])	
৪। [illegible] (বাঁধা)	
৫। গৌড়ীয় গৌরব	৷৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা	৷৶০
৭। [illegible]	৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও	
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য	৷০
১২। [illegible] সাম্বাদ	
(বাঁধা)	২৲
১৩। [illegible] সাম্বাদ	
রামানুজীয়)	৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮। দীন-কিঙ্কর	৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	১০
ঐ (আবাঁধা)	৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর ,নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩। গীতমালা	৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৩৮ গৌরাব্দ)	৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
২৮। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজন-প্রদীপ	৷০
২৯। শরণাগতি	৴০
৩০। গীতাবলী	৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩২। সাধনকণ	৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪। [illegible]	৴০
৩৫। [illegible]	৴০
৩৬। মহাচৈত্যাষ্টকঃ	৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮। [illegible]	৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি	
(প্রথম চারিখণ্ড)	৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। রাধাষ্টমী সম্বাদ	৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়	৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয়	৷০
৪৬। তত্ত্বসূত্রম্ বা [illegible]	৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	৷০
৫০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]	৸০
৫১। [illegible]	৶০
৫২। [illegible]	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-দর্পণ-[illegible]	৷০
৫৪। সঙ্কীর্ত্তন-[illegible]	৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্	৷০
৫৬। মাধুর্য্য-[illegible]	৶০
৫৭। গৌড়ীয়ভাষ্য পাঠচয়ঃ	৴০
৫৮। সারার্থদর্শিনী	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ	৷০
৬০। মায়াবাদ	৷০
৬১। [illegible]	৷৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্	৷০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]	৴০
৬৫। দি ভাগবত	৷০
৬৬। [illegible]	৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ)	১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৭০। সাধন পথ	৷০
৭১। কল্যাণকল্পতরু	৴১০
৭২। গীতাবলী	৴০
৭৩। শরণাগতি	৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পীঠ ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাগ্‌গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-[illegible]—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ভাবনপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীকৃষ্ণ [illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাশী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারাকোটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, [illegible] পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিকাকুলা, মান্দ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৫২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং [illegible], [illegible] গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার্থ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৩	৭—২৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৪
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় গাড়ী পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (নরেশ)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (নরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (মঙ্গ)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৩নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এগমার্ক	৪৵০—৪৷০
আটা শস্য	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৸০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ ঐ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ঐ ঋণ (১৯৪৫	১০৪৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৩) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০৪৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলিকাতা)	৯১৫৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৲
আকল্যাণ্ড	১২৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
কমট	৭১৫৲
ক্লাইভ	২১৷০
ডালহৌসী	৩০৮৷০
কেন্টী	৪০৫৲

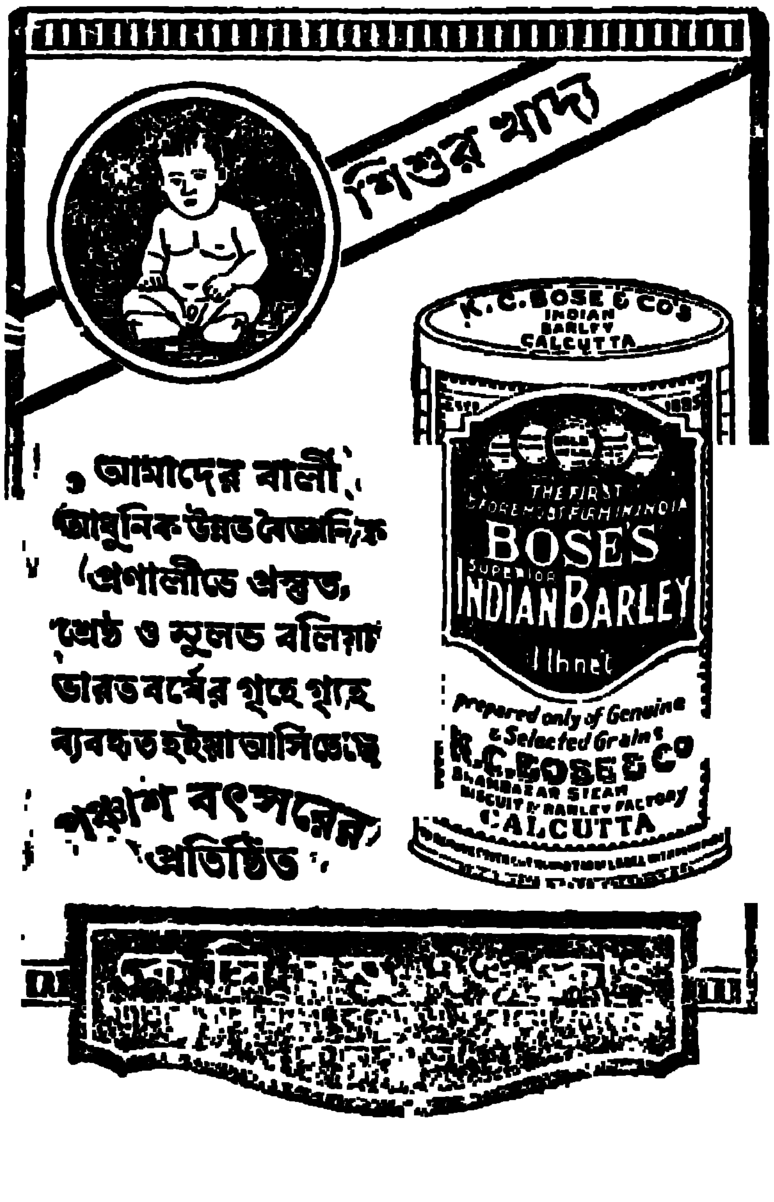

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, স্মৃতি, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার আশায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুবর্ণ-পদকপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণা-গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সজ্জিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় চরম ও নিরূপণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

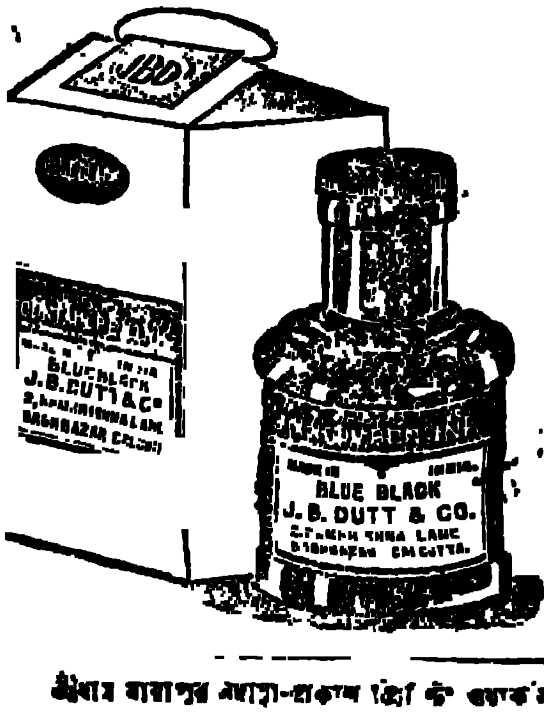

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত মুখোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর' [illegible]
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার। প্রতিবারে প্রতি লাইন ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩৷৹ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার অগ্রিম দেয় বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹ মাসিক ১৲ নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৬১, ২২শে মে ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

অতিকায় তিমি মৎস্য

বোম্বাই হইতে গত ১ই মে সংবাদ পাওয়া যায়,—৫২ ফুট অর্থাৎ ৩৫ হাত দীর্ঘ এক তিমি মৎস্যের বিশাল মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসিয়া আসিয়া বোম্বাই কোলাবার তীরভূমিতে লাগিয়াছে। ইহা দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতেছে। সম্প্রতি এমন বৃহদাকার তিমি আর দেখা যায় নাই। বৃহদাকার এই তিমিটির মৃতদেহ এরূপ ভাবে পড়িয়া গিয়াছিল যে, প্রাণিতত্ত্ববিদগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণীটি কোন শ্রেণী বা বংশের অন্তর্গত, তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। তবে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাণীটি খুব বৃহদাকার তিমিরই বংশোদ্ভব। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদগণ ইহা হইতে গবেষণার ক্ষেত্র পাইবেন। এই ধরণের একটি বৃহদাকার জানোয়ার খুব কদাচিৎই ঢেউয়ে ভাসিয়া আসিয়া থাকে। জন্তুটির লেজ ও পেটের দিকটা পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জন্তুটি মুখব্যাদান করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। উহার মুখ গহ্বরের মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ৩টি লোক ঢুকিয়া পড়িতে পারে। ইহার মাথাটি পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, পশ্চাদংশ এখনও জলের মধ্যেই রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, ৩৪ দিন পূর্ব্বে উহা ভাসিয়া আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছে ও মরিয়া গিয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ সরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। প্রকৃতি তত্ত্ব-গবেষক [illegible] মৃতদেহটির ভার গ্রহণ করিতে পারেন।

অমৃতসরে লরী দুর্ঘটনা

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, তিনটা লরী দুর্ঘটনায় হইয়াছে বলিয়া এখানে খবর আসিয়াছে। প্রকাশ যে, একটা লরী দুর্ঘটনা ফলে মিউনিসিপ্যালিটীর দমকলের বাহান্ন জন লোক আহত হইয়াছে। লরীখানি আগুন নিবাইয়া ফেলিবার সময় উল্টাইয়া পড়ে। চারজন লোক হাসপাতালে আছে। মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্র ও একজন 'অধ্যাপক' একখানা লরীতে করিয়া লাহোর হইতে আসিতেছিল, পথিমধ্যে একটা গাছের সহিত লরীর সংঘর্ষ হয়, ফলে অধ্যাপক সাংঘাতিক আহত হইয়াছে।

পাতিয়ালা হইতে খবর আসিয়াছে যে, তথায় একটা ট্যাক্সির সহিত একখানা লরীর সংঘর্ষ হইয়াছে। ট্যাক্সির চালক ও যাত্রিগণ গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। পুলিশ লরীর চালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আলোয়ারে নূতন পুলিশ মন্ত্রী

আলোয়ার হইতে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রী ছাড়া আলোয়ার রাজ্যে আর একজন পুলিশ মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বি সি এল কোটন, আই সি এস। তাঁহাকে পাঞ্জাব সরকার হইতে ধারস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। শুল্ক, চিকিৎসা, শিক্ষা, মিউনিসিপ্যালিটি, খনি, সমবায়, কৃষি, বাগান, পশু চিকিৎসা, সেক্রেটারিয়েট রেকর্ড, তোষাখানা, ইলেক্ট্রিসিটী ইত্যাদি বিভাগ নূতন মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন করা হইয়াছে। রাজস্ব, অর্থ ও পূর্ত্তবিভাগ প্রধান মন্ত্রীর হাতেই আছে।

ছোরার আঘাতে নিহত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, কাবার বাজারে একজন পাঠান যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। যুবকটির দেহে ছোরার সাতটা আঘাতের চিহ্ন আছে। মৃতদেহের নিকট একখানি রক্তাক্ত ছোরা পাওয়া গিয়াছে। লোকটাকে জেকোব মেহুন মিলসের পাহারাওয়ালা বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিয়াছে যে, ধর্মঘটের সহিত এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই।

মিঃ এফ, টি, জোন্স

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, সেন্ট্রাল পি, ডব্লিউ, ডি'র সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ও নয়াদিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটীর প্রেসিডেন্ট মিঃ এফ, টি, জোন্স চারি মাসের ছুটিতে ইংলণ্ড যাইতেছেন। তিনি বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। লণ্ডনে যে ইম্পিরিয়েল ক্রিকেট কনফারেন্স হইবে, তাহাতে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

কলিকাতায় খানাতল্লাস

গোয়েন্দা পুলিশ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে বহুবাজার, পার্ক ষ্ট্রীট, শুঁড়িপাড়া ও ভবানীপুর থানার এলাকায় চারখানা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে ও দুইজন যুবককে জবানবন্দী লইবার জন্য গোয়েন্দা আফিসে লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বিপ্লববাদ সম্পর্কেই খানাতল্লাস করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে পটকা ছোঁড়া

১৯৩২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের কোতোয়ালী, ডবল মুরিং ও পাঁচলাইশ থানায় পটকা ছোঁড়া [illegible] নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করা হইয়াছিল। তাহার পর এপর্য্যন্ত দুই মাস করিয়া এই আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট ঐ আদেশের মেয়াদ ২৭শে মে হইতে আরও দুই মাস বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; কারণ গবর্ণমেন্টের মতে ঐ সকল থানার এলাকায় পটকা ছোঁড়া সাধারণের শান্তির বিঘ্নকর।

রেঙ্গুনে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, প্রমেশিন নামক ক্ষুদ্র সহরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি সমগ্র পল্লী ভস্মীভূত হইয়াছে; উহার ফলে অন্ততঃ ৩০০ শত লোক গৃহহীন হইয়াছে। ঐ গ্রামে ৬০টী বাড়ী ছিল। ক্ষতির পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা।

পরিষদে সরকারী মুখপাত্র

সিমলা হইতে প্রকাশ, "এসোসিয়েটেড প্রেস" জানিতে পারিয়াছেন যে, আগামী ১৩ই জুলাই তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের জুলাই অধিবেশন আরম্ভ হইবে। স্যার জোসেফ ভোর এই অধিবেশনে গবর্ণমেন্টের মুখপাত্রস্বরূপ কাজ করিবেন।

পত্রিকা বিলিতে গ্রেপ্তার

সাউথ বলকট কমিটির সম্পাদক এ এম, এ, কাদার জরুরি প্রেস আইনের ১৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইলে তাঁহার পক্ষ হইতে মিঃ সি, সি, দে জামীনের দরখাস্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৫০০৲ টাকার জামীনে মুক্তি দিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৩৪১

সর্বজনীন নামযজ্ঞ (?)

সংবাদে দেখিলাম, বর্ধমান সহর নবদ্বীপের কোন দল ... 'ভক্তপাগলের' নেতৃত্বে গত ১লা বৈশাখ হইতে তথায় বর্ষ-ব্যাপী শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ (?) আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রত্যহ প্রায় দুই মণ চাউল ব্যয় হইতেছে; এতদ্বিষয়ে সর্বসাধারণকে অর্থ-সাহায্যার্থ আহ্বান করা হইয়াছে। যাঁহার প্রতি ঘণ্টায় আয় ১০৲ দশ টাকা, ভক্তিরাজ্যে অনেক 'উপাধি' পাইয়াছে তাঁহার পক্ষে এই সাহায্য-দানের জন্য এদেশের দুঃখী জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তা কি, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ নির্বন্ধ নিত্যকাল না হওয়া পর্যন্ত কালের মধ্যে আবদ্ধ কেন তাহাও বুঝি অগম্য। মহাপ্রভু কিংবা তাঁহার কোন পার্ষদ কি সঙ্কীর্তন-যজ্ঞকে ধনকালে আবদ্ধ রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন? 'অহর্নিশ চিত্ত কৃষ্ণ নাম লবে।'—মহাবাক্য উদ্ধারের ধারা আছে কি?

শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের প্রতিযোগিতার মুখে কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকাতে কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে সর্বসাধারণের অর্থে যে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে গৌড়ভক্ত নহে বলিয়া অনেক বৈষ্ণব নাকি মহাপ্রসাদ (?) হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত উদ্বৃত্ত অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া গোস্বামিগণের (?) মধ্যে বেশ একটু বিবাদ-বাদ লাগিয়াছিল। তাহার সহিত পূর্বোক্ত নেতৃত্বকারীর কোন সংস্রব ছিল কি? ইহাদেরই অনেক যাত্রী আসিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন তাঁহারা অপবিত্র বলিয়া দুই মণ চাউলের মহাপ্রসাদের (?) কণামাত্রও তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। বোধ হয় তাঁহারা গৌরভক্ত নহেন, তাই তাঁহাদের এই দুর্ভাগ্য!

হরিজন ছাত্র কাহারা

মধ্যপ্রদেশ সরকার (শিক্ষাবিভাগ) স্থির করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে অস্পৃশ্য শ্রেণীর ছাত্রদিগকে 'হরিজন' নামে এবং অন্যান্য জাতির ছাত্রদিগকে "সাধারণ জাতির ছাত্র" বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সময় হইতেই "হরিজন" শব্দটী অস্পৃশ্য অর্থে প্রয়োগ করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সকলেই হরিজন, অন্যে নহে। কালের প্রভাবে সকলই উল্টিয়া যায়।

'নদীয়া-প্রকাশ'

(শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, হাইকোর্টের উকিল)

নদীয়াকে প্রকাশ করিল কে?—নদীয়ার চাঁদ! কে সে নদীয়ার চাঁদ?—গৌরাঙ্গ অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই সে নদীয়ার চাঁদ। তাঁহা হইতেই নদীয়ার প্রকাশ। আগে কি আর নদীয়া ছিল না?—ছিল। 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ', সেই দিন হইতেই নদীয়া ছিল। কিন্তু ছিল অজ্ঞানতমসার নিবিড়তাতে আচ্ছন্ন। কে সে নদীয়াকে জানিত, কাহার চোখেই বা সে পড়িত? সেই পুণ্যতোয়া জাহ্নবী তাহার তীরভূমি স্পর্শ করিয়া চির দিনই প্রবাহিত হইতেছিল, কিন্তু যতদিন না নদীয়াকে নদীয়ার চাঁদের চরণ স্পর্শ হইল ততদিন নদীয়া তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই,—ততদিন তাহার বক্ষ পুণ্যতীর্থরূপে গড়িয়া উঠে নাই। নদীয়া ত' একদিন বাংলার রাজধানী হইয়া জগতে রাজধানীর মত শোভা পাইয়াছিল। তাহার সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল, তাহার সঙ্গী হইবার কত কি ছিল,—সুন্দর তোরণ-দ্বার, অট্টালিকা, আলোকিত পথ ঘাট, উজ্জ্বল পুরবাসী, কত রাজপুরুষ সভার জন্য তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু তাহাতেও কি সে লোকচক্ষে তেমন প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল? তাহার সে ক্ষণিক প্রকাশ অন্ধকার মহাকালের বিশাল আকাশতলে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কেই বা তাহাকে আজ বাংলার রাজধানী বলিয়া স্মরণ বা সম্মান করিয়া থাকে? তাহার সে স্মৃতি আজ ইতিহাসের জীর্ণ মলিন পৃষ্ঠার কোণে লুকাইত। তাহার প্রকৃত ঐশ্বর্যের উদয় হইয়াছিল সেইদিন—যেদিন শচীমাতার মানব-কক্ষে দেবতার মহিমা লইয়া সেই নদীয়ার চাঁদ আসিয়া দেখা দিয়াছিল। আকাশে কোন পূর্ণিমার চাঁদ, আর সেই পূর্ণিমাটীতে নদীয়ার মর্তে নদীয়ার চাঁদ—যাঁহার অসাধারণ আলোকচ্ছটায় সমস্ত নদী দিন দিন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাধে কি আর তিনি নদীয়ার চাঁদ। তাঁহার শিক্ষাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার ও হৃদয়ের প্রেমে তিনি দেশে যে আলোক আনিয়াছিলেন তাহা চাঁদের আলোর মতই স্নিগ্ধ, শীতল ও শুভ্র। তাহার লেখনীর কারায় মরন (?) কলঙ্ক যেন নাই অথচ স্নিগ্ধতায় দেবত্ব চিরদিনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের আবর্জনাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। সমস্ত নদীয়াকে তিনি জ্ঞান ও প্রেমের মধুরালোকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়া দিলেন। তাহাতেই ত' তিনি নদীয়ার চাঁদ! তাঁহা হইতেই নদীয়ার প্রকৃত প্রকাশ। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে নদীয়া ত' অন্ধকারে ডুবিয়াছিল। আজ লোকচক্ষে সে নদীয়ার চাঁদের তিরোধান হইলেও নদীয়ার বক্ষ হইতে তাঁহার আবির ও বিকীরিত আলোক এখনও অন্তর্হিত হয় নাই, কখন হইবেও না। সে যে নদীয়ার প্রকৃত ঐশ্বর্যের আলোক—মানব-জীবনের পরম প্রার্থিত আলোক। এই জগতের অন্ধকারে মানুষের প্রাণে আলোকের জন্য যতদিন আকাঙ্ক্ষা ও কণামাত্র পিপাসা থাকিবে থাকিবে। তাই বলি, এই আলো হইতেই নদীয়ার প্রকৃত প্রকাশ হইয়াছে। আজ যে দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী আসিয়া নদীয়ায় সমবেত হইতেছে, জীবনের পাপ-প্রক্ষালনের জন্য ইহার পাদদেশে জাহ্নবীর পুণ্য-সলিলে নিমজ্জিত হইয়া ইহার তীর্থরেণু অঙ্গে ধারণ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইতেছে সে কেবল নদীয়ার জ্ঞান ও প্রেমের অবতারের সেই পবিত্র ঐশ্বর্যালোকের জন্য। একদিন নদীয়ার যে রাজগৌরব তাহার বক্ষে এমন বিপুল জনস্রোত কখনও আকর্ষণ করিতে পারে নাই, মানুষের হৃদয়ের এমন গভীরতম আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে নাই। মানুষের অন্তরের এই পারমার্থিক আলোক-পিপাসার নিকট ইহজগতের অন্য ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা দূরে সরিয়া যায়, পৃথিবীর সকল সংস্কার খর্ব হইয়া পড়ে। নদীয়ার চাঁদ তাঁহার প্রেমের প্রভাবে নদীয়াতে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শেই বিশ্বমাঝে নদীয়ার প্রকাশ ও প্রভাব। ইহাই নদীয়ার গৌরব ও ইহাতেই নদীয়ার প্রতি ভগবানের করুণার প্রকাশ। এই আদর্শকে মলিন করিয়া প্রেমের দেবতার দেওয়া এই চৈতন্যালোক হারাইয়া নদীয়াকে আর যেন অন্ধকারে নিপতিত না হইতে হয়। পুণ্য নদীয়াবাসীর হৃদমন্দিরে সে চৈতন্যালোকের অভাব ঘটিলে, নদীয়ার অঙ্গনে গাঙ্গতে শত সহস্র সোনার গৌরাঙ্গ স্থাপিত হইলেও নদীয়া জগতের চক্ষে আর সেরূপ প্রকাশ পাইবে না।

জেরুজালেমে প্রকৃতির রুদ্রলীলা

জেরুজালেম হইতে প্রকাশ, প্রথম দিনের ঝড়ঝঞ্ঝার ফলে যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর আইবেরিয়াসের উপর আবার প্রবল ঝড়-বৃষ্টি দেখা দিয়াছিল। আশঙ্কা হয় যে, এই ঝড়ের ফলে এবার কতকগুলি শিশু মারা পড়িয়াছে। ঝড়ের ফলে যে সমস্ত ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়াছে, সেগুলির তলা হইতে শিশু ও বয়স্কদের ২৪টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের বেগে পাহাড়ের নদী দিয়া ৮ ফুট উচ্চ জলস্রোত অসংখ্য পাথর ও শিলাচূর্ণসহ সহরের উপর পতিত হইয়াছে। এতদ্বিন্ন অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৯৫ ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টিপাত হয় এবং বড় বড় পাথর গড়িতে থাকে। শোকাতুরা অধিবাসিগণ মর্মভেদী চীৎকার করিতে করিতে এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের মধ্যে নিখোঁজ সন্তানের সন্ধান করিতেছে। উদ্বেলিত নদীর দ্বারা বহুলোক নিশ্বাস রোধ হইয়া মারা গিয়াছে। মোট কত লোক মারা গিয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। আশঙ্কা হয় যে, বহু লোক সমুদ্রগর্ভে ভাসিয়া গিয়াছে। বৃটিশ সৈন্যদল এবং পুলিশ বিপন্নদের পরিত্রাণ ও নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কর্তৃপক্ষ নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং পার্শ্ববর্তী আরব ও ইহুদী গ্রামসমূহ হইতে বহু লরী ভর্তি খাদ্য ও বস্ত্র আসিতেছে।

দেওভোগ ব্যাপারের জের

পাঠকদের হয়ত স্মরণ আছে যে, গত ৯ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় ২ টার সময়ে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ নামক গ্রামে তিনজন ভদ্র যুবককে খালি গায়ে চলিতে দেখিয়া রমজান, মুজাফর এবং আরও দুইজন মুসলমানের সন্দেহ হয়। রমজান ও মুজাফর প্রত্যেকে এক একজন যুবককে ধরিয়া ফেলিলে যুবকগণ তাহাদের নিজেদের হইতে ছোরা ছুড়িয়া রমজান ও মুজাফরকে আহত করে। রমজান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাঙ্গালা সরকার রমজানের সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ তাহার পরিবারের জন্য এককালীন ১০০০৲ টাকা ভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪০০ বাড়ীতে খানাতল্লাস

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, দেওভোগে গুলী মারা ঘটনা সম্পর্কে নারায়ণগঞ্জ ও দেওভোগের তিনশত বাড়ী এবং কালীর বাজারের কয়েকটা দোকান একই সময় তল্লাসী হইয়াছে। তল্লাসী করিয়া কোথাও আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। পাঁচজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করা হইলে তদন্ত সাপেক্ষে তাহাদিগকে ১৫ই মে পর্যন্ত হাজতে রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কয়েকজন যুবককে থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই সম্পর্কে একমাসের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, দেওভোগ ও অন্য স্থানে চারিশতের অধিক বাড়ী তল্লাসী করা হইয়াছে এবং ৫জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

নেপালী প্রতিনিধির বিপদ

লণ্ডনবাসী নেপালী প্রতিনিধির পত্নী রাণী সাহেবা মোটরের ধাক্কায় আহত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতে চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। তবে এখন তাঁহার অবস্থা একটু ভাল দেখা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২২ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২২শে মে ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ৭ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

বিগত ১৪ই বৈশাখ রবিবারে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সান্ধ্য-নীরাজনান্তে বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পাঠমুখে জীবের নিত্য স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধ শ্রৌত-বাণীর প্রচারক হয়ে সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন—হে মায়াবদ্ধ-প্রপীড়িত অনাদি বহির্ম্মুখ জীব! তুমি বস্তুতঃ সনাতন স্ব চিৎকণ-বিশিষ্ট জড়াতীত বস্তু। জড়ীয় নশ্বর উপাদান সমূহের সংমিশ্রণে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে তোমার উৎপত্তি হয় নাই। তুমি বহু ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুগত বস্তু নহ, জড় কালাদি দ্বারা তোমার জন্মাদি বা বয়ঃক্রমাদি নির্ণয় করা দুষ্কর ব্যাপার। তোমার স্বদেশ বা নিত্য বসতি-স্থল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ তথা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডও নহে। হে জীব, তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত বা তদ্বহির্ভূত মানবজাতি কিম্বা উদ্ভিজ্জ পশু-পক্ষ্যাদিও নহ। দেব, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক প্রভৃতি উপাধি সমূহের কোনটী তোমার স্বরূপের পরিচয় নহে, ঐগুলি তোমার বিরূপের অভিমান মাত্র।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ অনাদিকাল হইতে আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি-বিশিষ্টা মহামায়ার কবলে তুমি কবলিত। তজ্জন্য তুমি স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি বা দেহদ্বয় দ্বারা আবৃত হইয়া বাহিক ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত। তোমার নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চিদ্রাজ্যে অপ্রাকৃত স্বরূপে পূর্ণতমায় বিরাজিত। তুমি তাঁহারই বিভিন্নাংশ ও ভেদাভেদ-প্রকাশ বিশেষ। ভেদ—যেহেতু তুমি অণু, বদ্ধ ও মায়াবশযোগ্য, পক্ষান্তরে তিনি বিভু, প্রভু, মায়াধীশ। আর অভেদ—যেহেতু তুমি সনাতন তিনিও সনাতন, তুমি অণু-সচ্চিদানন্দ, তিনিও সচ্চিদানন্দ ঘনপূর্ণ বাস্তব বস্তু। তুমি তাঁহা হইতে একেবারে ভেদ-যুক্তও নহ এবং একান্ত অভেদও নহ। একান্ত ভেদ হইলে তাঁহার আনন্দে তোমার আনন্দের অভাব ঘটত। এবং তুমি পূর্ণানন্দে তোমার আনন্দের অনুভব করিতে বাধিত হইতে। কিন্তু সেইরূপ স্বার্থপরতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করা তোমার ধর্ম্ম নহে। তাঁহার সেবানন্দেই তোমার আনন্দ এবং তাহাই তোমার স্বার্থ ও পরম পুরুষার্থ। অপিচ তুমি যদি তাঁহার সহিত একান্ত অভেদ হও তাহা হইলে তোমাকে মায়াভিভাব্যতা অসম্ভব। ফলতঃ তুমি একমাত্র স্বরাট্ পুরুষ গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসগণের অন্যতম। শুধু তুমি নহ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল অণুচৈতন্য সেই অধোক্ষজ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত-তত্ত্ব বিশেষ।

অতএব হে জীব, তুমি তোমার সেই নিত্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও। শ্রীকৃষ্ণের অব্যভিচারিণী সেবায় রত হইয়া তোমার আত্মধর্ম্ম বরণ কর। মদন-মদ তোমাকে হতজ্ঞান কখনও মানুষ, কখনও পশু পক্ষী, দেবতা বা অন্য বস্তুর সেবক ও ভোক্তৃরূপে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করাইতেছে। তাহা হইতে সত্বর পরিত্রাণ লাভ কর। কারণ, মায়াধীনে সেবা বলিতে সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণকেই লক্ষ্য করে।

চিজ্জগতের হেয় প্রতিবিম্ব-স্বরূপ এই জড় জগতে যে সেবার আদর্শ ঘটা দৃষ্ট হয় তাহা বিকৃত প্রতিচ্ছবি(?) সেবার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলেই বিহিত হয়। কারণ এখানে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। যিনি একজনের সেব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হন তাঁহাকেই আবার কালক্রমে বাধ্য হইয়া সেবকরূপে পরিণত হইতে হয়। অর্থাৎ গর্ত্ত খুঁড়িয়া কূপ দান করিতে গেলে হয় গর্ত্তকে বুজাইতে হয় না হয় রাখিতে হয় অথবা এক স্থানের গর্ত্ত পূরণ করিতে হলে অপর (অপূর্ণ স্থান) স্থল হইতে মাটী আনিতে হয়; সুতরাং সেই স্থানটীকে সেই পরিমাণে লোকসান সহ্য করিতে হয়।

আজ যিনি প্রভুপদে অধিষ্ঠিত, কাল তিনি ভৃত্য হইয়া পড়েন এবং কাল যিনি ভৃত্য ছিলেন আজ তিনি প্রভুপদে সমাসীন। কালের কুটিলা গতিই এইরূপ। অপিচ সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে ভোক্তার আসন গ্রহণ করিবার জন্য সতত স্পৃহাযুক্ত। বিশেষতঃ জড় জগতের সেব্য, সেবক ও সেবা ক্ষণভঙ্গুর। এই পরিবর্ত্তনশীলা স্বার্থপরা বাণিজ্যবৃত্তিকে সেবা বলিলে কাজেই পরমারাধ্যা সেবাদেবীকে অবজ্ঞা করা হয়। সেবাদেবী এরূপ চপলা বা চঞ্চলা নহেন।

পরম-সাধ্বী সেবাদেবী স্বয়ংই এক অদ্বিতীয় স্বরাট্-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মেই বরণ-মালিকা প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ সেই অদ্বিতীয় ভগবান্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার নামই সেবা। অতএব হে জীব, অধোক্ষজের অহৈতুকী সেবাই তোমার স্বরূপের একমাত্র সহজ ধর্ম্ম। ইহাও জানা উচিত যে এই ধর্ম্ম কোন দেশ, সময় অবস্থাদি দ্বারা কোন সময়েই আবদ্ধ হয় নাই। ইহা নিত্যকালই আত্মার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত।

নির্য্যাণ

গত ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪১ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামাশ্রিত ভক্ত শ্রীবাবুলাল [illegible] হাসপাতালে দেহ রক্ষা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ হাসপাতাল হইতে ঐ ভক্তবরের দেহকে পুষ্পমালা চন্দন-তিলকাদি দ্বারা শোভিত করিয়া মৃদঙ্গ-করতালাদি সহযোগে, উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিমতলা ঘাটে লইয়া যান এবং শাস্ত্রীয়-বিধানানুসারে কীর্ত্তনমুখে তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাপনান্তে রাত্রি প্রায় ১১টার মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উক্তভক্ত বয়সে অল্প হইলেও সেবা-প্রাণতার গভীরতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আহার নিদ্রাদি শারীরিক সুখের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ [illegible] 'গৌড়ীয়'-[illegible] [illegible], [illegible] নিত্য সেবা [illegible], [illegible] সকল বিষয় নম্র প্রকৃতি, শ্রীনামভজনে প্রগাঢ় নিষ্ঠা সম্পন্ন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি [illegible] আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। [illegible] কৃষ্ণের ইচ্ছা [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] তাঁহার অভাব [illegible] করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়

গুরু মুখে শ্রুত হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ মধুসূদন, গৌরাব্দ ৪৪৮

রোগ ও ভোগ

আমরা যে রোগের কথা এস্থলে আলোচনা করিতে যাইতেছি সেই রোগে আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি। আমরা যখন রোগের কারণ এবং এতাদৃশ রোগের জন্য আমরা যে ভোগ ভোগ করিতেছি তাহাতে আর আপত্তি কি? আমরা আজ সেই রোগ-নির্ণয়ের যত্ন করিতেছি। আমাদের আলোচিত রোগের তিনটী অবস্থা। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আরোগ্য বা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে, অপরে কাহারও অকাল মৃত্যু বা চেতনা-নাশ লাভ হয়। রোগে যখন ভোগ হইতে থাকে তখন যদি সদ্বৈদ্যের শরণ লইয়া সিদ্ধ ঔষধ সেবন বা কুপথ্য ভোজন ত্যাগ না করা হয়, তবে রোগী কখনও আরোগ্য হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না।

অনেক সময় দেখা যায় বিনা চিকিৎসায় রোগ আপনি নিরাময় হয়; অথবা সেখানে রোগীকে আরোগ্য করে। সেখানে স্বভাবের সুনিয়ম জল ও বায়ুই রোগীর রোগ-বিনাশে সহায় হয়। কিন্তু সকল দেশে ও স্বাস্থ্যকর দেশেই তাহা হয়; কুজল দেশে ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে তাহা হয় না। তথায় রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয় এবং শেষে সর্ব্বনাশ ঘটে।

এই রোগ জীব-দেহে বহুরূপে আধিপত্য বিস্তার করে। সুতরাং রোগও নানারূপ হয়। যে রোগের কথা আজ আমরা তুলিয়াছি এ রোগ এই দৃশ্যমান জড়-দেহের বা স্থূল-দেহের নহে; এ রোগ সূক্ষ্ম দেহের বা লিঙ্গ দেহের। এই রোগটি জীবের দুরারোগ্য ব্যাধি। একটা জড় দেহ নষ্ট হইলে বা এক জন্মে ইহার শেষ হয় না। ইহা একের পর অন্য দেহে গমন করিয়া জীবকে ভোগ দেয়।

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া গন্ধযুক্ত হইয়া অন্যত্র বহিয়া যায়, তেমনই জীবাত্মা একটী জড়দেহ হইতে যখন অন্য জড় দেহ প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্ব দেহের মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গে লইয়া যায়। এই যে সংস্কার বা অজ্ঞান ইহাই বিকারগ্রস্ত করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত জীবকে আক্রমণ করে এবং জন্ম জন্ম রোগ দেয়, ইহারই নাম মায়াব্যাধি বা ভবব্যাধি।

এই রোগ বা ব্যাধির অবস্থা – আত্মিক মানসিক ও দৈহিক এ তিন প্রকার। তিন অবস্থায় তিনভাবে রোগীর বিবিধ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় মোহ ও প্রমাদ, দ্বিতীয় অবস্থায় আত্মসুখ-সাধন কষ্ট, এবং তৃতীয় অবস্থায় ঐরূপ আর সহস্র নানারূপ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় রোগী বেশ থাকে; আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। কি ভীষণ ব্যাধি তাহার বক্ষে বসিয়া আছেন অবিরত, তাহার কোনও খবর সে রাখে না। হাসিয়া খেলিয়াই কাল কাটায়। দ্বিতীয় অবস্থায়, কামা-কাম্য জীবনে সদা ব্যস্ত হয়; সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, উত্থান-পতনে সদা চঞ্চল হইয়া থাকিলেও, রোগ ধরা পড়ে, তাহার জন্য কখনও চিন্তা, আবার কখন ক্লেশবোধও হয়; প্রতিকারের ইচ্ছাও জাগে। যিনি ভাগ্যবান তিনিই তখন সদ্বৈদ্য পাইয়া চিকিৎসা লাভ করেন এবং রোগের ভীষণ পরিণাম বুঝিয়া ঐ ঔষধ যথাবিধি সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। আর অপরে, রোগটা যে কি ভীষণ, তাহার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তাহা না জানিয়া অবহেলা করে। মূলতঃ হাতুড়েদের কাছে অথবা পাশ করা মূর্খদের কাছে বা' লোক কিছু শিকড়াদি কিম্বা লবণজল লইয়া তাহাই সেবন করে এবং তাহাতেই আরোগ্যলাভের আশা করে। আবার কেহ তাহা সেবন করিতে অবকাশ পায় না; হয় ত হারাইয়া ফেলে। ফলে উভয়েরই সমান দশা ঘটে। রোগ কাটে না। তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকে। কাহারও বা উভয়েই আবার বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া রোগ-জ্বালার উপর নূতন জ্বালা আনিয়া দেয়। সেই জ্বালায় জীব যে কত জন্ম জ্বলিয়া মরে, কোথা হইতে কোথায় যে যায়, তাহা ঠিক্‌ করিবে কে? গীতা বলেন –

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো
যান্ত্যধমাং গতিম্‌॥"

তৃতীয় অবস্থায় জীব যে ঔষধ পাইয়া পরম যত্নে সেবন করিয়া আপনাকে ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়া মনে করে, তাহাও নিরৌষধ নহে বলিয়া, তাহাতে রোগের উপসর্গ সকল কিছু দূর হইলেও মূলোৎপাটন হয় না। তাহাতে জীবের মায়াবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া থাকে মাত্র এবং তাহাতেই মুক্তি হয়। মূঢ় জন ইহাকে আরোগ্য বা মুক্তি বলে, কালাতীত অবস্থা মনে করে। 'ব্রহ্ম হইতে ব্যতীত আর কিছুই নয়।' এরূপ আরোগ্য বা স্বস্থ অবস্থাতেও জীব কালাতীত হইতে পারে না। তাই স্বয়ং ভগবান্‌ জীবের এই অবস্থাকেও 'কালবিপ্লুত' বলিয়াছেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(১২)

(১) প্রত্যক্ষ (Perception), (২) অনুমান (Inference). ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের স্বীকৃত অনুমান হইতে ব্যাপ্তি-বিচারে (যাহাকে inductive generalization বলা হয়) মীমাংসক schoolএর বিচারবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। ন্যায় ও মীমাংসকের Conception of Pramanaএ যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য তাহা প্রদর্শনের সুযোগ বর্ত্তমান প্রবন্ধ-গৌরবাপত্তায় গ্রহণ করা সম্ভবপর হইল না। (৩) শব্দ (Verbal Testimony). (৪) উপমান (comparison), (৫) অর্থাপত্তি (presumption) এবং (৬) অনুপলব্ধি (Non-apprehension) এই ষড়্‌বিধ প্রমাণ অঙ্গীকৃত। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বৈদিক মন্ত্রসমূহের এবং যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্রব্যসমূহের কি প্রকার বিনিয়োগ হইবে এই সমস্ত সংশয় সমাধানের জন্য মীমাংসা প্রয়োজন, সেই মীমাংসা শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা—এই ষড়্‌বিধ হেতু দ্বারা সাধিত হয়। কর্ম্মাধিকারী আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি জড়-পদার্থ সম্পর্করহিত নিত্য চেতন ও সংখ্যায় বহু এবং দেহ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিজ কর্ম্মানুসারে উত্তমাধম ফল ভোগ করে এবং সেই ভোগ-ব্যপদেশেই দেবাসুরাদি শরীর ধারণ করে। অনাদিকাল ধরিয়া মনুষ্য যখন দুঃখ-পরিপূর্ণ সুখলব-মিশ্র ভোগে বীতশ্রদ্ধ হয় তখন অবিমিশ্র সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-
চতুষ্টয়ম্‌।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ
কালবিপ্লুতম্‌॥"

—এই কথা আলোচনা করিলেই উহা বুঝা যাইবে। যথার্থ আরোগ্য বা নির্মুক্তি উক্ত অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থাতেই সম্যক্‌ লব্ধ হয়। সেই অবস্থার নাম বৈকুণ্ঠাবস্থা। ইহাকে নিত্য সত্ত্বাবস্থা বা শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা বলে। এই অবস্থাতেই জীব স্বরূপপ্রাপ্ত বা একান্ত নিরাময়।

এই দুরারোগ্য দারুণ রোগ (কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ) এবং জন্ম-জন্মান্তরে বিষয়ভোগ (আধ্যাত্মিক-সুখদুঃখ) হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন লাভের জন্য, আমাদিগকে সাধুবৈদ্যের শরণ লইতে হইবে। তাঁহারই পতিতপাবন পাদপদ্মে একান্ত হইয়া তাঁহারই উপদেশমত বিহিত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা কালাতীত হইয়া অনাময় পদে প্রবেশ লাভ করিতে পারিব। ইহাই জীবের রোগ-মুক্তি - স্বাস্থ্যলাভ - ইহাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। ইহার তুলনায় অপর সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য অতি হেয়, অতি তুচ্ছ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

'নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই মায়াপিশাচী দণ্ড করে তা'রে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হ'য়ে তা'র লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥
তা'র উপদেশ-মন্ত্রে মায়াপিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"

আর সন্দেহ কি? আসুন এখন, আমরা আর কেন রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করিয়া কুবৈদ্যের হাতে বিষ খাইয়া, পথ্য ব'লে কুপথ্যের ব্যবস্থা লইয়া জন্ম জন্ম জ্বলিয়া মরি? হে আমার বন্ধুবর্গ, আসুন, শ্রীগৌরজন সাধুবৈদ্যের শরণ লই, আর তাঁহার কৃপাদত্ত মায়াব্যাধি হর অমোঘ মহৌষধ তারকব্রহ্ম নাম সেবন করি। তাহা হইলেই আমরা আরোগ্য, কৃষ্ণভক্তি ও আত্মবৃত্তি লাভ করিব এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হবে।

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন জীবের সেই অবিমিশ্র সুখ (?) লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন –

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্‌।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎসুখং
স্বঃপদাস্পদম্‌॥"

বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই এই সুখলাভ সম্ভব। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" প্রভৃতি বেদবাক্যই ইহার প্রমাণ। বেদবিহিত কর্ম্মাচরণই জীবের স্বধর্ম। গুরুগৃহে বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া সেই ধর্ম্মের স্বরূপ-জিজ্ঞাসাই স্বাভাবিক। সেই কারণে জৈমিনী মুনি সূত্র করিলেন 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা'। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম স্বরূপতঃ প্রসিদ্ধ না অপ্রসিদ্ধ? প্রসিদ্ধস্থলে উহা জ্ঞাতই আছে সুতরাং তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক। কারণ, বিজ্ঞাত বিষয়ে প্রশ্নোত্থাপন হইতে পারে না। আর যদি জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধই হয় তাহা হইলেও অবিষয়ে প্রশ্নোদয় স্বাভাবিক নহে। কারণ অলীক বা অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিই প্রশ্ন করিয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ-প্রাপ্তিতে মীমাংসক বলেন ধর্ম্মতত্ত্ব অপ্রসিদ্ধ নহে পরন্তু সুপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ হইলেও উহার স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর দ্বন্দ্বই মতভেদ

আছে এই মতভেদ থাকায় উহার স্বরূপ-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। সংশয় স্থলে মীমাংসার প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার্য। ধর্মের স্বরূপ মীমাংসা করিয়া জৈমিনী মুনি সূত্র করিলেন :—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" অর্থাৎ বেদের বিধি-জ্ঞাপক বাক্যসমূহই ধর্ম এবং নিষেধবোধক বাক্যসমূহই অধর্ম। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব একমাত্র অপৌরুষেয় শব্দ-গম্য। বেদ ঈশ্বর, দেবতা বা মনুষ্যের বাক্য নহে, উহা নিত্য স্বপ্রকাশ শব্দ। অতএব শব্দই একমাত্র প্রমাণ; তবে শব্দ ব্যতীত প্রত্যক্ষ, অনুমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি প্রভৃতি গৌণ প্রমাণসমূহ শব্দের আনুগত্য স্বীকারেই তাহাদের প্রামাণ্য। এক্ষণে মীমাংসক বেদের স্বরূপতত্ত্ব-নিরূপণে যান।

মহাপ্রভুর আলয়

ঈশোদ্যান মায়াপুর, নদীয়া

যে সকল গৌরগতপ্রাণ মহাত্মা গত ৩১শে বৈশাখ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ বা মহাপ্রভুর আলয়ের সেবা-সৌকর্যার্থ মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের অর্থ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত হয় তাঁহারা যে শ্রীভগবানের অশেষ-কৃপা-ভাজন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি, তালিকা-ভুক্ত সজ্জনগণের অনুসরণক্রমে অপরাপর সুধীগণও শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমহাপ্রভুর সেবায় যথাসাধ্য মাসিক অর্থ সাহায্যে অগ্রণী হইবেন। তাঁহাদের সেবা ধন্যবাদের সহিত স্বীকৃত হইবে।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, (সেবা-কোষাধ্যক্ষ)
রক্ষক, শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সাহায্যদাতৃগণের তালিকা

১। ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজ বাহাদুর, আগরতলা — ২৫৲
২। শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত, কৃষ্ণনগর — ২৲
৩। শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় (ভক্তিবিজয়), কলিকাতা — ২৲
৪। শ্রীযুক্ত মদনমোহন রায়, বারিপদা — ২৲
৫। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়, বর্দ্ধমান — ২৲
শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, মাঁতি — ২৲
৭। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী, কলিকাতা — ২৲
৮। শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন সামন্ত, কলিকাতা — ২৲
৯। শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী দত্ত, কলিকাতা — ২৲
১০। শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাস অধিকারী, বালবাম — ১৲
১১। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ পাত্র, বালবাম — ১৲
১২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, বালবাম — ১৲
১৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, কাকুড়গাছি — ১৲
১৪। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ, সাতবেড়িয়া — ১৲
১৫। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র নন্দী (ভক্তিবিগ্রহ), আমগ্রাম — ১৲
১৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস (এম্-বি) গোলাপড়া — ১৲
১৭। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা
১৮। শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, নারায়ণগঞ্জ — ১৲
১৯। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কর্ম্মকার, দার্জ্জিলিং
২০। শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র গুহ, বেনারস
২১। শ্রীযুক্ত মহাদেবের জেনা, বারিপদা — ১৲
২২। শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় (কাব্যতীর্থ), আসানসোল — ১
২৩। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী, নগর উদুয়ারি — ১
২৪। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু কুমার নন্দী, বাতনাহা — ১৲
২৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, কটক
২৬ সুরেন্দ্র বিশ্বাস, দেবগ্রাম — ৲
২৭। শ্রীযুক্তা সুহাসিনী দেবী, চক্দহ
২৮। শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির কুমার দাস, ভুকিবন্দর — ১৲
২৯। „ জগদীশচন্দ্র মিত্র, খড়দহ — ১৲
৩০। „ ব্রজকিশোর পাত্র, বনগহাট
৩১। „ রাধাচরণ গোস্বামী, দেওয়ানগঞ্জ
৩২। „ ভুবনমোহন দাস অধিকারী, বারাই — ১৲
৩৩। শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী, শ্রীধাম মায়াপুর — ১৲
৩৪। „ সৌদামিনী দেবী, নৈহাটী — ১৲
৩৫। শ্রীযুক্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারী, জলনা
৩৬। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে, বর্দ্ধমান — ১৲
৩৭। শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দাসী, আমগ্রাম — ১৲
৩৮। „ উমাশশী দেবী, শ্রীধাম মায়াপুর — ১৲
৩৯। শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সাহা, পাটনা
৪০। „ প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাস, কালিঘাট — ১৲
৪১। „ বিধুভূষণ শাস্ত্রী, আকুট — ১৲
৪২। „ রামচন্দ্র মহান্তি, নন্দনপুর — ১৲
৪৩। „ বসন্তকুমার সরকার আড্ডা — ১৲
৪৪। „ নবীনচন্দ্র ঘোষ (কবিরত্ন), চট্টগ্রাম — ১৲
৪৫। „ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা — ১৲
৪৬। „ যশোদানন্দন দাস অধিকারী, কলিকাতা — ১৲
৪৭। „ মায়াধীশ দাস সিংহ — ১৲
৪৮। শ্রীযুক্তা অপর্ণানন্দিনী দেবী, ঢাকা — ১৲
৪৯। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র, কলিকাতা — ১৲
৫০। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রভাকর, শ্রীধাম-মায়াপুর — ১৲
৫১। শ্রীযুক্তা রেণুকা ঘোষ, সাতনি — ১৲
৫২। শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দনীমহল — ১৲

নবীন জীবন

(৫)

বিবাহিতা বালিকা তাহার ভাবী স্বামীর সহিত সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি যত্নের সহিত পিত্রালয়ের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণকে পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। পিতামাতার সংশ্লিষ্ট যত কেহ আছেন সকলেই তাহার আপনার জন। পিতামাতার সম্পর্কে তাহাদের গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যকে সে আপনার জিনিষ বলিয়া যত্নে রক্ষা করিতেছে। পিতামাতার বিপক্ষে যদি কেহ কোন কথা বলে তবে তাহার যথাসাধ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে। পিতৃগৃহের কাহারও পীড়া হইলে নিজের পীড়া মনে করিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। কায়মনোবাক্যে পিতামাতার সন্তোষ বিধানই সে সার বলিয়া জানিয়াছে। এবম্বিধা পিতৃমাতৃচরণাশ্রয়া অশেষ সেবাবৃত্তিকা বালিকার যখন কোন অপরিচিত নবীন বরের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় তখন অজ্ঞাতবশতঃ প্রথমতঃ পতিগৃহে গমনে অনিচ্ছা হইলেও যখন অত্যধিকাল পতিগৃহে অবস্থান করিয়া পতিসেবা-সুখ অনুভূত হইতে থাকে তখন পিতৃগৃহের প্রবলা আসক্তিও শিথিল হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে যখন সে বালিকা পতিগৃহে সম্পূর্ণরূপে আসক্তা হইয়া পড়ে তখন পিতৃগৃহের কথা তাহার মনেই থাকে না, যেহেতু পতিই তাহার সর্ব্বস্ব অতএব প্রাণান্তেও সে পাতিব্রত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।

সম্বন্ধ না হইবার পূর্ব্বে যেরূপ বালিকার পিতৃগৃহে আসক্তি থাকে সেরূপ জীবের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংসারের লোকের প্রতি 'আমার' বুদ্ধি থাকে। নিত্যপতি কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট না হইয়া অনিত্য মায়িক দেহ, কাল ও পাত্রে 'অহংতা', 'মমতা' আরোপ করিয়া থাকে, যাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ তাঁহাকে ভুলিয়া মায়ার সহিত পাণ্পরিচয় তাহার প্রতি অযথা আসক্ত হইয়া দুঃখভাগী হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব যখন জীবকে কৃষ্ণকথায় আগ্রহ করিয়া কৃষ্ণের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন তখন জীব কৃষ্ণসেবাসুখ লাভ করিলে আর মায়ার সেবা করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে চায় না।

মায়ার ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ও কায়মনোবাক্যের বহির্ম্মুখতা-দমনে জীব নিজে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহা কিছুতেই দূরীভূত হইবে না। পতির সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া পতিসেবা না করিলে কি পিতৃগৃহের কথা ভুলা যায়? পতিগৃহে বাস না করিলে কি পতির গৃহ, ধন, জন ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি আসক্তি জন্মে? পতির নিকট হইতে বহুদূরে থাকিয়া কেবল মনে মনে তবে ধরে দুর্ব্বহ সন্তাপ করিলেই কি তাঁহার সেবা হয়? তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

তোমার সংসারে করিব সেবন
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী।

কৃষ্ণের সংসারে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুগৃহে তাঁহার আনুগত্যে বাস করিয়া যদি গুরুকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই তাঁহাদিগকে সেবা করা যায় তবে, যে পরিমাণে অন্যত্র সেবাসুখ উদিত হইতে থাকে সেই পরিমাণেই মায়ার প্রতি আসক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণরূপে গুরুকৃষ্ণের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তখন আর পূর্ব্ব ইতিহাস মনে থাকে না অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃষ্ণ ব্যতীত ইহসংসারে যে আমার কিছু ছিল তাহা মনেই থাকে না।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। [illegible] ৵০
২। [illegible] ১০
[illegible]
[illegible] ৷৵০
৩। [illegible]
([illegible])
৪। [illegible] (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
[illegible] (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
১২। [illegible]
(বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible]
[illegible]) ৷০
১৪। [illegible] ২৲
১৫। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৴০
১৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। [illegible] নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৵০
২৩। [illegible] ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। [illegible] পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রী[illegible] ৷০
২৮। শ্রী[illegible] ৷০
২৯। [illegible] ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। [illegible] ১৷০
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। [illegible] ৴০
৩৪। [illegible] ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। [illegible] ৴০
৩৭। [illegible] (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৫০
৩৯। সাধক[illegible] (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ৷০
৪৪। গৌড়কণ্ঠহার ৸০
৪৫। শ্রুত্যর্থ-বিবরণ ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও [illegible] এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রী[illegible] ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সারস্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবরণম্ ৷০
৫৪। [illegible] ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। [illegible] ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৫৮। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বেদান্ত ৷০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। [illegible] ৷০
৬৬। [illegible] ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রী[illegible] আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]।
৯। [illegible] পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০০নং [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাদহ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]।
২২। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ কভুর, [illegible]
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible], কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible], সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং [illegible], [illegible] গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible], কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] ভাষায় একমাত্র [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। সজ্জনতোষণী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমলানন্দ দেবতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য তিন কিস্তিতে ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিঃ টের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৴০
আটা এসমার্কা	৪৴০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৷৶
বড়াল	৩০৸
গিনি পাত	৩২৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ ঐ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ " ঐ (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট বণ্ডে :—	১০২৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি [illegible])		২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল।

[illegible] মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
[illegible]	১১৫৲
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
[illegible]	৩৭০৲
[illegible]	২৪৫৲
[illegible]	২১৷০
[illegible]	৪০৮৷০
[illegible]	৪০৫৲

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আসবাব সহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-পঞ্চানন প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কম্পজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত্র]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সজ্জিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমগ্র আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণব্যাস ব্রহ্মচারী ভাক্তসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা—"শ্রীমায়াপুর" নবদ্বীপ
চিঠির ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক

Regd. C1944

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষান্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲
নগদ মূল্য প্রতি	
সংখ্যা	৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪১, ২৩শে মে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

৬০০০৲ অলঙ্কার উদ্ধার

বালির কোনও বাগানবাড়ীতে বাসন্তী বাগচী ও তাহার এক ভৃত্যকে লইয়া যাইয়া ৩ জন হিন্দুস্থানী লোক তাহাদিগকে মাদক দ্রব্য সেবনে অজ্ঞান করিয়া বাসন্তীর গাত্র হইতে প্রায় ৬০০০৲ টাকার অলঙ্কার লইয়া উধাও হয়।

প্রকাশ যে, স্ত্রীলোকটি শিবদাসপাড়া লেনের কোনও বাড়ীতে বাস করিতেছিল। ঐ তিনজন হিন্দুস্থানী লোক স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে যাইয়া বলে, বালির কোন বাগান-বাড়ীতে শিতলা দেবীর পূজা হইবে তথায় যাইতে হইবে।

স্ত্রীলোকটি তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের সাথে বাগান বাড়ীতে যায়। তাহারা বাগান বাড়ীতে গেলে আসামিগণ তাহাদিগকে একটি ঘরে আটক করিয়া রাখে এবং মাদক দ্রব্য সেবনে অজ্ঞান করিয়া অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

খনি দুর্ঘটনায় বিচলিত বেলজিয়ম রাজ

ব্রুসেলস হইতে প্রকাশ, পাটুরাজেসের নিকট একটি কয়লার খনিতে বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে ৪১ জন শ্রমিক মারা গিয়াছে। এই দুর্ঘটনায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন শব দেখিবার জন্য বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বেলজিয়মের নূতন রাজা লিওপোল্ড উদ্ধারকার্য্য পরিদর্শনের জন্য গমন করিয়াছিলেন। কার্য্য শেষে তিনি উদ্ধারকারী-দলকে অভিবাদন করিয়া বলেন, "এরূপ লোকের সাহায্যই আমরা চাই।" এই সময় একজন পার্শ্ববর্ত্তী শ্রমিক চীৎকারে বলেন "ঠিক বটে, কিন্তু তাহারাই আবার আমাদের মজুরি কমাইতে চাহিতেছে।"

ইহাতে রাজা লিওপোল্ড অত্যন্ত বিচলিত হন এবং বলেন, "এই ব্যাপারের মীমাংসার ভার আমার উপর নহে, তথাপি যাহাতে মজুরি হ্রাস না পায়, তজ্জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

আবেদনের তারিখের বদলে

অন্তরীণ বন্দী বলিয়া অভিহিত বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাসকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার ষড়যন্ত্র অভিযোগে আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষ উক্ত মামলার বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবে বলিয়া মামলার শুনানী স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা জানান।

আসামীকে জেলে হাজতে রাখা হইয়াছে এবং মামলার শুনানী স্থগিত আছে। আসামী পক্ষে মিঃ বি, ঘটক ও মিঃ এস দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন।

লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে অনশন ধর্ম্মঘট

লাহোর হইতে প্রকাশ, খাদ্য বণ্টনের সময় প্যারেড ও অন্যান্য আচরণ সম্পর্কে জেল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে হুকুমজারী করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ১৫০০ শত সাধারণ কয়েদী ও বিচারাধীন কয়েদী অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ৮ শত জনকে খাদ্য গ্রহণ করিতে সম্মত করা হইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, রাজনৈতিক বন্দীরা এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করেন নাই।

জুয়ার আড্ডায় হানা দিতে গিয়া বিপদ

কানপুর হইতে প্রকাশ, কনেষ্টবল ভগন সিংহ বিরহ সার্কেলের অন্তর্গত হাসেলী গ্রামের কোন বাড়ীতে জুয়াখেলা চলিতেছে সংবাদ পাইয়া তথায় হানা দেয়। তথায় সে লাঠির আঘাত পায় এবং ফলে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহাকে কানপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রক্তের দাগযুক্ত কাপড়সহ এক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। সে নাকি দাগী আসামী। অন্যান্য অপরাধীকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে।

আইন অমান্য বন্দীর সংখ্যা

সিমলা হইতে প্রকাশ, বৃটিশ ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৩৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাস অর্থাৎ মার্চ মাসের তুলনায় ২৪৭ কম। ৩০শে এপ্রিল তারিখে বন্দীর সংখ্যা ছিল ১২০৩, পক্ষান্তরে ৩০শে মার্চ তারিখে ছিল ১৪৫০। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে যথাক্রমে ৫২, ২৪, ১৮, ৭৪ ও ৫০ জন কমিয়াছে। ১৯৩৩ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বন্দীর সংখ্যা ছিল ১০৯৫০, অর্থাৎ এক বৎসরে ৯৭৪৭ জন বা শতকরা প্রায় ৮৯ জন কমিয়াছে।

মাঠের মধ্যে রাহাজানি

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী চাদখোলা (আকালীটানা) গ্রামের রহিম ম্যামুদ্ হাতে এক ব্যক্তি বেলা ১১টার সময় সিনাবাজার হইতে ফরিদপুর অভিমুখে আসিতেছিল। তাহার সঙ্গে একটি সুটকেশ ও নগদ টাকা পয়সা ছিল। ঐ স্থান হইতে অনতিদূরে গোপালপাড়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া মাঠের মধ্যে পৌঁছিলে সে রাস্তার উপর কয়েকজন মুসলমানকে দেখিতে পায়। তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা তাহার সমস্ত তাহাদিগকে দিবার জন্য বলে, এবং কি গোলমাল করিলে প্রাণে মারিবারও ভয় দেখায়। ইহাতে সে তাহাদিগকে অনেক প্রকার অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহারা তাহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। একখানা ছোট গামছা তাহার লজ্জানিবারণের জন্য রাখিয়া ছুরি জামা ইত্যাদি ও ছিনাইয়া লয়। এই গামছা পরিয়া অপরাহ্ণ ৩টার সময় সে ফরিদপুর পৌঁছে।

কয়েকদিন হইল এইরূপ আরও একটি ঘটনা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল। তরুণ বিবাহী দম্পতি নব-বধূর সঙ্গে আর একজন সঙ্গীসহ সোনাপুর পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীছড়ার চা বাগানের দিকে গিয়াছিল। একদিন তাহারা উক্ত দেওয়ানীবাগান হইতে পাহাড়ী রাস্তা ধরিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে তাহারা ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তাহারা প্রাণের ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সোনা রূপা ও টাকাকড়ি যাহা ছিল সমস্ত লইয়া পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৪১

[illegible] বাংলাদেশের [illegible] সংবাদ [illegible] চাহিয়া দেখিবার [illegible] হইয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible] চেষ্টায় কংগ্রেসের [illegible] কার্য্যকরী করা হইতেছে দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে, দেশ স্বাধীনতার বাণী আবার শুনিতে পাইবে। এক্ষণে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল, [illegible], খোলসারাম, আব্দুল গফুর খান, পণ্ডিত জওহরলাল, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ [illegible] সাধারণ [illegible] কথার সত্যতা বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত গরমে যখন বঙ্গবাসী অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন [illegible] বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে পতিত বারিবিন্দু দর্শন করিয়া তাঁহারা কিছুটা অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। তবে চতুর্দ্দিকে অবিমিশ্র আনন্দ নাই, যেহেতু বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের প্রাচুর্য্য বিশেষরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মরুভূমিতে জলের আশা দুরাশা মাত্র, তাহাদিগের সন্ধান করা প্রয়োজনীয়। সংসার-মরুতে ত্রিতাপ-দগ্ধ ব্যক্তির আর কিছুই নাই। ভগবৎসেবা-মন্দাকিনীর সন্ধান না পাইলে শান্তি-লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।

১৯৩২-৩৩ সালের তুলনায় ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে দেখা যায়—(১) এই বৎসর ভারতে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ কমিয়াছে, (২) ভারতবর্ষ হইতে এই বৎসর বিদেশে কাঁচা মাল ও শিল্প-জাত দ্রব্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে এবং (৩) ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রৌপ্য রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের ১৬ বৎসর বয়স্ক একজন ছাত্রী ভারতের সর্ব্ব প্রথম বিমান-চালক বালিকা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ২০দিন শিক্ষা লাভের পর সে গত ১৩ই মে একাকী লাহোর ফ্লাইং ক্লাবের একটী বিমানে আকাশে আরোহণ করে এবং প্রায় ২০ মিনিট কাল ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়া অবতরণ করে। এই ছাত্রী ফিরোজপুরের সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল [illegible] পুত্রী। তাহার কৃতকার্য্যতায় তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

সুরমা ভ্যালীর [illegible] যে-সকল অধিবাসী বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য আসাম গবর্ণমেন্ট দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আসাম গবর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের সদস্য রায় বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত [illegible] অধিবাসীদের দুর্দ্দশার কথা গবর্ণমেন্টকে বিশেষরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে সাহায্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইলে দুর্গতগণের বিশেষ সুবিধা হইবে আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত প্রমোদ [illegible] প্রভৃতি বে-সরকারী সাহায্য সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয়ের সহিত একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে কার্য্যের আরও সুবিধা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

[illegible] গোল্ডকোষ্টের সরকার গত ১৩ই মে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৩৩ সনে গোল্ডকোষ্টের স্বর্ণ উৎপাদন পূর্ব্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৩ সনে দশ কোটী [illegible] মূল্য এবং ১৯৩২ সনে চার কোটী নব্বই লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

পাঠকগণ অবগত আছেন মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেন্ট এই আদেশ জারী করিয়াছেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিতে নিযুক্ত করা হইবে না। কিন্তু জব্বলপুর জেলার ভোটারগণ ইহাতে বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গত ১৫ই মে জব্বলপুর জেলার লোকাল বোর্ড সমূহের চেয়ারম্যান নির্বাচনে এবং লোকালবোর্ড সমূহ হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে প্রতিনিধি নির্বাচনে উহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ৫টী লোকাল বোর্ডের মধ্যে ৪টী চেয়ারম্যান নির্বাচনে কংগ্রেস দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। প্রকাশ, যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন।

দেড় বৎসরে ৩৫টী খুন

দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ৮ই মে রোহতক সহরে মুরলা নামক যে দস্যু একজন পুলিশ অফিসারকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। গত দেড় বৎসরে তিনটী জিলা ও একটী দেশীয় রাজ্যের লোক তাহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রকাশ যে, এই সময়ের মধ্যে ৩৫ জন লোক তাহার হাতে প্রাণ হারাইয়াছে।

রোহতকে সাবইন্সপেক্টর আব্দুল্লা খাঁকে সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়া মুরলা কর্ণাল জিলার এক গ্রামে কোন এক [illegible] গৃহে আত্মগোপন করিয়া থাকে। পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া তথায় যায় এবং গভীর রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহার নিকট একটি রিভলবার, একটী বন্দুক ও ৬০টি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুরলা অপেক্ষাকৃত শান্ত জীবনযাপন করিতেছিল। সিঁদ কাটা ও চুরিতেই তখন পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য কলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময় কুখ্যাত ডাকাত হরফুল সিংহের অত্যাচারে পল্লী অঞ্চল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে এবং ১০।১২ জন মুসলমান তাহার হাতে প্রাণ হারায়। অবশেষে মুরলার আত্মীয় বিশেষ সহায়তায় পুলিশ তাহাকে সেখানে গ্রেপ্তার করে এবং পুরস্কার স্বরূপ মুরলার ভ্রাতা ৫০০ টাকা ও কনেষ্টবলের চাকুরী পায়।

মুরলার ভ্রাতা হরফুল সিংহের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে মনে করিয়া লোকে তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলে। এই সমস্ত লোকের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য মুরলা একটা চুরি করিয়া [illegible] দেয় এবং তাড়াতাড়ি খুনের কাজ গ্রহণ করে। এই কার্য্যে সে ক্রমশঃই রক্ত-লোলুপ হইয়া উঠে এবং হরফুল সিংহ যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধকল্পে বহু হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মুরলা জাঠদের নেতা, কাজেই হরফুল সিংহ ও তাহার দলকে সাহায্য করায় তাহার [illegible] লাভ করে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে লাহোর উচ্চ আদালতের আদেশে হরফুল সিংহের ফাঁসি হয়।

২২০০০৲ আত্মসাতের অভিযোগ

বিশ্বাসভঙ্গ পূর্ব্বক ২২০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মদনগোপাল [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। গত শনিবার উক্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ পিউ ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামী ষ্ট্রাণ্ড রোডের "রামগোপাল পিউরণ" ফার্ম্মের একজন অংশীদার ও ঐ ফার্ম্মের কলিকাতা কারবারের ম্যানেজার। উক্ত ফার্ম্ম মেসার্স পিচার এণ্ড কোং হইতে মানকুণ্ড কোলিয়ারী নামক কয়লার খনির কয়লা তুলিবার অধিকার ক্রয় করেন। মিঃ পিউ মেসার্স পিচার এণ্ড কোংর পক্ষে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। আসামী স্বেচ্ছাকৃতভাবে মিঃ পিউকে খাজনা কিম্বা অন্য কোনও দাবী টাকা পরিশোধ করেন না। এইজন্য মিঃ পিউ ২৪,৯২৭ টাকা দাবী করিয়া রামগোপাল পিউরণ ফার্ম্মের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। আসামী মিঃ পিউকে ৪০০০ টাকা প্রদান করিয়া গোপনে তাঁহার নিকট হইতে 'রয়েলটী' স্বত্ব ক্রয় করে।

আসামী অতঃপর উক্ত ফার্ম্মের হিসাবের খাতায় ২১,৯৫৯ টাকা রয়েলটী বাবদ মিঃ পিউকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া খরচ লেখায়। মিঃ পিউ বলেন যে, তিনি রয়েলটী বাবদ ২১৯৫৯৲ পান নাই। শুনানী মুলতুবী আছে।

একটী ময়দার কল সম্পূর্ণ ধ্বংস

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, হার্ডা নর্ম্মদা ফ্লাওয়ার মিল নামে একটি ময়দা কলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কলটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে প্রায় দুইলক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। প্রবল বায়ুবেগে আগুন এমন প্রচণ্ড বৃদ্ধি লাভ করে যে উহা নির্ব্বাপণ করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

[illegible] বিখ্যাত ফার্ম্ম মেসার্স রায়-জীবন রাম নারায়ণ এই কলের মালিক।

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গ্রেপ্তার

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আড়িয়ল ডাকাতি মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছিল। গত ৭ই [illegible] তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা চালান দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর কুমারী রেণু সেনের ভ্রাতা শান্তিরঞ্জনকেও উক্ত মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে চার্জ্জ-সীট দাখিল করা হয় নাই কিন্তু তাহার জামীনে মুক্তির আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

লোহার কাজ
বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াদেওয়া কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৯ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৩শে মে ইং ১৯৩৪ বুধবার | ৭১শ সংখ্যা

লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সোসাইটীতে স্বামী বনের বক্তৃতা

লণ্ডনে প্রচার

লণ্ডন ক্যাক্সটন হলে মোষ্ট অনারেবল মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ড, জি, সি, এস, আই ও, জি, সি, আই, ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে বক্তৃতা। গত ২৪ এপ্রিল, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর যে উদ্বোধন-সভা হইয়াছিল তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বন মহারাজ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, লর্ড মহোদয়গণ, মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলি,

প্রচারের ফল

গত এক বৎসর হইল আমি এই দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত, প্রসিদ্ধ, সজ্জন ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুত্ব করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। আপনারা জানেন যে, আমি পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের সহিত অপ্রাকৃত ভূমিকায় সম্বন্ধ-স্থাপনের সঙ্কল্প লইয়া এখানে আসিয়াছি। আমার বিশ্বাস আপনারা, আমার, ঐ উদ্দেশ্যটিকে সরলভাবে আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি এখানে কেবল মাত্র পর্য্যটক হিসাবে অথবা বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য 'স্বামীজী'-ব্যবসায়িগণের অন্যতম নহি। ভারতবর্ষে গৌড়ীয়মিশন একটী বিশেষ পরিচিত প্রতিষ্ঠান। উহা প্রাদেশিক কোন ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত নহেন, উহা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্যাপারের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার অনুসন্ধানে তৎপর। উক্ত প্রতিষ্ঠান কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সংস্রবে থাকেন না। ভগবদ্রাজ্যের দ্বার সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। 'ধর্ম্ম' জিনিষটী কোন বিশেষ ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না। সেই হেতু আমি এই পাশ্চাত্য দেশের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের কি পুরুষ, কি মহিলাবৃন্দের সহিত পারমার্থিক ভাবসমূহের আদান প্রদান করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এখানে আসিয়াছি।

গত এক বৎসরে আমি লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন সভায় এবং ইংলণ্ড ও জার্ম্মেণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছি। তাহার ফলে আমার বন্ধুবর্গের ইচ্ছায় এই গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে। এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে পরস্পর পারমার্থিক-সম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই দুইটী দেশ (ভারত ও ইংলণ্ড) পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কে এমনভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহাতে সকলেরই ধর্ম্মভাবসমূহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য

এস্থলে আমি আরও কিছু বলিতে চাই; যে, সম্ভ্রান্ত মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলি, আপনারা যদি তাহাতে কোন প্রকারে অসুবিধা বোধ করেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কোটী-কোটী-লোক-সংখ্যায় পূর্ণ ভারতবর্ষকে বুঝিতে বা জানিতে হইলে প্রধানতঃ তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম্মজীবনের ভাবধারার মধ্য দিয়াই বোঝা উচিত, কারণ ভারতবাসীর ধর্ম্মভাবটা তাহাদের মজ্জাগত। যদি আমি প্রাচ্য দেশ হইতে এই পাশ্চাত্য-দেশে আসিয়া ইংরেজ জাতির রাজনৈতিক ভাবধারার মধ্যে প্রবেশ না করি, তাহা হইলে ইংরাজজাতির ব্যক্তিত্বের বিষয়ে আমার আংশিক এবং সংকীর্ণ ধারণাই লাভ হয় মাত্র, সেই প্রকার যদি কেহ ধর্ম্মের দিকটা বাদ দিয়া ভারতকে জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত ভারতবর্ষকে জানা হইল না। বর্ত্তমানে ভারতকে পাশ্চাত্যের জড়োন্নতির দিকে তাকাইতে হইবে এবং পাশ্চাত্যদেশবাসীকে পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে ভারতের পারমার্থিক উন্নতির বিষয় উপলব্ধি করিতে হইবে।

পরমার্থ ও রাজনীতি

এই কথার উল্লেখে আমরা ধর্ম্মমন্দির (church) ও রাজা বা রাজ্যের মধ্যে যে আবশ্যকীয় সম্বন্ধ আছে, তদ্বিচারে আসিয়া উপস্থিত হই; এই সম্বন্ধ-বিচার আমাদের উভয়ের দৃষ্টিকেই আকৃষ্ট করিয়াছে। আধুনিক রাজাসকল সাধারণ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহারা পার্থিব স্বার্থসমূহকে ক্রমগতিতে সংরক্ষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা ধর্ম্মতত্ত্বটা বুঝিবার অভ্যাসী নহে। সেই কারণে ইহারা ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মের আচার-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাধারণতঃ প্রয়াসী নহে। অন্ততঃ গত শতাব্দীতে এই প্রকার মনোভাব ছিল। রাজনীতি-বিষয়ে আপনাদের ন্যায় আমার তীক্ষ্ণ-মেধাশক্তি নাই। অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে পূর্ব্বকাল হইতে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি হইতে পরিত্যক্ত হয় নাই। জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই ধর্ম্ম-জিনিষটী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

শাস্ত্র-বিচারে রাজার স্থান

আপনারা যেমন সম্রাটকে ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া থাকেন, হিন্দুগণও সেই প্রকার রাজাকেই ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। স্মৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের প্রতি রাজার যেমন কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে, সেই প্রকার ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণও রাজ্যের পারমার্থিক উন্নতির জন্য চেষ্টা ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হিন্দুদের মতে শ্রীরামচন্দ্র একজন আদর্শ শাসনকর্ত্তা। ধর্ম্মবিষয়ে পবিত্রতার বা সত্যপালনে শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। প্রজাবর্গের পরমার্থবিধান নৈষ্ঠিকতাপূর্ণ চেষ্টার ফলে ঈশ্বর [illegible] দায়িত্ব শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং স্বীকার করিয়া প্রজাগণকে পালন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্র বিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা

হিন্দুশাস্ত্রমতে পঞ্চ-সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে মনু, যম, ব্যাস, দক্ষ প্রভৃতি রাজনীতিসমূহের কোন না কোনটীকে গ্রহণ করিয়া রাজা রাজ্যশাসন করিবেন। সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে বর্ত্তমান জীবনকে চালিত করিবার জন্য সকলেরই অধিকার আছে। এই কথা সকলেই বলিয়া থাকে এবং বর্ত্তমান রাজা-সকলও ঐরূপ-ভাবে প্রজাবর্গের ইচ্ছানুযায়ী চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই "সাধারণ বুদ্ধি"টা (Common sense) বিভিন্ন লোকের, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন হইয়া থাকে। ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তিই শাস্ত্রবিধানানুযায়ী [illegible] করিয়া থাকে। রাজা যদি তদ্বিপরীত কার্য্য করিতে আদেশ করেন, তবে তাহারা তাহাতে ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে এমন অনেক বিধান আছে, যাহা কার্য্যকালে প্রতিপালিত হয় না। যাহারা শাস্ত্র মানে না, তাহারা তাহাদের স্বেচ্ছাচার বিচার অবলম্বন করার জন্য অপরাধী হয়। জাগতিক আইনের কবল হইতে তাহারা নিয়মবদ্ধ মুক্ত হইবার দাবী করিতে পারে না। অতএব অজ্ঞগণ এবং নাস্তিকগণ যাহাতে বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইতে না পারে তৎসম্বন্ধে স্মৃতিকারগণ কর্ত্তব্যবোধ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজারা ধার্ম্মিক প্রজাবৃন্দের আশা করিতেন; শাস্ত্রবিধি পালন করিয়া চলিলে মানবগণ ধার্ম্মিক হইতে পারে।

অন্যাবস্থায় শাস্ত্র বিধিপালন সম্ভব কিনা

সর্ব্বাবস্থায় শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলা সম্ভবপর নহে, এইরূপ উক্তির মূল্য নাই, কারণ ঐরূপ বিচারে মানব অন্য কর্ত্তব্যাপেক্ষা নিজ কর্ত্তব্যেরই বহুমানকারী হইয়া পড়ে। কিন্তু এই জগতে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম জগতের ব্যক্তিগণ লৌকিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচালন-পন্থী ছিলেন না। শাসনকর্ত্তারাই রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক ছিলেন; রাজার ঐরূপ ক্ষমতা বিষয়ে তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। রাজা যে প্রকৃত শক্তি পরিচালন করিতেন তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। তিনি যে রাজা হইয়াছেন, তাহাও ভগবদ্-ইচ্ছায়ই; শ্রীভগবান্ তাঁহার শক্তি রাজ্যশাসন জন্য রাজার উপর অর্পণ করিয়াছেন। পুরাকালে প্রজা বা রাজা সম্বন্ধে কোন নাস্তিকদের ঐরূপ মতদ্বৈধ ছিল। সাধারণ বুদ্ধি যদি নাস্তিকতার দিকে না যায়, তবে রাজশক্তিকে অস্বীকার করিতে চায় না। প্রজাবর্গ উপযুক্ত এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে নিজ শাসন-ব্যাপারে নিযুক্ত না করে, তবে তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাইতে পারে না।

ধর্ম্মভীরু শাসকের প্রয়োজনীয়তা

সৎ ও ধার্ম্মিক রাজনৈতিকগণকে যদি শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানে বসান হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শাসনকর্ত্তাগণকে ভয় করিবার চিন্তা সম্বন্ধে আর কোন কারণ থাকে না। অধিকন্তু গির্জ্জাসমূহ ঐরূপ শাসনকর্ত্তার শক্তি লইয়া নিজের পবিত্রতা-রক্ষণ বিষয়ে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কলুষসমূহ অপসারণ করিতে সমর্থ হয়। পুরাকালে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিতেন না।

ধার্ম্মিকগণ পার্থিব-ব্যাপারে নির্লিপ্ত

গীর্জ্জার নিয়মাবলী ধর্ম্মের নিয়মাবলীরই অন্তর্গত। ঐ সকল নিয়মাবলী কোন যোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই। উহা নির্দ্দিষ্টভাবে রাজাকর্ত্তৃক ব্যবহৃত এবং শিক্ষা কর্ত্তৃক সুব্যাখ্যাত হইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ প্রাকৃত জীবনের খুঁটিনাটি সমূহকে নিয়মিত না করিলেও, উহারা যে কেবল পরমার্থেই আবদ্ধ এরূপ নহে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে পরমার্থ বলিতে কবিদেরই সন্দর্ভকে আলিঙ্গন করে; এইভাবে পরমার্থের কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যের শাসন চালাইবার জন্য আইন প্রস্তুতকরণ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। শুদ্ধধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের পক্ষে পার্থিব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের সুফল

প্রজাবর্গের ব্যক্তিগত শক্তি ও প্রবৃত্তির বিভাগানুযায়ী বিচারের উপর চার্চ্চ ও রাজার সহিত সম্বন্ধের নির্ভর করে। যে কার্য্যের যে ব্যক্তি উপযুক্ত নয়, তাহার ঐ কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা অনুচিত এবং যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত তদপেক্ষা ন্যূন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগ্রহণও তাঁহার পক্ষে অনুচিত। কিন্তু এই সকল কার্য্যের অন্তরালে সকলেরই ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং পরিশেষে পরস্পরের পারমার্থিক উন্নতি-কামনা থাকা উচিত।

ইতিহাসের শিক্ষা

চার্চ্চ এবং রাজার সহিত উপরিউক্ত সম্বন্ধ যাঁহারা অস্বীকার করিবেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আইনের বাহ্যিকটা আইনের অবস্থিতির প্রমাণ নহে। ধর্ম্মহীন ব্যক্তিগণের লিখিত নিয়মাবলী ভারতবর্ষে প্রচুর আছে। ধর্ম্মের নামে নাস্তিকগণের লিখিত নিয়মাবলীও আছে। এরূপ ঘটনা অনিবার্য্য হইলেও, যাঁহারা সর্ব্বদা ভাগবত বিচারে সমর্থ সেই প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ উহাতে বঞ্চিত হন না। ইতিহাসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছে, দুষ্টলোক সকল সর্ব্বসময়েই কিরূপ ভগবদ্-বিরোধী দুষ্ট কার্য্যসমূহ করিয়াছে। ঐ সকল কুকর্ম্ম হইতে সাবধান হইবার জন্যই উহাদের বিবরণ পঠিতব্য। পুরোহিতগণের রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব বিচারে তাঁহাদের দ্বারা আইনাদি গঠিত হইতে যাঁহারা আপত্তি করেন তাঁহারা পুরোহিতদিগের শক্তি এবং রাজনৈতিক শক্তি সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রতি অহৈতুকী সেবাবৃত্তি যাহাদের নাই তাহারা পুরোহিত হইবার যোগ্য নহে। আর এই কথা কি আমি বলিতে পারি যে, যাহারা ভগবৎ-সেবাকে সমস্ত জাগতিক কার্য্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে না করেন, তাঁহারাও শাসনকার্য্যের উপযুক্ত নন! আপনারা যদি অনুমতি করেন, তবে বলি যে প্রত্যেক রাজনৈতিকেরই কর্ত্তব্য রাজনীতিকে পরমার্থের অধীন করিয়া তদুদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রচার করা। যাঁহারা পার্থিব উদ্দেশ্যকেই সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠত্বের সীমা মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহারা উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিবেন না। রাজনীতি যদি কেবল রাজনীতিতেই পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে উহা অবিমিশ্র পাপ।

বর্ত্তমান বিশ্ব-সঙ্কট কেন?

আংশিক দর্শনে বস্তুর বিচারে বস্তু-বর্জ্জিত পার্থিব শিক্ষার বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐরূপ শিক্ষা জাগতিক আদর্শে গঠিত বৃত্তিগণ সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল। বর্ত্তমান কালের বিশ্বসঙ্কট কুপথে চালিত মানবগণের উপর ভগবৎ-প্রদত্ত শাস্তিরই ফল। প্রথম মানুষ সৃষ্টি হইবার পর হইতে মানবকুল প্রাণপণে সকল চেষ্টার দিকে ধাবিত হইতেছে, সেই সকল উদ্দেশ্যেরই ইহাই পরিণতি। এইরূপ বিচার গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান বিশ্ব-বিপদ সত্যানুসন্ধিৎসু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট আনন্দেরই কারণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

একশত সুযোগ হারান

পরমার্থের দিকে যত পরিবর্ত্তন হইলে ভগবৎ-কৃপায় জাগতিক কার্য্যের উপর যে তাহার ক্রিয়া লক্ষিত হয় না, এমত নহে। অবশ্য অনেকে এ রকম সুযোগ হারাইতে পারেন; কিম্বা কেহ বা ভুল বুঝিয়া ইহার অপব্যবহার করিতে পারেন। ইতিহাসে একশত সুযোগ হারাণর দৃষ্টান্ত কালে কালে পাওয়া যায়; ঐরূপ বিফল দৃষ্টান্তের তালিকাকে বৃদ্ধি করিবার জন্য আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ভোগী ও ত্যাগীর বিচারের অনর্থ

ভোগিবৃন্দের ভক্তি-আশাবিশিষ্ট প্রবৃত্তিকে ত্যাগিকুল কীটসম বিচারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু ত্যাগিকুল লোক-সমাজে কোন শ্রেষ্ঠতর নিশ্চয়াত্মক পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কেবলমাত্র জাগতিক পন্থা হইতে বিরত হইব, ইহা অসম্ভব ও অনুপাদেয়। মানুষের কার্য্য-কলাপে প্রাচ্য সংস্কার গ্রহণ আবশ্যক। যুক্তি জিনিষটা নিশ্চয়াত্মিকা ব্যবহারিক দিক দিয়া কিন্তু বিচারে ভুক্তিরই সহিত জড়িত। অতএব পরীক্ষিত সেই যুক্তির দিক হইতে বাঞ্ছনীয় উপকার আশা করা দুরাশামাত্র। অধিকন্তু দূরদেশ হইতে আমদানী ঐরূপ পরিত্যক্ত কুসংস্কারে আস্থা-স্থাপনে কোন বাস্তব তুষ্টি লাভ হইবেই না, বরং বিচারহীন ক্রিয়াতার জন্য জটিলতা ও গণ্ডগোল আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

বৈষ্ণবই পণ্ডিত

পণ্ডিত-শব্দের প্রকৃত অর্থাবধারণে অনভিজ্ঞ আমরা তথাকথিত বি-এ, এম-এ পাশ করা বা কাব্যতীর্থাদি উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া মনে করি এবং ফলে প্রকৃত পণ্ডিত বা বস্তু-যোজ্ঞাবিৎ যাঁহারা, তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিতে দ্বিধাবোধ হয়। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যাঁহার আছে অর্থাৎ বস্তু বেদ রূপে যাঁহার ভক্তি আছে, কি জন্য জীবের মায়াবন্ধন বা সংসার অর্থাৎ ভোগ-স্পৃহা হইয়াছে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ সেবাবিরোধী সংসার ক্ষয় হইবে—ইহা যিনি সম্যক্ অবগত আছেন, শাস্ত্র তাঁহাকেই 'পণ্ডিত' বলিয়াছেন। জগৎ আজ তথাকথিত পণ্ডিতে পরিপূর্ণ হওয়ায় আমরা আজ প্রকৃত পণ্ডিতের দর্শনে বঞ্চিত হইলাম।

অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপক এবং অন্যান্য শাস্ত্রপাঠী সকলেই ব্যসনরত অর্থাৎ মূর্খ। কারণ তাঁহারা শাস্ত্র পড়িয়া বা শাস্ত্র পড়াইয়াও শাস্ত্রের কথা কেবল মনোবুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই শাস্ত্রোপদেশ পালন করেন না। যাঁহারা

শাস্ত্রোপদেশগুলি নিজ জীবনে আচরণ করেন, সেই ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিগণই পণ্ডিত—তাই শাস্ত্রবাণী।

আমাদের পূর্ব্বগুরু প্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন যে, যিনি বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীহরির কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নবধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন। আর যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয় আরোহচেষ্টাক্রমে জানিতে চাহেন, তিনি পণ্ডিত নহেন, মূর্খ।

পণ্ডিত-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে একমাত্র ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণই পণ্ডিত। কারণ তাঁহারা আচারবান্, সারগ্রাহী, শাস্ত্রের ভারবাহী নহেন। আত্মসুখের জন্য তাঁহারা শাস্ত্রাদি পাঠ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—জগতে লৌকিক ও বৈদিক যে কোনও কার্য্য যদি কৃষ্ণতোষণপর না হয়, তবে সেই সকল কার্য্য কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। যে সকল ব্যক্তি ঐ সব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন—মূর্খ। যাঁহারা শাস্ত্রের সেবা না করিয়া শাস্ত্রকে উপজীবিকা মনে করিয়া উহার দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণার্থ অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আচারবান্ নহেন, শাস্ত্র যে ব্রহ্মভাগবত, ভগবদর্চ্চন অর্থাৎ সেবা, ইহা জানেন না; সুতরাং তাঁহারা মূর্খ।

শাস্ত্রাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াও জীব নরকে যায়—এই কথা শুনিয়া অনেকেই অবাক্ হইয়া যায়। কিন্তু কথাটী বাস্তব সত্য। ভাগবতব্যবসায়ী প্রভৃতির মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। তাঁহার মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয় তাহা দেখিতে হরিনামাক্ষরের ন্যায় হইলেও উহা মায়া। শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তের হৃদয়ের ধন। তিনি ভক্তের সেবোন্মুখ বদন হইতেই উচ্চারিত হইয়া জীবগণের চিত্তমল বিদূরিত করেন।

যাঁহারা বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল গর্ব্বদৃপ্ত-উপাধিবিদ্ধ, শাস্ত্রচিন্তক, পঠক পাঠক মাত্র, ধন জন, পান, স্ত্রী, পুত্র ও ক্ষণিক সুখ লইয়া তাঁহারা পণ্ডিত নহেন,—পণ্ডিতম্মন্য। আগে ভজন পরে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পরে আত্মসমর্পণ—এইরূপ প্রাকৃত-চিন্তাশীল যাঁহারা, যাঁহারা নিজেরা বদ্ধ এবং ইহলোক ও পরলোকের কারণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, যাঁহারা বেদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বেদবাদী বা বেদপাঠী মাত্র, তাঁহারা কখনই পণ্ডিত নহেন। বৈষ্ণবই—পণ্ডিত, কেননা তিনি ক্রিয়াবান্—আচারবান্—তিনি নিজে আচরণ করিয়া জীবগণকে শাস্ত্রাচরণ শিক্ষা দেন। তিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য প্রচারকের বেশে প্রতারক, ব্যাধ বা হিংস্রজন্তু হন না।

বৈষ্ণবই—পণ্ডিত, কেন না তাঁহারা অবরোহবাদী। তাঁহারা শরণাগত, প্রপন্ন। তাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভগবত্তোষণের জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি বা হরিভজন যাজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বহুমোক্ষবিৎ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। তাঁহারাই বলিয়া থাকেন,—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

আমি প্রভু, আমিই ভোগের মালিক, আমি সিদ্ধ, আমিই শ্রেষ্ঠ—এইরূপ অভিমানী ব্যক্তি কখনও গুরু সাজিয়া শিষ্যকে ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হন, এবং উহাকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় না লাগাইয়া নিজের সেবায়, স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে। তাই বলিতেছিলাম তথাকথিত পণ্ডিত বা গুরুব্রুবগণ সকলেই মূর্খ, পণ্ডিত একমাত্র বৈষ্ণবগণ।

গৌরভক্তগণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথায়ও নাই। তাঁহাদের গৌরদাস্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। কেননা তাঁহারা গৌরপাদপদ্মরথ পোতায় উদ্ভাসিত হইয়া ব্রহ্মকৈবল্যকে নরকের ন্যায়, ইন্দ্রপুরীর সুখকে আকাশ-পুষ্পের ন্যায় বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই বিশ্বের জীবগণ তাঁহাদের স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে অচেতন-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। এই সমগ্র বিশ্ব যদি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভজনা না করেন, এবং বিশ্বের এই সকল জীব যদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলিয়াও নিজদিগকে মনে করেন তাহা হইলেও তাঁহারা অচেতনের ন্যায় বৃথাই সংসার ভ্রমণ করিতেছেন, জানিতে হইবে।

তথাকথিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন্ না কেন, তাঁহাদের স্থান এই মায়ার কারাগারে আর তাঁহাদের সুখ এই প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-লাভে। অতএব তাঁহারা বাস্তবিকই মনুষ্যনামের যোগ্য না নরাকার কোন কিছু, তাহা তাঁহারাই বিচার করিবেন। নিজ পিতার সন্তান যিনি রাখেন না, নিজ মাতার বা প্রকৃতির আদর যিনি করেন না, পরন্তু প্রকৃতি-জননীকে ভোগের উপকরণ মনে করিতে ব্যস্ত, যিনি ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া কেবল মায়িক চিন্তাতেই রত, তিনি যে কিসের পণ্ডিত, তা' আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ধারণা করিতে অক্ষম। তাই বলিতেছিলাম, সাধারণ জ্ঞান যাঁহাদের নাই, তাঁহারা নামে মাত্র কাগজে কলমে পণ্ডিত হইলেও পণ্ডিত নহেন—মূর্খ। অতএব কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবগণই যে একমাত্র পণ্ডিত—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে বৈশাখ ১১ই মে শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত আড়বালিয়া নামক স্থান হইতে রওনা হইয়া খুলনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সরকার মহোদয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। ঐ দিবস স্বামীজী মহারাজ তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ করেন। পাঠকালে স্বামীজী বলেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

মানুষ যে কোন বর্ণ বা আশ্রমে থাকুক না কেন, হরিভজনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র মুখ্য প্রয়োজন। বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য মানুষকে গুণকর্ম্মানুসারে ক্রমশঃ উন্নত অধিকার দান করা, চরমে প্রত্যেক মানবকে ঈশ্বর-অনুভূতি প্রদান করা। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হইয়া মানুষ যখন ভোক্তা অভিমান করে তখন তাহারা যেসমস্ত ক্রিয়াদি করে তাহার ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়, "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"। বক্তৃতার আদিতে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল পরে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা দেখান হয়।

তৎপরে গত ২৯শে বৈশাখ শনিবার উক্ত রাজকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং তৎপরদিবস স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং পাঠকালে বলেন—

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"

পরমার্থ লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করা একান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই একমাত্র সদ্গুরু। অন্যাভিলাষী কখন পরমার্থ দান করিতে সমর্থ নহেন। অসদ্গুরু আশ্রয় করিলে আমরা কখনও পরমার্থ লাভ করিতে পারিব না। গুরুদেবের একমাত্র কৃত্য শিষ্যকে ভগবদ্জ্ঞান দান করা। ইহা ব্যতীত যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদি ইতর পন্থা প্রদর্শন করেন তিনি কখনও গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। ভক্তিপথই একমাত্র সজ্জনের পথ। বক্তৃতার আদি ও অন্তে গৌরবিহিত সুমধুর কীর্ত্তন হইয়াছিল এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা দেখান হইয়াছিল।

গত ১৫ই এপ্রিল রবিবার দিবস শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয় মঠে? শ্রীশ্রীবাসানন্দগৌড়ীয়মঠে পাঠকালে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বক্তৃবেগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনা করেন :—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগং উদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।

সর্ব্ব প্রথম বাক্য-বেগ। অন্ধকূপ বৃত্তি ও সাধারণরুচি বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র বাক্পটুতাকে বা 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্মের প্রতিকূল—অপ্রিয়-সত্যবাণীকে বাক্যবেগ নামে আখ্যা দিয়া থাকে। এইরূপ ভ্রান্তধারণাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কখনও কখনও এরূপ বাক্যের দ্বারা সত্যকথার আলোচনারও অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতঃ মৌনাবলম্বন করিবার নীতি প্রদর্শন করিয়া নিজেদের দলভারী করিবার প্রয়াস পায়। নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় তাহাদের মতানুসারে একমাত্র কৃষ্ণ-সেবা-সম্বন্ধ-বিহীন বাক্য সমূহ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা বা চির মৌনাবলম্বন অথবা কর্ম্মকাণ্ডীয় নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠানপর মন্ত্রোচ্চারণ এবং অন্যাভিলাষীর হরিপ্রীতিবিমুখ গ্রাম্যবার্ত্তা-সমূহই বাক্যবেগ বা প্রজল্প বলিয়া কথিত হয়। আত্যন্তিক মঙ্গলপ্রদ কলিযুগবিহিত নিরপরাধে শ্রীহরিকীর্ত্তনই জীবগণকে তাহাদের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে বাক্যের বেগ হইতে পরিত্রাণ করে ইহাই শাস্ত্রীয় মর্ম্ম। বিশেষতঃ "কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" এই যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য 'মৌনাবাবার' সম্প্রদায় সজ্জিত হইয়া বিড়াল-তপস্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ ক্রমশঃ জগৎ উজাড় করিবার সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু ছড়াইবার যে পন্থা আবিষ্কার হইয়েছে, ইহা কল্যাণলিপ্সু ব্যক্তিগণের নিকট অতি ঘৃণ্য ও তুচ্ছ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত (অবতরণিকা) শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ ১ম ও ২য় খণ্ড ।৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকরত্নমালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। তত্ত্বসূত্র ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মায়া-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা বা গৌরাঙ্গ সাহস্রাম (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তস্যমন্তক সাহস্রাম ব্যাখ্যাত্মক) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ২৸০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। ভজনরহস্য ,১০
৩৯। সাধকক্তমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সাহস্রাম ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। প্রকাশ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং টীকা ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীরূপদেশ ৵০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-দর্পণ-বিবৃতি ৷০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়াখ্যানম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সাধ্যসাধন-বিচারটীকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠ্যঃ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। বাদরজ্জু ৷০
৬১। ডিফেন্ডার টু ব্রহ্মজ্ঞ ৷৵০
৬২। লর্ড ম্যাক অ্যান্ড প্রেসেন্স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবাদর্শ ৷০
৬৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫ দি ভাগবত
৬৬। বাংলাদিক প্রিন্সিপল্ অ্যান্ড আপলায়েড ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীকাশ্যপ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিড়াশিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুলা, পোঃ চিত্রকুলা, বালেশ্বর।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং করিমপুরা, বারাণসী সিটী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন।
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। প্রবাস গৌড়ীয়মঠ—গোরক্ষপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, নামসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতে কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৩—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৩ *	১১-৩৩	১৪-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৬০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৩-৪৯,১৮-৩১ ও ৩-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১৩-২৩, ·৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
বাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মোটা বাকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	
সিদ্ধানাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৷
সুপারফাইন	
১নং ময়দা	
আটা 'বি'	
২নং আটা	
আটা এলবার্ট	
আটা ৩নং	
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেস্‌লাস টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ নষ্টযৌবন স্নায়ু ও বিনাশক পদার্থ পরিপূরিত। (বাংলার কবিরাজদের সমবেত সংস্কৃত-শাস্ত্র শুদ্ধ-লিখিত পুঁথির "সরল বিধান নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, অপূর্ণতা, স্নায়ুর অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা পাঠান। (পূর্ণ কোর্সের জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তদর্দ্ধ ৮৲ আট টাকা দাম)। প্যাকিং ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেন্ট ৭)
লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার জন্য যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পঞ্চাশতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভাষ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সহ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫্ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সাতাশ গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরপ্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীযুক্ত অনন্তকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুধাকর অধিকারী এম, এ, এল, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের দেয়
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

সনাতনের সর্ব্বাঙ্গ মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১০ ১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৬১, ২০শে মে ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::০::—

কানপুরে নৃশংস ডাকাতি

কানপুর জেলার ভাতরপুর তহশীলের অধীন তিনটী গ্রামে যুগপৎ তিনটি অসমসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

মোহনপুর টটোয়ার একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী ডাকাত বর্ষাদিন চামার নামক এক ব্যক্তির বাড়ী চড়াও করিলে গ্রামবাসীগণ ডাকাতদের উপর ঢিল বর্ষণ করে। কিন্তু ডাকাতেরা তথাপি বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং বর্ষাদিনের স্ত্রীকে হত্যা করিয়া বহু জিনিষপত্র লইয়া প্রস্থান করে। গ্রামবাসীরা ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের দুই জনকে ধরিয়া ফেলে। তাহারা এখন পুলিশ হাজতে আছে।

কাশীপুর গ্রামের বৃন্দাবন স্বর্ণকার কুমারের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একদল ডাকাত স্ত্রীলোককে এমন বেদম প্রহার করে যে সে মরিয়া যায়।

তৃতীয় ডাকাতি হয় দুর্গাপুর গ্রামের কালাচরণ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে। কিন্তু এখানে গ্রামবাসীরা ডাকাতদলকে প্রাণপণে বাধা দিলে ডাকাতেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

———

লাহোরে জমিদার হত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর জিলার চুং গ্রাম হইতে মুসলমান জমিদার ফজলদীনের হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ফজলদীনের বাড়ীতে অপরিচিত কতকগুলি লোক প্রবেশ করিলে ফজলদীন সেগুলিকে ধরিবার জন্য চীৎকার করেন। তখন তাঁহার ভাই ও তাহার দুইজন সঙ্গী দাঁড়াইয়া গুলি ছুঁড়িয়া ফজলদীনকে লাঠির আঘাতে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

———

ইংলণ্ডে উপনির্ব্বাচন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইয়র্কশায়ার, [illegible] নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে রক্ষণশীল দলের সদস্য মিঃ বি, এ, গ্রিফিথ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রমিক সদস্য মিঃ ফ্রেড্রিক আইনের মৃত্যুর জন্যই এই নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

———

বালিকা গ্রেপ্তার

ঢাকার গোয়েন্দা বিভাগের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কলিকাতার গোয়েন্দাপুলিশ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডে এক বালকের বিবাহে হানা দিয়া একটী বালিকাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত বালিকার সহিত লাট আক্রমণের পর দার্জ্জিলিং হইতে নিরুদ্দিষ্টা একটী বালিকার আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। শীঘ্রই তাহাকে সনাক্ত করা হইবে।

———

ধৃত যুবকদের হাজত বাস

লেবং এর মাঠে লাট আক্রমণ সম্পর্কে ধৃত ৬জনকে সরকারকে পুনরায় ২৩শে মে পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং এর এই ঘটনা সম্পর্কে কলিকাতায় এ পর্য্যন্ত পাঁচ জন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ মহেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুশীল সেনগুপ্ত ও কালীপদ পুলিশ হাজতে আছেন। পূর্ব্বপ্রকাশিত লেবংএ আটকে [illegible] মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। প্রধানভাবে বিশিষ্ট বন্দী জামিন পাইয়াছেন।

———

ঝাঁসিয়ে দুই

পাঠকগণ অবগত আছেন, চন্দননগরের পুলিশ-কমিশনার মসিয়ে দুই বিপ্লবীদের [illegible] বৃদ্ধদেহ ফ্রান্সে পাঠাইবার জন্য গত ১৭ই মে বহু সরকারী ও বে-সরকারী লোকের সম্মুখে সামরিক সম্মান সহকারে স্থানীয় সমাধিক্ষেত্র হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট মৃতদেহ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ নাগপুর এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে বিনা ভাড়ায় পণ্ডিচেরীতে লইয়া যাইবার সুবিধা প্রদান করিয়াছেন।

———

৬হাজার টাকা অপহৃত

ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ বাসিন্দা শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় বাড়ীতে বুধবার রাত্রিতে সিঁদেল চোর প্রবেশ করিয়া নগদ ও গহনায় ৬হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

প্রকাশ, অত্যধিক গরমের জন্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারস্থ সকলে বহির্বারান্দায় নিদ্রা যাইতে ছিলেন। দুর্বৃত্তেরা এই সুযোগে একতলার একটি জানালা কাটিয়া পশ্চাদ্দিকের সিঁড়ি দিয়া অন্দর আসিতে সকলেই নিদ্রিতের ঘরে প্রবেশ করে এবং সিন্দুক ভাঙ্গিয়া উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ সহ চম্পট দেয়। তাহাদের এপর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

———

নোট ছিনাইবার অভিযোগ

জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে সে জনৈক বিহার দেশবাসী নারী এক ফলওয়ালীকে ছয় সপ্তাহের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী ফল ফেরী করিবার সময় ভাবনাজারে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে গেলে একটি বালিকা কিছু কিনিবার জন্য তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, বালিকার হাতে [illegible] কিছু দাম দিতে গেলে ফলওয়ালী তাহার হাত হইতে দশটাকার নোটখানি ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। বালিকার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া বাড়ীর লোকজন বাহিরে আসিয়া ফলওয়ালীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে।

———

দুই লক্ষ টাকার মঞ্জুর

গোয়ালিয়র হইতে প্রকাশ, মহারাজা সিন্ধিয়া ২০২৪১০ টাকা দাবী মঞ্জুর করিয়াছেন এবং অফিসারদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

———

নোটিশ

নদীয়া জিলার অন্তর্গত নাকাশী-পাড়া থানার মুসলমান রেজিষ্ট্রার ও কাজীগিরির পদ খালী আছে। প্রার্থীগণ নদীয়া সদর রেজিষ্ট্রেশন আফিস হইতে দরখাস্ত ফরম লিয়া স্ব-স্ব প্রশংসা পত্র সহ দরখাস্ত করিবেন। দরখাস্ত আগামী ৩০।৫।৫৪ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

ডিঃ রেজিষ্ট্রার
নদীয়া,

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৫১

বিভিন্ন স্থান হইতে অসহ্য গরম ও জীবন জল কষ্টের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে অনেক পল্লীর চির অভাবে পিছাইয়া উঠিতে হয়। বহু গ্রামে জলাশয়াদি নাই বলিলেই চলে। যে দুই একটী কাঁচা কূপ আছে তাহার জল কর্দমাক্ত—পানের অযোগ্য। পিপাসায় যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তখন দরিদ্র পল্লীবাসিগণের সেই জল পান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বিভিন্ন স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে; তদুপরি লোকালবোর্ড, জেলা বোর্ড প্রভৃতিও রহিয়াছে কিন্তু থাকিলে কি হইবে, তাহাতে পল্লীবাসীর অভাব অসুবিধা ঘুচিবার নহে। উক্ত বোর্ডসমূহের সভ্যগণ নির্বোচিত হইবে 'বাহি'র হাকেন, কারণেই সুশৃঙ্খল পাথার নিয়ে না থাকিয়া তাহারা যে পল্লীবাসিগণের অভাব অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সে আশা দুরাশা মাত্র, কোন পল্লীর কোন ব্যক্তি যদি দৈবক্রমে লোকালবোর্ড বা জেলাবোর্ডের সভ্য হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার ... পারে বটে কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে দৃষ্টি দিবার সময় তাঁহার কোথায়? আর ইউনিয়ন বোর্ড- আবশ্যকমতই টেক্স বর্দ্ধিত ও চৌকিদারী ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা ব্যতীত আর কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না, তাই বলিতেছিলাম, দুঃস্থ পল্লীবাসিগণের দুঃখে কাল কাটান ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন সমস্যায় যে সঙ্কটজনক অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, উহার যবনিকাপাত কবে হইবে ভগবান্‌ই জানেন। প্রার্থীগণ পরস্পর নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তির সাফল্যের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা করিতেছেন। মেয়র ও ডেপুটী মেয়রের পদ শূন্য, কাজেই কর্পোরেশনের কোন অধিবেশন হইতে না পারায় উহার সমস্ত কাজ কর্ম্ম অচল অবস্থায় রহিয়াছে। কর্ত্তারাগণের প্রতিনিধিগণ উক্ত শোচনীয় অবস্থার একটা কিনারা করিতে পারেন কিনা, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে পারেন। এবার মেয়র নির্ব্বাচন নাটো এর দৃশ্য অভিনীত হইল, তাহা বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার অধিবাসীগণের অসম্মোচিত কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যোগা জংশনের অন্তর্গত চৌধুরীওয়ালা গ্রামের 'হরনাম কাউর' একটী সাহসী বালিকা গত মাসে একদল ডাকাতের সহিত লড়াই করিয়া তিনজন ডাকাতকে নিহত করে। বালিকার লাঠি লড়াইয়ের সময় ডাকাতগণকর্তৃক আহত হয় এবং পরে এই আঘাতের ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট শ্রীমতী 'হরনাম কাউরের' পিতাকে ছয় বিঘা জমি ও এক হাজার টাকা যৌতুক দিবেন স্থির করিয়াছেন। তাহার তিন ভাইকেও অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার মাতাকে মাসিক দশ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের এই কার্য্য প্রশংসনীয় এবং প্রজা-রঞ্জনের পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত রুইকর গেপ্তার

নাগপুর হইতে প্রকাশ, আদালত প্রাঙ্গণে পুলিশ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত রুইকর ও আর একজন শ্রমিক নেতা সংশোধিত কোম্পানী আইনের ৭ম ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন। একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহাদের বিচার চলিতেছে। এই ধারা অনুসারে আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ম.ডেল মিলে অচল অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য ধর্ম্মঘট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মিলের গেটের সম্মুখে পিকেটিং করার সময় দুইজন ধর্ম্মঘটী গ্রেপ্তার হয়।

গুলীবর্ষণের ফলে ১২জন আহত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, নিউ গ্রেট ইষ্টার্ণ মিলে গুলী বর্ষণ সম্পর্কে অনুসন্ধান জানা গিয়াছে যে, ধর্ম্মঘটকারী তাহাদের মজুরীর জন্য মিলের দরজার সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিলে মিল কর্ত্তৃপক্ষ জানান যে, মজুরী আজ দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মঘটকারিগণ তাহাকে ঘেরাও করিতে অগ্রসর হওয়ায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কার্ণিক তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন। অবস্থা ক্রমশঃ বিপজ্জনক হওয়ায় পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। উহার ফলে ১২ জন আহত হয়, তাহাদের মধ্যে ৭ জনকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টা মিনিটের সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ওমার খান নামক একটী কাবুলী সতীশচন্দ্র মজুমদার নামক ২০ বৎসর বয়স্ক একটী যুবককে মাথায় লাঠি মারিয়াছে। এইরূপ প্রকাশ যে, যুবকটি বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মেলে ৮৮৪ মিনিটের সময় নোয়াখালি হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল। কলিকাতার ১০নং গোপাল মল্লিক লেনে তাহার খুড়তুতো ভাই চন্দ্রকুমার মজুমদারের একটি মুদীর দোকান আছে। সেই দোকানে চাকুরী করিবার জন্য সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। কলিকাতায় সে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই। রাত্রে রাস্তা ঠিক করিয়া বাহির করিতে পারিবে না বলিয়া সে মেল ষ্টেশনের প্লাটফরমের বাহিরে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ঘরের সম্মুখে বেঞ্চির উপর বসিয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাত্রি ১১টা মিনিটের সময় হঠাৎ একটী কাবুলির ঐ স্থানে উপস্থিত হয় এবং সেই যুবকটির মাথায় লাঠির আঘাত করিতে থাকে। উপর্য্যুপরি আঘাতের ফলে যুবকটির সেইস্থানেই মৃত্যু হইয়াছে। যুবকটির এবং স্থানীয় লোকের চীৎকারে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কাবুলিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে। যুবকটির মাথায় ও হাতে আঘাত লাগিয়াছে। মৃতদেহটি ক্যাম্বেল হাসপাতালে ব্যবচ্ছেদের জন্য পাঠান হয়। গত শুক্রবার নিমতলা শ্মশানঘাটে মৃতদেহটি দাহ করা হইয়াছে। হত্যার কারণ জানা যায় নাই।

সতীশচন্দ্র মজুমদার পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ মজুমদারের পুত্র এবং নোয়াখালি দক্ষিণধর্ম্মপুরে তাহার বাড়ী। শিয়ালদহ রেল-পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছে।

আসামী বিকৃত মস্তিষ্ক?

বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শিয়ালদহ ষ্টেশনে বাঙ্গালী যুবক সতীশচন্দ্র মজুমদারের হত্যা সম্পর্কে দুই কাবুলী ওমর খানকে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। আদালতে ওমর খান মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১লা জুন পর্য্যন্ত ডাক্তারের পরীক্ষাধীন রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সান্তুমের গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

মুরাতি হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে বৈশাখ বেলা প্রায় ১টার সময় বোয়ালক্ষ গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বহুগৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বোয়ালক্ষের পঞ্চকোট রাজবংশীয় লাল সাহেবের বসতবাটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এত দারুণ গ্রীষ্মে কাহারও দাঁড়াইবার স্থান নাই। খাদ্যাভাবে সকলে ভীষণ দুরবস্থা ভোগ করিতেছেন। বর্ষার আর এক মাস মাত্র দেরী। এই এক মাসের মধ্যে গৃহাদি নির্ম্মিত না হইলে সকলে আরও বিপদে পড়িবেন। তাঁহারা সকলে পঞ্চকোটের মহারাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ দেও বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তার করিয়াছেন। নোয়াখালি, চাঁদপুর, কমিল্লা ও ত্রিপুরাজেলার শিক্ষক সম্প্রদায় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ অতি ত্রিপাপণ ও অন্যরূপ অপসারণের ব্যবস্থা করিতেছেন।

জনরক্ষা আইনের মিয়াদ

রাঁচী হইতে প্রকাশ, বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত সংখ্যায় গেজেটে ঘোষণা করিয়াছেন,—বিহার, উড়িষ্যা জনরক্ষা আইনের তিন নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ধিধান ১৬ই মে তারিখ হইতে উক্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র—এমন কি আঙুল জেলায় পর্য্যন্ত জারী করা হইল।

উপরিউক্ত বিধানের দ্বারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে জনসভার কার্য্য-বিবরণী রিপোর্ট করিবার জন্য এই শ্রেণীর সভা-সমিতিতে পুলিশ কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবেন।

গঙ্গাসাগরে নৌকাডুবি

মেদিনীপুর জিলার দশজন লোক ধান ও চাউলসহ দুইখানি নৌকায় কিজরী হইতে যাত্রা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। গঙ্গাসাগরের সন্নিকটে দুইখানি নৌকাই জলমগ্ন হয়। স্রোতবেগে নৌকারোহীগণ ডুবিয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। গোয়ালপাড়া জাহাজের কাপ্তেনের চেষ্টায় দশজনেরই জীবন রক্ষা হইয়াছে। বৃহস্পতিবার উক্ত জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিলে পুলিশের হস্তে অর্পণ করা হয়। পুলিশ তাহাদের মেদিনীপুরে প্রেরণ করিয়াছে।

মোটর সাইকেলে ও লরীতে সংঘর্ষ

হাওড়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে হ্যারল্ড ম্যাকডোনাল্ডের (২৫ বৎসর) মোটর সাইকেলের সহিত একখানা লরীর সংঘর্ষের ফলে হ্যারল্ড ম্যাকডোনাল্ড মারা গিয়াছে। মৃত ব্যক্তি ডানলপী কোম্পানীর কোনও সওদাগরী অফিসের এসিষ্ট্যাণ্ট ছিল। সে মোটর সাইকেলে করিয়া লিলুয়া যাইতেছিল। গোলাবাড়ী পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

হত্যা মামলার শুনানী শেষ

পুরুলিয়া হইতে প্রকাশ, মানভূমের রাখা বড় খান বাহাদুর এন হোসেনের এজলাসে কানাইয়া লালের হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত গজা নন্দ ও অপর চারজন আসামীর বিরুদ্ধে যে, মামলা চলিতেছিল তাহার শুনানী শেষ হইয়াছে। চারজন এসেসর একমত হইয়া আসামীদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শনিবার রায় প্রকাশিত হইবে ইতিমধ্যে আসামীদিগকে জামীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ।

৯ম বর্ষ { ২৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৭১, ২৪শে মে ইং ১৯৬৪ বৃহস্পতিবার { ৭২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৩ই এপ্রিল শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী পাঠকালে বলেন—বায়ু অপেক্ষা বেগবান্ চঞ্চল মনই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের পরিচালক। সূক্ষ্ম-দেহান্তর্গত মন স্থূলদেহের সাহায্যে অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা রূপ, কর্ণ দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদু, কাঠিন্য ও শীতোষ্ণাদি জড় শব্দ-স্পর্শাদি উপভোগ করতঃ কখনও হর্ষ এবং কখনও বা বিষন্নতা লাভ করিয়া থাকে। মনের সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-পঞ্চকের অনুভূতি লাভে অপারগ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ মনকে চিদাভাস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-মনীষিগণ ও দার্শনিকগণ কখনও কখনও কোন পুস্তকে এই মনকেই আত্মা নামে অভিহিত করেন। সুতরাং বলপূর্ব্বক কেবলমাত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সংযম করতঃ ফল্গু-ত্যাগের অভিমান কল্পনায় বাক্যে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কারণ, জীবের বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মন্থন করিবার সামর্থ্য মনের অন্তঃস্থলে অনুস্যূত আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের উক্তি যথা—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

হে কৃষ্ণ! তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি যে বিবেকবতী বুদ্ধিকে বিচলিত করিবার শক্তি মনে নিহিত আছে। অতএব সেই বস্তুর দ্বার নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।—উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশামৃত-বাণী যথা :—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ
গৃহ্যতে॥

হে কৌন্তেয়! তোমার বাক্য অসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু সেই প্রতিপক্ষ মনোবেগকে ক্রমশঃ আত্মানন্দাভ্যাস ও যুক্তবৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বশীভূত করা যায়।

সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের প্রবল বেগকে সাধারণতঃ তিন ধারায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। পক্ষপাতপ্রীতি, অবিরোধপ্রীতি এবং বিরোধপ্রীতি। যাহাদের বিষয়ে মনের প্রীতি, কর্ম্মকাণ্ডীর কর্ম্মকাণ্ডে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে প্রবেশ—এই তিন প্রকার পক্ষপাতপ্রীতি। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা-দর্শনে নিরপেক্ষভাবে অবস্থান কিম্বা সমান জ্ঞান করা ইহাই মনের অবিরোধ-প্রীতি-বেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি-হেতু কর্ম্মফল লাভে বঞ্চিত বা আশানুরূপ ফলের অপ্রাপ্তি হেতু এবং মোক্ষলাভে হতাশ হইলেই মনের বিরোধ-প্রীতি-বেগ উদিত হইয়া থাকে। ফলতঃ কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলেই ভগবদিতর বিষয়-গ্রহণের ইচ্ছা ও ত্যাগেচ্ছা-বিশিষ্ট হইয়া মন স্বভাবতঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

অতএব পুনরায় সদ্গুরুর আনুগত্যে মন ও তদধীন ইন্দ্রিয়বর্গকে কৃষ্ণসেবায় একান্তভাবে নিযুক্ত করিতে পারিলেই অর্থাৎ এক কথায় সর্ব্বতোভাবে নিজের নিজত্ব আচার্য্যচরণে সমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন দ্বারাই বিভিন্নাংশ জীবের মনোবেগ তথা অন্যান্য বেগসমূহও সম্যগ্রূপে নিগ্রহ ও একাগ্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সাত্বতশাস্ত্র-সমূহ বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-পাঠে ও অর্জ্জুনের সহিত শ্রীভগবানের উক্তিতে উপায়ান্তর দৃষ্ট হয় না।

শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন—অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অসজ্জনের সহিত যে সংসর্গ সংসার-বন্ধনের কারণ, সেই সংসর্গই আবার সজ্জনের সহিত হইলে বিমুক্তির কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে।

ভগবৎ-বিস্মৃত মানব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সেবাবৈমুখ্যক্রমে ভক্তের বহুর উপর প্রভুত্ব করে। এই ভোগপ্রবৃত্তি বশে চালকচালনাকারী সংসারে প্রবৃত্ত হয় সংসারে বিচরণকারী ব্যক্তি অনিত্য ভোগময় প্রবৃত্তিতে আসক্ত হওয়ায় ভগবদ্বিস্মৃতি ঘটে। অনিত্য বস্তুর সম্প্রভাবে জীবের চাঞ্চল্য করিবার চেষ্টার উদয় হয়। কিন্তু অনিত্য বস্তুর ভোগ পিপাসা ছাড়িয়া অনাসক্ত ব্যক্তি হরি-সেবোদ্দেশ্যে যে আহার ও অন্যান্য সেবার অভিনয় করেন, তাহাতে তনগন্ধ হয় না।

প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের ন্যায় আসক্তিবিশিষ্ট বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হইয়াই সাধুগণ বিষয়-ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভোগের ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। সাধুর ভোগস্পৃহারাহিত্যে নিরন্তর কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট, তজ্জন্য তাঁহার ক্রিয়া অজ্ঞানীর চক্ষে ভোগময়ী দৃষ্ট হইলেও তাহা নিঃসন্দেহে পরমার্থিক। সাধুসঙ্গফলে দুঃসঙ্গপ্রাপ্ত সংসার-হেতু উদিত হয় না। তাহাতে জীবের সংসার নিবৃত্তি হয়।

যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদের আর ইন্দ্রিয়তোষণ-কল্পে ... করিতে হয় না। তাঁহারা হরিজন ব্যতীত অপর কাহাকেও ... মন করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপর হইয়া ভগবানের অপ্রিত বুদ্ধিতে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন। সুতরাং সংসার তাঁহাদিগকে কোনও প্রকারে কষ্ট দিতে পারে না। তাঁহারা সহিষ্ণুতার আদর্শ, সর্ব্ব প্রাণীতে মিত্রতা-পরায়ণ, দয়ার্দ্রচিত্ত ও শান্ত। এইরূপ নিষ্কলঙ্ক সাধুগণই জীবের উৎকণ্ঠা-সক্তি বিনাশ করিতে সমর্থ। তাঁহারা কাহাকেও হিংসা করেন না, তাঁহাদিগকেও কেহ হিংসা করে না। যাঁহারা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় গ্রহণের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা হরিসেবার অনুকূল কার্য্যে তৎপর। তাঁহাদের সঙ্গ বরণ করিলেও জীব আংশিক হইয়া রূপ ও সৃষ্টিশক্তির দ্বারা ভোগ লাভ করতঃ হরিসেবাবিমুখ হয়। তৎকালে আত্মদর্শনের চেষ্টা লুপ্ত হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গফলে সেই লুপ্ত চেষ্টা জাগ্রত হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়।

সাধুসঙ্গের প্রভাব বর্ণনে আমরা দেখিতে পাই—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ মধুসূদন [illegible] ৪৪৮

জীবের অবস্থাত্রয়

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই তিনটী অবস্থায় অবস্থিত। ভগবানে এই অবস্থাত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত। বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব নিত্য হয়। মায়াবাদী বলেন প্রাকৃত বদ্ধাবস্থা মিথ্যা; কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন উহা নশ্বর অর্থাৎ কালযুক্ত। জীবসত্তায় বস্তু বিবর্ত্তবাদের উদ্ভাবন অর্থাৎ স্থূলদেহকে দেহীজ্ঞান বিবর্ত্তবাদ পদেক, প্রকৃত বস্তুতত্ত্বজ্ঞানাভাবকেই বিবর্ত্ত বলে।

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হ'ন না; আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ভাববর্গ তাঁহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণত হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণত হইয়া জড়মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তি … প্রকট করেন। বিষ্ণুচৈতন্য ভগবান্ তটস্থশক্তিমান্ হয়েন। অণুচৈতন্য জীব তটস্থা শক্তির পরিণাম বলিয়া গোলোকে বা শ্রীবৈকুণ্ঠে অবস্থানকালে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড় জগতে অবস্থান করেন তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তির অধীন। জড় জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তিনি তটস্থা শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী রেখাকে তট বলে সেরূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অনির্ব্বচনীয় অন্তরালে তটস্থাশক্তির অধিষ্ঠান। বিষ্ণুচৈতন্য যে কালে শক্তির ঈশ্বর হন সেকালে তিনি তটস্থশক্তি-পরিণত জীবের ন্যায় বদ্ধভাব ধারণ করেন না। কেননা, শক্তি শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না।

তত্ত্বনির্দ্দেশমুখে আমরা স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব জীব ও প্রধান এই চারিটী কথাই শুনিতে পাই। ভগবানের স্বরূপবিগ্রহ, গোলোক, বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও তদাকার বহু সকল তদ্রূপ-বৈভব, জীব তটস্থ এবং প্রধান পঞ্চভূত ও মায়াময়। প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থভাব এবং তদ্রূপবৈভবের পরিণাম মুক্ত ধাম বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

জীব তটস্থধর্ম্মবশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে আখ্যাত হইবার যোগ্যতা বিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও লিঙ্গশরীর মন তাঁহার আশ্রয়-স্থান। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিলেই জীব ইহ জগতে নিজাভিমান অনুভব করেন কিন্তু তিনি বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস।

অনেকের ধারণা—জড়োপাধিরাহিত্যই জীবের মুক্ত স্বরূপ। তাদৃশ মায়াবাদিগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের নিত্যাধিষ্ঠান বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না, তজ্জন্য তিনি বিবর্ত্তবাদের আশ্রয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন এবং শেষে বঞ্চিতই হন। জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থায় কখনই মুক্তরাজ্যের স্বরূপ-পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বদ্ধ বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্জন করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক তটস্থাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা বলিয়া ভ্রম হয়। তটস্থাবস্থায় নির্ব্বিশেষ মত প্রতিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থরাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না। সেখানে তাঁহার … হইয়া পড়ে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে জীবের বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয়ের নিত্য সত্তাও অস্বীকৃত। নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না, বা জানিয়াও সত্যের অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

মহাজনগণ বলেন—ভগবৎ-সংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি। আর মায়াবাদী বলেন তটস্থলক্ষণ-লাভের নাম মুক্তি। কিন্তু তাঁহাদের বিচার ভ্রমাত্মক। অতএব মহাজনের উপদেশই গ্রহণীয়। অতএব জীবের অবস্থাত্রয় বিশেষভাবে আলোচনা পূর্ব্বক "মুক্তি হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ আত্মার একমাত্র বৃত্তি কৃষ্ণসেবায় কায়মনোবাক্যে নিয়োগই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য। আশা করি, সকলেই অজ্ঞতারূপ অর্থাৎ ভোগাসক্তি পরিহারার্থ কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইবেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(১৩)

বেদের ব্রাহ্মণাংশ ত্রিধা বিভক্ত—বিধি, অর্থবাদ ও উভয় বিলক্ষণ। এই উভয় বিলক্ষণ ভাগের নাম আরণ্যক, উপনিষদ্ বা বেদান্ত। ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণই [illegible] বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভক্ত বৈদিক যুগে কামকামী ও মোক্ষকামী, নিম্নাধিকারে অবস্থিত 'অশান্ত' জীবকে ক্রমপন্থায় উচ্চাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই 'কর্ম্ম' ও 'সাপেক্ষ জ্ঞানে'র কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু মলশূন্য বিশুদ্ধজ্ঞান বা বিজ্ঞান যাহা অতিক্রান্ত জগতের ভূমিকায় অর্থাৎ নির্গুণ বিশুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকায় (যাহাকে transcendental realm বলা হয়) অবস্থিত মুক্তাত্মার সেবোন্মুখ-চিত্তে স্বতঃ প্রকাশিত হন। উহা অদ্বয়জ্ঞান শব্দবাচ্য। এই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুই Absolute Truth. তিনি ব্যাপকধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা শ্রীবিষ্ণু। এই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুতত্ত্ব-নিরূপণই উপনিষদের প্রধান কার্য্য। বেদে গৌণরূপে যে কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় তাহা প্রবৃত্তিমার্গ এবং প্রবৃত্তিমার্গের ফলের অসম্পূর্ণতা-দর্শনে নিবৃত্তিমার্গে রুচিবিশিষ্ট মুক্ত লোকদিগকে … কিন্তু মীমাংসক কর্ম্ম-কোলাহলে প্রমত্ত হইয়া জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের স্বরাট্ত্ব প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্। জীব যখন ভোক্তা তখন ভোগই তাহার কাম্য সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মাচরণ দ্বারা বেদবিরোধী কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যে দুঃখভোগ লাভ হইয়াছে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করতঃ নিত্য অবিমিশ্র সুখ (!) ভোগই জীবের একমাত্র প্রয়োজন ইহাই সাধ্যবিচারে চরম কথা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মীমাংসক জগৎকে সৃষ্ট বলেন না সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির পরিণাম হইলেও উহা কখনও একবারে প্রলয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, জীব-সম্বন্ধেও তাহা সুতরাং জগৎ ও জীবের উপর কর্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট পরমেশ্বর-অঙ্গীকারের কোন প্রয়োজন মীমাংসা-দর্শনে দৃষ্ট হয় না। মীমাংসক কর্ম্মফল-বিধানে যে আধিকারিক দেবতা সকল স্বীকার করেন তাঁহারাও জীববিশেষ তবে মর্ত্ত্য জীবের ন্যায় তাঁহাদিগকে কখনও স্থূল দেহ ধারণ করিতে হয় না সুতরাং তাঁহারা দুঃখসম্পর্ক-রহিত। দুঃখ-সম্বন্ধরাহিত্য বশতঃ তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগরত অতএব তাঁহাদিগের সুখ-লাভোদ্দেশ্যে আর বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-সকল স্বয়ং-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া জীবের প্রার্থিত ভোগ-দানে সমর্থ নহেন, কিন্তু তাঁহারা নিত্য বৈদিক শব্দ বা মন্ত্রাত্মক অর্থাৎ যজ্ঞে যে সকল কর্ম্মাদি ও মন্ত্র-প্রয়োগ বিধি আছে এবং কর্ম্ম ও মন্ত্রাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় বিধিবাক্য আছে সেই সকল কর্ম্ম ও মন্ত্রসমূহের যথাযথ করণ ও উচ্চারণ হইলেই দেবতা-সকল ফলদানে বাধ্য অতএব কর্ম্মাদি ও মন্ত্র বেদের নির্দ্দেশানুসারে সাধিত ও উচ্চারিত হয় সেই জানিতে হইবে। বর্ত্তমান মীমাংসা-দর্শনের উপর শবরস্বামীর 'শবরভাষ্য', প্রভাকরের 'প্রকরণ পঞ্চিকা' কুমারিলভট্টের 'শ্লোক বার্ত্তিকা' প্রধান। তৎপরবর্ত্তিকালে মণ্ডনমিশ্র মীমাংসা-দর্শনের উপরও 'বিধিবিবেক', 'মীমাংসানুক্রমণী', 'তন্ত্রবার্ত্তিকা' রচনা করেন। মণ্ডনমিশ্র শেষ-জীবনে মায়াবাদ আশ্রয় পূর্ব্বক শঙ্করানুগ বলিয়া আত্মপরিচয় দান করেন। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পার্থসারথি মিশ্র মীমাংসা-দর্শনের উপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে 'শাস্ত্রদীপিকা', ও 'ন্যায়রত্নমালা' প্রধান।

অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় মীমাংসা-দর্শনও দুঃখবাদে আরম্ভ এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় বা নিঃশ্রেয়স্ দানের প্রতিজ্ঞায় পরিসমাপ্ত। কিন্তু অপরাপর দর্শন-কথিত দুঃখের স্বরূপ ও মুক্তির স্বরূপের সহিত মীমাংসা-দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। চার্ব্বাক একমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পণকেই মুক্তি বলেন। বৌদ্ধ জ্ঞানের সংস্রবেই দুঃখ অর্থাৎ বোধ-সাহিত্যকেই দুঃখ এবং বোধরাহিত্যকেই মুক্তি বলেন। অহং-প্রত্যয় থাকিলেই বিষয়জ্ঞান থাকিবে সেই বিষয়জ্ঞানই বদ্ধাবস্থা সুতরাং বোধ-রাহিত্য-ক্রমে সর্ব্বশূন্যতা-লাভই মুক্তি। জৈন-সম্প্রদায় অজ্ঞানের অনাশ্রব ও জ্ঞানের আশ্রবকেই মুক্তি বলেন। ন্যায় এবং বৈশেষিক আত্মগত বিশেষ গুণের উচ্ছেদকেই মুক্তি বলেন। সাংখ্য—পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেককেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপা মুক্তি বলেন। পাতঞ্জল আত্মার বিবেকবৃত্তিতে চিত্তবৃত্তি-নিরোধক্রমে অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থানকেই মুক্তি বলিয়াছেন। বৈদান্তিক-ব্রহ্ম মায়াবাদী বেদান্তব্রহ্মের অজ্ঞান আশ্রয়ে জীবব্রহ্মের স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্য বা কেবল-ভাব-প্রাপ্তিকেই মুক্তির স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কিন্তু মীমাংসক আত্মাকে ভোক্তা সাজাইয়া স্বর্গোচিত-ভাবে স্বর্গপদার্থের ভোগসুখ-লাভ বা স্বর্গ-সুখকেই মুক্তির স্বরূপ বলেন। 'ষট্পদার্থ', ষোড়শ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, প্রকৃতি পুরুষ ও আত্ম-অনাত্ম-বিবেক অথবা ব্রহ্মানুশীলন ইহার কেহই জীবকে পরম নিঃশ্রেয়স্ দানে সমর্থ নহে। বৈদিক বিধিবাক্য-প্রণোদিত

কর্মানুষ্ঠান হইতে যে অপূর্বতা বা অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই অনুষ্ঠাতার কর্ম-ফল কোনরূপে উপস্থিত হয়। এই কর্ম-মাত্র-বিষয়ে অপৌরুষেয় শব্দই (ঈশ্বরবাক্য নহে) একমাত্র প্রমাণ। জৈমিনি বলেন—

"ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।"
(১।৩।১)

বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র নিরপেক্ষ না হইলেও যজ্ঞস্থলে কর্মেরই মুখ্যত্ব এবং দেবতাদির গৌণত্ব। যাহারা বলেন দেবতাদির প্রীতি-বিধানের জন্যই যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, মীমাংসক তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলেন, কারণ—

"অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম প্রধানং স্যাৎ, গুণত্বে দেবতা শ্রুতিঃ।" (৯।১১)

উল্লিখিত সূত্র হইতেই যজ্ঞের প্রাধান্য এবং দেবতার গৌণত্ব স্পষ্টই সূচিত হয়। "তস্মাৎ দেবতা ন প্রয়োজিকা" বলিয়া ভাষ্যকার সূত্র সমর্থন করিয়াছেন। বিজ্ঞ নৈয়ায়িক ও পৌরাণিকগণের দৈবত বলিয়া মীমাংসক মতে অচিন্ত্য অপূর্ব্বকিতেই ন্যস্ত হইয়াছে, প্রয়োজনাভাব বশতঃ ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম অনাখ্যাত হইয়াছেন; কাজে কাজেই নিঃশ্রেয়স্ বা অন্যথা রূপ পরিত্যাগপূর্বক স্বরূপাবস্থান-রূপা মুক্তিলাভের জন্য আত্ম-জ্ঞান, পরব্রহ্ম-বিজ্ঞান ও তদাশ্রয়-গ্রহণরূপ সাধনপ্রণালীও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে।

কর্মী সম্প্রদায় পরব্রহ্মকল্পনার পরিবর্ত্তে নিজের বিধের আনুগত্য কর্মের বন্দনাই করিয়া থাকেন—

"নমস্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ
প্রভবতি।"

অতিক্রম কর্মমীমাংসকের আলোচনায় আর অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। তবে পৌরাণিক চিহ্ন প্রমাণে অবগত হওয়া যায় যে মীমাংসা-দর্শন-প্রণেতা জৈমিনি শেষ জীবনে কর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া শ্রীব্যাসশিষ্যত্বে আত্মতত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং উত্তর-মীমাংসার পারতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই উত্তর-মীমাংসার অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-আশ্রয়ে "জৈমিনি ভারত" রচনা করিয়াছিলেন। জৈমিনি-ভারতে পরব্রহ্ম সনাতন-পুরুষ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী ভক্তিই পরধর্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। আমরা এই আত্মধর্ম-প্রতিষ্ঠাপক শ্রীব্যাসশিষ্য জৈমিনি মুনিকে কায়মনো-বাক্যে প্রণতি বিধানপূর্বক মীমাংসা দর্শন আলোচনায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

নবীন জীবন

(৬)

তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত যে আর কোন কৃত্য নাই তখনই তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। স্বভাব লাভ করিলে আর জীবের অনন্ত জীবনের অভাবের কথা মনে থাকে না। আমি একথা বুঝিয়াও বুঝি না যে অভাবের নিরন্তর চিন্তায়ও অভাব দূর হয় না। বরং বলবানের পন্থা অবলম্বন করিয়া অর্থসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অভাব দূরীভূত হয়। অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিলে উহা দূর হয় না, আলো জ্বালিলেই অন্ধকার দূর হয়। তবে যে পরিমাণে আলো হয় সে পরিমাণে অন্ধকার দূর হয়। সম্পূর্ণ আলোকের উদয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকার দূর হয়।

"হে কৃষ্ণ, তুমি ত' আমার আমি ত' তোমার"—এরূপ সম্বন্ধ সুস্থির না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণেতর বস্তুকে ধন বা নিজের সম্পত্তি—এই বোধ যায় না। শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড সম্পত্তি। তিনি যাঁহার সম্পত্তি তাঁহার অপর সম্পত্তির ত আবশ্যক নাই। তিনি পূর্ণ বস্তু। তিনি যাঁহার হৃদয় অধিকার করেন তাঁহার হৃদয়ে আর কোন চিন্তা থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ বস্তু, কাজেই অন্য কাহারও আধিপত্য সহ্য করেন না।

পূর্ব-ইতিহাস ভুলিয়া নিত্য-পতি কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সেবাময় জীবনই "নবীন-জীবন"। গুরুগৃহে বাসই 'নবীন জীবনের' অরুণোদয়। হরিকীর্ত্তনই 'নবীন জীবনে'র জীবাতু। কৃষ্ণসংসারই 'নবীন জীবন' যাপনের প্রকৃষ্ট নিত্য স্থল। নব-নব-ভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের আশাবন্ধই 'নবীন জীবনের' সঞ্জীবনী মন্ত্র। অব্যর্থকালত্বই 'নবীন জীবনের' হৃদয়। শ্রীগুরুকৃষ্ণই 'নবীন জীবনের' দেবতা। পরমকারুণিক জীবদুঃখকাতর বৈষ্ণবগণই 'নবীন জীবনে'র নিত্য সখী। সেবাসুখরসই 'নবীন জীবনে'র পরম সম্পদ। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গুণগানই 'নবীন জীবনে'র অনুপম কৃষ্ণকর্ণামৃত সঙ্গীত।

সময়ে সময়ে অনুতপ্ত ভক্তিময় 'নবীন জীবন'-লাভের প্রবল সাময়িক উচ্ছ্বাস আমার হৃদয়ে বহিয়া যায়। কল্পনায় কত সূক্ষ্ম সৌধ নির্মাণাবধি লোকলোচনের অন্তরালে ভাবরূপে পরিণত হইল তাহার সীমা নাই। ফলকে পাইতে চাই মূল্য অস্বীকার করিয়া। উপাধি লাভ করিয়া সম্মানিত হইবার প্রবলাকাঙ্ক্ষা পোষণ করি কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার যে পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা তাহা স্বীকার করিতে চাই না। মহাসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে চাই কিন্তু তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হই এবং কাণ্ডারীকে দোষারোপ করি। ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াও গুরুকর্ণধারের উপর আত্মনির্ভর করি না। প্রকৃত শিল্পী পাইয়াও জীবন-গঠনের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করি না। আমার ন্যায় অপরিণামদর্শী আর কে আছে? আমার ন্যায় অন্তঃসারহীন কপটাচারী বঞ্চিত আর কে আছে? কবে আমি কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ নিত্য প্রাণ লাভ করিব? কোন মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ব্রজবাসী জন প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার সে হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥

প্রাণবন্ত নিত্যানন্দ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যই যেন আমার পরম সত্য বস্তু হয়। তাঁহারা আমার ন্যায় অনন্তজীবকে যথার্থই প্রাণবন্ত করিতে পারেন। অতএব পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের চরণে প্রাণ-ভিক্ষাই আমার সম্বল।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

আর্ত্তের প্রার্থনা

(১)

কে তুমি বসিয়া দেব! কোথা তব স্থিতি,
কি কারণে আগমন বর্ণিতে না পারি;
হেরিলে নয়নে তব প্রশান্ত মূরতি,
মনে হয় তুমি হও গোলোকবিহারী।

(২)

কহ মোরে, কি কারণে তব আগমন,
সতত ব্যাকুল মোর তাপিত অন্তর;
তোমা হেন বন্ধু আর না দেখি কখন,
কৃপা করি' দেখা মোরে দিয়াছ এবার।

(৩)

তুমি ত' করুণাময় পতিতপাবন,
কারারুদ্ধ হ'য়ে আছি বহু দিন ধরি';
পতিত-উদ্ধার-হেতু তব আগমন,
কত দিনে ত্রাণ পাব এই মায়াপুরী।

(৪)

অন্ধ আমি, দীন আমি না আছে সম্বল,
কেমনে তরিব এই ভব-পারাবার;
দিবানিশি সেই চিন্তা হ'তেছে কেবল,
তব কৃপা বিনা মোর গতি নাহি আর।

(৫)

কলিহত জীব আমি পতিত অধম,
ভবকূপে নিমজ্জিত আছি নিরন্তর;
কত জীব মুক্ত হ'ল ধরি' তব নাম,
কৃপা করি' স্থান দাও চরণে তোমার।

(৬)

ভবরোগে জর্জ্জরিত মোর দেহখানি,
কিসে ত্রাণ পাব প্রভো এই ব্যাধি হ'তে;
তব পদরেণু বিনা গতি নাহি জানি,
তাই আসিয়াছি তব পদকমলেতে।

(৭)

আমা সম পাপিজন নাহি ত্রিভুবনে,
কেমনে সেবিব আমি শ্রীগুরুচরণ;
তাই অহরহঃ আমি চিন্তি মনে মনে,
বৃথা কেন হ'লো মোর এ ছার জীবন।

(৮)

মায়ার কুহেলিকা এই বিশ্ব সংসার,
মায়াঘোরে পড়ে আছে জীব সমুদয়;
মনে করি সুখী মোরা আছি নিরন্তর,
তবু না ছাড়িব এই কুহেলিকাচয়।

(৯)

তব পাদপদ্ম ভুলি' পড়িয়া ভূতলে,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে আমি ধাই অবিরত;
ক্ষণিক সুখের তরে পড়ি' মায়া-জালে,
জীবনের ধ্রুব-তারা হারাই নিয়ত।

(১০)

(প্রভো) তোমার অভিযান নগরে নগরে,
ক্লান্তিপূর্ণ দেহ, তবু ধায় অবিরত;
বিতরিল হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে,
এ দাস রহিল পড়ি' সে-নামে বঞ্চিত।

(১১)

ইন্দ্রিয়তর্পণ-হেতু পড়ি' ভোগানলে,
হাবুডুবু খাই আমি না পারি উঠিতে;
মৃত-প্রায় এ জীবন কালের কবলে,
কিসে মুক্তি পাব এই ভোগানল হ'তে।

(১২)

সুধা ছাড়ি', মত্ত মন বিষ-পান তরে,
অবিরাম ধায় প্রভো ফিরাব কেমনে;
অহৈতুকী কৃপাদানে তরাও দাসেরে,
নতুবা ভুগিব দুঃখ জীবনে-মরণে।

(১৩)

বৈকুণ্ঠধন তুমি ছাড়ি' নীর ধাম,
জগৎ-উদ্ধার-হেতু তব আগমন;
পাপী তাপী মুক্ত হ'ল পেয়ে কৃষ্ণনাম,
একাকী রহিল ভবে পতিত এজন।

(১৪)

নমি গো জগত-গুরু নমি বারবার,
জন্ম জন্ম পূজি যেন তব শ্রীচরণ;
জীবনে মরণে নাম ডাকি অনিবার,
কবে ধন্য হ'বে মোর মানব-জীবন।

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

গৌর প্রেমই শিখান যায় সে নাম পাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিবৃতি, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ১৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিফলিকা ... সানুবাদ
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ
ভাষ্যটীকা) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভাগ) ৪৲
৪১। প্রমেয়-চিন্তা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। জনসেবনী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। মাধবাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-বিবেকদর্পণম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশদর্পণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ৷০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫ দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড
আবেন্‌ডেড্ ডিভোশন
৬৭ ব্রহ্ম-সংহিতা
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ —চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণকুণ্ড,
পোঃ চিরকুণ্ড, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী।
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৫নং গ্লোষ্টার হাউস
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার্থ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্. বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট্ পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

শিয়ালদহ	ছাঃ	৩—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	• ৫-৫০,	• ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	• ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৯	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	• ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	• ১১-৩৬	১৪-৩০ +	• ১৮-৩৬ •	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

• চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০.৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯.১৮-৩১ -৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নরেশ)	৩৸০—৪৲
বালাম (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (মরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৫৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ " ঋণ (১৯৪৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৩-৮৩) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলি)	২২৪॥০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১০২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ভারত	৫৪৩৲
ক্লাইভ	২৯।০
ডালহাউসী	৩০৮।০
কেশো	৭০৫৲

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে ইণ্ল্যাণ্ড ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শন-তীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়দর্শন-বাচস্পতি প্রধানাধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে যত্ন লইবার এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমালোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় চটক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও কর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর; জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরপ্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাক্তারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঢাকের টিকিট ... অবধারিত
ঢাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C. 544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৪১, ২৫শে মে ১৯৩৪

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা

আপীলে ২জনের প্রাণদণ্ড নাকচ

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা সম্বন্ধে ১৭ জন আসামীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে যে আপীল দায়ের হইয়াছিল, গত ২১শে মে বিচারপতি মিঃ দলীপ সিং ও মিঃ কাদী তাহার রায় প্রদান করিয়াছেন। কিছু অধিককাল শুনানীর পর স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে উহাদের মধ্যে দুই জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের এবং অপর আসামীদের প্রতি বিভিন্নরূপ দণ্ড—৩ বৎসর কারাদণ্ড হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল।

হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় আসামী বৃত সিং ও কৃষ্ণগোপালকে মুক্তি প্রদান দিয়াছেন। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে বৃত সিংয়ের প্রতি প্রাণদণ্ড ও কৃষ্ণগোপালের প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। সোনাব সিংয়ের প্রতি যে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অপর ৩ জনের দণ্ড হ্রাস করা হইয়াছে। এবং অবশিষ্ট দশ জনের দণ্ড বহাল রাখা হইয়াছে।

মামলার বিবরণ

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীগণ গত ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর নিকট বড়লাটের স্পেশাল ট্রেণ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং ১৯৩০ সালের জুন মাসে লাহোরের বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বোমা বিস্ফোরণ করিয়াছিল; ইহার ফলে জনৈক এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ অফিসার নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ সাময়িক অপরাধীদের কোন সন্ধান করিতে সমর্থ হয় না। তাহার পর ১৯৩০ সালের ১২ই জুলাই তারিখে লাহোরে আর একটি বোমা বিস্ফোরণ হইলে, পুলিশ এই মামলার প্রধান রাজসাক্ষী ইন্দ্র পালকে ও আর ৪ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করে। ইন্দ্র পালের জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ পরে ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৩০ সালের নবেম্বর মাসে পুলিশের তদন্ত শেষ হয় এবং ষড়যন্ত্র, বোমা ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালের সম্মুখে বিচার আরম্ভ হয়। ১৩ জন আসামীকে ফেরারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়; ইহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর আজাদ ছিল, এই ব্যক্তি পরে এলাহাবাদে নিহত হয়। এই সকল ফেরারী আসামীর গ্রেপ্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট মোট ১৭,৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই মামলায় ৫ জন রাজসাক্ষী ছিল এবং সরকার পক্ষে প্রায় ৪ শত সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল।

গত ১০ই ডিসেম্বর স্পেশাল ট্রাইবুনাল দুইজনের প্রতি প্রাণদণ্ড, ৩ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ও ১২ জনের প্রতি ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং ৫ জনকে মুক্তি প্রদান করেন।

ফুলবিক্রয়কারীর চুপড়ির মধ্যে সর্প

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, তিনেভেলীর এক সংবাদে প্রকাশ, নাবের নামে এক ব্যক্তি এক ফুলবিক্রয়কারী বিক্রেতার মারফৎ টিউটিকোরিনে নাবের নামে আর ব্যক্তির নিকট এক চুপড়ি ফুলবিক্রয়কারী প্রেরণ করে। কিন্তু এই লোকের কোন সন্ধান না পাওয়ায় ফুলবিক্রয়কারী বিক্রেতা চুপড়িটি তাহার পত্নীর নিকট রাখিয়া দেয়। পত্নী চুপড়িটি খুলিলে বিস্মিত হইয়া দেখে যে, উহা সর্পে পূর্ণ।

কয়েদী কর্ত্তৃক জেলের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

বোম্বাই এক সংবাদে প্রকাশ যে, কাশিয়া নামে এক প্রসিদ্ধ দস্যু গত ২০শে মে রাত্রে তাহার সঙ্গী ২৬ জন কয়েদীসহ কাথিয়াকোট জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে, এবং অস্ত্রাগার লুঠ করিয়া ১১টী বন্দুক ১৫০টী কার্ত্তুজ লইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে কাটকের শাস্ত্রীকে যে কোন উপায়ে কাশিয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত করে। আলাপ করিতে করিতে কাশিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লোহার শিকের মধ্য দিয়া উক্ত শাস্ত্রীর গলা ধরিয়া টানিয়া ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দেয়। এই সুযোগে কাশিয়ার অনুগামিগণ শাস্ত্রীর বন্দুকটী ও চাবির গোছা কাড়িয়া লয়। কাশিয়াই নাকি কাটকের শাস্ত্রীকে ও অস্ত্রাগারের শাস্ত্রীকে খুন করিয়া হত্যা করিয়াছে। ডাকাতেরা অস্ত্রাগার হইতে ১১টি বন্দুক ও ১৫০টী কার্ত্তুজ লইয়া গিয়াছে। পুলিশবাহিনী দস্যুদলের জোর সন্ধান করিতেছে।

গৌহাটীতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

গৌহাটি হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই মে মধ্যরাত্রে গৌহাটী সহর ও সহরতলীতে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সহর একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বহু ঘর ও টিনের ঘরের চাল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। রিজার্ভ পুলিশের অস্ত্রাগারের চালও উড়িয়া গিয়াছে; থানা, ডিস্পেন্সারী ও মিশনারী বাড়ীর মধ্যে এবং অন্যান্য স্থানে অনেক বড় গাছ পড়িয়া গিয়াছে। পাণ্ডু-গৌহাটী রোডের টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং বড় গাছ পড়িয়া রাস্তা চলাচল বন্ধ হইয়াছে। এই হেতু শিলং মেল আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছে। জানা যায়, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে টেলিগ্রাফ লাইন সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কোন প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

করাচী হইতে ৫০ মাইল দূরে একটা চলন্ত ট্রেণে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, জনৈক সুদান মাহমুদ লাহোর মেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। এমন সময় জনৈক ... তাঁহাকে আক্রমণ করে ও জোর করিয়া তাঁহার টাকাকড়ি কাড়িয়া লয়। কোন প্রকার সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই দুর্বৃত্ত পলায়ন করে।

জাপানে গ্রেপ্তার

টোকিও হইতে প্রকাশ, টোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির দপ্তরের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপককে এবং অপর ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে "জাপানের আর্থিক বেকেন্দ?" সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪১

[illegible] ও [illegible] দেশবাসি [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন করিবার [illegible] [illegible] করিতে পৃথক [illegible]। [illegible] গোয়ালপাড়া ও কাছাড়কে [illegible] করিবার জন্য [illegible] এখন [illegible] [illegible] আন্দোলন করিতেছেন। [illegible] [illegible] উভয়পক্ষে সেই [illegible] [illegible] তাহার যোগ দেন নাই। [illegible] তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন [illegible] গবর্ণমেণ্ট তাহাদের [illegible] দাবী পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে "অসন্তোষ সৃষ্টি [illegible]" নামক যে আইনের প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে, পার্লামেণ্টের সকল শ্রেণীর সদস্যই তাহার বিরোধিতা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এই প্রবল বিরোধিতার ফলে বিলটি যে বাতিল হইবে [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ এবং বিলাতের সংবাদপত্রসমূহ কেন বিলটির বিরোধিতা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাপ্তাহিক "নিউ ষ্টেটসম্যান" যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সলিসিটর জেনারেল—"রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা ভাল"—এই নীতি অনুসারে বিলটি সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু "নিউ ষ্টেটসম্যান" ও "নেশন" এই যুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন,—"বৃটিশ আইন অনুসারে যাহারা অপরাধী, তাহারাই কেবল দণ্ডনীয়; প্রত্যাবর্ত্তন এই নীতি চিরাচরিত আইনকে লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কেননা, শাসন-বিভাগ ও কর্ম্মচারীরা যদি সন্দেহ করেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি অপরাধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইলেই প্রস্তাবিত আইন অনুসারে সেই সব ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারিবেন।" বিলাতের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-হরণ, তথা বৃটিশ আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কি প্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টা হয় এই সকল মন্তব্যেই প্রকাশ।

বিলাতে প্রস্তাবিত নূতন আইনের উদ্দেশ্য যাহা, ভারতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য "[illegible]" নামক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে বহু যুবককে বন্দী বা অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছে—কেবলমাত্র সন্দেহবশে। এই সকল যুবকদের অনেকেই হয়ত কোন অপরাধ করে নাই বা তাহাদের অপরাধের সত্যতা আদালতে কোন দিন প্রমাণ হয় নাই; হয়ত কেবলমাত্র "শাসন বিভাগ" এর কর্ম্মচারীদের বা গোয়েন্দা পুলিশের সন্দেহবশে তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে হইয়াছে। ভারতের "নিউ ষ্টেটসম্যান" ও "নেশন" কি আলোচনা করিতে পারেন কি? [illegible] স্বাধীন দেশ, আর পরাধীন দেশ—পার্থক্য অনেক।

[illegible], যুগোশ্লাভিয়ায় বিনা রক্তপাতে 'বিদ্রোহ' হইয়াছে, পুরাতন গবর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইয়াছে। বিদ্রোহীদের এই রক্তপাতহীন বিদ্রোহ টেলিফোনে ও বেতার-বার্ত্তার সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে। বেতারযোগেই পুরাতন মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ বেতার কেন্দ্রের কর্ম্মচারীদিগকে কব্জায় আনা হয়। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত বেতারে যে সব শাসনকার্য্য জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় নৈন্যদলের কুচকাওয়াজের বিবরণ প্রচার করে। অতঃপর বেতারযোগেই দেশের সর্ব্বত্র নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা প্রচার করা হয়। রাজধানীর মোড়ে মোড়ে [illegible] [illegible] সৈন্য ও কামান প্রভৃতি মোতায়েন ছিল; কিন্তু সে সমস্তকে আর কাজে লাগাইতে হয় নাই। যুগোশ্লাভিয়ার বিদ্রোহের বিবরণ বিস্ময়কর ও অভিনব বটে। বিশ্বশান্তি-সংঘ যদি যুগোশ্লাভিয়ার এই 'বেতার বিদ্রোহের' কথা ভাল করিয়া প্রচার করিতে পারেন, তবে হয়তো যুদ্ধ ও রক্তপাত নিবারণে কিছু সহায়তা হইতে পারে।

পাকুড় ষড়যন্ত্র মামলা

আসামীগণ দায়রায় সোপর্দ্দ

পাঠকগণ অবগত আছেন, পাকুড় রাজ এষ্টেটের [illegible] ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ ডি আর দত্ত ও ডাঃ তারানাথ ভট্টাচার্য্য বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভ্রাতা অমরেন্দ্রকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত সোমবারে উক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে বিচারার্থ দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অতঃপর বিনয়ের বিরুদ্ধে হত্যা করিবার নিমিত্ত প্ররোচনা প্রদানের অভিযোগ আনীত হইয়াছে। ডাঃ শিবপদের বিরুদ্ধে অমরের মৃত্যু সম্পর্কিত মিথ্যা প্রমাণ দাখিল করিবার এবং কর্তৃপক্ষকে সংবাদ না দিবার অভিযোগও আনীত হইয়াছে।

ডাঃ দত্ত জামীনে মুক্ত ছিলেন। দায়রার বিচার সাপেক্ষে তাহাকে ৩০০ টাকার জামীনে মুক্ত থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে হাজতে আছে।

মামলার বিবরণ

আসামীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, অমরেন্দ্র চন্দ্র পাণ্ডেকে তাহার শরীরে মারাত্মক প্রকৃতির প্লেগ, ধনুষ্টঙ্কার ও অন্যান্য বীজাণু অথবা বিষ প্রবিষ্ট করাইয়া হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহারা ১৯৩২ সালের মে হইতে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটিশ ভারতের ভবানীপুর, টালীগঞ্জ, কলিকাতা, হাওড়া, দেওঘর, পাকুড়, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে অনেক জ্ঞাত ব্যক্তি এবং অজ্ঞাত অপরাধী লোকের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৩৩ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে অমরেন্দ্রের শরীরে মারাত্মক প্রকৃতির প্লেগ বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া বাস্তবিক পক্ষে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। উহার ফলে ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে [illegible] ৩২১নং বলাইদাস রোডে তাহার মৃত্যু হয়। এতদ্বারা আসামীগণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সহিত পঠিত ১২০খ ধারা অনুযায়ী দণ্ডার্হ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

অতঃপর বিনয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, ১৯৩৩ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে অনেক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটী নিডেলের সূচদ্বারা অমরের শরীরে প্লেগ বীজাণু প্রবিষ্ট করাইয়া অমরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছিল ও তদ্দ্বারা ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে ৩২১নং বলাইদাস রোডে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। বিনয় পাছে উক্ত অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধের অনুষ্ঠানে প্ররোচনা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত প্ররোচনা প্রদান করার ফলে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা এই আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সহিত পঠিত ১০৯ ধারানুযায়ী দণ্ডার্হ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ শিবপদের বিরুদ্ধে এই দুই দফা অভিযোগও আনীত হয় যে, (১) এই আসামী ১৯৩৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কিম্বা অনুমান ঐ তারিখে চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতায় অমরেন্দ্রকে হত্যা করিবার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বলিয়া জানা, কিম্বা বিশ্বাস করিবার পক্ষে কারণ থাকা সত্ত্বেও নিকটবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা পুলিশ অফিসারের নিকট স্বেচ্ছায় উক্ত অপরাধের কোন সংবাদ প্রদান করেন নাই। এতদ্দ্বারা আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০২ ধারানুযায়ী দণ্ডার্হ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। (২) আসামী অপরাধীকে আইনানুগ দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত অপরাধ-সম্পর্কিত প্রমাণ (যাহা স্বাভাবিক কারণে হইয়াছিল বলিয়া দেখাইবার জন্য সার্টিফিকেট দিয়া অমরেন্দ্রের মৃতদেহ) গোপন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা এই আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারানুযায়ী দণ্ডার্হ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের [illegible] মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় এই বৎসর [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবেষণা [illegible] এম, এস্-সি পরীক্ষায় [illegible] বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

উহার গবেষণার বিষয় ছিল—[illegible] হইতে কেমন করিয়া 'প্রোটিন' [illegible] উদ্ভিদজ্জাত দ্রব্যাদি উদ্ভিদদেহে সমুৎপন্ন [illegible] লেবরেটরীতে উহাদের কি [illegible] 'প্রোটিন' তৈয়ারী হয় তাহা দেখাইয়াছেন।

অধ্যাপক ডাঃ নীলরতন ধর এম এস সি (লণ্ডন ও প্যারিস) [illegible] ডি, এস; অধ্যাপক ডাঃ [illegible] ডি-এস-সি (লণ্ডন) প্রমুখ মনীষিগণ সংশ্রবে আমাদের মত [illegible]। এই নূতন তথ্য কৃষিক্ষেত্রে অনেক আলোক সম্পাত করিবে।

গত ১৯৩১ সালে শ্রীমান সুনীল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

আশ্চর্য্য বড়লাটের স্পেশ্যাল

সিমলা হইতে হায়দ্রাবাদ যাইতে এ অবস্থায় বড়লাট তার কর্ম্ম [illegible] স্পেশ্যাল ট্রেন সিমলা যাওয়ার পথে ফিরিবার সময় বিলাসপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন [illegible] ষ্টেশনে পৌঁছে। অ বয়ঃসী পর ছাড়া হয়; কিন্তু বহির্গত হোম-সিগন্যাল নিকটে আসিলে ড্রাইভার গাড়ী থামান। ড্রাইভার বলে, গার্ডের হুকুমে গাড়ী থামাইয়াছে। কিন্তু গার্ড বলেন, গাড়ী থামাইবার হুকুম করেন নাই। দেখা যায়, ট্রেনের ইঞ্জিনের একখানা পিছন দিকের লাল আলোটিকে ড্রাইভার গার্ডের সঙ্কেত মনে করিয়া গাড়ী থামাইয়াছে। তৎপর পুনরায় গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৫শে মে ইং ১৯৩৪ শুক্রবার | ৭৩শ সংখ্যা

"মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের পার্থক্য উপলব্ধি"

—:•:—

স্বামী বনের কৃপায় পাশ্চাত্য দার্শনিকের উন্নতি

—:•:—

'গৌড়ীয় মিশন'-প্রাসাদের ইষ্টক হইতে বাসনা

—:•:—

আচার্য্যত্রিক প্রভুর নিকট জার্ম্মাণ-মনীষীর পত্র

To His Holiness
Sree Mahamahopadeshaka Acharyya Kunjabehari Vidyabhusan.

This afternoon I got the permission by Sree Tridandi Swami B. H. Bon Maharaj to address to Your Holiness in a letter. I, indeed, don't know how I should be able to feel worth to write to Your Holiness. I am a man of the dry West and am to get rid off the limitations of the Western mentality which is the strongest impediment standing in the way of leading a true Spiritual life. As Your Holiness knows, I came March 19th from Berlin to join Sree Swami B. H. Bon here in the London Monastery. I had the clear impression of the purity of his soul when I met him in Berlin and by the unique ideas expressed in the books he has kindly given to me, I got induced to start for London in order to attain the blissful association with the true Devotees, which I recognised as the most precious association of the whole world. I have, since my arrival, realised that I am not worth being allowed to get the blessing of living here and yet the separation from the True Devotees would be absolutely unbearable. I suffered immensely when I was compelled to live among worldly-minded people and now I am blessed by the constant help of Sree Tridandi Swami Bon and Tirtha who are both always eager to promote my spiritual life and the amiable Mr. S. Das & Mr. R. Brahmachari who are helpful to me in every concern too.

I try to render sincere service, indeed, but I am quite aware of the fact that this is not worth speaking of. My brain is filled with the ideas, full to the brim, of the different religions and philosophical teachings and it is due to the Blessings of the True Devotees that I nevertheless got a glimpse of the great difference between the functions of the human mind and the normal function of the pure soul, which is not concerned with mundane relativities. My constant prayer is that His Divine Grace may employ me in the service of Godhead and that I may be able to devote my humble faculties and activities for helping in the office of the Monastery here and he accepted as a small brick in the construction of the wonderful temple of the Brotherhood of the true Vaishnavas, i. e. the Gaudiya Mission and as Your Holiness is the architect of this Holy Building, it is my sincere prayer, that Your Holiness may kindly employ this small brick.

I beg to express my utter sorrow as to the fact that His Divine Grace is unable to start for London due to indisposition.

Always your obedient servant,

Sincerely

Sd/ Ernst Schulze.

মর্ম্মানুবাদ

পূজনীয়

মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীচরণেষু

আপনাকে পত্র লিখিবার জন্য অদ্য বৈকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজের নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনাকে পত্র লিখিবার যোগ্যতা আমার কতটুকু তাহা আমার জানা নাই। আমি শুষ্ক পাশ্চাত্যদেশের জনৈক ব্যক্তি বলিয়া প্রকৃত পারমার্থিক জীবনযাপন সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশবাসীর চিত্তবৃত্তি ও সংকীর্ণতা আমার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। আপনি জানেন যে আমি গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে স্বামী বনের সহিত মিলিত হইবার জন্য বার্লিন নগর হইতে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছি। যখন বার্লিন নগরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে আমার অন্তরে পরিষ্কার রেখাপাত হইয়াছিল এবং আমাকে পড়িবার জন্য তিনি যে-সমস্ত পুস্তক দিয়াছিলেন তাহাতে যে-সমস্ত অতুলনীয় ধারণার বিষয় লিখিত ছিল, জগতে সাধুসঙ্গের পুণ্যময় ফল অনুভব করিয়া আমি তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া এই লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে আসিবার জন্য রওনা হই। এখানে আসিবার পর হইতে আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে এই মহৎ স্থানে বাস করিবার আমার অধিকার বা যোগ্যতা নাই; কিন্তু তথাপি ইঁহাদের বিরহ সহ্য করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। জাগতিক লোকের সহিত বাস করিতে বাধ্য হইয়া আমি অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এখন স্বামী বন ও স্বামী তীর্থ মহারাজদ্বয় আমার পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সাহায্য করিতে থাকায় এবং শ্রীযুক্ত এস্. দাস ও শ্রীযুক্ত আর ব্রহ্মচারী মহোদয় সর্ব্ববিষয়ে আমার উপকার করিতে থাকায় আমি নিজকে ধন্য মনে করিতেছি।

আন্তরিক সেবা-কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলেও আমি অনুভব করি যে, আমার সেরূপ চেষ্টা আদৌ বর্ণনার যোগ্য নহে। আমার মস্তিষ্ক বিভিন্ন ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উপদেশে পূর্ণ থাকিলেও সাধুগণের কৃপায় মনোধর্ম্ম এবং আত্মধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বুঝিতে পারিয়াছি যে পার্থিব ব্যাপারের সহিত পবিত্র আত্মার আপেক্ষিকতার কোন সম্পর্ক নাই। সর্ব্বদা আমার প্রার্থনা এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করুন যেন আমি আমার সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা এই মঠের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারি এবং শ্রীগৌড়ীয়-মিশনরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের মন্দিরগঠনে আমি যেন একখানি ইষ্টকরূপে

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ মধুসূদন, তিথি [illegible] ৪৪৮

বিশ্ব-সৃষ্টি-রহস্য

পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য লইয়া দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] কণাদ, কপিল [illegible] ও বিশ্বামিত্র [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] কল্পনা করিয়াছেন। যে যাহা যুক্তিযুক্ত কল্পনা স্ব-স্ব বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করিয়া সাধারণকে এই [illegible] করিবার যত কৌশলই আবিষ্কার করুন না কেন, তাঁহাদের ভ্রান্তি অধোক্ষজ-দার্শনিকগণের দৃষ্টি কখনও এড়াইতে পারে না। কেননা যুক্তি-[illegible] ইন্দ্রিয়ের বলে [illegible] যে চেষ্টা, তাহাতে আরোহ বাদের ত্রুটি, আর সর্ব্বজ্ঞগণের কৃপা রশ্মির বলে শুদ্ধ-জ্ঞান [illegible] অবরোহ বাদের নিকট। আরোহবাদীর মতবাদ আলোচনা পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিয়া বেদান্তাচার্য্যকুলমণি শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অবরোহ-পথে বিশ্ব-সৃষ্টির সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। আজ আমরা তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বিদ্যাভূষণ পাদ বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের গোবিন্দ-ভাষ্যে সাংখ্যাচার্য্য শ্রীকপিলদেবের বর্ণিত মত বর্ণনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন, শ্রীকপিলদেবের মতে তত্ত্ব ২৫টী—প্রকৃতি; মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, এই গুণত্রয়কে যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রকৃতির কার্য্যভূত জগতে সুখাদি [illegible] দেখা যায়। দৃষ্টান্ত যথা—একটী স্ত্রী দ্বারা পতির সুখদা হন; এই স্থলে 'সাত্ত্বিক' ভাবের প্রকাশ। তিনি আবার সপত্নীর দুঃখদায়িনী হওয়ায় 'রাজসী' ও মোহিনী হইয়া বিরহ দ্বারা তামসী হন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পাদ, পায়ু, বাক্, উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন—সর্ব্বসাকল্যে ১১টী ইন্দ্রিয়।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি নিত্যা ও বিভু-শালিনী। এই মূল প্রকৃতি (প্রধান) অকার্য্য মূল (প্রধান অন্য অর্থাৎ কারণান্তর-রহিত। ঐ প্রধান অপরিচ্ছিন্ন ও সকলের উপাদান; "সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্" ইত্যাদি সূত্র হইতেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চ-তন্মাত্র—এই সাতটী প্রকৃতি বিকার এবং অহঙ্কারাদির প্রকৃতিও প্রধানের বিকার। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শটী বিকার। পুরুষ পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি বা বিকার নহেন। প্রকৃতি নিত্য-বিকার বিশিষ্টা এবং নিজে অচেতন হইয়াও অচেতন জীবের ভোগের ও অপবর্গের হেতু এবং ইন্দ্রিয় [illegible] হইয়াও তাহার [illegible] হইয়া থাকেন। প্রকৃতিস্বরূপ এক হইয়াও বিষমগুণা বলিয়া পরিণাম-শক্তিযোগে মহদাদি বিচিত্রকার্য্যময় জগৎ প্রসব করেন। এইরূপেই প্রকৃতি জগন্নিমিত্তোপাদানরূপিণী। 'পুরুষ'—নির্দ্ধর্ম্ম, নির্গুণ ও প্রভু। তিনি চৈতন্যরূপ এবং [illegible] ও প্রধানের পরিণামে অহঙ্কারের এবং বিকার ও ক্রিয়ার অভাব-বশতঃ অকর্ত্তা ভোক্তৃস্বরূপ।

'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ'র তত্ত্ব পূর্ব্বোক্তরূপ হওয়ায় উভয়ের সান্নিধ্যহেতু পরস্পরের ধর্ম্মের বিনিময় হয়—প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই প্রকার বিবেকের অভাবেই ভোগ এবং বিবেকেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের উদাসীনতার জন্য প্রকৃতি বিষয় সমূহ সোপপাদক সূত্র সমূহদ্বারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সাংখ্যকার উক্ত প্রক্রিয়ায় 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'আগম'—এই তিনটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। উহাদের নিরূপণেই সম্যক্ সিদ্ধি। (উপমানাদি উহাদের অন্তর্গত; উহারা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে।) প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ও আগম সিদ্ধ অর্থসমূহে অধিক বিসংবাদ নাই। 'পরিমাণাৎ', 'সমন্বয়াৎ', 'শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ' প্রভৃতি সূত্রসমূহ দ্বারা যে প্রধানের [illegible] অনুমান করা হইয়াছে, এক্ষণে উহারই নিরাসের প্রয়োজন হইতেছে। কারণ এই মতের নিরাসেই সাংখ্যের সকল মতই নিরাস হইবে।

এ বিষয়ে সংশয় এই যে, 'প্রধান' জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কি না? পূর্ব্বপক্ষ প্রধানের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদানত্ব' উভয়ই স্বীকার করেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন, জগতের উপাদানরূপেই সত্ত্বাদিরূপ প্রধানের অনুমান করা যায়। উপাদান—কার্য্যের সমন্বয়েই হইয়া থাকে; যথা—ঘটাদি-কার্য্যের উপাদানরূপে মৃত্তিকাদিরই সমন্বয় দেখা গিয়াছে। জড়-বৃক্ষের পত্রোদ্গমাদি ও জড়ীয় জলের চলন দর্শনে জড় বা অচেতন—প্রধানেরও জগৎকর্তৃত্ব স্থির হয়। অতএব "প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ"—এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরসনকল্পে প্রথমসূত্রের অবতারণা করা যাইতেছে। প্রথম সূত্র—

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্

প্রধান—অচেতন, অতএব জড়-প্রধান জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণ নহে, কারণ এই জগতের বিচিত্র রচনা দেখিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ জড় প্রধান দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের রচনা সিদ্ধ হয় না, বা অনুমান করাও সঙ্গত নহে। ইহজগতে চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত ইষ্টকাদির দ্বারা কোন দিনই প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ সিদ্ধ হয় নাই। সূত্রোক্ত 'চ'-শব্দ দ্বারা অন্বয়ের অনুপপত্তি সমুচ্চিত হইয়াছে। বাহ্য ঘটাদি পদার্থনিচয় কখনই সুখাদি-স্বরূপে অন্বিত নহে; কারণ সুখাদি বিষয় সমূহ আন্তর ধর্ম্ম, সুতরাং বাহ্য-বস্তুতে উহাদের অন্বয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঘটাদি পদার্থ উক্ত সুখাদির হেতু এবং সুখাদি-রূপেও উহাদের প্রতীতি নাই।

[সাংখ্যমত-খণ্ডনের অন্যান্য প্রমাণাদি আগামীতে ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে।]

মৎসরতা

মৎসরতার ন্যায় মানবের আর শত্রু নাই। মৎসরতা মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব বঞ্চিত করিয়া পশুরও অধম—শুধু পশু কেন, পিশাচের ন্যায় চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট করে। মৎসরতা-বশে লোকে অপরের শ্রী দেখিতে পারে না। নিজের কোন লাভ না থাকিলেও অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত, বিব্রত, বিপদাপন্ন করিবার প্রয়াসই তাহার বৃত্তি; এমন কি তৎপক্ষে নিজে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতেও বিরত হয় না। যাহারা নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত তাহারা এই শ্রেণীর লোক। মৎসরতা বৃত্তি শ্রীহরিসেবাবৃত্তিকে একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। মৎসর ব্যক্তি কখনও হরিভক্ত-বৈষ্ণবের দাস হইবার যত্ন করে না। ষড়্‌রিপুর মধ্যে এই রিপুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অন্য গুলিকে সংযত করিয়া তাহাদের বিষয় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে হরিসেবা-কার্য্যে নিয়োজিত করা যায়, কিন্তু মৎসরতার কখনও সে সৌভাগ্য হয় না।

মৎসরতা সমূলে উৎপাটিত করিয়া হৃদয়-ক্ষেত্র নির্ম্মল করিতে না পারিলে ভক্তি-দেবীর আবাহন, অধিষ্ঠান কেন—তাঁহার প্রবেশও অসম্ভব। কামকে কৃষ্ণকামার্পণ দ্বারা ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষিজনে ও ভক্তিনাশক অপরাধে প্রয়োগ করাই তাহার যথার্থ ব্যবহার, সাধুসঙ্গে হরিকথার আলোচনাতে লোভই আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে উপযোগী। অচিৎ বস্তুবিষয়ে বুদ্ধি-লোপরূপ মোহই আমাদের চিত্তবৃত্তি-পরিস্ফুরণের সহায়তা করে। অকৈতবা-ভক্তির মদ দূরে পরিহার করিয়া হরিজন-মদিরায় উন্মত্ত হওয়াই জীবের একমাত্র নিঃশ্রেয়স্। সুতরাং অপব্যবহারে এই পাঁচটী বৃত্তি রিপু হইলেও সুযোগ্য প্রয়োগে ইহারাই সর্ব্বোত্তম মিত্র।

কিন্তু মৎসরতা কখনও জীবের বন্ধু হইবার যোগ্য হইতে পারে না। ভক্তি-বৃত্তির বীজ মৎসর ক্ষেত্রে কখনও অঙ্কুরিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, বপনমাত্রেই নাশ প্রাপ্ত হয়। ভাগবতধর্ম্ম একমাত্র নির্ম্মৎসর চিত্তেই অনুশীলন-যোগ্য, তাই এই ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত-কৈতব এবং নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরিত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ ব্যাসদেব যুক্তি বিবৃত করিয়াছেন।

আমাদের সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য, নির্ম্মৎসরতাই সাধুর প্রধান লক্ষণ। যেখানে মৎসরতার দুর্গন্ধের সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে সাধুগিরির ভড়ং যতই প্রগাঢ় হউক না কেন, বুদ্ধিমান্ জন সেপথ বর্জ্জন পূর্ব্বক যথার্থ নির্ম্মৎসর সাধুরই চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ আচার্য্যের আসন বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়া শিষ্যকে যথার্থ সাধুর বিরুদ্ধে মৎসরতা পোষণ করিতে উপদেশ দেয়, যাহাতে প্রকৃত সাধুর উপদেশ স্বীয় শিষ্যবর্গের কর্ণগোচর না হয় তাহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধনাম-প্রচারে বাধা দেয়, প্রকৃত সাধু যাহাতে ঐ আচার্য্যবেশীর আক্রান্ত নগরে অধিকক্ষণ 'টিকিতে' না পারে তজ্জন্য সে শিষ্যের প্রতি আদেশ দেয় উঁহাদিগকে আশ্রয় দিও না, এখান হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই যেন এ নগর ছাড়িয়া যায়, আর কখনও না আসে তাহারই ব্যবস্থা কর ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কেহ বুদ্ধিমান্ থাকিলে তথাকথিত আচার্য্যের দুষ্টামী ধরিয়া ফেলেন ও যথার্থ সাধুরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আজ কয়েক বৎসর হইল ঢাকা নগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সন্ন্যাসী বানপ্রস্থ কয়েক মূর্ত্তিকে তথাকথিত এক আচার্য্য এইরূপেই বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার শিষ্যটী শিক্ষিত বুদ্ধিমান বলিয়া গুরুর (?) আদেশ পালন না করিয়াও তাঁহার কারসাজি বুঝিয়া লঘু-ভাবে

তাঁহাকে বর্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ...নগরে কয়েকজন আচার্য্যব্যবসায়ীর চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের মৎসরতাকে জগৎ-সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের উপদেশাবলীর কদর্য্যতা ও শ্রীরাধাগোবিন্দ মঠের ভক্তগণের সাধুত্ব জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে মৎসরগণ নূতন নূতন উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সাধুবৈষ্ণবের বিদ্বেষসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, অসাধুর বৃত্তিই এই। ইহাদের প্রচার্য্য বিষয় এই যে জগতে সুখের আশায় ঘর বাঁধিয়া সকলে তাহাদের মত ভান করিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্ম পালন করুক আর তাহাদিগকে যোপার্জ্জিত অর্থে পুষ্ট করিতে থাকুক। যাহারা ত্যাগের বার্ত্তা, যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা প্রচার করিতে প্রয়াসী তাঁহাদিগকে কষ্টবৈরাগীরূপে স্থাপন করিয়া যাহাতে গৃহমেধীগণই যুক্তবৈরাগ্য-রূপে প্রচলিত হয়—কেন না লোকের মনের কথা ত' লোক-সমাজে প্রকাশ পায় না—এইজন্যই কতকগুলি মৎসর বঞ্চক সমবেত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর যথার্থ ধর্ম্ম উৎসাদিত করিতে যত্ন করিতেছে এবং লোকের দৌরাত্ম্যকেই তদভাবে প্রচার করিয়া গৌরবিদ্বেষ করিতেছে। সরলচিত্ত ব্যক্তিগণ সাবধান হইয়া তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন না করিলে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের সঙ্গে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ ঘোর নরকে পতিত হইবেন। তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান" তাই বলিয়া একথা আমাদের বক্তব্য নয় যে গৃহস্থবৈষ্ণবগণের বৈরাগ্য নাই। আমরা ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছি—

"গৃহে বা বনেতে থাক, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাক"।

যাঁহারা গৌরাঙ্গকে ডাকিতে জানেন, তাকার মত ডাকিতে পারেন, প্রাণে প্রাণে ডাকিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের বৈরাগ্যের সীমা নাই, তাঁহাদের ভোগবুদ্ধি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। ইহারই নাম যুক্তবৈরাগ্য, তা' গৃহেই থাকা হউক আর বনেই থাকা হউক। কিন্তু গৃহীবাউল হইয়া কেহ ঘরপাগলাদিতে তৎপর হইয়া ত্যাগীর বেষকে অসম্মান করিতে থাকিলে তাহা যুক্তবৈরাগ্য নহে একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। তথাকথিত গৃহস্থের অধিকাংশই যথার্থ গৃহস্থ নহেন, তাঁহারা গৃহব্রত, ঘর-পাগলা, ইঁহাদের যুক্তবৈরাগ্য নাই। কপট-বৈরাগ্য বা মর্কটবৈরাগ্য বহুমানের যত্ন না হইলেও হরিভজনে কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্য একান্ত আবশ্যক, কেন না ভোগ ও সেবা পরস্পর অসমঞ্জস। কে কোথায় বেষের অসম্মান করিতেছে, অতএব বেষমাত্রই হেয়, এরূপ বিচার নিরপেক্ষ নহে। আমি বেষগ্রহণের যোগ্য নই, বেষগ্রহণ করিতে পারি নাই, আর বেষধারী সন্ন্যাসি-পরিচয়ে পরিচিতগণের মধ্যে অনেকেই ভণ্ড, পাপাচারী বলিয়া যেখানে বেষ দেখিব, সে-স্থলেই অশ্রদ্ধা করিব এরূপ বুদ্ধি মৎসরতা-প্রসূত, ইহা ত্যাগ করা আবশ্যক। আবার তায় সকলে গৃহিবাউল হইয়া ঘর-পাগলাদি কলঙ্ক এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করার ন্যায় সঙ্কীর্ণতা আর কি হইতে পারে? তবে একথা বলা যাইতে পারে, বেষ দেখিলেই আমরা যেন প্রতারিত না হই, "গেরুয়া পরা" মাত্রই কিছু সন্ন্যাসী নহে। কিন্তু বৈধ সন্ন্যাসীর গৈরিক-ধারণ ন্যায় নহে। সুতরাং গৈরিক বসনের প্রতি বীতরাগ না হইয়া তাহার অপব্যবহারকেই ঘৃণা করা উচিত নচেৎ গৃহস্থ দেখিলেই, কি সন্ন্যাসী দেখিলেই লাঞ্ছনা করিব এইরূপ মৎসরতা অন্তর হইতে দূরীকৃত না হইলে আমাদের হরিভজন আরম্ভ হইবে না।

আদর্শ বৈষ্ণবগৃহিণী

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী)

জগজ্জননী নারায়ণী শক্তিগণই আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহিণী। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাপরা সুকৃতিসম্পন্নাগণ আদর্শ-বৈষ্ণবী। যাঁহারা আদর্শ-বৈষ্ণবগৃহে আবির্ভূতা বা আদর্শ গৃহস্থ-বৈষ্ণব-গৃহের গৃহিণী, তাঁহাদের ভাগ্য আমার ন্যায় পুরুষাভিমানী, ভজনবিরোধী, দাম্ভিক ও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাকামীর ভাগ্য অপেক্ষা অনন্তগুণে প্রশংসনীয়। তাঁহারা যে কুলেই আবির্ভূতা হউন না কেন নিতান্ত অর্থহীনা হইলেও পরমার্থলাভের সম্পূর্ণ যোগ্যা।

যে সমস্ত রমণীগণ, বৃদ্ধা বা বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হওয়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল বেশ-ভূষা-পরিচ্ছদ-গ্রহণাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া নিজকে পরম গৌরবান্বিতা মনে করেন, এবং পতি-সোহাগিনী হইবার নিমিত্ত যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনদ্বারা কপটতা করিয়া মায়া-ফাঁস সুদৃঢ়ভাবে আঁট করিবার কৌশল খোঁজেন তাঁহারা যতই কেন কপটতা করিয়া লোক-দেখানো গোরা-ভজা, তিলকমালা-ধারণ ও নামের ঝোলা নাড়াচাড়া করুন না তাঁহারা নিশ্চয়ই বিমুখমোহিনী মায়ার চর গুপ্তচরিণী।

আমরা যেরূপ পুরুষাভিমানী থাকিয়া বৈষ্ণবাভিমান করি, সেই প্রকার রমণীগণও যদি স্ত্রী-অভিমানী থাকিয়া বৈষ্ণবী বা নারায়ণী শক্তি অভিমান করেন, তাহা হইলে জীব-স্বরূপ-জ্ঞানে উভয়ের বাস্তব ভুল থাকিয়া গেল। ঐ ভুলটী স্বরূপ-বিস্মৃতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। এ কারণের কারণ ভজনে অনিচ্ছা, আত্ম-পরবঞ্চনেচ্ছা। ইহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও পূর্ব্ব স্বভাব ঘুচিবার উপায় নাই। পূর্ব্ব স্বভাব না ঘুচিলে, ইষ্ট-নিষ্ঠা, হরিগুরু-বৈষ্ণবে প্রীতি অসম্ভব।

আদর্শ বৈষ্ণবীগণ, আদর্শ বৈষ্ণবদিগের ন্যায় অসৎ-সঙ্গে প্রীতি রাখেন না; আত্মীয়স্বজন-বৃদ্ধিতে বৈষ্ণবদ্বেষী পাষণ্ডগণের সেবাকাঙ্ক্ষা করেন না; তবে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতার পথে বিবিধ কণ্টক থাকায় তাঁহারা সংসারে পদ্মপত্রের ন্যায় জলে ভাসমান থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রীতি শিথিল থাকায় উহা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। এক কথায় তাঁহারাও মমতাযুক্ত হইয়া ইষ্ট বস্তুর প্রীতি কামনা করেন বলিয়া অনিষ্টে নিরাগবতী আছেন। অবশ্য এতাদৃশী আদর্শ-বৈষ্ণবী জগতে অতি বিরল। অদ্য আমরা একটী আদর্শ বৈষ্ণব গৃহিণীর আদর্শ চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আত্মচিত্ত-শোধনের প্রয়াস পাইব।

শ্রীনীলাচলে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ। ভট্টাচার্য্য স্বয়ং পাকের যাবতীয় আয়োজন করিয়াছেন; আর তাঁহার গৃহিণী যিনি ষাঠীর মাতা বলিয়া পরিচিতা তিনি স্বহস্তে, যাহা যাহা মহাপ্রভুর অতি প্রিয় তাহা সব রন্ধন করিয়াছেন। রন্ধনান্তে মস্ত বড় বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙটিয়া পাতে অর্থাৎ বত্রিশ ছড়ায় কাঁদি পড়ে এরূপ আঠিয়া কলাগাছের অগ্রভাগের কলাপাতে ভোগের অন্ন আদি সমস্ত উপকরণ দিয়া তুলসী মঞ্জরী দিলেন।

ভট্টাচার্য্য আসন দিলেন, ভোগ সাজাইলেন, তুলসী মঞ্জরী দিলেন, কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে নিবেদনের কোন কথা আছে কিনা তাহা মনে হয় না; কারণ আজ স্বয়ং ভগবান্ প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাতে ভক্তপ্রদত্ত উপাদান পরিগ্রহ করিবেন, ভক্তও মনের সাধে প্রাণ ঢালিয়া প্রাণবল্লভের সেবা করিবেন, স্বহস্তে পরিবেশন করিবেন, আনন্দ আর ধরে না, সুতরাং স্বতন্ত্র মন্ত্রের নিবেদনটী বাদ থাকিল।

জগন্নাথের প্রসাদও প্রচুর আনাইলেন, কিন্তু বস্তুতে পাচিত অপ্রসাদী বা অনর্পিত নৈবেদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া একাকার করিলেন না, এ বিষয় সাবধান হইলেন। উভয়ের পরস্পর মিশ্রণ না হয় এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে স্নানান্তে একক সার্ব্বভৌম-গৃহে উপনীত হইলেন। ভোগ-রন্ধনাদির প্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া ভট্টাচার্য্যকে বহু প্রকারে প্রশংসা করিয়া ভোজনে বসিলেন।

'হেনকালে "অমোঘ"—ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তিঁহো ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা॥
(মহাপ্রভুর) ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥"
(চৈঃ চঃ)

ভট্টাচার্য্য কুলীন জামাতা বলিয়া কোন প্রকার পক্ষপাত অবলম্বন করিলেন না। কায়িক উপদ্রবের জন্য অমূল্যের দুর্লভদাতা মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-মর্য্যাদা হানির অবকাশ না ঘটিবার ব্যবস্থায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলেন। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে প্রসাদ দিতে যাইয়া এদিকে অন্যমনা হইলেন, অমনি অমোঘ মহাপ্রভুর ভোজন দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"এত অন্ন তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ॥"
(চরিতামৃত)

ভট্টাচার্য্য এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে লাঠির সদ্ব্যবহার করিবার জন্য জামাতা মহাশয়কে তাড়া করিলেন, কিন্তু নাগাল পাইলেন না। তাঁর ভর্ৎসনা ও শাপ দিতে লাগিলেন।

প্রভুনিন্দা-শ্রবণে আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহিণী ষাঠীর মাতা এতই দুঃখী হইলেন যে,—

"শুনি ষাঠীর মাতা শিরে বুকে ঘাত মারে।
'ষাঠী রাণ্ডী হউক' ইহা বলে বারে বারে॥"
(চরিতামৃত)
(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্যানুবাদ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গৃহীত হইতে পারে। আপনি এই বক্তিমনিবাসের প্রধান শিরা; আশা করি আপনি আমার প্রার্থনা অনুসারে আমার নিত্যকার্য্যে একখানি দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

উক্ত শ্রীপাদ অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ যাহা করিবেন পারিবেন না ভাবিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

আপনার বিশ্বাসী
অনুগত
স্বাঃ—হার্ট্‌লি গড্‌।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য সহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাবলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যশতকম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দীধিতিঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্ এণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুরের সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। যাদবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটি.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বভার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিমপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, এলং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহিয়ে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৩,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	+ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭ ৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৪	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	+ ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৬	১৪-৩০ + ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৩, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ – ৪৲
বাঁশফুল কুমনী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
মশলান (মধ্য)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
২নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৶০
আটা এলবার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গুঁতাল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৸০ নূতনঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৯।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	১০৲
৫৲ „ ঋণ (১৯৪৫	১০৭৸০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৬৮) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ঋণ :—	১০৭৸০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পুরা টা)		১১৪।০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল।

ঢাকেশ্বরী মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আগরপাড়া	১১৫৲
বালি	১৩৭৲
বরানগর	১৫৯৲
ক্লাইভ	৩৭০৲
অ্যাংলো	৫৪২৲
হুগলী	৩।০
ক্যালিডোনিয়া	৪০৬৵০
ডেল্টা	৪০৫৲

— —

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে ও পরিচয় পত্রাদি সহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পঞ্চানন প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, ডি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, ডি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সত্যব্রত-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতপথে বেশ্য এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুতত্ব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ডবল ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি জিলাময় প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী আয়ুর্ব্বেদ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
স্থিতি কলম চুক্তির হারে।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৮১, ২৫শে মে ১৯৭৪

যম লইয়া খেলা

সাপুড়ের কেরামতিতে বালকের মৃত্যু

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ, মায়াওয়া নামে এক সাপুড়ে হাতোয়াদীর সেসন জজের বিচারে ছই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। বিচারপতি মোসনে আপীল অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। প্রকাশ যে, সাপুড়ে খেলা দেখাইতে থাকে যে, সাপেকাটা লোককে সে ঔষধ দিয়া আরোগ্য করিয়া দিতে পারে। দুই ব্যক্তি সে ঐরূপ খেলা দেখায়, কিন্তু খারাপ কিছু হয় না। সেদিন সে যখন খেলা দেখাইতেছিল, তখন সে একটা স্কুলের ছেলের হাতে বিষধর সর্প দ্বারা দংশন করায় এবং তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য করিবার জন্য কতকগুলি লতা-পাতা চিবাইতে দেয় ও বালকটীকে উহার রস সর্পদষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিতে বলে। বালকটি তদনুযায়ী ঐ রস সর্পদষ্ট স্থানে লাগাইয়া দেয়। কিন্তু সে শরীরে বেদনা বোধ করিতে থাকে এবং অল্পক্ষণ পরে মারা যায়। আসামী তখন বিষ সাপের ঝুড়ি ফেলিয়া সরিয়া পড়ে। পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও বিচারে তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট আপীল অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া মন্তব্য করেন যে, উহার অপরাধ যেরূপ গুরুতর, তাহাতে দণ্ড বেশী বলা যায় না।"

জামালপুরে অদ্ভুত ঘটনা

লাহোর হইতে প্রকাশ, জামালপুর জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামের এক অধিবাসীর বাড়ীতে কিছুদিন যাবৎ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে। প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় ৫।৬ খানা ইট কোথা হইতে নিক্ষিপ্ত হয়। বাড়ীর মালিক মনে করেন যে, কোন দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি ইহা করিয়াছে, কিন্তু শূন্য হইতে ইট কে ফেলিয়াছে, কিছুই দেখা যায় না। এক একটি ইট ওজনে প্রায় অর্দ্ধসের। ইটের আঘাতে গৃহস্বামীর মাতা ও দুইটি ছেলে আহত হইয়াছে। তাহারপর হইতে যখন ইটক বর্ষিত হয় তখন বাড়ীর লোকজন ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কালেক্টরের ভোজনকক্ষে সশস্ত্র ডাকাত

কাণপুর হইতে প্রকাশ, দর্শন সিং নামে জনৈক ব্যক্তি একটি রিভলভার ও একটি রাইফেল লইয়া অপরের অলক্ষিতে কালেক্টরের ভোজন কক্ষে প্রবেশ করে এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার চেষ্টা করে। দর্শনসিং আকবর সিংয়ের নেতৃত্বাধীন এক ডাকাতদলের লোক। এই ডাকাতদল কাণপুর, উনাও, রায় বেরিলী, ফতেপুর, গোয়ালিয়র ও এটোয়ার বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি করিয়াছে। আসামী এতদিন ফেরার ছিল। কালেক্টরের আর্দ্দালী বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া সাব-ইন্সপেক্টারকে টেলিফোন করে। সাব ইন্সপেক্টার আসিয়া আসামীকে সনাক্ত ও গ্রেপ্তার করে।

১৫শত লোক আহত

চিকাগো হইতে প্রকাশ, অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩টি অট্টালিকা এবং অধিকন্তু ৭৫টি কুটীর দগ্ধ হইয়াছে। অগ্নিশিখায় ১৫শত লোকের শরীর স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছে। এই প্রকার আহত লোকদের মধ্যে দমকলের লোকজনের সংখ্যাই ৪শত। ৬টি দমকল কোম্পানীর সাজসজ্জা আগুনে নষ্ট হইয়াছে, এই গুলির মূল্য ৭৫ হাজার ডলার হইবে। এখনও স্থানে স্থানে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। ৬৮ খানা দমকল এখনও আগুনের সহিত লড়িতেছে।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা

আলেপ্পো হইতে প্রকাশ, সিরিয়ার সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী যে হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং এতৎসম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী যখন এখানে উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদের প্রতি আনন্দবর্ষণ করা হয়; কিন্তু পরে আর একটি বাড়ীতেও বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

চন্দ্রিকা সিংয়ের ৭ বৎসর কারাদণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টার পণ্ডিত বেদানন্দ ঝাকে মধুবাণীতে গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে হত্যা করিবার চেষ্টা করার অভিযোগে বাঁকীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ চন্দ্রিকা সিংয়ের প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ১৯৩১ সালে হাজিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ডাকাতি সম্পর্কে এক মামলায় চন্দ্রিকা সিং ফেরারী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই ডাকাতিতে ষ্টেশন মাষ্টার ও আর একজন নিহত হইয়াছিল এবং ডাকাতগণ টাকাকড়ি লুঠ করিয়াছিল। বর্ত্তমান মামলার অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী মধুবাণী ষ্টেশনের সাবইন্সপেক্টারকে গুলি মারিয়াছিল এবং রেলওয়ে লাইনের সীমানার বাহিরে গুলি সহ ধৃত হইয়াছিল।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

গত ১২ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে মাত্র ১৪টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে ২৪ পরগণা জেলায় ৪টি, বর্দ্ধমান ও দিনাজপুর প্রত্যেক জেলায় ২টি এবং মালদহ, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ঢাকা জেলায় একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। একস্থানে ডাকাত দলের দুই ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।

বোম্বাই লাট পত্নীর বালা চুরি

বোম্বাইর স্যাক্‌রা মেসার্স সন্দার এণ্ড সন্স্‌এর দশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। কলম্বো হইতে খবর আসিয়াছে যে, একজন সার্ভে লোকেরা এই অলঙ্কার চুরি করিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অলঙ্কারগুলির মধ্যে বোম্বাই লাটের পত্নী লেডী ব্রেবোর্ণের বালা ছিল; উক্ত বালার মধ্যে হীরক ও মুক্তা বসান ছিল। স্যাক্‌রার দোকানে বালা মেরামতের জন্য দেওয়া হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৪১

যুগোস্লাভিয়া ইউরোপের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানেও ফ্যাসিষ্ট বা নাৎসী কায়দায় নূতন পার্লামেন্ট গঠিত হইল। সার্বিয়ানদের মধ্যে একদল পার্লামেন্টে তাঁহারা মন্ত্রীদের পদচ্যুত করিয়া আধা-ফ্যাসী শাসন প্রণালী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দল দমন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রভৃতি হিটলারী ব্যবস্থার পত্তন হইয়াছে। "বলকান অঞ্চলে"—ফ্রান্স ও ইটালীর প্রভাব বিস্তারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পক্ষে এই '[illegible]' কি বাধা এবং সুবিধা সৃষ্টি করিবে, তাহা লইয়া পররাষ্ট্রনীতি বিশারদগণ হয় ত' গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন; পরন্তু শাসনের দোষে মধ্য-ইউরোপে গণতন্ত্রবিরোধী, সামরিক-বল-সহায় এক নায়কত্বের অভ্যুত্থান কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাই চিন্তার বিষয়। বুদ্ধিমান মানব, দেখ তোমার বুদ্ধির দৌড় কত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাহিরে নির্ব্বাসন-জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার কংগ্রেসকর্ম্মিগণ দ্বিধা বিভক্ত। বর্ত্তমানে কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব লইয়া দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। শুনিতে পাই, এই দলাদলি অবসানের জন্য নাকি শ্রীযুক্ত গান্ধীজীকে কলিকাতায় আসিতে হইবে। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, আর্য্য-বংশ-সম্ভূত হিন্দুগণ হইতে মুসলমান ও পাশ্চাত্যদের মূল কারণ হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্বিবাদ। আবার ইংরাজগণের ভারত-শাসনের [illegible] মূলে মুসলমানদের মধ্যে এবং বড় বড় হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্বিবাদ। বর্ত্তমানে যাঁহারা কংগ্রেসের যে দুটী দলের [illegible] উচিত, তাঁহারাও দেখি সকলেই ভারতের হিন্দু-মুসলমান [illegible] আছেন। কিন্তু থাকিলে কি হবে [illegible] প্রকাশ করিবেন। এই [illegible]! আর বক্ষ তোমার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষমতা।

কর্পোরেশনের পক্ষে ত' ভিন্ন অপূর্ব্ব খেলা খেলাইলেন, এখন এই খেলার অবসান করিয়া মেয়র-নির্ব্বাচন লইয়া যে-সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল তাহার ভাল মন্দের বিচার মহাকাল দিবে, পরস্পরের মধ্যে দোষ-নিক্ষেপ মূলক যে সমালোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া বাংলা সন্তানগণ কি [illegible] আবদ্ধ হইতে পারেন না? যদি না পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সাময়িকভাবে তৃতীয় পক্ষের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা রোধ করিবেন কি প্রকারে, উভয় পক্ষ একত্র মিলিত হইয়া, যাহা হইয়া, গিয়াছে তাহার জন্য আর চিন্তা না করিয়া নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, নতুবা আশা দুরাশা মাত্র।

[illegible] খেলাইতে যাইয়া কত সময়ে যে কত শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে তাহার ইয়ত্তা নাই। রেঙ্গুনের এক সাপুড়িয়া খেলাচ্ছলে এক বালকের অঙ্গুলিতে সর্পের দংশন করাইয়া সর্পটি [illegible] বিষাক্ত কাগজের বাক্সটী খেলাইতে যাইয়া বালকটীকে অকালে কালের কবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। ফলে তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু তাহার এই কারাভোগের ফলে ত' আর বালকটীকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। আশাকরি এই শ্রেণীর অজ্ঞ ব্যক্তির বাজীকরী পদ্ধতি আর কেহ অনুমোদন করিবেন না। এপ্রকার বেপরোয়া বাজীকরী কেহ খেলাইতে আসিলে তাহাকে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা আর একটী কথা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি। চিত বা [illegible] (Krait) জাতীয় সাপগুলি [illegible]। কিন্তু ইহাদের বিষক্রিয়ায় প্রাণ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হয়। এই দেশের সাপে কামড়াইলে [illegible] অনেক সময় [illegible] বিষ নাড়ে এবং [illegible] তাহাতে অনেক ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হয়। এপ্রকার ব্যাপারে নবদ্বীপ থানার এক সাপুড়িয়া ও মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। শিক্ষিত বা জনগণ এই সকল অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে একটী লোমহর্ষণ [illegible]। [illegible]—জনৈক হিন্দু মহিলা একটী শিশু সন্তান লইয়া হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিবার সময় জনৈক [illegible] সোনার হারটি ছিনাইয়া লইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে দুইজন টিকেট কালেক্টর লোকটীকে ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া লোকটীর পাগড়ী হইতে হার উদ্ধার করে। [illegible] পুলিশ [illegible] লোকটীকে হাজতে রাখিয়াছে। চোর সম্প্রতি প্রকৃতির মাত্রা যে প্রকারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে সাধারণ যাত্রীগণের [illegible] বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই

আজ কয়েকমাস যাবৎ সহস্র সহস্র কুলি ও বহু ইঞ্জিনিয়ারগণ হার্ডিঞ্জ সেতুর বাঁধ তৈয়ারী করিতেছেন। মানুষের সহিত প্রকৃতির একটা লড়াই চলিতেছে। মানুষ সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। [illegible] এই কার্য্য শেষ হইবে। সহস্রাধিক লোক দিনরাত অনবরত কাজ করিতেছে। এই কাজের জন্য প্রায় এক কোটী টাকার উপর ব্যয় হইবে। ভারতের সর্ব্ববৃহৎ সেতুগুলির মধ্যে হার্ডিঞ্জ সেতু অন্যতম এবং কল-কৌশলের দিক হইতেও উহার গঠনের বৈশিষ্ট্য আছে। পদ্মার প্রবল গতির দরুণই গঠন অত্যন্ত [illegible] করিতে হইয়াছে।

ই, বি রেলের কর্ত্তৃপক্ষ এই সেতু লইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসে এই সেতু পরীক্ষা করিবার জন্য সেতুর নির্ম্মাতা স্যার রবার্ট গেলসকে বিলাত হইতে আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছিল।

চাঁদপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, চাঁদপুর মহকুমার অন্তঃপাতী ফরিদগঞ্জ থানার অধীন [illegible] গ্রামবাসী [illegible] এক ব্যক্তি যখন একদিন সকাল সময় বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন তাহার প্রতিবেশী কয়েকজন লোক তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিয়া প্রহার করে এবং গলা টিপিয়া জীবনাশ করে। পরে মৃতদেহ এক কলা বাগানে লুকাইয়া রাখে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া [illegible] বাহির হয় এবং [illegible] মৃতদেহ উহার [illegible] পরীক্ষার জন্য চাঁদপুর পাঠাইয়া দেয়। প্রসন্ন চৌধুরী, হরীশ চৌধুরী ও সুরেশ চৌধুরীকে পুলিশ এই নৃশংস হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত আছে বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে। তাহারা সকলেই হাজতে আছে। পুলিশ চার্জ্জ সিট পাঠাইয়াছে। মোকদ্দমার শুনানীর তারিখ আগামী ৮ঠা জুন ধার্য্য হইয়াছে।

পদব্রজে ২২০০০ মাইল

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, মিঃ [illegible] নামক জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ী নয় বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে পৃথিবী পদব্রজে পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি আরব, পারস্য আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান হইয়া অদ্য ২২০০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া ২০শে মে তারিখে শিবকাশীতে উপস্থিত হন। তিনি রামেশ্বর দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তিনি বর্ত্তমানে টিনেভেলির অন্তর্গত গ্রামসমূহে তথাকার অধিবাসীবৃন্দের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতেছেন।

বিহার ভূমিকম্পে রাজা জাহির শাহের দান

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, বিহার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের সাহায্যার্থ কাবুলস্থিত ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক ৫৮৮৮৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা জাহির শাহ কাবুলস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। তিনি বিহারের দুর্গতদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং ২০০০৲ টাকা (কাবুলীর মুদ্রা) সাহায্য করেন। প্রধান মন্ত্রী সর্দার মহম্মদ হাসেম খান ও সমর-সচিব সর্দার শাহ মামুদ খান ১০০০৲ টাকা (কাবুলীয় মুদ্রা) দিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। পেশোয়ারের মিঃ এস, এ, খান কর্ত্তৃক এই টাকা পাটনার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বন্দুক চুরি

নাটোর হইতে প্রকাশ, [illegible] জমিদার বাবু গোপীমোহন লাহিড়ী [illegible] বাড়ী হইতে একটা বন্দুক চুরি গিয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকটি বাড়ী খানাতল্লাসী করা হইয়াছে এবং কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। চারিদিকে বড় চুরি হইতেছে।

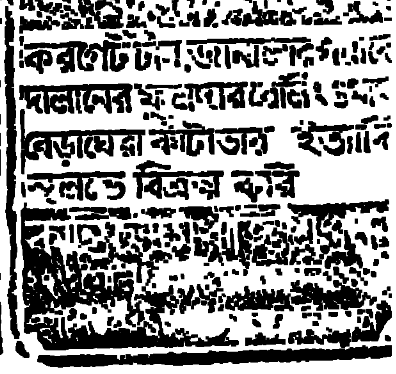

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে মে ইং ১৯৩৪ শনিবার { ৭৪শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

গত ১৯শে মে শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় দিল্লী হিন্দুকলেজ-হলে আহূত একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় ভগবৎ-প্রেম-সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ এস, কি সেন এম-এ, পি-এইচ ডি, ডি-লিট মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

———

পণ্ডিতজীর মুখে এতাদৃশী সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। সভার পক্ষ হইতে প্রফেসার ডাঃ ইন্দ্র চন্দ্র সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয় গৌড়ীয়মঠের প্রশংসা-পূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্রীজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মধ্যে মধ্যে এই কলেজে এইরূপ মঙ্গলময়ী বক্তৃতা-শ্রবণের ঐকান্তিকী ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

———

সভায় প্রফেসার, সুকোমল-মতি ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রফেসার শ্রীযুত বীর সেন এম্-এ, শ্রীযুত পণ্ডিত রামধন শাস্ত্রী এম-এ, প্রফেসার শ্রীযুত শম্ভুনাথ এম-এ, প্রফেসার শ্রীযুত এ, এন্ পুরী এম-এসসি, শ্রীযুত দামোদর স্বরূপ বি-এসসি প্রভৃতি সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

———

বক্তৃতার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের কতিপয় ভক্ত সুললিত-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

———

গত ২০শে মে রবিবার বেঙ্গলী ক্লাবে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় 'ভক্তি' সম্বন্ধে আরও একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছেন।

———

কলিকাতা ভবানীপুরে

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত হাজরা ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ হাজরা মহোদয়গণের সেবাচেষ্টায় ভবানীপুর ১৯০ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডে অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত গৌরকৃষ্ণ বসু মহোদয়ের ভবনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদ-কীর্ত্তনোদ্দেশে প্রথমে মঙ্গলাচরণারম্ভে নমস্কার, বস্তুনির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদ শ্লোকত্রয় আলোচনা-মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের বন্দনা করিয়া তৎপরে প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের কথা, বাস্তব ও শিবদ বস্তুর বিষয়, ঘোর কলিকাল সমাগত দেখিয়া নৈমিষারণ্যে বহিসত্রে ঋষির পরম-ভাগবত শ্রীসূতগোস্বামী প্রভুকে ভাগবত-বক্তৃপদে বরণ পূর্ব্বক ভাগবৎ-প্রশ্নারম্ভ, ভাগবতবক্তা ও শ্রোতার যোগ্যতা, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন, শ্রীশুকদেবে প্রশ্ন, শ্রীশুকের উত্তর-প্রদান, শ্রীসূতগোস্বামীর নৈমিষারণ্যে সেই সংবাদের অবতারণা প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির বিচার-বৈশিষ্ট্যও প্রদর্শিত হয়।

———

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় ও শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও সৎসিদ্ধান্ত প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অবসরপ্রাপ্ত জজ মিঃ জি, কে, বসু, ডাঃ এ. কে, বসু এল-এম-এস, কৃষ্ণধন বসু, শৈলেন্দ্রনাথ বসু বি-এসসি, হীরেন্দ্রনাথ বসু, মন্মথনাথ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ দাস, মহীতোষ দাস, সুধীর কৃষ্ণ দাস, মদনমোহন দাস, হরিচরণ সামন্ত, রামপদ সামন্ত (বর্দ্ধমান) শৈলেন্দ্রনাথ দাস, রসিকলাল দাস প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসজনীকান্ত হাজরা মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

———

কাশীতে

বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগ্ভূষণ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যদেবের চতুর্ব্যহ-কালে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

———

কলিযুগপাবনাবতারী নিরঙ্কুশ বাস্তব বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ত্রিলোকৈকগুরু শ্রীগৌরসুন্দর "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই প্রতিজ্ঞা সংরক্ষণের জন্য, অথবা আপনি আচরি' ধর্ম্ম শিখাইমু সবারে—এই নিজ বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য, স্বয়ং বৈষ্ণবসেবাচরণ পূর্ব্বক মাদৃশ বৈষ্ণবসেবা-বিমুখ বদ্ধজীবকুলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। কারণ—

বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥

প্রাণে আহার্য্য প্রদান না করিলে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে না তদ্রূপ গোবিন্দের প্রাণ-স্বরূপ বৈষ্ণবের সেবা না করিলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, অর্থাৎ কখনই হইতে পারে না।

কৃষ্ণ ভজিবার যাঁ'র আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের সকল প্রিয়দাস॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তি-বলে।
তাঁ'র সাক্ষী সত্যভামা থাকিলা নিবাসে॥
তোমরা যে পার কৃষ্ণভক্ত দিবারে।
তাদেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমা সবা সেবিলে যে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি' কারো পায় ধরে সেই ঠাঁই॥
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সন্ত্রমে বৈষ্ণবগণ আসি' হাতে ধরে॥

———

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রত্যহই নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং উহার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনগণ হরিকথা-শ্রবণের পরম সুযোগ পাইয়া আনন্দানুভব করিতেছেন।

———

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ মধুসূদন, অবদ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

সৃষ্টি-রহস্য

"প্রবৃত্তেশ্চ"

পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াও প্রধানের কারণত্ব সম্ভব হয় না। চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যাহার অধিষ্ঠান হেতু জড়ের প্রবর্ত্তনা হয়, উহারই যে ঐ প্রবৃত্তি তাহা নিশ্চিত। রথ ও সারথিই উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইরূপ ভাবেই "বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে" ইত্যাদি প্রধানের কারণতা-সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে। ঐ স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেহেতু অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উহার উল্লেখ আছে। গোবিন্দভাষ্য মধ্যে তাহা পরে বিস্ফুট করা হইয়াছে। সূত্রোক্ত 'চ'-শব্দ অবধারণে। "আমি করিতেছি," এই দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া জড়ের কর্ত্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে না। যদি বল, প্রকৃতি-পুরুষের-সন্নিধি-মাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের অধ্যাস-বশতঃই জগৎ-রচনা? উত্তর—তাহাও বলা যায় না। আচ্ছা যে সন্নিধি পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাসের কারণ, ঐ সন্নিধি কি প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ের সত্তা অথবা প্রকৃতি পুরুষ গত কোন বিকার? উত্তর—উহা উভয়ের সত্তা ত' নহেই কেন না, তাহা স্বীকার করিলে মুক্তপুরুষ সকলেরও অধ্যাস প্রসঙ্গ হয়। ঐ সন্নিধি প্রকৃতিগত বিকারও নহে; কারণ অধ্যাস-কার্য্যরূপে অভিমত এই প্রকৃতিগত বিকারের হেতুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। ঐরূপ উহা পুরুষগত বিকারও নহে: কারণ, তাহা অর্থাৎ পুরুষ গত বিকারও অস্বীকার্য্য। অতএব 'প্রধান' জগৎ-কারণ হইতে পারে না।

যদি বল, দুগ্ধ যেরূপ আপনা হইতেই দধিরূপে পরিণত হয় এবং একই মেঘ-নির্ম্মুক্ত জল যেরূপ এক রস হইয়াও বাল ও আম্রাদি ফলে মধুর ও অম্লাদি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ এই প্রধান পুরুষের কর্ম্ম-বৈচিত্র্যানুসারে দেহ-জগদাদি-রূপে পরিণত হয়, তদুত্তর—

"পয়োহম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি"

দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন বস্তুসমূহেরও চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্তি,—আপনা হইতেই প্রবর্ত্তনা থাকিতে পারে না; কারণ, যথাবিধি দৃষ্টান্ত হইতে ঐরূপই অনুমিত হয়। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ হইতে ঐ জড়বর্গের চেতনাধিষ্ঠিত ভাব সিদ্ধ হয়।

"ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ"

'প্রধান' ব্যতীত অন্য কারণের অবর্ত্তমানতা পরিত্যক্ত হওয়ায় কেবলমাত্র প্রধানেরই কর্ত্তৃত্ব অসঙ্গত হইতেছে।

'অপি'-শব্দের অর্থ 'চ'-কার অর্থাৎ সমুচ্চয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ব্যতীত অন্য হেতুর অসত্তার পরিত্যক্ত হইতেছে বলিয়া কেবল প্রধানেরই নিজপরিণামকর্ত্তৃত্ব নিরস্ত হল। প্রধান ব্যতীত প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অন্য কোন কারণই যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, এইরূপ মতই উপেক্ষিত হইয়াছে; কারণ, তৎকালে চেতনের সম্বন্ধহেতু অন্য কারণ স্বীকার করা হইতেছে। অতএব কেবল জড়-কর্ত্তৃত্ববাদ নিরস্ত হইল। বিশেষতঃ ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষে প্রলয়েও কার্য্যোৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়; কারণ প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অভাব ও প্রধানের সন্নিধি থাকে বলিয়া সৃষ্টিকালের ন্যায় প্রলয়কালেও কার্য্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ হয়। অদৃষ্টের উদ্বোধের অভাব-হেতু প্রলয়কালে কার্য্যের অভাবও বলা যায় না; কারণ, তৎকালে সেই অদৃষ্টের উদ্বোধও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

যদি বল, তৃণ-পল্লবাদি যেরূপ গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া আপনা হইতেই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, প্রধানও তদ্রূপ মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তদুত্তর—

"অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ"

অন্যত্র ক্ষীরাকারে পরিণামের অভাব-হেতু প্রধানেরও তৃণাদির ন্যায় স্বভাবতঃ স্বতঃ-পরিণাম বলা সঙ্গত হয় না।

নিশ্চয়ার্থে 'চ'-শব্দ উপদিষ্ট। ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত; কারণ, অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না। যেমন বৃষাদি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ উহা স্বাভাবিক নহে। আরও, তৃণাদি যদি স্বভাবতঃই ক্ষীরাত্মক হইয়া পরিণত হইত, তাহা হইলে চরাদিতেও ঐরূপ ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হইত। যখন তাহা দৃষ্ট হয় না, তখন কেবল স্বভাবকেই পরিণামের হেতু বলা যায় না, প্রাণিবিশেষের সম্বন্ধে তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণত হউক, এইরূপ পরমেশ্বরের সঙ্কল্পই উহার কারণ।

জড়ত্ব-প্রযুক্ত প্রধানের স্বয়ং স্বতঃ-প্রবর্ত্তনা নাই,—ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর সাংখ্যকারের সন্তুষ্টির জন্য যদিও উহা স্বীকার করি, তাহাতেও যে তাঁহার কোন অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, তৎ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—

"অভ্যুপগমেনর্থাভাবাৎ"

প্রধানের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি-স্বীকারেও কোন সার্থকতা নাই। চারিটী সূত্রে 'না'-অর্থ অনুবর্ত্তিত হইবে। "পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া আমার দোষের অনুভবপূর্ব্বক আমাতে ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষ লাভ করিবেন" এইরূপ ভোগমোক্ষার্থক বলিয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি, মনে হয়। উষ্ট্র যেরূপ কেবল পরের জন্যই কুঙ্কুমভার বহন করে, স্বয়ং ভোগ করে না, প্রধানেরও তদ্রূপ কেবল পরের জন্যই প্রবৃত্তি। আর পুরুষও অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। অন্যের কর্ত্তা না হইয়াও অন্নভোক্তার যেরূপ অন্নভোগ, পুরুষেরও তদ্রূপ ফলোপভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষের ঐ প্রধান-প্রবৃত্তি মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তৎস্বীকারেও কোন ফল দেখা যায় না। পুরুষের প্রকৃতি-দর্শনরূপ ভোগ ও প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য-রূপ মোক্ষই প্রবৃত্তির ফল, প্রধানের ভোগ সম্ভব নহে; কারণ, চিন্মাত্র, নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা হইয়াও পুরুষের প্রকৃতি দর্শনরূপ সম্বন্ধে বিকার-যোগহেতু পুরুষেরই ভোগ। প্রধানের অপবর্গও সম্ভব নহে; কারণ, প্রবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ সিদ্ধ থাকায় উহার ব্যর্থতা হইতেছে। সন্নিধান-মাত্রকেই ভোগের হেতু বলিবে, সন্নিধির নিত্যত্ববশতঃ মুক্ত জনগণেরও ভোগ আসিয়া পড়ে।

নেশাখোরের ভজন

(শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ দাসাধিকারী)

ভয়ঙ্কর চাটুয্যে ও কৃতান্ত দাস নামক দুই বন্ধু একদিন খুব গুলি খাইয়া নেশায় মশ্‌গুল হইয়া কোন সময়ে বড় রাস্তার ধারে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় দেখিল একটী লোক কিছু ফুল লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া তাহারা অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে জড়িত জিহ্বায় জিজ্ঞাসা করিল "তুমি ও-ফুলগুলি কি করিবে? সে লোকটী উত্তর করিল বাটীতে ঠাকুর সেবা আছে তাহার জন্য পূজার ফুল লইয়া যাইতেছি। তাহা শুনিয়া ভয়ঙ্কর চাটুয্যে বলিল, আচ্ছা আমাদেরও কিছু ঠাকুর-সেবা করিলে মন্দ কি? তখন কৃতান্ত দাস বলিল পূজা ত' ক'র্‌বে তব কিন্তু ঠাকুরঘর ত' চাই? তখন উভয়ে মিলিয়া সেই রাস্তার উপরেই ঠাকুরঘরের প্ল্যান আঁকিতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরঘর, বাসঘর, রান্নাঘর, পায়খানা সব আঁকা শেষ হইতে না হইতেই ভয়ঙ্কর চাটুয্যে কৃতান্ত দাসের গালে এক চড় মারিয়া বলিল—শালা এত বড় ছোটমি? আমার ঠাকুর ঘরের পাশে পায়খানা ক'রলি, দুর্গন্ধে পূজায় বসা যাবে না যে? তখন কৃতান্ত দাস খুব চটিয়া চোখ টানিয়া চাহিয়া প্ল্যানটী ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, শালা তুই আমার রান্নাঘরের পাশে পায়খানা করলি কেন?

কিছুক্ষণ পরে ভয়ঙ্কর চাটুয্যে মুরুব্বি-য়ানা গলায় বলিল ঠাকুর-ঘর ত' হ'ল। পূজা ক'র্‌বে কে? আমি ত ব্রাহ্মণ, নিজের ঠাকুর নিজেই পূজা কর্‌ব, তোর পূজা কে কর্‌বে? সে বলিল কেন তুই পূজা কর্‌তে পার্‌বি আর আমি পারব না? তখন ভয়ঙ্কর চাটুয্যে বলিল, শালা তুই যে শূদ্দুর তুই কি পূজা কর্‌তে পারিস্? আমি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র না জানলেও পূজা কর্‌তে পারব, এটা আমাদের বংশগত কার্য্য। কৃতান্ত বলিল—হ'লইবা বামুন, তাহ'লে ত' মন্ত্রের জানা চাই এই ব'লে ঝগড়া কিছুক্ষণ পরে মীমাংসা হ'লো। ভয়ঙ্কর চাটুয্যে একখানা মন্ত্রের বই কিনে পূজো ক'রবে। আর কৃতান্ত বলিল আমার বাড়ীর কাছে আমাদের পুরুত ঠাকুর কালি ভট্‌চায্যি আছে তা'কে মাসে পাঁচটী ক'রে টাকা দিলে বাপ বাপ বল্‌বে আর পূজা ক'রবে।

তারপর যুক্তি হ'লো ঠাকুর তো হ'লো কিন্তু ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া যাবে কি? তখন ভয়ঙ্কর চাটুয্যে বলিল ভাল জিনিষ ঠাকুরকে দিতে হয়, গুলির চেয়ে ভাল জিনিষ আর জগতে নাই আমি ত ঠাকুরকে গুলি ভোগ দেব? তুই কি দিবি? তখন কৃতান্ত একটু চিন্তা করিয়া বলিল আমাদের বাড়ীতে এক মাচা পুঁই শাক ও এক বস্তা মুসুরির ডাল আছে তাই ভোগ দেব। আমার কাছে এটাও খুব ভাল জিনিষ। তখন ভয়ঙ্কর চাটুয্যে খুব চটিয়া উঠিয়া কৃতান্তের দুই গালে চড় দিয়া বলিল, শালা একি চালাকি? ব্যাটা শূদ্দুর, পুঁইশাক যে আঁশ, ঠাকুরকে কি আঁশ ভোগ দেওয়া যায় এই বলিয়া আবার চপেটাঘাত। তখন কৃতান্ত আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল শালা গুলি কি ঠাকুর খায়? খুব মারপিট, অনেক লোক জমিয়া গেল শেষে পুলিস আসিয়া উভয়কে ধরিয়া লইয়া গেল। তখন উভয়ে আর্জ্জি লিখিতে আরম্ভ করিল।

ভয়ঙ্কর চাটুয্যে আর্জ্জি লিখিল—

১। কৃতান্ত দাস আমার ঠাকুর ঘরের কাছে পায়খানা প্রস্তুত করিয়াছে।

২। শূদ্দুর হ'য়ে বিগ্রহ পূজা কর্‌বে।

৩। ঠাকুরকে পুঁইশাক মুসুরডাল ভোগ দেবে।

কৃতান্ত আর্জ্জি লিখিল—

১। ভয়ঙ্কর চাটুয্যে আমার রান্নাঘরের পাশে পায়খানা প্রস্তুত ক'রেছে।

২। মন্ত্র না জেনে পূজো ক'রতে চায়, বামুনের ছেলে ব'লে অহঙ্কার।

৩। ঠাকুরকে গুলি ভোগ দেবে।

আদর্শ বৈষ্ণবগৃহিণী

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী)

(২)

এখানে মধ্য পাঠক-পাঠিকাগণের বৈষ্ণবচরিত্র একটু কর্কশ বোধ হইলেও আমরা যাহারা গৃহব্রত বা গৃহমেধীকে আদর্শ গৃহস্থ বা ভক্তের সংসার বলিয়া চালাইতে চাই এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও ষাঠীর মাতার অনুকরণে আদর্শ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী হইতে চাই

তখন পুলিস তাহাদিগকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে গেল এবং তাহাদিগকে বলিল "কোথায় তোদের ঠাকুরঘর পায়খানা রান্না-ঘর দেখা।" তখন যেখানে তাহারা ঝগড়া করিতেছিল সেইখানে লইয়া গিয়া চোখ টানিয়া রাস্তা খুঁজিতে আরম্ভ করিল। অনেক খুঁজিয়া পরে বলিল "কে মুছে দিয়েছে।" তখন পুলিশ ব্যাপারটা বুঝিল এবং গুলিখোর বলিয়া বেশ কয়েক ঘা বেত দিয়া বিদায় দিল।

সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় না করিয়া মনের খেয়ালে হরিভজন করিতে গেলে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব-জনিত দেহে আমি বুদ্ধি করিয়া—সেই সম্বন্ধীয় বস্তুতে মমতা করিয়া, সেই নেশায় মত্ত থাকিয়া হরিসেবা বা বিগ্রহ-সেবার চেষ্টা ঐ প্রকার নেশাখোরের ভজন-চেষ্টার মতই হয়।

সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করেন। তখন আমাদের হরিভজন বা বিগ্রহসেবার অধিকার হয়। তখন ভজনকার্য্যাদি হ'তে পারে; তদ্ভিন্ন আমরা যতই আচার-বিচার, ভাল মন্দ, শুদ্ধ অশুদ্ধ, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ইত্যাদির বিচার করিতে যাই না কেন ঐ গুলিখোরের পূজার অধিকার, শুদ্ধাশুদ্ধি, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, ভগবদ্ নৈবেদ্য, মন্ত্র জানা না জানা বিচার প্রভৃতির মত সব নিষ্ফল হ'য়ে যাবে। সব কে মুছে দিয়ে যাবে। গুরুকৃপায় যদি কখনও নেশা ভাঙ্গে তা'হ'লে তাহার আর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। লাভের মধ্যে থাব কিছু পুলিশের বেত।

অতএব যদি হরিভজন করিতে হয় তা' হ'লে সর্বাগ্রে শ্রীসদ্‌গুরু-পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিয়া, সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করতে হ'বে। দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ নেশা ভাঙ্গলে —প্রকৃতিস্থ হ'লে ভজন আরম্ভ হ'বে। তা'র আগের কার্য্য সব নিষ্ফল ত' হ'বেই, লাভের মধ্যে কিছু অপরাধ-সঞ্চয় জন্য ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগই তা'র ভাগ্যে ঘটিবে।

তাহাদিগের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য ঘটনা ইহাতে রহিয়াছে। লোকপাল লোক-শিক্ষক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগণ আমাদিগের ন্যায় আত্মকল্পিক সম্প্রদায়কে সংশিক্ষা দেওয়ার জন্যই উক্তবিধ লীলাপ্রদর্শনী প্রদর্শন করাইয়াছেন।

কতকগুলি কুচক্রী ভ্রষ্টচরিত্র লোক, তাহাদের ব্যভিচার-বৃত্তির সমর্থনকল্পে মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-লীলায় সম্ভোগবাদ কল্পনা করিয়া ভট্টাচার্য্য-কন্যা ষাঠীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া নিরয়বর্ত্ম বিস্তার করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তাহা-দিগের ঘৃণ্য চরিত্রবিষ্ঠা মহাপ্রভুর লীলা-চরিত্রের পরম পবিত্র প্রবাহে ফেলিয়া দিতে একটুকুও কুণ্ঠিত হয় না? ধিক্ বৈষ্ণবাভি-মানি বাউলকুল?

অপরাধের ফলে অমোঘ মৃতপ্রায়, অদোষদর্শী প্রভু আবার তাহাকে বাঁচাইলেন। অমোঘ এখন বৈষ্ণব হইলেন। ষাঠী আদর্শ-বৈষ্ণব-গৃহিণী হইলেন। ইহার মধ্যে কোন প্রকার কপটতারূপ দুরভিসন্ধি ত' থাকিতেই পারে না। তবুও কেন যে—পাষণ্ডকুল শাস্ত্রের যাস্তব তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অপটু থাকিয়াও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাহা সুধী পাঠকবর্গের বিশেষ বিচার্য্য বিষয় সন্দেহ নাই।

আবার আমরা, যাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-বৈষ্ণবী-অভিমানে আমাদা নিন্দুক থাকুক, যাহা খুসী করুক বা বলুক, ছেলে মানুষ ক্ষমার যোগ্য, মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন,—

"—অবোধ শিশু, তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা তাহাতে
পালক॥"
(চরিতামৃত)

—এই আদর্শ গ্রহণ করিতে যাইয়া গোঁজামিল দিয়া ভজন চেষ্টা দেখাইতেছি, তাহা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভুনিন্দা-শ্রবণে উদ্দেশ্যে উপবাস করি-লেন,—

"ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু বলেন বচনে॥
চৈতন্য গোসাঞির নিন্দা শুনি'
যাহা হৈতে।
তা'রে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই যোগ্য নহে দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈলুঁ তা'র নাম না লইব॥
ষাঠীরে কহ তারে ছাড়ুক সে হইল
পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥"
(চরিতামৃত ১৫।২৬০—২৬৫)

"পতিত পতিতং ত্যজেৎ" (স্মৃতিবচন)

"পুরীতীর্থ"

[শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার]

(১)

বিশ্বমাঝে সর্ব্বদেশে
আশ্চর্য্য-কাহিনী।
করিতে জীবের হিত,
যথা হ'তে প্রচারিত,
হ'বে পৌরাণিকী বাণী—
সুবিদিত অবনী॥

(২)

শাস্ত্রের নিগূঢ় সত্য
রক্ষিবারে যতনে।
যথায় আচার্য্যগণ
করে সদা প্রচারণ
যায় জীব মায়াপারে—
যেই বাণী-শ্রবণে॥

(৩)

যিনি শ্রীপুরুষোত্তম
সর্ব্বদেব ঈশ্বর।
নিত্য লীলাময় হরি,
অর্চ্চারূপে অবতরি',
সতত সেবিত যথা—
নীলাচলে সুন্দর॥

(৪)

সর্ব্বক্ষেত্রাধীশ পুরী
এই বিশ্ব-মাঝারে।
যে ক্ষেত্রে কমলনেত্রে
পূজে নানা পুষ্প-পত্রে
তারে লয়ে উপচার—
শত শত সম্ভারে॥

(৫)

এই দিব্য রম্যস্থান
জগন্নাথ-আলয়।
সিন্ধুতটে পুরী ধাম,
যথা পূরে অভিকাম,
নাশে জীব-ভবভয়—
পায় চির অভয়॥

(৬)

ভূলোকে বৈকুণ্ঠ আসি'
কুণ্ঠা ধর্ম্ম হইতে।
উদ্ধারিতে জগজনে,
শ্রীমহাপ্রসাদ দানে,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন—
লভে জীব সুখেতে।

(৭)

ভক্ত-প্রাণনাথ হরি
ভক্তগণ সনেতে।
করেন বিবিধ লীলা,
যা' শুনি গলয়ে শিলা,
লীলাময় গৌরহরি
এ বারিধি-তটেতে॥

(৮)

বধি' মায়াবাদি-মত
এইখানে বেদান্তে।
পরাজিয়া সার্ব্বভৌমে
বাঁধি' তাঁরে নিজ প্রেমে
প্রদানিল বিশ্বজীবে—
শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তে॥

(৯)

বর্ষে বর্ষে আসি' হেথা
সঙ্গ গৌর-ভকত।
হরিকথা আলাপনে,
কভু মাতে সংকীর্ত্তনে
করে প্রেম আস্বাদন—
প্রভু সনে সতত॥

(১০)

এইখানে সপ্তদল
চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গে।
নাচে গো প্রেমের ছবি
হরি বলে বলি হরি
ঊর্দ্ধবাহু ধরে বাহু তুলে —
প্রেমানন্দে সুরঙ্গে॥

(১১)

'সেই ত পরাণ-নাথ
পাইনু' গো বলিয়া।
কাঁদে উচ্চে গৌরহরি
শিখাতে জীবেরে হরি
বিপ্রলম্ভভাবে মাতি'
নীলাম্বর ভেদিয়া॥

(১২)

রাধাভাবে মাতোয়ারা
হ'য়ে নাচে শ্রীহরি।
বলে এস ব্রজধামে
কেন হে ঐশ্বর্য্যভূমে
বস তুমি বৃন্দাবনে
কাঁদে সদা কুমারী॥

(১৩)

প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের
করিতে গো সন্ধান।
সৈকত স্তূপেরে হরি
বলে গোবর্দ্ধন গিরি,
সাগরে যমুনা বলি'--
করে ঝম্প প্রদান॥

(১৪)

কৃষ্ণের সঙ্গীত শুনি'
দেবদাসী-মুখেতে।
মণিহারা ফণী প্রায়,
আত্মহারা, ছুটে যায়,
ছলনার ফাঁদ পাতা
নাহি জানে বাহ্যেতে॥

(১৫)

বহিল প্রেমের বন্যা
এত সিন্ধু তটেতে।
রাজা প্রজা বিপ্র শূদ্র
দুঃখী, দীন, তুচ্ছ ক্ষুদ্র
অন্ধ, কুষ্ঠ ধন্য হ'ল
মহাধনী প্রেমেতে॥

(ক্রমশঃ)

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিবৃতি, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সংস্কৃত ৪০৲
প্রথম খণ্ড ও দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ ও পরিশিষ্ট ।৵০
৩। ভাগবতসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকরত্নমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাধিকা ৷৵০
৭। জৈবধর্ম্ম ৪০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। প্রাক্তনজিজ্ঞাসা অপৌরুষেয় ভাষ্য (মাত্র) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (মাহাত্ম্যগীত) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-বিশ্বরূপ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। মনঃশিক্ষা ৵০
৩৫। অবদকচ ৵০
৩৬। মহাচারপ্রদীপ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অন্নকল ৶১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। ঐ ভজনরহস্য-সমার্থিত (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। অর্চ্চনকেরী মাহাত্ম্য ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীচন্দ্রদেবর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিনির্ণয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সাধারণপথম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিদেশীত্ ফ্যাক্ট্ স্ ৷৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈকুণ্ঠম্ ।০
৬৪। শ্রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। কংগ্রেগেটিং রিলিজিয়ন য্যাণ্ড আবেনারেড্ ভিজোগর ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমূর ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমাধবকৃষ্ণমঠ মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালী, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বালিয়া, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবরকুণ্ড, পোঃ চিত্রকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরানবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ চিদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি		
কাটারিভোগ		৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০	৪৲
বাঁশ ফুল (সরেস)		৫।০
বালাম		৪।০
কলম		৩৷০
সিদ্ধপাল (মক)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা বসমার্কা	৪৵০ --৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৭০৸৵
গহণা	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ভেন্‌সান্‌ টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাঙ্গ মারক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (গভর্ণমেণ্ট কেমিক্যাল সম্বন্ধে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ও স্ব-লিখিত পুস্তিকা "সম্ভব নিরাময় নং ৭")। স্নায়বিক ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ ৬৫ টাকা বাদে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১৩৲ তের টাকা এবং ৫৫ ও ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ সতন্ত্র।

নিউ হেলথ্‌ সেন্টেটরিস্‌
(ডিপার্টমেণ্ট ৩)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—০৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০ ২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৭	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯ ১৮-৩১ ও ০-৩৯ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি নিয়মিতরূপে অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া নিশ্চিন্তমনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার আলোচনায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, শাস্ত্রাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-শাস্ত্রী প্রধানাধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পণ্ডিত লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুমুদ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীমায়াপুর" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রান্তভাগে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা /০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৪১, ২৮শে মে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

ডাকাতে পুলিশে লড়াই

আসাম এক সংবাদে প্রকাশ যে, প্রায় ৩০ জন ডাকাত জোকাপুর নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে হানা দিলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলী বর্ষণ করে। গ্রামের মাতব্বরের গুলীতে দুইজন ডাকাতের মৃত্যু হইয়াছে। এবং আরও তিন জন ডাকাত গুলীতে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রিতে উক্ত ডাকাতদল চারণ নদী পার হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের বাড়ী আক্রমণ করে। ডাকাত দেখিয়াই বাড়ীর লোকজন চীৎকার করিয়া উঠে এবং তাহাদের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া গ্রাম্য মাতব্বর তাহার বন্দুক লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ী আসে; মাতব্বর একজন যুবক। তাহাকে দেখিয়াই ডাকাত দল তাহার উপর গুলী বর্ষণ করিতে থাকে; সেও গুলী করে এবং তাহার গুলীতে দুইজন ডাকাত নিহত হয়।

ইতিমধ্যে পুলিশও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং পুলিশ ও ডাকাতদলের মধ্যে গুলী যুদ্ধ চলে। পুলিশের গুলীতে তিনজন ডাকাত আহত হয় ও তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্য ডাকাত পলাইয়া যায়।

লরী চালকের দণ্ড

আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে সেন বিভূতি ভূষণ পাল নামক জনৈক লরী চালককে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উক্ত লরী চালকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে কয়েক দিবস পূর্ব্বে গরিয়া হাট রোড দিয়া দ্রুতবেগে লরী চালাইয়াছিল এবং উক্ত লরীটিও লক্ষণ সাও নামক জনৈক [illegible] মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী গরিয়াহাট রোড দিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাহার লরী চালাইতেছিল। গরিয়াহাট লেভেল ক্রসিংএর গেট বন্ধ করা সত্বেও সূচক ঘণ্টাধ্বনি ও লাল আলো প্রদর্শন করা হয়। গেট বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু তৎসত্বেও আসামী দ্রুতবেগে লরী চালাইয়া উক্ত গেট হইতে কয়েক ফুট মাত্র দূরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উক্ত গেটের সহিত যাহাতে সংঘর্ষ না হয় তজ্জন্য তাড়াতাড়ি লরী সরাইয়া লয়। একটা টেলিগ্রাফ পোষ্টে লরী ধাক্কা খায় এবং লক্ষণের গায় উক্ত লরী ও উক্ত পোষ্টের মধ্যে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া যায়। লক্ষণকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তিনদিন পরে তাহার মৃত্যু হয়।

গোয়ালিয়রে ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

গোয়ালিয়র হইতে প্রকাশ, ইঞ্জিন ড্রাইভারের সতর্কতার ফলে একটা ট্রেণ দুর্ঘটনা হয় নাই।

ঘটনার বিবরণ এই যে, পার্ব্বতী নদীর উপরের সেতু দিয়া একখানি গাড়ী আসিতে থাকে। ড্রাইভার দূর হইতে দেখিতে পায় যে একটা লোক লাইনের উপর বড় একখণ্ড পাথর রাখিয়া যাইতেছে। ড্রাইভার উহা দেখিয়া গাড়ী থামায় এবং পাথর সরাইয়া ফেলে। লোকটিকে তখনই গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।

আড়াইশত কোটি ডলার

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, আমেরিকার যে সকল ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়াছে, ঐ সকল ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের ২৫০০০০০০০০ ডলার আদায় হইবে। আর্থিক পুনর্গঠন সমিতির (রিকনষ্ট্রাকশন ফাইনান্স কর্পোরেশন) চেয়ারম্যান মিঃ জোনস বলেন, ঐ সকল ব্যাঙ্ক যে টাকা লগ্নি করিয়াছে, পুনর্গঠন সমিতির লিকুইডেটর উহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৫ ডলার আদায় করিতে পারিবেন; সুতরাং আমানতকারীদের শতকরা ৩৫ ডলার ক্ষতি হইবে।

আসামে সং কোঃ আইন

আসাম কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে বিপ্লব দমন কল্পে ১৯৩৪ ইংরেজীর আসাম ফৌজদারী সংশোধিত আইন গৃহীত হইয়াছিল। এই আইনটি বড়লাট বাহাদুরের সম্মতিলাভ করিয়াছে। আসাম গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৯৩৪ ইংরেজীর ১লা মে হইতে এই আইন সিলেট ও কাছাড় জেলায় কার্য্যকরী হইয়াছে।

আসাম গবর্ণমেণ্ট প্রথম শ্রেণীর যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টারের ঊর্দ্ধতন যে কোন পুলিশ কর্ম্মচারীকে যাহার উপর সন্দেহ হইবে তাহাকেই বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

পুষ্করিণীর মধ্যে বন্দুক

২৪ পরগণার অন্তর্গত মেটিয়াবুরুজের সুরাকল লেনের কোন এক পুষ্করিণীতে একটি বন্দুক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এপর্য্যন্ত উক্ত বন্দুকের মালিকের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই এবং উক্ত বন্দুক কিরূপে উক্ত পুষ্করিণীতে আসিল, তাহাও জানা যায় নাই। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ঢাকায় নানাস্থানে খানাতল্লাস

ঢাকা হইতে প্রকাশ, পুলিশ সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকখানা বাড়ীতে খানাতল্লাস করে ও ঐ সকল বাড়ীর যুবক দিগকে থানায় লইয়া যায়। তাহাদের কয়েক জনকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গোপীবাগের এক ভদ্রলোকের পুত্র, নবীন বসাক লেনের [illegible] চৌধুরী ও সূত্রাপুর রোডের রমণকৃষ্ণ দাসগুপ্ত আছে। শেষোক্ত যুবকটি কলিকাতায় বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ছাত্র, সে গোপীবাগে পিতার নিকট আসিয়াছিল।

অন্য যুবকের বিরুদ্ধে ১০৯ ধারা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, বরিশাল জেলার মঠবাড়িয়া গ্রামের শ্রীযুত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ঢাকা (দক্ষিণ) সদরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে চালান করা হয়। যুবকটিকে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে প্রেরণ করিয়াছেন।

নীলাম ইস্তাহার

দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩৪

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

(১০)

২১৫৬ বাংলারী ৩১ দাবী ১১৬৬/৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী

দেঃ কোরাজুল সেখ মাং কাজপাড়া পোঃ বাহাদরি

থানা চাপড়ার কাজপাড়ি গ্রামে ৪৪ খতিয়ানে ১৪-৭২শঃ জমি ১২৬/০ সেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

২১৫৫ বাংলারি ৩৩ দাবী ১০০৬/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ খোকাই সেখ মাং কাজপাড়ি

থানা চাপড়ার কাজপাড়ি গ্রামে ৩১২নং খতিয়ানে ৪-৭২শঃ জমি মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ মৌজার ১১৮ নং খতিয়ানে ২-১২শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ১১০ খতিয়ানে ২১শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

২২৫২ বাংলারী ৩৩ দাবী ২৭৮/৬

ডিঃ মনোরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাটীপাড়া

দেঃ একাই সেখ সাং চণ্ডীপুর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের বালুমাথা গ্রামে ৩২নং খতিয়ানে ৮-৯৬শঃ জমি উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার পীড়া সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ২৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে মে ১৯৩৪ সোমবার ৭ম সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পুরীতে

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পরলোকগত বঙ্কিম বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক। গত ১৮ই মে ইনি অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট 'মৎসরতা', 'যথার্থকামবোধ' ও ভক্তিরিক্ত 'ভগবৎসেবা' সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকালব্যাপী হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হন।

———

গত ২০শে মে রাত্রিতে এখানে মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস আলালনাথের আলোয়ারগণের সেবাপূজা ও শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিষয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি প্রচারে সহায়তা করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত আছেন—ইহা প্রকাশ করিয়া সৌজন্য ও বদান্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত ২১শে মে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরনাথ মহান্তি এবং তদীয় অনুজ পুরীর জজকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত রাধানাথ মহান্তি বি-এল মহোদয় প্রাকৃত সহজিয়াদিগের কৃত্রিম চেষ্টার অবৈধতা ও বিলাতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের কথা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন।

কাশীতে

গত শুক্রবার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ কাশী সনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত এবং হিন্দী 'ভাগবত'-পত্রের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ব্যাখ্যা করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মনোযোগ সহকারে স্বামীজীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমবেত শ্রোতৃগণের মধ্যে এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ মুখোপাধ্যায় আই-এস-ই, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস, কাশীর কন্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেন, লক্ষ্ণৌয়ের মার্চেণ্ট শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত রাধাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঠের প্রারম্ভে স্বামীজী বলেন যে, গীতা পাঠ করিতে হইলে কয়েকটী কথা জানা বিশেষ প্রয়োজন। যথা—আমরা অদ্যাবধি গীতার প্রায় সহস্র রকমের সংস্করণ দেখিলাম, কিন্তু অধিকাংশই মনোধর্ম্ম-অবলম্বনে অনূদিত ও প্রকাশিত। গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহারা অবগত নহেন, উহা একমাত্র সাধুগণের নিকটই অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তাঁহারাই কেবল ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য্য জানেন। সুতরাং গীতা পাঠ করিতে হইলে তাঁহাদেরই শরণাগত হওয়া প্রয়োজন।

অনেকেই গীতা পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গীতাতে কেবল কর্ম্মের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কোন্ কর্ম্ম করিতে ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন তাহা বিচার করেন না। সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, যাহা করা যায় তাহারই নাম 'কর্ম্ম', সুতরাং শয়ন ভোজনাদি যাবতীয় কার্য্যই যদি 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত হয়, তবে শ্রীভগবানের তাদৃশ উপদেশ করিতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই ভগবান্ অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই দুইটী শব্দের কথা উল্লেখ করিয়া প্রকৃত কর্ম্মের কথা জানিয়া লইতে উপদেশ করিয়াছেন।

———

গীতা পাঠের দ্বারা জাগতিক, সামাজিক, সাংসারিক বা রাজনৈতিক কর্ম্মে আসক্ত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। (এখানে স্বামীজী শ্রীচরিতামৃতোক্ত গীতাপাঠী বিপ্রের কথা উল্লেখ করিয়া গীতাপাঠের প্রকৃত ফল কি, তাহা বুঝাইয়া দেন।)

———

গীতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যিনি যাহাই বিচার করুন না কেন, সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ ও আপ্তগণের বিচারে ইহাই জানা যায় যে গীতার সার উপদেশ—শ্রীভগবানে শরণাগতি।

———

অতঃপর স্বামীজী গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে কয়েকটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া 'সংসার ও জীবের গতি' সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীযুক্ত সত্য নারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের সুললিত কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী ও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহে

গত ২৪শে বৈশাখ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী ময়মনসিংহ সহরস্থ বড়বাসা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-কুমার গুহ মহাশয়ের বাটীতে আহূত হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগৌর-গোপালের চৈতন্যবিগ্রহ-প্রকাশোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

———

গত ২৮শে বৈশাখ মঠসেবক শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী দেবশর্ম্মা মহাশয় ময়মনসিংহ সহরস্থ ডেপুটীবাসী পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র দে মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর একান্ত আগ্রহে তদীয় গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ তাঁহার স্বাভাবিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষিণী সুললিত ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরমপুরুষ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কালিয়দমন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দর্শনে শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হন।

———

শ্রীধামে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। মঠবাসী ও গৃহস্থ-ভক্তগণ পণ্ডিতজীর মুখে সহজ ও সরল ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম উপকৃত ও প্রীত হইতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী পঠিত ও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ মধুসূদন, শ্রীগৌর সম্বৎ ৪৪৮

সৃষ্টি-রহস্য

সৃষ্টির [illegible] সাংখ্যকারগণের [illegible] বিষ্ণুপুরাণ [illegible] কহিয়াছেন, [illegible] প্রকাশে [illegible] হইয়াছে। নিম্নে [illegible] বিস্তৃত প্রবন্ধ হইতেছে।

———

যদি বল, গতিশক্তি-বিরহিত অথচ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন পঙ্গু পুরুষের সান্নিধ্যে দৃষ্টিশক্তিহীন অথচ গতিশক্তিবিশিষ্ট পুরুষ যেরূপ চলনে প্রবৃত্ত হয় এবং যেরূপ অয়স্কান্ত (চুম্বক) প্রস্তরের সান্নিধ্যে জড় লৌহও চলিতে থাকে, তদ্রূপ চিন্ময় পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি অচেতন হইলেও চৈতন্য-সান্নিধ্যে চেতন-বস্তুর ন্যায় পুরুষের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট্যাদিতেও প্রবৃত্ত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—

"পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি"

পুরুষ চুম্বকের ন্যায় হইলেও জড়-প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি নাই। ঐরূপ হইলেও অজবৎ স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে না। পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও বর্ত্ম-প্রদর্শন ও উপদেশ-প্রদানাদি এবং অন্ধের দর্শন-শক্তি না থাকিলেও পঙ্গু প্রদত্ত উপদেশ-গ্রহণাদি বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমান এবং অয়স্কান্ত মণির লৌহ সান্নিধ্যাদিও সম্ভব হইতেছে; কিন্তু নিত্য-নিষ্ক্রিয়, নির্দ্দোষ পুরুষের কোনও বিকার হয় না। সান্নিধ্য মাত্রই বিকার স্বীকার করিলে, সান্নিধ্য নিত্য বলিয়া নিত্য সৃষ্টি এবং মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ হয়। বিশেষতঃ পঙ্গু ও অন্ধ, উভয়েই চেতন; এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ,—উভয়ই জড় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য পরিস্ফুট হইতেছে।

———

অনন্তর গুণসমূহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ অঙ্গাঙ্গিভাবহেতু যে বিষমসৃষ্টি হয় বলিয়া মনে হয় তাহা নিরসন করিয়া বলিতেছেন—

"অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ"

গুণের আধিক্য অনুপপন্ন হইতেছে, অতএব ঐরূপ পক্ষ গ্রহণ হইতে পারে না। সত্ত্বাদি গুণ সমূহের সাম্যাবস্থাই 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি'। এ অবস্থায় গুণসমূহ নিরপেক্ষরূপে থাকায় একটি অপর একটি গুণের অঙ্গ বলিয়া সিদ্ধ হয় না, কারণ গুণত্রয়ের একটিকে অঙ্গী বলিয়া স্বীকার করিলে উহাদের গুণত্বের সহিত সমতা-হেতু অঙ্গি-ভাবের সম্ভাবনা হয় না। গুণ-সমূহের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাব কখনও সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরকে বা কালকে উক্ত অঙ্গাঙ্গি ভাবের কর্ত্তা বলা যায় না, কারণ, তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কাপিলই বলিয়াছেন—"মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে অন্যতরের অভাব-হেতু অর্থাৎ প্রমাণাভাব হেতু 'ঈশ্বরাসিদ্ধ' ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বর-সিদ্ধি হয় না।" কিন্তু ও কাল আকাশাদি হইতেই উৎপন্ন হয়—পুরুষ উহাদের কর্ত্তা নহেন; কারণ, তিনি কর্তৃত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। গুণবৈষম্যও সৃষ্টির কারণ নহে। আরও হেতুর এইরূপ অনবস্থাবশতঃ প্রতি সৃষ্টিতেই সেই গুণসমূহ বৈষম্য লাভ করিলেও আদি সৃষ্টিতে বৈষম্য লাভ করিতে পারে না।

যদি বল, কার্য্যের অনুরোধে গুণসমূহ বিচিত্র স্বভাবযুক্ত—এইরূপ অনুমান করা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হয় না, তদুত্তরে বলিতেছেন—

"অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ"

অন্যথা অনুমানেও জড়ের স্বতঃ-প্রবৃত্তি নাই অর্থাৎ তাদৃশ বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া গুণসমূহের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না, যেহেতু গুণসমূহ জ্ঞাতৃত্ব-(চেতনত্ব) বিহীন, অর্থাৎ তাহাতে "এই আমি, এইরূপে সৃষ্টি করিতেছি" এই প্রকার বিচারের অভাব দেখা যাইতেছে। জ্ঞানশূন্য জড় পদার্থ হইতে কখনই সৃষ্টি সম্ভব হয় না। ইষ্টক-কাষ্ঠাদি অচেতন বস্তু যেরূপ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অচেতন গুণ-সমূহও চেতন পরমেশ্বরের শক্তির অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না।

বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গৌড়ীয়ের সৎসিদ্ধান্ত প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান' কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্ম্মাণে॥

বস্তুতঃপক্ষে সচ্চিদানন্দবস্তু হইতেই জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ। এই সচ্চিদানন্দ বস্তুই সর্ব্বকারণ কারণ, তাঁহাতে অনন্তশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সবিশেষতত্ত্ব। তাঁহার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বও অসংখ্য সবিশেষ-বিচারের মধ্যে অন্তর্গত। অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বর বস্তুর ঈক্ষণ-শক্তি হইতেই অব্যক্ত ও চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব হয়। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান হইতে প্রাপ্ত শক্তিদ্বারাই জড়োপকরণাত্মক কার্য্যোপাদানরূপে জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অনন্ত শক্তিমান্ বাস্তব বস্তু জগৎ-নির্ম্মাণের শক্তিদ্বারাই বস্তুভাবের নিকট উপলব্ধ হন। বস্তুর সহিত শক্তির সম্বন্ধ-বিবেকাভাববশতঃ জীব বিচারভ্রান্ত হইয়া বিবর্ত্তে পতিত হয়। শুদ্ধ বিচারে উপস্থিত হইলে তাহার উপলব্ধির বিষয় হয় যে,—

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥
চিন্ময়-জল সেই পরম কারণ।
যাঁর এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন॥
সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ায় ঈক্ষণ॥
মায়া-শক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥
সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি'॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ-কারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা-হেতু—নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার
কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥
পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥
(চৈঃ চঃ)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার বিলাস মূর্ত্তি বা দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলদেব প্রভু মূল সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণ যাঁহার চিচ্ছক্তি-ক্রমে পরব্যোমের সমস্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রকাশ, জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীবসমূহের তথায় অবস্থিতি। এই পরব্যোমে বহির্ম্মুখিনী মায়ার অবস্থিতি নাই। পরব্যোমের বাহিরে 'ব্রহ্মলোক' তাহার বাহিরে কারণ-সমুদ্র এবং কারণ-সমুদ্রের অপর পারে অসংস্পৃষ্টরূপে মায়ার অবস্থিতি। কারণ-সমুদ্রে মূল সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। এই মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূল নিমিত্ত কারণ,সুতরাং প্রকৃতি গৌণ নিমিত্ত কারণ মাত্র।

আমি ভাবি কি ?

[শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

এই সংসারে যাহার যাহা প্রয়োজন ও যিনি যাহা ভালবাসেন অর্থাৎ যাহার প্রতি যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট তিনি তাহাই ভাবেন। আমি ভালবাসি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা, আমার শয়নে স্বপনে অহর্নিশ ভাবনাও তাহাই। অবশ্য সুধীজন আমার ভাবনার অসারতা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইবেন। তাঁহারা দুঃখিত হইলেও আমি যে আমার দুঃখের কথা ভাবিবার অবসর অনুসন্ধান করি না।

———

আমি যে মরিয়া যাইব, তাহার কথা আমি ভাবি কি? যে কনক দ্বারা মাধবের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা আমার ইন্দ্রিয়তোষণ-যজ্ঞের আহুতি সংগ্রহ করিয়া অবশেষে প্রাণকে আহুতি দিতেছি, তাহা একবার আমি ভাবি কি?

———

যে কামিনীর কাম-পূরণে—মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিযুক্ত রাখিয়া কেবল আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-রাণীর একান্ত বাধ্য সেবক হইয়া আছি, ইহাতে আমার পরিণাম কি হইয়াছে ও কি হইতেছে এবং কি হইবে, তাহা একবারও আমি ভাবি কি?

———

জড়-প্রতিষ্ঠারূপিণী শূকরের বিষ্ঠা-আহরণের জন্য আমি সতত কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছি; আমি কাক হইয়া ময়ূর সাজিতে চাই, নিজে মহাপাপী অপরাধী হইয়া সাধুপরিচয়ে জগৎকে ঠকাইতে চাই, ঐ উপরে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে—পিছনে ও আমার অন্তরের অন্তরে একজন নিত্য-কাল থাকিয়া আমার যাবতীয় অবস্থা দর্শন করিতেছেন, তাহা একবার আমি ভাবি কি?

———

আমি যাহাদিগকে আত্মীয় বোধ করিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিতেছি, সেই অসৎ-কার্য্যের ফল আমাকে একাকীই ভোগ করিতে হইবে, আর অন্য কোন ব্যক্তি এমন কি সহধর্ম্মিণী বলিয়া মনে করিয়া যাহার জন্য পাপকার্য্য করি তিনিও আমার পাপভাগ-গ্রহণে বিমুখ। দস্যু রত্নাকর তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ, তাহা জানা সত্ত্বেও একবার আমি ভাবি কি?

যিনি আমার ইষ্ট-লাভের পরিপন্থী, তিনি পিতা মাতা, গুরু, ভ্রাতা-বন্ধু যিনিই হউন না কেন, তাঁহারা আমার বাস্তব পরম শত্রু, তাঁহারা একান্ত বর্জ্য, আমি আমার

মানবজাতির ইতিহাস

(১)

ভারতবর্ষে গুণ-কর্মবিভাগে বর্ণ নিণীত হয়। কিন্তু নির্ণয়কারীর অযোগ্যতাক্রমে নণীত বর্ণধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রমশঃ শৌক্র-বংশে বর্ণ-নির্ণয়প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

টানাতে সুখে থাকিব তাহা তাঁহাদের চক্ষু কর্ণ-শূল সদৃশ লাগিবে, সুতরাং তাঁহাদিগের ন্যায় টানাতে বিমুখ আমিও তাঁহাদিগের দুঃখজনিত আর্ত্তনাদে সুর মিলাইয়া কাঁদি ইহাই তাঁহারা চান, এইরূপ কপট আত্মীয়তার পরিণাম আমি ভাবি কি?

আমি এতকাল লক্ষ লক্ষ জন্মাবধি কৃষ্ণবিমুখতারূপ আমার পাতিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু যিনি পরম কারুণ্য-ঘনবারি বর্ষণ করিতে করিতে আমার অনাদিকালের কলুষরাশি বিধৌত করিতে অবতীর্ণ, সেই পরম-করুণাময় পতিতৈক-ত্রাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমি একবারও ভাবি কি?

যাঁহার অসীম করুণা ব'লে অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে পারমার্থিক আলো-প্রবেশ-দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মরুভূমি-সদৃশ শুষ্ক হৃদয়েও করুণা-কণা প্রবিষ্ট হইয়া সিক্ত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই অনন্তদেবের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবের অনন্ত শক্তির কথা একবারও আমি ভাবি কি?

যিনি আর্থিক ও পারমার্থিক জগতের সেই দর্শন করাইয়া গুরু-গুরুত্ব, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবত্ব জানাইয়া ধর্ম্মের বাস্তবত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়া কলির কবল হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কত মহান্ ও মহোত্তম তাহা একবার আমি ভাবি কি?

যদি আমার ন্যায় পতিতকে শ্রীপাদ-পদ্মে স্থান করিয়া আমারই মঙ্গলের কথা নিরন্তর ভাবেন, তিনি আমার কি প্রকার অহৈতুকী পরম-বান্ধব, তাহা একবারও আমি ভাবি কি?

যদি বলি, আমি নিরন্তর ভাবি; তদুত্তরে অবসর কোথায়? কনক, কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী যে হৃদয় কলুষিত করিয়া দিয়াছে সে হৃদয় সেই বিষয়-বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছে, তাহাতেই ছটফট করিতেছে; কাজেই আমি ভাবি কি?

এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কতকগুলি সাংসারিক সুবিধা তত্তৎকর্ম্মিসম্প্রদায়ের উন্নতি-সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে উহার অপ-ব্যবহারক্রমে যে দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনার অভাবে সমাজ আজ বিপন্ন।

পূর্ব্বকালে একমাত্র মানবজাতি ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সেই জাতির আখ্যা 'হংস' ছিল। হংসগণ জাতিগত বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া সকলেই গৃহসূত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেন। ক্রমশঃ সেই হংসজাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের বৈষম্য উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের উপাস্য বস্তু একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনা পরিহার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের দের গুণগানে নিজ নিজ কল্পনা মত্রাকারে স্তোত্ররূপে পরিণত করিলেন।

পৃথিবীর আদিগ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ঋক্-সংহিতার মধ্যে আমরা নানা দেব-দেবীর স্তবস্তোত্রাদি তাঁহাদের স্তাবক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কামনা হইতে উদ্গীত হইয়াছে, জানিতে পারি। এই গুণাস্তর্গত দেবপরিচয়সমূহ স্থূল বাহ্যজ্ঞানে দৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে কেমন ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরবাদ-সংরক্ষণে অসমর্থ হওয়ায় মীমাংসক শ্রীব্যাস-দেব সর্ব্বত্র উপনিষদাংশাবলম্বনে পরস্পরের বিবাদ মিটাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কতিপয় আধুনিক তাঁহার লেখনী হইতে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্ম অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্ত ও মায়াবাদের অবতারণা করেন।

শ্রীব্যাসের অকৃত্রিম ভাবকগণ নির্ব্বিশেষ বিচারপরতার আদর না করিয়া ঐকান্তিকতা অবলম্বন পূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুবস্তুর সেবা-পদ্ধতির বিস্তার করেন। এই সকল শাস্ত্রই পঞ্চরাত্র ও ভাগবত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক-সমাজ-সংরক্ষণার্থ অবৈধ গৃহস্থগণের মঙ্গলচিন্তা করিয়া সামাজিকগণ যে সকল বেদানুগ বিচারকে শাস্ত্র বলিয়া সামাজিক বিধি প্রণয়ন করেন, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র নামে কর্ম্মবিভাগের আনুগত্য লাভ করিয়াছিল।

যে-কালে হংসজাতির মধ্যে শ্রীনারদ ও উপরিচর বসু প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিকগণ এবং কুমার-সনকাদি ভাগবতগণ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-মতকেই একমাত্র বৈদিক অনুশাসন বলিয়া বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন অশ্রেণিবর্ণপর সমাজ কর্ম্মিকুলের কর্ম্মকাণ্ডের আবরণে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচারক-রূপে আপনাদিগকে পরিগণিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই কালেই হংসজাতি চতুর্ব্বিধ আকারে বিভক্ত হইয়া বর্ণরূপে পরিণত হইল।

এই বর্ণবিচারপর জনগণ অক্ষরব্রহ্মকে বর্ণাত্মক করিয়া বিভিন্নবাক্যে নিজ নিজ মতের সমর্থন করিয়া অনেকের সহানুভূতি লাভ করেন। পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণগণ দেশ-শাসন-পালনাদি রাজনীতির সাহায্য-ক্রমে রাজনীতির উপযোগিতা এবং কৃষি-গো-রক্ষা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যনীতির উপদেশকল্পে রাজনীতি ও বৈশ্যনীতি-মূলক সমাজের ভূগর্ভে শূদ্র বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন।

ভাগবতগণ ও পাঞ্চরাত্রিকগণ চির-দিনই হংসজাতির সনাতনীতি অবলম্বনে শ্রীভগবানের পূজা-নিরত থাকিয়া সাধারণ সামাজিকগণের অতিপক্ষ হইয়া ধরভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ একায়ন শ্রুতি আর ব্রাহ্মণ-সাধিগণ বিভিন্ন শাখোচিত পরিচয়ে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ হইতে আপনা-দিগের পার্থক্য স্থাপন করিলেন।

ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ বিভিন্ন ঋষিকুল হইতে, রাজকুল হইতে, বৈশ্যকুল হইতে, শূদ্রকুল হইতে এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বহির্ভূত অন্ত্যজ কুল হইতে নিজনিজ শাখার একায়ন-শ্রুত বৈদিক পরিচয়ে ব্রাহ্মণতা সংরক্ষণ করিবার অসঙ্গতি দেখিলেন না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ এবং তথা-কথিত ঋষিকুল বিষ্ণুসেবাকে গৌণ জানিয়া মুখ্য বিচারে নির্ব্বিশিষ্ট-ভাবকেই ব্রহ্ম বিচার করিয়া প্রকৃত বৈদিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত পার্থক্য কল্পনা করিলেন

"পুরীতীর্থ"

[শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার]

(১৬)

সম্ভোগ আবাস নহে
পুরী ধাম কখন।
জানাইলা বিশ্বজনে,
ভক্ত সহ এইস্থানে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে—
সে পতিতপাবন॥

(১৭)

শিক্ষা দিলা জীবগণে
প্রেমদাতা শ্রীহরি।
নীলাচল পুরীধামে,
রাখি' নিজ ভক্তগণে
ধন্য হও নাম-প্রেমে—
আচরিয়া প্রচারি॥

(১৮)

মহা-বিপ্রলম্ভ-স্থান
জানাবারে জগতে।
গৌরবাণী ধরে ধরে,
সুন্দর অচল পথে,
সর্ব্ব বিশ্ব মাতাইতে—
গেয়েছিল প্রেমেতে॥

(১৯)

সেই গৌরবাণী পুনঃ
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিদেশে।
পুনরায় গৌরকালে,
অবতীর্ণ পুরীধামে,
সুন্দর অচল পথে—
আচার্য্যের সুবেশে॥

(২০)

সেই গৌরবাণী আজ
একি দিব্য-রূপেতে।
গুরুরূপে দয়াময়,
প্রচারিছ বিশ্বময়,
শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম-প্রেম—
অভিনব ভাবেতে॥

(২১)

কে তুমি আরাধ্যরূপে
বিরাজিছ সম্মুখে।
এ কৃষ্ণ-বিমুখ চিতে
ভব-দুঃখ বিনাশিতে
প্রদানিছ কৃষ্ণসেবা—
দুঃখী হ'য়ে এ দুঃখে॥

(২২)

যে মোর আচার্য্যবর্য্য
দিব্য আঁখি প্রদানে।
দেখাও ধামের রূপে
পড়ি' আমি অন্ধকূপে
ডাকি তোমা সকাতরে—
স্থান দাও চরণে॥

(২৩)

আচার্য্যের কৃপাবলে
পাই ধাম দর্শন।
শ্রীধামের কৃপা হ'লে
নিত্যানন্দ-পদতলে
লভি শান্তি সুশীতল—
হয় প্রেমবর্ষণ॥

(২৪)

ধন্য তুমি পুরী ধাম
নিবেদি' তো চরণে।
দাও তব সুসম্পদ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তপদ
সেই মোর নিত্যারাধ্য—
জীবনে বা মরণে॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

[illegible]	৬৲
২। [illegible]	৪০৲
[illegible]	২৮৲
[illegible]	১৸০
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (৫ম সংস্করণ)	৬৲
৪। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-কণ্ঠহার (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব	৷৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা	৷৶০
৭। ভক্তিরত্ন	৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও	
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	৷০
১২। ব্রহ্মসংহিতা [illegible] সানুবাদ (বাঁধা)	২৲
১৩। বেদান্তদর্শন সানুবাদ [illegible]	৷০
১৪। চৈতন্যচরিতামৃত	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮। জীব-ধর্ম্ম	৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৶০
২৩। গীতমালা	৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
২৮। ঐ [illegible]	৷০
২৯। শরণাগতি	৴০
৩০। গীতাবলী	৴০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ	১৷০
৩২। [illegible]	৴০
৩৩। [illegible]	৴০
৩৪। [illegible]	৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি	৴০
৩৬। সমালোচনা	৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮। [illegible]	৫০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	৷৴০
৪০। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সমালোচনা	
([illegible] সংস্করণ)	৩৲
৪১। প্রেম্ন টীকা	৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷০
৪৪। গোবিন্দলীলামৃত	৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয়	৷০
৪৬। তত্ত্বসূত্র বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৪৯। উপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	৷০
৫০। শ্রীমন্মহাপ্রভু	৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক	৶০
৫২। সাধ্যসাধন	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ম্	৷০
৫৪। সঙ্গীত-মাধবম্	৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৬। সাহিত্য-নিকায়ম্	৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠঃ	৴০
৫৮। সারার্থদর্শিনী	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ	৷০
৬০। নামভজন	৷০
৬১। বিদেশীয় ওয়ার্ক্স	৷৶০
৬২। ল্যাক্, রায় প্রসেন্সন অব শ্রীচৈতন্যদেব	৷০
৬৩। বৈষ্ণবীয়	৷০
৬৪। গোলাট গৌড়ীয়মঠ ইন্ স্টাইল	৴০
৬৫। দি ভাগবত	৷০
৬৬। বৈদিক ক্রিশ্চান্ এন্ড আর্কেনিক রিলিজন	৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুপ অমর)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৭০। সাধন পথ	৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭২। গীতাবলী	৶০
৭৩। শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible], পোঃ মাহু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০৩২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসারঙ্গ-গোরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠ রুকুনপুর, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিন্দপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরোত্তম ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—মথুরা
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৩নং গ্লাডস্টোন পার্ক, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত তিন বৎসর একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক [illegible] সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্য সমন্বিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন সাইজে আদি ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, স্থানসূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সংযোজিত। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এ সংস্করণ ও অমূল্য বিরাট্ গ্রন্থ জগতের কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

১ম মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩৪

(১)

১১ মোকাদ্দমা ৩৪ দাবী ৫৮৯৯/৫

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটী ব্যাঙ্ক

দেঃ খুদী বিবি সাং হাতারপাড়া কৃষ্ণনগর,

কৃষ্ণনগর পুরাতন কলেজের রাস্তার বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩৮২০ ও ৮১১ দাগে -১১নং জমী ১০৫০ জমা বাস্ত কাথার ও খানা পাকা পায়খানা ১টী প্রাচীর ০০ হাত মূল্য আঃ ৫০০৲

(২)

৪০৯ মোকাদ্দমা ৩৪ দাবী ২৩৪১।৫/৯

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী বিং সাং মাবাড়ী

দেঃ মনোরমা দাসী সাং নাটনা পোঃ মহই

১। থানা তেহট্টের নাটনা গ্রামে ৭০ খতিয়ানে -১৫নং জমী ৫/০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে ৭৯১ ও অধীন ৭৯১।১ ও ৯২।৮।১৮ খতিয়ানে ২৫-৮৪নং জমা ৪৭।/৬ মূল্য ৩০০৲

(৩)

৪৪৯ মোকাদ্দমা ৩৪ দাবী ২৬৩৮/১৫

ডিঃ জগৎমোহিনী দেবী সাং হাটপাড়া

দেঃ গণিপদ মণ্ডল সাং হাটপাড়া

১। থানা কালীগঞ্জের হাটপাড়া গ্রামে ৪ খতিয়ানে -৪০নং জমী ৮৵৫ নিজিব বাস্ত চীবর মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৪।১৯৭ খতিয়ানে ৫৯নং জমা ৮৵৫ নিজিব বাস্ত বাস্তঘর মূল্য আঃ ১৫৲ টাকা

(৪)

১৬৯ মোকাদ্দমা ৩৪ দাবী ৩৩৯।৵

ডিঃ কৃষ্ণী ঘোষাণী সাং নবদ্বীপ

দেঃ রাণীবালা দাসী বিং সাং প্রতাপনগর

থানা নবদ্বীপের প্রতাপনগর গ্রামে ২৩৫ নং /১।০ কাঠা জমী ৩৸০ জমা বাস্ত খড়ের ঘর ও বাস্ত দেঃ স্বত্বের চতুর্থাংশ মূল্য আঃ ০০৲

(৫)

২৫৯ মোকাদ্দমা ৩৪ দাবী ১৩৪৯।/৯

ডিঃ মতীলাল মুখোপাধ্যায় সাং কলিকাতা

দেঃ সত্যরঞ্জন বিশ্বাস বিং সাং রামনগর পোঃ রামখালী

১। থানা চাপড়ার রামনগর গ্রামে খতিয়ানে ২৬ ৩৪নং জমী ২৩।০ বা মূল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ গ্রামে ১০৯৩ খতিয়ানে ৩-৬১নং জমী ৫।৶০ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ৭৪৯-৭৫১।৭৫২।১।৭৫১-২।৭৫৭।৭৫২ ২।৭৫২।৭।১০৬ খতিয়ানে ৫-৩৪ নং জমী ৮৲ জমা মূল্য ৫০৲

(৬)

২৫৩ মোকাদ্দমা ৩৪ দাবী ১৫০৬৷৵০

ডিঃ গৌরকী দাসী সাং কৃষ্ণপুর

দেঃ ইন্দুমতী দেবী বিং সাং শিবনিবাস পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণপুর গ্রামে ৪৯৫ ও অধীন ৪৯৬-৪৯৯ খতিয়ানে ৮-১৫নং জমী নিষ্কর মূল্য—

২। ঐ গ্রামে ৭৬ খতিয়ানে ৮৩নং জমী ৫৵১ জমা মূল্য

৩। ঐ থানার বেলেকা গ্রামে ২৮৩ ও অধীন ২৮৪-২৮৬ খতিয়ানে ২৬-৪৮নং জমী ব্রহ্মত্র মূল্য আঃ

৪। ঐ থানার শিবনিবাস গ্রামে ১১৯ খতিয়ানে ৯নং জমী ২১০ জমা মূল্য আঃ

৫। ঐ থানার চৌগাছা গ্রামে ২০৯৯ মৌজিতে ৫-৩০নং জমী মূল্য আঃ

(৭)

৪৫২ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ৭৬।/০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার গড়াই বিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ যোগেশচন্দ্র রায় বিং সাং কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজায় ৩২৬৩ খতিয়ানে -৪৯নং জমী নিষ্কর মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ২ ৫০ খতিয়ানে -৮৪নং জমী ৫।০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

২৩০ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ১২০।৶৯

ডিঃ অবিনাশচন্দ্র দাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ সন্তোষকুমার চৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়া

১। কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়ার ৩৯১৮ খতিয়ানে ১-২নং জমী ২৸৩ জমা দেঃ এক্ষের ছয় অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। এ মৌজায় ৩৯১৯ খতিয়ানে -০৮নং জমী ৬৲ জমা বাস্ত দালানকোঠা দেঃ একের ছয় অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৯)

১২৬ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ২৯৮।৶৯

ডিঃ রামবিহারী মণ্ডল সাং দেবগ্রাম

দেঃ এমারআলি সেখ সাং রাধাকান্তপুর

১। থানা কালীগঞ্জের রাধাকান্তপুর গ্রামে ৮৯ খতিয়ানে ৭৩নং জমী ২৶০ জমা দেঃ ৫০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ২৩৫ খতিয়ানে ৭১ ৬৩নং জমী ১৭৷৶০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

৩। ঐ গ্রামে -৩৬ খতিয়ানে ১-৮৭নং জমী ১৸/৫ ৩ ।০ অংশ মূল্য ১ঃ ৬৲

৪। ঐ গ্রামে ৪ খতিয়ানে -১২নং জমী ৸০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৩৲

৫। ঐ গ্রামে ৩৪ খতিয়ানে ৭০নং জমী ৵০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ২৩৯ খতিয়ানে ২১-২৮নং জমী ১২৷/০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ২৫৲

৭। ঐ গ্রামে ৩২৪ খতিয়ানে ২ ৮৫নং জমী ৩।/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৮। ঐ গ্রামে ৩৯৯ খতিয়ানে ১-৮৫নং জমী ৸/১০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ গ্রামে ৩১২ খতিয়ানে ২২-৮৯নং জমী ১০৲ জমা দেঃ ।০অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

১৫৫৫ মকিদ্দমা ৩১ দাবী ১২১/৩

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটী ব্যাঙ্ক লিঃ

দেঃ শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় বিং সাং কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজায় ৪৫৬৪ খতিয়ানে -২৬নং জমী ৫৷/৭ জমা বাস্ত বাগান বাগিচা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ মৌজায় ৪৫৭৫ খতিয়ানে -১৬নং জমী ১৸০ জমা বাস্ত পাকাকোঠা বাড়ী, প্রাচীর, পায়খানা, ইন্দারা সমেত মূল্য ৫০৲

(১১)

৫০৮ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ১৭৬৫।৩

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল সাং গোয়াড়ী

দেঃ সন্তোষরঞ্জন সিংহ বিং সাং কাঠালপোতা

১। থানা চাপড়ার জোয়ানপুরদিয়া মৌজায় ৪২০নং তৌজি ২নং খতিয়ানে ৭৬।/০ পত্তনী জমা ও ব্রাহ্মণদহ মৌজার জমাজম বস্ত দেঃ-গণের ।০ অংশের স্বত্বের তিন অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ তৌজি ৭ খতিয়ানে ১৬৶০ সে-পত্তনী জমা দেঃ ।০ আনার স্বত্বের তিন অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ মৌজায় ১১ খতিয়ানের ৯২।০ বন্দোবস্তী জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

৪। থানা চাপড়ার মাঠীয়া বিশ্বনাথপুর মৌজায় ২৩৬২ দেঃ জমা ২২৪০৲ টাকা দরপত্তনী জমা দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ৮০০৲

৫। থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ৫৯৮ খতিয়ানে ৬৮৲ টাকার পত্তনী জমার দেঃ ঐ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(১২)

৬৪১ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ১১০৷৸/৬

ডিঃ অন্নদাপ্রসাদ রায় সাং সাধনপুর

দেঃ যোগেশ পাত্র সাং সাধনপুর পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের সাধনপুর গ্রামে ১৯৫ খতিয়ানে -২০নং জমী ২৲ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৪৮৫ খতিয়ানে -১৪নং জমী ১৶০ জমা মূল্য ৫৲

(১৩)

৪২৭ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ১১৩০৸৯

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ প্রামানিক বিং সাং ঘূর্ণী

থানা কোতয়ালীর রাধানগর মৌজায় ৯৭১ ও অধীন ১৪।১৫ খতিয়ানে ২-৯৫নং জমী ৩৸/০ জমা বাস্ত পেতনী পুষ্করিণী সহ। মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

১৬৭ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ৫৩৸/০

ডিঃ দুর্গাপদ দাস বৈরাগ্য সাং সেজুলী

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল বিং সাং সেজুলী পোঃ পলাশী

১। থানা কালীগঞ্জের সেজুলী গ্রামে ৪০১ খতিয়ানে ৫।৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ২১০ খতিয়ানে -১৮নং জমী ১৷/৩ জমা মূল্য ৫৲

(১৫)

৩৬৪ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ২৪৫৸০

ডিঃ অতুলকৃষ্ণ পাল সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অশ্বিনীকুমার পাল বিং সাং সাধনপাড়া পোঃ বাহিরগাছি

থানা কোতয়ালীর সাধনপাড়া গ্রামে ৩০০ খতিয়ানে -২৯নং জমী ১।৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

৪২৩ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ৪৩।০

ডিঃ আবদুলরহমান সেখ সাং গোয়াড়ী

দেঃ ইব্রাহিম সেখ সাং গোয়াড়ী

থানা কোতয়ালীর গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক মৌজায় ৭৪৮ খতিয়ানে ২নং জমী ১।০ জমা বাস্ত খড়ের ঘর মূল্য আঃ ২৫৲

(১৭)

১৪৭ মকিদ্দমা ৩৪ দাবী ১০০৪৷৶০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ বসন্তকুমার প্রামানিক বিং সাং ঘূর্ণী

১। মৌজা নবদ্বীপ -২৭৯৯ খতিয়ানে -১৩নং জমী ১৶০ জমা বাস্ত দালান, কুয়া পায়খানা সহ মূল্য আঃ ৭০০৲

২। থানা কোতয়ালীর ঘূর্ণী গ্রামে ১নং খতিয়ানে ৬৫নং জমী বাস্ত টিনবাড়ী সরঞ্জাম আসবাবপত্র সহ দেঃ স্বত্বের নয় অংশ মূল্য ৪০০৲

৩। ঐ থানার কৃষ্ণনগর মৌজার ৩২৫৪ খতিয়ানে -১নং জমী ২৲ জমা বাস্ত পাকাবাড়ী দোকানঘর সহ মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ মৌজার ১৭১৪ খতিয়ানে -১৩নং জমী ৯৲ জমা বাস্ত টিনবাড়ী মূল্য প্রাচীর সহ মূল্য আঃ ২০০৲

৫। মৌজা [illegible] ১৩২ খতিয়ানে [illegible] জমা ২৸/৯ [illegible] বাস্ত [illegible] মূল্য আঃ ০০৲

(১৮)

১০৬ রবিকারী ৩৭ দাবী ১০৯৶৯

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র পাড়ে সাং কালীগঞ্জ

দেঃ যোগেশচন্দ্র হালদার সাং কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের মাধাপুর গ্রামে ১২৫ খতিয়ানে ১০নং জমী ২৲ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৮৲

২। ঐ গ্রামে ৬৮৭ খতিয়ানে ৬৪নং জমী ৷৶৹ জমা মূল্য ৮৲

(১৯)

২৭ রবিকারী ৩৭ দাবী ১১৪৸৹

ডিঃ উপেন্দ্র সরকার সাং মুড়াগাছা

দেঃ রাখাল দাস সিংহ সাং ফুলবেড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা কালীগঞ্জের বড় ফুলবেড়িয়া গ্রামে ৭০৬ খতিয়ানের মধ্যে ৫২নং জমী মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ গ্রামে ১১৫৬১ খতিয়ানে ৩৮০নং জমী ১ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

১৭৮ রবিকারী ৩৪ দাবী ১০৭৸৶৯

ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল সাং কালীবাস

দেঃ গৌর দাস সাং কালীবাস পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়ার কালীবাস গ্রামে ১৫৬ খতিয়ানে ৫-৭০নং জমী ৯৶৬ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

১৭৮৬ রবিকারী ৩৭ দাবী ৯১৸৶৩

ডিঃ জগদীশচন্দ্র রায় সাং রামনগর

দেঃ রাজেনউদ্দিন শেখ সাং ঐ পোঃ জীবনপুর

থানা নবদ্বীপের মামুদপুর গ্রামে ৯নং খতিয়ানে ১০নং জমী ৷৶৭ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

১৭৭৬ রবিকারী ৩৩ দাবী ৮৭৫৩ পাই

ডিঃ কমলাবালা দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মহম্মদালী বেপারী সাং বেথুয়াডহরী

থানা কালীগঞ্জের চৈতন্যপুর মৌজায় ১নং খতিয়ানে ১২৩ জমার মালিকী স্বত্ব মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

২০৩১ রবিকারী ৩৩ দাবী ২০০৶৯

ডিঃ প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ অন্নপূর্ণা দাসী সাং কাঠালপোতা

থানা নাকাশীপাড়ার ধর্মদাসপুর, বাগমারী, চক পুরাতনকুলিয়া, পশ্চিম বিলুলিয়া ছোট বিলুলিয়া বড় বিলুলিয়া বিল কুমারী বাবাকুলা থানা চাপড়ার কালবাস তারখাড় আলফা বাদিলাবাড় পাকরী মৌজায় ১৭১ নং তৌজি মহাল ১২৮২ অংশ খাজনা ৫০২৬৪ দেঃ ২৮৲ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(২৪)

১২৫ রবিকারী ৩৪ দাবী ১১৮৸৹

ডিঃ কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ঘোড়াইক্ষেত্র

দেঃ দুর্গাদাস নন্দী সাং ঐ

থানা কালীগঞ্জের ঘোড়াইক্ষেত্র মৌজায় ২৫-১২৫ খতিয়ানের ভাগ ১৭৷৶৫ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(২৫)

১৭১ রবিকারী ৩৪ দাবী ৭৭৷৶৹

ডিঃ রণজিৎলাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বড় চাঁদ সাং গোয়াড়ী

থানা কোতয়ালীর চর গোয়াড়ী গ্রামে ৪৪১নং খতিয়ানে ৯নং জমি ৸৹ জমা সহ ২ খানা ঘর মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

১৬ রবিকারী ২৪ দাবী ৭৫৸৩

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি ব্যাঙ্ক

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ নন্দী সাং কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর চাঁদসড়ক মৌজায় ৫৪ খতিয়ানে ৬১০ সিকা জমি সহ তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী একটি তাহার মূল্য আঃ ২০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩৪

(১)

২১১ রবিকারি ৩৪ দাবী ১৪৭৸৹

ডিঃ অতুলচন্দ্র দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মতিবাণী বিশ্বাস সাং রাজিবপুর পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়ার রাজিবপুর গ্রামে ৬৮ খতিয়ানে ৫০০৬নং জমা ২৬৷৶৹ জমা ১৩২৬ সালের জমীর উপর পাকাবাড়ীতে নিম্নলিখিত দক্ষিণদ্বারী ঘরের পূর্বাংশে নীচে ২টী ও তাহার পূর্বাংশে উপর ২টী মোট ৪টি কুঠরী সাজসরঞ্জামসহ মূল্য ১০০৲

(২)

২০৮ রবিকারী ৩৪ দাবী ৫৭৷৶৹

ডিঃ রঘুনাথ কুণ্ডু সাং গোয়াড়ী

দেঃ কুঞ্জ সর্দার বিং সাং মাধবপুর পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়ার মাধবপুর গ্রামে ২০৮ খতিয়ানে ৩৮নং জমী ৷৶৹ জমা সহ করোগেটটিনের ঘর ২ খান খড়ের ঘর ২ খান মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

৩০৯ দেঃ জারী ৩৪ দাবী ৬:৯৷৹

ডিঃ বরদারাণী দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ কমল মণ্ডল সাং পাটিকা পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়ার পাটিকা গ্রামে ৬৯নং খতিয়ানে ৭-২৫নং জমী ১০৶৹ জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(৪)

২০৫৮ দেঃ জারী ৩০ দাবী ২৭৮৯

ডিঃ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রামনগর

দেঃ কুসুমকলী দাসী সাং উদয়পুর

১। থানা কাপসাটীর উদয়পুর গ্রামে ৬৫১২ নং রোড সেস বুক ৮৮/৯ জমীর ৩৯২ দেঃ অংশে ১৭১৪ জমা লাখরাজ মূল্য ১০০৲

২। ঐ গ্রামে ৬১৯ ৬০।৯১।৩১।৩১৪। ৩২২।৬৩৪ খতিয়ানে ১১-৪০ নং জমী ৩৶১৫ জমা সহ কোঠাঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

২০৮ বাংকারী ৩৪ দাবী ১১৮৸৫

ডিঃ বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিং সাং নওয়াপাড়া

দেঃ বনোগোপাল মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

থানা চাপড়ার অধীন উত্তর রাজিবাপাড়া গ্রামে ৫১১নং তৌজির ২নং খতিয়ানে ৪৫৸/১০ পত্তনী জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(৬)

১৫৯১ বাংকারী ৩৩ দাবী ৩৪৷৶৬

ডিঃ কালিদাসচন্দ্র বিশ্বাস সাং মুড়াগাছা

দেঃ ছবেদন বিবি সাং বোড় মুড়াগাছা

১। থানা চাপড়ার মুড়াগাছা গ্রামে ৭২ নং খতিয়ানে ৪০নং জমি দেঃ ৸/৮ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার মুড়াগাছা গ্রামে ২০৸/৪ জমাঃ ৪ ৭৩নং খতিয়ানে দেঃ ২৸/৮ কড়া অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

১৩৬৮ বাংকারী ৩৩ দাবী ২৫৷৬

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং গোবরাডাঙ্গা

দেঃ পাঁচুবিবি সাং ডেঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার ডেঙ্গার বে ৫৯.নং খতিয়ানে ২-২২নং জমি ২৸০/১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

১৩৬০ বাংকারী ৩৩ দাবী ১৮৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ গ্রামে ঐ খতিয়ানে ২-২২নং জমি ১৷৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

১৫৭৫ বাংকারী ৩৩ দাবী ২২৸/৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায়

দেঃ প্রতাপ মণ্ডল সাং কলিয়াদহ পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়ার পদ্মমালা গ্রামে ১৫৪ খতিয়ানে ২-৫৫নং জমি উঠবন্দী স্বত্ব বাড়ী ঘর মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

১৫০২ বাংকারী ৩৩ দাবী ২১৲

ডিঃ ঐ

দেঃ গোলাবক্স শেখ বিং সাং চা থানা ও মৌজায় চাপড়ার ২১৮ খতি ১-৫৫নং জমি উঠবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার মালিপত গ্রামে ১ খতিয়ানে -৫৯নং জমি উঠবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

১৫১৬ বাংকারী ৩৩ দাবী ১১৸

ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী চকদাজীপাড়া

দেঃ পঞ্চানন সিংহ রায় বিং সাং বেথুয়াডহরী

থানা নাকাশীপাড়ার বেথুয়াডহরী মৌজায় ১৮৫ খতিয়ানে ৪০৫২নং জ ১০৷৶৯ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(১২)

১৫১৮ বাংকারী ৩৩ দাবী ১৫৷৷

ডিঃ ঐ

দেঃ আহম্মদ শেখ সাং নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার ডেঙ্গা গ্রামে ২-৫৬নং জমি উঠবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

১৯১৯ বাংকারী ৩৩ দাবী ১৬৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মসোনালি শেখ সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়া হরনগর গ্রামে ১৪ খতিয়ানে ৪ ১৪নং জমী ১২৸/১০ মূল্য আঃ ১০৲

(১৪)

১৫৭০ বাংকারীর ৩৩ দাবী ১১৷৶৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কাঠালপোতা

দেঃ নেজামদ্দি সাং চাপড়া

থানা ও মৌজা চাপড়া ৩১৯ খতিয়ানে ১-৮৯নং উঠবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

২০১১ বাংকারী ৩৩ দাবী ৩৩৷৷৬

ডিঃ শচীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং রানাঘাট

দেঃ মুজমাল মণ্ডল বিং সাং মহাদেবপুর

থানা চাপড়ার মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ খতিয়ানে ২০-২৫নং জমি ৪০৸/৪ জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(১৬)

২০৫১ বাংকারি ৩৩ দাবী ২০৸/৯

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী সাং হুগলী

দেঃ হৃদয় শেখ কারারী সাং হাটরা পোঃ বাদকুল্লা

থানা চাপড়ার অধীন হাটরা গ্রামে ৩২৬ খতিয়ানে ২-৬নং জমি ৬৷৶/১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(অবশেষ ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড } সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি { ৭৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৮১, ২৯শে মে ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

কলিকাতার কলেজসমূহের আই এস-সি পরীক্ষার ফল

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এই পরীক্ষায় কলিকাতার কলেজসমূহ কিরূপ ফল করিয়াছে, তাহার বিবরণ একটি তালিকায় প্রকাশ করা হইল :—

	১ম বিভাগ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	মোট
বঙ্গবাসী	৬৫	১৪০	৪৫	২৫০
সেণ্ট জেভিয়াস	৫২	৭৪	১৩	১৩৯
প্রেসিডেন্সী	৭১	৪২	১০	১২৩
স্কটিশ চার্চ	৬০	৪৬	৯	১১৫
সিটি	২১	৫০	২৯	১০০
বিদ্যাসাগর	৩০	৪১	২৭	৯৮
রিপন	২৯	৩৬	১৩	৭৮
আশুতোষ	২০	৪৫	৯	৭৪
সেণ্ট পল	৩	১৯	৭	২৯
সেণ্ট জোসেফ	৮	৬	৩	১৭
ইসলামিয়া	০	১০	১	১১
বেথুন	৩	৩	৩	৯
সেণ্ট জেমস	১	৬	০	৭

বঙ্গবাসী কলেজে বায়লজি অধ্যাপনার ব্যবস্থা

বর্ত্তমান সংখ্যায় কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আগামী বর্ষ জুলাই ১৯০৪ হইতে বঙ্গবাসী কলেজে আই এস-সি শ্রেণীতে 'বায়লজি' পড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলির মধ্যে বঙ্গবাসী কলেজই সর্ব্বপ্রথম বায়লজি অধ্যাপনার অনুমতি পাইল। উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Botany) এবং প্রাণি বিজ্ঞান (Zoology) উভয়ের সমাবেশে এই জীব-বিজ্ঞান বা Biology গঠিত।

কৃত্রিম দাঁতে প্রাণহানি

ব্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, তাহার পর কৃত্রিম দাঁত ব্যবহার করিতে লোকের মনে স্বভাবতঃই ভয় হইবার কথা। প্রকাশ, গত ২৬ই মে তারিখে ব্যাঙ্গালোরের এক কফি বাগানের মালিক মিঃ সি নাগনাথন রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় তাঁহার দুইটা কৃত্রিম দাঁত গিলিয়া মারা যান। দুপুর রাত্রিতে মিষ্টার নাগনাথনের পত্নী স্বামীর গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজে জাগিয়া উঠেন এবং দেখিতে পান যে, স্বামীর দুইটী কৃত্রিম দাঁত আটকাইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হয়, কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই মিষ্টার নাগনাথনের মৃত্যু হয়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চুরি

কলিকাতার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চোর প্রবেশ করিয়া বহু প্রাচীন মুদ্রা ও স্মৃতিপদক লইয়া চম্পট দিয়াছে। এই সমস্ত জিনিষপত্র দোতলায় একটি শো কেশের মধ্যে ছিল।

প্রকাশ যে, চোর সম্ভবতঃ একটা ড্রেন পাইপ বাহিয়া উপরে উঠে এবং একখানা জানালার কাচ কাটিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিতরে প্রবেশ করে। অতঃপর সে বাছিয়া বাছিয়া মূল্যবান জিনিষগুলি লইয়া চম্পট দেয়।

পর দিবস বলাবীথি হল এবং গ্যালারী ইত্যাদি খোলা হইলে দেখা যায় যে, কোন কোন জিনিষ ঠিক ঠিক স্থানে নাই ইহাতে সন্দেহ হয়। তখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, প্রায় একশত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পিত্তলের মেডেল এবং বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা অপহৃত হইয়াছে।

এক হাজার লোক গৃহহীন

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, সেদিন কেমেনডাইনে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। তাহার ফলে এক হাজারেরও অধিক লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং প্রায় ২০০ খানা ঘর, দুইটি তিন তেলের কল ও সেণ্ট মাইকেল গীর্জার ছাদ পুড়িয়া গিয়াছে। জলের অভাবে দমকলের কাজের গুরুতর অসুবিধা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সাগরের নিকটে খোলা মাঠে শত শত লোক বাস করিতেছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোনও প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এরূপ জানা গিয়াছে যে, একটি কাঠের বাড়ী হইতে আগুনের উৎপত্তি হয়। প্রবল বায়ুবেগে তাহা দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়।

ঢাকায় প্রবল ঝড় বৃষ্টি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ২১শে মে ঢাকায় প্রবল ঝড় ও মেঘগর্জ্জন সহ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছ উৎপাটিত এবং অনেক চালা ও করগেটেড টিনের ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। অনেক ইলেকট্রিক আলোকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, টেলিফোন লাইনেরও ক্ষতি হইয়াছে। ঢাকা নবাব পরিবারের নিজস্ব "কাশ্মীর" বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়ান মিলিটারী ব্যারাকের একাংশ উড়িয়া গিয়াছে ইলেকট্রিকের তার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় অনেক সিনেমা, ও রাস্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

করাচীতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব

করাচী কর্পোরেশনের এক সভায় মেয়র শ্রীযুক্ত জামসেদ মেটা করাচী সহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সহরে অন্যূন ১০ হাজার লোক এই মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিতেছে। নাগরিক প্রতিনিধিরা এই সমস্যা বিস্মৃত হইয়া আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কিত ব্যর্থ আলোচনায় যেন সময় নষ্ট না করেন। তিনি কর্পোরেশনের সকল সদস্যকে বসন্ত নিবারণ প্রচেষ্টায় অবহিত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বাসগৃহে অগ্নি প্রদান

গত ১৬ই মে বুধবার রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় হাবড়ায় কালিরাখিল পণ্ডিত বাড়ীর বৈঠকখানায় কে বা কাহারা অগ্নি সংযোগ করিয়াছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ অনুসন্ধান চালাইতেছে।

ঢাকায় ৩০টী বাড়ীতে খানাতল্লাস

ঢাকা হইতে জানা গিয়াছে যে গভর্ণরের প্রতি আক্রমণ সম্পর্কে সহরের বিভিন্ন স্থানে ৩০টী বাড়ীতে খানাতল্লাস হয় এবং বহু অবিবাহিতা হিন্দু বালিকা ও যুবককে বিভিন্ন থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাহাদের ফটো লওয়া ও আঙ্গুলের ছাপ লওয়া হয়। তাহাদের মধ্যে স্বত্রাপুর পুলিশ কর্ত্তৃক ১৩ জন যুবক গ্রেপ্তার হয়। তন্মধ্যে ৩ জনকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে ও অপর সকলকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৩৪১

গত শুক্রবার স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দশম বার্ষিক স্মৃতি বার্ষিকী বাঙ্গলার সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশুতোষের ন্যায় শক্তিশালী কর্মীপুরুষ সকল দেশেই দুর্লভ, বাঙ্গলা দেশেতো বটেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে কয়জন বাঙ্গালী তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মশক্তিবলে বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গলার উচ্চশিক্ষা বিস্তারে তিনি সমস্ত জীবন অক্লান্তভাবে যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই বাঙ্গলা চিরদিনই সেজন্য তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। বর্তমান কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহারই কীর্তিস্তম্ভ এবং ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে বিদ্যমান।

বিহারে ভূমিকম্পের তাণ্ডবের পর হইতে ভারতের উপর প্রাকৃতিক উপদ্রবের অন্ত নাই। এবংসে অত্যুষ্ণ যেন প্রবল ও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে! ঝড় হইয়া তো ঘরবাড়ী গাছপালার চিহ্ন নাই; নৌকা ডুবি ত, মানুষ মরিল—গৃহে গৃহে গৃহহীনের হাহাকার! তাহার উপর সংবাদপত্র খুলিলেই প্রত্যহ ক্ষুধাতুরদের প্রাণোৎসর্গের অভাবে মরণ স্ব কিন্তু আমাদের না বজ্রাঘাত আকস্মিক উৎপাত,—তাহার উপর চুরি ডাকাতির উপদ্রব আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে!

ভারতের সকল প্রদেশেই ডাকাতের দল দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহাদের সহায় আগ্নেয়াস্ত্র, বাঙ্গলায়ও তাহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে না। সম্প্রতি ডাকাতির বাঙ্গলায় সর্বত্র প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে—গ্রামে গৃহস্থের ধনপ্রাণ লইয়া বাস করা কঠিন হইয়াছে। ডাকাতেরা বে-আইনী বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি লইয়া আসে, পল্লীবাসীরা প্রতিবাসী নিরস্ত্র বলিলেই হয়। শতকরা ১০টা ডাকাতিতেও পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মনে হয়, অর্থনৈতিক দুর্গতি ও অভাবই সাধারণ মানুষকে দস্যুতে পরিণত করিতেছে। রোগের মূল ঠিক করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এখনকার পুলিশ-ব্যবস্থা অধিকতর সবল না হইলে এই অভাব পীড়ন ও লুণ্ঠন হইতে আর্ত গৃহস্থকে কে রক্ষা করিবে?

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কেমন করিয়া বাধিয়া উঠে, তাহার কারণ ও প্রতিকার বোধ হয় অনেকেই অনুধাবন করিয়া থাকিবেন। অশিক্ষিত জনসাধারণকে ধর্মের নামে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়া, একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া গুজব, নরহত্যা সুরু হয়। ইহার উপর রেঙ্গুনে আর এক পাপ-বুদ্ধি ক্রমশঃ মাথা তুলিতেছে। তথায় ব্রহ্মবাসীদের ভারতীয় বিদ্বেষবশতঃ আক্রমণ ও হত্যার ঘটনা সকলেই জানেন। সম্প্রতি আরাকানেও সেই অভিনয় হইয়া গিয়াছে। দলবদ্ধ আরাকানীরা সহসা আকিয়াব জিলার কোন গ্রামে চট্টগ্রামের মুসলমান-প্রবাসীদের আক্রমণ করে। বহু জন হতাহতও নাকি বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল।

পোর্ট কমিশনারদিগের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা

কলিকাতা কর্পোরেশন পোর্ট কমিশনারদিগের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪৪৮১১৫/৪ পাই দাবী করিয়া এক মামলা দায়ের করেন। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির এজলাসে উক্ত মামলার শুনানী চলিতেছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, কলিকাতা সহরে ময়লা জল (পচার জল) সরবরাহ করিবার জন্য হাওড়া পুলের নিকট মলমূত্র বাত পাম্পিং ষ্টেশনে নামে একটি ষ্টেশন আছে। পাম্পিং ষ্টেশনে ও গঙ্গা নদীর সাথে সংযুক্ত যে কলের নল আছে তাহা ইঁটের দ্বারা বাঁধান সুরঙ্গের ভিতর দিয়া আসিয়াছে এবং নল ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে সুরঙ্গে জল প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

১৯১৪ সালে পোর্ট কমিশনারগণ তাঁহাদের রেলপথের জন্য আর একটি পথ নির্মাণ করেন। এইজন্য ঐ নলগুলি সাময়িক অবস্থা হইতে কিছু নামাইয়া দিতে হয় এবং সুরঙ্গেরও কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। বিবাদিগণ বাদীর অনুমতি অনুসারে এবং নিজ খরচায় ঐ সব কাজ করেন। ঐ রাস্তার কিয়দংশ সুরঙ্গের উপরিভাগে উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল। ঐ রাস্তা দিয়া যাহাতে সুরঙ্গে জল প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য বিবাদিগণ রাস্তার ঐ অংশ টিন প্লেট দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দেন এবং ভাবে বিনা বাধায় জল প্রবেশ নিবারণের জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করে। বাদিগণের বক্তব্য এই যে, বিবাদিগণেরও সকল সময় ঐ রাস্তা ঠিক ভাবে রাখার কথা।

১৯২৬ সালের ২২শে জুলাই ভীষণ বারিপাতের ফলে ঐ রেল রাস্তার অংশে অনেক জল জমিয়া যায়। কিন্তু ঐ জল যাহাতে সুরঙ্গে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য বিবাদী বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই; ইহাতে ঐ রাস্তা দিয়া সুরঙ্গের ভিতর জল প্রবেশ করিয়া বাদীর ইঞ্জীন ঘর ভাসাইয়া দেয়। বাদিগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায় যে দুইটি ছিদ্র দ্বারা সুরঙ্গে জল প্রবেশ করিয়াছে। কোনও ব্যক্তি ঐ রেল রাস্তার জল নিকাশের জন্য ছিদ্র করিয়া থাকিবে। কখন কি ভাবে ছিদ্র করা হইয়াছিল বাদী তাহা অবগত নহে। ইঞ্জিন ঘরে জল প্রবেশের ফলে সমস্ত কলকব্জা নষ্ট হইয়া যায় এবং পাম্পিংএর কাজ বন্ধ থাকে। ইহাতে বাদীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। ইঞ্জিন ঘর হইতে জল নিকাশের জন্য বাদীকে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল এবং সহরে জল সরবরাহের জন্য সাময়িক ভাবে কল বসাইতে হইয়াছিল।

বিবাদী দাবী অস্বীকার করে, এবং বাদীর অবহেলার জন্যই ইঞ্জিনঘরে জল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বলে। ইহা ভিন্ন কলিকাতা পোর্ট আইনের ১৪২ ধারা অনুসারে দাবী বারিত।

মিঃ এস এম বসু, মিঃ এন সি চাটার্জ্জি বাদী পক্ষে ও মিঃ পিউ, মিঃ টি চাটার্জ্জি, মিঃ কাউ বিবাদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

যুক্ত-প্রদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা

যুক্তপ্রদেশের চারটি মিউনিসিপ্যালিটি ও ২০টি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এলাকায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এতদর্থে শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর একটী স্কীম প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগকে একত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে, তৎপর ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদিগকে পৃথক স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্যয় সংক্ষেপের জন্য ৯ বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগকে এক সঙ্গে শিক্ষাদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যতদূর সম্ভব শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইবে অতঃপর শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যা শিক্ষক হইতে কম হইবে না। পল্লীগ্রামে যতদূর সম্ভব স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত করা হইবে। প্রত্যেক ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য একজন করিয়া শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী থাকিবেন। শিক্ষকগণের অনুরূপ যোগ্যতায় শিক্ষয়িত্রীদিগকেও শিক্ষকগণের সমান বেতন দেওয়া হইবে।

টাকী থানায় গুলী বর্ষণ

কিছুদিন পূর্বে ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী থানায় গুলীবর্ষণ সম্পর্কে জোর হৈচৈ চলিতেছে। এই ব্যাপারের সহিত জড়িত এইরূপ সন্দেহ করিয়া সম্প্রতি পুলিশ চারিজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে একজনের পদবী রায় চৌধুরী বলিয়া জানা গিয়াছে।

টাকীর থানাতে কতিপয় লোকের সহিত জনৈক কনেষ্টবলের বচসা হয়। এই কথা হইতে মারামারি বাধে। কনেষ্টবল আহত হয়, এই সময় অপর একজন কনেষ্টবল আসিয়া বিপন্ন কনেষ্টবলকে উদ্ধার করে। এই ঘটনার দিন রাত্রিকালে টাকী থানার লোকেরা যখন নিদ্রিত ছিল, তখন এক দল লোক থানা আক্রমণ করে। বন্দুকের আওয়াজ হয়। তাহাতে একজন কনেষ্টবল আহত হইয়াছিল। সকলে জাগিয়া উঠিলে আক্রমণকারীরা পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

অতঃপর পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ করে। তাহারা এপর্য্যন্ত চারিজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে একজনের নাম বঙ্কু কেওরা। সে নাকি বসিরহাটের কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহাতে রায় চৌধুরীকে জড়িত করা হইয়াছে।

আক্রমণকারীরা যে বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ইহাও প্রকাশ যে, যে দুর্বৃত্ত দল থানা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাই নাকি ঐ অঞ্চলের কয়েকটি চুরির জন্য দায়ী। পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে।

অনধিকার চর্চ্চার ফল

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ একজন মোটর ক্লীনারের দুঃসাহস ফলে এক হতভাগ্য রিক্সাওয়ালার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ, মোটরখানা একখানা ট্যাক্সী। ট্যাক্সীওয়ালা গাড়ীখানা ক্লিনারের হেফাজতে রাখিয়া কোথাও চলিয়া যায়। ইত্যবসরে ক্লীনারের খেয়াল হইল যে সে গাড়ী চালাইতে পারে কিনা। তাহার অনুরোধে তাহার এক বন্ধু গাড়ী চালাইয়া দেয় কিন্তু তাহাদের স্টিয়ারিং করে গাড়ী সম্মুখ দিকে না গিয়া উল্টোভাবে পিছন দিকে ছুটিয়া চলে এবং একজন রিক্সাওয়ালাকে রিক্সাসহ ঠেলিয়া লইয়া গিয়া এক গাছের উপর ফেলে দিয়া তাহার পা দুইখানি কাটিয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পর তাহার মৃত্যু হয়। রিক্সাখানা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হেড কনেষ্টবলের আত্মহত্যা

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, গোয়ালিয়র ষ্টেট পুলিশের হেড কনেষ্টবল রঘুনাথকে বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার আত্মহত্যার কারণ রহস্যাবৃত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৯শে মে ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ৭৬শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বড়লাট বাহাদুরের হরিকথাশ্রবণেচ্ছা

গত ২৬শে মে তারিখে নিজস্ব-সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী প্রভুর নিকট আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় বৈষ্ণব দর্শন-সম্বন্ধে শ্রবণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে হাতরাসাভিমুখে প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং কুঞ্জলাল গত ২৭শে মে আলীগড়ে প্রচারে গিয়াছেন, তাঁহারা তথা হইতে দিল্লী হইয়া শিমলা যাইতেছেন।

কাশীতে

বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ মার্চেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মল্লিকের অগস্ত্যকুণ্ড ভবনে কলিকাতা-নিবাসী শ্রীমান্ শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিশেষ আবাহনে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায় হইতে শচীমাতার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মচারীজী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে অপূর্ব্ব মনোহর সুসজ্জিত ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনের শ্রীচরণবন্দনার মঙ্গলাচরণমুখে তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্যভরে বলেন—সমাগত শ্রদ্ধেয় সজ্জন শ্রোতৃবৃন্দ, আমি আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতেছি। আজ আপনারা আমাকে উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া আমাকে উপদেশক বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমি উপদেষ্টা গুরু নই এখানে উপদেষ্টা একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ, তাঁহার সেবকানুসেবকসূত্রে তদাদেশ শিরে ধারণ পূর্ব্বক আত্মশোধনার্থ গুরুদক্ষিণা দিয়া গুরুকৃপা লাভ করিবার জন্য এই উচ্চাসনে আসীন হইয়াছি। আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সেব্যের আসনে বসিয়াও সেবকাভিমানে ভরপুর থাকিয়া সেব্যের সেবানুকূলতা সম্পাদন করিতে পারি—ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র সকাতর প্রার্থনা।

কলিযুগপাবনাবতারী সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ মাতা শচীদেবীকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বজীব-কল্যাণের জন্য কাপনের ভাবে বলিতেছেন—

"শুন শুন মাতা কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণসেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥"

কৃষ্ণসেবকের কখনও কোথাও বিনাশ নাই। কারণ, তাঁহারা ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা হরিসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীহরি এতাদৃশ ভক্তগণকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া দেবগণেরও প্রভু কালের জন্মস্থিতি-ভঙ্গাত্মক প্রবল ভয়ঙ্কর চক্রও সেই সকল কৃষ্ণাশ্রিতজনের কিছুই করিতে পারে না; পরন্তু তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব ভক্তিপ্রভাব-দর্শনে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে।

সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র চেতনাচেতন সকলেরই মূল জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের যেরূপ জনকের আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের বিশেষতঃ মানবের পক্ষে সর্ব্বাত্মভাবে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য বা একমাত্র ধর্ম্ম। যে সকল আত্মস্বরূপজ্ঞান-বিস্মৃত পুত্রস্থানীয় মূঢ় জীব অকৃতজ্ঞতা বশতঃ উক্ত ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া জগৎপিতা জগন্নাথের ভজন করে না, তাহারাই দণ্ড্য হইয়া ক্লেশকর সংসার-কারাগার লাভ করিয়া আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—এই তাপত্রয়ে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইয়া থাকে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

এতৎপ্রসঙ্গে জীবের গর্ভবাস ও জন্মমৃত্যু-যন্ত্রণাদি আলোচিত হয়। পাঠের অন্তে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী সুললিত-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে এবং জ্ঞান বাবুর বিশেষ অনুরোধে ঐস্থানে আরও একদিন পাঠ কীর্ত্তন হইবার কথা আছে।

কুচবিহারে

বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সম্মিলনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পূর্ব্ব সপ্তাহের আবৃত্তির অনুবৃত্তি আলোচিত হইয়াছে।

মহাপুরুষবর বলিতেছেন,—

হে ভগবন্, সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর একমাত্র আপনিই, আপনি বিষ্ণু, অব্যয় এবং ঈশ্বর-স্বরূপ। আপনিই কাল (নিমিত্ত কারণ) এবং ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্ম প্রকৃতি (উৎপাদন কারণ), আপনিই মহত্তত্ত্ব (কার্য্য স্বরূপ), আপনি অন্তর্যামী সুতরাং সর্ব্বভূতের চিদ্ধাতা এবং পুরুষ-স্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে,—বস্তু—ভগবান্, বস্তুশক্তি—প্রকৃতি, বস্তু-অংশ—পুরুষ, বস্তুকার্য্য—মহান্ সকলই শুদ্ধাদ্বৈত বিচারে বাস্তব বস্তু, সুতরাং বস্তুত্ব বিচারে ঐগুলি অভিন্ন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচারে স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান পরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে।

যদি ভগবানই সব, তবে হইলে ঘটাদি প্রাকৃত বস্তু জ্ঞানে 'ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয় না কি? যদি হয় তাহা হইলে সকলেই ত' একাকার। অদ্বয়-স্বরূপ ভগবান্ দুষ্করণে বর্ত্তমান থাকিলেও বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয় গোচর প্রাপ্ত নহেন। জীবাত্মা জড়ময় দেহে আবদ্ধ বলিয়া আপনাকে (নিজেকে আত্মাকে) জানিতে সমর্থ নহে।

(ক্রমশঃ)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ মধুসূদন, ভাদ্র গৌরাব্দ ৪৪৮

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুইটী শব্দ প্রায়ই শুনিয়া থাকি। এই শব্দদ্বয় পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। এতদুভয়ের উদ্দেশে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত্যে আলোচনার্থই আজ আমাদের প্রয়াস।

প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা তদাশ্রয়ীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। জীব এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়। প্রকৃতির অধীনে সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। রজোগুণের ধর্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণের ধর্ম প্রকাশসত্তা রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিলোপ করে।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের গুণী তিনটিকে ভগবানের পুরুষ-অবতার বলা হয়। সত্ত্বগুণের ঈশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইলেও প্রকৃতি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা ও তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হওয়ায় পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমমানে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সমশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রাকৃত-রাজ্যে ফলভোক্তা বদ্ধ জীব। তিনি কখনও ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা কখনও বা রাক্ষসিকগণতন্ত্র শরীরেতেন আছ। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অবিদ্যা ভোগবাসনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে পরশকারী পথিকরূপে বদ্ধাভিমানের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, হেয় জড় দ্রব্যাদি ভোগ করিবার বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন—তাহা তাঁহার স্বরূপবিভ্রান্তি বা মায়াবন্ধনতা।

আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে সুখী মনে করেন, আবার ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে আপনাকে দুঃখী মনে করেন। প্রাকৃত বস্তুসত্তার মূলপ্রকৃতি প্রকৃতি। বদ্ধজীবের জড়ভোগরহিত নির্মল স্বরূপাবস্থিতি তটস্থদেশে আবদ্ধ। গুণপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একটী বিষ্ণুর বহিরঙ্গা, অপরটী তটস্থা। তটস্থাক-শক্তি-পরিণত জীব বহিরঙ্গা শক্তির গুণসম্বন্ধে আবাহন করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা ও প্রাকৃতাভিমান।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি-পরিণামই অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপ বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধ জীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন। অপ্রাকৃত রাজ্যে জীব নিজের সুখভোগার্থ তাপে ব্যস্ত নন পরন্তু চরিতার্থই তথায় তাঁহার নিত্য কৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়িক সুখদুঃখ ভোগ করিতে যাইয়া জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদ্ধামে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে কৃষ্ণানন্দ বিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাপরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। জীব বহিরাজ্যে অবস্থানবিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন। কিন্তু বদ্ধ ভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবাবিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধ্য হইলে জীব কখনই প্রাকৃত অভিমান ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগবাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব অনুভূতি বদ্ধজীবের ভোগপর কল্পনা। অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলেই প্রাকৃত জড় মনের কদর্য্যতা উপলব্ধি হয়। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ, অপ্রাকৃত উহা হইতে স্বতন্ত্র।

অতএব এই মায়েই প্রাকৃত, জড় অনিত্য ও হেয়। আর ইন্দ্রিয়াতীত স্বতঃপ্রকাশ চিন্ময় বস্তুই অপ্রাকৃত, নিত্য, অবিনাশী, শুদ্ধ ও পবিত্র। অপ্রাকৃতে প্রাকৃতের হেয়তা আরোপ করা অন্যায়। এই প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃতের আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হইলেও অপ্রাকৃত বস্তু কোন দিনই মায়াধীন হন না। অজ্ঞ আমরা কিন্তু অজ্ঞান প্রাবল্যহেতু অপ্রাকৃতকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া অপরাধের আবাহন করি। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥'

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব পারমার্থিক শব্দ

[শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

ব্রহ্ম ও বিষ্ণু শব্দ হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব শব্দদ্বয় নিষ্পন্ন। ব্রহ্ম বা বিষ্ণু গুণ বা প্রকৃতিজাত ভূতাকাশোৎপন্ন কোন শব্দ-বিশেষ নহেন। উহা সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ- (মায়াতীত) শব্দ-বিশেষ। বৈকুণ্ঠ-শব্দ ও শব্দী বস্তুতে মায়ার ব্যবধান থাকে না। ব্রহ্ম-শব্দই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। বিষ্ণু-শব্দই সাক্ষাৎ বিষ্ণু। বৈকুণ্ঠ-শব্দ ও শব্দী বস্তুতে ভেদ-বিচারই নরকগমনের অপ্রতিহতা পদ্ধতিমাত্র।

ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণব সেব্য ও সেবক-তত্ত্ব-বিচারে অভিন্ন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব শব্দযুগল বৈকুণ্ঠ শব্দ বলিয়া ইহাতেও মায়ার ব্যবধান অসম্ভব। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-শব্দে কোন প্রকার দোষ দর্শন অসম্ভব। জীব-স্বরূপ বৈষ্ণব। যেখানে বিভৌমাভিনিবেশ বশতঃ স্ব-স্বরূপ আবৃত সেখানে প্রাকৃত-গুণ-জাত বিচার প্রবল থাকায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব শব্দদ্বয় বিপন্ন।

যেখানে অধোক্ষজ বস্তুতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা নিযুক্ত না হইয়া আত্মার অপ্রসন্নতা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেখানে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব-শব্দের অবতারণা বৈকুণ্ঠনামে শব্দসামান্য-বুদ্ধিরূপা নামাপরাধ মাত্র।

গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি, গঙ্গাতে জলবুদ্ধি, শ্রীমূর্ত্তিতে কাঠ, পাথর, মাটি বুদ্ধি, হরিনামে শব্দসামান্য-বুদ্ধি যেরূপ নামাপরাধ, সেই প্রকার প্রাকৃত জনে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব আখ্যা যোজনা নামাপরাধ। আবার বাস্তব পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে অব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণব-বুদ্ধি চতোধিক সত্যং নিন্দারূপ নামাপরাধ।

অধোক্ষজে সেবাবিমুখ প্রাকৃত জনে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাভিমান ও অধোক্ষজে সেবাপর অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি সাধুনিন্দারূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামাপরাধ মাত্র।

পরমার্থ-পিপাসু নামাশ্রয়ী নামপরায়ণ সাধুগণ নামরূপা-বলে পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব তত্ত্ব অবগত আছেন। তাঁহারা জাগতিক শৌক্রধারায় ও শব্দ দ্বারায় "দ্বিজ"-শব্দ প্রয়োগে ইতস্ততঃ করেন, পাত্রাপাত্র বিচার করেন; ব্রাহ্মণ ত' দূরের কথা! আর বৈষ্ণব ত দূরে! সুতরাং বংশসূত্রে বা শুক্রগর্ভে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব শব্দ আবদ্ধ নহেন। ব্রহ্ম বিষ্ণু শব্দের সহিত অভিন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব পারমার্থিক শব্দ

মানবজাতির ইতিহাস

(২)

অবিমুক্তেজা বৈষ্ণবগণ "বহির্মুখ-ব্রাহ্মণেভ্যশ্চণ্ডালোহপিবান্ বৈষ্ণবঃ সদা" বিচার অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র উহাদেরই পদানত হইবার বিচারে গ্রহণ করেন নাই।

ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ সামাজিক কবিকুল ও বিভিন্ন বর্ণের সহিত বিবাহ প্রবর্ত্তন না করিয়া সকলকেই হংসজাতির সমতা-প্রদর্শন-মুখে মহাভারত-কথিত গীতাবাক্যের আলোচনা দেখাইলেন—

"বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

এই হংসজাতির মূলমন্ত্রের বিচার দর্শন করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয়াদিজাতিকে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগেরও স্থানগত উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন।

সংকর্ষিকুলের বিচারপ্রণালীতে স্ব-স্ব স্বার্থপরতার কিঞ্চিৎ লাঘব-ফলে অনুন্নত শ্রেণী বলিয়া প্রসিদ্ধ জনগণকে অপেক্ষাকৃত কিছু আদর করিতে শিখিলেন। হংসজাতির বিচার যাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল, তাঁহারা সমতা-প্রবর্ত্তনমুখে শাস্ত্রের বৈষম্য কেবল জড়গত ও প্রাপঞ্চিক জগতে তাৎকালিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত ইহা প্রচার করিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিচারের শমবৃত্তি অবলম্বনে সাধারণকে বুঝাইলেন যে, আধ্যাত্মিক-জ্ঞানী যখন শূকরের সহিত কুক্কুরের আকারগত বৈষম্য ও পরিস্থিতিগত উচ্চাবচত্ব আছে দর্শন করেন, তখন উহাদের মধ্যে সমতা-স্থাপন-প্রয়াস আদর করা যাইতে পারে না।

হংসজাতির সমতা-প্রচলনের বিধি আধ্যাত্মিক-বিচার-নিপুণ শাস্ত্রের দ্বারা অবৈধভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডপর মানবজাতির সহিত পার্থক্য-বুদ্ধিতে নিজেদের ভেদ দর্শন করিলেন। এই ভেদদর্শন করিয়াও পুনরায় সেই স্মার্ত্তাদিগণ নির্ব্বিশেষবাদীকে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-প্রভাবে বশীভূত করিল। হংসজাতির বুদ্ধিমান্ জনগণ হংস-বিচারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া অহিংসাধর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃত বর্ণের পরিচয়ে পরিচিতগণের যোগ্যতার উন্নতির প্রয়াসী হইলেন।

ভাগবতগণ ও পাঞ্চরাত্রিকগণ ভিন্ন ভিন্ন বিপদ পাছায় বিভিন্নে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির ও শ্রৌতপন্থার আদর

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতিপক্ষ ঋষি-সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক-জ্ঞানরত হইয়া প্রভৃতির বহু বেদসূক্তিসমূহের প্রয়োগমুখে স্তোত্রবিধি প্রবর্তন করায় পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধ-জৈনাদি-বাদ প্রবলভাবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। উলুক্য ও চার্ব্বাকাদি আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-মত্ত হইয়া বৈদিক ঋষিগণকে 'ভণ্ড' 'ধূর্ত্ত' 'নিশাচর'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিল।

———

কিন্তু ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ অবিচলিত থাকিয়া সনাতন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসক কর্ম্মকাণ্ডি-গণের মঙ্গলপ্রার্থী হইলেন।, তাঁহারা কর্ম্ম মার্গের অধিকারোচিত সদ্ভক্তিপ্রদর্শনকল্পে বর্ণাশ্রমের আদর করিলেন বটে কিন্তু বর্ণাশ্রমের আদর করিতে গিয়া বিষ্ণুভক্তিকে গৌণ-কার্য্যাজ্ঞানে স্বীয় অবস্থানের সুযোগ অবজ্ঞাকে নির্ম্মুক্তিতা জানাইলেন।

তাঁহাদের বর্ণিত চিন্তা-স্রোত শ্রীমদ্ভাগ-বত পুরাণের শ্লোক—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

—প্রভৃতি বিচারমুখে কর্ম্মকাণ্ড নিরত আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-প্রতারিত নির্ব্বোধদিগকে সুস্থির করাইবার জন্য কতই না নবীন পথ প্রয়োগ করিয়াছেন. তাহা আলোচনা করিলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁহার সহিত প্রাকৃত-ভূঁইফোঁড় সজ্ঞার পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

বুদ্ধিজীবী বর্ণচতুষ্টয়ের অন্তর্গত বৈশ্য-বর্ণ। তাঁহারা বিনিময়-নীতিকেই প্রধান মনে করেন। এবং বৈশ্য-নীতি কর্ম্মফলবাদরূপে যখন ঋষিনীতিকে আক্রমণ করিয়াছিল. সেই সময়েই জৈমিনী প্রভৃতি পূর্ব্বমীমাংসক-গণ ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মপথ মাত্রেরই আবাহন করেন। তজ্জন্য ঋষিনীতিতে যে বণিগ্‌বৃত্তি প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। পাঞ্চরাত্রিকগণ শ্রীবিষ্ণু-কথিত বিচার-প্রণালীকে স্ব-স্বকামনা-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া রাজস তামস পঞ্চরাত্রের সেবক হইয়াছেন। কেবল সাত্বতগণ একনিষ্ঠভাবে আছেন। পুরাণগুলিও ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া হংসজাতির যে সত্য বিধানে সমতার গৌরব সম্পাদন করিয়াছে।

———

বৈশ্য-নীতির আক্রমণে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতী প্রভৃতির বিচার-প্রণালী ব্রহ্মনীতিকে আক্রমণ করায় ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত বিদ্বেষী শাক্তের মতবাদ বিষ্ণুভক্তির প্রতিপক্ষে দুর্ব্বলা চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছে। স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ব্রহ্মর্ষি-নীতি বিস্মৃত হইয়া বৈশ্যর্ষি-নীতির আবাহন করায় বণিগ্‌বৃত্তি বর্ত্তমানকালে ঋষিকুলের অবস্তন-গণকে বিপথগামী করাইয়া 'স্মার্ত্ত' নামে পরিচিত করাইয়াছে। সুতরাং ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ এই স্মার্ত্ত বিপ্লব-স্রোতে পতিত হইয়া যে গড্ডলিকা-ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সারগ্রাহিগণের মত নহে. একজন বৈশ্যের বৃত্তি বিনিময় বা ব্যবসায় বা কর্ম্মফলবাদ প্রকৃত বৈশ্যনীতির সহিত সমন্বয়ক্রমে যে যজ্ঞবিধি ও গৃহসংস্কার প্রবর্ত্তন করাইয়াছিল, তাহার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ ব্যবসায়ী নহেন কিন্তু ভাগবত ও সাত্বত পঞ্চরাত্রের বিদ্বেষী স্মার্ত্তগণ নির্ব্বোধ জনগণের সাহায্য লাভ করিয়া যে বৈশ্যের বৃত্তি ব্যবসায়কে 'ধর্ম্ম' বলিয়া স্থাপন করেন, তাহা ভাগবতের বিচারক অনিত্য ব্যবহারিক ভাবক-সম্প্রদায়ের স্বত বিষয়সমূহকে বর্ণস্থিত বৈশ্যবৃত্তি বা ব্যবসায় বলেন। তাহাতে পাঞ্চরাত্রিক বা ভাগবতগণ দুঃখিত নহেন।

একণ বিষ্ণুভক্তগণের ব্যবসায়াত্মিকা বৃত্তিজীবী স্মার্ত্ত-সমাজের ব্যবসায় সমূহের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরমহংস বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবে। গীতোক্ত—

'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥'

এই বিচারে বেদের একায়ন-পন্থাবলম্বী জনগণ বহুশাখাবলম্বী অব্যবসায়িগণেরও আদর করিতে পারেন না।

নৃকেশরী লীলা

(১)

ভক্ত-ভক্তোত্তম, দীন প্রিয়তম,
হরি-গাথা-রসে মত্ত।
করিলেক যবে, দৈত্যশিশু সবে,
বঞ্চামর্ক হ'ল ভীত॥

(২)

জানিল দৈত্যেশে, সকরুণ ভাবে,
প্রহ্লাদচরিত যত।
শুনে অসুরেশ, বিষাদে অশেষ,
মরমে হইল হত॥

(৩)

কহিল প্রহ্লাদে, অতি ঘোর ক্রোধে,
ওরে মূঢ় দুরাশয়।
সাক্ষাৎ শমনে, বধিতি সঘনে,
সাহসে কেমনে হায়॥

(৪)

যে আমার রাগে, ত্রিজগৎ কাঁপে,
দেবের হৃদয় জ্বালা।
কোন্ ভরসাতে, কা'র প্রেরণাতে,
হেন মোরে কর হেলা॥

(৫)

কা'র বলে বলী, কে সে বলশালী,
স্থিতি কোথা বল তার।
এবে বধ করে, রাখুক্ তোমারে,
সেই বলশালী তার॥

(৬)

বলে ভক্তাগ্রণী, অনন্ত অবনী,
(যাঁর) বিভূতির কণা মাত্র।
বলাধীশ তিনি, তাঁ'র বলে আমি,
হীনজন সম্বল॥

(৭)

তিনি মহান্ ভক্তৈকপ্রাণ,
মঙ্গলময় মূর্ত্তি।
যেন পরাৎপর তিনি বিশ্বম্ভর,
সর্ব্বত্র তাঁহার স্থিতি॥

(৮)

কনক কশিপু, চির ভক্তরিপু,
শুনিয়া সে এব বাণী।
বজ্র-নির্ঘোষে, কহিল সরোষে,
থড়্গে খোঁচিয়ে গাথি॥

(৯)

ওরে দুরাচার কুল ক্ষেম বয়,
শুনহ বচন মোর।
আমা বই আর, দ্বিতীয় ঈশ্বর,
কে আছে কোথায় তোর॥

(১০)

ব্যাপী ত্রিভুবন, যদি সেই জন,
না হেরি কেন এ স্তম্ভে।
কোপে দৈত্যনাথ, স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত,
করিল ভীষণ দম্ভে॥

(১১)

ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ, ফাটিয়া দুঃসহ,
উঠিল যেন যে শব্দ।
দেবতা কাঁপিল, প্রমাদ গণিল,
ত্রিজগৎ হ'ল স্তব্ধ॥

(১২)

সত্য ভৃত্যবাক্য দেখাতে প্রত্যক্ষ,
দৈত্য প্রতি হ'য়ে রুষ্ট।
ভক্ত-ভয়াপহ, অনর অসিংহ,
স্তম্ভেতে হইল দৃষ্ট॥

(১৩)

দৈত্য-বিঘাতক প্রপন্ন-পালক,
ভক্তি-প্রতিকূলনাশী।
তাঁহার বিভূতি, সুসত্য সর্ব্বথা,
দেখিল ত্রিপুরবাসী॥

(১৪)

চক্রকরোপম, যুত শুভ্ররোম,
রোষকষায়িতানন।
বিকট দশন, যুগল নয়ন,
তপ্ত হেমোজ্জ্বল সম॥

(১৫)

সে অপূর্ব্ব বপু, হিরণ্যকশিপু,
দেখিয়া সম্মুখ ভাগে।
গদা লয়ে করে, নর কেশরীরে,
হানিল প্রচণ্ড-বেগে॥

(১৬)

যথা অগ্নি সহ, যুঝিয়া পতঙ্গ,
জীবলীলা করে সাঙ্গ।
নৃহরি-তেজেতে, তথা দিতিসুতে,
বিলীন করিল বাঞ্ছ॥

(১৭)

বৈনতেয় যুত, বিভিন্ন যেমত,
কচিৎ বিমুক্ত হয়।
সকৃৎ তেমতি, দৈত্য দুরমতি,
হইল বিচ্ছিন্নপ্রায়॥

(১৮)

বাজপক্ষী সম, গতি তীব্রতম,
অট্টহাসিযুক্তাধর।
মুদ্রিত লোচন, কুণ্ডল গগন,
শ্বাসাঘ্রাণ নিরন্তর॥

(১৯)

বাসব-আহবে, অক্ষত দানবে,
ব্যতিরেক কৃপা বশে।
পরমঘোরত, মৃগেন্দ্রের মত,
আরম্ভ করিল রোষে॥

(২০)

দ্বারে নখধারে, উরুর উপরে,
বিদারি' দানববরে।
অন্ত্রমালা গলে, পরি' কুতূহলে,
মৎপদ্ম ত্যজিল দূরে॥

(২১)

অনুরাগবর্ত্তী, অসংখ্য বৃত্তার্থী,
অবহেলে নাশ করি'।
দিব্য সিংহাসনে, পুষ্পবৃষ্টি সনে,
বসিলেক নরহরি॥

(২২)

গন্ধর্ব্ব নাচিল, কিন্নর গাহিল,
আনন্দবতী হ'ল ক্ষিতি।
যক্ষ-পিতৃগণ, সিদ্ধ ঋষিগণ,
ব্রহ্মাদি করিল স্তুতি॥

(২৩)

হে বিষ্ণু মাধব, করি' কৃপালব,
নাশিয়া দানবকুল।
পালিত মোদেরে, যুগ-যুগান্তরে,
দান হে পরমানন্দ॥

(২৪)

ভোগ-চঞ্চমতি, তব স্তুতিগীতি,
মোরা কি গাহিব আর।
ভেঙ্গে দাও ভুল, ভক্তি-প্রতিকূল,
সব করি পরিহার॥

(২৫)

প্রিয় ভক্তবরে, জয় ও বিজয়ে,
শোধিতে এ লীলা তব।
মোদেরে তেমতি, শোধ বিশ্বপতি,
বিতরি' করুণা সব॥

(২৬)

"বাণীশা আজ্ঞেতে, কমলা বক্ষেতে,
প্রহ্লাদ আহ্লাদদাতা।
জয় নৃকেশরী, প্রণিপাত করি,
জয় জয় বিশ্বপাতা॥"

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৪০৲
প্রথম ৪২০৭ প্রথম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
প্রত্যেক খণ্ড ৪২০৮ পর্যন্ত ।।৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-পত্রিকা ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপভক্তম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মায়া-বাদ ।০
১২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ঃ মাধ্বভাষ্য
(বাঙ্গ) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের মাধ্বভাষ্য
(বালানুবাদ) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজন-পদ্য
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। সেবাপরাধ-শিক্ষা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। জৈবধর্ম ৴০
৩৬। মহাপ্রভুর শিক্ষা ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চন-কথা ৫১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী মাধ্বভাষ্য ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীরূপদেবের ৶০
১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
২। সাম্প্রদায়িকী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্‌বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৬। সাধুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴
৫৮। নামাপরাধভঞ্জন ৶

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিবেটীয়, ওয়ার্কস ।৵০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬৪। সোসাইটি, গৌড়ীয়মঠ ইন্‌ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। বৈদিক প্রিন্সিপল্‌স অব
ডেভেলপমেণ্ট [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
। শ্রীযোগপীঠ ঐ
। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
। ভক্তির সমাধি-পীঠ ঐ
। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ পানাগড় বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাম্নাপেঠা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কর্ণেশ্বর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর,
পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র,
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—যোনপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানরঞ্জন সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় কৃষ্ণ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব বিবৃতি এবং জগতের কোথায়ও আর সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশিত নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৩	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৫২,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩ .	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-৫৪ ১৭-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম		
কাটারিভোগ		৫।৹
পাটনাই (নূতন)	৩৸৹	৪৲
বাঁশ ফুল (নূতন)		৫।৹
বালাম		৪।৹
কলম		৩৷৹
সিতাশাল (সরু)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৴৹
সুপারফাইন	৪৸৹—৪৸৶৹
৪নং ময়দা	৪৶৹—৪।৹
আটা 'বি'	৪।৹—৪৸৶৹
২নং আটা	৪৶৹—৪৷৴৹
আটা এসমার্কা	৪৶৹—৪।৹
আটা ৩নং	২৸৶৹—২৸৹
সুজি	৪৸৹—৪৸৶৹

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।৹
খুচরা	৫৫৸৹

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বজার	৩০৸
গিনি পাত	৩২।৹

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৹ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷৹ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।৹
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ ঋণ (১৯৩৫	১০৪৸৶৹

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯২৬ ৮৭) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডবে :—	১০২৸৶৹

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফলি)		২২৪।৹
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল।

বঙ্গলক্ষ্মী মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২
বরানগর	১৫০
কেলভিন	৩৭৹৲
ভারত	৪৫৫৲
ক্লাইভ	২১।৹
ডালহৌসী	৩০৸৹
ডেল্টা	৪০৫৲

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৪১

কংগ্রেসের প সিদ্ধান্তে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, মিঃ জিন্না বিলাতযাত্রার পূর্বে জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট নাকি বলিয়াছেন,—"আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। দিল্লীর অধিবেশনে মোসলেম লীগে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কংগ্রেসের প্রতি মৈত্রী ও সহযোগিতার আহ্বানই করা হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ... মিঃ জিন্নার এই কথায় অনেকেই গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিবে। কেননা, দিল্লীর অধিবেশনে মোসলেম লীগে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সেগুলিকে মিলনের অন্তরায়রূপেই অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে একরকম স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল যে, হিন্দুরা যদি মুসলমানদের "১৪ দফা সর্ত" গ্রহণ করে তাহা হইলে মুসলমানেরা প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মিঃ জিন্নার সঙ্গে একটা আপোষ রফা করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। অনেকেই তখন বলিয়াছিলেন যে, মিঃ জিন্না ইচ্ছা করিলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। এখন মিঃ জিন্নাই পাল্টা কংগ্রেসের উপর সমস্ত দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

নিখিল ভারত মোস্লেম লীগের সেক্রেটারী খাঁ বাহাদুর হাফেজ হেদায়েত হোসেন এবং মৌলবী সফী দাউদীও পাটনার সিদ্ধান্তে বিষম ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। খাঁ বাহাদুর বলিয়াছেন,—"পাটনার সিদ্ধান্তে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার লোকদের হাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" পাটনার সিদ্ধান্তে মৌলভী সফী দাউদী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস নেতাদিগকে সাম্প্রদায়িক সুবিধাকে পাকা করিবার জন্য সুযোগ দিয়াছে। তিনি মুসলমান সমাজকে এই 'শ্বেত সর্ত' হইতে দূরে না থাকিবার জন্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা বলি, কংগ্রেস বাঙ্গালী সাহেবদের একজন মিলিয়া ... সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বিসর্জ্জন করিয়া মিলনের জন্য সচেষ্ট হউন। ... অন্যের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিলে মিলনের পরিবর্তে বিরোধেরই সৃষ্টি হইবে মাত্র।

বার্লিনস্থিত জাপানী রাজদূত দৈনিক প্রধান মন্ত্রী মিঃ হুয়াং চিং উইয়ের সঙ্গে গত সপ্তাহে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন, চীন ও জাপান নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নিজেরাই মিটমাট করিয়া লইবে এবং পূর্ব এশিয়ায় শান্তি স্থাপন করিবে। তাহাদের এই ঘরোয়া বিবাদে তাহারা তৃতীয় পক্ষকে সালিশী করিবার জন্য ডাকিবে না। সাধু সঙ্কল্প! যদি এইরূপ সাধু সঙ্কল্প থাকিত পূর্ব এশিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারিত না! দুঃখের বিষয়, জাপানের আন্তরিকতা সম্বন্ধে চীন বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। জাপানের মাঞ্চুরিয়া গ্রাস, জেহোল অধিকার এবং সিকিং-এর উপর লুব্ধ দৃষ্টি,—চীনের মনে যে বেদনাদায়ক করিয়াছে তাহাতে চীন জাপান দূতের কথা কতটা হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে।

কলেজে চুরি

শ্রীরামপুর কলেজের অফিসের সিন্দুক হইতে ১৫০০৲ টাকা চুরি গিয়াছে।

সকাল বেলা অফিসের একখানা দরজা খোলা দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, চুরি হইয়াছে। পরে দেখা যায় অফিসের সিন্দুক হইতে ১৫০০৲ টাকা চুরি গিয়াছে, কিন্তু সিন্দুক ভাঙ্গা ছিল না। এপর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। শ্রীরামপুর পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

পুকুরে মৃতদেহ

গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে চৌরঙ্গী ময়দানের কালীঘাট ট্যাঙ্ক (কাউন্সিল হাউসের নিকট) একজন মধ্যবয়স্ক প্রৌঢ় ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির বয়স অনুমান ৪০ বৎসর হইবে, দেহটী অনুমান ৫॥ ফুট লম্বা, ক্ষীণ, পরিধানে ট্রাউজার্স ও পাঞ্জাবী। দেহের উপরের অংশে কোন পোষাক নাই। পকেটের একটী রুমালের মধ্যে 'এম সি' দুইটী অক্ষর লেখা রহিয়াছে।

এযাবৎ মৃত ব্যক্তির দেহ সনাক্ত হয় নাই।

সংবাদ দাতার ফলে জানা গিয়াছে যে, জলে ডুবিয়াই লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছে। কখন ও কিভাবে মৃত্যু ঘটিল তাহা প্রকাশিত না হওয়ায় মৃত্যু রহস্যাবৃত বলে মনে হইতেছে।

অপরাহ্ণে সিটি করোনার দৈনিক মৃতদেহ পরীক্ষা করেন। যথাসময়ে উক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত হইবে।

বরিশালে পিস্তলসহ ২জন যুবক গ্রেপ্তার

বরিশালের কাউখালি গ্রামে স্থানীয় পুলিশ পিস্তলসহ দুইজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তাহাদের নিকট একটী পিস্তলও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গান্ধীজীর উড়িষ্যা ভ্রমণ

গান্ধীজী ২৫শে মে সকাল ৭টার সময় পাটপুরে পৌঁছিয়াছেন। পূর্ব্বদিন তিনি সঙ্গীগণসহ নিস্তারে ছিলেন।

পাটপুরে এক জনসভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, এই অঞ্চলে যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হয়। তিনি শ্রোতাদিগকে নিজের কাপড় না পাইলে খাইতে পাইবে না বলেন।

স্থানীয় চরকা সঙ্ঘ গান্ধীজীকে কিছু খাদি উপহার দেন। গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে ১০১৲ উপহার দেওয়া হইয়াছে।

মাটির নীচে কামান

বড়বাজার থানার অন্তঃপাতী রাজা উড মণ্ড স্ট্রীটে একটি বাড়ীর ভিত খুঁড়িবার সময় ৮ফুট দীর্ঘ একটা প্রাচীন কামান আবিষ্কৃত হওয়ায় চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। কামানটি কাহার অধিকারে ছিল এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই, তবে কামানটি তৈয়ারীর ধরণ দেখিয়া মনে হয় যে উহা অনুমান দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। স্থানীয় পুলিশ উহার ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং তদন্তে ব্যাপৃত আছে।

বীরাটে মোটর দুর্ঘটনা

বীরাট হইতে প্রকাশ, গত ২১শে মে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় মেজর ম্যাককেব, কর্ণেল গ্রান্ট ও অপর দুইজন মিলিটারী কর্মচারী ও কাপ্তেন গ্রান্টের ভাই স্ত্রীর মোটরচালক মোটরযোগে পলক খেলার মাঠ হইতে কাপ্তেন গ্রান্টের বাংলোয় ফিরিতেছিলেন। গ্রান্ট নিজে মোটর হাঁকাইতেছিলেন। হঠাৎ মোড় ঘুরিবার কালে অকস্মাৎ মোটর উল্টাইয়া রাস্তার পার্শ্বস্থ দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পনর ফুট নীচে গড়াইয়া উল্টাইয়া পড়ে। পাহারায় নিযুক্ত এক চৌকীদার সুকৌশলে আরোহীদিগকে মোটর হইতে টানিয়া বাহির করিবার অব্যবহিত পরে পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়া মোটরখানি ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জেনারেল স্মাটসের উক্তি

সাম্রাজ্য দিবসোপলক্ষে জেনারেল স্মাটস এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্প্রতি পার্লামেন্টে যে সমস্ত নূতন বিধি রচিয়াছেন, তাহাতে সাম্রাজ্য ধ্বংস না হইয়া, বরং উহার ঐক্যমূলক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

ক্লাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

শিয়ালকোট হইতে প্রকাশ গত ২২শে মে পুলিশ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এস সি বসুর স্বাক্ষরিত নোটিশ বিপ্লব দমন আইন অনুসারে এক শহরের কয়েক ব্যক্তির উপর জারি করিয়াছেন। নোটিশের মর্ম্ম এই যে, তাহারা বালী-সঙ্ঘ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও উহার শাখা বালী সঙ্ঘ স্পোর্টিং ক্লাবের বাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবে না, কারণ এই ক্লাব বিপ্লববাদে প্ররোচনা দেয়।

১৫ জন ডাকাত গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ২৪শে মে এটাওয়া জেলার কোন বাড়ীতে এক দল ডাকাত লুকাইয়া ছিল। একদল পুলিশ ঐ বাড়ী বেষ্টন করিলে পর এক জন ডাকাত নিহত হয় এবং আর একজন আত্মহত্যা করে। প্রথমে ডাকাতগণ গুলী বর্ষণ করে; কিন্তু তাহাদের একজন হত এবং আর একজন আহত হইলে পর অবশিষ্ট ডাকাতগণ পাঁচটা বন্দুক সহ আত্মসমর্পণ করে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৫জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দিল্লীতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা

গত ২৩শে মে সন্ধ্যার সময় চম্পা নাম্নী জনৈকা হিন্দু তরুণীকে নিরাভরণা অবস্থায় তাহার শৈলবাজারস্থ ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়। উহাতে উক্ত অঞ্চলে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত তরুণীর স্বামী তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া একটী বিবাহে যোগদান করিতে যায়। কিন্তু চম্পার স্বামীকে অবিলম্বে তথা হইতে ডাকিয়া আনা হয় এবং তাহার স্ত্রী খুন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বলা হয়। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে। কিন্তু এপর্যন্ত অপরাধীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ফরাসীর বিপুল আয়োজন

প্যারিস হইতে প্রকাশ, ফ্রেঞ্চ সমরবিভাগ সামরিক কাঠামোর সীমান্ত রক্ষার জন্য ১০০ কোটি ফ্রাঙ্কের অতিরিক্ত মুদ্রা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই বিপুল অর্থ হইতে ভারোত্তোলন এবং সামরিক সীমান্ত রক্ষা নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ ও আত্মরক্ষার জন্য সামরিক ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ } ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩০শে মে ইং ১৯৩৪ বুধবার } ৭৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

ঢাকায়

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারকপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের বাৎসরিক মহামহোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ রওনা হইয়া ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যাকালে উক্ত বালিয়াটীর শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে পৌঁছিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ নৌকাযোগে সাটুরিয়া বন্দরে উপস্থিত হইলে বালিয়াটী মঠের সেবকগণ ও বহুসংখ্যক ভক্তবৃন্দ স্বামীজী মহারাজের অভ্যর্থনা করেন এবং খোলকরতাল সহযোগে উচ্চ নামসংকীর্ত্তন দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া ভক্তবৃন্দসহ স্বামীজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বালিয়াটী অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় তাঁহার ভক্তবৃন্দসহ বিরাট-সংকীর্ত্তন-বাহিনী লইয়া পথিমধ্যে স্বামীজী মহারাজের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন। অতঃপর উভয় দলে মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বামীজী মহারাজকে লইয়া শ্রীমঠে আগমন করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে স্বামীজী মহারাজ সমবেত বহু ব্যক্তির নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। হরিকথা-কীর্ত্তনকালে স্বামীজী মহারাজ পথশ্রান্তি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি প্রত্যহ স্বামীজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিকথামৃত পান করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন।

জলপাইগুড়িতে

বিগত ৩১শে বৈশাখ সোমবার জলপাইগুড়ি-সহর নিবাসী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত জগদীশ দেব রায়কত মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সেবকগণ যাইয়া শ্রীশ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

পাঠের বিষয় শ্রীল সেন্নাম মহারাজোক্ত নবনিধা ভক্তির কথা। তন্মধ্যে হইতে 'শ্রবণ'-বিষয়টী গৌড়ীয়-ভাষ্য ও বিবৃতিসহ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি গ্রন্থের মুখ্য মুখ্য প্রমাণমূলে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল আলোচিত হয়।

রাজর্ষি মহোদয় অত্যধিক বার্দ্ধক্যহেতু শারীরিক গ্লানি ও অসুস্থতা বোধ করিলেও বহুক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রবণীয় বিষয় ও শ্রবণকারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সুকৃতিমান জন ও সর্ব্বসাধারণের ভাগবত-শ্রবণে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতম পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্র দেব রায়কত [illegible] ধনে ও বিদ্যায় অধিকার লাভ করিয়াও বিনয় নম্র ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহার ব্যবহার বাস্তবিকই রাজপরিবারের আদর্শস্থানীয়। আশা করি, মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার সাধুসঙ্গ স্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়া মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য বাস্তবভাবে রক্ষা করিতে থাকিবেন।

কুর্চ্চবিহারে

[গতসংখ্যা প্রকাশিতাংশের পর]

মহাপুরুষের মুখ-কমল হইতে বাণ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে উক্তবিধ স্তবপূর্ণ স্তব-স্তুতি করিয়া বলিলেন,—হে বিশ্বরূপ, আমরা আপনার অনুচর মহাদেবের ভৃত্য। সম্প্রতি আমাদিগকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। দেবর্ষি শ্রীনারদের কৃপায় আমাদিগের ভাগ্যে আপনার শ্রীচরণ-কমল দর্শন লাভ হইল।

অবশেষে আমাদিগের এই প্রার্থনা,—আমাদের বাক্য আপনার নাম-গুণাদি কীর্ত্তনে, কর্ণযুগল আপনার নাম-গুণাদি শ্রবণে, হস্তদ্বয় আপনার শ্রীকিঙ্করকার্য্যে, মন আপনার রাতুল শ্রীপাদপদ্মস্মরণে, মস্তক শ্রীনারদাদি ভক্তগণের অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণব-প্রণামে এবং নেত্রদ্বয় আপনার শ্রীবিগ্রহ ও সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক।

অন্যাভিলাষশূন্য শুদ্ধভক্তির অনুশীলন,—সর্ব্বসিদ্ধান্তমূলের ইহাই বাস্তব উপায়। তদতিরিক্ত অন্য কোন উপায় দ্বারা ভগবদ্‌অনুশীলন অসম্ভব। উহা অন্যাভিলাষিতারূপ কপটতারই গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে পরিচয় প্রদান মাত্র। 'গুরু-ভক্ত-চরণ-রেণু, এবং 'অনুকূল' শরণাগতির পদ্ধতি ও মহাজন-কীর্ত্তনাদি সভা ভঙ্গ হয়। [illegible] দর্শ-প্রদায়ক [illegible] সমাজ মুসলমান উহার কতিপয় শিষ্য সহ শ্রবণ পিপাসু হইয়া উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত এ সকল শ্রবণ করিয়া পরম তুষ্টি লাভ করিয়াছেন

শ্রীধামে

গত ২৭শে মে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, উদ্ধব বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে এরূপ আসক্ত ছিলেন যে যখন তিনি পঞ্চবর্ষ বয়সে খেলাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পরিচর্য্যা করিতেন, তখন তাঁহার মাতা প্রাতরাশ গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সুতরাং বিদুর সেই উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধবের অশ্রু বেগবশে আপ্লুত হইল এবং তিনি সহসা বিদুরের প্রশ্নোত্তর দিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে উদ্ধব বিদুরকে বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণসূর্য্য [illegible] আমাদের গৃহ কালসর্প দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে, যদুগণ ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও যখন কৃষ্ণকে জানিতে পারে নাই, তখন অন্য হইতে আর কি আশা হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়ার সাহায্যে জগতে স্বীয় যোগমায়া-বলে নিজকে প্রকট করিয়াছেন। সেই রূপ [illegible] উপযোগী; ইহা স্বয়ং কৃষ্ণেরও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত ভূষণেরও ভূষণ। শ্রীকৃষ্ণের সেই হাস্যলীলা অবলোকন করিয়া ব্রজরমণীগণ [illegible] অবস্থান করিতেন। [illegible] অনুরূপ যখন [illegible] অর্থাৎ যাঁহার [illegible] কণ্ঠে আবির্ভূত হয়, সেই সময় [illegible] অবলোকন করিয়া [illegible] হন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ ত্রিবিক্রম, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

সাধু সাবধান

মায়াবাদী কৃষ্ণাপরাধী কেন?

মায়াবাদীর বিচারে কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা মায়িক। মায়িক শব্দের অর্থ—মায়ানির্ম্মিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে শুদ্ধতত্ত্ব নিরাকার ও নির্বিশেষ, কার্য্যোপরোধে সেই শুদ্ধ-তত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন; শুদ্ধতত্ত্বের নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য; রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন, রাম কৃষ্ণাদির বিলাস জড়াশ্রিত, তবে জীবে ও রাম কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্ম দোষে বা বশে জড় শরীর পাইতে বাধ্য, কিন্তু ঈশ্বর নিজ ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ-ইচ্ছাক্রমে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। সুতরাং মায়াবাদীর বিচারে রাম কৃষ্ণাদির নাম, রূপ ও লীলা মায়ার আশ্রয় হইতেই হয়। তাঁহার বিচারে যে পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞানলাভ না করেন, সে পর্য্যন্ত রাম-কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন; জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য—এইমাত্র জপ করিবেন, তখন আর রামকৃষ্ণ রূপ, জড়ীয় নাম ও ধ্যানে প্রয়োজন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মায়াবাদীর বিচারে রাম কৃষ্ণাদির স্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম অপেক্ষা হেয়। এই তত্ত্বাজ্ঞতা-নিবন্ধই মায়াবাদী কৃষ্ণাপরাধী।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের বিচার

বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ কোনও ভেদ নাই, তিনই এক তত্ত্ব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তিনই জড়াতীত ও মায়াতীত শুদ্ধ তত্ত্ব। কৃষ্ণ বিগ্রহের ব্যাপ্তি বিলুপ্ত হইয়া মায়াবাদীর অনুসন্ধেয় ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছে। কৃষ্ণনামের নির্বিশেষ নামান্তর ব্রহ্ম, আত্মা বা চৈতন্য। কৃষ্ণ-স্বরূপের এক অংশ পরমাত্মা। অতএব মায়াবাদীর দোষ এই যে, তিনি শুদ্ধ, চিন্ময় কৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহার মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম (?) উচ্চারিত হয় তাহা জড় ধারণার অন্তর্গত বলিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় কৃষ্ণনাম হইতে পারে না। তাহা শ্রীনামের প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র। অতএব কৃষ্ণনাম (?) উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে নিপতিত।

জীব কি প্রকারে মায়াবাদী হয়

শুদ্ধতত্ত্ব বেত্তা মহাভাগবতগণের বিচারে বদ্ধজীবের দেহ ও জীবরূপ দেহী পৃথক্। বদ্ধজীবের নাম ও সিদ্ধ নাম যে কৃষ্ণনাম—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বদ্ধজীবে একটী চিন্ময় ও একটী মায়িক তত্ত্ব মিশ্রিত আছে, কিন্তু কৃষ্ণে সেরূপ নাই, থাকিবারও প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ চিচ্ছক্তি দ্বারা স্বীয় অতীন্দ্রিয় নাম, রূপ ও বিগ্রহ জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাকে কখনও জীবের ন্যায় মায়াশক্তি অর্থাৎ জড়মায়ার আশ্রয় লইতে হয় না। তিনি স্বীয় যোগ মায়ার দ্বারা সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণলীলাদি শ্রীকৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচয়। নির্ব্বোধ জীব শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ন্যায় জীবরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে জড়-শক্তির আরোপ করে এবং শক্তিতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত মায়াশক্তি ব্যতীত তিনি জগতে প্রকটিত হইতে পারেন না, এই অপসিদ্ধান্ত করিয়া মায়াবাদী হয়

চিন্ময় নাম প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ-বিগ্রহ ও কৃষ্ণবিলাস বস্তুতঃপক্ষে নিত্য স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব। কোন জড়ীয় সূর্য্য চন্দ্র বা তারকা বা জড়েন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। মানবের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় কৃষ্ণরূপ দেখিতে পায় না এবং প্রাকৃত জিহ্বা কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে সমর্থ নহে। তাহারা যাহা দেখে ও উচ্চারণ করে, সমস্তই জড় তত্ত্ব। ভক্তি একটী অতীন্দ্রিয় ব্যাপার; জীবের চিদংশে তাহার অধিষ্ঠান। যখন ভক্তি বলবতী হইয়া জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বাকে স্বীয় শক্তিতে আবৃত করেন, তখন তত্তৎ ইন্দ্রিয়ে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হইয়া চিন্ময় ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে; তখন যে কৃষ্ণ বিগ্রহের দর্শন ও কৃষ্ণনামের উচ্চারণ হয়, তাহা প্রকৃত রূপ ও নাম হইয়া থাকে। মায়াবাদী শুদ্ধভক্তিবিহীন, কেবল পার্থিব জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মাদি তত্ত্ব বহির্বেদ-পথে অনুশীলন করেন। সুতরাং অনুগ্রহ লব্ধ ভক্তির কোন ক্রিয়া তাঁহাতে সম্ভব হয় না। অতএব মায়াবাদী নিরন্তর কৃষ্ণ বহির্মুখ ও কৃষ্ণাপরাধী।

মায়াবাদীর ভাবাভাস অপরাধময়

পূর্ব্বোক্ত বিচারাদি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মায়াবাদী সাধন-কালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদির ছলনা দেখান তাহা অপরাধময়। ... কারণে কোন দিনই ভক্তভাবের অনুমোদন নাই। তাঁহার এই কীর্ত্তনে শুধু নামাপরাধের বিস্তার হইয়া থাকে বলিয়া এই কীর্ত্তনে কখনও যোগদান করা উচিত নহে। মায়াবাদীর কীর্ত্তনে প্রকাশিত অশ্রুপুলকাদি কখনও সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ নহে, তাহা কেবল ভাবাভাস বা প্রতিবিম্ব-লক্ষণযুক্ত অপরাধ-বিশেষ মাত্র। এতদ্বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"বারাণসী-নিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্
হরেশ্চরিতম্।
যতি গোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি
গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥"

বারাণসী-নিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। তাঁহারাই যে কেবল মায়াবাদী এরূপ নহে। তাঁহাদের মতানুসরণকারী গৃহস্থসকলও মায়াবাদী। যিনি মায়াবাদমত স্বীকার করেন, তিনিই মায়াবাদী। বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা কর্ত্তব্য। এমন কি, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকারী আউল-বাউলাদি মায়াবাদী ব্যতীত আর কিছুই নহেন।

কনিষ্ঠাধিকারীর কর্ত্তব্য

নামাভাস দুই প্রকার—ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। প্রতিবিম্ব-নামাভাস-দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ মায়াবাদী। যাঁহারা কোন বাদ জানেন না এবং শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা লাভ না করিয়াও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ছায়া-নামাভাসী। ছায়া-নামাভাসী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা সাধুসঙ্গ-ক্রমে অচিরেই মধ্যম অধিকারী হইয়া থাকেন। মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারিগণ শুদ্ধ বৈষ্ণব। কনিষ্ঠ অধিকারিগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গ না হইয়া মায়াবাদীর সঙ্গ হইলেই সর্ব্বনাশ, কারণ তাহাতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসের গর্ত্তে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। মায়াবাদ-গর্ত্ত হইতে অতি অল্প ব্যক্তিই উদ্ধারলাভে সমর্থ।

উপসংহার

শুদ্ধভক্তি-পথে বিচরণাভিলাষী ব্যক্তিগণকে কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে যে—

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুই ত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥
দেহ-দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম হয় চিদানন্দ॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তা'র মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্মুখে॥

ক্রোধ

[শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিময়]

আমরা ক্রোধ নামক একটী বস্তুর ক্রিয়া দেখিতে পাই। ইহা চেতন বস্তু অঙ্গ-দিগের চিত্তরাজ্যে বসতি বিস্তার করিয়া দেহেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকে। ক্রোধের স্বরূপমূর্ত্তিটী ভীষণতম। এই ক্রোধ যাহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহার অস্তিত্ব ভস্মে পরিণত করিয়া 'অনল' নামের সার্থকতা প্রমাণ করে; যে জন্য সুধীসমাজ 'ক্রোধানল' শব্দটী ব্যবহার করেন।

ক্রোধের ক্রিয়া বা তৎপরিণাম সকলেই অল্পাধিক অবগত। এতৎসম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ নূতনত্ব আবিষ্কৃত না হইলেও সাধারণে ক্রোধের বাস্তব ব্যবহার সম্বন্ধে গূঢ় রহস্য অজ্ঞাত থাকায় প্রমাণ—"সাধুর ক্রোধ থাকা উচিত নয়, আমরা যাহারা অসাধু আছি, তাহাদের অসাধুত্বরূপ কলেবর-পরিবর্দ্ধনকল্পে ক্রোধের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্ম-পর-ধ্বংস-স্তূপ উঁচু করিয়া এমন কি সেই ক্রোধের সাহায্যে সাধুকে অক্রোধী জানিয়া তাঁহারও ধ্বংস সাধন যাহাতে হয়, অবাধগতিতে সেই পন্থাবিস্তার করিব"—ইহাই জগতে প্রায় সকল জানা লোকে বিপথগত লোকের ধারণা। এই চিন্তাধারার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব হইলেও সাধুকৃপা-বলে কোন ভাগ্যে কেহ পার পাইবে বলিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ক্রোধোৎপত্তির মূলীভূত কারণ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ 'কাম'। দেহে আত্ম-বুদ্ধিপরায়ণ থাকিয়া আমরা যে, যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাপর, সে সেই পরিমাণে ক্রোধী হওয়ার যোগ্য। কাম দুর্জ্জয় হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বগাদি-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয়-ভোগার্থে নিয়ত ধাবমান। এই ইন্দ্রিয়ের গতির পথে যাহাই অন্তরায় বলিয়া পরিকল্পিত হয় তাহারই উপরে ক্রোধের দৃপ্ত দৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। এই অন্তরায় অপসারণে যতই অকৃতকার্য্য হওয়া যায় ততই ক্রোধ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে, অবশেষে কামকামী কামনাস ক্রোধীকে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। ক্রোধেই হিংসা মূর্ত্তিমান।

বর্ত্তমান কালে, হিংসা-মূল কলিকালে আত্ম-পর-হত্যা ব্যাপার অবিরত সংঘটিত হইতেছে। কেহ উদ্বন্ধনে, কেহ বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে, কেহ জলে ঝম্প প্রদানে, কেহ দ্রুত-গমনের অনুকরণে ছাদ হইতে ঝম্প-প্রদানে স্বয়ং'ও স্বজনগণের দেহ অবলীলাক্রমে পাত করিয়াছেন; আবার কেহ

ক্তিন্ন পাপদ্রোহ ব্যাধি কবিয়া অবহিবেকভাবে স্বীয় বধের পথ্যবিধান দিয়েছেন। উঃ কি বিভীষিকা! এরূপ ভ্রমে আমার অপ্রতিহতা গতিকে বাধা এ পরমাত্মরূপী অধোক্ষজ বস্তু শ্রীকৃষ্ণের হৈতুকী সেবাকার্য্যে পরিপন্থী থাকিয়া স্বার্থ অপ্রসন্নতার প্রতিনিয়ত আত্মঘাতী হেছি! তদুপরি তীব্র তমোগুণাশ্রয়ে বিত প্রকারে আত্মহত্যারূপ মহাপাপে হইয়া আরও যে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্থলে যাইয়া কত অনন্তকাল যাবৎ । যন্ত্রণা ভোগ করিব তাহার ইয়ত্তা ।

আমরা যদি নিরপেক্ষ স্বচ্ছবৃত্তিতে উক্ত অনর্থপ্রদ কারণের মূল অনুসন্ধান না দেখি বা স্থির হইয়া র করি তাহা হইলে দর্পণের প্রতিভাত হইবে যে, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীত্যাদি-রূপ কামই গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে সকল ব্যক্তির চিত্তরাজ্যের একচ্ছত্র । কেহ বা প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া ন্দ্রিয়-তোষণকল্পে আত্মপ্রসাদ নামক মূলক সদযোগে অভিনন্দিত হইয়া তাদের আবরণে জাগতিক ভীষণতম রাশিকে বরণ করিয়া আত্ম-পর-। লোকবরেণ্য হইতে চাই। হায় মায়ার এমনি মোহ? আমার া আমি শুনিতে পাইব না তবু সেখা ক আমাকে বুঝিবে।”

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদেব পান্থপাদপ

ভু জগৎ এমন প্রান্তর।
রি নাম ধরে জগৎ ভিতর॥
মধ্যস্থিত এক বৃক্ষ অপরূপ।
-বক্ষে তা'র নাহিক স্বরূপ॥
ক নাম তা'র জানে সর্বজন।
বয় তরে বৃক্ষ আছে অনুক্ষণ॥
হী কৃপা করি' জীবের লাগিয়া।
রে সে পাদপ দিলেন রোপিয়া॥
স বারি-দানে জীবেরে বাঁচায়।
দান দিব তিনে তুলনা না হয়॥
পথিক যখন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
ধারা হ'য়ে যায় প্রবল বেগেতে॥
পথিক সে-জন জানে না তখন।
ড়ি' বিপথে সে চলে সর্বক্ষণ॥
যে পড়ে গিয়া কান্তার মরুতে।
তি পথ ছাড়ি' না পারি ধরিতে॥
চন্দ্রের লোভে যেই জন যায়।
স্রোতের বেগে কোথা ভেসে যায়॥
' স্থানভূত মূঢ় মরণ।
ব শুধু করে বালুকা-ভিতর॥
প্রখর সূর্য্যের রশ্মি পড়ে বালুপরি।
সে যে কি উত্তপ্ত ভূমি চলিতে না পারি॥
সদাই উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়।
নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে যায়॥
পথিক হাহারে দূরে ঊর্দ্ধশ্বাসে চায়।
নয়নে দেখে সে শুধু মরীচিকা-ময়॥
কি আশ্চর্য্য দৃশ্য তা'র কি বলিব আর।
তাহার অন্বেষে পড়ি' করে হাহাকার॥
পিপাসায় প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত-প্রায়।
ঐ জল ঐ জল ক'রে পিছু পিছু যায়॥
অতি ভাগ্যহীন পায় দেখিতে না পায়।
সম্মুখে পান্থবৃক্ষ দণ্ডায়মান রয়॥
হায়রে শ্রান্ত পথিক আশ্রয় ত্যজিয়া।
কোথা চলে যাও তুমি দেখ কি ভাবিয়া?
নিজের স্বরূপ তুই ভুলিয়া এখন।
মরুমধ্যে পড়ি' তোর গেল যে জীবন॥
তার মধ্যে যে পথিক ভাগ্যবান্ হয়।
মরুর ভিতর পড়ি' স্থিরভাবে রয়॥
বিচারিয়া চলে পান্থ অতি ধীরেধীরে।
অবশেষে পড়ে বৃক্ষ নয়নগোচরে॥
বারিপূর্ণ বৃক্ষ দেখি' পুলকিত মন।
সুশীতল জলে তা'র যুড়াল জীবন॥
বহু দিনের পিপাসা হ'লো নিবারণ।
জয়োল্লাসে গায় হরিনাম-সংকীর্ত্তন॥
মায়ার প্রতিবিম্ব এই বিশ্বসংসার।
যেদিকে নেহারি শুধু করে হাহাকার॥
মায়ার কবলে পড়ি' আছে জীবগণ।
জীবের দুর্দ্দশা দেখি' প্রভু নারায়ণ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যে আইলেন হরি।
পাপী তাপী উদ্ধারিল জীবে দয়া করি'॥
অমৃত ছাড়িয়া যেই বিষ্ঠা প্রতি ধায়।
হায়রে মানব মোরে, কি বলিব হায়।
বিন্দুমাত্র সুখ সেই কভু নাহি পায়।
পথভ্রষ্ট হ'লে পরে এই শাস্তি হয়॥
সমগ্র জীবনাবধি ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
অবশেষে মরে শ্রান্ত পঙ্কেতে ডুবিয়া॥
জগত মধ্যে যে জন ভাগ্যবান্ হয়।
সুপথ ছাড়িয়া কভু বিপথে না যায়॥
সেই ত' নিত্য সুখের হয় অধিকারী।
প্রভুর কৃপায় সে পায় চরণ-তরী॥
মায়ার কি সাধ্য আছে তা'রে স্পর্শ করে
সেই জন নিত্য সুখী জগত-ভিতরে॥
আয়রে জগতবাসী আয় তোরা সবে।
আসিয়াছেন প্রভু মোর কৃপা করি' ভবে॥
শুদ্ধা সরস্বতী হন মোর প্রাণ-প্রভু।
এ চরণ ছাড়ি' কেহ যাইও না কভু॥
হে গুরু নিত্যানন্দ! প্রণমি ও-পদে।
কৃপা করি' স্থান দিও সম্পদে বিপদে।
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
জীবনে মরণে নাথ পাই দরশন॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠ
হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা।
বালিয়াটী (ঢাকা)

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ সন।

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর-সবিনয়-নিবেদনমিদম্—

আগামী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ৭ই জুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ৯ই জুন শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গ-মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে ভক্ত সম্মেলন, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যানুষ্ঠান হইবে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে জনৈক সুযোগ্য প্রচারক শুভাগমন করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি করিবেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন রবিবার দিবস সাধারণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে মঠস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সদ্গুণে পরমানন্দিত হইবেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
(মহামহোপদেশক, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন)

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী, মহামহোপদেশক)

শ্রীশশিকান্ত সান্ন্যাল
(ভক্তিসুধাকর, এম্-এ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের সাহায্য ব্যতীত এইরূপ মহোৎসবাদি শুভ-কার্য্য সুসুখলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

উৎসব তালিকা

২৪শে জ্যৈষ্ঠ ৭ই জুন বৃহস্পতিবার :—

প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ইষ্টগোষ্ঠী। সন্ধ্যায় আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঠের আদিতে ও অন্তে মনোহরসাহী কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন হইবে।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৮ই জুন শুক্রবার :—

প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগর ভ্রমণ করিবেন।

সন্ধ্যায় আরতি, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় “মহাপ্রভুর দান” সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে। বক্তৃতান্তে শ্রীনামকীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যানুষ্ঠান হইবে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ৯ই জুন শনিবার :—

প্রাতে অরুণোদয় কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যায় আরতির পর ভক্ত-সম্মেলন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা। পাঠের আদিতে ও অন্তে মনোহরসাহী কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন হইবে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন রবিবার :—

প্রাতে উষঃকীর্ত্তন, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও সাধারণ মহোৎসব।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সমাগত ভক্ত ও দরিদ্রদিগকে শ্রীমহাপ্রসাদ সাদরে বিতরণ করা হইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অমৃতময় দীপিকা শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে প্রথম হইতে পঞ্চম ·৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৩১শ অধ্যায় ।৵০
৩। ভাগবতার্ক মরীচিমালা ও কল্যাণকল্পতরু
(৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভক্তিতত্ত্ব ।০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। দ্বাদশ্যনিবেশিকা গৌরতত্ত্বঃ সানুবাদ
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ
ভাষ্যতাত্ত্বিক) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতপদ্যপঞ্জী ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু ৴০
৩৬। মনঃশিক্ষা ৴০
৩৭। নরোত্তম্যাবলী (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চনপদ্ধতি ,১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(পঞ্চম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মাধবকরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অভয়কাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৩৲
ঐ (আবাঁধা ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৶০
৫২। সারস্বত ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিভিষকঃ ।০
৫৪। সটীক-নিকাশকমুলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ।০
৫৬। সানুবাদ-নিকাশিকা ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশাদশন ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেজিয়াস্ আর্কাস ৷৵০
৬২। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। শোর্ট্ গৌড়ীয়মঠ টক্ কুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইকোটিক্ ফিলোসফি এণ্ড অ্যাফেক্টেড্ রিলিজিয়ন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত খণ্ড) ৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। শরণাগতি
৭৩। অর্চনপদ্ধতি

৭৩। হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী চৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ভক্তির সমাধি-পীঠ ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাতাপুর, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম রামনগর, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীশাখাট-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকনগর, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীব্রহ্মবিদ্যা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ব্রহ্মপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯ শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

—

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কুশ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিশুদ্ধ সূচী পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশুও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩	৭—৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৯,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—১১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-৩৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৪৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৪৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৬	১৫-৩০ + ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৯, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১০-১৫ ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাহি	৬৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাংলা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
মিতাপাল (দক্ষ)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
স্বর্ণাক্ষাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
খাদান	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ভেকসাম টনিক —
ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের
আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ মস্তিষ্ক স্নায়ু ও বিশাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ কাবাব্দীবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্রাট নির্ম্মাণ নং ৭")। ধনন্তরিদের শিক্ষাপ্রণালী, শাস্ত্রীয় যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বৈদ্যের অসাধ্য প্রক্রিয়া ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমান মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ ৮ কৌটার ফল ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিভ হেল্‌থ্‌ লেবরেটরিস্‌
(ডিপার্টমেন্ট ৭)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার প ...েণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। যাঁহারা উক্ত ছাত্রগণ আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান পত্র পূর্ণ করিয়া যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসাপত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-পত্র-প্রাপক উক্ত পাঠার্থী তাঁহাদের বিদ্যালয়ে পড়িবার আদেশে যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শন তীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-সম্পত্তি প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সাংখ্যতীর্থ বৈদ্যবাচস্পতি এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতপথেকা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমূল্য অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু বর্ণনা এক বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও নিখুঁত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত পূর্ণাঙ্গ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, তাম্রশাসী, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-গ্রন্থ-প্রবন্ধ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২নং৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসের মত সদ্গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে.বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

সরকারী—২নং রায়কৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা	৵

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩১, ২৯শে মে ১৯২৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::*::—

দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে অব্যাহতি

লাহোর হইতে প্রকাশ, ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত টালীওয়ালা গ্রামের সন্তোষ সিং নামক জনৈক শিখ একদা সন্ধ্যাকালে ঘোড়ায় চড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যায়। তথায় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সে নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে; কিন্তু সে বাড়ী ফিরে নাই। পরদিন দেখা যায়, তাহার ঘোড়াটী গ্রামে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে; তাহা দেখিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনের সন্দেহ হয় ও তাহারা পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ তিনজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে, তন্মধ্যে একজন স্বীকারোক্তি করে। সে বলে, আসামী আসদের পিতার বিরুদ্ধে সন্তোষ একবার সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে আসদের আক্রোশ ছিল; তাই তাহারা রাত্রির অন্ধকারে সন্তোষকে ধরিয়া তাহার পাগড়ী দিয়া তাহার গলায় ফাঁস লাগায় ও একটি কূপের নিকট তাহাকে লইয়া গিয়া আসদের দ্বারা তাহাকে হত্যা করে। তৎপর তাহারা ঘোড়ায় করিয়া মৃতদেহ নদীতীরে লইয়া উহা নদীতে ফেলিয়া দেয়।

সেসন জজ আসামী আসদকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে মুক্তিদান করেন। অতঃপর আসদ হাইকোর্টে আপীল করে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ হ্যারিসন, আসদের আপীল গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছেন। দণ্ডবৃদ্ধির জন্য সরকার পক্ষ হইতে যে আপীল করা হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

৩১,১১৩৲ স্বর্ণ উধাও

কয়েক দিন পূর্ব্বে অমৃতসর ষ্টেশন হইতে ৩১,১১২৲ টাকা মূল্যের সোণার বার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। অপহৃত সোণার খোঁজ করিয়া দিতে পারিলে পার্শেলপ্রেরক ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

প্রকাশ যে, একব্যক্তি অমৃতসর ষ্টেশন হইতে উক্ত মূল্যের সোণার বারের একটী পার্শেল বোম্বাই সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে প্রেরণ করে। ফ্রণ্টিয়ার মেলের পিছনের ব্রেকভ্যানে তাহা দেওয়া হয়। ট্রেণ যখন জলন্ধর সিটি রেলষ্টেশনে পৌঁছে তখন ঐ ব্রেকভ্যানে পার্শেলটি পাওয়া যায় না। রেলওয়ে পুলিশ তৎক্ষণাৎ খোঁজ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। গোয়েন্দা পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

রিভলভার হারাণ বিপদ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, চট্টগ্রামের কাটমারা চা-বাগানের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বলিয়া বর্ণিত একজন ইউরোপীয়ানকে শ্রীহট্ট হইতে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। উহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, অসাবধানতার ফলে তিনি তাঁহার নিজের রিভলভারটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রকাশ যে, কাটমারা হইতে শ্রীহট্ট যাইবার পথে ট্রেনের ভিতর হইতে তাঁহার রিভলভারটি উধাও হইয়াছে। ধৃত সাহেবকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল, অতঃপর তাঁহাকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

লাইসেন্স বিহীন বন্দুক

আগরতলা হইতে প্রকাশ, এই সহর হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী চড়পাড়া গ্রামের নাসিরুদ্দীন সর্দ্দারের বাড়ীতে পুলিশ একটি লাইসেন্স বিহীন বন্দুক পাইয়াছে। [illegible] গ্রেপ্তার করিয়া আগরতলা থানায় আনা হইয়াছিল। প্রকাশ, তাহাদিগকে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছে, এবং ব্রিটিশ পুলিশ তাহাদিগকে কুমিল্লা লইয়া গিয়াছে।

রেল লাইনে দুর্ঘটনা

বোম্বাই হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ই, আই, রেলওয়ের ভাগলপুর-মন্দার হিল ব্রাঞ্চ এবং ৬ ডাউন লাইট ট্রেণে পাবদুয়ারা ষ্টেশনের নিকট ৩টী গরু কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

প্রকাশ যে, কয়েক দিন আগেও নাকি এই লাইনে ১টী গরু কাটা গিয়াছিল।

আরও প্রকাশ যে, উক্ত লাইনের দুই ধারে তার দিয়া ঘেরা না থাকায় উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে।

কারবাইডের দোকানে আগুন

গত শনিবার বেলা অনুমান ১১ টার সময় ২১নং আর জি কর রোডস্থ একটি কারবাইডের দোকানে আগুন লাগিয়াছিল এটি দমকল ১ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া আগুন নিবাইয়াছে। কয়েক বাক্স লণ্ঠন পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, [illegible] তালুকদার বীরেন্দ্রনাথ নিয়োগী শিকারে যাইয়া একটি অতিকায় ব্যাঘ্রকে বন্দুকের গুলীতে আহত করেন। ব্যাঘ্র ক্ষিপ্ত হইয়া বীরেন্দ্র বাবুকে আক্রমণ করে। বীরেন্দ্র বাবু কিছুক্ষণ ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই করেন। অবশেষে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় তাঁহাকে চিকিৎসার্থ মুঙ্গের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ডাকাতের সর্দ্দার গ্রেপ্তার

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, হাওড়া জেলার জনৈক অধিবাসী ২২শে মে রাত্রিতে ভাগলপুরে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে সে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে জেলার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তি উত্তর বিহারের এক ডাকাতদলের নেতা এবং সে কয়েকটী রাজনৈতিক ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

দিল্লীতে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম

দিল্লী হইতে প্রকাশ, দিল্লীতে বিষম গরম পড়িয়াছে—তাপ ১১০ ডিগ্রিতে উঠিয়াছে। গত কয়েকদিন এত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গরম বাতাস বহিতে থাকায় অবস্থা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের জন্য কয়েকজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের অধিকাংশই ট্রাফিক কনেষ্টবল।

ঐ মধো অশমতে বায়বেগায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

এক দিকে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্যার লয়েড জর্জ, লণ্ডনের কমন্স সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—ভারত-শাসনের ভার ব্রিটিশ হস্ত হইতে ভারতবাসীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে ১৫ বৎসর বিলম্ব হইয়াছে, অর্থাৎ, পনর বৎসর পূর্বে ব্রিটেনের যাহা করা উচিত ছিল, তাহা আজিও হয় নাই। ভারতবাসীকে আশা দিয়া নিরাশ করা অপেক্ষা, তাহাদের অগ্রগতির সাহায্য করা কর্তব্য। ভারতবাসীর সাহায্য ও সহায়তা ব্যতীত ব্রিটেন কিছুতেই ভারত-শাসন করিতে পারিবে না। অন্যদিকে লর্ড লয়েড ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিতেছেন। এখন পার্লামেন্টের ভাগ্যে কাহারবাণী প্রধান মন্ত্রীস্বরূপ গৃহীত হয় তাহা দেখিবার বিষয়।

এসেম্বলীতে স্বরাষ্ট্র-সচিবের ঘোষণানুযায়ী কংগ্রেস-সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলিয়া, আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে তৎ-সম্পর্কিত রাজনৈতিক বন্দীদের খালাস দেওয়া হইবে। কোন কোন প্রদেশে কারাদণ্ড শেষ হইবার পূর্বেই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী পণ্ডিত জহরলাল, আবদুল গফুর খান, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জয়রামদাস দৌলতরাম, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেকে এখনও কারারুদ্ধ, ইঁহার কবে মুক্ত হইবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম। কংগ্রেস প্রতিরোধ-নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে।

———

জম্মু হইতে ১৪ মাইল দূরে আখনুরের নিকট চিনাব নদীর উপরস্থিত সেতুর নির্মাণ-কার্য্য-সময়ে মাত্র ৫০ ফুট একটা 'স্প্যান' নির্মাণ অবশেষ থাকিতে গত বৃহস্পতিবার নদীর বামতীরে ১০০ ফুট উচ্চ এক স্তম্ভ ধসিয়া যায়; ফলে সেতুর প্রায় ২৫০ ফুট দীর্ঘ একটী অংশ নদীগর্ভে ধসিয়া পড়ে। এই সময় প্রায় ২০০ শ্রমিক আবদ্ধ যে সময় যে সকল শ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নদীতে নিপতিত হয়। ১৭ জনের জীবন রক্ষা হইয়াছে। জম্মুর পণ্ডিত মাধবচন্দ্র ভাসিন দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌছেন। তিনি লাহোরে কাশ্মীর ও ষ্টেটকাউন্সিলের মেম্বারকে জম্মু টেলিফোনে প্রেরণ করেন। কলিকাতার বেনার্ড কোম্পানী এণ্ড কোম্পানীর রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্রেণান এই সেতু নির্মাণের কন্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। জম্মুর গভর্ণর টেলিফোন যোগে এই সংবাদ পাইয়া চীফ মেডিকেল অফিসারসহ মোটরযোগে ঘটনাস্থলে যান। জম্মুর লেফ্টেন্যাণ্ট সর্দার গুরুমিত সিং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। পত্রান্তরে প্রকাশ, ১৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হইয়াছে। আরও অনেকের প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছে বলিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণ আশঙ্কা করিতেছেন। এই প্রকার আকস্মিক ঘটনায় কত সময়ে যে কত লোকের মৃত্যু ঘটে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও আত্মরক্ষা লাভের জন্য অতি অল্প ব্যক্তি সচেষ্ট, কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্!"

লেবুর উপকারিতা

সুস্থ ব্যক্তির রক্ত সকল সময়েই ক্ষার-ভাবাপন্ন, শরীরের অম্লজনক পদার্থ যাহা শরীর রক্তসমূহ হইতে বিষ অথবা মলরূপে অথবা মূত্রাকারে ঘর্মরূপে বাহির হয় তাহা রক্তক্ষারের থাকিলেই দূর হইতে পারে, দ্রবীভূত হইতে পারে এবং শরীর হইতে বাহির করা যাইতে পারে।

রক্তক্ষারের না হইয়া যদি অবিশুদ্ধ ও অম্লভাবাপন্ন হয় তাহা হইলে শরীর-উৎপন্ন অম্ল সকল দূর হয় না এবং ক্ষারযুক্ত রক্তে যে উপকার পাওয়া যায় তাহা বন্ধ হয়। তাহার একমাত্র ফল এই হয় যে ঐ সকল বিষ পেশীতে জমিয়া যায়।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে রক্তকে ক্ষারময় করিতে শারীর বিশেষের প্রত্যহ ৪টা হইতে ১৪টা পর্য্যন্ত লেবুর রস সেবনের প্রয়োজন হয়। লেবুর দ্বারা চিকিৎসার প্রধান ভিত্তি এই যে লেবুর রস রক্তের ক্ষারভাব বৃদ্ধি করে। একমাত্র এই উপায়েই পেশী, রস, প্রবাহ, গ্রন্থিসমূহ দ্বারা শরীরের অব্যবহার্য্য পদার্থ দূর করে তাহারা অম্ল বিষ মুক্ত হইতে পারে।

রক্তে ক্ষারের প্রয়োজন কেন

যে ব্যক্তির স্বাস্থ্য উত্তম তাহার রক্ত ক্ষারময়। স্বাস্থ্যশূন্য লোকের রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখিলে দেখা যাইবে যে তাহার রক্ত অম্ল না হইয়া ক্ষারভাবাপন্ন হয়। শরীরের কার্য্য করিবার সময়ে উহা হইতে অম্ল বিষ বাহির হয়। এই অম্ল বিষ যা উরুসিক স্রাবে অথবা মলশারুক্তিতে অথবা মাটির ন্যায় দ্রব্য ও বিষ নষ্ট হয় এবং শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

যখন রক্তক্ষারভাবাপন্ন না হয় এবং অবিশুদ্ধ ও অম্লপূর্ণ হয়, তখন এই সকল অম্লজনক পদার্থ দূর করায় বাধা বহু থাকে। এবং অতিরিক্ত অম্ল সকল ঐ সকল দূষিত পদার্থ পেশীর মধ্যে জমিতে থাকে।

রক্তকে ক্ষারভাবাপন্ন করিতে লোক বিশেষে ও শরীরের অবস্থানুসারে প্রত্যহ চার হইতে চৌদ্দটি লেবুর রস সেবন করা প্রয়োজন হয়। লেবুর রস পানের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল রক্তের ক্ষারভাব বৃদ্ধি করা। কেবলমাত্র এই উপায়েই রক্ত, পেশী, শরীর রস অথবা গ্রন্থিসমূহ যাহা তাহাদের অব্যবহার্য্য পদার্থ দূর করিয়া দেয় তাহা হইতে অম্ল বিষ দূর করা সম্ভব।

সেবন মাত্রা

লেবুর রস খালি পেটে সেবন করিতে হয়। শীতকালে কম ও গ্রীষ্মকালে অধিক লেবুর রস পান করা উচিৎ। শীতকালে শীতল বায়ুর জন্য গাত্রচর্ম দিয়া শরীরের অব্যবহার্য্য পদার্থ বাহির হইতে পারে না। শীতকালে যেমন কম লেবু পান করা উচিত প্রকৃতিও তেমনি শীতকালে কম লেবুর উৎপন্ন করে। গ্রীষ্মকালে অধিক লেবুর — [illegible] অধিক লেবু উৎপন্নের ব্যবস্থা তাহা দিয়াছেন।

কেবল লেবুর রস সেবন করা উচিত নহে উহা উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। আবার লেবুর রসের পরিবর্ত্তে সিপি করা আইস ক্রিম প্রভৃতি সন্তোষজনক নহে।

লেবুর রস বাহা ছিবড়ের সমস্ত লেবু হইতে রস বাহির করিয়া পান করিলে উপকার অধিক হয়। লেবুর দ্বারা চিকিৎসায় অনেকে উহার খোসা, শাঁস প্রভৃতি কাজে লাগায়।

ম্যালেরিয়া রোগে

ইটালীর অন্তর্গত সিসিলিতে সমগ্র লেবুর রস ম্যালেরিয়া দূর করিতে ব্যবহার করা হয়। অতি কঠিন প্রাচীনরোগে সমস্ত ফলটাই ব্যবহার করিলে অধিকতর উত্তম ফল পাওয়া যায়। লেবুর খোসায় শক্তিশালী জীবাণুনাশক তৈল আছে। তাহাকে লেবুর তেল বলে। উহার মজ্জায় তিক্ত এক প্রকার পদার্থ আছে, যাহা স্বাভাবিক বল-প্রদানরূপে প্রয়োজনীয় কার্য্য করে। ইহা অর্দ্ধ সিনকোনা গাছের ছালের ন্যায় উপকারী। সিনকোনা বহুকাল হইতে ম্যালেরিয়া ও সর্দ্দির ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সমগ্র লেবুর রস

সাধারণতঃ কোনও ব্যক্তির পক্ষে বিশেষতঃ রোগীর পক্ষে সমস্তটা লেবু কাঁচা খাওয়া শক্ত। অতএব লেবু পিষিবার যন্ত্রে লেবু 'মলে নবনের ন্যায় নরম হইয়া উহা পিষিয়া যায়। অন্ন মধু দিয়া ও জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে উহা দ্বারা সমগ্র লেবুর চিকিৎসা করা হইবে। লেবু টুকরা করিয়া কাটিয়া, উহা পিষিয়া উহা ছাকিয়া সেবন করিতে হইবে। এইরূপে লেবু পিষিবার জন্য আমেরিকায় এক যন্ত্র বিক্রয় করা হয়। উহার নাম Enter-prise fruit juice press। উহা এদেশে পাওয়া না যাইলে শীলে পিষিয়া লইলে একই কার্য্য হয়।

লেবু না পিষিয়া উহা সিদ্ধ করিয়া অথবা bake করিয়া লইলেও হয়। উত্তাপে লেবুর খোসা নরম হয়। যায় এবং উহার সুগন্ধি তৈল ও তিক্ত অংশ বাহির করিবার সুবিধা হয়। উক্তরূপে সিদ্ধ করিয়া বা bake করিয়া লেবু পিষিয়া লওয়া সহজ।

—সঞ্জীবনী

———

চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্যবার্তা

গত ১৯শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধির হিসাব:—

আলোচ্য সপ্তাহে সমগ্র বঙ্গদেশ কলেরায় মোট আক্রমণ ১৮০৬, মৃত্যু ৮১১; পূর্ব সপ্তাহে আক্রমণ ১৭৭১, মৃত্যু ৮৪০ গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রমণ ১০৫২, মৃত্যু ৫২৪।

বসন্তে আক্রমণ—৫০৬, মৃত্যু ১৭৪, গত সপ্তাহে আক্রমণ ৫৮৯, মৃত্যু ১৭৮। গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রমণ ১০৪৬ মৃত্যু ৩৩৪, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ ৩৮, মৃত্যু ৩, পূর্ব সপ্তাহে আক্রমণ ১৭, মৃত্যু ৪, গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রমণ ৫১, মৃত্যু ১০।

বিভিন্ন জিলায়

কলেরা:—বর্দ্ধমান ২, বীরভূম ১, মেদিনীপুর ৩১, হুগলী ১২, হাওড়া ২৯, ২৪ পরগণা ১১৮, কলিকাতা ৮২, নদীয়া ১৫। মুর্শিদাবাদ ৩৪, যশোহর ৮, খুলনা ৩৮, বগুড়া ২, মালদহ ২০, ঢাকা ৩, ময়মনসিংহ ১৯, ফরিদপুর ১৩, বাখরগঞ্জ ১৯৮, চট্টগ্রাম ৩, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ২, ত্রিপুরা ৫৬, নোয়াখালী ২৭।

বসন্ত:—বর্দ্ধমান ২১, বীরভূম ৪, বাঁকুড়া ৫, মেদিনীপুর ১০ হুগলী ২, হাওড়া ১৪, ২৪পরগণা ৬ কলিকাতা ৩৮, নদীয়া ২, যশোহর ১, রাজসাহী ৭, দিনাজপুর ১৬, জলপাইগুড়ী ২, রংপুর ১৯, বগুড়া ৭, পাবনা ৮, কুচবিহার ১, ঢাকা ৩, ময়মনসিংহ ১৪, বাখরগঞ্জ ২, নোয়াখালী ২, ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতা ৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং,
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩১শে মে ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার ৭৮শ সংখ্যা

যোগপীঠে শ্রীনৃসিংহ-উৎসব

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ২৮শে মে সোমবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে মহাযোগপীঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ উপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী সহ অপরাহ্নে শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন এবং শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে প্রেমভরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ মুকুন্দ গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিমধুর ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়দ্বয়ের মূল-গায়কত্বে কীর্ত্তন হইয়াছে।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠের একনিষ্ঠ সেবক ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভাক্তশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-রহস্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য ও এই তিথিপালন বিধি বর্ণন করিয়া অয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈশাখী শুক্লা-চতুর্দ্দশীতেই যে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উৎসব করিতে হয় তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত আগমের নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইতে প্রতিপন্ন করেন—

ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী সৌরী কর্ত্তব্যা কিমিবাপরা।
কামবিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা স্বাতী সোমযুতা যদি॥

দৈববশতঃ স্বাতী নক্ষত্র যোগে শনিবারে ও সিদ্ধিযোগের সংযোগে যদি শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর আবির্ভাব হয় তাহা হইলে ঐ ব্রত-পালনে কোটীহত্যা-জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত চতুর্দ্দশী মঙ্গলবারে প্রকটিত হইলেও ঐ প্রকার পাপ নষ্ট করে। কিন্তু যদি ঐ চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশী-বিদ্ধা হয় তাহা হইলে মঙ্গলবার বা স্বাতী নক্ষত্রযুক্ত হইলেও এই ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে ব্রতোপবাস করিতে হইবে না। কারণ তাহাতে কোনও ফল নাই।

অতঃপর সুর ও অসুরগণের চরিত্র-চিত্রের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বলা হইয়াছে যে, একই পিতার তনয় হইয়া কেহ বিষ্ণুভক্তির আশ্রয় পূর্ব্বক 'সুর' নামে অভিহিত হন, আবার অপর পুত্র হয়ত' কাল পাহাড়ের অনুগমনে বিষ্ণুভক্তির উচ্ছেদ-চেষ্টাপর হইয়া অসুর নামে খ্যাতি লাভ করে। রাবণ অসুর কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা বিভীষণ সুরশ্রেষ্ঠ। সুরের গৃহে অনেক সময় অসুরের জন্ম হয়, আবার অসুরের গৃহেও সুরের জন্ম হইয়া থাকে। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু বিরোধ করিয়া অসুর নামে খ্যাত হইয়াছেন কিন্তু তৎপুত্র প্রহ্লাদ সুরগণের বন্দনায় পাত্র।

হিরণ্যকশিপুর তর্জ্জন গর্জ্জন, ও বিভিন্ন প্রকারে উৎপীড়ন অথবা ষণ্ডামর্কের মিষ্টবাক্যে বিবিধ অসৎ উপদেশ বালক প্রহ্লাদকে হরিভক্তি হইতে একবিন্দুও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ ষণ্ডামর্কের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের অপরাপর অসুর-বালকগণকে হরিভক্তির শ্রেষ্ঠতার বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহারা প্রহ্লাদের সদুপদেশে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীপ্রহ্লাদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অসুরগুরু ষণ্ডামর্ক বিদ্যালয়ে আগমন পূর্ব্বক তদ্দর্শনে প্রমাদ গণিলেন এবং কম্পিত-কলেবরে এই সংবাদ হিরণ্যকশিপুর গোচরীভূত করিলেন। তচ্ছ্রবণে অসুররাজ ক্রোধে আরক্তলোচন ও অধিগর্ব্বা হইয়া প্রহ্লাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বিভিন্ন প্রকারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। জাগতিক কোনও প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন প্রভৃতিতে হরিভক্তকে কখনও বিচলিত করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদা নির্ভীকচিত্তে শ্রীহরির গুণগান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদও হিরণ্যকশিপুর রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না। তিনি স্বাভাবিক সুমধুর বচনে হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুবিরোধিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে শরণাপত্তি গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু 'উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে' হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের হিতবচনে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদকে বিনাশার্থ খড়্গ উত্তোলন করিলেন এবং সজোরে নিকটস্থ স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। এই সময় এমন একটী শব্দ হইল যে ত্রিদিবে অবস্থিত দেবগণ পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। হিরণ্যকশিপু বুঝিলেন যে, তাঁহার কাল সমাগত। সর্ব্বত্র ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের অবস্থিতি—ভক্তের এত বাণীর সত্যতা প্রদর্শন ও ভক্তের প্রতি উৎপীড়ন-পরায়ণ অসুরকে যে তিনি সর্ব্বদাই বিনাশ করিয়া থাকেন তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত স্ফটিক-স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও হিরণ্যকশিপু গদা উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রহারে উদ্যত হইলেন কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাকে দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থল ঠিক সন্ধ্যাকালে ক্রোড়-দেশে স্থাপন পূর্ব্বক নখদ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার অন্ত্র-সমূহ মালিকার ন্যায় গলদেশে ধারণ করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই ভীত হইলেন। দেবগণও দূরে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই সম্মুখীন হইতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা ভক্ত প্রহ্লাদকেই নৃসিংহদেবের [illegible] করিবার জন্য [illegible]। শ্রীপ্রহ্লাদ নির্ভয়ে তাঁহার নিকট গমন এবং শ্রীনৃসিংহদেবের উগ্র মূর্ত্তি নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। বস্তুতঃপক্ষে ভক্তের নিকট ভগবান্ সর্ব্বদাই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সুতরাং তাঁহার নিকট ভগবান্ কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন না। যাঁহারা প্রধান শত্রু মনকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া,—

"যাহার নয়ন দেখে, না দেখে তাঁ'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি॥"

ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিচক্ষু দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন না করিয়া সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করিয়া থাকেন। কি বদ্ধ কি মুক্ত সকল জীবের হৃদয়েই ভগবান আছেন—এই উপলব্ধি-লাভই তাঁহাদের একমাত্র অবস্থা।

পাঠের পর পুনরায় কীর্ত্তন হয় এবং সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহদেবের পূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। অতঃপর সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তি কে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীযোগপীঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবকে বহু লোকে আন্তরিকতার ও দক্ষ উৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ ত্রিবিক্রম, ৪ঠা গৌরাব্দ ৪৪৮

সুবিধা হ'চ্ছে না কেন ?

জগতে অসুবিধার কবলে পতিত হইতে কেহই অভিলাষী নন। সকলেই চায় সুবিধা—মঙ্গল—সুখ বা শ্রেয়ঃ। সুবিধা বলিতে আমরা শান্তি বা সুখকেই লক্ষ্য করিতেছি। শুধু বলিতেছিলাম, শান্তি বা সুখের আকাঙ্ক্ষা করে না এমন লোক জগতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পথ দুইটী—সুবিধার পথ বা শ্রেয়ঃপথ এবং অসুবিধার পথ বা অশ্রেয়ঃপথ—প্রেয়ঃপথ। নিত্যমঙ্গলের একমাত্র উপায় হরিভক্তি শ্রেয়ঃ. আর ভোগ, অভিলাষাদি সমস্তই প্রেয়ঃপথের অনুসন্ধের বস্তু। শ্রেয়ঃপথে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই উদ্দিষ্ট আর প্রেয়ঃপথে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে—সূক্ষ্ম বা স্থূলভাবে বিরাজমানা।

জগতের প্রায় শতকরা শতজনই সুখ শান্তি বা সুবিধা চায় বটে কিন্তু শান্তির স্বরূপ [illegible] তাঁহারা মনে করতঃ পঞ্চতন্মাত্রিকা প্রবাহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রেয়ঃপথকেই বহুমানন করেন; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষণিক সুখতাবধা হইলেও বিমলা শান্তির সন্ধান তাঁহারা পান না। শ্রেয়ঃপন্থী গৌরভক্তগণ ব্যতীত—সদ্গুরু-চরণাশ্রিত মহাভাগবতগণ ব্যতীত আব্রহ্ম-স্তম্ব সকলেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রেয়ঃপথের কাঙ্গাল এবং স্বসুখ-সন্ধানে তৎপর হওয়ায় কর্ম্মফলের ভাগী।

শান্তি বা সুবিধালাভের জন্য কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণ বিদ্যাশিক্ষা করে, বিদ্বান্, ধনী, সত্যবাদী ও সদ্গুণসম্পন্ন হইতে বা ধর্ম্মযাজন ও অর্থোপার্জ্জন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কেহ বা সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদি-পরিবৃত হইয়া বসবাস করিবার জন্য তৎপর হয়, আবার কেহ কেহ সংসারে সুবিধা না পাইয়া সংসারত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিজ সুখসুবিধার জন্য জনগণ যে কত কি করে, কত কি চিন্তা করে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও প্রায় অনেককেই বলিতে শুনা যায়—"কই! সুবিধা ত' হইল না—শান্তি ত পাইলাম না—আশা ত মিটিল না!"—এতাদৃশ হাহাকার প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

শান্তি বা সুখ এই দুঃখময় জগতে নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মই আনন্দের আধার—এই সব নিত্যমঙ্গলময়ী বাণী উপলব্ধি করিতে অসমর্থ আমরা মরুভূমিতে জলান্বেষণের ন্যায় এই সংসারমরুতে সুবিধা-লাভের আশায় যত্ন করিতেছি বলিয়া আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে এবং সুবিধা হ'চ্ছে না কেন?—এই প্রশ্ন অন্তরে প্রায়ই উদিত হইতেছে। সুবিধা কেন হইতেছে না, এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে বিশ্বসন্তাপন মঙ্গলময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই একমাত্র সমর্থ। তাই হরিদাসগণের পদাশ্রিত আমরা ইহার কারণ অনুসন্ধানে আজ গুরুবৈষ্ণবের শরণাগত হইতেছি।

জগতে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী ও ভক্ত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর জীব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কৃষ্ণপ্রীতি-সাধনে তৎপর ভক্ত ব্যতীত আর বাকী সকলেই ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগী ও ত্যাগী-শ্রেণীভুক্ত। ভোগী বা ত্যাগী উভয়ে নিজ সুখের জন্য নানা উপায় অবলম্বনে ব্যস্ত। তাঁহাদের ভগবদ্ভজনের ছলনা নিজসুখ-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় কামে পর্য্যবসিত। আর ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট বলিয়া প্রেমিক। কামে সুখ নাই—সুবিধা নাই—আনন্দ নাই; তাহাতে আছে কেবল দুঃখ এবং যাহা স্বরূপতঃ দুঃখরূপী দস্যুর সুখাবরণে আবৃত গুপ্তচর। কামকামিগণ [illegible] কৃষ্ণের সুখের জন্য তৎপর হন না বলিয়া অসুবিধায় পতিত। ভক্তিপথ অবলম্বন না করিলে সুবিধা বা অখণ্ড শ্রীতির আশা দুরাশামাত্র। ভক্ত ব্যতীত কেহই আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন না; সুতরাং অপরের সুবিধালাভ যে অসম্ভব তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে তাঁহারা প্রেয়ঃপথ বা তাঁহাদের মনঃকল্পিত পথ পরিহার করিয়া সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে সাধুসঙ্গে সেবা করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইলে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলের সম্ভাবনা; নতুবা ভগবৎপ্রীতিলাভের দ্বিতীয়পন্থা আমরা আর দেখিতে পাই না।

ভক্তিমার্গে পরমাধিকার হইলে অর্থাৎ সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের পরই জীবের সুবিধা-লাভের ক্ষমপন্থা পরিদৃষ্ট হয়। তাহার পূর্ব্বে সুবিধার কোন কথা নাই বলিয়া আমরা সে সব বিষয় আলোচনায় বিরত হইলাম। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয় গ্রহণের দুর্লভসুযোগ হইতে বঞ্চিত তাঁহারা সর্ব্ব-শান্তির আকর গুরুরূপী কৃষ্ণের অনুসন্ধানে তৎপর হউন ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা। তাঁহাদের বিষয়ে আমরা আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না; তবে যাঁহারা সদ্গুরু-লাভের জন্য ব্যাকুল তাঁহারা নিশ্চয়ই জগদ্গুরুর সন্ধান পাইবেন, ইহাই আমাদের শেষ কথা—প্রাণের কথা। এক্ষণে যাঁহারা আমাদের ন্যায় ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন অথচ নিত্যমঙ্গল-লাভে সমর্থ হন নাই বা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেছেন না—তৈলধারার ন্যায় অপ্রতিহতা কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন হইতে পারিতেছেন না—ইহার কারণ আজ আলোচনামুখে অনুকীর্ত্তন করিবার জন্য আমরা সর্ব্বান্তর্য্যামী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় শ্রেষ্ঠ সমর্পিতাত্মা বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

সদ্গুরু-চরণাশ্রয় অর্থাৎ গুরুরূপী ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত সুবিধা-লাভের—শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায় শুদ্ধা ভক্তি লাভ করা যায় না। কারণ ভক্তি এ জগতের বস্তু নয়। ভক্তি বা সেবার মূলাধার সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র ভক্তিদাতা, জীবের মঙ্গলোদ্যোক্তা। তথাপি আমরা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের চরণাশ্রয় করিয়াও, এমন কি গুরু-নিত্যানন্দের গৃহে বাস করিয়াও গুরুকৃষ্ণ-দর্শনে বা সতত ভক্তিশায় মগ্ন কেন হইতে পারিতেছি না—বাঞ্ছিতগণের ন্যায় বঞ্চিত হইতেছি তাহার মূল কারণ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাসের অভাব।

আমরা এই অভাবের কারণ-নির্ণয়ে সাধারণতঃ দুইটী জিনিষ লক্ষ্য করি একটী কপটতা ও অপরটী দুর্ব্বলতা। কপটতা একটা আলাদা জিনিষ আর দুর্ব্বলতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কপটতা-রহিত ব্যক্তির মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আচার্য্যকে বঞ্চনা করিব—তাঁহাকে আমার বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা মাপিয়া লইব—সদ্বৈষ্ণবের চক্ষুতে ধূলি দিব—আমার অসৎ প্রবৃত্তি কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকাইয়া রাখিয়া দুধ কলা দিয়া পুষিব—আমার গলদ লোককে জানিতে দিব না—লোকের কাছে সাধু বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিব—এসকল দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বলতা নয় বরং পরন্তু কপটতা; এই কপট ব্যক্তিগণের সুবিধা কোন কালেই হয় না।

সুবিধার পথকে যাঁহারা প্রথম মুখেই রুদ্ধ করিয়াছেন—যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃত—বৈকুণ্ঠাগত গৌরবাণীর বা তদ্বা সমবর্তীর মঙ্গলময় উপদেশ-পালনে অশ্রদ্ধ, তাঁহাদের মঙ্গল আর কি করিয়া হইবে? কৃষ্ণের মালিক, কৃষ্ণের প্রাণধন, কৃষ্ণের মাতাপিতা, কৃষ্ণের প্রাণাধিকা শ্রীগুরুদেবই যদি প্রীত না হইলেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিয়া কৃষ্ণকৃপা পাইবেন—অসুবিধার হস্ত বা মায়ার হস্ত হইতে এড়াইবেন? অশান্তিময় সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া—অসক্তিতায় ব্যস্ত হইয়া কিরূপে তাঁহারা আনন্দ পাইবেন? তাই বলিতে-ছিলাম, তাঁহাদের মঙ্গল হইবে না। জীবমাত্রেই অল্পবিস্তর কপটতা-যুক্ত। এসব কথা শুনিয়া আমাদের হতাশ হ[ইবার] কোন কারণ নাই। কারণ, কা[পট্য] ছাড়িয়া প্রকৃত সাধুগণের এ[কান্ত] সন্মুখে কপটতা রহিত হইবার [জন্য] লইয়া বিনীতভাবে সাধুর শ্রীমুখবি[গলিত] কথা যদি শ্রবণ করি তাহা হইলে [মঙ্গল] নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু যদি আমরা [লোক]দেখানো সাধুসঙ্গ করি—তাঁহার আ[দেশ] অর্থাৎ তাঁহার উপদেশমত না চলি তাহা হইলে আমাদের মন্দপ্রবৃত্তি দিন দিন প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

সংকীর্ত্তনৈক-পিতা লোকশিক্ষক [শ্রীমন্মহাপ্রভু] সুন্দর আমাদের মঙ্গলের জন্য আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহাতে কপটতার স্থান নাই। ছোট হরিদাসের অ[ন্তরে] কপটতা ছিল। তাই তাঁহার সুবিধা [হয়] নাই, তিনি অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। আমরাও যদি সাধুর বেষ ধরিয়া, জগৎ [প্রসি]দ্ধ অভিমান করিয়া গুরুসেবায় উ[দাসীন্য] প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া [থাকি,] গুরুসেবা ছাড়িয়া অর্থাৎ গুরু-নন্দের [অনুগত্য] বিধানে তৎপর না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রীভক্তিবিধানে তৎপর হই অথবা বা[হ্য] ভাব সীতাহরণের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি [তাহা] হইলে নিজের গলায় নিজেই ছুরি দিব। হরিভজনের নামে আর কিছু করিবার মঙ্গললাভে তৎপর না হইয়া অমঙ্গলের [মধ্যে] পতিত হইলাম। তাই বলিতেছি কপটতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল।

আরও একটা বাধা—দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা কপটতার ন্যায় হানিজনক ন[য়।] আমি গুরুবৈষ্ণবের আদেশ-পালনে প্রা[ণপণ] যত্ন করিতেছি, কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব [বশতঃ] পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কর্মাদি প্রবলভাবে [বাধা দ]িতেছে বলিয়া আমি সুষ্ঠুভাবে [সেবা] সম্পাদন করিতে পারিতেছি না, [গুরু] বৈষ্ণবের কৃপাকণ পাইয়া মাঝে মাঝে [উৎসাহ]যুক্ত হই যদি যায় মোর প্রাণ' বা[ক্য] অনুসরণে তৎপর হইতেছি কিন্তু আ[মার] ইচ্ছা বলবতী হইতেছে না; তাই অ[ত্যন্ত] অনুশোচনামুখে গুরুবৈষ্ণবের নিকট ক্র[ন্দন] করিতেছি—কৃপা ভিক্ষা করিতেছি; ই[হার] নাম দুর্ব্বলতা। এরূপ দুর্ব্বলতা জন্য [যদি] জন যদি আমাদের থাকে, তাহাতে বি[শেষ] কোন ক্ষতি নাই। কারণ এ দুর্ব্বল[তা] চিরপ্রদাতা গুরুরূপী কৃষ্ণের কৃ[পায়] যাইবেই। কৃপাপ্রার্থী দুর্ব্বলকে শ্রীগুরু নিশ্চয়ই কৃপাবল প্রদান করিবেন, 'দী[নে] অধিক দয়া করেন ভগবান্'—এই বা[ক্য] তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু যদি দু[র্ব্বল] হইয়া—বদ্ধ হইয়া নিজেকে সবল বা মু[ক্ত] বলিয়া অভিমান করি অর্থাৎ একবার [illegible]

কপটতা আশ্রয় করি—সাধুর বেশ, সাধুর নাম লইয়া বা জগদ্‌গুরু মৌখিক শিষ্য সাজিয়া শাসন-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হই, শ্রীগুরুদেবের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তাহা হইলে অসুবিধা-সর্পী চিরতরে আমার গলায় হার হইয়া রহিল। সুতরাং পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে লক্ষ লক্ষ জন্ম গ্রহণ করা ভাল কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়।　　　(ক্রমশঃ)

অভিনন্দন-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

পরম-ভাগবত প্রচারকপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের রামসিদ্ধি-গ্রামে শুভবিজয় উপলক্ষে তাঁহার শ্রীচরণে দরিদ্রের কাতরোক্তি ও প্রার্থনা

স্বাগত অতিথি　　জয়তি জয়তি
　হে ভারতী মহারাজ।
কৃষ্ণকথা নিতি　　কীর্ত্তনে সুরতি
　প্রণমি ভকত-রাজ॥
সেবক ভক্তির　　সিদ্ধান্ত-বাণীর
　প্রচারক-বর তুমি।
গুরুভক্ত বীর　　নাশহে তিমির
　প্রণমি চরণে চুমি॥
এসেছিল হেথা　　শুনাঃ কৃষ্ণকথা
　মহারাজ শ্রীঅরণ্য।
ধন্য হ'ল গ্রাম　　শুনি' হরিনাম
　ভক্তগণের বরেণ্য॥
গ্রাম রামসিদ্ধি　　আছে জনবৃদ্ধি
　ভাগ্য বলিহারি তা'র।
বৈষ্ণব সুজন　　করি' পদার্পণ
　দুঃখ দূর করে যা'র॥
আমার মতন　　অভাগা এমন
　কোথায় আছয়ে আর।
পাইয়া রতন　　না করি যতন
　বহি মরি দুঃখ-ভার॥
হে শুদ্ধবৈষ্ণব　　গোলোক-বৈভব
　দিতে তব আগমন।
মায়ার প্রভাবে　　ভুলিয়া স্বভাবে
　তাহাতে রৈছু মগন॥
দুর্ব্বৃত্ত মোরে　　ত্রাণ করিবারে
　আর কত বা বলিব।
দাস কর মোরে　　কৃপায় ক'রে
　চরণে শরণ তব॥
ভক্তগণ সঙ্গে　　নিত্য নানারঙ্গে
　যে গান গাহিলে প্রভু।
শুনাও সে গান　　তাপিত এ প্রাণ
　করহে শীতল বিভু॥
শুনি সত্য কথা　　মনে পাই ব্যথা
　সুবিধাবাদীর মত।
আছি মত্ত ভোগে　　তাই ভাল লাগে
　বুদ্ধি মোর হ'লো হত॥
ভোগের সংসার　　শুধু দুঃখ তার
　না শুনি সাধুর কথা।
আচরণ মোর　　নির্দ্দয় কঠোর
　জীবন গেল যে বৃথা॥
ওহে মহাজন　　যদি শ্রীচরণ
　কৃপা কর দীন দাসে।
বৈষ্ণবচরণ　　হউক শরণ
　স্থান হউ ভক্ত-পাশে॥
ধন্য তুমি ধন্য　　দাস শ্রীচৈতন্য
　প্রচারিছ হরিনাম।
ওহে মহারাজ　　বৈষ্ণব অগ্রগণ্য
　তব চরণে প্রণাম॥

সন ১৩৪১, ২৮শে বৈশাখ। গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮ পুরুষোত্তম।

ক্রোধ

[শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

(২)

জনশ্রুতি-মূলে একটী প্রবাদ-বাক্যকে কবিগণ বিশ্ববিদ্যাগারে প্রবেশ করাইয়া-ছেন—"কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি" অর্থাৎ কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি যিনি, তিনি মরিয়াও অমর হন। লোক-পরম্পরা সেই কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির নাম-গুণ মুখে মুখে বলিতে থাকেন। তাই তিনি মরিয়া গেলেও তাঁহার সুনামটী ধরা হইতে বিলীন হয় না। এই কীর্ত্তি কোন্ কীর্ত্তি? কুকীর্ত্তিতো নহেই, সুকীর্ত্তি—যাহা ইহ-পরকালে মঙ্গলপ্রদ কীর্ত্তি। সুতরাং সৎকীর্ত্তি বা সাধুকীর্ত্তিযুক্ত ভগবদ্ভজন রূপা কীর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কীর্ত্তি বা হিংসা-যুক্ত আত্ম-পর-বিনাশরূপা অসৎকীর্ত্তি বা যাহা বিশ্বমানবের কোন কোন বিদ্যাগারে প্রাচীনকাল হইতে প্রত্যেক বিদ্যার্থীর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে তাহা পণ্ডিত-গণের লক্ষিতব্য বিষয় হইতে পারে না। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন,—

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে কোন্ বড় কীর্ত্তি?
　তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁ'র হয় খ্যাতি।"

পণ্ডিতগণ এই কীর্ত্তিরই আদর করিয়া থাকেন। জাগতিক কীর্ত্তির সৎকর্ম্মী ও অসৎকর্ম্মীদিগের যে সমস্ত বাহবা তাহা সুধী পণ্ডিত-সমাজ বাঞ্ছা করেন না। পণ্ডিতগণ অবগত আছেন জগৎ যখন গমনশীল তখন জাগতিক কীর্ত্তি কখনই নিত্য জীবিত থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমানের অতীত, অতীতের অতীত-কালে কত সহস্র সহস্র সৎকর্ম্মী নরনারী সুযশের ভিখারী হইয়া শেষ-নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অদম্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে করিতে কালের কবলে কবলিত হইয়াছেন। ইতিহাস তাঁ'র কয় জনের ও কত পুর্ব্বের সংবাদ রাখেন? কিন্তু কৃষ্ণভক্তের গৌরব, যুগ-যুগান্তর হইতে অবিবর্ণ গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বা প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই বা হইবে না, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ধ্রুব, প্রহ্লাদ বা করুণাপাটব দোষে দুষ্ট হইয়া কবির কল্পনা বলিয়া উহাকে উড়াইয়া দিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেও তাহার কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং হিংসামূলক কীর্ত্তি জগতে শান্তিকামী কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির লোভনীয় হইতে পারে না। যাহা ইহ-পরকালে কেবলই দুঃখপ্রদ তাহা কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তির কাম্য হইবে? অতএব আত্মত্যাগরূপ প্রচ্ছন্ন কাম কর্ত্তাগণেরই অবিভক্ত নূতন সংস্করণ বলিলে বলা যাইতে পারে। এহেন প্রতিষ্ঠাশাতেও কেবল কাম বিদ্যমান থাকায় সেই কামে বাধা প্রাপ্ত হইলে আত্মপরহিংসারূপ ক্রোধের উদ্রেক অবশ্যম্ভাবী।

অগ্নি বিবিধভাবে ব্যবহার করিতে জানিলে পরোপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা দেহধারণোপযোগী খাদ্যদ্রব্যাদি রন্ধন, বাষ্পীয় যান ও বিবিধ কল প্রভৃতির পরিচালন-কার্য্য হইয়া জগতের কত উপকার হইতেছে; আবার নৈসর্গিক কারণে আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইয়া দেশ গ্রাম পাহাড় পর্ব্বত ভস্ম করিয়া দিতেছে, অথবা অজ্ঞজনকর্ত্তৃক অসাবধানতা বশতঃ অগ্নিসংযোগে গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। ইহা অগ্নির দোষ নহে, শুধু ব্যবহারের দোষ, অগ্নি তাহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তি প্রকাশ করিবেই। সেই প্রকার ক্রোধ-রূপ অনল ব্যবহার-দোষে বিবিধ প্রকারের অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ আমাদিগের কল্যাণার্থে ক্রোধের ব্যবহার করিয়া থাকেন; নতুবা আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিয়া প্রশ্রয় পাইতে থাকিলেও পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক শাসিত না হইলে, জগতে জীবিত কালপর্য্যন্ত নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিব ও পরকালে অসদ্‌গতি লাভ হইতে পারে। কারণ উক্ত লোকের ইহপরকাল নাশ হইয়া থাকে। সেই প্রকার সাধুরা বিশ্ব-বাসীর নিয়ামক বা নেতা। তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ-সেবক। নিম্ন ক্রোধ তাঁহাদের কৃষ্ণ-রসভাবিত হৃদয়ের চতুঃসীমায় স্থান পাইতে পারে না। তবে তাঁহারা যে সময় সময় ক্রোধভাব প্রকাশ করেন তাহা আমাদিগের অভিভাবকরূপে, আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত। পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতি অভিভাবকগণ যেমন কপট ক্রোধে দণ্ড-প্রসাদ দান করেন, ক্রোধান্ধ হন না, সাধুরা তদ্রূপ ক্রোধভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিতে চাহেন। তবে জাগতিক অভিভাবকদিগের ক্রোধোন্মত্ত হওয়ার বহু প্রকারের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের উহা নাই।

জাগতিক বিচারকগণ পরম ভক্ত নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বজ্রাঙ্গজীকে (হনুমানজীকে) লঙ্কা দগ্ধ ও রাবণবধ-জনিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ক্রোধান্ধ আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিলেও ইহাতে বিচারভ্রান্তিই পূর্ণ-মাত্রায় লক্ষ্য করা যাইতেছে। "ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী জনে" জগদ্‌গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই অভিব্যক্ত বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ বজ্রাঙ্গজী। ভক্ত কামযুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণকামে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণে ব্যস্ত। সেই কৃষ্ণসেবায় বাধা-প্রদাতা-গণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধি-ভৌতিক ত্রিতাপে দগ্ধ হইবেই হইবে। সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদিগকে পাষণ্ডজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া কৃপাই করেন। ভক্তগণ ভক্তগণকে তাঁহাদিগের কামনায় সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় বোধ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ক্রোধবশে ভক্তহিংসায় নিযুক্ত হন। ক্রোধের ব্যবহার সাধুরাই অবগত আছেন। ক্রোধ কিসে উৎপন্ন হয় তাহাও সাধুরাই জানেন বলিয়া ক্রোধ তাহাদিগের পরাভূত করিতে কোন প্রকারেই সমর্থ নহে। জানি না আমি আর কতদিনে ক্রোধরূপ শত্রুকে নিজেদে ব্যবহার করিতে শিখিব?

আশা করি, আমার বন্ধুবর্গ গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে রিপুদমনে সচেষ্ট হইবেন এবং রিপুগণকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়া ধন্য হইবেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—প্রথম ১০৲
প্রথম স্কন্ধের প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ ২৮৲
এতাবৎ ষষ্ঠ স্কন্ধের সম্পূর্ণ ।৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। অর্কিবিবেকশৃঙ্খলাবলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাগ ।০
১২। যুক্তিমহিমা অগৌরভক্ত সাম্প্রদায় (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সার্থাব (ব্যাখ্যাকীর) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। মনঃশিক্ষা (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনপথ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। [illegible] ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অমৃতকণা ৷৵০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রতিবাদী সাম্প্রদায় ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অমৃতকাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতিঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। ভক্ত-স্তবম্ ।০
৫৬। সাম্প্রদায়-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠ্যাঃ ⁄০
৫৮। সারাংশদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়েটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাবসলিউট রিলেশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মান্দু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তিকুটী-গৌড়ীয় মঠ স্বর্গদ্বার,
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, [illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, [illegible] হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। আসাম গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible], পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়— মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত— হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী— শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন— মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বে-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সংযোজিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি নিখুঁত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৮৲ আটটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৮৲
বাংলা বাঁকতুলসী (নূতন)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মক)	৮৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

৪৮ ঘণ্টার পরীক্ষা

— টেষ্টসান টনিক —
ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সম্বন্ধে মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারগণের মতামতের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ও ডা-নিখিল পুঁথি "সমর বিধানে নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, মাথাধরা, মস্তকের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তদর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিশু হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১২—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—১২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১ ৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ ও ২২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৩৫ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পাঠ্যপুস্তকাদি সহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট দিতে হইবে।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং নিপুণ লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ত্রয় অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় রচিত ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত শীর্ণ দীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যধিক অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপ কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যা গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের ন্যায় গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রতিষ্ঠাতা—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ভারতের টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৷৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

শাকাবোধ হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৭১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩১, ১লা জুন ১৯২৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—:০:—

বোম্বাই লাট-পত্নীর ব্রেসলেট আত্মসাৎ

...কলম্বো হইতে প্রকাশ, বোম্বাই পুলিশ বোম্বের গবর্ণর লর্ড রিডিংএর পত্নী লেডী রিডিংএর ৪৫৭০ টাকা মূল্যের একটি হীরার ব্রেসলেট প্রতারণা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ...নর্মদেন নামক এক যুবকের অনুসন্ধান করিতেছিল। গত শনিবার সিংহল পুলিশ তাহাকে কাণ্ডীতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ব্যক্তির বয়স ২৫ বৎসর তাহার বাড়ী কলম্বো হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী মোরাতুয়া নামক স্থানে।

এদিকে কাণ্ডীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইলে সে তাহার নাম-ধাম ঠিক বলিয়াছে, কিন্তু অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে। তাহাকে সনাক্ত করিবার জন্য বোম্বাই হইতে এখানে লোক আসিতেছে। সনাক্তকরণ হইয়া গেলেই এদিকে বোম্বাইে প্রেরণ করা হইবে।

৩৭০০৲ টাকা চুরি

কাঁথার অন্তর্গত মুরশীর শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর মণ্ডলের নগদ ও গহনাপত্র সমেত অনুমান ৩৭০০৲ টাকা চুরি যায়। কাঁথীপ্রবাসী থানার ইন্স্পেক্টর পি চৌধুরী সন্ধানে সংবাদ পাইয়া ২৪ পরগণার ডিক্রেট যান এবং কালীচরণ ও অপর তিন জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। অপহৃত জিনিষের কতক পাওয়া যায়। সন্দেহজনক ব্যক্তিদিগকে ভরত-সাপকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

স্নান করিতে গিয়া বিপত্তি

এরূপ প্রকাশ যে, জনৈক মুসলমান সম্প্রতি মাদ্রাজ হইতে হাওড়া ষ্টেশনে আসে এবং চাঁদপাল ঘাটে স্নান করিতে যায়। সে তাহার কাপড় চোপড় রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। তাহার কাপড়ে একশত টাকার নোটে মোট ৪০০৲ টাকা বাঁধা ছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে তাহার কাপড়-চোপড় নিখোঁজ হইয়াছে দেখিতে পায়। হাওড়া গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কয়েকটি দুর্ঘটনা

বুসৌ হইতে প্রকাশ, দার্জিলিঙ সিপোসবে নামক স্থানের কাছে একটী মোটরযান উল্টাইয়া যাওয়ার ফলে ১৭ জন লোক অবশ্য দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে এবং ৪ জন জখম হইয়াছে। যানটি একটী টেলিগ্রাফের খামের উপর গিয়া পড়ায় উল্টাইয়া যায় এবং মোটরে আগুন ধরিয়া যায়। জানা গিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তিগণ স্পেনদেশীয় ভ্রমণকারী। বুসৌ সহরের সঙ্গে যে টেলিফোন সংযোগ ছিল, দুর্ঘটনার ফলে তাহাতে বিঘ্ন জন্মিয়াছিল। আরও প্রকাশ যে, অন্য মোটরযান হইতে একটী অগ্নিতে আগুন লাগিয়াছে।

পালেরমো হইতে প্রকাশ, ইটালীর চতুর্দ্দিকে চারি হাজার মাইল দুর্গম পথে মোটর দৌড়ের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। এই দৌড় রোম নগরী হইতে শুরু হইয়াছে। যিনি এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জ্জন করিবেন, মুসোলিনী তাঁহাকে আগামী রবিবার 'নিউজ গোল্ড কাপ' উপহার দিবেন। ইতোমধ্যেই এই দৌড়ে দুইজন ইটালীর আহত হওয়ার ফলে মারা গিয়াছেন। তাঁহারা 'ফিয়াট' মোটরে দৌড়াইতেছিলেন। দুইজন ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বীও আহত হইয়াছেন। তাঁহারা 'এম জি' গাড়ীতে দৌড়াইতেছিলেন।

প্যারিস হইতে প্রকাশ, যে সমস্ত ইটালীর সৈন্য ১৯১৪ সালে ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের স্মৃতি ফলকের আবরণ উন্মোচন উৎসবে সকালবেলা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমক্ষে একটি বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল। উৎসব ক্ষেত্রে প্যারিসের মিলিটারী গবর্ণর জেনারেল গুরো, পেন্সন মন্ত্রী মিঃ মিলোকেট, মার্শাল জোফ্রের বিধবা পত্নী ইটালীর দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গ এবং প্যারিসস্থিত এসোসিয়েশনের (যে সমস্ত ইটালীয় ফ্রান্সের পক্ষে লড়িয়াছিল) সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিস্ফোরণের ফলে দুইজন থাক দর্শনকারী আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। দুর্ঘটনা সত্ত্বেও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অকুস্থল হইতে পলায়মান একজন ইটালীয়কে এতৎসম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া খানাতল্লাস

ফেণী হইতে প্রকাশ, একদল সৈন্য ছাগল লইয়া থানার দক্ষিণ মানদিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত দাসের বাড়ীতে যাইয়া হানা দেয়, তাহার বাড়ীর চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাসকারীরা বরদাবাবুর ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

মেওজোগে গুলীর জের

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল তারিখে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মেওজোগ গ্রামে তিনজন যুবকের গুলীতে একজন মুসলমানের মৃত্যু হয় ও অপর একজন মুসলমান আহত হয়, ঐ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ৩৭ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সমস্ত যুবককেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ, ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে সনাক্তকরণ প্যারেড হয়। মৃতের আবদুর নামক যে মুসলমান আহত হইয়াছিল, সে নাকি দুইজন যুবককে সনাক্ত করিয়াছে।

ইশারা করিয়া ডাকাত বিদায়

নয়াকর হইতে প্রকাশ, ছেলে-ধরার আতঙ্কে গত ১৭ই তারিখ চন্দিবাড়ী থানার অন্তর্গত চণ্ডীতলা গ্রামে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। প্রকাশ, জনৈক মুসলমান তাঁহার পুত্রসহ চণ্ডীতলা গ্রামে তাহাদের এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াইতে আসে। যে বাড়ীতে তাহারা আসিয়াছিল, 'তথায়' সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া পিতা পুত্র উভয়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিল। পিতা কিছু বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িলে, পুত্র হাত ইশারা করিয়া পিতাকে থামিতে বলে। এই অবস্থায় ইঙ্গিতে ইশারা করিতে দেখিয়া পথচারী কয়েকজন গ্রামবাসী উহাদিগকে ছেলে-ধরা মনে করিয়া অত্যাধিক মারধর আরম্ভ করে। গোলমাল শুনিয়া যে গৃহস্থের বাড়ী তাহারা বেড়াইতে গিয়াছিল, সেই গৃহস্থ আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে সকলকে বুঝাইয়া মারপিট থামায়। অতঃপর সকলে মিলিয়া প্রহৃত ব্যক্তিদ্বয়কে বাড়ীতে নিয়া ক্ষমা চাহিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করে।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৩৪১

বৈদিক জগতে ভারতই অতিথি সেবায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রবল প্রাচীর দীর্ঘ আঘাত কারণের পূর্বে ভারতবাসিগণ গৃহে সমাগত অতিথির যথাসাধ্য সেবা যাহা নাই বিধানের দুঃখে জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না। এখনও অনেক পুণ্যচরিত্র ব্যক্তি আছেন যাঁহারা অতিথির প্রতি পূর্বোক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলায়ও আমরা আতিথ্য-সৎকারের আদর্শ সন্দর্শন-লীলা দেখিতে পাই। মহাপ্রভুর চরিতামৃতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় যেবগন পর্যন্ত অযাচিত ভাবপূর্ণক শ্রীধামমায়াপুর জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে আতিথ্য হইতেন। আতিথেয়তা আর্য-ভারতের সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নাই।

বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতের ঐ বৈশিষ্ট্যটি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং ভারতবাসীদের হৃদয়ে তৎস্থানে ভোগের ইন্ধন আধিপত্যরূপে আসন পরিগ্রহ করিতেছে, তাহার উপরে এক শ্রেণীর ধর্মধ্বজ প্রকৃতির লোক অতিথির বেশে গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সর্বনাশ সাধন পূর্বক ব্যক্তিগতভাবে আতিথ্য-ধর্মকে উৎসাদনে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেদিন দেখা গেল, ফরিদাবাদে কয়েকটি দুর্বৃত্ত কোনও মন্দিরে আগমন করিয়া রক্ষকের নিকট নিতান্ত ভদ্রলোকের মত বিনীত করিয়া রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মন্দিররক্ষক সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে স্থান প্রদান করে। প্রকাশ, গভীর রাত্রিতে ঐ দুর্বৃত্তগণ মন্দির-রক্ষককে ও মন্দিরের সেবক অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদিসহ চম্পট দিয়াছে। এই শ্রেণীর জঘন্য প্রকৃতির ব্যক্তি স্ব-স্ব মনোরথ-পূরণের জন্য যে নীচ কৌশল অবলম্বন করিতেছে তাহাতে গৃহস্থগণ কি প্রকারে অপরিচিত আগন্তুককে গৃহে স্থান প্রদান করিবেন বুঝা যায় না। একটী দুর্বৃত্তের জন্য শত শত সাধু অতিথি লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা বড়ই দুঃখের কাহিনী।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র ভাস্কর নামক পত্রিকায় দেখিলাম, ঢাকা জেলার মহকুমার অধীন উজীরাবাড়ী থানার অন্তর্গত মালগঞ্জ নামক পল্লীতে কয়েকজন মুসলমান এক হিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া ঐ পরিবারের ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা কুলবধূকে জোরপূর্বক টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। উহাদের মধ্যে তিন জন ঐ গ্রামবাসী এবং অপর একজন উহার পার্শ্ববর্তী খলাপাড় নিবাসী। উহারা দুর্বৃত্তরা স্ত্রীলোকটীর মুখ বন্ধ করিয়া তাহার পা ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কিছু দূরে লইয়া যায়। স্ত্রীলোকটী আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে থাকে এবং চীৎকার করে। চীৎকার করিবার মাত্রই দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করে। স্ত্রীলোকটীর আত্মীয়গণ সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে সে লজ্জায় ও আতঙ্কে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। উক্ত গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী আরও ৮।১০ খানা গ্রামের অধিবাসী হিন্দু মুসলমানগণ একযোগে জড় করিয়া আসামীগণকে ধৃত করেন। আসামীরা সকলেই দোষ স্বীকার করে। হিন্দুগণ মুসলমান মণ্ডলগণের উপরেই বিচারের ভার দেন। বিচারে অপরাধীদের প্রত্যেকের প্রতি ৫০টী করিয়া জুতার বাড়ি, ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা এবং বধূটীর পায়ে ধরিয়া 'মা' ডাকিয়া ক্ষমা চাহিবার ব্যবস্থা হয়। উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য হইয়াছে। এই শাস্তিতে দুর্বৃত্তগণের সমুচিত শিক্ষা হইবে কিনা জানি না। তবে এই ঘটনায় মুসলমান মাতব্বরগণ আসামীর প্রেপ্তারে যে-প্রকার সহিষ্ণুতা ও ন্যায়-পরায়ণতা দেখাইয়াছেন, তাহাদের অন্যান্য স্থানে মুসলমানগণ যদি এই প্রকারের আদর্শ অনুসরণ করেন তাহা হইলে আমাদের সাহায্য ব্যতীতও দুর্বৃত্তগণের সমুচিত শিক্ষা হইতে পারে, এবং দেশ হইতে নারী নিগ্রহরূপ ভীষণ ব্যাধি বিদূরিত হইতে পারে। সেদিন নদীয়ার জেলা জজ বাহাদুর ঠিকই বলিয়াছেন আমরা হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃরূপে পাশাপাশি ভাবে বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। সুতরাং সমাজ-বক্ষে নারী নিগ্রহাদি যে সকল পাপ প্রবেশ করে তাহা হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের একতা দ্বারা নিরাকৃত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বারাণসী জেলে ফাঁসী

বারাণসী ২৯শে প্রকাশ; ২৭শে মে প্রত্যুষে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট জেলে পাণ্ডা ডাকাত হত্যা মামলার আসামী বাবুও সত্যানন্দের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। তোর হইবার সময় সত্যানন্দের শব ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবের নিকট দেওয়া হয় এবং তাঁহারা বহন করিয়া উহা শ্মশান ঘাটে লইয়া যায়।

বালকের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু

গত ৩রা মে আগরপাড়া ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে বোলপুর শান্তিনিকেতনের কৃষ্ণপুরের ছাত্র (১৮ বৎসর) মনোজকুমার বন্ধুর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটে। সোমবার কলিকাতার করোনার তাহার মৃতদেহ সম্বন্ধে তদন্ত করেন। জুরীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মনোজকুমার তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিল। সে শান্তিনিকেতনে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সে মাসাধিককাল বাড়ীতে থাকিবার পূর্বে শুভ সহযোগে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের সহিত গত ২৮শে এপ্রিল অপরাহ্ণে তাহাকে অসুস্থ দেখা যায়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই। দুইদিন হাসপাতালে অবস্থানের পর ৩০শে এপ্রিল তাহার অবস্থা ভাল হওয়ায় তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহার অবস্থা এত খারাপ হইতে থাকে যে, তাহাকে আর হাসপাতালে পাঠাইবার সময় পাওয়া যায় নাই। অবশেষে পরদিন তাহার মৃত্যু ঘটে।

কোনও প্রমাণ কিংবা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে ডাক্তারদের অভিমতের অভাবে জুরীগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করেন।

রেল-যাত্রীর বিপদ

প্রকাশ, শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত গত সোমবারে হাওড়া হইতে আপ ট্রেন-যোগে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়াছিলেন এবং উত্তরপাড়া স্টেশনের নিকটস্থ একটী সিগন্যালপোষ্টে তাহার মাথা লাগায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। রেলওয়ে পুলিশ তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাওড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

২য় মুনসেফী আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩৪

(১)

১১৫ খাজানা ৩৪ দাবী ২৩০॥৵০

ডিঃ যদুনাথ চক্রবর্তী সাং পোড়াডাঙ্গী

দেঃ সত্যগোপাল পাল দিং সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা নগরের মহুরাপাড়া ও থানা নাকাশীপাড়ার মুড়াগাছা ও থানা কৃষ্ণগঞ্জের প্রতাপপুর ও দিগম্বরপুর গ্রামে ৪৯৫ জেলাতের মালিকস্বত্ব ।৩১ জমা ২০৵৫ মূল্য আঃ ২৫৲

২। থানা চাপড়ার বড়ান্দুলা গ্রামে ১০৭ খতিয়ানে নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ১১-৭৮শঃ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। মহুরাপাড়া গ্রামে ৩০৫নং ৭০ জমী ১৲ জমা মূল্য ৫৲

৪। ঐ গ্রামে ৩২৫নং ৭০শঃ ও নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে ৩৯৬।১নং খতিয়ান ১-০২শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মূল্য ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ১৪০ খতিয়ানে ৪-৩১ দেঃ ।৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৭। থানা কৃষ্ণগঞ্জের প্রতাপপুর গ্রা ১২০ খতিয়ানে ৭-৪০শঃ জমী ৮৵০ মূল্য ১০৲

৮। ঐ গ্রামে ১৭৯।১৮০ খতিয়ানে ১-১৪শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর মূল্য আঃ

৯। ঐ গ্রামে ২১৫ খতিয়ানে ৯-৪০ জমী ১১।০ জমা মূল্য ১৫৲

১০। ঐ গ্রামে ৩৮৭ খতিয়ানে ২-শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মূল্য ৫৲

১১। ঐ গ্রামে ৩৭৯ খতিয়ানে ৯-৪২ জমী ১৭।১১ জমা মূল্য ১০৲

১২। ঐ গ্রামে ৪৬০ খতিয়ানে -৪১ জমী ব্রহ্মোত্তর দেঃ ।৵০ অংশ মূল্য ৫৲

১৩। ঐ গ্রামে ৪৭২ খতিয়ানে -২৩ জমী ব্রহ্মোত্তর মূল্য আঃ ৫৲

১৪। ঐ গ্রামে ৪৭৭ খতিয়ানে ৫৯ জমী ব্রহ্মোত্তর মূল্য আঃ ৩৲

১৫। ঐ গ্রামে ৩৯০ খতিয়ানে ১-৫৮ জমী ।৶৪ জমা মূল্য আঃ ৫৲

১৬। ঐ গ্রামে ২২৯।১ খতিয়ানে ৩৯ জমী দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১৲

১৭। ঐ গ্রামে ৩০০ খতিয়ানে -৩৪শঃ জমী নিষ্কর মূল্য আঃ ৩৲

১৮। ঐ গ্রামে ৩৪০ খতিয়ানে ৫-৬৩শঃ জমী ৭৶৯ জমা মূল্য ১০৲

১৯। দিগম্বরপুর গ্রামে ৪৭৬ খতিয়ানে ১-৮৬শঃ জমী ব্রহ্মোত্তর মূল্য আঃ ৫৲

২০। ঐ গ্রামে ১৭০ খতিয়ানে -৬৩শঃ জমী মূল্য আঃ ৩৲

২১। ঐ গ্রামে ৫১০ খতিয়ানে -.৮শঃ জমী ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ৫৲

২২। ঐ গ্রামে ৪৮০ খতিয়ানে ০-২৫শঃ জমী ১১২২ সালে দেঃ ৸০ অংশ ও ১১২১ সালে দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২৩। ঐ গ্রামে ৪৮৩ খতিয়ানে -৭৩শঃ জমী বাস ১২টী ঘর ১টী চালাঘর মূল্য ৩০৲

২৪। ঐ গ্রামে ৫২১ খতিয়ানে ৩৮-৩০ শঃ জমী মূল্য ৪০৲

২৫। থানা হাঁসখালীর রাধানগর ও উদয়পুর, সেনুড়া গ্রামে যথাক্রমে ৪৬৩নং ১৫-২৬শঃ ১১১নং ১-৪১শঃ দেঃ ।৵৩ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২৬। দিগম্বরপুর গ্রামে ১৬৪ খতিয়ানে ০১২শঃ জমী দেঃ ৸০ অংশ মূল্য ৫৲

২৭। ঐ গ্রামে ১৭০ খতিয়ানে -৩৩শঃ জমী নিষ্কর আঃ ৫৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১লা জুন ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ৭৯৭ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

দেওয়ানগঞ্জে

বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীশ্রী-ভক্তিবিজয়বাণী সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে আলোচিত হয় যে — স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুবের-পুত্রদ্বয়কে বলিলেন,—কৃপাময় নারদ মুনি শাপ বাক্য দ্বারা মদমত্ত তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে চ্যুত করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছেন—ইহা আমি পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত আছি।

সূর্য্য-দর্শনে যেরূপ চক্ষুর বন্ধন অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব দূরীভূত হয়, সেইরূপ একান্তভাবে আমার প্রতি আসক্ত সমদর্শী ভাগবত মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকারেও জীব-হৃদয়ের বন্ধন থাকিতে পারে না।

ইহা দ্বারা শ্রীভগবান্ ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, স্বর্গের দেবতা হইলেও তাঁহার ভক্তের কৃপা ব্যতীত মুক্তিলাভ করিতে পারে না ও তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরন্তু দেবপদপ্রাপ্তি ভোগলাভ বা বন্ধন গাঢ় হওয়ার কারণ মাত্র।

নারদ—জগদ্গুরু—জীবের আশ্রয়দাতা। অপ্রাকৃত জীবের আশ্রয় বিষ্ণু-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ। যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে জীবগণকে আশ্রয় দান অর্থাৎ আকৃষ্ট করিয়া শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করেন তিনিই নারদ বা জগদ্গুরু, শ্রীগুরুদেব — সেবক-ভগবান্।

তাই শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ সেবক-ভগবান্-রূপ সদ্গুরু আচার্য্যপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত স্বর্গের দেবতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হয় না। বরং দেবতাদিগের মধ্যেও যাঁহারা নিষ্কপট শরণাগত তাঁহারাও মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব শরণাগতি শুদ্ধভক্ত-কৃপা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

এই দিবসের পাঠে জলপাইগুড়ি রাজ-পরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া, ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর চমৎকারিতা ও বৈশিষ্ট্য যে কাড়াচিয়া কথকের লোকরঞ্জক গহ্বর মাত্র নহে, বর্ত্তমান কালে এরূপ নিরপেক্ষ কথার ভক্তিক সর্ব্বত্রই—তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন।

শ্রীধামে

গত ২৫শে যে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আলোচিত হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তদভিন্ন পার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করা জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু মায়াধীন জীব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবাবঞ্চিত হইলেই তাঁহার কপাল পুড়িয়া যায় এবং মিথ্যাভিনিবেশ বশতঃ কর্ম্মফলের ভোক্তা হইয়া পড়েন। কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি স্পৃহা ত্যাগ করা এবং সাধুগণের উপদেশের অনুবর্ত্তী হওয়াই জীবের পক্ষে চরম কল্যাণ-লাভ, উহাই প্রেমভক্তিরাজ্যের অবলম্বন অভিধেয়।

শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রপন্ন হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা শ্রবণ বা শ্রৌতপথে ভক্তি লভ্য হয়; আবার তর্কপথ ও লঘুগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গক্রমে সেই ভক্তি লভ্য হয়। যেখানে বাস্তবিক পথ বা অবর পথের নির্দ্দিষ্ট বস্তু অবস্থান হয় না সেই স্থলেই ভক্তি ব্যতীত অন্য বৃত্তি অর্থাৎ অনাত্মার ষড়রিপু-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। উহা ভক্তি-শব্দবাচ্য—প্রেমভক্তির উহা কখনই অঙ্গ নহে।

সাধনভক্তিপর্য্যায়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই মূল কথা এবং শ্রবণাখ্যা ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। যিনি শ্রবণ করেন, তিনিই বাস্তবিকপন্থীর বিচারের বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারেন—তাঁহাকে শ্রৌতভক্তি-পথে আনয়ন করিয়া তাঁহার মঙ্গলের সাধন করেন। ইহাই 'জীবে দয়া' এবং বস্তুতঃ বৈষ্ণবসেবা'। অতঃপরে শ্রৌত নামগ্রহণাদির পথ ভক্তিযোগে অবলম্বনীয় এবং তাহা লাভ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয়ে নানাপ্রকার ভক্তি সাধিত হয়। যিনি শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া সদ্গুরুর শিষ্য হন, তিনিই বিশ্রম্ভ সহকারে গুরুসেবা করিতে গিয়া, সাধুগণের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিপ্রভাবে অনর্থ সমূহ অপগত হইলে ভগবৎস্মৃতি স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হন।

যাঁহাদিগের আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, অনাত্মজিজ্ঞাসার উদয়কালে যাঁহারা ভক্তিকে সাধন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রাপ্য প্রেমভক্তির সোপান বা ভজনীয় সাধনভক্তি উদিত হইবার কোনও সুযোগ নাই।

* এবং অনেকে সদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনাম লইয়াছেন।

—আনন্দ-শাসন পত্রিকা (১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১)

গৌড়ীয় মঠের প্রচার

কলিকাতার বিখ্যাত গৌড়ীয়মঠের নাম এখন দেশবাসীর নিকট আর অপরিচিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সত্য ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপন কল্পে ইঁহারা ভারতে নানাস্থানে এবং ভারতের বাহিরে সুদূর ইংলণ্ডেও মঠ-মন্দিরাদি স্থাপনপূর্ব্বক যাহাতে দেশবাসী সত্যের আদর করিতে পারে তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর আবিষ্কার পূর্ব্বক তথায় বহু মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে দেশমধ্যে যে অপধর্ম্মের প্রশ্রয় পাইতেছিল, এবং যাহার ফলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন, তাহা এই মঠের প্রচারকগণ বিশেষভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। এক সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থদিগকে প্রতারণা পূর্ব্বক নিজ পরিবার-প্রতিপালনের পথ বাহির করিয়াছিলেন। নানাস্থানে পল্লীর ভিতর বিভিন্ন সহজিয়া-সম্প্রদায় এই ধর্ম্মের নামে কত না ব্যভিচার করিতেছিল, এই সকল বিষয় গৌড়ীয়মঠ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়ার ফলে সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকটা বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে গৌড়ীয়মঠের অন্তর্গত মঠসমূহ প্রায়ই শ্রীচৈতন্যদেবের নির্ম্মল ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিলাম যে ইংলণ্ড-গৌড়ীয়মঠে বহু মনীষী স্থানীয় প্রচারকদের নিকট এই সনাতন ধর্ম্মের বাণী গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ ত্রিবিক্রম, তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

সুবিধা হ'চ্ছে না কেন ?

'আমি কে'—এই কথার আলোচনা সুষ্ঠুভাবে না হইলে আমাদের অসুবিধা ঘটে—সংসারে নানাপ্রকার গোলমালে আমরা পড়িয়া যাই। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটুকু অসতর্ক হই—ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা ছাড়িয়া অন্য চিন্তা করি সেই মুহূর্ত্তেই মায়া-রাক্ষসী আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে অর্থাৎ কামক্রোধাদি রিপুগণ বা ভ্রম-প্রমাদ-সন্দেহাদি অনর্থসমূহ আমাদিগকে বিব্রত করে, সাধকমাত্রেই ইহা কিঞ্চিদধিক অবগত আছেন। সুতরাং এই মায়ার বা অসুবিধার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে সাধুমুখে নিয়ত হরিগুরুবৈষ্ণব মহিমা শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হয় এবং তৎফলে অসুবিধার হস্ত হইতে চিরতরে উদ্ধার পাওয়া যায়; এতদ্ব্যতীত উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা আর নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
(১।২।১৮)

—এই শ্লোকে 'নষ্টপ্রায়' বলিতে অনেকে যেন সম্যক্ নষ্ট বুঝিতে হইবে না। ইহাতে ভক্তির বাধাযুক্ত স্বভাব উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষা এবং ভাগবতশাস্ত্রের শ্রবণ-পঠন-বিচারণাদি সেবা দ্বারা চিত্তা স্মরণ ও অনুধ্যান রূপা নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি লাভ হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। অজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকাকালে যেরূপ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান অর্থশূন্য দেখা যায় অর্থাৎ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের সিদ্ধি হয় না, ভক্তি তাদৃশ নহে। ভক্তিবিরোধী অভদ্র বাসনা সমূহ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিলে ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের বাসনাপূরণ করাই আত্মস্বরূপোচিত বিভিন্নাংশ জীবের একমাত্র কৃত্য, তাহাই জীবের একমাত্র কল্যাণপ্রদ; সুতরাং তদ্ব্যতীত অন্যত্র বা অসুবিধা দেখে অমঙ্গল অর্থাৎ বাসুদেবের বাসনার প্রতিকূলে অজ্ঞ বদ্ধজীবের নশ্বর কাম-চরিতার্থতা। তটস্থজীবাত্মা নিজ সেবাবৃত্তি-বিরোধী অনর্থ বা কামনাসমূহকে প্রাকৃত জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান জীবনে বর্ত্তমান কালে অন্যসমূহ উদ্বেগের বাধাতিক্রমক হয়। এ বহির্মুখতাই অসুবিধা বা অনর্থ। শ্রুতপ্রত্যক্ষরূপা ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিলেই অনর্থ বা অসুবিধা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়। ভগবানের নিত্য-বাসনার অনুকূলে নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত না হইলে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের অনর্থনাশিনী আজ্ঞার বা ইচ্ছার ইচ্ছা মিশাইয়া তাঁহার পূর্ণানুগত্য স্বীকার না করিলে বা তাঁহাকে একমাত্র বন্ধু, একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা মনে করিতে না পারিলে জীবের বদ্ধাভিমান যায় না, ভোগপর প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥"

যাঁহার গুরু ও ভগবানে অভিন্ন বুদ্ধি আছে তিনিই ভক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, তিনিই অসুবিধার কবল হইতে মুক্তি পান, অন্যে পায় না। সাক্ষাৎ ভগবান্-সম্বন্ধে যেরূপ বিচার, শ্রীগুরুদেবকেও সেইরূপ বিচার করিতে হইবে, শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের চেয়ে কোন অংশে কম মনে করিতে হইবে না, কারণ কৃষ্ণ শ্রীগুরুকে নিজাপেক্ষা বড় বলিয়াই সম্মান দিয়াছেন। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলেরই কর্ত্তব্য—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি কেহ তা না করেন, তবে প্রত্যবায় হয়—শিষ্য-স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে হয়—ভোগের কবলে পতিত হইতে হয়। যাঁহারা গুরুদেবকে ভগবান হইতে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তি না বলিলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হইবে না—ইহাই মহাজনোপদেশ।

আমরা গুরুসেবা করি বটে, হরিনামাদি করি বটে কিন্তু আমরা যাহা করি তাহাই আমাদের সাধন, তাহাই আমাদের সাধ্য এ জীবনে মরণে পরণে সপনে তাহাই আমাদের একমাত্র কৃত্য, দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া গুরুমুখপদ্মোঃ কৃষ্ণসেবা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনও কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না এবং নিত্য পালনীয়, নিত্য স্মরণীয় শাস্ত্রবাণী বা মহাজনোপদেশে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না বলিয়া —গুরুসেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য কোন পন্থা নাই এইরূপ ভাবনাবদ্ধে নামমাত্র চালিত হই বলিয়াই আমাদের সুবিধা না হইয়া অসুবিধাই হয় কোটিজন্ম সাধন করিলেও নিরাময়ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ-উপলব্ধি আমাদের ভাগ্যে ঘটে না।

আমরা গুরু কৃষ্ণের দাস এবং আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রীতি বিধান করা—মহাপ্রভুর এই বাণী যে সতত হৃদিপটে ধারণ করিয়া বাধা ও অনুকূল কার্য্যাদি স্বীকার করাই আমাদের সুবিধা বা শ্রেয়োলাভের উপায়। অন্যথায় যে কোন অভিমান, ভজনের যে কোন ছলনাই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসুক্ না কেন, তাহা সবই অসুবিধা বা অনর্থ। অর্থের প্রতি লালসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে অনর্থ যায় না। আবার পরমার্থ কৃষ্ণের প্রতি জীবের আর্ত্তি-উৎপাদন শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা ছাড়া হয় না; অতএব আমাদের সুবিধা না হওয়ার মূল শুদ্ধবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবা বা বিশ্বাসের অভাবই আমরা লক্ষ্য করিতেছি।

প্রথমে কোমলশ্রদ্ধ জীবের শুদ্ধবৈষ্ণবে দৃঢ়শ্রদ্ধা হয় না; কারণ তাহার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি মায়ার দিকে অর্থাৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরুদ্ধমুখিনী। এরূপ সঙ্কটাবস্থায় জীবের কর্ত্তব্য—শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলা—শ্রীগুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি করা, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করা বা হরিগুরুবৈষ্ণবে সেবাবুদ্ধি করা। এক্ষণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি আমরা সরলভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবের আদেশ প্রাণপণে পালন করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রগাঢ় শ্রীরূপানুগদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হইবেন অর্থাৎ আমরা অনর্থমুক্ত হইয়া প্রীতির সহিত গুরু-কৃষ্ণের শুদ্ধ-সেবালাভে সমর্থ হইব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
(১।২।২২)

জড়জগতে মানবের অক্ষজ ইন্দ্রিয়জ্ঞান জাগতিক বস্তু। জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া ভোগ্য বস্তু আপনাকে গুরুসেবক মনে না করিয়া ভোক্তা মনে করে কিন্তু ভগবান্ কখনও জীবের ইন্দ্রিয়গম্য বস্তু নহেন। কিন্তু তথাপি আমরা হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—এই তিনটী অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে নিজে নিজে দেখিতে বা বুঝিতে যাই বলিয়াই আমাদের সুবিধা হয় না। 'ভাগে প্রত্যগ্-রূপাক্ষ' শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক শ্রবণ না করার ফলেই আমাদের এইরূপ দুর্গতি। কারণ, ভগবান্ অক্ষজাতীত, অনন্ত ও জীবের অক্ষেন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। তাই জীব নিজ বিচারবুদ্ধির দ্বারা ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে আবার বস্তুর প্রভু করিয়া ফেলে তাহাতে সেবাবিচ্যুতি বা অমঙ্গলই লাভ হয়। অধোক্ষজ বস্তু কখনই বদ্ধজীবের ভোগ্যবস্তু হইতে পারেন না। জীবের ইন্দ্রিয়গুলি ভক্তের ভোক্তা। সুতরাং জীব যদি ভোগময়ী বাসনা পরিত্যাগ করে তাহা হইলে ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হয়; নতুবা দেহ ও মন সর্ব্বক্ষণ সেবায় বাধা প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং রুচিমূলা ভগবৎসেবা ব্যতীত এক ভগবান্, ভক্ত ভগবান্ ও ভক্তসেবক বৈষ্ণব জীবের সুগমৎ প্রসন্নতার সম্ভাবনা নাই। সেবাপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়তর্পণাদি কোন কিছুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সুবিধার জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না, তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন—নিত্যসেবাই নিত্য সেবকের নিত্য স্বধর্ম্ম এবং তদ্দ্বারাই সাফল্য-লাভ—অসুবিধার কবল হইতে অবকাশ।

মা কুর্য্যাচিৎ সঙ্গমস্তু.

[শ্রীযুক্ত মাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকুল-মুকুটমণি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ গৌর-বিমুখ অসুরগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত গাহিয়াছেন—

"বাসো মে বরমস্তু ঘোরদহন-জ্বালাবলী-
পঞ্জরে।
শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখৈর্মা কুত্রচিৎ
সঙ্গমঃ॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

জ্বলন্ত অগ্নি-জ্বালা পূর্ণ পিঞ্জরে যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোন কালেও যেন আমার শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দবিমুখ জনের সঙ্গ না হয়।

তার্কিকগণ ত্রিদণ্ডিপাদের উক্ত বচন শ্রবণ করিয়া মনে করিতে পারেন যে, ইহা অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জিত উক্তি মাত্র এবম্বিধ তর্কপন্থার সংশিক্ষাদের একান্ত সংশয় অপনোদন করিয়া তর্কমার্গ রোধ করিতে একমাত্র অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই সমর্থ।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অসৎসঙ্গত্যাগের আদর্শ-প্রদর্শনকারী প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তিময় চরিতকথা বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই উপরিউক্ত বাণীর মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ দেখিতেছেন।

প্রহ্লাদের জনকাভিমানী অসুররাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে নিজ অঙ্কে (ক্রোড়ে) উপবেশন করাইয়া অতি মিষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন,—"বৎস প্রহ্লাদ, তুমি কি শিক্ষা উত্তমরূপে লাভ করিয়াছ?" পঞ্চমবর্ষী বালক প্রহ্লাদ বিশেষ-প্রকারে অবগত আছেন যে, দৈত্যপতি অসুররাজ অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুবিরোধী ও বিষ্ণুভক্তবিদ্বেষী তথাপি ঐ ক্রোড়ে বসিয়া

নির্ভীকচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক ব্যবধান-রহিত (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদি দ্বারা অনাবৃত) হইয়া, তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন—এই নব-লক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।

প্রহ্লাদ মহারাজ বালক হইলেও জানেন, বিষ্ণু-সম্বন্ধী কথা প্রকাশ করিলে তিনি পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবেন এবং বহু প্রকার নির্য্যাতন তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। তথাপি পরমপিতা বিষ্ণুর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী জড়দেহ জনক পিতার প্রিয়ভাজন হইবার জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও প্রয়াস দেখান নাই।

বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু পুত্রকে বিষপ্রদান, অগ্নিতে নিক্ষেপ প্রভৃতি বহু প্রকার বধোপায় আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিনাশ নাই, অসুরের কি শক্তি যে তাঁহাকে বিনাশ করে? কারণ ভক্তের কেশাগ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত কাহারও নাই।

প্রহ্লাদ মহারাজ বিষগ্রহণ করিয়া ও জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া বিশ্ববাসীর নিকট জলন্ত আদর্শ রাখিলেন। "হে ভক্তগণ, জগতের অভক্তকুলের ভয়ে ভীত হইও না। বিষ্ণু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পিতামাতা হইলে তাঁহাদিগের প্রীতি-আকর্ষণের চেষ্টা করা অপেক্ষা বিষগ্রহণ ও অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ বহুগুণে শ্রেয়ঃ। সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের সঙ্গে একত্র বাস অপেক্ষা বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ ভীষণতম"—ইহাই তিনি শিক্ষা দিলেন।

অভক্তগণ ভক্তগণকে যে প্রীতির ভান দেখান, তাহা "বিষকুম্ভপয়োমুখম্" ন্যায়ে ভীষণ কপটতা-বিশেষ। ঐ প্রীতির মূলেও বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ নিহিত রহিয়াছে; তবে উহা প্রচ্ছন্নভাবে থাকায় সাধারণ লোক উহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের অনুগ ভক্তমণ্ডলীর নিকট কপটের কপটতা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে বাধ্য। ভক্তগণের হরি-কীর্ত্তনময় জীবনের তত্ত্বানুশীলন অভক্তগণ সহ্য করিতে পারেন না। ভক্তের বাক্যসমূহ প্রচারে স্বীয় ভুক্তিমুক্তি-বাসনার পথে বাধা পড়ায় অভক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া চিত্তের ভাব গোপন করিতে অক্ষম হন; তখন হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে থাকেন।

তাই, স্বতো বা পরতো, মিত্র হউক বা শত্রুই হউক, বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়, ইহা ধ্রুব-সত্যাদপি সত্য। অসৎসঙ্গ-ত্যাগের মূলমন্ত্র "মা কুরুচিৎ সমস্তু" (কোন কালেও মিলন না হউক) ইহাই আমাদের চিত্তে নিরন্তর স্মরণ রাখিয়া একমাত্র সদ্‌গুরু-সেবক-সঙ্গ প্রার্থনা করিব।

অবলম্বন কি ?

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস)

হায়! হতভাগ্য আমি স্বীয় দোষবশে মায়া-কবলিত হইয়াছি। ষড়রিপু ষড়-বেগাদি দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিঃস্ব নিরাশ্রয় অবস্থায় ভবাটবীর গহনান্ধকারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে পুত্রকলত্রাদির স্নেহ-মমতাদি-রূপ প্রবঞ্চনাময় ক্ষণিক সুখের ক্ষীণালোক-সম্পাতকেই জীবনের অবলম্বন বা সুখের শেষ সীমা নিশ্চয়পূর্ব্বক অনিত্য সুখ-দুঃখ-চক্রে নিরন্তর নিষ্পেষিত হইতেছি।

আমি এখন আমার নিত্যস্বরূপ, নিত্য-সম্বন্ধ এবং নিত্যকৃত্যাদি সমস্তই ভুলিয়া সেই প্রবঞ্চনাময় আপাতমনোরম ক্ষীণালোক-রেখার পুষ্টিসাধনে অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণে ও কামাগ্নির ইন্ধন-প্রদানে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত। এখন উহাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত এবং আমার বর্ত্তমান ধারণা—পরিবর্ত্তনশীল দেহগেহই আমার চিরবাসভূমি ও বিপদ-পদময় নরাকৃতিবিশিষ্ট রক্তমাংসের সমষ্টি এই পূতিগন্ধময় দেহই আমার নিত্যস্বরূপ। তাই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার নিত্যকৃত্য গুরুকৃষ্ণসেবা হইতে আমি চিরবিচ্ছিন্ন হইয়াছি।

এবম্বিধ দুর্গতিতেই আমি নানাবেশে বিচিত্রবেশে বিবিধরূপে দুঃখ বিলাইয়া ভেক কোলাহল করতঃ ভোগাবকূপে নিমজ্জিত হইয়া কালের করালকবলে স্বইচ্ছায় নিজেই নিজেকে বলি দিতেছি। অথচ আমি কখনও কর্ম্মিদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কণ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব-কীর্ত্তনমুখে তারস্বরে বলিতেছি—কর্ম্মই জীবের একমাত্র অবলম্বন, কর্ম্মে কৃতিত্ব বা সফলতা-লাভই মানব-জীবনের সার্থকতা। আবার যখনই কর্ম্ম করিতে করিতে ব্যাধি-প্রযুক্ত কোনও প্রকার অসুবিধা আসিতেছে, তখনই মত্ত বদলাইয়া জ্ঞানের প্রশংসায় চিত্ত নিয়োজিত করিতেছি; আবার কখনও বেদাদি আলোচনায় অধিকার বামনের চন্দ্রপ্রাপ্তির ন্যায় সহজেই লাভ করিতেছি এবং ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥

এইরূপে পরমভাগবত (?) সাজিয়া বসিতেছি। এবং আপনাকে পরম-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করতঃ—

"অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে"

—এই বাক্যের সার্থকতা দেখাইতেছি। স্বার্থান্ধ কুকুর আমি, চরম 'খড়জাঠিয়া' আমি দুর্ভাগ্যবশে বুঝিতেছি না যে—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে
অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ
বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি বুঝিতেছি না যে, আমার ন্যায় এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের নিত্যকল্যাণার্থ যে ভাগবতী বাণী গুরু পাদপদ্ম হইতে অনন্ত ধারায় অহর্নিশ সুস্নিগ্ধ প্রস্রবণরূপে জগতের তাপা-ভূমিকায় বর্ষিত হইতেছেন, তাহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ও অবলম্বন-স্বরূপ। কলিহত জীবের উদ্ধারার্থ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জগদ্‌গুরুরূপে ভূতলে অবতীর্ণ। শাস্ত্র বলেন—

'জীবের নিস্তার লাগি' নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি'॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥'

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য-বুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

—প্রভৃতি সাত্বত ভক্তিশাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কৃপাসিন্ধুই শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণসেবা প্রদান করিবার জন্য সমস্ত জীবকুলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

'রাধা-কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।'

তিনি শুধু একা এইরূপ আহ্বান বা উপদেশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ভক্তিগ্রন্থ, পারমার্থিক পত্র প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াও জীবকুলের মঙ্গলোপায় বিধান করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পার্ষদভক্তগণ দ্বারা জীবের দ্বারে দ্বারে বলিতেছেন—

"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥"

এইরূপ শিক্ষা জীবের দ্বারে দ্বারে অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া বিলাইতে থাকায় সুকৃতিশালী জনগণ পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাণী-প্রস্রবণ ধারায় অবগাহন করতঃ গুরুকৃষ্ণসেবায় রত হন। তাঁহাদের নিকট আরাধনা-সার কি? এই প্রশ্ন করিলে তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলেন—

'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং
পরম্।'

তৎপরে আরাধনার শ্রেষ্ঠত্বের সীমা এই কিনা, প্রশ্ন করিলে তাঁহারা এই প্রমাণ বলেন—

'তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।'

এই আরাধনা বা অবলম্বন-নির্ণয়ে আমরা দেখিতে পাই 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও ভক্তি-তত্ত্ববেত্তা মহাত্মাগণ যাহাকে অবলম্বন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্ব জীবের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারা বলেন—

কর্ম্মাবলম্বকা কেচিৎ কেচিৎ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।

শ্রীনৃসিংহ-বন্দনা

জয় জয় শ্রীনৃসিংহ বিঘ্নবিনাশন।
প্রণমি তোমারে দেব অঘ-নিবারণ॥
ভক্তের রক্ষা-হেতু তব অবতার।
ভক্ত দ্বেষী বহির্ম্মুখে করহ সংহার॥
ভক্তের আশ্রয় তুমি ভক্ত-বৎসল।
বিদ্বেষী জনের হও কৃতান্ত কেবল॥
প্রহ্লাদের জ্ঞানদাতা শ্রীনৃসিংহ জয়।
শ্রীপদে প্রণতি লও ওহে দয়াময়॥
স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রতি।
যে অধম অনুক্ষণ পোষে দুষ্ট মতি॥
অসমোর্দ্ধ বিষ্ণুতত্ত্বে না মানিয়া কভু।
সতত প্রচার করে আমি—"বিশ্বপ্রভু,
আমি ভোক্তা, আমি গোষ্ঠা, আমি
পালয়িতা।
সসাগরা ধরণীর একমাত্র পিতা॥"
ভকতের যত চেষ্টা সব সেবাপর,
তাহাতে যে বাধা দেয় অধম পামর—
তাহারি নিধন হেতু হইয়া প্রকাশ।
জ্যোতির্ম্ময় নখিধর! রক্ষ নিজ দাস॥
হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারিয়া—
রাখিলে ভক্তের মান করুণা করিয়া॥
অসুরজনের তুমি মহা ভয়ঙ্কর।
ভকতের সুদর্শনে পরম সুন্দর॥
প্রহ্লাদেরে দাও দেহে শ্রীচরণপাশ।
সুশীতল শান্তিধামে পায় সে উল্লাস॥
(তুমি) হিরণ্যকশিপুর কালান্তক যম।
কিন্তু নিজ দাস প্রতি (তব) করুণা পরম॥
অ্যাজকে হিরণ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত অবনী।
নাহি চাহে সুকল্যাণ কৃষ্ণচিন্তামণি॥
বিদ্বেষ অনলে সদা জ্বলিছে সংসার।
কৃপাবারি বর্ষি' প্রভো করহে নিস্তার॥
নরসিংহ-রূপধারী শ্রীনৃসিংহ জয়।
ভক্তিপথ-বিঘ্ন-রাশি নাশ দয়াময়॥
তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার মিনতি।
সেবা-অনুকূল-কার্য্যে দাও মতি গতি॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—প্রথম ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশেষ ৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ৪০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] (মূল) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের [illegible] [illegible]) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
(আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাম্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাম্প্রদায়-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। মায়াদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫ দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাকেডেমিক ডিপ্লোমা ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। বাবাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গো[illegible]পুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০-২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলখা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible]।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। আসাম গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাক্ষিক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর ক্রমশ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (নব)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
কুণ্ডবাকাহেব	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এনমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ভেন্সাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সম্পূর্ণ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাংলার কবিরাজের সমাজের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ও হস্ত-লিখিত পুঁথির "সংর নিবাস নং ৭")। অনবরত চিন্তার শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তকের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—মূল্য ৩৲

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ 'চ' কোর্স ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্ট মেণ্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৯,	১১—৪০ +	১৬-৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৪১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৫০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-১৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২১	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৩	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০ ৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৯	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯ ৪৯, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯ ১২-২৫ ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

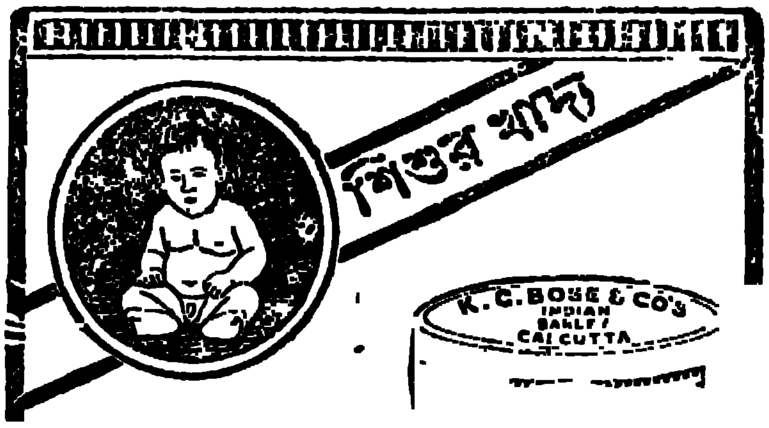

আমাদের বার্লী
আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত,
শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া
ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে
পঞ্চাশ বৎসরের
প্রতিষ্ঠিত

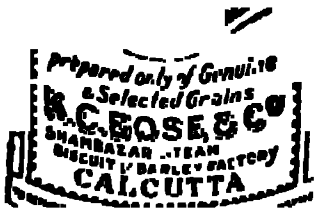

কে. সি. বসু এণ্ড কোং

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পরিধেয় আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীপ্রাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়দর্শন-পঞ্চানন প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অনুভব আবাহন করিয়া প্রকাশ্যে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু দর্শন এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় এবং ঐ বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে।
ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে দৈনিক 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। অল্প সময়ে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইয়েছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের চাঁদা
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বমত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৮১, ২রা জুন ১৯৭৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

নদীয়ার স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

চূর্ণী নদীতীরে স্থানীয় পালচৌধুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ মণ্ডপে মিঃ জে সি মুখার্জি বার-এট-ল (কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা) র সভাপতিত্বে রাণাঘাট 'স্বাস্থ্যোন্নতি' সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব ও নদীয়া জেলা স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট সভাপতি রায় নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এডভোকেট, চেয়ারম্যান নদীয়া জেলা বোর্ড, শ্রীযুক্ত বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বগলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ—সুধীবৃন্দ সভায় বক্তৃতা করেন।

সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় এক সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। নিম্নলিখিত বালিকা ও যুবকবৃন্দ স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

১ম বিভাগ :—১ম শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর এথেলেটিক) ২য় ধীরকুমার পাল (রাণাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতিসমিতি) ৩য় তারাপদ সরকার ঐ।

২য় বিভাগ :—১ম শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায় (কৃষ্ণনগর এথেলেটিক), ২য় সুধীর রায় বসু (নির্মল স্বাস্থ্য-সমিতি) ৩য় গণপতি সাহা (রাণাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি)

৩য় বিভাগ :—১ম শ্রীমান শক্তিপতি চট্টোপাধ্যায় (রাণাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতিসমিতি) ২। শ্রীমান বিমলকুমার বসু (রাণাঘাট স্পোর্টিং এসোঃ) ৩। শ্রীমান নীলমাধব প্রামাণিক (নির্মল স্বাস্থ্য-সমিতি)।

৪র্থ বিভাগ :—১। কুমারী নিরতি ঘোষাল (রাণাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি) ২। শ্রীমতী রেণু (এংলো বালিকা বিদ্যালয়)।

দেহের গঠন ও সৌন্দর্যের জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন।

নদীয়ার মধ্যে :—শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার চক্রবর্তী। কৃষ্ণনগর এথেলেটিক)।

রাণাঘাটের মধ্যে :—শ্রীযুক্ত শ্রীধর মুখোপাধ্যায় (রাণাঘাট স্পোর্টিং এসোসিয়েশন)।

আসামে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম

আসাম হইতে প্রকাশ, কয়েকদিন হইল এখানে বিষম গরম পড়িয়াছে, তাপ ১০৯ ডিগ্রী ছাড়াইয়া যায়। সমস্ত কাজকর্ম একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হইয়া অনেকে হাসপাতালে গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কোম্পানি বাগে একজন ছাত্র ২৷ টার সময় রাস্তায় চলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তাহাকে জেনারেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথায় সে অচেতন অবস্থায় আছে।

চৌধুরীর পুকুরে আবার মৃতদেহ

গত সোমবার চৌধুরী মহাশয়ের জেনারেল ট্যাঙ্কে একটি যুবকের মৃতদেহ ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। যুবকটির বয়স অনুমান ২২-২৩ বৎসর হইবে। যুবকটির নাম-ধাম এখনও জানা যায় নাই। পুলিশ মৃতদেহ তদন্তের জন্য প্রেরণ করিয়াছে। যুবকটির কখন ও কি ভাবে মৃত্যু ঘটিল তাহা অজ্ঞাত থাকায় এবং সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতদেহ সনাক্ত না হওয়ায় ঘটনা অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, ৩০ দিন পূর্বেও চৌধুরীর ট্যাঙ্ক হইতে একটি ইউরোপীয়ান প্রৌঢ়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল।

মত্ত মাতঙ্গের পদতলে দুইজনের মৃত্যু

পালঘাট হইতে প্রকাশ, একটী হস্তী উত্তেজিত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া দুইজন লোককে পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া মারিয়া ফেলায় এখানে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

প্রকাশ যে, এক সময় হস্তীটা অকস্মাৎ আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায় ও নিজ মাহুতকে মারিয়া ফেলে। কিছু ক্ষণ পরে আর একজন মুসলমানকে আক্রমণ করতঃ তাহাকে ধরিয়া শুঁড় দ্বারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া পরে পদতলে পিষ্ট করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে একটি পুলিশ বাহিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টার পর বিশেষ কষ্টে পশুটিকে পাকড়াও করে এই সময় উহার শরীরে কতিপয় গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল।

মেদিনীপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, তথা হইতে ১০ মাইল দূরে স্বর্ণপাকলি নামক গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে অন্যূন ১২ জন নিহত, ৫০০ বাড়ী ভস্মীভূত ও বহু গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। ১২ জনের মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও অনেকে পুড়িয়া জখম হইয়াছে। আগুনের সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নাই, তবে এইরূপ অনুমান হয় যে, এক ষ্টোভের পাকা হইতে আগুন নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্তী এক খড়ের গাদায় লাগে এবং উহা প্রবল বায়ুবেগে সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। জলাভাব হেতু গ্রামবাসিগণ আগুন নিভাইতে বিষম বেগ পায়। কয়েকটী টিনের বাড়ী ছাড়া সমস্ত বাড়ীই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে এবং শত শত লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে।

ডিনামাইট উধাও

আসানসোল হইতে প্রকাশ, খাগড়াইট নামক স্থানে উদয়পুর-চিত্তোর রেলওয়ের একটী নূতন লাইন প্রস্তুত হইতেছে। এই উপলক্ষে খাগড়াইটে একটি রেলওয়ে ডিপো বসান হইয়াছে। সম্প্রতি এই ডিপো হইতে নাকি ২০০০ পাউণ্ড ডিনামাইট চুরি গিয়াছে। ইহাতে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। উদয়পুর রাজ্যের পুলিশ এবং বৃটিশ ভারতের পুলিশ এই সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু এপর্যন্ত কোন সন্ধান মিলে নাই। আজমীঢ় মাড়োয়ারের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঘটনাস্থলে গিয়াছেন। সন্দেহক্রমে রেলওয়ে ডিপোর কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।

হাওড়ায় বন্দুক প্রাপ্তি

সম্প্রতি হাওড়ায় দুটী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে একটি বন্দুক জে.মহলের অন্তর্গত মতিলালের একটি পুষ্করিণীর মধ্য হইতে এবং অপরটি জগৎপুরের অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রামের একটি পুষ্করিণীর নিকটবর্তী মাঠ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

———

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৩৪১

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, অধ্যাপক লালচাঁদ পরিবারের সভাপতিত্বে সেন্ট্রাল হিন্দু যুবক সভার কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, পাটনা সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেন্ট্রাল হিন্দু যুবক সভা তাহাতে বিশেষ ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং কংগ্রেস নেতাদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে তাঁহাদের উদাসীন বশতঃ তাঁহারা প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের সহানুভূতি হারাইতে বসিয়াছেন। যে দল সর্ব্বোতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণ করিতেছেন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ঐ দলে যোগদান করিলেন দেখিয়া সেন্ট্রাল হিন্দু যুবক সভা দুঃখিত হইয়াছেন। গত ৮ই যে তারিখে পাঞ্জাবী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, উক্ত সভা পণ্ডিতজীকে ঐ বিবৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেস যাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়, তজ্জন্য পণ্ডিতজী যেন কংগ্রেসকে উপদেশ দেন। বস্তুতঃ পক্ষে ভয়ের আসর পরিত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অশোভন যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে জাতীয়তাবাদিগণের মধ্যে বিরোধ আসিয়া ঐক্যের অভাব হইবে মাত্র।

কলিকাতায় প্রায় দুই মাস ধরিয়া ১নং ও ২০নং ডিভিশনে বাকি জলের দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। রাস্তায় পরিশ্রুত জল পড়িতেছে না। গৃহস্থের বাড়ীর ময়লা জলের ট্যাঙ্কও জল উঠিতেছে না। যাহাদের বাড়ী এক তলা, তাহারা বরং জল পায়, যাহাদের দোতলার উপরে ট্যাঙ্ক, তাহারা একদম ময়লা জল পায় না। বাথরুমও প্যান্ট্রী কেহই স্নান কাজ করিতেছে না। করদাতারা বিপন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ দরখাস্ত করিতেছে। কর্পোরেশনের জল বিভাগের কর্ত্তাগণ জবাব দিতেছেন—"জল আর কত যাইবে, বাড়ী বাড়ী একটা করিয়া হ্যাণ্ড-পাম্প লাগাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা। পাম্প ত মন্দ নহে। কর্পোরেশনকে মোটা টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে—মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী পোষা হইবে—মোটা মোটা এলাওয়েন্স তাঁহাদের দেওয়া হইবে—আর গৃহস্থেরা জল পাইবে না এবং চাহিলে বলা হইবে—"হ্যাণ্ড-পাম্প লাগাও।" দেখা যাক করদাতাগণ কি প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করেন?

আগামী ৩১শে জুন রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর রেল ষ্টেশনের নিকটস্থ নাটাগড় গ্রামে কদমতলায় বাংকিপুর মহকুমার অন্তর্গত ম্যালেরিয়া নিবারণী-সমিতিসমূহের এক সম্মেলন হইবে। যাহাতে ঐ অঞ্চলের বড়দহ খাল, সোনাই, নাটই, সরসড়ী, বৈঠের খাল, বিদ্যাধরী খাল, মজেনা খাল প্রভৃতি জলাবদ্ধ পয়ঃপ্রণালীগুলিকে সংস্কার করিয়া যেমন বিল, সোলেওর বিল, পাকনাথরা বিল, বেনো বিল, বাদ বিল প্রভৃতি বিলগুলিকে সমস্ত বহুমূল্য প্যালেস ও মৎস্য উপযুক্ত রপ্তানি দ্বারা প্রাবিত করাইয়া ও যথাযথভাবে ঐ জলের পুনরায় নিকাশের ব্যবস্থা করাইয়া দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হইবে। নদীয়া জেলা ম্যালেরিয়ায় বহুলে কবলিত; ইহার প্রতিকারের জন্য জেলাবাসী কি করিতেছেন? নদীয়ায় অনেক পতিত জমি পড়িয়া আছে; তাহার আবাদের ব্যবস্থাই বা কি হইতেছে? কৃষির উন্নতি হইলে বেকার সমস্যা হ্রাস পাইতে পারে।

সন্ধি না হওয়ায় ইয়েমেনের সহিত সাউদী-দলের যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ। ইয়েমেনের যুবরাজ তাঁহার পিতাকে পলাইয়াছেন, অপমানজনক সন্ধি সর্ত্তগুলি স্বীকার করিলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে। আরবের এই দুই রাজার যুদ্ধের পশ্চাতে, কোন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মদনত নাই ত? ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি কি কেবল নিরপেক্ষ দর্শক? পলিসিয়া ও প্যারাগুয়ের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণের জন্য যেমন "লীগ অব নেশনস্" এদিকে নজর দিচ্ছেন না কেন?

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র

সিমলা হইতে প্রকাশ, ডাঃ কেনি কাই কমিশনারের আফিসের শিক্ষা-বিভাগের ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দের কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বিদেশে শিক্ষালাভ সম্পর্কে বিশেষ খোঁজ না করিয়া ভারতীয় ছাত্রদিগকে বিদেশে প্রেরণ নিরুৎসাহিত করা। তার ফলেই কিছু কম সমর্থন করিয়া বলেন "ভারতীয় শিক্ষার্থী ও তা অভিভাবকের ইহা উপলব্ধি করা উচিত যে, ভারতের প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের উপায় না থাকিলে, শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ বিষয়ে বিদেশে শিক্ষালাভের উপযুক্ত হইলে এবং যথেষ্ট অর্থবল থাকিলে তবে ছাত্রদিগকে বিদেশে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে এরূপ বহু ভারতীয় ছাত্র আগমন করে। যাহারা কেবলমাত্র কোন শিক্ষালাভে অনুপযুক্ত নহে, পরন্তু যোগ, অর্থাভাব ও মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে।

আলোচ্য বৎসরে হাই কমিশনারের আফিসের শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৩০১ জন ছাত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ১৮৮ জন ভেটের রাজ্যের ছাত্র ও বিশেষ শিক্ষার্থী, ১২ জন ছাত্র স্বর্ণ ভারত বা ঐরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিভোগী, ৮৭ জন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও বাকী সকলেই সার্ভিসের শিক্ষানবীশ। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় ছাত্রগণ শিক্ষা ও খেলাধূলা বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। হাই কমিশনার ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থ হইতে ৫৪ জন ছাত্রকে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থসাহায্য প্রদান করিয়াছেন। গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাহিরের কিছু বিদেশী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্থানের প্রায় ২১০০ ছাত্রের মধ্যে অন্ততঃ ১৬০০ জন ভারতীয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ খুব কমই আছে, যেখানে অল্পাধিক সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র নাই। রিপোর্টের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, আনন্দের বিষয় যে, ভারতীয় ছাত্রগণ ক্রীড়াকৌশল বিষয়ে ক্রমেই অধিক বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারা আরও অধিক সংখ্যায় উঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজের সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবনে যোগদান করিতেছেন।

নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কলিকাতার ৮২টি বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী করিয়া চারিজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া এবং ইহাদিগকে নারায়ণগঞ্জে আনিয়া স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেড কোয়ার্টারে লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দৈনিক আনন্দের সম্পর্কে ঐসব স্থানে খানাতল্লাসী হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

মৌলভীবাজার হইতে প্রকাশ, তথাকার বিটিশ-ইণ্ডিয়া টি কোম্পানির হেড ক্লার্ক শ্রীযুত জিতেন্দ্র মোহন দত্তকে এবং চৌধুরীর গ্রামের অনন্ত মোহন দত্তকে পুলিশ তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, কয়েকটি ডাকাতি সম্পর্কে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ৩ রাত্রের মধ্যে পুলিশ বরিশাল সহরে ৩টি ও নাচিরাবাবুর গ্রামের ৩টি বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে। সহরে শ্রীযুত সুরেন্দ্র মিত্র বি, এ, ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মোক্তার যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, উকীল শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় উকীল শ্রীযুত আনন্দচরণ বিশ্বাসের বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয়।

শান্তিপুরকেতে স্থানীয় অধিবাসী বা: দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের বাড়ীতে খানাতল্লাসী করা হয়। এইরূপ বিশ্বাস যে, আসাম সংক্রান্ত আইন অনুসারে এই সব খানাতল্লাসী হয়। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় না বলিয়া প্রকাশ।

ডাকাতে পুলিশের সংঘর্ষ

পাটনা হইতে প্রকাশ, বক্তিয়ারপুর এ সংবাদে প্রকাশ যে, কাজরা গ্রামে ডাকাত দলের সহিত সংঘর্ষের ফলে একজন ডাকাত মারা ও একজন হেড-কনেষ্টবল আহত হইয়াছে। পুর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদল কনেষ্টবল লইয়া ডাকাত দলে সম্মুখীন হন। নেপালের তরাই অঞ্চলে এই সকল ডাকাতের বাড়ী। তাহারা যখন জনৈক গ্রামবাসীর বাড়ী লুঠ করিতেছিল, তখন পুলিশদল তাহাদের সম্মুখীন হন। ডাকাত দল সম্পূর্ণ সশস্ত্র ছিল তাহারা পুলিশকে আক্রমণ করিলে পুলিশ বন্দুক ব্যবহার করে। গুলীর আঘাতে জন ডাকাত আহত হয়, তন্মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা যায়। আর দুইজন আহত অবস্থায় মোকামাতে পুলিশ হাসপাতালে আছে। মোট ৬জন ডাকাত গ্রেপ্তার হইয়াছে।

দিয়াশলাই বাক্সের মধ্যে কার্তুজ

আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল কে সেন আহমদ এবং ক্যাম্বেল নামক দুইজন চীনার প্রত্যেককে বিনা লাইসেন্সে ছটি গুলি কার্তুজ রাখার অপরাধে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে কোনরূপ সংবাদ পাইয়া পুলিশ সারকুলার রোডের লোকদিগের চীনাদের একটি বোর্ডিং খানাতল্লাসী করে এবং আসামীদের ঘরে একটি টেবিলের দেরাজের মধ্যে একটি দিয়াশলাইয়ের বাক্সে ছয়টি গুলি কার্তুজ পায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ ৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা জুন ইং ১৯৩৪ শনিবার ৮০শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পুরীতে

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তমে অবস্থান পূর্ব্বক আপামর সাধারণের নিকট প্রত্যহ শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থানীয় ও বিদেশাগত সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণার্থ প্রত্যহ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন পূর্ব্বক নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া পরমানন্দিত ও কৃতার্থিত হইতেছেন। প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ অনেকেই উৎসব উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে গমন করিয়া নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অতি সরল ভাষায় সাধারণের সহজবোধ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী শ্রীযুক্ত রেবতী নাথ চাটার্জ্জী মহোদয় (পালি ভাষায় এম্-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট) প্রত্যহই শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে আসেন।

অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার অবিনাশ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এবং অন্যান্য বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শুনিতে আসেন। শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর পিতা শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু সস্ত্রীক গত ২৭শে মে হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন। স্বামীজীর মুখে পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীপ্রাপ্তে

গত ৩০শে মে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহোদয় পাপপুণ্য দ্বারা মনুষ্যযোনি-প্রাপ্তিরূপ রাক্ষসী পতিবর্ণনমুখে বলেন—ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন। কর্ম্মবশে জীব পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে। তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম মাসে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হয়। তখন তাহাদের জ্ঞানের উদয় হয়, সে গর্ভমধ্যে বিবিধ দুঃখ অনুভব করে; এই সময় তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ স্মরণ হয় এবং তাহাতে সে অনুতপ্ত হইয়া জগন্নাথ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে থাকে।

স্মরণকালে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে—প্রভো, আর আমি তোমার সেবা রাখিয়া বিষয়সেবা করিব না; আমাকে ক্ষমা কর; আর যেন আমার এইরূপ গর্ভবাস না হয়। তাহার পর সে দশমাস দশদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকল স্মৃতি হারাইয়া ফেলে—তাহার সে প্রতিজ্ঞা আর মনে থাকে না। ক্রমে সে অজ্ঞানাবস্থায় নানাবিধ ক্লেশ, পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির ক্লেশ সহ্য করিয়া, যৌবনে দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া কুটুম্বভরণার্থে ধনোপার্জ্জনে বিপুলকামী হইয়া পড়ে। তখন উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিতে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যই পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে নরকে প্রবেশ করিতে হয়। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীর সংসর্গে তাহার যাবতীয় সদ্গুণ বিনষ্ট হয়। স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাব আশ্চর্য্য—স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা জীব শীঘ্র প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্ত্রী মায়াকে আচ্ছাদিত কূপের ন্যায় জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবেন এবং সর্ব্বত্র যোগ-বৈরাগ্যযুক্ত ও কৃষ্ণসেবাপর হইবেন।

শ্রীমহাপ্রভুর উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই—

"গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন, মাতা, জীবের যে গতি।
না ভজিলে কৃষ্ণে, পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ॥
কটু অম্ল লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তাঁর মহামোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি' খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পিঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্য তার কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয়॥
শুন শুন, মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখন সে সঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণের ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
রক্ষ কৃষ্ণ জগৎ-জীবের প্রাণনাথ।
তোমা বই জীবদুঃখ নিবেদিব কাত॥
মিথ্যা ধনপুত্ররসে গোঙাইনু জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
যে পুত্র কৈলাম পোষণ অশেষ বিশেষে।
কোথা বা সে সব গেল, মোর এই কর্ম্মদোষে॥
এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
এতেকে জানিনু সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ, তোর লইনু শরণ॥"

নিত্য কৃষ্ণদাস জীব সেবা প্রভুর সেবাবিমুখ হইয়া যখন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ-পরবশ হয়, তখন তিনি স্বৈণ পুরুষের সঙ্গপ্রভাবে নারীর অঙ্কশায়ী হইয়া স্ত্রীসেবী বিষয়ীর সঙ্গকেই বরমানন করেন। মায়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া নানাপ্রকারে জীবকে ভগবানের নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত করে। তখন জীব ভোগাগার গৃহ ও গৃহিণীকে আত্মজ্ঞানে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর হন। তখন তাঁহার যাবতীয় সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়। চেতনের অপব্যবহারে জীব দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ ভগবৎ-সেবা পরিহার পূর্ব্বক স্ত্রীসেবারূপ অপবিত্রতায় নীত হন। আত্মবৃত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে তাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়।

যাহারা আমাদের ন্যায় ভোগরত ও হরিসেবা-বিহীন, এতাদৃশ দেবতা, ঋষি বা ভক্তগণ অসাধুগণকে নিরপেক্ষ সহজভাবে তাহাদের সঙ্গ করিতে নাই। তাহাদের সঙ্গপ্রভাবে জীবের কখনও মঙ্গল হয় না।

জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। বিষ্ণুর সেবা করাই তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম। জীব চর্ম্মের অপসারণক্রমে বহুজীব অপর বহুজীবে ভোগানুভূতি করে। ভোগ্যগণের মধ্যে যোষিতের সঙ্গ বহুজীবকে যেরূপ দুষ্ট করে, তাদৃশ অভিনিবেশ অন্য কোন বস্তুও দুষ্ট হয় না। যোষিতে আবদ্ধ জনগণ নিজের মঙ্গলোপলব্ধি ভাগাইয়া সর্ব্বদা স্ত্রীর তৃপ্তি-বিধানে ব্যস্ত থাকে। অতএব যোষিৎ-সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ সাধকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

জন্ম কৃষ্ণনাম হেন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ত্রিবিক্রম, অব্দ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

প্রতিবন্ধক

এই সংসার প্রতিবন্ধকে পূর্ণ। আমরা যে কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করি না কেন, সেই সাধ্য-সাধনের বাধাবিঘ্ন প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া উহার কোনও কার্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। জাগতিক কার্য সম্পাদনে যদি এতাদৃশ বিঘ্ন সমাবেশ দেখা যায় তবে নিত্য বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে যে বহু প্রতিবন্ধক ও বাধা সহ্য করিতে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সকলের পক্ষে বিঘ্নাদি বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলেও ভজনের পক্ষে উহা যে মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর, তাহা সকলেই অবগত। প্রতিবন্ধক বা বিঘ্নাদির স্বরূপ অবগত না হইলে আমাদের ভজনাপত্তি অবশ্যম্ভাবী; তাই দুর্বল আমরা —গুরুকৃপা-বলে বলীয়ান্ আমরা অসামর্থ্য-সত্ত্বে উহার স্বরূপ নিরূপণে যত্নপর হইতেছি। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া এই প্রবন্ধ-আলোচনায় যোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

আমরা যাহা চাই বা পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুগণ আমাদের নিত্য কর্তব্য বলিয়া যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, সেই নিত্যমঙ্গলের পথে প্রবল বিরুদ্ধবিধান ঘোষণা করিয়া যাহা আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে—ভোগের পথে চালিত করে তাহাই প্রতিবন্ধক বা অনর্থ। জীবমাত্রেরই ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা—প্রীতিলাভ, প্রীতি চায়না—প্রীতি থাকিতে চায় না এমন জীব জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য প্রীতির অনুসন্ধান চেষ্টা সকল সময়েই সকল জীবের পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু প্রীতি যদি খণ্ড, অনিত্য বা ক্ষণিক হয় তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধা নিরবচ্ছিন্না প্রীতি বলা যায় না। এই জগৎ অনিত্য হওয়ায় এখানে অখণ্ড প্রীতির অভিব্যক্তি নাই। সেই বিমলা প্রীতি বৈকুণ্ঠে বিরাজিতা, এখানে সেই প্রীতির প্রতিবিম্বরূপা ছায়া-প্রীতির অস্তিত্ব মাত্র আমরা লক্ষ্য করি। এখানে শুদ্ধা প্রীতির অভাব থাকিলেও প্রীতির আকর অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি ভগবান্ ও তাঁহার সেই পার্ষদগণ শুদ্ধা প্রীতির পরাকাষ্ঠা ও ছায়া প্রীতির অবাস্তবত্ব প্রদর্শনমুখে কৃপাপূর্বক এই শুদ্ধা প্রীতি-লাভের—কৃষ্ণসেবা লাভের পরম সুযোগ এই জীবকে প্রদান করেন তখন ভাগ্যবান্ জীবগণই তাহা লাভে সমর্থ হন। সুতরাং বৈকুণ্ঠ বস্তুর আবির্ভাবেই শুদ্ধা প্রীতির আবির্ভাব—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য। আলোর পশ্চাতে যেমন অন্ধকারের অবস্থান, কৃষ্ণভক্তির অভাবেও সেইরূপ মায়ার আবরণ বা আগমন—শুদ্ধ ভক্তির পশ্চাতে অভক্তিরূপ বাধা বিঘ্নাদির অপ্রাকৃতভাবে বিরাজ।

বৈকুণ্ঠের বস্তু হইয়াও জগজ্জীব বলিয়া অভিমানকারী আমরা শুদ্ধা প্রীতির অনুসন্ধানে উদাসীন্য প্রদর্শন পূর্বক জড়-প্রীতিরূপা ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছাকেই প্রীতির পরাকাষ্ঠা মনে করতঃ বহুমানন করিতেছি। এই প্রীতিলাভের জন্য জীবগণ যে কত প্রয়াস বা পরিশ্রম করিয়া এই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন অতিবাহিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পুত্রশোকে কাতরা মাতা প্রীতি-লাভের আশায় শোক করিতেছেন, বিলাস-পর জীবগণ বহু অর্থ-বাসনাদির চেষ্টা করিতেছেন, পাঠার্থিগণ পাঠাভ্যাসে রত হইতেছেন, অগ্রজগণ অনুজগণকে স্নেহ এবং অনুজগণ অগ্রজকে ভক্তি করিতেছেন, এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়তর্পণ মানসে প্রীতির জন্য কত অঘটনীয় অনর্থজ কার্য প্রভৃতি যে জীবের আকাঙ্ক্ষিত, লোভাবশ মনুষ্যহৃদয়ে উদিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। সুতরাং জীবের একমাত্র উপায় কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া এইবিধ প্রীতিভাজনাশায় জীবের কেবল পরিশ্রমই সার হইতেছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্-
সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥"
(১।২।৮)

নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিলেও ভগবান্ বা তদ্ভক্তগণের মহিমা-শ্রবণকীর্তনে রতি অর্থাৎ রুচি উৎপন্ন না হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম পালনে কেবল পরিশ্রমই সার হইল, ফললাভ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃপা বা বিমলা প্রীতি লাভ হইল না। এত পরিশ্রম করিয়াও শেষে এরূপ ব্যর্থতাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিল। তাই শাস্ত্র বলেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

এই সব বচনের আলোচনাদি শ্রবণ করিয়া ভজনের জন্য অনেককে হরিনাম গ্রহণাদি করিতে দেখা যায়; কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল ও কৃষ্ণসেবায় সাধারণতঃ তাহাদের শীঘ্র রুচি উৎপন্ন হয় না। কারণ আমরা জানিতে পারি যে শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানই জীবের একমাত্র সেব্য, একমাত্র প্রভু, একমাত্র পালনকর্তা ও একমাত্র রক্ষাকর্তা"—এই সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবহেতু তাঁহারা স্থূল শরীর ও মনের সাহায্যে ভোক্তাভিমানে নশ্বর সাধনরূপ অভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন। শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তনরূপা সেবাকে সাধ্য ও সাধন জ্ঞান না করায় তাঁহাদের দেহ মনের পরিশ্রমই সার করা হইয়াছে; হরিনামাভিধা-নাদিও নাই অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধি হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে যে শ্রবণাদির চেষ্টা তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। উহা হরিনাম শ্রবণরূপা সেবার ব্যাঘাত বা প্রতিবন্ধক ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে শ্রীকৃষ্ণ গুরু ও গুরুগণের বৈষ্ণবগণকে এই জগতের অন্যতম বস্তুরূপে জ্ঞান করিলে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আমার একমাত্র সেব্য বলিয়া বরণ না করিলে 'আমি কাহারও সেব্য'—এই বুদ্ধি আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিবে অর্থাৎ আত্মবিনাশী ভোগ আসিয়া আবার দেহ মনকে গ্রাস করতঃ আমাকে সেবা-বঞ্চিত করিবেই করিবে।

মানবজাতির প্রীতিলাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম লক্ষিত হয় না। চেতনের চেষ্টা দ্বারাই যে প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিতে হইতেছে তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। যে বস্তু লাভ করিলে জীব নিরবচ্ছিন্ন নিত্য-আনন্দ লাভে সমর্থ হইতে পারে, এমন একটি বস্তু কি করিয়া পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধানে সমস্ত চেতন জগৎ সর্বদাই ব্যস্ত। জীব সর্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন; সুতরাং নিত্য প্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়। যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অস্তিত্বকে অনিত্য বলিয়া মনে করেন সেখানে তাঁহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্যপ্রীতিলাভ-চেষ্টা জগতে স্বভাবতঃ দেখা যায় বটে কিন্তু সেই প্রীতি কাল দ্বারা ও মায়াদ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় তাহাতে কেহ নিজেদের বাসনামত পরিতুষ্ট হন। কারণ যেখানে প্রাকৃত কাল ও সীমার অধীন থাকে তৎকালাবধি নিত্য ইহা থাকিলেও তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

জগতের যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন; কেবলমাত্র ভগবান্ কাল ও সীমার অধীন নহে। কারণ, কাল ও সীমা শ্রীভগবান্ হইতে জন্ম লাভ করিয়া প্রাকৃত জগতে ভগবৎ বিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের সম্বন্ধে এসব কথা শুনিয়াও হরিবিমুখ আমরা ভগবান্কে দেশ ও কালের মধ্যে আনিয়া ফেলি, ইহাই আমাদের অমঙ্গলের বীজ। হরিবিমুখতা বিগত হইলে জীব দেহের নিত্য ভোগ্য দেশকালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। বদ্ধ জীব সাধারণ অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল ও সীমার বাধাতীত অনন্ত ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি; তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারুন বা নাই পারুন তাঁহার ধর্ম কোন সময় তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না।

যাঁহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন তাঁহাদের মধ্যে একদল অনিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী ও অন্য দল নিত্য প্রীতার্থী সংবৎসর অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক প্রাকৃত—ভক্ত এবং অপর শ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত-ভক্ত। অনিত্য ও সীমাবিশেষ ধর্মই প্রাকৃত আর নিত্য ও বৈকুণ্ঠধর্মই অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখ জনগণ অনিত্য সুখ লালসায় প্রমত্ত, আর অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ-সাধনে আপন গৌরব। হরিবিমুখতা হেতু তাঁহারা অনিত্য বা বাহির বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন, এমনকি অপ্রাকৃত জনগণের সেব্য কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে ও কৃষ্ণভক্তকে তাঁহারা নিজের ভোগ্য বস্তু মনে করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইঁহারা মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া অপ্রাকৃতের সেবাবিধানে বিমুখতাপ্রযুক্ত নিজ সুখলাভের আশায় তৎপর হন বলিয়া নিত্যপ্রীতিময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয় না। কৃষ্ণকে গুরুকে, বৈষ্ণবকে বা শ্রীকৃষ্ণভক্তিকে অনিত্য প্রাকৃত নিত্য-বিশেষ জ্ঞানে ভোগায়ত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের—কৃষ্ণোপলব্ধি-লাভে প্রধান অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক।

অভক্তগণ যেরূপ বিকৃত ধারণায় বশবর্তী হইয়া প্রাকৃত চিন্তা-বিশিষ্ট, অপ্রাকৃত ভক্তগণের সেরূপ প্রাকৃত ধারণা নাই। যেকোন প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কল্পনা করিয়া যে অভিপ্রায়ে অনিত্য প্রীতির আবাহন করেন তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন। প্রাকৃত হরিবিমুখ জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্যপ্রীতির আশায় ছাড়িতে চায় না, মাদকদ্রব্য সেবী কোন প্রকারে তাহার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারে না, যেরূপ কখনও তাহার সেবা মোদিত সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত-অভাবগণও তাহার বস্তুকে ছাড়িতে পারে না দুঃসঙ্গত্যাগে অসমর্থ হওয়ায় অনিত্য বস্তু তাহাদের এরূপ অভিনিবেশ। প্রাকৃত সঙ্গের দেহ অর্থাৎ প্রীতি থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রাকৃতের বাঁধন দুঃসঙ্গ হইতে বৈষ্ণবের শ্রীচরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যে কতই দুষ্কর তাহা

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

(…)দেহ নাই; কিন্তু এই দুঃসঙ্গগুলি না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন ঔষধ ধরিতে পারে না। ঔষধ সেবন করিব এবং কুপথ্যও চালাইব, এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট রোগের যেরূপ রোগ কোনকালেও সারে না, সেইরূপ মায়িক বস্তুর অর্থাৎ দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রীপুত্র-পরিবারাদির বা বিষয়িগণের—সংসারাসক্ত তামসিকগণের সঙ্গ করিলে কৃষ্ণবিস্মৃতি-রোগ প্রশমিত হয় না; উপরন্তু এইরূপ কুপথ্য-গ্রহণফলে শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি-রূপ রোগ প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণার ও রূপ-রসাদির প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি আমাদের মাথায় কপালে পড়িয়া থাকে। সংসারে প্রীতি জীবের সর্বনাশের কারণ আর তৎপ্রতি বৈরাগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অনুরাগ বশতঃ কৃষ্ণেতর সংসারে—মাতা-পিতা-বন্ধু বান্ধব-স্ত্রী-পুত্র গৃহ-দেহাদি জীব-চিত্তহারিণী মায়ার বিভিন্ন রূপে অপ্রীতি অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে (…)ত্যাগই জীবের মঙ্গলের জনক।

অতএব এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা ত' দূরের কথা, এই কলিকে ধর্মের ভাণে—(…)বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় রূপ অতোধিক আবরণে আবৃত হইয়া আত্ম-প্রতারণার উদ্দেশ্যে কৌশল বিস্তারপূর্বক কপটতা আশ্রয়ে অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অকৃত(…)ত্যকের নামে নির্বোধ লোকদিগকে গঞ্জিকাদি মাদকদ্রব্য সেবন করিতে শিক্ষা দেন, বেশ্যাসিক্তা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বা অসদাচারকে অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করেন, রায় রামানন্দ ও ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় যখন গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিয়াছেন, তখন গৃহে থাকিয়া সহজবুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবের হরিভজন পশ্চাৎ হইবে, কদ্ভাবের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণের সংসার (?) ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভক্ত-বৈষ্ণবগণের শ্রীধামে বা গুরু-গৃহ মঠে থাকিবার কোনও আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি মনগড়া, অর্থকরী, আপাত-মধুর মনোমত কথা বলিয়া গোপনে লোকের সরল-সাধনপথে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া থাকেন। অতএব গুরুকৃপায় মুক্ত না হইলে ভয়াবহ মায়াময় সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-রূপ হিংস্র-পরিবৃত নরকসদৃশ গোপাগার (…)বাস করিয়া জীবের ভজন এবং কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা জন্মে না—সাধুর এই মঙ্গলময়ী বাণী তাঁদের কর্ণে পৌঁছিতে অবকাশ পাইতেই দেয় না। সেইজন্য তাঁহারা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ এই সিদ্ধান্তবাক্যকে (…) সদ্যবাদি দিয়া নানা কৌশলে উপেক্ষা করেন।

নিত্য প্রীতি নিত্যবৈকুণ্ঠ-বস্তু কৃষ্ণচন্দ্রেই হয়। নিত্য কৃষ্ণভক্ত নিষ্কপট হইয়া সানন্দে সেই নিত্য প্রীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন শস্যলাভ ঘটে না সেইরূপ স্ব স্ব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্য স্বজন বা চক্রিয়াদির প্রীতিবিধানকেই কৃষ্ণপ্রীতি মনে করিলে নিত্য-প্রীতি-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। অনিত্য প্রীতির অন্ধকারে প্রাকৃত দুঃসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনও অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, গাভীদ্বয়ের যোগে যেরূপ বৎসোৎপত্তি অসম্ভব, কৃত্রিম স্বর্ণদ্বারা প্রকৃত স্বর্ণের মায়া যেরূপ হয় না, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া নাম-সংকীর্তন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শ্রীবিগ্রহসেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ নিজ কর্মচেষ্টাদ্বারা যতই সাধন করুন না কেন, কিছুতেই কৃষ্ণপ্রীতি-লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

প্রাকৃত কর্মদ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানদ্বারা ফলত্যাগ হয়, যথেচ্ছাচার দ্বারা অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত ভজন প্রভাবে—গুরুসেবা-প্রভাবে কৃষ্ণ-প্রেমফল স্বরূপে উদিত হয়—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতির ফলে স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধি-ক্রমে কৃষ্ণসেবার নৈরন্তর্য বা নিত্য লাভ হয়। অভক্তি-চেষ্টাদ্বারা অথবা কৃত্রিম সেবাদ্বারা কখনও হরিসেবা পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণদ্বারা যেরূপ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না পরন্তু মুখদ্বারা খাদ্য গৃহীত হইয়া উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে জীব কখনই কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারেন না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(১০।৮৪।১৩)

গর্দভ দ্রব্য বহন করে, হাতা সূপ পরিবেশন করে কিন্তু উভয়েই উহার আস্বাদন পায় না সেইরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া নিত্য প্রীতি লাভ করে না অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারেন না। হীন বাত-পিত্ত কফাত্মক এই প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত ভোগ্য স্ত্রীপুত্রাদিকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বিষ্ণুকলেবরকে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে বা অলৌকিক গুরু-বৈষ্ণবকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন, গঙ্গাদি জড় নশ্বর সাগরে জড় চিৎ হইয়া যায় মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং প্রাকৃত প্রতিবন্ধকগুলি বিশেষরূপে বর্জন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই মহাজনগণ গাহিয়াছেন -

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

আমরা মহাজনগণের শ্রীমুখ-প্রভাবীর অনুকীর্তনকারী ও হরিদাসগণের পাদত্রাণ-বাহী। সেই বাণী অনুকীর্তন করাই আমাদের নিত্য কৃত্য। তাই আজ আমরা সদলবলে ভক্তভাবে বন্ধুবর্গের পদে অবনত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি,—হে আমার বন্ধুগণ! আর বৃথা কালক্ষেপ করিও না,কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের ন্যায় অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিও না—শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি বা শ্রীধামে গ্রামবুদ্ধি করিও না; যদি কর তবে তুমিই ঠকিবে, ইহাতে অপ্রাকৃতের কোনরূপ মর্যাদাহানি হইবে না। আসুন, আমরা সকলেই লোকত জাগতিক অভিমান ছাড়িয়া দিই, প্রাকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া সহিষ্ণু হই, সকলকে প্রাকৃত মান দিই ও নিজে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলেই আমরা অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম ভজন করিতে পারিব—শ্রীনামের সাক্ষাৎকার পাইব, প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিরপরাধে শ্রীকৃষ্ণনাম সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

সাবধান!

(শ্রীযুক্ত বিনোদবিগ্রহ ব্রহ্মচারী)

বহুপ্রকার লোকের বাক্যে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন; নচেৎ ধর্ম করিতে যাইয়া অনবধানতা বশতঃ ধর্মের পরিবর্তে বৈষম্য বা বিকৃত ধর্মেরই অনুশীলন হইয়া যাইবে। কেন না, আমরা বদ্ধজীব। বর্তমানে যেটাকে আমরা আমাদের ধর্ম বলিতেছি, সেটা আমাদের স্বরূপ-গত নহে, পরন্তু সম্বন্ধ-গত। যখন যেরূপ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছি, আমাদের ধর্মও তদনুরূপ হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি মহাজন বা শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন না করিয়া, মনোধর্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধর্মাধর্ম বা কর্তব্যাকর্তব্য-নিরূপণে দৃঢ়বিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে ভুজঙ্গ সর্প দ্বারা ভুক্তের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টার ন্যায় আমাদের কার্য কি অলৌকিক হইবে না?

গুরু-স্বরূপ-পরিচয়হীন আমরা বর্তমানে মায়ার কবলে কবলিত। যে মনটিকে আমরা আমাদের আপন জন বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, যাহার পরামর্শকে আমাদের একমাত্র সহায় করিয়াছি, সেটী কে? সেটী কি ঐ মায়ার একজন নহে? যে মায়া আমাদের এবম্বিধ ত্রিতাপগ্রস্ত জীবনের একমাত্র কারণ। অতএব ঐ গুন সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত সেই মনের সম্বন্ধে কি বলিতেছেন:—

"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥"

(১১।২৮।৪)

—এই বাণীরই সমর্থন করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গাহিতেছেন:—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব 'মনোধর্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ, এই সব 'ভ্রম'॥"

অতএব সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা মঙ্গল বা অমঙ্গল-নির্ণয় অসম্ভব। সুতরাং তাহার উপর আদৌ নির্ভর না করিয়া অর্থাৎ আমরা বুঝিয়া লইব, এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট না হইয়া, সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করাই আমাদের কর্তব্য এবং ইহা করিলেই, ইহা এমন শক্তি-সম্পন্ন যে, ইহাই আমাদের ধর্মাধর্ম বা কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিয়া দিবে।

ঐ গুন শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিতেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(৩।২৫।২৫)

—সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল হৃৎকর্ণ-রসের প্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্ম স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হবে।

তাই বলি, ভাই সব সাবধান, আমরা এই সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃত বাণীতে আস্থাস্থাপিত না হইয়া যদি মায়ার ঐ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের পরামর্শানুযায়ী আত্মমঙ্গল-বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে যে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব ইহাতে আর সন্দেহ কি? ◦

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ প্রথম খণ্ড পর্যন্ত ।৮৲
প্রথম স্কন্ধ ২য় খণ্ড পর্যন্ত ।০/০
৩। গৌড়ীয়ভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিসন্দর্ভকণ্ঠমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০/০
৭। অর্চনপদ্ধতি ।০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল বাঙ্গলা-ভাষ্য ।০
১২। দুর্গমসঙ্গমনী ভাগবতঃ সাত্বতঃ (মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রস্য সাত্বত (ভাষ্যসহ) ।০
১৪। জৈবধর্ম ৩৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮৲
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিশ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম প্রমাণ ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৶০
২৩। গীতমালা ।১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৶০
৩০। গীতাবলী ।০
৩১। শ্রীমন্নবদ্বীপ ।১০
৩২। সাধনকণ ।০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।০
৩৪। মনঃশিক্ষা ।০
৩৫। অর্থপঞ্চক ।০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ।০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ।১০
৩৮। আম্নায়সূত্র ।১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩৲
৪১। প্রবন্ধাবলী ।০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবতের নিকা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। শ্রীশিক্ষাষ্টক সাত্বত ।০
৪৪। গোবিন্দভাষ্য ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও মায়াবাদ এবং বিরাড় ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীমুকুন্দেব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সারগ্রাহী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। স্তব-স্তবক ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ সূত্রম্ ।০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। ভিজোটিং সার্ভেন্ট ।৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ কল ফুট ।০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। বেদান্ত প্রিন্সিপলস এ্যাণ্ড আপলোকন্ড বিজোলন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীচৈতন্য (৬ষ্ঠ ভলুম) ১৬৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ।১০
৭২। গীতাবলী ৶০
৭৩। শরণাগতি ৶০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জাহ্নবীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্যামল-শুক্ল-কৃষ্ণ শ্রীপাদপদ্ম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীপ্রকাশ মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদন-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীবাসুদেবানন্দ মঠ চিকালদা, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উল্টাডাঙ্গা, কটক
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ কবলেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ ঠিকবুরা, মাদ্রাজ
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণশহর, নন্দগ্রাম রাজুবর কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—দরিয়ার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঃ
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওনং গ্লোষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন.
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—বোলপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০৬ নং পত্তিবাগ পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডি স্বামী এক্ষণে উড়িয়া পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও মেদিনীপুর শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল দেবনাগর অক্ষরে এবং ভাষা বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোট ৩৪ ভাগ। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৫৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য শেষ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ কোথাও আর সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই, হবে কিনা সন্দেহ। পাঠক মাত্রেই একবার দেখিবার আবশ্যক। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৪,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫ ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (নরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলমা	৩৸০
সিতাশাল (নব)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৴০
১নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৴০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এনমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেস্‌সাম টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের

আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ নবজীবন দায়ক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারগণের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত বহু-লিখিত পুঁথির "সত্য নিবারণ নং ৭")। অনন্ত-চর্চ্চার শিথিলতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ সেনাটোরিয়াম্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। যাঁহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১২ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার জন্য যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-শাস্ত্রনিধি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ইতিহাস ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হইবেন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবে। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), এ-গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার উপকার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেন পেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

পানপ্রিসা—২নং বাগবাজার লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীসজ্জনতোষণী ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার	
প্রতিবারে	
প্রতি ইঞ্চি	১৲
প্রতি কলম	৬৲
অর্দ্ধ কলম	৩৷০
সিকি কলম	২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।	

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা	৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৬১, ৪ঠা জুন ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::০::—

চলন্ত ট্রেণে অগ্নিকাণ্ড

মাদ্রাজ হইতে খবর আসিয়াছে যে, দিল্লীগামী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে গত ৩০শে মে বেজওয়াদার নিকট আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। ফলে নিজাম রেলওয়ের দুইখানি মালগাড়ী পুড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে। গাড়ী দুইখানায় আম ও পান বোঝাই ছিল। আগুন দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র ট্রেনখানা থামান হয় ও প্রজ্বলিত গাড়ী দুইখানা কাটিয়া যাত্রীদের গাড়ী অন্যত্র যাহাতে আগুন ধরিয়া যাইতে না পারে, অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হয় এবং জ্বলন্ত গাড়ী দুইখানাকে বেজওয়াদা ষ্টেশনের জলের ট্যাঙ্কের নিকট আনিয়া আগুন নিবাইয়া দেওয়া হয়, মালপত্র সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে.

দুইখানার দগ্ধ কাঠামো মাত্র অবশিষ্ট আছে। কি কারণে আগুন লাগিল, বিষয় তদন্ত চলিতেছে।

অতিরিক্ত বিবরণে প্রকাশ ৩০শে মে [illegible] সময় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসের [illegible] পান ও আম বোঝাই মালগাড়ী [illegible] ভস্মীভূত হইয়াছে। এ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, কৃষ্ণা নদীর সেতুর উপর দিয়া ট্রেন যাইবার [illegible] চালক মালগাড়ী হইতে ধূম নির্গত হইতেছে দেখিতে পায়। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া ফেলে এবং অপর গাড়ীগুলি আলগা করিয়া ফেলে। অতঃপর সে ঐ গাড়ী দুইখানি লইয়া বেজওয়াদা অভিমুখে যায়। তথায় আগুন নির্বাপিত হয়। ক্ষতির পরিমাণ ২০,০০০ টাকা বলিয়া অনুমিত হয়।

ট্রেণে গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ২৩ বৎসর বয়স্ক এক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতা মেলে ভ্রমণ করিতেছিল। গত ৩০শে মে তাহাকে নেলোর ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হয়। এই ব্যক্তি এক্ষণে মাদ্রাজ সিটি পুলিশের হেপাজতে আছে। তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বাঙ্গলার পুলিশকে তার করা হইয়াছে।

মিথ্যা এজাহার দেওয়ার অভিযোগ

বিগত ১৪।১।৩০ তারিখে সিরাজগঞ্জ মহকুমার রায়গঞ্জ থানার [illegible] হাটে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে [illegible] নিবাসী আতাহারকে মারপিট করিয়া তাহার নিকট হইতে নগদ ৮২৲ টাকা এবং একখানা দলিল ছিনাইয়া নিবার মর্ম্মে আতাহার থানায় এক এজাহার দেয়। তৎপর উক্ত এজাহার মিথ্যা—এই অভিযোগে আতাহারের বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়। প্রাথমিক বিচার শেষ হইলে তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়। পাবনার এঃ সেসন জজ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৫ জন জুরীর সাহায্যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার শেষ করেন এবং সমস্ত জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস দিয়াছেন।

বন্দুকের গুলীতে নিহত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ৩২ বৎসর বয়স্ক জনৈক মুসলমান কাসিম, বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছিল, তাহাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট এক মুসলমান পুলিশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রকাশ, নিহত ব্যক্তি কয়েকজন সঙ্গিসহ আত্মসমর্পণকারীর বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে গালাগালি করিয়াছেন।

বিশহাজার টাকা ক্ষতি

বেলুর হইতে প্রকাশ, ২৮শে মে দ্বিপ্রহরে স্থানীয় বাজারের এক দোকানে আগুন লাগিয়া প্রায় বিশ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বহুলোকের চেষ্টায় অতি কষ্টে আগুন নিভান হইয়াছে।

ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রের স্বাক্ষরিত সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

গত ৩০শে মে শেষ রাত্রিতে বক্সারে রেল লাইন হইতে দুইটি রেল অপসারিত করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহার ফলে আপ লাইনের রেলকে বিপরীত লাইনে মোগলসরাই অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। রেল পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে। তাহারা উহাকে ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা বলিয়া মনে করিতেছে।

চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা

সিমলা হইতে প্রকাশ, এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে, আগামী ২২শে নভেম্বর হইতে দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টস, মিলিটারী একাউণ্টস ও ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে একাউণ্টস সার্ভিসে প্রবেশের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ২রা জুন ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রথম খণ্ডে ঐ সম্পর্কে নোটিশ ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবে। উহার প্রতি পরীক্ষায় যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ পরিচয়-পত্র

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, ডেপুটী কমিশনারের আদেশ অনুসারে এখানে পরিচয়-পত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং পুলিশ ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫০০ খানা পরিচয়পত্র হিন্দু যুবকদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই হয় দার্জ্জিলিং অধিবাসী, না হয় আগন্তুক

আই এ পরীক্ষায় ফল

কলেজের নাম	১ম বিঃ	২য় বিঃ	৩য় বিঃ	মোটসংখ্যা
বিদ্যাসাগর	৭৯	১৬৯	৬৯	৩১৭
স্কটিশচার্চ	৫৩	৫৭	৭	১১৭
আশুতোষ	৩২	৬২	২১	১১৫
রিপণ	৩৩	৫৮	২১	১১২
বঙ্গবাসী	৩০	৩৯	২৭	৯৬
প্রেসিডেন্সী	৩৬	৪৩	৬	৮৫
সিটি	১৭	৪০	২৩	৮০
সেণ্ট জেভিঃ	২১	২৪	১১	৫৬
ইসলামিয়া	১৭	২৫	১০	৫২
সেণ্ট পলস্	৯	১১	৪	৩৪
সংস্কৃত	১৮	১৩	১	৩২
বেথুন	১৩	১২	২	২৭
লরেটো	১৪	৯		২৩
ডায়োসেশন	১৩	৭		২০
লা মার্টিনিয়ার	৫	১		৬
সেণ্ট জোসেফ	১	২		৩

ঐ মর্মো জগদ্ধে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৩৪১

সেদিন জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ বার্থু যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি মাঃ বৃটেনের নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনার এবং স্যার জন সাইমনের বক্তৃতার তীব্র নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃটিশ প্রস্তাব অনুসারে ব্যবস্থা করার অপেক্ষা নিরস্ত্রীকরণ সভা ভঙ্গ শ্রেয়স্কর ছিল। ১৯২৫ সালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র সাধারণ সভার বাণিজ্য সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছিল, ফ্রান্স তাহা কঠোরভাবে পালন করিতেছেন। এই কথার তাৎপর্য এই যে, বৃটেন এই চুক্তি পালন করিতেছেন না। কারণ, সম্প্রতি বৃটেন জার্মানীর নিকট কতকগুলি বিমান ইঞ্জিন বিক্রয় করিয়াছেন এবং ফরাসীর অভিযোগের উত্তরে বৃটেন জানাইয়াছিলেন যে, ইহা একটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার মাত্র! মঃ বার্থু আরও বলিয়াছেন যে, ১লা জানুয়ারী ফরাসী যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত্র জাতিগুলির মধ্যে থাকিয়া নিরস্ত্রীকরণের সকল ব্যবস্থাই সম্ভব ছিল। অথচ সম্মেলন যাহা চাহিতেছেন, ফ্রান্স সেরূপ প্রস্তাবই করিয়াছেন। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে এ, মঃ বার্থু এই বক্তৃতার দ্বারা ইঙ্গ ফরাসীর আপোষ আশা সমূলে বিনষ্ট হইল। যে ভাবে পৃথিবী ক্রমশঃ এক মহা সমরের পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার শোচনীয় পরিণাম অবশ্যম্ভাবী বটে। বিশ্ব কি আর রক্ষা পাইবে?

মঃ বার্থু ফরাসী নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনার সমর্থন করিলে জার্মানীর সামরিক আয়োজনের কথা উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছেন—“এই বাজেট হইতে প্রমাণিত হয় যে, জার্মানী পুনরায় অস্ত্র বৃদ্ধি করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে জার্মানী যদি অস্ত্র সজ্জায় অগ্রসর হইতে থাকে তবে ফ্রান্স কিরূপে নিরস্ত্রীকরণের উপর নির্ভর করিবে?

অতঃপর স্যার জন সাইমন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে [illegible] ... বলেন যে, তিনি [illegible] ... সমালোচক ... [illegible] ... [illegible] ... কোন [illegible] ... করেন। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়া দেন যে, ডেনমার্ক, স্পেন, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ড যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার সহিত বৃটিশ প্রস্তাবের ঘনিষ্ঠ মিল রহিয়াছে।

সাঁওতাল পরগণায় “মা গঙ্গা”কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শিশুবলির ব্যবস্থা হইয়াছে, একজন ছেলে ধরা হইয়াছে এই গুজব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, শুধু বাংলা নহে বিহার পর্যন্ত এই আতঙ্কে আচ্ছন্ন। এই নিরীহ শিশুটিকেও দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ছেলে ধরা হইতেছে। এই ভিত্তিহীন গুজব জনসাধারণের মনের কুসংস্কারের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নরবলি দিয়া গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করিবার হাস্যকর যুক্তি বর্তমান যুগে রেল কোম্পানীর কি কাহারও নাই, হইতে পারে না—প্রত্যেক গ্রামের বিদ্যালয়ের এ কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। নিরীহ, অপরিচিত পথিকগণ নানাস্থলে আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসী কর্তৃক প্রহৃত হইতেছে। এই শ্রেণীর আতঙ্ক ও গুজব বাংলাদেশে ইহা অনেক কাল যাবত চলিতেছে, সুতরাং নূতন নহে, গ্রামে গ্রামে এই কুসংস্কার প্রসূত আতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রচারকার্য্য করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রচারের জন্য জনগণের হৃদয়ে সংস্কার আর ও দূর না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। নতুবা উভয় দিকেই বিপদ।

নানা স্থানে প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা

ভাগলপুর হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে মে ভাগলপুর অঞ্চলে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বহু গৃহ ভূমিসাৎ ও বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। ভাগলপুরে রেলগাড়ী উল্টাইয়া গিয়াছে, ... [illegible] ... কোম্পানীর ... সমস্ত সহর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল। এরূপ ঘূর্ণিবাত্যা এখানে কেহ দেখে নাই বলিয়া প্রকাশ। গত ৪০ বৎসরের মধ্যে এরূপ দুর্যোগ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হইয়াছিল। প্রকাশ যে, ইহার ফলে তিনজন লোক নিহত হইয়াছে।

ঘূর্ণিবাত্যা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে অকস্মাৎ দিঙমণ্ডল ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে অতঃপর ঝড় আরম্ভ হয়। সেখানে বোধ হয় বহু ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয় এবং বৃক্ষাদি উৎপাটিত হয়। ইলেকট্রিক লাইনের বিশেষ ক্ষতি হয়।

বি এন এর কর্ডলাইন ট্রেনগুলি উহার ... চারিখানি মালগাড়ী বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া লাইন ধরিয়া প্রায় ৫০০ গজ দূরে চলিয়া যায়। ইহার বি এন এর কর্ডলাইন আপ এবং ই, আই আর মেন লাইনের সঙ্গম স্থলে একখানি মালগাড়ী লাইন হইতে উল্টাইয়া পড়ে। ইহাতে ই আই আরের লাইন বন্ধ হইয়া যায়। এই পথ পরিষ্কার করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। বি এন এর কর্ডলাইনের কোন কোন স্থলে ক্ষতি হইয়াছে।

যে তিনজন লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন একটি দেওয়াল চাপা পড়িয়া এবং অপর দুই জন টিনের চালা ঘর চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

মুঙ্গের হইতে প্রকাশ, হাবেলী, খড়্গপুর ও তারাপুর থানার উপর দিয়া ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে বৃক্ষপতনে দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে। একদল বরযাত্রী আমবাগানে আশ্রয় লইয়াছিল। এই দলের একজন গুরুতর আহত হইয়াছে। বহুসংখ্যক ঘরবাড়ী হয় ভূমিসাৎ না হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। ঝড়ের পর মুঙ্গের-খড়্গপুর রাস্তাটি কয়েক স্থানে বন্ধ হইয়াছিল।

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, গত রবিবার দুপুর বেলা নোয়াখালীতে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গা প্রসন্ন বাবুর বৈঠকখানার দুয়ারের সম্মুখে একটি ঘোড়ার গাড়ী এবং একটি গরুর গাড়ীর উপর গাছ পতিত হয়। গাড়ীর মানুষ ও গরু দুটি বাঁচিয়া যায়, কিন্তু ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে। ফেনী লোকাল বোর্ডের ডাক্তার বংশীর রায় সাহেব একটি নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কালপাড়ালের প্রধান ... একই সময় নদী পার হইতেছিলেন। মধ্য পথে ঝড়ে তাঁহাদের নৌকা উল্টাইয়া যায়। তিন জন যাত্রী মাঝি সহ ভূবন নৌকা ধরিয়া ঢেউ, স্রোত এবং ঝড়ের মধ্যে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করে। ঘণ্টা দুই যুদ্ধের পর ক্রমে অবসান তাঁহারা একটি চড়ায় ঠেকেন। তখন তাঁহাদের খেয়াল হয় যে বালকটি সঙ্গে নাই। ডাক্তার সাহেব আকুল হইয়া নিজের জীবনরক্ষার চিন্তা দিতেছেন, এমন সময় দূরে একখানা জেলে নৌকা তাঁহাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করে। বালককে নৌকায় পাওয়া দেখা যায়। জেলেরা ঝড় এবং আর দেখের সাহায্যে তাহাদিগকে রক্ষা করে।

খুনের দায়ে ১০ বৎসর

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কে সি ঘোষের জুরীদের সাহায্যে এক মস্ত তহ্বা বোনের ছেলেকে হত্যার অপরাধে বারাকপুরের মহম্মদ চাঁদকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, গত ৫ই মার্চ আসামীর বোনের সহিত প্রথমতঃ আসামীর ঝগড়া হয়। অতঃপর বোনের ছেলের সহিত ঝগড়া আরম্ভ হয়। ঝগড়ার সময় আসামী একখানা ছুরিকা দ্বারা বালককে আঘাত করে। ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

খুনের অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ

আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এস এন রায় নিতাই নস্কর ও দুঃখীরাম নস্করকে তাহাদের প্রতিবেশী পাঁচ নস্করের স্ত্রী আন্না দাসীকে হত্যা করিবার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, ঐ স্ত্রীলোকটি কোনও জমিতে কয়েকটি গাছ রোপণ করে। আসামীরা ঐ গাছ নষ্ট করিয়া ঐ স্থান দিয়া রাস্তা করায় স্ত্রীলোকটি আপত্তি করে। প্রকাশ, আসামী তাহাতে রাগিয়া যাইয়া স্ত্রীলোকটিকে কুঠারের বাঁট দিয়া মারাত্মকভাবে আঘাত করে। ফলে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়।

কার্ত্তুজ ও আপত্তিকর পুস্তিকা রাখার অভিযোগ

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, একটি বাক্সে ১১টি তাজা কার্তুজ ও কয়েক খানা আপত্তিকর পুস্তিকা রাখিবার অভিযোগে ফটিকঝাড়া চা-বাগানের শ্রীযুত ভগবানচন্দ্র দাসকে জলপাইগুড়ির সদর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন দেব বরাবর মুক্তি দান করিয়াছেন। ঐ সম্পর্কে শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দেব বর্মণকে ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ৬ই জুন পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

দার্জ্জিলিংয়ে আবার ভূমিকম্প

দার্জ্জিলিং সহর হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে মে বেলা ১১টার সময় সামান্য ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। সামান্য হইলেও অনেকে ভীত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া খোলা মাঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বেলা ১২টার সময় অকস্মাৎ উত্তর-পশ্চিমাংশের আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে বাতাস বহিতে থাকে তাহাতেও অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করে।

ছাত্রের আত্মহত্যা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রমাণী নামে জনৈক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই বলিয়া একটি বোতল আফিম খাইয়া বিছানায় শুইয়া যায় এবং চারিতালা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে। তাহার অভিভাবক তাহাকে জে জে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, তথায় ৫ মিনিট পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহা-
ন্শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৭ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা জুন ইং ১৯৩৪ সোমবার | ৮১শ সংখ্যা

সিমলায় ভাইসরয়ের আলয়ে প্রচার

—:০:—

বড়লাট বাহাদুরের শ্রীগৌরবাণী শ্রবণ

সিমলা হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ৩১শে মে মধ্যাহ্ন ১১-৩০ মিনিটের সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, গোস্বামি-প্রভু সিমলা বড়লাটের আলয়ে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রচারিত অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেম-সম্বন্ধীয় দার্শনিক-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভারতে এবং প্রতীচ্য ইউরোপে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী যে প্রকারে সাফল্যের সহিত প্রচার করিতেছেন, তাহাও সবিস্তারে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট বর্ণন করিয়াছেন। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বোচ্চ-তত্ত্বের শিক্ষামৃত শ্রবণ করিয়া ও গৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক তাহা বিপুলভাবে প্রচারিত হইতেছে জানিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

GAUDIAH MATH LECTURE

[From Forward May 31, 1934]

New Delhi, May 29.

Mohamahopadesa Atul Chandra Bandopadhya Bhakti Shastri of the Gaudiah Math gave a lecture on 'Bhakti' at the Bengali Club, Delhi a few days ago. His discourse left a deep impression in the minds of the audience. The monks of the Gaudiah Math would do well to arrange for such lectures occasionally in the old and new cities so that the people may be familiar with a touch of spirituality in their material surroundings.

মর্ম্মানুবাদ—গৌড়ীয়মঠের মহামহোপদেশক অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় দিল্লীর 'বেঙ্গলী ক্লাবে' কয়েক দিবস পূর্ব্বে 'ভক্তি' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসিগণ যদি মধ্যে মধ্যে পুরাতন ও নূতন দিল্লীতে এ প্রকার বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। কারণ তাহাতে জড় ধারণার মধ্যে আবদ্ধ জনগণ পরমার্থের সংস্পর্শে আসিবার সুবিধা পান।

প্রচার প্রসঙ্গ

কাশীতে

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] শ্রৌতী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা-কালে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলিযুগপাবনাবতারী, সঙ্কীর্ত্তন-পিতা, বিশুদ্ধ সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পাষণ্ডদলনৈক-সিংহ, সর্ব্বলোক-শিক্ষক, সেবক-বৎসল শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ 'আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়'—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীব্যাসপূজা করিবার জন্য স্বগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীবাস-মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন।

কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা কেহ বাহিরে না পায়॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥
ব্যাসপূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে বেড়ি' গায় ভক্তগণ॥

জগদ্গুরু গৌর-নিত্যানন্দের অনুষ্ঠিত এবং প্রচারিত শ্রীব্যাসপূজা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিলেও মহাপ্রভুরাদেশে সেই পূজা-মন্দিরে সুদৃঢ় কপাট পড়ায় কৃষ্ণ-কার্ষ্ণগণের অহৈতুকী কৃপাদেশ ব্যতীত বিষ্ণু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভোগিকুলের তাহাতে প্রবেশাধিকার না থাকায় তাঁহারা ব্যাসপূজার মর্ম্ম গৌরব এবং আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥
অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয়-ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

পাঠান্তে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সান্ধ্য-[illegible] এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] শ্রৌতী মহারাজ ছায়াচিত্র যোগে গুরু-পারম্পর্য্য গৌরলীলা, কৃষ্ণলীলা দেখাইয়া গভীর গবেষণাময়ী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় সহস্রাধিক নরনারী স্বামীজী মহারাজের সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে আকৃষ্ট এবং চিত্রপটের অপূর্ব্ব চিত্র সমূহ সন্দর্শনে বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীপাটে

গত ৩১শে মে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন,—কপিল দেবের শ্রীমুখে ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করিয়া দেবহূতির মোহাবরণ দূর হইল। দেবহূতি কপিলদেবকে স্তব করিয়া যোড়হাতে বলিলেন যে—ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বজীবপ্রভু, তিনি অনন্ত-শক্তিযুক্ত, তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অতর্ক্য। তাঁহার বিগ্রহাদি রূপ তাঁহারই স্বরূপশক্তি যোগমায়া কর্ত্তৃক সংঘটিত।

কুক্কুরভোজী অন্ত্যজকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি ভগবন্নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, স্মরণ ও ভগবানকে নমস্কার বিধান করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন। আর যিনি ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহার ত' কথাই নাই। শ্রীনামগ্রহণকারী চণ্ডালকুলোৎপন্ন ব্যক্তি এই হরিনাম গ্রহণের জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাবতীয় তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার, বেদপাঠ সমস্ত সম্পাদন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে শ্রীনাম-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে; সুতরাং নামগ্রহণকারী যে কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি অব্রাহ্মণ নহেন, তিনি কর্ম্মমার্গীয় ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ [illegible]

গুরুদাস

শ্রীগুরু ভগবানের দাস মানিয়া ভগবান আদেশ পালন করিবার জন্য যাঁহার, গুরুর সেবা ব্যতীত যাঁহার অন্য কৃত্য নাই, গুরুই যাঁহাদের প্রাণ, জীবন, ভূষণ, অবলম্বন ও সর্বস্বধন, গুরুপাদপদ্মের অনুকম্পা আবির্ভূত যাঁহাদের একমাত্র আশা, তাঁহারাই প্রকৃত শিষ্য বা গুরুদাস-পদবাচ্য।

মহাপাতকী ব্যক্তিও ঐশ্বর্য দাস হওয়া যায় না। গুরুকৃপায় জীবের স্বরূপের স্ফূর্তি হইলেই মায়াবদ্ধ জীবের স্বপদে দাস জীবের আবির্ভাবে শ্রীগুরুর পূর্বকৃপাসাপেক্ষ। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"আগে গুরু কৃপা হবে কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
পরে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

শ্রীকৃষ্ণই যখন গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ তখন গুরুরূপী সেবক-ভগবানের দাস হওয়া—তাঁহার নিত্যানুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া গুরুদাসাভিমানী হওয়া আমাদের পক্ষে না কাহারও তাহা সহজে অধিকার। তবে গুরুদাস হওয়ার সহজ উপায়—ভক্তগণের গুরুদাস বৈষ্ণবদের নিষ্কপট দাস হওয়া—তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণ হওয়া—বৈষ্ণবসেবায় মন-প্রাণ নিয়োগ করা।

আমরা শাস্ত্রাদি পাঠে জানিতে পারি, সম্যক্ জাত বিনীত, শুচিব্রতী, সুসংযমী, মহাবুদ্ধিমান, ধর্মজ্ঞান কামক্রোধশূন্য, গুরু ভক্তিনিষ্ঠ, সত্যবাদী কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবাতৎপর, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরিভক্তপূজাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিই গুরুদাস হইবার যোগ্য। অভিমান-শূন্য, নির্মৎসর, আলস্যরহিত, অতি বড়ুত্ব সমস্তারহিত, গুরুতে দৃঢ় বিশ্বাসবিশিষ্ট, গুরু-সেবাপর, অকপট, শুদ্ধচিত্ত, ভক্তগণের দোষের আদর্শ, অপ্রাকৃত ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

অলস, মলিন, বৃথা বাক্যবাদী, অহঙ্কারী কৃপণ, দরিদ্র, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, দুষ্ট, পরনিন্দাপ্রিয়, মহাপাতকবিশিষ্ট, ক্রুর, কুতর্কযুক্ত, অন্যায়রূপে ধনোপার্জক, পরদার-রত, অকার্যদেশী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, পরদ্রোহকারক, অধিক ভোজন-কারী, নরাধম এবং গুরুশাসন-গ্রহণে অসমর্থ থাকিলে শ্রীগুরুদেব শিষ্য করিতে দেন না।

গুরুদেবের কর্তব্য অনেক হইলেও উহার সংক্ষেপ বর্ণনে আমরা জানিতে পাই যে, প্রতিদিন গুরুর চরণবন্দন, ধূপপুষ্প ব্যতীত কাষ্ঠ আহরণ, গুরুগৃহের মার্জন, চন্দন লেপন, গঙ্গাস্নান, বস্ত্রপ্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিত কার্যানুষ্ঠান করা শিষ্যের কর্তব্য। গুরুসমীপে পদপ্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অগ্রে গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, গুরুর গমন, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করা, গুরুর অনুমতি লইয়া মাতাপিতার সম্মান করা, সাক্ষাৎ গুরুদর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করা শিষ্যের কর্তব্য। গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা, বস্ত্র, ছায়া লঙ্ঘন করা নিষেধ। গুরুসমীপে পৃথক্ পূজা করা বা আমি বড় হইয়া তাহা এরূপ অহঙ্কার দেখান নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করা, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা, গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করা, তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করা, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করা, তাঁহার আগমনে উঠিয়া না দাঁড়ান, গুরুর তাড়নায় বা ভৎসনায় তাঁহাকে অবজ্ঞা ও অপ্রিয় বাক্য বলা শিষ্যের কর্তব্য নয়।

সাধনার শ্রীবিগ্রহক মনোহর অন্নপানাদি বস্ত্র গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, কায়মনোবাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয়কার্য সাধন, কৃষ্ণসেবা লাভের একমাত্র উপায় অর্থাৎ দীক্ষা-গ্রহণ, ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্বসম্পত্তি ও নিজ দেহাদি দক্ষিণাস্বরূপ গুরুকে সমর্পণ, সেবা ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুদেবে অবস্থিত বলিয়া জানা কর্তব্য। গুরুদেবের সহিত বাক্যালাপ ও শয্যা করা, ক্রন্দন, হাস্য, মুখর, কলহ ও শব্দ করা, পাদুকা লইয়া দেব গৃহে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং হরিবাসরে উপবাস করা বিধেয়।

ব্রাহ্মমুহূর্তে উত্থান, ভগবৎ-প্রবোধন, আরাত্রিক দর্শন, প্রাতঃস্নান নববস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ, চরণামৃত পান, তুলসীমালাদি ধারণ, শালগ্রাম ও শ্রীমূর্তিপূজা, তুলসী সমাহার, তুলসীচয়ন, আহ্নিক সন্ধ্যা, পিতা-বন্দন, চরণামৃতে পিতৃতর্পণ, মহোপচারে ভগবৎ পূজা, ভক্তির অনুকূল নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস, নব পুষ্পকলাদি দান, তুলসী-পূজা, ভক্তগ্রন্থ-পূজা, বেদান্তিক হরিপূজন, পুরাণ শ্রবণ, নিবেদিত বস্ত্র ধারণ, তাহার অনুমতি গ্রহণ, স্তববাক্যে মধুর বিলাপ, ভগবদুদ্দেশ্যে গীত নৃত্যাদি, শঙ্খধ্বনি, হোম, নৈবেদ্যার্পণ, সাধু সমাদর, সাধু পূজা, নৈবেদ্য ভোজন, বৈষ্ণবসঙ্গ, বিশিষ্ট ধর্ম জিজ্ঞাসা, জন্মাষ্টমী আদি মহোৎসব, দেবমন্দিরে গমন, অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন, বৈষ্ণবব্রত পালন, গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, কর্মাদি চিন্তা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্তব্যতা আছে।

উচ্চ শয্যায় শয়ন, কৃত্তিকাদীন পৌষ, দাঁড়াইয়া আচমন, গুরুসঙ্গে পথ চলিবার, গুরুর ছায়া লঙ্ঘন, সর্বসঙ্গে প্রসঙ্গবর্জন, দেবার্চনে দৈন্যতা, দেব-গুরুর অনভ্যর্থন, অর্চাসনে উপবেশন গুরুসঙ্গে পাশাপাশি প্রচার, মস্তক ঢাকিয়া ও আচমন, নীল বসন পরিধান, ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণববিদ্বেষীর সহিত বন্ধুত্ব, অসৎ-শাস্ত্র সেবন, ছুঁচ্ছ সঙ্গ-প্রসঙ্গাদি, মত্ত মাংস সেবন, মাদক দ্রব্য সেবন, শূদ্রের সহ অন্নগ্রহণ, অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ, সমর্থ হইয়া দীনোপচারে ভজিলেবা, লোকের অধীন, দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রতগ্রহণ, দ্যূতক্রীড়া, সর্বসঙ্গে অনুরক্ত থাকার, একাদশীতে শ্রাদ্ধ, দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন, বিষ্ণুপদার্থ ব্যতীত অন্য বস্ত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ, পূজাকালে অন্যালাপ, চক্রদিকে অর্চন, একহস্তে বা শ্রীমন্দিরাদিতে প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, অসময়ে শ্রীমূর্তিদর্শন অসংখ্য জপ, বিষ্ণুপদার্থ অস্বীকার প্রভৃতি নিষেধাচারগুলি গুরুদাসের অবশ্য পালন করা দরকার।

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনাত্ম সবের দ্বারা গুরুকে দৃশ্য জগতের বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিলে বাস্তবিক নিত্য গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্য জ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্যশরীর অবলম্বন করিলে বা মনের সাহায্যে বিচার করিলে আত্মা বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে ভেদজ্ঞান নাই। চেতনের অভিনিবেশ স্ফূর্তিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে তিনি স্বরূপে কৃষ্ণদাস—গুরুদাস গুরুসেবা-প্রভাবে গুরুদাস আপনাকে নিত্য চিৎকণ বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন।

গুরুর শুশ্রূষাই গুরুদাসের প্রার্থনীয় বস্তু। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁহার যে পরিমাণে অন্য কর্তব্য জ্ঞান বর্তমান, ইতরাভিলাষও সেই পরিমাণে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণই প্রকৃত শ্রীগুরুদাস—শ্রীহরিজনকিঙ্কর

অবকাশ

(শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ)

অবকাশ-শব্দের পর্যায়ে আমরা অবসর বিরাম, ছুটি প্রভৃতি শব্দ লক্ষ্য করিতে পাই। কোন ও বস্তুর উপলক্ষেই অবকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হয়। ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগের যেখানে অভাব সেখানে অবকাশের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। যেখানে বস্তু নাই সেখানে তৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারও নাই। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং অবকাশকে বুঝিতে হইলে অনবকাশকে এবং বিরামকে জানিতে হইলে অবিরামকেও জানিতে হইবে। কি চিজ্জগতে, কি অচিজ্জগতে কি চিজ্জড় কি অচিজ্জড়ের ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে অনন্ত সৌরজগৎ গ্রহ-উপগ্রহ সহ অবিরাম গতিতে অনাদি-কাল হইতে ঘুরিতেছে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অবিরত সংসাধিত হইতেছে। চেতন বস্তু নিত্য-গতিশীল চেতনের বিরাম নাই, চেতনের অবকাশ নাই। অচৈতন্যভাব কখনও চেতনকে আক্রমণ করিতে পারে না, ক্রিয়াশীলতা চেতনের স্বভাব। চেতনবস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন তাহাকে বাদ দিলে উহা জড় ব্যতিরিক্ত আর কি বস্তু হইতে পারে? অতএব চেতন বস্তুতে বিচিত্রতা আছে কিন্তু বিরাম নাই।

জড়-কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকামী ঐহিক ও পারত্রিক অনিত্য সুখকামী মায়াযুক্ত কর্মীর একটি প্রধান নীতি এই যে "বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ"। প্রত্যহ একপ্রকার খাদ্য একই প্রকার তরকারি সংযোগে খাইলে অধিক দিন আর উহা ভাল লাগে না তখন রুচি পরিবর্তন করিবার জন্য অন্য প্রকার খাদ্য প্রয়োজনীয় হয়। জগতে ভোগিগণ একই প্রকার ভোগে তৃপ্ত না হইয়া নিত্য নূতন ভোগ্য সামগ্রী আহরণে ব্যস্ত হয়। মায়াবদ্ধ জীব নিজে ভোক্তা সাজিয়া একাদশ ইন্দ্রিয়ের অবাধ গতিকে পরম সুখের নিদান মনে করে। অজ্ঞানে মত্ত হইয়া ভোগানুকূল পরিণাম-চিন্তার অবসর পায় না। পূর্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্যাদি ফলে তবুও তাহাকে ইহজন্মে পূর্বকৃত পাপ ও অপরাধের ফল ভোগ করিতে হইলেও সেই জড়াবদ্ধ কর্মীও এই চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় "মৃত্যুর পর কি হইবে কে বলিতে পারে? জীবন থাকিতে থাকিতে যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়তোষণ করা যায় উহাই লাভ।" কিন্তু মহাজনগণ বলেন—

'কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥'

অজ্ঞানে বিভোর ভোগী জীব পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপ জর্জরিত হইয়াও জড় ছাড়িতে পারে না। ভোগের দ্বারা ভো[illegible]

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

দুঃখ নিবৃত্তি করিতে গেলে আগুনে ঘৃতাহুতির ন্যায় উহা ভোগবাসনার বর্দ্ধকই হইয়া থাকে।

দেহের সহিত দেহের অবিরাম প্রীতি থাকিতে পারে না। দেহ দুই দিন পরে নষ্ট হইবেই হইবে। মাংস দুই দিন পরে পচিবেই পচিবে। দেহ অনিত্য। সুতরাং তাহার সঙ্গ এবং প্রীতিও অনিত্য। জীব জড় বস্তুর চিন্তা করিতে করিতে ভগবদ্-বিস্মৃতি-রূপ মহাপরাধফলে এরূপ বদ্ধরূপ জন্মে যে বৃক্ষযোনি হইতে অধম প্রস্তরাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্র ও ভগবানের কথা বিশ্বাস না করিলেও স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবানের বিধান অন্যথা হইবে না।

চেতন বস্তু সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। বদ্ধজীব মায়ার সেবা করে, আর মুক্ত জীব কৃষ্ণের সেবা করেন। কাহারও কার্য্যের বিরাম নাই। বদ্ধ জীব মায়া কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অনন্ত কাল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া থাকে। বদ্ধ জীবের বড় আশার শেষ নাই। আশার কুহকে পড়িয়া জীব জগতে নিত্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতেছে। আশার নিরাশ হইয়াও জীব আশা-কুহকিনীর কথা চিন্তা করিতে বিরত হয় না। বিবেকহীন ব্যক্তির যে প্রকার হিতাহিত ও ভালমন্দ বোধ থাকে না, আশা-বশগত জীবেরও সে-প্রকার নিত্যানিত্য বোধ থাকে না। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন —

"আশার ভরসা নাই, আশা পথ সদা তাই
বৈরাগ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
যত বড় আশা তত, আশা নাহি হয় হত
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে।"

জগতের প্রায় শতকরা শতভাগ লোকই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। যখনই কোন নিষ্কিঞ্চন পরদুঃখ-দুঃখী সাধুজন হরিকথা-শ্রবণের জন্য তাহাদের নিকট সময় প্রার্থনা করেন তখনই তাহাদের মুখে অনবরত শুনিতে পাওয়া যায়—"মহাশয়, আমরা সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত। হরিকথা শুনিবার আমাদের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই। আপনারা সাধু, আপনাদের ত' আর কাজ নাই; তাই হরি, হরি, বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।" সংসার-কারাগারে মায়া বদ্ধজীবকে 'ঘানি' ঘুরাইতে এরূপভাবে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে একমুহূর্ত্তও অবকাশ প্রদান করিতেছে না। মায়া তাহাদের বুদ্ধিকে এরূপভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে যে যাহাতে তাহাদের বন্ধন, তাহাকেই তাহারা অবলম্বন মনে করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা অষ্টৈশ্বর্য্যভক্তশ্রীর মদে মত্ত তাহারা ত' সাধুগণকে উপেক্ষার বা কৃপার পাত্র মনে করিয়া ঘোর নরকপথের যাত্রী হইতেছে। আর যাহারা সংসারের ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তির 'অন্বেষণ' করে তাহারাও "সংসারের গোলমাল মিটাইয়া বাড়ীঘরের ঝঞ্জাল মিটাইয়া, মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া, সময়মত হরিভজন করিব" মনে করে কিন্তু কিছুতেই মায়ার কার্য্য হইতে অবকাশ পায় না। তাই কোনও মহাজনও জীবশিক্ষার জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"সংসার-তটিনী স্রোত নহে শেষ
মরণ নিকটে মোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়
এ আশা বিফল মোর।"

(ক্রমশঃ)

ঐ রোগেই ঘোড়া মরেছে

[শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস]

কোনও সময়ে ভুবনপুরে ভোলানাথ দাস নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। ভোলানাথের মহামায়া দেবী নাম্নী এক বিমাতা ছিল। তাঁহারই যত্নে সোহাগে ভোলানাথ মানুষ হইয়াছিল বলিতে কি ভোলানাথ এই বিমাতাকেই তাহার গর্ভধারিণী জননী বলিয়া জানিত। ভোলানাথের ছয়টী বন্ধু ছিল। ঐ ছয়বন্ধুর সংযোগে ও প্ররোচনায় ভোলানাথ মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিল। সে প্রত্যহ ছয়বন্ধুসহ একত্রে মহাসমারোহে স্বীয় বাটীতে মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়াদিতে মত্ত থাকিত।

একদা ভোলানাথের গুরুদেব উহার বাটীতে আসিয়া একটী অশ্ব দেখাইয়া বলিল, প্রিয় ভোলানাথ! আমি কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গমন করিব। আমার প্রিয় অশ্বটী অন্য কোথাও রাখিতে ইচ্ছা হয় না, তুমি আমার বিশ্বস্ত শিষ্য, তোমার আশ্রয়েই অশ্বটী রাখিয়া যাইতেছি; তুমি সতর্কতার সহিত যত্নে অশ্বটী পালন করিও এবং আমি যথাসময়ে ফিরিয়া আসিলে প্রত্যর্পণ করিও। ভোলানাথ 'যাজ্ঞ' বলিয়া অশ্বটী তাহার সুদৃশ্য আস্তাবলে বাঁধিয়া রাখিল গুরুদেব গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে ভোলানাথের গৃহে একদিন মদ্যাভাব হইল। ভোলানাথের ছয় বন্ধু যথোপযুক্ত পরিমাণে মদ্য না পাইয়া তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। ছয় বন্ধুর অন্যতম মদনচন্দ্র কহিল, ভাই ভোলানাথ! শীঘ্র সুরার ব্যবস্থা কর নচেৎ তোমার প্রিয়তম বন্ধু মদনচন্দ্রের এখনই মৃত্যু সংঘটিত হইবে, তাহা দেখিতে প্রস্তুত হও, তোমার সুখের প্রদীপ চিরনির্ব্বাণ লাভ করুক। মদনচন্দ্র কহিল, ওহে ভোলানাথ ভায়া! সুরার আমদানী এত অল্প করিয়াছিলে ত' আর মদনচন্দ্রকে ডাকিবার প্রয়োজন কি ছিল? এর চেয়ে বরং বিষদ্রব্যপান প্রশংসনীয়। বন্ধু ক্রোধাদি সর্ব্বা তাহার নামের সার্থকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অদ্ভুত আকারাকৃতি পরিগ্রহ করিল এবং বজ্রনির্ঘোষে কহিল, কিহে ভোলানাথ! অদ্যাবধিও সর্ব্বাবন্ধুর কদর বুঝিলে না? জান ত' আমি ক্রোধাদি সর্ব্বা, ইচ্ছা করিলে এখনই তোমাকে স্বীয় কবলিত করিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত করিতে পারি। যদি ভাল চাও ত' দশটী বোতল মদ্য সংগ্রহ কর। মৎসরের রাগ অল্প রাগে এবং ক্রোধে কেবল স্ফীত হইতেছিল, কিছু বলিবার সাধ্য তাহার তখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সে শুধু আরক্তলোচনে ভোলানাথ-পানে তাকাইয়া কি বলিতে চাহিতেছিল। লোভ প্রসাদ যে স্বীয় জিহ্বা দেখাইয়া বলিল, বন্ধুবর! দেখিয়েছ কি আজ সাক্ষাৎ দণ্ডধারীর সাহায্যাকৃতি। আমার জিহ্বা বিশুষ্কপ্রায় হইয়াছে, সত্বর তাহার শিরে সুধাবৃষ্টি বর্ষিত না হইলে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইবে। মোহচন্দ্রও ক্রোধে চক্ষে অস্ফুট হুঙ্কার গর্জ্জন তীব্র করিয়া তুলিল; ইত্যাদি কারণে মস্তিষ্ক ভোলানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সদ্গুরু গুরুদেব অশ্বটী বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়া ছয় বন্ধুর সাহায্যে সত্বর অশ্বটী বিক্রয় করিল এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সেদিনকার মত উৎসব রক্ষা করিল।

যথাসময়ে ভোলানাথের গুরুদেব আসিয়া অশ্বটী লইতে চাহিলেন। ভোলানাথ তখন মদ্যপানাগার শেষ করত দ্যূতক্রীড়াগারে শুভাগমন করিয়াছিল। সে বিকৃতস্বরে বলিল, গুরুদেব! বড়ই দুঃখের বিষয় অল্পকাল পূর্ব্বে বিশেষ যত্নসত্ত্বেও আপনার প্রিয় অশ্বটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গুরুদেব বিস্ময়ান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, এঁয়া বল কি? আমার প্রিয় অশ্বটী মরিয়া গিয়াছে! কোনও প্রমাণ আছে কি? তখন ভোলানাথ ও তদীয় বন্ধুবর্গ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হাঁ হাঁ আছে। ভাগাড়ে শত শত প্রমাণ রহিয়াছে, আপনি যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, চলুন আপনাকে এখনই দেখাইয়া আনিব। গুরুদেব অগত্যা ভোলানাথকে লইয়া ভাগাড়ে চলিলেন।

ভোলানাথ ভাগাড়ে উপস্থিত হইয়া একটী মৃত গরুর কঙ্কাল অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল, গুরুদেব! ঐ দেখুন, সম্মুখে আপনার প্রিয় অশ্বটীর কঙ্কাল আজিও এখানে জাজ্বল্য প্রমাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। গুরুদেব বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অশ্বটী দেখিয়া লইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, ভোলানাথ! ইহার যে দুইটী বৃহৎ শৃঙ্গ দেখা যাইতেছে। অশ্বের কঙ্কালে শৃঙ্গোৎপত্তি কিরূপে হইল? ভোলানাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল গুরুদেব, 'ঐ রোগেই ঘোড়া মরেছে'। গুরুদেব তখন সব বুঝিলেন এবং দুঃখিতান্তঃকরণে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বদ্ধজীব আমরাও ভোলানাথের ন্যায় ভুবনপুরে অর্থাৎ মায়িক জগতে মায়ারূপিণী বিমাতার কোলে আদরের ছেলে সাজিয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিমুখ হইয়া সেবাবিমুখপ্রায় ভোলানাথ হইয়াছি। বিষ্ণুপ্রিয়া সেবারূপিণী যোগমায়াদেবী যে আমাদের জননীরূপা আমরা তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। ভোলানাথের ছয় বন্ধুর ন্যায় আমাদেরও কামক্রোধাদি ছয়বন্ধু-রূপী আততায়ী সতত আমাদিগকে প্ররোচিত ও প্রবঞ্চিত করিয়া বিষয়-রূপ মদ্যে এবং পুত্র-কলত্রাদির স্নেহ-মমতারূপ দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত করিতেছে।

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব স্বীয় দাস্যে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ছয়জনের হস্ত হইতে উদ্ধারার্থ ও নিত্যমঙ্গল প্রদানার্থ অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আমাদিগকে শ্রীনাম বিতরণ করিয়াছেন অর্থাৎ ভক্তি-অনুকূল বিষয় কি তাহা জানাইয়াছেন ও পালনের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হায়! ছয় বন্ধুর প্ররোচনায় প্রেরিত হইয়া বদ্ধ আমরাও গুরু-কৃষ্ণসেবার অনুকূল সেই সেই বিষয়গুলি আলোচনার চারতাম্যতা হেতু ব্যবহার করতঃ সেগুলির অস্বীকার বা অপব্যবহার করিয়া গুরুদত্ত অমূল্য ধন বিক্রয় করিতেছি এবং গুরুদেবকে প্রবঞ্চনা-বাক্যে প্রতারিত করিতে গিয়া বস্তুতঃপক্ষে নিজেরাই প্রতারিত বা বঞ্চিত হইতেছি।

এইরূপ ছদ্মবেশগ্রস্ত বদ্ধজীব আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় পূর্ব্বোক্ত ছয় বন্ধুরূপী রিপুর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বিবর্জ্জন করিয়া গুরুমুখ-বিনিঃসৃত বেদবাণী অর্থাৎ 'ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি-প্রতিকূল ভাব বর্জ্জ্য অঙ্গীকার'' এই উপদেশ যথাযথ পালন করতঃ গুরুকৃপাপদপদ্মে প্রপন্ন হওয়া এবং প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে ... করিয়া পালিত।

ছন্দিতো।

জাতো ন্বোহং যদি ন করুণা ন জপা

...

উৎসৃষ্টো তাবৎ বদ্ধপক্ষে সাম্প্রতং গর্বযুক্ত-হ্যায়াত শরণং ... যাং নিকৃষ্টং প্রপত্তে।

—এইরূপ প্রার্থনা করা। তাহা হলে আমরা এই নশ্বর জীবনে নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা লাভ করিয়া গুরুকৃষ্ণসেবানন্দে নিত্য-স্বরূপে নিত্যধামে নিত্যকাল ... করিতে পারিব এবং মানবের সাধকাবস্থা ... সার্থক—

"পূর্ণ হইতাম ... সকল
সেবা সুখ পেয়ে মনে।
তুমি ত' আমার আমি ত' তোমার
কি কাজ অপর ধনে।"

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট সংস্করণ ৬৲

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲

প্রথম খণ্ড [illegible] ১৮৲

[illegible] ১।৵০

৩। [illegible]

([illegible])

৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (বাঁধা)

৫। গোড়ীয় গীতি ১।৵০

৬। গোড়ীয়-সাহিত্য ১।৵০

৭। [illegible] ৷০

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও

শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ৩৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০

১২। প্রাকৃতরসশত দূষণী [illegible]

(বাঁধা) ২৲

১৩। বেদান্ত [illegible]

[illegible]) ৷০

১৪। বৈষ্ণব [illegible] ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸

১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ১৷৵০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দীপ-[illegible] ৵০

১৯। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ১৷৵০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা) ১৷৵০

২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

২৩। গীতমালা ৴১০

২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-দর্পণ ৷০

২৯। শরণাগতি ৴০

৩০। গীতাবলী ৴০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০

৩২। সাধনকণা ৴০

৩৩। [illegible] ৴০

৩৪। [illegible] ৴০

৩৫। কল্যাণকল্পতরু ৴০

৩৬। [illegible] ৴০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০

৩৮। [illegible] ৷৵০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা)

৪০। বৈষ্ণব-[illegible]

([illegible])

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। নামভজন সাধন ৷০

৪৪। গোদ্রুমকল্পতরু ৸০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৪৬। অনুভাষ্য বা [illegible] ৷০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গোড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০

৪৯। উপোপনিষৎ (বলদেব ও [illegible] ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০

৫০। শ্রী[illegible] ৵০

৫১। [illegible] ৵০

৫২। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। [illegible] ৷০

৫৪। [illegible]

৫৫। [illegible] ৷০

৫৬। [illegible]

৫৭। গোড়ীয়মঠ [illegible] ৴০

৫৮। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০

৬০। [illegible] ৷০

৬১। [illegible] ১৷৵০

৬২। [illegible] এব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৬৩। বৈষ্ণবিজম ৷০

৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০

৬৫। [illegible]

৬৬। [illegible] ১

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৭০। সাধন পথ ৷০

৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০

৭২। গীতাবলী ৵০

৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। [illegible] ঐ

৩। [illegible] ঐ

৪। [illegible] ঐ

৫। [illegible] সমাধি-পীঠ ঐ

৬। [illegible] শ্রীপাঠবাড়ী, পোঃ [illegible], নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]।

৯। [illegible] পাট —পোঃ [illegible],

১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—[illegible], পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান

১১। শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, [illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible], পোঃ [illegible],

১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, [illegible] নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], ঢাকা।

১৭। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ পোঃ [illegible]

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।

২২। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ [illegible], [illegible]

২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], কটক।

২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], পুরী

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মানভূম

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।

৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], [illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রী[illegible]—[illegible],

৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।

৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—[illegible], [illegible]

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড, [illegible]

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং [illegible], কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় — [illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা। [illegible] [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও মেদিনীপুর শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস [illegible] সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাঠক শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

গোস্বামী প্রণীত প্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর উত্তম ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাক মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশুও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—১২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৭৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৯
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৭	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ মিঃ—৩২ মিনিটের মধ্যে গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১৯, ১০-২৫, ৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের মধ্যে ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০ · ৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেনসাম টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের

আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাংশে মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাংলার ডাক্তারদের সমস্ত সার্টিফিকেট-সহ ... পুঁথির "সত্য নিরাময় নং ৭")। ... ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ ৬৫ টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং ডাকে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্
(ডিপার্টমেণ্ট ৭)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও লেবেল ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শাস্ত্রিনামযুক্ত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। যাঁহারা ইহাতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ে ও পড়িবার কালোপযোগী যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে সংযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, প্রধান-পণ্ডিত প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোত-গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আদর্শীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় গৌড়ীয় ও নিত্যলীলা শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, রাজপাড়া, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাক্তকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের চাঁদা
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৬১, ৫ই জুন ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::-

১১ বৎসরে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ

পাঞ্জাব' জালালপুরের একটি শিখ বালিকা এইবার ১১ বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। গত ৮ মাস পূর্ব্বে সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহার পিতা তখন তাহার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। বালিকাটি ইহার পূর্ব্বে কখনও ইংরাজি শিখে নাই। সেই দিন হইতে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া ৬ মাস পরে সে প্রাইভেট ষ্টুডেন্ট হিসাবে স্কুলে ভর্ত্তি হয়। খুব পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিয়া সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে।

এমন মেধাবী বালিকার কথা ইতঃপূর্ব্বে কেহ কখনও শুনে নাই।

———

মুসলমান স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা

বসিরহাট হইতে প্রকাশ, গত রবিবার হাড়োয়া থানার অধীন রসিপুর গ্রামের মোহরজান নাম্নী জনৈকা প্রৌঢ়া মুসলমান স্ত্রীলোক গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এই স্ত্রীলোকটির ভাসুরের একমাত্র যুবক পুত্র মোজাফ্ফর মণ্ডলকে কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহার ঘরে কে বা কাহারা হত্যা করিয়া যাওয়া যায়। সন্দেহক্রমে এই স্ত্রীলোকটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও পরে ছাড়িয়া দেয়। প্রকাশ, ইহার পর স্ত্রীলোকটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং একদিন সে নিজের কুটিরে অগ্নিসংযোগ করে, তাহার পর কুটিরের মধ্যে উপর হইয়া একটী বট গাছে নিজ পরিধেয় বস্ত্র সাহায্যে গলায় ফাঁসি লাগাইয়া আত্মহত্যা করে।

———

স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীর আত্মহত্যা

সেখপুরা হইতে প্রকাশ, একটী মুসলমান যুবতীর চোখের সম্মুখে তাহার স্বামী আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মৃত লোকটী জাতিতে তহবার ছিল। সে তাহার বাড়ীর আঙ্গিনার একটী বৃক্ষে উঠিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করে এবং তাহাকে কিছুতেই ঐ গাছ হইতে নামান যায় না। ঐ ব্যক্তি যখন দেখিল যে প্রতিবেশী লোকজন সব চলিয়া গিয়াছে তখন সে গাছ হইতে স্বেচ্ছায় লাফাইয়া পড়িয়া যাইয়া গুরুতররূপে আহত হয়। তাহার পর সে একখানা ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার পাকস্থলীতে বসাইয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টা কাল মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহ্য করিয়া তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

———

ভূতের ভয়ে নরহত্যা

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, পাতিয়ালা রাজ্যের একব্যক্তি ভূতের ভয়ে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশ, দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে একজন অপর জনকে ভয় দেখায় যে, সে ভূত নামাইয়া অপরের পুত্রটিকে ভূত দিয়া হত্যা করাইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূতের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ভাবিল, প্রথম ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হইবে। এই ভাবিয়া সে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে। হত্যাকারী গ্রেপ্তার হইয়াছে; সে পুলিশের নিকট স্বীকার করিয়াছে যে, পুত্রের জীবন রক্ষার্থে সে প্রথম ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে।

ছেলেধরার আতঙ্ক

ঢাকা জেলা হইতে প্রকাশ, এইরকমে ছেলেধরা সম্পর্কে অশিক্ষিত জনসাধারণ বেশ একটু আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কাঠাদিয়াতে এক কামার ফকির (ব্যবসায়ী) প্রায় মার খাইতে বসিয়াছিল। পরে বাড়ীর লোকের পরিচয়ে রেহাই পায়। সেদিন একটী মেয়েকে ছেলেধরায় নিয়াছে বলিয়া রব উঠিলে রাউৎখোলা ও সিমুলিয়া গ্রামের ডিঃ কংগ্রেস পার্টীর সভাগণ ও চৌকীদারেরা সমস্ত মাঠ ঘাট খুঁজিয়া হয়রাণ হয়েন। কিন্তু কাহাকেও পাওয়া যায় নাই।

গত সোমবার দিন একটি মজার ঘটনা ঘটে। যীপুর গ্রামের গাই ঘোষের মিত্রের দশ বার বৎসর বয়স্ক একটি মেয়ে যখন কোন বাগানের মধ্যদিয়া আসিতেছিল তখন একটি অপরিচিত লোকের সাথে তাহার দৃষ্টি বিনিময় হয়। ইহার পরেই হঠাৎ মেয়েটি যেন কেমন হইয়া যায়। লোকটী তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভাণ করিয়া প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী বিউনিয়া গ্রামে উহাকে লইয়া গেলে পর উহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে থাকে। বালকটী অপরিচিত স্থান দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলে লোকটি সরিয়া পড়ে। তখন পথচারী কোন ভদ্রলোক তাহার কাঁদিবার কারণ অবগত হইয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

তাবিজের ভিতরে হীরক খণ্ড

সম্প্রতি কলিকাতায় একজন পুরাতন পাপীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তাহার নিকট একটি 'তাবিজ' ছিল। সন্দেহ বশে পুলিশ এই তাবিজ খুলিয়া ইহার ভিতরে প্রায় ২০০ খানা হীরক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত হীরকের মূল্য আন্দাজ ৩৫ হাজার টাকা।

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে রামপুরের নবাবের ভ্রাতার কলিকাতাস্থিত বাড়ী হইতে প্রায় ৯০ হাজার টাকা মূল্যের হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তরাদি চুরি যায়। যথারীতি পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। তদবধি পুলিশ এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতেছিল। সম্প্রতি এসিষ্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জ্জীর নেতৃত্বে এক দল পুলিশ উপরোক্ত পুরাতন পাপীর বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতে যায়। খানাতল্লাসে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় না। অতঃপর আসামীর তাবিজের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাবিজ খুলিয়া দেখা যায় যে, উহার মধ্যে ২০০ খানা হীরক রহিয়াছে। উহাদের দাম আন্দাজ প্রায় পুরাতন চুরি যাওয়ার অর্দ্ধেক হইবে। রামপুরের নবাবের ভ্রাতা এই সমস্ত সনাক্ত করিয়া বলেন, যে সমস্ত জিনিষ চুরি গিয়াছে, এগুলি তাহারই অংশ বিশেষ। প্রকাশ যে, উপরোক্ত পুরাতন পাপীকে গ্রেপ্তার করা হইলে পর সে অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে, অপর কতকগুলি চোরাই মাল সে কলিকাতায় কোনও এক বা অন্য নিকট বিক্রয় করিয়াছে। পুলিশ সেই ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঐ মহো অমৃতে বাগ্দেবাঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৩৪১

অনাবৃষ্টিতে কৃষকগণের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন পাট বপনের সময় আসিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বীজ ছড়ান হইয়াছে, কোথাও কোথাও বা ধানের চারা উঠিয়াছে। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে সব পুড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই কৃষকগণ অনুক্ষণ চাতকের ন্যায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকেন। কখনও মেঘের সঞ্চার দেখিলে তাহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়; কিন্তু পরক্ষণেই প্রাকৃত বায়ুতে সব বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া তাহাদের আশার আলো নির্বাপিত করে। দুর্ভিক্ষের প্রবল ঝড় আসিয়া কৃষকগণের জীর্ণ কুটীরগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। ভগবানের কৃপা হউক।

বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায়ই ভীষণ ঝড়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রবল বাত্যাবেগের সংবাদ আজ অবধি আসিতেছে। গোয়াড়ী নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে যে ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের বিশেষরূপে ক্ষতি হইয়াছে। কুষ্টিয়া হইতে কয়েক মাইল দূরে চৌরাশ ও অন্যান্য গ্রামের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে ৩ ব্যক্তি নিহত বহু গবাদি পশু ও বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে। বড় বড় গাছ পড়িয়া রেলওয়ে লাইনে গাড়ী চলাচলের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল। একখানি ডাউন ট্রেণ এক ঘণ্টার অধিক কাল আটক পড়িয়া গিয়াছিল। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হালসা মাস্টারের নিকটবর্তী একগ্রামে নারিকেল গাছ চাপা পড়িয়া এবং অপর দুই ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে গৃহপতনের ফলে মারা গিয়াছে। আরও বহু লোক অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। প্রকৃতির তাণ্ডবের নিকট বিজ্ঞান স্তব্ধ।

ঝড়ের ও তিন দিন পর আবার মধুগাছি ভূকম্পন হইয়াছে। অসংখ্য গাছপালা উৎপাটিত হইয়াছে। মেহেরপুর হইতে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু লোক আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একজন মেহেরপুর মহকুমাবাসী অবৈতনিক মুন-বন্যার দরুণ ক্ষতি হইয়াছে, তার উপর কিছুদিন পূর্বে তীব্র অগ্নিকাণ্ডে মধুপুরের অনেক আবাস ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলায় দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। জনসাধারণের বিশেষতঃ কৃষকগণের কষ্টের সীমা নাই।

রুশ ও জাপান যুদ্ধের প্রাতঃস্মরণীয় বীর এডমিরাল টোগো ৮৭ বৎসর বয়সে নিদারুণ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৩০শে মে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র জাপান গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিলে কোনও সন্দেহ নাই। জাপানের এক বিশেষ আইনবলে এই জুন রাজকীয় সমারোহে উক্ত বৃদ্ধবীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার নির্দেশ হইয়াছে। জাপানের ইতিহাসে মাত্র আর ৯ জন প্রজা এইরূপ সম্মান পাইয়াছেন। চীনা দেশের নৌবাহিনীর এডমিরাল সার কেডি বক ফ্রেজারের, এডমিরাল টোগোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবার জন্য 'সাফোক' জাহাজে জাপান যাত্রা করিবার কথা। নিম্নে আমরা এই পরলোকগত বৃদ্ধবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতেছি।

অত্যন্ত নীচ অবস্থা হইতে কি প্রকারে বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি অর্জন করিবার তাহার তিনি উদাহরণ কাউণ্ট হেইহাচিরো টোগো গত কাগোশিমার সামুরাই একজন পরিচারকের পুত্র ছিলেন এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে টোগো নাবিকের জীবন শুরু করেন এবং ২১ বৎসর বয়সে প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৮৭১–৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে জাহাজ চালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জাপান ও চীনের মধ্যে যুদ্ধের সময় তিনি "নানিওয়া" যুদ্ধজাহাজের নায়ক ছিলেন এবং "কাওশিঙ" নামক চীনা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর তাঁহাকে রীয়ার-এডমিরাল করা হয় এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাইস এডমিরাল হন। ১৯০৪-৫ সালে এ বিখ্যাত রুশ-জাপান যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, টোগো তাহাতে অমরকীর্তি অর্জন করিয়া সমগ্র জগতে জাপানের মর্যাদা প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জগদ্বাসীর সমক্ষে স্থায়ী আসন লাভ করেন। এই সময় তিনি জাপানের সম্মিলিত নৌবহরের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ সালের ২৭শে মে তারিখে তাঁহার বিখ্যাত জয়যুক্তে রুশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ বাল্টিক নৌবহরকে ধ্বংস করেন। এই দিনের যুদ্ধের পরাজয়ের ফলেই রুশিয়া জাপানের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের প্রথমেই তিনি ওটকুমি হইতে কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া পোর্ট আর্থারের নৌবহরকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কনিষ্ঠার বাল্টিক বহরের আগমন প্রতীক্ষায় ৩ মাস পর্যন্ত তাহার লোকজন লইয়া লুকাইয়া থাকেন। রুশিয়ার বহরটির সংখ্যা অনেক বেশী ছিল কিন্তু টোগোর রণচাতুর্য্য, ক্ষমতা, কামানের শক্তি এবং নৌ-সেনানীদের নিয়মনিষ্ঠা রুশিয়ার অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল ছিল। ফলে, বাল্টিক নৌ-বহরের ধ্বংস ও পোর্ট আর্থার বন্দরের পতন ঘটিল। এই যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছে।

এই যুদ্ধ অবসানের পর বীর নৌসেনানী টোগোর উপর বহু সম্মান বর্ষিত হয়। ১৯০৫ সালে তিনি এডমিরাল পদ লাভের পর নৌ-বিভাগের প্রধান নায়ক এবং ১৯০৯ সালে জাপ-গভর্ণমেণ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরোপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে তিনি সমগ্র নৌবহরের এডমিরাল হন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিংহাসনারোহণের সময় তিনি জাপ সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় বর্তমান জাপ যুবরাজেরও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর সর্বত্র এডমিরাল টোগোর নাম ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা লইয়া বহুই পুস্তক ও সাহিত্য রচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের নেলসনের সঙ্গে তাঁহার সাহস ও বৈশিষ্ট্যের অনায়াসে তুলনা করা যাইতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে জাপান সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া সম্মান দেখাইবার জন্য "কাউণ্ট" পদবী হইতে "মার্কুইস" পদবীতে উন্নীত করিয়াছিলেন।

চোরাই রিভলভার ও কার্তুজ

চোরাই মাল রাখিবার অপরাধে বীরভূম জিলার সিউড়ী মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট গোবিন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তিকে ভাঃ দঃ বিঃ ৪১১ ধারা অনুসারে ১০ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী হাইকোর্টে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে বিচারপতি মঃ জজ ও মিঃ বার্টান দণ্ড বহাল রাখেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গোবিন্দ ঘোষ সিউড়ী জিলা স্কুলের মালী ছিল। তাহার নিকট কিছু চোরাই রিভলভার কার্তুজ পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, বীরভূম জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট দর্শনার্থী পর পর ১৯৩৩ সালের ২৩শে মে রাত্রি ৯টার সময় তাহার বাসা হইতে বাসায় যাইবার সময় যে একটা বাক্স তাঁহার রিভলভার ও ১২টি কার্তুজ রাখিয়া যায়। পরদিন ভোরে ঐ বাক্স খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খানাতল্লাসী করিয়া একটি পুকুর হইতে রিভলভার ও কার্তুজসহ ঐ বাক্সটি পাওয়া যায়। আসামীকে থানায় লইয়া গেলে সে যে জবানবন্দী দেয়, তদনুসারেই ঐ পুকুরে বাক্সটি পাওয়া যায়। আসামী দোষ অস্বীকার করে।

হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে উক্ত মামলা বাঁকুড়ার দায়রা আদালতে স্থানান্তরিত হইলে, দায়রা জজ উক্ত আপীল ডিসমিস করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আসামী পুনরায় হাইকোর্টে আপীল করে।

পকেটমারের ৯ মাস কারাদণ্ড

হ্যারিসন রোড ও আপার সার্কুলার রোডে শান্তিপুর হইতে জনৈক নবাগতের পকেট হইতে কয়েক খানি নোট ও কয়েক খণ্ড মুদ্রা অপহরণ করিবার অপরাধে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুপ্ত গোলাম মহম্মদ ও আলী মহম্মদ নামক দুই ব্যক্তিকে ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মুক্তির পর দ্বিতীয় আসামীকে দুই বৎসর পর্যন্ত তাহার বাসস্থান সম্পর্কে পুলিশকে জানাইতে হইবে।

প্রকাশ যে, নবাগত ব্যক্তি শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল। এমন সময় আসামীগণ তাহার পকেট মারে, ঐ ব্যক্তি তখন আসামীকে ঘটনাস্থলেই ধরিয়া ফেলে। দ্বিতীয় আসামী টাকাপয়সা লইয়া পলায়ন করে। প্রথম আসামীর জবানবন্দী অনুসারে দ্বিতীয় আসামীকে খিদিরপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। শিয়ালদহ ষ্টেশন যুক্তের এক নিভৃত কোণ হইতে টাকাপয়সাগুলি পাওয়া যায়।

চাটার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিং এর নিকট চুরি

গত ৭ই মে চাটার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিং এর নিকট বঙ্কিমনাথ নামক কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে ১৭০০ টাকার নোট চুরির অভিযোগে সানেয়া মাঝায়া ও একজন অপরিচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। সানেয়া পলাতক আছে।

প্রথম আসামীকে ৮ই জুন পর্যন্ত হাজতে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ দ্বিতীয় আসামীর খোঁজ করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ৮ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই জুন ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ৮২শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

কাশীতে

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী পুটিয়া মহারাণীর ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে নীলাচলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্রান্ন-ভোজন এবং সার্ব্বভৌমের সেবাসৌন্দর্য্য ও বিচিত্র পরিপাটী এবং বৈশিষ্ট্য, পাককুশলতা, সার্ব্বভৌম-গৃহিণী ষাঠীর মাতার বিচিত্র রন্ধন-নৈপুণ্য বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

— —

প্রায় শতাধিক নরনারী ব্রহ্মচারীজীর অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা-শ্রবণে পরমানন্দ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে পুটিয়া ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ভাবলাল পাল, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শ্রোতৃবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে কীর্ত্তন-মহোৎসব

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি-সহকারে মঠসেবকগণ শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন পদাবলী মৃদঙ্গ করতাল-সংযোগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর মঠরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় শ্রৌতী মহারাজ ৫॥ টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের অষ্টমাধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-প্রতিভান্বিত ওজস্বিনী ভাষায় সভাস্থল মুখরিত করিয়া কিছু বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

———

কনক-কামিনীতে আসক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিবিধ অহঙ্কার-বিজৃম্ভিত বাক্যে ভগবান্ হইতেও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভক্তরাজ প্রহ্লাদের নিকট তাঁহার ঔদ্ধত্য-প্রকাশমূলক নির্ভীকতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং নিখিল ভাবের তদধীনত্ব জ্ঞাপন করিয়া অসুরবুদ্ধি পিতাকে আসুর স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন-সম্পন্ন হইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে হিরণ্যকশিপু আরও উত্তেজিত হইয়া প্রহ্লাদকে স্বনিকটস্থ স্তম্ভমধ্যেই শ্রীহরির অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন করিলে প্রহ্লাদও সেই স্তম্ভমধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন।

হিরণ্যকশিপু বালকের বাক্য বলিয়া তাচ্ছিল্য-ভরেই সেই স্তম্ভোপরি সবেগে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্রই স্তম্ভ হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ নির্গত হইল। দৈত্যরাজ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে ভক্তবৎসল সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ ভক্ত-বাক্যের সত্যতা-রক্ষণার্থ দৈত্যঘাতক অতি ভয়ঙ্কর এক অদ্ভুত নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই স্তম্ভ হইতে নির্গত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকেই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

———

এতৎপ্রসঙ্গে ভগবানের ভক্তবৎসলত্ব, ভক্তারি বিনাশনত্ব-মহিমা এবং উক্ত জয়ন্তী ব্রত-পালনমাহাত্ম্য শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচিত হয়। মঠ-সেবকগণ পাঠান্তে অনুরাগভরে উদ্দণ্ডনৃত্য সহকারে মহামন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই বিবিধ উপচারে শ্রীনৃসিংহ সেবার্চ্চন আরম্ভ হয়, অর্চ্চন-সমাপনান্তে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সান্ধ্য-নিরাজন হয়। তদনন্তর সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীনৃসিংহদেবের বিচিত্র মহাপ্রসাদ ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হয়।

শ্রীধামে

গত ১লা জুন শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, যথা আকর্ষণ বায়ু যেরূপ পরমাণুসমূহকে আকর্ষণ করিয়া স্থূল পিণ্ড প্রদর্শন করে এবং আবার সূর্য্যমণ্ডলস্থ গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে বায়ু দ্বারা আকর্ষণ করে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-গন্ধবাহী বায়ু শ্রোত্র পথের বিবর বা বেধ। সেই বেধবায়ু শ্রীগুরুদেবের ও সাধু-সঙ্গের শ্রীমুখে কীর্ত্তিত হইয়া ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণে প্রবেশ করে। বায়ু সৌগন্ধ বহন করে এবং নাসা তাহা গ্রহণ করে। সাধুমুখ বিগলিত ভগবৎ-কথা উদ্গীত হইলে তাহা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া যখন জীবের সুপ্ত জাগিয়া শক্তিকে উদ্বোধিত করে, তখনই জীব মহাভাব-স্বরূপা মধুররসের আশ্রয়বিগ্রহ আদি গুরু শ্রীবার্ষভানবী দেবীর চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সেবা-প্রবৃত্তিবশে সচ্চিদানন্দের সেবায় নিযুক্ত হন। বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ তখন সেই গুরু-চরণাশ্রিত শুদ্ধ সেবকগণ জীবকে মুহূর্ত্তের জন্যও ইতর কার্য্য বা ইতর ধ্যান করিবার অবসর দেন না এবং তাঁহারাও ভগবানের সেবা কোনও কালের জন্য পরিত্যাগ করেন না। সেবা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোনও স্পৃহা থাকে না।

———

কিন্তু যাঁহাদের কর্ণ-বিবরে হরিকথা প্রবিষ্ট হয় না তাঁহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত বৃথা সময় নষ্ট করেন। যে কাল পর্য্যন্ত না তাঁহারা আত্মার নিত্য বৃত্তি ভক্তির অবস্থিতির কথা বুঝিতে না পারেন বা হরিসেবায় প্রবৃত্ত না হন ততকালাবধি তাঁহাদের ভগবান্ ব্যতীত অন্য প্রতীতি প্রবলা থাকে, হরিসেবার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না। ভগবান্ ব্যতীত অন্য বস্তু-লাভের পিপাসা অসতী চেষ্টা মাত্র। এরূপ অসৎ চেষ্টা দেহ ও মনে "আমি" বোধ হইতেই উদিত হয়। তাঁহাদের সেই প্রবৃত্তি যাবতীয় ক্লেশের মূল। এই প্রবৃত্তি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মায়া জীবকে অভাব ভয় শোক, আকাঙ্ক্ষা, জিজ্ঞাসা ও বিপুল লোভে প্রবৃত্ত করায়। জীব তখন কৃষ্ণবিমুখ হইয়া ভোগে মত্ততা-প্রযুক্ত ক্লেশ পায়। হরিজনসেবকের কৃপা-বলে ভগবানের স্ব-স্বরূপ উদ্বোধিত হইলেই যাবতীয় অসুবিধার হস্ত হইতে জীবের পরিত্রাণ লাভ হয়। সেই কালে অসতী বাসনা সমূলে উৎপাটিত হয়। স্বরূপ জ্ঞানের অভাবে আত্মবৃত্তি হরিসেবা-প্রবৃত্তির অভাব। সেই সাধনাই সকল অনর্থ-বিনাশে একমাত্র সমর্থ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ ত্রিবিক্রম, ৪৩৪ গৌরাব্দ ৪৪৮

ঘরপাগ্‌লা

সত্যকথা না [illegible] দিনকতক হইতে দিতেছিলাম। কথাটা ও কথাটা দিয়ে [illegible] প্রকৃত সত্যকথা [illegible] দীক্ষিত হয় না। চোরকে চোর বলিলে অনেকে অন্ধ বলিলে বা [illegible] কাণা বলিলে তাহাদের প্রাণে [illegible] পায়। হরিবল্লভের কাছে বা গুরুদেবের কাছে গৃহদের অবস্থা বলা [illegible] কিছু বলিতে [illegible] তাহারা [illegible] অন্যায় প্রকাশ করিলে, তবে [illegible] বাস্তব সত্যভাষণ [illegible] আমি আজ ঘর-পাগ্‌লার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। চোরকে চোর বলিতে পারে, সেইরূপই বোধ হয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আজ ঘরপাগ্‌লা আমাকে ঘর পাগ্‌লামীর বিষয় কিছু আলোচনা করিবার প্রেরণা দিয়াছেন।

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, গুরুদেব ঈশ্বর আর শ্রীগুরুদেবের কাছেও [illegible] [illegible] গৃহস্থের। এই গুরু এবং কৃষ্ণ যে গৃহে থাকেন তাহাই কৃষ্ণগৃহ [illegible] বা বৈকুণ্ঠ আর [illegible] গৃহ— কৃষ্ণ-বিমুখের কারা গৃহ—মায়াগৃহ বা নরক-সদৃশ, কৃষ্ণগৃহে নিত্যানন্দের অবস্থিতি, আর মায়াগৃহে [illegible]-সদৃশ [illegible] যন্ত্রণাদির বাস। কৃষ্ণগৃহ সেবাগার, আর আমাদের গৃহ—কোপাগার ও নরকের দ্বার স্বরূপ। এক মাত্র কৃষ্ণ মায়াগৃহে [illegible] হলেও এখানে [illegible] গুরু-কৃষ্ণের আবির্ভাব বা প্রকট ভাবের [illegible] হইয়া থাকে। এখানে সেই পরম সুযোগ আমাদের [illegible] সৌভাগ্যক্রমে উদিত হইয়াছে অথচ আমরা প্রায় অনেকেই সেই কৃষ্ণগৃহে এখন বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া ঘরপাগ্‌লা সাজিয়া বসিয়া আছি, কৃষ্ণ চাই একখানি মুখে বলিয়া মায়াকেই আদর করিয়া রূপী স্বজনগণকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কৃষ্ণরূপী কৃষ্ণকে কাণের মধ্যেও জানিতেছি না।

কৃষ্ণ গুরুরূপে জগতে আসিয়াছেন, জীবগণকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন, তাঁহার কথা না শুনিয়া কপট [illegible] করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিতেছি না, তাঁহার কাছে আসিতেছি না, তাঁহার জন্য বুঝাইবার [illegible] আমাদের হৃদয়ে জাগিতেছে না, স্ত্রী-পুত্রাদির ক্রন্দন বা কষ্ট অপনোদনের চেষ্টাই আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া আজ আমি চতুর্দশভুবনে অন্তরের কথা বলিতে বসিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে ঘর-পাগ্‌লামীই আমার সর্বনাশের হেতু; কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, আমার পাগ্‌লামী রোগ যে সারিতেছে না! তাই কাঁদিতেছি 'হে কৃষ্ণ, আমি কি চিরকাল ঘর-পাগ্‌লাই থাকিব? কৃষ্ণগৃহ মঠের কুকুর হইবার যোগ্যতা কি আমার কোনকালেই হইবে না? আমি কি আমার নিত্য বসতিস্থল শ্রীধাম মায়াপুরে যাইতে পারিব না? সংসার-বাসনা ঘুচিয়া মঠবাস বাসনা কি আমার হৃদয়ে কখনও জাগিবে না?'

শ্রীকৃষ্ণ যেমন অন্তর্যামী, গুরু এবং বৈষ্ণবগণও সেইরূপ অন্তর্যামিরূপে আমাদের হৃদয়ের ভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাই অসংখ্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন, জীবগণের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়; একজন—গৃহব্রত বা ঘরপাগ্‌লা এবং অন্য জন কৃষ্ণব্রত বা সেবাধিক অকিঞ্চন। এই গৃহব্রতের গুরু সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত কখনই নিজের বা পরের দ্বারা হরিসেবায় নিযুক্ত হয় না, হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি সাধনের জন্য সে স্বজন বান্ধব-প্রীতি ছাড়িতে পারে না সেই ঘর পাগ্‌লাগণ রোগে প্রমত্ত হইয়া সেবোন্মুখ তাহারা কেহ এবং চালিত বিষয়-ভোগ করাকেই—কৃষ্ণসেবার নামে ঘুরিয়া ফিরিয়া অচৈতন্য-তর্পণকেই হরিসেবা মনে করে। নিজ প্রিয় গৃহ ও গৃহবতী গৃহিণীর সেবাকেই পরম [illegible] মনে করতঃ তাহারা হরিসেবার পরিবর্তে মায়ার সেবাতেই এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের অপব্যবহার করিয়া নরকগামী হয়।

সংসারে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবৃত হইয়া হরিভজন করিতেছেন—নানা ভাবে গুরু-সেবা করিতেছেন, স্ত্রীপুত্রাদি সকলকেই কৃষ্ণের সেবক জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর করে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন, এ [illegible] করিতেও তাহাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, আবার গৃহেতে বাস করিতেও তাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য বা লোভাদি উদিত হয় না, এমন শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ যে গৃহে থাকেন তাহা কিন্তু আমাদের গৃহের ন্যায় মায়াগৃহ নহে; তাহা বৈকুণ্ঠ স্বরূপ। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'যে দিন গৃহে [illegible] ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।'

ঘরপাগ্‌লা আমি—অচল গৃহ বা সচল-গৃহরূপা গৃহিণীকে (?) ত্যাগ করিয়া একদিনও অন্যত্র থাকিতে অসমর্থ আমি যদি ঐ যুক্ত বৈষ্ণবগণের অনুকরণে গৃহকেই বৈকুণ্ঠ মনে করি, স্ত্রীর স্বামী, পুত্রের পিতা, বা পিতার পুত্র—এই অভিমান লইয়াই যদি আমি গৃহে বাস করিয়া হরিভজন করিতেছি বা করিব বলি, তাহা হইলে কি আমার ঘরপাগ্‌লামি লোকচক্ষে প্রকাশ পাইবে না? এইরূপে জগতের বা মূর্খগণের চক্ষে ধূলি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরু বা কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া নিজে আত্মবঞ্চিত হইয়া যে কি লাভ হইবে তাহা ঘরপাগ্‌লা আমি কি কোনদিনই বুঝিতে পারিব না? আবার যদি কেহ আমার দোষ ধরাইয়া দিতে আসেন তখন আমি তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং অন্তরে দোষারোপই পোষণ করি, এ দুর্মতি কি আমার কাটিবে না? তাই বলিতেছিলাম, আমি ঘরপাগ্‌লা ছাড়া আর কি?

যিনি পণ্ডিত তিনি মূর্খ নহেন, ইহা যেমন স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ সেইরূপ কৃষ্ণব্রত না হইলে গৃহব্রত বা ঘরপাগ্‌লা হইতে হয়, ইহাও তদ্রূপ অবাধে থাকিবে। যাঁহার কৃষ্ণে টান আছে তাঁহার গৃহাসক্তি শিথিল হইয়াছে বা নাই বলিতে হইবে। কারণ, একজন দুইজনকে সমভাবে ভালবাসিতে পারে না। গৃহাসক্তি নাই এমন লোক জগতে খুব কম। তাই বলিতেছিলাম, আমি ঘরপাগলা ছাড়া আর কি?

এই ঘরপাগ্‌লার বিষয় আলোচনায় ভার অন্যের উপর না দিয়া নিজে নিজে বিচার করিলেই জীবের আশু মঙ্গলের উদয় হয়। ভোগ ও সেবা দুইটী পৃথক্ বস্তু। একটী ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নিজ সুখবাঞ্ছা আর অপরটী কৃষ্ণসুখস্পৃহা। ভোগের প্রার্থক যিনি, তিনি আমার ন্যায় ঘরপাগলা আর সেবাকাঙ্ক্ষা যাহার এবম্বা তিনি সেবাপ্রাণ বা বৈষ্ণব। এবিষয়ে আমি আজ আর বেশী কিছু বলিতে চাই না, তবে বৈষ্ণবের কৃপাতিখারীর সেবকগণের দুই এক মাত্রা ঔষধ দিয়াই তাঁহাদিগকে নিজে নিজে সতর্ক হইবার জন্য প্রার্থনা বা নিবেদন জানাইলাম এবং নিজেও সাবধান হইতে সচেষ্ট রহিলাম। এ অধমের প্রগল্ভতা বা পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ তাঁহারা গুরুসেবা করিয়া আমার প্রভুর প্রীতি বিধান করুন, ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

ঘরপাগ্‌লামি বা গৃহাসক্তি ত্যাগ করা বদ্ধজীবের বড়ই দুঃসহ ব্যাপার সন্দেহ নাই; তবে মায়াধীশ শ্রীগুরুপাদপদ্মে এই দুষ্প্রবৃত্তির কথা আমির সহিত জানাইলে তিনি তাঁহার সৎসঙ্গের সুযোগ নিশ্চয়ই আমাদিগকে দেন—এ কথার একান্ত প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই রহিয়াছে—ইহাই আমার শেষ কথা।

কপিলদেব ও কপিল

কপিল দুই জন—একজন ঈশ্বরাবতার আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল ভগবদাবেশাবতার কর্দম ও দেবহূতির পুত্র। তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ ও স্বীয় জননীকে সর্ববেদার্থ-সম্বলিত সাংখ্য-তত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ, তিনি নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শন প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধভাবক 'আসুরী' নামক একজন ব্রাহ্মণকে সর্বাদৌ বিকৃত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। দেবহূতিনন্দন কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। অগ্নিবংশজ নাস্তিকবাদ প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। কর্দম কপিলই সেশ্বর সাংখ্য-দর্শনের আদিকর্তা। তিনি যদিও সাংখ্য দর্শন নামে কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই তথাপি তৎপ্রণীত সাংখ্য মত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে পাওয়া যায়।

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্য মত বলিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তি-যোগের অনেক কথাই পাওয়া যায়। এমন কি সালোক্যাদি মুক্তিকে পর্যন্ত তিনি বিশেষ ভাবে গর্হণ করিয়াছেন। নিরীশ্বর কপিল পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্ববাদী আর ভগবদবতার কপিল ষড়্বিংশতিতত্ত্ববাদী। ত্রেতাযুগে অগ্নিবংশজ কপিলই সগর রাজার বংশ ধ্বংস করেন এবং কর্দমী-কপিলোক্ত সাংখ্য মত প্রচ্ছন্ন করিয়া সাংখ্য-দর্শন নামে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-প্রতিপাদক সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা সত্যযুগের কার্দমী কপিলোক্ত ষড়্বিংশতি-তত্ত্বপ্রতিপাদক সাংখ্য-মতেরই সার সঙ্কলন করেন। উহাতে মত-পার্থক্য আছে। ঐ সকল মতই অবৈদিক না হওয়া মত।

পরাশর পুরাণে লিখিত আছে—
"অক্ষপাদ প্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ সকল শ্রৌতপন্থী সাধুগণ কর্তৃক পরিত্যাজ্য।" বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া সাংখ্যাদি শাস্ত্র প্রণীত, অসুরগণের মোহনার্থ ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধীগণ উহাদের দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয়াংশ গ্রহণ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায় যে, দেবহূতি নন্দন কপিলের মত যিনি শ্রবণ ও কীর্তন করেন, ভগবান্ শ্রীহরিতে তাঁহার মতি দৃঢ়া হয় এবং তিনি ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবা লাভ করেন; আর যিনি নিরীশ্বর কপিলের মত গ্রহণ করেন তিনি মায়া-কবলিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে ত্রিতাপই ভোগ করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

শ্রীকৃষ্ণভক্ত কে ?

[শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, বাগবাজার]

শ্রীকৃষ্ণরূপ নিরন্তর যাঁহার অন্তরে।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য সুখে ধরেন উদরে॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক শিরোপরি ধরি'।
নিরন্তর শ্রীবদনে বলে হরি হরি॥
সেই সে পরমভক্ত জানিবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণতুল্য সর্ব্ব-পূজ্য সেই জন হয়॥

চারি-বেদাধ্যায়ী কৃষ্ণে ভক্তি নাহি করে।
শ্বপচ নিষাদ হ'তেও অধম বলি তা'রে॥
চণ্ডাল হইয়াও যদি গুরু পদাশ্রয় করি'।
অন্যাভিলাষ পরিহরি' বলে হরি হরি॥
সেই সে পরম ভক্ত শাস্ত্রের বচন।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে সেই জন॥

যৈছে বিপ্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কেহে নয়।
লক্ষ মুদ্রা যাঁ'র যেই লক্ষপতি হয়॥
তৈছে সর্ব্বোপাধি-শূন্য ভক্তি আছে যাঁ'র।
সেই সে পরমভক্ত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
তাদৃশ ভক্তের চরণ করিব বন্দন।
যাঁ'দের প্রসাদে সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন॥

মন যাঁ'র সদা করে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন।
বাক্য সাধুসঙ্গে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রুতি-যুগল কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ বাঞ্ছিত।
গ্রাম্যকথা বলে নাহি শুনে কদাচিত॥
কর-যুগল যুক্ত সদা মন্দিরাদি-মার্জ্জনে।
তৎ-কার্য্যে নিযুক্ত করেন অনুগত জনে॥

পদযুগল সদা চলে কৃষ্ণ-সেবা তরে।
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ লিপ্ত পাদ্যকণা ধরে॥
ভক্ত, অর্চ্চা-মূর্ত্তি দুই কৃষ্ণলিঙ্গ হয়।
তাঁহাতেই মস্তক সদা অবনত রয়॥
ভোগের জনক কনক-কান্তে মাধব সেবয়।
সেই সে পরমভক্ত নাহিক সংশয়॥

কৃষ্ণপ্রীতে যেই জন ভোগ ত্যাগ করি'।
স্ত্রী-পুত্র-স্বজন সব দূরে পরিহরি'॥
শীত বাত ক্ষুধা তৃষ্ণা আদ্যাদি ক্লেশ।
বহু বিঘ্ন সহ করি' সেবে হৃষীকেশ॥
মানাপমানাদি কিছু না করি' গণন।
কৃষ্ণ লাগি' চিত্তবৃত্তি করয়ে বরণ॥

আত্মসুখ লাগি' কোন বাঞ্ছা নাহি করে।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি লাগি' ধর্ম্ম পরিহরে॥
সেই সে পরমভক্ত শাস্ত্রের বচন।
তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বন্দীভূত হন॥
তাঁহার চরণ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
নাচিব গাহিব সবে আনন্দে মাতিয়া॥

যোগসিদ্ধ্যাদি সার্ষ্টি-সাযুজ্য পারমেষ্ঠী পদ।
পাইয়াও যেই জন অবিচলিত পদ॥
আপনাকে মানে সদা মূর্খ কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িলে মোর হবে সর্ব্বনাশ॥
অকিঞ্চন হ'য়া সেবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
তাঁহারে দেখিলে ছুটে সংসারবন্ধন॥

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল সব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
তৈছে আত্ম-নিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস-পালন॥
ষড়্‌বিধ শরণাগতি হইল যাঁহার।
সেই সে পরম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার॥

তৃণসম দৈন্যশীল হইয়া যে জন।
লোকের ভর্ৎসন তাড়ন করয়ে সহন॥
তৃণ হতে নীচ হইয়া সদা নাম লয়।
আপনে নিরভিমানী, অন্যে মান দেয়॥
অযাচিত বৃত্তি কিংবা শাক, ফল খায়।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করয়॥
সেই সে পরম ভক্ত সর্ব্ববেদে কয়।
তাঁহার চরণ মোর হউক আশ্রয়॥

তাদৃশ ভক্তের সেবা কভু না করিনু।
পাইয়া দুর্ল্লভ জন্ম হেলায় হারাইনু॥
এহেন ভক্তের সেবা লভিয়া এ জন।
পরম আনন্দে কবে হইবে মগন॥
পতিতপাবন গুরো, দয়া কর মোরে।
দাস করি' স্থান দাও এই অধমেরে॥

অবকাশ

(শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ)

(২)

অবকাশ কোথায় ? ত্রিগুণতাড়িত, ত্রিতাপদগ্ধ ত্রিধাতুক দেহাসক্ত বদ্ধজীবের অবকাশ কোথায় ? চঞ্চলচিত্ত-পতির অবকাশ কোথায় ? পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়ে অনুরাগ-স্রোতের গতিভঙ্গ কোথায় ? জড়ের সহিত জড়ের মিলনের নৈসর্গিক নিয়মের প্রতিবন্ধ কোথায় ? ষড়্‌বেগের প্রবলশক্তির বিরাম কোথায় ? বাসনাগ্নির ক্রমবর্দ্ধমান শিখার নির্ব্বাপণ কোথায় ? বদ্ধজীবকোটির বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তির নিয়মনের বাধা কোথায় ?

মনুষ্যজীবনের বাল্যকাল ক্রীড়ারসে, কৈশোরকাল বিদ্যারসে, যৌবনকাল ভোগরসে, প্রৌঢ়কাল যশঃরসে এবং বৃদ্ধকাল চিন্তাবিষে আক্রান্ত হইল। বহু জন্মের সুকৃতি ও আরাধনা-ফলে যে পরমার্থপ্রদ হরিভজনের তত্ত্ব পাওয়া গেল তাহাও পশুধর্ম্মে, জড়রসে ব্যয়িত হইল। দুর্ভাগ্যের কি প্রাপ্ত দুর্বিচার। স্বীয় অধিকারে বিপুল সম্পত্তি পাইয়া দুর্নীতির মোহে পড়িয়া পরিণামচিন্তাহীন মানব অল্পবয়সে ক্ষণিকসুখের জন্য বারবনিতার পায়ে তাহা লুটাইল! সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে কি হইবে ? সুযোগ ত' আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। ভুক্তি-বারবিলাসিনী যদি তাহার দাসত্বে একবার মানবকে আবদ্ধ করিতে পারে তবে তাহাকে অকর্ম্মণ্য না করিয়া ছাড়ে না। অকর্ম্মণ্য হইলে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া জীব বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে মানব প্রাণ হারায়। সুতরাং বুভুক্ষুর হরিকথা-শ্রবণে অবসর কোথায় ? আবার প্রচ্ছন্নভোগী মুমুক্ষুরই বা পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কথা শ্রবণের অবকাশ কোথায় ? সে যে মুক্তি-পিশাচীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। অহং-গ্রহোপাসক হইয়া তাহার বুদ্ধি যে অপরাধ-দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন সদ্বৈদ্য যদি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার না করিলে সে আত্মঘাতী হইবে। এইজন্যই শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

দৈবী মায়ার হাতে নিষ্পেষিত হইয়া অনেকে অবকাশ লাভ করিতে চায় কিন্তু অবকাশলাভের উপায়টী গ্রহণ করিতে চায় না। কৃত্রিম যোগ এবং জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া যদি আত্যন্তিকী ক্লেশনিবৃত্তি হইল তবেই যথেষ্ট মনে করে। নিরবকাশ হরিভজন বা ভক্তিযোগই যে মায়ার হাত হইতে অবকাশ-লাভের একমাত্র উপায় তাহা জীব গ্রহণ করিতে চায় না। সে মনে করে আমার ছুটি হইল কোথায় ? আমি স্বাধীন হইলাম কোথায় ? আমি অবকাশ পাইলাম কোথায় ? যদি একজনের দাসত্ব ছাড়িয়া অপর কোন ব্যক্তির দাসত্ব করিতে হইল তবে আর ভজনের কি আবশ্যক ? যদি মায়ার দাসত্ব ছাড়িয়া আবার কৃষ্ণের দাসত্বই করিতে হইল তবে আর মুক্ত হইলাম কই ? যদি মায়ার সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণের সংসার করিতেই হইল তবে আমার কি উন্নতি হইল ? যদি পুনরায় বিষয় লইয়া ব্যস্তই থাকিতে হইল তবে আর কেন কুবিষয় ত্যাগ করিলাম ? যদি অধিকতর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণ না হইল তবে আর সুখ মিলিল কই ? সেবা সুখের জন্যই ত' অন্য সুখ ত্যাগ করা। সুতরাং বহির্ম্মুখ জীব স্থূল ভোগ ত্যাগ করিলেও মুমুক্ষাৰূপ সূক্ষ্ম ভোগ ত্যাগ করিতে পারে না।

যেমন সুখভোগের জন্য বদ্ধজীব নানা-প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় তেমন সূক্ষ্মভোগের জন্য দম, প্রাণায়াম, তপস্যাদি কঠোর উপায় অবলম্বন করিতেও অম্লানবদনে স্বীকৃত হয়। কিন্তু শ্রীহরি-সেবায় দেহমনের স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগ নাই বলিয়া বদ্ধজীব তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হয় না। হরিভজনকে অনেকে জড় অবকাশের অন্তরায় মনে করে। অনেকের ধারণা—যাহারা সংসারের বোঝা বহিতে পারে না, যাহাদের পুরুষকার নাই, যাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব তাহারাই কর্ম্ময় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া হরিভজনের নামে অবসর-প্রাপ্ত জীবন যাপন করে। অনেকে ভাবেন—বৃদ্ধকালে মায়ার চাকুরী হইতে অবসর লাভ করিয়া হরিনামের মালিকা লইয়া দিন কাটাইব। যাহাদের হরিভজনে ঐকান্তিকতা নাই তাহারা কিছুকাল সাধের হরি-নাম করিতে যাইয়া বিরক্ত হইয়া পড়েন। হরিনামে তাহাদের রুচি বৃদ্ধি না হইয়া অরুচি দেখা যায়। হরিকথার আগ্রহের পরিবর্ত্তে শয়নে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। বিমুখ-বৃত্তির অভাবে মায়ার বৃত্তি প্রবলা হইয়া তাহাকে "পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রে মোহিত করে। অনেকে চিন্তা করেন—"আমি নিষ্কণ্টক হইয়া হরিভজন করিব, একাগ্র-চিত্তে ভগবানকে ডাকিব। চোখ, মুখ, নাক, কাণ বন্ধ করিয়া মনকে স্থির করিয়া ভগবানের ধ্যান করিব। অন্ততঃ যতক্ষণ ভগবানের ধ্যান করিব ততক্ষণ ত' মনকে স্থির রাখিব। যখন ভগবানের নাম করিব তখন আর কোন কথা বলিব না, কাহারও দিকে চা'হব না কোনও কথা কাণে নিব না। অন্য সময় যাহাই করি না কেন, ভগবানের ধ্যানের সময় মন ঠিক থাকিলেই হইল।" আবার অনেকে মনকে কৃত্রিম উপায়ে দমন করিবার জন্য দৈহিক কসরৎ আরম্ভ করেন অথবা গঞ্জিকাদি মাদক-দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হয় না, কিছুতেই নিগ্রহ-কারীকে অবকাশ ভোগ করিতে দেয় না। অতিশয় নিভৃতস্থানে থাকিয়াও সে তাহার ভোগ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া লয়। বহিরিন্দ্রিয়গুলি স্তব্ধ থাকিলেও সে সূক্ষ্মভাবে পঞ্চবিষয় ভোগ করিতে পারে। তাহার কল্পনা নব নব স্বপ্নরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়া নব নব ভোগের কল্পনা করে। কেহ কেহ বলেন—"সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময়ও মন আমাকে স্থির থাকিতে দেয় না। যত বাজে ভূতের কথা তখন মনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার মন আমারই বশীভূত হয় না। আমি কত প্রভু ও উপর আধিপত্য করি, কত জনের উপরে ত' আধিপত্য করিতে পারি না।" নির্ব্বুদ্ধি ভাবে—নব বসন বন্ধ করিয়া মনকে বাঁচাইতে চায় অথবা মনের নিত্যস্বভাবকে স্তব্ধ করিতে চায়। বিশ্বপার্থী বায়ুকে রোধ করা সম্ভব হইলেও মনকে রোধ করা সম্ভব হইবে না।

(ক্রমশঃ)

জীব যে শিখাল নাম সেই নাম পাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

আকরগ্রন্থ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম খণ্ড প্রথম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৮৲
একাদশ স্কন্ধ [illegible] ।৶০
২। আত্মতত্ত্ব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ৩৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। [illegible]
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ
[illegible]) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৶০
১৯। সাধনপথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। [illegible] ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। [illegible] ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। [illegible] ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ৵০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম পরিচ্ছেদ) ৩৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৶০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। [illegible] বা [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। [illegible] ৶০
৫২। [illegible] ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৫৪। সটীক-[illegible]
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible]
৫৭। গৌড়ীয়মঠ-পঞ্চকঃ ৵০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বেদান্ত, [illegible] ।৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
[illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গো[illegible]পুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণগাঁও, পোঃ [illegible], ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible]-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটি.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পান্ডয় গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সম্পাদিত ও [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭·—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৮	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৯	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৯ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-এর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে রেল বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ —৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাহি	৭৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৴০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ভেনসাম টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ কাবাকীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সকর নিবাসন নং ১") স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, মস্তকের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ চারকমার কম ৪৲ পৌণ টাকা এবং ৩কমে ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেল্‌থ সেনেটোরিয়াম্
(ডিপার্টমেন্ট ৩)
লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া নিশ্চিন্তমনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। অধিক হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের স্বাক্ষর সহ স্বহস্ত লিখিত যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রশংসাপত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে অধ্যাপকের ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে আসিয়া যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুবর্ণ-পদকপ্রাপ্ত প্রধানঅধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর সঙ্কলিত সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং গভীর লেখনীর অমৃতবিন্দু আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বহুচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বর্ণীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার লীভার সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা,

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৪১, ৬ই জুন ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

নারীর জন্য নরহত্যা

লাহোর জিলার ঝিকিংবণ থানা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, একটি শিখ যুবক নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একটি নারীর সহিত এই শিখ যুবক এবং অপর এক জনের প্রণয় ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ী অপরাপর কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া বর্শার আঘাতে শিখ যুবককে হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ মৃতদেহটি লাশঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে।

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর আপোষ

জেনেভা হইতে প্রকাশ, সার প্রদেশের ভোট গ্রহণ সম্পর্কে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে আপোষ হইয়াছে। এই আপোষ অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১৯৩৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে সারবাসীদের ভোট গৃহীত হইবে। সারের সমস্ত অধিবাসীরই স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার সম্পূর্ণ গ্যারাণ্টি দেওয়া হইবে। জনমত গ্রহণের সময় সারের "গবর্ণমেণ্ট" কোন অধিবাসীর জার্ম্মাণী সম্পর্কে কোন প্রকার মতের জন্য দায়ী করিবেন না, তাহার প্রতি প্রতিহিংসা অনুষ্ঠিত হইবে না এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধবাদী সহ্য করা হইবে না। সম্ভবতঃ ঐ সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জেনেভায় পুলিশ নিযুক্ত করা হইবে।

মোটর দুর্ঘটনায় আহত

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, তালমাতে একটি মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মোটরখানিতে ৬জন যাত্রী বসিয়াছিলেন। এমন সময় ফরিদপুর আসিবার জন্য গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে গাড়ীখানি পাশের খালের মধ্যে চলিয়া যায়। যাত্রিগণের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর আহত হইয়াছেন। দুইজন গুরুতররূপে আঘাত পাইয়া হাসপাতালে যাইয়া আরোগ্যলাভ করিতেছেন। ইহার কয়েকদিন পরে বোয়ালমারির নিকট একটী পুলের উপর দিয়া যাইবার সময় একখানি মোটরের সহিত পুলের হাতলের ধাক্কা লাগায় হাতলটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাত্রিগণ সকলেই অল্পবিস্তর আঘাত পাইয়াছেন।

রিভলভার বিক্রয়ের চেষ্টা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ম্যাকলিমন, ডি, ডব্লিউ ডোনাল্ডসন ও জেমসন নামক তিন জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গত মঙ্গলবার একটি পাঁচনলা রিভলভার বিক্রয় করিবার সময়ে লাডান পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তিনজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ১৩নং ষ্ট্রীট ও ক্যানাল ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটি রিভলভার বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, সংবাদ পাইয়া পুলিশের একজন গুপ্তচরকে ঐ রিভলভার ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। পুলিশের ঐ কৌশল সফল হয়। অবশেষে উক্ত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা যেখানে দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থান হইতে প্রায় ২০ গজ দূরে একটি ড্রেন পাইপের মধ্যে রিভলভার লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

আপত্তিজনক পুস্তক রাখার দণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, নবীনগর থানায় আপত্তিজনক পুস্তক রাখিবার জন্য ৩ জন বালককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং নিম্ন আদালতের বিচারে ১ জন বালক মুক্তি পায়। অপর বালকদ্বয়কে ২ বৎসরের জন্য বোষ্টাল স্কুলে পাঠাইবার আদেশ হয়।

আসামী শ্রীমান ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ওরফে কার্ত্তিকের পক্ষ হইতে স্থানীয় জজ বাহাদুরের নিকট আপীল করা হয় এবং ২৬শে মে এই মোকদ্দমার শুনানী হয়। ৩১শে মে বিচারপতি বালকটিকে মুক্তি প্রদানের আদেশ দিয়াছেন।

আসামী পক্ষে উকীল শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং সরকার পক্ষে রায় ভূবনদাস বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন।

দুইজন বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, "বাঙ্গলার মীর কাসিমের রাজত্ব" সম্বন্ধে মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত নন্দলাল চাটুয্যে এম, এ সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ, ডি উপাধিলাভ করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ চাটুয্যে এম, এস-সি প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে ডি, এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

দক্ষিণ কানাড়ায় ব্যাঘ্রের উপদ্রব

ম্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, দক্ষিণ কানাড়া জিলার উদনী বরকল ট্রাঙ্ক রোডের উত্তর পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে এক আড়কায় ব্যাঘ্র বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে ব্যাঘ্রটি নিশাকালে এক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পরিবারের দুইজনকে নিহত ও একজনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

গত পনর দিনের মধ্যে আরও দুইজন গ্রামবাসী ব্যাঘ্রের আক্রমণে প্রাণ হারাইয়াছে। সুপ্ত অবস্থায় একটি স্ত্রীলোককে নিহত করিয়া ব্যাঘ্রটী তাঁহাকে জঙ্গলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। বহু চেষ্টাতেও এপর্য্যন্ত ব্যাঘ্রটী ধরা পড়ে নাই।

১৩৫ বছরে যৌবনোদ্গম

চকাজন গ্রামের নিম্নোক্ত ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত তারানাথ দে মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার পত্নীর সহোদরগণকে দুইজন বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বয়স যথাক্রমে ১৩৫ ও ১০৮। তাঁহাদের চুলগুলি সাদা হইয়া গিয়াছিল ও দাঁত প্রায় সবগুলি পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু এখন আবার দেখা যাইতেছে। তাহাদের চুলগুলি গোড়া হইতে ক্রমশঃ কাল হইয়া আসিতেছে এবং অধিকাংশ চুলই কাল হইয়া গিয়াছে। আর নূতন দাঁত কয়টি আবার গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হয় তাহারা আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবে।

ডাকাতি

পাবনা, সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত জামিরতা গ্রামে শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে গত ২১শে মে রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ১৫।১৬ জন ছিল। বহু টাকা ও সোনা রূপা লইয়া যখন ডাকাতগণ ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই সময় গ্রামের কয়েকজন সাহসী লোক কর্ত্তৃক দুইজন ডাকাত ধৃত হইয়াছে। ধৃত ডাকাতদের স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় যে, কড়ুয়া সাহেবপাড়ার বিখ্যাত ডাকাত দল ইহার মধ্যে আছে। পুলিশ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিতেছে। সদর হইতে মাননীয় পুলিশ সাহেব বাহাদুর বহু পুলিশ ফৌজ লইয়া এখানে আসিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে চৈত্র বুধবার, ১৩৮১

কাবুলের সংবাদে মিঃ এম, ক, হাকিম গোপালের হইতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, কাবুলস্থিত ভারতীয়দের নিকট হইতে বিহারের সাহায্য বাবদ প্রায় ১৮৮৮৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আফগানিস্তানের আমির মহম্মদ জাহির শাহ ২০০০৲ টাকা এবং প্রধান মন্ত্রী সর্দার মহম্মদ হাসিম খাঁ ও কাবুলের নগর-সচিব মাশাল শাহ মহম্মদ খাঁ প্রত্যেকে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বিহারের বিপন্নগণ এই দান আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই।

যে আইনী মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের নিযুক্ত কমিশন আয়োগে যে বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বুলগেরিয়াই সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে, জগতের সমস্ত হাসপাতালের আফিং নাকি সেখানে এবং বুলগেরিয়া একাই বিশাল জগতকে লোকেদের ১২ গুণ অধিক চোরাই মাদক দ্রব্য সরবরাহ করিতেছে। তার পরেই চীনের আফিংখোরদের স্থান; তবে, চীন ইহার জবাবে বলিতেছে যে, বৈদেশিক মাদক নির্যাতনেই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। চীনের পর মিশরও কম যায় না এবং সেখানে বেশ নামজাদা Smuggler রহিয়াছে।

সম্প্রতি "কেন্দ্রীয় মাদকদ্রব্য অনুসন্ধান সমিতি" যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, মিশরের চোরাই মাদক-ব্যবসায় প্রায়ই অন্তর্ভূত হইয়াছে। মিশরের কারাগারে এতৎসম্পর্কে বন্দীদের সংখ্যা ও তাহাদের অধিক হ্রাস পাইয়াছে। মাদকদ্রব্যের আবিষ্কার ও চোর-ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ, উভয়ই যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর—সংবাদপত্রে স্থান পাবার উভয়পক্ষের কৌশল ও কীর্তিকাহিনী প্রকাশিত হয়।

একজন নামজাদা চোরাই ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করা [illegible] করা হইল। জোসেফ এল [illegible]। আলেকজান্ড্রিয়া ইহাদের [illegible] একটা আন্তর্জাতিক আড্ডা ছিল [illegible] এত বড় যে, সমস্ত দেশের হাসিশ পাইবার ব্যবসায়ীগণ এখানে মিলিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সমিতির আফসারগণ এই আড্ডার দ্বারা প্রায় ৬০ জনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু দলের সর্দার জোসেফ লোকটি সহজ নহে এবং তাহার আবিষ্কার সুদক্ষ বহুগামী গোয়েন্দাগণ এই লোকটিকে মাদকদ্রব্যের অপরাধে জেলে পুরিয়াছেন, তথাপি ইহাকে বিশ্বাস করিয়া ফুট ফুট গভর্নমেন্ট গুরুতর বিপদের সময় ইহাদের কার্যোদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

জোসেফ তাহার এই দুরন্ত জীবন আরম্ভ করে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম তাহার কার্য আরম্ভ হয় আফিং ও বন্দুক লইয়া। এক্ষণে তাহার বয়স ৫৮ বৎসর। কিন্তু ইটালী ও তুর্কের মধ্যে যখন লড়াই বাধে, তখন তুর্কি সরকার জোসেফের শরণাপন্ন হন। তুর্কির অধীনে জোসেফের কাজ হইল ত্রিপলি-টানিয়ায় গোপনে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা। "টাচিগ্লোবো" নামে একখানি জাহাজে করিয়া সে ইটালীর যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করিয়া এবং তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া তুর্কিকে যথেষ্ট যোগাইতে থাকে। যুদ্ধের শেষে তুর্কি গভর্নমেন্ট তাহার কর্তব্যপালনে এত খুশী হইলেন যে, জোসেফকে তাঁহারা "আবদুল কাদের" নামে একখানা নূতন জাহাজ উপহার দেন।

"সুলতানজী" সর্ড ডিসেম্বর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জোসেফকে মিশর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া সাইপ্রাস দ্বীপে নির্বাসন দেন। কিন্তু নির্বাসনের ফল হইল না। জোসেফ মিশরে ফিরিয়া আসিল ও তাহার পূর্ব ব্যবসায় শুরু করিয়া দিল, মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত তাহার কার্য অপ্রতিহতভাবে চলিল। যুদ্ধ যখন বেশ চালা হইয়া উঠিল, তখন বৃটিশ গভর্নমেন্ট যুদ্ধবাদের মত ভাবিয়া দেখিলেন জোসেফকে দিয়া অনেক কাজ আদায় করিতে পারে। কারণ, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলটার জোসেফের মত দক্ষ লোক খুব বেশী নাই—সমস্ত গুপ্ত পথের খোঁজ খবর লোকটার নখের আগায়। কাজেই গভর্ণর ইংরাজ জোসেফকে—যাহার ভাষায় যাহাকে "গুপ্তচর" বলে, সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। বৃটিশের মনোমত অনুসারে জোসেফের আড্ডা হইল এথেন্স সহরে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে জার্মানীর ভীতিপ্রদ সাবমেরিনগুলি কিভাবে যাতায়াত করে, সেই কৌশল আবিষ্কারের ভার পড়িল ইহাদের উপর। জোসেফ সন্ধান দিল যে, জার্মান সাবমেরিনগুলি প্রতি রাত্রে আলেকজান্ড্রিয়ার আশিনা ঢাকিয়া দেয় এবং মিশরের আশপাশের জাহাজের গতিবিধির সকল সংবাদ জার্মানদের আদান-প্রদান করে।

কেন্দ্রীয় সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ, জোসেফ যুদ্ধের শেষে আবার সুত্র ফিট মীশের কাছেই আড্ডা গাড়িল এবং আবার ব্যবসা শুরু করিল। অবশেষে সম্প্রতি আলেকজান্ড্রিয়ার চোরাই মাদক আমদানীকারীদের কেন্দ্রে সে তাহার ৬০ জন অনুচরসহ ধৃত এবং দণ্ডিত হইয়াছে। আদালতের বিচারে জোসেফের ৫ বৎসর জেল এবং হাজার পাউণ্ড জরিমানা হইয়াছে।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণের অনুসন্ধানের জন্য এক অভিনব অভিযান আরম্ভ হইতেছে। কর্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন যে, এই প্রকার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থায় বিমানযোগে খনি অভিযানের এরূপ বৃহৎ আয়োজন আর কখনও হয় নাই। ওয়েস্টার্ন মাইনিং কর্পোরেশন লিঃ নামে অষ্ট্রেলিয়ায় একটি নূতন কোম্পানী এই আয়োজন করিয়াছেন। এই অভিযানে বিমান অংশের ভার লইয়াছেন উইং-কমাণ্ডার জন। তিনি ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমান বাহিনী বিভাগের ফটোগ্রাফি বিভাগের কর্তা ছিলেন। যে সমস্ত স্থানের এখন পর্যন্ত কোন মানচিত্র হয় নাই, সেখানে এই বিমানের জমীর ফটো গৃহীত হইবে এবং এই নবীন কোম্পানীর ভূতত্ত্ব বিশারদের যথেষ্ট কাজে লাগিবে।

আনারসের উপকারিতা

আনারস বাংলা দেশের একটি উপাদেয় সুস্বাদু ফল। আজকাল আফ্রিকা সিঙ্গাপুর ও জাভা হইতে আমদানি হইতেছে। আমাদের দেশের উৎপন্ন ফলই সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু। ৫ অংশ এ ভাইটামিন ৭ অংশ বি ভাইটামিন ও ৯ অংশ সি ভাইটামিন আছে বলিয়া একটি উপাদেয় খাদ্য বলা যায় এবং রোগীকে খাইতে দেওয়া যায়। যতদিন বাজারে পাওয়া যায়, ইহা খাওয়া উচিত। যদি অম্ল রস থাকে, একটু লবণ দিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিলে বেশ মুখরোচক হয়। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ লেবুর রস ও চিনি দিয়া জারাইয়া খান। আজকাল যখন সস্তা হয়, অমন করিয়া খাওয়া হয়। আনারসের রস পেটের পক্ষে খুব ভাল। তবে রোগীর পক্ষে টাট্কা আনারসই ভাল। ভারতবর্ষে বহু প্রকার ফল জন্মে তাহার মধ্যে ইহা একটি প্রধান। আফ্রিকার খুব বড় ও মিষ্ট হয়। চীনের আনারস আস্বাদে হয় বটে কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার ভাইটামিন থাকে না তবে অসময়ে মুখরোচক। খাইবার পূর্বে খুব ভাল করিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। আনারস খুব পাতলা করিয়া কাটিতে হয় ও চিনি মাখাইয়া রাখিলে দুই তিন ঘণ্টা র বেশ রস বাহির হয় এবং জারিয়া যায়। তাহাতে একটু বরফ দিয়ে রাখিলে বেশ পরিষ্কার খাইতে লাগে। আনারস খাদ্য বলিয়া কেহ কেহ ব্যবহার করিতে বলেন। কারণ সি ভাইটামিন অনেক বেশী আছে। যত প্রকার ফল আছে তাহাদের মধ্যে আনারস সবচেয়ে উপাদেয়।

ইক্ষুর উপকারিতা

ইহাতে শরীর স্নিগ্ধ করে। পেট ঠাণ্ডা রাখে। যাহারা রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের পক্ষে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খুব ভাল খাদ্য। ইহাতে হৃদ্রোগ ভাল হয় বলিয়া বেরিবেরিতে, এনেমিয়ায় খাইতে দেয়। পাঞ্জাবপ্রদেশে সকলেই আক্ খায়। ইহাতে ১ অংশ এ ভাইটামিন দুই অংশ বি ও ২ অংশ সি ভাইটামিন আছে। টাট্কা আকের রস শীতকালে খুব উপাদেয় পানীয়। Heart trouble এ ইহা একটি ভাল ঔষধ। আমাদের দেশের আক্ অপেক্ষা সিঙ্গাপুরের আক্ খুব মোটা ও ভাল। আকের রস জাল দিয়া গুড় হয়, গুড় হইতে চিনি, চিনি হইতে মিছরি হয়।

বারুদ বিস্ফোরণে বিপত্তি

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, কোন উৎসব উপলক্ষে একটি মিছিল বাহির হয়। উক্ত মিছিলে দৈবক্রমে বারুদ বিস্ফোরণ হওয়ায় একটি স্ত্রীলোক ও তাহার শিশুসন্তান আহত হয়। এরূপ প্রকাশ যে, শূন্যে নিক্ষিপ্ত একটি আতসবাজীর স্ফুলিঙ্গ আতসবাজী প্রস্তুতের নিমিত্ত রাখা এক ঝুড়ি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে পড়ায় উক্ত প্রকার বিস্ফোরণ হয়।

আফগানিস্থানে বন্যা

কাবুলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাদাকশানে প্রবল বৃষ্টির ফলে ফয়জাবাদ সহরের ৬ জন লোক বন্যার কবলে পতিত হইয়াছে। কুড়ির ৩০টি পরিবার বন্যার তাণ্ডবে ভাসিয়া গিয়াছে।

করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওথাম,
বেড়াদেওয়া কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় কার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই জুন খৃঃ ১৯৩৪ | বুধবার } ৮৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যদেশবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলপ্রদ উপদেশ শ্রবণে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আজ পাশ্চাত্যদেশবাসিগণও হরিনাম-গানে মত্ত হইয়া পরম করুণাময় অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে জগন্মঙ্গল বিধান করিতেছেন। প্রত্যহ বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও কুসিদ্ধান্ত-নিরসনার্থ পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রভুপাদপদ্মে উপনীত হইতেছেন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমঠে সরল ও সহজ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু শিক্ষিত শ্রীধামবাসী ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠে যোগদান করিয়া নিত্য ভক্তি অর্জ্জনের পরম সুযোগ লাভ করিয়া পরমানন্দিত ও ধন্য হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ পুরী ও আলালনাথের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-সমীপে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বোম্বাইএর বিভিন্ন স্থানে পাঠ ও বক্তৃতামুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সুললিত চিত্তাকর্ষক কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে স্বামীজীর উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা জীবমাত্রেরই আদর্শস্থল।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কলিকাতা-বাসী বহু সজ্জন ব্যক্তি প্রত্যহ তাঁহার উপদেশপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। পণ্ডিতজী মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানেও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ-কীর্ত্তনাদি-মুখে হরিকথা প্রচার করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের একনিষ্ঠ সেবক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ঢাকায় অবস্থান করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ পাঠে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ বহু ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিতেছেন।

গত ২রা জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আলোচিত হয় যে, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ভগবান্ নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধ বাধ্য করিয়া এই প্রাকৃত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কৃষ্ণবিমুখ জীব স্বরূপ-জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া এখানে লৌকিক ও বৈদিক বিধি-নিষেধের অধীন হন। লৌকিক ও পারত্রিক কর্ম্মফলবন্ধন হইতে কোনপ্রকার বদ্ধজীব নিজের স্বতন্ত্রতাক্রমে এই প্রাকৃত রাজ্যের সুখ দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না। জগতে থাকিতে থাকিতেই বৈদিক অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ তাহার উপলব্ধির বিষয় হয়; বৈদিক অনুষ্ঠানে বিড়ম্বনাবোধ হইলে আবার লৌকিকী চেষ্টায় রত হয়। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার ঋষি বলেন—

"বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ
হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো
ভাগবতা ভবন্তি॥"

লৌকিক ও বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ ভগবৎসেবা-বিমুখ। কিন্তু যেকালে স্বতন্ত্র-ইচ্ছাময় কৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক জীবের স্বরূপত্ব উদ্বোধ করাইয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন সেই কালেই জীব লৌকিকী ও বৈদিকী চেষ্টা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হন। জীব লোকতঃ স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের দ্বারা ভগবানের অনুশীলন করিতে সমর্থ হয় না। কেবল স্বস্বরূপের উপলব্ধিতেই আত্ম-বৃত্তিরূপা ভক্তির দ্বারা ভজনীয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় অধিকার লাভ ঘটে। সেই কালেই জীব লৌকিক ও বৈদিক উপাধিগত চেষ্টা হইতে অবসর লাভ করেন।

অনাত্ম ভাবিত বদ্ধজীব ভগবানের যে সেবন চেষ্টার অনুকরণ করে, তাহাই তাহাদের ভোগ, ত্যাগ বা অন্যাভিলাষ-পথে পড়িয়া দিন দিন অধোগামী হয়। একমাত্র সদ্গুরুপাদাশ্রয়েই দিব্যজ্ঞান লাভ ঘটে। চৈত্যগুরু জীবকে আত্মসাৎ করিয়া আত্ম-বিস্মৃতের সমস্ত [illegible] কাটাইয়া দেন। সেই সাধুসঙ্গফলেই জীবের সংসার বাসনা ক্ষয় হয়। সেই কালে জীব ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে বিশ্রম্ভ করেন এবং [illegible] পরিত্যাগ করিয়া অসৎ [illegible] ছাড়িয়া দেন। তখন জীব ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া অধোক্ষজসেবারূপ প্রেম ধর্ম্মে নিত্য অধিষ্ঠিত হন।

যাঁহার নাম সাধুগুরুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া কেহ যদি একবারও কীর্ত্তন করেন, অথবা অন্য কোন পতিত ব্যক্তিও যদি সাংকেতিকভাবে একবার উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হন, পরন্তু তিনি [illegible] অপর অনেক [illegible] বিনাশ করিতে সমর্থ হন। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীহরি ছাড়া আর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ ত্রিবিক্রম, ৪৪১ শ্রীগৌরাব্দ ১৪৮

পুরুষোত্তমে শ্রীল প্রভুপাদ

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর নীলাচলের সুন্দরাচল-পরমার্থ-সদনে উপস্থিত হইয়া বিবিধ সময় লীলার বিকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলার চতুর্বিংশ বর্ষের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ছয় বর্ষ বিশেষ প্রয়োজনে ভ্রমণে অতিবাহিত হইলেও, অপর সমস্ত সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ বর্ষ কাল তিনি নীলাচল-ক্ষেত্রকে নিরন্তর স্বীয় পদরজে অভিষিক্ত করিয়াছেন। নাম ভগবান্ ও নামী ভগবানে কোনও প্রভেদ না থাকিলেও যেমন শব্দ সে-প্রকার ভাবের প্রতি আবদ্ধ করিবার সেই প্রকার জগন্নাথ ও বিশ্বম্ভরে কোনও ভেদ না থাকিলেও বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর করুণা জীবহৃদয়ে অধিকতররূপে অনুভূত হয়। কারণ, মহাপ্রভুর করুণাতেই আমরা জগন্নাথের ঔদার্য্য ও করুণা অনুভব করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে কেহ কখনও জগন্নাথের পূর্ণতম স্বরূপের সন্ধান প্রদান করিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং পূর্ণতম-বস্তু বলিয়াই জগতে পূর্ণতমের পরিচয়প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন।

ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তি যেমন দূরবর্ত্তী বস্তুর দর্শনে সমর্থ নহে, সেইপ্রকার পরমার্থ-রাজ্য-সম্বন্ধে ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তি কি-প্রকারে পরাৎপর তত্ত্বের সন্ধান পাইবে? তাই জগন্নাথ তাহাদের বিচারে হস্তপদহীন কাষ্ঠের পুত্তলিকা। কিন্তু ভক্তের দিব্য-দর্শনে শ্রীজগন্নাথ সর্ব্বদাই "ব্রজেন্দ্র-নন্দন।" ভক্তের প্রেম-স্নেহের নিকট জগন্নাথ হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া থাকিতে পারেন না; স্বয়ং পরতম-তত্ত্ব হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাবময় লীলাদ্বারা আমাদিগকে ঐ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিগণ শ্রীজগন্নাথকে যে জীবদর্শনে দেখে, সেই দর্শনে দেখিলে কি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেন, না কীর্ত্তন করিতেন—

"সেই ত' পরাণ নাথে পাইনু।
যাহা লাগি' মদন দহনে ঝুরি' গেনু॥"

নীলাচলের প্রতি অণুতে পরমাণুতে, প্রতি বৃক্ষে, প্রতি পুষ্পে, প্রতি পত্রে, অন্তরে বাহিরে, দৈর্ঘ্যে নীলাচলের পারিষৎ-কারী শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ মহাভাবময় বিপ্রলম্ভলীলা বিরাজিত। কিন্তু সে-লীলা কাহার স্পর্শ করে? প্রতি বর্ষে শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে ত' কত অসংখ্য ব্যক্তি নীলাচলে যাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জনের হৃদয়ে মহাপ্রভুর লীলার স্ফূর্ত্তি লাভ করে? শত শতকরা শতজন ব্যক্তিই ত' অন্ধ চোখে পরন্তু থাকে। চেতনের অনুশীলনে কি কখনও জড়ের স্থান আছে? চৈতন্য এক সময় যে সর্ব্বচেতনার বা তাঁহার লীলার ঝিকিমিকি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও ত' চেতনের অনুশীলন নহে, তাহা ত' জড়ের—অন্তর্যামিরের প্রতিষ্ঠাশার পথঃ পশ্চাতী যায়। তবে মহাপ্রভুর মহাভাবময় লীলার সন্ধান আমাদিগকে কে দিবেন? আমরা কি তাঁহার সেই ঔদার্য্য-মধুলীলা দর্শনে চিরবঞ্চিত থাকিব? কিছুতেই নহে; ভাগ্যবন্ত জনগণ! মহাপ্রভু পরম করুণাময়, তাই একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন, ঐ কে নীলাম্বর তীরে বসিয়া মহাভাবময়-বিগ্রহের বিপ্রলম্ভলীলা প্রদর্শন করিতেছেন, ঐ কে সমনামাবনের স্মরণের জন্য নীলাচলে গৌড়ীয়ানাথ-অভিন্ন-বিগ্রহ মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথের সন্ধান প্রদান করিতেছেন, ঐ কে প্রেম-গদ্গদকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন—"শ্রীজগন্নাথ সম্বন্ধাধিদেবতা শ্রীমদনমোহন, প্রয়োজনাধিদেবতারূপে শ্রীগোপীনাথ বিরাজিত আর অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীগোবিন্দ চটক পর্ব্বতে ইন্দ্র লোকলোচনে প্রকটিত হইবেন। মহাপ্রভু চটক-পর্ব্বতে উপবিষ্ট হইয়া অভিধেয়ের প্রেমভক্তি সম্যক্ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং এই স্থানেই অভিধেয়াধিদেবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন হয়।" এই মহাপ্রকাশ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় গৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রকটিত হইয়া জগতে জ্ঞানশিক্ষাপ্রালোক বর্ষণপূর্ব্বক বার্ষভানবী দয়িতরূপে সেবা-শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। সুতরাং আমাদের নিরাশ হইবার কিছুই নাই। কেবল সংক্ষেপ কিছু পাথের সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমরা তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক মহাপ্রভুর মহাভাবময় লীলা দর্শনের অধিকার বরণ করিতে পারি।

"উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" শাস্ত্রবাণীতে আমরা জানিতে পারি—উৎকল প্রদেশের পুরুষোত্তমক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে জগতে প্রেমভক্তির পথ প্রদর্শিত হইবে। শ্রীপুরুষোত্তমমঠ—শ্রীপুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্র-নন্দন দেবের চরম স্থান। পুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমে প্রকটিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক নাস্তিকতার বাণী নিরস্ত করিয়া কত বাঙ্গালীর শ্রীমন্তি-ভাগবত পাঞ্চরাত্র উপয় পরিষ্ফুট পুরুষোত্তম-সেবালোকে উদ্ভাসিত করিতেছেন। সুতরাং আমাদের চিন্তাকুল বা নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। একটু আত্ম-চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দেখিতে হইবে; তজ্জন্য শ্রবণের সদাচার করিতে হইবে, মহাজন বাণী পাঠ করিয়া তর্কনিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচারপর হইতে হইবে; তাহা হ'লে আমরা—পুণ্যতম ভারতভূমির সন্তান আমরা সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে জীবন সার্থক করিয়া যথার্থ পরোপকার করিতে পারিব।

একমাত্র সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ ব্যতীত কলির জীবের জন্ম-শোধনের, শান্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই; সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ আধি ব্যাধির সাময়িক নিবারক দ্রব্য-বিশেষ নহেন, সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত করিয়া, ত্রিতাপানল সমূলে বিনষ্ট করিয়া, জীবকে জন্ম-মরণ দুঃখের কবল হইতে চিরতরে নির্ম্মুক্ত 'শ্রেয়ঃ নিত্য কল্যাণ প্রদান করেন। শোধনাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগলাভ—ইহার কোনটীই আনন্দময় ধামের বস্তু নহে; তাই শুদ্ধ শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন জীবকুলকে ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা হইতে উদ্ধার করিয়া আনন্দময় ধামে আনয়ন পূর্ব্বক আনন্দ লীলাময়-বিগ্রহের সেবানন্দে নিযুক্ত করেন। শুদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা। এই সেবা-রহস্য-পারঙ্গত গুরুকুল-শিরোমণিগণই বার্ষভানবী-দয়িতের আনুগত্যে কীর্ত্তনের অধিকারী—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ,
তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁ'র হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥"

প্রেমিক ভক্তের কার্য্য আত্মসুখ-সংশ্লিষ্ট নহে—কৃষ্ণসুখ-তৎপরতা; তাই কৃষ্ণ এক মুহূর্ত্তও দৃষ্টির অন্তরালে গমন করিলে ভক্তের প্রাণ ফাটিয়া যায়, তাঁহার নিরন্তর মনে হয়—ভক্তের সেবায় বুঝি অবহেলা হইয়াছে; কৃষ্ণকে আনন্দ দিতে পারিলাম না—আমার জীবনে ধিক্। আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়াই কৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রেমের আরও গাঢ় অবস্থায় কৃষ্ণের অদর্শনে মনে হয়—আহা! কৃষ্ণ আমার কোথায় থাকিয়া না জানি কত কষ্ট পাইতেছেন! এই অবস্থাই বিপ্রলম্ভের চরম অবস্থা। এই অবস্থা পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয় শ্রীবার্ষভানবী দেবীতে। মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন তত্ত্বের প্রাণস্বরূপা বার্ষভানবীর সেই ভাব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রকট করিয়া গাহিয়াছেন—

হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা সে রাস-বিলাস, কাঁহা নৃত্যগীত-হাস
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥
তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রি দিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু
কৃপা করি' দেহ দরশন॥

• • • •

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ
কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
তাহা মোরে কহ ত' আপনি॥

• • • •

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

মহাপ্রভুর ঐ সকল বিপ্রলম্ভ-লীলার স্থানই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে নীলাচলে অবস্থান পূর্ব্বক টোটা, চটক পর্ব্বত, গোপীনাথের মন্দির ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী ও সমাধি, জগন্নাথ-মন্দির, গুণ্ডিচামন্দির, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি উদ্দীপনার স্থানসমূহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তরঙ্গ ভক্তগণসমক্ষে বিপ্রলম্ভ চমৎকারিতার বাহিরি উপস্থাপিত করিতেছেন। অনবসর-কালে জগন্নাথের মন্দির বন্ধ থাকে বলিয়া মহাপ্রভু বিরহে আলালনাথ গমন করিতেন; তাই প্রভুপাদ আলালনাথে গৌড়ীয়ানাথ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা প্রকট করিয়াছেন।

বৈতরণী অতিক্রম পূর্ব্বক ভুবনেশ্বর হইয়া পুরুষোত্তম দর্শনে যাইতে হয়। বৈতরণীতে কর্ম্মকাণ্ডের অবস্থান, তৎপর নির্ব্বিশেষ ধাম ভুবনেশ্বর, তৎপর পুরুষোত্তমের দর্শন। নির্ব্বিশেষ তত্ত্বে আবদ্ধ থাকিলে আর পুরুষোত্তম দর্শন ভাগ্যে ঘটে না। নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া জড়-সংবেশের চিন্তাস্রোত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশের অধিকার হইলে পুরুষোত্তমের দর্শন ঘটে। কিন্তু পুরুষোত্তম কৃষ্ণদর্শনের যোগ্যতা বদ্ধজীবের নাই। এখানেও স্মরণ করিতে করিতে ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের সুযোগ পান এবং গুরুদেবে ভজন করিতে করিতে গুরুকৃপায় অনর্থনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবের স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে, তখন জীব দিব্য চক্ষুদ্বারা পরম সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হন, এই সকল তত্ত্ব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে পুরুষোত্তমে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকাশ্যে জনগণের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন। অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই সকল মহাবাক্য শ্রবণ-পুটে পান করিয়া ধন্য হইতেছেন জানিয়া আমরা পরমানন্দ প্রকাশ করিতেছি।

অবকাশ

(শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ)

(৩)

শ্রীগীতাপাঠে শ্রীঅর্জ্জুনের উক্তি—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

চিত্তরূপদর্পণে প্রতিমুহূর্ত্তে পঞ্চবিষয়ের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া দৃঢ় অথবা কোমল দাগ রাখিয়া যাইতেছে; সুতরাং মনের সহিত বিষয়ের এবং বিষয়ের সহিত মনের আদানপ্রদানে ভোগস্পৃহারূপ তৃতীয় বস্তুটী সৃষ্ট হইতেছে।

বহির্ম্মুখ অবস্থায় জীবের কৃষ্ণেতর অনুশীলন হওয়ায় কৃষ্ণেতর বিষয়ের মলিনতা বহু দিন যাবৎ তাহার চিত্ত-দর্পণের উপর স্তূপাকারে সঞ্চিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণানুশীলন যতই হইতে থাকিবে ততই মায়ার অনুশীলন কম হইবে। পরিপূর্ণ কৃষ্ণানুশীলনে পরিপূর্ণ পরিমাণে মায়ানুশীলন ক্ষান্ত হইবে। কুপথ্য-গ্রহণ ও ঔষধের অভাবে ভবব্যাধি বর্দ্ধিত হইতেছিল কিন্তু হরিনাম-মহৌষধি ও মহাপ্রসাদ পথ্য সেবনে জীব নিরাময় হইয়া হরিভজন করিতে পারিবে। মুক্তি বা স্বরূপলাভের পরও জীবের হরিভজন হয়। মুক্তিই চরম নহে। মুক্তির লক্ষণ আবার এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। "মোক্ষং বিষ্ণুঙ্ঘ্রিলাভম্।" বিষ্ণুপাদ দর্শন হইলে সব শেষ হইল না, বিষ্ণুপাদসেবনই নিত্য ভক্তিধর্ম।

অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি ভক্তিধর্ম্মে অবকাশ নাই। তাহা জীবকে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করে। নিত্যানন্দের সন্ধান না পাওয়াতে জীব জড়ানন্দে প্রমত্ত থাকে। জড়ানন্দের বিরাম আছে কিন্তু নিত্যানন্দপ্রদ সেবানন্দের বিরাম নাই। মায়িক বিচিত্রতা কালক্ষোভ্য এবং নিরানন্দ-আনয়নকারী। প্রকৃতির বিচিত্রতা ভোগ্য-বুদ্ধিতে দর্শনকারী ব্যক্তিকে ক্রমেই ভোগা-সক্ত, মায়া-নিগড় বদ্ধ করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্যের দণ্ড প্রদান করিতে থাকে। প্রকৃতির বিচিত্রতায় যাহারা আকৃষ্ট হয় তাহারা চিন্ময়ের বিচিত্রতা লক্ষ্য করিতে পারে না।

সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবায় নিত্যকাল অবস্থিত হইতে পারিলেই মায়ার হাত হইতে অবকাশ পাওয়া যায়। মনকে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-চিন্তায়, কৃষ্ণবিষয়-চিন্তায়, কৃষ্ণেতর চিন্তায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই উহা মায়াপাশ হইতে অবকাশ লাভ করিতে পারে। যেমন ভোগ্যবস্তুর নিরন্তর অনু-শীলনে ভোগাসক্তি বর্দ্ধিত হয় তেমন কৃষ্ণ-বিষয়ের অনুশীলনে কৃষ্ণাসক্তি বর্দ্ধিত হয়। মন বড়ই দুষ্ট। সে অবকাশ পাইলেই কৃষ্ণেতর চিন্তায় রত হইবে।

বদ্ধজীবের মন ভূতের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট। কোন এক ব্যক্তি মন্ত্রবলে একটি ভূতকে আবদ্ধ করিয়াছিল। ভূত কিন্তু আবদ্ধ থাকিতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। সে আবদ্ধ হইয়া তাহার প্রভুকে বলিল—"তুমি যেই মুহূর্ত্তে আমাকে কাজছাড়া করিবে আমি সেই মুহূর্ত্তেই তোমার সর্ব্বনাশ করিব।" মনিব প্রথমতঃ তাহাকে একটা পুষ্করিণী খনন করিতে বলিল। ভূত অতি অল্প-কালের মধ্যেই তাহা সমাধা করিল। এরূপ নানা কাজ যোগাড় করিয়াও সে ভূতকে বশ করিতে পারে না তখন সেই ব্যক্তি পুকুরে একটা লম্বা বাঁশ পুতিয়া বলিল—"এই বাঁশ ধরিয়া দিনরাত্র পুকুরে ডুব দাও।" ভূত এইরূপ কাজে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইল এবং বিরক্ত হইয়া মনিবের নিকট ক্ষমা চাহিয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। সুতরাং মনকে সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত রাখিতে হইবে। উহাকে হরিসেবায় ব্যস্ত না রাখিলে মায়ার সেবায় ব্যস্ত হইবে। কিন্তু হরিসেবা বিচিত্রতাহীন হইলে নির্ব্বিশেষভাব জীবকে পাতিত করে। জীব তটস্থশক্তি-প্রসূত; সুতরাং হয় মায়ার সেবা করিবে, নয় কৃষ্ণসেবা করিবে। দুইটী কার্য্য কখনও এক সময়ে হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন—'আমরা সংসারও করিব কৃষ্ণও ভজিব,' তাঁহাদের কোন দিকই হয় না। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম।
যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম।
রবি রজনী দুনো নেহি
রহে এক ঠাঁম॥

কৃষ্ণসেবা হইতে অবকাশ-প্রার্থনাই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা ভোগ। মায়া প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে। কৃষ্ণ যেরূপ সকল জীবকে আকর্ষণ করিতে-ছেন, তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াও তাঁহার প্রতি জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। অর্থাৎ যখনই আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইতে যাইব, যখনই সাধুগুরু সেবায় মন নিয়োগ করিতে যাইব, যখনই কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োগ করিতে যাইব—তখনই মায়া আমাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে পরামর্শ দিবে।

(ক্রমশঃ)

পরিতাপ-গীতি

(১)

এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী।
হরি-গুরু-বৈষ্ণব নাবিক-বিহীন তরণী॥

(২)

কাটিয়েছি দিন ত' হেলায়, ডুবিয়েছি হায় অবেলায়,
পরম বেলায় মোর কু-আশায়, কাল ঘুম ভাঙবে না নাকি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(৩)

হাপা ধন বাটপাড়ে দিনু, চোরের ঘরে ঘর ভরিনু,
আপনি শেষে নিঃস্ব হইনু, হারাইনু সেবা রত্নখনি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(৪)

সুখের খনি যায় ভাবিনু, দুঃখানলের সে পরমাণু,
ডুবিয়ে গেনু লইতে রেণু, বৈষ্ণব চরণ কণী মণি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(৫)

ভজনের অভাজন অতি, অত্যাচারে মোর অতি রতি,
ভোগ ক্ষেত্রে বাড়িয়েছি অতি, পাপের বোঝা ভোগ-অগ্নি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(৬)

অনুসরণপন্থা না ধরি' মনের সনে সদাই ফিরি,
গণ্ডুষে হায় ডুবাই তরী, যদি অনুকরণ-সরণি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(৭)

কখনো হই সাকারবাদী, কভু নিরাকারে ধ্যে সাধি',
খড়জাঠিয়া সেবাপরাধী, গোপরধূর্ত্ত নয় ধরণী।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(৮)

দিগ্বিজয় আশায় মাতিয়ে, প্রতিষ্ঠা-কাতর জদি পরে,
চিন্তামণি ধনে বঞ্চিয়ে, ছড়া গাই সাজিয়ে রমণী।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(৯)

ভক্তভাগবতের কদর, না জেনে হই ভক্তপ্রবর,
বুঝাই গূঢ় তত্ত্ব-নিকর, ভেকের দলে সাজিয়ে ফণী।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(১০)

ইতর বাদে উৎপীড়িত, জড়-রূপ-রসে ভড়চিত,
কৃত তবুও মরিতে ভীত, তায় মায় হানিছে অশনি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(১১)

ভব-খাণ্ডব-দহনানলে, অশেষ জনম জ্বলে' জ্বলে',
তবু করুণা-কণার জলে, কভু হায় ভুলেও চাহিনি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(১২)

কেশে ধ'রে তুলতে আমায় প্রভু যদি না হও সদয়,
সর্ব্বনাশ সে মোর হৃদয়, ভয় পেয়ে কেউ ছুঁবে নি।
এমনি ধারা মলিনপারা আমার জীবনী॥

(১৩)

প্রভু বার্ষভানবী-দয়িত, তব পদে এ মোর বাঞ্ছিত,
থাকিও সেই গৌরবিহিত, তোমার ভক্তি শ্রোতবাণী।
নহিলে সদা গৌরবহারা আমার জীবনী।
হরি গুরু-বৈষ্ণব-নাবিক বিহীন তরণী॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

যন্ত্রাঙ্কের প্রকাশিত

ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্বন্ধ ১০৲

প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত :৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে শান্তিপর্ব ।৸৹

৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(প্রথম খণ্ড) ৬৲

৪। ভক্তিবিবেকগুরুমালিকা (বাঁধা) ২

৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵

৬। গৌড়ীয়-মাধুর্য্য ।৵৹

৭। শুভকরতত্ত্ব ।৹

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও

শ্রীনবদ্বীপধামকথা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸৹

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸৹

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸৹

১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।৹

১২। মুক্তাফলিকা শ্রীগৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ (বাঁধা) ২৲

১৩। বেদান্তসূত্রসার সাক্ষাৎ বাধাভঙ্গীর) ।৹

১৪। বৈষ্ণবগণ ২৲

১৫। শ্রীকৃষ্ণসংহিতাদর্পণ (চতুর্থ সংস্করণ) ৸

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹

ঐ (বাঁধা) ৸৹

১৮। দীপ-বিধ দপণ ৵৹

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹

ঐ (আবাঁধা) ।৵৹

২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹

২৩। গীতমালা ৶১৹

২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹

২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵৹

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹

২৮। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র... ।৹

২৯। শরণাগতি ৶৹

৩০। গীতাবলী ৶৹

৩১। ...নবদ্বীপ ১।৹

৩২। [illegible]

৩৩। [illegible] ৶৹

৩৪। [illegible]

৩৫। [illegible]

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶৹

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৶১৹

৩৮। অর্চনপদ্ধতি ৷৹

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹

ঐ (আবাঁধা) ৷৵৹

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸৹

৪৩। প্রমেয়রত্নাবলী ।৹

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹

৪৬। অক্ষয়কাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸৹

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶৹

৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹

৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদার ৵৹

৫১। শিক্ষাষ্টক ৵৹

৫২। সাধ্যসাধন ৶৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিরণ ।৹

৫৪। নবীন-বিকাশকল্পম্ ।৹

৫৫। ভক্ত-স্তব ।৹

৫৬। সাধন-নিকাশিকা ৵৹

৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ ৶৹

৫৮। নামসংকীর্ত্তন ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹

৬০। নামভজন ।৹

৬১। ভিদেশীয় ওয়াক স ।৵৹

৬২। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং প্রেমেন্সেস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹

৬৩। বৈষ্ণবাচার ।৹

৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উদ্ভব ৶৹

৬৫। দি ভাগবত ।

৬৬। থিওরিস্টিক প্রিন্সিপল্‌স অ্যাণ্ড অ্যাপ্লিকেশন ।৹

৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ২।৹

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹

৭০। সাধন পথ ।৹

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১৹

৭২। গীতাবলী ৷৹

৭৩। শরণাগতি ৶৹

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীব্রজপত্তন ঐ

৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। পাদপীঠ-স্থল-কুঞ্জ শ্রীগোক্রম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপালপুর, চাঁদপাড়া।

৯। বাসুদেবগোপাল পাট —পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বারকোণা বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাণ্ড, ঢাকা,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০।২ নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রী...-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

১৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ হিজলী, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাঘাপোতা, নুরপুর।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।

২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ মধুকুণ্ড, পোঃ চিপুরা, মালদহ।

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিলপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার,

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডিং হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। অসমাৰ গৌড়ীয়মঠ—...নীপুর

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং ...পুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও উড়িষ্যার শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত অমৃত গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ মূল ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, অনুক্রমণী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৯৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
বালাম ঝিঙ্গাশাল (নূতন)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (নূতন)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫⁄০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸⁄০
১নং ময়দা	৪⁄০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸⁄০
২নং আটা	৪⁄০—৪৷⁄০
আটা একনম্বর	৪⁄০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸⁄০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸⁄০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸⁄
বড়দা	৩০৸
গিনি পাত	৩২৷০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেনসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাংলার ডাক্তারের সমষ্টির সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ও স্ব-লিখিত পুঁথির "সত্য নিরাময় নং ১")। অনন্য ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তকের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহারে মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার মূল্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তন্মধ্যে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেণ্ট ৩)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—৩	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০৩	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০.৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৩৯.১৮-৩১ ৮-৫৭ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

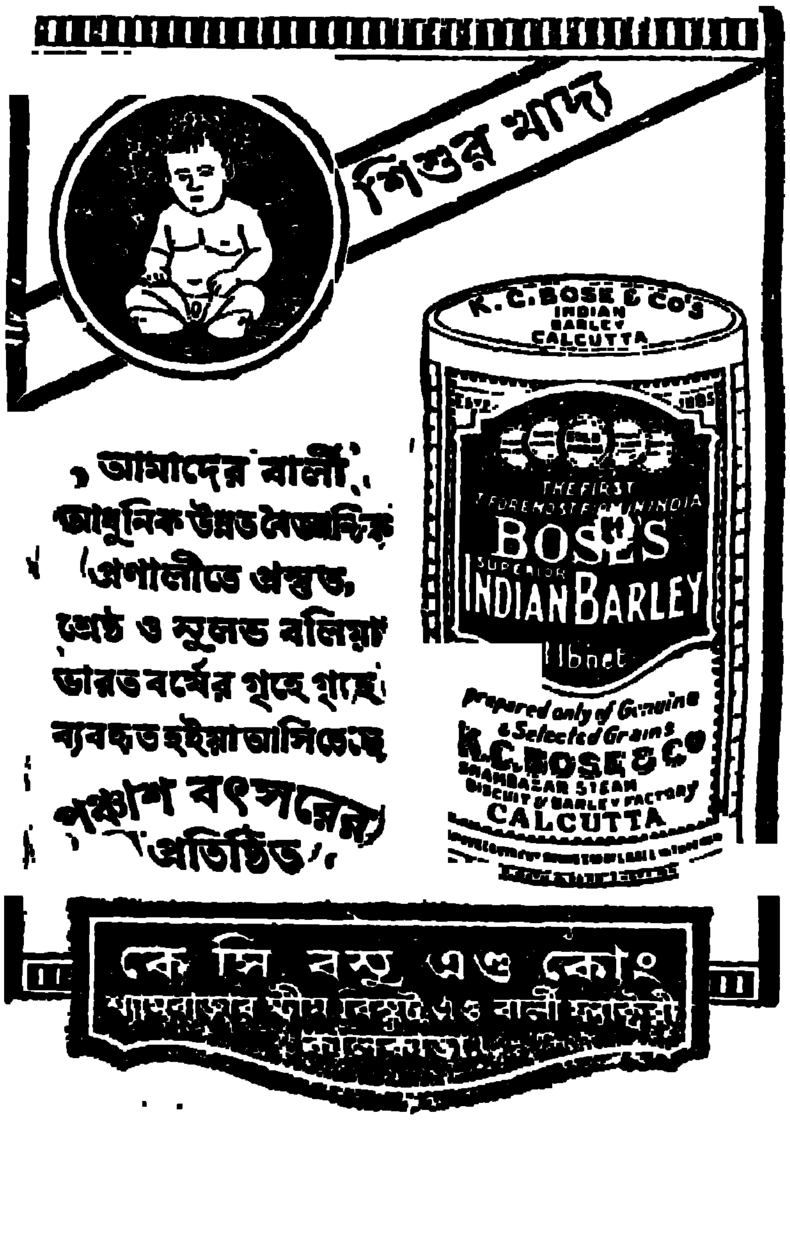

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে প্রতিবৎসরাধিক ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে উপস্থিত হইয়া অধ্যয়নে যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পবিত্র লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ত্রয়ো অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ডবল ডিমাই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ আনা, বড় বোতল ১০/০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত ক্যালিঅাবিস্থারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

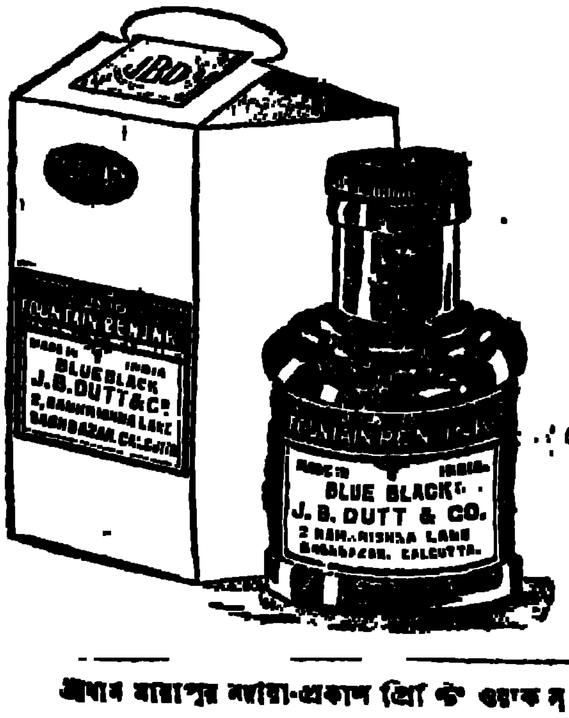

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপ কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভাক্তবৃন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

মাশুলের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৬১, ৭ই জুন ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—::•::—

অন্তরীণ পলাতকের কারাদণ্ড

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, ডাক্তার অতুল সেনের পুত্র শ্রীমান অজিতকুমার সেন ওরফে ছেঙ্কাকে চাঁদপুরের হাসানপুর গ্রামে কেরানীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। কুমিল্লার অন্তরীণ হইতে সে পলাতক হইয়াছিল।

অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অপরাধে শ্রীমান অজিতের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল করা হয়, এবং বিচারে তাহার ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইতে শ্রমিক অশান্তি

'বোম্বে ক্রনিক্‌ল' উৎসবে জার্ডাইন স্কেনারিক সাহেব এক বক্তৃতায় বলেন, "আমার মনে হয়, আমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিয়াছি। সুতরাং ভারতকেও আমরা আমাদের প্রতি অনুরূপ মর্য্যাদা রাখিতে অনুরোধ করি। কিন্তু অবস্থা যখন বেশ ভাল দিকে যাইতেছিল, তখন বোম্বাইতে পুনরায় শ্রমিক হাঙ্গামা দেখা দেওয়া দুঃখজনক। পুলিশ যথারীতি দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। কিন্তু ব্যাপার কেবল তাহাদের হাতে ছাড়া সমীচীন নহে। ধ্বংসমূলক কার্য্য রোধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে উপযুক্ত আইনে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে কি না তাহা দেখা উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট হইতে অধিকতর সহযোগিতার আশা করিতে পারেন। কারণ বহু কমিউনিষ্ট এবং শ্রমিক ও দুর্বৃত্তের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।"

কুষ্টিয়ায় গুলী-মারা মামলা

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, কুষ্টিয়ার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, প্রাট মেসোপোটামিয়া গুলী মারা মামলার রায় দিয়াছেন। ঐ মামলায় নিকুঞ্জ দেবের (৩০৪ ক) ধারা (বেপরোয়া গাড়ী চালাইবার জন্য মৃত্যু ঘটান) অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সন্দেহের সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাকে খালাস দিয়াছেন।

গত ১৩ই মে রাত্রিতে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মোটরে ভ্রমণ করিবার সময়ে অসতর্ক ভাবে গুলী ছুড়িয়া ট্রাক হইতে মুকুল নামে জনৈক যুবক ও গাড়ীর ড্রাইভারকে গুরুতর আহত করা হয়। সে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যে, উক্ত দ্রুতগামী মোটর গাড়ী দেখিয়া দৌড়াইয়া যে কে সে সময় কারবা একখানি কাল কম্বল দ্বারা তাহার সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করে। আসামী তাড়াতাড়ি মনে করিয়া তাহার প্রতি গুলী ছুড়ে।

বাধা-নিষেধ অমান্যের অভিযোগ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দী ননীগোপাল ভট্টকে নির্দ্দিষ্ট বাধা নিষেধ অমান্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সীমানা ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিবার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। মহকুমা হাকিম আসামীকে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখেন ও ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড করেন।

ফেঞ্চগঞ্জ গুলীবর্ষণের ফল

মৌলবীবাজার হইতে প্রকাশ, ফেঞ্চগঞ্জ ফুলতলা, মৌলবীবাজার, ভানুগাছ প্রভৃতি অঞ্চলে এযাবৎ ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদের ৩২ জনকে প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন কয়েদীর সুবিধা দান করিয়াছেন। ইহারা ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে আছে। দুইজন জামীনে খালাস আছে। পুলিশ এখনও চার্জ্জসীট দাখিল করে নাই। আসামীদের আবার শুনানীর দিন পড়িয়াছে।

ভারতের বাণিজ্যিক উন্নতি

'বর্ম্মা ক্রনিক্‌ল' উপলক্ষে স্যার হারকোর্ট বাটলার এক বক্তৃতায় ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে আশা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত কি না তাহা লইয়া সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্য ব্যবস্থা

সিমলা হইতে প্রকাশ, ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন, বিহারের বিধ্বস্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ যে সকল কর্ম্মচারী অল্পধিক বেতন টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, দুর্ব্বৎসরের জন্য তাঁহাদিগকে বেতন ছাঁটাই হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। ভূমিকম্পে যাঁহাদের ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, বা যাঁহারা অন্য কোনরূপ উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। বর্ত্তমানে বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হইতেছে। তাঁহাদের নিকট হইতে খবর আসিবার পর যথারীতি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের বনাম অষ্ট্রেলিয়া

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ম্যাঞ্চেষ্টারে ল্যাঙ্কাশায়ার দলের সহিত অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারীদলের ক্রিকেট ম্যাচ আরম্ভ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথমে পিটাইতে আরম্ভ করে। দিনের শেষে ৮ উইকেটে তাহাদের প্রথম ইনিংসে ৩৩৫ রাণ হইয়াছে।

দিল্লী প্রদেশের মধ্যে বাস করিতে হইবে

দিল্লী হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত মনোতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর বৈপ্লবিক বা সরকার বিরোধী কার্য্যে যোগদান না করিবার জন্য এবং নয়াদিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে বাস করিবার জন্য দিল্লীর চীফ কমিশনারের একটী নোটিশ জারী হইয়াছিল। এখন তাঁহার উপর এই মর্ম্মে আর একটী নোটিশ জারী হইয়াছে যে, তাঁহাকে দিল্লী প্রদেশের সীমানার মধ্যে বাস করিতে হইবে এবং দিল্লী গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ব্যতীত সেই সীমানার বাহিরে যাইতে পারিবে না।

অধ্যাপকের "কারনেগী" বৃত্তিলাভ

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রকুমার দাস মহাশয় বিলাতের "কারনেগী" বৃত্তি পাইয়াছেন বলিয়া তার দিয়াছেন। এই বৃত্তির সর্ত্ত অনুসারে তিনি এক বৎসর বিলাতে থাকিয়া প্রাচীন ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ৫০০০৲ টাকা পাইবেন।

৭ নম্বর অমরদত্ত লেন [illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

মহিলার বৃত্তিলাভ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি এ বৎসর একজন মহিলা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য এ বৎসর যে ৩ জনকে উক্ত বৃত্তির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করেন, তন্মধ্যে কুমারী শকুন্তলা রাও অন্যতম। তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ বৃত্তি পাইয়াছেন। কয় লোকেই সর্ব্বসম্মতি [illegible] এই বৃত্তি [illegible]।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত স্যর রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার উইলের দ্বারা ২১ লক্ষ টাকা বৃত্তির জন্য দান করিয়া যান। এই বৃত্তি এক বৎসর স্থায়ী। উক্ত আড়াই লক্ষ টাকা হইতে উৎপন্ন আয়ের দ্বারা যে বৃত্তি দান করা হয়, তাহাতে প্রত্যেক বৃত্তিভোগী বৎসরে প্রায় ৫ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন।

বৃত্তিভোগীকে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি বিদেশ পর্য্যটনের দ্বারা তাহার আকাঙ্ক্ষা লাভের জন্য এই বৃত্তি দান করা হয়। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর বৃত্তিভোগীকে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্টের নিকট বিস্তৃতভাবে রিপোর্ট দিতে হয়। তিনটি বৃত্তির মধ্যে অন্যান ২টি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। কুমারী শকুন্তলা আর্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

কুমারী শকুন্তলা সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের [illegible] এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং [illegible] প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার [illegible]-এর অধীনে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন [illegible] ভারতে নারীর স্থান বিষয়ে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

কুমারী শকুন্তলা, বেঙ্গল সিভিলিয়ান [illegible] সন্তান, [illegible]। তার অগ্রজ [illegible] তাঁহাকে কন্যা রূপে গ্রহণ করেন। কুমারী রাও [illegible] সঙ্গে [illegible] সম্পাদন করেন। [illegible] বাঙ্গালা পুস্তকের রচয়িত্রী।

বোর্ড [illegible] প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ সরোজকুমার দাস, ডাঃ এস, কে মিত্র, ডাঃ এইচ, কে, সেন সুপারিশ করিয়াছেন।

নানাস্থানে ভূ-কম্প

কলিকাতায়

গত শনিবার বেলা প্রায় পৌনে বারটার সময় কলিকাতায় মৃদু ভূ-কম্পন হইয়া গিয়াছে। কম্পন কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। কোনও ক্ষতি হয় নাই।

কলিকাতা সরকারী আবহাওয়াবিদের রিপোর্টে প্রকাশ, ২রা জুন ১১টা ২৩ মিনিটের সময় (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) আলিপুর মান-মন্দিরে ভূ-কম্পজ্ঞাপক যন্ত্রে সামান্য ভূ-কম্পন রেকর্ড হইয়াছিল।

কম্পনের উৎপত্তি স্থল আনুমানিক ৩৭০ মাইল দূরে, উত্তর দিকের কোন স্থানে হইবে। ১১টা ২৩ মিনিটের পূর্ব্বে আরও চারিবার মৃদু কম্পন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

মজঃফরপুরে

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, গত ১লা জুন অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় এখানে কুড়ি মিনিট ধরিয়া ভীষণ ঝড় ও প্রবল বারিবর্ষণ হইয়াছে। এই প্রকার ঝড় ইতঃপূর্ব্বে এখানে আর কখনও হয় নাই। বহু কুঁড়ে-ঘর উড়িয়া গিয়াছে, বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। টেলিগ্রাফ তারের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে রাত্রি এক ঘটিকার সময় ভূমিকম্প হইয়াছে, কেহ মারা যায় নাই। কিছুক্ষণের জন্য গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল।

২রা জুন রাত্রি এক ঘটিকার সময় এক মিনিটকাল ভূ-কম্প হইয়াছে। সমগ্র সহরের নরনারী ভয়ানক রকমে আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং ঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসে। কম্পনের পূর্ব্বে জম জম করিয়া এক প্রকার অদ্ভুত আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। কম্পনের ফলে অনেকগুলি ফাটল দেখিতে পাওয়া যায়।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। সাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণ পরেই শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। উহার ফলে [illegible] পড়িয়া যায়। গাছ পড়িয়া রাস্তাঘাট বন্ধ হইয়া পড়ে। টেলিফোন সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়, ফলে [illegible] অন্ধকার হইয়া পড়ে রাত্রে আবার ভূ-কম্পন হয়।

চিত্রকূটে

চিত্রকূট হইতে প্রকাশ, ২রা জুন মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় এখানে কম্পন [illegible], কম্পন [illegible] সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল।

দিনাজপুরে

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, গত ২রা জুন মধ্যাহ্ন বারটার সময় এখানে ভূ কম্প হইয়াছে। কম্পন কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল।

বারাণসীতে

বারাণসী হইতে প্রকাশ, গত ২রা জুন প্রায় ১ ঘটিকার সময় এখানে সামান্য ভূ-কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে। সেদিন প্রাতে ১১টা হইতে ঝড় বহিতেছিল।

জোড়াহাটে

জোড়াহাট হইতে প্রকাশ, গত ২রা জুন ১২টা ১০ মিনিটের সময় কিছু জোরে ভূ-কম্পন অনুভূত হইয়াছিল, কিন্তু উহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল।

নারী উকিল

লক্ষ্ণৌতে শ্রীমতী [illegible]কুমারী প্রসাদ ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন। তথায় ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ওকালতী করিতেছিলেন। ইঁহাকে লইয়া তথায় দুইজন নারী উকীল হইলেন।

বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট

কলিকাতা বাস সিণ্ডিকেটের প্রথম সেক্রেটারী বাবু সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি পুনরায় উহার সেক্রেটারী হইয়াছেন। আশা করা যায় তিনি উহার আরও অনেক উন্নতি করিতে পারিবেন।

হীরা জহরত ইত্যাদি চুরির জের

রামপুরের নবাবের ভ্রাতা নবাব [illegible] একদিন রোডস্থিত বাড়ী হইতে মূল্যবান হীরা জহরত ইত্যাদি চুরি যাওয়ায় এবং এই সম্পর্কে দুই জন বালক এক বাড়ীর দুইটি ছোকরা সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধানে এই দুই বালকের অধিক ধুনিয়া তাহার মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের ২০০ খানা হীরক প্রাপ্ত হইয়াছে। চোরাই মালের অবশিষ্ট অংশ উদ্ধার করিবার জন্য পুলিশ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

প্রকাশ যে, একখানি প্রাইভেট মোটর গাড়ীতে চড়িয়া কয়েকজন লোক এই দুই বালকের নিকট যাতায়াত করিত। এই গাড়ী কোথায় যায়, তৎপ্রতি পুলিশ লক্ষ্য রাখে। অতঃপর শুক্রবার রাত্রিকালে বড় বাজার অঞ্চলের কোন কোন স্থানে হানা দিয়া পুলিশ আরও ৬জন লোককে গ্রেপ্তার করে এবং অলোকনীয় কাগজ পত্রাদি হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। ইহাও প্রকাশ যে, হীরা জহরত ইত্যাদি কোথায় আছে, তাহার খোঁজও পুলিশ পাইয়াছে। এই ব্যাপারে একটা চাঞ্চল্যকর পরিণতির সম্ভাবনা আছে।

৪ জন গ্রেপ্তার ও বহু বাড়ী খানাতল্লাসী

কয়েকদিন পূর্ব্বে এলগিন রোডস্থিত রামপুর হাট এষ্টেটের প্রিন্স আবদুল করিমের বাড়ী হইতে ৩৫,০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার চুরি যায় উক্ত চুরি সম্পর্কে সহকারী পুলিশ কমিশনার মিঃ রবার্টসন ইন্সপেক্টার মিঃ [illegible]কে সঙ্গে লইয়া উত্তর কলিকাতায় আরও কয়েকটী বাড়ী খানা-তল্লাসী করেন এবং ৩জন হিন্দুস্থানী জহুরীকে গ্রেপ্তার করেন।

এইরূপ প্রকাশ যে, একজন জহুরীর নিকটে দুই প্যাকেট মুক্তা, এক প্যাকেট গোলাপী হীরক, দুই প্যাকেট মনিকা, এক প্যাকেট পান্না ও দুইখানা মুক্তা জড়ান বালা পাওয়া যায়। ঐসব জিনিষের মূল্য ২৫০০০৲ টাকা হইবে।

আরও প্রকাশ যে, অপহৃত হীরক জহরতের দুইটি প্যাকেট বিলাত মধ্য বাজারের কোনও জহুরীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

অস্ত্র আইনে দুই ব্যক্তি

দুই বৎসর হইতে আবদুল জব্বার ইটালীর ১২নং [illegible] রোডে তাহার বাড়ীতে বিনা লাইসেন্সে ১০টি তাজা কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রকাশ, আসামীর স্বাক্ষিতে তাহা জানিতে পারার পর পুলিশ তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করে, এবং উক্ত কার্ত্তুজ পায়।

আরও উক্ত মামলা দুই ব্যক্তিকে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

গাড়ী হইতে লম্ফ প্রদান

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার রাত্রে সামরিক পাহারা হইতে একজন বন্দী পলাইয়া গিয়াছে। বন্দীকে ইনসিন জেলে লইয়া যাইবার জন্য রেঙ্গুন-মান্দালয় মেল গাড়ীতে উঠান হয়। গাড়ী যখন বেগে চলিতেছিল, উক্ত বন্দী হাতের কড়া আলিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে। গোয়াবন এ [illegible] ষ্টেশনে খোঁজ হয় যে বন্দী নাই। বন্দীকে ধরিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

রাজবন্দী স্থানান্তর

বিষ্ণুপুর হইতে প্রকাশ, তথা হইতে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত শ্রীমান বেণীমাধব বিশ্বাস, শ্রীমান বিশ্বেশ্বর নাই ও শ্রীমান হরিদাস সরকার, শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী ও কুমার বীরেন্দ্র সিংহ দেবকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে সম্প্রতি বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহারা সকলে ভাল আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১০ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই জুন ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ৮৪শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

ঢাকায়

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠের বাৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশে তথায় অবস্থান করিয়া প্রত্যহ বহু সজ্জন ব্যক্তিগণের নিকট গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার দিবস হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য লীলা হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহ বহু ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজের নিকট পরিপ্রশ্ন পূর্ব্বক ভক্তি-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মীমাংসা অবগত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

ময়মনসিংহে

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক ও শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ঐ স্থান হইতে রওনা হইয়া ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছা-নিবাসী প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ মোহন পোদ্দার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় তদীয় ভবনে ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারপ্রণালী দর্শনে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মঠরক্ষক মহোদয় জামুর্কী নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র পোদ্দার মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

জামুর্কী উচ্চইংরাজী স্কুলে বক্তৃতা

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার জামুর্কী উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সুযোগ্য হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের ঐকান্তিক উৎসাহে ও যত্নে উক্ত স্কুলে ঐ দিবস সন্ধ্যায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় সার্কেল অফিসার, ডাক্তার, শিক্ষক ও বহু উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বিদ্যাভ্যাসের ফল ও নিখিলশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে একমাত্র কৃষ্ণভজন করা এবং কৃষ্ণভজন না করিলে বিদ্যাভ্যাস বা শাস্ত্রালোচনা যে বৃথা পরিশ্রম মাত্র, ইহাই তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মার্থ। বক্তৃতা-শ্রবণকালে শ্রোতৃবৃন্দ হর্ষসহকারে পুনঃ পুনঃ করতালি ও হরিধ্বনি প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ছায়াচিত্রযোগে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মপ্রচার-লীলা প্রদর্শন করেন। তৎপর দিবস উক্ত জামুর্কী-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ পোদ্দার মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শ্রীধামে

গত ৩রা জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আলোচিত হয় যে—এই প্রপঞ্চ অসুরগণের আবাস-ভূমিকা। নিত্য প্রকটভূমি বৈকুণ্ঠে কোন হেয় ও মায়িক অবস্তু না থাকায় অসুরাদি বিনাশ জন্য ভগবানের অনিত্য জন্মাদি ও তৎপক্ষে নশ্বর অনুষ্ঠানাদির অবকাশ নাই, প্রপঞ্চে তাদৃশী লীলার নিমিত্ত দৃষ্ট হয়। গোলোকাদি পরব্যোমে ভগবদ্বস্তুর নশ্বর গোপন কার্য্যেরও অবকাশ নাই, কিন্তু প্রাপঞ্চিক বদ্ধ জীবকুলের মঙ্গলোদ্দেশে প্রপঞ্চে অবতরণ, জন্মাদি-লীলা-প্রদর্শনদ্বারা নির্ব্বিশেষবাদের অযোগ্য ধারণা নিরসন করিয়া জীবকুলকে ভগবৎসেবায় উন্মুখী করাই উদ্দেশ্য। ভোগীর ভোগ এবং ত্যাগীর ভোগহীন ধারণা অপনোদন করাইয়া স্বীয় সেবাপর নিত্য প্রাকট্য লোকনয়নের গোচরীভূত করাই তদবতার-উদ্দেশ্য। ভগবান্ ও ভক্তগণ বদ্ধ জীবের ন্যায় কর্ম্মবশ্য হন না এবং দেহ গ্রহণ ও কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না। ভগবান্ ও পার্ষদগণের কোন অভাব না থাকায় ভোগপর জীবের ন্যায় তাঁহাদের দেহাদিতে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভক্তিসিদ্ধ জীব ও ভগবদ্বস্তু উভয়েই অবিচ্ছিন্ন নিত্য বস্তু। নিত্যলীলা সন্দর্শন জন্যই ভগবান্ ও ভক্তের ভৌমলীলায় প্রাকট্য। তাঁহারা লীলা প্রদর্শন করিয়া আসুর বিচার হইতে বদ্ধ জীবকুলকে মুক্ত করেন।

ভগবান্ এবং তৎপার্ষদ শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ এই জগতে আবির্ভূত হইলেও অভক্তগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না। ভক্তগণই ভক্তি চক্ষু দ্বারা তাঁহাদের কথা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। জলে চন্দ্রের আলোক পতিত হওয়ায় চন্দ্রবিম্ব দর্শনে জলস্থিত জলচরগণ ঐ বিম্ব-বস্তুটিকে অন্য জলচর মনে করিয়া যেরূপ একত্র বাস করিয়াও চন্দ্রালোকের স্বরূপ জানিতে পারে না, তদ্রূপ দ্বারকাবাসী, বিশেষতঃ যাদবগণ কৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করিয়াও কৃষ্ণের প্রকট লীলা বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। কৃষ্ণকে ভৌম আধারমাত্র জ্ঞান ও জন্মাদির বশীভূত মনে করতঃ বদ্ধজীবের সহিত তাঁহার তুলনা করা অজ্ঞতার পরিচয় এবং অপরাধ-জ্ঞাপক।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ মুক্ত বৈষ্ণবগণ এই জগতের বস্তু নন। এই বৈকুণ্ঠ বস্তুকে উপলব্ধি করা তাঁহাদের পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ ও আনুগত্যমূলক। তাই কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্"

—"মূঢ় লোক আমার এই নরাকার সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে আমি প্রাকৃতবিধির বাধ্য হইয়া ঐপাধিক শরীর ধারণ করিয়াছি। কিন্তু এই সকলের [illegible], তাহা তাহারা বুঝিতে

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

১০ ত্রিবিক্রম, শনি শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

করুণা

পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা নামই করুণা বা দয়া। এই প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সজ্জন যেমন অন্তর বাহিরে কৃপার্দ্র হয় না, তেমনি করুণার কথা বা কার্য্য সাধারণতঃ আমরা যেমন বাহিরে দেখিতে পাই তাহাকে পূর্ণতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। করুণা দ্বিবিধা অনশ্বরা ও নশ্বরা—নিত্যা বা অনিত্যা—স্থায়ী বা অস্থায়ী। নিত্যা বা অনশ্বরা করুণার দাতা—কৃষ্ণ, ভক্ত ও বৈষ্ণব; আর অনিত্যা বা নশ্বরা করুণা বিতরণ করেন—সাক্ষাৎ মায়া বা মায়ার বিভিন্ন রূপ কাল্পনিক বন্ধু বান্ধব বা তথাকথিত পুণ্যাভিলাষী কামকামিগণ। ইহাদের একটী আপাত মনোরম কিন্তু পরিণামে দুঃখদ এবং অপরটী আপাত-কষ্টকর হইলেও নিত্যমঙ্গলপ্রদ।

রোগ বা দুঃখ সাধারণতঃ তিন প্রকার—দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক। আত্মার (আমার) কৃষ্ণবিস্মৃতি-রোগোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়া প্রদত্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি দেহ ও মনের রোগ বা দুঃখোৎপত্তি। দেহ ও মন অনিত্য; আত্মা—নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, কৃষ্ণের নিত্য সেবক। বদ্ধজীব আমরা প্রায় শতকরা শতজনই চেতন আত্মার বিচার ছাড়িয়া অর্থাৎ আমাদের নিজের পরিচয় না জানিয়া অনিত্য দেহ-মনের বিচারে তৎপরতা-প্রযুক্ত দেহমনের দুঃখ-নিবারণে তৎপর হইয়াছি এবং এই দেহ-মনের দুঃখ নিবারণকারিগণকে কারুণিক বা দয়ার্দ্রচিত্ত এবং তাঁহাদের কার্য্যকেই করুণা বলিয়া ধারণা করিতেছি। দেহমনের প্রতি করুণা অর্থাৎ ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করা যে আমার (আত্মার) সর্ব্বনাশের হেতু, করুণার নামে অকরুণা বা নিষ্ঠুরতা তাহা দেহ মনোধর্ম-পরায়ণ জীব আমরা বুঝিতে পারি না। ধন-বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি, ভোগ-সহায়ক স্বাস্থ্যোন্নতি, পাণ্ডিত্যাদি সবই মায়ার কপট কৃপা এবং অবস্থাপন্ন আর তত্ত্ব ধন-পুত্রাসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া জীবকে নিত্য সনাতন ধর্ম্মে চালিবার জন্য জন্য বৈষ্ণবের যে চেষ্টা তাহাই প্রকৃত করুণা বা করুণার পরাকাষ্ঠা।

এই জগতে যাবতীয় জীবের আত্মা বুদ্ধি ও মায়ার কপট করুণায় জড়ানন্দ স্ব-স্ব কর্ম্মফলানুসারে মায়া-করুণা-প্রদানের অধিকারী, এবং কেহ কেহ এই অনিত্য করুণা লইয়াই কাঙ্গাল। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই ধনী দরিদ্রকে ধনদান করিয়া, পণ্ডিত মূর্খকে বিদ্যাদান করিয়া, বৈদ্য রোগীর রোগ সারাইয়া, অন্নদাতা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিয়া, ইত্যাদি অনেকেই বিভিন্ন প্রকারে করুণা প্রদর্শনের প্রতি এরূপ করিয়া পূজা বা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, জগতের তথাকথিত কারুণিক মঙ্গল-বিধানে তৎপর হইয়াছেন। এতাদৃশী করুণার অভাব এজগতে না থাকিলেও, যে করুণা লাভ করিতে না পারিলে জীবের দুঃখ কোন কালে উৎপাটিত হয় না, জীব নিত্যসুখ পায় না মায়ার প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা বা মায়ার কপট করুণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না এতাদৃশ নিত্যকরুণা প্রদাতার সংখ্যা জগতে অতি বিরল। সেই করুণা—মুক্তি বা নিত্য শান্তি পরম করুণাময় কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বৈষ্ণব ব্যতীত আর কেহ দিতে পারে না। ধনী ব্যক্তি যেমন ধন দ্বারা দরিদ্রের দারিদ্র্য-দুঃখ অপনোদনে সমর্থ, তদ্রূপ ধনী, অর্থাৎ কৃষ্ণচরণান্ত কৃষ্ণবিস্মৃতি রোগমুক্ত, পবিত্রাত্মা বৈষ্ণবও সেইরূপ আত্মার অর্থাৎ আমাদের কৃষ্ণবিস্মৃতি রোগের বীজ সমূলে বিনষ্ট করিয়া আমাদের নিত্য সেবাবৃত্তির উন্মেষণে জীবকে পরম করুণা প্রদর্শন করিতে একমাত্র দক্ষ।

সজ্জন বৈষ্ণবগণ নিত্য বলিয়া, নিত্যকাল কৃষ্ণপাদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় আনন্দময় বলিয়া তাঁহাতে দুঃখের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, সতত শুদ্ধকৃষ্ণ সেবায় ব্যস্ত নহেন তাঁহারা সর্ব্বদাই অবস্থাপন্ন নিরানন্দময়—দুঃখ-ভারক্লিষ্ট। সুতরাং বৈষ্ণবের করুণা ত্রিতাপক্লিষ্ট অবৈষ্ণবের ত্রিতাপ-নিবারণে সর্ব্বদা নিযুক্ত। আনন্দ বা প্রেম চিত্ত নিত্য বস্তুতে কখনও অভাবগ্রস্ত হয় না। সুতরাং বৈকুণ্ঠের কোন কালে দুঃখ নিপীড়িত না হওয়ার পরম নন্দের অধিকারে তাঁহাতে দুঃখের লেশমাত্র না থাকায় সেই বৈকুণ্ঠ-বস্তুর দুঃখ-অপনোদন প্রবৃত্তি সজ্জন বৈষ্ণবগণের নাই।

বৈষ্ণবগণ সজ্জন আর বাদবাকী সকলে অসজ্জন—শ্রীকৃষ্ণেতর অসৎ বিষয়ে আসক্ত। অসজ্জন বলিতে মনোধর্ম্মকারী নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদীকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত যোগারূঢ়, কর্ম্মজিজ্ঞাসু, কুশল কামনাকারী, ভোগী, ত্যাগী, পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মরত প্রভৃতিকেও অসজ্জন বলা হয়। পুণ্যকার্য্যও উৎকৃষ্ট অনিত্যাভিযানের বাক্য, সুতরাং নিত্য বা সত্যবস্তু নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের আচরণ দ্বারা হইলেও যে বিষ্ণুভক্তি হইবে এরূপ নহে। অভক্তিবাদী বা মিছাভক্ত আপনাদিগকে বিষ্ণুভক্ত বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন; কিন্তু বিষ্ণুতে তাঁহার প্রীতি না থাকায় তিনি সজ্জন পদবাচ্য নহেন। অনর্থাদি-বর্গ দুঃখ বিষ্ণুভক্তিহীন অসজ্জনের নিত্য সহচর। এই দুঃখবার নাশাইবার জন্য সেই কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবগণ আত্মহত্যা বর্জন আলোচন করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সজ্জনগণই কেবল তাঁহাদের দুঃখ বিনাশে সমর্থ বলিয়াই তাঁহারা সর্ব্বদা বিষ্ণু-ভক্তিরহিত, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর দুঃখবিমোচনে ইচ্ছাবিশিষ্ট।

বিষ্ণু-ভক্তিরাহিত্যই দুঃখের আকর। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করিয়া জীব মায়াবদ্ধ হন এবং বৈকুণ্ঠবিমুখতা-প্রযুক্ত দুঃখসমূহ, মায়াবাদ কর্ম্মকাণ্ড ও যথেচ্ছাচারিতার আহ্বান করিয়া বসেন। তাই কারুণিক বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের বদ্ধ বিষয়ীর প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণের করুণা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনমুখে তাঁহাদিগকে করুণা করিতে সর্ব্বদা রত। তাই শাস্ত্র বলেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

এই শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, সজ্জন অসতের জন্য সর্ব্বদাই, অপরের অজ্ঞাত, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর আসক্তিরূপ দুঃখ হরিকীর্ত্তন দ্বারাই ছেদন করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ ছেদনকার্য্য তাঁহার ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী করুণার পরিচয়। অযাচিত করুণা বিতরণকারী দয়াময় বৈষ্ণবগণের নিকট করুণা-প্রার্থী হইলেও জীব তাঁহার করুণা অবশ্যই পাইবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। করুণা-প্রার্থনাই জীবের মঙ্গলের হেতু, একথা ধ্রুব সত্য, কিন্তু জীব সজ্জনপ্রায় না হইলে সজ্জন বৈষ্ণবের নিকট করুণা প্রার্থী হন না, ইহা ব্যবসায় কথা। সেইজন্য শাস্ত্রে আমরা ক্রমপন্থার উক্তির কথা দেখিতে পাই।

অবৈষ্ণবগণ যে করুণা প্রদর্শন করেন তাহা প্রকৃত করুণা নহে পরন্তু ছলনার প্রচ্ছন্ন ভাবমাত্র। যেকাল পর্য্যন্ত সজ্জন হইবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে উদিত না হয় তৎকালাবধি নিত্য ও অনিত্য করুণার তারতম্য বুঝিতে না পারায় তাহাতে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না। গুরুসেবায় পারদর্শী হইলেই বদ্ধ জীবগণ বুঝিতে পারেন যে বৈষ্ণবের করুণাই তাঁহার দুঃখনিরসনে সমর্থ এবং অবৈষ্ণব-আশ্রয়ে বিষ্ণুসেবাই জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির মহৌষধ। কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি উদ্বোধন করাই বৈষ্ণবের করুণা, দিব্যজ্ঞান-দানই বৈষ্ণবের করুণার প্রারম্ভ এবং হরিসেবা-প্রাপ্তিই তাঁহার করুণার পূর্ণ বিকাশ। তাই বলিতেছিলাম, করুণা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ, মহাত্মা শ্রীগুরুদেব এবং তদীয় শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি এবং এই ধনের লাভের একমাত্র উপায় তাঁহাদের পূর্ণানুগত্য স্বীকার।

অকাম কে?

কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটিলেই কৃষ্ণেতর অসংখ্য কামনা আসিয়া জীবহৃদয়কে উদ্বেলিত করে এই কামনার আর শেষ নাই। একটী কামনা পূরণ হইতে না হইতেই নানা কামনা হৃদয়ে উদিত হওয়ায় তাহা মিটাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে গিয়া জীবগণ কষ্ট পায়। কামনা নানাবিধ—ভোগ-কামনা, ত্যাগ-কামনা, সুখ বা অন্যাভিলাষাদি।

যেকালে জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকেন তখনই তিনি অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কামনা করেন ধর্মাধর্ম যুক্ত হইয়া যে কামনা তাহার নাম যথেচ্ছাচার, পুণ্যময় কামকে সৎকর্ম এবং কামনা ত্যাগকে মোক্ষকাম বলে। কামনাযুক্ত জীব ত্রিবর্গের অনুসন্ধান করেন এবং কামনা যুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ ভুক্তি কামের দাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা অকাম হইতে পারেন না। তাই বলিতেছিলাম, এজগতে বৈষ্ণব ব্যতীত আর সকলেই কামপর এবং বৈষ্ণবগণ নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্মে—কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকায় নিষ্কাম বা অকাম—ইন্দ্রিয় কামনাহীন।

বৈষ্ণব পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণ ও আশ্রম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ। চতুর্দ্দশ ভুবনে এমন কোন ভোগ্যবস্তু নাই যাহার আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া, লোভে প্রলুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব কামনা-বিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য বস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণ কামে তাঁহার সকল কামনা পর্য্যবসিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত বৈষ্ণবের আর কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবের সকল ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত; সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তু কামনায় তাঁহার অবকাশ নাই। তাই শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥"

নিত্যভক্ত বৈষ্ণবগণ বিচার আকাঙ্ক্ষা করিলেও ভবি কামনার। নিত্যভক্ত কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া যথেচ্ছাচারের উদ্দেশ্যে কামনাহীন হইতে পারেন না। অতএব ভক্ত, ত্যাগী ভোগবাদী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী অভিলাষী সকলেই কামনাময়। দেব-দেবী, অনুসেবাসক্ত, দুর্যাধিরূপ, বৈষ্ণব-দেবী, পুণ্যাকর্মী লৌকিকাভিমানী নিত্যভক্ত অকাম নহেন। সদ্‌গুরু কৃপা-প্রাপ্ত কৃষ্ণসেবাপ্রাণ বৈষ্ণবগণই অকাম, ইহাই শাস্ত্র তাৎপর্য্য।

সাধু ও তীর্থ

তীর্থভ্রমণের স্পৃহা ধার্ম্মিক ব্যক্তিবেরই হৃদয়ে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। সকলেরই ধারণা—তীর্থভ্রমণ করিলে পাপাদি ক্ষয় হয়; সেইজন্য তীর্থ-ভ্রমণার্থ জীবগণের ব্যাকুলতা প্রায়ই আমাদের নয়নগোচর হয়। আত্মদুঃখ-নিবৃত্তিকে আমরা সুখ বা মঙ্গল মনে করি বলিয়াই আমাদের এতাদৃশী লালসা। বিষ্ণুতীর্থে গমন করিলে পাপাদি ক্ষয়ের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই। কিন্তু যথোচিত তীর্থভ্রমণ-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমাদের অনেক সময় বৃথা শ্রমই সার হয়। তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন —

জীব চাহে ভ্রমিবারে তীর্থস্থানে বারে বারে
 মুক্তিলাভ করিবার তরে।
কেবল তা'র শ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম
 চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
 শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত
 সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই
 কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথা বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন
 সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥

সাধুগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা তীর্থ স্থানকে তীর্থীভূত করেন। যে সকল তীর্থস্থান মলিন-জন-সংস্পর্শে দূষিত হইয়া যায় সেই সকলকেও তাঁহারা পুনরায় তীর্থরূপে পরিণত করেন। সাধুর দর্শন ও কৃপালাভে জীবের জন্মগত বা অর্জ্জিত যাবতীয় দোষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। জীব তখন তীর্থের ন্যায় পবিত্র বা ভগবানের অপ্রাকৃত বিহার-ক্ষেত্র হইয়া থাকেন, অর্থাৎ জীব তখনই অপ্রাকৃতদেহে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অন্তসেবাধিকার পাইয়া থাকেন।

এই সাধুগণের স্মরণ-মাত্রই সদ্য সদ্য গৃহিগণের গৃহসমূহ শুদ্ধ হইয়া থাকে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেখানে সাধুগণ দর্শন, স্পর্শন ও সেবা-গ্রহণ করেন, সেই গৃহ যে পবিত্র হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাহারা গুরু ও সাধু হইতে কৃপা লাভ করিয়াছি বাঁহারাও নিজদিগকে জন্মগত বা কুলগত দোষে পূর্ব্ববৎ দুষ্ট রাখিতে চান তাঁহারা সাধুকৃপা লাভ না করার জন্য বঞ্চিত। সাধুগণ নিজের পবিত্রতা গুণে এরূপ তারণ করিতে পারেন। সাধুগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা গোবিন্দ বিশ্রাম করেন। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ
 স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন
 গদাভৃতা॥"
 (ভাঃ ১।১৩।১০

যেমন বিষ্ণুসান্নিধ্যে দেবস্থ অনুকূল বিশ্বাস লাভ হয় তদ্রূপ বৈষ্ণবের সান্নিধ্যেও জীবের প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, ফলোন্মুখ যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সর্ব্বহৃদয় ভক্তি-সূর্য্যের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখন জীব মহাভাগবত বৈষ্ণবের কৃপা-লাভে যোগ্য হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন।

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র-পুরুষ। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক দানচেষ্টা গৃহমেধীগণের গৃহে আগমন করিলেও সেখানে অতি অল্প সময়ই অপেক্ষা করেন। তাঁহারা নিজ লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার জন্য কোথাও গমন করেন না। গৃহিগণের নিত্যকল্যাণ বিধান করিবার জন্যই তাঁহাদের তথায় গমন। সুতরাং যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা সাধুগণের দর্শন-মাত্রই তাঁহাদের নিকট কি শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্ত্তব্য, ভজনীয় বা যাহা যাহা অকর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিয়া নিত্যমঙ্গলের বিষয় অবগত হন। আর নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ সাধুগণের নিকট ঔষধ প্রার্থনা, পুত্রপৌত্র-কামনা প্রভৃতি বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া বঞ্চিতই হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণ যেখানে বাস করেন সেই স্থানই পরমপবিত্র তীর্থ-স্বরূপ। সুতরাং তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সেবাতে মন-প্রাণ নিয়োগ করা অপবিত্র জীবের পবিত্রতালাভের একমাত্র উপায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণ ইন্দ্রিয়তর্পণ ও পাপক্ষয়ের আশায় তীর্থাদি-ভ্রমণে উৎসুক না হইয়া সচল-তীর্থস্বরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হন। তীর্থ এবং সাধুর তারতম্য বিচারে আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

অবকাশ

১

কৃষ্ণ যেরূপ পরম দুর্লভ বস্তু, ভক্তিপথও তেমন কোটিকণ্টকময়। কলিযুগপাবন-অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র মঙ্গলের নিদান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি 'নবমর অর্থাৎ অবকাশরহিত হরিকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত উপদেশ—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" ইহাই অভিন্ন উপদেশ বেদাদিতেও পাওয়া যায়। তাহা এই—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে অবকাশই আবৃত্তির কারণ, জন্মমরণের কারণ, সংসারবন্ধনের কারণ, কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্যের কারণ ও ভক্তিলতা-শুষ্কনের কারণ। কৃষ্ণনামের যতই আবৃত্তি হইবে ততই অনাবৃত্তির গতি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। পরব্যোমস্থিত বৈকুণ্ঠ-শব্দের যতই প্রাণ কীর্ত্তন হইবে ততই ইহব্যোমস্থিত জড়শব্দের বিক্রম শুষ্ক হইবে। জড়মায়িক শব্দের অসকৃদাবৃত্তিহেতুই জীবের সংসারপ্রাপ্তি। বৈকুণ্ঠশব্দের নিরন্তর আবৃত্তিফলে বদ্ধজীবের অনাবৃত্তি অর্থাৎ সংসারক্ষয়। আর মুক্তকুলের কৃষ্ণনামের নিরন্তর আবৃত্তিফলে কৃষ্ণানুরাগ-বৃদ্ধি। কৃষ্ণনামই সাধ্য এবং সাধন হওয়ায় যোগ ও জ্ঞানপথের ন্যায় উহার শেষ নাই, বিরাম নাই। ব্রহ্মা, নারদ, শিব প্রভৃতি মুক্তকুল হইয়াও নিরন্তর কৃষ্ণনামরসে বিভোর। কৃষ্ণ অফুরন্ত রসের উৎস। বেদ তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিতান্ত দুর্ভাগা ব্যতীত কেহ নামপ্রভুর সেবা হইতে অবকাশ প্রার্থনা করে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাৎ
 শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্
 বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

নিবৃত্ততর্ষ মুক্তকুল সতত কৃষ্ণকীর্ত্তনে মগ্ন। ইহা ভবরোগের মহৌষধ-স্বরূপ। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী বা পশুঘাতী ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি বিরত হইতে পারে?

মিনতি

গুরুদেব!
 নিবারহ মোর তাপত্রয় ঘোর,
 করুণা ক'রে।
 লও কেশে ধরি' চিত্ত বিত্ত হরি,'
 স্নেহের করে॥
 নামরসে পূত দৃঢ়ব্রতযুত,
 অকৃত-পাশে।
 শ্রীধাম ভিতরে রাখ এ কিঙ্করে,
 অনুগ বেশে॥
 কৃষ্ণকার্য্যসেবা হয়েছে যেবা,
 কায়বাক্যমনে।
 শুদ্ধনাম সহ করে অহরহঃ,
 তব অধীনে॥
তাঁ'র সেবিবারে বল দাও মোরে,
 ক'রে সুশীল।
 দেখে দুঃখ মোর অপসারি' ঘোর,
 মায়াপঙ্কিল॥
 এ মহামোহের কটাক্ষ বাণের,
 দংশন হ'তে।
 রেহাই দাও হে নিত্যাত্ম-প্রবাহে,
 দিয়ে ডুবিতে॥
হরিপরায়ণ তুমি হে যথা গোস্বামি,
 প্রেমাশ্রু নয়নে,
 কৃপাবলোকন যাচি অনুক্ষণ,
 মন মন্দিরে॥
 রাসভ প্রকৃতি বিপ্লুতিত অতি,
 ভজন বিনা।
 গুরুরূপে হরি তব পদে রতি,
 অতীব ক্ষীণা॥
 রাগ সদা জাগে ঐহিক সম্ভোগে,
 জীবন ভ'রে,
 মন বাঁধে মনে চরণ সরোজে,
 লোভ না করে॥
 অযাচিত পাই যদি কভু চাই,
 নিখুঁত পাণী।
 মর্কট বৈরাগ্য তাই আমি অজ্ঞ,
 ধরিয়ে খুশী॥
 ভাবি যেটা সুখ সেটা শুধু দুঃখ
 তবু না ফিরি,
 এ দেহ মাঝে যে হরিশক্তি রাজে,
 তায় না বরি॥
কেন অন্ধকারে দৈবী কারাগারে,
 রাখিবে বাঁধি।
 দাও মোরে তবে শ্রীনাম আসবে,
 অতুষ্টি প্রীতি॥
 পেয়ে মহানাম সেবিবে শ্রীধাম,
 দাস ভাবনে।
 যায় যেন দিন মোর হে স্বামিন্,
 যাপি চরণে॥
 — শ্রীরামকৃষ্ণ দাস।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পর্য্যন্ত ।৫/০
২। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধাপান (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তাচরিত্রম্ শ্রীদাসগোস্বামিপাদঃ সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ রামানুজীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবর্ণ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অমৃতকাবলী বা সাধারণপঞ্জী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। [illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। মাধ্যাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলাসঃ ।০
৫৪। সটীক-[illegible] ।০
৫৫। স্তব-স্তবক ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টক ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পঞ্চকম্ ৴০
৫৮। নারায়ণবর্ম্মম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ক্স ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। রেপোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ টুইঃ ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। চৈতন্যস্ প্রিসেপ্টস্ অ্যাণ্ড আলোকারাভ লিকোশন ।০
ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। প্রদ্যুম্ন-কুঞ্জ-মঠ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপালপুর, চাঁদমারী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপুরুষোত্তম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বান্দু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৩০-২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপীনাথ মঠ কমলাপুর ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিঙ্কালদা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রামাপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণকুঠা, পোঃ চন্দ্রকুণ্ডা, মালদহ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, অবশিষ্ট প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩॥০
সিতাশাল (নং)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৴০
১নং ময়দা	৪৴০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৴০
২নং আটা	৪৴০—৪৷৴০
আটা এনমার্কা	৪৴০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৴০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৴০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।
খুচরা	৫৫৸

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশসাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের

আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাংলার ডাক্তারদের সমস্ত ন টিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সকল বিষয়ে নং ১")। অনন্ত ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, অধিনাশ, মস্তকের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তদর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা মাত্র)। মাশুল পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৭	১৭—১৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১ ৩৬	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৯ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৪৯.১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

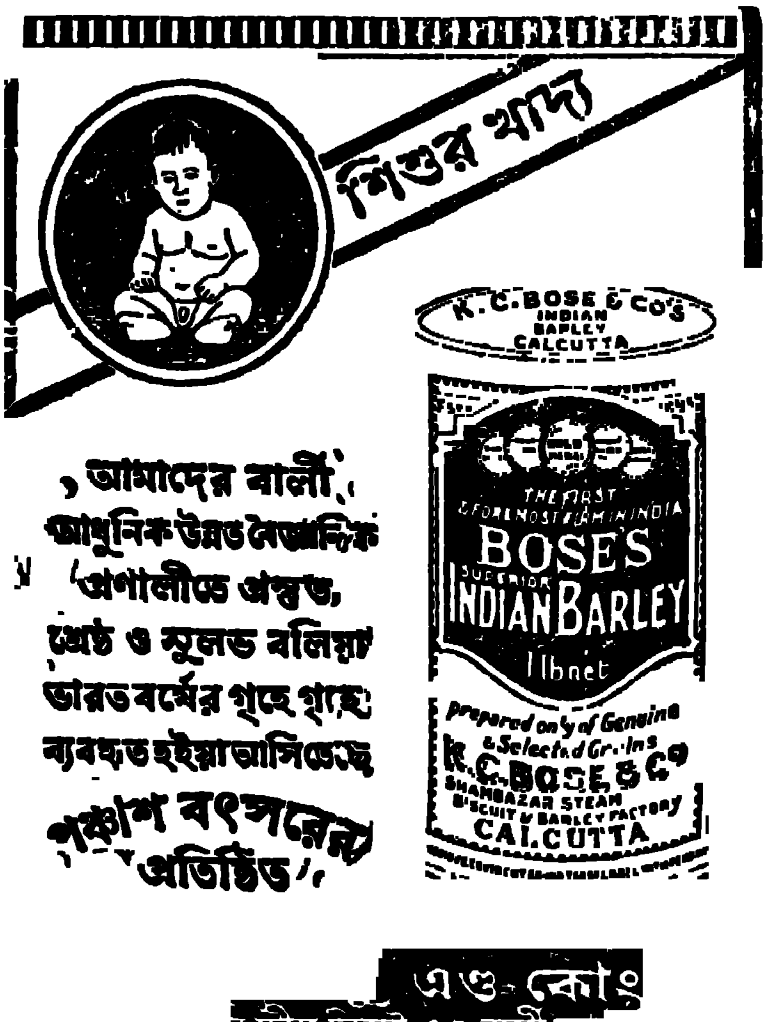

এণ্ড কোং
স্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে [illegible] ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ভক্তিদর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া [illegible] পান। যদি কেহ নূতন ছাত্রগণ [illegible] বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে চাহেন সেই বিদ্যালয়ের [illegible] আগামী ১২ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে [illegible] পারিবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ে [illegible] যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন [illegible]।

শ্রীপাদ [illegible] চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত পুরাণ-ভক্তিদর্শন-তীর্থ, [illegible], [illegible], বেদান্তরত্ন, ভক্তিদর্শন-[illegible] প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিণত লেখনীর অমূল্য অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিস্তৃত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents), ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার [illegible] সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অভাব সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৮৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গ্রাহকের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1944

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম্ ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য
সংখ্যা ৵

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৬১, ৮ই জুন ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

—:::—

প্রফুল্ল ঘোষ ও কুমারী বাংজেলওয়ালা

যশোহর হইতে প্রকাশ, সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার ঘোষ, কুমারী সাবিত্রী বাংজেলওয়ালা এবং ১১ ও ৮ বৎসর বয়স্ক তাহার দুইটী ভাই স্থানীয় কোতাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের পুকুরে বিরাট জনতার সম্মুখে নানাবিধ সন্তরণ কৌশল প্রদর্শন করেন।

তাঁহাদের, শিক্ষক শান্তি পালও অনেকগুলি সন্তরণ কৌশল প্রদর্শন করেন। স্থানীয় চিত্তরঞ্জন ক্লাব হইতে কুমারী সাবিত্রীকে একটী পদক পুরস্কার দেওয়া হয়।

আফগানীস্থানে বিস্ময়কর ব্যাপার

"সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটে" একটী বিস্ময়কর কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকার পেশোয়ারস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, পাভাতী নামক আফগানীস্থানের একটী গ্রাম ১৫০টী গৃহসহ ভূমিতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ঘটনার পূর্ব্বে প্রবল বৃষ্টি ও ভূ-কম্প হয়। তাহার ফলে গ্রামবাসিগণ গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পলাইয়া যায়। ইহার সংবাদ পরেই ভূপৃষ্ঠ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং গৃহপালিত পশু ও সমস্ত সম্পত্তি সহ বাড়ী-গুলি মাটির নীচে ডুবিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঘটনার পর ফাটল জোড়া লাগিয়া পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গ্রামটী যে স্থানে ছিল তাহার স্থান চিহ্নই এখন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু গ্রামবাসিগণ কেহই প্রাণ হারায় নাই।

—————

আরবদেশীয় সাংবাদিকের দণ্ড

দার্জ্জিলিং হইতে প্রকাশ, মৌলানা সৈয়দ মহম্মদ আবদুল নামক জনৈক আরব-দেশীয় মানহানি করিবার অপরাধে দার্জ্জিলিংএর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান খাঁ বাহাদুর ডাঃ আব্দুল কাদির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ এস্ ঘোষের বিচারে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাদী খোদাবক্সের একজন ব্যবসায়ী। তিনি কয়েকদিন দার্জ্জিলিং আঞ্জুমান মসজিদের প্রধান ছিলেন। খাঁ বাহাদুর আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু সেসন জজ মিঃ জে ইউটী তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

—————

দিল্লীতে ৭জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

দিল্লী ক্লথ মিলের ফটকের নিকট রাস্তা অবরোধ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করার অভিযোগে পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত কয়েকদিন যাবৎ বাহারা আয়োজনের কথা আছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন প্রথমে মিল ফটকের ভিতরে ও পরে মিল ফটকের বাহিরে শুইয়া থাকিয়া জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই। অপরাহ্নে দ্বিতীয় 'শিফটের' লোকেরা যখন আসিতেছিল, তখন কয়েকজন সত্যাগ্রহী বাধাদান-মূলক কৌশল অবলম্বন করে, কিন্তু পুলিশ আসিয়া ৭ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিলে পর মিলে নির্বিঘ্নে যথারীতি কাজকর্ম চলিতে থাকে।

—————

চল্লিশ সের চরস প্রাপ্তি

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, গত ৩রা জুন রাত্রে ফতেপুর ও কালিকাপুরের মধ্যে দিল্লী এক্সপ্রেস গাড়ীর এক যাত্রীর নিকট হইতে ২৪সের চরস পাওয়া গিয়াছে। লোকটীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—————

২৫ জন লোক গ্রেপ্তার

জলপাইগুড়ির অতীব নিকটে বাগান সংলগ্ন অন্তঃপাতী একটী গ্রাম হইতে খবর আসিয়াছে যে, মাঠের মধ্যে নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত জনৈক পাটোয়ারীকে আক্রমণ করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১৪৯ ধারা অনুসারে ২৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—————

আবার রেল ষ্টেশনে ডাকাতি

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গত ২রা জুন শেষ রাত্রিতে এ, বি, রেলওয়ের কালিগঞ্জ ষ্টেশনে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক শ্রেণীর দশ বার জন যুবক রিভলভার, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ষ্টেশন আক্রমণ করে এবং সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ১৪ হাজার টাকার ক্যুনিসন চিঠি লইয়া যায়। তাহাদের গুলির আঘাতে একজন যাত্রী নিহত এবং কয়েকজন রেলকর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

নিহত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণকুমার দে। তিনি নোয়াখালি জিলার দাগনভূঁঞার একজন তালুকদার এবং মহাজন। মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য চাঁদপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

—————

পুলিশ সাহেবের বিরুদ্ধে ডিক্রী

বিগত আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বরিশালের কংগ্রেসকর্ম্মী নরেন্দ্র লাল দাস শ্রীহট্টের সহকারী পুলিশ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্যাম্বেলের বিরুদ্ধে যে খেসারতী মামলা আনয়ন করেন, মুন্সেফ আদালত তাহার ডিক্রী প্রদান করেন। আসাম গবর্ণমেণ্ট উক্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিয়াছেন।

নিম্ন আদালতে শ্রীহট্টের সরকারী উকীল রায় বাহাদুর এস, সি, দত্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। প্রকাশ, সরকার পক্ষে সওয়াল জবাবের জন্য কুমিল্লার রায় বাহাদুর সুখময় দাসকে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

—————

বন্দুক চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, তথাকার এক বাঙ্গালী যুবককে একটী বন্দুক চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার এক আত্মীয়ও কোন এক ডাকাতির সম্পর্কে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে দণ্ডিত হইয়া আন্দামান সেলুলার জেলে আছে। এক কবিরাজকেও এই বন্দুক চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—————

সুবেদারের রিভলভার অপহৃত

কিছুদিন পূর্ব্বে মেদিনীপুরের অতি-রিক্ত পুলিশের একজন সুবেদারের গৃহ হইতে একটা রিভলভার অপহৃত হইয়াছে। দারোগা আলি আমজাদ অতিরিক্ত পুলিশ ফৌজের একজন পাঠান কনেষ্টবলের গৃহ হইতে রিভলভারটী উদ্ধার করিয়াছে। পাঠানকে গ্রেপ্তার করিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৩৪১

মহামান্য বাদশাহ সম্রাটের নিকট তদীয় জন্মদিন উপলক্ষে ভারতের মাননীয় বড়লাট তার করিয়াছিলেন—"আমি আপনার এই শুভ জন্মদিনে ভারতের সমস্ত বৃটিশ ভারত ও জনগণের পক্ষ হইতে আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি দীর্ঘায়ু হইয়া আমাদিগকে শাসন করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।" প্রত্যুত্তরে মহামান্য সম্রাট, মাননীয় বড়লাট বাহাদুরের নিকট তার করিয়াছেন—"ভারতের সমস্ত বৃটিশ-ভারত ও জনগণ আমার জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা-জ্ঞাপনে আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি।" রাজা ও প্রজার মধ্যে সুমধুর-সম্বন্ধ-বিনিময় থাকিলে কাহার আনন্দের বিষয় না হয়?

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ভারত সম্পর্কে যাঁহারা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে ভারতের মহামান্য বড়লাট কি… এবং লেডী লর্ড উইলিংডনীর। ইনি সি-আই-এস উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের কমান্ডার-ইন চীফ ফিল্ড-মার্শাল স্যার ফিলিপ চেটউড ব্যারোনেট এর উপাধি লাভ করিয়াছেন। [illegible] সাহেবও এযাবৎ উপাধি ভূষিত হইয়াছে।

বঙ্গের দুইজন ভাইস-চ্যান্সেলার এবার নাইট উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন কলিকাতার ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ ইউ, এন, ব্রহ্মচারী; অপরজন বঙ্গের উত্তরপাড়ার জমিদার ও লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর সদস্য রায় বাহাদুর সত্যচরণ মুখার্জি।

রায় বাহাদুরের তালিকার শীর্ষস্থানে আমরা বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ তারকচন্দ্র রায়ের নাম দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও কার্যতৎপরতা প্রশংসনীয়।

বাঙলা ও বিহারে পুনরায় মৃদু ভূমিকম্প [illegible] হইয়াছে। ভূমিকম্পের ভীতি এখনও জনসাধারণের মন হইতে দূর হয় নাই। তাই কম্পন মৃদু হইলেও ভাগলপুর, মজঃফরপুর ও [illegible]পুরে বহু লোক ভীত হইয়া গৃহ ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিল। ভূমিকম্পে ক্ষতি না হইলেও, বহুস্থানে [illegible] হইতে ক্ষতির সংবাদ আসিয়াছে।

ইংলণ্ডে অনাবৃষ্টির আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জলাভাব দূর করিবার জন্য বিভিন্ন জিলায় কূপ খননের ব্যবস্থা করিতেছেন। বৃটিশ পার্লামেন্ট একরূপ প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৫ দিন বৃষ্টি হয় নাই—জলাভাবে লোকের কষ্ট না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের এই সাবধানতা। ভারতের পল্লীবাসিগণ জলাভাবে হা-হা-কার করিতেছেন। ভারত-গবর্ণমেন্টের মত বৃষ্টি আনিতে পারিবে কি?

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও অনাবৃষ্টি দেখা যাইতেছে। ফসল ভাল হইবে না, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেন্ট অনাবৃষ্টিপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের জন্য সরকারের ব্যবস্থা করিতেছেন। শাসন বিভাগ এতদুদ্দেশ্যে প্রায় ৫৫ কোটি টাকার ব্যবস্থার জন্য [illegible] পার্লামেন্টের নিকট প্রার্থী হইবেন। অটোয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম আমেরিকার অনাবৃষ্টির জন্য কানাডার গমের দর চড়িয়া যাইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এত অনাবৃষ্টির ফল অতি ভয়াবহ হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করিতেছেন।

বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে, আমাদের দেশে শীতলাপূজা হয়, রক্ষাকালীপূজা প্রভৃতি হয়। বেলগ্রেডের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, অনাবৃষ্টির জন্য পুনঃ [illegible]। বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাক্-খৃষ্টান-যুগের বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার অনুষ্ঠান ও উৎসব চলিতেছে। পল্লীতে কুমারীরা উলঙ্গ হইয়া অথবা বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত হইয়া পথে পথে নৃত্য-গীত ও প্রার্থনা করিতেছে। নদী নির্ঝরে [illegible], জলদেবতার উদ্দেশ্যে মানত দিতেছে। জলদেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোন গ্রামের দুইজন যুবক, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার পুরোহিতকে নদীতে ডুবাইয়াছে। কু-সংস্কার সব দেশেই আছে দেখিতেছি।

ব্যবস্থা পরিষদের আগামী নির্ব্বাচন

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্যার সন্মুখম চেটি ব্যবস্থা পরিষদের আগামী নির্ব্বাচনে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে দাঁড়াইবেন বলিয়া 'হিন্দু' পত্রিকার উক্তিতে সংবাদদাতা জানাইতে পারিয়াছেন। বর্তমানে তিনি কোয়েম্বাটুর [illegible] নির্বাচক মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থা পরিষদে আছেন।

সম্রাটের জন্মদিনের উপাধি

উপাধি-প্রাপ্ত মহোদয়গণের পূর্ণ তালিকা প্রকাশের স্থানাভাববশতঃ বাঙালী পাঠকবর্গ সহজে যাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবেন, তাঁহাদের নাম চয়ন করিয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

জি সি এস আই

অস্থায়ী বড়লাট স্যার জর্জ ষ্ট্যানলি, জঙ্গীলাট স্যার ফিলিপ চেটউড।

কে সি এস আই

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার ফ্র্যাঙ্ক নয়েস।

সি এস আই

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এম জি হ্যালেট, বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ [illegible], বিহার উড়িষ্যার চীফ সেক্রেটারী মিঃ পি. সি টালেন্টস।

কে সি আই ই

[illegible]

নাইটহুড

যুক্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ জে, পি শ্রীবাস্তব, রায় বাহাদুর সত্যচরণ মুখার্জ্জী এম এল এ উত্তর পাড়ার জমিদার; ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, মিঃ [illegible]।

সি আই ই

মিঃ জে ডব্লিউ কেলি—কন্ট্রোলার অব কারেন্সী কলিকাতা; মিঃ আর এন গিলক্রাইষ্ট—বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের কমার্স ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী. মিঃ এ জি. [illegible]—[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট; মিঃ এ জে ডান—ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাঙ্গলা।

রাজা বাহাদুর

চকদীঘির জমীদার রাজা মণিলাল সিংহ রায়, কটক কণিকার জমীদার রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ভঞ্জ দেও।

রায় বাহাদুর

বাঁকুড়ার এডিশনাল জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ তারকচন্দ্র রায়, ঢাকা-পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় সাহেব মন্মথনাথ মুখার্জ্জী, অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু, বাঁকুড়ার জমিদার বাবু সত্যকিঙ্কর সাহানা, বাঙ্গলার সেচ বিভাগের এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব [illegible] মিত্র, কানপুরের অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ শ্রীনাথ ঘোষ, [illegible] স্কুলের [illegible] রায় সাহেব [illegible], বিহার উড়িষ্যার জিলা ও দায়রা জজ রায় সাহেব শিশিরচন্দ্র চাটুয্যে. আলিপুর একাউন্টেন্ট বাবু শরৎকুমার বাঁড়ুয্যে. গৌহাটি কলেজের অধ্যাপক বাবু বিমলচন্দ্র সেনগুপ্ত, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের [illegible] বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত, ভারত সরকারের পোষ্ট বিভাগের অফিসিয়েটিং এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী রায় সাহেব শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা ই. আই রেলওয়ের ট্রান্সপোর্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ বিনয়েন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, আলিপুরের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ [illegible]।

খাঁ বাহাদুর

[illegible] সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ [illegible]; ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মৌলবী [illegible] আবদুর রহমান, এম, এল [illegible], ময়মনসিংহের এডিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ মিঃ আব্দুল [illegible] শিক্ষা বিভাগের সেকেণ্ড ইন্সপেক্টর অব স্কুলস [illegible] সাহেব মৌলবী [illegible]।

রায় সাহেব

বাবু [illegible]—কলিকাতা পুলিশের ইন্সপেক্টর; [illegible] কুমার [illegible] কলিকাতা [illegible] সুপারিন্টেন্ডেন্ট; চন্দ্রমোহন [illegible]; ত্রৈলোক্যনাথ ব্যানার্জ্জী মুন্সীগঞ্জের উকীল, [illegible] ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; কমলাকান্ত বাগচী—[illegible] চেয়ারম্যান; [illegible] কুমার ভট্টাচার্য্য—বহরমপুরের উকীল। [illegible] রায়—কৃষিবিভাগের সুপার ইন্সপেক্টর, ঢাকা; অনাথনাথ ব্যানার্জ্জী—ডেপুটি কালেক্টর [illegible]; ইন্দ্রনাথ মুখার্জি—পুলিশ বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী, বিহার; যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ—পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক; রজনীকান্ত বসু—মজঃফরপুর শ্রী [illegible] কলেজের অধ্যাপক; ডাঃ [illegible] চাটার্জি—বিহার সরকারের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরের এসিষ্ট্যান্ট; শরৎচন্দ্র দত্ত—আবগারী বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পূর্ণিয়া; [illegible] রায় [illegible] ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হাজারীবাগ; শরৎকুমার মুখার্জি—[illegible] স্কুলের শিক্ষক, [illegible] দাস—[illegible]; [illegible] ব্যানার্জি [illegible] রেলওয়ের এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন, [illegible] মজুমদার—এসিষ্ট্যান্ট [illegible] জেনারেল হাসপাতাল [illegible]।

(খাঁ সাহেব তালিকা আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

[illegible]

৯ম বর্ষ | ১১ ত্রিবিক্রম | গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই জুন ইং ১৯৩৪ | শুক্রবার | ৮৫শ সংখ্যা

বিলাতে প্রচার

লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত পত্রে প্রকাশ, স্যার অতুলচন্দ্র চাটার্জি এবং ক্যাপিং এর দি রাইট অনারেবল লেডী কারমাইকেলও লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

লণ্ডনের ১টী প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লণ্ডন গৌড়ীয়মিশন সোসাইটীর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই এই সোসাইটীর প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া তার প্রশংসা করিয়াছেন।

মিঃ উইলসন, মিস্ স, মিঃ ওয়াট্, মিস্ ডা ডি লেপেড্রো, লণ্ডন বুদ্ধসোসাইটীর ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ও তাঁহার স্ত্রী, ম্যাডাম্ মিরোপা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ বন মহারাজ দি রাইট অনারেবল লেডী কারমাইকেল, মিঃ ক্লিচ্‌টার, মিঃ কিং, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মিঃ টেলকার প্রভৃতি শিষ্ট জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য কি, তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'জৈবধর্ম্ম' নামক বিচার-গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছেন। [illegible] গীতার অনুবাদ করিতেছেন। তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অনুসরণ করিয়াই এই অনুবাদ করিতেছেন। সুতরাং আশা করা যায়, তাঁহার এই অনুবাদ প্রকাশিত হইলে পাশ্চাত্যবাসিগণের শুদ্ধভক্তির আলোক-লাভে বিশেষ সুবিধা হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা জুন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটভূমি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে শ্রীহরিকথা সাক্ষাৎ শ্রীহরি। হরিধাম বাসের কর্ত্তব্য—হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করা। কিন্তু বহুজীবের শ্রীহরিকথার রুচি সহজে হয় না। হরিকথার প্রবাহের রুচি কি-প্রকারে উদিত হয়, তদ্বিষয়ে শ্রবণকারী ও কীর্ত্তন যাজকের পক্ষে দুইটী সেবা বস্তুর সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের ভজনস্থ পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থ নামে কথিত হয়। এই দুই প্রকার তত্ত্বের উদ্দীপনযোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থসেবা ব্যতীত হরিকথায় রুচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা।

কৃষ্ণের বিষয়বিগ্রহ সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন হরিজনগণই মহৎ! কৃষ্ণভজনহীন সংকীর্ণ-হৃদয় ভোগপর জনগণ নিতান্ত সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। সেই সংকীর্ণচেতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সংকীর্ণতা বুঝিতে না পারিয়া, ব্যবহার সংকীর্ণবুদ্ধি জনগণকে মহৎ করিতে গিয়া মহতের চিত্র অঙ্কন করেন, কিন্তু তাহাতে হরিসেবা না থাকায় তাহা কৃষ্ণেতর বিষয়-সেবা মাত্র হইয়া যায়। এরূপ উদারতার কৃপাপ্রার্থিগণ নশ্বরের সেবা করিতে করিতে মহৎ হরিজনগণকেও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করেন। যেকালে তিনি ভক্তের সহিত সম্বন্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহৎ সঙ্গের মাহাত্ম্য লক্ষ্য করেন, ততকালে তাঁহার অপার কৃপা পরিবেষ্টিত হইয়া হরিকথায় রুচি হয়। সুতরাং ভগবানের সেবানিরত হইলেই বদ্ধজীবের উত্তর বিষয়ে রুচিসম্পত্তি সম্ভাবনা নির্দ্দিষ্ট হয়। ঈশ্বরের সেবায় জীবের মনোবৃত্তির উত্তরণ নির্দ্দিষ্ট হয়। তখন তিনি হরিকথাশ্রবণ পথ গ্রহণ করিয়া কাঙ্গালের ভক্তির আশ্রয় করেন। জীবনকারী ধর্ম্ম ও মায়ার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

মহৎ সাধুগণের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণ। তিনি যাঁহার কর্ণে শব্দরূপে উদিত হইয়া নামরূপে প্রকাশিত হন, তাঁহার হৃদয়ে বাহ্যিক ভোগপর অন্যমনস্ক কোনরূপের অবস্থান করিতে পারে না। ভগবদ্রূপ স্মৃতি হইয়া চিত্তকে বিভিন্ন করিয়া ভোগময়ী চিন্তায় একেবারে লয় করে। অন্য চিন্তাই ভোগের বাসনা। সেই ভোগপ্রবৃত্তি ও কামনার বশবর্ত্তী থাকিতে অনুগমন করিতে গিয়া বহু অনর্থ দ্বারা বিপন্ন হয়। অতএব শুদ্ধ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই বাহ্য ভোগ গ্রহণ করিবার পিপাসা জীবের থাকে না।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সেবা এবং ভাগবত-ধর্ম্মযাজনকারী ভক্ত-ভাগবতগণের সেবা-ফলে অনর্থ ও কৃষ্ণেতর প্রবৃত্তিরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিগত হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎ সেবাপ্রবৃত্তি লাভ হয়। হরিসেবাবিরোধী অনর্থ কামনাসমূহ ভক্তসেবাফলে যে পরিমাণে ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদয়ের সুবিধা হয়। অনর্থসঙ্কুল নশ্বর জীবের নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়-সম্ভাবনা নাই। ভোগী, কর্ম্মী বা মুক্তিকামীর ভাবনার কুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমেই সংশোধিত হয়। তখন আর অভক্ত-সঙ্গের কুপ্রবৃত্তি হয় না।

শাস্ত্র ও জগতে নামের সেবাফল কাম ক্রোধ লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্য প্রবল করে ও সকল সদ্গুণ নষ্ট করে। এই গুণের দ্বারা চালিত হইয়া লোকের উদ্দেশ্যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক সদ্গুণ স্থাপন করে না। সত্ত্বগুণ প্রবল অর্থাৎ জীবের নিত্যানিত্য বিবেক উদিত হইলে, রজস্তমোগুণের প্রবৃত্তিসমূহ জীবকে আক্রমণ করিতে পারে না। তখন শুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়ী ভক্ত ও সাধুর আশ্রয় করিয়া হরিসেবায় চিত্ত স্থির হইয়া অবস্থিত হন।

শ্রীনিত্যানন্দ[illegible]

([illegible] পৃষ্ঠার পর)

শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরই জানেন এবং করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর এই অঙ্গের পরিচয় দিতে পারেন। অতএব লোকের নিন্দা বন্দনায় শ্রীনিত্যানন্দের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। তাঁহার মহিমা একমাত্র গৌরসুন্দর জানেন। তিনি নিজ ভাবে পরিপূর্ণ; জগতের কোন অপূর্ব্ব বস্তু তাঁহার মনো দর্শন করিতে পারে না। তবে যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দের শরণ গ্রহণ করেন [illegible] লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য, যথা—
"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম
বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ ত্রিবিক্রম, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য

বিষ্ণুপূজা

আমরা বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত বলিয়া দুইটী সমাজের কথা শুনিতে পাই। উভয়েরই কার্য্যকলাপ বাহ্যতঃ দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠার আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। উঁহারা উভয়েই বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন বটে, কিন্তু স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় একজন—পারমার্থিক বা বৈষ্ণব, আর একজন—লৌকিক বা দেহধর্ম্মাপন্ন। বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে বিষ্ণুর প্রীতি বিধান করেন, আবার আবশ্যক হইলে বিষ্ণু-সেবানুকূল ভাবে তাহা ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিচারের দিকে বা নিজ মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বিষ্ণুর প্রীতিবিধানেই মনঃপ্রাণ নিয়োজন করেন। কারণ, বিষ্ণু-প্রীতিবিধানই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কর্ত্তব্য আছে এ ধারণা তাঁহার নাই; তাই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা। আর একজন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের ছলে ধর্ম্মার্থকাম বা আত্মপ্রীতিরূপ মোক্ষের সন্ধান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপূজা উভয়েই করেন বটে, কিন্তু একজন বিষ্ণুসেবা করেন বিষ্ণুর সুখের জন্য, আর একজনের বিষ্ণুপূজার অভিলাষ নিজ প্রীতিবাঞ্ছায়।

বিষ্ণুভক্তপ্রাণ বৈষ্ণব শুদ্ধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বিষ্ণুর নিষ্কপট সেবা-ফলে স্ব-স্বরূপ লাভ—আত্মার নিত্য বৃত্তি বিষ্ণুর দাস্য সেবায় উন্মুখ হন। আর স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন ও বিষ্ণুপূজাদি করিয়া দেহ ও আত্মবুদ্ধির মধ্য—ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই অগ্রসর হইতেছেন বটে কিন্তু এক জনের গতি পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ বিষ্ণু-মুখী—স্বদেশাভিমুখী আর একজনের গতি পশ্চিমদিকে—মায়ার দিকে—ভোগের দিকে। বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া সদ্‌গুরুর আনুগত্যে বিষ্ণুসেবার্থ বৈকুণ্ঠের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর স্মার্ত্ত বর্ণাশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভাবে পালন করিয়াও বিষ্ণুপূজা করিয়াও অন্যভাবে নিজ স্বার্থের জন্য বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ভোগের দিকে ধাবিত হইতেছেন।

উভয়ে বিষ্ণুপূজা করিলেও উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভ হইতেছে। তাঁহাদের ভাবালোচনায় আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণবের বিচারে বিষ্ণু—স্বরাট্ পুরুষ, বৈষ্ণব বিষ্ণুর নিত্যদাস, বিষ্ণুর নিত্য সেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। আর স্মার্ত্তগণ বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করেন বটে কিন্তু তাঁহারা বিষ্ণুকে পরম-স্বতন্ত্র-পুরুষ জ্ঞান করেন না; পরন্তু তাঁহাকে কল্পিত দেবতা-বিশেষ জানেন, বিষ্ণুর নিত্য সচ্চিদানন্দরূপ স্বীকার করেন না, বিষ্ণুর অবতারাবলীকে, বিষ্ণু-বিগ্রহ-সমূহকে, বৈষ্ণবকে জন্মমৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন এবং বিষ্ণুভক্তিই একমাত্র সাধ্য ও সাধন—ইহা বাস্তবতঃ স্বীকার করেন না, বিষ্ণুভক্তিকে তাৎকালিক বা অন্যান্য বৈধিক ধর্ম্মের অন্তর্গত জ্ঞান করেন। সুতরাং স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবা নহে, উহা এক প্রকার পৌত্তলিকতা। তাঁহাদের বিষ্ণুপূজা সেবার আবরণে ভোগের তাণ্ডবনৃত্য। অতাত্ত্বিক লোকের নিকট তাঁহাদের পূজা শুদ্ধ বৈষ্ণবের আচরিত বিষ্ণুপূজার ন্যায় প্রতীত হইলেও উহা বিষ্ণুপূজা নহে—বিষ্ণুপূজার বিপরীত মার্গ। সমস্ত ভোগের শেষে বিষ্ণুর প্রতি "বিষ্ণবর্পণমস্তু" বা প্রাকৃত ভাষায় "উড়ো বৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলি। স্মার্ত্তের পূজা কেবল আত্মবঞ্চনা ও ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিবার চেষ্টামাত্র। তাই বলিতেছিলাম, বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজা ও স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা এক নহে। একজন বিষ্ণুর অহৈতুকী প্রীতি অনুসন্ধান করেন, আর একজন বাহিরের দিকে কপটতা ও বিষ্ণুপ্রীতি সংরক্ষণ করিয়া বাস্তবতঃ বিষ্ণুকে ভোগ করিবার অর্থাৎ বিষ্ণুদ্বারা নিজের কিছু সুখসুবিধা করাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। বিষ্ণুপূজা করিয়াও স্মার্ত্ত—মায়াকারাগারবাসী বা নরকের যাত্রী আর বৈষ্ণব—বৈকুণ্ঠবাসী।

দেবতাপূজা

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই দেবতাগণকে সম্মান করেন। বৈষ্ণবগণ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, স্মার্ত্তের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও অন্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ বা অন্য দেবতার নিন্দা করেন না। তাঁহারা মানদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট; সুতরাং তাঁহারা দেবতা ত' দূরের কথা, সর্ব্বজীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া প্রাণিমাত্রকেই যথাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণ শিব, সূর্য্য, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণুকে সমপর্য্যায়ে কল্পনা করিয়া উহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে অবিধি পূর্ব্বক পূজা করিয়া পাষণ্ডতার পরিচয় দেন. বৈষ্ণবগণ কিন্তু বহ্বীশ্বর স্বীকার না করিয়া বিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান্ জানিয়া বিষ্ণুর প্রসাদ দ্বারা বিষ্ণুসেবক শিব-দুর্গাদি দেবতার পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন। তাঁহারা বিষ্ণু-সেবক দেবতাগণকে স্বতন্ত্রেশ্বর-বুদ্ধি করিয়া অপরাধের আহ্বান করেন না। দেবতা-গণকে দেবদেব বিষ্ণুর সমকক্ষ মনে করার কুফল বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু
নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-
সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বৈষ্ণব পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলুষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

বৈষ্ণবগণ স্মার্ত্তগণের ন্যায় শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণুর সমান অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবান্ মনে করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করেন না; কিন্তু স্মার্ত্তগণ নির্ব্বিশেষচিন্তা-লোলুপ হইয়া কালী, কৃষ্ণ, শিব সবই এক, একরূপ একাকার মনে করতঃ শাস্ত্রবাক্যের অবমাননা করিয়া অধঃপতিত হন, ইহাই আমাদের দুঃখ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

কৃষ্ণই যে একমাত্র ভগবান্ আর সকলেই যে তাঁহার ভৃত্য বা সেবক-সম্প্রদায়, একথা আমরা বেদ, উপনিষৎ, ব্রহ্মসংহিতা, গীতা, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে দেখিতে পাই। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতা বলেন —

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ম্।'
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্"

বিষ্ণুপূজা পরিত্যাগ করিয়া দেবপূজকের কথা প্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে
শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়
যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥"

—"বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমি একমাত্র পরমেশ্বর। আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। শিব দুর্গাদি দেবতাকে অনেকেই উপাসনা করেন। আমি স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চ মধ্যে মায়ার গুণ দ্বারা আমার প্রতিভাত স্বরূপগুলিকে প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা আমার গৌণাবতার। তাহাদের ভজন এবং আমার স্বরূপজ্ঞ অবগত হইয়া যাহারা আমার গুণাবতার বলিয়া সেই সেই দেবতাকে ভজন করে, তাহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উন্নতি-সোপানগত। আর যাহারা ঐ দেবতা সকলকে নিত্য জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহারা অবিধি পূর্ব্বক যজন করে। এতন্নিবন্ধন তাহাদের নিত্য ফল লাভ হয় না অর্থাৎ তাহারা জাগতিক অনিত্য ফলনাদি পাইলেও আমাকে (ভগবান্‌কে) প্রাপ্ত হয় না।"

কৃষ্ণই সকলের আদি ও অনাদি। তাঁহার প্রীতিবিধানেই জগৎ প্রীত হয়। সেই জন্য বৈষ্ণবগণ অন্যান্য দেবতাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবান্ কৃষ্ণের প্রীতিবিধানমুখে সমস্ত দেবতা বা অন্যান্য সকলেরই প্রীতিবিধানে যত্নপর। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

—যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার প্রদান করিলে অর্থাৎ ভোজন করিলে যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

আমরা শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাই যে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

(ভাঃ ১১।৫।৪১)

—হে রাজন্, যিনি সংসারের সব কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া ও ভেদকেই সকল এক জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়গণ এবং অপর মনুষ্যগণে কাহারও নিকট দাস বা ঋণপাশে বদ্ধ নহেন।

এইজন্যই বৈষ্ণবগণ স্মার্ত্তগণের ন্যায় অশাস্ত্রীয় মতে দেবতা-পূজাদি না করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযথ সম্মান প্রদানান্তে বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় আত্মনিয়োজন করেন এবং সকলকেই বিষ্ণুপূজা করিবার সদুপদেশ প্রদান করেন। স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের পূজায় ইহাই তারতম্য।

শ্রীনিত্যানন্দান্বেষণ

শ্রীব্রজভূমি পরিভ্রমণকালে অবধূতকুল-চূড়ামণি সাক্ষাৎ বলদেব মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ জানিতে পারিলেন। তিনি শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্কীর্ত্তনবিলাসে তখনও যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্তরে দুঃখিত ছিলেন। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনবিলাসে যোগদান করিবার জন্য অতি শীঘ্র নবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে আগমন করিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর অথবা তাঁহার ভক্তবৃন্দ কাহারও নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা না জানাইয়া তিনি গুপ্তভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীবিশ্বম্ভর নিত্যানন্দপ্রভুর আগমন জানিতে পারিয়া অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। দুই তিন দিনের ভিতরে নবদ্বীপে একজন মহাপুরুষ আসিবেন—ইহা তিনি ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা বুঝিতে পারেন নাই।

নিত্যানন্দপ্রভুর আগমন-দিবসে শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণববৃন্দকে প্রাতঃকালে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আজ একটী অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম, আমার গৃহদ্বারে একটী তালধ্বজ মহারথ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রথের মধ্যে প্রকাণ্ডশরীর একজন মহাপুরুষ বিরাজমান। তাঁহার স্কন্ধে হল-মুষল, পরিধানে নীল বসন ও নীল উত্তরীয়। তাঁহার বাম-হস্তে বেত্রনির্ম্মিত একটি কমণ্ডলু। তাঁহার বাম-কর্ণমূলে একটী সুন্দর কুণ্ডল। তাঁহার গতি চঞ্চল। তাঁহার চরিত্র দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি বলদেবের ভাবে বিভোর। তিনি দ্বারে থাকিয়া দশ বিশ বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী?' আমি তখন সভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোন্ মহাজন?' তিনি বলিলেন—'আমি তোমার ভাই, আগামী কল্য পরিচয় হইবে।'" শ্রীমহাপ্রভু এইরূপ বলিতে বলিতে বলদেবাবেশে আবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাহ্য লাভ করিলে শ্রীমুরারীগুপ্ত বৈষ্ণবগণের নিকট মহাপ্রভুর স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে মহাভাগবত শ্রীহরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিত উভয়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহারা তিনপ্রহর অর্থাৎ নয় ঘণ্টাকাল নবদ্বীপের সকল পল্লী, সকল গৃহস্থের বাড়ী, এমন কি পাষণ্ডী নিন্দুকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রম সকলেও অনুসন্ধান করিলেন। কেবল নবদ্বীপের বাহিরের কোন পল্লীতে তাঁহাদের দেখা বাকী থাকিল। তাঁহারা কোথাও কোন মহালক্ষণবিশিষ্ট মহাপুরুষের খোঁজ পাইলেন না; অবশেষে তাঁহারা নিমাই পণ্ডিতের নিকট তাঁহাদের অনুসন্ধান-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের দুইজনের বচন শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা সকলে আমার সঙ্গে এস, সেই মহাপুরুষকে দেখাইব।" মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণকে সঙ্গে করিয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে—

বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন—যেন কোটিসূর্য্যসম॥
অলক্ষিতে আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহাভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ প্রাণের ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দরায়।
একদৃষ্টে হই' বিশ্বম্ভররূপ চায়॥

এইরূপে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ভক্তগণের নিকট বিদিত করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে না পারায় যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বলদেবপ্রভু আত্মগোপন করিয়া হরিদাস ও শ্রীবাসপণ্ডিতকে স্বীয় স্বরূপ দেখান নাই। আপাতদৃষ্টিতে বাহ্য-আচরণ বা উপাধিদ্বারা নিত্যানন্দ-স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই—দেখাইয়াছেন। শ্রীহরিদাস শ্রীশ্রীবাসপ্রভুর ন্যায় শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণও যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সন্ধান জানিতে পারেন না এবং স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতে হয়, তাহা নয়। শ্রীমহাপ্রভু এই স্থলে শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের দুরবগাহত্ব জ্ঞাপন করিলেন এবং গুরুকৃপার বলেই যে ভগবানকে পাওয়া যায় তাহা জানাইলেন।

আমরা অনেক সময় কৃষ্ণ অথবা গৌরভজন করিতে উদ্গ্রীব হই কিন্তু কৃষ্ণভক্তের অথবা শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করিতে চাই না। অথবা শ্রীগুরুচরণে কিঞ্চিৎ রতিমতি থাকিলেও শ্রীগুরুপ্রিয় বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হই কিন্তু গুরুভক্তগণের অনুগ্রহ চাই না। গুরুপাদে বৈষ্ণবকৃপা হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হই, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় তারতম্য করিয়া নরকে পতিত হই। এই ত্রিদেব অবজ্ঞানের অভাবে চঞ্চলচিত্ত হইয়া গুরু-সেবাকে বৈষ্ণবসেবা হইতে এবং হরিসেবাকে গুরুসেবা হইতে অধিক মনে করিয়া অপরাধ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হই। আবার নিজে নিজেই গুরু-বৈষ্ণব চিনিয়া লইতে যাই। তাই শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় সেবক শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জীবকে সাবধান করিবার জন্য জানাইলেন—

এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি' উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইবে যমঘর॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে॥
না বুঝি' যে নিন্দে' তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা, কোন কৌতুক-কারণে॥

ইহজগতে মানবগণের মধ্যে অনেকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সেবকসূত্রে ভগবানের নির্ব্বিশেষভাবে আস্থা স্থাপন করেন, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক ভগবানের সবিশেষ নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করেন, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি শ্রীরামসীতার উপাসনা করেন, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক মানব ব্রজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তদপেক্ষা খুব কম সংখ্যক সুকৃতিমান্ শ্রীরাধামাধবের উপাসনা করেন, তদপেক্ষাও কমসংখ্যক ভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করেন, তদপেক্ষাও স্বল্পসংখ্যক ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভজন করেন, তদপেক্ষা স্বল্পাতিস্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান্ ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয় চৈতন্য-চরণচারণগণের আনুগত্য স্বীকার করেন। সুতরাং নিত্যানন্দ-চরণসেবকগণের আনুগত্য সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ এবং দুষ্কর। গুরুপাদপদ্ম-সেবারূপ দুর্ল্লভ সাধন করিতে করিতে গুরুকৃপা দ্বারাই অতি দুর্ল্লভ শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-লাভ কোনও দিন হইতে পারে; অন্য কোন উপায়ে নয়। তবে শ্রীনিত্যানন্দকেই বা জানাইবেন কে এবং নিত্যানন্দ-পারিষদগণকেই বা জানাইবেন কে? ইহার উত্তর নিত্যানন্দকৃত্য ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পূর্ব্ব-উক্ত পয়ারে সরল ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহাই আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতের "গৌড়ীয়ভাষ্য" জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বাক্যে এইরূপ দৃষ্ট হয়—"শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় সেবকগণই তৎকৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। মায়াবদ্ধ-জীবের শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রয় সম্ভব নহে। শ্রীচৈতন্যের কৃপাক্রমে চৈতন্যভক্ত অনুকম্পায় নিত্যানন্দ-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়।

"অপ্রাকৃত চৈতন্যবিমুখ অনভিজ্ঞ জনগণ চৈতন্যভক্ত বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করিতে গিয়া অত্যন্ত নিগূঢ় নিত্যানন্দের লীলা বুঝিতে অসমর্থ হয়। যাহাদের চৈতন্যের উদ্দেশ হয় নাই, তাহাদের পক্ষে অনুদ্ঘাটিত নিত্যানন্দরহস্যময়ী লীলায় প্রবেশাধিকার নাই। অনভিজ্ঞ দুর্জ্জন নিত্যানন্দের লীলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব প্রদর্শন করে। তজ্জন্য বঞ্চিত হইয়া অশেষ ক্লেশই তাহাদের ভাগ্যে লাভ হয়।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বর্ণন করিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"তুমি না জানাইলে প্রভু কে জানিতে পারে?" নিত্যানন্দপ্রভু জগতে শ্রীমহাপ্রভুকে বিদিত করেন। আবার শ্রীচৈতন্যদেব কৃপা করিয়া কোন কোন ভক্তহৃদয়ে নিত্যানন্দতত্ত্ব প্রকাশ করেন। শ্রীনিত্যানন্দই যে জীবকে শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে লইয়া যান তৎসম্বন্ধে "গৌড়ীয়-ভাষ্যে" অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যথা—"সেই নিত্যানন্দ অনুক্ষণ কৃষ্ণনামোচ্চারণে ব্যস্ত। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দের আদরে এই ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়বিগ্রহ আলোক। তিনি বদ্ধজীবগণের কল্যাণরূপ গোলক-আকাশে যাত্রা "ওঁ" শব্দ-শাখা, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য প্রবল বায়ুও। শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ্য প্রধান সেবক-লীলাভিনয়ে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার সহিত তুলনা অন্য কোন বস্তুতে হইতে পারে না। জীব-জগতের নিকট স্বয়ং প্রভুর সেবকও বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ।"

ভগবান্ যখন চৈতন্যরূপে নিজভক্তের সন্ধান দেন, তখনই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। বাহিরের কোন লক্ষণদ্বারা ভক্তকে জানা যায় না, বৈষ্ণব ব্যতীত বৈষ্ণবকে, অথবা ভক্ত ব্যতীত ভক্তকে কেহ চিনিতে পারেন না। বৈষ্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত, ভক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অনুভূত হয় না, সুতরাং জড়-ইন্দ্রিয়ে বৈষ্ণবকে চেনা যায় না। বহু প্রকৃতি থাকিলেও বৈষ্ণব বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। তাই বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন—

"বৈষ্ণব চিনিতে নারি দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ ছার তত্ত্ব নিত্য অজ্ঞমতি॥"

হরিগুরু বৈষ্ণবকৃপা পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। কৃষ্ণ বদ্ধজীবের আকিঞ্চনে গুরু-বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণদেবের সন্ধান প্রদান করেন। আবার শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বিতরণ করেন।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

ভক্তিভবনের প্রকাশিত

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—১ম খণ্ড ৬০১
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৬০১
একাদশ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ৩০১
৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬০১
৪। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (বাঁধা) ২০
৫। গৌড়ীয় গীতা ১৷৹
৬। গৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি ১৷৹
৭। তত্ত্বসূত্র ৷০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ২০
ঐ (অ বাঁধা) ৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২০
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২০
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
১২। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত সংস্করণ (মোটা) ২০
১৩। ভজনরহস্য [illegible] ৷০
১৫। জৈবধর্ম
১৬। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৬০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৹
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৮। নবদ্বীপশতক ৷০
১৯। কল্যাণকল্পতরু (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাঁধা) ৷০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷০
২৩। শিক্ষাষ্টক ৷১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ
২৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
২৮। শ্রী গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র ১
২৯। সদাচার
৩০। গীতাবলী ৷০
৩১। বিবৃত নবদ্বীপ ১৷০
৩২। শরণাগতি ৷০
৩৩। প্রেমপ্রদীপ ৷০
৩৪। [illegible]
৩৫। [illegible]
৩৬। সাধনকণা ৷০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৷১০
৩৮। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ১০
৩৯। ভক্তিসন্দর্ভ (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৩০
৪১। অর্চ্চনপদ্ধতি ১০
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা (বাঁধা) ২০
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৩। মনঃশিক্ষা আম্নায় ১০
৪৪। গৌড়ীয়ভাষ্য ৷০
৪৫। পূজার পদ্ধতি ১০
৪৬। প্রবন্ধাবলী বা মাহাত্ম্যাবলী ১০
৪৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২০
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গোস্বামীর কি করিব? ৷০
৪৯। শ্রীশ্রীনামরহস্য ও [illegible] (১ম ও ২য় খণ্ড) ১০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৷০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৷০
৫২। [illegible] ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-দর্পণম্ ১০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্যম্
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্
৫৬। শ্রীমন্ত্র ও শিক্ষাষ্টক
৫৭। গোস্বামিমত প্রকাশঃ
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ১০
৬০। [illegible] ১০
৬১। [illegible] ৷০
৬২। [illegible] ১০
৬৩। [illegible] ১০
৬৪। [illegible] ৷০
৬৫। [illegible] ১০
৬৬। [illegible] ১০
৬৭। [illegible] ২৷০
৬৮। [illegible] ১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷০
৭০। [illegible] ১০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৷১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। স্বরূপগঞ্জ ঐ
৩। শ্রীধাম নবদ্বীপ ঐ
৪। [illegible] ঐ
৫। [illegible] ঐ
৬। [illegible], পোঃ [illegible], নদীয়া।
৭। [illegible], নদীয়া।
৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]।
৯। [illegible], পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান
১১। [illegible], বর্দ্ধমান
১২। [illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা,
১৫। [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। [illegible] মঠ [illegible] ঢাকা।
১৭। শ্রী[illegible] মঠ পোঃ [illegible]
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible], আসাম
২১। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], মাদ্রাজ।
২২। [illegible] মঠ [illegible], [illegible]
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible], কটক।
২৪। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ [illegible] পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিদহ, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]।
৩০। শ্রী[illegible] মঠ [illegible], [illegible], বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]
৩২। শ্রী[illegible] মঠ—[illegible],
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ [illegible] গ্লাউচেষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲।

২। গৌড়ীয় সাপ্তাহিক—পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] ৩৷০ টাকা মাত্র।

৩। [illegible] মাসিক [illegible] শ্রীধাম [illegible] শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ সেই টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ সেই টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী বি-এ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible] হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। মূল্য সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

ইহার মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ শুদ্ধভক্তসমাজের মুখ মহাপুরুষ শ্রীল [illegible] ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর কখন ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৮৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, গৌরসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ অদ্যাবধি কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাকশালি	
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৬৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৴০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪॥৴০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৴০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৴০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৴
বন্ধান	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশরাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের

আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর বিধান নং ৭")। অত্যন্ত রক্তের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, অপব্যবহার, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহারে মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেকে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ সেনটেটোরিয়ম্

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৫৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৩৪, ৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

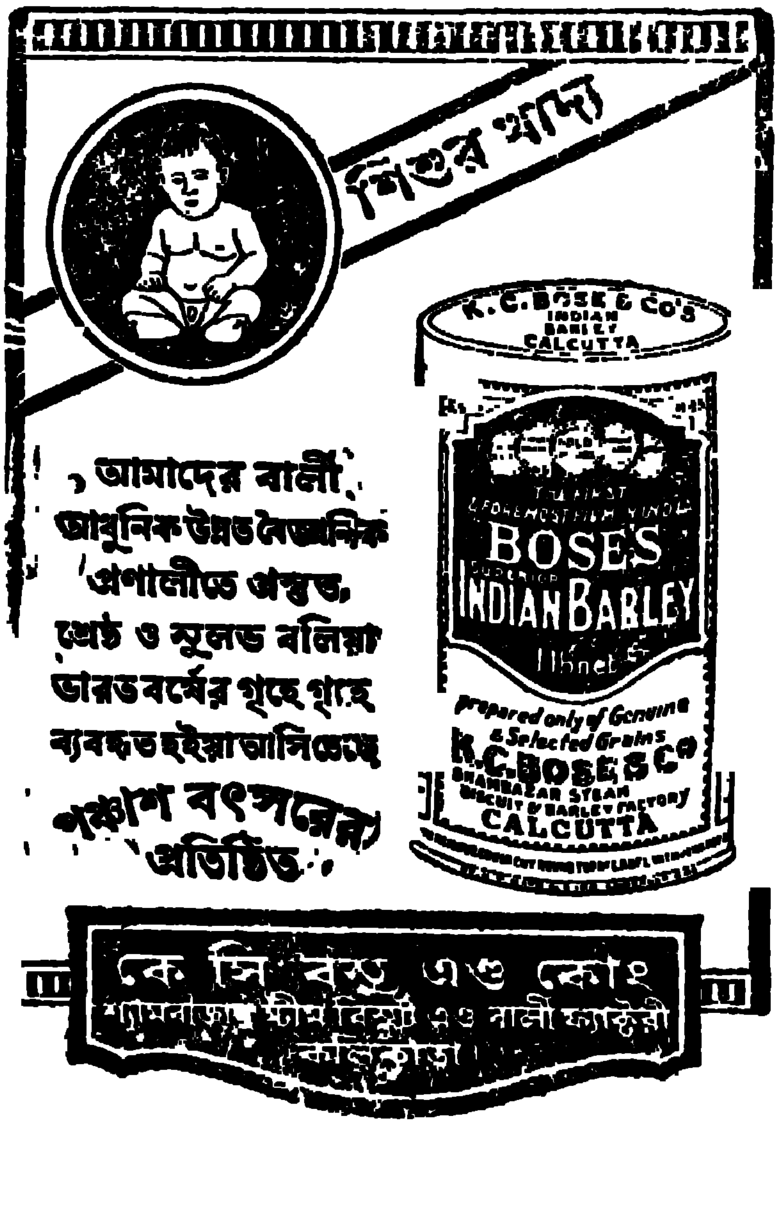

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠে শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পাঠ্যের আয়োজন সহ উপস্থিত হইবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, শাস্ত্রাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়্দর্শন-পঞ্চানন প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কালিখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

রেলের ডিপো হইতে ডিনামাইট চুরি

উদয়পুর চিতোর রেলওয়ের বাঘলাখাত ডিপো হইতে যে ২০০ পাউণ্ড ডিনামাইট চুরি গিয়াছে, ঐ সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, গত ৯ই মে তারিখে ঐ চুরি হইয়াছে; কিন্তু আজমীঢ়ের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রবার্টসন ১১শে মে তারিখে ঐ সংবাদ পান। ঐ দিনই তিনি ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে তথায় গিয়া তদন্ত করেন।

উক্ত ডিপোটি এক নির্জ্জন জঙ্গলে, দুইজন চৌকীদার ছিলেন। চুরির দিন দিনের বেলা ঐ চৌকীদারের পাহারা দিবার পালা ছিল, সে মিঃ রবার্টসনকে বলিয়াছে, বেলা নয়টার সময় ষ্টোরকিপার কোনও কাজে তাঁহাকে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামে প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিতে পায়, যে ঘরে ডিনামাইট রাখা হইত উহার দরজা দু'টির তালা ভাঙ্গা। সে ষ্টোরকিপারকে ঐ কথা বলিলে ষ্টোরকিপার বলেন, সে যেন চুপ থাকে; তিনি নূতন তালা লাগাইয়া দিবেন।

ঐ দিন রাত্রিতে যাহার পাহারা দিবার পালা ছিল সে পুলিশ দৈনিক দিল। সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ অন্য কথা বলিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সে গোপনে চকিত হইয়া ডিনামাইটের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া দশ পনর জন লোক দেখিতে পায়। তাহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে বন্দুক ছিল। একজন তাহাকে ভয় দেখাইয়া বলে, চীৎকার করিলে খুন করা হইবে। অতঃপর তাহারা তালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে ও চারি বাক্স ডিনামাইট লইয়া উধাও হয়।

প্রকাশ, দ্বিতীয় চৌকীদার যাহা পরে তাহার উক্তি প্রত্যাহার করিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, ষ্টোরকিপার তাহাকে ঐরূপ বিবৃতি দিতে বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ষ্টোরকিপার এই বিষয়ে কিছু বলেন নাই কিন্তু পরে তিনিও প্রথমোক্ত চৌকীদারের স্থায় বিবৃতি দিয়াছেন।

উক্ত ষ্টোরকিপার, একজন কেরাণী ও চৌকীদার দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আসামীদের গ্রেপ্তার নিবারণ আরও তদন্ত করিতেছে।

এই ব্যাপারের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সংস্রব আছে বলিয়া স্থানীয় পুলিশ মনে করে না; কিন্তু সিআইডি গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা অন্যরূপ।

মেওয়াড়ী আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা

দার্জিলিং হইতে প্রকাশ, নেপালী আদালতের বাঙ্গলা সহ নিম্নলিখিত সুবিধার্থে অবিলম্বে দার্জিলিংএ যেন স্থায়ী আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় প্রা এসোসিয়েশনের সদস্যগণ ও স্থানীয় জন সাধারণ সপারিষদ গবর্ণরের নিকট একটি আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

বিনা লাইসেন্সে বন্দুক

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, বিনা লাইসেন্সে একটি বন্দুক রাখার অপরাধে বেলগ্রেভে পুলিশ একব্যক্তিকে অস্ত্র আইনানুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ যে কাটপাড়া গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪০ কুটীর ও ৩খানি টাঙ্গা ভস্মসাৎ হইয়াছে। ৭ বৎসরের এক বালিকা পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গতকল্য জিয়াওয়াড়ি গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১০০ গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা।

বোম্বাইয়ে ভীষণ চুরি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত রাত্রে প্যারেলের প্যারেলস্থিত কোন একটি কাপড়ের দোকান হইতে কয়েক শত টাকা মূল্যের কাপড় চুরি যায়। পুলিশ এই চুরির সম্পর্কে জোর তদন্ত করিতেছে। দোকানের প্রাচীরে সিঁদ কাটিয়া কাপড়ের গাঁট অপহৃত হইয়াছে।

জলে বন্যা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত শনিবার অপরাহ্নে বাখরগঞ্জে জেলার যে প্লাবন হইয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। উহা কয়েক মিনিট মাত্র স্থায়ী হইলেও বহু লোক আহত, বহু গৃহ উৎপাটিত ও প্রায় ১০০ কুটীর ভূমিসাৎ হইয়াছে। সরকারী লঞ্চ "ওয়েভ" ও অন্য একখানি নৌকা টোবেকটি ক্যাম্পে যোগ করিয়াছিল। ঝড়ের ফলে দুইখানি ডুবিয়া যায়, কিন্তু আরোহীদের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট অনেক যাত্রী ঝড়ের আঘাতে মারা গিয়াছে

শ্রী চৈতন্য— 'শ্রীনাম' নবদ্বীপ
প্রতিষ্ঠান—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্য
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বাংলা-প্রচারক ... একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড সম্পাদক শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ৮৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৪১, ৯ই জুন ১৯৩৪

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবার (১৯৩৪ সালে) ২২৮৮৩ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৪৩১৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে ৪৯৮৮ জন; দ্বিতীয় বিভাগে ৭১৮৩; তৃতীয় বিভাগে ২১৪৬ জন। শতকরা ৬২'৬ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

ফল অতীব সন্তোষজনক

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে এবার ২১ জন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ পাশের সংখ্যা শতকরা ৭৬ এরও উপর। নূতন বিদ্যালয়ের পক্ষে ফল যে অতীব সন্তোষজনক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আই বি, অফিসে তলব

গত শনিবার দিন বিষ্ণুপুরের আই, বি, সাবইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন স্থানীয় যুবক শ্রীমান দীনেশচন্দ্র দে, দেবীপ্রসাদ সরকার, মধুনাথ কর্মকার, মানিকলাল দিন্দে, কালী সরকার, সুবোধ বিশ্বাস, নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে অনেক পুলিশ দ্বারা তাহার অফিসে ডাকাইয়া পাঠান। তাঁহারা উপস্থিত হইলে তাহাদের শরীরের বিশেষ চিহ্ন দৈর্ঘ্য ও তাহাদের শরীর সম্বন্ধে নোট করিয়া লওয়া হয়। উক্ত যুবকদের প্রতি ঐরূপ আচরণের উদ্দেশ্য জানা যায় নাই।

লণ্ডনে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পৃথিবীর কোন কোন অংশে অনাবৃষ্টির জন্য শস্য উৎপাদনের বৃহত্তম কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়ার যে সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং রুশিয়ায় বৃষ্টিপাত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। নেব্রাস্কাতে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। ম্যানিটোবা হইতে রাকস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও উৎকৃষ্ট শস্য জন্মিবার এক্ষণে সম্ভাবনা হইয়াছে।

কনেষ্টবল হত্যার ফল

কাণপুর জেলার অন্তর্গত হাজীপুর গ্রামে জুয়াখেলার সময় দুই ব্যক্তিকে পুলিশের হেপাজৎ হইতে ছিনাইয়া লওয়া ও একজন কনেষ্টবলকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলার অভিযোগে হামিরপুরের একজন কনেষ্টবল ও আর অন্য ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাসমত আলির এজলাসে হাজির করা হয়। কতিপয় আসামী এখনও ফেরার আছে।

---

৮৫ বৎসরের বৃদ্ধের কারাদণ্ড

জয়পুর দক্ষিণপুর গ্রামবাসী ৮৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুত পদ্মাসন মণ্ডল মহাশয়কে বিদ্রোহ দমন আইন অনুসারে থানায় হাজিরা দিবার জন্য এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুত মণ্ডল উক্ত আদেশ অমান্য করায় জয়পুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৬ মাস ... দণ্ডিত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে ডাকাতির সংখ্যা

১৯৩৪ ২৬শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলায় মোট ৪৭টি ডাকাতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ময়মনসিংহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

ময়মনসিংহে ৯টী, দিনাজপুরে ৬টী, রংপুর, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, খুলনা ও মেদিনীপুরে ২টী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। বর্দ্ধমানে ২টী, ও বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ঢাকাতে একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। রাজসাহীতে একটী ডাকাতির কালে হত্যা হইয়াছে এবং অপর দুইটি স্থানে ডাকাতগণ ঘটনাস্থলে ধরা পড়ে।

রাজবাড়ীতে দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডস্থ "ভূকৈলাস রাজবাড়ী"তে একটি হিন্দুস্থানী বালিকার জলে ডুবিয়া মৃত্যু ঘটিয়াছে।

প্রকাশ যে, শান্তিয়া নামক একটি ৭ বৎসর বয়স্কা হিন্দুস্থানী বালিকা কোনক্রমে উক্ত রাজবাড়ীর ট্যাঙ্কে পড়িয়া যায়। কিছুক্ষণ পর তাহাকে জল হইতে তোলা হইলে, দেখা যায় বালিকা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রেরণকালে রাস্তায় এম্বুলেন্স গাড়ীতেই বালিকার মৃত্যু হইয়াছে।

বৈশ্বানরের তীব্র ক্ষুধা

নাগপুর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী আমব গ্রাম হইতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২০০ বাড়ী এবং একটি বিবাহ মণ্ডপ পুড়িয়া গিয়াছে। বিবাহমণ্ডপে গ্রামবাসীরা উৎসবে মত্ত ছিল। সেখানেই প্রথম আগুন লাগে, কিন্তু উৎসবে মত্ত থাকায় কেহই আগুন লক্ষ্য করে নাই। পাশের ঘরে আগুন ছড়াইবার পর সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

কোনও লোক মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। চারিটী গরু পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

ট্রেণ ড্রাইভারের দণ্ড

বেপরোয়া ও অসাবধানভাবে ট্রেণ চালাইয়া একজন পথিকের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে বারাসতে বসিরহাট লাইট রেলওয়ের ড্রাইভার সমরজেৎ মণ্ডলকে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ দত্ত কর্তৃক ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, গত ১৭ই জানুয়ারী অপরাহ্নে আসামী বেলগাছিয়া রোড দিয়া বেপরোয়া ও অসাবধানভাবে ট্রেণ চালাইয়া নিত্যানন্দ নামক ২২ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের মৃত্যু ঘটায়।

রেঙ্গুনে ভীষণ ডাকাতি

মৌবিন-গ্রামের থোটান হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, একদল ডাকাত বন্দুক, কুঠার, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ একটি চীনা দোকানদারের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে টাকার সন্ধানে প্রহার করিয়া যায়। গ্রামবাসিগণ ডাকাতদের অনুসরণ করিলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়। ফলে একজন গ্রামবাসী নিহত হয় এবং ৪ জন ডাকাত আহত হয়। ডাকাতগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৪১

চলন্ত ট্রেনে উঠিতে যাইয়া বা চলন্ত ট্রেন হইতে নামিবার সময় অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হন এবং প্লেটফরমের ধারে দাঁড়াইয়া বা যাইয়া রেললাইন অতিক্রমের চেষ্টায় অনেকের প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইহার জন্য অনেক সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন এবং ষ্টেশনে ষ্টেশনে এপ্রকার বিপদের চিত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিরক্ষর কৃষকদিগের দৃষ্টি সেদিকে অতি অল্পই পড়ে। এ অবস্থায় তাহাদের শিক্ষার জন্য সমূহ ব্যবস্থা করা দেশবাসীর কর্তব্য। ঐ প্রকার চিত্র যদি হাট বাজার প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া সাধারণের দৃষ্টি বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

চলন্ত ট্রাম হইতে নামিবার কালেও অনেক সময় বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। সেদিন মিঃ ডাব্লিউ এম রব নামক ই, আই, রেলওয়ের জনৈক ষ্টেশন মাষ্টার ডালহাউসীর মোড়ে চলন্ত ট্রাম হইতে নামিতে যাইয়া গুরুতর আহত হইয়াছেন। তাঁহার একটী পায়ে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। শরীরের অন্যান্য অংশেও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকটিকে এই আঘাত গ্রহণের জন্য শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছে। দুই পা আগে বা দুই পা পাছে নামিয়া দুই পা হাঁটা কি এই প্রকার বিপদ বরণ করতে অধিক শ্রেয় নহে? ট্রাম সম্পূর্ণরূপে না থামা পর্য্যন্ত কাহারও তাহাতে উঠা বা তাহা হইতে নামা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের লোকেরা "সাবধানের মার নাই" এই কথা বুঝিয়াও বুঝিবে না!

আমেরিকা সমর-ঋণের কিস্তী পরিশোধের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাগিদ দিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জবাব দিয়াছেন,—জুনের কিস্তীর টাকা দিতে হইলে, 'ডলার' কিনিয়া তাহা শোধ করিতে হইবে,—এরূপ ব্যবস্থায় বৃটিশ মুদ্রা পাউণ্ডের দাম কমিয়া যাইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, এরূপ ভাবে মুদ্রার মূল্যহ্রাস করা আমেরিকার স্বার্থ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতির বিরোধী। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আরও জানাইয়াছেন যে আমেরিকার ঋণ শোধ করিতে হইলে তাঁহাদিগকেও অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট পাওনা আদায় করিতে হইবে; কিন্তু এরূপ করিতে গেলে বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের সৃষ্টি হইবে। এরূপ অবস্থায় আমেরিকার টাকা বর্ত্তমানে না দেওয়াই ভাল। উত্তরটা দেনাদারের পক্ষে হয়ত আনন্দ বটে।

পাঠকগণ বোধ হয় এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই যে, গত বৎসর জুলাই মাসে বেলডাঙ্গা নওপুকুরিয়া গ্রামে মুসলমানেরা হিন্দু অধিবাসীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, বহু বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দেয় এবং অর্জ্জুন ঘোষ ও ভূষণ ঘোষ নামে দুইজন হিন্দুকে নিহত করে। ইহার ফলে প্রায় ৩৭জন মুসলমান দাঙ্গাকারী আদালতে অভিযুক্ত হয়। দীর্ঘকাল সেসন আদালতে মোকদ্দমা চলিবার পর, বিচারে ২৫জন আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই দণ্ডের ফলে দাঙ্গাকারী দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের মনে যদি ভীতির সঞ্চার হয় এবং ভবিষ্যতে এরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা হ্রাস পায়,—তাহা হইলেই সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু এই আশাকত দাঙ্গাকারিগণ যাহাদের নিকট হইতে প্ররোচনা পাইয়াছে, তাহারা ধরা পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। গোড়া না কাটিয়া শুধু শাখা কাটিলে আগাছা পুনরায় অধিকতর রূপে বর্দ্ধমান হইতে পারে, সুতরাং শিকড়ের সন্ধান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

গত বুধবার পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যু-স্মৃতি উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতিপূজা করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে উক্ত ত্রিবেদী মহাশয়ের বহু বর্ষব্যাপী অক্লান্ত সাধনার ইতিহাস জড়িত। সাহিত্য পরিষদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তৎসত্বেও মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের সেবা হইতে বিরত হন নাই। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা নব্য বাঙ্গলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া গিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার রচনা এখনও বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মৌলিক চিন্তাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসম্ভারে তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ। বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সৃষ্টিতে এখনও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এ দেশে বলিতে গেলে তিনিই নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও মনীষা বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। বাঙ্গালার পণ্ডিত তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হইয়া বিদেশের বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রকৃতি ছিল শিশুর মত সরল; তিনি অমায়িক, বিনয়ী ও নিরহঙ্কার ছিলেন।

মৃত্যুদণ্ড বহাল

বাখরগঞ্জের দায়রা জজ মিঃ এম, কে, রূপালনী নরহত্যার অপরাধে মকবুল সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দায়রা জজ মৃত্যুদণ্ড বহালের জন্য মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিলে বিচারপতি মিঃ এম, সি, ঘোষ, মিঃ লালমহম্মদ আলী ও মিঃ হেণ্ডারসন মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

আসামীর উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে কিন্তু তাহার আপীল ডিসমিস করা হয়।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ১৯৩৩ সালের ২৯শে অক্টোবর মধ্য রাত্রিতে আবদুল সামেদ নামক এক ব্যক্তি তাহার একটী যুবতী কন্যা ও ছেলের সাথে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় মকবুল সর্দ্দার জালাল ও রসিদ নামক ৩ ব্যক্তি তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 'দাও' দ্বারা আঘাত করে। সামেদের কন্যার চীৎকারে তাহার স্ত্রী ঘটনাস্থলে আসে; সে আসিয়া দেখিতে পায় যে, মকবুল তাহার স্বামীকে 'দাও' দ্বারা আঘাত করিতেছে। তিনজন আসামী তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া চলিয়া যায়। সামেদ মৃত্যুকালে তিনজন আসামীর নাম করে। কিছুক্ষণ পরেই সামেদের মৃত্যু হয়। জুরীগণ সকলেই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া মকবুলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং অপর আসামীদিগকে ১০ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বিচারপতিগণ মকবুলের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন এবং জালালের ও রসিদের আপীল ডিসমিস করেন। মিঃ বিমল কুমার ঘোষ আসামীপক্ষে ও মিঃ ডি এন চট্টোপাধ্যায় সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান

কাশীর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজকে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের গৌরবস্থল।

নাগপুর মরিস কলেজের অধ্যাপক আবদুল গণিকে "শামসুল উলেমা" উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি

রাঁচী হইতে প্রকাশ, পাটনার এস পি, ঘাবলে ও বিচারপতি জে এফ জেমস নামক দুইটি হাইকোর্টের ২৫শে জুলাই হইতে ১৯৩৪ অক্টোবর পর্য্যন্ত ছুটি লইয়াছেন। পাটনাবিহার ও উড়িষ্যার লাট তাঁহাদের অনুপস্থিতকালে মিঃ টমাস লুবী আই, সি, এস ও মিঃ জন আলফ্রেড জাভান বার এট ল কে উক্ত হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ডের আশ্রমে পেরী লেভীসোল

রাঁচী হইতে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ যুবক ইঞ্জিনিয়ার পেরী সেরীসোল বোম্বাই যাত্রার পূর্ব্বে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন যে আগামী সেপ্টেম্বর তিনি সুইজারল্যাণ্ডে অভিমুখে যাত্রা করিবেন। সুইজারল্যাণ্ড হইতে তিনি ইংলণ্ড যাইয়া বা অন্যদের বেকারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কার্য্য সম্পর্কে তদন্ত করিবেন। তিনি বলেন যে, ভূকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার মনে অতি স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠানের বরাবরে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা তিনি যোগে জানাইবেন। তিনি বলেন যে, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান যদি বিহারের ভূকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলে একদল স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি আগামী শরৎকালে আবার এদেশে আসিবার আশা রাখেন।

সম্রাটের জন্মদিনের উপাধি

খাঁ সাহেব

মৌলবী মহম্মদ আবদুল গফুর—হেড ক্লার্ক এন্‌ফোর্সমেণ্ট এণ্ড কোর্ট নারায়ণগঞ্জ, গোলাম মহম্মদ আমেদ—পুলিশের ইনস্পেক্টর; ম হাউর রহমান—স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর, পাবনা, মৌলবী মহম্মদ আব্দুল—সাব রেজিষ্ট্রার, নওগাঁ (রাজশাহী), মৌলবী মহম্মদ নূর আমিন—পাবলিক প্রসিকিউটর, ময়মনসিংহ, মৌলবী সৈয়দ আবদুল মালিক, ফুলবাড়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, দিনাজপুর, মৌলবী মকবুলউদ্দীন আহমদ—ময়মনসিংহ জিলা সি আই-ডি'র অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর; কাজী মামজুর রহমান—সাব রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা, মৌলবী শহীদুল্লাহ হোসেন—কো-অপারেটিভ সোসাইটীর ইন্‌স্পেক্টার বাঙ্গলা; কাজী নূরুল আমিন চৌধুরী—চট্টগ্রাম সাবুদার খোঁয়ার; মৌলবী মহম্মদ ইব্রাহিম—ডেপুটী কালেক্টর, দার্জ্জিলিং।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৯ই জুন ইং ১৯৩৪ শনিবার ৮৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনৃসিংহজয়ন্তী

—:•:—

শ্রীশ্যামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার শ্রীশ্যামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহামহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহাদির নীরাজন, কীর্ত্তন, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও উচ্চসংকীর্ত্তনাদির যথানিয়মে দৈনন্দিন সেবাপূজাদি সুসম্পন্ন হয়। শ্রীনৃকেশরীর সান্ধ্যার্চ্চন, আরাত্রিক ও ভোগরাগাদি নির্ব্বাহিত সমাপনান্তর সমাগত ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার আবির্ভাব লীলার মাহাত্ম্য ও কারণাদি শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কঃ ৮ম অধ্যায় হইতে অনেক অংশ শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

ভক্তিশাস্ত্রীজী ব্যাখ্যাকালে বলেন যে—
"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"
যাঁহার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী, বক্ষে হ্লাদিনীর অংশরূপা লক্ষ্মী এবং যাঁহার হৃদয়ে সম্বিৎ-বিগ্রহ গৌরকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান, সেই কোটীকণ্টককণ্টক শুদ্ধভক্তিপথের বিঘ্নবিনাশক সপার্ষদ শ্রীশ্রীনৃকেশরী জয়যুক্ত হউন ও আমরা নিত্যকাল যাহাতে তাঁহার কৃপালব প্রাপ্ত হইয়া নিষ্কণ্টক ভক্তিপথের পথিক হইতে পারি তজ্জন্য তিনি আমাদের আরাধ্য বিষয় হউন।

কুল-সর্ব্বস্ব নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস-বিগ্রহ পরব্যোমে মহাসঙ্কর্ষণরূপে বিরাজিত, মহাসঙ্কর্ষণই আবার অর্ণবমধ্যে মহাপুরুষরূপে অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই শ্রীনৃসিংহাদি লীলাবতার ও নৈমিত্তিক অবতারাদির অবতারিত্বের কারণ। অতএব শ্রীনৃসিংহদেব পাষণ্ডদলনবানা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুরই কলা-বিকলারূপে ভক্তিপথ বাধকীয় বিঘ্ন বিনাশ সাধন করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শুদ্ধভক্তগণের আহ্লাদ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আজ আমরা সেই মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের নিত্যারাধ্য এবং হিরণ্যকশিপু কাফিরদের কৃতান্ত স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব নিজগুণে আমাদিগের সকল প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক সুপ্রসন্ন হউন।

পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী এবং মহামন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হয়। পাঠান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ ও সাধারণ জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন ও ফুলদোলোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস মঠসেবকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে বিভিন্ন স্থান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ পুষ্প-মালিকা দ্বারা সুশোভিত করেন এবং শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথির পূর্ত্তি উপবাস ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত মহাগ্রন্থের পাঠ-কীর্ত্তন-সেবায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন।

অতঃপর সন্ধ্যা সমাগতা হইলে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চন করা হয়; অর্চ্চনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-বিগ্রহের আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে পর শ্রীপাদ নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারীজী সুললিত-স্বরে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ কৃত অষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব নাম কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে জনৈক মঠ সেবক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত ক্রীড়া স্বরূপ ফুলদোলোৎসবের বিষয় ও অদ্য-তদাদি-বাধিত শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও দৈন্য-ভরে স্বীয় অযোগ্যতা জানাইয়া ফুলদোল ও নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন।

পাঠান্তে শ্রীপাদ নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারীজী সুললিত-স্বরে কলিকল্মষাপহারী শ্রীমহামন্ত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সমাগত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ঐ দিবস উক্ত মঠে একটী উৎসবেরও বন্দোবস্ত হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। শ্রীপাদ উৎকলস্থ ধামাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া এবং শ্রীপাদ রেবতী মোহন দাসাধিকারী উৎসাহের সহিত সেবা করায় সজ্জনগণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৫ই জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আলোচিত হয় যে—জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া, তিনি ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিযোগফলে শোক ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্নচিত্ত হন। যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি হইতে মুক্ত বৈষ্ণবগণই ভগবানে সম্বন্ধবিশিষ্ট হন। তখনই সেবাময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত অপরাধিত্ব বস্তুতে আবিষ্ট হয় না।

হরিসেবাকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ নিত্যানন্দময়। যেকালে নিত্য চিন্ময় হরির অবস্থান হৃদয়ে প্রীতি স্থাপনে নিযুক্ত হয় তৎকালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের উপাধিগুলির আধিপত্য দেখা যায় না।

জীবের প্রত্যেক ভাবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা নিরুপাধিকা সেবা গ্রহণ করেন, ইহাতে জীবের কামবৃত্তিচরিতার্থ লাভ হয় না। চিদিন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কার্য্য এক প্রকার নহে। ইন্দ্রিয়তর্পণ ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা হরিসেবন পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছাযুক্ত সেবকের সেবা নিত্যবৃত্তি ক্রিয়া, তাহাই সাক্ষাৎকার। উহার সহিত বহিঃপ্রজ্ঞান প্রতিকূল সম্বন্ধ। সাক্ষাৎকারের অভাবেই বদ্ধজীবের বাহ্যদর্শন।

———

অনাত্মায় আত্মদর্শন বদ্ধজীবের ধর্ম। মায়াবাদিগণ আত্মস্বরূপে ঈশ্বরদর্শনের পরিবর্ত্তে মায়িক বিকৃতির অধ্যাসে ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন। ভক্তিমান্ জনগণ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিষ্কপট শরণে আশ্রিত শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজের প্রভু জানিয়া অবগত হন। সেই ভক্তিপরিকরগণ শ্রীগুরুদেব সন্নিধানে আত্মদর্শনে অবহিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ ত্রিবিক্রম, [illegible] ৪৪৮

স্মার্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য

ব্রতপালন

বৈষ্ণব ও স্মার্ত উভয়েই একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি ব্রত অনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের উহা কেবল অনুষ্ঠান ভক্তি বা কৃষ্ণসেবারসের উদ্দীপনালম্বন-স্বরূপ। আর স্মার্তের একাদশী প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলসাধক অর্থাৎ ধর্মার্থকামসাধক কর্মবিশেষ।

— —

বৈষ্ণবগণ ভোগবাসনাপর বিদ্ধা একাদশী, বিদ্ধা অষ্টমী, বিদ্ধা নবমী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশীর বিধান মান্য করেন, আর ভোগবাসনাপর বিধানগুলিতেই স্মার্তের আদর দেখা যায়। অতএব বৈষ্ণব ও স্মার্তের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আকারগত বিশেষ ভেদ না থাকিলেও অন্তর্নিহিত আকাশ পাতাল ভেদ বর্তমান।

গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা

বৈষ্ণব ও স্মার্ত উভয়েই গঙ্গাপূজাদি করেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবের গঙ্গাস্নান বা গঙ্গাপূজা স্মার্তের ন্যায় পাপ-মলিনতা-দূরীকরণ উদ্দেশ্যে নহে। স্মার্ত নিজকৃত পাপরাশি, অপবিত্রতা, অশৌচ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ও শারীরিক ক্লেদ বা আবর্জনা গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতে চান। অতএব স্মার্ত কার্যতঃ পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীকে তাঁহাদের মলমূত্রাদি ক্লেদ বা আবর্জনারাশি পরিষ্কার করিবার পরিচারিকাপদে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তাই গঙ্গাদেবী স্মার্তের পাপগ্রহণ [illegible] পাপপুষ্ট দেহের অবগাহন [illegible] হরিভক্তগণের [illegible] বাঞ্ছা করেন।

— —

বিষ্ণুপাদোদকস্বরূপা গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শনমাত্রেই শুদ্ধভক্তের [illegible] উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব গঙ্গাস্নান ও গঙ্গার সেবা করেন। বৈষ্ণব গঙ্গাকে সাক্ষাৎ চিন্ময়স্বরূপা অপ্রাকৃত দেবীমূর্তি বলিয়া জানেন, আর স্মার্ত গঙ্গাকে [illegible] পাপ, অশৌচ [illegible] ধৌত করিবার [illegible] বৈষ্ণব [illegible] জানেন —

"গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার (বৈষ্ণবের) গুণ।"

স্মার্তের বিচার এরূপ নয়। স্মার্তের গঙ্গায় ও বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি বর্তমান। দুর্দৈববশতঃ স্মার্ত মনে করেন, ঠাকুর হরিদাস যবন (?) ছিলেন, [illegible] ঠাকুর [illegible] (?) ছিলেন, [illegible] চণ্ডাল (?) ছিলেন, কোনও প্রকারে তাঁহাদের স্পর্শ(?) ঘটিলে গঙ্গার জলে অবগাহন করিয়া পুনরায় পবিত্র হইতে হয়। এই সব গোময়-বুদ্ধি বৈষ্ণবের নাই। তাই স্মার্ত ও বৈষ্ণবের পূজা এক নহে। একজনের পূজা—বিশুদ্ধতাদর্শিনী সেবার্থিনী, আর একজনের পূজা—অপরাধময়ী বা অমঙ্গলপ্রসূ।

বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা

বৈষ্ণব ও স্মার্ত উভয়েই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা শ্রীবিগ্রহার্চন প্রভৃতি করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অন্তর-নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ। বৈষ্ণব জানেন—

'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।'
'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার'।

স্মার্ত মনে করেন, ভগবদ্বিগ্রহ বস্তুতঃ কাঠ, পাথর, মাটী, পিতল; কেবলমাত্র তাহাতে কল্পনাবলে ভগবত্তা আরোপিত হইয়াছে মাত্র। বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীতে ভেদবুদ্ধি করেন না, কিন্তু স্মার্ত শ্রীবিগ্রহে দেহ দেহীতে ভেদবুদ্ধি করেন। বৈষ্ণব জানেন—শ্রীবিগ্রহ স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ বস্তু; স্মার্ত অন্তরে জানেন—শ্রীবিগ্রহ কুম্ভকার বা কামারের প্রস্তুত পুত্তলিকা-বিশেষ। বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি, স্মার্তের প্রাকৃত বুদ্ধি; বৈষ্ণবের বিগ্রহ—নিত্য বস্তু, স্মার্তের বিগ্রহ—তাৎকালিক স্বার্থসাধক অনিত্য বস্তু।

— —

বৈষ্ণব হৃদয়ের অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ স্বপ্রকট সেব্যকে বাহিরে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট করেন, আর স্মার্ত কামারে কুমারে গড়া কাঠ পাথর-মাটির পুতুলে 'কৃষ্ণবুদ্ধি' আরোপ করিয়া অচেতন জড় বস্তুকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা চেতন (?) করিবার কল্পনা পোষণ করেন ও তদ্দ্বারা নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইতে ইচ্ছা করেন।

— —

শ্রীবৈষ্ণব ভগবৎ-সংকীর্তনকেই মুখ্য [illegible] গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের [illegible], কিন্তু স্মার্ত সংকীর্তনকে [illegible] বা উহাকে একটী [illegible] ব্যাপার মনে করিয়া [illegible] তুচ্ছ মনে করেন। [illegible] স্মার্তের কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা জানেন শুদ্ধ-কীর্তনই একমাত্র নিশ্ছিদ্র শুদ্ধাভক্তি বলিয়া প্রভুর প্রীতিসাধক। মহাপ্রভু গৌরসুন্দর জগতে সংকীর্তন প্রকট করিয়া জীবকে উহাই শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও স্মার্তের তৎকার্যের অভিনয় বাহ্যতঃ দেখিতে এক হইলেও স্বরূপতঃ আকাশ-পাতাল ভেদ।

মঠ-প্রতিষ্ঠা

মঠপ্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-অর্চন প্রভৃতি ব্যাপারেও পরস্পর পার্থক্য বর্তমান। বৈষ্ণবের মঠাদি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য—নির্গুণ ভক্তসম্প্রদায় বিস্তার দ্বারা শুদ্ধসংকীর্তন-প্রচার, আর স্মার্তের মঠ মন্দিরাদি বিস্তার ঐহিক দৈহিক, সামাজিক কোন মঙ্গল-সাধক অনিত্য উদ্দেশ্য—একটী ভক্তি আর একটী কর্ম।

— —

একমাত্র হরিকীর্তনেই সর্বার্থসিদ্ধি ও সর্বমঙ্গল সাধিত হয় স্মার্ত উহা অন্তরে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না বলিয়াই মনে করেন, দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষি-ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, ধর্মশালা প্রভৃতি স্থাপন মঠ-প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত কার্য-বিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণব বলেন, জগতে শুদ্ধকীর্তনের প্রতিষ্ঠা আপনাতে হইলেই তাহার অবান্তর ফলস্বরূপে সমস্ত কল্যাণ হইবে। ভক্তগণ সেই অবান্তর ফলের গ্রাহক নহেন। আকাশে রবি প্রজ্বলিত হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার নাশ ও শীত দূর হইবে, পৃথক্‌ভাবে অন্ধকার বা শীত দূর করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সূর্যের সম্মুখে দীপ-শলাকা ধরাইয়া আলোক উৎপাদন করিবার প্রয়াস বৈষ্ণবের নাই - মুখে আস্তিক অন্তরে

হয়। অতএব বৈষ্ণবের মঠপ্রতিষ্ঠা ও স্মার্তের মঠাদি প্রতিষ্ঠাভিনয় এক নহে।

শ্রীবিগ্রহার্চন

শ্রীবিগ্রহ অর্চন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বৈষ্ণব জানেন, অবৈষ্ণব বা অসদাচারী ব্যক্তি সর্বোত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ভগবৎ-পূজার অধিকারী হইতে পারেন না। স্মার্ত মনে করেন, প্রাকৃত উচ্চকুলে জাত পঞ্চ-ভূতের নির্মিত দেহটা থাকিলেই আর বাহিরের দিকে একটু ক্রিয়াদি চলিতে দিখিলেই অর্থাৎ বাহ্যশুচি, অশুচি বিচার থাকিলেই ভগবৎপূজার অধিকার লাভ হয়। বৈষ্ণবের বিচার আত্মনিষ্ঠ সুতরাং অপ্রাকৃত আর অবৈষ্ণব বা স্মার্তের বিচার জড়দেহ-নিষ্ঠ, সুতরাং প্রাকৃত।

স্মার্ত মনে করেন, শ্রীবিগ্রহ—জড়বস্তু। সুতরাং জড়দেহের পুণ্যাপুণ্যতাই অর্চনের অধিকার অনধিকার নিরূপণে কার্যকরী। স্মার্ত 'ভূতশুদ্ধি' অর্থে—বাহ্যদেহের শুদ্ধিকেই মনে করেন আর বৈষ্ণব সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞানলাভ-প্রভাবে স্বীয় অপ্রাকৃতাভিমান-উপলব্ধিকেই 'ভূতশুদ্ধি' বলিয়া জানেন। সুতরাং স্মার্ত ও বৈষ্ণবে এইরূপ আকাশ-পাতাল ভেদ অনাদিকাল হইতেই বর্তমান রহিয়াছে।

অমানী কে?

সম্মান চায় না এমন লোক জগতে অতি বিরল। সবই ত্যাগ করা যায় কিন্তু এই সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে পরিহার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। জড়াভিমান গুরুকৃপায় অপগত না হইলে এই শত্রুর কবল হইতে জীবের রক্ষা নাই। তাই জগতের জীবসমূহ অনেকেই প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ ও নানাপ্রকারে অভাববিশিষ্ট। অপরের মান গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের আশা মিটে না। বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া বরং বৈষ্ণবভাবসম্পন্ন না হওয়ায় বৈষ্ণবকে সম্মান প্রত্যর্পণ করা তাঁহাদের সৌভাগ্যে কুলায় না। কিন্তু এ জগতের কোন অসম্মান বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কোন জড়কামনা বৈষ্ণব-হৃদয়ে না থাকায় বৈষ্ণবগণ সকলের মান বিধানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের যাবতীয় মান পরিহার করেন। তাই বলিতেছিলাম, বৈষ্ণব সকলের সম্মানদাতা হইলেও তিনিই একমাত্র অমানী, আর বাদবাকী সকলেই অনধিকার এই প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষার কাঙ্গাল।

এই [illegible] দেহে জীবগণ নানাবিধ [illegible] হয়। বদ্ধজীবের আত্মজ্ঞান-অভাবে স্থূল ও লিঙ্গ শরীরদ্বয় আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান হইতে মুক্তোন্মুখ বৈষ্ণব স্বাধীন। তাই তিনি সর্বদাই অমানী সুতরাং অকিঞ্চন, পাণ্ডিত্য [illegible] তাঁহাকে প্রাকৃত অভিমানে আবদ্ধ করিতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগতই মায়ার অধিকৃত রাজ্য। এখানে কেবল অভিমানরূপ অন্ধকার বিরাজমান। কৃষ্ণজ্যোতিঃ কৃষ্ণসূর্য্য আলোক বিস্তার করায় প্রাকৃত রাজ্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ধকারের দ্বিবিধ স্থিতি তথায় থাকিতে পারে না।

যেখানে হরিভক্তি সেখানেই কৃষ্ণ-সূর্যালোক, যেখানে বিমুখতা সেইখানেই অভিমান বা অন্ধকার। বৈষ্ণবের কোন জড়াভিমান থাকিতে পারে না, তিনি সর্বদা কৃষ্ণদাস্য-রূপ অপ্রাকৃত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত; নশ্বর জড়াভিমানে তিনি উদাসীন সুতরাং অমানী। যে কিছু প্রাকৃত

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

ম প্রকৃত বাক্যে তাঁহার মত হয় তাহা তিনি স্বকীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি নবর অভিমানীর সম্পত্তি বলিয়াই জানেন, তাই তত্ত্ব নাম বৈষ্ণবের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

নামভজন-প্রণালী

শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ইনি সৎ, চিৎ আনন্দময় বস্তু। এই নামই শ্রীনামী কৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীনামের সেবা করিতে হইলে অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম-পরায়ণ সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে সৎ হইতে হইবে, তবেই কৃষ্ণনামের কৃপা-লাভ সুদুর্লভ হইবে। তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"

———

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে—সৎ হইতে না পারিলে—ভক্তিপরায়ণ বা কৃষ্ণপরায়ণ হইতে না পারিলে জগৎপতি কৃষ্ণ আমাদের অসত্য ভিক্ষায় কৃপা করিবেন না। অসাধু-সঙ্গ-বিবর্জনে যত্নপর না হইয়া কৃষ্ণনাম করিবার প্রয়াস দেখাইলে শ্রীনাম-সেবার পরিবর্তে নামাপরাধ বা নামাভাসেরই আবাহন করা হইবে। কিন্তু এইগুলি কৃষ্ণভক্তি-লাভের প্রধান অন্তরায় বলিয়া নামকৃপাপ্রার্থী জনগণ উহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কায়-মনোবাক্যে সর্বান্তঃকরণে নামকৃপা-প্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের পদপ্রান্তে যত্নবান্ হন।

———

শ্রীনামসেবা করিতে হইলে কৃষ্ণাতক্ত ও শ্রীনামীর সঙ্গ ত' পরিত্যাগ করিতেই হইবে উপরন্তু কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণনাম আমি শ্রীহরিনাম করিতেছি, নিজ ইন্দ্রিয়-সুখভোগ বা মুক্তির জন্য বা অন্য কোন মনোবাঞ্ছা-পূরণের জন্য আমি হরিনাম করি না. দশনামাপরাধ বর্জন করিবার জন্য আমি প্রাণপণে যত্ন করিব এবং অসৎ-সঙ্গ বা অপরাধ ত্যাগের বল লাভের জন্য শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিব, এইরূপ প্রগাঢ় সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া শ্রীহরিনাম করিতে হইবে।

———

শ্রীনাম-কৃপা লাভ করিতে হইলে মান-অপমান পরিত্যাগ, কৃষ্ণভক্তির অনুকূল কার্য্যের স্বীকার, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল ভাব পরিহার, ভোগ ত্যাগ, জ্ঞান যোগাদির চেষ্টা, কপট-বৈরাগ্যাদি পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা, একমাত্র পালনকর্তা, সর্ব্বক্ষণ এই মঙ্গলময়ী উপদেশ স্মৃতিপটে সংরক্ষণ পূর্ব্বক দৈন্যভরে তাঁহার ইচ্ছার ইচ্ছা মিশাইয়া অর্থাৎ নিক্রীত পশুর ন্যায় আমার মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত ভার তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করিয়া—জগৎ-পিতার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই কর্তব্য।

———

শ্রীনাম-ভজন করিতে হইলে আগে গৌরপ্রিয়তম গৌরপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রয় করিয়া, গুরুপাদাশ্রয়ে দৃঢ় হইয়া গুরুসেবায় যথা-সর্ব্বস্ব অনন্তকালের জন্য সমর্পণ করিয়া দিলেই অর্থাৎ আমি শ্রীগুরুদেবের এবং দীনবন্ধু শ্রীগুরুদেব আমার, আর আমার কেহ নাই, এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইতে পারিলে—গুরুর প্রীতি-বিধান করিতে পারিলেই নামকৃপা সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্-বুদ্ধি না হইলে, তাঁহাকে আমার সম আসনে বসাইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিলে গুরুদেবের হৃদয়ের ধন শ্রীনাম-কৃপা কোন কালেই লভ্য হইতে পারে না। তাই বলিতে-ছিলাম, নাম-কৃপা—কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুদেবের পূর্ণকৃপা লাভ করিতে হইবে—আমার বলিতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই গুরুপাদপদ্মে দিয়া গুরুর উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। নতুবা গুরুসেবারূপ মুখ্য সাধন ত্যাগ করিয়া অন্য সাধন-চেষ্টায় কেবল পরিশ্রমই সার হইবে।

হরিকীর্ত্তনকারীর চারিপ্রকার গুণ থাকা দরকার। তৃণাদপি সুনীচতা, পরম সহিষ্ণুতা, অমানীর ও মানদত্ব—এই চারিটী গুণই নাম-কীর্ত্তনকারীর শিরোভূষণ। এই চারি গুণে ভূষিত হইতে না পারিলে কৃষ্ণনাম তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত হইবেন না। তাই দয়াময় মহাপ্রভু নাম-ভজনের প্রণালী বর্ণনে বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

ভোক্তার ধর্ম্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার ধর্ম্মে সহনশীলতা নাই। ভোক্তা কখনও অভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী মৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণাদপি সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু-সম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন এবং পরকে প্রতিষ্ঠাদানে উদ্গ্রীব। ইহজগতে তিনিই সর্ব্বদা হরিনাম করিবার যোগ্য ও সমর্থ।

"অবেলায় গৌরবাণী"

ঐ দিবা অবসান!
দিনান্তে আরক্ত আঁখি দেব বিকর্ত্তন,
ঐ গেল অস্তাচলে।
কি বলিয়া গেল ওহে মূঢ় জীবগণ,
ভাবিলে কি মনে?
প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁর কেন বা অবনী,
তাপিত করিয়া।
পশ্চিম গগনে যেন অগিনি প্রমাদি,'
ঐ গেল চলিয়া॥
জগজীব ভাগ্যবনে খাণ্ডব-দহনে,
জ্বালিয়া স্বকরে।
পোড়াইতে বসুধার শিশুদ্রোহিগণ,
ক্রোধিত অন্তরে॥
অবেলায় সম্বোধিয়া কহিল তপন,
অগ্নি সাক্ষে সাক্ষি'।
"অকৃতজ্ঞ স্বপ্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট জীবগণ,
কেশবে না পূজি'॥
হৃষীকেশ হৃষীকের নিয়ন্তা সতত,
আমি তাঁর দাস।
অংশুমালী নাম মোর জানে ত্রিজগত,
করি তমো-নাশ॥
কিন্তু মোর অংশু নহে অংশু পরাকাষ্ঠা,
জেনো জীব চিতে।
অংশু সীমা জানিতেই যিনি বিশ্বস্রষ্টা,
আমি তাঁহা হ'তে॥
নহে শুধু অংশু সীমা সে অবিচ্ছিন্ন,
তিনি সর্ব্বমালী।
যাঁর অঙ্গকান্তি-কণে করয়ে সৃজন,
বহু অংশুমালী।
জ্ঞানে শক্তি লভ্য যাঁর অঙ্গকান্তি মাঝে,
সেই দেবাদেবে।
আসি যাই আমি নিত্য তাঁর ভৃত্য সাজে
সর্ব্বসাক্ষী-বেশে॥
দেখে যাই সুপ্ত কি আছে জাগরিত,
জাবর্জ্জিত মাঝে।
গর্ভবাসে যাহা সবে করিল স্বীকৃত,
শ্রীহরিপাদাব্জে॥
হায়ে দেখি স্ব'র' সদা দেব সর্ব্বেশ্বরে,
যাঁর দেহ প্রাণ।
সঁপিয়াছে হর্ষভরে গুরুসেবা তরে,
ছাড়ি' অন্য কাম।
তাঁর কাছে সব চেষ্টা দিয়েছে বিদায়ে,
আত্মিক চিত্তে।
ডাকিছে উৎকণ্ঠাভরা করুণ-হৃদয়ে,
শ্রীযশোদাসুতে॥
কোথা দেব কোথা নাথ কোথা প্রাণেশ্বর,
ধরি' মোর কেশে।
লহ তুমি ভবকূপ হ'তে দীনেশ্বর,
'নিযুক্তাত্মবান্তে'॥
কামাদি রিপুর আজ্ঞা পালিয়া সতত,
না লভিনু শান্তি।
তোমাপি' সে সব দৈহ্য ভব পারাবত,
ঘুচিয়াছে ভ্রান্তি॥
কৃপা করি দেহ প্রভু তব সেবা,
জনমে জনমে।
নাহি মোরে সম্মোহিত করয়ে নতুবা,
যেমন বিষনে॥
বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সেই অবনী মাঝারে,
সেই ভক্তরাজ।
করি আমি নতি বিতি আসিয়ে তাঁহারে
মাগি কৃপা লেশ॥
ধরণী কৃতার্থা তাঁরে ধরিয়া শিরেতে,
তাঁর পদ সঙ্গে।
তরে জীব মহানন্দে নিঃশঙ্কিত-চিতে,
এ ভব-তরঙ্গে॥
আর যেই দুরাচার পাষণ্ড নারকী,
জনকেরে ভুলি'।
কনককামিনী-ভোগে হ'য়ে সদা সুখী,
করে কামকেলি।
আমি কর্তা আমি ভোক্তা আমি সর্ব্বেশ্বর,
ভাবে সদা মনে।
তা'র প্রতি আমি অতি ক্রোধিত অন্তর,
ধিক্ সে দুর্জ্জনে॥
বড় খেদে বলি তারে মঙ্গল বচন,
রে বর্ব্বর শোন।
লভিয়া এ সুদুর্লভ অর্থদ জীবন,
কেন হারাধন॥
চক্ষু মেলি দেখ চাহি বিশ্বভঙ্গুরে,
ভক্ত যত্না দায়।
নহে তোর আয়ুঃ আমি লইতেছি হ'রে,
সান্ত নিরন্তর॥
যাঁর পূর্বে দুঃখভরে বলি এ বারতা,
প্রভাত বারংবা।"
"হে পুত্র, ভুলেছে জীব হরিগুণগাথা
বিষয়ে মজিয়া॥
রয়েছে হইয়া মত্ত আপাত-মধুরে,
পেয়েছে অপ্রীতি।
অকৃতজ্ঞ হত অজ্ঞ পিতৃবিদ্রোহীরে,
দেহ পূর্ণ শাস্তি॥"
তথাপি তবুও আর না তত আক্ষেপ,
হও কৃপণ।
ভজ হরি পরিহরি' সুখদা বিষ্ঠাকে,
পাবে পর ধন॥
শব্দ জানিয়া নিত্য কৃতাঞ্জলি সহ,
ভক্ত আনুগত্য।
সেদিনে লভিবে শান্তি নিশ্চয় জানিও,
শ্রীগুরু-কৃপাতে॥
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন কত তব এবে,
কামবাক্য হ'লে।
আয়ুঃ আর না হারাবে এবে বিনয়েতে,
নামবে চরণে॥
নিত্য শান্তি নিত্য আয়ুঃ নিত্য নিকেতন,
নিত্য লভ্য হ'বে।
নিত্যানন্দে নিত্যসেবা করিবে তখন,
ভুবি সেবার্ণবে॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আনুমং বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ।৶০
২। আভাষসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৩। তাৎপর্য্যবিবেকমূলশালা (বাঁধা) ১৲
৪। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৫। গৌড়ীয়-গাঁতিকা ।৵০
৬। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তাফলিকা অনুবাদসহ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের অনুবাদ (বাংলাজীর) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেম প্রদীপ ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনদর্পণ ৶০
৩৯। সাধকসঙ্গমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রপন্নজীবনামৃত ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। ভক্তিকৌমুদী বা মাধবাচার্য্যাবলী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যসাধনী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতিঃ ৷০
৫৪। সটীক-নিকামশম্ভুম্ ৷০
৫৫। পঞ্চ-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সাধনাদি-নিকাশিকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠম্ পাঠকঃ ৴০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। বিদেহীত্ অনন্দ ৷৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৪। গোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ভরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড রিলিজন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর। নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। মাতৃর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, তাঁদপাড়া।
৯। বাহ্নগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজগ্রাম বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, চাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীশ্যামানন্দ মঠ চিকাদহ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উল্টাডাঙ্গা, কটক।
২৪। শ্রীবিনোদ-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জনৈকুলা, পোঃ চিন্তকলা, বারুইপুর।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরানাপাজার, মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অরাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর সমাজ প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷৹
পাটনাই (সরেস)	৩৸৹—৲
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷৹
বালাম	৪৷৹
কলম	৩৷৹
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴৹
সুপারফাইন	৪৸৹—৪৸৵৹
৪নং ময়দা	৪৴৹—৪৷৹
আটা 'বি'	৪৷৹—৪৸৴৹
২নং আটা	৪৵৹—৪৷৶৹
আটা এসমার্কা	৪৴৹—৪৷৹
আটা ৩নং	২৸৴৹—২৸৹
সুজি	৪৸৹—৪৸৵৹

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷৹
খুচরা	৫৫৸৹

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়বাজার	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷৹

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেষ্টসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার কবিরাজের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত এবং লাইসেন্স পুঁথির "সত্বর নিরাময় নং ৭")। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের শিথিলতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অবসাদ, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার - স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা পাইবেন। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেল্‌থ্ সেবরেটরিস্

(ডিপার্টমেন্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—০৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০;	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৫	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৬	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৪৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৩ ●	১১-৩৯	১৪-৩০ + ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১০-৫৫ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পাঠের আনোদিত যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-সপ্তদর্শনতীর্থ, শাস্ত্রিভারতী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, কুসুম-শাস্ত্রী প্রধান অধ্যাপক পরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদা বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং গভীর লেখনীর অপূর্ব্ব অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বদ্ধ হইল এই বিরাট, অভিনব ও অসাধারণ গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষাংশে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৭নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপ কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরপ্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৪১, ১১ই জুন ১৯৩৪

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের তালিকা

১। শ্রীনেপালচন্দ্র নাথ প্রথম বিভাগ
২। „হরিপদ দত্ত „
৩। „তারাপদ বসু „
৪। „গণেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় বিভাগ
৫। „পারুল কুমার বিশ্বাস „
৬। „প্রফুল্লকুমার খাঁন „
৭। „হরিদাস সাহাল „
৮। „আবনী কুমার পাল „
৯। „দুর্গাচরণ দে „
১০। „পুলকুমার প্রামাণিক „
১১। „রাধাভাব আচার্য্য চৌধুরী „
১২। „সেখ আব্বার রহিম „
১৩। „অমলেশচন্দ্র বিশ্বাস তৃতীয় বিভাগ
১৪। „সুধীরকুমার মুখার্জ্জি „
১৫। „নীলগোপাল রায় „
১৬। „অখিল চন্দ্র মাইতি „

কংগ্রেস সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবে কিনা, আইন অমান্যের বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে কিনা, এই বিষয়ে কয়েকদিন যাবৎ তুমুল আলোচনা হইতেছিল। গত বুধবার ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবে কিন্তু অর্ডিন্যান্সের উপর ভিত্তি করিয়া জরুরী আইন প্রভৃতি যে সকল জরুরী আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহৃত হইবে না। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, অনেক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের মতে দেশের শান্তির পরিপন্থী সেই সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহৃত হইবে না। এই নীতি অনুসারে সীমান্তের লাল কোর্ত্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখা হবে। আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি-সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এক মাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে যথাসম্ভব সত্বর মুক্তদানের নীতি গবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বেই অবলম্বন করিয়াছেন, বর্ত্তমানেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ফ্রান্সের সামরিক আয়োজন

প্যারিস হইতে প্রকাশ, নৌ-বিভাগীয় মন্ত্রী চেম্বারের ফাইন্যান্স কমিটিকে জানাইয়াছেন যে, বিমান আক্রমণ হইতে নৌ-বিভাগের তৈল ও ঘাঁটি রক্ষার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক কার্য্যপন্থা অবলম্বন করা হইবে এবং তদনুসারে ভূগর্ভের নিম্নে তৈল রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। নৌ-বিভাগের জন্য যে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা বরাদ্দ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬২ কোটী ফ্রাঙ্ক উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে। উপকূল রক্ষার জন্য ৮ কোটী ফ্রাঙ্ক খরচ হইবে, এই টাকার অধিকাংশই উত্তর আফ্রিকার উপকূল, ভূমধ্য সাগরের ফরাসী উপকূল এবং ঢোকার প্রণালীর তীর রক্ষার উদ্দেশ্যে কামান ও গোলাগুলির ব্যবহার জন্য ব্যয় হইবে।

বিমান আক্রমণ হইতে নাগরিকদের আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়া একটি বিল রচিত হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র-সচিব এই বিলের কথা মন্ত্রী সভাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আকিয়াব জেলায় ১৪৪ ধারা জারী

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত মাসে ভারতীয় ও আরাকান বাসীদের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে আকিয়াবের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আকিয়াব জেলায় ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন। অন্য আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত বিনা অনুমতিতে সভাসমিতি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ২৭। জুন রাত্রিতে মাদ্রাজে রেল লাইনে পাথর রাখিয়া ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে একজন অজ্ঞাত যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যুবকটী বলে তাহার নাম এ রাফালা।

চিকিৎসকের রহস্যজনক মৃত্যু

কিষণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন নামক জনৈক চিকিৎসক কয়েক মাস পূর্ব্বে কিষণগঞ্জে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। প্রকাশ যে, তিনি সীতামারী অঞ্চলে গত ভূমিকম্পে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। গত ২০-৫,৩৪ তারিখে ডি, এইচ, রেলওয়ের শিলিগুড়ি-কিষণগঞ্জ এক্সটেনসনের পাঞ্জিপাড়া ষ্টেশনের নিকট রেলওয়ে লাইনের উপর প্রায় সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনকে শায়িত দেখা যায়। তাঁহাকে কিষণগঞ্জ আনা হয় এবং তথায় হাসপাতালে ঐ রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনের মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনও মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। অবগত হওয়া যায় যে, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে বাকী ট্যাক্সের দরুণ শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডনের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, সে বাড়ীতে তালাও লাগাইয়া দেওয়া হয়। অনেক জনসাধারণের বিশ্বাস যে, হতভাগ্য ট্যাণ্ডন অর্থক্লেশের জন্য কোনরূপ বিষ প্রয়োগে আত্মহত্যা করিয়াছিল। পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তদন্ত চলিতেছে।

জামসেদপুরে দুইটী আত্মহত্যা

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে মিঃ পি, এইচ কুটারের স্ত্রী টাটার কারখানার পার্শ্ববর্তী পুলিঃ ট্যাঙ্কে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ অজ্ঞাত।

বিগত সপ্তাহে টাউন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শ্রীযুত তারাপদ ঘোষের (নিবাস-খাসিয়াল, যশোহর) পত্নী গায়ে কেরোসিন সংযোগে আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ, কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। আত্মহত্যার কারণ এখন জানা যায় নাই।

চীনে কর্ম্মচারীদিগকে সামরিক শিক্ষাদান

টোকিও হইতে প্রকাশ, জেনারেল চিয়াং কাইসেক এই মর্ম্মে এক আদেশ দিয়াছেন যে, দেশের জরুরী প্রয়োজনের সময় দেশসেবা করিবার জন্য এবং শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখিবার জন্য চীনদেশের প্রত্যেক কারাগারের কর্ম্মচারীকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৪১

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

সাত বৎসর অর্থাৎ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়। উক্ত বৎসর ১২জন পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে ৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। গড়ে উত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৬ জন। বর্ত্তমান ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২১ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৭ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণের সংখ্যা গড়ে ৮০·৯। বিদ্যালয়ের ক্রম উন্নতির দিকে এইরূপ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শুধু বঙ্গে বা ভারতে কেন, সমগ্রবিশ্বে একটী আদর্শ বিদ্যালয়, একথা বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ বিদ্যার ফল বিদ্যাপতি শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ হইলেও বর্ত্তমানে বিশ্বে যে-সকল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা ঈশ্বরের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না রাখিয়া ছাত্রগণের উদর-সংস্থানের চেষ্টা করে মাত্র। অন্ন-যোগ-বর্দ্ধনই বর্ত্তমান বিদ্যার উদ্দেশ্য। এই প্রকার নাস্তিকতার সমাধির উপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট সংস্থাপিত, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীরা তথা কায়মনো-বাক্যে কি প্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে হয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট-এর কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকবর্গ তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টান্বিত। এই খানেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য।

জগদ্বাসীকে ভগবৎসেবা শিক্ষা-প্রদানের জন্যই যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ইচ্ছায় বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-পাত্র ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রধান শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়টী সংগঠিত করেন। বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের রেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যারত্ন এম্‌-এ, বি-এল, প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন [illegible] বি-এ, বি-টি, প্রভৃতি [illegible] সেবায় উৎসাহী [illegible] শিক্ষা-প্রদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রগণের চরিত্রগঠনে ও তাহাদের সুকোমল হৃদয়ে পরমার্থের বীজ বপন করিতে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টিত। বলা বাহুল্য, আদর্শ-চরিত্র ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে ১ ঘণ্টায় যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন অপরে তাহা [illegible] বৎসর ধরিয়া করিয়াও তৎসম্পাদনে সমর্থ হন কিনা সন্দেহ। সুতরাং ছাত্রগণের চরিত্র-সংগঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় তাঁহারা অল্প সময়ে অধিক কাজ করিতে সক্ষম। বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ মুখ্যরূপে ছাত্রগণের চরিত্র-সংগঠনে চেষ্টান্বিত হইলেও তাহাদের পড়াশুনার দিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখেন। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্রগণের জন্য তাঁহারা Coaching class-এর বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বিদ্যালয়টী যে স্থানে স্থাপিত তাহা অতীব মনোরম। চারিদিক খোলা, সম্মুখে পুষ্করিণী, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গম অতি সন্নিকটে। ঐ নদীদ্বয় স্থানটীকে পরিখার ন্যায় যেন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাই বিশুদ্ধ হাওয়া চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। বোর্ডিংএর ছাত্রগণের আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টএর বিশেষ দৃষ্টি আছে। অভিজ্ঞ পাশ করা ডাক্তারগণ ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। যে কোনও দিক দিয়া বিচার করা যাউক না কেন, বিদ্যাশিক্ষার এপ্রকার সুযোগ আর কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

চলতি চাক্‌তি

বোম্বায়ের ধর্ম্মঘট সমানভাবেই চলিতেছে। কলওয়ালারা তাঁহাদের জিদ কিছুতেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘট চলিবার ফলে বোম্বাইয়ের বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সুযোগে বিদেশী কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। বোম্বাই কলওয়ালা-সমিতির বুলেটিনের প্রকাশ, গত মে মাসে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বিদেশী কাপড় আমদানী হইয়াছে। অন্যদিকে ধর্ম্মঘটের ফলে বহু সহস্র শ্রমিক এবং তাহাদের পরিবারবর্গ যে ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে অনাহারে জীবনযাপন করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব সকলের মঙ্গলের জন্যই অবিলম্বে এই ধর্ম্মঘটের অবসান হওয়া প্রয়োজন।

আমরা অবগত হইয়াছি যে বোম্বাইয়ের মেয়র—কলওয়ালা ও ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের মধ্যে একটা মিটমাট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীযুত নরীম্যান, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি ও কয়েকজন কংগ্রেস নেতাও মিটমাটের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং কলওয়ালা সমিতি ও ধর্ম্মঘট কমিটি—উভয়ের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আশা করি, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে। শ্রীযুক্ত গান্ধী বোম্বাইয়ে গিয়া ধর্ম্মঘট-সমস্যা মীমাংসার জন্য স্বয়ং চেষ্টা করিবেন ইহা আরও আশার কথা; এই উদ্দেশ্যে কলওয়ালা সমিতির সভাপতি মিঃ মোদীর নিকট তিনি ইতঃপূর্ব্বেই পত্র লিখিয়াছেন।

জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক অবশেষে একটা শোচনীয় প্রহসন হইয়া উঠিল দেখিতেছি! ইউরোপের শক্তিগুলি এই ভাবে আর আত্মপ্রতারণা না করিয়া বৈঠক ভাঙ্গিয়া দিলেই ভাল হয়। সকলেই মুখে 'শান্তি' 'শান্তি' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর পরস্পরে পাল্লা দিয়া সৈন্য-সামন্ত, রণতরী, বিমান-বাহিনী প্রভৃতি বাড়াইতেছেন! এবার বৈঠকের অধিবেশন যখন আরম্ভ হইল, তখন দেখা গেল,—আলোচ্য বিষয় কিছুই নাই। ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্যার জন সাইমন বলিলেন,—অস্ত্রহ্রাস সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রস্তাবই সর্ব্বোত্তম; পক্ষান্তরে ফরাসী প্রতিনিধি মঃ বার্থ বলিলেন,—ব্রিটেনের প্রস্তাবে কোনই ফল হইবে না, ফ্রান্সের প্রস্তাবই সময়োপযোগী। রুশিয়ার প্রতিনিধি মঃ লিটভিনোফ বোধ হয় একটু শ্লেষের সঙ্গেই কহিলেন,—এই নিরস্ত্রীকরণ বৈঠককেই একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোক, তাহা হইলেই জগতে শান্তি আসিবে! ব্যাপার দেখিয়া সভাপতি মিঃ হেণ্ডারসন অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া কোন রকমে মান বাঁচাইলেন। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—এখন ইহার মৃতদেহটা লইয়া আর টানাটানি কেন?

নিয়োগ ও বদলী

শাসন বিভাগ

মেদিনীপুরের অস্থায়ী অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, জে, গ্রিফিথস আই সি, এস পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ঐ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণা, বারাসতের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মিঃ করুণাকুমার হাজরা আই, সি, এস, পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

সাব-ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী সালেউদ্দিন আহমদকে (বর্ত্তমানে রংপুরের সহকারী সেটেলমেণ্ট অফিসার) চট্টগ্রাম বিভাগের সাব-ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

পুলিশ

কলিকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনার খাঁ বাহাদুর মহম্মদ সামসুদ্দোহাকে অস্থায়ীভাবে কলিকাতার অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হইল।

কলিকাতার পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু মণিলাল বসুকে সাময়িকভাবে কলিকাতা সহকারী পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত করা হইল।

চিকিৎসা

ক্লিনিকেল ও অপারেটিভ সার্জারী অধ্যাপক মিঃ ললিতমোহন ব্যানার্জি এম, এ, (কলি) এফ, আর, সি, এস, (ইংলণ্ড) এল, আর, সি, পি, (লণ্ডন) মহোদয়কে মেডিকেল কলেজের সার্জারীর অধ্যাপক ও কলেজ হাসপাতালের সার্জন নিযুক্ত করা হইল।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এফ জে এণ্ডারসন আই এম এস'কে মেডিকেল কলেজে ক্লিনিকেল ও অপারেটিভ সার্জারীর অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইল।

নরহত্যার অভিযোগে বিখ্যাত মোটর চালক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বিখ্যাত মোটর চালক কে ডনকে নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। গত সপ্তাহে যে ডন একখানি গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল ঐ গাড়ীর সহিত অন্য একখানা গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় ফ্রান্সিস টেলর নামক এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

অন্য গাড়ীর একজন যাত্রী বলেন যে, কে ডনের গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল মনে হইতেছিল যেন কোন মাতাল গাড়ী খানি চালাইতেছে।

কে ডনও আহত হইয়াছে, তাঁহাকে একখানা চেয়ারে করিয়া আদালতে আনা হয়। তিনি বলেন যে, তিনি পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিলেন, অন্য গাড়ী পাশ কাটিয়া যাইতে কোন অসুবিধা হবে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। গাড়ীর বেগ সময় মত বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই, তজ্জন্যই সংঘর্ষ হইয়াছে। কে ডনকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গুলীতে নিহত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ বর্ম্মা বিদ্রোহের নায়ক সায়াসানের সহকারী বোমোনটা গত সোমবার থনাসম জিলায় থায়েটকন নামক স্থানে পুলিশের গুলীতে নিহত হইয়াছে।

গত বিদ্রোহের পর বোমোনটাকে আইনের আশ্রয়চ্যুত বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সরকারী ঘোষণার পর হইতে বোমোনটা এতদিন আত্মগোপন করিয়া গ্রেপ্তার এড়াইয়া ফিরিতেছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ } ১৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই জুন ইং ১৯৩৪ সোমবার } ৮৭শ সংখ্যা

নীলাচলে শ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

২০শে মের হরিকথা

শ্রীল প্রভুপাদ নীলাচলে অবস্থানপূর্ব্বক গত ২০শে মে আচার্য্যের আশ্রমভোর নামে আচার্য্যদেবের বিভিন্ন চিত্র কিরূপে বৈষ্ণব-জগৎ সমাজে প্রসারিত হইয়াছে, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিতে লাগিলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালে পঞ্চোপাসকগণের দ্বারা অর্চ্চিত হইলেও মহাপ্রভুর সম্বন্ধে তাহা আমাদের। আলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কারের জন্য ভিক্ষা-সংগ্রহ বা আলালনাথের সেবা আমার মহাপ্রভুরই সেবা; গৌড়ীয়নাথের সেবাও তাহা ভিন্ন নহে। আলালনাথের জন্য ভিক্ষা করিয়া দেওয়া অপরকে দেওয়া নহে, গৌরনাথকেই দেওয়া। আলালনাথ ও গৌরনাথে আপনারা ভেদবুদ্ধি করিবেন।

—

এমার মঠের মহান্ত মহারাজ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আলালনাথের মন্দিরসংস্কারের জন্য কত দিবেন? তখন আমি বলিলাম, "আমার ত' কোনও কড় সম্পত্তি নাই, যে উহার আংশিক দিয়া আমি সেবা করিব। আমি সর্ব্বস্ব দিয়া আলালনাথের সেবা করিব। আপনি যদি আনুকূল্য করেন, করুন। আমি প্রত্যেকটী ভিক্ষা দ্বারা-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিব।"

আমি শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুগতগণকে বলিতে চাহি না যে, আপনারা বিগ্রহ দর্শন করুন। যাহার যে অধিকার, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করিবেন। শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু যখন এক্ষেত্রে চতুর্ভুজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন কৃষ্ণ চার হাত সঙ্গোপন করিলেন। তখন বৃষভানুনন্দিনীর অনুগতগণ কৃষ্ণকে কুণ্ডতীরে লইয়া গেলেন। আমাদের মঠের সন্নিকটেই শ্রীরাধাকুণ্ড। চন্দনপুষ্করিণীকেও কেহ কেহ শ্রীকুণ্ড বলিয়া বিচার করেন।

শ্রীরূপানুগবিচার বিমুখ কেহ কেহ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শ্রীকুণ্ডের প্রতি ততটা অনুরাগী দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিচারে শ্রীরঘুনাথ যেমন শ্রীকুণ্ডাষ্টক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, শ্রীরূপগোস্বামী সেরূপ করেন নাই। ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতা। তাঁহারা শ্রীরূপের গ্রন্থ সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই। শ্রীরাধাকুণ্ডই শ্রীরূপপ্রভুর জীবাতু। ইহা তিনি বহু স্থানে বলিয়াছেন, আধুনিক কালে কেহ কেহ ঐরূপ অজ্ঞতা ক্রমে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃত'কে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নামে আরোপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপদেশামৃতে কুণ্ডমহিমা আছে বলিয়া তাহা শ্রীরূপের কৃত হইতে পারে না, শ্রীরঘুনাথেরই হইবে, ইহা তাঁহাদের ধারণা! বস্তুতঃ শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ শ্রীরূপ হইতে পৃথক্ বিচার-সম্পন্ন নহেন।

—

২০শে মে সন্ধ্যার পর এমার মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রভুপাদের আবাস স্থানে আসিয়াছিলেন। মহান্ত মহারাজের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথ মন্দির-সংস্কারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। গত চন্দনযাত্রার দিন (অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে) আলালনাথে নৃসিংহ, বামন ও বরাহ—এই পার্শ্ব-দেবত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এই কথা প্রভুপাদ মহান্ত মহারাজকে জানাইলেন। আলালনাথের প্রাচীন গরুড়-স্তম্ভটি লুপ্ত হইয়াছিল,—শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ তথায় গরুড়-স্তম্ভ পুনঃ প্রকাশিত করিয়াছেন। আলালনাথে বর্ত্তমানে তিনটী আলোয়ার-মূর্ত্তি আছেন, অন্যান্য আলোয়ারগণের মূর্ত্তি এখন লুপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় পাণ্ডা পূজারীগণ ইহার খবর রাখেন না। এমন কি, কাহাকে 'আলোয়ার' বলে, তাহাও তাঁহারা জানেন না। শ্রীআলালনাথ বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে যে 'শ্রী' ও 'ভূ' শক্তিদ্বয় বিরাজিত আছেন, তাঁহাকেও তাঁহারা অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

—

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, কএক বৎসর তিনি পুরীতে আসিতে পারেন নাই। গত বৎসর তিনি বোম্বাই অঞ্চলে হরিকথা কীর্ত্তনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ব-বৎসর মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলে গমন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর মহারাজের হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ, সৌজন্য এবং মহীশূর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ-কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন, বাসুদেব প্রভুর সংস্কৃত বক্তৃতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ আধুনিক কালে বাহিরের সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস কিরূপে উহার ব্যভিচার হইতেছে, তাহাও বলিলেন।

এই সময় অনুক হননান্ পুঁটিয়া মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়াছিলেন। তিনিও মহান্ত মহারাজের প্রসঙ্গের মধ্যে যোগদান করিলেন। বর্ত্তমানে 'হরিজন' শব্দের অপব্যবহার হইতেছে। বস্তুতঃ 'হরিজন' বলিতে একমাত্র অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্ত, যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে তাঁহারা যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না, তাঁহাদের যে কোনরূপ বাহ্য পরিচয় থাকুক না কেন, যাঁহারা সদ্গুরু পাদপদ্মাশ্রয়ে একান্ত হরিসেবক, তাঁহারাই 'হরিজন'। তাঁহাদের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ হৃদয়ে নাই। যাঁহারা অবৈষ্ণব, যাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁহাদিগকে 'হরিজন' বলা অসঙ্গত। বাস্তব স্বরূপে সকলেই নিত্য হরিজন, কিন্তু বিরূপগত অবস্থায় তাঁহাদের হরিজনত্বের পরিচয় নাই। তাঁহাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হউক, তাঁহারা হরির সেবা করুন, তখন তাঁহাদিগকে 'হরিজন' বলিতে আমাদের আপত্তি নাই।

"অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে
শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং
দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল কথা বিশেষ আবেগভরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন দেখিয়া মহান্ত মহারাজ বলিলেন, আপনার শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ, আপনি এরূপ জোরের সহিত কথা বলিবেন না। প্রভুপাদ বলিলেন, ডাক্তার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বর আমার স্বাভাবিক ধর্ম। তাহাকে কৃত্রিমভাবে প্রতিরোধ করা যায় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ ত্রিবিক্রম, [illegible] সম্বৎসর ৪৪৮

ক্রমোৎপত্তিবাদ ও খৃষ্ট-দার্শনিক

জড়বিজ্ঞানের যুক্তি ও পারমার্থিক-তত্ত্বের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। এই উভয় বিষয়ের কোনটীর প্রতি যথোচিত দৃষ্টিপাত না করিয়া একদল ব্যক্তি উদার চিত্তের ভাবমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক পরমার্থ-তত্ত্বের সহিত জড় বৈজ্ঞানিকের মনোধর্ম্ম-জাত উক্তির সামঞ্জস্য করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রকার চেষ্টা [illegible] পদার্থ [illegible] বাদীর দুর্বুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কোন সময়ে কোন খৃষ্ট-ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিত কোন ইংরেজী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "মানব জীবনের জড় মূল, সাধকভাবে সম্যক্ বিচার এবং পরমার্থের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ তাহা স্থির করিতে গেলে যে কোন প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নহে। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী করণীয়।" কিন্তু শাস্ত্র-পাঠের বিচারে দেখা যায়, এই প্রকার অনুসন্ধান আরোহবাদ অবলম্বনে করিতে গেলে 'আকাশ-কুসুম' সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে মাত্র, আর কিছুই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত দার্শনিক পণ্ডিতগণ সাধারণের উপকারার্থ তুলনামূলক বিচার দেখাইতে পারেন, কিন্তু সেই বিচারে প্রবেশ সকলের সহজ-সাধ্য নহে। সাধারণ মানবের পক্ষে শ্রদ্ধা অবলম্বন পূর্ব্বক সদ্গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে ভজনে নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অজ্ঞ-জ্ঞান-মদে বিমত্ত হওয়াতে পতিত মানবের উদ্ধারের আশা নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সকলদেশে ও সকলকালে একাল পর্য্যন্ত যত প্রকার সামাজিক অবস্থা হইয়াছে, সে সমস্তই একটী বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। বিশ্বাসটী এই যে, মানব একটী আধ্যাত্মিক পদার্থ, সে তাহার স্বভাব ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তিসকলের সমর্থ। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে এই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটী [illegible] মানিয়া স্থাপন [illegible]। জড় বৈজ্ঞানিকের ভাব [illegible] হইতে একটী [illegible] মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটী [illegible] পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেষোক্ত ভাবটী স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম্ম ও সংস্কারের প্রাচীন মন্দির কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয়, এমত নহে, পরন্তু পারমার্থিকগণের প্রতীতি অমূলক ছবির ন্যায় এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয় এবং সত্যের ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি একবারে উঠিয়া যায়।

মানবজীবনের অন্তরঙ্গ-রহস্য-নির্ণয়-স্থলে শাস্ত্র জড়মূলক মতকে কোনরূপে বিশ্বাস করিলে অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় থাকে না। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্র বিশেষ, ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়; ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মু এলিন ডেভিস লিখিয়াছিলেন—"মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্বের মধ্যে বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। এখন দেখা উচিত, ইহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম, কিন্তু আমরা তাহা পারি না। যখন জড়বাদিগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত, এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এই প্রকার প্রশ্ন করা অনধিকার-চর্চ্চা নয়। তাঁহাদের বিজ্ঞান তাঁহাদের অপ্রাকৃত জীবন-সম্বন্ধীয় কোন ভাবেরই আভাস দেয় না; কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও নিয়ম—এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাঁহারা সুন্দর-তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন অথচ তাঁহারা নিজেরাই বিষয়টা কিছু বুঝিতে পারেন না। এই সকল তত্ত্বের অনুশীলন-প্রয়াসে তাঁহারা অনেক বাধা পাইয়া থাকেন। খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী আমরা এরূপ ব্যক্তি-বিশেষের সিদ্ধান্ত-বাক্যকে অনাদর করি না। কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোন প্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে, বিজ্ঞান-বৈশারদী বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক। আমাদের আসল প্রশ্ন এই যে, বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না? এখনকার কথা এই যে, তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হইবে, না আত্মতত্ত্বের অনুগত হইবে? বিজ্ঞান [illegible] ব্যাপার এবং নিয়ম [illegible] লক্ষ্য করে কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার সকলের অনুসন্ধানপূর্ব্বক বস্তুসকলের কিরূপে ক্রমবিবর্ত্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করে কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অমৃত পান করত কাব্য ও শিল্প রচনা করিতে সমর্থ।"

আমাদের পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয় এই কথাগুলি আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"মু এলিন ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা উহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্ব্বত্র এইরূপ ভাব বিদ্যমান—যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক-ভাব-বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে, তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার উপর দাবী রাখে, কেন না, ইহা সত্য।

"আমরা স্থির করি যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধাই হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হেয়। কেন না, বৈজ্ঞানিক যাহাকে সিদ্ধান্ত বলেন, তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং প্রমাণিত হইবার যোগ্য নহে। নব্য বৈজ্ঞানিকগণের আসল কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, সুতরাং মানবচরিত্র ও ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অনুগত অভিজ্ঞেন্দ্রিয় ব্যক্তি বলেন,—'খ্রীষ্টপ্রেম দ্বারা আমি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি।' কিন্তু উনবিংশ-শতাব্দীর ক্রমোন্নতি-সাধক বলিয়া থাকেন—'তাহা নয়। হে খ্রীষ্টান্, তোমার বিশ্বাস শুধু ভ্রম। তোমার খ্রীষ্টপ্রেম বৈদ্যুতিক সংবাদদাতার কার্য্য সম্বন্ধের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যের নিতান্ত গৌণকার্য্য মাত্র। সুখ, দুঃখ, অশ্রু, হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ ও প্রেম—ইহারা সামাজিক কার্য্যের গৌণ-নিয়ম।'

"[illegible] বৈজ্ঞানিকগণের এই কথা সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ দাবীর হেতু কি, দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে বৈজ্ঞানিক জগৎ বলা হইয়াছে তাহা ডারউইনের ক্রমোৎপত্তি-সিদ্ধান্তের চরণে এতদূর সাষ্টাঙ্গ প্রণত যে, ডারউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটী মতবাদ মাত্র তাহা দেখাইতে হইলে বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরম ভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আকর প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল তাহাই নহে, চিরদিনই প্রমাণের অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে দেখিয়া তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন মূল আকার হইতে আকার-বৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই দুইটী সর্ব্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের ন্যায় অন্য আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ ও তাহাদের ন্যায় অনেকেই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহু প্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ্ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত দুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক্ জাতি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হন নাই। মানবসৃষ্টির পর ক্রমোন্নতির কোন কার্য্য দেখা যায় না, একথা ক্রমোৎপত্তিবিৎ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে, বহু কাল বিগত না হইলে একটী নূতনজাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না। সুতরাং নূতনজাতি-দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নহে। এখন কথা হইল যে, প্রতি দিবসের প্রতি ঘণ্টার ও প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনাসমূহে বিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী অদৃষ্ট কল্প মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না।

"জড়বাদ স্বীকার করিবার পক্ষে এই সকল প্রতিবন্ধক ব্যতীত আর একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার-নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটী সামান্য প্রক্রিয়া মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তব্ধ। যে পর্য্যন্ত ভূমিস্তর সমূহে এবং উদ্ভিদ্ ও জন্তুদিগের আকৃতি ও বিন্যাস-সম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে সে-পর্য্যন্ত এই ক্রিয়ারও গুণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি কার্য্য করে না। এই মতে জড়বাদী যথেষ্ট। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন যে, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে-সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্য প্রতীত হয়, যাহার সম্বন্ধপ্রাপ্ত বস্তু আত্মপ্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই।'

ভাগ্যবতী মহিলা

কলিকাতা যোড়াবাগানের শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী মিত্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা ভাগবতী মিত্র হরিনাম করিতে করিতে এবং শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গত ৮ই জুন শুক্রবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎপূর্ব্ব রজনীতে তিনি স্বয়ং পঞ্জিকা দেখিয়া হরিবাসর তিথি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী মহিলা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবে পার্থক্য

——:০:——

শ্রীহরিনাম-গ্রহণ

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই বাহ্যদৃষ্টিতে হরিনাম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু শ্রীনামের কৃপা বৈষ্ণবই লাভ করেন আর স্মার্ত্ত তাহাতে বঞ্চিত হইয়া সংসার লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই নাম স্বপ্রকাশ নামের উদয় হয়। আর স্মার্ত্ত ভোগোদ্দেশ্যে বহুবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও তাহা নামাপরাধ-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

——

অজামিল নৈষ্ঠিক বা স্মার্ত্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নামাপরাধের অবকাশ ছিল না, অবশ হইয়া নারায়ণ-নামোচ্চারণ-মাত্রেই তাঁহার নামাভাস হইয়াছিল। তিনি নৈতিক স্মার্ত্তের বিচারে দুরাচারী হইয়া পড়িলেও নামাভাস-বলে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্মার্ত্তগণ সদাচারী, নৈতিক ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহুবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও তাহাদের দেহে 'আমি বুদ্ধি' বা নামে অর্থবাদ-কল্পনাদিরূপ অপরাধ থাকায় তদ্দ্বারা নামগ্রহণের অভিনয় করিতে করিতে ঘোর সংসারে পতিত হ'ন অর্থাৎ কর্ম্ম-কাণ্ড-শাস্ত্রানুকূল যে সদাচারাদি অনুষ্ঠান বা পুণ্যময় নৈতিক জীবনযাপনের সহিত হরিনামাদি গ্রহণের অভিনয় করেন, তৎফলে তাঁহাদের সংসার-সুখ অর্থাৎ প্রাকৃত অর্থ, কাম-প্রতিষ্ঠাদি বিষয়-লাভ; আর অসৎ-আচারাদি পাপময় জীবনযাপনের সহিত যে হরিনামাদি গ্রহণের অভিনয় অর্থাৎ নামাপরাধ গ্রহণের চেষ্টা, তৎফলে অসুখ ও অনর্থ প্রভৃতই লাভ হইয়া থাকে।

শুদ্ধবৈষ্ণব—নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করেন, আর স্মার্ত্ত বা স্মার্ত্তানুগ বৈষ্ণবব্রুবের মধ্যে নামাপরাধের বীজ বা অনর্থ ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকায় তাঁহাদের নামাপরাধে বিষ্ণু-বুদ্ধির উদয় অর্থাৎ নামাপরাধেই "নাম" বলিয়া ভ্রান্তি হয়। তাই স্মার্ত্ত প্রাকৃত-সদাচার, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বহুবার নামাক্ষরাদি উচ্চারণ করিয়াও সংসারেই অধিকতর-ভাবে আসক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্রীনামকে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়-বিশেষে পরিণত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া নাম-ব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী ও কীর্ত্তন-ব্যবসায়ী প্রভৃতি হইয়া পড়েন এবং তদ্দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হন। নামাপরাধে আসক্তি-নিবন্ধন তাঁহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে প্রাকৃত-বুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, শ্রীনামে শব্দবুদ্ধি প্রভৃতি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতে করিতে ভবোরাধ্যে ধাবিত হ'ন। অতএব স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের নামগ্রহণাদিতে বাহ্যাকার-গত ভেদ না থাকিলেও অন্তরনিষ্ঠাগত ভেদ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। একজন শ্রীনামের প্রীতি-বিধানার্থ কীর্ত্তনমুখে শ্রীনাম-সেবা করেন, আর একজনের নামাদি গ্রহণের চেষ্টা নিজসুখলাভে পর্য্যবসিত। তাই বলিতেছিলাম হরিনাম গ্রহণ করিয়া একজন বৈকুণ্ঠ-পথের যাত্রী আর একজনের সংসারপ্রাপ্তি।

শ্রীমহাপ্রসাদ-গ্রহণ

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্য চরণামৃতাদি গ্রহণ করেন বটে কিন্তু স্মার্ত্তের বুদ্ধি জড়নিষ্ঠ বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তু চরণামৃতাদির স্বরূপ স্মার্ত্তগণ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদকে সেবা জানিবার পরিবর্ত্তে ভোগ্য মনে করেন। তাঁহারা ভোগবুদ্ধিতে বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ-গ্রহণের চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীপ্রসাদের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে প্রসাদের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিন্ময় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। তাঁহারা জানেন শ্রীমহাপ্রসাদ সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু; সেইজন্য তাঁহারা কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ এই দেহ-রক্ষণার্থ কৃষ্ণের সেবকসূত্রে মহাপ্রসাদের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীমহাপ্রসাদ পতিত-পাবন বস্তু। জগজ্জীবের উদ্ধারার্থই বৈকুণ্ঠ-বস্তু মহাপ্রসাদের বা অন্ন-ব্রহ্মের এ জগতে আবির্ভাব। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো
নৈব জায়তে॥"

—যাঁহারা স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপী, তাঁহাদের শ্রীমহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে অর্থাৎ অর্চ্চাবিগ্রহে, শ্রীনামে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না।

——

শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ জগদ্গুরু গৌরজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীব-মঙ্গলার্থ গাহিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্ত- চরণ-রেণু
ভজন অনুকূল।
ভক্ত-সেবা পরম-সিদ্ধি
প্রেম লতিকার মূল॥
মাধব-তিথি, ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ-বসতি, বসতি বলি,
পরম আদরে বরি॥
গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥
মৃদঙ্গ-বাদ্য, শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত, কীর্ত্তন শুনি,
আনন্দে হৃদয় নাচে॥
যুগলমূর্ত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়॥"

শ্রৌতপন্থী বৈষ্ণবগণ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের সেবায় একনিষ্ঠ বলিয়া বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীমহাপ্রসাদাদিতে তাঁহাদের অপ্রাকৃত বুদ্ধি বা সেব্যবুদ্ধি। কিন্তু স্মার্ত্তের শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা প্রসাদকে প্রাকৃত ডাল-ভাত-বুদ্ধি, চরণামৃতে জলবুদ্ধি, পরমপূজ্যা তুলসী দেবীকে বৃক্ষবুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া কেবল অপরাধই সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদাদি সেবোন্মুখতার সহিত গ্রহণ করেন বলিয়া সেই সকল অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুর স্বরূপ তাঁহাদের নিকট নিত্য প্রকাশিত হন। তাঁহারা সেই সকল বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উদ্দীপন ও আলম্বন-জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। আর স্মার্ত্তগণ প্রসাদে জড়বুদ্ধির প্রাবল্য-হেতু তাহাতে বঞ্চিত হইয়া ভোগেই প্রমত্ত হ'ন। তাই বলিতেছিলাম, মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া একজন প্রপঞ্চ জয় করেন আর একজন প্রসাদাদির চরণে অপরাধ করায় মায়াকারাগারে পড়িয়া কষ্ট পান।

শুদ্ধগুরুবরণ

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়েই গুরুবরণ করেন বটে কিন্তু একজনের গুরুকরণ আত্মমঙ্গলার্থ আর স্মার্ত্তের গুরুকরণ সামাজিকতা-রক্ষা বা পাপের আবরণ-চেষ্টা মাত্র। স্মার্ত্ত মনে করেন অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যময় কর্ম্মফলবাধ্য জীবই 'গুরু' হইবার যোগ্য। কারণ, প্রাণীর মধ্যে অধিক পুণ্যবান্ আবার তন্মধ্যে শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন মানবের পুণ্যময়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বোচ্চ পুণ্যময় জীবন না হইলে শৌক্রব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় না। সুতরাং সেই প্রকার কোন পুণ্যময় জীব-বিশেষই গুরু হইবার যোগ্য। সেইরূপ পুণ্যময় জীবে যদি আবার প্রাপঞ্চিক সদাচার, নীতি ও শাস্ত্রজ্ঞানাদি থাকে তাহা হইলে ত' কথাই নাই, তিনিই একমাত্র গুরু হইবেন। চামড়ার বিচারে আসক্ত স্মার্ত্ত-গণ এইরূপ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অসদাচারী মায়াবাদী ভোগাসক্ত কুলগুরুকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া মঙ্গলের পথ অর্থাৎ পতিতপাবন জগদ্গুরুর চরণাশ্রয়-গ্রহণরূপ পরম সুযোগকে চিরতরে রুদ্ধ করেন।

. . .

বৈষ্ণবগণের বিচার কিন্তু এরূপ ধরণের নয়। তাঁহারা জানেন যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ — এই ষট্‌কর্ম্ম নিপুণ, মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ, সহস্র-শাখাধ্যায়ী স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ গুরু হইতে পারেন না; কিন্তু চণ্ডালকুলোদ্ভূত বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণবই একমাত্র গুরুদেব। বিপ্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যজাতি ও শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন ইহাই সাধারণ বিধি; কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির গুরুদেব। শ্রীগুরু-নির্ণয়মুখে স্বয়ং ভগবান্ শচীনন্দন গৌর-হরি বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥"

তাই বৈষ্ণবগণ জানেন কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ মহাভাগবতই শ্রীগুরুদেব। তিনি যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তাঁহার পাদপদ্মে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে জীবের মঙ্গলের আর কোন উপায় নাই। আমরা বদ্ধজীব, নিজের মঙ্গল করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; সেইজন্য মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, মায়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে হইলে পতিতপাবন জগদ্-গুরুর চরণাশ্রয় করা একান্ত প্রয়োজন। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিলে জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কারণ, কৃষ্ণই গুরুরূপে—আচার্য্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হ'ন, এবং যে সকল ভাগ্যবান্ জীব অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জগদ্গুরু-পাদপদ্মে বিক্রীত হ'ন তাঁহারাই মঙ্গললাভে সমর্থ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ, সর্ব্বদেবময়, মায়াতীত অধোক্ষজবস্তু সুতরাং তাঁহাকে অবমাননা করা, দেববুদ্ধি না করিয়া মরণশীল মানববুদ্ধি করা ভীষণ অপরাধজনক, ইহাই শাস্ত্রবাণী। তাই বলিতেছিলাম, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই গুরুবরণ করিলেও, বৈষ্ণব সদ্গুরুচরণাশ্রয়—গুরুরূপী ভগবানের আশ্রয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। আর স্মার্ত্ত মায়াবদ্ধ কোন জীবকে গুরুর আসনে বসাইয়া উভয়েই নিম্নগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন মাত্র।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

মঠ হইতে প্রকাশিত

আমূল বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০
৩। আমূলবিবৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-মাহিমা ।৶০
৭। জৈবধর্ম ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ৭
শ্রীনবদ্বীপধামকথা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিযাজিকা বনগোস্বামী সাম্প্রদায় (বাধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাম্প্রদায় ব্যাখ্যাভাষ্য) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হিন মন্দন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অপসঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৫০
৩৯। প্রাকৃতরসশতদূষণী (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রাকৃতরস সাম্প্রদায় ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৩০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অনুভাষ্যের বা মাধ্যমাধ্যমাক্তবিনী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীগুরুদেব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাম্প্রদায়-নিকাইকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিলেটীন, ভাক্‌র্স ।৶০
৬২। লাইফ, এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ও ফুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনঅলয়েড, ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জগাইর সমাধি-পাট ঐ
৬। পানন-সুবর্ণ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, মেদিনীপুর।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাধু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর ঢাকা।
১৭। শ্রীমদাড-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্র, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিকাকুল, মান্দ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং বাঙ্গালীটোলা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নবকান্ত ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়— মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক গোস্বামী বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট কুচর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০০৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হ ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ ও ২০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ৮-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মঙ্ক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ষ্টেনসাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ কাজারীদের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সব্বর বিধান নং ১")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিভ হেলথ্ লেবরেটরিস্
(ডিপার্টমেণ্ট ৩)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। তাই হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার অনুমোদন লাভ করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমালোচনা প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় করিয়া ও বিদ্বৎপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীবাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরপ্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" : এখান
ডাকে ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দে নি

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষান্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা	৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৮৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৪১, ১২ই জুন ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

কয়েদীগণ কর্ত্তৃক জেলের দারোগা নিহত

পাতিয়ালা রাজ্যের মহীন্দ্রগড় সাব জেল হইতে ৪জন কয়েদী জেলের দারোগাকে হত্যা এবং শাস্ত্রীকে জখম করতঃ তিনটি রাইফেল ও কার্ত্তুজ কার্ত্তুজ লইয়া পলাইয়াছে।

বড়লাট পুত্রের বিবাহ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ৬ই জুন প্রাতে ইটালীর বিশ নগরস্থিত বৃটিশ দূতাবাসে বড়লাট লর্ড উইলিংডনের পুত্র লর্ড রাটেণ্ডনের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এখানে তিনি মিসমেরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। মোটর যোগে কয়েকটী স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নবদম্পতী ১৮ই জুন তারিখে লর্ড উইলিংডনের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

কারাগারে মৃত্যু

আরামবাগের কংগ্রেস-কর্ম্মী ভূপতিভূষণ পাল বাংলার আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ৬মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ ছিলেন। ইম্পাকিয়ার খেলা খেলিবার সময় তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন। পরদিন ৫ই বটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। উক্ত কলিকাতায় দেশকর্ম্মিগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বিমান দুর্ঘটনায় বিমান-সচিব

বৃটিশ বিমান-সচিব লর্ড লণ্ডনডেরী ৭ই জুন এক বিমান-পোত দুর্ঘটনায় বিপন্ন হইয়া ছিলেন। অল্পের জন্য তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। ৮ই জুন অপরাহ্নে লর্ড লণ্ডনডেরী তাঁহার নিজের বিমানপোতে একজন যাত্রী চড়াইয়া স্বয়ং বিমানপোত চালনা শিক্ষা করিতেছিলেন। নিম্নে অবতরণের সময় তিনি ঠিক বিমান ক্ষেত্রে পৌঁছিতে অক্ষম হন। খুব উচ্চ বৃক্ষগুলি এড়াইয়া চলিবার সময় গতি নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি বিনষ্ট হয়। এই অবস্থায় বিমানখানি নীচের দিকে মুখ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে নামিতে থাকে। বিমানপোতের পশ্চাৎ ভাগ অর্থাৎ লেজের উপর দিকে উঠিয়া যায়। অবশেষে বিমান ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লর্ড লণ্ডনডেরী অক্ষত অবস্থায় আত্ম ধীর পদ-বিক্ষেপে গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিমানপোতের আড্ডায় গমন করেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কাদায় লাগিয়াছে, আর কিছুই হয় নাই।

হত্যাকাণ্ড

গত ২০শে মে বাবরেতা গ্রামে একটি খুন হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রাম খামগাঁও হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রকাশ, গ্রামে একদল জমির দখল লইয়া কৃষক ও কমের মধ্যে কিছুদিন হইতে বিবাদ চলিতেছিল। কমরাম তাহার নিজের দখলে আনিবার উদ্দেশ্যে উহার উপর একটি চালাঘর তৈয়ার করে। ঘটনার দিবস, কমর কতকগুলি লাঠিয়াল লইয়া আসিয়া কমরাম-নির্ম্মিত ঘরখানি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। কমরাম এই সংবাদ পাইবামাত্র তাহার ভ্রাতাকে লইয়া তাহাদের নিরস্ত করিবার জন্য তথায় গমন করে। কমরামকে দেখিবামাত্র কমরের দল তাহাকে আক্রমণ করিয়া লাঠি দ্বারা প্রহার করিতে থাকে। ফলে তাহার মৃত্যু হয়। তৎপর তাহারা তাহার ভ্রাতার অনুসরণ করে, কিন্তু সে তথা হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। কমর তখন পলাতক। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

তিন সের ওজনের বোমা

অমৃতসর জেলার গাণ্ডুলা গ্রাম হইতে তিন সের ওজনের একটি প্রকাণ্ড বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থানীয় পুলিশ এবং লাহোরের পুলিশের বিশেষ চেষ্টায় এই বোমা ধরা পড়িয়াছে। তবে এই বোমার সহিত নাকি কোন রাজনৈতিক অপরাধের সম্পর্ক নাই, ইহা শত্রুর ষড়যন্ত্রগণের কার্য্য বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ফরিদকোট জেলের পলাতক কয়েদী

ফরিদকোটের শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২০শে মে ফরিদকোট সেণ্ট্রাল জেল হইতে যে ২৭জন কয়েদী পলায়ন করে তন্মধ্যে এখনও ১১ জন নিরুদ্দেশ আছে। শীঘ্রই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া পুলিশ আশা করিতেছে। আরও তিনটি রাইফেল বন্দুক, ৩টী বেয়নেট ও কয়েকটী কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

ফরিদকোট ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষ পলাতক আসামীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য ৩০০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

নিদ্রিত পিতা-পুত্রকে হত্যা

করাচী হইতে প্রকাশ, জনৈক বিত্ত প্রাঃ৪৫বৎসর শিখ জমীর ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র সহ নবাব শা নামক স্থানে নিজ গৃহে নিদ্রিত থাকা কালে অজ্ঞাত আততায়ী ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। হত্যার কারণ জানা যায় নাই বা এযাবৎ কেহ ধৃত হয় নাই।

ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

রিগা হইতে প্রকাশ, ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মঃ উলমানিসের অধিনায়কত্বে "ডিক্টেটারশাপ" শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লিথুনিয়ার রাজধানী কোভনোর সৈন্যাগারের সৈন্যগণ 'বিদ্রোহী' হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মঃ ভিমারাস গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাজধানী হইতে নির্বাসিত হইয়াছেন। সংবাদ 'সেন্সর' হইতেছে বলিয়া বিস্তৃত বিবরণে জানিতে পারা যায় নাই; তবে আধা-সরকারী এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, রাজ্যে কয়েকবার গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

——

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে চুরির জের

সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে যে আসবাব চুরি হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে অদ্যাবধি দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একজন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের পাহারাওয়ালা চৌকিদার, অপরজন মেমোরিয়েলের বাবুর্চ্চি।

পুলিশ এই সম্পর্কে জোর তদন্ত করিতেছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৩৪১

বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত আবগারী ও ১৯৩২-৩৩ সালের কার্য্য [illegible] যায়, ঐ বৎসরে মদ, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার মাদক-দ্রব্যের বিক্রয় কম হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে আবগারী বিভাগের রাজস্ব হ্রাস হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে আবগারী বিভাগের আয় ছিল ১,৫৬,৭২,৪২৫ টাকা ১৯৩২-৩৩ সালে আয় হইয়াছে, ১,৪০,-৫৮,০৩৯ টাকা। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, আবগারী বিভাগের রাজস্ব হ্রাস হইতেছে বলিয়া প্রমাণিত হয় না যে, লোকে কম মাদকদ্রব্য সেবন করিতেছে। কেননা, একদিকে যেমন সরকারী রাজস্ব কমিয়াছে—অন্যদিকে তেমনি অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য তৈরী ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। সরকারী আবগারী বিভাগের কাজ কেবল রাজস্ব আদায় করা নয়—অবৈধভাবে মাদক তৈরী ও বিক্রয় নিবারণ করাও তাহাদের কর্ত্তব্য।

সরকার পক্ষের এই কথা কিয়দংশ সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাদকদ্রব্য বিক্রয় বা আবগারী-রাজস্ব হ্রাসের আরও একটা কারণ আছে। তাহা দেশব্যাপী আর্থিক দুর্গতি। অধিকাংশ লোকে আহার সংগ্রহ করিতেই পারিতেছে না, মাদকদ্রব্য কিনিবে কিরূপে? সুতরাং আবগারী বিভাগের রাজস্ব-হ্রাস, দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতিরই প্রতিক্রিয়া। অবৈধভাবে মাদক তৈরী ও বিক্রয় যে বাড়িয়াছে, তাহার কারণ দেশব্যাপী আর্থিক দুর্গতি ও মাদকের মূল্য বৃদ্ধি করিলে, মাদক-নিবারণে কিছু সহায়তা হইতে পারে। কিন্তু মাদকতা-নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়—ব্যাপক প্রচারদ্বারা দেশবাসীগণকে মাদক দ্রব্যের অপকারিতা জানাইয়া দেওয়া।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আমেরিকার ঋণশোধ করিতে অস্বীকার করায় অনেক অসন্তোষ [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন [illegible] রাষ্ট্রসমূহ বলিতেছে, [illegible] পরের পর সময় [illegible] টাকা দিবে [illegible] নিয়াম ফেলিতেছে। [illegible] দ্বিতীয় [illegible] করিতেছেন, [illegible] জ বর্ত্তমানেই ঐরূপ মত পোষণ করিয়া আসিতেছে। মহাজনের ঋণ শোধ না দিবার সুযোগ পাইলে কোন খাতক না খুশী হয়? কিন্তু আমেরিকা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবেন কি?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ অনার্স পরীক্ষার জন্য মিঃ পিটারসনের সংগৃহীত সংস্কৃত সঙ্কলন-পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত আছে। সম্প্রতি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতি বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করেন যে, মিঃ পিটারসন মহোদয়ের সংগ্রহ পুস্তকে তাঁহার ব্যাখ্যার মধ্যে ভারতবাসী হিন্দুদিগের প্রতি অবজ্ঞা নিন্দাবাদ ও অশ্রদ্ধাকর বাক্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই পত্র ও আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উক্ত বিদেশী সম্পাদকের পুস্তক উঠাইয়া নূতন সংগ্রহপুস্তক সম্পাদন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং সম্পাদন-ভার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতি বিদ্যাভূষণ এম-এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী ও ডাঃ প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে

চা না বিষ সেবন?

কবি বলিলেন "আপদ বিপত্তিকালে যৌবনা পুংসাং মতিনা মর্ষিত" অর্থাৎ বিপদে আপন হইয়া পড়িলে পুরুষের অধিকাংশ বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়। আর বাঙ্গালী "যথা প্রবাহং জলদং পতত্যাঃ বিনাশ নাশায় সমুদ্র বেগাঃ" দেশবাসী পতঙ্গগণ যেভাবে বহ্নির নিমন্ত্রণে অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইভাবে বঙ্গের জনসাধারণ চা প্রিয় হইয়া নিতান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া আপাতমধুর সুখের বশবর্ত্তী হইয়া স্বাস্থ্য, শ্রী, অর্থ সকলই দিয়া ভারতীয় জাতির মধ্যে একটী নিকৃষ্ট স্থান রাখিয়া লইয়া আপন আনন্দে আপনি থাকিতে চাহিতেছে। জানা নাই এ পাপ আর কেহ এমনই ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছে কিনা; বোধ হয় তাহা নয়। এখন নিশি প্রভাত হইতে কাকে "কা কা" করিবার পূর্ব্বে "চা চা" রব আর কোথাও উঠে কি? প্রাতঃস্মরণীয় দেবদেবী মহাপুরুষ স্মরণের সময় নাই, "প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিবার পূর্ব্বেই চায়ের কেটলী রূপ প্রকৃতি মানস নেত্রের সম্মুখে দেখিতে আর কোনও জাত উঠে কি? যাঁহার লোক জন আছেন, তাহার কিছুর আবার যাঁহারা পরিবার-বিশিষ্ট কাচর এবং সকলেরই বয়ঃসন্ধিত, অর্থাৎ বাড়ীতে একমাত্র, ছোকরার যেহেতু প্রকৃতি আছে, তাঁহারা প্রাতঃকালেই প্রথম হাঁক দিলেন "বয় (boy) একবার, জলদি-ও" বাড়ীর গৃহিণী বা কর্ত্তা চা প্রস্তুত করে, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোকরার কাজটা বিধবা মাতা বা পরিবারস্থ ভগ্নীর ঘাড়েই থাকে) আসিলেন হইয়া দেখিলেন "মূর্খের বাড়া"রা অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া দিল, খুব তাড়াতাড়ি পূর্ব্বেই চা হাজির করে নাই। হাঁক, ডাক, চিৎকারে সমস্ত বাড়ীর শান্তি নষ্ট হইয়া উঠিল।

এত অশান্তি যেখানে তাহার মূলে রহিয়াছে কি? না, বিষ। এত কদভ্যাস আমরা করিয়া রাখিয়াছি যে এটা আমাদের হিসাবের মধ্যে আসে না। কেহ যে তাহা ভাবি না। অনেক ক্ষেত্রেই বহু শিশু মাতা বা অপর গুরুজনের পেয়ালা হইতে চুমুক দিতে শিখিতে পারে পাকা নেশাখোর হইয়া থাকে। যে পিতামাতা এ শিক্ষা দেন, তাঁহাদের কি দায়িত্ব কর্ত্তব্য অপরাধে তাঁহারা অপরাধী, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না?

অনেকেই ত চায়ের বিষাক্ততার কথা বলিয়াছেন; হয়ত বা ফলও কিছু হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা ব্যবসায়ী, যাহাদের চা বিক্রয় না হইলে উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাহারা এ বিষয়ে অনবহিত ছিল না। চায়ের দোকানে নানারূপ মনোমুগ্ধকর ছবি লটকাইয়া, পদ্য লিখিয়া যথা "(চায়ে) নাই এতে আছে কিছু মাদকতা দোষ, পানেতে আনন্দ দেয় চিত্ত পরিতোষ" ইত্যাদি, অপরূপভাবে চায়ের গুণ প্রচার করা হইতেছে। চাষী লাঙ্গল রাখিয়া চা খাইতে বসিল, মাঝি-মাল্লা, হাল দাঁড় ফেলিয়া চা পানে আনন্দ ও তেজ পাইল; পানী রেখে বাগ, তাল গাছের "রস" কাটিতে কাটিতে বিশ্রামের মধ্যে চা পান করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইল, ইত্যাদি নানা ভাবে বহিত অজ্ঞ পল্লীবাসীর মধ্যে ইহার প্রসারের চেষ্টা করা হইয়াছে। ছোট ছোট সহরের মোড়ে ঠেলা গাড়ীর উপর চা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে, পাড়ার কোণে কোণে আশে পাশে চা সম্বন্ধে কত বিজ্ঞাপনের বেড়া বাঁধিয়াছে, বিক্রেতা কত ছড়া কাটিতেছে, মনে হয় সমস্ত চা প্রস্তুতকারক, দল বাঁধিয়া লোকসান সহ্য করিয়াও, বিজ্ঞাপনের মত ইহার ব্যয়ের হিসাব না দেখিয়াই চা বিক্রেয় লোক জমাইতেছে। কি ভিড় সেখানে যাত্রীর পায় পড়াপড়ি ভাঙ্গিয়া রাস্তার বেলার খোয়া দিয়া "পাকা" রাস্তা সৃষ্টি করিতেছে। এই কারণে মনে হয় ইহার বিরুদ্ধে প্রচার এখনও ভাল করিয়া দরকার।

চায়ের উপাদান সম্বন্ধে যদি কাহারও জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না। ডাঃ ব্যানিষ্টার (Banister) চায়ের বিভিন্ন উপাদান অতি যত্নপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে দেখাইয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় চায়ে আছে।

জল	শতকরা	৫'৯৬
কেফিন	„	২'৩৩
এ্যালবুমিন	„	১৬'৮৩
ঐ দ্রবণীয় অংশ	„	০'৮০
সুরাসার জাতীয় দ্রব্য	„	৭'০৫
ডেক্সট্রিন	„	০'৫০
পেকটিন ও পেকটিন এ্যাসিড	„	৩'২২
ট্যানিক এ্যাসিড		২৭'১৪
ক্লোরোফিল এবং রেসিন	„	৪'২০
সেলুলোজ	„	২৫'৯০
ভস্ম	„	৬'০৭

ট্যানিক এ্যাসিড এক প্রকার বিষ। অবিমিশ্র ভাবে ব্যবহার করিলে ইহাতে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং আহার্য্য গ্রহণ করিবার পর পাকযন্ত্রে যে স্বাভাবিক ও সাময়িক ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইতে চা পানের পর ট্যানিক এসিড শরীরে শোষণ করিয়া লইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের কর্ম্মশক্তি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কোনও বিষ, যথা ট্যানিক "উহাকে শরীরে গ্রহণ করিবার জন্য এবং পরে দূর করিয়া দিবার জন্য দেহযন্ত্রের শ্রম আওয়াজের বৃদ্ধি পায়। ইহাই অস্বাভাবিক উত্তেজনা, দেহ পুষ্ট না করিয়া ইহা বাধা নষ্ট করে। দেহে অব্যবহার্য্য বস্তুরূপে যাহা থাকিয়া যায়, তাহা সব বিশুদ্ধ ক্ষতিজনক। উত্তেজক কোনও বস্তু সেবন করিবার পরই দেহ তাহা নিষ্কাশনের জন্য যথাবিহিত চেষ্টাই করে এবং তাহাতে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা অংশগুলিকে কষ্ট করিয়া তোলে। দেহের মধ্যে এই ক্রিয়া কিছুকাল স্থায়ী হয় এবং যখন এই ভাব কাটিয়া আসিতে থাকে তখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া দারুণ অবসাদ লইয়া আসে। অবাঞ্ছনীয় বস্তু দেহ হইতে বাহির করিবার ফলে যে ক্রিয়া বাহুল্য ঘটে তাহাতে কিছু সময়ের জন্য সামান্য শক্তি অনুভূত হয় এবং মানুষ মনে করে, বুঝি বস্তু (বিষ) কিছু না কিছু উপকার সাধন করিয়াছে। যতই সময় যায়, এলাইয়া ক্রমেই দূর হইতে থাকে, এবং দুর্ব্বলতা আসিয়া দেখা দেয়। তখন মনে হয় আর এক "কাপ" না হইলে আর প্রাণ বুঝি বাঁচে না।

ক্রমশঃ

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

নাটোর হইতে প্রকাশ, রাজবন্দী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী জিলা হইতে বক্সা বন্দীশালায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার একটি চক্ষু খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ১২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১২ই জুন ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ৮৮শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পুরীতে

গত ২০শে মে এমার মঠের মহান্ত মহারাজের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—যাঁহারা এ বিলাতে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন, কিংবা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিবৃন্দ যে আচরণে হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ঐ সকল লোকগণের বহির্মুখতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার নহে; তাঁহাদের বহির্মুখতা নিরাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়া দেওয়া। আচার্য্য, গুরু, বৈষ্ণব—ইঁহারা পতিতপাবন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়লোভে, অর্থলোভে, শাক-সংগ্রহের লোভে নিজেই পতিত হইয়া পড়েন, তাঁহাকে পতিতপাবন বলা যাইতে পারে না। পতিতকে উদ্ধার করিবার শক্তি যাঁহার পায়ের যথেষ্ট বল আছে, তিনিই পতিতপাবন। শ্রেষ্ঠ কি চিরকাল শ্রেষ্ঠই থাকিবে? শ্রীব্যাস লিখিয়াছেন—

অব্রাহ্মা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা
ইব সংবভুঃ॥"

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মহান্ত মহারাজের মধ্যে অনেক প্রসঙ্গ হইয়াছিল। তাহা প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। মহান্ত মহারাজ বলিলেন—প্রভুপাদেই সত্য সত্য আচার্য্য-লক্ষণ প্রকটিত—তিনি নিজে আচরণ করিয়া জীবগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদায়কালে মহান্ত মহারাজ বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করিয়া প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আপনার কৃপাশাসন যেন আমার উপর চিরকাল স্থির থাকে, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

শ্রীযুক্ত হনুমান্ খুঁটিয়াজী প্রভুপাদকে পুরীর মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলে প্রভুপাদ বলিলেন—আমাদের চক্রদর্শন করাই ভাল। আমরা অকিঞ্চন অতি ক্ষুদ্র।

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥

পুরীর মহারাজ বিশেষ সুজন। রাজমাতা "পরমার্থী" পাঠ করিয়া থাকেন।

রাত্রি প্রায় ৯॥০ ঘটিকার সময় কালীঘাটের হালদারবংশীয় এক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং বৈষ্ণবের নিম্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া একান্তে প্রভুপাদকে কএকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার প্রশ্ন ছিল "শক্তি পাওয়া যায় কিরূপে?" শ্রীল প্রভুপাদ হালদারবংশীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট- "নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করিলেন। নামেই সর্ব্বশক্তি নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখতা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নামের ভজন-ব্যতীত অন্যান্য স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গে নাম-ভজনেই আমাদের শক্তিসঞ্চার হয়। প্রাকৃত শক্তিলাভের চেষ্টা, নিজেকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবার চেষ্টা। পরমেশ্বরকে নিঃশক্তিক করিবার চেষ্টা-পিপাসা হইতে যে প্রাকৃত শক্তিলাভের স্পৃহা জাগরিত হয়, তাহা অনর্থপূর্ণ চেষ্টা। ভগবদ্-বিরোধী ব্যক্তিগণে সেইরূপ শক্তিলাভের প্রয়াস দেখা যায়।

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে

গত ২৭শে মে রামানন্দগৌড়ীয়মঠে পাঠকালে মঠরক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী বলেন—"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে" অর্থাৎ কামের প্রতিঘাতেই ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রোধের উদ্দাম-বেগ-প্রভাবে জীব মোহপ্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন—

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি॥"

ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম ও স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং
ত্যজেৎ॥"
(গীতা ১৬।২১)

আত্মনাশী নরকদ্বার তিন প্রকার—কাম, ক্রোধ ও লোভ। নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই তিনটী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ নিমিত্ত—

কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

— —

তত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্ভক্তগণ ক্রোধী এবং ক্রোধশূন্য এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী নহেন। পরন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবায় অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত ক্রোধী এবং ক্রোধত্যাগীর ক্রোধবৃত্তির সহিত ভগবদ্ভক্তের ক্রোধবৃত্তির-লীলার পার্থক্য এই যে, ক্রোধী বা ক্রোধত্যাগিগণ স্ব স্ব-কামনা চরিতার্থে বিফলমনোরথ হইলেই ক্রোধবৃত্তিকে আহ্বান করতঃ স্ব-স্ব-প্রতিবিধানের সর্ব্বাবিকার পূর্ব্বক অমঙ্গল আনয়ন করিয়া থাকে। আর ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্বিদ্বেষীদের প্রতি ক্রোধ-লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক মঙ্গল আনয়ন করেন।

— —

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রামভক্তপ্রবর হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি-উৎপাদনের জন্য ক্রোধলীলার অভিনয় প্রকাশ করতঃ লঙ্কা ও স্বর্ণলঙ্কাবাসীগণের সহিত রাক্ষসকুলবৈরী রামচন্দ্রকে বীরত্বের পরিচয় প্রদানের আন্তরিক মঙ্গলসাধনের সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তদ্দ্বারা বিভূষিত বিভীষণ ক্রোধীদের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, যখন বধ্য হইতে শ্রীরামপাদপদ্মের উচ্ছেদ-মানসে এক মহতী সভা সংস্থাপিত করিয়াছিল, তৎকালে ভক্তপ্রবর বিভীষণ মহারাজের সবিনয় উপদেশ বাক্য উপেক্ষা করিয়া রাবণ ক্রোধবশে পদাঘাতে বাধিত করিয়াছিল, তাই মহর্ষি-কল্পতরু দশানন স্বীয় অগ্রজ জ্ঞানে ভক্তরাজ বিভীষণকে পদপ্রহারে নির্যাতিত করিয়া নিজের বক্ষে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু বিভীষণ স্বজনদের সম্বন্ধে প্রবোধ দেখাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক রাবণকে গোষ্ঠীসহ রামসেবাবিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই "ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে" এই আপ্ত বাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ ত্রিবিক্রম, [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৮

সতর্কতা

[illegible] নামাপরাধের কথা [illegible]। এই নামাপরাধের [illegible] মুক্ত হইয়া নাম না করিলে [illegible] আশ্রয় ঘটে না। [illegible] ভাবের আর সীমা নাই, [illegible] নাই। সেই জন্য কৃষ্ণনাম বদ্ধ এবং মুক্ত উভয়েরই উপাস্য। মুক্ত জীবগণ মুক্তাবস্থায় বৈকুণ্ঠে সর্বদা নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্য, নিঃশঙ্ক ও [illegible] বদ্ধ জীবগণ সর্বদা [illegible] ও দুঃখভারাক্রান্ত। তাঁহারা যখন ভাগ্যক্রমে জীবগতি বিচার করিতে সমর্থ হন তখন তাঁহারাও শ্রীহরিনামকেই আশ্রয় করেন। সুতরাং শ্রীনাম আশ্রয়কারী সকলেরই একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন।

শ্রীনামই যখন জীবের একমাত্র আশ্রয় তখন নামাপরাধ বহু যত্নে পরিত্যাগ করা যে একান্ত কর্তব্য তাহা সহজেই অনুমেয়। অপরাধের স্বরূপজ্ঞানাভাবে আমরা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া মনে করিয়া অধঃপতিত হই। তাই আজ আমরা দশনামাপরাধের অন্যতম নামবলে পাপপ্রবৃত্তিরূপ একটী গুরুতর অপরাধ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে অগ্রসর হইলাম।

বেদে যে সকল অশুভ কর্ম নিষিদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে পাপ বলা যায়। যে কর্ম জীবকে স্বধর্ম হইতে এই করিয়া নিরয়গামী করে তাহাই পাপ বা বিকর্ম, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। পাপ ও পুণ্য এই দুইটী কথা আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। কিন্তু [illegible] পাপপুণ্যের অতীত বস্তু। পাপ ও পুণ্য লোকের কথা [illegible]। পাপে কষ্টভোগ এবং পুণ্যে [illegible] ভোগ, ইহাই [illegible]। নিত্য কৃষ্ণদাস জীব স্বরূপতঃ ভোক্তা বা ত্যাগী না হওয়ায় তিনি পাপপুণ্যের কোন ধার ধারেন না। জীব যখন বহির্মুখতা পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণোন্মুখ হন তখনই তিনি এসব কথা [illegible] পারেন, কেননা কৃষ্ণনামেই তখন [illegible] হন।

[illegible]

থাকে না, ইহা সর্ববাদিসম্মত। তাই সকলশাস্ত্রসার-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

যে পর্যন্ত জীবের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা-প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া নির্বেদ না জন্মে অথবা হরিকথা শ্রবণাদিতে অচলা শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্যন্ত জীব অবশ্য কর্মানুষ্ঠান করিবে। হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্মানুষ্ঠান করিবে না। দেহযাত্রাদি নির্বাহের জন্য শারীরিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ক্রিয়া সকল হরিভক্তির অনুকূল হইলে অঙ্গীকার এবং প্রতিকূল হইলে পরিত্যাগ করাই শাস্ত্রবিধি। এই সকল ক্রিয়া সকলের অঙ্গীকার পূর্বক অনুষ্ঠান করিলেও ঐ সকল ক্রিয়া কর্ম মধ্যে পরিগণিত নহে; বস্তুতঃ তাহারা কর্মনাশক ভক্ত্যঙ্গ মধ্যেই পরিগণিত। সুতরাং ঐ অবস্থায় পাপপুণ্য কিছুই থাকে না এবং প্রায়শ্চিত্তাদিরও প্রয়োজনীয়তা নাই। সুতরাং পুণ্যকর্মই যখন নাই তখন পাপকার্য কৃষ্ণোন্মুখের নিকট যাইতেই পারে না। সমস্ত পাপই আপনা হইতেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" প্রভৃতি শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ

হরিনামাশ্রিত জীবের পাপপ্রবৃত্তি থাকে না। যিনি নামকে একান্ত আশ্রয় করিয়াছেন তিনি কোন পাপ করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয়টী চিত্তপ্রবৃত্তির অপব্যবহার হইলেই পাপ হয়। কৃষ্ণকথায় বা কৃষ্ণসেবায় কামকে নিযুক্ত করিলে জীব আর পরস্ত্রী সংসর্গ, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ, ও চৌর্য-[illegible] প্রভৃতি দুষ্ট কর্ম করেন না। ক্রোধকে হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি নিযুক্ত করিয়া পরপীড়নাদি কার্য হইতে বিরত হন। কৃষ্ণপ্রসাদাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর [illegible] পরস্ত্রী, [illegible] ও অপর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি লুব্ধ হন না। মোহ [illegible] নিযুক্ত করিয়া [illegible] এবং [illegible] মোহিত হন, ধনজন ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে মোহপ্রাপ্ত হন না। অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ, নাস্তিকবাদ, কুতর্ক-[illegible] মনোনিবেশ করেন না। মদকে কৃষ্ণকীর্তনে নিযুক্ত করিয়া [illegible], ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। মাৎসর্যকে অর্থাৎ পরহিংসা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন একেবারেই ত্যাগ করেন। এইরূপ

নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবৃত্তি নির্মূলিত হয়।

ঘটনাক্রমে কখনও কখনও পাপোদয়ের কথা আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তে প্রশমিত হয়। সেইরূপ দৈবাৎ আগত পাপ দৃষ্টি করিয়া কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। চিত্তে পাপপ্রবৃত্তি নাই কিন্তু হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমে কোন সামান্য পাপ যদি উদয় হয় তাহাতে বৈষ্ণবতা দূর হয় না।

কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"হে অর্জুন! আমার অনন্যভক্তের কোন পাপপ্রবৃত্তি হয় না। নামানুশীলনরূপ চিত্তাপায় আমার অনন্যভক্তের হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকে। কদাপি পাপ তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যদি কোন ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপ-ক্রিয়া হয় এবং সেই পাপ যদিও ধর্মশাস্ত্র-মতে দুরাচার বলিয়া উক্ত হয় তথাপি আমার অনন্যভক্তের নিন্দা করিবে না।

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার চরিত্রে কেবল দুইপ্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামে রুচি হইল। কিন্তু তৎপূর্ব হইতে তাঁহার কোন একটী পাপ সংসর্গ ছিল—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মৎস্য মাংসাহার, মদ্যসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটী চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্যভক্তি উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সব পাপপ্রবৃত্তি গেল, কিন্তু চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্যভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ অন্য উপায় সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামের আশ্রয় লইয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না; কিছুদিন থাকে। যে-পর্যন্ত পাপ নির্মূল না হয়, সে-পর্যন্ত সেই অনন্যভক্তকে ভক্তিবলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

"দ্বিতীয় প্রকার এই যে অনন্য ভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন; তথাপি ভক্ত দেহসম্বন্ধে কোন পণ্ডিতকে রোগীর অবৈধ-সংযুক্ত ঔষধ-সেবনের ন্যায় কোন পাপ-ক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অত্যন্ত অস্থায়ী, কেন না প্রবৃত্তিগত নয়। অনন্যভক্তি হইলে আর পাপ-প্রবৃত্তি কখনই থাকে না, কেবল পাপ-ক্রিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকিতে পারে তাহাও অল্প দিন। আবার তাহাও দিন দিন ক্ষীণবল হইয়া খর্ব হয়। সুতরাং এই দুই প্রকার পাপ

হইতে আমার অনন্যভক্ত অতি শীঘ্র আমার ভক্তিরূপায় শুদ্ধ ধর্মাত্মা হই[illegible] পাপ হইতে শান্তি লাভ করেন। "[illegible] কৌন্তেয়! আমার অনন্যভক্ত কখনই [illegible] হইবে না।"

অপরাধের সহিত নাম লইলে নাম না—নামাপরাধ হয়। নামাপরাধের [illegible] নিতান্ত অন্তঃশ্চর অর্থাৎ সংসারাসক্তি-বুদ্ধি নামাভাস করিলেও পরে সাধুসঙ্গে নামাভা[illegible] ঘুচিয়া নামের উদয় হইতে পারে। তত্ত্ব[illegible] না হইলেও নামাভাসে পাপ নষ্ট হয় এ[illegible] চারি-পুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু নামাপরা[illegible] বড়ই কঠিন বস্তু। ইহাতে সুফল উ[illegible] হওয়া বড়ই কঠিন। অপরাধ পরিত্যা[illegible] করিয়া সাধুসঙ্গাশ্রয় করতঃ তাঁহার আনুগ[illegible] চলিলেই নামাপরাধীর মঙ্গল; নতুবা [illegible] কোন উপায়ে মঙ্গলের কথা আমরা [illegible] দেখিতে পাই না।

নামাশ্রয়ী ব্যক্তিমাত্রেরই দেখা উচি[illegible] যে, নামের বলে পাপের প্রবৃত্তি যেন না হ[illegible] অনেকে বলেন, এক কৃষ্ণনামে যত প[illegible] হরণ করে কোটী জন্মেও তত পাপ পা[illegible] করিতে পারে না। সুতরাং যখন আম[illegible] নিকট সেই হরিনাম আছে তখন [illegible] পাপ করিতে ভয় কি? হরিনামও ক[illegible] পাপও করি, তাহা শতগুণ হইয়া অবশে[illegible] কিছুই পাপ থাকিবে না—এইরূপ সিদ্ধা[illegible] করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর নূতন পা[illegible] করেন তিনি নামাপরাধী। সুতরাং মঙ্গল[illegible] কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এইরূপ দুষ্টবুদ্ধি নামাপরাধাদি বা কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব[illegible] শ্রীগুর্বানুগত্যে শ্রীনাম-সেবায় তৎপর হন

সদ্গুরুর নিকট হরিনাম-গ্রহণ[illegible] শুদ্ধশিষ্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে থাকিয়া—গু[illegible] গৃহে বাস করিয়া হরিনামাদি শ্রবণ-কী[illegible] না করিলে নামাপরাধ অবশ্যই হইবে[illegible] এবং তদ্ধেতু শ্রীনামের কৃপা-লাভ [illegible] হওয়ায় নামাপরাধের ফল মারাত্মক রো[illegible] আমাদের সর্বনাশ সাধন করিবে[illegible] নামাপরাধাদির হস্ত হইতে মুক্তিলাভে[illegible] একমাত্র উপায়—নিরন্তর গুরু-সেবা করা[illegible] হরিনামাদি কীর্তন করা।

নামের স্বরূপ জ্ঞানোদয় না হওয়[illegible] নামই আমাদের প্রাণ, নামই আমাদে[illegible] জীবন, নামই আমাদের ভূষণ, নাম[illegible] আমাদের প্রভু, নামই জীবের একমা[illegible] সেব্য—ইহা না জানায় আমাদের অসুবি[illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য বুদ্ধিমা[illegible] জনগণ সাধুগুরুর আনুগত্যে ভজনে[illegible] প্রয়াস দেখান।

প্রবন্ধ

(শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ)

(১)

পরম্পরাম্বিত রচনাকে প্রবন্ধ বলে। আবার প্রবন্ধ-অর্থে প্রকৃষ্ট-রূপে বন্ধন বুঝায়। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচিত হয়। সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, বৈষয়িক, পারমার্থিক প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধ যুগযুগান্তর হইতে অসংখ্য মনীষিগণকর্তৃক রচিত হইয়া মনুষ্য সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা প্রবর্তন করিয়াছে। কোন কোন জাগতিক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন —'কোন লেখকের জীবনী অথবা তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইতে হইলে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ আলোচনা করিলে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ রূপ তাঁহার লেখনীতে প্রকাশ পায়।'

জগতে সৎ এবং অসৎ দুইটী বস্তু দেখিতে পাই। বাস্তবিক-পক্ষে অসৎ কোন কিছু বস্তু-শব্দবাচ্য হইতে পারে না, কারণ যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা আবার বস্তু কিসে? বস্তুর বিপরীত ভাবকেই অবস্তু বলা যায়। সৎবস্তু নিত্যকালই সত্য। অসৎ বস্তু কখনও সত্য হয় না। শ্রীগীতায় বলেন —

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

অসতের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এবং সতের অভাব বা অনস্তিত্ব নাই। ভগবানের পশ্চাতেই মায়ার অবস্থান। তাঁহা অপাশ্রিতা ও হেয়স্বরূপা হইলেও শক্তি নিত্যকালই শক্তিমান্ হইতে অভিন্না ও অবিচ্ছেদ্যা। সুতরাং সৎপ্রবন্ধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অসৎ প্রবন্ধেরও উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধুগণের প্রবন্ধই সৎপ্রবন্ধ এবং অসাধুগণের প্রবন্ধই অসৎ প্রবন্ধ। অথবা পরম সত্য ভগবান্-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধই সৎপ্রবন্ধ আর মায়ার বন্ধনময় জড়-বস্তুর বিচিত্র প্রবন্ধনই অসৎ প্রবন্ধ। জড়বিষয়িগণের নিকট জড়ভোগ্য বস্তুর নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়ার অনুশীলন পরম আদরের কর্তব্য কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু অনিত্য বস্তুর সকলই যে অনিত্য। তুষে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলেও তাহা হইতে শস্য পাওয়া যায় না। সুতরাং অনিত্য অসদ্বস্তুর পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেও কোন বাস্তব বস্তু লভ্য হয় না। জড়প্রবন্ধ-রচনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিলেও নিত্য পরমার্থ-ধনের কপর্দকেরও মালিক হওয়া যায় না। অবশ্য অসদনুশীলনে অসত্তৃষ্ণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিজের ভোক্তৃত্বাভিমান প্রবল হইলে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে না। অবশেষে জীব নির্বিশেষবাদী হইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধের ফলে নরকে গমন করেন। এই জন্যই শ্রুতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে —

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

অবিদ্যা মায়ার উপাসনায় জীব আত্ম-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অন্ধ হইতে অন্ধতম নরকে প্রবেশ করে। জড় প্রবন্ধের প্ররোচনায় মানব জড়বন্ধনে অধিকতররূপে বদ্ধ হয়।

ধর্মার্থকামমোক্ষ-বিষয়ক যাবতীয় প্রবন্ধই অসৎ প্রবন্ধ। অসাধুর লক্ষণ আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে এরূপ দেখিতে পাই—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

ভক্ত বা বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই অসাধু বা অসৎ। "কৃষ্ণৈক-শরণ হয় সাধুর লক্ষণ।" অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ও তাঁহার সেবকগণই সত্য বস্তু। শ্রুতি বর্ণই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই নিত্য সত্য বস্তু। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে —

প্রভু বলে,—"আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণকমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণ নাম-গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥"

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

যে প্রবন্ধ-পাঠে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন না হইয়া মায়ার বন্ধন প্রকৃষ্টরূপে বৰ্দ্ধিত ও দৃঢ় হয় সেই সকল প্রবন্ধ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। সৎপ্রবন্ধ-পাঠে আপাততঃ ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় না বলিয়া তাহাতে বহির্মুখ জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকেরই অরুচি দেখা যায়। ষড়্‌রিপু কর্তৃক পুনঃ পুনঃ তাড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও জীব কিছুতেই আত্মমঙ্গলের কথা শুনিতে উৎসুক নয়। অসৎ প্রবন্ধে আসক্ত জীব পশুধর্মে দীক্ষিত হইয়া সাধু-বৈষ্ণবের উপদেশকে জড় উপদেশেরই অন্যতম মনে করে। কৃষ্ণানুশীলন না করিলে মানবগণ জড় সভ্যতার যতই উন্নতশিখরে আরোহণ করুক না কেন, সে আহার-নিদ্রা-ইন্দ্রিয়তর্পণাদি পশুধর্ম অতিক্রম করিতে পারে না। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক বরং কপটতা ও ইন্দ্রিয়লালসায় তত অধিক প্রমত্ত থাকে না যত অধিক পরিমাণে জড় ভোগী, কূট-আইনজ্ঞ ও সাহিত্যরসামোদীদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। শাস্ত্র বলেন —

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।"
"বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উপদিষ্ট হইয়াছে
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

জগতে যদি অসৎ প্রবন্ধের প্রসার এত না হইত তবে বোধ হয় অনেক সরলবুদ্ধি মানব পাপ, অপরাধ ও নাস্তিকতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত। নাস্তিক ও দুর্নৈতিক সাহিত্যিকগণ কলির রাজত্ব পাইয়া অশেষ প্রকার জগজ্জাল উপস্থিত করিয়াছে। শব্দ-সমূহই প্রবন্ধাকারে মানবের ভাবরাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। জগতে যত কিছু সাহিত্য সকলই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। ইহ জগতের ধারণায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল নির্বিশেষ ধারণা এবং মোক্ষাভিলাষ। আরোহপন্থায় উদ্ভাবিত যাবতীয় বাদই বিরজার নিরস্তর রাজ্যে আবদ্ধ।

অবরোহ বা শ্রৌতপন্থায় প্রাপ্ত জ্ঞানই শুদ্ধবৈকুণ্ঠ-জ্ঞান। ইতরব্যোমগত শব্দের আলোচনায় জীবের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ এবং গতাগতি বন্ধ হয় না। বদ্ধজীবকে কৃপা করিয়া গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামরূপে, শাস্ত্ররূপে এবং শুদ্ধভক্তরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ-বস্তুর সন্ধান প্রদান করেন। ইহ জগতের কোন বিদ্যা-বুদ্ধিই বৈকুণ্ঠের কোন সন্ধানই দিতে পারে না। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারা কখনও অধোক্ষজ বস্তু শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় না। শ্রুতি বলেন

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া
ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

সর্ব্ব আত্মার আত্মা শ্রীভগবান্‌কে জীব নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিরূপ কোন সম্বল দ্বারাই লাভ করিতে পারে না। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে জানান তিনিই জানিতে পারেন।

অসৎ প্রবন্ধের মধ্যে নৈতিক ও অনৈতিক দুই প্রকার প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। নৈতিক শিক্ষাকে জাগতিক ধর্মজ্ঞানের মেরুদণ্ড বলা যায়। যদি মনুষ্যসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি দুর্নীতিক হইত তাহা হইলে মানব সমাজের উন্নতাবস্থায় শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম আলোচনা দূরে থাক্, লোকের বসবাস করা অসম্ভব হইত। নীতিহীন মানব পশুজীবন যাপন করে। সুতরাং কুলোকের রুচিকর কুৎসিত নাটক, উপন্যাস অপেক্ষা নৈতিক গল্প প্রবন্ধাদি মনুষ্যসমাজের হিতকারী। কোন দেশের বা কোন জাতির পার্থিব উন্নতি ও সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়া গড়িয়া উঠে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বর্তমান উন্নতাবস্থা শুধু একদিনে সাধিত হয় নাই। কিন্তু মানব জাগতিক বিষয়ে যতই সুবিধা ভোগ করিতেছে পরমার্থ-রাজ্য হইতে ততই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানপন্থী বহু লোকের লেখনী হইতে এরূপ অভিনব সিদ্ধান্ত বাহির হইতেছে যে তাহা বড়ই বিস্ময়কর। তাঁহারা বলেন—ধর্ম ত' অন্ধ লোকের বিশ্বাস মাত্র। বহু লোক একত্র মিলিয়া যাহাকে ধর্ম বলিয়া সাব্যস্ত করিবে তাহাই ধর্ম। হ'তে পারে দেহধর্ম ও মনোধর্মের গতি ভঙ্গুর, কিন্তু আত্মধর্ম বা ভক্তিধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। ভক্তিধর্মের সোপান-স্বরূপ খ্রীষ্ট প্রভৃতি ধর্মও ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজন কর্তৃক প্রচারিত।

নাস্তিকগণ আরও বলেন—পূর্ব্বের লোক বিজ্ঞানে তত উন্নত ছিল না কাজেই ধর্মকে বিশ্বাস করিত। অধুনা বিজ্ঞানের যুক্তির নিকট কি আর ধর্ম দাঁড়াইতে পারে? রুস্, জাপান প্রভৃতি কত রাজ্য হইতে ধর্ম নির্বাসিত হইয়াছে, কই তাহাদের ত' কোন অসুবিধা হইতেছে না। বলি— এ সকল পার্থিব অভ্যুদয়ের সীমা আর কতটুকু? নয় দুই, পাঁচ শত বৎসর ত'। অনন্ত কালের তুলনায় তাহার আর মূল্য কি? জড় উন্নতির শেষ দৌড় কত দূর, তাহা ত' ইতিহাস পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। কত যুদ্ধে, কত দুর্ভিক্ষে, কত ভূমিকম্পে কত লক্ষ লক্ষ লোক নিমেষে বিনষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে—ইহা দেখিয়াও কি মানবের চৈতন্য হইবে না? তবে বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইতে হইলে কোনও না কোন জন্মে তাহার উদয় হইবে—ইহাই আশা।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আসন্ন বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম খণ্ড ৯৲
২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড প্রত্যেক ৬৲
৪র্থ খণ্ড হইতে প্রত্যেক ১৷৵০
২। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৩। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কল্পদ্রুম (বাঁধা) ১৲
৪। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৵০
৫। গৌড়ার-গলদ ১৷৵০
৬। প্রেমবিবর্ত ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
৮। শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। ধৃতিসাহিত্য অপৌরুষেয় সাহিত্য (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাহিত্য (শ্রীমাধ্বভাষ্য) ৷০
১৪। দৈববর্ণ ১৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। জীব-বিশ্ব দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৵০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। [illegible] ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴২০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণব-কৃপা-সন্ধ্যা
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। নবম-টীকা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] সাহিত্য ৷০
৪৪। গৌরহরোদয় ৵০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৪৬। শুদ্ধভক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গোস্বামী কি করেন? ৵০
৪৯। উপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীসংকেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিধিবাদঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ৷০
৬৪। ভোরাট গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। এরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনলোল্লড ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীব্রজপত্তন ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। নারায়ণ সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপালপুর, হাঁসখালী।
৯। সারঙ্গগোপাল পাট পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাকসাথ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপর্ণাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদন-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীশ্যামানন্দ মঠ চিকাদরা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, নং পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ যাজপুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা, পোঃ ছিনকুণ্ডা, বালেশ্বর।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরকার ঠাকুরের ঘাট, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডস্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ-সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং বিহারপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—বঙ্গদেশের পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—অসমদেশের পাক্ষিক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা বার্ষিক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট খণ্ডে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
বালাম (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ডেভসাম টনিক —
ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের
আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "নম্বর নিয়ামত নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা পাইবেন। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৯,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৮	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৯	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০.৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯.১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫ ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ক অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ [illegible] বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন সেই বিদ্যালয়ের [illegible] আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের [illegible] আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর [illegible] আষাঢ়ের [illegible] যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য [illegible] পাঠাইবেন।

শ্রীপাঁচুগোপাল চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ভুবন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্‌, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমাক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার। ম্যানেজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৸০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিমালিকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

—•::•::•—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভাক্তকমুদ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকে চিঠিপত্র—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ৮৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬১, ১৩ই জুন ১৯৫৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে হত্যার চেষ্টা

গত ৫ই জুন প্রত্যুষে মেদিনীপুর জেলে চট্টগ্রাম জেলার মাঠে গত ১৫ জানুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ ক্রিয়াবীর প্রতি বোমা বর্ষণ সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, মিঃ ক্রিয়াবী বোমায় আহত হইয়াছিলেন; এবং আসামীদিগকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বা পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আইনে নরহত্যার চেষ্টার অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা নাই; নূতন প্রণীত বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনে নরহত্যার চেষ্টার অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এই আইন অনুসারে হত্যার চেষ্টার অপরাধে উহাই প্রাণদণ্ড।

গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামে ক্রীকেট ম্যাচের সময় খেলার মাঠে মিঃ ক্রিয়াবীর উপর তিনটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সেই সম্পর্কে আসামীদের গ্রেপ্তার হয়। আসামীদিগকে গ্রেপ্তারের পুরস্কার স্বরূপ মিঃ ক্রিয়াবী মেজর সেট এবং দুইজন সিপাহীকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

—

দ্বারভাঙ্গা সহরের সংস্কার

পাটনা হইতে প্রকাশ, একটি সরকারী (বিহার ভাঙ্গা পুনর্গঠন বিভাগ) ইস্তাহারে বলা হইয়াছে; দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ সর্ব্বর বাহাদুরকে জানাইয়াছেন যে, তিনি দ্বারভাঙ্গার প্রস্তাবিত ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রাথমিক ব্যয়ের অংশ স্বরূপ ৫ লক্ষ টাকা দান করিতে এবং পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ৯ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন।

"ভূমিকম্পের ফলে দ্বারভাঙ্গা সহরের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা ও বাজার সমূহে বড় বড় বাড়ী পড়িয়া অনেকের প্রাণহানি হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ যে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাতে সহরের যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হইবে এবং বাড়ীগুলি এমনভাবে পুনর্নির্ম্মিত হইবে যাহাতে পুনরায় ভূমিকম্প হইলে ঐরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম থাকিবে। তাহা ছাড়া অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বাড়ীগুলি সাহায্য করিবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মহারাজাধিরাজের এই সদাশয়তার প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়াছেন। ট্রাষ্ট যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে আইন প্রণয়ন করিবার মনস্থ করিয়াছেন।"

—

আগরতলায় পিস্তল প্রাপ্ত

আগরতলা হইতে প্রকাশ, গত ৬ই জুন ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ আগরতলার বাবু সুরেশচন্দ্র চাটুয্যের বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া একটি রিভলবার একটি অটোম্যাটিক পিস্তল এবং বহু উত্তেজনামূলক কাগজপত্র পাইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষ একটি বাক্সে মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। ঐ বাক্সের মালিক সুরেশ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেশচন্দ্র চাটুয্যে। নরেশ এবং তাহার ছোট ভাইকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং অন্য বহু, প্রবোধ মুখুয্যে, সন্তোষ মুখুয্যে এবং জ্ঞানেন্দ্র দত্তের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে খানাতল্লাসী হইয়াছে। কোথাও আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

লাট-পত্নীর ব্রেসলেট চুরির জের

বোম্বাই লাটের পত্নী লেডী ব্রাবোর্ণের ব্রেসলেট চুরি সম্পর্কে সিংহলী অধিবাসী এ ডি বারথোলোমেওকে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বাইয়ে আনা হইয়াছে, তাহাকে সেখানে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে আগামী ২১শে জুন পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, আসামী বোম্বাইয়ের জহুরার এণ্ড সন্সের কর্ম্মচারী ছিল। গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে লাট-পত্নী লেডী ব্রাবোর্ণের একটি প্লাটিনাম ব্রেসলেট উক্ত দোকানে মেরামতের জন্য দেওয়া হয়। আসামী উহা লইয়া সরিয়া পড়ে।

জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

১০০০০ টন ওজনের "প্রেসিডেণ্ট হুভার" নামক মার্কিণ জাহাজখানি গত ১০ই মে তারিখে নিউইয়র্ক হইতে সুদূর প্রাচ্যে যাত্রা করিয়াছে। এই জাহাজে ৭০ জন যাত্রী এবং ২০০ জন খালাসী ইত্যাদি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরে যাইবার কালে জাহাজখানিতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। বেতারযোগে সংবাদ পাইয়া অন্যান্য জাহাজ উহার সাহায্যার্থ ছুটিয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, আগুন নিবান হয় নাই, তবে অনেকটা আয়ত্তাধীনে আনিয়াছে।

চলন্ত ট্রেণ হইতে বালকের পতন

ভাগলপুর হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আলাকা নদ নিকটে ৭ বৎসর বয়স্ক এক বালক চলন্ত ট্রেণ হইতে পড়িয়া যায়। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার মাতা তৎক্ষণাৎ ঝাঁপাইয়া পড়ে। আরোহীগণ শিকল টানিয়া ট্রেণ থামায়। অতঃপর মাতা ও পুত্রকে রেল লাইনে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তথা হইতে তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হয়। তাহারা আরোগ্য লাভ করিতেছে।

১৫৬০ কোটি টাকার সোণা

প্যারিস হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে ফ্রান্সের সরকারী ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ স্বর্ণ জমিয়াছে, তাহার মূল্য পূর্ব্ববারের তুলনায় ৮ কোটি ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক বেশী। ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে একণে মোট ৭৮০০ কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের অর্থাৎ প্রায় ১৫৬০ কোটি টাকার স্বর্ণ সঞ্চিত হইয়াছে।

চৌরঙ্গীর পুকুরে আবার মৃতদেহ

গত শুক্রবার প্রাতে চৌরঙ্গী ময়দানের ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে (ম্যাডানের থিয়েটারের নিকট) একটি যুবতী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। পুলিশ স্ত্রীলোকটিকে সনাক্ত করিতে পারে নাই। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত মে মাসে চৌরঙ্গীর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে একটি হরিণ পাওয়া যায় এবং অপর একটি পুকুরে বাঙ্গালী যুবকের মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছিল।

ওঁ মধো জগতে বাণ্ডবেশায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৪১

বোম্বাইর শ্রমিক ধর্মঘট যে আপোষ নিষ্পত্তি হইবে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ভারতীয় বণিক সংঘের সভাপতি উভয়পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চালাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। মিল-মালিক সমিতি সম্প্রতি ভারতীয় বণিক সমিতিকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে কোনরূপ মিটমাট করিতে প্রস্তুত নহেন। এদিকে কলওয়ালা সমিতির সভাপতি মিঃ মোদীর সঙ্গে-ও কথাবার্তা শুনিয়া ধর্মঘটীরা চটিয়া গিয়াছে; তাহারা বলিতেছে, কোনরূপ আপোষ তাহারা করিবে না,—শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করিবে। সুতরাং, অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। কংগ্রেস নেতারা এখনও আশা ছাড়েন নাই বটে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বোম্বাই ধর্মঘটের কথাও উঠিবে; কিন্তু কলওয়ালা এবং ধর্মঘটী শ্রমিকগণ—উভয়েরই জিদ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সহজে কোনরূপ মিটমাট হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দুই দলের কংগ্রেস কাউন্সিলারেরা যদি আন্তরিকভাবে, মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করিতেন তাহা হইলে কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান অচল অবস্থার সহজেই অবসান হইত,—কংগ্রেসের মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকিত এবং কংগ্রেসপন্থীর কাউন্সিলারদিগকে অন্য কাহারো দ্বারস্থ হইতে হইত না। কিন্তু বিদ্বেষ বাষ্প অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিলে মিলন কি কখনও সম্ভব? দলাদলির ফলেই হিন্দু মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে, আবার এই দলাদলির ফলেই মুসলমানগণ রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেও শিক্ষা হয় না, ইহাই বিচিত্র!

গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের হস্তাক্ষরে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যদি সকলে বা বহু-জ্ঞানসম্পন্ন বাঙ্গালী অনুরোধ করেন এবং অন্য কোন উপায়ে বর্তমান জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবার উপায় না থাকে, তবে গবর্ণমেন্ট কর্পোরেশনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এই ইঙ্গিত বুঝিয়া ইউরোপীয় এসোসিয়েশন কর্পোরেশনের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টকে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া তার করিয়াছেন। ইউরোপীয় এবং মনোনীত কাউন্সিলারেরাও সম্ভবতঃ গবর্ণমেন্টকে ঐরূপ অনুরোধ করিবেন বলিয়া মনে হয়। গত্যন্তর না থাকিলে আর উপায় কি! কর্পোরেশনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলেও গবর্ণমেন্টকে বাধ্য হইয়া হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে।

চা না বিষ সেবন?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ট্যানিক এসিডের কথাই আলোচনা করা হইয়াছে। খাঁটি চায়ের উপাদানগুলিই ও অনিষ্টকর। তাহার উপর চায়ের সহিত যে সকল ভেজাল মিশান হয়, তাহা আরও চমৎকার। ডাঃ এডওয়ার্ড স্মিথ বলেন, চায়ের সহিত ব্যবহৃত উপরিউক্ত বা ভিন্ন গাছের পাতা ভেজাল মিশান হইয়া থাকে। প্লাম্বাগো (বাঙ্গলা জানা নাই), নীল বা প্রুশিয়ান দেশের নীল (রাসায়নিক প্রণালীতে প্রস্তুত) মিশ্রিত করিয়া হীনজাতীয় চা অপেক্ষাকৃত ভাল চা হিসাবে চালাইবার জন্য চায়ে মাখানো হইয়া থাকে। ইহার পরও কি চায়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে? যাহারা স্বাস্থ্যকামী, সমাজের, দেশের ও জাতির মঙ্গল চান, তাহারা এখনই সাবধান হইবেন।

যাহারা চা পানে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের কাহাকেও চা পান করাইয়া দিলে কি ফল হয় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমে একটু বেশ ভাল লাগিবে, তাহার উপর রাত্রে অনিদ্রা এবং পরে কোষ্ঠবদ্ধতা। এমন কি কেহ কেহ তাহার বিষয় ভাবিবার আছে। শুধু গোড়াতেই এইরূপ হইয়া থাকে, পরে অভ্যাসরূপে নানারকম উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর চায়ের কথা মনে পড়ে না, শরীর অসুস্থ এবং রোগজনক হিসাবে এ অভ্যাস ধরিয়া লওয়া হয়।

যদি কেহ বলেন চা পানে তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় না তাহা বিনা বিচারে গ্রহণ করিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। কোনও ক্ষতি হয় না একথা কেহ বলিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হয় না; যদি বা কেহ ঐরূপ ভাগ্যবান থাকেন, তিনি অবস্থাপন্ন ঘরের প্রাণী, নানারূপ উপাদেয় খাদ্যকর দ্রব্য ভোজনে এ ক্ষতি কতক পরিমাণে সহ্য করিতে পারেন। তাহাও সকল সময় পারেন বলিয়া জানা নাই। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তিনি চা পানের পরে, [illegible] বা দুধ [illegible] করিতেছেন, তাহা [illegible] হইলে আরও খারাপ হইতে পারিতেন এবং দীর্ঘকাল [illegible] সমর্থ হইতেন।

যাহা অবস্থাপন্ন ঘরে শোভা পায়, তাহা গৃহস্থের বাড়ীতে, চাষীর কুঁড়েতে বিড়ম্বনা মাত্র। কত রকমে কত পরিমাণে চা খাওয়া চলিতে পারে, কত ভাগে অজস্র থাকিলে সেবনযোগ্য চা হইতে পারে, তাহার সংবাদ কয়জনে রাখেন? চা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধ হইল, না কি, সময়-খাবের "কড়া" কালো কোথায় দেয়। দুঃস্থ লোকের কয়জন তাহা পারে? চা প্রস্তুত প্রণালী জানেই বা কয়জন? নিয়মমত প্রস্তুত না হইলে তাহা ত্যাগ করিবার মত সামর্থ্য আছেই বা কয়জনের? দোকানে, রাস্তায় যে সকল চা কলাইকরা বা মৃৎপাত্রে বিক্রীত হয়, তাহা সমস্ত দিনই ফুটিতেছে, পাত্রগুলির পরিষ্কারতার কোনও বালাই নাই, কত দিনের চা, কতবার জলে ডুবিয়া সিদ্ধ হইতেছে, তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করেন কি? সেসকল কথা ভাবিয়া চা পান করিতে গেলে যে "পয়সায়" কুলায় না। অতএব বিষ পানে কোনও বাধা নাই।

চায়ের উপকার বলিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা চা বাদ দিয়া দুধ ও চিনি ভাল পাইলে বেশী উপকার হইয়া থাকে। যদি দুধ ও চিনি যোগাইবার সংস্থান না থাকে, বিষ পান করিয়া সে অভাব মোচন করিতে যাওয়া কি সমীচীন? বাঙ্গলার এই অজীর্ণতার মূলে চা কত ভাগের জন্য দায়ী তাহার হিসাব কে করে? চা-পায়ী বাঙ্গালীর অর্দ্ধ বিশুর "পেটের গোলমালে" ভুগিতেছে।

বয়স্ক, আত্মনির্ভরশীল লোকে এক অপকর্ম করে, সে কথা; কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধিহীন শিশু-দের কথা একবার কি ভাবা উচিৎ নহে? বহু পরিবারে আছে যাহাদের শিশুর দুধ অপেক্ষা চায়ের খরচ ঢের বেশী। একটু চিন্তা করিবার পর মনে হইতেছে, যে বাড়ীতেই চা প্রবেশ করিয়াছে, সকল প্রতি পরিবারেরই এই দুর্দশা। চা বড়দের খাদ্য নহে, শিশুর ত' নহেই। যাহার শরীর সবে মাত্র গঠিত হইতেছে, তাহার উপযুক্ত খাদ্য না দিয়া তৎপরিবর্তে বিষের জন্য পাকস্থলীর জন্য অধিক ব্যয় করা মনুষ্যত্বের নিদর্শন। সেই শিশুকে আদরে যত্নে আমরা চা পান শিক্ষা দিয়া থাকি। সেও তাহার জন্য কি ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, যিনি বাড়ীতে এমন কয়েকটি অস্বাভাবিক জীব পালন করিয়াছেন তিনিই জানেন। অভিমন্যু মাতৃজঠরে অবস্থানকালীন চক্রব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর আমাদের শিশু শিক্ষা করে চায়ের অন্বেষণ এবং পানে চরম পন্থা। সে কারণেও "চা" কারণ চায়ের জন্য অভাব জানায় কি না বুঝিতে পারি না। কারণ ইহা তাহার জন্মের পূর্ব হইতে অতি প্রয়োজনীয় নিত্যকর্ম সংস্কারের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে।

সকল কথা ছাড়িয়া দিলে আজ বাঙ্গলার এই অন্নকষ্টের দিনে খরচের কথা ভাবিয়া কি আমাদের চা ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া উচিৎ নহে? চা, চিনি, দুধ একযোগের ত' দাম আছে? বিদেশী সওদাগর সাদা চিনি, বাজারে চায়ের চিনি নামে পরিচিত, এবং বিদেশী "কৌটার দুধ" আজ এই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের যুগে বিদেশে পয়সা পাঠাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা। জাপানের "বস্ত্র" কৌটায় দুধ, গোরুর দুধের উপরে স্থান দেওয়া অধিকতর আত্মঘাতী। কপর্দ্দকশূন্য চায়ের সরঞ্জামে এই দুর্দিনে অর্থ নষ্ট করা কি বাতুলতা নয়? যাহার সংসারে (তিনজন বয়স্ক, একজন কিশোর ও একজন শিশু) পঁচিশ টাকা মাত্র আয় তাহার সংসারে পাঁচ টাকা চায়ের খরচ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয় না? আত্মীয় বন্ধু আসিলে চা পানে আপ্যায়িত করা সভ্যতাসূচক প্রথা দাঁড়াইয়া যাইতেছে। জানিয়াছি, ইহাতে খরচ কম পড়ে। যদি অবস্থার সঙ্কুলান না হয়, এক গ্লাস জল দিয়া আপ্যায়িত করিলে যথেষ্ট হয়, তাই সত্যযুগের ত' লোকে তুষ্ট হয়। আদর আপ্যায়নের অভাব ঘটিলে তাহা চা দ্বারা দূর হয় না। তাহা ছাড়া সাময়িক সুবিধা কতক বা হইয়া থাকে, কিন্তু বাড়ীতে যে অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়, তাহার হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইতে পারে যে আর্থিক সুবিধা কতটুকু হইয়াছে।

যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, যাহা বিদেশীর অনুকরণ মাত্র, যাহা আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, যাহা অর্থ-হানির সঙ্গে অশান্তি সৃষ্টি করে, যাহা কল্পনারও অতীত, গৃহস্থ সংসারে যাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহা কি আমরা নিশ্চয় মনে, পূর্ব পশ্চাৎ না ভাবিয়া বিসর্জন দিতে পারি না? বাঙ্গালী ভাবিবার সময় আসিয়াছে, ভাবিয়া দেখ।

—স্বাস্থ্য সমাচার

লোহার কড়ি বরগা

করগেট টীন, জানালার গরাদে

দালানের স্মন্দর রেলিং ও থাম

বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি

সুলভে বিক্রয় কারক

কান্তিচন্দ্র মুখার্জি এণ্ড সন্স

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই জুন ইং ১৯৩৪ বুধবার } ৮৯শ সংখ্যা

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২১শে মে প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, যাহারা আভ্যন্তরীণ খবর রাখে না, বস্তুতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে যাহারা প্রবেশ করে নাই, তাহাদের নিকট সবই ভাল। অজ্ঞ বালক বলিতে পারে, তাহার হিজিবিজি চিত্রের অর্থ হইবে না কেন? অভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখার যদি অর্থ হয়, তাহা হইলে হিজিবিজিরও অর্থ হওয়া আবশ্যক। মূর্খ ব্যক্তি হিজিবিজি ও অর্থসূচক লেখা উভয়কেই সমান না বলিলে তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা পক্ষপাতিত্ব দোষ আরোপ করিয়া থাকে। যাহারা হরিবিষয়, হরিকথা, সত্যসিদ্ধান্তের আভ্যন্তরিক খবর রাখেন না, সেইরূপ জনমতের নিকট প্রশংসা করিলে তাঁহারা বলিবেন, প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়াই সাম্প্রদায়িকতা, অসৎসিদ্ধান্ত নিরাস করাটাই নিন্দা।

গণগজ্জলিকার ধারণা—ভাগবত-ধর্ম-প্রচারকগণ এত তর্কবিতর্ক করেন কেন? তাঁহারা এত সাম্প্রদায়িক কেন? কেহ হয়ত বলিলেন 'গৌর নিতাই রাধে শ্যাম' ভজন করিতে বলা হইতেছে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' জপ করিতে-বলা হইতেছে, ইহাতে এত আপত্তি কেন? কেহ হয়ত বলিবেন, মায়াবাদ খারাপ কেন? 'ব্রহ্ম' হইয়া যাইবে, না কে কি হইবে, কে জানে? তাহা লইয়া এত তর্কবিতর্ক কেন? যখন আমরা কিছু জানি না, বুঝি না, তখন 'সবই সমান' বলিয়া গোঁজামিল দেওয়াটাই ভাল। তাহাতে একটা সামাজিক সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং জগতে বহির্মুখ-ভোগপর অভিজ্ঞ সম্মানিত হইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, এক বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেই বা এত মত-ভেদ কেন? সকলকে সমান বলিলে ত' সব গোল চুকিয়া যায়! যাঁহাদের প্রকৃত তত্ত্বের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা প্রকৃত-তত্ত্বজ্ঞান-লাভের হাঙ্গামা যতটা এড়াইতে পারেন, ততটাই তাঁহারা "নিষ্কৃতি পাইলাম" মনে করেন। ভক্তি যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের নিকট বিষ্ঠা ও ভক্ষ্য ত' একই মনে হইবে।

"নবশ্রী"র সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—এই গ্রন্থে অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে ফল না পাওয়া যাইবে, নবশ্রীতে বাস্তব উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনা-পরম্পরায় যে সকল হরিকথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা পাঠে সেই ফল পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থ সত্বর প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। ইহা পারমার্থিক জগতে চিদ্বিপ্লব আনয়ন করিবে।

সন্ধ্যাকালে নবনির্ম্মিত "গীতা-কুটীর"-চত্বরে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি, তদীয় অনুজ পুরীর উকিল শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মহান্তি এবং অবসরপ্রাপ্ত উকীল শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট 'মন তুমি কিসের বৈষ্ণব' ও 'তদশ্ম-সারং হৃদয়ং' শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত ভজন ও ভজনের নামে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিলেন।

পরমানন্দ প্রভুর পত্র
জনৈক ব্যক্তির নিকট লিখিত

আপনার ২য় পত্রে উল্লিখিত হুজুরের আচরণ-সংবাদ পাঠ করিয়া মর্মাহত হইলাম। আসুর-বর্ণাশ্রমে বদ্ধজন ভক্ত-বিদ্বেষীর ঐরূপ অকথা কুকথা স্বাভাবিক।

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং
মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহা-রৌরব-
সংজ্ঞিতে॥"

সুতরাং বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণের কথা মিথ্যা। অসুর-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভক্ত হয় আর অবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করায় তাহার পিতৃপুরুষদিগকে নরকের চির-অশান্ত অধিবাসি-স্থানে আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। সুতরাং পাপাচরণ-রত জনকের স্মরণেও আলোচনা-কারীর অত্যন্ত অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সকল মঙ্গল ধ্বংস হয়। অপরাধী ব্যক্তি পাপী অপেক্ষা কোটিগুণ দোষী। তাহারা শিষ্টাচার কোন দিন জানে না। কালীঘাটে গিয়া যূপকাষ্ঠের সন্নিকটে বিষ্ণুভক্তির কথা বলিয়া আত্মদোষ গোপন করে। ইহাদিগের কথা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। আর এরূপ বৈষ্ণবনিন্দাপূর্ণ সম্পূর্ণ কাগজগুলি হইতে দূরে অবস্থান করাই সমীচীন।

বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

হুজুরগণ নিজের হুজুরাচরণ দ্বারা অপরাধের আবাহন করে। তজ্জন্য ঐ পাপাচারিগণের সঙ্গ ও স্মৃতি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। উহারা চায় আমাদের দ্বারা লোক-সমাজে পরিচিত হইতে। আমরা উহাদের কোন নোটীশ লইতে উপযুক্ত মনে করি না।

এলাহাবাদে প্রচার

গত ২১শে মে সোমবার সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুত রাম-নাথ প্রসাদজী তাঁহার বন্ধুর সহিত মটর-যোগে শ্রীনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণ পিপাসু হইয়া শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিতে আসেন। শ্রীবিগ্রহদর্শন কালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজ এবং অন্যান্য মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। যথাসময়ে সান্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে পুনরায় কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে তাঁহাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। তাঁহারা অতিশয় আনন্দের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। এবং তাঁহার নিজের বাড়ীর শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দিরে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিবার জন্য স্বামীজীর নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন জানান। স্বামীজীর নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন ও শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠের কিছু সেবা করিবার জন্য অভিমত প্রকাশ করেন। আশা করি, তাঁহার সদিচ্ছা মহাপ্রভু পূর্ণ করিবেন।

সত্যকথা শ্রবণে উকীল বাবুর ঐকান্তিক আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ ডিসেম্বর, [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

হিতোপদেশ

ডক্টর জোয়াড় [illegible] নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কোন ইংরেজী পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ গত পরশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এক বিষয়ে আরও বলিয়াছেন,—'যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, বাক্য ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তা করি, তখন আমরা তাহাদের উৎপত্তিকরের মূল জানিতে পারি না, কিন্তু যখন [illegible] আলোচনা করি, তখনও [illegible] জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহেবের সহিত ইঁহারা থাকেন যে, এই শক্তি জড়সম্বোধিত ও আত্মপ্রভাব-সম্বন্ধ-বিহীন; কিন্তু জড়সম্বোধিত ও আত্মপ্রভাব-সম্বন্ধ-শূন্য কোন প্রকার শক্তি কি প্রকারে আধ্যাত্মিক-স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীবগণকে উৎপন্ন করিতে পারে তদ্বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী নীরব; এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হইয়া বলিয়া থাকেন—'এই শক্তি অপরিজ্ঞাত ও অবিচিন্ত্য'। আশ্চর্য্যের বিষয়, জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়াও অবিচার পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—যাঁহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত তাঁহারা অজ্ঞ। হারবার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান কল্পনাপটের দোষদুষ্ট প্রমাদ-বিশেষ। অপক্ব চিকিৎসক যেমন অন্ধ ঔষধ-প্রয়োগদ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বাদ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়জ্ঞানদ্বারা বিবিধমত প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সকল চেষ্টা প্রমাদ-পূর্ণ [illegible] পর্য্যবসিত হইয়াছে, যাহা না বুঝিয়া তাঁহারা অনুমান [illegible] উপর নির্ভর করেন। সকল বিষয়েই এরূপ অনুমানের উৎপত্তি হয়।"

- —

আমাদের শাস্ত্রীয় দার্শনিক পণ্ডিত প্রবর নিম্নমতে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] 'Soul' আত্মা [illegible]। এই Soul [illegible] করিয়া [illegible] স্থাপন করিতে [illegible] করা আবশ্যক। কিন্তু [illegible] এই Soul [illegible] 'আত্মা' শব্দ এক অর্থ বোধক নহে। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্যঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে তাহা নিরস্ত জড়বাদ ও মিশ্রজড়বাদ হইতে পৃথক্।

—— –

খৃষ্টিয়ান্ মত কথিত আত্মা মিশ্রজড়ের অন্তর্গত। মন ও মনের ধর্ম্ম খৃষ্টিয়ানগণের মধ্যে আত্মা, কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে সম্পূর্ণ উচ্চ ও শুদ্ধ। বস্তুতঃ লিঙ্গ-শরীরকে খৃষ্টিয়ানগণ 'আত্মা' বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের অন্তর্গত একটী স্বর্গ ও একটী নরকের কল্পনা আছে এবং সেই বিশ্বাসে একটী ঈশ্বর ও একটী সয়তানকে স্বীকার করা হইয়াছে। যাহা হউক, খৃষ্টিয়ানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্ব্বপ্রকার জড়বাদীর পূজনীয়; কারণ, কোনও প্রকার জড়বাদেই আত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান মাত্রই নাই। খৃষ্টিয়ানগণ যত অল্প কেন দোষার্থ আত্মধর্ম্মে শ্রদ্ধা বিশিষ্ট; ইহাই তাঁহাদের মঙ্গলের বীজ। এই শ্রদ্ধা ক্রমক্রমাগত সংসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে অনন্তকালে শুদ্ধ-শ্রদ্ধা-রূপে পরিণত হইবে।

———

জড়বাদিগণ দুর্ভাগা। মরণান্তেই জড়-ধর্ম্মপ্রাপ্তিই তাঁহাদের ফল। "ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা" এই ভগবদ্‌বাক্যই তাহার প্রমাণ। "যান্তি দেবব্রতা দেবান্" এই বাক্য দ্বারা খৃষ্টিয়ানগণ দেবত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। বেদার্থবিদ্ বৈষ্ণব-গণ "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" এই বাক্য-ক্রমে শুদ্ধ আত্মতত্ত্বর যাজনপূর্ব্বক পরমাত্ম-স্বরূপ শ্রীভগবানের সেবা লাভ করেন।

——

জড়বাদিদিগকে ভূতেজ্যা বলা যায়, কেন না তাহারা জড়ভূত ও ভূতদিগের বিধি ও জড়শক্তি আলোচনাপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ নির্ণয় করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া জড়মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের আত্মতত্ত্ব বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় তাহারা জড়শক্তি-প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয়। তাই ইহাদের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অপরাধের তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়।

——— –

এই প্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে অল্পাংশতরূপে কোন কোন শাস্ত্রাভিমানী ব্যক্তি কালে কালে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কিছুমাত্র নূতনত্ব নাই। পাশ্চাত্য দেশে অতি অল্প-কাল মানবের সভ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এই সকল দেশে টিণ্ডল, হাক্সলি, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায়, তাঁহারা তাহাই দাবী করিতে পারেন। ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতার প্রকট হইয়াছিল, তাহাতে আসুর-বুদ্ধি-বর্ণনে 'জগদাহুরনীশ্বরম্', 'অপরস্পরসম্ভূতম্' ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতিবাদ, ক্রমোৎপত্তিবাদ প্রভৃতি যে আসুর প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন তাহা বলা হইয়াছে।

- —

পূর্ব্বোক্ত বাদসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মধর্ম্মে প্রবেশ করা বিশুদ্ধমতি জনগণের কার্য্য। জড়জগতের বৈচিত্র্য স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতে অধিকর্ত্তার লীলা আলোচনা করিয়া ভগবৎগণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য নহে। প্রক্রিয়াবেত্তা শিল্পিগণের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান বড় মাননীয়। শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যার উন্নতিলাভ করিয়া আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়; যাঁহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদী প্রভুবৃন্দের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা আপনাপন কার্য্য করুন এবং আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের সেবাদ্বারা নিজেদের ও জগতের মঙ্গল সাধন করুন। তাঁহারা যেন অনধিকার-চর্চ্চাদ্বারা আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রধাবিত না হন, কারণ তাহাতে তাঁহাদের সমূহ ক্ষতি। অনধিকার চর্চ্চা হইতে বিরত হইলে সুকৃতি-সঞ্চয় দ্বারা সাধুসঙ্গক্রমে কোনও সময়ে আত্মতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-স্তরে গমনের সুযোগ ঘটিবে। অলমতি বিস্তরেণ।

প্রবন্ধ

(২)

প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সৎপ্রবন্ধের অনুক্ষণ অনুশীলন হইতেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে জীবাত্মার বন্ধন প্রকৃষ্টরূপে ঘটিয়া থাকে। পরমাত্মা শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে সম্বন্ধ হইলেই মায়ার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। জীব সাধুসঙ্গক্রমে কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক আকর্ষণের কার্য্য হইতে থাকে। জীব নিজে শত চেষ্টা করিয়াও মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। যে সকল শরণাগত জনগণকে তিনি কৃপা করেন তাঁহারাই তাঁহার সেবা পাইতে পারেন।

শ্রীগুরুকৃষ্ণ অনাদি-চিন্তামণি। ভগবৎ সন্দর্ভের নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে শ্রীচরণাম্বুজদ্বয়ের দাস্য লাভ হইয়া থাকে। আবার আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি ব্যতীত শ্রবণ-কীর্ত্তন আরোহ-পন্থামাত্র। তাহ বহু জন্ম করিলেও কখনকালে শ্রীনামে প্রেম উদয় করায় না। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ স্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস অবস্থিত। শ্রীবলদেব অনন্তরূপে অনন্ত বদনে শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করেন। তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে জীবের কৃষ্ণগুণ-গান-কীর্ত্তনে অধিকার জন্মে। শ্রীগুরুদেব একান্ত শরণাগত প্রিয়সেবকের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন। তাঁহার শক্তিতেই সেবকের শক্তি। "কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নাম প্রবর্ত্তন।" জীব নিজের শক্তিতে কখনই সৎপ্রবন্ধ—ভগবৎপ্রবন্ধ লিখিতে পারে না। কৃষ্ণবহির্মুখ জীব যে 'আমি করি' অভিমান করে তাহাও কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য। শ্রীগীতা বলেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

———

বদ্ধজীবের 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম রূপ গুণ-লীলা কখনও মায়াশক্তি-দ্বারে প্রচারিত হন না। ভগবান্ সাধু-গুরু শাস্ত্র ও শ্রীনামরূপে জগতে অবতীর্ণ। তিনি যখন নিজকে নিজে জানান তখনই তাঁহাকে জানিতে পারেন। শাস্ত্র যখন নিজকে প্রকাশিত করেন তখনই সেবোন্মুখ জীব তাঁহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ইহার পূর্ব্বে বহু বিদ্যা, বুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্য থাকিলেও তাহার মর্ম্ম কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ।"

যাঁহাদের ভগবানে যেপ্রকারপরা ভক্তি, আচার্য্য শ্রীগুরুদেবেও ঠিক সেই প্রকার ভক্তি আছে তাঁহাদের নিকটই বেদের গূঢ় অর্থ সমূহ প্রকাশিত হয়। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" আচার্য্য স্বয়ং বেদস্বরূপ এবং আচার্য্যানুগত মহাত্মগণও বেদস্বরূপ। বেদ ও ভাগবত বৃহস্ত বেদবিদ্ ভাগবতগণের নিকটই সত্য শাস্ত্রপ্রচার শ্রীব্যাস-গুরুর কার্য্য। যিনি প্রকৃত সদ্‌গুরু তিনি প্রত্যেক জীবকে স্বরূপ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহাতেই তাঁহার গুরুত্ব নিহিত আছে। শিষ্যের গুরুসেবাই কার্য্য, গুরুর ভগবৎ-

সেবাই কর্ত্তব্য। আবার নিজ মনোহভীষ্টকে যেন আমরা শ্রীচৈতন্যপারিষদের বা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট বলিয়া না জানি। শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করিতে যাইয়া যদি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আসিয়া যায়, দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হয় অথবা নিন্দা-বঞ্চনা প্রচুররূপে আসিয়া যায় তাহাতে গুরুসেবা স্তব্ধ করিলে কোনই আত্মমঙ্গল নাই। সাধু বলিয়া খ্যাতি অথবা অসাধু বলিয়া অখ্যাতি উভয়ই নিষ্কপট গুরুসেবকগণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা পাপকেও ত্যাগ করেন, পুণ্যকেও ত্যাগ করেন, ভোগকেও ত্যাগ করেন, ত্যাগকেও ত্যাগ করেন। তাঁহারা নিজের ব্যক্তিত্বকে গুরুসেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে বলি দিতে পারেন আবার গুরুসেবার জন্যই ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট গুরুসেবা-নীতি সর্ব্বোপরি অনুসরণীয় বলিয়া জাগতিক নীতি-অনীতির মস্তকে তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের দাসাভিমান করিলেও তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ বলিয়া অনুগত জনগণের জ্ঞান হইয়া থাকে। গুরু-সেবা দ্বারাই মায়াসেবা হইতে ছুটি হয়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন —

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
তাঁ'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

এবম্প্রকার নিষ্কপট গুরুসেবা-ফলে কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জনের ভববন্ধন নাশ হয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবন্ধন দৃঢ় হয়। গুরুসেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবেরই সন্তোষবিধান করিব, শ্রীকৃষ্ণসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতি-বিধান করিব—ইহাই অকিঞ্চনা ভক্তি বা নিষ্কাম-ভক্তি। গুরু-কৃষ্ণসেবাদ্বারা যদি নিজের স্বার্থান্বেষণ করি তাহা হইলে গুরু-কৃষ্ণসেবার ভাণ করিয়াও মায়ার হাতে পড়িয়া কৃষ্ণবিস্মৃতির অতল সমুদ্রে চিরনিমজ্জিত হইব। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ বা ভক্তিবৃদ্ধি ব্যতীত আত্মমঙ্গলকেও শতমুখে ধিক্কার দিতে হইবে। আমি যখনই সুখী হতে বাসনা করি, তখনই কৃষ্ণসেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হই। গুরু-কৃষ্ণসেবায় সম্ভ্রম ও ভয় থাকিলে সম্বন্ধ গাঢ়রূপে হয় নাই জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের প্রীতির

আত্ম-অমঙ্গলের জন্য হৃদয়দৌর্ব্বল্যজনিত ভয় আমাদিগকে গুরুসেবার প্রবন্ধে বাধা উৎপাদন করে। শ্রীগৌরসিংহ এই জম্বুক ভাবজগতের অজ্ঞানান্ধকারাধিরাজ নাশ করিবার জন্য প্রবল হুঙ্কারে বলিতেছেন—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার
এই দেশ॥

ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥"

গুরুর কথা হরিকথা-কীর্ত্তন, প্রচার প্রভৃতি কার্য্য করিতে যাইয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আসিয়া আমাকে পাতিত করিবে—এই ভয় আমাদিগকে অধিকতররূপে সেই সেই বিষয়ের কাঙ্গাল করিয়া কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য হইতে পাতিত করে। অনর্থের চিন্তা আমাদিগকে অধিকতররূপে অনর্থে আবদ্ধ করে। কৃষ্ণস্মৃতি অনুক্ষণ হইলেই মায়ার স্মৃতি বা কৃষ্ণবিস্মৃতি আসিতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ আলোচ্য—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশপালনরূপ সেবা করিতে যাইয়া যখন আমরা নিজের ক্ষতি-বৃদ্ধি, পাপ পুণ্য, হিতাহিত, ভালমন্দ প্রভৃতি নিজে বিচার করি তখন সেই অবকাশে কৃষ্ণেতর চিন্তা আসিয়া গুরুপাদপদ্মে বিমুখ ঘটায়। অন্যাভিলাষিতাময় ব্যক্তি যাহাতে করে তাহাই কর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধনের হেতু। দেহমনে আত্মবুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণ-দাসাভিমান হইতে বুদ্ধি বিচলিত হইবে সেই মুহূর্ত্তেই ভাণ মায়ার সেবা করিয়া বসিবে। প্রাকৃত-অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তির কৃষ্ণসেবা হয় না। (ক্রমশঃ)

— —

ব্যাপার কি ?

(শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী)

ব্যাপার কিছুই নহে, খুব সহজ, জিজ্ঞাসু হইলেই জানিতে পারা যায়। আমরা জীব। জীব-মাত্রেরই একটি বৃত্তি বা ধর্ম্ম আছে। সেই বৃত্তিটী যে বস্তুটীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইটী তাহার আশ্রয়, এবং যে বিষয়ে সেটীকে নিয়োগ করা হয়, সেইটি তাহার বিষয়।

— —

আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিব এই তিনটীর সংযোগ না হইলে কোন কার্য্যই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় না। যে-স্থলে এই তিনটীর যোগাযোগে কোন অংশে কোন অভাব বা ত্রুটী থাকে, সে স্থলে কার্য্য তদ্রূপ সদোষ হয়।

যেমন বিষয়ভোগ করিবার বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অপটুতা-নিবন্ধন ভোগ হয় না। আবার শারীরিক পটুতাও বর্ত্তমান, বিষয়ও (ভোগ্য বস্তু) বর্ত্তমান, অথচ ভোগবৃত্তির অভাব। এমতাবস্থায়ও ভোগ হয় না। আবার শারীরিক পটুতা ও বৃত্তি উভয়ের বর্ত্তমানতা-সত্ত্বেও ভোগোপকরণ-অভাবে অর্থাৎ বিষয়ের অভাবে ভোগ হয় না। কারণ, বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তি—ইহারা অন্যোন্যাপেক্ষ। পরস্পরের পবিত্রতাক্রমে পরস্পর উন্নত এবং পরস্পরের অপবিত্রতা-ক্রমে পরস্পর অবনত হয়।

— —

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-মাত্রেরই এই তিনটি যাহাতে পরিশুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কেন না, বৃত্তির বিশুদ্ধ আলোচনা দ্বারা আশ্রয়ের শুদ্ধি ও উন্নতিবিধান হয়। আশ্রয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক বিষয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির সদালোচনা ক্রমে আশ্রয়ের পুষ্টি ও তুষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

— —

এখন চিন্তার বিষয় আমাদের বৃত্তিটী আমরা কিরূপ বিষয়ে নিয়োগ করিব। কারণ, আমরা দেখিতেছি, যখন যেরূপ বিষয়ে আমাদের বৃত্তিটীকে নিয়োগ করিতেছি তখন আমাদের অবস্থাও তদনুরূপ হইতেছে।

আমাদের বৃত্তির বিষয় যখন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ তখন আমাদের একরূপ অবস্থা। আবার যখন উহার বিষয় পিতা-মাতা-স্ত্রীপুত্রাদি তখন আর একরূপ অবস্থা। যখন আবার ঐগুলির অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ঐগুলি হইতে বৃত্তিটীকে উঠাইয়া নশ্বর পরিকল্পনা করতঃ বিরক্ত-রাগ-দ্বেষ, শত্রু-মিত্র, সৎ-অসৎ-কার্য্যাকার্য্যসহ, স্থানত্যাগ ও বৈরাগ্যাশ্রিত হইয়া অহঙ্কার, দম, দর্প, কাম, ক্রোধাদি হইতে নির্মুক্ত হইবার উদ্দেশে রত হই, তখন আমাদের আর একরূপ অবস্থা হয়।

— —

এইরূপে যখন মুক্তবাদের আলোচনায় বৃত্তিটিকে নিয়োগ করি তখন আমরা মুক্তবাদী। যখন মায়াবাদের আলোচনায় নিয়োগ করি তখন মায়াবাদী। আবার যখন একজন বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা, মথুরেশ কৃষ্ণ, দ্বারকেশ কৃষ্ণ বা বৃন্দাবনচারী কৃষ্ণের সেবায় সেই বৃত্তিটিকে নিয়োগ করি, তখন আমরা এক একরূপ সংস্কার ভক্ত বা সেবক নামে অভিহিত হই।

এখন এত প্রকার ব্যাপারের মধ্যে কোন্‌টী আমাদের লোভনীয় অর্থাৎ কোন্‌টি লাভ হইলে আমাদের জীবাত্মার চরম ও পরমোৎকর্ষতা সাধিত হয়, সেইটিই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয়।

আমরা শাস্ত্রাদিতে পাইতেছি, এই জগৎটী সেই জগতের বিকৃত প্রতিফলন, অর্থাৎ এই জগতে যাহা আছে সেই জগতেও তাহা আছে, নাই কেবল ইহার অনিত্যতা, হেয়তা ও অনুপাদেয়তা, কেন না, বিজ্ঞ যে বস্তু যত উপাদেয় ও চমৎকার, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অনুপাদেয় ও অশোভন।

অতএব যখন আমাদের বৃত্তির বিষয় প্রাকৃত কোন ব্যাপার বা তাহা অতিক্রম করতঃ বিরজা ব্রহ্মলোক, এমন কি বৈকুণ্ঠের নিয়ামকের সেবা অর্থাৎ শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ (গৌরব সখ্য) পর্য্যন্ত লাভ হইতেছে তখন বিপ্রলম্ভভাবের অর্থাৎ অন্তরঙ্গ আপনার জনের অভাব হেতু আমাদের বৃত্তির সম্পূর্ণ প্রসারণ হইতেছে না। কারণ নরবৎ, গুরুবৎ সম্বন্ধে যে পঞ্চবিধ ভাবের সমাবেশ বা তাহার পরিপোষক সপ্তগৌণ দেখিতে পাই তাহাও ঐ স্থলিতে না পাওয়ায় আমাদের বৃত্তি কিরূপে পরিতৃপ্ত হইবে; সুতরাং আমাদের বৃত্তিটী এমন একটী বিষয় চাহে যাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ মুখ্যরস ও তাহাদের পরিপোষক সপ্ত আগন্তুক গৌণরস পূর্ণরূপে অবস্থিত। সেই বস্তুটী কি, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই, মথুরেশ কৃষ্ণ বা দ্বারকেশ কৃষ্ণেও ঐ রসগুলির পূর্ণ বিকাশ নাই। একমাত্র বৃন্দাবনবিহারী, অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেই ঐ রসগুলির চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অতএব আমাদের বৃত্তির বিষয় যতদিন সেই বৃন্দাবনবিহারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-লাভ না হইতেছে ততদিন উহা সম্যক্‌রূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আর সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভের একমাত্র উপায় উন্নত উজ্জ্বল। যথা —
"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।"
[illegible]
[illegible] যাহাকে শুদ্ধপাদপদ্ম [illegible] অভিলাষ [illegible]
[illegible] কৃষ্ণ, নিত্য[illegible] কাল [illegible]
সেবা [illegible] উন্নত [illegible]
[illegible] শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের [illegible]
[illegible] পারি, সেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বিষয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত

[illegible] ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ৪০৲
প্রথম [illegible] ১৮৲
[illegible] ।৵০
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিনোদকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। [illegible]
(বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible]
বাবাজীর) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১।০
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। [illegible] ৴০
[illegible] ৴০
[illegible] ৴০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৵০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। [illegible]-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। [illegible] ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি ৴০

অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। পানক-নৃসিংহ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদমারী।
৯। বামনগোপাল পাট - পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, [illegible],
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ [illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible]।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible], সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তপ্রবরের মুল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। এরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এমন উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৬	১৪-৩০ + ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধামের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদলাইতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫ ও ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশ ফুলকি (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসবার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।
খুচরা	৫৫৷০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টার পরীক্ষা

— টেস্টসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ নিরাপদ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাংলার ডাক্তারের সমষ্টির সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ও মুদ্রিত পুঁথির "সমর নিরাময় নং ৭")। স্নায়বিক দুর্বলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, মাথাধরা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

ডাকমাশুলে মাত্র ২৲ টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ লেবরেটরিস্‌
(ডিপার্টমেন্ট ৩)
লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

শ্রীবিদ্যাপীঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসাপত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে ও পাঠের আদেশসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত পুরাণ-ষড়্দর্শন-তীর্থ, ভক্তিভাস্কর, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নোটিশ

মোকাম—কৃষ্ণনগরের প্রথম মুন্সেফী আদালত

৬৮৩নং মোকর্দ্দমা, ১৯৩৪

ডিক্রীদার—

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় দিং

দেনদার—

গোয়াড়ী পুরাতন কলেজের হাতার ভিন্ন অধিবাসীগণের পক্ষে ১। প্রমথ সরকার, ২। বলদেব মিশ্র, ৩। কেশবচন্দ্র ঘোষ, ৪। হাজারী মণ্ডল, ৫। তিনকড়ি ঘোষ, ৬। ভজহরি দত্ত, ৭। রসিকলাল মিশ্র সাং পুরাতন কলেজের হাতা ও তারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কেশবলাল চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

দেনদার পক্ষ—

এতদ্দ্বারা জানান যায় যে উক্ত মোকর্দ্দমায় ডিক্রীদারগণ আদালতের ১৯৩০ সালের ১৪৪১নং যে মোকর্দ্দমায় ডিক্রীপ্রাপ্ত হয়েন ও (পরে এপিল সবজজ আদালতে) ৩১নং ১৯৩৩ সাল যে আপীলে ডিক্রী বাহাল হইয়া উক্ত ১৪৪১নং মোকর্দ্দমার কথিত বারোয়ারী ঘরের জমির দখল খাস দখলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব তোমাদিগকে জানান যায় যে এই নোটিশ জারির তারিখ হইতে ১০দিন মধ্যে উক্ত বারোয়ারী ঘর ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরিত করিয়া ডিক্রীদারগণকে জমির রীতিমত দখল ছাড়িয়া দিবে, অন্যথা আদালত হইতে উক্ত কথিত বারোয়ারী ঘর ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরিত করিয়া ডিক্রীদারগণকে দখল দেওয়া যাইবে ও উহার খরচা তোমাদের উপর হইতে যুক্ত ও পৃথকভাবে আদায় হইবে। ইতি—

অদ্য আদালতের শীলমোহর ও হাকিমের স্বাক্ষর মতে দেওয়া গেল।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর ২৯।৬।৩১ ৩০ নং ... হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতী দুর্লভ— [illegible] সংখ্যা
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার – নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ১৪ই জুন ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::—

অন্ধ বালকের সাফল্য

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান এবং হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ জে সি, গুপ্তের পুত্র শ্রীমান সাধনচন্দ্র গুপ্ত এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছে।

সাধনের জন্ম হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে। ১ বৎসর বয়সের সময় রোগ আক্রমণে তাহার চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। দৃষ্টিশক্তিহীন বালককে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। বেহালা অন্ধ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সে শিক্ষালাভ করে। গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সে সমস্ত বিষয়ে সমষ্টিগতভাবে মোট নম্বরের শতকরা ৭৫ নম্বরের বেশী পাইয়াছে এবং অঙ্ক বিষয়ে শতকরা ৮০র বেশী নম্বর পাইয়াছে। সংস্কৃতে সে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীমান সাধন প্রাইভেট ছাত্ররূপে পরীক্ষা দিয়াছে, সুতরাং সে সরকারী বৃত্তি পাইবে না।

———

বং কোঃ আইনে গ্রেপ্তার

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, সত্যরঞ্জন রায় চৌধুরী নামক একটী যুবক এবার আত-[illegible] উত্তীর্ণ হয়। সম্প্রতি সে [illegible] তাহাকে বং কোঃ আইনে [illegible] তাহার পিত্রালয় পাহাড়পুরে [illegible]

এক [illegible] তিনি ডাকাতি সম্পর্কে [illegible] ছিলেন। কিন্তু পরে তাহাকে [illegible] দেওয়া হয়।

ষ্টীমার জলমগ্ন

কলিকাতায় খবর আসিয়াছে যে, "রেনাউন" নামক একখানি ষ্টীমলঞ্চ হুগলী নদীর মোহানায় জলমগ্ন হইয়াছে। লঞ্চখানি ডিমাণ্ডপুর ও সাগরদ্বীপের কুলপোতীর মধ্যে চলাচল করিতেছিল। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় নাই, তবে লঞ্চখানি বহু যাত্রী লইয়া ডিমাণ্ডপুর হইতে কুলপোতীর দিকে যাইতেছিল। হুগলী নদীর মোহানায় অকল্যাণ্ডরের নিকট লঞ্চখানি জলমগ্ন হয়।

এই দুর্ঘটনার খবর পাইয়া পোর্ট কমিশনারের "স্যার ক্রেডারিক ডাফেরী" নামক জাহাজখানি ঘটনাস্থলে যায় এবং গত ৮ই জুন বৈকালে কলকাতাতে বেতারে উক্ত ঘটনা সমর্থন করিয়া একটা খবর প্রেরণ করে। কয়েকজন যাত্রী মুখপরেন্ট নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই খবর ব্যতীত অন্য কোন খবর দিতে পারে নাই।

পোর্ট কমিশনারের "ইনভাষ্টা" নামক জাহাজখানি আরও সন্ধান করিতেছে।

লঞ্চখানি কলকাতার হুগলী ষ্টীমার সার্ভিস কোম্পানীর এবং উহাতে ১৫০ জন যাত্রীর স্থান ছিল।

অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা

গোবিন্দ শনিবার অপরাহ্নে চেৎলার ওল্ড গোবিন্দ আঢ্য রোডের একটী ১৮।১৯ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা হিন্দু যুবতীকে ভয়ঙ্করভাবে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এম্বুলেন্স গাড়ীযোগে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরেই সে মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, যুবতী অপরাহ্নে বাড়ীর ছাদে উঠিয়া কেরোসিনে পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। বাড়ীর লোকজন আগুন দেখিয়া ও তাহার চীৎকার শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স ডাকেন।

———

প্রকৃতির বিচিত্র লীলা

পাটনা হইতে প্রকাশ, মধুবনী থানার অন্তঃপাতী ভাহার গ্রাম হইতে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্র্যের খবর আসিয়াছে, প্রকাশ যে, গত ৪ঠা জুন রাত্রে একটি ঘরে আগুন লাগে। ঐ আগুন নির্ব্বাপিত করার পর ঐ ঘরের মেঝের নীচ হইতে অগ্নিশিখা উদ্গত হইতে দেখা যায়। ঐ গ্রামে আর একখানা বাড়ীর একটি ঘরের মেঝে হইতেও ঐরূপ অগ্নিশিখা উদ্গত হইতে দেখা যায়, দুইজন সরকারী কর্মচারী খবর পাইয়া স্থানীয় লোকের সহিত ঐস্থানে ছুটিয়া যান এবং ঘরের মেঝে হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া মেঝেটী খুঁড়িয়া ফেলেন। ইহার পর আর ধূম পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু মেঝের ঐ অংশ সমস্ত রাত্রি গরম ছিল। দ্বারভাঙ্গা জেলার ভিটা ও বস্তি মনিয়ারী গ্রামের কতকগুলি গর্ত্ত হইতে ধূম বহির্গত হইতেও নাকি দেখা গিয়াছিল।

চিড়িয়াখানায় লোমহর্ষণ কাণ্ড

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বেডফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত হুইপ স্নেড চিড়িয়াখানার জীবজন্তুগুলিকে যথাসম্ভব প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে বাস করিতে দেওয়া হয়। এই চিড়িয়াখানায় একটি লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে।

চিড়িয়াখানার টেনিসন নামক এক মোটর চালক জনৈক দর্শককে মোটরের কারখানা দেখাইতেছিল। অকস্মাৎ দর্শকের টুপীটি উড়িয়া যাইয়া সিংহের খোঁয়াড়ে পড়ে। তাহার টুপীটি কুড়াইয়া আনিবার জন্য খোঁয়াড়ের বেড়ায় উঠিয়া খোঁয়াড়ের মধ্যে হাত দিলে একটি সিংহ তাহার হাত ধরিয়া ফেলে। তদ্দর্শনে লোকে চীৎকার দিতে থাকে। টেনিসনের মোটরের আরোহী তাহাকে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। খোঁয়াড়ে চারটি সিংহ ছিল, সব কয়টি মিলিয়া টেনিসনকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যায় এবং হত্যা করে। এই দৃশ্য দেখিয়া অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। রিভলভারের গুলীর দ্বারা সিংহ কয়টিকে তাড়াইয়া দিয়া মৃতদেহটি উদ্ধার করা হইয়াছে।

গবর্ণরের প্রতি আক্রমণের জের

লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে বাঙ্গলার গবর্ণরের প্রতি গুলীবর্ষণ সম্পর্কে ধৃত ৯ জন বাঙ্গালী যুবককে গত শনিবার প্রথম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

ধৃত যুবকদের মধ্যে মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, কালীকৃষ্ণ দাস এবং প্রিয়শঙ্কর সেনগুপ্তকে ১৩ই জুন পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্র বন্দ্যো, পরমানন্দ দে, অজিত সিংহ রায় ও অপর একজনকে ১৩ই জুন পর্য্যন্ত জেল হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনোরঞ্জন বানার্জ্জি এবং নরেশ চৌধুরীকে ১১শে জুন পর্য্যন্ত জেল হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছোরার আঘাতে নিহত

[illegible] এক খবরে প্রকাশ যে, হিন্দু পল্লী উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া [illegible] সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার ফলে একজন হিন্দু নিহত ও অপর পাঁচজন আহত হইয়াছে। গোলমাল সম্পূর্ণভাবে থামিয়াছে। প্রকাশ একটি হিন্দু বালককে ছোরা মারা হইলে বালকটী চীৎকার করিয়া উঠে। তখনই দাঙ্গা বাধে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য সদস্য স্যার জর্জ ষ্টুয়ার্ট লণ্ডনে "কালকাটা ডিনার" উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে সম্মানিত। সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধান সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ভারত যত অধিক পরিমাণে ব্রিটিশ-পণ্য ক্রয় করিবে, ভারতের কাঁচা-পণ্যও তত অধিক পরিমাণে ব্রিটেনে বিক্রী হইবে।" পুনশ্চ—"বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে যদি অটোয়া চুক্তির নীতি অব্যাহত থাকে, তবে ভারতবর্ষ একমাত্র ব্রিটিশ বাজারেই আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা পাইতে পারে।" স্যার জর্জ ষ্টুয়ার্ট আরও বলিয়াছেন, ল্যাঙ্কাশায়ারী প্রতিনিধিদের মত যুবকের লোকেরা যদি মাঝে মাঝে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যাপারের আলোচনা করিতে যায়, তবেই ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হইবে। স্যার জর্জ ষ্টুয়ার্টের এই বহুমূল্য উপদেশগুলি তাঁহার সভায় ইংরাজ শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। ভারতবাসী ভাবুন, এই হিতোপদেশ তোমাদের মনের মত হইলে এখন লোপায় লোহ্যা। চিরদিনের জন্য বাণিজ্য-ডোর ভারতের সাহেব ইংলণ্ডের বন্ধন হইতে পারে! আশা করি তোমরা এই বক্তৃতা পায়ে ঠেলিবে না।

কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া পুলিশ গত ৮ই জুন দিবসে নাগপুরে একটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং তথায় মাতা এবং কোলাকোলি নাম্নী দুইটি অনাথ বালিকাকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পায়। উক্ত বালিকাদ্বয়কে আদালতে হাজির করা হইলে তাহারা ইংরাজীতে কথা কহিতে অসমর্থ বলিয়া জানায়। তাহারা আদালত ভাষায় তাহাদের জবানবন্দী প্রদানকালে তাহাদের মাতব-পত্নীর নিকট হইতে দুর্ব্ব্যবহার পাইতেছিল বলিয়া অভিযোগ করে। অতঃপর উক্ত বালিকাদ্বয় এরূপ অভিযোগ করে যে, প্রাতঃকালে তাহারা পুলিশের সাহায্য লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ ... ... তাহার কে ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... প্রকাশ করে। উক্ত ... [illegible] ... হাতে বর্ত্তমানে ... [illegible] রাখা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এতৎ সম্বন্ধে তাহাদের পুত্র-পাঞ্জাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য পুলিশকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বৃটিশ ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিদল পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, যেরূপ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে, তাহাতে ডাক বিভাগের উচিত, বিমান ডাকের আর্থিক সাহায্য দান এবং ডাক-চলাচলের দ্রুততর ব্যবস্থা সাধন। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই ডাক সমূহের উচিত প্রতিদিন সাড়াই হাজার মাইল পথ অতিক্রম করা এবং এইভাবে করাচী ও নাইরোবীতে সাত দুই দিনে পৌছান যায়, সেরূপ ব্যবস্থা করা।

স্যার কিংসলী উড প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যর সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার বিবেচনায় বিমান-ডাক প্রতিষ্ঠা ডাক বিভাগের কার্য্য নহে। সমগ্র বিমান ডাকের প্রশ্নটি একণে বিবেচিত হইতেছে, কিন্তু আরও কিছুদিন না গেলে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হইবে না।

আইরিশ পার্লামেন্টের (ডেইলের) সভায় মিঃ ডি ভ্যালেরা ঘোষণা করেন,—"ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম ফল ভোগ করিবার জন্য আইরিশ জাতি প্রস্তুত। যখন পরীক্ষা উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা ব্রিটিশের নিকট বিদেশী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে দ্বিধা বোধ করিবে না। বর্ত্তমান আইরিশ গবর্ণমেন্টের নীতি ঠিক এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছে, আইরিশ জাতিকে আত্মনির্ভরশীল করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অতএব যখন বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সময় আসিবে, তখন আর তাহারা উহা অসহায় বোধ করিবে না। আমরা শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিবই; এতদপেক্ষা নিশ্চিত কথা আর কিছুই নাই" উপযুক্ত না হইয়া সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতে সুফল ফলিবে কি?

ফরিদপুরে অরাজক কাণ্ড

গত ৩রা জুন বেলা ৮ ঘটিকার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নগরকান্দা থানার অন্তর্ভুক্ত উজিরপুর গ্রামের মহাজন শ্রীযুক্ত কালিদাস চৌধুরীর বাড়ীতে পার্শ্ববর্ত্তী খাড়দীয়া গ্রামের কতিপয় মুসলমান প্রায় সত্তর জন লোক এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া উপস্থিত হয়। তাহারা শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট জোরপূর্ব্বক টাকা চায় এবং বলে যে, তাহাদের বাকী খাজনার দায়ে সম্পত্তি নিলাম হইতেছে—সুতরাং ... টাকা দিতে হইবে ... সমস্ত বাকী তাহারা লুটপাট করিবে। কালিদাস চৌধুরী টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে এবং বাড়ীতে উপস্থিত নিরস্ত্র আত্মীয়গণকে দুর্দ্দান্তগণ আক্রমণ করে। অবশেষে তাহারা লুটপাট করিয়া পরের দিন আবার আসিবে এই ভয় দেখাইয়া প্রস্থান করে। যাহাতে থানায় সংবাদ না দেওয়া যায় দুর্বৃত্তগণ সেজন্য পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক অতিকষ্টে গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী দুলখোড়া গ্রামের কয়েকজন চৌকিদারের সাহায্যে থানায় সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

সংবাদ পাইয়া পুলিশ সত্বর ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশের একান্ত চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ছোরা চালানোর অভিযোগ

গত শনিবার প্রথম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সামরু মাহের ও অপর ৯ জন আসামীকে ছোরাচালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। প্রকাশ, তাহারা মেসার্স বার্কর এণ্ড উইলকস কোম্পানীর সরকারী হাজিমিঞাকে গুরুতরভাবে আহত করে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, আসামিগণ মেটিয়াবুরুজ সাগার্ণ হসেকা ট্রক পাওয়ার অপারেটিং ষ্টেশনের কর্ম্মচারী। হাজিমিঞা ঐ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। একদিন সে আসামীদের একজনের পৃষ্ঠদেশে তাহার দুই পা দ্বারা চাপড়াইয়া দেয়। আসামীগণ ইহাতে আপত্তি করে এবং হাজিমিঞাকে লাঠি ও ছোরাতেও খুঁচিয়া মারপিট করে। ফলে সে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আসামীগণকে জামিনে মুক্ত দেওয়া হয়। ১৩ই জুন পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

পোষ্ট আফিসের টাকা আত্মসাতের চেষ্টা

গত শনিবার আলিপুর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পার্ক ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিসের ৮০৲ টাকা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টার অপরাধে আবদুল মজিদ নামক এক ব্যক্তিকে ৩মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামীর নামে উক্ত পোষ্ট আফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব ছিল এবং ঐ হিসাবের বই হইতে সে ৮০৲ টাকা উঠাইয়া নেয়। পরে সে পোষ্টমাষ্টারকে জানায় যে, তাহার পাশবই হারাইয়া গিয়াছে। একখানি নূতন বই তাহাকে দেওয়া হইলে আসামী বলে যে, তাহার পূর্ব্ব হিসাবের বই হইতে সে ৮০৲ টাকা উঠাইয়া লয় নাই। অপর কেহ তাহার স্বাক্ষর জাল করিয়া ঐ টাকা উঠাইয়া থাকিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দণ্ডাদেশ প্রদানকালে মন্তব্য করেন যে, উক্ত কাজ যে আসামীর কোনও তাহাতে সন্দেহ নাই।

উত্তর কলিকাতায় খানাতল্লাস

শুক্রবার প্রাতঃকালে সহরের উত্তর অঞ্চলে গোয়েন্দা পুলিশ ও বিশেষ শাখার কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিশেষ ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই দিন পুলিশ বহু গৃহে খানাতল্লাস করিয়া কয়েকজন যুবককে ও একটী বালিকাকে গ্রেপ্তার করিয়া গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান আড্ডা ইলিসিয়াম রোডে স্থানান্তরিত করে। প্রকাশ, খানাতল্লাসের ফলে কিছু আপত্তিজনক কাগজপত্র পুলিশের হস্তগত হইয়াছে।

যুবক গ্রেপ্তার

জোড়াসাঁকো থানার এলাকাধীন বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কিছু কাগজপত্র ও কয়েকখানি চিঠি হস্তগত করে। ঐ বাড়ী হইতে মেদিনীপুরবাসী এক যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া ইলিসিয়াম রোডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, যুবকের নাম জ্ঞানপদ মল্লিক, সন্দেহ ডাকাতি সম্পর্কে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাট আক্রমণ সম্পর্কে খানাতল্লাস

লিবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে লাটের প্রাণনাশ চেষ্টা সম্পর্কে বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীটে অপর একখানি বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে। এই বাড়ী হইতে সাবিত্রী মুখোপাধ্যায় নামে একটী বালিকাকে পুলিশ ইলিসিয়াম রোডে লইয়া গিয়াছে।

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে খানাতল্লাস

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট দুইখানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্রসহ পূর্ববঙ্গবাসী আটজন যুবককে হাজতবাসে হাজির গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করে। তথায় তাহাদের জবানবন্দী গৃহীত হয়।

মুক্তির সঙ্গেই গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ

উত্তর বঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত আসামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহের পূর্ব্বে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর গত ৫ই জুন রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়া নাটোর তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন। ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহার ৬ মাসের জেল হয় ও পরে জেল আইন অমান্যে আরও মাস জেল হয়। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গতিবিধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা তাঁহার প্রতি আদেশ জারী হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া

বিশ্বে একমাত্র

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ | ১৭ ত্রিবিক্রম | গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ | বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই জুন ইং ১৯৩৪ | বৃহস্পতিবার | ১০ম সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বরিশালে

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় সেবকসহ বরিশাল জেলার অন্তর্গত টরকী-বন্দরে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া চাঁদপুরে আগমন করেন। গত ২০শে মে তারিখে চাঁদপুরে পুরাতন-বাজারস্থিত হরিসভায় ...' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা হয়। তৎপর-দিন পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

২৫শে মে তারিখে চাঁদপুর বারের ...ন মোক্তার শ্রীযুত বনমালী গঙ্গো-...য় এবং শ্রীযুত শশীভূষণ মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে নূতন-বাজারস্থিত শ্রীগোপালজীউর ঠাকুরবাড়ীতে এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ...লী বাবুর পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে ব্রহ্ম-...জী 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে ধারা-বক্তৃতা আরম্ভ করেন। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণে এবং তাঁহার গবেষণা-...সমূহ সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যাত ...য় শ্রোতৃমণ্ডলী পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ের ...ই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ ...ও বক্তব্য বিষয় শেষ না হওয়ায় এবং ...মণ্ডলীর অধিকতর আগ্রহে তৃতীয় ... পুনরায় সভার অধিবেশন হয়

...দর্শ পূর্ব্ব দিনের বক্তৃতার সারগর্ভ উপ-...র আলোচিত হওয়ায়, বারের বহু উকিল এবং কোর্টের বহু কর্ম্মচারী ঐ দিবস উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পরমার্থানুসন্ধানই যে মনুষ্যজীবনের পরম এবং চরম কর্ত্তব্য, পরমার্থানুসন্ধান যে কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যময় নিজেন্দ্রিয়তর্পণ নহে অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষমূলক নহে, তাহা তিন দিনের গবেষণা-পূর্ণ ধারাবাহিক বক্তৃতায় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বিশেষ প্রাঞ্জল ভাষায় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন।

ব্রহ্মচারীজীর বাগ্মিতা, সর্ব্বোপরি যথাযথ-ভাবে বিষয়-বিশ্লেষণ ও যুক্তিমূলে বিচার-প্রদর্শন সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা ও নিরপেক্ষতার কথা উপলব্ধি করিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার এবং প্রচারের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। ৪র্থ দিবস প্রাতঃকালে থানার ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সুর এম্-বি মহাশয়ের ভবনে দুই ঘণ্টাকাল-ব্যাপী আলোচনা-সভা হয়। কয়েকজন উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক পরিপ্রশ্ন করেন। ব্রহ্মচারীজী সকলের সমস্ত প্রশ্নের সুন্দরভাবে উত্তর প্রদান করিলে সকলেই প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন।

ঐ দিবস বৈকালে মোক্তার শ্রীযুত বঙ্ক-চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং রাত্রে ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা পূর্ব্বোক্ত শ্রীশ্রীগোপালজীউর বাড়ীতেই প্রদর্শিত হয়। ঐ সময় লোকের এত সমাগম হইয়াছিল যে, নাটমন্দিরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু লোক সদর রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া দর্শন করেন। বক্তৃতা এতই সুন্দর ও চিত্তা-কর্ষক হইয়াছিল যে, পুত্রকন্যাসহ আগত ভদ্রমহিলাবৃন্দ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও একটু গোলযোগ উত্থিত হয় নাই। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অকৃত্রিম আচার-প্রচারে জগতের সত্য সত্যই যে প্রকৃত মঙ্গল আনয়ন করিতেছে ইহা উপলব্ধি করিয়া, উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করেন যে ভবিষ্যতে যখন কৃপা করিয়া এতদ্দেশে আগমন করিবেন তখন যেন তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন

সভায় শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, সাবজজ কুমিল্লা, শ্রীযুত বঙ্কিমকুমার রায় সাবডেপুটি, শ্রীযুত জিতেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাবরেজিষ্টার, ডাঃ শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সুর এম্-বি, ডাঃ শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দত্ত, এল্-এম্-এফ এবং এতদ্ব্যতীত বহু উকিল মোক্তারও উপস্থিত ছিলেন।

এলাহাবাদে

এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত ললিত মোহন বোস প্রায়ই শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে আসিয়া থাকেন এবং নিজে এসে শ্রীমঠের সেবকদের রোগাদি পরীক্ষা করিয়া বিনা ব্যয়ে ঔষধাদির ব্যবস্থা করেন। তিনি মাসিক চাঁদা হিসাবেও মহাপ্রভুর সেবা করিয়া আসিতেছেন। গত ২১শে মে সোমবার দিবস তিনি মঠরক্ষকে তাঁহার পিতৃদেব মেজর শ্রীযুত বামনদাস সিদ্ধান্ত-সাগর মহাশয়ের ইংরাজী অনুবাদিত শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বেদান্তসূত্র ২খানি গ্রন্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদান করেন। ইতঃ-পূর্ব্বে তিনি স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মূল-ধারণা-গুলি বুঝিতে পারিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। এখন তিনি হৃদয়ে বেশ আনন্দ অনুভব করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। ডাক্তার বাবু বাস্তবিক বেশ সরল ও ভদ্র-প্রকৃতির লোক। তাঁহার আন্তরিক সরলতা ও শ্রীমঠপ্রতি সেবাপ্রাণতার জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি।

এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীপাদ গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভুর নাম নদীয়া-প্রকাশ-পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি প্রায়ই শ্রীমঠে আসিয়া থাকেন এবং মঠের সমস্ত বিষয় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাভাজন হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে শ্রীধামে ভক্তিভূষণ-ভবন নামক একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীগুরুকৃপাবলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে জাগতিক সমস্ত বস্তু দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে হইবে। তাই তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অর্থ দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন না। বর্ত্তমানে তিনি বামাচারকে তাঁহার নিজের মটরযানে লইয়া এলাহাবাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও পরম ভক্তিমতী; তাঁহার সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি সব সময়েই পতির শ্রীগুরুসেবায় বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। তাঁহার সরলতা ও সেবাপ্রাণতা

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ ত্রিবিক্রম, [illegible] ৪৪৮

ব্যবহার-বিচার

এক্ষণে [illegible] নাই। [illegible] দেহবিশিষ্ট জীবগণের মধ্যে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যগণ [illegible] তাই শাস্ত্র বলেন—

"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥"
(ভাঃ ২।৩।১৯)

পদের অর্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণের নাম যাঁহার কর্ণ পথের পথিক হয় নাই অর্থাৎ যিনি কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা [illegible] ভগবানের নাম [illegible] সেই পুরুষ বিপাদ-পশু বলিয়া খ্যাত। সেই ব্যক্তি কুকুরের ন্যায় ঘৃণিত ও নীচ, শূকরের ন্যায় [illegible] বিষয় বিষ্ঠা ভোজী। উষ্ট্রের ন্যায় কণ্টকভোজী ও গর্দ্দভের [illegible] ভারবাহী ও [illegible]।

আজ এক্ষণে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা [illegible] যাঁহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের কিরূপ ব্যবহার [illegible] আলোচনা [illegible]। আমরা দেখিতে পাই যাহারা ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। [illegible] আলোচনা করিতেছি।

কনিষ্ঠের লক্ষণ

[illegible] নাই তাঁহারাই কনিষ্ঠাধিকারী। তাঁহাদের লক্ষণ বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা মূর্ত্তিতে হরি-পূজা করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত গুরুদেব ও কৃষ্ণের ভক্তগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন না অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির ন্যায় গুরু ও অন্য ভক্তে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই তিনি প্রাকৃত ভক্ত। কেবল শ্রীমূর্ত্তি বা [illegible] করিলেই [illegible] হয়—শাস্ত্রের এই উপদেশে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাসই ভক্তির বীজ। সুতরাং শ্রদ্ধাসহকারে হরিপূজা [illegible] করা হয় বটে কিন্তু [illegible] সেরূপ পূজায় [illegible] অভাব। ভক্তপূজা বাদ দিয়া ভগবানের সেবায় [illegible] ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের হানি হয়। অর্থাৎ তাহাতে ভক্তির রাজ্যে একটু প্রবেশ হইয়াছে মাত্র। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—যিনি এই স্থূল শরীরে আত্ম-বুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্-ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থ-বুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি গরুর মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

ভক্তিদ্বারে প্রবেশের প্রথমাবস্থায় প্রত্যেক সাধকের কর্ত্তব্য ভগবানের অর্চ্চাবতার সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহে ঈশ্বর পূজা করা। ভাব-স্বরূপে জগতে অবতীর্ণ অর্চ্চারূপী কৃষ্ণের পূজা না করিলে ভক্তির আরম্ভ হয় না, কেবল বিতর্ক দ্বারা হৃদয় [illegible] হয় এবং ভক্তির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না। শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা একান্ত আবশ্যক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবায় শুদ্ধ চিন্ময়বুদ্ধির প্রয়োজন। কারণ কৃষ্ণের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই—[illegible] কৃষ্ণ [illegible] না—শ্রীবিগ্রহ [illegible] : শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্—এই বুদ্ধি না হইলে, সাক্ষাৎ ভগবান্কে [illegible] কাঠপাথর বুদ্ধি করিয়া মুখে ঠাকুর বলিয়া সেবা পূজার ছলনা দেখাইলে শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়াও নরকে যাইতে হইবে। এরূপ বুদ্ধিবাদীই [illegible]। কিন্তু যাঁহারা লৌকিক ও পারিবারিক প্রথানুসারে লোকদৃষ্টে [illegible] লৌকিক [illegible] দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন অথচ [illegible] দ্বারা [illegible] না হওয়ায় ভক্ত-পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তিপথ আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, তাঁহাকে [illegible] বৈষ্ণবাভাস বলা যায়।

কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, কৃষ্ণভক্তি—লাভ, তাঁহারা কেবল এইটুকু বিশ্বাস করেন কিন্তু শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তি যে কি এবং ভক্তির তটস্থ লক্ষণদ্বারা সিদ্ধ-প্রক্রিয়া যে কি তাহা জানেন না, এইজন্য কোমল-শ্রদ্ধের ভিতরে জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায়।

একপক্ষে জীবই চিন্ময় বস্তু, জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি শুদ্ধ চিন্ময়। ভক্ত ও কৃষ্ণ—এই দুইটী শুদ্ধ-চিন্ময় বস্তু। জড়, জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধ-জ্ঞান তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তিপূজা করিতে হইলে কৃষ্ণপূজা ও ভক্তপূজা দুই-ই এককালীন হওয়া উচিত। যে শ্রদ্ধার সহিত চিন্ময় তত্ত্বের এইরূপ সাধন হয় তাহাই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। কেবল শ্রীমূর্ত্তিপূজা করা অথচ চিন্ময় তত্ত্বের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা কেবল লৌকিক শ্রদ্ধাকেই জয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ছায়াভক্ত্যাভাসই প্রবল। এই ছায়াভক্ত্যা-ভাসও অনেক ভাগ্যের ফল। কেন না, ইঁহারাও ক্রমে ক্রমে মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব হইতে পারেন।

এই কনিষ্ঠ ভক্তগণ গুরুভক্ত নন। তাঁহারা অর্চ্চামূর্ত্তিতে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন এবং সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সন্তোষ, ক্ষমা অর্থাৎ অপরে অপকার করিলেও তাহার প্রত্যপকার না করা, দম—বিকার হেতু থাকা সত্ত্বেও তাহার মনের অবিকৃত অবস্থা, অস্তেয়—অন্যায়রূপে পরধনাদি অপহরণ না করা, শৌচ—মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা দেহ-শোধন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাহার করা, ধী—শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিদ্যা—আত্মজ্ঞান, সত্য, অক্রোধ—এই দশটী ধর্ম্মলক্ষণ দ্বারা অপরের সহিত ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন। ভক্তদিগের জন্য যে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহা ইঁহাদের জন্য কথিত হয় নাই। অন্তর হইতে ভক্ত বাছিয়া লওয়ার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। তজ্জন্য সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ইঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

বস্তু

আমরা বস্তু বলিয়া একটী শব্দ অনাদিকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং এই শব্দের প্রয়োগ দেখিবার অবকাশও আমাদের ঘটিয়াছে। ইহার সাধারণ অর্থ আমাদের জানা থাকিলেও ইহার স্বরূপগত অর্থ অনেকেরই নিকট অপরিজ্ঞাত। এই বস্তু-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় বস্তুকে অবস্তু এবং অবস্তুকে বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত হই।

বস্তু পরিচয়ে আমরা দেখিতে পা[illegible] বস্ ধাতু তু প্রত্যয় করিয়া বস্তু-শব্দ নিষ্প[illegible] অতএব যাহার অস্তিত্ব আছে বা প্রতী[illegible] আছে তাহাই বস্তু-শব্দ-বাচ্য। নিত্যানি[illegible] বিচারে বস্তুর দ্বিবিধ প্রকার-ভেদ আমাদে[illegible] নয়নগোচর হয়। পরমার্থভূত তত্ত্বই নিত্য আর জাগতিক দ্রব্যগুলাই সমস্তই অনিত্য অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত মাত্র। বাস্তব বস্তুর বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীম[illegible] ভাগবত ভগবান্ কৃষ্ণকেই একমাত্র বাস্ত[illegible] বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

একমাত্র বাস্তব-বস্তু ভগবদ্-তত্ত্ব আলো[illegible] করিতে গিয়া আমরা আরও দুইটী ব[illegible] কথা শুনিতে পাই। ভগবানের অণুস্ব[illegible] তটস্থশক্তি জীব এবং তাঁহার বহিরঙ্গা শ[illegible] মায়াই অদ্বয়জ্ঞান-এক কৃষ্ণবস্তুর সেবা-সে[illegible] ভাবাশ্রিত। সুতরাং বস্তু-শব্দে পণ্ডিত[illegible] ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন। পূর্ণ-চেতন ঈশ্বর ও তদধীন অণুচেতন জীব ও জড়া মায়া—[illegible] তিনের পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞা[illegible] সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে এই তিন তত্ত্বের বস্তু প্রতীতিও অদ্ভুত হয়। সে সম[illegible] অবাস্তব বস্তু মধ্যে পরিগণিত।

যে সকল বস্তুর জ্ঞান-শক্তি, ইচ্ছা-শ[illegible] ক্রিয়া-শক্তি আছে তাহাই চেতন ব[illegible] ইচ্ছা-শক্তির অভাব যেখানে তাহাই [illegible] পদার্থ। ভগবানে এই সব শক্তি পূর্ণ-মা[illegible] আছে বলিয়া তিনি পূর্ণ চেতন, সর্ব্ব[illegible] ও সচ্চিদানন্দময়। জীবে এই শ[illegible] অণুমাত্রায় থাকায় জীব অণুচেতন। কৃষ্ণের ইচ্ছা শক্তি বলিয়া মায়াবশতঃ [illegible] আর চেতন-বৃত্তিহীন মৃত্তিকা, প্রস্তর, [illegible] অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, শরীর প্র[illegible] সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই জড় আ[illegible]ত।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্র[illegible] চেতন-বস্তু। ইঁহাদের বিচারশক্তি ও [illegible] শক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে অন্য কোন চেতনপদার্থের সে[illegible] নাই। সেইজন্য মনুষ্যগণই শ্রেষ্ঠ [illegible] আমরা শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই ভগবান্ স্বীয় শক্তি মায়াদ্বারা নবদ্বার-বি[illegible] নানাবিধ পুরী ও বৃক্ষ, উরগ, পশু, প[illegible] কীট, পতঙ্গাদি সৃজন করতঃ তাহাতে [illegible] হইতে না পারিয়া পরে আত্মাবলোকন[illegible] বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষশরীর নির্ম্মাণ করিয়া [illegible] হন। সুতরাং মনুষ্যই যে সমস্ত চেতন অচেতন পদার্থের শীর্ষস্থানীয় তাহা বোধ আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি চেতন জীবসমূহ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত (১) পূর্ণবিকচিত-চেতন (২) বিকচিত-চেতন (৩) মুকুলিত-চেতন (৪) সঙ্কুচিত-চেতন (৫) আচ্ছাদিত-চেতন। তন্মধ্যে নরদেহপ্রাপ্ত বদ্ধজীবগণই পূর্ণ বিকচিত চেতন, বিকচিতচেতন ও মুকুলিত-চেতন-শ্রেণীভুক্ত। পশু-পক্ষী-সরীসৃপ-দেহধারী বদ্ধজীবগণ সঙ্কুচিতচেতন; আর আচ্ছাদিত চেতন —বৃক্ষ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীবসমূহ। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ায় জীবের এই অবিদ্যা-বন্ধন বা দুর্গতি। এই বিস্মৃতি যতই বর্দ্ধিত হয় জীবের দুঃখ-ভোগও ততই হইয়া থাকে। সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজঃ-প্রাপ্তি ব্যতীত এতাদৃশী অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

নীতিশূন্যজীবন, কেবলনৈতিকজীবন ও কল্পিত সেশ্বর-নৈতিক জীবনই জীবের মুকুলিত-চেতনাবস্থা। সকলের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা পরম-পুরুষ ভগবান্ একজন অবশ্যই আছেন, তাঁহার সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য, এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ভাবের জীবনেই বিকচিত-চেতনাবস্থা পরিলক্ষিত। আর ভাব-ভক্তির জীবনই জীবের পূর্ণ-বিকচিত-চেতনাবস্থা—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

এই জড়জগতে জীব ব্যতীত আর চিন্ময় নাই। এক চেতন সমুদ্রের একজন মালিক আছেন, তিনি সেই সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বচেতন-চেতন সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। এই ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার জড়দেহ না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ-ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলেই আমাদের মঙ্গল হয়, তিনি ইচ্ছা করিলেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপে নিত্যই বৈকুণ্ঠ রাজ্যে বাস করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজ্যের রাজা, তাঁহারই ইচ্ছায় সমস্ত চলিতেছে।

বহু শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্ কৃষ্ণ জীব ও জড় এই তিনটী বস্তুর মালিক। চেতন জীব ভগবান্ কৃষ্ণের নিত্যসেবক। কৃষ্ণসেবাই তাঁহার নিত্য কৃত্য। চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুই একমাত্র সেবা কৃষ্ণের সেবোপকরণ। বস্তু-জ্ঞান না থাকিলে মায়া ও কৃষ্ণের ভেদ-জ্ঞানের অভাবে মায়ার সেবাকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া ভ্রম হয়। সুতরাং বস্তুতত্ত্ব আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রবন্ধ

(৩)

"আমি শাস্ত্র জানি" "আমার বিদ্যাবুদ্ধি আছে," "আমি সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারি" প্রভৃতি অভিমান মায়ামুগ্ধ, বঞ্চিত ব্যক্তিদের নিকট চলিতে পারে, কিন্তু অন্তর্যামী, নিত্য, শুদ্ধ-জ্ঞানময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণের নিকট চলিবে না।

জড় জগতেও দেখা যায় যে মনীষী নিউটনের ন্যায় মহাবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, তিনি অসীম জ্ঞানসমুদ্রের তীরে উপল-খণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র। আর অচিন্ত্য, অপার ভগবত্তত্ত্ব-বারিধির তীরভূমি হইতে বহু যোজন দূরে থাকিয়া জড়-বিদ্যাবুদ্ধির পরচক্ষুর সাহায্যে শাস্ত্রের দুই চারি পাতা উল্টাইয়া বা জড়লেখনী-সাহায্যে দশবিশ পৃষ্ঠা লিখিয়া যদি মনে করি আমি শাস্ত্রবিদ্ বা তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি তাহা হইলে আমার মূঢ়তা আমাকেই ক্ষণভোগী করিবে। কোটি কোটি জিহ্বায় যাঁহারা তাহার প্রলাপ অথবা প্রজল্প নির্গত করাইতে পারেন কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত একটী জীবেরও জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণ-গুণগাথার একটি বর্ণও বাহির্গত হইবে না। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণগুণ অভিন্ন। কৃষ্ণনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। কৃষ্ণনাম কোন সৌভাগ্যবান্ জীবের চিন্ময় জিহ্বায় স্বয়ং উদিত হইয়া যাঁহা আস্বাদ প্রদান করিলেই জীব কৃতকৃতার্থ হন। এতৎসম্পর্কে শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। সেবোন্মুখের অপ্রাকৃত জিহ্বায় নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই ভগবান্ বাসুদেবের আবির্ভাব। সুতরাং প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের বিশুদ্ধ চিত্তেই নামী কৃষ্ণ শ্রীনামরূপে আবির্ভূত হন। বাসুদেব নিত্যকাল বসুদেব হৃদয়ে আবির্ভূত হন। আমি হৃদয় শুদ্ধ করিয়া শ্রীনামকে আবির্ভূত করাইব, এরূপ ধরণের আরোহবাদ কখনই ভক্তি নহে। তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইলেই সকল অন্তরায় বিদূরিত হইবে। তবে আমাকে তাঁহাদের বাড়ী উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। সেই বাড়ীই হইল সেবোন্মুখ কর্ণ। মুক্তকুলের উপাস্যমান শ্রীকৃষ্ণনাম কখনও বদ্ধজীবের গ্রহণযোগ্য নন। বদ্ধাবস্থায় নামাপরাধ হইয়া থাকে। নামাভাসে জীবের মুক্তি হয়। মুক্তাবস্থায় শুদ্ধনাম উদিত হন। মুক্তকুল-শিরোমণি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণনাম অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে পারেন। শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত শ্রীনাম সেবোন্মুখের কর্ণপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে তথায় ত্রিতাপনষ্ট সুধাবর্ষণ হইতে থাকে। আবার সুশীতল ত্রিতাপ-প্রশমিত হৃদয় হইতে শ্রীনাম উদিত হইয়া অনুক্ষণ শব্দরূপে জিহ্বায় নৃত্য করেন। তাই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

'কর্ণরন্ধ্র-পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম॥'

আবার—

'হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ॥'

সুতরাং প্রবন্ধের আকরস্থান শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। শ্রীগুরুকৃপাতেই কৃষ্ণকৃপা। শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম রূপ মুখপদ্মকেই হইতে জীবহৃদয়ে চিন্ময় সঞ্চারিত হইলেই জীব কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখর হইয়া নিজে ধন্য হন ও জগৎকে ধন্য করেন। শাস্ত্র নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রকার উপলক্ষ্যমাত্র। শাস্ত্রের শরণাগত ব্যক্তি শাস্ত্র-কৃপা লাভ করিয়া শাস্ত্র-বিস্তার-রূপ সেবায় কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীগুরুদেবও শাস্ত্রবক্তা। তিনি অনন্তমুখে শ্রীকৃষ্ণের যশঃ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার কারুণ্যে যাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া তিনি অনুগ্রাহক দোহার-রূপে গ্রহণ করেন তাঁহারাই তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়া সুগম্ভীর সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যের বাস্তবসত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন। ভগবৎকৃপাতেই ভগবৎ-কথা প্রবন্ধাকারে জগতে প্রকাশিত হন।

হরিকথা প্রচার করিতে যাইয়া, প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া যদি কেহ লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হন তাহা হইলে কৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট-বন্ধন না হইয়া প্রবন্ধ বা দেহাদির দাস হইয়া থাকে। সত্যাকৃত্যকার নাহিত কৃষ্ণ-সেবা বা গুরুসেবা করা কর্ম্মীনারী কার্য্য। ইহাতে নিত্য মঙ্গল হয়। কিন্তু গুরুদেবের প্রীতির জন্য সেবা না করিলে কৃষ্ণদাস্যের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা লাভ হয় না। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত হরিকীর্ত্তনে কেহই অধিকারী হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সংস্থানের মূল উৎস। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে গান গাওয়াইয়া তাঁহার এরূপ ভাষায় বলিয়াছেন—

এক মহা সেবায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে
যে লেখায়।
কাঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
(চৈঃ চঃ আদি, ৮ম, ৭৮ ৭৯)

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি-লীলায়—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
চৈতন্য-চরিত্র স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়॥
অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।
গাইমু তাঁহার কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য-শ্রবণ চরিত।
ভক্ত-প্রসাদে সে স্ফুরে, জানিহ নিশ্চিত॥
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে।
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥
চৈতন্যচরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি।
যেন মত দেন শক্তি, তেন মত লিখি॥
কাঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥
(১ম পরিঃ ৮০-৮৭)

স্বস্বরূপে অবস্থিত পরমহংসকুলের নিত্যাশ্রিত শরণাগতির পরাকাষ্ঠাত্মক এই সকল বাণী আমার ন্যায় বঞ্চিত ব্যক্তির দেখিলে বুঝিবার সার হইবে। শরণাগতির মাত্রানুসারে ভাল মন্দ উপেক্ষা করিয়া "সেবা সে নিয়ম" এই বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া আমার কর্ত্তব্য আমি সম্পাদন করিয়াছি কিনা ইহা বিচার করাই শ্রেয়ঃ। পরিশেষে প্রার্থনা—

"তত্ত্বং হৃদ্ গুণন্ বিচারণপরো ভক্তা
বিমুক্তোত্তমঃ"

—ইহাই যেন বঞ্চিতজনকে চালিত করিয়া থাকে।

এলাহাবাদে

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

বাস্তবিকই প্রশংসিত আনন্দজনক। আমরা উঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

কলিকাতা ভবানীপুরে

গত ১৫ চৈত্র সোমবার সন্ধ্যার পর গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ভবানীপুর ১২৪ নং হরিশ মুখার্জ্জি রোডস্থ ... প্রাপ্ত ... শ্রীযুক্ত ... নন্দ ... ভবনে ... ভগবান্ ... একটী ... প্রদান করেন। মাননীয় ... বারীন্দ্র ... হন। বক্তৃতার ... বহু ... কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম চারখণ্ড ছাপা হইয়াছে ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৫৮০৫ প্রাপ্তব্য ।৶০

৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲

৪। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। দুর্গমসঙ্গমনী-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (মূল) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য (গোবিন্দভাষ্য) ।০
১৪। নৈষ্ক্যর্থ্য ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-দির দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৩৮। আত্মনিবেদন ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ॥০
৪৩। প্রার্থনামৃত সাম্প্রায় ।০
৪৪। গোবিন্দকোষঃ ॥০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। শুদ্ধমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গোস্বামীমঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। বিজ্ঞান-সরস্বতী-বিবিধমঃ ।০
৫৪। সক্রিয়-শিক্ষাদর্শনম্ ।০
৫৫। স্তব-স্তবম ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠ্যঃ /০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিদেশীর প্রোফেস ৸৶০
৬২। লাইফ, এণ্ড প্রিসেপ্টস, অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। গোলাটি গৌড়ীয়মঠ ইন্ ভুবন /০
৬৫। দি বাণেশ ।০
৬৬। ভগবৎ ভিজনস্ এণ্ড আপ্রচিতে ভক্তোৎসব ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জনুর ভাবন) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্যামল-গুপ্ত-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালী, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসদাই-গোপাল মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেঠা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, তঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুঞ্জ, পোঃ চিকাকোল, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিয়া, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবতী গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরিত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৮।১।১ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পাণ্ডত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্যাধ্যায়। ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য পাদটীকায় হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। রয়েল আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৭৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১ ৩৬	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৪ ৩-৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিদ্ধাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
স্নো-ফ্লেক	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	
আটা 'বি'	৪।০- ৪৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৵০
আটা এমমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেনসাম টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের

আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্বাধিক মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাদশাহ ডাক্তারের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "মহর নিবারণ নং ৭")। অকাল ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শুক্রের অভাব প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্বে ১৫ দিনের জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং ৭দিনে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

শিভ হেল্‌থ্ লেবরেটরিস্

(ডিপার্টমেণ্ট ৭)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকের ৯ সেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

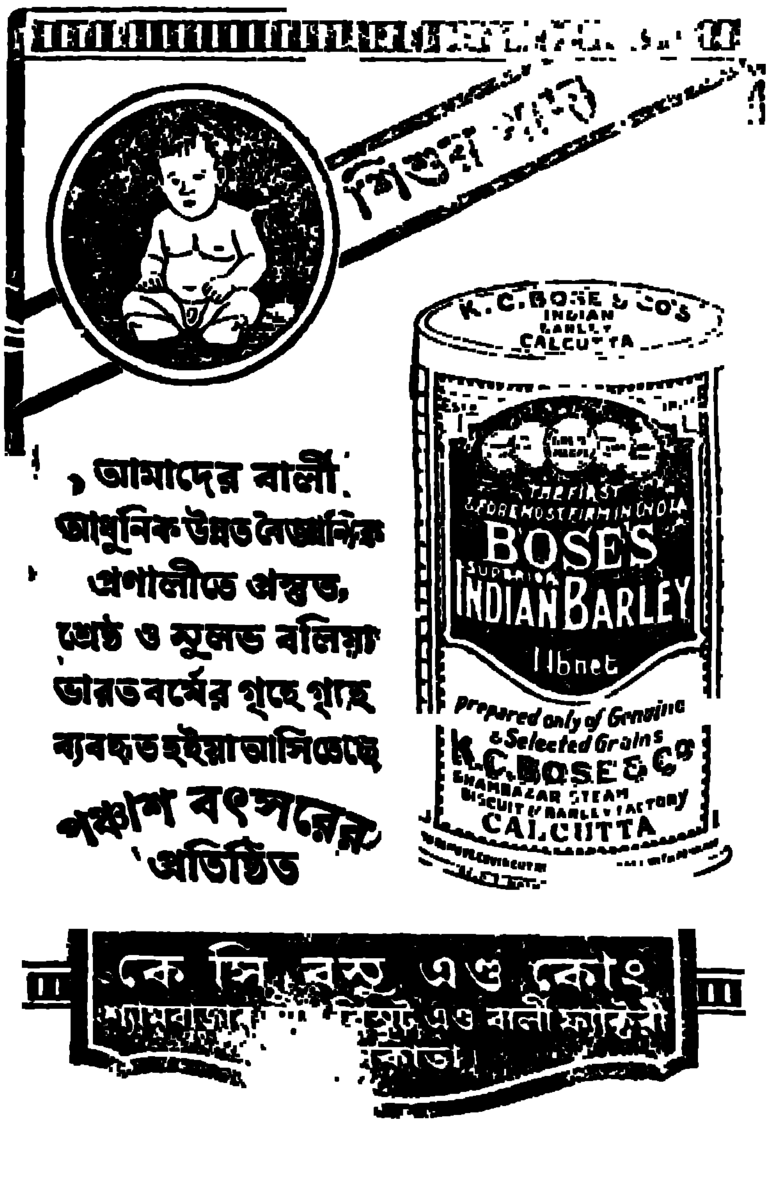

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ আত্মজীবনী সম্বলিত সম্পূর্ণ যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্ত্তৃক প্রদত্ত চরিত্র-প্রশংসা পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠ ও পাঠাগার আলোচনায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে সংযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পঞ্চপাঠ প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমগ্র আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়াছে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায় গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

পাঠকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩১, ১৩ই জুন ১৯২৪

পাকুড় ষড়যন্ত্র মামলা

ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্যের জামীন নামঞ্জুর

পাকুড় রাজপরিবারের অমরেন্দ্র পাণ্ডেকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য অপর কয়জনের সহিত দায়রায় সোপর্দ্দ হন। ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্যের পক্ষ হইতে আসামীদের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কে সি মার্সেনের এজলাসে জামীনের আবেদন পেশ করা হয়। গত সোমবারে অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কে সি মার্সেন ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্যের জামীনের আবেদন না-মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন।

ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্যের জামীনের আবেদন এই লইয়া চতুর্থ বার না-মঞ্জুর হইল।

রায় প্রদান কালে জজ এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন, "আবেদনকারীর এডভোকেট যে সব বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আমি সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। জুরীদের বিবেচ্য কোন বিষয় সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহি না। আমি শুধুমাত্র ইহাই বলিতে চাহি যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ যথা নরহত্যার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং উক্ত ষড়যন্ত্রের ফলে অমরেন্দ্রকে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া ফরিয়াদী পক্ষ অভিযোগ করিয়াছেন। নিম্নতন আদালতে সাক্ষীগণ আসামীর আচরণ এবং আসামী প্রমুখ [illegible] কোন জবানবন্দী সম্বন্ধে এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে আনীত হত্যার অভিযোগ সমর্থিত হইয়াছে। এই সং[illegible] ন্যায় বিচারের দিক হইতে [illegible] জামীনে মুক্তি প্রদান করা উচিত ব[illegible] আমি মনে করি না। কিন্তু সাক্ষীদিগকে জেরার জন্য তাহার এডভোকেটদিগকে নির্দ্দেশ দিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ডাঃ শিবপদকে দেওয়া হইবে। জামীনের আবেদন—নামঞ্জুর করা হইল।"

দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি

গত শনিবার শেষ রাত্রিতে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে (ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলায়) দীনেশের যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড হয়। হাজতভোগ কালে সে মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করে। অনেকদিন পর কলিকাতায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সহিত তাহার লড়াই হয়। দীনেশ যে ঘরে ছিল সেই ঘর হইতে নিক্ষিপ্ত রিভলভারের গুলীতে মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী আহত হন। গত ১০ই অক্টোবর আলীপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে দীনেশের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ১৫ই জানুয়ারী (ভূমিকম্পের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে) কলিকাতা হাইকোর্ট প্রাণদণ্ড অনুমোদন করেন।

লাহোরে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার

লাহোর হইতে প্রকাশ, ৬ই জুন গত অপরাহ্ণে এবট রোড ও নিসবেট রোডের সংযোগ স্থলে এক ট্রাফিক কনেষ্টবল কোনও স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া ইউরোপীয়ান বা এংলো ইণ্ডিয়ান বলিয়া মনে হয়।

স্ত্রীলোকটী টোঙ্গা করিয়া যাইতেছিল, তাহাকে কয়েক মিনিট থামাইয়া রাখা হয়। প্রকাশ যে, সেই জন্যই সে কনেষ্টবলকে চপেটাঘাত করে ও হাণ্টার দ্বারা আঘাত করে। কয়েকজন পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়; কিন্তু স্ত্রীলোকটীকে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে দেওয়া হয়।

সিভিল লাইন থানায় একটী এজাহার দেওয়া হইয়াছে।

প্রাণহীন বাসচালক

নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানের সংবাদদাতার এক তারে প্রকাশ যে, একটি বাসের যাত্রিগণ আশ্চর্য্যজনকভাবে দুর্ঘটনার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, যাত্রী লইয়া বাসখানি গন্তব্যাভিমুখে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ রাস্তা ছাড়িয়া অন্যদিকে যাইতে থাকে। বাসের যাত্রিগণ ও ড্রাইভারের নিকট উপবিষ্ট একজন পুলিশ কর্ম্মচারী গাড়ী ভুলপথে যাইতেছে বলিয়া ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও ড্রাইভারকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। অবশেষে গাড়ীখানা একটা গাছে ঠোক্কর খাইয়া একেবারে থামিয়া যায়। তখন বাসের যাত্রিগণ দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠে যে, ড্রাইভার মৃতাবস্থায় ষ্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়া বসিয়া আছে। সম্ভবতঃ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া কিছুকাল পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ফেরারী গ্রেপ্তার

রাণীগঞ্জ থানার খিলপাড়া গ্রামের চন্দ্রকুমার কুন্ডিকে ত্রিপুরা জিলার নায়েরপট্টয়া ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছিল। আসাম বেঙ্গল রেলের হরিনারায়ণপুর ষ্টেশনের প্লাটফরমে সম্প্রতি তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, একাধিকযুক্ত আসামী চন্দ্রকুমারকে জড়িত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিলে পুলিশ চন্দ্রকুমার ও আরও কয়েকজন যুবকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। প্রকাশ, নূতন একটি ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করিতে কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিয়াছেন।

চন্দ্র কুন্ডিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইলে তিনি তাঁহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

আবার সীমান্তে বোমা বর্ষণ

দক্ষিণ ওয়াজির স্থানের কানীকুমার অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য ও স্থানীয় উপজাতদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় রাজনৈতিক কর্ত্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলের উপজাতিদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছিলেন। প্রকাশ, তাহারা জরিমানার টাকা না দিলে কর্ত্তৃপক্ষ একখানা গ্রামে বোমা বর্ষণের আদেশ দেন। ঐ অঞ্চল হইতে একজন ব্রিটিশ প্রজা এই মাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সে বলে যে, কানী কুমার অঞ্চলের একখানা গ্রামে একখানা সামরিক বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিতে সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

নদীয়ায় বৃষ্টি

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩ই জুন রাত্রি প্রায় ১১ টা হইতে ভীষণ বৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষেত্রের পক্ষে এই বৃষ্টি বড়ই উপকারী।

ঐ নামে অন্যত্র প্রকাশিত

দৈনিক বসুমতী প্রকাশ

[illegible] জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, ১৩৪১

বাঙ্গলার কংগ্রেসী দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত [illegible] নির্বাচন [illegible] দুই সম্প্রদায়কে [illegible] সামরিক [illegible] অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙ্গলার কর্মীরা মতভেদ ভুলিয়া একযোগে কার্য্য করুন, ইহাই উঁহার আশা। বাঙ্গলার কংগ্রেসী-দল বিশেষভাবে কার্য্যকরী সমিতি শ্রীযুক্ত [illegible] উপর যে ভার দিয়াছেন, তিনি [illegible] সহিত [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দুই পক্ষ যদি নিজেদের লইয়া কলহ ও পরস্পরের [illegible] দোষ দোষ না করেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত [illegible] নিরাপদে কার্য্য নির্বাহ করিতে পারেন।

—

প্রকাশ, পাঞ্জাবে একটি "যুবক কংগ্রেসী দল" গঠিত হইয়াছে। এই দল ঘোষণা করিয়াছেন,—তাঁহারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন হইতে দোষ, স্বার্থপরতা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই! তাঁহারা এরূপ আরও অনেক ভাল ভাল কথার [illegible] দিয়াছেন এবং সাফল্যলাভের জন্য স্থির করিয়াছেন, ৪০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক কাহাকেও এই দলে লওয়া হইবে না। যুক্তি এই যে, বেশী বয়সের লোকদের মনে একটা অবসাদ হতাশ ভাব সহজেই স্থান লাভ করে। কাজেই কেবল তাহাদের ও নূতন তেজ-প্রাণওয়ালা ব্যক্তি এই দলে গৃহীত হইবে, যাহাতে দল সজীব থাকে। অবশ্য, [illegible] বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার যুবকগণ এই প্রকার আন্দোলনে মাতিয়া ছিলেন। অভিজ্ঞতার অভাবে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। রাজনীতি বা অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে সকল অভিজ্ঞ, উৎসাহী, অগ্রণী ব্যক্তি নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন [illegible], তাঁহাদের অধিকাংশই চল্লিশের উর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তি। আদর্শ, [illegible] বড় কথা—[illegible] [illegible] অসম্ভব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, [illegible] বাবুর মঙ্কুয়া [illegible] তাঁহাদের স্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক ডাক-বাংলোর মধ্যে আদালতে বসাইয়া যখন বিচার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় এক পুরাতন পাপী অকস্মাৎ আসিয়া এক খানা [illegible] আঘাতে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলে। তাঁহাকে এখনও হাসপাতালে পাঠান হয়। এই মঙ্কুয়া [illegible] বিরুদ্ধে উত্তরপূর্ব্ব [illegible] আসামী [illegible] অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ পাপী আক্রোশ বশে ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঐভাবে আক্রমণ করিয়াছে।

—

গত ১০ই জুন রেঙ্গুনের [illegible] রেলওয়ে [illegible] একখানা মাল গাড়ীতে স্থানীয় [illegible] কর্মচারীগণ ১৬০০০ টাকার [illegible] পাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

"এগ্রা" জাহাজের এক [illegible] ধরিয়া তাহার প্যান্ট [illegible] পাওয়া গিয়াছে। লোকটি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

—

ভারতসরকারের তরফ হইতে প্রকাশ, [illegible] লাট [illegible] জন [illegible] আগামী [illegible] কিংবা উহার পরবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক [illegible] হইতে [illegible] চারিমাসের ছুটি নিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার স্থলে কাজ করিবার জন্য স্যর [illegible] সি, আই ই; আই, সি, এস, এর নাম অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারত সরকার স্থির করিয়া বলেন যে, আগামী [illegible] পার্লামেন্ট [illegible] আরম্ভ হইবে। পার্লামেন্টের সভাপতি [illegible] এবং [illegible] আগষ্ট বেসরকারী দলের আলোচনার দিন ধার্য্য করিয়াছেন। [illegible] জুলাই ও এই আগষ্ট তারিখে বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

—

স্পেনের সাম্রাজ্য প্রদেশের কৃষকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা [illegible] স্থির করিয়াছে যে, তাহারা উৎপন্ন ফসল [illegible] পারিবে না, [illegible] নিয়োগকর্ত্তাদের দাবী মানিয়া লইবে না। গত [illegible] বৎসরের মধ্যে এমন ব্যাপার [illegible] কখনও ঘটে নাই [illegible] বলিতেছে যে [illegible] [illegible] বৎসর [illegible] তাহারা উপবাস [illegible] [illegible] [illegible] পারিবে [illegible] লোক এই সঙ্কল্প করিয়াছে [illegible]

নিকট গাছের (দেওঘরী [illegible]) সহিত তাঁর লড়াই চালাইতেছে। [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলির কারাগারসমূহ বন্দীতে ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছে এবং কোথাও কোথাও [illegible] ধরিবে স্থান হইতেছে না।

[illegible] উৎপীড়নের [illegible] অভিযোগে [illegible] কৃষককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে প্রকাশ, [illegible] ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান [illegible] [illegible] ভাইস-চেয়ারম্যানকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। তাঁহার [illegible] [illegible] উপর বাড়ীঘরের [illegible] আঘাত হয় নাই। [illegible] সন্ধ্যায় তাঁহার [illegible] চক্ষের সম্মুখে একটি ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক [illegible] খুন করা হইয়াছে। এই ঘটনার পশ্চাতে [illegible] বিদ্রোহীরা রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

—

রাইফেল কেলিয়া ডাকাতদলের পলায়ন

প্রকাশ ৬ই মে তারিখ রাত্রিতে ২৪ পরগণার [illegible] [illegible] নামক [illegible] সময় [illegible] অনুমান [illegible] লোক একটি রাইফেল ও অস্ত্রশস্ত্র সহ [illegible] [illegible] দেয়। [illegible] লোকেরা [illegible] দিলে ডাকাতেরা [illegible] পলায়ন করিবার সময় একটি পুরাতন রাইফেল ফেলিয়া যায়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ডাক-গাড়ী লাইনচ্যুত করার উদ্যম

অনুমান [illegible] পূর্ব্বে [illegible] [illegible] ডাকগাড়ী লাইনচ্যুত করার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১১৫ [illegible] [illegible] চেষ্টা হইয়াছিল [illegible] লোকটি [illegible] ২টি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিতে পায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা ছিল। লোকটি [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] ডাকগাড়ী যাহাতে আসন্ন [illegible] [illegible] তাহার বন্দোবস্ত করা হয়।

রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—

বিপ্লব দমন আইনে ১০ বৎসরের বৃদ্ধ

[illegible] [illegible] চাঁদপুর (ত্রিপুরা) [illegible] [illegible] বর্ষ দীনবন্ধু [illegible] ও তাহার [illegible] [illegible] যে ১৯৩২ সালের বিপ্লবী [illegible] দমন আইন [illegible] অভিযুক্ত হইয়াছে। ৬ই জুন [illegible] জামিনে [illegible] ছিল, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] ১৩ই জুন [illegible] [illegible] হয়।

দীনবন্ধু জামিনে [illegible] আছে; [illegible] আর একটি মামলা [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] দায়রায়।

—

বোম্বাই বিমান ক্লাবের উদ্যম

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জুন [illegible] [illegible] ছুটি বিমান [illegible] হইতে বোম্বাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিমান [illegible] [illegible] [illegible]

বোম্বাই বিমান ক্লাবের চারখানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১১৫ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কেরানী ডাকাত বিরুদ্ধ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] পূর্ব্বে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১২শ বর্ষ | ১৮ ত্রিবিক্রম | গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ | বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই জুন ইং ১৯৩৪ | শুক্রবার | ৪১শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষেত্রে

বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক সজ্জনগণ নিত্য সুকৃতি-অর্জ্জনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া পরম আনন্দিত।

সেদিন নারায়ণগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এম্-এস্সি, মহোদয় হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধালু হইয়াছেন। এই শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট চৈতন্যবাণী শ্রবণার্থ প্রত্যহ শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন।

গত ৯ই জুন উড়িষ্যা গোপপুরের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আসিয়া শ্রীবিগ্রহদর্শন ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন। স্বামীজী ঐ দিবস রাত্রি সাত ঘটিকায় সদ্যঃ পরলোকগত বিখ্যাত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের চক্রতীর্থস্থিত ভবনে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কতিপয় শিক্ষিত ভদ্রলোক পাঠে যোগদান করিয়া স্বামীজীর বিচারপূর্ণ পাঠ-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

এলাহাবাদে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে গৃহমেধী ও গৃহস্থভক্তের তারতম্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মোহান্ধতা নাশ করেন। তিনি বলেন যে, গৃহস্থভক্ত ও গৃহমেধী বাহ্যতঃ দেখিতে একই বটে কিন্তু যেমন টক্ আম আর মিষ্ট আম বাহিরে দেখিতে এক হইলেও আভ্যন্তরিক রসের তারতম্য ব্যবহারে বুঝা যায়, তদ্রূপ গৃহস্থভক্ত ও গৃহমেধীর তারতম্য একটু বিচার করিয়া দেখিলে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যাইবে। ঘানির বলদ যতই চেষ্টা করুক্ না কেন, সে যেমন ঘানির কেন্দ্র ব্যতীত আর অন্য দিকে যাইতে পারে না, তদ্রূপ স্ত্রী-আসক্ত গৃহব্রতগণ যত কিছু কার্য্যই করুক্ না কেন তাহাদের সমস্ত কার্য্য স্ত্রী পুত্রাদির উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে, এমন কি তাহাদের দেবপূজা এবং ভগবৎপূজাও নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্যই অনুষ্ঠিত। ইহাতে তাহাদের ভগবৎপূজার ফল ভগবৎ-প্রেম লাভ হয় না; বরং অপরাধ বশতঃ ত্রিতাপ ভোগই লভ্য হয়।

গৃহস্থ-ভক্তগণ কিন্তু সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণ-সেবোদ্দেশ্যেই করিয়া থাকেন। ইহা ভোগান্ধ ব্যক্তিগণ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। গৃহস্থভক্তগণের সন্তান-উৎপত্তি ও বিষয়কার্য্যাদি কৃষ্ণ সেবার জন্য, নিজের কামচরিতার্থতা বা ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নয়। তাঁহারা অনাসক্তভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসারে, কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত কার্য্য কৃষ্ণোদ্দেশ্যে করাই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম এবং কৃষ্ণপ্রেম-লাভের একমাত্র উপায় ইত্যাদি বিষয় ২ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কীর্ত্তন ও বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের প্রচার-বৈশিষ্ট্য যুক্তিপূর্ণ বিচার দ্বারা প্রদর্শনমুখে স্বামীজী সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করেন।

শ্রীবাসঅঙ্গনে

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় সঙ্কীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বলেন—ভগবানের অভিন্ন অঙ্গ বৈষ্ণবগণ দেবতাগণেরও নমস্য। যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ সংকীর্ত্তন করেন ভক্তভক্তচিত্তবৃন্দাবনবিহারী শ্রীহরিও সেই স্থানে আবির্ভূত হন। বৈকুণ্ঠ ভগবানের নিত্য বসতিস্থান। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও ভগবানের পরিকরসহ নিত্যধাম অবিকৃতভাবেই অবস্থান করেন। ভক্তগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াও ভৌম বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথকে নিত্যকাল দর্শন করেন। শ্রীমদ্-অদ্বৈতপ্রভুর আহ্বানেই গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃপাতেই সেই সময় বৈষ্ণবগণও সর্ব্বজীবের নয়নগোচর হইয়াছিলেন

বৈষ্ণবগণের জন্ম-কর্ম্ম বদ্ধজীবের ন্যায় প্রাক্তন কর্ম্মফলজনিত নহে, তাঁহারা নিত্য মুক্ত হইয়াও ভগবল্লীলার পুষ্টি করিবার জন্য নিত্যদেহে ইহজগতে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে নিত্যকাল শ্রীবাস-অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনলীলা করিয়া থাকেন। শ্রীধাম ও ধামেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যলীলাময়। আমাদের জড়চক্ষে ধামদর্শন হয় না। তিনি যখন কৃপা করিয়া আমাদের দিব্যদৃষ্টি বিধান করতঃ মায়ারূপ যবনিকা অপসারিত করিবেন, তখনই তাঁহার রূপ-গুণ লীলাদি আমাদের চিদিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইবে।

পাঠের আদি ও অন্তে পণ্ডিতজী মহাজন-পদাবলী, শ্রীশিক্ষাষ্টক, নাম ও হরেকৃষ্ণ-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। পাঠ শুনিয়া উপস্থিত সকলেই পরমানন্দিত হন।

কুচবিহারে

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

বাল গোপাল শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যমলার্জ্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়ের পতনকালে ভীষণ শব্দ হওয়ায়, গোপালের অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া শ্রীনন্দাদি গোপবৃন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যক্ষদর্শী গোপবালকবৃন্দের নিকট আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ-বাৎসল্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবিমিশ্র না থাকায় তাঁহারা বালকদিগের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

[illegible] করেন কৃষ্ণে যে প্রীতি তাহা ঘনীভূত, যশোদা-নন্দে কৃষ্ণ কখনও বন্ধুত্ব, পুত্রত্ব ও পতিত্ব ব্যবহার করেন না। [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ ত্রিবিক্রম, নিং গৌরাব্দ ৪৪৮

ব্যবহার-বিচার

মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ

কনিষ্ঠাধিকারী—কোমলশ্রদ্ধ কিন্তু মধ্যম ভক্ত—শ্রদ্ধাবান্; কিন্তু শাস্ত্রাদির তাৎপর্যে তিনি অপূর্ণ কুশল নহেন। কনিষ্ঠাধিকারী অভক্তগণের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে কোমল-শ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন; কিন্তু মধ্যমাধিকারীর তাদৃশ আশঙ্কা কম। তিনি শাস্ত্রাদির তাৎপর্য দ্বারা অভক্তসঙ্গের কুফল হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রাদি ও হরিজনসঙ্গ-প্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অধিকারও উন্নত হয়। উত্তমাধিকারীর পতনাশঙ্কা একেবারেই নাই অর্থাৎ অভক্তসঙ্গ কিছুতেই তাঁহার শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না।

মধ্যম-বৈষ্ণবদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার-নিরূপণাদি বিষয়ে কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার, চিৎসূর্য্য-স্বরূপ, অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

—যিনি পরমেশ্বর কৃষ্ণে প্রীতি, তদধীন ভক্তের প্রতি মিত্রতা, নির্বোধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন তিনিই মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব।

আমরা আজ যে ব্যবহারের কথা আলোচনা করিতেছি তাহা নিত্য সম্বন্ধ ব্যবহার। ইহাতে নৈমিত্তিক ও কেবল-ঐহিক ব্যবহারের কোন কথা নাই। বৈষ্ণব-জীবনে এই ব্যবহারই প্রয়োজন, অন্য ব্যবহার এই ব্যবহারের বিরোধী না হইলে তাহা আবশ্যক মত স্বীকার করা দোষের নহে।

বৈষ্ণবগণের ব্যবহারের পাত্র সাধারণতঃ চারিটী—ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ বিমূঢ় এবং দ্বেষী অর্থাৎ ভক্তি-বিরোধী। ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাই মধ্যমের ব্যবহার। এই ব্যবহার যথাক্রমে [illegible]।

কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর। মধ্যম আনুগত্যে গুরুভক্তের সঙ্গের জন্যই তাঁর আজ্ঞা-পালন বা তন্নির্দিষ্ট হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন করা মধ্যমাধিকারীর কর্ত্তব্য।

শ্রদ্ধাহীনতা-বশতঃ আত্মকৃপাদির সহিত কৃষ্ণার্পণরূপা অহৈতুকী ভক্তি কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের নাই। অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা শুদ্ধা ভক্তি অবলম্বনে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবা-যোগ্যতা লাভ হইলেই কনিষ্ঠের মধ্যমাধিকার-লাভ সম্ভব হয়। গুরু এবং ভক্তে প্রগাঢ় প্রীতি বা নৈষ্ঠিকী ভক্তি করা মধ্যম বৈষ্ণবের উচিত।

যাঁহাদের শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়াছে তাঁহারাই কৃষ্ণাধীন ভক্ত। কনিষ্ঠাধিকারী তদধীন শুদ্ধভক্ত নহেন। শুদ্ধ ভক্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা মধ্যম বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। 'মৈত্রী' শব্দে সখ্য, আলাপন ও সেবা—সকলই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র অভ্যর্থনা, তাঁহাকে আদর করা, তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করা এবং তাঁহার প্রয়োজন সম্পাদন করা প্রভৃতি সেবা সাদরে স্বীকার্য্য। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করা, তাঁহার নিন্দা করা, তাঁহার কুৎসিৎ আকার ও পীড়া দেখিয়া অনাদর করা কর্ত্তব্য নয়।

অতত্ত্বজ্ঞ মূর্খকে সাধারণতঃ বালিশ বলা যায়। কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাদি কোন প্রকার দুষ্ট মতে প্রবেশ করে নাই, ভক্তি ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে নাই অথচ ভোগস্পৃহা ও সংসারে মমতা প্রবল হইয়া যাহাকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে দেয় না, এরূপ বিষয়ী ব্যক্তি-মাত্রেই বালিশ-শব্দবাচ্য। পণ্ডিত হইয়াও যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ উত্তম ফল হয় নাই তিনিও বালিশ। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তির দ্বারের নিকটস্থ হইলেও সম্বন্ধজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা বশতঃ শুদ্ধভক্তি যতদিন লাভ না করেন ততদিন তিনিও বালিশ। এই সমস্ত বালিশের প্রতি কৃপা করা মধ্যম বৈষ্ণবের একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে অনন্যভক্তিতে বালিশগণের শ্রদ্ধা জন্মে এবং শুদ্ধনামে রুচি হয় তদুপায় করার নামই প্রকৃত কৃপা। বালিশদিগের শাস্ত্রনৈপুণ্য নাই। অতএব কুসঙ্গে তাঁহাদের সর্ব্বদাই পতন হইতে পারে সেইজন্য তাঁহাদিগকে নামমাহাত্ম্য ও সদুপদেশ প্রদান করান মধ্যম অধিকারীর কর্ত্তব্য।

রোগী নিজে রোগ সারাইতে পারে না, তাহাকে চিকিৎসা করা দরকার। চিকিৎসক যেমন রোগীর কটু-বাক্যাদি ক্ষমা করেন বালিশের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারও সেইরূপ মধ্যমাধিকারীর পক্ষে ক্ষমার্হ।

গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গে বা শ্রীধামবাসে অনিচ্ছা, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, নিজ-স্বার্থসিদ্ধির জন্য হরিনামাদি করা, গুরুসেবায় ঔদাসীন্য, গৃহে আসক্তি প্রভৃতি নানাদোষ বালিশগণের আছে। শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা সেই ভ্রমাদি দূর করা দরকার।

দ্বেষী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষাও মধ্যম বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। ভগবান্ ও শাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলেও যাঁহারা শ্রবণে অনিচ্ছুক, ভগবান্ গুরুরূপে আসিয়া কৃপা বিতরণ করিলেও সেই কৃপালাভে যাঁহারা বীতস্পৃহ, ভক্তের বিদ্বেষ করাই যাঁহাদের প্রবৃত্তি, যাঁহারা কৃষ্ণের অভক্ত, যাঁহারা স্বজন বা বন্ধু হইয়াও সজ্জনাখ্য দস্যুর ন্যায় ব্যবহারে রত তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত। বহির্ম্মুখের সহিত ব্যবহারিক কার্য্য করিয়া পারমার্থিক সঙ্গ না করার নামই উপেক্ষা। যাঁহারা সত্য সত্যই মঙ্গল চান না, কিন্তু জড়প্রতিষ্ঠাদি চান, তাঁহাদিগকে সেই সেই বস্তু দিয়া তাঁহাদের সহিত হরিকথা আলাপ না করার নামই উপেক্ষা। পরমার্থ-সম্বন্ধে মিলন, কথোপকথন, পরস্পর উপকার ও সেবা এই প্রকার কার্য্য সকলই পারমার্থিক সঙ্গ। দ্বেষীর সহিত এইরূপ সঙ্গ না করিয়া তাঁহাদিগের সহিত জাগতিক ব্যবহার করিয়া নিরপেক্ষ-তৎপরতা-প্রদর্শনের নামই উপেক্ষা।

দ্বেষী ব্যক্তিকে বালিশের ন্যায় কৃপা করিতে গেলে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক নিজেরও অপকার হইবে। সুতরাং মধ্যমাধিকারীর পক্ষে দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাই শাস্ত্রোপদেশ। এই চারি প্রকার ব্যবহার মধ্যমাধিকারীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন; অন্যথায় ভজনবিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভক্তির তারতম্যানুসারে মিত্রতার তারতম্য, বালিশের মূঢ়তা বা সরলতার পরিমাণ অনুসারে কৃপার তারতম্য। দ্বেষী ব্যক্তির দ্বেষের অনুপাত অনুসারে তাহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য শাস্ত্রে কথিত আছে। এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক মধ্যম অধিকারী যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া ভজনে অগ্রসর হইবেন ইহাই মহাজন-উপদেশ।

শ্রদ্ধাবান্ মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ গুরুসেবা-প্রভাবে উত্তমাধিকার লাভ করিয়া দৃঢ়শ্রদ্ধ হন। উত্তমের প্রকৃষ্ট সঙ্গই জীবের মঙ্গলোপায়।

উত্তমাধিকারী

মধ্যমাধিকারী-ভক্তদিগের ভজনোন্নতিক্রমে ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাঁহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া পড়েন। শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্ বৈষ্ণবই উত্তমাধিকারী। ইঁহাদের আর পতনের কোন আশঙ্কা নাই। গুরুকৃপায় ইঁহারা সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধিক্রমে নিরন্তর ভজনানন্দে মগ্ন থাকেন। জাগতিক কোন দুঃখের চিন্তা সেই সেবা-প্রাণ শান্তমনা বৈষ্ণবগণকে বিচলিত করিতে পারে না। উত্তম ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।

উত্তম ভাগবতগণই জীবমঙ্গল-সাধনে সমর্থ, রত ও উদ্‌গ্রীব। ইঁহাদিগের লক্ষণ-নির্ণয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধ-জনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্ব্বভূতে সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধি করেন, তিনিই উত্তম বৈষ্ণব। প্রেম ব্যতীত অন্য কোন ভাব উত্তম বৈষ্ণবে নাই, তবে কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের প্রতি যে কর্কশোক্তি মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হয় সে সমস্ত প্রেমেরই বিকার। তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এই অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবহার থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাই। এ অবস্থা অতি বিরল।

এই ব্যবহার বিচারে আমরা দেখিতে [illegible] সেবাদি করেন না এবং উত্তম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার নাই। বৈষ্ণব-সম্মান ও বৈষ্ণব-সেবায় কেবল মধ্যম বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম বৈষ্ণবের মধ্যে একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আইসে—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্যানুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য। "বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম এরূপ বিচার করা উচিত নয়"—একথা কেবল উত্তম বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম একথা বলিলে অপরাধী হইবেন, ব্যবহার-ব্যতিক্রম ঘটায় তাঁহার ভজনোন্নতিতে বাধা পড়িবে।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

আমার কীর্ত্তন আমিই শুনি না!

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিবন্ধু)

আমি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ পাঠ করি, প্রাচীন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করি, অন্যান্য সময়ও লোক পাইলেই হরিকথা বলি, কিন্তু আমার কীর্ত্তন আমিই শুনি না! জগতে দেহ-দ্রবিণাসক্ত ব্যক্তিগণ কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহাভিলাষে যেরূপ কীর্ত্তনকারীর অভিনয় করিয়া থাকেন, আমার কীর্ত্তন যদি আমিই শুনিলাম না, তাহা হইলে তথাকথিত কীর্ত্তনকারী অপেক্ষা আমার কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

ভক্তগণ নিজে শুনিবার জন্য কীর্ত্তন করেন না, অপরকে শুনাইয়া তাহাদিগের চিত্ত নানাপ্রকারে রঞ্জিত করিয়া স্ব-স্ব প্রয়োজন-সাধনে তৎপর থাকেন, সুতরাং সেপ্রকার কীর্ত্তন যাত্রা-নাটকাদির অভিনয় অপেক্ষা অধিক তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট ও ফল-জনক নহে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাতে শ্রোতা ও কীর্ত্তনকারীর ইন্দ্রিয়তর্পণ ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমার কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য যদি ঐ প্রকার মনোরঞ্জন করাই হয়, বাহিরে কনক চাই না, কামিনীর কাম চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না ইত্যাদি মুখে বলি এবং ভিতরে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠাবাঘিনী ... [illegible] আবদ্ধ থাকিয়া কেবল ... করে, তবে যে আমি বাস্তবিকই নরকের অবাধগতির যাত্রী, শুদ্ধ কপট ও অপরাধী! এ ক্ষেত্রে আমার রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই।

ভজনপ্রয়াসী মাত্রেরই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির কথা শাস্ত্রে আছে। অবশ্য যাঁহারা সদ্গুরুর পাদপদ্মে শুশ্রূষু হওয়া প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-মুখে শ্রবণাদি বিদ্যাধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা) স্বরূপ অবগত হন নাই, এবং আনুগত্য হওয়া প্রয়োজন-বোধে বুদ্ধিমান্ হন নাই, তাঁহাদের শ্রবণ তো হয়ই না বরং কীর্ত্তনের আড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীগুরু মুখ-বিগলিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীই একমাত্র কীর্ত্তনীয়। শ্রৌতবাণী রূপ আমারই শ্রবণীয়, আমার শ্রবণ আমার জন্য অপরের জন্য নহে, সেই প্রকার কীর্ত্তনও আমার জন্যই, আনুষঙ্গিকভাবে শ্রোতার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি। যেমন উচ্চসংকীর্ত্তন-কালে আনুষঙ্গিকভাবে বৃক্ষাদি স্থাবরের পর্য্যন্ত চেতন নাম শুনিবার সৌভাগ্যোদয় হয়।

যেখানে কীর্ত্তন লোকরঞ্জনার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া সুর-তানের ও অঙ্গের ভাবভঙ্গী-প্রকাশক মাত্র হয়, সেখানে সেই কীর্ত্তন স্বকর্ণে প্রবেশ-পথ পায় না। কারণ, যে মন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া শ্রবণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সেই মনঃরূপ কর্ত্তাই অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত আছে, সুতরাং স্ব-পর কোন শব্দই প্রবেশ-দ্বার প্রাপ্ত হইতে পারে না। অন্যাভিলাষীর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ হইতে পারে না। বিষয়াদির অভিলাষ অর্থাৎ কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা কামনা বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা সবই অন্যাভিলাষ। এবংবিধ অবস্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রয়াস আত্মম্ভরিতা বা ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রচারের পরিবর্ত্তে নিজেকে প্রচার মাত্র।

এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খানুসন্ধানে জানা যায়, আমার শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মার্পণ ভাবে শ্রবণ-স্পৃহা লাভ হয় নাই; যদি শ্রবণ স্পৃহা লাভ হইত, তবে আমার কীর্ত্তন আমি শ্রবণ করিতাম। শাস্ত্রের নিরন্তর কুহক সত্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার ধ্যানের বিষয় হইত। শ্রবণে কীর্ত্তনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার হৃদয়রাজ্যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য সম্রাটরূপে আমার আত্মরাজ্য শাসন করিতে থাকিতেন। আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া দেহমনের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিতাম না।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে নমস্কৃত না হইলে অর্থাৎ অহংকার-নিমুক্ত হইয়া সুনীচতা অবলম্বন না করিলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার হেয়তা উপলব্ধি হয় না, শ্রবণ হয় না, কীর্ত্তনাধিকারীর কীর্ত্তন শুদ্ধ হয় না, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মের মূর্খতা অপসারিত হয় না। এত সব দোষে আমি পরিপূর্ণ দোষী বলিয়া আমার কীর্ত্তন আমিই শুনি না!

আমার শ্রবণযোগ্য কীর্ত্তন আমাকে করিতে হইলে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিনিঃসৃত-বাণী আমার কণ্ঠহার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি যে হতভাগা! স্বকর্ম্মফল-ভোগার্থে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বহুদূরে সুদূরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি বর্ত্তমানে চৌদ্দভুবনান্তর্গত ভূঃ ভুবনে আছি। পৃথিবীর উপরে স্বর্গাদি লোক, তদুপর বিরজা, তদুপরি পরব্যোম বৈকুণ্ঠ ও তদুপরি শ্রীনন্দনের নিত্যলীলা ধাম গোলোক বৃন্দাবন যথায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবস্থিত। যদিও বা আমার অবস্থা দৃষ্টিতে ইহধামে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনাভিনয় করিয়া থাকি, তথাপি অপ্রাকৃত বুদ্ধির অভাবে এই ধামই যে অভিন্ন নিত্যধাম তাহা বুঝিবার অবকাশ আমার হইতেছে না, যেহেতু আমার কীর্ত্তন আমিই

"আলালনাথ তীর্থ"

শ্রীক্ষেত্র অনতিদূরে শোভে দিব্য ধাম,
সুপ্রাচীন বিষ্ণুতীর্থ পতিতপাবন।
ব্রহ্মবৈশে শ্রীআলালনাথ তথা রন,
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী নামে তাঁর॥
নারায়ণ-পরায়ণ দিব্যাসুরিগণে,
আলোয়ার আলোবর বলি' সবে গায়।
দক্ষিণ ভারতবাসী সতত পূজন,
আলবর-নাথ হরি তাই তাঁকে কয়॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব-চরণাশ্রয়,
বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব।
শ্রীআলালনাথ তীর্থে সবে অবগত,
দিব্য ক্ষেত্রে হেরে তাঁরা ধামের বৈভব॥
প্রেমদাতা গৌরহরি যবে নীলাচলে,
কত লীলা-খেলা করি' ভক্তগণ সঙ্গে।
মহানন্দে মত্ত সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে,
যাপিতেন সুখে কাল হরিকথা-রঙ্গে॥
হইলে চিত্তেতে কভু ক্ষোভের কারণ,
ব্যাকুল হইত মোর প্রভু গৌরহরি।
বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্ত ক্ষেত্রে করিতে গমন,
কোথায় আলালনাথ বলিত ফুকারি'॥
ছোট হরিদাস তরে যবে ভক্তগণ,
কৃতকর্ম্ম অপরাধ ক্ষমা-ভিক্ষা-আশে।
কত অনুনয় করি' করে নিবেদন,
করযোড়ে সকাতরে প্রভুপদ-পাশে॥
নিরপেক্ষ প্রভু মোর ধর্ম্মপ্রাণ-নাথ,
রক্ষিতে ধর্ম্মের মান উচ্চকণ্ঠে কন।
"মোরে আজ্ঞা হয় যাই শ্রীআলালনাথ"
তথাপি অসতে স্থান না দিব কখন॥
রাজ-দ্বারে অভিযুক্ত 'গোপীনাথ' যবে,
প্রাণ দিতে ভবানন্দ-পুত্রে দণ্ডাদেশ।
প্রভুপদে নিবেদিল ভক্তগণ সবে,
বিরক্তির লীলা প্রভু করে ভক্ত-পাশে॥
সাধকের হিত লাগি' কহে উচ্চবাণী,
বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিব।
হরিকথা আলাপনে দিবস রজনী,
শ্রীআলালনাথ যাই' নিশ্চিন্তে রহিব॥
মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে বিজয়কালীন,
নিত্যানন্দ আদি অন্য প্রিয়ভক্ত সনে।
মহানৃত্য করে সেই সন্ন্যাসী প্রবীণ,
বিরহে উৎকণ্ঠ হয়ে এই দিব্য স্থানে॥
প্রভু দেখি মহানন্দে ব্রহ্মগিরিবাসী,
উচ্চকণ্ঠে করে সবে হরিনাম রোল।
প্রেমের বন্যায় ভাসে সর্ব্ব ধামবাসী,
দেহ গেহ ভুলে গেল আনন্দে বিভোল॥
দক্ষিণ হইতে প্রভু আগমন-কালে,
আসি' এই স্থানে কৃষ্ণদাসে পাঠাইলা।
প্রভুর বিরহে ভক্ত রহে নীলাচলে,
নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইলা॥
প্রতি বর্ষে এই স্থানে গৌরহরি মোর,
অনবসরে প্রভুর না পেয়ে দর্শন।
বিরহেতে গোপীভাবে হইয়া বিভোর,
এই বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্রে করে আগমন॥
কৃষ্ণ-বংশীধ্বনি শুনি' যবে গোপীগণ,
নিযুক্তা হইলা আসি' মহানন্দ রাসে।
শ্রীবার্ষভানবী আসি' হেরিয়া তখন,
চিত্তের ক্ষোভেতে দেবী ত্যজিলা
সে-স্থানে॥
সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি প্রধানা নায়িকা,
শ্রীরাসমণ্ডলী ত্যজে নেহারি শ্রীহরি।
হৃদয়মাঝারে তবে ধরিয়া রাধিকা,
সর্ব্বগোপী ত্যজি' গেলা গোবর্দ্ধন-গিরি॥
নিভৃত নিকুঞ্জে কৃষ্ণ বসি' গোবর্দ্ধনে,
শ্রীমতীর পথ সদা করে নিরীক্ষণ।
গোপীগণ আসে তথা কৃষ্ণ অন্বেষণে,
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হরি করিলা ধারণ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হেন হেরি' গোপীগণ,
আরম্ভিলা স্তব নমো নারায়ণ বলি'।
কিন্তু রাধা-প্রেমে হরি বিকায় আপন,
লুকাইতে নারে হরি গেলা প্রেমে গলি'॥
শত চেষ্টা করি হরি শ্রীরাধা সম্মুখে,
রাখিতে নারিলা সেই চতুর্ভুজ রূপ।
দ্বিভুজ-মুরলী-ধারী তবে মহাসুখে,
প্রকাশিলা রাধা পাশে আপন স্বরূপ॥
গোবর্দ্ধনরূপ এক শ্রীব্রহ্মগিরিতে,
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হরি করেছে প্রকাশ।
সাধারণ ভক্ত আসি' মুগ্ধ-করেতে,
কত স্তব স্তুতি করে নারায়ণ পাশ॥
রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌর-নারায়ণ,
দিব্য ক্ষেত্রে হেরে কিন্তু গৌরানুগগণে।
শ্রীআলালনাথে দেখে শ্রীরাধারমণ,
গৌড়ীয়ার নাথ বলি' বিকায় চরণে॥
ওগো মহাতীর্থ তুমি কৃপা করি' মোরে,
দাও দানে দিব্য ক্ষেত্র আমি অন্ধ জন।
কোথা গৌড়ীয়ার নাথ ব'লে ... [illegible]
সেই ... [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... [illegible]
... [illegible] অনুক্ষণ।
[illegible]
[illegible]

— [illegible]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বড়অক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ১৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] উপদেশামৃতঃ সানুবাদ (মাত্র) ২৲
১৩। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (বাংলাক্ষরে) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-হীন ভজন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪ নবদ্বীপশতক /০
৩৫ [illegible] /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। নামমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৫২। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গোড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীপ্রকাশন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাকবার বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, চাতড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিক্কানন্দা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ জাজপুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুঞ্জা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবিধ সূচীপত্র। "সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিষ্ঠ ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

[illegible]	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মোটা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] (নূতন)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
খুব ফোটান	৪৸০—৮৸৵০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৬৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৵০
আটা ভূসমাখা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
গিনি	৩০৸
চেনা পাত	৩২৷০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশরঞ্জন টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার [illegible] ও [illegible] পদার্থ পরিবর্জিত। (বাঙ্গালা [illegible] সরকার [illegible] কর্তৃক [illegible] পুঁথির 'সত্ত্ব নিরাময় নং ৭')। [illegible] [illegible], শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে [illegible] ফল।

[illegible] ৭৲ টাকা মাত্র পরীক্ষার্থ নমুনা পাঠান। (পরীক্ষার্থ [illegible] ৩২ টিকা এবং [illegible] ৮৲ আট টাকা মাত্র)। [illegible]

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্‌
(ডিপার্ট নং ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট আবশ্যক। অপর কাহারো [illegible] নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯	৭—৩৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৮,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—১৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপঘাট	ছাঃ	৫ ৪৫	৯—২৫	১২ ১০	১৫—১৪	১৮ ৪০
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯—৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮ ৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৯	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯ ৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০ ৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫ ৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে : তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অল্প কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীগণকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮—০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯ ১৮-৩১ ০—৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫ ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ আত্মচরিতের অনুমোদিত পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ে ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

-০:::০-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা আষাঢ় শনিবার ১৩৭১, ১৬ই জুন ১৯৬৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

ট্রেন থামাইয়া মেলভ্যানে প্রবেশ

শিলিগুড়ি হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জুন রাত্রিতে ১০টার সময় এ বি রেলওয়ের তিনসুকিয়া ও চরালীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক দুঃসাহসিক রেল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। আসাম মেল গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাণ্ডু অভিমুখে যাইতেছিল।

প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া মেল ভ্যানে ঢুকিয়া পড়ে এবং সর্টারগণকে রিভলভারের ভয় দেখাইয়া একটা মেল ব্যাগ লইয়া যায়। উহার মধ্যে চারিলাখের টাকার হুণ্ডি ছিল।

উত্তর আসামে এই প্রথম ডাকাতি হইয়াছে।

তিনসুকিয়া ও চরালীর মধ্যে ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে তিনসুকিয়ায় এপর্য্যন্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পুত্র কবিরাজ অজিত বৈদ্যশাস্ত্রী অন্যতম।

প্রকাশ, ১২ই জুন প্রাতে অজিত বৈদ্যশাস্ত্রীর বাড়ীতে খানাতল্লাসের পর একটি রিভলভার ও লুণ্ঠিত মেল ব্যাগস্থিত কিছু দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গিয়াছে।

গোহাটিস্থ সদরের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তিনসুকিয়ার কর্ম্মচারিগণের সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

———

আড়াই হাজার লোক হতাহত

মধ্য আমেরিকার স্থান হণ্ডুরাস এবং হণ্ডুরাসে এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। বায়ুর প্রচণ্ড বেগে বহু সহস্র ঘর ধ্বংস হইয়াছে এবং প্রবল বারিপাতের ফলে যে বন্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত দ্রব্যাদি ভাসিয়া গিয়াছে। রাজধানীর নিম্ন অংশ সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবস্থা নষ্ট হইয়াছে এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়াছে।

দেশের আভ্যন্তরীণ ভাগের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানও বন্ধ হইয়াছে।

একটি পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, স্থান হণ্ডুরাস ও হণ্ডুরাসে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ফলে আড়াই হাজার লোক হতাহত হইয়াছে। হণ্ডুরাসের অন্তর্গত অক্টোপেক নামক ক্ষুদ্র সহরটি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে এবং ৫০০ লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। যে সমস্ত উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের উপর উড়িয়াছিল, সেগুলি খবর দিয়েছে যে, আগ্নেয়গিরির শিখর হইতে ভয়ঙ্কর রকমের 'তুষার পাথর' না নির্বাপিত হওয়াতে ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

– – –

ফাঁসীর আদেশ বহাল

রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মিয়া বু ও মিঃ ব্যাক্সে বর্ম্মা রেলের যেতাম "ওয়ে" ইনস্পেক্টর ডি, বেটিক হত্যা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সগলা নামে এক 'ট্রেন' চালকের আপীল অগ্রাহ্য করিয়া নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

আসামী সিনমোবার নিম্ন আদালতে স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছিল যে, আততায়ীকে গোপনে সে সাহেবের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল এবং নিদ্রিত অবস্থায় সাহেবকে লৌহদণ্ডের আঘাতে যখন হত্যা করা হয় তখন সে সাহেবের খাটের মশারী তুলিয়া ধরিয়া লৌহদণ্ড চালনার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল।

হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় আপীল অগ্রাহ্য করিবার কালে মন্তব্য প্রকাশ করেন, আসামী যেরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহাতে তাড়াটিয়া হত্যাকারীর অপরাধের অপেক্ষা তাহার অপরাধ কোনক্রমে কম নহে।

———

পঞ্চাশজন লোকের মৃত্যু

আমেদনগর হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জুন রাহাতা গ্রামে ধর্ম্মশালা পড়িয়া গিয়া উহার চাপে পঞ্চাশজন লোক মারা গিয়াছে। উক্ত দিবস বাজারের দিন ছিল। নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের লোকজন আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। অকস্মাৎ প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আসে। লোকজন ধর্ম্মশালায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঝড়ের বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বড় বড় গাছপালা পড়িতে থাকে। একটি গাছ ধর্ম্মশালা গৃহের উপর পড়ে, ফলে ঘরখানি পড়িয়া যায়।

দক্ষিণ স্পেনে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ

সরকারী পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে স্পেনে সর্ব্বত্রই নীরব ও শান্ত আছে। ইহা সত্ত্বেও প্রবল গুজব রটিয়াছে যে, স্পেনের দক্ষিণ অঞ্চলে ধর্ম্মঘটকারী কৃষক ও পুলিশ দলের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কয়েকজন নিহত হইয়াছে।

বার্সিলোনা প্রদেশে ফসল সংগ্রহের কাজ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। মাদ্রিদের সামরিক হাসপাতালকে কারাগারে পরিণত করা হইয়াছে। কারণ অন্যান্য সমস্ত জেলই কয়েদীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কোথাও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না।

কিদার বিদেশে অবস্থিত একটি ডোমিনিকন কনভেণ্টের উপর গত রাত্রিতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কোনও ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীতেও একটি বোমা ফেলা হইয়াছিল।

মাদ্রিদ সহরে একদল কৃষক কোন উদ্যান সম্মিলনীতে বাধা দেয়। তাহারা ইষ্টক বর্ষণ করে। ইহার ফলে গৃহস্বামীর অল্প বয়স্কা কন্যার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বালিকার প্রাণরক্ষা হওয়া দুষ্কর।

মিঃ বি.জি হর্ণিম্যানের বিরুদ্ধে মামলা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মিঃ বি জি হর্ণিম্যান এবং অপর ১২০ জনের বিরুদ্ধে জুয়াখেলার অভিযোগ আনা হয়। অদ্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলা পরামর্শের জন্য স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন এবং মামলার শুনানী আরম্ভ হয়।

———

রিভলভারসহ গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, গত ২১শে মার্চ্চ কোতোয়ালী থানার এলাকাধীন বিগাতে গ্রাম কোতোয়ালীর কর্ম্মচারী সন্দেহ করিয়া একটি পাঁচঘরা রিভলভারসহ আলাবক্স নামে এক মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা চলিতেছিল। ১৩ জুন ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অস্ত্র আইনের ১৯ চ ধারা মতে বিচারার্থ দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা আষাঢ় শনিবার, ১৩৩১

গঙ্গার মোহনায় সাগর দ্বীপের নিকটে শোচনীয় জাহাজ ডুবির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশঃ আমরা সংবাদ পাই যে গত ৭ই জুন সকাল প্রায় ৮টার সময় একখানি জাহাজ প্রায় ৮ শত যাত্রী এবং ৪০টী গরু লইয়া পেটুয়াঘাট হইতে কুকড়ুব অভিমুখে যাত্রা করে। বেলা প্রায় ১১টার সময় জাহাজখানি কুকড়ুবির নিকট ডুবিয়া যায়। যাত্রীদের মধ্যে মাত্র শতাধিক জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে—বাকী সকলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মধু মণ্ডল নামক একজন যাত্রী ঐ জাহাজে ছিল, তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সে একটী বিবৃতিতে বলিয়াছে যে, জাহাজে অত্যধিক বোঝাই দেখিয়া যাত্রীরা অনেকে যাইতে আপত্তি করে এবং জাহাজের কর্মচারীদিগকে ঐ কথা বলে। কিন্তু জাহাজের কর্মচারীরা তাহাদের আপত্তি শোনে না, বরং ভীতি প্রদর্শন করে। জাহাজ একটু দূরে গিয়াই যখন ভীষণ বেগে দুলিতে থাকে, তখন যাত্রীরা অনেকে কর্মচারীদের পায়ে ধরিয়া বলে,—আমাদের নামাইয়া দাও, আমরা খেয়ায় পার হব। কিন্তু কর্মচারীরা বন্দুক তুলিয়া তাহাদের ভয় দেখায় এবং জাহাজ চালাইতে থাকে। এইভাবে কিছুদূর গিয়াই জাহাজ ডুবিয়া যায়।

'ষ্টেটসম্যান' পত্রে প্রকাশিত একটী সংবাদে প্রকাশ, জাহাজখানার নাম 'মাতৃং' উহা হুগলী ষ্টীমার সার্ভিস কোম্পানীর। পোর্ট কমিশনারের সার্ভে ষ্টীমার "ইক্সাক্টি"র কমাণ্ডার ঘটনাস্থলে গিয়া তদন্ত করিয়া দেন। তাঁহার মতে, জাহাজখানি ১৫০ জন যাত্রী লইয়া যাইতেছিল, তাহার মধ্যে ১২৫ জন উদ্ধার পাইয়াছে; সুতরাং ২৫ জনের বেশী ডুবিয়া মারা যায় নাই। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এবং কমাণ্ডার সাহেবের বিবরণে এত প্রভেদ যে, তাহা অত্যন্ত সন্দেহজনক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। দেড়শত যাত্রীর পার্থক্য বুঝিবার শক্তি মধু মণ্ডলের মত একজন কৃষকের নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং মধু মণ্ডলের কথা আমরা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। আমাদের আরও একটা সন্দেহের কারণ আছে। 'মাতৃং' জাহাজ খানি ৭৭ টন মাত্র, নিয়মানুসারে ১৫০ জনের বেশী যাত্রী উহা লইতে পারে না। সুতরাং জাহাজখানিতে ঐ ১৫০ জনের বেশী যাত্রী ছিল না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, জাহাজ কোম্পানীগুলি সব সময়ে ঠিক নিয়ম মানিয়া চলে না,—অর্থলোভে তাহারা বেশী যাত্রী নেয় এবং তাহার ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমান ক্ষেত্রেও যে ঐ কারণেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। প্রত্যক্ষদর্শী মধু মণ্ডলের সাক্ষ্যেও ইহাই প্রমাণিত হয়।

ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর। যদি মধু মণ্ডলের কথা সত্য হয়, তবে মাত্র ২৫ জনের নহে, প্রায় ৭শত যাত্রীর প্রাণনাশ হইয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে এ সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং জাহাজ কোম্পানীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলে যদি এই ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে এই ব্যাপারে কোম্পানীকে দায়ী করিয়া তাহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করা কর্তব্য। অবশ্য যে সমস্ত হতভাগ্যের প্রাণ গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়স্বজনের ক্ষতি, অর্থের দ্বারা পূরণ হইবার নহে। তৎসত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও এ সম্বন্ধে কর্তব্য আছে।

লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ সেন একটি আপীলের মামলার রায়ে পুলিশের আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারপতিরা বলিয়াছেন,—ফরিয়াদী পক্ষ যদি কোনরূপ অতিরঞ্জন না করিয়া সরলভাবে কেবলমাত্র সত্য ঘটনা সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থিত করে এবং কোন ঘটনা গোপন করিবার চেষ্টা না হয়, তাহা হইলেই অপরাধীর শাস্তি হইতে পারে। পুলিশ দুইজন আসামীকে আটক রাখা সম্বন্ধে যেরূপ কুটিল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার প্রতিও বিচারপতিরা কটাক্ষ করিয়াছেন। বিচারপতিরা আরও বলেন যে, যেখানে বিশেষভাবে কোন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নাই, সেখানে একাধিক আসামীর মধ্যে ষড়যন্ত্র প্রমাণ করিবার চেষ্টায় কেবল অর্থ ও সময়ের অপব্যয় হয় মাত্র।

লাহোর হাইকোর্ট অল্পদিন পূর্বে আরও একটি আপীলের মামলায় পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এবার রায়ে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে এইদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। আমরা জানি না, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্য, অন্যান্য প্রদেশের পুলিশের আচরণ সম্বন্ধেও অল্প-বিস্তর খাটে। পুলিশ-চালানী মামলায় সাক্ষী সাজানো এবং 'বসানো'র দৃষ্টান্ত বিরল নহে এবং তাহার ফলে অনেক সময় নিরপরাধ লোককেও লাঞ্ছিত হইতে হয়। যদি প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতিদের পরামর্শ অনুসারে পুলিশ বিভাগের উপর আদেশ জারী করেন, তাহা হইলে কিছু সুফল হইতে পারে।

কলিকাতায় ভীষণ দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার বেলা আন্দাজ ১১টার সময় লালবাজার থানার সম্মুখে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একখানি লরী খুব জোরে লালবাজার থানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় লালবাজার থানা হইতে একটী কনেষ্টবল বাহির হইয়া রাস্তা বন্ধের জন্য হাত উঠায়। লরীখানি তৎক্ষণাৎ ব্রেক কসে। লরীর পশ্চাতে একখানি বাগবাজারের বাস যাইতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে একখানি শিয়ালদহগামী পুরাতন মডেলের ট্রাম আসিতেছিল। লরীখানা হঠাৎ থামিয়া যাওয়াতে বাসখানিও থামিয়া যায়; কিন্তু ট্রামখানি ব্রেক কষিতে না পারিয়া বাসের উপর আসিয়া পড়ে। ফলে ট্রামের সম্মুখভাগ ভাঙ্গিয়া যায় এবং মেসিন খারাপ হইয়া যায়। ট্রামের ড্রাইভার আহত হয়। বাসেরও সম্মুখভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ; অপর কেহ আহত হয় নাই। এই দুর্ঘটনায় সেখানে গাড়ী-চলাচল অনেকক্ষণ বন্ধ ছিল।

পলাতক বিদ্রোহী নেতা গ্রেপ্তার

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ, বো আউঙ্গ ওরফে চেং ম্রাচন এবং তাহার সম্পর্কিত ভ্রাতা সীন-পো ১৯৩১ সালের বিদ্রোহে লোক সংগ্রহে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা বহু দিন ফেরারী ছিল এবং বো-আউঙ্গের গ্রেপ্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। সীন-পো গত এপ্রিল মাসে ধরা পড়ে এবং বো-আউঙ্গ এপর্যন্ত ফেরারী ছিল।

কাথিংসান নামক গ্রামে বো-আউঙ্গ গুপ্তভাবে লুকাইয়া আছে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঐ গ্রাম ঘেরাও করে। অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের প্রাণনাশের উপক্রম

কয়েকদিন গত হইল শ্রীনগর থানার স্যানিটারী ইন্সপেক্টরবাবু থানার নিকটবর্তী কুলকুচির মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে সন্নিকটবর্তী কোন জমিতে ২টি মেয়ে শাক পাট কাশ তুলিতেছিল। তাহারা ঐ ইনস্পেক্টর বাবুকে কোট পেন্ট পরিহিত অবস্থায় দেখিয়া ছেলে ধরা সন্দেহে ভয়ে চীৎকার দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিয়া যায়। এমতাবস্থায় বাড়ীর লোক হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ঐ বাবুকে উত্তম মধ্যম দিতে সুরু করিয়া দেয়। তাহাদের দেখাদেখি যে আসে সেই ঐরূপ করিতে থাকে। এমতাবস্থায় গত্যন্তর না দেখিয়া উক্ত বাবু নিকটবর্তী জয়কীর্তন গ্রামের ডাক্তার কেশবচন্দ্র ঘোষের ঘরের চৌকিতলায় যাইয়া আশ্রয় নেন। ইহাতেও তিনি উত্তম মধ্যমের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আট-দশটি গ্রামের লোক একত্র হইয়া তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া মারিবার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে নিকটবর্তী গ্রাম হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট লোক আসিয়া পড়ায় কোন প্রকারে তিনি জীবন নাশের হাত হইতে রক্ষা পান। অনবর ৮টি গ্রামের লোককে নাকি আসামী করিয়া মোকদ্দমা চলিতেছে।

সং কোঃ আইনের কবলে দুই জন

আগরতলা হইতে প্রকাশ, ত্রিপুরা ষ্টেটের ফরেষ্ট অফিসার মিঃ জে, এম, মিত্রের পুত্র সুকুল মিত্রকে আখাউড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গ্রেপ্তার করা হয়; সেই সম্পর্কে উক্ত ফরেষ্ট অফিসারের বাড়ী গত শুক্রবার খানাতল্লাসী করা হইয়াছিল প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

আরও প্রকাশ, সুকুল মিত্র ও আগরতলার ডাঃ অমরচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র [illegible]। ভট্টাচার্যকে সং কোঃ আইন অনুসারে কুমিল্লা জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

মশলার দোকানে বিস্ফোরক দ্রব্য

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, স্থানীয় বাজারের বিখ্যাত ঢাকাই দোকান নামক [illegible] বণিকের [illegible] ও মশলার দোকানে পুলিশ খানাতল্লাসীর ফলে প্রচুর পরিমাণ সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, পটাশক্লোরাইড, মনছাল, সোরা কুচলা ও গন্ধক ইত্যাদি নাকি পাইয়াছে।

এতৎসম্পর্কে দোকানের প্রধান পরিচালক শ্রীযুত হরিবিনোদ সাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; দোকানের বর্তমান স্বত্বাধিকারী ঢাকার ধনী-মহাজন শ্রীযুত নিতাই বণিককেও পুলিশ খোঁজ করিতেছিল, তিনি ঢাকায় অবস্থান করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজে'
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদ-
ন্তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ | ১৯ ত্রিবিক্রম | গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৬ই জুন ইং ১৯৩৪ | শনিবার | সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

সংযুক্ত-প্রদেশে

গত ১৩ জুন তারিখে আলিগড় হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় একযোগে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ১১ জুন শ্রীযুক্ত ভক্তগণ সহ বৃন্দাবন হইতে আগ্রায় শুভাগমন করতঃ স্থানীয় শ্রীযুক্ত জানকীপ্রসাদের আতিথ্যরূপে অভ্যর্থিত হন।

আগ্রা হইতে তৎপরদিবস তাঁহারা আলিগড়ে পৌঁছেন। স্বামীজী তথায় ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা-প্রদানমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দিত হন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস অঙ্গনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর তাহাতে শ্রীযুত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। তাঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন।

ভক্তিশাস্ত্রী পাঠকালে বলেন—অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপে নন্দনাচার্য্যের গৃহে আসিয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে শ্রীরামাই পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর আবিষ্ট হইয়া ভঙ্কার করতঃ বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"নাড়া আসিতেছে, নাড়া আসিতেছে, আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিতেছে। সে আমার ঠাকুরালী দেখিতে চায়।" কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামাইকে আগত দেখিয়া বলিলেন—"আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নাড়া তোমাকে পাঠাইয়াছে; সে নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছে। তুমি পুনরায় গিয়া তাঁহাকে আনয়ন কর।"

অনন্তর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সস্ত্রীক পথ পড়িতে পড়িতে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখ উপস্থিত হইয়া দেখেন তিনি ত্রৈলোক্যমোহন শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সম্মুখে চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রমুখ প্রমুখ দেবতা তাঁহার স্তব করিতেছে। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—"আমি ক্ষীরোদসমুদ্রে শুইয়াছিলাম। নাড়ার হুঙ্কারে আমি জীব-নিস্তারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি।"

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু নন, তিনি সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের আকর, অবতারী। প্রকৃতিপালন ও দুষ্কৃতি-বিনাশরূপ কার্য্য তাঁহার অংশ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু দ্বারে হইয়া থাকে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করেন নাই পরন্তু জগতের নিকট তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি এই লীলা করিয়াছিলেন।

পাঠের আদি ও অন্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী সুললিত-কণ্ঠে মহাজন পদাবলী ও পঞ্চতত্ত্ব-নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহামহোৎসব

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত চন্দনযাত্রা দিবস হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের একমাত্র প্রভু জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবার সপার্ষদে শ্রীক্ষেত্রে শুভাগমনপূর্ব্বক সেবকগণকে উৎসবাদি বিষয়ে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বলাবাহুল্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেবাবলপ্রাপ্ত সেবকগণ অদম্য উৎসাহের সহিত উৎসবকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ অতি সরল ও সহজ ভাষায় শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীক্ষেত্রবাসী ও বিদেশাগত সজ্জনগণ শ্রীহরিকথা-শ্রবণের এবং জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় শ্রেষ্ঠভক্তের পাদপদ্ম দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

বহুবৎসর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠে অবস্থান করায় মঠাশ্রিত গৃহস্থ বৈষ্ণব, মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও বিদেশাগত বহু সজ্জন উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবরের আগমনে আত্মনিষ্ঠিক অপসারিত হইয়া হরিকীর্ত্তনে জগৎ মুখরিত হয়—এই বাক্যের প্রত্যক্ষ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আগমনে জগদ্বাসী উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। "যাঁহা যায় তাঁহা বাজি কায়" এই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং আচারবান্ প্রচারক হইয়া সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন কথা প্রচার করিয়া আজ জগন্মঙ্গল-বিধানে রত। ভাগ্যবান্ জনগণই তদনুগত হইয়া অহৈতুকী ভক্তিকৃপা অবধারণ করিয়া আজ পরমানন্দে মগ্ন।

উৎসবোপলক্ষে প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে হইতেছে। প্রত্যহ বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে। বলাবাহুল্য মহোৎসব হরিকথা ও মহামহাপ্রসাদ বিতরণ ব্যতীত অন্য কোন উৎসব নাই—জীবগণকে নিরন্তর কৃষ্ণোন্মুখী হরিকথা শ্রবণ করান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসবাদির মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীমুরারি গুপ্তের স্থিতীয় শ্রীসীতারামের মন্দির

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। ইঁহার শ্রীহনুমানের অবতার। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনের অনতিদূরেই তাঁহার বাসস্থান ছিল। কালক্রমে সেই স্থান আচ্ছাদিত হওয়ায় লোক লোচনের বাহিরে ছিল। কিন্তু প্রভুপাদের কৃপায় আজ সেই স্থানে শ্রীসীতারামের মন্দির নির্মাণ হইতেছে। মন্দিরের কার্য্য সমাপ্ত প্রায়। নবদ্বীপবাসী শ্রীযুত চৈতন্য সাহা মহাশয় এই মন্দিরের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আজ সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ ত্রিবিক্রম, অমাবস্যা, গৌরাব্দ ৪৪৮

মানদ কে?

অপরকে মান দান করেন যিনি তাঁহাকেই মানদ বলা হয়। ইন্দ্রিয়জ ও ক্ষণ অমানী-ধর্ম, অর্থাৎ দেহাদি অভিমান না থাকায় তাঁহাদের অন্যের নিকট মান লাভের আর প্রয়োজন নাই। সেইজন্য তাঁহারা অর্জ্জনের লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার সংগ্রহের জন্য উন্মুখ উদাসীন এবং এবম্বিধ বঞ্চনা-দুর্গে সতর্ক হন। তাঁহারা নিজে অমানী, সম্মান ও প্রতিষ্ঠাদির কামনা তাঁহাদের পক্ষে অপরকে মান দেওয়া খুব সহজ বলে মনে হয়। তাই বলিতেছিলাম, নিষ্কাম অমানী কৃষ্ণ-নিষ্ঠ ভক্ত অপরের অভাব বা অর্থ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে মনে করেন। কিন্তু লোভী অপর লোককে প্রতিষ্ঠা দিতে কিরূপে পারিবে। সুতরাং বর্ত্তমানে পরিপূর্ণ এই জগতে মানদের সংখ্যা অতি বিরল; নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বৈষ্ণবগণ স্ব-স্বভাবে অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকায় তাঁহাদের কোন অভাব নাই, কৃষ্ণে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহাদের বৈরাগ্য অতুলনীয়। সেইজন্য এজগতের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা সম্মানাদি তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ বোধ, তাঁহারা জাগতিক সম্মানাদিতে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং পরকে সম্মান দানে উদ্গ্রীব। শুদ্ধভক্ত আপনাকে কখনও বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না। তিনি আপনাকে জগতের নিম্ন ও সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুতে কৃষ্ণ আছেন জানিয়া কোন বস্তুকে তাঁহারা নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না, বরং সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা এজগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন, সুতরাং বৈষ্ণবগণই যে একমাত্র মানদ—সকলকে সম্মান দিতে সমর্থ তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

অনর্থযুক্তের মধ্যে মানদত্ব বৈষ্ণবের একটী গুণ। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য জীবে নাই। তাঁহার প্রদত্ত মান অবৈষ্ণবই গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, একজন বিষয়ী অপর বৈষ্ণবকে মান প্রদান করিতে চেষ্টা করিলে বৈষ্ণব নিজ দৈন্যবশতঃ তাঁহাকে মান প্রদান করেন। মানপ্রদান করাই বৈষ্ণবের স্বভাব, ইহাতে তিনি সম্মান দান করিয়াই আনন্দিত হন। কিন্তু অবৈষ্ণবের স্বভাবে মানদত্ব-ধর্ম্মের নিশ্চয়তা না থাকায় তিনি বৈষ্ণবের প্রদত্ত মান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মান না দিতে পারেন।

মান দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। ভক্ত বলিয়া জগতে যে সম্মান বা খ্যাতি তাহাই অপ্রাকৃত মান বা বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা—ভক্তাভিমান। আর ভক্তগণের সঙ্গ ভিন্ন পাণ্ডিত্যাদির জন্য যে সম্মান তাহাই প্রাকৃত মান। প্রাকৃত সম্মানের কাঙ্গাল জগতের প্রায় শতকরা শত জন। মানদ শব্দের স্ফুট বিকাশ তাঁহাদের ভিতরে দেখা গেলেও তাহা বেশী করিয়া মান-প্রত্যাশার একটা কৌশল-বিস্তার মাত্র। অপরের লোককে মান দিব আর আমি কিছুই নই, আমি অতি দীন এরূপ বুদ্ধি বদ্ধজীবের হয় না; সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট তাঁহারা মানের ভিক্ষু বা প্রত্যাশী তাঁহারা অবৈষ্ণব বা অসজ্জন।

বৈষ্ণবগণ হরিবিমুখ অবৈষ্ণবগণের জড় সম্মানের দ্বারা উপেক্ষা করিয়া নিজ ভজনে তৎপর থাকেন। কিন্তু অবৈষ্ণবগণ তাহা না বুঝিতে পারিয়া বৈষ্ণবের নিকট মান পাইয়া তাহা আত্মসাৎ করেন এবং প্রত্যর্পণ করা দূরে থাক সেই মানে আপনাকে প্লাবিত মনে করিয়া নিজ সর্ব্বনাশ করেন।

বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব-সমাজ কিরূপ অপরাধ-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবগণকে সম্মান প্রদান করিলে আমরা তাঁহাকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করি, ইহার চেয়ে দাম্ভিকতা ও অপরাধের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহারই নাম বঞ্চনা, ইহারই নাম বিড়ম্বনা, ইহারই নাম প্রতিষ্ঠা-বিলোলুপের অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

বৈষ্ণব কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়া উহা কেবল গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকি উচ্চ হ'ন—এরূপ ব্যাপার বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৈষ্ণবকে সর্ব্ববর্ণের গুরু বলিবার পরিবর্ত্তে লৌকিক-ব্রাহ্মণবর্ণকে বর্ণের গুরু বলিতে অনেকে ব্যস্ত।

পরমহংস বৈষ্ণবকে মূর্খ অবৈষ্ণবগণ শূদ্রসাম্য দর্শন করিয়া শূদ্র জ্ঞান করে এবং তজ্জন্য অপরাধবশতঃ নিরয়গামী হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলাকারী দুর্নীতিপর মূর্খ শূদ্র চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পরমহংস বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক পরমহংস বৈষ্ণব আপনাকে কনিষ্ঠলোপী ও অজ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিলেও তাঁহাকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ ঘৃণা করেন না, কিন্তু অন্যের মূর্খতার হস্ত হইতে বৈষ্ণব মুক্ত হ'ন না।

পরমহংস বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাকে লৌকিক অবরবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেন, কখনও জগতকে মান দিবার জন্য আমি বৈষ্ণব নই, আমি নরাধম প্রভৃতি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন। তাদৃশ পরিচয়ে মানদধর্ম্মের অভাব মূর্খের নিকট প্রতিভাত হইলেও বৈষ্ণব পরমহংসের পক্ষে তাহাই যে মানদধর্ম্ম উহা বুঝিতে বুদ্ধিমানগণের বাকী থাকে না।

শুদ্ধভক্ত মধুররসে প্রবিষ্ট হইলে, বর্ণ ও আশ্রম-বিধি ভাব বা অভিমান মন ও দেহাভিনিবেশ আত্মায় মিশ্রিত নাই একথা জানিতে পারেন। তিনি জগতকে মান দিবার জন্য নিজ স্বরূপের উচ্চতা বরণ না করিয়া বর্ণাশ্রমীর বেষ প্রদর্শন করেন। শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সম্বোধন, এরূপ প্রার্থনা জীবের কর্ত্তব্য—শ্রীচৈতন্যদেব তাহাও প্রচার করেন নাই। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও বলিয়াছেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় বা রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্র-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসদাসানুদাস বলিয়া আমি পরিচয় দিয়া থাকি।

সর্ব্বগুণে গুণী হইয়া—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা সকলের গুরু হইয়াও বৈষ্ণব অমানি-স্বরূপ হওয়া কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান-জ্ঞানে সকল জীবকেই সম্মান দিয়া থাকেন। ইহাই বৈষ্ণবের মানদ ধর্ম্ম। তাই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোঁহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
দৈন্য দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন॥"

অনেকের ধারণা গুরুপ্রদত্ত যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ করিলে অহঙ্কার আসিয়া মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মায়, কিন্তু তাঁহাদিগের এ মনঃকল্পিত ধারণা ভ্রমাত্মক। যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ যদি মানদধর্ম্মের ব্যাঘাত হইত তাহা হইলে মহাভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভেই বৈষ্ণবতা—তৃণাদপি সুনীচতা বা হরিভক্তির দ্বারে প্রবেশাধিকার সুতরাং দীক্ষাকালে সংস্কারাদি গ্রহণ অহঙ্কারমূলক নহে পরন্তু অমানি-মানদত্বেরই দ্যোতক। তাই শ্রীল রসিকানন্দ দেব শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রদত্ত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াও মানদধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ।

বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবেতর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এমন কি প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিলেও মান দান করা হয় না; পরন্তু অপ্রাকৃত বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করায়, তাঁহাকে জগতের কোন বস্তু মনে করায় মহদ্বরণে অপরাধ ফলে অধঃপতন অর্থাৎ সংসারদুঃখাদি ভোগ অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান ও প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে যথোচিত সম্মান প্রদানই শাস্ত্রবিধি। সুতরাং সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে সঞ্চারিত জানিয়া বৈষ্ণবকে বিশেষভাবে সম্মান দিতে হইবে, এমন কি ভগবানের ন্যায় তাঁহাদের পূজা করাই মহাজনোপদেশ। তাই বলিতেছিলাম, জগতে যদি কেউ মানদ থাকেন, তিনি কৃষ্ণের প্রাণ সেবক প্রিয়তম, কৃষ্ণের জনয়ন, কৃষ্ণের অতি আদরের ও মস্তকের মণি বৈষ্ণব এবং সেই বৈষ্ণবগণই মানদধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ ও শিক্ষক।

অমানী ও মানদ না হইলে জীবের নিত্যকাল কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। মানদ ধর্ম্মের অভাববশতঃ বর্ত্তমান জগৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন-রূপ পরমধনে বঞ্চিত। তজ্জন্য লোকশিক্ষক মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে গাহিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন তাঁহারাই যে মানদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট, মহাপ্রভুর বাণীই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়া যখন জীবের আর অন্য গতি নাই তখন বৈষ্ণবসঙ্গে উপরিউক্ত গুণে গুণী হইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

পরিণাম ও বিবর্ত্ত

[illegible] সত্যবস্তু অন্য রূপ গ্রহণ করিলে [illegible] যে পৃথক্ বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম—[illegible]ম। পরিণাম বিকার মাত্র। দুগ্ধ [illegible] বিকৃত হয়, ইহাতে একটী তত্ত্ব[illegible] আছে; দধিরূপে তাহার অন্যথা [illegible] সেই অন্যথা-বুদ্ধিকে তাহার বিকার [illegible]। পরিণামবাদ দুই প্রকার—ব্রহ্ম[illegible]বাদ ও [illegible]শক্তি-পরিণামবাদ।

—

ব্রহ্ম-পরিণামবাদ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম [illegible] হইয়া এক অংশে জীবসকল [illegible] অপরাংশে জড়জগৎ হইয়াছে। ব্রহ্ম[illegible]বাদে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের বিকার; [illegible] নিতান্ত অবিশুদ্ধ, ইহাতে সন্দেহ [illegible]। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম একমাত্র বস্তু—তাঁহার [illegible]রের স্থল পাওয়া যায় না, তাঁহাকে [illegible]রী বলিলে বস্তুসিদ্ধি হয় না, অতএব পরিণাম-বাদ অগ্রাহ্য।

———

শক্তি-পরিণামবাদ — ব্রহ্মের যে [illegible] শক্তি, তাহাই পরিণত হইয়া জীব[illegible] জীবনিচয়কে ও মায়া-শক্ত্যংশে জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তি[illegible]বাদী বৈষ্ণবগণ বলেন, ব্রহ্মের বিকার নয়। সমস্ত চিৎ ও অচিৎ জগৎ [illegible] পরিণতি। চিৎ জগৎ চিৎ[illegible] পরিণতি, জৈব-জগৎ তটস্থ-শক্তির [illegible] ও জড় জগৎ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির [illegible]।

শাস্ত্র বলেন,—"[illegible] [illegible]।" অর্থাৎ যে বস্তু [illegible] তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি [illegible] নাম বিবর্ত্ত। জীব চিৎকণ বস্তু, [illegible] স্থূল-লিঙ্গদেহে আবদ্ধ হইয়া ভ্রমবশে [illegible] দেহ ও মনের সহিত এক মনে [illegible] দেহকে আমি বলিয়া যে পরিচয় দেন, [illegible] অন্যথা-বুদ্ধি ইহাই [illegible] "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের [illegible]।"

———

[illegible] রজ্জুভ্রম—সর্প নাই অথচ [illegible] একটী রজ্জুকে সর্প বলিয়া [illegible], ইহারও নাম বিবর্ত্ত।

———

[illegible] পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ লইয়া [illegible]কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। [illegible] বলেন, পরিণাম বাদ স্বীকার [illegible] ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ [illegible] ঈশ্বরের একটী বিকৃত অবস্থা [illegible] হয়। সুতরাং পরিণামবাদ [illegible] বিবর্ত্তবাদ-স্থাপন কর্ত্তব্য। [illegible] হওয়াতে যেমন অযোগ্যতা, [illegible] সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাই বিবর্ত্ত। উহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। কিন্তু জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন যে, বিবর্ত্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়-দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জু ও সর্পের উদাহরণ লাগে এবং তাহাই বিবর্ত্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড় জগৎ বা জড়দেহ হইয়াছেন অথবা জীবস্বরূপ হইয়াছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়।

———

ব্যাসসূত্রে পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অবিচিন্ত্য শক্তিও সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র স্বভাব অনুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। প্রাকৃত চিন্তামণি নানা রত্নাদি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃত তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকেও এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ভগবৎ-কথিত পরিণামবাদই স্বীকার্য্য ও বিবর্ত্ত-বাদ পরিহার্য্য—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

———

সাধ্বী মহিলার হরিসেবা

(শ্রীযুক্তা অসীমা বসু)

স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা ও সর্ব্বক্ষণ স্বামীর সুখসাধনে চেষ্টাশীলা স্ত্রী সাধারণতঃ সাধ্বী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সাবিত্রী অথবা "লক্ষহীরার" বণিকপত্নী প্রভৃতি আমাদের নিকট চিরদিনই সাধ্বীরূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। স্বামী কুৎসিত, দরিদ্র অথবা মূর্খ হউন, দুর্নীতিপরায়ণ হউন বা যত প্রকার দোষই তাঁহার থাকুক না কেন, তাহা সত্ত্বেও যিনি আপনার শারীরিক অথবা মানসিক আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অনুক্ষণ স্বামীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তৎপর তাঁহাকে আমরা সতী, পতিব্রতা, সাধ্বী প্রভৃতি বিবিধ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকি। কিন্তু "সাধ্বী" শব্দের রূঢ়িগত অর্থ ঠিক তাহা নহে।

সাধু - শব্দের স্ত্রী-প্রত্যয় করিয়া সাধ্বী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সাধুর নিরূপণ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—যিনি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু; কারণ, তাঁহার চিত্ত আমাতে সম্যগ্রূপে ব্যবসিত হইয়াছে, সুতরাং যে রমণী কায়মনোবাক্যে হরিভজন করেন তিনিই প্রকৃত সাধ্বী। সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে যাঁহাদিগকে আমরা সাধ্বী আখ্যা প্রদান করি, তাঁহারা অধিকাংশই সাধ্বী নামে পরিচিতা হইবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই; কারণ, তাঁহারা কেহই নিজের বা স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল চাহেন নাই, যাহা চাহিয়াছেন তাহা আপাত মঙ্গলদায়ক বটে কিন্তু পরিণামে দুঃখাবহ এবং এই তথাকথিত মঙ্গল-কামনার মধ্যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ লুক্কায়িত আছে।

বৈষ্ণবের প্রসাদে শ্রীভগবান্কে লাভ করা যায়। যমরাজ স্বয়ং বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য। সাবিত্রী আপন বুদ্ধি-কৌশলে তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থা হইয়াছিলেন। যমরাজের নিকট সাবিত্রী এমন বর লাভ করিতে পারিতেন, যদ্দ্বারা তিনি নিজেও নিত্য মঙ্গল লাভ করিতেন এবং তাহাতে স্বামীরও চরম কল্যাণ লাভ হইত। কিন্তু তিনি চাহিলেন, পুত্র, শত রাজ্য, স্বামীর জীবন প্রভৃতি, যাহা কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। [illegible] স্বীকার পূর্ব্বক সাবিত্রী স্বামীর পুনর্জীবন আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অমর করিতে পারেন নাই, সত্যবান্ কালক্রমে পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ, ভগবানে প্রীতি বা তাঁহাকে লাভ করিবার পিপাসা সাবিত্রীর ছিল না। নিজের স্বার্থ-পরিপূরণের আশায় তিনি স্বামীর জীবন চাহিয়াছিলেন, স্বামীর মঙ্গল চাহেন নাই। প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হয়, সাবিত্রী তাহা জানিতেন না। কাজেই রূঢ়িগত বুদ্ধি অনুসারে আমরা তাঁহাকে সাধ্বীর আসন দিতে পারি না।

———

"লক্ষহীরার" বণিক-পত্নী আপন দেহের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত কামুক স্বামীকে বেশ্যা-সদনে বহিয়া নিয়াছিলেন, ফলে ব্যভিচারী স্বামীক ও সেই ব্যভিচারের সহায়কারী পত্নী উভয়েই নরকে পতিত হইয়াছিলেন। [illegible] স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল চাহেন নাই, স্বামীর পাপের প্রশ্রয় দিয়া তাঁহাকে অধিকতর পাপে লিপ্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে আমরা তাঁহাকে আপন সম্প্রদায়ের [illegible] স্বামীর অভিলাষ-পূরণকারিণী [illegible] [illegible] দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বামীর পরম শত্রুর কার্য্যই করিয়াছেন।

ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চাহেন। শ্রীকৃষ্ণের ও [illegible] [illegible] ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সখাগণের দ্বারা [illegible] [illegible]গণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সামান্য নরবুদ্ধি করিয়া অন্নদানে অসম্মত হইলেন। সখাগণ নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট গিয়া আবেদন করিলে তাঁহারা অন্নপাত্র হস্তে লইয়া গোচারণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং সযত্নসহকারে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে সেই অন্ন ভোজন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ-পত্নীদিগকে আমরা আপাতদর্শনে স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণীরূপে দেখি বটে কিন্তু তাঁহারাই স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল প্রার্থিনী। তাঁহারা একদিকে স্বামীর নিষেধ উপেক্ষা করিয়া ভগবৎসেবা করিয়াছেন, অপর দিকে স্বামীর ভগবদ্বিমুখতারূপ অপরাধের প্রশ্রয় না দিয়া তাঁহাদিগকে শ্রেয়ঃ-পথের সন্ধান দিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ সাধ্বী, তাঁহারাই স্বামীর যথার্থ হিতকাঙ্ক্ষিণী। অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের হরিভজনে বহু বিঘ্ন আছে। তাহারা সাধারণতঃ লঘুচিত্ত, কোন গূঢ় বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তদুপরি সংসারাশ্রমে থাকিয়া তাহাদিগের পক্ষে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ-লাভও সম্ভবপর নহে সুতরাং তাহাদের দ্বারা হরিভজন করা অসম্ভব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত "অমৃতপ্রবাহভাষ্য" ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্র প্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আভাষের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] [illegible]-সম্বলিত এরূপ [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্বে প্রকাশিত [illegible] উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা কাগজের বাঁধা ৮, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] বিস্তৃত সূচী-সম্বলিত, মোটা অক্ষরে উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে [illegible] কাগজে ছাপা ভিক্ষা [illegible] টাকা। 'নবদ্বীপ প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

আমাদের ১২টি শ্রী অর্চনাপাঠ ৬৲
১। শ্রীভাগবত, —খণ্ড ৪০৲
প্রথম ৪২২৫ খণ্ড মূল্য পাইব ৩৮৲
প্রকাশন শ্রী ৪২৫০ পর খণ্ড ।৶০
৩। ব্রহ্মসংহিতা শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ঠাকুরবৈষ্ণবরূপ-দীক্ষা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সারার্থ
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন গোবিন্দ
ভাষ্যসহ) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক
৩৫। অর্চনপদ্ধতি
৩৬। সেবা ৵০
৩৭। অনুগ্রহপত্র (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অনুসন্ধান ৷০
৩৯। নামভজনমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণব ধর্ম-সমালোচনা
(প্রথম চাইবার) ৩
৪১। সজ্জনতোষণী ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। বালগণ্ডী সাত্বত ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। শুক্লগুরুকাবলী বা বাগবালনকুমুদী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? -
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সারস্বতবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্দর্শিনঃ ।০
৫৪। সতীক-নিকায়দর্শনম্ ।০
৫৫। ৬৪ সূত্র ।০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাথেয়ঃ ৷০
৫৮। সারাস্বতাষ্টক ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিদেশীয় প্রাকৃত ।৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। গোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ...টিক রিলিজন এ্যাণ্ড
ফিলোসফি উইথোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ১৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীভাগবতাচার্য্য ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৷০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীনন্দ সুরভি-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপুরুষোত্তম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ নাড়ু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীনাথশ্রদ্ধানন্দ মঠ চিলাখালি,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
গঞ্জাম জেলা

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাস, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডিং হা
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠা
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST —
পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। উড়িয়াবাসী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার —। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গৌড় অক্ষরে এবং তার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের : মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ওঁ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট প্লেট ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকার ১০২৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল গ্রন্থসূচী, পদ্যসূচী, শ্লোকসূচী, প্রমাণসূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অনুপম বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৮৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	+ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৯	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হ ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাহি	
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশলাম টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত চক্র-লিখিত পুঁথির "সমর নিরাময় নং ৭")। জনন-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, রক্তের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার খরচ ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তদর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আসনসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অনুকূল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের যথাযথ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিস্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায় গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এস্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ৭৩শ সংখ্যা

চৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা আষাঢ় সোমবার ১৩৪১, ১৮ই জুন ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সাইকেলে ২৯০০০ মাইল

শ্রীযুত রামনাথ বিশ্বাস ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই সিঙ্গাপুর হইতে একাকী সাইকেলে পৃথিবী পরিভ্রমণে বাহির হন। তিনি মালয়, শ্যাম, ইন্দো-চীন, চীন, কোরিয়া ও জাপান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা, আরা, গয়া, রামপুর এবং শ্রীহট্ট হইয়া গত সোমবার ২৮শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

সমাধিস্থ ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত

কোনও সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বাগনান থানার দারোগা বহু পুলিশসহ বাগনান থানার অন্তর্গত হাল্যান গ্রামে প্রায় ৮ দিন পূর্ব্বে মৃত ও সমাধিস্থ শেখ দেবরুদ্দিনের সন্দেহজনক মৃত্যু সম্বন্ধে গত ১১ই জুন তদন্ত করিতে যায়। প্রকাশ যে উক্ত ব্যক্তি প্রায় ৮ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ মারা যায়। তাহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে সে উক্ত গ্রামের জানৈক লোকের সহিত এক বিবাদের ফলে উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহত হয়। ঐ আঘাতের ফলেই হঠাৎ ঐ ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জোর গুজব রটিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু

গত ১০ই জুন বেলপুর-বালিপাড়া রেলওয়ের উত্তরপাড়ায় এক ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একটা গরু ট্রেণে কাটা পড়ার ফলে একখানি ওয়াগন ও দুইখানি কামরা লাইনচ্যুত হইয়া যায়। উহাতে বহু লোক স্থানীয় মেলা দেখিতে যাইতেছিল। ট্রেণ লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে একজন স্ত্রীলোক ও ৩জন পুরুষ আহত হয় পরে উক্ত স্ত্রীলোক ও দুইজন পুরুষ মারা যায়। আরও বহু লোক সামান্যরূপ আহত হইয়াছে।

বিপ্লবী সন্দেহে বহিষ্কৃত

বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করিয়া জনৈকী মহিলাকে চট্টগ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী সুরেশ্বর বিশ্বাস যে গত জানুয়ারী মাসে খেলার মাঠে ইউরোপীয়ানদের প্রতি বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে ধৃত হইয়াছিল। পরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে অন্তরীণ করা হয়। প্রকাশ যে, তাহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রেলওয়ে লাইনের ক্ষতি

বগুড়ার নিকট রেলওয়ে লাইন কাটিয়া দিয়া ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টার সংবাদ আসিয়াছে। গত ১৫ দিনের মধ্যে এইরূপ দুইবার চেষ্টা হইল।

বগুড়া স্টেশন হইতে ১৩ মাইল দূরে ডাউন লাইনে প্রায় ছয় জোড়া প্লেট খুলিয়া ফেলা হয়। ইহা জনৈক রেলওয়ে গ্যাংম্যানের নজরে পড়ে। কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপার জানাইলে ট্রেণ চলাচল সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

কি জন্য এরূপ চেষ্টা চলিতেছে তাহা কিছুই জানা যায় নাই। অনিষ্টকারীদেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গোয়েন্দারা পুলিশ কর্ত্তৃক তদন্ত চলিতেছে।

বিখ্যাত ডাকাতের বিচার

অমৃতসরের এক সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব, আসাম, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে বহু ডাকাতি করার অভিযোগে মোহন সিং নামে জনৈক বিখ্যাত ডাকাত এই বৎসরের প্রথমদিকে মুলতানে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ১৯২৮ সাল হইতে তাহাকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। পুলিশ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া উক্ত মোহন সিং যথেচ্ছভাবে গুলি করিয়াছিল। ইহার ফলে, একজন পথিক মারা যায়। গত ১২ই জুন দায়রা জজ মিঃ আই এম লাল আই সি এস তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

দেওয়াল ধসিয়া দুর্ঘটনা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, এক প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ীর একটা দেওয়াল ধসিয়া তৎসংলগ্ন জনৈক কাঠের দোকানটি ভূমিসাৎ হইয়াছে। ফলে ঐ দোকানের মালিক ও তাহার পুত্রসহ অনেক লোক চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মালিককে বাহির করা হইয়াছে। তাহার পুত্র আহত হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। অনুসন্ধান হইতেছে।

বাঙ্গলায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত সব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই হুকুম জারী করিবেন এবং আগামী সপ্তাহে ঢাকা সরকারী গেজেটে বাহির হইবে। অবশিষ্ট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধেও পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হইতেছে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সত্বর সময়ের মধ্যে হুকুম জারী হইবে।

মাদ্রাজে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

গত ১৩ই জুন মাদ্রাজের সরকারী গেজেটে নিখিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

বোম্বায়ের এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় যোগদান জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী সহ ১৩ই জুন প্রাতঃ সাড়ে আটটার সময় এখানে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গনশ্যাম দাস বিড়লা প্রমুখ বহু ব্যক্তি ষ্টেশনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

মুঙ্গেরে আবার ভূমিকম্প

মুঙ্গের হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জুন বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের সময় মুঙ্গেরে অপেক্ষাকৃত প্রবল ভূকম্পন হইয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া খোলা জায়গায় সমবেত হয়। কয়েকটি কাঁচাঘর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গত ১২ই জুন বেলা ১২টার এবং অপরাহ্ণ ৩টা ১৫ মিনিটের সময় মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছে। ভাগলপুর প্রভৃতি গ্রামের পর ভূমিকম্প বৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতায় হাজারীবাগ আন্দোলন

... হইতে এক সংবাদে জানা যায়, কলিকাতার হাজারীবাগ আন্দোলনে, মিঃ ... নামক জনৈক ইনস্পেক্টর চাকরী কিছুকাল পূর্ব্বে মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ভাবিয়ে ... আগামী সপ্তাহে তাঁহার মামলার শুনানীর তারিখ ধার্য্য হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২রা শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৫১

কলিকাতার স্বর্গত নিত্যগোপালের শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়, কৃষ্ণনগর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। ইহার পরলোকগত পুত্র কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের নামে ঐ টাকার আয় হইতে নদীয়া জেলার ছয় জন ছাত্রকে (যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্ক ও সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে) বৃত্তি দেওয়া হইবে। পুত্রের স্মৃতিরক্ষা কল্পে পিতার এই দান প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত পশুপতি বাবুর এই প্রথম দান নহে। তিনি তাঁহার পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া একটি রোগীনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং মাতার নামে তিন হাজার টাকা ব্যয়ে পরমেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পশুপতিবাবু লোকলোচনের অন্তরালে অতি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন এবং সহজ উদারতাবশতঃ ঘোষণার অপেক্ষা না রাখিয়াই দান করেন। তিনি প্রাচুর্যশালী ধনী নহেন। তাঁহার বিত্ত পৈত্রিক নহে, স্বোপার্জিত। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির এই কর্মপুরুষের মহৎ দান প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়।

কলিকাতা ও বাঙ্গলাদেশে, ক্রমান্বয়ে যক্ষ্মারোগ প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাস আছে। [illegible] যাদবপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে শতাধিক রোগী চিকিৎসা ও আশ্রয় পায়। ইহার মধ্যে ৬০টি বেড যে কোন প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যনিবাসের সহিত তুলনীয়। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে রোগী ও রোগিণীর সংখ্যা অনুপাতে একমাত্র কোন প্রতিষ্ঠান ভালভাবে গড়িয়া উঠিল না।

কলিকাতার কয়েকজন চিকিৎসকের চেষ্টায় ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের নামে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি সামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ কলিকাতায় এমন এক শত ধনী আছেন, যাহারা প্রত্যেকে সাহায্য করিলে, ইহা একটি আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইতে পারে। বোম্বাইয়ের ধনীদের দানশীলতা যদি কলিকাতার ধনী সমাজের থাকিত, তাহা হইলে যাদবপুরের এই প্রতিষ্ঠান অনায়াসে ইংলণ্ডের সহিত তুলনীয় স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনে সমর্থ হইত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মুখ্য সম্পাদকের নির্বাচন প্রতি আমরা কংগ্রেস কর্মীদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। অতীতের "ক্যাপসারিং পালান"র অনুরূপ রাজনৈতিক বিভ্রাট হইবে না, উক্ত সম্পাদক এই আশ্বাস দেওয়ায়, আমরা ভরসা করি, অতীতের অনৈক্য ও কলহ পুনরায় মাথা তুলিতে না পারে, প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর তাহার জন্য সতর্ক হওয়া কর্তব্য। বিশেষ মত ও পথ লইয়া যে মতভেদ তাহা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু ছোটখাটো কংগ্রেস কমিটি দখল করিবার চেষ্টা, দলাদলির পরিচায়ক। সকলকে ভোট প্রদানকালে একথা স্মরণ রাখিলে কংগ্রেসের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।

রেল ট্রেণ ডাকাতির জের

চিৎপুর হইতে প্রকাশ, ৩০নং ডাউন আসাম মেলে সশস্ত্র ডাকাতির ফলে এরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, কবিরাজ শ্রীযুত বৈদ্যনাথ এবং ধৃত অপরাপর ব্যক্তিকে গত ১২ই জুন রাত্রি প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় চিৎপুর ষ্টেশনে আনয়ন করা হইলে তথায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিবার আশায় থানায় বহুলোক অপেক্ষা করিতেছিল।

প্রকাশ যে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পরিত্যক্ত একখণ্ড মুদ্রিত কাগজ হইতে অপরাধীদের সূত্র পাইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, পুলিশ তিনমূর্তিকায় মুদ্রিত অর্থ ও চাঁদার রসিদ পাইয়াছে। পুলিশ নাকি একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি রিভলবার পাইয়াছে।

ধৃত ব্যক্তিদিগকে ডেপুটী কমিশনারের এজলাসে উপস্থিত করা হইলে অভিযুক্ত ও তাহার কম্পাউণ্ডারকে ২৪শে জুন পর্যন্ত জেল হাজতে এবং অপর তিন ব্যক্তিকে পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হয়।

বিস্তৃত বিবরণ

আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে ডাকাতি সম্পর্কে বিশ্বস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ১০ই জুন সকাল সাতটার সময় ডাউন আসাম মেল শিয়ালদহ ষ্টেশন ত্যাগ করিলে বেলেঘাটা বাঙ্গালা স্কুল পার হইতে পথে। মাইল তিনেক যাওয়ার পর যুবকগণ শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া দেয় এবং বিভিন্ন কামরা হইতে যুবকগণ নামিয়া রিভলভারের আওয়াজ করিয়া আরোহীদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতে থাকে। অপর দিকে কয়েকজন যুবক ভ্যানে উঠিয়া সমস্ত টাকা এবং জিনিসপত্র লুঠ করে। অতঃপর যুবকগণ নিকটস্থ অরণ্যে ঢুকিয়া যায়।

তাহারা রিভলবারগুলি পুরাতন সংবাদপত্রে জড়াইয়া আনিয়াছিল। সেই সংবাদপত্রগুলি তাহারা ঘটনাস্থলে ফেলিয়া যায়।

পুলিশ ঘটনার সংবাদ পাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কাগজগুলি কুড়াইয়া লয়। একখানি কাগজে অনেক বাঙ্গালী কবিরাজের নাম লিখিত দেখা যায়। ঐ নামের কবিরাজ চিৎপুরে থাকেন। পুলিশ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া মুদ্রিত দ্রব্যগুলি এবং নগদ টাকা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করিয়াছে। কবিরাজ, কবিরাজের পুত্র এবং তাঁহার আত্মীয় যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অন্যান্য যুবকদের সন্ধানের জন্য পুলিশ প্রবলভাবে খোঁজ করিতেছে।

রিভলবারের গুলিতে মেলগার্ড পায়ে সামান্য আঘাত পাইয়াছে। অন্য কেহ আহত হয় নাই।

চুরি ও চোরাই মাল রাখার অপরাধে বিপদ

অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সিং নামক এক ব্যক্তিকে দঃ বিঃ ৩৮০ ও ৪১১ ধারা অনুসারে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী পক্ষে মিঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার আসামীর জামিনের প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ খুণ্ড ও মিঃ মাকনায়ারের এজলাসে দরখাস্ত করেন। বিচারপতিগণ আসামীকে ৫০০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামী বিবাহে ২০১৩ নং রোডস্থ বাড়ীর তালা খুলিয়া অনেকগুলি অলঙ্কার চুরি করে। আসামীকে চোরাইমাল রাখিবার অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয়।

আসামী পক্ষে বলা হয় যে, সে একজন সম্রান্ত ধনী জমিদার এবং অনেক টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেয়। তাহার অবস্থা যে ভাল, তাহার প্রমাণ এই যে, হাইকোর্টে ৮ লক্ষ টাকার ব্যাপারে তাহার একটি মামলা চলিতেছে আছে। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক।

মিঃ ডি এন ভট্টাচার্য্য সরকার পক্ষে উক্ত দরখাস্তের আপত্তি করেন

স্পেনে ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

গোলাদিলোরা অঞ্চলে মনোহর পর্বত মালার সন্নিকটে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। যাত্রীবাহী একখানা ট্রেণখানি লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করার সময় একখানি প্রমোদ যানের উপর পতিত হয়। প্রমোদ যানখানি ধাক্কার চোটে নিকটস্থ নদী গর্ভে পতিত হয়। ঐ প্রমোদ যানে ৩০ জন আরোহী ছিল, তন্মধ্যে ২০জনের মৃত্যু হইয়াছে।

রিভলবার ও কার্তুজ প্রাপ্তি

চুঁচুড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এন সি ঘোষের এজলাসে পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী মধুপুর নামক স্থানের হাজী মোমেনকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করায় একটি ছয়নলা রিভলবার পাওয়া গিয়াছে। আসামীকে এক হাজার টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২৩শে জুন পর্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মগরাপাড়ার ডাক্তার এন আমেদকেও অভিযুক্ত করা হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, তাহার ডিস্পেন্সারীতে ৩টি তাজা কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে। আসামীকে ৪০০৲ টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

হীরার চুরি সম্বন্ধে কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই জুন কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী যখন "আমরাই রক্ষা করিয়াছি রিপোর্টের সাথে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তখন" পেশোয়ার সামরিক বাহিনীর দেশের দূত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাথিগণও উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ অসওয়াল্ড লুইসের প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব বলেন যে, গোলকুণ্ডা খনি ও সাগরদ্বীপের মধ্যে "মাদ্রাজ" নামে যে কেন্দ্র হীরার সম্পর্কে চুরি হইয়াছে, বিশেষ কারণ, পাশেতে নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রী লইয়া হীরার খনিতে যাইতেছিল কিনা, তৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

কলিকাতায় মেনিঞ্জাইটিস

কলিকাতা শহরে মেনিঞ্জাইটিস রোগের দুই এক খবর পাওয়া যাইতেছে। গত সপ্তাহে কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে ৭টি রোগী ভর্তি হইয়াছে। তবে পূর্বাপেক্ষা রোগের প্রকোপ যে অনেক কমিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২১ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৮ই জুন ইং ১৯৩৪ সোমবার } ৯৩শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষেত্রে

গত ২৩শে মে, অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় পুরীর মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট রায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর এবং খাসমহাল ডেপুটী মাননীয় শ্রীযুক্ত দিবাকর পুরোহিত মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আবাসস্থানে আগমন করিয়া কিছুকাল শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিলেন। তাঁহাদিগের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ সংক্ষেপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের পদ্ধতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে পৃথিবীর ধর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল কথা প্রচলিত নহে, সেরূপ কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বত্র broadcast ক'র্ছেন "সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধিমান্ লোকেরাই এ সকল কথা সহজ ভাবে ধ'র্তে পারেন। দুঃশিক্ষিত ও দুর্ব্বোধযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট এ সকল কথা রুচিপ্রদ হবে না।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রায় প্রত্যহই শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তির নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজী গত ১০ই জুন হইতে পুরীর ... কুটীতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যলীলা-প্রদর্শনমুখে গৌরবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি স্বামীজীর মুখে বিস্ময়কর বাক্যসমূহের শ্রবণার্থ আগ্রহের সহিত প্রত্যহ পাঠস্থলীতে আগমন করিতেছেন। শ্রোতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

বিগত ২৮শে মে তারিখে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে পাঠকালে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় বলেন—মনোধর্ম্মাধীন শারীরিক বেগ সমূহের মধ্যে জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, ও উপস্থ-বেগ প্রধান। ষড়্রসের ভোগ-লালসায় উত্তেজিত হইয়া মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য এবং গুবাক, তাম্বুল, গাঁজাদি উৎকট ধূমপান, অহিফেন চা মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবন জিহ্বা-বেগের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃত-সহজিয়া ও গৃহবাউল-সম্প্রদায় স্ব স্ব দেহ মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া "ধর্ম্মের সহিত আহারের কোন সম্বন্ধ নাই" প্রভৃতি মনঃকল্পিত অশাস্ত্রীয় মত প্রচার করতঃ ভোগ-জলধির অতল জলে জীবন্ত-সমাধি প্রাপ্ত হয়।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সমস্বরে ঘোষণা করেন যে—'ত্বদন্নং ভজিতে'। অর্থাৎ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্যান্য অশুদ্ধ দ্রব্য-গ্রহণকারী ব্যক্তি কখনও নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলেন আহার-শুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে ভগবদ্বিষয়িনী স্মৃতি নিশ্চলা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ জিহ্বার লোভে প্রলুব্ধ ব্যক্তির কখনও সেবা-সৌভাগ্য উদিত হয় না।

"জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব একমাত্র পরম নির্গুণ ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবগণ জিহ্বা-বেগের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজ ভোগ-চরিতার্থ-মানসে প্রসাদের ছলে শ্রীভগবানের বিলাসদ্রব্য সমূহ গ্রহণ করিবার দুর্বুদ্ধি হইলে উহাও জিহ্বাবেগ বলিয়া অভিহিত হয়, বিশেষতঃ উদরবেগও এই জিহ্বা-বেগেরই অন্তর্ভুক্ত। উদরবেগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রকট উপস্থবেগ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে, মহাপ্রসাদ-সেবা এবং শ্রীহরিবাসর প্রভৃতি লঙ্ঘনোপবাস সমূহ পালনাদি দ্বারা উদর-বেগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর উপদেশ—

'বৈরাগী ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে
মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥'
(প্রেমবিবর্ত্ত)

আসামে

গত ৩রা জুন আসাম গোয়ালপাড়া-নিবাসী যুবকভক্তবৃন্দের আহ্বানে কতিপয় ভক্তসহ ধুবড়ী-নিবাসী মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় বিলাসী ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পালপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দাসাধিকারী মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার গৃহে শুভাগমন করেন। তথায় সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট ভক্তিশাস্ত্রীজী গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, হরিভজন, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা অপরাধ, গুরু আদেশ মানিয়া চলা, সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন করা, অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণ, কৃষ্ণভজনের পারতম্য প্রভৃতি বিষয় অতি সরল ও সরস ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রোতৃমণ্ডলী ভক্তিশাস্ত্রীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপদেশমূলক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হয়।

আমতাগ্রামে

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমতা-গ্রামস্থ হরিসভার সভাগণ কর্ত্তৃক সাদরে আহূত হইয়া উক্ত আমতা-গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্কুলের প্রাঙ্গণে একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত মহতী সভায় প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজের কৃপাদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-প্রদর্শনমুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সভায় ন্যূনাধিক সহস্র ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার-প্রচারের বিষয় অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ ত্রিবিক্রম, সর্ব্বদিন সম্বৎ ৪৪৮

গাম্ভীর্য্য

মানসিক অচাঞ্চল্য অর্থাৎ স্থিরতা বা প্রশান্তভাবই গাম্ভীর্য্য। গাম্ভীর্য্য মহত্ত্বের একটী গুণ। যিনি দেহ ও মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া অনিত্য ধর্ম্মের আশ্রয় করেন নাই, আত্মধর্ম্মে অর্থাৎ হরিসেবা নৈরন্তর্য্যেই যাঁহার সতত অবস্থিতি, কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি বশতঃ মনশ্চাঞ্চল্য বা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া যাঁহার পদস্পর্শ করিতেও অসমর্থ, গুরুপাদপদ্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া যিনি অসংখ্য বাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করিয়া নিত্য প্রাণধন গুরুকৃষ্ণের মহিমা-কীর্ত্তনে অনন্যমুখ, জাগতিক চিন্তাস্রোত যাঁহার সেবোন্মুখ চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে পারে না, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যও যাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া অবনতমস্তক, সেই গুরুকৃষ্ণৈক নিষ্ঠ বৈষ্ণবই এই সদ্‌গুণে গুণী।

গাম্ভীর্য্যের পূর্ণবিকাশ বা নিত্যাবস্থিতি পরম গম্ভীর মায়ামুক্ত এই বৈষ্ণবগণেই সম্ভব। আমরা অনেক সময় এই গুণের সমাবেশ অপর ব্যক্তিতেও দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের স্থায়ীত্ব না থাকায় উহা প্রকৃত গাম্ভীর্য্য পদবাচ্য নহে। কোনও শিক্ষক বা রাজা ছাত্র বা প্রজাগণের নিকট সাময়িকভাবে গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিলেও প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনগণের নিকট সেই গাম্ভীর্য্য তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না। একটু স্থিরভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহা অন্তর্গাম্ভীর্য্য নহে; কৃত্রিম বা বহির্গাম্ভীর্য্যের অন্তর্ভূক্ত।

মন অতি চঞ্চল। তাহার অধীনে থাকা কাল পর্য্যন্ত মনোধর্ম্মী বদ্ধ জীবের গাম্ভীর্য্য-রত্নলাভের আশা সুদূরপরাহতা। তাই বলিতেছিলাম, এ জগতে গাম্ভীর্য্যগুণে গুণী অর্থাৎ গম্ভীরচিত্ত ব্যক্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কৃষ্ণদাস বা গুরুদাসের একচেটিয়া সম্পত্তি। এ রত্নলাভের একমাত্র উপায়—নিরন্তর গুরুসেবা।

মন স্থির না হইলে গাম্ভীর্য্য-লাভ হয় না; নানা অনর্থ আসিয়া, নানা কামনা আসিয়া চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়, তাই এই মনোবেগ দমনার্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো
মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিবার যে উপায় অষ্টাঙ্গসমাজে দেখা যায়, তাহার দ্বারা কখনই মনরূপী মায়াকে জয় করা বা নিজ আয়ত্তাধীনে আনা যায় না। মায়াধীশ মুকুন্দের অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবার দ্বারাই জীবের চিত্তচাঞ্চল্য চিরতরে অপগত হয়, তৎপূর্ব্বে জীবের গাম্ভীর্য্য-রত্নলাভের যোগ্যতাভাবই পরিলক্ষিত।

আত্মার বৃত্তি নিত্য ও বৈচিত্র্যময়ী। আত্মার এই বিচিত্রতাকে, স্বাভাবিক গতিকে, নিশ্চলতাকে পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতা দেহ ও মনের নাই। বৈষ্ণব ব্যতীত কৃষ্ণান্তক, নাস্তিক ও মায়াবাদিগণ আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় তাঁহাদের অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে চাঞ্চল্যই পরিলক্ষিত হয়। কর্ম্মফলপ্রার্থিগণের অভাবজনিত ফলকামনাও চঞ্চলতার পরিচায়ক। তাঁহাদের কামনার স্থায়ীত্ব না থাকায় পরিবর্ত্তনশীলতা-হেতু তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের অভাব।

বৈষ্ণব নিত্য, তিনি অনিত্য ফললাভের আশে কোন কার্য্যই করেন না। নিত্য হরিসেবা ব্যতীত তাঁহার আর কোন 'কার্য্য' নাই। বৈষ্ণব নিজ অনুভূতিতে কোন অনিত্য উপাদানের সংযোগ করেন না। আত্মবৃত্তিতে গাম্ভীর্য্য আবদ্ধ। দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য ও অনাত্ম-বস্তু। দেহ ও মনের সাহায্যে অজ্ঞজনগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ-চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম-চেষ্টা থাকায় উহা তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল।

দেহ ও মন অনিত্য এবং বহিরঙ্গা-শক্তি প্রসূত, আত্মার অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে পৃথক্ ও প্রতিকূল-শক্তিসম্পন্ন। যেকালে আত্মা বৈষ্ণব নামে পরিচিত তৎকালে মন ও তদনুগ স্থূল দেহ উভয়েই আত্মবৃত্তির অনুকূলভাবে অবস্থিত। যেকালে আত্মবৃত্তির প্রতিকূলে মনের ও দেহের চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেইকালে অনাত্মবৃত্তি প্রবল হইয়া নশ্বর বাহ্যদর্শনে ব্যস্ত থাকায় আত্মার নিত্যবৃত্তি সুপ্তপ্রায়। বৈষ্ণব সর্ব্বদা আত্মস্থিত বলিয়া প্রাকৃত দেহ ও মন তাঁহার বক্ষের উপর তাণ্ডবনৃত্য করিতে অসমর্থ। তাই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

হে ভগবন্, যদি তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা সেবা-প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কিশোরমূর্ত্তি আমাদিগের ভজনীয় স্বরূপে উদিত হইয়া সফলতা বিধান করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং মুক্তি করযোড়ে আমাদের সেবা করিবে এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

অভক্তের গাম্ভীর্য্য কাম-ক্রোধাদির প্রবল আক্রমণে বা শোকাদির বেগে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু প্রশান্ত বৈষ্ণবগণের গাম্ভীর্য্য অপসারিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কারণ, গাম্ভীর্য্য তাঁহার স্বরূপাঙ্গগত নিত্য বৃত্তি। আমরা দেখিতে পাই নেপোলিয়ানের ন্যায় মহাবীরও একজন রমণীর ভ্রূভঙ্গী-বাণে নিজ ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন—তাঁহার অদম্য গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া স্ত্রীর ক্রীড়ানুগ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তিহীন মহাযোগী বিশ্বামিত্রেরও মেনকা-দর্শনে এই অবস্থা হইয়াছিল। উন্নতিশীল বদ্ধজীবমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের আশ্রয়াভাবে এতাদৃশী পতনের আশঙ্কা, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত মহাভাগবত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গাম্ভীর্য্য রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বারবনিতা বা সাক্ষাৎ মায়াদেবীও অপসারিত করিতে সমর্থ হ'ন নাই, গৌরপার্ষদ শ্রীদামোদরস্বরূপের গাম্ভীর্য্য মায়াবাদী বাঙ্গাল কবি নষ্ট করিতে পারেন নাই; পরন্তু গাম্ভীর্য্যাদিতে তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টা অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা অপহৃত হইলেও রামদাসগণ সীতাপতি রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবা-পরিত্যাগরূপ চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন নাই—এই সকল ঘটনা গাম্ভীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(১)

বেদান্তদর্শন (৯)—ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের চতুর্থ অধস্তন শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীল ব্যাসদেব-রচিত 'বাস্তব দর্শন'ই উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন নামে বিখ্যাত।

বেদের মন্ত্রাত্মক 'সংহিতা' এবং মন্ত্র-ব্যাখ্যা-স্বরূপ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি 'ব্রাহ্মণ'-ভাগাশ্রয়ে প্রবৃত্তিমার্গীয় ব্যক্তিগণের ক্রমপন্থায় মঙ্গল বিধানের উপায়-নির্দ্ধারণ-কল্পে ঋষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন রচনা করেন এবং উক্ত অধিকারে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি সকলের নিষ্ঠার দার্ঢ্য জন্মাইবার জন্য নানা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা বা সমাধান-ব্যপদেশে বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্-ভাগের গৌণত্ব এবং সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-ভাগের মুখ্যত্ব-নিরূপণে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন এবং যাগযজ্ঞাদি প্রধান কর্ম্মকাণ্ডকেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্বরচিত মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পরম-কারুণিক শ্রীব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মাদ্বারে বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভাগেই বদ্ধ ও মুক্তাত্মার চরম ও পরম প্রয়োজনের বার্ত্তা নিহিত আছে অবগত হইয়া অপরাপর দর্শন ও পূর্ব্ব-মীমাংসার ভেদ প্রতিপাদন পূর্ব্বক বেদের পরম রহস্যাত্মক বাক্য সমূহ সংগ্রহ করতঃ উপনিষদ-বিজ্ঞান-পরিপূর্ণ পরমীমাংসা বা উত্তরমীমাংসা (যাহাতে বেদের অপ্রাকৃত গুহ্য রহস্য অভিব্যক্ত হইয়াছে)-দর্শন রচনা করেন। বেদের মর্ম্মকথা উদ্ঘাটন করায় ইহার অপর নাম 'বেদান্তদর্শন'। সুতরাং 'বেদান্ত দর্শন Mere intelectualism অবলম্বনে ব্যক্তি-বিশেষের উদ্ভূত কল্পনা-প্রসূত কোন 'মতবাদ' নহে; পরন্তু উহাতে স্বতঃপ্রমাণ অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রের রহস্য ব্যক্ত হইয়াছে; অতএব ইহাকে ভ্রম-প্রমাদযুক্ত মনুষ্যের মত Speculative philosopby সমূহের অন্যতম 'সাপেক্ষ দর্শন' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে না—ইহা বাস্তব বা 'অধোক্ষজ দর্শন'।

উপনিষদ সমূহই প্রকৃতপক্ষে 'বেদান্ত', বেদের সার এই অর্থ হইতে বেদান্ত-শব্দের উৎপত্তি। বেদান্ত-শব্দে বেদের শেষ অংশ বুঝিতে হইবে না। আলোচ্য বেদান্ত-দর্শনের সূত্র সমূহ শ্রীল ব্যাসদেব মুখ্যতঃ উপনিষদ অবলম্বনেই রচনা করিয়াছেন।

বিবিধ অধিকারের লোকের জন্য সমগ্র বেদশাস্ত্রে পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু জগতে যখন কোন বাস্তব আচার্য্য ঈশ্বর-ইচ্ছাক্রমে প্রকটিত হয়েন, তখন তাঁহারা অপরা বিদ্যালোলুপ প্রেয়ঃপন্থিগণকে সঙ্কীর্ণ যোগ্যতার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া চরম কল্যাণ অর্থাৎ শ্রেয়ঃপথের সন্ধানপ্রদানে কার্পণ্য প্রদর্শন করেন না; পরন্তু তাহাদিগকে পরবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় পারঙ্গত করেন। উপনিষদ্ এই দ্বিবিধ বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন:—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরাচ"।

এবং অপরা বিদ্যা ও তাহার স্বরূপের বিষয় বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহ-থর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণম্, নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঋক্ প্রভৃতি বেদাদির যে সকল অংশে ক্রিয়াবোধক উপদেশ এবং ছয় প্রকার বেদাঙ্গের শিক্ষা অর্থাৎ যাহাতে কেবলমাত্র বর্ণাদি বর্ণ ও তাহার সিদ্ধি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে বেদের সেই সেই অংশই অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পরবিদ্যা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গৌড়ীয় মহিলার হরিসেবা

(২)

কেহ বলেন, স্ত্রীলোক সাধারণতঃ সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্তচিত্ত, তাহাদের বিচারশক্তিও অতীব স্থূল অতএব তাহাদিগের দ্বারা হরিভজন সুষ্ঠুরূপে হইবার আশা সুদূরপরাহত, তাহাদের পক্ষে সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করাই প্রশস্ত। কেহ বলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসারপালন ও স্বামীর সেবাই একমাত্র ধর্ম, তাহাদের অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই।

এই সকল যুক্তি বা বিতর্ক হরিভজনের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার দুর্ব্বল প্রয়াস মাত্র। বস্তুতঃ, হরিসেবা কি বস্তু তাহা জানি না বলিয়াই ভোগবুদ্ধি-মূলে এই সকল আসুরিক বিচারের উৎপত্তি। ভগবান্ই জগতের একমাত্র প্রভু ও ভোক্তা এবং জগতের যাবতীয় বস্তুই তাঁহার ভোগ্য। ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে তাঁহার সুখবাঞ্ছার অনুকূলে যে সকল চেষ্টা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভগবৎসেবা। ভগবান্কে পূজা করিয়া নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লইব এরূপ মনোবৃত্তিকে সেবা বলা যাইবে না, তাহা বণিগ্বৃত্তি মাত্র—ভগবান্কে কিছু দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া নিজের সেবা করাইয়া লওয়া মাত্র। জগতে সেবাবৃত্তির বিকাশ আমরা কোথাও লক্ষ্য করিতে পারি না, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের অথবা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে ব্যবহার, যাহাকে আপাততঃ আমরা সেবারূপে দর্শন করি, তাহা কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধি অথবা ভোগবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম মাত্র, সেবা নহে। পরম প্রিয় বস্তুর প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতিবশতঃ তাঁহার সুখ-সাধনের নিমিত্ত যে চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহাই সেবা। জীব নিজেকে ভোক্তাজ্ঞান করে বলিয়া তাহার সেবা চেষ্টার মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণে আপন ভোগস্পৃহা থাকিয়া যায়, কেবলমাত্র সেব্যবস্তুর সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-সাধনোদ্দেশেই সে সেবা অনুষ্ঠিত হয় না। পরিপূর্ণরূপে সেবা তখনই হয়, যখন ভগবানই একমাত্র ভোক্তা এবং আর তাঁহার ভোগের বস্তু, এবং আমার ভোগচেষ্টা ভগবানের ভোগের উপর সহানুভূতি করা মাত্র, এই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।

ভগবান্ নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্যা এবং তাঁহার সেবকও নিত্য। ভগবান্কে লাভ করিবার পর আর তাঁহার সেবার প্রয়োজন হইবে না বা তখন আর সেব্য-সেবক-বিচার থাকিবে না তাহা নহে। ভগবান্ পূর্ণচিৎস্বরূপ, তাঁহার সেবকও চিৎবস্তু। পার্থিব দেহ অথবা মনের দ্বারা ভগবৎসেবা হয় না, কারণ উহা জড় ও নশ্বর। ভগবদ্ভজন আত্মার অনুশীলনীয় বস্তু। আত্মার স্ত্রী, পুরুষ, পণ্ডিত, মূর্খ, নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমান্ প্রভৃতি বাহ্য পরিচয় নাই। "কৃষ্ণের নিত্যদাস" ইহাই তাঁহার পরিচয়। সুতরাং দেহ বা মনোগত ন্যূনতার দ্বারা ভগবদ্ভজনের অধিকার নির্ণীত হইতে পারে না। কারণ, আত্মা দেহ বা মনের অতিরিক্ত বস্তু। পার্থিব কোন বস্তুর সহিত আত্মার কোন সংস্রব নাই; এজন্য দেহমনোগত অপটুতা আত্মাকে দুর্ব্বল করিতে পারে না।

'স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসারধর্ম্ম করাই একমাত্র বিধি' এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা তাহাদিগকে ভগবদ্ভজন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ভগবৎসেবার অসমোর্দ্ধতার বিষয় অবগত নহেন বলিয়াই, জগতের তথাকথিত ধর্ম্মের সহিত ভগবদ্ভজনকে সমজ্ঞান করিয়া চিত্তজ-সম্বন্ধ করিয়া ফেলেন। ভগবৎসেবা জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। তাহা কোন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, ভয় বা কোন কিছু প্রাপ্তির আশা হইতে উদিত হয় না। বদ্ধ-মুক্ত-অবস্থায় জীবের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য থাকে না। মায়ামোহিত জীব অবিদ্যাচালিত হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ সমাজধর্ম্ম, সংসারধর্ম্ম, দেশের ধর্ম্ম, দশের ধর্ম্ম প্রভৃতিকে আত্মধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এই সকল তথাকথিত ধর্ম্মের কতকগুলি তাৎকালিক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম এবং কতকগুলি ছলধর্ম্ম, অপধর্ম্ম বা বিধর্ম্ম মাত্র। এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ বা আধিকারিক সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু যাহা জীবের স্বভাবজ ধর্ম্ম, তাহাতে অধিকার-অনধিকারের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

সাধনকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিবার অসুবিধা, তাহাদের সংসারাসক্তি বা তাহাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির স্বাভাবিক ন্যূনতা-দর্শনে যাঁহারা তাহাদিগকে হরিভজনে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করেন না, তাঁহাদিগের বিচারও ভ্রমপূর্ণ। হৃদয়ে যদি সত্য সত্য আকুলতা জন্মে, তাহা হইলে কৃপা-বারিধি সাধুগণ আপনা হইতেই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যে সাধুগণ লোকচক্ষুর অগোচর কৃমি-কীটগুলির মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকের বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন, এরূপ ধারণা সাধুদিগের প্রতি মৎসরতার পরিচায়ক। সংসারে আসক্তি স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমতুল্য। যতক্ষণ পরবস্তুর আস্বাদ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ জড় রস উভয়ের হৃদয়কে সমভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। ভগবানের অচিন্ত্য মধুরিমা স্ত্রীলোকের হৃদয় হইতে সামান্য সংসারাসক্তি দূরীভূত করিতে পারেন না এরূপ বিচার নিতান্ত হেয়।

ভগবান্ কাহারও পার্থিব বিদ্যা-বুদ্ধির বিচার করেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন জীবহৃদয়ের ভক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই ভক্তি এই প্রকৃতিজাত কোন গুণ-বিশেষ নহে, তাহা বৈকুণ্ঠরাজ্যের বস্তু। বস্তুতঃ ভগবানের নিত্যদাস জীবকে স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতিরূপে দর্শন মায়ামোহিত জীবের বিরূপ দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বরূপদর্শনে বাহ্যিক স্থূল দেহ দর্শন নাই, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' এইরূপ দর্শনই তথায় প্রতিভাত হয়। যেখানেই এই দর্শন ব্যাহত হয়, সেখানেই ভোগবুদ্ধি-মূলে স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি ভেদদর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। আপন স্বরূপ-বিস্মৃতি-ক্রমে জীব একটী স্থূলদেহ ধারণ পূর্ব্বক প্রপঞ্চে আগমন করেন। দেহের আকৃতিগত পার্থক্যের জন্য তাঁহার নিত্যবৃত্তি ভগবৎ সেবার অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ
　　　　পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি
　　　　পরাং গতিম্॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

সুতরাং অধিকার বা সামর্থ্য নাই বলিয়া বসিয়া থাকা আলস্য এবং আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভগবদ্ভজনের অধিকার প্রত্যেক জীবেরই আছে। কিন্তু সকলের পক্ষে একই অবস্থায় থাকিয়া সাধন সম্ভবপর নহে। এজন্য আশ্রমধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক পুরুষ আপন পারিপার্শ্বিকতার অনুকূল একটী আশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বৈধী ভক্তির যাজন করেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রমই প্রশস্ত। কারণ, তাঁহাদের স্বভাবতঃ কোমল দেহ ও প্রকৃতিজাত দুর্বলতা সন্ন্যাসাদি আশ্রমের পক্ষে অনুকূল নহে। আজকাল সাম্যবাদের যুগে ইহাতে বিতর্ক উঠিতে পারে, পুরুষ যাহা পারে, স্ত্রীলোক তাহা পারিবে না কেন? সকল বস্তু ও সকল কার্য্যেই তাহাদিগের সমান অধিকার থাকিবে; সুতরাং শাস্ত্রের এই সকল বিধি-ব্যবস্থা নিতান্ত পক্ষপাতদোষদুষ্ট ও স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্মানজনক। কিন্তু আমরা স্থিরচিত্ত হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইব, শাস্ত্র সকলেরই মঙ্গলেচ্ছু। ভগবান্কে সেবা করাই মূল উদ্দেশ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক। যিনি যে অবস্থায় থাকিয়া নিরুদ্বেগে হরিভজন করিতে পারেন, তিনি সেই পন্থাই অবলম্বন করুন, ইহাই আশ্রম-ধর্ম্ম-প্রণয়নের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা যদি মূল তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া তাৎকালিক অবস্থা বা অধিষ্ঠান লইয়াই বিবাদে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের চরম মঙ্গল লাভ হইবে না, আমরা বিড়ম্বিতই হইব মাত্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অনুষ্ঠুপূর্ণ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা অবাঁধা ৬৲, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা, শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ গ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-সম্বলিত, বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা ২৷০ টাকা। 'নদীয়া প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, —১ম স্কন্ধ ৪০৲
প্রথম ৩৫৫৩ দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৩৫৫০ [illegible] ।৶০
৩। বাঙ্গালাগদ্য-সম্বলিত চৈতন্যচরিতামৃত (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৵০
৭। [illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্ত[illegible] ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্ণয় ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। [illegible] ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। [illegible] ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। [illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলাসঃ ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ।০
৫৬। [illegible]-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয় ৴০
৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। [illegible] ।৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিওরেটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড রিলিজন ।০
৬৭। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

অসমিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। [illegible] সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ [illegible], [illegible]।
৯। মাধবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible] রামপাড়া, পোঃ বাড়ু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিৎকালী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী।
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার কটক
২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible]
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, [illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, [illegible]
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একাধারে পারমার্থিক পত্রিকা। [illegible] সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট [illegible] ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৮	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৮	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১ ৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪১, ১৮-৩১ এবং ০-৩৭ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—।৲
বালাম	৪।০
কলম	
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— বৈশম্পায়ন টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সম্পূর্ণ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "মদন বিনোদ নং ৭")। অনন্যচিত্তের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্

(ডিপার্টমেন্ট ৬)

লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভক্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ ... অধ্যয়ন করিবেন সেই বিদ্যালয়ের ... আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের ... পাঠাইবেন। আবেদনপত্রের জবাব উত্তর ... তাঁহারা বিদ্যালয়ে ... আবেদন পত্র দাখিল করিবেন। উত্তরের জন্য ... টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, কাব্য ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-সদ্ধর্ম্মতীর্থ, ... প্রধানঅধ্যাপক

পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহাগোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার লাভ হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। প্যাকিং ব্যয় স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেকোলা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব সম্পাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু উচ্চ এই বিরাট, অতিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্ম ... ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছা... কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা ... গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখা... গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসে... আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সু... সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরপ্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এ... পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভাক্তপুষ্প ভক্তিশাস্ত্রী এল এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯৪শ সংখ্যা

চন্দ্রমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১৯শে জুন ১৯৩১

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

নবী খানবাহাদুর মৌলবী আজিজুল হক

বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ বিভাগ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে,—খানবাহাদুর মৌলবী আজিজুল হক ১৯৩১ সালের ১৫ই জুন হইতে মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সপারিষদ গভর্ণর শিক্ষা বিভাগ (ইউরোপীয়ান শিক্ষা বাদ), স্বায়ত্ত ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন।

আন্দামানে দ্বীপান্তর

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায় এম-এ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র সুধীন্দ্রমোহন রায়কে গত ১৪ই মে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বৈপ্লবিক অনাচার ও অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় ডিভিশনে রাখা হইয়াছে।

আবার চলন্ত ট্রেণে ডাকলুঠ

দুঃসাহসিক ভাবে আর একটি দুঃসাহসিক ডাক লুঠ হইয়া গিয়াছে বলিয়া চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে।

সাধারণ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, দোহাজারী হইতে চট্টগ্রামগামী ডাকগাড়ী ট্রেণখানি ছাড়িবার অল্পকাল পরেই দুই ব্যক্তি (বাঙ্গালী বলিয়া অনুমিত হয়) চলন্ত ট্রেণে উঠে। তাহারা ডাকের ভারপ্রাপ্ত মেল গার্ডকে রিভলবারের ভয় দেখাইয়া মেল ভ্যানের পায়খানায় আটক করিয়া রাখে এবং ডাক লুট করে। তাহার পর দুই ব্যক্তিই চলন্ত ট্রেণ হইতে নামিয়া পলায়ন করে। এই ঘটনা এ বি রেলওয়ের চট্টগ্রাম দোহাজারী শাখার জানালীহাট ও গোমদণ্ডী ষ্টেশনের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। কত টাকার ডাক লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।

চট্টগ্রামের পুলিশ সংবাদ পাইয়াছে যে, গত ১৪ই জুন রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় দোহাজারী হইতে চট্টগ্রামগামী ৩নং ডাউন ট্রেণ জানালীহাট ষ্টেশন ছাড়িবার পর দুই ব্যক্তি মেল ভ্যানে উঠিয়া মেল সর্টারকে রিভলবারের ভয় দেখায়। তাহার পর তাহারা কয়েকটি মেল ব্যাগ কাটিয়া তাহা হইতে কতকগুলি দ্রব্য স্থানান্তরিত করে। তাহারা শিকল টানিয়া দেয় এবং ট্রেণের গতি মন্দীভূত হইলে উক্ত দ্রব্যগুলি সহ পলায়ন করে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে প্রবৃত্ত হয়। প্রকাশ, কতকগুলি পোষ্টাল প্যাকেট পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ কোন সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া এখনও মনে করেন না। আরও পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ট্রেণের মধ্যে গুণ্ডার আক্রমণ

কলিকাতা হইতে একটি হিন্দু ভদ্রলোক সঙ্গে তাহার একটী আত্মীয়া স্ত্রীলোক লইয়া গত রবিবার গোয়ালন্দগামী গাড়ীর সিল্কট ট্রেণে আসিতেছিলেন। খোকসা ষ্টেশনের নিকট ট্রেণের মধ্যে হঠাৎ একটী গুণ্ডা উক্ত মহিলার হাত ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। ভদ্রলোকটী বাধা দিবার চেষ্টা করিলে ঐ গুণ্ডা তাঁহাকে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। তৎপর জনৈক মুসলমান ঐ গুণ্ডাকে ধরিতে গেলে তৎক্ষণাৎ সে তাহাকেও অতি সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করিয়া আহত করে। অতঃপর বহু চেষ্টা করিয়া ঐ গুণ্ডাকে ধরিয়া রাজবাড়ী থানাতে প্রেরণ করা হয়। আহত মুসলমানটী রাজবাড়ী ডাক্তারখানায় রহিয়াছে, তাহার অবস্থা অতি সাংঘাতিক। ছোরার আঘাতে একটী ফুসফুস ছিদ্র হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গুণ্ডাটীর বাড়ী চট্টগ্রামে। তাহার নিকট কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একখানি টিকিট ছিল। উক্ত ট্রেণের কামরায় ১৮।১৯ জন যাত্রী ছিল।

পুরুষের বেশে কারাগার ত্যাগ

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, নাভারাজ্য হইতে নির্বাসিত সর্দ্দার হীরা সিংহের স্ত্রী, শাশুড়ী ও ৯টি কন্যা পূর্ণ নয় মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ১৩ই জুন প্রাতঃকালে পুরুষের বেশে মাথায় পাগড়ী পরিয়া লাহোর মহিলা জেল হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। সর্দ্দার হীরা সিং ও তাঁহার পরিবারস্থ উপস্থিত মহিলাগণ প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আগমন করিলে তাঁহাদিগকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সদ্যমুক্ত মহিলাদের অভ্যর্থনার জন্য সর্দ্দার হীরা সিং, শ্রীযুক্ত এ সি দত্ত ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি মহিলা বিভাগের দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সং কোঃ আইনে গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, কতোয়ালী থানার অধীন কাশীপুর গ্রামের নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও অনিলকুমার চক্রবর্ত্তীকে সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনয়ন করা হইয়াছে।

নীলাম

EASTERN BENGAL RAILWAY

SALE NOTICE

Whereas a consignment of one wagon load dust coal booked from Ondal to Krishnagar City, by Mandol's Haripur Colliery to Kamal Krishna Halder under Invoice No. 5, R. R. No. 18873 of 7. 1. 31 has been lying undelivered, it is hereby notified that the same shall be sold by public auction under section 55 of the Indian Railways' Act with reserve to meet the Railway dues on expiration of 15 days from the date hereof at Krishnagar City Railway station.

L. W. VAN SOMEREN,
TRAFFIC MANAGER

No. T/145/31

Calcutta, the 15th June 1931.

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ষ্ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৩৪১

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম ১১ই নভেম্বর ১৯৩৩ কাল কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' পদ শূন্য হইবে। ডাক্তার রমেশ মুখার্জি এম এ, পি এইচ ডি রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের পক্ষ হইতে এই পদের প্রার্থী হইয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসে এই নির্বাচন হইবে। রমেশ বাবু গত ১৪ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ইন্সপেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইতঃপূর্বে তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট আর্টস বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তিনি শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও টাকা দিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার যেরূপ আন্তরিক সম্পর্ক তাহাতে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ, সিমলা শৈলের মল রোডে এক পাঠানকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তি পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, পাঞ্জাব লাটের প্রাণনাশ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সে প্রথমতঃ নিজের নাম আব্দুল্লার খান ও সে কাবুল হইতে আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার নিকট কোনও ছাড়পত্র ছিল না। পরে সে মহম্মদ খান নামে আত্মপরিচয় দিয়াছে। পুলিশ তাহাকে আটক রাখিয়া তাহার সম্বন্ধে আফগান কনসালের অফিসে খোঁজ লইতেছে।

গ্রীষ্মের রুদ্রলীলা

লাহোরের ব্যবসা কেন্দ্র ও কোলাহলমুখরিত রাজপথগুলি দিনের বেলায় জনবিরল থাকে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনে হয় যেন সমগ্র সহরটিকে তপ্ত কটাহে ভাজা হইতেছে। সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সর্দ্দিগর্মিতে ৬ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লাহোরের বর্ত্তমান উত্তাপ ১১৭ ডিগ্রী। জেকোবাবাদের উত্তাপ ১২০ [illegible] ভাবের উত্তাপ ১২১ ডিগ্রী। পাঞ্জাবের কোথাও শীঘ্র বর্ষা সমাগমের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

উষ্ণবায়ু প্রবাহে অগ্নিকাণ্ড

গত ১৩ই জুন রাত্রিতে নয়াদিল্লীর সন্নিকট 'রিজে'র জঙ্গলে উষ্ণবায়ু প্রবাহের ফলে আগুন লাগিয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পরিমিত স্থানে ঘাস ও শুষ্ক পত্র পুড়িয়া অগ্নি গল্‌ফ ক্লাবের সন্নিকটে পৌঁছে। অধিক বিস্তৃতি লাভের পূর্ব্বে গল্‌ফ ক্লাবের চাপরাশী ও দমকলের সাহায্যে যথাসময়ে অগ্নি নির্বাপিত করা হইয়াছে।

ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকাবিদ্যালয়ের একটী ছাত্রীর সর্দ্দিগর্মিতে মৃত্যু এবং অত্যধিক গরমে আরও কতিপয় অল্প বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর অসুস্থতার কথা জানিয়া দিল্লীর মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন যাবতীয় স্কুল দশদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন। স্থানীয় সরকার অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখিবার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করিয়াছেন।

বন্যা স্রোতে রেল লাইন ভগ্ন

ই, বি, রেলের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জানাইয়াছেন, গত ১৪ই জুন রাত্রিতে ভীষণ বর্ষণ ও বন্যাস্রোতে টঙ্গী ও মীরেশ্বর ষ্টেশনের মধ্যে রেলপথ দুই জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে রাত্রি ১-১৪ মিঃ সময় ২১৭ সংখ্যক আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুইখানি 'ওয়াগন' ও 'লগেজভ্যান' সহ ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হইয়া উল্টাইয়া ড্রাইভার প্রভুলাল ও ফায়ারম্যান আলিজান সামান্য আহত হইয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে কেহ হত বা আহত হয় নাই। ট্রেনের যে সকল যাত্রী নৌকাযোগে অগ্রসর হইতে চাহেন তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। অবশিষ্ট যাত্রীদের ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। রেলের বাঁধের উভয় পার্শ্বে জল বার ফুট গভীর। জল কমিয়া গেলে পরেও যথারীতি রেল চলাচলের ব্যবস্থা করিতে অন্ততঃ দুইদিন সময় লাগিবে।

নোয়াখালীতে খানাতল্লাস

গত ১১ই জুন নোয়াখালী জিলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত জয়াগ গ্রামের শ্রীযুক্ত শশিমাধব মজুমদারের বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয়। প্রকাশ, হাতেলেখা একখানা গানের খাতা, উক্ত শশিমাধব বাবুর ছেলে প্রফুল্ল কুমারের ঠিকানাযুক্ত একখানা সাদা খাতা ও প্রেততত্ত্ব বিষয়ক পাণ্ডুলিপি পুলিশ লইয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

সরকারকে প্রতারণার অভিযোগ

ছোট আদালতের কর্মচারীর সাহায্যে এবং কতকগুলি জাল দলিল ব্যবহার করিয়া আদালতে দাখিল টাকা উঠাইবার অভিযোগে ছোট আদালতের উকীল দুর্গাপদ ঘোষকে হাইকোর্টের দায়রায় বিচারপতি মিঃ বার্টলির এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। জুরীগণের মধ্যে ৬ জন আসামীকে নির্দোষী সাব্যস্ত করায় বিচারপতি অধিকাংশ জুরীদিগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামীকে মুক্তি প্রদান করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই, আসামী আদালতের একজন বিশিষ্ট উকীল। সে কতকগুলি জাল দলিলের সাহায্যে কয়েকটি মামলা সম্পর্কে দাখিল টাকা উঠাইয়া নেয়।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, সে নিজেই প্রতারিত হইয়াছে। সে সরল বিশ্বাসে কোনও পক্ষের জন্য টাকা উঠাইবার দরখাস্ত করিয়াছিল এবং টাকা উঠাইয়া তাহাদিগকেই প্রদান করে।

বাঙলায় ডাকাতির সংখ্যা

২রা জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙলায় ২৬টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা হইতে পুলিশের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। এতদ্বারা তৎপূর্ববর্ত্তী সপ্তাহ অপেক্ষা ডাকাতির সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আলোচ্য সপ্তাহে দিনাজপুরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ডাকাতি হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে দিনাজপুরে ৪টি, চট্টগ্রামে ৩টি, ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, খুলনা ও ঢাকা প্রত্যেক জিলা হইতে দুইটী এবং বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর যশোহর, নদীয়া, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা, প্রত্যেক জিলা হইতে একটি করিয়া ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চারিটী ডাকাতিতে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং একটি ডাকাতিতে দুইজনকে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাত বৎসর কারাদণ্ড

আলীপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এন কে চাটুর্য্যে জুরীদের মত গ্রহণপূর্ব্বক চরিপদ মণ্ডল এবং অপর তিন জনের প্রত্যেককে ডাকাতির অভিযোগে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই মামলার চার জন আসামী মুক্তি পাইয়াছে।

ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ যে, ২৪। ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ডাকাতেরা মনোহরদী থানার এলাকাধীন মুলচী গ্রামে বাবু ব্রজ দাসের বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে। ব্রজ বাবুর স্ত্রী ও তাহার পুত্র হৃষীকেশ বাড়ীতে ছিলেন। হৃষীকেশ খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করে এবং সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে। তাহার মাতা উপরের তলায় চলিয়া যান এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকজনের একজন একটি বন্দুক আওয়াজ করে এবং ডাকাতেরা খিড়কী দরজা দিয়া পলায়ন করে। এরূপ প্রকাশ যে, মেঝের উপরকার পায়ের চিহ্ন দেখিয়া ডাকাতদের মধ্যে কয়েকজনের সন্ধান পাওয়া যায়।

ডাকাতি সম্বন্ধে ২১ জন গ্রেপ্তার

পত্র-বিশা ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ৫ জন সম্ভ্রান্ত ভদ্র যুবক সহ ২১ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের সকলকেই হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন রাত্রি ২ ঘটিকার সময় প্রায় ২০ জন লোক মারাত্মক অস্ত্র ও মশাল লইয়া পত্র-বিশা গ্রামে কালাচাঁদ ঘোষের বাড়ী আক্রমণ করে এবং বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ৩ হাজার টাকার মাল লইয়া যায়। ব্যাপক খানাতল্লাসীর ফলে পুলিশ লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছে। প্রকাশ যে, শীঘ্রই চার্জ্জসীট দাখিল করা হইবে।

সাঁতার শিখিতে যাইয়া বিপদ

সম্প্রতি এলাহাবাদে মিঃ এন, সি গাঙ্গুলী নামক এক তরুণ এডভোকেটের জলে ডুবিয়া শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে।

যমুনা নদীতে সাঁতার শিখিবার সময় তিনি গভীর জলে হঠাৎ ডুবিয়া যান। তৎক্ষণাৎই তাঁহাকে উঠান হয়, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়াছে দেখা যায়। শীঘ্রই একজন ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি দেখিতে পান যে, মৃত ব্যক্তির উদরে জল প্রবেশ করে নাই; সম্ভবতঃ অতিরিক্ত শ্রান্তির ফলে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়াছে।

পরলোকগত মিঃ গাঙ্গুলী হাইকোর্টের জুনিয়ার উকিলদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ৪ঠা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৯শে জুন ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ৯৪শ সংখ্যা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে
বার্ষিক মহামহোৎসব

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস মহাসমারোহের সহিত সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত চারিদিবস-ব্যাপী ভক্ত-সম্মেলন, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সকল প্রত্যহ নিয়মিত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক স্বামীপ্রবর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় শুভাগমন পূর্ব্বক সর্ব্ব-সাধারণের নিকট প্রত্যহ পাঠ, হরিকথা-কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের সুব্যবস্থা ও ঐকান্তিক যত্নে উৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐদিবস বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ধনী, দরিদ্র সকলকেই চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত ও বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হইয়াছে। ঐ দিবস ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি শ্রীমঠে ভগবৎ-প্রসাদ সেবন করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী নিত্যা সুকৃতি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন

এই মহামহোৎসবে আটারা-পল্লী-বান্ধব-সমিতির সেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়া। মঠসেবক শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীজী ভোগরন্ধনকার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবায় বৈষ্ণবগণের ও সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টাও প্রশংসনীয়া। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ বিষ্ণু-বৈষ্ণব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মধিরামন ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত মুরলী মোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায়চৌধুরী ভক্তিবিক্রম, শ্রীযুক্ত যোড়শী মোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন রায়চৌধুরী ভক্তিপ্রভাপ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী প্রমুখ জমিদারগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীধামে হরিকথা

গত ৫ই জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আলোচিত হয় যে, ঈশ ও বস্তু, পূজনীয় বস্তু ও তত্ত্ব এবং তাঁহাদের নিত্য-ভজনের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। সেই ভক্তির কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে কেহই যেথার্থ-সংগ্রহে সমর্থ হন না। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার উপাস্য ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট জনই কর্ম্মফলভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। গুরু-কৃষ্ণকৃপা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তৎকালে হৃদয়স্থিত স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের গ্রন্থি-সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়। জীব স্বীয় ঔপাধিক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং অজ্ঞজ্ঞান আর তাঁহাকে প্রতারিত করে না। তৎকালে তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং কর্ম্মফলভোগ-স্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

বলা বাহুল্য, বদ্ধজীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিরূপ নিগড়ে আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত জড়ভোগের অহঙ্কার নষ্ট হয় না, সংশয়-ছেদন বা কর্ম্মফল ভোগের সমাপ্তি হয় না। যে-কাল পর্য্যন্ত তিনি ভগবান্‌কে নিজ ঈশ বলিয়া এবং আপনাকে হরিদাস বৈষ্ণব বা কার্ষ্ণ বলিয়া জানিতে না পারেন, তৎকালাবধি তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর ও তাঁহার কুপ্রবৃত্তিসমূহ তাঁহাকে বিপন্ন করিতে থাকে। ভক্তিতত্ত্ব দ্বারা আশ্রয়জাতীয়-সেবক-বেষ্টিত শ্রীব্রজ-সুন্দরকে দর্শন করিলে জীবের যাবতীয় মনোব্যাধি ও হরিভজনের অযোগ্যতা দূরীভূত হয়। হরিসেবা-বঞ্চিত ব্যক্তি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন, কিন্তু বৈষ্ণবের দর্শনে নিত্যসেবা বর্ত্তমান। অবৈষ্ণবগণ ভক্তি-বিরহিত হইয়া দৃষ্টিরহিত ও অন্ধ এবং নানা কল্পনার আহ্বান করেন, তাহাতে কর্ম্মফল-ভোগ, সংশয় ও নানাবিধ তমোভাব বর্ত্তমান থাকে।

আদর্শ মহিলার হরিসেবা
(৫ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভগবান্ গৌরসুন্দরের ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি আজীবন কঠোর বৈরাগ্যের সহিত ভগবদারাধনা করিয়া বিপ্রলম্ভময়ত্ব গৌরসুন্দরের অপ্রকটে কি করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে হয় তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্-মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের লীলা করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিলে শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবী প্রত্যহ শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেন ও এক একটী চাউল দ্বারা সংখ্যা রাখিতেন। সমস্ত দিনমান এই প্রকারে অতিক্রান্ত হইলে সন্ধ্যাকালে সেই চাউল রন্ধন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর ভোগ দিতেন।

বৈষ্ণবের জাতিকুল লইয়া বিচার করা অত্যন্ত মূঢ়তার কার্য্য। শাস্ত্র লিখিয়াছেন—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা
বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং
কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥"

বৈষ্ণব যে কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তাহাতে তাঁহার পতিতপাবনত্বের কিছু হানি হয় না উপরন্তু তাঁহার উর্দ্ধতন ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া যান। বৈষ্ণবী-শ্রেষ্ঠা মাধবী দেবী জাগতিক বিদ্যা-কুল সমস্তই নিরর্থক তাহা বুঝাইবার জন্য নীচ কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মাধবী দেবী ভগবানের নিত্য সেবিকা। তাঁহার উজ্জ্বল্য-দর্শনে পরম প্রীত শ্রীমন্-মহাপ্রভু তাঁহাকে সাড়ে তিন জন পাত্র মধ্যে অর্দ্ধতমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত শালিধান্যের অন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অত্যন্ত রুচিকর ছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেম-লতা ঠাকুরাণী ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইলেও বহু প্রকৃতিমান্ ব্যক্তি "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত এই বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক ভেমলতা দেবীর চরণাশ্রয়ে ভাগবত বেষ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সুতরাং এই সকল আদর্শ মহিলাই যথার্থ সাধ্বী এবং যাঁহারা জাতিকুল-মদ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাদের পাদপদ্ম অনুসরণ করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্ এবং তাঁহারাই পরিণামে মঙ্গলালাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ঃ

২২ ত্রিবিক্রম, ৪৪৪ শ্রীগৌরাব্দ, ১৩৩৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

(২)

যে বিদ্যা হইতে অক্ষর পরব্রহ্ম, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব, শক্তিসমূহ এবং শক্তি-পরিণাম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞান জন্মে তাহাকেই পরা বিদ্যা বলা যায়, যথা :—

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

সমগ্র বেদশাস্ত্রে মুখ্যতঃ এই পরবিদ্যাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই পরা-বিদ্যা-লাভই মানবজীবনের পরম সার্থকতা। পরবিদ্যা-লাভে শ্রবণ-মননাদি সাধন-চতুষ্টয় অবলম্বন প্রয়োজন কিন্তু সাধন-চতুষ্টয়াবলম্বনের পূর্ব্বে প্রথম কথা এই যে,—'বেদান্তশাস্ত্র যে সর্ব্বোপনিষদ্ সার এবং ইহা আম্নায়-পারম্পর্য্যে স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান্‌দেরই প্রকাশ-বিশেষ সুতরাং শব্দ ও শব্দার্থে নিষ্ঠাচ ভক্তিপূর্ব্বক অনুকূল অনুশীলন-ক্রমেই বেদান্ত-বস্তু সেবোন্মুখ আত্মায় স্বতঃ-প্রকাশিত হইয়া আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করিবেন, ইহাতে সুদৃঢ়-বিশ্বাস-স্থাপন'। অর্থাৎ অপরাপর দর্শনশাস্ত্র-সমূহের ন্যায় বেদান্ত-দর্শন relative এবং empiric knowledge অবলম্বনে সত্য-নির্ণয়ের মনুষ্যকল্পিত একটি systematized চিন্তাপ্রবাহ নহে, পরন্তু ইহা revealed Truth। বাস্তব বস্তু হইতে বাস্তব বস্তু-সম্বন্ধে যে বাস্তব জ্ঞান deductive methodএ অর্থাৎ আম্নায়ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাসদেবে অবতীর্ণ হইয়াছিল সেই বাস্তব-জ্ঞানাবলম্বনেই শ্রীল ব্যাসদেব যথাক্রমে সর্ব্বকালের প্রয়োজনানুরূপ বিভাগে গ্রথিত করিয়াছিলেন।

Empiricist সম্প্রদায় inductive পন্থা-আশ্রয়ে মনের বাসনার উপর জ্ঞানের সৌধ-রচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে মনোধর্ম্ম-জাত ব্যক্তির মন পরিবর্ত্তনশীলে বহু বহু আকৃষ্ট হইলেও সঙ্কল্প-বিকল্প প্রভৃতি মনের বিকারপ্রাপ্তিতে জ্ঞান-সৌধের সৌধোন্নত চূড়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়ে। [illegible] [illegible] [illegible]

Mental speculationistগণ 'ভেকের আধুলি' সম্বল লইয়া ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ বস্তুর ঐশ্বর্য্যের প্রতিযোগী হইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, সাপেক্ষ-খণ্ড-জ্ঞানের দ্বারা নিরপেক্ষ পরিপূর্ণ-জ্ঞানময় বস্তুকে জানিয়া লইতে চায়, অধোক্ষজ বস্তুকে অক্ষজ ধারণার অন্তরে স্থাপন করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে। প্রোক্ত দার্শনিক সম্প্রদায় স্ব-স্ব খণ্ড জ্ঞানাশ্রয়ে দর্শন রচনা করিয়া পরস্পরের প্রতি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিলেও তাঁহারা নিজ নিজ সিদ্ধান্তে (অসত্যে সত্য ভ্রম পূর্ব্বক মনের সাময়িক তৃপ্তি লাভ হইলেও) আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই কারণ, সাপেক্ষ-জ্ঞানাশ্রয়ে সত্য নির্দ্ধারণে অগ্রসর হইয়া মন যেখানে পরিশ্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ বিচার-নৈপুণ্য-প্রকাশে আর অধিক অগ্রগামী হইতে পারে নাই তখন তাহাকেই 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

———

অবসন্ন মনের মূর্চ্ছাবস্থাকে 'সমাধি' বা কৈবল্য মনে করিয়া কেহ 'সর্ব্বশূন্য'এর স্বপ্ন কেহ বা 'ব্রহ্মাহমস্মি' "শিবঃ কেবলোঽহম্" এর স্বপ্ন দেখিয়া মনের মূর্চ্ছা-ভঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট পদের 'দর্শন'-রচনায় ব্যস্ত হইলেন ইহাই Speculative Philosophy উদ্ভবের প্রাক্ ইতিহাস। সুতরাং মনের নির্ণীত 'সত্য' (?) কখনই Absolute Truthএর স্বরূপ নহে উহাকে apparent truth বলা যাইতে পারে। মনঃকল্পিত সত্যাবেষণ(!) অনুবিধি কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত মনের speculative activitiesকে বিশ্রাম প্রদান করিলেও, পূর্ব্বসিদ্ধান্তে সন্দেহ বশতঃ বিশ্রাম-লাভান্তে পুনরায় পূর্ণ উৎসাহে সত্যান্তর-আবিষ্কারের জন্য relative জ্ঞানাশ্রয়ে বৃথা বস্তু-প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হইবে না, কারণ মনের ইহাই ধর্ম্ম বা স্বভাব।

শ্রীগুরুকৃপায় ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত Absolute Truthএর full view কখনই সম্ভবপর নহে। বাস্তব বস্তুকে ইন্দ্রিয়চালনা ক্রমে partial knowledgeএর অধীনে আনিবার অবৈধ চেষ্টা হইতেই জগতে স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে polytheism উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বহু সত্যবাদ বা বহ্বীশ্বরবাদ একই কথা। Polytheismএর দুইটী aspects আছে, ইহা যখন স্থূল ভাবকে অবলম্বন করিয়া develop করে তখনই বহ্বীশ্বরবাদের জন্ম হয় এবং যখন ইহা সূক্ষ্মভাব ধারা-আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন বহু কার্য্য-বৈচিত্র্যের বহু কারণ কল্পিত অনুমিত হয় (সত্যকে বহুরূপে জানাও polytheismএরই রূপান্তর ব্যাপার-বিশেষ)। Polytheistic চিন্তাস্রোত বর্ত্তমান থাকা কাল পর্য্যন্ত মানব অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে আস্তিক্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইতে পারে না।

প্রাচ্য-দর্শন-শাস্ত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বেদান্তদর্শনই বাস্তবসত্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন এবং সেই কারণেই 'বেদান্ত-দর্শন' জগতের মধ্যে দর্শনমুকুটমণিরূপে সমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রুতি-নিষ্ঠতাই বেদান্ত-দর্শনকে এত গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে. শ্রুতি বা বেদবিরুদ্ধ অনুমান বেদান্তদর্শনে কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হয় নাই. শ্রুতি বা শ্রৌত-বাক্যরূপ শব্দপ্রমাণই বেদান্তদর্শনের প্রাণ। ঋষিগণ-রচিত অন্যান্য প্রাচ্যদর্শন-শাস্ত্র (লৌকিক ও অলৌকিক অর্থাৎ পারমার্থিক নহে)-সমূহে ন্যূনাধিক পরিমাণে 'শ্রৌতিবাদ' ও 'অভ্যুপগমবাদ' অঙ্গীকৃত হইয়াছে কিন্তু ভগবান্ বেদব্যাস আম্নায়ানুগত্যকেই একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত কল্পনার স্থান বেদান্তদর্শনে নাই। সুতরাং অক্ষজ-জ্ঞানাবলম্বনে বেদার্থ-নির্ণয়ে পূর্ব্ব মীমাংসকের বিচারপ্রণালীর প্রতিকূলে অধোক্ষজ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীল ব্যাসগুরু অলোকজ্ঞানাশ্রয়ে বেদার্থবাক্য-করণে উত্তরমীমাংসা-দর্শন-রচনায় "অভ্যুপগমবাদ" 'শ্রৌতিবাদ' কিম্বা শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অসৎ কল্পনায় আশ্রয়-গ্রহণের অভিনয় প্রকট করেন নাই পরন্তু দিব্যাভিমানে শ্রীনারদ, শ্রীব্রহ্মা প্রভৃতি পূর্ব্বগুরুপরম্পরা-লব্ধ দিব্য-জ্ঞানে সেবা করিবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। অতএব একমাত্র বেদান্তদর্শনই যে বাস্তব-দর্শন বা পরিপূর্ণ দর্শন, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হইল।

——

জীবের মায়ামুক্তি

এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ জীবে পরিপূর্ণ। জীবকুল কৃষ্ণের তটস্থ-শক্তির পরিণত। জীবের গঠন বা স্বভাবে ভোগ ও সেবা অনুস্যূত থাকায় জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে ভোগ করিতেও পারেন আবার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারক্রমে কৃষ্ণসেবাও করিতে পারেন।

———

জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্য-বদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও মায়াসঙ্গ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণসেবারত থাকিয়া কৃষ্ণ-পারিষদ নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবা-সুখই তাঁহাদের ভোগ—কৃষ্ণসুখ-বিধানেই তাঁহাদের সুখ। আর বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণসেবায় উদাসীন থাকিয়া সংসারে কর্ম্মফলাদি সুখদুঃখ ভোগ করেন। কৃষ্ণবিস্মৃতি দোষের জন্য মায়াপিশাচী তাঁহাদিগকে পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ ও মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহাবরণে আবদ্ধ করিয়া শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ে জর্জ্জরিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে—কামক্রোধাদি শত্রুগণের বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে—ইহাই জীবের রোগ বা বদ্ধতা।

জীবগণ মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম্মফলানুসারে দেব, রাক্ষস, যক্ষ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য-আদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে এই দুঃখময় সংসারে কেবল কষ্টই পায়। এই দুঃখ কারাগারে সুখের লেশমাত্র নাই। তবে সুখ বলিয়া যে প্রতীতি আমাদের হয় তাহা দুঃখের ক্ষণিক অভাব-নিবৃত্তি বা মহাদুঃখের আবাহনগীতি মাত্র। এইরূপে সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে জীবের সাধুসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি হয় এবং তখন সে প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করিতে যত্নবান্ হয়। সেই সাধুর উপদেশ-মত্রে মায়াকৃত অর্থাৎ ভোগাসক্তি—নিজসুখ বা স্ত্রী-পুত্র-মাতা-পিতাদির সুখবিধানে চেষ্টা অপসারিত হয় এবং জীব সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া মহানন্দে কৃষ্ণের নিকট গমন করেন। গুরুরূপী ভগবানের কৃপাপ্রভাবেই জীবের এই পরম সৌভাগ্য লাভ হয়। সুতরাং সদ্গুরু-লাভ ব্যতীত—বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গুরুরূপী কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জীবের আর উদ্ধারের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

ভগবান্ পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য গুরুরূপ ধারণ করিয়া—নররূপে উপদেশকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া জগতে আসেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে কোন অংশে কম নহেন। যে সকল ভাগ্যবান্ জীব সেই গুরুরূপী কৃষ্ণের অনুসন্ধান কৃষ্ণ-প্রিয় বৈষ্ণবগণের নিকট পাইয়া প্রত্যক্ষরূপ টিকিট লইয়া গুরুরূপী বৈকুণ্ঠের 'ট্রেণে' আরোহণ করেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাগত গুরু-দেবের পাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া বৈকুণ্ঠের যাত্রী হন, তাঁহাদেরই মায়ামুক্তি—মায়ার হাত হইতে তাঁহাদেরই ছুটি। গুরু-চরণাশ্রয় বা গুরুসেবা ব্যতীত কৃষ্ণলাভের চেষ্টা, ট্রেণে আরোহণ না করিয়া বা পায়ে না হাঁটিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র।

জীব—চিৎস্বরূপ, শুদ্ধ কৃষ্ণদাস; মায়াবদ্ধ হওয়াই তাহার দুর্গতি। তিনি যখন গুরুকৃপায় স্বীয় সেবনীয় বস্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পান তখন বিগত শোক হইয়া নিজ কৃষ্ণদাস্যরূপ অমূল্য রত্ন লাভ করেন। জীবের দুইটী দশা—মুক্ত-দশা ও বদ্ধদশা। বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণবিমুখ, ভোগরত সংসারাসক্ত দুঃখভারাক্রান্ত আর মুক্তজীবগণ কৃষ্ণ-সেবায় রত, নিত্যানন্দময়। এই মুক্ত জীবগণ

আবার দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও মায়া-মুক্ত। নিত্যমুক্তগণ কখনই মায়াবদ্ধ হ'ন না। আর মায়ামুক্তগণ মায়া-প্রবেশের পর সাধুগুরুকৃপায় ও সৎসঙ্গক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া চিদ্বিলাসে প্রবিষ্ট হ'ন। মুক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে কেহ কেহ বলেন, জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নাম—মুক্তি। আবার কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্যের নাম—মুক্তি কিন্তু ভাগবতানুগ বৈষ্ণবগণ বলেন,—

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ
ব্যবস্থিতিঃ।"
(ভাঃ ২।১০।৬)

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। অবিদ্যা-প্রবেশেই তাহার বিরূপাবস্থা. তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম—মুক্তি। স্বরূপ-ব্যবস্থিতি-জ্ঞান নিতান্ত অস্ফুট হইলে সাযুজ্যভাব এবং পূর্ণরূপে স্ফুট হইলে শুদ্ধ-কৃষ্ণদাস্য-প্রাপ্তি। কেবল দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা যায় না, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিৎ-সুখ-প্রাপ্তিই প্রকৃত মুক্তি।

জীব মুক্ত হইয়া—স্ব-স্বরূপে অবস্থান-পূর্ব্বক এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ন; তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্ন হ'ন। বেদমতে এই প্রকার মুক্তিই চরম মুক্তি

জীব মুক্ত হইলে আটটী অবস্থা লাভ করেন,—"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ।"

'অপহতপাপ্মা'—অপহত-পাপ অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি-সম্বন্ধশূন্য. 'বিজর' শব্দে জরাধর্ম্মরহিত অর্থাৎ নিত্য নূতন। 'বিমৃত্যু' শব্দে আর পতন হয় না। 'বিশোক' শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ আশা শোক দুঃখ ইত্যাদি হইতে রহিত। 'বিজিঘিৎস' শব্দে ভোগ-বাসনা-রহিত। 'পিপাসা' শব্দে অন্যাভি-লাষশূন্য, কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত অ'র কিছুই চান না। 'সত্যকাম' শব্দে কৃষ্ণসেবোপযুক্ত যে কামনা করেন, সেই কামনামাত্রেই নির্দ্দোষ। 'সত্য-সঙ্কল্প' শব্দে যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়। বদ্ধ-জীবে এক আটটী ধর্ম্ম থাকে না। বদ্ধ ও মুক্ত জীবে বহাই প্রভেদ। সদ্গুরুকৃপায় শুদ্ধ-ভক্তিলাভে উপরিউক্ত গুণে ভূষিত ব্যক্তির অনায়াসেই মায়ামুক্তি; অপরের নহে।

সাধ্বী মহিলার হরিসেবা

(৩)

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহারা পতিকে পরম-গুরু-জ্ঞানে ভজন করিবে। তৎসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে, "পতিতং পতিং চ ত্যজেৎ" পতিত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অথবা জীবের নিত্য-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত স্বামীকে ত্যাগ করিবে, "পতিঃ ন স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্" সমুপাগত মৃত্যুর গ্রাস হইতে যিনি স্ত্রীকে রক্ষা করিতে না পারেন, তিনি স্বামীপদ-বাচ্য নহেন অর্থাৎ তাঁহাকে ভজনা করিলে নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে না; অতএব তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা এক সময় ভগবান্ গৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্যদর্শনে অসূয়া প্রকাশ করিয়াছিল। ভগবানের প্রতি মাৎসর্য্যের উদয় হওয়ায় অমোঘ ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয়। বৈষ্ণবপ্রবর সার্ব্বভৌম কন্যার সংসার-সুখ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও জামাতাকে ক্ষমা করেন নাই। উপরন্তু কন্যাকে স্বামীত্যাগ করিয়া নিজেকে বিধবা মনে করিতে আদেশ দিয়া-ছিলেন। "স্বামী যাহাই হউন না কেন, তাঁহাকেই ভজনা করিতে শাস্ত্র আদেশ দিয়া-ছেন" এরূপ স্মৃতিবাদী ও একদেশদর্শীর শাস্ত্র-দর্শনের প্রশ্রয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেন নাই। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তৎকালে অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়েছেন—

চৈতন্য-গোসাঞির নিন্দা শুনি যাহা হইতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥
* * * *
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈলুঁ, তার নাম না লইব॥
ষাঠীরে কহ তারে ছাড়ুক সে হইল
পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৬১।২৬৩।২৬৪)

বৈষ্ণবী-শ্রেষ্ঠা শ্রীকরমেতী বাইয়ের স্বামী বৈষ্ণব বা বিষ্ণুপূজায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। অবৈষ্ণব স্বামীগৃহ ভজনের পক্ষে প্রতিকূল হওয়ায় শ্রীকরমেতী স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করেন এবং একাকিনী দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং তথায় ভজনানন্দে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি-বাহিত করেন। সুতরাং শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবহেলা করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইব, এরূপ বিচার আত্মমঙ্গল-নাশের পন্থা মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—
"সন্তুষ্টা লোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়-সত্যবাক্
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের এরূপ আদেশের উদ্দেশ্য বৈষ্ণব-সেবায় প্রবৃত্ত করান। বৈষ্ণব-স্বামীকে ভজনা করিলে একাধারে সাধুসঙ্গ-লাভ এবং বিষ্ণু'ও বৈষ্ণবের সেবা সাধিত হয়। বৈষ্ণব আত্মসুখের নিমিত্ত কাহাকেও আপন সেবায় প্ররোচিত করেন না। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। বৈষ্ণব নিজে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা করেন এবং জাগতিক সকল বস্তুই হরিসেবায় নিযুক্ত করেন। স্ত্রী যদি বৈষ্ণব স্বামীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাহা হইলে ভগবদ্ভজনও সুষ্ঠুরূপে হইয়া থাকে, এবং স্বামীর সেবাও করা হয়; কারণ, বৈষ্ণবের একমাত্র কামনা—জগতের সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হউক। সুতরাং স্ত্রীর পক্ষে বিষ্ণুসেবা ও স্বামীর সেবা উভয়ই সাধিত হয়।

সাধু বৈষ্ণবগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহু সুকৃতিসম্পন্না মহিলা কায়মনোবাক্যে হরিসেবা দ্বারা নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছেন। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে মহীয়সী মহিলা পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য হেলায় পরিত্যাগ করিয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিয়া-ছিলেন—

যেনাহং না মৃতা স্যাম্।
কিমহং তেন কুর্য্যাম্॥

সেই বৈদেহী দেবীর অনুদিত পন্থাবলম্বনে অদ্যাবধি কত শত সৌভাগ্যশালিনী রমণী চরম কল্যাণ লাভ করিতেছেন।

ভক্ত ভগবানের নিকট নিজাপেক্ষা প্রিয়। নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নেও কখনও ভক্তের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না। যদি কখনও দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এক মাত্র কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর পাপজিহ্বা বিখণ্ডিত করা। যদি কোনও কারণবশতঃ তাহাতে অশক্ত হন, তাহা হইলে আপন প্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

বৈষ্ণবী-শিরোমণি শ্রীসতীদেবী আমাদিগকে এই আদর্শটী দেখাইয়াছেন। বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশঙ্করের মহিমায় বিমল সতী সম্যক্ অবগতা ছিলেন কিন্তু তাঁহার জন্মদাতা প্রজাপতি দক্ষ অহঙ্কারবশতঃ শঙ্করের আচার-ব্যবহার-দর্শনে তাঁহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেন। এক সময় দক্ষ সতীর সম্মুখে শঙ্করের বহুবিধ নিন্দা করেন। সতীর পিতা জাগতিক-বিচারে দক্ষ সুতরাং তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করা সতীর পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল। সুতরাং যে দেহের জন্মদাতার অভিমানে দক্ষ সতীর সম্মুখে বৈষ্ণবনিন্দা করিতে সাহসী হইয়া-ছিলেন, সেই দেহ সতী তৎক্ষণাৎ পিতার সম্মুখে পরিত্যাগ করেন।

ভগবানের প্রিয় বিচারে প্রজার অপেক্ষাও যাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা, প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীদেবী সেই পাণ্ডবদিগের জননী। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন। কুন্তী-দেবী রাজবধূ ও রাজমাতা হইয়াও জাগতিক বিচারে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু এই ক্লেশ তাঁহার হৃদয়ে সাধনের প্রায় ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয় নাই। পক্ষান্তরে, যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন আপন আবাস দ্বারকায় গমন করিবার জন্য কুন্তীদেবীর অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন, তখন সুখ-দুঃখে সমদর্শিনী, অনাসক্তা কুন্তী-দেবী বলিয়াছিলেন,—হে গোবিন্দ, সম্পদ যদি আমাকে তোমার নিকট হইতে দূরে অপসারিত করিয়া রাখে, তাহা হইলে সেরূপ সম্পদের আকাঙ্ক্ষা আমি করি না, আমার পুত্রগণ চিরদিন দুঃখই ভোগ করুক, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সর্ব্বক্ষণ আমাদের নিকটে পাইব।"

(৩য় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' গীত-বৃত্তাদি এবং শাস্ত্র-প্রমাণ সমন্বিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া-ছেন। শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির অনুক্রম সূচী ও প্রভৃতির বিশুদ্ধ জীবনী-সম্বলিত এরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকা-টাইপের সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা অর্দ্ধাধা ৬৲, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত। মূল, শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, পদ্য অনুবাদ ও অধ্যায়ের কথাসার, পদসূচী, গানসূচী, পাঠসূচী, প্রমাণ গ্রন্থ তালিকা, সূচনা প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত, গৌড় অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে সিল্কের কাপড়ে ছাপা। ভিক্ষা ২॥০ টাকা। 'নদীয়া প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম ৯৫০ পৃষ্ঠা সহ পর্যায় ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৬০০ পৃষ্ঠা ।৶০
৩। ভাগবতম শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (৮ম সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধামাল (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। একাদশতত্ত্ব ।০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ?
শ্রীনবদ্বীপপঞ্চকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য
১২। মুক্তিমাধিকা বনমোহনঃ সাহচর্য (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তভক্তমায় সাহচর্য রামানুজীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। ৴০
৩৫। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৬। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৭। অর্চনকণ ৴০
৩৮। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। বন্দিবর্তী সাহচর্য ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যভাগবতামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৶০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীগুর্বষ্টক ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্দর্শনঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাহচর্য-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাঙ্গরঙ্গদম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন
৬১। বিলেক্টেড ওয়ার্কস ।৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৬। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভলিউম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কটক, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা, পোঃ ডিব্রুগড়, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অযাব গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, সি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেনসাম টনিক —
ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্রাট নিদান নং ৭")। অনর্থ-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তদর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেণ্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৩	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৮	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-এর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ ৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। যদি কেহ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ আবেদন করেন সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট নিজের পরিচয়-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-পত্র-প্রাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ে আসিয়া যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীনন্দন চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-শাস্ত্রী প্রধানাধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় দীর্ঘকাল এম্, এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু ইতিন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সাহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বররোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শরীর সমস্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলের দোষ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

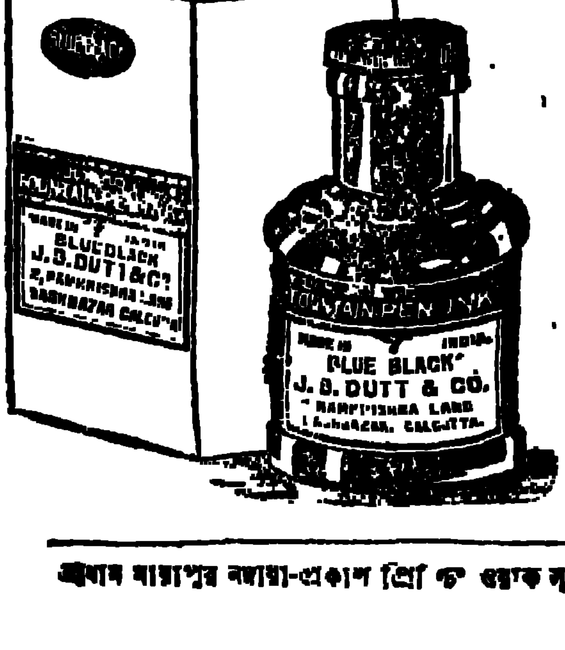

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই আষাঢ় বুধবার ১৩৪১, ২০শে জুন ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::•::—

২০০৫৲ টাকা মূল্যে একটী শঙ্খ ক্রয়

নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ, অনন্ত লাল মজুমদার নামে জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী পুর্ণিয়া জেলার জনৈক জ্যোতিষীর নিকট হইতে (ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতার অধিবাসী) ২০০৫ টাকা মূল্যে একটী শঙ্খ ক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ, এই শঙ্খটির কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার জনৈক ব্যবসায়ী এরূপ শঙ্খ পাইয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই শঙ্খটির যোগতেও তাহারই অনুরূপ। বর্ত্তমানে শঙ্খটী ক্রয় করিতে অনন্ত মজুমদারকে সম্ভবতঃ তাঁহার একখানি বাড়ী ও মেয়েদের কিছু গহনা বিক্রয় করিতে হইয়াছে,—এই আশায় যে এই শঙ্খ তাহাকে প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী করিবে।

আগরতলায় চুরি

আগরতলায় এক রাত্রিতে তিন বাসায় চুরি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ সহরের কৃষ্ণনগর অঞ্চলে 'উষা মহেশ্বরী' বিদ্যালয়ের গাত্র হইতে প্রায় ১০০০৲ টাকার গহনা চুরি হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রাতঃকালে বনমালীপুরে কোনও বণিগ্‌গণী ভদ্রলোকের 'বাধা রুকের' গাত্র হইতে অনেক টাকার অলঙ্কার চুরি হয়।

তৃতীয়তঃ, সহরের ঐ রাত্রিতেই 'উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের' নিকটবর্ত্তী নুয়ার নয়নারঞ্জনের দেববর্ম্মণের বাড়ী হইতে বাক্স ভাঙ্গিয়া ৭৬ টাকার অলঙ্কার চুরি করিয়া লইয়া যায়।

——

ঢাকা-কলিকাতা বিমান ডাক

ঢাকা ও কলিকাতার মধ্যে ডাকবাহী বিমানপোতখানি বৃহস্পতিবার দিন যথারীতি ঢাকা হইতে ডাক লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়াছিল। মাণিকগঞ্জের নিকটে আসিয়া দৈব দুর্য্যোগবশতঃ ইহা এক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ফলে বিমানপোতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল এয়ার ওয়েজের" কর্ত্তৃপক্ষ দমদম হইতে আর একখানি বিমানপোত প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিমানপোত হয়ত ঢাকার ডাক লইয়া কলিকাতা আসিবে। তবে অন্যান্য দিন যে সময় ডাক আসিত, তাহা হইতে অন্ততঃ চারঘণ্টা বিলম্বে পৌঁছিবে বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসে সংবাদ লইয়া জানা গেল, ঢাকার বিমানডাক মাণিকগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পৌঁছাইয়া দেওয়া হবে। তথা হতে চট্টগ্রাম মেলে এই ডাক রাত্রি ৮টার পর কলিকাতায় পৌঁছিবে।

আবহাওয়া ভাল না থাকায় ঢাকা হইতে কলিকাতাগামী ক্ষুদ্র মেলডাক বিমান ১৪ই জুন প্রাতঃকালে মাণিকগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মাসাদায় অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। অবতরণের সময় বিমানখানা উল্টাইয়া যায়। পাইলট মিঃ ফি, পন্থা আহত হয় নাই। বিমানে কোনও যাত্রী ছিল না।

ফরিদপুরে আবার আত্মহত্যা

কয়েক দিবস পূর্ব্বে বুরা গ্রামের গিরীন্দ্রচন্দ্র গোপ নামক একব্যক্তি অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে প্রকাশ, বাইশারা নামক গ্রামে শ্বশুরালয়ে তাহার পত্নী অবস্থান করিতেছিল। কোনও কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় তাহার শ্বশুর পত্নীকে তাহাদের বাড়ী যাইতে দিতে চায় না। ফলে সে বাড়ী চলিয়া যায়। উক্ত দিবস রাত্রিতেই সে আত্মহত্যা করিয়াছে। এই অঞ্চলে অপমৃত্যুর সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। ২।৩ মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে ৯টি আত্মহত্যা, ৫টী খুন, ১টী শৃগাল কর্ত্তৃক হত, ৪টী কুম্ভীর কর্ত্তৃক হত, ৪টী জলে ডুবিয়া মৃত্যু মোট ২৩টী অপমৃত্যুর খবর আমরা পাইয়াছি।

——

ছেলেধরার আতঙ্কের পরিণাম

কাঁথিপুর হইতে প্রকাশ, ছেলেধরার গুজব ভীষণভাবে এ অঞ্চলে বিস্তারলাভ করিয়াছে। এজন্য কত লোক যে লাঞ্ছিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গত ৮ই জুন বড়িগার গ্রামে মুলফৎগঞ্জ গ্রামের এক ব্যক্তি আসিয়াছিল। তাহাকে ছেলেধরা সন্দেহে বহু লোকে ধরিয়া প্রহার করে। এমন প্রহার করে যে, প্রহারের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

——

বহরমপুরে খানাতল্লাস

বহরমপুর ১৩ই জুন প্রাতঃকালে কয়েকখানি বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে পুলিশ একই সময়ে খানাতল্লাস করিয়াছে। ডাক্তার ত্রিগুণমোহন সেন, নারায়ণদাস মজুমদার, নন্দলাল বসু, ভোলানাথ দাস ও সুরেন্দ্র নাথ সমাদ্দারের গৃহে তল্লাসী চালাইয়াছিল। কোথাও আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। খানাতল্লাসীর পর পুলিশ কতিপয় যুবককে থানায় চালান দিয়াছিল। জবানবন্দী লিখিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

——

জেলের মধ্যে খেলিতে গিয়া বিপদ

কাঁথিপুর হইতে প্রকাশ, অভয়াশ্রমের কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন মহাশয়কে ফরিদপুর জেল হইতে দমদম স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়ায়, গত ২৪শে মে খেলিতে খেলিতে শ্রীযুক্ত সেনের দক্ষিণ উরুখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতঃপর ২৮শে মে ভালরূপ চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্স অব ওয়েলস হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে সেখানে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে তাঁহার পা পরীক্ষার পরে জানিতে পারা গিয়াছে যে, হাড় ভাঙ্গিয়া দেড়ইঞ্চ পরিমাণ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

–

কুমীরের গ্রাসে ও জনের জীবনান্ত

কাঁথিপুর হইতে প্রকাশ, এই অঞ্চলে কুমীরের অত্যাচার বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৪ঠা জুন সুরেশ্বর ষ্টেশনের নিকট আন্দাজ ৮৷৯ হইতে ১০।১১ বৎসরের একটী মুসলমান বালককে কুমীরে নিয়া গিয়াছে। উক্ত তারিখের ৩।৪ দিন মধ্যে সুরেশ্বর ষ্টেশনের নিকট হইতে একটী ও নোয়াখী গ্রাম হইতে আর একটি বালিকাকে কুমীরে গ্রাস করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

——

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৪১

বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের মনোভাব একবার 'নরম'ভাব দেখাইয়াছে। অনেক কাল মিল খোলা হইয়াছে এবং কাজ চলিতেছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ধর্মঘট এইবার ভাঙ্গিয়া যাইবে, অতএব শ্রমিকদের নিকট নত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শ্রমিকদের দারিদ্র্য ও অভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত যদি ধর্মঘট ভাঙ্গিয়াই যায় এবং শ্রমিকেরা বিনাসর্তে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলেই কি কলওয়ালারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন? শ্রমিকদের মনে যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকিয়া যাইবে, তাহাই ভবিষ্যৎ অশান্তির কারণ স্বরূপ হইবে। কলওয়ালা এবং শ্রমিকদের মধ্যে যদি সদ্ভাব স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে কখনই কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলিবে না। অতএব নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্যই কলওয়ালাদের শ্রমিকদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা উচিত। গান্ধীর আহ্বানের সুযোগ গ্রহণ করিলে তাঁহারা বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতারই পরিচয় দিবেন।

১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যভাগে বসিয়া ১৯৩২-৩৩ সালের কর্পোরেশনের বার্ষিক কার্যবিবরণীর সমালোচনা করা কতকটা পুরাতত্ত্বের গবেষণারই সামিল হইলেও কলিকাতার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার মোটামুটি একটা পরিচয় এই রিপোর্ট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, বসন্ত, টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা সব রকমের সংক্রামক ব্যাধিই কলিকাতা সহরের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে কোন কোন রোগের প্রসার কিছু কম হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। বসন্ত ও টাইফয়েড রোগ পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে বাড়িয়াছে। টাইফয়েড ও কলেরা যে ১৯৩৩-৩৪ সালেও বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা আমরা সকলেই জানি। এই দুই রোগের প্রসার রোধ করার জন্য কর্পোরেশন কি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, রিপোর্টে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। আর এক লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কলেরা রোগে [illegible] সংখ্যা অধিক। কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা শতকরা [illegible] কারণ, অনুসন্ধান করা হয় নাই।

রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছে। ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশনের অধীনে ২৩২টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে ২১,০২৮ জন ছাত্রছাত্রী ছিল এবং কর্পোরেশন মোট ১৩,২৪,১০৩ টাকা নিজ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিল। সুতরাং কলিকাতা কর্পোরেশন তাহার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য গৌরব বোধ করিতে পারে।

আগামী জুলাই মাসে টোকিও সহরে নিখিল এশিয়া বৌদ্ধ সম্মিলন হইবে। ভিক্ষু উত্তম ঐ সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে জাপানে যাইবার জন্য ছাড়পত্র দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের এই আচরণ। [illegible] নিখিল এশিয়া বৌদ্ধসম্মিলন ধর্মসংক্রান্ত হইলেও ইহার [illegible] ভিক্ষু উত্তম উহাতে যোগ দিলে ব্রহ্ম গবর্ণমেন্টের অর কি ক্ষতি তা আমরা জানিনা। ইতঃপূর্বে জাপানীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যাইতে চাহিলে ভিক্ষু উত্তমকে ভারতগবর্ণমেন্ট ছাড়পত্র দেন নাই। ইউরোপে চক্ষু চিকিৎসার জন্য যাইতে চাহিলেও তিনি ছাড়পত্র পান নাই। ভিক্ষু উত্তম দশ বৎসর পূর্বে রাজদ্রোহের অপরাধে একবার দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বোধহয় সেই অতীত অপরাধের জন্যই গবর্ণমেন্ট এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে শাস্তি দিতেছেন।

বাঙ্গালীর বেশে পশ্চিমা

আলীপুরের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ চিৎপুর রোডের কোন একটি পাঞ্জাবী হোটেলে বাঙ্গালীর বেশে সজ্জিত জনৈক পশ্চিমাকে গ্রেপ্তার করেন। সে ননীগোপাল মুখার্জ্জি নামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করে। তদন্তক্রমে জানা যায় যে, ধৃত ব্যক্তির নাম ভগবতী ভকৎ পাকড়ী। সে একজন পুরাতন পাপী। কলিকাতায় ৩৪০০০৲ হাজার টাকা মূল্যের গহনাপত্র ও নগদ টাকা-কড়ি চুরির একটি মামলা সম্পর্কে তাহার খোঁজ করা হইতেছিল। কিছুকাল পূর্বে মানিকতলার এলাকাধীন কোন একটা গদির সিন্দুক হইতে উক্ত টাকা কড়ি ও অলঙ্কারপত্রাদি অপহৃত হয়।

৫৪,২০০মণ লবণ বিক্রয় লইয়া মামলা

আবেদনকারী রামগোপাল গোয়েঙ্কা নিউইন্ডিয়া নামক অপর এক ব্যক্তির নিকট ৩১,৩৪০৲ মূল্যে ৫৪,২০০/ মণ লবণ বিক্রয় করে। কিন্তু নিউইন্ডিয়া তাহাকে মূল্য না দিয়াই তাহা হস্তান্তরিত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। ইহাতে রামগোপাল প্রতারণার অভিযোগে হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক মামলা দায়ের করে এবং নিউইন্ডিয়া যাহাতে লবণ বিক্রয় করিয়া না ফেলিতে পারে, তজ্জন্যও সে তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রার্থনা করে। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে, নিউইন্ডিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্মে এক দরখাস্ত করে যে, সে উক্ত লবণ দায়বদ্ধ রাখিয়া গোয়েঙ্কাকে ৮৭০০০৲ ধার দিয়াছে। লবণ সহজেই নষ্ট হইয়া যায় এবং মূল্য হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকায় সে তাহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। উক্ত লবণ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা তাহার ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট নিষেধাজ্ঞা সংশোধিত করিয়া এই মর্মে আদেশ দেন যে, নিউইন্ডিয়া ১৫০০০৲ জামিন দিলে উক্ত লবণ বিক্রয় করিতে পারে।

আবেদনকারী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হন না। অতঃপর প্রার্থনাকারী হাইকোর্টে পুনরায় দরখাস্ত করিলে, বিচারপতি মিঃ গুহ ও মিঃ ম্যাকনেয়ার রুল জারী করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তর বিচারপতিগণ বলেন যে, যেহেতু উক্ত লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলা হইয়াছে, সুতরাং উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। বিচারপতিগণ রুল নাকচ করিয়া দেন। মিঃ এস সি. তালুকদার ও মিঃ বি কে ঘোষ প্রার্থনাকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টেশন মাষ্টার গ্রেপ্তার

ডি, এইচ, রেলের বাগডোগরার ষ্টেশন মাষ্টার অবিনাশচন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঘটনার যে সামান্য বিবরণ জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে ধৃত ব্যক্তি কিছুদিন পূর্বে কালিম্পংএর ষ্টেশন মাষ্টার থাকিতে কালিম্পং হইতে কলিকাতায় কয়েকটি বাক্স বুক করেন। প্রেরক নাকি বাক্সের জিনিষের মিথ্যা নাম উল্লেখ করে। বাক্সের প্রতি শিয়ালদহে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় রেল পুলিশের সম্মুখে ঐ সমস্ত বাক্স খোলা হয় এবং উহাদের ভিতরে প্রায় ৩৩ হাজার টাকা মূল্যের আফিং পাওয়া যায়।

ডি, এইচ, রেলের জেনারেল ম্যানেজার অবিনাশ দাসকে এই ব্যাপারে জড়িত থাকার সন্দেহে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। কালিম্পংএর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার বিচার হইবে। তিনি বর্তমানে ৫০০৲ টাকার জামীনে মুক্ত আছেন।

গোয়ালিয়রে লোমহর্ষণ কাণ্ড

গোয়ালিয়র ষ্টেটের দূর পল্লী অঞ্চল হইতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। গোটনা গ্রামে অগ্নিদাহে পঞ্চাশখানি কুটীর ধ্বংস হইয়াছে এবং সঙ্গে ২৭টী গৃহ পালিত পশু মারা গিয়াছে। প্রকাশ, অগ্নি নির্বাপণে ব্যাপৃত কয়েক ব্যক্তি অগ্নিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে।

লালপুরা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছে, কিন্তু কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই।

রাজবন্দীগণের স্থানান্তর

সম্প্রতি চট্টগ্রামে রাজবন্দী শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সেনগুপ্ত ও ক্ষিতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত বহরমপুর বন্দীনিবাসে আটক ছিলেন। তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদ জিলার লালবাগ মহকুমার লালগোলা থানায় অন্তরীণ করা হইয়াছে।

বিক্রমপুরের রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সন্তোষ নাথ সেনকে, মুর্শিদাবাদ জিলার লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জ থানায় রংপুর জেলা হইতে আনয়ন করিয়া অন্তরীণ রাখা হইয়াছে।

মধ্য কলিকাতার রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে মুর্শিদাবাদ জিলার লালবাগ মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে অন্তরীণ রাখা হইয়াছে।

বহরমপুর সৈদাবাদের রাজবন্দী আইন ভঙ্গ করার দণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্যকে রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল হইতে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

লোহা বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওথাম,
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৩ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২০শে জুন ইং ১৯৩৪ বুধবার } ৯১শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষেত্রে

গত ২৪শে মে বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হন। ইনি এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালি' সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শ্রুতির "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" মন্ত্রটী প্রায় ১ ঘণ্টার অধিক কাল ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন, যে সকল শব্দ শব্দীর সহিত পার্থক্য স্থাপন করে, সেই সকল শব্দের দ্বারা শব্দীর সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকৃতির অন্তর্গত প্রবচনের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু লাভ হয় না। মেধাশক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'র্‌ছে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের উপর। বৈকুণ্ঠবস্তুকে limitationএর মধ্যে আন্‌লে আমি তাঁ'র ভোক্তা হ'য়ে পড়ি। ভগবদ্বস্তু এত বড় যে, তা' আমাদের limitationএর মধ্যে আস্‌তে পারে না।

———

মনে হ'তে পারে senseগুলিকে reject ক'রে দিলে আমাদের আর রইল কি? এ যেন গাড়ীর ধুর ভেঙ্গে দেওয়ার মত। কিন্তু নিজের সকল অহমিকা ছেড়ে দিলেই—তা'তে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কর্‌লেই limitationএর সকল বোঝা পরিত্যাগ ও বৈকুণ্ঠের অবতরণকে বরণ কর্‌বার যোগ্যতা লাভ হয়। কর্ম্মজড়বাদ—আমি recipient, জ্ঞানেও আমি recipient, ভক্তিতে অধোক্ষজ বস্তু recipient; একান্ত ভক্তিপথই আশ্রয়ণীয়। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা ক'রে আমার নিকট আত্মপ্রকাশ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত; আমাকে কেবল তৎপর ও নির্ম্মল হ'য়ে আত্মবৃত্তিদ্বারা সেই কৃপা বরণ কর্‌তে হ'বে। Altruist class—more or less anthropomorphist. তথাকথিত পরার্থি-সম্প্রদায় পশু, মনুষ্য, দেবতার উপর ত' অবিচার ক'র্‌ছেনই, ভগবদ্বস্তুর উপরও অবিচার কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'রা 'গরু মেরে জুতা-দানে'র নীতি অবলম্বন ক'রতে গিয়ে পশুর উপর অবিচার ক'র্‌ছেন। মনুষ্যকে নিত্যতত্ত্ব অকপট কৃষ্ণানুশীলনের সন্ধান হ'তে বঞ্চিত ক'রে তা'দিগকেও হিংসা কর্‌ছেন, মনুষ্যজাতির প্রকৃত উপকার ক'র্‌তে পার্‌ছেন না। সামরিক, দৈহিক ও মানসিক উপকার অমঙ্গল ও বিপরীত ফল প্রসব কর্‌ছে। পরার্থিসম্প্রদায় দেবতাগণকে খাটিয়ে নিচ্ছেন, অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবদ্বস্তুকে চিন্ময়-ইন্দ্রিয়বিহীন ক'রে অবৈধ কল্পনাবলে মনুষ্যে পরমেশ্বরতা আরোপ ক'র্‌ছেন। দরিদ্র বা দরিদ্রতাকে নারায়ণ বা নারায়ণত্ব ব'ল্‌ছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-প্রণালী অন্যান্য বিচারপ্রণালী অপেক্ষা পৃথক্। যাবতীয় মনোধর্ম্ম থামিয়ে দিয়ে বাস্তববস্তুকে প্রকাশ করাই শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপা। আমার যাহা মঙ্গলময় প্রয়োজন, তাহা আমি বুঝি না, কিন্তু আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনিই বোঝেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মধ্যে মধ্যে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। ইতোমধ্যে দুই দিবস ছায়াচিত্রে বক্তৃতা, শ্রবণার্থ বিরাট্ জনসঙ্ঘের সমাগম হইয়াছিল।

ঢাকায়

বিগত ১০ই জুন রবিবার ঢাকা শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টাকাল "গুরুকরণের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রধানতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—এই চারি শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহের সুখ-সুবিধার অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-লাভের আকাঙ্ক্ষার তাৎকালিক আর্থিক গুরুস্বীকারের প্রয়োজনীয়তা এবং তজ্জন্য তাঁহাদের অনিত্য ফললাভ অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবনে জন্ম-মৃত্যুমালায় পরিভ্রমণের বিষয় বর্ণন করিয়া, স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল শ্রীবিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যে ভক্তের বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতা ও তৎফলস্বরূপ নিত্যবৈকুণ্ঠধামে নিত্যকাল নিত্য ভগবৎসেবারূপ পরমার্থ-ধন-লাভের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য তাহা বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করেন।

বেদ বেদান্ত ভাগবত গীতা পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহ এবং শ্রীভগবদ্বাক্য ও মহাজনগণের আচরণ ও শিক্ষা হইতে তিনি ইহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত করেন যে, মনুষ্য-জীবনটা একমাত্র শ্রীহরিভজনের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। মনুষ্যজীবন পাইয়া যাহারা শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য যে-কোন কার্য্যে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া থাকে তাহারা 'অসুর', 'রাক্ষস', 'দানব', 'দৈত্য', 'ভূত', 'প্রেত', 'পিশাচ' প্রভৃতি শব্দবাচ্য; এমনকি সর্ব্ববেদ বেদান্ত-পুরাণ-ইতিহাসের সার, সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় তাহারা "শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ" অর্থাৎ কুকুর, বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

———

বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীতিলাভ করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে গুর্ব্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

———

সিদ্ধ-বকুলমঠ সংস্কারে সাহায্য প্রার্থনা

পুরীর সিদ্ধ-বকুলমঠ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী। ইহা অতি প্রাচীন এবং বহু সিদ্ধ মহাত্মার ভজনস্থলী। এ স্থানের প্রাচীন গৃহাদি এবং শ্রীমন্দির জীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছে। অতি শীঘ্র ইহার জীর্ণ সংস্কার না হইলে পরে বহু অর্থব্যয়েও মন্দিরাদি সংস্কৃত হইতে পারিবে না। ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই শ্রীমন্দির-সংস্কারে সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রেরণ করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এই ভজনস্থলীর জীর্ণ সংস্কারের আনুকূল্য করেন। এই স্থানের সংস্কারের জন্য প্রেরিত আনুকূল্য মহান্ত শ্রীল বলভদ্র দেব গোস্বামী মহারাজের নামে সিদ্ধ-বকুলমঠ পুরী ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ ত্রিবিক্রম, শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

বেদান্তদর্শন

বেদান্তদর্শন-রচনার কাল সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে; কিন্তু আমরা গরুড়-পুরাণের বাক্য হইতে জানিতে পারি যে, জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসা-রচনার কিছু পূর্ব্বে বেদান্তদর্শন রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তী প্রাচ্য তথাকথিত শিক্ষিতসম্প্রদায় পুরাণগুলিকে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া ঘোষণা করেন; আবার কেহ কেহ পুরাণের এত অধিক প্রাচীনত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই মতবাদ পারমার্থিক ঐতিহ্য বিজ্ঞানে ইঁহাদের অনভিজ্ঞতাই প্রতিপন্ন করে। অবশ্য একথা আমরাও স্বীকার করি যে, কতকগুলি কল্পিত পুরাণ ও উপপুরাণ বেদব্যাসের নাম দিয়া (দেবী ভাগবত প্রভৃতি) খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র পুরাণ-শাস্ত্রই বেদব্যাসের নামে কল্পিত রচনা এরূপ উক্তি পণ্ডিতগণের পক্ষে বড়ই অশোভন। আমরা বেদ বা শ্রুতিতে পর্য্যন্ত পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি। শ্রীল ব্যাসদেব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন এবং তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অমলপুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্) ইহা স্বয়ং বেদব্যাসেরই উক্তি। যে-কালে শ্রীব্যাসদেব বেদ বিভাগ করেন ঐ কালেই পুরাণের আবির্ভাব এবং বেদান্তদর্শনও বেদবিভাগের অব্যবহিত পরেই রচিত। শ্রীগরুড়পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-
বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ ভাগবতং বিদুঃ॥"
(গরুড় পুরাণ)

এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে,পুরাণের পূর্ব্বেই বেদান্তদর্শন রচিত হয়। কারণ, গ্রন্থের 'ব্রহ্মসূত্রের' ভাষ্য। মূল গ্রন্থের পূর্ব্বে তাহার ভাষ্য রচিত হয় না। কারণ, মূল-গ্রন্থাবলম্বনেই ভাষ্য রচিত হয়। আরও প্রমাণ এই যে, শ্রীমদ্ভা মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত এবং গীতাতে স্পষ্টাক্ষরে 'বেদান্তকৃৎ', 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব' প্রভৃতি বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, বেদান্তদর্শন মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রের পূর্ব্বে রচিত। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরাণাদি যদি বেদান্তদর্শনের পরে রচিত তাহা হইলে উপনিষদে যে পুরাণ শব্দের উল্লেখ আছে ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় কি প্রকারে? উত্তরে বলা যায় উপনিষদে যে পুরাণের কথা আছে তাহা পুরাণের বীজ সূক্ষ্মাবস্থা। বস্তুতঃ বেদ ও পুরাণ সম-সাময়িক; কিন্তু বৈদিক যুগে পুরাণ সূক্ষ্ম সূত্রাকারে বর্ত্তমান ছিল। বেদের অর্থ বিস্তার বা পূরণ করেন বলিয়া উহাকে পুরাণ বলা হয়। বেদব্যাস সেই সূত্ররূপী পুরাণ শ্লোকাকারে বিস্তৃত করেন; সেই হিসাবে পুরাণ অপৌরুষেয়। শ্রীল ব্যাসদেব পুরাণের Author নহেন কিন্তু Expounders। বেদের ন্যায় পুরাণও ভগবদ্বাণী। শ্রীব্যাসদেব নানাবিধ উপাখ্যানযোগে শ্লোকাকারে পুরাণ বিস্তার করেন।

বেদান্তদর্শন যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র তাহা প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মনীষী Schopenhauer বলিয়াছেন—"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Vedanta. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." পণ্ডিত Sir W. Jones বলেন—"It is impossible to read the Vedanta without believing that Pythagaras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with sages of India." দার্শনিক পণ্ডিত Victor Cousin বলেন— When reading the Vedanta, I was Constrained to bend my knees before the system of Eastern philosophy, meaning the Vedanta philosophy." যাহা হউক অতঃপর আমরা বেদান্তদর্শনের আলোচ্য বিষয়গুলি যথাক্রমে বর্ণন করিব।

আলোচ্য বেদান্তদর্শন চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। উক্ত অধ্যায়-চতুষ্টয় হইতেই যাহাতে সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় লাভ হইতে পারে সেই কারণে উহারা 'সমন্বয়াধ্যায়', 'অবিরোধাধ্যায়', 'সাধনাধ্যায়' ও 'ফলাধ্যায়' নামে পরিচিত।

অন্তর্দ্ধান

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণের অবতার বা কৃষ্ণ হইতে কোন অংশে কম নহেন। কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহই গৌর এবং গৌরই সম্ভোগরসবিগ্রহ-রূপে কৃষ্ণ। এই লীলাগত পার্থক্যই গৌর ও কৃষ্ণে লক্ষিতব্য বিষয়। গৌরসুন্দর সর্ব্বশক্তিমান্,তিনি স্বরূপানুবর্ত্তিনী আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতে প্রকট হইয়াছিলেন, আবার স্বীয় তিরোভাব-শক্তির দ্বারা তিনি জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

দ্বাপরযুগে ভগবান্ কৃষ্ণ অসুর-মোহনার্থ জরা ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইবার লীলাভিনয় পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা সম্বন্ধে আমরা প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে কিছুই পাই না। ভগবান্ কিরূপে প্রকটাপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন তাহা অজ্ঞ আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতি জীব-মঙ্গলার্থ ইহার প্রমাণ বা কারণাদি কৃপাপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন।

সৃষ্ট বস্তু-মাত্রেই নশ্বর—ভাগবত মাত্রেই ধ্বংসশীল কিন্তু সেই অজর অমর ভগবানের জন্মই যখন নাই তখন তাঁহার দেহত্যাগাদির কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। তবে তিনি যে লীলা করেন তাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও কারণ নির্ণয় করিবার জন্য আজ বৈষ্ণবানুগত্যে কিঞ্চিৎ প্রয়াস।

অপরাধময় মনোধর্ম্মোত্থ চিন্তাস্রোত হইতে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প রচিত হইয়াছে এবং সেইগুলিকে পরবর্ত্তী-কালের জাল পুঁথি সমূহে প্রবিষ্ট করানও হইয়াছে। পাষণ্ডগণের এই সকল উক্তি বা প্রচ্ছন্ন গৌরবিরোধ দর্শনে আমরা বড়ই দুঃখিত। তাঁহাদের এই সকল উক্তি ভ্রমাত্মক ও অপরাধজনক। এসব মনগড়া কথায় আস্থা স্থাপন করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। সুতরাং শাস্ত্রাদেশই আমাদের শিরোধার্য্য ও অবলম্বনীয়।

কর্ম্মফল-বাধ্য জীবগণ নিজ নিজ শরীরকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহার প্রতিষেধক রূপে লোক-শিক্ষার জন্য, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মুক্তাভিমান নিরসনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজদেহে জ্বরের প্রাকট্য-বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নিত্য কলেবরে কর্ম্মফল-বাধ্য শরীরের ন্যায় জ্বরাদি ব্যাধির উদয় হইতে পারে না। মহাপ্রভুর জ্বরাদি-লীলা মূঢ়দিগকে প্রতারণা করিবার জন্য। সনাতন শিক্ষাচ্ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান-লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

মহাপ্রভুর বাক্যেও তাঁহার অপ্রকট লীলার তাৎপর্য্য আমরা জানিতে পারি। মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে জানাইলেন যে নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় ভগবানের অপ্রকট লীলার কোন কারণ নাই; তাহা তাঁহারই তিরোভাব-শক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত। একজন ঐন্দ্রজালিক নর যখন স্বেচ্ছামত নিজদেহাদি ত্যাগের অভিনয় করিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ যে অসুর-মোহনার্থ দেহত্যাগাদি-রূপ বা অন্তর্দ্ধানাদিরূপ মায়াময়ী লীলা প্রকাশ করিয়া জীবের বিস্ময় উৎপাদন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? নীল চশমা পরিধান করিলে যেমন নানাবর্ণ-রঞ্জিত বস্তু সমূহকেও নীল বলিয়া মনে হয় সেইরূপ মায়ার কবলে পড়িয়া মায়িক-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে মায়াতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলাদিও মায়িক বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং মাংসচক্ষু জীবের শাস্ত্র-চক্ষু-অবলম্বনে এই সকল বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ভগবানের দেহ পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে; কাজেই তাহাতে ষড়্বিকার নাই। জরাব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ আক্রান্ত হন না এবং প্রাকৃত লোকের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তও হন না। সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলা কি প্রকারে হইয়াছিল,—তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে এই মাত্র বলিতে হয়, পরম স্বতন্ত্র ভগবানের আজ্ঞানুসারে তাঁহার অচিন্ত্য অন্তর্দ্ধান-শক্তি প্রভুর অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। সুতরাং অন্যান্য প্রকারগুলি অজ্ঞ-জ্ঞানোত্থ বলিয়া নিরর্থক মাত্র। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের যে কোন প্রাকৃত কারণ বশতঃ জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে সাত্বত-শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। মায়াধীশ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের জ্বর-বিকারাদিও ভগবানেরই মত মায়াময়, অসুর-মোহনপর ও ভক্তার্ত্তি-বর্দ্ধক।

অতএব অনুমান, কল্পনা বা মনোধর্ম্মী পুরুষগণের অপরাধময় চিন্তাস্রোত দ্বারা রচিত জাল পুস্তকাদির অসৎ সিদ্ধান্ত বা জনবাদ গ্রহণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা সম্বন্ধে আমাদের প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতির সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার আবির্ভাব-শক্তির দ্বারা জগতে প্রকটিত হ'ন এবং তিরোভাব-শক্তির দ্বারা জগৎ হইতে

...রহিত হন। অপ্রাকৃত বস্তুর অস্তর্দ্ধান ...মধ্যে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক ...রূপ থাকিতেই পারে না।

ঋণত্রয় সমস্যা

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস)

আমরা বোধ হয় প্রত্যেকেই লক্ষ্য ...রিয়া থাকিব যে কোনও বিষয়ে সাফল্য...ভের পথে বহুবিধ প্রতিবন্ধক আসিয়া ...টে এবং ঐ প্রতিবন্ধকগুলি আমাদের ...প্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আমাদিগকে ...বিফলমনোরথ করিতে চাহে। বিশেষতঃ ...কৃষ্ণভজন-ব্যাপারে দৈবীমায়ার অনুচরবৃন্দ ...ও প্রকারান্তরে যে কিরূপ ভীষণভাবে ...বরোধ করিয়া আমাদের ভজন-প্রতিবন্ধক ...য়া দাঁড়ায় তাহা বর্ণনাতীত।

আমাদের দুঃখ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ অক্লান্ত ...রিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের মঙ্গল-...ধানে তৎপর।

'মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান তা'র ঘর॥'

—বৈষ্ণবের এই অযাচিত কৃপা আমরা ...ইতে পারি না। বৈষ্ণব-মহান্তগণ যখনই ...মাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্রতী করাইবার ...ও অহৈতুকী কৃপা করিয়া বলেন—

কৃষ্ণনাম কর জীব আর সব মিছে।
...লাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥'

—তখন আমরা ঐ অসংখ্য প্রতি-...কের কোন একটীর দ্বারা চালিত হইয়া ...হ বলিয়া থাকি—আমার পিতৃদেব পর-...ক গমন করিলে আমার যে মাতা নিজে ...পাইয়া আমাকে খাওয়াইয়াছেন, নিজের ...ীর বিপন্ন করিয়া আমাকে সাদরে পালন ...রিয়াছেন, আমি কোন্ প্রাণে আমার ...ন পরম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী মাতাকে তাঁহার ...বস্থায় কণ্টের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ...খ-কামনায় কৃষ্ণভজনে ব্রতী হইব? ...হাতে আমি কি বস্তুতঃ ধর্ম করিতে গিয়া ...র নরকের নারকী সাজিতে বসিব না? ...আর আমরা কেহ কেহ স্ত্রীর পালন ...য়া পুত্রের পালন প্রভৃতি অভ্যভিলাষকেই ...ই বলিয়া মনে করি। আবার কতকগুলি ...ভক্তের কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী ...ছেন, যাঁহাদের মধ্যে কেহ বা স্বদেশপ্রীতি, ...হ বা ব্রহ্মে গতি, কেহ বা কর্ম্মোন্নতি, ...হ বা মনের প্রীতিকেই হরিভজন অপেক্ষা ...ঠ মনে করিয়া তাহাতেই লিপ্ত থাকেন।

আরও কতকগুলি ধর্ম্মাভিমানী অজ্ঞজন ...ছেন, যাঁহারা বলেন—ঋণত্রয় পরিশোধ ...হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণভজনের যত্ন প্রচেষ্টা ...মরা দেখাও না কেন, তাহা অপে ...মাহুতিবৎ পণ্ডশ্রম ও ক্ষতিকর হইবে। ...ম-ক্রোধাদি রিপুগণকে সমূলে বিনষ্ট না ...রিয়া হরিভজন করিতে গেলে ছিদ্রকুম্ভে জল লইবার ন্যায় বিফলমনোরথ ও হাস্যাস্পদ হইতে হয়, ইহাও তথাকথিত কতকগুলি ধর্ম্মধ্বজীর অজ্ঞতাদোষ-দুষ্ট মত। এই প্রকার অসংখ্য মনোধর্ম্মোত্থ প্রতিবন্ধক হরি-ভজনকারীর সম্মুখে সর্ব্বদা সশস্ত্রভাবে দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া হরিভজন করিলে অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্ম বা পুত্রোৎপাদন, যাগযজ্ঞাদি প্রভৃতি ঋণত্রয়-শোধক কর্ম্মাদি না করিয়া জীবনের প্রথম হইতেই হরিভজন করিলে তাহাতে কোনও সুফল হইবে কিনা তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, জীবমাত্রেই দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ—এই তিনটী ঋণে ঋণী। এই ঋণত্রয় পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত জীব কোন প্রকারেই মঙ্গলের—মুক্তির বা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির পন্থা খুঁজিয়া পায় না। এই কথা শুনিয়া যাহারা ঋণত্রয়-পরিশোধক কর্ম্মাদি করিয়া অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন, যাগ-যজ্ঞাদি করতঃ 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধে মূল কথায় বৃদ্ধবয়সে বনগমনান্তর হরিভজনাদি করিবার অভিলাষী তাহাদের সেই ভ্রম-নিরসনার্থ বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের পুনঃ-প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ও এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি
বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে যাবে প্রাণ অবশেষে
না হইবে দীনবন্ধুচরণ সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও সদা কৃষ্ণগুণ গাও।
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ॥"

বস্তুতঃ ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া হরিভজন করিতে গেলে কি আমরা সত্য সত্যই বঞ্চিত হইব বা সফলকাম হইব না? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

'কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥'

সুতরাং দেখা যাইতেছে অন্যাভিলাষাদি দূরে পরিহার করতঃ শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী একনিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণভজন করিলে ঋণত্রয়াদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভজন না করিয়া দেব-ঋষ্যাদির অর্চ্চনে রত হন এবং তদ্দ্বারা ঋণত্রয়াদি প্রতিবন্ধকের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিফলমনোরথ হন। যেহেতু দেব ঋষিগণ ভগবদিচ্ছা ব্যতীত জীবকে ঋণমুক্ত, ঋণমুক্ত বা যে কোন প্রতিবন্ধকের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। দেবতাদির পূজা করিলে প্রকারান্তে ভগবৎ-পূজা হয় বটে কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক হওয়ায় তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না, তৎসম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়
যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

পক্ষান্তরে কেবলমাত্র হরি অর্চ্চন দ্বারাই বা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই ঋণত্রয়াদি যাবতীয় প্রতিবন্ধক সমূলে বিনষ্ট হয়; অধিকন্তু তদ্দ্বারা চিচ্ছান্তি—গুরুসেবানন্দ লাভ হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

—হে রাজন্, যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদাব্জে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়স্বজন বা অপর মনুষ্যগণ কাহারও নিকট দাসে বা ঋণ-পাশে আবদ্ধ নহেন।

এবম্প্রকারে বাসুদেবার্চ্চন দ্বারা যাঁহারা ঋণমুক্ত, যাবতীয় প্রতিবন্ধকের হস্ত হইতে উন্মুক্ত তাঁহারাই প্রকৃত ঋণমুক্ত, জীবন্মুক্ত বা গুরুসেবা প্রাপ্ত চিরসুখী মহাজন। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ছদ্মবেশী ধর্ম্মের 'কে সুখী' প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া-ছিলেন—

"দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥"

—অর্থাৎ দিবসান্তে যিনি শ্রীগৌরপ্রিয় শাকমাত্রও রন্ধন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করেন এবং তদ্দ্বারা পরমানন্দে এই দেহকে গুরুসেবার উপকরণ মনে করিয়া ও দেহস্মৃতি ত্যাগ করিয়া অনপেক্ষভাবে স্বীয় দেহ রক্ষা করেন তিনিই পরম সুখী। আমরা ঋণদায়-মুক্ত হইবার জন্য যেন তাঁহারই পাচিত, কৃষ্ণে নিবেদিত উচ্ছিষ্টাবশেষ-গ্রহণের শ্রদ্ধা লাভ করি—ইহাই ভজনানভিজ্ঞ আমাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে দণ্ডবন্নতি-পুরঃসর একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে জলকূপ

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা-মঠ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীর শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠ শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত। প্রায় একাদশ বৎসরকাল উক্ত বালিয়াটীতে গৌরবাণী-প্রচারার্থ গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ভুবনমঙ্গলময়ী ইচ্ছায় শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীগদাইগৌরাঙ্গের সেবা সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে। বৈষ্ণবগণের পানীয়-জলের অভাবজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া বালিয়াটীর স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন রায়চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ মহোদয় এ বৎসর শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের বাৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে উক্ত মঠে একটী জলকূপ প্রদান করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া-ছেন।

গুরু-কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণবগণকে পানীয়জল প্রদান করিবার সৌভাগ্য সুকৃতিশালী ব্যক্তিরই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কামিনী-মোহন বাবু বাস্তবিকই অর্থের সদ্ব্যবহার বুঝিয়াছেন বলিয়াই এই প্রকার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য লাভ করিলেন। সজ্জন ব্যক্তি-মাত্রেই তাঁহার এই সেবাচেষ্টার প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করা ঐশ্বর্য্যশালী বা সুবুদ্ধি-ব্যক্তিগণমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' ভক্তি-সূত্যাদি বহু শাস্ত্র-প্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া-ছেন। শ্লোকের সরল ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরি-পাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা অবাঁধা ৬৲, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত ভূমিকা, শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি খণ্ডের ও অধ্যায়ের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-সম্বলিত, মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা ভিক্ষা ২৷০ টাকা। 'নদীয়া প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৯০৫ পৃষ্ঠায় ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিবল্লিকা অপসৌরকৃঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (মাধ্বভাষ্য) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। জীব-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। [illegible] ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীগুরুদেব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সৎকথাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিধিবন্ধঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবচনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইংঠিক্ প্রিন্সিপল্স্ অ্যাণ্ড আবেনরেড্ ডিক্লোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বারণগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০০২ নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীশ্যামানন্দ মঠ চিকুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুমুকুণ্ডা, পোঃ চিত্রকূলা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরানাবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, গয়া
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওল্ড গ্লোষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম(?)	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেনসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর নিবারণ নং ৭")। ৩০৫৫০ ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৮	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধামের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১—৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার আশায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে ইন্‌ল্যাণ্ড ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতত্ব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বঞ্চিত এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার ঔষধের সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C 544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ২১শে জুন ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

জঙ্গলের মধ্যে বাঘে মানুষে লড়াই

গত বৃহস্পতিবার নাগপুর হইতে ৩৮ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ৪০ বৎসর বয়স্ক এক পল্লীবাসী একটা চিতা বাঘের সাথে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাই লড়াই চালায়, পরে গুরুতরভাবে আহত হইয়া লোকটা মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, কাটল ডংগীদের আমবাদা গ্রামের শীতারাম ঐ জঙ্গলের মধ্যে গরু চরাইতেছিল, এই সময়ে এক বৃহদাকার চিতাবাঘ অকস্মাৎ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, সে একাই একখানা লাঠির সাহায্যেই ব্যাঘ্রের প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হয়, কিন্তু পরে বাঘটি পুনরায় আক্রমণ করে ও উরুদেশে গুরুতর দংশন করে, ফলে সে তখনই মারা যায়। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসিগণ একজন শিকারী সহ জন্তুটির সন্ধান করিতে জঙ্গলে আসে। পল্লীবাসিগণ জঙ্গলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটিকে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিতে দেখা যায়, পল্লীবাসিগণ চীৎকার করিয়া উঠিলে বাঘটি শিকারীর দক্ষিণ উরুতে গুরুতর দংশন করিয়া সরিয়া পড়ে। আহত শিকারীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ভাগলপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

ভীপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। খাদ্যাভাবে শত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে। রিলিফ কমিটি যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে, কিন্তু অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অন্ধ নারীর পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ

মার্কিণ রাষ্ট্রের ওহিও রাজ্যের ডেটন সহরের মিস্ উনিফ্রেড বি ব্রাউন নাম্নী এক অন্ধ মহিলা বর্ত্তমান জুন মাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অব ফিলোজফি' ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। এই ডিগ্রী লাভের জন্য তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল "মিলটনের অন্ধতা" (কবি মিলটন শেষ বয়সে অন্ধ হইয়াছিলেন) মিলটনীয় পণ্ডিতগণ ইংরাজ কবির কাব্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার গবেষণা ও সিদ্ধান্তে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মিস্ ব্রাউন ১১ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ অন্ধ হন এবং ওহিওর সরকারী অন্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। একণে তাঁহার বয়স ৪৩ বৎসর তিনি ২০ বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন। আমেরিকার অন্ধ রমণীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের গৌরব অর্জ্জন করিলেন।

মধ্য প্রদেশে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

চান্দা জেলার কৌশল গ্রাম হইতে খবর আসিয়াছে যে, তথায় এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪৮৮ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে এবং শত শত লোক গৃহহীন হইয়াছে। গ্রামে মাত্র এখন একশত ঘর আছে। এই ঘরে এত গৃহহীন লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কেহ মারা যায় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

আর্ত্তদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পোল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিব নিহত

ওয়ারসোএর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ই জুন অপরাহ্ন কালে ক্লাব হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় পোল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ পিরাকেকি কোন আততায়ীর গুলীতে গুরুতর আহত হন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আততায়ী ধরা পড়ে নাই। পলাইয়া গিয়াছে।

কিউবার প্রেসিডেন্টের উপর বোমা

হাভানা হইতে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট মেণ্ডেটোর জীবন দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছে। এক ভোজ-সভায় তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ বোমার আঘাতে প্রেসিডেন্টের হাতে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট একজন শর্টহাণ্ড টাইপিষ্ট মারা গিয়াছে, এবং আরও আটজন আহত হইয়াছে।

রমণীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

জব্বলপুর হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, তথা হইতে ৬০ মাইল দূরে নরসিংহপুর ও করকবেল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক দম্পতিতে হানা দিয়া একদল ডাকাত দম্পতির বাহবন্দী, তাহার পত্নী ও পুত্রকে মারপিট করিয়া নগদ ও গহনায় চারিশত টাকা লইয়া পলায়ন করে। ডাকাতের প্রহারে স্বামী এবং পুত্রকে আহত ও অবসন্ন দেখিয়া স্ত্রীলোকটি কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়ে। বরং আহতা হইয়াও সে সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত রেলের বিপদজ্ঞাপক 'সিগনাল' নামাইয়া বোম্বাই-এলাহাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেণ থামাইয়া দেয় এবং উক্ত ট্রেণে করিয়া স্বামী ও পুত্রকে চিকিৎসার জন্য জব্বলপুর রেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

৪১ জন যুবকের প্রতি আদেশ

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৪ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে পুনরায় একচল্লিশ জন যুবকের উপর তাহাদের গতিবিধি সম্বন্ধে এক আদেশ জারি করিয়াছেন। তাহাদিগকে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে বাড়ীর বাহিরে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। যুবকদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল ও কলেজের ছাত্র।

পিতৃ হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার

পিতৃহত্যার অভিযোগে বনিয়াখালির সন্নিকটস্থ গুড়বাজী গ্রামের টোনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে গ্রেপ্তার করিয়া চুচুড়ায় আনয়ন করা হইয়াছে।

প্রকাশ, আসামীর পিতা মদ পান করিবার জন্য পুত্রকে তিরস্কার করিলে মাতাল পুত্র পিতাকে একখণ্ড বাঁশ দিয়া এমন গুরুতর প্রহার করে যে, তাহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

ইংলণ্ডে উপনির্ব্বাচন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, স্যার ফোরেষ্টিয়ার ওয়াকারের মৃত্যুর জন্য মনমাউথ কেন্দ্র হইতে যে উপনির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে রক্ষণশীল দলভুক্ত মেজর এ, জে, হার্কাট ২০৬৪০ ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিকদলভুক্ত মেঃ জেনিংস হিউজ ১১৬৯৪ ভোট পাইয়াছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৭১

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট

ইসলামপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুর রহমান বাহাদুরের এজলাসে দাউলকান্দী থানা নিবাসী কালু পাটারী নামক জনৈক ব্যক্তি নোট ডবল করার প্রতারণার অভিযোগে ভাঃ দঃ বিঃ ৪২০ ধারামতে পুলিশ কর্ত্তৃক বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ১২ই ফাল্গুন উক্ত কালু পাটারী ফকিরের বেশে কাশেমআলী নামক একজন চেলা সঙ্গে করিয়া সটকী নিবাসী কেরামত আলীর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন সময়ে উপস্থিত হয় এবং ক্ষুধার্ত বলিয়া কিছু খাইতে চায়। ফকিরের দর্শন পাইয়া কেরামত প্রীত হইয়া যত্নের সহিত আতিথি-সৎকার করে। আহারান্তে ফকির ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে থাকে এবং কথা প্রসঙ্গে বলে যে, সে নোট এবং টাকা ডবল করার সুন্দর প্রণালী জানে। কেরামত প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে থাকে। তৎপর রাত্রিযোগে ফকির এক নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া পিঁড়ির উপর বসে এবং প্রদীপ নিব্বাপিত করিয়া ঘর অন্ধকার করে। এমন সময় কেরামত দেখে ফকিরের মুখ হইতে অনল অগ্নি বহির্গত হইতেছে। এক অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া কেরামতের তাক লাগিয়া যায় এবং সে আনন্দে নোট টাকা ও গহনায় সর্ব্বসমেত ২৫২৲ টাকা আনিয়া দেয় এবং শীঘ্রই উহা ডবল হইবে, এই আশায় উৎফুল্ল হয়। ফকির গৃহের মেঝেতে একটী গর্ত্ত খনন করে এবং নূতন একটী পাতিলের মধ্যে নোট, টাকা ও অলঙ্কার ভরিয়া তাহা সিন্দুর দ্বারা লেপন করিয়া গর্ত্তে ভরিয়া রাখে ও উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে এবং কেরামতকে চক্ষু বুজিয়া "আল্লা-তা আকবর"কে ডাকিতে বলে। ইতিমধ্যে ফকির গর্ত্ত হইতে পাতিল উঠাইয়া কম্বলের ভিতর রাখে এবং বলে যে, ১০ মিনিটের মধ্যেই বাহিরে দাঁড়ান দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বোধ কেরামত ফকিরের আদেশ মত আল্লাকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু দুষ্ট ফকীর যথাসময়ের ফিরিয়া না আসায় কেরামতের সন্দেহ জন্মে এবং ফ[illegible] সন্ধানে [illegible] হয়; কিন্তু ক[illegible] আর পায় না। তৎপর থানায় এজাহ[illegible] দেওয়া হয় এবং পুলিশ তদন্ত করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে। মোকদ্দমা চলিতেছে।

মার্কিণ যুবকের গবেষণা

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসাডেনা গবেষণাগারে ১৮ বৎসর বয়স্ক একজন তরুণ-চিকিৎসক মৃতের পুনর্জ্জীবন লাভ সম্পর্কে পরীক্ষা করিতেছেন। এই যুবক হইতেছেন, ডাঃ রবার্ট কোর্ণিশ। তাঁহার এই গবেষণার সাফল্যের প্রতি মার্কিণ চিকিৎসকমণ্ডলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ডাঃ কোর্ণিশ গোড়াতে মৃত পশুদিগের জীবন দান করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তিনি প্রথমতঃ কুকুরের উপর পরীক্ষা কার্য্য করিতেছেন। নাইট্রোজেন প্রয়োগে নিশ্বাস রোধ করিয়া কুকুরের জীবনান্ত করা হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে পর ডাঃ কোর্ণিশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেন এবং অতঃপর তিনি মৃত কুকুরটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পর পর তিনটি কুকুরের উপর তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে চতুর্থ সারমেয়টি (কমটেরিয়ার জাতীয়) তাঁহার পদ্ধতি অনুসারে বাঁচিয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমেই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই কুকুরটির হৃৎস্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইবার পর ডাঃ কোর্ণিশ ৪ মিনিট অপেক্ষা করেন। কৃত্রিম উপায়ে 'টিটার বোর্ড' পদ্ধতি দ্বারা তিনি উহার দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি সঞ্চালন করেন এবং অতঃপর তিনি উহার শরীরে ইনজেকশন প্রয়োগ করেন। অন্য একটি কুকুরের দেহ হইতে সচল রক্ত লইয়া তিনি মৃতের শরীরে প্রবিষ্ট করান এবং যাহাতে রক্ত জমিয়া না যায়, তজ্জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের অজ্ঞান উপায়— যেমন অক্সিজেন পবন, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সচল করার ঔষধ এবং রক্তের আশু জমাট সঞ্চালন নিবারণের বিধি ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন।

এইভাবে প্রথমতঃ মৃতের শরীরে ক্ষীণ জীবন স্পন্দন দেখা যায়, দুইদিন পর দেহের অন্যান্য যান্ত্রিক ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং ষষ্ঠ দিবসে মৃত কুকুরটি চক্ষু মেলিয়া চাহিতে সমর্থ হয়। সপ্তাহ শেষে পুনর্জ্জীবিত সারমেয় নরম খাদ্যও গ্রহণ করিতে থাকে।

যদি এই গবেষণা এইভাবে পূর্ণতর সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়, তবে চিকিৎসকগণ আশা করেন যে, প্রতি বৎসর যে হাজার হাজার লোক জলে ডুবিয়া, নিশ্বাস রোধ হইয়া এবং বৈদ্যুতিক আঘাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের পুনরায় জীবনদান সম্ভব হইবে। কিন্তু ডাঃ কোর্ণিশ যতই চেষ্টা করুন নিয়তির উপর ওস্তাদি করিতে পারিবেন না। ইহা সত্য।

কেশের আশ্চর্য্য শক্তি

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং থানার অধীন কোটাপাড়া গ্রামে যতি সেনের জন্ম হয়। ইনি শৈশবে শুনিয়াছিলেন যে, চুলের সাহায্যে ভার উত্তোলন এবং নানাপ্রকার কৌশল করা যায়। সেই হইতেই তাঁহার চুলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার উৎসাহ জন্মে এবং অল্প অল্প করিয়া ওজন বাড়াইয়া চুলের শক্তি পরীক্ষা করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি চুলের সাহায্যে ৫ মণ ১০ সেরের যে কোন ভারি জিনিষ তুলিতে পারেন। এক গরুর গাড়ী বোঝাই লোক চুলের সাহায্যে টানিয়া লইয়া যাইতে ও চুলে যে কোন ওজনের দুইজন লোক ঝুলাইতে পারেন। ইহা ছাড়া চুলের সাহায্যে নানা প্রকার কৌশল দেখাইতে পারেন। শ্রীযুত যতি বস্ উক্ত সকল প্রকার কৌশল চুলের সাহায্যে দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু যতি সেন ব্যায়ামের নিয়মিত কষ্ট সহ্য করিয়াও যে উক্ত সকল প্রকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা সত্যই প্রশংসনীয়। যতি সেন চুলের জন্য বিশেষ কোনই ব্যবস্থা করেন নাই; সাধারণ তৈল মর্দ্দনই তাহার চুলকে এত শক্তিশালী করিয়াছে।

ঝড়ে ট্রেণ দুর্ঘটনা

ডাউনগঞ্জ হইতে প্রকাশ, প্রবল ঝড়ের ফলে পড়িয়া যাওয়াতে কাটাখালী আপ লাইট ট্রেণের একখানা বালাখাট ও ডাউনরোড ষ্টেশনের মধ্যে কাৎ হইয়া পড়িয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ১১ জন আরোহী এবং তিনজন রেল কর্ম্মচারী সামান্য জখম হন। দুর্ঘটনার স্থলেই তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। ঘটনাস্থলে ১৩৮ আপ, ১৪৩ ডাউন ও ১৪৭ আপ লাইট ট্রেণের আরোহীদের জন্য গাড়ী পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। রাত্রি ৮টার হইতে ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

আগরতলায় দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড

আগরতলা হইতে বার মাইল দূরে দর্গাপুর গ্রামে এক দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে।

প্রকাশ, গত সোমবার সন্ধ্যাকালে গ্রামের বিশিষ্ট ধনী তালুকদার শচীমোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার বাড়ীর সংলগ্ন পুকুরের ঘাটে বসিয়াছিলেন, এই সময় পশ্চাদিক হইতে কয়েক ব্যক্তি অতর্কিতে আসিয়া তাঁহাকে দায়ের আঘাতে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অধিবাসীরা প্রতিবেশী আততায়ীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

আইন অমান্যে বন্দী

নৈনিতাল হইতে প্রকাশ, মিঃ চি ওয়াই চিন্তামণির প্রশ্নের উত্তরে যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, বর্ত্তমানে যুক্ত প্রদেশের জেল সমূহে আইন অমান্য অপরাধে দণ্ডিত বন্দীর সংখ্যা ২৯ জন।

উক্ত বন্দীদিগের মুক্তি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা কি জিজ্ঞাসা করা হইলে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, কয়েক জনকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হইবে। অপর কয়েকজনের মুক্তি সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। অবশিষ্ট কয়েকজনকে পূর্ণ দণ্ডকাল ভোগ করিতে হইবে। ১৯৬৩ সালের ৩১শে জুলাই হইতে ১৯৬৪ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত ১১১৯ জন বন্দীকে দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বৃদ্ধ ভিক্ষুকের শোচনীয় মৃত্যু

সাউথ কাওরান রেলওয়ের মনোহারপুর-ফরাক্কুৎখা সেক্সনের নওয়া গংকোটায় ও কল্লোল ষ্টেশনের মধ্যে কল্লোল নদীর উপরিস্থিত রেলসেতুর নিকটে ১২ই জুন তারিখে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ, ঘটনার দিন বেলা দেড়টার সময় ৭০ বৎসরের এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক রেল সেতুর উপর দিয়া কল্লোল নদী পার হইতেছিল। উক্ত সেতুর উপর দিয়া একখানি ট্রেণ আসিতেছে দেখিয়া চাপা পড়িবার ভয়ে বৃদ্ধ অকস্মাৎ সেতুর উপর হইতে লম্ফ প্রদান করে। ইহাতে বৃদ্ধ সাংঘাতিক আহত হয় ও সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ট্রেণচালক তৎক্ষণাৎ ট্রেণ থামাইয়া দেয়। গার্ড ও ড্রাইভার দিবগণ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে আহত বৃদ্ধকে ট্রেণে তুলিয়া লয়। পথে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে।

মাদ্রাজে বাঙ্গালী গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জুন রাত্রিতে পুলিশ পিপলস্ পার্কে নিদ্রিত তিনজন বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগকে পুলিশ কমিশনারের আফিসে উপস্থিত করা হয়। ঐ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ২৪ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২১শে জুন ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ৯৬শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

ঢাকায়

ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাতুরিয়া গ্রামস্থ [illegible] মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও বাগবাজার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন সাহা মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজ প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ধরিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত সরল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

অতঃপর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শনমুখে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃগণ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। পরমার্থ-বিষয়ে এরূপ সুন্দর ও সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে জগতে কোন ব্যক্তিই করেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই প্রকার অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রচার-কৌশল ও বাস্তবসত্য প্রচারের প্রচেষ্টাও যে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় হয় ঐ দিবস সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

গঞ্জামে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ও শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও শ্রীপাদ দয়ানিধি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বরহমপুর হইতে ৫০ মাইল দূরে [illegible], কোদলা পল্লীতে যাইয়া প্রায় একপক্ষকাল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ৬ই জুন তারিখে বড়গড় রাজবাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

প্রচারকগণ গত ৫ই তারিখে বড়গড় হইতে ৮ মাইল দূরে সোরড়া নামক স্থানে আসিয়া রাজাসাহেবকে সংবাদ দিয়াছিলেন। রাজাসাহেব সংবাদ পাইয়া পরদিন প্রাতে তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য মোটর পাঠাইয়াছিলেন এবং অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রমাবল্লভ রথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পাঠাইয়াছিলেন।

প্রচারকগণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর শ্রীমান্ রাজাসাহেব তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৯টার সময় সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে একটী সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভায় প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত স্বামীজী শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব ও কতিপয় সজ্জন ব্যক্তির নিকট বঙ্গভাষায় হরিকথা বলিয়াছিলেন এবং শ্রীপাদ দয়ানিধি ব্রহ্মচারী ৯টা হইতে ৯॥টা পর্য্যন্ত উৎকল ভাষায় পৃথিবীব্যাপী প্রচার-প্রসঙ্গের কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রচার-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া ও শ্রীহরিনামকীর্ত্তনকারী আর্য্যাপ-মনীষীর ফটোগ্রাফ দেখিয়া রাজাসাহেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

রাত্রি ৯॥টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ মাধবানন্দ প্রভু খোল-করতাল-সংযোগে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ও "গুরু-ভকত চরণ-রেণু" পদটী সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মিশ্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সোমনাথ পট্টনায়ক মহাশয়ের অনুমোদনে রাজাসাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ দয়ানিধি ব্রহ্মচারী ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত উৎকলভাষায় "মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া রাজাসাহেব ও সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। নামসঙ্কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীধামে

গত ১৩ই জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ঈশ্বর স্বতন্ত্র। নির্দ্দিষ্ট কোন বস্তু তাঁহার স্বতন্ত্রতায় বাধা দিতে পারে না। এজন্য তিনি অজিত-[illegible]। তবে লীলাপরিকরগণ তাঁহাকে প্রেমবাধ্য করেন। ভক্তের প্রেমবাধ্য হওয়াও তাঁহার স্বতন্ত্রতা।

বহির্জীবের মধ্যে যে ভোগের আদর্শ তা দেখা যায় তাহা নিতান্ত হেয়। স্বয়ং ভগবান্ মনোহভীষ্ট-পূরণকারী পরিবারস্থ পরিকরগণ নিত্যকাল তাঁহার সেবা-বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা লীলার অঙ্গ।

অপ্রাকৃত বস্তুর ক্রিয়াই লীলা পদবাচ্য। সেই ক্রিয়ার কোন হেয়তা, অবরতা বা ভোগ নাই। এই লীলা-প্রবেশের পূর্ব্বে জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তি হরিসেবায় বাধা দেয়। বৃন্দাবনের ক্রিয়াকলাপের সহিত তদনুরাগের সামঞ্জস্য জীবের দুর্ভাগ্য নিবন্ধন।

ভগবত্তত্ত্ব—অসমোর্দ্ধ, অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত ও অনির্দ্দেশ্য। কপটীদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরবপু ধারণ করিলেও প্রাকৃত মানবের ন্যায় তাঁহার দেহ দেহীতে ভেদ নাই। তিনি মানবাকৃতি হইলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ইহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। একমাত্র সেবোন্মুখ দৃষ্টিতে তাঁহার নিত্যস্বরূপ-লীলা দর্শনীয় ও তাঁহার অপ্রাকৃত লীলা নরলীলা কিন্তু অপ্রাকৃত। কপটীদের দৃষ্টিতে তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাদি সাধারণ প্রাকৃত লোকের আচরণের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহাই তাহাদের মূঢ়তা ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

শ্রীহট্টে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১০ই জুন [illegible] হরিকথা-প্রচারার্থ [illegible] অবস্থান করেন। উকিল শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] সরকার মহাশয় এবং গবর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত [illegible] আগ্রহে স্বামীজী তাঁহাদের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং স্থানীয় [illegible] একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই উপকৃত ও আনন্দিত হন।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ স্বামীজী [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র অধিকারী মহোদয়ের ভবনে শুভাগমন পূর্ব্বক তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া [illegible] শ্রীভাগবত-[illegible] করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ ত্রিবিক্রম, আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

মিত্রতা

'আমাদিগকে বিপদে রক্ষা করেন যিনি,

'অকৃত্রিম হিতৈ ... মিত্র: এবং যে

প্রণোদিত হইয়া তিনি জগতের মঙ্গল-সাধনে তৎপর তাহাই মিত্রতা। জগতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বলিয়া দুইটী পথ আছে। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণই এই দুইটীর তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া একটী—মুক্তির কারণ এবং অপরটী বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন।

———

প্রেয়ঃ—আপাতমধুর ও অমঙ্গলপ্রদ আর শ্রেয়ঃ আপাত-মনোরম না হইলেও নিত্যমঙ্গলপ্রদ। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শ্রেয়ঃ—ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রদ আত্ম বিনাশকর ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাকেই নিত্যকৃত্যরূপে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দভাগ্য ব্যক্তিগণ নিজসুখ-তাৎপর্য্যে ব্যস্ত থাকেন। এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক জগতে বেশী পাওয়া যায় না, দুই চারি জন পাওয়া গেলেও তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য অনেকের থাকে না। আর শ্রেয়ঃ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপদেষ্টা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এইরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হ'ন, কিন্তু সেই হরিভজনোপদেষ্টা জগদ্বন্ধু শ্রীগুরুদেবের অনুগত শ্রোতা আরও দুর্ল্লভ।

———

বদ্ধজীব আমরা শ্রেয়ঃ চাই না। জগতের প্রকৃতবন্ধু গুরু-বৈষ্ণব আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রেয়ঃ-কথা কীর্ত্তন করিলেও আমরা তাঁহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করি না। বিবর্ত্তবুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধু মনে করা স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষই সত্যানন্ত-নির্ণয়ে জীবের প্রধান কণ্টক-স্বরূপ। ভোগী আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই চাই। যে যত পরিমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে সে আমাদের নিকট তত প্রিয়। ভোগের ইন্ধন-সরবরাহকারী, সংসার-সুখবর্দ্ধন-মানসে আপাত-সাহায্যকারী ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট বন্ধু বা মিত্র বলিয়া পরিচিত—আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধের নিকট তাহাদের ঐ চিত্তমনোহারী ভাবই মিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতিভাত।

আমরা স্বরূপতঃ ভগবানের সেবক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়া ভগবান্ ও ভক্তের বিষয় জানা ত' দূরের কথা, বর্ত্তমানে আমি নিজেকেই নিজে চিনি না। আমি যখন নিজেকেই নিজে চিনি না, তখন কে আমার বন্ধু, কে আমার শত্রু ইহা স্থির করা আমার পক্ষে যে সম্পূর্ণ দুরূহ ব্যাপার ইহাতে আর সন্দেহ কি? মঙ্গলামঙ্গল বিবেক আমাদের নাই বলিয়া, জীব-বন্ধু কৃষ্ণ, গুরু এবং বৈষ্ণবে আমাদের একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু-জ্ঞান নাই বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি। তাই মঙ্গলময় কৃষ্ণ শাস্ত্ররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া, ভগবৎ-সেবাতেই যে আমাদের নিত্যমঙ্গল অন্তর্নিহিত,—একথা আমাদিগকে জ্ঞাপনপূর্ব্বক জীব-বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আর বৈকুণ্ঠ-বস্তু বলিয়া কুণ্ঠাধর্ম্ম-যুক্ত বদ্ধজীব আমরা তাঁহার যথার্থ-দর্শনে অসমর্থ। তাই সাধুগণ নিজে আচরণ করিয়া শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে স্বদেশে—বৈকুণ্ঠে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সতত উদ্গ্রীব। তাই বলিতেছিলাম, ভগবান্‌কে যাঁহারা দিতে পারেন, ভগবান্‌কে লাভ করিবার উপায় যাঁহারা বলিয়া দেন, জীবকে ভক্তিপথে আনিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপাত চিৎ-রক্ত ব্যয় করেন, জীবের শোক-দুঃখাদিকে চিরনির্ব্বাসিত করিবার জন্য ভগবৎসেবা-প্রচার—ভগবৎকথা-প্রচার—অবাধিতভাবে জীবকে হরিনাম-বিতরণই যাঁহাদের ব্রত, জীবোদ্ধারই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র কৃত্য, জীবের দুঃখ দেখিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণ ব্যথিত, তাঁহারা মিত্র, না যাঁহারা আমাদের ভোগের সহায়তা করিয়া দিয়া ভগবদ্ বিস্মৃতির অতলজলধি-গর্ভে নিক্ষেপ করিতে ব্যস্ত, হরিসেবাকে চিরনির্ব্বাসিত করিবার উদ্দেশ্যে হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভোগের মারাত্মা-বিস্তারে যাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাধুসঙ্গে বাস করিবার পথে প্রধান কণ্টক হইয়া সংসারে কৃষ্ণাভক্ত অভিশাপ্য মনুষ্যগণের সঙ্গে বসবাস করিবার উপদেশ-প্রদানে যাঁহারা অভিজ্ঞ, ভোগ করাই যাঁহাদের জীবনের ব্রত এবং তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা মিত্র? কৃষ্ণভক্ত মিত্র, না সংসার-ভক্ত মিত্র?—এ সব কথা আমার বন্ধুগণ আলোচনা করিবেন

———

আমরা মনে করি যাঁহারা আমার ভোগের সহায়তা করেন, অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করেন, যাঁহারা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের উপকরণ তাঁহারাই বুঝি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্র। তাঁহারা যে বিষধর সর্প-সদৃশ বা তাঁহারা যে আমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে—আমার গুরুসেবার পথ চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিতেছে, আমার নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রকৃতবন্ধুর সঙ্গ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে না দিয়া বন্ধুর আবরণে শত্রুতা সাধন করতঃ আমাকে নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি-প্রদানের ন্যায় আমার ভোগাসক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে, লৌকিকরূপী অগ্নিতে ঘৃতরূপ আমাকে ফেলিয়া দিবার জন্য অর্থাৎ হরিভক্তির প্রধান কণ্টক স্ত্রীরূপা মায়ার প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছে, আমার প্রকৃত বন্ধুকে বন্ধু বলিয়া জানিতে দিতেছে না,—ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমি এই দস্যুগণকেই মিত্র ভাবিতেছি। আর যাঁহারা আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে সতত আহ্বান করিতেছেন, সৎসঙ্গ-প্রদানের জন্য যাঁহারা সতত ব্যস্ত, সেবার মনঃপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবার জন্য যাঁহারা কত না কতভাবে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁহাদের কথা আমি শুনিতেছি না, ছোট খাট বিষয়ের বা পালন-কর্ত্তা বিষ্ণু সাজিয়া স্ত্রীপুত্রাদিপালনে তৎপরতা দেখাইতেছি, এমনি আমার দুর্ভাগ্য! এমনি আমার অসৎসঙ্গ-পিপাসা! এমনি আমার ভোগবৃত্তির প্রাবল্য! এমনি আমার সৎসঙ্গে ঔদাসীন্য! প্রকৃত বন্ধুর উপদেশে এমনি আমার অবহেলা! তাই বলিতেছিলাম, বৈষ্ণবই প্রকৃত মিত্র, আর বাদবাকী সকলেই মিত্রের নামে প্রচ্ছন্ন শত্রু।

হরিবিমুখতাই বিপদ এবং আমরা সকলেই এই বিপদগ্রস্ত সুতরাং এই বিপদুদ্ধারণ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণই জগতের একমাত্র কল্যাণবিধাতা; তদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মিত্রত্ব'-গুণ সম্ভবপর নহে। শিক্ষক বালকের হিতের জন্য—সৎশিক্ষা-প্রদানের জন্য যে তাড়না ভর্ৎসনা করেন, সৎ চিকিৎসক ব্রণ আরোগ্য করিবার জন্য যে অস্ত্রোপচার করেন তাহাতে বৈর ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। পরন্তু বৈরী-ভাবের ছলনায় তাহাতে মিত্রতাই অন্তর্নিহিত।

বৈষ্ণবের হৃদয়ের ভাব সাধারণ বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব বুঝিতে পারেন না বলিয়াই বৈষ্ণবই যে জগতের একমাত্র বন্ধু—একথায় আস্থা স্থাপন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হ'ন, কিন্তু তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে জগতের একমাত্র বন্ধু। বৈষ্ণবগণই জগদ্বন্ধু—নিত্যবন্ধু আর তাৎকালিক মিত্রগণ মিত্র বা বন্ধু-পদবাচ্য নহেন। বৈষ্ণবগণই জীবের প্রতি মিত্রতা-বিশিষ্ট হইয়া জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-বিধানে যত্নবান্ হ'ন। জীবের স্বরূপ-লাভের জন্য যাঁহারা দেহ ও মনের বিরূপ-বৃত্তি অর্থাৎ ভোগাসক্তি অপসারিত করিয়া সেবায় উন্মুখ করেন সেই সজ্জন বৈষ্ণবগণই জীবগণকে উদ্ধার করেন, উহাই মিত্রভাবের চরমোৎকর্ষ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ১০ই জুন শ্রীল প্রভুপাদ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগত শ্রীযুক্ত আনন্দ-মোহন পোদ্দার এম্-এল্-সি মহোদয়ের নিকট যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

শ্রীযুক্ত আনন্দবাবু—আত্মা সম্বন্ধে সাধারণ প'ড়ে যে জ্ঞান হ'য়েছে তাহাতে নির্ভর করা যাচ্ছে না। এই সম্বন্ধে 'প্রবর্ত্তকে' সেদিন একটী বড় article—প্রবন্ধও লেখে-ছিলাম। কিন্তু তা'তে conflicting idea—অসামঞ্জস্য মনে হ'লো। আমার ধারণা আত্মা কেবল আনন্দই ভোগ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ—এই জগৎ আত্মার পক্ষে desirable situation—সুখীয় অব-স্থান নহে। আত্মা ইহ জগতের বস্তু ন'ন।

আ—প্রকৃতির কর্ম্ম হইতে সুখ-দুঃখ প্রাপ্তে অনুভূত হয়। আত্মা আনন্দময়। আত্মা দুঃখের ভিতরেও আনন্দ ভোগ করেন। আত্মার যদি কর্ম্মে consent—ইচ্ছা না থাকে তাহ'লে আত্মা জাগতিক সুখ-দুঃখের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব নিগূঢ় রস ভোগ করেন; ইহা কিরূপে বলা যায়?

প্র আত্মা যখন অনাত্ম-বস্তুর সংসর্গ করেন না তখন নির্ম্মল আত্মা। আর যখন অনাত্ম-বস্তুর সংসর্গ করেন তখন মলিন আত্মা। আত্মার অন্য বস্তুর দ্বারা আক্রান্ত হ'বার জন্য যে নিজের sanction—অনুমোদন তাহা বহু জড় দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির মোহের ন্যায়। আত্মা এই বিজাতীয় শত্রুকে নিজে invite ক'রে ডেকে এনে-ছেন। আত্মা এইরূপ ব্যাপার দ্বারা obscured, partly eclipsed হ'চ্ছেন—আংশিকভাবে ঢাকা প'ড়ছেন। আত্মদর্শনে foreign (বিজাতীয়) জিনিষ—অর্থাৎ অনাত্ম বস্তু দেখা দিচ্ছে। এরূপভাবে দেখা দিচ্ছে যেন উহা আত্মার সঙ্গে incorporated—একীভূত হ'য়েছে। কিন্তু আত্মা ঐ সমুদয় আবর্জ্জনা হ'তে শাখাচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদাই দূরে আছেন। Lunar plane—চন্দ্রের ভূমিকা বৃক্ষের plane—অবস্থান-ভূমিকার সঙ্গে এক নয়। বৃক্ষ দ্বারা চাঁদ ঢাকা পড়ছে দ্রষ্টার নিকটে। আমরা যখন নিজেকে দুঃখী অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করি তখন আবরণের সহিত অর্থাৎ আবৃত দর্শন। আত্মার সঙ্গে ঐরূপ imperfection—মলিনতার কোনও কথা নাই। দ্রষ্টার দৃষ্টিতে যে সব অসুবিধা দেখা যাচ্ছে তার plane—ভূমিকা আলাদা। Mundane experience—জাগতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখ্‌তে গেলেই ভ্রম হয়। আত্মার অভাব নাই, অভাব-পূরণেরও ইচ্ছা নাই। তাঁহার একমাত্র বৃত্তি—সেবা।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

আত্মার শোক ও আকাঙ্ক্ষার কথা নাই বা ছিল না; নষ্ট হ'য়ে গেছে তাহার জন্য শোক। আত্মার শোক নাই।

আ—আত্মা কি নানাপ্রকার?

প্র—বদ্ধ ও মুক্ত আত্মা। বদ্ধ অবস্থার যে দর্শন—অনাত্ম জগতে থেকে যে আত্ম-দর্শন স্থাপিত হ'চ্ছে সেরূপ surmise—কল্পনা বহির্জগতের analogy—সাদৃশ্য অবৈধভাবে আত্মায় আরোপ করা হ'চ্ছে। তাহাতে অবশ্যই আপত্তির কারণ আছে।

যথা সমুদ্রে বহুতরঙ্গ………

জীবে কেবল চেতন ধর্ম্ম আছে। আত্মার quantitative difference—তার-তম্য আছে। অনাত্মার তারতম্য দ্বারা প্রমেয় হয়। কিন্তু চেতন জগতে সেরূপ হয় না। Limitation সীমাবিশিষ্ট হওয়ার discrepancy—অভাব বা এখানে notice—লক্ষ্য কর্‌ছি তা' সেখানে নাই।

আ—তখনও discomfort—অসুবিধাও নাই? অর্থাৎ আমরা এই জগতে যে দুঃখ সুখ পাই তা' থেকেও একটা নিগূঢ় রস তিনি উপভোগ ক'র্‌ছেন?

প্র—আত্মা বর্ত্তমানে সুপ্ত। মনের দ্বারা দেখ্‌লে আত্মদর্শনে ভুল হ'লো।

আ—বদ্ধই হোক্ আর মুক্তই হোক্ সমজনিত কর্ম্মের দ্বারা আমরা এখন যে দুঃখ পাই তাহারও তো একটা নিগূঢ় আনন্দ-রস আছে যাহা আত্মা ভোগ করেন?

প্র—এরূপ প্রস্তাবনার ভাবটা একটু অন্য রকম হ'চ্ছে। সুখ-ভোগ বা দুঃখ-ভোগ এখানকারই কথা। সেরূপ ভোগ সেখানকার কথা নয়। আত্মজাতীয় ভূমিকায় জীব-জাতীয় ব্যাপার anthropomorphise—আত্মাকে মানব কল্পনাপূর্ব্বক ব্যক্ত করা ঠিক নয়। সুভোগ, দুর্ভোগ দ্বারা mundane relativity—জাগতিক আপেক্ষিক অবস্থায় নিয়ে যায়। Mental speculation—মনোধর্ম্ম-চালনা দ্বারা এইরূপ হয়। Mental speculation—মনোধর্ম্মের অসার কল্পনা আত্মার ঘাড়ে চেপে যায়। সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক; তাহ'লে অতি-মানবোচিত প্রকৃতির অতীত রাজ্যে আবার মানবোচিত ব্যাপারই নিয়ে যাওয়া হ'য়ে যাবে।

আ—দুঃখের থেকেও যদি আত্মা নিগূঢ় রস গ্রহণ করেন তাহ'লে তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত হ'তে চেষ্টা ক'রবেন কেন? আমি ভগবদ্বিরোধে দুঃখ পাই সেরূপ দুঃখ-সংঘটনে ক্ষতি কি, যদি তা' হ'তেও আত্মা আনন্দ-রসই গ্রহণ করেন?

প্র—দুঃখের মধ্যে সুখ পাচ্ছেন এই যা আপনি বল্‌ছেন। Optimistic side—তাহার সুবিধার দিকের সম্ভাবনা লক্ষ্য কর্‌ছেন। তখন এই পৃথিবীটাই self-sufficient—সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় বোধ হ'চ্ছে। এটা atheistic thought—নাস্তিক চিন্তাস্রোত। এর উত্তর এই যে এই জগতে আত্মা আনন্দ আস্বাদন কর্‌তে পারেন না—যাহা আনন্দ বলে মনে হয় তাহা জড়ীয় ব্যাপার। এরূপ আনন্দ উপলব্ধির আশা Pessimism—নৈরাশ্যেরও আর একটা face—চেহারা মাত্র। মাঝে মাঝে যে flashing—অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোর রেখাপাতের ন্যায় ব্যাপারটা আস্‌ছে তাহা প্রকৃত আনন্দ নয়। সেটা চিদাভাস—কেবল চেতন নহে। Non Absolute—অবাস্তব থেকে উপাদান সংগ্রহ-পূর্ব্বক তাহাকেই যে Absolute—বাস্তব কর্‌বার চেষ্টা সেরূপ চেষ্টা যদি ইহজগতের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাহা চেতনাভাস-প্রসূত. তাহা চেতন নহে, তাহা চেতনের Reflection—প্রতিফলন। কিন্তু শুদ্ধ প্রতি-ফলন নয়। Perversion—বিকৃত অবস্থার মধ্যে reflection—প্রতিফলন, জগৎটা perversion—বিকার, non-perverted reflection—অবিকৃত প্রতিফলন নয়। Relativity—আপেক্ষিকতার মধ্যে যে সুখ কল্পনা করি তাহা minimizing trouble—ক্লেশের লাঘব মাত্র।

আ—আত্মা দুঃখের থেকেও যে রস গ্রহণ করেন উহা তাহা হইলে প্রকৃত আনন্দের আস্বাদন নয়? দুঃখের grave position—আতিশয্য মনে হয় to some extent relief—কতক পরিমাণে লাঘব হচ্ছে? যদি বলি practically there is no trace of আনন্দ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এই জগতে আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্রও অস্তিত্ব নাই? কিংবা দুঃখ-ভোগেরও একটা সীমা ও শক্তি আছে—যাদের বিচ্ছেদজনিত দুঃখভোগের শক্তি সময় সময় lapse করে—নিবৃত্ত হয়; কারণ, আর সইতে পারে না।—যখন struggle ক্লেশ ভোগ করবার চেষ্টাও আর কর্‌তে পাচ্ছে না, দুঃখকে আঁকড়ে ধ'রে রাখ্‌তে পাচ্ছে না,—এরূপ বলা যায় কি?

প্র—হাঁ, বল্‌তে পারেন। এখান থেকে দেখ্‌তে গেলে ঐরূপ বলা চলে।

আ—তাহ'লে there is no উপাদেয় রস issuing from ঐ sort of আনন্দ? (ঐরূপ আনন্দ হইতে কোনো উপাদেয় রস নিঃসৃত হয় না?)

প্র—Real বাস্তব আনন্দের সত্তা কি তাহা তখনও জিজ্ঞাস্য থাকে।

আ—যখন আত্মার সত্তাই আনন্দ তখন কেন সে অন্য রকম ভোগ করে? তাহাকে বাধাই দেওয়া যাক্ সে তাহা থেকেও সেই জিনিষটাই তো বের ক'রে নেবে?

[১০ই তারিখে বেলা অধিক হওয়ায় আলোচনা সেই দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়। অন্য দিবসে ইহার পরবর্ত্তী আলোচনা হইয়াছিল। তাহার বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। নঃ প্রঃ সম্পাদক]

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

বেদান্ত দর্শন

(২)

প্রাচ্য দর্শন শাখায়, ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি প্রাকৃত দর্শনে যেমন তর্কের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত তর্কের আশ্রয়ে স্থাপ্য তত্ত্ব নির্দ্ধারের প্রয়াস পাইয়াছে, বেদবাক্য বা শ্রুতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারে নাই, তবে প্রয়োজন বশতঃ কোথাও শ্রুতির যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। অপ্রাকৃত দর্শন বা বেদান্ত-দর্শনের বিচারপ্রণালী ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ইহা অপৌরুষেয় বেদ-বাণীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রুতির প্রকৃত রহস্য বেদান্ত-দর্শনেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে

অধ্যক্ষজ্ঞানি-সম্প্রদায় empiricism অবলম্বনে অপ্রাকৃত বেদবাণীকে প্রাকৃত বাণীর ন্যায় মনের সীমার মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক যুক্তির বিচারের আসামীরূপে স্থাপন করিবার যত্ন করিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মায়াবাদি-সম্প্রদায় স্বমত-বিস্তারাকাঙ্ক্ষায় বৈদিকত্বের দোহাই দিয়া প্রস্থানত্রয়ের ছলনায় যে শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত করিয়া-ছিলেন, তাহার সংক্রামক বীজাণু বিপথগামী বৈদান্তিকব্রুবগণে আত্মপ্রকাশ করিয়া এখনও শিষ্য-বংশ-পরম্পরাক্রমে পরিস্ফুট ব্যাধিরূপে স্থান লাভ করিতেছে। শ্রুতিতে কোন উত্তর বাক্যের স্থান না থাকিলেও তাহারা তাহা হইতে মহাবাক্য কল্পনা করিয়া সেই বাক্যের injection দ্বারা প্রাকৃত-লোকসমাজে ব্যাধিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিষয়বিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্ম বিষ্ণুর ইচ্ছায় তাহা-দিগের conspiracy (শ্রুতির অর্থ-বিপর্য্যয় পূর্ব্বক তাহাকে শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বলিয়া প্রচারের ষড়যন্ত্র) পরব্রহ্মের একনিষ্ঠ সেবক-সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি তাহাদিগের বংশধরগণ অর্থাৎ অনুগতজন) এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই পরিব্যাপ্ত এবং সেই কারণে মনোধর্ম্মপরায়ণ গণগড্ডলিকা 'বেদান্তদর্শন' বলিতে 'মায়াবাদ-শারীরক ভাষ্য' বুঝিয়া থাকে।

মায়াবাদ-সম্প্রদায়াচার্য্য শঙ্করকে বৌদ্ধ-মতবাদ-খণ্ডনার্থ তাহাদিগের চিন্তাস্রোত বা ভাবধারা ও বিচারপ্রণালীর মধ্যে এমনি গভীরভাবে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল যে তাঁহার স্বমত স্বতন্ত্র থাকিলেও বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারের পরবর্ত্তিকালে 'গোবিন্দাষ্টক' 'যমুনাষ্টক' প্রভৃতির রচয়িতা আচার্য্যশঙ্কর আর নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৌদ্ধের 'সর্ব্বশূন্যবাদ' আর শঙ্কর-কথিত স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত নির্গুণ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদের ব্যবহারিক পার্থক্য প্রদর্শিত হইলেও বাস্তবে পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। বৌদ্ধ ও শাঙ্কর মতের সাদৃশ্য তুলনামূলে অতঃপর বিবৃত হইবে।

বৌদ্ধ বলেন,—বিজ্ঞান-মাত্রই ক্ষণিক, এই ক্ষণে উৎপন্ন ও পরক্ষণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং নির্ব্বাণ-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রকারে বিজ্ঞান-ধারা প্রবাহিত থাকে, এই বিজ্ঞানই আত্মা বা অহং-প্রত্যয়-যুক্ত। শঙ্কর বলেন,—নিদ্রা-কালে স্বপ্নে যে বস্তু দৃষ্ট হয় জাগরদশায় যেমন তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না তদ্রূপ বদ্ধাবস্থায় দেহাভিনিবেশ-বশতঃ জীবের প্রপঞ্চাস্তিত্ব-প্রতীতি এবং স্বগাত্ম-জ্ঞান জন্মে, মুক্তাবস্থায় প্রপঞ্চ ও স্বগাত্ম প্রতীতি থাকে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্‌-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া-ছেন। শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারি-পাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা অবাঁধা ৬৲, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা, শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ গ্রন্থ-তালিকা, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত, বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা ২৲০ টাকা। 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

আমাদের ১২টি স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম খণ্ডে প্রথম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৮-১০ অধ্যায় ।৶০
২। ভাগবতের শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর
(নবম সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ব্রজমণ্ডল ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। বৃত্তিবর্দ্ধিকা অণুভাষ্যঃ সানুবাদ
(সম্পূর্ণ) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ
রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ,১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু
(সাধন সহিত) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৪৬। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। উপোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃপাবেশর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। অর্গলাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সজ্জন-তোষণীমূলক ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। মাধ্বমত-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। বাবাজী ৷০
৬১। বিদেহী, ওয়ার্ডস ৷৶০
৬২। লাইফ, এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস, অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬৪। রেপোর্ট, গৌড়ীয়মঠ টেম্পল, ঢাকা ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ক্রোনিক্ প্রিন্সিপলস এ্যাণ্ড
অ্যাপ্লায়েড ভিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। ব্রজপত্তন ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জগন্নাথ মন্দির-ঘাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীনৃসিংহ আশ্রম দেবপল্লী, নদীয়া।
৮। শ্রীপ্রকাশ মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া।
৯। ভাগবতপাঠ পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধর মঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ পানাগড় বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপুরুষোত্তম প্রপন্নাশ্রম পাড়া,
পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ
১০৩২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকানির,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ... ।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ভক্তিকুটী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জামুরকুড়া,
পোঃ চিটকল্ল, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কড়িদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
নন্দকিশোর ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবাদ গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ —মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲।

২। গৌড়ীয়- মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত তিন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

প্রত্যেক মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহার বঙ্গানুবাদ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্ত বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

কামিনী	
কাটারিভোগ	৫॥০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫॥০
বালাম	৪।০
কলম	
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
পুষ্পারকাইন	৪৸০—৮৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪॥০—৪॥৶০
২নং আটা	
আটা এলমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫॥০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
গিনি পাত	৩২॥০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেস্টাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "মন্ত্র বিধান নং ৭")। স্নায়ুমণ্ডলীর শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অর্দ্ধমাথা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং হরফে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

শিয়ালদা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	+ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-এর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ও ৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামযুক্ত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আসবাবসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বাবচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমগ্র আলোচনা প্রথম খণ্ড ৬৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় চইয়া ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাক্তকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩৪১, ২২শে জুন ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:::*:::—

একরাত্রে ৫হাত জলবৃদ্ধি

বোয়াইল (ঢাকা) হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ এ অঞ্চলে সারারাত্রি-ব্যাপী ভয়ানক সাইক্লোন হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে মুষলধারে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকে ও চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রি ৯টার পর হইতে অনবরত বজ্রপাত হইতে থাকে ও ঝড় সাইক্লোনে পরিণত হয়। ঝড়ে বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে ও বহু নৌকা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে। অনেক লোক গুরুতর আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তবে এ পর্য্যন্ত কাহারো প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এত প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল যে, সমস্ত রাত্রিতে প্রায় পাঁচ হাত জল বাড়িয়াছে। জলের এইরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকদের পাকা আউশ ধান ভাদই সমস্তই জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। পাট ও সাইক্লোনের দরুণ সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই। বন্যার আশঙ্কায় সকলেই ভীত হইয়াছে।

ট্রেণ-ধ্বংস

হার্বিনের এক সংবাদে প্রকাশ, কাইলিন হইতে ২৫ মাইল পশ্চিমে এক স্থলে সৈন্যবাহী একখানি ট্রেণ, চীনা বিদ্রোহীদের হাতে বিপন্ন হইয়াছিল। ট্রেণখানি পূর্ব্বদিকে যাইতেছিল। তাহারা এক বাঁধের নিকটে ইহাকে লাইনচ্যুত করিয়া দেয়। একখানা ইঞ্জিন ও চারিখানি কামরা বাঁধের উপর হইতে নীচে পড়িয়া যায়। এই সময় বিদ্রোহীরা গুলী করিতে আরম্ভ করে তাহারা ট্রেণ খানিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টা কাল লড়াই হইয়াছিল। চারি জন বিদ্রোহী এবং ট্রেণের দুই জন কর্ম্মচারী নিহত হয়। দুই জন জাপানী সলিসিটারও নিহত হইয়াছেন।

পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের পরিণাম

লাহোর হইতে প্রকাশ, তথাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ জাহুন খাঁ নামক সীমান্ত প্রদেশবাসী জনৈক পাঠানকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই সময় জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহার পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়া কিরূপে তাহার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল, তাহার কাহিনী বিবৃত হয়।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, মামুন খাঁ তাহার প্রথমা পত্নীর পরলোকগমনের পর পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র জাহুন খাঁ এই প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানায়, কিন্তু মামুন খাঁ তাহার পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করে। এই ব্যাপারে পিতা ও পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হয়। অভিযোগের বিবরণে আরো প্রকাশ যে, জাহুন খাঁ অপর দুইজন লোকের ষড়যন্ত্রক্রমে তাহার পিতাকে সান্ধ্য-ভ্রমণের অছিলায় বাড়ী হইতে বাহিরে লইয়া যায় এবং একটা মাঠের মধ্যে তাহাকে হত্যা করে। দিন কয়েক পরে আসামী-দিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীদের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী হয়। তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। অবশিষ্ট আসামী-দের মধ্যে জাহুন খাঁ ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩০২ ধারানুযায়ী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং অপর আসামী মুক্তি পাইয়াছে।

এগারটি বোমা প্রাপ্তি

কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া হাওড়ার পুলিশের কয়েকজন কর্ম্মচারী এবং গোয়েন্দা পুলিশের কতিপয় কর্ম্মচারী একদল লোককে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বৈচি ষ্টেশন পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। উক্ত ষ্টেশনে নাথ মাত্র দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের নিকট ১১টী বারুদ পূর্ণ বোমা, ১০।১২ খানি ছোরা, টর্চ লাইট এবং সিঁদ কাটার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে, সন্দেহ এই যে, উহারা স্থানীয় কোনও ধনী লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে যাইতেছিল।

জেল হইতে পলায়ন

দুর্দ্দান্ত ডাকাত সনদা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কপূর্থলা রাজ্যের জেলে ছিল। প্রকাশ যে, অন্যান্য কয়েদীদের সাহায্যে সে ছুরিকাঘাতে জেলারকে আক্রমণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পাহারাদারগণ জেলারকে সাহায্য করিতে আসিলে উভয় দলে ভীষণ লড়াই হয়। ফলে উভয় দলের বহুলোক আহত হইয়াছে। জেলার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বিপদ সঙ্কেত করে। সনদা আরও এক বার পলায়ন করিয়াছিল।

পাঞ্জাবে ডাকাতের দৌরাত্ম্য

লাহোর হাইকোর্টে সেখপুরা জিলার ভড়িয়ালা কলসন গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জিলাদারের গৃহে ডাকাত পড়িয়াছিল। ডাকাতের অত্যাচারের ভয়ে গৃহস্থগণকে লেপ মুড়ি দিয়া নিঃশব্দে খাটিয়ার উপর শুইয়া থাকিতে হয় রাস্তা দিয়া পাহারাদার হাঁকিয়া গেলেও ডাকাতদের ভয়ে কেহ টুঁ শব্দ করিতে পারে নাই। বন্দুকচিত্তে বহু সহস্র টাকা ও মূল্যবান গহনাপত্র লুণ্ঠনশেষে ডাকাতেরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামবাসীদের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া প্রস্থান করে।

পুলিশ তদন্ত করিয়া অমৃতসর জিলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ উদ্ধার করে।

নিম্ন আদালতের বিচারে তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দুইজনের দশ বৎসর হিসাবে ও একজনের সাত বৎসর কারারুদ্ধ দণ্ডের আদেশ হয়। ডাকাতদের মধ্যে দুই জনের বয়স যাট বৎসরের উপর। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। শুনানী শেষ করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি এই রায় বহাল রাখিয়াছেন।

মাসিক ৩৫০০৲ টাকা ভাতা

মাদ্রাজ, ১৭ই জুন পণ্ডিচেরী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট যে দেওয়াসের মহারাজাকে মাসিক ৩৫০০৲ টাকা ভাতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা অত্যল্প কম মনে করিয়া মহারাজা ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

কাণপুরে চাঞ্চল্যকর কাণ্ড

কাণপুর হইতে প্রকাশ, স্থানীয় ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর মহম্মদ ইফতিখার মহম্মদ খাঁর বাড়ীতে একটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৭ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৬১

শৃগালের গর্তে মানব-শিশু

কটক সহর হইতে ৫৩ মাইল দূরে পেন্টনী নামে একটী সামান্য পল্লীগ্রাম আছে। সেখানে কুম্ভকার জাতীয় একটী দরিদ্র ব্যক্তির এক বৎসর বয়স্কা কন্যা একদা তাহার পর্ণকুটীর হইতে অপহৃতা হয়। পিতামাতা শোকাকুল হইয়া অনেক অনুসন্ধানেও উহার খোঁজ করিতে পারে না। এই ঘটনার প্রায় ২ মাস পরে একদিন ঐ গ্রামের একটী মজুর নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে কাঠ কাটিতে যাইয়া সেই গভীর জনমানবহীন বনে মানব শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পায়। উৎসুক হইয়া সে তখন ক্রন্দনের শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায়, একটী গর্তের মুখে এক শৃগালী বসিয়া আছে এবং ঐ গর্ত হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছে। তখন সে কুঠার হস্তে শৃগালীকে আক্রমণ করায় শৃগালী পলায়ন করে। ঐ ব্যক্তি তখন ঐ গর্তের ভিতর তৃণ শয্যায় শায়িতা এক শিশু দেখিতে পাইয়া সেই কুম্ভকারের অপহৃতা কন্যা বলিয়া চিনিতে পারে এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার পিতামাতার হাতে দেয়। শিশুটীর গায়ে সামান্য আঁচড়ের দাগ ভিন্ন কোন জখমের চিহ্ন নাই এবং কণ্ঠা দেহে আকৃতির সামান্য বিকৃতি ঘটিলেও তাহার সাধারণ স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হয় নাই। কয়েক দিনের মধ্যে শিশুটী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি করিয়া এবং কি আহার দিয়া শৃগালী শিশুটীকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; তবে শৃগালী যে উহাকে সযত্নে পালন করিতেছিল তাহা বুঝা যায়।

অন্তরীণ বন্দীর পলায়ন

নারায়ণগঞ্জের অনিলচন্দ্র মুখার্জ্জীকে ঢাকার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আবদুল হাই তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, অনিলকে বগুড়ায় অন্তরীণ করা হইয়াছিল। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সে পলাইয়া যায়। গত ৮ই এপ্রিল গোয়েন্দা পুলিশ ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার মুধানকান্দী গ্রামে হানা দিয়া অনিল ও অপর পাঁচজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। আসল এখন বাদামাইল, তাহার নাম নিরঞ্জন রায়, সাকিন পাটোয়ারহাট, জিলা বরিশাল। অনিল পুলিশ দলের একজন দারোগার হাত হইতে রিভলভার ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে দারোগা আত্মরক্ষার্থ গুলী ছোড়েন ও তাহাতে একজন যুবক আহত হয়। গ্রেপ্তারের পর অনিলকে বিচারার্থ ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে চুরির জের

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে কিছুকাল পূর্ব্বে যে ভীষণ চুরি হইয়াছিল তৎসম্পর্কে কলিকাতা পুলিশ এবং আপার চিৎপুর রোডস্থ পশুপতি দত্ত নামক এক পোদ্দারের দোকানে হানা দিয়া কতকগুলি প্রাচীন যুগের মুদ্রা, বহু পদক এবং অন্যান্য কতগুলি দ্রব্য উদ্ধার করিয়াছে, এবং উক্ত পশুপতি দত্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ রবিবার দিন সেখ আবদুল, বাদালা গোয়ালা, সেখ নজর এই তিন জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত ৩ জন পুরাতন পাপী, এবং তাহাদের দলের সর্দ্দার সুলেমান এখনও পলাতক।

সেখ আবদুলের ভাগে নাকি সোনা ও রূপার ভাগ কম পড়ায় সে পুলিশকে গোপনে সংবাদ দিয়াছে এবং পুলিশ অতঃপর পোদ্দারের দোকানে হানা দিয়া অপহৃত দ্রব্যের কিছু উদ্ধার করিয়াছে।

হেষ্টিংস্ থানার ইন্সপেক্টর মিঃ বি, কে, এডাকিনসন এ বিষয়ে জোর তদন্ত করিতেছেন।

ডাকাতদলের সাজা

গত নবেম্বর মাসে অমৃতসর জেলার নবানপিণ্ড গ্রামে এক স্বর্ণকারের বাড়ীতে ডাকাতি হয় এবং তাহার লাতুস্পুত্রকে খুন করিবার অভিযোগে মদন সিং, কর্তার সিং ও দলীপ সিং—এই তিনজন নামজাদা দস্যুর প্রতি অমৃতসরের দায়রা জজ মিঃ আর এম লাল কর্ত্তৃক ফাঁসীর আদেশ এবং তাহাদের তিনজন সহকর্মীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদের সহিত বন্দুক ও পিস্তল ছিল। তাহারা চারিঘণ্টা কাল ধরিয়া উক্ত গ্রাম লুট করিয়াছিল। গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করায়, তাহারা গুলীবর্ষণ করিয়া অনেক লোককে আহত করে। দস্যুগণ গত ডিসেম্বর মাসে তারণ নামক এক ক্ষুদ্র সহরে অবরুদ্ধা হওয়ায় ধৃত হয়। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশের সমগ্র সহর বেষ্টন করিতে হইয়াছিল। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী কাঠ ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে প্রায় ১৮ ঘণ্টা তাহাদের অনুসরণ করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। দস্যু দলের নেতা মদন সিং ২০ বৎসর বয়সে ফেরার হইয়াছে। তাহার ফিরোজপুর জেলায় ১২টি ডাকাতি করিয়াছে।

স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে পুরুষ

আনন্দ আশ্রিত ভবনে আবদুল রহমান নামক জনৈক লোক রেলওয়ে আইনের ১১৯ ধারানুযায়ী গত শনিবার শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে ৯ই জুন রাত্রিতে সে নৈহাটি ষ্টেশনে বোরখা পরিয়া স্ত্রী লোকের ছদ্মবেশে ঢাকা মেলের মেয়েদের ইন্টার ক্লাসে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার নিকট দুইটী ছোরাও ছিল।

প্রকাশ যে, এসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পর সে জানালা দিয়া লাফাইয়া বাহির হইয়া যায় কিন্তু ধরা পড়ে। আসামীকে ৩০০৲ জামীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে শুনানী মুলতুবী আছে।

রিভলভার ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

কোথাও সশস্ত্র ডাকাত ধরা হইবে সংবাদ পাইয়া উজিরপুর থানার পুলিশ এক রাত্রিতে ভারুকাঠি গ্রামের হরিকান্ত দাসের বাড়ীতে হানা দেয় এবং হরিকান্ত দাসকে বেদাদ খাঁ গ্রামের নবলাল দাশগুপ্তকে ও বেকপাল গ্রামের নিত্যানন্দ দাসকে গ্রেপ্তার করে। যুবক তিনটি হরি দাসের বাড়ীতে ঘুমাইতেছিল। ঐ বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া একটি ছয়নলা রিভলভার ও কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

জল খাটিয়া বাঘ আটক

চকিয়া হইতে প্রকাশ, অনারেবেল স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের পিতা শ্রীযুত বেনী লাল সিংহ রায়, গত ১১ই জুন রাতে খাঁচা জল খাটিয়া একটী প্রকাণ্ড প্রায় ৮ ফুট লম্বা চিতা বাঘ ধরিয়াছেন। ঐ বাঘটি প্রায় ২ বৎসর যাবৎ চকিয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগকে ভয়ানক জ্বালাতন করিত, প্রত্যহই বাছুর ছাগল নষ্ট করিত।

ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

গত সোমবার বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের বাগান বাড়ীর সম্মুখে একটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। 'লক্ষ্মী বিলাসের' বাসখানি যাত্রী বোঝাই লইয়া বারাকপুর হইতে কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছিল। বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমারের বাড়ীর সম্মুখে বাসখানি হঠাৎ স্লিপ করিয়া উল্টাইয়া পড়ে। বাসের ভিতরের ১১ জন যাত্রী ভীষণ আহত হয়। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাঠান হয়। পথে নরেন্দ্র কুমার বসু নামক ২৬ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জেরাল্ড বে এবং জিতেন্দ্র নাথ মিত্র নামক অপর দুই জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকী ৮ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বি-এ, বি-এস সি পরীক্ষার ফল

এবার বি-এ পরীক্ষায় ৩০৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিলেন, তন্মধ্যে ১৯১৪ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। মোট ১৭১৯ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৪৭৪ জন পাশ কোর্সে এবং ৩০৫ জন অনার্স সহ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যাহারা অনার্স সহ উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ২৭ জন ফার্ষ্ট ক্লাস ও ২৭৮ জন সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছেন। পাশ কোর্সের মধ্যে ১২৬ জন ডিষ্টিংশন সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবার শতকরা ৬১'১ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ১৯৩৩ সালে শতকরা ১৬'১৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এবার ইংরাজীতে স্কটিশ চার্চ কলেজ, সংস্কৃতে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ, দর্শন-শাস্ত্রে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ইতিহাসে প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিজ্ঞানে প্রেসিডেন্সী কলেজ ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইয়াছে।

এবার বি-এস সিতে ৮৫২ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন, তন্মধ্যে ৮২০ জন পরীক্ষা দিয়াছেন। মোট ৪১৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তন্মধ্যে ৩৩৩ জন পাশ কোর্সে এবং ৮৪ জন অনার্স সহ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৭ জন ফার্ষ্ট ক্লাশ এবং ৬৯ জন সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স পাইয়াছেন। যাহারা পাশ কোর্সে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩১ জন ডিষ্টিংশন সহ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবার ফিজিক্সএ সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ, রসায়ন-শাস্ত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজ ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইয়াছে। বি-এস সিতে শতকরা ৫১'৭ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯৩৩ সালে শতকরা ৫৯'৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিষাক্ত ফল ভক্ষণে মৃত্যু

হুগলী বেগমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্তের পুত্র রামচন্দ্র দত্ত একটি পেয়ারা ভক্ষণে গত মঙ্গলবার সকালে মারা গিয়াছে। প্রকাশ, ফলটিতে সাপের বিষ ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২২শে জুন ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ১৭শ সংখ্যা

জার্ম্মাণ-মনীষীর পত্র

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে রৌপ্য-পদক বিতরণ

To

The Head Master,

Thakur Bhakti Vinode Institute.

Sree Mayapur, Nadia, Bengal.

Sir,

I am desired by Tridandi Swami B. H. Bon. Preacher-in-charge of the Gaudiya Mission Monastery, London, to inform you that the Gaudiya Mission Monastery has decided to present annually from 1934 a SILVER MEDAL to the Student of your school who will secure 75°/° of the aggregate marks and not less than 60°/° in each subject, at his Annual Examination from the Second to the First Class.

I have the honour to be,
sir
Your most obedient servant,
London.

31.5.34. Ernst Schulze.

Copies forwarded to the Inspectors of schools of the Presidency, Dacca, Burdwan, Rajsahi, and the Chittagong Divisions.

মর্ম্মানুবাদ

হেড্‌মাষ্টার, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া (বেঙ্গল)

মহাশয়,

লণ্ডনের গৌড়ীয়মিশন মনাষ্টারীর প্রধান প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বনের ইচ্ছানুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, আগামী ১৯৩৪ সাল হইতে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ২য় শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণীতে উঠিবার কালে আপনার স্কুলের যে ছাত্র প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ে শতকরা ষাট নম্বর প্রাপ্ত হইয়া মোটের উপর শতকরা পঁচাত্তর নম্বর পাইবে তাহাকে এই লণ্ডনের গৌড়ীয়মিশন মনাষ্টারী হইতে একটী রৌপ্য-পদক দেওয়া হইবে।

(এই পত্রের অবিকল নকল প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম ডিভিসনের সমস্ত স্কুল ইন্‌স্পেক্টরগণের নিকট প্রেরিত হইল।)

(লণ্ডন) আপনার একান্ত বশম্বদ
(স্বাঃ) আর্ণষ্ট স্বুলজ্

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবস পূত-সলিলা গোদাবরী-তটে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-মহামহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত উৎসবে যোগদান করতঃ নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

উক্ত দিবস শ্রীমঠে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে শ্রীবিগ্রহাদির নীরাজনাত্রিক গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি বিরহ-গীতি দ্বারা শ্রীরামানন্দ গোস্বামী প্রভুর স্মৃতি হৃদয়পটে উদ্দীপিত করা হয়। তৎপর সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজীর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত ও আকৃষ্ট হন।

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্‌ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ চিরুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার কালিন্দীর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শুভাগমন করেন। স্বামীজী তথায় পাঠ ও বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গ্রামবাসীর নিত্য-মঙ্গল বিধান করেন। গ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দ স্বামীজীর নিকট সুমীমাংসাপূর্ণ শাস্ত্রবিচার ও মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য শুদ্ধ-হরিভজনের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ২৬শে ও ২৭শে জ্যৈষ্ঠ স্বামীজী পচেটগড়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস মহাপাত্র মহাশয়ের গৃহে অতি সরল ও সহজ ভাষায় অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। জমিদার মহাশয় সপরিবারে ও সবান্ধবে পাঠ শুনিয়া পরম প্রীত হ'ন।

গত ১৭ই জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে আলোচিত হয় যে, 'কলি' শব্দের অর্থ বিবাদ। যেকালে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পন্থায় বিবাদ অর্থাৎ তর্কপন্থা আরম্ভ হয়, তৎকালে কলির প্রবৃত্তি। নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যে সন্দিহান হইবার কালে কলিকাল বা বিবাদযুগের প্রবৃত্তি। মানব-সমাজে নশ্বর ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের প্রাবল্য অধোক্ষজ বস্তুতে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাহারাই বিষ্ণুবিক্রমে হরিবৈমুখ্য জীবকে গ্রাস করিয়াছে। তর্কবাদই হরিবৈমুখ্যের কারণ। যদি বেশী বুঝি সুতরাং গুরুকরণের কোন আবশ্যকতা নাই—এই বিচারেই নিরস্তকুহক সত্যের সহিত বিবাদ।

নিরস্তকুহক সত্যকে অপর আবৃতকুহক সত্যাসত্য অনিত্য বস্তুর সহিত সমজ্ঞান, জাগতিক খণ্ড বস্তুর সহিত অবিনাশী বস্তুর তুল্যজ্ঞান হইলেই জড়ভোগ-প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং তখনই জীবগণ কলিযুগের দ্বারা আবৃত হন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত এই ভোগময়ী ধারণার হস্ত হইতে তাঁদের পরিত্রাণ নাই, আবার ভোগময়ী ধারণাকে সম্বল করিয়া গুরু অন্বেষণ করিতে গিয়া কপিগুরু, জ্ঞানিগুরু ও যোগিগুরু প্রভৃতির কবলে পড়িয়া বদ্ধজীবের প্রতারিত হইবার যোগাযোগও আছে।

এই উভয় গুরুগণের নিকট শ্রবণ করিতে গেলেই জীব অসুবিধায় পড়িয়া যায়; ... হইতে ব্যাপ্য বিচার গ্রহণ করিয়া ব্যাপক বিষ্ণুর দিকে অগ্রসর হইতে গেলেই তর্কপন্থা, তাহা শ্রুতিপথের নিতান্ত বিরুদ্ধ বাস্তববস্তু-বিজ্ঞান কখনই তর্কপন্থায় লাভ করা যায় না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্য-তীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অধুনা শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পণ্ডিতজী সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তনস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধুরস্বরে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মঠবাসী ও শ্রীধাম-বাসী ভক্তগণ অনেকেই ভক্তিশাস্ত্রীজীর বিচারপূর্ণ সুমধুর পাঠ শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ ত্রিবিক্রম, নিত্য গৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীজয়তীর্থ

...য় আমরা আমাদের পূর্ব গুরু শ্রীমদ্ অক্ষোভ্যতীর্থের প্রসঙ্গে আমরা মধ্যে জয়তীর্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দিয়াছেন। শক সম্বৎ ... মধ্যভাগে ইঁহার আবির্ভাব। পাণ্ডরপুরের নিকটবর্ত্তী 'মঙ্গলবেধ' নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীরঘুনাথ রাও। শ্রীজয়তীর্থ বাল্যকালে ধোণ্ডুপন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। এয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁর ভীমাবাঈর পাণিগ্রহণ করেন।

— — —

অল্পদিনের মধ্যে পত্নীর সহিত কলহবশে তিনি সৈন্যবিভাগে ঈশ্বরগণের একটী চাকুরী স্বীকার করেন। বিংশতি বয়ঃক্রমকালে একদিন তিনি অশ্বারোহণে সৈন্যগণ সহ ভীমরথী নদী পার হইতেছিলেন, এমন সময় সেই নদীতটে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অক্ষোভ্যতীর্থের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সাংসারিক বেশভূষা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সমস্ত কুমতবাদিগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহার গুরুপ্রদত্ত সন্ন্যাস-নাম শ্রীজয়তীর্থ হইল। তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জয়তীর্থের ঘটনা সমূহ সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিল।

ধোণ্ডুপন্তর জনক-জননী প্রাণাধিক পুত্রের তীব্র বৈরাগ্যকথা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তনের জন্য পুত্রস্নেহকাতর মাতাপিতা তদীয় গুরুদেব শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের নিকট গিয়া আবরণেচ্ছায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থ তদুত্তরে জয়তীর্থকে জনকজননীর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিলেন। জয়তীর্থের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জনকজননী তাঁহাকে বল পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রধান কণ্টক পুত্রবধূর সহিত সম্ভাষণ করাইবার বাসনে প্রস্তুত হয় করিলেন। কিন্তু দৈব-দুর্ঘটনা এই হইল যে, যখন তাঁহারাই জয়তীর্থের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ গৃহে জয়তীর্থ নাই। তাঁহাদের পুত্রবধূ-বিহারশয্যায় এক ভীষণ বিষধর সর্প ফণা বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজমান। এই ঘটনা পুত্রবধূর মুখে শুনিতে পাইয়া জয়তীর্থের জনকজননী পুত্রের অলৌকিকতা উপলব্ধি করতঃ অবশেষে পুত্রের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনে যত্ন পরিত্যাগ করিলেন।

— — —

জনকজননী পুত্রের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার গুরুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া জয়তীর্থের ভাবি-জগৎ-গুরুত্বের বিষয় উপদেশ করিলেন। ১১৬৭ শকাব্দে বিশ্বাবসু বর্ষে অগ্রহায়ণ শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীজয়তীর্থ উড়ুপীর উত্তরাদি মঠের মঠরক্ষক হন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তিনি শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে গুরুরূপে বাইশ বৎসর সাতমাসকাল সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকের কার্য্য করেন।

— — —

ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক বিভাগের কর্ম্ম গ্রহণ করায় শ্রীজয়তীর্থ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান নাই। একদিন দৈবাৎ একটী বিষধর সর্প দর্শন করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, ভক্তপথের বিচার বিনাশ করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি অবশেষে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া আচার্য্যগ্রন্থের অনেক টীকা-গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীজয়তীর্থ কাশী নগরীতে শঙ্কর-মতাবলম্বী বিদ্যারণ্যকে মাধ্বভাষ্য প্রদান করেন। বিদ্যারণ্য ঐ ভাষ্যকে বালরচিত শাস্ত্র বলায় শ্রীজয়তীর্থ তাঁহার তত্ত্বভাষ্যের টীকাটী বিদ্যারণ্যকে প্রদর্শন করেন। বিদ্যারণ্য পরম কৌতূহলবশে আনন্দতীর্থের ভাষ্যের টীকা পাঠ করিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা উপলব্ধি করেন। কথিত আছে বিদ্যারণ্যের সহিত যেকালে অক্ষোভ্যতীর্থের বিচার উপস্থিত হয় তৎকালে শ্রীজয়তীর্থ শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থের পক্ষে থাকিয়া বিদ্যারণ্যকে পরাজয় করেন।

— — —

১১৯০ শকে আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমীতে বিভবাত্রিংশৎ বর্ষে মালখাড়া নামক গ্রামে শ্রীজয়তীর্থ পরলোক গমন করেন। এই মালখাড়া গ্রামটী নিজাম ষ্টেট্ রেলওয়ের মালখাড়া রোড ষ্টেশন হইতে ৩।১০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং নিজাম গভর্ণমেণ্টের অধীন। আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এখানে একটী বৃহৎ মেলা বসে। মঙ্গলবেধ এবং পোন্নারি গ্রামে শ্রীজয়তীর্থের ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। উত্তরাদি মঠের সন্ন্যাসিগণ অদ্যাবধি মঙ্গলবেধ গ্রামে গমন করিয়া জয়তীর্থের পুত্রের প্রকৃত সম্মানপূর্ব্বক নিজ বাসে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করেন। মালখাড়া গ্রামে তদীয় সমাধিস্থানেও মহোৎসবাদি হইয়া থাকে।

হরিভজন করিতে গেলে হরিবিমুখ মাতা-পিতা আমাদিগকে সেবা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য—আমাদের গলায় ফাঁসি দিবার জন্য—স্ত্রী-পার্ব্বতী বা স্ত্রীরূপা ভুজঙ্গিনীর কপট প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। শ্রীমদ্ হরিভজনের প্রধান কণ্টক বলিয়াই, ভোগের প্রধান সহায়ক বলিয়াই স্বজনাখ্য দস্যুগণ মূর্খ আমাদিগকে এই মিষ্টান্ন লাড্ডু দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চান, এমন কি গুরুকৃপায় কেহ সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেও, তাঁহারা তাঁহাকে গুরুরূপী ভগবানের পাদপদ্ম হইতে সজোরে ছিনাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু গুরুকৃপা বলের নিকট মায়ারূপী জনক-জননী বা ভার্য্যার ক্ষীণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গুরুসেবা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে অন্তর্যামী ভগবান্ গুরুদেব সরল ও অনুগত শিষ্যকে নিশ্চয়ই রক্ষা করেন, ইহা আমরা মহাজনগণের জীবনীতে স্পষ্টই দেখিতে পাই; সুতরাং আর বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া জীবের নিত্য-বসতি-স্থল গুরুগৃহে বাস করিবার জন্য উদ্গ্রীব হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য—ইহাই সারোপদেশ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

বেদান্তদর্শন

(৩)

বৌদ্ধ বলেন,—বিজ্ঞান উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও সেই মুহূর্ত্তেই অনুরূপ আর একটী বিজ্ঞান উৎপাদন পূর্ব্বক নিজ সংস্কার উপচারিত করিয়া স্বয়ং বিনাশ লাভ করে এবং বহুজীবে এইরূপ বিজ্ঞান-ধারা প্রবাহিত থাকায় যেমন ক্ষণিক হইলেও বিলুপ্ত হয় না সেইপ্রকার বিজ্ঞানরূপী আত্মা ক্ষণিক হইলেও অক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহে স্মরণ ও কর্ম্মফল-ভোগ অসঙ্গত নহে।

শঙ্কর বলেন,—ব্যষ্টিগত আত্মপ্রতীতি বা অহং-প্রত্যয় অবিদ্যা বা মায়ার সংসর্গ-প্রবাহেই হইয়া থাকে। বৌদ্ধ বলেন,-নির্ব্বাণ-লাভ হইলেই ক্ষণিক আত্মপ্রতীতি এবং প্রপঞ্চ-প্রতীতি দূরেই পর্য্যবসিত হয় তদ্রূপ শঙ্করও বলেন,—জীব মুক্ত হইলেই তাহার অহং-প্রত্যয় এবং প্রপঞ্চোপলব্ধি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া, এক নির্গুণ নিরঞ্জন নির্ব্বিশেষ ও নিষ্কল চিন্মাত্র সত্তাই হইয়া থাকে। বৌদ্ধের প্রপঞ্চ জ্ঞান ও অহং-প্রতীতি যেমন বিজ্ঞান-প্রবাহের ক্রিয়া, শঙ্করেরও জগৎ ও জীব বা আত্মপ্রতীতিও তদ্রূপ মায়ার ক্রিয়া। বৌদ্ধ এবং শঙ্কর উভয়েই 'বিজ্ঞানপ্রবাহ' এবং মায়ার কার্য্য স্বীকার করিয়াও তাহার কারণে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। শঙ্কর তাহাকে 'সদসৎ বিলক্ষণ' বা 'অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া আত্মরক্ষা করিবার বৃথা যত্ন করিয়াছেন বটে কিন্তু বৌদ্ধ তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার যুক্ত্যাভাসও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

— — —

সর্ব্বশূন্যবাদী বৌদ্ধ বলেন,—শূন্যের ভিতর বিজ্ঞান-ধারা প্রবিষ্ট হইয়া অহং-প্রত্যয়বিশিষ্ট ক্ষণিকজীব এবং ক্ষণিক প্রপঞ্চ রচনা করিতে পারে না তদ্রূপ শঙ্করও বলেন যে,—নির্গুণ ব্রহ্মে অবিদ্যা প্রবেশ পূর্ব্বক উপাধি আশ্রয়ে ঘটাকাশের ন্যায় অহং-প্রতীতি এবং সেই অহংপ্রতীতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক প্রপঞ্চ-প্রতীতি আর হইতে পারে না। বৌদ্ধ বলেন,—ক্ষণিক বিজ্ঞানই জগৎ-প্রতীতির কারণ। অতএব বিজ্ঞানই বহুবিধ বস্তাকারে প্রকটিত হয় সুতরাং অন্তর ও বাহিরে ক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহই বর্ত্তমান। শঙ্করও তদ্রূপ বলেন যে,—দৃশ্যমান মিথ্যা জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত কোন সত্তাই নাই এবং সেই ব্রহ্ম—চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ। চৈতন্য ও বিজ্ঞান একই পদার্থ। মিথ্যা জগৎ সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা বা মায়া কর্ত্তৃক রচিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধের বিজ্ঞান-প্রবাহ হইতেই যেমন ক্ষণিক বিশ্বপ্রতীতি, শঙ্করেরও সেই প্রকার চৈতন্য ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যা-প্রবাহ হইতেই জগৎ ও ব্যষ্টি-জীব-প্রতীতি। অতএব দেখা যাইতেছে যে বৌদ্ধ ও শঙ্কর-মতবাদে কেবল 'শূন্য' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই শব্দগত পার্থক্য লক্ষিত হয় মাত্র। সুতরাং 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবচ' পদ্মপুরাণের এই বাক্যের সার্থকতা স্পষ্টই উপলব্ধি-যোগ্য।

— — —

শঙ্কর-কথিত মুক্তিদশাতে যদি জীব উপাধি-পরিমুক্ত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মই হয় এবং তদ্রূপ মুক্তি যদ্যপি শঙ্করের হইয়াই থাকে তাহা হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ দ্বৈতপ্রতীতি-ক্রমে অন্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া 'অবাঙ্-মনসগোচর' কেবল সত্তামাত্র বস্তু (?) মন ও বাক্যের আশ্রয়ে পরিজ্ঞাপিত হইবেন কেন? যখনই কেহ কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন তখনই তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিবিধ সত্তার উপলব্ধি করিতে বাধ্য।

— — —

শঙ্করের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরকে উপদেশ প্রদানকালে তাঁহার অহংপ্রত্যয় অবশ্যই ছিল বুঝিতে হইবে। উপদেশকরূপে যে আত্মপ্রতীতি বা অহং-প্রত্যয়

গহা অবিদ্যারই কার্য্য। সুতরাং বৈতান হইতে জাত অহং-প্রতীতি-বিশিষ্ট অবিদ্যাগ্রস্ত শঙ্করের পক্ষে তাঁহার কল্পিত কিন্তু স্বরূপবর্ণন-প্রলাপ নিতান্ত হাস্যজনক ব্যাপার। যদ্যপি শঙ্কর মুক্তপুরুষ হন তাহা হইলে আর তাঁহার পক্ষে অপরকে উপদেশ দেওয়া সম্ভবপর নহে এবং যদি মুমুক্ষু বা বদ্ধপুরুষ হন তাহা হইলে বদ্ধ জীবের ভ্রম-প্রমাদযুক্ত উপদেশ-গ্রহণের জন্য কোন মুমুক্ষু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আগ্রহবিশিষ্ট হইতে পারেন না। সৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণন থাকিতে পারে না। শঙ্কররূপী ঔপাধিক ব্রহ্মের উপাধি-ধ্বংসে যখন অবিদ্যা-পরিমুক্তাবস্থা লাভ হইল তখন কে কাহাকে জানে বা কে কাহাকে বলে! একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত ত' অপর কোন পদার্থই নাই। শঙ্করকল্পিত মুক্তির স্বরূপ কোন উপাধিচেষ্টিত খণ্ডাত্মার অনুভবগম্য ব্যাপার নহে; কারণ, জীবাভিমানী ব্যক্তি অহং-প্রতীতিবশতঃ অমুক্ত এবং তাহার উপাধি-মুক্তাবস্থায় কেবল স্বরূপ বা চিন্মাত্র-সত্তা-বিশিষ্ট ব্রহ্মত্ব লাভ হয় সুতরাং তদবস্থায় 'ইহা আমার মুক্তাবস্থা' এরূপ প্রতীতি থাকিতে পারে না। অতএব শঙ্কর-কল্পিত কিন্তু (যাহা বদ্ধ বা মুক্ত কাহারও অনুভব্য নহে) স্বরূপবর্ণন শঙ্করের বিচারানুসারেই সম্ভব কিনা তাহা সুধী সম্প্রদায়ের বিবেচ্য।

পুরী মহারাজের বক্তৃতা

[গত ১২ই জুন রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত গঞ্জাম জেলার বড়গড় রাজবাড়ীতে সপার্ষদ রাজা সাহেবের নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল]

বহুল সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব,

আমি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকসূত্রে কয়েকটী কথা আপনার নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, ইহা আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য নহে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিত্যমঙ্গলদায়ক যে নিরপেক্ষ বাস্তবসত্য কথা শ্রবণ করিয়াছি সেই বাণীরই অনুকীর্ত্তন করিব অর্থাৎ আমি শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞার বাহক বা পরিবেশকের কার্য্য করিতেছি মাত্র। জগতে দুই প্রকার কথা আছে, কতকগুলি শ্রেয়ঃকথা ও কতকগুলি প্রেয়ঃকথা। শ্রেয়ঃকথা জীবের নিত্য মঙ্গলদায়ক হইলেও আপাতমধুর বা বহির্ম্মুখ-জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণকারী নহে কিন্তু প্রেয়ঃকথা নিত্যমঙ্গলদায়ক না হইলেও আপাতসুখকর। তাই মাদৃশ বহির্ম্মুখ-জীব শ্রেয়ঃকথা অপেক্ষা প্রেয়ঃকথা শুনিবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীগুলি শ্রেয়ঃকথা সুতরাং তাহা সকলের নিকট শ্রুতিমধুর নাও হইতে পারে। সেই বাণীই এখন আমি আলোচনা করিব; তাই করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যদি উক্ত কথাগুলি আপাতসুখকর নাও হয় তাহা হইলেও যেন আপনার সত্যপ্রিয়তা, আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, পরোপকারিতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী আপনাকে নিরপেক্ষ বিচারপরায়ণ হইয়া উক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য প্রদান করে।

আপনার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহ, সত্যকথা-শ্রবণের জন্য আগ্রহ, ঐশ্বর্য্যাদি থাকা সত্ত্বেও অহঙ্কারশূন্যতা এবং বিনীত ভাব, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি বহু সদ্গুণাবলী দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। তৎকালে আশা করিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম যে অমৃত পরিবেশন করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন সেই অমৃত সপার্ষদ রাজাসাহেবের নিকট পরিবেশন করিবার জন্য অন্ততঃ সপ্তাহকাল প্রচুর সময় ভিক্ষা পাইব কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" তাই দৈবীমায়া হরিকীর্ত্তনরূপ শ্রেয়ঃকার্য্যে বিঘ্ন আনিয়া দিল। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন করিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই নিত্যমঙ্গল হয় কিন্তু নিত্যমঙ্গলের পথটী কোটী-কণ্টকরুদ্ধ। বাস্তব সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সেই কোটী-কণ্টকরুদ্ধ পথে আকর্ষণ করিবার জন্য দৈবীমায়া একটী মোহজাল বিস্তার করিল, অসৎসঙ্গ সত্যভ্রম ঘটাইয়া দিল, মায়ার কীর্ত্তনকেই হরিকীর্ত্তন বুঝাইয়া দিল। তখন আপনার অনুগত-জনমণ্ডলী আপনার আনুগত্যে যুগাচার্য্যের প্রেরিত আচার্য্যানুগজনগণের কীর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যবাণীর বা নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ শ্রবণ করিবার জন্য শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপাত-ইন্দ্রিয়প্রীতিকর ও ক্ষতিজনক প্রেয়ঃপথে ছুটিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হরিকথামৃত-পরিবেশন-রূপ সেবাকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম। প্রথম দুই দিন হরিকীর্ত্তনের জন্য কিছু সময় ভিক্ষা পাইলেও অন্য ৪।৫ দিন হরিকথা-আলাপশূন্য-অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছি সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কিছুই নাই এবং এইরূপ দিনকে আমরা অতিশয় দুর্দ্দিন বলিয়াই জানি; কারণ, মহাজনগণ বলিয়াছেন —"মেঘাচ্ছন্ন দিন নহে সে দুর্দ্দিন, কৃষ্ণকথা-আলাপশূন্য দিন সে দুর্দ্দিন।" এইরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হওয়ায় ও শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞা হওয়ায় এই কয়টা দিন আমরা জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইয়াছি। যেখানে শ্রীনামের প্রতি, নামাচার্য্যের প্রতি ও আচার্য্যানুগগণের প্রতি অবজ্ঞা আচরিত হয় সেখানে এক মুহূর্ত্তকালও থাকা উচিত নয় এবং সেখানে এক গণ্ডূষ জলপান করাও উচিত নয়। আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কয়েকটী ঘটনায় তাহার জলন্ত আদর্শ প্রকট করিয়াছেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত লৌকিক জগতে বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত কোন মহারাজ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী বৈষ্ণবসম্মিলনী (?) করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে এবং প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আশায় ও বিচিত্র ভোগ্যদ্রব্য প্রসাদসেবার ছলনায় ভোজনের আশায় অনেক তথাকথিত বাবাজী, জাতিগোস্বামী, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতব্রুব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়াছিলেন। উক্ত মহারাজ আমাদের শ্রীগুরুদেবকেও আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি অন্যান্য ব্যক্তিগণের ন্যায় কনক-প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্য বা জিহ্বার লালসায় তথায় গমন করেন নাই, কেবল সম্মিলিত বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা-প্রচারের আশায় গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তথাকথিত বাবাজী, জাতিগোস্বামী, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতব্রুব প্রভৃতি কুচক্রিগণের কুচক্রে পড়িয়া উক্ত মহারাজ যুগাচার্য্যকে বাস্তবসত্যকথা-প্রচারের জন্য সময় ভিক্ষা দেন নাই। তিনি জীবদয়ার বশবর্ত্তী হইয়া হরিকীর্ত্তনের আশায় বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া ৪ দিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই মহারাজ দুর্দ্দৈববশতঃ নামাপরাধকে আদর করিয়া শ্রীমদ্ আচার্য্য-মুখবিগলিত শুদ্ধ নামের প্রতি ও আচার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি অনাহারে ৪ দিন অবস্থান করার পরও যখন কিছু সময়ও ভিক্ষা পাইলেন না তখন সেই-স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। অবশ্য-পূর্ব্বোক্ত মহারাজ তাঁহার জন্য চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেখানে শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তনের অনাদর সেখানে জলগ্রহণ করা উচিত নয় এবং যিনি হরিনামের অবজ্ঞা করেন তিনি নামাপরাধী ও বিষয়ী সেরূপ 'বিষয়াসক্ত অপরাধীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের ভজন॥" শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বোক্ত আচরণের দ্বারা এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায়

আর একটী ঘটনা এই যে বঙ্গদেশের অন্তর্গত কোন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীনাম-প্রচারের জন্য সপার্ষদে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার আহ্বানে সপার্ষদে গমন করিলে তাঁহাকে হরিকথা-কীর্ত্তন করিতে না দিয়া ভাড়াটিয়াগণের দ্বারা প্রাকৃত রসকীর্ত্তনরূপ নামাপরাধ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ব্যবহারজীবীর শুদ্ধ শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞাচরণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান এমন কি সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

এক্ষেত্রেও যখন শুদ্ধনামের প্রতি, শ্রীনামাচার্য্যের প্রতি ও আচার্য্যানুগগণের প্রতি অবজ্ঞা আচরিত হইয়াছে তখন আমরা এখনও এখানে অবস্থান করিতেছি কেন?

উত্তর এই যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাদ্বয়ের সহিত এই ঘটনাটীর কিছু তারতম্য আছে। পূর্ব্বোক্ত মহারাজ ও ব্যবহারজীবী প্রাকৃত-সহজিয়া ও নামাপরাধিগণের প্রতি আসক্তচিত্ত সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী. বিদ্বেষিগণ উপেক্ষার পাত্র কিন্তু এখানে রাজাসাহেব ও তাঁহার অনুগতজনের মধ্যে অন্ততঃ কতক ব্যক্তি বিদ্বেষী নহেন তাঁহারা বালিশ-পদবাচ্য, বালিশগণ কৃপার পাত্র, বিদ্বেষিগণের ন্যায় উপেক্ষার পাত্র নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা অবাঁধা ৬৲, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা, শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থান-সূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ গ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-সম্বলিত, বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা ২॥০ টাকা। 'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্যন্ত ১।৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। তত্ত্ববিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গৌড়ীয়ভাষ্য সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ (ব্যাখ্যাসহ) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৷৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৷৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible]
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতিঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিদেহীজ্ ওয়ার্ক্‌স ১৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। রেপোর্ট্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ জুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিইস্টিক প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আবেদনেজ্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বাহার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, [illegible]
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—বঙ্গমহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৴০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৴০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এলমার্কা	৪৴০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৴০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেমস্‌লাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের

আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "মহর নিবারম নং ১")। জনন-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা পাওয়া। (পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিভ হেলথ্ লেবরেটরিস্
(ডিপার্টমেণ্ট ৭)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৮	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
ঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৫০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
নগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৭	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
কৃষ্ণগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
দ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৭—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৬	১৪-৩০ + ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি নিয়মমত অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পাঠ্যের আয়োজন যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যরত্ন, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুসরণ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের স… আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি… সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও … কর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Profaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ … ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছা… কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা … গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখা… গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎে… আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সু… সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চির… প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এ… পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতে…

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই আষাঢ় শনিবার ১৩৪১, ২৩শে জুন ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

নদীয়ার কর্ম্মী সম্মেলন

গত ১৬ই জুন কৃষ্ণনগর টাউনহলে নদীয়ার কংগ্রেস কর্ম্মীদের বৈঠক বসিয়াছিল। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। কতিপয় মহিলা ও প্রায় বাইশ জন কংগ্রেসকর্ম্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রীর প্রস্তাবক্রমে পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেল, জে, এম, সেনগুপ্ত, বাবু মহেন্দ্রপ্রসাদ, সৈয়দ আলি ইমাম, ডেপুটির গুলীতে নিহত সতীশ সর্দ্দার, কৃষ্ণনগরের কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁহাদের লোকান্তর গমনে শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত সমর্থন করা হইয়াছে এবং অপর এক প্রস্তাবে আইন অমান্যে দণ্ডিত ও বিনা বিচারে বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতায় নৈরাশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে পিস্তল

বিনা লাইসেন্সে একটি অটোমেটিক পিস্তল এবং ৪১ টি টোটা রাখিবার অভিযোগে 'টিনএজ' ব্যাংকের জেনারেল টেকেসিরা নামক এক বালক নাবিক মঙ্গলবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল কে সেন কর্ত্তৃক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী একটি পিস্তল বিক্রয় করিবে, এই সংবাদ পাইয়া জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী তাহার নিকট আপনাকে বে-আইনীভাবে জনৈক আগ্নেয়াস্ত্রপ্রার্থী বলিয়া পরিচিত করিয়া তাহার বিশ্বাসভাজন হয়। অতঃপর আসামী তাহার পিস্তল ১০০৲ টাকায় বিক্রয় করিবার জন্য তাহার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে বাহির করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঝড়ে পাঁচ জনের অপমৃত্যু

তিন সপ্তাহ পরে কোচিনে তুমুল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৬ই জুন সমস্ত দিন রাত্রি এর্নাকুলম্ ও মত্তঞ্চেরীর সর্ব্বত্র বিপুলবেগে ঝড় ও বারিপাত হইয়াছে। অত্যধিক বারিবর্ষণ ও ভীষণ ঝড়ের ফলে বাড়ীর ছাদ উড়িয়া গিয়াছে ও রাজপথে বহু বৃক্ষ মূলোৎপাটিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত উচ্চ তালবৃক্ষ হইতে ছিটকাইয়া ভূতলে পড়িয়া 'এজাবা' সম্প্রদায়ের তিন জন লোক মারা গিয়াছে। শঙ্করপানি নামক স্থানে নারিকেল গাছ হইতে পড়িয়া একটী অল্প বয়স্ক বালকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। নৌকাডুবি হইয়া এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। সমুদ্রের অবস্থা ভয়সঙ্কুল।

রাজপথে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

কালাটেকের বিশিষ্ট ধনী মহাজন রজনীকান্ত পাল আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ, গত শনিবার এক মজলিস হইতে তিনি তাঁহার গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় দুর্বৃত্ত আসিয়া অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহাদের দায়ের আঘাতে রজনী পাল ক্ষত-বিক্ষত দেহে মাটিতে পড়িয়া যায় এবং অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হয়। গোমস্তার চীৎকারে বহু পথিক ঘটনাস্থলে সমবেত হয়; কিন্তু আততায়ীরা তৎপূর্ব্বেই পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কুলীর কীর্ত্তি

ভক্তচাঁদলাল নামে এক পশ্চিমা ভদ্রলোক তাঁহার একটী বাক্স বহন করিবার জন্য চীৎপুর ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে একটী কুলী নিযুক্ত করে। প্রকাশ, ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কুলী বড়বাজারের এক গলির মধ্যে গা ঢাকা দিয়াছে। এপর্য্যন্ত তাহাকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

প্রকাশ, বাক্সের মধ্যে নগদ ২৫০৲ টাকা মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রভৃতি ছিল

রিভলভার দেখাইয়া লুণ্ঠনের চেষ্টা

বেনারসের সংবাদে প্রকাশ, মুখোস আঁটা তিনজন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্র লইয়া এক রাত্রে মৌজা শান্তি চৌরায় শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ দাস সোণাওয়ালার বাড়ীতে হানা দেয়।

প্রকাশ, ডাকাতেরা রিভলভার দেখাইয়া বালকৃষ্ণ দাসের গদী হইতে টাকা ছিনাইয়া লইবার মতলব করিয়াছে, কিন্তু গদীর দারোয়ান তাহাদের বাধা দিলে ডাকাতেরা ধরা পড়িবার ভয়ে প্রস্থান করিয়াছে। দারোয়ান ডাকাতের আক্রমণে আহত হইয়াছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাইয়া একটি ছয় ঘরা রিভলভার, একখানি ছোরা ও একটি মুখোস হস্তগত করিয়াছে। ঘোর তদন্ত চলিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

২০টি উট লইয়া পলায়ন

কোয়েটা হইতে প্রকাশ, ১৬ই জুন অপরাহ্নে সীমান্তের ১২জন উপজাতীয় লোক আফগান সীমান্তের নিকটবর্ত্তী সৈবাদ নামক স্থানের পশু চারণ ক্ষেত্রে হানা দেয় এবং কয়েকজন উট পালক ও ২০টী উট লইয়া যায়। সীমান্তে উপস্থিত হইয়া তাহারা উট পালকদিগকে ছাড়িয়া দেয় ও উটগুলি লইয়া সীমান্ত অতিক্রম করে।

———

অমৃতসরে তিনজনের প্রতি ফাঁসির আদেশ

অমৃতসরের দায়রা জজ নবনপিণ্ড ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন। দায়রা জজ আসামী মঙ্গল সিং, কর্ত্তার সিং ও দলীপ সিংকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং হাজরা সিং, সোহান সিং, দেওয়া সিংকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আসামী মোহনলাল ও এক্রপাল সিংকে ছাড়িয়া দেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, নবনপিণ্ড গ্রামের জগৎ সিং নামক একজন স্বর্ণকারের বাড়ীতে ডাকাতির সময় বাড়ীর লোকজন বাধা দিতে আসিলে আসামীগণ গুলী চালায়; ফলে আতর সিং নামক এক ব্যক্তি নিহত ও একটি বালিকা আহত হয়।

———

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই অ[illegible]বর, ১৯৬১

ছেলেধরার আতঙ্কে বিপদ

গত ৩১শে [illegible] চর্পটিয়া বন্দরে নামরূ নদীর অপর পারে কোকারপাড়া গ্রামে একটি পাগল আম পাড়িবার জন্য গাছে ঢিল ছুড়িতেছিল। কয়েকটি ছেলে তাহার প্রতি ঢিল নিক্ষেপ করে। পাগলটি তখন ছেলেদিগকে তাড়া করায় তাহারা চীৎকার করিয়া বাড়ীর ভিতরে যায়। তাহাতে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা 'ছেলেধরা' 'ছেলেধরা' বলিয়া চিৎকার করে। পুরুষলোকেরা আসিয়া পাগলটিকে প্রহার করিতে করিতে বিশেষভাবে আহত করিয়া হাতবাঁধা অবস্থায় নদীর মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। নদীর মধ্যে পাগলের চীৎকার শুনিয়া এ পাড়ের লোকেরা গিয়া তাহাকে নদী হইতে তুলিয়া থানায় লইয়া যায় এবং সেবকেরা তাহার চিকিৎসা করে। পরে স্থানীয় পুলিশের সহযোগে বগুড়া সদর হাসপাতালে তাহাকে পাঠান হয়। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পাগলটাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থান দিতে অস্বীকার করায় চর্পটিয়ার পুলিশ তাহাকে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রায়ই এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। গ্রামে গ্রামে এইরূপ ছেলেধরার আতঙ্ক কিরূপে উদ্ভূত এবং ইহার ফলে যে মারাত্মক ঘটনা ঘটিতেছে তাহার নিবারণ গ্রামবাসীদের জন্য একান্ত আবশ্যক। নচেৎ পাগলামে আরও দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।

বিবাহের নামে প্রতারণা

তোফাবাগানের [illegible] প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শানবাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে মঙ্গলবার এক কৌতুকপ্রদ মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। মামলার ফরিয়াদী অমূল্য [illegible] পালের অভিযোগে প্রকাশ, যে আসামী সুরেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ীর সন্নিকটে এক মেসে থাকিত। অমূল্য [illegible] আড়ম্বর এবং বিজ্ঞাপনের চিত্র আঁকিয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। [illegible] বালিকা সুরেশের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসামী সুরেন্দ্র [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করে। গত বৈশাখে কি জৈষ্ঠমাসে বিবাহ হইবে এই আশায় দিয়া ফরিয়াদীর নিকট হইতে আসামী বালিকার গহনা প্রস্তুত করাইবার নাম করিয়া দেড় শত টাকা গ্রহণ করে। টাকা [illegible] হইলে আসামী টাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে এবং বালিকার সহিত তাহার বিবাহ দিতেও অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষ হইতে উপরি উক্ত জবানবন্দীর সমর্থনে বালিকা কর্তৃক লিখিত বলিয়া বহু পত্র আদালতে দাখিল করা হইয়াছে।

আসামীপক্ষ পাল্টা জবাবে বলিয়াছে, অমূল্য পাল বালিকাকে নষ্ট করিবার চেষ্টায় বালিকার একটি পত্র লিখিত। ফরিয়াদী যে কি প্রকৃতির লোক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ফরিয়াদীর লিখিত [illegible] পত্র আদালতে দাখিল করা হইয়াছে।

৩০শে জুন অবধি শুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে।

গাত্র হইতে অলঙ্কার লইয়া চম্পট

চট্টগ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার রাত্রে পটিয়া থানার জোয়ারা গ্রামে একটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, যে উক্ত গ্রামের কোন মহাজনের বাড়ীতে রাত্রে প্রায় ৩০।৪০ জন ডাকাত নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ করে এবং বাড়ীর পুরুষদিগকে আটকাইয়া রাখে এবং তৎপর স্ত্রীলোকদিগের শরীর হইতে অলঙ্কার পত্র কাড়িয়া লয় ও নগদ টাকা পয়সা ইত্যাদিতে প্রায় ৩০০০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করে। প্রত্যহই আমরা এরূপ সমস্ত ডাকাতির সংবাদ পাইতেছি।

তাজা কার্তুজ আবিষ্কার

প্রকাশ, পুলিশ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে আবদুল খালেক নামে এক মুসলমানের নিকটে ৩২ বোর সংযুক্ত পিস্তলের ৭টী ও ৩৮০ বোর পিস্তলের ৭টী মোট ১৪টী তাজা কার্তুজ পাইয়াছে।

অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অভিযোগে দণ্ডিত

অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অভিযোগে সন্তোষটোলা লেনের শ্রীযুক্ত আনন্দবর্দ্ধন সেনগুপ্ত ও অপর [illegible] ছাত্রকে ২৫৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড করা হইয়াছে, এবং ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার সিদ্ধান্ত করা সাপেক্ষ তাহাদের প্রেরণ করা হয়। গত শনিবার তাঁহাদিগকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুনরায় বাড়ীতে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছে।

রিভলভার উদ্ধার

কাণপুরের গোয়েন্দা পুলিশ গত রাত্রিতে এক ব্যাক্তির নিকট হইতে একটি রিভলভার হস্তগত করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আরও চইজন লোকের সহিত বাসা অভিমুখে যাইতেছিল। পুলিশ নাকি সংবাদ পাইয়াছিল যে, তাহারা ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছে। তাহারা যখন ট্রেনে উঠিয়াছিল, তখন পুলিশ তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে।

গবর্ণরকে গুলীমারার জের ১১জনের মুক্তিলাভ

দার্জিলিং গুলীমারা সম্পর্কে ধৃত ভবানীকুমার গুহ, প্রাণকৃষ্ণ গুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল রায়, ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলি, অমল নন্দী, সুধীর নন্দী, বিমল মজুমদার, সুখরঞ্জন চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ দাসগুপ্ত ও আরো দুই জন মুক্তি পাইয়াছে। মনোরঞ্জন দত্ত ও কামাখ্যা মুখার্জ্জিকে ২০০৲ টাকার জামিনে ছাড়া হইয়াছে।

থানাতল্লাস ও গোয়েন্দা অফিসে তলব

গত ৬ঠা জুন সোনারপী কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমানন্দ দত্ত মহাশয়ের গৃহ সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা বেষ্টন করিয়া বৈদ্যবাজার থানার দারোগা বাবু খানাতল্লাসী করেন। প্রকাশ, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহার পর ঢাকা আই, বি অফিসে ক্রমান্বয়ে দুই দিন তাঁহাকে বিবৃতি দিতে যাইতে হয়। কিন্তু তাহার পরও কর্তৃপক্ষ মিঃ লোম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া বিবৃতি দিতে তাঁহাকে আদেশ করেন এবং আরও তিন দিন যাওয়ার পর মিঃ গ্রাস দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

স্বগৃহে অন্তরীণ

সোনারগাঁয়ের অষ্টাদপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে'কে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ দিয়া সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় গত ৬ তাঁহার গৃহে আনা হইয়াছে।

বৈদ্যবাজার থানার মধ্যে, দুইজন অন্তরীণাবদ্ধ বন্দীর বাসের জন্য দুইটী গৃহ তৈরী করা হইয়াছে। সত্বরই দুইজন বন্দীর সোনারগাঁয়ে আনা হইবে।

মুন্সীগঞ্জে ঝড় ও বৃষ্টি

তিনদিন যাবৎ এঅঞ্চলে অবিরাম বৃষ্টিপাত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইতেছে। গত পরশ্ব রাত্রিতে ঝড় খুব প্রবল হইয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ঐ ঝড়ে বিক্রমপুরের বহু গ্রামের অনেক ঘর দরজা ও গাছপালা পড়িয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, মালখানগর হাই স্কুলের স্কুল গৃহ ও ছাত্রাবাসের চাল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

বড় বড় অফিসার বন্দী

পীত নদীর মুখে জলদস্যুগণ 'সান্টিন' নামক বৃটিশ ষ্টিমার আক্রমণ করে এবং তাহাদের দুইজন অফিসার, তৃতীয় ইঞ্জিনীয়ার, একজন ইংরাজমহিলা ও অন্য যাত্রী, কিড এবং লুস নামক দুইজন বৃটিশ নৌবিভাগীয় অফিসার দস্যুদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন ২০ জন চীনাযাত্রীকেও তাহারা পাকড়াও করিয়া লইয়া গিয়াছে। মিঃ ডস নামক আর একজন গুরুতর আহত হইয়াছেন।

"সান্টিন" জাহাজ সম্প্রতি হংকং বন্দরে নির্ম্মিত হইয়াছে। জাহাজটি টিচু হইতে চিফু যাইতেছিল এবং এক্ষণে উহা চিফু বন্দরের দিকেই যাইতেছে।

বেকার যুবকদিগকে প্রতারণার অভিযোগ

বেকার যুবকদিগকে প্রতারণার অভিযোগে গত মঙ্গলবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ও কানাইলাল ঘোষালকে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রকাশ যে, হাইকোর্টে চাকুরী যোগাড় করিয়া দিবে এরূপ মিথ্যা উক্তি করিয়া আসামী ঘোষাল তিনজন বেকার যুবকের নিকট হইতে ৫৫০৲ আত্মসাৎ করে। আসামী বিশ্বাস তাহাকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করে। আসামীগণ জামিনে মুক্ত আছে। শুনানী ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে।

যুবকের সাহস

হুগলী জেলার অন্তর্গত দশঘড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় নামক এক যুবক বর্শা দ্বারা একটি বড় চিতা বাঘ মারিয়া বিশেষ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ ব্যাঘ্র কিছুকাল যাবৎ উক্ত গ্রামে গৃহপালিত পশু বিনষ্ট করিতেছিল। কমলবাবু বর্শা হস্তে কোনও জঙ্গলের নিকটস্থ পুকুরের পাড়ে লুকাইয়া ছিলেন। ব্যাঘ্র জলপান করিতে আসিলে তিনি উহাকে বর্শা বিদ্ধ করিয়া মারেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ২৬ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৩শে জুন ইং ১৯৩৪ শনিবার } ৯৮শ সংখ্যা

স্বামী বন মহারাজের পত্র

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ডের স্বর্ণ পদক-পুরস্কার-বিতরণ-স্পৃহা

To

The Head Master
Thakur Bhakti Vinode Institute, Sree Mayapur,
Nadia, Bengal, India.

Sir,

It has been decided by the Council of the London, Goudiya Mission Society that the said Society will be pleased to award annually from 1934—35 a 'GOLD MEDAL' and a certificate from the President of the Society the Most Hon'ble, the Marquis of Jetland G. C. S. I, G. C. I. E, to the successful student of your school who will secure 75 °/° of the aggregate marks of the University Matriculation Examination.

I have etc.
sir,
Your most obedient servant,
Sd/ Tridandi Swami B. H. Bon,
Honorary Secretary.

London,
31.5.34.

Copies forwarded to the Inspectors of schools of the Presidency, Dacca, Burdwan, Rajsahi, and Chittagong Divisions.

মর্ম্মানুবাদ

হেড্‌মাষ্টার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, বেঙ্গল, ইণ্ডিয়া।

মহাশয়,

লণ্ডন-গৌড়ীয়-মিশন-সোসাইটীর কাউন্‌সিল্ কর্ত্তৃক ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১৯৩৪—৩৫ সাল হইতে বৎসর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় আপনার স্কুলের যে ছাত্র মোটের উপর শতকরা ৭৫ নম্বর পাইবে, তাঁহাকে এই সোসাইটীর সভাপতি মোষ্ট অনারেবল দি মার্কুইস্ অফ্ জেট্‌ল্যাণ্ড, জি, সি, এস্, আই. জি, সি. আই, ই মহোদয় একটী স্বর্ণ-পদক ও একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(এই পত্রের অবিকল নকল প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, বর্দ্ধমান, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম ডিভিসনের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টারগণের নিকট প্রেরিত হইল।)

আপনার একান্ত বশম্বদ
(স্বাঃ) ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বন।
অনরারী সেক্রেটারী।

লণ্ডন
৩১।৫।৩৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

শুদ্ধভক্তি-প্রচারের একমাত্র কেন্দ্রস্থল বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ১১ই জুন মঙ্গলবার এল্‌গিন ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র বাটতি মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন পূর্ব্বক পাঠ ও বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সুবিমল সনাতন-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সমবেত ব্যক্তিগণ পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

স্বামীজী বর্ত্তমানে চিরুণিয়া ভাগবত-জনানন্দ মঠে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠ ও বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গ্রাম-বাসিগণকে নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ভক্ত সহ হরিকথা-প্রচারার্থ আসাম কামরূপ জেলার অন্তর্গত কাঠালবাড়ী নামক স্থানে শুভবিজয় করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীযুক্ত সনাতন পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন।

তৎপর-দিবস গ্রামস্থ বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। সজ্জনগণ প্রশ্ন করিলে সেবাতীর্থ মহোদয় তাঁহাদের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদের ভ্রম নিরাস করেন। শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত ও সুমীমাংসা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম প্রীত হন।

গত ১৮ই জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে যমদূতগণের প্রতি যমরাজের উপদেশ সমূহ আলোচিত হয়। যমরাজ বলিয়াছেন, —শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম সকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপ হরণ করে তাহা নয়। নিরপরাধে তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ উচ্চারণ বা নামাভাসে ঐ পাপাদি নষ্ট হইয়া থাকে। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যু কালে অশুচিচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও বিষ্ণুদূতগণের মুক্তিলাভ করিল।

হে দূতগণ! যে পাপীর জিহ্বা এমন করুণাময় কৃষ্ণ-নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না তাহা-দিগকে তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

তোমরা আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর কিন্তু তাহা নহে; আমা হইতে এবং ইন্দ্র-চন্দ্র-প্রমুখ লোকপাল হইতেও শ্রেষ্ঠ একজন অখিল চরাচরের অধীশ্বর আছেন। তাঁহারই অংশভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। বস্ত্রের সূত্রের ন্যায় এই বিশ্ব তাঁহাতেই ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত। রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় লোক সকল তাঁহারই বশবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ ত্রিবিক্রম, নিত্য শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

জীব

জীবন বা চেতনত্ব যাহার আছে তিনিই জীব। জীবের অস্তিত্ব নিত্য হওয়ায় তিনি ত্রিকালের মধ্যে পরিলক্ষিত। নিত্যেশ্বর এক অদ্বয় কৃষ্ণ; সুতরাং জীব কৃষ্ণেরই সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এবং পরব্রহ্ম কৃষ্ণের অণু অংশ-স্বরূপ। কৃষ্ণের অচিন্ত্য বিভিন্নাংশ জীব দেব, নর, যক্ষ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি বিবিধ রূপে বিদ্যমান। জীব চিন্ময় বস্তু হইয়াও যে নানা আকারে লক্ষিত হ'ন—সে কেবল নিজ কর্মফলে।

জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিন্ময় ও চিৎকণ গঠিত। তটস্থ ধর্মবশতঃ জীব মায়িক জগতে আবদ্ধ হইবার যোগ্য; সেও কেবল কৃষ্ণদাসরূপ স্বধর্ম ভুলিয়া ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধজীবের সত্তা ও আকারাদি সকলই চিন্ময়। কৃষ্ণবিস্মৃতি-বশতঃ তাঁহার শুদ্ধ স্বরূপ স্থূল ও লিঙ্গদেহে আবৃত হওয়ায় তাঁহার বিকৃতাবস্থা ঘটিয়াছে—সেবা ছাড়িয়া নিজসুখ-সন্ধান রূপ ভোগকেই নিজ ধর্ম বলিয়া মনে হইয়েছে। গুরুসেবাফলে এই দুইটী আচ্ছাদন দূর হইলে জীবের জড়াভিমান নষ্ট হয়। তখন তাহার আত্মময় চিৎ-শরীর প্রকাশ পায় এবং সেই শুদ্ধজীব স্বীয় আত্মশরীরের চিন্ময় সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধ-কৃষ্ণের সেবা করেন। স্থূল জগতের আহার, বিহার, শীতল, মলমূত্র-ত্যাগ, শারীরিক আঘাত, পীড়া ইত্যাদি চিৎ-শরীরে কিছুই নাই। জীব-সম্বন্ধে বৈষ্ণব-মহাজনগণের ইহাই মত।

জগতে জীবতত্ত্ব লইয়া নানা তর্ক বা বিবাদ অবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যিনি যে প্রকৃতির লোক তিনি তদনুসারে জীব-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তামস প্রকৃতির লোকেরা জীবকে জড় ভূতোদ্ভূত পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের মতে জড়দেহের সহিত জীব পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হ'ন। রজস্তমো-মিশ্র ব্যক্তিগণ মনুষ্য ব্যতীত আর কাহাকেও জীব বলেন না। তাঁহাদের ধারণা—পশুগণ জীব-শূন্য, জীবের ভোগ্যবস্তু। এবং ভগবদ্-পার্ষদগণ জীব হইতে কিছু উচ্চ তত্ত্ব। মানবের পুনর্জন্ম ও পরজন্ম তাঁহারা স্বীকার করেন না। কেন যে সময় সময় কোন কোন ব্যক্তির মঙ্গলসূচক অবস্থা ও কোন কোন ব্যক্তির অমঙ্গলসূচক অবস্থা হয়, তাহাও বলিতে পারেন না।

রাজস ব্যক্তিগণ মানব, পশু, পক্ষী সকলকেই জীব বলেন, জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস করেন। কিন্তু জীবের লোকগতি ব্যতীত শুদ্ধ চিৎগতির প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। রজঃ-সত্ত্ব মিশ্রিত ব্যক্তিরা জীবের লোকগতি পর্যন্ত বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধ চিৎগতিতে তত শ্রদ্ধা করেন না। সাত্ত্বিক মনুষ্যগণ জীবের নির্ভেদ-ব্রহ্মগতি পর্যন্ত বিশ্বাস করেন। জীব নয় লক্ষ জলজন্ম, কুড়ি লক্ষ বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম, এগার লক্ষ কৃমি-কীট জন্ম, দশলক্ষ পক্ষিজন্ম, ত্রিশ লক্ষ পশু জন্ম লাভের পর মনুষ্যজন্ম লাভ করেন এবং চারি লক্ষ মনুষ্যজন্মের মধ্যে অধিকাংশ জন্মই বন্য-বর্বর জন্ম, অসভ্যমানুষ-জন্ম, চক্ষু-আদি-ইন্দ্রিয়হীন অকর্মণ্য জন্ম লাভ করেন। আবার নাস্তিকতা, পাষণ্ডী এবং পশুর ধর্ম আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদিতেও জীবের অনেক জন্ম কাটিয়া যায়। এইরূপে অতি কষ্টে নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের হরিভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ হয়।

সেই সময় জীব যদি গুরুরূপী ভগবানের পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদেন, তজ্জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারেন, গুরুকে একমাত্র বন্ধু ও রক্ষাকর্তা ভগবান্ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য লাভ করেন তাহা হইলে তিনি নিজের গৃহে—বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া, নিজের একমাত্র প্রাণপ্রভু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হন, নিজেকে নিজে দেখিতে পান। কিন্তু নাস্তিক-সম্প্রদায়, মায়াবাদিগণ বা কপালপোড়া লোক সমূহ এই সব কথায় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া 'আমিই ভগবান্, আমার আর জন্ম হইবে না, এই জন্মই শেষ সুতরাং বেশ করিয়া ভোগ করিয়া লওয়া যা'ক্, যদিও জন্ম হয়, তবে মৃত্যুর পর কি হইবে কে জানে' ইত্যাদি কত কি বলিয়া জীব-বিষয়ে অস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং ভোগকে তাঁহাদের জীবনের ব্রত করিয়া নরক অভিমুখে গমন করেন। মায়াগুণ-মোহিত ব্যক্তিগণের এই পর্যন্ত জীবতত্ত্বের ধারণা। কিন্তু মায়ার ত্রিগুণকে গুরুকৃপাবলে ভেদ করিয়া নিষ্কপটতার সহিত যাঁহারা বিচার করিতে সমর্থ তাঁহারাই মহাজন ও শাস্ত্রবাক্যগুলিকে আদর করিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হন।

জীবের স্বরূপ-নির্ণয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক—নিত্য সংসার॥"

আবার অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ নাই আপাততঃ যে ভেদ প্রতীত হইতেছে তাহা অবিদ্যাক্রমে মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায় জীবের ভেদভ্রম। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে সেই ভ্রম বিগত হয়, কেবল মহাকাশই থাকে। তখন জীবস্বরূপ অহংকার দূর হয়। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্ম বিম্ব এবং জীব অবিদ্যায় প্রতিবিম্ব-প্রতীতি মাত্র, বস্তুতঃ জীব নয়। অবিদ্যা মায়াশক্তির বৃত্তিবিশেষ, অবিদ্যা-ভ্রম বিগত হইলে জীবের জীবত্ব নির্বাণ হয়।

কাহারও কাহারও মত এই যে, বস্তুতঃ কিছুই হয় নাই একটী মায়া-ভ্রম বলিয়া উৎপাত আছে, যদ্দ্বারা এই সকল ভেদ-প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে বুঝা যায় এ সমস্ত মত অমূলক ও তর্কপ্রসূত। এই সমস্ত মতবাদ বেদের একদেশকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু ইহা বেদের সিদ্ধান্ত নয়। ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর এবং জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য—ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত। গীতাতেও ভগবান্ কৃষ্ণ জীব-স্বরূপবর্ণনে বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"
(গীতা ৭।৪-৫)

মায়া প্রকৃতি ব্যতীত কৃষ্ণের আর একটী পরা-প্রকৃতি আছে তাহা জীবস্বরূপা, তদ্দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ। জীব কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। চেতন-ধর্ম বশতঃ অভেদ এবং অণুত্বপ্রযুক্ত ভেদ।

জীবের দুইটী স্থান—এই জড়জগৎ এবং শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে লইবার জন্য যে জগৎ হইতে এ জগতে আসিয়াছেন, সেই আনন্দময় ধাম চিজ্জগৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠ; এতদুভয়ের সন্ধিস্থলেই জীবের অবস্থিতি। জীব সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিৎ-বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান। মহামৎস্য যেরূপ একটী নদীতে থাকিয়া কখনও পূর্ব ও কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীব জড় ও চিৎ বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়কূলেই সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। উভয়কূল দেখিতে দেখিতে এই কৃষ্ণাধীন জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই জীব কৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ হয় এবং নিকটস্থ মায়ার দ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে অভিলাষিত হইয়া যোনি-ভ্রমণে রত হয়। স্বতন্ত্রতা-রত্নের অপব্যবহারেই তাহাদের এই দশা। এই দুর্দশার জন্য কৃষ্ণকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ, কৃষ্ণ কাহারও স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না। জীব স্বরূপতঃ অতি সূক্ষ্ম, অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাঁহাদের ইচ্ছা পৃথক্। এই জীব প্রায় স্বভাবতঃ নিঃশক্তিক, মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণশক্তি প্রাপ্ত হইয়া শক্তিযুক্ত হন। 'আমি কৃষ্ণ-দাস' এই অভিমান গুরুকৃপায় পূর্ণমাত্রায় লাভ হইলে জীবের নিত্যানন্দ পর্যন্ত লাভ হয় ও মায়াভয় বিদূরিত হয়। তখনই সেই শরণাগত জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা কৃষ্ণেচ্ছায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থা উদিত হইলেই জীব নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, অশোক হইয়া থাকে।

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে যাহাই বলুন তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে দৃঢ়ব্রত হওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্তব্য। সুতরাং জীব কৃষ্ণের সেবক, স্বরূপশক্তি গুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবাই জীবের কৃত্য। জীব চেতন, পূর্ণচেতন কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, কৃষ্ণ ছাড়া জীবের আর কেহ নাই—ইহাই জীবতত্ত্বের সিদ্ধান্ত।

পুরী মহারাজের বক্তৃতা

(২)

তাঁহারা শ্রীনামের প্রতি, শ্রীমদ্ আচার্য্য ও আচার্য্যানুগগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অজ্ঞতা-জনিত, তাহা তাঁহাদের প্রবৃত্তিগত নহে, এরূপ আচরণ করিলে যে শ্রীনামাদির চরণে অপরাধ হয় সে-বিচার তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মনে করেন সকলের কীর্তিত নামই সমান; কিন্তু শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বা নামাপরাধ বলিয়া যে তিনটী তত্ত্ব আছে তাহা তাঁহাদের জানা নাই। তাই অজ্ঞতাবশে নামাপরাধের প্রতি আদর ও আচার্য্যানুগজন-কীর্তিত নামের প্রতি অনাদর করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "ঈশ্বরে তদধীনেষু" শ্লোক অনুসারে অজ্ঞ বা বালিশগণ কৃপার পাত্র বলিয়া এক্ষেত্রে আচার্য্যানুগগণ জীবদয়ার বশবর্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্বক এই কয়েকদিন এখানে অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের আশা—সপার্ষদ ভক্তিমান্ রাজা-সাহেবের নিকট "নামতত্ত্ব" কীর্তন করিলে তাঁহারা সকলেই অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিম্বা অন্ততঃ একজনও তাহার মর্ম বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এখানে

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

জানিবার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে কারণ তাঁহারা জানেন বহু লোকের শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করিবার ও বাস্তব সত্যের আদর করিবার ভাগ্যোদয় হয় না।

শ্রীমান, ভক্তিমান, ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যপ্রিয় রাজাসাহেবের নিকট ও তাঁহার অনুগত-চরের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কাকুতি মিনতির সহিত নিবেদন করিতেছি হে রাজাসাহেব! হে সাধুগণ! ধর্ম্মতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে ও পরোপকার সম্বন্ধে স্ব-স্ব মনঃকল্পিত বিচার দূরে পরিহার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বিচার গ্রহণ করুন, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার করুন, সেই ভক্তিসিদ্ধান্তের আনুগত্য স্বীকার করুন তাহা হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবন সার্থক করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারও করিতে পারিবেন। চৈতন্যচন্দ্রের দয়া ও তাঁহার সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইলে কেহই প্রকৃত ধর্ম্মপথে, শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না, কেহই শুদ্ধনামকীর্ত্তনের অধিকারী হইতে পারিবেন না, কেহই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম আশ্রয়ের সৌভাগ্যকে বরণ করিতে পারিবেন না, কেহই আত্মমঙ্গল লাভ করিতে ও পরোপকার করিতে পারিবেন না, তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোকটীর অনুকীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আপনাদের নিকট ভিক্ষা মাগিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আলোচনা করিলে ধর্ম্মতত্ত্বের কথা আমরা অবগত হইতে পারি। যথা—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥
(ভাঃ ১।২।৬)

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত কৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা, ফলাভিসন্ধানরহিতা অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয় তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই ভক্তি-দ্বারা অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে যে উত্তমা ভক্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত বাদ বাকী সব মিছাভক্তি বা কপটভক্তি।

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা আবৃত নহে।

শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীনামের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। যেন না, নামনামীতে ভেদ নাই।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন— "যেই নাম সেই কৃষ্ণ।" কৃষ্ণই নামরূপে বা শব্দব্রহ্মরূপে ভক্তগণের সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করেন সুতরাং অবৈষ্ণবের উচ্চারিত নামাক্ষর ও শুদ্ধভক্ত কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শ্রীনাম এক নহে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আর একটী শ্লোকে বলিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণরসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ সদ্গুরুর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেন তখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শরণাগত জনের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।

আবার অসাধু কর্ত্তৃক উচ্চারিত নামাপরাধ যে কি ভীষণ তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণের একটী শ্লোক আলোচনা করিলেই জানা যায়।

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

অর্থাৎ দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তি হয় কিন্তু ঐরূপ দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে তদ্রূপ সাধুমুখবিগলিত হরিকথামৃত-পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। এইরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকটী কথাও এপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যথা—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার।
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীও শ্রীনামসম্বন্ধে ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন যথা—

অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নাম অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্তো বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞান-যোগ-চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥

অর্থাৎ সাত্বত-শাস্ত্র ও মহাজনগণের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনাম এক নহে। যেরূপ অন্ধকার, অরুণোদয় ও সূর্য্যোদয় এই তিনটী পৃথক্ অবস্থা আছে সেইরূপ নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনাম এই তিনটী পৃথক্। ঘোর অন্ধকারে যেরূপ নিজেকে বা অন্য কাহাকেও কিম্বা কোন বস্তু দেখা যায় না, কোন্‌টী সুপথ, কোন্‌টী বিপথ তাহা দেখা যায় না, চোর, দস্যু, লম্পট প্রভৃতি পাপকার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হয় সেইরূপ যাঁহারা নামাপরাধী তাঁহারা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় স্বীয় আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হন, হরি-কীর্ত্তনের অভিনয় করিতে করিতে নানা পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন, দ্যূত-ক্রীড়া, মাদকদ্রব্য সেবন, স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি, জীবহিংসা প্রভৃতি ছাড়িতে পারেন না, বিশুদ্ধ ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের তারতম্য জানিতে পারেন না, শুদ্ধভক্তির পথ ও মিছাভক্তিপথের তারতম্য বুঝিতে পারেন না, শুদ্ধভক্ত ও মিছাভক্তের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারেন না, সম্বন্ধ ও অভিধেয়ের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না, কেবল অজ্ঞান-অন্ধকারে ছুটাছুটি করেন।

আবার অরুণোদয় হইলেই যেরূপ অন্ধকার কাটিয়া যায়, চোর, দস্যু প্রভৃতি পলায়ন করে, সুপথ বিপথ দেখিতে পাওয়া যায়, নিজেকে ও অন্যান্য বস্তুকে অনেকটা দেখা যায় এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই সূর্য্যোদয় হয় সেইরূপ নামাভাস হইলেই জীবের সংসার হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, সংসারে থাকিয়াও তিনি অনাসক্ত থাকিতে পারেন, অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকার কাটিয়া যায়, পাপকার্য্য ও পাপবাসনা ত' থাকেই না বরং পাপের মূল অবিদ্যা পর্য্যন্ত নামাভাসেই ধ্বংস হইয়া যায় এবং অল্পদিনের মধ্যে শুদ্ধনাম অর্থাৎ সাক্ষাৎ হরি তাঁহার সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শ্রীনামরূপে নিরন্তর নৃত্য করিতে থাকেন, সেই নামের আর বিরাম হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' অর্থ-ব্যাখ্যাদি বহু শাস্ত্র-প্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা অবাঁধা ৬৲, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা, শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ অর্থ ও প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা, পদসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-সম্বলিত, বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা ২॥০ টাকা 'নদীয়া প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাওয়া যায় ।৶০
৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীকাব্যবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। বৃন্দাবনশতক শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়ঃ সানুবাদ
(বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তরত্নমালায় সানুবাদ
বাবাজীর) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৮। প্রার্থনা ⁄০
৩৫। স্বধর্ম্ম ⁄০
৩৬। মহাচার্য্যাঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। আত্মধর্ম ,,০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। শ্রীমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। ভজনামৃতাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সারগ্রাহী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিধাঃ ৷০
৫৪। সটীক বিকাশামৃতম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। রোয়াণ্ট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড
আনএলয়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভগুর ওয়ান) ২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :—গৌড়ীয়মঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জাতীয় সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধমঠ মাড়পাড়, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাঢ়, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
১০-২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারাকোটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ জাজপুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর,
পোঃ চিরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কাশিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লৌষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—যোরনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর সর্বাঙ্গ প্রকাশিত হয় নাই, উহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

শিয়ালদহ	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	+ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৫৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১১-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	+ ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ ●	১১-৩৬	১৫-৩০ + ●	১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিলে বা যাইতে তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-এর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রায়ঃ ৫-৫০ ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ -৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মাণা বাকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৪০
সিতাশাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গিনি	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ভেঞ্চসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাংলার লাটসাহেবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর নিদান নং ১")। জনন-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেল্‌থ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেন্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠ ও পাঠাগার আলোচনায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রের সম্পূর্ণ ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীপঞ্চানন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুবর্ণ-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রধান দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায় গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1344

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [৯১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই আষাঢ় সোমবার ১৩৪১, ২৫শে জুন ১৯৩৪

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

বিবিধ সংবাদ

—:::—

দিনাজপুরে সাপের উপদ্রব

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, তথায় সাপের বড়ই উপদ্রব হইয়াছে। গত একমাসে সর্পাঘাতে ১০ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বিরল গ্রাম হইতে এক গোখুরা সাপের চমৎকার কাহিনী আসিয়াছে। প্রকাশ, এক কৃষক তাহার শিশু সন্তানটিকে নিকটের এক গাছের নীচে শোয়াইয়া রাখিয়া মাঠে কাজ করিতে থাকে। দ্বিপ্রহরে সে শিশুটিকে লইয়া বাড়ী যাইবে, এমন সময় দেখিতে পায়, শিশুটির বুকের উপর একটী গোখুরা সাপ বসিয়া আছে। বহু লোক আসিয়া তথায় জড় হয়, কিন্তু তথাপি সাপটির ঐ স্থান ত্যাগ করিবার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। শিশুটি জাগিয়া উঠিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে চুপচাপ পড়িয়া রহিল। অপরাহ্ণে সাপটা শিশুর বুক হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। লোকেরা এসে শিশুকে কোলে তুলিয়া লইতে না লইতে সাপটী অদৃশ্য হইয়া গেল। তার পর মুহূর্ত্তেই তাহারা জানিল, নিকটবর্ত্তী একটি স্ত্রীলোককে সাপে কাটিয়াছে।

বঙ্গদেশে উইলিংডন দম্পতি

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, লর্ড ও লেডী উইলিংডন, তাঁহার পুত্র ভাইকাউণ্ট র‍্যাটেনডন এবং পুত্রবধূ সহ বিমানযোগে ক্রয়ডনের বিমান ঘাটিতে পৌঁছিয়াছেন। ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ইম্পিরিয়েল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্যার এরিক গেডেস, স্যার ভূপেন মিত্র, স্যার নৃপেন, কারণ স্যার জেমস তাবেট, রামপুরের নবাব, বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যার সাদিলাল, স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। লর্ড ও লেডী উইলিংডনকে বেশ স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেখা যাইতেছিল। লেডী উইলিংডনকে অনেকগুলি ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হয়।

লর্ড উইলিংডন বলেন যে, তিনি ছুটিতে দিনগুলি চুপচাপ কাটাইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। গরমটা খুব বেশী মনে হইতেছে, কিন্তু তিনি এত প্রকার গরম হাওয়া পছন্দ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'বেশ সুন্দর, চমৎকার গরম লাগিতেছে।'

বড়লাট দম্পতী স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত ফটো তুলিবার পর বন্ধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেন এবং পরে মোটরযোগে লণ্ডন যান।

———

দার্জ্জিলিং-এ লাটবাড়ী

দার্জ্জিলিং-এর পুরাতন গভর্ণমেণ্ট হাউসটি গত ১৫ই জানুয়ারীর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উহার স্থলে একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে। নূতন লাট প্রাসাদ রেনফোর্সড কংক্রীটে তৈয়ারী তিন তলা বাড়ী হইবে এবং উহার মধ্যস্থলে একটি গম্বুজ থাকিবে। লাটবাড়ী তৈয়ার হইতে বোধ হয় দুই বৎসর সময় লাগিবে। লাট সাহেব যখন দার্জ্জিলিং যাইবেন, তখন নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত থাকিবে নতুবা কোলাহলে তাঁহার অসুবিধা হইবে।

আশা করা যায় যে, নূতন লাটবাড়ী প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং ও কলিকাতার মধ্যে টেলিফোন স্থাপিত হইবে। এ জন্য দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি বার্ষিক ২৪০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি বার্চ হিলে ৮০০০০ টাকা ব্যয়ে যে পার্ক প্রস্তুত করিয়াছেন, আশা করা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে ঐ পার্কে পলো ও অন্যান্য খেলা করা যাইবে এবং তথায় বিমান ঘাঁটি প্রস্তুত করা যাইবে।

———

নিউইয়র্কে বিষম বিস্ফোরণ

গত ১৮ই জুন জেমস টাউনে ২০ হাজার গ্যালনের একটী পেট্রোল কূপে সাংঘাতিক বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে ১২ জন লোক নিহত এবং ৪০।৫০ জন আহত হইয়াছে। একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ পেট্রোলের সংস্পর্শে আসাতেই এই বিপদ ঘটিয়াছে।

বিস্ফোরণের ফলে বিষম অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। বহু লোক এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত দ্রব্যাদির তলায় চাপা পড়িয়া আছে। সমস্ত এম্বুলেন্স ও দমকলকে ঘটনাস্থলে আহ্বান করা হইয়াছে।

——

শিলংয়ে পাহাড় ধসিয়া বিপত্তি

বহির্জ্জগতের সহিত শিলংয়ের কেবলমাত্র তারযোগে সংবাদ আদান প্রদানের যোগসূত্র রহিয়াছে,—তিনটি বড় বড় পাহাড়স্তূপ এবং কতকগুলি ছোটখাট স্তূপ ধসিয়া পড়ায় এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। বাহিরের ডাকের মধ্যে বিলাতী ডাক থাকা সত্ত্বেও ডাক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বহির্গামী ডাক প্রেরণ বন্ধ রাখিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শিলং সিলেট রোডে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মোটর চলাচল বন্ধ করিয়াছে। গৌহাটি শিলং রোডটী পরিষ্কার করিবার জন্য কয়েকদল কুলী লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গৌহাটী শিলং রোডে গৌহাটী হইতে ৫৭ মাইল দূরে পাহাড়ের এক বিরাট অংশ ধসিয়া পড়িয়া রাস্তা অবরোধ করিয়া ফেলিয়াছে। সহরের উপর দিয়া নদীর তীরবর্তী বাড়ীগুলি জলে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে. আভ্যন্তরীণ অঞ্চল হইতে আর কোন ক্ষতির খবর পাওয়া যায় নাই।

———

১০ জন নিহত, ৫০ জন আহত

দিল্লী হইতে প্রকাশ, রামপুরের মজলিসে আহরার দলের সম্পাদক মিঃ আকবর শাহ খান রামপুরে গত হাঙ্গামা সম্বন্ধে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরিত তারে দশ জন নিহত এবং অন্যূন ৫০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তিনি বলেন যে, বেকারদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষকে চাপ দিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় লোক প্রেসিডেন্টের বাড়ীর বাহিরে শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইয়াছিল। পাঁচ জন লোককে গ্রেপ্তার করায় একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়। ইহার পরে পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। ফলে উপরোক্ত সংখ্যক লোকজন হতাহত হয়। অধিকন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আহত লোকদের সাহায্য পাইবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই। সুতরাং আহত লোক ব্রিটিশ এলাকায় আশ্রয়স্থল সন্ধান করিতেছে। বর্ত্তমানে সৈন্যদল সহরে টহল দিতেছে। চার জন মুসলমানকে রামপুর রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

ঐ মধো [illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই আষাঢ় সোমবার, ১৩৪১

কনেষ্টবল ও চৌকিদারের জেল

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে হীরালাল বাগিধা নামক যে কনেষ্টবল এবং মদন ও ওয়াজ আলী নামক যে দুইজন চৌকিদার অভিযুক্ত হইয়াছিল, ঢাকার এডিশনাল সেসন জজ মিঃ এ কে চক্রবর্ত্তী তাহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪ ধারা এবং ৩৪৩ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলায় প্রকাশ গত ২রা মার্চ তারিখে লাঙ্গল থানার একজন দারোগা এক চুরির মামলার তদন্ত করিতে ধুধুমরা গ্রামে যান এবং ঐ গ্রামের কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করেন। কনেষ্টবল হীরালাল বাগিধাকে সঙ্গে লইয়া পরদিনও দারোগা ঐ গ্রামে যান। কনেষ্টবল হীরালাল বাগিধা এবং চৌকিদার মদন ও ওয়াজ আলী গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের অধিকাংশ লোকেরা ভয়ে পলাইয়া যায়। তাহু দালদর্শী নামক এক ব্যক্তিও ভয়ে পলায়নপর হইয়া দৌড়াইতে থাকে। কনেষ্টবল এবং চৌকিদারদ্বয় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে ও তাহাকে প্রহার করে। ধুধুমরা গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত কালিমপুর খালে তাহু দালদর্শীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। দারোগা তদন্ত করিয়া হীরালাল বাগিধা, মদন ও ওয়াজ আলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দেন, এবং পরে তাহারা ৩০৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়। জুরীরা আসামীদিগকে ৩৪ ধারা সহ পঠিত ৩২৩ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং জজ জুরীদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া আসামীদিগকে উপরোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

নিয়োগ ও বদলী

বিদায় ভোগী নায়েব ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার সেনগুপ্তকে বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

বগুড়া, কুমিল্লার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হিমাংশুকুমার [illegible] পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বদলী করা হইল।

হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যোগেন্দ্রলাল নন্দীকে বর্দ্ধমান সদরে নিযুক্ত করিয়া গত ১৪ই মে যে আদেশ করা হইয়াছিল তাহা নাকচ করা হইল।

চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিনোদমোহন চক্রবর্ত্তীকে ফরিদপুর সদরে বদলী করা হইল।

রংপুর, নিলফামারীর মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্রমোহন চাটার্জ্জীকে ঐ জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

২৪পরগণার অস্থায়ী সবজজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির সবজজ ও সহকারী দায়রাজজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত সবজজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু অতুলগোপাল বসুকে ঐ জিলার সবজজ ও সহকারী দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

রংপুর সদরের অস্থায়ী মুন্সেফ বাবু গৌরীশঙ্কর চাটার্জ্জীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত মালদহ সদরের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

ময়মনসিংহ সদরের মুন্সেফ বাবু কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্যকে অস্থায়ীভাবে ঐ জিলার শেরপুরের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

জলপাইগুড়ি, বক্সা বন্দীশালার কমাণ্ডাণ্ট লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল এস এইচ এইচ ব্যাটাইকে জিলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহাকে অতিরিক্ত ভাবে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে কাজ করিতে হইবে।

তিনজনের প্রাণদণ্ডাদেশ

লাহোর হইতে সংবাদ, সেখপুরা জেলার এক মুসলমান রমণীর উপর এক দুর্বৃত্ত পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল। উক্ত অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য কয়েকজন লোক সেই দুর্বৃত্তকে একগাছ জমীর আঘাতে হত্যা করে। হত্যার সময় সেই মুসলমান রমণী এই কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল। প্রকাশ, তাহারা সেই দুর্বৃত্তের দেহ হইতে শির ছিন্ন করিয়া বর্শার গাঁথিয়া লইয়া ফিরিয়া গিয়া তাঁহার ভাইকে জখমী করিয়া মারে। তাহাদের জমীর আঘাতে সেই পরিবারের আরও কয়েকটি লোক আহত হয়। এই ব্যাপারের পরেই তাহারা পলাইয়া যায়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ১৫ জন ধরা পড়ে। নিম্ন আদালতের বিচারে তিনজনের প্রাণদণ্ড এবং সাতজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং পাঁচজন খালাস পায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল হইলে লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ রামলাল দ্বীপান্তরে দণ্ডিত সাতজনকে খালাস দিয়াছেন; তবে তিনজনের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

লিথুয়ানিয়ায় বিদ্রোহ চেষ্টা

সম্প্রতি লিথুয়ানিয়ার সৈন্যদিগকে উস্কাইয়া দিয়া যে বিদ্রোহের চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে যোগদানের জন্য মিঃ ভল্ডেমারাসের ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। [illegible] অভিযোগে তাঁহার সামরিক আদালতে বিচার হইয়াছিল।

কলিকাতায় বম পাকড়

উত্তর কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসীর ফলে গোয়েন্দা পুলিশ উপেন্দ্রনাথ নন্দীকে গ্রেপ্তার করে। মিঃ নন্দী মানিকতলা বোমার মামলায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করিবার অভিযোগে পুলিশ উত্তর পাড়ায় দুইজন বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করে। একজনকে রংপুরের নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। তাহাকে কিছুদিন যাবৎ বঙ্গীয় সং ক্রিঃ আইন অনুসারে অনুসন্ধান করা হইতেছিল। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সে উপেন্দ্রনাথ নন্দীর বাড়ীতে থাকিত। মিঃ নন্দীকে পলাতক আসামীকে আশ্রয়দানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

জমিদার বাড়ীতে দুঃসাহসিক চুরি

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি ২॥ টার সময় ত্রিপুরা জিলার চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত চান্দেশ্বর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু রায় চৌধুরীর বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা সদলবলে প্রায় ১৫।১৬ জন আসিয়া এক সঙ্গে তাঁহার উত্তর ও পূর্বঘরে সিঁদ কাটে। পূর্বঘরে জগবন্ধু বাবুর পুত্র ডাঃ ক্ষীরোদবন্ধু রায় চৌধুরী সস্ত্রীক নিদ্রা যাইতেছিলেন। দুর্বৃত্তেরা ক্ষীরোদ বাবুর ঘরে ৩টা সিঁদ দিয়া ঢুকিয়া ঘরের উভয় দিকের দরজা খুলিয়া অস্ত্রশস্ত্র হাতে চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়াছিল। চোরেরা ক্ষীরোদ বাবুর স্ত্রীর গলা হইতে ৬ ভরির হার ছিনাইয়া নিয়া যায়। চোরেরা অনবরত তাঁহাদের চোখে মুখের উপর টর্চ লাইট ফেলিতেছিল। তাহারা সমস্ত জিনিষ পত্র নিয়া ঘরের বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী একটা পুকুর পাড়ে গিয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করাইয়া ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার পর অস্ত্রধারী বাড়ীর লোকেরা পুকুর পাড়ে আলো দেখিয়া তাহা ধরিবে চেষ্টা করিলে তাহারা লাইট ফেলিতে ফেলিতে সরিয়া পড়ে।

চোরেরা হার, চুড়ি, সোনা ও কাপড় জামা ইত্যাদিতে প্রায় ৪০০৲।৫০০৲ টাকার জিনিষ নিয়া গিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীহট্টে খানাতল্লাস

গত ১৩ই জুন শ্রীহট্ট সহরের দাড়িয়াপাড়া মহল্লায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দত্ত (শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস ও কৈলাসচন্দ্র দাসের বাসা পুলিশ বহু ঘণ্টাব্যাপী খানাতল্লাসী করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দত্ত ও রমেশ চন্দ্র দাসকে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আফিসে নেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বিবৃতি গ্রহণ করিয়া ঐদিন রাত্রি প্রায় ১১টার তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

১৩ই জুন অপরাহ্ণ ৩টা হইতে পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীহট্ট সহরের বিখ্যাত ক্লাব আখড়া তল্লাসী করা হইয়াছে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

পাঠাগারের নামক লাইব্রেরীও তল্লাসী করা হইয়াছে। ছাত্রেরা এই পাঠাগারটি গঠন করিয়াছে এবং তাহারাই জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু পুস্তক একত্রিত করিয়াছেন। স্কুল কলেজের সঙ্গে পাঠাগারও বন্ধ ছিল। পুলিশ তল্লাসী করিয়া পাঠাগারের যাবতীয় পুস্তকাদি, আলমারী, টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ নিয়া গিয়াছে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টিন, জানালার গরাদে,
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম,
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি ..

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৭ম বর্ষ } ২৮ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৫শে জুন ইং ১৯৩৪ সোমবার } ১৯৭ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

পাবনায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলায় নানা স্থানে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া গত ৩রা আষাঢ় সোমবার দিবস ষ্টীমারযোগে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পাবনা জেলার অন্তর্গত সাদুল্লা নামক স্থানে উপস্থিত হন। স্বামীজী হাজাৎ সাদুল্লা ষ্টীমারঘাটে পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ স্বামীজী মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় তিনি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটিতে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী মহারাজ হরিকথাকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে জীবের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সমূহের মধ্যে মুখ্য কর্ত্তব্য ও গৌণ কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনামুখে বলেন—মানবের যাবতীয় গৌণ কর্ত্তব্য সকল যদি মুখ্য কর্ত্তব্য হরি-ভজনের অনুকূল হয় তবে ঐ সকল স্বীকার করা কর্ত্তব্য। দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম অবলম্বন করা হয় তাহা গৌণ-কর্ম্ম। পিতামাতার সেবা, স্ত্রী-পুত্রের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা প্রভৃতি কর্ম্ম-সকলও গৌণ কর্ম্ম। ঐ সকল কর্ম্ম যদি ভগবৎ-সেবার অনুকূল হয় তবে উহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যজীবনে ভগবৎ সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য নাই। ভগবদ্-ভক্তগণ ভগবৎ-সেবার অনুকূল বিধায় যাবতীয় দেহ-সম্বন্ধীয় বা দেশ-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্মসকল স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজী মহারাজের সিদ্ধান্তপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বসমূহ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হন।

দেওয়ানগঞ্জে

বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার হাতীবাই-গ্রামে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হরিসভায় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সেবকবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনারদ-কথিত জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম হরিকীর্ত্তন বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পরমধর্ম্ম শ্রীহরিকীর্ত্তন ভিন্ন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবের স্বভাবে পরিপূর্ণ প্রেমধর্ম্মের উন্মেষ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, গীতোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বাণীর পরিপক্বতা আর কিছুতেই নাই। এতদ্ব্যতীত আর সবই দেহ-মনঃ-পরিকল্পিত জড়াভিনিবেশ বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা মাত্র।

শুদ্ধ ভগবদ্ভজনের কথা, যাহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখবিনিঃসৃত, তাহাতে যাহার অরুচি বা অশ্রদ্ধা, তাহাকে নাস্তিক ভিন্ন অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় দেখা যায় না। বিশেষতঃ এই কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ। কৃষ্ণনামই স্বয়ং কৃষ্ণ বস্তু; সুতরাং এই শ্রীনামের প্রতি অবহেলা বা সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন না করা বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

এই সকল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সভায় উপস্থিত শত শত সজ্জনের চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও জনৈক গেরুয়া-ত্রিশূল ত্রিপুণ্ড্র-ধারীর সাঙ্গোপাঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়ার জন্য সভা মধ্যে নানা প্রকার আস্ফালন আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হরিকীর্ত্তন যেরূপ একটা ভজন আবার 'শিবোহহং শিবোহহম্' ধ্বনিও সেইপ্রকার একটা ভজন, ইহা না হইয়াই পারে না।

তাঁহার ঐ প্রকার অপ্রাসঙ্গিক বিতণ্ডা শ্রবণ করিয়া সমিতির জনৈক সেবক বিনম্রভাবে মৃদু ভাষায় তাঁহার নাস্তিকতার নিরর্থকতা অতি সহজ ও সরল উপায়ে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, শিব-ভক্তগণ শিবানীকে যদি জগন্মাতা বা জগদ্ধাত্রী বলিয়া পূজা করেন, তবে সেই সেবক নিজে শিব হইতে চাহিলে মাতৃ-সম্পর্কের বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়া সেই সাধককে কাম-সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দেয়, সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, সোঽহং, শিবোঽহং বিচারে প্রমত্ত হওয়ার নিমিত্ত আত্মোন্নয়ন ব্যস্ত হইয়া শিবের অনুসরণ না করিয়া শিবের অনুকরণে ভস্মলেপন, জটাজুট-ধারণ, ত্রিশূল গ্রহণ করেন তাঁহারা অবশ্যই বৈষ্ণবের বা ভাগবতানুগ জনের অথবা শ্রীচৈতন্যচরণানুগ জনের অস্পৃশ্য সন্দেহ নাই।

আসামে

মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস বি এজি, বি-টি, সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে আসাম কামরূপ জেলার অন্তর্গত পাতড়া, রঙ্গিয়া প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার পূর্ব্বক গুরু-গৌরমনোহভীষ্ট পূরণ করিতেছেন।

গত ২রা আষাঢ় রবিবার সেবাতীর্থ মহোদয় রঙ্গিয়া জংসন রেলওয়ের অফিসার শ্রীযুক্ত শশিকনাথ মিত্র মহাশয়ের বাসায় শুভবিজয় করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরম প্রীত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীধাম দর্শনে

গত ২১শে জুন শুক্রবার কৃষ্ণনগরের সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ট্রেজারি অফিসার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনার্থ কতিপয় কর্ম্মচারী ও অনুচরবর্গ সহ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে আগমন করেন। তিনি উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ ও মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভুর নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইয়া কাজির সমাধি ও অন্যান্য স্থান দর্শন করেন। দর্শনান্তে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান ও শ্রীমায়াপুরের তথ্যাদি শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন।

ঐ দিবস কৃষ্ণনগরের ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রার মহোদয়ও শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে সপরিবারে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কাব্যতীর্থ প্রভুর নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে সাবরেজিষ্ট্রার মহোদয় ও অন্যান্য সকলেই বেলা ৩ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ ত্রিবিক্রম, সম্পাদির সংখ্যা ৪৪৮

র তারতম্য

জগতে নানা শ্রেণীর লোক পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ বুদ্ধির পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। স্ব-স্ব বুদ্ধি অনুসারে কেহ কর্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, আবার কেহবা কর্ত্তৃত্বাভিমানের বশে কাহারও মঙ্গলের চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই নিজেদের চরিত্র বলিয়া আত্মসুখ-বিধৃত এবং ভোগফলে সুখ-দুঃখচক্রের নাগরদোলায় সতত ঘূর্ণায়মান। ইঁহারা সকলেই ভোগী। এতদ্ব্যতীত জগতে আর এক শ্রেণীর মহৎ লোক আছেন যাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-সেবায় আত্ম-নিয়োজিত বলিয়া সেবক বা ভক্ত-আখ্যায় আখ্যাত। আপাততঃ প্রাকৃত বলিয়া ইঁহাদের বিচার ও বুদ্ধি অতি নিম্ন ও সূক্ষ্ম কিন্তু নিরপেক্ষ সাধুগণের দৃষ্টিতে মনোধর্ম্মের বলিয়া ভিন্ন বা নিম্ন নয়। তাই আমরা আজ কর্ম্মী ও ভক্তের বুদ্ধির তারতম্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

নিজ দেহ ও মনের প্রীতির জন্য যাঁহারা আপ্রাণ-প্রয়াসী তাঁহারা কর্ম্মী, আর যাঁহারা কৃষ্ণসুখের জন্য সতত সচেষ্ট তাঁহারাই সেবক বা ভক্ত। শাস্ত্র বলেন,—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

এই শাস্ত্রবাক্যটী স্থিরভাবে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, একজন নিজসুখ-তাৎপর্য্যবশতঃ অন্যাভিলাষী বা কামুক আর একজন কৃষ্ণসেবাভিলাষী হওয়ায় প্রেমিক। উভয়ের বাহ্যচেষ্টায় প্রকাশতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও অন্তর্নিষ্ঠা অর্থাৎ বুদ্ধিতে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। নিজ সুখের কোন কথা না থাকিলে কর্ম্মী কোন কার্য্যেই অগ্রসর হন না। তিনি যে কোন কার্য্যই করুন না কেন, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে আত্মপ্রীতি-বাঞ্ছার গন্ধ কিছু না কিছু আছেই। তাঁহারা নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; এই দেহে প্রতিষ্ঠা না পাইলেও মৃত্যুর পর লোকে আমার গুণ গাহিবে এইরূপ প্রতিষ্ঠার আশায় অনেক কর্ম্মী বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিয়া থাকেন। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সদ্‌গুরু কৃপালাভে যাঁহারা বঞ্চিত এরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণের প্রায় শতকরা শতজনই কর্ম্মীর ঐরূপ চেষ্টাকে নিঃস্বার্থপরতা দেশ-হিতৈষিতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সদ্‌গুরুকৃপাপ্রাপ্ত সজ্জনগণ জানেন কর্ম্মিগণ কখনও নিঃস্বার্থপর বা পরোপকারী হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা জানেন যে, জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—হরিসেবা। হরি-সেবা ব্যতীত অন্য যা' কিছু সবই জীবের সর্ব্বনাশের হেতু। সুতরাং জীবকে হরিসেবায় নিযুক্ত না করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা ভোগে সহায়তা করা পরোপকার বা নিঃস্বার্থপরতা নহে; পরন্তু উপকারের নামে অপকার। যাহার প্রতিষ্ঠা ও কনক-কামিনীর জন্য,—এক-কথায় আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তিলে তিলে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারেন—যোগী, জ্ঞানী, তপস্বী, বৈরাগী বা কর্ম্মবীর সাজিতে পারেন কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণের জন্য সময় দিতে পারেন, মনঃপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, গুরুকৃষ্ণসেবার জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হইলে নরকেও যাইতে প্রস্তুত, এমন মহৎ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই আদর্শ একমাত্র গৌরপ্রিয় মহাজনগণেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারাই নিষ্কপটে বলিতে পারেন,—

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া॥
• • •
জীবের পাপ লইয়া মুই করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ॥"

বিরহজনিত অনুরাগী ভক্তের যে দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা তাহা সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছায় পরিচালিত এবং কৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধক। কিন্তু কর্ম্মবীরের দেহত্যাগাদির ইচ্ছা বা কোটী কোটী বার দেহত্যাগ কেবল নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, তাই সর্ব্বজ্ঞগামী শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মীর দেহত্যাগাদির নিরর্থকতা ও কপটতা সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—

"দেহ-ত্যাগাদি যত, সব - তমোধর্ম্ম।
তমঃ রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥"

পরোপকারের ছলনায় জড়-প্রতিষ্ঠার জন্য দেহত্যাগাদি বা যে পুণ্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান, ঐরূপ কর্ম্মবীরের ভাগ্যে ভোগী বা বিরহীর নিকট থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবত তাহাকে নিরর্থক বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

কর্ম্মবীরদের অভিধানে দেহত্যাগাদি দ্বারা মরণের পরে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চেষ্টাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু "কুবুদ্ধি" বলিয়াই জানাইয়াছেন। এইরূপ কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সুখের জন্য বিশুদ্ধভক্তগণের নিকট হইতে শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণার্থে অখিল প্রয়াস করাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

কর্ম্মবুদ্ধিযুক্ত বিদ্বান্ অন্তরে অন্তরে মনে করেন—আমি কত সেবাই না করিয়া থাকি, আমার মত সেবা কেহ করে না; কিন্তু আমি সেবার প্রতিদান-স্বরূপ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, সম্মান বা বিচিত্র প্রসাদাদি পাই না; কিন্তু নিষ্কপট ভক্তের অন্তরে এরূপ ভোগপরা দুর্ব্বুদ্ধি নাই, তাঁহারা সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীগুরুদেব এবং কৃষ্ণের নিকট শুদ্ধসেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, বুদ্ধির তারতম্য বিচারে একজন সুবুদ্ধি, আর একজন—কুবুদ্ধি-সম্পন্ন।

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃত কর্ম্ম বা সেবার ফল—এ দুঃখময় সংসার হইতে চিরতরে মুক্তি—মায়ামুক্তি বা অনাবৃত্তি আর তাহাতেই প্রকৃত সুখলাভ; আর নিজেন্দ্রিয়-সুখের জন্য কৃত কর্ম্মের ফল—ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তর্পণ বা দুঃখের পর দুঃখেরই পুনরাগমন। ভোগ করিবার অধিকার একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণেরই আছে, ভোগে ও তাঁরই আনন্দ কিন্তু ভগবৎ-সেবক জীবগণের ভোগে অধিকার না থাকায়, ভোগে সুখ না হইয়া দুঃখই আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণসেবাই জীবের স্বভাব, তাহাতেই তাঁহার সুখ কিন্তু কর্ম্মিগণ ইহা বুঝিতে পারেন না, ইহা তাঁহাদের অল্প বুদ্ধিরই পরিচায়ক।

ভক্তগণ বড়ই চতুর; তাই তাঁহারা সতত সেবায় ব্যস্ত। এখন উভয়ের মধ্যে স্বার্থগতি বিষ্ণুই ভক্তের একমাত্র অবলম্বনীয় হওয়ায় তাঁহাদের গতি বৈকুণ্ঠের দিকে, আর কর্ম্মীর গতি মায়ামুখিনী হওয়ায় তাঁহাদের স্বার্থ—এই সংসার-চক্র-পরিভ্রমণে বা মায়ার দাসত্বাধীনে অতিকষ্টে জীবন যাপনে।

বুদ্ধি বা বিচারের তারতম্যানুসারে জীবের গতিও পরস্পর বিভিন্ন। কর্ম্ম ও ভক্তির তারতম্য বিচার করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অবশ্যই প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়ঃপথ ভক্তি অবলম্বনে সমর্থ হইবেন—ইহাই আমাদের ধারণা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ২৩শে মে ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ণে পুরীর শ্রীযুক্ত রামপ্রকাশ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ যে হরিকথা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

শ্রীল প্রভুপাদ—ভগবানের যা'তে দরকার, সেরূপ পোষাকে তাঁর কাছে যেতে হ'বে। আমার যা'তে দরকার, সেরূপ পোষাকে গেলে ত' আমিই তাঁকে বোকা ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা ক'রলাম। ভগবান্‌কে আমি বোকা ক'র্‌তে পারি না, নিজেই ফাঁদে পড়ে যাই। তিনি যে যে ভাবে আমাকে চান, তাঁ'র যে যে ভাবে আমার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, আমার চিন্ময় স্বরূপের সেই সেই নির্ম্মল রূপ প্রকাশ ক'রে তাঁ'র কাছে যেতে হ'বে। চিন্ময় বস্তুর জন্য হ'লে, গরুর বাঁটে দুধ হ'য়ে আমাকে অপ্রাকৃত মদনমোহন কৃষ্ণের সেবা ক'র্‌তে হ'বে।

"নৈষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"
(ভাঃ ২।৭।৪২)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যাঁহারা কাঙ্গাল, তাঁহারা স-ব্যলীক—ভক্ত নহেন। ভগবান্‌কে (?) আমার আব্‌দার পালনের মূর্ত্তিতে রূপ দিয়ে যদি তাঁর কাছে নানা জিনিষ চাওয়া যায়, তা'হলে তা'তে উল্টো ফল হয়। যেমন, আমি যদি তাঁর কাছে ঘোড়া চাই, কিম্বা মনোরমা ভার্য্যা চাই, তিনি আমার প্রতি কপট দয়া প্রকাশ ক'রে তা' দেন সত্য, কিন্তু ঘোড়ার খিদ্‌মদ্‌গারী ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঘোড়ায় চড়বার সুখটুকু অত্যন্ত ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে। শেষে ঘোড়াকেই হয়ত ঘাড়ে ক'রে আমাকে বেড়াতে হয়। তাই ভোগী বা ত্যাগী ভক্ত হ'তে পারে না।

ব্রহ্মচারী আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে ব'ল্লেন—"ত্যাগী হ'লে ভক্ত হ'তে পারে না, এ কিরূপ কথা?"

প্রভুপাদ বলিলেন—বস্তু ত্যাগী হ'তে গেলে আমি ভোগ থেকে বাহ্যতঃ বেঁচে গেলাম সত্য, কিন্তু উহা 'খট্টা-ভঙ্গে ভূমি-শয্যা'র নীতি-মাত্র; কিছু পাওয়া ও না পাওয়া উভয়ই আমার সম্বন্ধে, ইহার মধ্যে ভগবানের সম্বন্ধের কোন কথা নাই। যিনি কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ ত্যাগ করেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাক্‌তে পারেন, তাঁ রই মঙ্গল হয়।

কৃষ্ণকে ভোগ ক'রবো এই বিচারে কত প্রকার অসুবিধা হ'য়ে যাচ্ছে। কেউ ব'লছে কৃষ্ণ সেজে প্রকৃতি ভোগ ক'রবো; কেউ বলছে স্ত্রীলোক সেজে কৃষ্ণ ভোগ ক'রবো—উভয়ই সমান। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্বাচিত না ক'রলে হয় ভোগ না হয় ত্যাগ হ'য়ে যাবে,—ভক্তি হবে না।

ধ্যানাদির দ্বারা কেবল নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়া যায়; তা'তে নিজের সুবিধা হ'তে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু ব'লেন—"কীর্ত্তন কর, তা'তে সকলের সুবিধা হ'বে; কীর্ত্তন ব্যতীত সার্ব্বজনীন নিত্য সুবিধার উপায় আর আবিষ্কৃত হয় নাই।

শিষ্য ক'রতে হ'বে না। বৈষ্ণব সকল বস্তুতেই গুরু দর্শন করেন। শিষ্য করা মানে তা'র চিত্তবিত্ত ভোগ ক'রবো এই বুদ্ধি। এরূপ বুদ্ধি থাক্‌লে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। বিষ্ণু-সেবা বাদ দিয়েও ২৪ ঘণ্টা বৈষ্ণব-সেবা ক'রতে হবে।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

মায়াবাদী ও বৈকুণ্ঠবাদী—এই দুই প্রকার কথা আছে। মায়াবাদ অনেক প্রকারের হ'তে পারে। যাঁ'রা অধোক্ষজ ভগবদ্‌ বস্তুকে প্রকৃতির অন্তর্গত বিচারবুদ্ধি-বিশিষ্ট মস্তিষ্ক দিয়ে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাঁরাই 'মায়াবাদী', আর যাঁরা সেই সকল কুণ্ঠা-ধর্ম্ম হ'তে পরিমুক্ত হ'য়ে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রাই বৈকুণ্ঠ-বাদী।

একখানি পত্র

(মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কুলাসেদি-নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত রাধেকেশ দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার ধামবাসী পুত্র-দ্বয়কে যে উপদেশপূর্ণ পত্র দিয়াছেন, তাহার নিম্নে উদ্ধৃত হইল।)

শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ পরে বাবাজীবন শ্রীমান্ রাধাপদ, রাধাবিনোদ. তোমরা শ্রীমহাপ্রভু ও তদীয়গণের কৃপায় অবস্থানে আছ। আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ... তদোধিক শ্রদ্ধা ভক্তি জগৎপিতা ভগবান্ গৌরসুন্দরে করিবে। তিনি তোমাদের পিতা; আমি তোমাদের পিতার সাক্ষে সদাও নিত্যকালের জন্য আত্যন্তিক সুখ ... অক্ষম। শাস্ত্র বলেন. যিনি মৃত্যু হইতে ...কে উদ্ধার করিতে না পারেন তিনি পিতা ...ন। তাই শাস্ত্র বলেন—
সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই প্রেমভক্তি-দাতা॥"

সেই দাতা-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সহচর শ্রীল প্রভুপাদের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্ম ছায়ায় আশ্রয়ে তোমরা আছ; সেজন্য নির্ভয়ে থাকিবে। জীবগণ প্রত্যেক জন্মে পিতামাতা অনায়াসে পাই-য়া থাকে কিন্তু 'কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ার।' পরমপিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পিতা, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিও, তিনি রক্ষা করিবেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইলেও ভগবদ্‌ বিশ্বাসে সকাতর-হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ড, বিষভক্ষণ, পর্ব্বতপতন, সমুদ্রে নিমজ্জন, হস্তিপদতলে নিক্ষেপাদি বিবিধ সঙ্কটাপন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন,এরূপ ভক্ত-বৎসলতার অসংখ্য উদাহরণ সাধুমুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইবে।

আশা করি, যে সকল মহামানব বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ ভগবদ্ভক্তগণের স্নেহ-সৌধের সুশীতল প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করিবার মত সুদুর্ল্লভ ভাগ্য লাভ করিয়াছ, তাঁহাদের কৃপাকণা-প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা অনুগত থাকিবে, তাহা হইলে অদমনীয় প্রবল পরাক্রান্ত কালের ভয় থাকিবে না। সর্ব্বদা নিশ্চিন্তে ভগবদ্‌ অনুশীলন করিতে পারিবে। তোমরা সেই সকল সাধুবৈষ্ণবগণের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞা-প্রতিপালনে অবহেলা করিবে না। শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রভৃতিকে ভববন্ধবিমোচনকারী ভগবান্নিজ-জনরূপে সর্ব্বদা দর্শন করিবে। তাঁহাদের কৃপাবিন্দু প্রাপ্ত হইলে শ্রীবৈকুণ্ঠধামের রাজকীয় পথের সন্ধান পাইবে, সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে। তাঁহাদিগকে আমাদের মত সাধারণ মানব জ্ঞান করিবে না। তাঁহারা নিখিল দেবতারও বন্দনীয়।

শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইতেও তদীয় ভক্তের পূজা বড়। অতএব তাঁহাদের সেবায় আত্মকল্যাণ নিহিত আছে। আমাদের মত অনাদি-বহির্ম্মুখ পতিত জীবকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় বৈষ্ণবগণ এ জগতে আসিয়াছেন। তোমরা তাঁহাদের অনুগত থাকিবে। মঠবাসীদের শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে, কখনও ভুলিবে না। ... শিক্ষকগণকে অকৃত্রিম ভক্তি করিবে। তাঁহাদের আদেশ অবহেলা করিও না। তাঁহারা তোমাদের প্রতি কায়িক বা বাচিক যে কোন প্রকার দণ্ড দিলেও অধৈর্য্য না হইয়া তাহা সহ্য করিবে। মন দিয়া পাঠাভ্যাস করিবে। তোমাদের চিত্ত, দেহ, মন প্রভৃতি যা' কিছু সমস্ত ভগবানের সেবার বস্তু বলিয়া জানিবে। তোমাদের গর্ভধারিণীর মনে কষ্ট দিবে না, পরন্তু তাঁহার সেবা করিবে। পরস্পর বিবাদ করিবে না, যে কোন লোকের প্রতি কর্কশ বচন প্রয়োগ ও অনাদর করিবে না। শ্রীপাদ নরহরিপ্রভু প্রমুখ বৈষ্ণব-গণকে আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ জানাইবে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী
১৩৪০ সাল তোমাদের পিতা

শ্রী মহারাজের বক্তৃতা

(৩)

ভজনায় কীর্ত্তিত হইলেই শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলাদির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। যাহাদের নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে রুচি হয় না কেবল কৃত্রিমভাবে অষ্টপ্রহর বা চব্বিশপ্রহর নামকীর্ত্তনের ছলনা করেন তাঁহারা নামাপরাধী, সেরূপ নামাপরাধ কোটী জন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও কাহারও কোন মঙ্গল হইবে না। সুতরাং নামকীর্ত্তন করিতে হইলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে হবে, আদৌ শ্রীনামতত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীনামতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে,তখন শ্রীগুরুকৃপায় নাম-কীর্ত্তনের অধিকার হইবে।

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকদিন পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে,প্রণিপাত, পরি-প্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের নিকট অভিগমন করিতে হইবে। এসম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য এই যে—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥
শাস্ত্রযুক্তে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥"

(চৈঃ চঃ)

লৌকিক,কৌলিক বা অসৎগুরু-পরিত্যাগ-সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণের অভাব নাই।

গুরুর্ন স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্। অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন সেই গুরু গুরু নহেন।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

অর্থাৎ ভোগাবিষ্টচিত্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকরহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ। (ভক্তিসন্দর্ভ)
অর্থাৎ ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুকে পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌
গুরোঃ॥"

(হরিভক্তিবিলাস)

অর্থাৎ অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরকগমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

সাধুত-শাস্ত্র গুরুদেবের চরণ পরিত্যাগ করিবার এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ আছে। জীব তাঁহার গুরু পরশুরামকে ও বলি মহারাজ তাঁহার গুরু শুক্রাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য কথা সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ পূর্ব্বক নিরপরাধে তাহার কীর্ত্তন করিলেই প্রকৃত পরোপকার বা শ্রেষ্ঠ উপকার করা হয়। নামাপরাধ কীর্ত্তন করিলে পরোপকারের পরিবর্ত্তে জীবহিংসাই হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-কৃত। শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সুভাষ্যাদি বহু শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয় ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে সেই অধ্যায়ের কথাসার লিখিত আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারি-পাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা অবাঁধা ৬৲, কাপড়ে বাঁধা ৭৲ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর-কৃত, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত ভূমিকা, শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, প্রতি প্রসঙ্গের ও খণ্ডের কথাসার, শব্দসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা, পদ্যসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী সম্বলিত, বোল্ড অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে টিটাগড়ের কাগজে ছাপা ভিক্ষা ২॥০ টাকা। 'নদীয়া প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়ের' গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

আয়তন বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,- মহৎ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০
৩। বাঙ্গলাভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ।০
১২। [illegible] সাম্প্রদায় (মাপ্য) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সাম্প্রদায় [illegible] বায়াভূতীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকল ৴০
৩৩। [illegible] ৴০
৩৪। [illegible] ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৷০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (পঞ্চম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সাম্প্রদায় ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অভক্তকালনী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৫২। সংবাদবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাম্প্রদায়-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। [illegible] ওয়ার্কস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোলাট গোড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। আতোর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাঙ্কাবাদ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রিহুদি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্বাবাস, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাব গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরিশিষ্ট ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদসূচী, ভাষ্যসূচী, পরিসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পরিস্ফুট প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিদ্ধাশাল (নূতন)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা.	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
১নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৴০
আটা এসবার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।
খুচরা	৫৫৸

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— রেক্সসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের

আমন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সম্পূর্ণ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাংলার ডাক্তারের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ডাঃ-লিখিত পুঁথির "সমস্ত বিবরণ নং ৭")। অনেক ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং মফঃস্বলে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্
(ডিপার্টমেণ্ট ৩)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৬-৫০,	● ৯—৫৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৪৯,১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫. ১৬-২৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

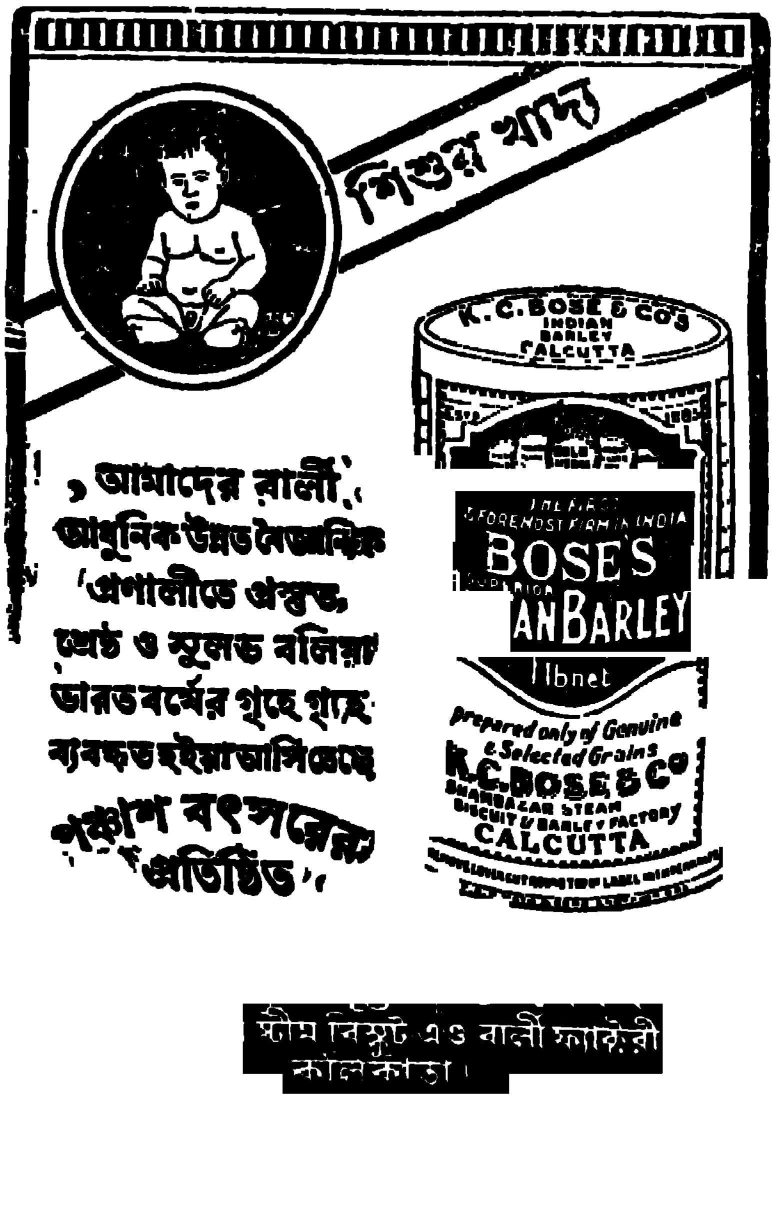

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের স্বাক্ষরিত পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠ ও পাঠাগার আলোচনায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে সংযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পঞ্চানন প্রধানাধ্যাপক

পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতঃগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবদ আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে নব জীবন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্যে তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াবাদ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি শতগুণ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কম্পজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ,' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। খুব সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবিখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

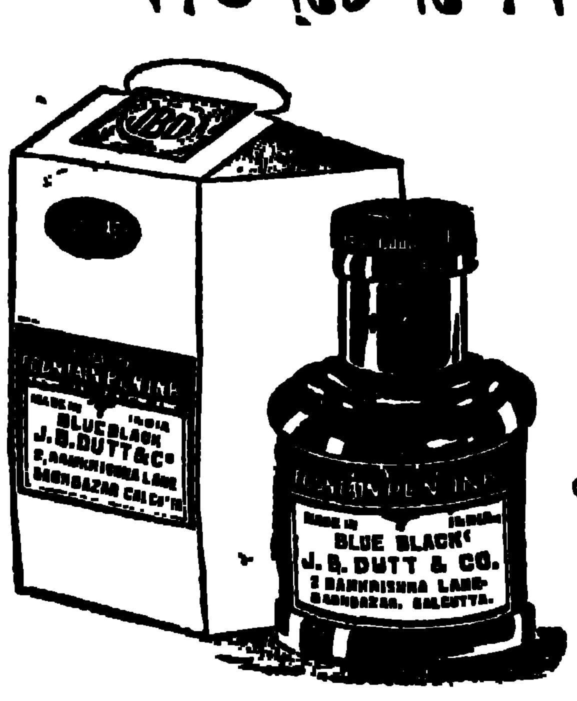

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

সনাতনের সর্ব্বাঙ্গ মঙ্গল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৪১, ২৬শে জুন ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

ট্রেণে ভীষণ ডাকাতি

কয়েকদিন পূর্ব্বে ৮টার সময় চৈতন্য ট্রেণে ম্যাকাইল বোর্ড ও আঠারবাড়ী ষ্টেশনের মধ্যে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই, স্থানীয় উদয় গ্রাম-নিবাসী কুদ্দী রফিক উদ্দিন [illegible] তাহার শ্বশুরালয় হইতে সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে মেয়েদের কামরায় বসাইয়া রাখিয়া নিজে পুরুষদের কক্ষে আরোহণ করেন। তখন মেয়েদের কামরায় অন্য কোন স্ত্রী আরোহী ছিল না। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। [illegible] মেয়েদের কক্ষ হইতে [illegible] এক চীৎকার ধ্বনি শুনা যায়। তখন উক্ত স্ত্রীলোকটির স্বামী ও অন্যান্য যাত্রী গাড়ী থামাইবার উদ্দেশ্যে বিপদ সঙ্কেত [illegible] টানিতে থাকেন এবং মেয়েদের কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। দুঃখের বিষয় কোনই ফল হইল না। বহু চেষ্টার পর তাঁহারা মেয়েদের কামরার নিকট জানালা খুলিতে সমর্থ হন। তখন দেখা যায় এক বিশালকায় হিন্দুস্থানী [illegible] স্ত্রীলোকটির সম্মুখে ছোরা [illegible] কোমরে গুঁজিতেছে। যাত্রীরা [illegible] নানা উপায়ে ভয় দেখাইতে থাকে, [illegible] চক্ষু লাল করিয়া তাহাদিগকে [illegible] দেখাইতেছিল। ইতোমধ্যে সে স্ত্রীলোকটিকে ছুটন্ত গাড়ী হইতে ফেলিয়া দিল এবং নিজেও নামিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন পুরুষ যাত্রীরা চেন টানিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। অবশেষে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দস্যুটি স্ত্রীলোকটির বহু টাকা, [illegible] সহ [illegible] চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে। কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী আঠারবাড়ী পৌঁছায়। ষ্টেশন মাষ্টার ও গার্ডকে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা জানাইয়া গাড়ী না থামাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন যে, এই গাড়ীতে "ব্রেক কনেকসন" না থাকায় ইহা থামান হয় নাই।

পণ্ডিত জহরলালের স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরু দেরাদুন জেলে পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কারাগার হইতে বাহিরে আসিলে জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বিহারীলাল চৌধুরী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, কমলা নেহেরু চৌধুরী বিহারীলালকে বলিয়াছেন, পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং তাঁহার দৈহিক ওজনের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই বলিয়া মিথ্যা সংবাদ রটনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেরাদুনে আসিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ উন্নতি হয় নাই। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্প পরিসর স্থানে যেরূপভাবে তাঁহাকে আটক রাখা হইয়াছে তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতির সম্ভাবনা কম।

রাস্তার উপর রাহাজানী

নারায়ণপুরের স্থানীয় ধনী মহাজন শ্রীযুক্ত নবীনবিনোদ বসাক মহাশয়ের জনৈক গোমস্তা কতিপয় দিবস পূর্ব্বে সায়ংকালে কিছু টাকা ও কাগজাদিসহ ঘোড়ার গাড়ীতে উল্টাডাঙ্গা ষ্টেশনে যাইতেছিলেন। পথ মধ্যে তাহারা একদল ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। গাড়োয়ানের তৎপরতায় সকলে রক্ষা পাইয়াছে। দস্যুরা কাগজাদি-সহ চম্পট দিয়াছে।

প্রতি রাত্রে প্রতি গ্রামে চুরি, সিঁদ কাটা লাগিয়াই আছে। চোর ডাকাতের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। কোনটারই কিনারা হইতেছে না দেখিয়া জনসাধারণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

২৫ বারের জেল ফেরতা

গত বৃহস্পতিবার জোড়াবাগানের পুলিশ ২৫ বারের জেল ফেরতা কালি গোয়ালাকে কোনও ট্রামের যাত্রীর পকেট মারিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ যে, আসামী ট্রামের পাদানির উপর দাঁড়াইয়াছিল, যাত্রীটি যখন ট্রামে উঠিয়াছিল তখন সে তাহার পকেট হইতে ১০৲ টাকা কাড়িয়া লয়। সে চীৎকার করিয়া উঠিলে পুলিশ আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে। আসামীকে হাজতে প্রেরণ করা হয়।

পলাতক সৈনিকদের পাগলামি

গত ১৯শে সন্ধ্যায় জব্বলপুর ষ্টেশনে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, তিনজন সৈনিক একখানা গাড়ীতে চাপিয়া যে তাহাদের নিকটে আসিতেছিল, তাহার প্রতি গুলী ছুড়িতেছিল, অবশেষে যখন তাহাদের বারুদ ফুরাইয়া যায়, তখন একজন অফিসার নিকটে গিয়া বলেন, "আত্মসমর্পণ কর, অন্যথা গুলী করিব।"

সৈন্যগণকে গত রবিবার হইতে পাওয়া যাইতেছিল না, তাহারা তিনটি রিভলভার ও গোলাবারুদ লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পুলিশ ও সৈন্যগণ তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছেন। একজন পুলিশ সি, আই, ডি রেলওয়ের একটা লেভেল ক্রসিং পার হইবার জন্য উঠে এবং দেখিতে পায় যে সৈনিকগণ জানালা বন্ধ করিয়া উক্ত সেলুনে বসিয়া আছে।

পুলিশ বৈদ্যুতিক বিভাগের একজন কর্ম্মচারীকে খবর দেয়, কর্ম্মচারী দরজা খুলিলেই সৈনিকগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে তৎপর তিনি ছুটিয়া গিয়া একজন সামরিক পাহারাওয়ালাকে খবর দেন, তখন সৈনিকগণ অনবরত গুলী চালাইতে থাকে, অতঃপর সেলুনখানি অন্য একস্থানে লইয়া যাওয়া স্থির হয়। এই সময় একজন সামরিক কর্ম্মচারী সে স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি উহা দেখিয়া সৈনিকগণকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বলেন, অন্যথা গুলী চালাইবেন বলিয়া ভয় দেখান। পলাতক সৈনিকগণ তখন রিভলভার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সেলুন হইতে নামিয়া আসে। অতঃপর দেখা যায় যে, তাহাদের গোলাবারুদও ফুরাইয়া গিয়াছিল।

পাঞ্জাবে প্রচণ্ড উত্তাপ

লাহোর হইতে প্রকাশ, যে উট মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, সেই উটও পাঞ্জাবের উত্তাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। শেখপুরার পীর জহর শাহ সমাধির নিকটে একটি উট চরিতেছিল, এমন সময় সর্দ্দি গর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়া উটটি মাটিতে পড়িয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

শেখপুরায় উত্তাপ ১১৩.৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কেহ মারা যায় নাই, তবে রেল ষ্টেশনে একটি স্ত্রীলোক, কলের বাজারে এক বৃদ্ধ শিখ ও প্রাইমারী স্কুলের একটি ছাত্র সর্দ্দিগর্ম্মিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। লুধিয়ানায় উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তথায় একটি ১৩ বৎসরের বালক অচৈতন্য হইয়া গিয়াছিল। লাহোর মেয়ো হাসপাতালের একটি রোগী অত্যধিক গরমে মারা গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible], ১৩৪১

বেলপুকুরের অভিযোগ

বেলপুকুর হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষগণের কেহ কেহ ঐ বিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটি পত্র বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যালয়টী বহু বৎসর গবর্ণমেন্টের সাহায্য লাভ করিয়া আসিতেছিল। কয়েক বৎসর যাবত বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা-হ্রাস, আর্থিক দুরবস্থা ও পরীক্ষার ফল অসন্তোষ জনক হওয়ায় এবং আরও কয়েকটা কারণে ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট অনুযায়ী গত এপ্রিল মাস হইতে উহার গবর্ণমেন্ট সাহায্য বন্ধ হইয়াছে; উহারই পুনঃ সাহায্য প্রাপ্তির আশায়ই ঐসকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রামের উন্নতির সহিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত গ্রামের উন্নতি হইতে পারে না। সুতরাং স্বীয় গ্রামের বিদ্যালয়টীর সংরক্ষণমানসে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের চেষ্টা প্রশংসনীয়; কিন্তু এই চেষ্টার ভিতর অপর বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে-সকল অপ্রয়োজনীয় ভিত্তিহীন উক্তি স্থান পাইয়াছে তাহা লজ্জা ও গ্লানিকর।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুর কিছুকাল জনসাধারণের দৃষ্টির বহির্ভাগে থাকিলেও কতিপয় সিদ্ধ মহাত্মার চেষ্টায় এই শ্রীধাম পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা ভারতবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। বর্তমানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার সদস্যের চেষ্টায় ক্রমশঃই শ্রীধামের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই স্থানে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ও স্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তির সন্তানগণের—এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জেলার ছাত্রগণের শিক্ষালাভের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট নামক একটী আদর্শ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবিষয় পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। বিদ্যালয়টী মাত্র ৩ বৎসর স্থাপিত হইলেও প্রতি বৎসরই ইহার ফল সন্তোষজনক হইতেছে তাহাও পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বেলপুকুর স্কুলের কর্তৃপক্ষ উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, উহার বিরুদ্ধে পত্রাকারে Hand [illegible] করিয়াছেন এবং নানা প্রকারে নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টীকে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। পক্ষান্তরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষগণ ও শ্রীধাম মায়াপুরের অধিবাসিবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট "তরোরপি সহিষ্ণুনা" মহাবাণী অনুসরণ পূর্বক বেলপুকুর স্কুলের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার অভিযান না করিয়া নীরবে সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই বেলপুকুর স্কুলের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। আমরা জানিতে পাইয়াছি, স্কুলের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ইন্সপেক্টরগণের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণকে বহুবার স্মারক-লিপি প্রদান করা সত্বেও কোনও ফলোদয় হয় নাই। তাই সম্প্রতি উহার গবর্ণমেন্ট সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। বেলপুকুরের অধিবাসিগণ তাঁহাদের বিদ্যালয়ের এই শোচনীয় পরিণতির অন্যতম কারণরূপে যদি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটকে মনে করেন, তাহা হইলে কোন প্রকারেই তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। কারণ, আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, ৩ বৎসরের মধ্যে বেলপুকুর স্কুল হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে মোট ৬টীর অধিক ছাত্র আসে নাই। শ্রীযুক্ত নৃত্যহরি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্রেও প্রকাশ, স্থানীয় ছাত্রগণ মায়াপুর স্কুলে সুবিধা পাইয়াও তথায় না যাইয়া বেলপুকুর [illegible] তাহাদের যদি কোন স্কুল ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয় তাহা হইলে সে স্কুলের ছাত্র সংখ্যাধিক্য-সম্বন্ধে কাহার না সন্দেহ উপস্থিত হয়?

দূরত্ব হিসাবে ঠাকুরভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট ও বেলপুকুর হাই স্কুলের ব্যবধান প্রায় ২॥ ক্রোশ। বর্ষাকালে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বেলপুকুরে যাতায়াত অতীব কষ্টকর। পথঘাট নিতান্ত দুর্গম; এমন অবস্থায় হয় ত, সমস্ত রাস্তা পদব্রজেও যাইবার উপায় নাই, আবার নৌকায়ও যাইবার উপায় নাই। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুর অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসিগণ নানা প্রকার অসুবিধায় পড়িয়া সন্তানগণের শিক্ষা-প্রদান-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হওয়ায় তাঁহাদের সেই সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে; ছেলেরা পড়াশুনার সুবর্ণ সুযোগ পাইতেছে। শিক্ষা-বিস্তার লক্ষ্য করিলে সহৃদয় জনগণ আনন্দই প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া বেলপুকুরের অধিবাসিগণের আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করা কি যুক্তিসঙ্গত?

মিঃ এস, কে পাঠক লিখিয়াছেন,—মায়াপুর গ্রামটি চাষার গাঁ। উঁহার অন্তরের উদ্দেশ্য বোধহয় প্রতিপন্ন করা যে বেলপুকুর ভদ্রলোকের গাঁ। কিন্তু শ্রীযুক্ত নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখনীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বেলপুকুর গ্রামের শতকরা ৯০জন অধিবাসীই চাষী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাঠকমহাশয়ের অন্তরের উদ্দেশ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখনীদ্বারা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান স্থান; এই দেশের সকল পল্লীতেই চাষার সংখ্যা অধিক। এই অবস্থায় কোন পল্লীবিশেষকে 'চাষার গাঁ' বলিয়া গালি দেওয়া কি 'ভদ্রোচিত' কার্য্য? 'চাষার গাঁ' এর বিদ্যালয় উন্নতির শিখরে উঠিল, আর 'পাঠক' মহাশয়ের প্রশংসিত অচাষা পল্লীর বিদ্যালয়ের অধঃপতন! এই ক্ষোভ ও মনস্তাপানলে বোধ হয় 'পাঠক' মহাশয়ের অন্তঃকরণ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। হিতোপদেশ—ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া উন্নতহৃদয় হওয়াই সাত্বিক আচার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। 'বড়' 'ছোট'র পরিচয় চরিত্রগুণে। এই হিসাবে তিনি একবার গ্রাম দুইটীর তুলনা করিয়া দেখিবেন কি?

নিত্যহরি বাবু আরও ২।১টী অভিযোগ করিয়াছেন, কিন্তু সকল অভিযোগ যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তাহা প্রেসিডেন্সী বিভাগের দ্বিতীয় ইন্সপেক্টর মিঃ কে, এম, সেন গুপ্ত কৃষ্ণনগরের সার্কেল অফিসার সহ গত ১৩৩৯ সালের যে মাসে স্বয়ং স্কুলের ভারবাংলায় তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে

উপসংহারে আমরা শ্রীযুক্ত পাঠক, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য ও তাঁহাদের সমতুল্য অন্যান্য ব্যক্তিগণকে জানাইয়া দিতেছি যে, আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের স্থানীয় ছাত্রগণের শিক্ষোন্নতি-সাধন হইলেও এই স্থানীয় ছাত্রগণের সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয় নাই। অন্যান্য হাই স্কুলের শিক্ষার ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য—সুকোমলমতি ছাত্রগণের অন্তঃকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্মের জন্য ভারত এখনও সমগ্র বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, যে ধন লাভ করিলে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়,যে ধনে বঞ্চিত হইলে তাহার স্থান পশু-শ্রেণীর মধ্যে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ পরমার্থের বীজ উপ্ত করা। আর অন্যান্য বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য শিক্ষা দেওয়া; তাহার সহিত ভগবদ্ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট শুধু নদীয়া জেলার জন্য নহে, সমগ্র বঙ্গের জন্য; শুধু বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের ছাত্রগণও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বিদেশী ছাত্রগণের অবস্থিতির জন্য পরম রমণীয় স্থানে ছাত্রাবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের উন্নতিতে বেলপুকুর স্কুলের অবনতি—এই প্রকার ধারণা নিতান্ত অমূলক ও হাস্যাস্পদ।

৫বৎসর কারাদণ্ড ও ৫০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড

কর্পূরতলা রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতা আবদুল আজিজ বেগ-গ্রাম্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক (রাজদ্রোহ প্রচার) এবং ১৫৩ক ধারা (উত্তেজনা প্রদান) অনুযায়ী ৫ বৎসর কারাদণ্ড ও ৫০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

২০ জন মুসলমান আইন অমান্য করিতে অগ্রসর হওয়ায় জামখানার নিকটে উহার পরিরোধ করা হয়। মুসলমানগণ ধর্ণা দিয়া কয়েকঘণ্টা বসিয়া থাকায়, পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে কোলাব সাব-জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তথায় আইন অমান্যকারী অন্যান্য বন্দীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী এবং রাজ্যের পরিষদের সদস্যগণ কর্পূরতলা জেলে গমন করিয়া কালা নামক এক দারোগা ওয়ার্ডারকে জেলের দাঙ্গায় সাহস প্রদর্শনের জন্য পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

যাত্রী জাহাজ জলমগ্ন

অসলো হইতে প্রকাশ, 'ড্রেসডেন' নামক জার্ম্মাণীর যাত্রী জাহাজ, ওজনে চৌদ্দ হাজার টন। গত এক রাত্রে নরউইজিয়ার উপকূলে পাহাড়ে লাগিয়া বিরাট 'ড্রেসডেন' সম্পূর্ণ হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। এই দুর্য্যোগে চারিজন রমণী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অন্ধকারময় কোয়াসা। মানুষ চিনিতে পারা যায় না। তার উপর প্রবল ঝড়। এমন সময় জাহাজখানি এক পর্ব্বতের গায়ে গিয়া ধাক্কা খাইল। ইতালনজাহের উপরে বোলু-কোতে এই দুর্য্যোগ ঘটিল। জাহাজখানিতে তখন এক সহস্র যাত্রী, ছুটী পাইয়া আনন্দ করিতে যাইতেছিল। পাহাড়ের সহিত জাহাজখানির ধাক্কা লাগিলে যাত্রীদল আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিল, ভাবিল কি জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে জুন ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ১০০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার দিবস নৌকাযোগে পাবনা জেলার অন্তর্গত চুনিয়া জগন্নাথপুর গ্রামে উপস্থিত হলে তত্রস্থ অধিবাসিবৃন্দ বিরাট নগর-কীর্ত্তন সহ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন এবং বিবিধ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া তদীয় পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

অতঃপর সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী স্বামীজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর অধিকারী মহাশয়ের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। স্বামীজী মহারাজকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বাবু তাঁহার গৃহের সম্মুখে একটী সুন্দর তোরণদ্বার সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ঐ তোরণদ্বারে উপনীত হইবামাত্র তথাকার শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দত্ত মহাশয় সম্পূর্ণ জোড়ধ্বনি করিয়া স্বামীজী মহারাজের শুভাগমন-বার্ত্তা বিঘোষিত করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ একটী বিরাটজনমণ্ডলী সমন্বিত সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা হইতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সুললিতস্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ১৯শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়ভোগ-বাসনার উদয় হয় এবং ঐ ভোগবাসনা হইতেই মায়িক শুভাশুভ কর্ম্মে আসক্তি; ইহাই জীবের বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীহরির মায়াই রমণীরূপে জীব-গণকে বশীভূত করিয়াছে ও করিতেছে; আর বদ্ধজীবগণ তাহারই হস্তে যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া বশীভূত পশুর ন্যায় নৃত্য করিতেছে।

অজামিল বলিলেন —নরাধম আমিও এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়িয়াছিলাম, এখন ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে ও সাধুসঙ্গে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আমি আর অনিত্য স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় কেবলমাত্র বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া কৃষ্ণার্থে সকল ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হইব; আর সতত ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিব।

ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ-প্রভাবে মহাপাপী অজামিলের এই সুদৃঢ় বৈরাগ্য উদিত হইল। তিনি সর্ব্ববন্ধন-বিমুক্ত হইয়া হরিদ্বারে প্রস্থান করিলেন। তিনি তথায় একটী দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইল, তিনি শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন।

তদনন্তর তিনি আত্মসমাধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করিয়া তাহা সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দময় ভগবৎ স্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে শ্রীভগবানে বুদ্ধি নিশ্চল হইলে একদা সেই দ্বিজ অজামিল তাঁহার সম্মুখে কয়টী পুরুষকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহাদিগকে পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষচতুষ্টয় বলিয়া চিনিয়া তিনি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন।

অতঃপর তাঁহাদের দর্শনের পরেই অজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বারতীর্থে জড়-দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্শ্বদগণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত হৈম-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে শ্রীপতি শ্রীহরির সমীপে গমন করিলেন।

এই অজামিল সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহার সদাচার-নিয়মাদি যাবতীয় ব্রত নষ্ট হইয়াছিল। তিনি চৌর্য্যাদি নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা পতিত এবং ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রার পতি হইয়াছিলেন। তজ্জন্য যমদূতগণ তাঁহাকে নরকে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু ভগবন্নামোচ্চারণ-প্রভাবে (নামাভাসে) তিনি তৎক্ষণাৎ যমপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

অতএব বিমুক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পাপমূল-নাশক শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই। কারণ, নামসংকীর্ত্তনাদি হইতে চিত্ত আর কর্ম্মে লিপ্ত হয় না; কিন্তু তাহা প্রায়শ্চিত্তাদির পরেও পুনরায় রজঃ ও তমো-গুণে মলিন হইয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্ত কোন কারণে কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় আর সংসার লাভ করেন না। কারণ, ভক্তিরসরসিক হরি-পাদপদ্মালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না। ভক্তিসাধকগণ কর্ম্মীর ন্যায় পুণ্যাপাপফল ভোগময় সংসার প্রাপ্ত হন না, তবে তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত সুখদুঃখময় সংসারই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবিনষ্ট পাপসকল অঙ্কুরাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ভক্তির বৃদ্ধিক্রমে ভক্তের অভ্যাসফলে নামাপরাধ ক্ষয় হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সমূলে পাপ-ক্ষয়হেতু ভগবানকে প্রাপ্ত হন। অতএব বৈষ্ণবগণও ভক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক, দুই বা তিন জন্ম প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের যেসকল বৈষয়িক সুখ দেখা যায় তাহাও ভক্তিসম্বন্ধ।

ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা যে দৈবাদিক অর্থ তাহা জীবের প্রয়োজন নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই একমাত্র প্রয়োজন। বৈদ্য যেমন লঙ্ঘন ও কটু ঔষধাদি দ্বারা রোগীকে কষ্ট দিয়া তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি উৎপাদন করেন, তদ্রূপ নিজ ভক্তের ভক্তিবর্দ্ধন-কৌশলজ্ঞ ভগবানও ভক্তকে কিছু কিছু দুঃখ দিয়া থাকেন, যেহেতু ঐ বিষয়ে ভগবানেরই উক্তি— "আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার ধন ক্রমশঃ হরণ করি।"

ভক্তগণ সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন। 'তত্তেহনুকম্পাম্' শ্লোকই অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ সবই কৃষ্ণকৃপা জানিত—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বা উপলব্ধি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ ত্রিবিক্রম, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চ

যেখানে কুণ্ঠাদোষের লেশমাত্রও নাই, যেখানে মায়ার প্রবেশ নিষেধ, লীলাময় ভগবান্ যেখানে সতত লীলাপর, সেবাই যেখানের শোভা বা সম্পত্তি, ভোগের কোনও কথা যেখানে নাই, যে-স্থানে কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা আর সকলেই তাঁহার সেবক বা ভোগ্য, যেখানের প্রত্যেক বস্তুই চেতন ও নিত্য, যেখানে হিংসাদ্বেষের কোন কথা নাই—যেখানে পুরুষ ও নারী বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত, যেখানকার রেলগাড়ী, মটরগাড়ী, বৃক্ষ, পশুও এবং গুল্ম! চিন্ময়ী লতাগণ কান্তাগণ এবং পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিন্ময় কল্পতরু, ভূমি মাত্রই চিন্তামণি, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমনমাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, যেস্থলে কোটী কোটী সুরভি হইতে চিন্ময় দুগ্ধধারাসমূহ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, চিন্ময় কাল যেখানে নিত্য বর্ত্তমান, সেবানন্দ যেখানের উৎস ও প্রাণ, নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্তগণই যেখানকার অধিবাসী, এজগতের কোন দেবতাই যে জগতে নাই, যাবতীয় পরমোপাদেয়তা বা রমণীয়তা যেখানে সদা বিরাজিতা, যেখানকার অধিবাসিগণ সকলেই আনন্দে আত্মহারা ও কৃষ্ণপ্রেমে পাগল তাহাই বৈকুণ্ঠ বা গোলোক।

এই বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-পরিণতি চিজ্জগৎ; ইহা নিত্য—প্রাকৃত বা শূন্য নহে। আর প্রপঞ্চ বা জড়জগৎ সত্য হইলেও অনিত্য, নশ্বর। বৈকুণ্ঠ জগতের বিকৃত প্রতিফলনই—এই অচিৎ এজগতের বস্তুগুলি হেয়, অসার ও দুঃখদ কিন্তু চিজ্জগতে সেই সেই বস্তু চিন্ময়, নিত্য ও নির্দ্দোষ।

বৈকুণ্ঠ আনন্দময় ধাম আর এই জগৎ—নিরানন্দের আকরভূমি। এখানে আমরা যে সুখ বলি তাহা নিত্য নয়, ক্ষণিক; থাকিয়া দুঃখ এখানে সংযুক্ত রহিয়াছে; কলিকাতা, দিল্লী, মক্কা, লণ্ডন প্রভৃতি স্থান সকল জড়ময়; সে-সব স্থানে যাইতে হইলে অনেক জড়দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, তা ছাড়া দেশে যাইতে হইলেও অনেক সময় পদব্রজেও অনেক স্থানে যাওয়া যায়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপ কোন দেশ নয়, উহা জড়জগতের অতীত, গুণাতীত, মায়াতীত একটি অবস্থান-বিশেষ—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যবসতি-স্থল। তাহা এই চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সেবাচক্ষুর দ্বারা তাহা দর্শন করেন, এবং তাঁহারা যাঁহাকে কৃপা করেন সেই সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই বৈকুণ্ঠ দর্শনে সমর্থ হন।

যে জগতে আমরা বর্ত্তমানে বাস করিতেছি এই জগতই প্রপঞ্চ—চৌদ্দ-ভুবনাত্মক দেবীধাম। ভূঃ (পৃথিবী) ভুবঃ, স্বঃ (স্বর্গ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—হরিবিমুখ এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং অতল, মহাতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল হরিবিমুখ এ বিস্তৃত-পাপ-পুণ্যের দ্বারা বিষয় ভোগেত। এই অবিদ্যা জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—শ্রীদুর্গা। ইনি দশকর্মস্বরূপ দশভুজ-যুক্তা, প্রবল প্রতাপান্বিতা বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপ দমন করেন বলিয়া মহিষাসুরমর্দ্দিনী, শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী, জড়-ঐশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সম্বিতরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী, পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোক্ত দণ্ডরূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী, কাল-শোভা বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী। দুর্গ অর্থাৎ কারাগৃহের রক্ষয়িত্রী বলিয়া ইঁহার নাম দুর্গা।

এই প্রপঞ্চ কৃষ্ণবিমুখের শোধনাগার, কর্ম্মচক্রই তথায় দণ্ড। ধন ও দারা, আত্মোন্নতি, পাণ্ডিত্য-লাভ, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি, পদোন্নতি এ সবই দুর্গার কপট কৃপা। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয়-বিষেই এই জগৎ পরিপূর্ণ। মায়াদেবী এই পঞ্চবিধ টোপ লাগাইয়া রাখিয়া মৎস্যের ন্যায় নির্ব্বোধ মূঢ় আমা-দিগকে বিদ্ধ করিতেছেন।

জীব—চিৎকণ-স্বরূপ। কৃষ্ণকে ভুলিলে তিনি এই প্রপঞ্চে মায়ার আবরণ-শক্তির দ্বারা নিক্ষিপ্ত হন। সেবা-বিমুখ হওয়ায় দুষ্ট জীবকে কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূতাত্মক একটী স্থূলদেহ এবং মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ একটী লিঙ্গদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব সেই কর্ম্ম-চক্র-নাগরদোলায় ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ—স্বর্গনরকাদি ভোগ করেন। জীব একটী স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য স্থূল দেহ আশ্রয় করেন; কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্বাসনারূপ লিঙ্গ-দেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

জড়জগতে যে দুর্গার পূজা হয় তিনিই এই সংসার-কারাগারের রক্ষয়িত্রী। ইনি গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ভগবদ্ধামের আবরণে যে মহা-মায়ী দুর্গার উল্লেখ আছে তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ভুবনপূজিতা এই ছায়া-দুর্গা সেই দুর্গার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন। এই ছায়াদুর্গার বৈকুণ্ঠে প্রবেশের অধিকার নাই; তাই শাস্ত্র বলেন—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

আমাদের গৃহ বিরাজিত। আমাদের চিন্ময় গৃহ শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে আর আমরা এই জগৎকেই বাসস্থান মনে করিয়া মাটির গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি এবং অনিত্য বস্তুতে আসক্তিপ্রযুক্ত কষ্ট পাইতেছি। আমাদের বৈকুণ্ঠের গৃহ কি চিরকাল শূন্যই থাকিবে? আমরা কি সেই গৃহে যাইয়া আমাদের নিত্য পতি কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণের সেবা করিতে পারিব না? আমরা কি পরকেই আপন বলিব ও পরের ঘরকে নিজের ঘর মনে করিব? আমার একমাত্র নিজের বন্ধু যে গুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার প্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে কি আমি আমার বলিয়া স্বীকার করিব না? আমি কি আর বৈকুণ্ঠে ফিরে যাব না? আমার ন্যায় পাপীর এই নির্ব্বাসনদণ্ড কি আর ঘুচিবে না? আমরা এইরূপ হতাশ হইয়া মনের দুঃখে দিন কাটাইতেছি কিন্তু এই হতাশার মধ্যেও আশ্বাসবাণী প্রদান করিবার জন্য আমা-দিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীগৌড়ীয়মঠ।

এই চেতন গৌড়ীয়মঠ অনুক্ষণ কীর্ত্তনরত; শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য জলদগম্ভীরস্বরে নির্ভীক-হৃদয়ে বলিতেছেন—"Back to God and back to home is the message of Gaudiya Math" এদেশ আমাদের নয়, এদেশের বাসিন্দা আমরা নই, এখানে থাকা কেবল কষ্ট ভোগ করা, গৃহ ছাড়িয়া পরের গৃহে থাকা। সুতরাং হে জীব! গৃহের দিকে চল, বৈকুণ্ঠের পথে চল, ইহাই গৌড়ীয়মঠের অন্তর্নিহিত কথা।

বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চ এই দুইটির বিষয় অবগত হইলে বৈকুণ্ঠগমনের বা ঘরে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রায় অনেকেরই অন্তরে উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু অসৎসঙ্গের প্রাবল্যহেতু এই সদিচ্ছা দূর হয় এবং এজগতে বাস করিবার বলবতী ইচ্ছা প্রবল হইয়া আমাদিগকে সংসারে আসক্ত করে।

আমরা জানি, কলিকাতা যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে আগত বা কলিকাতা-গমনশীল ট্রেণে টিকিট কিনিয়া আরোহণ করিলে অনায়াসেই কলিকাতায় যাওয়া যায়, বৈকুণ্ঠ-গমনের পন্থাটাও কতকটা এইরূপ ধরণের মনে করা যাইতে পারে। শ্রীগুরু-দেব গোলোক বৈকুণ্ঠাগত ট্রেণস্বরূপ। ইনি পূর্ণচেতন সেবক-ভগবান্। জীবগণকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্যই এই ভাগবতী ট্রেণের আবির্ভাব এবং শ্রদ্ধাই ইহার টিকিট. বৈকুণ্ঠের যাত্রী সেই ভাগ্যবান্ ভক্তগণ যে বৈকুণ্ঠে যাইবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি?

তাই বলিতেছিলাম, বৈকুণ্ঠ যাইবার উপায়—বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে নিত্যকাল বন্ধনদশাপ্রাপ্তি। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থিরভাবে নিজ বাসস্থান বা গৃহ নির্ণয় করিয়া গৃহকর্ত্তা কৃষ্ণের সংসারে মনোনিবেশ করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ২৪শে যে বিপ্রকুল-ভূষণ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত উপদেশ-শ্রবণার্থী হইলে প্রভুপাদ মজুমদার মহাশয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করেন তাহার মর্ম্ম]

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।১২।১২)

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

শ্লোকটী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

মহৎ যিনি, তিনি ত' খুব উঁচু; ক্ষুদ্র, খর্ব্বাকৃতি জীব আমরা তাঁর নাগাল পাই না। তাঁর মস্তক স্পর্শ ক'র্তে পারি না। তাই মহতের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন প্রদেশ তাঁ'র পাদপদ্ম; আবার সেই পাদপদ্মের যে ধূলি, যা' তিনি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেন, তা'র দ্বারা যদি আমরা অভিষিক্ত হ'তে পারি—যেমন তীর্থজলে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় আর সেই ধূলিধারা যদি আমাদের মাথায় মুকুট প্রস্তুত ক'রে আমরা মহতের সেবারাজ্যে অভিষিক্ত হ'তে পারি তা' হ'লেই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হয়; এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের আর উপায় নাই।

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড হ'তে যিনি ছুটি পেয়েছেন, তিনিই মহৎ। যিনি জগতের ভোগ বা ত্যাগের বস্তুতে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন না, তিনিই অকিঞ্চন, মহৎ।

মহতের পাদপদ্মে বাহিরের যে সকল ধূলো এসে প'ড়েছে, তা'কে শিরোভূষণ ক'রলে জগতে আমাদের বড় হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি বিনষ্ট হ'বে। সেই সকল ধূলো অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতায় মহতের বপুদোষ, ভোজন, জন্ম প্রভৃতি যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা মহতে আরোপ না ক'রে, মহতের গায়ে সংলগ্ন না ক'রে আমার মস্তকে নিয়ে আসতে হ'বে। তা' হ'লে তা'তে প্রাকৃত বুদ্ধি বিদূরিত হ'বে। মহতে কোন প্রকার প্রাকৃতত্ব নাই, ধূলি নাই, ময়লা নাই; সে সকল কেবল মলিন যে আমি, আমাকে কৃপা কর্‌বার জন্য।

মহৎ গুরুপাদপদ্ম ভগবৎপ্রকাশ-মূর্ত্তি হ'য়েও নরোত্তম মূর্ত্তিতে আমার নিকট প্রকটিত কিংবা কোন নীচকুলে, কোন বপুগত, স্বভাবগত দোষে আমার আধ্যক্ষিকতায় দৃষ্ট হ'চ্ছেন। বস্তুতঃ গঙ্গা-জলে যে প্রকার বুদ্বুদ-ফেণ-পঙ্কাদি দোষ স্পর্শ করে না—তা'তে গঙ্গাজলের নির্ম্মলতা নষ্ট হয় না, তদ্রূপ আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে যে সকল অবিচার আমরা মহতের চরণে সংলগ্ন করি, সে সকল যদি আমরা আমাদের মস্তকে এনে মহৎকে নির্ম্মল দৃষ্টিতে দর্শন ক'রতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল সম্ভব। এজন্যই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেণপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥"

বস্ত্রাদজীর সেবাকে মহৎসেবা না জেনে বস্ত্রাদজীর চরণ-ধূলিকে মস্তকের ভূষণ ক'রতে না পেরে আমরা মনে ক'র্‌ছি তা'তে Zoo-morphism হ'য়ে যাচ্ছে! মহতের পাদুকা, গুরুপাদপদ্মের পূজা, শ্রীতুলসীপূজাকে phytomorphism মনে ক'রছি।

আমাদের চক্ষুটিকে নির্ম্মল ক'রতে হ'বে, গুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রতে হ'বে। যেরূপ magician's wand, আশাসোঁটা, যাদুকরের যষ্টী প্রভৃতি যেরূপ এক বস্তুকে আর এক বস্তু প্রদর্শন করে, সেরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে পেষণকারী ক'রবে। আমরা ভোজবিদ্যা, ভোজনবিদ্যা বা ভোগবিদ্যায় আচ্ছন্ন হ'য়ে যাব।

হনুমান্, সুগ্রীব প্রভৃতি কিরূপে ভগবানের সেবক হ'তে পারে! ভগবানের সেবা ক'রছেন যাঁ'রা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা, তাঁ'দের সম্বন্ধে কোন প্রকার বপুগত দোষ দেখ্‌তে নাই। ভগবদ্বস্তুও বপুগত দোষের আসামী নহেন। শ্রীবরাহ-দেব ও সাধারণ শূকর এক নহে। কিন্তু যাঁ'রা ভগবানের সেবা করে না, তা'দের ঐ সকল দোষই দেখ্‌তে হ'বে।

আজকাল "হরিজন" বলা হ'চ্ছে কা'দের? যাঁ'দের হরি সেবার নিত্যা বৃত্তি প্রকাশিত হ'য়েছে, তাঁ'রা যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন, তাঁ'দের বপুগত, স্বভাবগত যে কোন দোষ বাহ্য প্রতীতিতে দৃষ্ট হউক না কেন, তাঁ'রা হরিজন। কিন্তু যা'দের হরিসেবাবৃত্তি সুপ্ত, পাপবৃত্তি জাগরিত, তাদের ঐ বৃত্তির পূজা করা, বপুদোষকে পূজা করা হরিজন-পূজা নহে।

একজন যদি বাহ্যদর্শনে সম্পূর্ণ নিরক্ষরও হন আর একজন হরিসেবাবিমুখ মহোমহোপাধ্যায় পণ্ডিত হন, সেখানে সেই নিরক্ষর ব্যক্তিই কোটি কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ, বড়। এ পৃথিবীতে যিনি যতই বড় হউন না কেন, স্বর্গের দেবতাই বা হউন না কেন, অপ্রাকৃত হরিজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ কর্‌ব, স্বর্গের দেবতা হ'ব—এরূপ আশা ভরসা হরিজনের নাই। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোক মনে করেন, ছোট লোক, দুর্ব্বল লোক, মূর্খ, তা'রাই অজ্ঞ।

অপ্রাকৃত হরিজন বলেন,—

জগাই মাধাই হ'তে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হ'তে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তা'র পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥

কিন্তু অপ্রাকৃত হরিজনগণের পাদপদ্মের যাঁ'রা রেণু-পরমাণু, তাঁ'রা কখনও আপনাদিগকে সেই সকল মহতের সহিত সমান করেন না, অপরকে সেরূপ অপরাধ ক'রতে দেন না। মহৎকে 'নীচ' বলা বা 'সমান' বলা অপ্রাকৃত হরিজনগণের তৃণাদপি সহ্য করতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে হৃদাস্য ও অম্বরীষের উদাহরণে ও অসংখ্য স্থানে এ সকল বিচার প্রদর্শিত হ'য়েছে।

পথহারা পথিক

(১)

সে যে কি বেদনা! বলিব কাহারে,
এ জীবন মোর বৃথায় যায়!
মায়ার জগতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া;
নেশায় কাটানু (এ) জীবন হায়!

(২)

দুঃখের অনল সদয়ে ধরিয়া;
ভ্রমিতেছি এই অবনীপুরে।
ব্যথার ব্যথী নাই কি গো জগতে?
কাঁদিব কি সারা জীবন ভরে।

(৩)

আমি ভাগ্যহীন, অতি দুরজন,
দেহের বিচারে সদাই রত!
মায়ামৃগ পাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া;
আয়ু-প্রভাকর হইল গত!

(৪)

জড়বিদ্যার মোহেতে পড়িয়া,
অমূল্য জীবন করিনু ক্ষয়!
কিসে যে তরিব এই পারাবার,
সতত মনে তাই চিন্তা হয়!

(৫)

পথহারা হ'য়ে চলিয়া সতত,
মায়ার নেশায় কাটানু আমি
ভবের কারায় আছি শৃঙ্খলিত;
কেমনে তরিব (এই) বিষভূমি।

(৬)

কামনার বশে অসতে মজিয়া;
জীবনতরী কোথায় হারানু!
ক্ষণিক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া,
নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গেনু!

(৭)

সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া এখন;
মজিয়া রহিনু বিষয়রসে।
বিষয়াকাঙ্ক্ষা যে এতই প্রবল,
জানি না তাই আছি যে বসে॥

(৮)

ইন্দ্রিয়-তাড়নে বিতাড়িত হ'য়ে,
ঝাঁপ দিলাম ঐ বিষানলে।
আপন স্বরূপ ভুলিয়া আমি,
পড়িয়া রহিলাম ধরাতলে॥

(৯)

নিজের স্বরূপ ভুলিয়া এখন,
আত্মবুদ্ধি ক'রে স্বজনগণে।
অনিত্য সুখের লোভেতে পড়িয়া,
তাড়ালাম গুরু-বৈষ্ণবজনে॥

(১০)

ডাকেন গুরুদেব মধুরস্বরে
কে যাবি কে যা'বি আমার স'নে।
এবার পাপী তাপী উদ্ধারিবেন,
থাক্‌বে না কেউ মায়া বনে।

(১১)

গুরু-গৌর-বাণী উপেক্ষা ক'রিয়া,
কাঙ্গাল হইয়া রহিলাম পড়ে।
লোভেতে পড়িয়া বদ্ধ হ'লাম,
অকর্ম্মণ্য কেমনে পশিবে?

(১২)

ওহে দীননাথ, কৃপা প্রকাশিয়া
বাস ক'রে এই অধমজনে।
সকল অপরাধ ক্ষমিয়া প্রভো,
স্থান দাও প্রভু শ্রীচরণে।

—গোপালচন্দ্র দাস

আমরা কৃষ্ণের সেবক; তিনিই নিত্য হরিজন। মহাভাগবত দেখেন সকলেই হরিসেবা ক'রছেন। তিনি বলেন,—আপনারা সকলেই হরিসেবা ক'রছেন, কেবল আমি কর্‌তে পার্‌লাম না। আমাকে এই বর দেন যেন হরিসেবা ক'রতে পারি।

মানুষের যদি প্রকৃত বুদ্ধি থাকে, তা' হ'লে বহির্ম্মুখ মনুষ্য-জাতির কথা শুন্‌তে হ'বে না; অতি দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির কথা শুন্‌তে হ'বে না। হঠাৎ একটা লোককে 'বৈষ্ণব' বলেও গ্রহণ ক'রতে হ'বে না, মহৎ ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পুরীর নিম্বার্কসম্প্রদায়ের রাধাবল্লভমঠের মহান্তজী আসিয়া প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভিবাদন করিলেন। মহান্তজী বলিলেন যে পুরীতে চারিটী নিম্বার্ক মঠ আছে। (১) রাধাবল্লভমঠ, (২) দুঃখীশ্যামবাবামঠ (৩) রামজীমঠ ও (৪) চিকিটীমঠ। চিকিটীমঠ বর্ত্তমানে একরূপ লুপ্তপ্রায়। মহাগুরু শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন।

সাময়িক

গত ২৩শে জুন শনিবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জগন্নারায়ণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ ও হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্কুলের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া তৎপর-দিবস শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

কাগজের মলাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীচৈতন্যভাগবত,—সটীক ৭॥০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৷৷৹
আদিখণ্ড মধ্য খণ্ডের মূল্য ১৷৷৹
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। বৃত্তিবর্ত্তিকা বৎসোরত্ন সাহস্র (মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাহস্রাদি ব্যাখ্যাবলী? ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-ব্রজ-লীলা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চৈতন্য নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। দীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৴০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (পঞ্চম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সাহস্রাদি ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তমালাবলী বা নারায়ণভক্তমালী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সংবাদবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দীপিকা ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাধুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পারচয়ঃ ৴০
৫৮। নারায়ণবর্ম্মন্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিদেহী, ওয়ার্ক্স্ ।৶০
৬২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। রোজার্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ কুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতা ৴০
৭৩। [illegible] ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। বাভোর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীমাধব আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। রাধাগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধক্রমঠ—মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীশচাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীমাধবেন্দ্রানন্দ মঠ চিঙ্গালিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরহি-গৌড়ীয় মঠ ভবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দর্শনার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভৃঙ্গকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জা
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কর্ণনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লাষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—লোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনায়ক সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। মূল্য সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃত গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় প্রথম ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৶০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বাট	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টার পরীক্ষা

— কেমিক্যাল টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্রাট নিবাস নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তথ্যে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ :	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৭	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে : তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-৩, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০ ,৯-২৯, ১২-২৫, ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

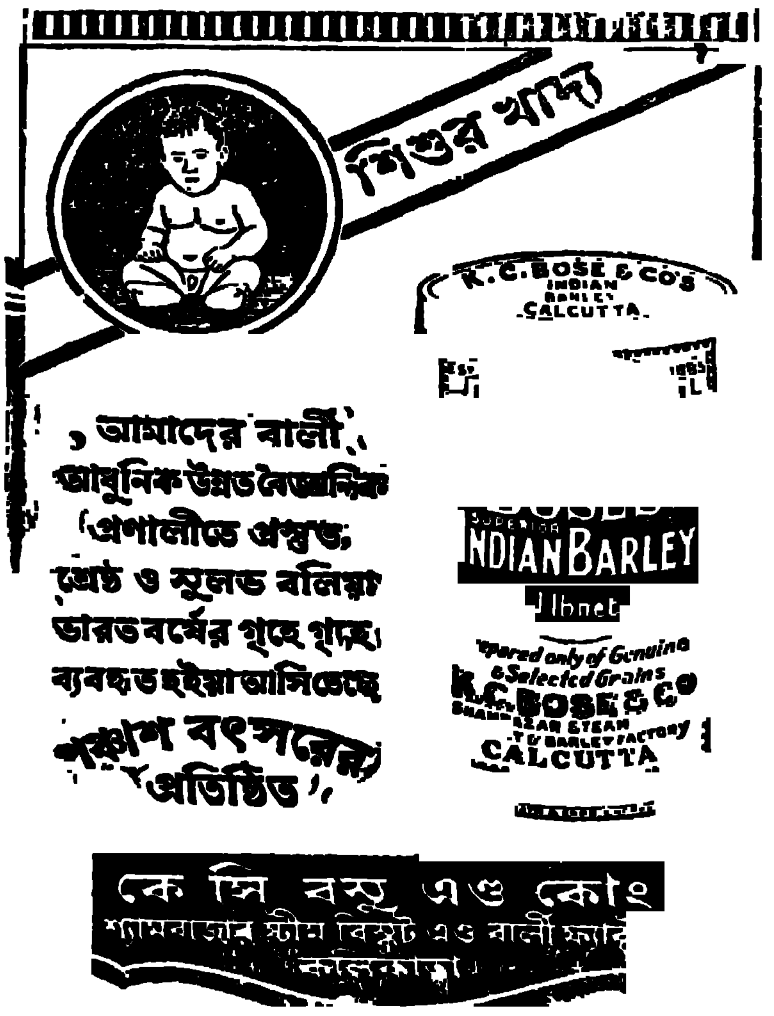

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ের ও পড়িবার আসোনসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধানাধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতস্বতী এবং পরিপক্ব লেখনীর অনুসরণ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্ত সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৬ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—৫নং রামচন্দ্র লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ব্রঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই আষাঢ় বুধবার ১৩৪১, ২৭শে জুন ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—::o::—

বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ টাকা দান

পাঠকবর্গের হয়তো স্মরণ আছে, এখন পর্য্যন্ত দুই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলেজ-ইন্স্পেক্টর ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ছাত্রদিগের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। প্রকাশ, ডাঃ মুখোপাধ্যায় দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদিগের বিদ্যা অর্জ্জনের সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আরও দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি নাকি এই সর্ত্তে এই টাকা প্রদান করিবেন যে, যে-সকল দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্র বিদেশে সৈনিক বিভাগ ও বিমানবিভাগে কাজ শিক্ষা করিতে যাইবেন সেই টাকার সুদ হইতে তাহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত ভারতীয়দিগের এই সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না হয় সেই পর্য্যন্ত বাণিজ্য জাহাজ ও বিমান কাজ শিক্ষার জন্য যুবকদিগকে এই টাকা হইতে সাহায্য করিতে হইবে। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন, তিনি অতি সরল আড়ম্বরবিহীন জীবনযাপন করেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বেতন কিম্বা পরীক্ষকের পারিশ্রমিক বাবদও কিছু গ্রহণ করিতেছেন না।

হাওড়ায় ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ১৮ই জুন আন্দুলিয়া হাটিয়া হইতে বাগনান-গামী বাস এবং বেতুর একখানি মোটর ধাক্কা লাগিয়া চাপা পড়ার ফলে গৌরমোহন পাত্র নামক জনৈক যুবক আহত হইয়াছে। বেলা প্রায় ২টার সময় উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাগনান পুলিশ উক্ত মোটরের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে। আহত ব্যক্তিকে উলুবাড়িয়া পুলিশ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। ধৃত ড্রাইভার জামিনে মুক্ত আছে। আহতের অবস্থা গুরুতর বলিয়া প্রকাশ। কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় দ্রুতবেগে গাড়ীচালনা করাই নাকি ঐ দুর্ঘটনার কারণ।

কমুনিষ্টের ফাঁসীর হুকুম

বুদাপেস্ত হইতে প্রকাশ, ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরী রাষ্ট্রে কমিউনিষ্টের প্রভুত্ব ছিল। দলের অধিপতি ছিলেন বেলাকুন। বেলাকুনের প্রভুত্ব বেশীদিন টিকে নাই, কমিউনিষ্টের প্রভুত্বকালে সহকারী কৌঁসুলী ছিলেন বেলগাডর। সহকারীটিকে অনেকেই ভয় [illegible] কিন্তু বেলগাডর এরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, তাঁহার মুখের উপর কেহ কথা বলিত না। তিনি হাঁ কে 'না' বলিলে সকলকে 'না' কথাটিই মানিয়া লইতে হইত।

অভিযোগে প্রকাশ, সম্প্রতি বেলগাডর একটি ভীষণ অপরাধ করিয়াছিলেন। ছাড়পত্র না লইয়া তিনি চেকোস্লোভাকিয়া হইতে সীমান্ত পার হইয়া হাঙ্গেরী যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিনা ছাড়পত্রে সীমান্তে পদার্পণ করা রাষ্ট্র আইনে নিষিদ্ধ, তাই বেলগাডরকে আইন ভঙ্গ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। বেলগাডরের কঠিন শাস্তি হইয়াছে। বিশিষ্ট আদালতের হুকুমে বেলগাডরের ফাঁসীর আদেশ হইয়াছে।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, কয়েকটী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির জন্য বেলগাডর দায়ী ছিলেন।

কুমিল্লায় গভর্ণর সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা

জুলাই মাসের শেষে বাঙ্গালার গভর্ণরের কুমিল্লায় পদার্পণ করিবার কথা সেই সময়ে তাঁহাকে যাহাতে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয় সেই জন্য সংপ্রতি এখানে এক অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট ও ত্রিপুরা ষ্টেটের ডেপুটি ম্যানেজারকে সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

আগরতলায় দিনে ডাকাতি

আগরতলা সহরের দুই মাইল দূরে মেগলা পাড়া গ্রামে দিনে ডাকাতি হইয়াছে।

প্রকাশ, বেলা দশটার সময় ডাকাতেরা ছোরা হস্তে শ্রীযুক্ত যশোদা কুমার চৌধুরের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জিনিষ-পত্রের সহিত মূল্যবান গহনাপত্র লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। দুর্বৃত্তেরা সংখ্যায় পাঁচ জন ছিল। যশোদা বাবুর বাড়ীর যে সকল মহিলা স্বেচ্ছায় ডাকাতদের হস্তে গহনা দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, ডাকাতেরা তাঁহাদের নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিয়াছে।

হাইকোর্টে নূতন জজ

যুক্ত প্রদেশ সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী ও লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার মিঃ জে, জে, ডবলিউ এলসপ আগামী জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কাজ করিবার জন্য শীঘ্রই এলাহাবাদ হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। বিচারপতি মিঃ বেনেট আগামী দীর্ঘ অবকাশের পর ৩ মাসের ছুটি লওয়ায় মিঃ এলসপ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইতেছেন।

ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার শ্রীযুত ফুলচাঁদ বোরা মিঃ এলসপের স্থানে কার্য্য করিবেন।

দুইজন অন্তরীণ গ্রেপ্তার

থানাতে অন্তরীণে আবদ্ধ আরও দুইজন আটক বন্দীকে গত ১৫ই জুন তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা অন্তরীণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, গত ১০ই জুন তারিখ রাত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থানায় উপস্থিত ছিল না। এই সুযোগ পাইয়া তাহারা উভয়ে নাকি তাহাদের অন্তরীণের স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটা গ্রামে এক ভোজের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য গমন করিয়াছিল এবং তথা হইতে রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় তাহাদের অন্তরীণের স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তাহার পর থানার কর্ম্মচারী থানায় ফিরিয়া আসিলে এই ঘটনার বিষয় তাহার নিকট রিপোর্ট করা হয় এবং তাহাদের উভয়কেই এক্ষণেও সব-জেলের হাজতে রাখা হইয়াছে।

অন্তরীণের স্থান পরিবর্ত্তন

রামনদীঘী গ্রামের শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ সরকার বি-এস্-সি মহাশয়কে বহরমপুর বন্দি-নিবাস হইতে [illegible] ত্রিপুরা জেলার কবিরপুর থানায় অন্তরীণ করা হইয়াছে।

সত্যে প্রসবতে বাগ্মেবোঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৪৪

মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর হক

কৃষ্ণনগর বারের উকিল, শান্তিপুর নিবাসী খাঁ বাহাদুর আজিজল হক শিক্ষা-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। তিনি গত ১৩ই জুন দার্জিলিং হইতে কৃষ্ণনগর আসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে রাণাঘাটে পৌঁছিলে স্থানীয় উকিল ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মালিকা প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর ষ্টেশনেও তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্রিপদলাভে নদীয়া জেলার অধিবাসিগণ গৌরবান্বিত, সন্দেহ নাই।

খাঁ বাহাদুর হক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত 'বাংলার মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা ও তাহার ইতিহাস' নামক পুস্তকখানি শিক্ষা কমিশনের প্রেসিডেন্ট স্যার মাইকেল স্যাডলার ও তাঁহার সদস্য মিঃ হেরণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলার শিক্ষা সরকারী কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য উপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 'শিক্ষা ও বাবসায়' নামে এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহাও আদৃত হইয়াছিল।

খাঁ বাহাদুর আজিজল হক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন সদস্য। পরবর্তীকাল তিনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য, বিশ্ব-বিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিটির সদস্য, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সংস্কৃত ভাষা বোর্ডের সদস্য, আলিগড় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষক, সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সদস্য এবং কৃষ্ণনগর কলেজের গবর্ণিং বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। [illegible] কৃষ্ণনগর [illegible] কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

[illegible] খাঁ বাহাদুর লোথিয়ান কমিটি, প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি, 'টেক্সট বুক টু কোরাণ কন্স্যালট্যান্স' কমিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্য। গত ১৯২৬ [illegible] তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নিযুক্ত আছেন। উদ্যম, পরিশ্রম ও কর্মকুশলতা গুণেই তিনি মন্ত্রীপদ পর্যন্ত লাভ করিয়াছেন।

দিয়াশলাই কারখানায় দাঙ্গা

বারাকপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি ভট্টাচার্য্য শনিবার উপেন্দ্রনাথ মাইতি, আহাম্মদ খাঁ এবং অপর চারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে আলমবাজার ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে চাকুরীর উদ্দেশ্যে গমনকারী বাচ্চা শুকুল ও অপরাপর ব্যক্তিকে মারপিট করিবার উদ্দেশ্যে বে-আইনী ভাবে সমবেত হইয়া দাঙ্গা করিবার অভিযোগ গঠন করিয়াছেন।

দিয়াশলাই কারখানার হেডক্লার্ক দয়ালহরি মিত্র সাক্ষ্যে বলেন যে, 'দিয়াশলাইয়ের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য হইবার পর কারখানা কার্য্যতঃ বন্ধ হইয়াছে। শ্রমজীবীদিগকে ১৫ দিনের মজুরী দিয়া বিদায় দেওয়া হয়; কিন্তু সাধারণ কাজের জন্য কুলীদিগকে বহাল রাখা হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাজ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাহাদের স্থলে নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হয়। তজ্জন্য বহু লোক চাকুরীর আশায় কারখানার দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিত। গত ২২শে মে প্রাতে ৭টার সময় অফিসে গমন করিয়া তিনি শুনেন যে, কারখানার দ্বারে দাঙ্গা হইয়াছে।

বরাহনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নৈলেন্দ্রনাথ দে সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি বাচ্চা শুকুলকে কারখানার দ্বারের সম্মুখে আহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তথায় আরও দুইজন আহত লোক ছিল। সাক্ষী তাহাদিগকে কারখানার ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করেন। সাক্ষী আসামী মোক্তারের কামরার ঘরে ১০টি লাঠি পাইয়াছিলেন।

বোম্বাইতে ডাঃ মুঞ্জে

বোম্বাই মহারাষ্ট্রী হিন্দুসভা সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে নাগপুর মেলে বোম্বাযে আসিয়াছেন। ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে এই অধিবেশন হইবে।

নাগপুরের মোটর দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, তিনি বিদ্রুপের জন্য অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোনও গুরুতর আঘাত পান নাই।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীযুক্ত আণের সঙ্গে ডাঃ মুঞ্জের ঐ বিষয়ে বিগ্রহরে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। তিনি ডিমক্র্যাটিক স্বরাজ্যদলের প্রেসিডেন্ট মিঃ এন, সি কেলকারের সঙ্গেও আলোচনা করেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সঙ্গে এই দলের যে চুক্তি হইয়াছে, ১৪শে জুন তারিখে ডিমক্র্যাটিক স্বরাজ্যদল তাহা অনুমোদন করিবেন।

প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি

৮ বৎসরের এক শিশুকে হত্যা করিবার অভিযোগে এক আরাকানী রমণীর প্রতি আরাকানের দায়রা জজ কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। রেঙ্গুন হাইকোর্টে বিচারপতি বা এবং বিচারপতি ম্যাকনির এজলাসে উক্ত আপীলের শুনানী হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত শিশুর গায়ে অলঙ্কার ছিল। আপীলকারিণী মানিন পিউ তাহাকে অনুসরণ করিয়া এক জলাশয়ে গমন করে। উহার পর আর উক্ত শিশুকে দেখা যায় নাই। তিন দিন পর (গত ২১শে ফেব্রুয়ারী) শিশুর মৃতদেহ অলঙ্কার বিহীন অবস্থায় জলাশয়ে ভাসিতে দেখা যায়। উহার অল্পক্ষণ পরে আপীলকারিণীকে ভিজা কাপড়ে রাস্তায় দেখা যায়। জলাশয়ের তীরে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের পায়ের দাগ ছিল। জজ এই সমস্ত ঘটনা হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে, আপীলকারিণী শিশুর অলঙ্কার হরণ করিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া মারিয়াছে।

বিচারপতিদ্বয় সিদ্ধান্ত করেন যে, আপীলকারিণী শিশুর অনুসরণ করে নাই। তাহার দেহে কিংবা ঘরে কোন আপত্তিকর দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আপীলকারিণীর অপরাধ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় নাই, তজ্জন্য তাহাকে খালাস দেওয়া হইল।

চিত্র গুপ্তের খাতিয়ান

গত ১৬ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির মৃত্যুর তালিকা :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ৭৮৭, মৃত্যু ৩৪১, পূর্ব্বে সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ৮৬০, মৃত্যু ৩৮৫। গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ২১৮, মৃত্যু ৮৪, পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ৩৩১,

আক্রমণ ৬১৬, মৃত্যু ২১১। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ ৭১, মৃত্যু ৯। পূর্ব্ব সপ্তাহে ছিল ২৭, মৃত্যু ৯। গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল আক্রমণ ৫৬, মৃত্যু ১০।

বিভিন্ন জেলায়

কলেরায় :—বর্দ্ধমান ২, বাঁকুড়া ৬, মেদিনীপুর ৫০, হুগলী ১, হাওড়া ৩৭, ২৪পরগণা ৪১, কলিকাতা ২৭, যশোহর ১, খুলনা ৮, মালদহ ১১, কুচবিহার ২, ঢাকা ৩, ময়মনসিংহ ২, ফরিদপুর ২, বাখরগঞ্জ ৬০ চট্টগ্রাম ১০, ত্রিপুরা ২১, নোয়াখালি ৫৭।

বসন্ত :—বর্দ্ধমান ১৫, মেদিনীপুর ৪, হুগলী ২, হাওড়া ১, ২৪ পরগণা ৬, কলিকাতা ১৪, দিনাজপুর ১৪, জলপাইগুড়ি ১, রংপুর ২, বগুড়া ২, পাবনা ৬, মালদহ ১, কুচবিহার ১, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ৮, ত্রিপুরা ২, নোয়াখালী ৩।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতায় ৯। অন্য কোন স্থান হইতে এই রোগে আর কোনও মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

লাহোরে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার

লাহোর ২১শে জুন অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া ডায়মণ্ড জুবিলী হিন্দু টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রায় ১৭০ জন ছাত্র বিদ্যালয়ের দুই গেটে প্রবেশ করিয়া শয়ন করে। তাহারা পরিচালক সমিতির সভাপতির ও সদস্যগণের পথরোধ করে। কিছুকাল পর পরিচালক সমিতির বৈঠক হয়। উহাতে ধর্ম্মঘটকারীদের চারিজন প্রতিনিধি আহ্বান করা হয়। অবশেষে ঘোষণা করা হয় যে, ধর্ম্মঘটকারীদের অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটি গঠিত হইবে; উহাতে ছাত্রদের একজন প্রতিনিধি থাকিবে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত থাকিবে। বিদ্যালয় খোলা থাকিবে, ধর্ম্মঘটকারিগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছে।

চোরের অনুসরণে বিপদ

নাগপুর জেলায় একজন গ্রামবাসী একদল চোরের অনুসরণ করিতে গিয়া তাহাদের গুলীতে হত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কোনও ব্যক্তির বাড়ীতে একদল চোর প্রবেশ করিলে গৃহস্বামী তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। ফলে তাহারা পলায়ন করে। একদল লোক তাহাদের অনুসরণ করে। অনুসরণকারীদের মধ্যে একজন দ্রুত অগ্রসর হইয়া চোরদের নিকটবর্ত্তী হইলে চোরগণ তাহাকে তাহাদের অনুসরণ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করে। সে তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করায় চোরগণ প্রথমে আকাশে একটি গুলী ছুড়ে। অনুসরণকারী উহাতেও নিবৃত্ত না হওয়ায় তাহারা তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ৩০ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে জুন ইং ১৯৩৪ বুধবার } ১০১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩ই জুন বুধবার বালিয়াটীর শ্রীশ্রীগদাই গৌরাঙ্গমঠ হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিঘুলিয়া নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত রসরাজ সাহা মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া তিন দিবস কাল শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তৈর্থিক বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাঠকালে স্বামীজী বলেন যে, বর্ত্তমানে অনেকেই মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং মন্ত্র প্রদান করেন বটে কিন্তু দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই মন্ত্রার্থ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সেইজন্য ভগবানের সাক্ষাৎ-লাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তৈর্থিক-বিপ্রকে কি প্রকার উপদেশ দিয়াছেন।

"মোর মন্ত্র জপি' মোরে কর আহ্বান"

হে তৈর্থিক বিপ্র, তুমি আমাকে বার বার আহ্বান কর; তাই আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া তোমার নিকট উপনীত হই। সুতরাং দেখা যায় যে, আমরা যদি বাস্তবিক মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারি বা জপ করিতে পারি তাহা হইলে আমরাও ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারিব বা ভগবান্ আমাদের আহ্বানে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। আর যদি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া অসদ্-গুরু আশ্রয় করিয়া ভগবান্‌কে ডাকি তাহা হইলে আমাদের কি হইবে?

"কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়।"

পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে ছায়াচিত্রে শ্রীপাদ পতিত-পাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের লোকের কি প্রকার চিত্তবৃত্তি ছিল এবং দেশের কিরূপ কিপ্রকার অসৎ ব্যবহার চলিতেছিল তাহা বক্তৃতামুখে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সরলভাবে বুঝাইয়াছেন। ইহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

এক ব্যক্তি বলেন যে ছায়াচিত্র অনেক দেখিয়াছি এবং বক্তৃতাও অনেক শুনিয়াছি বটে কিন্তু এই বালকের মুখে আজ যে প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম এ প্রকার পূর্ব্বে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমি আশা করি তাঁহার এই বক্তৃতা সর্ব্বজনপ্রিয় হইবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তথা হইতে স্বামীজী মহারাজ গত ১লা আষাঢ় ১৬ই জুন শনিবার পাকুটিয়া গ্রামে শুভবিজয় করেন এবং গ্রামবাসীর আগ্রহাতিশয্যে তথায় থাকিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে ছায়াচিত্রে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

গত ২১শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, সাধুসঙ্গ কথা জীবমাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু সুকৃতি না থাকিলে জীবের সাধুসঙ্গ হয় না। সেইজন্যই বিধাতা অধিরোহবাদী কর্ম্ম-কুলকে অবতারের কথা শ্রবণের যোগ্যতা বিধান করিয়া চৈত্যগুরুরূপে বৈষ্ণবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অধিকার দিতেছেন।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের
শ্রদ্ধা যদি হয়
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

এই উক্তিগুলির মূলেই ভগবৎ-কৃপা বা শ্রদ্ধা। ব্রহ্মা ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মূলপুরুষ। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে অবস্থিত জনগণই ব্রাহ্মণ। সকল ব্যক্তিই ব্রহ্মা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারাও ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইবার যোগ্য। ভাগ্যহীন বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য মূর্ত্তিসমূহ কল্পনা করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণমানসে সকাম উপাসনা সৃষ্টি পূর্ব্বক এক পন্থা অবলম্বন করায় অবৈধভাবে বিষ্ণুরই পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলেন —

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥"

দেবতাদিগণ সকলের একমাত্র সেব্য কৃষ্ণের পূজা বাদ দিয়া দেবপূজায় রত হন বলিয়া তাঁহারা আপাতত ধনজনাদি কিছু পাইলেও ভগবান্‌কে লাভ করিতে বা জানিতে পারেন না। সেজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রহ্ম-জ্ঞানাভাবে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহেন, সেই ভগবদ্বিজ্ঞান ব্যক্তিগণ শৌক্র-ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র-আখ্যায় আখ্যাত। ইঁহারা যদি বিধি পূর্ব্বক দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত হন তবে তাঁহারা শ্রীআনন্দতীর্থ ভগবৎপাদের তত্ত্ববাদ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তাই শাস্ত্র বলেন—

'এতদক্ষরং বিদিত্বা গার্গি অস্মাৎ লোকাৎ
প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥'

'এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গি অস্মাৎ লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণঃ।"

কৃষ্ণই যোগেশ্বর। ভক্তিযোগ দ্বারাই সেই ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ ঘটে। বদ্ধজীবের বাসনা যেকালে কৃষ্ণবিমুখ হয় তৎকালে জীব ভক্তিযোগ পরিত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্ম দ্বারা হঠযোগ বা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা রাজযোগের অনিত্য পন্থাসমূহ গ্রহণে রুচিবিশিষ্ট হন। ভক্তিযোগপন্থায় আত্ম-যোগের সম্ভাবনা নাই। অনাত্মবিচার হইতেই অন্যাভিলাষসমূহের উদয় হয়।

যেরূপ কবচ ধারণ করিলে সর্ব্বত্রে প্রাকৃতিকদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সেইরূপ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাধারাকে চরম উদ্দেশ্য সচ্চিদানন্দ বলিয়া জানিলে জীবকে আর মায়াধারা আক্রান্ত হইতে হয় না। জীব যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া আত্মার অনিন্দনীয় নিত্য-ভক্তি আশ্রয় করিয়া মায়াবাদ ও কর্ম্মফল-ভোগবাদের দর্প দ্বারা আক্রান্ত হন না। এইজন্য জগতীয় বহু শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদের সম্বন্ধ। যেরূপ কাঠ অবলম্বন করিয়া প্রতিমা গঠিত হয় এবং কালে প্রতিমার বহিঃসজ্জাদিত দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া কাহারও পরিণত হয়, সেরূপ বহিঃপ্রজ্ঞা-দর্শক তত্ত্বকে সংশোধন অন্তরঙ্গ বস্তু জ্ঞান করেন। সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি বিষ্ণু ঈশ্বরগণ জড় ধারণাগত দৃশ্য বস্তু নহেন, যে সকল অপ্রাকৃত আবিলত্ব আত্মা, নিত্য অর্থাৎ চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য নিত্যকাল অবস্থিত, তাহাতে অচিৎ ভোগ্যভাব আরোপিত হইতে পারে না। ভগবদ্বস্তুকে মূঢ় জন জড় বলিয়া ধারণা করতঃ নরকের পথ পরিষ্কার করে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ ত্রিবিক্রম, ৬৩ অনিরুদ্ধ ৪৪৮

অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা

মনু পুত্র নাভাগের পুত্র অম্বরীষ হইতে পরম-ভাগবত অম্বরীষ মহারাজের আবির্ভাব। ইনি ভগবানের পরম ভক্ত ও শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ। এই অম্বরীষ মহারাজ সমগ্র পৃথিবীর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন। ভাগবত বৈভবাদিকে জীবের অযোগ্যতার কারণ ও মহা মোহোৎপাদক জানিয়া যথাযোগ্য পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা কৃষ্ণের সেবায় সমস্ত বৈভব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণব রাজা জগতে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার নিষ্কাম সেবাদর্শ জীবমাত্রেরই অনুসরণীয়।

ইঁহার পূতচরিত্র আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, তিনি মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে, বাক্যসকলকে বৈকুণ্ঠ-বর্ণনার গুণানুকীর্ত্তনে, করযুগলকে হরিমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবাকার্য্যে, শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণে, নয়নযুগলকে মথুরাদি ধাম ও হরিভক্তবৈষ্ণব-দর্শনে, স্পর্শেন্দ্রিয়কে হরি-ভক্তের পাদপদ্ম-স্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভগ্রহণে, রসনাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে, চরণযুগলকে মথুরাদি বিষ্ণুতীর্থ-পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরিচরণ-প্রণামে, কামনাকে ভগবানের দাস্য প্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নিজ সুখভোগের উদ্দেশ্যে বিষয়-গ্রহণার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিজ সেবায় নিযুক্ত করেন নাই।

সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাজর্ষি অম্বরীষ যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে ভাবের একমাত্র আরাধ্য ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। দেহাত্মবুদ্ধিহীন ভাগবত অম্বরীষ মহারাজ যাবতীয় ধন, জন, স্ত্রী এবং পুত্রাদির প্রতি আসক্তিকে ভগবদ্বৈমুখ্য ও মায়াবন্ধনের কারণ জানিয়া অতি যত্নে মোহাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের ভজন শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রত থাকিতেন। ভক্তিবল-প্রভাবে তিনি ভোগবাসনা ত' দূরের কথা, মোক্ষাদি-চতুর্ব্বর্গ কামনাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমনকি অম্বরীষ এই প্রকারে ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করিতে করিতে অতিশয় প্রীত হইয়া, দুরূহ কোন ভাগবত সাধনের দ্বারা ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পদের কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি অম্বরীষের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তসংরক্ষক ও প্রতীপজনের ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবপ্রবর অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আত্মতুল্যা মহিষীর সহিত এক সময়ে বৃন্দাবনে সম্বৎসর যাবৎ দ্বাদশী ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন কার্ত্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাসের পর মহারাজ অম্বরীষ যমুনাতে স্নান করিয়া মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চনাদি সমাপন পূর্ব্বক দ্বাদশীর পারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে যোগ-বিভূতিমান্ অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা তদ্গৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজা অম্বরীষ প্রত্যুত্থান ও পূজোপহার দ্বারা দুর্ব্বাসাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তদীয় গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন।

দুর্ব্বাসা তাঁহার প্রার্থনা সাদরে অঙ্গীকার করতঃ মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপনার্থ কালিন্দীতে গমন পূর্ব্বক তথায় ধ্যানস্তিমিতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন, আর শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন না। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পারণ করিতে হইবে; কারণ দ্বাদশীতে পারণ না করিলে ব্রত বৈগুণ্য দোষ ঘটে। যোগী দুর্ব্বাসা যথাসময়ে প্রত্যাগমন না করায় রাজা অম্বরীষ দ্বিজগণসহ বিচার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘনে অপরাধ, আবার দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও ব্রতবৈগুণ্য দোষ হয়, অতএব যাহাতে মঙ্গল হয় অথচ অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে তৎসম্বন্ধে দ্বিজগণসহ বিচার করিয়া রাজা স্থির করিলেন—এখন আমি কেবলমাত্র জল গ্রহণ করিয়া ব্রত রক্ষা করিব যেহেতু বিপ্রগণ জলপানকে ভক্ষণ অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন। পারণসময় অতীত হয় দেখিয়া রাজা ব্রাহ্মণগণের পরামর্শানুসারে ভগবান্ অচ্যুতকে মনে মনে চিন্তা করিয়া এক গণ্ডূষ জল মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রত রক্ষা করিয়া দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মতেজোময় ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৈষ্ণবপ্রবর অম্বরীষ মহারাজকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং তাহাতেও তাঁহার ক্রোধোপশম না হওয়ায় দুর্ব্বাসা স্বীয় জটা হইতে কালাগ্নিতুল্যা এক দেবতা নির্ম্মাণ করিয়া অম্বরীষকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। ঐ ক্রোধোদ্দীপ্ত দেবতা হস্তে অসি লইয়া পদ দ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে অম্বরীষ মহারাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তথাপি সুধীর ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তবিগ্রহ ভক্তরাজ অম্বরীষ উহা দেখিয়াও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না, এদিকে ভক্তরক্ষক ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্ত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় চক্রকে প্রেরণ করিলেন। ভক্তরক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে আদেশ-প্রাপ্ত সুদর্শনচক্রও তাঁহার অমিত তেজে কৃত্যানল ধ্বংস করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিলেন।

নিজ প্রয়াস ব্যর্থ হওন পরন্তু ঐ চক্র তাঁহারই অভিমুখে দ্রুতগতিতে আগমন করিতেছে দেখিয়া দুর্ব্বাসা ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ আকাশ, সমুদ্র, ত্রিভুবন এবং স্বর্গাদিতে গমন করিয়াও কোথাও আশ্রয় পাইলেন না; তখন ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া বলিলেন,—হে বিধাতঃ, হে ব্রহ্মণ! দুঃসহ তেজোময় চক্র হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন - যে কালরূপী বিষ্ণুর ইচ্ছায় ভ্রূভঙ্গী-মাত্রেই এই বিশ্বের সহিত মদীয় লোক তিরোহিত হইবে, দক্ষ, ভৃগু প্রমুখ ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি ভূতনাথ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলে অধীন হইয়া যাঁহার মঙ্গলময় আদেশ অবনতমস্তকে বহন করিতেছি, সেই বিষ্ণুর ভক্তদ্রোহী আপনাকে আমি রক্ষা করিতে সমর্থ নহি।

ব্রহ্মার বাক্যে হতাশ হইয়া দুর্ব্বাসা আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে শিবলোকে গিয়া শঙ্করের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে শ্রীশঙ্কর কহিলেন—হে বৎস! যে পরমেশ্বরে ব্রহ্মাদি অনন্তজীবের উপাধিভূত ব্রহ্মাণ্ড সমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ড সদৃশ কোটী সহস্র সহস্র যথাকালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে লোকপাল অভিমানে স্বাধ্য আমরা কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। আমি, নারদ, ব্রহ্মা, কপিল, সনৎ, ব্যাস, মরীচি প্রমুখ ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ—আমরা সকলেই যদিও সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া যাঁহার মায়াকে জানিতে পারি না, সেই শ্রীহরির এই চক্র আমাদেরও দুর্বিষহ, সুতরাং তুমি শ্রীহরির সন্নিধানে গমন কর, তিনি তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন।

অনন্তর দুর্ব্বাসা শিবের নিকটেও নিরাশ হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির বৈকুণ্ঠ নামক ধামে গমন পূর্ব্বক কম্পিত-কলেবরে ভগবৎ-পাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অচ্যুত! আমি আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়াছি, আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করুন। চক্রাগ্নি-সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন বটে কিন্তু নারায়ণও বৈষ্ণবাপরাধীকে কৃপা করিলেন না।

শাস্ত্র বলেন,—বৈষ্ণব-নিন্দা বা তাঁহার প্রতি ক্রোধাদি প্রদর্শন ত' দূরের কথা বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিলেও মহাপরাধ হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন,—

যে বৈষ্ণব-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণব-চরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পায়।
সেই বৈষ্ণব-পূজা হইতে বড় আর নাই॥
শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হইতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
জন্মে জন্মে পায় দুঃখ জীবন মরণ॥
বিদ্যা কুল তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাঁহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে জন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥

স্কন্দপুরাণেও আমরা দেখিতে পাই,—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহা-রৌরব-সংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

—যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম বা পূজা না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে ও বৈষ্ণবদর্শনে যে আনন্দিত না হয় এই ছয় জনেই অধঃপতিত হয়।

কৃষ্ণের চরণে অপরাধ হইলে শ্রীনাম বা শ্রীগুরুদেব তাহা ক্ষমা করেন, কিন্তু গুরু বা বৈষ্ণবের চরণে যদি অপরাধ হয় তাহা হইলে কৃষ্ণ কিছুতেই তাহা ক্ষমা করেন না ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা শাস্ত্রাদিতে পাই। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয় তিনি যদি দয়া করিয়া ক্ষমা করেন, তবেই অপরাধীর নিস্তার নতুবা বৈষ্ণবাপরাধীর আর গতি নাই। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥"

এই শাস্ত্রবাণীর তাৎপর্য্য ও তাহা-প্রদর্শন-কল্পে ভক্তবৎসল নারায়ণ ...াসার নিকট ভক্তিবলে মুক্তিতুচ্ছকারী ...য়ং-সেবা-পরিতৃপ্ত কৃষ্ণৈকপ্রাণ ভক্ত ভক্তির মাহাত্ম্য এবং নিজের ...াধীনতা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে ...রীষের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিলেন। ...বান্ শ্রীহরির আদেশে ভয়ব্যাকুল ...াসা রাজর্ষি অম্বরীষের চরণযুগল ধারণ ...য়, মহারাজ অম্বরীষ নিজ অমানি-...নদ-স্বভাববিধায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ...াসাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীহরির ...ক্র প্রতি স্তব করিতে লাগিলেন। ...ভাগবতের এইরূপ স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট ...য়া দুর্বাসা-দমনকারী সুদর্শন শান্ত ...লেন। দুর্বাসা সুদর্শনের কৃপা লাভ ...য়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-জনিত অপরাধ ...তে মুক্ত হইয়া নিজের ব্রাহ্মণাভিমানরূপ ...তা উপলব্ধি করিয়া মহারাজ অম্বরীষের ...শংসা করিতে লাগিলেন।

———

দুর্বাসার প্রত্যাগমনাপেক্ষায় রাজা ...ভুক্ত ছিলেন; অমানি মানদ বৈষ্ণবপ্রবর ...রীষ মহারাজ আহিত দুর্বাসাকে সাদরে ...জন করাইয়া নিজেও ভোজন করিলেন। ...পর তিনি পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ ...রিয়া দিয়া বনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ ...সেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন।

আমরা অত্র বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ ...রাধ বা বৈষ্ণব-অবমাননার ফল বর্ণনমুখে ...চিত্রটী অঙ্কিত করিয়া আত্মশোধনে ...হইলাম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থির-...পরবর্ত্তী আলোচনা করিলে বুঝিতে ...রিবেন যে কৃষ্ণই সকলের পূজ্য ও একমাত্র ...ন, তিনিই ব্রহ্মা শিবাদি সকলেরই ...কর্ত্তা বা মালিক। আবার কৃষ্ণ সকলের ...ক হইলেও সেই কৃষ্ণেরও একজন ...ক আছেন—তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব ...বৈষ্ণব। সুতরাং বৈষ্ণবসেবাই যে ...কৃপা লাভের একমাত্র উপায় ইহা ...বে বাঁধা।

...ব ব্রাহ্মণগণের গুরু, কৃষ্ণের ... তাঁহারা কৃষ্ণেচ্ছায় যে কোন ... হইতে পারেন। সুতরাং ...ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে অবমাননা ...পরাধ। এই অপরাধ হইতে ...জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা ...সাধু সাবধান!

শ্রীগৌরবাণীবিগ্রহ

(১)

দয়াল্লাবতার, শ্রীশচী-কোঙর
অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-সুত।
মায়াপুর-ধামে প্রেম-আস্বাদনে,
নিত্যকাল লীলারত॥

(২)

শ্রীশচী-অঙ্গন, অতি মনোরম,
নিত্য মহাযোগপীঠ।
চির প্রকটিত, কিন্তু অন্ধ যত,
অনন্ত নরক কীট॥

(৩)

সে সব ভুলিয়া, কুরসে মজিয়া,
রহি' সুখে ভববদ্ধ।
বেদে না মজিয়া, প্রেমে আঁকড়িয়া,
ছিল যবে জীববৃন্দ॥

(৪)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ,
হেন দুঃসময়ে এল।
এসে প্রাণহরি, সহ মায়াপুরী
জীবে পুনঃ জানাইল॥

(৫)

গৌরবাণী ভেরী, দিবা বিভাবরী
মহারোলে বাজাইল।
'সজ্জন-তোষণ' 'পাষণ্ড-দলন',
দ্বিপতাকা উড়াইল॥

(৬)

শ্রীগৌরসুন্দর, সেবি' নিরন্তর,
সেবানন্দ-রসে মাতি'।
সেবা-অঙ্গ হ'তে, জীব-কল্যাণেতে,
আবির্ভূত এক মূর্ত্তি॥

(৭)

মর বা অমরে সুজন পামরে,
তরাইতে অবিচারে।
দিব্য সে মূরতি, অই হের ক্ষিতি-
পাবন-বেশেতে ফিরে॥

(৮)

সেবাব্ধি-উত্থিত, সেই অপ্রাকৃত
সুশান্ত মূরতিবর।
পতিত মোদের, ভব-সাগরের,
একমাত্র কর্ণধার॥

(৯)

গৌরবাণীবিগ্রহ, তাঁহাকে জানিহ,
অজের অগ্রজ তিনি।
আচার্য্যরূপেতে, সেবা শিক্ষা দিতে,
অবতীর্ণ এ অবনী॥

(১০)

মায়াপুরাধীশে, সেবিছে অশেষে,
সতত স্বগণ সহ।
সেবার সৌষ্ঠব, নিত্য নবনব,
শিখাইছে অহরহঃ॥

(১১)

সেবক যাঁহারা, শিখি' সেবা তাঁরা,
চিনি' সে বাণীবিগ্রহে।
সেবাই সুসার, সেবা সুখসার,
সেবিছে জেনে সাগ্রহে॥

(১২)

যতেক বরষ, সবার বরষ,
প্রায় সেবন প্রণতি।
সেবন ভেয়াগি, সব ত্যাগী ভোগী,
লভ্য সবার দুর্গতি॥

(১৩)

(কিন্তু) সেবি আমি খল, জেনেও গরল,
হ'য়ে সেবন-বিরত।
উপলব্ধি-হীন, কথায় প্রবীণ,
পরোপদেশে পণ্ডিত॥

(১৪)

বৈষ্ণববিদ্বেষী, অন্য অভিলাষী,
মাগি হে বৈষ্ণব তবু।
শ্রীপদ-প্রহারে, বিদলিত ক'রে,
অধিকারী দেখো প্রভু॥

(১৫)

দিও হে জাগিয়ে, আমার হৃদয়ে,
সে লাগি করুণা তবু।
অদোষ-দরশি, নিজ ভালবাসি,'
সেত মোর শ্রেয়ঃ-সীমু॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

মহাপ্রভুর আলয়

শ্রীধাম-মায়াপুর পত্রিকা

৭০ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে উল্লিখিত শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ বা শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর আলয়ের সেবা-সৌকর্য্যার্থ মাসিক অর্থ-সাহায্যকারী, বৈশাখ মাসে তালিকাভুক্ত গৌরভক্তগণ মহাত্মাগণ ব্যতীত বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যে সমুদয় ভক্তবৃন্দ মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাঁহাদিগের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল। যাঁহাদিগের অর্থ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত হয় তাঁহারা যে শ্রীভগবানের অশেষ কৃপাভাজন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি, তালিকাভুক্ত সজ্জনগণের অনুসরণক্রমে অপরাপর সুধীগণও শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবায় যথাসাধ্য মাসিক অর্থ-সাহায্যে অগ্রগামী হইবেন।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ভক্তিশাস্ত্রী.সেবাকোবিদ)
রক্ষক, শ্রীমন্দির।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাহায্য দাতৃগণের তালিকা

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ নন্দী
শলদা (মেদিনীপুর) ১৲
২। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ১৲
৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত,
আগরতলা
৪। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি
জেন্টা মিল্ (হাওড়া) ১৲
৫। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ কর
জেন্টামিল্ (হাওড়া) ১৲
৬। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ মিত্র
ছিনপাই (বীরভূম) ১৲
৭। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ঐ
৮। শ্রীযুক্ত হরপদ দাস অধিকারী
কলিকাতা ঐ
৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
মণিরামপুর (ব্যারাকপুর) ঐ
১০। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত
বেড়া (পাবনা) ঐ
১১। শ্রীযুক্ত সকল-বিপদমুক্তি দাসাধিকারী
বেড়া (পাবনা) ঐ
১২। শ্রীযুক্ত মতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ঐ
১৩। শ্রীযুক্তা জগন্মোহিনী ঘোষ
কৃষ্ণপুর (নদীয়া) ঐ
১৪। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা বালা দাসী
চুঁচুড়া (হুগলী) ঐ
১৫। শ্রীযুক্তা নবনন্দিনী দাসী
শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া) ঐ
১৬। শ্রীযুক্ত তারকেশ দাসাধিকারী
ও সীতাপতি দাসাধিকারী
বল্লালদিঘী ও শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া) ঐ
১৭। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপেন্দু দাস অধিকারী
সাবড়িয়া (যশোহর) ঐ
১৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মহাপাত্র
কলিকাতা ঐ
১৯ শ্রীযুক্ত কুবের দাস অধিকারী
বল্লালদিঘী (নদীয়া) ঐ
২০। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস
(সোনাগড়া) ২৲
২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
ধানবাদ ১৲

সাময়িক

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসব-উপলক্ষে পুরীর সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার হইতেছে। একদিকে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক আচার্য্য-বর্য্য "মুকুন্দ পুরুষোত্তমাহ" এই নাম-বাক্য সার্থক করিয়া স্বয়ং সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, অপরদিকে তাঁহার অনুগ-ভক্তবৃন্দের দ্বারাও নানাভাবে হরিকথা প্রচার করাইতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমের সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible]

[illegible] শ্রী[illegible]

১। [illegible] ৫০

[illegible] ১৮

[illegible] ।৫/০

৩ [illegible] শ্রী[illegible] ([illegible]) ৬৲

৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০

৭। [illegible] ।০

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও

শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০

১২। মুক্তিমঞ্জিকা [illegible] সাম্প্রদায় (মাত্র) ৲

১৩। [illegible] সাম্প্রদায় রামানুজীয়) ।০

১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দীপ-নিবেদন ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ।৶০

২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

২৩। গীতমালা ৵১০

২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০

২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৯। শরণাগতি ৵০

৩০। গীতাবলী ৵০

৩১। [illegible] নবদ্বীপ ১।০

৩২। সাধনকণা ৵০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০

৩৪। [illegible] ৵০

৩৫। [illegible] ৵০

৩৬। মধ্যচারদ্বয়ঃ ৵০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০

৩৮। [illegible] [illegible]

৩৯। সাম্বন্ধকল্পমালা (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ৷৵০

৪০। বৈষ্ণব[illegible] ([illegible]) ৩

৪১। [illegible] ।০

৪২। শ্রী[illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। নামমঞ্জরী মাহাত্ম্য ।০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৪৬। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০

৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০

৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ঃ ।০

৫৪। মণিক-নিকাশনমূলম্ ।০

৫৫। [illegible] ।০

৫৬। মাকুন্দ-নিকাইকম ৷০

৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০

৫৮। মায়াংশবণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০

৬০। [illegible] ।০

৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ক্স ।৶০

৬২। ভাক্‌ ঘ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। ভোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৵০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। [illegible] [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] [illegible] ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৭০। সাধন পথ ।০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০

৭২। গীতাবলী ৵০

৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান।

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। [illegible] ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। [illegible] সমাধি-পীঠ ঐ

৬। [illegible]-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, কাঁসখালী।

৯। [illegible]গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রী[illegible]মঠ [illegible], বর্দ্ধমান

১২। শ্রী[illegible]আশ্রম, [illegible], পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রী[illegible]আশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], ঢাকা,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রী[illegible] মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রী[illegible]আশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, [illegible] পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।

২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।

২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মানভূম।

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওল্ড [illegible], [illegible] গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। অমাবি গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া [illegible]আশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, [illegible]সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য [illegible] ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

শিয়ালদা	ডাঃ	০—৩	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ডাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৯,	১১—৫০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ডাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ডাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ডাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৫	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ডাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০ ৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ডাঃ	৭-৫৩	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে রেল বদলাইতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রায়ঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৯, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

রামপুর দরবারের ঘোষণা

রামপুর রাজ্যের পাবলিসিটি অফিসার কলিকাতায় তার করিয়াছেন :—

গত ২২শে জুন রামপুর দরবার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে এবং নাগরিকগণের প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা সত্বর শান্তিস্থাপন-কল্পে চেষ্টা করিবেন; সুতরাং সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হইয়াছে ও সৈন্যক প্রহরীদের সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯শে জুন তারিখের গুলীবর্ষণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"কোনও কোনও সংবাদপত্রে হতাহতদের যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি রামপুর দরবারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রামপুর গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকারী ও বে-সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ১৯শে জুন তারিখে গুলীবর্ষণের ফলে একজন নিহত ও তেরজন আহত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট এবং রাজনৈতিক বিভাগের মন্ত্রী ঘটনার অব্যবহিত পরই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। আহত ব্যক্তিদিগকে ঘটনার পরই প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় এবং তাহার একঘণ্টা পরই মোরাদাবাদের সিভিল সার্জ্জনকে ও বেরিলীর ডাঃ আবদুল হাকিম খাঁকে চিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হয়।"

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নিহত

সম্প্রতি মাদারীপুরে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মাদারীপুর থানার অধীন গোপালপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মুন্সী সৈয়দ আলী বেপারীকে গত ১৭ই জুন গভীর রাত্রে তাহার গৃহে নিদ্রিত থাকা সময়ে কতিপয় দুর্বৃত্ত গৃহে প্রবেশ করতঃ তাঁহার অস্ত্রদ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র গুরুতর আঘাত করে। ঐ গৃহে উক্ত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের স্ত্রী ও বারান্দায় ইউনিয়ন বোর্ডের একজন চৌকিদার শুইয়াছিল, বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়া প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে চিকিৎসার্থ স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছেন। সেইদিন তথায় তিনি উক্ত আঘাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনও অজ্ঞাত। পুলিশ সন্দেহক্রমে প্রেসিডেণ্টের নিকট আত্মীয় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া মাদারীপুরে প্রেরণ করিয়াছে।

আমীরাবাদ অগ্নিদাহের মামলা

ফেণীর মহকুমা হাকিম মিঃ এম আমেদ আমীরাবাদ অগ্নিদাহের মামলায় আসামীদিগকে বেকসুর মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। জমিদার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দাসের কাছারীতে অগ্নিপ্রদান সম্পর্কে উক্ত জমিদারের তিনজন কর্মচারী ও একজন পিয়নকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট জমিদারের পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আসামীদিগকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিবার কোন প্রমাণ নাই।

নোয়াখালী বারের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার দত্ত আসামী পক্ষে মামলা চালাইয়াছিলেন।

--

আসামে ভীষণ বন্যা

আসামের বন্যা সম্পর্কে এ বি রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন :—

চাপার মুখের নিকটে গৌহাটী লাইনে ভীষণ বন্যা হইয়াছে। পাণ্ডু ও মণিপুর রোড এবং বদরপুর ও লামডিং লাইনে ট্রেণ চলাচল বন্ধ আছে। বদরপুর ও মণিপুর রোডের মধ্যে ২।১ দিনের মধ্যে সর্ব্বাংশিকভাবে ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গৌহাটী লাইনের অবস্থা কিরূপ তাহা এখন জানা যাইতেছে না। আগামী ৫।৬ দিনের মধ্যে সর্ব্বসাধারণভাবে ট্রেণ চলাচলের কোনও সম্ভাবনা নাই।

অস্ত্রশস্ত্র আইন ভঙ্গের অভিযোগে তিনজন যুবক

অস্ত্রশস্ত্র আইন ভঙ্গের অভিযোগে পুটিয়ার রাজবন্দী সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ৮ই জুন সন্ধ্যার পর আসামীকে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। আসামী পক্ষের বক্তব্য এই যে, তিনি কেরোসীন কিনিতে নিকটবর্ত্তী এক দোকানে গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর গত ১৭ই জুন পুটিয়া গিয়াছিলেন।

গত ১৫ই জুন মালদহের দুইজন রাজবন্দীকে অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ১৪ই জুন রাত্রে থানার দারোগার অনুপস্থিতিতে আসামীদ্বয় দুই মাইল দূরে এক গ্রামে আহার করিতে যায় এবং রাত্রি ১২টার ফিরিয়া আসে, অতঃপর এই ঘটনা থানার দারোগা জানিতে পারেন এবং আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মালদহ সদরে প্রেরণ করা হয়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সত্যানন্দ-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "ঠিকানা" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C. 544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বাগ্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ২৮শে জুন ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

সাধুর প্রতি চোরের আক্রমণ

লাহোর হইতে প্রকাশ, শ্রীরাম সিংহ ...মক জনৈক সাধু লুধিয়ানা জেলার কোন ...র্মশালায় বাস করিত। লোকে বলিত ..., তাহার নিকট নগদ ও অলঙ্কারে ৩ ...জার টাকা আছে। একদল চোর সাধুকে ...হার সাংসারিক বন্ধন মুক্ত করিবার ...ন্ন করে। প্রথম রাত্রিতে গ্রামে জনৈক ...ত কনেষ্টবলের আগমনে তাহাদের ...দেশ্য ব্যর্থ হয়। পরদিন রাত্রিতে তাহারা ...ধুর প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই হউক কিংবা ...র নিবারণের জন্যই হউক, জুতা বাহিরে ...খিয়া ধর্মশালায় প্রবেশ করে। সাধু ...হাদিগকে বাধা প্রদান করায়, তাহারা ...হাকে বর্শা দ্বারা আক্রমণ করে। ...হাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া গ্রাম-...সিগণ তথায় উপস্থিত হইলে, চোরগণ ...ঙ্গলে প্রস্থান করে।

বিচারে এক ব্যক্তির প্রতি যাবজ্জীবন ...পান্তরের আদেশ হয়। অপর একব্যক্তি ...রের সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ...শিষ্ট ব্যক্তিগণ খালাস পায়। হাইকোর্ট ...বজ্জীবন দ্বীপান্তর আদেশের বিরুদ্ধে ...পীল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিহারে সংক্রামক ব্যাধি

গত ২রা জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ ...য়াছে, সেই সপ্তাহে বিহার ও উড়িষ্যা ...দেশে কলেরা রোগে ১ হাজার ১ শত ... জন লোক আক্রান্ত ও ৫ শত ৯৬ জন ...মুখে পতিত হইয়াছে এবং বসন্ত রোগে ...জার ৩ শত ৬৫ জন আক্রান্ত ও ৩ শত ... জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পালামৌ জেলাতেই কলেরা রোগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই রোগে ঐ জেলায় আলোচ্য সপ্তাহে ২ শত ১৪ জন আক্রান্ত এবং ১ শত ৫৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর হাজারিবাগ জেলা হইতে বসন্ত রোগে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোক আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্ত রোগে মোট ১ শত ৯৮ জন আক্রান্ত ও ৫৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ভাগলপুরে জলপ্লাবন

মধিপুরা হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে সমগ্র মহকুমায় জলপ্লাবন দেখা দিয়াছে। সংবাদাদি আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে। সাহায্যসমিতি ও সরকারী কর্ম্মচারীদের উপস্থিতির প্রয়োজন, এ বৎসর এই মহকুমায় কুশী নদীর জল বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

লক্ষ্ণৌএ গত ২০শে জুন একটী নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ই, আই, রেলওয়ের ডাক্তার বিভাগের চীফ ডিপার্টমেন্টের এসিষ্টান্ট শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্নীকে নাকি একটি চাকর ছোরায় আঘাত করে। তাহার ফলে মহিলাটি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ঘটনার সময় শ্রীযুক্ত সন্তোষ বাবু ষ্টেশনে ছিলেন না। সেই সময় তাঁহার পত্নী বাসায় একাকিনী ছিলেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহার অষ্টম মাসের শিশু কন্যাটি ছিল। সেই সময়ই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

এরূপ প্রকাশ যে, বালিকাটি অবিরাম কাঁদিতেছিল। তাহার অবিরাম ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশীরা ঐ বাড়ীর নিকট সমবেত হয় এবং বাড়ীর লোকজনকে ডাকিয়া কোন সাড়া না পাইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে। তাহারা মহিলাটিকে রক্তস্রোতে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায় এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারে যে, মহিলাটির মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, হত্যাকারী নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বালকের উপরে নিষেধাজ্ঞা

শিয়ালকোট হইতে প্রকাশ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিয়োগী নামে জনৈক ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকের উপর বিপ্লব দমন আইন অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে। তাহাকে তাহার নিজগ্রামে বাস বাটীর এলেকা ত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তাহাকে প্রত্যহ গোয়েন্দা আফিসে হাজিরা দিতে এবং সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থান করিতে বলা হইয়াছে।

নির্ব্বাসন দণ্ডের পরিবর্ত্তন

লাহোর হইতে প্রকাশ, শরণ সিংএর আয়োজনে একদল গ্রাম্য গায়ক গান করিতেছিল একটি বালক স্ত্রীলোকের বেশে নাচিতেছিল। শরণ সিং একটী টাকা দিয়া তাহাকে 'মাহোর' গান গাহিতে বলে। গান শুনিবার জন্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ১৭ বৎসর বয়স্ক মেহার সিংএর মাতার নামও ছিল 'মাহো'। সে মনে করে তাহার মাতার সম্বন্ধে গান গাহিতে বলা হইতেছে। তাই তৎক্ষণাৎ বিবাদ বাধে। প্রবীন লোকদের মধ্যস্থতায় মারামারি থামিবার উপক্রম থামিয়া যায়। ইহার ১৫ দিন পরে শরণ সিং নিহত হয়।

মেহার সিং নিম্ন আদালতের বিচারে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। সে আপীল করে। হাইকোর্টের বিচারে তাহার দণ্ডের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

জনৈক গ্রামবাসীর সাহস

লাহোর হইতে প্রকাশ, লায়ালপুর জেলায় চোরেরা এক গ্রামবাসীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। বাড়ীর মালিক তাড়া করিলে তাহারা পলায়ন করে। চোরদের পিছনে পিছনে কয়েকজন লোক দৌড়িতে থাকে। চোরেরা পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কাছ হইতে বলে। একজন পশ্চাদ্ধাবনকারী কিছুতেই কান্ত না হইয়া তাহাদের ধরিবার জন্য ছুটিতে থাকে। তখন চোরেরা একটী ফাঁকা আওয়াজ করে। তবুও সে নিবৃত্ত হয় না। চোরেরা তখন তাহাকে গুলী করিয়া মারে।

পুলিস তদন্ত করিয়া মাত্র কয়েকটি কার্ত্তুজ পাইয়াছে। চোরেদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কূপের মধ্যে যুবকের মৃত্যু

বালাঘাটের এক সংবাদে প্রকাশ যে, একটি বিবাহের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য একটি যুবক কোন কূপের নিকটবর্ত্তী একটি উঁচু মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিল, ঐ স্থান হইতে কূপের মধ্যে পড়িয়া যাইয়া যুবকটি গুরুতর আহত হয়, তৎক্ষণাৎ কূপ হইতে তুলিয়া লওয়া সত্ত্বেও যুবকটী মারা যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৭১

দীর্ঘকাল পরপর খবর দেখিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় অনাবৃষ্টি হইবে, তাহাই ঘটিতেছে। অনাবৃষ্টির ফলে বন্যার সংবাদ চারিদিক হইতে আসিতেছে। শ্রীহট্টের সংবাদে প্রকাশ, গোবিন্দগঞ্জ থানার ৪০ খানি গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গোয়াইনঘাট অঞ্চলের অবস্থাও শোচনীয়। কুমিল্লার সাতটী গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বহু শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। ময়মনসিংহে এমন প্রবল বন্যা হইয়াছে যে, রাজবাড়ীর পিলখানা ও আস্তাবল হইতে হাতী ঘোড়া পর্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ধমান অঞ্চলে দরিদ্র গ্রামবাসীদের যে দুর্দশা হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আশা করি গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে বন্যাপীড়িতদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন।

———

প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের মাচপাড়া ষ্টেশনের কাছে জনৈক দস্যু চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া জনৈকা স্ত্রীযাত্রীর দেহ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েকজন যাত্রীর সাহস ও তৎপরতার ফলে সে ধরা পড়ে। সম্প্রতি আবার বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের আন্দুল রোড এবং আঠারবাড়ী ষ্টেশনের মধ্যে আর একটী ভীষণ ট্রেণ-ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রেও জনৈক স্ত্রীযাত্রীর বহু টাকা মূল্যের অলঙ্কার প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া দুর্বৃত্ত দস্যু চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইয়াছে। স্ত্রীলোকটী একাকী মেয়ে-কামরায় ছিল। অন্যান্য কোচের নিকট, পাশের গাড়ীর পুরুষ যাত্রীরা স্ত্রীলোকটীকে আক্রান্ত দেখিয়াও সাহায্য করিবার জন্য আসিতে পারে নাই,—শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইবার উপায়ও ছিল না। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এই শ্রেণীর ট্রেণ-ডাকাতি নিবারণ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু কর্তব্য।

———

এবার বন্দি-নিবাস হইতে যে-সকল রাজবন্দী বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই পরীক্ষা ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। 'হিজলির বন্দীশালা হইতে শ্রীমতী বনলতা দাশগুপ্তা ইংরাজী সাহিত্যে ... শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়াছেন। ... মহিলা ... উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুইটি যুবক ... দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান লাভ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত কয়েকজন 'ডিস্টিংসনে'র সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলে কি এই সকল যুবক যুবতী পুলিশের সন্দেহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন? তাঁহাদের জীবনের সকল আশা, উচ্চাভিলাষ, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বসিয়াছে। সরকার তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবিকার্জনের পথ মুক্ত না করিলে আর গত্যন্তর কোথায়?

———

গত ১০ই এপ্রিলের সভায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইলে পর তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কিছু ফুলের মালা কেনা হয়। গত ১৬ই জুন কলিকাতায় প্রথম মেয়র দেশবন্ধু-স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্যও ফুলের মালা ক্রয় করা হয়। এই দুই বাবদ মোট ২৪ টাকা ব্যয় হয়। সরকারী অডিটরের মতে এই ব্যয় অবৈধ, অতএব তাঁহার পরামর্শক্রমে টাকাটা 'সার চার্জ' করা হইয়াছে। কর্পোরেশনের আইন সচিবের মতে ঐ ব্যয় সম্পূর্ণ বৈধ, অতএব 'সার চার্জ' হইতে পারে না। সরকারী অডিটার ও কর্পোরেশনের আইন সচিব, এতদুভয়ের মধ্যে কাহার ব্যাখ্যা ঠিক?

———

শ্রীমতী কমলা নেহেরু সম্প্রতি দেরাদুন জেলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন যে, পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের একটুও উন্নতি হয় নাই। পণ্ডিতজীকে যেখানে রাখা হইয়াছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ স্থান,—চারিদিকে উঁচু দেয়াল। ঐরূপ স্থানে আবদ্ধ থাকিলে পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের কখনও উন্নতি হইতে পারে না। সরকারের দয়া হইলেই পণ্ডিতজীর জন্য মুক্ত বায়ুতে একটু প্রশস্ত স্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। আশা করি জওহরলালজী সরকারের এই সুবন্দোবস্ত হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

———

বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশ সীমান্ত শাস্তিরক্ষা আইন অনুসারে অরিন্দম বসু নামক এক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, এই ভদ্রলোক জার্মাণীতে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে গিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর ইউরোপে থাকিয়া বিমানবাহিনীতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

গোয়েন্দা পুলিশ সন্দেহ করে যে, বাঙ্গলার কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। কাজেই তিনি এখানে আসিবার পর হইতেই স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহার আবাসের ও তাঁহার গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছিল। একদিন রাত্রিতে তিনি বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন, সেই দিন পুলিশ সারারাত তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। পরদিন তিনি ক্যাণ্টনমেণ্ট থানায় গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের এমন মাথা ব্যথা কেন? ঐ থানায় গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের সময় তিনি পাঠানের বেশে ছিলেন।

———

ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, মোগলসরাই ডিভিশনের (রেলওয়ে) অধীন গঞ্জার নামক স্থানের নিকটে গত ৯ই জুন তারিখে ৬-২ ডাউন রেল ট্রেণ ধ্বংসের যে চেষ্টা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায়, এই ব্যাপারে যে দুইজন রেলকুলী গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহারাই গাড়ীর ট্রেণ মাষ্টারকে সংবাদ দিয়াছিল যে, তাহারা কয়েকজন লোককে রেললাইন ভাঙ্গিতে দেখিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা পুলিশের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, স্থানীয় একজন মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধে তাহাদের আক্রোশ ছিল। তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্যই তাহারা রেললাইন ভাঙ্গিয়াছে।

অবশ্য সাপকে কুলী দুইজনকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

কয়েক জন যুবক ধৃত

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, নাথেরপেটুয়া সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে মনোমোহন দত্ত ও বার জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্মরণ আছে যে, কয়েক সপ্তাহ আগে নাথেরপেটুয়ার কালী কৃষ্ণ সাহার বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছে এবং ১৮০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার পত্র ও নগদ টাকা লুষ্ঠিত হইয়াছে।

ডাকাতি করিবার উদ্যোগ

বরিশাল হইতে প্রকাশ, চেলাদ্বীপের নন্দলাল দাশগুপ্ত, কেশবার নিত্যানন্দ রায় ওরফে নিতাই রায়, ও অক্ষকাটির হরিকান্ত দাসকে গত রবিবার রাত্রিতে অক্ষকাটিতে হরিকান্ত দাসের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার বাড়ীতে একটি রিভলবার ও কয়েকটি তাজা কার্তুজও পাওয়া যায়। তাহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি-ধারা (ষড়যন্ত্র), ৩৯৯ ধারা (ডাকাতির উদ্যোগ) এবং অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, এক বৎসর পূর্বে হরিকান্ত দাসের বাড়ীর নিকটে এক মাঠে বোমা বিস্ফোরণের ফলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মারা যায়। তৎপর অক্ষকাটি গ্রামে পিটুনী পুলিশ বসান হইয়াছিল এবং সম্প্রতি পিটুনী পুলিশ সরাইয়া নেওয়া হইয়াছিল।

২৭জন পলাতক

গত মাসে ফরিদকোট জেল হইতে ২৭জন অপরাধী হেড ওয়ার্ডারকে হত্যা ও একজন দারোয়ানকে আহত করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। এই দলের ১৯ জন ও আর কয়েকজন সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে, তবে এখনও ৮জনকে পাওয়া যায় নাই।

চুঁচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে জুন রাত্রিতে সদর মহকুমার অধীন বলির থানার নিকটবর্তী রামের রাস্তিতে এক হিন্দু মহিলার বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

মহিলাটির নাম অতুলবালা দাসী। প্রকাশ পাঁচ ছয়জন ডাকাত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুঠারদ্বারা জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে ও অতুলবালা এবং তাঁহার পিসীমাকে ঐ কুঠার দ্বারা গুরুতর ভাবে আহত করে। আঘাতের ফলে অতুলবালা পিসীমা অচৈতন্য হইয়া পড়ে। অতঃপর ডাকাতেরা বাক্স, পেটরা আলমারী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া বহু মূল্যবান দ্রব্য লইয়া যায়। যাইবার সময় তাহারা কয়েকটি অলঙ্কার ফেলিয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্টে খানাতল্লাস

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জুন শ্রীহট্ট সহরের দাড়িয়া পাড়া মহল্লায় শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত (শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল), শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দাস ও কৈলাসচন্দ্র দাসের বাসা পুলিশ দশ ঘণ্টা সময় খানাতল্লাসী করা হইয়াছে। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দাসকে পরে ... পুলিশ অফিসে নেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বিবৃতি গ্রহণ করিয়া ঐদিন রাত্রি প্রায় ১১টায় তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৬ই জুন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে পরদিন পূর্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীহট্ট সহরের বিবন্দর ভিতর আখড়া তল্লাসী করা হইয়াছে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

পাঠনিকেতন নামক লাইব্রেরীও তল্লাসী করা হইয়াছে। ছাত্রেরা এই পাঠাগারটি গঠন করিয়াছে এবং তাহারাই জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু পুস্তক একত্রিত করিয়াছেন। স্কুল কলেজের সঙ্গে পাঠাগার ও বন্ধ ছিল। পুলিশ তল্লাসী করিয়া পাঠাগারের যাবতীয় পুস্তকাদি, আলমারী, টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত জিনিষ নিয়া গিয়াছে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে জুন ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১০১ম সংখ্যা

বিলাতে প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, ৩ওই জুন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ [illegible]ধ্যাপক সরাবজী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া হেওয়ার্ড হীথ' নামক পল্লীর তদীয় আলয়ে [illegible]মন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ [illegible]র্ত্তন করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা পরাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। [illegible]ক পত্রে আরও প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে [illegible]ণ্ডে অপরাহ্ণ ১০ ঘটিকায় সূর্য্যাস্ত হয়।

এক বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ [illegible]গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পাশ্চাত্য দেশ-[illegible] প্রচার করিতেছেন। পাঠকগণ [illegible]নিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, শ্রীপাদ বন মহারাজের [illegible]বৎসরের প্রচারের বিবরণ গ্রন্থাকারে [illegible]পা হইয়াছে। আমরা আশা করি, [illegible]মী ডাকে ঐ মূল্যবান্ গ্রন্থ আমাদের [illegible]গত হইবে।

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতাসমূহও [illegible] সংরক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল [illegible]তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেও সর্ব্ব-[illegible]রণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, [illegible]হ নাই। তাই এই বক্তৃতাবলী যাহাতে [illegible]বিলম্বে প্রকাশিত হয় তাহাই আমা-[illegible] ইচ্ছা। লণ্ডনের মাননীয় মার্কু ইস [illegible] জেটল্যাণ্ড মহোদয় দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত; [illegible]নি শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতাসমূহ [illegible] করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রায় এক শত [illegible]কারের ইংরেজী অনুবাদ আছে; তদুপরি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে ইংরেজীতে আর একটি সব্যাখ্যা অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কেহ কেহ হয় ত' জিজ্ঞাসা করিবেন—নিষ্প্রয়োজনে কল্পনা বহন করিয়া লাভ কি? উত্তর এই যে, গৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিতব্য গীতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। নিজের পাণ্ডিত্যে গীতাকে বুঝিবার চেষ্টায় গীতার প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত [illegible] মহাজনগণের হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশিত [illegible] গীতার প্রকৃত [illegible] হয়; গৌড়ীয়মঠ শ্রৌত-বাণী অনুসরণ পূর্ব্বক ঐ আলোকময় বিষয় প্রকাশ করিবেন। সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের ধারায় গীতা অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে গীতার এই অনুবাদ বিশেষ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

লণ্ডনের রাজপথে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকদ্বয় —শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও শ্রীল বন মহারাজ

জার্ম্মাণদেশীয় Herr Ernst Schulze মহোদয় শ্রীপাদ বন মহারাজের কৃপালাভের ফলে [illegible] নিকট হইতে হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর নাম-ভজনে নিযুক্ত আছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তিনি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে প্রচুর সেবাকার্য্য করিতেছেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ১০ই জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৮—১৫ মিনিটের সময় লণ্ডনের ৩২নং 'বাসেল স্কোয়ার'স্থ 'ইষ্টুডেণ্টস্ মুভমেণ্ট হাউসে' 'ইণ্টার ন্যাশনাল' ছাত্র-বৃন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা-শ্রবণে ছাত্রগণ নূতন বিষয়ে আলোক লাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ

পুরী হইতে প্রেরিত নিজস্ব-সংবাদ-দাতার তারের সংবাদে প্রকাশ, গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন এবং আরও অনেক অনুকম্পিত জন সহ গত ২৫শে জুন সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় আলালনাথে পৌঁছিয়াছেন। আলালনাথের পাণ্ডাগণ ও গ্রামবাসিবৃন্দ প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ সপার্ষদে শ্রীল প্রভুপাদকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ২৭শে জুন শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠে শ্রীগোপীনাথজীর প্রতিষ্ঠোৎসব সম্পন্ন হইবার কথা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ মাঘব আদি কাগগোঙ্গশাখী ৪৪৮

গণেশ

আমরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণু-উপাসনা এই পঞ্চোপাসনার কথা শুনিতে পাই। জীবের একমাত্র কৃত্য—শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। জীব যখন এই কেবলা ভক্তির কথা ভুলিয়া যান তখনই ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষ জীবের প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ শিবের উপাসনাদি করিয়া থাকেন। দেবগণকে আজ্ঞাবহ করিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজসেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই এই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি। এই পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে সূর্য্যের উপাসকগণ সৌর, গণেশের উপাসকগণ গাণপত্য, শক্তির উপাসকগণ শাক্ত, শিবের উপাসকগণ শৈব এবং বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব (?) আখ্যায় আখ্যাত। এই সকল বিষ্ণুপাসকগণ বিষ্ণুকে শিবাদি দেবতাগণের অন্যতম মনে করিয়া নরকগামী হন। তাঁহাদের বিষ্ণুসেবা—বিষ্ণুর নিকট হইতে কিছু আদায় করা। বিষ্ণুর সুখবিধান না করিয়া নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্যই তাঁহাদের সেবার অভিনয়। সুতরাং ইঁহারা বৈষ্ণব নহেন, অবৈষ্ণব—বিষ্ণুসেবা-বিমুখ।

বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সেবা এতাদৃশী নহে। কৃষ্ণসেবা—শুদ্ধচেতনের অস্মিতার দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মে নিত্যাহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা, এই সেবা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ও অপ্রাকৃত মনের কার্য্য। পঞ্চোপাসকগণ পূজার ছল করিয়া বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য ইঁহাদের যে কোন একটীর উপাসনা আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাকে এতকাল উপাসনা করিলেন পরে সেই উপাস্যের উপরেই খড়্গ নিপাতিত করিয়া তাঁহাকে ভাসিয়া ফেলেন। তাঁহাদের এই চূণকাম করা, পলস্তারা করা, আবার কিছুকাল পরে সেই পলস্তারাকে ফেলিয়া দেওয়া পৌত্তলিকতা মাত্র। এতাদৃশী উপাসনায় ভগবানের নিত্য সবিশেষ-ত্ব ও নিত্য আরাধনা স্বীকৃত না হইয়া অস্বীকৃত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহারা ভগবৎ-পূজা না করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণমুখে প্রচ্ছন্নভাবে ভগবৎ-বিরোধই করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারা অভক্ত।

এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে বিষ্ণুই ভগবান্ এবং সকলের পূজ্য আর অপর চারিজন আধিকারিক দেবতা-বিশেষ। তেত্রিশ কোটী দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেবতাগণ বিষ্ণুর ভক্ত ও আজ্ঞাবহ ভৃত্য। তাই ঋগ্বেদ বলেন,—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ
সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥

আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক-প্রাপ্তে চক্ষু যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় দেবতাগণ সেইরূপ পরমেশের বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। সেই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত দেবতাগণ—বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বত্র প্রকাশ বা প্রচার করেন। জীব নিত্য স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের দাস—বৈষ্ণবের নিত্য ভৃত্য-বৎসার কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখতারূপ একটী বৃত্তিও নিত্যকাল জীবের সহিত বিরাজ করিতেছে।

জীব অণুচৈতন্যস্বরূপ। চেতনতার সদ্ব্যবহারেই তাহার ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎ-সেবানুকূল বিষয়ে স্পৃহা, আর চেতনতার অপব্যবহারেই—ভগবদ্বিমুখতা বা ভগবদিতর কার্য্যে আগ্রহ। এই ভগবদ্ বিমুখতাই আমাদের স্বরূপবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে আমরা তখন উন্মুখল ও কুকর্ম্মে-রত হইয়া পড়ি। চিত্ত-বিক্ষেপ-বশতঃ তখন শক্তির উপাসনাকেই আমরা আদর করি এবং জড় জগতে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতার জন্য মনোধর্ম্মে সূর্য্যোপাসনা আমাদের নিকট মনোরম বলিয়া মনে হয়; তৎপর পশু-চৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্বোপলব্ধি-রূপ গাণপত্য-ধর্ম্মযাজনে আমরা ধাবিত হই, ইহার পর নরচৈতন্যের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোখ বিষ্ণু-উপাসনা আমাদিগকে প্রমত্ত করিয়া থাকে। আবার কখনও বা বিষ্ণুকে উক্ত চতুর্ব্বিধ দেবতার অন্যতম ও সমান জ্ঞানে আরাধনা করিবার জন্য বুদ্ধি আমাদিগকে চালিত করে। পঞ্চোপাসকগণের এইরূপ প্রাকৃত বিচার দৃষ্ট হয়। কিন্তু বৈষ্ণবগণের অধোক্ষজ বিচার এরূপ নহে। গণপত্যাদিগণ গণেশের পূজায় ব্যস্ত। গণেশাদি দেবতাগণের পরোপকার করিবার নিজের কোন স্বতন্ত্রশক্তি নাই। ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করাই তাঁহার কার্য্য; সেইজন্য গণেশ তত্তৎ কার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য ভগবান্ নৃসিংহদেবের পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন। গণেশ পঞ্চদেবতার অন্যতম উপাস্য সগুণ-ব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। সেই গণেশ একটী শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা, গোবিন্দের কৃপায় তাঁহার সমস্ত মহিমা। গণেশাদি বিষ্ণুর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য; তাঁহার কৃপা ছাড়া তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না; তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

তুমিত মারিবে যা'রে,
কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছা-মতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ, শোক, মৃতি, ভয়,
তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য্য সমুদয়,
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত অন্তরে॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তব-প্রসঙ্গে আমরা গণেশের বিষয় জানিতে পারি, শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা বলেন,—

"যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই কোন কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবদ্-শক্তির আবেশ হইলে সেই জীব ব্রহ্মা হইয়া কার্য্য করেন, আবার কোন কল্পে সেইরূপ যোগ্য জীব না থাকিলে এবং পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায়, কৃষ্ণ নিজ শক্তির বিভাগক্রমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। অতএব ব্রহ্মা সাধারণ জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নন। আর শম্ভু ব্রহ্মা হইতে কিছু অধিক গুণবিশিষ্ট। কৃষ্ণের চৌষট্টি গুণের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ অণুপরিমাণে জীবে আছে। ব্রহ্মায় জীবের এই পঞ্চাশ গুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে আছে। দেবতাগণ পঞ্চাশগুণ-বিশিষ্ট এবং কৃষ্ণের সেবক ইহাই গণেশাদি দেবতাগণের স্বরূপ।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পরমদেবতা অভীষ্টদেব ভগবান্ কৃষ্ণ ও তাঁহার সেবক দেবতাগণের স্বরূপ অবগত হইয়া নিত্যাভীষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলে মঙ্গলের পথ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু স্বরূপজ্ঞানের অভাব থাকিলে আমাদের মঙ্গলের পথ চিররুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

বেদান্ত

প্রাচ্য দার্শনিকগণের মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে বিবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। ১ম—'আরম্ভবাদ', ২য়—'বিবর্ত্তবাদ' এবং ৩য়—'পরিণামবাদ'। তন্মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক আরম্ভবাদী—তাঁহারা বলেন—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে ক্রমশঃ এই স্থূল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি; অবয়ব ও অবয়বী এক বস্তু নহে, সূত্র ও বস্ত্র ইহার উদাহরণ; সূত্রে বস্ত্রভাব এবং বস্ত্রেও সূত্রভাব; সূত্রের কার্য্যরূপে বস্ত্রের স্বরূপ প্রকটিত এবং বস্ত্রের কারণরূপেই সূত্রসমূহের কার্য্যে কারণকে স্বরূপাবস্থায় পাওয়া যায় না এবং কারণেও কার্য্যের স্বরূপ ব্যক্তীভূত নহে। বেদান্তদর্শনে 'পরিণামবাদ' (শক্তি-পরিণাম বস্তুপরিণাম নহে) স্বীকৃত হইলেও শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্কর বৌদ্ধবাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কষ্টকল্পিত 'বিবর্ত্তবাদ'-এর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু শঙ্করের মনঃপ্রবাহবাদ (যাহা হইতে এই প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা উপলব্ধি হয়) এবং বৌদ্ধের ক্ষণিক বিজ্ঞান-প্রবাহের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৈদান্তিকগণের বিচার-প্রণালীর প্রধানতঃ সৃষ্টিরহস্য, জীবাত্মার স্বরূপ, তাহার বদ্ধ ও মুক্তাবস্থার, পরব্রহ্মের স্বরূপ, মুক্তি-স্বরূপ পরব্রহ্মের শক্তির স্বরূপ এবং কি প্রকার সাধনাবলম্বনে জীব মুক্ত হইয়া স্বরূপাবস্থিত হইতে পারে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

মুক্তি-বিষয়ে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় বলেন—অবিদ্যা বা ভ্রান্তি-জ্ঞান হইতেই জীবের দুঃখোৎপত্তি। জড়দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্ম-বশতঃ তাহার অনিষ্ট-সাধনায় দুঃখের কা... বৃত্তি মনে নিরন্তর উপলব্ধি করে এবং ... ভ্রমজ্ঞান দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কখিত দুঃখ অবসান হইতে পারে না। আত্মা-অনাত্ম প্রকৃত তত্ত্ববিবেক লাভ হইতে ভ্রান্তি দুঃখধারা সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হয় তৎকালেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপা লাভে সমর্থ হয়।

বৈশেষিকও যুক্তিভিত্তিতে সর্ব্বাংশেই নৈয়ায়িক মত সমর্থন করে

বিশেষ এই যে, মুক্তদশায় জীবাত্মার কোন ইন্দ্রিয়াদি থাকে না এবং সেই কারণে তদবস্থায় জ্ঞান, ইচ্ছা কিম্বা সুখদুঃখানুভূতি প্রভৃতি সম্ভাব থাকে না অথবা পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হয় না। আত্মা তখন কাষ্ঠপাষাণাদির ন্যায় সত্তামাত্ররূপে অবস্থান করে কিন্তু কাষ্ঠপাষাণাদির ন্যায় অচেতন নহে।

———

মায়াবাদী বৈদান্তিকত্রয় সম্প্রদায় অবিদ্যা-গঠিত উপাধি-বিনির্মুক্তাবস্থায় পরব্রহ্মের সহিত স্বগত-সজাতীয় ভেদরাহিত্য অবধেকই মুক্তি বলিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদাবলম্বনে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মই সত্য বস্তু, জীব ও জগৎ তাঁহাতে কল্পিত। এই কল্পনা মায়ার কার্য্য, কিন্তু ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আচার্য্যপাদের মায়াকার্য্যের সত্তা স্বীকার করিয়াও কারণের স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে জীব ও জগৎ-কল্পনা যাঁহার কার্য্য কারণরূপে তাঁহার স্বরূপ-বর্ণনে তাঁহাকে সদসৎ বিলক্ষণ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কোন বস্তুই যুগপৎ সত্য ও মিথ্যা হইতে পারে না। হয় তাহা 'সৎ' না হয় 'অসৎ' হইবে। মায়াকে ব্রহ্মশক্তি ও 'সৎ' বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রুতি ও ব্যাসবাক্যের সহিত কোন বিরোধই থাকে না এবং 'অসৎ' বলিলে মিথ্যা বস্তুর কোন কার্য্য-প্রসবসামর্থ্য থাকিতে পারে না। ইহার সম্ভাবনার দৃষ্টান্তস্থলে শঙ্কর বলেন রজ্জুতে মিথ্যা সর্পভ্রম হইতে যেমন তাহার কার্য্য 'ভয়' উৎপত্তি দৃষ্ট হয় তদ্রূপ মায়ার কার্য্য বুঝিতে হইবে। শঙ্করের এই দৃষ্টান্ত কতদূর স্বীকার্য্য তাহা দেখা উচিত।

———

রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে সর্পভ্রমের আশ্রয় হইতেছে রজ্জু' কিন্তু মায়াবাদী মায়াকে ব্রহ্মের 'আশ্রিত' বলেন না। সর্পভ্রমের মূলে যদি কোন রজ্জুই না থাকিত তাহা হইলে 'ভয়' বলিয়া কোন কার্য্যই উৎপত্তি লাভ করিত না তদ্রূপ মায়ার আশ্রয়রূপে যদি ব্রহ্ম না থাকেন তাহা হইলে মায়ার কার্য্যরূপে জগৎ দৃষ্ট হইত না। অতএব জগৎরূপ কার্য্যের কারণ ব্রহ্মাশ্রিত মায়া হওয়ায় জগৎ কখনই মিথ্যা নহে তাহাও ব্রহ্মাশ্রিত। জীব ও জগৎ-কল্পনা যাঁহার কার্য্য কারণ-রূপে তাঁহার অস্তিত্ব (সংস্বভাবত্ব) না থাকিলে কার্য্যোৎপত্তির সম্ভাবনা কি প্রকারে হয় সে বিষয়ে তার্কিকচূড়ামণি শঙ্কর যেন যুক্তিহীনের ন্যায় পাশ কাটাইয়া চলিয়াছেন। তর্ক ও যুক্তির দ্বারা যেমন অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়াছেন মায়ার আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি একেবারে তর্কযুক্তি বাদ দিয়া

"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"

বলিয়া মায়াকে 'বস্তুও নহে অবস্তুও নহে' বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন। শঙ্করের ন্যায় একজন intelectual Giant এর পক্ষে এ প্রকার irrational argument কতদূর শোভন হইয়াছে তাহা শঙ্করানুগ ব্যক্তি ব্যতীত নিরপেক্ষ সুধী সম্প্রদায় বিশেষরূপেই আলোচনা করিয়াছেন। মায়াবাদী বৈদান্তিকত্রয় সম্প্রদায় শঙ্কর-কল্পিত 'সদসৎ বিলক্ষণ মায়া'র টীকা টিপ্পনী করিতে যাইয়া স্বপ্নকে যে মায়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন তাহারই বা সারবত্তা কতটুকু তাহাও বিবেচ্য।

বিঘ্নত্রয়

(শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

অজ্ঞতা, অশ্রদ্ধালুতা ও সংশয়তা এই তিনটী ধর্ম্মপথের বিঘ্ন। তন্মধ্যে সংশয়তা প্রধান। সংশয়াত্মা পুরুষের ইহলোক, পরলোক বা সুখ নাই। কেন না, সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয় সংশয়-বিষে জর্জ্জরিত। অথচ, বলিতে কি, আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর এই সংশয়রূপ মহাবিঘ্নের কবলে কবলিত। সুতরাং যাহাতে আমরা ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাই, তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবার জন্য পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়সখা শ্রীঅর্জ্জুনকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে বলিয়াছেন :—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং
সংশয়াত্মনঃ॥"

আমরা একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিব, এই সংশয়তার মূল—অজ্ঞতা এবং অজ্ঞতার মূল—জ্ঞানাভাব। জ্ঞানালোকে অজ্ঞতা অপসারিত হইলেই সংশয়ও বিদূরিত হইবে এবং সংশয় বিদূরিত হইলে, বস্তু যদি বাস্তব অর্থাৎ সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উৎপত্তি স্বাভাবিক। সুতরাং জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা বিনাশ করিতে তৎপর হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য।

এখন জ্ঞান ত' বহুবিধ, তাহা হইলে এমন কি জ্ঞান আছে, যে জ্ঞান আমাদের সর্ব্ব অজ্ঞতা বিনাশ করিয়া পরমজ্ঞান প্রদান করিবে? তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখি, শাস্ত্র বলিতেছেন সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বিজ্ঞানীর নিকট যাও। যথা—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

অজ্ঞতা-বশে আমরা সদ্গুরুর নিকট উপস্থিত হওয়াও পাছে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধি না করিয়া কেবল শাস্ত্রের শব্দার্থেই আবদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় হইয়া যাই তাহা নিবারণার্থ আবার বলিতেছেন :—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্"

অতএব উত্তম শ্রেয়ঃপথ অনুসরণ করিতে হইলে কোন্‌টী করণীয় এবং কোন্‌টী অকরণীয় তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সেইটী কিরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহা আমাদের ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে শিক্ষা-প্রদানার্থ অর্জ্জুন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়াও নিজস্বরূপ-নিরূপণের অসমর্থতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা :—

"কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়-চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

সুতরাং সংশয় পোষণ দ্বারা সংশয়-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা না করিয়া, আমাদের নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদেশ-পালনে তৎপর হইতে হইবে। আদেশ-পালনকালে, যেগুলি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সহিত প্রভেদ বলিয়া বিবেচিত হইবে সেগুলি পুনরায় সেই সর্ব্বসংশয়-ছেদনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন যেমন জানিয়া লইয়াছিলেন আমাদেরও সেইভাবে জানিয়া লইতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত বিষয়ের অনুশীলনে এইরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া সেবা করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তির সহিতও আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া পরম জ্ঞানের উদয় হইবে। তখন আমরাও সেই পার্থ-ধনুর্দ্ধরের ন্যায় বলিতে পারিব—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা
ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে
বচনং তব॥"

ষড়্‌রিপুর বেগ

লক্ষযোনি ভ্রমি' আমি ছাড়িয়া সংসার-ভূমি,
আসিয়াছি তব পদতলে।
আমা সম পাপিজন নাহি কেহ ত্রিভুবন,
সদা চিত্ত দুঃখানলে জ্বলে॥
দুর্ল্লভ জনম পেয়ে, সদা কামাসক্ত হ'য়ে,
ডুবে আছি বিষয়-সাগরে।
মনে করি ভজি হরি, রিপুগণে কেশে ধরি',
লয়ে যায় ভোগের আগারে॥
অতি দুষ্ট রিপুগণ, কাম ক্রোধ লোভ মন,
সদা যায় ভোগ করিবারে।
ভোগের নিবৃত্তি নাই, জেনেও সে জানে নাই
সদা তা'রা পিছু পিছু ফেরে॥
আপাতমধুর লোভে, চলে সবে ব্যগ্রভাবে,
কোন মতে ফিরাতে না পারি।
তা'র মধ্যে মন অতি, সকলের অধিপতি,
কেমনে ভজিব আমি হরি॥
রিপুর তাড়নে পড়ি' দিবানিশি জ্বলে মরি'
কি করিব নাহিক উপায়।
ছয় দিকে ছয় জনে, লয়ে যায় বিপথানে,
অহর্নিশি ভোগসুখে ধায়॥
প্রবল বিষয়াকাঙ্ক্ষা, হৃদে মোর আছে সদা
কোন মতে ছাড়িতে না চায়।
এরা যদি নাহি ছাড়ে, কেমনে যাইব ঘরে,
অহরহঃ সেই চিন্তা হয়॥
নরকসদৃশ ঘোর, ছাড়িয়া সংসার মোর,
যাই যদি সাধুর আশ্রয়ে।
আশ্রয়েতে গেলে পরে,-জিনি' রিপু চিরতরে,
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় নামে॥
রিপুর প্রাবল্যে আমি, ছাড়িয়া সংসার-ভূমি,
স্থান পেয়ে তব শ্রীচরণে।
কিন্তু তা'রা নাহি ছাড়ে, কোপানল বৃদ্ধি করে,
পূর্ণ ভোগ যবে হয় মনে॥
কত আশা হয় মনে, ছাড়িয়াছি প্রাণপণে
একমনে করিব ভজন।
কিন্তু মোরে নাহি দেয়, ভজনের অন্তরায়,
শরীরস্থ রিপু ছয় জন॥
এমন চক্রান্তগণে, কেমনে জিনিব রণে,
সেই চিন্তা হয় নিরন্তর।
যদি না জিনিতে পারি, কেমনে পাইব তরী
কিসে উদ্ধারিব পারাবার॥
তুমি প্রভু কর্ণধার, ধরে আছ চরাচর,
তব বশে জীব বলীয়ান্।
একবিন্দু কৃপা পেলে শত্রুগণে পারে দলে,
যায় সবে নিজ বাসস্থান॥
ওহে প্রভু কত দিনে, জিনিব এই রিপুগণে
সেই চিন্তা সতত আমার।
কহ প্রভু কৃপা ক'রে, কত দিনে এ দাসেরে,
তরাইবে এই পারাবার॥
আমি ত' অভাগা জন, পূজি' যেন শ্রীচরণ
তব কাছে এই নিবেদন।
জন্ম জন্মান্তরে আমি, না হই বিপথগামী
এই কৃপা কর মহাজন॥
—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০

৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৬৲

৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০

৭। গুরুব্রত ।০

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও

শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০

১২। প্রেমবিবর্ত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণমঙ্গল (মাত্র) ২৲

১৩। বেদান্তভাষ্যের মাহাত্ম্য (ভাষ্যাধীন) ।০

১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দীপ-নিবেদন ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ৷৶০

২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

২৩। গীতমালা ৵১০

২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৯। শরণাগতি ৵০

৩০। গীতাবলী ৵০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ

৩২। সাধনকণা ৵০

৩৩। প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা ৵০

৩৪। নবদ্বীপশতক

৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) ৵১০

৩৮। অর্চ্চনকণ ...০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ।৵০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (পঞ্চম চারিখণ্ড) ৩

৪১। উপদেশাবলী ।০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। প্রাকৃতরসশতদূষণী ।০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৪৬। ভক্তকাকলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ...০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০

৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০

৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ঃ ।০

৫৪। সটীক-নিবন্ধকল্পদ্রুমম্ ।০

৫৫। গুরু-স্মরণ ।০

৫৬। সাত্বত নিঘণ্টিকা ৷০

৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ

৫৮। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০

৬০। নামভজন ।০

৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০

৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। ফোর্থ গৌড়ীয়মঠ ঠাকুর ... ৵০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ... ...)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৭০। সাধন পথ ।০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০

৭২। গীতাবলী ৵০

৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

... ... শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমা... নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৭। শ্রীপ্রাণবল্লভ আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।

৯। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাখু, হাওড়া,

১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীসদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, ... পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।

২৪। শ্রীব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুকুণ্ডা, পোঃ ডিবরুগড়া, মালদহ।

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরহরি ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ: ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট কভার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অথচ বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷৹
পাটনাই (সরেস)	৩৸৹—৪৲
মালা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷৹
বালাম	৪৷৹
কলম	৩৷৹
সিতাশাল (মক)	৪

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵৹
সুপারফাইন	৪৸৹—৪৸৵৹
৪নং ময়দা	৪৵৹—৪৷৹
আটা 'বি'	৪৷৹—৪৷৵৹
২নং আটা	৪৶৹—৪।৶৹
আটা এসমার্কা	৪৵৹—৪৷৹
আটা ৩নং	২৸৵৹—২৸৹
সুজি	৪৸৹—৪৸৵৹

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷৹
খুচরা	৫৫৸৹

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷৹

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— রেজুভিনেটর টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "নম্বর নিবারণ ২৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ রেজুভিনেটিভিস্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৩—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৩-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫, ৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

১ 'আমাদের বার্লী'
আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত,
শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া
ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে
পঞ্চাশ বৎসরের
প্রতিষ্ঠিত

THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSES

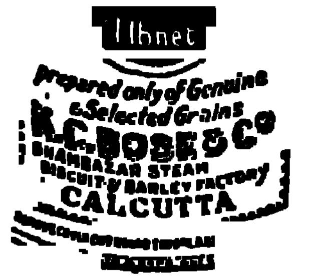

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধানঅধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সত্যানন্দ-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুপম আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩৫শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায় গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' মায়াপুর
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতে সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩৪১, ২৯শে জুন ১৯৩৪

বিভিন্ন স্থানে বন্যার ভীষণ প্রকোপ

—::•::—

গৌহাটীতে

বন্যার অবস্থা সম্বন্ধে গৌহাটী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, চাপরমুখ এবং লামডিংয়ের মধ্যবর্ত্তী অনুমান ৫৩ মাইল দীর্ঘ রেল লাইন জলমগ্ন হইয়াছে। রেল লাইনের উপর ৩ ফুট গভীর জল হইয়াছে। ফলে উত্তর আসাম—গৌহাটী এবং বাঙ্গলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ২০শে জুন তারিখ হইতে চাপরমুখ আক্রম করিয়া গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে। চাপরমুখ-লামডিংয়ের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহের রেলওয়ে কর্ম্মচারীবৃন্দ চাপরমুখে রেলের মালগাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

নওগাঁ জেলার অন্তর্গত গ্রাম হইতে বহু প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তথা হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া শত শত মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীহট্টে

বর্ষা সমাগমে আসামে ভীষণ প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ প্লাবন বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বন্যার সময় যে পরিমাণ জল হইয়াছিল বর্ত্তমানে তদপেক্ষা দেড় ইঞ্চি মাত্র নিম্নে জল রহিয়াছে। গত কয়েকদিন যাবৎ অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণের ফলে খাসিয়া পাহাড়ের চেরের খাল নামক নদীর জল অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়। ফলে সমগ্র গোয়াইনঘাট সার্কেল (অনুমান ৩৫০ বর্গ-মাইল স্থান) প্লাবিত হয়। জয়পুর শেরপুর রাস্তার আংশিক ক্ষতি হইয়াছে শ্রীহট্ট কাছাড় রাস্তা এই সহর হইতে ১২ মাইল দূর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছে। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ যথা সময়ে সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে একটা বাঁধ নির্ম্মাণ না করিলে ফসলের গুরুতর ক্ষতি হইত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

পক্ষকাল যাবৎ অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ক্ষেত জলে ডুবিয়া যাওয়ায় ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জল প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে আরও কয়েক দিন বন্যার জল এইরূপ বৃদ্ধি পাইলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। পল্লী অঞ্চল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, —মজলোনা, কোন্দা, সাবাজপুর ও অন্যান্য গ্রামসমূহের নিকটবর্ত্তী চড়াগুলি বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে।

গৌহাটীর পল্লী-অঞ্চলে

পল্লী অঞ্চল হইতে বন্যার শোচনীয় ধ্বংসকাহিনী প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে। সাতপুখারী ও কুলটীর বহু গৃহ ও গৃহপালিত পশু বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বন্যার ফলে ঐ অঞ্চলে বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গৌহাটীর ফেরী ষ্টীমার ডেপুটি কমিশনারের আদেশ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য সহ নওগাঁওয়ে প্রেরিত হইয়াছে। নওগাঁর ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক।

সুনামগঞ্জে

পাহাড় হইতে জল নামিয়া সমগ্র সুনামগঞ্জ সহর প্লাবিত করিয়াছে। সহরের যাবতীয় স্কুল ও সরকারী অফিসগুলি বন্ধ রাখা হইয়াছে। নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভের জন্য সকলে সহর ছাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে বার লাইব্রেরী ও সরকারী অট্টালিকা সমূহে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সরকারি ও বাসগৃহ প্রায় সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছে। তথা হইতে একাধিক দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। প্লাবিত অঞ্চলে ফসল নষ্ট হইয়াছে। শ্রীহট্ট রিলিফ কমিটি চাউল ইত্যাদি সহ দিয়া কর্ম্মীদের উপদ্রুত অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন।

সুসঙ্গে

ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গের বন্যার জল ক্রমে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া গত ২৩শে জুন সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের দুরবস্থা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বন্যায় সুসঙ্গ অঞ্চলে প্রাকৃতিক অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বন্যা প্রবাহে নূতন নূতন অনেকগুলি খালের সৃষ্টি হইয়াছে। সুসঙ্গের চতুঃপার্শ্বে এখনও বহু স্থান জলের নীচে। মহারাজা ও স্থানীয় অন্যান্য জমিদারদের বাড়ীতে অনেকে আশ্রয় লইয়াছে। আহার্য্যের ভীষণ অভাব জন্য কালেক্টরের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। ময়মনসিংহ সহরে যথাসম্ভব চিড়া সংগ্রহ করিয়া সুসঙ্গে প্রেরণ করা হইয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা।

কুমিল্লায়

গত ২১শে জুন বুধবার চাঁদপুরে কুমিল্লা সহরের ৩॥ মাইল দূরে এবং বুড়বুড়িয়া থানার প্রায় ১॥ মাইল পূর্ব্বে 'পুনহর' নামক গোমতী নদীর আর একটি খালের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে এবং প্রবল জলপ্লাবনে বহু গ্রাম জলে ভাসিয়াছে। বন্যাপ্লাবিত স্থানের দুঃখ দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। অবিলম্বে দুর্গতদের সাহায্য দরকার।

পূর্ব্বের বুড়বুড়িয়া থানার ৭টী গ্রাম সম্পূর্ণ প্লাবিত হইয়াছিল, পুনরায় থানার বুড়িচং ও মোলগ্রাম ইউনিয়নের নিম্নলিখিত গ্রামগুলি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল :— ইছাপুরা, মহাপুর, আড়াক, জগৎপুর, পূর্ণমতী, জঙ্গল, মুরাইতলা। প্রায় ২০ বর্গ মাইল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বন্যাপ্লাবিত স্থানের প্রায় ৩০০ লোক ২০শে জুন এস-ডি-ও ও কালেক্টরের বাড়ীর নিকট সমবেত হইয়া নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী নিবেদন করিয়াছে। এস-ডি-ও ২১শে জুন বন্যাপ্লাবিত স্থানে গমন করিয়া ষোলঘরিয়া গাজীপুর, আপনগর, মহাপুর, ভরিপুর, জঙ্গল, কুশিয়ারপুল ও বাকশিমুল প্রভৃতি গ্রামের শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শন করেন এবং কৃষিঋণ ও এককালীন সাহায্য যাহাতে সরকার করেন তাহার জন্য সুপারিশ করিবেন বলিয়া ভরসা দেন।

চলন্ত ট্রেণ হইতে ৩০,০০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ উধাও

প্রায় দুইমাস কাল পূর্ব্বে অমৃতসর ও জব্বলপুরের মধ্যে ফ্রণ্টিয়ার মেল হইতে অনুমান ৩০,০০০ টাকা মূল্যের সোনা চুরি যায়। ঐ সম্পর্কে রেলওয়ে পুলিস নিসার আলী নামক জনৈক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, নিসার আলী একজন পাকা চোর। সে চলন্ত ট্রেণ হইতে চুরি করিবার অভিযোগে ইতঃপূর্ব্বে একবার দাগুত হইয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯ই জুলাই ১৯৩৪

(১)

৫১০ রেঃজারী ৩৪ দাবী ১৪৯।৫

ডিঃ নিস্তারচন্দ্র মজুমদার সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ঐ

কৃষ্ণনগর মৌজার ৫৫৭১ খতিয়ানে -৩১শঃ জমী ৩৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজার ৫০৮৪ খতিয়ানে -০৮শঃ জমী ।৵৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৫২৬৪ খতিয়ানে -০৭শঃ জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৬১৭ রেঃজারি ৩১ দাবী ১০৩।৵৫

ডিঃ পাঁচুগোপাল মালাকর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ রাসবিহারী গোস্বামী সাং কৃষ্ণনগর চৌধুরীপাড়া

থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজার ৫০৯ খতিয়ানে -২৬শঃ জমী ৩৷৫ জমা উহার মধ্যে ১০শঃ জমী ।৵১০ জমা মৌরশী মকরারী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

৬৬৩ রেঃজারি ৩৪ দাবী ১৪৮৫৲১০

ডিঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ বঙ্কচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ তেঘরিপাড়া

১। থানা নবদ্বীপ তেঘরিপাড়ার ১১২ খতিয়ানে ১।২ জমী ২৷৵৯ জমা বাস ৩ কুঠারী কোঠা পায়খানা, কূপসহ মূল্য আঃ ৮০০৲

২। ঐ মৌজার ১১৪ খতিয়ানে ৩/০ জমী ২৷/০ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(৪)

৬৬৭ রেঃজারি ৩৪ দাবী ১৪৯০।০

ডিঃ কৃষ্ণনগর ব্যাঙ্কিং করপোরেসন লিঃ

দেঃ বুদ্ধবালা দিং সাং কৃষ্ণনগর ঘোষীপাড়া

১। থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজার ৩৯৬৯ খতিয়ানে -২০শঃ জমী বাস ৩ খাড়ার ১ কুঠারী কোঠা, ৪ খাড়ার ১ কুঠারী কোঠা ৫ খাড়ার ১ কুঠারী কোঠা সমেত ৮ খাড়ার দালান ঘর মাঃ সরঞ্জাম প্রাচীর ৩০ হাত মূল্য আঃ ৯০০৲

২। ঐ মৌজার ৩২৬৯ খতিয়ানে ১।০ জমী এজমালী মূল্য ১৫৲

৩। ঐ মৌজার ৩০২৯।৩০৩০ খতিয়ানে ।০ কাঠা জমী পাকা ১ ঘর -৮শঃ ৩০২২ খতিয়ানে ১২-১৬শঃ জমী ১৭।১১ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

১৯১৫ রেঃজারি ৩৪ দাবী ৭০।৬

ডিঃ গৌরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সুবোধচন্দ্র বিশ্বাস সাং কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর গোবিন্দসড়ক মৌজার ১০৭৭ খতিয়ানে -৬শঃ জমী ৭৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৫৬৮ রেঃজারি ৩৫ দাবী ৬৮৯।৵১৫

ডিঃ হরিদাস বৈরাগ্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ নবনিবেদ দাস বৈরাগ্য সাং আগুপুর পোঃ মাথার জিঃ ত্রিপুরা

নবদ্বীপ মৌজার ৮১৯ খতিয়ানে -৩শঃ জমী ৸০ জমা বাস চারিদিকে পাকা দেওয়ার উপরে টিনের ছাদ ২ কুঠারী ঐরূপ ঠাকুর মন্দির ১ কুঠারী টিনের চালাঘর ২ খান পাকা পায়খানা ১টি মূল্য আঃ ৩৫০৲

(৭)

৬৮২ রেঃজারি ৩৪ দাবী ১০৬৬।/৯

ডিঃ বিনাপাণি দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর নেদেরপাড়া

থানা কোতয়ালী কৃষ্ণনগর মৌজার ৩৬১৫ খতিয়ানে ৪/০ বিঘা জমী নিষ্কর এখোলর ৯ কুঠারী দালান প্রাচীর আম লিচু কাঠাল বাগান ইত্যাদি দেঃ ৷৵১৩/০ অংশ মূল্য ৫০০৲

(৮)

১৮৭৭ রেঃজারী ৩২ দাবী ৩৮৩।৶০

ডিঃ জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ খেত্রুবিবি দিং সাং গোয়াড়ী বাগানিয়াপাড়া

গোয়াড়া গোবিন্দসড়ক ৭২৬ খতিয়ানে /২৷০ কাঠা জমী ২ কুঠারী ঘর প্রাচীর পায়খানা চালাঘর সমেত মূল্য আঃ ৬০০৲

(৯)

১৬৬ মণিকারি ৩৪ দাবী ৫৩৲

ডিঃ গোপাল দাস বৈরাগ্য সাং দেহুড়া

দেঃ সোণাবালা দাসী সাং দেহুড়া পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের দেহুড়া গ্রামে ৪০১ খতিয়ানে ৩-১৮শঃ জমী ৫।৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ১১০ খতিয়ানে -১৮শঃ জমী ১৷/৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

৫২৮ মণিকারী ৩৪ দাবী ১২৫।৩

ডিঃ এলিম বিশ্বাস সাং জানা

দেঃ সুরহুদ্দিন বিশ্বাস সাং জানা পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের জানা গ্রামে ১১৫ খতিয়ানে ১-৪৩শঃ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানা পলাশীপুর গ্রামে ৪৩ খতিয়ানে ৩-৮১শঃ জমী ৩৭।২ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৭৫৲

৩। ঐ থানার জানা গ্রামে ১৮ খতিয়ানে ২-৮৭শঃ জমী ১৯৶৯ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ গ্রামে ১৯ খতিয়ানে ৭-১শঃ জমী ৪।৵১০ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৫০৯ মণিকারি ৩৪ দাবী ৫৫৷৵০

ডিঃ নরহরি ঘোষ সাং শ্রীনাথপুর

দেঃ শশী ঘোষ সাং ঐ

১। থানা নবদ্বীপের চৌটা মৌজার ৯৩ খতিয়ানে ২৮শঃ জমী ১৷/৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ মৌজার ৯৪ খতিয়ানে ২৪শঃ জমী ১।৶৩ জমা বাস খড়ুয়াঘর মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ মৌজার ৯৫ খতিয়ানে ১-২৪শঃ জমী ৪৶৯ জমা মূল্য আঃ ৪৲

৪। ঐ থানার ৫৯৪ খতিয়ানে ৫-৭২শঃ জমী ১৮।৵০ জমা দেঃ ৵০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১২)

৪৫০ মণিকারী ৩৪ দাবী ৯৩৷৶০

ডিঃ জানকীনাথ সরকার সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ চন্দ্রনাথ শুকুল সাং ঐ

থানা কোতয়ালীর মাহিষ দেংড়া গ্রামে ৩৮৩ খতিয়ানে ১৫এঃ ৩১শঃ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৪১৪ মণিকারি ৩৪ দাবী ১৪২৸৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ মুন্সীসেখ সাং মাবের চর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের ধনকর গোপালী মৌজার ৩০৬ খতিয়ানে ১১৯০৷/ জমী ২৩৷/০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৯ই জুলাই ১৯৩৪

(১)

৬২৪ মণিকারী ৩১ দাবী ৬৭৫৸০

ডিঃ রাধিকালাল গোস্বামী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ মুরারীমোহন সরকার সাং পলাশডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার পলাশডাঙ্গা গ্রামে ২৪৬ খতিয়ানে -২৬শঃ জমী ২।০ জমা দেঃ ৷০ অংশ বাস কোঠাঘর পায়খানা মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

৩১৭ মণিকারি ৩৪ দাবী ১০৪৸৵০

ডিঃ রাধিকানাথ সাহা সাং কলিকাতা

দেঃ নরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস সাং খরিয়াগাছি পোঃ বাদ্যলনি

১। থানা চাপড়ার এলাঙ্গি মৌজার ৩৫৭ খতিয়ানে ৩-৫০শঃ জমী ৮।৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৪০২ খতিয়ানে ১-৯৬শঃ জমী ৫৲ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

৩২৪ মণিকারী ৩৪ দাবী ৪১৸৵০

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আমানতালী সেখ সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার হরনগর গ্রামে ১৮১ খতিয়ানে ১৫-৩৫শঃ জমী ১৭৷/১০ জমা দেঃ /৬।— অংশ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ১৮৩ খতিয়ানে ১-০৮শঃ জমী মূল্য ১০৲

(৪)

৩৩৭ মণিকারী ৩৪ দাবী ৬২৷০

ডিঃ অছিমদ্দীন তরফদার সাং মধুপুর

দেঃ চাঁদবালী বিশ্বাস সাং মধুপুর পোঃ বাদ্যলনি

থানা চাপড়ার মধুপুর গ্রামে ১৬১ খতিয়ানে ৩-৪৭শঃ জমী ৬৸/৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

৪০৪ মণিকারী ৩৪ দাবী ১৫৩৷০

ডিঃ রামপদ বিশ্বাস সাং ভাণ্ডরদহা

দেঃ শ্রীপতি ত্রিবেদী সাং দিবানলপুকুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বড়গাছি মৌজার ৫২৬ খতিয়ানে ৩৯-১৮শঃ জমী নিষ্কর দেঃ ।/৬।= অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

৪০৫ মণিকারি ৩৪ দাবী ৯৭৸/০

ডিঃ কৃষ্ণপদ বল সাং বেথুয়াডহরি

দেঃ কাশীশ্বরী দাসী সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার শিবপুর গ্রামে ৬৩২ খতিয়ানে -০৫শঃ জমী ৷৵০ জমা দেঃ ।/৬।— অংশ বাস খড়ুয়াঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৩০৲

বড়লাটের ভূকম্প সাহায্য ভাণ্ডার

বিগত ২২শে জুন পর্য্যন্ত বড়লাটের সাহায্য ভাণ্ডারে ৫৫১১৬৫২।৭ পাই সংগৃহীত হইয়াছে।

বড়লাটের ভূকম্প সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য গত ৩রা জুন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাঁহাদের উপস্থিতিতে লণ্ডনের ড্রুরি লেন থিয়েটারে যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে ২২৭০ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সৎকার্য্যে অর্থব্যয় হইলেই ইহার সার্থকতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং-
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৯শে জুন ইং ১৯৩৪ | শুক্রবার { ১০৩শ সংখ্যা

মিঃ কুন্দনলাল

ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ

আমরা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম যে, এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পাইওনিয়ার পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ কুন্দনলাল বি-এ (ক্যান্টাব), বার-য়্যাট্-ল মহোদয় শ্রীনিখিলবৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অমূল্য উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া সত্যপ্রচারে গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গী হইয়াছেন। পাঠকগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর আগ্রা-বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ পান্নালাল আই-সি-এস্ (এক্ষণে ছুটিতে ইংলণ্ডে আছেন) মহোদয়ের পরিচয় বহু পূর্ব্বেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশে পাইয়াছেন। মিঃ কুন্দনলালের অপর ভ্রাতা মিঃ জহরলাল জব্বলপুরের জেলাজজ এবং তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসর্ফিলাল আগ্রার সনামপ্রসিদ্ধ য়্যাডভোকেট। মিঃ কুন্দনলাল হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুবক্তা।

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"

———

মিঃ কুন্দন লাল বিদ্যাধারা বিদ্যাপতি ভগবানের সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষিতগণের আদর্শস্থানীয় হইলেন। বস্তুতঃ বিদ্যা ভগবৎসেবোন্মুখিনী না হইলে তাহার কোনই সার্থকতা নাই। কারণ, বিদ্যা মায়ার সেবায়—স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত হইলে বন্ধনের কারণ হয়, কিন্তু কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত হইলে মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে।

লণ্ডনের সংবাদ

দি রাইট্ অনারেবল স্যর ষ্টানলী জ্যাক্সন ও লেডী জ্যাক্সন ১১ই জুন তাঁহাদের ৩৩নং পণ্ট ষ্ট্রীটে যাইবার জন্য শ্রীপাদ বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; এই স্থানে মহারাজের তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কথা।

———

'হাই কমিশনার ফর্ ইণ্ডিয়া' স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় ইণ্ডিয়া-হাউসে ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুর হিজ্ এক্সেলেন্সি লর্ড উইলিংডন ও তৎপত্নী লেডী উইলিংডন মহোদয়ার অভ্যর্থনা-সভায় আগামী ২৫শে জুলাই যোগদানের জন্য শ্রীপাদ বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাবনা জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর-নিবাসী জনগণ কর্তৃক বিশেষভাবে আহুত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারকপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৫ই আষাঢ় বুধবার দিবস উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

———

ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী বলেন যে, আমরা অনেকেই চৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিয়া থাকি। কিন্তু একবারও চিন্তা করিবার সময় পাই না আমি কি নিমিত্ত পাঠ শ্রবণ করিব এবং যাঁহার নিকট হইতে পাঠ শ্রবণ করিব তিনি পাঠ করিবার বা ব্যাসাসনে উপবেশন করিবার যোগ্য কিনা এবং তিনি বাস্তবিক সদাচার-সম্পন্ন কিনা?

———

অনেক সময়ে পাঠ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণভক্তি হওয়া ত' দূরের কথা, সংসার-বাসনাও দূরীভূত হয় না। কিন্তু বাস্তবিক যাহাদের সংসার-বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যাঁহারা অন্য কিছু জানেন না সেই প্রকার ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যদি আমরা শ্রদ্ধা-সহকারে শাস্ত্রাদি শ্রবণ করি তাহা হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমানে অনেক ব্যক্তি কতকগুলি বুলি শিখিয়া এবং নিজেকে পাঠক অভিমান করিয়া শিষ্যদের নিকট হইতে বা ভক্তের মুখোস পরা কতকগুলি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে খুব ভাল পাঠক বা গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা পান কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আজ আদর্শচরিত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা হরিকথা সমস্ত জীবের দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া দিতেছেন; কিন্তু আমরা তাহা একবারও দেখিবার সুযোগ পাই না।

———

অনেকেই নিজে গুরু অভিমান করিয়া শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন বটে কিন্তু মন্ত্র-শব্দের যে অর্থ কি তাহা তিনি নিজেও জানেন না এবং শিষ্যকেও জানাইয়া দেন না। শুধু তাহাই নহে, শিষ্যের কর্ণে দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করিয়াও এমন কি রাধাকৃষ্ণের সেবায় অধিকার দিয়াও তাহাকে শাস্ত্রবৃদ্ধি করেন। সুতরাং যাঁহাদের নিকট তাঁহাই শ্রেষ্ঠ হউন তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা কতটুকু মঙ্গল লাভ করিতে পারি। এই প্রকার ব্যক্তিগণ ব্যাসদেবের বিচার অনুসারে নারকী-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। বাস্তবিক যদি আমরা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে চাই তাহা হইলে এই প্রকার ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

———

অতঃপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার-সম্বন্ধে স্বামীজী কিছু বলেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজের আদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে গৌড়ীয়মঠের প্রচার সম্বন্ধে এবং গৌড়ীয়মঠই যে বাস্তবিক আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এ বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

———

স্বামীজী মহারাজের ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে জানিতে পারিয়াছেন যে তাঁহারা কি প্রকার বঞ্চিত হইয়াছেন। সজ্জন ব্যক্তি ও বহু ভদ্র-মহিলা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং পাঠ-শ্রবণে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

———

গত ২২শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, কৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারাই জীবের বাস্তব মঙ্গললাভ এবং কৃষ্ণেতর কামচক্রে অশান্তি দূর হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভগবান্ অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অবিচ্ছিন্না ভক্তি উদিত হইয়া আত্মা সুপ্রসন্ন হয়, তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম। ভক্তিই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের জননী। যদি হরিকথায় রুচিই উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি স্বধর্ম্মপালন বৃথা। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ব্যতীত প্রাকৃত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভ কখনই জীবের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ বামন বিধি সংস্থাপনাদী ৪৪৮

শ্রদ্ধা

কৃষ্ণই জীবের একমাত্র বন্ধু, তাঁহার সেবা ছাড়া জীবের আর কোন কৃত্য নাই একথা শাস্ত্রসম্মত। নিত্যমুক্ত পার্ষদগণ নিত্যকাল কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। কৃষ্ণসেবাতেই তাঁহাদের আনন্দ। কৃষ্ণস্মৃতি ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্ফূর্তি তাঁহাদের নাই। কিন্তু বদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান না থাকায় মায়াকবলিত ও দুঃখগ্রস্ত। তাঁহাদের আত্মবৃত্তি সুপ্ত। বদ্ধ জীবের এই সুপ্ত আত্মা উদ্বুদ্ধ না হইলে আর মঙ্গল নাই, শান্তিও নাই। সেইজন্য শাস্ত্র সাধন-পথের কথা কীর্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণবিমুখ জীবের কৃষ্ণোন্মুখতা বা সম্বন্ধজ্ঞান কিরূপে হয় তাহা শাস্ত্র বলেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ
ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ
প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥"

বৈধীমার্গে আগে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তৎপর সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। তাহাতে ভাব চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু লোভ জন্মিলে আর অন্য লোভ থাকে না বলিয়া সহজেই অনর্থ-নাশ হয়।

শ্রদ্ধাই ভজন-পথে প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ। শ্রদ্ধা না হইলে জীবের মঙ্গল হয় না। "বিশ্বাসে মিলয় বস্তু, তর্কে বহু দূর"—এই বাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; সুতরাং অন্ধ বিশ্বাস পরিহার পূর্বক বাস্তববস্তুতে শ্রদ্ধা করা একান্ত প্রয়োজন; তাই আমরা আজ শ্রদ্ধালোচনায় প্রবৃত্ত।

বুদ্ধি-শক্তির দ্বারা জড়বিদ্যা বা শিল্পাদির উন্নতকল্পে ইন্দ্রিয়সুখ-তৎপর নীতিহীন মানবগণ সতত এবং তাহাদের চেষ্টা অবিদ্যা, অহংকারের ও আসুরিক। তাহাতে নিজের ও পরের কোন মঙ্গল হয় না। নৈতিক জীবন ভববন্ধন-মোচনের পক্ষে এখনও অযোগ্য। কেবল নৈতিক জীবন কিঞ্চিৎ ঈশ্বর-চিন্তাযুক্ত থাকিলে তাহা অতৃপ্তিকর বিধায় জীব তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং ভক্ত-জীবনই একমাত্র অবলম্বনীয় এবং পরমেশ্বরে অনুরাগই ভক্তি, নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্তব্য। জড় সৃষ্টি ভগবদ্দাস জীবের অযোগ্যতা, জীবই নিজবন্ধনের হেতু কর্তা, ভগবান্ তাহার প্রযোজক-কর্তা। জগৎ অনিত্য ও সত্য, মিথ্যা নয়। এই জগৎ অযোগ্য জীবের শাস্তি-ভোগের আগার। দয়াময় ভগবান্ নিত্য জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের নিজ চেষ্টা দ্বারা তাঁহার যোগ্যতা উৎপন্ন করতঃ তাহাকে স্বীয় অবস্থানীয়ার অংশ দান করিবেন এইজন্য ভগবান্ সর্বদা যত্নশীল। ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই সমস্ত জগৎ উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য লীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে রুচি হয় তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সম্পত্তি দিতে পারেন কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎস্নেহের প্রতিফল। ভগবদ্ভক্তই জীবের শ্রেষ্ঠ। উল্লিখিত মহাজনোপদেশ ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। এক কথায় বলিতে গেলে ভগবদ্বিশ্বাসই শ্রদ্ধা শব্দবাচ্য।

আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ-নির্ণয়ে বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব কর্ম কৃত হয়॥"

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই, জ্ঞানকর্মাদি চেষ্টা ভক্তিশূন্য হইলে বিফল—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহাতে দৃঢ় ও অটল, সেই দৃঢ়-শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যাঁহাতে কিঞ্চিৎ সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। দৃঢ়তা নাই অথচ বিশ্বাস-মাত্র আছে অথবা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকে -র হয় এরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার সেই কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি ভক্তির কনিষ্ঠাধিকারী। এই কনিষ্ঠাধিকারী আবার দুই প্রকার—কর্মজ্ঞানাধিকার মিশ্র ও কর্মজ্ঞানাধিকারশূন্য। কর্মজ্ঞানাধিকারশূন্য ব্যক্তি সাধুসঙ্গে উন্নত হন। কিন্তু কর্মজ্ঞানাধিকারমিশ্র কনিষ্ঠাধিকারিগণ বিশেষ কষ্টে অত্যন্ত প্রবল সাধুকৃপায় উন্নত হইতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণপ্রেম জীবের নিত্যধন। সেই নিত্য ধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম গুপ্ত-প্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষেই লুক্কায়িত হইয়াছে তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই কথাটী জীব সৌভাগ্যক্রমে যখন স্মরণ করেন তখনই জীবের মঙ্গল হয় এই সব সত্য কথার প্রতি শ্রদ্ধাই সকল মঙ্গলের মূল।

শ্রদ্ধা নানা প্রকারে উদিত হয়। কোন কোন লোকের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহু জন্মের সুকৃতিফলে স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্রবিচার করতঃ কাহারও শ্রদ্ধা লাভ হয়। সাধুসঙ্গ ও সাধুগণের উপদেশক্রমে কেহ কেহ শ্রদ্ধা লাভ করেন, কাহারও কাহারও স্বধর্মাচরণ-ক্রমে কর্মের ফলের প্রতি ঘৃণাপূর্বক ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধা উদিত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও জ্ঞানফলের প্রতি বিতৃষ্ণা বশতঃ শ্রদ্ধার উদয় হয়, আর কাহারও কাহারও আকস্মিকী শ্রদ্ধা উদিত হইতেও দেখা যায়। অতএব শ্রদ্ধা-উদয়ের কোন নিশ্চিত বিধি পাওয়া যায় না। তবে ভাগ্যবান্ জীবেরই শ্রদ্ধা উদিত হয় ইহাই শাস্ত্রবাক্য। যথা,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

শ্রদ্ধা দুই প্রকার—কোমল-শ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। দৃঢ়শ্রদ্ধা হইতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা অত্যন্ত বলবতী ও স্বরূপতঃ ভাবরূপা। দৃঢ়শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির বাধ্য নাই। দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে সংশয়শূন্য বিশ্বাসজনিত হরিনাম মাত্র সাধনে সেবাস্ফূর্তি পরমানন্দী কৃষ্ণকৃপায় আপনা হইতেই উদিত হয়। সেইজন্য তাঁহাদের প্রমাণালোচনায় প্রয়োজন হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত কৃপায় যাঁহার অহৈতুকী শ্রদ্ধা প্রবলা হয় তিনিই রাগমার্গে বিচরণশীল। শাস্ত্রযুক্তি-গ্রহণ বা বিধি ইত্যাদি পালন না করিয়াই সেই দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ জীব নির্ভয়ে আনন্দে সেবা করিতে করিতে আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হন।

যাঁহারা কোমল-শ্রদ্ধ তাঁহারা যদি শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মঙ্গল হওয়া সঙ্কট। ইহাঁদের পক্ষে সদ্গুরুর নিকট শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-লাভ, মন্ত্রগ্রহণ ও গুরুর উপদেশানুসারে সাধন করিতে করিতে ক্রমোন্নতি-লাভে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, সদ্গুরুর নিকট বিচার-মাহাত্ম্য লাভ করিয়াই তাঁহারা উন্নত হন, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস-লক্ষণই যখন শ্রদ্ধার পরিচয় তখন শাস্ত্রবিচার দৃঢ়-শ্রদ্ধের পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে এই শ্রদ্ধা লাভ হয় না, সুতরাং সাধুসঙ্গে জীবন যাপন পূর্বক এই শ্রদ্ধারত্ন-সঞ্চয়ের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটী স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার (কৃষ্ণের) মাহাত্ম্য প্রকাশক যে সকল হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

বেদান্ত

স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যখন স্বপ্নে রাজা হইয়াছে বোধ করে, সেই বোধ স্বপ্নদৃষ্ট-কালাবধিই বর্তমান থাকে কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নগঠিত রাজার অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। এস্থলে যেমন মিথ্যা স্বপ্নের বস্তুগঠন-কার্য দৃষ্ট হয় মায়ার ক্রিয়া সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। শাঙ্করিকগণের এইরূপ যুক্ত্যাভাসের উত্তরে অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মের সেবক-সম্প্রদায় বলেন যে, হে ছল-বিস্তারকারী মায়াবাদি, তোমার বাক্যের প্রথম অসঙ্গতি এই যে তুমি মায়াকে স্বপ্নের ন্যায় বস্তুও মিথ্যা বল নাই কিন্তু 'সদসৎ বিলক্ষণ' বলিয়াছ অথচ উপমাক্ষেত্রে স্বপ্নকে কেবল মিথ্যা বলিতেছ সুতরাং তোমার স্বপ্নের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অসঙ্গতি এই যে, তুমি স্বপ্নকে মিথ্যা বলিতে পার না; কারণ, নিদ্রাকালে যোগাবেশকারী চিদাভাস মন বাসনাময় স্বপ্নশরীরে বস্তুতঃ কোন রাজার অন্তরে প্রবেশ করে এবং তৎকালে সে আপনাকে রাজা বলিয়া অভিমান করে। ক্ষণিক ভোগান্তে রাজার দেহ হইতে মনের

নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অতৃপ্ত-বাসনাপ্রবণ দুঃখভোগও দূরীভূত হয় এবং জাগরকালে আপনাকে বৃক্ষতলশায়ী ভিক্ষুক বলিয়া জানিতে পারে। এস্থলে ভিক্ষুকের স্বপ্নে রাজা হওয়ার ঘটনা মিথ্যা নহে পরন্ত সত্য এবং উহাও একপ্রকার দুঃখভোগ। সুতরাং স্বপ্ন মিথ্যা নহে এবং সদসৎ বিলক্ষণও নহে কিন্তু স্বপ্ন সত্য তাহা প্রমাণিত হইল। অতএব স্বপ্নের সহিত মিথ্যা-রূপা অথবা সদসৎ-বিলক্ষণ-রূপা মায়ার তুলনা নিতান্ত অযৌক্তিক হইতেছে।

মায়াবাদিগণের মতে শঙ্কর নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কথিত মুক্তিস্বরূপ-লক্ষণে জানা যায় যে, মুক্তাবস্থায় একমাত্র কেবল স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত দ্রষ্টা দৃশ্য-দর্শনরূপ ভেদত্রয়ের অবস্থান থাকে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবন্মুক্ত শঙ্করের পক্ষে ঔপাধিক আত্মপ্রতীতি এবং জগৎস্থিতির অনুমানের অবকাশ কোথায় রহিল? তবে কি তিনি বদ্ধপুরুষ ছিলেন? বদ্ধজীব হইলে ভ্রম-প্রমাদ,করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষাক্রান্ত শঙ্করের বাক্যে কি প্রকারে মুমুক্ষু ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন? যদি বলা যায় যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য কিছু দ্বৈত-প্রতীতাভাস অঙ্গীকার করেন; কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না, কারণ দ্বৈতজ্ঞানে বর্তমানে অদ্বৈত-তত্ত্ব কি তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি' হয় নাই। আর যদি বলা হয় যে, না—শঙ্করের দেহ-ধারণকালেও দেহস্মৃতি কিছু ছিল না, নির্বিশেষ মুক্তাবস্থায় যে অবস্থা তখন তিনি জীবন্মুক্তাবস্থায়ও তদ্রূপ ছিলেন, তাহাতে বক্তব্য এই যে কেবল স্বরূপ চিন্মাত্র শঙ্করের(?) বিতণ্ডাভিনিবেশ কি প্রকারে সম্ভব? অতএব শঙ্করের শঙ্করত্ব ... স্বরূপ জীবচৈতন্যই সত্য বলিয়া ... মায়াও ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্ম-... অবিরোধে প্রতিপন্ন হইতেছে। সেইজন্য সাত্বত বৈষ্ণবিক সম্প্রদায় ... প্রভৃতির রচয়িতা পরতত্ত্বের নিত্যদাস্য-অস্বীকারকারী শঙ্করকেই আচার্য শঙ্কর বলিয়া সম্মান-প্রদর্শনের ... দেখাইয়াছেন কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের সহিত তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ non-co-operation করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

অনাথের নাথ

[শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ]

বস্ + তু—বস্তু। বাস বা অবস্থান করে যাহা তাহাই বস্তু। অবস্থান নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ; সুতরাং বস্তুও দ্বিবিধ। নিত্য বস্তু ও অনিত্য বস্তু। নিত্য-বস্তুর নিত্য আশ্রয় আর অনিত্য বস্তুর অনিত্য আশ্রয়। ইহজগতে আমরা তিনটী বস্তুর কথা শাস্ত্রমুখে অবগত হই—চিদ্বস্তু, জড়বস্তু ও ঈশ্বর। ভগবানের ত্রিবিধা শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি। শক্তির পরিণতিরূপে আমরা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও অচিজ্জগতের অবস্থান দেখিতে পাই।

চিদ্বস্তু চিদ্বস্তুকে এবং অচিদ্বস্তু অচিদ্বস্তুকে আশ্রয় করে। কিন্তু তটস্থ-শক্তিপরিণত জীব কাহাকে আশ্রয় করিবে? সে 'ত' জলেও থাকিতে পারে, স্থলেও থাকিতে পারে। যদি বলি, নদী শুষ্ক হইয়া গেলে সে তটেই নিত্য অবস্থান করিবে। অথবা তট না থাকিলে জলময় হইয়া যাইবে। তট না থাকিলে তটিনী কোথায়? তট এবং তটিনীর নিত্যাবস্থান আছে বলিয়াই তটস্থা শক্তির অবস্থান। বিমুখমোহিনী মায়াশক্তি এবং উন্মুখতোষণী চিচ্ছক্তি উভয়েই নিত্য। কিন্তু চিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎ নিত্য এবং অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎ অনিত্য। স্বতন্ত্রতারূপ-প্রাপ্ত জীব যেই মুহূর্তে কৃষ্ণকে ভুলিয়া গেল সেই মুহূর্ত হইতেই সে কৃষ্ণবিমুখকারিণী মায়াকে ভোগ করিতে অভিলাষ করিয়া তৎকর্তৃক ত্রিগুণ নিগড়ে আবদ্ধ হইল। জীব মায়াকে আশ্রয় করিলেও কিন্তু মায়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না বরঞ্চ তাহাকে বঞ্চনা করেন; মূলে সর্বকারণকারণ, সর্বজীবপ্রাণ সর্বজীবপালক বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণই সর্বজীবের রক্ষাকর্তা, জীব তাঁহাকে ভুলিলেও তিনি কিন্তু জীবকে ভুলেন না। জীব যাহাতে তাঁহার প্রতি উন্মুখ হয় সেজন্য কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। কৃষ্ণ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জগতে স্বয়ং অবতীর্ণ হন অথবা অবতারগণকে প্রেরণ করেন।

— — —

কৃষ্ণ এবং জীব উভয়েই বস্তু। বস্তু-মাত্রেরই ধর্ম আছে। ধর্মই বস্তুর আশ্রয়। কৃষ্ণধর্ম কৃষ্ণ হইতে অপৃথক্। জীবধর্মও জীব হইতে অপৃথক্। জীবকে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করা কৃষ্ণের ধর্ম আর কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। জীব—শক্তি এবং কৃষ্ণ—শক্তিমান্। শক্তিমানের অনুসন্ধান করাই শক্তির কার্য্য। শক্তিমানের সেবা করাই শক্তির ধর্ম।

——

কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ থাকিলেও মায়ার ভোক্তাভিমানে সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব হয়। কৃষ্ণ সকলকে সর্বত্র অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিলেও অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। তিনি সকলকে দেখেন কিন্তু জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি জীবের চক্ষুর সম্মুখে বিচরণ করিলেও নিজে প্রকাশিত হইয়া জীবকে স্বদর্শনোপযোগী অধিকার প্রদান না করিলে জীব কিছুতেই তাঁহার সন্ধান পায় না। প্রতি জীবকে কৃষ্ণই বিভিন্নভাবে রক্ষা করিতেছেন কিন্তু জীব মায়ামুগ্ধতা-বশতঃ অন্য বস্তুকে রক্ষাকর্তা বা সুখের কারণ মনে করিতেছে। এমনই মায়ার মোহিনী শক্তি যে, শ্রীভগবান্ নিজমুখে যে সকল অভয়সূচক আশ্বাস-প্রদ বাণী বিঘোষিত করিয়াছেন তাহাতেও আমাদের বিশ্বাস হয় না তিনি শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম
যজুরেব চ॥"

অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্মফলবিধাতা ও পিতামহ এবং আমিই জ্ঞেয় বস্তু, শুদ্ধি-সম্পাদক ওঁকার এবং ঋক্-সাম-যজুর্বেদ-স্বরূপ।

আবার বলিতেছেন—

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং
সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ আমি সমগ্র জগতের গতি, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ-দ্রষ্টা, আশ্রয়, হিতকর্তা, আধার, লয়স্থান, বীজ (কারণ) এবং অবিনাশী

ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বপালকত্ব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—

এক মাত্র কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
কর্তা-হর্তা ব্রহ্মাশিব যাঁহার কিঙ্কর॥
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিলেও কেহ না করে দিরুক্তি॥
রমা-আদি, ভবাদিও কৃষ্ণগুণ গায়।
প্রভু সেবকের দোষ অন্তরে সদায়॥
অপরাধ দেখি' কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমারে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৪-১৭)

"স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্বেষাং ভূতানাং রাজা"
(বৃহদারণ্যক ২।৫।১৫)

অর্থাৎ তিনি সর্বভূতের অধিপতি এবং তিনি জীবসমূহের মধ্যে রাজা।

"এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ
যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।"
(—মাণ্ডূক্য)।

এই ভগবান্ সকলের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী। সকলের উৎপত্তিস্থান এবং জন্মমৃত্যুর কারণ।

কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা বহু জন্মে বহু স্থানে বহু জীবের আলয়ে প্রাণধারণ করিয়াছিলাম, নদীস্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডের ন্যায় কালস্রোতে ভাসমান আমি কত জীবকে যে পিতা, মাতা, পতি ও পুত্ররূপে পাইয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, জলে, স্থলে ও আকাশে কত সময় যে কত স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলাম তাহার অবধি নাই। কিন্তু যাহাকে 'আমি' বলিয়া মনে করিয়াছিলাম এবং 'আমার' বলিয়া যাহাতে আসক্ত হইয়াছিলাম তাহা অনবরত সংযোগ ও বিয়োগ, জন্ম ও মৃত্যু, ক্ষয় ও বৃদ্ধির অধীন হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতি জন্মেই আমি দেহ লাভ করিয়াছি এবং দেহ-সম্পর্কিত জীবগণকে 'আমার' বলিয়া আসিয়াছি, আমি যে দেহকে আশ্রয় করিয়াছিলাম তাহা এবং তাহার আশ্রয়দাতাও বিনষ্ট হইয়াছে। যে পিতামাতাকে আমার রক্ষক মনে করিয়াছিলাম এবং যে পিতা-মাতা আমাকে তাহাদের আশ্রয় মনে করিয়াছিল কালবশে উভয়েই উভয়কে অনিচ্ছাসত্ত্বে ছাড়িতে হইয়াছে। আমি নিত্যকালের আশ্রয় কৃষ্ণকে ভুলিয়া অনাশ্রিত ও শক্তিহীন জড়দেহকে, কখনও আত্মাকে অথবা অনিত্যবরপ্রদাতা দেবতাগণকে আমার রক্ষক মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আমার নিত্যকালের রক্ষক হইতে পারে নাই। রক্ষক হওয়া দূরে থাকুক, কেহই নিজে রক্ষিত হইতে পারে নাই। আমি যে প্রকার অনিত্য সুখ-প্রয়াসী ছিলাম, তাহারাও সে প্রকার অনিত্য সুখপ্রয়াসী ছিল। লোকের চক্ষে গুরু-লঘু, পূজ্য-পূজক, আশ্রয়-আশ্রিত এরূপ পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিলেও পরস্পরের ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্পর্ক ছিল। মায়াবদ্ধ জীব যাহারই ভোক্তা সাজিতে যায় তাহাই তাহাকে ভোগ করে।

——

'অনাথের নাথ' বুদ্ধিই শরণাগতের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহ জগতের কোন বস্তুকে নাথ-বুদ্ধি অথবা 'আমি অন্যের নাথ' এই বুদ্ধি আমাদিগকে শরণাগতির পথে অগ্রসর হইতে প্রবল বাধা প্রদান করে। আমি অন্যের পালন কর্তা অথবা অপর কর্তৃক আমি সর্বদা পালিত—এই প্রকারের ধারণা ভগবানকে গোপ্তৃত্বে বরণরূপ শরণাগতির মূলোৎপাটক।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষায় ১৪টি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত—সমগ্র ৪০৲

প্রথম ৫৫২৫ পৃষ্ঠা খণ্ড পৃথক ২৮৲

প্রকাশ খণ্ড ৪০০০ পৃষ্ঠা ।০/০

৩। ভাগবতম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲

৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।০/০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।০/০

৭। শুকবরুচ ।০

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ) ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল বাক্য-তাত্ত্ব ।০

১২। বৃন্দাবনিকা অনলোকঃ সারসার (বাঁধা) ৭৲

১৩। প্রেমভক্তসার সারসার বাবাজীর) ।০

১৪। বৈষ্ণবণী ২৲

১৫। শ্রীভাগবতচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲

১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। বীণ-বিশ দর্শন ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ।৶০

২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

২৩। গীতমালা ৴১০

২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগৌরধামপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৯। শরণাগতি ৴০

৩০। গীতাবলী ৴০

৩১। সিদ্ধে নবদ্বীপ ১।০

৩২। সাধনক ৴০

৩৩। প্রেমবাক্যসুধা ৴০

৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০

৩৬। মহাচারদশকঃ ৴০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০

৩৮। অর্জ্জুনকণ ৶০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ।৴০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। বাণমঞ্জরী সারসার ।০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৶০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৪৬। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০

৪৯। উপদেশামৃত (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০

৫০। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০

৫১। শিক্ষাষ্টক ৶০

৫২। সারদাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিদগ্ধঃ ।০

৫৪। সদ্বিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০

৫৬। সারসার-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পারদ্য ৴০

৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০

৬০। নামভজন ।০

৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০

৬২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। গোয়াইট গৌড়ীয়মঠ অ্যান্ড হুইঃ ৴০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীচৈতন্যমাঙ্গল্যশ্চিন্তামণি ।০

৭০। সাধন পথ ।০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০

৭২। গীতাবলী ৴০

৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীপ্রকাশন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।

৯। ব্রজ-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ পাণ্ডবেশ্বর বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাথু, ঢাকা,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ ছিকাদহ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, ৩নং পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ চৈতন্যবাজার, কটক।

২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্বত, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল।

২৮ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিতপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওল্ড গ্লোব হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—রেঙ্গুন

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ অদ্যাবধি কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫৭,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৩৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার ট্রেনের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৯	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৭ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধামের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৭৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বালাম	৪৷০
রূপশাল (সরু)	৪৲
কলম	৩৷০
বাঁশ ফুল (সরেস)	৫৷০

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এগমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷
খুচরা	৫৫৸

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেস্‌সাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সম্বাবিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সত্বর নিরাময় নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—হাতে হাতে ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা পাঠাইলে পরীক্ষার্থ নমুনা পাইবেন। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং ডাকব্যয় ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

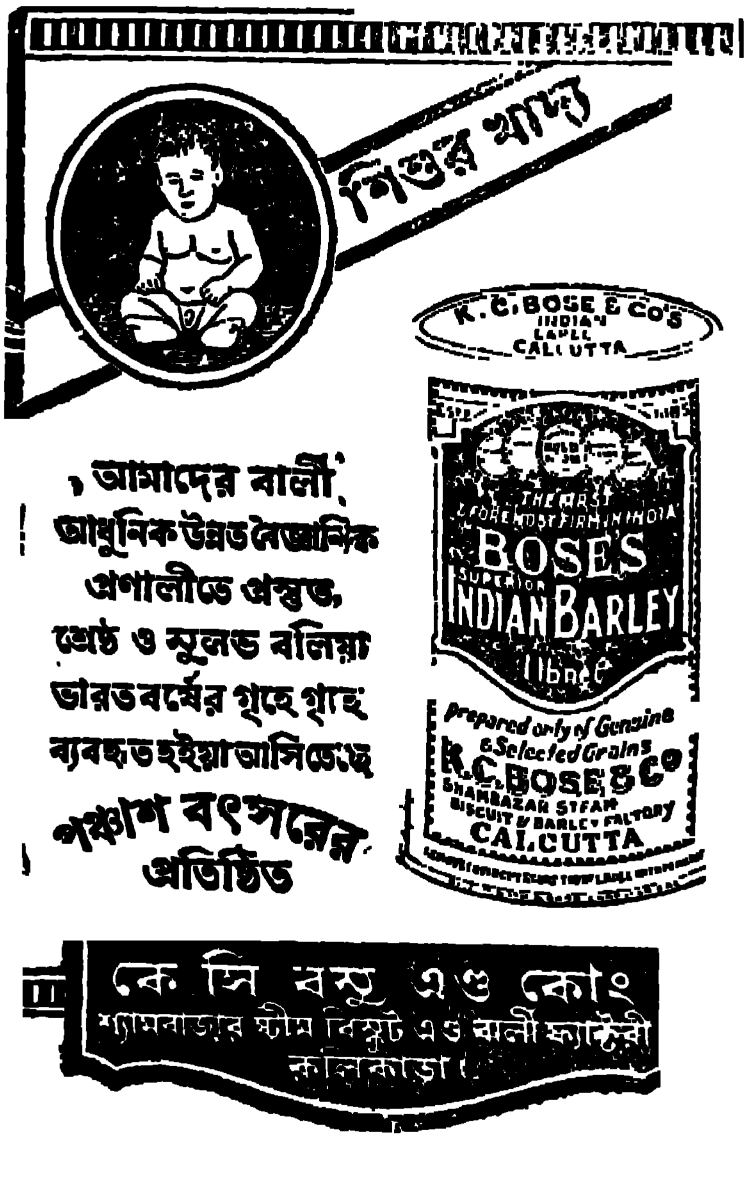

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে সংস্কৃত [illegible] ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ [illegible] অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া [illegible] অধ্যয়নের সুযোগ পান। [illegible] হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ [illegible] যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের [illegible] আগামী ১২ই আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে [illegible] ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে [illegible] যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রী[illegible]চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শনতীর্থ, [illegible], সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়্দর্শন-পারদর্শী প্রধানঅধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুতত্ব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে কৃতার্থ হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
যান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই আষাঢ় শনিবার ১৩৪১, ৩০শে জুন ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

৬৫ বৎসর বয়সে পাঠশালায় ভর্ত্তি

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত বড়াকান্দি গ্রামে হরিচাঁদ পাঠশালায় বেপাল নামক এক ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ভর্ত্তি হইয়াছে। প্রকাশ, এই বৃদ্ধ ব্যক্তি পড়িতে শিখিয়া শেষকালে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

বজ্রপতনে অন্ধের দৃষ্টিলাভ

সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ ঝলকের ফলে চক্ষু-শাস্ত্রের বিস্ময়ের নিকটবর্ত্তী মিকলেথ-ওয়েটের মিসেস কার্ণলী নামে এক বিধবার চারি বৎসর বয়স্কা কন্যা মুরিয়েল কার্ণলী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। মিসেস কার্ণলী জনৈক সংবাদপত্র-প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, শিশুটি যখন তিন দিনের তখন প্রকাশ পায় যে, সে অন্ধ, চোখ খুলিতে পারে না। মিসেস কার্ণলী বলেন, 'তাহার চোখে সর্ব্বদাই যন্ত্রণা ছিল। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মুরিয়েল জানালার সম্মুখে একখানি কোচের উপর বসিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের সহিত বজ্রপাত হয়। মুরিয়েল চীৎকার করিয়া উঠে এবং অমনি একখানি কম্বল দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া দেই। তাহার চোখ তখনও বন্ধ ছিল, কিন্তু পরদিন প্রাতে সে উপরতালায় তাহার খুড়ীমার কাছে গিয়া বলে, খুড়ীমা নীচে এস, আমি তোমার পথ দেখাইব।' যখন মিসেস কার্ণলী কথা বলিতেছিলেন তখন মুরিয়েল তাহার কাছে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কথা-বার্ত্তায় বাধা দেয়। সে জিজ্ঞাসা করে ঘরের মধ্যে কি কি জিনিষ আছে। সে পার্শ্বস্থিত একটি হীরার আংটি দেখিয়া আকৃষ্ট হয় এবং বার বার উহা আঙ্গুলে পরিতে থাকে।

জলে ডুবিয়া সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু

ঢাকার খাস মহাল সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অখিলচন্দ্র গাঙ্গুলী যমুনা নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

প্রকাশ, মিঃ গাঙ্গুলী সফরে বাহির হইয়াছিলেন। গত শুক্রবার তিনি আর্দ্দালীকে সঙ্গে করিয়া ঢাকা হইতে গোয়ালন্দ মেল জাহাজে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে নগরবাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। তথা হইতে তিনি নৌকাযোগে চরবাঘোচিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। তাহারা নদীর মাঝখানে আসিলে হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে ঐ নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। মিঃ গাঙ্গুলী ও তাহার আর্দ্দালীকে প্রবল ঢেউএ ভাসাইয়া নেয়। প্রায় আটঘণ্টা পর প্রবল স্রোতে আর্দ্দালীকে চরলাখদিয়া দ্বীপে লইয়া যায়, তথা হইতে সে কোনও প্রকারে সাগরপুর পিবালয় থানায় যায়। সে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মিঃ গাঙ্গুলী কিংবা তাহার মৃতদেহের কোনও খোঁজ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

———

চলন্ত গাড়ী হইতে পতনে মৃত্যু

নাটোরে গত ২৪শে জুন একটি ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়াছে। ফলে বসন্ত দাস নামক একটি যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রকাশ, ডাউন নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস গাড়ী নাটোর রেল ষ্টেশন ছাড়িয়া গেলে বসন্ত চলন্ত গাড়ী হইতে নামিতে চেষ্টা করে। কিন্তু টাল সামলাইতে না পারিয়া সে প্লাটফর্ম ও রেললাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পড়িয়া যায়, ফলে তাহার বাম হাতখানা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে গুরুতরভাবে জখম হয়। তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া তাহাকে আহত অবস্থায় ষ্টেশনে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তথায় ১৫ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। সে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী করিতে পারে নাই।

———

বৈমানিক নিহত

ব্রিটেনের নিকট আকাশমার্গে সজ্ঘর্ষের ফলে রাজকীয় বিমানবাহিনীর তিনজন অফিসার নিহত হইয়াছেন। চতুর্থ ব্যক্তি 'বিমান-ছত্রিকা'র সাহায্যে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তবে, তিনি কিঞ্চিৎ আহত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে এই পর্য্যন্ত রাজকীয় বিমানবাহিনীতে ১০টি বিমান দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং ১৭ জন লোক মারা গিয়াছে।

———

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন প্রধান বিচারপতি

লণ্ডন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিঃ হ্যারল্ড ডেরওয়েন্ট ট্রেভর হারি ... কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ চ্যাপেল ... কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ চ্যাপেল ইনার টেম্পলের ব্যারিষ্টার, তিনি ১৯০৯ সালে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়স ৫০ এর কিছু উপরে। তিনি ১২ই এপ্রিলের হাই-কোর্ট খুলিলে কাজে যোগ দিবেন।

———

চাঁদপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

চাঁদপুর সহরের অনুমান ৪ মাইল পূর্ব্বে বাখাদ গ্রামে শ্রীযুক্ত চৌধুরী বাড়ীতে সেদিন রাত্রে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। জনরব এই যে, ডাকাতগণ সংখ্যায় অনুমান ৮।১০ জন ছিল। তাহারা লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রাদিসহ সজ্জিত হইয়া রাত্রিযোগে চৌধুরী বাড়ীতে হানা দেয় এবং টর্চ জ্বালাইয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক টাকা ও অলঙ্কারাদি লুট করার অভিপ্রায়ে গৃহস্থিত স্ত্রীলোক ও পুরুষগণকে প্রহার করিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে গণ্ডগোল শুনিয়া লোকজন অগ্রসর হওয়ায়, ডাকাতগণ নাকি গ্রাম-মনোরথ হইয়া চম্পট দেয়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

———

আফগানিস্থানে প্রবল বন্যা

আফগানিস্থানের অন্তর্গত কাটিবার প্রদেশে প্রবল বন্যা হইয়া গিয়াছে। ফলে ১২ জন লোক ও পাঁচ সহস্রাধিক গৃহপালিত পশ্বাদির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দুর্গতদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আফগান সরকার তৎপরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

হাই-জাম্পে ফিনল্যাণ্ডের কৃতিত্ব

গত আমেরিকার ... হাই-জাম্পে ৬ ফিট ৮১/৪ লাফাইয়া পৃথিবীর রেকর্ড করিয়াছিলেন। ফিনল্যাণ্ডের ছজন হাই-জাম্পে খুব কৃতিত্ব দেখাইতে-ছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে ... ৬ ফিটের অধিক ... করিতে পারেন। তাঁহাদের নাম ... [illegible] ... এক প্রতি-যোগিতায় ... কাটিলাম ... ও পার ... ৬৯/১০ ইঞ্চ দেখা অতিক্রম করিয়াছেন। ... পাইয়া ফিনল্যাণ্ড আমেরিকার প্রতিযোগীগণ পৃথিবীর রেকর্ডের সমকক্ষ হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

———

শ্রী মধো জগবন্ধু বাগ্চেৰায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

আষাঢ় [illegible] সন, ১৩৬১

[illegible] পরলোকগত [illegible] নাথের পত্নী শ্রীযুক্তা কিরণশশী নাম তাঁহার স্বামীর নামে শিলচরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য [illegible] টাকার গোয়ালা কাস সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন। প্রস্তাবিত কলেজের জন্য এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। ডেপুটি কমিশনার রায় সাহেব প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহার সভাপতি এবং রায় সাহেব [illegible] সম্পাদক হইয়াছেন। শিক্ষোন্নতি-কল্পে বিদ্যার দান প্রশংসনীয়।

— —

মহীশূরের মহারাজার জন্মদিবস উপলক্ষে লণ্ডনে ট্রেড কমিশনার মিঃ রঙ্গনাথের সভাপতিত্বে এক ভোজ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, উক্ত সভায় স্যার বোমন্ জ্যাকেট মহীশূর রাজ্যের উন্নতির কারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, প্রজাদের প্রতি মহারাজার সহানুভূতি, তাঁহার প্রগতিশীল নীতি এবং নিরপেক্ষ শাসনই রাজ্যের উন্নতির কারণ। বক্তা আরও বলেন যে, তিনি যখন ভারত সরকারের অর্থসচিব ছিলেন, তখন মহারাজার [illegible] হইতে দশলক্ষ টাকা ঋণ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণ, তাঁহারা জানেন যে মহারাজা নিজের ভোগ বিলাসের জন্য উক্ত অর্থব্যয় করিবেন না; রাজ্যের উন্নতির জন্যই অর্থ ব্যয়িত হইবে। অতঃপর মিঃ রঙ্গনাথ বক্তৃতা করেন। তিনি রাজ্যের প্রজাদের সুখসম্পদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সম্প্রতি মহীশূর রাজ্য জাপানে ট্রেড এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছে এবং জাপানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে মহীশূর রাজ্যের উন্নতি সম্যক্‌ভাবে প্রশংসনীয়।

মন্টেরিয়ান এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯০২ সালের ১৪ জুন তারিখে [illegible] হাসপাতালে একটি সাড়ে ছয় বৎসরের বালিকা একটী কন্যা সন্তান প্রসব করে। [illegible] চিকিৎসকগণ [illegible] [illegible] বৎসর ১৭ এর সংবাদ প্রকাশ হাসপাতালের ডাঃ [illegible] বিন [illegible] একটী মেডিকেল রেকর্ড উক্ত বালিকাকে পরীক্ষা করেন। [illegible] দ্বারা বালিকার দেহের কয়েকখানি ফটো গৃহীত হয়। পরীক্ষার পর ১৯২৫ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে উক্ত বালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া স্থির হয়। ডাঃ [illegible] এই বিস্ময়কর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বৃটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রেরণ করিয়াছেন। যে-কথা এখানে বলা হইতেছে, তাহাতে কেহ যেন অবিশ্বাস না করে!

———

প্রকাশ, বোম্বাই গবর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিতেছেন। সম্প্রতি একটী মুসলমান সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করা হয়। প্রত্যুত্তরে স্যার হিদায়েতুল্লা বলেন,—দেশের যে-কোন প্রকার উন্নতির জন্য সাম্প্রদায়িক মিলন ও ঐক্য অপরিহার্য। তিন সমস্ত মুসলমানদিগকে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভাবের অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন। কথাটী মূল্যবান কিন্তু এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মিলনের আবশ্যকতার কথা ত' গত দুই যুগ ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। কাজে কি হইতেছে?

আফ্রিকার জাঞ্জিবার গবর্ণমেন্ট কিছুদিন হইল একটী আইনের খসড়া প্রকাশিত করিয়াছেন; এই খসড়াটী আইনে পরিণত হইবার কথা। উহার মর্ম, প্রবাসী ভারতীয়েরা জাঞ্জিবারে জমি ক্রয় করিতে পারিবে না এবং লবঙ্গ প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইবে। এই ব্যবসায়ে প্রবাসী ভারতীয়দের বহু লক্ষ টাকা খাটিতেছে। সুতরাং আইন পাশ হইলে তাহারা যে সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী হইয়া থাকিবার ভাগ করিতে বাধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আইনের ফলে জাঞ্জিবার ও পেম্বার [illegible] প্রবাসী ভারতীয়দের বিশেষ ও কষ্টের সৃষ্টি হইবে। প্রবাসী ভারতীয়েরা জাঞ্জিবার গবর্ণমেন্টের নিকট এই আইন স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। প্রবাসী ভারতীয়দের অদৃষ্ট!

— —

স্যার ডি. ব্যারিলের অবসরের পর, কাহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হইবে, তাহা লইয়া নানারূপ আলোচনা চলিতেছিল। বর্ত্তমানে এর সম্বন্ধে মীমাংসা হইয়াছে; বিলাত হইতে মিঃ [illegible] ট্রেন্স [illegible] চ্যাপেল কে-সি, মহোদয় প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিতেছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি একজন ব্যারিষ্টার, প্রিভি কাউন্সিল কোর্টে আইন ব্যবসায় করেন এবং বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে কোন ভারতবাসীই নিযুক্ত হন নাই। ভারতে কি এই পদের যোগ্য ব্যক্তির নিতান্তই অভাব? অভাব নাকি ভারতবাসী স্বরাজ-লাভে অযোগ্য!!

বাংলায় নারীহরণের সংখ্যা হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, উহার সংখ্যা যেন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কোন কোন স্থলে বর্ব্বরতা এবং পাশবিকতা এমন চরমে উঠে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা কল্পনা করা কঠিন। সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে নারীহরণের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা মর্ম্মন্তুদ। অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীর নাম সরলাবালা। স্বামীর নাম অমৃত কাপালী। যে সব দুর্বৃত্ত এই অপরাধে জড়িত, তাহাদের মধ্যে মাত্র একজন নাকি এপর্য্যন্ত গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমরা আশা করি, পুলিশ এ ব্যাপারে আরও বেশী তৎপর হইবে এবং সমস্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দিবে। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বিশেষরূপে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন। অমৃত কাপালী দরিদ্র; সুতরাং দেশবাসীর পক্ষ হইতে নারীরক্ষা সমিতির এই মামলা চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গত ১৮ই জুন মাদারীপুরে মোক্তার মৌলবী চৌধুরী মাসরুদ্দীন আহম্মদ সাহেবের পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক পুত্র হঠাৎ স্টোভ 'লিক্' করায় তাহার আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। বালকটি স্টোভের নিকটই ছিল। স্টোভটি 'লিক্' হওয়ায় আগুন আকস্মিকভাবে বালকটির সমস্ত শরীর দগ্ধ করে। তাহার ফলেই বালকটি কিছুক্ষণ পরে মারা গিয়াছে। এই প্রকার দুর্ঘটনা অনেক সময় ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অভিভাবকদের সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

আমের গুণ

[আষাঢ় সাধন-পত্রিকায় কবিরাজ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় এম্-এস্-সি লিখিত 'আয়ুর্ব্বেদে আম' প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত]

ফলের রাজা আম। কাল আর জাত মানে না এমন লোক বোধ হয় ভারতে নাই। ভারতবর্ষই যে আমের জন্মস্থান। বহু পুরাকাল হইতেই সংস্কৃত কবিরা 'চূত'-কুসুম ও 'সহকার'-তরুর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারত ছাড়া আর কোথাও আম হয় কি না, আমার জানা নাই।

আমের কত আমের খোল, কচি আম পোড়াইয়া তাহার সরবৎ—কি উপাদেয় পানীয়। আর ভাল পাকা আমের স্বাদ একবার পাইয়াছেন, তিনি ত' তাহা জীবনে ভুলিবেন না। প্রচুর সুস্বাদু রস, তাই আমের নাম 'রসাল'। আমসত্ত, আমচুর, আমের সরবৎ, আমের মোরব্বা, আমের আচার,—কাঁচা, পাকা, কচি আম আমরা কত রকমে খাদ্যরূপে ব্যবহার করি। আমি এখানে সে সব কথা বলিব না। খাদ্য হিসাবে আম ত' খুব উপাদেয়, কিন্তু আমি এখানে বলিব, ঔষধরূপে আমের ব্যবহার।

ঔষধরূপে আম—আমগাছের ছাল, মূল, পাতা, ফল, ফুল, আঁটি, গাছের আঠা—এই সমস্ত ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁচা আম—পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, কষায় ও গ্রাহী। (যাহা শরীরের পাতলা জলীয় পদার্থকে শোষণ করে তাহাকে 'গ্রাহী' বলে এবং যাহা মাংস-পেশী, শিরা ও অন্যান্য যন্ত্রকে সঙ্কুচিত করে তাহাকে 'কষায়' বলে, ইংরেজীতে উহার নাম 'astringent')।

পাকা আম—বায়ুনাশক, মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, রক্তবর্দ্ধক, মূত্রভেদক, মুত্রকারক, রুচিকর এবং শরীরের বল ও কান্তিবর্দ্ধক।

গাছের ছাল ও মূল—কষায়, গ্রাহী এবং কফ ও বায়ুনাশক।

আমের মুকুল (আম্র-বোল)—শীতল গুণ বিশিষ্ট, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষ নাশক, রুচিকর এবং গ্রাহী।

আমের আঁটি—কষায়; বমি, দাহ ও অতি সারনাশক, স্নিগ্ধ এবং হৃদ্-রোগনাশক।

আম আঁটির তৈল—সরিষা গাছের ফল বা বীজ হইতে যেমন তৈল বাহির করা যায়, আমের বীজ অর্থাৎ আঁটি হইতেও সেইরূপ একপ্রকার তৈল নিষ্কাষণ করা যাইতে পারে। এই তৈল, কষায়; কফ, বায়ু এবং মুখরোগ নাশক।

আম্রফলের ছাল—কষায়, গ্রাহী, পিত্ত, কফ ও মেহনাশক এবং যোনি-শূলকারক।

করগেট টিন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ৩ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩০শে জুন ইং ১৯৩৪ শনিবার ১০৪শ সংখ্যা

পুণায় প্রচার

পুণা নগরটী বোম্বে প্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে বোম্বে গবর্ণর বর্ষাকালে অবস্থান করেন। কোন সময়ে ইহা পেশোয়ারগণের রাজধানী ছিল। কিছুকাল যাবৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বোম্বে গৌড়ীয়মঠ হইতে এই সুপ্রসিদ্ধ পুণা নগরীতে শুভবিজয় পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজ গত ১৯শে হইতে ২১শে জুন পর্য্যন্ত দিবসত্রয় পুণার আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ জি, সি, চন্দ্র মহোদয়ের গৃহে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সুপাণ্ডিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

স্বামীজী গত ২২শে জুন হইতে পুণার এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, কে, বোস মহোদয়ের কনটোন্মেণ্টস্থ গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এস্থানেও স্বামীজীর গবেষণাময়ী ব্যাখ্যায় সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

মিঃ বি, কে, বোস মহোদয় অতিশয় সজ্জন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ভক্তিমতী এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে অতিশয় শ্রদ্ধাযুক্তা। ভগবৎ-সেবায় তাঁহার স্বাভাবিকী প্রীতি। তিনি শ্রীপাদ নেমি মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে মিঃ বসুর গৃহে বহুদিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। এই ভাগবতী মহিলা বোম্বে গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার আনন্দভরে বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ-পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যকল্যাণ করুন।

পুণার "ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট"এর উদ্যোগে পুণার সুপ্রসিদ্ধ ফার্গুসান কলেজে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ গত ২৬শে ও ২৭শে জুন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উভয় দিবসই অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় বক্তৃতা হইয়াছে। প্রথম দিবস অর্থাৎ ২৬শে জুন মঙ্গলবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবসের অর্থাৎ ২৭শে জুন বুধবার তারিখের বক্তা ছিলেন বাগ্মীপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'চৈতন্য-মহাপ্রভুর দার্শনিক তত্ত্ব—অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ'। স্বামীজী সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছাক্রমে হিন্দিভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উভয় দিবসের বক্তৃতাই সর্ব্বসাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে শ্রোতৃবৃন্দ একবাক্যে বক্তৃমহোদয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বিজনোরে প্রচার

বিজনোর হইতে ঠাকুর সাহেব টিকম্ সিংজি গত ২৩শে জুন তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ—গৌড়ীয় মঠের এই প্রচারকত্রয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ও মিঃ কুন্দনলাল বি-এ, (ক্যাণ্টাব), বার-এট্‌-ল, প্রভৃতি সহ শুভপূর্ণ-দিবস অর্থাৎ ২৫শে জুন সোমবার বিজনোরে উপস্থিত হইয়া নগরবাসী শত শত ব্যক্তি সহ সুবৃহৎ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-যোগে শ্রীহরিকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপন করিয়াছেন।

গত ২৬শে ও ২৭শে জুন রাত্রিকালে বিজনোর টাউনহলে প্রচারকগণের বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথমদিনে সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর হরপ্রসাদ সিংহ এবং দ্বিতীয় দিবস স্বরূপ নারায়ণজী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুণা হইতে প্রকাশিত 'জ্ঞানপ্রকাশ' নামক পত্রিকার ২০শে জুন বুধবার তারিখের সংখ্যায় গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য সহ বম্বে প্রদেশে তাঁহার প্রেরিত প্রচারকগণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

পুণা হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ 'সকাল' নামক পত্রিকার ২১শে জুন বৃহস্পতিবার সংখ্যায়ও (৩য় বর্ষ ১৭৩ সংখ্যা) শ্রীল প্রভুপাদের চাতুর্ম্মাস্যের আলেখ্য সহ শ্রীমঠের প্রচার্য্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত পত্রিকার ২৩শে জুন শনিবার তারিখের কাগজে ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারে দেশের যে হিত সাধিত হইতেছে তদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রচারিত হইয়াছে।

গত ২৬শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, 'অদ্বয়-জ্ঞানই তত্ত্ব। সেই তত্ত্বকে ঔপনিষদ-জ্ঞানমার্গাবলম্বী মুক্তিকামিগণ নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম, যোগিগণ সবিশেষ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া থাকেন। ভক্তিদ্বারাই সেই তত্ত্ব দর্শন হয়। হরিতোষণই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল। অতএব একান্তভাবে শ্রীহরি নিত্যকালই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, ধ্যেয় ও পূজ্য। ভগবদ্ভক্তগণেরই গ্রন্থিবন্ধন ছিন্ন হয়।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সৎসঙ্গ ও সাধুসেবাফলেই হরিকথায় রুচি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজনপ্রভাবে ক্রমশঃ হৃদয়ের কৃষ্ণেতর কামরূপ অভদ্র বা অনর্থসমূহ বিনষ্ট হইলে নিত্য ভাগবত সেবাফলে কৃষ্ণে নিষ্ঠা হয়। তখন নিবৃত্তানর্থ হইয়া ভজনে ভগবানে রুচি ও আসক্তিহেতু চিত্ত প্রসন্ন হয়। এইরূপে রতি বা ভক্তিযোগে প্রাকৃতসঙ্গমুক্ত হওয়ায় ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উদিত হয়। তখন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-চক্ষু দ্বারা পরমেশ্বরের দর্শন ঘটিলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সকল সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মফল ক্ষীণ হয়। এইজন্য মনীষিগণ নিত্যকালই পরমানন্দের সহিত ভগবান্ বাসুদেবের ভজন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ মাধব অধার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

অনধিকার

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার সেই সেই অধিকার অনুসারে [illegible] করাই [illegible]। কারণ স্ব স্ব অধিকারে [illegible] নাম গুণ এবং অধিকার-[illegible] নাম দোষ বা অনধিকার। অনধিকার চর্চ্চা অনর্থ আনয়ন করিবেই। সেইজন্য গীতা বলেন,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"
(গীতা ৩।৩৫)

নিজ অধিকারোচিত স্বধর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলেও পরধর্ম্মের অপেক্ষা তাহাই শ্রেয়। পরধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও উহা ভাল নয়, ভীতিজনক। কারণ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয় তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না, কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নিরাপদ নহে।

স্ব ও পরধর্ম্মের তত্ত্ব আলোচনায় আমরা আরও জানিতে পারি যে, আত্মার ধর্ম্ম হরিসেবাই স্বধর্ম, আর হরিসেবা ব্যতীত যাবতীয় অনাত্ম-ধর্ম্মই পরধর্ম্ম। সুতরাং হরিসেবা করিতে যাইয়া যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি সব ত্যাগ করিতেও হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু এই স্বধর্ম্ম শুদ্ধকৃষ্ণ-সেবা বাদ দিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন, ধার্ম্মিকতা বা নৈতিকতার আচরণ সবই ভয়াবহ।

আজ আমরা অন্য কোন অধিকারের কথা আলোচনা করিতে বসি নাই। বদ্ধজীবের কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে অধিকার আছে কিনা, এবং যদি না থাকে তবে তাহা শ্রবণ করিলে জীবের কি অমঙ্গল হয় ইহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আমরা এ জগতেও দেখিতে পাই একজন শিশুশ্রেণীর উপযুক্ত বালক যদি [illegible] তাহা কখনই উচিত [illegible] [illegible] নিজ [illegible]

তাহার অধিকারোচিত শিক্ষা লাভ হইতেও বঞ্চিত হয়। সুতরাং অনধিকার-প্রবেশ বা অনধিকার চর্চ্চা যে সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক ও ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়।

কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু; অক্ষজেন্দ্রিয়ই যাহাদের সম্বল তাহাদের পক্ষে অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ-রূপ-লীলাদি জানিবার প্রচেষ্টা বৃথা মাত্র। যাহা গ্রহণে আমাদের অমঙ্গল হয়, আমাদের অনর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মায়াদেবী সেই সেই কুবস্তু-বাক্য আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু কৃষ্ণকে চিন্তা করা, মায়াধীন জড়দেহকে নিজ বিচারবুদ্ধির দ্বারা মাপিয়া লইতে যাওয়া. নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণলীলাদি চিন্তা করার দুষ্প্রবৃত্তি বদ্ধজীবের আছে। সেইজন্যই বৈষ্ণবগণ এসব অনর্থ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নানা উপদেশ দিয়া থাকেন।

কৃষ্ণলীলা বদ্ধজীবের অচিন্ত্য অনালোচ্য বিষয়; গুরুকৃপায় শ্রীনাম-সেবায় তাঁহাদের অধিকার। শ্রীনাম-সেবা করিতে করিতে, শ্রীনামভজন শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের অধিকার উচ্চ হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি স্বতঃই জীবহৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। কৃত্রিম উপায়ে রূপ-গুণ-লীলাদির চিন্তা নাম-নিন্দক ও অনর্থবর্দ্ধক। সেইজন্যই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কৃত্রিম স্মরণের পন্থা, হইতে নিজেকে তফাৎ রাখেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা পাঠের অধিকার সকলের নাই। উহা পরম অদ্ভুত রহস্য, সেইজন্য জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবগণ উহা বিশেষ গোপনে সংরক্ষণ করেন, যিনি উহার অধিকারী নন তাঁহাকে এই লীলা শ্রবণ করান না। প্রথম শ্রেণীর কোন অল্পবয়স্ক ছাত্র অভিজ্ঞ শিক্ষককে দশম শ্রেণীর আলোচ্য বীজগণিতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শিক্ষক মহাশয় যেমন তাহাতে উদাসীন থাকেন – ছাত্রের অধিকার-বহির্ভূত বিষয়টি তাহাকে বুঝাইয়া দেন না, কোন বদ্ধজীব কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণকে কৃষ্ণলীলাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেও বৈষ্ণবগণও সেইরূপ তদ্বিষয়ে নিরুত্তর থাকেন।

বদ্ধ জীবের ভাব অকৃত্রিম; সুতরাং যে পর্য্যন্ত জীব গুরুকৃপায় রাগমার্গে লোভপ্রাপ্ত না হন সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট এই লীলা বর্ণন করা গর্হিত কর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অপ্রাকৃত। শুদ্ধ ব্যতীত অপরের পক্ষে ইহা দুর্বোধ্য। এই কৃষ্ণলীলাদি স্মরণ বৈষ্ণবের পক্ষে অমৃত ও [illegible]

ইহা সেবা ত' দূরের কথা সেবা-নাশক, ভোগাসক্তি-বর্দ্ধক। নাম রূপ-গুণলীলার তত্ত্ব চিন্ময় স্বরূপ যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয় সে পর্য্যন্ত এই লীলা-শ্রবণের অধিকার কাহারও হয় না। অনধিকারিগণ এই লীলা পাঠ করিয়া কেবল প্রাকৃতভাবে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধাদি ধ্যান করতঃ অপগতি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের ভোগাসক্তি প্রবল হয়।

জড়াভিমান-যুক্ত হইয়া তুর্য্যাশ্রমে এই লীলাদি-শ্রবণের প্রয়াস করা উচিত নতুবা প্রাকৃত দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া জীবের হৃদয়কে অন্ধকারে পাতিত করিবে—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকান্তাগণকে জড় নায়ক নায়িকা মনে করাইয়া জীবের নরকের পথ পরিষ্কার করিবে।

অধিকারিগণের এই লীলাবর্ণন নিত্য পাঠ্য ও চিন্তনীয়। ইহা সর্ব্বপাপহর ও অপ্রাকৃত ভাবপ্রদ। এই লীলা নরলীলা বটে কিন্তু লৌকিকের ন্যায় হইয়াও সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় পুরুষের সম্বন্ধে অত্যন্ত চমৎকার ও অলৌকিক। অধিকারিগণ – সেবোন্মুখ বৈষ্ণবগণ ইহা পাঠ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণের প্রীতিবিধানমুখে ভজনানন্দ লাভ করেন। সুতরাং ইহাতে বদ্ধ জীবের প্রবেশ নিষেধ। ইহা বৈষ্ণবগণেরই এক-চেটিয়া সম্পত্তি।

অনাথের নাথ

(২)

অহঙ্কার বা মুক্ত পর্য্যন্তঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশ যদিও আমাদিগকে মায়ার মোহিনীরূপের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া অশেষ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে তথাপি অচিরেই জাগতিক প্রভুর বা দাসের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করাইয়া থাকে। মহামায়ার প্রবল পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া জীব সৌভাগ্যক্রমে জাগতিক 'নাথ' বা 'অনাথ'-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণকেই নাথ বলিয়া বরণ করিতে পারে। 'আমি ভোক্তা', 'আমি কর্ত্তা', 'আমি প্রভু' এরূপ বুদ্ধি যেরূপ জীবকে দুর্গতির অতলতলে নিক্ষেপ করে সেইরূপ 'আমি অনাথ', 'আমি পিতামাতা, পতিপুত্রাদি-হীনা অথবা বন্ধুবান্ধব হীন, এই বুদ্ধিও আমাদিগকে কৃষ্ণ-প্রীতি প্রদান করিবার পরিবর্তে সেই সেই অনিত্য বস্তুর স্মরণ করাইয়া থাকে। অনিত্য বস্তুকে 'নাথ' বা পালনকর্ত্তারূপে বরণ করিলে অনিত্য ফলই লাভ হয়। অনিত্য বস্তু-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারই অনিত্য সুতরাং অনিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধও অনিত্য। অনিত্য বস্তুকে যতই কেন

আকর্ষণ করিয়া রাখিতে চাই না কেন, তাহা পরিণামে দুঃখ দান করিবেই। অনিত্য বস্তুর পরিণাম লক্ষ্য করিয়া মায়ামুগ্ধ জীব অনিত্য বস্তুর আসক্তি ছাড়িতে পারে না। আসক্তি ছাড়িবেই বা কিরূপে? আসক্তি যে আত্মার বৃত্তি। সুতরাং অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত না হইয়া নিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত হইলে কখনও তজ্জাত-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। নিত্য বস্তু কখনও উৎপত্তি ও প্রলয়ের অধীন নয়। আত্মা অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইলে জন্ম ও মরণ—এই দুইটী অবস্থা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

অনাথ না হইলে কৃষ্ণ তাঁহার 'নাথ' হন না। তিনি অনাথের নাথ। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র 'গোপীনাথ' আবার তিনি 'জগন্নাথ'ও বটেন। শ্রীগোপীনাথ পরম-মুক্ত মহাভাগবতগণের নিত্যারাধ্য হৃদয়ধন। আর শ্রীজগন্নাথ বদ্ধ ও মুক্ত যাবতীয় জীবকুলের আশ্রয়স্থল। শ্রীজগন্নাথ বদ্ধ-জীবকুলকে কৃপা করিবার জন্য অর্চ্চারূপে নীলাচলে প্রকটিত আছেন। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি-গ্রন্থে এরূপ উক্ত হইয়াছে—

লবণ-জলধি-তীরে, নীলাচলে শ্রীমন্দিরে,
দারুব্রহ্ম পুরুষপ্রধান।
জীবে নিস্তারিতে হরি, অর্চ্চারূপে অবতরি',
ভোগ মোক্ষ করেন প্রদান॥

ভোগ ও মোক্ষদান জগন্নাথের কপট কৃপা, বঞ্চনাভিলাষী জীবগণকেই তিনি বঞ্চনা করেন আবার নিষ্কপট সেবাকাঙ্ক্ষী জনগণকে ভক্তি দান করেন। তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই জীবের মঙ্গল কামনা করেন। তাই—

তুমি নিত্য তোমার বৈভব জীব হয়।
দাসের মঙ্গল-চিন্তা তোমার নিশ্চয়॥
দাস যাহা সুখ মানি' করে অন্বেষণ।
তুমি তাহা কৃপা করি' কর বিতরণ॥
(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

জীব যে অবস্থায় যেখানে থাকেন, কৃষ্ণ তাঁহার মঙ্গলের জন্য তাঁহার বাঞ্ছিত ফল সেই অবস্থায় সেইখানে দিয়া থাকেন। জীব ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য। কৃষ্ণ ঈশ, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ নিয়ন্তা, জীব নিয়াম্য। কৃষ্ণ স্বতন্ত্র, জীব কৃষ্ণাধীন। কৃষ্ণ প্রভু, জীব দাস। কৃষ্ণ ফলদাতা, জীব ফল-ভোক্তা।

অখিল ভুবনপতি পতিতপাবন সর্ব্বজীব-বন্ধু শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য কোন উপায় নাই। আমি অহঙ্কার বা মুক্ত হওনপ্রযুক্ত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জগন্নাথকে আমার

একমাত্র নাথ বলিয়া স্বীকার করি বা না করি, আমি তাঁহার সেবা করি বা না করি তাহাতে অনুর্দ্ধসমান, নিত্যানন্দ-পরিপূর্ণ, অখিলব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীজগন্নাথের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু আত্মমঙ্গল এবং চরিত্রগঠনরূপ একমাত্র কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করায় আমার নির্ব্বুদ্ধিতার মাত্রা চরমে দাঁড়াইবে।

আমার দুর্দ্দৈবের প্রাবল্য এত অধিক যে জন্মজন্মান্তর হইতে অনিত্য বস্তুকে পতিত্বে বা পালনকর্তা-রূপে বরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইয়াও, বারংবার মায়া-লাঞ্ছিত এবং পতিপুত্রাদি কর্তৃক অসময়ে অসভ্যভাবে পরিত্যক্ত হইয়াও নিত্যপতি শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করি না। সর্ব্বক্ষণ মৃত্যুর মধ্যে বিচরণ করিয়াও অমৃতপ্রদ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করি না। মৃত্যু যে আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, মৃত্যু যে আমাকে গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বত্র তাহার বিরাট মুখ ব্যাদন করিয়া আছে, মৃত্যুই যে মর্ত্তাজগতের চিরন্তন প্রীতি।

কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি বালক, কি প্রৌঢ়, কি পশু, কি মানব সকলেই মৃত্যুর অধীন। অনিত্য জগতে সর্ব্বস্থিতি-লয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, সর্ব্ব রক্তক্ষোভ অনাদিকাল হইতে কাহার ইচ্ছায় নিরঙ্কুশ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে? কাহার ইঙ্গিতে বা কোন্ বিধিলিপি-বলে জীবগণ নিজ ইচ্ছার বিপরীত গতি লাভ করিতেছে? জীব এক প্রকার আশা করে, হয় অন্য প্রকার। অস্থির অবস্থায় আমি কতকাল বাস করিব? কোন্ সাহসে আমি অনিত্য বস্তুর দাসত্বে জীবন অতিবাহিত করিতেছি? আমার এমন কি সহায়-সম্পদ আছে যে অন্তিমকালে আমাকে রক্ষা করিবে? এমন ভরসা কি হৃদে যে আমি এখনই মরিব না? মৃত্যুকাল আমার কি এমন নির্দ্দিষ্ট যে এই ইহার পরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় আত্মনিয়োগ না করিলেও দেশকালপাত্র, সুযোগ-সুবিধা ভাবে অবস্থান করিবে? সময় কি আমার জন্য বসিয়া থাকিবে? বহু সুকৃতি ফলে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া সৎসঙ্গের সুযোগ পাইয়াও যদি তাহাতে অবহেলা করি তবে আমার ন্যায় নির্ব্বোধ আর কে আছে?

কোন একটী অত্যুজ্জ্বল জগন্নাথের বহু আরাধনা করিলাম, ফল লাভ করিলাম যাহার জন্য ফলপ্রাপ্তি আমার তাহাতেই উদাসীন রহিলাম। আমাদের বহির্মুখতার এমনই প্রীতি এবং মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির এতই প্রাবল্য যে যে সুযোগ আমি বহু কষ্টে লাভ করিলাম আবার সেই সুযোগ পাইয়া হরিভজনে উদাসীন রহিলাম। সুযোগ পাইবার পূর্ব্বে ভাবি, এবার নিশ্চয়ই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিব, কিন্তু সুযোগ পাইলেই আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই। যাহা আমার কর্ত্তব্য নয়, তাহাতে আমি প্রমত্ত হই আর যাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলাম তাহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

বহু দিন জগতে নিরাশ্রয়ভাবে ত্রিতাপপীড়িত হইয়া শান্তির আশায় জগন্নাথের আশ্রয় হয় ত' প্রার্থনা করিলাম, জগন্নাথ তাঁহার আশ্রয়ের সন্ধান এবং তাঁহার পাদপদ্ম প্রদান করিবার জন্য আচার্য্যরূপে আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন আর তখন আমি সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়জাতীয় ভগবান শ্রীগুরুদেবের আদেশে উদাসীন রহিলাম অথবা অকৃতজ্ঞ হইয়া ইতর বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হইলাম। তাই চিন্তনীয় এই যে আমার বুদ্ধি এরূপ বিপর্য্যয় লাভ করে কেন? আমার মন বিক্ষিপ্ত হয় কেন? আমার অজিতেন্দ্রিয় মন এবং সে চঞ্চল হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে॥"

(ক্রমশঃ)

প্রাকৃতের অভাব

নিশিথের নীরবতা
কি যে ব্যথা আজি দেয়।
মরমে মধুর গাথা,
যে গাহিত আগে হায়॥
প্রমোদ উদ্যানে মোর,
কণ্টকের বিস্তার।
কে যেন রোপিয়া গোর
করিয়াছে শুষ্ক মরু॥
সরল শিশুর বুলি,
কাণে নাহি পশে আর।
কে যেন রেখেছে খুলি,
নিরাশা কুটীর-দ্বার॥
যে দিকে নেহারি হেরি
সব শূন্য শূন্য-মনা।
সব শবাকারধারী
সাধিতেছে কি সাধনা॥
কিম্বা হায় আমি শব,
সেবাহীন জীবহর।
চোখ কাণ আছে সব,
কিন্তু যেন নাহি লব॥
চক্ষু নাহি দেখে আর,
রূপের মোহন ছবি।
শক্তি নাহি রসনার
স্বাদিতে সাধের হবি॥
শান্তিমাখা সুখভরা,
যাহা কিছু ধরিত্রীর।
সব যেন হ'য়ে হারা,
ভেঙ্গেছে অশ্রুনীর॥
তরুণ অরুণোদয়ে,
উদাসের অনটন।
কেন আজি ধরাময়,
অঘটন সংঘটন॥
সমীরের শোঁ শোঁ রব,
হৃদয় কাঁপায়ে জোরে।
প্রবাহিত যেই ভাব,
আজি তাহা কেন দূরে।
নাসা নাহি করে আশা,
সুবাস নলিনীচয়।
স্পর্শ পরশন নেশা
ত্যজিয়াছে সমুদয়॥
কেন হেন আজি সব
বিপরীত অভিনয়।
কা'র কাছে পরাভব,
লভিল এ অভিনয়॥
কেহ কি বলিতে পার?
কবি কবী জানিবার।
কেন আজি এ ধরায়,
হেন মলিন আকার॥
কল্পনার সীমামাঝে
এ অভাব পুরাইতে।
কিছুই কি নাহি রাজে,
কোথাও কোন জগতে
কল্পনার কবিদের
জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের।
গতি মাঝে সদুত্তর
নাহি কিগো এ প্রশ্নের
ক্ষিপ্ত মন যবে মোর
হেন প্রশ্নমালা সয়ে।
মহামোহে ছিল ভোর,
নিদারুণ ব্যথা পেয়ে॥
কে যেন সে-কালে মোরে
গাহিল সান্ত্বনা বাণী।
শুদ্ধ মহাভাগবতে,
অপ্রাকৃত স্রোতবাণী॥
যথা যেই ধাঁধাঁ মোর,
পুষ্প-অপুষ্প-রূপে।
ভরিল সে চিত্তচোর
প্রাজ্ঞ' অস্তব্যাখ্যিরূপে॥
কাহল করুণা ক'রে
এ জগৎ নিত্য নয়।
পরিবর্তনের করে
সতত সদা পরাজয়।
জগৎ শব্দের অর্থ
চলে যায় যাহা কালে।
তাই নিত্য পরমার্থ,
জগতে কভু না মিলে॥
প্রকৃতির প্রেরণায়
এ জগৎ ক্রিয়মাণ।
অপ্রাকৃত তত্ত্ব হায়,
কভু নহে বিদ্যমান॥
সুখকর যাহা হ'বে
আজি তব অভিলাষ।
সেই তোমা দুঃখ দিবে,
হয় ত' বা কালি হায়॥
রুচিকর তব যাহা
আজনম রসনায়।
শেষ দিনে হবে তাহা
অতীব অরুচিময়॥
তাই বলি চিরসুখ
হেথা কেউ নাহি দেয়।
ঐহিকের অপসুখ
বরি' জীব দুঃখ পায়॥
হেন পরিবর্তনের
ত্রিতাপাদি যাতনায়।
কবল হ'তে উদ্ধার
পাইবারে আশা যায়॥
সংসারের পার হ'বে
সুসারের অভিলাষী।
যে ধীমান্ সে ভজবে
নিত্যানন্দ-পদপদ্ম॥
অতএব নিতাই তাই
ভজনেই তাই তব।
মরীচিকা আশে ধাই'
ঠকিও না হে মানব॥
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি'
ভজ তাঁর কায়মনে।
অধর্মতা ত্যাগ করি'
অভয় হ'য়ে যতনে॥
কৃষ্ণ সুপ্রসন্ন হ'লে
অবশ্য সুখময় হয়।
কাঁচ খুঁজে মণি মিলে
মণি কিন্তু কভু নয়॥
পরম সুপদ্মা তরু
মন তব চিন্ময়।
হায় না সেবিলে পায়
অমরেরা শুষ্ক নয়।
হায় সেতুর দিয়া
ভক্তি' নিত্যানন্দ হয়।
মায়াপুরে ভেবে তাহা
জীবন মুক্তদশায়।
প্রাকৃতে অভাব হবে
কেন মনে তা' ভাবনা।
বুঝিতে না হয়, তবে
যদি শ্রীনন্দদুলাল।
— শ্রীবালকৃষ্ণ দাস

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম স্কন্ধ প্রথম খণ্ড মাত্র :৮
দশম স্কন্ধ প্রথম খণ্ড ।৵০
৩। ভাগবত-অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্যসমেত
(৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীশ্রীবৈষ্ণবমঞ্জুষা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। দুর্লভসার ও শ্রীগৌরাঙ্গ সারস্বত
(ভাষ্য) ২৲
১৩। প্রেমবিবর্ত্তের সারস্বত
ব্যাখ্যাসহ) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-ধর্ম ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। জীব-ধর্ম ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। শীতধর্ম ৷১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৷০
৩০। গীতাবলী ৷০
৩১। স্বরূপ নবদ্বীপ ২।০
৩২। সাধনকণা ৷০
৩৩। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৷০
৩৪। শরণাগতি ৷০
৩৫। অর্চনপদ্ধতি
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৷০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৷১০
৩৮। অর্চনপদ্ধতি
৩৯। নামকরণমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। বলিদানের সারস্বত ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভজনকথাবলী বা বাবাবিলাসতরঙ্গিণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৷০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীগৌরধাম ৵০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৵০
৫২। সারস্বতবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিধঃ ।০
৫৪। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সারস্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৷০
৫৮। সারস্বতশতকম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ক্‌স ।৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৷০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইম্পিরিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড টিচিংস ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জনৈক ভ্যান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৷১০
৭২। গীতাবলী ৷০
৭৩। শরণাগতি ৷০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুরের সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবিনোদবাণীগৌড়ীয়মঠ মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজীউ মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদনগোপাল-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুসুমকুলা, পোঃ চিবকুলা, ধানজুম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওনং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষ গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পাঠক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক পত্র সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০	+ ১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—১২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫২	৯-৩২	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	[illegible]	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৩	● ১১-৩৭	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯ ১৮-৩১ ও ২৩-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫ ৮-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (মধ)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵ —৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৶০ —৪৷৴০
আটা এমার্কা	৪৵ —৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেস্‌সাম টনিক

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ মস্তিষ্ক মারক ও নিস্তেজ পদার্থ পরিবর্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারদের মধ্যের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত [illegible] পুস্তিকা "সংসার নিরাময় নং ৭")। অনন্ত ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্বল্য, স্মৃতিশক্তি, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতি ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল

বিজ্ঞাপনে মাত্র ২৲ দুই টাকা সাথে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণ কোর্সের জন্য ১৯৲ টাকা এবং [illegible] ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

নিউ হেল্‌থ্‌ লেবরেটরিজ্‌
(ডিপার্টমেণ্ট ১)
লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—টাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি নিয়মানুগ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। অন্ত হইতে চতুষ্ক ছাত্রগণ আবশ্যকমত অনুমোদিত হইয়া যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ভাদ্রে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার আলোচনা যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, শাস্ত্রভাষী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুবর্ণ-পদকপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভব আশ্রয়ন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে দীপ্ত হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foroward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কার্টতি অত্যন্ত অধিক। শিকার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা হয়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থে যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এবং পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
অফিসের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1444

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই আষাঢ় সোমবার ১৩৪১, ২রা জুলাই ১৯৩৪

ব্যোমযানে বদ্রীনাথ

—:::•:::—

হিমালয় এয়ার ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস

নিউ দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ 'দি হিমালয় এয়ার ট্রান্সপোর্ট এণ্ড সার্ভে' কোম্পানী হরিদ্বার ও বদ্রীনাথের মধ্যে নিয়মিতভাবে এয়ার সার্ভিস (ব্যোমযানে যাতায়াত) খুলিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সিভিল এভিয়েশন এর ডিরেক্টর ইহাতে হরিদ্বার ও গৌচারস্থ এরোড্রোম দীক্ষা করিয়া উহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গৌচারের যে স্থানে এরোপ্লেন নামে, তাহা কিছুকাল পূর্ব্বে পর্ব্বতাকীর্ণ থাকিলেও বর্ত্তমানে এরোড্রোমের প্রশস্ত স্থানে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে যাত্রিগণকে বদ্রীনাথ যাইতে যে স্থলে ৩।৪ সপ্তাহ লাগিত তাহা বর্ত্তমানে আকাশপথে ৪০ মিনিটেরও কম সময়ে যাওয়া যাইবে। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে আকাশ-যানে বদ্রীনাথ গমন আর্থিক হিসাবেও সুবিধা-জনক, যাত্রিগণ যাহাতে আরামে ও নিরাপদে ব্যোমপথে গমন করিতে পারে, তজ্জন্য দশজন যাত্রী বসিতে পারে এপ্রকার ও উন্নতধরণ যুক্ত এরোপ্লেনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলাত হইতে অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ও ইঞ্জিনিয়ার আনা হইয়াছে।

১৫০০০৲ তহবিল তছরূপের অভিযোগ

নর্টন বিল্ডিং-এর বেঙ্গল সেন্ট্রাল এজেন্সী লিঃ-এর ক্যাশিয়ার রমেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জিকে উক্ত আফিসের তহবিল হইতে ১,৫০,০০০৲ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে হাজতে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পুলিশ হাজতে প্রেরণ করেন।

প্রকাশ যে, গত ২ বৎসরে মুখার্জ্জি ঐ টাকা আত্মসাৎ করে।

বন্যার হৃদয়বিদারক দৃশ্য

আসাম-নওগাঁওয়ের বন্যা সম্পর্কে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে প্রকাশ, বন্যায় দুই লক্ষ লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বহু লোক সম্পূর্ণ নিঃস্ব এবং নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে মানুষ ও গবাদি পশুর মৃতদেহ ভাসিতেছে, এবং বহু লোকের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

সুনামগঞ্জ মহকুমা হইতেও ভয়াবহ বিবরণ আসিয়াছে, পাহাড়ের নিকটস্থ সমস্ত বসতি ধ্বংস হইয়াছে। লোক সকল বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। টিলাগাঁও নামক স্থানে দুইটি মরা হাতী ভাসিয়া আসিয়াছে। রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বন্ধ; ডাকযোগে চিঠিপত্র আদান প্রদান বন্ধ, এবং রাস্তাঘাট জলময়। সুতরাং নওগাঁও সহর অন্যান্য স্থান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, এক কামরূপ জেলাতেই ৭০ খানা গ্রাম জলময়।

নিস্‌দি নামক যে ষ্টীমার ডুবির সংবাদ আসিয়াছিল, সেই সংবাদ সত্য নহে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংবাদে প্রকাশ, তথাকার অবস্থাও শোচনীয়। বহু লোক সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। ক্ষতির পরিমাণ এখনও বলা যায় না; তবে আপাততঃ অনুমান হয় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

কৃষ্ণনগরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে জুন নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান না করায় এবং কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় সমিতি, কুষ্টিয়া মহকুমা রাষ্ট্রীয় সমিতি, শান্তিপুর রাষ্ট্রীয় সমিতি, নাকাশীপাড়া রাষ্ট্রীয় সমিতি ও নদীয়া সত্যাগ্রহী দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

মোটর দুর্ঘটনা

এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৮ই জুন বেলা প্রায় ২টার সময় কুষ্টিয়া হইতে বাগমারগামী রায় এণ্ড কোং-র একখানি মোটরে ধাক্কা লাগিয়া চাপা পড়ার ফলে খাটিনা নিবাসী গৌরমোহন পাত্র নামক এক যুবক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। আঘাতের ফলে তাহার পিঠের চামড়া উঠিয়া গিয়াছে এবং মাথা কাটিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে ও আহত ব্যক্তিকে উদ্বেড়িয়া পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। মৃত ব্যক্তি জামিনে মুক্ত আছে।

কর্পূরতলার সঙ্গীণ অবস্থা

প্রকাশ যে, জাঠগণ দলবদ্ধভাবে কর্পূরতলায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবার ফলে কর্পূরতলায় যে সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সিমলার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এসথুইথ ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হপকিন্‌সকে কর্পূরতলায় প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতসরকার দেশীয় রাজ্যরক্ষা বিল অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ঐ বিল পরিষদের গত বাদিল্লী অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

পুণা হইতে বোম্বাই যাইবার পথে কাষেণ্ট ষ্টেশনে ট্রেণ লাইনচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া 'ইভনিং নিউজ' পত্রিকার পুণাস্থিত সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারেন যে, রেল লাইনকে স্বস্থানে রাখিবার জন্য যে সব লৌহখণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার দুইখানা ষ্টেশনের বাহিরে 'ডাউন জল লাইনের' নিকট আপ ও ডাউন লাইনের উপর রক্ষিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত ষ্টেশন মাষ্টার উহা দেখিতে পায়। এইরূপে একটা ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা নিবারিত হয়। গান্ধীজীর ট্রেণ যে সময় আসিবার কথা ছিল ঠিক সেই সময়েই বোম্বাই হইতে ২৩নং আপ ট্রেণ পৌঁছার কথা ছিল, দুইটী লাইনের ক্ষতি করা সত্ত্বেও উভয় ট্রেনই অল্পের জন্য রক্ষা পায়।

ঃ ন্দা নদী কাষেণ্টে রেল লাইনের খাও নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ট্রেণ লাইনচ্যুত হইলে উহার ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হইত। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী শ্রী জগবন্ধু বাবুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ই আষাঢ় সোমবার, ১৩৮১

বন্যার-বন্যার প্রবল বারিপাতে শস্য, ঘর-বাড়ী, পশু প্রভৃতি ভাসিয়া গেল। রাস্তা, ঘাট, ট্রেন চলাচল বন্ধ। আসাম ও পূর্ববঙ্গের এক বিশাল ভূভাগ হইতে বন্যার্তদের হাহাকার উঠিতেছে। বাংলা ও আসামের যে অঞ্চল জনপদ ধন-সম্পদই, সেইখানেই দেবের এক দানব লীলা !

পল্লী-অঞ্চলের দুর্বিসহ দুঃখের কথা আর কি বলিব ? ক্ষুধিত, পীড়িত, অসহায় নর-নারী বালকবালিকার ক্রন্দনে বঙ্গপল্লী ভরিয়া উঠিয়াছে। আশু মুখের গ্রাস, আউশ ধানের একটি গোছাও ঘরে আসিল না,—ঘরও ভাসিয়া গেল, বাস্তুভিটা ধ্বসিয়া পড়িতেছে। শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ হইতে নোয়াখালী পর্যন্ত একই বার্তা একই দুঃখ—একই সর্বনাশ,—কোনো আবর্তে কলকল্লোল তুলিয়াছে। দুর্দশাগ্রস্ত জীবন্ত লক্ষ লক্ষ নর-নারীর করুণ এই আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ?

বন্যার এই বিপদের আর আকস্মিক বলা চলে না। একদিনের নহে, বহু বর্ষের অব-হেলার ফলে আজ বন্যা সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছে। নদী, খাল, বিল, দীঘি, জলাশয় ভরিয়া মজিয়া গেল, বাংলার কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট সরকার ইহার প্রতিকারে কোনও কার্যকর উদ্যোগ করিলেন না ! নদী ও খালের গভীরতা নাই—বর্ষার জলধারা সহজেই কূল ছাপাইয়া উঠে। পূর্ববঙ্গের বড় বড় বিলগুলি কেহ রক্ষা করিল না, বরং ক্রমে ভরাট হইয়া, জমিদারের আয় বাড়াইল। ক্রমে ও ধীরে এই পরিবর্তনের ফল—বন্যার বারম্বার উৎপাদন।

অ[illegible]ক্রমণের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, সাধারণ কি করিয়া আক্রান্তের জীবন রক্ষা করা সম্ভব ? [illegible] উপস্থিত ক্ষেত্রে সাধারণ প্রাণে আত্ম-নিয়োগ করুন [illegible] রক্ষা করার [illegible] মুক্তি [illegible] কালেক্টর [illegible] নৈরাশ্যকর হইয়া [illegible] ও আমাদের খাল বিল [illegible] বন্যার ব্যবস্থা না করিলে,—[illegible] ব্যবস্থা না করিলে এই সকল স্থান অনতিবিলম্বে শ্মশানে পরিণত হইবে এবং কচুরী পানায় লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূমির শস্য প্রতি বৎসর নষ্ট হয়, কাটা খাল বা ছোট নদীতে যাতায়াত বন্ধ হয়, তাহার উপর এই বন্যার উপদ্রব ! প্রতিকার—দুর্ভিক্ষ দান নহে, হিসাব করিয়া ক্ষতিপূরণ প্রদানও নহে ? প্রতিকার—ঋণ করিয়াই হউক বা যে প্রকারেই হউক অবিলম্বে নদী খাল বিলের সংস্কার ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা।

সেদিন পার্লামেন্টে ডেভিড রেনফেল্ড স্বাস্থ্যসচিবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ওয়েলসের কয়লা খান অঞ্চলে মদ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং তাহার ফলে খনির মালিক ও শ্রমিকেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে,—একথা সত্য কি না ? মিঃ রেনফেল্ডের আরও প্রশ্ন ছিল,—মদের মূল্য কমাইয়া দেওয়াতেই বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে কিনা ? স্বাস্থ্য-সচিব উত্তরে বলেন যে, মদের মূল্য হ্রাস হওয়ার ফলে, বে-আইনী ভাবে গোপনে মদ তৈয়ারীর পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল,—ইহা বন্ধ করিবার জন্যই মদের মূল্য কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মদের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে লোকে বেশী মদ খাইতেছে, স্বাস্থ্য-সচিব ইহা স্বীকার করেন না। স্বাস্থ্য-সচিব স্বীকার করুন আর নাই করুন, মদের মূল্য কমিলে দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে মদ খাওয়ার পরিমাণ যে বাড়িবে, ইহাই আমাদের ধারণা। মদের মূল্য না কমাইয়া বে-আইনী ভাবে যেসকল স্থানে মদ তৈয়ারী হইতেছিল তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হইত।

দেশের সর্বত্রই শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। আগ্রার সংবাদে প্রকাশ, মিঃ মোহাম্মদ শাহ (বি, এ) মিঞা, মিঃ জুলফিকার হোসেন আই, এ এবং আর একটী আই, এ পাশ ভিস্তুক,—১৭৲ টাকা মাসিক বেতনে আগ্রার পুলিশ কনেষ্টবলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই বেশ স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে বেকার সমস্যা কি প্রকার প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের চাকুরী ক্ষেত্রে কপাল পুড়িয়াছে। শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের মধ্যেও এই ধারণা প্রবল হইয়াছে যে, সরকা[illegible]তাদের সৌভাগ্য বাব-রূপে চাকুরী হইতে কিন্তু একজন গ্রাজুয়েট মুসলমান যুবকের কপালেও যখন ১৭৲ টাকা মাসিক বেতনের কনেষ্টবলগিরি ছাড়া আর কিছু জুটিল না, তখন অন্য পরে কা কথা।

আমের গুণ

ঔষধ রূপে পাকা আমের প্রয়োগ

স্নায়বিক দৌর্বল্য ও ডিস্পেপসিয়ায়—পাকা আমের রস ২ তোলা হইতে ৫ তোলা মাত্রায় একটু চিনি ও ছোট এলাচের গুঁড়ার সহিত খাইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্যে—পাকা আমের রস ঘন দুধের সহিত মিশাইয়া খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

ডায়াবিটিসে—অনেকে বলেন যে, দুধের সহিত পাকা আমের রস খাইলে ডায়াবিটিস রোগে উপকার হয়।

প্লীহায়—পাকা আমের রস মধুর সহিত খাইলে প্লীহা-বৃদ্ধি ভাল হয়। বিশেষতঃ বায়ু প্রধান ধাতে ইহাতে বেশী উপকার হয়। পাকা আম বলিতে সুপক্ক পাকা আম বুঝিতে হইবে। টক আম ঔষধার্থে ব্যবহার করা চলে না।

কাঁচা আমের প্রয়োগ

কণ্ঠরোগে—কাঁচা আম অথবা উহার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে কণ্ঠরোগ দূর হয়। ডিপথিরিয়ায় ইহাতে উপকার হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পা-কাটায়—যাহাদের পায়ের তলা বেশী ফাটে, তাহারা কাঁচা আমের রস সেঁক করিয়া পায়ের তলায় মাখাইবে। পাতার রস মাখাইলেও ভাল হয়।

অজীর্ণে—বেশী মাছ খাইয়া অজীর্ণ হইলে কাঁচা আম খাইবে। কলেরার সময় কাঁচা আম পোড়াইয়া মিছরীর গুঁড়ার সহিত খাওয়া ভাল। অতিরিক্ত মাংস খাওয়া অজীর্ণ হইলে আঁটির শাস খাইতে হয়।

কাঁচা আমের ছাল

রক্তামাশয়ে—কাঁচা আমের ছাল দুধের সহিত বাটিয়া মধুসহ সেবন করিবে।

স্ত্রীরোগে—ভাল কাঁচা আমের ছাল ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটিবে, পরে ঘৃতে ভাজিয়া চিনির সহিত মর্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী সেবন করিলে রক্তপ্রদর রোগে উপকার হয়।

আম আঁটির শাঁস

আমের কুশি এবং আমের আঁটির ভিতরকার শাঁসের ঔষধ গুণ বেশী। সেইজন্য যোনির স্রাব, যোনির স্ফীতি প্রভৃতিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। আমের সময় আমের আঁটির শাঁস রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া বাড়ীতে রাখিলে সময়ে অসময়ে বহু উপকারে আসিবে। রক্তামাশয়, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর রক্তার্শ প্রভৃতি রোগে আমের কুশির গুঁড়া ৵০ হইতে ।০ আনা মাত্রায় মধু সহ সেবন করিবে। শ্বেত রোগের স্রাবে ও ইহার দ্বারা বেশ উপকার পাওয়া যায়।

আমাশয় রোগে—ঘোলের সহিত আম আঁটির শাস (মাত্রা চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা) বাটিয়া খাইবে।

অতীসারে—আমের কুশি ১ তোলা ও বেল শুঠ ১ তোলা আতপের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিবে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—আম আঁটির শাসে টাটকা নস্য লইবে।

মুখরোগে—মুখের মধ্যে, দাঁতের মাড়িতে কিংবা জিভে ঘা হইলে আম আঁটির তৈল দ্বারা কবল অর্থাৎ কুলকুচা করিলে উপকার হয়। আঁটির শাসের স্বাদ আম গাছের ছালেরও কষায় বা astringent গুণ খুব বেশী থাকায় ইহা শ্বেত ও রক্তপ্রদর, রক্তার্শ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। ছালের কাথ বা টাটকা রস উহার চিনি সহ খাওয়া উচিত। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা স্রাব হইলেও ইহাতে ভাল হয়।

নাটোরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ২৫-৬-৭৪ তারিখে নাটোরে সন্ধ্যার সময় এক নৃশংস নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। সাকাতুল্লা ও বাকাতুল্লা নামক প্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মাত্র ৫ কাঠা জমি লইয়া বহুদিন যাবৎ মামলা চলিতেছিল। এই লড়াই ২৫শে তারিখ তাহাদের মধ্যে কিছু বচসা হয় বৈকালে ইহা গুরুতর আকার ধারণ করে। ফলে সদর রাস্তার উপর বহু জনসমাগম হয়। এমন সময় আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া বাকাতুল্লাকে দৌড়াইতে দেখা যায়।

সে যখন দৌড়াইয়া রাস্তার উপর উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাকাতুল্লা পশ্চাৎ হইতে তাহার মস্তকে ভীষণ জোরে খড়্গাঘাত করে। তৎক্ষণাৎ বাকাতুল্লা রক্তাক্তকলেবরে অচৈতন্য অবস্থায় ধরাশায়ী হয়। তারপর তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিলে তথায় তাহার মৃত্যু ঘটে। সাকাতুল্লা ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফেরার হইয়াছে। পুলিশ তাহার স্ত্রী ও একটী ছেলেকে বন্দী করিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

পার্লামেন্টারী বোর্ডের শিখ সদস্য

পার্লামেন্টারী বোর্ডের অস্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত মালব্য ও জাতীয়তাবাদী শিখ নেতাদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ পত্র-ব্যবহারের পর পণ্ডিত মালব্য গুজরাণ-ওয়ালার ব্যারিষ্টার সর্দার আতর সিংকে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভ্য মনোনীত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৫ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা জুলাই ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১০৫শ সংখ্যা

চয়ন

TEMPLE AT SREEDHAM MAYAPUR

—:०:—

Donation of a Calcutta Merchant.

—:०:—

[Extract from "The Amrita Bazar Patrika" Thursday, June 28, 1934.]

Mr. Sakhi Charan Roy. Bhakti Vijoy, a merchant of Calcutta, has offered to make a princely donation required for the construction of a huge and magnificent Temple in the process of construction at Yogapeetha (Mahaprabhu's House) at Sreedham Mayapur (Old Nabadwip). A plan of a big Temple over hundred feet in height with splendid ornamentation has been prepared.

শ্রীধাম-মায়াপুরে মন্দির

—:०:—

কলিকাতার জনৈক সওদাগরের দান

মিঃ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় কলিকাতার একজন সওদাগর। তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে অর্থাৎ মহাপ্রভুর আলয়ে একটী কারুকার্য্যখচিত সুবৃহৎ মন্দিরের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। এক শত ফুটেরও অধিক উচ্চতা-বিশিষ্ট এবং প্রচুর কারুকার্য্যখচিত একটী সুবৃহৎ মন্দিরের প্ল্যান করা হইয়াছে।

প্রচার প্রসঙ্গ

পাবনায়

গত ৭ই আষাঢ় শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশধর কুণ্ডু মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে ও যত্নে উক্ত দিবস সন্ধ্যায় নাকালিয়া বাজারে একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজের কৃপাদেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় বহুক্ষণ যাবৎ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয়' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ও আচরিত বিমল 'বৈষ্ণবধর্ম' সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ আরও একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। স্বামীজী উক্ত গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া পাবনার অন্যান্য স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

কাশীতে

গত সোমবার ১০ই আষাঢ় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশীর বিবেকানন্দপল্লী-স্থিত বালিকাবিদ্যালয়ে স্থানীয় অধিবাসিগণের আগ্রহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অচিন্ত্য মহিমা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে জলদগম্ভীর স্বরে শাস্ত্রযুক্তি সহ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় প্রায় ৫০০ শত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠগায়ক শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজীর সুললিত কীর্ত্তন হওয়ায় সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীধামে

গত ২৮শে জুন শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য একই ঈশ্বর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রাকৃত গুণের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাতৃরূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই ত্রিবিধ সংজ্ঞা ধারণ করিলেও সত্ত্বতনু বিষ্ণু হইতেই লোকের কল্যাণ সাধিত হয়। তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ, এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; কেননা, সত্ত্বগুণে ব্রহ্মদর্শন হয়। এই কারণে প্রাচীনকালে আত্মারাম মুনিগণ ভগবান্ অধোক্ষজের ভজন করিতেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আম্নায়-পারম্পর্য্য স্বীকার করেন তাঁহারাও চরম কল্যাণ লাভ করেন। ভব-মুক্তি বহু দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের নিন্দা না করিয়া কল্যাণার্থী জনগণ নারায়ণেরই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রোক্ত অবতারের ভজন করেন। আর যত সব অন্য-কামিগণ নিজ নিজ রজস্তমঃ-প্রকৃতি অনুসারে সমস্বভাবযুক্ত দেবগণকেই পূজা করেন।

অন্নপূর্ণ ৩৬ জাতের ভোক্তাভিমানী গৃহস্থগণ ঈশ্বরপরায়ণ হইলে গৃহস্থ হইতে পারেন। সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়া তাঁহারা উন্নত হইতে পারেন। তাহাদের প্রতিকূল জ্ঞান করিলে ক্রমে চারি আশ্রম-ধর্মে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিষ্কামের জন্য চলিয়া যাওয়ার নাম সন্ন্যাস। ফলতঃ সেবাকার্য্যে ভক্তের অধিকার আছে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের তাঁহার তাঁহাতে অধিকার নাই। যে সময়ে মানব প্রব্রজ্যার যোগ্যতা লাভ করেন, তৎপূর্ব্বে তাঁহার ভোগবাসনা শুদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। যেকালে জীবের দৈব-সংসার-বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হয় সেই মুহূর্ত্তে তিনি সকল বর্ণাশ্রম অতিক্রম করিয়া প্রব্রজ্যায় অধিকারী হন।

———

সংসারে অক্ষজ জ্ঞানগণ অজ্ঞানান্ধ। তাঁহারা সাধুর কৃপালোক ব্যতীত বাস্তব-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন না। বৈষ্ণব-সংঘ নব চরিতে চিদ্বিলাস-চিন্তা প্রকাশ করেন, উহাই বেদের সারকথা এবং শ্রীগুরুদেবের কথন। যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবলম্বনে অক্ষজ-সাধনে ডুবিয়া যাইতেছেন সেই অক্ষজদের জন্য বাস্তবসত্য বলিবেন হইবে, সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকিলেও সাধুদের অবশ্য শুদ্ধ ভাগবত ও ভক্তভাগবত-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-শ্রীকৃষ্ণের সেবক-ভগবান্ কৃষ্ণ এবং সকলের আশ্রয় বাঁশরী প্রভুপাদ আপনার ধ্যান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ বামন শনিবার গৌরাব্দ ৪৪৮

আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরিচিত প্রসিদ্ধ-ক্ষেত্র আলালনাথ বা ব্রহ্মগিরিধামের সমান মহাপ্রভুর লীলা-সম্পাদনের পর কয়েক শতাব্দী অতীত হইলেও দুষ্ট আক্রমণ না করিলেও পতিতপাবন গৌরবিজয়ী শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী-করুণায় এই তীর্থরাজ আজ বাহির জগতের নিকট বিশেষরূপে সুপরিচিত। আলালনাথের মহিমা কীর্ত্তন করি, এমন ক্ষমতা আমার মত ব্যক্তির ত' নাই, এমনকি দেবগণ, এমন কি অনন্তদেব সহস্রমুখে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। এই তীর্থরাজ কতবার যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদরজে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াই এই স্থান পবিত্রতম তীর্থরূপে আজ বৈষ্ণবগণের নয়নের মণি হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিলে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাইয়া দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১২২)

"গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৬৩)

যে অপ্রাকৃত মুখ্য রসপঞ্চকে নন্দনন্দনের আনন্দবিধান ভক্তগণের প্রেমসেবা-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধুররসে গোপী-প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভু সেই গোপীপ্রেমের মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শন-কল্পে স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন। গোপীগণ তিলার্দ্ধমাত্র সময়ও কৃষ্ণের চন্দ্রবদন সন্দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ দর্শন-বিচ্যুতি ঘটিলে ক্ষণকালও তাঁহাদের নিকট যুগাধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

যখন স্নানযাত্রার পর পক্ষকাল জগন্নাথের দর্শনের সম্ভাবনা থাকিত না সেই সময় মহাপ্রভু এইভাবে বিভাবিত হইয়া আলালনাথে গমন করিতেন। এই আলালনাথে গমনের একটী গূঢ় রহস্য আছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানিতে পারি, রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ পাগলিনীপ্রায় হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে থাকেন। গোপীগণের এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কোথাও চতুর্ভুজরূপে অবস্থান করিলে সাধারণ গোপীগণ তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। কারণ, চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্যময়-বিগ্রহ তাঁহাদের আরাধ্যদেব নহেন। কিন্তু গোপী-শিরোমণি বা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি হ্লাদিনী শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চতুর্ভুজ-বিগ্রহ সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই। বিষয়বিগ্রহ একই অদ্বয়তত্ত্ব; তিনি সাধকের দর্শন-ভেদে তাঁহাদের নিকট বিভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হন মাত্র। নন্দনন্দনই বাসুদেব বিষ্ণুতত্ত্বের আকর বস্তু; আর তাঁহারই সমাসনে অধিষ্ঠিতা বা অর্দ্ধাঙ্গিনী বৃষভানুসুতা। বৃষভানুসুতা আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ, আর নন্দনন্দন বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ। বিষয়-আশ্রয়ের সম্মিলন—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব।

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তা'র গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

মহাপ্রভু শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীর ভাবে বিভাবিত হইয়াই বিপ্রলম্ভ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অনবসর-কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া আলালনাথে গমন করিলেন। আলালনাথজী চতুর্ভুজ বিষ্ণুবিগ্রহ, যেন গোপী-শিরোমণির ভাব-বিগ্রহকে পরীক্ষা করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে তথায় বিরাজিত রহিয়াছেন কিন্তু বার্ষভানবীর ভাবের নিকট চতুর্ভুজের অবস্থিতি নাই; তাই মহাপ্রভু প্রেমনেত্রে আলালনাথজীকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন নাই। দ্বিভুজ-মুরলীবদন-রূপেই তাঁহার দর্শন হইয়াছে। বার্ষভানবী দেবীর প্রেমের সেবাবিগ্রহই শ্রীগোপীনাথ। তাই গৌর-নিজজন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, গৌড়ীয়গণের সর্ব্বেসর্ব্বা নমস্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরের ভাব সর্ব্ব-সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্যই আলালনাথজীর মন্দিরের সংলগ্ন শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আলালনাথ যে শ্রীল প্রভুপাদের কি-প্রকার প্রিয় স্থান তাহা আমাদের কয়েকবার লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান-কালেও তাঁহাকে ভাবের ভরে বলিতে শুনিয়াছি—"আমি আর এখানে অবস্থান করিব না, শীঘ্রই আলালনাথ যাইব।" আলালনাথজীর মণিকণ্ঠী সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন মন্দির, উহা ধসিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু যে শ্রীমন্দির শ্রীল প্রভুর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, সেই উদ্দীপনা-বিগ্রহ শ্রীমন্দিরের কোনও প্রকার অঙ্গহানি হইবে, ইহা কি গৌর-নিজজন কোনও প্রকারে সহ্য করিতে পারেন? তাই তিনি মন্দিরের ঐ পতনোন্মুখ অবস্থা দর্শন করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বহু বাধাবিঘ্ন হইলেও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া নিজ অনুকম্পিত জনদ্বারা উহার সংস্কার সাধন করিতেছেন, চতুষ্পার্শে পার্থরপাত বসাইয়াছেন, সিংহদ্বার বসাইয়াছেন, চারিদিকের প্রাচীরের কার্য্যও চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর অসুবিধাও ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইতেছে। তাঁহার এই কার্য্য লক্ষ্য করিয়া আলালনাথের পাণ্ডাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। বর্ত্তমানে—অনবসর-কালে তিনি আলালনাথে অবস্থান করিয়া নিরন্তর মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন এবং মন্দির-সংস্কারাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

জগন্নাথপুর গ্রামে

বিরাট্ বিচার সভা

গত ৩১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামে উক্ত গ্রামস্থ সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বাগ্চী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও গ্রামবাসী জনগণের উৎসাহে একটী বিরাট্ বিচার-সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় ও কতিপয় ব্রহ্মচারী, ফরিদপুর-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী এবং গ্রামস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার অধিবেশন হইলে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী সুললিতকণ্ঠে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নপত্র পাঠ করিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রদান করেন।

প্রশ্নপত্র

মাননীয় পরমভাগবত শ্রীমনোমোহন গোস্বামী ও মাননীয় গৌড়ীয়মঠের প্রচারক পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, আপনাদের উভয়ের নিকট আমাদের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে-

১। আমাদের দেশের প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্মের সঙ্গে বর্ত্তমান গৌড়ীয় মঠের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না?

২। ছয় গোস্বামীর সঙ্গে বর্ত্তমান জাতি-গোস্বামীর কোন পার্থক্য আছে কি না?

৩। ছয় গোস্বামীর ভিতর জাতিগত কোন পার্থক্য আছে কি না?

৪। ছয় গোস্বামীর পিতৃবর্গ গোস্বামী ছিলেন কি? এবং তাঁহারা কি এমন কোন শৌক্র-সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এখনও গোস্বামী?

৫। গুরুর বংশ কি প্রকারে হয়? শৌক্র সন্তানধারা কিম্বা

৬। "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

যদি গোস্বামীর শৌক্রসন্তান হওয়ার সম্পূর্ণ অসম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোন গোস্বামি-উপাধিধারীর শৌক্রসন্তান হইয়া পড়ে এবং তিনি তজ্জন্য গোস্বামিত্ব হারাইয়া ফেলেন তবুও তিনি কি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপরিলিখিত উক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গুরু সাজিয়া বসিবেন এবং সেই শৌক্রসন্তান পরবর্ত্তিকালে ব্যভিচারী হইলেও কি সেই গুরুর আসনে অভিষিক্ত হইবেন? যদি তাহাই হয় তবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই উক্তির সার্থকতা কোথায়?

৭। বর্ত্তমানে সমাজে যাঁহারা গুরু বলিয়া পরিচিত, শাস্ত্রে অসদ্গুরুর লক্ষণ যেরূপ লিখিয়াছেন সেই লক্ষণে লক্ষণান্বিত না হইলে তাঁহারাও সমাজে গুরু থাকিতে পারেন কি না?

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—'এই প্রশ্নদ্বারা সমগ্র গোস্বামি-বংশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমি অযোগ্য ক্ষুদ্র প্রাণী; আমি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ। বর্ত্তমানে কলিকাতা, নবদ্বীপের সমাজ-বাড়ীতে যে সমস্ত গোস্বামি-বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আছেন তাঁহাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধুগণের যদি একত্রে বিচার হয় তাহা হইলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। অনাদিকাল হইতে এই দেহটাকে আমি বলিয়া জানি সুতরাং এত বড় একটী অভিমানকে দূর করা এত অল্প সময়ের কাজ নয়। আমার মত অশাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদ্রব্যক্তির পক্ষে উহা বামন হইয়া চাঁদ ধরার ন্যায় বৃথা চেষ্টামাত্র। ইঁহারা আচার্য্য। শাস্ত্র বলেন-

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

অতএব পর চরিত্র আলোচনা না করিয়া নিজে আচার করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেওয়াটাই আমি বিশেষ মনে করি। কেন না, আমরা অনাদিকাল হইতে অন্ধকারে পড়িয়া আছি, আলো আনিলে অন্ধকার দূর হইয়া যায়। পরের চরিত্র শোধন করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিলে সুবিধা হয়। এরূপ বিরাট্ প্রশ্নের উত্তর আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। (পরে গৌড়ীয়মঠের স্বামীজীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ইঁহারা ইচ্ছা করিলে উক্ত প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে পারেন।

অরণ্য মহারাজের বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মঙ্গলাচরণ সমাপনান্তে বলেন, মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলী, আমি করযোড়ে আপনাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইতেছি। আপনারা অনেকেই বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত আছেন। আমি কাহাকেও আক্রমণ করিয়া কোন কথা বলিবার জন্য সভাস্থলে দণ্ডায়মান হই নাই। নিজেকে নিজে শোধন করিবার জন্য কয়েকটী কথা বলিব। গোস্বামী মহাশয় একটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

এই কথাগুলি ধ্রুবসত্য অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রার্থ নিজে আচরণ করেন এবং অপর ব্যক্তিকে আচরণ করান তিনিই আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আমি স্বয়ং আচরণ করিতে না পারিলেও আচার্য্যের আনুগত্যে আচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে যে সকল বৈষ্ণবধর্মের কথা আপনারা শুনিতেছেন বা যে সকল বৈষ্ণববেশধারী ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাইয়া থাকেন সেইপ্রকার কোন বৈষ্ণবধর্ম গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য প্রচার করিতে বলেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্মই আমাদের প্রচার্য্য বিষয়। বৈষ্ণবধর্ম বেদোদিত সনাতন ধর্ম। বেদের মন্ত্রে মন্ত্রে এই বৈষ্ণবধর্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥'

বিষ্ণু নিত্য, বিষ্ণুর সেবক নিত্য, বিষ্ণুর সেবাও নিত্য। সুতরাং নিত্যানুভূতি অর্থাৎ বিষ্ণু-অনুভূতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রাকৃত জগতের খণ্ডিত-অনুভূতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এক করিয়া ফেলিলে অসুবিধা।

কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে বস্তুত কোন পার্থক্য নাই, কেবল লীলাগত পার্থক্য মাত্র। কৃষ্ণেরই বিলাসবিগ্রহ বিষ্ণু। কৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বিগ্রহ। সুতরাং সেই কৃষ্ণ বা বিষ্ণু-সেবকগণই বৈষ্ণবাখ্যা প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন কেবল বেশধারী কোন ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এখানেও আমরা সদা শব্দটী দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং যাঁহারা সদা হরিকীর্ত্তনে নিরত তাঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-শব্দটী বা গোস্বামী শব্দটী কোন জাতিগত বা ব্যক্তিগত উপাধি নহে। কীর্ত্তিত বস্তুর নিত্যত্ব ও কীর্ত্তনকারীর নিত্যত্ব উহার মধ্যে কোন প্রকার মায়িক ব্যবধান নাই। যাবতীয় জীবাত্মাই বৈষ্ণব, বিষ্ণুর সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হইলে এই প্রকার 'ভুল দেহে আমি বুদ্ধি' করিয়া জীব চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া থাকে।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসীকে কিপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-
কীর্ত্তনাদি-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসন।
লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
প্রেমফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
এই ত' পরম ফল পরমপুরুষার্থ।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥

চতুর্দ্দশ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালে বৈষ্ণবধর্মের কোন কথাই অনুভূত হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে বর্ত্তমান জগতের বৈষ্ণবধর্মের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীগৌড়ীয়মঠও সেই কথাই বলিতে বসিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের ঐক্যতান আছে কি না তাহা সজ্জনব্যক্তি-মাত্রেরই বিবেচ্য। আত্ম-অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন বাক্য-মনের অগোচরীভূত বস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা জানিতে পারি না, সেই প্রকার কৃষ্ণের সেবককেও আমরা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারি না। যাঁহারা দেহমনোধর্ম্মে অবস্থিত তাঁহারা কখনও বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা করিতে পারেন না। কীর্ত্তনবিগ্রহ—শ্রীগৌরসুন্দর; শ্রীগুরুদেব ভগবিজ্ঞ-বিগ্রহ। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শক্তির অভেদে-তত্ত্ব স্থাপন করেন। এইরূপ সুসিদ্ধান্ত আর কোথাও আলোচিত হয় নাই।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কোনও খেয়ালের ধর্ম আলোচনা করেন না বা কোন অশাস্ত্রীয় কথা বলেন না। বর্ত্তমানে জাতি-গোস্বামিগণ যে ধর্মের কথা প্রচার করিতে বসিয়াছেন তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম নহে।

"গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ-
বৈষ্ণবঃ॥
(হঃ ভঃ বি, ১ম বিলাসধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কোন প্রকার জাতিগত পার্থক্য থাকা সঙ্গত নয়। বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় বুদ্ধিতে যিনি ওতঃপ্রোতভাবে অধিষ্ঠিত তিনিই গুরু। জীব ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হইলে পতিত নামে অভিহিত হয়। শিষ্যকে বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যাঁহারা পুনরায় তাহাকে জাতিবুদ্ধি করেন তাঁহারা পদ্মপুরাণের বিচারানুসারে নারকী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ ··বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ...নারকী সঃ—শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিষ্ণুনামমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পরে শিষ্য কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকেন না—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"
(হঃ ভঃ বিঃ, ২য় বিঃ ১ম সংখ্যাধৃত
তত্ত্বসাগর-বচন)

যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই দ্বিজত্ব সাধিত হয়। বর্ত্তমানে গুরুশিষ্য উভয়ে উভয়কেই পরস্পর প্রাকৃত-জাতিবুদ্ধি করিয়া নিরয়গামী হইতেছে।

যাবতীয় জীবাত্মাই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বা গোস্বামী। আত্ম-অনুভূতিবিশিষ্ট না হইয়া যদি কেহ বৈষ্ণব বা গোস্বামী সাজিতে চান তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিক্রমে তাঁহারা বৈষ্ণব বা গোস্বামী শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না।

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন
নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

এই অবস্থার নামই বৈষ্ণবতা বা গোস্বামিত্ব।

আমরা ছয় গোস্বামীর চরিত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেহ গোস্বামী ছিলেন না। এবং তাঁহারা এমন কোন শৌক্র-সন্তান রাখিয়া যান নাই যাঁহারা পরবর্ত্তি-সময়ে গোস্বামি-বংশ চালাইবেন। সুতরাং জাতি কি প্রকারে গোস্বামী হয় এবং গোস্বামী জাতি কি প্রকারে হয় তাহা সজ্জনমাত্রেই বিচার করুন।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই গোস্বামী মহোদয় সভা হইতে গৃহে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত সভাপতি মহোদয়কে বারংবার অনুরোধ করেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, আমি পূর্ব্বে লোকমুখে শুনিয়াছিলাম যে, ইঁহারা পরনিন্দা বা পর-চরিত্র প্রভৃতি আলোচনা করেন কিন্তু আজ আমি ইঁহার মুখে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বক্তৃতা-শ্রবণে আমার অনেক সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। ইনি যাহা বলিতেছেন তাহা অতি সত্যকথা এবং এই প্রকার কথাই জগতে প্রচারিত হওয়া উচিত, তাহা হইলে আমাদের মত অন্তর্মুখ সম্প্রদায় ব্যক্তিগণের বাস্তবিকই মঙ্গল লাভ হইবে। এই বলিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজের আদেশে এবং সভাগণের ঐকান্তিকী ইচ্ছায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (কৃষ্ণ-নাম্নী), সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহোদয় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। আগামীতে আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৷৷৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককল্পমালিকা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৵০
৭। স্তবরত্ন ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০
১২। দুর্কমাত্রিকা গণগৌরবঃ সারবাদ (মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ ভাষ্যভক্তি) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৴১০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। রাগমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীগুরুদেব ৵০
৫১। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৫২। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতিঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ৷০
৫৬। সাধনাম-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠক্রমঃ ৴০
৫৮। নারায়ণবন্দনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ৷০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ওপ্‌নিং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিইষ্টিক প্রিন্সিপ্‌লস্ অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাকনাপ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরহি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুসুমকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। আবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়দর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯ই জুলাই ১৯৩৪

(১)

১৯৬ বাংজারী ৩৪ • দাবী ৪৮৲

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ ভাদুরী সাং নবদ্বীপ

দেঃ শিশিরকুমার বর্ম্মা সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার মহৎপুর মৌজার ৫৭২ ও অধীন ৫৭৩।৫৭৪ খতিয়ানে ৬-২৮৫ঃ জমী ৫৷০ মূল্য আঃ ২০৲

(২)

৪:২ বাংজারি ৩৪ দাবী ১৪৩/০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীধাম-পুর

দেঃ গোপাল সেখ দিং মাজের চর পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের বনকর যোগাদী মৌজার ১।২৯৭ খতিয়ানে ১৮।৩৯ জমী ৩৬৸/০ জমা মূল্য আঃ ৮০৲

(৩)

২৭৯ বাংজারি ৩৪ দাবী ১২৪৵৩

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মোহন মণ্ডল দিং সাং নলদা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর নলদহ মৌজার ৩৫১ খতিয়ানে ৯-৪৫শঃ জমী ১৯৷/৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৯ই জুলাই ১৯৩৪

(১)

৮৩ বাংজারী ৩৪ দাবী ৩৫।/৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ আবদার ম৩ল' ' ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ২৩ খতিয়ানে ২-৯৭শঃ জমী ৩৮/১৭ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ২৭৯ খতিয়ানে ১১-৫৩শঃ জমী ৮।১৫ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৮৬ বাংজারী ৩৪ দাবী ৫১।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ চহির মল্লিক দিং সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ১৬৫-১৬৬ খতিয়ানে ২-৭৩শঃ জমী ৯।১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৮০ বাংজারী ৩৪ দাবী ২৩৯।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রহমান মণ্ডল সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ৮৩১।৩৩৫।৩১৭।৪৮২।৩৭৩।৪১০।৪৯৯ খতিয়ানে ৮-৪২শঃ জমী ২৮৷/:৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

৮২ বাংজারি ৩৪ দাবী ৩৭৷/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু তরফদার সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ১৮২ খতিয়ানে ৯৯শঃ জমী মূল্য আঃ ৩৲

২। থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ২৫৮ খতিয়ানে ৭-৭৭শঃ জমী ৭৵৯ জমা দেঃ ৷/৩৷ — অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

৮১ বাংজারী ৩৪ দাবী ৪৭৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সেকেন্দার সরকার সাং ভাতগাছি .'৷' ..ঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ১৫ খতিয়ানে ১-৫৪শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

৭৮ বাংজারী ৩৪ দাবী ১৭০৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ কাদের মণ্ডল দিং সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ৭২৬।৩৩৬।৫৩২ ৫০০।৩৫১।৯০২।৬৫৩।৮০০। ৬৮৩।৪১৫।৩১৮ খতিয়ানে ৮-১৯শঃ জমী ২০৸১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ১৩৮ খতিয়ানে ১৪-৫০ শঃ জমী ১২৷/১:৸ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

২১৭৮ বাংজারী ৩৩ দাবী ৩৪৻৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতিশালা

দেঃ আরাপদ দত্ত দিং সাং বেথুয়াডহরি পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বেথুয়াডহরি গ্রামে ৫৫।১২৭।১০৭।১৫৭।১৫০।১৪৬।১৬২ খতিয়ানে ১৬ ৭৮শঃ জমী ৩১৷/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৮)

২১৩৬ বাংজারী ৩৩ দাবী ৭৮৲

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ বাকারালি সেখ দিং সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার বিল বসু-লক্ষী গ্রামে ১২১ খতিয়ানে ৯-১৭শঃ জমী ২৩৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার দক্ষিণ বহিরগাছি গ্রাম ২০৫ খতিয়ানে -৮শঃ জমী ১৻৬ জমা মায় পাকাকোঠাসহ মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ মৌজার ১৪৩ খতিয়ানে ১৫-৩৫ শঃ জমী ৫৪।০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

২০২২ বাংজারী ৩৩ দাবী ৯:৸৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ বিলাত সেখ সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ৬৯২।৮৯৬।৭৯৫।৪৭৯।৬০৪ খতিয়ানে ২-১২ শঃ জমী ৫৸৵২ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৬৩ খতিয়ানে -৪৭শঃ জমী ২৷/১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৫৮৯ বাংজারি ৩৩ দাবী ১৮।৵০

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং ছোট-কালোয়া

দেঃ দৈনেশ্বর পাল দিং সাং মুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার ছোটকালোয়া গ্রামে ৩০ খতিয়ানে -৯শঃ জমী ১।০ জমা মূল্য আঃ ৪৲

২। ঐ গ্রামে ৩৫ খতিয়ানে -১১শঃ জমী ১৲ জমা মূল্য আঃ ৪৲

(১১)

১৫৮৮ বাংজারী ৩৩ দাবী ২০৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানার ছোটকালোয়া গ্রামে ১.২৬।১১৩।১১৪।১১৫ খতিয়ানে -৭৭শঃ ব্রহ্মত্তর জমী দেঃ ৵১৩— অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৫৭৪ বাংজারী ৩৩ দাবী ৩৯৷/৭

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতিশালা

দেঃ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং জগদানন্দপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার জগদানন্দপুর গ্রামে ১৭১ খতিয়ানে ১২-৬৩শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ২০৲

(১৩)

১৫২০ বাংজারি ৩৩ দাবী ১৩৸/৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঁঠালপোতা

দেঃ খেনাফি সেখ দিং সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়া গ্রামে ২১৮ খতিয়ানে ১-৫৫শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

২। থানা চাপড়ার মাজদহ গ্রামে ১১৫ খতিয়ানে -৫৯শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৫১৫ বাংজারি ৩৩ দাবী ১৬৷/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ খোদাবাদি সেখ সাং চেদা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার চেদা গ্রামে ৪১২ খতিয়ানে ৪-৯০শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১৬৮১ বাংজারি ৩১ দাবী ২৯/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নলফিনী বিবি সাং বেথুয়াডহরি পোঃ ঐ

থানা নাকাশীপাড়ার বেথুয়াডহরি গ্রামে ৪৪।৫৭ খতিয়ানে ১৪-২৮শঃ জমী ২১৷/৯ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

১৫১৭ বাংজারী ৩৩ দাবী ১৭৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ পদকুঞ্জ সেখ সাং চণ্ডীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার মামুদগাছা গ্রামে ৬২ খতিয়ানে ৪-৭০শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিতে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে যত্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিরূপাক্ষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।✓০ আনা, বড় বোতল ১✓০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় ফল

— কেশরাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সম্পূর্ণ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাংলার কবিরাজীর সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্ভব নিরাময় ২২ ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসায় এক ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বালাম (বাঁকতুলসী) (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (মরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫✓০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸✓০
৪নং ময়দা	৪✓০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।✓০
২নং আটা	৪✓০—৪।✓০
আটা এসমার্কা	৪✓০—৪।০
আটা ৩নং	২৸✓০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸✓০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸✓
বড়ান	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৫শে জুন

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫✓০—৫।০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬✓০—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	
২৬ গেজ "	"
২৪ গেজ "	"
আর, পি, ডি,	১০।
গেলেনাইজ সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৪।। ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গ	
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১।
২৬ গেজ " "	১২।
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১০৸✓০—:
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৷
প্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৷
৪ ফুট চওড়া	৷
টিন পাতি	৬৸✓০—৬।
" গোলটু (গোল)	৬।✓০—৬৸
" পলাদে (চৌকা)	৬✓০—
"গোল বড় ✓০—।✓০ সূতা ৫✓০—৫।	
" টানা তক্ত-	
তৌকা ✓০—।✓০ ঐ	৫৸✓০—
" বাণ্ডিল তার	৬✓০—

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

দীননাথ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা।

গোলিকডে মসলার দর

জিরা	২০৸১ ১১৸০	২
দেশী হরিদ্রা	৮৲	১
রং হরিদ্রা	৬৸০	
মরিচ	২১।✓০	
লবণ	৩৲	
বড় এলাচ	২১৲	
কিসমিস	১৫।০	
ছোট এলাচ	২।✓০	সে
কর্পূর	২৸✓০	সে
দারুচিনি	১১৲	১
তৈজী	২।০	সে
মেথি	৪।০	১
মৌরি	৯৸০	১
কাল জিরা	৭৸০	
খাবার সোডা	৬৲	
পেস্তা	২।০	সে
আমলকী	৩।০	১
হরিতকী	৩৲	
বহেড়া	২৲	
১নং খদির	১৩৲ ১৩৸০	
ইসবগুল	৮৲	
আঃ হরিতকী	৫।০	
দেশী সুপারি	১১৲	
লঙ্কা	১৪।০	

মৃতের দর

লম্বী	৫১৲ টা
রাজা	৫২।০ টা

তারের ঠিকানা—'শ্রীমায়' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৪১, ৩রা জুলাই ১৯৩৪

"আল্লার নামে নিজ পুত্রকে কোর্ব্বানী"

—:০:—

বিচারে আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

—:০:—

ভাগলপুরের সংবাদে প্রকাশ বাঁকিপুরা মহকুমার অন্তর্গত কাহারা গ্রামের সেখ হানিফ নামে জনৈক ব্যক্তি তাহার ৪ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্রকে হত্যা করার অভিযোগে ভাগলপুরের দায়রা জজ মিঃ আর বি বীতার কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে আসামী তাহার পুত্রকে স্নানাহার করাইয়া একটি মসজিদে লইয়া যায়। সে নামাজ পড়িয়া পুত্রকেও নামাজ পড়িতে বলে। ছেলেটি নামাজ পড়ে। তাহার পর আসামী ছেলেটিকে মসজিদের সংলগ্ন একটি ঘরে লইয়া যায় এবং বকর ঈদের সময় যে ভাবে পশুকে জবাই করা হয়, ছেলেটিকে সেই ভাবে ফেলিয়া ছোরা দ্বারা তাহার গলা কাটিয়া ফেলে। আসামী হত্যা করিবে বলিয়া তাহাকেও কিছু বলে নাই, কিন্তু ছেলেটিকে হত্যা করিবার পর মসজিদের বাহিরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলে যে, আল্লা ও পয়গম্বরের নামে সে তাহার পুত্রকে জবাই করিয়াছে; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা মুসলমানদের কর্ত্তব্য, কারণ সে এক্ষণে ফকির হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীরা আসামীকে ধরিয়া ফেলে এবং একগাছা দড়িতে বাঁধিয়া চৌকীদার ডাকিয়া পাঠায়। দেখা যায় যে, মসজিদের ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ছেলেটির মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। ছেলেটির গলা গভীরভাবে কর্ত্তিত করা হইয়াছিল। এবং মৃতদেহটি একখণ্ড বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। শিশুটির গলার নীচে মেঝেতে একটি গর্ত্ত কাটা হইয়াছিল এবং উহা রক্তে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রক্তমাখা ছোরাখানা মৃত দেহের নিকটেই পড়িয়াছিল।

আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রাথমিক তদন্তের সময়, এমনকি দায়রা আদালতেও স্বীকারোক্তি করিয়া আদালতেও স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। তবে সে বলিয়াছিল যে, সে হত্যা করে নাই,—আল্লা ও পয়গম্বরের নামে পুত্রকে কোর্ব্বানী করিয়াছে। তদন্তকালে ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বীকারোক্তিতে আসামী বলিয়াছিল যে, বিগত ভূমিকম্পের পর সে ভগবানের ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং নামাজে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে। সে স্বীকারোক্তিতে আরও বলিয়াছিল যে, সে ফকির হইবার অভিপ্রায় করিয়াছিল এবং তজ্জন্য আল্লা ও পয়গম্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল যে, সে যদি তাহার একমাত্র পুত্রকে কোর্ব্বানী করে, তবেই আল্লা তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। অবশেষে সে 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ' পালন করে।

নাইট্রিক এসিডে দগ্ধ

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে উল্টা পাড়া নাইডুদের হরতী হাতে মরের জানালা খুলিয়া দিয়া যাইতেছিল। ইত্যবসরে কতিপয় দুর্বৃত্ত খোলা জানালা দিয়া পিচ্‌কারীর সাহায্যে "নাইট্রিক এসিড" দ্বারা হরতীর সর্ব্বাঙ্গ পোড়াইয়া দিয়াছে। হরতীর একটী চক্ষু গলিয়া গিয়াছে। তাহার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এপর্য্যন্ত দুর্বৃত্তদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতায় দিন দুপুরে

৩২০০০৲ টাকা লুণ্ঠন

—::০::—

গত শুক্রবার শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে লোয়ার সার্কুলার রোডে প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা অনুমান ১১॥ টার সময় এক ভীষণ ট্যাক্সি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ ২নং কোম্পানী প্রেসের বেরী কোম্পানীর দুইজন দারোয়ানকে লাঠি মারিয়া তাহাদের নিকট হইতে নগদ ৩২০০০৲ টাকা নিয়া উধাও হইয়াছে। লাঠির আঘাতে একজন দারোয়ানের হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে এবং ঘটনাস্থলী রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, শুক্রবার বেরী এণ্ড কোম্পানীর প্রধান জমাদার ব্রহ্ম সিং এবং দারোয়ান চন্দ্রশেখর সিং দুইটি ব্যাগে নগদ ৩২০০০৲ হাজার টাকা নিয়া গৌরীপুর জুট মিলে যাইবার জন্য ট্রামে শিয়ালদহ রওনা হয়। (বেরী এণ্ড কোং গৌরীপুর জুট মিলের ম্যানেজিং এজেন্টস) কোন লোক্যাল ট্রেণে গৌরীপুর যাওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। জুট মিলের কর্ম্মচারীদিগকে জুন মাসের মাহিয়ানা দিবার জন্যই এই টাকা প্রেরণ করা হইতেছিল। বেলা অনুমান ১১॥ টার সময় উক্ত জমাদার ও দারোয়ান যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে শিয়ালদহ বাজারের সম্মুখে লোয়ার সার্কুলার রোডে ট্রাম হইতে নামিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন হঠাৎ একটী প্রাইভেট মোটরকার হইতে ৫ জন পাঞ্জাবী নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। পাঞ্জাবীরা বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাইয়া উক্ত জমাদার ও দারোয়ানকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং টাকার ব্যাগ দুইটি ছিনাইয়া লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মোটরকার হাঁকাইয়া দ্রুতবেগে আপার সার্কুলার রোড দিয়া শ্যামবাজারের দিকে চম্পট দেয়।

চন্দ্রশেখর সিংহ মাথায় ও শরীরের অন্যান্য অংশে এত গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল যে, তাহার মাথা হইতে অনবরত রক্তপাত হইতেছিল। কয়েক মিনিট পরেই সে অবসন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। জমাদার ব্রহ্ম সিং গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া যায়। রাস্তার লোকজন সব হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। যে ট্যাক্সিতে ডাকাতেরা পলাইয়াছে তাঁহার নং নাকি জানে।

মুচিপাড়া থানার পুলিশ সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনাস্থলে আসে এবং আহত দারোয়ানকে মেডিকেলকলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয় এবং রাস্তার উপরকার রক্তাক্ত বাংশগুলি খুঁড়ি দিয়া চাকিয়া রাখে। চন্দ্রশেখর সিংএর মাথায় খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শুক্রবার ৪-৪৫ মিনিটে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ব্রহ্ম সিংএর অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে ম্যাজিষ্ট্রেট আহত ব্যক্তিদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন।

পুলিশ এই সম্পর্কে দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার বহু পাঞ্জাবীর বাড়ীতে হানা দিয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৩৪১

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উৎসবে লর্ড ও লেডী উইলিংডন আইনের অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাকিন্টশ বড়লাট দম্পতীকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারা যেভাবে ভারতকে অধিকতর উন্নতর পথে লইয়া যাইতেছেন এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সহকারে ভারতের সুনিয়ন্ত্রিত ও ন্যায়সঙ্গত আশা আকাঙ্ক্ষার রূপ দিয়েছেন, তিনি তাহার উচ্চ প্রশংসা করেন। বে-আইনী কার্য্যকলাপ রোধ করার জন্য লর্ড উইলিংডনের ব্যবস্থা চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই নীতি আইন অমান্যের শক্তি দমন করিয়াছে। এবং সুব্যবস্থিত চিন্তের আশ্বাস প্রচার করিয়াছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি আশার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। ভারতের নারী ও শিশুদের উন্নতিকল্পে লেডী উইলিংডনের কার্য্যেরও অধ্যাপক ম্যাকিন্টশ প্রশংসা করেন। যুদ্ধের সময় লেডী উইলিংডনের হাসপাতাল বোম্বাইতে যে চমৎকার কার্য্য করিয়াছিল, তাহা ও তিনি এই সঙ্গে উল্লেখ করেন।

ডিগ্রীলাভ এবং এডিনবরা সহরের "নাগরিক স্বাধীনতা" লাভের পর উইলিংডন দম্পতী লণ্ডনে পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সহিত এক দিন কাটান। সস্ত্রীক লর্ড রেডিং, সস্ত্রীক লর্ড হেলিফ্যাক্স, সস্ত্রীক মিঃ বলডুইন এবং সস্ত্রীক স্যার জন সাইমনের সহিত সস্ত্রীক লর্ড উইলিংডনের ডিনার হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক নর-নারীর ভোজে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করা হইয়াছে। অতঃপর ক্রমে তাঁহারা ব্যাকিংহাম প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। জুলাই মাসে ভারত সচিবের বন্দরেও খানা হইবে। ইহার উপর কর্পুরতলার মহারাজা, রামপুরের নবাব এবং চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁও উহাদিগকে ডিনার দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবেন।

— —

লর্ড এরার ষেমাব পীর 'ডেলী মেলে' একখানা বাণী একটি প্রবন্ধ লিখিয়া খোলাখুলি প্রকাশ করিয়াছেন যে, "চীন জাপানের বন্ধু'। তাঁহার মতে জাপান 'প্রাচ্য দেশের বৃটেন'। জাপান যে চীন গ্রাস করিতে চাহিতেছে। ইহা 'অনুমান অন্যায় নহে। কেননা চীন জাপানের গ্রাস হইতে ও রক্ষা বরং যাহারা চীনকে জাপানের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই অপরাধী। চীন গবর্ণমেণ্ট যে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সাহায্যে গঠনকার্য্য করিতে চাহিতেছে, ইহাও এবার যেরূপের ক্রোধের একটী কারণ। লর্ড মহাশয় বলিতেছেন,—"চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার জাপানের আছে এবং জাপান বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘকে খুসী করিবার জন্য নিজেদের অনুন্নত সঙ্কীর্ণ দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।" অর্থাৎ চীনে সাম্রাজ্য বিস্তার করা জাপানের বিধিদত্ত অধিকার। ঠিক এইরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়াই লর্ড মহাশয় আরো বলিতেছেন যে, ভারতে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার অধিকার ব্রিটেন ছাড়া অন্য কোন বিদেশী জাতির নাই। লর্ড এরারমেরার আদর্শ সাম্রাজ্যবাদী বটেন।

আমগাছের ছালের গুণ

ফুসফুস, জরায়ু বা অন্ত্রের ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে আম গাছের ছালের ক্বাথ করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইবে।

রক্তাতিসারে—আম গাছের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া সেবন করিবে। ছাল-ভুষের সহিত বাটিয়া খাইলে রক্ত পড়া খুব শীঘ্র বন্ধ হয়।

আম, জাম ও অর্জ্জুন গাছের ছাল, প্রত্যেক সমান চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তাতিসার ও যে কোন রক্তস্রাবে উপকার হয়।

প্রদোরিয়ায়—আম গাছের কাঁচা ছালের টাটকা রস ৪ তোলা ও আধ ১ তোলা চূণের জলের সহিত খাইলে কঠিন প্রদোরিয়ায়ও বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রদোরিয়ায় উত্তর-বিস্ত—আম-গাছের ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উত্তর-বস্তি প্রয়োগ করিলে প্রদোরিয়ায় জ্বালা-যন্ত্রণা ও পূঁয পড়া বন্ধ হয়। (মূত্রনালীতে পিচকারী দেওয়ার নাম উত্তরবস্তি।) যোনি হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ হইলেও এই ক্বাথ দিয়া যোনি ধৌত করিলে বিশেষ উপকার হয়।

আম গাছের ছালের পরিবর্তে কচি লাল লাল পাতার ক্বাথ করিয়া পিচকারী দিলে আরও ভাল হয়।

অতিসারে—আম গাছের ছালের উপরের স্তর চাঁচিয়া ফেলিয়া সেই ছাল দধির সহিত বাটিয়া খাইলে অতিসার এবং অজীর্ণজনিত পেটের বেদনা ও দাহ নিবারিত হয়।

আমের পাতার গুণ

রক্তাতিসারে—কাচ পাতার রস ১ তোলা খাইতে দিবে।

পাতার রস	২ তোলা
মধু	১ "
দুগ্ধ	১ "
ঘৃত	৷৹ "

একত্র মিশাইয়া খাইলে রক্তাতিসার ভাল হয়। স্বরভঙ্গে—পাতার ক্বাথ করিয়া মধু সহ খাইবে।

ডায়াবিটিসে—কচি পাতা শুকাইয়া গুড়া মধু সহ খাইবে।

অগ্নিদগ্ধে—আমের পাতা পোড়াইয়া ছাই করিয়া ঠাণ্ডা জলের সহিত গুলিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে।

কণ্ঠরোগে—পাতা পোড়াইয়া সেই ধূম গ্রহণ করিবে। ইহাতে হিক্কা থামে।

পুরাতন পেটের অসুখে—কচি আম পাতা ও কাঁচা কয়েৎবেলের শাঁস একত্র বাটিয়া আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিবে।

ওষ্ঠবেদনায়—ঠোঁটে বেদনা হইলে আমের পাতা সরিষার তৈলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

চক্ষুরোগে—একটি আম পাতা এবং একটু কর্পূর ও রক্তচন্দন, বনসা শিমের পাতার রসে বাটিয়া চক্ষুর উপরে প্রলেপ দিবে।

আম্রপুষ্পের গুণ

অতিসারে—আমের মুকুল শুকাইয়া তাহার গুড়া অতীসার ও রক্তামাশয়ে ব্যবহার করিবে।

প্রদোরিয়া রোগে—পূঁয ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণের জন্য আম্রপুষ্পের ক্বাথ মধু সহ সেবন করিবে।

আম গাছের আঠার গুণ

চর্ম্মরোগে—চূণের জল অথবা লেবুর রসের সহিত আম গাছের আঠা মিশাইয়া লাগাইবে। পা ফাটিলে এই আঠা লাগাইলে ভাল হয়

মেহরোগে—আম গাছের আঠা আধা আধ তোলা, জলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব দূর হয়।

অর্থাভাবের শোচনীয় পরিণাম

গত বুধবার সিটি করোণার মিঃ এ সি দত্ত-অনৈক স্ত্রীসহ বাখারাম বসাক (২১) ও সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত নামক দুইজন যুবকের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করেন। এই সময় উক্ত যুবকদ্বয় অর্থাভাবের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কিপ্রকারে আত্মহত্যা করিয়াছে তাহার কাহিনী বিবৃত হয়।

উভয় যুবকই আফিম সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া করোণারের জুরী মত প্রকাশ করেন।

সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রকাশ যে, যুবকদ্বয় উভয়েই বিবাহিত ছিল। বসাক বহুদিন যাবত বেকার ছিল এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুকাল সে বৈঠকখানা রোড লেনে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে এবং কিছুকাল গোপী সেন লেনে তাহার অনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে বাস করিয়াছিল। তাহার নিজের কোন বাড়ী ছিল না। তাহার স্ত্রী আশালতা তাহার পিতৃগৃহে বাস করিত। গত ১৭ই জুন রাত্রিতে সে তাহার আত্মীয়ের বাড়ীতে শয়ন করিয়াছিল এবং পরদিন প্রাতঃকালে তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখা যায়। তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথাকার ডাক্তারগণ তাহাকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পান।

প্রকাশ প্রকাশ যে, সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত মাসিক ১৮ টাকা বেতনে কোন এক দোকানে কাজ করিতেছিল। তাহার সম্বন্ধে জানা যায় যে তাহার স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্য ও ভগিনীর ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। ১৮ই জুন রাত্রিতে সে শয়ন করিয়া দিয়া গোঁঙাইতে থাকে। তাহাকে অবিলম্বে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় ঐদিন রাত্রিতেই সে মারা যায়। তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে—এই মর্ম্মে সে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া যায়।

—

টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রতারণা পূর্ব্বক ১৭,২০০ৎ আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাঙ্কশাল পুলিশ কোর্টের ভূতপূর্ব্ব ক্যাশিয়ার শ্রীমদন মুখার্জ্জিকে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলা অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে কে বিশ্বাসের এজলাসে স্থানান্তরিত করেন।

মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে গত শুক্রবার আসামী পক্ষ হইতে জানান হয় যে, ১২০০০ৎ ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হইয়াছে। শুনানী আর একবার স্থগিত থাকিলে সে বাকী ৪২০০ৎ জমা দিতে সমর্থ হইবে।

প্রকাশ যে, আসামী ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই কয় মাসে ১৬,২০০ৎ আত্মসাৎ করে। আসামী জামিনে মুক্ত আছে।

আগামী ২ই জুলাই পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে।

—

বিছানার মধ্যে ছোরা বিস্কুট

গত শুক্রবার কলিকাতা পুলিশ এবং সেন্ট্রাল এভেনিউতে অনৈক হিন্দুস্থানীর চা'য়ের দোকানে হানা দিয়া একটি ছোরা বিস্কুট পাইয়াছে। এবং দোকানদারকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ৬ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩রা জুলাই ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ১০৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আলালনাথ-মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে আলালনাথ-সংস্কার সেবায় জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে দ্বাদশজন আলোয়ারের অর্চ্চা-মূর্ত্তি শ্রীআলালনাথ শ্রীবিগ্রহের পার্শ্বে সংস্থাপিত হইবেন। এ বিষয়ে সেদিন শ্রীল প্রভুপাদ এমারমঠের বর্ত্তমান সুযোগ্য মহান্ত মহারাজের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম গৌড়ীয়-মঠস্থ শ্রীগৌড়ীয়নাথের নিকট ষড়্-গোস্বামীর অর্চ্চামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন এবং প্রয়োজন-বিগ্রহ গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের চতুর্দ্দিকে অষ্টপ্রধানা গোপী স্থাপিত হইবেন।

গত ২৫শে জুন শ্রীধাম মায়াপুরে আলোচিত হয় যে,—ভগবান্ চিন্ময় বস্তু। আমাদের ন্যায় তাঁহার জড় ইন্দ্রিয় না থাকায় তিনি চিন্ময়-ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। ইনি বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ বদ্ধজীব তাঁহাকে চক্ষু, কর্ণ ও মনাদি দ্বারা পরিমাণ করিতে পারে না বলিয়া তিনি অধোক্ষজ, বৈকুণ্ঠ বা বিভুবস্তু।

ভজনীয় বস্তু, ভজন ও ভজনকারী সকলই অধোক্ষজ। অভক্ত-বিচারে যে প্রভুত্বাদীন আনুগত্য, তাহা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ অনিত্য প্রয়োজন দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত। ইহা জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম হইতে পারে না। উত্তমা ভক্তির পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াই জীব জ্ঞানপথ ও কর্ম্মপথে বিচরণ করেন। তথায় তাঁহাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয়। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে সুনির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতীত জীবের মঙ্গল-সমাধানে অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব স্বীয় রুচিবশে ঈশ্বরের জন্য কায়মনোবাক্যে অনুকূল চেষ্টাবিশিষ্ট না হন, তৎকালাবধি স্বরূপজ্ঞানাভাবে ভোগ-প্রবৃত্তি বা ত্যাগ-প্রবৃত্তিমূলে তাঁহার চিত্তের অপ্রসন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। সাধুগুরু-কৃপায় শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইলে জীব সন্তোষ লাভ করেন।

এ বৎসর "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রবেশিকাপরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। পরমভাগবত উপদেশক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এল, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কৃতিত্বকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

ঢাকা শ্রীকমলাপুর মঠে বার্ষিক মহোৎসব

গত ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন ঢাকা কমলাপুর শ্রীগোপালজী মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগোপালজীর মঙ্গলারাত্রিকের পর যথাসময়ে যথাবিধি অর্চ্চনাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টার পর হইতে প্রায় ২টা পর্য্যন্ত প্রথমে শ্রীগুরু বন্দনা ও শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তিত হইলে 'পঞ্চতত্ত্ব', 'কবে হ'বে বল সেদিন আমার', 'নারদমুনি বাজায় বীণা', 'শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণ-রেণু', 'রাধা-কৃষ্ণ বল্ বল্', 'দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম' প্রভৃতি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় মূল গায়ক ছিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগোপালজীর ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে সমবেত প্রায় দেড়শত পুরুষ ও মহিলাকে চর্ব্ব্য চূষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনন্তর বেলা ৩॥ টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কমলাপুর গ্রামের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই মুক্তহস্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই দিবস আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সকলেই আশঙ্কা করিতেছিলেন,—হয়ত প্রবল ঝড় বা অত্যধিক বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া মহোৎসব কার্য্যে নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও পরমানন্দের বিষয়, শ্রীগোপালজীর অপরিসীম করুণায় দেখিতে দেখিতে আকাশ সম্পূর্ণ মেঘনির্ম্মুক্ত হইয়া গেল; সে-দিন আর বৃষ্টি কিছুই হয় নাই, ভক্তগণ নিশ্চিন্তমনে ও পরম আনন্দের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া শ্রীগোপালজীর বিবিধ সেবা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর উৎসাহে ও উদ্যমে এবং আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রজবাসী ভক্তিপ্রদীপ প্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে এই মহোৎসব-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধামগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীনিতাইপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণ-বিলাস দাসাধিকারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধি-কারী, ভক্ত শ্রীপাদপদ্ম, ভক্ত শ্রীভগবন্ত, ঢাকার গৃহস্থ-ভক্তগণের মধ্যে শ্রীসুপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীনগেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীনন্দ-কিশোর, এতদ্ব্যতীত গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণ-কিশোর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে, ঢাকার শ্রীশ বাবু এবং বহিরঙ্গ স্থানের আরও বহু সজ্জন ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ দয়ালদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীনিতাইপ্রভুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুপ্রসন্ন দাসাধি-কারী ও ঢাকার শ্রীশ বাবুর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভাগবতজনানন্দ মঠে মহোৎসব

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়া-গ্রামস্থ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠের ৯ম বার্ষিক মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে কাঁথির গৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষ উপদেশক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ যোগদান করিয়াছিলেন। অধিবাস-দিবস ও উৎসব-দিবস সমস্ত দিন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি কার্য্য হইয়াছে। বর্ষাকাল হইলেও সৌভাগ্যক্রমে উভয় দিবসই আকাশ নির্ম্মল ছিল। মঠসেবকগণ ও গ্রামবাসী সকলে উক্ত উৎসবে আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ বামন ৪৬৫ গৌরাব্দ

মহাপ্রভুর নীলাচল

নীলাদ্রি-শেখরবাসী অপ্রাকৃত নীলাচল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া সর্ব্বদা—দেশ, কাল, পাত্র, এক কথায় সকল যুগেই বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু জগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দর এই নীলাদ্রির মাহাত্ম্য যে প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অন্য কোনও সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; [illegible] শচীনন্দন মহাপ্রভুর অন্তর্দশা বিপ্রলম্ভ প্রেম বাহিরে যে উদ্দামভাবে উচ্ছলিত হইয়াছিল তাহাতেই নীলাচলের মাহাত্ম্য অনন্যরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথদেবকে সাধারণ জনগণ যে-ভাবে দেখিতেন, তাঁহার ব্রজলীলাক্ষেত্র নীলাচলকে যে ভাবে দেখিতেন, তাঁহার ব্রজলীলার আলয় সুন্দরাচলকে (গুণ্ডিচা মন্দিরকে) যে ভাবে দেখিতেন, মহাপ্রভু রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত দেবীধাম দর্শনের চমৎকারিতা প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বোক্ত-দর্শনের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয়ার দর্শনের—ব্রজবাসীর দর্শনের চমৎকারিতা রত্নসিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক জীবকুল ভক্তের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। নীলাচল-দর্শনের, নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দর্শনের এই নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত-শৃঙ্গাররস-রসিক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতি সুন্দররূপে সংরক্ষিত করিয়াছেন। তাই তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত নীলাচল-দর্শন সম্যক্‌রূপে কেন, পরমার্থের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে আংশিক-ভাবেও হওয়া সম্ভবপর নহে।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর দিন কতক শান্তিপুরে শ্রীপাদ অদ্বৈতপ্রভুর আলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে অনুগমন করিয়াছেন—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীল দামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমান মুকুন্দ দত্ত। আঠারনালা পর্য্যন্ত আসিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর দণ্ডভঙ্গের লীলা-চতুষ্টয়কে পশ্চাতে রাখিয়া মহাপ্রভু একাকী নীলাচলে পৌঁছিয়া জগন্নাথ-মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাঞা।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা॥
—(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৩ ॥)

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে অনেকেই ত' জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়াছেন। কৈ, কেহই ত' জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে যান নাই; তবে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিতে গেলেন কেন? এই খানেই দর্শনের বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রভু যে প্রেম-নেত্রে জগন্নাথকে দর্শন করিয়াছেন, অন্যের তাহা নাই। মহাপ্রভুর এই প্রেম নেত্রের—এই মহাভাবনেত্রের সম্মুখে জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ যে প্রেমময় ভাবে প্রকটিত, অপরের দর্শনে তাহা কখনও প্রকাশিত হয় নাই। মহাপ্রভুর দর্শনে জগন্নাথ হস্তপদ-বিহীন বিগ্রহ নহেন—তাঁহার দর্শনে জগন্নাথ 'শ্যামসুন্দর' যশোদানন্দন, জগন্নাথ—মদনমোহন, মদনকে পর্য্যন্ত মোহিত করে যে রূপ, সেই চতুর্দ্দশ ভুবনের অতীত অনিন্দ্য রূপময় বিগ্রহ—শ্রীজগন্নাথ। তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন কেন?—আনন্দাতিশয্যে, প্রেমের আবেগে। জগন্নাথকে দেখিয়া মনে হইল—জগৎ-বৃন্দাবনের ধন বাহিরে থাকিবে কেন, অন্তরের ধন অন্তরে আনা যা'ক; তাই আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইলেন। মূর্চ্ছার কারণ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর নিজের উক্তি—

জগন্নাথ দেখি' চিত্তে হইল আমার।
যাঁ'র' আনি' বক্ষ মাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম এ জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
(চৈঃ চাঃ অন্ত্য ২য় ১৬৪-৪৮৭)

মহাপ্রভুর মহাভাব দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ভাগ্যবান্ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন—

এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥
'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' এই নাম যে 'প্রলয়'।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে যে 'সূদ্দীপ্ত ভাব' হয়॥
'অধিরূঢ় মহাভাব' যাঁর, তাঁ'র এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি,—বড় চমৎকার॥

আমরা উপর্য্যুক্ত উক্তির মধ্যে দুইটী অপ্রাকৃত দার্শনিক-শব্দ পাইতেছি—'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' ও 'অধিরূঢ় মহাভাব'। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোটিগুণিত হইয়া পরমোৎকর্ষতা লাভ করিলে যখন প্রেম-পরাকাষ্ঠা সুন্দররূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহারা 'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' বলিয়া আখ্যা লাভ করে। আর 'অধিরূঢ় মহাভাব'?

"বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ। স মহাভাব নামাসৌ" — (unclear)

"হ্লাদিনীর সার 'প্রেম' প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৮)

অন্যের কি কথা, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দের পর্য্যন্ত এই 'অধিরূঢ় মহাভাব' দুষ্প্রাপ্য। কেবল ব্রজললনাগণের মধ্যে এই মহাভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যেও আবার বৃষভানুসুতার মধ্যেই ইহা মূর্ত্তরূপে প্রকাশিত—

"মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥"

মহাপ্রভুর নীলাচল—বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র—বার্ষভানবীর মহাভাবের প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী-দর্শনের অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই হয়, যাঁহারা গুরুদেবের কৃপাশক্তিতে দেহমনোধর্ম্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া প্রাকৃত ভোগ-ভূমিকা অতিক্রম পূর্ব্বক অপ্রাকৃত ব্রজে গমন করিয়াছেন এবং তথায় বার্ষভানবীর আনুগত্যে গোপীনাথের সেবার অধিকারী হইয়াছেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসিরূপে যে ২৪ বৎসর প্রকটলীলা করিয়াছেন, তাহার ৬ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রচার করিয়াছেন; অবশিষ্ট—

অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তা'র মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
* * *
তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় পরম বিষাদে॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবেন, 'কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন'॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাহা এক পদ মাত্র করয়ে গায়ন।
"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু॥"
এই ধুয়া-গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এভাব অন্তর॥

পাঠকগণ বোধ হয় কুরুক্ষেত্রে বিরহ-আশ্রয়ের মিলনকাহিনী অবগত আছেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের অবসানে সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ রথে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। এখন তিনি অক্রুরের সারথী নহেন, অর্জ্জুন তাঁহার সারথী। ব্রজবাসিগণ বহু দিন কৃষ্ণের বিরহে কালাতিপাত করিয়াছেন। পরে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার বাসনায় তাঁহারা সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। এই লীলাটী কয়েকবৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মসরোবরের তীরে প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে তথায় আরও একবার তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। জগন্নাথের রথযাত্রা যে শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলারই পুনরভিনয়, তাহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা ভিন্ন আমাদের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই বলিতেছিলাম, গৌরসুন্দরের বা গৌরপার্ষদের কৃপা বিনা জগন্নাথের বা জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দর্শন স্বরূপে হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণকে রাজবেশে রথোপরি দর্শন করিয়া ব্রজগোপীগণের মনের বাসনা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা চাহেন—শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতে। শ্রীরাধিকার এই সময়ের অন্তরের ভাব, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" এই শ্লোকে সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে আছে, সূর্য্যোপরাগের কিছুকাল পরে তাঁহারা কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়াই ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব—"কৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইতেছি।" ব্রজ কোথায়? সুন্দরাচলে, শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে। সুতরাং তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল গূঢ় রহস্য একমাত্র গৌরজনের কৃপালব্ধ সত্য।

মহাপ্রভুর প্রকট কালীর শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে কি-প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন—

রাধিকা উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এই মত শেষ-লীলার বিধান করিল॥

মহাপ্রভুর বিরহ-গাথার কয়েকটী পংক্তি উদ্ধার করিতেছি—

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাহারে কহিব কথা, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

মহাপ্রভুর এই বিপ্রলম্ভলীলায় সঙ্গী কে কে?

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল। অনধিকারী বলিয়া বিস্তৃতরূপে ইহা বর্ণনে অগ্রসর হইলাম না। নীলাচল দর্শনে যে-পর্য্যন্ত এই সকল উদ্দীপনা সহজভাবে আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ না করিবে, সে-পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর 'নীলাচল'

...র্শন হইবে না। তাই বলিয়া কৃত্রিম উপায়ে ভাবুক সাজিতে হইবে না; তাহাতে অপ্রাকৃত রসের দ্বার আমাদের সম্মুখে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ থাকিবে। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে—"কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর" কপটতাক্রমে প্রাকৃত-সহজিয়া সাজিলে, অপ্রাকৃত সহজ-ভাব কখনও হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। 'গৌড়ীয়'-এর (১০।৩৭।৩০) "বৈষ্ণব আচরেদ্বাতু" শ্লোকটী আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর নীলাচল অর্থাৎ অপ্রাকৃত ব্রজবন-দর্শনের অধিকারী হইতে হইলে শ্রীল রূপ-গোস্বামি-পাদের বিরচিত "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকটী অনুশীলনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের উপদেশানুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

"শ্রীগুর্ব্বর্পণমস্তু"

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান

মহাশয়, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান-নির্ণয়-সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আলোচনা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, তাহা এই পত্রের দ্বারায় আপনাকে জানাইতেছি।

১৩০১ সালে যখন শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পূর্ব্বে নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় দ্বারকানাথ মিত্র বাহাদুর বিশেষ চেষ্টা করিয়া নদীয়ার কালেক্টরী আফিস হইতে ম্যাপ আনাইয়া বর্ত্তমান চাঁদকাজীর বাড়ী হইতে মায়াপুর পর্য্যন্ত সার্ভে করিয়া শ্রীমায়াপুরে যে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান, তাহা স্থির করেন। সেই সময়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় ভজন-কুটীরে থাকিয়া ভজন সাধন করিতেন। তখন তাঁহার বয়স ১৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে লইয়া যাইয়া ঐ স্থান দেখান হয়। তিনিও ঐ স্থানটীকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া নির্ণয় করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্থান শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল বলিয়া অবস্থিত বলিয়া কথিত, সেইস্থানে একটী নিম্ববৃক্ষ ছিল। ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠ লইয়া রায় বাহাদুরের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তি প্রস্তুত করান হইয়াছিল। ঐ যুগলমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ আমার নিকটে আছে। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান মহাপ্রভুর বাড়ী যে স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া জানা যায়, ঐ স্থানে তুলসী-বৃক্ষ ছাড়া অন্য কোন গাছ উৎপন্ন হইত না। যুগল-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার সময় এবং পরে নদীয়া জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় নরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় এবং অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

—শ্রীরাখালদাস রায়, ৮বি, রামতনু বোস লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[উপরি-উক্ত পত্রখানা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১৩শ বর্ষ ১০২শ সংখ্যায় (বৃহস্পতিবার ১০ই আষাঢ় ১৩৪১) প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রলেখকের সহিত আমাদের পরিচয় নাই। এই পত্রে উদ্দিষ্ট শ্রীধাম মায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহার বহু প্রমাণ দিনাজপুরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রমুখ মহোদয়-রচিত "চিত্রে নবদ্বীপ" নামক সমগ্র নবদ্বীপের তথ্য-সম্বলিত গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। নদীয়া-প্রকাশে ঐ সকল প্রমাণাদি বর্ণন করিয়া বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায় মহাশয়ের পত্রে একটী প্রমাণ আছে—তাহা মহাজন বাক্য। এজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়-মণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ-সিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এই স্থানকেই মহাপ্রভু গৌর-সুন্দরের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নঃ প্রঃ সঃ]

জগন্নাথপুরে বক্তৃতা

[পাবনা জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামে যে বিচারসভা আহূত হয় সেই সভায় উপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ,

কতকগুলি প্রশ্নের সুমীমাংসা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে অদ্যকার এই সভা আহূত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে বহু কথা আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের সেই প্রকার সৎসাহস দেখা যায় নাই। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন তিনি অনভিজ্ঞ, অশাস্ত্রজ্ঞ এবং এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ।

আমরা শুনিলাম, গোস্বামী মহাশয় একজন খ্যাতনামা প্রবীণ ভাগবত-পাঠক, ভাগবত-পঠন-পাঠন করাই তাঁহার জীবিকা। এই গ্রামে এখনও তিনি গৃহস্থের বাড়ীতে ভাগবত অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। গত কল্য তিনি ভাগবত শ্রবণ করিবার জন্য আমাদিগকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করাইয়াছিলেন। আমরা আরও শুনিয়াছি এতদঞ্চলে তিনি বহু ব্যক্তিকে শিষ্যও করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে অদ্য তিনি এই প্রকার অতি সহজ সরল প্রশ্ন কয়টীর উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া সভা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা সমাপ্ত না হইতেই তিনি সভা পরিত্যাগ করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয় তিনি ঐ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা-জনক উত্তর শ্রবণ করিতেও অনিচ্ছুক। গোস্বামী মহাশয় গুরু বা আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু অনভিজ্ঞ বা অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি গুরু বা ভাগবত-পাঠক হইতে পারেন না। গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি অন্ধকারে পড়িয়া আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং অন্ধকারে পড়িয়া আছেন তিনি কি প্রকারে গুরুর কার্য্য করিতে পারেন বা ভাগবতপাঠক হইতে পারেন তাহা সমবেত সুধী-মণ্ডলী বিচার করিবেন। যিনি শিষ্যের যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিব্যজ্ঞানময় চক্ষু প্রদান করিতে পারেন তিনিই একমাত্র গুরু হইবার যোগ্য।

শাস্ত্র বলেন,—

"নিরস্ত সর্ব্ব-সন্দেহমেকীকৃত্য সুদর্শনম্।
রহস্যং যো দর্শয়তি স গুরুঃ ..."

যিনি সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-মূলে সুমীমাংসা পূর্ব্ব উত্তর প্রদান করিয়া শিষ্যের সকল প্রকার সন্দেহ নিরাস করিতে পারেন তিনি গুরু বা আচার্য্য নামে অভিহিত হন।

অনভিজ্ঞ বা অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই লঘু। তিনি কখনই গুরু বা আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্ররহিত হইয়া যাহা কিছু কীর্ত্তন করেন তাহা শ্রবণ করিলে শিষ্যের অমঙ্গলই হইয়া থাকে। কেন না, শাস্ত্র বলেন—

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

অর্থাৎ যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাধুশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে জগতে অসংখ্য ভক্তব্রুবগণ শিষ্যের নিকট বিত্ত অপহরণ করিবার নিমিত্ত এবং কনক, কামিনী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের নিমিত্ত পাঠক, বক্তা, বা আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিতেছেন। কৃষ্ণকলেবর শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে পণ্যদ্রব্য বা ব্যবসায়ের সামগ্রীতে পরিণত করিয়াছেন। ইঁহারা হরিনাম মন্ত্র বিক্রয় করিয়া স্ত্রী, পুত্র, পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। অতএব শাস্ত্রের বিচারে ইঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। যথা—

"শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নাম বিক্রয়ী।
যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥"

(ব্রঃ বৈ, প্রকৃতিখণ্ড ২১শ অঃ)

সুতরাং এই সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণব্রুব বা অবৈষ্ণব। যদি কোনও ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ এই শ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা উহাদের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী বৈষ্ণব-গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন। নচেৎ ঐ সকল ব্যক্তির নিকট মন্ত্র জপ করিলে সেই শিষ্য নিশ্চয়ই নিরয়-গামী হইবেন। যথা—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত বা অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ অবৈষ্ণব। তাঁহাদের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক-গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ভক্তিসন্দর্ভ-পাঠে জানা যায় ব্যবহারিক, লৌকিক কৌলিক অযোগ্য গুরুকেও পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর লোকের কু-ধারণা জন্মিয়াছে যে যাঁহাকে একবার গুরু বলিয়া থাকার করা হইয়াছে তাঁহার গুরুত্ব বা গুরুর লক্ষণ না থাকিলেও তাঁহাকে আর পরিত্যাগ করা যাইবে না বা পরিত্যাগ করিলেই ঘোর অপরাধ ঘটিবে। কিন্তু এই প্রকার ধারণা তাঁহাদের অজ্ঞতামূলে উৎপন্ন কুসংস্কার মাত্র। অবৈষ্ণব গুরুকে (?) পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই। শাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে বহু উদাহরণ আছে। বলী মহারাজ শুক্রাচার্য্যের ন্যায় গুরুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবানকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে ও কুলগুরু ষণ্ডামর্কের ন্যায় গুরুদ্বয়কে পরিত্যাগ করেন। মহাভারতের অম্বা-ভীষ্ম উপাখ্যানে আমরা পাই যে ভীষ্মদেব পরশুরামের ন্যায় গুরুকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব জানা যায় যে পতিত লঘুগুরুকে পরিত্যাগ করিলে পাপ হয় না বরং কিছু অনভিজ্ঞ বা লঘু ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেও পারমার্থিক লাভ হয় না।

"বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো

নমো নমঃ॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমহাভারত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ খণ্ড হইতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৫। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তাফলটীকা ভগবৎ সামুবাদ
(বাঁধা) ২৲
১৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সানুবাদ
রাধাকৃষ্ণীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ'দশ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনকণ ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৫১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। বাপমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীগুর্ব্বষ্টক ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ ৷০
৫৪। সজ্জন-নিন্দাখণ্ডনম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। বাম্বোধন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৬২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যান্ড
অ্যাবসোলিউট রিলিজন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

ভক্তিরত্ন অভয়ের প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাকু, চাকদহ,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার
কটক
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বভার, পুরী
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পু
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ড,
পোঃ টিকড়া, মান্দ
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং ফরিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দা
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—ভরিয়া
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, প
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রান্ট রোড, বো
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডস্টোন
কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ড
৩৭। অমর্ষ গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—বরপে
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠ
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোটা অক্ষরে এবং তা বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকু অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকু অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আ ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য স হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বি সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত প পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সং জগতের কোথাও আর দ্বিতীয় প্রকা হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভি ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয় মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পরিধেয় বস্ত্রাদিসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পঞ্চপাঠি প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৫৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৯ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রায়ঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবপূর্ণ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লিহার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—৫নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আদর্শ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ কাজীয়ের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর নিরাময় নং ৭")। স্নায়-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, আধকপালে, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বায়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তদর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র

শিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্,

(ডিপার্টমেন্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।৹
পাটনাই (সরেশ)	৩৸৹—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।৹
বালাম	৪।৹
কলম	৩।৹
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵৹
সুপারফাইন	৪৸৹—৪৸৵৹
৪নং ময়দা	৪৵৹—৪।৹
আটা 'বি'	৪।৹—৪৷৵৹
২নং আটা	৪৵৹—৪।৵৹
আটা এসমার্কা	৪৵৹—৪।৹
আটা ৩নং	২৷৵৹—২৸৹
সুজি	৪৸৹—৪৸৵৹

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।৹
খুচরা	৫৫৸৹

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়বাট	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৫শে জুন

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৷৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵৹—৫।৹
নরম (টী-আয়রণ)	৬।৹—৬৸৹
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৵৹—৬৷৹

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	
২৬ গেজ ,,	,,
২৪ গেজ ,,	,,
আর, পি, ডি,	১

সেমেণ্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৪।১ ইঞ্চি এবং ৬—১০ ফুট লম্বা	।৹
২৪ গেজ গাড় প্লেন শীট—	১
২৬ গেজ ,,	,, ১
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵৹
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	

প্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর ১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া

৪ ফুট চওড়া	
টিন শাটি	৩৸৵৹—
,, বোল্টু (গোল)	৩৸৵৹—
,, পলাদে (চৌকা)	৩।৵৹—
,,গোল বড় ৵৹—৷৵৹ মূল্য	৫৵৹—
,, টানা বড়-	
চৌকা ৵৹—৷৵৹ ঐ	৫৸৵৹
,, বাত্তিস ভাল	৬৷৵৹—

সর্ব্বোৎ কৃষ্ট মরিক এণ্ড সন্স লি

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীরবহর ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার

কলিকাতা।

বেনিয়ে মসলার দর

জিরা	২০৸১	১১৸৹
দেশী হরিদ্রা		৮৲
রং হরিদ্রা		৬৸৹
মরিচ		২১৷৵৹
লবণ		৩৬৲
বড় এলাচ		২১৲
কিসমিস		১৫।৹
ছোট এলাচ		২৷৵৹
কর্পূর		২৸৵৹
দারচিনি		১১৲
তেজী		২।৹
মেথি		৪।৹
মৌরি		৯৸৹
কাল জিরা		৭৸৹
খাবার সোডা		৭৲
পেস্তা		২।৹
আমলকী		৩।৹
হরিতকী		৭৲
বহেড়া		৪৲
১নং খদির	১৭৲	১৩৸৹
ইসবগুল		৮৲
আঃ হরিতকী		৫।৹
দেশী সুপারি		১১৲
লঙ্কা		১৪।৹

গুড় দর

দলুয়া	৫১৲
ঢাকা	৩৯।৹

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে আষাঢ় বুধবার ১৩৪১, ৪ঠা জুলাই ১৯৩৪

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
লিপি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৹

টাকার লোভে পত্নী হত্যার অভিযোগ

—:০:—

বিচারে আসামীর মুক্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন, আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস কে ঘোষের এজলাসে রমেশ মিত্র রোডের বিজনকুমার ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পুরোহিত তাহার যুবক ও বধির পত্নী স্নেহলতা দেবীকে মার্কেনিক বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ জুরীসহ এই মামলার বিচার করেন। গত শুক্রবার আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস কে ঘোষ জুরীদের সর্ব্বসম্মত মত গ্রহণ পূর্ব্বক আসামী বিজনকুমার ভট্টাচার্য্যকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

আসামী তাহার নিজের ও তাহার স্ত্রীর যুক্ত জীবনবীমার ৩০০০ টাকা পাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়াছিল বলিয়া অভিযোগ আনা হয়। আসামী অপরাধ অস্বীকার করে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ১৯৩৩ সালের ২০শে জুন তারিখে আসামীর সহিত স্নেহলতার বিবাহ হয়। যশোহর জিলার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে তাহার পিতৃগৃহ ছিল। বিবাহের চৌদ্দ দিন পূর্ব্বে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। স্নেহলতা মূকবধির বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছিল। আরও প্রকাশ যে, গত পূজার পূর্ব্বে স্নেহলতা পিতৃগৃহে যায় এবং তাহার স্বামী তাহাকে তথা হইতে লইয়া আসে। তথা হইতে ফিরিবার পর আসামী মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিসে যায় এবং যুক্তভাবে জীবনবীমা করিবার প্রস্পেক্টাস দেখিতে চায়। ঐদিনই সে যুক্তভাবে জীবনবীমা করিবার প্রস্তাব দাখিল করে এবং তাহার ও তাহার স্ত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষা হয়। পরদিন সে এক বৎসরের প্রিমিয়াম বাবদ ১৫০৲ টাকা দেয়। দুই জনের মধ্যে যে জীবিত থাকিবে সে জীবনবীমার টাকা পাইবে এরূপ কথা ছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে স্নেহলতা জনৈক কলের নিকট বমি করিতে আরম্ভ করে। কয়েকমাত্রা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। প্রাতঃকালে একজন ডাক্তার ডাকা হয়। স্নেহলতার কলেরা হইয়াছে বলিয়া ডাক্তারকে বলা হয়। বালিকার শরীরে বল সঞ্চারের জন্য ডাঃ ইনজেকসন দেন কিন্তু সে মারা যায়। মৃতদেহ শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় পুলিস জনৈক প্রতিবেশীর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া শব সৎকার বন্ধ করে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরিত হয় এবং অন্ত্রের মধ্যে আর্সেনিক পাওয়া যায়।

সম্পত্তির লোভে হত্যা

গত ২৮শে জুন লাহোর হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ রসীদাদের এজলাসে হত্যাভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত একুশ বৎসর বয়স্ক এক উদাসী সাধুর আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে। বিচারপতিদ্বয় আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডাদেশ প্রদান বহাল রাখিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী তাহার পিতৃব্যের মৃত্যুর পর পিতৃব্যপুত্র রথার অংশীদাররূপে সম্পত্তির মালিক সাব্যস্ত হয়। রথা ভিন্ন গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে বাস করিত। গত ২০শে ডিসেম্বর রথা সম্পত্তির গোলযোগ মিটাইবার উদ্দেশ্যে স্ব-গৃহে লালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পরদিন হইতে তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। বহু অনুসন্ধানেও রথার কোনরূপ খোঁজ না হওয়ায় পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ তদন্ত ব্যপদেশে লালের ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া রথার মৃতদেহ বাহির করে। লাল বহুদিন ফেরার ছিল। নানাভাবে ঘুরিয়া অবশেষে সে একাদন পুলিশে আত্মসমর্পণ করিয়া বলে রথার প্রেতাত্মা সর্ব্বত্র তাহাকে তাড়া করিয়া ফিরিয়াছে। প্রেতাত্মার তাড়না অসহ্য হওয়ায় অপরাধ গোপন রাখা তাহার অসহ্য হইয়াছে। আসামী লালকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হইলে নিম্ন আদালতের বিচারে লালের ফাঁসির আদেশ হয়। পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তির কথা অস্বীকার করিয়া দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে।

বৃটিশ মন্ত্রীসভায় অদল বদল

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, স্যার হেনরী বেটারটন বৃটিশ মন্ত্রী সভার শ্রমসচিব ছিলেন। তিনি বেকার সাহায্য বোর্ডের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে ট্রান্সপোর্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ অলিভার ষ্টানলিকে শ্রমসচিব নিযুক্ত করা হইয়াছে। বৃটিশ ট্রেজারীর ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী মিঃ লেসলি হোর বেলিসাকে ট্রান্সপোর্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ ডাফ কুপারকে সমর সচিবের দপ্তরের ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী এবং কাপ্তেন ক্রুকশ্যাঙ্ককে স্বরাষ্ট্র সচিবের দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী করা হইয়াছে।
সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী রবিবার মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড নায়াগ্রা উত্তর অভিমুখে যাত্রা করিবেন। সেখানে অল্প কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিদেশে ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে মিঃ বলডুইন প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

---

২৫ জনের প্রাণদণ্ড

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে জুন পেশোয়ারের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ইব্রাহিম খাঁন মর্দ্দানে রায় দিয়াছেন। এই মামলায় গত বৎসর মার্চ মাসে তিন ব্যক্তি নিহত ও ১৭ জন আহত হইয়াছিল। তাহারা অন্তর্গত মর্দ্দানে এক গ্রাম্য চৌকিদার নিয়োগ ব্যাপারে এই দাঙ্গা হইয়াছিল। ৩৯ জন আসামীর মধ্যে ২৫ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং ১৪ জন মুক্তি লাভ করিয়াছে।

উন্মাদের আত্মহত্যা

রাঁচি হইতে প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলের রাজবন্দী শশিনী কুমার গুহ রাঁচির হাতানের সেণ্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রায় দিয়াছেন যে, মস্তিষ্ক বিকৃতি বশে সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ঐ মধ্যে অগ্রহণে প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৬১

মুসলমান যুবকের পি-এইচ-ডি ডিগ্রীলাভ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার গত অধিবেশনে মহম্মদ এনামুল হক এম-এ মহাশয় ডক্টর অব ফিলসফী (পি-এইচ-ডি) উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। মহম্মদ এনামুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ১৯২৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে আরবী ভাষায় অনার্সে দ্বিতীয় হইয়া বি-এ পাশ করেন, তৎপরে ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইণ্ডিয়ান ভার্ণাকুলার্স-এ (ভারতীয় আধুনিক ভাষা, বাঙ্গলা প্রধান রূপে) এম-এ পরীক্ষা পাশ করেন। এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে তিনি ছই বৎসর সরকারী বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গদেশে সুফী ধর্ম্মমতের প্রসার ও বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং বাঙ্গালার সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করেন। গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গবেষক ছাত্ররূপে ভারতীয় আধুনিক ভাষা বিভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অধীনে ইহাকে যুক্ত দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত এনামুল হক তাঁহার আলোচ্য বিষয় অনুশীলনের জন্য বাঙ্গলা প্রাচীন সাহিত্য (যার বহু অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি) বিশেষ খুটিনাটির সহিত চর্চ্চা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রামের প্রবীণ পণ্ডিত 'বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত ও অক্লান্ত সেবক, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ হইতে বহু উপকার প্রাপ্ত হন। তারপরে তিনি বঙ্গদেশে সুফী মতবাদের প্রসার এবং বাঙ্গলা দেশে স্থানীয় সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে উক্ত সুফী মতের বিকাশ, এই বিষয়ে তাঁহার মৌলিক ও সম্পূর্ণ নূতন থিসিস পি-এইচ ডি উপাধির জন্য পেশ করেন।

ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩১ ও ভারতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আরবী ভাষার অধ্যাপক ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত আর এ নিকলসন এবং লাহোরের সরকারী কলেজের ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, পাঞ্জাবের সকলের সম্মানিত আরবী ও ফারসী ভাষায় নামী বাঙ্গালী আলেম শ্রীযুক্ত কিশোরী চাঁদ মৈত্র—এই তিনজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এনামুল হকের প্রবন্ধের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনজন পরীক্ষকেরই মতে তাঁহার গবেষণা উৎকৃষ্ট ডক্টরেট পদবীর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত এনামুল হককে পরীক্ষামূলক এই চরম সম্মান প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার একজন মুসলমান ছাত্র উক্ত উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে স্যার আবদুল্লা সুহরাবর্দী ১৯০৮ সালে মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্রের মূল বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা দ্বারা ঐ পদবী প্রাপ্ত হন। আমরা ডক্টর এনামুল হক এম-এ পি-এচ ডি মহাশয়কে তাঁহার কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যকালে সবল ছিলেন না, কিন্তু খেলাধুলায় খুব উৎসাহ ছিল। তিনি ১৯২৩ সালে স্কটিশচার্চ স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় উক্ত স্কুলের ব্যায়ামবিদদের সাহায্য পাইয়া শরীর চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নানাবিধ ব্যায়াম শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার কয়েকটি ব্যায়াম সমিতিতে যোগদান করেন। এইরূপে তিনি লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, যুযুৎসু, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়ামে সুনিপুণ কৌশল অর্জ্জন করেন। ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় তাঁহার পেশীর চমৎকার গঠন দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত প্রতিযোগিতার কর্ম্মকর্তাগণ একটি স্বর্ণ পদক উপহার দেন। ১৯৩০ সালে দিল্লী ও লাহোরে তিনি ব্যায়াম কৌশল দেখাইয়া ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত এই ব্যায়ামবীর ভবানীপুর এক্জিবিশনে, নারায়ণগঞ্জ যুব-সম্মিলনে, আশুতোষ কলেজ প্রভৃতি বহু স্থানে ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যায়াম-শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া অনেকের শারীরিক উন্নতিলাভে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

খুন, জখম, রাহাজানি, ডাকাতি, কিড্ন্যাপিং ইত্যাদির এত বৈচিত্র্য ও বীভৎস রূপ আমেরিকা ব্যতীত অন্য কোন "সুসভ্য" দেশে এত প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় না। কয়েকটি দলের মধ্যে শিশু ও মানুষহরণ ব্যাপক ভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহা লইয়া আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের এপার ওপার তোলপাড় হইয়াছিল। খ্যাতনামা বৈমানিক লিণ্ডবার্গের শিশু পুত্রকে হরণের পর হইতে অপহরণের এই অধ্যায়টি মার্কিণ ইতিহাসে বেশ জমাট বাঁধিয়াছে এবং সংবাদপত্র, গবর্ণমেণ্ট ও গোয়েন্দা বিভাগও গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন ও আন্দোলনের দ্বারা এই অপরাধকে বর্ত্তমান সময়ে দমন করিয়া আনিয়াছেন। ১৯৩২ সালের জুন মাস হইতে বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত যে ২৩টি অপহরণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র একটির রহস্য ভেদ বাকি আছে। এতৎ সম্পর্কে ৫৩ জন "মানুষ চোর" কারাগারে গিয়াছে, ১১ জনের যাবজ্জীবন এবং ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে, ৩ জন আত্মহত্যা করিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিন খানেকের মধ্যে অপরাধীগণ ধরা পড়িয়াছে। অপরাধ দমনের এই কৃতিত্ব ও দ্রুততার জন্য মার্কিণ গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা জন এডগার হুভার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন

আমেরিকার চোরদের উক্ত অপহরণের তৎপরতা যেমন বিস্ময়কর, গোয়েন্দাদিগের তৎপরতাও তেমন চমকপ্রদ। হুভার সাহেবের অফিসে দেখাযায় যে, দেশের ২৫টি কেন্দ্রীয় সহর হইতে তারবার্ত্তা, টেলিফোন, [illegible], গুজব, টুকরা সংবাদ ইত্যাদি মিনিটে মিনিটে আসিয়া জমা হইতেছে। বাহ্যতঃ মনে হইবে সংবাদগুলির কোন মাথামুণ্ডু নাই। একটার সহিত আর একটার সম্বন্ধ নাই যেন গোলক ধাঁধা! কিন্তু এইগুলি সমস্ত সাজাইয়া গুছাইয়া লইলে দিব্য একটি রিপোর্ট এবং রহস্য আবিষ্কারের আভাষ পাওয়া যাইবে। এই সমস্ত গোয়েন্দাগিরি কার্য্যে আধুনিক বিজ্ঞান প্রচুর সাহায্য করিতেছে। বিজ্ঞানের এই সুবিধাগুলি না থাকলে, অনেকক্ষেত্রে অপরাধীদিগকে ধরা অসম্ভব হইত। এইজন্য মার্কিণ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসটিকে 'অপরাধ দমনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার' বলা যাইতে পারে

পাইকপাড়া বোমার মামলার রায়

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে জুন পাইকপাড়া বোমার রায় বাহির হইয়াছে। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলার বিচার করিয়াছিলেন। এক মাত্র আসামী শ্রীমনোরঞ্জন মাজের (বয়স ১৮ বৎসর) প্রতি পাঁচ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। বিচারক বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩-এ ধারা অনুসারে এই দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে পাইকপাড়া কংগ্রেস ক্যাম্পে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে আসামী মনোরঞ্জনের বাম হাতটি উড়িয়া যায়। অতঃপর চিকিৎসায় সময় তাহার বাম হাতের কব্জি পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হয়।

রায় প্রদান কালে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন,—এরূপ অপরাধে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে আসামী পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়া এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই বৈপ্লবিক দণ্ড দেওয়া উচিত, যাহাতে এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য অপরাধীরা প্রতিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে এই মামলার আসামীর একখানি হাত বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, পাঁচ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড দ্বারাই আইনের মর্য্যাদা রক্ষা পাইবে। এই মামলা শুনানীর সময় আসামী মনোরঞ্জন আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই।

পকেটকাটা যুবতী গ্রেপ্তার

মথুরার রাধাবল্লভের মন্দিরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা হইয়াছে। যোধপুর রাজ্যের শ্রীমতী তুলসী নাম্নী একজন তীর্থযাত্রীর ৯৫৲ টাকা চুরি করিবার অভিযোগে চাপকী গাদল এক স্ত্রীলোকের তের বৎসর বয়স্কা কন্যা চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, শ্রীমতী তুলসীর পকেট হইতে টাকা নেওয়ার সময় এই যুবতীকে অন্য একটি যুবতী দেখিয়াছিল। যুবতীটি টাকার ব্যাগটি সহসা ফেলিয়া পড়ে। মহিলা তীর্থযাত্রী পুলিশের নিকট এই খবর প্রদান করে। ইতিমধ্যে আসামী চন্দ্রকে মন্দিরের মধ্যে ঘুরা ফেরা করিতে দেখা যায়। তখন যে যুবতীটি তাহাকে দেখিয়াছিল, তিনি এই যুবতীকে দেখাইয়া দেন। পুলিশ তখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

লোহার কড়ি বরগা
করগেটটীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ৭ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা জুলাই ইং ১৯৩৪ বুধবার { ১০৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ব্রহ্মগিরিকে শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধন-স্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন। ব্রহ্মগিরি আলালনাথের শ্রীমন্দির ও ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের সংলগ্ন স্থানেই একটি সুবৃহৎ বিস্তৃতশাখ-বট-বৃক্ষ-রাজ অবস্থিত। ইহাকে শ্রীল প্রভুপাদ 'বংশীবট' বলেন। এই বংশীবট তটনিকট প্রদেশেই শ্রীগোপী-গোপীনাথ বিরাজিত হইবেন। 'গোপী' শব্দে গোপী-শিরোমণি শ্রীবার্ষভানবী এবং 'গোপীনাথ' কৃষ্ণ শব্দে সূচিত লাভ করিয়াছে। সুতরাং 'গোপী-গোপীনাথ' শব্দদ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের অদূরেই একটি কুণ্ড বিরাজিত, ইহা বহির্ম্মুখ দৃষ্টিতে সাধারণ পুষ্করিণীর ন্যায় প্রতিভাত হইলেও অপ্রাকৃত গৌরজনের অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে রাধাকুণ্ডের উদ্দীপনা করিয়া থাকে।

—————

আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের একটী ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের গৌরকুণ্ড, কংসের প্রভৃতি নামকরণ দেখিয়া তাহাদিগের উপর প্রাকৃত প্রেমভক্তের আনুকরণিক আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবার নাট্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহা তাহাদের ভোগ্য ও ইন্দ্রিয়-তাড়নার সাক্ষ্যই প্রদান দিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চটকপর্ব্বতকে শিলারূপ দর্শন না করিয়া 'গোবর্দ্ধন' জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া আজও তাঁহার প্রকৃত অনুগত জনগণ সেই চটকপর্ব্বতকে গিরিরাজের ন্যায় দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া থাকেন। আবার সাহজিক-জাতীয় ব্যক্তিগণ সে-স্থানকে অনুরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যে শ্রীকৃষ্ণনামকে নির্ব্বাণ-ভোগ্য, সকল ভাগবত-পূজিত শ্রীতুলসী বৃক্ষকে সাধারণ ভোগ্য বৃক্ষ মনে করিয়া তাহাতে (?) মূত্রাদি উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; অতএব যাহারা প্রাকৃত প্রাকৃতিকগণকে তাঁহাদের আদর্শ মহাজন জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের আনুকরণিক ক্ষুদ্র-সংস্করণরূপে পারমার্থিক প্রাকৃতিক সাজিবার দুরাশা পোষণ করিতেছেন তাঁহাদের কুনাট্যমঞ্চ আধ্যাত্মিকতা ঐরূপ সাহসের জন্মস্থানের ন্যায় বিচার মাত্র।

এক্ষণে গৌরনিজজন চটকপর্ব্বতে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় অভিষেক-বিগ্রহকে স্থাপন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, পুরী মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ্য কমিশনারগণ ও কর্তৃপক্ষ একবাক্যে শ্রীপুরুষোত্তমমঠকে ঐ জায়গা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

গত ২৬শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হইলে রূপরসাদি বিষয়-গ্রহণের পিপাসা থাকে না। ভজনীয় বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে ভোক্তৃত্ব-ভাব আপনা হইতেই দূর হয়। ভগবানের মায়া—হরিবিমুখ স্ত্রী-পুত্র-বিষয়াদি জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায় কিন্তু ভগবৎ-প্রপত্তি অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের আনুগত্য জীবের ভোগ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট করিয়া নিত্য সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ করায়।

—————

শুষ্ক তর্কপন্থায় যে জ্ঞানের উদয় হয়, ভক্তির পথ তাহার বিপরীত। কর্ম্মজ্ঞানাদি অভক্তির পথে হৈতুক-জ্ঞান প্রবল। মুমুক্ষুগণের জ্ঞান হেতুযুক্ত, কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তি প্রবলা হইলে শুদ্ধ-বৈরাগ্য অর্থাৎ যুক্তবৈরাগ্য কালবিলম্ব না করিয়া সদ্য সদ্যই আবিষ্কৃত হয়। শ্রুতি-স্মৃতিপথে অবতীর্ণ বস্তুর সন্ধান হেতুমূলা নহে, তাহা ভক্তি হইতে জন্মগ্রহণ করে। ফল্গুবৈরাগ্য এবং মায়াবাদীর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান ভক্তি হইতে উৎপত্তি লাভ করে না। ঐগুলি শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কপন্থা হইতে আরোহ-বাদাশ্রয়ে জাত।

— — —

কৃত্রিম বৈরাগ্য বা মুক্তিলাভের হেতু-মূলে জ্ঞান বাস্তব জ্ঞান বা মুক্তির উপযোগী কর্ম্ম নহে। শুদ্ধচিদ্‌বিলাস-রসের অভাবেই শুষ্কতা, তাহা ভোগময় জড়ে আবদ্ধ। ভোগী ও মায়াবাদী উভয়েই ভক্তিলাভে অযোগ্য এবং আত্মবৃত্তি ভক্তির অভাবেই শুষ্ক বৈরাগ্য ও হৈতুক-জ্ঞানে বিপথগামী। ভক্তির উদয়েই জীবনের সার্থকতা; আর ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির কোন মূল্যই নাই।

— —

কর্ম্মিগণ অনেক সময় মনে করেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মস্বরূপই পরম ধর্ম্ম, কিন্তু তাহা নহে। কর্ম্মিগণের বিচারমতে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়প্রীতির ফল পুনরায় ধর্ম্ম, তৎফল অর্থ এবং তাহার পরিণতি আবার কাম,—এই পরম্পরায় তাঁহাদের ধর্ম্ম অবস্থিত। আপবর্গ্য ধর্ম্মের ফল সেরূপ নহে। জীবিত-থাকাকাল পর্য্যন্তই ভোগ-বাঞ্ছা ইন্দ্রিয়প্রীতির স্বাদ। ইন্দ্রিয়ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে উহা লুপ্ত হয়; সুতরাং ইহা নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র।

'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং কৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহার একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য'—এই তত্ত্ব বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকা-কাল পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ জীবগণ ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের জন্য যত্ন করেন না। জীবের ইন্দ্রিয়গুলি বদ্ধাবস্থায় নশ্বরধর্ম্মবিশিষ্ট, মায়িক ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু মুক্তাবস্থায় ভগবৎ-প্রীতিতাৎপর্য্য বিশিষ্ট। এই সব তত্ত্বাদি অবগত হইবার পূর্ব্বে বদ্ধজীব মায়িক-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ থাকেন। তৎকালে ধর্ম্মের ফল অর্থ ও অর্থের ফল কাম এবং কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি প্রভৃতি তাঁহার অনুসরণীয় বিষয় হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসা হইলেই জীব ধর্ম্মার্থ-কামবন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন।

—————

ভক্তিহীন জনগণ তর্কপথে ভগবানের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। ভক্তির অভাবে তাহাদের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অভাব এবং শ্রদ্ধাহীনতা—সাধু ও শাস্ত্রবাক্যে অনাস্থা। এইজন্যই তাহারা মায়াবাদী। শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্যের যেখানে অভাব সেস্থলে মনশ্চাঞ্চল্য ও চিন্ময়ী সেবায় অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। ভজনীয় বস্তুতে সেবন-ধর্ম্মই শৌক্লপথ। সেই ভক্তিপথে অবস্থিত শুদ্ধ আত্মা আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন এবং স্বীয় স্বরূপ-ভাবে নিত্যকাল হরিসেবা করিয়া থাকেন। অভক্তগণের জগৎ বাহ্য-জগতে ভোগিগণের পদদলিত ভূমি মাত্র, কিন্তু ভক্তের জগৎ-বৃন্দাবন কৃষ্ণের নিত্য বিলাসভূমি। অতএব জগৎ নশ্বর অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল বহির্জগতের চিন্তায় পরিপূর্ণ। বিষয়-ভোগ ও নশ্বর বস্তুভোগে আবদ্ধ হওয়ায় হরিসেবায় জীবের অশ্রদ্ধা। কর্ম্মী ও মায়াবাদী তত্ত্বজ্ঞানরহিত হওয়ায় ভোগে ও ত্যাগে রত।

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ বামন [illegible] সংখ্যা ৪৪৮

মায়াবাদ

[illegible] শঙ্করাচার্য্য এই মায়াবাদ প্রচার করেন। মায়াবাদ গ্রহণে জীবের সর্বনাশ হয়—একথা আমরা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হইতে পাই। সুতরাং এই [illegible] মায়াবাদের স্বরূপ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভক্তিপথ-প্রাণ শঙ্কর বৈষ্ণব হইয়াও ভক্তির আচার্য্য হইয়াও কেন এই অসৎ মায়াবাদ প্রচার করিলেন, এসব বিষয় অনুধাবন করা জীবের কর্ত্তব্য। [illegible] সৎ ও অসৎ সিদ্ধান্তের Comparative study না হইলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। তাই আমরা আজ এ বিষয়ের কিছু বিশ্লেষণ করিতেছি।

ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি কৃষ্ণলীলার প্রধান সহায়ক। মায়াশক্তি এই স্বরূপশক্তির ছায়ামাত্র। স্বরূপশক্তি আলোকরূপা এবং মায়াশক্তি অন্ধকার স্বরূপা। সুতরাং চিজ্জগতে মায়ার প্রবেশাধিকার নাই। এই মায়াই জড়জগতের কারাকর্ত্রী। জীব চেতন বস্তু। অবিদ্যাক্রমে সে এই জড়জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জীব মায়াকবলিত হইলেও কৃষ্ণাধীন। কৃষ্ণ প্রভু আর জীব তাঁহার দাস। ভগবান্ জীব ও মায়াসম্বন্ধে মহাজনগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। মায়াবাদিগণ কিন্তু এসব কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের ধারণা, জীবই ব্রহ্ম—মায়ার ক্রিয়াশক্তিতে তাহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। মায়া-সম্বন্ধ থাকাকাল পর্য্যন্তই জীবের জীবত্ব এবং তদ্রাহিত্যেই জীবের ব্রহ্মত্ব। মায়া হইতে পৃথক্ হওয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই; অতএব ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বাণই জীবের মোক্ষ।

মায়াবাদী শুদ্ধ জীবের সত্তা স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই জড়জগতে আসিতে হইলে ভগবান্‌কে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—তিনি একটী মায়িক স্বরূপ গ্রহণ না করিলে [illegible] হইতে পারেন [illegible] কেন না, ব্রহ্ম অবস্থায় তাঁহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাবস্থায় তাঁহার মায়িক বিগ্রহ হয়। অবতার [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible]। আবার মায়িক শরীরকে [illegible] ত্যাগ করিয়া [illegible] করেন। [illegible] তাঁহাদের উক্তি—জীব কর্মফলবাধ্য হইয়া স্থূলদেহ লাভ করেন এবং তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জরা-মরণাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য হ'ন কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নামাদি গ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছানুসারে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচেতন হইতে পারেন। মায়াবাদী এইরূপ অসৎসিদ্ধান্ত করিয়া নিজের ও পরের অমঙ্গল আনয়ন করেন। এসব অসৎ সিদ্ধান্ত জীবের গ্রহণীয় নহে।

বেদের মধ্যে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে, মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সুতরাং মায়াবাদ গ্রহণ ত' দূরের কথা মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলেই জীবের সর্বনাশ হয়। কেন না, ব্রহ্মের সহিত অভেদবাদরূপ দুরাশাসক্ত অভিমান দ্বারা শুদ্ধভক্তি নষ্ট হয় এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরকে মানা হয় না। সুতরাং ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-অস্বীকারকারী পাষণ্ডী মায়াবাদী মুখে বেদ মানিলেও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অর্থাৎ নাস্তিক। ব্রহ্মসূত্রে জীবের চরম কল্যাণ এবং শাঙ্কর-ভাষ্যে জীবের সর্বনাশ নিহিত। শুক ব্যাসদেবকে লক্ষ্য করিয়া মায়াবাদী—বিবর্তবাদী, অতএব তিনি শ্রৌতপথ-বিরোধী নাস্তিক। সুতরাং নাস্তিকের মত যে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বেদের কোন স্থলে মায়াবাদের কথা নাই। মায়াবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক্য হয়, তাই শ্রীপদ্মপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

হে মহাদেব! কল্পিত আগম দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যা-নির্ম্মিত শাস্ত্রদ্বারা নিজ ভক্তাদির দ্বারা কল্পিতমতবাদ মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর অর্থাৎ ভক্তিপথের কথা তাহাদের নিকট গোপন করিয়া তাহাদিগকে অন্য ভাবে নিযুক্ত কর; আমাকে এরূপভাবে গোপন কর, যাহাতে বহির্মুখ জীবের জ্ঞানের মধ্যে বিরক্তি না জন্মে, সংসারে আসক্তি বৃদ্ধি হয়। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে উমাদেবীর প্রতি মহাদেবের উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

হে দেবি, আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া [illegible] দ্বারা জগদ্বহির্মুখ কর্মজ্ঞানপর [illegible] প্রভৃতি দ্বারা কপট বেদ-বিচারপর শ্রৌতপথ-বিরুদ্ধ নাস্তিক বৌদ্ধমতানুগত মায়াবাদরূপ অসৎ মত বিধান করিব।

শ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবতার এবং মায়াবাদ-প্রচারক শঙ্করাচার্য্য এই মহাদেবেরই অবতার। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই মতবাদ প্রচার করা সাধারণের চক্ষে দোষজনক বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, জগদ্গুরু মহাদেবের ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ, ভগবদাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তিনি মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভগবান্ স্বতন্ত্রপুরুষ ও মঙ্গলময়; তিনি সুদর্শন-চক্রহস্তে সতত জীবের মঙ্গলবিধান করিতেছেন। তাঁহার আজ্ঞায় যে কি গূঢ় মঙ্গল আছে তাহা অজ্ঞ আমরা কিছুই বুঝি না। তবে তাঁহার সকলই যে আমাদের মঙ্গলের জন্য সতত প্রসারিত ইহাই আমাদের ভরসা এবং সাধু-শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই আমাদের মঙ্গলের উপায়।

শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু এবং আমাদের সকলেরই প্রণম্য। যে সময় মায়াবাদ-প্রচারের জন্য তিনি ভারতবর্ষে প্রকট হইয়াছিলেন সে সময় ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম-ধর্মের ক্রিয়া-কলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ পূর্বক বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার এই দুঃসময়ে আবির্ভূত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপন পূর্বক শূন্যবাদকে একেবারে পরিণত করেন। তাঁহার এই মায়াবাদ-প্রচারাদি কার্য্য তাৎকালিক; তদ্দ্বারা অনেক সুফল হইয়াছে। তিনি যে ভিত্তি পত্তন করিলেন সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য বৈষ্ণবধর্মের পরম বন্ধু। তাঁহার তাৎকালিক প্রচারিত মত গ্রহণীয় না হইলেও তিনি আমাদের নিত্যপূজ্য। বদ্ধজীবের সম্বন্ধজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন এবং স্থূল ও লিঙ্গদেহ হইতে চিৎকণ পৃথক্ ও অতিরিক্ত তাহা বৈষ্ণবগণ ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই বিশ্বাস করেন। জীবের সত্তাবিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অজ্ঞানান্ধকার-ত্যাগের নাম মুক্তি, মুক্তির এই সাধারণ অর্থটুকু আচার্য্য শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন। হরিভজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ—ইহাও শঙ্করাচার্য্যেরই শিক্ষা। কিন্তু মুক্তির তত্ত্ব স্বরূপ কি? এবং মুক্তির পর জীবের কি গতি লাভ হয়, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। সেইজন্য বহুজীব শঙ্করের গূঢ়ার্থ বুঝিতে না পারিয়া নাস্তিক হইয়া অধঃপতিত হ'ন।

হংসের ক্ষীর-গ্রহণের ন্যায় বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রের কদর্থ পরিত্যাগ করিয়া সদর্থ গ্রহণে সমর্থ। বদ্ধজীবের সে ক্ষমতা নাই সুতরাং মায়াবাদাদি শাস্ত্র আলোচনা না করিয়া সাধু-গুরুর আনুগত্যে মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম যাজন করা এবং পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনই আমাদের মঙ্গলোপায়।

মায়াবাদের বিষয় দুই একটী কথা আমরা আজ আলোচনা করিলাম বটে কিন্তু সহজ ভাষায় মায়াবাদের স্বরূপবর্ণনে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রৌতবাদ বা অধোক্ষজবাদের বিপরীত পন্থাই মায়াবাদ বলিয়া বিবেচিত। অধোক্ষজবাদী শ্রৌতপথাবলম্বী —অবরোহবাদী বা অবতারবাদী আর মায়াবাদী নিজ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা হরি, গুরু ও বৈষ্ণবকে মাপিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত মঙ্গলময় বাণীতে আস্থাহীন। ইহাই মায়াবাদের স্বরূপ।

অনাথের নাথ

(৩)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যাঁহারা সর্বদা যুক্ত হইয়া অর্থাৎ আমা সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ দান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে লাভ করিতে পারেন। জগদ্গুরুর শ্রীমুখারবিন্দ-নিঃসৃত এই বাক্যের প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেকটী বর্ণ কেন?—প্রত্যেকটি বর্ণ শরণাগতের প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী বিঘোষিত করিয়া যেমন তাঁহার শরণাগতবাৎসল্য প্রকাশ করিতেছে, তেমনই শরণাগতের কর্ত্তব্যও স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। শরণাগতিই ভক্তির প্রথম সোপান, শরণাগত না হইলে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ কখনও যাজিত হয় না। আপনাকে নিজকে 'অনাথ'-বুদ্ধি না হইলে শরণাগতি উদয় হয় না।

'আমি ইহ জগতের কোন বস্তু নই' 'ইহ জগতের কোন বস্তুই আমাকে রক্ষা করিতে পারে না।' এই প্রকার বিচার না আসা পর্য্যন্ত আমার শরণাগতি আসিবে না। অনেকে নিজকে ভগবানের শরণাগত বলিয়া মনে মনে এবং লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা নিতে পারে কিন্তু ভগবান্ আমাকে শরণ

স্বতন্ত্রভাবে অভয় দান করেন কিনা তাহা বুঝা যাইবে মহান্ত-গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ের দ্বারা। আচার্য্যের নিষ্কপটভাবে চরণাশ্রয় হইতেই ভগবানের সহিত সম্বন্ধ আরম্ভ হয়। সদ্‌গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়কারী নিষ্কপট সেবকই ভগবানের ভজন করেন।

আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট পন্থাই নিশ্চিতরূপে ভগবৎপ্রাপক। সুতরাং আচার্য্য-প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিয়া প্রীতির সহিত তন্নির্দ্দিষ্ট পন্থাবলম্বনে কৃষ্ণকে ভজনা করাই বুদ্ধিযোগ-লাভের উপায়। নতুবা যদি লক্ষ জন্ম ধরিয়াও লক্ষ লক্ষ বার সুবুদ্ধি-লাভের জন্য চীৎকার করি তথাপি কখনও দুর্ব্বুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইবে না। অনেক সময় আমার ন্যায় ভোগী, নাস্তিক বিষয়িগণের নিকট এই প্রকার তীব্র অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান্ যখন ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্ তখন আমার ভোগস্পৃহা পূর্ণমাত্রায় থাকিলে এবং সাধুনিন্দা আমার প্রাত্যহিক কৃত্যরূপে থাকিলেও তিনি কেন আমার বুদ্ধিকে ভাল করিয়া তাঁহার পথে সংলগ্ন করেন না?

মূঢ় নাস্তিকগণের বিচারে ভগবান্ যেন তাহাদের নিকট কতই দোষী! বিষয়-ধূলিতে আমাদের চক্ষু এমনই অন্ধ হইয়া আছে যে পরমদয়াল ভগবানের বিধানকে নিষ্ঠুর বলিয়া সাব্যস্ত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। আমি এতই ক্ষুদ্রস্বার্থান্বেষী ঈশবিমুখ জীব যে আমার নিজের কর্ত্তব্য আমি পালন করি না অথচ অপরে কর্ত্তব্য পালন করে না কেন তাহা খুঁজিয়া বেড়াই। আমি যতই কেন বুদ্ধি-যোগ চাই না, সর্ব্বাত্মগত্য স্বীকার পূর্ব্বক সৎসঙ্গে প্রীতিপূর্ব্বক সতত ভগবানের ভজন ব্যতীত কিছুতেই বুদ্ধিযোগ আসিবে না এবং সেবাভিমান দৃঢ় হইবে না, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাইবে না।

ভোগবুদ্ধি এবং সেবাবুদ্ধি পরস্পর পূর্ব্বপশ্চিম সম্বন্ধ। সেবাবুদ্ধি যে পরিমাণে উন্মেষিত হইবে ভোগবুদ্ধি সেই পরিমাণে দূর হইবে। অন্ধকারকে অপসারিত করিবার জন্য আলোক ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। ভগবানের ভজনটী নিরন্তর এবং প্রীতিপূর্ব্বক হইলে তবে বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রীতি বা প্রাণের আগ্রহযুক্ত হইয়া ভগবানের সেবাকার্য্যে নিরবধি প্রাণপাত পরিশ্রম করিলেও বুদ্ধিযোগ লাভ হইবে না। লোকলজ্জায় বা কর্ত্তব্যবোধে ভজনের অভিনয় প্রদর্শন করিলে প্রীতির অভাবহেতু সেবার নৈরন্তর্য্য লাভ হইতে পারে না। বৈশিষ্ট্য আসিয়া উৎসাহ ভঙ্গ করে এবং পুনরায় মায়ার কবলে পতিত হইতে হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটী বাক্য আছে, যথা—

"সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।"

সুবুদ্ধি-শব্দে জাগতিক মেধাকে বুঝায় না। জাগতিক মেধা দ্বারা ভগবানের কথা কিছুই বুঝা যায় না। তাই শ্রুতি বলেন—'ন মেধয়া।' ভগবৎপ্রদত্ত বুদ্ধি-যোগদ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়; অন্য কোন আরোহপন্থায় নহে।

আমাদের এতদূর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং এত উচ্চ লোভ যে আমরা গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং সেবা পাইবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করি। কিন্তু কখনও ভাবি কি? আমি কৃপা গ্রহণ করিবার জন্য কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি। জগতে নিজকে অনাথ দেখিয়া হয় ত' ভোগ-মোক্ষাভিলাষী হইয়া জগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাহাতে ভগবানের চরিতার্থতা কতটুকু হইল? আমি ত' যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে কাতরে শ্রীনন্দনন্দনের অভয় পাদপদ্ম ভরসা করিলাম। আমি ত' তাঁহার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার রক্ষা-বিষয়ে তাঁহার সামর্থ্যের প্রমাণ দেখিয়া লইলাম। শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাও মনকে প্রবোধ দিলাম যে কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা। কিন্তু আমি যে তাঁহাকে আমার প্রার্থনা-পূরণকারী করিয়া ফেলিলাম তাহাতে আমার তাঁহার প্রতি প্রীতি কতটুকু জন্মিল? আমি যে ঐশ্বর্য্যের জন্য ভগবানের ভজন করিতে প্রয়াসী হইলাম তাহা যদি তিনি গোপন করেন তবে ত' আর আমি তাঁহাকে চাহিব না। অতএব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে আরাধনা-কারিগণও শ্রীনন্দনন্দনের অহৈতুক ভক্ত নন। ব্রজগোপ-গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুক সেবক। শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন—"ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।" ব্রজের শুদ্ধপ্রেমে কৃষ্ণ নিরন্তর বশীভূত। কারণ, ব্রজের সেবকগণ ভগবানের নিকট কোন কিছুর প্রার্থী নন। তাঁহারাই ভগবানের প্রার্থনা-পূরণকারী, তাঁহারা ভগবানের নিকট কোন আব্‌দার করেন না। তাঁহারাই ভগবানের আব্‌দার পূরণ করেন। অতএব যাবতীয় অবতার এবং বিভূতিতে নাথ বুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত শ্রীগোপীনাথ তাঁহার নাথ হন না।

বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণের নিকটও শুদ্ধ-ভক্তগণের কোন প্রার্থনা নাই। ব্রজবাসি-গণ বিপ্রলম্ভরসে আশ্রিত হইয়া নিজদিগকে 'অনাথ' বলেন কেন? তাহার কারণ, তাঁহারা একমাত্র স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিতে চান না। শ্রীনন্দনন্দনই তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব, শ্রীনন্দনন্দনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই তাঁহাদের যাবতীয় ভজনের মূল।

আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের ভগবান্‌কে 'নাথ'-রূপে ডাকা, ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত যুক্ত ভক্তগণের ভগবান্‌কে 'নাথ' বলিয়া নিরন্তর সম্বোধন এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তগণের ভগবান্‌কে "অনাথের নাথ" বলিয়া বিপ্রলম্ভ-রসোন্মত্ত হইয়া "কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্" নাম প্রণোদিত হইয়া সম্বোধন করা এক নহে। 'কৃষ্ণকে পাইয়াছি', 'আমি কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছি', এমন কথা কোন শুদ্ধভক্ত বলেন না। আর কৃষ্ণই কি এমন সীমাবদ্ধ বস্তু যে তাঁহাকে দর্শন করিলে সব শেষ হইয়া যাইবে? কৃষ্ণপ্রেম কি এমনই বস্তু যে একবার প্রাণে উদিত হইলে আর আবশ্যক হইবে না? কৃষ্ণ কি এমনই ইন্দ্রিয়ের অধীন যে তাঁহাকে দেখে, শুনে, মেপে নেওয়া যাইবে? কৃষ্ণভক্তের সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ কি এতই অনিত্য যে একবার দেখা হইলেই আর পরস্পরের কোন প্রয়োজন থাকিবে না? আমার ন্যায় ভোগবুদ্ধি-চালিত জীব মনে করিতে পারে যে নির্ব্বাণ-মুমুক্ষুদের ন্যায় যদি কোন প্রকারে কষ্টে-সৃষ্টে একবার ভগবানের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় তবেই সব চুকিয়া গেল। একবার যদি তাঁহার রূপ দেখিয়া দেহ-মন-প্রাণ শীতল করিয়া নিতে পারি তবে আর আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ আছে কে?

তিনি নিজের রূপ প্রদর্শন করিয়া যদি আমাকে অপার আনন্দ দান করিয়া কৃতার্থ হন তবেই তিনি ভগবান্ নতুবা তিনি কি? আমরা অনেক সময় কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধিকে কৃষ্ণভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসি। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকে অমুকে 'হরি' পাইয়াছে, অমুকে 'কৃষ্ণ' দর্শন করিয়াছে। অনেকে আবার কৃষ্ণপ্রেমিক-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃষ্ণের জন্য রোদন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর "কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" প্রভৃতি বিপ্রলম্ভসূচক বাক্য শ্রবণে মনে করেন তাঁহাদের বোধ হয় কৃষ্ণদর্শন হয় নাই, আবার শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ", বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়া কষ্ট পাইলে আর কৃষ্ণ ভক্তকে আনন্দ বা সুখ প্রদান করিলেন কোথায়? এই অজ্ঞানোত্থ অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের বিষয়বিক্ষুব্ধ চিত্তকে নিয়ত আলোড়িত করিয়া থাকে। কিন্তু যদি আমাদের কোন দিন সৌভাগ্য হয় তবেই জানিতে পারিব "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দনে কি সুখ।

কৃষ্ণকে যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারাই কৃষ্ণের জন্য কাঁদেন। যাঁহারা কৃষ্ণকে একমাত্র প্রাণনাথ বলিয়া জানিয়াছেন সেই সকল পরমমুক্ত মহাভাগবতগণ এবং কৃষ্ণও যাঁহাদিগকে আপন জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই নিজদিগকে অনাথ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং কৃষ্ণে তাঁহাদের বিন্দু-মাত্রও প্রীতি নাই এইরূপ মনে করেন।

বৃন্দাবনে শ্রীল গোপালদেব স্বীয়বিগ্রহ নিজে যাচিয়া যাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রেমুণায় শ্রীশ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ যাঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রেমভক্তি-পথের আদি-প্রবর্ত্তক শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত হইয়া সতত আর্ত্ত-ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে "অনাথের নাথ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া সকরুণভাবে বলিতেন—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

"পঞ্চবার্ত্তা"

তৃষ্ণা-বিগত মুক্তকুল যত,
প্রীতির ভরে;
করে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন,
যতন ক'রে।
ভবব্যাধি চয় হয়ে অতিশয়
ধরত জ্বরে,
কৃষ্ণনাম সম ঔষধ পরম,
ঘোর পীড়ারে।
সুধাময় নাম, আনন্দের ধাম,
ভুবন মাঝে;
শ্রবণের পথে পশি' হৃদয়েতে,
সেথায় রাজে।
সুধা শীতল অতি সুমঙ্গল,
শ্রীকৃষ্ণকথা,
অখিল ভুবন চিত্ত রসায়ন,
নাশয়ে ব্যথা।
কেন কৃষ্ণনাম তাহে নাহি কাম,
সে নরাধম;
আত্মার কল্যাণ না করে বিধান,
কাটে স্বাতি'
কুবিষয়-রসে গোঁয়ায় হরষে,
সকল দিন;
শ্রবণ-বিমুখ কোথা পা'বে সুখ—
অভাগা দীন।

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আকারে বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—১ম স্কন্ধ ৪০৲
প্রথম হইতে ৮ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত :৮৲
প্রকাশিত খণ্ড ১৲ পাওয়া যায় ।৶০
৩। বাঙ্গালার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৮৩১ খণ্ড) ৬৲
৪। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
১২। বৃত্তিসহিত শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় সাক্ষ্য (সাধ্য) ২৲
১৩। গৌরগণোদ্দেশ সাক্ষ্যসহ (বালাক্ষরীয়) ।০
১৩। বৈষ্ণবধর্ম
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৫। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৬। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্ব্বাণ ভজন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম প্রভাকর ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরুপরিক্রমা-খণ্ড ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকবচ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আম্নায়সূত্র ৶১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। তত্ত্বসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রমেয়রত্নাবলী সাক্ষ্যসহ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। হরিভক্তিকল্পলতিকা বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৶০
৫২। সাম্যবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিধিবদ্ধঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৫৫। তত্ত্ব-সূত্র
৫৬। সম্বন্ধ-শিক্ষাষ্টকম্
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পারচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শন ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেজীয়স্ ওয়ার্কস্ ।৶০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। শোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইংরোটিক প্রিন্সিপল এণ্ড আনেলড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ভক্তির সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীব্রজ-পত্তন-কৃষ্ণ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেব-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০-নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেঠা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতট, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিড়কুঞ্জা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কচিবুদ্বা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওন্ স্লো হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অর্ঘ্য গৌড়ীয়মঠ—কোয়েম্বাটুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমর গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহিরে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আড় ক্রাউন ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, নামসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৩৲ তিনটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৫৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-১৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৩	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-২০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় : কেবল শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পরিবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্দর্শন-তীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়্দর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শ কলেজের বাঙ্গালার প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে পণ্ডিত এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থার সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেম্‌ব্রিজ টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারদের মধ্যের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর বিজয়ম ২২ প")। স্নায়বিক ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহারে সদ্য উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র

নিউ হেল্‌থ্‌ লেব্‌রেটরিজ্‌

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (নূ)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বার্ণ'	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ২২শে জুন

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা)	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫।০
ময়লা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ চটের ১০ ফুট	
১২ সেঙ	১১।০
২৬ সেঙ " "	১৩৲
২৪ সেঙ " "	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩৸৵০

সেলেকটেড মিলেণ্ট, করগেট টিন—

৪।১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্দ্ধিত

২৪ সেঙ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ সেঙ " "	১২।৵০
১৮ সেঙ ও ৩০ সেঙ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাণ্ডার বেয়া কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮।০

প্যাঃ তারের জাল ১৪ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন শাটি	৬৸৵০—৬৸৵০
" গোলটু (গোল)	৬৸৵০—৬৸৵০
" পয়ার (চৌকা)	৬৸৵০—৬৸০
"গোল বড় ৶০—৸৶০ সূতা	৫৵০—৫।৵০
" টানা বড় ত্রিকা ৶০—৸৶০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
" বাকিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট, লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বেনিয়াটোলা মশলার দর

জিরা	২০৸১ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	"
মরিচ	২১৷৵০	"
লবণ	৩৬৲	"
বড় এলাচ	২১৲	
কিসমিস	১৫।০	"
ছোট এলাচ	২৷৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২।০	সের
মেথি	৪।০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	"
খাবার সোডা	৭৲	"
পেস্তা	২।০	সের
আমলকী	৩৷০	মণ
হরিতকী	৭৲	"
বহেড়া	২৲	"
১নং খয়ের	১৩৲ ১৩৸০	"
ইসবগুল	৮৲	"
জাং হরিতকী	৫।০	"
দেশী সুপারি	১১৲	"
লঙ্কা	১৪৷০	"

মৃগের দর

লক্ষ্মী	৫১৲	টাকা
রাজা	৪৯৸০	টাকা

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর — নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ৫ই জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রাণাঘাটের স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি

গত ২০শে জুন সাব-ডিভিজনাল অফিসার শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাণাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় প্রথমে সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। ইহা হইতে, এই সমিতির উদ্দেশ্য, বালক ও যুবকগণের এবং দশ বৎসরের অনধিক বালিকাগণের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রাথমিক সাহায্য এবং শুশ্রূষা, পাঠাগারের মধ্য দিয়া জ্ঞানার্জ্জন, ইহার নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বর্ণনা করেন।

তৎপরে সমিতির নিয়মাবলী এই সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত মানসিক উন্নতি, জ্ঞানার্জ্জন এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন নিয়মানুবর্ত্তিতা। সংযত বাক্ ও সংযত আচার আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মিঃ পাত্রী এই কারণেই সপ্তাহে একদিন সংযত-বাক্ হইয়া থাকেন।

পাহাড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গুহা আবিষ্কার

পুরী জেলার অন্তর্গত বেগুর থানার এলাকায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের পাশে এক পাহাড় শ্রেণী আছে। জগন্নাথ মন্দিরের মাদলা পঞ্জিকায় দেখা যায় যে, ঐ পাহাড় শ্রেণীতে ৮০টী গুহা আছে। রাজা মহাদেবের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ঐ সমস্ত গুহা হইতে বিতাড়িত হয়। বেগুর জমীদারীর ম্যানেজার মিঃ এম এস পট্টনায়ক ঐ পাহাড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিয়া তিনটী গুহা আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে দুইটিতে ৪০ জন করিয়া লোক ধরিবে। তৃতীয় গুহা ক্ষুদ্রতর হইলেও উহার ভিতরে আর একটী গুহা আছে এখনও শেষোক্ত গুহার ভিতরে প্রবেশ করা হয় নাই। ১৫ ফুট দীর্ঘ একখণ্ড বাঁশ দ্বারা উহার অপরদিক স্পর্শ করা যায় নাই। উহার অপর পার্শ্বে অন্ধকারের ভিতরে কেবল সাদা কোনও জিনিষ দেখা গিয়াছে। মিঃ পট্টনায়ক আরও দুইটি গুহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আশা করেন ঐ সমস্ত গুহায় নানা প্রকার প্রাচীন দ্রব্য পাওয়া যাইবে

স্ত্রীলোকের অদ্ভুত প্রতারণা

কলিকাতা পুলিশ বালক ওয়ার্কে মালতী উড়িয়ানী নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিতেছে। প্রকাশ যে, ঐ স্ত্রীলোকটি কালীঘাট রোডের গিরিবালা দাসীকে পুত্র লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাহার স্বর্ণহার ও নগদ ১২৲ আত্মসাৎ করে। নগেশ্বর চন্দ্র দেবার নামক কোনও দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নাকি সে ঐ অলঙ্কার ও টাকা লইয়া যায়।

গিরিবালা পুত্রলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলে মালতী তাহাকে বলে যে, ঐ দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহার নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হইবে। সে বলে যে, তাহাকে ঐ জন্য তাহার স্বর্ণহার ও নগদ ১২৲ দিতে হইবে। সে ঐ টাকা ও হার একটি মাটির পাত্রে করিয়া কোনও ঘরে রাখিয়া দিবে এবং পূজার সময় ঐ ঘরে সে ও গিরিবালা ভিন্ন আর কেহ যাইতে পারিবে না।

এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে গিরিবালা একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার স্বর্ণহার ও নগদ ১২৲ মাটির পাত্রে করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটির হাতে দেয়। ঐ স্ত্রীলোকটী ঐসব অলঙ্কার ও টাকা একটী বাক্সে রাখিয়া দিয়া পূজা আরম্ভ করে। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে গিরিবালাকে চোখ বুজিতে বলে এবং ঐ দেবতার নাম জপ করিতে বলে। কিছুক্ষণ ঐরূপ করিবার পর সে তাহাকে চোখ মেলিতে বলে। অতঃপর, সে সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিয়া অবশিষ্ট অনুষ্ঠান শেষ করিবে বলিয়া চলিয়া যায়। সে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত ঐ পাত্রটি যেন খোলা না হয়, যাইবার সময় সে এই কথা গিরিবালাকে বলিয়া যায়।

গিরিবালা সমস্তদিন উপবাস করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ঐ স্ত্রীলোকটির প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় অপেক্ষা করিতে থাকে। সে রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ ভাবে অপেক্ষা করে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হয় এবং ঐ পাত্রটি খোলে। বিস্মিত হইয়া সে দেখিতে পায় যে, তাহার স্বর্ণহার ও টাকা উধাও হইয়াছে। ঐ জিনিষের পরিবর্ত্তে উহার ভিতর শুধু মাটি রহিয়াছে।

অতঃপর সে বুঝিতে পারে যে, সে প্রতারিত হইয়াছে। পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সাহাজাদপুরে গবর্ণমেণ্টের প্রচারকার্য্য

সাহাজাদপুরে এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৩শে ও ২৪শে জুন স্থানীয় ঠাকুর জমিদারের কাছারিতে পাবনা জেলার যোগন সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট প্রচার বিভাগ হইতে নানা রকম বক্তৃতা সহযোগে ছবি দেখান হইয়াছে। প্রথম দিন কলেরা ও ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে, দ্বিতীয় দিন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উপকারিতা ও বিদেশী দ্রব্য গ্রহণ সম্বন্ধে বক্তৃতার এক স্থানে তাঁহারা বলিয়াছেন, আপনারা যদি বিদেশের জিনিষ ব্যবহার না করেন, তবে বিদেশ আপনাদের জিনিষ ব্যবহার করিবে কেন? বিদেশ যদি আপনাদের জিনিষ না লয় তবে দেশে টাকা আসিবে কোথা হইতে? দেশ ক্রমে চির দরিদ্রতার অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। কাজেই আপনারা দেশী জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে ভুলিবেন না ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে। দেশে অর্থাগম হইবে।

অশ্লীল ছবির জন্য ফটোগ্রাফার গ্রেপ্তার

কিছুকাল যাবৎ কলিকাতায় অশ্লীল ছবি ও ফটোগ্রাফের প্রচার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফেরীওয়ালাগণ এরূপ সন্দেহজনক ভাবে ঐ সব ছবি ও ফটো ফেরী করিত যে, পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

দক্ষিণ কলিকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনার মিঃ এ ওয়াটসন কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া গত শুক্রবার বহুবাজার স্ট্রীটে কোন ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিওতে হানা দেন এবং উহার উক্ত অশ্লীল ছবি ও অনুমান ৬০ খানা ফটোগ্রাফ পান। ঐ কার্য্যে পুলিশ কমিশনার উক্ত ষ্টুডিওর অধিকারী এবং অনেক লোককেও সেখা হইতে গ্রেপ্তার করেন।

ঐ শ্রেণী অপরাধে পারদর্শিতার

দৈনিক বঙ্গশ্রী প্রকাশ

২০শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৪১

টাকার ইতিবৃত্ত

টাকার আয়ুর ইতিহাস মানুষের জীবনের ইতিহাসের মতই চিত্তাকর্ষক। গড়ে টাকার আয়ু ৪৫ বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে উহা বহুবার ব্যবহৃত হয় এবং উহার ওজন সামান্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ওজন ৩% গ্রেণ পর্য্যন্ত ঘাটতি হইলে টাকার মূল্য হ্রাস হয় না, কিন্তু উহার অধিক ঘাটতি হইলে কারেন্সী অফিস উহা ফেরৎ লইয়া গলাইয়া পুনরায় ব্যবহার করেন।

টাকা বহু বৎসর মাটির নীচে পুঁতিয়া কিংবা থলিয়ায় ভরিয়া রাখিলে উহার ওজনের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। জল দিয়া ধুইলেই উহার দাগ উঠিয়া যায়।

ভারতে সর্ব্বপ্রথম ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছাপযুক্ত টাকা প্রস্তুত হয়। উহার পূর্ব্বে ব্যবহৃত মুদ্রাসমূহ লণ্ডনে প্রস্তুত করা হইত। বিগত শতাব্দীর মধ্যে ১৮৩৫, ১৮৪০ (দুই আকারে টাকা প্রস্তুত হয়), ১৮৬২ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে টাকা প্রস্তুত করা হয়। ১৮৬২ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সমস্ত মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ লেখা ছিল; কিন্তু উহার অঙ্কগুলির উপর বিন্দু দেওয়া ছিল। এক এক বিন্দুতে এক বৎসর বুঝায়। সুতরাং কোনও টাকায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ লেখা থাকিলেও, উহা প্রকৃতপক্ষে ঐ বৎসর প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে না; উহা কয়েক বৎসর পরেও প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা প্রচলিত না থাকিলেও, এখনও বর্ত্তমান আছে। যে কোনও সময়ে কারেন্সীতে উহা ভাঙ্গাইয়া নূতন টাকা পাওয়া যাইতে পারে। গত শতাব্দীতে কাহারও কোনও পর্ব্ব উপলক্ষে সখ হইলে আপন সোনা কিংবা রূপা দ্বারা টাঁকশাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ প্রথা রদ করা হয়। এখনও টাঁকশালের সোনা কিংবা রূপা দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের সোনা রূপা দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করা হয় না।

... টাকা প্রস্তুত হইয়াছে

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন টাঁকশালে ৩৮১ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা প্রস্তুত করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত টাকা যদি পাশে পাশে রাখা হয়, তবে উহাদের দ্বারা তিনবার পৃথিবী বেষ্টন করা যাইতে পারে; আর যদি উপর্য্যুপরি রাখা হয়, তবে কাটিয়া হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্তম্ভের ন্যায় উচ্চ হইবে।

জাল মুদ্রা চিনিবার উপায়

অনেক সময়ে চতুর লোক রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে টাকা হইতে কতক পরিমাণ রৌপ্য বাহির করিয়া লয়। ইহাকে ইংরাজিতে 'সুয়েটিং' করা বলে। টাকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কাটিয়াও অনেক রূপা বাহির করা হয়, ইহাকে ইংরাজীতে 'ক্লিপিং' বলে। এই দুই উপায়ে টাকা হইতে অতি অল্প পরিমাণে রূপা বাহির করিয়া লওয়া যায়। দুষ্টলোকেরা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া জাল বা মেকী মুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করে। কোনও মুদ্রা মেকী কিনা তাহা ধরা অনেক সময়ে কষ্টসাধ্য। ইহা ধরিবার সহজ উপায় মুদ্রা বাজাইয়া দেখা। কিন্তু কোন কোনও সময়ে আসল টাকা বাজাইলেও কম শব্দ হয়। সময়ে সময়ে রং দ্বারা মেকী মুদ্রা চিনিতে পারা যায়। মেকী মুদ্রা চিনিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় ধার পরীক্ষা করা। সাধারণতঃ উহার ধার আসল মুদ্রার মত হয় না।

উদয়ন—আষাঢ়, ১৩৪১

উদয়নের এই সংখ্যায় প্রথমেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'কাব্যালোকে বিষয়ানন্দ' এই প্রবন্ধে দু'টি বিভিন্ন লক্ষ্য করবার আছে—প্রথমতঃ বেশ পরিষ্কারভাবে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার তুলনা, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় অলঙ্কার দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের সুন্দর আলোচনা। অপ্রকাশিত পুঁথি থেকে তিনি কাব্যের কয়েকটি বিষয় উদ্ধার ক'রে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ক'রেছেন। এই বিশ্লেষণ তাঁ'র সুনিপুণ হস্তের দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে।

আর একটি প্রবন্ধও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলা-ভবনের শ্রীবামিনীকান্ত সেন মহাশয়ের 'ভারতীয় ভাস্কর্য্য বাস্তবতা'। বামিনীকান্ত সেন মহাশয় শিল্পানুশীলন ও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবধারার আলোচনা ক'রে বলেছেন—ইউরোপ ভারতকে বুঝতে পারে নি—তাই ভারতীয় শিল্পের ধারাকে তারা এমন অবজ্ঞাভাবে নিন্দা করে। ভারতীয় শিল্প বুঝতে হ'লে যে প্রাণ, যে শিক্ষা (culture), যে ধর্ম্ম ও সত্য বুদ্ধির প্রয়োজন, তা ইউরোপের নেই।

এই সংখ্যায় আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে; সে প্রবন্ধটি 'প্রাচীন ভারতের বহির্বাণিজ্য', লেখক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, এম্-এ, বি-এল। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বাণিজ্যে কি পরিমাণ উন্নত ছিল—তার ইতিহাস এতে পরিষ্কার ভাবে দেখান হয়েছে। একদিন ভারতবর্ষ রোমের সঙ্গে বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা অর্জ্জন করেছে—কালের চাকা ঘুরে গেছে, আজ ভারতের কোটি কোটি টাকা যেমনি ভাবে বাইরে চলে যাচ্ছে। লেখক এই প্রবন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। এ ছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য সচিত্র প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ রচিত, সুরশিল্পী বেটোফেন প্রবন্ধে সুরশিল্পীর জীবনী সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারা যায়।

এতদ্ব্যতীত উদয়নের এই আষাঢ় সংখ্যায় দুটী গল্প, একটী কথা-সাহিত্য, কয়েকটী কবিতা এবং দুটী ধারাবাহিক উপন্যাস স্থান পেয়েছে। যাঁ'রা সাহিত্যের আলোচনা করতে চান, এই সকল পাঠে তাঁ'রা উপকৃত হ'বেন, সন্দেহ নাই। গল্পগুলি ছেলেদের বেশ আনন্দদায়ক হ'বে।

এই সংখ্যায় দুখানি ত্রি-বর্ণ চিত্র আছে, প্রথম চিত্র—বিখ্যাত শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যা'—বর্ণ সমাবেশে, গঠন সমাবেশে বেশ মনোরম। দ্বিতীয় চিত্র—প্রথিতযশা শিল্পী শ্রীপূর্ণশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'আষাঢ়ের আগমন'—একখা'ন সত্যই উদাত্ত ভাবের ছবি। অল্প কয়েক মাস 'উদয়ন' মাসিক সাহিত্য-আকাশে উদিত হয়েছে, এই অল্প দিনের মধ্যে ইহা যে প্রকার সাফল্য অর্জ্জিত করেছে তাতে উদয়নের পরিচালক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে মহাশয়কে আমরা তাঁ'র সাফল্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারি না।

এডিনবরায় লর্ড উইলিংডন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বড়লাট লর্ড উইলিংডন এডিনবরার এক বক্তৃতায় বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের আনুগত্যের প্রশংসা করেন। এই সভায় লর্ড উইলিংডন ও লেডী উইলিংডনকে 'ফ্রিডম অব দি সিটি' সম্মান প্রদান করা হয়। বড়লাট বলেন যে, ভারতবর্ষের অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। গত সাত বৎসর যাবৎ বৃটিশগণ ভারতীয়দের অন্তরে ও চরিত্রের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণের মনোবৃত্তি প্রসারিত করিবার জন্য কাজ করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। দায়িত্ব গ্রহণের এই মনোবৃত্তি যথাসময়ে তাহাদিগকে শাসন কার্য্যের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণের উপযুক্ত করিবে। ভারতের ন্যায় এইরূপ বিপুল জনপূর্ণ দেশে কতিপয় ব্যাপক চাঞ্চল্য লোক থাকিবেই, গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত বা অভিভূত করা তাঁহাদের অভিপ্রায়, কিন্তু দেশীয় নৃপতিগণ ও ভারতের জনসাধারণ বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি অনুরক্ত। তাঁহারা বৃটিশের অতীত মঙ্গলজনক কার্য্যে অনুমোদন দিয়াছেন।

সাম্রাজ্যের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে তাঁহারা যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা গৌরবান্বিত। ক্রমশঃ সম্মুখে চলিয়া সাম্রাজ্যের পরিচালনায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করাই তাঁহাদের কাম্য। তাঁহারা চাহেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের এই আকাঙ্ক্ষা সহানুভূতি ও মৈত্রীর সহিত আলোচনা করা হউক। যদি তাহা করা হয় তাহা হইলে আমাদের মহান সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষে অতীতেও যেমন শান্তির উৎস ছিল, ভবিষ্যতেও সেরূপ থাকিবে।

স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ, এই কথা বারম্বার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া লর্ড উইলিংডন বলেন যে, তিনি বারংবার প্রবাস ক্লেশ সহ্য করিলেন কি করিয়া এই প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। উত্তরে তিনি বলেন যে, যেখানে কর্ত্তব্য রহিয়াছে সেখানে প্রবাসের কথা উঠিতেই পারে না। সকলেই এক সাম্রাজ্যের প্রজা, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বাস করিতে তাঁহার বা লেডী উইলিংডনের কখনও কষ্ট হয় নাই। বরং তাঁহার এই সমস্ত প্রবাসকে জীবনের সুযোগ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বত্রই অনেক বিশ্বস্ত বন্ধু পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতের নরপতি এবং অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহাদের অনেক বন্ধু আছেন। তাঁহাদের সামাজিক বাসস্থান ভারতবর্ষের প্রজারা বৃটিশ রাজের প্রতি একান্ত অনুগত জানিয়া তাঁহারা পরম সুখী। লর্ড উইলিংডনের কঠিন কার্য্যে লেডী উইলিংডন যে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি লেডী উইলিংডনের প্রশংসা করেন।

রংপুরে কংগ্রেস কর্মী

রংপুর জিলার গাইবান্ধা মহকুমার কংগ্রেস কর্মী ও ঐ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার ২।০ বৎসর কারাভোগের পর ৩০শে জুলাই আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিগত ১৪ই মার্চ্চ ১৯৩২ সালে অর্ডিন্যান্সের ২১ ধারায় আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। জেলে থাকাকালীন তিনি অনেক দিন হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ভাল আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৮ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৮, ২০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই জুলাই ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার | ১০৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১২ই আষাঢ় ২৭শে জুন বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত সেড়াধাঙ্গার নামক স্থানে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যা প্রসাদ লাহিড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য এবং কতিপয় ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। গ্রামস্থ ও বন্দরস্থ এবং বিভিন্ন স্থানের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভার অধিবেশন হইলে শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ সিংহ এম-এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয়ের সমর্থনে ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাপ্রসাদ লাহিড়ী এল্-এম্-এস্ মহোদয় উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি এই প্রকার ধর্ম্মসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে আপনাদের অনুরোধে এই সভার সভাপতির আসনে উপবেশন করিতেছি। সভাপতির কার্য্য—বক্তার পরিচয় করাইয়া দেওয়া। অদ্যকার সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিবেন তাঁহারা বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক। সুতরাং আপনাদের নিকট তাঁহাদের বিশেষ করিয়া পরিচয় করাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে না। তাঁহারা স্বপ্রকাশ-বস্তু; অতএব আমার কার্য্য অতি সহজ। আপনারা ইঁহাদের শ্রীমুখে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লাভবান্ হইবেন, সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অতঃপর পরম ভাগবত শ্রীপাদ সকল-নিগম-মূর্ত্তি দাসাধিকারী মহাশয় স্বামীজী মহারাজের ও সভাপতি মহাশয়ের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে বেড়া-নিবাসী ভক্ত-মুন্দের পক্ষ হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত এল্-এম্-এফ মহোদয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া একটী অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া স্বামীজী মহারাজকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করেন।

গত ২৮শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি প্রকারে হয়, তন্নিরূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে দুইটী সেবা বস্তুর সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ই পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্-ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থ নামে কথিত। এই দুই প্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপনা-যোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থ সেবা ব্যতীত রুচি-উৎপত্তির অপর কারণ—মহতের সেবা।

কৃষ্ণেতর-বিষয়বিমুক্ত সর্ব্বসদ্গুণ-সম্পন্ন হরিজনগণই মহান্। কৃষ্ণভজনহীন সর্ব্বার্থ-রূপ ভোগপুষ্ট জনগণ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। এই সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে না পারিয়া, যাবতীয় সর্ব্বার্থবুদ্ধি জনগণকে সমন্বয় করিতে গিয়া মহত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করেন; কিন্তু তাহাতে হরিসেবা না থাকায় তাহা কৃষ্ণেতর বিষয়সেবা মাত্র হইয়া যায়।

এই উদারত্বের কুসাম্প্রদায়িকগণ দুত্রের সেবা করিতে করিতে মহৎ হরিজনগণকেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করেন। যেকালে তিনি অসৎসঙ্গের সহিত সমন্বয়-ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহৎ সজ্জনের সঙ্গ করেন তৎকালে তাঁহার অসৎ কুরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিকথায় রুচি হয়। ভগবানের সেবাবিরত হইলেই বদ্ধজীবের ইতর বিষয়ে রুচিপর সঙ্কীর্ণতা নিযুক্ত হয়। মহতের সেবায় জীবের যথেচ্ছাচার-জাত তর্কপথ নিরস্ত হয়। তিনি তখন হরিকথা-শ্রুতির পথ গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় করেন। কীর্ত্তনকারী হরি ও মায়ার সহিত সমন্বয়-পন্থা ত্যাগ করিয়া কেবল হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

ঈশ্বর-সেবা-বর্জ্জিত ক্রিয়া-কলাপে যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহার ফলস্বরূপ অর্থ এবং অর্থের ফলস্বরূপ কাম বা ঈশ্বরসেবা-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়প্রীতি বা ফলভোগ পুনঃ পুনঃ যথার্থ-কামের চক্রেই আবর্ত্তিত করায়। কর্ম্মবন্ধন-মুক্তাবস্থায় ঐ প্রকার নিজেন্দ্রিয়-প্রীতির আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মফলত্যাগ পরিহার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্ম সান্নিধ্য হরিসেবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। জ্ঞান বা যোগপদ্ধতি পূর্ত্তা লাভ করিলে ভগবৎ-প্রীতির সহিত বিরোধ হয় না।

দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তিই ভোগী বা নির্ব্বোধ। বিবেকের অভাবে হরিকথা-খ্যানের পরিবর্ত্তে মায়ার ভোক্তা বলিয়া জীবের অভিমান হয়। উহাই কর্ম্মবন্ধন। যাঁহারা ভোক্তৃভাব পরিহার করিয়া হরিসেবাময়ী চিন্তা করেন, তাঁহারাই অপ্রাকৃত বিষয়রূপ খড়্গধারা নিজের ভোক্তৃবুদ্ধিকে ছেদন করিতে সমর্থ হন। ইতর কথায় আসক্তি ছাড়িয়া দিলে হরিকথায় রুচির উদয় হয়। নির্ব্বোধ লোক হরিকথা ছাড়িয়া হরিবিমুখ মাতা-পিতা বা বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে বিষয়ভোগ করিতে গিয়া সংসারে মায়ার কবলে পিষ্ট হইতে থাকে। সেইজন্য হরি তোষণ-কার্য্যে অচঞ্চলচিত্তে নিরলসে অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুমুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণ, শ্রুত হরিকথা কীর্ত্তন এবং শ্রুত ও কীর্ত্তিত হরিবিষয়ক স্মরণ করা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ভগবানের পূর্ণরূপ অনুশীলন হইতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের সেবা দ্বারা শ্রীমদ্-ভাগবত লিখিত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর সেবক-এর সকল অনর্থ ও কৃষ্ণেতর প্রতীতিরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিগত হইলে, সর্ব্বোত্তম-প্রাপ্য নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হয়। হরিসেবাবিরোধী অন্য কামনাসমূহ যে পরিমাণে ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন ব্যতীত ভক্তির উদয় সম্ভাবনা নাই। ভোগী, কর্ম্মী বা ফল্গুবৈরাগী জ্ঞানীর কুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন আর অভক্তসঙ্গের কুপ্রবৃত্তি থাকে না।

গত ১১ই আষাঢ় সোমবার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সুমধুরস্বরে ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ বামন আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

'অনবসরে' কৃত্য

যে-সময়ে কাহারও এত ভিড় যে, অপরের সঙ্গে দেখা করিবার পর্য্যন্ত অবসর নাই, তাহাকে আমরা 'অনবসর' বলিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অদ্যকার প্রবন্ধের 'অনবসর' শব্দটী এই সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। স্নানযাত্রার পর রথযাত্রার পূর্ব্বে 'নবযৌবন'-দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত একপক্ষ কাল নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বার বন্ধ থাকে, সুতরাং শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না। এই সময়কে 'অনবসর' বলা হয়। অনবসর-কালে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। পাণ্ডাগণ বলেন, শ্রীজগন্নাথদেবের এই সময় জ্বর হয়, তাই দ্বার বন্ধ। নীলাচলের শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথের ঐশ্বর্য্যলীলা মথুরার শ্রীকৃষ্ণের লীলা। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ রাজা, সুতরাং তাঁহার অসুস্থতায় সর্ব্বসাধারণের দর্শন নিষেধ; ইহাই বোধ হয় পাণ্ডাগণের মনের ভাব। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—

"পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁ'র সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥"

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই অদর্শন-দান-লীলায় ভক্তগণের হৃদয়ের আর্ত্তি—তাঁহাদের স্বাভাবিক ভজন—কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাব, উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ব্রজললনাগণের ভজনের তুলনা নাই; তাঁহারা যে-প্রকারে নিজ সুখ, নিজ লাজ-লজ্জা, মান-অপমানের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে তৎপর, এরূপ আর কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বিপ্রলম্ভ-সেবা-চেষ্টার চমৎকারিতা প্রদর্শন-কল্পে রাসমণ্ডলী হইতে অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়াছিলেন। 'অনবসরে' গৌড়ীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের ঐ লীলাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

অনবসরে কৃত্য কি, এখন তাহাই আলোচ্য। ঐশ্বর্য্য-মার্গের দাস্য রসের সেবকগণের বিচার হইবে—শ্রীকৃষ্ণ যে-পর্য্যন্ত দর্শন দান না করেন, সে-পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে দ্বারদেশে অপেক্ষা করা। মাধুর্য্যরসে মধুর-রতিতে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ ভাব স্থান পায় না। [illegible] সময়ও কৃষ্ণের দর্শন না পাইলে তাঁহা[illegible] নিকট তাহা এক যুগ বলিয়া মনে [illegible]। এখন তাঁহাদের চিত্তের অবস্থা —

"কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ,
কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়।"

গোপীশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবী দেবী, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহার দর্শন না পাইয়া বিচ্ছেদে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে, মথুরানাথ,
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥"

—ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ, ওহে মথুরানাথ, কবে তোমাকে দর্শন করিব? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

মহাপ্রভু অনবসরে জগন্নাথের দর্শন না পাইয়া রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আকুলা ও কৃষ্ণান্বেষণপরায়ণা শ্রীবার্ষভানবী দেবীর বিপ্রলম্ভ-ভাব সহ আলালনাথে গমন করিয়াছিলেন। বিরহ-দশায় যাঁহার অদর্শনে বিরহ উপস্থিত হইয়াছে তাঁহার যাবতীয় গুণাবলী বিরহ-গ্রস্তের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং বিপ্রলম্ভে অদর্শনের মধ্যে পূর্ণ দর্শন—হৃদয় বৃন্দাবনে আরাধ্যের নাম, রূপ, গুণ পরিকর ও লীলার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে'র এক স্থানে লিখিয়াছেন—**জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।**

'অনবসরকাল' গুরুকুলশিরোমণি প্রেমিকভক্তগণের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলার বিশেষ উদ্দীপক। মাদৃশ বদ্ধজীবের কৃত্য অনবসর-কালে বাহিক সম্পর্ক ও প্রজল্পাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া একান্তমনে শ্রীনামাশ্রয় করা, শ্রীহরির প্রসঙ্গ শ্রবণ, পাঠ ও কীর্ত্তনে তন্ময় থাকা এবং তন্ময়চিত্তে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের সহিত শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত থাকা, আর নিষ্কপটচিত্তে প্রার্থনা করা—

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এদাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥

কৃষ্ণৈকশরণতা

বৈষ্ণবেই সমস্ত সদ্‌গুণের সমাবেশ, কৃষ্ণৈকশরণতা এই কৃষ্ণপ্রিয় বৈষ্ণবের একটী শ্রেষ্ঠ গুণ। এই গুণই সর্ব্বগুণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং স্বরূপ বা মুখ্য গুণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণতা যাঁহার নাই তাঁহার অপর গুণাদির সম্ভাবনা নাই অথবা তত্তৎগুণ কোন ব্যক্তিতে লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐগুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। আমরা কপটতা করিয়া দয়া, পরোপকার ও অহিংসা প্রভৃতি গুণ অপরকে প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারি বটে, কিন্তু গুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ আমরা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রাবল্য বশে কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারি না—কৃষ্ণকে আমার একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করিতে সাহসী হই না।

বৈষ্ণবই—কৃষ্ণদাসাভিমানী জীবই একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূল বস্তু। তাঁহা হইতেই শ্রীবলদেব প্রভু, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ আদি ব্যূহ-চতুষ্টয়, পুরুষাবতারত্রয় এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলীর আবির্ভাব। এই পুরুষাবতারত্রয়ের জ্ঞান হইলেই জীব প্রাপঞ্চিক জগতের সকল কথা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ বস্তুর অবগম উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণের নিত্য দাস্যই যে তাঁহার ধর্ম্ম ইহা বুঝিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অন্য কোন প্রকার গতি নাই। যে জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ নিহাভক্তিতে কালক্ষেপণ করেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না।

কৃষ্ণই সমস্ত গুণের আকর সুতরাং কৃষ্ণকে বাদ দিয়া কোন সদ্‌গুণ-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলে কৃষ্ণের গুণাবলী ভক্ত জীবে প্রতিফলিত হয়, সুতরাং কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণে গুণান্বিত হইতে না পারিলে সদ্‌গুণাভাবে অসদ্‌বৃত্তি জীবের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। কৃষ্ণৈকশরণতার অভাবে কৃষ্ণ-বিমুখতা বা মায়ৈকশরণতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অমঙ্গলজনক ভোগেই আমাদের রুচি দেখা যায়। মুখে কৃষ্ণৈকশরণ বলিলেই কৃষ্ণবৈমুখ্য বা মায়াবন্ধন চলিয়া যায় এরূপ নয়। যিনি অকিঞ্চন তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। গুরুকৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র ধন, তাঁহার সেবা ছাড়া যাঁহার আর কিছুই নাই সেই অকিঞ্চন ব্যক্তির জাগতিক কোন কিছুর অভিমান না থাকায় প্রবল দাস্যাভিমান হেতু তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। কৃষ্ণসেবা-নৈরন্তর্য্যই শরণাগত বা অকিঞ্চনের মুখ্য লক্ষণ।

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

জীব—কৃষ্ণের, আর কাহারও নহে; কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। অন্য কাহারও সহিত জীবের সম্বন্ধ আছে এরূপ বিকৃত বুদ্ধির উদয়েই জীবের মায়াবন্ধন। মায়াবদ্ধাবস্থায় জীব বাহিক জগতে আবদ্ধ এবং তদালাপ-কীর্ত্তনে ব্যস্ত। কিন্তু সাধু-গুরুকৃপায় কৃষ্ণৈকশরণ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলে জীব মায়ার যাবতীয় জগ-মাহাত্ম্যে উদাসীন হন তখন সেই সকল মায়াধর্ম্ম বরণ করা ত' দূরের কথা, প্রতিষ্ঠার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করেন। যাঁহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবল আছে, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি মূর্খ, আমি পণ্ডিত ইত্যাদি আগন্তুক জড়াভিমান যত দিন জীবের হৃদয়ে থাকে ততদিন জীব অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারে না। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া জীবের একমাত্র প্রভু কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই তাঁহাকে কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায় এবং সেই জীবই নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, অশোক হইতে পারেন।

আমরা শাস্ত্রে ছয় প্রকার শরণাগতির লক্ষণ দেখিতে পাই। আনুকূল্যের সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, কৃষ্ণ ব্যতীত আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণকেই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তৎসেবা ব্যতীত অন্য চেষ্টা-রাহিত্য, জড়ের সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজকে নিতান্ত দীন বুদ্ধি—এই ছয় প্রকার শরণাগতির লক্ষণে লক্ষণান্বিত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। জীব যখন কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণসেবাই যখন তাঁহার একমাত্র কৃত্য তখন নিজ প্রভুকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেলে বা সেবা স্বীকার করিলে জীবের দুঃখ যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

কৃষ্ণৈকশরণ বৈষ্ণবের কৃষ্ণারণ ব্যতীত কৃষ্ণেতর বস্তুর শরণ বা আশ্রয়

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

গ্রহণের প্রবৃত্তি নাই। তবে যাঁহারা বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষা-লাভের জন্য কপটতা করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধভক্তির অজ্ঞানপূর্ব্বক তীব্র প্রতিবাদ করাকে কৃষ্ণৈক-শরণতা বলিয়া জানেন তাঁহারা মিছাভক্ত বা কপটী। ভক্তের স্বভাবে পরচর্চ্চা নাই, অনর্থযুক্ত তীব্র প্রতিবাদ নাই, পরনিন্দা নাই, মৎসরতা নাই। যাহা বৈষ্ণবে নাই সেই গুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণব-পরিচয়চ্ছলে অবস্থিত গুপ্ত-সম্পত্তি। ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষ করাই অসাধুর স্বভাবজাত ধর্ম্ম; উহা কৃষ্ণৈকশরণতা নহে, কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র। কপটী মিছাভক্ত যখনই কৃষ্ণৈক-শরণ হ'ন, তখন হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহিতার বিষময় ফল উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত বৃত্তিসমূহের হস্ত হইতে ক্রমশ মুক্ত হ'ন।

হরিবিমুখ জীবের কৃষ্ণৈক-শরণতা সুদুর্লভ হইলেও সাধুর সঙ্গ করিতে করিতে জীবের এই গুণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া উন্নতি লাভ করেন। কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণ-লাভই মঙ্গলের উদয়। এই গুণে গুণান্বিত হইতে হইলে কৃষ্ণৈকপ্রাণ সাধুর সঙ্গ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করা আবশ্যক। নতুবা এই গুণলাভ অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বার্জ্জিত অজ্ঞানতা বা ক্ষুদ্রতা পরিহার পূর্ব্বক গীতোক্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখবিগলিত এই নিঃশ্রেয়স্ বাণীটী স্থিরচিত্তে আলোচনা করিবেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং
শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমার পাষণ্ডতা

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

আমি যখন তখন যেখানে সেখানে পাষণ্ডতার কথা বলিয়া থাকি, আমি নিজে যেন কত বড় ভক্ত? কত বড় গুরু-সেবক? আমার অনাদি-মানব-ধর্ম্মে এই প্রকার অনাদর থাকায় বড়ই প্রতিষ্ঠা-কামী হইয়া পড়িয়াছি।

সূক্ষ্মভাবে আমার চরিত্র অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, আমার পাষণ্ডতা অমার্জ্জনীয়। অন্য পাষণ্ড দণ্ডিত হইলেও আমি দণ্ডিত হইবার যোগ্যতা অতিক্রম করিয়াছি। কারণ, আমি অভিমান করিতেছি, সদ্গুরু-আচার্য্যের কৃপা লাভ করিয়াছি, আমি শুদ্ধভক্ত হইয়াছি, আমার দৈব-ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আমিও পাষণ্ডদলন কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ। কি ভীষণ! পাষণ্ড হইয়া পাষণ্ডদলন করিতে যাওয়া?

শ্রীগুরুদেব আমাকে দীক্ষা বা হরিনাম-প্রদানকালে দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভাবে প্রত্যহ অন্ততঃ লক্ষনাম শ্রীমালিকায় জপ, অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন করিয়া সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন, কলি-পঞ্চকের সেবা পরিত্যাগ, অদীক্ষিত ও অসদাচারীর স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি অস্বীকার, আদর্শ গুরু-সেবক-দিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্রমে ভজন-মার্গে উন্নতি লাভ করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। সেবকদিগের পক্ষে ইহাই প্রাথমিক সাধারণ বিধি।

আমি কিন্তু অতিবাড়ী হইয়া মনে করিতেছি, হরিনাম যখন মুক্তজীবের উপাস্য, আমার বদ্ধ দশা থাকা-পর্য্যন্ত দশাপরাধ বর্জ্জন অসম্ভব, উহা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, সুতরাং আর হরিনাম জপ করিয়া কি হইবে? শ্রীগুরুদেব-দত্ত মালিকা ঝুলানই থাকুক। আমি গৃহস্থ, সংসারের অনেক কার্য্য করিতে হয়, অবসর মোটেই নাই, লক্ষনাম জপ-সংখ্যা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যেদিন সময় পাইব ২।৪ গ্রন্থি মালা জপ করিলেই হইবে। অন্ততঃ না হয় একাদশী ব্রতদিনে কিছু মালা জপ করিলেই হইবে। আমি ভজন না করিবার জন্য বদ্ধ, কিন্তু প্রভুপাদের কথা লম্বা চৌড়া করিয়া আওড়ানের সময় মুক্ত হই।

আমি সংসারী মানুষ, গ্রামে, দেশে বা নগরে নানাজনের সঙ্গে থাকিতে হয়, শুধু সাধুদিগের সঙ্গ করিলে আমার চলে না। সাধুবিদ্বেষীর সঙ্গও আমাকে করিতে হয়। আমার পুত্র-কন্যা ও ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহাদি দিতে হয়। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে দিতেও হয় এবং তাহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেও হয়। তাহাদিগের নিকট গুহ্য কথা প্রকাশ করিতে হয় এবং শুনিতেও হয়। তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয় (যাহা তাহারা ভালবাসে, মৎস্য, মাংস, চা, চুরুট ইত্যাদি) ও তাহাদিগের মন যোগাইবার জন্য তাহাদের ঘরে (তাহাদের পকায়) খাইতেও হয়। প্রভুপাদের নিষেধ থাকিলে কি হইবে? তিনি ত' আমার পুত্র-কন্যার বিবাহাদি সম্পন্ন করাইয়া দিবেন না?

মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের মন রাখিতে যাইয়া ভদ্রতার খাতিরে তামাক গ্রহণ করিতে হয়, পান-গুবাক চিবাইতেও বাধ্য হই; নতুবা ভদ্রতা থাকে না। অন্তরে যদি নিষ্ঠা থাকে তবে ঐসকল কার্য্যে কোন দোষ হইতে পারে না, নিতান্ত নিয়মনিষ্ঠাকারী ভক্তদিগের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ কঠোর বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, আমাকে প্রভুপাদ ভালবাসেন, আমি বৎসরে বহু মুদ্রা মঠকে সাহায্য করি, আমি একজন নামজাদা সেবক, আমার পক্ষে ঐ নিয়মবি-কারীর ব্যবস্থা নহে। তারপর আমি অনেক ভক্তের ভিতর বাড়ী প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা খুব প্রসিদ্ধ ভক্ত, তাঁহারাও আমারই মত আচার নিয়ম পালন করেন—ইত্যাদি বলিয়া মিথ্যার আশ্রয় করিয়া নিজেকে দোষমুক্ত প্রমাণ করিতে চাই।

ঐ সকল আচরণ যে আমি একা করিয়াই সন্তুষ্ট আছি তাহা নহে, অন্যান্য গুরুসেবকদিগের উপরেও আমার যথেচ্ছা-চারিতার প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ি না। তাঁহারা যদি আমার অতিবাড়ী বিচারের প্রতিকূলাচার করেন, তবে আমি ক্রোধে অধিপতি হইয়া যে কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়ি না। আমি প্রভুপাদের আনুগত্যের অভিমানে অতি বড় যেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছি, এমন কি পাপ-পুণ্যের বাঁধটাও পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিয়াছি। আমি গাছে না চড়িয়াই এক কাঁদি লাভ করিয়াছি। আমার মত কে? আমি যাহাই করি তাহাই শুদ্ধভক্ত-সদাচার। আমি প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ, যত অনাচার সব আমার সংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

আমার ধারণা, সংসারী গৃহস্থভক্ত মাত্রেই আমার ন্যায় দুর্ব্বল বা অতিবাড়ী। আমার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বজায় রাখিতে, লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আমি অতিবাড়ী হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট জানিয়া সাধারণ লোক আমাকে আদর্শ মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়ার সহিত আমার চরিত্র-তুলনায় কোনও বৈশিষ্ট্য না পাওয়ায় আমার প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছে না। সেজন্য আমিই দায়ী থাকিলাম। আমি প্রভুপাদের আশ্রিতাভিমানে তদীয় জনের পদাঙ্কানুসরণ না করায় আমি ততোধিক অনর্থগ্রস্ত হইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিয়া লাভপূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য এমন দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম কাটাইয়া দেওয়ায় যে কি লাভ, তা' আমি বুঝেও বুঝি না, শুনেও শুনি না, দেখেও দেখি না।

(ক্রমশঃ)

বন্দনা

(শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী)

যদি আমি দীন মূর্খ
কমল আর তি-ভরে;
শুদ্ধ নামের মালা-বৃত্তি
যাঁ'রা বাঞ্ছা করে।
গুরুপাদপদ্ম-রজে
অভিষিক্ত নিত্য যাঁ'রা,
অপ্রাকৃত গুরু-প্রীতি
যাঁহাদের কর্ত্তব্য।
গুরুপূজার উপায়ন
যঁ'ার কাম্য কাননে,
গুরুদেবের জয়ধ্বনি
যাঁ'র দিব্য আননে।
আপনার সুখ আশা
দিয়াছে যে বিসর্জ্জন,
প্রভু-সুখে সুখী হ'ব
যাঁহাদের দৃঢ়পণ।
গুরুদেবের বাঞ্ছাপূর্ত্তি
যাঁহাদের সাধনা,
জীবনের মহাব্রত
সর্ব্ব শেষ কামনা।
বন্দি আমি নতশিরে
তাঁ'দের চরণ-কমল,
মানব-জনম কণ
মোর হউক সফল।
ইঁহাদের পদতল
ক্লেশনাশী সুখ-দেব,
আমার হউক আরাধনা
জীবনের অবশেষ।
ব্রহ্মপদ শিবপদ
বৈকুণ্ঠের অভিলাষ,
তেয়াগিয়া ইঁহো সনে
আমার নিত্য হো'ক বাস।
কিবা মোর জন্ম হউক
তৃণ-গুল্ম রূপেতে,
যাঁহা যাঁহা বিহরেণ
গুরুদাস হরষেতে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাওয়া যায় ১৷৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৶০
৭। ভজনরহস্য
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
১২। [illegible] সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ রামানুজীয়) ।০
১৩। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চলো নবদ্বীপ ।১০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ৻১০
৩৯। সংকল্পমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভজনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ম্ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। স্তব-স্তবম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশদর্পণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন
৬১। রিলেজীয়ন্ ওয়ার্ক্স ৷৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ফুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। রেলিজিয়াস প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, চাউতা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লৌষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর সম্যক প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৭	১৭—২৮	১৯—১৫
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৫
[illegible]	পৌঃ	[illegible]	১১—৫০	১৪—৯	১৮—১৬	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৫	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৫	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৫
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩	১৪-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১-৫
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৬০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাট ষ্টেশ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩ এবং ০-৩৫ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-[illegible] ১৮-৬ [illegible]

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২নং৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায় গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গৌরবান্বিত এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহৎ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টার পরীক্ষা

— কেশলায় টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার লাটসাহেবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "গন্ধর্ব্ব বিজ্ঞান নং ৭")। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

ধন্যবাদে মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রার্থনা। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র

সিভিল হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেন্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (মঙ্গ)	২৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
১নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৴০—৪৷৴০
আটা এসবার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বজাল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৫শে জুন

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কাড় (গোল বা চৌকা)	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৴০—৫।০
করগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ চটের ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ " "	১৩৲
২৪ গেজ " "	১১৷০
আর, পি, ডি,	১৩৸৵০

সেমেণ্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৪।। ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ কম বেশী	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ " "	১২৷৴০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ	৮৷০

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চ ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৷৵০—৭৷৵০
" গোলটু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵০
" সমাদে (চৌকা)	৬৴০—৬৸০
"গোল বড় ৴০—৷৴০ সরু	৫৴০—৫৸৵০
" টানা বড়-	
চৌকা ৴০—৷৴০ ঐ	৫৸৴০—৭৲
" বাণ্ডিল তার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ স্লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

পোস্তের মসলার দর

জিরা	২০৸৩	১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা			মণ
রং হরিদ্রা		৬৸০	"
মরিচ		২১৷৵০	"
লবণ		৩৬৲	"
বড় এলাচ		২১৲	"
কিসমিস		১৫৷০	"
ছোট এলাচ		২৸৵০	সের
কর্পূর		২৸৶০	সের
দারচিনি		১১৲	মণ
জৈত্রী		২।০	সের
মেথি		৪।০	মণ
মৌরি		৯৸০	মণ
কাল জিরা		৭৸০	"
খাবার সোডা		৬৲	"
পেস্তা		২।০	সের
আমলকী		৩৷০	মণ
হরিতকী		৬৲	"
বহেড়া			
১নং খদির	১৩৲	১৩৸০	
ইসবগুল		৭৲	"
কাঃ হরিতকী		৫।০	
দেশী সুপারি		১১৲	
লঙ্কা		১৪।০	

সূতের দর

লম্বী	৫১৲	টাকা
বাবা	৪৯৷০	টাকা

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1144

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১০৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে আষাঢ় শুক্রবার ১৩৪১, ৬ই জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

মুষ্টিযুদ্ধে পি ঘোষের কৃতিত্ব

বরাহনগরে একটী বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত টাকা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে গত ৩০শে জুন শনিবার টাউন হলে নানা প্রকার রঙ্গ কৌতুকের আয়োজন হইয়াছিল। এই সকল রঙ্গ কৌতুকের মধ্যে শ্রীমান্ প্রতীন্দ্রনাথ ঘোষ মুষ্টি-যুদ্ধের কসরৎ দেখাইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল। পরে শ্রীমান্ ঘোষ অনিল কুমার মল্লিকের সহিত 'এক ডিভিসন ফাইটে' নামে। এই প্রতিযোগিতাটী বেশ সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীমান্ ঘোষের বয়স নিতান্ত অল্প হইলেও ইতোমধ্যে তাহার নিজ ওজনের বহু ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় মুষ্টি যোদ্ধাকে পরাজিত করিয়াছে।

ইনসিন জেলে চাঞ্চল্য

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, গত ২রা জুলাই প্রাতে ইনসিন জেলে প্যারেড পরিদর্শনের সময় কতিপয় কয়েদী জেলে প্রস্তুত ছুরিকা সহ জেল কর্মচারীদিগকে আক্রমণ করে। চীফ জেলারের গলায় সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং চীফ ওয়ার্ডারও আঘাত পাইয়াছে। কয়েকজন কয়েদী জখম হইয়াছে। জেলের কয়েদীদের মধ্যে যে বিদ্রোহ একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। হাঙ্গামার কারণও জানা যায় নাই। এক্ষণে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। সরকারী তদন্ত হইতেছে।

ভবানীপুরে ভীষণ দুর্ঘটনা

গত রবিবার পদ্মপুকুর রোড ও রসা রোডের সঙ্গমস্থলে (জগুবাবুর বাজারের সম্মুখে) এক ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে একটি গাড়ী, একটি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী এবং একটি গরুর গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ঘোড়ার গাড়ীটী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়; ঘোড়াটি ও গরুর গাড়ীর একটি বলদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে এবং ৬ জন যাত্রী আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, রবিবার অতি প্রত্যুষে একজন ইউরোপীয়ান যখন রসা রোড দিয়া জোরে মোটর হাকাইয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল তখন একটি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীও কয়েকজন যাত্রী লইয়া পদ্মপুকুর রোড দিয়া রসারোডে আসিয়া পড়ায় এক সংঘর্ষ ঘটে এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ঘোড়ার গাড়ীটি পার্শ্বে এক তরিতরকারী বোঝাই গরুর গাড়ীর উপর পতিত হয়। ফলে গরুর গাড়ীর একটি বলদের মৃত্যু হয়। সংঘর্ষ এত প্রবল হইয়াছিল যে, ঘোড়ার গাড়ীটি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগকে শম্ভুনাথ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। গাড়োয়ান শেখ রাজু মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। মোটরটির কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইলেও উক্ত ইউরোপীয়ান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভবানীপুর পুলিশ ইউরোপীয়ানের অনুসন্ধান করিতেছে।

যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

মনতলার নিকটে মাধবসিংহ টাকাইল রাস্তের পাশে একটা গাছের সঙ্গে ঝুলান একটা যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। এই যুবকটির মৃত্যু রহস্যাবৃত। যুবকটির হাত দুইখানা বাঁধা ছিল। যাহারা মৃতদেহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, উদ্বন্ধনে মৃত ব্যক্তির মধ্যে যে সকল লক্ষণ থাকে, এই মৃতদেহে ঐ প্রকার কোন লক্ষণ নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ লোকটিকে এখনও সনাক্ত করিতে পারে নাই। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

করাচীতে গান্ধীজী

করাচী হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর করাচী পরিদর্শন সম্পর্কে তাঁহার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সর্ব্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। গান্ধীজী করাচীতে আসিয়া যে সকল স্থান পরিদর্শন করিবেন, সেই সকল স্থানে সাদা পোষাকে পুলিশ মোতায়েন রাখা হইবে। যে সকল ট্রেণ করাচীতে আসিবে, সেই সকল ট্রেণের উপর কড়া নজর রাখা হইবে। গান্ধীজীর এখানে অবস্থানকালে পুলিশের দুইজন লোক তাঁহার সহিত থাকিবে।

দুইখানি ইঞ্জিনে সংঘর্ষ

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ই বি রেলের ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারি-ন্টেন্ডেন্ট তারযোগে জানাইয়াছেন, গত বৈকাল ৪-৪০ মিনিটের সময় নারায়ণগঞ্জ রেল ষ্টেশনের ১নং গেটের নিকটে সাণ্টিং-এর সময় আসাম বেঙ্গল রেলের ৯১নং ইঞ্জিন ও ৬নং ডাউন অমনিবাস ট্রেণের ইঞ্জিনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কেহ নিহত হয় নাই। তবে কলমরুদ্দের সৈয়দ মহম্মদ-আলি, সাবাজের চাঁদ খাঁ, নারায়ণগঞ্জের রামধন সিং এবং নীরকান্দিরের হবিবুল্লা এই চারিজন যাত্রী আহত হইয়াছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর এখন অপর যাত্রীকে নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া হাস-পাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে এবং অপর তিন জনকে বাড়ী যাইতে দেওয়া হইয়াছে। উভয় ইঞ্জিনের সম্মুখভাগ কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ৭নং এবং ৮নং ডাউন অমনিবাস ট্রেণদ্বয় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে চলাচল করিতে পারে নাই। তবে যাত্রী বেল রাস্তার কোন ক্ষতি হয় নাই।

জওহরলালজীর স্বাস্থ্য

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ২রা জুলাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আরও দুই পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কারাদণ্ডিত হওয়ার সময় হইতে তাঁহার দেহের ওজন মোট ১০ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, পণ্ডিত জওহরলাল দেরাদুন জেলে তাঁহার 'সেলে' সর্প দংশ-নের হাত হইতে আশ্চর্য্যজনকভাবে রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন। একটি বিষধর সর্প তাঁহার 'সেলে' প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

ছেলে চুরি

কটক হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে জুন রাত্রে কটক জেলার অন্তর্গত তালচের নামক স্থানে এক রমণী তাহার ৭টী ছেলেকে লইয়া ঘুমাইতেছিল। মধ্যরাত্রে চীৎকার ধ্বনিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহার বড় ছেলেটিকে খুঁজিয়া পায় না। গত এক পক্ষ কালের মধ্যে তাল-চেরে এইরূপ ঘটনা এই চতুর্থবার ঘটিল। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে, কোন চিতাবাঘ বা কোন তান্ত্রিক সাধু নিয়মিত-ভাবে ছেলেদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৪১

ফলের হিসাব

পৃথিবীর সকল দেশেই বর্ত্তমানে ফলের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এই বাঙ্গলা দেশেও পূর্ব্বের তুলনায় ফলের ব্যবহার অনেক বাড়িয়াছে। কলিকাতা সহরে বর্ত্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং আরব দেশ, জাপান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আগত খেজুর, আঙ্গুর, আপেল, নাসপাতি, লিচু, আম, আনারস, কমলা লেবু প্রভৃতি বহু প্রকার ফলের যে প্রকার ছড়াছড়ি দেখা যায়, ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ধারণার অতীত ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফলের চাষ, প্রচুর ফল উৎপাদনের প্রণালী আবিষ্কার, ফলের শ্রেণী বিভাগ ও প্যাকিং করিবার সুব্যবস্থা এবং রেল ও জাহাজ যোগে অবিকৃত অবস্থায় দূরদূরান্তবর্ত্তী স্থানেও ফল রপ্তানির বন্দোবস্তের ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে। উহার ফলে পূর্ব্বে যে সব ফল দুর্ম্মূল্য ও ধনীর বিলাস সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাও এখন প্রায় জনসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে এবং এই জন্যই সকল দেশে ফলের চাহিদা বাড়িতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর যত টাকার ফল বিদেশ হইতে আমদানী হইত ১৯১৫ সালে তাহার তিনগুণ মূল্যের ফল ঐ দেশে আমদানী হয়। ১৯৩১ সালেও এই দেশে ৩৫ কোটী ১৬লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ফল বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ভারতবর্ষেও ১৯১৪-১৫ সালে বিদেশ হইতে ১কোটী ১৪লক্ষ টাকার ফল ও তরিতরকারী আমদানী হইয়াছিল। সেই স্থলে ১৯২৭-২৮ সালে ২কোটী ১লক্ষ টাকার ফল ও তরিতরকারী আমদানী হয়। অবশ্য মন্দার জন্য বর্ত্তমানে অন্যান্য জিনিষের ন্যায় ফলের আমদানীও তাহতে অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর বাঙ্গলার বাহির হইতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে কত টাকার ফল আমদানী হয় তাহার হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর রেলপথ ও সমুদ্রপথে বাহির হইতে যে বহুলক্ষ টাকার ফল আমদানী হইয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একটু চেষ্টা করিলে বাঙ্গলা দেশ অনায়াসে অধিকাংশ শ্রেণীর ফলের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে এবং অধিকন্তু দেশের ভিতরে ফলের চাহিদা বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়াইয়া দিতে পারে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ক্যালিফর্ণিয়া দেশে ফলের চাষের নামগন্ধও কেহ জানিত না। বর্ত্তমানে ঐ দেশে না হইতেছে এমন ফলই নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের মরুভূমিতে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কমলা লেবু ও আঙ্গুর জন্মিতেছে। জাফার কমলা লেবু আজ সমগ্র ইউরোপের বাজারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কমলা লেবু ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হইতেছে। প্যালেষ্টাইনের মত যে দেশের সর্ব্বত্র জলবায়ু একই প্রকার, সেখানে যদি যুগপৎ কমলালেবু ও আঙ্গুর জন্মান সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে কমলালেবুর জন্মস্থান এই আসাম ও বাঙ্গলা দেশে কেন যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ফল জন্মান যাইবে না তাহার কোন কারণ নাই।

জারো আগারি জীবনী
বর্ত্তমান বয়স ১৬১ বৎসর

জারো আগা একজন তুর্কী। ১৯৩০ সালে তিনি আমেরিকা ভ্রমণে যান এবং তাহার পর ইংলণ্ড হইয়া কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি একজন দো-ভাষীর মারফতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদিগকে বলেন:—

"নিউ ইয়র্কে আমি খুব আনন্দে কাটাইয়াছিল। আমি "জাজ" নৃত্যে যোগদান করিয়াছি এবং সহরের সব কিছু দেখিয়া লইয়াছি। লণ্ডন সহরটা কিরূপ তাহা আমি এখন দেখিতে চাই। আমি কখনও মদ বা ধূম পান করি না এবং শুধু নিরামিষ আহার করিয়া থাকি। আমার এখন একটিও দাঁত নাই, সুতরাং নিরামিষই আমার উপযুক্ত খাদ্য। আমি পর পর এগারটী স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছি; আমার বর্ত্তমান স্ত্রী ছাড়া তাঁহারা সকলেই মারা গিয়াছেন। আমার বর্ত্তমান স্ত্রীকে আমি চারিবৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করি। আমি ৩৬টী সন্তানের পিতা। আমার পিতা ১০১ বৎসর এবং আমার মাতা ৭৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

"দীর্ঘজীবন লাভের জন্য কি করিতে হয় তাহা আমার জানা নাই। তবে আমার দীর্ঘ জীবনের কারণ নিশ্চয়ই এই যে, স্বল্পকরূপে আমি মুক্ত বায়ুতে বাস করিয়াছি এবং কখনও মদ বা ধূম পান করি নাই। আমি এখনও দিনে তিনবার আহার করি এবং আহারে বেশ তৃপ্তি পাই। রুটির ছাতু, দই, শাক-সবজী, ফল এবং বিশেষ কোনও উপলক্ষে সামান্য কিছু কুক্কুট শাবকের মাংস—ইহাই আমার পথ্য।

"১৭৭৩ সালে আমার জন্ম হয়। তখন কোনও জন্ম সার্টিফিকেট ছিল না, কিন্তু সনাক্তকরণের জন্য পিতা মাতাকে একটী সূক্ষ্ম চিরকুট দেওয়া হইত। পরে যখন জন্ম সার্টিফিকেটের প্রবর্ত্তন হয় তখন আমাকেও একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাহা খাঁটী বলিয়া তুরস্ক সরকার সার্টিফিকেট দিয়াছেন। তুরস্কে ১২৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক পাঁচশতের উপর লোক আছে। আমি তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধতম বলিয়া সরকার আমাকে তথায় বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে দেন। আমি বারজন সুলতানের আমলে বাস করিয়াছি।

"আমি খুব হাঁটি। নিউইয়র্কে আমি প্রতিদিন প্রায় দুই মাইল করিয়া হাঁটিতাম তাহা ছাড়া প্রত্যেক দিন রাত্রে আমি ৯।১০ ঘণ্টা ঘুমাই আমি আরও অনেক বৎসর বাঁচিব বলিয়া আশা করি। ডাক্তারগণ বলেন যে, আমার স্বাস্থ্য বিস্ময়কর। আমার হৃদযন্ত্র বেশ সবল আছে এবং আমার কোনরূপ ব্যারামপীড়া নাই।"

জারো আগার কাণ দুইটী ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা। তিনি বলেন, ফিলাডেলফিয়ার এক ডাক্তার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি ইহার ন্যায় লম্বা কাণ আর কখনও দেখেন নাই। ১৪২ বৎসর পূর্ব্বে সিরিয়াতে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কালে প্রথমে তিনি ইংলণ্ডের লোক দেখেন। তিনি ছয়টি যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অন্যতম। তিনি দুই বার আহত হন। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী যুদ্ধে যোগদান করার জন্য তিনি এখনও তুরস্ক সরকার হইতে একটা পেন্সন পাইতেছেন।

১০ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন রায় বিস্ফোরক অস্ত্রপ্রাপ্তি ও ফেরারী আশ্রয় দান মামলার রায় দিয়াছেন। তিনজন বিরুদ্ধে মামলার ফেরারী আসামী কালীকিঙ্কর দে ও সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনের ফেরারী মণীন্দ্র দত্ত প্রথম এই মামলায় আসামী ছিল। বে-আইনীভাবে একটী কার্ত্তুজপূর্ণ পিস্তল ও কিছু কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগে তাহাদের প্রত্যেকের অস্ত্র আইনের ১৯(এফ) ধারা অনুসারে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং জনৈক পুলিশ সাব ইনস্পেক্টারের সম্পত্তি অপহৃত একটি পিস্তল রাখার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারা অনুসারে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। উক্ত দণ্ড পরপর ভোগ করিতে হইবে। কালীকিঙ্করকে আশ্রয়দান ও আপত্তিজনক পুস্তিকা রাখার অভিযোগেও মণীন্দ্রের প্রতি যথাক্রমে ১৮ মাস ও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই দণ্ডভোগ পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ভোগের সঙ্গে চলিবে।

উপরিউক্ত ফেরারীদ্বয়কে আশ্রয়দানের অভিযোগে ভারত দত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হয়। এই অভিযোগে ও বিপ্লবী অনাচার দমন আইন অনুসারে তাহার প্রতি যথাক্রমে ১৮ মাস ও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ভারতের পত্নী ও দুই কন্যাও এই মামলার আসামী ছিল, তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেটের আর্দ্দালী প্রহৃত

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে জুন কোনও কনেষ্টবল সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার সাহেব সর্দ্দার নরেন্দ্র সিংহের এজলাসের সম্মুখে তাহার আর্দ্দালীকে প্রহার করিয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত কনেষ্টবল সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় আদালতের ভিতরে গণ্ডগোল করিতেছিল বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। যে আর্দ্দালী তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল, সে তাহাকে বাহিরে আসিতে বলে। তদনুসারে আর্দ্দালী বাহিরে আসিলে কনেষ্টবল তাহাকে গালি দেয় ও প্রহার করে। উহার ফলে ঐ স্থানে বহু লোক সমবেত হয় এবং কনেষ্টবলকে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যাওয়া হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী আইন ব্যবসায়ীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার জন্য ঘটনা লিখিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গোচর করিয়াছেন।

প্রজা জমিদারে কলহ

হোসাবাদ জেলার মুক্তারা গ্রামে এক বিঘা জমার ৭জন লোক গুরুতর জখম হইয়াছে। একজন জমিদার ও তাহার প্রজাদের মধ্যে বিরোধ হইতেই হাঙ্গামার উৎপত্তি।

প্রকাশ যে, জমিদার পক্ষের কয়েকজন লোক একটি জমি চাষ করিবার সময় প্রজাদের দল পঁচিশেক আসিয়া কাজ বন্ধ করিতে বলে। উহারা অসম্মত হইলেই দাঙ্গা বাধে। উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়। আহতগণকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। কেহ ধৃত হয় নাই।

বোলসহর মেল ডাকাতি মামলা

ফেনী হইতে প্রকাশ, জয়পুরের শ্রীমান সত্যেন্দ্র দত্তকে চট্টগ্রাম জেলার বোলসহর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ফিরোজীয়ার গাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীমানের বয়স ৭০ পনর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই জুলাই ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ১০৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১লা জুলাই রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের সভায় মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত "শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বক্তৃতাকালে তিনি "আর্থিক ও পারমার্থিকভেদে বিবিধ শিক্ষা, উভয় শিক্ষা-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা, আর্থিক শিক্ষায় শিক্ষার প্রণালী, বাহন ও কর্ণধার—এই তিনটী বিষয়ে মতভেদ, আর্থিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার শিক্ষার মতভেদ, মূল উদ্দেশ্য ও পোষকদের কথা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পারমার্থিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, উপাদেয়ত্ব ও পরম প্রয়োজনীয়ত্ব, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", "বিদ্যা ভাগবতাবধি" প্রভৃতি বেদ-পুরাণ-বাণীর তাৎপর্য্য, পৃথিবীর যাবতীয় মনীষী ও শিক্ষকগণের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার সার, সমন্বয় ও কেন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় কিরূপে নিহিত, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনকালে রুচিপরীক্ষা, বর্জ্জাহাড়ীতে উপবেশন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, দিগ্বিজয়ী-জয়, তদানীন্তন অদ্বিতীয় মায়াবাদী ও বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যবর প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি বিবিধ লীলা প্রকাশ-পূর্ব্বক কিরূপভাবে মনুষ্যজীবনের একমাত্র পরমার্থ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা মানবগণকে কি-প্রকারে কেবল ভোগবিলাসে প্রমত্ত করাইয়া ইহ ও পরকালের পরম অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত করাইতেছে এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকে মানবের ইহ ও পরকালের পরমমঙ্গলের উপায় কিরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে প্রভৃতি বহু বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিশেষ বিশ্লেষণ-সহকারে শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন।

ঢাকার বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে বিদ্যাবিনোদ প্রভুর গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা-শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা সময়ান্তরে এই বক্তৃতার সারমর্ম শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত করিবার আশাবদ্ধ পোষণ করিতেছি।

গত ১৬ই আষাঢ় শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে উক্ত স্কুলের সুযোগ্য হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড হইতে পণ্ডিত শ্রীমদ্ রত্নগর্ভ আচার্য্যের পঠিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক-শ্রবণে শ্রীমহাপ্রভুর মূর্চ্ছা ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উদয় এবং শিষ্যগণের নিকট 'ধাতু' শব্দের বিশদ্‌রূঢ়ি ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল পাঠ করেন।

পণ্ডিতজী পাঠকালে বলেন—শ্রীল রত্নগর্ভ আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবদ্-বিগ্রহজ্ঞানে ভক্তিযোগের সহিত কীর্ত্তনমুখে তাঁহার সেবা করিতেন বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার মুখে পাঠ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইতেন। তৎকালে নবদ্বীপে বহু ভাগবতপাঠী, গীতাপাঠী, বেদান্তপাঠী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অভাব ছিল না। কিন্তু ভারবাহী, জড়াভিমানী পণ্ডিতগণের ভক্তি না থাকায় শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদের পাঠাদি শ্রবণে উদাসীন থাকিতেন।

অবৈষ্ণব ও অভক্তের উচ্চারিত কৃষ্ণ-নামাদি (?) শুদ্ধনাম ও কৃষ্ণকথার ন্যায় দেখায় বটে এবং তাহা মায়ামুগ্ধ বঞ্চিত জীবগণকে অধিকতর বঞ্চনায় নিক্ষিপ্ত করে বটে, কিন্তু তাহাতে শব্দব্রহ্ম এবং কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কোন প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ-বর্ণনাত্মক একটীমাত্র শ্লোক শ্রবণে শ্রীমহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শন করিয়া সঙ্গের ছাত্রগণ পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমলাভই যে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই গুণবর্ণনে মত্ত হইয়াছিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার সুচরিত সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, চিত্ত এবং বিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত করাই বিদ্যার ফল। বিদ্যা এবং বুদ্ধি একত্রে অবস্থান করে। সুতরাং বিদ্যা লাভ করিয়া যদি কেহ অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বা সৎসঙ্গ-গ্রহণরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে না পারেন তবে তাঁহাকে কখনও বিদ্বান্ বলা উচিত নয়। যদি জড়বিদ্যায় বহু প্রয়াস করিয়া সদসদ্ বিবেক লাভ হইল তবে বিদ্যার কি ফল?

'ধাতু'-শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীমহাপ্রভু বলেন যে—কৃষ্ণশক্তিই ধাতুরূপে সর্ব্বজীবের শরীরে অবস্থান করে। সেই কৃষ্ণশক্তিকেই প্রত্যেকে আদর করেন। যেহেতু ধাতুহীন মৃতপ্রাণীকে কেহ আদর করেন না বরং উহাকে ভস্মীভূত অথবা মৃত্তিকাপ্রোথিত করিয়া রাখেন। আর প্রত্যেক শব্দই শ্রীনারায়ণ হইতে উদ্ভূত। জড়শব্দের আলোচনায় জড়াভিনিবেশ বর্দ্ধিত হয় এ বৈকুণ্ঠ-শব্দের আলোচনায় কৃষ্ণাভিনিবেশ লাভ হয়। জড়শব্দের আলোচনায় বন্ধন এবং চিচ্ছব্দের আলোচনায় বিমুক্তি-লাভরূপ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হয়। উপস্থিত ছাত্র এবং শিক্ষকগণ সমবেত-স্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধিকাগিরিধারীর শ্রীমন্দির, শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির এবং শ্রীতুলসীমঞ্চ পরিক্রমা করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট অতি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠ শুনিয়া অনেকেই উপকৃত হইতেছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহোদয় প্রত্যহ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ মাধব তিথি গৌরাব্দ ৪৪৮

দুঃখ, ক্লেশ, দুর্বিপাক বা দুর্দৈবযোগ নানাপ্রকার। এতদ্ব্যতীত কত প্রকারের অসুবিধা যে আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কখনও বন্যাভাব, কখনও অন্নাভাব, কখনও সুখাভাব প্রভৃতি নানা অভাব আসিয়া আমাদিগকে পিষ্ট করে। কাহারও কারণানুসন্ধানে উদাসীন আমরা এবম্বিধ অসুবিধার মূল বা উৎসের অবস্থান কোথায় জানি না। কিন্তু মহাজনগণ বলেন, জগতে যত অসুবিধা বা অভাবাদির কথা আমরা শুনিতে পাই, তাহা সমস্তই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের অন্তর্ভুক্ত। মায়াবদ্ধ জীবই এই ত্রিতাপ-ভোগের অধিকারী। তাহাদের শোধনের জন্য, মঙ্গলের জন্যই এতাদৃশী ব্যবস্থা বিধাতা-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত।

এই ত্রিতাপের মূল কারণ—জীবের স্বরূপবিস্মৃতি—'জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস'—এই বাস্তবসত্য কথায় অনাস্থা বা অবিশ্বাসবশতঃ নিজ প্রাণপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ঔদাসীন্য। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিসেবাবিমুখতা বা শ্রীনামে অরুচিকেই দুর্দৈব বা দুর্বিপাক বলিয়াছেন। জাগতিক অভাব দুর্বিপাকের হস্ত হইতে আশু পরিত্রাণ করিবার সামর্থ্য জগতের লোকের থাকিলেও তাঁহারা দুর্দৈবের মূল আকর ভীষণ দুর্দৈবস্বরূপ হরিবিমুখতার কবল হইতে জীবকে রক্ষা করিতে পারেন না। একজন অন্ধের পক্ষে অন্য অন্ধকে পথপ্রদর্শন যেরূপ সম্পূর্ণ অসম্ভব সেইরূপ জাগতিক ধন-জন-পাণ্ডিত্যাদিপূর্ণ হরিবিমুখ দুর্দৈবগ্রস্ত বদ্ধ জীবের পক্ষে অন্য জীবকে সাহায্য করার কথাও সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন।

এ জগতের কেহই আমাদের দুর্দৈব বা দুর্বিপাক মোচন করিতে পারে না। তাই শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীনামকীর্ত্তনের কথা স্বয়ং জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাই শাস্ত্র বলেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥"

———

নামাশ্রয় ব্যতীত জীবের দুর্দৈবমোচনের আর অন্য পথ নাই। সেইজন্য ভাগ্যবান্ জন ধন জন, ভাব, দেশ, [illegible], মান, ধ্যানাদি যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্গুরুর নিকট শ্রীনামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অজ্ঞ আমাদের সেই নামে অর্থাৎ নামরূপী ভগবানে রুচি বা প্রীতি নাই। এই স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থ দৈন্যমুখে বলিয়াছেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

ভগবান্ কৃষ্ণ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া বহু সংখ্যক শ্রীনাম প্রকট করিয়াছেন এবং শ্রীনামে নামীর সকল শক্তিই অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম যখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণই অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-নামনামীতে যখন ভেদ নাই, তখন শ্রীনাম যে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে শ্রীনাম নামী অপেক্ষা অধিক কৃপাময় এই বৈশিষ্ট্যই আমরা শাস্ত্রাদিতে লক্ষ্য করিয়া থাকি।

অর্চ্চনাদি করিতে হইলে কালাকাল ও শুচি-অশুচি বিচার গ্রহণ করিতে হয়। সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থায় যাগযজ্ঞ-পূজাদি করা যায় না; কিন্তু শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ নহে অর্থাৎ ভোজন, শয়ন, নিদ্রাদি কোন কালেই শ্রীনামগ্রহণে নিষেধবাক্য নাই। জীবের প্রতি ভগবানের এতাদৃশী অহৈতুকী করুণা। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্বিপাক যে এমন করুণাময় শ্রীনামে আমাদের অনুরাগ হইতেছে না।

ভগবানের নাম বহু প্রকার। বহু প্রকার বলিতে ভগবানের মুখ্যনাম ও গৌণনামসমূহই লক্ষিতব্য। হরি, কৃষ্ণ, রাধারমণ, গোপীনাথ, গোবিন্দ, অচ্যুত, রাম, অনন্ত, বিষ্ণু, বাসুদেব, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতিই ভগবানের মুখ্য নাম। আর ভগবদ্ভিন্ন বস্তু ও অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিয়ন্তা, পাতা, স্রষ্টা ও মহেন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার গৌণনাম। ভগবানের মুখ্য নামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন, তাঁহাতে সকল শক্তি সম্যক্‌রূপে সমর্পিত আছে এবং গৌণনামসমূহেও বিবিধ শক্তি আংশিকরূপে বর্ত্তমান। তবে গৌণনাম মুখ্যনামের ন্যায় প্রেমদ নহে, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

ভগবদ্বিস্মৃতি বশতঃ জীব এই সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হওয়ায় তাহার দুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। সেবায় ঔদাসীন্য বা শৈথিল্যই জীবের সর্ব্বনাশের মূল। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে চালিত হওয়ার জন্য জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি কৃষ্ণস্মৃতির অভাবে কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হওয়ায় জীব ঐহিক সুখভোগের জন্য প্রমত্ত হয়। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে জীব কখনও ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদি-সুখের প্রার্থী, ভোগত্যাগেচ্ছায় কখনও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে রত। আবার কখনও বা অসৎসঙ্গের প্রাবল্যে পাপাদি কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারিতায় রত হয়। এইরূপ বৃথা কার্য্যেই জীবের এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম অতিবাহিত হওয়ায় তাহার অমঙ্গলই সংসাধিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবনেচ্ছা জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম। এই স্বরূপগত ধর্ম্ম বা স্বভাব জ্ঞান, কর্ম্ম ও অন্যাভিলাষাদি অতত্ত্বপথের আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় জীবের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। তখন জীব কখনও ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক ত্রিবর্গের জন্য ব্যাকুল হয় এবং তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া অনর্থ ও কামনার দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে থাকে। এমতাবস্থায় জীব দশ অপরাধের আবাহন পূর্ব্বক নাম সেবা করিতে গিয়া নাম-কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া অপরাধের কবলেই পতিত হয়। সেইজন্য অন্যাভিলাষ-যুক্তাবস্থায় জীবের যে নামগ্রহণ, তাহা শুদ্ধনাম-গ্রহণ নহে; পরন্তু নামাপরাধ।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ এই তিনটী বিষয়ের কথা আমরা সদ্‌গুরুর নিকট শ্রীনাম-গ্রহণকালে শুনিতে পাই। সাধুনিন্দা, শ্রীবিষ্ণুর নাম ও শ্রীবিষ্ণুতে ভেদবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, বেদ-শাস্ত্রাদির নিন্দা, হরিনাম-মাহাত্ম্যে অতিস্তুতি-জ্ঞান, ভগবানের নামকে কল্পিত মনে করা, নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি, অন্য কোন শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীনামের সমতা, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম-উপদেশ, মোহান্ধ-বুদ্ধিবশতঃ নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে অপ্রীতি প্রভৃতি নামাপরাধ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। ভোগই নামাপরাধের ফল সুতরাং নামাপরাধ-পরিত্যাগের জন্য সাবধান হওয়া আবশ্যক।

নিজের অপরাধ ভাব অতিক্রম করিয়া শান্তি লাভের জন্য ভুক্তিপিপাসায় চালিত না হইয়া জীব যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হইয়া নামগ্রহণ করেন তখন তাঁহার নামসেবনে আভাস মাত্র উদিত হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জীবের হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। হরিবিমুখতা রূপ দুর্বিপাক অপসারিত না হইলে শুদ্ধনাম-গ্রহণের আশা ফলবতী হয় না। সুতরাং নামাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া যে অত্যাবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নামগ্রহণ করিলে অপরাধের অবসান হয় না। নামাভাসে মুক্তি হয় অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনামগ্রহণে জীবের অধিকার-লাভ। এই সকল সুযোগ ভগবানের অহৈতুকী করুণারই পরিচায়ক।

———

শ্রীনামসেবা ব্যতীত হরিবিমুখতারূপ দুর্বিপাকের কবল হইতে নিস্তারের আর অন্য কোন উপায় আমরা দেখি না। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য গাহিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

———

আমাদের প্রতি ভগবান্ এতাদৃশী করুণা প্রদর্শন করিলেও হতভাগ্য আমরা তাঁহার করুণা-গ্রহণে পরাঙ্মুখ। বিষয়বিষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য কৌশলী কৃষ্ণ নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেও বিষয়বিষ্ঠাসক্ত বদ্ধজীব আমরা তাঁহার করুণাকে নিষ্ঠুরতা ভাবিয়া সতত বিষয়ের দিকেই ধাবিত হইতেছি, এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য! কৃষ্ণনাম অতি মধুর ও পরমানন্দপ্রদ হইলেও ভবরোগগ্রস্ত আমাদের সে শ্রীনামে রুচি নাই। শ্রীনামে অরুচিরূপ দুর্বিপাকই এই ভবরোগের নিদান, আবার এই রোগের ঔষধও শ্রীহরিনাম। অতএব হরিনাম ছাড়া জীবের আর গত্যন্তর দেখা যায় না। তাই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"

———

পিত্তবৃদ্ধি হইলে সুমিষ্ট মিছরিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু পিত্তরোগের ঔষধ মিছরি অনিচ্ছাসত্ত্বে সেবন করিতে করিতে পিত্তরোগোপশমের সঙ্গে সঙ্গে মিছরি সুস্বাদু বলিয়া মনে হয়। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপই। জীবের হরিবিমুখতারূপে ভোগপিপাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিছরিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনাম চরিতাদিরূপ মিছরি সেবন করা হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিছরির আস্বাদন

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

...লাভ করে এবং কৃষ্ণ-বিমুখ বাসনারূপ জড়ভোগ-ব্যাধি বিদূরিত হয়।

———

অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ অর্থাৎ ধন, জন এবং মায়াকে বহু-মানন করিয়া নিজস্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনামবলে তাহার অবিদ্যাজাত বিপাক-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হয়। এই বিপাক অপসারিত হইবার উপায়-বিধানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সহজ ভাষায় লিখিয়াছেন,—

'নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন নিয়মে।
নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত ক্রমে ক্রমে॥
অনুক্ষণ প্রায় কৃষ্ণকথা অনুদিন।
ব্রজরে সেবিতে রুচি যেন সমীচীন।
ব্রজে বসি' অনুরাগীর সেবা অনুসার।
সর্ব্বকাল ভজ এই উপদেশ সার॥"

আমার পাষণ্ডতা

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

(২)

একটা প্রবাদ কথা আছে,—"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" আমার সংসার আছে, পুত্র-কন্যা আছে, সংসারের যথেষ্ট কাজ-কর্ম্ম আছে, আত্মীয়-স্বজন নূতন নহে, তাহারা অনাচারী ও অসদাচারী—ইহাও নূতন নহে। যাহারা আছে ও আরও হইবে সবই আমার প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ইহা আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে। এমতাবস্থায় যদি আমি প্রভুপাদের প্রাথমিক আদেশ-পালনে অক্ষম হইয়া আমার ব্যক্তিগত ভজন বজায় রাখিতে উদাসীন থাকি তবে গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেন করিতেছি, জানি না? গুরুবৈষ্ণবগণ কখনও অসৎ-সঙ্গ ও অসৎসঙ্গীর সঙ্গ করেন না; কিন্তু আমি তাঁহাদের আশ্রিত হইয়া অসৎসঙ্গ থাকিলেও তাঁহারা আমাকে সম্মান করিতেছেন, ইহাতে আমার ভীষণ অপরাধ হইতেছে। আমি আশ্রিতের মুখোস পরিয়া প্রচ্ছন্ন-বৈরীরূপে তাঁহাদিগের সহিত মিশিতে প্রয়াস পাইতেছি। অবশ্য তাঁহারা অন্তর্য্যামিরূপে আমার ধূর্ত্ততা ধরিয়া ফেলিবেন।

———

আমার প্রভুপাদের আশ্রিত জন কখনও প্রভু-বাক্যপালনে অবহেলা করিয়া নাম-জপসংখ্যা-পূরণে উদাসীন থাকেন না, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অপ্রয়োজন বোধ করেন না, প্রাকৃত-সহজিয়ার আচার বিচার ও প্রচারকে সাত্বত-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, অদীক্ষিতের পকান্ন অপেয়জ্ঞানে বর্জ্জন করেন, অদীক্ষিত শৌক্রব্রাহ্মণদিগের পকান্নে স্বগৃহে ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া মঠের অনুকরণ করেন না, কলিশক্তের সেবার জন্য কোন প্রকার আনুকূল্য বিধান করেন না, গৃহে যাত্রা, নাটক ও বাজে গল্পের আড্ডা বসাইয়া প্রাকৃত-মনোচিত্ত আমোদ-প্রমোদের প্রশ্রয় দেন না। গৃহে বিবাহ-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষেও শুদ্ধভক্তের পদার্পণ বাঞ্ছা করেন এবং শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে ভাগবতাদি কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ও ভোগ-রাগাদির দ্বারা ভক্তগণকে ও সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেন, মহাপ্রসাদ ভিন্ন অপেয় বা অপর বস্তু খাওয়াইয়া প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষা করেন না। সাত্বত-বিধানেই দশকর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন।

———

আমি উক্তবিধ কোন বিধিই মানি না। তবে কি আমি শুধু দাম্ভিকতা অর্জ্জনের জন্যই সদ্গুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিতেছি? যদি তাহাই হয়, তবে আমা-পেক্ষা প্রভুপাদের বা বৈষ্ণবগণের প্রচ্ছন্ন বৈরী কে? আমিই তো সকলের চেয়ে অতি বড় পাষণ্ড। যে সকল ব্যক্তি মহাপ্রভুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মর্কট বৈরাগী সৃষ্টির দ্বারা মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বিনাশ করিতে বসিয়াছে, আমিও কি সেইরূপ শুদ্ধভক্তিমার্গাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া গৌড়ীয়মঠের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধ্বংসের জন্য অতি চতুরের ন্যায় গূঢ়ভাবে চেষ্টা করিতেছি না? আমার এই প্রতারক চরিত্র অতি শীঘ্রই শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ধরা পড়িবে। সুতরাং আমি যদি প্রভুপাদকে বিন্দুমাত্রও গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি, অপরাধ বলিয়া কোন জিনিষ আছে বলিয়া যদি বিশ্বাস করি, তবে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে আমার কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া যথোচিত বৈষ্ণবাচার-গ্রহণে যত্নশীল হইব।

———

গুরু-বৈষ্ণবগণ মহাকৃপালু, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। তাঁহারা অদোষদর্শী, তবে আমার কল্যাণার্থে আমাকে সংশোধনের জন্য আমার দোষ ধরিয়া দেন। তাঁহারা নির্ম্মৎসর। আমি যেন অবৈধবাধ্য-প্রভু-শ্রীবৎস প্রমত্ত হইয়া আমার বৈরাচার-সংগোপনের জন্য গুরু-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করিয়া মূর্ত্তিমান্ পাষণ্ড না হই, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে আমার একান্ত প্রার্থনা।

"আহ্বান"

(১)

কি শুভলগনে শ্রবণে পশিল
হৃদয়গ্রাহিণী বাণী।
মহানিদ্রা ছাড়ি' উঠরে সকলে
শুন হে জগবাসী॥

(২)

উঠ বিশ্ববাসী উঠ ত্বরা করি
ডাকেন কাতরস্বরে।
মায়ার কবলে একবি কি পড়ে,
মায়াটা জীবন ধ'রে॥

(৩)

বহু-জন্মাবধি কারারুদ্ধ হ'য়ে
পড়িয়া রয়েছ ভবে।
দাসত্ব-শৃঙ্খল- মুক্ত না হ'য়ে কি
মায়ার নিকর হবে?

(৪)

তাই বলি শুন, অনাথ জগৎ
ক্ষণিক সুখের তরে।
নিজের স্বরূপ ভুলিয়া সকলে
রহিলে মায়ার ঘরে॥

(৫)

দেখ হে চাহিয়ে মোর প্রভু আজ
নগরে নগরে ভ্রমি'।
তোমাদের তরে ভিখারীর বেশে
শিখায় অমৃত-বাণী॥

(৬)

ডাকেন সবারে ব্যথিত-হৃদয়ে
কে যাবি কে যাবি আয়।
নামের বন্যায় ভাসিল জগৎ
সময় বয়ে যে যায়॥

(৭)

জন্ম জন্ম ধরি' তৃষ্ণাতুর হ'য়ে
চাতক-পাখীর মত।
মরুভূমি মাঝে ভ্রমিয়া সকলে
জীবন করিলে হত॥

(৮)

'জল' 'জল' ক'রে সদাই ভ্রমিছ
তৃষ্ণা মিটাবার তরে।
বিন্দুমাত্র জল কভু কি পেয়েছ
সংসার-মরু-মাঝারে॥

(৯)

দাউ দাউ ক'রে দুঃখের অনল
জ্বলিছে জগতময়।
প্রবল শিখায় ভস্মীভূত হ'য়ে
নাহিক আর সংশয়॥

(১০)

মায়ার কবলে নিষ্পেষিত হ'য়ে
পড়ে আছ যথাস্থানে।
তাঁহার কুহকে পড়িয়া সকলে
বঞ্চিত হ'য়েছ নামে॥

(১১)

কোন্ সুখ লাগি' অনিত্য সংসারে
রয়েছ জীবনাবধি।
পুনঃপুনঃ কেন কর হে জগৎ
সেই চিন্তা নিরবধি॥

(১২)

ঐ যে দেখা যায় দিব্য শোভমান
গোলোক-বৃন্দাবন।
তোমাদের তরে নিত্যকাল ধরি'
রয়েছে বিরাজমান।

(১৩)

হেন ধাম ছাড়ি' রয়েছ কোথায়
দেখরে চেতন হ'য়ে।
সংসার-কারায় রুদ্ধ হ'য়ে আছ
চরম ভ্রম পেয়ে॥

(১৪)

কি বেদনা হায়! বলিব কাহারে
বলিতে বিদরে বুক।
কালঘুম ছাড়ি' উঠিবে না যদি
ভুগিবে কি শুধু দুঃখ?

(১৫)

বড় দয়াময় মোর গুরুদেব
ডাকেন করুণা ক'রে॥
আয় ছুটে আয় বধির জগৎ
আয়রে তোদের ঘরে।

(১৬)

দেব!
আমি দুরাচার পতিত অধম,
ইন্দ্রিয় তোষণে মাতি'।
গুরু-গৌরবাণী উপেক্ষা করিয়া
কাটালাম দিবারাতি॥

(১৭)

কি করিব এবে নাহিক উপায়
কর কৃপা করি' মোরে।
তুমি দীননাথ পতিতপাবন
এসেছ মোদের তরে॥

(১৮)

তব শ্রীচরণে লইলে শরণ
ঘুচিবে কালের ভয়॥
তাই হেন জন আসিয়াছে নাথ
স্থান দাও দয়াময়॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

আলালনাথে শ্রীল প্রভুপাদ

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমান পূর্ণতীর্থ শ্রীআলালনাথে অবস্থান করিয়া সমাগত সজ্জনগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। দেশের জনের শ্রীমুখে গৌরবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া আজ সকলেই চমৎকৃত ও পরমানন্দিত।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আমূল বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৩/০

৩। আমূল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲

৪। শ্রীব্রহ্মসংহিতা (বাঁধা) ২৲

৫। গৌড়ীয়-গোষ্ঠ ১৩/০

৬। গৌড়ীয় ১৩/০

৭। তত্ত্বদর্শন ॥০

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ॥০

১২। ভক্তিসিদ্ধান্ত দর্শনশাস্ত্র (বাঁধা) ২৲

১৩। বৈষ্ণব মঞ্জুষা সমাহৃতি বাঙ্গালা ॥০

১৪। বৈষ্ণব ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দীপ-নির্ণয় ৵০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০

ঐ (আবাঁধা) ১৷০

২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

২৩। গীতমালা ৵১০

২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-বর্ণন ।০

২৯। শরণাগতি ৵০

৩০। গীতাবলী ৵০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০

৩২। সাধনকণা ৵০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০

৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০

৩৫। আর্ত্তনাদ ৵০

৩৬। আচারবাক্য ৵০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৵১০

৩৮। অর্চ্চনকণ ৷১০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০

ঐ (আবাঁধা) ৷৶০

৪০। বৈষ্ণবদর্শনা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৬৲

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। মণিমঞ্জরী সাধনায় ॥০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৪৬। জয়ধ্বজাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গোস্বামীগণ কি করেন? ৵০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্য-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০

৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০

৫২। সাধনবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিনির্ণয়ঃ ।০

৫৪। নাটক-নিকাশনমূলম্

৫৫। স্তব-সুধা ।০

৫৬। সাধনার-শিক্ষাষ্টক

৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ

৫৮। মাধ্যবাদধন্য ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০

৬০। নামভজন ।০

৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ১৷০

৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। গোয়াট গৌড়ীয় মঠ স্টাণ্ডস ৵০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। ভেদাভেদ প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড ভাগবত ভিজোদন ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ২৷৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০

৭০। সাধন পথ ॥০

৭১। কল্যাণকল্পতরু ৵১০

৭২। গীতাবলী

৭৩। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান— চৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। শ্রীজীব সমাধি-পাট ঐ

৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।

৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মঠ মামগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০-এ নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার

২৪। শ্রীব্রহ্মবিদ্-গৌড়ীয় মঠ অবরোধ

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী

২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি,

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুসুমকুণ্ড পোঃ চিরকুণ্ডা, মান

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৫২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার নবকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—চরিতা

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র,

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওনং গ্লাডষ্টোন রোড কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন

৩৭। আর্য্য গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং বিহার পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্. বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তা বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাও ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল সূচী, পত্রসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, স্থানসূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণের কোথাও আর পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয় টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

——•:::•:::•——

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও
অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৬—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৩৪,	১৩—২২	১৭—৪৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬	* ২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩১, ১৮-৩১ ও ২০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২১, ১২-২৫, ১৬ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সত্যব্রত-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং গুরু ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

বাগবাজার—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশরসাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারদের সমস্তের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সত্ত্ব নিরামন নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্ত ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র

মিঃ হেলার্থ, লোরহেণ্ডজিকিন্,

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বালাম ঝাঁকফুলনী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৫শে জুন

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (ক্রেট বা বীম মার্কা)	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	
২৩ গেজ ,,	,,
২৪ গেজ ,,	,,

আর, পি, জি,

গ্যালভেনাইজ সিমেন্ট, করগেট টিন—

৩১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ ব	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন শীট—	১১
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১০৸৵০—

বাজার দর কাটাতার ১০০ পাউণ্ড

প্লাঃ তারের জাল ১ ইঞ্চি ঘর ১৫ ফুট লম্বা ও দুই চওড়া

৪ ফুট চওড়া

টিন পাতি	৬৷৵০—৬
,, বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৬
,, পাতে (চৌকা)	৬৷৵০—
,, গোল ছড় ৵০—৷৵০ ফুটা	৫৵০—
,, টাকা ছড়-চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—
,, বাজিল হাল	৫৵০—

সর্ব্বোৎ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ, লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা। নীমতলা ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার কলিকাতা।

বেনিয়ে মসলার দর

জিরা	২০৸৷ ১৯৸০
দেশী হরিদ্রা	৮৲
রং হরিদ্রা	৬৸০
মরিচ	২১৸৵০
লবণ	৩৸৲
বড় এলাচ	২১৲
কিসমিস	১৫৷০
ছোট এলাচ	২৸৵০ সে
কর্পূর	২৸৵০ সে
দারচিনি	১১৲
তেজপাতা	২৷০ সে
মেথি	৪৷০
মৌরি	৯৸০
কাল জিরা	৭৸০
খাবার সোডা	৭৲
পেস্তা	২৷০ সে
আমলকী	৩৷০
হরিতকী	৩৲
বহেড়া	৪৲
১নং খদির	১৩৲ ১৩৸০
ইসবগুল	৮৲
জাঃ হরিতকী	৫৷০
দেশী সুপারি	১১৲
লঙ্কা	১৪৷০

ঘৃতের দর

গব্য	৫১৲
রাবা	৫৯৷০

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1144

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে আষাঢ় শনিবার ১৩৪১, ৭ই জুলাই ১৯৩৪

গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যহত্যার অভিযোগ

—:০:—

দায়রা বিচারে আসামীর মুক্তি

কয়েক মাস পূর্ব্বে সহর নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে একটি মুণ্ডহীন মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মৃতদেহটি পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামক এক ব্যক্তির মৃতদেহ বলিয়া তাহার কোন দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী কর্ত্তৃক নাকি সনাক্ত হইয়াছিল। উক্ত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু জগদানন্দ ব্রহ্মচারী ওরফে যোগেন্দ্র চন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তির শিষ্য বলিয়া প্রকাশ। উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জগদানন্দ ও আরও কয়েক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর সদর সাবডিভিসনাল অফিসার তাহাদিগকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। কয়েক দিন হইল দায়রায় বিচার শেষ হইয়াছে। জুরিগণের মধ্যে ৪ জন আসামী জগদানন্দকে দোষী এবং ৫ জন নির্দ্দোষী বলিয়াছেন। জজ সাহেব এই ৫ জন জুরির সহিত একমত হইয়া আসামীকে মুক্ত দিয়াছেন। জগদানন্দ ব্যতীত অপরাপর আসামিগণকে জুরিগণ একবাক্যে নির্দ্দোষ বলিয়াছিলেন।

চলন্ত ট্রেণে চুরি

জনৈক মেডাম মহিলা রবিবারে বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজে আসিয়াছেন। শনিবার রাত্রিতে ট্রেণে থাকাকালীন তাহার কামরায় একটি চোর প্রবেশ করিয়া তাহার টাকার থলি লইয়া চলন্ত ট্রেণ হইতে পলায়ন করে। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত মহিলা একাকী একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং কুপ্পম ও জালারপেট ষ্টেশনের মধ্যে তাহার কামরায় জনৈক অপরিচিত লোককে দেখিয়া বিস্মিত হন। লোকটিকে প্রশ্ন করিলে সে তাহাকে ছুরি দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করে এবং তাহার টাকার থলি লইয়া চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পলায়ন করে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আগামী ১২ই জুলাই তারিখে তাঁহার কন্যা সমভিব্যাহারে 'ডাচেস অব রিচমণ্ড' জাহাজ যোগে কানাডা যাত্রা করিবেন। কানাডায় তাঁহার গতিবিধি সম্বন্ধে এখনও কোন তালিকা স্থিরীকৃত হয় নাই।

দারোগার উপর গুলী বর্ষণ

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর জনৈক অপরিচিত লোকের গুলীর আঘাতে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, লোকটি জানালা দিয়া গুলী চালায়। গুলী তাঁহার মস্তক এবং বাম চক্ষুর নিম্নভাগ ভেদ করিয়া বিপরীত দিকস্থ দেওয়ালে বিদ্ধ হয়। তাঁহার অবস্থা গুরুতর, ঘটনার সময় তিনি কালকাবাদস্থিত তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া টাইপ করিতেছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিপুত্রের রহস্যজনক মৃত্যু

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, পাতিয়ালা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী পাতিয়ালা নিবাসী সর্দ্দার বাচিতর সিংহের পুত্র সর্দ্দার চরণ সিংহের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা রহস্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তদন্তে জানা যায় যে, বিষ প্রয়োগের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

গঙ্গায় শ্বেতাঙ্গের মৃত্যু

রবিবার রাত্রে গঙ্গায় বাগবাজারের নিকট 'ললিতা' নামক এক ষ্টীমলঞ্চ হইতে জনৈক ইউরোপীয় লাফাইয়া পড়িয়া জলমগ্ন হইয়াছে। পোর্ট পুলিশ তাহার মৃতদেহের খোঁজ করিতেছে, কিন্তু এখনও কোন সন্ধান পায় নাই।

প্রকাশ, উক্ত ইউরোপীয় রবিবার রাত্রে চাঁদপালঘাটে ফেরীষ্টীমারে আরোহণ করে লোকটি প্রথম শ্রেণীর আরোহী ছিল। দেখা যায় যে, সে হঠাৎ ষ্টীমারের রেলিং পর্য্যন্ত গিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে কয়েক সেকেণ্ড যুঝিতে দেখা যায়, কিন্তু কোনরূপ সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই সে খরস্রোতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

নাটোর থানার দিঘাপাতিয়ার পার্শ্বস্থ সেনভাগ গ্রামে গত ৫ দিন পূর্ব্বে ১টি মুসলমানকে এবং গত বৃহস্পতিবার নেপালদিঘীতে আর একজন মুসলমানকে ও বেরুপাড়া আমহাটী গ্রামে হাজার আলী নামক এক ব্যক্তিকে সর্পাঘাত করে। ফলে পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। হাজার আলী এখনও জীবিত। ওঝাগণ তাহার চিকিৎসা করিতেছে।

২০।২৫ দিন পূর্ব্বে এখানে আরও দুইজন সর্পাঘাতে মারা গিয়াছে। সর্পের এত উপদ্রব এখানে আর কখনও হয় নাই। বর্ষা না আসিতেই সর্পের এই অত্যাচারে সকলেরই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। স্বর্ণ-গোধা (গুইসাপ) মারার ফলেই ইহার অত্যাচার বাড়িয়াছে।

উপরোক্ত হাজার আলী দিঘাপাতিয়া রাজবাগানের কুলী। তাহাকে সর্পাঘাত করিলে বহু জনতা ও কোলাহলের সৃষ্টি হয়। ওঝাগণ জন সাধারণকে শান্ত হইয়া বসিতে অনুরোধ করিলে যদুনাথ হালদার নামক একব্যক্তি আগাইয়া বসিতে গিয়া রাজবাড়ীর পাকের ফোয়ারার মধ্যে পড়িয়া জখম হয়। সে এখন চিকিৎসাধীন।

অনাহারে ১১ জনের মৃত্যু

পাটনা হইতে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় ভূমিকম্প সাহায্য সমিতির ম্যানেজিং কমিটির এক বৈঠক সোমবার রাত্রে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে শেঠ যমুনালাল বাজাজের গৃহে হইয়া গিয়াছে। চম্পারণ জেলার সনকাতা থানায় কতকগুলি গ্রামে অনাহারে ১১ জনের মৃত্যু এবং কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট পঠিত হয় এবং সাহায্যের ব্যবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বেতিয়া রাজ সরকারের ম্যানেজারের নিকট এক প্রতিনিধি দল পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে কমিটী সাহায্যের জন্য ৬০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ত্রিপুর হইতে সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলে অনাহার দেখা দিয়াছে। আরও কয়েকটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৪১

কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় গত মঙ্গলবার ৩রা জুলাই রাত্রি ১০টা ৫ মিনিটের সময় ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। গত শুক্রবার হইতে তাঁহার জ্বর হয়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে এবং ঐ দিন রাত্রি ১০টা ৫ মিনিটের সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি পরলোক গমন করেন। বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্র। এতদ্ব্যতীত তাঁহার চারি কন্যা বর্ত্তমান।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে বিখ্যাত কবিরাজ-বংশে কবিরাজ-শিরোমণি মহাশয়ের জন্ম হয়। শৈশবেই তাঁহার চরিত্রে নানাবিধ সদ্‌গুণাবলীর মুকুল দেখা দিয়াছিল। উত্তরকালে ঐ সকল মুকুল বিকশিত হইয়া তাঁহার জীবন মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহার বদান্যতা, সরলতা ও অমায়িক ব্যবহার এবং জ্ঞানের গভীরতা তাঁহার পরিচিত সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিল।

তাঁহার আকস্মিক পরলোক-গমনের সংবাদ কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র তাড়িতগতিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ বহু লোক ও তাঁহার বহু ছাত্র প্রাতঃকালে তাঁহার বাসভবনে সমবেত হন। শেষ যাত্রাতে গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাসভবন হইতে তাঁহার শবদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়।

কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের পরলোক গমনে দেশে আ· ·র্ব্বেদশাস্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হইল এবং ভারত একজন যশস্বী প্রসিদ্ধ কৃতি-সন্তান হারাইলেন, সন্দেহ নাই।

ক· · · ·রাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচ· · ·ব্‌ৰ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং গত রবিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি পুনরায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একাধিকবার নিখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদীয় মহাসম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন এবং ১৩৪০ সালে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে তাঁহার বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেশসেবায় নিয়োজিত করেন। ঐ সময় তিনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রসার ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ (শ্যামদাস আয়ুর্ব্বেদ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। উহা তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতির পথ সুগম করিয়া দেয় তজ্জন্য তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ বৈদ্যশাস্ত্রপীঠকে দান করেন।

পরলোকগত কবিরাজ-শিরোমণি মহাশয় একাধারে বিখ্যাত চিকিৎসক, সাহিত্যিক ও দাতা ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। দরিদ্র জনগণ যাহাতে বিনা মূল্যে ঔষধ পাইতে পারে তজ্জন্য তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন। বহু লোক তাঁহার দানে প্রতিপালিত হইত। তিনি নীরবে দান করিতেন।

বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অগণিত ছাত্র ও শিষ্য কৃতবিদ্য হইয়া সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার নিকট বহু শিক্ষার্থীর সমাবেশ হইত। তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ ও প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদ সভার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মূল পুস্তকসমূহ সম্বন্ধে বিস্তৃত টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সব পুস্তকাদি প্রকাশিত হইলে জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও চিকিৎসা-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় অসংখ্য প্রাচীনপুস্তক ও বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতি কবিরাজ শিরোমণির আন্তরিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের কোনও সময় কোন অসুখের সংবাদ শ্রবণ করিলে তিনি স্বেচ্ছায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। কখনও শ্রীল প্রভুপাদের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইলেও তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিতেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সকল সেবক তাঁহার নিকট যাইতেন, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে দেখিতেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কবিরাজ শিরোমণি মহাশয়ের আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ও সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ; তিনিও পিতার সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত। আমরা তাঁহাকে তাঁহার (আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে) সুনবিজ্ঞ পিতার সহিত গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্যের সেবা করিতে দেখিয়াছি।

কৃষ্ণনগরে কৃষি গবেষণা

ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রশংসনীয় কার্য্য

—:০:—

ফলের চাষ সম্বন্ধে গবেষণার ব্যাপারে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। মোগল সম্রাটগণ পারস্য দেশে উন্নত ধরণের ফলের চাষের প্রণালী ভারতবর্ষে আমদানী করিয়াছিলেন এবং উত্তর ভারত এই ব্যাপারে খুব কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভারতে এই বিষয়ে আর কোন চেষ্টা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফলের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা হইতে থাকে। এই বিষয়ে কারিয়ার (১৮৬৩), উড্রো (১৮৭৭) ও বোনাভিয়া (১৮৯০) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ যে সমস্ত আবিষ্কার করেন তাহার ফলেই ইউরোপীয়গণ আজ দেশবিদেশে ফলের চাষে এত কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই বিষয়ে অবিরত গবেষণা হইতেছে এবং সংবাদপত্র ও পুস্তিকার মারফতে এই সব গবেষণার ফল কৃষকগণের গোচরীভূত হইতেছে। এদেশে এই বিষয়ে বিশেষ কোন গবেষণাও নাই এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে সব গবেষণা হইতেছে তাহার ফল কৃষকগণকে জানাইবার কোন ব্যবস্থাও নাই। এই জন্য বাঙ্গলা দেশের লোককে আম, কমলালেবু, আনারস, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি সহজলভ্য ফলও বাহির হইতে ক্রয় করিয়া খাইতে হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা নাই, কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা নাই। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কৃষক একই প্রকার জমীতে একই প্রকার ফসলের চাষ করিয়া যাইতেছে। কোন্ জমীতে কি ফসলের চাষ করিলে ফসল সবচেয়ে বেশী হয় এবং তাহা হইতে সবচেয়ে বেশী অর্থাগম হয় তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলার কৃষকের কোন ধারণা নাই। বাঙ্গলার এমন বহু জমী আছে যাহাতে তামাক, কলাই, সরিষা বা আখের চাষ হইতেছে—অথচ এই সব জমীতে আবার উপযোগী ফলের চাষ করিলে এবং উহাতে উপযুক্ত মত সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে অনেক বেশী আয় হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, কোন্ জমিতে কি ফলের চাষ হইতে পারে, কি ভাবে উহাতে সার প্রয়োগ করা দরকার ইত্যাদি বিষয় স্থির করা কৃষকের কাজ নহে। এজন্য দেশ-কালোপযোগী রীতিমত গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন এবং এই গবেষণার ফল কৃষকগণকে জানাইবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এইজন্য, সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি-গবেষণা সমিতি হইতে কৃষ্ণনগরের নিকটে ৫০ বিঘা জমি লইয়া ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ফলের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা করা হইবে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শুনিয়া আমরা খুব আনন্দিত হইয়াছি। এই ৫ বৎসরের গবেষণার ফলে বাঙ্গলার ফলের চাষ সম্বন্ধে যদি কার্য্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলার অর্থাগমের একটি নূতন পন্থা খুলিয়া যাইবে। এখনও বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সব স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফলের চাষের ব্যবস্থা হইলে প্রতি ৫।৬ বিঘা জমির সাহায্যে এক একটী পরিবারের জীবিকা সংস্থানের উপায় হইতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণনগরে বর্ত্তমান যে পরীক্ষামূলক কাজের সূচনা হইয়াছে বাঙ্গলার আর্থিক উন্নতি বিধানে উহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনিবে সুতরাং এই কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সকলেরই খোঁজ খবর রাখা উচিত। বাঙ্গলার মৃত্তিকা ও আবহাওয়া ফলের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যাহা কোন্ শ্রেণীর মৃত্তিকাতে কোন শ্রেণীর ফলের চাষ করা প্রয়োজন এবং কি ফলের জন্য কোন প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহার করা দরকার তাহা কেহ অবগত নহে। কৃষ্ণনগরে ৫ বৎসরকাল গবেষণার ফলে এই সব তথ্য জানা যাইতে পারে। যদি এই গবেষণা সফল হয় এবং গবর্ণমেণ্ট ফল চালান দিবার জন্য উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করেন ও একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে একমাত্র এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়াই সহস্র সহস্র বেকার লোক জীবিকা সংস্থান করিতে পারে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ { ১০ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই জুলাই ইং ১৯৩৪ শনিবার { ১১০শ সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুরে সুবৃহৎ মন্দির-নির্ম্মাণ

ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর লক্ষাধিক টাকা দান

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের যোগপীঠে এক অতি সুবৃহৎ ও সুরম্য মন্দির-নির্ম্মাণের যাবতীয় খরচের বাবদ লক্ষাধিক টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মনোরম কারুকার্য্য-শোভিত শতাধিক ফিট উচ্চ এক সুবৃহৎ মন্দিরের অতি সুন্দর নক্সা কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মন্দিরটি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ও মনোরম হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষণকারী ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় ও দাতাবর শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয় মহোদয় উভয়েই মন্দিরটিকে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

—আনন্দবাজার, (৩রা জুলাই ১৯৩৪)

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

চাতুর্ম্মাস্যব্রতের কাল আগতপ্রায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগতাভিমানী প্রায় সকলেই শ্রদ্ধাদরের সহিত এই চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন করিয়া থাকেন। আষাঢ়-শুক্লপক্ষে শয়ন-একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস-চতুষ্টয়, অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস চতুষ্টয় অথবা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাস-চতুষ্টয় কাল—চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকাল। এই চারিমাসকাল-ব্যাপী ব্রত চারি আশ্রমেরই পালনীয়। এই ব্রতপালনের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সর্ব্বভোগত্যাগ। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাজ্য। এতদ্ব্যতীত প্রিয় ও উপাদেয় কোন বস্তুই গ্রহণ করা বিধেয় নয়। জড়ভোগযোগ্য বিষয়ত্যাগই এই চাতুর্ম্মাস্যের শিক্ষাতাৎপর্য্য।

চাতুর্ম্মাস্যাদি ব্রত আন্তরিকতার সহিত পালন করিলে ভক্তিলাভ অর্থাৎ হরিগুরু-বৈষ্ণবে প্রীতি বা দৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা লাভে অধিকারী হওয়া যায়। সর্ব্বোত্তম-প্রাপ্য নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ সেবানৈরন্তর্য্য-লাভ ভক্তের সেবা এবং মহদাচরিত এই ব্রতাদি-পালনে অনায়াসেই হইয়া থাকে।

প্রচার প্রসঙ্গ

বর্দ্ধমানে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য সমাপন করিয়া কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বর্দ্ধমান টাউনে উপস্থিত হন ও টাউনের স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের আগ্রহাতিশয্যে ও উক্ত টাউনের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মৈত্র এম্-বি মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে বর্দ্ধমান হরিসভায় গত ৮ই ও ৯ই আষাঢ় বক্তৃতার বন্দোবস্ত হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল—প্রথম দিবস 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' ও দ্বিতীয় দিবস 'শ্রীচৈতন্যের দয়া'। এতৎ-সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় দুই ঘণ্টা কাল-ব্যাপী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করেন।

উক্ত সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই এক বাক্যে স্বামীজী মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামীজী টাউনের বিভিন্ন স্থানেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করেন। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর দাস, শ্রীযুক্ত হরিদাস দে ও শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। পাঠের আদি ও ও অন্তে প্রত্যহই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

মধুবনভঞ্জে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ গত ২৭শে জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দিবস বহু ভক্ত-সমভি-ব্যাহারে বারিপদা গ্রামে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে "জগন্নাথ দর্শন করিবে কে?" এ বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়া সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

স্বামীজী মহারাজ ঐ দিবস রাত্রিতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দাস মহাশয়ের নাট-বাড়ীর ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র অতি সহজ ও সরল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর মুখে অপূর্ব্ব ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

গত ১৫ই আষাঢ় শনিবার স্বামীজী বারিপদা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষক, সমাগত সজ্জনবৃন্দ ও ছাত্রগণের সমক্ষে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীপাটে

গত ৩০শে জুন শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, মহৎ সাধু-গণের বন্ধু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নামব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে বাহ্যিক ভোগপর অন্তরসমূহ কোনরূপেই অবস্থান করিতে পারে না। হরিস্মরণরূপ যজ্ঞ উত্তর চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগময়ী চিন্তাকে একেবারে ধ্বংস করে। সেই ভোগপ্রবৃত্তি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে অনুশীলন করিতে গিয়া বহু অনর্থ দ্বারা বিপন্ন হয়। অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই, জীবের বাহ্য ভোগময় গ্রহণ করিবার পিপাসা থাকে না।

প্রাকৃত জগতে রজস্তমোগুণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ মোহ-মাৎসর্য্যাদি প্রসব করে ও সকল সদ্গুণ নষ্ট করে। এই গুণের দ্বারা চালিত হইয়া লোকের উদ্দেশ্য যে-সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা মঙ্গল সম্পাদন করে না। সত্ত্বগুণাশ্রিত অর্থাৎ জীবের নিত্যনিত্যবিবেক উদিত হইলে, ব্রহ্মাজিজ্ঞাসার বৃত্তিসমূহ জীবকে আবদ্ধ করিতে পারে না। তখন শুদ্ধ নির্গুণ হরিগুরু-বৈষ্ণব দাসত্ব স্বীকার না করিয়া হরিসেবাময়ী চিত্তবৃত্তিতে অবস্থিত হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ বামন বুধবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

সাধন-সমস্যা-সমাধান

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই গ্রন্থকার বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন:—

'কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥'

এখন জিজ্ঞাস্য, উপরে ভক্তের লক্ষণ-রূপে যে ২৬টী গুণের বিষয় লিখিত হইল তাহা সম্পূর্ণ সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূত হইলে তাহারা ভক্তকে আশ্রয় করে?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তি বাসনা-রূপ সুকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধুসঙ্গাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্গুণবিরোধী দোষ থাকে। ভজন করিতে করিতে সে-সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গবলে দূরীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্গুণ সকল সহজেই উদিত হইয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্গুণরাজির প্রকাশ না হয় সে-পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। একদিকে অনর্থের নাশ ও সদ্গুণরাজির উদয়, অপর দিকে শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পর সাধকের আর অনর্থ বা পাপে মতি থাকে না। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

"ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্বিষয়ে যাঁহার মন ধাবমান, এমন অভক্তের মহদ্গুণ 'কোথা থাকিতে পারে?' ইহা হইতে জানা যাইতেছে শুদ্ধভক্তির সহচরগণের উক্ত গুণসমূহ স্বাভাবিক হইয়া থাকে। সকল শাস্ত্রমতেই আমরা এই সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণাবলী পাইয়া থাকি। স্কন্দ-পুরাণে লিখিত আছে —

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃশান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্॥"

"হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি গুণ সকল হইয়াছে ইহা অদ্ভুত নহে, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পরপীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদি গুণসকলও হরিসেবা-কামনাযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে।"

যোগশাস্ত্রে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার প্রভৃতি শিক্ষার অভ্যাস আছে তাহা কষ্টকর, সময়সাপেক্ষ এবং অনেক অন্তরায় বাধাদ্বারা প্রতিহত হয়। যে পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ-সাধনের স্পৃহা দেখা যায়। কিন্তু উদিত শ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রভাবেই সমস্ত গুণগণের উদয় হয়। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে যে গুণাভ্যাস হয় তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। ভক্তিমার্গে সদ্গুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা মহিলার অলঙ্কার-পরিধানের ন্যায় সুন্দর-শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি কোন ভাগ্যক্রমে কোনও প্রকৃত সাধুর কৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

ভক্তি নিরপেক্ষা। কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগ-মার্গের কোনও প্রকার অপেক্ষা তিনি রাখেন না অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথ আশ্রয় না করিলে ভক্তির উদয় হইবে না, এরূপ কোন কথা নয়। বরং ঐসকল মার্গ অনেক সময় সাধককে প্রতিষ্ঠাশায় আবদ্ধ করিয়া নিঃশ্রেয়সপদ ভক্তিমার্গ হইতে চিরতরে রুদ্ধদ্বার করিয়া রাখে। অতএব হে আমার পরম বান্ধব গ্রাহকবর্গ, আপনারা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া শুদ্ধভক্তের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন, তাহা হইলে জীবন ও ধর্ম্ম সফল হইবে। আপনারা এ' উপরে যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন যে, সদ্গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নহে, কিন্তু উদয়ে সদ্গুণ-রাজি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

নিত্যকল্যাণলাভে ভক্তৈকশরণতা ব্যতীত অন্যান্য গুণসমূহের কোনও মূল্য নাই। সুতরাং এই মূল গুণটির প্রতি লোভবিশিষ্ট হউন; এই গুণটির প্রতি লোভবিশিষ্ট হওয়ার অর্থই শুদ্ধভক্তের চরণে আশ্রয় করা—সাধুর কৃপাক্রমে নামাশ্রয় করা।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

শ্রীশ্রীআলালনাথতীর্থে "গুরু-গৌড়ীয়নাথ"

কলিযুগ পাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র নীলাচলে অবস্থানকালে প্রতিবৎসর অনবসর-সময়ে এই পুণ্যতীর্থ আলালনাথধামে আগমন করিতেন। ব্রহ্মশৈলে আলালনাথতীর্থে নিখিল জগতের ভজনানন্দিগণের ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুহ্য বাণী নিত্য বিরাজিতা। মহাতীর্থ আলালনাথক্ষেত্র বিপ্রলম্ভ-ভাবের চরম পরাকাষ্ঠার মূর্ত্তচ্ছবি।

রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বিপ্রলম্ভমূলাশ্রিত ভজনচতুর গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণই এই পরম পবিত্র তীর্থের প্রকৃত তথ্য অবগত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ব্যতীত জগতের অন্য কোন সম্প্রদায় এই মহাতীর্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত নহেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতেও এই পবিত্রতীর্থের গুহ্যাতিগুহ্য ভজনকাহিনী সন্নিবেশিত হয় নাই।

মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে গোবর্দ্ধন-গিরিকন্দর গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর যেরূপ নির্জ্জনে সম্ভোগরসের বিলাসকুঞ্জ, তদ্রূপ পরমৌদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে ক্ষেত্রমণ্ডলস্থিত এই ব্রহ্মশৈলের নিভৃত নিকুঞ্জ বিপ্রলম্ভ মহাভাবের দিব্যোন্মাদে বিলাসকেন্দ্র। তাই বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরহরি আমার—

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

—এই বিপ্রলম্ভভাবে উৎকণ্ঠ হইয়া স্বগণ-সনে মহাতীর্থ আলালনাথে আগমন করিতেন। আচাণ্ডালে প্রেমদানকারী মহাভাবাঢ্য মহাপ্রভুর বিরহ-বেদন-বিলাপ-কীর্ত্তনে নিভৃত বনানীর চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ও মুখরিত হইয়াছিল। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, বন, উপবন, স্থাবর, জঙ্গম সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে সিক্ত হইয়া মহানৃত্য করিয়াছিল। ব্রহ্মগিরিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের দিব্যোন্মাদ-দর্শনে গগনভেদী উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনরোলে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। বনদেবীগণ নানাবিধ সৌরভ-সমন্বিত কুসুমসম্ভারে বরণ-মালিকা রচনা করিয়া অলক্ষ্যে নিক্ষেপ করতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চারুকণ্ঠ ও পাদপদ্ম মণ্ডিত করিয়াছিলেন। মৃদুমন্দসমীরণ সুমন্দ-সৌরভ বহন করিয়া শচীনন্দন নবদ্বীপচন্দ্রের আরাত্রিক বিধান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অদ্যাবধি মহাপ্রভুর এই লীলা চিন্ময়ী ভাগ্যবান্ জনগণ নিত্য চিন্ময়চক্ষে পরিদর্শন করিতেছেন। বাহ্য দেহাত্মবাদী প্রাকৃত সহজিয়াগণের পক্ষে ইহা ক্ষুদ্র বামনের সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত চন্দ্রমা ধারণের বিফল প্রয়াস বা মূর্খতার পরিচয় মাত্র। যদিও কালে কোন দিন বামনের চন্দ্রমা-ধারণও সম্ভব হয়, তথাপি কখনও—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

গো—শব্দের অর্থ বাণী। ভগবানের চেতনময়ী বাণী বর্দ্ধিত যেখানে তাহার নাম গোবর্দ্ধন। শব্দব্রহ্মের অর্থ বেদ, গির্ অর্থে বাণী। যেস্থানে বেদের গুহ্য-বাণী প্রচারিত তাহার নাম ব্রহ্মগিরি। সেই বেদগুহ্য বাণীই আজ বিশ্বজগতে প্রচারিত করিবার জন্যই মূর্ত্তিমন্ত শ্রীচৈতন্যবাণী অবতীর্ণ। অভিন্ন ব্রহ্মগিরিরূপ গোবর্দ্ধনশৈলে ভেদদর্শনকারী জনগণ শাস্ত্রযুক্তিবিধান অনুসারে ঘোর নারকী—বঞ্চিত।

কোন বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ী ভকত-সঙ্গে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী ব্যক্তিগণ যদি শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখে এই গৌর-প্রিয়-ধামের বাণী অবগত না হয়েন, যদি শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গে গৌরপ্রিয়-ধামের অপূর্ব্ব চিন্ময় শোভা সন্দর্শনপ্রভব প্রেমাশ্রুপুলকিত নয়নে অবলোকন না করেন তবে তাঁহাদের দুর্লভ মানবজন্মই বৃথা। গৌরসুন্দরের পদনখচন্দ্রিমার সৌন্দর্য্য কোন দিনই দর্শন করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন না অকালপক্ব অবস্থায় গোবর্দ্ধনকুণ্ডে অথবা রাধাসরসী-তটে ভজনের ছলনা আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই গৌরপ্রিয় দিব্যধাম-দর্শনের অধিকারী কে? আর কাহারাই বা এই ধাম-পরিক্রমণের সৌভাগ্য বরণ করিতে সমর্থ? ইহার সূক্ষ্ম বিচার আমরা আচার্য্যের শ্রীমুখে শুনিতে পাই জীবের জড়ীয় কর্ম্মকাণ্ডীয় মতের ধর্ম্মার্থ-কামাদি ত্রিবর্গের বিষয়-ভোগ-চিন্তা বৈতরণী অর্থাৎ বিরজার নির্ম্মল সলিলে বিধৌত হইলে পর চতুর্বর্গ মুমুক্ষুদের মায়াবাদি-

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে

চরিত নির্বিশেষে বিচারের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য হইলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সর্বশেষ জগন্নাথের সেবাধিকার লভ্য হয়। শ্রীজগন্নাথদেব দ্বিভুজ-বিভঙ্গিত ভগবানের মহাবিগ্রহ। প্রশান্ত-কমলনয়নে শ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষিরূপে সর্ব বস্তু পরিদর্শন করিতেছেন। অনন্যপ্রসারিত হস্তপদবর্জিত সাক্ষিস্বরূপ জগন্নাথদেবে গৌড়ীয়গণ প্রগাঢ়ানন্দস্ফুরিত ভক্তিলোচনে হৃদয় মধ্যে নন্দের শ্রীশ্যামসুন্দরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অবলোকন করেন এবং দারুণ বিরহে নয়ন-ধারায় প্রবলভাবে বিপ্রলম্ভপ্রবাহ বর্দ্ধিত হয়। নিত্যা সেবা হৃদয়ঙ্গমের স্বরূপে গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া দেহ-বিস্মৃতিক্রমে কোটীকণ্টক পদদলিত করতঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রত্যহ আলালনাথ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

আকর্ষিতা গোপীগণকে বঞ্চনা করিবার শ্রীগোপীজনবল্লভ গোবর্দ্ধন শৈলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণদেব সম্মুখে অবস্থিত নির্ম্মল চেতনের সেবা-বিগ্রহ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ দর্শন করিয়া নমো নারায়ণায় বলিয়া স্তব করিতে থাকিলেন। তদ্রূপ গোপীগণের ন্যায় সাধারণ ভক্তগণ, আলবর অর্থাৎ দ্রাবিড়গণ আলবরনাথ নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিদর্শনে নানাপ্রকার স্তব পাঠ করেন। কিন্তু ভগবান্ চৈতন্য বৃষভানুনন্দিনীর নিকট আত্ম-গোপন করিতে অক্ষম। তিনি বৃষভানু-সুতার প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। সেই আলবরনাথ নারায়ণে বার্ষভানবীর স্ফুরিত-বিগ্রহের অনুপম চিন্ময়নেত্রে শ্রীমধুর-কপট বিভুজ-মুরলীধর গোপীজনের দর্শন লাভ করেন। তাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা আলালনাথতীর্থে রাধাকুণ্ড-শ্রীগৌড়ীয়-সেবাগারে মধ্বানুগগৌড়ীয়-সাম্প্রদায়িকসংরক্ষক শ্রীশ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস আলালনাথ গোপীনাথের প্রকট-বিধানে ... সকল বিরহাকুল গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিলেন। ...-প্রান্তরে প্রধাবমান্ বিতাপক্লিষ্ট ... হৃদয়ে সেই শান্তিসলিল-সিঞ্চনের ... আচার্য্যবর্য্যের আজ করুণ ...—

...! আয়! ওরে সংসার-বিদগ্ধ জীব!
... নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে,
... আয় গৌরপদ-তলে।
... কত শান্তি,
... শান্তি,
... চির নিস্তব্ধতা ভোগ-কোলাহল।
... নব নব সেবা-শোভা
... মরমে ভকত সহিতে।

ভগবদ্ভক্ত-প্রার্থনা

হরি হে,

কামাদি রিপুর দুষ্ট আদেশ পালন করিনু কত।
তা'দের সেবায় করিনু নিয়োগ আমার চেষ্টা যত॥
আপনার বলি' যা' কিছু আমার দিয়াছি তা'দের পায়।
হায়! চিরকাল আছি অনুগত বিক্রীত দাসের প্রায়॥
আপন বুকের রক্ত কধিরে রাঙ্গায়ে তা'দের পা।
খাই লাথি ঝাঁটা, সহাস্যবদনে ভুলিয়া শতেক ঘা॥
এত করিলাম প্রাণপণ সেবা তবু তো করুণা নাই।
লজ্জা হ'ল না উপশান্তি কোথা? এখন কোথায় যাই?
বৃথা শান্তি আশা! বাড়িছে যাতনা, ক্লেশ জর জর প্রাণ।
কামনা-পিশাচী আমারে নাচায়, কে করিবে পরিত্রাণ॥
ওহে যদুপতে, সম্প্রতি মোর বিবেক এসেছে মনে।
বুঝেছি এবার অধম-পরাণে হারানু নিতাধনে॥
পরিহরি' যত কামনা কুহক, আজিকে হে দয়াময়।
শরণ্য তব চরণকমল করিনু সমাশ্রয়॥
স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপ-নেশায় কাটায়েছি এতকাল।
আর নয় প্রভো, এবে রক্ষ মোরে, হে কৃষ্ণ প্রণতপাল॥
তব সেবা-কাজে করি' নিয়োজিত ভুলাও বিষয়-মায়া।
বাঞ্ছাকল্পতরু! পূরাও কামনা দিয়া তব পদছায়া॥
তুমি বলবান্, আকর্ষিয়া মোরে দাও হে দাস্যধন।
জীবনে মরণে তুমি মাত্র সার, তোমাকে সঁপিনু মন॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

যদি জুড়াইবে এ পোড়া পরাণ
বাঁশী-রব শুনে মুগ্ধ হ'বে যদি
তবে ছুটে আয় বংশীবটমূলে
গোবর্দ্ধন-রূপ এই শ্রীব্রজগিরিতে।
এস এস পথ-শ্রান্ত
বিশ্রান্ত পথিক!
এস এই পথে।
শুদ্ধ গোপীভাব এই—
শান্তির অনন্ত ধারা পাবে এই স্থানে।

আজ এই দিব্যধামে গুরু-গৌড়ীয়নাথের প্রকট উপলক্ষে ধামবাসিগণ মহানন্দে বিভোর। বিচিত্রবর্ণের বিজয়-নিশান শোভিত করিয়া বিপ্রবটুগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে আচার্য্যবর্য্যের সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। ধামবাসিগণ মৃদঙ্গকরতাল-সহযোগে উচ্চকীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত ... শ্রীতি বিধান করিতেছেন শুদ্ধভক্তগণ নানাবিধ শিল্পকলার দ্বারা শ্রীমন্দিরের উজ্জ্বল্য-বিধানে নিযুক্ত। সেবকগণ শত শত পূর্ণকুম্ভ ও শঙ্খঘণ্টা-করতাল-বাদ্যে মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে ও রঞ্জিতপতাকা, কদলীবৃক্ষ, আম্রশাখা ও পুষ্পমালাদি দ্বারা তোরণাদি নির্ম্মাণে সেবার সুষ্ঠুতা সাধন করিতেছেন। কেহ নৃত্যগীতে, কেহ নাম-সঙ্কীর্ত্তনে, কেহ শ্রীবিগ্রহের সেবারাত্রিক বিধানে, কেহ কেহ বিচিত্র মহাপ্রসাদ-বিতরণে নিযুক্ত। শত শত নরনারী আবালবৃদ্ধ-বনিতা আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। সকলেই প্রভু-বিষয়ক আলাপনে রত। অনেকে প্রভু-সন্নিধানে ভুবনমঙ্গল মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। পতিতপাবন আচার্য্যবর্য্য অনুগগণকে গৌড়ীয়নাথের ভজনের কথা অনুক্ষণ উপদেশ করিতেছেন।

———

হায়! আমি অতিশয় মন্দভাগ্য! আজ এই দিব্যধামে উপনীত হইয়াও আচার্য্যের শ্রীমুখে ধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও সর্ব্বদা ভোগসুখ-আশে ব্যস্ত থাকায় বহু দূরে—অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণনাশকর গৃহান্ধকূপে পতিত রহিলাম!

ওগো মহাতীর্থ! আমি অন্ধ জন। অনন্তকাল ধরিয়া ভোগসুখ-আশে ভবনে পরিভ্রমণ করিতেছি। কৃপাপূর্ব্বক দীন-হীনকে প্রেমনেত্রদানে শ্রীধামের সেবার আলোক দর্শন করাইলে কৃতার্থ হইব। আজ যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নামধাম-প্রচারণে কৃতসঙ্কল্প, যাঁ'র চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যকামপূরণে নিযুক্ত, কবে আমি হৃদয়ে তৃণ ধারণ করিয়া সেবোন্মুখ-চিত্তে গললগ্নী-কৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বার্ষভানবী দয়িত জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর যুগলচরণ-প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নিষ্কপটে গাহিব —

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥

—শ্রীভক্তিগৌরব দাস

চ্যুত ও অচ্যুত

কাঁহার তুষ্টিতে জগৎ তুষ্ট?

ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র অচ্যুত বস্তু। আর ভগবদিতর সকল পদার্থই চ্যুত আখ্যায় আখ্যাত। তিনিই সকল চেতনের মূল চেতনময় বস্তু। সকল প্রকার চেতন সেই পূর্ণচেতন কৃষ্ণেই আশ্রিত। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সেবাবিহীন—খণ্ডিত বস্তু মাত্র। তিনি স্বয়ং পূর্ণ-বলিয়া যাবতীয় অপূর্ণ বস্তুর জনক। সকল অপূর্ণ বস্তু তাঁহাতে সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেখানে অচ্যুত সম্বন্ধ নাই, সেই বস্তু চ্যুত বলিয়া কথিত হয়।

ভগবদিতর বস্তু তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিত হইলেই, তাহা পরিচ্ছিন্ন বা দেশকালপাত্র হইয়া পড়ে। অচ্যুতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতে দেশকালপাত্রগত কোনও অবরতা থাকিতে পারে না। আংশিক বৈভববিগ্রহ পরমাত্মা ও অসম্যক্ অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম শ্রীভগবানেই অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ভগবৎ-স্বরূপেই অন্তর্ভুক্ত প্রতীতিবিষয়।

ভগবানের মায়াশক্তি-প্রকটিত নশ্বর জগতে জগৎ অনেক সময় ভোগপ্রতীতিতে দৃষ্ট ... সেইকালে উহাতে ভগবৎ সম্বন্ধোপলব্ধির বিষয় হয় না। প্রভুর নিকট সেবাবিমুখিনী মায়া আপনাকে ভোগ্যারূপে প্রদর্শন করিয়া নিত্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট করায়। শ্রীগুরুকৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে অর্থাৎ ভগবৎ-প্রপত্তিক্রমে ভগবদিতর বস্তুসমূহকে সেবোপকরণ বলিয়া জ্ঞান হয়। তৎকালে তাদৃশ উপকরণ দ্বারা সেই অদ্বয় সেব্যবস্তুরই সেবা বিহিত হইয়া থাকে

কাঁহার প্রীতি-বিধান করিলে সকলেই তুষ্ট হয় তদুত্তর এই যে, চেতনাচেতন সমস্তই যখন অচ্যুত কৃষ্ণের সহিত জাত বা অজাতভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট ও তদধীন তখন মূলচেতন কৃষ্ণের সন্তোষেই যে জগৎ সন্তুষ্ট ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন -

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

—যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিতৃাদির পূজা হইয়া থাকে, তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অখণ্ড বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশেষ ।৶০
৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। অর্চনপদ্ধতি ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তাফলটীকা সনৌরঃ সানুবাদ
(মাত্র) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ
(রায়কৃষ্ণীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নিদর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-পরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নামাপরাধ ⁄০
৩৫। অর্চনকণ ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। আত্মবোধ ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। স্তবমুক্তাবলী বা বারাবাহ্নকল্পলতী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও ভাষ্য-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদন ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলিখিতঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। স্তব-পুষ্প ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাৎসারশতকম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। ভিদেটিভ ক্যাৰ্ড স ।৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। গোয়াট গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ ডান ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল এ্যাণ্ড
আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ভক্তীয় সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। ব্রজপত্তন গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ বাঁকবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকারিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীব্রহ্মবিদ্যা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুমুরকুণ্ডা,
পোঃ ছিলকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কলিকাতা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—মথুরা।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার কোর্ট,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অর্বাচি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খিড়িপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট প্লেট ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পরিধার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ ও ২০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্‌ পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্ব্বপ্রকার দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহৎ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— টেস্‌সাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ ভাতাদীয়ের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর নিদান নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বায়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

শিউ হেল্‌থ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেন্ট ৩)

লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এমমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বন্ধক	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৫শে জুন

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (ক্রস বা বীম মার্কা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১
২৬ গেজ „ „	১
২৪ গেজ „ „	১১
আর, পি, ডি.	১০৸

গেলভেনাইজ সিমেন্ট, করগেট টিন—

৪।। ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গ	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১৸
২৬ গেজ „ „	১২৸
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭
৪ ফুট চওড়া	৮
টীন পাতি	৩৸৵০—৩৸
„ বোল্টু (গোল)	৩।৵০—৩৸
„ দবারে (চৌকা)	৩।৵০—৩
„ গোল রড ৵০—।৵০ সুতা	৫৵০—৫৸
„ টানা রড-চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—
„ বাণ্ডিল তার	৩৵০—৭

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ স্থি,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

শীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বেনিয়াটে মসলার দর

জিরা	২০৸৯ ১২৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	
মরিচ	২১৸৵০	„
লবণ	৩৸৲	„
বড় এলাচ	২১৲	„
কিসমিস	১৫।০	„
ছোট এলাচ	২৸৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
তেজপাতা	২।০	সের
মেথি	৪।০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	
খাবার সোডা	৬৲	
পেস্তা	২।০	সের
আমলকী	৩।০	মণ
হরিতকী	৩৲	„
বহেড়া	২৲	„
১নং খদির	১৩৲ ১৯৸০	„
ইসবগুল	৮৲	
আঃ হরিতকী	৫।০	„
দেশী সুপারি	১১৲	„
লঙ্কা	১৪।০	

সূতের দর

লম্বী	৫১৲	টাকা
রাঙা	৫৯।০	টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি কুলকাচী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

REG. C1544

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে আষাঢ় সোমবার ১৩৪১, ৮ই জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি

খান বাহাদুর মৌলবী আজিজুল হক শিক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান পদ ইস্তাফা দিয়াছেন। তাঁহার স্থানে শ্রীযুত সুধীরনাথ মৌলিক চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তিনি মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। মহম্মদ আকবরুদ্দীন তাঁহার স্থানে ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক

পদান্তরে প্রকাশ, মহামহোপাধ্যায় ভাগবত কুমার শাস্ত্রী অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

ব্রহ্মপুত্রে নৌকা ডুবি

পলাশবাড়ী কামরূপ জিলার অন্যতম বিখ্যাত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। পলাশবাড়ী হইতে এখানে এক নৌকাডুবির সংবাদ আসিয়াছে। এই নৌকাডুবির ফলে পাঁচজনের মৃত্যু হইয়াছে। ২৬শে জুন তারিখে চিমোবা নামক গ্রামের অনুমান ১৪ জন অধিবাসী তন্মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক ছিল একখানি দেশী নৌকায় করিয়া পলাশবাড়ী হাটে যাইতেছিল। এখানে প্রতি মঙ্গলবারে হাট বসে। পলাশবাড়ী ষ্টিমার ষ্টেশনের পাশে নৌকা লাগাইবার সময় নৌকাখানি প্রবল স্রোতের টানে আরোহী ও মাঝি সহ ডুবিয়া যায়। তিনজন স্ত্রীলোকসহ পাঁচজন ডুবিয়া মারা যায়। এ পর্য্যন্ত মৃত দেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পলাশবাড়ীর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের দিকে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। ফিসারীর সাব ডিভিসনের বাংলো পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল, তাহা জলপ্রবাহে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উক্ত বাংলো স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অনুমান ৫০টি পরিবার অধিকতর নিরাপদ স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

ওয়াধায় গান্ধীজী

কাথিয়াবাড় রাজ্যে মিঃ গান্ধীজীর হরিজন সফর শেষ হইয়াছে। গান্ধীজী তথায় গত ৩রা ১৫৬০৲ টাকার একটি তোড়া প্রাপ্ত হন। এই অর্থ ওয়াধার ক্যাম্প, ওয়াধান সিটি ও জোড়াবর নগর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, মেসার্স হাইটলি এণ্ড কোম্পানীর মিঃ ডি ভবলিউ বোর্ণলী নামে জনৈক ইংরাজ ২৫১৲ টাকা দিয়াছিলেন। কাথিয়াবাড় রাজ্যে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মোট প্রায় ৩৩০০০৲ টাকা।

লক্ষ্ণৌয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রাহাজানী

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা জুলাই অপরাহ্ণে দিনেট সাব পোষ্ট অফিস হইতে ২৮০০৲ টাকা লইয়া একজন পোষ্টাল পিওন জেনারেল পোষ্ট অফিসে যাইতেছিল, তখন দুইজন সাইকেলারোহী ব্যক্তি অতর্কিতে আসিয়া তাহার উপর মারপিট করে এবং উক্ত টাকা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। এখনও তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

৩০,০০০৲ টাকা মূল্যের ঘর

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, খুলনা থানার অধীন বনমালদিয়া নিবাসী কবিরাজ সদানন্দ মিশ্র সাহেবের বিখ্যাত খড়ের ঘরখানি বজ্রপাতে একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। এই ঘরখানি ৩০,০০০ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করা হইয়াছিল ও ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যের কথা এতদঞ্চলে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল। দূর দূরান্তর হইতে বহু লোক এই ঘরখানিকে দেখিতে আসিত। বনমালদিয়া কালুখালি ভাটিয়াপাড়া রেলের মধুখালী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী।

একজন নিহত ও ৯ জন আহত

নরসিংদী হইতে প্রকাশ, ৪ঠা জুলাই দারিয়াপতে এক ভীষণ দুর্ঘটনার ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও ৯ ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। একটি বাড়ীর কিয়দংশ হঠাৎ ধসিয়া পড়ায় ১০ ব্যক্তি চাপা পড়ে। বাড়ীটির নির্ম্মাণকার্য্য তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে সকলকেই তৎক্ষণাৎ বাহির করা হয়, কিন্তু দেখা যায় যে, একজন মারা গিয়াছে ও নয় জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিগণকে সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়; তথায় তাহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নিয়োগ ও বদলী

শাসন বিভাগ

বিদায়ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু সুবোধচন্দ্র বসুকে জলপাইগুড়ি জিলার আলীপুর মহকুমায় নিযুক্ত করা হইল। নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মিঃ বসন্ত কুমার মুখার্জ্জিকে দার্জ্জিলিং সহরে বদলী করা হইল।

বিদায়ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর রায় বাহাদুর শশীভূষণ ভট্টাচার্য্যকে বীরভূম জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

... নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি সদর মহকুমার ভার অর্পণ করা হইল।

বিদায়ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ হাফিজুর রহমানকে নদীয়া জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী তৌহিদুদ্দিনকে রংপুরের সদরে নিযুক্ত করা হইল।

ত্রিপুরার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ নির্ম্মলকান্তি রায় চৌধুরী আই সি এসকে ২৪ পরগণার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

পুলিশ বিভাগ

২৪ পরগণার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার খাঁ সাহেব মৌলবী মহম্মদ পুৎফর রহমনকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত নদীয়া সহরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হইল।

হুগলীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এ জে কেনেডি আই পি কে অস্থায়ীভাবে বর্দ্ধমান বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত করা হইল। এই কাজ তাঁহাকে অতিরিক্ত ভাবে করিতে হইবে।

নদীয়ার ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর সতীশ ব্যানার্জ্জিকে সাময়িকভাবে নোয়াখালীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করা হইল।

—

ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৪শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৪১

অনেক দিন পর কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের শূন্য পদ পূর্ণ হইল দেখিয়া আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছি। গত ৪ঠা জুলাই খাঁন বাহাদুর আব্দুল মমিনের সভাপতিত্বে কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটীমেয়র নির্বাচনের এক সভা হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মৌলবী ফজলল হকের ৭টী ভোটে পরাজিত করিয়া কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকারের পক্ষে ৪৪জন এবং মৌলবী সাহেবের পক্ষে ৩৭ জন ভোট দিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বি-এন রায় চৌধুরী এবং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষের নাম 'ডেপুটী মেয়র' পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী অধ্যাপক ঘোষকে ৫ ভোটে পরাজিত করিয়া ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীকে ৪১ জন এবং অধ্যাপক ঘোষকে ৩৬ জন ভোট দিয়াছিলেন। আমরা আশা করিতেছি যে, এতদিন ঐ পদদ্বয় শূন্য থাকায় কর্পোরেশনের কার্য্যে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণ করিয়া মেয়র মহোদয় নগরবাসিগণের অভাব অভিযোগ পূরণের চেষ্টা করিবেন এবং কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা আরও আশা করি যে, মৌলবী হকসাহেব এবং তাঁহার দলের সকলেই একযোগে সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। জয় পরাজয় সকলেরই আছে। দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ হইলে একপক্ষ জয়লাভ করিবে, অপর পক্ষ পরাজিত হইবে। কিন্তু তাহাতে পরাজিত পক্ষের ক্ষোভ করিবার কিছুই নাই। মৌলবী হকসাহেব বিচক্ষণ ব্যক্তি; সুতরাং তিনি যে সর্বসাধারণের উপকারার্থ আত্মনিয়োগ করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য।

উক্ত দিবসের কর্পোরেশনের সভায় পরলোকগত কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কবিরাজ-শিরোমণি মহোদয়ের স্থান নিরূপণ করা, চরিত্রগুণে প্রাণ [illegible] ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানই যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত কারণ সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার পরলোকগত পিতার জন্য শোক প্রকাশ না করিয়া তাঁহার গৌরবময় কার্য্যসমূহ স্মরণ-পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপাত করিবেন। কবিরাজ-শিরোমণি মহোদয় বাস্তবিকই ভারতের গৌরব। তাঁহার অভাবে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র যে-প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা কত দিনে পূরণ হইবে জানি না। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' ও তৎসংলগ্ন আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতাল দরিদ্রগণের মহোপকার সাধন করিয়া কবিরাজ শিরোমণি-মহোদয়ের গৌরব-স্তম্ভরূপে কলিকাতা মহানগরীতে বিরাজমান।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে অস্থায়িভাবে দুই মাসের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হইতেছে, জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার ন্যায় যোগ্যব্যক্তিকে স্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির আসনে দেখিতে পাইলে আমরা আরও অধিক আনন্দিত হইতাম।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে লোকনাথ দাস নামে দুই ব্যক্তি ছিল। [illegible] পরোয়ানা বাহির হয়। কিন্তু পুলিশ ঐ পরোয়ানা লইয়া অন্য লোকনাথের বাড়ী যায়। শেষোক্ত লোকনাথের বিরুদ্ধে পরোয়ানা ছিল না; সুতরাং সে স্বভাবতঃই প্রতিবাদ করে এবং পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতিকে গ্রেপ্তারে বাধা দেয়। এই কারণে পুলিশ ঐ লোকনাথ এবং অন্য ১২ জন লোককে কোজদারীতে অভিযুক্ত করে এবং বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দেন। আপীলে অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ পি ঘোষ লোকনাথ ও অন্যান্য আসামীদিগকে বে-কসুর খালাস দিয়াছেন এবং রায়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামী লোকনাথের গৃহে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া প্রবেশ করিবার কোন অধিকার পুলিশের ছিল না। সুতরাং গ্রেপ্তারে বাধা দিয়া লোকনাথ প্রভৃতি কোন অন্যায় করে নাই। এই নজির নিম্ন আদালতের হাকিমগণ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ভবিষ্যতে এই প্রকার ঘটনায় নির্দ্দোষব্যক্তি শাস্তি পাইবে না বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

———

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের ফলাফল সম্বন্ধে বৃটেনের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্র বলিতেছেন,—"সমস্ত প্রধান সমস্যাই অমীমাংসিত রহিয়াছে। একটি বন্দুক, একটি ট্যাঙ্ক, একটি এরোপ্লেনও হ্রাস করা হয়নাই,— সামরেজিক বা রণতরীর কথাতো বলাই বাহুল্য! অর্থাৎ, গত দুই বৎসর চার মাস ধরিয়া নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা কোন ফলই প্রসব করে নাই। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে প্রবল রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, তাহা পূর্ব্ববৎই আছে। পক্ষান্তরে জাপান জাতির নূতন করিয়া রণসজ্জার বৃদ্ধি, তথা সমগ্র জাতির মনে সামরিক ভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টা, ইউরোপের সম্মুখে নূতন বিপদ্‌রূপে দেখা দিয়াছে। পশ্চাতে জাপান অস্ত্রগ্রাম ও শান্তি-প্রচেষ্টার বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শীঘ্রই আবার রণ-সজ্জার পাল্লা চলিবে এবং মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে,—এই সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে।" একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে রঘুরাজ! বিশ্বশান্তি শেষে অশ্ব-ডিম্বে পরিণত!!

'ক্রেডিয়ন সংবাদ দিতেছেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একদিকে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিতেছিলেন, অন্যদিকে ছয়টী প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট মিলিয়া আগামী এবার বৎসরে ২৫ কোটি [illegible] ব্যয় করিবেন, এই আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে চারিটী রাষ্ট্রের বাজেটে এক বৎসরে ১১০ কোটী পাউণ্ড ঘাটতি পড়িয়াছে। অর্থাৎ এই সব রণোন্মত্ত জাতিরা তহবিলে টাকা না থাকিলেও, ঋণ করিয়াই রণসজ্জার বাড়াইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। ফ্রান্স, জাপান, রুশিয়া, জার্ম্মাণী—সকলেই তাহাদের তরুণ সম্প্রদায়কে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল— অদূরভবিষ্যতে ঋণভার ও করভার বৃদ্ধি, জনসাধারণের অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশা! মানব [illegible] সভ্যতাকে এই আসন্ন [illegible] মুখ হইতে কে রক্ষা করিবে?

ইন্সিওর-করা খাম উধাও

বেলডাঙ্গা হইতে প্রেরিত দুইখানা খাম অপহৃত হইয়াছে বলিয়া বাজারে সংবাদ আসিয়াছে। উক্ত খাম দুইখানিতে ১৫০০৲ টাকার নোট ছিল। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

বাঙ্গলা সরকারের নোটিশ

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

পাবনা

(১) পাবনা ছাত্র সমিতি, পাবনা (২) সেন্ট্রাল জিমন্যাসিয়াম ক্লাব, পাবনা (৩) পাবনা যুবক সমিতি, পাবনা (৪) রাধানগর জিমন্যাষ্টিক ক্লাব, রাধানগর, পাবনা (৫) শান্তিমন্দির, দিলালপুর, পাবনা।

রংপুর

(১) রংপুর কংগ্রেস কমিটি, রংপুর সহর (২) সৈয়দপুর কংগ্রেস কমিটি (৩) নীলফামারি কংগ্রেস কমিটি (৪) রংপুর মহিলা সমিতি, অথবা রংপুর মহিলা কর্ম্মীসঙ্ঘ বা রংপুর নারী কর্ম্মী সঙ্ঘ (৫) জোতদার কংগ্রেস কমিটি (৬) কলতাবা কংগ্রেস কমিটি (৭) বদরগঞ্জ কংগ্রেস কমিটি।

ত্রিপুরা

(১) ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটি, কুমিল্লা (২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া কংগ্রেস কমিটি (৩) মোগরা কংগ্রেস কমিটি (৪) আখাউড়া কংগ্রেস কমিটি ([illegible] কংগ্রেস কমিটি (৬) চাঁদপুর কংগ্রেস [illegible] (৭) [illegible] কংগ্রেস কমিটি (৮) বাড়েরা কংগ্রেস কমিটি (৯) বুড়িচং কংগ্রেস কমিটি (১০) চাতালপুর কংগ্রেস কমিটি (১১) শ্রীপুর কংগ্রেস কমিটি।

নদীয়া

(১) কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটি (২) দেবগ্রাম কংগ্রেস কমিটি (৩) মুড়াগাছা কংগ্রেস কমিটি (৪) নাকাশীপাড়া থানা কংগ্রেস কমিটি, বেথুয়াডহরী (৫) শান্তিপুর কংগ্রেস কমিটি (৬) কুষ্টিয়া কংগ্রেস কমিটি, (৭) যতীন্দ্রনাথ স্মৃতি পাঠাগার কুষ্টিয়া।

বাখরগঞ্জ

(১) বরিশাল কংগ্রেস কমিটী

বাঁকুড়া

১। শ্রীপুর অভয়আশ্রম (থানা পাত্রসায়র) ২। বেতুর শাখা অভয় আশ্রম, ৩। বেতুর কংগ্রেস কমিটি, ৪। পাত্রসায়র কংগ্রেস কমিটি, ৫। অমরকানন আশ্রম, ৬। কংগ্রেস কমিটী, থানা বাঁকুড়া ৭। নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ সমিতি, থানা বাঁকুড়া ৮। নূতনগড় জিমন্যাসিয়াম ৯। কল্যাণসঙ্ঘ, থানা গঙ্গাজলঘাটি ১০। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামস্থিত শাখা কংগ্রেস কমিটি ১১। ইন্দাস কংগ্রেস কমিটি ১২। তরুণ সঙ্ঘ লাইব্রেরী ১৩। সোণামুখী কংগ্রেস কমিটি ১৪। জয়পুর কংগ্রেস কমিটি ১৫। মদনাপুর কংগ্রেস কমিটি ১৬। গোপালনগর কংগ্রেস কমিটী ১৭। বিষ্ণুপুর কংগ্রেস কমিটী ১৮। কোতলপুর কংগ্রেস কমিটি ১৯। মদনমোহন কংগ্রেস কমিটী।

অতঃপর ৩য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ } ১২ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৪শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৯ই জুলাই ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১১১শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বম্বের গবর্ণমেন্টের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন

পুণা হইতে প্রেরিত বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারের সংবাদে জানা যায়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ... জুলাই মধ্যাহ্নকালে বম্বের গবর্ণর হিজ্ এক্সেলেন্সী লর্ড ব্রেবোর্ণ (Brabourne) মহোদয়ের নিকট অনেকক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাননীয় গবর্ণর ধৈর্য্য সহকারে এই সকল মহোপাদেয় বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহৎকার্য্যের এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার সহৃদয়তার প্রশংসা করিতেছি। রাজপুরুষগণের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ধর্ম্মবিস্তারে সাহায্য করা। বম্বের গবর্ণর বাহাদুর সেই পথে অগ্রণী হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পাবনায়

সুবিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ সনাতনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কতিপয় ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ-ভক্তগণ সহ গত ১৪ই আষাঢ় ২৯শে জুন শুক্রবার দিবস পাবনা জেলার অন্তর্গত বেড়া বন্দর হইতে নৌকাযোগে রওনা হইয়া ঐ দিবস অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় সাহাজাতপুর নামক স্থানে উপস্থিত হন।

স্বামীজী মহারাজের নৌকা সাহাজাতপুর ঘাটে পৌঁছিলে তত্রস্থ অধিবাসিবৃন্দ বিরাট্ সংকীর্ত্তন বাহিনী সহ স্বামীজী মহারাজকে ... করিয়া বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং স্বামীজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া উক্ত সংকীর্ত্তন-বাহিনী সাহাজাতপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগৎ-চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হন। তোরণদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছইটী বিপুল তোপধ্বনি করিয়া স্বামীজী মহারাজের আগমন-সংবাদ বিশেষভাবে বিঘোষিত করেন।

উক্ত শ্রীপ্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে উক্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন।

পুণায়

গত ২৬শে জুন পুণা ফার্গুসান কলেজহলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রফেসার ডি, ডি, পোদ্দার এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সমাগত বহু শিক্ষিত সজ্জন সমক্ষে ইংরাজী ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর শ্রীমুখে সুদীর্ঘকালব্যাপী মর্ম্মস্পর্শী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভদ্রমহোদয়গণ সকলেই উপকৃত ও আনন্দিত হন।

তৎপর দিবস তত্রস্থ ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কর এম্-এ, পি-এইচ্ ডি মহোদয়ের চেষ্টায় একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভার অধিবেশন হয়। ডাক্তার ... এম-এ, পি-এইচ ডি মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শন' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু প্রফেসার, সুকোমলমতি ছাত্র এবং স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীদ্বয়ের মুখে সুযুক্তিপূর্ণ পরমার্থ শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ১লা জুলাই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তিনি ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিযোগ-ক্রমে শোক ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্ন হয়।

গুরুকৃপাবলে কিন্তু শিষ্যগণই ভগবানে সম্বন্ধবিশিষ্ট হন। ভগবৎ-সেবাময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের চিত্ত ভগবদিতর বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। হরিসেবাকার্য্যে নিরত জন নিত্যানন্দময়। যেকালে চিন্ময় ইন্দ্রিয় অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রীতিজ্ঞাপনে নিযুক্ত, তৎকালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের উপাধিগুলির অধিষ্ঠান দেখা যায় না।

অধীক্ষেণ প্রত্যেক জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা নিরুপাধিক সেবা গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা জীবের কামতৃপ্তিফল মাত্র লাভ হয় না। চিদিন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কাম এক-বৃত্তি নহে। ইন্দ্রিয়তর্পণ ও চিন্ময় ইন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবন পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে সেবকের যে নিত্যবৃত্তি ক্রিয়া, তাহাই সাক্ষাৎকার। উহার সহিত বহিঃপ্রজ্ঞার প্রতিকূল সম্বন্ধ। সাক্ষাৎকারের অভাবেই জীবের বাহ্যদর্শন।

শ্রীযোগপীঠে

বিগত ১৭ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা প্রথমাধ্যায় হইতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত চতুর্দ্দশটী গ্রন্থারম্ভক শ্লোক কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরমানন্দ বিধান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পীযূষবর্ষিণী কথা উন্মুখ হইয়া হৃত্কর্ণপুটে পান করা যায় ততই মঙ্গল। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্ত্তিত হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ শ্রাবণ সংখ্যা সম্বৎসর ৪৪৮

"বিষের জ্বালা"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে স্বরূপ রামানন্দের সহিত উজ্জ্বল রসের প্রেমময় আস্বাদন ও বিপ্রলম্ভের অধিরূঢ় বা দিব্যোন্মাদ ভাব যে প্রকারে প্রত্যক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন পূর্বক উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ-সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা-আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

বিষ ও অমৃত এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত দ্রব্য। একটী অর্থাৎ বিষ-সেবনে প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু হইয়া থাকে, আর অপরটী অমৃত জীবকে মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য সেবা-ভূমিকায় 'অমর' করিয়া রাখে। প্রেমভক্তির দ্বারাই শ্রীহরির সাক্ষাৎ সেবা হইয়া থাকে। প্রেমভক্তি পরমামৃতের নির্ঝরিণী। তাহাতে বিষের অধিষ্ঠান সম্ভবপর নয়। তবে বিপ্রলম্ভ-প্রেম চেষ্টায় যে-সকল অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারাদি বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তদ্দর্শনে অর্থাৎ বিপ্রলম্ভের গভীরতা-দর্শনে সাধারণ জনগণ মনে করেন, এই মহাপ্রেমের অধিকারী যেন বিষের জ্বালায় ছটফট করিতেছেন, কিন্তু অপ্রাকৃত জনগণ, মহাভাগবতের অন্তরের সেবানন্দিত আনন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিরহ দশায় সন্দীপ্ত 'কৃষ্ণস্ফূর্তি'তে তাঁহার হৃদয়ে যে পরমানন্দের উদয় হইয়া থাকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। জগতের জনগণ বিরহ-ব্যথায় যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তদ্দ্বারা মহাভাগবতের প্রেমচেষ্টাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া অসুবিধায় পতিত হয়। শোকে মানবের দেহ নষ্ট হয় ও মন ক্ষুব্ধ হয়, তাহার বাহিরে যন্ত্রণা এবং ভিতরেও দুঃখ, সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সে বিরহানলের দংশনে ছটফট করিতে থাকে। শোকাভিভূত জনের দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। তাহার প্রধান কারণ, যে মৃত ব্যক্তির জন্য লোকে অস্থির, তাহাকে আর পাইবার কোনও উপায় নাই। সেই ব্যক্তির নাম, রূপ, কার্যকলাপ সকলই অনিত্য। মৃত্যুর সহিত আর তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। অনিত্য বস্তুতে আসক্তিই দুঃখের জননী। পক্ষান্তরে মহাভাগবতগণ মহাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-জনিত যে-সকল বিপ্রলম্ভ বিকার প্রকাশ করেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা প্রকটিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ—নিত্য, তাঁহার নাম—নিত্য, তাঁহার রূপ—নিত্য, তাঁহার গুণ নিত্য, তাঁহার পরিকর—নিত্য এবং লীলা—নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের নামরূপাদি পঞ্চ বিষয়ের প্রত্যেকটী পূর্ণতম। জড়-বুদ্ধিতে এ বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম না হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে যাঁহাদের হৃদয়ে তত্ত্বের স্ফূর্তি হইয়াছে, তাঁহারা অনায়াসে এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময়বিগ্রহ; তাঁহার নাম আনন্দময়, রূপ—আনন্দময়, গুণ—আনন্দময়, পরিকর—আনন্দময়, লীলা—আনন্দময়ী। সুতরাং যে মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি মহাপ্রেমের বিপ্রলম্ভ-দশা-লাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নামরূপাদি স্ফূর্তি হওয়ায় তিনি যে অন্তরে আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

পরিলক্ষিত হয়। তিনি অরূপ হইয়াও ভক্তের ভাবরূপে আবির্ভূত হন। নিরাকার হইয়াও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-বিশিষ্ট। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবক মহাভাগবতের বিপ্রলম্ভ অবস্থায় বিষ ও অমৃতরূপ দুইটী বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত ভাবের যুগপৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে বিপ্রলম্ভ দশায় বাহিরে যে বিষজ্বালা প্রকাশিত হয় তাহা অন্তরের আনন্দ-তন্ময়তারই চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

উপরে আমরা মহাভাগবতের মহাভাবের দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম। এক্ষণে যে সকল দুর্ভাগা জীব মহাভাগবতের চরণে অপরাধ সঞ্চয় পূর্বক মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধে কটী কথা বলিব। অবশ্য পরচর্চা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে উক্ত দুর্ভাগা জীবগণ সাধারণকে নিজেদের দুর্দশায় টানিয়া আনিবার কুচেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহা হইতে আত্মরক্ষার্থ সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই বিষয়টী আলোচিত হইতেছে। উক্ত দুর্দশা-গ্রস্ত জীবগণ ঊনপঞ্চাশ বায়ুর তাড়নায় সুস্থির থাকিতে পারে না। তাহাদের চিত্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তাহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার আশা যোগাসন করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের কেহ কেহ মর্কট-বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া সাধারণের প্রীতি আকর্ষণে যত্নপর হয়। কেহ কেহ বা বিড়াল-তপস্বী সাজিয়া বসিয়া থাকে। আবার অপর কেহ 'তৃণাদপি-সুনীচতা'-প্রদর্শনের ভাণে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের আড়ৎ খুলিয়া বসে। এই সকল ব্যক্তির কার্য্য-কলাপ একটু লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের হৃদয় মাৎসর্য্য ও হিংসানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। তাহাদের কেহ কেহ বাহিরে আনন্দের ধারা কৃত্রিম উপায়ে প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেও তাহাদের হৃদয় যে বিদ্বেষবহ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, মুখমণ্ডলে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশিত হয়। ইহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—

'বাহিরে কপট আনন্দময়,
ভিতরে শাঠ্য-অহি বিষময়
লোক আশায় হয় ধর ধর।

আমরা শুনিতে পাইলাম জাত-গোঁসাই-চেলায় বাধ্যবাধ্য হইয়া কোন কোন অসম্প্রদ-সঙ্গী মহাপুরুষ বাণী-প্রচার-সৌধচূড়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপের প্রয়াস পাইতেছে, তাহাদের এ চেষ্টায় গিরি-রাজের কোনও ক্ষতিই হইবে না। পক্ষান্তরে লোষ্ট্রনিক্ষেপকারীর অপরাধ-পঙ্কে প্রাণ-বিসর্জন হইবে মাত্র। নিরীহ ব্যক্তিগণ এই শ্রেণীর ব্যক্তির কুচেষ্টায় পতিত হইয়া আশায় বঞ্চিত না হন ইহাই প্রার্থনা।

নরক

আমরা স্বর্গ ও নরক বলিয়া দুইটী কথা শুনিতে পাই। উভয় স্থানই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হরিবিমুখ অনিত্য লোক এবং স্বর্গবাসী ও নরকবাসী উভয়েই মায়ার সুখদুঃখে সুখাসক্ত। স্বর্গবাসী কৃষ্ণবিমুখ ভোগী দেবগণ স্বর্গসুখে এবং নরকবাসী পাপিগণ দুঃখভোগে আবদ্ধ, ইহাই পার্থক্য। পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতন, অপরাধফলে ইন্দ্রের দেবতারও শূকরাদি-যোনিপ্রাপ্তি ও পশুরূপে এই পৃথিবীতে আগমনের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই। সেইজন্য ভক্তগণ স্বর্গ-নরকাদির বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বৈকুণ্ঠপতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন।

নরক-যন্ত্রণা-ভোগের দ্বারা পাপক্ষয় হইলে পাপিগণ এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। পুণ্যের ফল—স্বর্গলাভ এবং পাপের ফল নরকভোগ। পাপ ও পুণ্য উভয়ই ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সাধিত হয়। সুতরাং জীব সেবায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্বক সুকর্ম ও কুকর্মে প্রবৃত্ত বলিয়া মায়াদেবী তাঁহাদিগকে কর্মের নাগর-দোলায় আরোহণ করাইয়া কর্মফল অনুসারে কখনও স্বর্গে এবং কখনও নরকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ মানব মায়ার এই কুহেলিকা বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পতিত হয়।

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণে আবদ্ধ হইয়া জীব নিজের স্বরূপ সেবক-অভিমান বিস্মৃত হইয়া কর্তাভিমান করে। কর্তা ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; এই তিন প্রকার কর্তার ত্রিবিধ শ্রদ্ধাহেতু কর্মের গতিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাহেতু কর্মকর্তা সুখী, রাজসিকী শ্রদ্ধাহেতু কর্মকর্তা সুখী ও দুঃখী এবং তামসিকী শ্রদ্ধাহেতু কর্মকর্তা দুঃখী ও বিমূঢ় হয়। পুণ্য ও পাপের তারতম্য অনুসারে সুখ-দুঃখ-ভোগ জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কর্মকর্তাগণ স্ব-স্বভাবানুসারে যে সকল কর্ম করেন, পরলোকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আবার অধার্মিকগণ যে নানাপ্রকার পাপকার্য্য করে তাহার ফলও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়।

অনেকের ধারণা এই স্থানেই স্বর্গ, এই স্থানেই নরক। কিন্তু তাঁহাদের এই মনঃকল্পিত অনুমান বা ধারণা যে অশাস্ত্রীয় ও ভ্রমাত্মক তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। কারণ, বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র তারস্বরে এই স্বর্গ ও নরকের অবস্থানের বিষয় কীর্তন করিয়াছেন।

স্বর্গের কথা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কোন্ পাপের ফলে কোন্ নরক লাভ হয়, নরকের অবস্থিতি কোথায়, উহা কত প্রকার, তথায় কিরূপ কষ্ট পাইতে হয় তাহাই আলোচনা করিবার আশা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

নরক পাপীরই বাসস্থান। এখানে পাপিগণ দণ্ডভোগার্থ প্রেরিত হয়। নরক-সমূহ ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐস্থানে ঐশ্বর্য্যশালী রবিপুত্র যমরাজ সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর দূতগণের দ্বারা তাঁহার অধিকার মধ্যে আনীত কৃষ্ণসেবা-বিমুখ পাপী ব্যক্তিগণের দোষাদোষ বিচার পূর্বক তাহাদিগকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন।

পাপ ও পাপী যেমন অসংখ্য আছে, পাপীর দণ্ডভোগাগার নরকও সেইরূপ অনেক আছে। তবে আমরা আজ প্রধান প্রধান ২৮টী নরকের বিষয় বর্ণন করিতে মনস্থ করিয়াছি। নরকের বিষয় অবগত না হইয়া জীব পাপে প্রবৃত্ত হয়। তাই

জীবমঙ্গলার্থ পরমভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিতের নিকট অষ্টবিংশতি নরকের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাদের নাম যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তসূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণ-ভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ।

নরকসমূহের নামোল্লেখ করিয়া, কি কি পাপ করিলে কোন্ কোন্ নরকে যাইতে হয়, মৃত্যুর পর কিরূপে সেখানে নীত হয় এবং কোন্ নরক কিরূপ কষ্ট ও ভীতিপ্রদ তাহাই আমরা আলোচনা করিতেছি। নরকের অসহনীয় যাতনার কথা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা অসম্ভব; তবে শাস্ত্রাদি আলোচনায় ইহার আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

জগজ্জীবগণ দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরম বন্ধন করিয়া তাহাদের পোষণ-চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তৎকালে তাহারা পাপাচরণ করিতে কুণ্ঠা-বোধ করে না। কাপট্যধর্ম্ম-বহুল দুঃখদুঃখপ্রধান গৃহে বিরলস হইয়া কলভাষি-শিশুগণের আধ আধ আলাপে ও মনঃপ্রাণহারিণী স্ত্রীগণের নির্জ্জনবিরচিত স্বপ্নসাদৃশ্যরূপা মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া পড়ে; এবং নিরন্তর কেবল দুঃখ-প্রতীকারের দ্বারা দুঃখের কণিকোপশমকেই সুখ বলিয়া মনে করতঃ একটু আনন্দ উপভোগ করে মাত্র।

স্ত্রীপুত্র-পরিবারাদি বা নিজের সুখবিলাসেই যে ব্যক্তি এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম কাটাইল দেখ তাহার মৃত্যুর সময়ে সক্রোধনেত্র ভীষণ যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রাস পায় এবং ভয়ে পুনঃপুনঃ মলমূত্র ত্যাগ করিতে থাকে। অনন্তর যমদূতগণ ঐ গৃহাসক্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষগণ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায় যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে।

———

যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুর সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে আসে। তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হওয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতগণ তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকা-পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত, সূর্য্যকিরণ ও দাবানলতাপে সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। ক্লান্তিবশতঃ সে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, কিন্তু পরে আবার চেতনতা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যম-সদনে নীত হয়।

যে পথে যমপুরে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ—অতি দীর্ঘ। যমদূতগণ কোন কোন দণ্ড্য ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয় তখন সে দেখিতে পায়,—কোথাও জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে; কোথাও বা অপরের দ্বারা আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস খাদ্য হইয়া ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ী সকল টানিয়া বাহির করিতেছে, কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক, দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশংসভাবে ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

তামিস্র নরক ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রাণিগণ উহাতে পতিত হইয়া ভোজ্য ও পানীয়ের অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদির যাতনায় প্রপীড়িত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অতি ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া এই তামিস্র নরকে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই পাপী ব্যক্তি এইরূপ দারুণ দুঃখে পতিত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

ইহ সংসারে যে ব্যক্তি কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া দেহ ও ধনাদিতে 'আমি আমার' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসা দ্বারা অহর্নিশ নিজের ও নিজদেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনেরই ভরণ করে সে ব্যক্তি দেহ ও কুটুম্ব এখানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিদ্রোহজনিত ফলে স্বয়ং রৌরব বা পাপাধিক্য বশতঃ মহারৌরব নরকে নিপতিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যমাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা
বালাত্মজাত্মজাঃ
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি
দুঃখিতাঃ।
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে

(ভাঃ ১১।১৭।৫৬-৫৮)

যে সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তি এই সংসারে নিজ নিজ প্রাণ-পুষ্টির নিমিত্ত পশু বা পক্ষিগণকে হত্যা করিয়া পাপ করে বা এই কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া যাহারা সহায়তা করে, পরলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসদিগেরও ঘৃণিত সেই সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে যমদূতগণ কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ততৈলে পাক করিয়া থাকে। হত্যা-বিষয়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে পাপ স্পর্শ করে, তদ্বিষয়ে মনু বলেন—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি
ঘাতকাঃ॥
(মনু ৫।৫১)

ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, অসদভিমানী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। তদ্রূপ মৎস্যমাংসাদি ভক্ষণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মনু মৎস্য-ভক্ষণ-সম্বন্ধে আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ
উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্
বিবর্জ্জয়েৎ॥"
(মনুসংহিতা ৫।১৫)

—যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়। কিন্তু মৎস্যভোজী—সর্ব্বমাংসভোজী; যেহেতু মৎস্যসমূহ গরু, শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে; সুতরাং এক মৎস্যভোজনে সর্ব্বমাংসই ভোজন করা হয় অতএব মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

(ক্রমশঃ

সাধ্য ও সাধন

সাধ্য ও সাধন একটাংশদ্যাপর, সাধনই সাধ্য, সাধ্য ও সাধনে কোন ভেদ নাই, এই কথাই সাধুশাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণের শ্রীনামই সাধন ও শ্রীনামই সাধ্য। বদ্ধাবস্থায় শ্রীনামসেবা এবং মুক্তাবস্থায়ও শ্রীনামসেবা; কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীদিগের সাধ্য ও সাধনে ভেদ থাকায় উহা অভক্তিমার্গ বলিয়া পরিত্যাজ্য।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তগণের সাধ্য ও সাধন। কারণ, হরিকথা ও হরি একই বস্তু। সেই শ্রবণ কীর্ত্তন-ভক্তাঙ্গে কর্ম্মজ্ঞান-যোগ এর আদির অপেক্ষা নাই। কর্ম্মজ্ঞানাদির ন্যায় হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনও সাধনের একটী অঙ্গ, তাহা অপরাধচরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের বৃথা প্রলাপ মাত্র। শুদ্ধভক্তের হরিকথা-শ্রবণাদির সহিত কর্ম্মজ্ঞানযোগিগণের শ্রবণ-কীর্ত্তনে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ চিত্তশুদ্ধিরূপ স্বকার্য্য সাধন করিবার জন্য হরিকথা-শ্রবণ করেন এবং সাময়িকভাবে চিত্তের স্থিরতা হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ তখনও তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই। কারণ, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। তাহারা ঐরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অনাদর করেন; সাধ্য ও সাধনের ভেদবুদ্ধিতে তাহারা অনাশ্রিতভাবে অনন্তকাল কর্ম্মমার্গের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিচরণ করিতে থাকেন অথবা কৃষ্ণসাধ্য সাধনাদি করিয়াও অধঃপতিত হন।

———

ভক্তগণের এতাদৃশী ইন্দ্রিয়তর্পণপরা বুদ্ধি না থাকায় তাহারা জাগতিক চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতঃ সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথামৃত পরমানন্দে শ্রবণ করেন ও তৎফলে তাহারা অচিরে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। ভগবানও ভক্তবাৎসল্য বশতঃ তাঁহাদের নিকট নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশিত করেন। তখন ভক্তগণ ভগবানের নিত্য নবনবায়মান সেবাসুখে মত্ত হইয়া সকল ইতর আশা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ও পরমার্থ লাভ করিয়া নিত্য সেবাতে নিরন্তর জন্য নিযুক্ত থাকেন। যখন কৃষ্ণই সাধন ও কৃষ্ণই সাধ্য তখন সাধ্য-সাধনে ভেদাভেদ সম্ভাবিত সম্ভব।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সটীক ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৷৷৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। অর্চ্চন-বিবেক-কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
৬। গৌড়ীয়-মাহিমা ৷৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসোবত্ত: সানুবাদ (খাতা) ২৲
১৩। বেদান্তভজনার সানুবাদ (বাধারুজীর) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নিৰ্ব্বাণ ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অমৃতকণ ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতি: ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিধিবদ্ধ: ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়: ৴০
৫৮। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ৷৷৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। রোমাট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্লস্ অ্যাণ্ড আর্কেলজিক্যাল্ ডিস্কোভারি ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। সাবন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়ী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিনোদ-গৌড়ীয় মঠ কমলেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্তাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ চিল্কুলা, বানরুদ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—রোহিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পরিধান আনোসক যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৪	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবন আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— হেমসাগর টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সত্ত্ব নির্যাস নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেকে ৮৲ আট টাকা দাম)। প্যাকও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্
(ডিপার্টমেন্ট ৩)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৮৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪⁄০—৪৷⁄০
আটা এলবার্ট	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৷৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৩ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা চাদ্দরা গুজর	৫⁄০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷৫
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
১২ গেজ	১১৸০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩৷৵
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গ ফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵
২৬ গেজ „ „	১২৷৵
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৵০—১।
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮।

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷
৪ ফুট চওড়া	৮।
টিন পাতি	৬৷৵০—৬৷৵
„ বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵
„ প্যাকে (চৌকা)	৬৷৵০—৬৸
„গোল বড় ⁄০—।⁄০ সূতা ৫⁄০—৫৷৵	
„ টানা বড়-	
চৌকা ⁄০—।⁄০ ঐ	৫৸৵০—৬৲
„ বাকিল তার	৫৵০—৬৸

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বেনিয়াটোলা মসলার দর

জিরা	২০৸৵ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
বং হরিদ্রা	৬৸০	„
মরিচ	২১৸৵০	„
লবণ	৩৬৲	„
বড় এলাচ	২১৲	।
কিসমিস	১৫।০	।
ছোট এলাচ	২৸৵০	সে
কর্পূর	২৸৵০	সে
দারচিনি	১১৲	ম
জৈত্রী	২।০	সে
মেথি	৪।০	ম
মৌরি	৯৸০	ম
কাল জিরা	৭৸০	
খাবার সোডা	৬৲	
পেস্তা	২।০	সে
আমলকী	৩৷০	ম
হরিতকী	৩৲	
বহেড়া	৭৲	
১নং খদির	১৩৲	১৩৸০
ইসবগুল	৮৲	
জাঃ হরিতকী	৫।০	
দেশী সুপারি	১১৲	।
লঙ্কা	১৪।০	

ঘৃতের দর

লক্ষ্মী	৫১৲	টা
মাখা	৪৯।০	টা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible]—৫ নবদ্বীপ দৈনিক REG. C1544
টেলিগ্রাম ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

মাহাযোর হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৪১, ৯ই জুলাই ১৯৩৪

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল

—:o:—

নদীয়া জেলার বিদ্যালয়সমূহের উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের তালিকা

[১ প্রথম বিভাগ, ২ দ্বিতীয় বিভাগ ও ৩ তৃতীয় বিভাগ-জ্ঞাপক]

শ্রীমায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

নেপালচন্দ্র নাথ ১, হরিপদ বসু ১, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২, অখিলচন্দ্র মাইতি ৩, সুধীন কুমার মুখোপাধ্যায় ৩, ননীগোপাল মজুমদার ৩, অশ্বিনীকুমার পাল ২, রাধারমণ আচার্য্য চৌধুরী ২, দুর্গাচরণ দে ২, তারাপদ বসু ১, সুকুমার প্রামাণিক ২, সেখ আব্দার রহিম ২, প্রফুল্লকুমার খাঁ ২, হরিদাস সান্যাল ২, অমলেশচন্দ্র বিশ্বাস ৩, পারুল কুমার বিশ্বাস ২।

বেলপুকুর হাই

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১, সুরবিন্দ [illegible] মণ্ডল ১, অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ২, কালমোহন ভট্টাচার্য্য ২, মোল্লা মোবারক আব্দুল হাকিম ২।

নবদ্বীপ হিন্দুস্কুল

জ্যোতিঃকণা মজুমদার ৩, সমরেন্দ্রনাথ ভট্টনিয়োগী ১, পাঁচুদাস নন্দী ১, বীরেন্দ্র নারায়ণ সান্যাল ১, কালিদাস মুখুটি ১, অভয়াপদ সাহা ১, লক্ষ্মীপ্রসাদ সাউ ১, বঙ্কিমলাল ঘোষ ২, কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, বিভূপদ গরাই ২, মনোমোহন দৈত্র ২।

নবদ্বীপ বকুলতলা হাই

নরহরিপ্রসাদ কাবরাজ ১, নারায়ণ কুমার ঘোষ ১, অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১, কাননবিহারী সরকার ১, দর্পহরি মুখোপাধ্যায় ১, কুমারেশচন্দ্র চন্দ্র ২, অনিলকুমার বিশ্বাস ২, নারায়ণপ্রসাদ গোস্বামী ২, গোপেশচন্দ্র আচার্য্য ২, দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় ২, ব্রজেশ্বর চক্রবর্ত্তী ১, কমলেশচন্দ্র ঘটক ২, বিশ্বনাথ মল্লিক ১, মোঃ তাহামল হোসেন ২, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য ২, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩, রামগোপাল রায় ২, গৌরগোপাল কর্মকার ২, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ১, কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ৈ ২, কিশোরীমোহন নন্দী ২, সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২, অজিতকুমার রায়চৌধুরী ২, হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২, গদাগোবিন্দ গোস্বামী ২, কালিসাধন রায়চৌধুরী ২

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট্ স্কুল

অসিতকুমার মিত্র ১, আনন্দগোপাল সরকার ২, আনন্দকুমার দাস ১, বিপদভঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১, সুধীরকুমার বসু ১, নৃপেন্দ্রনাথ সান্যাল ১, দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ১, নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১, সুন্দরলাল মুখোপাধ্যায় ২, রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১, জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২, মোঃ আসাদুল হক ২, মোঃ মোবারক হোসেন ১,

কৃষ্ণনগর সি, এম, এস্, সেন্ট্ জোন্ হাই

অমলেন্দু বাগচী ২, জ্যোতি চক্রবর্ত্তী ২, প্রবোধকুমার ঘোষ ২, নৃসিংহ নাগ ১, কানাইলাল মোদক ১, হীরালালকুমার বিশ্বাস ২, শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য্য ২, অজয়কুমার লাহিড়ী ১, শ্রীশচন্দ্র সেন ১, সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২, প্রাণধন খাঁ ১, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ১, বিমলেন্দু দাস ১, রবিকেশ চট্টোপাধ্যায় ২, রাজনারায়ণ মিত্র ১, অসিতবরণ কুণ্ডু ১, জ্যোতীশচন্দ্র সিংহ ২, মোঃ বখতিয়ার ২,

কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুল

প্রিয়নাথ সেন ১, মদনমোহন প্রামাণিক ২, গুরুপ্রসাদ মজুমদার ২, বৈদ্যনাথ গুপ্ত ১, রণজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ২, শিবকুমার বসু ১, মণীন্দ্র নাথ বাগ ২, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২, সেখ ইস্‌মাইল ২, অনাদি গোপাল মুখোপাধ্যায় ১, ভবানীপ্রসাদ [illegible] ২, [illegible] বাগ ২, সন্তোষকুমার বসু ১, ভবানীপ্রসাদ পালচৌধুরী ২, তারাচাঁদ লাহিড়ী ২, রবীন্দ্রকুমার বিশ্বাস ২, কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী ২, নিরঞ্জন মজুমদার ২, পঙ্কজকুমার গুপ্ত ১, নবীননারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১, আনন্দকুমার দাস ২, কাজি আব্দুল মোক্তাদির ১।

মুড়াগাছা হাই

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২, নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস ১, রমাপদ বসু ২, কানাইলাল ভট্টাচার্য্য ২, রাধারমণ চট্টোপাধ্যায় ১, ভূপপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় ২, মাধব [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় ৩, নিখিলপতি বসু ১, সুধন্যকুমার মুখোপাধ্যায় ২, বরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, অজিতকুমার তরফদার ২, রামনাথ চট্টোপাধ্যায় ১, দশরথ মিত্র ২।

শান্তিপুর ওরিয়েন্টাল স্যাকাডেমি

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ১, রাস বিহারী নাথ ৩, গোবিন্দকুমার দালাল ১, অনিলকুমার দাস ২, নীলকান্ত বিশ্বাস ১, রামপদ প্রামাণিক ৩, রাজীবলোচন সেন ৩, কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ২, শরৎকুমার মৈত্র ২।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল্ হাই

পরিতোষ বাগচী ১, সুধাংশু ভট্টাচার্য্য ২, শশধর চট্টোপাধ্যায় ২, শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায় ১, কমলাকান্ত প্রামাণিক ১, রণদাচরণ আচার্য্য ১, মাতঙ্গীচরণ ভট্টাচার্য্য ১, সীতানাথ প্রামাণিক ১, নরেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী ১, নদীয়ালাল গোস্বামী ১, সুধীরকুমার লাহিড়ী ১, কাঞ্চনলাল মুখোপাধ্যায় ২, নির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য ১, জ্ঞানরঞ্জন বাগচী ১, নীলকমল বড় ২, নৃসিংহপ্রসাদ সাহা ২, তিনকড়ি সেনগুপ্ত ১, অজিতকুমার দত্ত ২, অরুণ প্রকাশ মৈত্র ২, অরুণ রায় ২।

চাকদহ রামলাল স্যাকাডেমি

মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২, মধুসূদন বিশ্বাস ২, কালীপদ দত্ত ৩, গোবিন্দলাল গোস্বামী ১, প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২।

রাণাঘাট লালগোপাল হাই

নিতাইপদ সেন ২, চন্দ্রনাথ মুখুর্জ্জী ২, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় ৩, সর্ব্বেশ্বর ঘটক ২, উমেশকুমার মুখোপাধ্যায় ২, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২, সরোজকুমার চক্রবর্ত্তী ৩, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২, যামিনীকান্ত ঘোষ ২, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ২, নন্দলাল মিত্র ২, দুর্গাচরণ দত্ত ১।

রাণাঘাট পি, সি, হাই

নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১, বিজেন্দ্রলাল দত্ত ১, দেবনারায়ণ কুণ্ডু ১, সত্যনারায়ণ নাথ ২, লাবণ্যকুমার বসু ১, নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২, বীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক ২, রামনারায়ণ দে ১, নারায়ণ [illegible] প্রামাণিক ২, কাদের বক্স মণ্ডল ১, মোঃ ইয়ুসুফ আলী ২।

শ্যামনগর সিদ্ধেশ্বরীতলা ইন্‌ষ্টিটিউসন

প্রমথনাথ সিংহ ২, কৃষ্ণনাথ বিশ্বাস ১, মোঃ সাজাহান মোল্লা ২, মনোরঞ্জন দাস ২, বিভূতিভূষণ মণ্ডল ১, জিতেন্দ্রনাথ কৌশিক ২, শ্যামাপদ বিশ্বাস ২

দেবগ্রাম হাই.

প্রমোদ বিহারী চক্রবর্তী ২, কিশোরীলাল চক্রবর্তী ১, সুধীরচন্দ্র চৌধুরী ২, যোগেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২, প্রমথরঞ্জন সেন ২, গোলাম মহিউদ্দিন খাদেম ২, নিয়াজুদ্দিন চৌধুরী ২, সিরাজুল ইসলাম খাঁ ২।

মেমনগর বি, ডি, হাই

মদনমোহন চক্রবর্তী ১, রুদ্রপ্রসাদ বিশ্বাস ১, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ২, কানাইলাল ঘোষ ৩, বিশ্বরঞ্জন বসু ৩, শক্তিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১, আলাউদ্দিন সরকার ৩।

মেহেরপুর হাই

গুরুচরণ দাশগুপ্ত ২, অধীরকুমার বাগচী ২, নারায়ণ চন্দ্র সিংহ ২, মদনমোহন দেবানন্দ ২, নির্মলকুমার বাগচী ১, গোবিন্দ রায় ১, নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত ১, মনোরঞ্জন মিশ্র ২, রমেশনাথ ভট্টাচার্য্য ১, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১, নারায়ণচন্দ্র সরকার ৩, রণজিৎকুমার প্রামাণিক ৩, অমীয়কুমার কুণ্ডু ৩, আবদুল সালাম ২।

কাটুরা রাধারাণী ইনষ্টিটিউসন্

অজিতরঞ্জন দত্ত ১, নরেশচন্দ্র হালদার ২, মোঃ হিরাজুদ্দিন বিশ্বাস ২, প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস ১।

আলমডাঙ্গা হাই

রাধারমণ সাহা ১, অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২, রণজিৎকুমার সাহা ২, মনোমোহন দাস ২, মতীন্দ্রকুমার মণ্ডল ২, অমলকুমার দাশগুপ্ত ২, অপূর্ব্বকৃষ্ণ সরকার ১, রাধারঞ্জন বিশ্বাস ২, মোঃ আবদুল রহমান মোল্লা ২।

কুষ্ণপুর শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম

যামিনীকান্ত পাল ২, প্রভাতকুমার বিশ্বাস ২, ভগীরথ চরণ বিশ্বাস ১, বিভূপ্রসাদ বিশ্বাস ২, অর্দ্ধেন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ৩।

আমেরপুর বি-এম, হাই

প্রাণনারায়ণ বাগচী ১, মহিতকুমার বাগচী ১, সত্যেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১, ভবপ্রসাদ বাগচী ১, রামপদ সরকার ২, কনকেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ২, অবনীমোহন ভদ্র ২, মোঃ নুর মহম্মদ ২।

চুয়াডাঙ্গা ভি, জে, হাই

প্রমোদকুমার সান্যাল নলিনীভূষণ গুপ্ত ৩, সুধাংশুভূষণ বিশ্বাস ১, সুধীরকুমার চক্রবর্তী ১, শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ১, রাধাকৃষ্ণ নাথ ১, [illegible] বসু ৩, চিত্তরঞ্জন নাথ ৩, [illegible] নাথ ৩, [illegible] ১, আবদুল [illegible] হক ১, মোঃ [illegible] ২।

মুন্সীগঞ্জ এম এস হাই

[illegible] বিশ্বাস ১, সন্তোষকুমার মুট ৩, গিরিজাভূষণ পাল ৩, অমরনাথ পাল ১, অভয়কুমার পাল ৩, আবদুল মজিদ ১, গৌরচন্দ্র পাল ২।

আমলা সদরপুর হাই

ননীগোপাল বিশ্বাস ৩, ব্রজানন্দ মণ্ডল ১, সত্যনারায়ণ সাহা ১, বিমলচন্দ্র সাহা ১, লক্ষ্মীনারায়ণ কুণ্ডুসাহা ১, মোঃ আফসারুদ্দিন বিশ্বাস ২

সুধাকরপুর হাই

বলাইচন্দ্র বিশ্বাস ২, রামমোহন সিংহ ২, পাঁচুগোপাল বৈরাগ্য ৩, মণিমোহন বিশ্বাস ২, করুণাময় মুখোপাধ্যায় ২, বিমলকৃষ্ণ দত্ত ২।

ভুলিয়াদহ হাই

কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় ২, হেমচন্দ্র নাথ ৩

মাজিদা রাইলবাজার হাই

রমেশচন্দ্র সান্যাল ১, এযকপ্রসাদ বাগচী ১, অনিলকুমার বিশ্বাস ২, পঞ্চানন বিশ্বাস ২, রমণীমোহন বিশ্বাস ২, মুরারিমোহন বিশ্বাস ১, পরেশ নাথ দে ১, ভুজুমার দত্ত ১, মোঃ নবিমুদ্দিন ৩, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য ২, ভবনাথ তরফদার ২।

খাসুকদিয়া হাই

নীলকমল হালদার ২, ভোলানাথ সাহা ২, বিভূতিভূষণ পাল ২, পরিতোষ চক্রবর্তী ২, দেবেন্দ্রকুমার সিংহরায় ২, শান্তিময় মুখোপাধ্যায় ১, সুবোধকুমার মিত্র ১।

গোসাই দুর্গাপুর হাই

পশুপতি বিশ্বাস ২, আনন্দভূষণ পাল ২,

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমি

বিভূতিভূষণ বসু ১, কল্যাণকুমার রায় ১, নির্মলকান্ত নন্দী ২, বিমলকুমার নাগ ২, মোঃ আজিজুল হক ৩, মোঃ লুৎফুল হক ২,।

কুষ্টিয়া হাই

রণজিৎকুমার সরকার ১, কাজিমদ্দি বিশ্বাস ১, প্রেমাংশুকুমার রায় ১, পরেশচন্দ্র সাহা ৩, সুশীল কুমার সরকার ২, চন্দ্রভূষণ নন্দী ২, সুবোধচন্দ্র গোস্বামী ২, তারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ২, নগেন্দ্রনাথ পোদ্দার ৩, গৌরচন্দ্র দত্ত ১, অজিতনাথ চক্রবর্তী ১, বিমলকুমার মজুমদার ১, সুরেশকুমার প্রামাণিক ২, অনাদিকুমার দত্ত ১, কৃষ্ণগোপাল মুখোপাধ্যায় ১, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ২, অমিয়কুমার বাগচী ১, বাদলচন্দ্র দাস ১, সচ্চিদানন্দ [illegible] ২, অপূর্ব্বকুমার নন্দী বিভূতি সেন ২, কৃষ্ণপদ কর্মকার ১, গণেশচন্দ্র রায় ২, সুধীরকুমার সান্যাল ১, মথুরানাথ পাল ২, সুধীরকুমার পাল ১, পদ্মচরণ শুর ২, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩, শরৎকুমার অধিকারী ২, সুশান্তকুমার [illegible] ২, অপাংশু মোহন মজুমদার ২, নরেন্দ্রকৃষ্ণ নন্দী ২, সুধীররঞ্জন সেন ৩, অনিলবরণ বিশ্বাস ২, অসিতবরণ সাহা ৩, শরচ্চন্দ্র ঘোষ ২, মোঃ কফিরুদ্দিন বিশ্বাস ২, মীর মোকাদ্দম আলী ২, মুজফ্ফর হোসেন মণ্ডল ২, লুৎফর রহমান ২, চৌধুরী সিরাজুল হক্ ২।

শিকারপুর হাই

জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য ১, ফণীভূষণ মণ্ডল ২, প্রবোধকুমার বিশ্বাস ২, যতীন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস ২, কৃষ্ণদাস হালদার ২, শান্তিকুমার সরকার ২, মোঃ আবুলকাশেম মণ্ডল ২, মোঃ চাঁদমল্লিক সরদার ১, মোঃ মুজাউদ্দিন বিশ্বাস ১।

প্রাইভেট্

মাধুরী চৌধুরী ১, সুধারাণী দেবী-চৌধুরাণী ২, মঞ্জিলা বৈদ্য ১, বীণাদেবী ২, দুর্গা মুখোপাধ্যায় ২, সুপ্রীতি মজুমদার ১, মাধবী বিশ্বাস।

রমণীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

পাতিয়ালা রাজ্যের কোনও গ্রামে এক বীর রমণীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে একটী ডাকাতির চেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হইয়াছে ও ডাকাত দল ধৃত হইয়াছে তাহার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, গত শুক্রবার রাত্রে পাঁচজন সশস্ত্র ডাকাত এক জমিদারের গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া জমিদার পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার ও টাকাকড়ি দাবী করে এবং না দিলে তাঁহাকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। জমিদার পত্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও সাহসী। তিনি কান্নাকাটি না করিয়া তাঁহার গায়ের কতকগুলি অলঙ্কার খুলিয়া ডাকাতদিগকে দেন এবং বাহিরের যে ঘরে তাঁহাদের অলঙ্কারাদি ও নগদ টাকাকড়ি মাটির নীচে পোঁতা আছে ডাকাতগণকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার স্বামীকে বলেন। প্রকাশ যে, ডাকাতগণ তখনই তথাকার মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করে।

বলা বাহুল্য সে বাড়ীতে মাটির নীচে কিছুই পোঁতা ছিল না এবং বাহিরের সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যেই কেবল জমিদার পত্নী এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ডাকাতগণ যখন মাটী খুঁড়িতে ব্যস্ত ছিল তখন তিনি অলক্ষ্যভাবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যান এবং গ্রামবাসীদিগকে ডাকাইয়া তাঁহাদের সাহায্যে বাড়ী ঘেরাও করিয়া ডাকাতদলকে ধৃত করেন।

তালাবদ্ধ ট্রাঙ্কে মুণ্ডহীন দেহ

বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আপার সার্কুলার রোডে একটি গাছের নীচে অন্ধকারে তালাবদ্ধ একটী পুরাতন ট্রাঙ্কে এক হিন্দুস্থানীর মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গিয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত করিতেছে।

প্রকাশ, বেলেঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইনস্পেক্টর সাইগল এবং ঐ থানার আর একজন ইনস্পেক্টর আপার সার্কুলার রোড দিয়া শ্যামবাজারের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় পদ্মা পার্কের সম্মুখে, বাস দাঁড়াইবার স্থানের নিকটে অন্ধকার স্থানে তালাবদ্ধ একটী পুরাতন ট্রাঙ্ক দেখিতে পান। ট্রাঙ্কটী ধরিয়া তুলিতে গিয়া তিনি দেখেন যে, উহা অত্যন্ত ভারী। ইহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ হয় ও তিনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানায় টেলিফোনে সংবাদ পাঠান। ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইনস্পেক্টর এস্ এন দে ঐ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে উপস্থিত হন ও তালা ভাঙ্গিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখিতে পান ট্রাঙ্কে একটি মুণ্ড, হাত দুইখানিও কাটা। মনে হয়, মৃতদেহটি ট্রাঙ্কে পুরিবার সময় হাত দুইখানা কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল।

মৃত ব্যক্তির রং খুব কালো, মৃতদেহে পচন আরম্ভ হয় নাই, সুতরাং মনে হয় ইনস্পেক্টর সাইগল ট্রাঙ্কটী দেখিবার বড় জোর তিন চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে লোকটীকে হত্যা করা হইয়াছিল। লোকটির আকার মাঝামাঝি, তাহার একহাতে উল্কি ছিল। তাহার পরণে একখানা ধুতি ছিল, ধুতি যে ভাবে পরা ছিল, তাহাতে মনে হয়, লোকটি হিন্দুস্থানী।

এখনও এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। খুব সম্ভব, হত্যাকারীরা অন্যত্র কোথাও লোকটীকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ ট্রাঙ্কে আবদ্ধ করিয়া কোনও গাড়ীতে উহা তথায় আনিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

উত্তর বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং পুলিশ কর্মচারীদের প্রাথমিক তদন্তের তত্ত্বাবধান করেন। প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া পুলিশ মৃতদেহটী শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করিয়াছে।

উপরে মৃতব্যক্তির আকৃতির যে বর্ণনা দেওয়া হইল, সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট কোনও লোক নিরুদ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে সেই সংবাদ উত্তর বিভাগের কমিশনারের গোচর করিলে তদন্তের সুবিধা হইবে।

মৃতদেহের মুণ্ডটির জন্য এবং অপরাধীদের জন্য পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

নদীয়ার আবহাওয়া

বর্ষাকালে বিচিত্র বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে এই বর্ষায় কৃষকগণের সুবিধাই হইতেছে বৃষ্টি ও সূর্য্যের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ | ১৩ বামন | গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৫শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১০ই জুলাই ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ১১২শ সংখ্যা

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বিরহ-মহোৎসবে আহ্বান

আগামী কল্য ২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই বুধবার শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিংশ বার্ষিক-তিরোভাব মহোৎসব ঠাকুরের ভজন-স্থলী ও সমাধি-ক্ষেত্র গোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে সমারোহে সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে অদ্য ও আগামী কল্য মহাজন-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ঠাকুরের পরমার্থ-শিক্ষাপদ চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ হইবে। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রকেই এই মহোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ১ ঘণ্টাকাল শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ,কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-বিবৃতি পাঠ করেন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

> গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
> গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
> এ তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
> অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

———

গ্রন্থপাঠকালে পণ্ডিতজী বলেন—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যাহাই শ্রৌতপারম্পর্য্যে ভজনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রৌতপথ সর্ব্বদাই আনুগত্যময়। আমরা নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া কখনও একলম্ফে মায়িক জগৎ হইতে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারি না। তাই আমাদের সৌভাগ্যফলে পরম দয়াময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে জীবের দ্বারে প্রেরণ করিয়া তাঁহারই দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দের আকর্ষণ দ্বারা মনোহভীষ্ট-পূরণকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ-প্রাপ্তির অদ্বিতীয় সরণি ভক্তির সন্ধান জীবকে দেন।

———

বৈষ্ণবগণ পতিতপাবন এবং বাঞ্ছা-কল্পতরু। তাঁহারা জীবের কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষা-পূরণকারী। বিষ্ণুপূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা বড়। যদিও বিষ্ণুই বিশ্বের পালন-কর্ত্তা এবং সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্থল তথাপি তিনি ভক্তিযোগে বৈষ্ণবের নিকট আবদ্ধ এবং ভক্তাধীন। জীব নিজে নিজে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পাইতে পারেন না, একমাত্র বৈষ্ণবের কৃপাতেই অনায়াসে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ কখনও নিজেরা অন্যের সেবা গ্রহণ করেন না, নিজে ভোক্তা বা কর্ত্তা সাজেন না। তাঁহারা সকল জীবকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। আবার শ্রীগুরুদেব প্রত্যেক উন্মুখ জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মসেবামৃত দান করিয়া প্রীত হন। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপূরণকারী শ্রীগুরুদেব অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেবের নাম, ধাম এবং কামসেবায় নিযুক্ত এবং ভক্তগণকেও স্বীয়ানুগত্যে শ্রীগৌরনাম-প্রচারে নিযুক্ত করেন। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ এই তিনের আশ্রয় অবলম্বন করিলেই যে জীবের ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ এবং কৃষ্ণসেবাবাঞ্ছা পূরণ হইয়া থাকে তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভেই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই পাঠ-শ্রবণে পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তিশাস্ত্রীজী মহাজন পদাবলী ও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

গত ৩রা জুলাই মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ভগবদ্বিমুখ জীবগণ লৌকিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় নানা কামের আবাহন করেন। ঐ কামনা-পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাদের চিত্ত অশান্ত হয় এবং তত্তৎ-বাসনা-পূরণকল্পে তাঁহারা বিপথগামী হইয়া অভক্তিপথের পথিক হন। কিন্তু ত্যাগিগণ ভোগিগণের এই জড় ভোগানন্দে প্রমত্ত হন না। ভোগী বা ত্যাগী উভয়েই কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে কোন কার্য্যই করেন না।

———

হরিসেবা না করিলেই জীব মৎসর-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পরহিংসায় ব্যস্ত হন। তৎকালে তাঁহারা ভগবানের অংশকলা প্রকাশমূর্ত্তি সমূহের নিত্যসেবায় কুণ্ঠিতাশয় হন না। যাঁহারা এই হিংসা পরিত্যাগ করেন,তাঁহারাই উপাস্য বিচারে ভগবানকে লাভ করেন। অন্যাপরবশ জনগণ আরোহপথাবলম্বনে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে বিচরণ করেন। আর ভক্তগণ অবতার-বাদাশ্রয়ে নির্ম্মৎসরতা ও সাধুতা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ প্রভৃতির কামনা দ্বারা বঞ্চিত হন না।

গত ১৫ই আষাঢ় শনিবার সাহাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে এক বিরাট ধর্ম্মসভা আহূত হয় এবং ঐ সভায় 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হয়। সভায় শিক্ষিত সমাজের প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি যোগদান করেন।

———

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য গোস্বামীর কৃপাদেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহোদয় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ব্যাপী ওজস্বিনী ভাষায় 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ একটী জনপ্রিয়তাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, এবং পরে স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং উক্ত বিষয়ে আরও এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

———

স্বামীজী মহারাজের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আনন্দ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

———

শ্রীপাদপত্তনানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ৯ই আষাঢ় রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্ব মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীকে লইয়া আসেন। তৎপর বিচিত্র ভোগ দিয়া প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। স্বামীজী, পরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া প্রায় সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ বামন ৪৫৭ গৌরাব্দ ৪৪৮

বৈষ্ণব-চরিত্র

বৈষ্ণবের ত্রিবিধাবস্থা

বিষ্ণু উপাসকগণ বৈষ্ণব সংজ্ঞায় অভিহিত। ভজনের অবস্থাভেদে তাঁহারা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কনিষ্ঠ ভক্ত লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চাবিগ্রহের পূজা করেন, কিন্তু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ না হওয়ায় হরিভক্তগণের পূজা করেন না। অপ্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কনিষ্ঠাধিকারী 'প্রাকৃত ভক্ত' অভিধানে অভিহিত এবং তাঁহার ভক্তি-পথ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তাঁহাকে 'বৈষ্ণবাভাস' বা 'ভক্তপ্রায়' শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তগণকে মৈত্রী, মূঢ়লোকে কৃপা এবং বিদ্বেষী লোকের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি 'মধ্যম ভক্ত' আর যিনি উত্তম ভাগবত, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার [illegible] শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান। সহজ কথায় যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দক্ষ হইয়া দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই উত্তম ভাগবত; যিনি দৃঢ়শাস্ত্রযুক্তি জানেন না অথচ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে দৃঢ়-শ্রদ্ধাযুক্ত তিনি মধ্যমভাগবত আর যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই তিনি কনিষ্ঠাধিকারী।

বৈষ্ণব সকলের পূজ্য

বৈষ্ণবগণ সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমেরই পূজ্য। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বমঙ্গলের অধিকারী বলিয়া তাঁহাদের সেবা করিলে বাঞ্ছাতিরেক মঙ্গল হইবে। সর্ব্বমঙ্গল-নিলয়—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম; এই কৃষ্ণপাদপদ্ম বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত। বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার আর কোনও উপায় নাই। বৈষ্ণবের হৃদয় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি বলিয়া—

"সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥"

বৈষ্ণবগণকে আমরা দুই অবস্থায় দেখিতে পাই—গৃহস্থাবস্থায় ও গৃহত্যাগিরূপে। [illegible] অবস্থাতেই তাঁহারা থাকুন তাঁহারা সকলেরই পূজ্য। যে-কোন কুলে ইঁহারা আবির্ভূত হউন, তাঁহারা সকলের ভক্তির পাত্র।

বৈষ্ণব-জনে উপেক্ষা

কালক্রমে আমরা এহেন পূজ্যতম বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা সাধারণ ব্যক্তিগণে অনেক সময় লক্ষ্য করি। ইহার কারণ অনুসন্ধানে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিতে পতিত হয়। একশ্রেণীর ব্যক্তি—ঈর্ষাপরায়ণ; তাহাদিগকে বিবৃতি বুঝাইলেও তাহারা নরক গমনের জন্য বদ্ধ পরিকর। তাহাদিগকে উপেক্ষা দ্বারা কৃপা করিবার উপদেশ দিয়া ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

প্রচারকের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য বিষয়

অপর শ্রেণীর ব্যক্তি সংশোধন-যোগ্য। আউল-বাউলাদি নেড়ানেড়ীর দলই তাঁহাদের বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা উৎপাদন করাইয়াছে। তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আগাছা ঐ অপ-সম্প্রদায়গুলিকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা—প্রকৃত বৈষ্ণবের আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলে, আপনা হইতেই তাঁহাদের মস্তক বৈষ্ণবের চরণে প্রণত হইবে। বর্ত্তমানে বিশ্ববৈষ্ণব-[illegible] ফলে আমরা এই কথার সত্যতা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি।

"দুষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈঃ" শ্লোক উদ্ধৃত শ্রদ্ধ জনগণকে বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু যাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রচারকগণের—বিশেষতঃ ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবগণের আচরণ এরূপ হওয়া দরকার যাহাতে ছিদ্রান্বেষিগণ সাধারণ ব্যক্তিগণ কোনও প্রকার খুঁৎ না পায়। মক্ষিকার যেমন ব্রণে আনন্দ, বহির্ম্মুখতার সর্ব্বপ্রকার ছিদ্রান্বেষণে আনন্দ। ছিদ্রান্বেষিতা বহির্ম্মুখতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ হওয়ায় বহির্ম্মুখ জনগণ এই হেয় বৃত্তিটী ত্যাগও অবস্থান করিতে পারে না, সাধুর গুণ-কীর্ত্তন তাহাদের কুষ্ঠিতে আছে কিনা জানি না। যখন ঐরূপ বহির্ম্মুখ ব্যক্তি এক স্থানে সম্মিলিত হয়, তখন প্রসঙ্গ তাহাদের হৃদয়ে স্থান না পাওয়ায় তাহারা পরনিন্দায় ও পরচর্চ্চায় রত হয়। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"গুরু বলে যদি বিন্দু বৈষ্ণে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥"

বৈষ্ণবাপরাধ ভীষণ জিনিষ। প্রচারকগণ সর্ব্বসাধারণকে এই ভীষণ হিংস্র জন্তুর কবলে পতন হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন। অপরের মঙ্গলের জন্য প্রকৃত পরহিতৈষী ন্যায়-অন্যায় বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন; তাহা কিছু পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা নহে, তাহা ভালবাসার বা স্নেহের চিহ্ন। অপরের মঙ্গল-সাধন উদ্দেশ্য না লইয়া ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার মনে দুঃখ-প্রদানের জন্যই দোষ-প্রদর্শনের চেষ্টায় ছিদ্রান্বেষিতা প্রকাশ পায়। কোন্ উদ্দেশ্যে যে কি কার্য্য করিতেছেন, তাহা তিনি নিজের মন নিজে অনুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তবে অন্তঃকরণের ভাব প্রায় সময়েই কার্য্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিজেদের বিরুদ্ধে অপরে কেহ কিছু বলিলে যে প্রকার কষ্ট বোধ হয়, অপরের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাঁহারও সেই প্রকার কষ্ট বোধ হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া প্রচারক অপরকে অনাবশ্যক আক্রমণ করিবেন না। বৈষ্ণব-প্রচারক আচার ঠিক রাখিয়া কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর আদিষ্ট "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিলে নিতান্ত ঈর্ষাপর-জন ব্যতীত সকলেই তাঁহার অনুগত না হইয়া পারে না। যদিও সকল প্রকার বৈষ্ণবকেই সচ্চরিত্র থাকিতে হইবে, তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষরূপে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভেকধারী বৈষ্ণব গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোনও প্রকার দোষ দেখা যায় তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

নির্জ্জনভজনানন্দীর কৃত্য

নিষ্কিঞ্চন বিবিক্তানন্দী বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধারপূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য

"যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংসিলে।
তা'র শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥

নরক

(২)

ইহলোকে যে ব্যক্তি—ব্রহ্মঘাতী, সে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি—দশ সহস্র যোজন, ঐ স্থান তাম্রময় সমভূমি। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি এবং ঊর্দ্ধদেশ হইতে প্রখর তাপে ঐ তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ব্রহ্মহত্যাকারী ঐ স্থানে পতিত হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহার শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তাহাতে সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান এবং কখনও ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। পশুদেহে যত সংখ্যক লোম আছে ঐ পাপীকে তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে কিম্বা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীরদণ্ডে দণ্ড দেয় সেই পাপী পরলোকে যাইয়া শূকরমুখ নামক নরকে পতিত হয়। তথায় অতি বলশালী যমদূতগণ তখন ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় উহার অবয়বসকল নিষ্পেষণ করে, তখন সে আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকে এবং মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখন কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

বিবেকযুক্ত মানবগণ যদি বিবেকহীন জন্তু প্রাণিগণকে পীড়ন করে, তাহা হইলে সেই পাপের ফলে সে অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, উকুন, মৎকুন অর্থাৎ ছারপোকা ও মক্ষিকাদি যে সমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে। তাহাতে তাহার নিদ্রাসুখ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তখন সে আর কোথায়ও আশ্রয় পায় না। জীব যেমন কর্ম্মফলানুসারে ভিন্নাদি কুৎসিৎ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায় সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে।

যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অতিথি বালবৃদ্ধদিগকে তাহার যথাযথ অংশ না দিয়া আপনি ভোজন করে, যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে পরকালে কৃমিভোজন নামক অতি নিকৃষ্ট যোনিতে পতিত হয়। সেই নরকে লক্ষযোজন বিস্তৃত একটী কৃমিকুণ্ড আছে। সে সেই কুণ্ডের কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে এবং তথাকার কৃমিরাও তাহাকে ভক্ষণ করে।

যে সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ইহলোকে অগম্যা-স্ত্রীতে কিংবা যে স্ত্রী অগম্য-পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে তপ্তসূর্মী নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্তলৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষ-মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়। যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতে অভিগমন করে পরলোকে যমকিঙ্করগণ তাহাকে বজ্রকণ্টক-শাল্মলী নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নরকে এক শাল্মলী বৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক—বজ্রতুল্য; যমদূতগণ পাপীকে উহার উপর চড়াইয়া টানিতে থাকে।

ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি সৎকুলজাত হইয়াও স্ব-স্ব ধর্মমর্য্যাদা রক্ষা করে না, সেই সকল ব্যক্তি অবমানিত হইয়া পরলোকে বৈতরণী-নদীতে নিপতিত হয়। ঐ নদী নরকের পরিখা-স্বরূপ; তাহাতে যে সকল হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ঐ পাপীকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহনাশ বা প্রাণ বহির্গত হয় না। নিজের পাপজনিত কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, বসা-বাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে।

যে সব লোক এই সংসারে শূদ্রাপতি হইয়া শৌচ, নিয়ম ও আচার হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং লজ্জাবিহীন হইয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করে, মৃত্যুর পরে তাহারা পূয়োদ নামক নরকের পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা এবং লালাপূর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সেই সকল অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করে। ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি যে সকল লোক কুকুর গর্দ্দভপালক হইয়া তদ্দ্বারা বিহিতকাল ব্যতীত অন্য সময়েও মৃগয়ায় বহির্গত হয় এবং পশুহনন করে, মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে প্রাণনিরোধ নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তথায় উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শরদ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে। আবার যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে কেবল দম্ভ প্রকাশ করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশুবধ করে, পরলোকে তাহারা বৈশস নামক নরকে পতিত হয়। যমদূতগণ তাহাদিগকে বেদনা দিয়া বধ করে।

ইহলোকে যে ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, গৃহে অগ্নি দেয় অথবা পরপ্রাণ-নাশার্থ বিষদান করে অথবা যে সকল রাজা বা রাজপুরুষ প্রবাসী বণিক্‌গণকে হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহারা সারমেয়াদন নামক নরকে গমন করে। তথায় সপ্তশত-বিংশতি সংখ্যক বজ্রদংষ্ট্র কুকুর তাহাদের বজ্রতুল্য দংষ্ট্রা দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই সকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে।

যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্যপ্রদানসময়ে বা ক্রয়বিক্রয়-কালে কিংবা দানসময়ে কোন প্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতগণ তাহাদিগকে শত-যোজন উন্নত পর্ব্বতশিখর হইতে অধঃশির করিয়া অবীচিমৎ নামক নরকে নিক্ষেপ করে। উহাতে কোন অবলম্বন-স্থান নাই। উহাতে পতিত হইয়া পাপিগণের শরীর ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকে; কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় না। যমদূতগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চপ্রদেশে উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে। যমদূতগণ পাপিগণকে এইরূপে নানা যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে।

ইহলোকে যে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুরা পান করে কিংবা যে কেহ ব্রতস্থ হইয়া, অথবা যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রমাদ বশতঃ সোম পান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে অয়ঃপান নামক নরকে লইয়া গিয়া পদ দ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ-সংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করে।

এই সংসারে যে আত্মসম্ভাবিত ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও 'আমি বড়' বলিয়া মিথ্যা অহঙ্কার পূর্ব্বক তদপেক্ষা জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমাদি সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বহুমানন করে না, সে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই মৃতাবস্থ হইয়া থাকে, আবার মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে অধোমুখ করিয়া ক্ষারকর্দ্দম নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় সে অত্যন্ত দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

যে সকল ব্যক্তি হত্যালক্ষণ যজ্ঞ দ্বারা ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া ছাগাদি পশু ভক্ষণ করে, মৃত্যুর পর সেই সকল হিংসিত পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া ঘাতকের সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে। যাহারা পূজার ছলনায় শূল অথবা সূত্রাদিতে পশুকে বিদ্ধ করে এবং ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে শূলপ্রোত নামক নরকে নীত হয়। তথায় তাহাদের দেহ শূলাদিতে প্রোথিত হওয়ায় তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক্‌ হইতে কঙ্ক ও বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যম-যাতনায় অস্থির হইয়া জীব স্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিতে থাকে।

অতিথি-সৎকার করা গৃহস্থের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল গৃহপতি অতিথি অভ্যাগত দেখিলে বারম্বার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপকুটিল দৃষ্টিদ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা পর্য্যাবর্ত্তন নামক নরকে পতিত হয়। তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন-চঞ্চু বিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।

যে ব্যক্তি ইহলোকে ধনমদে মত্ত হইয়া 'আমি—শ্রেষ্ঠ' এইরূপ অহঙ্কারে বক্র-দৃষ্টি হয়, ধনক্ষয়-ভাবনায় যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইতে থাকে, ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরুজনের প্রতিও যে সন্দিগ্ধমনা হয়; সুতরাং কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না—পিশাচের ন্যায় কেবল অর্থের রক্ষামাত্র করিয়া থাকে। যে-ব্যক্তি ঐ প্রকার অর্থের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি বিষয়ে চিত্ত সন্নিবেশ করে সে পরলোকে সূচীমুখ নামক নরকে নিপতিত হয়। যমদূতগণ তথায় ঐ ধনপিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করে।

যমালয়ে এই প্রকার শত সহস্র নরক আছে। যে সমস্ত অধার্ম্মিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিংবা হয় নাই, তাহাদের সকলেই পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল নরকে প্রবেশ করে। আর যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা স্বর্গাদি পুণ্যময় লোকে গমন করে, কিন্তু পাপ বা পুণ্য শেষ হইতে না হইতেই জীবগণ পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য আবার এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতি-বিধানে তৎপর হইলে জীব আনন্দময় ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারেন এবং তাঁহাকে আর এই দুঃখময় দেবীধামে প্রত্যাগমন করিতে হয় না।

পাপ করে না এমন লোক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং আমরা প্রায় সকলেই যে নরকের যাত্রী তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। সংসার এই ভীষণ দুঃখপ্রদ নরকের দ্বারস্বরূপ। এই দ্বারেই যখন আমরা দণ্ডায়মান অর্থাৎ যখন সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় পাইয়াও দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমাদের ভোগাসক্তি গেল না, সংসারে বৈতৃষ্ণ্য জাগিল না, হরিনামে রুচি বা গুরু-কৃষ্ণসেবায় লোভ জন্মিল না, তখন আমি যে যম দূতের কবলে কবলিত হইব তাহাতে আর বিচিত্র কি? এইজন্য যমরাজ একদিন তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছিলেন—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥"

—হে দূতগণ, মুকুন্দপাদারবিন্দের যে মকরন্দ-রস অসংসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে সকল অসৎ ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই আসক্ত, তাহাদিগকে তোমরা আমার নিকট আনয়ন করিবে।

"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥"
(ভাঃ ৬।৩।২৯)

—যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণগুণনামাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-কৃত্য (একাদশী, জন্মাষ্টমী, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি) পালন করে না, তাহাদিগকে তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

এ সব বিষয় স্থিরভাবে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অদ্যতন বা অতীত প্রায় সকলেই অনবিচ্ছিন্ন পাপে বিজড়িত। সুতরাং এমত দুর্দ্দৈবগ্রস্তাবস্থায় শুধু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিলে পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি হইবে না; উপরন্তু পাপপ্রবৃত্তি বৃদ্ধিই হইয়া যাইবে। তাই শাস্ত্র বলেন—

'চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥'

সুতরাং আমাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত গীতোক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া সেই উপদেশ প্রাণপণে পালন করা; নচেৎ আর গত্যন্তর নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাগবাজারের প্রকাশিত

ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম খণ্ড হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ ॥৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতকল্পদ্রুম্মাবলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ॥৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ॥৵০
৭। অর্চ্চনপদ্ধতি ॥০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৮০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৩৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ॥০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত শ্রীগৌরহরিঃ মাহাত্ম্য
(বাঁধা) ২৲
১৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার মাহাত্ম্য
বাঙ্গালীয়) ॥০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-দিন দর্পণ ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ॥৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। শ্রীহরিলীলা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পরিক্রমা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। ভক্তি নবদ্বীপ ১১০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। ভাগবতগণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মাধবমঙ্গল মাহাত্ম্য ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক্ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিবৃত্তিঃ ।০
৫৪। সচিত্র-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। ভক্ত-সম্বন্ধ ।০
৫৬। সাধ্যসাধ্য-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। সারগ্রাহী ।০
৬১। বিজেতাস্ এ্যার্ক্স ॥৵০
৬২। লর্ড এ্যাণ্ড প্রেসেণ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য ...
৬৩। বৈষ্ণ...
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ঔপ্নিং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। মেডিক্যাল ফ্রিশিপ ল এ্যাণ্ড অ্যাকেলেটেড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৲০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
অদ্বৈত-ভবন ঐ
কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৩। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ খাড়ু, ওড়িশা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাদহ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্দ্দার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিন্দপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মরকোর ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খিরাপু পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ভক্ত হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পত্রিকা। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহা বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, শ্রীলপ্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর মূল ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সমূহ রহিয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয় মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৯	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৯	১৫-৩০ + *	১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধামের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) সালের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়দর্শন-পারদর্শী প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাক্তসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম. এ. মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুপ্রেরণায় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সার্ব্বভৌম প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে.বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

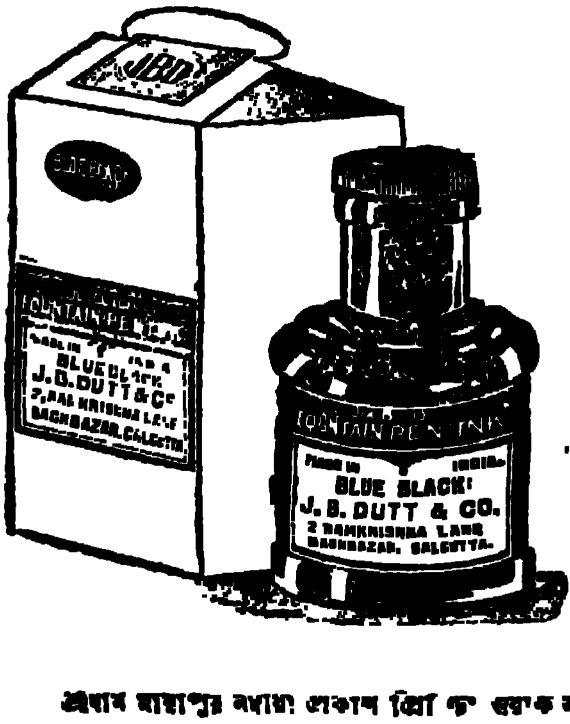

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেলসাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সপ্তম নিদান নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা দাম)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ ল্যেবরেটরিজ

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৷০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০—৫।০
নরম্যা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬।০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	
২৬ গেজ ,,	
২৪ গেজ ,,	
আর. পি, ডি,	
স্মেলেরিজ সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১। ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০	
২৪ গেজ প্লাঃ সেন সীট—	:
২৬ গেজ ,, ,,	:
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	
৪ ফুট চওড়া	
টিন পাতি	৬৸৵০—৭
,, বোলটু (গোল)	৬৸৵০—
,, পয়েন্ট (চৌকা)	৬।৵০—
,,গোল মস্ত ৶০—৸৵০ সুতা ৫৵০	
,, টানা রড-	
চোকা ৶০—৸৵০ ঐ	৫৸৵০
,, বাঁধিবার তার	৬৵০—

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার

কলিকাতা।

বেনিয়াতে মসলার দর

জিরা	২০৸৯ ১৯৸০
দেশী হরিদ্রা	৮৲
রং হরিদ্রা	৬৸০
মরিচ	২১৸৵
লবণ	৩৸
বড় এলাচ	৫১৲
কিসমিস	১৫।০
ছোট এলাচ	২৸৵০
কর্পূর	২৸৶০
দারচিনি	১১৲
তৈজ্‌পাতা	২।০
মেথি	৪।০
মৌরি	২৸০
কাল জিরা	৭৸০
খাবার সোডা	৬৲
পেস্তা	২।০
আমলকী	৩।০
হরিতকী	৩৲
বহেড়া	২৲
১নং খদির	১৩৲ ১৩৸০
ইসবগুল	৮৲
জাঃ হরিতকী	৫।০
দেশী সুপারি	১১৲
লঙ্কা	১৪।০

ঘৃতের দর

লক্ষ্মী	৫১৲
রাজা	৪১।০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম. এস. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1144

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের পক্ষে
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে আষাঢ় বুধবার ১৩৪১, ১০ই জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

আকাশপথে ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, আগামী ...ৌবর মাসে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া ...র আকাশ-ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় মিঃ ...ডাইট, বোরার আটলান্টিক অতিক্রম-...রী পাঙলট কর্ণেল ফিটজমরিসের সহ-...ী থাকিবেন। যে পথে ভ্রমণ প্রতি-...গিতা হইবে তাহা দর্শনের জন্য মিঃ ...নার গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে আগমন ...রিয়াছেন। তিনি ইউনাইটেড প্রেসের ...তিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, প্রতি-...গিতার সময়ে তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা ...রিয়া তৃতীয় দিবসে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিবে ...ঃ ৫৬ ঘণ্টায় মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত ১০ হাজার ...ল ভ্রমণ শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া ...শা করেন। মিঃ বোনার ইম্পিরিয়াল ...র কোম্পানীর বিমানে ইংলণ্ড হইতে ...সিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং মেলে চোর

গত ২রা জুলাই রাত্রিতে দার্জ্জিলিং ...লে কোনও ইউরোপীয়ান মহিলার ...মরায় দুই চোর প্রবেশ করিয়া তাঁহার ...নিষ পত্র চুরি করিবার চেষ্টা করে। ...ন জাগিয়া চীৎকার করায় চোরদ্বয় ...য়ন করে। পরে তাহাদিগকে প্রথম ...ণীর অন্য এক কামরায় গ্রেপ্তার করা ...য়াছে।

ঘটনা সম্পর্কে রেলওয়ে ডাক্তার সর্টারের ...ছে প্রকাশ যে, ঐ দিবস রাত্রি প্রায় ...টার সময় ট্রেণ যখন শ্রীরামপুর ছাড়িয়া ...লে চেতায়াবা যাইতেছিল, তখন হঠাৎ প্রবল ঝাকুনী দিয়া ট্রেণ থামিয়া যায়, এবং গার্ড ও ইঞ্জিনের দিকেও ড্রাইভারকে ব্রেকভ্যানের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

সর্টার কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া রানিং পার্শেল ক্লার্কের সহিত ব্রেক ভ্যানের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনও কামরায় এক ইউরোপীয়ান মহিলা ভয়ার্ত চিত্তে 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। তিনি বলেন যে, ট্রেণ পোড়াদহ হইতে ছাড়িলে তিনি নিদ্রিত হন। ঐ সময়ে দুই জন হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়া জিনিষ পত্র সরাইতে চেষ্টা করে। তিনি তৎক্ষণাৎ জাগিয়া চীৎকার করেন। তিনি বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিবার পূর্ব্বেই তাহারা চলন্ত ট্রেণ হইতে পলায়ন করে। ঐ কামরায় অপর কোন আরোহী ছিল না।

অতঃপর গার্ড, ড্রাইভার সর্টার এবং কয়েক জন আরোহী প্রত্যেক কামরায় চোরের অনুসন্ধান করেন। অবশেষে উক্ত মহিলার কামরার পরবর্ত্তী প্রথম শ্রেণীর এক কামরা ভিতরের দিক হইতে বন্ধ দেখা যায় এবং উহার পায়খানার নিকট হইতে কানা ঘুষার শব্দ শুনা যায়। কেহ নিরস্ত্র অবস্থায় উহাতে প্রবেশ করিতে সাহসী না হওয়ায় সর্টার গার্ডের সাহায্যে প্রবেশ করেন। তিনি বহু ধস্তাধস্তির পর পায়খানায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেন। তাহাদের নিকট দুইটি বৃহৎ ছোরা ছিল। অতঃপর তাহাদিগকে ব্রেকভ্যানে লইয়া যাওয়া হয় এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর ট্রেণ ঐ স্থান হইতে যাত্রা করে। ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে ঈশ্বরদী ষ্টেশনের রেলওয়ে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে।

রাজপথে রক্তারক্তি

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, কেমেন-ডাইনের রাজপথে বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক সময় উন্মাদপ্রায় দুঃসাহসিক কর্মী যুবকের আক্রমণের ভয়ে পথিক জনসাধারণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে। প্রকাশ, কর্মী যুবক তাহার পিতৃব্যকে গুরুতর জখম করিয়া দা' হস্তে ঘোরাইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে কতিপয় পুলিশকর্ম্মচারী ও কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়। আসামী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েকজন পুলিশকে জখম করে। বহু চেষ্টার অবশেষে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জেলে কয়েদীর কাণ্ড

করাচী হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গত ৬ই জুলাই রাত্রিতে শিকারপুর জেলের চারিজন কয়েদী বন্দুক ও কুঠার লইয়া ঐ জেলের ডেপুটি জেলারকে আক্রমণ করিয়াছিল। প্রকাশ, কয়েদীরা ডেপুটী জেলারের বাংলোতে প্রবেশ করে ও তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে কয়েকবার আঘাত করিয়া যায়।

এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

গাঁটকাটার হাত সাফাই

গত বুধবার রাত্রিকালে বোম্বে মেল ট্রেণে এক চুরি হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, রেঙ্গুনের কোন এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর ৪৫০০৲ টাকার নোট সঙ্গে লইয়া এক ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি বোম্বে সহরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, সঙ্গের নোটগুলি উধাও হইয়াছে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে। যে ব্যক্তির টাকা চুরি গিয়াছে, তাহার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, চোর ধরাইয়া দিতে পারিলে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন।

কলেরার প্রকোপ

মধ্যপ্রদেশের ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ প্রচার করিয়াছেন, ৩০শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মধ্য প্রদেশে কলেরার আক্রমণে মোট ১০৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই রোগের প্রকোপ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ক্ষিপ্ত শৃগালের উপদ্রব

একটি ক্ষিপ্ত শৃগালের উপদ্রবে নেত্রকোনায় আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক অনূ্যন ২৫ জন লোককে উক্ত শৃগাল দংশন করিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠাবান তালুকদার কালোপদকে এখানে আসিয়াছিলেন; তাহাকেও শৃগালটি ভীষণভাবে দংশন করিয়াছে। তিনটি লোকের দংশন বিশেষ গুরুতর হইয়াছে। মাসখানেক পূর্ব্বে সাতপাই অঞ্চলের ৭ জন লোককে একটী ক্ষিপ্ত শৃগালে দংশন করিয়াছিল। উহাদের কয়েকজনকে চিকিৎসার্থ ময়মনসিংহ পাঠান হইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে শৃগালটি আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে এতাবৎ তাহার নিধন সম্ভবপর হয় নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অদ্য গৌরজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৩৯

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বাঙ্গলা সরকার ময়মনসিংহ জেলার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহবাসীগণও সাহায্য প্রেরণের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। গারো ও খাসিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও বন্যার জল রহিয়াছে। তাহার উপর ব্রহ্মপুত্রের জল আসাতে পুনরায় বাড়িয়া গিয়াপরে বন্যা আসিয়াছে। অতএব ময়মনসিংহ জিলার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল এখনও আশঙ্কামুক্ত নহে। 'সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত প্রেরিত কর্ম্মীদের নিকট ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী কলমাকান্দার গ্রামগুলির দুঃস্থ হাজং ও গারোদের দুর্দ্দশার যে শোচনীয় অবস্থার বিবরণ পাইয়াছেন, তৎপ্রতি দয়ালু জনগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত।

কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করায়, বাঙ্গলা সরকার এপর্য্যন্ত ২৭১টি কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের কংগ্রেস কমিটিগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় নাই। আশা করি তাহাও আশু সম্ভব হইবে।

সরকারী প্রচার বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে, যে সমস্ত সত্যাগ্রহী-বন্দী পুনরায় আইন অমান্য করিবে না, এরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে,—তাহাদিগকে ইতঃপূর্ব্বেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত জুন মাসের শেষভাগে সত্যাগ্রহী-বন্দী সংখ্যা ১৬২ জন ছিল। ইহার মধ্যেও কয়েকজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আইন অমান্য প্রত্যাহৃত হওয়ায় সরকার পুনরায় অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক বন্দীর বিষয় ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিতেছেন।

জার্ম্মানীতে হিটলারী গভর্ণমেণ্ট বহির্জগৎ হইতে জার্ম্মানীকে শত্রু বানাইবার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশী লোকদের তালিকা গোপনে প্রস্তুত করিয়া তাহারা'ও লোকগুলির সাংকেতিক দেহ চিহ্নাদি পরিণত করিতেছেন। তবে চিহ্নগুলি তাহারা গোপন করিতে চাহেন না,—নিহত লোকদের আত্মীয়বর্গের হস্তে যথারীতি উহা ফিরাইয়া দিবেন!

চারিদিকে ইউরোপীয় বর্ব্বরতার অনেক কাহিনী আমরা পাঠ করিয়াছি কিন্তু বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপের একটী দেশ রাষ্ট্রীয়কল্যাণের নামে, দলগত প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য, এমন হিংস্র-নীতি অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা আমাদের কল্পনারও ছিল না। 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার জন্য সরকারী 'টেররিজম্' কোন্ আদর্শ-মাফিক হওয়া উচিত,—নাৎসী জার্ম্মানী সম্ভবতঃ খৃষ্টান জগৎকে সেই সংশিক্ষাই দিতেছেন।

হলাণ্ডে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যানফ্রান্সিস্কোতে শ্রমিক, কমিউনিষ্ট ও বেকারের হাঙ্গামা চলিতেছে। পুলিশের সহিত সংঘর্ষে যথারীতি মাথা-কাটাফাটিও হইতেছে। কিন্তু স্যানফ্রান্সিস্কোর গভর্ণর ধর্ম্মঘটীদিগকে দমনের জন্য হোলাণ্ড সৈন্যকে একপ্রকার 'গ্যাস' ব্যবহারের আদেশ দিয়াছেন। জনতার উপর এই গ্যাস ছাড়িলে, লোকগুলি বমন করিতে করিতে "অক্ষম" হইয়া পড়িবে। 'অশ্রুকারক' বোমার পর 'বমনোদ্রেক বোমার' ব্যবহার—যেমন অভিনব, তেমনই ফলপ্রদ! বিজ্ঞান! তোমার জন্যেই বোধ হয় কদ্রদেবের কার্য্যটী শুরু হইয়াছে!!

রেলওয়ের ইতিবৃত্ত

ভারতবর্ষে ছোটবড় ৪৩ রেল লাইন আছে, তাহার কতকগুলির মালিক গভর্ণমেণ্ট, কতকগুলির মালিক রেল কোম্পানী ও কতকগুলির মালিক দেশীয় রাজ্য। এতদ্ব্যতীত ভারতে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি (যেমন মাদ্রাজ এণ্ড সাদার্ণ মারহাট্টা রেল কোম্পানীর পরিচালনাধীন ওয়েষ্ট অব ইণ্ডিয়া পর্ত্তুগীজ রেলওয়ে) এবং জেলা বোর্ড, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপুষ্ট কোম্পানী, প্রাইভেট কোম্পানী ও জেলা বোর্ডের সাহায্যপুষ্ট কোম্পানীর সম্পত্তি হিসাবেও অনেকগুলি ছোট ছোট রেল লাইন রহিয়াছে। এই সব লাইনের মধ্যে যেগুলি ৫॥ ফুট চওড়া সেই গুলিকে ব্রড গেজ, যেগুলি ৩ ফুট ৩॥ ইঞ্চি চওড়া, সেইগুলিকে মিটার গেজ এবং যেগুলি ২॥ ফুট ও ২ ফুট চওড়া, সেইগুলিকে ন্যারো গেজের লাইন বলা হয়। লাইট রেলওয়েগুলি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভারতবর্ষে রেলপথসমূহের আয়ের অবস্থা অনুসারে ঐগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। গত ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য ভারতের রেলপথ সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে রেলওয়ে বোর্ড হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ সালের শেষ তারিখে ভারতবর্ষে প্রথম শ্রেণীর রেলপথের ১৪টী, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৩টী ও তৃতীয় শ্রেণীর ২৪টী লাইন ছিল। এই সব লাইনের বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর লাইনের অধীনে অনেকগুলি করিয়া শাখা লাইন আছে।

উক্ত লাইন গুলির মধ্যে (১) নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, (২) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, (৩) ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান, (৪) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার, (৫) বার্ম্মা রেলওয়ে, (৬) এডেন রেলওয়ে, (৭) বেঙ্গল নাগপুর (৮) বোম্বাই বরোদা-সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, (৯) মাদ্রাজ এণ্ড সাউদার্ণ মারহাট্টা, (১০) সাউথ ইণ্ডিয়ান। এই লাইন গুলি গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব সম্পত্তি। এতদ্ব্যতীত নিজাম, যোধপুর, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গল-ডুয়ার্স, রোহিলখণ্ড, লক্ষ্ণৌ বেরিলী, জোড়হাট—এই কয়টী শাখা লাইনও গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। তবে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার প্রভৃতি বড় বড় লাইনের অধীনের বহু শাখা লাইন আছে, যেগুলি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি নহে।

উপরিউক্ত তালিকাভুক্ত গভর্ণমেণ্টের লাইনগুলির মধ্যে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ নং লাইন গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ও গভর্ণমেণ্টই উহাদের পরিচালনা করিয়া থাকেন। ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নং লাইনগুলি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বটে, কিন্তু এই গুলির পরিচালনার ভার বিভিন্ন কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত আছে।

শাখা লাইনগুলির কতকগুলি কোম্পানী কর্ত্তৃক এবং যোধপুর, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গল-ডুয়ার্স প্রভৃতি যেসব লাইন দেশীয় রাজ্যের সীমার মধ্যে পড়িয়াছে, সেইগুলি দেশীয় রাজ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। রেলওয়ে বিভাগ হইতে বৎসর বৎসর ব্যবস্থা পরিষদে যে রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করা হইয়া থাকে, তাহাতে মাত্র গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তিভুক্ত লাইনগুলিরই আয়ব্যয় ও স্থিতি দেখান হইয়া থাকে। তবে ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি রেললাইন আছে, যেগুলি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি নহে—কিন্তু এই সব লাইন স্থাপন কালে গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া উহাদের সহিত গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সম্পর্ক রহিয়াছে। বাজেটে এই লাইনগুলিরও কোন কোন হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং রেলওয়ে বাজেটে যে হিসাব-নিকাশ দেওয়া হয়, তাহা আলোচনা কালে উহা মনে রাখা দরকার যে, এই হিসাব ভারতবর্ষে সমস্ত রেলপথের জন্য নহে—কেবল গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব রেলপথগুলি এবং যে সব রেলপথে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সম্পর্ক রহিয়াছে, সেইসব রেলপথ সম্বন্ধেই উহা প্রযোজ্য।

বিগত ১৯৩০—৩১ সালের শেষে ভারতবর্ষের সরকারী ও বে-সরকারী সমস্ত মূল ও শাখা রেললাইনগুলি দৈর্ঘ্যে ছিল ৪২২৮১ মাইল। উহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের খাস রেললাইনগুলির দৈর্ঘ্য ছিল ৩১২১৪ মাইল। উহার পরে গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব আরও নূতন নূতন লাইন খোলা হইয়াছে এবং কোন কোন লাইনে এখনও কাজ চলিতেছে। ১৯৩৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব লাইনের দৈর্ঘ্য ৩১৭১২ মাইল হইবে বলিয়া ১৯৩৪-৩৫ সালের বাজেট বরাদ্দ করা হইয়াছে। রেলওয়ে বাজেটে এই ৩১৭১২ মাইল লম্বা লাইনেরই আয়-ব্যয় দেখান হইয়াছে। ভারতবর্ষে উহা ছাড়া যে আরও ১০-১১ হাজার লম্বা রেল লাইন আছে, তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব বাজেটে প্রকৃত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভারতের সরকারী এবং সরকারের স্বার্থ রহিয়াছে এরূপ রেললাইনের আয়-ব্যয়ের সহিতই ভারতবাসীর প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থ সম্পর্ক রহিয়াছে। কারণ এইসব লাইনের সমস্ত খরচা পোষাইয়া যদি আয় হয়, তবে তাহা সরকারী রাজস্ব পুষ্ট করিবার পক্ষে সাহায্য করে। আর যদি সমস্ত লাইনের আয় হইতে খরচা না পোষায়, তবে ঐরূপ ঘাটতি ভারতবাসীকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ট্যাক্স দিয়া পূরণ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সরকারী রেলপথসমূহে যে আয় হইতেছে, তাহা রেলের সমস্ত খরচ পোষাইতেছে না। তবে মন্দা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রেলপথসমূহের মজুত তহবিলে যে টাকা জমা হইয়াছিল, তাহা হইতে গত ৪।৫ বৎসর ধরিয়া ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে। যদি এই ভাবে আরও ৫।৭ বৎসর চলে, তবে রেলপথ সমূহের মজুত তহবিল নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং তখন হয়ত রেল বিভাগের ঘাটতি পূরণের জন্য দেশের উপর ট্যাক্স বসান প্রয়োজন হইবে।

বরগা
করগেটটিন, জানালার গরাদে
দালানের কড়ি, রেলিংও থাম
বেড়া ঘেরা ও টাওয়ার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
বসন্ত চন্দ্র সাহা এণ্ড সন্স

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১৪ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৬শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই জুলাই ইং ১৯৩৪ বুধবার { ১১৬শ সংখ্যা

...াকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বিংশতম বার্ষিক-বিরহোৎসবে
স্মৃতি-সঙ্গীত

—:•:—

...ণী যখন, সারাটা ভুবন,
অ-ছায়া মানবে বক্ষে ধরি'।
...'য়ে ছিলচিতা, শুষ্ক-জ্ঞানাহতা,
কাঁদিল দুঃখে—"কোথা শ্রীহরি"॥
...কণা সে সকল, হরি-প্রেরণায়,
আনিতে ধরায় ভক্তি-বারি।
...ধানিল এসে, তাপহারী বেশে;
কেবা সে মোদের দুঃখহারী॥
...বদীপ নব- প্রদীপ-প্রকাশ,
ভুলিয়া কৈতব আঁধারে যবে।
...ল বিশ্ববাসী, কে সে তমো নাশি',
ভকতি-প্রদীপ দিল এ ভবে॥
...হারে চেতন, যবে জীবগণ,
শ্রীগুরুসেবন বিবর্জ্জিল।
...স্ব নিবেদিল, বিষয় গরল,
মায়ার নিগড়ে বদ্ধ হ'ল॥
...সা হেনকালে, বদ্ধজীবকুলে,
চেতন ধরমে উদ্বোধিল।
...ই বাস্তব, জীবের স্বভাব,
শাস্ত্র লয়ে পুনঃ শিক্ষা দিল॥
...শ্য মানব, দেবেশ মাধব,
অর্জ্জিল ভবে ইতর ভেবে।
...না কামনা, মনোধর্ম্ম নানা,
বরিল যখন মূর্খ সবে॥
...মূলে জল, সিঞ্চিলে কেবল,
প্রশাখাদি হয় তুষ্ট যেমতি।
...ধনে মাধবে, দেব তুষ্ট হ'বে,
নতুবা লভিবে নিম্নগতি॥"
...উব হেন, কেবা সেই জন,
ভকতি-সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারি'।

সুসিদ্ধান্ত-সূত্রে নাশিল সমূলে,
কে তাহার মূলে বর্দ্ধধারী॥
জড়া পরা দুই, বিদ্যা বিচারই,
বুঝিবারে পরবিদ্যাসতী।
জড়বিদ্যা সব, মায়ার বৈভব,
কে গাহিল এই তত্ত্বগীতি॥
বিবিধ স্বরেতে, মোহন গীতিতে,
মধুবদন বাজান কার'।
অবিদ্যা-বাঘিনী, ঘোর-মায়াবিনী,
যবে বিমোহিল মর্ত্ত্যপুরী॥
কেবা সে ছড়িলে, অবিদ্যা-দমনে,
পরবিদ্যাপতি গৌরহরি।
সেবিতে শিখাল, কে সুজন বল,
পুনঃ প্রকাশিল গৌরপুরী॥
সানন্দ-সুখদ, শ্রীযুক্ত বিশুদ্ধ,
স্বাধিকার-সেবানন্দ দিতে।
কে শান্ত-মূরতি, নিত্য নিত্যপতি,
গদাই-গৌরে সেবে একান্তে॥
সংকীর্ত্তন-রোলে, সরস্বতী কূলে,
আজিও যে সবে ডাকিছে কে।
পরস্বরে গীতি, কে সে মহামতি,
নিতি এ কুঞ্জে গাহরে সুখে॥
কে সে সুমহান্, কিবা তাঁ'র দান,
কি গানে তাঁহার বিশ্ব মুগ্ধ।
কিসে মাতোয়ারা, তাঁ'র সেবকেরা,
সে কি গান গাহে শম্ভু মুগ্ধ॥
কে সে সেব্য জন, সেবক আসন,
জীবের তরে গ্রহণ করি'।
ভজনোৎকর্ষ, শুদ্ধ সেবাদর্শ,
শিখায় নিত্য নব মাধুরী॥
কে তুমি মহান্, তোমার সন্তান,
লভেছে আজি বিশ্বজয়ী।
কৃপাঋষিবর, আচার্য্যভাস্কর,
বিশোধিছে ঐ তত্ত্ব তোমারি॥

সেবক-মূরতি, মূর্ত্ত গৌরশক্তি,
এসেছিলে জীবে শিক্ষা দিতে।
শ্রীসচ্চিদানন্দ, ওঁ বিষ্ণুপাদ,
'ভক্তিবিনোদ সৌম্য-বপুতে॥
তব দৈববাণী, আজি পূর্ণ মানি,
ব'লেছিলে যাহা পূর্ব্বকালে—
"আচার্য্য আসিবে, অদৈব নাশিবে,
বিশ্বজীবেরে তরাবে হেলে॥"
এনেছ হে তুমি, এ মরত-ভূমি,
বিশ্বপাবন শ্রীগুরুদেবে।
তাই বিশ্ব আজি, গুরুদেবে পূজি',
লভিছে মুক্তি এ ভব-দাবে॥
সাগরে কাননে, পর্ব্বতে পবনে,
যবনে নূতনে স্বপ্নে আর্ত্তে।
সতে অবিরত, তোমার প্রদত্ত,
ভকতিসিদ্ধান্ত নিত্য বার্ত্তে॥
আজি হের তুমি, কা'র পদে চুমি',
অনন্ত সিন্ধু সু-উচ্চ সুরে।
কা'র সুরে সুর, মিশায়ে মধুর,
দৈববাণী তব প্রচার করে
'নাম'-চিন্তামণি, ধন-শিরোমণি,
একি সে ধনের মহাখন।
তব তত্ত্বসেবা, বুঝি ধরি' কিবা,
আজি হেন মহা উদ্ধারণ॥
হেন উদ্ধারণে সেবি' এ জীবনে,
লভিবে মানব শান্তি-সার।
'সজ্জন-তোষণী', সিদ্ধান্তের খনি,
সেই তব নব আবিষ্কার॥
তব আবিষ্কৃত, সেই খনি-স্থিত,
অসংখ্য মাণিক্য-মুক্তাচয়।
লভি' সারাবিশ্ব, হ'বে অতি হৃষ্ট,
তপনাম্বরে করিবে জয়॥
সজ্জন-তোষণী, তব নব বাণী,
আচার্য্য-অগ্রণী ভক্তগণে।

তব প্রদর্শিত, সুপ্রণালী মত,
অহর্নিশ রত প্রচারণে
'নদীয়া-প্রকাশ', বিশ্বে পরকাশ,
'কীর্ত্তন' 'গৌড়ীয়' 'পরমার্থী'।
'ভাগবত'-খনি, 'হার্ম্মনিষ্ট'-মণি,
আচার্য্য-কৃপায় লভয়ে স্ফূর্ত্তি।
এব নিজ জন, আচার্য্য প্রধান,
শ্রীমন্ বারে দানিছে জগতে।
নাম মহানিধি, উজ্জ্বল-প্রেমাব্ধি,
অর্পিব যতনে হর্ষ-চিতে॥
কৈতব জগৎ, দুষ্ট কতিপয়,
হারাইয়া তব শিক্ষা-ধন।
লওয়া তব নাম, দিয়ে উপাধান,
ত্যজি' ভক্তি সিদ্ধান্ত-রতন॥
চিন্তি' তা' সবার, দুর্দ্দশা অপার,
হ'তেছি বড়ই দুঃখমান্।
তাই নিবেদন, ওহে মহাজন,
শোধহ তা'দের দুষ্ট মন॥
পাবন, পণ্ডিত, শ্রীভক্তিবিনোদ,
এসো হে তুমি এ বিশ্বে যাও।
সুমতি লভিবে, যবে তাঁ'রা কবে,
(যাঁরা) তোমার 'শরণাগতির' ছাত্র।
তবাশ্রয় ক'রে, পরা বিদ্যালয়ে,
তোমার শিক্ষা শিখেছে যাঁ'রা।
"বিরক্ত তোমার, সেবক অপার",
জেনে এই তত্ত্ব গাহে তাঁ'রা।
(কিন্তু) আমার প্রার্থনা হে, [illegible],
তোমার বিরহে [illegible]।
[illegible], [illegible],
পোড়াইলে কিসে [illegible]।
আচার্য্য নাশি', করুণা প্রকাশি',
সেবি' ভাবে ভক্তি-সিংহাসনে।
কভু কি লভিবে, সেবা প্রকাশিবে,
পালিবে আপন সুকৃত-জ্ঞানে॥

—শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস

ভক্ত কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। ভক্তরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ বামন কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ ৪৪৮

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

গৌড়ীয় বৃন্দাবনের সম্পর্কে শ্রীধামপুর-ক্ষ পরিক্রমা—একটী অপারভাষা পরমার্থ ব্যাপার। আধ্যাত্মিক-সম্প্রদায় পর্যটকগণের যে ভ্রমণ, তাহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয় তোষণ জন্য। তদ্দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভিকগত লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম-সংগত-কার্য্যের জন্য সেবা কিছু ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে। পাপপুণ্যাশ্রিত জনগণ ভক্তগণের পরিক্রমা অনায়াসসৌভাগ্যে সুফল আশা করেন। সেই যোগি-সম্প্রদায় পরার্থপর অর্থাৎ Altruist নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য প্রয়াস করেন।

মঠমন্দিরাদির প্রধান যেকালে সেবা-বিমুখতাকে উদ্দিষ্ট হইয়া অনর্থযুক্ত ভোগবাদের ইন্দ্রিয়তোষণরূপ প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়, সেকালে উহা ভগবৎসেবার প্রতি বৈমুখ্য মাত্র হইয়া পড়ে।

ব্রজমণ্ডলের পথ ঘাট পুণ্যার্থিগণের সুবিধা প্রদান করিবে—সঙ্গে সঙ্গে দেশবৃত্তির পরিচালন-দ্বারা সাংসারিক সুফল লাভ ঘটিবে, এই সকল বিচারও পরমার্থবিরোধী; কিন্তু কর্মীর কৃত চেষ্টার ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবের পারমার্থিক মঙ্গল হইবে—ইহার সর্বতোভাবে সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে জীবের মৎসরতা বিদূরিত হয়। অবৈষ্ণবের সেবা ছলনায় মৎসরতা বৃদ্ধি পাইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পঞ্চপ্রকার রিপুর হস্তে পতিত হইতে হয়। জগদ্বঞ্চকগণের মধ্যে বৈষ্ণবসেবা মৎসর-স্বভাব-সম্পন্ন কর্মী নরকীগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তসমাজে আদৃত কর্মিগণ বৈষ্ণবসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হরিকথা শ্রবণ করেন—বিত্তশালীগণের জন্য হরিনাম-গানের উৎসাহ দেন, পরন্তু ভক্তগণে 'সংকীর্ত্তনোৎসবে'র পত্রিকা স্থানে গিয়া পরিক্রমা পড়িয়া তাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের সৌভাগ্য ঘটে না।

শ্রীভাগবতে কথিত আছে যে, দুর্বিদগণ পঙ্গু দমন করে, কিন্তু ভগবান স্বয়ং পঙ্গুকে দমন না করিয়া দুর্বিদের দলকেই বাধের অধিকার দেন। জড়বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের ভোগ-কার্য্যের ইন্দ্রিয় জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু বিদ্বজ্জনগণ অতোর্দ্ধিত জন্য কোনও প্রকার পরিশ্রম না করিয়াও জড়-বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করেন; তজ্জন্যই বুদ্ধিমন্ত জনগণ ভারবাহী ও সারগ্রাহী—এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে মানবগণকে বিভক্ত করেন। সারগ্রাহী জনগণের জন্য ভারবাহী তাহার নিজ উদ্দেশ্য-সংস্থানের উদ্দেশে যে চেষ্টা করেন সারগ্রাহী সেই ফলটুকু অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পথঘাটগুলি ভাল হইলে এবং তাহাতে মোটর, বটুকা, টাঙ্গা, বয়েল গাড়ী প্রভৃতি অনায়াসে যাইতে পারিলে ভারবাহী জনগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা সারগ্রাহিগণ অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। আবার ভারবাহি-সম্প্রদায় প্রাকৃত-সহজিয়া-সূত্রে সারগ্রাহীদিগের উপর আধিপত্য-বিস্তার-কামনায় নিজ নিজ ভারবহনের ও প্রতিষ্ঠা কামনার ভাবধারা গোপন করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহাদেরও জন্মজন্মান্তরে ভোগপ্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া তদুপরিবর্তে দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হইলে শুদ্ধভক্তির উপাদেয়তা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

আপাততঃ মথুরার কালেক্টর মিঃ এস্. এম্. বস্ মহোদয় রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও কাম্যবনের ভিতর দিয়া বর্ষাণ পর্যন্ত রাস্তাটিকে প্রাদেশিকতার আকারে পরিণত করিতে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাম্যবনের বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের জনৈক নরসিংহ-বংশধর শেঠ ও পাটনা হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি এবং অন্যান্য অনেকেই উৎসাহের সহিত সাহায্য করিয়াছেন। এই কার্য্যের সহায়তা করিলে প্রচুর প্রতিষ্ঠা-লাভ এবং সামাজিক ধন-বত্তগণের হরিভজনানন্দী চতুর্বর্গাধিকারী মঙ্গলের গৌণভাবে সেবা করিবারও সুযোগ-লাভ ঘটিবে। যাঁহাদের প্রচুর কনক আছে, তাঁহারা তাঁহাদের কনকসমূহ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণের কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া বৈষ্ণব সেবার কার্য্যে বিহিত করিলে অধিকতর সুফল প্রসব করিবে। এজন্যই শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে মনের প্রতি যে উক্তটী গীত আছে, তাহাই আমরা এস্থলে পুনরুক্তিরূপে প্রকাশ করিতেছি—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
দৈহিকী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
অর্থ-প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জানিবে তাহাতে হইবে যুক্ত অকৈতব॥

বিদেশ পর্যটকগণ নবদ্বীপ ধারণ করিয়া গৌরসুন্দরের যে প্রথম বচন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভক্তবৎসলতার উদ্দেশ্য অধিকার-রূপা যে শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার সরণী শ্রীচৈতন্যদেব আলোচনা করিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণকে আত্মার বৃত্তিরূপা যে নিজ-ভজনমুদ্রা উপদেশ করিয়াছিলেন সেগুলিই জীবের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হউক।

পক্ষান্তরে নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে রাস্তাঘাটের জন্য টাকা দিয়া নাম খরিদ করিবার প্রস্তাবের সহিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সরণী-নির্মাণকে তুল্য জ্ঞান করিলে উহা আত্মীয়তার দুর্গকে পরিণত হইবে এবং মানবগণকে জড়-সুখাবেশী করিয়া পুনরায় মৎসরতা বর্দ্ধন করিবার যত্ন করাইবে।

যদি কেহ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট ব্যক্তির যশোবর্দ্ধনের জন্য কাম্যবন হইতে বর্ষাণ (বৃষভানুপুর) পর্যন্ত রাস্তা বাঁধাইয়া দেন, তাহা হইলে উপরিকথিত পরমার্থের পথে কণ্টক আরোপিত হইবে। যোগ্যপাত্রে দান ও অযোগ্য পাত্রে দান—একজাতীয় একরূপ নহে। কিন্তু সমন্বয়বাদী বলিবেন যে, যোগ্যাযোগ্য পাত্র বিচার না করিয়া দান করা যাউক, তাহাতে গৌণভাবে যোগ্যপাত্রও উক্ত দান লাভ করিবেন।

কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া-দেবী জীবগণকে সে সুযোগ দেন না, বরং পরমার্থকে আবরণ করায় তাহারা নিজ ভোগ-তাৎপর্যকেই বহুমানন করিতে শিখে।

শ্রীনারদের জননী স্বীয় পুত্ররত্নকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইতে শিক্ষা দেওয়ায় পরমার্থিগণের উচ্ছিষ্ট-সেবনফলে শ্রীনারদ শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্বগুরুর পীঠে আরোহণ করিয়াছেন।

পরোপকারেও মন ব্যথিত হইতে পারে, আবার পরাপকারেও মনস্ক হইতে পারে। ব্যবহারকের সাত্ত্বিকী বৃত্তির অভাবে অপাত্রে দানকেই তাহাদের বাহাদুরী বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু বৈষ্ণবসেবাকে তাহারা 'সঙ্কীর্ণতা' বলিয়া জানেন। উহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য!

যাহা হউক, অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করিবার উদ্দেশেও যদি দাম্ভিক জনগণ কোন কারণে বা কোন প্রকারে ভগবানের অনুসন্ধান পান এবং ভগবদ্ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন তাহা হইলে অজ্ঞাত সুকৃতি কোন দিন তাঁহাদেরও মঙ্গল-বিধান করিবে।

যোগ্যহীন অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ অর্থ-সাহায্যের দ্বারা পথঘাট-নির্মাণ ও অন্যত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ; কিন্তু মাৎসর্য্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ভোগীর হস্তে সঞ্চিত অর্থ ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নিহিত থাকায় যেন পরমার্থের অভিজ্ঞান-লাভে কোন ক্ষতি না হয়—ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

"ভক্তিবিনোদ-দয়া"

"জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন"—এই মহাবাণী আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে বিশেষরূপে ঝঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত আজ ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের বিংশতবর্ষীয় তিরোভাব-তিথি কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত হইয়াছেন। এই পরমপূজ্য তিথিবরকে পূজা করিবার মত দ্রব্যাঞ্জলি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাই দৈন্যাশ্রয়ে তিথিবরের পাদপদ্ম বিধৌত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি,—"পতিতপাবন তিথিবর, আপনি যখন মাদৃশ দীন ব্যক্তিকে কৃপা করিবার জন্যই আজ বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়াছেন, তখন এই সেবকাধমের যাবতীয় পাপ ও অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, আপনি যাঁহার শিক্ষাস্মৃতি হৃদয়ে জাগাইবার জন্য আসিয়াছেন সেই করুণার বারিধি ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের করুণা যেন সর্বদাই আমার অনুশীলনের বিষয় হয়। আপনি আমার অতিথি, অতিথির পূজাই আমার কর্তব্য, আমার এই প্রার্থনা-পুষ্পই অতিথি-পূজার পাত্ররূপে নিয়োজিত হউক।"

বিগত ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৭৬ বৎসরকাল গৌড়ীয় গগনে শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দরের "ভক্তিবিনোদ দয়া" মহাপুরুষ-রূপে জগতে প্রকট থাকিয়া অজ্ঞানান্ধ ত্রিতাপতপ্ত জনগণকে উদ্ধারের নিমিত্ত অশেষ প্রকারের চেষ্টা করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংলাপকালে শ্রীল দামোদর স্বরূপ গোস্বামী প্রভু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—

"হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া
স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্যদেব, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহা কৃষ্ণের বিষয় আচ্ছাদন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের পরমানন্দ প্রকাশ করে, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদনক্রিয়া সর্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা যাহা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর উপরি-উক্ত অমন্দোদয় দয়া ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

জগতে বিস্তার করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সেই দয়া হইয়াও জগতে তাহা বিতরণ করিয়াছেন, এই বিচিত্র-লীলাটী আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাইতেছি। মহাপ্রভুর দয়ার অবলীলাক্রমে চিত্তের যাবতীয় খেদ বিদূরিত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' ও 'মহাপ্রভুর শিক্ষা'-গ্রন্থে সেই খেদ বিনাশক দয়া জগদ্বাসীর প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। চিত্তে অবিদ্যা-মল জমিয়া 'খেদ' উৎপন্ন করে। মহাপ্রভুর দয়ার দান শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন সেই অবিদ্যা বিনাশপূর্ব্বক চিত্তদর্পণ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তির প্রকাশ-যোগ্য করেন। সুতরাং হৃদয়-বৃন্দাবনে সচ্চিদানন্দ বস্তুর আবির্ভাবে সহজেই মহাপ্রভুর দয়ার দ্বিতীয় লক্ষণ পরমানন্দ লক্ষিত হয়। উক্ত দয়ার তৃতীয় লক্ষণ—শাস্ত্রবিবাদ নিষ্পত্তি। মহাপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপনপূর্ব্বক বিভিন্ন শাস্ত্রকারের বিচারের অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত তুলনামূলক বিচার আলোচনা করিলে প্রত্যেকেই খণ্ডজ্ঞান-কূপ হইতে উত্থিত হইয়া লাভবান্ হইবেন; সুতরাং শাস্ত্র-বিবাদ আর থাকিবে না। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ এই বিবাদ-প্রশমন-বিচার 'জৈবধর্ম্মে' সংরক্ষণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিচারে অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্ত্রের তুলনামূলক বিচারে পারদর্শী হইয়া মহাভাগবতের অবস্থা লাভ হইলে কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্য হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া চিত্তের শীতলতা উদয় করায়। এই অবস্থার গীতি সমূহ আমরা ঠাকুরের 'কল্যাণকল্পতরু' 'গীতমালা' 'নবদ্বীপভাবতরঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই।

মহাভাগবতের মঙ্গলময়ী ভক্তি-সম্পাদনক্রিয়া হৃদয়ে শমতা দান করে। সেখানের দয়ার সর্ব্বশেষে ভক্তিতে শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনিত অপরাধাদির স্ফূর্ত্তি-হেতু হওয়ায় মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের সংস্পর্শে যে-সকল ভাগ্যবান্ জনের আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা অপ্রাকৃত প্রেমের মাধুর্য্য-মর্য্যাদা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা ঠাকুরের সুখ ব্যবহারে যে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাও জনগণের দৃষ্টির আকর্ষণ করিয়াছে। মহাপ্রভুর দয়া সর্ব্ব-শুভদা। এই সর্ব্ব-শুভদা দয়া ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থসমূহে, তদ্ব্যতীত 'সজ্জনতোষণী' 'তত্ত্ববিবেক', 'হরিনামচিন্তামণি', 'ভাগবতার্ক-মরীচিমালা', 'শরণাগতি' 'গীতাবলী' 'নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য', 'প্রেমপ্রদীপ' 'শ্রীশ্রীভজন-রহস্য', 'Mahaprabhu—His Life and Precepts' 'Bhagabat', গীতার 'রসিকরঞ্জন বঙ্গানুবাদ' চরিতামৃতের 'অমৃত প্রবাহভাষ্য', প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে স্থান লাভ দিয়া আজ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বিস্তৃত হইতেছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের স্মৃতিপূজায় দীনের ভিক্ষা

দয়ার কল্যাণ, অশেষ অপার সাধিতে করুণা করি'।
এসেছিলে তুমি, হে মহাপুরুষ, দিব্য সৌম্য মূর্ত্তি ধরি'॥
বোঝেনি জগৎ, চেনেনি তোমারে, মায়ার মোহিনী মন্ত্রে।
পশেনি তোমার সুগভীর বাণী, মানব-কর্ণ-রন্ধ্রে॥
দানের পসরা বিলা'তে লইয়া এসেছিলে দানবীর।
চেতন-মন্ত্রে করি' দীক্ষিত, মুছাতে জীব-নয়ন-নীর॥
ধর্মগগন আবরিত যবে অবিদ্যা-তম কাল-মেঘে।
আচার্য্য-ভাস্কর উদিলে তখন গৌড়দেশে তীব্রবেগে॥
(যবা) সাঁই, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া বৈষ্ণব নামে হ'ল খ্যাত।
পাষণ্ড পর বিমল ধর্ম্মে কলঙ্ক কালিমা আরোপিত॥
সে দুর্দিনে তব প্রকাশ, হে মোর দেবতা করুণা-কর।
শ্রীগৌরাঙ্গের অতিপ্রিয়তম, ভববারিধির কর্ণধার॥
সুদর্শন তব সাবধানী খড়্গ' মায়াবাদীর বল।
'শরণাগতি'-গীতি শিখাল 'কল্যাণকল্পতরু'র ফল॥
'শ্রীহরিনামচিন্তামণি'-রসে ভবব্যাধির প্রতিকার।
কর্ম্মজ্ঞানের শিব-কোটিকে 'ভাগবত'-অস্ত্র উপহার॥
বলি তোমায় কে কবিরাজ! কাব্যকুঞ্জের মালাকার।
অনাচারের আচার-শিক্ষক তোমার 'ভক্তিসদাচার'॥
ছল ধর্ম্মে, খল ধর্ম্মে, তোমার 'জৈবধর্ম্ম' 'প্রেমপ্রদীপ'।
অন্ধকারের দিব্য আলো শুদ্ধবাদীর প্রেম পূর্ণদীপ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-নিকেতন গোলোকধাম শ্রীমায়াপুর।
লোক চক্ষে করিলে প্রকাশ পাষণ্ডীর মত করি' চূর॥
গাহিলে তুমি আগমনী গীতি, হে বৈকুণ্ঠের কিঙ্কর!
শ্রীগৌরবাণী ভুবনে প্রচার করিবে গৌর পরিকর॥
করুণার তব নাই তুলনা, মহিমার তব অন্ত নাই।
জনম-তরী দাও বাও'য়ে লক্ষ জনম ধরিয়া গাই॥
আজ তব স্মৃতি-পূজা, হে আনন্দসুখদকুঞ্জ বাসি!
প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা গায় মেখেছি, কেমনে হ'ব সাহসী॥
অধম হ'তে লক্ষ করিয়া আশীষ দাও গো দয়েশ্বর।
যেন নিত্য চিত্তবিত্ত রহে তবাঙ্ঘ্রির চরণ পর॥

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

ঠাকুর শুধু এই গ্রন্থমালা রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। গ্রন্থসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া যাহাতে সাধারণ জনগণ প্রকৃত পথ হইতে বিচ্যুত না হয় তজ্জন্য অপ্রকটকালে গৌড়ীয়-গগনে "গৌরবাণী" জ্যোতির্ম্ময় রূপ রাখিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। ঠাকুরের প্রকটকালে খুব বেশী সংখ্যক লোক তাঁহার করুণামৃত-লাভের সুযোগ না পাইলেও তাঁহার সেই 'গৌরবাণী'র প্রচারের ফলে আজ বিশ্বমাঝে ঠাকুরের করুণা বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে। অন্ধকার ব্যতীত আলোকের উজ্জ্বলতা স্পষ্টরূপে লক্ষ্যের বিষয় হয় না। তাই বুঝি ঠাকুরের অনুগ বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী কোন কোন 'অনর্থের দাস' ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমেই ঠাকুরের 'গৌরবাণী'র বীণার ঝঙ্কারের মধুরতা ব্যতিরেকভাবে প্রদর্শন-কল্পে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেও তিনি বর্ত্তমানে নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট অবস্থায় অপ্রকট ধাম হইতে প্রকট শ্রীনবদ্বীপধামের, বিশেষতঃ শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া কতই না আনন্দিত হইতেছেন. তাঁহার ভজন-চেষ্টায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম মায়াপুর আবিষ্কৃত হইয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিবৎসর নবদ্বীপধাম, নীলাচলক্ষেত্র, ব্রজমণ্ডল প্রভৃতি ভক্তগোষ্ঠীসহ সঙ্কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিকেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়া ঠাকুরের বাঞ্ছিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার দুইটী ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তিনি যে মহাপুরুষকে জগতে রাখিয়া অপ্রকট হইয়াছেন তিনি বিশ্বমাঝে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপন করিবেন এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী প্রচার করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীদ্বয় যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা সাময়িক পত্রাদি পড়েন তাঁহারাও বিশেষরূপে অবগত আছেন।

কোনও সময়ে কোন গোস্বামি-পুরুষ (?) স্বীয় কায্যচিন্তন প্রদর্শন পূর্ব্বক কোনও অপ্রাকৃত-স্থলে আবির্ভূত মহাভাগবতের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। সেই বিষয়টী উল্লেখ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অনুকম্পিতা শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লিখিয়াছিলেন " * * * গোস্বামী (?) ………প্রভুর প্রতি আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য 'বিপদ' প্রস্তুত হইয়েছে। শুদ্ধভক্ত-বাক্যে যত প্রকার আপাধা উঠিবে বিপদের পাপসিদ্ধান্তে তৎসমূদয় উৎপাটিত হইয়া যাইবে।" এই বিষয়টী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঠাকুরাণী আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ইহার প্রমাণ পাঠকগণ হাতে হাতে দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় 'গৌড়ীয়','নদীয়া প্রকাশ'. 'Harmonist', 'পরমার্থী', 'ভাগবত', 'কীর্ত্তন' প্রভৃতি যেসকল সাময়িকপত্র শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা হইতে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে শুদ্ধভক্তি-বিরোধী যাবতীয় মতবাদ নিরাস ও মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষার উজ্জ্বল্য প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধাবলীতে, বিবিধ গ্রন্থের ভাষ্যে, পত্রাবলীতে ও তাঁহার বক্তৃতাবলীতে 'পাষণ্ড-মতবাদ-দলন' ও 'প্রেমভক্তি-প্রচারণ' কাব্যদ্বয় যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্থান লাভ করিয়াছে।

প্রচারকগণের সাহায্যে, প্রদর্শনী-সাহায্যে, আলোক-চিত্রের সাহায্যে, বিভিন্ন স্থানে ভক্তি-কেন্দ্র-স্থাপনে, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায়, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারে, গৌরপাদপীঠ-স্থাপনে, মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রচারে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অপ্রকট-গোলোক-বৃন্দাবন হইতে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ নিশ্চয়ই অতিশয় আনন্দিত হইতেছেন।

আজ পঞ্চতত্ত্বের অন্তত্ম, গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুরও তিরোভাব-তিথি। তাই শ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন—

গদাধর দিন ধরি' পাইয়াছে গৌরহরি
ভক্তিবিনোদ পদ্মবর।

আজ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব; এই উৎসবে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীল প্রভুপাদ কৃত 'স্বানন্দসুখদবাসে'র গৌর-চন্দ্রিকার কিয়দংশ গান করিতেছি—

শ্রীভক্তিবিনোদের [illegible]-পরিকর
স্বানন্দসুখদকুঞ্জ স্থান।
অনুক্ষণ পদমার্গ [illegible]
তথায় বসিয়া করে গান॥

* * *

স্বানন্দসুখদ [illegible] গৌরা কৃষ্ণ প্রতি পুষ্প
দিলা দেশে ভক্তিবিনোদ।
সেই চিন্তামণি ধাম এবে হোক্ মোর কাম
যাতে ভক্তগণের প্রমোদ॥

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাগবত বিবৃতি শ্রীমদ্ভাগবত ৬৲
২। শ্রীচৈতন্য-সঙ্গীতা ৪০৲
প্রতি খণ্ড মূল্য ১৬৲
[illegible] ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৸০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸০
৭। ভক্তিরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ রামানুজীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্দেশন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। শ্রীগৌড়মালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-কাব্য ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। গৌর-কীর্তন ১৫০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪ [illegible]
৩৫ [illegible]
৩৬। মহাজনগীতাবলী ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চনকণ ৴১০
৩৯। নামকীর্তনমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমদ্ভাগবতার্ক-মরীচিমালা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রপন্নজীবনামৃতম্ ৷০
৪৪। গোবর্দ্ধনাষ্টক ৶০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। শ্রীকৃষ্ণলীলা বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-নির্দেশঃ ৷০
৫৪। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ ৴০
৫৮। সাধ্যসাধনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। [illegible] ।৶০
৬২। [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। [illegible] ৷০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি [illegible] ৷০
৬৬। [illegible] আপেন্ডেড [illegible] ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর মহাবিষ্ণুমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিণী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক;
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বর্ষাবাদ, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদ্রকালী, পোঃ ভদ্রকালী, বাঁকুড়া।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালীপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীবাসুদেবগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওয়ান গ্লোস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার্য গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দীঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—বঙ্গাবেদোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্তন—বঙ্গোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

• স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়দর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৩,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হ: তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গা বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৩, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ও ২০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ৮৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ হাবচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Profaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর; জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
দপ্তরখানা—২নং শ্যামকৃষ্ণ লেন্, বাগবাজার
কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশসাম্ভ টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ প্রাপ্তি

এই ঔষধ সম্পূর্ণ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর নিদান নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তন্মধ্যে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেন্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৷৷০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৷৷০—৪৷৷৵০
৪নং ময়দা	৪৴০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪৷/০
আটা একমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৷৷০
সুজি	৪৷৷০—৪৷৷৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৷৷০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৷৴
বজাল	৩৩৷

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ই বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৫৴০—৫৷০
মধ্য (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৷৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷৷০
২৬ গেজ ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	১১৷০
আর, পি, জি,	১৩৷৷৵০
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্লাঃ সেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৷৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
রড পাটি	৬৷৵০—৬৷৷৵০
,, গোলটু (গোল)	৬৷৵০—৬৷৷৵০
,, প্যাটে (চৌকা)	৬৷৵০—৬৷৷০
,, গোল বড় ৴০—৷৵০ সূতা	৫৵০—৫৷৷৵০
,, টানা বড়-চৌকা ৴০—৷৵০ ঐ	৫৷৵০—৬৲
,, বাণ্ডিল তার	৬৵০—৭৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
শীরবহর ঘাট, লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বেনিয়ে মসলার দর

জিরা	২০৷৷৯ ১৯৷৷০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৷৷০	,,
মরিচ	২১৷৵০	,,
লবণ	৩৬৲	,,
বড় এলাচ	২১৲	,,
কিসমিস	১৫৷০	,,
ছোট এলাচ	২৷৵০	সের
কর্পূর	২৷৷৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২৷০	সের
মেথি	৪৷০	মণ
মৌরি	১৷৷০	মণ
কাল জিরা	৭৷৷০	,,
খাবার সোডা	৬৲	,,
পেস্তা	২৷০	সের
আমলকী	৩৷০	মণ
হরিতকী	৩৲	,,
বহেড়া		
১নং খয়ের	১৫৲ ১৩৷৷০	
ইসবগুল		
জাঃ হরিতকী	৫৷৷০	,,
দেশী সুপারি	১১৲	,,
লঙ্কা	১৪৷০	,,

ঘৃতের দর

গব্য	৫১৲ টাকা
মাখা	৪৯৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে আষাঢ়, শুক্রবার ১১৩৪ ১২ই জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

হায়দ্রাবাদে গান্ধীজী

গান্ধীজী ৭ই জুলাই প্রাতে সাড়ে দশ ঘটিকার সময় হায়দ্রাবাদ ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে সিবাণীতে সদলে অবতরণ করেন। তথা হইতে তিনি মোটর যোগে সরাসরি কোটরি চলে যান। সেখানে তাঁহার দর্শনের জন্য অনূ্যন ২০ হাজার লোক প্রতীক্ষা করিতেছিল।

হায়দ্রাবাদের জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম গান্ধীজীকে ৩১৮৮৲ টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। গান্ধীজী প্রথমে মহিলাদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি হরিজন ভাণ্ডারের জন্য মহিলাদিগকে অলঙ্কার ও নগদ টাকা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

এই সময় গান্ধীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য হলের মধ্যে অত্যন্ত ভীড় হয়। উহার ফলে এরূপ গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যে, উহা নিয়ন্ত্রণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে। গোলমাল থামার জন্য প্রায় ৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া গান্ধীজী ঐ স্থান ত্যাগ করেন।

অতঃপর গান্ধীজী শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম, ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানী, শ্রীযুক্ত নবরায় ও শ্রীযুক্ত জেঠানন্দ সমভিব্যাহারে কোয়েটা যাত্রা করেন।

—

বাংলার আবহাওয়া

দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রচুর বর্ষণ। উত্তর বঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে প্রচুর বর্ষণ ও বজ্রপাত। বেহার অঞ্চলে প্রচুর বর্ষণ। ছোট নাগপুর অঞ্চলে সাধারণ বর্ষণ। উড়িষ্যা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সাধারণ ও প্রচুর বর্ষণ, পূর্ব ইউ, পি, অঞ্চলে সাধারণ বর্ষণ। বর্ম্মা অঞ্চলে সমুদ্রতীরে বিশেষ বর্ষণ অন্যত্র সাধারণ বর্ষণ।

—

মিঃ ডি, এস, চডি

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী নবেম্বর মাসে লণ্ডন মেলবোর্ণ বিমান প্রতিযোগিতায় এই বিখ্যাত বিমানবীর যোগদান করিবেন। ইঁহার জন্মভূমি সিন্ধুপ্রদেশে। ভারতে এবং লণ্ডনে বিমানশিক্ষাকালে ইনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গত ১৯২৭ সালে যদিও ইনি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়াছিলেন তথাপি তাঁহার এই ২৮ বৎসর বয়সে এরূপ দুঃসাহসিক প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র অগ্রণী হইয়া সত্য সত্যই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন।

ডাঃ ডি, জি, ই, হল্

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, অধ্যাপক হলসাহেব রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি ইনি ইংলণ্ডের শিক্ষা বিভাগের একটী বিশেষ সম্মানিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশেষ নিপুণ। তিনি শীঘ্রই নবনিযুক্তপদের জন্য বিলাত যাইবেন।

—

বিভিন্নস্থানে বন্যার প্রকোপ

পেশোয়ারের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার বন্যার প্রাবল্যে বহু নরনারী, পশু, পক্ষী, ধনসম্পত্তি বাড়ীঘর, দোকান, বাজার, মসজিদ এবং শকটশালা প্রভৃতির বিপুলভাবে ক্ষতি হইয়াছে।

আগ্রা হইতে প্রকাশ, তথায় যমুনা ভীষণভাবে স্ফীত হওয়ায় জনগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে।

—

নাগপুরের সংবাদে প্রকাশ, তথায় বর্ষার দরুণ অধিবাসিবৃন্দ বড়ই কষ্ট পাইতেছেন।

—

নোয়াখালি, ফেনী, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিবৃন্দের উপর বর্ষার প্রকোপ ইতোমধ্যেই অতি অস্বাভাবিক ভাবে দেখা দিয়াছে।

—

অন্ধবালিকার কৃতিত্ব

পশ্চিমলণ্ডনে একটি অন্ধ-বিদ্যালয় দ্বারোদ্ঘাটন কালে মাননীয় যুবরাজ জানিয়া অবাক হইলেন যে একটী অন্ধ বালিকা তাঁহার বক্তৃতা আগাগোড়া লিখিয়া লইয়াছে। সে বালিকাটী প্রতি মিনিটে দুশত শব্দ লিখিতে পারে।

—

স্বর্ণ রপ্তানী

বোম্বে হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি 'কোফরিণ' জাহাজে ১১১৪১০০৮৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ লণ্ডনে গিয়াছে। এপর্য্যন্ত এইরূপ রপ্তানী স্বর্ণের পরিমাণের মূল্য ১৯১৯২১১২৭৪৲ এক টাকা।

২০০০৲ কোকেন ও চরস প্রাপ্তি

করাচী হইতে ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেণ হাওড়ায় পৌঁছিলে আবগারী বিভাগের পুলিশ ২০০০৲ মূল্যের বে-আইনী কোকেন ও চরস রাখিবার অভিযোগে একজন বাঙ্গালী যুবক ও তাহার বিধবা শাশুড়ীকে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ, আবগারী বিভাগের লোক পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া সতর্ক হইয়া থাকে। গাড়ীখানা হাওড়া পৌঁছিলে আসামীদের ট্রাঙ্ক অনুসন্ধান করিয়া ঐ মাল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটিকে ৫০০৲ জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। যুবকটিকে হাজতে প্রেরণ করা হয়।

—

দিল্লীর নিকট ভীষণ লরী দুর্ঘটনা

৭ই জুলাই দিল্লী রোহ্‌টক রোডে এক ভীষণ লরী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানি লরী বহু আরোহী লইয়া যাইবার সময় দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূরে উল্টাইয়া যায়। তিনজন নারীও কয়েকজন পুরুষ যাত্রী আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। লরীখানারও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

নিরুদ্দেশ

শ্রীগজেন্দ্রনাথ ঘোষ হুতাশী পিতার নাম ৺শ্রীপতি চরণ হুতাশী জাতি সদ্গোপ গ্রাম নন্দনপুর পোঃ সেকেন্দারি জেলা মেদিনীপুর বয়স ৩২।৩৩ বৎসর রং ফরসা শরীর নাতিস্থূল ও দীর্ঘ. চুল, স্বাভাবিক, ছোট, সোজা সিঁথী, পরনে চুলপাড়, ধুতি ব্যবহার করে। আজ ৩ বৎসর কাল দেশত্যাগী। ২ বৎসর পূর্ব্বে মাঘ মাসে গয়াধাম হইতে ১ খানি চিঠি পাওয়া গিয়াছিল (পি, রোডের দুটে) গত বৎসর কাল কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই (সে একজন excise ঠেকাদার ছিল)।

শ্রীরামচন্দ্র মহান্তি।
হেড্‌মাষ্টার
পোঃ সেকেন্দারী
জেলা মেদিনীপুর

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৪১

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ মজদুরের এবং ভারত-শিল্পের [illegible] ও পৃষ্ঠপোষক স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর (ছোট), কে-সি-আই-এ, সি-বি-ই, জে-পি, এম-এল-এ মহোদয় তদীয় "রেডিমণি" প্রাসাদের সম্মুখে ভাবী "ভারত শিল্পমন্দির" গৃহ নির্মাণের নক্সা পরিকল্পনার জন্য প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্থপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বোম্বাই নগরে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ স্থপতিগণ স্প্রেগসন বাটলী এণ্ড কোং ভজ্জন্য একটি নক্সা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা স্যার কাওয়াসজীর মনোমত হয় নাই। বিগত এপ্রিল মাসে দিল্লীতে ভারত স্থাপত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা-দান-কালে ছায়াচিত্র সাহায্যে শ্রীশবাবু তদীয় পরিকল্পিত প্রাসাদ ও ভবনের আলেখ্য দেখাইলে স্যার জাহাঙ্গীর ভারতীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সংবাদটী বঙ্গবাসীর গৌরবের বিষয় বটে।

———

অমৃতসরের টেম্পারেন্স হলে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সেখ সাদেক হোসানের সভাপতিত্বে অমৃতসর সাহিত্য-সঙ্ঘের এক সভায় "বেকার অবস্থা, উহার কারণ ও প্রতিকারের উপায়" বিষয়ে বিতর্কের উদ্বোধনে ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু বলিয়াছেন,—"যত ইচ্ছা প্রস্তাব গ্রহণ, বড়লাট ও ভারত-সচিবের নিকট ডেপুটেশন প্রেরণ প্রভৃতি যাহাই করা হউক না কেন, যেপর্য্যন্ত ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ বর্ত্তমান থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। বেকার সমস্যা কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ নহে, উহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। কিন্তু ভারত ও অন্যান্য দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্যান্য দেশে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ভারতবাসিগণ দেশের কর্ত্তা নহে এবং ভারতের রাজস্বের উপর তাহাদের কোনও হাত নাই।"

ডাঃ কিচলু বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে ভারতে [illegible] বেকার অবস্থার [illegible] হইয়াছে। যুবকগণ স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া দেখে যে, তাহাদের সম্মুখে কোনও কাজ নাই। ইংলণ্ডে বেকার অবস্থার জন্য একটি আত্মহত্যা ঘটিলেই সমস্ত জাতি আন্দোলন আরম্ভ করে। আমরা কি করিতেছি?

———

বর্ত্তমানে ভারতবাসীদের আর্থিক দুরবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, যথাসময়ে প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা না হইলে তাহারা প্রকৃতই পাগল হইয়া যাইবে। তাহা হইলে উহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা একমাত্র ভগবান জানেন।" তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, বেকার সমস্যার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ প্রদান না করিলে তাহাদিগকে রুশ বিপ্লব অপেক্ষাও বিপজ্জনক বিপ্লবের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

সভাপতি মহাশয় বক্তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার হস্তে দেশের শাসনভার প্রদান করা হইলে আপনি বেকার সমস্যা নিবারণের জন্য কি করিবেন?"

ইহার উত্তরে ডাঃ কিচলু বলেন, "আমি অন্যান্য দেশে কাঁচামাল রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়া তাহা শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করিয়া বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরণ করিব। এইরূপে আমি ভারতের লোকগণকে কাজে নিযুক্ত করিব এবং বিদেশ হইতে অর্থ আনয়ন করিব। আপনাদের হস্তে শাসন ভার থাকিলে আরও বহু প্রকার কাজ করা যাইতে পারে।" কথাগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে লোকে ডাঃ কিচলুবক্তৃতা প্রশংসা করিবে, বিশ্বমাঝে তাঁহার কীর্ত্তি থাকিবে। এখন দেখা যা'ক প্রকৃত কার্য্যে কি হয়।

———

কুষ্টিয়ার প্রথম মুন্সেফী আদালতের পেস্কার বাবু সতীশচন্দ্র সরকারের দ্বিতীয় পুত্র কমলাপ্রসাদ সরকার গত ৪ঠা জুলাই অপরাহ্ণে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, বালকটীর বয়স মাত্র ১১ বৎসর। সে কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িত।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর একটী ষ্টীম রোলার রাস্তা মেরামত করিতেছিল। টিফিনের ছুটির সময় ড্রাইভার নিষেধ করা সত্ত্বেও কমলা প্রসাদ উক্ত ষ্টীম রোলারের উপর উঠে এবং ড্রাইভার ষ্টীম রোলার চালাইলে কমলা সহসা রোলারে আটকাইয়া যায়। ফলে তাহার ডান পা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত হইয়া যায় এবং তাহার শরীরের অন্যান্য স্থানেও গুরুতর আঘাত লাগে। ডাক্তার চট্টরাজ মেলবেগে তাহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার সময় [illegible] যায়। কমলাপ্রসাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য কুষ্টিয়া উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয় [illegible] ছুটী হয় এবং তৎপরে একটী শোক সভার অধিবেশন হয়। সভায় ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। বালকটীর শোক-সন্তপ্ত পিতামাতার সান্ত্বনা লাভের একমাত্র উপায়—আনন্দময়ের চরণে শরণ গ্রহণ করা।

———

নিঃসহায়া বিধবার উপর জুলুম

—:o:—

স্বামী প্রণবানন্দের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

মাদারীপুর থানার অধীন বাজিৎপুর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ দাস মাদারীপুর মহকুমা হাকিমের আদালতে "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ ও তাহার কয়েকজন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উহা থানার দাই স্কুলের হেড মাষ্টারের নিকট তদন্তের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

মামলাতের বিবরণ এই যে, বাজিতপুর "সেবাশ্রম সঙ্ঘ" বাজিতপুর গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বহু টাকা ধার করিয়া ও বহু লোকের জমাজমি বন্ধক রাখিয়া ঐ অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আশ্রমে সর্ব্বদাই বহু ঢাল, সড়কী, কাতরা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র মজুত থাকে এবং প্রয়োজন মত বহু লাঠিয়াল তাহাদের অন্যায় কার্য্যের সমর্থনের জন্য উপস্থিত হয়।

ঐ গ্রামে এক খণ্ড জমির উপর সঙ্ঘ হইতে একটী নূতন বিতল বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। ঐ বাড়ী এবং খালের মধ্যে বাদীর আত্মীয়া এক নিঃসহায়া বৃদ্ধা বিধবার একখণ্ড জমি আছে। ঐ জমিখণ্ড পাইলে সঙ্ঘের খুব সুবিধা হয় বলিয়া সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ঐ জমিখণ্ড ক্রয় করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু ঐ জমিটুকু উক্ত নিঃসহায়া বিধবার জীবনের একমাত্র সম্বল বলিয়া তিনি উহাতে রাজী হন না। তৎপর সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একদিন বহু লোক যাইয়া ঐ জমির একাংশ হইতে মাটিকাটা আরম্ভ হয়। এই সংবাদ পাইয়া উক্ত বিধবা এবং বাদী ঘটনাস্থলে গিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলে স্বামী প্রণবানন্দের হুকুমে তাহাদিগকে যথেষ্ট গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহারা নিরুপায় হইয়া গ্রামা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানাইলে তাঁহারা স্বামীজীকে বলিয়া সবদিন গোলমাল নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা সঙ্ঘের পক্ষ হইতে [illegible] [illegible] মাটি কাটিবে, যদি শক্তি থাকে তবে বাধা দিও।' এই সংবাদ পাইয়া উক্ত বিধবা ও বাদী এবং আরও কতক লোক তথায় গিয়া দেখিতে পান যে, স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী খালের অপর পারে দাঁড়াইয়া আছেন এবং মারাত্মক অস্ত্রাদি সহ বে-আইনী জনতাবদ্ধ অবস্থায় আর ও কতক লোক তথায় মাটি কাটিতেছে। বাদী, উক্ত বিধবা এবং আর কতক লোক উক্ত প্রকার অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে স্বামী প্রণবানন্দের আদেশে প্রতিবাদকারী একজনকে জোর করিয়া ধরিয়া আশ্রম মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাকে দীর্ঘ সময় কয়েদ রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্বামী প্রণবানন্দ বাদীর মাথা কাটিয়া আনিবার হুকুম দিলে কতক লোক তাহাকে প্রাণনাশক অস্ত্রাদি সহ আক্রমণ করিলে বাদীপক্ষ ভয়ে পলাইয়া রক্ষা পায়।

—আনন্দবাজার

———

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার জের

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলায় রাজ সাক্ষী ইন্দ্রপালের বিরুদ্ধে নরহত্যা, ষড়যন্ত্র এবং বিস্ফোরক পদার্থ ও অস্ত্র আইন অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়। ৩রা জুলাই স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর এন মুখার্জ্জির এজলাসে উক্ত মামলার শুনানী উঠিলে মামলার উদ্বোধন করিতে গিয়া পাবলিক প্রসিকিউটর ১৯২৯ সালে লালালাজপৎ রায়ের মৃত্যু এবং বড়লাটের ট্রেণে বোমা নিক্ষেপের বিষয় উল্লেখ করেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলায় ২২জন লোক অভিযুক্ত হয় এবং পরিশেষে আপীল করায় ফলে লাহোর হাইকোর্ট আসামীদের মধ্যে চারজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত এবং সাতজনকে মুক্তি প্রদান করেন ও একজন ব্যতীত (যে বিচারের সময় মারা যায়) অবশিষ্ট সকলকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইন্দ্রপালকে রাজসাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাহার সাক্ষ্যে গরমিল থাকায় অভিযোগে তাহার প্রতি যে ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হয়। তাহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

সিমেণ্টের কারখানায় বিস্ফোরণ

কাবেলপুরাস্থত ওয়া সিমেণ্টের কারখানায় বারুদ বিস্ফোরণের ফলে সাতজন শ্রমিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে; সিমেণ্টের স্তূপ ভাঙ্গিবার জন্য বারুদ তৈরী করা হইতেছিল বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

[illegible] } ১৬ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই জুলাই ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ১১৪শ সংখ্যা

শ্রীগোদ্রুমে মহোৎসব

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে গত ২২শে ও ২৩শে [illegible] বিনোদবাণী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের তিরোভাব বার্ষিক মহোৎসব ঠাকুরের ভজন-কুটী শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্তৃক সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরের বৈষ্ণবগণ অনেকেই যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতেও অনেক বৈষ্ণব আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডি ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ আদিকেশবানন্দ প্রভু উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্বেই শ্রীগোদ্রুমে গমন করিয়া সুললিত পদাবলী তাঁহার স্বভাব-সুলভ-স্বরে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অপরাপর সেবকগণও উৎসব-দিবসদ্বয়ে কীর্তনধ্বনিতে শ্রীসুখদকুঞ্জ মুখরিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] নৃসিংহপুর মহোৎসব এবং শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রী[illegible] নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ [illegible] কঠোর পরিশ্রম করিয়া উৎসবের যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। প্রায় ৬০০ ব্যক্তি এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীযোগপীঠে মন্দিরের কার্য্য

পাঠকগণ অবগত আছেন শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীযোগপীঠে রায় শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় বাহাদুর একটী প্রকাণ্ড মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। পাঠকগণ [illegible] অবগত আছেন যে, গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪১) ১৪ই জুন (১৯৩৪) বৃহস্পতিবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীমন্দিরের ভিত খুঁড়িবার সময় এক প্রস্তরময় চতুর্ভুজ বিষ্ণুবিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত [illegible] মন্দিরের [illegible] কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। মিস্ত্রির 'কন্‌ট্রাক্ট কার্য্য' শেষ হইয়াছে। [illegible] গত ২৭শে আষাঢ় হইতে 'শ্রীমন্দিরের কার্য্য' আরম্ভ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর মন্দিরের জন্য সৌভাগ্যবান্ শ্রীমান্ [illegible] যেরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত কার্য্যাদি করিতেছেন তাহাতে পারমার্থিক জগতের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার এই সেবা-চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

পাবনায় প্রচার

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] মহারাজ গত ২৯শে জুন [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের ভবনে অবস্থান পূর্ব্বক এক বিরাট সভায় তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজী পাঠকালে বলেন শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহের কৃপা ব্যতীত কেহই এই গ্রন্থ বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নহেন। কারণ, চৈতন্যদেব [illegible] কোন সাধারণ বস্তু নহেন। তিনি একমাত্র বাস্তব বস্তু শ্রীভগবান। তাঁহার রূপ-গুণাদিও মায়িক জগতের অন্তর্গত কোন ব্যাপার-বিশেষ নহে। তিনি তাঁহার নিজ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি [illegible] পুরুষ হইয়াও তাঁহার লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া তাহা গুণ-মায়ার অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ নহে।

আমরা জাগতিক জ্ঞান লইয়া [illegible] আলোচনা করিতে যাই তাহা হইলে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব। কেন না, জাগতিক বিচারে দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব, তিনি নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু করেন নাই। গৃহে এক যুবতী [illegible] নাই, এমতাবস্থায় তিনি অর্দ্ধোন্মত্ত-বৎসা বৃদ্ধা মাতা ও শোকসন্তপ্তা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিব যে এ জগতের পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, ধন-সম্পদ সমস্তই ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য। এই সমস্ত অনিত্য সুখ বা ঐশ্বর্য্যের সুখে আবদ্ধ থাকা মনুষ্যের কর্তব্য নহে। একমাত্র বাস্তব বস্তু যে ভগবান্ তাঁহাকে জানাই মনুষ্য-জীবনে একান্ত আবশ্যক।

যাবতীয় জীবকুল ভগবানকে ভুলিয়া আশ্রয় বিহীন হইয়া এই সংসারসমুদ্রে জন্ম-জন্মান্তর ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও আশ্রয় নাই। তাহাদের [illegible] একমাত্র শ্রীভগবান্ যে কথাটী বিস্মৃত হইয়া [illegible] জীব সংসারে কষ্ট না পেয়ে [illegible] করিতেছে কিন্তু কোথাও আশ্রয় পাইতেছে না। তাই তিনি যাবতীয় জীবকুল যে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রিত ইহাই নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বরূপ-[illegible] মায়াধীশ [illegible] আসিয়া [illegible] নহে; [illegible] মায়াধীশ বস্তু আমাদের নিকট সেবকের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবক হইবার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে [illegible] যখন আমরা কোন কর্ম করি তখন তাহার [illegible] থাকিয়া যখন কোন কর্ম করি তখন তাহার নাম ভক্তি। [illegible] তাহাকে কোনটিই করিতে হইবে না। কর্ম্মী ভোক্তা-অভিমানে কর্ম করিয়া কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর ভক্ত সেবা[illegible] আনন্দে কর্ম করিয়া কর্মবন্ধনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করে।

স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে এই প্রকার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতাগণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন।

কলিকাতায় শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর [illegible] কল্য সপার্ষদে পুরী হইতে কলিকাতা শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এবং কলিকাতাবাসী ভক্তগণ [illegible] ষ্টেশনে পুষ্পমাল্য দ্বারা [illegible] অভ্যর্থনা [illegible]। আশা করা যায় তিনি [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরে শুভ পদার্পণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ বামন নিত্য ৫ংভাদশাব্দী ৪৪৮

নোঙ্গর তুলিব কেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য ভাবে অঙ্কিত সর্বশিক্ষা-দর্শনার একটী চিত্র আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, কোনও নদীতীরের নৌকার দাঁড়-মাঝিরা নোঙ্গর না তুলিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড় টানিয়াছিল। শেষ-রাত্রিতে আরোহিগণ উঠিয়া দেখিলেন,—যে স্থানের নৌকা সেই স্থানেই আছে, কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। তাঁহারা মাঝিদিগকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং মাঝিরা যথেষ্ট হইয়া পরিশ্রম করা সত্ত্বেও নৌকা কিছুমাত্র অগ্রসর না হইবার কারণ অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলেন, নোঙ্গরই তোলা হয় নাই। সুধী পাঠকগণ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, সংসারাসক্তি, লোকাসক্তি বা প্রাপঞ্চিক রূপ নোঙ্গর হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া অজস্রকাল কেন, শাস্ত্রালোচনাদিতেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও পরমার্থ-পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, প্রবেশেরই অধিকার হয় না। অবৈষ্ণব কর্তৃক পালিত হইবার দৈন্য যাহাদের নাই, ঐ নোঙ্গর তাদের হৃদয়-গুহা হইতে কখনও যে না। "আমি সব বুঝি এবং আমি যাহা বুঝি তাহাই ঠিক, গুরুবৈষ্ণবগণ আমা অপেক্ষা আর অধিক কি বুঝেন, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন কি, শুনিলেও বা তদনুযায়ী কার্য্য করিব কেন," লোকদের এই দুর্বুদ্ধি যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা আমারই ন্যায় দগ্ধ-ললাট।

উক্ত বিষয়টী অনেক দিন পূর্বে আলোচিত হইলেও পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন হওয়া পড়িয়াছে। মঠে প্রবেশ করিলেই সমসিদ্ধি আমার হইয়াছে, তাহা নহে। মঠ—শিক্ষামন্দির, এখানে আমি শিক্ষা করিতে আসিয়াছি সুতরাং আমি শিষ্য, শিক্ষক নহি। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীই হই, আমি—শিষ্য। আমি অন্তরের কার্য্যেই নিযুক্ত থাকি, আর প্রচারকের কার্য্যেই নিযুক্ত থাকি, আমি শিষ্য; শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দেশ অনুসারে চলাই আমার একমাত্র কৃত্য। এই কার্য্যে আমার মনন-ধর্মের নোঙ্গরটী তুলিতে হইবে, গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

কোনও সময় কোনও ব্যক্তি মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট নিজের আসক্তি যোল আনা বজায় রাখিয়া পরমার্থ-পথে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশপূর্বক উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি যদি সত্য সত্যই পরমার্থ পথে প্রবেশের অধিকারী হইতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমতঃ আপনাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে; আপনাকে মনে করিতে হইবে যে—'এ পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু বুঝিয়া রাখিয়াছি, এ সকলই ভুল' তৎপরে সরলান্তঃকরণে বৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাঁহারা যাহা বলেন, সেই অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।" ভক্তিসুধাকর প্রভু একজন খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াও নিজ জীবনে যে পন্থায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। নোঙ্গর তুলিয়া কার্য্য করিতেছেন বলিয়াই তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠ-সেবক এবং বর্ত্তমানে পরমার্থ-গগনের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরমার্থ-পথে যাঁহারাই উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্বপ্রথমে ভোগ-ত্যাগের নোঙ্গর তুলিয়া লইয়াছেন।

আমরা (যাহারা মঠবাসী বলিয়া অভিমান করি) পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরের ছাত্র। আমাদের অসংখ্য প্রকারের ত্রুটী লক্ষ্য করিয়া দয়াময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দেশক্রমে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় আমাদের উপকারার্থ বর্ত্তমান বর্ষে ৪৩ সংখ্যা গৌড়ীয়ে "মঠবাসীর কর্ত্তব্য"-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন আমরা যদি সত্য সত্যই মঙ্গল চাই, তাহা হইলে নোঙ্গর অর্থাৎ আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাহাদুরী দূরে রাখিয়া ঐ প্রবন্ধটী আলোচনা পূর্বক স্ব-স্ব দোষ অন্বেষণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বহু প্রকার গ্রন্থ-পাঠের প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্বক গুরু বৈষ্ণবোপদিষ্ট যতটুকু বিষয় আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা অপর রন্ধ্র দ্বারা বাহির করিয়া না দিয়া নিজ জীবনে ঐ আদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া যে পঞ্চ-বানর-কথার বানরের স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া কেহ আমার প্রতি আক্রমণের জন্য এই সকল কথা লিখিয়াছেন' মনে করি অনিষ্ট হইবে না, অনিষ্ট হইবে আমার নিজের—আমি নিজেই আমার পরমার্থপথ কণ্টকাকীর্ণ করিব—নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিব। বৈষ্ণবগণ আমাকে আশীর্বাদ করুন আমার যেন ঐ প্রকার দুর্বুদ্ধি না হয়, আমি যেন নোঙ্গর তুলিয়া উক্ত মহামূল্য প্রবন্ধহারটী গলায় পরিতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

পুরী—শ্রীপুরুষোত্তমমঠ

তাং—১২ই জুন, ১৯৩৪

উপস্থিত—শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন গোস্বামী এম্-এল্-সি প্রভৃতি।

আনন্দবাবু—আমি প্রভুপাদের 'রায় রামানন্দ' গ্রন্থ প'ড়েছি এবং কয়েক স্থানে আমার ধারণা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ক'রেছি।

প্রভুপাদ—পশ্চিম গোদাবরীতে যখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হন সে-সময় এই গ্রন্থখানা লেখা হ'য়েছিল। বর্ত্তমানে সেখানে মঠ হ'য়েছে।

আ—গজপতিদের বংশ কি এখনও বর্ত্তমান আছে?

প্র—না, বর্ত্তমানে তাঁহার কোন বংশ নাই।

আ—চন্দ্রবংশের বংশ আছে কি?

প্র—কেশরী রাজাদের স্থান ছিল ভুবনেশ্বর। পরে গঙ্গাবংশ। তাহাও শেষ হ'য়েছে। তবে ঐ গদীতে ব'সেছেন ব'লে পুরীর রাজাদিগকে গজপতি বলা হয়

আ—জাগতিক সুখভোগে আত্মার প্রীতি আছে কি?

প্র—আত্মার এই সকল বিষয়ে প্রীতি থাকতে পারে না। আত্মাতে অজ্ঞান প্রবিষ্ট হ'তে পারে না বা কখনও আনন্দের স্রোত বন্ধ হ'তে পারে না। সেইজন্য জীবের বদ্ধাবস্থার ধর্মকে আত্মধর্ম না ব'লে অনাত্ম-ধর্ম বলা হয়। আত্মাতে কাল ব'লে একটা পদার্থ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। গতকালের কথা বর্ত্তমান ও ভাবিকালের কথার সঙ্গে একাকার হ'য়ে যায়। অনাত্মার ক্রিয়া অল্পকাল স্থায়ী আর আত্মার ক্রিয়া নিত্য-কাল স্থায়ী। সুতরাং এটা আত্মার প্রীতাধার নয়। আত্মধর্ম প্রকাশ হ'তে হ'তে রুদ্ধ হ'য়ে এরূপ ঘটেছে। আত্মধর্ম যদি প্রবল থাক্তো তা'হলে এটা উপস্থিত হ'তে পার্তো না।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ এইগুলি আত্মাতে স্বরূপগত। অনাত্মধর্ম ব'লতে গেলে এই তিনটের ধর্ম যেখানে বাধা পাচ্ছে তাহাই বুঝায়।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

(গীঃ ৭।৪)

[হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জী . । সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড় জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে]

সেই বস্তুর স্বভাব দুই প্রকার। অপরা ও পরা প্রকৃতি। অপরা-প্রকৃতি প্রভৃতি স্থূল ক্রিয়াদৃষ্টে জাগতিক স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম ভাব পাওয়া যাচ্ছে। জীব পরা প্রকৃতি—নিত্য-স্বভাববিশিষ্ট। কিন্তু নিত্য স্বভাবটা স্তব্ধ হ'য়ে যায়, শিথিলতা দেখায়। তাহার বিরূপ যোগ্যতা আছে। অপরা প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হ'লে এটা হয়।

আ—অপরা প্রকৃতির প্রভাব তা'হ'লে কি অধিক?

প্র—ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ
তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভি-
পদ্যতে॥

আ—অপরা প্রকৃতি খুব শক্তিসম্পন্ন ও জীবাত্মা হইতে ঢের অধিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট তা' না হ'লে আমাদিগকে মুগ্ধ ক'রে ফেলে কেন?

আ—জীবাত্মা কাহাকে বলেন?

প্র—বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি
চিৎকণঃ॥

আত্মা অণুচিৎ ও বিভুচিৎ। জীবাত্মা স্বভাবে অণু অর্থাৎ আমরা যতটা অণুর চিন্তা দ্বারা ধারণা করতে পারি না।

ভগবানের শক্তি ত্রিবিধ। বহিঃ-অংশে যে শক্তি নিহিত আছে উহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হইয়াছে। অন্তঃ-অংশে যে শক্তি নিহিত আছে উহা অন্তরঙ্গা শক্তি। এই দুইয়ের মধ্যস্থলে তটস্থা শক্তি। হ্লাদিনী, সম্বিৎ, সন্ধিনী—অর্থাৎ আনন্দ, জ্ঞান ও সত্তা—এই তিনটী অন্তরঙ্গা শক্তিতে প্রবল ও স্বচ্ছভাবে পাই। বহিরঙ্গা শক্তিতে ঐগুলি বিকৃত হ'য়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। বহিরঙ্গা শক্তিতে সত্তা কালের অধীনে কখনও অপ্রকাশিত এবং কখনও বা প্রকাশিত হ'চ্ছে। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—মূর্ত্ত জগৎ আর অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—চিন্ময় জগৎ। শক্তি ব্যক্তিরেকে বস্তুর প্রকাশ হয় না। খণ্ড কালের সত্তা অপ্রাকৃত জগতে অবীকৃত হ'য়েছে অর্থাৎ ইহ জগতের জ্ঞান চিন্ময় জগৎকে খণ্ডকাল কোভিত করতে পারে না। আমাদের জ্ঞান এখানে আবৃত—বিভুত নহে। আমাদের কাছে মূর্খ ব্যক্তি পণ্ডিত ব'লে প্রতিভাত হয়।

অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্য-স্থলে জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি অর্থাৎ border land সীমায় প্রবেশ। চিন্ময়

নিয়া বিচিত্রতাময় আর এখানকার বিচিত্রতা বাস্তবিক দেখাচ্ছে আবার বদ্ধ ক'রে দিচ্ছে। তটস্থা শক্তিতে বাঞ্ছনীয় ও অনভীপ্সিত সুখ ও দুঃখ দুটী দিক্ দেখাচ্ছে। তটস্থা বা জীব শক্তিতে ঐরূপ বাঞ্ছনীয় অবস্থা অনুভবের জন্য উপলব্ধির যোগ্যতা আছে। যে সময় আমরা নিজেকে ইহজগতের কেহ এরূপ অনুভব ক'রছি তখন আমাদের ঐরূপ উপলব্ধি হ'চ্ছে।

বস্তু এবং বস্তুর গুণ দুই জাতীয় ব্যাপার। ইহ জগতের ব্যাপার শক্তিমৎ ও শক্তিসংজ্ঞা আছে। তন্মধ্যে শক্তিই বোধগম্য। শক্তিমৎ accommodated ধারণার অন্তর্ভুক্ত হন না। ইহজগতে শক্তি সীমাবিশিষ্ট সেইজন্য তাহাকে ধারণার মধ্যে আনতে পারা যায়। শক্তি বস্তুকে অর্থাৎ শক্তিমান্‌কে কোন প্রকারেই ধ'রতে পারি না। ইহজগতের শক্তি বস্তুজ্ঞানলাভে বাধা দেয়। পরমাণুকে অপসারিত করলে অজ্ঞানতার পরপারে যেতে পারি। এতদুদ্দেশ্যে immanent ও transcendent এই দুই শব্দ পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইহজগতের বাসিন্দের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিতর প্রবিষ্ট থাকা immanent। ইহজগতের বাহিরে থাকা transcendent। পরমাণুর ভিতরে প্রবিষ্ট হ'লে জগতের বাহিরের ভগবানের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যায়। Hyperbolic curve যেমন meet করে। ছোট হ'তে হ'তে বড়তে পৌঁছে।

যেরূপ—মহতঃ মহৎ, বৃহৎ মহতঃ ইত্যাদি। আবার ছোট হইতে ছোটও সেইরূপ। বড় আর ছোট এই জিনিষগুলোই ভগবান। এই দুটো জিনিষের মিলন মানবধারণার বহির্ভূত। অন্তর্যামী অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহের অন্তর্গত সূক্ষ্মতম এবং সুবৃহৎ এই দুটোই আমাদের দৃষ্টির সীমার ভিতরের নয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এক সময় জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—

"কে আমি, কেন মোরে জারে
তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, মোর কৈছে
হিত হয়॥"

'আমার এই জগতের সহিত সংসর্গ কেন হ'লো? বর্ত্তমান সময়ে ইহা হ'তে নিস্তার পাবার উপায় নাই। আপনি এই সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের উন্মেষ ক'রে দিন।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার উত্তরে বল্লেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।

আমরা বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধানরহিত। বিবর্ত্ত-প্রতিম অবাস্তব বস্তুকে বস্তু বলে জ্ঞান করছি। তাহা হ'তে উদ্ধার পাবার জন্যে স্ব-স্বরূপের অনুসন্ধান আবশ্যক। বস্তু—একমাত্র কৃষ্ণ। কৃষ্ণ—বিভূচিৎ বস্তু। অণুচিৎ বস্তু—আমি। অণুচিৎ বিভূচিতের নিত্য ভোগ্য। অচিৎ কখনও চিতের ভোগ্য হয় না। তুমি অণুচিৎ বস্তু। তুমি চেতন-ধর্ম্মযুক্ত। তুমি অচিৎ পদার্থ নহ। জগদ্ব্যাপার সৃষ্টি করিবার শক্তি তোমাতে নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি না থাকলে দৃশ্যের অস্তিত্ব থাকে না। দ্রষ্টা-দৃশ্যের পরস্পর সংযোগ হ'য়ে দৃশ্যজগৎ ইন্দ্রিয়রূপ করণের সাহায্যে কল্পিত হ'য়েছে। দৃশ্যজগৎ ও ভগবান্ একই বস্তু এরূপ চিন্তাস্রোত (Pantheistic thought) মহাপ্রভু স্বীকার করেন নি।

মায়া তোমাতে আছে তুমি মায়ার ভূমিকায় আস্‌বার যোগ্য। তোমার অবস্থান জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী রেখার ন্যায়। এই মধ্যবর্ত্তী রেখাকে নির্দ্দেশ ক'রে দেখাতে গেলে, হয় জল নয় স্থল বলতে হ'বে। ইহা অবশ্য তুলনামাত্র। যেমন কমলপত্র শত-বেধ-ন্যায়—অর্থাৎ এক-শত পদ্মপাতাকে উপরে উপরে রেখে তা'র উপরে একটি পিন দিয়ে ঘা মারলে যেমন সমকালে পাতাগুলি বিদ্ধ হ'য়ে যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নহে। এই সমকালীন বিদ্ধ হওয়া অনুভূতি তা'হ'লে কি? আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করতে পারছি না কিন্তু কালের ব্যবধান তথাপি স্বীকার করতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

ভক্তকবি

(১)

কবির হৃদয়কুঞ্জে বিচিত্র প্রকার;
কবিতা-কুসুম ফুটে অতি চমৎকার।
ভক্তকবি সযতনে,
পবিত্র সানন্দ-মনে,
সে কাব্য কুসুমে গাঁথি' মনোরম হার।
আরাধ্যের পদে দেয় ভক্তি-উপহার॥

(২)

তাঁহার নয়নদ্বয় জগতের সব;
ঝল্‌মল্‌ করে দেখে কৃষ্ণের বৈভব।
তাই সে উদাস-প্রাণে,
আপনার প্রিয়জনে;
নাহি হেরে রূপ তাঁ'র করি' অনুভব।
আকুল-ব্যাকুলচিত্তে সদা করে স্তব॥

(৩)

সে স্তুতি শ্রবণ হেরি' দেবী বীণাপাণি;
হৃদয়-তন্ত্রীতে তাঁ'র তুলেন রাগিণী।
ভেদিয়া সে দিব্য-রাগ,
রসনা উপরিভাগ;
নাচেন বিচিত্র রঙ্গে আপনা আপনি।
কবিতা-কুসুম তথি বাহিরায় ধ্বনি॥

(৪)

হরিষে পুলকে কবি যতনে সকল;
রাখেন জগতে যাহা পরম মঙ্গল।
জয়দেব কর্ণপুর,
রূপ সনাতন মধুর;
রচিলেন কাব্যগীতি শ্রীবিল্বমঙ্গল।
পরম মঙ্গল যাহা পরম মঙ্গল॥

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

নরক

(৩)

ভগবানের শাব্দিক অবতার অমলপুরাণ পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা দেখিতে পাই, নিম্নলিখিত শ্লোকানুযায়ী জীবন যাপন করিতে করিতে জীবের সর্ব্ব-দুঃখ দূরীভূত হয়। যথা—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে পাপের শাস্তি-ভোগ অনিবার্য্য। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, দানাদি বা কর্ম্মকাণ্ডীয় মহামহা-প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু নারায়ণ-বিমুখ জনকে পবিত্র করিতে পারে না। তাই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত-নির্দ্ধারণ-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥

(ভাঃ ৬।১।১৯)

—যে সকল পুরুষ এই সংসারে একবার মাত্রও কৃষ্ণপাদপদ্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের রত্যাভাস মাত্রও উদিত হইয়াছে তাঁহাদের ঐ রত্যাভাসমাত্রেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই—

"একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥
এক কৃষ্ণনামে হয় সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
নামাভাস হইতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হইতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল সাক্ষী॥

শাস্ত্রে নামের এই মহিমায় অশ্রদ্ধ, নামে অর্থবাদকারী গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক পাষণ্ড ব্রাহ্মণ-ব্রুবের ন্যায় ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মার অবতার নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় শুকগম্ভীরস্বরে তাঁদের সংশয় নিরাস করেন।

হরিদাস কহেন,—নামের শুদ্ধ
এই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি',
পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব
সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি
জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥
এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে—তুমি কহ অর্থ বিবরণ॥
হরিদাস কহেন—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥

সুতরাং সদ্‌গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করা ব্যতীত কলির জীবের মঙ্গলের আর উপায় নাই। তাই শাস্ত্র বলেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব
কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

আমাদের পূজ্যপাদ শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি
তিন বার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-তপ-যোগ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তা'র নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন
উক্ত এব-কার॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

[illegible] ৬৲

১। শ্রীমদ্ভাগবত—[illegible] ৪০৲

[illegible] ৮৲

[illegible] ৷৵০

৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(নব সংস্করণ) ৬৲

৪। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০

৭। [illegible] ৷০

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

শ্রী[illegible] (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মূল-শ্লোক ৷০

১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত [illegible]

(বাঁধা) ২৲

১৩। [illegible]

রাজ্যক্তীয়) ৷০

১৪। [illegible] ৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। [illegible] ২৲

১৭। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ৸৶০

বাঁধা)

১৮। [illegible]

১৯। [illegible] (৩য় সংস্করণ) ৷৵০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ২০

ঐ (আবাঁধা) ৷৵০

২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০

২২। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

২৩। [illegible] /১০

২৪। [illegible] ৶০

২৫। ঐ [illegible] ৶০

২৬ [illegible] (২৮ সংখ্যা) ৶০

২৭। শ্রী[illegible]

২৮। [illegible] ৷০

২৯। [illegible] /০

৩০। [illegible] /০

৩১। [illegible]

৩২। [illegible]

৩৩। [illegible] /০

৩৪। [illegible] /০

৩৫। [illegible] /০

৩৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা /০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০

৩৮। [illegible] ৫০

৩৯। শরণাগতি (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা) ৷৵০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(প্রথম চারিখণ্ড) ৫

৪১। প্রেমবিবর্ত্ত ৷০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৬

৪৩। নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ৷০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

৪৬। [illegible] ৷০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০

৪৯। উপোপনিষৎ (বলদেব ও [illegible]

ভাষ্য এবং [illegible] অনুবাদসহ) ৷০

৫০। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] ৶০

৫১। [illegible]

৫২। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ৷০

৫৪। [illegible] ৷০

৫৫। [illegible] ৷০

৫৬। [illegible] ৶০

৫৭। [illegible] /০

৫৮। [illegible] ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। [illegible] ৷০

৬০। [illegible] ৷০

৬১। [illegible] ৷৵০

৬২। [illegible]

[illegible] ৷০

৬৩। [illegible] ৷০

৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /০

৬৫। [illegible] ৷০

৬৬। [illegible]

[illegible] ৷০

৬৭। [illegible] ২৷০

৬৮। [illegible] (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৭০। [illegible] ৷০

৭১। কল্যাণকল্পতরু /১০

৭২। গীতাবলী /০

৭৩। শরণাগতি /০

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। [illegible] শ্রীগোদ্রুম,

পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।

৭। শ্রী[illegible] নদীয়া।

৮। শ্রী[illegible] মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]

৯। [illegible] পাট—পোঃ [illegible],

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,

পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রী[illegible] বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, [illegible],

পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible],

পোঃ মাদ্দ, [illegible]।

১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ [illegible], ঢাকা।

১৭। শ্রী[illegible] পোঃ [illegible]

১৮। শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]।

১৯। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],

পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible]।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,

পোঃ [illegible] গোদাবরী

২৩। শ্রী[illegible] মঠ [illegible]

[illegible]।

২৪। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ [illegible]

পোঃ [illegible], পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],

পোঃ [illegible], মান্দ্রাজ।

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—

৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible],

[illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, [illegible]

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]

৩৪। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, [illegible]

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড

পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে।

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং [illegible],

[illegible] গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]

৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible],

কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible]

পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক পত্রিকা। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—[illegible] পাঠক শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং ইহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের [illegible] মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ কোথায়ও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা বিবেচক পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পড়িবার আলোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়্‌দর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

-০::০::০-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও
অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন অংশে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— হেলথ্ সাম্ টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারদের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর নিদান নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা মাত্রে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেক ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ মেনুফেক্চারিং
(ডিপার্টমেণ্ট ৩)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

চাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৴০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ		
২৬ গেজ "	"	
২৪ গেজ "	"	
আর, পি, ডি,		

প্লেনেশটস সিমেন্ট, করগেট টিন—
৪।১১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—		
২৬ গেজ "	"	
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—		১৩৸৵০

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
গজ

গ্যাঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি হইতে
১৫ ফুট লম্বা ও ফুট চওড়া
৪ ফুট চওড়া

ইস্পাত পাটি	৬৸৵০—
" বোল্টু (গোল)	৬৸৵০—
" পয়াবে (চৌকা)	৬৵০
" গোল বড় ৴০—৷৴০ সূতা	৫৵০
" টান্‌ বড়-	
চৌকা ৴০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০
" বাণ্ডিল বাণ	৬৵০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীমতলা ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা।

বেনিয়াটোলা মসলার দর

জিরা	২০৸১	১২৸০
দেশী হরিদ্রা		৮৲
রং হরিদ্রা		৬৸০
মরিচ		২১৸৴
লবণ		৩৪৲
বড় এলাচ		২১৲
কিসমিস		১৫।০
ছোট এলাচ		২৮৵০
কর্পূর		২৸৴০
দারচিনি		১১৲
মৌরী		২।০
মেথি		৪।০
মৌরি		৯৸০
কাল জিরা		৭৸০
খাবার সোডা		৭৲
পেস্তা		২।০
আমলকী		৩।০
হরিতকী		৭৲
বয়ড়া		২৲
১নং খদির	১৩৲	১৩৸০
ইসবগুল		৮৲
জাঃ হরিতকী		৫।০
দেশী সুপারি		১১৲
লঙ্কা		১৪।০

ঘৃতের দর

দানী	৫১৲
দানা	৪৯৸০

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

[illegible] দর
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে আষাঢ়, শনিবার ১৩৪১ ১৩ই জুলাই ১৯৩৪

শ্রীমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

—:০:—

সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে যে কয়টি ছাত্র এবার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই পরবিদ্যাপীঠের ফল প্রতি বৎসরই সন্তোষজনক হইতেছে।

মুড়াগাছায় সশস্ত্র ডাকাতি

বঙ্গবাণী এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৪শে জুন রাত্রি ২॥ ঘটিকার সময় মুড়াগাছা ষ্টেশনের অনতিদূরে কিশোরি মোদকের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনায় প্রকাশ, ৮।১০ জন লোক মশাল এবং হাতিয়ার প্রভৃতি লইয়া ঐ মোদকের বাড়ী বেরাও করে। দুইজন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিশোরী ও একটি স্ত্রীলোককে বাঁধিয়া বেদম প্রহার করিতে থাকে। ইত্যবসরে ২॥ টার ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া পড়ে। দস্যুরা তখন বেগতিক বুঝিয়া হাতের কাছে যাহা পাইল তাহাই লইয়া চম্পট দেয়। পুলিশ আসিয়া জোর অনুসন্ধান করিতেছে।

নবদ্বীপে কবিরাজ শিরোমণির শোকসভা

গত ৬ই জুলাই নবদ্বীপবাসী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকমণ্ডলী সন্ধ্যার পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের 'শ্রীগৌরাঙ্গ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ে' সমবেত হইয়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সভাপতিত্বে কবিরাজশ্রেষ্ঠ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের পরলোকগমনে এক শোকসভার অধিবেশন করেন। সভায় পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানান হয়।

সর্দ্দার প্যাটেলের স্বাস্থ্য

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, নাসিক জেলে যাইয়া বোম্বাইয়ের ডাঃ সাহা ও ডাঃ প্যাটেল, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, অবিলম্বে তাঁহার নাসিকায় অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। কারণ সর্দ্দার প্যাটেল দীর্ঘ দিনের পুরাতন নাসিকার ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। তাঁহার নাসিকায় অস্ত্রোপচার সহজ ব্যাপার নহে; ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন হইবে। বোম্বাই ছাড়া আর কোথাও এইরূপ গুরুতর অস্ত্রোপচার সম্ভবপর হইবে না।

শ্রীযুত মহাদেব দেশাই ও মণিবেন প্যাটেলের মুক্তি

গত ৮ই জুলাই গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত মহাদেব দেশাই নিকেল বা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি গত আগষ্ট মাসে গান্ধীজীর সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

মিঃ গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে ও অন্যান্য বহু নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছিল।

বল্লভ ভাই প্যাটেলের কন্যা মণিবেন প্যাটেলকে গত ৮ই জুলাই দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক-বেশে চোর

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, সতী দেব নামক একব্যক্তি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির স্বেচ্ছাসেবক ছিল। সে বাঁকুড়া জিলার মাধুরেদিয়া কেন্দ্রে নিযুক্ত ছিল। একটি বাক্স হইতে ৫ খানি দশ টাকার নোট খুলিয়া তাহা বাঁকুড়া সহর হইতে তাহাকে ভাঙ্গাইয়া আনিতে বলা হয় এবং বাক্সের চাবি তাহার হাতে দেওয়া হয়। সে বাক্স হইতে ৫০ খানি নোট লইয়া চম্পট দেয়। কিছুকাল পরে আর একজন স্বেচ্ছাসেবক তাহাকে দেখিতে পাইয়া পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার করায়।

তাহাকে বাঁকুড়ার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সৈয়দ তফিউদ্দীনের আদালতে হাজির করা হইলে সে অপরাধ স্বীকার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে তিন মাস কারাদণ্ড এবং ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

পুলিশের ঘরে চুরি

নাগপুর সিভিল ষ্টেশনের সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বেভেরীজের গৃহে দুঃসাহসিক চুরি হইয়াছে। মিঃ বেভেরীজ জুয়াড়ী গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে কামপটি গমন করিলে এক চোর তাঁহার বাংলায় প্রবেশপূর্ব্বক প্রায় তত্রস্থানের তালা ভাঙ্গিয়া পাঁচ শত টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী সহ প্রস্থান করিয়াছে।

নারীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা

নদীয়া জেলার রাণাঘাটের জুয়াধী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের স্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রীরাণী দেবী গত ১৪ বৎসর যাবৎ প্রত্যহ কেবলমাত্র আধ সের দধি সেবন করিয়া বাঁচিয়া আছেন। তাঁহার মোটেই ভাত খাইতে ইচ্ছা হয় না। আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে অতি সামান্য পরিমাণ ভাত খাইলেও, তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উহা বাহির হইয়া যায়। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল আছেন। তিনি কয়েকটি সন্তানের জননী। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ২৫ বৎসর।

পুনরায় গান্ধীজীর অনশন

আজমীরে শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর প্রতি সম্বর্দ্ধনাকারিগণ ও সনাতনীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয় এবং ঐ সংঘর্ষে সনাতনী নেতা পণ্ডিত লালনাথ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত লালনাথের উপর এই বলপ্রয়োগের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত গান্ধী আগামী ৭ই আগষ্ট বেলা দ্বিপ্রহর হইতে—অর্থাৎ ওয়ার্দ্ধা পৌঁছিবার দুই দিন পর হইতে ৭ দিনের জন্য অনশন-ব্রত অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

গো-বৎসকে দ্রোণ পুষ্প

গরু পেট ফাঁপা রোগে আক্রান্ত হইলে দ্রোণ পুষ্পের গাছের পাতা হাতে কচলাইয়া উহার রস দুই চক্ষুতে বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করিলে অতি অল্প সময় মধ্যেই গরু বাহ্য প্রস্রাব করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিবে।

এক আর সি, এস (প্রাইমারী) পরীক্ষার ফল

লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত জুলাই মাসে ফেলোশিপ অব দি রয়েল কলেজ ও সার্জ্জন পরীক্ষায় (প্রাইমারী) ১১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৮ জন ভারতীয়; নিম্নে ইঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল,—

(১) এইচ এল মেহেরা (পাঞ্জাব) (২) কে সি সরকার (কলিকাতা), (৩) এম এল পাইন (কলিকাতা), (৪) এইচ কে জাইল (বোম্বাই), (৫) এম এস এম মোটা (বোম্বাই), (৬) ডি, জি, নন্দকর্ণী (বোম্বাই), (৭) ভি, শঙ্করন (মাদ্রাজ) ও (৮) এম ভি বাৎসলা (বোম্বাই)।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৪১

পরলোকে বেলিদায়, বরোদার গাইকোয়ার বাহাদুর এক নির্দেশে জানাইয়াছেন যে, জনসাধারণের দুর্দশা লক্ষ্য করিয়া যখন সরকার যে কোন কোন স্থানে কর-হ্রাস করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেই যথেষ্ট হয়, উহার জন্য অর্থাদি ব্যয় করিয়া রাজকর্মচারীদিগকে মানপত্র বা প্রীতি-ভোজপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা নাই। এই কার্য্যের জন্য যে-টাকা খরচ হয় তাহা দরিদ্র প্রজাবর্গের জন্য ব্যয় করিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়। তাই এই কার্য্যে অর্থাৎ মানপত্র-প্রদানাদি কার্য্যে জনসাধারণ যাহাতে উৎসাহ না পান তজ্জন্য সরকারী কর্মচারীদিগকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা গাইকোয়ার বাহাদুরের এই নির্দেশের প্রশংসা করিতেছি।

লক্ষ্ণৌ জেলার অড়াউরা গ্রামে একটী জমি লইয়া হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত গ্রামের কয়েকজন হিন্দু মুসলমান-দিগকে 'আজান' দিতে বাধা দেয় বলিয়া মুসলমানগণ আদালতে এক অভিযোগ দায়ের করেন। বোধ হয়, যে-স্থানে মুসলমানগণ আজান দেন, সেইটী হিন্দুগণ তাঁহাদের জমি বলিয়া দাবী করেন। এই বিষয়ে হিন্দুগণের বক্তব্য আমরা জানিতে পারি নাই। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোককে ফৌজ বিধির ১০৭ ধারা অনুসারে জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ করিবার জন্য বিচারার্থ প্রেরণ করেন। লক্ষ্ণৌএর সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সৈয়দ মহম্মদ জাহিদ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সর্ত্তে উহার আপোষ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, মুসলমান দিগকে 'নমাজ' পড়িতে ও 'আজান'-দিতে দেওয়া হইবে। তবে জমির সত্ত্ব সম্পর্কে একটা কিছু মীমাংসা না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমানগণ ঐ স্থানে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না। উক্ত মহকুমা হাকিমের চেষ্টায় যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গার ক্ষমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে পারে নাই, ইহা আনন্দের বিষয়। আমরা ঐ কার্য্যতৎপরতার জন্য মিঃ সৈয়দ আহম্মদ জাহিদকে প্রশংসা করিতেছি।

বোধ হয় সকল দেশেই এই নিয়ম প্রচলিত যে, সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতা অনুসারেই লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায় হিসাব করিয়া সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ করিবার প্রথা কোন সভ্যদেশে আছে কিনা জানিনা। কিন্তু যেদিন হইতে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে 'সাম্প্রদায়িকতা' আত্ম-বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, সেই দিন হইতে সরকারী চাকুরীতেও তাহার প্রভাব দেখা যাইতেছে। ফলে মুসলমান ও এংলো ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি খৃষ্টিয়ান এসোসিয়েশন ইত্যাদিতে যেমন সংখ্যানুপাতে আসনের দাবী করিতেছেন, সরকারী চাকুরী সম্পর্কেও তাহা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। 'অনুগ্রহবৎসল' বৃটিশ রাজনীতিকগণও তাঁহাদের প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বলিয়া উদার হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন।

সরকারী রেলওয়ে ইন্সপেক্টরগণ ১৯৩৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় রেলপথসমূহে ৫টী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৩টী দুর্ঘটনাই রেলওয়ে কর্মচারীদের নিয়ম-পালনে ঔদাসীন্যের ফলেই ঘটিয়াছে। ৩টী দুর্ঘটনাতে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। কিন্তু মতীপুর রেলওয়েতে ভাজিকের ষ্টেশনে গত ১১ই জুলাই তারিখে যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ ১১জন নিহত হয়। ইহা ছাড়া ১২ জন আহতের মধ্যে ৩জন পরে মারা যায়। সরকারী ইন্সপেক্টরেরা বলিয়াছেন,—মতীপুর রেলওয়ের দুর্ঘটনার জন্য রেলওয়ে কর্মচারীরাই দায়ী। আশা করি ইন্সপেক্টরের রিপোর্টের উপর গবর্ণমেন্ট এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন যাহাতে ঐপ্রকার দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা আর দেখা না যায়।

তারকেশ্বর মোহান্তের মামলায় আপীলে কলিকাতা হাইকোর্ট হুগলী জেলা জজের রায়ই বহাল রাখিয়াছেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিচার-পতি মিঃ এস, কে, ঘোষ তাঁহাদের রায়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তারকেশ্বরের মন্দির ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি দেবোত্তর এবং মোহান্ত সতীশ গিরি বহু টাকা বিশ্বাসভঙ্গ পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছে। বিচারপতিগণ আরও বলেন, মোহান্ত যে-সব সম্পত্তি নিজের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিয়াছে, উক্ত দাবী অবৈধ। মোহান্তের চরিত্র সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ বাদী-পক্ষ আনিয়া-ছিলেন, বিচারপতিরা তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যে কোন ধর্ম্মমন্দিরের কর্ত্তা হিসাবে গদিতে বসিবার অনুপযুক্ত সুতরাং হিন্দু-সমাজের পক্ষ হইতে মোহান্তের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং যেসব দাবী করা হইয়া-ছিল, হাইকোর্টের রায়ে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং তারকেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তি একজন দুশ্চরিত্র মোহান্তের কবল হইতে মুক্ত হইল—ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। শুধু তারকেশ্বরে নহে, ভারতের আরও অনেক মন্দিরে চরিত্রহীন ব্যক্তি গদীয়ান হইয়া বসিয়া আছে। সেই সকল স্থানে যাহাতে সচ্চরিত্র ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে সেবা-পূজাদি চলিতে পারে হিন্দুসমাজের তৎপ্রতি দৃষ্টি প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

জলে ঝাঁপাইয়া ক্ষুধার জ্বালার উপশম

পুরী জিলার বাকিপাট গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, একটি স্ত্রীলোক ক্ষুধার জ্বালায় নিজ সন্তানকে জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

প্রকাশ, এক গোয়ালা পরিবারের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। স্বামী তাহার স্ত্রীকে খাওয়াইতে দিতে পারিত না, শেষে স্ত্রী তাহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক সন্তানকে লইয়া পিত্রালয় জাহাজীর পাটনাতে যায়। সেখানেও মা ও সন্তানকে অনশনে কাটাইতে হয়। তৎপর সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ক্ষুধার জ্বালায় অসহ্য হইয়া সে তাহার সন্তানটিকে মানিক-পুরের নিকট জলে নিক্ষেপ করে এবং নিজে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে অতঃপর মৃতদেহ দুইটি জলে ভাসিয়া উঠে।

কৃষকদের দুর্দ্দশা মোচন

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, কৃষকদের দুর্গতি প্রশমনের অন্যতম উপায় স্বরূপে চরখা হিসার জেলায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

১৯৩২-৩৩ সালে হিসার জেলার কৃষকদের দুর্গতি প্রশমনকল্পে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে স্ত্রীলোকদের জন্য সূতাকাটার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সম্প্রতি সরকারী ইস্তাহারে ইহার ফলাফল পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে,—"হানসী, হিসার ও ফতেয়াবাদ তহশীলে ৪৬টী সূতাকাটা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। চরখার দ্বারা কাজ সরবরাহের পরীক্ষা অতীব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। মাথাপিছু ৪ আনা ৯ পাই হিসাবে মোট ২০৩৪ টাকা ১৩ আনা ৩ পাই হারে ৮৭১৫ জনের দুঃস্থতাই প্রশমিত করা হইয়াছে।" হিসার জেলার দুর্ভিক্ষ সাহায্য সম্পর্কে আলোচ্য-বর্ষে ১৩ লক্ষ টাকার অধিক মোট ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ টাকার অধিক ভূমিরাজস্ব মকুবের আকারে দেওয়া হইয়াছে। শস্য বীজ ও চাষের গরু প্রভৃতি বাবদে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

দুই খানি বিমানপোত চুরমার

কর্ণটোক্স হ্রদের উপর দুইখানি জাপানী বিমানপোত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ৭ জনের প্রাণনাশ হইয়াছে। ৩২। নজনের ফল বালির অনুমিত হয়। দুই-খানি বিমানপোতই ওমোরা বিমানঘাটি হইতে বাহির হইয়াছিল।

হঠাৎ বিস্ফোরণের পর প্রথম পোত-খানির পাখা ভাঙ্গিয়া যায়। ৩ জন আরোহী নিহত হইয়াছে।

এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় বিমানপোত খানি একই ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া একই স্থানে চুরমার হইয়া যায়। বিমানপোত-চালক ও ৩ জন আরোহী নিহত হয়। বিমানপোত দুইখানির জন্য দায়ী ব্যক্তি-গণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাছে আরও কোন গোলযোগ ঘটে তজ্জন্য বিমান ঘাটিতে যোগিস গার্ড ও সৈন্য মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

সোণা চোর ধরিতে যাইয়া রূপা চোরের সন্ধান

জলন্ধর ও অমৃতসরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চলন্ত ট্রেণ হইতে ৩০০০০৲ টাকা মূল্যের সোণা চুরি যায়, এই সম্পর্কে রেল পুলিশ তদন্ত করিতেছে। ঐ মামলা সম্পর্কে মৃত মোগলবাদের নিকটবর্ত্তী আমেনার আসামী আল্লার আলীকে সিটি ম্যাজি-ষ্ট্রেটের এজলাসে হাজীর করা হইলে, আসামী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে একটী স্থানে লইয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে মহকুমা হাকিম, রেল পুলিশ ও ডি, এস পিও ঐ স্থানে গমন করেন। আসামী রেল লাইনের নিকটবর্ত্তী এক খালের মধ্য হইতে ৩৭ সের ওজনের এক রূপার তাল উঠাইয়া আনে ও জানায় যে, নাসিক রেলওয়ে ষ্টেশনে এক ঝালান হইতে সে ঐ তালটি চুরি করিয়াছিল। আসামী পূর্ব্বে আরও ৪ বার দণ্ডিত হইয়াছিল। তদন্ত চলিতেছে।

ট্রেণ ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

মাদ্রাজ হইতে সেলোগামী ট্রেণে ডাকাতি করিয়া কোনও ব্যাঙ্কের কেরাণীর নিকট হইতে ৩৪০০৲ টাকার নোট লইয়া যাওয়া সম্পর্কে স্বর্ণ ও সোণা ব্যবসায়ী মহম্মদ সত্তারাবাদকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১৭ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই জুলাই ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১১৫শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ

পুরী ১১।৭।৩৪

গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'অনবসরকালে'র অধিকাংশ সময় আলালনাথে অবস্থান করি। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার, ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি প্রভৃতি শিষ্যবর্গসহ গত ৯ই জুলাই বেলা ১০ ঘটিকার সময় আলালনাথ হইতে পুরী যাত্রা করিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন বর্ত্তমানে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বার্ষিক মহোৎসব চলিতেছে। এই বার্ষিক মহোৎসবের সময় প্রতি বৎসর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবার সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতিতে গত ২৬শে আষাঢ় ১১ই জুলাই উৎসবটী বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠসেবকগণ উৎসবের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া চতুর্গুণ উৎসাহে সেবাকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। শত শত নিমন্ত্রিত-ব্যক্তি ব্যতীত প্রায় সহস্র দরিদ্র-ব্যক্তি মহাপ্রসাদ পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন।

তিরোভাব-উৎসব-সমাপনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ আলালনাথ হইতে যে সকল ভক্ত সহ পুরী আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ সহ পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর সৌজন্যে গোপীনাথ মন্দিরের সন্নিকটে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পাওয়া গিয়াছে তথায় শীঘ্রই শ্রীগোপীনাথের মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহুদিয়ার মার্চ্চেন্ট শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী মহোদয় এই মন্দিরের ব্যয়ভার-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আলালনাথজীর মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছে। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ এমার মঠের মোহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয় আলালনাথে গমন করিয়া ঐ কার্য্য-দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। 'পাইওনিয়ার' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক লালা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল রায় এটর্ণি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

পাটনাতে

গত ২০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ পরানন্দ ব্রহ্মচারীজীর কীর্ত্তন হইয়াছিল।

স্বামীজী শ্রীমদ্ ভাগবত-পাঠের প্রারম্ভে বলেন যে, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিতে হইলে শ্রীমদ্ ভাগবতের স্বরূপ না জানিলে তাহাতে বিশেষ ফল হয় না অথবা তাঁহাকে সাধারণ গ্রন্থ, ইতিহাস বা পুরাণাদির সঙ্গে সমান হিসাবে পাঠ করিতে গেলে গুরুতর অপরাধ সঞ্চিত হইয়া থাকে। "শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীভগবানের অভিন্ন তনু" এই ধারণা না হইলে কেহ ভাগবত-পাঠের অধিকারী হইতে পারে না। ভক্তগণ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধকে ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গরূপে বেদ-ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন। কলিকালের নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তিগণের জ্ঞানচক্ষু-প্রকাশের জন্য পুরাণ সূর্য্য ভাগবতের প্রকাশ। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার দূর হয়, ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ ও দস্যু-তস্করাদির ভয় বিদূরিত হয় তদ্রূপ শ্রীমদ্ ভাগবতের উদয়ে কলিকালের নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তিগণের নিকট বাস্তব বস্তুর প্রকাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্ধকার ও সংশয়ভয় বিদূরিত হয়। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্ব বাঙ্ময়েরই সেরা বলিয়া আমাদের সকলেরই ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা-[illegible] একমাত্র কর্ত্তব্য। অতঃপর স্বামীজী প্রহ্লাদ-চরিত্র হইতে কএকটী শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।

কুমিল্লায়

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ গৌরবাণী-প্রচারের জন্য কুমিল্লায় শুভাগমন করেন। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্-এ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুপ্রসিদ্ধ মহেশ-প্রাঙ্গণে বহু শিক্ষিত-জনমণ্ডিত সভায় পণ্ডিতজী "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুই দিবস বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় দার্শনিক-বিচারপূর্ণ প্রাঞ্জল হওয়ায় সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে সনাতনধর্ম্ম এবং একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, পণ্ডিতজী তাহা শিক্ষিত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তি মূলে বুঝাইয়া দেন।

সভাপতি মহাশয় [illegible] শ্রীগৌড়ীয় মঠ পাশ্চাত্যে শ্রীগৌর[illegible] [illegible] ক্যানাডাতে [illegible] এতদ্দেশের সংবাদ পরিবেশন করিয়া তাঁহাদের লক্ষ্য আকর্ষণ করিয়া দেশের সকলের গৌরবের বিষয় হইয়াছেন। বাঙ্গালার এই বাণীসেবা যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক পাশ্চাত্যে প্রচারিত হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিকট ঋণী। তিনি পণ্ডিতজীর ব্যাখ্যা-নৈপুণ্য ও বিশ্লেষণ-চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কখন জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হয়

নিত্য ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বভাবগত ধর্ম্ম। এই নিত্য স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া জীব ভোক্তা-অভিমানে পাপ-পুণ্যাদিকে অস্থায়ী মায়ার এই মলিন জগতে ভ্রমণ করিতে থাকে এবং নানা যোনিতে দেহ লাভ করে [illegible] স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপ ভ্রমণকালে কোনও ভাগ্যে সৌভাগ্যবশে যখন ভোগ-বাসনা ক্ষয়োন্মুখ হয় তখন জীব নিজ স্বরূপ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। তখনই ভগবান্ কৃপা করিয়া সাধুগুরুরূপে তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়ঃ

১৭ বামন অব্দ আষাঢ় কালেন্দ্রশায়ী ৪৭৮

গুণ্ডিচামার্জ্জন

গত ১৫ই বামন (১৮ গৌরাব্দ, বঙ্গে আষাঢ় ৫৬১ বঙ্গাব্দ), ১২ই জুন (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার প্রতিকূলস্থলে গুণ্ডিচামার্জ্জন উৎসব অনুষ্ঠানে সম্পন্ন হইয়াছে। এই গুণ্ডিচামার্জ্জন-রূপ লীলাদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে অবস্থানকালে রথযাত্রার পূর্ব্বদিবস ভক্তবৃন্দ-সাহায্যে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দ্বারা আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গুণ্ডিচামন্দির শ্রীজগন্নাথ-দেবের নীলাচল মন্দির হইতে প্রায় ১ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথ-দেব শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা সহ নীলাচল-মন্দির হইতে এই মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ নীলাচল-মন্দিরকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী এবং গুণ্ডিচা-মন্দিরকে বৃন্দাবনরূপে জানেন। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মথুরাপুরী গৌড়ীয়গণের অর্থাৎ ব্রজবাসি-গণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনের নিত্য আস্বাদনা। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে রাজবেশে না দেখিয়া বৃন্দাবনে যশোদানন্দনরূপে দেখিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, যেহেতু মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণও—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" তবে কাম-কলুষিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয় না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি আবর্জ্জনা হৃদয়কন্দরে সঞ্চিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কখনও সম্ভবপর নহে। মহাভাগবতগণের সেবা-শুশ্রূষা-সুশোভিত হৃদয় বৃন্দাবনে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হইয়া থাকে। সাধক-মাত্রেরই সাধনের চরম ফল—আবিলতা সম্পূর্ণরূপে পরিমুক্ত হইয়া হৃদয় সিংহাসনকে কৃষ্ণবসতি যোগ্য করা। গুণ্ডিচামার্জ্জনে মহাপ্রভু এই বিষয়টী বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামন্দিরে আগমন উপলক্ষে মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তগণ সহ ঐ মন্দির মার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য শত শত ঘট ও সম্মার্জ্জনী আনয়ন করা হইল। তৎপর—

শুদ্ধ করিতে সবারে এক এক সম্মার্জ্জনী।
সবকার হাতে প্রভু দিলা আপনি॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর—সকল মাজিল।
সিংহাসন মাজি' পুনঃ স্থাপন করিল॥
ছোট-বড়-মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন॥
চারিদিকে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী-করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে করে নিজ-কাম॥
ধূলি-ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন॥
ভোগমন্দির শোধন করি' শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া॥
এই মত ভক্তগণ করি' নিজ বাসে।
তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে॥
প্রভু কহে,—কে কত করিয়াছ সম্মার্জ্জন।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম॥
সবার ঝাঁটান বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এই মত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর।
ভালমতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি'।
প্রথমেই লঞা আছে কাল অপেক্ষা করি'॥
'জল আন' বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু আগে দিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ-অধো ভিত্তি গৃহমধ্যে সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল॥
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন।
প্রভু আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ॥
ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির-মার্জ্জন॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁ'র চরণ উপরে॥
কেহ লুকাঞা করে সেই জল পান।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন॥
নির্ম্মল শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১২ পরিচ্ছেদ)

গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলারহস্য

শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল দৌত করা উচিত। অতএব নির্ম্মল, শান্ত ও উজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলে পরমসেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলেন,

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্ম যোগ তপস্যাদি বা ভক্তি প্রতিকূলভাব দ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বরূপী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব, এইরূপ ইতর অভিলাষ।—উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমল হৃদয়কে কেবলই বিদ্ধ করে। কর্ম্ম-চেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা 'স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব' এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া, উহা—ধূলিসদৃশ। কর্ম্মা-নন্দের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্ম-বন্ধের নির্গমন হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল; তদ্বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কেবল আত্ম-বঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল হৃদয়-সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রামযোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। উহারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম-অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগা বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি আবর্জ্জনা-রাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না; পরন্তু নিজ বহির্ব্বাস দ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাতাসের সহায়তায় ঐ সকল অনর্থ পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে 'কুটিনাটী' 'প্রতিষ্ঠাশা' 'জীবহিংসা' 'নিষিদ্ধাচার' 'লাভ' 'পূজা' প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটী শব্দে কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা শব্দে নির্জ্জন ভজনাদি বা বৃক্ষ রূপী দ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মোহান্ত বলুক' এইরূপ কড়ীর সন্মানাদির আশা অথবা বিষয়-লোলুপতায় স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাষ্ঠিক-প্রাণ হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শন দ্বারা 'ভক্ত' বা অবতার সাজিবার আশা, জীবহিংসা শব্দে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলা, লাভ-পূজা শব্দে ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিক্রয় ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি, নিষিদ্ধাচার শব্দে স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়। (অসমাপ্ত)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(২)

বহির্জগতে জীবের অনুভূতিতে একটা কালের প্রভাব থাকার কথা কহবা। ক্রমশঃ নেমে আসছে, আবার এগিয়ে গিয়ে একেবারে সে জিনিষটা পেয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ—পূর্ণবস্তু। জীবজাতীয় বস্তু তাঁ'রই অধীন। কৃষ্ণ ও জীবের সম্বন্ধ সূর্য্য ও সূর্য্য হইতে নিঃসৃত রশ্মির পরস্পরের সম্বন্ধের সদৃশ। একটা রশ্মি দ্বারাই সূর্য্যদর্শন হ'তে পারে। পরিমাণ-গত-বিচারে রশ্মি সূর্য্য হইতে ছোট। গুণগত-বিচারে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পার্সী-ভাষায় 'কমিনা' ও 'মোতাজীন' শব্দ পরিমাণগত ভেদ-নির্দ্দেশে ব্যবহৃত হয়। বড় ও ছোট। বৃহৎ বলতে গিয়ে জীবাত্মা কিছু বড় হ'য়ে যায় না। ঘটাকাশ মহাকাশ হয় না। ভেঙ্গে গেলে cavity আকাশ বড় হ'য়ে যায় না। তখন আকাশের পরিমাণ-যোগ্যতা স্বীকৃত হ'চ্ছে না। কিন্তু অবকাশের বৈচিত্র্য ঘটাবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে

কৃষ্ণনাম ভজ ভাই, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

সমস্তই পরিমিতি। বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে—অণ্ডান্তরে নয়। বৃত্তটাকে ছোট ক'রলে তা'কে বিন্দু বলি। বড় ক'রলে চক্রবালের মতন হ'য়ে যায়। গোলক ব'লে একটা জিনিষ হয়—যতটা দেখছি সেই সব আকাশটা। যেটা দেখা যায় সেটাই অণ্ডান্তরে এসে যায়। যেটাকে দর্শন ক'রছিনা সেইটাকে বৈকুণ্ঠ বলছি।

'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই Panthiestic thought অর্থাৎ যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম এরূপ মায়াবাদ-বিচারে জগৎ মিথ্যা হ'য়ে যাচ্ছে।

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং
শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই সব বিবদমান মতসমূহের সামঞ্জস্য প্রদর্শন ক'রেছেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মায়াবাদ থেকে কতকগুলি বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারপদ্ধতি বিভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। কথা বলা দ্বারা যদি আহার গৃহীত হয় তাহাতে ক্ষতি হয় না। যদি সত্যাদীর অবিকৃতভাবে নামের স্বরূপকে পাওয়া যায়। এখানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখছি। Mundane relativity অর্থাৎ প্রাকৃতিক আপেক্ষিকতার ভিতর দিয়ে জ্ঞান হচ্ছে। Morphological aspect অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট চেহারার মধ্য দিয়ে যে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান (Ontological knowledge) আসছে তাহা দুই সসীম অংশ (Morphological factor) থেকে আসছে এরূপ বিচার করতে হবে না।

"যত্র আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

বিবর্ত্ত—Misconception, ভুল ধারণা। দেহ—সূক্ষ্মদেহ (subtle entity) ও স্থূল দেহ (outside tabernacle) এই দুটা শরীর ও শরীরী একই বস্তু এরূপ বিচার ভুল। শরীরী বস্তুজাতীয় এবং শরীর শক্তিজাতীয়। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচার:—চিৎ শরীর, অচিৎ শরীর। শরীরী—ঈশ্বর। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ আরো [illegible] কথা জানিয়েছেন। তাঁহাদের বিচারে অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি শব্দ পাওয়া গিয়াছে।

জীবভূত-শক্তি জগতে এসে পড়লে ধারণা করে। এই জীবই বদ্ধ হয় [illegible] হয়।

জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। জীব শক্তিজাতীয় অভিমান পরিত্যাগ করলে শক্তিমৎ হ'য়ে যায় না। জীব, বস্তুর তিন প্রকার শক্তির এক প্রকার শক্তি। জীব বহিরঙ্গ-শক্তি-পরিণত ব্যাপার নহে। জীব সর্ব্বক্ষণ অন্তরঙ্গা শক্তিতে থাকেন এইরূপ বিচারে জগৎ মিথ্যা হ'য়ে যায়। এরূপ বিচার দ্বারা আমরা মনোধর্ম্মী হ'য়ে যাই। বিশপ্ বেবার যেমন বিচার ক'রেছেন। আনন্দতীর্থ ব'লেছেন যে যদি এক মানুষের সহিত অপর মানুষের ভেদ নাই থাকে—

'তব ধন সুত দারা মমকি'—তাহা হইলে জগতে পরস্পরকে এত পীড়াপীড়ি করার দরকার হ'চ্ছে কেন? দৃশ্যজগৎ মিথ্যা বললে ঐ সব দোষ এসে উপস্থিত হয়। দৃশ্যবস্তুর নিজ সত্তার অস্তিত্ব নাই, তাড়াতাড়ি এরূপ কথার মধ্যে কেন প্রবিষ্ট হ'চ্ছি?

আচারসম্পন্ন হ'য়ে প্রচারই সত্য প্রচার। প্রাণহীন প্রচার গ্রামোফোনের মতন শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র। যদি হৃদ্‌গ্রাহি না হয়, নিজের মন থেকে যদি কেহ কথা না বলে—তাহ'লে কপটতা হয়। 'নির্ব্যলীক' না হ'লে পড়া পাখীর মত কথা হয়।

একজন লোক বদ্ধাবস্থায় নিজের উচ্চারিত শব্দ বুঝছে না। সেরূপ বলাতে কোন লাভ নাই। এক সময়ে একজন তেলেগু-দেশবাসী আমাকে তেলেগু ভাষায় গান শুনিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ঐ ভাষা জানা না থাকায় আমি গানের কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমাদের ভাষায় যদি পাখীকে বলি আর পাখী যদি সেটা আবৃত্তি করে তাহাতে পাখীর কি হোলো? বৈকুণ্ঠ-শব্দ (Transcendental sound) অদ্বৈতভাবে গৃহীত হ'চ্ছে। গুরুদেব হরিনাম দিলেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'কি দিলেন?' তাহা হ'লে তিনি তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না। সেরূপ ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দ অপরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিতে পারে না। বিষয়টি যাহার নিজের উপলব্ধির জিনিষ তিনি কোনরূপে অপরকে বুঝিয়ে দিলে ফল হ'বে। এইটাই আমাদের আচার্য্যগণ নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গুরুপারম্পর্য্যে অর্থাৎ প্রাণবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট (living source) হ'তে শিক্ষা লাভ দ্বারা,—যিনি ঐ বিষয়টা তাঁরও হোক্ এরূপ যত্ন করছেন সেইরূপ পন্থাতে অবলম্বন দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয়। আনুকরণিক ব্যাপারের দ্বারা একটুকুও সুবিধা হ'বে না। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি বাস্তবিক অনুগ্রহ ক'রে ঐ চেতনের স্পন্দনটা (flash) দিতে পারেন তা'হলে আগুনটা জ্বলে—মোটরের ষ্টার্ট দেবার মত—তবে কাজ হ'বে। নচেৎ—

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

কথা কতকগুলো বললেই যে সুবিধা হ'য়ে যাবে তা নয়; বরং যা' তা কথাবার্ত্তা যে প্রবৃত্তিটা আসছে তাহাও নষ্ট হ'য়ে যাবে। আবার দূষিত বীজ হ'লে প্রবৃত্তিটা অন্য দিকে চলে যাবে।

আমাদের বর্ত্তমান প্রচার দ্বারা আম্নায়-বাক্য পুনঃপুনঃ ব'লে দেওয়া হ'চ্ছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এটা ধরে নেবেন। বস্তুকে প্রকৃতই উদ্দেশ করছে এরূপ জিজ্ঞাসু হঠাৎ কাযাকরী হয়। খট্টাঙ্গ রাজা, পরীক্ষিৎ ইত্যাদির অল্প সময়ের মধ্যে মঙ্গল হ'য়েছিল। সুতরাং আমরা এরূপ একটা সময় দিতে পারি না যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই উপকার হ'বে।

হরিং অর্থাৎ ভগবানের ব্যক্তিত্ব আম্নায় বলছে। 'ব্যাস ভ্রান্ত বলি' উঠাইল বিবাদ' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাদের প্রতি অবিশ্বাস গর্হণ করা হচ্ছে। পরিণাম-বাদের পরিবর্ত্তে বিবর্ত্তবাদ-স্থাপনের চেষ্টা গর্হণীয়। ইহাই শঙ্করানুগত্যাভিমানী পঞ্চোপাসকগণের অবৈধ চেষ্টা; যেহেতু শব্দ অর্থের দ্বারা নির্ণীত হওয়া উচিত নহে তজ্জন্য বিবর্ত্তবাদ-তাৎপর্য্য-কল্পনা আবশ্যক, এইরূপ বিচার নিতান্ত অসঙ্গত। মহাপ্রভু বলছেন যে গুরুর বাক্যটা বিকৃত না ক'রে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। শক্তি-পরিণামবাদের বিচারকে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ অযথা আক্রমণ করবে এই আশঙ্কায় বিবর্ত্তবাদ-স্থাপন করা এক হিসাবে সঙ্গত হয়েছে। আচার্য্য শঙ্কর প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব ছিলেন। যে সকল লোক ব্যাসকে মানবে না অথচ বলবে তাহারা ব্যাসের কথায় অবস্থিত আছে তাদের জন্য বিবর্ত্তবাদ প্রচলন ক'রেছেন। গুরুকে আক্রমণ না করে, অথচ ত্যাগও না করে, সেইজন্য শঙ্কর ঐরূপ ক'রেছেন—

"মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন-
বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবী কলৌ ব্রাহ্মণ-
মূর্ত্তিনা॥

"অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়ৎ মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ
মাং কুরু॥"

আচার্য্য বিচার করলেন যে খুব প্রচুর পরিমাণে মায়াবাদ চলুক। যেপে নিতে পারে এই সিদ্ধান্তের প্রবর্ত্তন দ্বারা শঙ্কর যে বিচারপদ্ধতি স্থাপন ক'রলেন তাহা সে জগতের যে কথাটা আছে তাহা নিরপেক্ষভাবে শ্রবণ না করলে তা'র যে দিক্‌টা উপস্থিত হয় যাহারা তা'র অপব্যবহার করে তা'দের জন্য এই সিদ্ধান্ত স্থাপনের প্রয়োজন আছে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বিরহ-গীতি

(১)

জয় গুরুদেব পতিতপাবন,
ভক্তিবিনোদ, ভক্তিবিনোদন,
পতিত তারিতে তব উদ্ভব,
যাচি করযোড়ে এই শ্রীচরণ।

(২)

রাহুর কবলে শশাঙ্ক যেমন,
অধম প্রাণিগণ নু-চিত তেমন,
অভাগা মানব ত্যজি' কৃষ্ণধন,
অধম যতনে করিল বরণ।

(৩)

'ভুক্তি-মুক্তি' দুই পিশাচিনী করে,
পড়ি' জীবকুল নানা যোনি ঘুরে,
অবশেষে পড়ে' শমন-কিঙ্করে,
দুরাশায় করে অকালে বন্ধন।

(৪)

এ হেন দুর্দ্দশা জীবের হেরিয়া,
আনন্দ-সুখদ শ্রীকুঞ্জ বসিয়া,
আনন্দে প্রকৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া,
অমন্দোদয়দয়া কৈলে বিতরণ।

(৫)

তোমার 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকা,
মায়াবাদ-বন-বিনাশ-সাধিকা,
ভক্তহৃদে আনি' ভক্তি-বর্দ্ধিকা,
গৌরবাণী-দানে করিলে তোষণ।

(৬)

ভক্তজন প্রতি তুমি শুভঙ্কর,
অভক্তজনের তুমি ভয়ঙ্কর,
যুক্ত-বৈরাগ্যে দৃঢ় ব্রতধর,
প্রভুপদে তোমা [illegible]।

(৭)

যাঁর কৃপাবলে অন্ধ চক্ষু পেলে,
পথ [illegible] উচ্চ [illegible],
[illegible] যেন নবানুরাগে—
জ্ঞানাঞ্জন দিয়া কর উন্মীলন।

(৮)

[illegible] এই বিরহ-বাসনা,
কি দিয়ে পূজিব আচার্য্যপ্রবরে,
ভক্তিরসে [illegible] হ'য়ে।
এনেছি পদে [illegible] গ্রহণ।

—শ্রীভক্তিপ্রদীপ [illegible]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যসহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—মধ্বভাষ্য ৪৲
প্রথম চইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১।৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। তর্কবিবেকসুধাবলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। অনুবচন ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সনাতন ভাষ্য
(মধ্য) ২৲
১৩। বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য
মাধ্বমতীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণব ১৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৮। দীপ নির্ম্মাণ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-কথা-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ ১০
৩২। সাধনরত্ন ৶০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। কল্যাণকল্পতরু /০
৩৫। শরণাগত ৶০
৩৬। মায়াচারমর্দ্দন /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চন ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সাহ্বাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। উপদেশাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণম্ ।০
৫৪। নবীন-শিক্ষারত্নম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সাধনাঙ্গ-নির্ণয়কম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিদেশীর, গৌড়ীয় ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ০
৬৪। কোয়েট্ সে ইঁয়েহ ফর্ ট্রুথ, /০
৬৫। দি গসপেল ।০
৬৬। ভেদাভেদ ফিলজফি অ্যাণ্ড
আলোকেশন ডিপ্লোমেসি ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (তৃতীয় খণ্ড) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণকল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
১০২, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,
পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীবিরজি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কাবার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিলপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩এ, গ্লাডষ্টোন
পার্ক গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং ঠিকানা
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃত প্রবাহ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহা বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয় সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশ হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পরিধান আনোসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৬—৫৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে : তথন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২২, ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

-০::০::০-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ইহা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেমসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সম্পূর্ণ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সঞ্জয় নিরাময় নং ৭")। জনন-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেল্‌থ্ লেবরেটরিস্‌

(ডিপার্টমেন্ট ৬)

লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড় (কড়ি বা বীম)	
সাদা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-সাদা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫৷০
নরম (টী-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ		১৸
২৬ গেজ ,,	,,	১৷
২৪ গেজ ,,	,,	১১
আর, পি, ডি,		১০৸৵০

গেলভেনাইস সিট, করগেট টিন—

৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বাণ্ডিল	
২৪ গেজ প্রঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
নাগান বেড়া কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০

প্যাঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৩৷৵০—৩৸৵০
,, বোল্টু (গোল)	৩৷৵০—৩৸৵০
,, ঘরাদে (চৌকা)	৩৷৵০—৩৸০
,,গোল বড় ৵০—৷৵০ সূতা ৫৵০--৫৸৵০	
,, টান। বড়-	
চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ.	৫৸৵০—৬৲
,, বাণ্ডিল তার	৬৸৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

শীলবংশ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

মেদিনীতে মসলার দর

জিরা	২০৸১	১৯৸০	মণ
দেশী ধনিয়া		৮৲	মণ
খং হরিদ্রা		৬৸০	,,
মরিচ		২১৸৵০	,,
লবণ		৩৸৲	,,
বড় এলাচ		২১৲	,,
কিসমিস		১৫৷০	,,
ছোট এলাচ		২৷৵০	সের
কর্পূর		২৸৵০	সের
দারচিনি		১১৲	মণ
জৈত্রী		২৷০	সের
মেথি		৪৷০	মণ
মৌরি		৯৸০	মণ
কাল জিরা		৭৸০	,,
খাবার সোডা		৬৲	,,
পেস্তা		২৷০	সের
আমলকী		৩৷০	মণ
হরিতকী		৭৲	,,
বহেড়া		২৲	,,
১নং খদির	১৩৲	১৩৸০	,,
ইসবগুল		৮৲	,,
জাঃ হরিতকী		৫৷০	,,
দেশী সুপারি		১১৲	,,
লঙ্কা		১৪৷০	,,

ঘৃতের দর

লক্ষ্মী	৫১৲ টাকা
রাধা	৫৯৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌, এস্‌, এফ্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ।
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1144

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩১শে আষাঢ়, সোমবার ১৩৪১ ১৬ই জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বর্দ্ধমান বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ

এন্ট্রান্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ সভা হইয়াছিল। প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। পরে বালক ছাত্রী বৃন্দের নানারূপ আবৃত্তি ও কৌতুকাদি সকলকে বিশেষ পরিতুষ্ট করে। স্থানীয় শ্রীযুক্ত হরিমোহন বাড়ুয্যে, শ্রীযুক্ত সতীশ মুখুয্যে, শ্রীযুক্ত রবি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিদ্যালয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় ৫০৲ টাকা বিদ্যালয়কে দান করেন। অনেক ভদ্রলোক এই সভায় বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে চাঁদার খাতায় সহি করেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু ভদ্রলোক এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।

গ্যাসল্যাম্প বিস্ফোরণে মৃত্যু

কাশীপুর থানার অন্তর্গত সিথি রোডে কোনও মিঠায়ের দোকানে কয়েকজন লোক তাস খেলিতেছিল, এমন সময় কারবাইড গ্যাস ল্যাম্প ফাটিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র নামক একজন খেলোয়াড় গুরুতররূপে আহত হয়। হাসপাতালে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার রাত্রিতে কার্ত্তিকচন্দ্র তাহার বন্ধুদের সহিত ঐ মিঠায়ের দোকানে তাস খেলিতেছিল। ঐ ঘরে একটী কারবাইড ল্যাম্প জ্বলিতেছিল ঐ ল্যাম্পটি হঠাৎ নিবিয়া যায়। কার্ত্তিকচন্দ্র তাহা পুনরায় জ্বালিবার জন্য ঐ বাতিটি ঘরের বাহিরে লইয়া আসে। এমন সময় ভীষণ শব্দে তাহা ফাটিয়া যায় এবং কার্ত্তিকচন্দ্র গুরুতররূপে আহত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া যায়। হাসপাতালে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হয়।

জাহাজে চুরি

কলিকাতা বন্দরের 'গ্যাঞ্জেস' নামক জাহাজ হইতে সম্প্রতি একটি দুঃসাহসিক চুরি হইয়াছে। প্রকাশ যে, জাহাজের ক্যাপ্টেন এল পি ডসনের অনুপস্থিতিতে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি তাহার কেবিনে প্রবেশ করিয়া একটি মূল্যবান সোনার ঘড়ি, নগদ ১৫০৲ টাকা ও অন্যান্য বহু মূল্যবান জিনিষ চুরি করিয়া পলায়ন করে।

এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

আফগানিস্থানে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়

আফগানিস্থান হইতে একটি সমগ্র গ্রাম ভূগর্ভে বিলীন হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ গ্রামের এক স্থানের মাটিতে ফাটল ধরিয়া উহা ক্রমেই বিস্তৃত হইতে থাকে। প্রকাশ যে, পল্লীবাসিগণ তাহাদের অস্থাবর মালপত্রাদিসহ সরিয়া পড়ে—দুই দিন পর সমগ্র গ্রামটি ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পূর্ব্ব আফগানিস্থানের নূরিস্থান নামক স্থানে একটী উৎস আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার জল লাল ও টক এবং ঔষধের গুণ বিশিষ্ট।

ফেরারীকে আশ্রয়দানের অভিযোগ

এক সংবাদে প্রকাশ বাহেরকের শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর মুখুয্যের পত্নী শ্রীমতী পারুলবালা, তিনি বিমলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীকে আশ্রয় দানের অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ঢাকার দায়রা জজ মিঃ এ এন সেন তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা করিয়া দুইজন জামীনদার সহ ঐ পরিমাণ টাকার জামীনে খালাস দিবার আদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চাটুয্যে জামীনের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন।

বহুতে সন্তান-হত্যা

দুমকা হইতে প্রকাশ, দুধকোড়া গ্রামের ১৯ বৎসর বয়স্কা এক সাঁওতাল স্ত্রীলোককে তাহার নিজ সন্তানকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। প্রকাশ যে, স্ত্রীলোকটি তাহারও বৎসরবয়স্ক শিশুটির গলা কাটিয়া নিজে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কয়েকজন প্রতিবেশী উহা দেখিতে পাওয়ায় তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শিশুটিকে মৃত অবস্থায় নিকটেই পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় খানাতল্লাসী

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে গোয়েন্দা পুলিশ দক্ষিণ কলিকাতায় বহু বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া ৬ জন যুবককে পুলিশের সদর অফিস ইলিসিয়াম রো'তে লইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন কলেজের ছাত্র আছেন।

বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে ঐ সব খানাতল্লাসী হয় বলিয়া প্রকাশ। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটেও এক বাড়ীতে খানাতল্লাসী হয় কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

১০০০৲ অলঙ্কার চুরি

কাশীপুর রতন বাবুর লেনের খাসাহেব সতীশচন্দ্র ব্যানার্জির বাড়ী হইতে প্রায় ১০০০৲ মূল্যের অলঙ্কার চুরি গিয়াছে। প্রকাশ, সতীশবাবু সম্প্রতি একজন নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করেন। গত বুধবার সতীশবাবুর অনুপস্থিতিতে ঐ ভৃত্য আলমারী ভাঙ্গিয়া অলঙ্কার লইয়া চম্পট দেয়। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

গান্ধীজীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য

করাচী হইতে প্রকাশ, ডাঃ গোপীচাঁদ লাল ১১ই জুলাই গান্ধীকে পরীক্ষা করেন। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট ডাঃ গোপীচাঁদলাল বলিয়াছেন, গান্ধীজীর স্বাস্থ্য বেশ ভাল। তাঁহার রক্তের চাপ বেশী নয়, এবং তাঁহার দেহের বর্ত্তমান ওজন ১০৪ পাউণ্ড।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথের দান

ভারত গভর্ণমেন্টের আইন সচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সিমলার কালী বাড়ী বিদ্যালয়কে ২০০৲ টাকা, সিমলা বঙ্গীয় সাধারণীতে ২০০৲ টাকা, সিমলা হরিসভায় ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি যত দিন আইন সচিব থাকিবেন ততদিনই বার্ষিক ৫০০৲ টাকা এই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে দান করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৪১

শ্রীযুক্ত গান্ধী করাচী কলেজ হলে ছাত্র-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—"ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার খুব বিশ্বাস ছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার সেই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ভারতের ছাত্রদের মন অতীব চঞ্চল, তাহারা যখন যেমন বক্তৃতা শুনে সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে" সার পি, সি, রায়ও ছাত্রগণসম্বন্ধে ঢাকাতে এই কথাই বলিয়াছেন। আমরা জানি, দশটি ছিদ্রের জন্য সম্পাদন করে বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা নাই বলিয়া ছাত্রগণের চিত্ত এই প্রকার চাঞ্চল্য। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগণ বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবেন কি?

বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং দল লীগ বিজয়ী হইয়াছে। ভারতীয় টীমের পক্ষে কলিকাতার লীগ বিজয় এহাই প্রথম। এই হেতু মহমেডান স্পোর্টিং দলকে কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার এক প্রস্তাব হইয়াছে। গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় উক্ত বিজয়ী টীমকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য এক হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ইহা আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই।

গত ৩০শে জুন যশোহর জেলার অন্তর্গত চণ্ডীবরপুর গ্রামের প্রান্তদেশে প্রবাহিতা নদীতে ঝড়ের ফলে একখানি যাত্রীনৌকা ডুবিয়া যায়। সেই সময় ২৪ পরগণার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ১৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান্ সুধীরঞ্জন নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া দুইটী জলমগ্না বালিকাকে উদ্ধার করিয়াছে। অনাথ বাবু নিজেও একটী বৃদ্ধ ও একটী বৃদ্ধার প্রাণ রক্ষা করেন। আমরা শ্রীমান্ সুধীরের এই অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। আশা করি সে তাহার দেশবাসীর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, একটি সুন্দর বালকের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে কুমিল্লার দায়রার বিচারে গত ফেব্রুয়ারী মাসে গোলাম রসুল নামক জনৈক নরপিশাচের ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ ঘা বেত মারার আদেশ (৩৭৭ ও ৩৫২ ধারা অনুসারে) হইয়াছে ও তাহার সহকারী ১৯ বৎসর বয়স্ক সেকেন্দর আলীকে অল্প বয়স বিধায় ৩ বৎসর সদ্ভাবে থাকিবার জন্য ৫০০ টাকা জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে। গোলাম রসুলের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল না থাকায় জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে বেত্রদণ্ড দেওয়া সম্ভব নয়, সেসন জজকে এই কথা জানাইলে তিনি আরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এক্ষণে এই কঠোরদণ্ডে দুর্বৃত্তদের শিক্ষা হইলেই মঙ্গল।

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে যাহারা হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র বহন করিবে, তাহাদের প্রতিও প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইংলণ্ডের 'হাওয়ার্ড লীগ' এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গের মাননীয় গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে একখানি পত্র লিখেন। মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি—

১। হত্যা করাই যাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা করিতে পারে নাই, প্রকৃত হত্যাকারীর মত সেও প্রাণদণ্ডার্হ।

২। যে-সব সরকারী কর্মচারী, ইউরোপীয় প্রভৃতি বিপ্লবীদের লক্ষ্য সমস্যা পরিত্যক্ত চিত্তে বাস করে, তাহারা এই ব্যবস্থায় অনেকটা ভরসা পাইবে।

৩। ইহার ফলে পিতামাতা, অভিভাবক প্রভৃতিদের মনে—বিপ্লবীদের কার্য্যের বিপদ এবং তাহার অনিষ্টকর পরিণাম সম্বন্ধে সম্যক্ চেতনা হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রাণদণ্ড খুব চরম অবস্থাতেই প্রয়োগ করা হইবে; যে-সব ক্ষেত্রে কোন বিপ্লবী হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, অথচ করিতে পারে নাই,—তেমন অবস্থায় ধরা পড়িলেই কেবল বিচারক তাহাকে প্রাণদণ্ড দিবেন। প্রাণদণ্ড হাইকোর্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ-'হাওয়ার্ড লীগ' মাননীয় গবর্ণর বাহাদুরের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলিয়াছেন, প্রাণদণ্ড জগতে হত্যার অপরাধ-সংখ্যা হ্রাস করিতে পারে নাই। উপসংহারে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বিচারকেরা চরম অবস্থা ব্যতীত প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন না, ইহা শুধু কতকটা আশার কথা। আমরা আশা করি, বিচারকগণের বিচক্ষণতায় ন্যায় বিচারই হইবে।

উত্তর-ভারত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

উত্তর ভারত ক্রিকেট প্রতিযোগিতার শেষ খেলা অমৃতসরে হইবে বলিয়া ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দক্ষিণ পাঞ্জাব ও অমৃতসরের বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ এই সিদ্ধান্তে বেশ সুখী হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, গত বৎসর মাসে এম. সি, সি, দলের আগমন উপলক্ষে অমৃতসরের ক্রিকেট মাঠের অনেক উন্নত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মাঠ বেশ সুন্দর হইয়াছে।

নিয়োগ ও বদলী

—:o:—

(কলিকাতা গেজেট হইতে প্রকাশিত)

শাসন বিভাগ

২৪ পরগণার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ সন্তোষকুমার চাটার্জ্জী আই-সি-এসকে অস্থায়ী ভাবে ঐ জিলার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

ময়মনসিংহের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এইচ জি এস বিভার আই-সি-এসকে সাময়িক ভাবে আসামে বদলী করা হইল।

বিদায়ভোগী সাবডেপুটী কালেক্টর বাবু সন্তোষ বানার্জ্জীকে বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী সাবডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবেন্দ্র নাথ গুহকে বর্দ্ধমান বিভাগের নিযুক্ত করা হইল।

নদীয়ার সদরের সহকারী দায়রা জজ মৌলবী সাইদুর রহমানকে সাময়িক-ভাবে আসামে বদলী করা হইল।

সেটেলমেন্ট বিভাগের ভার ত্যাগ করায় সাবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ মোজেন আলীকে (২নং) সাময়িকভাবে ঢাকা বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

পিরোজপুরের (বাখরগঞ্জ) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু পিনাকীরঞ্জন মিত্রকে সাময়িকভাবে ঐ মহকুমার ভার অর্পণ করা হইল।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ কুমার অধিকরাম মজুমদারকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমার ভার অর্পণ করা হইল।

রামগড়ের (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম) ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু জ্যোতিষচন্দ্র চাটার্জ্জীকে ঐ জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শরৎনাথ সেনকে নদীয়া জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

নদীয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চারুচন্দ্র গুহকে ঐ জিলার সদরের ভার অর্পণ করিয়া গত ২৮শে জুন যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল করা হইল।

বিদায়ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ হাফিজুর রহমানকে রাজসাহী জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইল। ইহা দ্বারা ২৮শে জুন আদেশ বাতিল করা হইল।

ময়মনসিংহের অস্থায়ী অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ শিশিরকুমার সেন আই-সি-এসকে সাময়িকভাবে ঐ জিলার জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বিচার বিভাগ

গোপালগঞ্জের মুন্সেফ (বর্ত্তমানে অতিরিক্ত মুন্সেফ) বাবু রাজকুমার বসুকে সাময়িকভাবে মাদারীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

রংপুর সদরের অস্থায়ী মুন্সেফ বাবু সৌরীশঙ্কর চাটার্জ্জীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ জামালপুরের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল। ইহা দ্বারা ১৬ই জুনের আদেশ বাতিল হইল।

ময়মনসিংহ জামালপুরের মুন্সেফ বাবু শৈলেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সাময়িকভাবে ঐ জিলার শেরপুর মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল। ইহা দ্বারা ১৬ই জুন তারিখের আদেশ বাতিল হইল।

গবর্ণরকে গুলী মারার জের

গত বুধবার প্রাতে গোয়েন্দা পুলিশ গবর্ণরকে গুলীমারা সম্পর্কে উত্তর কলিকাতা বহু বাড়ী খানাতল্লাসী করে এবং একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ কিছু কাগজপত্র পায় এবং একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। ভবানীচরণ দত্ত লেনের এক বাড়ী মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত খানাতল্লাসী করা হয়; কিন্তু আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

আরও আটজন গ্রেপ্তার

লেবং-এর মাঠে বাঙ্গলার লাটের প্রতি গুলীবর্ষণ সম্পর্কে সুধীন্দ্র দত্ত, নীহার সাহা, মদনমোহন চৌধুরী, অজয় দাস, ভূপতিভূষণ মণ্ডল ও অপর দুইজনকে গত মঙ্গলবারে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বুধবারে দুই ব্যক্তিকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ } ১৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৬ই জুলাই ইং ১৯৩৪ সোমবার } ১১৬শ সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবা-বিগ্রহ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তালোক ও মিঃ কুঞ্জনলাল বার্-য়্যাট্-ল মহোদয়গণ সহ গত ১৪ই জুলাই শনিবার দ্বিপ্রহর সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীধামের সেবকবৃন্দ বহুদিন পরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সংকীর্ত্তন সহ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা আচার্য্যচরণ অভিনন্দিত করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দও সংকীর্ত্তন সহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে জগদ্গুরুবরের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

পুরী পুরুষোত্তমমঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

গত ১২ই জুলাই পুরী হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় গত ১১ই জুলাই পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে গৌর-পার্ষদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ সদুপদেশপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া বহু উচ্চ-শিক্ষিত সজ্জন এই সভায় যোগদান করেন।

বক্তৃতান্তে শিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চ-নীচ সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরম প্রীত হন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ পরলোকগত ও. এম, মুখার্জ্জি মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণ এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আমাদের প্রার্থনা। উৎসব উপলক্ষে মঠরক্ষক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী, বিদ্যার্ণব বি এ, ও অন্যান্য সেবকগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

প্রচার প্রসঙ্গ

কুমিল্লায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ মহেশ-প্রাঙ্গণে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে গুরুপরম্পরা, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও আচারপ্রচারময়ী শিক্ষা, পরবর্ত্তিকালে সেই বিমল ধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা এবং বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারফলে সেই অবিকৃত ধর্ম্মের পুনঃ-সংস্থাপন প্রভৃতি বিষয়গুলি অতি সহজ ও সরলভাবে সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত সংখ্যাধিক নরনারীকে বুঝাইয়া দেন।

অপূর্ব্ব ছায়াচিত্র-দর্শনে ও পণ্ডিতজীর সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ, মুন্সেফ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ-রায়, প্রফেসার শ্রীযুক্ত কালীহর সরকার এম্-এ, হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সরকার বি-এ, য়্যাসিষ্টাণ্ট হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মজুমদার এম-এ, জেলাস্কুলের য়্যাসিষ্টাণ্ট হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত নিয়োগী বি-এ, মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমিল্লা-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে পণ্ডিতজী তাঁহার ভবনে একদিন শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। জজ বাহাদুর অতি অমায়িক, সজ্জন এবং সত্যপিপাসু। তাঁহার সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সুরেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর মহাশয়ের আমন্ত্রণে পণ্ডিতজী তাঁহার প্রাসাদে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রায় বাহাদুর জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত এবং শ্রী—এই সকল গুণে ভূষিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারিত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যে প্রকার বিনয়নম্র ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ।

ঢাকায়

নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ মহোদয় লিখিতেছেন—গত ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "প্রগতি" সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় ও নারায়ণগঞ্জের বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"প্রগতি" শব্দটী আধুনিক সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহার অর্থ—প্রকৃষ্ট গতি বা প্রকৃষ্টরূপে অগ্রসর হওয়া—ইংরাজীতে যাহাকে Advancement বলা যায়। প্রকৃষ্টরূপে সকলের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। অগ্রসর না হইলেই বদ্ধ (Stagnant) অবস্থা। কোন প্রাণীই এই ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকিতে চাহে না। প্রত্যেকেই চলিতে চায়। কারণ, 'প্রগতি'ই চেতন জগতের ধর্ম্ম। কিন্তু এই প্রগতি কোন্ দিকে হইলে সার্থকতা-মণ্ডিত হয়? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বক্তা বুঝাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত 'প্রগতি' মানবের ভোগ-বৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বাস্তবিক কল্যাণ সাধিত হয় না। প্রগতি যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলেই জীবের কল্যাণ। তাহা না হইলে তাহারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ বামন সর্গাদের সম্বৎ ৪৪৮

বৈশিষ্ট্য

কিশোর কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীবলদেব, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীবলদেব তাঁহার বৈভব-প্রকাশ এবং অন্যান্য সকলেই কেহ তাঁহার অংশ, কেহ বা কলা। কৃষ্ণের অবতারগণ সকলেই পূর্ণ বিষ্ণুতত্ত্ব ও কৃষ্ণপরতন্ত্র। আমাদের ধারণা কৃষ্ণের অবতার মাত্র দশটি কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কৃষ্ণের অসংখ্য অবতারের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥"
(ভাঃ ১।৩।২৬)

আমরা শাস্ত্রে বলদেব, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কল্কি ও বুদ্ধ—প্রধান প্রধান এই দশাবতারের কথা শুনিতে পাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—হে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় চিদানন্দ-সমুদ্র ভগবান্ শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকটিত হন।

— —

কংসারি কৃষ্ণ দ্বাপরযুগে বসুদেব ও দেবকীকে আশ্রয় করিয়া মথুরায় কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইলে পুত্রসহ বসুদেব বাসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। আমাদের প্রায় শতকরা শত জনেরই মনে হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণই দেবকীনন্দন কৃষ্ণ। যশোদানন্দন কৃষ্ণ ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় বা ইহাদের সুমীমাংসা ভাগবতবর্গের সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে শ্রবণের অভাব হইতেই এরূপ ধারণা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। তাই শাস্ত্র বলেন, যদুকুলে অবতীর্ণ বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তিনি স্বয়ং রূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করেন না। অতএব প্রকট লীলায় দ্বারকা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিলেও অপ্রকট লীলায় কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই অবস্থান করেন। এই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই দ্বিভুজ, কোনকালে চতুর্ভুজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নিত্যকাল বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ
সোঽস্ত্যতঃ পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ
চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥"
(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ৩২ সংখ্যাধৃত
যামল বচন)

দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ও যশোদানন্দন কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য-অবধারণে সংশয়োৎপত্তির সম্ভাবনা থাকায় আমরা আজ শাস্ত্রযুক্তিমূলে ইহার সুমীমাংসা করিবার মানসে শুদ্ধ-ভক্তবৃন্দের নিকট কৃপা-প্রার্থনামুখে কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধ—প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা। অপ্রকট লীলায় ভগবান কৃষ্ণ নিজধামে সর্বদা ক্রীড়ারত। কখন কখনও তিনি সপরিবারে এই প্রপঞ্চ মধ্যে আবির্ভূত হইয়া জন্মাদি-লীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। লীলা-নাম্নী শ্রীকৃষ্ণশক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুসারে তৎপরিকর-গণের স্বরূপ ও প্রতিকূল স্বভাব বিস্তার করেন। প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইলে সেই লীলাকে প্রকটলীলা বলে। এতদ্ভিন্ন সমস্তই অপ্রকট লীলা। সেই অপ্রকট লীলা প্রাপঞ্চিক লোকচক্ষে গোচরীভূত হয় না।

ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া ভগবান্ কৃপা পূর্বক জীবগণকে নিজ পাদপদ্ম দর্শনের সুযোগ প্রদান করিলেও হরিবিমুখ রাজসিক ভোগকামী বদ্ধজীবগণ ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়াও সুকৃতির অভাবে তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে না বা তাঁহাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করিতে অসমর্থ হয়। পিত্তদুষ্ট জিহ্বা দ্বারা মিশ্রি-ভক্ষণে মাধুর্য্যানুভূতির অভাব-হেতু উক্ত মিশ্রি-ভক্ষণ যেরূপ অস্বাদু-রূপে গণ্য হয়, সেইরূপ নিরুপাধিক প্রীতির বিষয়ীভূত শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বাননুভূতি ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকাররূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

কংসাদি দৈত্যগণের অসংখ্য সেনাভারে ভারাক্রান্তা হইলে ধরিত্রীদেবী শোকার্তা ব্রহ্মার শরণাপন্না হন। ব্রহ্মা গাভীরূপ-ধারিণী শোকমগ্না পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাদেব, অন্যান্য দেবতা ও পৃথিবীর সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে থাকেন।

ব্রহ্মা এইরূপ আরাধনা করিবার পর আকাশবাণী শুনিতে পান যে, "ভগবান্ স্বয়ই প্রপঞ্চে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা পৃথ্বীর ভার হরণ করিবেন। তাঁহার পূর্বে রোহিণীর উদরে বলদেবের আবির্ভাব হইবে এবং দেবপত্নীগণ কৃষ্ণ-প্রীতিবিধানার্থ পরিচর্য্যা দ্বারা কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের দাস্য করিতে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন।"

শ্রীকৃষ্ণ অজ ও অধোক্ষজ বস্তু, তিনি প্রাকৃত জন্মকর্মশীল বস্তু নহেন। বিশুদ্ধ চিত্ত অথবা সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই বসুদেব। এই শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে বাসুদেবের প্রাকট্যই জন্মলীলা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত আত্মাতে তাঁহার নিত্য প্রাদুর্ভাব; তিনি সেবোন্মুখ ভক্তের হৃদয়েই নিত্যকাল প্রকটিত। ভগবানের এই জন্মাদি-লীলা প্রাকৃত চক্ষে লৌকিকী বলিয়া বোধ হইলেও ইহা অলৌকিকী, অপ্রাকৃত, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যবানের মাধুর্য্যময়ী লীলা মাত্র। বসুদেব ও দেবকীর নিত্যসিদ্ধত্ব-হেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ সচ্চিদানন্দ শুদ্ধসত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। ভগবানের নিত্য পার্ষদত্বহেতু ইঁহাদের চিন্ময় দেহ-দেহীতে ভেদাভাব; প্রাকৃত জগতের কোন হেয়তা বা অবরতা তাঁহাদের মধ্যে থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা ভগবানের নিত্য পিতামাতা—বাৎসল্যরসের রসিকশ্রেষ্ঠ। ভক্তেন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময় দেহে স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় বসুদেব ও দেবকীর মিলনে দেবকীর গর্ভ-সঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও অপরাধ। পূর্বদিক যেরূপ চন্দ্রোদয় ব্যক্ত করে তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী বসুদেব কর্তৃক কৃষ্ণদীক্ষা প্রাপ্তিক্রমে ভগবান্ কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন অর্থাৎ বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে বাসুদেবের নিত্য প্রাকট্য—ইহা সর্ববাদি-সম্মত।

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী-তিথির মহানিশায় কৃষ্ণ দেবকীর হৃদয় হইতে কংসকারাগারে সূতিকাগৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাবানুসারে দেবকী ও বসুদেব মনে করিলেন যে, লৌকিক রীতিতেই এই শিশু অতি সুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

— · —

শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া চতুর্ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন করেন। এই চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন স্বয়ংরূপ লীলাপুরুষোত্তমেরই বৈভবপ্রকাশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান॥
বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ॥"

——

উক্ত চতুর্ভুজ—উক্ত দ্বিভুজেরই প্রকাশ বিগ্রহ; ব্রজেন্দ্রনন্দনে গোপাভিমান, বাসুদেবে ক্ষত্রিয়াভিমান। বাসুদেব অপেক্ষা নন্দনন্দনে চারিটী অধিক চমৎকারিতা নিত্যকালই বর্তমান। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যেকালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হইলে, নাম—প্রাভববিলাস॥
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়বেশ, 'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥

——

দেবকীনন্দন কংসকারাগারে দেবকীর শয্যায় প্রকটিত হইলে বসুদেব গোকুল মহাবনস্থ যশোদার গৃহে প্রবেশ করেন এবং তথায় স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া যশোদার যোগমায়ানাম্নী কন্যাকে লইয়া আসেন। এই যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। যোগমায়া—স্বরূপশক্তি; যোগমায়ারই ছায়াশক্তি—বিমুখজীবমোহিনী মহামায়া। যশোদার বাৎসল্য রসের মধুরতা ও বৈচিত্র্য উৎপাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এ যোগমায়া যশোদার নিকট প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা গৃহে রাখিয়া গেলেন তখন আর যশোদা সে কথা জানিতে পারিলেন না। যশোমতীর এরূপ অজ্ঞতা প্রাকৃত জীবের ন্যায় অজ্ঞতা বা মোহাদি নহে, পরন্তু লীলারস-বৈচিত্র্য বিস্তারের হেতুরূপা। উহা শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছাসম্ভূত। এইরূপে অনাদি কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ যশোমতীর পুত্ররূপে বিরাজিত থাকায় প্রকটলীলায় দেবকী ন্যায় যশোদাকেও দ্বারকৃত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অতঃপর ব্রজরাজ নন্দ উৎসবে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে [illegible] বাল্যাদি লীলা প্রকাশ করেন। নন্দ যশোমতীর অসমোর্দ্ধ বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদের পুত্র বলিয়া জানেন।

আবার কোনও কোনও মহাজনের মত এই যে, কৃষ্ণ বসুদেব ও নন্দ উভয়ের আত্মজ এবং নন্দের পালিত পুত্র নহেন। তাঁহারা বলেন, মথুরায় বসুদেব গৃহে আত্মব্যূহ বাসুদেব এবং নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে আগমন

পূর্ব্বে যখন যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যাটিকে লইয়াই তিনি মথুরায় গমন করিলেন। এদিকে বসুদেবও লীলা-পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিলেন। এ বিষয় অতি গূঢ় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি ভাগবতগণ স্পষ্টরূপে না বলিলেও প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোনও স্থলে উহার সূচনা করিয়াছেন। যেমন ভাগবতে—

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ॥"
—১০।৫।১

"বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥"
(ভাঃ ১০।১৪।১)

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সুষুবে তদনন্তরং যোগমায়াঞ্চ সুষুবে ইতি কালভেদেন দ্বিঃ প্রসব এবেতাভ্যাং অপুত্রতাদৃশা তিকোঃ সাধ্বীই মহানুভূতেতি বক্তব্যে। কিন্তু যশোদা প্রসূত কৃষ্ণ চতুর্ভুজ-বপুঃ কেন আকৃতি পরব্রহ্মত্বাৎ বিষ্ণুরূপেণ প্রকটো ইতি।"

দোষ কি?

(শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

একনিষ্ঠ না হইলে কোন কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে হয় না। সুতরাং ভগবদ্ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তির একনিষ্ঠতা একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে এক একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদিগের সহিত পৃথক্ জানেন, তাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী। সতীর স্বামী একটী, বহু নহে। বহু-বিলাসিনী সতী নহে। সেইরূপ বহ্বীশ্বরবাদী একনিষ্ঠ নহেন সুতরাং ভক্তও নহেন।

পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা না করিয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা শাস্ত্রবাক্য-লঙ্ঘনকারী অপরাধী। শাস্ত্র বলেন, যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে উহার শাখা-প্রশাখা-ফল-পত্র-পুষ্প সমূহেরই জল-সেচন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ হরিনাম করিলে শিবাদি দেবতার নাম তৎসঙ্গেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। কারণ, শিবাদি দেবতাগণ শ্রীভগবানের গুণাবতার, পৃথক্ তত্ত্ব নহেন।

যদি কেহ প্রতিবাদ উঠাইয়া বলেন, যখন শিব পৃথক্ তত্ত্ব নহেন, তখন শিবই পরমপুরুষ এবং বিষ্ণু তাঁহার অবতার এবং শিবনামে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বিষ্ণুকে স্বতন্ত্র ভগবদ্বুদ্ধি না করিলে দোষ কি? দোষ—সিদ্ধান্ত-বিরোধ এবং ভগবচ্চরণে অপরাধ। কেন না, বৈষ্ণব-রাজ শম্ভু ভগবদ্দাস্যেরই নিত্য প্রার্থী। তিনি কখন ভগবান্ সাজিতে চাহেন না। যাহারা তাঁহাকে পৃথক্ ভগবান্ সাজাইতে চাহে তাহাদিগের শেষ পরিণতি কি, তাহাও আমাদিগের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তি সকলকে জানাইবার জন্য পুরাণাদিতে বহু বহু শিবভক্ত বা অন্যান্য দেবযাজীর জীবনী লিপিবদ্ধ আছে। একটু নিরপেক্ষ হইলেই তাহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে। পরন্তু, যখন আমাদের কৃষ্ণস্বরূপ বা শিবস্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান নাই, তখন অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা বা কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া একমাত্র নিরপেক্ষ শাস্ত্র-প্রমাণ অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আমাদের একমাত্র প্রয়োজন—পরমেশ্বর-ভজন।

সাত্বত-শাস্ত্র বলেন, নির্গুণ তত্ত্বই পরম ও চরম তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-বিশিষ্ট দেবতা সকলকে ভগবদ্-গুণাবতার জানিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-রক্ষিত হইয়া একমাত্র নির্গুণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত শ্রীহরির ভজনই কর্ত্তব্য। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র-প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য প্রকার কল্পনা করিলে উৎপাতেরই সৃষ্টি হয়, ভগবদ্ভজন হয় না।

যদি আমরা একটু অনুসন্ধান করি তাহা হইলে দেখিব যে, যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নির্গুণ ব্রহ্মলাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীহরিকে সচ্চিদানন্দ সাকাররূপ পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হরিসেবন দ্বারা ব্রহ্মলাভও হয় এরূপ সিদ্ধান্ত নাই। অতএব কল্পিত দেব-স্বরূপকে সাকাররূপের সহিত তুলনা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ উভয়ই নষ্ট হয়। অতএব অপরিবর্ত্তনীয় শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিহার করিয়া, দেবতাগণ প্রকৃত যাহা তাহা বর্ণনক্রমে তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বা গুণাবতার বলাই কর্ত্তব্য। নতুবা, মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করিলে নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপের প্রতি অপরাধ হয়। অতএব আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(৩)

নিত্য আনন্দময় জ্ঞান,—নিত্যানন্দময় জ্ঞানের সমষ্টি,—'আম্নায়'। সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য পরস্পর পৃথক্ নয়।

"এক্ষাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

গুরু ও কৃষ্ণের প্রসাদ এক। ইনি দিচ্ছেন এক দিক্ দিয়ে, আর উনি দিচ্ছেন অন্য দিক্ দিয়ে—এরূপ নয়। ভোগ ও সেবা ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত।

গুরু যদি স্বচ্ছ হন তা'হ'লে সুবিধা হয়। কিন্তু গুরুদেব অস্বচ্ছ হওয়ায় তিনি শিষ্যের পরমার্থপথের বাধা-স্বরূপ হ'ন—তিনি তখন নিজেই শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করেন। এরূপ গুরুগিরিধারা উভয়পক্ষের ভীষণ অসুবিধা হ'য়ে যায়। কিন্তু গুরু যদি স্বচ্ছ হন তা'হ'লে তিনি মাঝখানে দাঁড়াইলেও আমরা তাঁ'র ভিতর দিয়ে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাই।

মাদ্রাজের বক্তৃতায় অস্বচ্ছ গুরুর কথা বলা হ'য়েছে। বৈষ্ণব বিনা গুরু হ'তে পারে না। গুরু- শিষ্যের শিষ্য। শিষ্য না হ'তে পারলে মহান্তকে সেবা করতে পারা যায় না। বৈষ্ণব যে না হ'বে তা'কে গুরু করতে নাই। বৈষ্ণব যে হ'বে সে কখনও কাহারও গুরু হ'বে না।

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন
শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ
কালমক্ষয়ম্॥"

যদি কেহ নিজেকে গুরু অভিমান করে তা'হ'লে সে নিজে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করলো।

'তদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য'—ইহাই ঠিক অভিমান।

তাঁহার নিজরচিত মুকুন্দমালা স্তোত্রে সম্রাট্ কুলশেখর দিব্যসূরি (আলোয়ার) ইহা লিখেছেন। তিনি ভগবান্‌কে বল্‌ছেন 'তোমার ভৃত্য, হওয়ার বাসনা আমার নাই; তোমার ভৃত্য তাহার ভৃত্য, তাহার ভৃত্য হওয়ার বাসনা'। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ পরিচয়-প্রদান-অভিনয়ে এই সম্বন্ধে কৃষ্ণজীবকে সতর্ক ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো
বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণা-
মৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-
দাসানুদাসঃ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥

বিশ্বগুরুর বিধান 'আমি গুরুবুদ্ধিতে কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দান করবো না।' আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিচার এইরূপ ছিল। যারা তাঁহার উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে নাই তা'রা দুর্ভাগা। আবার যারা সংগ্রহ ক'রেছে তা'দের অনেকের অত্যন্ত অসুবিধাও হ'য়েছে। তা'রা পরে অত্যন্ত নিন্দাদিও ক'রেছে। তাহারা কেহ কেহ ব'লেছে যে তাঁর উচ্ছিষ্ট পেয়ে আমার খাত (?) হ'য়েছে। আমাকে আক্রমণ করবার জন্য এরূপ পাষণ্ডতা ক'রেছে।

আ—বোধ হয় তা'দের প্রত্যেকেরই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়েছিল যে গুরুর পাছে দ্বিতীয় স্থান তাহার নিজের। গুরুপাদে অন্য সকলেই আমার চেয়ে হীন, ইহাই বোধ হয় গুরু-অভিমান?

প্র—কিন্তু এরূপ যাঁ'কে গুরু শিষ্যদের অধিকার দেন না। 'অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে অধিকার দিবে

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১।৵০

৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲

৪। ভাগবতবেদকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৵০

৭। গুরুবন্দনা ।০

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭

শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০

১২। প্রাকৃতরসশতদূষণী (বাঁধা) ২৲

১৩। বেদান্তসূত্রের সার্থ (বাঁধা) ।০

১৪। বৈষ্ণবদর্শন ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। বীণ-লিপ বপণ ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ।৵০

২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

২৩। গীতমালা ⁄১০

২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০

২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৯। শরণাগতি ⁄০

৩০। গীতাবলী ⁄০

৩১। ১৮০ নবদ্বীপ ১৷০

৩২। সাধনকণা ⁄০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০

৩৪। নামাপরাধ ⁄০

৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০

৩৮। অর্চ্চনকল্প ⁄১০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। শ্রাবণকরী সাহবায় ।০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৶০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৪৬। শুদ্ধভাবনী বা বাল্যবাক্যশতপদী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০

৫০। শ্রীমনঃশিক্ষা ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৫২। সারগ্রাহী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিশিষ্টঃ ।০

৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০

৫৬। সাধনশিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয় ⁄০

৫৮। নারায়ণবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০

৬০। নামভজন ।০

৬১। রিলেটিভ ওয়ার্কস ।৵০

৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। রুসেটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আপ্লায়েড রিলিজন ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জুবিলী) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৭০। সাধন পথ ।০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০

৭২। গীতাবলী ⁄০

৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।

৯। বাসুদেব গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীবোধক্রমণ মঠ মাড়গ্রাম, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু, হাওড়া,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীনদীয়া-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকানগর, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক

২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটী, পোঃ চিৎকুণ্ডা, [illegible]

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরায় ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৩। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চরিজা

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, [illegible]

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বান্দরনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বো[ম্বে]

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯ গ্লাডস্টোন [illegible] কর্নওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন

৩৭। অম্বাৱ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পাঠক শ্রীপাদ বিনোদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

এবার মূল মোটা অক্ষরে এবং [illegible] বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর [illegible] ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য [illegible] হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল [illegible] সূচী, পদ্যসূচী, নামসূচী, পাঠসূচী, [illegible] সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত [illegible] পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট [illegible] জগতের কোথাও আর পাওয়ার [illegible] হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য [illegible] ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ [illegible] মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

…॥০॥…

আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষায় বৃত্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত ছাত্র ছাত্রীগণ আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। ১লা জুন হইতে দুই বৎসরের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইবে।

মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া

১। কৃষ্ণ দাসগুপ্ত স্কটিশচার্চেস কলেজ
২। নারায়ণ বক্সী প্রেসিডেন্সী ,,
৩। অশোক মিত্র ,, ,,
৪। রবি রায় ,, ,,
৫। শরৎকুমার সেন মহারাজা মণীন্দ্র ,,
৬। প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রেসিডেন্সী ,,
৭। বিমলচন্দ্র সাহা সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
৮। সুনীলকুমার বসু প্রেসিডেন্সী ,,
৯। নরেন্দ্রনাথ সেন স্কটিশ (নব কলিঃ)
১০। হেমচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সী কলেজ

মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া

জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়—স্কটিশ, ধীরকুমার ঘোষ—রিপন, প্রমথনাথ [illegible]োপাধ্যায়—বঙ্গবাসী, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রেসিডেন্সী, অমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়—বঙ্গবাসী, অমরনাথ বসু—স্কটিশ, [illegible] মজুমদার—প্রেসিডেন্সী, [illegible]কুমার সান্যাল—প্রেসিডেন্সী, দেবী[illegible] ভট্টাচার্য্য—স্কটিশ, শ্রীতিতোষ রায়—প্রেসিডেন্সী।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ—কৃষ্ণনগর কৃষ্ণ-কলেজ, মনোহরদাস বৈরাগী—দৌলত-পুর হিন্দু একাডেমী, প্রাণবল্লভ দে—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, অমলেন্দুকুমার রায়—কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনাথ কলেজ, শিশিরকুমার বসু কৃষ্ণনগর কলেজ।

বর্দ্ধমান বিভাগ

[illegible] ভট্টাচার্য্য—বাঁকুড়া কলেজ, [illegible]নাথ সেন—চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ, [illegible] ঘোষ—মেদিনীপুর কলেজ, [illegible] ভট্টাচার্য্য—হুগলী কলেজ, [illegible] ঘোষ—বাঁকুড়া কলেজ।

ঢাকা বিভাগ

[illegible]কুমার দাসগুপ্ত—বরিশাল ব্রজ[illegible], অবনীন্দ্র দে—ঐ।

চট্টগ্রাম বিভাগ

[illegible]চন্দ্র সাহা—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, [illegible] আশরাফুদ্দীন আহমদ—চট্টগ্রাম কলেজ।

রাজসাহী বিভাগ

[illegible] সাহা—রাজসাহী কলেজ, [illegible] চট্টোপাধ্যায়—রাজসাহী কলেজ, মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়—রংপুর কারমাইকেল কলেজ, গোপালদাস চক্রবর্ত্তী—রাজসাহী কলেজ।

ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া

১। অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়—ডাইওসেসন (নব কলিঃ), ২। ফিলিস ব্যানার্জ্জী—লরেটো হাউস, ৩। অপরাজিতা রায়—হুগলী কলেজ, ৪। নলিনী চক্রবর্ত্তী—ডাইওসেসান, ৫। রাণী মৈত্র—ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ, ৬। রাণী রায়—ভবানীপুর, আশুতোষ কলেজ, ৭। জ্যোতির্ম্ময়ী বসু—বিদ্যাসাগর কলেজ, ৮। শান্তি ঘোষ ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ, ৯। অনীতা মুখোপাধ্যায়—বেথুন কলেজ, ১০। প্রতিভা দত্ত—ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ, ১১। [illegible] ক্রীড দা মাতিনেয়ের (নব কলিঃ), ১২। প্রতিভা চক্রবর্ত্তী—ডাইওসেসান (নব কলিঃ) ১৩। নোবীন নাসিরিয়া কনভেন্ট—লরেটো হাউস (নব কলিঃ)।

ঢাকা বোর্ডের বৃত্তি

এবার ঢাকা বোর্ডের আই-এ ও আই এস সি পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত ছাত্রছাত্রীগণ বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। ১লা জুন হইতে দুই বৎসরের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হইবে।

মাসিক ২৫৲ টাকা

(১) অনিলকুমার দত্ত—ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, (২) সত্যেন্দ্রমোহন ঘোষ—ঐ।

মাসিক ২০৲ টাকা

(১) সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট, (২) জিতেন্দ্রমোহন গুহ—জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট, (৩) মণীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য—জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট।

মেয়েদের বিশেষ বৃত্তি—মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া

(১) মৈত্রেয়ী দত্ত—ইডেন ইন্টারমিডিয়েট, (২) মণিকা দাস—ইডেন ইন্টারমিডিয়েট।

ইউনিয়নবোর্ড প্রেসিডেন্টের কাণ্ডকাটা

কিছুদিন পূর্ব্বে নীলফ কোর্ট ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও জিলাবোর্ডের সদস্য মৌলবী হাজেরজানকে কতিপয় গুণ্ডা আক্রমণ করিয়া গুরুতর জখম করে, এমন কি তাঁহার ১খানা কাণও কাটিয়া ফেলিয়াছিল। পুলিশ ১০ জন আসামীকে ধৃত করিয়া চার্জ্জসীট দিয়াছে। কুমিল্লার প্রথম শ্রেণীর সব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী হাজাবত উল্লাহ চৌধুরী সাহেবের কোর্টে এই মোকদ্দমার বিচার হইতেছে।

ইউনিয়নবোর্ড নির্ব্বাচনের মামলা

চৌদ্দগ্রাম ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন বে-আইনী হইয়াছে বলিয়া তৎপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট ও জিলা বোর্ডের সদস্য মৌলবী মোবারক আলম এক মোকদ্দমা সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দায়ের করিয়াছিলেন এবং সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ নাকচ করিয়া আদেশ দেওয়া প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন বহাল থাকে। ইহার পর মৌলবী মোবারক আলম সদর মুন্সেফী আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মোকদ্দমা চলিতেছে।

তুঙ্গান সেনাপতি ও চীনা গবর্ণরের সহযোগিতা

কাশগড় হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, অস্থায়িক চীনা গবর্ণর মাস ফেলিং তুঙ্গানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন। তিনি ব্রিটিশ দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, মাচুংশিংএর নেতৃত্বে তুঙ্গানেরা ১২৫ জুন তারিখে খোটান অধিকার করিয়াছে, এবং যে চীনের আমীর কেরিয়ার দিকে পলায়ন করিয়াছেন। মারালবাসী হইতে খোটান পর্য্যন্ত (কাশগড় ও ইয়ারকন্দ সহ) এবং কাশ্মীর আফগানিস্থান ও রুশিয়ার সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এখন তুঙ্গানদের অধিকারে আসিয়াছে। বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পর আর কোনও সেনানায়ক এইরূপ বিস্তীর্ণ ভূভাগ করতলগত করিতে পারেন নাই।

ফেণ্ডতোপ গুলীর জের

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মতিলাল মল্লিক ও কানাইলাল সাহার বিরুদ্ধে গত ৫ই জুন নরহত্যা, ডাকাতির চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের দায়ে এবং অস্ত্র আইন অনুযায়ী চার্জ্জসীট দাখিল করা হইয়াছিল। তাহাদের বিচারের জন্য ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এ এন সেন, অবসরপ্রাপ্ত সব-জজ মিঃ শরৎচন্দ্র বসু এবং ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল মাজিদকে লইয়া এক স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ সেন উহার প্রেসিডেন্ট হইবেন। আগামী ৩০শে জুলাই হইতে ট্রাইবুনাল বসিবে।

ফেণ্ডতোপ গুলী বর্ষণ সম্পর্কে ধৃত আসামীদের বিচার হইবে। ঐ ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৯ই এপ্রেল শেষ রাত্রিতে তিনজন হিন্দু যুবক সন্দেহজনক ভাবে ফেণ্ডতোপ হইতে নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে যাইতেছিল। একজন মুসলমান তাহাদিগকে ঐরূপভাবে চলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা গুলী করিয়া একজন গ্রামবাসীকে হত এবং অপর একজনকে গুরুতর-ভাবে আহত করে।

১০০টি কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতার সর্ব্বত্র খানাতল্লাসী করিয়া গোয়েন্দা পুলিশ স্ত্রীলোকসহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ যে, খানাতল্লাসীর ফলে ১০০টি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

যেখানে কার্ত্তুজ পাওয়া যায়, সেখানে একটি স্ত্রীলোকসহ এক পরিবারের ৩জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

স্ত্রীলোকদের জবানবন্দী গ্রহণান্তর তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

গুলিতে আহত

চট্টগ্রামএর সংবাদে প্রকাশ, কুসঙ্গক অঞ্চলের বাসিন্দাগণ গাছে আগুন দিয়া পুলিশের উপর গুলী করে। পুলিশও পাল্টা জবাবে গুলী চালায়, ফলে একটি ১০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক আহত হয়। বাসিন্দাদিগকে ঘরবাড়ী ত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং এই অঞ্চলে অশ্বারোহী ও সামরিক পুলিশের বিপুল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খাদ্য, সংবাদপত্র ও চিঠিপত্র বিলি এই অঞ্চলে নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাস্তায় মার্চ্চ লাইটের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সোসিয়েলিষ্ট পার্টির সেক্রেটারিকে (যিনি একজন মহিলা ব্যারিষ্টার) রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১০,০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র অপহরণের অভিযোগ

গত বৎসর ২রা ডিসেম্বর রাত্রিতে রাণী রাসমণির ২০নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সরকারের শয়ন ঘর হইতে ১০,০০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার পত্র চুরি করার অভিযোগে যোগনারায়ণ ভেওয়ারী এবং নিশারানি বাঈ নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোককে কটকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত বুধবার তাহাদিগকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়া ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবি রাখিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবস্য আস্বাদন করিয়া কোথাকে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট্, অনন্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টার পরীক্ষা

— ক্ষেত্রপাল টনিক —

ব্যবহারে উৎসবপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার কবিরাজদের সমবের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সমর বিধায় নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা ব্যয়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেণ্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকের ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
খাসা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
দিস্তাশাল (সরু)	৬৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াম	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাঁকা	৬৲—৬।০
ঐ বে-বাঁকা পাতলা ওজন	৫৵০—৫।০
গরাদ (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল্ আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট	
১২ ফুট	৮৲
২৩ গেজ ,,	,,
২৪ গেজ ,,	,,
আর, সি, ডি,	১৩৸৵

এস্বেষ্টস্ সিমেন্ট, করগেট টিন—

৪১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১৸৵
২৬ গেজ ,, ,,	১২৸৵
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৸০

গ্যাঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৸০
৪ ফুট চওড়া	৮৸০
টিন পাতি	৬৸৵০—৬৸৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬৸৵০—৬৸৵০
,, পরাবে (চৌকা)	৬৵০—৬৸০
,, গোল রড ৶০—৸৶০ দুগুণ	৫৶০—৫৸৵০
,, চাদর রড-	
চৌকা ৶০—৸৶০ ঐ	৫৸৵০—৬৲
,, বাজিন চাদর	৬৸৵০—৬৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্,

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

নীলরত্ন ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বেনিয়াতে মসলার দর

জিরা	২০৸৵ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	,,
মরিচ	২১৸৵০	,,
লবঙ্গ	৩৯৲	,,
বড় এলাচ	২১৲	,,
কিসমিস	১৫।০	,,
ছোট এলাচ	২৸৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২।০	সের
মেথি	৪।০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	,,
খাবার সোডা	৬৲	,,
পেস্তা	২।০	সের
আমলকী	৩।০	মণ
হরিতকী	৩৲	,,
বহেড়া	২৲	,,
১নং খদির	১৩৲ ১৩৸০	,,
ইসবগুল	৮৲	,,
কাঃ হরিতকী	৫।০	,,
দেশী সুপারি	১৯৲	,,
জাফ্রা	১৪।০	,,

ঘৃতের দর

দশী	৫৯৲	টাকা
বাঙ্গা	৫৯।০	টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ রুক্মকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকল্প ভক্তিশাস্ত্রী এম. এস, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতের ডিরেক্টরী— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া.

দৈ নি ক

REG. C1144

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৪১ ১৭ই জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

কৃষ্ণনগরে পুলিশের খানাতল্লাস

গত ১১ই জুলাই সোমবার প্রাতঃকালে পুলিশ একই সময়ে কৃষ্ণনগর কয়েকটা বাড়ীতে হানা দিয়া একটি অটোমেটিক পিস্তল ও কয়েকটি কার্ত্তুজ হস্তগত করে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে দুইজন আইনব্যবসায়ী ও অনেক স্কুলের শিক্ষকসহ কতিপয় লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে তন্মধ্যে চারজনের প্রত্যেককে ২০০৲ টাকার জামীনে মুক্ত দেওয়া হয়। অবশিষ্ট সকলকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

পদ্মাবক্ষে নৌকা-ডুবি

একখানি কাঠের বোঝাই নৌকা গত ১০ই জুলাই সেরেজপুর হইতে ছাড়িয়া নড়াগোলার সন্নিকটে পদ্মাবক্ষে ডুবিয়া যায়। অতিকষ্টে অনেক মাঝি সাঁতরাইবার পর নৌকার ৫ জন আরোহীকে কাঁচিকপুরের নিকট উদ্ধার করা হয়।

সিমলা পাহাড়ে কলেরা-মহামারী

গত ১২ই জুলাই পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত একখানা ইস্তাহার হইতে জানা যায় যে, হরিদ্বার প্রত্যাগত অনেক তীর্থযাত্রী দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার ফলে সিমলা-শৈলের অন্তর্গত বোগার ষ্টেটে কলেরা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এপর্য্যন্ত ৬২জনের কলেরা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে তন্মধ্যে ৪৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রত্যাগত উক্ত তীর্থযাত্রী সিমলাতে পৌঁছিয়া আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু ১১ খানি গ্রামে কলেরা সংক্রামিত হয় এবং ৮০জন গ্রামবাসী পলাইয়া জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাঞ্জাব সরকার তৎপরতার সহিত প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং এইরূপে কলেরা মহামারীর প্রকোপ আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ হন বলিয়া প্রকাশ। কলেরার টীকা দেওয়া ও পৃথক্‌ভাবে থাকার ব্যবস্থা এখনো চলিতেছে।

কার্ত্তুজ প্রাপ্তির জের

বালী সরকী লেনের কোনও বাড়ীতে ৮৮টি কার্ত্তুজ প্রাপ্তি সম্পর্কে ঐ বাড়ীর যাদুলাল সরকার, তাহার স্ত্রী অমিয়বালা, তাহাদের বিনোদ ও রবিলালের প্রাতা পূর্ণনারায়ণ দাস ও ধীরেন দাস এবং সুশোর স্ত্রী সুরবালাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে আলীপুরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, রায়ের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে হাজতে প্রেরণ করেন।

ধীরেন ভিন্ন অপর সকল আসামীর পক্ষেই জামিনের দরখাস্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

শ্রীযুত দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য ও মিঃ পি ভট্টাচার্য্য আসামীদের পক্ষে জামিনের দরখাস্ত করেন।

লাহোরে গান্ধীজী

১২ই জুলাই গান্ধীজী শ্রীযুক্তা কস্তুরবাই গান্ধী ও অপর কয়েকজন সহ করাচী হইতে লাহোরে আসিয়াছেন। ষ্টেশনে বিপুল জনতা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। লাহোরবাসীর ভয়ে যাইবার রাস্তাটিতে জনসাধারণের খুব ভিড় জমিয়া গিয়াছিল, গান্ধীজী লালা দুনীচাঁদের ভবনেই অবস্থান করিতেছেন। লাহোরে আসিবার পথে গান্ধীজীকে বিভিন্ন ষ্টেশনে টাকার তোড়া দিয়া সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল—মুলতান ষ্টেশনে ভিড়ের চাপ এত প্রবল হইয়াছিল যে, কয়েকজন লোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

সোনারপুর ষ্টেশনে মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে ই, বি, রেলওয়ের সোনারপুর জংসনে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, জংসনের এসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুত রামলাল ব্যানার্জ্জি কার্য্যব্যপদেশে রেল লাইন অতিক্রম করিবার সময় আপ ডায়মণ্ডহারবার এক্সপ্রেসের নীচে কি করিয়া চাপা পড়েন। তাঁহাকে চাপা পড়িতে দেখিয়া চারিদিকের লোকজন ও কর্ম্মচারিবৃন্দ দৌড়াইয়া আসেন। এদিকে শ্রীযুত ব্যানার্জ্জির স্ত্রী এই দুঃসংবাদ পাইয়া তাঁহার স্বামীকে দেখিবার জন্য পাগলের মত ছুটিয়া আসিবার সময় দোতালা হইতে লাফাইয়া পড়েন। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীযুত ব্যানার্জ্জির স্ত্রী কোন গুরুতর আঘাত পান নাই। শ্রীযুত ব্যানার্জ্জির ডান হাতটি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, মাথায় ও শরীরের অন্যান্য স্থানেও গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুত ব্যানার্জ্জিকে রেলযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। ক্যাম্বেল হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন আছেন। বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টা পর্য্যন্তও তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। তাঁহার স্ত্রী হাসপাতালে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন।

অনেক রাত্রে ক্যাম্বেল হাসপাতালে খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে ১১টায় শ্রীযুত ব্যানার্জ্জি মারা গিয়াছেন।

বিমান দুর্ঘটনা

রোম হইতে প্রকাশ, মোরেসিনিও বিমানঘাটিতে একখানি বোমা-নিক্ষেপকারী উড়োজাহাজে বিমানবাহিনীর চারিজন অফিসার শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, [illegible] বিমানটিতে অকস্মাৎ আগুন ধরিয়া [illegible] এবং উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। অফিসার চারিজন নিহত হইয়াছেন। নিহত জেনেরিকো এন্টোনিনিও মারা গিয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট বৈমানিক ছিলেন।

জাপানে প্রবল বন্যা

জাপানের সাগরতীরে বন্যার ফলে অসংখ্য লোক মারা গিয়াছে। একস্থানে একখানা সেতু ও বহুজন লোক জলের তোড়ে ভাসিয়া গিয়াছে। একখানি গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গত ৩৭ বৎসরের মধ্যে এই প্রকার বারিপাত আর হয় নাই। 'আসাহি' নামক একখানা সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ২৫০ জন লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, এবং ইশিকাওয়া অঞ্চলে ৪০০০ নরনারী গৃহহীন হইয়াছে, ৯০ খানি সেতু ভাসিয়া গিয়াছে এবং এক হাজার একর পরিমিত স্থানের শস্য ডুবিয়া গিয়াছে। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, তেডোরী নদীর তীরে ১৭০ জন লোক কাজ করিতেছিল, তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যাতায়াতের অসুবিধার দরুণ বিস্তারিত বিবরণও পাওয়া যাইতেছে না।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩১

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি স্যার সি দাশ বাঙ্গলোরে ছুটী লওয়ায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থলে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ এন, কে, বসু এই বলিয়া [illegible] অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে উক্ত এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন যে কলিকাতা হাইকোর্ট সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যে উচ্চ ধারণা ছিল, ইতিপূর্ব্বে হইতে সেই ধারণা লোকের মন হইতে ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক্ষণে জনসাধারণ আশা করে যে, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে যদি এই আদালতের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি [illegible] করা হয় তবে এই আদালত [illegible] সেই পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিতে পারে।"

প্রধান বিচারপতি উত্তরে বলেন, "যে অল্প কালের জন্য আমি এই মহামান্য আদালতের প্রধান বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট থাকব, ততদিন ইহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিব।"

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায় বলেন—"আপনি গত ১০ বৎসর যাবৎ এই আদালতে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আপনার [illegible] আলাপ-ব্যবহার [illegible] ছিলেন বলিয়া আপনার খ্যাতি ছিল। আপনার [illegible] স্বভাব এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। আপনি এই আদালতের সুনাম রক্ষা করিবেন, ইহাই আমাদের কামনা"।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ইন্কর্পোরেটেড ল' সোসাইটির পক্ষ হইতে বিচারপতি মুখার্জ্জিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি বলেন,—"আপনার [illegible] দেশের [illegible] অভিনন্দন জানাইতেছেন।"

প্রধান বিচারপতি সকলকে তাঁহার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আপনাদের সাদর সম্ভাষণে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আপনাদের প্রশংসাবাক্যে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আপনারা আমার সম্পর্কে যে সব উক্তি করিয়াছেন, আমি তাহার উপযুক্ত হইতে পারিলে নিজকে অধিকতর সুখী মনে করিতাম। আমি এ কথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, এই আদালতে আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই।"

"আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, আমার সহকর্মীদের সাহায্য ও আপনাদের সহযোগিতায় আমি এই সঙ্কীর্ণ সময়ের জন্য এ আদালতের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের [illegible] ব্যক্তি প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করায় বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি স্থায়ী ভাবে এই পদে নিযুক্ত হইলে আমরা আরও সন্তুষ্ট হইব।

—

পাখা ও নস্য

(লেখিকা—শ্রীমতী [illegible])

এক্ষণে বাবুর "[illegible]" তেজ যে 'বাহার [illegible]'—বাহির হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "[illegible]" কি দেখ [illegible]? [illegible] ও' [illegible]!

* * *

বল ভাই হে! এ কথার উ' অনেক প্রশ্ন করিলে। [illegible] যখন [illegible] বাগান [illegible] বেড়াইতে [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সে-দিনের কথা কি মনে পড়ে? বল সে-পাখা আজ গেল কোথায়?

* * *

না বুড়ো! বোধ হয় সে পাখার জোরেই তাহারা আর আকাশের কোন [illegible] (Land) করিয়াছ? তাহারা [illegible] লোকে বলিত যে, তুমি প্যারাচুট (Parachute) হইতে নামিয়াছিলে I have here তোমার সেই পাখা দিয়ে করিয়া যেখানেই Land করিবে, সেইটাই কি নবদ্বীপ হইবে? তাহা কেবল আবিষ্কার অবতারদিগেরই কি [illegible] করিতে পারিবে? একবার দেখ [illegible]! [illegible] আবার দেখিতেছি, [illegible] অবতাররূপে বিরাজ করিবার বড় ইচ্ছা! [illegible] যেমন হই তাহাও [illegible] ঠিক বিপরীত দিকে [illegible], তুমি সেইরূপ নবদ্বীপ আবিষ্কার করিতে মায়াপুর—পারিলে। তবে আমার অপেক্ষা তোমার [illegible] বেশী পাইলে। যে [illegible] বলিয়াই [illegible] ছিল, আমেরিকাকে 'ইন্ডিয়া' [illegible] করে নাই। কিন্তু তুমি [illegible] নবদ্বীপ বলিয়া [illegible] কর। যদি, [illegible] বিরাজ করিবার ইচ্ছা তোমার এখনও একটু থাকে, তবে এক কাজ কর। যেরে [illegible] তোমার [illegible] আমাদের [illegible]। তুমি কি জান না এই আসনেই তোমার [illegible] নবদ্বীপ বিরাজ?

* * *

প্রবাদ আছে [illegible] বড় হইবে না। [illegible] নাই [illegible] লাভ [illegible] বেশী [illegible] দিয়াছেন।

* * *

বন্ধু! সব [illegible]! [illegible] অপেক্ষা [illegible] কি হইতে পারে? [illegible] বাণ [illegible]। আর খুব খানিকটা পাখা [illegible] আমাদের [illegible] Speculation হিসাবে [illegible] অপেক্ষা [illegible] অনেক বেশী উন্নত।

* * *

বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। একটা নবীনগরী যে-কোন দেশের নকল করিয়া [illegible] নাম [illegible], [illegible], শ্রীবাস-অঙ্গন, [illegible], [illegible] লিখিয়া দিলেই কাজ হইবে। [illegible] কি! এ [illegible] ফুটুকের দেশে একটা [illegible]? আর একটা [illegible] ও' তাহা [illegible] বেশ বড় করিয়া একটা নকল [illegible] বাবুদের [illegible]। যেমন [illegible] তোমার [illegible] পাখা দেখাইয়া [illegible] দিয়াছিলে। তুমি দেখনি "[illegible]"—আর একবার আমাদের [illegible]।

* * *

তবে যদি বল তোমার পাখা আর [illegible] না। [illegible] তোমার [illegible] হইবে না। সেই হইতে আমার আছে। সেইরূপ [illegible] বলি, একবার [illegible] অবতীর্ণ হও। [illegible] বড়াই থাকিবেনা। কিন্তু তোমার [illegible] পারিবে [illegible] যাহা। [illegible] তাহা কেন বলি—আমড়া! আমড়া!

ভাই! এইরূপে Magic দেখাইয়া Logicকে আড়াপুড়ে বাঁধিতে পারিবে। মায়াপুর ছিলাম "[illegible]" থাকিবে। কলিকাতা যে Calcutta সেটা [illegible] আর গৌরগোবিন্দের [illegible], [illegible] ও [illegible] Sylhet [illegible] একই স্থান বলিয়া [illegible] সকলে [illegible] থাকিবে।

* * *

তবু কি ভাই? [illegible] Axiom a—things which are equal to same things are equal to one other এর [illegible] একটা নূতন আবিষ্কার করিবে। [illegible] না। [illegible] না। যেমন [illegible] সব [illegible] Logic [illegible] Fallacy [illegible] Logic [illegible] "[illegible]" [illegible] Census Report এর Lesson [illegible] নাই। [illegible] যে কোন কালে কিছু বলিয়া [illegible] মায়াপুর "[illegible]" [illegible] হইবে। [illegible] হইবে। সব [illegible] পাইবে। [illegible] আবশ্যক থাকিবে—[illegible] হইবে। [illegible] তোমার [illegible]। [illegible] পারিলাম। [illegible]!

নদীয়া জেলার সাহায্য

আমাদের নদীয়া জেলার [illegible] যে আনুমানিক হিসাব [illegible] তাহাতে দেখা যায় যে, [illegible] লোকের সাহায্যের জন্য [illegible] লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। এতগুলি [illegible] দেখিতে হইবে।

—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ } ২০ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৭ই জুলাই খৃঃ ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১১৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পাটনায়

গত ২১শে আষাঢ় শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পাটনা জংসন ষ্টেশনের হেড্ বুকিং ক্লার্ক বাবু নারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ মহাশয়ের কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

গত ২৩শে আষাঢ় রবিবার পাটনা-গৌড়ীয়মঠে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলার সমাগম হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ঐ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে, "ভগবানের দুস্তরা মায়াকে কিরূপে অনায়াসে জয় করা যাইতে পারে" এই প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি সংসারদুঃখের স্বরূপ, গুরুতত্ত্ব, লৌকিক গুরু ও সদ্গুরু, কপট ভজন ও নিষ্কপট ভজন প্রভৃতি বিষয়গুলি শাস্ত্রযুক্তি সহকারে বুঝাইয়া দেওয়ায় সমবেত শ্রোতৃগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

———

ঐ দিবস অপরাহ্নে পাটনার ডিরেক্টার অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টের হেড্ এ্যাসিষ্টান্ট বাবু মধুবন সাহী (ভূমিহার ব্রাহ্মণ) মহাশয় পাটনা গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া একটী প্রশ্ন করেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধ-ভজনবিষয়ের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনের ইতিহাস বর্ণন পূর্ব্বক বিশেষ আর্ত্তিসহকারে ভগবচ্চরণে সম্যক্ প্রকারে আকৃষ্ট হইবার উপায়-বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সাহী মহাশয় বিশেষ শিক্ষিত। বিশেষতঃ তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত নিয়মিতরূপে পাঠ করেন বলিয়া সাধুসঙ্গের মহিমা বিশেষ জ্ঞাত আছেন। তজ্জন্যই শুদ্ধ-ভজনপথ-প্রাপ্তি-কামনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন মঠাধিকারী ও শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ মঠাধিকারী মহোদয়গণের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

———

বৃন্দাবনে

গত ১২ই জুলাই বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত নিজস্ব-সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীজানকীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী সহ দিল্লী প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার পূর্ব্বক গত ১১ই জুলাই দিল্লী হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

———

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। ভক্তিসারঙ্গ প্রভু সভায় সমাগত বহু শিক্ষিত সজ্জনবর্গের সমক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। সকলেই গোস্বামী প্রভুর মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয়দয়ার বিষয় শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইলে শিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চ-নীচ সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

মহাজনশিবিরে

রামপুরহাট হইতে শ্রীযুক্ত লোকনাথ মঠাধিকারী মহাশয় লিখিতেছেন গত ১০ই আষাঢ় সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী রামপুরহাট রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বালিপাড়া গ্রামের কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তির উদ্যোগে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কিশোর দাসের গৃহস্থিত হরিসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচ্য বিষয়সমূহ শ্রবণ ও অনুধাবন করিয়াছেন, এবং মাঝে মাঝে এইরূপ কথা শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

অম্বুবাচীতে

গত ১৬ই আষাঢ় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ হরিকথা প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ রাধা-মুকাচারা গ্রামে শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীযুক্ত দীননিকেতন দাস মহোদয়ের বাটীতে গত ১৭ই আষাঢ় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী তৎপর-দিবস বারিপদায় প্রত্যাগমন করেন। তথায় শ্রীযুক্ত রায় মদনমোহন দালা মহাশয়ের বাসায় গত ১৯শে আষাঢ় তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

———

অতঃপর স্বামীজী শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীধর প্রধান মহাশয়দ্বয়ের গৃহে অতি সংক্ষেপে তাহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত সজ্জন শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর মুখে অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

———

কুমিল্লায়

স্থানীয় পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় বি-ই, মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাসলোতে বহু গেজেটেড্ অফিসারের সমুপস্থিতিতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবদেব মহারাজের চরিত্রের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই পরম প্রীত হন।

———

ইঞ্জিনিয়ার বাবুর বিশেষ আগ্রহে তৎপর-দিবস তাঁহার সুবিস্তৃত ময়দানে ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা হয়। ঐ দিন বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত থাকিয়া বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়বাণী-প্রচারের নানাবিধ কার্য্যাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। ইঞ্জিনিয়ার বাবু প্রচারের জন্য যে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ বামন শুক্লা প্রতিপদ ৪৪৮

রথযাত্রায় মহাপ্রভু

—:০:—

রথযাত্রায় রাস্তার সম্মার্জ্জন-কার্য্য

আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায়—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা বাসরে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রাতঃস্নান করিয়া জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার পাণ্ডুবিজয়ার সহিত রথারোহণ দর্শন করিলেন। সেই সময় পুরীর রাজা স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-গমনের পথ মার্জ্জন করিতেছিলেন। নীলাচল ভগবদ্ভক্তির স্থান। বিরজায় কর্ম্মকাণ্ড ও ভুবনেশ্বরে জ্ঞানকাণ্ড পরিত্যাগান্তে নীলাচলে উপস্থিত হইলে শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। দেখুন, অনেক স্থানে রাজন্যবর্গ নাস্তিকতাকে আশ্রয় করিয়া ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চাসনে অবস্থান করেন। ভগবদিচ্ছায় রাজার উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাঁহার কিরীটের সৌন্দর্য্য অনন্তগুণে বর্দ্ধিত হয় যদি তাহা ভগবৎপাদপদ্মে প্রণত হয়, তাহা না হইলে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক ন্যায় উহার মূল্য কাণাকড়ি। ভগবদ্ভক্তের শিক্ষাভূমি নীলাচলে তৎকালীন প্রজারঞ্জক রাজা স্বহস্তে স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গমনপথ পরিষ্কার করিয়াছেন। কি চমৎকার দৃশ্য! পুত্র বড়লাটের পদ লাভ করিলেও যেমন পিতার সেবক, সেই প্রকার রাজা প্রজাগণের দণ্ডমুণ্ড বিধাতা হইয়াও পরম-পিতা ভগবানেরই সেবক—ভগবৎসেবাই তাঁহার মুখ্য কার্য্য। তাঁহার নিজের মঙ্গলের জন্য ও প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তি যাজন করা তাহার প্রচারের সহায়তা করাই তাহার মুখ্য কর্ম্ম। 'ভগবৎ'কে বাদ দিয়া কখনও প্রজারঞ্জকতা ও রাজভক্তির বিকাশ হইতে পারে না। কারণ, ভগবদ্ভক্তি-সম্বন্ধচ্যুত হইলে রাজায় ও প্রজায় প্রাণের সৌহার্দ্য স্থাপিত হইতে পারে না।

জগন্নাথের রথে গমন

লক্ষ্মীদেবীর অনুমতি লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচামন্দির অভিমুখে চলিলেন। সুপ্রশস্ত বালুকাময় পথ। পথের উভয় পার্শ্বে গৃহ ও সুরম্য উদ্যানাদি। এই সকল সুরম্য দৃশ্যের মধ্য দিয়া রথ চলিতে লাগিল।

সপ্ত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন

মহাপ্রভু নিজগণকে ৭ সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইটী মৃদঙ্গ। সুতরাং সাত সম্প্রদায়ে চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তগণের সুকণ্ঠোত্থিত সুললিত কীর্ত্তন-ধ্বনি মৃদঙ্গের সুমধুর ধ্বনির সহিত সম্মিলিত হইয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্যের উদয় করাইল, তাহা একবার চিন্তা করুন। গোলোকের প্রেমামৃতধারা ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে রথযাত্রার সহস্র সহস্র দর্শক তন্ময় হইয়া দর্শন ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করিতেছেন। হরিনাম-প্রেম দ্বারা জীবোদ্ধারার্থ পতিতপাবন গৌরাঙ্গসুন্দরের এই লীলা। তাঁহার লীলায় এই প্রকার পরানন্দের প্রস্রবণ বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ। সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রথম সম্প্রদায়ে মূল গায়ক শ্রীস্বরূপদামোদর; তাঁহার দোহার—দামোদর পণ্ডিত, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ এই পাঁচজন; নর্ত্তক—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে মূল গায়ক—শ্রীবাস পণ্ডিত; তাঁহার দোহার—গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্‌, শুভানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত; নর্ত্তক—স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তৃতীয় সম্প্রদায়ে মূল গায়ক শ্রীমুকুন্দ; দোহার—বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও বল্লভ সেন, নর্ত্তক—শ্রীহরিদাস ঠাকুর। চতুর্থ সম্প্রদায়ে মূল গায়ক—শ্রীগোবিন্দ ঘোষ; দোহার—হরিদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ; নর্ত্তক—শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। এই চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রভাগে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম সম্প্রদায় কুলীন গ্রামের [illegible]কীর্ত্তন-দল, ইহারা রথের বামপার্শ্বে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই দলে রামানন্দ ও সত্যরাজ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠ সম্প্রদায়ে শান্তিপুরের অদ্বৈতানুগগণের দল, ইঁহারা রথের দক্ষিণপার্শ্বে কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন। এই দলে নর্ত্তক—অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ। সপ্তম সম্প্রদায়—শ্রীখণ্ডের কীর্ত্তন-দল, ইঁহাদের কীর্ত্তনস্থল হইল রথের পশ্চাতে। এই দলে নর্ত্তক—শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন। মহাপ্রভু স্বয়ং স্বহস্তে ভক্তগণকে মাল্য ও চন্দন প্রদান করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ১৩শ) সাত-সম্প্রদায়ের এই মহাসংকীর্ত্তন-সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
> দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥
> সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
> যা'র ধ্বনি শুনি' বৈষ্ণব হৈল পাগল॥
> বৈষ্ণবের মেঘঘটায় হইল বাদল।
> কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্রজল॥
> ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
> অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥

যুগপৎ মহাপ্রভুর সাত সম্প্রদায়ে অবস্থিতি

এই সাত সম্প্রদায়ে মহাপ্রভুর নাম দেখিতেছি না; তিনি কোথায় থাকিলেন? উত্তরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

> সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি',
> 'হরি' বলি'।
> 'জয় জগন্নাথ', বলেন হস্তযুগ তুলি'॥
> আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
> এক কালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস॥
> সবে কহে,—প্রভু আছেন মোর
> সম্প্রদায়।
> অন্য ঠাঞি নাহি যান, আমারে দয়ায়॥
> কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি।
> অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁ'র শুদ্ধভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকার রাসলীলাকালে ও মহিষী বিলাসে অচিন্ত্য-শক্তিবলে যুগপৎ 'বহু' বিগ্রহ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও সেই প্রকার অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা সপ্ত বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া সপ্ত সম্প্রদায়ে অবস্থান পূর্ব্বক নৃত্য-কীর্ত্তনানন্দে সকল ভক্তকেই একই সময়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মনে করিতে লাগিলেন—"মহাপ্রভু আমাদের প্রতি বিশেষ করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের সম্প্রদায়েই আছেন।"

এক সপ্তসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অন্যের কি কথা, স্বয়ং জগন্নাথদেব আনন্দে কি-প্রকার বিভোর হইয়াছেন তাহা দেখুন—

> "কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
> সঙ্কীর্ত্তন দেখে রথ রাখিয়া স্থগিত॥"

কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য

কৃষ্ণানন্দ-বর্দ্ধন

সেই কীর্ত্তনই কীর্ত্তন, যে কীর্ত্তন কীর্ত্তন-পিতা পরমেশ্বরের আনন্দ বিধান করে। পরমেশ্বরের আনন্দ বিধান-তাৎপর্য্যপর না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে যে রাগ-রাগিনীর আলাপ, তাহা 'কামে'র পূতিগন্ধে পূর্ণ। কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাপর প্রেমিক ভক্তগণের সুললিত-কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, রথ স্থগিত রাখিয়া শ্রবণ করিতেছেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, রথ টানিলেই চলিবে, না টানিলে চলিবে কি প্রকারে? অজ্ঞ জনগণের এই চিন্তাস্রোত নিরস্ত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

> (রথ) কভু স্থির হঞা রহে,
> টানিলেহ না চলে।
> ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে॥

অচিন্ত্য রহস্য

শ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুর নৃত্যগীতাদি-দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিজ-রথের গতি স্তব্ধ করিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার সম্মুখে নৃত্যাদি দ্বারা জগন্নাথের আনন্দবিধান করিতে লাগিলেন। এখানে জগন্নাথ—দ্রষ্টা, মহাপ্রভু দৃশ্য। কিন্তু উভয়ে একবস্তু—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। একবস্তু হইয়া লীলা-বিচিত্রতাক্রমে দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা শ্রীরূপানুগে অচিন্ত্য-রহস্য।

মহাপ্রভুর নৃত্য

সপ্ত সম্প্রদায়ে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করাইয়া মহাপ্রভু সাতটী কীর্ত্তনের দলই একত্র করিলেন এবং শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ—এই নয় জনকে স্বরূপের সহিত কীর্ত্তন করিতে দিলেন। অপরাপর ভক্তগণ চারিদিকে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন মহাপ্রভু স্বয়ং এই কীর্ত্তনে মহাপ্রেমে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যারম্ভে পূর্ব্বে সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি-পুরঃসর করযোড়ে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' 'জয়তি জয়তি দেবো' 'জয়তি জননিবাসো' 'নাহং বিপ্রঃ' প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তৎপর পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যের বর্ণন শ্রবণ করুন—

> উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
> চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার॥
> নৃত্যে, প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
> সসাগর শৈল মহী করে টলমল॥
> স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য
> নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
> আছাড় খাঞা পড়ে ভূমে গড়ি' যায়।
> সুবর্ণ পর্ব্বতে যৈছে ভূমেতে লোটায়॥

মহাপ্রভুর পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হুঙ্কার করিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বাহ্য বিন্দুমাত্রও নাই। মহাপ্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র লোক নৃত্য-দর্শনে প্রধাবিত হইতেছে। তাহারা যাহাতে মহাপ্রভুর গায়ে আসিয়া না পড়িতে পারে এজন্য ভক্তগণ তিনটী মণ্ডলী করিলেন। প্রথম মণ্ডলীর নায়ক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু কতিপয় ভক্তসহ হাত ধরাধরি করিয়া মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে রহিলেন। দ্বিতীয় মণ্ডলীতে কাশীশ্বর মুকুন্দাদি ভক্তগণ এবং মণ্ডলীর বাহিরে ঐপ্রকারে হাত ধরাধরি করিয়া অবস্থান করিলেন। তাহার বাহিরে রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং পারিষদসহ তৃতীয় মণ্ডলী স্থাপন পূর্ব্বক লোক নিবারণ করিতে লাগিলেন।

> প্রভুর নৃত্য দেখি' লোকে হৈল চমৎকার।
> অন্য আছুক, জগন্নাথের আনন্দ অপার।
> রথ স্থির কৈল, আগে না করে গমন।
> অনিমেষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন॥

নৃত্যে ব্রজভাবের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি' দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস॥

নৃত্যকালে মহাপ্রভু বাহ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া মহাভাবের যে-সকল লীলা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা দেবগণেরও অগোচর। নৃত্যকালে 'জগন্নাথ' বলিতে যাইয়া ভাবের আবেশে শুধু 'জগ গগ' 'জগ গগ'—এই গদগদ্ বচন উচ্চারিত হইয়াছে মাত্র।

শাসন, শাসক ও শিষ্য

(শ্রীরামকৃষ্ণ দাস)

সংশোধন করিবার যাবতীয় চেষ্টা অথবা নিত্য মঙ্গলদান করিবার জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বনই শাসন-পদবাচ্য। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে সংশোধন, চিরকল্যাণ প্রদান বা তাঁহার সেবানুকূল সেবা-প্রদান করিবার নিমিত্ত যে তিরস্কার, পুরস্কার, বিধিনিষেধ বা ভক্তিপোষক উপদেশাদি কিম্বা যে কোনও প্রকার প্রেরণা প্রদান করেন, তাহাকেই প্রকৃত শাসন বা শোধন বলিয়া জানিতে হইবে। শাসন করিবার যোগ্যতা সকলের নাই। শাসন-শক্তি অর্থাৎ শোধন করিবার সামর্থ্য বা নিত্যকল্যাণ প্রদান করিবার ক্ষমতা একমাত্র শ্রীভগবানকে ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মেই নিহিত। কারণ, যিনি শাসন করিবেন তিনি স্বয়ং সুশাসিত বা সংশোধিত না হইলে কিরূপে অপরকে শাসন বা সংশোধন করিবেন? আবার একমাত্র শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহই আপনাকে সুশাসিত বা সংশোধিত বলিয়া প্রচার করিয়া শাসকের বা গুরুর আসন-গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম; যেহেতু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ জড়া মায়া বা প্রকৃতির রাজ্য। ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু ব্যতীত, ভগবদ্ভক্ত ও শ্রীগুরুদেব ব্যতীত প্রাপঞ্চিক সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণযুক্ত—মায়া বা প্রকৃতি-কবলিত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, ভগবদাশ্রিত জনগণ ব্যতীত, বৈকুণ্ঠবস্তু—স্বাধিক অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীগুরুদেব ব্যতীত শাসক-পদবাচ্য আর কেহই হইতে পারেন না।

প্রকৃতিজাত, অশুদ্ধ, মায়িক, উৎপথগামী, অসংযতাত্মা জন যদি এই সব সিদ্ধান্ত অবগত না হইয়া গায়ের জোরে আপনাকে সংশোধিত, অপ্রাকৃত, সংযতাত্মা বলিয়া প্রচার করতঃ শাসকের আসন গ্রহণপূর্বক কাহাকেও শাসন করিতে যান তাহা হইলে ঐ শাসন শাসন-পদবাচ্য না হইয়া, নিত্য-মঙ্গলপ্রদ না হইয়া প্রতিহিংসাচরণে পরিণত হইবে। কারণ, শাসন করিতে গেলে, যাহাকে শাসন করিতে হইবে তাহার ন্যূনতা বা ছিদ্রান্বেষণ একান্ত আবশ্যক কিন্তু পরছিদ্রানুসন্ধান করিলে অসংযতাত্মা ব্যক্তির তৎপ্রতি প্রতিহিংসাভাব এবং অবজ্ঞা পোষণও স্বাভাবিক। অতএব এইরূপ অসংযতাত্মা পুরুষ অপরকে শিষ্য মনে করতঃ তাহাকে শাসন করিতে গিয়া শোধনের পরিবর্তে তাহার পরম শত্রু-বেশে অমঙ্গলের রাস্তা সুপ্রশস্ত করিয়া দেয় এবং তৎফলে সেই ভীষণ অনর্থ মনোধর্মকর্তৃক চালিত হওয়ার ফলে নিজেও নিজের শত্রু সাজিয়া স্বীয় মঙ্গলের রাস্তা চিররুদ্ধ করে। গীতা বলেন—

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

অর্থাৎ যিনি মনকে জয় করিয়া সংযতাত্মা হইয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু। আবার মনই অজিতমনা বা অসংযতাত্মা ব্যক্তির পরম শত্রু।

'শাসক কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে জগচ্ছাসক আচার্যপ্রবর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগং উদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

অতএব আমরা মহাজন-বাণী অনুসারেও জানিতে পারিতেছি যে যিনি ষড়্‌বেগজয়ী সুশাসিত অপ্রাকৃত মায়ামুক্ত গোস্বামী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, তিনিই পৃথিবী শাসন করিবার ক্ষমতাপন্ন সুশাসক অভিমন্তা শ্রীগুরুদেব।

আবার শাসন গ্রহণ করিবার বা শিষ্য হইবারও কতকগুলি লক্ষণ আছে। যিনি, নিজেকে নিজে শাসন বা শোধন করিতে পারেন বা অহম্মন্যতায় অন্ধ হইয়া 'আমি বেশী বুঝি?' 'আমার ন্যায় বিজ্ঞ কে?' 'আমি বহু-শাস্ত্রজ্ঞ' আমার কোনও বিষয়ে ন্যূনতা নাই, আমার একটু আধটু দোষ যাহা আছে তাহা নিজেই শোধিয়া লইব, তজ্জন্য স্বতন্ত্র শাসক বা আচার্য-স্বীকারের আবশ্যকতা নাই এইরূপ মনে করেন, তিনি কখনও শিষ্য-পদবাচ্য হইয়া সংশোধিত জীবন লাভ করিতে পারেন না। অধিকন্তু ঐরূপ আচার্য বা শাসকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় এবং আচার্যের অনাবশ্যকতা বা প্রকৃত আচার্যের মঙ্গলময়ী লীলায় প্রাকৃত দৃষ্টিতে ত্রুটী প্রদর্শন করায় মহানারকী আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নানা ইতর যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে। তাই মহাজনগণের আনুগত্য বা তাঁহাদের শিষ্যত্ব বা শাসন স্বীকার না করিয়া নিত্য-মঙ্গলপ্রদ সুযোগ লাভ করা সুদুর্লভ ইহাই শাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন।

আচার্য বা শাসকের শরণাপন্ন হইয়া শাসন গ্রহণ করতঃ কিরূপে শিষ্য-পদবাচ্য ও আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায় তৎ-প্রদর্শনকল্পে শ্রীঅর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে দারুকপতি বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রণত ও নতজানু হইয়া বলিয়াছিলেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

বস্তুতঃপক্ষে এইরূপভাবে যতদিন নিজেকে কার্পণ্যদোষোপহত, ধর্মসংমূঢ়চেতা, অজ্ঞ, সামর্থ্যহীন, স্বভাবতই বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা না হইবে, যতদিন আমি অহং-মমত্বের অট্টালিকার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিবার দুর্বাসনা পোষণ করিব, যতদিন আমি সেই 'অহং-মম'-সুখের অট্টালিকার মোহ পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপের সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্বীয় মঙ্গলার্থে শাসকের বা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত না হইব, ততদিন আমার নিজের চেষ্টায় শিষ্যের আসনগ্রহণ বা নিত্যমঙ্গললাভ ত' দূরের কথা, চিদ্দুঃখময় জীবন-সমুদ্রেরই পার পাইব না এবং অগত্যা বিষয়ান্ধকূপে নিমজ্জিত হইয়া মণ্ডূকন্যায় অর্কাম্বরস-বিষ্ঠায় হাবুডুবু খাওয়াকেই মহাসুখ বলিয়া মনে করতঃ চিরবঞ্চিত দুর্জনরূপে চৌরাশি যোনিতে ভ্রমণ করিব।

আবার তাই এহেন দুর্জনগণকে এইরূপ যাবতীয় মনোধর্মরূপ অনর্থ হইতে মুক্তি দিবার জন্য শাস্ত্র শাসকের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় বা আনুগত্য ব্যতীত আর নিস্তার-লাভের উপায়ান্তর নাই তাহা নিরপেক্ষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

সুতরাং নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই এই ভব-বন্ধন হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায়।

(ক্রমশঃ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
তিরোভাব-বাসরে

বিরহোচ্ছ্বাস

হায়! হায়! হায়! কেন উঠে আজ
দুর্গতীর ম্লান গগন-পটে,
বিরহ-সন্ধ্যার [illegible] কি বহিয়া—
গোদ্রুম হ'তে গোদাবরী-তটে।
করুণ! করুণ! কি করুণ ধ্বনি
ঝঙ্কারিছে যেন নারদ বীণা,
"ভাগ্যবান্ [illegible] জাগো জাগো ত্বরা
উঠ উঠ আর ঘুমা'ও না।
কামকলরব বণিক ব্যাপার
কূপ-মণ্ডূকের মরুমরি,
রাখ রাখ দূরে শুন একবার,
আসিছে উদ্দীপনা ডাক।
প্রাচ্য প্রতীচ্য অখিল ভুবন,
মুখরিত আজ বিরহে সব,
"কোথা গৌর-পার্ষদ, ভক্তিবিনোদ",
উঠে ঘন ঘন এ ব্যাকুল রব।
হা হা প্রভু মোর গোরাপ্রেমে ভোর,
কৃপাম্বুধিবর! বিদরে হিয়া,
বিরহ তোমার সহনে না যায়
কর কৃপা সেবা অধিকার দিয়া।
(তুমি) গৌরশক্তিধর আচার্যপ্রবর,
গৌরাদেশে উদি' গৌড়দেশে
পাষণ্ড দলিয়া তোষিয়া সজ্জন,
প্রচারিলে প্রেম দেশে দেশে।
জীব-হিত লাগি' বিবিধ ভাষায়,
গৌড়ীয়সিদ্ধান্ত গূঢ় বিচার,
বহু গ্রন্থাকারে করিয়া প্রকাশ,
অজ্ঞানতমঃ ঘুচালে সবার॥
তুমি না জানালে কেবা জানাইত,
শ্রীমায়াপুর গৌরজন্মস্থান,
'ধাম' প্রকাশি' শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
করালে প্রকট তুমি গো মহান্।
পৃথিবীতে যত নগরাদি গ্রামে
মোর প্রভু নাম গাহিবে সবে,
এই গৌরবাণী সফল সত্য,
করাতে যাঁহারে আনিলে ভবে।
তিনি গৌরবাণী আচার্যভাস্কর,
সমুদিত হবে নিবাকাশে,
কর আশীর্বাদ যেন নিরন্তর,
কাঁদি যেন তাঁর কৃপার আশে।
তোমার মহিমা গুণ কথন
অজ্ঞ গো দাস জানিবে কেমনে,
পূজি তব পদ স্মরণে বরণ,
[illegible] পূজা পাবো [illegible] চরণে।

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ গৌড়ীয় মঠের
জনৈক অযোগ্য সেবক।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ ৪০৲

প্রথম খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲

একাদশ স্কন্ধ খণ্ডে পাওয়া যায় ।৶০

৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲

৪। ভক্তিবিবেকসুধাগ্রন্থ (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০

৭। শুকরাজ ৷০

শ্রীচৈতন্যভাগবত ও

শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০

১২। দৃষ্টিমালিকা অপসোরঃ শাস্ত্রবাদ (বাঁধা) ২৲

১৩। বেদান্তসূত্রের শাস্ত্রার্থ রামানুজীয়) ৷০

১৪। বৈষ্ণবদর্শন ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা) ।৶০

২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

২৩। গীতমালা ⁄১০

২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ।০

২৯। শরণাগতি ⁄০

৩০। গীতাবলী ⁄০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০

৩২। [illegible] ⁄০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০

৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০

৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০

৩৮। অর্চ্চনকল ⁄১০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০

ঐ (আবাঁধা) ৶০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। মণিমঞ্জরী সাহিত্য ৷০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৷০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০

৫০। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবরণম্ ৷০

৫৪। সটীক-দিগ্দর্শনম্ ৷০

৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০

৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ⁄০

৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০

৬০। নামভজন ৷০

৬১। বিদেটিও ওয়ার্ক্‌স ।৶০

৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০

৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০

৬৫। দি ভাগবত ৷০

৬৬। বেদিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড্ ডিভোশন ৷০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৭০। সাধন পথ ৷০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০

৭২। গীতাবলী ⁄০

৭৩। শরণাগতি ⁄০

জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।

৯। গৌরগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালদা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।

২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।

২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, [illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যান্ট রোড, বোম্বে।

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৪নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—[illegible]

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং বিহারপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্. বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃত গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মিতব্যয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৬—৭	৭—১৯	৮—৫৬	১৫—৬	১৮—৫৪
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	+ ১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০ ৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-১৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৮	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১১	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩৫ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-১০, ১২-২৪, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ৩১শে আষাঢ় (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-পত্র-প্রাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পাথেয় সহ আসিয়া যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে মূল্যযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-চিন্তামণি প্রধান অধ্যাপক

পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১নং২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

শ্রীশ্রী, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, [illegible] নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের [illegible] এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতক্ষরণ আস্বাদন কারয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবৃহৎ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামচন্দ্র লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশরাজ টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ কাজীদের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "নবম নিদান নং ৭")। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অন্ততঃ ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্, (ডিপার্টমেন্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বালাম ধানকুলনী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪৷৵০
আটা এসমার্ক	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৵
বাঁট	৩৩৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

সোণার কাড় (কড়েই বা খাঁজ	
পাকা	৬৲—৬০
ঐ বে-বাঁকা হালকা ওজন	৫৴০—৫।০
মধ্যম (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট সিট—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ " "	১০৲
২৪ গেজ " "	১১।০
আর, সি, ডি,	১০৷৵০
এক্সপেণ্ডেড সিমেণ্ট, কংক্রীট সিট—	
৪॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ " "	১২।৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১০৷৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮।০
প্যাঃ তা'রের জাল ১৪ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও দুই চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন শাটি	৬৷৵০—৬৸৵০
" গোলটু (গোল)	৬৸৵০—৬৸৵০
" সমাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৸০
" সোল বড় ৴০—।৴০ সুতা ৫৴০—৫৷৵০	
" টাসা বড়-	
চৌকা ৴০—।৴০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
" বাণ্ডিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ, লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা। মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

বেনিয়াতে মসলার দর

জিরা	২০৸১ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা		মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	"
মরিচ	২১৷৵০	"
লবণ	৩৸৲	"
বড় এলাচ	২১৲	"
কিসমিস	১৫।০	"
ছোট এলাচ	২৷৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২।০	সের
মেথি	৪।০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	"
খাবার সোডা	৬৲	"
পেস্তা	২।০	সের
আমলকী	৩৸০	মণ
হরিতকী	৬৲	"
বহেড়া	২৲	
১নং বাদাম	১৩৲	১৩৸০
হুগলীর		
ভাঃ হরিতকী	৫।০	
দেশী সুপারি	১৯৲	"
লঙ্কা	১৫৸০	

ঘৃতের দর

	৫১৲	টাকা
খাঁটী	৪৬।০	টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীগৌর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ মূল্য
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১৮-শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা শ্রাবণ বুধবার ১৩৪১ ১৮ই জুলাই ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

আড়াই বৎসর পর সর্দার বল্লভভাই কারামুক্ত

গত ১৪ই জুলাই বেলা ১০টার সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে নাসিক জেল হইতে মুক্ত দেওয়া হয় এবং নাগপুর এক্সপ্রেস যোগে বেলা ২টা ৪০ মিনিটের সময় তিনি ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে উপস্থিত হন। প্রায় তিন হাজার লোক ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে ও তুমুলভাবে তাঁহার জয়ধ্বনি করে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, মিঃ কে, এফ নরিম্যান, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুত মথুরা দাস ত্রিকমদাস প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে উপস্থিত ছিলেন।

সর্দার প্যাটেলের মুক্তি সংবাদ পৌঁছামাত্রই বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণ ঢোল বাজাইয়া এবং ফুটপাতের উপর ঐ সংবাদ লিখিয়া উহা সহরের নানা পল্লীতে প্রচার করে। প্রকাশ, এই সংবাদ প্রচার করিবার সময় তিনজন স্বেচ্ছাসেবককে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়, পরে তাহাদিগকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

সর্দার প্যাটেলকে বহু পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয় ও তৎপর তিনি মোটর-যোগে শ্রীরাম ম্যানসনে গমন করেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল

গত ১৩ই জুলাই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এ বৎসর ৪২৮৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৫৬৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাটনা হাইস্কুলের ছাত্র পৃথীশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রথম, দ্বারভাঙ্গা নর্থব্রুক স্কুলের ছাত্র চন্দ্রবংশ নারায়ণ সিংহ দ্বিতীয় এবং সমস্তিপুর স্কুলের সুদর্শন প্রসাদ সিংহ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

আই-এ, আই-এস্‌সি,-এবং বি-এ, বি-এস-সি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা যথাক্রমে ৯০২, ৪১৯, ৬০৭ ও ৮৬ ছিল। তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে ৭১৩, ৮৪, ২৪০ ও ৪৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র অজিত ঘোষ আই-এস্‌সি, পরীক্ষায় প্রথম এবং পাটনা কলেজের জগদীশ্বর প্রসাদ ও র‍্যাভেন্স কলেজের শৈলবিহারী চট্টোপাধ্যায় উভয়ে আই-এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

মসজিদের উপর লক্ষ্মীর ছায়াপাত

হ্যারিসন রোড এবং চিত্তরঞ্জন এভেনিউর সংযোগস্থলে ভারতলক্ষ্মী সিনেমা হাউসের দ্বারদেশে একটি লক্ষ্মীর ছবি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করা হইত। সিনেমা হাউসের বিপরীত দিকে একটি মসজিদ আছে। আলোক সম্পাতের ফলে ঐ লক্ষ্মীর ছায়া মসজিদের উপর পড়িত। উহাতে ধর্ম্মপরায়ণতায় আঘাত লাগে বলিয়া মুসলমানেরা পুলিশ কমিশনারের নিকট আবেদন করে। পুলিশ কমিশনার তদনুসারে উক্ত ছবি আলোকিত করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। উহাতে স্থানীয় হিন্দুদের মনে বিষম বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় খানাতল্লাসী

দক্ষিণ কলিকাতায় খানাতল্লাসী করিয়া গোয়েন্দা পুলিশ ২জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ যে, যুবকদ্বয় মিথ্যা নামে কলিকাতায় বাস করিতেছিল। গভর্ণরকে গুলী মারা সম্পর্কে তাহাদিগকে খোঁজ করা হইতেছিল এবং তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

দুইজনের ফাঁসি চারিজনের দ্বীপান্তর

গত ১৪ই জুলাই চাঁদপুর রোড ডাকাতি, হত্যা এবং ষড়যন্ত্র মামলায় সেসন জজ প্রতাপ ও সিংখারা কর্তোয়ালকে প্রাণদণ্ডে ও অপর চারিজন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী হরি কাশ্যপকে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে চাঁদপুর ও পাহুড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে লক্ষ্মী জগৎ নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা ও ডাকাতি করিবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৩৯৬ ও ১২০ বি ধারা অনুসারে আসামীরা অভিযুক্ত হইয়াছিল।

বিহারবাসীর সাহায্য

পোল্যাণ্ড সরকার বিহার ভূকম্পে সাহায্যার্থ ভাইস্রয় ফণ্ডে আড়াই হাজার টাকা পরিমাণ দান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ওয়ারস ষ্টেট এক্সপোর্ট ইনষ্টিটিউটের হাতে উপরউক্ত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ইনষ্টিটিউট উহা দ্বারা দুঃস্থ জনসাধারণের সেবায় উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বোম্বাইস্থিত পোল্যাণ্ডের কন্সালের মারফত উহা ভাইস্রয় ফণ্ডে প্রেরণ করিবেন।

সাপ্তাহিক স্বর্ণ রপ্তানী

গত ১৪ই জুলাই পি এণ্ড ও ডাক জাহাজ "কাইজার ই-হিন্দে" ১৩৭৫৭২৯৫ টাকা সোনা রপ্তানী হইল। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর হইতে এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট ১১৯৯০৬১৫২৯ টাকার সোনা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ফরিদপুরে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

প্রকাশ ৫।৬ দিন পূর্ব্বে মাঁওয়ার গ্রামের সাধুচরণ গোপকে কেহ রাত্রিকালে আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় সকলে তাহার খোঁজ করিলে দেখে যে, তাহাকে কে খুন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—:০:—

পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা

রথযাত্রা উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর যাত্রী অনেক কম হইয়াছে।

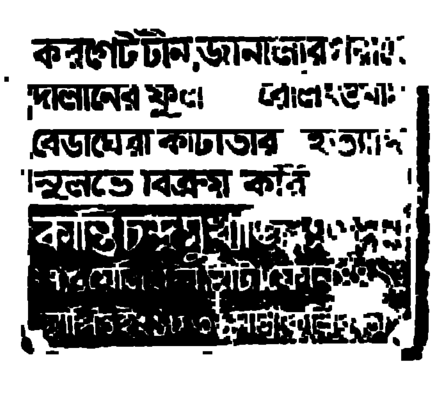

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২রা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩১

মায়াপুর ও বেলপুকুর

গত ১২ই আষাঢ় তারিখের দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে "বেলপুকুরের অভিযোগ" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বেলপুকুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত এস. কে. পাঠক কর্তৃক 'অমৃতবাজার', 'বঙ্গবাণী,' 'আনন্দবাজার,' প্রভৃতি পত্রিকায় যে-সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই সমালোচনায় লেখা গেল, এই সমালোচনা নিত্যহরি বাবুর রুচিপ্রদ না হওয়ায় তিনি 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় এক পত্র প্রকাশ করিয়া কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াছেন।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন—"নদীয়া প্রকাশ একখানি নালায় ইস্তাহার মুদ্রিত করার কাগজ মাত্র।" তাঁহার আদেশ আড়াইকোশান্তরবর্ত্তী স্থান হইতে যে পত্রটী প্রকাশিত হয় তাহা যে একখানা 'দৈনিক' পত্র ইহা বোধ হয় তাঁহার অজ্ঞাত নহে। শ্রীশ্রীনামের প্রচারের জন্য দৈনিক কাগজ আছে, ইহা তিনি কোথাও দেখিয়াছেন কি? নিত্যানন্দের নামে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়, অতএব 'নদীয়া-প্রকাশ'কে 'নামের ইস্তাহার মুদ্রিত করার কাগজ মাত্র' বিবেচনা করা একজন উকীলের প্রবীণতা প্রমাণ করে বটে।

'নদীয়া-প্রকাশে'র লোক একটু ভাল ক'রে স্থাপন ক'রলে ঐ প্রকার তাচ্ছিল্যপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে নিত্যহরি বাবু নিজেই বোধ হয় লজ্জিত হইতেন। নদীয়া-প্রকাশের দুইটী অংশ একটী পারমার্থিক, অপরটী ব্যবহারিক সংবাদে পূর্ণ। জগতের অধিকাংশ ব্যক্তির রুচি—ব্যবহারিক সংবাদের দিকে, তাই তাঁহাদের জন্য ব্যবহারিক অংশে জগতের প্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ প্রকাশ হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য—তাঁহারা ঐ সংবাদগুলি পাঠের জন্য পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া যদি ভুলক্রমেও একবার 'পরমার্থ'-অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অশেষ সুবিধা হইবে। পারমার্থিক অংশে ভারতীয় আর্য্য ঋষিদের যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রকাশিত হয়, তাহা আলোচনা করিলে নিত্যহরি বাবু 'নদীয়া-প্রকাশের' মূল্য [illegible] কয়েক বৎসর পূর্ব্বে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] পত্রের সম্পাদক [illegible] অদ্ভুত সভায় তিনি [illegible] যে বলিয়াছিলেন—[illegible] 'ধর্ম'-শিক্ষা দিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইবে, তাঁহার সেই ভ্রান্ত-ধারণা সংশোধিত হইত। কারণ, প্রত্যেক শাস্ত্রে এক ভগবানকেই স্বীকার করেন; শাস্ত্রের মর্ম্ম অনবগতির জন্যই 'এক্ষেত্রে পাক' লোকদের কুচেষ্টায় সাম্প্রদায়িক-কলহের সৃষ্টি। বস্তুতঃপক্ষে পরমার্থ শিক্ষা দ্বারাই বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে তাহা সম্ভবপর নহে।

এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পাইওনিয়ার পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক লালা কৃষ্ণলাল বি-এ (ক্যাণ্টাব), বার-এট্-ল মহোদয়ের মত ব্যক্তি 'নদীয়া-প্রকাশের' প্রচারে বহু-প্রকার অর্থ প্রদান করিয়াছেন। কটক র‍্যাভেন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, এম-এ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল, এলাহাবাদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আউধবিহারী কপূর এম্-এ, পিএইচ ডি প্রমুখ শত শত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি শত মুখে নদীয়া-প্রকাশের প্রশংসা করেন। নিত্যহরি বাবু তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন মাত্র। নদীয়া-প্রকাশ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশসমূহের বহু ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট এখন যেমন আদৃত হইতেছেন, সর্ব্বসময়েই সেই প্রকার সাদরে গৃহীত হইবেন। সুতরাং নিত্যহরি বাবু যদি তাহার প্রতি গালিবর্ষণ করিয়া একটু শান্তি পান, মন্দ কি?

নিত্যহরি বাবু লিখিয়াছেন—গত ১১ই আষাঢ়ের 'নদীয়া-প্রকাশে' তাঁহার ও তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত এস্. কে. পাঠকের উপর যথেষ্ট গালিবর্ষণ করা হইয়াছে। কোন্ অংশে গালি দেওয়া হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবেন কি? সমালোচনা ও বিশ্লেষণকে তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তি 'গালি'-রূপে গ্রহণ করিবেন, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মায়াপুর তাঁহাদের বিদ্যালয়ের ক্ষতি করিতেছে, এই যে একটা অমূলক-ধারণা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই বোধ হয় নিত্যহরি বাবুর সম্মুখে নদীয়া-প্রকাশের বিশ্লেষণকে 'গালি'র মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়াছে। তিনি উক্ত তারিখের নদীয়া-প্রকাশটী পুনরায় ভাল করিয়া পাঠ করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

পত্রের দ্বিতীয় 'প্যারা'য় দেখা গেল, নিত্যহরি বাবু শ্রীব্রজমোহন দাসের ও মায়াপুর অনুপ সন্তোষবাবুর বিচারকে নৈবাকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ কি তিনি পড়েন নাই? যদি পড়িতেন, তাহা হইলে ব্রজমোহন দাসের কল্পিত-কথাগুলি বোধ হয় কোনও প্রকারেই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। ব্রজমোহন দাসের কথার অযৌক্তিকতা নদীয়া-প্রকাশের বহু প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। নিত্যহরি বাবু যদি 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' সম্বন্ধে সত্য-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহেন, তাহা হইলে দিনাজপুরের জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ, প্রাজ্ঞ, মহাশয়ের 'চিত্রে নবদ্বীপ' 'বিশ্বকোষ'-প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লিখিত ঐ গ্রন্থের ভূমিকা এবং স্বনাম-প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের "মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করুন। বেলপুকুরের সজ্জনগণ যে বেলপুকুরের নিকটবর্ত্তী শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান বলিয়া জানেন, তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা নিজেরাই মুখে স্বীকার করিয়াছেন। তবে কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নিত্যহরি বাবু ঐ ব্যাপারটী [illegible] তাহা স্পষ্ট-

নিত্যহরি বাবু তাঁহার পত্রের তৃতীয় 'প্যারা'য় লিখিয়াছেন, গত ২ বৎসর হইতে মায়াপুরের অধিবাসিগণ বহু প্রকারে সজ্জন বেলপুকুর স্কুলের বিরুদ্ধতা করিতেছেন। তাহার একটী প্রমাণও তিনি দিতে পারেন কি? বস্তুতঃ কেহ মায়াপুরবাসিগণ বেলপুকুর স্কুলের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আন্দোলন করেন নাই। কারণ তাঁহারা জানেন, দেশে যত বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, ততই দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সুবিধা হইবে। সুতরাং কোনও বিদ্যালয়ের অনিষ্ট তাঁহাদের দ্বারা হইতে পারে না। তিনি আরও লিখিয়াছেন, —"পক্ষান্তরে বেলপুকুর মায়াপুরের কোন ক্ষতি এতাবৎকাল করে নাই।" একথাটী ঠিক বটে! তবে মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ক্ষতি করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। বেলপুকুরবাসিগণ মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বিরুদ্ধে যে-যে কার্য্য করিয়াছেন—বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট যে-সকল দরখাস্ত করিয়াছেন, নিত্যহরি বাবু চাহিলে তাহার একটা তালিকা আমরা প্রকাশ করিতে পারি। নিত্যহরি বাবু যে মায়াপুরকে কি-প্রকার প্রীতির চক্ষে দেখেন, তাহা মায়াপুরের বিরুদ্ধে যে কি বলে, তাহা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উক্ত পত্রের দ্বিতীয় 'প্যারা'র অপ্রাসঙ্গিক ভাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই বেশ জানা গিয়াছে।

পত্রের চতুর্থ 'প্যারা' সম্বন্ধে বক্তব্য, নিত্যহরি বাবু কি ভুলিয়া গেলেন—প্রেসিডেন্সী বিভাগের দ্বিতীয় ইন্‌স্পেক্টর মিঃ জে, এন, সেন মহাশয়ের ডাক বাংলায় উপস্থিত করিয়া এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া যখন তাঁহাদের সহিত বেলপুকুর অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় পথে নিত্যহরি বাবুকে শ্রীচৈতন্যমঠে বলিয়াছিলেন—"আপনাদিগকে আপনাদের স্কুলের অবনতির সম্বন্ধে অনেকবার জানান হইয়াছে, আপনারা তাহাতে কাণ দেন নাই।" তদুত্তরে নিত্যহরি বাবু ও মিঃ সেনকে বলিয়াছিলেন—"তাহার প্রায়শ্চিত্ত এখন হইতেছে। এখন আমরা জাগ্রত হইয়াছি। এই প্রাচীন বিদ্যালয়টী (বেলপুকুর হাইস্কুল) যাহাতে রক্ষা হয় তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চেষ্টায় আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে।" অবশ্য নিত্যহরি বাবুর এই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, তবে এত শীঘ্র এই কথাটী তিনি বিস্মৃত হইবেন, তাহা আমরা আশা করিতে পারি নাই।

উক্ত পত্রের যে 'প্যারা' সম্বন্ধে বক্তব্য, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও বেলপুকুর হাইস্কুলের দূরত্ব এরোপ্লেনের পথেও ৩ মাইলের কম হইবে না। ডাক্-পথে এই দূরত্ব ৫ মাইল। কোন ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার এই দূরত্ব ৩ মাইল বলিতে পারেন না। যদি কেহ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোথায় বসিয়া বলিয়াছেন? এবং এই রাস্তা হাঁটিয়া দেখিয়াছেন কি? এখন আসিয়া একবার জরিপ করিয়া দেখুন—দূরত্ব কত হয়? বেলপুকুরের অধিবাসিগণ যদি শ্রীধাম-মায়াপুরের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য দূরত্ব হ্রাস করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আমরা আনন্দের সহিত সমাদরপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিব, কারণ আমরা সর্ব্বদাই বন্ধুত্বের পক্ষপাতী।

পত্রের শেষ 'প্যারা' সম্বন্ধে বক্তব্য, নিত্যহরি বাবু নিজে উকীল, তাঁহার যে যে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্টে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা তিনি নিজেই বেশ জানেন, সুতরাং ঐ অপ্রীতিকর ব্যাপার আর ঘাঁটাইবার প্রয়োজন নাই।

নিত্যহরি বাবু উপসংহারে যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যদি তাঁহার অন্তরের কথা হয় তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বেলপুকুর ও মায়াপুর পূর্ব্ববৎ প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। বস্তুতঃপক্ষে বেলপুকুরের কোনও প্রকার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য মায়াপুরের কোনও সময় ছিল না, এখনও নাই। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে অবস্থিত; তবে আশা করি ভবিষ্যতেও মায়াপুর কর্ত্তৃক বেলপুকুরের কোনও অনিষ্ট হইবে না। বেলপুকুরের অধিবাসিগণ শ্রীধাম মায়াপুরের অধিবাসিগণের সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া পরস্পর সাহায্যকারী যাহাতে উভয় স্থানেরই শ্রীবৃদ্ধি হয় তজ্জন্য যত্নশীল হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২১ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ২রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৮ই জুলাই ইং ১৯৩৪ বুধবার ১১৮শ সংখ্যা

পরমগুরুদেবের শ্রীবিগ্রহ

৩০শে আষাঢ় প্রতিষ্ঠিত

—:০:—

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধা-কুণ্ডতীরে শ্রীপাদ নিত্য-রসানন্দ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে অস্মদীয় পরম-গুরুদেব অবধূত-চূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের প্রভৃত্ত সমাধি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে গত ৩০শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সপার্ষদ ভক্তগণসহ ঐ মন্দিরে বাবাজী মহারাজের অর্চা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাতে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সম্পাদকত্বে নিম্নলিখিত পরম-গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হইয়াছে।

পরমগুর্ব্বষ্টকম্

(১)

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতগুরুভক্তং
রূপানুগাঢ্যং নিরবদ্য-রূপম্।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্।

(২)

অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং
গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্।
গৌড়-ব্রজাভেদ বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

(৩)

শ্রীধামমায়াপুরদিব্য-কুঞ্জ-
মাধ্যাত্ম-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্।
শ্রেষ্ঠং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥

(৪)

পূতামৃতং ব্রহ্ম শীর্ষরত্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ নিগূঢ় ভক্তম্।
সদাব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥

(৫)

লোকাস্পদাতীত-প্রভাব রম্যং
মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্।
নিত্যানুভূতাচ্যুত সদ্ বিলাসং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

(৬)

কাপট্যধর্ম্মার্থিত চণ্ড-দণ্ড-
বিধায়কং সজ্জন সঙ্গ-রঙ্গম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জ-ভৃঙ্গং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

(৭)

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

(৮)

তব "দয়িতদাসে" সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরিতনাশে প্রোজ্জ্বলে
চিদ্বিলাসে।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো
নগণ্যাঃ॥

শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

বিগত ২৬শে আষাঢ় বুধবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহামহোৎসব কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে উঠিয়া হইতে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইতে থাকে। অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ গৃহে একটি কাষ্ঠাসনের উপর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের শ্রীআলেখ্য সুগন্ধি পুষ্পমালিকার দ্বারা পরিশোভিত করা হইলে ভক্তগণ পুনরায় সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

অতঃপর শ্রীমঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাতে প্রথমে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বৈষ্ণবগণের বিরহ-তিথি-পূজা এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও ভুবনমঙ্গলময়ী শিক্ষার বিষয় কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোভাব-কালীন জগতের নাস্তিকতা ও বহুমুখতার অবস্থা, অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখ লোকের প্রকৃত সাধু-গুরু-বৈষ্ণবকে চেনা বা তাঁহার শিক্ষার বিষয় উপলব্ধি করার অসমর্থতা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটকালের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আচার-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান বিষয়—সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন, ঠাকুরের আবির্ভাবস্থান উলাগ্রামে উদ্ভূত আউলধর্ম্ম-প্রচারক মহাদেব বারুইর চতুর্দিগ্‌ব্যাপী কার্য্যে বাল্যকালেই ঠাকুরের প্রতিবাদ, বিশিষ্ট বাগ্মী ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ উৎসবে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বারংবারতার দ্বারা অভিনীত চৈতন্যলীলাদি দর্শনে বিশেষ অনুরোধ করিলেও উহা দর্শনে ঠাকুরের সম্পূর্ণ অসম্মতি ও কারণ, কবিবর নবীনচন্দ্রের কল্পিত শ্রীচৈতন্যের জননী ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সুপরিচিত বাবু হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিত্যানন্দের বংশ সম্বন্ধে পালা রোচক রচিত ঠাকুরের শ্রীচরণদর্শনাভিলাষী হইলেও তাঁহাদের তাহাতে অসম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক "অসতেও না কর নাই স্ত্রী-সম্ভাষণ"—এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা-সম্পাদন, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালে একদল লোকের অসাম্প্রদায়িকতার নামে প্রচ্ছন্ন কুসাম্প্রদায়িকতা-বিষয়ে ঠাকুরের সমালোচনা ও তথাকথিত চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের দূর হইতে বা উচ্চ হইতে বস্তুদর্শনে বস্তু-নির্ণয়ে যে আন্তরিক বা সমতা দর্শন, তাহাতে অসম্পূর্ণতা, নবধর্মের নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে ঠাকুরের তীব্রভাবে খণ্ডন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কুলীনগ্রামে গমন ও তথায় 'নামাপরাধ' কথাটির ব্যাখ্যায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনামের সম্পূর্ণ অপরাধশূন্যতা ও নাম গ্রহণকারীর প্রণালী—নামগ্রহণ ব্যাপারের মধ্যে দোষ-দর্শন, ভজন-বিষয়ে ঠাকুরের শিক্ষা এবং 'বৈষ্ণবের বিরহ' বাক্যটির তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১॥ দেড় ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জলভাষায় বক্তৃতা করেন। সকলেই পণ্ডিতজীর ন্যায় বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক পরম আনন্দিত হইয়াছেন। অতঃপর "যে আনিল প্রেমধন" গীতি ও 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ মাধব ৪৬ গৌরাব্দ ৪৪৮

ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়

ভগবদ্দাস জীবের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলে নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি-লাভ একমাত্র প্রয়োজন হইলেও কৃষ্ণবিমুখতাপ্রযুক্ত বদ্ধজীবের বাহ্যদর্শন বা মায়াদর্শনের প্রাবল্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আলোকাভাবে অন্ধকারাগমের ন্যায় ভগবৎ সাক্ষাৎকারের অভাবেই বিমুখ জীবের বাহ্যদর্শন—ভোক্তৃাভিমানে রূপ-রস-গন্ধাদি ভোগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই ভোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপায়—সাধু কৃপা। সাধুকৃপা বা সাধুর আনুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপ-জ্ঞানলাভের অর্থাৎ নিজকে নিজে জানিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। তাই শাস্ত্র বলেন—

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায় ॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥"

আমাদের গতি মায়ামুখিনী হওয়ায় আমরা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবা বিস্মৃত হইয়া সেবার বিপরীত ভোগপথে প্রমত্ত হইয়াছি এবং ভোগিকুলের সঙ্গফলে আমাদের সংসার-ভোগপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের মায়াদর্শন এত প্রবল হইয়াছে যে, মায়াধীশ ভগবান্ শ্রীবিগ্রহরূপে, গুরুরূপে, সাধুরূপে, শাস্ত্ররূপে, শ্রীনামরূপে, শ্রীধামরূপে, অন্তরে অন্তর্যামি-রূপে এবং প্রতি অণু-পরমাণুতে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে অবস্থান করিলেও, তাঁহার স্ফূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে জাগিতেছে না; বরং শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরু-বৈষ্ণবে মনুষ্য-বুদ্ধি, গঙ্গায় জল-বুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া বসিতেছি—ভগবদ্-বস্তুকে মায়িক বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিতেছি।

আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা নিজে নিজে শাস্ত্র-আলোচনা বা শ্রীবিগ্রহ-দর্শনাদি করি বটে কিন্তু ইহাতে সুকৃতি হইলেও কৃষ্ণে মতি হয় না। কৃষ্ণে নিষ্কাম্যা মতির উদয় না হইলে জীবের মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥"

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যাহারা গৃহে আসক্ত তাহাদের বুদ্ধি নিজে নিজে শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা, কর্ম্মি-গুরু, জ্ঞানি-গুরু, যোগি-গুরু, জন্মদাতা গুরু, বিদ্যালয়ের গুরু বা বৈষ্ণবগুরুব্রুব প্রভৃতি অসৎগুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহাদের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবাভিনয় দ্বারা, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ ও আলোচনা দ্বারা কোন প্রকারেই ভগবানে নিযুক্ত হয় না। বিষয়ী জীব যেকাল পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদরজে অভিষিক্ত না হয় অর্থাৎ গুরুরূপী ভগবানের আনুগত্য স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তি-কারিণী মতির উদয় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব সাধুকৃপা ব্যতীত যখন কৃষ্ণবিমুখ কর্ম্মাদি দ্বারা ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ হইতে পারে না, তখন ভিত্তিরহিত তর্ক, মুনিগণের বিভিন্ন মত, মনোধর্ম্মোত্থ অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পরিহার করিয়া মহাজনগণ যেপথে গমন করিয়াছেন সেই শ্রৌতপথ বা অবরোহ-পন্থা অবলম্বন করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ভগবৎ-সাম্মুখ্য কিরূপে সংঘটিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—ভগবৎকৃপাই ভগবৎ সাম্মুখ্য বিষয়ে প্রাথমিক কারণ-স্বরূপ; পরন্তু তাহা গৌণ। যেহেতু ভগবদ্বিমুখ জনগণ সাংসারিক অনন্ত-দুরন্ত-সন্তাপ দ্বারা ক্লিষ্ট হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎ কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কারণ তাহা অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ স্বকীয় চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বদাই পরানন্দ-রসময় ও নিষ্পাপ বলিয়া প্রাকৃত জীব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তেজোরাশি-বিশিষ্ট সূর্য্যে যেরূপ অন্ধকার-সংযোগ সম্ভবপর হয় না সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া ভগবানের চিত্তে তৎপর কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান, অননুষ্ঠান কিম্বা বিপরীত অনুষ্ঠানে সমর্থরূপে বিরাজমান থাকিলেও তদ্বিমুখ পুরুষের কখনও তাঁহা হইতে সংসার-সন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের কৃপাই ভগবৎ-সাম্মুখ্য বিষয়ে মূল কারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদ্যপি সজ্জনগণও তৎকালে সংসার-দুঃখ কর্ত্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রতাবস্থায় পুরুষ যেরূপ স্বপ্নকালে অনুভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধুগণও তাঁহাদের পূর্ব্ব-কালীন সংসার-দুঃখ স্মরণ করিয়াই সংসারী ব্যক্তিগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। যেরূপ শ্রীনারদের নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ ভগবৎ-কৃপার কারণ নহে, পরন্তু যেস্থলে—"তিনি এ সংসারে একমাত্র শরণ্য" এইরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্ত্তমান সেই স্থলেই ভগবৎ-কৃপা হইয়া থাকে।

ভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার আত্মীভাব সম্পন্ন করে, তাহাই ভক্তি নামে কথিত। এই শক্তি দৈন্য-সম্বন্ধবশতঃ অধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহা সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক অপর জীবে সংক্রামিত হয়; পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত।

স্বতঃপ্রকাশ বস্তু ভগবান্ নিজকে নিজে প্রকাশ না করিয়া তদ্বিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করেন কেন? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩১) বলিতেছেন—"হে ঈশ্বর! আপনি সদনুগ্রহশীল অর্থাৎ সজ্জনগণ দ্বারাই অন্য পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সজ্জন-গণই আপনার মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥
কোন ভাগ্যে কা'রও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥"

ভক্তের কৃপাতেই যদি সংসারবন্ধন নাশ হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকার—মুক্তি বা সেবা বিজ্ঞান লাভ হয় তাহা হইলে—"এই সংসারাবদ্ধ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। হে দেব! সংসারে ভ্রমণশীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই।"—এই বাক্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সমস্ত সংসারী ব্যক্তিগণের প্রতি যে কৃপা দৃষ্ট হইতেছে, সেই কৃপাবশতঃ সকলেরই মুক্তি হয় না কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর এই যে—জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে সকলের কথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই, পরন্তু তিনি যাঁহা-দিগকে দর্শন বা যাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদের কথা তৎকালে স্মরণ হওয়ায় তদীয় অনুগ্রহ বশতঃ তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগুরুদেব জগদুদ্ধারের জন্য আগমন করিলে 'আমি গুরুদাস' এই অভিমানে সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই গুরুকৃপাফলে সমর্থ হইয়া স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপ উপলব্ধি করিতে অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার বা ভগবৎ-সাম্মুখ্য-লাভে সমর্থ হন; কিন্তু যাঁহারা বৈকুণ্ঠাগত গৌরজন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মঙ্গললাভ সুদূর-পরাহত।

মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ প্রদানের জন্য যিনি আপ্রাণ-প্রচেষ্ট, সেই দীক্ষাগুরু অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা -সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব ২।৩ জন হইতে পারেন না। এই দীক্ষাগুরু একজনই—ইহাই শাস্ত্রোপ-দেশ। তবে শাস্ত্রাদি-জ্ঞান-প্রদানার্থ শিক্ষাগুরু অনেক থাকিতে পারেন। কিন্তু এ কথাটী আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত যে, ভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে একমাত্র দীক্ষাগুরুই সমর্থ।

যাঁহারা এই গুরুর চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি-চঞ্চল হইয়া অশান্ত মনোরূপ অশ্বকে গুরুসেবারূপ শক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবদুন্মুখ করিতে চেষ্টা করে তাহারা সেই সেই উপায় অবলম্বনে খেদপ্রাপ্ত ও শত শত বিপদগ্রস্ত হইয়া এই সংসারেই অবস্থান করে। সমুদ্রে নাবিক-স্বীকার না করিলে বণিকের যেরূপ দুরবস্থা হয় আত্মহারা জীবেরও এতাদৃশী দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু গুরু কর্ত্তৃক নিরাপদ ভগবদ্ভজন-পদ্ধতিতে ভগবদ্ভজনোদ্যম উৎপন্ন হইলে গুরুকৃপার বিপদ দ্বারা অভিভূত না হইয়াই গুরুসেবকগণ শীঘ্রই মনের অদম্য বেগকে অনায়াসেই নিশ্চল করিয়া ফেলেন। তাই শাস্ত্র বলেন, বুধগণ যদি গুরুকে নিজের জীবনস্বরূপ ও একমাত্র নিত্যপূজ্য অভীষ্টদেবজ্ঞানে অমায়িক আনু-গত্য সহকারে গুরুভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক

স্বরূপরূপ ভক্তি দ্বারা ভগবানের সেবা করেন তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু জীব অহঙ্কার-পরায়ণ হইলে—গুরুসেবায় উদাসীন হইলে নিকটে উপস্থিত ভগবান্‌কেও লাভ করিতে পারে না।

শাসন, শাসক ও শিষ্য

(২)

আজকাল আমরা অনেকেই আচার্য্য বা শাসকের শাসন গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া অথবা আচার্য্য চরণাশ্রয় করিয়াছি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি বটে কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ কতটুকু সিদ্ধ হইয়াছে তাহা চিন্তনীয়। আমাদের আচার্য্যাশ্রয়তা কতদূর গাঢ় হইয়াছে তাহা তখনই প্রকাশ পায় যখনই আমরা শ্রীআচার্য্যের ভক্তি আদেশ, উপদেশ, বিধিনিষেধ বা তিরস্কার পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হই। শ্রীগুরুদেব অহৈতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার বিশ্বাকর্ষিণী শক্তিপ্রভাবে বিষয়-কবল হইতে সজোরে আনয়ন করত তাঁহার কৃষ্ণসেবার সংসারে আমাদিগকে নিত্যকল্যাণ-প্রদা সুষ্ঠুভাবে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। যখন আমরা সেই নিত্যমঙ্গলময়ী কৃষ্ণসেবায় শৈথিল্য প্রদর্শন করি, তখনও জগদ্ধারক শ্রীগুরুদেব তাঁহার প্রাণ কৃষ্ণের সেবার ক্ষতি হওয়ায় অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আমরা নিত্যকল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হই বলিয়া আমাদিগকে শোধন করিবার নিমিত্ত নিত্যমঙ্গলপ্রদ তিরস্কার-পুরস্কারাদি প্রদান করেন। অজ্ঞ আমরা বুঝিতে পারি না যে, শ্রীগুরুদেব মঙ্গলময় বস্তু, তিনি যাহা কিছু করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের নিদানস্বরূপ। তাই আমরা অজ্ঞতা-বশে শ্রীগুরুদেবের সেই প্রেমময় শাসনকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করি এবং শ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সেবাশৈথিল্য-প্রযুক্ত উৎপথগামী পাষণ্ডবেশে যেছিত্রান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকো ভব' এই বাক্যের উদাহরণ-স্বরূপ পুনরায় অত্যন্ত কামুক গৃহমেধী বলিতে কি, পূর্ব্বাপেক্ষা হইতেও লাঘব হইয়া পড়ি।

শ্রীগুরুদেব আমাদের প্রতি অহৈতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া যদি এইরূপ নিত্যমঙ্গলপ্রদ শাসন বা শোধন-প্রচেষ্টা না করেন তাহা হইলে আমাদের অবস্থা নিম্নলিখিত মর্কট মহন্ন্যাসের ন্যায় হইবে। মর্কট মহন্ন্যাস অত্যন্ত রাজভক্ত ছিল। সে জাতিতে বানর হইলেও নিয়মিতভাবে রাজসভায় উপস্থিত হইত এবং রাজাকে যথাবিহিত অভিবাদনাদি ও উপঢৌকন-স্বরূপ একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিত। বোধ হয়, এই জন্যই রাজ্যবাসী সমস্ত লোকে মর্কট মহন্ন্যাসকে রাজার প্রজাদিগের অন্যতম বলিয়া ঘোষণা করিত। মর্কট মহন্ন্যাসের অভিবাদন ও মুদ্রাদানাদি সমাপ্ত হইলে রাজা প্রত্যহ তাহাকে একটী চপেটাঘাত করিতেন। ইহাই যেন মর্কট মহন্ন্যাসের প্রতি রাজার স্নেহ-সম্ভাষণ। যাহা হউক, এই স্নেহ-সম্ভাষণ অথবা স্বর্ণ-ভেট্ চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া মর্কট মহন্ন্যাস প্রত্যহ রাজসভার এক-প্রান্তে উপবেশন করতঃ লজ্জাতেই হউক কিংবা তাহার স্বভাবের গুণেই হউক নিরীহ ভদ্রলোকের মত রাজসভার সদালাপ্য শ্রবণ দর্শন করিত ও সভা ভঙ্গ হইলে পূর্ব্ববৎ রাজাকে অভিবাদনান্তর যথাস্থানে প্রস্থান করিত।

এইরূপে অনেক দিন গত হইল। একদিন সভায় প্রারম্ভে রাজ-অমাত্যবর্গ রাজপার্শ্বে নিবেদন করিল—মহারাজ! আমাদের মর্কট মহন্ন্যাস অবোধ পশুজাতি হইলেও ব্যবহারে আপনার অনেক বিশিষ্ট প্রজাকেও হতপ্রভ করিয়াছে। দেখুন, সে প্রত্যহ যথাসময়ে রাজসভায় যোগদান করে ও নিয়মিতভাবে প্রত্যহ একটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। আপনার যতই বড় ধনী প্রজা থাকুক না কেন, মর্কট মহন্ন্যাসের ন্যায় তাহারা কেহই বোধ হয় এইরূপ নিয়মিত রাজসেবায় সমর্থ নহে। কত বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনি ইহাকে কোথায় আদর আপ্যায়িত করিবেন তাহা না করিয়া বরং প্রত্যহ চপেটাঘাত করিয়া মর্ম্মাহত করেন। ইহাই কি আপনার প্রজাবৎসলতা? আমরা আপনার এবম্বিধ অপূর্ব্ব ব্যবহারে অত্যন্ত কৌতূহল-বিশিষ্ট ও দুঃখিত হইয়াছি। ইহার কারণ জানিতে আমরা একান্ত অভিলাষী।

এতচ্ছ্রবণে রাজা পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আমি অতি সত্বর তোমাদের এই ব্যথা দূর করিব। এই বলিয়া তিনি রাজসভার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। যথাসময়ে মর্কট মহন্ন্যাস আসিয়া রাজাকে অভিবাদন ও মুদ্রাদান করিল। কিন্তু রাজা আজ মর্কট মহন্ন্যাসকে চপেটাঘাত বা কোনও প্রকার বাক্যাদি বলিলেন না। পূর্ব্ব ব্যবহার কিছুই প্রাপ্ত না হইয়া অদ্য মর্কট মহন্ন্যাস রাজসভার মধ্যেই একটী স্থান অধিকার করিয়া বসিল এবং ভদবস্থায় সভা ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত নিরীহভাবে পূর্ব্ববৎ যাপন করিল। তৎপর-দিন মর্কট মহন্ন্যাস যথা-সময়ে আসিয়া পূর্ব্ববৎ রাজাকে অভিবাদন ও মুদ্রাদান করিল। রাজা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। মর্কট মহন্ন্যাস আজ আর বেশী দূরে না গিয়া রাজ-সিংহাসনের নিকটেই উপবেশন করিল। অদ্য সে সম্পূর্ণ নিরীহভাবে অবস্থান করিল না। মধ্যে মধ্যে রাজবাক্যের সম্মতি-জ্ঞাপক মস্তক-আন্দোলনাদি করিতে লাগিল। তৎপর-দিবস কপিবর আসিয়া রাজাকে অভিবাদন ও অর্থদানান্তে রাজার কোনও প্রকার সাড়া না পাইয়া রাজসিংহাসনের সংলগ্ন বেদীর উপরেই আসন গ্রহণ করিল ও মধ্যে মধ্যে রাজবাক্য-সমর্থন-হেতু মস্তক-আন্দোলন, দন্ত-ভ্রুকুটি ও তাহার অব্যক্ত ভাষায় কিচির মিচির করিয়া যেন বাঙ্ময় ভাষার অর্থ ঐ শব্দের মধ্যে প্রকাশ করিতে লাগিল। সভাসদ্‌গণ এবং রাজা বিরক্ত হইয়াও অচিরের ব্যাপার দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন ও তজ্জন্যই মর্কট মহন্ন্যাসের সমস্ত পিষ্টতা (?) অত্যন্ত ধৈর্য্য-সহকারে হজম করিলেন। অতঃপর সভান্তে সকলে স্ব-স্ব গন্তব্য-স্থানে চলিয়া গেলেন।

আজই বোধ হয় 'মর্কট মহন্ন্যাস'-অভিনয়ের যবনিকা পতন হইবে। তাই সভাসদ্‌গণ উৎসুক-প্রাণে মর্কট মহন্ন্যাসের পথ চাহিয়া ছিলেন। মর্কট মহন্ন্যাস যথাকালে সভাস্থলে শুভপদার্পণ করিল এবং যথা-বিধি নিত্যকৃত্য সমাপনান্তর রাজার কোনও শাসনাদি প্রাপ্ত না হইয়া রাজসিংহাসনে পাদস্পর্শ করাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ও রাজার দণ্ডাজ্ঞাদির লীলা তাহার কোকিল-বিনিন্দিত স্বরস্ত্র রাগিণীদ্বারা সমর্থন করতঃ জীবন্ত করিয়া তুলিল। রাজা অতিষ্ঠ হইলেন কিন্তু পারিষদবর্গের মুখ চাহিয়া কিছুই বলিলেন না। তৎপরাক্ষে বানরের চেষ্টা রাজসিংহাসন-অধিকার-আশায় পর্য্যবসিত হইল। সে রাজ-সিংহাসনেরই একপ্রান্তে উপবেশন করিতে অভিলাষী হইয়া চক্ষু ধরিবার আশাপোষক মুখ বাদনের ন্যায় শব্দ প্রদান করিল। পারিষদবর্গ আর সহ্য করিতে না পারিয়া মর্কট মহন্ন্যাসকে আক্রমণ করিল ও যথোচিত শাস্তি প্রদান করতঃ রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। মর্কট মহন্ন্যাস মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া যায় নিজ,বিভব ও অভ্যাগতকে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

বাস্তবিক আমরাও অনেকে এইরূপ মর্কট মহন্ন্যাসের ন্যায় মনোধর্ম্ম-চালিত হইয়া কপটতা-হেতু মর্কট রাজসেবার অনুকরণে শ্রীগুরুদেবের সেবাচেষ্টা প্রথমতঃ দেখাই বটে, কিন্তু তাহা অধিকদিন স্থায়ী হয় না। কারণ, আমাদের সংসারে বিরাগ নয়,' কোন অসুবিধার কবলে অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া। আমরা সেবার ভাণ দেখাই; কাজেই যতদিন সেই অসুবিধার জের স্থায়ী হয় ততদিনই আমাদের বৈরাগ্যের আয়ুষ্কাল। আবার সেই বৈরাগ্যের আয়ুষ্কালের মধ্যেই যদি এইরূপ মর্কট মহন্ন্যাসের ন্যায় শ্রীগুরুদেবের শাসন, শোধন বা কৃপারূপ চপেটাঘাত প্রাপ্ত না হই তাহা হইলেই ঘোর বিপদ! কেন না, গুরুদেবের শাসন প্রাপ্ত না হইলে তখন আমাদের মনে হয় আমি পূর্ণ শোধিত হইয়াছি তজ্জন্যই আচার্য্য আমাকে শাসন করেন না। তাই আমরা তখন একেবারে আচার্য্যের বা বৈষ্ণবের আসনগ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ি এবং সেই অত্যাচার-ফলে নিরবচ্ছিন্ন হই ও তখন ক্রমে আমরা গীতায় ভগবদুক্ত দুর্জ্জনের আসন-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্ররূপে পরিণত হইয়া মনে করি কামোপভোগই—পরম-পুরুষার্থ। এবং সেই কামোপভোগসাধনার্থ অন্যায়-পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনই দেহান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের কৃত্য এইরূপ মনে করি এইরূপে 'পতন্তি নরকেঽশুচৌ' নরকে পতিত হই। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি
নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ
কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি
নরকেঽশুচৌ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীঢাকাগৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

মধ্যাহ্ন প্রাক্কালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও ঢাকার বহু শিক্ষিত নাগরিক ও ভদ্রমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই পুষ্কল মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

এই উৎসবে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিকমল, ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান দাস ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম স্কন্ধে ৮ম খণ্ড পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ ১৫২৫ শ্লোকপর্যন্ত ১।৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিবাদিকা অন্বয়োরঃ সানুবাদ (মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ বালাকৃতীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবদর্শ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। শিক্ষা নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৬। মহাজনবাক্য ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তিমুক্তাবলী বা মাধবাচার্য্যতত্ত্বমুক্তাবলী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? .০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-নিবন্ধঃ ।০
৫৪। সটীক-দশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্লডস ।৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। বেদান্টিক ফিলজফি অ্যাণ্ড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপালী।
৯। মামগাছি? যোগপাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধগুঞ্জমঠ মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাকলা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপরমাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, 'কং পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটী? পোঃ চিত্রকূট, বান্দা।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসাম গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ চিদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সম্বলিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৬—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	+ ১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৯	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পরিচয় আলোচনা যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শন-তীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-শাস্ত্র প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রী নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সজ্জনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্‌, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর সিদ্ধান্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য, এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্‌ অধিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রয়োজনীয় সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা,

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

---

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ক্রেশসাম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবস্থায় বাধক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ আওরঙ্গজীবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "দস্তর নিজামত নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং তদূর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্‌ লেবরেটরিজ্‌
(ডিপার্টমেন্ট ৩)
লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিঙ্গাপাল (সরু)	৯৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵
৪নং ময়দা	৪৶০ ৪৲
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এসমাকা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৩৸৵
বড়াল	৩৩৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কাড় (কড়াই বা বীম	
খাকা	৬৲—৬৷০
ই বে-মাকা বাদ্‌লা আঙ্গল	৫৶০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৶০—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৸০
২৬ গেজ „ „	১৩
২৪ গেজ „ „	১১৷
আর, পি, জি,	১৩৸৵
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৩—১০ ফুট লম্বা ।০ স্কয়ার	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵
২৬ গেজ „ „	১২৷৵
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৶০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের	৮৷
গ্যাঃ তারের জাল ১৪ ইঞ্চ ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৫
৪ ফুট চওড়া	৮৷
টিন পাত	৬৷৶০—৬৷৵
„ বোল্টু (গোল)	৬৷৶০—৬৸৵
„ স্কয়ার (চৌকা)	৬৶০—৬৸
„গোল রড ৶০—৷৶০ সূতা	৫৶০—৫৸০
„ টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৶০—৭
„ বাজিল তার	৬৸৶০—৭৸

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীলবহের ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বেনিয়ে মসলার দর

জিরা	২০৸৩	১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা		৮৲	মণ
রং হরিদ্রা		৬৸০	„
মরিচ		২১৸৵	„
লবণ		৩৬৲	„
বড় এলাচ		২১৲	„
কিসমিস		১৪৷০	„
ছোট এলাচ		২৸০	সের
কর্পূর		২৸৶০	সের
দারচিনি		১১৲	মণ
জৈত্রী		২৷০	সের
মেথি		৪৷০	মণ
মৌরি		৯৸০	মণ
কাল জিরা		৭৸০	„
পাপর খোলা		৭৲	„
পেস্তা		২৷০	সের
আমলকী		৩৷০	মণ
হরিতকী		৭৲	„
বহেড়া		২৲	„
১নং খাঁদুর	১৩৲	১৩৸০	„
ইসবগুল		৮৲	„
জাঃ হরিতকী		৫৷০	„
দেশী সুপারি		১১৲	„
লঙ্কা		১৪৷০	

সুতের দর

দামী	৫১৲	টাকা
বাজা	৮৯৸০	টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ শ্রীকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এল, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
পত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক
নগদ মূল্য
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১১৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৪১ ১৯শে জুলাই ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

চট্টগ্রামে প্লাবিত অঞ্চলের অবস্থা

শঙ্খ নদীর উত্তরে দোহাজারী অঞ্চলের বন্যা সম্বন্ধে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে জানা যায় যে, দোহাজারী, হাসিমর, জামীর জুরী ও চগাচর নামক গ্রাম চতুষ্টয় বন্যা প্লাবিত হইয়াছে। ঐ সব গ্রামে কয়েক খানি ঘর ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং ফসল নষ্ট হইয়াছে। বন্যাপ্লাবিত গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা গৃহহীন হইয়াছে। তাহারা উচ্চ ভূমিতে যে সব ঘর বাড়ী প্লাবিত হয় নাই, সেই সব স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনটি বালক বন্যার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু পরে তাহাদিগকে পাওয়া যায়। রেল লাইনের কোন কোন অংশ জলমগ্ন হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল। এখন ঐ সব অংশ ভাল অবস্থায় আছে কিন্তু প্রবলবেগে স্রোত প্রবাহিত হওয়ার দরুণ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু নিরাপদ নহে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এ জন্যই চট্টগ্রাম দোহাজারী লাইনের পটিয়া ষ্টেশনের পর ট্রেণ চলাচল স্থগিত ছিল। পরে উক্ত লাইনে নিয়মিত চারখানি ট্রেণের মধ্যে দুইখানি ট্রেণ চলাচল করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত মহকুমা হাকিম প্লাবিত অঞ্চলে গিয়াছিলেন এবং প্রাথমিক সাহায্য প্রদানের বন্দোবস্ত করিয়া সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কাণপুরে বোমা তৈয়ারীর মাল মসলা

সম্প্রতি কোতোয়ালীর বাড়ীতে এবং ব্রিটিশ রেস্তোরাঁতে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, একদিন প্রত্যুষে পুলিশ ঐ বোমার অনুরূপ [illegible] মসলা আবিষ্কার করিয়াছে।

প্রকাশ, গোয়েন্দা পুলিশ কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া হরবংশ মহল্লায় মাধারীলালের বাড়ীতে এবং পাটকাপুরে উমাশঙ্করের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া নারিকেলের মালা, পেরেক, কাঁচের টুকরা ও বারুদ পাইয়াছে।

মাধারীলাল উমাশঙ্কর ও শিবদাস নামক আর এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাঙ্গালী মহল্লায় ও জেনারেল গঞ্জে শিয়ারীলাল গুপ্তের দোকানে খানাতল্লাস করা হইয়াছে; কিন্তু আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নাই।

আজগুবী কথায় বিশ্বাস করিবার ফল

কোনও এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, ও সন্নিহিত শত শত লোককে বোকা বানাইয়া দিয়াছে।

কতকগুলি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিন জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই সূত্র ধরিয়া সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি প্রচার করে যে, সংবের কয়েকটি নাচওয়ালী হত্যার অভিযোগে তিন জন লোক ধরা পড়িয়াছে। এবং আগামী দশ তারিখে নিয়ম সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাহাদিগকে পাবলিক গার্ডেনে বাঘ দিয়া খাওয়ান হইবে।

লোমহর্ষণ দৃশ্যের এই ভীষণ শাস্তি দেখিবার জন্য শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে বহু লোক পাবলিক গার্ডেনে সমবেত হইতে থাকে গার্ডেনের কর্তৃপক্ষ অনেককে বুঝাইয়া তাহাদের ফিরাইয়া দেন, কিন্তু অনেকে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস না করিয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। গার্ডেনের দরজা বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে যখন তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা বোকা বনিয়াছে।

উকিলের কন্যা গ্রেপ্তার

গত ১১ই জুলাই কুমিল্লায় পুলিশ সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া তাঁহার কন্যা শ্রীমতী অরুণা সেনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীমতী অরুণা এবার বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ১৯৩০ সালে তিনি যখন কলিকাতায় বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন, তখনকার তিনের একখানি ফটো পুলিশ লইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনের নাতনী শ্রীমতী বেণু সেন বি এ এবং নাতি শান্তিব্রত সেনকে ইতঃপূর্ব্বেই বঙ্গীয় সং শোঃ আইনে আটক করা হইয়াছে।

পুলিশ নারায়ণগঞ্জের মোক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র পালের পুত্র শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র পালকেও গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকায় প্রেরণ করিয়াছে।

প্রকাশ . ., বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চলন্ত ট্রেণ হইতে পতন

গত ১৭ই জুলাই প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় ১৭৯ নং তারকেশ্বর লোকাল আপ ট্রেণ বালিগঞ্জের নিকট আসিলে ৯ বৎসরের একটি শিশু ট্রেণ হইতে পড়িয়া গিয়া মস্তকে আঘাত পায়।

শিশুটিকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া [illegible] সাহেব তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন।

তিনজন মুসলমান হত

করাচীতে দক্ষিণ বিভাগের পোষ্ট অফিসের এলাকায় সেখ আবদুল এবং অপর দু'জন মুসলমান সহ পুরসফিদার বাড়ীতে এক বচসায় গুরুতর ছুরিকাঘাত প্রাপ্ত হয়। উহার ফলে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু হয়। ঐ সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হিন্দু বালিকার বীরত্ব

একটী তরুণী ব্রাহ্মণ বালিকা কি করিয়া ডাকাতদের সম্মুখীন হইয়াছিল, [illegible] এখানে তাহার সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত বালিকা ও তাহার [illegible] বাড়িতে [illegible] ছাদে শুইয়া ছিল। এই সময় ছুইজন [illegible] বালিকার গহনা হইতে [illegible] লইতে চেষ্টা করে। বালিকা [illegible] তাহার [illegible] করিয়া [illegible] হইতে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। অপর লোকটী বালিকাকে আহত করে। কিন্তু ইতোমধ্যে বালিকার পিতা আসিয়া [illegible] জনকয়েক প্রতিবেশীর সাহায্যে ডাকাতদের একজনকে গ্রেপ্তার করে। অপরাপর ডাকাতেরা পলায়ন করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

কবিরাজ শিরোমণির প্রতি শ্রদ্ধা

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ গত ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ারস্থ এলবার্ট হলে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা নাগরিকবর্গ একটি বিরাট সভা করিয়া কবিরাজ শিরোমণির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি, এতৎপ্রসঙ্গে মাননীয় সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপনের সময় তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। চিকিৎসা বিদ্যায় তিনি এত নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যে সময় আমার মাতাঠাকুরাণী মরণাপন্ন হন এবং সকল ডাক্তারই তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার উপদেশ দেন, সেই সময় আমার মাতাঠাকুরাণী আর কতক্ষণ বাঁচিতে পারেন তাহা জানিবার জন্য আমি শিরোমণি মহাশয়কে তাঁহার নাড়ী পরীক্ষার জন্য লইয়া আসি। তিনি আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, তাঁহার মারা যাইবার এখনও কোন লক্ষণ নাই এবং আমার মাতার অনুমতি ক্রমে তাঁহাকে ঔষধ প্রদান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি তিন দিনের মধ্যেই বিছানায় উঠিয়া বসেন এবং ভগবানের কৃপায় এখনও ইহজগতে রহিয়াছেন।

তাঁহার দান সম্বন্ধে আমি অনেক শোনিয়াছি এবং জানিয়াছি। তিনি দক্ষিণ হস্তে যে দান করিতেন বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না। কত দুঃখীকে যে তিনি সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ মহাপুরুষের স্বর্গগমনের পর তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের জন্য সমবেত হইয়া আমরা কেবল তাঁহাকে সম্মান করিতেছি না, নিজেরাও ধন্য হইতেছি। ভারতবাসীর হৃদয়ে যদি কৃতজ্ঞতা বলিয়া কোন বস্তু থাকে তাহা হইলে এইরূপ মহাপুরুষের শোকসভায় যোগদান করিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিলেই যথার্থ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় অন্যথা কেবল শোক সভায় যোগ দান করিলে তাহার কোন অর্থ হয় না। আজীবন ব্রাহ্মণোচিত জীবন যাপন করিয়া নিজের পরিশ্রমের উপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে দুঃখী দরিদ্রের জন্য দান করিয়া তিনি নিঃস্ব হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুর সহিত আয়ুর্ব্বেদের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কবিরাজদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা বাচস্পতি মহাশয়ের অসম্পূর্ণ কার্য্যভার মাথায় করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন তবেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান হইবে।"

অপরাধী বাহির করিবার যন্ত্র

অপরাধী বাহির করিবার জন্য সম্প্রতি বোম্বাই একটা যন্ত্র বাহির হইয়াছে, বোম্বাই পুলিশ ঐ যন্ত্রটী বোম্বাইতে বসাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পুলিশের প্রধান আড্ডায় যন্ত্রটী বসান হইবে এবং সেখান হইতে প্রত্যেক থানায় অপরাধের খবর আনা যাইবে। যেখানেই অপরাধ হইবে, থানাগুলিতে সে সংবাদটী জানা যাইবে, ফলতঃ আর বদমায়েসদের এবং গুণ্ডাদিগকে ধরিতে কোন অসুবিধা হইবে না, এই যন্ত্রের দ্বারা পুলিশের খুবই সুবিধা হইবে।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে বিচার

শ্রীযুক্ত গান্ধীজী তাঁহার অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলনকে, শাস্ত্রবিরোধী নহে বলিয়া দাবী করেন—এই হেতু কাশীর আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার ও ভারতবর্ষ মহামণ্ডল প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগণ অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের বিচারার্থ গান্ধীজীকে আহ্বান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক শ্রীযুক্ত গান্ধীর কয়েকটী প্রশ্নের যে উত্তর 'Harmonist' পত্রে ও 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশে' প্রকাশিত হইয়াছিল; উভয় পক্ষীয় পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন।

কাণপুর অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব

সম্প্রতি পুলিশ কাণপুর অঞ্চলে একাধিক ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রথমতঃ গোকুল কাহার নামে এক ব্যক্তি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা মতে গ্রেপ্তার হয়। পুলিশের নিকট সে স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে গোকুল তাহার কতিপয় সাথীর নাম প্রকাশ করে। তদনুযায়ী পুলিশ কুশাগঞ্জে রামপাল সিংয়ের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। তথায় একটি পিস্তল, কতকগুলি কার্ত্তুজ বারুদ প্রভৃতি পাওয়া যায়। রামপাল পুলিশের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গা-ঢাকা দেয়, রামপালের স্ত্রী পিয়ারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহার পর পুলিশ বিনপাকের সন্নিকটে যোগ্না সিং তাহার সঙ্গী মহাবীর আহিরকে গ্রেপ্তার করে। যোগ্না সিংয়ের নিকট একটী দেশী পিস্তল পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ; যোগ্না ও মহাবীর আকবরপুর থানার সাধারপুরে এক ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

মঙ্গলপুর সার্কেলে পিরাজপুর গ্রামে একটী রিভলভার সহ গুণ্ডা চামারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পোষ্ট আফিসে প্রবঞ্চনা

গত ২১ জুলাই তিমাহার গ্রামের কুন্দবালা দাসী ও রবীন্দ্রনাথ পাঁজা তিমাহারের ননীবালা দাসীর একটী পাশ বুক লইয়া জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত কোতুলপুর সাব-পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে ১৪৯৲ টাকা তুলিয়া লইবার জন্য আসে। পোষ্টমাষ্টার রবীন্দ্রকে না জানায় অন্য একজন [illegible] ভদ্রলোককে তাহার পরিচয়ের জন্য আনিতে বলে। রবীন্দ্র এক সময়ে কোতুলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, সেই হিসাবে গ্রামের নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে হাইস্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ মহাশয়কে ডাকিয়া আনে। তাঁহার ও পোষ্টমাষ্টারের কাছে কুন্দবালা নিজকে ননীবালা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং ফণি বাবুও ছাত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া ও ননীবালাকে ২।১ বার দেখিয়া থাকায়, টাকা তুলিবার ফরমে তাহাকে তিনি বলিয়া সহি করিয়া দেন। তখন পোষ্ট আফিসও ১৪৯৲ টাকা কুন্দবালাকে প্রদান করে। যখন তাহারা টাকা লইয়া রাস্তায় চলিয়া যায়, তখন মাষ্টার মহাশয় মেয়েটীর মুখ দেখিতে পাইয়া জানিতে পারেন যে, এই মেয়েটী ননীবালা নহে। পীড়াপীড়ি করিলে, সে তাহার নাম কুন্দবালা বলিয়া স্বীকার করে। তখন তিনি উভয়কে লইয়া পোষ্টমাষ্টারবাবুর জিম্মা করিয়াছেন। পোষ্টমাষ্টার বাবুও সকলকে লইয়া থানায় যান এবং পুলিশে মোকদ্দমা দায়ের করেন; পুলিশ কুন্দবালার নিকট ১৪৯ নগদ পায় এবং কুন্দবালাকে নাম জাল করিয়া টাকা বাহির করার জন্য এবং রবীন্দ্রকে এই জালিয়াতীতে সহায়তা করিবার জন্য গ্রেপ্তার করিয়া বিষ্ণুপুরে চালান দিয়াছে।

ফেণীতে ব্যাপক খানাতল্লাস

ফেণী টাউনের ফিজকোর্ট বাবুর বাসায়, যতীন্দ্র ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে, সোম প্রেসে ও দত্ত টেলারিংএ মিলিটারীর সাহায্যে খানাতল্লাস হইয়াছে। কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। এই টাউন হইতে ১৭ মাইল উত্তরে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের বিলনিয়া বিভাগীয় অফিসের সদর টেশনের সেরেস্তাদার বাবু রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাসায়, জনৈক আমলা বাবু সুরেন্দ্র সেনের বাসায়, উকীল বাবু চন্দ্র মাধব দত্ত মহাশয়ের বাসায় হাইস্কুলের হিন্দু হোষ্টেলে ব্রিটিশ পুলিশের যোগে স্বাধীন ত্রিপুরার পুলিশ পলাতক আসামীর অনুসন্ধানে খানাতল্লাস করিয়া কাহাকেও পায় নাই।

ফেণীর ৪ মাইল দক্ষিণস্থ লেমুয়া গ্রামে মিলিটারী অফিসার গুর্খা সৈন্যসহ প্রায় দ্বিপ্রহর বেলায় সাইকেলে যাইয়া লেমুয়া স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার নাথ বি-এ মহাশয়ের বাড়ী বেড়াও করে বিদেশী লোকের খোঁজ করে এবং চাঁদপাড়ার নিবাসী অন্যতম চিকিৎসক রোহিণীনাথকে পাইয়া সাইকেলে ফেণী আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রলেখকের প্রতি

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ,
ব্যানার্জ্জিপাড়া,
নবদ্বীপ,

চণ্ডীদাস প্রমুখ মহাজনগণের রসতত্ত্ব-বিষয়ক পদাবলী আমাদের বিচারে সর্ব্বসাধারণ্যে কীর্ত্তনের বিষয় নহে। যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে কাম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে, সেই মুক্তকুলশিরোমণিগণ অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-বিষয়ক পদাবলী কীর্ত্তন করিতে ও শ্রবণ করিতে অধিকারী—অপরে নহে। মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দাদি অতীব অন্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদসহ পুরীতে গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে তাহা আস্বাদন করিয়াছেন—সর্ব্বসমক্ষে করেন নাই। অপ্রাকৃত-তত্ত্বের কোন সন্ধান না রাখিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাকে প্রাকৃত-জ্ঞানে হাটে বাজারে রসলীলার কীর্ত্তনদ্বারা বৈষ্ণবসমাজে ব্যভিচার-প্রবেশের পথ সুগম করিয়া যে অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহার প্রতিকার করা নদীয়া প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ২২ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৯শে জুলাই ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার [illegible] সংখ্যা

বিভিন্নমঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে

বিগত ২৬শে আষাঢ় বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে বিরহ-মহামহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীগৌর ও গৌরজনের মহিমা-কীর্ত্তন, বিরহ-গীতি, নাম-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, তেলেগু ভাষায় নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্যপ্রবর ঠাকুরের আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য বিষয়িণী বক্তৃতা এবং সমাগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণনির্ব্বিশেষে বহু আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। বহু উচ্চ-শিক্ষিত সৎ-কুলোদ্ভূত সজ্জন ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ে

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিংশতি বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে গত ১১ই জুলাই তারিখে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য অতি সুন্দরভাবে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। বেলা ৫ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ঠাকুরের বিরহগীতি কীর্ত্তন করা হয়।

অনন্তর ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত জনৈক ব্রহ্মচারী বক্তৃতামুখে ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-গাথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের পর গুজরাটী, মারাঠী, বাঙ্গালী ধনী নির্ধন-নির্ব্বিশেষে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল ঠাকুরের অপূর্ব্ব গুণগাথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরম প্রীত হন।

পাটনায়

গত ২৬শে আষাঢ় বুধবার পাটনা গৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ তিথি উপলক্ষে একটী বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ উক্ত সভায় সমবেত বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সম্মুখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা পূর্ব্বক বৈষ্ণবের স্বরূপ, বহির্ম্মুখ জগতের রুচি, ঠাকুরের আগমন-কারণ, তৎকালীন অবস্থা, ধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাসধর্ম্ম, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্ম, নামাপরাধ ও শুদ্ধনাম, ফল্গু ও যুক্তবৈরাগ্য, ব্যভিচার ও রাগানুগভজন, আচার ও প্রচার, মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষ যুক্তিসহকারে বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর সমবেত সকলকেই চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শিবানন্দ দাসভূষণ মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে

আকর মঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে গত ২৬শে আষাঢ় তারিখে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিংশতিতম তিরোভাব মহামহোৎসব প্রচাররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মঠবাসী ভক্তগণ ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতেই শ্রবণ, পঠন ও উচ্চকীর্ত্তন এবং নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর অর্চ্চন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে পুনরায় ৪।০ ঘটিকা হইতে ৬৷৷ ঘটিকা পর্য্যন্ত গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য একটী মঞ্চোপরি নানাবিধ বিচিত্র পত্র, সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্প মালিকা দ্বারা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত পরিশোভিত হইয়াছিল।

মঠরক্ষক প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি ও জীবনী-সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদান এবং সংস্কৃত-ভাষায় শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ-দশকম্ ৭ম খণ্ড ৪৩ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে পাঠ করেন। পরে সুমধুর-স্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর মধ্যাহ্নভোগারতির পর প্রায় দেড়শত ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই পরমানন্দের সহিত শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনি-মুখে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

পাটনায় প্রচার

গত ১০ই জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ পাটনা কদমকুঁয়া নিবাসী [illegible]-কোর্টের প্রসিদ্ধ [illegible] ব্রজেশ্বরী প্রসাদের ভবনে হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] মধ্যে [illegible] রায় বাহাদুর [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] বাবু [illegible] বাবু বৈজনাথ সহায় [illegible] প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কোলাপুর ষ্টেটে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনা

(কোলাপুর ১৪।৭।৩৪)

গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রচারকগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পুনায় প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ১২ই জুলাই কোলাপুর ষ্টেটে শুভবিজয় করিয়াছেন। এখানে উক্ত ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister) মহোদয় স্বামীজীদ্বয়কে [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৪ই জুলাই কোলাপুর ষ্টেটের মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের সহিত তাঁহাদের কিছুক্ষণের জন্য আলাপ হইয়াছিল। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীদ্বয়ের নিকট আগামী ১৬ই জুলাই সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় অধিক-ক্ষণ হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ বামন আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

জঠর-যন্ত্রণা

ভগবানের তটস্থশক্তি জীব চেতন বস্তু ; তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি হয় না। তিনি পুরাতন হইলেও নিত্য নবীন। জন্মমরণ-শীল এই অনিত্য দেহের বিয়োগে তাঁহার নাশ হয় না। দেহ কৌমার, যৌবন ও জরাপ্রাপ্ত হইলেও দেহী আত্মার যেমন তাহাতে কোন বিকৃতি ঘটে না, তেমনি দেহান্তর হইলেও জীবাত্মার অস্তিত্বের লোপ হয় না। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর বসন পরিধান করেন, দেহীও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

এই জীবাত্মা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, দেব, নর প্রভৃতি যে কোন যোনিতে স্ব-স্ব কর্মফলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই যোনি-ভ্রমণ বা জঠর-যন্ত্রণা হরিবিমুখ জীবের স্বকৃত-কর্ম্মের ফলভোগ। কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণকে ভুলিলেই জন্মমৃত্যুরহিত অজন্ম জীবের এইরূপ দুর্গতি ঘটে। কিন্তু যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় কখনও কর্ম্মচক্রের অধীন নহেন। ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থাতেই হরিসেবা করেন। দেবগণেরও প্রভু কালের প্রবল চক্র কৃষ্ণবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবকে নানাযোনি ভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্য চিন্ময় আত্মবিৎ বলিয়া তাদৃশ প্রচণ্ড কালচক্র তাঁহাকে স্পর্শ ত' করিতেই পারে না, পক্ষান্তরে ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন।

জননী-জঠরে জীবের যে ভীষণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ হয় তাহা আমরা প্রায় অনেকেই জানি না বা আমাদের গর্ভধারিণী জননীগণও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। তাঁহাদের ভাবী শিশু-সন্তানটি জননী-জঠরে অবস্থান-কালে অসহ্য-যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়া ছটফট্ করে, তাহার দুঃখের আর সীমা থাকে না—এসব কথা জানেন না বলিয়াই জনক-জননী-গণ সন্তানসন্ততি-লাভের আশায় আনন্দে আত্মহারা হন।

বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া মাতৃ-কুক্ষিতে বাসকালে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে কিন্তু শুদ্ধভক্ত মাতৃজঠরে বাস-হেতু কোন দুঃখ বা ক্লেশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ভগবদ্-ইচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্ব্বেও তিনি গর্ভবাস-ক্লেশাদিতে উদাসীন থাকিয়া জননী-জঠরেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্মমরণের কোন প্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না, সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মাতা কয়াধুর গর্ভে অবস্থানকালে মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ

এই প্রপঞ্চে প্রত্যেক বস্তুই কালক্রমে উদ্ভূত হয়, পালিতপালিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও অবস্থিত হয় এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। যদিও আনন্দময় চেতন জীবের স্বরূপে দুঃখের লেশমাত্র নাই এবং ভগবানের সেবাই তাহার একমাত্র স্বধর্ম তথাপি জীব স্বীয় চেতনধর্ম্মের অপব্যবহার বশতঃ রূপরসাদি মায়িক নশ্বর বস্তু প্রতি লুব্ধ হইয়া কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করে বলিয়া বিষয়ভোগই তাহার নিকট উপাদেয় বোধ হয়। জীবগণ এ সংসারে যে যে যোনিতে পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, কিছুতেই তাহাতে বিরক্ত হয় না। এমন কি, কোন জীব নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য বিষ্ঠা-ভোজনাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে চাহে না, ইহাই বিশ্ব-মোহিনী মায়ার বিচিত্র খেলা।

স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলেই জীবের এই গর্ভবাস-দুঃখ। ভজনহীন জীব পুনঃপুনঃ স্থূলসূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপবিস্মৃতির ফলে কৃষ্ণভজনসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে রত হয় অর্থাৎ বস্তুশ্বর্থ ফলভোগ ও ফল-ত্যাগ আকাঙ্ক্ষা করে। সুতরাং কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা ত্যাগ করায় স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট ও চ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালা পরিধান করে। বদ্ধ জীবের মৃত্যু হইলে তাহার স্থূলদেহ ক্রমশঃ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং তাহার ভোগবাসনাময় মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহও এক স্থূল শরীর ও স্থূল বাসস্থানাদিকে পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় অপর শরীর ধারণের জন্য ব্যগ্র হয়। কর্ম্ম-ফলদাতা ঈশ্বরের নির্দ্দেশে সূক্ষ্ম শরীর পুনরায় কর্ম্মফলানুরূপ যোনিতে বাসস্থান নির্ণয়পূর্ব্বক স্বীয় অতৃপ্ত বাসনা ভোগ দ্বারা পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনায় দেখিতে পাই, জীব দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলানুসারে দেহ প্রাপ্ত হইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষাদির সংমিশ্রণে যাইবার সহিত পুরুষের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। ঐ রেতঃকণা গর্ভ মধ্যে পতিত হইলে একরাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চ রাত্রিতে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরীফলের ন্যায় কঠিন মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করিয়া থাকে। ঐরূপে একমাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুই মাসে হস্তপদাদি এবং তিন মাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম ও ছিদ্র সকল প্রকটিত হয়। চারিমাসে রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয় হয়। ছয়মাসে ঐ জীব জরায়ু দ্বারা আবৃত হইয়া দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে।

এই জীব মাতৃভুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা জননীজঠরে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মল মূত্র গর্ত্তে বাধ্য হইয়া শয়ন করিতে হয়। সেই গর্ত্ত মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত কৃমিগণ তাহার সুকোমল দেহ পাইয়া সর্ব্বাঙ্গ নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে ; তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়। গর্ভধারিণী দুঃসহ, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যেসব রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়। সে ভিতরে জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ি দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিতে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করে সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই নরক সদৃশ অন্ধকারময় গর্ত্ত মধ্যে বাস করে। ঐ গর্ভ মধ্যে দৈবক্রমে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন সে শত শত জন্মের পাপকর্ম্মের স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে. এতদ্ব্যতীত অন্ধকূপ হত্যার ন্যায় অসহনীয় জঠর-যন্ত্রণা ত' আছেই, সুতরাং এ অবস্থায় জননী-জঠরে যে কি দুর্গতি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

উক্তপ্রকার দেহযুক্তে এইরূপভাবে বহু দুঃখে জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে সপ্তম মাসে জীবের জ্ঞানোদয় হয়। তখন জীব ভগবানের নিকট কাতরভাবে স্তব-স্তুতি করিতে থাকে। অনন্তর দশমাসে জীব প্রসব-বায়ু দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় সেই মুহূর্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে শীঘ্রই বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময় তাহার শ্বাস রুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

জঠর-যন্ত্রণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র আমরা করিলাম। কিন্তু এই দুঃখের হস্ত হইতে—জন্ম-মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চেষ্টা অত্যাবশ্যক, ইহাও মনুষ্যদেহধারী জীবমাত্রেরই আলোচ্য। তাই শাস্ত্র বলেন—

> নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
> ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্
> ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
>
> (ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই এই নৃদেহরূপ নৌকার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি পাইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

সদ্গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত এই ভীষণ সংসারসমুদ্র হইতে উত্তরণের দ্বিতীয় কোন পন্থা শাস্ত্রাদিতে দেখা যায় না। সদ্গুরু ও কৃষ্ণের কৃপাপ্রসাদ-জনিত নিষ্কপট ভজনফলে দিব্যজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না। যখন জীব মূর্খতাবশতঃ মায়াকবলিত হইয়া স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি, দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি করে তখন করুণাময় কৃষ্ণচন্দ্র কখনও স্বয়ং কখনও বা তাঁহার নিজজনকে বৈকুণ্ঠবাণীর কীর্ত্তনকারী লোকশিক্ষক আচার্য্য ও উদ্ধারকর্ত্তারূপে প্রেরণ করি[illegible] কৃষ্ণবিমুখ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের স্বরূপ [illegible]বোধন করান। গুরুরূপী ভগবদ্[illegible] উপদেশ যাঁহারা শ্রদ্ধা [illegible]র সহিত গ্রহণ করেন তাঁহারাই [illegible] কবল হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যশান্তির অধিকারী হন। আর যাঁহারা সেই গুরুরূপী ভগবানের চরণাশ্রয় না করিয়া ভগবানের অযাচিত কৃপাকে অবহেলা করেন, ভগবানের পূর্ণ কৃপা জীব-উদ্ধারার্থ গুরুরূপ ধারণ করিয়া এ জগতে কপটযানব-রূপে আসিয়াছেন, এই শাস্ত্র-বাক্যে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা জন্মে জন্মে এক জঠর-যন্ত্রণাই ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

আমরা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া পাছে অসুবিধায় পড়ি তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু জনীকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

> জগতের পিতা —কৃষ্ণ, যেবা ভজে বাপ।
> পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
> কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
> কৃষ্ণ না ভজিলে সেহ মহা-দুঃখ পায়॥

কত দিনে কালবশে হয় বুদ্ধিজ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সেই ভাগ্যবান্ ॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুঃখ সহ করে।
পুনঃ সেই মত মায়া-পাশে ডুবি' মরে ॥
অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে লয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি ॥

স্বাধীনতা-লাভ

মায়ামুক্তি-মন্ত্রেই স্বাধীনতা-লাভ

ইহসংসারে আমরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা চাই; কিন্তু পাই কোথায়? প্রকৃতি-জাত জ্ঞান-চর্চায় স্বাধীনতা-লাভের বহু প্রকার মন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই মন্ত্রে মনন-ধর্ম হইতে নিষ্কৃতি হয় না কেন, তদুপায় এ যাবৎ-কাল অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

প্রকৃতিজাত জ্ঞান-বিচারে মুক্তির কল্পনা

কেহ কেহ মনে করেন, আমি কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া বৈরাগীর উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে পোষণ করিতে পারিলেই নিজকে মুক্ত মনে করিব। যথেচ্ছাচারে অবাধ ইন্দ্রিয়-তোষণমন্ত্র-সম্পাদনকেই কেহ কেহ স্বাধীনতা মনে করেন। আবার পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়বর্গের বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই কেহ কেহ ভাবমুক্তাভিমান করিয়া থাকেন। কেহ বা একটী দল গঠন করিয়া নেতৃত্ব করাকেই স্বাধীনতা পরিকল্পনা করিয়া থাকেন।

প্রকৃতিজাত জ্ঞান ভ্রমাদি-দোষ-যুক্ত

উপরিউক্ত পরিকল্পনায় মুক্তির কোন বাস্তব পন্থা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই, আর হইবার উপায়ও নাই। ভগবানের চিৎ-কণ জীব আমি মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ সূক্ষ্মদেহ এবং কফ-পিত্ত-বায়ুযুক্ত পঞ্চভূতাত্মক চক্ষুরাদি পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়-যুক্ত স্থূল দেহে আবৃত থাকায় বদ্ধাবস্থায় রহিয়াছি। যেমন ঘনঘটাবৃত অমানিশায় নিজাবয়ব দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে আমি আচ্ছাদিত থাকায় আমার স্বতঃসিদ্ধ অবয়ব যাহা, তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সুতরাং অন্ধ আমি, বধির আমি, আমার প্রত্যেক ধারণাই ভ্রমাত্মক।

বদ্ধ আমি অনাদিকাল পরাধীন

আমার বদ্ধদশায় আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন ইহাদের প্রত্যেকের গোলামী করিতে সতত ব্যস্ত আছি। ইহারা যখন যাহা আদেশ করে তৎ-পালনে আমি প্রস্তুত থাকিতে কোনও ত্রুটী করি না। বাহিরে যতই স্বাধীনতা দেখাই না কেন, স্বাধীনতা-মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছি বলিয়া বক্তৃতা-মঞ্চ প্রকম্পিত করি না কেন, ইন্দ্রিয়-প্রভুকে রুষ্ট না করিয়া তুষ্ট রাখিবার জন্যই সাড়ে ষোল আনা চেষ্টা। এইরূপ কামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমার পরাধীনত্ব বিবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি শৈশবে পালক-পালিকার অধীন, তৎপর স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী দেশবাসী প্রভৃতি সকলেরই অধীন—ইহাই আমার বর্ত্তমান অবস্থার ভায়েরী।

জগতের স্বাধীনতার ধারণা

যিনি বহুর মধ্যে থাকিয়া বহুর অধীনতা স্বীকার করতঃ বহুর মন রক্ষা করিতে পারিবেন, মায়ার সংসারের উন্নতিকল্পে জীবনের প্রারম্ভ হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত প্রাণ, অর্থ ও বাক্য নিয়োগ করিয়া বহুর সেবক-সূত্রে বহুর সেবা সমাধান করিতে পারিবেন, তিনিই জগতে বড় স্বাধীন ও জগদ্বরেণ্য—ইহাই আমাদের কল্পনা।

পারমার্থিক স্বাধীনতা

একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই মায়া-মুক্ত—স্বাধীন। তাঁহারা গণতন্ত্রে থাকিয়া গণ-মন্ত্রে উপাসনা করেন না। তাঁহারা মায়া-তন্ত্র বা গণতন্ত্র হইতে নিজে মুক্ত থাকিয়া বিশ্ববাসী প্রত্যেককেই সেই মায়া-মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁহারা জানেন, জীবের বদ্ধদশায় মায়াধি-কারে মুক্তি বা স্বাধীনতা বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথের সেবা-লাভেই বাস্তব মুক্ত বা স্বাধীন।

বৈকুণ্ঠ সেবক বৈষ্ণবগণই গোস্বামী বা জগদ্গুরু

যেমন ভারত-সম্রাটের প্রত্যেকটী সেবকই স্ব-স্ব অধিকার-বিচারে ভারত-বাসীর শাসক, সেই প্রকার বৈকুণ্ঠনাথের প্রত্যেক সেবক স্ব-স্ব অধিকারোচিত সেবায় আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের শাসক; এমন কি শ্রীগুরুদেব মায়ারও শাসক; যেহেতু তিনি বৈকুণ্ঠনাথের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেবক-ভগবান্। তাঁহার অসীম শক্তি-বলে তিনি মহামায়াকে পর্য্যন্ত প্রাণ করিয়া কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিতে পারেন, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাহার জলন্ত প্রমাণ।

মায়া-মুক্তি-মন্ত্র কি?

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

—এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র মহানাম নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর দিনে তিন লক্ষ বার মনে মনে ও এক লক্ষ বার উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া মহামায়ার উদ্ধারলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। সেজন্য স্বয়ং মহামায়া বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাদি দেবগণে মুক্ত মোহিনু।
একেলা তোমারে মুঞি মোহিতে
নারিনু।"

এই মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা

আমরা অনেকে বলিতে পারি, এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র হাটে বাজারে কীর্ত্তন হয়, পাঁজি পুঁথিতে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, গ্রামোফোনের রেকর্ডে গীত হয়, আমরা শুনি ও গান করি; শুধু কেন মায়ামুক্ত হই না, স্বাধীনতা-লাভ আমাদের হয় না? ইহা কতকগুলি ধর্মান্ধ গোঁড়ালোকের গোঁড়ামী। স্বাধীনতা-লাভ সহজ নহে যে এইরূপ ষোলনাম বত্রিশাক্ষর আওড়াইলেই জীব মুক্ত হইয়া যাইবে? কথা কয়টী একটু প্রণিধান-যোগ্য বটে।

এই মন্ত্রলাভের উপায়

এই মন্ত্র হাটে বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের পণ্য নহেন, পাঁজি পুঁথি বা গ্রামোফোনের রেকর্ডে শুনিয়া শিখিবার বস্তু নহেন। যিনি মননধর্ম্ম হইতে মুক্ত, যথার্থ-জ্ঞাপনকারী সদ্গুরু বা আচার্য্য, যাঁহার অষ্টপ্রহর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ বিনা নিজেন্দ্রিয়-তোষণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাতেই যাঁহার যাবতীয় কার্য নিযুক্ত, তেমন মুক্তপুরুষের শ্রীচরণাম্বুজে প্রাণমাত্র মূল্য লইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহযোগে তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র দ্বারা কর্ণবেধ-সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নামরূপে গুরুদেবের চিন্ময়বাক্যে অবতীর্ণ হন। সেই শব্দায়মান নামরূপী কৃষ্ণ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কোটী সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় মায়ান্ধকার অপসারিত করিয়া, 'আমি কৃষ্ণদাস' আমার এই বাস্তব স্বরূপ জানাইয়া মায়ামুক্ত করিয়া স্বাধীনতা দান করেন। যিনি সম্রাটের যত বড় সেবক তিনি তত স্বাধীন, সেই প্রকার যে কৃষ্ণ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরেশ্বর, যিনি সেই কৃষ্ণের যত বড় সেবক তিনি তত বড় স্বাধীন। একমাত্র তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই কলিকালে কৃষ্ণারাধনার বিধি। এ বিধি-লঙ্ঘন করিয়া মুক্তি বা স্বাধীনতালাভ অসম্ভব, আকাশ-কুসুমচিন্তার ন্যায় দুরাশা মাত্র।

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

কৃষ্ণ-বন্দন-গীতি

(১)

জয় জয় জয়, আনন্দ চিন্ময়
সাধন সুধন মধুর কৃষ্ণ।
সরস্বতী যথা যৌবনের গাথা
গাহিয়া তুলিছে রাগিণী পুঞ্জ ॥

(২)

কুল কুলনাদে বিনতে বিনাদে
বিনোদ করিয়া চরণ তল।
সে যে নিতি নিতি গৌরাঙ্গ-আরতি
শিখায় মানবে নিত্য নব ॥

(৩)

শ্রীগুরু-করুণা- বরষার কণা
যাঁহার শুভ চিত্ত মাঝে।
বারেক ধরিত জেনে সে মহৎ
নিত্য তোমায় ভজিবে পূজে ॥

(৪)

সে সুজন জানে গরীয়ান্ কেনে
মহীয়ান তুমি পুণ্যীপর।
কি তব মহিমা উদাসোর সীমা
লুকান তোমার বক্ষোপর ॥

(৫)

এখন যেথায় যমুন বহায়
সাগর-পারে উঠেছে যেজে ॥
স্মৃতি মানবে জীবন আহবে
জাগাতে তাঁ'র জীবন সাঁঝে ॥

(৬)

হে কৃষ্ণ! তোমাতে বসি' সমাধিতে
কত না সুজন সাধন-গীত।
কল্যাণ তরে পরম আদরে
রচিলেন এই কল্পগীত ॥

(৭)

মহা তপোবন হে কৃষ্ণভবন
সাধকের তুমি সাধন-ক্ষেত্র।
তব ক্রোড়ে বসি' সাধক সন্ন্যাসী
লভয়ে নিত্য পরম বিত্ত ॥

(৮)

নবদ্বীপ ধাম চিন্ময় প্রণাম
অমল গৌর-পদপদ্মে।
এই স্থানে বসি' এক সত্যঋষি
প্রকাশিল কত রত্ন-মানে ॥

(৯)

হে কৃষ্ণ! তোমার দর্শন [illegible]
বিরহের কথা চিত্তে জাগে।
কোথা বা সে জন [illegible]
আমায় বলে দাও কে জানে ॥

(১০)

তুমি জান তাঁর [illegible]
জানে এক অকিঞ্চন জন।
[illegible]
[illegible]

(১১)

আমি অকিঞ্চন, [illegible]
'প্রেম-প্রসাদ' চেয়েছি যত।
কেমনে পাইব, [illegible]
চেয়ে রয়েছি কাদের পথ ॥

—শ্রী[illegible]

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আগামী সংস্করণ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲

২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ ৪০৲

প্রথম খণ্ডে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲

একাদশ স্কন্ধ ৬৫০ পাতা ৷৶০

৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲

৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

৬। গৌড়ীয়-মাহিমা ৷৵০

৭। শ্রীনবদ্বীপ ॥০

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৭

শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ॥০

১২। প্রাকৃতাক্ষরিকা অনুবাদসহ মাহাত্ম্য (বাঁধা) ২৲

১৩। শ্রীমহাপ্রভুর মাহাত্ম্য (রামানুজীয়) ॥০

১৪। বৈষ্ণবম্ ৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দীপ-নির্দ্দেশন ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০

ঐ (আবাঁধা) ৷৵০

২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

২৩। গীতমালা ✓১০

২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ॥০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ॥০

২৯। শরণাগতি ✓০

৩০। গীতাবলী ✓০

৩১। চলে নবদ্বীপ ১০

৩২। সাধনকণ ✓০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ✓০

৩৪। নবদ্বীপশতক ✓০

৩৫। কল্যাণকল্পতরু ✓০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ✓০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ✓১০

৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ,১০

৩৯। সাধকজপমালা (বাঁধা) ॥০

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲

৪১। প্রমেয়রত্নাবলী ॥০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। মণিমঞ্জরী মাহাত্ম্য ॥০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৩০

৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ॥০

৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ॥০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ✓০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ॥০

৫০। শ্রীনবদ্বীপ ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৫২। সাম্প্রদায়িক ✓০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলাসঃ ॥০

৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ॥০

৫৫। তত্ত্ব-সূত্র ॥০

৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ✓০

৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০

৬০। নামভজন ॥০

৬১। বিদেশীয় আর্ত্তস ৷৵০

৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ॥০

৬৩। বৈষ্ণবীজম ॥০

৬৪। ফোরট্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ লুইং ✓০

৬৫। দি ভাগবত ॥০

৬৬। ব্রোচিউর প্রিন্সিপ্লস্ অ্যাণ্ড আবেল্যাড়েশন ॥০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনূদ্য প্রধান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০

৭০। সাধন পথ ॥০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ✓১০

৭২। গীতাবলী ✓০

৭৩। শরণাগতি ✓০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ

৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, চাঁদখালী।

৯। রাধাগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান

১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাঙ্গামাটি বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাক্স, হাওড়া,

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।

২৪। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ কবরেশ্বর।

২৫ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদ, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটী, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিকাপুরা, বারাণসী সিটি।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব

৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।

৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওন্ ষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৭। শ্রীবাসু গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর

৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং গিরিপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহিতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১৩২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৮	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৫৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-১৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৯	* ২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৪১) সালের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পাঠ্যবস্তু আনয়ন পূর্ব্বক যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-শাস্ত্রাদি প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রী নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থে যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্বোপজ্ঞ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ গ্রন্থ অন্যান্য মূল্যবান্ ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় ৬৫০ পৃষ্ঠায় এবং ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুবোধ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দাবলীর সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশসাম্ টনিক —

ব্যবহারে উদ্দমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সঞ্জয় নিঘাষ নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা দাম)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্
(ডিপার্টমেণ্ট ৬)
লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
দাদখানি / বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
মিহিশাল (মজু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা

সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বাট / বহর	৩০৸

লোহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) বাকা	৬৲—৬৸০
ঐ বে-বাঁকা হালকা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ ফিট হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷
২৬ গেজ „ „	১৩
২৪ গেজ „ „	১১৷
আর, পি, ডি,	১০৸৵

এক্সপেন্ডেড মেটাল সিমেন্ট, করগেট টিন—

৩১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গ

২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন শীট—	১১৷
২৬ গেজ „ „	১২৷
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৫

বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০

পাউণ্ড	৮

প্যাঃ তারের জাল ১৪ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷
৪ ফুট চওড়া	৮
টিন পাতি	৬৸৵০—৬৸
„ বোল্ট (গোল)	৬৷৵০—৬৸
„ পাতি (চোকা)	৬৵০—৬
„গোল বড় ৵০—।৵০ সূতা	৫৵০—৫৸
„ টানা বড়-চাকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—
„ বাঁধন তার	৬৵০—৭

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
দাঁইহাট ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বেনিয়ে মশলার দর

জিরা	২০৸৵ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
বং হরিদ্রা	৬৸০	„
মরিচ	২১৸৵০	„
লবণ	৩৸৲	„
বড় এলাচ	২১৲	„
কিসমিস	১৫৷০	„
ছোট এলাচ	২৸৵০	সের
কপূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
তৈজপাতা	২৷০	সের
মৌরি	৪৷০	মণ
মেথি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	„
খাবার সোডা	৬৲	„
পেস্তা	২৷০	সের
আমলকী	৩৷০	মণ
হরিতকী	৩৲	„
বহেড়া	২৲	„
১নং খয়ের	১৫৲ ১৩৸০	„
ইসবগুল	৮৲	
কাঃ হরিতকী	৫৷০	
দেশী সুপারি	১১৲	
লঙ্কা	১৪৷০	

ঘৃতের দর

দাদী	৫১৲	টাঃ
রাঙা	৪৯৷০	টাঃ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ রুক্মকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ্. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৪১ ২০শে জুলাই ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:o:—

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ১৫ই জুলাই নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার এক জরুরী অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে পাণ্ডাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্র বসু, বিজয়লাল চাটুর্য্যে, অমর চক্রবর্ত্তী ও হরিপদ চাটুর্য্যেকে মনোনীত করা হয়।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ অ-মুসলমান নির্ব্বাচক কেন্দ্রের জন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখুর্য্যের নাম কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের ইলেকসন বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

নূতন বিমান

গত ১৪ই জুলাই গোয়েটাবার্গের সামরিক বিমানঘাটিতে বৈমানিকদের সভায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাঁহারা এক নূতন সামরিক বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এঞ্জিনযুক্ত বড়ের উক্ত নূতন বিমানটি ১১ মিনিট সময়ের মধ্যে অতদূর উচ্চে উঠিতে পারে। এই গোত্রটি ভলগার বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং উহা বিখ্যাত "জুকার ডি—১৭" পর্য্যায়ভুক্ত।

লেফ্টেনান্ট জাভেন্ডর্গ এই নূতন বিমানের উত্থান ও অবতরণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উহা ১৩ হাজার ফুট উচু হইতে "একদমে" ৪৫০০ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত নামিতে এবং ঘণ্টায় ৩৩০ মাইল বেগে চলিতে পারে।

সাইকেলে পরিভ্রমণ

রেঙ্গুনের ডি, এল, নাগ (২৫) ও কলিকাতার কোনও স্কুলের ছাত্র এন, সি, রায় (১৬) সাইকেল যোগে আসাম, বঙ্গদেশ ও যুক্তপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া গত মঙ্গলবার দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা নয়াদিল্লীর বাঙ্গালী ক্লাবের উদ্যোগে গঠিত ৫৪ ঘণ্টা অবিরাম ভ্রমণে যোগদান করিয়াছেন। ডাক্তার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাঁহারা রওনা হইয়াছেন।

এক রাত্রিতে তাঁহাদের ১৮ ঘণ্টা শেষ হইয়াছে। মিঃ নাগ এই সময়ের মধ্যে ১৩৩,৭৭ মাইল ও মিঃ রায় ১১৭,৮২ মাইল ভ্রমণ করেন। তাঁহারা বেশ প্রফুল্ল আছেন এবং ৫০ ঘণ্টা অবিরাম ভ্রমণ শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। এ কে চৌধুরী নামক একটী স্থানীয় ছাত্র রাত্রি ৮টার সময় ইহাদের সহিত যোগদান করেন।

বন্যায় জাপানের ক্ষতি

ইদানীং বন্যার ফলে জাপানের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ১২৪ জন মারা গিয়াছে, ২১৪ জনের কোন খোঁজ মিলিতেছে না। এতদ্ভিন্ন ৩৩১ জন লোক জখম হইয়াছে। শত শত ঘর বাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে; যে সমস্ত বাড়ী জলে ডুবিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা সহস্র সহস্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুভাষ চন্দ্রের স্বাস্থ্য

ডাঃ শৈলেন সেন ইউরোপে গিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক রিপোর্ট আসিয়াছে। ভিয়েনার অধ্যাপক নিউম্যান ও অধ্যাপক দেমার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অল্পদিন মধ্যেই সুভাষ বাবু সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন।

সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জনের চেষ্টা

জীবন অসহনীয় মনে করিয়া নারায়ণ কৃষ্ণ পার্থ নামক ২৫ বৎসরের একটী যুবক গত বুধবার প্রাতে বোম্বাই চৌপাট্টির নিকট সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। প্রকাশ যে, কাজ না পাইয়া প্রায় একবৎসর যাবৎ সে অতিকষ্টে অর্দ্ধাহার ও অনাহারে জীবন কাটাইতেছিল। রণছোড় দুবের নামক একজন বীরব তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িয়া নারায়ণকে উদ্ধার করে। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় নারায়ণকে তীরভূমিতে আনা হয়। অতঃপর পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ওকালতী পরীক্ষায় নারীর কৃতিত্ব

রেঙ্গুন জাডসন কলেজের অধ্যাপক ও ব্রহ্ম-ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ইউ টুন পের কন্যা মা খিন খিন বি-এ, গত মে মাসের উচ্চতর ওকালতী পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর। তাঁহার অপর এক ভগ্নী রেঙ্গুন হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট।

ডাকাতি

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে বালুরঘাট মহকুমার অন্তঃপাতী ধন্না গ্রামের প্রাণবন্ধু চৌধুরীর বাড়ীতে ১২ জন লোক আগ্নেয়াস্ত্রাদিসহ হানা দিয়া ডাকাতি করিয়াছে। ডাকাতেরা ভদ্রলোক শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করা হইতেছে। ডাকাতদের কেহ ধরা পড়ে নাই।

কমিশনারের গৃহে খানাতল্লাসী

গত ১৪ই জুলাই প্রাতে রংপুর গোয়েন্দা পুলিশ 'রংপুর ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার ও উকীল বাবু হরিপদ ভৌমিকের বাড়ী খানাতল্লাসী করে। কমিশনারের বাড়ী হইতে অধুনা বে-আইনী ঘোষিত "লাঠি ব্যায়াম সংবাদ" একখানা পুস্তক পাওয়া যায়। উকীলের বাড়ী হইতে কিছু পাওয়া যায় নাই।

কনেষ্টবল প্রহারের জের

খড়গ্রাম থানার অধীন সরেসাপুর গ্রামে গ্রাম্য দলাদলির ফলে চৌধুরী সংকীর্ত্তন ও শোভাযাত্রা করা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বুঝিয়া থানার দারোগা শ্রীমহেশ পাণ্ডে নামক জনৈক কনেষ্টবলকে ঐ গ্রামে পাঠান। প্রকাশ, এক পক্ষ কোনও কারণে কনেষ্টবলের উপর বিরক্ত হয় এবং যখন সন্ধ্যার সময় পুকুরের ঘাটে মুখ ধুইতেছিল, তখন কয়েকজন লোক তাহাকে প্রহার করে। এই অভিযোগে সম্প্রতি ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারা অনুসারে ঐ গ্রামের ফণিভূষণ হাতী, মধুসূদন হাতী ও ভুজঙ্গভূষণ হাতীর প্রত্যেকের কুড়ি টাকা হিসাবে জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা দিতে না পারিলে দেড় মাস সশ্রম জেল হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

৬ষ্ঠা শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩১

একতাসম্বন্ধে বল্লভভাই

গুণ্ডাদের আক্রমণ-সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত গান্ধীর জীবন রক্ষা পাওয়ায় ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও কংগ্রেসের কারা-মুক্ত সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য গত ১৫ই জুলাই বোম্বে কংগ্রেস ভবনে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। সর্দার বল্লভভাই এই সভায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া কংগ্রেসকর্মী-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন। এসময় কেহ যেন কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া অথবা শক্তির অপচয় না করেন। সর্দারজী সোসিয়ে-লিষ্টদের কার্য্যের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, সোসিয়েলিষ্টগণ যখন দেখাইতে সমর্থ হইবেন যে, তাঁহারা দেশের জন্য কিছু করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা কংগ্রেসে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে পারিবেন। তিনি সোসিয়েলিষ্টদিগকে শুধুমাত্র আদর্শবাদী না হইয়া কর্ম্মবাদী হইতে বলেন। কংগ্রেস-কর্ম্মীদের উদ্দেশ্য—স্বাধীনতা-লাভ। এই স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও চলিতেছে এবং যদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না হয়, তদিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। তবে বর্ত্তমানে সংগ্রামপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ব্যক্তিগত-ভাবে আমি কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী কিন্তু কংগ্রেস যখন এই পথ স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তখন অনুগত কংগ্রেসসেবী হিসাবে আমিও এই সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিব। যাঁহারা এই নীতি অনুমোদন করেন না, তাঁহারা যেন অপরের কাজে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন। তাঁহারা আমার কাছে আসিলে আমি তাঁহাদিগকে কাজ দিব। এখন কংগ্রেস যখন গবর্ণমেন্টের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যাহাতে কংগ্রেস প্রার্থিগণ ভোট পান, তাহা দেখাই প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর কর্ত্তব্য।" কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে দলাদলি বিসর্জ্জন দিতে আর একবার অনুরোধ করিয়া সর্দারজী বক্তৃতা শেষ করেন। বস্তুতঃপক্ষে দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া একতা-সূত্রে আবদ্ধ না হইতে পারিলে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হইতে পারে না।

কলিকাতা নিবাসী) মহাশয়ের লিখিত নিম্ন-লিখিত বিবৃতি সর্ব্বসাধারণের প্রণিধান-যোগ্য।

নারীহরণ কোনও দেশে বা কোনও ধর্ম্মে সমর্থিত নহে। যাহারা নারী হরণ করে তাহাদের ভিন্ন একটা সাধারণ ধর্ম্ম আছে। উহা পাশবিকতার ধর্ম্ম। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান অনেকেই কার্য্যতঃ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পশুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

হিন্দু গুণ্ডা ও মুসলমান গুণ্ডা তাহাদের গুণ্ডামিতে একই আইন (?) মানিয়া চলে। কাল গুণ্ডা বা গোরা গুণ্ডার মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার যেমন নিরর্থক, মুসলমান ও হিন্দু গুণ্ডার মধ্যেও তেমনি সত্যিকার কোনও প্রভেদ নাই।

যাহারা ধর্ম্মের বিদ্রোহাচরণ করে, ধর্ম্ম-রাষ্ট্রে তাহারা রাজদ্রোহী, ধর্ম্মের আশ্রয় বা প্রশ্রয় তাহারা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের ভ্রান্ত মানসিকতা প্রতি মুহূর্ত্তে এই সরল সত্যটির অপলাপ করিতেছে।

যুক্তি তর্কে কোনও প্রকৃত দোষীকে কাগজ কলমে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে,—কিন্তু তাহাতে পাপ তাহাকে ত্যাগ করে না, দোষ তাহাকে মুক্তি দেয় না।

আমার যে সন্তানটি বদমায়েস—শত্রুর অভিযোগ মিথ্যা সাব্যস্ত করিবার জন্য আমি রসনা বা কলমের তীক্ষ্ণতায় চমক লাগাইতে পারি—কিন্তু অন্তর তাহাতে তুষ্ট হইবে না; বরং বিবেকের বিদংশনে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে। এইভাবে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুর সূত্রপাত হয়। পক্ষান্তরে বদমায়েস সন্তান পিতৃসমর্থন পাইয়া নিজের পাপকার্য্যে অধিকতর উৎ-সাহিত হয়,—অপরকেও উৎসাহিত করে। জাতি মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়।

অপরের কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ মাত্রই পাপ। নিজের শরীর, মন বা মস্তিষ্কের উপর অনধিকার চর্চ্চা করিয়া আমরা যেমন নিজেদের উপর নানা প্রকার দুঃখ আপতিত করি, পরের অধিকারের প্রতি অত্যাচরণ করিয়াও তেমন পরকে কষ্ট দিই। এ কষ্ট পর কেন সহ্য করিবে?

প্রত্যেক পরিবারে, সমাজে, দেশে দুর্নীতির প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা রহিয়াছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ শাসন শ্লথ হইলে, অপরের দ্বারা উহা শাসিত হয়। আমার নিজের সন্তানটিকে যদি আমি শাসন না করি, তবে সে নিশ্চয়ই নিজের উচ্ছৃঙ্খলতা বা কলহ বিবাদের জন্য অন্য লোকের মার খাইবে।

ইহাতে প্রকৃত শাসনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ-রূপে ব্যর্থ হয়। একদিকে যেমন সন্তান সংশোধিত হয় না, অপর দিকে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন পরিবারে কলহের সৃষ্টি হয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, যদি কোন হিন্দু গুণ্ডা কোন হিন্দু বা মুসলিম বালিকার শ্লীলতা হানি করে, তবে মুসলিম সংবাদপত্রে তাহা অতি আগ্রহ সহকারে প্রকাশিত হয়। যেন হিন্দু গুণ্ডার সংখ্যা বৃদ্ধিতে মুসলমানদের সাম্প্র-দায়িক রোয়দাদে বাটোয়ারার ভাগ অধিক-তর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হিন্দু পত্রিকা-গুলিরও এদিক দিয়া আরও উন্নতির প্রয়ো-জন। নচেৎ সাম্প্রদায়িক রেষারেষিকে চিরন্তন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইবে।

'নারী রক্ষা সমিতি' নামে হিন্দুদের এক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান আছে। মুসলমানদের এরূপ কোন সমিতি নাই। 'পুরুষ রক্ষা' সমিতি নামক কোনও প্রতিষ্ঠানের হয়ত প্রয়োজন বোধ করিতে পারিত।

গুণ্ডার ধরিয়া লইয়া শ্লীলতা হানি করি-বার পর নারীকে উদ্ধার করিলে অবশ্য এক প্রকার রক্ষা' হয়—এ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাহাকে যেন ধরিয়া লইয়া যাইতে না পারে এ ব্যবস্থা অধিকতর বাঞ্ছ-নীয় ও যুক্ত। Prevention is better than cure এনিয়ম শুধু শরীর ধর্ম্মে সত্য নহে,—নৈতিক ধর্ম্মেও ইহা এক অপরিহার্য্য সূত্র।

'নারীরক্ষা' বা 'পুরুষ রক্ষা'র Prevention ও Cure এই দুই উদ্দেশ্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের সহযোগিতা আবশ্যক।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি না হইলে এই সমূহ চেষ্টা কেবলমাত্র বিবেষবিসংবাদে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং নিম্নলিখিত পরিকল্পনাটির প্রতি দেশ ও ধর্ম্মের নিয়ামকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(১) হিন্দু ও মুসলমান সভ্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় গুণ্ডা দমন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক (নারীরক্ষা সমিতি নহে, কারণ আমাদের পুরুষগুলিকেও অরক্ষিত রাখা যায় না।

(২) এই কেন্দ্রীয় সংসদের দুইটি মূল কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। একটিতে কেবলমাত্র মুসলমান সভ্য ও অপরটিতে হিন্দু সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৩) এই কার্য্যকরী সমিতির প্রত্যেকটি প্রতি জেলায় নিজ নিজ শাখা বিস্তার করিবে।

(৪) কোনও মুসলমান গুণ্ডার দুষ্ট প্রয়াস অনতিবিলম্বে স্থানীয় মুসলিম শাখা সমিতি দমন করিবার চেষ্টা করিবেন। উহার রিপোর্ট মুসলিম কাগজে দিতে হইবে, দুষ্ট গুণ্ডাকে শাস্তি দিবার সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিতে হইবে।

হিন্দু গুণ্ডার কীর্ত্তিও হিন্দু কাগজে প্রয়োজন মত প্রকাশিত হইবে।

(৫) হিন্দু দ্বারা মুসলমান গুণ্ডা ধৃত হইলে তাহাকে অবিলম্বে মুসলমান শাখা সমিতির হস্তে সোপর্দ্দ করিতে হইবে—মুসলমানও হিন্দু গুণ্ডাকে হিন্দু সমিতির হস্তে ন্যস্ত করিবেন।

মুসলিম ধর্ম্মশাস্ত্রে গুণ্ডাদের জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বেত্রাঘাত হইতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অপরাধের শাসন ও দমন বিশেষে কঠোরতম আদর্শ শাস্তি না হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। রাজ-দ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড হয়। ধর্ম্মদ্রোহে প্রাণদণ্ড এ গণতন্ত্রের দেশে যে মানান হইবে না। নাক কান ছেদন প্রভৃতির ব্যবস্থাও হইতে পারে। আমরা এবিষয়ে ব্যবস্থা পরিষদের আইনপ্রণেতাদিগের মনো-যোগ আকর্ষণ করি।

মধুবনীতে বন্যা

গত কএকদিন যাবৎ মুষলধারে বারিপাতের ফলে কমলী নদীতে বন্যা আসিয়াছে। উহার জল ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও ৬ত বর্দ্ধিত হয় নাই। সমগ্র রাজনগর ও মধুবনী মহকুমার পূর্ব্বাংশ জলপ্লাবিত হইয়াছে। রাজনগর ও জয়নগরের মধ্যে রেলপথে সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। রাজনগর প্রাসাদটি যে কোন মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইতে পারে। রাজনগর বাজারে নবনির্ম্মিত কতকগুলি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বিপন্ন অধিবাসিগণ তাহাদের গরু বাছুর লইয়া রেলপথে বাঁধের উপর স্থানীয় খাদি ডিপোতে আশ্রয় লইয়াছে। খাদি ডিপোটি জেলা বোর্ডের রাস্তার উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত। খাদি ডিপোর উত্তরদিকে দুইটি গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে।

সুসঙ্গের অবস্থা

গত ১৫ই জুলাই অধিক রাত্রিতে সংবাদ আসিয়াছে, সুসঙ্গ, হালুয়া ঘাট, কলমা কান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে পুনরায় ভীষণ প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সেদিন প্রাতঃকালে সোমেশ্বরীর জল কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইতে না পাইতে যেরূপ প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গারো পাহাড় জিলার তুরার সহিত তারের সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। গত কয়েকদিন ধরিয়া তথায় অবিশ্রাম বৃষ্টি হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২৩ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৬ষ্ঠ শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২০শে জুলাই ইং ১৯৩৪ শুক্রবার ১২০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদ

—:•:—

নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত শনিবার হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক শুশ্রূষুগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। 'পাইওনিয়ার পত্রে'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক লালা কুন্দনলাল বি-এ (ক্যান্টাব) বার-য়্যাট্-ল মহোদয় পুরীতে যাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তদবধি প্রভুপাদের চরণপ্রান্তেই অবস্থান করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিতেছেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে আষাঢ় ১৫ই জুলাই রবিবার প্রাতঃকালে লালা কুন্দনলালজীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভুর—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" এই আদেশটী বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া হরিকথামৃত-প্রচাররূপ কীর্ত্তনাখ্যের বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক, যাঁহারা বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠার আশায় প্রচারের বিরোধী তাঁহারা যে মহাপ্রভুর উপদেশ কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই তাহা শ্রোতৃবর্গকে জানাইয়া দিয়াছেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধ ২০শ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকমালা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥"

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি কর্ম্মাদিতে উদ্বিগ্ন ও আমার কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, সে বিষয়-বাসনা-রাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে 'ভক্তি দ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধলাভ হইবে' এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে দুঃখ-পরিণামক বিষয়-ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবে। এই প্রকার ভক্তিযোগে যে নিরন্তর আমার সেবা করে, তাহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

ভগবানের কথা শ্রবণ করিলে কর্ম্মফল-ভোগ-বাসনা হইতে জীবের মুক্তি হয়। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনই জড়ভোগবাসনা দুঃখাত্মক বলিয়া জানিতে পারেন। যখন তিনি এই ক্লেশ-পরিহারের জন্য যত্ন করিয়াও বিফল-মনোরথ হন, সেইকালে তিনি ভগবৎকথায় দৃঢ়তা স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবদ্ভজন করেন। ব্যবহারিক কার্য্যে যে-সকল দুঃখপ্রদ ভাব উপস্থিত হয়, উহাদিগকে নিন্দন পূর্ব্বক ঐ দুঃসঙ্গ-ত্যাগ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া ভগবৎ-সেবা পরায়ণ হন। ভগবৎসেবার পক্ষে সম্প্রতি আমঙ্গল নাই। ভোগ-প্রবৃত্তিতে সকল প্রকার অসুবিধা বর্ত্তমান। ভোগ ও ভক্তি বিপরীত ভাবাপন্ন। সুতরাং সেবা-পথে উন্নত হওয়ার পূর্ব্বে যে-সকল বিপৎপাত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে তাহার সঙ্গ-পরিত্যাগ-বাসনাই ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে ক্রমশঃ সুযোগ প্রদান করে।

ইন্দ্রিয় সমূহ মনের সেবা করিতে গিয়া নানা প্রকার ভোগবাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণ ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ভজন করিতে করিতে সকল প্রকার ভোগবাসনা হইতে অবসর লাভ করেন। সেইকালে তাঁহারা "ভগবান্ই একমাত্র আনন্দের ভোক্তা"—এই প্রকার উপলব্ধি পোষণ করেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই হৃদয়-সিংহাসনে ভগবান্‌কে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন; সুতরাং নিজভোগ-বাসনা তাঁহাকে সেইকালে ক্লেশ দিতে পারে না।

ভগবদ্দর্শনে তাঁহাকে সর্ব্বাশ্রয় জানিয়া বদ্ধজীবের কর্ম্মফল ভোগ-বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভগবানের পরিচয় লাভ করিলেই বদ্ধজীবের হৃদয়গ্রন্থি ধ্বংস-প্রাপ্ত এবং সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ নিরাকৃত হয়। ভগবান্ই সর্ব্বপ্রকার রসের আশ্রয়—তিনি অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি সুতরাং জড়রস-প্রাপ্তি-বাসনা ক্ষীণ হইলে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কুতর্ক পোষণ করিতে হয় না।

———

শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত শ্লোকটীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তোমার অনুকম্পা-লাভের আশায় স্বকৃতের ফল ভোগ করিতে করিতে কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা তোমাতে ভক্তিবিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্, অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন।

বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ কয়েকমাস যাবৎ বোম্বে প্রেসিডেন্সীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে মহাপ্রভুর উপদেশ প্রচার করিতেছেন। বোম্বের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহাদের প্রচার-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই পুণা হইতে প্রকাশিত জ্ঞান প্রকাশ (JNAN PRAKASH) নামক (বোম্বে ও পুণার) সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকার ৭ম পৃষ্ঠায় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের এবং তাঁহার দুইপার্শ্বে তাঁহার অনুকম্পিত পূর্ব্বোক্ত স্বামীজীদ্বয়ের আলেখ্য এবং তাঁহাদের বিষয়ের বিবরণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ বামন নিশি গৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীচৈতন্যের উপদেশ

আমরা অজ্ঞ জীব। উপদেশ প্রদান-মুখে আমাদের অজ্ঞানতা অপসারিত না করিলে জীবের মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত জানিয়া অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন সেই শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন। আমরা নিম্নে তাহার দিগ্ দর্শন করিতেছি।

শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নবজলদ-কান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই 'হরি'-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভামাত্র কৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন। যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাত-মাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস—ইহাই প্রথম বিষয়।

সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটী অচিন্ত্য পরা শক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তি দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি তত্ত্ব, মায়াশক্তি দ্বারা অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তি দ্বারা অনন্তকোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরা শক্তির সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী-রূপা তিনটী প্রভাব—ইহাই দ্বিতীয় বিষয়।

সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিলরসসমুদ্র শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্য-যুক্ত, (১০) বাবদূক, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়ব্রত, (১৯) দেশকালপাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্যচরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দাক্ষিণ্য, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয় (৪৬) নারীমনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সমজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং আংশিকভাবে শিবাদি-দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ (৩) নিত্যনূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত-স্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটী-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতারবীজত্ব, (৪) হতশত্রুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব, এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষষ্টি গুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল-সমুদ্র, (২) শৃঙ্গার-রসের অতুল্য প্রেম-শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলীগীত, (৪) যাহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই, এবম্বিধ রূপসৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্মাপিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টি-গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসামৃত-সমুদ্র স্বরূপ—ইহাই তৃতীয় বিষয়।

পূর্ব্ব তিনটী বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব কথিত হইয়াছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে জীবের স্বরূপবিচার। জীব সেই হরির পরা শক্তির তটস্থবিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশ-রূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎস্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীনবশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁর নিত্যদাসী তিনিই ঈশ্বর আর যিনি মায়ার বশযোগ্য ও অণু তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধ জীব—চিদ্বিগ্রহ-বিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণ সকল—চিন্ময়। শুদ্ধজীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই—ইহাই চতুর্থ বিষয়।

জীব কৃষ্ণরূপ চিৎস্বরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণকণ। অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণ-পরতন্ত্র থাকিলে জীবের ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার ঘূর্ণিবার কর্ম্ম-চক্রে পড়িয়া জড় জগতে মায়িক সুখদুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র—পাপ-পুণ্য, সুখদুঃখ, উচ্চনীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখন নরকাদির ভোগক্রমে চৌরাশিলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়—ইহাই পঞ্চম বিষয়।

মায়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব চিৎ-স্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য। কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করিতে পারেন না সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকর্ম্ম দ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি চিৎকণ জীব এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞানবৈরাগ্য দ্বারা মায়া হইতে মুক্ত হয় নিজের শুদ্ধ এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণদাস্যভাব-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাবের উদয়ে মায়াপরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গক্রমেই জীবের লুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি পূর্ব্ব ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয় এবং ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদয় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়—ইহাই ষষ্ঠ বিষয়।

প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত—সম্যক্ আলোচনা হইলে সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন—(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তিনটী বিষয়ের সুন্দররূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য এবং কৃষ্ণের নিত্যদাস; আর এই অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্তবাদাদি তর্ক—নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে জীবসমূহ এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। এই জড় ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য অবস্থান নয়, ইহা কারাগার মাত্র—এই জ্ঞান হইতে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়—ইহাই সপ্তম বিষয়।

সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে, অনন্যা ভক্তিতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল। এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্‌গুরু তাঁহাকে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন; তাহার লক্ষণ এই—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্য ভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নিষ্কপটতা সহিত প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে, এই উদ্দেশে তাহাতে ভজনোন্নতি-ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞানচেষ্টা ও কর্ম্মচেষ্টা অবশ্য হইবে, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধভক্তি বৃত্তিকে আবরণ করে তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ভেদব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণশূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার। আবার ঐসকল

অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধিলক্ষণ ও কতকগুলি নিষেধলক্ষণ। বিধিলক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তিশাস্ত্রচর্চ্চা—এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ-বর্জ্জন, যত্নের সহিত অবৈষ্ণবের সঙ্গত্যাগ, আপনার গুরুভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানিলাভে বিষাদ বা হর্ষত্যাগ এবং শোক ও মোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্যদেব ও অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, গ্রাম্যবার্ত্তা প্রতিকূলভাবে অনুশীলন না করা ও প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটী পালন করা নিতান্ত আবশ্যক।

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন—অন্য সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রাজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলা হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাব-ভক্তিরও উদয় হয়। সাধনভক্তি আর একপ্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসী-দিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃতি-মান্ ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সাধনভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রযুক্তি নাই। একমাত্র সেবা-লোভই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধনভক্তি অভিধেয় তত্ত্ব।

কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। শ্রদ্ধাসহকারে অনন্তভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুসরণ পূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধী সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন-ভাবে বিমিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়, সেই ভাব অধিকারভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, এবং দাস্যপ্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্যমমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম হয়, এই রসের নাম—দাস্য-রস। দাস্যরসে সম্ভ্রম প্রচুর-পরিমাণে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস উদয় হইলে তাহা 'প্রণয়' নাম প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম 'সখ্য রস'। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে 'বাৎসল্য রস' বলা যায়। বাৎসল্য-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার রস সর্ব্বোপরি রসবিশেষ, ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের অনুগত পাল্যভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ—সচ্চিৎ-স্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা, পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাববিশেষ, সুতরাং কায়ব্যূহ। সেই সখীগণ পরা শক্তির কায়ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ করিয়া জীব সিদ্ধ হইলে সেই সখীদিগের পরিচারিকা রূপে পরি-গণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দসুখ নিত্য সম্ভোগ করেন, ইহাই চরম প্রয়োজন।

নব কলিকাঞ্জলী

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরারি, শ্রীল রূপানুগবর।
বিশুদ্ধভক্তিদানকারী, নিখিলের নিয়ন্তর॥
পাবন-মূরতি-খানি, পতিত-পাষণ্ডী-হেতু।
দয়াবান যাচি আনি, কৃপা-কণা-ত্রাণ-সেতু॥

পশি' ভব-দাবানলে, বেড়াব সন্ধানে হায়।
ঝম্প দিব তোমায় ভুলে, জ্বলিতেছি বিপ্রলাপায়॥
অন্য পর জ্ঞানে দৃষ্টি, হয় এ জগৎ মোর।
দুঃসঙ্গশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, হয় কেন মোহ-ঘোর॥

অস্তুৎ আমার প্রতি, কর কৃপাবলোকন।
আচার্য্য তুমি হে গতি, শরণাগত-তারণ॥
কুণ্ঠাহারী বৈকুণ্ঠের, পরা গতি তোমা বই।
লভ্য নহে লোভীদের, উৎপথানুসারই॥

ত্রিদণ্ডিক প্রভু তব, কৃপাপ্রাপ্ত হয় যাঁরা।
জানে তাঁ'রা সুখে ভব- বৈভবের মহাকারা॥
সুকঠোর হে বজ্রাদপি শুদ্ধভক্ত-দ্বেষী প্রতি।
শ্রীপদ কোমলাদপি কোমল চিত্তে ভকতি

শ্রীমৎ তুমি হে দেব, অষ্টোত্তরশত-তম।
ভক্তিদ শ্রীপদে তব, রাজে শ্রীপুল-মলোপম।
সিদ্ধান্ত সাগর-ধারা, লভে কেন কত নর।
অকর সমান যারা, খদ্যোতকে কেলিপর॥

স্থাপিত করিবে প্রীতি, ভোগের মরীচিকায়।
স্বচ্ছতম স্বরতি, দিলে জীবে করুণায়॥
তীরবিদ্ধা কামিনীর, করাল-কবলগত।
গোদাসের উচ্চশির, গৌর-পদে কৈলে নত॥

স্বাদে অনাসক্তভাবে, সম্বন্ধ সহ বিষয়।
দীন সব যা'রা ভবে, রত ছিল রসনায়॥
প্রবল মনের বেগে, কামাদি রিপুগণ।
ভুক্তি-মুক্তি ত্যাগে-ভোগে, ভবে মোরে নিয়োজন

দ্রুতকণ শ্রীপদের, মকৌশল এ আদিতে।
শ্রীরূপ অনুপদের, আনুগত্য দাও দিতে॥
পারদণ পানে রতি, এই পথ্য দান কর।
দম্ভভোগ মূঢ়মতি, দীনের দুর্গতি হর॥

স্মরণ-কলিকা নব, লহ মম ভকতির।
মন অলি তাকে লব, না করিতে অস্থির॥
জেলিহান মায়া হ'তে, শুদ্ধ প্রভু এ কাঙ্গালে।
অন্তশিরে আর্ত্তচিতে, মাগিতেছি পদতলে॥

বঞ্চিত ক'রো না দীনে, মুকুন্দের মালা দল।
কলিকাঞ্জলী সনে, স্মরণে কিঙ্কর কয়॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

এইরূপে ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয় না। অনর্থ চারি প্রকার—স্বরূপভ্রম, অসতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া জড় রূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপভ্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অভিমানই জীবের স্বরূপ জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞান উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসতৃষ্ণারূপ দ্বিতীয় অনর্থ তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়-দেহে বিষয়-পিপাসাই অসতৃষ্ণা। স্বর্গসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, ধনজন-সুখ সকলই অসতৃষ্ণা। জীব স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ পরিত্যাগের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নামাপরাধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাবিষ্টতা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনীশক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বলের অভিমানে বৈষ্ণব-স্বভাব অধিকার, অধর্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা পরিচালিত হওয়া, কুসংস্কার শোধনে অক্ষম, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য্য, অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্য সকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। এই সব দিকাপুষ্ট হৃদয় জেনা করিলেন তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই শুদ্ধ হইবে না। শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর-সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহার গ্রহণের পূর্ব্বে এই উপদেশ শ্রবণ করা আবশ্যক। তাহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিবে না।

* ভজন কাল হইতে [illegible] শ্রী[illegible] স্বীকার পূর্ব্বক [illegible] চরণাশ্রয় শ্রীচৈতন্যোপদেশ শ্রবণ-কীর্ত্তনই বুদ্ধিমান জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৯৫ পরিচ্ছেদ ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচরণামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবপর্ব্ব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্দ্দেশন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্চ্চনকণ /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৫২। সারস্বতবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিলাসঃ ।০
৫৪। সটীক-নিত্যকৃত্যম্ ।০
৫৫। স্তব-সূত্র ।০
৫৬। সানুবাদ-নিত্যাষ্টকম্ ৷০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পাঠচক্র /০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। সাধনপথ ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬২। লর্ড য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ অ্যাডভ্যান্স /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়েটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড অ্যাপলায়েড ভিজোসেন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাহু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিঙ্গলঘাটা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ চিঙ্কলা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লেন্ডার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ভক্ত প্রবর বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি "

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্ত বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছা:	০—২	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছা:	* ৫-৫০,	* ৯—৫৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌ:	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছা:	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছা:	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌ:	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছা:	* ৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছা:	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌ:	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২
	* ছা:	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছা:	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌ:	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৫৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ ঃ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৮৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিছানাপত্র ও পরিধান বস্ত্রাদিসহ যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, সুদর্শন-পারদর্শী প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্ত এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সত্যানন্দ-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গৌতমগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবজন্য আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশ সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেন্দসায় টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জিত। (বাংলার ডাক্তারীর সমরের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সমর নির্যাস নং ৭")। অনন্য- ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, মস্তিকের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বায়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাক ও পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেন্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—।
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (কয়েল বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷
২৬ গেজ ,, ,,	৯৷
১৪ গেজ ,, ,,	১১
আর, পি, ডি,	১৩৸

ফ্লেটেবল শিলেট, করগেট টিন—

৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গ	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন শীট—	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৫
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের	৮

গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া	৭৷
৪ ফুট চওড়া	৮
টিন প্লেট	৬৸৵০—৬৸
,, বোল্টু (গোল)	৬৸৵০—৬৸
,, চ্যাপ্টা (চৌকা)	৬৵০—৬
,, গোল রড ৵০—৷৵০ সূতা ৫৵০—৫৸	
,, টানা রড-	
চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—
,, বাণ্ডিল তার	৬৵০—৭

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

বেনিয়াতে মশলার দর

জিরা	২০৸৩ ১৯৸০	ম
দেশী হরিদ্রা	৮৲	ম
রং হরিদ্রা	৬৸০	
মরিচ	২১৸৵০	
লবঙ্গ	৩৬৲	
বড় এলাচ	২১৲	
কিসমিস	১৫।০	
ছোট এলাচ	২৸৵০	সে
কর্পূর	২৸৵০	সে
দারচিনি	১১৲	ম
জৈত্রী	২।০	সে
সোঁঠ	৪।০	ম
মৌরি	৯৸০	ম
কাল জিরা	৭৸০	
খাবার সোডা	৬৲	
পেস্তা	২।০	সে
আমলকী	৩৷০	ম
হরিতকী	৬৲	
বহেড়া	২৲	
১নং খয়ের	১৩৲	১৩৸০
ইসবগুল	৮৲	
কাঃ হরিতকী	৫।০	
দেশী সুপারি	১১৲	
লঙ্কা	১৪।০	

ঘৃতের দর

গব্য	৫১৲	টাঃ
মাখা	৪৯৷০	টাঃ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৪১ ২১শে জুলাই ১৯৩৪

নিয়োগ ও বদলি

বিদায়ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে অস্থায়ীভাবে জলপাইগুড়ির সদরে নিযুক্ত করা হইল।

ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রেবতীরমণ দত্তকে অস্থায়ীভাবে ঐ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বগলাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীকে বগুড়া জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইল।

মিঃ পি, ডি, মার্টিন, আই-সি এসকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত করা হইল।

বিচার বিভাগ

ময়মনসিংহের অস্থায়ী সবজজ বাবু রামাচরণ চক্রবর্ত্তীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত পাবনা ও বগুড়ার অতিরিক্ত সবজজ ও সহকারী দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল। প্রয়োজন মত উভয়স্থানেই তিনি কাজ করিবেন।

বিদায়ভোগী অস্থায়ী সবজজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু দুর্গাপ্রসন্ন পালকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ২৪ পরগণার সবজজ ও সহকারী দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বীরভূমের অস্থায়ী অতিরিক্ত সবজজ বাবু কুমুদ বন্ধু সেনকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত পাবনা ও বগুড়া সব জজের পদে নিযুক্ত করা হইল। বর্ত্তমানে তাঁহাকে পাবনায় থাকিতে হইবে।

বাঁকুড়ায় অস্থায়ী মুনসেফ বাবু নিকুঞ্জবিহারী ব্যানার্জ্জিকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বীরভূম সবজজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বাঁকুড়ার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ সনৎকুমার গাঙ্গুলিকে অস্থায়ীভাবে বীরভূমের অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল। এই কাজ তাঁহাকে অতিরিক্তভাবে করিতে হইবে।

শিক্ষা বিভাগ

মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস, সি, আই ই, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ ও মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এম-এ বি-এল, ব্যার-এট-ল, এম এল সিকে ঢাকার ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের সদস্য মনোনীত করা হইল।

ট্রেণ ও গরুর গাড়ীতে সংঘর্ষ

গত ১৮ই জুলাই প্রাতঃকালে বেলাকোবার নিকটে শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সহিত একখানি গরুর গাড়ীর সংঘর্ষের ফলে তিন ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। বেলাকোবা ও জলপাইগুড়ি ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী একটী লেভেল ক্রসিং পার হইবার সময় ট্রেণ দ্রুতবেগে আসিয়া গাড়ীর উপর পতিত হয়। দুইজন লোক তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে মারা যায়। একজনকে আহত অবস্থায় শিলিগুড়ি রেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ভর্ত্তি হইবার অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

চলন্ত ট্রেণ হইতে চুরি

চলন্ত ট্রেণ হইতে চুরি সম্পর্কে ধৃত এক ব্যক্তি পুলিশের নিকট গোয়াকুকর স্বীকারোক্তি করিয়াছে। লোকটি সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ঈসার এবং লালোরের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সর্দ্দার ভাগ সিংকে দ্বিতীয় নিকটস্থ যমুনা সেতুতে লইয়া যায় এবং সেতুর সাতটি পিলার অতিক্রম করিয়া নদীতে নামে। নদীতে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরের তলা হইতে সে ২৫টী কার্ত্তুজ সমেত ৫টি কার্ডবোর্ডের বাক্স বাহির করিয়া আনে। সে বলে যে, জুলাইর নিকটে একটি চলন্ত ট্রেণের ব্রেকভ্যান হইতে সে এই বাক্স ও রূপা চুরি করিয়াছে। পুলিশ তাহার নিকট হইতে একটি চোরাই রিভলভারের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু লোকটী বলে যে, ঐ রিভলভার অপর এক ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, সে কোথায় আছে।

হাইকোর্টের ছাদে আগুন

গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের ছাদে একটি আলকাতরার বালতিতে হঠাৎ আগুন ধরিয়া যায়। সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ চারিটি দমকল আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই পুলিশ আগুন নিবাইয়া দেয়।

এক টাকার জন্য দশ মাস দণ্ড

মুলীবাজার মার্কেটের মহম্মদ খালেকের নিকট হইতে একটি টাকা চুরি করার অভিযোগে ভগবৎ চাদার শিয়ালদহ আদালতের বিচারে দশ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মুক্তির পর আরো তিন বৎসর কাল পুলিশের নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে।

বৈদ্যনাথের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা

গতরণ কোইলেঙ নিকটে সেহড়িয়ুর গ্রামে শ্রীসুন্দরবাবা স্বামীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে উৎসবের অনুষ্ঠান কালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৭ জন নরনারী জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে এবং প্রায় ৫০ জন অগ্নিদগ্ধতার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মিশনের চতুর্দ্দিকে পাঁচ ফুট উচু মাটীর প্রাচীর তুলিয়া উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। বহু নরনারী প্রাচীরের একমাত্র অপরিসর দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেবতার পূজারতি করিতে থাকে। কয়েক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আগুন ধরাইয়া আরতি করিতে আরম্ভ করিলে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মন্দিরের খড়ের মণ্ডপ স্পর্শ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে। সমবেত লোকজন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু একটীমাত্র অপ্রশস্ত দ্বার থাকায় অল্প সংখ্যক লোক বাহির হইতে না হইতে আগুনসমেত চালা ভাঙ্গিয়া পড়ে; উৎসবের আনন্দ শোচনীয় ধ্বংসলীলায় পর্য্যবসিত হয়। নিহত ও আহতদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুদের সংখ্যা অধিক।

তিনজনের রহস্যজনক মৃত্যু

[illegible] জন লোক অকস্মাৎ [illegible] হইয়াছে। [illegible] হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত। [illegible] করিয়া স্কুল অভিমুখে যা[illegible] কেন। স্কুলের নিকট পৌঁছিলে হঠাৎ তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হন এবং ১০।১২ মিনিটের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। একজন মুসলমান দোকানদার তাহার দোকান খুলিবার সময় এবং অপর একজন লোক বারান্দায় বসিয়া হুক্কা খাইবার সময় ঐরূপভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া

৫ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৪১

শিক্ষা-বিস্তার

মোসলেম শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই উহা প্রকাশিত হইবে। মোসলেম শিক্ষার বিস্তার কল্পে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখা হয়। রিপোর্টটি সুদীর্ঘ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। উহাতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ করা হইয়াছে। কমিটির সদস্যগণ বর্তমানে রিপোর্টটি পর্যালোচনা করিতেছেন।

বাঙ্গালার মোসলেম শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখার জন্য ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এ, কে, ফজলুল হকের এক প্রস্তাব সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কি নীতি অবলম্বন করা উচিত। তৎসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট খান বাহাদুর মৌলবী আজিজুল মোমিনের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, মৌলবী নজমের আলি, মৌলবী আব্দুল কাসেম, মৌলবী তামিজুদ্দীন আমেদ, মিঃ এ এফ রহমান, মিঃ আবদুল করিম, মৌলবী নূর আমেদ, খাঁ বাহাদুর, মিঃ জে এম সেনগুপ্ত, খান বাহাদুর মৌলানা মহম্মদ মূসা, খান বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ মুসা, খান সাহেব মৌলবী আবদুল খালেক, মৌলানা শামসুল হুদা আবু নাসের, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ ও শামসুল-উলেমা মৌলানা এ এন মহম্মদ ওয়াহেদকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়।

১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে কলিকাতায় কমিটির অনেকগুলি অধিবেশন হইয়াছিল। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে কমিটির শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুরে বন্যা

পাঁচ দিন যাবৎ অবিরাম বর্ষণের ফলে মেদিনীপুর জলপ্লাবিত হইয়াছে। রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত হওয়ায় বহুস্থলে যানবাহন কোন প্রকারে চালান হইতেছে না। উদ্যোগ করিতেছিল, অত্যধিক বারিপাতের ফলে তাহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। জনসাধারণের কষ্টের অবধি নাই। কলমাকান্দা ও খালিয়া-কুড়িতে কচুরীপানা থাকায় দুর্গন্ধিত পশুগুলি কোনরকমে বাঁচিয়া রহিয়াছে।

শিবপুর থানায় বোমা বর্ষণের জের

শিবপুর থানায় বোমা বর্ষণ সম্পর্কে ভোলানাথ মুখুজ্যে, মোহনলাল নাগ ও অপর দুইজন লোককে হাওড়ার মহকুমা হাকিম মিঃ বি, কে, দাসের এজলাসে হাজির করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রাখিবার আদেশ দেন।

প্রকাশ যে, গত ১৫ মে প্রাতঃকালে দুইজন বাঙ্গালী যুবক শিবপুর থানায় একটি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাগুলি ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হয় এবং বোমা বর্ষণের ফলে পাহারায় মোতায়েন জনৈক কনেষ্টবলের শরীরে আঘাত লাগে। পরন্তু বোমাটী থানার বাহিরে পড়িয়া যায় এবং উপরোক্ত যুবকদ্বয়ের আঘাত লাগে। তাহারা পলায়ন করে। জনৈক বীট কনেষ্টবল পথে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। পরে আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু এ চারজন ব্যতীত অপর সকলকেই মামলা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কথিত আসামী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানের ফলে স্থানীয় একটী পুষ্করিণীর মধ্য হইতে পুলিশ আরো একটী বোমা পায়। কৃষ্ণ নামক জনৈক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু জনৈক পুলিশ অফিসারকে ভয় প্রদর্শন করার অভিযোগে তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। সে বিচারের অপেক্ষায় আছে।

কাপাসিয়া ষড়যন্ত্রের মামলা

গত ১৭ই জুলাই ঢাকা স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কাপাসিয়া ষড়যন্ত্রের মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আসামী হৈমচন্দ্র আলী, সুরেন্দ্র বণিক এবং অপর তিন জন হিন্দু যুবকের প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ষষ্ঠ আসামীর প্রতিও দণ্ডাদেশ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বয়স অল্প বলিয়া দুই বৎসর সদাচারে থাকিবার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ জামিন মুচলেকা দেওয়ায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। যোগেন্দ্র সাথি রাজসাক্ষী হইয়াছিল। তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত জানুয়ারী মাসে আসামীরা ময়মনসিংহ জেলার কোন গ্রাম হইতে দুইটি বন্দুক ও গুলীবারুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া ঢাকায় সদর মহকুমার কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। এমন সময় তাহারা অস্ত্রশস্ত্রাদিসহ ধরা পড়ে।

কারমাইকেল কলেজ তহবিল তছরূপের মামলা

বিচারপতি মিঃ গুহ ও মিঃ বার্টলি কারমাইকেল কলেজ তহবিল তছরূপের মামলার রায় দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

আসামী হেমচন্দ্র চৌধুরী কারমাইকেল কলেজের একজন হেডপার্ট ক্লার্ক। প্রকাশ যে, সে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ মহেন্দ্রলাল মিত্রের নাম জাল করিয়া ৪,৫৭৫৸৹ আনা একখানা চেক কাটিয়া তাহা শ্রীশচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তির মারফতে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দেয়। শ্রীশচন্দ্র ব্যাঙ্কে উক্ত টাকার পাওনাদার ননীগোপাল বসু বলিয়া আত্মপরিচয় দিবে এরূপ কথা ছিল। ঐ চেক যথারীতি ব্যাঙ্কে দাখিল করা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাওনাদারের নাম করিয়া ডাক হইলে শ্রীশ ভয় পাইয়া যায় এবং কাউণ্টারে যাইতে অস্বীকার করে। আসামী হেম তাহাকে কাউণ্টারে যাইবার জন্য অনেক চাপ দিয়া থাকে। কিন্তু কোনও ফলই হয় না। অতঃপর শ্রীশ কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ চিৎপুর থানায় সংবাদ দিলে পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া দঃ বিঃ ৪৬৭ ও ৪৭১ ধারা অনুসারে চালান দেয়। ২৪ পরগণার সহকারী দায়রা জজের আদালতে তাহার বিচার হয়। শ্রীশ ঐ মোকদ্দমায় রাজসাক্ষী হয়। জুরীগণ দিগের মধ্যে ৪ জন আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইতে না পারায় মামলা হাইকোর্টে প্রেরিত হয়।

মিঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার, মিঃ সুধাংশুশেখর মুখার্জি ও মিঃ সুধীরকুমার সেন চৌধুরী আসামীপক্ষ ও মিঃ ডি, এন, ভট্টাচার্য সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে রিভলভার প্রাপ্তির জের

বিনা লাইসেন্সে দুইখানা একটী রিভলভার ও ১৪টী কার্তুজ রাখিবার অপরাধে আলীপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট এম, পি, ঘোষ যুগলকিশোরকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, যুগলকিশোর, বিভূতিভূষণ ঘোষ, প্রবোধ চক্রবর্তী ও ফাজলগোপাল অস্ত্র রাখিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মাসে বহুবাজারের কোনও বাড়ী পাহারা দিবার জন্য একজন পুলিশ কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়। ঐ দিন ঐ পুলিশ কর্মচারী যুগল ও বিভূতিকে ঐ বাড়ীতে দেখিতে পায়। পরদিন প্রাতেও তাহাদিগকে একত্র দেখা যায়। মধ্যাহ্নকালে ঐ পুলিশ কর্মচারী বেলিয়াঘাটা রেল ষ্টেশনে আসিলে সে যুগল ও বিভূতিকে একটি পুটলীসহ ষ্টেশনে প্রবেশ করিতে দেখে। বিভূতি ঐ পুটলীটী সুবোধের নিকট দেয়। সুবোধ একটী বেঞ্চে বসিয়াছিল। বিভূতি ফিরিয়া আসিয়া ঐ পুটলী সুবোধের নিকট হইতে যুগলকে দেয়।

আসামীদিগকে অতঃপর গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ পুটলীতে একটি রিভলভার ও কার্তুজ পাওয়া যায়। ডুলিকেসে কিছু বিষ পাওয়া যায়।

সুবোধ বলে যে, অনিল্দা তাহাকে ঐ বিষ দিয়াছে। যুগলের অপর নাম অনিলদা। যুগল পলায়ন করিলে তাহার গ্রেপ্তারের জন্য ২০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী উল্টাডাঙ্গাতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পদ্মায় ভীষণ ঘূর্ণিপাক

আরিচার ওয়াইন দক্ষিণে বড়রিয়া ও বোয়ালজান গ্রামের সন্নিকটে পদ্মা নদীর জল পূর্ব প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। আড়াইবাড়ী ও পাটুরিয়া গ্রামদ্বয়ের অবশিষ্ট অংশ অল্পকালের দিনের মধ্যেই পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ২।৩ দিন যাবৎ পদ্মার জল বৃদ্ধি হইতেছে জল বৃদ্ধি হেতু বোয়ালজান গ্রামের সন্নিকটে জলের স্রোত এতই ভয়ঙ্কর যে, ষ্টীমার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বিশেষ বেগ পায়।

অধিকন্তু উক্ত বোয়ালজান গ্রামের সন্নিকটস্থ নদীতে একটী "ভীষণ ঘূর্ণিপাক" উদ্ভব হইয়াছে। জেলে নৌকা অতি সাবধানে উক্ত স্থান হইতে বহুদূর দিয়া নদী অতিক্রম করে; কিন্তু যাহারা এই স্থানের অবস্থা অবগত নহে, সেই সমস্ত দুর্ভাগা নৌকা ভাসাপথ এখানে আসিলে আরোহিগণসহ পদ্মাগর্ভে জল সমাধি প্রাপ্ত হইতেছে।

যদিও আকাশ নির্মল ছিল, তথাপি ওখানা বড় বড় জেলে নৌকা এই ঘূর্ণিপাকে পাড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে।

আসাম ও উত্তরবঙ্গে ভূমিকম্প

কুচবিহার ও ধুবড়ীতে গত ১৫ই জুলাই প্রাতঃকাল আটটার সময় সামান্য কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। ঐ সময় ময়মনসিংহেও ভূমিকম্প হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ } ২৪ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২১শে জুলাই ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১২১শ সংখ্যা

শ্রীমায়াপুরে গৌর-জন্মভিটায় 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুর প্রকট

শ্রীধামে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণের গুড়ে বালি

ঈর্ষাপরায়ণ ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে গুজব উঠিয়াছিল যে, শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠ পল্লী বহুদিন যাবৎ মুসলমানভূষিত স্থান। কিন্তু তাহাদের সেই কল্পনা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। নবনির্মীয়মাণ মন্দিরের ভিত্তি খনন করিতে গিয়া এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তৎসহ কতিপয় ভগ্ন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। অখণ্ডিত অবস্থায় যে শ্রীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাঁহার চিত্র আমরা শীঘ্রই প্রকাশ করিব।

নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি সেই মৃত্তিকা-প্রোথিত শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া বহু হিন্দু ও অহিন্দু দলে দলে আগমন পূর্ব্বক ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ঈর্ষাকারীদের মোহনিদ্রা চিরতরে ধ্বংস হইল।

সম্প্রতি মুসলমান-পল্লীর মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীর অছিলা পাইয়া কৈতবযুক্ত ব্যক্তিগণ কতই না দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। এই শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাবে তাহাদের প্রচণ্ড প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় পাংশুরাশি-নিক্ষেপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

বিগত ৪০ বৎসরকাল ধরিয়া শ্রীযোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা ও অসংখ্য ভক্ত-বৈষ্ণবগণের সমাগম হইতেছে। তাঁহারা এতাবৎকাল দুর্দ্দৈবদিগের শ্লেষ ও কটাক্ষপূর্ণ হিংসাময় বাক্য নীরবে সহ্য করিয়াছেন। তজ্জন্যই আজ চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু চারিপ্রকার অস্ত্রের সহিত আবির্ভূত হইয়াছেন। মৃত্তিকা-খননকালে তাঁহার কোনও প্রকার অঙ্গ বৈকল্য ঘটে নাই। খনিত্র অধোক্ষজের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। সিদ্ধার্থ-সংহিতা এই চতুর্ভুজ অস্ত্রবিন্যাস-বিশিষ্ট শ্রীমূর্ত্তিকে 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞা দিয়াছেন।

'অধোক্ষজ' বিষ্ণুর দক্ষিণ অধঃহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ এবং বাম অধঃহস্তে চক্র অঙ্কিতভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। যদিও শ্রীমূর্ত্তির আকার ক্ষুদ্র, তথাপি শ্রীগৌরসুন্দরের বিষ্ণুগৃহে ইঁহার অবস্থান ছিল, তাহারই আশ্চর্য্য নিদর্শন-স্বরূপ এই শ্রীমূর্ত্তি মৃৎপ্রোথিত থাকিয়া ও প্রকটিত হইয়া পণ্ডিতগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। শ্রীযোগপীঠ ভগবদ্ভক্তদিগের আবাস ছিলেন; তথায় অমর-তুলসী-ক্ষেত্র সম্মুখে বিরাজমান। তাহা বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কল্পবৃক্ষের অতি সন্নিকটেই সেই মহাপুরুষ আগমন পূর্ব্বক প্রেমানন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে যে-স্থান গৌরসুন্দরের জন্মভূমি বলিয়া বর্ত্তমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বে লোকলোচনের নিকট আবিষ্কার করেন সেই স্থানেই এই অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ মৃৎপ্রোথিত হইয়া লুক্কায়িত ছিলেন। আজ ষোড়শ বৎসরের কিছু অধিক হইল শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত অধোক্ষজবার্ত্তা সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের সেই সেবাফলেই এই 'অধোক্ষজ' বিষ্ণু ৪০০ বৎসর লুক্কায়িত থাকিয়া আজ প্রাকট্য-বিধান করিয়াছেন।

শ্রীরাসস্থলীতে মণ্ডলীনৃত্যে বহু কৃষ্ণ এবং বহু গোপীকার সমরসা-রতির নৃত্য-দর্শনে শ্রীবার্ষভানবী দেবী অভিমান-ভরে রাসমণ্ডলী পরিত্যাগ করিলে কৃষ্ণ রাসক্রীড়া পরিহার পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। শ্রীজয়দেব স্বীয় অষ্টপদী গ্রন্থে "ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকাম্-নঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ। কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥" শ্লোকে মাধবের বর্ণন করিয়াছেন।

আবার শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু 'ললিতমাধবে' (মাধবের নিজ উক্তিতে) মাধবের সৌন্দর্য্য বর্ণন পূর্ব্বক বলিতেছেন—

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥"

শ্রীল রূপপাদ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মূল কারণ বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিয়াছেন,—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

"রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈর্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা। রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা॥"

—উজ্জ্বলনীলমণির এই শ্লোকের তাৎপর্য্য লীলা-প্রদর্শন করে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের গহ্বরে শ্রীরাধিকার অনাশ্রিতা গোপীসকল কৃষ্ণের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির দর্শনে মর্য্যাদাপথে যে সেবা বিধান করিতেছিলেন, তৎফলে তিনি তাঁহার চতুর্ভুজাকৃতি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত না হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন।

সুতরাং মহাভাগবত যে-কালে জড়ীয় আত্মগরিমা-প্রকাশের প্রতিকূলে ভগবদৈশ্বর্য্যের অভাব-হেতু মাধুর্য্য-বিগ্রহাদির ভজনীয়-সেবায় ঐশ্বর্য্য না দেখিতে পান, তৎকালাবধি চতুর্ভুজ বিষ্ণু লুক্কায়িতভাবে গোবর্দ্ধন-গিরি-গহ্বরে অবস্থান করেন এবং লৌকিক বিচারে উহা উচ্চভূমি-মাত্ররূপে প্রতিভাত হয়। সেখানে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের উদার-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ং-নাথের প্রাকট্যদর্শনে ভগবানের মাধুর্য্য-নিরোধী চাতুর্ভুজ রূপগণ ঐশ্বর্য্য না দেখিয়া শ্রীবাসকে ষড়্‌ভুজ পরতত্ত্ব-স্থানে নিজ ঐশ্বর্য্য সঞ্চার করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ-প্রকাশ দর্শনে গোপানুগ-সমূহ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য নিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যপ্রাকট্য-দর্শনাভিলাষী হন। কৃষ্ণ-গৌর ভগবদ্বিরোধী সম্প্রদায় সম্প্রতি ভগবদ্বস্তুকে প্রচ্ছন্ন করিতে ও

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ বামন বুধবার ত্রয়োদশী ৪৪৮

অকিঞ্চন

যাঁহার কোন কিছুই নাই তিনিই অকিঞ্চন। যাঁহারা নিজদিগকে এজগতের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন, জাগতিক ধন-জন-পাণ্ডিত্যাদি-লাভের আশায় যাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছে, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী বা দেহাত্মাভিমানীদের কোন না কোনটি যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে সেই বদ্ধজীবগণের নিষ্কিঞ্চনতা-গুণ নাই বা থাকিতে পারে না। কিছু নাই এমন লোক জগতে অতি বিরল। কিছুই নাই এরূপ ব্যক্তির ভয়, শোক ও দুঃখাদির অভাবই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যাঁহাদের কিছু আছে বা যাঁহারা কিছুর জন্য লালায়িত তাঁহাদের আশা ফলবতী না হইলেই তাঁহারা দুঃখভারে প্রপীড়িত হন।

যিনি ভগবদিতর কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, যাঁহার কর্ম্মফলাদের জন্য চিন্তা উৎকণ্ঠিত নহেন, জড়েন্দ্রিয়োপাসনায় যাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় নাই, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাতেই যাঁহার আনন্দ, তিনি কখনও লৌকিক সুখ, জ্ঞানকর্ম্মাদি লাভের স্পৃহা হৃদয়ে পোষণ করেন না। আমি এ জগতের কোন বস্তু, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি দরিদ্র, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ ইত্যাদি অভিমান কৃষ্ণদাসাভিমানী জীবকে আক্রমণ করিতে পারে না; কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃত বদ্ধ জীবের কৃষ্ণবুদ্ধি ব্যতীত এই অভিমান-বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের কোনও উপায় নাই। এই সব অভিমানকে বন্ধন বলিয়া না জানিয়া নিজস্ব সম্পত্তি মনে করার জন্য জীব নিত্য সম্পত্তি কৃষ্ণসেবালাভে বঞ্চিত।

এই জড় জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়েই আত্মহারা হইয়া জ্ঞানী, যোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া এবং জগতের আশায় জীব আমার ইহা, আমার আছে বা আমার চাই বলিয়া "কিছু"র অন্বেষণ করেন। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁর "কিছু"র পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী থাকে সেকাল পর্য্যন্ত "কিছু" তাঁহাকে ছাড়ে না। "কিছু" সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার "কিছু" নাই সেই অকিঞ্চনের অসুবিধাও নাই। তাঁহাকে কিছু অন্বেষণ করিতে হয় না, কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া দৌড়িতেও হয় না।

সোজাসুজি সেই "কিছু"টী আশ্রয়জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং সুনির্ম্মল আশ্রয়জাতীয় বস্তু হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্বকে বিষয়জাতীয়ের অস্তিত্ব জানিয়াছেন; সুতরাং আশ্রয় বা অবলম্বন অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয়লাভের জন্য ছুটিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় এবং ভগবান্ তাঁহার একমাত্র নিত্য বিষয় একথা ভুলিয়াছেন। যে-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয় তৎকালাবধি তিনি সকিঞ্চন, জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী।

'ভগবান্—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেমা—প্রয়োজন'—এই সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাববিশিষ্ট জনগণের পক্ষে অকিঞ্চন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেইজন্য মহাজনগণ ভগবানের শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণকেই অকিঞ্চন বলিয়াছেন।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
বিজ্ঞজনের যদি হয় কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে তাতে উদ্ধব—প্রমাণ॥"

বৈষ্ণবই—অকিঞ্চন। তাঁহাকে কোনও বস্তু লুব্ধ করিতে পারে না। পর জগতে বা ইহ জগতে এমন কোনও লোভের বস্তু নাই, যাহা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার লোভ হইতে অধিকতর লোভনীয় হইতে পারে। বৈষ্ণবগণ সতত কৃষ্ণসেবাসুখে মগ্ন এবং কৃষ্ণকেই তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া জানেন, সুতরাং জড়ের কোন উপাধিকে সম্পত্তি মনে করা তাঁহাদের চিন্তার অতীত। তাঁহারা সকলকেই সম্পত্তিবান বলিয়া জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। কৃষ্ণসেবাভিনিবেশ বশতঃ জড়াভিনিবেশ তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান না পাওয়ায় তাঁহারা কোন কিছুর অভাব অনুভব না করিয়া সতত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত।

যাঁহারা ভজনেচ্ছু হইয়া গুরুকৃষ্ণকৃপা-লাভের আশায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

—'হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু।

সুতরাং মহাপ্রভুর অনুগতাভিমানী অকিঞ্চন ব্যক্তির সতত এই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিয়া রাখা উচিত এবং বৈষ্ণব-আচার প্রাণপণে পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

আমরা প্রায় শরণাগত ও অকিঞ্চন এই দুইটী কথা শুনিতে পাই। শরণাগতিই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই একমাত্র অবলম্বন। শরণাগত না হইলে জীবের মঙ্গললাভ হয় না। শরণাগতির লক্ষণে আমরা ছয়টী বিষয় লক্ষ্য করি। কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল তাহা আমি অবশ্যই করিব, কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল তাহা আমি অবশ্যই ত্যাগ করিব, কৃষ্ণব্যতীত আমার আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই—অভেদব্রহ্মজ্ঞানাদি দ্বারা আমি রক্ষিত হইতে পারি, এরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আমি ভক্তাধিষ্ঠাতৃদেবতা কর্তৃক পালিত হইব, এইরূপ মনঃকল্পিত অন্যবিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালনকর্ত্তা এবং দেব-মনুষ্যের মধ্যে কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই এইরূপ স্থির বিশ্বাস, আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র অর্থাৎ হৃদয়স্থিত অজ্ঞাত কোন দেব কর্তৃক আমি যেরূপ নিযুক্ত হইতেছি সেইরূপ করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আত্মনিবেদন, আমার প্রভু অপেক্ষা অধিক করুণাময় অপর কেহ নাই এবং আমা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় বা পতিত আর কেহ নাই—ইহাই শরণাগতির লক্ষণ। শরণাগত ও অকিঞ্চনের বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ে আমাদের পূর্ব্বগুরু বৈষ্ণবকবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥"

'অকিঞ্চন ভক্ত' ও 'শরণাগত'—এই দুইয়ের একই লক্ষণ। তবে ইঁহাদের পার্থক্যের বিষয় অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, অকিঞ্চন অপেক্ষা শরণাগতের 'আত্মসমর্পণ'-রূপ একটী লক্ষণ অধিক। এই আত্মনিবেদনরূপা কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণই বৈষ্ণবের মুখ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত।

বৈকুণ্ঠ

এই জড়জগৎ যে জগতের বিকৃত প্রতিফলন, যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্মের লেশমাত্র নাই, মায়ার গতি যেখানে সম্প্রতিহতা, সেব্যানন্দই যেখানের সম্পত্তি এবং যথায় একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহ লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণের নিত্যবসতি, যেখানে নামই নামী, দেহই দেহী এবং সবই চিন্ময়, যে স্থানে নিত্যসিদ্ধ নারায়ণ-পারিষদগণ ঐশ্বর্য্যমার্গে গৌরববুদ্ধিতে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রীতি-বিধানে সতত রত তাহাই বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠ অনন্ত এবং ইহাই জীবাত্মার নিত্য বসতিস্থল। রাম-নৃসিংহাদি বিষ্ণুগণ সকলেই পরিকরবৃন্দ সহ নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন।

এই বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশ-ভুবনস্থিত স্বর্গ-মর্ত্যাদির অতীত চিচ্ছক্তি পরিণতি চিন্ময় পরানন্দধাম। মায়াকবলিত বদ্ধজীবগণের বৈকুণ্ঠের দ্বারে প্রবেশাধিকার নাই। নিত্যমুক্ত বা বদ্ধমুক্ত ভাগ্যবান্ জীবগণই এই স্থানের অধিবাসী। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাফলে জীবের হৃদয় অনর্থনির্ম্মুক্ত বা নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণদাস জীব এই কুণ্ঠাধর্ম্ম-রহিত অমলাত্মা ভগবান্ নারায়ণের সর্ব্বলোক-বন্দিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সমর্থ হন। এই ধামে যে সকল পুরুষ বাস করেন তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট এবং নিষ্কাম ও পরমহংসের ন্যায় সতত শ্রীনারায়ণ-সেবাপর থাকায় পরমানন্দে বিরাজমান।

এই ধামে বেদৈকবেদ্য ধর্ম্মমূর্ত্তি আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নিজজনগণের আনন্দবিধান করিয়া পরমানন্দে বিরাজ করেন। তথায় বিমানচারী সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বগণ ভগবদ্-গুণ-গানে সতত রত। ভগবদ্-যশঃ-কীর্ত্তনে তাঁহারা এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, জল মধ্যে বিকসিত মকরন্দবিস্তারকারী বসন্তকালীন পুষ্পরাশির গন্ধে তাঁহাদের চিত্ত বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা সেই গন্ধকে উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। তথাকার পক্ষিগণও পরম ভক্ত ও নির্ম্মৎসর। তজ্জন্য কোনও মধুপ ভৃঙ্গ ভগবৎপার্ষদাদি-কীর্ত্তিত হরিকথার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলে তখনই কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাহুক, হংস, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি বিহঙ্গ-কুল মৌনভাবে স্থিরচিত্তে হরিকথা-শ্রবণার্থ অবিলম্বে তাহাদের কূজন-কোলাহল বন্ধ করিয়া থাকে। কি জানি, হরিকথা-শ্রবণে এই পক্ষিগণের কেন এত আদর বা যত্ন এবং তাহাতে তাহাদের কিরূপ আনন্দ।

প্রপঞ্চ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্ষেত্র। বদ্ধজীবগণ নশ্বর ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুধর্ম রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদি স্থূলভাবে এবং মনআদি দ্বারা সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করে। নশ্বর ইন্দ্রিয়গণ মাপিয়া লয় বলিয়া ভোগময় দৃশ্য জগৎকে মায়িক বলা হয়। যে দেশ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না, নশ্বর ইন্দ্রিয় যাহাকে ভোগ করিতে পারে না, সেই ভোগাতীত প্রদেশই পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। সেই বৈকুণ্ঠে শুদ্ধভক্তিই সুখস্বরূপ। সংসার-কাননে দাবানল-সম-দুঃখ-কষ্টাদি সতত বিরাজিত থাকিয়া অবাটবীস্থ বদ্ধজীবকে সতত দগ্ধ করে কিন্তু এই নিঃশ্রেয়স্ বন অবদাবাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অবসর দেয় না। সেই কাননের বৃক্ষসমূহ কল্পতরু; কামী বা কামুকগণের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার অবকাশ সেখানে নাই। সেই কল্পতরুর নিকট বৈকুণ্ঠ-বস্তু গমন করেন, কেননা, তাঁহাদের কোনপ্রকার নশ্বর কামনার উদয় হয় না। কেননা, সকল কাম তাদৃশ তরুর দর্শনে পূর্ব্ব হইতেই সফলতা লাভ করিয়া থাকে। ভক্তিসুখময় কেবলাই সেই বনের শোভা বিস্তার করে। বৈকুণ্ঠের কাল সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবাসুখের উপযোগী। ভজনীয় বস্তু, ভজন ও ভক্ত—বৈকুণ্ঠের এই ত্রিবিধ বিচিত্রতা সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিতে তথায় নিত্য অবস্থিত।

তুলসী শ্রীনারায়ণের আভরণ-স্বরূপ। বৈকুণ্ঠধামে তুলসীভূষণ শ্রীনারায়ণ তুলসীর গন্ধকে সমাদর করায় মন্দার, পারিজাত, চম্পক, বকুল, পদ্ম প্রভৃতি কুসুমরাজি সেই তুলসীর তপস্যাকে বহুমানন করিয়া থাকেন। এই বৈকুণ্ঠধাম শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবা-বৈভবপ্রভাবে লভ্য; জ্ঞানকর্ম্মাদির সাহায্যে তথায় যাওয়া যায় না। ভক্তগণের বৈদূর্য্য-মরকতখচিত স্বর্ণময় বিমানধারা এই ধাম পরিব্যাপ্ত এবং যেসকল ভক্তের আত্মা শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত অর্থাৎ যাঁহারা ভজনানন্দী ও নিবৃত্তধর্ম্ম, বিপুলনিতম্বা সহাস্যবদনা ললনাগণ পরিহাসাদি নানা ছলচাতুর্য্য অবলম্বন করিয়াও তাঁহাদের চিত্তবিকার জন্মাইতে পারে না।

চতুর্দ্দশভুবনের পর বিরজা নদী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকের শেষ প্রান্তে নারায়ণ-ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ। ভক্তি ব্যতীত এ জগৎ হইতে কেহই বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥"

ভক্তিবিনোদ-বিরহে

(১)

কোথা গেলা প্রভো! ভকতিবিনোদ
কাঁদায়ে সুজনগণে।
আজ তোমার বিরহে, চিত্তমন দহে
সোয়াস্তি নাহিক মনে॥

(২)

যে দিন ভারতে শ্রীচৈতন্য-নামে
ব্যভিচারী দল বেঁধে।
ধামে ধামে, গ্রামে হ'তো পরিচিত
ভক্ত বলিয়া অবাধে॥

(৩)

খোল করতালে কত রঙ্গে ঢঙ্গে
গাইত নাচিত তা'রা।
চৈতন্য-কীর্ত্তন বলি' সমাদরে
বরণ করিত যাঁ'রা॥

(৪)

তাঁ'রাই আবার তোমার কৃপায়
বুঝিতে শকতি পেল।
এ'ত কভু নয় চৈতন্যকীর্ত্তন
(শুধু) নাম অপরাধ হ'লো॥

(৫)

তুমি ত' আচার্য্য জগতের বর্য্য
তবুও তোমার লীলা।
বিচারক-বেশে বসিয়া আসনে
কত পাষণ্ডে দমিলা॥

(৬)

বিস্‌কিষণেরে করুণা করিয়া
পাপ হ'তে নিস্তারিলা।
ব্রজমণ্ডলেতে মর্কট-বৈরাগীর
স্পর্দ্ধাবৃদ্ধি নিবারিলা॥

(৭)

আজও তোমার সে মহিমা-গাথা
গাহিছে ভকতগণ।
তব শ্রীচরণ ভক্ত-প্রাণ-ধন
চির শান্তি-নিকেতন॥

(৮)

, সুদূর পাশ্চাত্যে চৈতন্যকীর্ত্তন
দেখি' প্রকটিত সবে।
তব ভবিষ্যৎবাণী করিয়া স্মরণ
উল্লাসে নাচিছে এবে॥

(৯)

শ্রীচৈতন্যদেব করি' আশীর্ব্বাদ
সর্ব্বত্র প্রচার বাণী।
তুমিই ত' প্রভো! জীবের লাগিয়া
করিয়াছ প্রতিধ্বনি॥

(১০)

সেই বাণী আজ সরস্বতীরূপে
বিশ্ব ভরি' প্রকটিত।
দুয়ারে দুয়ারে চৈতন্যকীর্ত্তন
নিত্যানন্দে আনন্দিত॥

(১১)

শ্রীসচ্চিদানন্দ বিনোদ-বিগ্রহ
ভকতিবিনোদ-বর।
তুঁহা অপ্রকট তিথির বাসরে
যেন কাঁদি নিরন্তর॥

(১২)

প্রভু সরস্বতী- কৃপা যেন সিক্ত
হউক কঠিন হিয়া।
এই আশীর্ব্বাদ করহে ঠাকুর
পদধূলি মাথে দিয়া॥

কৃপা-কণাভিক্ষু—শ্রীরাধাচরণ

পুরীতে প্রচার

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দসহ সুবৃহৎ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া রথের পূর্ব্ব-দিবস অর্থাৎ গত ১২ই জুলাই বৃহস্পতিবার মহাপ্রভুর অনুসরণে মহোল্লাসে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন করিয়াছেন। গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্বামীজী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১২শ অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া 'গুণ্ডিচা-মার্জ্জন' বিষয়টী উপস্থিত শত শত ব্যক্তিকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যাখ্যায় উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে এই বিষয়ে একটী গভীর রেখাপাত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন-সহিত গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলাটী একটা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কুচবিহারে প্রচার

বিগত ২০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতের পর শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—হে ভাগবতগণ, মহাভাগ পরীক্ষিৎ, তুমি নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিলেও সর্ব্বদা তাহা নূতন বলিয়াই অনুভব করিতেছ। যাঁহারা শ্রীহরিপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীহরির নাম-রূপ-লীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই প্রভু'র কথায় নিত্য-নবায়মান ভাবের উদয় উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

অনন্তদেবের লীলা অনন্ত। কেহই তাঁহার অন্ত পান না। সুতরাং সেই অনন্ত-দেবে শরণাগত জন যখন অনন্ত নাম-রূপ লীলাদি কীর্ত্তন করেন, তখন যেন অনন্তলীলা অনন্ত রসনায় নৃত্য করিতে করিতে প্রকটিত হইবার আশায় কীর্ত্তনকারীর জিহ্বায় কীর্ত্তিত হন।

আমরা অনেকেই মনে করিয়া থাকি একই কীর্ত্তনীয়ার কাছে একই প্রকারের কথা আর কত শুনিব? ইহাতে নূতনত্ব পাই না। ইহার প্রথম কারণ—কীর্ত্তনীয়া যদি অক্ষজবাদী হইয়া কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশার অলোকলীলা-কীর্ত্তনে প্রয়াস পান, তবে তাঁহার নিকট অনন্তদেবের লীলা স্বয়ং অবতীর্ণ না হওয়ায়, তিনি একই কথা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত-চর্ব্বণের ন্যায় আবৃত্তি করিবেন, তাহাতে কোনও উৎকর্ষতা থাকিবে না। দ্বিতীয় কারণ,—শরণাগত ভক্তের নিকটও যদি স্বতন্ত্র-বুদ্ধি লইয়া যাই, "আমি শরণাগত হইব" এরূপ বুদ্ধির গন্ধ অভাব থাকে তাহা হইলেও আমার অক্ষজজ্ঞান দোষের দরুণ তাহাতে আমার রুচি হইবে না, ঐ প্রকার এক ঘেয়ে বোধ হইবে।

যাঁহাদের বাক্য, অর্থ, কর্ণ ও চিত্তের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ, সেই সকল সারগ্রাহী সাধুগণের স্বভাব—তাঁহারা হরিকথা নিরন্তর শ্রবণ করিলেও অভিনব বলিয়াই অনুভব করেন। যেহেতু তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণকথা স্ত্রৈণ ব্যক্তির নিকট স্ত্রী সম্বন্ধীয় কথার ন্যায় নিত্য নূতনরূপে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ যাঁহাদের বাক্য কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তনে নিযুক্ত, যাঁহাদের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন—কৃষ্ণ, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণ-প্রেম, যাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়কথা শ্রবণে বিতৃষ্ণ, যাঁহাদের চিত্তরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারাই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অবাধকাল যাপন করিয়া থাকেন। এই ভাবটুকু অতি গুহ্য হইলেও শ্রীগুরুবর্গ তদনুগত স্নিগ্ধ প্রিয় শিষ্যের নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীধামে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অধ্যায়কে প্রায় মৃত্তিকা-তুল্য করিয়া প্রস্তর ফলকাদি দ্বারা স্থান নির্দ্দেশের পক্ষপাতী হন। তাঁহাদের ঐ ভাব-চেষ্টা-নিরসন-কল্পে মহাযোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মকুটীর [illegible] প্রাক্কালে 'ভগবদ্বৈভব-প্রকাশ এক শ্রীমূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছেন। [illegible] কপট [illegible] অনুষ্ঠান [illegible], কিন্তু [illegible] ভগবদ্বিরোধী সম্প্রদায় যে [illegible] কাল চেষ্টা করিয়াছেন [illegible] জ্ঞান-পতাকা [illegible] এই লীলা-বৈচিত্র্য দেখাইলেন। [illegible] ভক্তির-রূপ [illegible] নিষ্কাশিত হইল।

'শ্রীবৎস'-লাঞ্ছ, 'কৌস্তুভ' মণি, 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ ও 'সুদর্শন'-চক্র—এই চারি প্রকার অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের সেই সেই অক্ষজ [illegible] মায়িক-চেষ্টা-সমূহ নিরাকরণের জন্য বিধ্বংস হইল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ ১০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
প্রকাশিত খণ্ড ২০টি প্রতিখণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। ব্রজমণ্ডল ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তাফলটীকা ভগবদ্দীক্ষা সানুবাদ (মাঘ) ২৲
১৩। বৈষ্ণবধর্ম্মের সানুবাদ (মাঘের রামানুজীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (৩য় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীন-হীন চন্দন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ ৷১০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা /০
৩৪। [illegible] /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চনকণ ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। ভজনকাবলী বা মহাজনপদাবলী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীপ্রমেয়রত্ন ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সংখ্যাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিংশকম্ ৷০
৫৪। নবীন-নিদর্শনমূলম্ ৷০
৫৫। ধর্ম-স্তব ৷০
৫৬। সাধুবাদ নিকটকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ /০
৫৮। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৬২। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিয়োষ্টিক্ প্রিন্সিপল্স্ এণ্ড আবেলেডেড্ ডিডাকশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্ব-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালদা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ছত্রকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিকাপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠ—কৃষ্ণকেল, গয়া
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৫নং গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমর গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী-পত্র। সত্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। এই হইতে উৎসুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৭ই শ্রাবণ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠ ও পত্রিকার আলোচনায় যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীনচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়দর্শন-সাগর, প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-১৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০		২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ও ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, -৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডিত্য সাগর শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাবহুল এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভবজল আস্বাদন এ গ্রন্থ একাধারে দর্শন এবং শিক্ষা ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট গ্রন্থ অভিনব ও অদ্বিতীয় বহু মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক সমস্ত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, শীঘ্র সকল প্রকাশ হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সান্ধ্যর্থ দুরূহ শব্দ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেম্পস্ম টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবস্থ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার কবিরাজীয়ের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সমর নিবারণ নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, বাৰ্দ্ধক্যের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা দাম)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্,

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
মাধা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৭০৷৵
বড়াল	৭০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (বরগা বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা চাদ্দরা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬।০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩৷৵৭

প্লেনেসহ সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৩১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৵০—১৪৲
বাদাম বোর্ড কাটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০

গ্যাঃ তারের জাল ১ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৩৷৵০—৩৷৵০
,, গোলটু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵০
,, পয়াজে (চৌকা)	৬।৵০—৬৸০
,,গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫৵০—৫৸৵০
,, টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৷৵০—৭৲
,, বাণ্ডল চাদ	৬৷৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ স্,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মৌরবর্ণ হাট্ট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বেনিয়েটোলা মসলার দর

জিরা	২০৸৯ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	,,
মরিচ	২১৷৵০	,,
লবঙ্গ	৩৬৲	,,
বড় এলাচ	২১৲	,,
কিসমিস	১৫।০	,,
ছোট এলাচ	২৷৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
তেজী	২।০	সের
মেথি	৪।০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	,,
সাদার সোডা	৬৲	,,
পেস্তা	২।০	সের
আমলকী	৩।০	মণ
হরিতকী	৩৲	,,
বহেড়া	২৲	,,
১নং খদির	১৩৲ ১৩৸০	,,
ইসবগুল	৮৲	,,
জাঃ হরিতকী	৫।০	,,
দেশী সুপারি	১১৲	,,
লঙ্কা	১৪।০	,,

ঘৃতের দর

গব্য	৫১৲	টাকা
রাজা	৩৯৸৭	টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

REG. C1544

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই শ্রাবণ সোমবার ১৩৪১ ২৩শে জুলাই ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

গুলীতে আহত

নাইনীতালের ইউরোপীয়ান অধিবাসী মিঃ জোনেস ও তাঁহার কন্যা মিস জোনেস—তাঁহারা বাবুর্চ্চীর গুলীর আঘাতে গুরুতর-রূপে আহত হইয়াছেন। এই বাবুর্চ্চী মিঃ জোনেসের আয়া ও তাহার স্বামীকেও গুলী করিয়া হত্যা করে এবং পরিশেষে গুলীর আঘাতে আত্মহত্যা করে। মিঃ জোনেস ও তাঁহার কন্যাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। মিস জোনে-সের বুকে গুলী লাগিয়াছে, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ। মিঃ জোনেসের বাহুতে গুলী লাগিয়াছে। এই বাবুর্চ্চী একজন পাহাড়িয়া, সে আয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল। ইহাতে তাহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া মিঃ জোনেস ও তাহার পরিবারের অপর লোকের নিকট ইহা জানাইয়াছিল।

উক্ত বাবুর্চ্চী টোটাভরা পিস্তল হইয়া উন্মত্তভাবে হঠাৎ বৈঠকখানায় উপস্থিত হয়। সেখানে মিঃ জোনেস ও তাঁহার কন্যা বসিয়াছিলেন। বাবুর্চ্চী নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতি গুলী করিয়াই ছুটিয়া আয়ার ঘরে প্রবেশ করে এবং আয়া ও তাহার স্বামীকে গুলী করিয়া হত্যা করে। তাহার পর সে গুলী করিয়া আপনার জীবননাশ করে।

পুলিশ তদন্তে জানা যায় যে, বাবুর্চ্চী তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাতে স্থানীয় এক দোকান হইতে এক ডজন কার্ত্তুজ কিনিয়াছিল এবং স্বাহার নিজের পিস্তলই ব্যবহার করিয়াছিল।

কলহের কুফল

অল্প কয়েকদিন হইল বাখরাই থানার অধীন গোপালপুর নিবাসী শ্রীমনোমোহন নমঃদাসের ১৬ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী প্রিয়া দাসী বাড়ীর রান্না ঘরের পশ্চিমে পিটকুলি গাছে দিন দুপুরে একটী দড়ির সাহায্যে ফাঁস দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রকাশ, ঘটনার দিন উক্ত মেয়েটির স্বামী উহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলে মেয়েটি অস্বীকার করে এবং এই বিষয় লইয়া বাড়ীর লোকজনের সহিত মেয়েটির বচসা হয় ও মেয়ের স্বামী চলিয়া যায়। উহার স্বামী চলিয়া গেলে মেয়েটী সেদিনই উপরিউক্ত উপায়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

তিনটী সন্তান হত্যা

টেকারী তালুকের কুচুঁকালবলাসর নামক গ্রামের ৩৮ বৎসর বয়স্কা এক নাথার রমণী তাহার সপত্নী এবং পরিবারের অন্যান্য লোকের সহিত ঝগড়া করিয়া গত বুধবার রাত্রিতে তাহার তিনটী সন্তানকে এক কূপে নিক্ষেপ করিয়া পরে স্বয়ং উহাতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ডাকাত ও পুলিশে লড়াই

শিলিগুড়িতে একদল ডাকাত গ্রেপ্তার-কালে একজন পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টর ডাকাতের গুলীতে আহত হইয়াছে। ডাকাতের সহিত পুলিশের একঘণ্টারও অধিককাল গুলী বিনিময় চলিয়াছিল।

প্রকাশ, গত ১০ই জুলাই বেহিলি হইতে একদল ডাকাত শিলিগুড়িতে পৌঁছিয়াছে জানিয়া পুলিশ যাইয়া ডাকাতদলের বিশ্রাম স্থানের চতুর্দ্দিকে ব্যূহ রচনা করে। দুইজন ডাকাত অক্লেশে ধরা পড়ে। তৃতীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে পুলিশদলকে রিভলভার লইয়া আক্রমণ করে। তাহার গুলীতে সাব ইন্‌স্পেক্টর ভারত সিং আহত হয়। কোতোয়ালীতে এই সংবাদ পৌঁছিলে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সর্দ্দার হরনাম সিং দলবল সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ইত্যবসরে আক্রমণকারী ডাকাত গৃহমধ্যে লুকাইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর হরনাম সিং তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সুরক্ষিত স্থান হইতে উক্ত ডাকাত পুনরায় গুলীবর্ষণ সুরু করে। ঘণ্টাখানেক লড়াই চলিবার পর ডাকাত পুলিশের ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা পায়। কোতোয়ালের সহায়তায় এই সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আগা সাদিক আলিও ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর সাহবান বরণ উপরিউক্ত দুইজন সাহসী পুলিশ কর্ম্মচারীকে পুরস্কৃত করিতে সকল্প করিয়াছেন।

লোমহর্ষণ কাণ্ড

প্রকাশ, গত ১৯শে আষাঢ় বুধবার রাত্রিতে সাতারের প্রসিদ্ধ ও মহাজন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল সাহাকে কে বা কাহারা প্রকাশ্য রাস্তায় ছোরার আঘাতে হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত নরেন্দ্রবাবু সাতার সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তীর বাসা হইতে রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিনিটের সময় নিজ বাসায় ফিরিতে-ছিলেন। সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টার বাবুর চাকরও লণ্ঠন লইয়া যাইতেছিল। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলে হঠাৎ কে বা কাহারা চাকরটীকে ছোরাদ্বারা গুরুতর জখম করিলে চাকরটী লণ্ঠন সহ দৌড়াইয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবুর বাসায় যায়। ইতোমধ্যে নরেন্দ্র বাবুকেও কে বা কাহারা ছোরা দ্বারা আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। পুলিশ সংবাদ পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও নরেন্দ্র বাবুকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। সেই রাত্রিতেই পুলিশ সাতারের কয়েকটী বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদের জন্য ঢাকায় চালান দিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ট্রেণ ও শকটে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ

গত মঙ্গলবার রাত্রে জঙ্গলপুর ইউ-নিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট একখানা গো-শকটযোগে তাহার পুত্রসহ জলপাই-গুড়ি যাইতেছিলেন, রাত্রি অনুমান তিন ঘটিকার সময় গৌরীর হাট লেভেল ক্রসিংয়ে শিলিগুড়িগামী একখানা ট্রেণের সহিত শকটখানার বিষম সংঘর্ষ হয়। ফলে প্রেসিডেণ্ট, তাঁহার পুত্র, শকট-চালক এবং একটী বলদ মারা যায়।

শেঠ যমুনালাল বাজাজ

শেঠ যমুনালাল বাজাজ পুনরায় কাণের পীড়ায় ভুগিতেছেন। কর্ণরোগে বিশেষজ্ঞ ডাঃ শাহ বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে দোবারেতে ২ মাস চিকিৎসাধীন থাকিতে হইবে। উহার পরও তাঁহার রোগ আরোগ্য না হইলে অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। খুব সম্ভবতঃ ইউরোপে উহা করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে মনোনীত করিয়া, বাঙ্গলা সরকার যে [illegible] সমুচিত সম্মান করিলেন সন্দেহ নাই। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি 'ফেলো' এবং পরে সিণ্ডিকেটের মেম্বররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন এবং তরুণ বয়সেই তাঁহার কর্মক্ষমতা ও প্রখরবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। ৩৩ বৎসর বয়সে আমাদের দেশে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদপ্রাপ্তি বিরল। উচ্চশিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা ও শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহ, তিনি পিতার নিকট উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে তিনি তাঁহার ব্রতের সাফল্যলাভ করুন এবং তাঁহার নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরববৃদ্ধি হউক, আমরা এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

গান্ধীজী ৭ দিন অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহা বিবেচনা করিয়া এবং যাহাতে তাঁহার ক্লান্ত দেহ আরও পরিশ্রান্ত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ শ্রীযুক্ত এ, ভি, ঠক্করকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আগষ্ট তারিখে তিনি বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির সভায় গান্ধীজীর সহিত যোগদানের আশা করিবেন না। বারাণসীতে ওয়ার্কিং কমিটির যে সময় অধিবেশন হইবে, সেই সময় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বিপন্ন বিহারের সাহায্য প্রদান সমস্যা সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিবেন।

কলিকাতায় গান্ধীজী

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে গান্ধীজী সদলবলে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। সকালবেলার কাগজে প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, গান্ধীজী হাওড়া ষ্টেশনেই ট্রেন হইতে অবতরণ করিবেন। তাই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে বহু লোক হাওড়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু বেলা একটু বাড়িলেই কোনসূত্রে প্রকাশ পায় যে, ভিড়ে গান্ধীজীর কষ্ট হইবে বলিয়া কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন, গান্ধীজীকে হাওড়া ষ্টেশনে না নামাইয়া অপর কোন ছোট ষ্টেশনে নামাইয়া মোটরযোগে কলিকাতায় আনা হইবে। [illegible] ট্রেন [illegible] বহু লোক [illegible] হইয়া [illegible] ষ্টেশনে [illegible] গান্ধীজীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা স্বগৃহে ফিরিয়া যান।

এদিকে কলিকাতা হইতে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বেলুড় ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হন। [illegible] এবং ডাইন দিল্লী মেলে গ্রহণ করিতেছিলেন। এই ট্রেনখানি বেলুড় ষ্টেশনে পৌঁছিলে একপ্রকার সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞাতসারেই গান্ধীজীকে নামাইয়া আনা হয়। দিল্লী এক্সপ্রেস সাধারণতঃ বেলুড়ে থামে না; তথাপি রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গান্ধীজীর জন্য ট্রেন থামাইয়াছিলেন।

ষ্টেশনে যথারীতি আলাপ পরিচয় ইত্যাদির পর মোটরযোগে গান্ধীজী ও শ্রীযুক্তা কস্তুরবাই প্রভৃতিকে ভবানীপুর ২৩নং রায় ষ্ট্রীটে শেঠ জীবনলাল মতিচাঁদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। বেলুড় হইতে মোটরকারখানি বালিপুল অতিক্রম করিয়া বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও সার্কুলার রোড দিয়া রায় ষ্ট্রীটে যাইয়া পৌঁছে।

গান্ধীজীর সহিত যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা কস্তুরবাই গান্ধী, শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজের কন্যা, মিঃ এ, ভি, ঠক্কর, শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই, শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল এবং কাকা কালেলকর প্রভাবতী দেবী প্রভৃতি আছেন।

চট্টগ্রামের অবস্থা

শঙ্খ নদীর উভয় তীরস্থ বন্যাপ্লাবিত গ্রামগুলির অবস্থার ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতেছে। সোমবার হইতে আর বৃষ্টি হয় নাই,—বন্যার জল ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। বে-সরকারী রিলিফ কমিটির সহযোগিতায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত মহকুমা হাকিমের উদ্যোগে সেবাকার্য চলিতেছে।

চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ আনোয়ার উল আজিম কমিটির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস ও মিঃ আবদুল বারেক যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিশিষ্ট নেতাগণ ও হিন্দু মুসলমান কমিটির সদস্য হইয়াছেন।

কর্তৃপক্ষ ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণের পর কৃষিঋণ বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

নারীহত্যার মামলা

বাঙ্গুরা ব্রিজ পার্শেল হত্যাকাণ্ডের মামলায় রেলওয়ে মেল সার্ভিসের সর্টার [illegible] নিকট [illegible] রহিয়াছে। নারায়ণস্বামী আপর [illegible] [illegible] আম্মালকে হত্যা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, ১৯১৪ সালে আসামী কাঞ্চিমতি আম্মালকে বিবাহ করে। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীবিয়োগ হইলে সে আসামীকে তাহার ছেলেমেয়ে মানুষ করিতে বলে, কিন্তু কাঞ্চিমতি তাহাতে অসম্মত হয়। উহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই বিবাদ হইত। আসামী স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে প্রেরণ করে, খোরপোষ দিতে চাওয়া হইলে কাঞ্চিমতি লইতে অস্বীকার করে ও স্বামীর নিকট যাইতে চায়। ইতিমধ্যে নারায়ণ স্বামী পুনরায় বিবাহ করে। তৎপর কাঞ্চিমতি আম্মালের ভ্রাতা তাহাকে নারায়ণ স্বামীর বাড়ীতে রাখিয়া আসে। বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চারিদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে আসামীর বাড়ীতে দেখা গিয়াছে। সরকার পক্ষ বলেন, তাহাকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ বাক্সে পুরিয়া বাঙ্গুরা ব্রিজ ষ্টেশনে তাহা পার্শেল করা হইয়াছিল।

এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নারায়ণস্বামী ব্যতীত তাহার দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চৌদ্দ জনের কারাদণ্ড

আরার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সদাশিব প্রসাদ একজন দারোগা, দুইজন কনষ্টেবল এবং একজন চৌকীদারকে প্রহার করিবার অপরাধে ১৪ জন লোককে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন মামলায় প্রকাশ, এটাওয়া গ্রামে একটি বলদ ও একটি বাছুর চুরির মামলার তদন্ত করিতে গিয়া পুলিশ বলদ ও বাছুরটির সন্ধান পায়; কিন্তু ইতোমধ্যে প্রায় ২৫ জন লোক তথায় আসিয়া প্রথমে প্রতিবাদ করে ও পরে তাহারা পুলিশ দলকে প্রহার করে এবং দারোগার হাতের বন্দুক ছিনাইয়া লয়।

১৬ জন লোককে অভিযুক্ত করা হয়, তন্মধ্যে দুইজন মুক্তিলাভ করে। মূল আসামী দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারা অনুসারে ১৫ মাস এবং এবং ৩৩২ ধারা অনুসারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর সকল আসামী প্রত্যেক ধারায় এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই উভয় দণ্ডাদেশ একসঙ্গে চলিবে এতদ্ব্যতীত [illegible] প্রত্যেকেই এক বৎসর [illegible] ১০০ টাকা করিয়া [illegible] অনাদায়ে [illegible] আদেশ করা [illegible]

কারাদণ্ডিত গাড়োয়ালী সৈন্য

গত ১৯শে জুলাই ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিংহের প্রশ্নের উত্তরে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল লুথী বলেন, যে সকল গাড়োয়ালী সৈন্য বিদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদের ৮ জনকে গবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বে মুক্তিদান করিয়াছেন। পরে প্রধান সেনাপতির আদেশে আরও ৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে চারিজন এখনও জেলে আছে, তাহাদের বিষয় প্রধান সেনাপতি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের অপরাধ গুরুতর বলিয়া তাহাদের দণ্ড মকুব করা হয় নাই।

কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু

হাওড়া সাকরাইলের কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন বসু বৃহস্পতিবার প্রাতে ক্যাম্বেল হাসপাতালে মেনিঞ্জাইটিস রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তিনি সাকরাইলে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন; ছাত্রগণ, শ্রমজীবিগণ এবং অপর সকলে তাঁহাকে সমান ভালবাসিত। তিনি সাকরাইল ছাত্র সমিতির সম্পাদক, হাওড়া জেলা পাটকল শ্রমিক সঙ্ঘের সহকারী সম্পাদক এবং সাকরাইল কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন।

পুষার কৃষি কলেজ

গত ১৮ই জুলাই ব্যবস্থা পরিষদে পুষা কৃষি কলেজ পুষা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরের প্রস্তাব সম্পর্কে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। বিহারের সদস্য শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিং উহা পুষায় রাখিবার পক্ষপাতী, কিন্তু স্যার মহম্মদ ইয়াকুব উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষপাতী। মিঃ বি দাস ও স্যার আবদুর রহিমও কৃষি কলেজ বিহারে রাখিবার পক্ষপাতী। মিঃ বাজপেয়ী সরকার পক্ষ হইতে বলেন, বিহার ভূমিকম্প-প্রবণ স্থান ভূমিকম্পে কৃষি-কলেজের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এবং উহা দেশের কোনও কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা কর্ত্তব্য, কাজেই উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৬ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৩শে জুলাই ইং ১৯৩৪ সোমবার } ১১০শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধামে

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-মঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহ সজ্জনবৃন্দের নিকট প্রত্যহই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ১৯ই জুলাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিজয়-ভবনের দ্বিতলগৃহে সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট 'বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগম্', 'অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ', 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' প্রভৃতি শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী জগদ্গুরুবরের শ্রীমুখে নিত্য নব নব সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও উপকৃত হইতেছেন।

তৎপর দিবস শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যার পর 'কে আমি, কেন মোরে, জারে তাপত্রয়। তা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥'—এই প্রশ্নের ব্যাখ্যামুখে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। গৌরজনের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া মঠবাসী ও ধামবাসী ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে কৃতার্থ হইতেছেন।

শ্রীক্ষেত্রে

বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ সহ গত বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১৩ই জুলাই রথযাত্রা-দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে 'সুমধুর মহাজন-পদাবলী সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন, তাঁহার প্রেমপূর্ণ সুন্দর নৃত্য এবং তাঁহার সুবৃহৎ কায় সহস্র সহস্র দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ ও নৃত্য-দর্শনের জন্য যাত্রিগণ ছুটিয়া আসিয়া মণ্ডলী-আকারে স্বামীজীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। মঠসেবকগণ অতিকষ্টে নৃত্য ও কীর্ত্তনের স্থান সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

ভাগবতপাঠ

বেড়াকোল ষ্টেটের মাননীয় রাজা সাহেব যুবরাজ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ স্বামীজী মহারাজের ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। স্বামীজী পুরী হইতে কলিকাতা হইয়া গত ২১শে জুলাই শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছিয়াছেন।

কোলাপুরে

গত ১৯শে জুলাই কোলাপুর হইতে প্রেরিত নিজস্ব-সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ১৬ই জুলাই কোলাপুরের মাননীয় ছত্রপতি মহারাজ বাহাদুরের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলাপ করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর মনোযোগের সহিত স্বামীজীদ্বয়ের নিকট জগদ্ব্যাপী গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও প্রচার্য্য বিষয় এবং মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও ভুবনমঙ্গল অবদানের কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত ও আকৃষ্ট হন এবং বোম্বে গৌড়ীয়মঠের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। স্বামীজীদ্বয় রাজারাম কলেজে হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ১৮ই জুলাই সাবন্তবাড়ী ষ্টেটে শুভাগমন করিলে রাজ-অতিথিরূপে তথায় সাদরে অভ্যর্থিত হন। তথাকার মহারাজ আগ্রহ সহকারে যথাশীঘ্র স্বামীজীদ্বয়ের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজকলেজে ও রাজপ্রাসাদে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহারা এক্ষণে গণপতি টেম্পল নামক রাজ-অতিথিশালায় অবস্থান করিতেছেন।

পাটনায়

বিগত ২৭শে আষাঢ় শনিবার বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নির্দ্দেশ-অনুসারে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রীজী পাটনার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু অমলেন্দু কুমার সেন মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদাম বিপ্রের গার্হস্থ্য-জীবনী-বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজীর শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা-শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন

শ্রীশ্রীভাগবতজনানন্দমঠে ঠাকুরভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

গত ২৮শে আষাঢ় বুধবার শ্রীমঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকে। সকাল হইতে শ্রীমঠে অনেক লোকের সমাগম হয়। নানা বাদ্য-সংযোগে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনি-সহকারে মধ্যাহ্নিকের পর মঠরক্ষক শ্রীপাদ প্রভু ... নিকট শ্রীল প্রভু মহাশয়ের অলৌকিক চরিত্রের বিষয় কীর্ত্তন করেন। শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর প্রসাদ-বিতরণে উপস্থিত জনমণ্ডলী পরমানন্দিত হন।

পাঠান্তে উচ্চ সংকীর্ত্তন হয় এবং প্রায় আড়াই শত লোক বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া কৃষ্ণানুশীলনরুচি-অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করেন। উৎসবে মঠসেবক শ্রীপাদ হরিপদ ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় শ্রীবৈকুণ্ঠ বাবু, শ্রীহরিপদ গিরি, শ্রীমদনমোহন দাস প্রভৃতির সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কাশীতে

২৮শে আষাঢ় বুধবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিরহ-স্মৃতি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঙ্গলারাত্রিকাদি উৎসব হয় এবং বিগ্রহের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ ভোগ দিয়া অপরাহ্নে সমাগত বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে পণ্ডিত শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় ২৭ শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অত্যদ্ভুত চরিত্রের কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ বামন সপ্তমির সম্বৎসর ৪৪৮

মহাপ্রভু ও গদাধর

বিদ্যুৎবহ্নিকে ও চন্দ্রকে প্রদীপালোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ এক আলোক হইতে অপর আলোক উদ্ভূত হইলেও সেই আলোকের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের কথায় পরিচ্ছেদ ও সীমাদির ভাবাত্মক চেষ্টা স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে অভাব-রাজ্যে অমায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যে অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করে উহা Anthropomorphise করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। Semitesদের মধ্যে Personality of Godheadএর ধারণায় যে poverty লক্ষিত হয় তাহা শ্রীবিগ্রহের বাস্তব সত্ত্বায় আরোপিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীমহাপ্রভু পূর্ণতর বস্তু; সেই পূর্ণতম বস্তুর কায়ব্যূহরূপে ৬ প্রকার সেবক —নিত্যানন্দ-প্রকাশ, অদ্বৈত অবতার, গদাধরাদি শক্তির অন্তরঙ্গ ভক্ত, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত এবং বাসুদেবাদির ভক্তবৃন্দ—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিষয়বিগ্রহ (Subject) আর বাকী ৫ প্রকার তত্ত্ব বিষয়বিগ্রহের Referenceএ আশ্রয়(Object)জাতীয় তাদাত্ম্য। আশ্রয়সমূহ বিষয়বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিত-তনু উভয়াধিষ্ঠান ব্রজেন্দ্র-নন্দন 'কৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া নির্দিষ্ট আছেন। গদাধর ইঁহার আশ্রয়জাতীয় শক্তি। যেকালে আমরা গৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাঁহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেকালে গদাধর পণ্ডিতকে Predominated Transcendental Entity-রূপে তাঁহারই একাংশে লক্ষ্য করি। আবার গদাধরপ্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ—বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর স্বরূপ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার প্রভৃতি।

কায়ব্যূহতত্ত্ব প্রকাশতত্ত্বের Definitionএর অন্তর্গত। Decorationএ বা অলঙ্কারে বিলাসের বিচার। Connotationএর referenceএ যে-সকল কথা বলা হয় ঐ গুলিকে Denotation বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকাকালে উহাদের অসামঞ্জস্য বোধ হইবে।

মূল বস্তুও যেরূপ অংশাংশি-বিচারে হানি-বৃদ্ধির যোগ্য, আলোক-প্রতীতির গণ তদ্রূপাধীন নহে। এক দীপ হইতে অপর দীপ স্বতঃ-প্রজ্বালিত হইলে মূল দীপের হানি-বৃদ্ধি হয় না। অথচ উভয়ের সমধর্ম রক্ষিত থাকে। বীজ ও বৃক্ষের ধারা যেরূপ পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত, শক্তি ও শক্তিমৎতত্ত্বও তদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রিত।

শ্রীমহাপ্রভুকে মুখে মাত্র রাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু বলিয়া, রাধিকা একটী প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং কৃষ্ণও একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অসংখ্য নায়ক-নায়িকা তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা সমধর্ম্মী বলিলে পক্ষান্তরে জগৎকেই অপ্রাকৃত বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত ঘটিবে।

শান্ত কে?

শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে না বা শান্ত হইতে চাহে না এমন লোক জগতে নাই। শান্তির আকর ও অশান্তিরোগ-নাশক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবাতেই জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি ও শান্তিলাভের সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত শান্তি-লাভের বা শান্ত হবার অন্য কোন উপায় আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই না। চঞ্চল মন স্থির না হইলে শান্তির আশা আকাশকুসুমবৎ। সুতরাং কামক্রোধাদি দুষ্ট মনকে নিয়মিত করা বিশেষ প্রয়োজন। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥"
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

মুকুন্দসেবাদ্বারা কামলোভাদি রিপু-বর্গের দ্বারা অশান্ত মন যেরূপ সাক্ষাৎ নিবৃত্ত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন শান্ত হয় না।

অশান্ত হইতে কেহ ইচ্ছা করেন না সত্য, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া নিজের অসৎ-প্রবৃত্তিকে সৎ বলিয়া চালাইতে গিয়া মহদবমাননা-হেতু মায়াবদ্ধ অহঙ্কারী জীব অশান্তিই ভোগ করেন। বৈষ্ণবাপরাধ-বশতঃ ভোগাসক্তি প্রবল হওয়ায় ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য জীব রূপরসাদি ভোগে প্রবৃত্ত ও জর্জ্জরিত হইয়া অশান্ত হন। এই ভোগপিপাসার জ্বালায় জীব এত সন্তপ্ত হয় যে তখন তাহার হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না এবং শান্ত শুদ্ধভক্তগণকেও নিজের ন্যায় কাম-ক্রোধাদি-প্রপীড়িত অশান্ত বলিয়া মনে করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পায়। প্রাকৃত অহঙ্কার ছাড়িয়া সৌভাগ্যক্রমে জীব যদি শান্ত বৈষ্ণবের সেবাদর্শ দেখিবার চক্ষু পান তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, শুদ্ধ গৌর-ভক্তগণই একমাত্র শান্ত, সেবানন্দে প্রমত্ত থাকায় অশান্তিহীন আর বাদবাকী সকলেই মায়ার কবলে কবলিত, কামাদি-রিপুগণের তাড়নায় জর্জ্জরিত ও অশান্ত। তাই শ্রীমন্-মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ বৌদ্ধ পুলিন্দ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি জানে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥"

হরিবিমুখ বদ্ধ জীব বেদ মুখে মানিয়া বেদনিষিদ্ধ পাপ সকল করিতে এবং সাধু-গণের সিদ্ধান্ত-অস্ত্র সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁর প্রতিবাদচ্ছলে সাধুনিন্দা করিয়া থাকেন। কোটী কোটী তাদৃশ জীবনে অশান্তি পাইয়া ক্রমশঃ পাপক্ষয়ে জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া জীব কর্ম্মি-পদবীতে উন্নত হয়। পরে সেই জীব কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড বা মিশ্রাভক্তি-কাণ্ড অতিক্রম করিয়া নির্ম্মলচরিত্র বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শান্তিলাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর মনোদয় বেগাবেগ অশান্ত অহঙ্কারী জনগণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করতঃ ভজন-নিষ্ঠাফলে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভের যথার্থ সরণি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা জীব মাত্রেরই আলোচ্য ও অনুসরণীয়। দুর্জ্জনগণ বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডিকে তিরস্কার, উপহাস, হিংসা, তাড়না, আবদ্ধ ও নানাপ্রকারে বঞ্চনা করে। কোন সময়ে ত্রিদণ্ডীকে ঘৃণা করিয়া গায়ে থুথু ফেলে, প্রস্রাব এবং তাঁহার ভজনদ্রব্যকে নানাপ্রকার বাধাও করে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন, যাঁহারা দুর্জ্জনের বাক্যে ক্ষুব্ধ না হন এরূপ সাধু জগতে অতি বিরল। দুর্জ্জনের এই বাক্যবাণ বড়ই কষ্টপ্রদ, কিন্তু যাঁহার হরি-ভক্তি আছে তিনিই ইহা সহ্য করিতে সমর্থ অপরে নহে। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

ভক্তি যাঁহাদের নাই, মুকুন্দসেবায় যাঁহাদের মনঃপ্রাণ নিয়োজিত হয় নাই, অতি চঞ্চল মনের অথবা অসদ্গতির পরিবর্ত্তন করিতে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা বাহ্যতঃ অসৎকার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান না করিলেও অসতী স্পৃহা - কৃষ্ণেতর ভোগ-স্পৃহা তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বাস করায় তাঁহারা অশান্ত, অশুচি। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের হৃদয় ভগবানের বসতিস্থল হওয়ায় হৃদয়স্থিত গুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধানে ভক্তগণ তৎপর থাকায় তাঁহারা মায়ামুক্ত—জাগতিক ক্লেশ বা অসচ্চিন্তাপরিমুক্ত; সুতরাং কৃষ্ণ-চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় তাঁহারাই একমাত্র শান্ত—সেবাসুখে প্রমত্ত।

আশ্চর্য্য

আমার ন্যায় বদ্ধজীব সমূহের ধারণা, ইহজগতের মনীষিবৃন্দ নিজ বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা যে সকল শিল্প, কারুকার্য্যাদি করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন সেই সমস্ত বস্তুই আশ্চর্য্য, যেমন পিরামীড্, তাজমহল ইত্যাদি।

এই দেবীধামের যে সমস্ত বস্তু আমা-দিগকে চর্ম্মচক্ষুর চমৎকারিতায় লইয়া যাইতে পারে সেই সকল বস্তুই আমাদের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং তাহাতেই আমরা আসক্ত হইয়া পড়ি। সপ্তমবর্ষীয়া একটী বালিকা একটী পুষ্করিণীতে চব্বিশ ঘণ্টাকাল সাঁতার কাটিয়াছে, কেহ পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কেহ বা নিজের দৈহিক বলপ্রকাশ পূর্ব্বক একটী লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছেন, এই কার্য্যগুলিকে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মনে করতঃ গড্ডলিকার স্রোতে গা ভাসাইয়াছি। কিন্তু ইহাপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় যাহা আছে তাহা বদ্ধ মানবের মস্তিষ্কে এক মুহূর্ত্তের জন্য এখনও স্থান পায় নাই।

এক সময়ে যুধিষ্ঠির মহারাজকে বকরূপী ধর্ম্ম চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটী প্রশ্ন ছিল "কিমাশ্চর্য্যম্" এই জগতের মধ্যে এমন কি আছে যাহা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে? তখন যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-মন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

এই জগতের জীবসমূহ নিজ কর্মফল-বশতঃ অহরহঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অবশিষ্ট জীবসমূহ মনে করিতেছে আমরা কখনও মরিব না, আমরা চিরকাল এখানে থাকিব, এর চেয়ে আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস; যখনই সে তা'র ঐ অভিমানটুকু বিসর্জ্জন করে তৎক্ষণাৎ মায়াদেবী তাহাকে আয়ত্তাধীনে আনয়ন করতঃ নানা প্রকার প্রহেলিকার দ্বারা মুগ্ধ করিয়া তাহার স্বরূপের কথা একবারে ভুলাইয়া দেয়। ভূতে পেলে যে প্রকার অবস্থা হয়, সে তখন সেই প্রকার বোল বলিতে থাকে; তা'কে যদি প্রশ্ন করা যায় তোর বাড়ী কোথায়, তোর নাম কি, তখন সে বলে—আমার বাড়ী অমুক তেঁতুল গাছে, আমার নাম অমুক, এই প্রকারে যা'তা' বক বক করে, কিন্তু যখন ওঝা এসে মন্ত্র পড়্‌তে থাকে তখন ভূত কোথায় পালিয়ে যায়, এবং তা'র বিরূপের অবস্থা কেটে যায় তখন সে স্বরূপাবস্থা লাভ করে। সেই প্রকার এটা যে আমাদের নিত্য-বাসস্থল নয়, তাহা স্বপ্নেও ভাবি না, কিন্তু বর্ত্তমানে মায়াগ্রস্ত ব'লে এই দেবী-ধামকেই নিজের বাসস্থল মনে করি। আমাকে এখানে নিত্যকাল থাক্‌তে হ'বে এই বিচার ক'রে যৌবশি পাত্রী নিয়ে বসি এবং কোঠাবাড়ী নির্ম্মাণ করতঃ নিজে ভোক্তা সাজিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু হায় "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল" ক্রমে ক্রমে, ছেলের পুত্র, প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী সব যখন একে একে আমার নিকট হ'তে চ'লে যেতে থাকে তখন দেখে শুনে ক্ষণিকের জন্য শ্মশান-বৈরাগ্য আসে বটে কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ঐ প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাই শাস্ত্র আমাদিগকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন।

"অদ্যাব্দে বা শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্" আজ হোক্, শত বর্ষ পরে হোক্, মৃত্যু নিশ্চয় হইবেই হইবে। কিন্তু আমার এমনই পোড়াকপাল, এ সমস্ত দেখে শুনেও সেই ভেকের ন্যায় কলরব করতঃ কাল-সর্পকে আহ্বান করি। কি প্রকারে যে এই কালের করাল-কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করি না কিন্তু সাধুগণ অত্যন্ত দয়াময়; তাই তাঁহারা বলেন,—

"কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

ওহে জীবগণ, যদি কালের করাল কবল থেকে উদ্ধার পেতে চাও তাহ'লে শীঘ্র তোমার পূর্ব্ব অপরাধের কথা স্মরণ করতঃ তোমার নিত্যকালের আরাধ্য বস্তু ভগবানের শরণাপন্ন হও, তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই তুমি মায়ামুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিবে, কৃষ্ণ ছাড়া যে সকল বস্তুকে তোমার রক্ষাকর্ত্তা বিবেচনা করতঃ তুমি আশ্রয় গ্রহণ করিবে সে বস্তুগুলি অনিত্য তাহারা এক মিনিটের জন্য তোমায় শান্তি দিতে পারিবে না; পরন্তু নিত্যকাল দুঃখই লাভ করিবে। আর যদি ভগবানের সেবা বাদ দিয়া তদিতর বস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ কর তাহা হইলে কাল তোমায় কখনও ছাড়িবে না, সে নিশ্চয়ই তোমাকে তোমার কর্ম্মফলের জন্য দণ্ড প্রদান করিবে।

কিন্তু যিনি নিজ চক্ষুতির বিষয় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করত অবতারী শ্রীভগবানে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন যম তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন,—

"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥"

এই জীবন সংসার-অরণ্য মধ্যে পতিত হইয়া জীব যদি সেই নিত্যপ্রভুর নামকে আশ্রয় করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই কালের করাল কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে। এমন কি, সেই পুরুষকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করেন।

কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, সাধুর এই প্রকার উপদেশবাণী-গুলি আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না, আমি সেই তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিলাম, সাধুবর্গ ঋষিদের অমৃতময়ী বাণী সমূহ তখন আমার নিকট বিষের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

পতিতপাবন সাধুগণের নিকট এই প্রকার আত্মমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিয়াও দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব ভোগবুদ্ধি বশতঃ ভগবানের সেবাকে বাদ দিয়া বিষ্ঠাভোজী কুকুরের ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে পতিত হয় এবং সেই বিষয়-বিষ্ঠা-ভক্ষণকে অত্যন্ত সুখকর মনে করে। তখন সাধুদের উপদেশগুলি একেবারে ভুলিয়া যায় এবং মৃত্যুর কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করে না। ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বাদ দিয়া জীবাত্মা নিজে ভোক্তা-বুদ্ধি করতঃ কামাকাঙ্ক্ষী মায়া দ্বারা এত যন্ত্রণা পাইয়াও ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে না পরন্তু মৃত্যুকে অবহেলা করে,—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা "আশ্চর্য্য"।

—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

ভব-পারের ভেলা

বদ্ধজীব-মাত্রেই মৎসর, পরশ্রীকাতর। এই মৎসরতাকেই জীব কাম ক্রোধ-লোভাদির ক্রিয়া-পুত্তলী হইয়া পড়িয়াছে। এই রিপুগণ সমুদ্রস্থ মকর-কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুর ন্যায় জীবের প্রাণসংহারের জন্য ব্যস্ত। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি কুম্ভীরাদির দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেরূপ বিপদগ্রস্ত হয়, কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ ষড়রিপুর আক্রমণে বদ্ধজীবের স্বতন্ত্রতা বিকৃত হওয়ায় ভবসাগরে পতিত জীবের পক্ষে ইহজগতে বাস করাও তদ্রূপ বড়ই ক্লেশকর হইয়াছে। এই দুঃখ-সমুদ্র হইতে নিস্তার লাভের জন্য জীবগণ অষ্টাঙ্গ-যোগ, কর্ম্ম জ্ঞানাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে বটে কিন্তু ভগবৎ-পাদপদ্মে অনাদর-হেতু বা সদ্গুরু-চরণাশ্রয় না করায় তাহাদের আশা ফলবতী হইতেছে না। তাহারা কৃচ্ছ্র সাধনাদি করিয়াও এই ভবসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণের সাধন ও সাধ্য—উপায় ও উপেয়ে ভেদ বর্ত্তমান থাকায় তথায় বিঘ্নের সম্ভাবনাই অত্যধিক। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে উপায় ও উপেয় স্বতন্ত্র নহে বলিয়া ইহাই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং ভক্তি ব্যতীত অন্য শুদ্ধাদি সাধন-প্রক্রিয়া জীবের অনর্থ নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না ইহাই শাস্ত্রবাক্য। এই শ্রেষ্ঠসাধন পন্থা গ্রহণ না করায় অর্থাৎ ভগবৎসেবা না করায় জীবের চিত্ত বিষয় ভোগ-বাসনার দ্বারা ব্যাকুল হইয়াছে এবং অসংখ্য ইতর বাসনার তাড়নায় সে কেবল যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছে। দেহ ও মনের আশ্রয়ে থাকিয়া ইন্দ্রিয়পরবশহেতু জীবের এই অবস্থা ঘটিয়াছে তাই সে সংসারে ডুবিতে বসিয়াছে। কৃষ্ণবিমুখতাই যখন এই অশান্তিরূপ দুঃখের কারণ তখন শ্রীবিগ্রহের সেবা এই ভূতাসক্তি হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ... পান দ্বারাই জীব বিষয়সাগরে মগ্ন হইতে রক্ষা পান, হরিলীলা কথনে ও শ্রবণে ... ... তখন ... ... ভোগময় জগতে আসক্তি-প্রতীতি থাকে না।

সমুদ্র পার হইতে হইলে যেমন সুদৃঢ় ও নিশ্ছিদ্র নৌকা এবং অভিজ্ঞ নাবিকের আবশ্যক হয়, সেইরূপ ভবসমুদ্র পার হইতে হইলে সুদৃঢ় তরণী বা কর্ণধারের ... ... অভাবজনক দুষ্ট হয়, ... ভবসমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেইজন্য আদৌ সদ্গুরুচরণাশ্রয় করা মানবের কর্ত্তব্য। কারণ, শ্রীগুরুদেবই ভব-সমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার এবং নামরূপই ভবসমুদ্রোত্তরণের পটুতর নৌকা এবং কৃষ্ণ-কৃপাই অনুকূল বায়ুস্বরূপ; সুতরাং সদ্গুরুর সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে কৃষ্ণভজনই যে ভবপারের একমাত্র ভেলা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। যাঁহারা এই শাস্ত্রবাক্যে অবহেলা করিয়া ... ... অন্য উপায়ে ভবসাগর পার হইবার ... করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

দ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তু মনুষ্যজন্ম সুলভ যিনি একমাত্র নিত্যবস্তু, যিনি নিজ কৃপাগুণে লাভ দ্বারায় পরিপূর্ণকাম, তিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, ... তদ্রূপ পরমেশের বিগ্রহকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয় সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মহামূর্খ বা অজ্ঞ, যেহেতু সে কুকুরের পুচ্ছ ধরিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। যে প্রকার সুদৃঢ় ভেলা ব্যতীত সমুদ্রোত্তরণ সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ পরমেশের বিগ্রহকে ত্যাগ করিয়া অপর দেবতাগণের আশ্রয়ে এই বিপদসঙ্কুল সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে।

আমার প্রার্থনা

গৃহহীনে গৃহ চায়, বিত্ত, বিত্তহীনে;
বিরহবিধুরা পতি, মন চায় দানে।
মর্ম্মের দংশনে ভক্ত, পাড়ায় ... ...,
খেয়াঘাটে মাঝি চায়, বিবাদে মোক্তার।
... ... কত কিছু চায় পরিজন;
আমি যেন চাই তব করুণার কণ।

(২)

পিপাসায় ... ... বারি বারি;
... ... সদা চায় ... ।
... ... ক'রে ... ...,
... ... ।
নিমীলিত নেত্রে যোগী ব্রহ্ম-চিন্তন,
আমি যেন চাই শুধু করুণার কণ।

(৩)

... পরিবর্ত্তন ... ...,
... ... মাঝি' ... ... ।
কবিতা লিখিতে ... ...,
... আরাধনা ... ...,
... ...,
আমি যেন ... ... করুণার কণ।

(৪)

... কিছু চাই চাই যেন ... ...,
... ... ।
সুখ চাই, শান্তি চাই, আজিকে সম্মান,
... সব, ... শ্রীগুরু-সেবন।
... ... পতিতপাবন,
আমি শুধু চাই তব করুণার কণ॥

—শ্রীইন্দুপতি ...

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আগামী বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশিষ্ট ।৶৹
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। শুকবচন ৷৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷৹
১২। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সানুবাদ (মাঝ) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন সানুবাদ (গোবিন্দভাষ্য) ৷৹
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দীপ-দিগ দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৩২। সাধন-কণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্চনকণ ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আচারকণ ৶১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৸৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। বর্ণিনবতী সাত্বতাম ৷৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৪৬। দ্বাদশ-স্তবাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। শিক্ষাষ্টক ৶৹
৫২। সংখ্যাবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৫৪। সজ্জন-সেবাশনপূজনম্ ৷৹
৫৫। স্তব-পুঞ্জ ৷৹
৫৬। সাধুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹
৬০। নামভজন ৷৹
৬১। রিলেজিয়াস ওয়ার্ক্স ।৶৹
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৬৪। এবাউট গৌড়ীয়মঠ উইথ্ কুইক ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ৷৹
৬৬। ভেদান্তিক প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনেলায়েড্ ডিক্শান ৷৹
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ২৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৭০। সাধন পথ ৷৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীসনাতনমঠ বাঁটপাড়া, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, চাতরা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারাণসী, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কর্ণধার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা, পোঃ ...কুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কড়িগুড়া, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার্ব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহিরে বর্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৯	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৯ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ মিঃ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। যাঁহারা ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর হইলে ১৫ই পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে ও পড়িবার আলোচনে যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীপ্রচেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, ষড়্‌দর্শন-শাস্ত্র প্রধান অধ্যাপক
পরাবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিত ভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং গৌরব লেখনীর অনুপম আশ্বাদন করিবার একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি শতগুণ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— জেন্সাম টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের

আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সমর নিরাময় নং ৭")। স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহারে মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসায় খরচ ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেকে ৮৲ আট টাকা মাত্র)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম্যানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৸০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১৷০
আর, পি, ডি,	১০৸৵০
এসবেস্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০
প্যাঃ তারের জাল ১৪ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৷৵০—৬৸৵০
„ গোলচু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵০
„ পয়াজে (চৌকা)	৬৷৵০—৬৸০
„গোল রড ৵০—৷৵০ সূতা ৫৵০—৫৸৵০	
„ টানা রড-	
চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
„ বাণ্ডিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বেনিয়ে মসলার দর

জিরা	২০৸১ ১৩৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	„
মরিচ	২১৸৵০	„
লবঙ্গ	৩৬৲	„
বড় এলাচ	২১৲	„
কিসমিস	১৫৷০	„
ছোট এলাচ	২৸৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২৷০	সের
মেথি	৪৷০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	„
খাবার সোডা	৬৲	„
পেস্তা	২৷০	সের
আমলকী	৩৷০	মণ
হরিতকী	৬৲	„
বহেড়া	৭৲	„
১নং খয়ের	১৫৲ ১৩৸০	
ইসবগুল	৮৲	„
কাঃ হরিতকী	৫৷০	„
দেশী সুপারি	১১৲	„
লঙ্কা	১৪৷০	„

ঘৃতের দর

গব্য	৫১৲	টাকা
যাতা	৩৯৸০	টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৪১ ২৪শে জুলাই ১৯৩৪

কৃষ্ণনগরে মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী

—:০:—

২১শে জুলাইএর কার্য্য

বঙ্গের মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী খান বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক এম্-এল্-সি মহোদয় গত ২১শে জুলাই শনিবার কলিকাতা হইতে বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় যাত্রা করিয়া ৩-৫৯ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হন। এই স্থানে উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এবং বিশিষ্ট জনগণ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন এবং মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী বাহাদুর তাঁহাদের সহিত পরিচিত হন। তিনি ৪-৫০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর টাউনহলে উপস্থিত হন। তথায় নদীয়া জেলার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় তিনি Circuit Houseএ Dinner Partyতে যোগদান করেন।

২২শে জুলাই

এই দিবস প্রাতঃ ৮-৩০ মিনিটের সময় মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী বাহাদুরকে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। তিনি ৯-৪৫ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজ হলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং সদর ইউনিয়ন বোর্ড সমিতির দ্বার উদ্ঘাটন করেন। বেলা ১২-২৯ মিনিটের সময় মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী বাহাদুর মোটরযোগে শান্তিপুরে উপস্থিত হন। শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। বেলা ৪টা হইতে ৫-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত তিনি মিউনিসিপ্যাল হাই ইংলিশ স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত থাকিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। ৫-৩০ মিনিট হইতে ৭-৩০ মিনিট—এই দুই ঘণ্টাকাল তিনি স্থানীয় জুনিয়র মাদ্রাসায় ছিলেন। এই স্থানে শান্তিপুর মুসলমান-সমিতি এবং যাবতীয় ইস্‌লাম লাইব্রেরী তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী বাহাদুর এই সময়ে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন এবং Afternoon Partyতে যোগদান করিয়াছেন। রাত্রি ৮টার সময় তিনি মোটরযোগে কৃষ্ণনগর পৌঁছিয়াছেন এবং রাত্রি ৮৷ টায় অধ্যাপক এইচ, সি, দত্ত মহাশয়ের গৃহে Dinner করিয়াছেন।

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড

—:০:—

ভাইসচেয়ারম্যান-পদে মৌলভী সামসুজ্জোহা

খান বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক সাহেব শিক্ষা-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান পদ পরিত্যাগ করিলে গত ২২শে জুলাই তারিখের সভায় মৌলভী সামসুজ্জোহা বি-এল মহোদয় ঐ পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। মৌলভী সামসুজ্জোহা ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলীর নাম এই পদের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল; মৌলভী সাহেব ১৫ ভোট এবং গাঙ্গুলী মহাশয় ১৩ ভোট পাইয়াছিলেন। আমরা মৌলভী সাহেবের সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কলিকাতায় গান্ধীজী

টাউনহলে অভ্যর্থনা

গত ২১শে জুলাই, শনিবার অপরাহ্ন ৪। ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত গান্ধীকে অভিনন্দন পত্র প্রদান উপলক্ষে কলিকাতা টাউনহলে এক মহতী সভা হইয়াছিল। কলিকাতা নাগরিকগণের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার শুভ্র খদ্দরে মুদ্রিত, চতুর্দ্দিক সোণালী ফুল সজ্জিত ও কর্পোরেশনের শিল্প চিহ্ন-খচিত একখানি মানপত্র একটি কারুকার্য্য খচিত রৌপ্যাধারে স্থাপন করিয়া গান্ধীজীকে প্রদান করেন। গান্ধীজী সভাস্থলে রৌপ্যাধারখানি নীলামে ৫০০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ও শম্ভু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটের বিশিষ্ট ধনী সওদাগর ঘনশ্যাম দাসের কারবারের শ্রীযুক্ত ভগবানপ্রসাদ পোদ্দার উহা ক্রয় করিয়াছেন।

এই অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষে টাউন হল অজস্র পুষ্প পতাকায় ভিতরে ও বাহিরে সুন্দররূপে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মঞ্চের পশ্চাদ্ ভাগে পদ্ম ও চরকা অঙ্কিত খদ্দরের বস্ত্র লম্বমান ছিল। উহার দুই দিকে শ্বেত, পীত ও সবুজবর্ণের পুষ্প দ্বারা রচিত দুইটী জাতীয় পতাকা রাখা হইয়াছিল। গান্ধীজী ও মেয়র একত্রে খদ্দরের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই অভ্যর্থনা-সভার প্রবেশ-পত্রের কড়াকড়ি ছিল বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ হলটি নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অল্ডারম্যান, কাউন্সিলার, প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডেপুটি, এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রভৃতি কর্পোরেশনের ব্যক্তিগণ ব্যতীত বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই অভ্যর্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দেশবন্ধুপার্কে

২১শে জুলাই শনিবার অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে সুবৃহৎ দেশবন্ধু পার্কে এক মহতী জনসভায় গান্ধীজী বক্তৃতা করেন। গান্ধীজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উক্ত পার্কে ও উহার আশে পাশে সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। এই সভার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে গান্ধীজী হরিজনগণের জন্য অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া কলিকাতার নগরবাসিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কলিকাতায় তিনি সর্ব্বসমেত ৭৫০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। গান্ধীজী শনিবার রাত্রিতেই কানপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

রংপুরে খানাতল্লাস

গোয়েন্দা পুলিশ শ্রীযুক্ত সরোজকুমার মজুমদার বি-এস-এর বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই। তাঁহার একটি ভ্রাতাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা জেলার কোনও গ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছে। যুবকটি স্থানীয় কলেজে বি-এস্‌সি ক্লাসে পড়িত।

---

৫০ হাজার পরিবার বিপন্ন

পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কোজলাওস্কি পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিয়াছেন, বন্যার ফলে ৫০ হাজার পরিবার বিপন্ন হইয়াছে

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৪১

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের পরিণতি দেখিয়া ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন সেদিন কমন্স সভায় সক্ষোভে বলিয়াছেন—"অন্যান্য রাষ্ট্রও আমাদের ন্যায় স্ব-স্ব অস্ত্র হ্রাস করিবেন, এই আশায় আমরা অস্ত্র হ্রাস করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, আমাদের অস্ত্রবল এত কমিয়া গিয়াছে যে, বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। অথচ অন্যান্য রাষ্ট্র ক্রমাগত অস্ত্রবল বাড়াইতেছে। এদিকে অস্ত্রবল-নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কে শীঘ্র কোন চুক্তি হইবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। এমন কিছু করা উচিত, যাহার ফলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ আমাদের বিমানবহর নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসী রাষ্ট্রের সমান হইতে পারে।" আন্তর্জাতিক শান্তি বৈঠক যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, তাহা বোধ হয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রকাশ, সর্দ্দার ভগৎসিংএর পত্নী শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর এই মর্ম্মে প্রচার করিয়াছেন যে, বোম্বাইয়ের অধিবাসীরা যদি পাঁচ দিনের মধ্যে আসামের ২০ হাজার বস্ত্রহীন নারীকে বস্ত্র যোগাইবার ব্যবস্থা না করেন, তবে তিনি অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর স্বচক্ষে বন্যাবিধ্বস্ত আসামের দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত উত্তর বিহারের অবস্থার চেয়েও আসামের অবস্থা শোচনীয়, অথচ দেশবাসী আসামের নরনারীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি আশানুরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে না। শ্রীযুক্তা অমৃত কাউরের স্বামী হাজতে বন্দিত্ব এবং এই জন্য তিনি অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতে এত বড় দাতা থাকিতে মহীয়সী মহিলাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে না। কেবল বোম্বাই নয়, ভারতের সকল প্রদেশের ধনী ও সহৃদয় ব্যক্তিগণ আসামের নর-নারীর দুঃখ-মোচনে অগ্রসর হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

অদ্ভুত যাদুকর

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, "দড়ির খেলা" দেখান সম্ভব কিনা, আজ পর্য্যন্ত কোনও যাদুকর দড়ির খেলা দেখাইয়াছেন কিনা, এই বিষয়ে সংবাদ পত্রে তীব্র আলোচনা চলিতেছে। একগাছি দড়িকে শক্ত বাঁশের ন্যায় খাড়া করান—ইহাই দড়ির খেলা। সম্প্রতি হিমালয় হইতে এক যাদুকর আসিয়া বলিতেছেন,—"আমি এই বিতর্কের অবসান করিব;—আমি দড়ির খেলা দেখাইব; আমার খেলা দেখিয়া অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করিবে, এবং বিশ্বাসী-দের আরও দৃঢ় হইবে।"

এই যাদুকরের নাম প্রফেসর হরনাম সিং গুপ্ত। তিনি রাওয়ালপিণ্ডির প্রফেসর হরি সিং গুপ্তের পুত্র। বিগত শতাব্দীর আশীর দশকে প্রফেসর হরি সিং গুপ্ত বিখ্যাত যাদুকর বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

প্রফেসর হরনাম সিং গুপ্ত বলেন, তাঁহার পিতা ১৮৯৮ সালে নানা প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরে দড়ির খেলা দেখাইয়া-ছেন; কিন্তু তিনি নিজে আজ পর্য্যন্ত এই খেলা দেখান নাই; কারণ এই খেলা বিপুল ব্যয়সাধ্য—৫০০ টাকার বেশী খরচ পড়ে। বোম্বাইয়ের জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ী তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, এই খেলা দেখাইতে পারিলে তাঁহাকে ৮০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কিন্তু এখনও কোনও চুক্তি হয় নাই। প্রফেসর হরনাম সিং গুপ্ত বলেন, আগামী আগষ্ট মাসেই তিনি দড়ির খেলা দেখাইবেন।

লণ্ডনের ম্যাজিক সার্কেলের জনৈক সদস্যও নাকি তাঁহাকে দড়ির খেলা দেখাইবার জন্য ৫০০০০৲ টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছেন। কথাবার্ত্তা পাকা হইলে আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি বিলাত যাত্রা করিবেন।

"দড়ির খেলা" কাহাকে বলে, এই বিষয়ে যাহাতে ভবিষ্যতে কোনও গণ্ডগোল না হয় তজ্জন্য পূর্ব্বেই সমস্ত কথা খোলসা করিয়া রাখিবার জন্য প্রফেসর হরনাম সিং গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করা হয়, —"দড়ির খেলা বলিতে তিনি কি বোঝেন?" তিনি বলেন,—"আমি একগাছি আসল ম্যানিলা দড়ি লইয়া উহাকে বার ফুট উঁচু করিয়া খাড়া করাইব। দড়ি খুঁটির মত দাঁড়াইয়া থাকিবে। তারপর আমার আদেশক্রমে আমার সহকারিণীটি দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিবে—দড়ি এক চুলও নড়িবে চড়িবে না। ইচ্ছা হইলে দর্শকগণ দড়িগাছি ও সাহায্যকারিণীকে পরীক্ষা করিতে পারেন,—আমার কোনও আপত্তি নাই।"

কিন্তু ইহাও চরম বিস্ময় নহে;—প্রফেসর হরনাম সিং গুপ্ত বলেন, "আমা-র যাদু দর্শকগণের পক্ষে অসহ্য না হয়, তাহা হইলে আমার সহকারিণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নীচে লাফাইয়া পড়িবে এবং মাটিতে পড়িয়া সে আবার সম্পূর্ণ মানুষ হইবে।"

চয়নিকা

বিস্ফোরক-চূর্ণ তৈয়ার হয়—চকোলেট, রবার, মদ, কাঠ, দুধের চাঁচি বা ঘন ক্ষীর, কাগজ, চিনি ও চিনি হইতে।

বোর্ণিওর এক জাতীয় টিক্‌টিকি—দেহ ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ—ল্যাজের দৈর্ঘ্য ১৮ ইঞ্চি। জলের বুকে পিছনের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া এ টিক্-টিকি অনায়াসে চলিয়া বেড়ায়—জলে ডোবে না।

বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহে আশি লক্ষ পাউণ্ড মজুত আছে—এ টাকার দাবীদার নাই। ছোট ছোট বহু লোকের হিসাব জড়াইয়া এই মোট টাকা দাঁড়াইয়াছে। এ সব হিসাবের মালিকদের এ যাবৎ কোনো পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

জোহানেসবার্গের উপকণ্ঠে বিজ্ঞানী প্রদেশে কালো রঙের একজাত 'বেঙে' মুষিকের উৎপাত বাড়িয়াছে। সাধারণ 'বেঙে' মুষিকের চেয়ে এগুলো প্রায় তিনগুণ বড়; কুকুর বিড়ালকে এ-বহুর গ্রাহ্য করে না—এবং ইহাদের দংশনে আছে তীব্র বিষ।

কানাডায় সম্প্রতি নারী-মুষ্টিযোদ্ধা পালোয়ানদের মুষ্টি-যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে জিতিয়াছেন দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসিনী কুমারী ডট্ মার্ক্ লণ্ডন ও কানাডা নিবাসিনী কুমারী জুন বিলসন্। ইহাদের কসরত দেখিয়া কানাডা-বাসী ইহাদের খেতাব দিয়াছেন।

পোল্যাণ্ডের সরকারী জল্লাদ যে ফাঁসি লটকায়, তাহাকে পদত্যাগের নোটিশ দিয়াছে। হেতু—তাহাকে ব্যায়ামবীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জল্লাদ বলিতেছে, তাহাকে ব্যায়াম-বীর বলিলে তাহার অপমান হয়—ব্যায়াম বীরেরা নিরক্ষর নয়!

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি ভীষণ বন্যা হইয়াছিল। বন্যার জল সরিলে কালগুর্লি নামক সহরের রাজপথটিকে দেখা গেল—স্বর্ণ মণ্ডিত। বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়া বলিতে-ছেন, যে সমস্ত রাস্তায় টার-ম্যাকাডামে বাঁধাই করা হয়,—(কয়েক বৎসরের কথা)—তখন পথে যে নুড়ি-পাথর দেওয়া হয়, সে নুড়ি পাথরগুলি লওয়া হইয়াছিল এক গোল্ডো স্বর্ণখনির খোয়াপাথর হইতে।

জার্ম্মাণীরা যে-সব উপনিবেশ ইংরাজের হাতে হারাইয়াছে, সেগুলি সম্প্রতি এক ঔষধের উপাদান বিনিময়ে ফিরিয়া চাহিতেছে। ও ঔষধে নিদ্রা-রোগ আরোগ্য হয়। এক ফরাসী রাসায়নিক নাকি গবেষণার দ্বারা এই ঔষধের উপাদান তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন—এজন্য জার্ম্মাণীর নাকি একটু আতঙ্ক জন্মিয়াছে।

মক্কুরের ডাক এক মাইল দূর হইতে শুনা যায়। সব চেয়ে 'চাঁচাড়ে' পাখী কাকাতুয়া। একটি কাকাতুয়া এমন রব তুলিতে পারে, যে রবের কাছে তখন 'হর্ণ' ধ্বনি ম্লান হইয়া পড়ে। বেল্‌জিয়মের চিড়িয়াখানায় একটি কাকাতুয়া আছে—তার আকার পায়রার চেয়ে বড় নয়। সে যখন রব তোলে মনে হয় যেন কে সজোরে লোহা পিটিতেছে।

ক্ষিপ্ত শৃগালের অত্যাচার

কাশী হইতে প্রকাশ, মীর্জ্জামুরাদ থানার নিকটে এক পাগলা শিয়াল ৫২ জন লোককে কামড়ায়। তাহাদের প্রায় সকলেই কাশী হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। কয়েকজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

করাচী হইতে প্রকাশ, এক খেপা শিয়াল ১৬ জন লোককে কামড়ায়, পরে উহাকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত শৃগাল ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ঘরের বাহিরে নিদ্রিত ভৃত্যদিগকে কামড়ায়। পরে ঐ শৃগাল রেলষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া এক জন চৌকীদার ও তিনজন রেলকর্ম্মচারীকে দংশন করে। অতঃপর শিয়ালটি এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে গিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে তাহাকেই কামড়াইয়াছে।

কাশী হইতে প্রকাশ, ক্ষিপ্ত শৃগালের অত্যাচারে কাশীর অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ৩০ দিনের মধ্যে শৃগালে দংশনে ছয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। হাসপাতালে চিকিৎসিত ব্যক্তিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

আমেরিকায় অনাবৃষ্টি

আমেরিকার মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে সাতাশ দিন ধরিয়া বৃষ্টির দেখা নাই। উত্তাপে কয়েকজন লোক মারা পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২৭ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৪শে জুলাই ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ১২৩শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পাবনায়

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৯শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই বুধবার তত্র সাহাজাদপুর-নিবাসী শ্রীনদীয়া-বিনোদ সাহা মহাশয়ের বাটীতে 'সনাতন-ধর্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্তপ্রথম স্বামীজী মহারাজের আদেশক্রমে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় ঐ বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা-প্রদানমুখে বলেন—আমরা অনেক সাধন ভজন করি, ধর্ম করি কিন্তু তাহাতে যদি হরি আরাধিত না হন তাহা হইলে সেরূপ সাধন-ভজন দ্বারা আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। বেদে, রামায়ণে ও অন্যান্য সাত্বত-শাস্ত্রে একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়াছেন।" হরিভক্তই একমাত্র সাধু অর্থাৎ সদ্বস্তুর অনুশীলনকারী। ইহা ব্যতীত অপর কেহ সাধু হইতে পারেন না। কারণ, শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

———

শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অপর সকলেই যোগী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বা ভণ্ড। ইহারা সকলেই প্রেয়ঃকামী। সুতরাং যাঁহারা শ্রেয়ঃ বা মঙ্গলকামী তাঁহারা কখন ঐসকল ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করিবেন না।

———

পরমার্থ লাভ করিতে হইলে সদ্গুরু-পদাশ্রয় একান্ত আবশ্যক। যেকাল পর্য্যন্ত জীবের সদ্গুরুপাদপদ্ম-দর্শন-লাভ ভাগ্যে না ঘটে সেকাল পর্য্যন্ত জীবের কৃষ্ণেতর বিষয়প্রীতি থাকে। অন্ধ বিশ্বাসে অগুরুকে গুরু বলিয়া বরণ করিলে আমাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া গুরুকর্ণধারের আশ্রয়ে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়াই মনুষ্যজীবনের একমাত্র প্রয়োজন। সে-বিষয়ে উদাসীন হইলে আমরা আত্মঘাতী হইব। আমরা যদি পণ্ডিত হই কিন্তু কিসে বন্ধন হয় এবং কিসে মুক্তিলাভ হয় সে-বিষয়ে যদি অনভিজ্ঞ থাকি তবে সেরূপ পাণ্ডিত্যের কোন মূল্যই নাই।

তৎপরে স্বামীজী মহারাজ ঐ সম্বন্ধে আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বলেন—যিনি বাস্তববস্তুর সন্ধান দান করেন তিনিই সদ্গুরু। যাবতীয় জীবকুল যে একমাত্র ভগবানেরই আশ্রিত, এই কথা শিক্ষা দিবার জন্য ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ গৌরসুন্দর জগজ্জীবের ভাগ্যে উদিত হইয়া নিজে আচরণ ক'রয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥"

———

পাটনায়

বিগত ২রা শ্রাবণ পাটনা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আলোচিত হয় যে, অনায়াসে মরণ, বিনা দুঃখে জীবনযাপন, কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণস্মরণ ব্যতীত কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ অন্য কোন স্বতন্ত্র চেষ্টা দ্বারা উহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী জীবমাত্রেরই একান্ত কৃষ্ণৈকশরণ সাধুসঙ্গে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে কৃষ্ণানুশীলন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত শুদ্ধভক্তি-লাভ ত' দূরের কথা, ভক্তির দ্বারে প্রবেশই জীবের হয় না। তাই সর্ব্বশাস্ত্র তারস্বরে সাধুসঙ্গের মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গে কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
অসাধু সঙ্গেতে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ সদা মুখে বল হরি।"

———

শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে বিরহতিথি-পালন

গত ২৬শে আষাঢ় গৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহতিথি পূজা শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-বিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়।

অতঃপর অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা হইতে সমবেত ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে যথাক্রমে গুরু-পরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব-নাম কীর্ত্তন করেন। অনন্তর

'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এদাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥'

—এই পদটী কীর্ত্তনের পর মঠরক্ষক মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ বনবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ বি-এল মহোদয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অত্যুজ্জ্বল চরিত্র ও দান সম্বন্ধে একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে তিনি এরূপ সংকীর্ণতা বা দম্ভের কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—'যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।' কৃষ্ণ-উপদেশ দিয়া কৃষ্ণের সেবায় সকলকে নিযুক্ত কর। দুনিয়ার সকলকে 'হরিজন' করিয়া দাও। সকলের কণ্ঠে তুলসীর মালিকা দাও এবং দ্বাদশ অঙ্গে হরিমন্দির অঙ্কিত কর, তাহাদিগকে হরিনামে রুচিবিশিষ্ট কর, সর্ব্বক্ষণ যাহাতে হরির কথা স্মরণ হয় তাহার ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তাহাদের দুষ্কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি আর থাকিবে না সকলের নিত্যকল্যাণ সাধিত হইবে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ জীব-সেবার কথা বলেন না। 'সেবা' বলিলে সেব্যের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা বুঝায়। বদ্ধ-জীবের ত' কুপথ্যেই রুচি। তাহার সেবা করিলে, তাহার ইচ্ছানুযায়ী তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যবস্থা করিলে, তাহাকে আরও নিরয়ের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে তা'র কি কল্যাণ হইবে? মহাপ্রভু ও ভক্তগণ 'জীবে দয়ার' কথা বলেন—জীবে হরিসেবা বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিবার কথা বলেন। কিন্তু নিজে 'হরিজন' না হইলে, হরিজনের চরণে মস্তক বিকাইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত না হইলে জগতের একটিকেও 'হরিজন' করা যাইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ বামন, গৌরাব্দ ৪৪৮

নিষ্কিঞ্চনের বিত্ত

ধন জন-পাণ্ডিত্যাদি জাগতিক কোন কিছু যাহার নাই, এইরূপ কড়াকিয়ার যাহার নাই তিনিই নিষ্কিঞ্চন। যাঁহার কিছুই নাই এতাদৃশ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির বিত্তের কথা শুনিয়া আমরা হয় ত' অবাক্ ও সন্দিগ্ধ হইতে পারি কিন্তু স্থিরভাবে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলেই আমাদের এই ভ্রম অপসারিত হইবে।

———

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্‌কে শাস্ত্রে অনেক স্থলে নিরাকার বলিয়াছেন। নির্বিশেষ ভগবান্‌কে নিরাকার বলা বা নিষ্কিঞ্চনের বিত্ত আছে বলা প্রায়ই এক তাৎপর্য্যপর। ভগবান্ যদিও সাকার তথাপি পাছে বদ্ধজীব আমরা তাঁহাকে আমাদের ন্যায় প্রাকৃত আকারবিশিষ্ট মনে করিয়া নরকে যাই, তজ্জন্য সেই অপরাধ বা ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই শাস্ত্র নিরাকার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নিরাকার-অর্থে যাঁহার প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদি নাই কিন্তু যিনি চিন্ময় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সেই ভগবান্ নিরাকার অর্থাৎ তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, নিত্য ও সনাতন—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য।

———

নিষ্কিঞ্চনের বিত্ত—ইহার অর্থও কতকটা তদ্রূপই। ইহার অর্থ এই যে, যিনি নিষ্কিঞ্চন তাঁহার জাগতিক অনিত্য ধনাদি নাই বটে কিন্তু যে নিত্য ধন কখনও নষ্ট হয় না, সেই পরমার্থ নিত্যধনে তিনি ধনী অর্থাৎ তাঁহার বিত্ত অফুরন্ত, অবিনশ্বর ও আনন্দময়।

———

অনিত্য ও নিত্য ভেদে ধন বিবিধ। যে ধন চিরকাল থাকে না, যাহা ক্ষণস্থায়ী সেই মায়িক ধন-জন-পাণ্ডিত্যাদিই অনিত্য ধন মধ্যে পরিগণিত। আর যে ধন অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, যে ধন হইতেই এই অনিত্য ধনের উৎপত্তি, স্থিতি বা নাশ, সেই পরম ধন -পরমার্থ-ধন কৃষ্ণ বা কৃষ্ণরূপ শ্রীগুরুদেবই নিত্য ধন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। এই কৃষ্ণধন ব্যতীত যাহা যাহা কিছুই অন্য বা কৃষ্ণেতর ধন—অনিত্য ধন। এই অধনই জীবের বন্ধনের হেতু। অহঙ্কার অপব্যবহার বশতঃ কৃষ্ণে-বিস্মৃত বা কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবগণ ভোগাসক্তিপ্রযুক্ত এই জগতে অনিত্য ধন-জনাদিলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। বিত্তায় অভাবে অবিত্তাগণের ন্যায় কৃষ্ণস্মৃতির অভাবেই মায়াস্মৃতি—জাগতিক ধনজনাদি-স্মৃতি প্রবল হইয়া জীবকে অশান্তি-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে। সেইজন্য বদ্ধজীবের আশা মিটে না। নিত্য নবনব ধনাশা, পুত্রাশা, প্রতিষ্ঠাশা, পাণ্ডিত্যাশা জীব-হৃদয়ে উদিত হয়।

বদ্ধজীবগণই এই অনিত্য ধনাদির আশা করেন। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্য সেবক এবং কৃষ্ণই জীবের একমাত্র ধন, জীবন, ভূষণ ও বান্ধব-স্বরূপ। তাই তাঁহারা কৃষ্ণধনে ধনী হইবার জন্য সতত হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাপর, শান্ত ও পরমানন্দিত। অনিত্য ধনাদির আশা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না বলিয়া তাঁহাদের এতাদৃশী আনন্দপ্রদায়িনী বিমল অবস্থা। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ যে অনিত্য ধনাদির কাঙ্গাল নহেন তাহা প্রদর্শনকল্পে ভক্তাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি-জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

"ধন মোর নিত্যানন্দ, প্রাণ মোর গৌরচন্দ্র"—ভক্তের এই প্রাণস্পর্শিনী বাণীই তাঁহাদের অদ্ভুত বিত্তের কথা আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত—শরণাগত ভক্তগণ যে এ জগতের কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না, তাহা আমরা শ্রীবাস পণ্ডিত, খোলাবেচা শ্রীধর আদির চরিত্রেই দেখিতে পাই। এই ভক্তগণ পরমানন্দরসধাম শ্রীকৃষ্ণধনে ধনী হইয়া সতত কৃষ্ণসেবায় মত্ত এবং সেবানন্দে মত্ততা-প্রযুক্ত তাঁহাদের দুঃখাদির অনুভূতি একেবারেই নাই। তাই শাস্ত্র বলেন,—

> "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
> নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দসুখ॥"

আমাদের ধারণা—যাঁহাদের অর্থাদি নাই তাঁহারাই দরিদ্র ও দুঃখী; কিন্তু কৃষ্ণধনে যাঁহারা বঞ্চিত তাঁহারাই দরিদ্র ও নিত্যই দুঃখশোকাক্রান্ত—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

> "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
> দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

———

কৃষ্ণেতর বস্তুতে বদ্ধ বা সম্পৎ-জ্ঞান হইতেই জীবের ধন-জনাকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি বা জড়জগতে 'আমি আমার' বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিসেবোন্মুখ-বুদ্ধিতে চতুর্দ্দশ-ভুবন এই দেবীধামের কোন জড়ীয় সম্পৎ জীবস্বরূপ আবরণ করিতে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য নিষ্কিঞ্চন ভক্ত কৃষ্ণসম্পৎ-প্রাপ্তির আশায় কৃষ্ণেতর কোন বস্তুতে 'অহংমমতা'-ভাবের আরোপ করেন না। শ্রীভগবান্ বদ্ধজীবের ন্যায় বিষয়-ভোগ করেন না। আবার বদ্ধজীবও তাঁহাকে বিষয়জ্ঞানে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবান্ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন, তিনি চিন্ময়-বিষয়েরই একমাত্র ভোক্তা এবং চিন্ময়-স্বরূপ-সম্বন্ধ জীবের চিদিন্দ্রিয়ের একমাত্র সেব্য। সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত যখন ভক্তের আর কেহ নাই বা কিছুই নাই এবং ভক্ত ব্যতীত যখন কৃষ্ণের আপনার আর কেহই নাই তখন নিষ্কিঞ্চন ভক্তের একমাত্র বিত্ত যে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

[গত ৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই রবিবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "হরিজন"-সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায়ুসন্ধিৎসু সজ্জন ব্যক্তিমাত্রেই এই বক্তৃতা শ্রবণে "হরিজন"-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। বক্তৃতার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

প্রত্যেক শব্দেরই তিন প্রকার রূঢ়ি আছে—অজ্ঞ-রূঢ়ি, সাধারণ-রূঢ়ি এবং বিদ্বদ্‌-রূঢ়ি। যেমন 'ইন্দ্র' বলিলে অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার পল্লীর কোন লোককে বুঝিয়া থাকেন, আর তাঁহা অপেক্ষা যাঁহার জ্ঞান কিছু অধিক তিনি 'ইন্দ্র' শব্দে স্বর্গের দেবতাকে বুঝিবেন। আবার ইহা অপেক্ষাও যিনি অধিক সংবাদ রাখেন—যাঁহার উপনিষদ্, শ্রুতি ও বেদান্তাদির জ্ঞান আছে তিনি 'ইন্দ্র'-শব্দে—সর্ব্বাপেক্ষা যিনি ঐশ্বর্য্যবান্, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মায়াধীশ পরমেশ্বর তাঁহাকেই বুঝিবেন। এই প্রকার 'হরিজন' শব্দেরও তিন প্রকার রূঢ়ি বা বৃত্তি আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার অনুসারে এই শব্দের বিচার করিয়া উহার অর্থ গ্রহণ করেন। শব্দের বৃত্তির মধ্যে যেটি সাধারণের নিকট কোন কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাঁহারা তাহা দ্বারা সেইরূপই বুঝিয়া থাকেন। শব্দের প্রকৃত অর্থ মানবের ভোগ-পিপাসা-মূলে ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া পড়ে।

'হরিজন'-শব্দ বৈষ্ণবশাস্ত্রেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। হরির যিনি আপনার জন, হরি যাঁ'কে আত্মসাৎ ক'রেছেন এবং হরিকে যিনি আত্মসাৎ ক'রেছেন তিনিই হরিজন। হরিজন হরির Associated Counterpart, সুতরাং হরিজনে হরির সকল গুণ বর্ত্তমান। হরি যেমন নিত্য, হরিজনও সেইরূপ নিত্য; হরি যেমন পবিত্র, হরিজনও সেইরূপ পবিত্র; হরি যেমন সচ্চিদানন্দময়, হরিজনও সেইরূপ সচ্চিদানন্দময়, হরি যেমন সকলের আরাধ্য ও পরম-পাবন, হরিজনও সেইরূপ সকলের আরাধ্য ও পরমপাবন। সুতরাং হরিজনের চরণধূলিতে স্নাত হইতে পারিলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে—আমাদের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে। হরিজনকে আমরা দয়া করিতে পারি না, হরিজনের চরণে শরণাগত হইলে তাঁ'রা আমাদিগকে দয়া করেন।

———

বর্ত্তমানে 'হরিজন' বলিতে নীচকুলোদ্ভূত শ্রমিকব্যক্তিগণকে সাধারণ লোক বুঝিয়া থাকেন। 'হরিজন' কোন কুলের অপেক্ষা করেন না। তিনি যেকোন কুলে, যেকোন যোনিতে উদ্ভূত হইয়া প্রতি-নিয়ত ভগবৎ-সেবাতৎপর থাকেন। ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অত্যন্ত নীচ-কুলে জন্মলাভ করিলেও তিনি 'হরিজন', আবার ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হইয়া ব্রহ্মার পদ লাভ করিলেও কোন ব্যক্তিকে 'হরিজন' বলা যাইবে না। স্বরূপে যদিও সকলে নিত্য কৃষ্ণদাস, সকলেই হরিজন, তথাপি হরিবিমুখ-অবস্থায় তাঁহাদিগকে হরিজন বলা হয়। দরিদ্র নারায়ণ বলিয়া একটী কথা বর্ত্তমানে চলিতেছে, দরিদ্র আর নারায়ণ হইতে পারেন না। দরিদ্রের ভিতর নারায়ণ আছেন, কিন্তু তাই বলিয়া দরিদ্র নারায়ণ নহেন। সেইরূপ হরিজন কখনও হইতে পারেন না। হরিজন নীচ—এই কথা বলিলে ইহা সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অলীক হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান যুগে নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে 'হরিজন' আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে যেভাবে সমাজে উঠাইবার চেষ্টা চলিতেছে তাহার মূলে ভোগবুদ্ধিই বিরাজিত। ইহাতে যাহাদের প্রতি সহানুভূতির ভাব দেখাইবার অভিনয় হইতেছে তাহাদেরও বাস্তবিক কল্যাণ সাধিত হইবে না এবং যাঁহারা এইরূপ সহানুভূতির ভাব প্রদর্শন করিতে চান তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইবে না; বরং দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিলে সেই সর্পই যেরূপ পোষণকারীকে দংশন করিতে উদ্যত হয়, এই চেষ্টার ফলও তদ্রূপেই পরিণত হইবে।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীধামে অধোক্ষজের আবির্ভাব

দুই ভাই বলি'
চিত্রদল কালি'
'মা ভৈঃ মা ভৈঃ' বলি'
উদাত্ত-স্বরে।

হের আজি নর
ফিরে প্রতি ঘর
ভক্ত-অনুচর
হরষ-ভরে॥

অতি দীনবেশ
নাহি ভয় লেশ
নিখিলেতে শেষ
প্রতীপে করে।

বিজয়-বিষাণ
বিজয়-নিশান
সদা শোভমান
তাঁদের করে॥

যত ভক্তিশায়
অশোষ মহায়
বিপুল ঐক্য
যাহার দাপে।

মৃদঙ্গ বাদনে
মহারোল তুলে
নামাদি-কল্লোলে
বসুধা কাঁপে॥

তাঁহাদের রাজা
অতি মহাতেজা
সে রাজার পূজা
যেমন করে।

পূজে গুণ গায়
তাঁরা সবে তাঁয়
আপন সভায়
লয় সাদরে॥

(আর) যেই দুরজন
কৈতবে মগন
শমন যমন
তাদের প্রভু।

তাঁর নাহি মানে
তাঁর গুণ-গানে
আসক্ত মননে
করে না কভু॥

মোহ-ঐরাবতে
দারুণ আঘাতে
কত নানামতে
ক'রেছে মারে।

হ'য়ে হতজ্ঞান
যে অভাগা জন
চির ম্রিয়মাণ
ভবের ঘোরে।

বন্দী যেই নর
কলি-অনুচর
ভোগ-বাসনায়
নিধন করে।

কাম-দুর্জনরে
অষ্ট প্রহরে
হতাহত করে
মদন মারে॥

তার রক্ষিবারে
দূরে অকাতরে
ল'য়ে মুণ্ডকরে
অক্ষয় তূণ।

কাম-শর হ'তে
রক্ষি' সাবহিতে
জয় তারে গেছে
রাজার গুণ॥

অতাথম তারে
দু-উচ্চ করে
শাস্ত্রযুক্ত ধীরে
ক'রে নিপুণ।

হয় সেই জন
ভকত সুজন
ভুবনপাবন
অতি করুণ॥

তাঁদের রাজার
করয়ে কিঙ্কর
দাসাধম তার
বলে নিজেরে।

মূল্য না মাগয়
শেষে তাঁর পায়
আপনা বিকায়
আপন করে॥

উত্তরি' স্বরণে
বিপুল তরঙ্গে
তারিছে যেভাবে
গিয়ে ওপারে।

জানায়ে ম-ঈশে
জাগালে বুটিশে
স্বীয় নিত্যবাসে
নিতেছে ফিরে॥

ছিল অচেতন
চির বিস্মরণ
জাগাল বুটন
ভোগান্ধ-কূপে।

প্রধানি' সম্বিৎ
কৈল আলোকিত
তমাবৃত চিত্ত
ভক্তি-প্রদীপে॥

ভকতি-হৃদয়ে
প্রধানি' শোধয়ে
বেদ না মানিয়ে
নাস্তিক যারা।

আচার্য্য-পদেতে
নিয়ে করুণাতে
নাম উদ্ধারিতে
নাশি' অপরা॥

গৌর-ধাম-নাম
গৌর-বাণী-কাম
কৈল সম্পূরণ
ভুল ভাঙিল।

মোহ-দাবাগুণে
বিদগ্ধ ভুবনে
প্রচার-প্লাবনে
সিক্ত করিল॥

কিন্তু তবু হায়
কৈল দুষ্টচয়
উলূকের প্রায়
চিরবিমুখ।

সত্য না মানিল
অলীকে মজিল
কূপে ডুবে র'ল
কূপ-মণ্ডূক॥

সাজিতে সেবক
সাজিল সে বক
না সেবি' জনক
নারকী জন।

ব্রজেশে ভজিতে
গোপী-প্রণালীতে
(হ'ল) নিজেই মুখেতে
ব্রজমোহন॥

মায়াপুর ধাম
তাহে ক'রে বাম
অনায় অধাম
প্রচার কাজে।

ত্যজি' নামগান
গাহে ছড়াগান
বর্ণে গণ্ডগ্রাম
শ্রীধাম নামে॥

অমিত তেজস্বী
আচার্য্য বিধ্বংসি'
বিড়াল তপস্বী
বৈষ্ণব নামে।

হ'তে চায় খ্যাত
এত ভাগ্যহত
কাক পরিচিত
কোকিল নামে॥

মার্জ্জারের করে
চাকে ঝিঁঝিঁবারে
খদ্যোৎ প্রসরে
কি প্রভূতি।

কালের কুটিল
গতি সুকঠিন
কিসে কোথা মিল
বুঝিতে নারি॥

হেন বিদ্রোহীতা
ল'য়ে দীনচেতা
হৃদ-হৃদে ব্যথা
জানিল হেরি'।

যাবে অবিশ্বাস
করিবারে নাশ
হ'ল পরকাশ
আজি শ্রীহরি॥

শ্রী-ভূ শকতি
লইয়া সংহতি
শ্রীমন্দির ভিত্তি
খননকালে।

শ্রীমায়াপুরেতে
চতুর্ভুজ হাতে
জগ বিনাশিতে
বঞ্চক খলে॥

'হরি ও' যেখানে
তুলসী-কুঞ্জে
নামগান সনে
স্থাপিল বিধি॥

গৌর-প্রাকট্য
মৃত্তিকা শোধিত
শ্রীমূর্ত্তি উদ্ভূত
সঠিক তথি॥

শ্রীশচী-অঙ্গন
মায়াপুর নাম
'মিঞাপুর' গ্রাম
বলিয়া যারা।

চির অপরাধী
ছিল চক্ষু মুদি'
"অধোক্ষজ" নিধি
দেখুক তারা॥

তাদের শরণ
কণ্টকের বন
বুঝিল মানব
মরণ তরে।

হিন্দু অহিন্দুতে
উৎসুক-চিতে
হেরিল আঁখিতে
শ্রীমূর্ত্তি বরে॥

আকাশের গায়
কার পেতে হায়
চাঁদ ধরা যায়
কোথায় কবে।

মাণির বাঁধন
অজাগলস্তন
হয় কি কখন
কাজের তরে॥

জৈমিনি জৈমিন
দুষ্টেন দুর্নীত
যত দুরমতি
দগ্ধ-কপাল।

আপন শোধন
না ভাবে কখন
ঈর্ষা-পরায়ণ
দোষী চিরকাল॥

আমিও তেমন
অতীব দুর্জন
তাদের শরণ
লয়েছি সুখে।

কে হরিজনে
দানকে 'দাস'
করিবে বরণ
শোধি' বিমুখে॥

তুমি কৃপাময়
যদি তব পায়
অসূয়া বিলয়
দীনের কর।

লীলা-পারিপাটি
দেখবার বিধি
দাও মোর দৃষ্টি
সকল ঘোর॥

'আমি ও বৈষ্ণব'
কেন এই ভাব
শুধু যে কৈতব
তাহঃ শঠতাও।

এ দাসে অন্তরে
চিরদাস ক'রে
'অধোক্ষজ'-বরে
সেবিতে দাও॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
- একাদশ স্কন্ধ ৯৫৫৭ পরিমিত ।৶
- ৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
- ৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ৲
- ৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
- ৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
- ৭। শুদ্ধনবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ।৹
- শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
- ঐ (আবাঁধা) ৸৹
- ৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
- ঐ (বাঁধা) ২৲
- ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
- ১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
- ঐ (বাঁধা) ৲
- ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
- ১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।৹
- ১২। মুক্তিমর্দ্দিকা গৌরকৃষ্ণ সাহবাব (মাদ্ধ) ২৲
- ১৩। বেদার্থতত্ত্বসার সাহবাব বাধাপ্রভীর) ।৹
- ১৪। বৈষ্ণব ২৲
- ১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
- ১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
- ঐ (বাঁধা) ৸৹
- ১৮। দ্বীপ-ভিন্ন বর্ণন ৶৹
- ১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
- ২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
- ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
- ২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
- ২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
- ২৩। গীতমালা ৴১০
- ২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
- ২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
- ২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶৹
- ২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
- ২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
- ২৯। শরণাগতি ৴
- ৩০। গীতাবলী ৴
- ৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।৹
- ৩২। সাধনপথ ৴
- ৩৩। প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
- ৩৪। নবদ্বীপশতক
- ৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴৹
- ৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
- ৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
- ৩৮। আত্মতত্ত্ব ৫৴
- ৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹
- ঐ (আবাঁধা) ৷৶৹
- ৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
- ৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
- ৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ঐ (আবাঁধা) ৸৹
- ৪৩। বলিমর্দনী সাহবাব ।৹
- ৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
- ৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
- ৪৬। ভক্তমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
- ৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
- ৪৮। গোড়ারমঠ কি করেন? ৴৹
- ৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
- ৫০। শ্রী নবনেশ্বর ৶৹
- ৫১। শিক্ষাষ্টক ৶৹
- ৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিধিরবঃ ।৹
- ৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
- ৫৫। শুদ্ধ-স্তব ।৹
- ৫৬। মাধুর্য্য-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
- ৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠচঃ ৴৹
- ৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
- ৬০। নামভজন ।৹
- ৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶৹
- ৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
- ৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
- ৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
- ৬৫। দি ভাগবত ।৹
- ৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।৹
- ৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।৹
- ৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
- ৭০। সাধন পথ ।৹
- ৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
- ৭২। গীতাবলী ৴৹
- ৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

- ১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
- ২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
- ৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
- ৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
- ৫। মাতৌর সমাধি-পাট ঐ
- ৬। শানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
- ৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
- ৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
- ৯। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
- ১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
- ১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
- ১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ কাঁকসা বর্দ্ধমান
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
- ১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, ঢাকা,
- ১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
- ১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
- ১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
- ১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
- ১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরকালী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
- ২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
- ২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
- ২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
- ২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
- ২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
- ২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্ব্বত, পুরী।
- ২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
- ২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণকুণ্ডা, পোঃ ঝিকড়গাছা, যশোহর।
- ২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কচৌড়িগলি, বারাণসী সিটি।
- ২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
- ৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
- ৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
- ৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
- ৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
- ৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
- ৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
- ৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
- ৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
- ৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
- ৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি জয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাকে ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাঁহারে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৩	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৫৫.
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	+ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্ব্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-পত্র-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে ও পঠিবার আলোচনা যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ-ষড়্‌দর্শনতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-বাচস্পতি প্রধান অধ্যাপক পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় গৌড়ীয় ও বিদ্বৎসভা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ক্ষেপসায় টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার ভাষাবিদের সমবের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সমর বিজয় নং ১")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রাদ্যা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

লিউ হেল্‌থ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেন্ট ৬)

লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷৹
পাটনাই (মরেশ)	৩৸৹—৪৲
বালা বাঁকতুলসী (মরেশ)	৫৷৹
বালাম	৪৷৹
কলম	৩৷৹
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶৹
সুপারফাইন	৪৸৹—৪৸৶৹
৪নং ময়দা	৪৶৹—৪৷৹
আটা 'বি'	৪৷৹—৪৷৶৹
২নং আটা	৪৶৹—৪৷৵৹
আটা এসবাকী	৪৶৹—৪৷৹
আটা ৩নং	২৸৶৹—২৸৹
সুজি	৪৸৹—৪৸৶৹

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷৹
খুচরা	৫৫৸৹

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বজার	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৭ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর

লোহার কড় (জোষ্ট বা বীম)

সাদা	৬৲—৬৷৹
ঐ বে-মাকা হাল্কা ওজন	৫৶৹—৫৷৹
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷৹—৬৸৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵৹—৬৷৹

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১৪৷৹
২৩ গেজ „ „	১৩৸
২৪ গেজ „ „	১১৷৹
আর, পি, ডি,	১৩৸৵৹

এলমেনিয়ম সিলেট, করগেট টিন—

৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৷৹ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১৸৵৹
২৬ গেজ „ „	১২৸৵৹
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵৹—১৪

বাগান বেড়া কাঁটাতার ১০০

গাউজ	৮৷৹

গ্যাঃ তারের জাল ১৫ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷৹
৪ ফুট চওড়া	৮৷৹
টিন প্লাটি	৬৸৶৹—৬৸৵৹
„ বোল্টু (গোল)	৬৸৶৹—৬৸৵৹
„ নশান্ত (চৌকা)	৬৷৶৹—৬৸
„গোল বড় ৶৹—৷৶৹ সূতা	৫৶৹—৫৸৶
„ টানা বড়—„	
চৌকা ৶৹—৷৶৹ ঐ	৫৸৶৹—৭,
„ বাতিল তাল	৬৷৶৹—৭৸

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীলমণির স্ট্রীট লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা।

মেদিনীপুরে মসলার দর

জিরা	২০৸৯ ১২৸৹	মণ
দেশী ধনিয়া	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸৹	„
মরিচ	২১৸৶৹	„
লবঙ্গ	৩৸৲	
বড় এলাচ	২১৲	„
কিসমিস	১৫৷৹	„
ছোট এলাচ	২৸৶৹	সের
কর্পূর	২৸৶৹	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২৷৹	সের
মেথি	৪৷৹	মণ
মৌরি	৯৸৹	মণ
কাল জিরা	৭৸৹	„
খাবার সোডা	৭৲	„
পেস্তা	২৷৹	সের
আমলকী	৩৷৹	মণ
হরিতকী	৭৲	„
বহেড়া	৪৲	„
১নং খদির	১৫৲ ১৩৸৹	„
ইসবগুল	৮৲	„
জাঃ হরিতকী	৫৷৹	„
দেশী সুপারি	১১৲	„
লঙ্কা	১৪৷৹	„

তুলোর দর

দশী	৫১৲	টাক
মাজা	৪৯৷৹	টাক

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৪১ ২৫শে ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

উৰোধনগর ডাকলুঠ মামলার রায়

১১ দিন শুনানীর পর ২১শে জুলাই স্পেশাল ট্রাইবুনাল উৰোধনগর ডাকলুঠ মামলার রায়ে বিচারক গোপেন্দ্রলাল রায়কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দশ বৎসর কাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী সত্যেন্দ্র অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারানুসারে আরও দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ট্রাইবুনালের অন্যতম কমিশনার মামলার তদন্তকারী পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট আত্মীয় বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া মামলার শুনানীর জন্য আসামী পক্ষ হইতে যে আবেদন করা হয়, তাহা ট্রাইবুনাল অগ্রাহ্য করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২১শে মার্চ্চ বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় রাসবিহারী ও ভাবিল্লা নামে দুইজন ডাকহরকরা ডাকের ব্যাগ লইয়া হবিগঞ্জ হইতে বোনারচং অভিমুখে রওনা হয়। তাহারা উৰোধনগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পর পিস্তল দেখাইয়া তাহাদিগকে পরাভূত করা হয়। তখন উহারা ডাকের ব্যাগ ফেলিয়া রাখিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করে, কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে আসিয়া ডাকহরকরারা দেখিতে পায় যে, আসামীরা ডাকের ব্যাগ লইয়া সাইকেলে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতেছে। তাহারা আসামীদ্বয়কে তাড়া করে এবং আসামী সত্যেন্দ্রকে উৰোধনগরের কমলাচাঁদ রায়ের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করে। অপর আসামী সে সময় পলায়ন করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু পরে ধরা পড়ে। লুণ্ঠিত ৯ হাজার ৩ শত ১৩ টাকার মধ্যে ৬ হাজার ৮ শত ১৩ টাকা আসামীদের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

—————

পর্ব্বত আরোহণে বিপত্তি

নঙ্গা পর্ব্বত আরোহী দলের তিনজন য়ুরোপীয় পর্য্যটক—মার্কল, উইল্যাণ্ড এবং ওয়েলজেনবাচ ও সাতজন কুলির নিরুদ্দেশ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। একণে নিঃসন্দেহভাবে জানা গিয়াছে যে, তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

নাঙ্গা পর্ব্বত যাত্রী অভিযানদলের নিম্নতম তাঁবু হইতে কাপ্তেন ফ্রাইস ২৬শে জুলাই শ্রীনগরে পৌঁছিয়া জানাইয়াছেন যে,—নিরুদ্দিষ্ট জার্ম্মাণ পর্ব্বতারোহী তিনজনকে জীবিত খুঁজিয়া পাওয়ার কোন আশা নাই। বার্ণার্ড, মুয়েলারটার, এশেনব্রানার ও সিগুার কয়েকটি শবদেহ উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধারকারীদল প্রচুর বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ৬ ও ৭ নম্বর শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এখন পর্য্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নাই। পর্ব্বত শীর্ষে উঠার চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শবদেহগুলি উদ্ধার করার চেষ্টা হইবে।

ষ্টোর জাহাজে বিস্ফোরণ

উদ্‌ব্রুক হইতে প্রকাশ, বিস্ফোরণের জন্য ষ্টোর ঝিল এবং ষ্টোর জাহাজে ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে। কারুকর্ম্ম সব বন্ধ। ঝিলের ও জাহাজের অনেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুই দিনের মধ্যে চারিবার এই বিপদ ঘটিল। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় এই অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে।

—————

সভায় মারামারি

গত ২০শে জুলাই রাত্রে নাগপুর কংগ্রেস কমিটীর সভায় রীতিমত হট্টগোল হইয়াছে। সভারম্ভের পূর্ব্বে স্থানীয় সভাপতি শ্রীযুত আভ্যঙ্কর জানান যে, তিনিই সহর কংগ্রেসের সর্ব্বময় কর্ত্তা; তাঁহার বিনানুমতিতে আহূত এই সভার অধিবেশন আইনসঙ্গত হইবে না। সভার উদ্যোক্তাগণ অতঃপর সভাস্থল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সভা করার চেষ্টা করেন।

ঐ স্থলেও উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত আভ্যঙ্কর সভা করিতে আপত্তি জানান; তিনি বলেন যে ঐ সভা বে-আইনী এবং তথায় তিনি কাহাকেও বক্তৃতা করিতে দিবেন না। ইহাতে বিরোধী দলভুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রুদ্ধ হয় ও শ্রীযুত আভ্যঙ্করকে মঞ্চ হইতে টানিয়া নামায়। ইহাতে ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষে প্রথমে বাগবিতণ্ডা, পরে হাতাহাতি আরম্ভ হয়। প্রকাশ ইহাতে কয়েক জন আহত হইয়াছে। দীর্ঘ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল যাবৎ সভায় হট্টগোল চলিতে থাকে। শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া উদ্যোক্তাগণ অতঃপর সভা ভাঙ্গিয়া দেন।

—————

ভাইকাউণ্ট হালিফক্সের সম্পত্তি

লণ্ডনএর সংবাদে প্রকাশ, ভাইকাউণ্ট হালিফক্স ৮১ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি উক্ত সমস্ত সম্পত্তিই বর্ত্তমান ভাইকাউণ্ট, তৎপুত্র লর্ড আরউইনকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

লর্ড ও লেডী উইলিংডন

২১শে জুলাই লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে লর্ড এবং লেডী উইলিংডন আগামী ১১ই আগষ্ট বিমানপোতে ভারতে রওনা হইবেন।

যুক্তপ্রদেশের ভবিষ্যৎ গভর্ণর

সার হারি হেগ ও তাঁহার পত্নী আগামী ২৮শে জুলাই সিমলা পরিত্যাগ করিবেন এবং তৎপরবর্ত্তী শনিবার বোম্বাই হইতে স্বদেশ যাত্রা করিবেন। আগামী নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাঁহারা পুনরায় ভারতে ফিরিবেন। ঐ সময়ে সার হারি যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদ গ্রহণ করিবেন।

ব্যবস্থা পরিষদে যুক্তপ্রদেশীয় সভ্যগণ সার হারিকে একটি চা পানসভায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন

লুধিয়ানা জেলায় বন্যা

সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, বুধনালা ও শতদ্রু নদীর বন্যার জন্য লুধিয়ানা জেলার ছাপলা ও মরেখাল নামে দুইটি গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবের সংবাদ বিভাগের ডাইরেক্টর এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে ছাপলা গ্রামের মাত্র দুইটি বাটী ও মরেখাল গ্রামের কয়েকটি পুরাতন বাটীর দেওয়াল ভূমিসাৎ হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি নাশ বা কাহারও জীবন নাশ ঘটে নাই।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

...শে [illegible] বুধবার, ১৩৪১

[illegible] জুলাই কলিকাতা [illegible] পরলোকগত [illegible] সেনগুপ্তের [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তিনি [illegible] পরিত্যাগ করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে [illegible] পৃথক [illegible] নীরবে দান করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি-বাসরের প্রতি [illegible] সেই বিরাট প্রচেষ্টাকে [illegible] করিবে, যেদিন ইংরাজ, হিন্দু, মুসলমান, [illegible] সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইয়া একযোগে দেশের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবেন।

শান্তিপুর-বাসিগণ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর [illegible] আব্দুল [illegible] বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করিয়াছেন [illegible] আনন্দিত হইয়াছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বাহাদুর শান্তিপুরবাসীর অতিথি। [illegible] শান্তিপুরের [illegible] তাঁহারা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বাহাদুরের সম্বর্ধনার [illegible] জাতি [illegible] ও আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া শিক্ষামন্ত্রী বাহাদুরের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বাহাদুরের [illegible] পরিশ্রম, অধ্যবসায় [illegible] অনুসরণ করিলে [illegible] উন্নতি হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বর্ষায় সহসা আকস্মিক জল বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক স্থানেই বাগানের শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। ইহাতে দারিদ্র্য-পীড়িত কৃষকগণের দুর্দশার পরিসীমা থাকিবে না। [illegible] আর কত নূতন [illegible] আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন; অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি হইতে দেশকে উদ্ধারের জন্য [illegible] কি কোন [illegible] প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

[illegible] দেখিয়া আমরা [illegible] যায়। যথা নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। [illegible] আলোকমালায় আলোকে [illegible] হয় এবং রাস্তার পার্শে কোথাও [illegible] না করিতে পারে তৎপ্রতি [illegible] দৃষ্টি রাখিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ [illegible] অবলম্বন করিবেন ইহাই আমরা [illegible] করি।

নবদ্বীপ খেয়া ঘাটের কোন কোন যাত্রী আমাদের নিকট অভিযোগ করিয়াছে যে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনের বর্তমান ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় কোন কোন যাত্রীকে আরোহী সংগ্রহের জন্য ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশ অধিকার দেন, আবার কোন কোন যাত্রীকে দেন না। ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি? বিষয়টী তদন্ত করিবার জন্য আমরা ইষ্ট-বেঙ্গল-রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতীয় মৌমাছি আছে যাহাদের চাকের মধু [illegible] বিষাক্ত। [illegible] বোধ হয় এই জাতীয় মৌমাছির [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] সাবধান থাকা প্রয়োজন।

মাদ্রাজ সরকার [illegible] হাইকোর্ট হইতে কোচিন সরকারকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিতে অস্বীকার করায় কোচিন সরকার স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা কোচিনের [illegible] বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করিবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের [illegible] কমী [illegible] বৈদ্যুতিক পরিকল্পনার [illegible] করিয়াছিলেন। পরে ঐ প্রস্তাব একেবারেই পরিত্যক্ত হয় এবং মাদ্রাজ সরকার কোচিনের সরকারকে আলো জ্বালাইবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে মাদ্রাজ সরকার কোচিন সরকারকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

গত সপ্তাহে পি, এণ্ড ও কোম্পানীর ষ্টিমার "মুলতানে" বোম্বাই হইতে ৮৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮ শত ৪৯ টাকার স্বর্ণ যুরোপ ও আমেরিকায় চালান হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন স্বর্ণমান বর্জ্জন করার পর বোম্বাই হইতে [illegible] স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে, [illegible] মূল্য ১২৪ কোটী ১৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩ শত ৭৮ টাকা।

ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে ইউরোপে আমদানী শুল্ক প্রদানের দায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাপানী বস্ত্র [illegible] আমদানী করা হইতেছে। সুতা সার বস্ত্র ও সাধারণ বস্ত্রে তুলারূপে শুল্ক স্থাপন করিবার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

পাটনায় ডিস্পেন্সারী পতনে মৃত্যু

[illegible] ভূমিকম্পের পর কয়েকজন ভূমিকম্পের অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন রায় বাহাদুর ডাঃ টি [illegible] ডিস্পেন্সারীটি সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ডিস্পেন্সারী বাড়ীর একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে; ফলে একজন রোগী [illegible] মারা গিয়াছে। অপর কয়েকজন [illegible] আঘাত পাইয়াছে।

৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগের নোটিশ

রেঙ্গুণের স্থানীয় দৈনিক "[illegible] গেজেট" [illegible] বাকী রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ। [illegible] পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার উপর এক বহিষ্কারের নোটিশ জারী করিয়াছেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আরও দুই দিন অবস্থানের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট হইতে বিশেষ অনুমতি লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কোলাপুরে আশ্চর্য্য ঘটনা

কোলাপুরে সম্প্রতি একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। গত ১৩ই জুলাই তারিখ সন্ধ্যা রাত্রে শ্রীমতী চণ্ডী বাঈ মজুমদার নাম্নী একটী স্ত্রীলোক হঠাৎ তাঁহার বাড়ী হইতে অদৃশ্য হন। তাহার শিশু সন্তানটি ক্রমাগত ক্রন্দন করিতে থাকায় তাহা শুনিয়া বাড়ীর লোকজন জাগিয়া উঠে এবং স্ত্রীলোকটিকে গৃহে না দেখিয়া তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। সন্ধান করিতে করিতে তাহারা মহালক্ষ্মী মন্দিরের নিকটস্থ একটা জলাশয়ে তাঁহাকে ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পায়। স্ত্রীলোকটি [illegible] "[illegible]" "[illegible]" [illegible] ছিলেন। অনেক চেষ্টার পর তাঁহাকে জল হইতে তুলিতে পারা গিয়াছিল।

এই স্ত্রীলোকটি প্রায় তিনঘণ্টাকাল জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকিবার পর [illegible] উদ্ধার করা হইয়াছিল, আরও বিস্ময়ের [illegible] এই যে, এতক্ষণ জলে থাকা সত্ত্বেও ইহার পরিধেয় উপরের দিক ও তাঁহার শরীরের সম্মুখের পরিচ্ছদাদি একটুও ভিজে [illegible] তাহা ছাড়া তাঁহার কপালের [illegible] পর্য্যন্ত অটুট ছিল— তাহা একটু [illegible] বা মুছিয়া যায় নাই। এইরূপ [illegible] দেখিয়া সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটিও বলিতে পারেন নাই যে, তিনি কি ভাবে ঐ জলাশয়ে গিয়া পড়িয়াছিলেন।

জালিয়াতির অভিযোগ

মজুলীপট্টম হইতে প্রকাশ এই, জগন্নাথ [illegible] নামে একজন জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও অসদ্ব্যবহারের অভিযোগ আনীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মজুলীপট্টমের ষ্টেশনারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই ছিল যে, প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আসামী [illegible] গোদাবরীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] জাল করিয়াছিল এবং আসামীর [illegible] একজন [illegible] গ্রেপ্তারের [illegible] দেওয়া চলে না এরূপ এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রেরণ করিয়াছিল। উক্ত জ্যোতিষী তাহার ঐ আত্মীয়কে বিশেষ ঘৃণা করিত।

উক্ত জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে আর একটি জালিয়াতির অভিযোগ আনীত হইয়াছে। প্রকাশ, সে মজুলীপট্টমের (কিষ্ণা) সরকারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম জাল করিয়াছিল এবং সে কিস্তনার চেহেব নামে এক গ্রামের আর একজনের গ্রেপ্তারের জন্য জামিন দেওয়া যাইতে পারে না এরূপ একটি জাল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়াছিল। সরকারী হস্তাক্ষর বিশারদ স্বাক্ষর পরীক্ষা করিয়া ফরিয়াদী পক্ষের জালের অভিযোগ সমর্থন করেন এবং আসামীর হস্তাক্ষরের ফটোগ্রাফ অভ্র ভাবে দাখিল করেন।

[illegible]
করগেট টীন, [illegible]
দালানের ফলদার [illegible]
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ } ২৮ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৫শে জুলাই ইং ১৯৩৪ বুধবার { ১২৪শ সংখ্যা

পরম-গুরুদেব

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বিশেষ উৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে আষাঢ় রবিবার আমাদের পরম গুরুদেব পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠের রাধা-কুণ্ডের পার্শ্বে নবনির্ম্মিত মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

গত ৬ই শ্রাবণ ২২শে জুলাই রবিবার উক্ত প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিপ্রদীপ বি-এ, নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূদেব ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিরসানন্দ, শ্রীযুক্ত শচীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রেম-প্রয়োজন দাসাধিকারী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

———

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-ক্রমে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" নামক গ্রন্থ হইতে 'ভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বিশিষ্ট বিশিষ্ট অংশ স্বয়ং বাংলায় ও বাংলা-ভাষানভিজ্ঞ অনেক সেবকের জন্য ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যায় প্রাকৃত-জন হইতে অপ্রাকৃত হরিজনের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর মূল-গায়কত্বে গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীল বাবাজী মহারাজের মন্দিরে 'পরম-গুর্ব্বষ্টক' শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভুর মূল-গায়কত্বে কীর্ত্তন হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীল বাবাজী মহারাজের মন্দিরে আরাত্রিক হইতে থাকে, এই সময় ভক্তগণ প্রেমভরে নৃত্য করিতে করিতে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সর্ব্বশেষে সকলেই মহাপ্রেমে বিপ্রলম্ভভরে "হা প্রভু গৌরকিশোর" "হা প্রভু গৌরকিশোর" বলিয়া কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডল মহাভাব ভরে রক্তিম-আভা ধারণ করে। তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে থাকে। অতিকষ্টে তিনি ভাব সম্বরণ করিয়াছেন

আরাত্রিকান্তে ভোগরাগ হয়, তৎপর সমবেত শত শত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে অন্ন, পোলাও, পরমান্ন, বিভিন্ন প্রকারের ব্যঞ্জন ও বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্ন মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ পূরিয়া প্রদান করা হইয়াছে। উৎসবটী শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় সর্ব্বপ্রকারেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীপাদ নিত্যগৌরাঙ্গ ভক্তি-রসানন্দ প্রভু মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয় ও উৎসবাদির ব্যয়ভার বহন করিয়া বদান্য গুরুভক্তের আদর্শ সেবা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমায়াপুরে রেললাইন

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে রেললাইন করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের অফিসিয়েটিং ডি টি-এস মিঃ এস মুখার্জ্জি গত ২১শে জুলাই নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকগণের মতামত জানিবার জন্য তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর এবং সহর-নবদ্বীপ দর্শন করিয়াছেন। আমরা জানিতে পারিলাম স্থানীয় ব্যক্তিগণের সকলেরই ইচ্ছা—এই লাইনটীর কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হউক।

এই লাইনটী উন্মুক্ত হইলে একদিকে যেমন বিভিন্ন দেশের যাত্রিগণের সুবিধা হইবে, অপরদিকে তেমনি স্থানীয় লোকগণেরও প্রভূত উপকার হইবে। কারণ, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে কৃষ্ণনগর কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে পারিবেন। কলিকাতার আরোহিগণকে আর কৃষ্ণনগর বা রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হইবে না। যে-সকল ছাত্র নবদ্বীপ অঞ্চল হইতে কৃষ্ণনগর পড়িতে যান, তাঁহাদের ষ্টেশন হইতে কলেজের দূরত্ব অনেক হ্রাস পাইবে। ব্যবসায়িগণ বর্ত্তমানে লাইট রেলওয়ের দরুণ মালপত্র আনিতে পারেন না। তাঁহাদের এই অসুবিধা দূরীভূত হইবে। ইহাতে রেলওয়ে কোম্পানীরও প্রভূত লাভ হইবে। সুতরাং আমরা আশা করি, রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য অতি সত্বরই এই প্রস্তাবিত রেললাইনের কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

জিজ্ঞাসা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

—এই সকল বর্ণজ্ঞানটাও ইহাদের নাই। আনন্দাতা শুক্র-পিতার উপদেশাভাবে তাহারা অক্ষর, অচ্যুত, অপ্রাকৃত বস্তুকে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা করে সেজন্য তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা মূর্খ। মূর্খ বলিয়াই—ভক্তি-জননীর কৃপাবঞ্চিত বলিয়াই সেই ভোগী বা ত্যাগী অনাদরণীয় এবং তাহাদের উপদেশ অশ্রোতব্য। ভক্তগণ অত্যন্ত চতুর ও সুবিজ্ঞ। তাই তাঁহারা বেদ-মাতা ও আচার্য্য পিতার নিকট হইতে বর্ণ, অক্ষর, পদ, ধাতু, সংজ্ঞা ইত্যাদির যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত সাধুসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বক্ষণ অনুশীলন করেন, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যবসায়ী হন না। শাস্ত্র বলেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥"

———

সম্বন্ধ-জিজ্ঞাসা ত্রয় প্রকার জিজ্ঞাসার মধ্যে গণিত। আমরা যদি এই জিজ্ঞাসায় উদাসীন হই তাহা হইলে অভিধেয়ের সাতাবোধ হইবে। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য—জাগতিক আবিষ্ট বিষয়ের বৃথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মহাজন-পথানুসরণে প্রকৃত হইয়া প্রেয়োজিজ্ঞাসা করা। ইহাতেই জীবের নিত্য মঙ্গল অনুস্যুত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ বামন কৃষ্ণ অষ্টমী ৪৪৮

দয়াময়

'দয়া' শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া 'দয়াময়' শব্দ নিষ্পন্ন। যাঁহার অন্তঃকরণ অপরিসীম দয়ার ভাণ্ডার, জীবে দয়াই যাঁহার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, দয়া বিতরণ ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য আছে এরূপ চিন্তাস্রোতের অভাব যেখানে পরিলক্ষিত, দয়া প্রদর্শনার্থই যাঁহার এজগতে আগমন, জলময় তৃষাগে পূর্ণ সাগরের ন্যায় দয়াময়ত্ব-গুণাবির্ভাবে যেখানে নিষ্ঠুরতার লেশমাত্রও অনুভূতির বিষয় হয় না, শুধু তাই নয়, দয়ার অবতার বা মূর্ত্তবিগ্রহ যিনি তিনিই 'দয়াময়' পদবাচ্য।

দয়া দ্বিবিধা—মনোধর্ম-দয়া ও অমনোধর্ম-দয়া। যে দয়ায় ভোগ-স্পৃহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়-তোষণে সহায়তা করে, জাগতিক রূপ-রস-গন্ধাদি-গ্রহণের সুবিধা করিয়া দেয়, সেবা-সরণির দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করিয়া ভোগ-সরণির দ্বারোদ্ঘাটনই যে দয়ার উদ্দেশ্য, দুঃখময় সংসারে সন্তপ্ত ক্লিষ্ট জীবগণকে তাতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম ক্ষণিক সুখসন্ধান প্রদান পূর্ব্বক আপাত-মনোরম কিন্তু পরিণামে দুঃখদ বিষয়ে প্রলুব্ধ করাই যে দয়ার কার্য্য, যে দয়ায় সেবা-বাধক ভোগ-ত্যাগ-প্রবৃত্তি রূপ মনের উদয় হয় তাহাই মনোধর্ম-দয়া। আর যে দয়া ভোগ-ত্যাগমূলা প্রবৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া সেবা-জননী রূপা—জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণদাস্য-প্রকটকারিণী, সেবাই যাঁহার একমাত্র ধন, সেবাতেই যাঁহার আনন্দ, সেবাই যাঁহার রূপ, সেবাই যাঁহার গুণ, সেবাই যাঁহার ক্রীড়া, সেবাই যাঁহার নামের সূচক, সেই ভাবকে এক সেবাধনে ধনী করিয়া অশুভ বিনাশ পূর্ব্বক জীবের অমনোধর্ম বা শুদ্ধোধর্মের জন্যই যাঁহার প্রাকট্য তাহার নাম অমনোধর্ম-দয়া—নিরন্তর হরিভজনার্থ উপদেশ-প্রদানে আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

ধন-জন-বিদ্যা-বুদ্ধি পাণ্ডিত্যাদি-লাভ সবই মায়ার কপট কৃপা। এই মনোধর্ম্মময় জগৎ উদ্ভূত না হইয়া অধঃপতনোন্মুখিনী সেবা-জননী-স্বরূপা নিত্যা দয়া লাভের জন্য সদ্গুরু স্মরণই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ধনলাভ করিতে হইলে যেমন ধনীর নিকট গমনের আবশ্যকতা আছে সেইরূপ ভক্তিধন লাভ করিতে হইলেও ভক্তিধনে ধনী ভক্তিদাতা বৈষ্ণবের নিকট গমন করা যে একান্ত আবশ্যক তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং এবম্বিধ দয়া-প্রদর্শনে কে সমর্থ এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রত্যেকেরই দরকার। আমরা জানি মায়ার কপট কৃপা-লাভে সমৃদ্ধ সংসারী জীবগণ তাঁহাদের প্রাপ্য দয়ায় অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত ধন-জনাদির কিছু দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় না, আমরা বঞ্চিতই হইয়া থাকি। কারণ, প্রকৃত দয়া-প্রদর্শনের ক্ষমতা বদ্ধ জীবের না থাকায় তাঁহারা হরিসেবা-বিমুখ হইয়া নিজেও বঞ্চিত এবং পরবঞ্চনার্থ বঞ্চকের পথে আরূঢ়। তাই বলিতেছিলাম আজ আমরা যে দয়া বা যে দয়াময়ের কথা বলিতে বসিয়াছি তিনি বা তাঁহা এজগতের বস্তু ন'ন, মায়া ন'ন—মায়াধীশ বৈকুণ্ঠ বস্তু।

কৃষ্ণপাদপদ্মই এই দয়ার একমাত্র আধার এবং তিনি বা তাঁহার ভক্তগণই দয়াময়। এই গুণ সজ্জনগণের একমাত্র উপাস্য এবং দয়াদিগুণের মূলাধার এবং মূলপুরুষ মহাবদান্যাবতার গৌরসুন্দর ও তদীয়গণের কৃপাতেই অনায়াসে লভ্য। এই দয়া-গুণ গৌরবিমুখ জনে কখনই থাকিতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

> যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
> সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
> হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
> মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
>
> (ভাঃ ৫।১৮।১২)

যাঁহার ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবাবৃত্তি আছে তিনি দয়াদি সকল গুণেরই অধিকারী। যিনি হরিসেবাবর্জ্জিত তাঁহার সদ্গুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে? সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তবৃত্তি হরি-ব্যতীত অন্য সংসারী বাহ্য বস্তু লাভের উদ্দেশে ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে; সুতরাং হরিবিমুখ জনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাহাতে থাকে না, কালে তাহার গুণসমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি গৌরহরি কৃপার সমুদ্র; তাঁহার ভক্তসেবকগণেই দয়ানুরূপ গুণ পরিলক্ষিত কিন্তু অন্য ব্যক্তিতে দয়ার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতা মাত্র। গৌরসুন্দর দয়ার সাগর বলিয়া, মহাবদান্যাবতার বলিয়া, জীবের একমাত্র প্রভু দয়াময় কৃষ্ণ বলিয়া জীবকে নানাভাবে দয়া করিয়াছেন। গৌরহরির এই দয়া অপ্রাকৃত, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ ও চৈতন্যময়ী; সুতরাং উহা কোন প্রকারে জীবের মনোধর্ম জন্মাইতে পারে না। ভগবানের এই দয়ায় আমরা যেন জাগতিক অনিত্য দয়ার ন্যায় খণ্ডত্ব ও হেয়ত্বাদি আরোপ না করি। কৃষ্ণের নাম যেমন সাক্ষাৎ কৃষ্ণই, তাঁহার গুণ যেমন চিন্ময়-পদাদি-যুক্ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণই, নিত্য অখণ্ড অব্যয় ভগবানের দয়াও সেইরূপ সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। এই দয়ার নাম আছে, রূপ আছে এবং গুণাদি সমস্তই আছে, ইহা পূর্ণ চেতন। এই কৃপারূপী কৃষ্ণ কৃপা বিতরণার্থ জগতে আচার্য্য বা গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'ন। সেইজন্য শ্রীগুরুদেব গৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহ বলিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত। সুতরাং গুরুবৈষ্ণব যখন কৃপার মূর্ত্তি তখন কৃপাময় যে কে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই শাস্ত্র বলেন,—

> "গুরু কৃষ্ণ-রূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
> গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
> জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত রূপে।
> শিক্ষাগুরু হ'ন কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥
> কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
> গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
>
> (চৈঃ চঃ)

জীব-মঙ্গলার্থ জগতে প্রকটিত কৃষ্ণ ভিন্ন-দেহ শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

> নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
> ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
> যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
> ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥
>
> (ভাঃ ১১।২৯।৬)

- হে ঈশ! ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুষ্ক কবি সকল তোমার স্মরণজনিত আনন্দধারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হ'ন না। যেহেতু তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি অর্থাৎ পাদপদ্ম-প্রাপ্তিলক্ষণা গতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ।

বদ্ধজীব আমরা অন্নাভিলাষ, কৃষ্ণ-আচ্ছাদন ও আনাবরণরূপ তিন শ্রেণীর দুঃখের বৃদ্ধিতে অন্ধ হইয়া নিজ কল্যাণ-বিস্মৃতিবশতঃ শ্রীগুরুগৌর পাদাশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণবিমুখ হইয়াছি। কিন্তু গৌরহরি এত দয়াল যে আমাদের প্রতি অযাচিতভাবে করুণা প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক মেঘরূপ দুঃখ সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

কর্ম্মজ্ঞানাদি-মলে হৃদয় দূষিত হওয়ায় জীব বিপন্ন হইয়াছে। আবার প্রাকৃত জগতে মহাজন বলিয়া পরিচিত বহু প্রাকৃত বদ্ধজীব কপটতা পূর্ব্বক শিক্ষকের সাজে এই অন্ধ মূর্খ বদ্ধ জীবগণকে নিজের হস্তের মধ্যে পাইয়া প্রতিষ্ঠাশারূপ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের নিকট কুমত প্রচার পূর্ব্বক জীব-হৃদয়কে বিবাদ-সঙ্কুল করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা ছাত্রসম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদকে পরমার্থ-বিরোধী, নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র-বিবাদে আচ্ছন্ন হইলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরি বা গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে দয়ানিধি বা দয়াময় জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

এই বিপদগ্রস্ত বদ্ধ জীবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করা। তাহাতে আত্মা সুপ্রসন্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

> "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
> ভক্তিরধোক্ষজে।
> অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"
>
> (ভাঃ ১।২।৬)

শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের খনি—আনন্দ-রসময়-বিগ্রহ সুতরাং তৎসেবাভাবে, তৎ-সম্বন্ধাভাবে বা তদনুকূল্যভাবেই নিরানন্দোৎপাত্ত। তাই কৃষ্ণ সেবা বিস্মৃত জীবের এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অশান্তি। কৃষ্ণের সেবাতেই জীবের বিমলানন্দ-প্রাপ্তি। সেবন-ধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদিত হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণসেবাই প্রাকৃত ভবরোগ-নিবৃত্তির একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। এই সব সৎ-পরামর্শই গৌরহরির বা গৌরজনের দয়া। পরমার্থে ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ নাই—ইহার সম্যগ্ ধারণা-চেষ্টাই অমনোধর্ম্ম দয়া। ভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে লাভ করিবার যখন অন্য কোন উপায় নাই তখন ভক্তিযোগ কাহাকে বলে ইহাও আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

> "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ
> পরঃ স্মৃতঃ।
> ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥
>
> (ভাঃ ৬।৩।২২)

জগতে নিত্যধর্ম্ম বা পরধর্ম্মের নামে বহু অধর্ম্ম, অপধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছে। সাধুসঙ্গাভাবে এইসব মারাত্মক উৎকট রোগের উৎপত্তি। সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই বুঝিয়াছেন ভগবানের নাম-রূপ-গুণাদি কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের সেবার নামই ভক্তিযোগ এবং তাহাই জীব-সকলের একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

মায়ার সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া
। বর্জনপূর্ব্বক সজ্জন সহ কৃষ্ণসেবা
সে অন্তরঙ্গ-ভোগস্পৃহা বিরত হইয়া
ক্তি গ্রহণাদের অধিকার হয়। এবং
কৃপায় শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইলে
অন্ত-হৃদোদয়ে জীব আনন্দে উন্মত্ত
। তখনই জীব অপ্রাকৃত সেবন
ত্ত করিতে হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া সর্ব্বত্র
কার্য্য সমর্পনপূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্যাবগাহায়
া অবস্থান করেন। ভগবান্ গৌর-
র এই সব অমূল্য উপদেশ প্রদান
করিয়া জীবের প্রতি যে অপার করুণা
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত।

ভক্তগণ নিজপ্রভু দয়ানিধি শ্রীগৌরাঙ্গের
অযাচিত কৃপা পাইয়া এইরূপ দয়াময়
হেন। সুতরাং বৈষ্ণবগণ নিজ-স্বভাব
তই দয়ালু। তাঁহারা কৃপাহীন বা
। নহেন। জীবের দুঃখে আর্দ্রচিত্ত
। হরিকথা-উপদেশ-দানে জীবগণকে
র করিবার জন্য তাঁহারা মুক্তহস্ত;
; কি জীবনান্তের জন্য—জীবের প্রতি
প্রকাশের জন্য তাঁহারা প্রাণন্ প্রাণন্
রক্ত ব্যয় করিতে বা নিজে সমস্ত
বিধা ভোগ করিতেও সতত দৃঢ়সংকল্প।
দের দয়া-গুণ নাই ভগবান্ গৌর-
র তাঁহাদিগকে নিজগণে স্বীকার করেন
অর্থাৎ তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন। তাই
বলেন—

তার স্বভাব এই জানিতে পারয়।
র কাজ নাই তবু যান তা'র ঘর॥"

ভক্তগণই দয়াময়, গৌরের কৃপাপাত্র।
অভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তবিদ্বেষী,
ও—ইহারা সকলেই গৌরকৃপা হইতে
ত। যাঁহারা মুখে গৌরের অনুগত,
দের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে
তার সাহায্যে স্বার্থ-প্রচারে নিপুণ
প্রাকৃত-সহজিয়াগণ গৌরের অশীষ
। বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারেন।
দয়াময়ের দয়ার অধিকারী সকলেই
তাহা হইতে জীবের বঞ্চিত হওয়ার
ণ এই যে, তাঁহারা ভগবান্ এবং
কে দয়াময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে
ত ন'ন। তাঁহারা নিজ আপাত-
ইন্দ্রিয়তর্পণময় স্বার্থকেই কেবল দয়া
য়া জানিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার
তর্পণে সাধনামাত্র ব্যাঘাত করিবেন
। নিষ্ঠুর—কৃপারহিত, ভক্ত নহেন
ান্ নহেন—ইহাই তাঁহাদের আন্ত-
গত কুসংস্কার বা ধারণা। অসৎ-
অত্যাসক্তিই এই ভীষণ রোগের
মূল নিদান।

অসৎসঙ্গই জীবের বন্ধনের কারণ
জানিয়া অসৎসঙ্গ-নির্মুক্ত দয়াময় বৈষ্ণবগণ
অসৎসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিভজন
করিবার জন্য উপদেশ-প্রদানমুখে জীব-
গণকে দয়া করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানী
তাঁহারা আত্মার মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত বলিয়া
জীবের নিকট মঙ্গলপোষক হরিকথাই
সতত কীর্ত্তন করেন। কিন্তু বৈষ্ণবসাজে
সজ্জিত কপট বৈষ্ণব ব্রুবগণ লোক-চিত্তা-
কর্ষণ জন্য প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া
কপটতার দ্বারা ভোগময় সংসারে থাকিয়া
জীবনযাপন করাকেই হরিসেবা বা কৃষ্ণের
সংসার করা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন।
সুতরাং তাঁহারা দয়ালু নহেন, প্রচ্ছন্ন শত্রু
বা বিশ্বাসঘাতক। যিনি ইন্দ্রিয়পর চঞ্চল
জীবের অন্যাভিনিবেশ প্রবল করিবার
উদ্দেশ্যে সত্যধর্ম্ম আচ্ছাদন করেন, অপ্রিয়
সত্য কথা বলিয়া কাহারও নিকট অসামাজিক
হইতে চাহা করেন না বা বাজে লোকের
নিকট মোড়ল হইবার যত্ন যাঁহার প্রবল
তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না—
বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বৈষ্ণব হইতে
হইলে সত্যাচ্ছাদন কোনক্রমেই উচিত
নহে। মুখে শুদ্ধসেবক বলিয়া দয়াময়
বৈষ্ণবের অমর্য্যাদা করিয়া—আদেশ লঙ্ঘন
করিয়া কুমত আচার ও প্রচার করা জীবে
দয়ার অভাব মাত্র। এ সব অসুবিধা বা
কার্পণ্যাদি অসদ্গুণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবে
নাই; সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র
দয়াময়।

জিজ্ঞাসা

[শ্রীযুক্ত কুবের এক]

আমরা ক্ষুদ্র জীব; অতিশুদ্ধ বিষয়
আমাদের মলিন হৃদয়ে সহসা উদিত হয়
না। ভাগ্যক্রমে হৃদয়ে সাধু-প্রশ্ন উদিত
হইলে সন্দেহ-নিরসনার্থ সিদ্ধান্তবৎ সাধু গুরুর
নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-
বৃত্তি লইয়া অভিগমনপূর্ব্বক তত্ত্ববিষয়ে
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। তার্কিক, কর্ম্মকাণ্ডী,
জ্ঞানকাণ্ডী, সংশয়ী ও নিতান্ত বৈধী ভক্তির
উপাসকগণ আনুগত্যাভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য-
বশতঃ প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর
শ্রবণ করিতে না করিতেই পুনরায়
প্রশ্ন করে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ
এই অমনোযোগী শ্রবণবিমুখ কুতার্কিক
ব্যক্তিগণের কথায় কোন উত্তর দেন না।
জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—একজন কেবল শুষ্ক-
যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন এবং
অপর ব্যক্তি তাঁহার সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া
তৎপ্রাপ্তি দৃঢ়প্রশ্ন হওয়ায় মানসে সাধুসঙ্গে
শাস্ত্র বিচার করেন। শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

একদিন যমরাজ নচিকেতাকে পরীক্ষা
করিবার জন্য এই মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্য-
দেহ ধারণ করিয়াও যে সকল কামনা
দুষ্প্রাপ্য সেই দীর্ঘ আয়ুঃ, পুত্র, পৌত্র,
রাজ্য, ধন, মনোহারিণী কান্তা, যশঃ, মান
প্রভৃতি পাইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতে
বলিলে সত্যজিজ্ঞাসু নচিকেতা যমরাজকে
বলিয়াছিলেন,—"হে প্রভো! আমি বেশ
বুঝিতে পারিতেছি যে আপনি আমাকে
এই সকল অনিত্য বস্তু দিয়া বঞ্চিত
করিবেন। দীর্ঘ আয়ুঃ, পুত্র, পৌত্র, রাজ্য,
ধন, বরাঙ্গনা প্রভৃতি কেহই চিরস্থায়ী
নহে, অনিত্য বস্তুর মমতাধিক্যে ভয়
উপস্থিত হয়। অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক
আমাকে অভয় বর প্রদান করুন, আমার
শ্রেয়োবিধান করুন, আমি আপনার ন্যায়
মহতের নিকট মোহোৎপাদক অনিত্য বস্তুর
প্রার্থী নই।"

নচিকেতার শ্রেয়ঃ পিপাসা দেখিয়া ভাগবত
মহাজনের অন্যতম দয়ালু যমরাজ বলিলেন,
—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী মনুষ্যকে
আশ্রয় করিয়া থাকে কিন্তু ধীর ব্যক্তি
শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী সম্যগ্‌রূপে
অবগত হইয়া একটী মুক্তির কারণ অপরটী
বন্ধনের কারণ এইরূপ বিচার করিয়া
থাকেন। ধীর ব্যক্তি প্রিয়তম দারা-
পত্যাদি প্রেয়োবস্তু পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই
বরণ করিয়া থাকেন। হে নচিকেত!
তুমি অনিত্য বিষয়-কামনা পরিত্যাগ করিয়া
মৎ-সমীপে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিয়াছ, অতএব
তুমি ধন্য! আমিও ধন্য!"

মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ
করিয়া পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেবের
নিকট শ্রেয়ঃ-কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেবল
নিজমঙ্গল বরণ করেন নাই, পরন্তু ভগ-
বানের শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের
প্রকট করাইয়া জগজ্জীবের পরম-
মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। পরীক্ষিত মহারাজ
আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মায়াকবলিত জীব-
বিশেষ নহেন; তিনি ভগবানের পরম
ভক্ত। শ্রেয়ো-জিজ্ঞাসা যে মুমুর্ষু জীবের
একমাত্র প্রয়োজন এবং ভক্তগণেই যে
জীবের মুক্তিলাভ ইহা প্রদর্শনার্থ তাঁহার
এই নিগূঢ় জীবমঙ্গলময়ী লীলা। নৈমিষারণ্যে
ষষ্টি-সহস্র ঋষি একত্র হইয়া পরমভাগবত
শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট শ্রেয়ো-জিজ্ঞাসা
করিলে তিনি তাঁহাদের নিকট জীব-
কল্যাণের হেতু ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-
ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া-
ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও আমরা দেখিতে
পাই, শ্রীল সনাতন গোস্বামী জগদ্গুরু-
লীলাভিনয়কারী শ্রীমহাপ্রভুর নিকট
জীবের স্বরূপ ও বন্ধন-জনিত দুঃখের কারণ
এবং সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্মের
কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য
মত সংশোধন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন
গোস্বামী প্রভু ভগবানের নিত্যপার্ষদ।
পরমশ্রেয়ঃ কি তাহা তিনি জানিতেন
তথাপি পরবর্ত্তি-কালে কলিহত জীবগণের
জন্য, স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-বিগলিত তাঁহার
পরিপ্রশ্নের উত্তরগুলি পরম যত্নে
গ্রন্থাদির মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।
সেই সব অমূল্যরত্ন আমাদের নিকট
উপস্থিত হইলেও পরদুঃখদুঃখী গুরুবর্গ
এই সব শ্রেয়োরত্নের পসরা লইয়া আমাদের
নিকট আগমন করিলেও আমরা দুর্দৈব-
বশতঃ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না
করিয়া বিষ্ঠার কৃমির ন্যায় পুনঃপুনঃ
বিষয়বিষ্ঠাতেই আসক্ত হই বা কাকবোকা
সাজিয়া অন্ধ বাস্তা দেখি। তাই শাস্ত্র
বলেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণ ব্যতীত
সকলেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় উদাসীন। জিজ্ঞাসা
ব্যতীত তত্ত্বভ্রম অবশ্যম্ভাবী। অতএবই
মায়াবাদী। সেইজন্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি
উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুর
চরণ আশ্রয় করিবেন। আমরা দীক্ষা-
গুরু, শিক্ষাগুরু ইত্যাদি গুরুর কথা
শ্রবণ করিয়া থাকি কিন্তু ঐকান্তিক কৃষ্ণ-
ভক্ত ব্যতীত গুরু হইবার কাহারও
যোগ্যতা নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ প্রকৃত
পক্ষে গুরুদ্রোহী। তাহাদের নিকট শ্রেয়ো-
জিজ্ঞাসা করিলে অমৃতের পরিবর্ত্তে
বিষপ্রাপ্তিই জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।
তাই কোনও মহাজন গাহিয়াছেন—

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ ক'রে
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

বালকের বর্ণ-পরিচয় বা অক্ষর-পরিচয়
না হওয়া পর্য্যন্ত সে যেমন অর্থ জিজ্ঞাসায়
অসমর্থ, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন কর্ম্মী ও জ্ঞানী-
গণের শ্রেয়-জিজ্ঞাসাও তদ্রূপ। ইহারা
অজ্ঞান নিরাশ্রয় শিশু। ইহাদের বর্ণজ্ঞান
বা অক্ষর-জ্ঞান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দুর্দৈব-বশতঃ ইহারা দৈশবেই মাতৃ
পিতৃহীন হইয়াছেন বলিয়া ইহাদের বিদ্যা
শিক্ষার সুযোগ হয় নাই। বেদমাতা ও
আচার্য্য পিতার সহিত সম্বন্ধাভাবেই ইহা-
দের এই অবস্থা।

(৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আবশ্যক বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—অখণ্ড ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ [illegible] পর্য্যন্ত ।৶০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকরত্নাবলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। তত্ত্বসূত্র ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] (মাত্র) ২৲
১৩। [illegible] ।০
১৪। [illegible] ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-[illegible] ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ ১।০
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ,১০
৩৯। সাধকরত্নমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী [illegible] ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। [illegible] বা [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ,০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রী[illegible] ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। [illegible]-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। [illegible] ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ,০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। [illegible]-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। [illegible]গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ [illegible] বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালি, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাদিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, [illegible] পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিনোদ-গৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণনগর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরা [illegible] কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, [illegible]
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, পোঃ [illegible] রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩এ [illegible] কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন
৩৭। অসম গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৩৮। [illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible] কামরূপ, আসাম
৩৯। [illegible]গৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ভক্ত [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীমদ্ভক্ত রঘুনাথ মহারাজ সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃত গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তা[illegible] বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকু[র] অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকু[র] অনুভাষ্য সমবেশিত হইয়াছে। আড়[illegible] ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকা[র] ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য স[illegible] হইয়াছে। অত্যাতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল [illegible] সূচী, পদ্যসূচী, বাক্যসূচী, গদ্যসূচী, [illegible] সূচী, নবসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত [illegible] পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এ [illegible] ও সমগ্র বিবৃতি, সকল [illegible] কোথাও আর প্রকা[শিত] হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ পাঠক-মা[ত্রেই] একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য [illegible] ১৫৲ মাত্রটাকা। ডাক—৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদী[য়া]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পরাবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত [illegible] ব্যাকরণ, সাংখ্য, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। [illegible] আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। [illegible] ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন [illegible] সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ [illegible] (১৩৪১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। [illegible] পাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ে ও পড়িবার আলোক যোগান [illegible] আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ [illegible], সাহিত্যশাস্ত্রী, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, প্রধান-অধ্যাপক প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	✱ ৫-৫০,	✱ ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	✱ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-১৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-২৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	✱ ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	✱ ১১-৩৭	১৫-৩০ +	✱ ১৮-৩৬ ✱	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

✱ চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯ ৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৭৫ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-৫৫ ৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রী নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক গ্রন্থ ছাপা হয়।

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' নামক [illegible] ও [illegible] গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনাদৃত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থপ্রকাশাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য [illegible] চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং গবেষক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন ক'রয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিকগণের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশসাম্ টনিক —

ব্যবহারে উদ্যমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার লাটসাহেবের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সমর নিবারণ নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা বায়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধেকে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

লিভ্ড হেলথ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকমাশুল ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'এ'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪৷৴০
আটা এলবাকা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৴
বজার	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৯ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড় (গোল বা চৌক	
দুর্কা	৬৲—৬৷০
ই বে-মাকা লোহা ভজন	৫৴০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১৷০
আর, পি, ভি,	১৩৸৵০
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১½ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন শীট—	১১৸৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজের	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১½ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৸৵০—৬৸৵০
„ বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵০
„ পরাবে (চৌকা)	৬৵০—৬৸
„গোল বড় ৶০—৷৶০ সূতা ৫৵০—৫৸৵	
„ টান বড়-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
„ বাণ্ডিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
শীবহর-বাট লোহাপটি, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বেনিয়ে মসলার দর

জিরা	২০৸১ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	„
মরিচ	২১৸৵০	„
লবঙ্গ	৩৬৲	„
বড় এলাচ	২১৲	„
কিসমিস	১৫৷০	„
ছোট এলাচ	২৸৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২৷০	সের
মেথি	৪৷০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	„
খাবার সোডা	৬৲	„
পেস্তা	২৷০	সের
আমলকী	৩৷০	মণ
হরিতকী	৬৲	„
বহেড়া	২৲	„
১নং খদির ১৩৲	১৩৸০	„
ইসবগুল	৮৲	„
কাঃ হরিতকী	৫৷০	„
দেশী সুপারি	১১৲	„
লঙ্কা	১৪৷০	

ঘৃতের দর

লক্ষী	৫১৲ টাকা
রাজা	৪৯৷০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ ভূতকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৪১ ২৬শে জুলাই ১৯৩৪

কৃষ্ণনগরে মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী

—:০:—

২৩শে জুলাইএর কার্য্য

এই দিবস মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী খান-বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক্ মহোদয়ের বাসস্থানে প্রাতঃ ৭। ঘটিকা হইতে ৯। ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বেলা ২টা হইতে ৩-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বাহাদুর লেডী কারমাইকেল গার্লস্ হাইস্কুলের উপযুক্ত ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই পুরস্কার-বিতরণী সভা এ-ভি স্কুলে আহুত হইয়াছিল। তিনি ৫টার সময় তালতলা ভূমিতে গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

২৪শে জুলাই

এই দিবস প্রাতঃ ৭-১৫ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় ৮-১৫ মিনিটের সময় নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ এবং পণ্ডিতগণ অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ৯টার সময় হিন্দুস্কুল এবং ৯-১৫ মিনিটে বকুলতলা স্কুল পরিদর্শন করেন। ৯টা হইতে ১০-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত আনু-বালা মেটারনিটি হোম, নলিনীবালা মেটারনিটি হোম এবং মেটারনেটি হোম এণ্ড অরফেনিস্ পরিদর্শন করেন। ১০-১৫ মিনিটে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া ১১টার কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। অপরাহ্ন ২ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল এবং ৩-১৫ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর-কলেজ পরিদর্শন করেন। ৫-৩০ হইতে ৮-৩০ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর টাউন হলে সাহিত্য পরিষদের একটী সভা হয়। ঐ সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। ৮-৩০ হইতে ৯-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত তিনি স্কুলের মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। এই স্থানে আনজুমান তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

———

অদ্ভুত ঘটনা

ত্রিবাঙ্কুরে পোখানকোম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে একটি ঘরের মধ্যে একটি খ্রীষ্টান যুবক যখন রাত্রে ঘুমাইতেছিল তখন জানালা দিয়া একটা গোক্ষুরা সাপ ঐ ঘরে প্রবেশ করে। সাপটি যুবকের নিদ্রিতাবস্থায় উহাকে মস্তকে দংশন করে। এই দংশনে যুবকটির মৃত্যু হইয়াছে, পরে সাপটিও মাটিতে উহার নিজের মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করে এবং নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। বাড়ীর অন্যান্য ব্যক্তিরা এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই আগষ্ট, ১৯৩৪

(১)

৫১ মনিজারী ৩৪ দাবী ৩৫৭৴০

ডিঃ শ্রীরামপদ ঘোষ সাং জুড়ানপুর

দেঃ নবীতোষ দাস দিং সাং জুড়ানপুর, পোঃ কালিগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানার জুড়ানপুর গ্রামে ৯৯৫ এর অধীন ৬২৬—৬২৮ খতিয়ানভুক্ত ৩-৭৮ জমির জমা ১০৸৶৬ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৬৯৭ নং খতিয়ানে ৸০ আনা অংশে ২৫শঃ জমির মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৬৯৪ নং খতিয়ানে ২-৭৩ একর জমির বার্ষিক জমা বিঘাপ্রতি ১।০ নিরিখ মূল্য আঃ ৪০৲

৪। ঐ গ্রামে ১১৪৪ নং খতিয়ানে ৩-৩৯ একর জমির বার্ষিক জমা ৮।৶ মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৪৮৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ৪৩।৶০

ডিঃ নরহরি ঘোষ সাং শ্রীনাথপুর

দেঃ শ্রীপতি ঘোষ সাং শ্রীনাথপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। নবদ্বীপ থানার ৭নং মৌজা টোটা গ্রামের জমিদার রাজকুমারী প্রফুল্ল-নলিনী দাসী দিং অধীন ৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত ২৮শঃ জমির জমা ১৶৯ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৪নং খতিয়ানে ২৪শঃ জমির জমা ১৸৶৩ মেম্বারের ৶০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৫ নং খতিয়ানে ১৪২ শঃ জমির জমা ৪৶৯ পাই, মেম্বারের ৶০ অংশ মূল্য আঃ ৪৲

৪। নবদ্বীপ থানার ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজায় ঐ অধীন ৫৯৪ খতিয়ানে ৫-৭২ জমির জমা ১৮।৶ দেঃ ৶০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

৪৯৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ১১৫।০

ডিঃ শ্রীনরহরি ঘোষ সাং শ্রীনাথপুর

দেঃ শিব ঘোষ দিং সাং শ্রীনাথপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর

১। নবদ্বীপ থানার ৭নং টোটা মৌজায় শ্রীনাথপুর গ্রামে রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী অধীন ৮৪—৮৬ খতিয়ানে ১-০২ শঃ জমির জমা ৫৷৯ পাই মূল্য বাদ তদুপরিস্থিত আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, ইত্যাদি সহ আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৮ খতিয়ানে ১৮শঃ জমির জমা ১।৯ পাই, মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

৬৬৫ মনিজারী ৩৪ দাবী ৩৯১৸৶৯

ডিঃ বড়গাছি কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং বড়গাছি থানা কালিগঞ্জ

দেঃ তাপসী বিবি দিং সাং বড়গাছি পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা নাকাশীপাড়ার বিলাসপুর গ্রামে ২৪৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৮৯৪। ৪১০০ ও ৫৫ শঃ জমির বার্ষিক ৯৲ জমা দেঃ ।০ অংশ আকর আওলাত ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ২৫১ নং খতিয়ান ও তদধীন ২৫২ ও ২৫৩ নং খতিয়ানভুক্ত ১৩ ২২ শঃ জমির বার্ষিক জমা ৩৫৸৶৭ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

৭০২ মেংজারী ৩৩ দাবী ৪১০৷৶০

ডিঃ ধনপতি ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ বেলপুকুর

১। কোতয়ালী থানার বেলপুকুর গ্রামে ৭২৬ ও ৯৬২ খতিয়ানে মেম্বারের নিজাংশে ৯ শঃ ব্রহ্মত্তর লাখরাজ জমি মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং অধীন ৯৫ নং খতিয়ানে বার্ষিক ।৶০ খাজনায় মেম্বারের ১১শঃ জমি মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

৫১৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ৩৫।৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর

দেঃ শ্রীনরেশ মণ্ডল সাং বাবের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার ৩০নং মকীপুরা মৌজার ১৮১-১৮৬ খতিয়ানে ৭০৬/০ জমির জমা ১৮' একর সেরেস্তার ১৮৮০ মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৬৬০ খাংজারী ৩৪ দাবী ১৮৬২।৶৯

ডিঃ শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী দিং সাং শিবনিবাস,

দেঃ শ্রীকালীনাথ রায় সাং চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণগঞ্জ থানার কৃষ্ণপুর মৌজার ডিক্রিদার শতদলীগণের সরকার ৪৬১ নং খতিয়ানে হবধীন ৪৬২-৪৬৪ খতিয়ানে ১২-২০শঃ একর জমি দেনদার গণের অংশ ।০ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজার ঐ অধীন ৪৬৭ নং খতিয়ানে ১০-০৪ একর ব্রহ্মোত্তর জমির দেনদারগণের অংশ ৴৯ = মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ মৌজার ঐ অধীনে ৪৭১ ও অধীন ৪৭২-৪৭৭ খতিয়ানে ৪-৯৯ একর ব্রহ্মোত্তর জমির ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। কৃষ্ণগঞ্জ থানার শিবনিবাস মৌজার জামদার ডিক্রিদারগণের অধীন ২২৪ নং ও অধীন ২২৫-৩০২ খতিয়ানে ১৩০১ একর মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমির খাজনা ৮.৶০; মূল্য মায় তদুপরিস্থিত গাছ বসতবাটী ইত্যাদি সহ আঃ ১৫০৲

(৮)

৬৮৫ খাংজারী ৩৪ দাবী ১৫৯৮৶৬ পাই

ডিঃ নরেন্দ্রনাথ রায় দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ গদাধর কুণ্ড সাং দগধী পোঃ দামুড়হুদা

১। চুয়াডাঙ্গা থানার শঙ্করচন্দ্র জাংগুরা ও রাঙপুর মৌজায় এবং দামুড়হুদা থানার দামুড়হুদা ও কাউনী মৌজায় নদীয়া কালেক্টরীর ৪৮৮ নং তৌজির ৫৩ – অধিকারী স্বত্ব বাবদ ৪৫৩৭ পাই দেঃ অংশ ৫৩৭ – মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় উক্ত কালেক্টরীর ৩৪০৯ তৌজীর ৶০ বকম অধিকারী স্বত্বের বাবদ ৮৯।৶০ দেনদারের ৶০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

১২১ নং খেংজারী ৩৪ দাবী ২০৭১৶০

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেটের এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রীধনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং রামনগর পোঃ হাঁসখালি

দেঃ মনতাজ মণ্ডল দিং সাং রামনগর থানা হাঁসখালি

১। হাঁসখালি থানার মৌজা রামনগর গ্রামের জমিদার রাণাঘাটনিবাসী কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের সেরেস্তায় শ্রীরামদাসের নামে ১৫৫ খাজনায় ২৩।০ বিঘা কায়েমী মকররী জমার ।৶৯ = অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগের অধীনে ৪৪।৶৩ টাকা খাজনায় ৩৫।২। বিঘা কায়েমী মৌরসী জমার ৶১৩। – অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানার বৈরামপুর গ্রামে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীনে ৪।০ টাকা খাজনায় এবং ব্রজেন্দ্রগোপাল রায় সরকারে ১।০ খাজনায় ১২৬৶৭ বিঘা জমির দেনদারের অংশ ।৶৯ – মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানার রামনগর গ্রামে বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় অধীনে ৬৶৩ টাকা জমার ১৪৶০ বিঘা জমির ।৶৯ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানার ঐ গ্রামে ব্রজবালা দেবীর সরকারে ২।০ টাকা খাজনার ৫৶ বিঘা কায়েমী মকররী জমার ।৶৯ অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানার বৈরামগ্রামে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় অধীন ৫৲ টাকা খাজনার ১০৶ বিঘা কায়েমী মকররী জমির ।৶৯ – অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ থানার রামনগর গ্রামে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীনে ৯।৶০ জমার কায়েমী মকররী জমার ।৶৯ – অংশ, মূল্য আঃ ২৫৲

৮। ঐ থানার রামনগর গ্রামে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় অধীনে ।০ আনা খাজনার ২।০ বিঘা জমির ।৶৯ = অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(২)

৩০৮ খণিজারী ৩৪ দাবী ১৮৪৶৬ পাই

ডিঃ মোক্তার মণ্ডল সাং গোখুরা পোঃ ঐ

দেঃ আমছদ্দিন বকাদার সাং গোখুরা পোতা পোঃ বাজালবি

চাপড়া থানার ৩০ নং মৌজা গোখুরাপোতা গ্রামে ২৯৯ ও অধীন ৩০০-৩০৩ খতিয়ানে কানাইলাল সিংহ রায় অধীনে ৮৭৶৮ পাই জমার ৭৪-২৫ শতক রায়তি নোকররি জমার ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

৩২৬ খণিজারী ৩৪ দাবী ২৭৭৸৶০

ডিঃ যতীশচন্দ্র পাল দিং সাং রামনগর

দেঃ মহাদেব পাল সাং হৃদয়পুর, পোঃ শ্রীরামপুর

১। চাপড়া থানার ৬নং মৌজা হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রিদার দিং অধীনে ৪০৯নং খতিয়ানে ১৶০ জমার ৫ শতক জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ পরিচয়যুক্ত ৪১০ নং খতিয়ানে ৪৶০ জমার ১-৩৩ জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ পরিচয়যুক্ত ৮১৮ খতিয়ানের ৪৲ জমার ১-৪৪ জমি; মূল্য আঃ ১৬৲

৪। ঐ পরিচয়যুক্ত ৮১৯ খতিয়ানে ১৸৶০ জমার ৭২ শতক জমির মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ পরিচয়যুক্ত ৮২০ খতিয়ানে ।০ খাজনার ১০ শতক জমি মূল্য আঃ ২৲

(৪)

৪১৯ খণিজারী ৩৪ দাবী ১১৫৸৶০

ডিঃ রাখালদাস তহবিলদার সাং হরিরামপুর

দেঃ কুলদাভূষণ দে সাং মাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ৮৩নং বাগাদিয়া গ্রামে ২৯৭নং খতিয়ানে ১৭।০ টাকা জমার ১০-৩৬ জমি; মূল্য আঃ ৮০৲

(৫)

৪৩০ খণিজারী ৩৪ দাবী ৩৯৯৸৶০

ডিঃ হৃদয়পুর কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং হৃদয়পুর

দেঃ শান্তিচন্দ্র বিশ্বাস সাং হৃদয়পুর পোঃ শ্রীরামপুর

১। চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামে সতীশচন্দ্র রায়ের অধীনে ১৭ খতিয়ানে ৩৸৶১০ জমার ২-২৯ জমি মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে কালীপদ মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ৫৮৪।১ খতিয়ানে ২৲ টাকা জমার ৮০ শতক জমি মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীনে ৭৩১ খতিয়ানে ১৸০ খাজনায় ১-১৫ জমি, মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

৪৭১ খণিজারী ৩৪ দাবী ৭৭।০

ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ প্রামাণিক ৪২নং কৈলাসপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেঃ কুলদাভূষণ দে সাং মাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ৮৩নং বাগাদিয়া গ্রামে ২৯৭ খতিয়ানে ও ৩১৯ খতিয়ানে ১৭।০ টাকা জমার ৯-৮৭ রায়তি মোকর জমি মূল্য আঃ ৬০৲

(৭)

৫০৭ খণিজারী ৩৪ দাবী ১৩৮।০

ডিঃ সুধাকান্ত দত্ত সাং বড় আন্দুলিয়া

দেঃ সবাই সেখ দিং বড় আন্দুলিয়া পোঃ বাজালবি

১। চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ১১৯ ও ১২০ খতিয়ানভুক্ত ৫৯ শতক রায়তি স্থিতিবান জমির জমা ২।৶০ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ৭৩৪৮ খতিয়ানে ৬-২৭ জমির জমা বিঘাপ্রতি ৸৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

১৫২৩ খাংজারী ৩৩ দাবী ২১৶০

ডিঃ মহেন্দ্রলাল সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ আমানী বিবি সাং হাকিমপুর পোঃ বাজালবি

১। থানা চাপড়ার হাকিমপুর গ্রামে ডিক্রিদারগণের ও শ্রীমতী জয়ন্তী দাসীর অধীন ২০২নং খতিয়ানভুক্ত ৯০শঃ জমি; দেনদারের উটবন্দী স্বত্ব তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১৫৩৮ খাংজারি ৩৩ দাবী ২৬৸৬

ডিঃ শ্রীনৃসিংহ কুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ খুদী মণ্ডল দিং সাং চাপড়া পোঃ বাজালবি

চাপড়া থানার ২৬নং মৌজা লক্ষ্মী ৪৭৮ নং খতিয়ানে ৫-০৪ একর জমির ডিক্রিদার অধীনে জমা ৯৸৶০ মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১৯১৮ খাংজারি ৩৩ দাবী ২৮৸৶৬

ডিঃ মনোরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকশালিকা

দেঃ ফুরশান সেখ দিং সাং বেথুয়াডহরী পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার বেথুয়াডহরী মৌজার ১৮২নং ও ৪০৭ খতিয়ানে ৮-৪৬শঃ জমির জমা ২৫৷৯ পাই মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

১৯৯৩ খাংজারি ৩৩ দাবী ২০৬৸৬

ডিঃ কানাইলাল সিংহরায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ আমাজদ্দি ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাজালবি

চাপড়া থানার ২৯ নং মৌজা বৃত্তিহুদা ও লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ডিক্রিদার অধীনে ২৭৮ ও ৬২৪ নং খতিয়ানে ৫১৸৶১৫ জমার মোট ৪১-৪৪ একর জমির ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

১৯৯৪ খাংজারি ৩৩ দাবী ২৬৭৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মুসলকুমার পাল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাজালবি।

চাপড়া থানার ২৯ নং বৃত্তিহুদা গ্রামে ৪৮৪ নং ও অধীন ৪৮৫-৪২৭, ৬৯৭, ৬৫৮, ৪৯৯-৫০৩, ৫০৫ ও ৫০৭ খতিয়ানভুক্ত এবং লক্ষ্মীগাছা মৌজার ৩৯৫নং ও অধীন ৭০০—৭১০ খতিয়ানভুক্ত জমি সমূহের রায়তি স্থিতিবান জমা ৫১৶১৮৸০ টাকা দেনদারের ৸৶১৩। – অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ } ২১ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে জুলাই ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১২৫শ সংখ্যা

খৃষ্টীয়দর্শনে প্রভুপাদ

জেকেরিয়ার রোমান ক্যাথলিক্ মনাষ্টারীর দি রাইট্ রেভারেণ্ড পেট্রার ডাঃ ডেনিয়েল ফুলিং (Dr. Daniel Feuling) ও-এস্ বি জার্ম্মাণীর একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি গত ৩রা জুলাই লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে দুইবার আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমবার ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। তিনি মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রেভারেণ্ড ডাঃ ডেনিয়েল অতিশয় বিস্মায়িত হইয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের ফটো দর্শন করিয়া বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বহুক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন ফটো, তাঁহার হস্তাক্ষর, তাঁহার বাহু-যুগল পৃথক্-পৃথক্‌রূপে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে (Psychologically) পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় সিদ্ধমুক্ত মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহাকে যীশুখৃষ্টের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রেভারেণ্ড ডাঃ ডেনিয়েল আরও বলিয়াছেন; যদিও তিনি একজন গোঁড়া ক্যাথলিক্ প্রচারক, তথাপি কখনও শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন পাইলে তাঁহাকে একজন প্রধান পরমার্থ-শিক্ষকরূপে সম্মান প্রদান করিতে কিছুমাত্রও ইতস্ততঃ করিবেন না।

বিলাতে প্রচার

ভারত-গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ডিপুটি ডিরেক্টর মিঃ দীক্ষিত গত ২রা জুলাই লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

ভাবী মাদ্রাজ-গবর্ণরের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন

গত ৪ঠা জুলাই বুধবার লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ মাদ্রাজের Governor Designate (নবনিযুক্ত গবর্ণর) দি রাইট্ অনারেবল লর্ড Erskin মহোদয়ের লণ্ডনস্থ ৬ নং সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারস্থিত ভবনে মাননীয় লর্ড বাহাদুরের নিকট মহাপ্রভুর উপদেশামৃত কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাননীয় লর্ড বাহাদুরের ঐ গৃহটী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে ইংলণ্ডের তদানীন্তন অধিপতি প্রথম চার্লস্ দান করিয়াছেন। মাননীয় লর্ড বাহাদুর এই সপ্তাহে মাননীয়া Lady Marjórie Erskin ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সহ ভারতে আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও তিনটী পুত্র আছে। তাঁহারা লণ্ডনে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। মাননীয় লর্ড বাহাদুর মাননীয় সার জন এণ্ডারসনের বিশেষ বন্ধু।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ৬ই জুলাই শুক্রবার অপরাহ্ণ ট্রেনে ইষ্টবোর্ণে গিয়াছিলেন। সেই স্থানে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী সার রবার্ট এবং লেডী উড্ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত মহারাজের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ তিন দিবসকাল তথায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাণী কীর্ত্তন করিয়া ৯ই জুলাই লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১০ই জুলাই ভারতের কৃতি-সন্তান স্যার বি, এন মিত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডন 'ক্যাক্সটন-হলে' একটী সভা আহূত হইয়াছিল। এই সভায় মিঃ রেজন্ড বাটলার বক্তা ছিলেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মানভূমে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ বর্দ্ধমানে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ মানভূম জেলার অন্তর্গত কুমারডুবা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে গমন করেন। নিয়মিতভাবে শ্রীমঠে স্থানীয় লোকের আগ্রহাতিশয্যে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। মঠের নিকটবর্ত্তী কুমারডুবী নামক স্থানে বার্ড এণ্ড কোম্পানীর কারখানার সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কাঞ্চন ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালিপদ সিংহ মহাশয়দিগের বিশেষ আগ্রহে কারখানার ক্লাবে গত ২২শে আষাঢ় ৭ই জুলাই শনিবার দিবস শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের আয়োজন হয়। পাঠের সময় উক্ত কারখানার শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ ও বহু মহিলাগণ উপস্থিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র বর্ণন করিয়া গৃহস্থ জীবনের কর্ত্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজী বহু সংখ্যক ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে ভিতর একটা নূতন আলোক প্রবেশ করিয়াছে। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীধামদর্শনে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট

নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহোদয় গত ২১শে জুলাই শনিবার সবান্ধবে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীধামে ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

কটকে উৎসব

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে এবং পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বহরমপুরে প্রচার

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সদলে বহরমপুরে প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। গত ২০শে জুলাই সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রচারার্থ কলিকাতা হইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ বামন ৪৪৩ গৌরাব্দ—সোমবার ২৬ কার্ত্তিক ১৩৩৬

'অধোক্ষজ'-বিষ্ণু

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর।'
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯।১৯৪

প্রাকৃত পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারা সে বস্তু গোচর হয় না, সেই প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন জীব অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞানে দর্শনাদি-পথে জীবন কল্পকে আচ্ছাদিত করেন। তাহার ফলে জগতে দুঃখের প্রাদুর্ভাববশতঃ দশের গ্লানি উপস্থিত হয়। এই গ্লানি নিরস্ত করিবার জন্য ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া অধোক্ষজ-বস্তুর প্রকাশক প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি গৌরভক্তগণ জীবন-ব্যাপী অপ্রাকৃত ভক্তি প্রচার করিয়া অপ্রাকৃত-বস্তু আবিষ্কার করিলে গৌড়ীয়গণের পূর্ব্বগৌরব ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত-চিন্তা-কুসংস্কার আচ্ছাদিত হয়। অতঃপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তগণ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা উহা নিরাস করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধন করিবার চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয়, সেই সকল প্রাকৃতসহজিয়া উহাদের প্রতি ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থের আদর করেন নাই। প্রাকৃতগণের এই প্রকার ছলনা নষ্ট করিয়া 'গৌরবাণী' স্বয়ং ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-পুরুষের সেবায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই পতিতপাবন গৌরবাণী-বাহক মহাপুরুষ আচার্য্যের প্রত্যেকটী কথায় আমরা 'অধোক্ষজ' বস্তুর স্বরূপ ও তাহার প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি। তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত রাজ্যের অধিবাসী। তাঁহার চিন্তাস্রোত—অপ্রাকৃত, তাঁহার বাণীসমূহ—অপ্রাকৃত; তিনি অধোক্ষজ-তত্ত্বের সন্ধান প্রদানের জন্যই জগতে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং প্রাকৃত বিচারের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। অপ্রাকৃত বস্তুকে কেহ প্রাকৃতরূপে গ্রহণ করিতে গিয়া বিষ্ণুবস্তু লাভ করিতে পারেন না। জগতের শত শত বদ্ধ জীব আজ প্রাকৃত তত্ত্বের সন্ধান না করিয়া অপ্রাকৃতের দোহাই দিয়া নিজেদের সহিত বহু ব্যক্তিকে প্রাকৃত চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ করিয়া বিপথগামী করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া যাইতেছে; তাঁহাদিগকে ঐ মহাপাতক হইতে উদ্ধারার্থ তিনি নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন—নিরন্তর অধোক্ষজ-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। এই সেবাময়, সেদিন মহাপ্রভুর নবনির্ম্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময়ে অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ আবির্ভূত হইলেন। অধোক্ষজ-কীর্ত্তন নিরত শ্রীল প্রভুপাদ যে স্থানে নিত্য ভজন করিতেছিলেন, তাহারই নিম্নপ্রদেশ হইতে শ্রীবিগ্রহ উত্থিত হইয়াছেন। জীবের মঙ্গল-হেতু অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহ জগদ্বাসীর মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'অধোক্ষজ'-শব্দের অর্থ—"অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন"—যিনি জীবগণের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত। "Godhead is He who has reserved the right of not being exposed to the senses of conditioned souls"। তাহা হইলে "অধোক্ষজ"-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্ভব কি প্রকারে? উত্তর 'অধোক্ষজ' কৃপায়। "অধোক্ষজ" কৃপা কি প্রকারে হয়? নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে॥"
—গীতা

সুদৃঢ়ভাবে গুরুর সেবা উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলে যে-প্রকার সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যের দর্শন পাওয়া যায়, সেই প্রকার যাঁহারা সংসার কপাট উন্মুক্ত করিয়া নিষ্কপট চিত্তে ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন দয়াময় শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্তঃকরণে অপ্রাকৃত বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, এই বুদ্ধিযোগই 'অধোক্ষজ'-রূপ; এই বুদ্ধিযোগ-প্রভাবেই অধোক্ষজদর্শনের অধিকার। অধোক্ষজ-রূপসূর্য্য সর্ব্বদাই প্রকাশমান; সংসারদ্বার খুলিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বার খুলিব না—এই স্বভাবই আমাদের মূল ব্যাধি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবকের কৃপায় যাঁহার অজ্ঞান-ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া দিব্যদর্শন লাভ হইয়াছে তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্বের বিচারে জানিতে পারেন—শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব অংশী, চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর, কিশোর-শেখর, ব্রজেন্দ্রনন্দন। যাঁহাকে জানিতে পারেন—

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁ'র, নির্ব্বিশেষ-
প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের
এক অংশ।
আত্মার আত্মা' হন, কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

শুদ্ধভক্তিযোগে শ্রীভগবানের উপাসনা করিলে শ্রীভগবানের পূর্ণরূপ অনুভূত হয়, সেই এক বিগ্রহবিগ্রহে অনন্তস্বরূপ প্রতিভাত হয়। প্রথমেই 'স্বয়ং-রূপ', 'তদেকাত্ম-রূপ' ও 'আবেশ-রূপ'—এই তিনরূপে ভগবান্ পরিদৃষ্ট হন। স্বয়ংরূপে 'স্বয়ংরূপ' ও 'স্বয়ং প্রকাশ'—এই দ্বিবিধ-রূপে তাঁহার স্ফূর্ত্তি। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপবধূরূপে শ্রীকৃষ্ণ উদিত। ভাগবতামৃত বলেন,—শ্রীকৃষ্ণের গোপমূর্ত্তি স্বয়ংরূপ; কেন না, তাহা তাঁহার অন্য কোনও রূপকে অপেক্ষা করে না। শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ, অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন, তাহাকেই 'তদেকাত্ম'-রূপ বলে। যে-সকল জীবে ভগবচ্ছক্তি প্রবিষ্ট হওয়ায় মহৎকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাঁহারাই ভগবানের 'আবেশ' রূপ।

পূর্ব্বে কথিত হইল স্বয়ংরূপ দ্বিবিধ—(১) স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও (২) স্বয়ং-প্রকাশ। আবার স্বয়ং প্রকাশের প্রকাশ দ্বিবিধ (১) প্রাভব ও (২) বৈভব। একই বিগ্রহ যদি বহুরূপে প্রকাশিত হন যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা কালে ও দ্বারকায় মহিষী-বিবাহ-সময়ে বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন) তাহা হইলে এরূপ বিলাসের নাম প্রাভব প্রকাশ কিন্তু যদি শ্রীবিগ্রহের আকৃতি পৃথগ্‌রূপে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে তাহার সংজ্ঞা বৈভব প্রকাশ। একই অংশী শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রাভব ও বৈভব-প্রকাশে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-হেতু পরস্পরের মধ্যে নামরূপাদি-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে বর্ণমাত্র ভেদ হইলেও আর সর্ব্বপ্রকারে তৎতুল্য সমান।

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—ব্রজে গোপমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন; (২) তদেকাত্মরূপ—অনেক ও বিলাস বিচারে দুই শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে। কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি দশ অবতার শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশক তদেকাত্মরূপ। বিলাস দ্বিবিধ—প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস। প্রাভব বিলাস—মথুরা ও দ্বারকায় আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বৈভববিলাস—চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তি; দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই তিনটী করিয়া প্রকাশবিগ্রহ কেশব, নারায়ণ ও মাধব—এই তিনজন বাসুদেবের, গোবিন্দ, শ্রীবিষ্ণু ও মধুসূদন—এই তিন মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণের, ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর—ইঁহারা প্রদ্যুম্নের, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর—ইঁহারা অনিরুদ্ধের প্রকাশবিগ্রহ। এই দ্বাদশ বিষ্ণুবিগ্রহ দ্বাদশ মাসের ও তিলকের দ্বাদশ-দেবতা। এতদ্‌ব্যতীত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকেরই দুই মূর্ত্তি করিয়া বিলাস-বিগ্রহ। অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম—বাসুদেবের, উপেন্দ্র ও অচ্যুত—সঙ্কর্ষণের, নৃসিংহ ও জনার্দ্দন—প্রদ্যুম্নের এবং হরি ও কৃষ্ণ—এই দুই জন অনিরুদ্ধের বিলাস-বিগ্রহ। সুতরাং দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ, তাঁহাদের আটজন বিলাসমূর্ত্তি এবং দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ জন অধিদেবতা স্বয়ং-প্রকাশের মোট চব্বিশজন বৈভব-প্রকাশ। ইঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুবিগ্রহ। অস্ত্রাদি-ধারণ ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে। সিদ্ধার্থ-সংহিতায় এই চতুর্ব্বিংশতি বিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদে এই সকল বিগ্রহ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণ অধোহস্ত, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্ত, বাম ঊর্দ্ধ হস্ত এবং বাম অধোহস্তে যথাক্রমে অস্ত্রাদি ধারণার ক্রম গণনা হইয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য 'অধোক্ষজ'-বিষ্ণুর দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ এবং বাম অধোহস্তে চক্র বিদ্যমান। শ্রীঅধোক্ষজ-বিগ্রহ যখন কৃপা পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তিনি বিশ্ববাসীকে তাঁহার আবির্ভাব-স্থানে আকর্ষণ করিয়া মুক্তসর্ব্বস্ব-প্রকাশ-বিগ্রহ-প্রচারিত অধোক্ষজ তত্ত্ব গ্রহণ ও প্রচারে শক্তি প্রদান করুন ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা ও পুষ্পাঞ্জলি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের স্থুল পরিচয়

শ্রীমৎ শঙ্কর সম্ভবতঃ খৃঃ ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেদান্ত-দর্শনে অবশ্য এসম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের যথেষ্ট মতভেদ আছে। Mc. donell সাহেব এবং অধ্যাপক Max Muller প্রভৃতি শঙ্করের কালকে ৭৮০ খৃষ্টাব্দ বলেন। গ্রীক্-গ্রীক্ এবং দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা-কালে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনকালে বেদান্ত-মতবাদ কতকটা বিকৃতরূপে গ্রীক্-চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সনাতন-মতবাদেও বেদান্ত-মতবাদ বিকৃত-রূপেপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

শঙ্করের সময় হইতে খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রধান পণ্ডিতগণকে শঙ্করানুগ বলিয়া জানা যায় ১। পদ্মপাদাচার্য্য—ইঁহার রচিত 'তাৎপর্য্যটিকা' ও "পঞ্চপাদিকা" গ্রন্থদ্বয় প্রসিদ্ধ। ২। মণ্ডন মিশ্র—ইনি মীমাংসা-দর্শনের ব্যাখ্যাকার কুমারিল ভট্টের শিষ্য ছিলেন পরে শঙ্কর-মতে প্রবিষ্ট হয়েন। ইঁহার অদ্বৈত-মতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রধান 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি', 'ব্রহ্মসিদ্ধি' ও 'ইষ্টসিদ্ধি'। ৩। নিত্যবোধাচার্য্য বা সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি -ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "সংক্ষেপ শারীরক্"। যাহা হউক অতঃপর আমরা বেদান্ত-দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকার ও তাঁহাদের মতবাদ অতি সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শঙ্করের পূর্ব্বে একমাত্র আচার্য্য গৌড়পাদকেই অদ্বৈতবাদী বলিয়া জানিতে পারা যায় কিন্তু গৌড়পাদের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই টঙ্ক, দ্রমিড়, 'গুহদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণের ভাগবত-সিদ্ধান্তের অনুকূলে বেদান্তব্যাখ্যা-গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্ততঃ খৃষ্টজন্মের ৮।৯ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ভারতে শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত বেদান্তসূত্রের অর্থ প্রচলিত ছিল এবং তাহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে যে শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তসূত্রের প্রাচীনতম ভাষ্য। আমরা সময়ান্তরে প্রবন্ধোপসংহার-মুখে তাহা আরও বিস্তৃতরূপে প্রমাণ করিব।

বিদ্যারণ্যমুনি তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত-মতবাদ উল্লেখ করিয়াছেন। পাশুপত মত এবং শৈব-মত এক নহে। পাশুপত-মতে পঞ্চপদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে কিন্তু শৈবমতে পতি, পশু ও পাশ এই পদার্থত্রয় স্বীকৃত। পাশুপত-মতে বেদান্তদর্শনের উপর 'রাশীশ্বর ভাষ্য' নামে এক গ্রন্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পাশুপত-মতে বলা হয় যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় যে ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করেন উহাও জীবের এক প্রকার বন্ধন; কারণ, উহাতে পরতন্ত্রতা আছে। পরন্তু জীব কখনই নিজ চেষ্টায় মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর-কারুণ্যের ফলে মুক্তি যে নিশ্চিত ইহা বলিতে পারা যায় না। তাঁহার ইচ্ছার উপর ইহা নির্ভর করে। যে মুক্তি পরের দয়ার উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ মুক্তির আশায় মুমুক্ষুগণের কাম্য নহে; অতএব পরম-পুরুষার্থ-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ পঞ্চার্থ অবলম্বনপর পাশুপত-শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা। নিজচেষ্টায় সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষ পরমেশ্বরের গুণসম্বন্ধিত্ব-বশতঃ পুরুষত্ব লাভ পূর্ব্বক দুঃখনীত নাশ করিয়া সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া থাকেন। পাশুপতগণ জীবেশ্বরের অংশাংশি-সম্বন্ধ অঙ্গীকার করেন। অংশ কখনই সর্ব্বাংশে অংশীর তুল্য নহে। অংশীর ধর্ম্ম অংশে থাকিতে পারে বটে কিন্তু অংশকে সর্ব্বাংশে অংশীর ন্যায় বলিলে অংশ এ কথার কোন সার্থকতা থাকে না। এই অংশত্বকে ঔপাধিক বলা যায় না; কারণ, গীতায় জীবকে ঈশ্বরের "সনাতন অংশ" বলা হইয়াছে। ইহাতে জীবের অংশত্ব যে নিত্য তাহা বলা হইয়াছে। অংশের নিত্য স্বভাব অংশীর আশ্রিত। এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানের নামই মুক্তি। অংশের সহিত বিরোধ করিয়া অংশের স্বতন্ত্র-অভিমান-চেষ্টাই বদ্ধতা। অংশীর সহিত অংশের নিত্য বিষয়-আশ্রয় সম্বন্ধ থাকায় বিষয়-সম্বন্ধচ্যুত হওয়া কখনও অংশের পক্ষে সম্ভব নহে সুতরাং নিরংশ বিষয়ের ন্যায় অংশ আশ্রয় ও বিষয়জাতীয় বলিয়া পাশুপতগণের যে অভিমান যাহাকে তাঁহারা মুক্তাবস্থা বলিয়া কল্পনা করেন তাহাই প্রকৃতপক্ষে চরম বদ্ধাবস্থা। বাস্তব জগতে জীবেশ্বরের যে সম্বন্ধ (অংশাংশিরূপ) নশ্বর জগতে ভোগ-প্রবণতা-ফলে সেই সম্বন্ধজ্ঞান হারাইয়া বদ্ধাবস্থা লাভ হয়। বেদান্তশাস্ত্র জীবকে সেই সম্বন্ধজ্ঞানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাস্তব মুক্তি।

সকলি তোমার করুণা

করুণা তোমার নিখিল বিশ্বে ছড়ায়ে পড়েছে হরি।
মহিমা তোমার অতুল অপার গাহিতে কত তা' পারি॥
কবির কণ্ঠে সপ্ত সুরে সদায় উঠে যে মধুর গান।
তোমারই করুণা-বারিকণা পেয়ি' সে মন মোহিত প্রাণ॥
তোমার পূজার উপচার-রাশি অখিল পৃথ্বী মাঝারে।
গন্ধে ভরা বিপণি সকল তোমার বিশ্ব বাজারে॥
উহার মাঝারে লুকাইয়া তুমি খেলিতেছ লুকোচুরি।
জ্ঞানের নয়ন খুলেছে যার দেখেছে রূপের মাধুরী॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারাগণ তোমার আজ্ঞা ধরিয়া ফিরে।
কমলাসনে কমলাপতি ব্রহ্মা তোমার বন্দন করে॥
মাতৃস্তনে পীযূষ পূরি' রেখেছিলে মোর জীবন লাগি'।
আমি কই পলে! শাশ্বমনে কৃপা-কটাক্ষ তোমার মাগি॥
অজ ভব তুমি জন্ম নিলে মানব লাগি' মানুষ হ'য়ে।
আমি কই প্রভো! তোমা চাহি আকুলপ্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে॥
করুণার তব নাইকো অন্ত, হে অনন্ত করুণাময়।
আমার শুষ্ক হৃদ্ সাগরে করুণার যেন বন্যা বয়॥

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

পাই কোথা ?

[শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ ব্যাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী]

আমার ন্যায় এত ভগবদ্-ভজন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি সময় সময় বিজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিলে যে ভগবদ্ভজন হয় না ইহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু সদ্গুরু পাই কোথা? দেখুন, জগৎ তো অসৎ লোকে পরিপূর্ণ। অর্জ্জুন শ্রীভগবানের পার্ষদ ও নিত্যসখা, তিনিও যতদিন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন না করিয়াছিলেন ততদিন শ্রীকৃষ্ণই যে ভগবান্, তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

আবার দেখুন, আপনারা যে মহাপ্রভুর অনুগত সেই মহাপ্রভুর শিক্ষক সকলশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সার্ব্বভৌম ঠাকুরও মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। এরূপ অবস্থায় আমরাই বা কোন সাধুর কোন বৈশিষ্ট্য দর্শন না করিয়া কিরূপে তাঁহাকে সদ্গুরু বলিয়া স্বীকার করি?

কি দুর্দ্দৈব! আমরা কথায় বেশ বিজ্ঞ, আর কার্য্যে একেবারে অজ্ঞ। তাই আজকাল আমাদের অল্প-বুদ্ধির জন্য বহু বুজরুকের সুবিধা হইয়াছে। তাহারা ভেল্কি দেখাইয়া অনায়াসে আমাদের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতেছে।

গীতা আমরা অনেকেই প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকি কিন্তু শ্রীভগবানের শ্রীমুখ বিগলিত বাণী "আমাতে প্রপন্ন না হইলে আমার দৈবী মায়ার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই"—এ কথাটী ধরিতে পারি না এবং মনে করি, যখন লেখাপড়া শিখিয়াছি তখন গীতামৃত নিজে পড়িয়া কেন না বুঝিব? সুতরাং দৈবী মায়া আমাদিগকে বঞ্চনা করেন।

আমরা যদি একরূপে বঞ্চিত না হইতাম তাহা হইলে বুঝিতাম শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ বা শ্রীমহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ঠাকুরকে ষড়্ভুজরূপ কখন দর্শন করাইয়াছিলেন। প্রথমেই, না তাঁহারা যখন সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিহান হইয়াছিলেন তখন।

পরম ধীমান্ অর্জ্জুন, তর্কপথে যে সত্য-নিরূপণ হয় না এবং বিজ্ঞের নিকট প্রপত্তিই যে সত্য-নিরূপণের একমাত্র উপায়, তাহা আমাদিগের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিগণকে জানাইবার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক বলিতেছেন—'আমার কর্ত্তব্য কি আমাকে উপদেশ করুন।'

এইরূপ প্রপত্তি সহকারে শ্রীভগবানের উপদেশামৃত পান এবং ভগবদাজ্ঞা পালনে তৎপর হইলেই যে আমাদের সন্দেহ বিনষ্ট হইয়া ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিবার অধিকার হয়, তাহা গীতার ১১শ অধ্যায়ে শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্যে আমরা দেখিতে পাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যদি আমরা সার্ব্বভৌম-উপাখ্যান আলোচনা করি তাহা হইলেও দেখিব প্রপত্তিই ভগবদ্দর্শনের মূল। যখন সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর ব্যাখ্যা-শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া আপনাকে ধিক্কার করতঃ শ্রীমহাপ্রভুর শরণ লইলেন, তখন শ্রীমহাপ্রভুর সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিবার অভিলাষ হওয়ায় তাঁহাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন।

এইরূপে যদি আমরা সাধুগণের সঙ্গ স্বীকার করি তাহা হইলে দেখিব, সদ্গুরু কৃপাপূর্ব্বক [illegible] প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। এই ত্রিবিধ বৃত্তি লইয়া অনুশীলন করিলেই সদ্গুরু আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং যেমন সূর্য্যালোকেই সূর্য্য দর্শন হয় তদ্রূপ সদ্গুরুর কৃপাতেই আমাদের সদ্গুরু-লাভ হইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ১।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকমুক্তাবলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। তত্ত্বরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল বঙ্গ-ভাষ্য ।০
১২। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (বাঙ্গালায়) ।০
১৪। বৈষ্ণব্যদর্পণ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-বিশ্বনাথ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। ঠাকুর নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্যভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫২। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিধ ।০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণ-শিক্ষামৃতম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থবর্ষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। মোয়াট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ড্‌স ফর ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইংরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল এণ্ড বিগেনারেটেড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জাতীয় সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০২নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজীউ মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাগদা, পোঃ খাড়রেজনপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উল্টাডাঙ্গা, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ কনুবেসর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জঘাটা, পোঃ চিত্রকুট, বাকুড়া।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—কুরুক্ষেত্র।
৩৪। শ্রীগয়াগৌড়ীয়মঠ—দুর্গাকুণ্ড, গয়া
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাণগঙ্গা রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, এম্ গ্লাডষ্টোন হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। মথুরা গৌড়ীয়মঠ—মোতিঝিল
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমলানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, স্থানসূচী, বিষয়সূচী, নামসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—০৮	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—১৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপ ঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৮	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৩ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয় ; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রিদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

পরবিদ্যাপীঠ

শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাংখ্য, বেদান্ত, ষড়্‌দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ অধ্যাপনা হয়। ছাত্রগণ বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পান। এই টোলে ইচ্ছুক ছাত্রগণ অভিভাবকের অনুমতি পত্র ও পূর্বে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চরিত্র বিষয়ক প্রশংসা-পত্র সহ আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩৭১) তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইবেন। আবেদন-মঞ্জুর-জ্ঞাপক উত্তর পাইলে তাঁহারা বিদ্যাপীঠে পড়িবার আয়োজন যোগদান করিবেন। উত্তরের জন্য আবেদন পত্রে উপযুক্ত ডাক টিকেট পাঠাইবেন।

শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-পুরাণ সাংখ্যতীর্থ, সাহিত্যাচার্য্য, সাংখ্যভূষণ, বেদান্তরত্ন, দর্শন-শাস্ত্রী প্রধান অধ্যাপক
পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

—————

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও
অন্যান্য পারমার্থিক-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

গাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু উচিত। এই বিরাট, আ৬০০ ও অধিকতর বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতের তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দার্থ ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

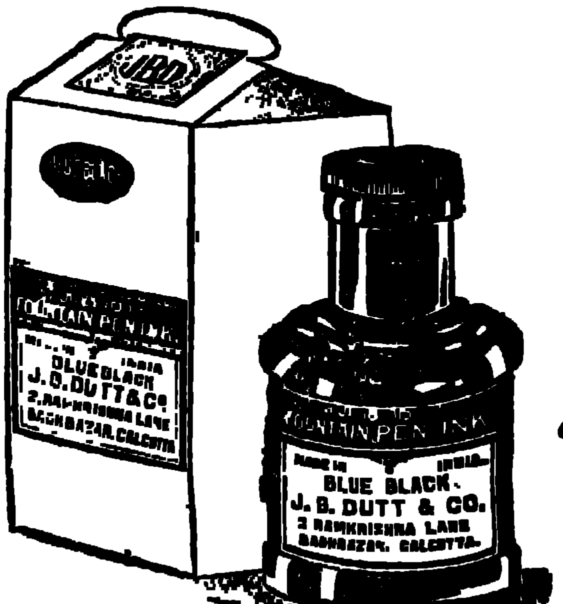

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— কেশসাম টনিক —

ব্যবহারে উজ্জ্বলপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্বাবধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সমর নিরাময় নং ৭")। অসংযত ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

একবারে মাত্র ২৲ দুই টাকা বায়ে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেল্থ লেবরেটরিজ

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেন্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
দাদা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এগমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড় (ভয়েট বা ষ্টীল বার্ক)	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা চাদরা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৸০
২৬ গেজ " "	১৩৲
১৪ গেজ " "	১১৷০
আর, পি, ডি,	১০৸৵০

প্লেনসেটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৩১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ " "	১২৷৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮৷০

গ্যাঃ তারের জাল ১৫ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টীন পাতি	৩৸৵০—৩৸৵০
" গোলটু (গোল)	৩৷৵০—৩৸৵০
" পাতে (চৌকা)	৩৷৵০—৩৸০
" গোল বড় ৵০—।৵০ সুতা	৫৵০—৫৸৵০
" টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
" বাজিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীরবহর ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বেনিয়ে মশলার দর

জিরা	২০৸৯ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৭৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	"
মরিচ	২১৸৵০	"
লবঙ্গ	৩৬৲	"
বড় এলাচ	২১৲	"
কিসমিস	১৫৷০	"
ছোট এলাচ	২৸৵০	সের
কর্পূর	২৸৵০	সের
দারুচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২৷০	সের
মেথি	৪৷০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	"
খাগর সোডা	৬৲	"
পেস্তা	২৷০	সের
আমলকী	৩৷০	মণ
হরিতকী	৩৲	"
বহেড়া	৭৲	"
১নং খয়ের	১৩৲ ১৩৸০	
ইসবগুল	৭৲	"
কাঃ হরিতকী	৫৷০	
দেশী সুপারি	১১৲	"
লঙ্কা	১৪৷০	

ঘৃতের দর

লক্ষ্মী	৫১৲	টাকা
রাজা	৪৯৷০	টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, টি, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— "নদীয়া" খান
অফিসের ঠিকানা—পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵২

ভারতের সংবাদপত্র জগতে প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৪১ ২৭শে জুলাই ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বৈজ্ঞানিক জগৎ

এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্বিদ নক্ষত্রের সংখ্যা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, পঞ্চাশ লক্ষ কোটি নক্ষত্রের সংখ্যা বালুকণার মত এই বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য নক্ষত্র বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

আলোর গতি

সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। চাঁদ আকাশে দেখা দিলে ছ' সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগে—চন্দ্ররশ্মির পৃথিবীতে পৌঁছিতে, সূর্য্য-রশ্মির পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সময় লাগে আট মিনিট।

ভারী জল

'ভারী জল' বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। এ কথার অর্থ, যে জলে হাইড্রোজেন বাষ্পের পরিমাণ হয় ডবল, সেই জলকেই আমরা ভারী জল বলিয়া থাকি। এ জলে স্নানাদি করিলে অসুখ হয়।

বিদ্যুতের কার্য্য

নৈসর্গিক বিবিধ ব্যাপার আমাদের জীবনকাঠি, মরণ-কাঠির কাজ করে। বাতাসে যে জলীয় বাষ্প থাকে, সূর্য্য যে তাপ, জলে যে বাষ্প এবং কার্বনের পরমাণু সমষ্টি—একত্রে আমাদের জীবন বহুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সব কথা আমাদের মধ্যে অল্পাধিক জানা থাকিলেও এ কথা কেহ কি জানেন—মেঘের বুকে ঐ যে চপলার চকিত চমক বিদ্যুৎ বিকাশ —বিদ্যুৎ তরঙ্গের সহিত মানব-জীবনের ঠিক কতখানি সম্বন্ধ? শুধু মানব-ই বলি কেন, উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের কতখানি জীবন ঐ বিদ্যুৎ তরঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করে। মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ডক্টর ক্রাইল বলিতেছেন,—বিদ্যুৎ নিক্ষিপ্ত হইলে যে বহ্নি স্পর্শে বায়ু মার্গ হইতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পে এক পরিমাণ সামঞ্জস্য সৃষ্ট হয়। এই সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলে প্রাণীজীবন সঙ্কুচিত হয়, স্থির হয়—এই সামঞ্জস্য বিধান না ঘটিলে বায়ু সঞ্চালিত নাইট্রোজেন বাষ্প সহ্য করা কঠিন হয়। বিদ্যুৎবিকাশ ব্যতিরেকেও নাইট্রোজেন বাষ্পে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। তথাপি বিদ্যুৎ-বিকাশে এ সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা ঘটে অনেকখানি। এ ব্যাপার হইতে প্রমাণ পাই জগতে সকল ব্যাপারের প্রয়োজনীয়তা আছে, সার্থকতা আছে।

কুমিল্লায় বঙ্গের গবর্ণর

অনাচার সম্বন্ধে উক্তি

গত ২২শে জুলাই বাঙ্গলার মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর কুমিল্লা ও নোয়াখালি পরিদর্শন-মানসে কলিকাতা ত্যাগ করেন। গত ২৩শে জুলাই তারিখ বৈকালে তিনি কুমিল্লা পৌঁছেন। গত ২৪শে জুলাই তারিখ সকালবেলা [illegible] ত্রিপুরার মহারাজার প্রাসাদ হইতে [illegible] গমন করেন; তথায় মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা-বোর্ড ও জেলা মুস্লিম আঞ্জুমান হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন মানপত্র প্রদত্ত হয়। উক্ত মানপত্র ত্রিনখানির উত্তরদান প্রসঙ্গে গবর্ণর বলেন,—

"আপনারা আপনাদের মানপত্রে [illegible] বৈপ্লবিক অনাচারের কথা উল্লেখ করিয়া যুক্তিযুক্ত কাজই করিয়াছেন। বৈপ্লবিক অনাচার সম্পর্কে আপনাদের জেলার ও আপনাদের নগরের দুর্নাম কম নয়, কুমিল্লার ও চাঁদপুরের তিনজন সরকারী কর্মচারী নিহত হইয়াছেন। উহাদের হত্যাকারী মূলতঃ এই জেলার অধিবাসী হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কেননা, এই জেলার কোন কোন স্থান হইতে বৈপ্লবিকের সমর্থন পাইয়াছে ও পাইতেছে, কিন্তু এতৎসম্পর্কে আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, আমি এস্থলে উক্ত আপনাদিগকে কোনরূপ ভর্ৎসনা করিতে আসি নাই। সুখের বিষয় বৈপ্লবিক উপদ্রব দমনের আবশ্যকতা সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন—আপনারা বৈপ্লবিক অনাচার দমন বিষয়ে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। ইহাও সুখের বিষয় যে, বৈপ্লবিক অনাচার বিষয়ে সংবাদ-পত্রগুলির মনোভাবেরও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জনমত-গঠন ব্যাপারে সংবাদ-পত্র অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ সম্প্রদায়; আশা করি, সংবাদপত্রের এই মনোভাব স্থায়ী হইবে। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, যে ভারতীয় সেনা-বাহিনী রক্ষার জন্য এই প্রদেশ পুনঃপুনঃ বহু বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছে, সেই সেনাদলের অংশ-বিশেষকে এই জেলার লোকেরা সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। সেনাদলের আগমনে লোকে প্রথমতঃ বিরক্ত হয়, কিন্তু পরে তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের বন্ধু বলিয়াই গ্রহণ করে। বৈপ্লবিক অনাচার সম্পর্কে বালক-বালিকাদের অভিভাবকগণের দায়িত্ব কম নহে—তাহাদের চিত্তকে বৈপ্লবিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার উপযোগী খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন

কৃষ্ণনগরের প্রথম মুন্সেফী আদালত

সন ১৯৩৩ সালের ১৭৩৬ নং
মানিজারীতে দখল

বনাম

মিঃ [illegible]
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস
সাং ও থানা নবদ্বীপ

দেনাদার

উমাচরণ মণ্ডল [illegible]

দেনাদার

সাং ও থানা নবদ্বীপ

এতদ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে উপরিউক্ত মোকদ্দমায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রার্থনা করিয়াছেন। [illegible] যে [illegible] আছে [illegible] কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিক্রয় করিয়া অথবা [illegible] পরিষ্কারকে উক্ত ঘরের দখল দেওয়া হইবে।

ঐ মধ্যে অবসরে বাজারেবার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩১

এখন আমরা চারিদিকেই ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা দেখিতেছি। যাহারা সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হইয়া প্রতিযোগিতা দর্শনে বঞ্চিত হন, তাঁহাদের অনেকেই ইহার ফলাফল সংবাদপত্রে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীবচিত্তে সময়াতিপাত করেন। নিয়মিত খেলাধুলায় শারীরিক ব্যায়াম হয় এবং মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু খেলার সময় বাড়ীর কথা সময়ও খেলার প্রসঙ্গে সময় অতিপাত প্রশংসনীয় নহে।

দেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবেও দাঁড়িয়া বাঁধা প্রভৃতি দেশীয় খেলাগুলির আদর দেখা যাইতেছে না। ফুটবল খেলার হাত-পা ভাঙ্গার সংবাদ আমরা প্রায়ই পাই। তদ্ব্যতীত দুই একটী আকস্মিক মৃত্যু যে মধ্যে মধ্যে না ঘটিতেছে তাহাও নয়। কিন্তু দাঁড়িয়া বাঁধা খেলায় ঐ প্রকার বিপদাদি সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। অল্প স্থানে অনেকেই খেলা করিবার সুযোগ পায় তাহাতে বেশ ব্যায়ামও হয় এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বুদ্ধির সুযোগ আছে।

কিন্তু দেশের এমনই পোড়া কপাল যে, যেপর্যন্ত এই খেলাটি পাশ্চাত্য দেশ হইতে এদেশে আমদানী না হইবে সে পর্য্যন্ত বোধ হয় দেশবাসিগণ ফুটবল খেলার বেশ পছন্দ করিয়া ইহার আদর করিবে শিখিবে না। আমাদের অশিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করিলে প্রাচ্যের গৌরব কি প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জজ এম্, এন্, মুখার্জি ও মাননীয় এস্, কে ঘোষ তারকেশ্বরের মোহান্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরির আপিল অগ্রাহ্য করিয়া যে রায় দিয়াছেন, তাহা টাইপ করা কপির ৪০০ পৃষ্ঠা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে প্রায় ১২৫ মিনিট লাগিয়াছিল। সাধারণ লোক অনেকে আছেন, যখন ১৯২৫ শ্রীযুক্ত মতীশচন্দ্র গিরি হুগলী জেলা জজের আদালতে উক্ত মোহান্তের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন, পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তদন্ত সময় তাঁহার সংগে যোগদান করিয়া মামলা চালাইতে থাকেন। প্রথমতঃ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এই মামলা দায়ের হইয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের যে পর্যন্ত সওয়াল জবাব চলে। হুগলীর তৎকালীন জিলা জজ মিঃ জি, সি, দাশ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর রায় প্রদান করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে মোহান্ত শ্রীসতীশ গিরি হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন হাইকোর্টে ৩ মাস সওয়াল জবাব চলিয়াছিল।

হাইকোর্টের মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রায়ে বলিয়াছেন, তারকেশ্বরের মন্দির ও ইহার সংলগ্ন যাবতীয় সম্পত্তি—সাধারণের, সতীশ গিরির ব্যক্তিগত নহে। সতীশ গিরি প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছেন। কতক সম্পত্তি তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন, মাননীয় জজ বাহাদুর আরও বলিয়াছেন, সতীশ গিরি ব্যক্তিগত চরিত্রের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং জজবাহাদুরদের বিচারে তিনি তারকেশ্বরের গদিতে বসিবার যোগ্য নহেন।

বর্ত্তমানে যাঁহারা তারকেশ্বরের সেবাভার চালাইবেন তাঁহারা জনসাধারণের সুবিধার দিকে বিশেষরূপে লক্ষ রাখিবেন ইহাই দেশবাসী বিশেষরূপে আশা করেন। ঠাকুরের সম্পত্তি ব্যক্তিগত বিলাস-সম্ভারে ব্যয়িত হইলে সেবকের সেবার যে অমার্জ্জনীয় ত্রুটি হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিষয়টী স্মরণ রাখিয়া সাবধান হইলে মোহান্তগণকে কখনও অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়

দানের সংখ্যা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্য্যন্ত ২৬৬টা দান হইয়াছে। তন্মধ্যে হিন্দুর দানের সংখ্যা ২৫৯, মুসলমানের দানের সংখ্যা ৫ এবং খৃষ্টানের দানের সংখ্যা ২। হিন্দু জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দান করিয়াছে, কিন্তু মুসলমানগণের ৫টা দানের মধ্যে ৩টা কেবলমাত্র মুসলমান ছাত্রদের জন্য।

কলেজের সংখ্যা

বেসরকারী কলেজ বঙ্গদেশে ৩৬টা, তন্মধ্যে ৩টা মুসলমানের জন্য প্রতিষ্ঠিত, বাকী ২৯টা হিন্দু ও ৩টা খৃষ্টান পাদ্রীগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মুসলমানের প্রতিষ্ঠিত ৩টা কলেজের মধ্যে কেবল মুসলমান ছাত্রদের জন্য ১টা কলেজ এবং হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ২৯টা কলেজের মধ্যে ১টা কলেজ কেবল হিন্দুদের জন্য।

দাতব্য চিকিৎসালয়

তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় কতটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিভাগ	হিন্দু	খৃষ্টান	মুসলমান	মুসলমানের হার শতকরা
বর্দ্ধমান	৩৬	১৭	২	১৪০১
প্রেসিডেন্সী	২২	১০	১	৪৭০২
ঢাকা	৪১	১০	২	৭২
চট্টগ্রাম	১২	২	৩	১০০৩
রাজসাহী	৯	৫	১	৫০২৩
কলিকাতা	৬	৮	০	২৫০৪
মোট ১২৬		৫২	১৭	

খৃষ্টানদিগের ৫২টা চিকিৎসালয়ের ৮টা খৃষ্টান মিশনারীর দ্বারা স্থাপিত, বাকি ৪৪টি চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যয় অধিকাংশ হিন্দুগণেই চাঁদা তুলিয়া দিয়াছেন।

ছাত্রাবাসে সৈন্যের স্থান কেন
সরকারী কৈফিয়ৎ

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতে নর্দ্দোক রেজিমেণ্টের সৈন্যদিগকে থাকিতে দেওয়ার কারণ না জানিয়া কোনও কোনও সংবাদপত্র ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বঙ্গে সেনানিবাসের ছয়টি ব্যারাক উঠিয়া যাওয়ায়, সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল পরামর্শ করিয়া বুঝিতে পারেন, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রদিগকে বিশ্বিদ্যালয়ের বাড়ীতেই স্থান দিয়া ঐ হোষ্টেল সৈন্যদের বাসের জন্য সাময়িকভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়। সুতরাং পাঁচ মাসের জন্য সৈন্যদিগকে তথায় থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। ইতোমধ্যে তাহাদের ব্যারাক মেরামত করিয়া লওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের বাড়ীতে সৈন্যদের বাসের বন্দোবস্ত করিবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহা না করিলে জনসাধারণেরই স্বার্থের ক্ষতি হইত। ছাত্রদের যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

ফুল তাজা রাখার উপায়

চয়ন করিয়া ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিলে ফুল অনেক সময় মধ্যে শুকাইয়া যায়। অনেক ফুল যাহাতে বেশীক্ষণ তাজা থাকে সে সম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি উপায় বিবৃত হইল।

যে বৃক্ষে ফুল হয় তাহা দুই প্রকার—এক বৃক্ষ কাঠময়, অপরটি রসপূর্ণ। কাঠের ন্যায় যে-সকল ফুলের বৃন্ত যথা গোলাপফুল, তাহা রক্ষার এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় যাহাতে ঐ নীরে জল টানিতে পারে। আবার যে বৃন্ত রসপূর্ণ তাহার কর্ত্তিত প্রান্ত বন্ধ করিয়া দিতে হয় যেন তাহার স্বাভাবিক রস বাহির হইতে না পারে।

কাঠময় বৃন্ত যে ফুলের, তাহাতে উত্তমরূপে জল প্রবেশ করাইবার জন্য উহার কর্ত্তিত প্রান্তের কয়েক ইঞ্চি হাতুড়ী দিয়া পিটাইতে হয় অথবা উহার ডাল মোটা হইলে চতুর্দ্দিকের সবুজ ছাল ছাড়াইয়া লইয়া তবে ফুলদানীতে রাখা উচিত।

যে ফুলের বৃন্ত রসপূর্ণ তাহার কর্ত্তিত প্রান্ত আগুনে দিয়া প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পুড়াইয়া উহার রস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। অনেকে গরম জলে ডুবাইয়া এই কার্য্য সাধন করেন। কিন্তু তাহাতে ঐ ডালের আরও কতকটা ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত নরম হইয়া যায় বলিয়া অনেক সময়ে ফুল নষ্ট হয় ও সামলান যায় না। যদিও পুড়ান ও হাতুড়ী পিটান নিষ্ঠুর ব্যবহার তথাপি এরূপ করা ছাড়া উপায় নাই।

সেইজন্য ফোয়ার্ম কার্য্য রাত্রে শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিলে ভাল থাকে। কোন কোন ফুল কোনরূপ প্রক্রিয়া ব্যতীতই ভাল থাকে। এই সকল ফুলের বৃন্ত শক্ত। যে ফুলদানীতে ফুল রাখা হয় তাহার জলে কিছু লবণ মিশাইলে ফুল ভাল থাকে। যে ফুল বিবর্ণ হইয়াছে তাহা ফুলদানিতে রাখিবার পূর্ব্বে গরম জল ও এলকোহলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে যেরূপে উহা পুনরায় সতেজ হয় তেমন আর কিছুতে হয় না।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

পাঁচ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

যশোহরের অতিরিক্ত দায়রা জজ এক হত্যাকাণ্ড মামলায় রায় দিয়াছেন। অতুলচন্দ্র সাহাকে হত্যা করিবার অভিযোগে তাহার ভ্রাতা বিপিনচন্দ্র সাহা, ও আর সাতজন অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামীদের মধ্যে ৫ জন—চাঁদ মণ্ডল, জবেদ সেখ, হোসেন শাহ্ ও সাদেক মোল্লা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার সহিত পঠিত ৩০২ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সহিত পঠিত ১২০ (খ) ধারার অভিযোগে পঞ্চম আসামীর প্রতিও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিপিনচন্দ্র সাহা ও অপর আসামীগণ মুক্তি লাভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ৩০ বামন গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে জুলাই ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ১২৬শ সংখ্যা

লণ্ডনে প্রচার

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে ভক্তি-বিনোদ-বিরহোৎসব

গত ১১ই জুলাই ২৬শে আষাঢ় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসব সমারোহে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে লায়নেল এমার্ত স্কয়ার, মিঃ টেলকার, মিস্ রুথ ব্রড্‌শ, এফ-এইচ ব্রাউন স্কয়ার, সস্ত্রীক ডাঃ ভট্টাচার্য্য, সস্ত্রীক মিঃ বেনহাম, সস্ত্রীক মিঃ ব্রিষ্টো, এল ক্রামার বিন, স্কয়ার, মিসেস সারাপ্পা, মিসেস হিলডা কররেন্স, মিঃ এ কয়ন্স, এ জন কোলিয়ার স্কয়ার, আর, এ দারা স্কয়ার, ডাঃ নিউম্যান, মিঃ পি, কে, দত্ত, জে ফ্রেজার স্কয়ার, এইচ-বি এডওয়ার্ড স্কয়ার, সি-ও গারথ স্কয়ার, ডাবিলিউ ব্রুক স্ট্রুব স্কয়ার, দি রাইট রেভারেণ্ড বিশপ জেমস্, জে-এ-কোল স্কয়ার, এফ এইচ লি স্কয়ার, মিস্ সারা ডি জরেডো, মিস্ লিলিয়ান মার্টিন, সস্ত্রীক মিঃ ডাল্লা, সস্ত্রীক ডাঃ দত্ত, মিস্ পেইন, দি রাইট রেভারেণ্ড বিশপ প্যাজেট, ক্যেপ্টেন এফ-জে পেইন, সস্ত্রীক মঃ পোলাক্, মিঃ জে-জি-প্র্যাট, ফটো প্রেস লিমিটেড, মিসেস্ জোসেফাইন ম্যানসান্, মিঃ রিচটার, মিস্ এম-এম সার্মস্, মিস্ প, সস্ত্রীক অধ্যাপক সরাজী, মিস্ মেরী সরাজী, মিঃ স্যাণ্ডিফ, ডিকস্ ডেইল স্কয়ার, মিসেস্ চৌন, সস্ত্রীক মিঃ ঠাকুরদাস, মিস্ প্রেন্টিস্যান, মিস্ এডালেইন হার্ডিং, মিঃ ল্যাগরু, মিঃ উল্ফ স্টেইন, মিস্ পীল, মিঃ সর্দ্দার বাহাদুর, ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জ্জি, মিঃ বি-দাস, মিঃ অর্জ্জুন সিংহ, মিস্ কমলাদেবী, ডাঃ ভানিমটার সেখিয়া, মিসেস্ আর সি গুপ্ত, মিঃ বোস, মিঃ এস-সি-রায়, মিঃ এস্ কে টাণ্ড, মিঃ এস, এন মুখার্জ্জি, সস্ত্রীক ডাঃ ফারনানডেজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই অপরাহ্ণ ৮|০ টার সময় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ অতিথিগণকে বৈঠকখানায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। প্রথমে ৯-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। তৎপর ১০টা পর্য্যন্ত ৪৫ মিনিট কাল অপর গৃহে প্রার্থনা এবং ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করা হয়। এই গৃহটী অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল এবং একটী উচ্চ বেদীতে ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদের আলেখ্য স্থাপিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীপাদ বন মহারাজ

"মানস দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥"

—এই গানটী কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ বন মহারাজ আরও একটি কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধামে

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের একমাত্র আচার্য্য-ভাস্কর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই জুলাই বুধবার ভক্তি-বিজয়-ভবনে সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট বাস্তব-সত্যবস্তু-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

বস্তু কি, এ বিষয় আমাদের জানা দরকার। যাহার Entity বা অস্তিত্ব আছে তাহাই বস্তু। বস্তু দুটী—একটি বাস্তব বস্তু ও অপরটি অবাস্তব বস্তু। প্রথমটী নিত্য এবং অপরটী অনিত্য। বস্তু-সম্বন্ধীয় বস্তুই বাস্তব বস্তু। এবং অবস্তু-সম্বন্ধীয় বস্তুই অবাস্তব বস্তু। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুই বাস্তব আর কৃষ্ণেতর বস্তুই অবাস্তব। যাহা Character Change করে না—অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই বাস্তব, আর অবাস্তব বস্তু পরিবর্ত্তনশীল। এই বাস্তব বস্তুর কথা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"
(ভাঃ ১।১।২)

পরোৎকর্ষসহনে অসমর্থতাই মৎসরতা। যাঁহারা সাধু, তাঁহারা মৎসর নহেন আর বাদবাকী সব মানুষই মৎসর। কারণ, প্রত্যেকেই চায়—সে সকলের উপর প্রভুত্ব করবে—সকলেই তা'র বশ্যতা স্বীকার করবে। এসব মনের ধর্ম্ম। নিজের মর্য্যাদা-রক্ষণ বা উচ্চাসনে ব'সবার জন্যই জীব এত সব ক'রছে। এসব বাজে বিষয়ে প্রমত্ত থাকায় তাহারা True Religionএর কথাটা ধ'রতে পারছে না, কর্ম্মী ও জ্ঞানী হ'য়ে প'ড়ছে। ভক্তির বিপরীত পথ ধ'রে এভাবে বিপথগমন করা উচিত নয়। এতে ত্রিতাপ নষ্ট হ'বে না। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদি—কৈতব-ধর্ম্ম। এসব কথা ছে'ড়ে দিয়ে ভাগবত-কথিত বাস্তব বস্তুর কথা জানতে হ'বে। সেই বাস্তব বিজ্ঞান লাভ হ'লে ত্রিতাপ নষ্ট হ'বে—নিত্যমঙ্গল-লাভ ঘটবে। মহামুনিকৃত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা ক'রলে পরম মঙ্গল বা নিত্যসুখ লাভ হ'বে। সাধারণ-মুনিকৃত শাস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষণিক সুখ হ'তে পারে; কিন্তু তা'তে নিত্য সুখ হ'বে না।

শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ শাস্ত্র ব্যতীত সকল শাস্ত্রই কৈতবযুক্ত কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নির্ম্মৎসর সাধুগণের জন্য কৈতবশূন্য শুদ্ধভক্তিযোগরূপ পরম ধর্ম্মের কথাই কীর্ত্তন ক'রেছেন। শুদ্ধ হ'য়ে সাধুর নিকট ভাগবত প'ড়লে বা শুন্‌লে জীবের ত্রিতাপ-নাশ হ'বে, বাস্তব-বস্তুতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হ'বে—ভগবান্‌কে পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, ভগবান চিরতরে তাঁর হৃদয়ে আবদ্ধ হ'য়ে যাবেন, আর পালাতে পারবেন না। অতএব সকলশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই শ্রীমদ্‌ভাগবত সাধুমুখে নিত্যকাল শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য, নচেৎ আমাদের মঙ্গল হ'বে না।

কলিকাতায়

গত ১৮ই জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় পরলোকগত সুবিখ্যাত কেমিষ্ট ও ড্রাগিষ্ট মিঃ ৮. এন মুখার্জি মহোদয়ের কলিকাতা ১১এ শাঁখারিটোলা লেনস্থ ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর নিকট 'গার্হস্থ্যজীবনে কি প্রকারে ভগবান্‌কে নিশ্চিতরূপে লাভ করা যায়', সর্ব্বোত্তম নিজ চরিত্র-দর্পণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োগের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ শ্রীধর বিধি পঞ্চাধণাখী ৪৪৮

শিক্ষা

মানবগণ শিশু থাকা-কালে জাগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে। বয় উন্নতির সহিত জাগতিক ব্যাপারসমূহ তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হওয়ায় তাহাতে ক্রমশঃ অধিকার লাভ হয়। অধিকার লাভ করিতে হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পার্থিব বিষয়-সমূহের সকল প্রকার বিচার ক্রমে ক্রমে লাভ করিতে হয়। যে-সকল ব্যাপার আপাত-দর্শনে অনভিজ্ঞ জীবের দর্শন আকর্ষণ করে না সেই সকল বিষয় পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাক্রমে লাভ করা যায়। তজ্জন্য শিশুকালে শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা-লাভ সাধারণতঃ কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই সাধিত হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য দক্ষতা-প্রদর্শনের পূর্ব্বেই ছাত্রজীবন ও শিখিবার কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ-শিক্ষা লাভ করিবার পরেই উহজগতের কার্য্যোপযোগী ব্যাপার-বিশেষের শিক্ষা লাভ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।

অনেকে মনে করেন যে, কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে ৫৫ বৎসরে অবসর গ্রহণ করিয়া পরজগতের জ্ঞাতব্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে পরমার্থ-শিক্ষার একেবারেই প্রয়োজনীয়তা নাই, এরূপ নির্দ্দেশ করা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। জাগতিক ব্যবহারোপযোগি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে; যেহেতু সকলের জীবনে বহির্বর্ষ-পরিমিত আয়ুষ্কাল অসংবাদিত-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ ইহ জীবনে পরমার্থের উপযোগী শিক্ষা-লাভ একটী অপরিহার্য্য ব্যাপার। যাঁহারা এই অপরিহার্য্যতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই কৌমারাবধি পরমার্থ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিচার অবলম্বন করেন। আর যাঁহারা অপ্রয়োজনীয় পর্য্যায়ে শেষ-মুহূর্ত্তে পরমার্থ-বিষয় আলোচনা করার সময় নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাদের পূর্ব্বাচরিত অবস্থার জন্য শোক করিতে বাধ্য হন। কেহ কেহ বা পরমার্থ-শিক্ষার জন্য সমগ্র জীবনে কোন কালেই অবসর সময় দেন না। ক্রীড়া-পরায়ণ বালক যেরূপ সংসারের উন্নতির কথায় মনোযোগ না দিয়া কালক্ষেপ করে, সেই প্রকার সংসার যাঁহাদের বেশ ভাল লাগে, তাঁহারা রজস্তমো গুণে চালিত হইয়া নিত্য-সত্ত্ব-গুণের আবাহন করিতে পশ্চাৎপদ হন। এই সকল রজস্তমোগুণ-প্রিয় জনগণের বিচার-প্রণালী কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থিতি-বিচারের প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করে, ফলে বিদ্যাবিদ্যা-বিবেক, সদসদ্-বিবেক, আত্মানাত্ম-বিবেক প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত জনগণ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অমনোযোগী শিশুর ন্যায় পরমার্থ-শিক্ষাকে কোনও প্রকারে আদর করেন না, বিশেষতঃ তাঁহাদের লৌকিক দক্ষতায় অবনত হইবার বিচারটী অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ধৃত হইয়াছে। লৌকিক জ্ঞান ক্রমান্বয়ে পরিবর্দ্ধিত করিয়া বার্দ্ধক্য জরাদির উপস্থিতিতে সংসার-ভোগে অসমর্থ হইলে পরমার্থের কোনও প্রকার সন্ধান না লইয়াও কাশীতে পাশা ও দাবা-খেলায় মুক্তিলাভ করিবেন, কেহ কেহ এই প্রকার চিন্তাস্রোত মনে পোষণ করেন। তাঁহারা ধারণা করিয়া থাকেন, পরমার্থ-আলোচনায় তাঁহাদের যোগ্যতা নাই।

আবার কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদেশানুসারে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও অসমর্থ জানিবার পরিবর্ত্তে 'অহং-গ্রহোপাসক' হন বা পার্থিব প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেন। লোকের নিকট ছোট বলিয়া বিবেচিত হইলে আত্ম-পরিমাণ লাঘব হইবে, ইহাই তাঁহাদের ভয়।

পূর্ব্বোক্ত বিচারসমূহ জীবকে নিজ নিত্য স্বরূপ হইতে বঞ্চিত করে। দুর্ভাগা জীব ভগবদ্বস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া পার্থিব বস্তুর প্রভুতা করিতে প্রধাবিত হয় এবং সমগ্র জগৎকে নিজ সেবায় নিয়োগ করিয়া নিজে সেব্যের আসন-গ্রহণের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। এই সময় শিক্ষার্থীর অভিনয় করা দূরে থাকুক, সে শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া মদগর্ব্বে স্ফীত হয় এবং গর্ব্বের পর্ব্বতোচ্চ শিখরেই তাহার চিরকাল কাটিয়া যাইবে মনে করে, ভবিষ্যের জোয়ারে ভাটার কথা তাহার আদৌ চিন্তার বিষয় হয় না।

উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আরও মনে করেন যে, পারমার্থিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হইবার পূর্ব্বেই শিক্ষক-স্বরূপে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে পরমার্থ-পুষ্প স্বতঃ প্রস্ফুটিত হইবে। কিন্তু সত্ত্ব-গুণে অবস্থিত জনগণ রজঃ ও তমোভাবের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বদাই পরমার্থের অনুশীলন করেন। এই অনুশীলনই 'অভিধেয়' নামে শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য বিষয়। অনুশীলনের দ্বারা কি ফল-লাভ ঘটিবে, তাহাও আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পার্থিব জ্ঞানের ছাত্ররূপে অধিকার লাভ হইতে পারে কিন্তু সেই অধিকারে চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া পরমার্থের দ্বার রুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। যেকালে আমরা পার্থিব জ্ঞান লাভার সাহায্যে লাভ করিয়া থাকি, সেইকালে সেই সকল ভাব লইয়া পরমার্থ-মন্দিরে প্রবেশ করিলে আমাদের হৃদয়ে শিক্ষকাভিমান আসিয়া পড়ে। এই সময় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম এবং জড় ও শুষ্ক-জ্ঞানের আলোচনা আমাদের হৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করায় বাস্তব বস্তুর জ্ঞান, সেবাপ্রণালী ও প্রীতির কথা আদৌ আমাদের আলোচনার বিষয় হয় না। আমরা বিষয়ে প্রভুত্ব হইয়া হ্রস্ব, দীর্ঘ ও উচ্চ—এই ত্রিবিধ আয়তনিক আকারকে বস্তু-জ্ঞানে খণ্ডকালের মধ্যে তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করি। কিন্তু শাস্ত্র 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজনে'র বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। অক্ষয়-বস্তু বিষয়ক অধিকার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয়ক বিচারের বিপরীত দিকে অবস্থিত জানিয়া কখন কখন 'অন্তর্ন্নিরসন'-প্রবৃত্তি প্রবল হয়। 'তদ্বস্তু'র সন্ধান না করিবার ফলে চৈতন্যদেবকে পরমার্থের শিক্ষক ও আকর-বস্তু বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয়। তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বাক্যে আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রথম সোপান নির্দ্দেশ করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা।

আলালনাথ—২৫।৩।৩৪

'আলালনাথের' অর্থ—'আলোয়ার নাথ'। বাংলাভাষায় ভুল ক'রে 'আলালনাথ' বলে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই যে, গোবর্দ্ধন-গিরিতে কৃষ্ণের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন ক'রে গোপীগণ চ'লে গেলেন। গীতগোবিন্দে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসঙ্গের পরবর্ত্তী ঘটনা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে।

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

আলালনাথের এই বংশীবটের ৬টে রাসস্থলী হ'য়েছিল। রাস যখন হ'লো কৃষ্ণবংশীধ্বনি আকৃষ্ট হ'য়ে গোপীসকল তখন সেজে মণ্ডলী রচনা ক'র্‌লেন। যখন রাধিকা এসে উপস্থিত হ'লেন তখন তিনি দেখ্‌লেন যে, এক এক গোপী এক এক কৃষ্ণের সহিত বিহার ক'র্‌ছেন। তিনি তখন ভাব্‌লেন আমার কৃষ্ণ এরূপ সাধারণ রতি উপভোগ কর্‌তে কেন প্রবৃত্ত হ'লেন? এইরূপ বিচার হওয়ায় তিনি রাসস্থলী পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু জয়দেব ব'লেছেন যে, কৃষ্ণ তখন সংসার-বাসনায় আবদ্ধ হ'লেন—মানুষ যেমন আবদ্ধ হয়। তিনি তখন গোপী সকলকে ছেড়ে দিয়ে রাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে রাসস্থলী ছেড়ে চ'লে গেলেন। তাহার পরে কালিন্দীর তটে গিয়ে বিষাদযুক্ত হ'য়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সলেন। যাঁ'র জন্য রাস কর্‌লাম, সে না এসে অন্য গোপীসকল এসে গেল! তিনি বিষণ্ণ হ'য়ে তটান্তরে—সমুদ্রতীরে গেলেন। সেখান হ'তে তিনি গোবর্দ্ধনে গেলেন। গোবর্দ্ধনে পৌঁছে মনে হ'ল যদি অন্য গোপীসকল সেখানেও এসে পৌঁছে যায়?

"তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু
তদা প্রিয়াভিঃ
বৃন্দাবনে কুমুদ-কুন্দ-শশাঙ্ক-রম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুর রাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ॥"

গোপীদিগের মাথুর-বিরহ ঘটেছিল। কৃষ্ণ কি আমাদের কোন কথা অনুসন্ধান করেন না?—এইরূপ বিচার মাথুর বিচার।

এ দিকে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-গিরি-স্থানে (আলালনাথে) এসেছেন। তটান্তর থেকে এখানে এসেছেন। গোপীসকলও এখন এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তা'দের সরিয়ে দেবার জন্য কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকট ক'র্‌লেন। গোপী-সকল নারায়ণকে নমস্কার ক'রে চলে গেল।

শ্রীগৌরসুন্দর কি জন্য আলালনাথে আস্‌লেন? তাঁহার বিচার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাকে পাওয়া যায়।

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং
কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥"

যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করতঃ অপার (অসীম) কোন এক প্রকার মধুররস-বিশেষ ভোগ করিবার আশায় নিজবর্ণ গোপন করতঃ শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকার পূর্ব্বক চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন্।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন আলালনাথ দর্শন কর্‌তে এলেন তখন আর কৃষ্ণের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি রক্ষা হ'ল না। এখন গোপীনাথ পুনরায় প্রকট হ'য়ে এখানে বসে গেলেন। আলালনাথ—গোপীনাথ এবং গোপীনাথ একই জিনিষ। এই গূঢ় বিচার ভক্তি-রসামৃত-গ্রন্থ ব'লেছেন।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

'নারায়ণ' ও 'কৃষ্ণে'র স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি বৃন্দাবন-বিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই তারতম্য-প্রমাণ হয়।

কিন্তু স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশরূপ আলাদা জিনিষ। স্বয়ংরূপ-প্রকাশ—চতুর্ভুজ নারায়ণ। স্বয়ংরূপে মধুরত্বের প্রাকট্য। আলালনাথের দুই শক্তি—বামে ভূ, দক্ষিণে নীলা, তাঁহার বক্ষে শ্রী। শ্রী, ভূ, নীলা তাঁহার শক্তিত্রয়। এখন যেখানে পাথরের দেবতা স্থাপন হ'য়েছে সেখানে পূর্ব্বে আলোয়ারগণ—বিষ্ণুভক্ত-সকল ছিলেন। এই জগতে তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সব চতুর্ভুজ—মূর্ত্তি-নারায়ণ। আলোয়ার সর্বত্র স্থাপিত। পশ্চাৎ এবং শ্রীসম্প্রদায় অনুসারে অভিষিক্ত হই-তেন। আলালনাথে আলোয়ারগণের মূর্ত্তির গোলমাল হ'য়ে গিয়েছে। পরবর্ত্তি-কালে এখানে গৌড়ীয়গণের অধিকার হ'য়েছে। শ্রীআলোয়ারনাথ এবং গৌড়ীয়নাথ সিদ্ধান্ততঃ অভেদ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি—শ্রীআলোয়ারনাথ। ঔদার্য্যমূর্ত্তি—শ্রীগৌরসুন্দর। মাধুর্য্য-মূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ। তিনই বিষ্ণুতত্ত্ব—একই বস্তু।

কিন্তু ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তিতে—নারায়ণ। স্বয়ং-রূপে ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-ভেদ। ললিত-মাধবে এই সব কথা আছে—

"গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং
কৃতী বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহ-
পদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্
ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ
কুঞ্চতি॥"

—কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে অদ্ভুত-কান্তিযুক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে অনু-রাগশীল দুর্গম পারকীয়-পদাবলম্বী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে?

উজ্জ্বল-নীলমণিতেও উহা অন্য আকারে পাওয়া যায়—

"রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে-
মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু
সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া
রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা॥"

—কুঞ্জে রাসারম্ভে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুকাইয়াছিলেন। কৃষ্ণরতা গোপীদিগের আগমন দেখিয়া শঙ্কিতভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এই মাত্র কহিলেন যে, 'ইনি আমাদের প্রেমবিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন।' কিন্তু রাধার প্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! শ্রীরাধার আগমনমাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না।

'গোপীনাং' শ্লোকটী আলালনাথের মন্দিরে লিখ্‌তে হ'বে। চতুর্ভুজ-সংরক্ষণে অসমর্থ বিচার অবলম্বনে 'অপারং কস্যাপি'-শ্লোকটী গৌড়ীয়নাথের মন্দিরে লিখে দিতে হ'বে। এসব ভজনের কথা—পাথরে লেখাতে হ'বে। যেমন ভক্তিকুটীতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শ্লোক পাথরে লেখা আছে। তত্ত্বের কথা জানা আবশ্যক। ব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেন হ'য়েছে তা'হ'লে বুঝ্‌তে পারা যাবে।

হেরা-পঞ্চমীর সময় লক্ষ্মীর গণের সহিত গোপীদিগের যখন বিবাদ হ'চ্ছে সেখানে চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৪শ) অনেক বিচার আছে। আলালনাথ থেকে ফিরেই শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সব বিচার কর্লেন। তন্মধ্যে চতুর্ভুজের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পাই। তাহা সকলেই জেনে রাখবেন। মদনাথেও এই সব কথা ব'লেছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর আলালনাথে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'লেন না। কোথা নারায়ণ?—এরূপ বল্লেন না। তিনি কৃষ্ণদর্শনের জন্য আলালনাথে এলেন। আলালনাথে গোপী-নাথ দর্শন কর্লেন। তাঁহার বহিরঙ্গ ভক্তগণ চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শন কর্লেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের আলালনাথে আসিবার বিচার কবিরাজ গোস্বামী তাঁহারই শ্রীমুখে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

"কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত গোপীগণের বিচার শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে পাওয়া যায়—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

গোপীগণ বলিলেন,—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিত জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।

পুরীতে শ্রীগৌরসুন্দর কুরুক্ষেত্রের বিচার প্রদর্শন ক'রেছিলেন—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি
কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলনসুখও তাই বটে, তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দী-পুলিন-গত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

হরিভজন বৃদ্ধি কর্‌লে এই সব বিচার চিত্তে আপনা হ'তে স্ফূর্ত্তিলাভ কর্‌বে। একজনকে ব'লে দিতে হবে না।

লাটবাহাদুরের হরিকথা-শ্রবণ

গত ৬ই জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ের গবর্ণর হিজ্ এক্সেলেন্সী লর্ড ব্রেবোর্ণ (Brabourne) মহোদয় ভারতবিখ্যাত, বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের মহৎ-কার্য্যাবলী এবং সিদ্ধ-মহাপুরুষ গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যদেবের ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রশংসা করিয়া লাট বাহাদুর গৌড়ীয় মঠের প্রচারে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় মঠের লণ্ডন-শাখা-মঠে ভারতের অনেক প্রাদেশিক গবর্ণর বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে লণ্ডন, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের বিদ্বজ্জনসমাজে শ্রীগৌড়ীয়মঠ যেভাবে নিষ্কপট, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-দর্শনের বিষয় বিশদ-ভাবে প্রচার করিতেছেন তাহাতে জীব-মাত্রেরই নিত্যমঙ্গল-লাভের পথ উন্মুক্ত হইতেছে। মহাপ্রভুর বাণী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সফল হইবার সময় আসিয়াছে। পৃথিবীর সমৃদ্ধিশালী জনগণ নানা ভড়ভোগ-কামনায় মত্ত হইয়া কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার যন্ত্রণা যে দুঃখ পাইতেছে এই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাহাই বুঝাইয়া দিতেছেন। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা নিত্যসত্য ভাগবতধর্ম্মের যে বাণী সকলের নিকট প্রচার করিতেছেন, আচার পালন এবং কার্য্যনিষ্ঠা দ্বারা নিজ জীবনে তাহাই প্রতিফলিত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট।

একদল লোক বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিজ ভোগবাসনা-পূরণ এবং আত্মীয়-কুটুম্ব-ভরণপোষণের জন্য কার্য্য করিতেছেন। গৌড়ীয় মঠ জনসমাজে তাহা প্রকাশ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে সতর্ক হইবার সুযোগ দিতেছেন; চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য বা নানাপ্রকার চাকুরী করিয়া মানুষ সাধারণতঃ সংসার প্রতিপালন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই এবং ভাগবত-পাঠক হইয়া বা ভাগবত-ব্যবসায়ী হইয়া যাহারা এই প্রকার অপকার্য্য করিতে চাহে গৌড়ীয়মঠ তাহাদিগকেও ইহা হইতে দূরে থাকিতে বলিতেছেন।

গৌড়ীয় মঠ সনাতনধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে ভারতের গৌরবই বৃদ্ধি করিতেছে।

সনাতনধর্ম্ম-পালন, সংরক্ষণ এবং তদুপযোগী জীবনযাপন প্রত্যেক সনাতনীরই কর্ত্তব্য। মানবমাত্রেরই এই সনাতন ধর্ম্ম পালন করার অধিকার আছে। কিন্তু যাহারা বিভিন্ন পথে ধাবিত হইয়া নিজ অবদান টানিয়া আনে অথচ সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দেয় তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

ভারতের এবং ভারতের বাহিরে এই সনাতন ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য গৌড়ীয় মঠ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আসামী, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাদি প্রচার করিতেছেন এবং নানাভাষায় ভাগবত-গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিয়া সকল বর্ণের সকল জাতির দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নামক সহস্রাধিক পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থ খণ্ডাকারে প্রচার করার ফলে বহু বিদ্বান্ ও দার্শনিকের হৃদয়ে সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটা ছায়াপাত করিয়াছে।

আমরা গৌড়ীয় মঠের কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

—ধর্ম্ম-শাসন পত্রিকা (১লা শ্রাবণ ১৩৪১)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আকারে বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধানিধি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। শুদ্ধভক্তি ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমার্গিকা অনর্থোৎপাঃ অনুবাদ (বাঁধা) ৫৲
১৩। বেদান্তসূত্রের অনুবাদ (ব্যাখ্যাতীত) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আত্মনিক ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী অনুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। অমৃতপ্রবাহভাষ্য বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিপিকারঃ ৷০
৫৪। মণিক-শিক্ষাদশকম্ ৷০
৫৫। স্তব-মুখম্ ৷০
৫৬। অনুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। নারায়ণবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। সাধন-ধর্ম ৷০
৬১। বিদেহীভ ভাক্ত'স ৷৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ দি ফুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। টংয়োটিক্ প্রিন্সিপল্স য্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ইংরেজী ভাষায়) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বালু, চাওতা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেঠা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিরহি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কর্তার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জুরুকুপা, পোঃ চিকাকুলা, রায়পুর।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিলপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াবাদ গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওয়ান গ্লৌষ্টার হাউস্, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহিরে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১২—৬	১৯—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপ ঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২।১৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনাদৃত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঠক আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অনুভব আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ধর্ম ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক শব্দসূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ক্যেশ্যাম টনিক —

ব্যবহারে উত্তমপূর্ণ যৌবনের আনন্দ গ্যারাণ্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সম্বর নিরাময় নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহারে মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

বর্ত্তমানে মাত্র ২৲ দুই টাকা দামে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং ওষুধে ৮৲ আট টাকা দাম)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

নিউ হেলথ্ লেবরেটরিস্,

(ডিপার্টমেণ্ট ৩)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ -৪৲
মাগো বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	
সিতাশাল (মক)	৲

আটা-ময়দা-সুজি প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৴০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪॥৴০
২নং আটা	৪৶০—৪।৶০
আটা এমমার্কা	৪৴০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৴০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৯ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (করোগেট বা বীম	
মার্কা	৯৲—৯০
ঐ বে-মার্কা চালকা জবর	৫৶০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৴০—৬৸০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ		১১৸০
২৬ গেজ ,,	,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	,,	১১।০
আর, পি, ডি,		১৩৸৶০

এসবেস্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৩১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট

২৪ গেজ প্লাঃ সেম সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৶০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮।০

প্লাঃ তারের জাল ১৪ ইঞ্চ ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন পাটি	৭৸৶০—৭॥৶০
,, বোল্টু (গোল)	৬।৶০—৬৸৶০
,, বাদে (চৌকা)	৭৶০—৬৸০
,,গোল বড় ৶০—।৶০ ছোট	৫৶০—৫৸৶০
,, টানা বড়	
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৸৶০—৭৲
,, বাভিজ তার	৬৬৶০—৭৸

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

বেনিয়াতে মশলার দর

জিরা		১১৸০ মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
বং হরিদ্রা	৬৸০	,,
মরিচ	২১॥৶০	,,
লবঙ্গ	৩৬৲	,,
বড় এলাচ	২১৲	,,
কিসমিস	১৫।০	,,
ছোট এলাচ	২৸৶০	সের
কর্পূর	২৸৶০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী	২।০	সের
মেথি	৪।০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	,,
সাগর সোডা	৬৲	,,
পেস্তা	২।০	সের
আমলকী	৩৸০	মণ
হরিতকী	৩৲	,,
বহেড়া	৪৲	,,
১নং খদির	১৩৸০	,,
ইসবগুল	৮৲	,,
কাঃ হরিতকী	৫।০	,,
দেশী সুপারি	১১৲	,,
লঙ্কা	১৪।০	,,

ঘৃতের দর

দানী	৫১৲ টাকা
ঢাকা	৪৯।০ টাকা

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কার্ত্তি অপার অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অব্যর্থ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১০০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিমা-প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী এম. এস. সি. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১২৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৪১ ২৮শে জুলাই ১৯৩৪

নিয়োগ ও বদলী

—:০:—

শাসন বিভাগ

২৩শে জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেট জানাইতেছেন—

নদীয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চারুচন্দ্র গুহকে এই জিলার সদরের ভার অর্পণ করা হইল।

নব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে রাজসাহী বিভাগে বদলী করা হইল। এই আদেশের দ্বারা গত ১৩ই মের আদেশ বাতিল হইল।

বিদায়ভোগী সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিজয়কুমার দত্ত গুপ্তকে বর্দ্ধমান বিভাগে বদলী করা হইল।

২৪ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুণধর চাটার্জ্জীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের বিভাগীয় কমিশনারের পার্সনাল এ্যাসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত করা হইল।

বাখরগঞ্জের অস্থায়ী জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এস কে কৃপালনীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত খুলনার জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

হাওড়ার সবজজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জিলা ও জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

রংপুরের সবজজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু সচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জিকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বর্দ্ধমানের অস্থায়ী অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এস এম আর হাফিজাবাদী আই-সি-এসকে সাময়িকভাবে দিনাজপুরের অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মৌলবী সাদিক খাঁকে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারের পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্টের পদে নিযুক্ত করা হইল।

পুলিশ বিভাগ

মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ সি কার্টকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান বিভাগের পুলিসের ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী মিঃ সি উইল আর্ট পিকে মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করা হইল।

দাতব্য ঔষধালয়

গত ২২শে জুলাই অপরাহ্ণে ১৬৫নং হ্যারিসন রোডস্থ সরোগী ধর্ম্মশালা ভবনে পণ্ডিতভূষণ কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সভায় উদ্বোধন-বিবরণ পাঠকালে বলেন—জনৈক উদারহৃদয়া মহিলা তিন হাজার টাকা একটী স্বতন্ত্র দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য দিয়াছেন। আপাততঃ ইহার সুদ হইতে ঔষধালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের কার্য্যারম্ভ ঘোষিত হইবে এবং পরে এলোপ্যাথিক বিভাগও খোলা হইবে এবং মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের জন্য একটী স্যানাটরিয়ামেরও অভাব আছে। যদি ভবিষ্যতে অর্থের স্বচ্ছলতা হয় তখন ইহার জন্যও চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। সার্জ্জন কেপ্টেন ডাঃ গয়েল প্রভৃতি উপস্থিত সকলের আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় সারগর্ভ কয়েকটি কথা বলিয়া দাতব্য ঔষধালয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সম্পাদক মুন্নালালজী সরোগী, যুগ্ম সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ (মেডিক্যাল অফিসার, ভাহের-পুর ষ্টেট), গোবর্দ্ধন দাসজী সরাফ, বাবু ছোটেলালজী কানোড়িয়া, পণ্ডিতভূষণ কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ডাঃ এল এন গয়েল, পণ্ডিত নরসিংহ দাসজী ঝুঁঝকা, বাবু ফুলচাঁদজী সরাফ, বাবু রামনাথজী কানোড়িয়া, বাবু বদ্রি প্রসাদজী ভুলসান, বাবু মহাদেবজী গোস্বামী, বাবু ঈশ্বরচাঁদজী কেজড়ীওয়াল, বাবু রাধাকৃষ্ণজী বগলা, বাবু ঈশ্বরী প্রসাদজী গোয়েন্‌কা প্রভৃতিকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধন দাস সরাফ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়।

কুমিল্লায় বঙ্গের গবর্ণর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"আপনারা আর্থিক-সমস্যা ও পাট-সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পাট-সম্পর্কে সরকার একটা প্রাদেশিক কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। কমিটী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এক মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। দেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য যে আর্থিক তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে, শীঘ্রই উহা তদন্তফল জানিতে পারা যাইবে। রিপোর্ট পাইলেই সরকার ঐ সকল বিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর মানপত্রে বন্যার কারণ সম্পর্কে রেলওয়ে বাঁধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, রেলওয়ে বাঁধই বন্যার জন্য দায়ী নহে।

গোমতী নদীর বাঁধের প্রশ্নও একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ঐ বাঁধের দুইটী স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ঐ বাঁধ বিষয়ে কোন দায়িত্ব গ্রহণ না করায় উহা রক্ষার জন্য টাকার ব্যবস্থা করেন নাই, তবে স্থানীয় কর্ম্মচারীদের অনুরোধের বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে ঐ বাঁধ মেরামতের জন্য সরকার ৫,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু কেবলমাত্র মেরামত কার্য্যেই ঐ সমস্যার চরম সমাধান হইতে পারে না—এই সমস্যা সম্পর্কে সেচ বিভাগ শীঘ্রই তদন্ত করিবেন এবং যাহাতে [illegible] ... না পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত কত টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা স্থির করিবেন। জেলা সাহায্য ভাণ্ডারে আমি নিজে ৭শত টাকা দান করিব।"

অতঃপর গবর্ণর প্রাথমিক শিক্ষা, হাস-পাতালের ব্যবস্থা, কচুরীপানা, কৃষিঋণ ইত্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ঐ রমো জগদতে মাতৃদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

শনিবার, ১৩৬১

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি আসামের মিসেস পত্নী শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর তাঁহার পুত্র-পৌত্রের সহিত অনুসারে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। আসামের ২০ হাজার বস্ত্রহীন নারীকে বস্ত্র যোগাইবার জন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদের লোকেরা কিছুই করিতেছেন না বলিয়া তাঁহার এই অনশন প্রায়শ্চিত্তের মত। তিনি বলিয়াছেন, অনশনের ফলে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিলে তাঁহার মৃত দেহ যেন শকুন-গৃধিনীদের জন্য খানায় নিক্ষেপ করা হয়, কেননা তাঁহার আসামের ভগিনীরা অনশনে এবং বস্ত্রহীন হইয়া শোচনীয়ভাবে মরিতেছে।

আমরা আশা করি, বোম্বাইয়ের অধিবাসীরা এই পরোপকারব্রতা মহিলাকে মরিতে দিবেন না। আমরা জানি সহরে অসংখ্য শত শত নারী বয়োবৃদ্ধাই নাকি তাঁহার নিকটে বস্ত্র লইয়া যাইতেছেন এবং মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের এমন সমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি অনেক আছেন যাহারা ইচ্ছা করিলে আসামের ২০ হাজার নারীকে বস্ত্র যোগাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া শ্রীযুক্তা অমৃত কাউরকে অনশন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত অমিয়কুমার দাস এবং আসাম মহিলা সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা পুষ্পলতা দাস উভয়েই শ্রীযুক্তা অমৃত কাউরের নিকট তার করিয়াছেন যে, তাঁহারা আসামের বস্ত্রহীনা নারীদের বস্ত্র যোগাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, সুতরাং তিনি উপবাস হইতে নিবৃত্ত হউন। আমরা আশা করি এই প্রতিশ্রুতির পর শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর অনশন ত্যাগ করিবেন।

আসাম গভর্ণমেন্ট বন্যাবিধ্বস্ত আসামের অবস্থা ও ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, বন্যাপীড়িত আসামবাসীদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। আসাম গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন—"বন্যার ফলে খুব বেশী লোক মরে নাই, কিন্তু বহু গো-মহিষাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে। ১২ হাজার হইতে ১৫ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে, তাহাদের থাকিবার স্থান নাই। গৃহহীনদের অন্ততঃ দুইমাস ধরিয়া অর্থ সাহায্য করিতে হইবে, কোন কোন স্থানে তাহার চেয়েও বেশী দিন ধরিয়া সাহায্য দিতে হইবে। বন্যার ফলে শ্রীহট্ট জেলার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে; নওগাঁও তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হইয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের আয়তন সুবৃহৎ, ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা হইবে। কৃষকদের গো-মহিষাদি পশু এবং বীজ সরবরাহ করিবার জন্যও গভর্ণমেন্টের যথেষ্ট ব্যয় হইবে, অর্থ-সাহায্যই অন্ততঃপক্ষে যেরূপ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।"

আসাম গভর্ণমেন্ট বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁহাদের রিপোর্ট পড়িলেই মনে হয় প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ যথেষ্ট নহে। এরূপ অবস্থায় ভারত গভর্ণমেন্টের আসাম গভর্ণমেন্টের সাহায্যার্থ আবশ্যকে অগ্রসর হওয়া উচিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহৃদয় এবং ধনী ব্যক্তিগণেরও উচিত দুঃস্থ আসামের সাহায্যার্থ আবশ্যকে অগ্রসর হওয়া।

পরলোকে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার জনপ্রিয় জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় (মধনবাবু) গত ৬ই শ্রাবণ, রবিবার ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ময়মনসিংহের আবালবৃদ্ধবনিতা ও সহরের আবালবৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত ১৩১২ বৎসর যাবৎ তিনি স্থায়ীভাবে ময়মনসিংহ সহরে তাঁহার নিজ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। এই সময় হইতে তিনি ময়মনসিংহ জিলার জনহিতকর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণা-বলে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহের জনসাধারণের নানাপ্রকার কল্যাণ করিয়া আসিতেছে। তিনি ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ছিলেন। তিনিই ময়মনসিংহের জমিদার-বর্গকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটী জমিদার প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া প্রথমে উহার প্রতিষ্ঠান সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ময়মনসিংহের নারীরক্ষা-সমিতিও তাঁহারই চেষ্টার ফল। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অর্থসাহায্যে বহু নিপীড়িতা নারী এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় পাইয়া আসিতেছিল।

ময়মনসিংহ সহরে অবস্থানের পর হইতেই তাঁহার আবাসগৃহ এই সহরের সুধী সমাজের প্রাত্যহিক সম্মেলনের স্থান ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যে তিনি এই সহরের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং যখনই পরিচিত অপরিচিত যে কেহ বিপদে আপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত তিনি অম্লানবদনে ও অকুণ্ঠচিত্তে তাহাকে সাহায্য করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। এমনও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার হাতে অর্থ না থাকিলে তিনি স্বয়ং ঋণ গ্রহণ করিয়াও প্রার্থীর অভাব মোচনে কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্রজেন্দ্রবাবু সাধারণতঃ মধনবাবু নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। মধনবাবুর আতিথ্য সর্বজন-বিদিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য; শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, স্বর্গীয় জে এম সেনগুপ্ত, হাইকোর্টের বর্ত্তমান চীফ জাষ্টিস মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, সঙ্গীত জ্ঞ আলম প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এই সহরে শুভাগমন উপলক্ষে মধন বাবু স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ বাসস্থানে লইয়া গিয়াছেন। এমন কি অতিথিদের জন্য তিনি নিজ বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বস্থ অপরের বাড়ীতে বাস করিতেন।

তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য ময়মনসিংহ সহরের স্কুল কলেজ প্রভৃতি ছুটি দেওয়া হইয়াছিল। ময়মনসিংহের উকিল ও মোক্তার লাইব্রেরীতে তাঁহার মৃত্যুতে শোকসভা করা হয়।

আগা খানের রাজ্যপ্রার্থনা

মাদ্রাজের এক সংবাদে প্রকাশ, লোকসভার কমন্স সভায় স্যার আলফ্রেড নক্স জিজ্ঞাসা করেন, মাননীয় আগা খান একটী রাজ্যলাভ পাইবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভারত গভর্ণমেন্ট তাহার কি উত্তর দিয়াছেন?

স্যার জায়েরুদ্দিন ঘোষ উত্তরে বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অধিক তাঁহার কিছু বলিবার নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছিল যে, মাননীয় আগা খানের নিকট হইতে গোপনীয় পত্র পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু গভর্ণমেন্ট উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হবেন।

স্যার আলফ্রেড নক্স জিজ্ঞাসা করেন, "গোপনীয় পেপারের আর কোন বিশিষ্ট সমর্থন কি তাহাতে রাজ্যলাভ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন?

স্যার জায়েরুদ্দিন ঘোষ উত্তরে বলেন যে, মাননীয় আগা খানের গোপনীয়তার বিষয় করা যদি প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই প্রশ্ন করা সম্পূর্ণ ভুল করা হইয়াছে, এবিষয়ে সভা সম্পূর্ণরূপে একমত হইবেন ইহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই।

গৌরীপুর ডাকঘরে আসামীর দণ্ড বহাল

কুমিল্লার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট জিতেন্দ্র সে মজুমদারকে ডাকাতির অপরাধে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ খন্দ ও মিঃ বাটলি আপীল ডিসমিস করেন ও দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৩৩ সালের ৮ই এপ্রিল আসামী অপর আরও কয়েকজনের সঙ্গে কলিয়া ছিনতাই ইত্যাদি অস্ত্রাদি সহ গৌরীপুর পোষ্ট আফিসে হানা দেয় এবং নগদ টাকা ও ইনসিওর ইত্যাদি প্রায় ৪০০০ টাকা লইয়া উধাও হয়। একই সময় অপর দল ঢাকা নবাবের কাছারীতে হানা দিয়া ৪০০৲ টাকা লইয়া যায়। পলায়ন করিবার সময় ডাকাতগণ টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয়।

ডাকাতিতে ৯ জন গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট প্রকাশ্য দিবালোকে সম্প্রতি যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে দুই নিরাম সিং ও অপর ৮ ব্যক্তিকে গত মঙ্গলবার পুলিশের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত হাজতে থাকিবার আদেশ দেন। একজনকে আমবাজার হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয়।

২২বারের জেলফেরতা ফকির

জোড়াবাগানের ঘাটের নিকট সন্দেহ-জনকভাবে ঘুরাফেরা করিবার অপরাধে আতুরিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রে কে বিশ্বাস গত মঙ্গলবার আমেদহোসেন-কে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সার্জেন্ট জনি আসামীকে গ্রেপ্তার করিলে, আসামী বলে যে, সে একজন ফকীর। সে সমস্ত রকমের পেটের পীড়া দূর করিতে পারে। তুমিয় অভিযোগেই আসামীর ২০ বার জেল হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অন্যাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে জুলাই ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১২৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

চাকদহে

গত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে বাগান গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহে শুভাগমন করিয়া তথায় দুই দিবস হরিকথা প্রচার করেন।

প্রথম দিবস স্বামীজী ধর্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শুদ্ধভক্তের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য বহু নরনারী পাঠে যোগদান করেন। গ্রামস্থ বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের মধ্যে শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র পাল এবং শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ সজ্জন ব্যক্তিদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দিবস স্বামীজী পরলোকগত রাজেন্দ্র লাল প্রামাণিক মহাশয়ের বাটীতে পাঠমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর সহজ ও সরল ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া বহু ব্যক্তি এ দিবসও পাঠে যোগদান করে। সজ্জনগণ স্বামীজীর এই অপূর্ব্ব হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুধীর যাচক মহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ২২শে জুলাই রবিবার রাত্রি ৮ আট ঘটিকার সময় 'লক্ষ্মীদাস হলে' আহূত একটী সুমহতী সভায় যথাক্রমে হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় 'সনাতনধর্ম' সম্বন্ধে দুইটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভার্গব ম্যাড্ভোকেট মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রচারকদ্বয়ের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও উপকৃত হ'ন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতনধর্মের কথা শ্রবণ করিবার জন্য বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কে আর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত আর, সি, ভার্গব, মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান যমুনাপ্রসাদ ম্যাড্ভোকেট, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ গুপ্ত ম্যাড্ভোকেট্, রায় বাহাদুর ডাঃ হীরালাল গাঙ্গুলী প্রমুখ সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাটনায়

বিগত ১৫ই জুলাই পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী বাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাকালে বলেন—যাদৃশ অন্তরে কর্ম্মজড়াসক্ত অনুষ্ঠানবাদী সাধু-পুরুষ ধূর্ত্ত-দুরন্ত শাস্ত্রব্যবসায়িগণ স্বাবধানে পা ভাসাইয়া স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির ছলনায় শাস্ত্রার্থ গোপন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া নিজ নিজ দুষ্ট মত সংরক্ষণ করিবার জন্য কৃতপ্রজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকে, যত মত তত পথ, যিনি যে পথ দিয়া যাউন্ না কেন, চরমে সকলেই সেই একমাত্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবেন। তাদৃশ তথাকথিত কেবল প্রাকৃত-যুক্তিবাদী গোপরগণের গড্ডলিকার তাণ্ডবনৃত্যে বিশুদ্ধ প্রশস্ত রাজকীয় শ্রৌতবর্ত্ম কোটীকণ্টকরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এবম্বিধ চিজ্জড়-সমন্বয়ের যুগে বাস্তব সত্যকথা বলা বড়ই বিপজ্জনক। কেহ কেহ বলেন, খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিলেই উহা শরীরের মধ্যে গিয়া শরীরের তুষ্টি এবং পুষ্টি করিবে, কেবলমাত্র এক দরজা দিয়াই যে যাইতে হইবে উহা সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা মাত্র। এতাদৃশ বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় পাইয়া বুদ্ধিমানগণ তাঁহাকে উপেক্ষাই করিবেন। তাই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥
পূতনারে যেই প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান॥"

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

গত ২৮শে আষাঢ় ১১ই জুলাই বুধবার দিবস দিল্লী-নগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে যথাক্রমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক, উষঃ-কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে অর্চ্চনাদি সেবা, ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক-গীতি প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় এবং চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত স্বাদু প্রসাদান্ন সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে ঠাকুরের অলৌকিক অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হয়।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিংশতিতম বার্ষিক বিরহতিথি-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ ভুবনেশ্বর শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠে গত ১১ই জুলাই ২৮শে আষাঢ় বুধবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নিয়ামকত্বে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যূষে শ্রীশ্রীরাধারমণ-জিউর মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, এবং মধ্যাহ্নে ভোগ-আরতি-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় শতাধিক লোককে মহাপ্রসাদে বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণ বেলা ৫॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠাকুরের পরমার্থপ্রদ চরিত্র বর্ণন করেন। উৎসবে স্থানীয় বহু ভদ্র-মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীরাধারমণ রায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত কাঞ্জিলাল ও শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত কাঞ্জিলাল মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসবোপলক্ষে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ শ্রীধর অব্দ ৪৪৮ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে সব ব্রত পালন করেন শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতও তন্মধ্যে অন্যতম। ভক্তিপথাবলম্বী মঙ্গলকামী ব্যক্তি-মাত্রেরই এই ব্রত যথাবিধি পালন করা কর্ত্তব্য। গত ৭ই শ্রাবণ সোমবার শ্রীহরিশয়নৈকাদশী হইতে "শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রত" আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া রাস-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-কাল গণনা করেন। সেই মতে গত ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা হইতেও কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা শয়নৈকাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের উত্থান-একাদশীতে ব্রত সমাপ্ত হইবে। কাহারও মতে শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাস-চতুষ্টয় চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারিপ্রকারের আশ্রমের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগের কোনও কথা নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভার আদিষ্ট আছে তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা গৃহস্থ পালন করেন, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারিমাস কাল কৃষ্ণ-প্রীতে ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও হরি অনুশীলন করিবেন এবং ঐ চারিমাস-কাল সম্পূর্ণরূপে ভোগ হইতে বিরত হইয়া অপরাপর আশ্রমিগণের সহিত শুদ্ধসদাচারে বাস করিবেন, এইজন্যই চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা।

যিনি চারিমাস-কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ তাঁহার পক্ষেও ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করা উচিত। বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর ব্রত গ্রহণ করেন; তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য-বিধানের আবশ্যকতা নাই। চাতুর্ম্মাস্য পালনে অসমর্থতা-প্রযুক্ত কেবলমাত্র কার্ত্তিকব্রত পালন করা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প-বিধান মাত্র। চারিমাস কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের মধ্যে হরিসেবন প্রবৃত্তি দেখা দিবে। কিন্তু সমর্থ-পক্ষে হরিসেবায় আলস্য পরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি লাভ হয় না। চাতুর্ম্মাস্যব্রতকালে ভোগ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিসঙ্কীর্ত্তন ও হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। এই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা-বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। এই ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। তাই ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ ৬০ সংখ্যায় ভবিষ্য-পুরাণবচন উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা হরিকীর্ত্তন করিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালন না করেন সেই সকল ব্যক্তি মূর্খ ও জীবন্মৃত।

"কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না"—এই কথাটী বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কথার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা প্রায় কেহই চেষ্টা করি না। অধুনা একাদশী, জন্মাষ্টমী এবং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদি-পালন কষ্টসাধ্য হওয়ায় এই প্রাচীন শাস্ত্রীয়-রীতি ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একমাত্র শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের ব্যবস্থা খুব কম স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় আছে বলিয়া নিজ মঙ্গলবরণে পরাঙ্মুখ ভোগিকুল কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। জগতের লোক ভোগই করুন বা ত্যাগই করুন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু যাঁহারা মঙ্গলপ্রয়াসী বা যাঁহারা ভাগ্যবলে সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় পূর্ব্বক হরি-ভক্তিলাভের—নিত্য-কল্যাণ-লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করেন তাঁহারা যেন ভক্তি-বর্দ্ধক এই ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ না হ'ন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ও শাস্ত্রাজ্ঞা-পালন বা বৈষ্ণবব্রতাদি-পালনের দ্বারা হরিভক্তি-লাভ না হয়—কৃষ্ণে প্রীতি না হয়—স্বরূপের উপলব্ধি না হয়—সেবা-সৌভাগ্য-লাভ না ঘটে—তাহা হইলে পরকালে দুঃখের আর সীমা থাকিবে না। সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত, সরল ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলকেই নরক-পথের পথিক হইতে হইবে, একথাটিও যেন আমার বন্ধুবর্গ স্মরণ রাখেন।

জগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য-কাল উপস্থিত হইলে এই ব্রত-পালনার্থ কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস-কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণও এই সময় শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিতেন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই লোক-শিক্ষার্থ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়াছেন।

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, দ্বিতীয় মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে কলাই, তাম্বূল, রক্তমূলিকা, মসুর, লোভন প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য বর্জ্জনীয়। চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূলাদি অনাবশ্যকীয় বিলাস সামগ্রী এবং তামাক, গাঁজা প্রভৃতি কলি-সহচর মাদকদ্রব্য-সেবন একান্ত নিষিদ্ধ।

কালোচিত ফলমূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরিবিস্মৃতি ঘটে তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়-বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন পূর্ব্বক সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করাই বিধি। হরিশয়নে শীম, বরবটী, ইক্ষুরব, পটোল, বেগুণ এবং পর্য্যুষিত বা বাসি-দ্রব্য-গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। সাদা বেগুণ বা সাদা বেগুণ অশুদ্ধ, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

নানা প্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে। অতএব সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। তবে সামর্থ্য-থাকা-সত্ত্বেও যেন আমরা অসমর্থের ভাণ করিয়া বিধি উল্লঙ্ঘন না করি ইহাও সতত স্মরণ রাখা উচিত। কর্ম্মিগণ ভোগপর, অতএব ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ দ্বারা অভিনিবেশ হ্রাস হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য-সেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। চাতুর্ম্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন এবং চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরিশয়ন-কালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ। সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি বস্তু-উপভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধু, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগ-অভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ দেহ ও ক্রিয়াসন-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

সমর্থ ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্যে পরদ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। হরিসেবার কোন বাধা না হইলে যদি দুগ্ধ-তক্রাদিও পরিত্যাগ করা উচিত। স্থালী-পাক-বর্জ্জন বিধেয়। সুরা মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ ব্যক্তি একদিবস অন্তর এক দিবস উপবাস করিবেন। হরিশয়নে নখ লোম-আদির ক্ষৌর-কার্য্যে শুদ্ধতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারিমাস-কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরিকীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্ররহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতার ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত নক্ত-ভোজন, পঞ্চগব্যাশন তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীত-বাদ্য-শাস্ত্রামোদ দ্বারা লোক-প্রবোধন, অষ্টৈশ্বর্য্য স্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়ম-রূপে গ্রহণীয়। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনাও লঘু হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর হরিসেবামুখে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিলে হরিভক্তি-লাভ হয়, হরিগুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বা আসক্তি জন্মে এবং ইহার আনুষঙ্গিক ফলরূপে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার অপসারিত হওয়ার ন্যায় ভক্ত্যালোকোদয়ে অন্ধকাররূপ পাপাদি সমূলে বিনষ্ট হয়। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

যাঁহারা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় রত থাকিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাকৃতাশা ছাড়িয়া গুরুবৈষ্ণবের শ্রীতার্থে তদানুগত্যে বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালন করিলে গুরু-কৃষ্ণে ভক্তি হইবে—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

মানব

'মানব' এই শব্দটি যা কোথা হইতে আসিল এবং মানব কি করিয়াই বা সৃষ্ট হইল এই বিষয়টি জানিবার উৎকণ্ঠা নাই এমন লোক অতি বিরল। 'মনু' শব্দের উত্তর 'অ' প্রত্যয় করিয়া মানব-শব্দ নিষ্পন্ন অর্থাৎ মনুর পুত্রই মানব—এই কথা আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। মনুর পুত্র যে মানব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; তবে এ বিষয়টি অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া প্রকৃষ্টভাবে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ইহাই আমাদের বক্তব্য।

ভগবানই সৃষ্টির মূলকারণ হইলেও তাঁহার রজোগুণাবতার ব্রহ্মাই তচ্ছক্তিবলে শক্তিমান্ হইয়া এই মানবাদি সৃষ্টি করেন। তিনি এক সময় সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রজা-সৃষ্টির অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন এবং এ বিষয়ে দৈবই প্রতিকূল জানিয়া দৈবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যখন প্রজাসৃষ্টি বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ঐ মূর্ত্তি দুইভাগে বিভক্ত হইল। ঐ বিভক্ত-রূপকেই লোকে কায় বলিয়া থাকে। ঐ কায় হইতে মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হইল। স্বায়ম্ভুব মনুই সেই পুরুষ এবং যিনি স্ত্রী তিনি মহিষী শতরূপা নামে বিদিতা। এই উভয়ের সংযোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—এই দুই পুত্র এবং আকূতি দেবহূতি ও প্রসূতি—এই কন্যাত্রয় জন্মগ্রহণ করিল। মনু, আকূতিকে রুচি নামক ঋষিকে, প্রসূতিকে দক্ষ ঋষিকে এবং দেবহূতিকে কর্দ্দমঋষিকে প্রদান করিলেন। ইঁহাদের সন্তানের দ্বারাই জগৎ মানবে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

প্রজাসৃষ্টি-উৎপাদনের জন্য আদিষ্ট হইয়া স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশ-পালনার্থ জন্তুদের বাসস্থান-রূপা প্রলয়-জল-মগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মাও জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার-চিন্তা করিতে লাগিলেন এমন সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটী সূক্ষ্ম বরাহমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া ক্ষণমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকারে পরিবর্দ্ধিত হইল। অল্পকাল পরে ভগবান্ বরাহদেব জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষণমধ্যে পৃথিবীকে দন্তে ধারণপূর্ব্বক রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন।

ব্রহ্মা মানব-প্রজা-সৃষ্টি ব্যতীত ক্রমে যে তাঁহার তামস সৃষ্টি হইতে যক্ষ, রাক্ষস, ঘোর দেহ ত্যাগ করিয়া সকল ভূতগণ, যক্ষ, জঘনদেশ হইতে লম্পট-প্রকৃতি অসুর, হাস্য করিয়া সৌন্দর্য্যদ্বারা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা, আলস্যদ্বারা পিশাচ, অদৃশ্যরূপদ্বারা সাধ্যগণ ও পিতৃগণ, শিরঃকম্পাদি চেষ্টাদ্বারা কিন্নর ও কিম্পুরুষ, ক্রোধবশে নিক্ষিপ্ত-কেশনির্গত কেশরাজি হইতে অহিকুল, মনের দ্বারা মনুগণকে এবং তপস্যা ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত সমাধির দ্বারা ঋষিগণকে সৃষ্টি করিলেন।

ব্রহ্মার আদেশানুসারে কর্দ্দম ঋষি দেবহূতির পাণিগ্রহণ করিলেন এবং দেবহূতির পিতা মনুকে বলিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেবহূতির সন্তান-উৎপত্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত তিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবেন এবং তৎপরে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিবেন। অতঃপর পতিব্রতা দেবহূতি পূজনা কার্য্যে কায়মনোবাক্যে মুনিবরের সেবা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পত্নী-সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া নিজের যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করাইলেন এবং ব্রতাচরণে ক্ষীণকলেবরা ভার্য্যার অভিমতানুযায়ী দৈহিক সৌন্দর্য্যাদি প্রদান করিলে উভয়ের মিলনে নয়টী কন্যার উৎপত্তি হয়। ইহার পর কর্দ্দম ঋষি প্রব্রজ্যায় গমনোদ্যত হইলে কন্যাগণের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ব্যাকুলা হইয়া দেবহূতি তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলেন। পরে স্বামীর উপদেশানুসারে ভগবদ্ভজন করিতে থাকিলে ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া জগতে আবির্ভূত হ'ন। অনন্তর কর্দ্দম ঋষি ব্রহ্মার আদেশানুসারে মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, অথর্ব্বাকে শান্তি নাম্নী কন্যা প্রদানপূর্ব্বক হরিভজনার্থ বনে গমন করেন।

মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী অনসূয়ার গর্ভে বিষ্ণুর অংশে দত্ত, রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসা এবং ব্রহ্মার অংশে সোম-নামক ঋষি—এই তিনটী পুত্র আবির্ভূত হন। অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে চারিটী কন্যা এবং উতথ্য ও বৃহস্পতি নামে দুইটী প্রসিদ্ধ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি পুলস্ত্যের অগস্ত্য ও বিশ্রবা নামে দুই পুত্র হয়। বিশ্রবার দুই পত্নী—ইলবিলা ও কেশিনী। বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে কুবের ও কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এবং কন্যা শূর্পণখার উৎপত্তি। বশিষ্ঠের পত্নী ঊর্জ্জার গর্ভে চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভৃদ্যান ও দ্যুমান্—এই সপ্তর্ষি, অথর্ব্বা ঋষির পত্নী চিত্তির গর্ভে দধীচি-মুনি এবং ভৃগুর বংশে মার্কণ্ডেয়, বেদশিরা, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি প্রথিতনামা ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হ'ন।

প্রজাপতি দক্ষ প্রসূতির গর্ভে ষোলটী কন্যা উৎপাদন করেন। তিনি ঐ ষোড়শটী কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, লজ্জা ও মূর্ত্তি—এই ত্রয়োদশটী কন্যা ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটি পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট একটী শিবকে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্মপত্নী শ্রদ্ধা সত্যকে, মৈত্রী প্রসাদকে, দয়া অভয়কে, শান্তি সুখকে, তুষ্টি হর্ষকে, পুষ্টি গর্ব্বকে, ক্রিয়া যোগকে, উন্নতি দর্পকে, বুদ্ধি অর্থকে, মেধা স্মৃতিকে, তিতিক্ষা মঙ্গলকে প্রসব করেন এবং নিখিল-কল্যাণ-গুণগ্রামের জননী ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়কে প্রসব করেন।

মনুর দুইপুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের দুই পত্নী—সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়। এই ধ্রুবই বাল্যকালে হরিকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। মনুর অপর পুত্র প্রিয়ব্রত কর্দ্দমের ঔরস জাত কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার সম্রাট্ ও কুক্ষি নাম্নী দুই কন্যা এবং দশ পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ অত্যন্ত জ্ঞানবান্, মহাবীর্য্য, বিনীত এবং পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া খ্যাত। ইঁহারা সকলেই পৃথিবী-পালনে নিযুক্ত ছিলেন। এইভাবে ক্রমশঃ প্রজা-সৃষ্টি জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহাই মানবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

"মায়ার গতি"

জন্মাবধি দুখনিত আছি যার করে,
সে যে কি বেদনা হায়! বলিব কাহারে।
তাহার কুহকে পড়ি'
অহর্নিশ জ্বলে মরি
কি খেলা খেলিছে সদা লইয়া আমারে॥

যুগ যুগান্তর ধরি'
কীট-পতঙ্গ আদি করি'
ভ্রমিলাম কত জন্ম এই ধরাতলে।
তবু না মিটিল আশা
দিবানিশি সেই নেশা
মায়াকুল-রূপ হেরি' যাই কুতূহলে॥

রূপের মাধুর্য্যে পড়ি'
হারালাম অবসরি
নিজের স্বরূপ আমি গিয়াছি ভুলিয়া।
আমা সম পাপিজন
আছে কি গো ত্রিভুবনে?
সদাই উন্মত্ত আমি নেশায় পড়িয়া।

ক্ষণিক সুখের তরে
বন্দি হ'য়ে কারাগারে
সেবা-কথা মন তুমি যাবে কি ভুলিয়া?
দেখ না হে চিন্তা করি'
কোথা নিয়ে যাচ্ছে ধ'রে
দ্রুতবেগে যাও কোথা উন্মত্ত হইয়া॥

রাক্ষসী ঐ মহামায়া
বিস্তারি ক'রে ছায়া
জগৎ গ্রাসিবারে সে আছে দাঁড়াইয়া।
নিমিষের তরে তুমি
হও (যদি) বিপথগামী
মায়া-রাক্ষসীর হাতে মরিবে পুড়িয়া॥

ধন্য তুমি কুহকিনী
ধন্য তব আকর্ষণী
কি ভীষণ-মূর্ত্তি-রূপে আছে গো জগতে।
আপাতমধুর লোভে
ধায় সবে ব্যগ্রভাবে
বন্দি হ'য়ে পড়ে তা'রা না পারে উঠিতে॥

মহামায়া শক্তি সনে
কেমনে জিনিব রণে
ত্রিশূলবাহিনী নিয়ে করে মহারণ।
কা'র সাধ্য জিতে রণে
জয়ী হয় ত্রিভুবনে
হেন লোক ধরাধামে না দেখি কখন॥

কলি ঘোর অন্ধকারে
প'ড়ে আছি চিরতরে
কত দিনে পার হব এই পারাবার।
সেই চিন্তা সদা করি
কেমনে পাইব তরী
ক্রীতদাস হ'য়ে কি গো রহিব মায়ার॥

শুন হে জগদ্বাসি
অভাগার দুঃখরাশি
মায়ার নফর হ'য়ে থেকো না জীবনে।
অনুরোধ করি আমি
না হ'বে বিপথগামী
নিত্য সুখ যদি চাও জীবনে মরণে॥

হে মোর জগদ্গুরু
তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু
কৃপা ক'রে স্থান দাও চরণে তোমার।
উদ্ধারিতে পাপিজন
ভবে তব আগমন
পতিতের তরে তুমি আছ নিরন্তর।

তোমাকে ভুলিয়া ঘোরা
হ'য়ে আছি জ্যান্তে মরা
পক্ষহীন পাখী সম আছি গো জগতে।
তব পদরেণু পেলে
মহাপঙ্ক পারে ঠেলে
আনন্দে যাইব প্রভু তোমার সাথেতে॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

*'ভোর যে শিবাজ নাম সেই নাম খাও। অন্ত সব নাম-ধাতাতা সেই নামে প

GAUDIYA MISSION IN ENGLAND

"There are other religious movements from the East in Europe, but India did not so long send her true representatives of Hinduism", writes Tridandi Swami B. H. Bon in his preface to *My First Year in England** (3 Gloucester House, Cornwall Gardens, London, S. W. 7) which he has published as a short report of the various activities of the Gaudiya Mission in England during its first year, written, as he says, more in response to the many enquiries from his friends in India than with the intention of covering the entire field of their work during that period. India claims to have had a continuous uninterrupted chain of Divine Teachers who have transmitted personally one to another the Transcendental Spiritual Mysteries since the dawn of life upto the present day. Twice the Absolute Himself has appeared—once as Krishna and later as Sri Krishna Chaitanya at Mayapur (Nadia, Bengal) in the latter half of the 15th century. Towards the close of the last century Thakur Bhaktivinode—himself a direct recipient of the "Theistic Teachings"—revealed from Master to Disciple, in unbroken sequence, in their pure and eternal form and character, untinged by human speculation — desired earnestly "that the teachings and revelation of Sri Krishna Chaitanya should be broadcast to every nook and corner of the world. That task has been earnestly taken up by Paramhansa Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami the present Head of the Gaudiya Math." The Mission has certainly achieved remarkable success in a very short period of time. They have over 40 centres in India besides the one in England.

Tridandi Swami B. H. BON (right)
Author of
My First Year in England
Tridandi Swami B P Tirtha (left)

My First Year in England gives ample evidence of the enthusiasm and earnest endeavour of Swami Bon and his colleagues. They have achieved much in one year. They have met and have had intimate exchange of thought with leading men and women of culture and representatives of various religions in Europe,—specially in England and Germany—among whom are many whose names are household words such as Sir Denison Ross, Dr Maude Royden, Mr Cranmer Byng, Dr Rhys Davies, Sir Francis Younghusband and the Archbishops of Canterbury and York. Men in high official circles, including the Viceroy, ex-Viceroys, Governors and ex-Governors, have also followed the example set by Their Majesties the King and Queen of England by evincing keen interest in the work and teachings of the Mission. The reverend Swamis have also participated in discussions at the more prominent ethical an religious societies and delivere lectures by invitation at the lead ing universities in England an Germany. An exhaustive list o these is given in the brochur under review. That they hav not in the midst of their religiou activities ignored the importanc to their cause of social intercours —even more essential in the Wes than in India—is obvious fron the large number of such engage ments they had during th year. They have not neglecte to get into close personal an intimate touch with the life an aspirations of their adopted 'par ishoners'. They have receive hospitality in their homes from th labourer and the aristocrat, th *savant* and the priest : they hav visited villages, sea-side resorts, university towns, and the grea industrial cities. *My First Yea in England* is a record of hard work and remarkable achievement of those who, one year before stood on the platform of Victori Station in London, at 8 o'cloc in the evening, strangers in a foreign land, not knowing wher to go. No comments are necessary to establish their religiou fervour, enthusiastic endeavour, o the ability that attended upo their Faith.

The book is well got-up in a neat paper jacket and on th whole well-printed. Swami B. H. Bon has two other books in the Press, *My Lectures* and *An Explanatory Translation of th Geeta*—the frame-work of which has been prepared by Tridandi Swami B P Tirtha—and we look forward to their publicatio "to inform us," as he says, "o the exact nature of his activitie as a representative of the Gaudiya Mission in England."

Acolyte.

*Copies can be obtained from The Secretary, Gaudiya Math, Baghbazar, Calcutta.

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত

[illegible]

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

শিয়ালদহ	ছাঃ	৩—৭	৭—১৭,	৮—৪৩	১৫—৬	১৭—
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৫৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৭
নবদ্বীপ ঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৩২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৯	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬	* ২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-৩	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৫৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ ও ২৩-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভারতীয় দার্শনিক মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় দৈর্ঘ্য ও বিদ্রূপায় শ্রীশ্রীমদ্ভাক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদীপ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবৃহৎ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার যকৃত সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

৪৮ ঘণ্টায় পরীক্ষা

— ষ্টেশনসায় ভূমিকা —

ব্যবহারে ভগ্নপূর্ণ যৌবনের আদর্শ গ্যারান্টি

এই ঔষধ সর্ব্ববিধ মাদক ও বিষাক্ত পদার্থ পরিবর্জ্জিত। (বাঙ্গলার ডাক্তারদের সমবেত সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হস্ত-লিখিত পুঁথির "সন্তান বিধান নং ৭")। জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, মস্তিষ্কের অবসাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার মাত্র উপকার—স্থায়ী ফল।

ডাকযোগে মাত্র ২৲ দুই টাকা বাবে পরীক্ষার্থ নমুনা প্রাপ্তব্য। (পূর্ণচিকিৎসার জন্য ১৪৲ চৌদ্দ টাকা এবং অর্দ্ধে ৮৲ আট টাকা ব্যয়)। প্যাকিং পোষ্টেজ খরচ স্বতন্ত্র।

মিস্ত হেলথ্ লেবরেটরিজ্

(ডিপার্টমেণ্ট ৬)

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট

দ্রষ্টব্য—ডাকার ও এজেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারো পরীক্ষার্থ নমুনার পুনঃ পুনঃ আবেদন গ্রহণ করা হয় না।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৶
বজার	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৬ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
বাঁকা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-বাঁকা হালকা ওজন	৫৶০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৸০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৶০—৬৸০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৷০
আর, পি, জি,	১০৸৶০

এসবেষ্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৪৷৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১৸৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৸৶০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১০৸৶০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

গজ	৮৷০

প্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৩৸৶০—৩৸৶০
,, বোল্টু (গোল)	৩৸৶০—৩৸৶০
,, পয়ারে (চৌকা)	৩৶০—৩৸০
,,গোল ছড় ৶০—।৶০ সূতা	৫৶০—৫৸৶০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৸৶০—৭৲
,, বাক্তিল বার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীলমণি ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

বেনিয়ে মসলার দর

জিরা	২০৸১ ১৯৸০	মণ
দেশী হরিদ্রা	৮৲	মণ
রং হরিদ্রা	৬৸০	,,
মরিচ	২১৸৶০	,,
লবঙ্গ	৩৯৲	,,
বড় এলাচ	২১৲	,,
কিসমিস	১৫৷০	,,
ছোট এলাচ	২৸৶০	সের
কর্পূর	২৸৶০	সের
দারচিনি	১১৲	মণ
জৈত্রী ,,	২৷০	সের
মেথি	৪৷০	মণ
মৌরি	৯৸০	মণ
কাল জিরা	৭৸০	,,
খাবার সোডা	৬৲	,,
পেস্তা	২৷০	সের
আমলকী	৩৷০	মণ
হরিতকী	৩৲	,,
বহেড়া	২৲	,,
১নং খয়ের ১৩৲	১৩৸০	,,
ইসবগুল	৮৲	,,
কাঃ হরিতকী	৫৷০	,,
দেশী সুপারি	১১৲	,,
লঙ্কা	১৪৷০	,,

সুতোর দর

লাল	৫১৲ টাকা
সাদা	৪৯৸০ টাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক
নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গৌড়ীয়োপনিষদ্
বহু অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতিউৎকৃষ্ট। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪১, ৩০শে জুলাই ১৯৩৪ [১২৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সম্রাট পঞ্চম জর্জের জুবিলী উৎসব

আগামী বৎসর যে মাসে রাজা পঞ্চম জর্জের পঁচিশ বৎসর রাজত্ব কাল পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে লণ্ডনে রৌপ্য জুবিলী উৎসব হইবে। দীর্ঘকাল যাবৎ ইংলণ্ডের রাজাদের মধ্যে এই উৎসব হয় নাই। ...ীর মৃত্যুর জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া জুবিলী উৎসব করিতে পারেন নাই। তাহার পূর্বে ইংলণ্ডের যে সমস্ত রাজা ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের সর্বশেষ ছিলেন—রাজা তৃতীয় জর্জ। জুবিলী উৎসবের সময় তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন।

আগামী যে মাসের উৎসবের আয়োজন এখন হইতেই লণ্ডনে বেশ উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

এক সপ্তাহ কাল এই উৎসব চলিবে; ...দেশ হইতে বৈদেশিক প্রধানমন্ত্রীবর্গ ও ভারতীয় নৃপতিগণ সমভিব্যাহারে রাজ-দম্পতী লণ্ডনের রাজপথে শোভাযাত্রা করিবেন। বিশেষভাবে এই উপলক্ষেই ভারতীয় নৃপতিগণ লণ্ডনে যাইতেছেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই রাজপথে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। প্রকাশ পাতিয়ালার মহারাজা শোভাযাত্রার সময় ... লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জহরত পরিধান করিবেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা পরিধান করিবেন অন্ততঃ দুই লক্ষ একটি মুক্তার মালা এবং বরোদা গাইকোয়ার পরিবেন তাঁহার বিখ্যাত "স্টার অব ইণ্ডিয়া ডায়" পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে যাহা দ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আরও প্রকাশ আলোয়ারের মহারাজা রাজদম্পতীর জন্য একটি উপঢৌকন লইয়া যাইতেছেন; তন্মধ্যে "চন্দ্রকান্ত মণি" নামক তাঁহার রাজ্যের দুইটি মরকত মণি আছে।

মোট প্রায় ৪০ জন ভারতীয় নৃপতি এই উৎসবে যোগদান করিবেন। হায়দরাবাদের নিজাম তাঁহাদের অন্যতম। তিনি যে জহরত পরিধান করিবেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিই তাহা পরিধান করিতে পারেন। সোনা রূপার পঞ্চাশটি হাতী থাকিবে এবং উহারাও জহরত পরিধান করিবে।

পথিমধ্যে আক্রমণ ও রাহাজানী

গত ২২শে জুলাই রাত্রি ৮টার সময় নাটোর জেলার গোবিন্দপুরের এক গাড়োয়ান পুঠিয়া মেলা হইতে টমটম লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় এণায়েতপুর ও গোবিন্দপুরের মধ্যবর্তী পুলের নিকট কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজন দীর্ঘাকৃতি ... তাহার টমটমে উঠে এবং ঐস্থানে আসিয়া হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তাহার নিকট যাহা আছে সমস্ত দিতে বলে; ইহাতে গাড়োয়ানটি ব্যাপার বুঝিয়া হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা উক্ত লোকটির পৃষ্ঠে দারুণ আঘাত করে এবং লোকটি চীৎকার করিয়া পড়িয়া যায়, তখন সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে আরও ৪।৫ জন লোক আসিয়া গাড়োয়ানটিকে আক্রমণ করে ও তাহাকে প্রহার করিয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলে। গাড়োয়ানটির চীৎকারে পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে লোকজন ছুটিয়া আসে। ইহাতে দুর্বৃত্তগণ গাড়োয়ানটির নিকট যে ৫।৬ টাকা ছিল সমস্তই লইয়া পলায়ন করে। গাড়োয়ানটিকে স্থানীয় ডাক্তারের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়; তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাড়োয়ানটির সনাক্তক্রমে ও চাবুকের আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া পুলিশ হাবিব আলী নামক একজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার স্বীকারোক্তিতে আরও লোকের নাম বাহির হইয়াছে।

চিঠির বাক্সে গোখুরা সাপ

ময়মনসিংহ পোষ্ট আফিসের সৈয়দ আলী নামক একজন প্যাকার গত ২৩শে জুলাই যখন আনন্দমোহন কলেজের নিকট এক চিঠির বাক্স হইতে চিঠিপত্র বাহির করিতেছিল তখন তাহাকে এক গোখুরা সাপে কামড়ায়, বাক্সের উপরের দিকের ছিদ্র দিয়া সাপ বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। সৈয়দআলী তাহার হাত বাঁধিয়া দৌড়িয়া পোষ্ট আফিসে যায়। পোষ্টমাষ্টার তাহাকে তাঁহার মোটরে করিয়া স্থানীয় বারের সদস্য শ্রীযুক্ত শিশিরচন্দ্র চন্দ্রের নিকট লইয়া যান। শেষোক্ত ব্যক্তি ... সর্পদষ্ট কয়েক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, তাঁহার চিকিৎসাধীনে এখন আর প্যাকারের জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই।

ট্রেণ চাপা পড়িয়া মৃত্যু

গত বুধবার অপরাহ্নে যাদবপুর এবং ঢাকুরিয়া ষ্টেশনের মধ্যে লাইন পার হইবার সময় কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ৪০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি ৯১নং আপ গাড়ীতে ধাক্কা খাইয়া আহত হন। তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ীতে করিয়া বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে আনয়ন করা হয়। পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ট্রাম গাড়ীতে পকেটমার

হ্যারিসন রোডের কোনও ট্রাম গাড়ীতে ব্রজ কিশোর দীক্ষিত নামক একজন যাত্রীর পকেট হইতে নগদ ২৮৲ টাকা সহ একটী ব্যাগ অপহরণ করিবার অপরাধে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আবদার রহিম নামক এক ব্যক্তিকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পোল্যাণ্ডে ভীষণ প্লাবন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ সহর হইতে দক্ষিণে অবস্থিত ক্রাকাউ অঞ্চলে বন্যার ফলে বহু লোকের প্রাণহানি আশঙ্কা হইয়া উঠিয়াছে। ভিশ্চুলা নদীর তীর ভাঙ্গিয়া প্রবল জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। উহাতে ১৫০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান জলমগ্ন হইয়াছে। এই জলের গভীরতা ২০ ফুটের কম নহে। এই অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা ১১০০০ জন। হাজার হাজার লোক বাড়ীর ছাদের উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। এই সমস্ত অধিবাসী ... এবং বহু লোকের অনাহারে মরিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বিপন্ন অধিবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

প্রতি ঘণ্টায় ১৫জনের মৃত্যু

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, আমেরিকার গ্রীষ্মের প্রকোপ হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। প্রকাশ যে, প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ১৫জন করিয়া লোক মারা যাইতেছে। এপর্য্যন্ত মোট ৭০০জন মারা গিয়াছে। এই সঙ্গে প্রান্তরে দাবানল (বনের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড) জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উহাতে সহস্র সহস্র গবাদি পশুর জীবন বিপন্ন হইয়াছে।

৬ মে। ১৯৭৪ সোমবার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে সোমবার, ১৩৮১

মানবের অকৃতজ্ঞতার চতুরতা ধনীভূত হইয়া প্রকৃতিবিধানের উল্লঙ্ঘন আস্ফালনরূপে বিস্ময়কে আত্মপ্রকাশ পূর্বক ভগবানকে উড়াইয়া দিয়া যখন মানুষকে সর্বা স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই সময় সমগ্র জগৎ প্রাকৃতিক উপদ্রবে আক্রান্ত হইয়া আছে। জ্ঞানীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও বিহারের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর আসাম, পূর্ববঙ্গ, ও উত্তর-বিহার বন্যার স্রোতে আক্রান্ত করিয়াছে। ভারতীয় কৃষকের মধ্য-ইউরোপের গোলাগুলি আজ ঘোর প্রকোপে চারিদিক দেশের ধন হারাইয়া আর্তনাদ করিতেছে। ইহার সমস্ত আয়তনের এক পঞ্চমাংশ জলের নীচে অথচ বন্য এখনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অত বৈজ্ঞানিকগণ এখন কোথায়?

বৈজ্ঞানিকগণের বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে তাঁহাদের কেহ কেহ বর্তমানকালে শাসনের দিকে দৃকপাত না করিয়া যে অনেক সময় আত্ম-প্রচারের জন্য তাহারই বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান। একটী অন্ধ ব্যক্তি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে যাহার উত্তোলনের ক্ষমতা নাই, সেই ব্যক্তি আবার নিজের বলের গর্ব কি প্রকারে সদর্প মুখে প্রকাশ করে, তাহাই ভাবিবার বিষয়

প্রকৃতির বিপর্যয় কেবল শুধু যে ভারত ও গোলার্দ্ধের উপরই তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া বন্যা, অনাবৃষ্টি, প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহ, ভূমিকম্পের উৎপাত তাণ্ডব প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে। সুতরাং প্রবল বন্যায় সহস্রাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন হইয়া দুঃখ ভাগিতেছে অর্জ্জরিত। উন্নতিশীল জাপানের এক অংশে অতিবৃষ্টি, অপর অংশে অনাবৃষ্টি, যথা আমেরিকার পানামা প্রদেশে ভূমিকম্প, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অনাবৃষ্টি; অথচ প্রচণ্ড গ্রীষ্মে চারশত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। তাহাতেই দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যৎ পরিণাম দাঁড়াইয়াছে। বৃক্ষ লতা, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি শুকাইয়া যাইতেছে। কলে গভীরভাবে ও জলাভাবে সহস্র সহস্র গৃহপালিত পশু মৃত্যুর সদনে যাইতেছে। এত সব দেখিয়াও কি নির্বোধ প্রাণিগণের বিপদ বারী মধুসূদনের চরণ আশ্রয়ে ইচ্ছা হইবে না?

বেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স এসোসিয়েশন যা বঙ্গীয় যাত্রী-সংঘের তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীদের দুর্দ্দশা দূরীকরণার্থ যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, দেশবাসী মাত্রেই তাহা সমর্থন করিবেন। ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের সমস্ত রেলপথে ৫০ কোটি ১৮ লক্ষ যাত্রীর টিকেট বিক্রয় হইয়াছিল। উহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর টিকেটের সংখ্যা ছিল ৪৮ কোটি ৫৩ লক্ষ। যাত্রী-ভাড়া বাবদ রেলপথ সমূহের যে আয় হয়, তাহার অধিকাংশের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ প্রদান করে। কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেন না। বঙ্গীয় যাত্রী-সমিতির প্রস্তাব মত বিভিন্ন রেল কর্তৃপক্ষ যদি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া কমাইয়া দেন এবং এই শ্রেণীর জন্য রিটার্ণ টিকেটের ব্যবস্থা করেন, তবে যে কেবল যাত্রীদের উপর সুবিচার হইবে এমন নহে—রেলপথ সমূহেরও উহাতে আয় বৃদ্ধি পাইবে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল কর্তৃপক্ষ এই উপায়ে তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্তমান দুর্দ্দিনে রেলের আয় বৃদ্ধির জন্য ইহা অপেক্ষা সমীচীন প্রস্তাব আর কিছু হইতে পারে না। আমরা আশা করি, বিভিন্ন রেলকর্তৃপক্ষ যাত্রীসমিতির এই আবেদন বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

দুইটি বালক জীবন্ত দগ্ধ

চিৎপুরের নিকটস্থ এক গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে দুইটী অল্পবয়স্ক বালক জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ, ঘরে আগুন লাগিলে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন সকলেই নিজ নিজ প্রাণ লইয়া পলায়ন করে; কিন্তু হতভাগ্য বালক দুইটী ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বেই জ্বলন্ত গৃহ-চূড়া তাহাদের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। বালক দুইটির দগ্ধদেহ পরিশেষে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে।

২৬ হাজার টাকা লুণ্ঠন

মীরাট জিলার মেওয়াই গ্রামের এক বাড়ীতে দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তগণ গৃহস্থদের মধ্যে ছয়জনকে গুরুতররূপে আহত করিয়া নগদ ও গহনায় ২৬ হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আহতদের মধ্যে দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে।

সংবাদ লইয়া জানা গিয়াছে, সম্প্রতি পুনরায় দিল্লী প্রদেশ ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে ডাকাতের উপদ্রব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডাঃ কিচলুর স্বাস্থ্যের অবস্থা

অমৃতসরের কংগ্রেস দলাদলি এবং গত শনিবারের সভায় যে হাঙ্গামা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ডাঃ কিচলু অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ কিচলু কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে ডাঃ কিচলুর দলের প্রতিদ্বন্দ্বী গাজী আব্দুল রহমানের দলভুক্ত স্বামী স্বানন্দ নামক জনৈক কংগ্রেসকর্মীও অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে একটী বৃক্ষের তলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শুধু জল মাত্র গ্রহণ করিতেছেন।

ডাঃ কিচলু যদিও শারীরিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল আছে। জনৈক ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে মোটর ডাকাতির চেষ্টা

বোম্বাই গত ১৩শে জুলাই সন্ধ্যায় সহরের কেন্দ্রস্থল বাণিজ্যপাড়ে এক দুঃসাহসিক মোটর ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল। জনৈক ব্যবসায়ী ও তাঁহার পুত্র ৮০০০ টাকা সঙ্গে লইয়া যাইবার সময় মোটরযোগে একদল ডাকাত আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিলে বহু লোক ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে এবং দুর্বৃত্তগণ রিভলভারের গুলী বর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের হটাইয়া দিয়া পলায়ন করে। স্থানীয় পুলিশ যে উদ্যোগিরা সন্ধান এবং পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ৫ জনের মধ্যে ২ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দু ও একজন শিখ তাহাদিগকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে জামিন না দিয়া ১৮ আগষ্ট পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

শ্রমিক নেতার কারাদণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ, শ্রমিক নেতা শ্রীযুত রুইকর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি-রাজার কর্তৃক ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। প্রকাশ, তিনি গত ১২শে মে নাগপুরে এক সভায় বক্তৃতাকালে পুলিশের উপর শ্রমিকদের বলপ্রয়োগ সমর্থন করিয়াছিলেন।

হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড

জলপাইগুড়ির দায়রা জজ মিঃ কে ইউনি জুরীগণের সহিত একমত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রামলাল আহীরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দায়রা জজ উক্ত দণ্ডাদেশ সম্পর্কে হাইকোর্টের অনুমোদন প্রার্থনা করিলে বিচারপতি মিঃ এস্ কে ঘোষ, মিঃ জ্যাক ও মিঃ বার্টলে আসামীর দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

অভিযোগে প্রকাশ, কোনও এক পানের দোকানের মালিক পঞ্চানন চৌধুরী আসামীকে বাসার চাকর নিযুক্ত করে। গত ২রা মার্চ পঞ্চানন তাঁহার ভাগিনেয় প্রফুল্লকুমার মিত্র ও আসামীকে দোকানে রাখিয়া অন্যত্র যায়। গত মার্চ রাত্রিতে আসামী প্রফুল্লকে আক্রমণ করে। দোকানের টাকা আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই সে প্রফুল্লকে হত্যা করে বলিয়া প্রকাশ। প্রতিবেশিগণ আসামীকে দোকান ঘরের মধ্যেই গ্রেপ্তার করে।

আসামী দোষ অস্বীকার করে। বলে যে, সে গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে ছুরির আঘাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার শ্যামবাজার ট্রামডিপো ষ্ট্রীটে নগেন্দ্রচন্দ্র দেব নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবক একটী মোটরবাসের তলায় পড়িয়া ভীষণভাবে আহত হয়। তাহার পায়ের অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে পাঠান হইয়াছে।

পার্ক ষ্ট্রীটে হত্যাকাণ্ড

বৃহস্পতিবার প্রাতে পার্ক ষ্ট্রীটে এক সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড হইয়াছে।

বম্বে বার্মা অয়েল কোম্পানীর ভোলানাথ কীপার ও তাঁহার পত্নী কীপার ১১নং পার্ক ষ্ট্রীটে থাকেন। সকাল সাতটার সময় মিঃ কীপার চা খাইয়া বাহির হইয়া যান। পরে সাতটার সময় ঝাড়ুদার ঘর পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখে যে, ভিতর হইতে বন্ধ। বারংবার ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও ঘর না খোলায় বাড়ীর অন্য লোককে ডাকে। তাহারা জোর করিয়া দরজা খুলিয়া দেখিতে পায় যে, মিঃ কীপার গলাকাটা অবস্থায় মেঝেতে পড়িয়া আছেন। অবিলম্বে পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলে দেখিতে পায় যে, রক্তমাখা একখানা কাটারী পড়িয়া আছে। পুলিশ মিঃ কীপারের বেয়ারা সাহেব আলীর খোঁজ করে, কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় না। তদন্ত করিয়া পুলিশ চলিয়া গেলে সে আসামী পার্ক ষ্ট্রীট থানায় যাইয়া আত্মসমর্পণ করে। প্রকাশ, সে পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, মিঃ কীপার বাহির হইয়া যাওয়ার পর মিসেস কীপার তাহার কাছে আর এক কাপ চা চাহে। সে চা দেয়। চা ভাল হয় নাই বলিয়া তিনি তাহাকে গালি দেন। তাহাতে সে উত্তেজিত হইয়া রান্নাঘর হইতে ছুরি আনিয়া সাহেবকে হত্যা করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ   ৪ শ্রীধর   গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩০শে জুলাই ইং ১৯৩৪   সোমবার   { ১২৮শ সংখ্যা

আসামে শুদ্ধভক্তি প্রচার

একটী মিথ্যা [illegible]

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গৌড়ীয়মঠের আসাম-দেশীয় প্রচারক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি বি টি মহোদয়ের প্রচারে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব-প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষিয়া-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের ধর্ম্মে কটাক্ষপাত হওয়ার অভিযোগে সত্রাধিকারী প্রভৃতির সহায়তায় গোলোক চৌধুরী দ্বারা এক কাল্পনিক মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনেক শুদ্ধভক্তি-বিরোধী লোক তাহাতে যোগদান করায় উক্ত মহোপদেশক মহাশয় এই মোকর্দ্দমা নাকচ করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে প্রার্থনা করেন। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ জ্যাক ও মিঃ বার্টলে কিছুদিন পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট—অভিযোগ কেন নাকচ হইবে না, এই রুল ইস্যু করেন। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ কিছুদিন পূর্ব্বে হাইকোর্টে আসিয়াছিল। গত ২৩শে জুলাই বিচারপতিদ্বয়ের বিচারে অতি সঙ্গতরূপে কল্পিত ঐ মোকর্দ্দমা নাকচ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বি-টি মহোদয় ধুবড়ী গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক এবং বর্ত্তমান সময়ে আসামে শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারের দিক্‌পাল। তাঁহার প্রচারে আসাম-প্রদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে। উহা নিবারণের জন্যই উক্ত মহাপুরুষিয়া-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি বড়পেটার এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের এজলাসে এই মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারিত নির্ম্মল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রসার-সরণি রুদ্ধ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত।

প্রচার প্রসঙ্গ

পাবনায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার পূর্ব্বক গত ২০শে আষাঢ় ১৫ জুলাই সোমবার তারিখে উল্লাপাড়া নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ সাহা মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক উক্ত দিবস সন্ধ্যায় সমবেত বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী এম এ, বি-টি, হেড্ মাষ্টার উল্লাপাড়া হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ হেড্ পণ্ডিত, উল্লাপাড়া হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত বনমালী সাহা, (মারচেণ্ট), শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সাহা বি-এ, বি-টি, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সাহা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উক্ত হেড্ মাষ্টার মহাশয় স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্ন করেন যে, ধর্ম্মের সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের কোনও আবশ্যকতা আছে কিনা? উক্ত প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে স্বামীজী মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরি-কথা-কীর্ত্তন করেন। অতঃপর হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ও বহুপ্রকার পরিপ্রশ্নাদি করিয়া স্বামীজী মহারাজের নিকটে সত্য বিষয় জানিতে প্রয়াসী হন। স্বামীজী মহারাজ ঐসকল প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করিলে শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজী মহারাজের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দর্শন করিয়া ও শাস্ত্রযুক্তি-পূর্ণ সুমীমাংসা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন।

তৎপর-দিবস শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের ভবনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য স্বামীজী মহারাজের আদেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬শে আষাঢ় ১১ই জুলাই বুধবার পাবনা জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়া-গ্রামস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিতে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পাঠ হয়। স্বামীজী মহারাজের আদেশক্রমে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় "শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিত্র" সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ব্যাধ ও নারদ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া কিরূপে ব্যাধ সৎসঙ্গ প্রভাবে জীবহিংসা-বিরত হইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া দেন এবং যেকাল পর্য্যন্ত মানুষ সৎসঙ্গ লাভ না করে সেকাল পর্য্যন্ত সে নিজের অপরের কোন প্রকার মঙ্গল করিতে সমর্থ হয় না, ইহা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

গত ২৭শে আষাঢ় ১২ই জুলাই বৃহস্পতি-বার উল্লাপাড়া হাইস্কুলে "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজের আদেশক্রমে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় ঐ বিষয়ে প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল অনর্গল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন

কুমিল্লায়

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত লাকসাম বাজারে জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সাহা বি-এল মহাশয়ের উদ্যোগে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "আত্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে তথায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কয়েকদিন শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন সাহা মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শিত হয়।

স্থানীয় হাইস্কুলের সেক্রেটারী জমিদার শ্রীযুত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর মহাশয়ের উদ্যোগে স্থানীয় স্কুল-সংলগ্ন ময়দানে আহূত সভায় পণ্ডিতজী "মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ ঠাকুর সরস্বতীর সর্ব্বস্ব ৪৪৮

আকর্ষণ

'আকর্ষণ' শব্দটী শ্রবণমাত্রেই আকৃষ্ট, আকর্ষণ ও আকর্ষক—এই তিনটী বিষয়ের কথা আমাদের স্মৃতিপটে উদিত হয়। সেবক, সেবা ও সেব্যের ন্যায়ও এই তিনটী শব্দের প্রয়োগ। যিনি আকর্ষিত হন, তিনিই আকৃষ্ট, যাহা দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া যায় তাহাই আকর্ষণ এবং যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি আকর্ষক। বৃহদ্বস্তুই ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণই সব চেয়ে বড় বস্তু। আর যায় বাকী সকলই তদধীন। তদধীন সমস্ত জগৎকে আকর্ষণ করেন বলিয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণনামে অভিহিত। মুক্ত-বদ্ধ, স্থাবর-জঙ্গম সকলকে আকর্ষণ করিতে একমাত্র কৃষ্ণই সমর্থ। চিন্ময় বৃন্দাবন-বিহারী চিজ্জগতের সূর্য্য। এ জগতের সূর্য্য অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতি বলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। পরজগতেও এরূপ ধরণের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

— —

কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-বলে সতত আকর্ষণ করিতেছেন। জীবনিচয় নিজের স্বতন্ত্র-গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকারে কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছেন। ইহাই কৃষ্ণের নিত্য-রাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ—পতিতপাবন শ্রীগুরুবর্গ তাঁহার বিশেষ নিকটস্থ ও পরম প্রিয়তম। আর সাধন-সিদ্ধ সহচরীগণ শ্রীগুরু-কৃপাপ্রাপ্ত জীবগণ নিত্যসেবক মুক্ত-জীবগণ কিছুদূরে অবস্থিত। তন্মধ্যগতেই জীবের কৃষ্ণসেবা সিদ্ধ। সুতরাং তন্মধ্যগত কৃষ্ণসেবাই যখন জীবের নিত্য-স্বরূপ তখন গুরুসেবায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণভাবে কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিতে যাওয়া বা গুরু-সম্বন্ধ সাজিতে যাওয়া বৃথা হইয়া যায়।

—

কৃষ্ণ সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণাকর্ষণ মুক্তজীবেরই উপলব্ধির বিষয়, অন্যের নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ বলদেব-সঙ্কর্ষণ গুরুরূপে জীবগণকে সম্যগ্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ অপার করুণাবশতঃ অনর্থযুক্ত জীবকে মন্ত্রোপদেশ-দানে বিশুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী করিয়া দেন। ইহাই গুরু-নিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপার বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের গুরু বা আচার্য্য-লীলায় আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুরূপী কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের পাদপদ্মে জীবগণকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য—জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-রাস লীলায় প্রবেশাধিকার-প্রদানের জন্য তাঁহার অচিন্ত্য অদ্ভুত-শক্তি-প্রভাবে মায়াকবলিত জীবগণকে অযাচিত ও অহৈতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন—স্ত্রী-পুত্র মাতা-পিতা-বন্ধু-বান্ধবরূপী মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের একমাত্র উপায় তদীয় সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। এই গুরুদেবের কৃপায় বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তির মায়ামুক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণে রাগ বা গাঢ়প্রীতি হইয়াছে, ইহা দর্শনের সৌভাগ্যও আমাদের হইয়াছে।

কৃষ্ণ বা শ্রীগুরুদেব যখন সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন, তখন সমস্ত জীবই কেন কৃষ্ণোন্মুখ হয় না—কৃষ্ণসেবায় আকৃষ্ট হয় না? এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। তত্ত্বিদগণ-কথে সাধুমহাজন-গণ বলেন, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণ যে সতত সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে ইহাতে একটা কথা আছে। লৌহকে আকর্ষণ করা চুম্বকের ধর্ম্ম বলিয়া চুম্বক সাধারণতঃ লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু লৌহ-গাত্রে অত্যন্ত আবর্জ্জনা আসিয়া যুক্ত হইলে সেই মলাবৃত লৌহ চুম্বকের আকর্ষণ-সত্ত্বেও চুম্বকের নিকট যাইতে পারে না। জীবের প্রতি কৃষ্ণাকর্ষণও কতকটা তদ্রূপেই পর্য্যবসিত সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বহেতু কৃষ্ণ জীবগণকে সতত আকর্ষণ করিলেও অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানাদি-মল দ্বারা আবৃত থাকায় মায়াবদ্ধ জীবগণ কৃষ্ণসেবায় আকৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু মায়া-কর্ষণই—স্ত্রী-পুত্রাদির মমতাকর্ষণই তাহা-দিগকে অভিভূত করে বা গৃহান্ধকূপে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বজীব অন্যাভিলাষাদি মুক্ত হওয়ায় সর্ব্বদা কৃষ্ণাকৃষ্ট।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যেরূপ দাহিকা-শক্তি আছে সেইরূপ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীবমাত্রেরই স্বরূপানুগত স্বতন্ত্রতা বর্ত্তমান। যিনি যেচ্ছানুযায়ী যে কোন কাজ করিতে পারেন—কৃষ্ণসেবা করিতেও পারেন আবার ভোগ করিতেও পারেন তিনিই স্বতন্ত্র। তটস্থশক্তি জীবের স্বরূপে ছইটী বৃত্তি অনুস্যূত। তবে একটী কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী, মঙ্গলময়ী, সুখদা ও শ্রেয়োদা; আর অপরটী স্বেন্দ্রিয়তর্পণময়ী হওয়ায় দুঃখদা। যাঁহারা কৃষ্ণসেবোন্মুখ বা কৃষ্ণাকৃষ্ট—কৃষ্ণাকর্ষণ স্পষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ তাঁহারা মুক্তজীব আর যাঁহারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ ভোগন্মুখী হওয়ায় কৃষ্ণবিমুখ তাঁহারা বদ্ধ। শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে আমরা এই দুই প্রকার জীবের কথা শুনিতে পাই।

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—নিত্যমুক্ত, এক নিত্য-সংসার॥
'নিত্যমুক্ত' নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তা'রে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তা'রে জারি' মারে॥
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥
কামক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়
তাঁ'র উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

জীব দুইপ্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব চক্ষুষ্মান্ বলিয়া কৃষ্ণাকর্ষণ বা কৃষ্ণের দয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট বা তৎসেবা-তৎপর হন। সুতরাং কৃষ্ণাকর্ষণ মুক্তজীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্। বদ্ধজীব আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একেবারেই কৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ তাঁহারা কৃষ্ণের কোন সন্ধানই রাখেন না। ইহকালে বা পরকালে ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ সুখসন্ধানকেই তাঁহারা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বিষয়প্রীতি ব্যতীত তাঁহারা আর অন্য কিছু জানেন না। চাকচিক্যের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণে রত আছেন—আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া—এরূপ প্রলাপ-বাক্যে তাঁহারা নিজদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহবা স্বর্গসুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিয়া আত্ম-জগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মবিষয়ে প্রত্যাশা করেন। সেই প্রত্যাশায় তাঁহারা চিজ্জগতের যথার্থরূপ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'ন। এই কৃষ্ণাকৃষ্ট জীবগণ বহুবিধ সাংসারিক ও বৈজ্ঞানিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়াও সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ভোগ করেন। পরপুরুষাসক্তা রমণী যেমন গৃহকর্ম্ম সকলে যাথাযথ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহ গৃহ-স্বামিগণকে বঞ্চনা করতঃ সংসারে থাকিয়াও নব-নব-কান্ত-সঙ্গসুখরস আস্বাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণও সেইরূপ সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণসেবানুকূলে স্বীকার করিয়া নিত্য হরিনামে ব্যস্ত থাকেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু বলিয়াছেন—

"অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

—

জীব এ জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন এবং এই সংসারে নানা-বিধ সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত অনেক প্রকার ব্যবহার করিতেছেন। স্থূল দেহে 'আমি-বুদ্ধি' করিয়া আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব মনে করিয়া কত গর্ব্বই না করিতেছেন। জীব এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া স্বেচ্ছায় গলে অজ্ঞানরূপ-মালা পরিধান করিয়াছেন। তিনি কখনও সুখে ফুলিয়া উঠিতেছেন আবার কখনও বা দুঃখে শুকাইয়া যাইতেছেন। কখনও পুরুষদেহ লাভ করিয়া পুরুষাভি-মানে কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন আবার কখনও বা স্ত্রীলোক হইয়া হাড়-মাংসের খণ্ড-বিশিষ্ট একটী পুরুষদেহকে স্বামী মনে করিয়া সংসার-পত্তন করিতে-ছেন। কখনও জগদ্‌গুরুর সেবা ভুলিয়া সংসারে গুরুজনের সেবা, স্ত্রীপুত্র-পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতে-ছেন। আবার কখনও কুলবধূ হইয়া লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয়ে ভীতা হইতেছেন। এই ছায়াবাজী-প্রায় সংসারে—'আমি-আমার' করিয়া আমরা আজ কৃষ্ণ হইতে যে কত দূরে পড়িয়াছি, কৃষ্ণসেবা হইতে যে কত দিন বঞ্চিত হইয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

সূর্য্য উদিত হইয়া অযাচিত-ভাবে ও অবিচারে সর্ব্বত্র আলোক বিকিরণ করিলেও দিবান্ধ পেচক বা উলূক তদ্দর্শনে বা তৎকৃপালাভে যেরূপ বঞ্চিত হয়, চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের সতত জীবাকর্ষণ-সত্ত্বেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী ভোগান্ধ জীবের অবস্থাও সেইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমতাবস্থায় জীবের কর্ত্তব্য—কৃপাপূর্ব্বক গোলোক হইতে আগত গুরুরূপী কৃষ্ণের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তৎসেবা-প্রভাবে কৃষ্ণাকর্ষণ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা—কৃষ্ণাকৃষ্ট হওয়া।

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

"হিতোপদেশ"

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীনীলাচলধামে শ্রীরায় রামানন্দ দ্বারা "ভক্তি", "প্রেম" ও "তত্ত্ব" প্রকাশ করিয়া এবং শ্রীস্বরূপদামোদর দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করাইয়া লোকশিক্ষা দিতেছিলেন। একদা পূর্ববঙ্গবাসী বিপ্রবেশী জনৈক প্রাকৃত-কবি এক নাটক রচনা করিয়া বৈষ্ণবগণকে শুনাইতে আসিলেন। ভগবান্-আচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল।

সেই কবি প্রথমে তাঁহার স্বরচিত নাটক ভগবান্-আচার্য্যকে শ্রবণ করাইলেন; তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণবও নাটক শুনিলেন এবং নাটক "পরম উত্তম" হইয়াছে বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। শুধু তাহাই নহে, এরূপ উত্তম নাটক মহাপ্রভুকেও শুনাইতে হইবে বলিয়া বৈষ্ণবগণ মনে করিলেন।

মহাপ্রভুকে নাটক শুনাইবার পথে একটী প্রধান অন্তরায় — স্বরূপ-দামোদর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত না হইয়া কোন কবিতা, কোন নাটক, কিছুই মহাপ্রভুর গোচরীভূত করিবার নিয়ম নাই। গীত, শ্লোক, গ্রন্থ ও কবিত্ব যে যাহা করিয়া আনিবেন, অগ্রে শ্রীস্বরূপকে শ্রবণ করাইতে হইবে। শ্রীস্বরূপ অনুমোদন করিলে উহা মহাপ্রভুর শ্রবণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

'যথা—তথা' কবির বাক্যে "রসাভাস"-দোষ বিদ্যমান। "রসাভাস" ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিরুদ্ধ, তাহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর উল্লাস হয় না। একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বাণী দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়। এই কীর্ত্তনযজ্ঞের হোতা—শ্রীগৌরকৃষ্ণ; শ্রোতা—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক শ্রীস্বরূপানুগগণ; তদ্ব্যতীত আর কেহই এই কীর্ত্তন-যজ্ঞের অধিকারী নহেন।

আপাত-রস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যাহা পূর্ব্বকথিত রস-লক্ষণদ্বারা অঙ্গহীন হয়, রসিকগণ তাহাকে 'রসাভাস' বলেন। "পূর্ব্বাপর-বৈরূদ্ধাদি যোগতঃ রসাভাসঃ" (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ) অর্থাৎ বিরোধী রসের যোগ হইলে "রসাভাস" হয়।

উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে রসাভাস ত্রিবিধ। উত্তম উপরস, মধ্যম অনুরস, কনিষ্ঠ অপরস নামে কথিত। বিরূপতাপ্রাপ্ত স্থায়ি-বিভাব ও অনুভাবাদিদ্বারা উপলক্ষিত শান্তাদি দ্বাদশটী রস—"উপরস" নামে কথিত; কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত তটস্থ-বিভাব-সমূহ দ্বারা উৎপন্ন হাস্যাদি সাতটি রস ও রুক্ষ শান্তরসটি "অনুরস" নামে কথিত; পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব-যুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ অসুরগণ যদি হাস্যাদি রসের বিষয় ও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রসতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ উঁহাদিগকে "অপরস" বলেন।

স্বরূপানুগ জন ভিন্ন বিরূপতাপ্রাপ্ত বিরুদ্ধভাবযুক্ত কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ অসুরগণের ভাবপর্য্যায় সবই রসাভাস। একমাত্র শ্রীস্বরূপানুগত জনই রসাভাসমুক্ত। সেই অজ্ঞজ্ঞানী বঙ্গদেশীয় কবি স্বরূপানুগত নহেন। তাঁহার কবিত্ব বৈষ্ণবগণের রসোদ্দীপক নহে। যেহেতু উহা রসাভাসযুক্ত, তাহার প্রমাণ এই :—

ভগবান্-আচার্য্য প্রাকৃত-কবির কাব্যের প্রশংসা করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিকট নিবেদন করিলেন,—'এক কবি প্রভুর উত্তম নাটক করিয়াছেন, আগে যদি তুমি শ্রবণ কর এবং তোমার মনোমত হয় তবে পশ্চাতে মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইব।'

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য অন্তর্যামী স্বরূপ ভগবান্-আচার্য্যকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,—তুমি পরমোদার, তাই যে সে শাস্ত্র শুনিতে তোমার ইচ্ছা হয়।

"যথা তথা" কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম)

তথাপি ভগবান্-আচার্য্য পুনরায় অনুরোধ করিয়া বলিলেন, তুমি একবার শুনিলে ভালমন্দ বিচার করিতে পারিবে। আচার্য্য এই প্রকারে দুই তিন দিবস অনুরোধ করিলে পর, তাঁহার শুনিতে ইচ্ছা হইল। সকলকে লইয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদর বঙ্গদেশীয় কবির কাব্য শুনিতে উপবেশন করিলেন। কবি তাঁহার কৃত নান্দীশ্লোক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

আত্ম-কাহিনী

(১)

অশেষ অপার করুণাসিন্ধু,
দয়াল প্রভো মোর হে।
অধমে নাশিতে করুণাবিন্দু,
(তুমি) বিমুখ কভু নও হে॥

(২)

অধম হ'তেও অতীব অধম,
সেও যদি কৃপা চায়।
ভজনভ্রষ্ট লোভী যে-বা জন,
তা'রেও নাথ হে পায়॥

(৩)

আমি চাহিনি তোমায় জীবনে,
লই নি শরণ পদে।
যাই নি ভক্তি-বিজ্ঞভবনে,
মজেছি অতীব মদে॥

(৪)

কর্ম্ম-কুটীরে ভোগ-আঁধারে,
র'য়েছি আপাত সুখে।
বদ্ধ আশার প্রাচীর মাঝারে,
আসক্তি-বাঁধন বুকে॥

(৫)

জ্ঞান-পরিধায় ভাবি নিজেরে,
আমি ত সুজন অতি।
অগতির গতি হেলায় তোমারে,
তাই ভাজি কুমতি॥

(৬)

অন্যাভিলাষ হৃদয়ে লইয়া,
সাধু হ'বার ছলে।
ভ্রমিনু কত প্রাচ্য সহজিয়া,
প্রকৃতি-জনের দলে॥

(৭)

শাক্ত-নামা ছাগ-ভক্তের,
জুটি দলে কতবার।
মজিনু হায় অগণবার,
দোহাই দিয়ে বারবার॥

(৮)

যম-নিয়মের বিশদ ব্যাখ্যা,
ভণ্ড-বদনে শুনিয়া।
বিকট সাজে যোগিবর আখ্যা,
লভিতে চক্ষু মুদিয়া॥

(৯)

ধ্যানের নামে নিদের আবেশে,
নাসিকা গর্জ্জন ক'রে।
ভেক-সব হায় শয়নে হর্ষে,
কত বা ডেকেছি জোরে॥

(১০)

উপভোগে মোর না হ'ল শমিত,
দুরন্ত কাম-অগিনি।
ঘৃতাহুতি পেয়ে বৃদ্ধি সতত,
বিষয়-আশ এমনি॥

(১১)

দুঃখাভিজ্ঞতে শেষ কালে তাই,
বুকভরা আপ্‌শোষে।
এসেছি তব অশোক অভয়,
শ্রীপাদপঙ্কজ-পাশে॥

(১২)

পেয়ে শ্রীপদের স্নিগ্ধ ছায়া,
সুশীতল বসুমতী।
জুড়াইতে সেই ছায়ায় কায়া,
দাও হে মোরে শকতি॥

(১৩)

আপন করিয়া দাস-ভাণ্ডারেতে,
হে দেব চিরসঙ্গী কর।
পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইতে,
রয় হে আমার হর।

(১৪)

মন-মাতঙ্গ যদি বা কখন,
সে দাস-ডোর ছিঁড়িতে।
আপ্রাণ চেষ্টায় করয়ে রণ,
তব এ দাসে নাশিতে॥

(১৫)

করুণাঙ্কুশে তাহারে দমিও,
রাখিও তব আবাসে।
দাস পূত আমারে করিও,
তোমার শাসন-ত্রাসে॥

(১৬)

হাসিব যখন মদন সনে,
বিষম রণে মাতিয়া।
সারথী আমার তুমি তখনে,
সাজিও প্রভু হাসিয়া॥

(১৭)

মনের সনেতে এ যুদ্ধ অরি,
'মল্লরথা'র উদ্ভবে।
যখন মোরে বিজয় করি',
ভব-ভবন-প্রাঙ্গণে॥

(১৮)

মহামায়ার কারার মাঝারে,
চির কারাদণ্ড দিবে।
বিমুখতার নিধন ক'রে,
চিরতরে নিঃক্ষেপিবে॥

(১৯)

সেই দুরদিনে হে উপকারি!
সন্তাপ হ'তে আমারে।
সুশাবধানে ধারণ করি,'
চরণ-সেবা-সাগরে।

(২০)

করিও আমায় নিমজ্জমান,
ওহে শান্তি-নিকেতন।
যাঁর অধিক-তরপণ-ভোগ,
ক'রো 'চর নির্ব্বাপণ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। ৭। নব-প্রথম-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। বাসুদেব গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনরহরি-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িষ্যাবাজার, কটক
২৪। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুটা, পোঃ চিবকোল, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং করিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩এ গ্লাডষ্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবাধ গৌড়ীয়মঠ—খোর্দ্দাপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিষ্ণুকুটীর—বিনোদ ষ্ট্রীট, দি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

আয়তন বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ খণ্ডশে প্রাপ্তব্য ১৷৷/০
৩। আয়তন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷/০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷/০
৭। শুভবন্ধন ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত (বঙ্গানুবাদসহ) ২৲
১৩। বেদান্ত-দর্শন (সভাষ্য বাধাসহিত) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৳
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷/০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীপ-নির্ণয় তন্ত্র ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷/০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৷/০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি /০
৩৬। শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। সাধুসঙ্গ ৷/০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী মাহাত্ম্য ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। কল্যাণকল্পতরু বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃত অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভজনরহস্য ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যসাধন ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলাসম্ ৷০
৫৪। নৃসিংহ-শিক্ষাসপ্তকম্ ৷০
৫৫। জৈব-ধর্ম্ম ৷০
৫৬। মাহাত্ম্য-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয় /০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেজিয়ন্ আর্ট ৷৷/০
৬২। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ এণ্ড আনঅ্যালয়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌণে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক	প্রতি লাইন	।০	।৶০	।৶	।০
	,, ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲		
	,, অর্দ্ধকলম	৭৲	৮৲		
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৭	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
ন্ব ঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-৩	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীগণকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রম ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

——•::•::•——

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুভূতির আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে এক চরম। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের কথিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাঁশফুলি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০ – ৪৲
দাদখানি বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলমা	৩৷০
সিতাশাল (মাঝ)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৵০
আটা এমবার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বঙ্কাল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৩ই জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জোয়েষ্ট বা বীম	
মাকা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা চাদ্দরা ওজন	৫৶০—৫।০
মরণা (টী-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩৸৵০

এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৪।৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড	৮।০

গ্যাঃ তারের জাল ২৪ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৫০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন শাটি	৬।৵০—৬৸৵০
„ গোলটু (গোল)	৬।৵০—৬৸৵০
„ সমাজে (চৌকা)	৬।৵০—৬৸০
„ গোল বড় ৶০—।৶০ মূল্য	৫৶০—৫৸৶০
„ টানা মত-	
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৷৵০—৭৲
„ বাঁকিন চাদ	৬।৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ স্‌,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
নীলমণি ঘাট লোহাপট্টি, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-কাব্যতীর্থ-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এম. এর কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈ নি ক

REG. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র সংবাদ-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিঃ পিঃ ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

৬ষ্ঠ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ৩১শে জুলাই ১৯৩৪ [১২৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

কাশী বিদ্যাপীঠে কংগ্রেস কমিটির সভা

গত ২৭শে জুলাই হইতে কাশী বিদ্যাপীঠে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রাতে ও অপরাহ্নে দুইবার অধিবেশন হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এপর্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের বর্তমান মনোভাব সম্পর্কে সকলেই উৎসুক হইয়া আছেন। এই সম্পর্কে উভয়পক্ষের সমর্থনের প্রস্তাব উঠিয়াছিল; কিন্তু সেই প্রস্তাব গান্ধীজীর নিকট কোনটি আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাহা কার্য্যকরী করিতে আলোচিত হয়।

পুরী কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির নিকট যে অর্থ রহিয়াছে, তাহা অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তাগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

—

রাজবাড়ী লাইনচ্যুত

দিল্লী হইতে প্রকাশ, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের বিভাগীয় ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সংবাদপত্রে জানাইতেছেন:—

আবদা নিমলা শাখার কালো ও চাক্কিরাট ষ্টেশনের মধ্যে পাহাড় ধসিয়া পড়ায় একখানি মালগাড়ীর ইঞ্জিন ও দুইখানি গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। পাহাড় ধসিয়া পড়ার ফলে রেলপথ চারিদিন পর্য্যন্ত একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাত্রী ও মালপত্রাদি বহন করিতে হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

—

লর্ড উইলিংডন

'ষ্টেটস অব ইণ্ডিয়া' ঘোষণা করিয়াছে যে, লর্ড উইলিংডন সম্ভবতঃ আগামী ১৩ই আগষ্ট বিমানে করাচী পৌঁছিয়া বড়লাটের কার্য্যভার পুনর্গ্রহণ করিবেন। বোম্বাই সরকার সামরিক ও বিমান বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতের বড়লাটের উপযোগী সমারোহে করাচীতে তাঁহার অবতরণ ও অভ্যর্থনার আয়োজন করিবেন।

—

আইন অমান্য বন্দীদের সংখ্যা

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের মোট সংখ্যা ১৯৩৪ সালের জুন মাসের শেষে তৎপূর্ব মাসের তুলনায় ১৩৫ জন কম ছিল। মে মাসের শেষে তাহা ছিল ৯১২, জুনের শেষে তাহা কমিয়া ৭৭৭তে দাঁড়ায়।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের এই সমস্ত বন্দীদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬, ১৩, ২২, ১১ ও ১৪ জন কম দেখা গিয়াছিল।

—

সামন্ত রাজার পত্নীর প্রাণদণ্ড

মাদ্রাজ ফেডারেটেড ষ্টেটস্‌এর আটটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম পাহাংয়ের সামন্ত নৃপতির ২১বৎসর বয়স্কা পত্নী সিঙ্গাপুরে প্রতি তাঁহার স্বামীর সর্দারের বাগানের এক চীনা প্রহরীকে হত্যা করিবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইতোপূর্বে মালয়বাসী আর কোনও নারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই।

সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ যে, ঘটনার দিন অপরাহ্নে আসামী তাঁহার স্বামীর সহিত উক্ত হতভাগ্য চীনার বাসস্থানে গমন করেন। স্বামীর হস্তে তরবারি এবং পত্নীর হস্তে একটি দো'নলা বন্দুক ছিল। স্বামী চীনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে বাঁচিতে চায় না মরিতে চায়। ইহার উত্তরে চীনা বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সামন্ত রাজা তাঁহার কোটের পকেট হইতে দুইটি গুলী বাহির করিয়া তাঁহার পত্নীর হস্তে প্রদান করেন। পত্নী গুলী দুইটি বন্দুকে পুরিলে স্বামী তাঁহাকে চীনার প্রতি গুলী বর্ষণ করিতে বলেন।

ঐ ঘটনাতেই তাঁহাদের উভয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। সামন্ত রাজার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহাকে পাগলা গারদে পাঠান হয়। তথায় তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। বিচারের সময়ে সিঙ্গাপুরবাসী আত্মপক্ষ-সমর্থনে কিছু বলেন নাই।

দুঃসাহসিক চুরি

সম্প্রতি উজিরপুর গ্রামের (বরিশাল) শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একদল যুবক বেড়া কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং গৃহস্বামীর বিছানায় বালিশের নীচ হইতে বাক্সের চাবি লইয়া টাকা নিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। পলাইবার সময় অপর ঘর হইতে একটী যুবক লণ্ঠন হস্তে বাহির হইয়া দেখে, তিনজন চোরই তাহার পরিচিত ও প্রতিবেশী। যুবক অগ্রসর হইলে চোরগণ তাহাকে আক্রমণ করে এবং আহত করিয়া চলিয়া যায়। ইহা লইয়া গ্রামে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

—

কাশীতে নৌকাডুবি

রাজঘাটের নিকট অনুমান ২৫ জন আরোহী সহ একখানি নৌকা ডুবিয়া যায়। কয়েকজন যাত্রী রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কতজন মারা গিয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। দুইজনকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কিং এডোয়ার্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

—

আসামে পুনরায় বন্যার আশঙ্কা

নওগাঁ (আসাম) হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহ হইতে পাহাড় অঞ্চলে অবিরাম বৃষ্টির ফলে কপিলী ও যমুনামুখ নদীর জল পুনরায় বৃদ্ধি পাওয়ায় কামপুর সার্কেলের কয়েকটী গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। গত বন্যার পর যে সমস্ত ধানের চারা রোয়া হইয়াছিল, উহার ফলে তৎসমুদয় জলে ডুবিয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ কামপুর রেল ষ্টেশন ও অন্যান্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

—

বিষাক্ত গ্যাসে মৃত্যু

বিষাক্ত গ্যাসে লোকাবে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া জব্বলপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, দুই জন শ্রমিক পর পর একটা ধানের গোলায় নামিয়া ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া আর এক ব্যক্তি কোমরে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নামিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অল্পক্ষণ পর নামিয়াই সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং তাহাকে টানিয়া তোলা হয়। পরে দেখা যায় যে, অপর দুই ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৪১

সেদিন কলিকাতায় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর ৪৩ বৎসর পরে তাঁহার প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইতঃপূর্বে ব্যবস্থা হয় নাই কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গুরু রাজেন্দ্রলালকে সাধারণতঃ লোকে পুরাতত্ত্ববিৎ বলিয়াই জানে কিন্তু বাঙলা-সাহিত্যও রাজেন্দ্রলালের নিকট অনেক ঋণী। ডাঃ রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্যের তুলনায় সে যুগে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি অল্পই ছিল।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিয়োগের সংবাদে বৃহৎ চট্টগ্রামের সাত কানিয়ার বিদ্যোৎসাহিমণ্ডলে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনুপ্তার উদ্যোগে গৌরবশংকরের হর্ষ প্রকাশের নিমিত্ত এক সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের গুণরাজির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চৌধুরী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে যথেষ্ট যাত্রীর ভিড় হয়। এই সময় নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। তাই সেবাকার্য্য করিবার জন্য কলিকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ১১জন ছাত্র ডাঃ এস, সি, দত্তের নেতৃত্বে পুরী গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিগত ১২ই জুলাই হইতে ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত কলেরার টীকা দেন, কতকগুলি কূপের জল বিশুদ্ধ করেন এবং কয়েকজন আহত লোকের প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। ইঁহাদের আচরণে যাত্রিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

গোবন স্যার মহম্মদ ইয়াকুব ব্যবস্থা পরিষদে নাকি বলিয়াছেন যে, সিন্ধু দেশটি আরবের এলাকার মধ্যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া উহাকে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। যাহারা কাবুল হইতে গোহাটি পর্য্যন্ত একটি বিশাল ইসলাম-রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহারা হয় ত, একদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া বসিবেন, সমগ্র হিন্দুস্থানটাই আরবের অন্তর্গত; সুতরাং দিল্লীর তক্তে একজন মুসলমান খলিফাকে বসাইয়া ব্রিটিশ শাসকবর্গের ভারত হইতে সরিয়া পড়া উচিত।

পুষার কৃষি গবেষণাগার দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার যে প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ৩৩ জন সদস্য তাহা সমর্থন করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, পুষা হইতে দিল্লীতে কৃষি-গবেষণাগার স্থানান্তরিত করিতে ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় লাগিবে, গবর্ণমেণ্টই উহা স্বীকার করিয়াছেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা চাপাইয়া দেশবাসীর স্কন্ধে চাপান উচিত কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। পুষা হইতে গবেষণাগারটী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিলে বিশেষ কি সুবিধা হইবে? সরকার বিষয়টি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করুন।

অস্ট্রিয়ায় রাষ্ট্র-বিপ্লব

অস্ট্রিয়ায় ভীষণরূপে রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। নাৎসি বিদ্রোহীর গুলীতে আহত ডাঃ ডলফাস অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ১৫০জন নাৎসি হঠাৎ পুলিশের পোষাক পরিয়া মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করে। তাহারা মেজর ফে ও তাঁর সহকারী উইনারকে গ্রেপ্তার করিয়া অপর এক কক্ষে লইয়া যায়। তথায় বিদ্রোহীদের গুলীতে আহত ডাঃ ডলফাস পড়িয়াছিলেন। তিনি অতি কষ্টে মেজর ফে'কে বলেন,—আমার পরিবারবর্গকে দেখিবেন। ইহার পর তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

প্রেসিডেণ্ট মিকলাসের সহিত পরামর্শ করিয়া শিক্ষামন্ত্রী হের স্কুসনিগ চ্যান্সেলারের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, সৈন্য ও পুলিশগণ গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে আছে এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এখন অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। কিন্তু পরে সংবাদ আসিয়াছে যে, মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং হের এণ্টন রেণ্টেলেন প্রধান মন্ত্রীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

হিমওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক হার ষ্টার্হেমবার্গ তাঁর সমস্ত সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়াছেন। অস্ট্রিয়ার অপর শক্তিশালী নেতা প্রিন্স ষ্টারহেমবার্গ ভেনিসে ছিলেন। তিনি বিমানযোগে চড়িয়া ভিয়েনায় গিয়াছেন।

জার্মাণ নাৎসিরা বলিতেছে, অস্ট্রিয়ার এই নাৎসি বিদ্রোহের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব নাই। ইটালীর কর্তৃপক্ষ সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন, এপর্য্যন্ত ইটালী ও অস্ট্রিয়ার সীমান্তে সৈন্য চলাচলের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই। ফ্রান্স বলিতেছেন, ইউরোপের নিরাপদ ব্যবস্থার জন্য অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ প্রকাশ যে, ৪০ জন নাৎসীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

অস্ট্রিয়ার অবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। মুসোলিনি অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়তাপূর্ণ ঘোষণা দিয়াছেন। ফ্রান্স, ইটালী ও ব্রিটেনের মধ্যে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ ডলফাসের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য জার্মাণীর নাৎসী-নীতি আংশিকভাবে দায়ী বলিয়া সিনর মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছেন এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করিয়াছেন।

প্রকাশ, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া অকস্মাৎ হার হিটলার সুর নামাইয়া অস্ট্রিয়ার সহিত 'স্বাভাবিক বন্ধুত্ব' রক্ষার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন এবং অবিলম্বে "অতি বিশ্বস্ত" ভন প্যাপেনকে ভিয়েনা নগরীতে শান্তিদূতরূপে পাঠাইয়াছেন। ফ্রান্স উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রিটেনের সহিত জরুরী আলোচনা শুরু করিয়াছেন এবং ব্রিটেন যথারীতি দূরে দাঁড়াইয়া অবস্থার উপর খর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। স্যার জন সাইমন পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিতে ডলফাসের মৃত্যুর নৃশংসতা বর্ণনা করিয়া সদস্যদিগকে অবহিত করিয়াছেন।

জার্মাণীতে যে সকল অস্ট্রিয়ান নাৎসী আছে, তাহারা এই দুঃসময়ের সুযোগে অস্ট্রিয়া আক্রমণের মতলব করায় হিটলার, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিয়াছেন এবং "অস্ট্রিয়ার জার্মাণ নাৎসী ইন্সপেক্টার" হার হাবিচকে পদচ্যুত করিয়াছেন। উত্তর অস্ট্রিয়ার সিরিপথে বিদ্রোহীদের সহিত বিষম লড়াই চলিতেছে এবং উভয় পক্ষে কয়েকজন হতাহত হইয়াছে। এই কয়দিনে এক হাজারের অধিক নাৎসী অস্ট্রিয়ায় গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ যে, অস্ট্রিয়ার হেমহার—অর্থাৎ, রাজতন্ত্রবাদী ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর অধিনায়ক প্রিন্স ষ্টারহেমবার্গকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত বিদ্রোহী নাৎসীগণের দমনের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

জুয়ার নেশার পরিণতি

দিল্লীর ১৮ মাইল দূরবর্তী সুনেতা গ্রামের এক জুয়াড়ী জুয়া খেলিবার জন্য টাকা চাহিয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বৃদ্ধা মাতাকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার এক ভাই ও স্ত্রীকে গুরুতরভাবে আহত করিয়াছে।

স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহের জের

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, সরদা নদীর নিকটবর্তী এক গ্রামে কোনও মুসলমান তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাহার স্ত্রীকে ও অপর একজন আত্মীয়কে ছোরা মারিয়া হত্যা করে এবং পরে ছোরা দিয়া আত্মহত্যা করে।

রাণী রাসমণির বাড়ীতে চুরি

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ২০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ রাণী রাসমণির বাড়ী হইতে ১০০,০০০, টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি চুরি যায়। তৎসম্পর্কে কটকের মহেশ্বর তেওয়ারী ও তাহার স্ত্রী নিশা দেবলাকে গ্রেপ্তার করিয়া গত শুক্রবার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে কে বিশ্বাসের এজলাসে হাজির করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণান্তর তেওয়ারীর বিরুদ্ধে চুরি ও চোরাইমাল রাখা ও তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শুধু চোরাইমাল রাখিবার অভিযোগে চার্জ গঠন করেন।

মামলার উদ্বোধনকালে কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর মিঃ পুলিন চ্যাটার্জ্জি বলেন যে, পরলোকগতা রাণী রাসমণির উত্তরাধিকারীদিগের আইনতঃ অভিভাবক মিঃ রবীন্দ্রনাথ সরকার গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত ছিলেন, এমন সময় ঐ চুরি সংঘটিত হয়। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও চোরাই মালের কোনও খোঁজ করা যায় নাই। গত মে মাসে কটকের পুলিশ এই মর্ম্মে সংবাদ পায় যে, একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে তাহাদের নিকট বহু অলঙ্কার আছে। তাহাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ ৫০০০৲ মূল্যের হীরকখচিত মূল্যবান অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়। কলিকাতার পুলিশ মিঃ রবীন্দ্রনাথ সরকারকে সঙ্গে লইয়া কটক যায় এবং তথায় রবীন্দ্র বাবু কয়েকখানি অলঙ্কার সনাক্ত করে।

ভারত সরকারের নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব

ভারত সরকারের নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার হেনরী ক্রেক ইংলণ্ড হইতে গত ২৬শে জুলাই ভারতে পৌঁছিয়া গবর্ণরের সহিত দেখা করিবার জন্য পুণা রওনা হইয়াছেন। গত ২৮শে তারিখ তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ | ৫ শ্রীধর | গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩১শে জুলাই ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ১২৯শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

পাটনায়

গত ২৩শে আষাঢ় রবিবার পাটনা মিঠাপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে "তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত" শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে তাঁহার স্বভাবসুলভ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ও বহু তত্ত্বপিপাসুগণের হৃদয় কম্পিত করিয়া বলেন—উত্তম-শ্রেয়োলিপ্সাযুক্ত হইয়া পরদুঃখ-দুঃখী নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ মহাভাগবতের নিকট প্রকৃষ্টরূপে অভিগমন করিতে হইবে। কারণ, শ্রৌত-আম্নায়পন্থা স্বীকার না করিলে অধোক্ষজ বাস্তববস্তুর বাস্তব সন্ধান পাওয়া যায় না।

—

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে আমার প্রকৃত জন্মদাতা পিতা কে?—ইহা জানিতে হইলে যেমন মাতার শরণাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সত্য সত্য পিতার সন্ধান পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানিতে পারা যায় না তদ্রূপ জগৎপিতা জগন্নাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের যাবতীয় বীর্য্যবতী কথা, যশঃ, রূপ, গুণ, লীলা যিনি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজের দ্বারে দ্বারে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়া থাকেন তাদৃশ নিত্যানন্দাভিন্ন কৃষ্ণপ্রেম-দাতা জগদ্‌গুরুর অভয় অশোক পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইয়া গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় সেবাব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক পড়িয়া না থাকিলে অবাঙ্মানস-গোচর বস্তু আমাদের বাক্য-মনের গোচরীভূত হন না। কারণ, জাগতিক পিতাকেই যখন শ্রৌতপন্থা ব্যতীত জানা যায় না তখন পরমপিতার ত' কথাই নাই।

—

উল্লাপাড়ায়

গত ২৮শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই শুক্রবার দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উল্লাপাড়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি টি, মহাশয় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া উপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তদীয় বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সুললিত মধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। তথায় হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

—

উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকায় উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের গৃহে ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরজন্মলীলা-প্রদর্শনমুখে প্রায় দেড়ঘণ্টা-কাল যাবৎ একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

হাজিগঞ্জে

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত হাজিগঞ্জ বাজারে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ সাহা মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

চালিতাতলীতে

চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত চালিতাতলী গ্রামে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করেন। স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় উক্ত স্কুলের হেড্-মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার পাল এম এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে পণ্ডিতজী "মানব-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে সহজ, সরল এবং ছাত্রবর্গের হৃদয়গ্রাহী করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

—

অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় বলেন, ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, বিকৃতধর্ম্ম চলিতেছে উহা যে প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, এবং প্রকৃত ধর্ম্ম কি? তাহাই প্রচার এবং অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম এবং বিকৃত অবস্থা দূর করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় পণ্ডিতজীর পাণ্ডিত্যের বহু প্রশংসা করেন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদিগের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করেন।

—

তৎপরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ছায়াচিত্র যোগে "শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে জনৈক ব্রহ্মচারী এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দত্ত বি-এস্ সি ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুমুদ বন্ধু দে মহাশয়ের বাড়ীতেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

হেড্‌মাষ্টার বাবুর সরলতা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি একজন বড় উদার। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তিনি এবং শিক্ষক শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দত্ত মহাশয় পণ্ডিতজীর প্রচারে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সত্যই সত্যই প্রশংসনীয় এবং আদর্শস্থানীয়।

—

নরসিংহপুরে

চালিতাতলী হইতে পণ্ডিতজী নরসিংহ-পুরে শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চন্দ্র পাল মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁহার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

—

সোহাগপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ গত ৩১শে আষাঢ় ১৬ই জুলাই সোমবার পাবনা জেলার অন্তর্গত উল্লাপাড়া নামক স্থান হইতে নৌকাযোগে রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে উক্ত জেলার অন্তর্গত সোহাগপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত কালিদাস চৌধুরী জমিদার মহোদয়ের ভবনে অবস্থান করেন।

গত ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই মঙ্গলবার স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে একটী ধর্ম্মসভা আহূত হয়। স্বামীজী মহারাজের আদেশক্রমে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ শ্রীধর ভাদ্র গৌরাব্দ ৪৪৮

সেবাতীর্থের অভিনন্দন

অপ্রকৃত জ্ঞানের মাপে অধোক্ষজ বস্তুর কোনও সন্ধান না পাইয়া বঞ্চিত মানবকুল জড়-নিঃশ্রেণের ধারণার পশ্চাতে সর্বশক্তিমান্ স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলেও তাঁহার চিদ্বিলাস-লীলা শুদ্ধভক্তের হৃদাসন কখনও পরিত্যাগ করেন না। অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্মের কৃপালাভে বঞ্চিত জনগণ বস্তুর আবরণ-ধর্ম দ্বারা আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত চিন্তাস্রোতকে অপ্রাকৃত-সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়ীয়গগনে সমুদিত হইয়া যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত রশ্মিদ্বারা জীবের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন কালক্রমে তাঁহার অনুগ বলিয়া আত্মপরিচয়প্রদানকারী ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায় সেই স্বরূপ-জ্ঞানের কোনও সন্ধান না লইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করিতেছেন। এই ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায় বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা সর্বত্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আসাম প্রদেশের মহাপুরুষিয়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

দৈব-দুর্যোগে কখন কখন ঘনঘটা কয়েকদিন অংশুমালীকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও এমন সময় না আসিয়া পারে না যখন মরীচিমালী স্বীয় উজ্জ্বলরশ্মি দিকদিকে বিকিরণ করে। পরমার্থরাজ্যেও আমরা তাহাই দেখি। অজ্ঞজ্ঞানের অন্ধকার চিন্তাস্রোত কিছুকালের জন্য পরমার্থরশ্মি আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও কৃপাময় গোকুলবন্ধু নিজজন দ্বারা তাহা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি" শ্লোক পদ্যাবলের এই যথার্থ উদাহরণ। মহাজনের দয়ার বৈশিষ্ট্য একটী লক্ষণীয় বিষয় এই যে—তাঁহারা নিজ জনগণ দেহমনোধর্মে আবদ্ধ নহেন, বদ্ধ জীবগণ তাঁহাদের পরমোপকারী এই মহাজনগণকে কায়িক ও মানসিক যন্ত্রণা-প্রদানের জন্য যৎপরোনাস্তি প্রয়াস করিলেও তাঁহারা স্মিতবদনে তাহা সহ্য করিয়া অপরাধীকে নিত্য পরমার্থধনে সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন—যথা তিনি প্রাতঃস্মরণীয় প্রদর্শন করেন। প্রাকৃত অভিজ্ঞতার ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে—"অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্য দিয়াই ভগবদ্ভক্তগণের মহিমা বিকশিত হইয়া থাকে।"

অত্যাচারিগণের অত্যাচার সহ্য করেন বলিয়া ইহা মনে করিতে হইবে না যে, অত্যাচারিগণ মনোধর্মের প্রাবল্যে যে-সকল প্রলাপ উক্তি করেন, শুদ্ধভক্তগণ তাহা কখনও মানিয়া লন। তাঁহারা মনোধর্মিগণের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে জগতে আসেন নাই, পরমার্থ সম্পৎ বিতরণ করিয়া মনোধর্মিগণের উপকার করিবার নিমিত্তই জগতে আসিয়াছেন। এই অমন্দোদয়-দয়া বিতরণকার্য হইতে তাঁহারা কিছুতেই বিরত হইবেন না, কোনও প্রকার অত্যাচারই তাঁহাদিগকে এই কার্য হইতে বিরত করিতে পারিবে না; সুতরাং চোখ রাঙাইয়া ধমকে দমিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়া যে তাঁহাদের প্রচার বন্ধ করিবেন, সে গুড়ে বালি। ষড়যন্ত্রকারিগণ স্মরণ রাখিবেন, পরমার্থ-প্রচারক শুদ্ধভক্তগণের আদর্শ ঠাকুর হরিদাসের বাণী—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশক্রমে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এজি, বি-টি মহোদয় আসামপ্রদেশে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করিতেছেন। অন্ধকারের জ্ঞান না থাকিলে যে-প্রকার আলোর জ্ঞান উপলব্ধির বিষয় নহে, সেইপ্রকার কুসিদ্ধান্তের জ্ঞান না হইলে সুসিদ্ধান্তের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়া যায় না। অন্ধকারের সহিত আলোক মিশ্রিত হইয়া বাস করিতে পারে না, আর অন্ধকারকে কেহ অজ্ঞতাবশতঃ আলোক বলিয়া মনে করিলেও অন্ধকার আলোক নহে। সেই প্রকার অপসিদ্ধান্তকে কেহ প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিলেও অপসিদ্ধান্ত কখনও প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে। শুদ্ধভক্তির প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইতে হইলে বিদ্ধভক্তি বা অভক্তির স্বরূপই সর্বপ্রথম জানান আবশ্যক। কেহ কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ মোহাবরণে আচ্ছাদিত থাকিয়া এই প্রথাকে 'পরচর্চা' সংজ্ঞা দেন। এই প্রকার মননের জন্য তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতাই দায়ী। ভাগবতগণ কখনও পরচর্চা করেন না; সর্বসাধারণের হিতার্থী হইয়াই তাঁহারা তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত সেবাতীর্থ মহাশয়ের প্রচারেও আমরা ঐ প্রকার হিতৈষণাই লক্ষ্য করি। কিন্তু বড়ই বিচিত্র বিষয় এই যে, আপামরজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আসামের 'মহাপুরুষিয়া'-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি হিতার্থীকে শত্রু জ্ঞান করিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার সদুদ্দেশ্য-কার্য হইতে বিচ্যুত করিতে না পারিয়া কেহ কেহ শেষে বড়পেটার এক্সট্রা এসিষ্ট্যান্ট কমিশনারের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারার মানহানির অভিযোগে সেবাতীর্থ মহাশয়ের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করেন।

সেবাতীর্থ মহাশয় প্রচারের এই বিঘ্ন-অপসারণার্থ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ গুহ ও বিচারপতি মিঃ বার্টলের এজলাসে ইহার বিরুদ্ধে মোশন করেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, উক্ত মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সেবাতীর্থ মহাশয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মামলাটীর অকিঞ্চিৎকরত্ব নিম্ন আদালতকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বর্ষার নদীর স্রোতকে কখনও বালির বাঁধ বন্ধ করিতে পারে না—বালি ধুইয়া মুছিয়া যায়। সেই প্রকার বাস্তব-সত্যের প্রচারের বিরুদ্ধে যত প্রকার ষড়যন্ত্র হউক না কেন, তাহা ব্যতিরেকভাবে প্রচারকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। আমরা সেবাতীর্থ মহোদয়ের জয়লাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীগুরুকৃপা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ-শিক্ষায় লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

ইহার অর্থ এই যে জীব স্বকর্মফলে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং নব-নব কর্ম-বাসনার উদয়ে তাহার সংসার ক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে। যদি কোনরূপে অজ্ঞান-ক্রমেও পূর্ব পূর্ব জন্মে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা সাধিত হয় তবে তাদৃশ কর্মফলে সুকৃতির উদয় হয়। ঐ সুকৃতির উদয়ে গুরুকৃপা-লাভ ঘটে। সাধারণতঃ জীবের বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি হয় না। ভোগপ্রবণ জীবের স্বভাবই এই যে, তাহারা অসদ্-বস্তুর সেবা করিবে, ধর্মাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির সেবা করিবে, কিন্তু বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবা করিতে তাহাদের অভিলাষ হইবে না।

সংসারে বাস করিতে হইলে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, অতএব যাহারা ঐ সকল ভোগের প্রাপ্তিতে ইন্ধন দিতে পারিবে, তাহাদিগকেই নিজ উপদেষ্টা, হিতকারী বা গুরুরূপে বরণ করিবে এবং পরিণামে সংসৃতি বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যদি কোন জীবের ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণোন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, তবে উহা ভোগের দ্বারা নষ্ট না হইয়া সাধু গুরুর সঙ্গলাভ ঘটায়। সুকৃতিমান্ জনের পরম-শ্রেয়োবিধানের জন্য পরমদয়াল কৃষ্ণচন্দ্র নিজ শ্রেষ্ঠ জনকে মহান্ত গুরুরূপে জগতে প্রেরণ করেন। ইহাই কৃষ্ণকৃপা। আর শ্রীগুরুদেব জীবগণকে কৃষ্ণসেবারূপ অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই গুরুকৃপা এবং ইহার অপর নাম ভক্তিলতা-বীজ।

অনেকের ধারণা যে গুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ-কার্যটী শেষ হইলেই গুরুর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন,—

"মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥"

গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করতঃ তাহার অনুকীর্তনই জলসেচন-কার্য। প্রপন্ন জীব সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্বক শিষ্যকে যোগ্যতানুসারে বিবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার সকল ইন্দ্রিয়কে আত্ম-ভোগায়নে ইন্ধন-প্রদানের পরিবর্তে হৃষীকেশ-তোষণে নিযুক্ত করেন। তাদৃশ সেবা-ফলে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তিলাভের সহজ ও সুগম পন্থা। কিন্তু গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অথবা নিজ খেয়াল বা কল্পনাযত কার্যকেই গুরুর অভীপ্সিত কার্য বলিয়া মনে করিয়া লইয়া তাদৃশ কার্যে ব্যস্ত থাকিলে কোনদিনই গুরুকৃপা-লাভ হইবে না। কারণ, শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্॥"

শ্রীগুরুদেব শিষ্য অর্থাৎ বিনম্র শিষ্যকেই পরম মঙ্গলের উপদেশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শ্রীগুরুর উপদেশানুসারে আমরা সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিলে অন্তর্যামী গুরুদেব আমাদের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া কৃপা-পাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন।

নববোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ মহাশয়ের বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্
শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥"

শ্রীগুরুকে নিজের হিতকারী বান্ধব এবং পরমাত্মা শ্রীহরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটে তাঁহার অনুগমনে ভাগবত ধর্মের শিক্ষা করিতে হইবে। তদ্বারা আত্মা হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

মোট কথা ঐকান্তিকভাবে গুরুপাদাশ্রয় পূর্বক নিষ্কপটে গুরুর আদেশ পালন করাই একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু অনেক সময় ভোগপ্রবণ চিত্ত আধ্যক্ষিক-অন্ত প্রভৃতি পরামর্শ দিয়া গুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-

মায় মাথাপ্রধান করিয়া সন্তানের সেবক ণিতে ইচ্ছা করে। আমরা তখন নিজ চারে গুরুপাদপদ্মের আদেশবাক্যগুলির টাই করিয়া লইয়া হয় ত' বলিয়া বসি—ঠিক আমার দ্বারা সাধিত হইবে না। দেব আমার প্রতি অন্যায় আদেশ দিয়াছেন। উহা আমার প্রতি অবিচার না হইয়াছে।" এই ধারণা গুরুতে র্ত্যবুদ্ধি আনয়ন করে অথবা "বিগ্র" পাদপদ্মকে "মর্ত্ত্য" মনে করাইয়া থাকে। যদি মনে করি, হয় ত' শ্রীগুরুদেব আমার র বিষয় না জানিয়াই ঐরূপ অন্যায় দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অনেক র বাহ্যিক অজ্ঞের ভাগ করিয়া থাকিলেও থার্থি-সূত্রে আমার প্রতি-কার্য্য—ত্তি-পদ্মকেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কেন এবং যাহাতে আমি সম্যগ্রূপে ভিলাষাদি ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে বাহিনয় থাকিতে পারি, তিনি তাহারই র্য্য করেন। অতএব বিচারবিচারে গুর্ব্বাজ্ঞা লন করিতে পারিলেই গুরুকৃপা স্পষ্ট র আর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে অনর্থ ৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে সংসার কোপের প্রশস্ত হইয়া যায়।

"হিতোপদেশ"

(২)

কচকবন্ধনেরে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকচিরিহাগুলাখণ্ডাং বঃ প্রপায়ঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

অর্থাৎ যিনি কনককান্তি আপনাতে বা বিস্তৃত করিয়া বিকশিত কমলনেত্রপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ং প্রকৃতি-জড়কে অশেষ চেতনা দান ক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

অনভিজ্ঞানী প্রাকৃত-কবির এই শ্লোক বা এক স্বরূপ ব্যতীত সকলেই তাঁহার শংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগৎ-গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীস্বরূপ-দামোদর সূর্য্য র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ মায়াবাদ-র দর্শন করিয়া, কুষ্ঠ-ক্ষেত্রবৎ সর্ব্বাপ করিয়া ক্রোধ দেখাইতে লাগিলেন।

স্বরূপ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥
রে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
হ ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
র্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
রে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়!
র্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
রে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ-সমান!
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম)

কজ্ঞানী, তর্কপন্থী, মায়াবাদী; অযোগ্য ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞের গৌরকৃষ্ণলীলা-বর্ণনা চেষ্টা দুঃসাহসিকতার পরিচয় মাত্র। মায়াবাদী ভগবদ্বিগ্রহকে চিন্ময় বুদ্ধি করে না বলিয়া, তাহারা ভগবদ্বিগ্রহে জড়ে চিন্ময় আরোপন অনুমান করিয়া দেহ-দেহীতে ভেদ-নির্দ্দেশরূপ অপরাধই করিয়া থাকে। "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" এই বুদ্ধি মায়াবাদীর মস্তিষ্কে স্থান পায় না; যেহেতু তাহারা কৃষ্ণ-চরণে অপরাধী।

"ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ, - চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা অপরাধ॥
"দেহ-দেহি বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে
বিদ্যতে কচিৎ
লঘুভাগবতামৃত)

অতত্ত্বজ্ঞ হইয়া তত্ত্ব বর্ণন করিতে চাহিলে, তাহার প্রতিপদে প্রমাদ উপস্থিত হয়। তবে প্রাকৃত বা গ্রাম্য-কবিগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-লাভাকাঙ্ক্ষারূপ অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া গৌর-লীলা, কৃষ্ণলীলা বর্ণনের প্রয়াস পায়। তাহারা আত্মমঙ্গলার্থে ভগবৎ-নাম গুণ-লীলা-রসাস্বাদন-উদ্দেশ্য-পরায়ণ নহে বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে গৌরকৃষ্ণবিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। এইভাবে তাহারা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাগণকে প্রাকৃত জড় সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা কল্পনা করে বটে কিন্তু যখন শ্রীস্বরূপানুগ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রাকৃত-কবিগণের দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দেন, তখন তাহারা নিজেকে নির্দ্দোষ, শুদ্ধ-মায়াবাদী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সাফাই দিয়া বলে, শ্রীকৃষ্ণ অনৈতিক, শ্রীগৌরাঙ্গ বর্ণাশ্রম-বিরোধী, সমাজ-বিপ্লবানয়নকারী।

এই সকল জড়সাহিত্যিক প্রাকৃত-কবিদিগকে সাবধান করিবার জন্য, এমন কি সম্প্রদায়ের প্রতি অমর্যাদাময়তা বিতরণ করিয়া মহাবদান্য শ্রীস্বরূপ-দামোদর, যিনি গৌরের অভিন্নবিগ্রহ তিনি চরম উপদেশ করিয়াছেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম)

চৈতন্যভক্ত বা শুদ্ধচিদ্বৃত্তির অনুশীলনকারীর সঙ্গফলেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ হয়। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান-লাভ না হইলে ভগবল্লীলা বর্ণন করা যায় না। ধৃষ্টতা পূর্ব্বক লীলা বর্ণন করিতে চাহিলে রসাভাস দোষে পদে পদে অপরাধী হইয়া মূর্খত্ব-লাভ ও অবশেষে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ অসুরত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

অতএব যাঁহারা শ্রীস্বরূপের দণ্ডপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া আত্মকল্যাণ-কামনায়, নিজ কবিত্ব দ্বারা ভগবৎ-সেবাভিলাষী হইয়া চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য সঙ্গ করেন, তাঁহারা বাস্তবিক সিদ্ধান্তবিৎ তত্ত্ব সন্দেহ নাই। আর যাহারা বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্য করা অপ্রয়োজন বোধ করিয়া নিজেরাই বৈষ্ণবাভিমান, আচার্য্যাভিমান ও বৈষ্ণবসাহিত্যের পাঠক ও লেখক-অভিমান করিয়া বৈষ্ণব-প্রবঞ্চনাবে বিবিধ প্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রবন্ধ ও বৈষ্ণব-পত্রিকা-নামে অসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যজালরূপ গ্রন্থ বিস্তার করিয়া, আত্মসর্ব্বনাশের পন্থা নিষ্কণ্টক করিতেছে, তাহারা কখনই শ্রীস্বরূপের এই চরম হিতোপদেশ গ্রহণ-সৌভাগ্যকে বরণ করিতে পারে না।

অতএব কল্যাণকামী আমরা প্রত্যেকেই শ্রীস্বরূপের চরম-শিক্ষা,—আচার্য্য বৈষ্ণবস্থানে ভাগবতাদি অধ্যয়ন করিয়া চৈতন্যচরণে আশ্রয়-প্রয়াসী হইব ও তৎপূর্ব্বে প্রাকৃত-বুদ্ধি লইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আবৃত্ত করিবার ধৃষ্টতা করিব না, গুরুবৈষ্ণব-চরণে ইহাই প্রার্থনা।

কাল

কাল দ্বিবিধ—অখণ্ড ও খণ্ডকাল। অখণ্ডকাল 'পর'শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে খণ্ড ও অখণ্ডকাল অবস্থানের পোষণ করে। প্রাকৃতরাজ্যে খণ্ডকাল সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দ্বিবিধ। প্রাকৃত খণ্ড ও অখণ্ডকালের মধ্যে অবস্থানের অভাব ও পরস্পর ভেদজ্ঞান অবস্থিত। সূর্য্যের রাশিচক্র-পরিভ্রমণ-কালকে পূর্ণ-খণ্ডকাল গ্রহণ করিয়া তদংশান্বিত কাল-পরিমিতিকে সূক্ষ্মকাল বলা হয়, আর সূর্য্যের জ্যোতিশ্চক্র-ভ্রমণের গণিতক-বিচারে স্থূল কাল পরিগণিত হয়। সূর্য্য যে আধারে বা রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে, তদ্দ্বারা সূর্য্যগতি হইতে খণ্ডকালের নির্দ্দেশ হয়।

কালের পরিমাণ দুই প্রকার—পরমাণু-কাল ও সংবৎসরাত্মক স্থূলকাল। শেষোক্ত কালের অন্তর্বৃত্তির দ্বারাই যুগ-মন্বন্তরাদি ক্রমে দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত ভেদ হয়। সমগ্র রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে তাহাকে এক 'সৌরবর্ষ' বলে। উহার দ্বাদশভাগের এক ভাগ মাস; প্রত্যেক মাসেই দুইটী পক্ষ; প্রতিপক্ষে পঞ্চদশ দিবস; প্রতি দিবসে দিবা চারি যাম ও রাত্রি চারি যাম; দুই মুহূর্ত্তে এক প্রহর বা [illegible]; দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত; পনের কাষ্ঠায় এক লঘু; পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা; তিন নিমেষে এক ক্ষণ; তিন লবে এক নিমেষ; তিন বেধে এক লব; একশত ত্রুটিতে এক বেধ; তিন ত্রসরেণুতে এক ত্রুটি; তিন অণুতে এক ত্রসরেণু; দুই পরমাণুতে এক অণু—ইহাই সূক্ষ্মকালের পর্য্যায়।

৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে এক মহাযুগ। ৪৩২০০০ বর্ষ কলিযুগ, তাহার দুই ভাগ—দ্বাপরযুগ, তিন ভাগ—ত্রেতাযুগ এবং চারিভাগ ১৭২৮০০০ বর্ষ—সত্য-যুগ।

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা

(১)

উচ্চৈঃস্বরে শ্রবণে মুক্তিদাতা,
সদা কীর্ত্তনে রত হরিগুণগাথা;
বারিহীন মরুদেশে কল্পতরু,
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু।

(২)

মায়া মরীচিকা মাঝে প্রাণী ভ্রমে,
সেবা-শান্তি সুধা জল বাহিকরে;
ভ্রম কারায় নগর উঠে কেক,
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু।

(৩)

ভব-দুর্গম নিবিড় অরণ্যানী,
তাহে ভক্তি-সমন্বিত সুধরণি
দিলে, পরম মঙ্গল হ'ল সুরু,
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু।

(৪)

অতি দুস্তর এ ভব-বৈতরণী-
পারে নিত্য-নবীন শান্তিপথ,
দিলে এ শুভ সন্ধান ওহে উরু;
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু।

(৫)

ভব-রোগ নিরাময়ে মহৌষধি,
দিনামূল্যে বিলা'তেছ দয়ানিধি;
মহাপ্রসাদ দিতেছ পথ্য চারু,
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু।

(৬)

সদা অনিত্য বিষয় বিষ-পানে,
মরে অনুত সন্তান কু-মরণে;
তাতে রাখিতে সুরত পদ-সরোরু,
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু।

(৭)

স্বজন-বিজন পরিজন
ও শ্রীপদপঙ্কজ সেবামনন
হ'তে নিত্য দিতে শুভ সুদর্শক,
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু।

(৮)

ওগো! পরমধন অকিঞ্চনা,
মম শুদ্ধ চিত্তধন, সেবা, পাতা,
আমি আত্ম জ্ঞানহীন দীন ভীরু,
তোমায় বন্দি সনাতন জয় গুরু॥

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর মুরারি-পাট ঐ
৬। শ্রীমদ্ভুজগদ্-গৃহ পোঃ নবদ্বীপ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া।
৯। বাসুদেব গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধক্ষেত্র মঠ মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, চাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্ব-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পঃ গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ জয়পুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্ব্বর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ ভুবনেশ্বর, বাবড়া।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং ভরিভপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—মথুরা।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রিন্সেস ষ্ট্রীট রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসমীয় গৌড়ীয়মঠ—মোহিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদুরকুটীর—বিদুরের টট, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং উহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পত্রসূচী, ভাষ্যসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	আকর বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	৩৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য	।৶০
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪।	ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
৬।	গৌড়ীয়-গীতিকা	৷৶০
৭।	ভক্তবৎসল	।০
	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার বেদান্ত ভাষা-ভাষ্য	।০
১২।	বৃহদ্ভাগবতামৃত অন্বয়ানুবাদ (খাদ্য)	২৲
১৩।	বেদান্তদর্শন সানুবাদ (গোবিন্দভাষ্য)	।০
১৪।	বৈষ্ণব	১৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দীন-বিন দর্শন	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	৷৶০
২১	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৶
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।
২৯।	শরণাগতি	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১।০
৩২।	সাধনকণা	⁄০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	⁄
৩৫।	অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬।	মহাজনবাক্য	⁄০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮।	আত্মবোধ	১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	৷৶০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৪৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪২।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	প্রবন্ধাবলী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরসুন্দরোপাদেশ	০০
৪৫।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৪৬।	জৈবধর্ম্মাবলী বা ব্যাসবাক্যকৌমুদী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	⁄০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিরচিত	।০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	০
৫৫।	স্তব-সূত্র	।০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠ পাঠক্রম	⁄০
৫৮।	সারার্থদর্শনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	।০
৬০।	নারদ্পঞ্চ	।০
৬১।	রিলেজিয়াস্ আর্ট্স	৷৶০
৬২	লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবিজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড আনএলয়েড্ ডিভোশন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২।০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭২।	গীতাবলী	⁄০
৭৩।	শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

অগ্রিম বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দ্বিতীয়ে		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	৵০	৶	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১।০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১২—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নব ঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈ

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং শক্তিশালী লেখনীর অক্লান্ত আয়োজন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা প্রথম খণ্ডই ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রী বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর প্রাসাদিক বাড়ী। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
দপ্তরখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাঁকতুলসী	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (মধ্যম)	৩৸০—৪৲
বালাম (কলের) (মধ্যম)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (নূতন)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৩৸৵
বরাদ	৩৩৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি জোয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৸০
ঐ বে-মার্কা ঢালাই লোহা	৫৵০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৸০
গ্যাল্‌ভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ " "	১৩৲
২৪ গেজ " "	১১৷০
আর, পি, জি,	১৩৸৵০
এসবেসটস সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৩৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সিট—	১১৷৵০
২৬ গেজ " "	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০...	
পাউণ্ড	৮৸০
প্লাঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৩ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন প্লেট	৩৸৵০—৩৸৵০
" বোল্ট (গোল)	৩৸৵০—৩৸৵০
" পাতে (চৌকা)	৩৸৵০—৩৸০
" গোল স্বত ৵০—৷৵০ সুতা ৫৵০—৫৸৵০	
" তাম্র স্বত—	
চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
" বাকিল বার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড কোং লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
নীলবর্ণ ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ ভক্তকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

জেজেট্রোপানন্দ
এক অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪১, ১লা আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

কাশীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

বারাণসীর ২৮শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, 'সাম্প্রদায়িক' ভাগ-বাটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সংশোধনের অভিপ্রায় প্রয়োজনীয়তা ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারী বোর্ডকে উপলব্ধ করাইতে অসমর্থ হইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত এম, এস, আনে উভয়েই পার্লামেন্টারী বোর্ড হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

যুক্ত প্রদেশের ভাবী গবর্ণর স্যার হ্যারী হেগ

স্যার হ্যারী হেগ আগামী ৬ই ডিসেম্বর তারিখে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তিনি ৭ই ডিসেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌ গমন করিবেন। প্রকাশ যে, স্যার ম্যালকম হেলী ঐ ডিসেম্বর তারিখে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিবেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা

আবগারী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার মৌলবী মহম্মদ হবিবুল্লাহ আখের হজযাত্রা প্রত্যাগতে অবসর-প্রাপ্তিতেই স্থানীয়ভাবে বাস করিয়া বিবিধ জনহিতকর ও জনশিক্ষামূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি উদারচিত্ত এবং গোঁড়ামিমুক্ত উদারচেতা ব্যক্তি। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি [illegible] মাদ্রাসার এক সভায় জাতি ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও ইসলামের উদারতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং [illegible] [illegible] মুসলমানদিগকে দলের কলহ ও গোঁড়ামি হইতে দূরে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মৌলবী সাহেব স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া হাইস্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদিগকে পারিতোষিক এবং হাইস্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রীকে রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ছাত্রীদিগকে তিনি সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা হইতে দূরে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ডে বিমানপোত দুর্ঘটনার ফল

সুইজারল্যাণ্ডে বিমানপোত দুর্ঘটনার ফলে মোট ১২জন লোক মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে একজন মার্কিণ যাত্রী এবং একটি ২ বৎসরের শিশুও আছে।

পার্লামেন্টের উপনির্ব্বাচন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, স্যার হেনরি [illegible] পদত্যাগ করার ফলে পার্লামেন্টের [illegible] নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে একটি উপনির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই উপনির্ব্বাচনে রক্ষণশীল সদস্য মিঃ [illegible] ১৯৩৭৪ ভোট, শ্রমিক সদস্য [illegible] ১৫০৮১ ভোট এবং উদারনৈতিক সদস্য মিঃ [illegible] ৫২৩১ ভোট পাইয়াছেন।

বৈমানিক নিখোঁজ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, করাচী ত্যাগ করার পর ভারতীয় বৈমানিক চাওলার কোনও খবর পাওয়া যাইতেছে না।

বিমানপোতে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ মানসে শ্রীযুত চাওলা গত ২০শে জুলাই তারিখ করাচী হইতে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। ২৭শে জুলাই তারিখ তাঁহার লণ্ডন পৌঁছিবার কথা ছিল। সেখান হইতে একখানি শক্তিশালী পোত সংগ্রহ করিয়া তিনি আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। হিন্দু মহাসভার কর্ণধার ডাঃ মুঞ্জে এই প্রচেষ্টায় চাওলাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই সাহসী বৈমানিকের কোনও সংবাদ না পাওয়ায় উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

নদীয়াতে ডাকাতি

[illegible] হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে জুলাই [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ নৌকাযোগে [illegible] আষাঢ়ী পূর্ণিমার স্নানে যাইতেছিলেন। রাত্রি অনুমান ১টা ও ২টার সময় নৌকাখানি [illegible] ও [illegible] মধ্যস্থলে পৌঁছিলে, উহা দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ডাকাতগণ লোকের গাত্র হইতে প্রায় ১০০ এক শত টাকার গহনাপত্র লইয়া চম্পট দিয়াছে।

ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে বন্দুক চুরি

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, [illegible] ষ্টেশনে এক দুনলা বন্দুক চুরি হইয়া গিয়াছে। [illegible] জনৈক শিকারী [illegible] জঙ্গলে শিকার করিতে যান। সারাদিন শিকার করিয়া তাঁহারা [illegible] রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহারা ষ্টেশন প্ল্যাটফরমে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবেশন করে এবং নিকটবর্ত্তী এক বেড়ার গায়ে তাঁহাদের বন্দুক রাখিয়া দেয়। তাহারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি অতর্কিতে আসিয়া বন্দুক লইয়া পলায়ন করে। শিকারিগণ তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া যায়, কিন্তু সে গুলী চালাইতে আরম্ভ করে।

এই সম্পর্কে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

ঘাটালে ডাকাতি

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ [illegible] বাড়ীতে সেদিন রাত্রিতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় অনুমান ১০।১২ জন ছিল। তাহারা সিন্দুক ও বাক্স ভাঙ্গিয়া বহু টাকার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশে শ্রীযুত [illegible] ও তাঁহার পরিবারস্থ কেহ আহত হন নাই। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টিন, জানালার গরাদের ফুলদার রেলিং ও থাম, বড় মেরা কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৪১

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ই, বি, রেল আগামী পূজার ছুটী হইতে একবারের ভাড়ার এক ও দুই তৃতীয়াংশ ভাড়ায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য রিটার্ণ টিকেটের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ব্যবস্থা পূজার পরেও বরাবরের জন্য বলবৎ থাকিবে। ই, বি, রেলপথে পূর্ব্বে আর কখনও তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকেটের ব্যবস্থা ছিল না। গতবৎসর হইতে ই, বি, রেলের এডভাইসারি কমিটীর সদস্য ও বঙ্গীয় যাত্রী-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস সি রায় গত দুই বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদিনে তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইল। এই কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত রায় ই, বি, রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া আরও হ্রাস হইয়া অন্যান্য অভাব অভিযোগের প্রতিকার হউক, তাহাই আমাদের ইচ্ছা। আশা করি, শ্রীযুক্ত রায় প্রতিকারে চেষ্টা করিয়া জয়ী হইবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক ও বাংলা সরকারের আর্থিক উন্নয়ন বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডাঃ এইচ, এল, দে "ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট" পত্রে সম্প্রতি একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, বাংলা দেশে কৃষি-ঋণের জন্য সমগ্র দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসীর ক্রয়-শক্তি পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বাংলার আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনার মধ্যে কৃষি-ঋণ-সংক্রান্ত সমস্যাই স্থান পাইবার যোগ্য। ইহা সর্ব্বসাধারণের প্রণিধানযোগ্য।

ডাঃ দের প্রবন্ধে প্রকাশ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটীর হিসাব অনুসারে বিগত ১৯২৯ সালে বাংলার কৃষকদের দীর্ঘমিয়াদী মেয়াদে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২ কোটী টাকা। গত ৫ বৎসরে কৃষকের ঋণ পরিশোধে অসমর্থতা হেতু এই ঋণের পরিমাণ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে কৃষকদের যে সমস্ত ঋণ বলের মেয়াদে গৃহীত ঋণ ...এ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাঙ্ক অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভিন্ন আদায় হইবার কোন উপায় নাই। এই সব বিবেচনা করিয়া ডাঃ দে বর্ত্তমানে কৃষকের পরিশোধযোগ্য ঋণের পরিমাণ ৮০ কোটী টাকা বলিয়া মনে করেন। তবে প্রস্তাবিত পল্লী ক্রেডিট আইন পাশ করিলে এবং রেজেঃকৃত ও বাধ্যতামূলক হিসাবে ঋণের রফা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইলে এই ঋণের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছাড়া দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মারফতেও কৃষকের ঋণের কতকাংশ শোধ হইতে পারিবে। উপরিউক্ত সকল বিষয় স্মরণ রাখিলে মনে হয় যে, জমীবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ যদি মোটামুটি ২৫ কোটী টাকা ঋণ আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলেই কৃষকের ঋণসমস্যার মোটামুটী সমাধান হইতে পারে।

উক্ত ২৫ কোটী টাকা ঋণ আদায়ের জন্য ডাঃ দে বাংলা দেশের ১৯টী মহকুমার সমবায় পদ্ধতিতে ১৯টী জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ১৯টী ব্যাঙ্কের জন্য যে ২৫ কোটী টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে তাহা নিম্নলিখিত তিনটী পন্থায় সংগৃহীত হইতে পারে—(১) ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ (২) ৫, ৭, ১০ ও ১৫ বৎসরের জন্য ব্যাঙ্কে সাধারণের গচ্ছিত আমানত ও (৩) ডিবেঞ্চার। প্রথম পন্থা সম্বন্ধে ডাঃ দের মত এই যে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের এক একটি শেয়ারের মূল্য একশত টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের লাভের হার শতকরা ১৫ ভাগ অংশীদারদের মধ্যে বিতরিত হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে প্রথম প্রথম বেশী লোক শেয়ার কিনিতে অগ্রসর না হইতে পারে। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের লাভের অর্দ্ধেক লভ্যাংশ ও বোনাস হিসাবে বিতরণের নিয়ম করিতে হইবে। উক্ত কারণে বিভিন্ন জমীবন্ধকী ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় দ্বারা ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইতে পারে।

দীর্ঘকালের মেয়াদে সাধারণের গচ্ছিত আমানত হইতেও এই পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ডাঃ দে মনে করেন। সুতরাং তাঁহার মতে এই দুই পন্থায় প্রয়োজনীয় ২৫ কোটী টাকা মূলধনের শতকরা দশ ভাগ সংগৃহীত হইবে। বাকী ২২৪ কোটী টাকা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে এবং এই ডিবেঞ্চারের সুদ আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে জামীন হইতে ডাঃ দে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে যে প্রকার কম সুদে টাকা ধার পাইতেছেন তাহাতে ডিবেঞ্চারের জন্য যদি শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা সুদ দেওয়া হয় এবং গবর্ণমেণ্ট যদি উহার জামীন থাকেন, তবে ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা উপযুক্ত পরিমাণ টাকা পাইতে কোন কষ্ট হইবে না।

নারীনিগ্রহের ভীষণ চিত্র

—:০:—

জামসেদপুর হিন্দু মিশনের আবেদন

জামসেদপুরের ২৭শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, মযূরভঞ্জ সরাইকেলা খরসোয়ান প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য হইতে বহুসংখ্যক হিন্দুর মেয়ে, ছলে বলে কৌশলে অপহৃতা ও ধর্ষিতা হইয়া অন্যান্য প্রদেশে নীতা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেক মেয়েকে পাঞ্জাব, পেশোয়ার, সিন্ধু প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশে চালান দেওয়া হইতেছে। ইহার প্রতিকারার্থ রাজন্যবর্গের সহযোগিতা কামনা করিয়া জামসেদপুর হিন্দুমিশনের সেক্রেটারী আবেদন পাঠাইয়াছেন। উক্ত সেক্রেটারী মহাশয় নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) আবর আলী নামক জনৈক মুসলমান সরাইকেলার (জুবলীর) শশিবালা নাম্নী একটী মেয়েকে অপহরণ করিয়া জামসেদপুরে লইয়া আসে। সে তাহার মুসলমানী স্ত্রীকে চোরা মারিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া হাজতে থাকায়, শশিবালা এই সুযোগে পলায়ন করে এবং নিজ গ্রামে নিজের মাতার কাছে চলিয়া যায়। তাহার মাতুল তাহাকে আবার সেখান হইতে আসানসোলে পাঞ্জাবীদের কাছে ১১০ টাকায় বিক্রয় করে ও শশিবালাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। জামসেদপুর হিন্দু মিশনের প্রচারক সতীশবাবু এই সম্বন্ধে সিনি থানার পুলিশের নিকট সমস্ত ঘটনা জানাইয়াছেন।

(২) গত ২৭শে জুন সিংভূম জেলার সদর চাইবাসা হইতে সিন্ধুবালা নাম্নী নারী জনৈকা হিন্দু রমণী সত্যনারায়ণ নামক তাহার কগ্ন পুত্রের চিকিৎসার্থ জামসেদপুর আসে। জামসেদপুর আসিয়া নিঃসহায় অবস্থায় ঘুরিতে দেখিয়া কতিপয় মুসলমান গুণ্ডা তাহাকে অপহরণ করে। ইহা জানিতে পারিয়া হিন্দু মিশনের সভ্য ডাক্তার এম এম, বিশ্বাসের সহযোগে হিন্দু মিশনের কর্ম্মী সতীশ বাবু মেয়েটীকে জামসেদপুর হিন্দু মিশন আশ্রমে আনিয়া রাখিয়াছেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় ছেলেটী ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতেছে।

(৩) খরসোয়ান ষ্টেটের, খরসোয়া গ্রামের উড়িয়া ব্রাহ্মণী জাতীয় ৺শিতাম্বর দাসের ১৩।১৪ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী নবমী টাটানগর টিনপ্লেটে কাজ করিত। সে তাহার মাতা ও ভ্রাতার সহিত থাকিত। গত ৩রা জুলাই উক্ত-নবমী অপহৃতা হইয়াছে, এখনও তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জনৈক মুসলমানও সেই সঙ্গে অদৃশ্য হইয়াছে। জামসেদপুর হিন্দু মিশনের সহকারী সম্পাদক, প্রচারক ও স্থানীয় কর্ম্মীগণ বহু উৎসাহে অনুসন্ধান করিতেছেন। মেয়েটীর সন্ধান পাইলেই মোকদ্দমা রুজু হইবে।

বঙ্গীয় নারীরক্ষা সমিতি

বঙ্গীয় নারীরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা জানাইতেছেন, বাংলার নারীর অসহায় ও বিপন্ন নারীর মর্য্যাদা রক্ষার্থ যাঁহারা নরপিশাচের দস্যুবৃত্তি প্রবৃত্তি ও উদ্দাম লালসা দমনে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেখাইয়াছেন, অথবা বিপন্নার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শক্তি ও মর্য্যাদাবোধের জন্য সম্মানিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার নারীরক্ষা সমিতি উপহার প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নারীরক্ষা সমিতির প্রথম সম্পাদক ও সভার সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় অমিয়কুমার রায় চৌধুরীর স্মৃতিকল্পে এই উপহার দেওয়া স্থির হইয়াছে।

যে-সকল নর ও নারী, তাহাদের প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য উপরি উক্ত উপহার পাইতে পারেন তাঁহাদের নাম ঠিকানা সহ বিস্তৃত কার্য্য বিবরণী ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রীমতী বেলা চাটার্জ্জি, সম্পাদিকা নারীরক্ষা সমিতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা ৩৯নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবার জন্য জনসাধারণ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহকে এতদ্দ্বারা অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন এরূপ আদর্শ নর ও নারীর তালিকা পাঠাইবার সময় তাঁহাদের ব্যক্তিগত মন্তব্য লিখিয়া জানান।

ডাকাতির অভিযোগের দণ্ড

সম্প্রতি উলুবেড়িয়া মহকুমা হাকিম বাগনান থানার অন্তর্গত কানাইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ৮ জন পুলিশকে মারপিট করার অভিযোগে মোট প্রায় ১২০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। কিশোরী বাঁড়ুয্যে ও সন্তোষ বাঁড়ুয্যে প্রত্যেকের ১৩০৲ করিয়া, জীবন মল্লিক, বাবাচরণ সাউ, ভুবন সাউ, মদন সাউ ও অভিরাম সাউ প্রত্যেকের ১৬০৲ করিয়া ও বিজয়-সাউর ১০০৲ জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা না দেওয়ায় অভিরাম সাউর ১১ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, বাগনান পুলিশ উক্ত বাবাচরণ সাউর বাড়ীতে চোরাই মালের সন্ধানে হানা দিলে, পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে যে মারপিট হয়, তাহার ফলে প্রায় ১০ জন গ্রামবাসী দুঃস্থ ও আহত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১লা আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বুধবার ১৩০শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

গত ১২ই জুলাই দিল্লী-গৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলা পাঠ করেন। ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী বলেন—সাধক জীবনে নিত্যসিদ্ধা ভক্তি, হৃদয়ে প্রকট করিবার সন্মুখী উপায়স্বরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা যাবতীয় অনর্থরাশি অর্থাৎ অন্যাভিলাষাদি পরিমার্জ্জিত করিয়া ভোগবাসনাদি চিন্তাশূন্য হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারিলেই গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনের সার্থকতা হয় এবং সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব অধিষ্ঠিত হন।

গত ২৮শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রোপলক্ষে শ্রীদিল্লী-গৌড়ীয়মঠে কৃষ্ণানুশীলনকারিণী বিবিধা সেবা অনুষ্ঠিতা হয়। প্রাতে প্রাত্যহিক আরাত্রিক সমাপনান্তে অরুণোদয় কীর্ত্তন হয়। বেলা দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের পরিচর্য্যা ও নীরাজনান্তে সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র কৃষ্ণভুক্তাবশেষ প্রদান করা হয়। উক্ত দিবস দিল্লী-নগরীস্থ ভোগলক্রসের পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবার দ্বারা তাঁহার শিশুসন্তানের অন্নপ্রাশনকার্য্য সম্পন্ন করেন। কৃষ্ণকার্য্যের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সম্বন্ধে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন।

স্বামীজী ব্যাখ্যাকালে বলেন যেরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দিরে আনিতে হইলে তৎপূর্ব্বে গুণ্ডিচামার্জ্জন করা দরকার, সেইরূপ জগৎপতিকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে হৃদয়গুণ্ডিচা-মার্জ্জন অর্থাৎ ধূলিকঙ্কররূপ অনর্থরাশি প্রথমেই অপসারিত করিতে হইবে নচেৎ রসের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভ-রস আমাদের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হইবে না।

সিরাজগঞ্জে

গত ৪ঠা শ্রাবণ ২০শে জুলাই সিরাজগঞ্জ কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে একটী ধর্ম্ম-সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজী বক্তৃতা-প্রদানকালে বলেন,—আমরা মানুষ, আমাদের একটী ইন্দ্রিয় আছে, তাহার নাম কর্ণ। এই কর্ণেন্দ্রিয়-সাহায্যে আমরা শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকি। যখন শব্দের ভোক্তা-অভিমানে আমরা শব্দ শ্রবণ করি তখন শব্দ যাহাকে লক্ষ্য করে তাহার পরিণাম-দর্শনে অসমর্থ হইয়া আমরা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকি। হরিণ ব্যাধের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া যেমন প্রাণ হারায় সেইরূপ ইতর-ব্যোমজাত শব্দ আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকে। এইরূপ শব্দ-শ্রবণে আমরা বধিরের ন্যায় হইয়া যাই। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ আমাদিগকে কখনও প্রতারণা করেন না, আমাদের বধিরত্ব নষ্ট করিয়া আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া দেন।

আমরা যখন বৈকুণ্ঠ-শব্দকে ইতর-ব্যোমজাত শব্দের সঙ্গে সমান মনে করি তখন আমরা লাভবান্ হইতে পারি না। যেদিন থেকে শব্দ-বিশ্বাসাত্মিকানীতির পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠশব্দকে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি করিয়াছি সেইদিন থেকে আমরা চৈতন্যধর্ম্ম থেকে চ্যুত হইয়াছি। সেই দিন থেকে শব্দ আমাদিগকে জাগ্রত করিবার পরিবর্ত্তে নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। সেইদিন থেকে প্রণবকে শব্দসামান্য-বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহকে কাঠপাথর-বুদ্ধি, বিষ্ণু-পাদোদককে জলবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া ধর্ম্মহীন হইয়া ভীষণ নরকের পথে ধাবিত হইয়াছি। তাহার ফলে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ধর্ম্মের নামে ভীষণ অধর্ম্ম-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। অধার্ম্মিকগণ ধার্ম্মিক নামে সমাজে পূজিত এবং প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ সমাজে লাঞ্ছিত এবং অবমানিত হইয়াছে। কপট ধর্ম্মধ্বজিগণ নানা প্রকার ছলধর্ম্মের জাল বিস্তার করিয়া সত্যধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

গণগড্ডলিকা এই প্রবল অধর্ম্ম স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে এবং ধর্ম্মকে আন্দামানে প্রেরণ করিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে। মুক্তি-বিদ্বেষী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, অনিত্য ও নিত্যবস্তু সবই এক, এইরূপ বিচার সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সমাজের শাসক না থাকায় স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই আজ পাপের পথে চলিয়াছে। পশুর ন্যায় আহার-নিদ্রা মৈথুন ব্যতীত মনুষ্যজীবনে আর কিছু কৃত্য আছে ইহা তাহাদের একবারও ধারণার বিষয় হয় না।

শাস্ত্র বলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।" ধর্ম্মই চিরকাল জয়লাভ করিয়া থাকে, অধর্ম্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভোগে কখনও শান্তিলাভ হইতে পারে না, উহা আমাদিগকে পরিণামে অশান্তি দান করিবেই করিবে। কারণ, জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম—ভগবানের সেবা করা। সে কখনও ভোক্তা নহে বা ভোগের সামর্থ্য তাহার নাই।

আসামে

গত ২৭শে আষাঢ় আসাম কামরূপ জেলার অন্তর্গত সরভোগ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জনোপলক্ষে সমারোহের সহিত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

তৎপর-দিবস প্রাতঃকালে পরমোল্লাসের সহিত ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করেন। কীর্ত্তনরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া নগরসংকীর্ত্তনদল শ্রীশ্রীসরভোগ-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-লীলা পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ শ্রীধর ভূত অধিকৃত ৪৩৮

অপ্রাকৃত-শব্দ

ইহ জগৎ অপ্রাকৃত জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন। অপ্রাকৃত জগতে ভোগ, ভোক্তা ও ভোগ্য আছে, প্রাকৃত জগতেও আমরা ঐ তিনটী দেখিতে পাই। পার্থক্য—প্রয়োগ ভেদে। অপ্রাকৃত জগতে একমাত্র ভোক্তা—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য—জীবগণ তাঁহার ভোগ্য। ভোগ তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া বিরাজমান। প্রাকৃত জগতে ভগবদ্‌-ভোগ্য জীবগণ বিকৃত-মনের আশ্রয়ে ভোক্তার আসন গ্রহণ করিয়া 'ভোগ'কে বৈরাগ্যরে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

অপ্রাকৃত জগতের যাবতীয় বস্তুরই বিকৃত প্রতিফলন প্রাকৃত মায়িক জগতে দৃষ্ট হয়। অপর কথায়, মায়িক জগতের যাবতীয় বস্তুর আকর—অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-লোক। 'শব্দ' সম্বন্ধেও তাহাই। যাবতীয় শব্দের জন্ম বৈকুণ্ঠলোকে; যাবতীয় শব্দই অপ্রাকৃত-বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে অধোক্ষজ 'বিষ্ণু'কে লক্ষ্য করে। কিন্তু প্রাকৃত জগতে ভেদভাব সংমিশ্রণে তাহার বস্তুত্ব-প্রতীতি।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অধ্যাপনা-লীলায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যাবতীয় শব্দের ব্যাখ্যায় বিষ্ণুকেই স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত চিন্তাগ্রহ-কবলিত 'ব্যাকরণ'-পড়ুয়াগণ সেই বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, মহাপ্রভু যাঁহার নিকট ব্যাকরণ পড়িবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া যাহাতে মহাপ্রভু ভাল করিয়া (?) পড়ান তজ্জন্য বলিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু গঙ্গাদাসের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অধ্যাপকোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে গঙ্গাদাস মহাপ্রভুকে ছাত্রগণকে ভাল করিয়া পড়াইতে বলিলেন। মহাপ্রভু গুরুভক্তি-প্রদর্শনকল্পে স্বীকৃত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধ্যাপনার সময় শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি ছাত্রগণকে বলিলেন, যদি কাহারো সামর্থ্য থাকে ঐ ব্যাখ্যা খণ্ডন করুন; কিন্তু বিতা-পণ্ডিত সহিত বিচার বিচারে জয়ী হইতে পারে কে? ছাত্রগণ অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না দেখিয়া মহাপ্রভু অধ্যাপনা-লীলা সাঙ্গ করিলেন। জগতের অতি অল্প ব্যক্তিই 'শব্দ'-দর্শনে সমর্থ। তাঁহারা শব্দের বিকৃত-রূপ দর্শন করিয়া থাকেন মাত্র; ভগবান্নামী দর্শন করিতে পারেন না বলিয়া শব্দের সচ্চিদানন্দ-রূপ লোপ পায় না। মায়িক ধারণায় যে 'কৃষ্ণ'-শব্দ উচ্চারণ তাহা কৃষ্ণ নহেন—মায়া; তদ্বিষয় মায়াবদ্ধ জীবের জিহ্বায় 'কৃষ্ণনাম' উদিত হন না; নামাপরাধ বা নামাভাসের উদয় হইয়া থাকে মাত্র। যাঁহাদের জিহ্বায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম নৃত্য করেন, তাঁহারা সর্বত্র 'কৃষ্ণ'-দর্শন করেন, যাবতীয় শব্দ 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্যরূপে দর্শন করেন না।

গাছে না উঠিয়া এক কাঁদি পাইবার বাসনা করিলেও কাঁদি পাওয়া যায় না। সেই প্রকার মায়িক ধারণায় আবদ্ধ থাকিয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভবপর নহে। মায়াতীত বস্তু মায়া মিশাইয়া আসেন না যেমন সূর্য্য ও মেঘ এক ভূমিকায় অবস্থিত নহে। অপ্রাকৃত-শব্দকে মায়িক-রাজ্যে দেখা যায় না বলিয়া মায়াতীত বস্তু নাই, এই বিচার যে-প্রকার বাল-ভাবিত, সেই প্রকার শব্দের অপ্রাকৃত রূপ আমার মায়িক ধারণায় পৌঁছেন না বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব-লোপের চেষ্টা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

দুধ ও চূণগোলা দেখিতে একই প্রকার; তাই বলিয়া কেহ যদি দুধকে চূণগোলা বলিয়া ধারণা করেন, সেই ভ্রান্ত ধারণা প্রশংসনীয় নহে। তদ্রূপ মায়িক শব্দে ও নিত্যমুক্তপুরুষ-মুখোচ্চারিত অপ্রাকৃত শব্দে পার্থক্যদর্শনে অসমর্থ ব্যক্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠশব্দকে যদি মায়িক শব্দের সমান জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তিনি প্রশংসার পাত্র নহেন—পদ্মপুরাণের "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ" শ্লোকানুযায়ী নারকী।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক জগতে পতিত হইয়া আমরা অপ্রাকৃত-প্রতীতি হারাইয়া ফেলিয়াছি। মায়িক-ধারণা ব্যতীত আমাদের বর্ত্তমানে আর কোনই সম্বল নাই। সুতরাং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-শব্দের কৃপা কি প্রকারে লাভ হইবে তাহাই সমস্যা। 'বৈকুণ্ঠ-শব্দের কৃপা' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, 'বৈকুণ্ঠ শব্দ' মায়িক শব্দের ন্যায় ভোগ্য নহেন—সেব্য; মায়িক শব্দ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ তদ্রূপ নিযুক্ত হইবার জিনিষ নহেন, তাঁহার কৃপা হইলে তাঁহার সেবা-লাভে আমরা সমর্থ হইব। অপ্রাকৃত-শব্দব্রহ্মের সেবাই গৌরানুগগণের সাধন ও ভজন।

অপ্রাকৃত-শব্দ শ্রৌতপরম্পরায় গুরু-মুখ-দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের চিত্ত সংশোধন পূর্ব্বক হৃদয়-বৃন্দাবনে আসন গ্রহণ করেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া এই অমূল্য-বস্তু-প্রদানের জন্য প্রপঞ্চে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর "যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ" বাক্যানুসারে অযাচকভাবে যা'রে তা'রে বিতরণ করিতেছেন। যিনি সহিষ্ণু হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিসহ শ্রীগুরুমুখপদ্মনিঃসৃত উপদেশামৃত কর্ণপুটে নিরন্তর পান করেন, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শব্দব্রহ্মের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার স্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক সেবায় নিযুক্ত হন।

বঞ্চিতের বিচার

ভোগী জীবের চিত্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে চায়। তাহারা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা করে না। সুতরাং তাহারা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা সমন্বয়বাদীকেই গুরু করিয়া থাকে। কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—বৈষ্ণবগুরুচরণ আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি-যাজন করা; কিন্তু বঞ্চিত ব্যক্তির বিচার অন্যরূপ। যদি কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য, প্রকৃত সত্য কথাগুলি দেখাইয়া দেন, ঐ বঞ্চিতের দল তখন ঐগুলিকে "প্রক্ষিপ্ত" বাক্য বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়া আরও বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি করে এবং বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া ফেলে।

"ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

মহামুনি বেদব্যাসের বাক্যই আর্ষবিজ্ঞ-বাক্য। তিনি অজ্ঞান জীবের জ্ঞান-প্রদানার্থ সাত্বতসংহিতা করিয়াছেন। সেই সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি উদিত হয় এবং তৎফলেই আমাদের শোক মোহ-ভয় অপনোদিত হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম সত্যকথাগুলি বঞ্চিতের বিচারে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ভ্রম হয়।

বঞ্চিত ব্যক্তিগণ গীতোক্ত "যেঽপ্যন্য-দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" শ্লোকের সত্যতা-গ্রহণে কুণ্ঠতা প্রকাশ করে। তাহাদের বিচার—"সকলই এক", যে কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মুক্তিলাভ হইবে কিন্তু গীতাতে স্পষ্টরূপে ভগবানের উক্তি এই যে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে" অর্থাৎ আমাকেই (কেবল কৃষ্ণচন্দ্রে) শরণাপন্ন হইলে মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে,.. তদ্ভিন্নরীতি ভাবে নহে অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত অন্যের আশ্রয়ে মুক্তি ঘটিবে না।

বঞ্চিতের বিচারে পদ্মপুরাণোক্ত শঙ্করের প্রতি জীবমোহনার্থ ভগবদাদেশ-বাক্যটীও কল্পিত বা প্রক্ষিপ্ত। কলির প্রেতাগণ তাহাদের চিত্ত এরূপভাবে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে যে তাহারা কোনক্রমেই সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ শোচ্য এবং দুর্ভাগা।

আনন্দলাভ-ঋষি তোত্রবরে এই শোচ্য-ব্যক্তিগণের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৬)

হে ভগবন্, তোমার স্তবতায়-উক্ত পরমার্থবিৎ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস-তামস-গুণ-বিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ তোমাকে জানিতে পারে না।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের গৃহিণী বা কান্তা। ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বৈকুণ্ঠ-ধামেই ইঁহার নিত্যাবস্থিতি। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে মধুরর্যতে দ্বিবিধ কৃষ্ণ-কান্তার কথা আমরা শুনিতে পাই। মহাভাবস্বরূপা পূর্ণশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী পূর্ণশক্তিমান্ পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। ইনি কৃষ্ণময়ী ও সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী অর্থাৎ লক্ষ্মীগণের মূলাধিষ্ঠাত্রী এবং কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। শ্রীরাধিকা হইতেই কান্তাগণের—ব্রজে গোপীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং নারায়ণ-বাসুদেব-আদির লক্ষ্মীগণের বিস্তার।

অবতারী-স্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, শ্রীমতী রাধিকাও তদ্রূপ সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী এবং লক্ষ্মীগণ তাঁহার অংশ। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকার বৈভববিলাসাংশ-রূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ। ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার নিজের কায়ব্যূহরূপ হওয়ায় রসের কারণ হইয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠ-বাসিনী, নারায়ণ-সেবিকা আর ব্রজগোপীগণ গোলোক-বাসিনী, কৃষ্ণকান্তা শ্রীকমলাদেবী চিন্ময়ী—জড়বদ্ধ জীবের ন্যায় তাঁহার জড়েন্দ্রিয়, জড়দেহ ও লিঙ্গদেহাদি নাই। তাঁহার চিন্ময়-স্বরূপে চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর আছে। তিনি নারায়ণের নিজশক্তি অতএব তাঁহার লীলার সহায়।

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা ও বিধাতা নামে দুই দেব এবং লক্ষ্মীকে প্রসব করেন। এই লক্ষ্মীই নারায়ণের প্রেয়সী। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র-মন্থন-কালে ক্ষীরাব্ধিতে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কথাও আমরা শুনিতে পাই।

ভগবান্ অজ বস্তু হইয়াও যেমন জগতে নানারূপে প্রকটিত হ'ন তদ্বৎশক্তি লক্ষ্ম্যাদির আবির্ভাবও তদ্রূপই জানিতে হইবে। জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণুপত্নী শ্রী নিত্যা হইলেও বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত ইনিও সেইরূপ। সুতরাং ভৃগুগৃহে বা সমুদ্রাদিতে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কথা শুনিয়া তাহাতে সন্দেহ বা আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই।

শাস্ত্র লক্ষ্মীসম্বন্ধে বলেন, বিষ্ণু—অর্থ, ইনি—বাণী, বিষ্ণু—বোধ, ইনি—বুদ্ধি, বিষ্ণু—ধর্ম্ম, ইনি—সৎক্রিয়া, বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি—সৃষ্টি। শ্রী—ভূমি, হরি—ভূধর। ভগবান্—সন্তোষ, লক্ষ্মী—শাশ্বতী তুষ্টি। —ইচ্ছা, ভগবান্—কাম। নারায়ণ—শক্তিমান্, লক্ষ্মী—শক্তি। লক্ষ্মী—জ্যোৎস্না, হরি—প্রদীপ। ভগবান্—পুরুষ, লক্ষ্মী—স্ত্রী। বিষ্ণু—বর, লক্ষ্মী—বধূ, নারায়ণ—জগৎ-পিতা, তিনি—জগজ্জননী। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি এবং পরিচারিকাবৃন্দসহ সতত নারায়ণ-সেবায় তৎপরা।

শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা—নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বাবতারী এবং লক্ষ্মীই মূলশক্তি। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভুমত নিরসনকল্পে বেঙ্কট ভট্টকে বলিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে—ভট্ট, তুমি না করিহ
সংশয়।
'স্বয়ং-ভগবান্' কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—সেই নারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদের হরে তেঁহ মন॥

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি
যুগে যুগে॥"
(ভাঃ ১।৩।২৮)

"কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ॥
এক বিগ্রহে করে নানাকাররূপ।
গোপী-লক্ষ্মী ভেদ নাহি,
জানিহ স্বরূপ॥"

কৃষ্ণ এবং নারায়ণ বস্তুতঃ অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু। গোপী এবং লক্ষ্মীও তদ্রূপ বস্তুতঃ অভিন্ন। রসধারা লক্ষ্মী অপেক্ষা গোপীর উৎকর্ষতা থাকিলেও উভয়কেই সিদ্ধান্ততঃ অভেদ বলিয়া জানা উচিত। কারণ কৃষ্ণতত্ত্ব ও নারায়ণ-তত্ত্ব এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব ও লক্ষ্মীতত্ত্বে ভেদবুদ্ধি অপরাধ-জনক। গোপীশ্রেষ্ঠা সকললক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা একই বিগ্রহে নানারূপ প্রকাশ করেন। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মাধুর্য্য স্বরূপে গোপীদেহে গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে লক্ষ্মীরূপে পরব্যোমে নারায়ণ-সঙ্গ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণে কেবল রসবৈচিত্র্যই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-
কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা
রসস্থিতিঃ॥"

শ্রীনারায়ণ ষষ্টি-গুণসম্পন্ন। সেই ষষ্টি গুণের উপরে শ্রীকৃষ্ণের আরও চারিটী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই। সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলা-সমুদ্রবিশিষ্টতা, অতুল্য মধুর-প্রেম-পরিশোভিত প্রিয়মণ্ডল-যুক্ততা, ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতা, চরাচরবিস্ময়কারী অসমোর্দ্ধরূপ শ্রীযুক্ততা—এই অসাধারণ-গুণ-চতুষ্টয়যুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীরও অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তালোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ পরব্যোমপতিই শ্রীনারায়ণ। তদ্রূপ গোপীর অনুগত্যে রাধাকৃষ্ণ-ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী অংশিনী শ্রীরাধার অংশস্বরূপ। ইহাই ভজনের চরম কথা এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ইহাই বাস্তব স্বরূপ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণ শ্রোতপন্থায় এ সব বিষয় অবগত হইবেন।

দর্পহারী

জীবের কল্যাণ লাগি'
গোপাল যশোদা-সুত
প্রিয়তম মাধবেন্দ্রে
করিলেন সু-সাক্ষাৎ॥

ভক্তের হৃদয়-বনে
বিপিনবিহারী হরি।
বিরাজয়ে নিত্যকাল
বিচিত্র বিলাস করি'॥

ভক্ত জানে মোর মা ও
কৃষ্ণচন্দ্র প্রাণপতি।
পতির পরম প্রীতি
সতীর নিবন্ধ নিতি॥

তাই ত' নিষেধ অন্ধ
শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে।
নির্গম নিবৃত্তি বলি'
নিন্দা করে বৃন্দাবনে॥

কি কুতর্ক শিক্ষা দিল
মাধবেন্দ্রে দিয়া হায়।
কুঞ্জবনে গোবর্দ্ধনে
পবিত্র শ্রীরেণুকায়॥

ধামসেবা নামসেবা
কৃষ্ণগান অনিবার।
মায়ামুগ্ধ দগ্ধ জীব
করে সদা অস্বীকার॥

এসব জীবের লাগি'
দয়াময় গৌরহরি।
যুগধর্ম্ম প্রচারিল
ধামসহ অবতরি'॥

সহস্র চিন্ময় পত্র
কমল সদৃশ যাঁর।
কৃষ্ণের আবাস স্থান
মধ্যবিন্দু কর্ণিকার॥

সেই ধাম মায়াপুর
গৌরাঙ্গ-বিহারস্থল।
সুবিধা নয়নে যায়
রূপ করে বন্দন॥

কালের দুর্গন্ধ বহি
অম্বুরেত্ত মন্তঃকোণে।
আচ্ছাদিত থাকে কভু
অচিন্ত্য সংগোপনে॥

তা'হলে এ ধামতত্ত্ব
নয়নের অগোচরে।
অনন্তযোজন দূরে
দরশন নাহি মিলে॥

ধামের মাহাত্ম্য গোপ্য
সমাধি সু[illegible]নে।
তাদের [illegible] ছেড়ে
ভক্ত বলি' [illegible]॥

গৌরাঙ্গ-লীলার অন্তে
গৌরাঙ্গ-আদেশ নিলে।
ধরিয়া শ্রীভাগীরথী
রাখিলেন গোপ্য ক'রে॥

প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ
তাঁহার সেবিত জন।
ভক্তিবিনোদ প্রভু
করিলেন নিরূপণ॥

নাচিয়া গাহিয়া প্রেমে
জগন্নাথ প্রভু সদা
জগৎ সমক্ষে দিল
সু ভক্ত এই বারতা॥

যাঁহার মহিমা গাথা
অনন্তের অবতার।
অনন্ত মুখেতে এবে
করিছেন প্রচার॥

পতিত পাষণ্ডী যত
নিত্য কাম-অনুচর।
মিঞাপুর নামে করে
মায়াপুর প্রচার॥

ভোগের আগার সেই
রামচন্দ্রপুর চড়া।
মায়াপুর বলি' তা'রা
রচিছে অটের ছড়া॥

হিরণ্যকশিপু সম
সবংশে করিতে নাশ।
অধোক্ষজ-রূপ এবে
শ্রীবিষ্ণুর পরকাশ॥

মায়াপুর যোগপীঠে
অনন্তেশ মনোহর।
মন্দিরের [illegible] মাঝে
বিষ্ণুমূর্ত্তি অনুপম।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে
স্ব-ইচ্ছায় পরকাশ।
চক্র-ধারা পুরাইতে
[illegible] করিতে নাশ॥

দেখ হে পাষণ্ডীগণ
কহিল [illegible]।
দহিয়া মরিবেই এই
অতি তুচ্ছ [illegible]।

কলি-দম্ভ চূর্ণ হেতু
করুণায় গৌরধন।
আসিয়াছে মায়াপুরে
সব ঠাঁর [illegible]।

তাঁহার [illegible]
নিজ [illegible]।
দেখিবে শ্রীমায়াপুর
নিশ্চয় [illegible]-নয়নে।

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোদ্রুম ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্যামকুন্ড-সুবর্ণ-কুন্ড পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁথালী।
৯। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধকমলঘাট, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম বাগবাজার, কলিকাতা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীশ্রীধাম-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকুরিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ কটক ...
২৪। শ্রীবির্জা-গৌড়ীয় মঠ কটকেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হায়দরাবাদ।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রার্থনা রোড, চৌপাটী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওয়ান প্রায়র হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসাম গৌড়ীয়মঠ—গোয়ালপাড়া
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং ত্রিপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। নিত্যচৈতন্য—বিজয়ার চট্ট, ...

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—... শ্রীমৎ ... বি-এ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম ... গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর অধিক ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সটীক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাই নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আকারে বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ৷৷৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্র সানুবাদ (মাধ্বভাষ্য) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দান-দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্চনকণ ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। আত্মরক্ষা ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম সংখ্যা) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। অমৃতকণা বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবৃতি ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। বিদেটিক আর্ট্‌স ৷৷৵০
৬২। লর্ড গৌর প্রেজেন্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। শর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৵০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। হরোস্কিং প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড অ্যালোকেটেড ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অধুনা ভাষায়) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দ্বিতীয় বারে				পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৴০	।৵	।০
	„ ইঞ্চি		১৷০	১৷০	
	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
	„ অৰ্দ্ধকলম			৬৲	
	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৮—৪৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৫৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৫১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—৫	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপ ঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৩	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-পুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৫৬, ১৬-৩৯,১৮-৫১ ঃ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫. ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুভবন আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩৭ পৃষ্ঠায়, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও সুচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ	
দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
মাণা বাঁকতুলসী (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলমা	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৯৲
আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।	
পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এগমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—৩৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০
রূপা-পাইকারা ও খুচরা।	
১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০
সোণার দর	
পাকা সোণা	৩৩৸৵
বন্ধক	৩৩৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার বার্ড় (জোইষ্ট বা বীম)	
বাঁকা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-বাঁকা হালকা ওজন	৫৵০—৫।০
গুণা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷
২৬ গেজ ,, ,,	১০
২৪ গেজ ,, ,,	১১
আর. সি, ভি,	১৩৸০
এসবেস্টস সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৩১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গ	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮
খ্যাঃ টিনের চাল ১৫ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷
৪ ফুট চওড়া	৮
টিন পাটি	৬৸৵০—৬৸০
,, বোলটু (গোল)	৬৸৵০—৬৸০
,, পরাতে (চৌকা)	৬৸৵০—৭
,, গোল রড ৵০—।৵০ সুতা	৫৵০—৫৸
,, টানা রড-	
মোটা ৵০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—
,, বাণ্ডিল তার	৬৷৵০—৭

সন্তোষ কুমার বাঁড়ুয্যে এণ্ড সন্স লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ... রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C1844

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ২রা আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

গত ৩১শে জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ণে ... সময় টাউন হলে কলিকাতা ... মেয়র এবারকার ফুটবল ... বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ... ও ক্যাপ্টেনকে এক প্রীতি-... সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

—

গত ১২ই শ্রাবণ বেলা পৌনে ১২টার ... পুকুর বাব ডাকিয়াছিল। উহার ... কলিকাতা জগন্নাথ ঘাটে লোহার ... ভিড়িয়া গিয়া বিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ... আর, এস, এন, কোম্পানীর ... কর্ম্মচারী এক স্ত্রী প্রভৃতি ... আহত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ... এম্বুলেন্সে মেয়ো হাসপাতালে ... হইয়াছে।

—

'ষ্টেটস্ম্যান ও ইণ্ডিয়া' এক অতিরিক্ত ... ঘোষিত হইয়াছে যে, গত ২৮শে ... পূর্ব্বাহ্ণে তার হারি বেগ অবসর ... উহার স্থলে তার বেনরী ক্রেক ... শাসন পরিষদে স্বরাষ্ট্র সচিবের ... গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতীয় শুল্ক ব্যবস্থা

অতঃপর ২৭শে জুলাইর সংবাদে ... সভার মেম্বর ভেভিড ... ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ... সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা আছে, ... অটোয়া চুক্তির আমলে ... এই বৎসরের প্রথমে ... হইয়াছিল। শীঘ্রই আবার ... ও জাপানের মধ্যে এই বিষয় ... আলোচনা শুরু হইবে। এই আলোচনার গুরুত্ব খুব বেশী। অতএব এসময়ে আমেরিকার রাজনৈতিক উক্তি সর্ব্বথা বিবেচনীয়।

—

মাদ্রাজের ভারতীয় লাট

মাদ্রাজের প্রথম ভারতীয় লাট স্যার মহম্মদ ওসমানকে গত ২৮শে জুলাই অপরাহ্ণে মাদ্রাজের রিপন বিল্ডিংএ বিপুল সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

লাট সাহেব গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে এ্যাডভাইজ এবং এ্যাসিষ্টান্টযোগে তথায় পৌঁছিয়াই মোটর যোগে কর্পোরেশন গৃহে আগমন করেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করে। সভায় প্রবেশ পথে পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

মেয়র মিঃ ... অভিনন্দন পাঠ করেন। স্যার মহম্মদ ওসমান এক সময়ে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সভাপতি ছিলেন। সেকথা অভিনন্দন-পত্রে উল্লেখ করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা করা হয়। উপসংহারে বলা হইয়াছে যে "যোগ্যতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আপনি যে উন্নতির উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

—

রাজবন্দীকে পরীক্ষা দানের অনুমতি

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় নিম্নোক্ত ৩০জন রাজবন্দীকে আই-এ, বি-এ, ও আইন পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে :—শ্রীযুত অখিলচন্দ্র নন্দী বি-এ, পরীক্ষা; দেবপ্রসাদ রায়-চৌধুরী বি-এ, সুরেন্দ্রনাথ সরকার আইনের মাধ্যমিক পরীক্ষা, বিশ্বনাথ লাহিড়ী-আইন প্রাথমিক; সুধীরকুমার ঘোষ-আইন উপাধি পরীক্ষা, হিমাংশু কুমার মজুমদার আই-এ পরীক্ষা; সুবোধ চন্দ্র চৌধুরী বি-এ, প্রফুল্লকুমার দে আই-এ; অমরেন্দ্রনাথ সেন আই-এ, নলিনীরঞ্জন দে আই-এ; জ্যোতিষচন্দ্র পাল আই-এ; বিনয় কুমার বাগচী আই-এ; অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ; নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ; সুনীলকুমার লালা আই-এ, জ্ঞানেন্দ্ররঞ্জন বসু বি-এ; বীরেশ্বর রায় আই-এ; পবিত্র মোহন পাল বি-এ; সুবোধ চন্দ্র সেন আই-এ; অর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত বি-এ, বাংলায় অনার্স সহ; ফটিকচন্দ্র গোস্বামী আই-এ; হেমকুমার চন্দ্র দত্ত আই-এ; নির্ম্মল চন্দ্র রায় বি-এ; (অর্থনীতিতে অনার্স সহ); প্রফুল্ল রঞ্জন পাল বি-এ।

১৯৩৪ সালের জুলাই মাসের আইনের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উপাধি পরীক্ষায় :—

শ্রীযুত ফণীন্দ্র মোহন ব্যানার্জ্জি আইনের প্রাথমিক পরীক্ষা; বিনয় বিহারী সেনগুপ্ত—আইনের প্রাথমিক; নরেশচন্দ্র ঘোষ আইনের উপাধি; সুবোধচন্দ্র মিত্র আইনের উপাধি, যতীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক আইনের মাধ্যমিক পরীক্ষা।

—

পুষ্করিণীর মধ্যে বন্দুক

বর্দ্ধমানে ছইটী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চন্দ্রো থানার ... একটি পুষ্করিণী খুঁড়িবার সময় একটী দো-নলা ও একটী এক নলা বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

—

দৌড়ে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড

প্রকাশ, আমেরিকার মার্কেট ষ্টেডিয়ামে কয়েক বিষয় পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ হইয়াছে। প্রিন্সটন টাউনের বিল বোনথ্রন ১৫০০ মিটার দৌড়ে কানসাসের গ্লেন কানিংহামের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। কানিংহাম উক্ত দূরত্ব ৩ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বোনথ্রন ৩ মিনিট ৪৮ পূর্ণ চারের পাঁচ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন। ৪০০ মিটার হার্ডল দৌড় ... গ্লেন হার্ডিন ৫১ পূর্ণ চারের পাঁচ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া ৭০ ... রেকর্ড করিয়াছিলেন। সেই রেকর্ড ... হার্ডিন ৫১ পূর্ণ দশের পাঁচ সেকেণ্ডে দৌড়াইয়া ভঙ্গ করিয়াছেন। ... ৫৪ ফুট ছয়ের নয় ইঞ্চি দূরে ১৬ পাউণ্ডের গোলা ছুঁড়িয়া ... রেকর্ড করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় ৫৫ ফুট ৫ ইঞ্চি দূরে ফেলিয়া নিজের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। ... আমেরিকার ... গত অলিম্পিক ... ৬ ফুট ৮ পূর্ণ একের পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ অতিক্রম করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার ... কলেজের ... ওয়াল্টার মার্টি ৬ ফুট ৮ পূর্ণ পাঁচের আট ইঞ্চি উঁচু অতিক্রম করিয়া ... রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প

কিছুদিন হইতে বাঙ্গলায় নানাস্থানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্য একটী বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। ইহা অতিশয় আনন্দের সংবাদ। উহাদ্বারা বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে। বাঙ্গলাই সমগ্র ভারতের বস্ত্রব্যবসায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র; বাঙ্গলার আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের অনুকূল।

বাঙ্গলার শ্রমিকের মজুরি বোম্বাই আমেদাবাদ অপেক্ষা অনেক কম। কয়লা সস্তা এবং সুলভ। বাঙ্গলা শুধু এই বাবদেই ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় কাপড়ের কল চালাইতে মোট ব্যয়ের অঙ্ক শতকরা প্রায় ১০ টাকা কমিয়া যায়।

আমেদাবাদের কলগুলি হইতে বার্ষিক যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ষাট ভাগেরও অধিক বাঙ্গলার বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। যেখানে বস্ত্রের চাহিদা যত বেশী সেইখানেই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা তত লাভজনক হয়। এই কারণেই কাণপুর, দিল্লী, ইন্দোর, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রশিল্পের বিরাট প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গলাটে যে পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন, আমেদাবাদের ধনী কলওয়ালাগণ তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সমগ্র ভারতের বাজারে বিক্রয় করিতেছেন এবং এক একজন শেঠ কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়া উঠিয়াছেন। বহুল পরিমাণ বাঙ্গালীর কষ্টার্জিত অর্থে তাঁহাদের বিরাট অট্টালিকা গড়িয়া উঠিতেছে, অথচ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার।

আজ বাঙ্গালী তার শিল্প-বাণিজ্য-বৈশিষ্ট্যের ত্রুটি সংশোধনের জন্য উৎসুক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার এই বিপুল প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিতে কি স্বদেশী, কি প্রবাসী সকল বাঙ্গালীকেই যথাসাধ্য সহায়তা করিতে হইবে।

বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, স্যার নৃপেন্দ্রনাথের ন্যায় ধনী আইন ব্যবসায়ী এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ লাহার ন্যায় সুশিক্ষিত ধনী সন্তানদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, দেশের অন্যান্য ধনী সন্তানেরাও ইঁহাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশের শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইবেন।

শ্রাবণের কৃষি

বেগুন, লঙ্কা, শীম, ঝিঙ্গা, ঢেঁড়শ, লাউ, শশা, কুমড়া, বরবটী, নবাতি মূলা প্রভৃতি দেশী সব্জী বীজ এই মাসের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বপন করিতে পারা যায়। পুঁইশাক এবং এনডিভ, এসপারাগাস, পার্শলী, হালিম প্রভৃতি বিদেশী শাকের বীজ এসময়েও বপন করা চলে। আশ্বিন ফসলের জন্য মূলা শালগম ও আগাম ফুলকপির বীজ এসময়ে বপন করা প্রয়োজন। আলু, পেঁপে, টেপারী, গ্লোব আর্টিচোক, সকরকন্দ বা কোঁড়কের বীজ এসময়ে লাগান চলে। কলাই ফসল পাইবার আশায় কেহ কেহ পালন শাক, বাঁধাকপি, টমাটো, মটরশুটী প্রভৃতি লাগাইয়া থাকেন। বেগুনের চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে এসময়ে উহা তুলিয়া জমিতে লাগাইতে পারা যায়।

আসাম এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে এই সময় আমন ধান্যের আবাদ হয়। বাংলার নিম্ন জমির পাট এসময় কাটা হইয়া থাকে। আখ, আদা, হলুদ গাছের গোড়ায় এসময় মাটি তুলিয়া দিতে হয়। মকাই ও কুলফিদের বীজ এসময়ে বপন করা চলে। পশু খাদ্যের জন্য কিংবা সবুজ সার গুয়ানাম এবং বোরান, ভুট্টা প্রভৃতি বেড়ার বীজ এসময়ে বপন করা চলে। পিপুলের কাটিং এই সময় জমিতে লাগাইতে হয়।

ইক্সারাজসিস, ডোডোনিয়া, ইরিথিনা, ইন্ডিকা, একাকিয়া প্রভৃতি বেড়ার বীজ এসময়ে বপন করা চলে। ইউক্যালিপটাস, মেহগনি, সেগুন, গোল্ড মোহর, সেগুন, শিশু কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি আসবাব বৃক্ষের বীজ এবং বাহারী বাঁশের বীজ ও গাছ লাগাইবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়। বিবিধ ফুলের বীজ হইতেও এই সময়ে চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। জিনিয়া, বোপটী, কসমস, কারিওপসিস প্রভৃতি বর্ষার মরশুমী ফুলের বীজ এসময়ে বপন করিতে হয়।

এসময় বেল, যুঁই, চামেলী, মল্লিকা জবা, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের কলম লাগান চলে। লালকাটীর লিলি, রজনীগন্ধা, বাহারী কন্দ প্রভৃতির মূল ভিন্ন স্থানে বসাইয়া এসময় চারা বাড়াইয়া লইতে হয়। ক্রোটন, একালিফা, ইরেজিয়াম, প্যানাক্স প্রভৃতি পাতাবাহার গাছের ডাল কাটিয়া বসাইলে এই সময়ে সহজে শিকড় বাহির হয়।

আম, লিচু, জামরুল, পেয়ারা, কুল, লেবু, সপেটা, জাম লকেট প্রভৃতি বিবিধ ফলের চারা বা কলম এসময়ে জমিতে লাগাইতে পারা যায়। ফল গাছে কলম বাঁধার কাজ এসময়ে চলিতে পারে। নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি ফলের গাছ এসময়ে রোপণ করা চলে। আনারসের কেকড়া ও ফলের মাথা শাখা এই সময়ে জমিতে বসাইলে শীঘ্র শীঘ্র শিকড় উদ্গত হইয়া থাকে। —কৃষিশ্রী

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের আয়

গত ২৭শে জুলাই তারিখে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের এডভাইসরী কমিটির সভায় উক্ত রেলের এজেন্ট রায় বাহাদুর মিঃ বি, আর, সিং ঘোষণা করিয়াছেন, গত ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত, এই সময় মধ্যে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের আয় মোট ১৭৮০০০৲ টাকা বাড়িয়াছে অর্থাৎ শতকরা ১৲ টাকা অপেক্ষাও একটু অধিক হইয়াছে।

কনসেসন ও রিটার্ণ টিকেট

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের পরামর্শ সমিতির সভায় স্থির হইয়াছে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এইবারও পূজার সময় ১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদিগকে একবার ও আর একবারের এক তৃতীয়াংশ ভাড়া লইয়া যাতায়াত করিতে দেওয়া হইবে। লাভ হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য পূজার পূর্ব্বেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য একবার ও একবারের অর্দ্ধ তৃতীয়াংশ ভাড়া লইয়া রিটার্ণ টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এইরূপ একটী প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

সরকারী রেলপথের আয়

গত ১৪ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত সমস্ত রেলপথে মোট ১কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহার পূর্ববর্তী সপ্তাহে এতদপেক্ষা আরও দুই কোটি টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসর এই সময়ে যে আয় হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় এই সপ্তাহের আয় চারি লক্ষ টাকা বেশী

কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার

৯টি রিভলভার ও ৫৮টি কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে নগেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক নামে কলিকাতার কোনও কলেজের ছাত্রকে গত শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়।

প্রকাশ, গোয়েন্দা পুলিশ ১৮নং রামনাথ মল্লিক লেনের একটী বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া ঐ সব অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়। ধৃতের ঐ বাড়ীতে বাস করিত। আসামী নগেন্দ্রকে আগামী ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত হাজতে থাকিবার আদেশ দেওয়া হয়।

মামলা মোকর্দ্দমা

-::•::—

মানহানির অভিযোগ

কলিকাতা রাজা লেনের মিঃ এন ব্যানার্জি আলীপুরের ফৌজদারী আদালতে উকিল মহেন্দ্রনাথ বাগচী ও উকিল ক্ষেত্র বিশ্বাস বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন, আলীপুরের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি আর মুখার্জি সেই মামলা ডিসমিস করিয়া উকিলদ্বয়কে মুক্তি দান করিয়াছেন।

ফরিয়াদী তাঁহার দরখাস্তে বলিয়াছিলেন, মঙ্গলাবালা দাসী তাঁহার বিরুদ্ধে আদায়ের জন্য মামলা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পর ক্রোক করিতে চাহিয়াছিলেন। ফরিয়াদী ক্রোকের আদেশ নাকচ করার জন্য দরখাস্ত করেন। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে আলীপুরের প্রথম মুন্সেফ আদালতে তাঁহার দরখাস্তে শুনানী চলিতেছিল। আসামী উকিলদ্বয় সেই মামলায় মঙ্গলাবালা দাসীর উকিল ছিলেন। মামলা করিবার সময় তাঁহারা মিঃ ব্যানার্জি অসম্মানজনক উক্তি করেন।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয়, ফরিয়াদীর সম্পর্কে তাঁহারা যে উক্তি করিয়াছেন বলিয়া ফরিয়াদী অভিযোগ করিয়াছেন তাঁহারা মক্কেলের পক্ষে সেই উক্তি করেন নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সেই মামলায় দুইজন সাক্ষীর দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "আসামীরা যে উক্তি করিয়াছিলেন ফরিয়াদীর ন্যায় ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি করিলে মানহানি করা হয় না।"

দার্জ্জিলিং ডাকাতি মামলা

দার্জ্জিলিং ডাকাতি মামলার মোকদ্দমার আসামীদিগকে ২৫শে জুলাই তারিখে আদালতে হাজির করা হইলে পরিবর্তে মুক্তি দিয়া তৎক্ষণাৎ সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে পুনঃ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; দার্জ্জিলিং ডাকাতি মামলার মোকদ্দমার শুনানীর তারিখ ৮ই আগষ্ট পড়িয়াছে।

পিস্তলসহ গ্রেপ্তার

গত শুক্রবার রাত্রিতে রিপন ষ্ট্রীটে আবদুল জব্বার নামক একজন মুসলমান একটী পিস্তল ও ৯টি তাজা কার্ত্তুজ সহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত হাজতে থাকিবার আদেশ দেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৬১শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

আকলী ষ্টেটে

গত ২০শে জুলাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ সাধলী রাজ কলেজে আহূত একটী বৃহতী সভায় "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় ২০০ শত ছাত্র ও প্রফেসার উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

— — —

গত ২১শে জুলাই মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমে উক্ত লাইব্রেরী হলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্বস্ব গিরি মহারাজ ইংরেজী ভাষায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্বত মহারাজ হিন্দি ভাষায় "মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ও বর্তমান সমস্যা" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। রাজ-ষ্টেটের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পাঁচ শতেরও অধিক শ্রোতার সমাবেশ হওয়ায় 'হল'টী লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। স্বামীজীদ্বয়ের মুখে সুশিক্ষাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

— — —

গত ২২শে জুলাই মহারাজ বাহাদুরের ইচ্ছায় রাজপ্রাসাদে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ হিন্দি-ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজের মুখে সরল, সহজ ও অপূর্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সস্ত্রীক মহারাজ বাহাদুর ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ পরম প্রীত হইয়াছেন। হরিকীর্তন-প্রচারে মহারাজের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ময়মনসিংহে

গত ২৮শে আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা-দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-বিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে মঠবাসী ভক্তগণ শুদ্ধাষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব-নাম ও মহামন্ত্র কীর্তন করেন।

———

অতঃপর মঠসেবকগণ পুষ্প চয়নাদি বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মধ্যাহ্নে বিবিধোপচারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের ভোগরাগ সমাপন ও আরাত্রিক কীর্তন করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুর্বষ্টক-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব-নাম-কীর্তন ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য-কীর্তনের পদগুলি কীর্তন করা হয়।

———

পাবনায়

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৫ই শ্রাবণ ২১শে জুলাই শনিবার সিরাজগঞ্জবাসী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকুমার রায় মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাসায় শুভাগমন করেন। তথায় গত ৬ই শ্রাবণ ২২শে জুলাই রবিবার 'বৈষ্ণবধর্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হয়।

—

স্বামীজী মহারাজের আদেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল সনাতন-ধর্ম, জীবের স্বরূপ, শ্রৌতপন্থা, ভগবৎ-কৃপালাভের উপায় বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনন্তর স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতামুখে বিষ্ণু অপেক্ষা বৈষ্ণবসেবার শ্রেষ্ঠতা, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতত্ত্ব, পঞ্চরসে কৃষ্ণের সেবা ও সনাতনধর্মের কথা অতি সহজ ও সরল ভাষায় কীর্তন করেন।

— —

গত ৭ই শ্রাবণ ২৩শে জুলাই সোমবার হরিবাসর-দিবসে উক্ত সুরেন্দ্রবাবুর বাটীতে স্বামীজী মহারাজের আদেশে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় একাদশী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ঐ দিবসে একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করাই যে একমাত্র কৃত্য ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

— — —

ঢাকায়

গত ৬ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় 'হরিজন-সেবা' সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

———

হরিজনের স্বরূপ নির্ণীত হইলে এবং হরিজনের সেবাতেই আমাদের কল্যাণ, ইহা স্থির হইলে হরিজনের সেবা বলিতে কি বুঝায় এবং সেই সেবা-প্রণালীই বা কি তাহা জানা আবশ্যক। সেবা শব্দের অর্থ—যাঁহার সেবা করিব তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা। যেমন কোন ভৃত্য তাহার মনিবের সেবা করেন। মনিব যাহা যাহা চান, মনিবের যাহাতে তৃপ্তি ভৃত্য তদুপযোগী কার্য্যই করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিলে মনিবের সেবা হয় না। মনিব বেড়াইতে যাইবেন বা শৌচে যাইবেন তখন ভৃত্য যদি তাঁহাকে এক ঘটী জল আনিয়া না দিয়া ভাল ভাল খাবার আনিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে ভৃত্যের খামখেয়ালিই প্রকাশ পাবে, মনিবের সেবা হইল না। নিজের খামখেয়ালি-মত কার্য্য করিলে সেবার ছলনায় ভোগ করা যায়।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু সেবা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—
"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া সেবা করিতে হইবে। আমার কোন প্রকার সুখ হউক বা পারমার্থিক হিসাবে জগতের কোনপ্রকার সুবিধা হউক এই প্রকার বুদ্ধি লইয়া কার্য্য করিলে সেবা হইবে না। এইরূপে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান এবং পুণ্যকর্ম্ম-চেষ্টা দ্বারাও ভক্তি লভ্য হয় না—সেবা হয় না।

———

এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতভাবে বলিয়া বক্তা ক্রমে ক্রমে বলেন যে 'হরিজনের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠা, যিনি সর্ব্ব অঙ্গ দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি লইয়া সেবার আদর্শ দেখাবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জস্থিত বহু শিক্ষিত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সাহা এম্-এস্ সি, মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ শ্রাবণ আদি ব্যাসপাদপর্ব্ব ৪৪৮

প্রীতির আকাঙ্ক্ষা করে না এমন লোক জগতে অতি বিরল। সকলেই পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ। এই প্রীতি দ্বিবিধা—কৃষ্ণ-প্রীতি ও বিষয়-প্রীতি। প্রীতি কৃষ্ণের প্রতি হইলেই জীবের মঙ্গল-লাভ কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশতঃ কৃষ্ণেতর বিষয়ে জীবের প্রীতি হওয়ায় নিত্যানন্দলাভ বা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে তাহাদের ভাগ্যে নিরানন্দ বা অমঙ্গলেরই উদয় হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥"
(ভাঃ ৩।২৫।২০)

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, জড়-বিষয়ে আসক্তি বা প্রীতিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ ও নিরানন্দপ্রদ। আবার সেই প্রীতিই যদি সাধুগণের প্রতি করা হয় তাহা হইলে উহাই আবার মুক্তির দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। সেইজন্য ভক্তগণ ভগবৎসেবা বিমুখ জনের জন্য স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদির প্রতি প্রীতি স্থাপনে উদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিসেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া হরিগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য যত্নপর হন। সাধুসঙ্গবর্জ্জিত হইলেই জীব অসাধু হইয়া দেহেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ জড়জগতের সহিত প্রীতিস্থাপনে প্রয়াস পায়। তৎকালে সেবাধর্ম্ম বা শুদ্ধপ্রীতিধর্ম্মের চেষ্টা লুপ্ত হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গ-ক্রমে সেই লুপ্ত চেষ্টা জাগ্রত অর্থাৎ সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সুখময় কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানে লোভ হইলেই জীবের বিশেষ সুবিধা হয়। পরস্পর প্রীতি না থাকিলে জীবন-ধারণ করা বড়ই কঠিন। সেইজন্য ভক্তগণকে একমাত্র বান্ধব মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত জীবনযাপন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

জীবমাত্রেই প্রীতির বশীভূত এবং প্রীতিই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকের ধারণা—যাহা নিজের প্রিয় সেই স্বার্থ-লাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু তাহা নহে। কারণ, প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবলমাত্র নিজের সুখ-শান্তি অন্বেষণ করে কিন্তু প্রীতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির রূপ বন্ধনতার জন্য নিজ স্বত্বকে জলাঞ্জলি দিতে পারে।

প্রীতির প্রাধান্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। আমরা সাধারণতঃ ভোগী, ত্যাগী, ভক্ত—এই তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। ইঁহাদের প্রীতির তারতম্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত তাঁহারা ইহকালে ধন, রাজ্য ও পুত্র-কলত্রাদির অন্বেষণে বা পরে ইন্দ্রত্ব ও ব্রহ্মত্বাদি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে অবস্থান করিবার বাসনায় বিব্রত। সেই সেই ভোগই তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাঁহারা তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের ন্যায় সংসার মরুতে সুখ-বারি অন্বেষণার্থ মায়ামরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হন। আর যাঁহারা ভোগ-জগৎকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া মুক্তিবাঞ্ছায় উদ্বেলিত তাঁহাদের সেই সেই ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের প্রাণ জাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তির অন্বেষণ করেন। ভোগ-বাঞ্ছা প্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতিলাভের আশা করেন এবং মুক্তিকামিগণ মুক্তি-লাভেই প্রীত হন। ভক্তগণ কিন্তু ভোগ বা ত্যাগ এই দুইটীর কোনটীতেই প্রীত নন। ভোগী এবং ত্যাগী দেহমনোধর্ম্মপর-বশতঃ এই অনিত্য ভোগত্যাগময়ী প্রীতির আশায় আশান্বিত; নিজ স্বরূপের কথা বিস্মৃত হওয়ায় তাঁহাদের এই অবস্থা কিন্তু ভক্ত স্বরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠ থাকায় এসব অনিত্য বিষয়ে তাঁহার প্রীতি নাই। নিজ আরাধ্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবেই তাঁহার প্রীতি এবং তাঁহাদের সুখবিধানেই তাঁহার আনন্দ।

চিৎ ও জড় বলিয়া দুইটী পদার্থের কথা আমরা শুনিতে পাই। চিৎপদার্থই মূল বস্তু এবং জড় তাঁহার বিকৃতি বা ছায়া। মূল বস্তুতে যাহা থাকে ছায়াতেও তাহা কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান। চিৎপদার্থের ধর্ম্মের বিষয় অনুশীলন করিলে জানা যায় প্রীতিই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম। জড়-বস্তুতেও এই ধর্ম্ম কিছু কিছু লক্ষিত হয়। আত্মাই চিৎ। পূর্ণাত্মা ভগবান্ এবং অণু-আত্মা জীব উভয়েই প্রীতিধর্ম্ম বিশিষ্ট; বিশুদ্ধ-প্রীতি ধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। জড় বস্তুতে বিশুদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণে জড়জগতে পিতা-পুত্রে, পতি-পত্নীতে, বন্ধুতে-বন্ধুতে যে প্রীতির আকর্ষণ ও গতি দেখা যায় তাহা স্থায়ী নয়, বিশুদ্ধ নয়, তাহা প্রীতির বিকৃতি মাত্র। এই বিকৃতধর্ম্মানুসারেই দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবগণ পরস্পর দেহসম্বন্ধে প্রীতিবদ্ধ হইয়া রূপ-রসাদির দ্বারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়। সেই প্রীতিধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। জড়ে জড়ে যে প্রীতি তাহা অনিত্য বলিয়া জড়-দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রীতি লুপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের সহিত শুদ্ধজীবাত্মার যে প্রীতি তাহা নিত্য বলিয়া এই প্রীতি-বন্ধন কখনও ছিন্ন হয় না। ভগবান্ নিত্য, জীব নিত্য এবং তাঁহাদের পরস্পর প্রীতিও নিত্য। সুতরাং ভগবানের সহিত প্রীতি-বন্ধনে নিত্যকাল আবদ্ধ থাকাই সম্বন্ধ বা স্বরূপসিদ্ধি এবং উহা পরম পরমানন্দ-

চিজ্জগতে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। কেবল জীব সেই লীলার অধিকারী হইলেও বর্ত্তমানে মায়া কবলিত হইয়া সেই লীলা-সুধাস্বাদনে বঞ্চিত। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎ স্বরূপের পরিচয় লিঙ্গ শরীর ও স্থূল-শরীরে আবৃতরূপে উদিত হইয়াছে এবং অবিদ্যাবশতঃ জীবের স্বভাব কৃষ্ণ-প্রীতি জড়'বিষয়-প্রীতিরূপে পরিণত হইতেছে। কিন্তু উহা প্রীতি নয়, জীব স্বরূপভ্রম-ক্রমে উহাকেই প্রীতি বলিয়া মনে করিতেছে মাত্র। এক আত্মার প্রতি অন্য আত্মার যে আনুরক্তি এবং ভগবানের প্রতি জীবের যে আসক্তি, তৃষ্ণা বা স্বাভাবিকী গতি তাহাই শুদ্ধা প্রীতি। শাস্ত্র বলেন,

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥

প্রীতি জিনিষটী বড়ই মধুর কিন্তু ইহা বস্তুর ভাবদোষে পর্য্যবসিত হইলে উহা প্রীতি না হইয়া স্বার্থ বা দুঃখজনক কামেই পর্য্যবসিত হয়। প্রীতি নিজ-ইন্দ্রিয় বা আত্মীয় স্বজনাদির প্রতি স্থাপন না করিয়া সকল জীবের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি তাহাই নিরুপাধিক ও চরম এবং সেবনস্বভাব। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া অনিত্য বস্তুতে প্রীতিস্থাপন করিতে যাই বলিয়া আমরা বঞ্চিত হইতেছি। প্রীতির অপর নাম ভাব। এই ভাব গাঢ় হইলেই প্রেম হয়। ভগবান্ই একমাত্র সেবাবস্তু; সুতরাং ভগবান্ ব্যতীত ভক্তির বা প্রীতির পাত্র আর কেহ নাই। পর কখনও আপনার হয় না। দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিবার বুদ্ধি লইয়া যদ অভক্ত ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি করিতে গেলে দুর্ভাগ্য জীবের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—সাধুমুখে হরিকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া ভগবানে কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জনের চেষ্টা করা। নচেৎ আমাদের স্বরূপধর্ম্ম প্রীতি বা ভক্তিতে আমরা প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ জন্ম-মৃত্যুর কবলেই পড়িয়া থাকিব, আমাদের সুবিধা কোনকালেই হইবে না।

প্রতারক ও প্রচারক

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

নিত্যজ্ঞানী হইয়াও আমরা 'কে প্রতারক ও কে প্রচারক,'—উহা নির্ণয় করিবার চেষ্টাকে গর্হণ করিয়া থাকি। তৎফলে আমরা প্রতারকের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হই। যিনি নিজে প্রতারিত হইয়া, অপরকেও প্রতারিত করিতে চান তিনিই প্রতারক। অনেক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে সাধুর বেষ, গুরুর বেষ ধারণ করিয়া, একটা ব্যবসাদারী কল্পী আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান কালে এরূপ ব্যবসাদার প্রচারকের অর্থাৎ প্রতারকের অভাব নাই।

এসম্বন্ধে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবাহক শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ আদি পারমার্থিক পত্রিকাগণ আমাদিগকে বহু বার বিবিধপ্রকারে সতর্ক করিয়া দিয়েছেন। যে-কাল পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদের উপদেশে অনবধানতা প্রকাশ করিব, সেকাল পর্য্যন্ত আমরা দুর্ভাগ্য-পীড়িত থাকিয়া বিকার-গ্রস্তের ন্যায় কুপথ্যকেই সুপথ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রধাবিত হইব।

গৌড়ীয় চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ সংখ্যায় কীর্ত্তিত "বঞ্চক ও বঞ্চিত"-শীর্ষক প্রবন্ধ-রত্ন কণ্ঠহার করিবার সৌভাগ্যকে যাঁহারা বরণ করিয়াছেন তাঁহারাই প্রচারকবেষী প্রতারকের বাস্তব স্বরূপ অবগত হইয়া সাধুসঙ্গলাভে ধন্য হইতেছেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পাঠকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সেই সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া নিম্নে তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"জগতে বর্ত্তমানকালে অবস্থিত জীবগণ দুই প্রকার—বঞ্চক ও বঞ্চিত। বঞ্চক আবার দুই শ্রেণীর, এক শ্রেণীর বঞ্চকগণ কোনও বিশেষ দুরভিসন্ধিমূলে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে উদ্যত হয় না। কেবল তাহাদের বদ্ধবুদ্ধিকালীন কৃষ্ণবিমুখ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হওয়া এবং অপর বঞ্চকগণ সারাজীবন বঞ্চিত হওয়ার দরুণ তাহাদের অবঞ্চনারূপ বাস্তব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর বঞ্চক দুরভিসন্ধিমূলে অপরকে বঞ্চিত করাই বড় বাহাদুরীর কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর বঞ্চক অনেক সময়েই নিজের বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছারূপ কার্য্যটি ধরিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বঞ্চক নিজের বিপ্রলিপ্সার কথা জানিয়াও দুরভিসন্ধি পূর্ব্বক সেই কার্য্যেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হয়।

বঞ্চিতগণও দুই প্রকার—এক প্রকার বঞ্চিত ব্যক্তি দুর্দ্দৈবক্রমে যাবজ্জীবন এতদূর বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে যে, অপরাধজনক অবস্থাটী তাহাদের আদৌ কোন দিন অভিজ্ঞতার বিষয় হয় নাই। ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে "কোমলশ্রদ্ধ" বা "বালিশ" নামে অভিহিত করা যায়। সৎসঙ্গ-প্রভাবে ইঁহারা সত্যবস্তু ধারণা করিবার সুকৃতি ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে ইঁহারা বঞ্চিত অবস্থা হইতে সুস্থাবস্থা লাভ করিতে পারে

আর এক প্রকার বঞ্চিত ব্যক্তি বহু-ভূমিকার "ভোগ-বহ্নি" দ্বারা দগ্ধ হইয়া তাহার দিকে এতদূর জর্জ্জরিত যে, তাহাদের বঞ্চিতাবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার আদৌ ইচ্ছা নাই। সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার প্রযত্ন করিলেও তাহারা সাধুকে তাহাদের "পরমশত্রু" বলিয়া মনে করে এবং বঞ্চনাকারিগণ প্রতিক্ষণকে তাঁহাদের মুনরক্ষকালের জন্য মহা-অমঙ্গল সাধন করিলেও তাহারা আপাততঃ তাহাদের নিকট হইতে বহু-ভূমিকাগত ইন্দ্রিয়কে তর্পণ অর্থাৎ মনোধর্ম্মে ইন্ধন প্রাপ্ত হয় বলিয়া বঞ্চনাকারীদিগকেই পরম-বান্ধব বলিয়া স্থির করে এবং নিজ ইচ্ছাতেই চিরকাল বঞ্চিত থাকিতে অভিলাষ করে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বঞ্চিত ব্যক্তি ভণ্ডগণকে 'গুরু', কপট ও মিছাভক্তিকে 'ভক্তি,' ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মনোধর্ম্মকে 'হরি-ভজন'. মায়াকে 'কৃষ্ণ', প্রাকৃত বস্তুকে 'অপ্রাকৃত', কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিকে 'কৃষ্ণসেবা', প্রাকৃত সহজগণকে 'অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম', ভোগকে 'যুক্তবৈরাগ্য', অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব', মায়াপরাধকে 'ধর্ম্ম', ব্যভিচারকে 'রাগানুগ-পন্থা', কল্পনা বা মনোধর্ম্মকে 'বিধান,' শত্রুকে 'বন্ধু'-জ্ঞান করিয়া চিরকাল বঞ্চিত হইয়া পরমার্থ, মুক্ত ও মনুষ্যজন্মকে বৃথা নষ্ট করিয়া অনন্তকাল নরকপথের পথিক হইয়া থাকে।"

এই শ্রেণীর লোকের চরিত্র-সংশোধনের জন্য, অন্যায় বলিয়া গৃহীত ব্যক্তি নিয়মন জন্য, গৌড়ীয় পঞ্চম খণ্ড ৪৫শ সংখ্যায় "আমি কোথায় থাকিব" শীর্ষক প্রবন্ধরাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় প্রকটিত হইয়াছেন। তাহারও পুনরাবৃত্তির জন্য নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল।

"আমি কোথায় থাকিব",—"চরকা কাটিয়া সুতা তৈয়ার করা আমার বৃত্তি। আমি হিন্দুসমাজে জলাচরণীয় জাতি নই। দীক্ষিত হইয়াছি বটে, কিন্তু গুরুর স্বরূপটী বুঝিবার কোন যত্ন করি নাই। আমার স্বরূপটী গুরু যাহা বুঝাইয়াছেন তাহাতে বুঝিয়াছি আমি জলাচরণীয় অন্ত্যজের মধ্যে অবস্থিত জলজ বাঁধিয়া পাচিত অন্নাদি আমার দেবতাকে খাওয়াইবার অধিকার নাই। ·····আমার গৃহে আসিলে আমার স্পৃষ্ট জলগ্রহণ করিতেন না; অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে গোপনে পদধূলির জল দিতে আরম্ভ করিয়াছি; তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। ......নিত্যানন্দের অনুগত বলিয়া আমাকে গোপনে বলেন, নিত্যানন্দ জলাচরণীয় নহে এরূপ জাতির ভাত খাওয়ার দরুণ সমাজে ঠেকা হন। আজও আমাদের সে ঠেকা যায় নাই। সুতরাং প্রকাশ্যে আমাদের ভাত জল তোমরা দিও না। বিশেষতঃ দিবা তৃণাদপি সুনীচ কি না? গুরুর গুরুসেবা ও দেব-সেবা তাহার নিজ হস্তে করিতে নাই। আমাকে টাকা-কড়ি দিলেই আমি তাহা আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সেবায় লাগাইয়া দিব—তা'হ'লেই দেবসেবা হইয়া যাইবে। দেবসেবা, গুরুসেবা, গুরুর স্ত্রী-পুত্রাদি-সেবা পৃথক্ নয়

আমি স্বরূপতঃ নিত্য অপরি-বর্ত্তনীয় জোলা বলিয়া আমার বেদ-বেদান্ত-পাঠে অধিকার নাই। ঐ সকল পড়িলে আমার তৃণাদপি সুনীচ-ভাব চলিয়া গেলে······ মহাশয়ের কাণাঘাখা-কালে আমার প্রবণাদি-পিপাসা থাকিবে না। আমি একদিন······ মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, শুনিতে পাই ভাগবতে লক্ষণানুসারে বৃত্ত-বর্ণের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে তিনি আমাকে বলেন, তোমাদের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্র পড়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ চরকা কাটিতে কাটিতে ওরিনাম করিলেই তোমাদের যখন সুবিধা হইবে তখন আমাদের জীবিকাটা তোমরা লইয়া ফেলিলে আমরা পুরুষানু-ক্রমে কাহার অন্নে পুষ্ট হইব? একেতো সমাজের অনুরোধে প্রকাশ্যে তোমাদের কাছে কিছু লইতে পারি না, তোমাদের সহিত মিশিতে পারি না; আবার তোমরা যদি ভাগবত পড় -তা'হ'লে আমাদের ব্যবসাটা ক্রমশঃ উঠিয়া যায়। আমি ভাবিলাম, গুরুদেবের কথামত আমার জোলা থাকাই উচিত। বিশেষতঃ গুরুদেব যখন বুঝাইলেন, আবহমানকাল···সব জাত নিজের নিজের জাত না খুইয়ে যোয়া জাত দিয়েই ভজন-সাধন ক'চ্ছে তখন আর নূতন ক'রে তুমি পুঁথি পড়ো না। যা চল্‌ছে চলুক।·····......
বিশেষতঃ পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ-

ভক্তের ভয় নাই

অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন, সমগ্র চিদচিৎ বিশ্বের মূলকারণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, অনাদির আদি গোবিন্দের সর্ব্বাশ্রয়নাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন সেবকগণের ত্রিলোক মধ্যে কোথায়ও ভয় বা আপদ নাই। তাই দয়াময় প্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥

পণ্ডিতগণের বিচার ছাড়িয়া আমি ভক্ত হইতে পারিব না, সে দিকে আমার রুচি নাই। তাহাতে তৃণাদপি সুনীচতার ব্যাঘাত হ'য়ে যায়।······

"দীক্ষাতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।"
"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিস্তু বা নারকী সঃ।"
"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং··· তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।"
"দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"
"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ।"

—প্রভৃতি বিচার মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল। এখন উহা বদল করিয়া দেওয়াই কলিকালোচিত। তোমরা বাবা বাপ, সোণার বেণে, শুঁড়ী, তিলি, বাগ্দী, সকল ব্যবসায়ার মিলিয়া নিজের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম রক্ষা কর তা'হ'লেই বৈষ্ণবধর্ম্মকে হনন করিতে পারিবে। আবার যখন "হ্যানধিতাঃ" ভাগবতের শ্লোক আছে তখন তোমরা যতই জোলাগিরি বেণেগিরি চালাইতে পারিবে ততই তৃণাদপি শ্লোকের বৈষ্ণবতার দীক্ষিত হইতে পারিবে। যত-দিন তোমরা নিজ বর্ণধর্ম্মে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারিবে ততদিনই আমাদের সনাতন ধর্ম্মটা বজায় থাকিবে, আমরাও জোলা, বেণের ব্রাহ্মণ হইয়া—অচল-জল হইয়াও দু'পয়সা পাইয়া অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের দুষ্প্রাপ্য অর্থগুলি হজম করিতে পারিব। । বংশ-পরম্পরাক্রমে অবৈধ্যতা পোষণ তোমরাই যদি না করিবে, তা'হ'লে আমাদিগকে আগেই অনশনে প্রাণ ছাড়িতে হইবে।"

এই সকল নিরপেক্ষ বিচার পাঠ করিয়া ও শ্রবণ করিয়া আজ সকল সত্য সত্যাপিপাসু সজ্জনব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় প্রতারক ও প্রতারকের বাস্তব-স্বরূপ অবগত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের কৃপাভাজন হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক যারা, কিছু না জানে॥"

শ্রীকৃষ্ণসেবা ভুলিয়া অনাদি বহির্ম্মুখতা-প্রযুক্ত মায়াবদ্ধ জীবসমূহ জীবন ধারণার্থ জন্ম-মরণ-মালা পরিধানপূর্ব্বক পঞ্চাশত্ সংসার-ত্রিতাপাগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে হইতে উচ্চৈঃস্বরে ছুটাছুটি করিতে থাকে, কিছুতেই তাহাদের জ্বালা নির্ব্বাপিত না হওয়ায় তাহারা শান্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণভক্তগণ ঐ স্থানে থাকিয়াও কৃষ্ণসেবানন্দ লাভ হেতু দারুণ সংসার-জ্বালা কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। শ্রীগীতার ভগবদ্বাক্যই তাহার প্রমাণ—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

সংযতাত্মা একৈকনিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ শুদ্ধসেবকগণ আনন্দময়-ধামে নিত্যানন্দ-লোকে জাগ্রত থাকিয়া পরানন্দ উপভোগ করেন। প্রাপঞ্চিক বিষয়ে তাঁহারা চির-নিদ্রিত বলিয়া কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারেন না। কিন্তু অসাধু সকল দারুণ আনন্দপ্রদ সেবা বিষয়ে নিদ্রিত থাকিয়া সংসার-জ্বালায় জাগ্রত হইয়া নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করে। কৃষ্ণবিমুখের ইহাই দশা। শাস্ত্র বলেন—

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

যে সকল নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কপট, কুসঙ্গ-বর্জিত, সর্ব্বভূতে সমদর্শী পরমহংসকুল ভুবন ও গুরুপাদপদ্ম-মকরন্দ পান করিয়া সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকেন তাঁহাদিগকে শ্রীহরির সদা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা নিরাকাঙ্ক্ষ থাকেন। [illegible] এবং ধর্ম্ম কাল ও তাঁহাদের দণ্ড-বিধানে সক্ষম নহেন, পরন্তু তাঁহারা দারুণ ভক্তগণের সঙ্গ পবিত্রতর [illegible] করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। [illegible] সেই সকল ভক্তগণ [illegible] এই হন না, বরং তাঁহারা [illegible] বিরোধাচরণকারিগণের পাপকর্ম্মের মস্তকের উপর পদপ্রদানপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের বিজয়পতাকা লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বদা নিঃশঙ্ক বিচরণ করিয়া থাকেন।

-শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন
৪। অদ্বৈত-ভবন
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্রীনন্দ সুরভি কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীমাধব আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গোস্বামী মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উল্টাডাঙ্গা
২৪। শ্রীবিনোদ-গৌড়ীয় মঠ কটকেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ তত্ত্বকুঞ্জ, পোঃ চিকপল্লী, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিকগুলা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মধুবন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীগৌরাঙ্গমঠ—নৈমিষারণ্য
৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, গঙ্গীর রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। শ্রীনাথ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহার গৌড়ীয়—বিজলোয় হাউ, দি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহারে বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অধুনা বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১।৵০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসূক্ষমালিকা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। শুভবন্দনা ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। বৃহদ্ভক্তিকা ধনঞ্জয়কৃত সাত্বতাম্ (মাধ্ব) ১৲
১৩। গোপালতাপনী সাত্বতাম্ (বাঙ্গালা) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আত্মতত্ত্ব ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সাত্বতাম্ ।০
৪৪। গোবিন্দকোষঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। কলুষকাবলী বা সারস্বতানন্দলহরী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴১
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।
৫০। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫১। শিক্ষাষ্টক ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিক্তম ।০
৫৪। সটীক-নিকায়সম্প্রদায়ম্
৫৫। ভক্ত-সুধা ।
৫৬। সাত্বতাম্-নিকামাত্রম্ ৵
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।
৬০। নামভজন ।
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵
৬২। ম্যাটার এণ্ড প্রেজেন্ট্স এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴
৬৫। দি ভাগবত
৬৬। থিওরেটিক্ ব্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড আলোকোচিত ডিজেকশন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ৪।
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমূর ওয়ার) ১।

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।
৭০। সাধন পথ ।
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১
৭২। গীতাবলী ৴
৭৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪ শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

অগ্রিম বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।৹	।⁄৹	।⁄	।৹
,,	,, হাফ	২৲	১।৹		
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲		
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ম চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৮৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১২—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নব ঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	* ৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবক আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, প্রাচীন ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় রয়্যাল ৪ বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেতিক সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশাতীত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মিতব্যয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টি
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত রাসায়নিক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

ল্যাবরেটরী—২নং রামকান্ত লেন, বাগবাজার

কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
মাঝা বাঁকতুলসী (নূতন)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কনক	৩৸০
সিতাশাল (নূতন)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৶০
আটা এমমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—৩৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি জোয়েষ্ট বা বীম

মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ " "	১৩৲
২৪ গেজ " "	১১৷০
আর, পি, ডি,	১৩৸৵০

এসবেসটস সিমেন্ট, করগেট টিন—

৪১ ইঞ্চি প্রস্থ ৩—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ " "	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০

প্যাঃ তারের জাল ১ ইঞ্চি ঘর

১২ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন প্লেট	৬৸৵০—৬৸৵০
" বোল্টু (গোল)	৬৸৵০—৬৸৵০
" পয়সা (চৌকা)	৬৸৵০—৬৸০
" গোল রড ৵০—।৵০ সুতা	৫৵০—৫৸৵০
" টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—৬৲
" বাতিল তার	৬৷৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার,
কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং প্রেস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও, ... ভক্তিপ্রসূন ... এম. এ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C. [illegible]

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত পাকা কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩০ মাত্র।
গৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-পরায়ণ [illegible] একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪১, ৩রা আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩২শ সংখ্যা

পুলিশ সাহেবকে ভয় প্রদর্শনের অভিযোগ

—:•:—

বিচারে কংগ্রেস কর্ম্মীর মুক্তিলাভ

নদীয়ার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ মিঃ মিনটারকে চিঠিদ্বারা ভয়প্রদর্শন করিবার অভিযোগে নদীয়ার কংগ্রেস কর্ম্মী রমেশ চন্দ্র গোস্বামীকে দঃ বিঃ ৫০৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে ঘোষ তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

গোয়েন্দা বিভাগের হস্তলিপি বিশারদ মিঃ জিতেন্দ্রনাথ সেন উক্ত 'চিঠির লেখা রমেশ চন্দ্র গোস্বামীর লেখা বলিয়া সনাক্ত করেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সাক্ষ্য অবিশ্বাস করেন এবং আসামীকে মুক্তি দেন।

আলীপুরের উকীল পি কে ঘোষাল ও কৃষ্ণনগরের মেসার্স যশোদাকুমার চ্যাটার্জ্জি (উকীল), কালিকৃষ্ণ মুখার্জ্জি (মোক্তার) আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

সিঁদেল চোরের সহিত পল্লী রমণীর লড়াই

দিনাজপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, রহিমপুর গ্রামের জব্বর সর্দ্দারের পুত্র রাত্রিকালে তাহার পরিবারকে সঙ্গে নিয়া ঘুমাইতেছিল। এই সময় কতিপয় সিঁদেল চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া জব্বরের পুত্রবধূর গাত্রালঙ্কার খুলিয়া লইতে থাকে। বধূ জাগিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজনকে ধরিয়া ফেলে এবং গভীর চিৎকার করিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দেয়। স্বামী জাগিয়া উঠিয়া স্ত্রীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজন তাহার পশ্চাৎ হইতে লাঠিদ্বারা সজোরে আঘাত করে। দুর্বৃত্তগণ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর বধূকে পরাভূত করিয়া পলায়ন করে। জব্বরের পুত্রকে চিকিৎসার্থ স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই সম্পর্কে জোতদারের সেকেণ্ডারকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর জামীনে মুক্তির আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কুমিল্লায় গোমতীর নূতন বাঁধ

বর্ত্তমান বৎসরে গুমতীর যে চারটি ভাঙ্গন হয় তাহা অবিলম্বে বাঁধিবার জন্য সরকার ৪০০০৲ টাকা মঞ্জুর করেন এবং পি-ডব্লিউ-ডি'র ইরিগেশন বিভাগের তত্ত্বাবধানে জনৈক ঠিকাদার বাঁধগুলির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বড় বাঁধ যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, তখন হঠাৎ পুনরায় জল বৃদ্ধি পাওয়ায় বা উপযুক্ত সাবধানতার অভাবে নূতন বাঁধটিতে ২০০ হাত পরিমিত দীর্ঘ ও প্রায় ৬ হাত গভীর ভাঙ্গন হয় এবং জলের স্রোত পুনরায় শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অবিলম্বে বাঁধ সম্পূর্ণ না করিলে পৌষ শস্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীগণ আশঙ্কা করিতেছেন।

অন্ধ্র ও উড়িষ্যার মতভেদ

প্রস্তাবিত উড়িষ্যা প্রদেশের সীমানা লইয়া অন্ধ্র ও উড়িষ্যার মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল, পরিষদের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষীয় সভ্য মনোনয়নে তাহা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যথা পরিষদের সভায় [illegible] নির্ব্বাচন কেন্দ্রে একটি সদস্যপদের জন্য অন্ধ্র প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটি মিঃ ভি ভি গিরিকে (অন্ধ্র) মনোনীত করিয়াছেন, অপর পক্ষে উড়িষ্যা-প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটি শ্রীযুত শশিভূষণ রায়কে (উড়িষ্যা) মনোনীত করিয়াছেন। গঞ্জাম জিলা উভয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এলাকাভুক্ত বলিয়া এবং পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার সীমানা লইয়া উৎকল ও অন্ধ্র বাসীর মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল বলিয়া এই সমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই শ্রীযুক্ত এস সত্যমূর্ত্তি ও টি প্রকাশমের সমভিব্যাহারে মাদ্রাজ প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে গঞ্জামে উপস্থিত হইয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কুড়িগ্রামে নদীর প্রকোপ

গত ২৭শে জুলাই বেলা ১-টা হইতে হঠাৎ ধরলা নদীর জল বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ উহা ভয়ানক প্লাবনে পরিণত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নদীর উত্তর পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া, ঘর-বাড়ী প্রভৃতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্র-লাল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী ও স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ সেন বাড়ী গত ২৮শে জুলাই নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং স্থানীয় ডাক্তার অধিকারী কাজি এম [illegible] সাহেব এম-এল-সি, মৌলবী আবেদউদ্দিন এবং শীতেন্দ্রনাথ সেন উকিল মহাশয়দিগের বাড়ীও নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়াছে এবং সকলেই আতঙ্কিত রহিয়াছে।

দার্জ্জিলিং জেলায় অতিবৃষ্টি

দার্জ্জিলিং জেলায় অতিবৃষ্টি হইতেছে। ফলে স্থানে স্থানে শস্যের অতিশয় হানি হইয়াছে। অতিবৃষ্টির ফলে সাময়িক প্লাবনও দেখা দিয়াছে। কয়েক দিন হইল অনবরত প্রায় ১২।১৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং সমস্ত মাঠ, নদী-নালা জলে ভরিয়া যায়। পি ডব্লিউ ডির রাস্তা স্থানে স্থানে ডুবিয়া গিয়াছিল ও রাস্তার উপর দিয়া স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

জয়পুরের রাজার সম্মান

'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট জয়পুরের রাজা শ্রীবিক্রম দেববর্ম্মাকে আগামী নবেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে অনারারী ডক্টর অব লিটারেচারের উপাধিতে ভূষিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ভারত সচিবের নিকট তার

জয়পুরের [illegible] উৎকল অন্তর্ভুক্তির [illegible] কমিটির সভাপতি ভারত সচিবকে একটী তার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ও'ডনেল কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও উড়িষ্যা হইতে জয়পুরকে পৃথক করিবার প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছেন এবং জয়পুরকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

"যুগের বাঙ্গলা" বাজেয়াপ্ত

শিলং হইতে প্রকাশ, শরৎচন্দ্র [illegible] কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা প্রবর্ত্তক পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত 'যুগের বাঙ্গলা' নামে একখানি পুস্তক আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible], ১৩৪১

মীর আগা খাঁর রাজ্যলাভের প্রার্থনা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রকাশ, তিনি নাকি সিন্ধু প্রদেশটি স্বীয় রাজ্যরূপে চাহিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, সিন্ধু প্রদেশ তাঁহাকে দিলে, তিনি উহাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টকে এ প্রদেশের জন্য কোন সাহায্য করিতে হইবে না। মাননীয় আগা খাঁর এই প্রস্তাবের সঙ্গে 'পাকস্থান' এর কোন সম্পর্ক আছে কি? আর মুসলমান ভারতের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশটীকে আগা খাঁ কোন লক্ষ্যে যুক্ত করিতে চাহিতেছেন। তাহার সহিত আগা খাঁ ও মুসলমানদের কোন সম্বন্ধ আছে কি? সিন্ধু-হিন্দুদের আর বাকের মুসলমানদের নিগূঢ় কৌশল যদি তাঁহার জানা থাকে, তবে তাহা গবর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীর নিকট তিনি প্রকাশ করেন না কেন? সিন্ধুকে স্বীয় রাজ্যরূপে না পাইলে এ গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করিবেন না, ইহা কি কর্ত্তব্যের উপযুক্ত?

— ...

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি, বিহার প্রদেশে হিন্দু নারী হরণের সংবাদে শঙ্কিত হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই পাপ দমনের জন্য হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে,- স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং হিন্দু-আত্মরক্ষা ভাণ্ডার স্থাপন করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টকেও নারীহরণ নিবারণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করিতে সমিতি অনুরোধ করিয়াছেন। সমিতির এই সাধু সঙ্কল্পের প্রতি যে হিন্দুমাত্রেই সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

———

ব্যারাকপুরের সরকারী দারোগা হেমন্তকুমার ঘোষ গত রবিবার সন্ধ্যার সময় পাণিহাটীর ঘাটে সাহসের সহিত নিমজ্জমানা দুইটি স্ত্রীলোকের জীবনরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীযুত ঘোষ তাঁহার পুত্রকে লইয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি নদীতট হইতে কে যেন মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া উঠিতেছে শুনিতে পান, কিছুক্ষণ পরে তিনি কি যেন জলে ভাসিয়া উঠিয়া পুনরায় ডুবিয়া যাইতে দেখেন। তিনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং ঐ দিকে অগ্রসর হন। তিনি পৌঁছিবামাত্র নিমজ্জমানা স্ত্রীলোক দুইটি তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরে যে, তাঁহারও ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হয়। যাহা হউক, তিনি স্ত্রীলোক দুইটিকে লইয়া কোনক্রমে অতিকষ্টে তীরে পৌঁছিতে সমর্থ হন। ঘোষ মহাশয়ের সৎসাহস প্রশংসনীয়।

ত্রিপুরা সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির আবেদনে প্রকাশ, আসামের বন্যার জলস্রোত নদী দিয়া বাংলা আসিয়া সারা ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া মহকুমা ভাসাইয়াছে। ফলে নাসিরনগর থানার প্রায় সব ধান ও পাট এবং অন্যান্য থানার প্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়াছে। গত ১৩২৯ সালের বন্যায় ত্রিপুরা সদর মহকুমার ক্ষতির পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট হিসাব অনুসারে ২১লক্ষ টাকা। এবারের ক্ষতির পরিমাণ তাহার চারগুণ অর্থাৎ অন্ততঃ ৮০ লক্ষের বেশী ছাড়া কম হইবে না। আশা করি গবর্ণমেণ্ট জনগণের এই ক্ষতি যাহাতে আশু সম্পূর্ণ পূরণ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। দেশবাসীগণের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

শ্রীহট্টের গোবিন্দপুর হইতে "দেশপ্রিয় সেবক দলের" সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার দাস পত্রান্তরে লিখিয়াছেন যে, গত ২১শে জুলাই শ্রীহট্ট জিলা দেশপ্রিয় সেবকদলের কর্মী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে ছাতক থানার ৩৫ নং সার্কেলের আনন্দনগর গ্রাম পরিদর্শন করিতে যাইয়া উক্ত গ্রামবাসী ও সার্কেল সরপঞ্চ হইতে রিপোর্ট পান যে, আনন্দনগরের মধ্যে আলীর ২টী পুত্র ও রমজানের একটী পুত্র অনাহারে মারা গিয়াছে। গ্রামের বহু লোক উপবাসী—কচু ও কলাগাছ পর্য্যন্ত গ্রামে নাই। পেটের জ্বালায় লোক তাহা সমস্তই শেষ করিয়াছে। অনাহারে মৃতপ্রায় লোকগুলি করুণ আবেদন জানাইয়াছে—"চাউল না পাই—আমাদের কলা ও কচু গাছই সংগ্রহ করিয়া দাও।" সংবাদটী অবগত হইয়া সম্পাদক মহাশয় উক্ত শ্রীহট্ট-কাছাড় বন্যা সাহায্য সমিতি, সুনামগঞ্জের সাবডিভিসনাল অফিসার ও ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত সরকারী ফ্লাড রিলিফ অফিসারকে জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, দেশপ্রিয় সেবকদল ১/ মণ চাউল দিয়া ঐ সার্কেলে সাহায্য কর্মী প্রেরণ করিয়াছেন। সরকার এই দাবীটুকু কতটুকু রক্ষা করিবে?

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডের সহিত একমত হইতে না পারিয়া পদত্যাগ করায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এবং ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তার করিয়াছেন,—"আপনার দৃঢ়তার জন্য আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। আশা করি, আপনি এই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের ভার লইবেন।"

আজমীঢ়ের ৩০শে জুলাই সংবাদে প্রকাশ, মেয়ো চীফ কলেজের ছাত্রাবাসের এক ঘরে তিনটি পিস্তল, তিনটি রিভলভার, ছয়টি বোমা, ৬০টি কার্তুজ এবং এক টিন বারুদ পাওয়া গিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। সামন্ত নৃপতিদের পুত্রগণ এই কলেজে অধ্যয়ন করে।

গান্ধীজীর বিবৃতি

শ্রীযুক্ত গান্ধী কাশী হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন,—"আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অনশনের সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ই হইতে ১৪ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে এবং উহার পর যে কয়েক দিন আমি অসুস্থ থাকিব, সেই সময় কেহ ওয়ার্দ্ধায় আসিবেন না। এই কয়েকদিন আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করা এবং একান্ত নির্জ্জনে সময় কর্ত্তন করার প্রয়োজন হইবে। অনশনের সময়ে আমার প্রতি যাঁহারা সহানুভূতি দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি সম্পূর্ণভাবে হরিজনদের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে আমার প্রতি এবং আমার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইবে। নির্ভুল এবং শুদ্ধ আচরণের দ্বারা সকলেই তাঁহাদের বিপক্ষকে স্বপক্ষে আনিতে পারেন। যাহারা সংস্কারের সহিত নিজেদের ঐক্য স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাও এসময়ে কর্ত্তব্য পালন করিবেন। উপবাসে যোগদান করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন হইবে না, তাঁহারা যদি ভবিষ্যতে আর এরূপ ভুল করিবেন না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন হইবে।"

বালকদিগের প্রতি কুমার মিত্রের উপদেশ

গত ২৮শে জুলাই শনিবার সায়াহ্নে ওভারটুন হলে ওয়াই এম সি, এ'র পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতি কুমার এচ, কে মিত্র বক্তৃতা-কালে বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন। "বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে এমন সব ত্রুটী রহিয়াছে, যাহার ফলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের কোনকাজ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী হইতেছে, নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির অভাব। নিয়মানুবর্ত্তিতা ব্যতীত কোন প্রকার সু-প্রণালীসম্মত উন্নতির প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ফুটপাথের উপর দিয়া চলায় মনোযোগ তাহাদের নাই। কলিকাতার রাজপথ দিয়া প্রত্যহ সহস্র সহস্র যুবক চলাচল করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের পথচলার জন্য যে রাস্তা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের চলার গতি নির্দ্দিষ্ট করার আবশ্যকতা কেহ কখনও উপলব্ধি করিয়া থাকে বলিয়া মনে হয় না। ফলে যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা জটিল হইয়া উঠে। পুলিশের কর্ত্তব্যের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকের পথ চলা বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠে।

রাজপথ সমূহের উপর এরূপ যদৃচ্ছ ও অসতর্কভাবে ভিড় করায় অর্থ হইতেছে... প্রত্যেকের নিজের বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি করা এবং অপরের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করা, তদুপরি উক্তরূপভাবে, রাজপথ সমূহের উপর ভিড় সৃষ্টি করার ফল এই হয় যে, ফেরীওয়ালা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাহাদের প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সমর্থন পাইয়া ফুটপাথের উপর চড়াও করে এবং পথের [illegible] পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সমূহ দ্বারা আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া থাকে। নিরাপদে দিয়া চলার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিলে পথচারীদের চলার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট পথ রহিয়াছে তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার তাহারা অতি সহজেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত।"

অতঃপর শ্রীযুত মিত্র বলেন যে, তাঁহার মতে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের অন্যতম ত্রুটী হইতেছে আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব। এতদ্দ্বারা নিজকে হীন মনে করার প্রবৃত্তি সূচিত হইতেছে। ফলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহাদের আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব দূর হইতে পারে এরূপ একটী মনোভাব সৃষ্টি হইতেছে। শ্রীযুত মিত্র দৃঢ়তাসহকারে বালকদিগকে ইহাও বলেন যে, মানসিক শক্তিতে তাহারা কাহারও অপেক্ষা হীন নহে এবং তাহারা প্রধানতঃ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার অক্ষমতার দরুণই অপরের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

উপসংহারে শ্রীযুত মিত্র বলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র যদি স্ব-স্ব আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করে এবং অন্তরের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহার সম্মুখে উপস্থিত আধুনিক সমস্যা সমূহের সমাধান করা সহজে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ ৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩রা আগষ্ট ইং ১৯৩৪ শুক্রবার সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীধামে

গত ৩০শে জুলাই সোমবার জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবাচার-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন যে, আমরা সকলেই ভগবানের সেবক। আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবা করা। সেবা-বিস্মৃতি ঘটিলেই আমি অপরের সেবা বা বৈষ্ণব এই বুদ্ধি'কথার আসিয়া উপস্থিত হয়। এতে ভক্তির কোন কথা নাই। মায়িক বস্তু বা দেবতাগণ পর্যন্ত আমাদের সেবা ক'রে থাকে কিন্তু বিষ্ণু কখনও কাহারও সেবা করেন না। তাঁ'তে সেবা যোগ্যতার অভাব। তিনি কাহারও চাকর নহেন। তাঁহার চাকুরী করিলে সকলেরই মঙ্গল হয়। ভক্তি উদিত না হ'লে নানা অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

অনিত্য বস্তু-মাত্রেই অসৎ; সুতরাং এই অনিত্য বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ করা দরকার। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—ইঁহারা সৎ ও নিত্য-বস্তু। এঁদের সঙ্গ বা সেবা করা প্রয়োজন। বিষ্ণু নিত্য, বিষ্ণুর সেবা নিত্য এবং বিষ্ণুর সেবকগণও নিত্য। এঁদের সেবাতেই আমাদের নিত্যশান্তি। আর তদ্বিপরীত অনিত্য বস্ত্বাদির সেবায় দুঃখই আসিয়া উপস্থিত হয়। ভোগাসক্ত-মাত্রেই যোষিৎ, পুত্র পিতার যোষিৎ, আর পুরুষের যোষিৎ—স্ত্রী। সেবকাভিমানটা ভুলে গিয়ে ভোক্তা-বুদ্ধিটাই খারাপ। মনুষ্যজাতি যোষিৎসঙ্গী এবং কৃষ্ণের অভক্ত সুতরাং তাঁ'দের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে সাধুসঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন।

কুচবিহারে

গত ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তন পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর বধ করিয়া বয়স্যগণ সহ পুলিন-ভোজন-লীলা প্রকটিত করেন। তৎকালে বৎসবৎসগণ তৃণ-ভোজন-লোভে দূর বনে গমন করায় সখাগণ চঞ্চল হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নির্ভয়ে ভোজন করিতে বলিয়া স্বয়ং বৎসান্বেষণে গমন করেন।

যিনি পূর্ব্বে আকাশে অবস্থান করিয়া প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর মোচন-কার্য্য-দর্শনে পরম বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মা তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব-মোহোৎপাদক বাল্য-লীলা-পরায়ণ নিজৈশ্বর্য্য-প্রকটকারী ভগবানের মহিমা-দর্শন-মানসে গোবৎস এবং গো-পালকগণকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন।

কৃষ্ণ গোবৎস ও ব্রজবালকদিগকে দেখিতে না পাইয়া 'ইহা ব্রহ্মার কার্য্য' অন্তর্যামি-সূত্রে জানিতে পারিলেন। তখন সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার ও সহচরবৃন্দের এবং মাতৃবৃন্দের সন্তোষ-বিধানার্থ স্বয়ং বৎস ও বালকরূপে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ লীলা করিতে লাগিলেন। বিশেষত্ব এই যে, গোপীগণ এবং বৎস ও বালকগণের প্রতি অধিক স্নেহশীলা হইয়াছিলেন।

গো-পালকের জননীগণ সংশীরবে সত্বর উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্রভাবে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুত্রস্নেহে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত পান করাইলেন।

পরম দয়ালু কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের অপূর্ণ কিছুই না করিয়া থাকেন। গোপালক-জননীগণ কৃষ্ণসখার মাতা বলিয়া স্বয়ং কৃষ্ণও তাঁহাদিগকে মাতৃবৎ বাৎসল্য সেবা দান করিয়া আরও ধন্য করিলেন। সেই গোপীগণের কৃষ্ণে পুত্রভাব-বাসনাটী এই ব্রহ্ম-মোহন-প্রসঙ্গে পূর্ণ করিলেন। ক্রোড়ে আরোহণ, স্তন্যপান প্রভৃতি সকল বাঞ্ছাই পূর্ণ করিলেন।

কৃষ্ণদাসের জনকজননী হইলেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বীয় করুণা হইতে বঞ্চিত না করিয়া অসীম করুণাই বিস্তার করেন। তাঁহারা অনুকূল হইলে বাৎসল্য রসের ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন, এমন কি প্রতিকূল হইলেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মুক্তি-পদ দান করিয়া থাকেন, এরূপ উদাহরণও আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই।

কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের নবমন্দির-প্রবেশোৎসব

গত ২২শে জুলাই শনিবার কটক সচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর নবনির্ম্মিত মন্দির-প্রবেশ-উপলক্ষে মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২১শে জুলাই শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা-দিবসে শ্রীবিগ্রহ সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হন। তৎপর-দিবস অতি প্রত্যূষ হইতেই মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বেলা ১০॥ ঘটিকার পর শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের নাটমন্দিরে [illegible]-মণ্ডিত একটী মহতী [illegible]। পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য মহাশয় উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে মহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] পুরী মহারাজ 'নামতত্ত্ব' সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীপাদ ভক্তি-সুধাকর প্রভুর আদেশমত শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীপাদ [illegible] দাস অধিকারী ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় 'বর্ণাশ্রম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকেন।

তৎপরে ভোগারতি-কীর্ত্তনের পর প্রায় [illegible] ব্যক্তিকে [illegible]পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মন্দিরনির্ম্মাণ ও [illegible] রায় বাহাদুর [illegible] শ্রীমতী [illegible] দাসী মহাশয়ার অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়। তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। [illegible] শ্রীমন্দিরের উজ্জ্বল্য-বিধানে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কৃষ্ণ-নিজদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ শ্রীধর তিথি গৌরাব্দ ৪৪৮

প্রেম-লাভের উপায়

শ্রীল প্রভুপাদ পক্ষাধিক কাল শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমবেত মঠবাসী বৈষ্ণব-গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মহাপ্রভুর বাণী আচার ও প্রচারমুখে প্রচার না করিয়া যাঁহারা ভক্তের সজ্জায় গৃহব্রত ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছেন অথবা নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার বিপণি উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রবেশের সম্ভাবনা যে সুদূর-পরাহত, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃতের কিছু কিছু স্থূলপাট সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই মহামূল্য বাণী যাঁহাদের হৃদয়ে অধিকার করে নাই, তাঁহারা বৈষ্ণব-রাজ্যের অধিবাসী নহেন। বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। বৈষ্ণব জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বৈষ্ণবের নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিবেন না, বৈষ্ণবের সেবা করিবেন। উচ্চাধিকারীর নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামুখে উপদেশামৃত গ্রহণ করাই নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীর কাছ কাড়িলেই উচ্চাধিকারী হইতে পারেন না, পক্ষান্তরে এই প্রকার কার্য্যে ক্রমপদ্ধতিতে তাঁহার পতন হইয়া থাকে। ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই ক্রম পন্থায় ভজনোন্নতি হইবে। বৈপরীত্য হইলে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইবে মাত্র—নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত।

যে-সকল ভাগ্যবান্ জীব এক্ষণে শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীগুরুকৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলধারা ঐ বীজ সেচন করিতে হইবে। শ্রবণ অর্থে—শব্দ গ্রন্থ ও শব্দ-গ্রন্থাভিজ্ঞ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ; অন্তঃকর্ণ-পাত্রে এই শ্রবণ জল সংগ্রহ করিতে হইবে। এক কর্ণে শ্রবণ করিয়া অপর কর্ণদ্বারা বাহির করিয়া দিলে 'শ্রবণ' হয় না। সম্যক্রূপে 'শ্রবণ' হইবার লক্ষণ—শ্রোতার্থী যাবতীয় চাঞ্চল্য বিনষ্ট করিয়া বক্তার উপর প্রভূত বিশ্বাস পূর্ব্বক শ্রবণকারীকে কায়মনোবাক্যে তাঁর-সেবায় নিযুক্ত করিবে, নিরন্তর শ্রীহরির কীর্ত্তন করাইবে। শ্রবণের ফল—কীর্ত্তন ও গুরুবর্গের নিকট হইতে উত্তরোত্তর অধিক শ্রবণ-পিপাসা। শ্রবণ-পিপাসা হারাইয়া প্রচারের পাণ্ডা সাজিলে আত্ম-প্রতারক হইতে হইবে। আমার সব জানা হইয়াছে, সুতরাং গুরুবর্গের নিকট আর শ্রবণের কিছুই নাই—এই প্রকার চিন্তাস্রোত অপক্ব দুর্ভাগা জীবকে পতনের পিচ্ছিল-পথে নিক্ষেপ করে।

নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে ভক্তিলতা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া লতায় পরিণত হইবে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কেহ কেহ হয় ত' বলিবেন, এখানে শ্রবণ-কীর্ত্তনের কথাই মাত্র বলা হইয়াছে, সেবার কথা ত' কিছুই ইহাতে নাই; সুতরাং আলস্যপরায়ণ হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেই চলিবে। আমাদের মনোবৃত্তি সময় সময় আমাদিগকে এই প্রকারে বঞ্চিত করে। বস্তুতঃ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত শ্রবণ হয় না। অধোক্ষজ-বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তন সেবা বাদ দিয়া হইতে পারে না। সেবা বাদ দিয়া যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয়, তাহা মায়িক কৈতব; তাহাতে ভোগের সম্ভার সংগৃহীত হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বস্তুকে লাভ করা যায় না। সেবাপর হৃদয়ে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের নিকট নিষ্কপট-ভাবে হরিকথা-শ্রবণও সেবাই।

শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে নিরন্তর সিক্ত হইয়া ভক্তিলতা প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সীমা-স্থান 'বিরজা' ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের গন্তব্য-স্থান 'ব্রহ্মলোক' ভেদ করিয়া পরব্যোমে উপস্থিত হয় এবং বৈকুণ্ঠের সর্ব্বোচ্চ স্থান গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির ফলে লতায় প্রেমফল ধরে অর্থাৎ যখন জীব ভক্তিদেবীর আশ্রয়ে নিবৃত্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত ভূমিকায় উপনীত হন, তখন তিনি প্রেমভক্তির অধিকারী হন। আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রেম বদ্ধজীবের ভোগময় প্রাকৃত জড়-বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না; প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-মূলক পরম উপাদেয় ও পরম-লোভনীয় বস্তু এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের নিজস্ব বস্তু।

লতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ লাভ করিলে কি করিতে হইবে? তখনও কি শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল-সেচনের প্রয়োজন হইবে? নিশ্চয়ই—

'তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯।১৫৫

প্রেমভক্তির অধিকারীকেও শ্রবণ-কীর্ত্তনের আশ্রয়ে থাকিতে হয়; আর আমি প্রতিক্ষণ ভোগপর বহুদশায় অবস্থান করিয়া—সে মন ভোগের পান হইতে চ্যুত থাকিলে অস্থির হয় সেই মনের আনুগত্যে থাকিয়া শুক-পক্ষীর ন্যায় কয়েকটী বুলি আওড়াইতে অভ্যাস করিয়া এবং বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগকে স্তম্ভিত করিবার ভাষা ও বক্তৃতা-ভঙ্গী লাভ করিয়াই যদি মনে করি, আমার আর শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই তাহা হইলে আমার ভজনোন্নতি কতদূর হইল তাহা একটু প্রকৃতিস্থ হইলেই বুঝিতে পারিব। বদ্ধ ও মুক্ত—সর্ব্বাবস্থায় শ্রবণ ও কীর্ত্তনই—গৌড়ীয়গণের একমাত্র ভজন। ইহা বিস্মৃত হইলে বুঝিতে হইবে, আমি ভজন পরিত্যাগ করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যাঁহারা বাগানের কার্য্য করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই সতর্ক থাকেন—মত্তহস্তী প্রভৃতি জন্তু যেন বাগান নষ্ট না করে—লতা যেন উপড়াইয়া না দেয়। আমাদের ভক্তিলতার পরম শত্রু বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী। এই মত্তহস্তী যাহাতে আমাদের হৃদয়-উদ্যানে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ইহা একবার প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই, এত কষ্টে পালিত লতাটী সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবে এবং যে সংসারাসক্তি-ছেদনের নিমিত্ত ভক্তিলতা জন্মিয়াছে তাহা উল্টা পাল্টা করিয়া সংসারে প্রবেশ করাইবে। সুতরাং আমাকে '[illegible]' হইতে হইবে। সন্ন্যাসী হইলে বড় বৈষ্ণবের কাছ কাড়িলে বা অনেক দিন মঠে থাকিলেই যে এই অপরাধ-মত্তহস্তী আমাতে প্রবেশের সুযোগ পাইবে না, তাহা নহে। সুতরাং ভজন পরায়ণ ব্যক্তিকে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সতর্ক থাকিতে হইবে।

ভক্তিলতা-বৃদ্ধির সময় আর একটী উৎপাত আছে—তাহা ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের কল্পিত সম্মানের বা প্রতিষ্ঠার আশা প্রভৃতি উপশাখা। বাগানে উপশাখা জন্মিলে সিক্ত-জলে তাহাই বৃদ্ধি পাইয়া প্রার্থিত লতা বৃদ্ধির অন্তরায় হয়। সুতরাং পাকা মালীর কাজ—সর্ব্বপ্রযত্নে উপশাখাগুলিকে উপড়াইয়া ফেলা। কতকগুলি দার্শনিক কথা শুনিয়া অপরের নিকট বলিলে বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করা যাইবে, এই দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনের ভাণ করিলে কোন সুফল প্রসূত হয় না। 'বাহবা' পাইলে বা বহু লোক জমা হইলে কীর্ত্তনের উৎসাহ হয়, 'বাহবা' না পাইলে লোকসংখ্যা কম থাকিলে কীর্ত্তনের উৎসাহ লোপ পায়, এই প্রকার চিত্তের অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে গৌরবাণী-শ্রবণ ও কীর্ত্তনই যে আমার সাধন ও ভজন তাহা ভুলিয়া যাইয়া প্রতিষ্ঠা চণ্ডালিনীর কবলে পতিত হইয়াছি।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের দিকে চিত্ত প্রধাবিত হইলে, ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তির লক্ষণে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে, শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। শুদ্ধভক্তের নিকট কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেব্যের (ব্রহ্ম পরমাত্মাদি স্বরূপের পর্য্যন্ত) পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম উদ্দেশ্যরূপে থাকিতে পারে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান—এই ত্রয়ের কবল হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়-মাত্র গ্রহণের নাম শুদ্ধা ভক্তি। এই শুদ্ধভক্তি হইতে 'প্রেমা'র উদয় হইয়া থাকে।

"অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

প্রচারক ও প্রতারক
(২)

বঞ্চক ও বঞ্চিতগণ কখন বাস্তব সত্য-ধর্ম্মের সন্ধান জানে না। তাহারা ধর্ম্ম-প্রচারকের সজ্জায় পরিব্রাজক হইয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিলেও তাহারাই খাঁটি প্রতারক। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই তাহাদের একমাত্র লক্ষীভূত বিষয়। কৃষ্ণানুসন্ধানরূপ সাধনকার্য্য বা কৃষ্ণের সন্ধানপ্রদানরূপ কোন প্রচার্য্য বিষয়ে তাহাদিগের কোন লক্ষ্য নাই বরং প্রকৃত ধর্ম্মের কথা যাহাতে জগৎ হইতে মুছিয়া যায় বা জগতে প্রচারিত হইতে না পারে তজ্জন্য দুরাকাঙ্ক্ষামূলে বিবিধ প্রকারে আয়োজন করিয়া স্বীয় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার্জ্জনরূপ কপটতা বজায় রাখিবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে বঞ্চক ও বঞ্চিতগণ সমাজ সমক্ষে লোকপ্রতারক বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে না।

তাহারা বলে, গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণও যে ধর্ম্মপ্রচারক, যে গৌর-নিত্যা-নন্দের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম প্রচার করেন আমরাও পুরুষানুক্রমে সেই সত্য-ধর্ম্মের আচার প্রচার বজায় রাখিয়া আসিতেছি, সেই সূত্রে আমাদিগের

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

চিরকালই বাকী চলিতেই থাকিবে। আমাদের আচারপ্রচারে তাঁহাদের চেয়ে কমতি কিসে? আমরাই বা কম কিসে? তবে আমরা পুত্র, কন্যা, পরিবার ও পরিজন লইয়া সংসারে আছি। বন্ধুজনের খাতির আর্তাচারটা না রাখিলে আর চলে না, তাই মহাপ্রসাদে জাতভাত-বিচার, বৈষ্ণবে জাতিসামান্য-বুদ্ধি করি।

আমরা এখন গৌড়ীয়ের আনুগত্যে নিরপেক্ষ কষ্টিপাথর দিয়া কষিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি, গৌড়ীয়মঠের প্রচারে এবং বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রচারে আকাশ-পাতালভেদ কোথায়?

বঞ্চক ও বঞ্চিত বা প্রতারকগণ ইন্দ্রিয়-তোষণার্থে জনসাধারণকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টিত। তাহাদের উত্তম রূপ, উত্তম সুর, অপার প্রতিভা ও তান-লয়-সংযুক্ত ছবিছ কণ্ঠস্বরাদি এই কার্যেই সতত নিযুক্ত। এই সকল গুণে যিনি যতটুকু গুণী, তাঁহার প্রসার তত বেশী তাঁহার ব্যবসায়ে তত বেশী লাভ। যেহেতু তাঁহার সভা জনপূর্ণ, ভক্ত-যাজকের অভাব নাই, কামিনীর সকাম কটাক্ষ-লাভে তিনিই আপ্যায়িত, কর্ণালি-সন্দেশ শ্রবণ-বিবর পবিত্র (?) করিবার সুযোগ তিনিই লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার ব্যবসাদারের কপটতাপূর্ণ কপটতা-প্রচাররূপ প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা নিরপেক্ষ সজ্জনমাত্রেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইতে পারিয়াছেন।

বাস্তব-সত্যধর্ম প্রচারকগণ যতিই হউন, বানপ্রস্থই হউন, গৃহস্থই হউন, ও ব্রহ্মচারীই হউন, তাঁহারা প্রত্যেকেই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণার্থে উন্মুখচেষ্ট হইয়া বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইবার উপায়-শিক্ষাপ্রদাতা সদ্গুরু-আচার্য্যের চরণে প্রপন্ন হইবার জন্য প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন। ইহাই বাস্তব-সত্যধর্মের বাস্তব প্রচার। ইঁহাদিগের কাহারও নিজ-সুখ-তাৎপর্য্য-বর্দ্ধনার্থে স্বতন্ত্র কোন তহবিল বা চেষ্টা নাই। ইঁহাদিগের অর্জ্জিত কনকে ভোগ্ জমাইতে পারে না। (একমাত্র গৃহস্থগণের) কামিনী সহধর্ম্মিণী রূপা থাকিয়া মাধবের সেবা করিবার অবকাশ পান। ইঁহাদের জড়প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মায়ামোহিতগণের কৃষ্ণবিমুখ জনসম্বর্দ্ধনের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাজ্য হইয়া বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠা আনয়ন করিয়া থাকে। প্রাকৃত জনের তারস্বর বাক্যে তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ-বিষাদ উদিত হয় না। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ ও অখিলচেষ্টাপর।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" শ্লোকে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীসনাতন-শিক্ষায় যাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। একমাত্র অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সেবাভিলাষী ব্যতীত প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়, অন্যাভিলাষী, সকাম-কর্মী নির্বিশেষজ্ঞানী, অভিরোহবাদী যোগী প্রভৃতি সকলেই বঞ্চিত। এই প্রকার প্রচারকগণও বঞ্চক বা প্রতারক।

অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া পরস্পর চীৎকার করিলে কি লাভ হইতে পারে? অন্ধকূপ মধ্যে পতিত হইয়া কতিপয় অন্ধ পথিক পরস্পর ধমনীতে বা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত করিতে পারেন, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ধমনীতে শোণিতের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। জড়ের প্রচাররূপ ছুঁচোর কীর্ত্তন আর কতক্ষণ চলিতে পারে? জড়ধর্ম্মে ক্লান্তি, অবসাদ, অবরতা, জেহতা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তোষণমূলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভ আদি লইয়া প্রচার আরম্ভ হয়, তাহা সিদ্ধ হলে বা বন্ধ হলেই কীর্ত্তন বা প্রচার স্তব্ধীভূত হইয়া পড়ে। যেমন, কার্ত্তিক-ব্রত বা নিয়ম-সেবার মাসে ঢাকা প্রভৃতি সহরে দেখা যাইবে মাসিক ৩০৲ টাকা চুক্তির বাড়ীতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পাঠ, ৬০৲ টাকা চুক্তির বাড়ীতে একঘণ্টা পাঠ, ততোধিক টাকায় ততোধিক সময় পাঠ আর দরিদ্রের গৃহে পাঠক ঠাকুরের পদধূলিই দুর্লভ? এরূপ প্রচারকমাত্রেই প্রতারক।

এই প্রকারে অন্যাভিলাষীর অন্যাভিলাষ-চেষ্টা-রূপা প্রতারণা বহুকাল যাবৎ ধরাপৃষ্ঠে তাণ্ডব নৃত্য রচনা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আর এক প্রকার জীবন্ত প্রতারক মাথা জাগাইয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে, বাস্তব-সত্য গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠ-গমনের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া কাজ নাই; এরূপ চিরকালের অন্ধকার পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব-সূর্য্য-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা নাই; ওপারে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-দর্শনের বা আত্মার-আত্মার প্রয়োজন নাই, ওখানে গেলে চৈতন্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইতে হয়। চল, আমরা এপারে সাময়িক তাথৈর সাহায্যে মিথ্যাপুর নামে একটা মায়ার পুর রচনা করিয়া একটা অচৈতন্য-মঠ প্রতিষ্ঠা করি। তাহাতে এপারে হাট বসাই, আমরা দৈবীমায়া-কবলিত জনসঙ্ঘ বর্দ্ধিত করিয়া ওপারের বৈষ্ণবদিগকে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিব। তাঁহারা যাহা করিবেন, আমরা মর্কটের ন্যায় অনুকরণ-ধর্ম্মে তাহাই করিব। যাহা হউক তাঁহাদের অনুকরণে লণ্ঠন-সাহায্যে তামাসা দেখাইয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করা যাউক।

এই প্রকারে বৈষ্ণবদিগকে তাক্ লাগাইতে যাইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মা কৃষ্ণকে মোহন করিতে যাইয়া যেমন নিজেই মোহিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার তথাকথিত প্রচারক-নামধারী প্রতারকবৃন্দ নিজেরাই মায়ামুগ্ধ হইয়া বাস্তব-সত্যধর্ম্মের প্রধানক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরদর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িয়াছে। এরূপে যে জগতের কত অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সজ্জন পাঠকগণ আসুন! আমরা গৌড়ীয়ভাষ্কর আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্ম-বিনিঃসৃত দৈব ও বৈকুণ্ঠবাণীকে বিশ্বকল্যাণ-জননীবোধে সর্ব্বাগ্রে বরণ করি, তদ্রূপে কুপ্রবৃত্তি, কু-অভিপ্রায় নিরাস করি। যে পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্তিমতী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণেচ্ছু হইয়া তদ্দ্বারা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষ-মুক্ত না হইব সে-পর্য্যন্ত আমাদিগকে প্রতারকগণ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতারণা করিতে সমর্থ হইবে। এ বড় ভীষণ কাল! কালকাল! একালে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে শুক্রাচার্য্যের অনুগত-সম্প্রদায় নানারূপ চেলা হইয়া সাধুর বেশে ধর্ম্ম-প্রচারকাভিমানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। তাহারা এরূপ কপটবেশধারী যে বিশেষ বিবেচনা থাকিলেও পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। তাই আমরা সেই শ্রীরূপগোস্বামিপাদের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্" বাণীর প্রতিধ্বনি যাহা অবগত হইব, যাহারা গুরুচার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কুঞ্জের সেবাধিকার লাভ করে নাই তাহারাই অন্যাভিলাষী, বঞ্চক ও বঞ্চিত, প্রচারক নহে প্রতারক মাত্র।

বঙ্গের ও বিশ্ববাসীর কল্যাণকল্পে কপটীর কপটতা-প্রকাশ নহে। কপটীর আত্মেন্দ্রিয়তোষণ স্বভাব উপস্থিত হওয়ায় উৎপন্ন কোনরূপ অভিসম্পাত-রূপ অমূল্য নরকলাভের কারণ হইতে পারে না। তাহাদিগকে অবৈষ্ণব নির্দ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করাই শাস্ত্রের বিধি।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং
ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্
গুরোঃ।"
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৭)

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরকগমন হয় — অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

"পারত্রিক্যং যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্
গুরুর্ন হি।"
(বিষ্ণুস্মৃতি)

শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন।

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি, শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"
(পুরাণবাক্য)

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"
(মহাভারত উঃ পর্ব্ব)

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

"যেগাথা গোরতো বাপি যো গৃহ্ণাতি
দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ
আপতেৎ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ২১৫)

হে দেবি, শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক গুরু বহু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপনাশক সদ্গুরু দুর্লভ। লোভ-বিষয়াসক্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-রহিত দুষ্ট এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। যিনি স্বার্থতঃ বা লোভ বশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লাভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন উভয়ে দেবতার অভিশাপ হন।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রচারক ও প্রতারকের স্বরূপ বুঝিয়া সদ্গুরু-চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিয়া আর জীবন বৃথা কাটাইবেন না, ইহাই প্রার্থনা।

তারি কর্ণধারী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জাতীয় সত্য-প্রি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ - চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীসনাতন ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বালিঘাটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উল্টাডাঙ্গা, কটক
২৪। শ্রীবিনোদ-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জন্মুক্কুণ্ডা, পোঃ চিরুকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসাচ্চত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রেক্টার রোড, হোচার্নী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্ল্যাডিং রোড, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অসাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহঙ্গকুটীর—বিজনোর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩, টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—সাম্প্রদায়িকোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিঃ দাস দেবাভীর বি-এল, বি টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬, ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	অখণ্ড বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত	৬,
১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০,
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	৩৮,
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
৩।	অমৃতপ্রবাহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬,
৪।	ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১,
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৭।	শুকমঞ্জুষা	।০
	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১,
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২,
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২,
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মূল-শ্লোক	।০
১২।	বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ মূলমাত্র (বাঁধা)	১,
১৩।	বেদান্তদর্শনম্ (গোবিন্দভাষ্য সহ)	।০
১৪।	বৈষ্ণবদর্শন	১,
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২,
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দীপ-নির্দ্দর্শন	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	৴১০
২৪।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৶০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন	।০
২৯।	শরণাগতি	৴০
৩০।	গীতাবলী	৴০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩২।	সাধনকণ	৴০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৶০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	অঙ্কদস্কন্ধ	,১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৪,
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১,
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	বৃন্দাবন-বিলাসঃ	।০
৪৬।	স্তবকুসুমাবলী বা মাধবাষ্টোত্তরশতস্তবরাজ	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২,
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাম্প্রদায়িক	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	।০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	০
৫৫।	শব্দ-সূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পাত্রিকা	৴০
৫৮।	সারার্থবর্ষিণী	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	।০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৶০
৬২।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম	।০
৬৪।	বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ	৴০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১২,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	
৭০।	সাধন পথ	
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭২।	গীতাবলী	
৭৩।	শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে / পরবর্ত্তি-সময়ে

		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৴০	।৴	
	" ইঞ্চি	২৲	১৷০		
	" সিকিকলম	৫৲	৪৲		
"	" অর্দ্ধকলম		৬৲		৪৲
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৫০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৬৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৯	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৯ ●	২১-৫০
কালকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ও ৩-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬ ও ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, প্রত্যেকের লক্ষণ ও ব্যবহার, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। ইহাতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৵ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

মুদ্রাযন্ত্রত্রয়

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২২৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ, মহাশয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অতুলনীয় ও অনবদ্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিশদ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা [illegible] সহস্র পৃষ্ঠার [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি[illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দপূর্ণ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
লাবরেটরী—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৷৷০—৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷৷০
বালাম	৪।০
কলম	
সিতাশাল (নয়)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৷৷০—৪৷৷৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৷৵০—২৷৷০
সুজি	৪৷৷০—৪৷৷৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৷৷০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৷৷৵
বাজার	৩০৷৷

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

তারের তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার তার (বেড়া বা বাঁধ মার্কা)	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা চাবুকা ওজন	৫৴০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৷৷০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৴০—
গ্যালভানাইজড করগেট টিন— ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	৯
২৬ গেজ ,, ,,	
২৪ গেজ ,, ,,	৯
আর, পি, ডি,	১০
এক্সেলসিয়র শিট, করগেট টিন— ৪১ ইঞ্চি প্রশস্ত ৬—১০ ফুট লম্বা।০ ব	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শিট—	১১
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৷৵০—
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ গজ	
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর ১৫ ফুট লম্বা ও ফুট চওড়া	
৪ ফুট চওড়া	
টিন পাতি	৬৷৷৵০—৬
,, বোল্টু (গোল)	৬৷৷৵০—৬
,, স্কোয়ার (চৌকা)	৬৷৷৵০—
,, গোল রড ৴০—৷৵০ সুতা	৫৵০—৫
,, চীনা রড- চৌকা ৴০—৷৵০ ঐ	৫৷৷৴০—
,, বাণ্ডিল তার	৬৴০—

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
[illegible] লোহাপটি, বড়বাজার
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এস. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. C1544

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড]· শ্রীমায়াপুর—১৯শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪১, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩৩শ সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

রাণাঘাটে সন্তরণ

রাণাঘাট হইতে প্রকাশ, নির্ম্মল ব্যায়াম সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীমান গৌরচন্দ্র নাথ, বাগদিয়া নিবাসী ত্রিযুক্ত সুধীর রঞ্জন সরকারের পুষ্করিণীতে গত ২৯শে জুলাই অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে হস্ত পদ আবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ আরম্ভ করেন, এবং ৩০শে জুলাই প্রাতে ৭—১৫ পর্য্যন্ত সন্তরণ করেন। জল হইতে উঠিবার পূর্ব্বে তিনি হস্ত পদ বন্ধন অবস্থায় নানারূপ সন্তরণ কৌশল দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, সালেমে একদিন তাঁতের খাদি ও স্বদেশী প্রদর্শনী খোলা করিবার জন্য শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা মঙ্গলবার (৩১শে জুলাই) যাত্রা করেন এবং শ্রীযুক্ত আর এন সেনগুপ্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সি বিজয়রাঘব আচারিয়া প্রদর্শনীর কমিটির সভাপতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার

গত ৩০শে জুলাই সন্ধ্যাকালে ঢাকা নবাব হাউসের মিউনিসিপ্যাল কলেজ গৃহে ঢাকার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ এ এফ রহমানকে সম্বর্দ্ধনার জন্য একটী ভোজের আয়োজন করা হয়। শহরের বহু সরকারী কর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিক প্রায় ৫০০ নাগরিক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

কুচবিহারে বন্যা

পাহাড় অঞ্চলে প্রবল বারিপাতের ফলে তোরষা ও ধরলা নদীতে বান ডাকিয়াছিল। উচ্ছ্বসিত জলপ্রবাহ কূল ছাপাইয়া কয়েকটি তালুক ও বহু গ্রাম প্লাবিত করিয়াছে। বন্যার ফলে লোকের কুটীর, ঘরবাড়ি, আঠার কোঠা ও মালের বাড়-গ্রামের আউস ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। গত তিন দিনে ২২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বন্যার জল ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

জুবিয়াকায় বিস্ময়কর ঘটনা

সম্প্রতি বড় বৃষ্টির সময় চিমনা গ্রামে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। সিমেন্টের প্রাচীর গোঁথাবদ্ধ একটি ত্রিতল ইমারত বজ্রপাতের ফলে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। দালানের মধ্যে বিদ্যুৎ শিখা লৌহ বার গুলি মোচড়াইয়া দিয়াছিল। গৃহের সমস্ত বস্তু নিঃশেষ আসবাব পত্র মোচড়াইয়া যায়। সৌভাগ্য বশতঃ দালানে তখন কেহই ছিল না, সুতরাং কেহই মারা যায় নাই।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত মঙ্গলবার সকাল ৯-৩০ মিনিটের সময় কাশীপুর ফিলাডেল রোডে 'ওসেন জুট প্রেসে' ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ওসেন জুট প্রেসের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ফিডল গুদামে প্রথম আগুন ধরে। ৮টি দমকল এবং একটী ফায়ার ওয়াটার প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল অবিরাম চেষ্টা করিয়া অগ্নিশিখার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। অনেকটা ভস্মীভূত এখনও ভষ্মাদি জ্বলিতেছে, তবে আগুন আর বিস্তৃত হইতেছে না।

গুদামের চারটী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমের দেওয়ালটী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। আগুন আরও কয়েকদিন জ্বলিতে থাকিবে এরূপ মনে হয়। দমকলের বড় সাহেব স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

গাড়ীর মধ্যে মৃতদেহ

ময়মনসিংহের এডভোকেট ও দিল্লী লেবর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট গোলাপচাঁদ জৈনের মৃত্যু হত্যাপ্রসূত বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ সকালে ইহার মৃতদেহ নির্জ্জন রাস্তার উপর ইহারই গাড়ীর মধ্যে পুলিশ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৃতদেহ শব ব্যবচ্ছেদ জন্য পাঠান হইয়াছে।

বন্যায় মজঃফরপুরের ভয়াবহ অবস্থা

মজঃফরপুরে বন্যার ভীষণতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই,—উপরন্তু বন্যার ২০শে তারিখের তুলনায় উক্ত অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মুশাহরীতে শিরহানা নদীর জল পুনরায় ভীষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ত্ত বিভাগের জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারীর অভিমত, উত্তর বিহারের প্লাবিত অঞ্চলের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহার মূলে সত্য নাই। তাঁহার মতে মজঃফরপুরে ভীষণতর প্লাবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়াছে। বড় গণ্ডক নদীতে শীঘ্রই বান আসিবে এবং আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই নদীর উভয় কূলে বিস্তৃত ভূখণ্ড জলমগ্ন হইবে। তাঁহার বিশ্বাস, এবারের বন্যায় বহু প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে।

আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী উধাও

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামী সীতানাথ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, হরিপদ দে এবং পূর্ণানন্দ দাস মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ২॥ টার সময় আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করে। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সমগ্র কলিকাতা সহর পুলিশ বেড়াজালে ঘিরিয়া ফেলে, বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত পলাতকদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

একজন গ্রেপ্তার

পরে বালিগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট হরিপদ দেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রসার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে ৩২ জন আসামীর বিচার চলিতেছে। এই মামলা আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা নামে কথিত হয়। গত ৯ মাস যাবৎ শুনানীর পর এক্ষণে মামলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এক্ষণে সওয়াল জবাব চলিতেছে।

পলাতকদের পরিচয়

সীতানাথ দে ওরফে ব্রহ্মচারী, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং জুলাসারের অধিবাসী। নিরঞ্জন ঘোষাল, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালংয়ের অধিবাসী। হরিপদ দে, ঢাকা মেদিনীমণ্ডলের অধিবাসী এবং পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, ঢাকা সিরাজ দিখান বাড়ী

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৪১

স্বর্গীয় কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় বৈদ্য শাস্ত্রপীঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণস্বরূপ। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিরূপে এই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা বাহুল্য। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বৈদ্য শাস্ত্রপীঠের কার্য্যকরী সমিতি—কবিরাজশিরোমণির স্থানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে অধ্যক্ষপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। পণ্ডিত বিমলানন্দ যে, তাঁহার পিতার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। তাঁহার অধ্যক্ষতায় বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের উত্তরোত্তর উন্নতি হউক ইহাই আমাদের বাসনা।

ময়মনসিংহে নারী হরণের মামলায় অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এ দত্ত ৭ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রতি আট বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ১৮ বৎসর বয়স্ক নারীর প্রতি এই দুর্বৃত্তগণ যে অকথ্য পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ পড়িলে মনে হয়,—সকলেই দুর্বৃত্তদিগকে শ্বাপদ শ্রেণীতে গণ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। দণ্ডিত আসামীরা সকলেই মুসলমান। তাহারা গ্রাম হইতে মেয়েটিকে লইয়া গিয়াছিল এবং আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ীতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যাহারা এইভাবে পাপকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদেরও কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। প্রকাশ, এই মামলায় ৩২ জন আসামীর মধ্যে ২২ জনই ফেরার।

সীমান্ত নেতা আবদুল গফুর খাঁর মুক্তি সম্পর্কে পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্যের উত্তরে ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন,—যখন গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, আবদুল গফুর খাঁকে আটক রাখা আর শান্তি শৃঙ্খলার পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে সীমান্ত প্রদেশে আর কোন গোলমাল হইবে না,—তখন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে রয়টারের সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর জেনিভার যুগোস্লাভিয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হইবার কারণ—তথাকার সরকারী সেন্সার হস্তক্ষেপ করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সংবাদে এরূপ ইঙ্গিতও ছিল যে, সুভাষ বাবু যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে ঐরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, সুভাষ বাবু সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, রয়টারের এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রকৃত ঘটনা এই যে, সুভাষ বাবু যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে গিয়া স্থানীয় কোন সংবাদপত্র-প্রতিনিধির সহিত ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেও সম্মত হন। কিন্তু বেলগ্রেডস্থিত বৃটিশ রাজদূতের নিষেধের ফলেই উহা প্রকাশিত হয় নাই;—বৃটিশ রাজদূত যুগোস্লাভ গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগকে অনুরোধ করেন যে,—সুভাষ বাবুর সাক্ষাৎকারের বিবরণ যেন প্রকাশিত না হয়।

---

৭৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ

গয়া জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান মিঃ এস, কে, পি, সিংহ বি, এস সি (গ্লাসগো) তাঁহাকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত ও মানহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ এক লক্ষ টাকা দাবী করিয়া সরকারপরিচালিত গয়া জেলা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব স্পেশাল অফিসাররূপে পাটনার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাবিব এবং গয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। গয়ার তৃতীয় সাব জজ মিঃ দ্বারকাপ্রসাদ উহার রায় দিয়াছেন। জজ বাদীকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুতির ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭৫ হাজার টাকা, মানহানির ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫ হাজার টাকা এবং মামলার খরচ ডিক্রী দিয়াছেন।

গত ১৯৩৩ সালের ৫ই জুলাই মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। উহা মাঝে মাঝে স্থগিত থাকিয়া গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলে। ঐ মামলায় দক্ষিণ বিহার সার্কেলের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ভানবাদ, পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মিঃ কুলবন্ত সহায়, গয়া বার এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রায় বাহাদুর কেদারনাথ, চীফ ইন্সপেক্টার অব বয়লারস্ প্রমুখ প্রায় ৪০ জনের সাক্ষ্য গৃহীত এবং বহু দলিলপত্র প্রদর্শিত হয়। ভাগলপুরের সরকারী উকীল রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ পাটনার এডভোকেট মিঃ নবল কিশোর প্রমুখ বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়িগণ উভয় পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে ডিক্রী

ঐ মামলার পরে মিঃ এস, কে, পি, সিংহ গয়া জেলা বোর্ডের কন্ট্রাক্টর মৌলবী আবদুল গফুর বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট হইতে মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করা সম্পর্কে স্পেশাল অফিসারের নিকট মিথ্যা বিবৃতি প্রদানের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া আর এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। জজ এই মামলায় খরচাসহ দাবীর সমস্ত টাকা ডিক্রী দিয়াছেন।

৯ জন আসামীর মধ্যে ৮ জনের দণ্ড

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, ফেরারী তারকেশ্বর দস্তিদার (পরে উহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে) ও কুমারী কল্পনা দত্তকে (পরে ইহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছে) আশ্রয় দানের অভিযোগে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এস, এন, রায় গতিয়া ফেরারী আশ্রয় দান মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় একজন স্ত্রীলোকসহ ৯জন আসামী ছিল; তাহাদের মধ্যে ৮জনের দণ্ড হইয়াছে। ফেরারী-গণকে গৈরলার পূর্ণ ও প্রমথ তালুকদারের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

আসামী প্রমথ তালুকদার, সুধীর দাশ ও মনোরঞ্জন দে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১২ ও ২১৬ ধারা (অপরাধী ও ফেরারীকে আশ্রয় দান) অনুসারে ও বিপ্লবী অনাচার দমন আইন অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রমথের প্রতি ২১২ ও ২১৬ ধারা অনুসারে এক বৎসর ও অন্যান্য অভিযোগে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত দণ্ড একসঙ্গে ভোগ হইবে।

সুধীর ও মনোরঞ্জন ২১২ ধারা অনুসারে ২ বৎসর এবং ২১৬ ধারা অনুসারে ২ বৎসর ও বিপ্লবী অনাচার দমন আইন অনুসারে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সমস্ত দণ্ড এক সঙ্গে ভোগ করিতে হইবে।

হরেন্দ্র দে এবং বীরেন্দ্র দে প্রত্যেকে বিপ্লবী অনাচার দমন আইনানুসারে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহাদিগকে অন্যান্য অভিযোগ হইতে মুক্ত দেওয়া হয়।

প্রমথের পত্নী শ্রীমতী জানকীবালা, পরলোকগত পূর্ণ তালুকদারের পত্নী বিজন-বালা ও কুমারীবালা নামে আর একজন স্ত্রীলোক বিপ্লবী অনাচার দমন আইন অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হয় এবং আদালত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আটক রাখা হয়। ফেরারীগণকে আশ্রয়দানের অভিযোগ হইতে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হয়। অর্দ্ধেন্দু দে নামে আর একজন আসামী সমস্ত অভিযোগে মুক্তিলাভ করে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, সৈন্যদের সহিত সঙ্ঘর্ষের পরে পূর্ণ তালুকদারের বাড়ী হইতে তারকেশ্বর ও কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সঙ্ঘর্ষের সময় প্রমথ তালুকদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ তালুকদার ও আর একজন যুবক নিহত হয়। গুলীর আঘাতে প্রমথ আহত হইয়াছিল। অপর আসামিগণকে পরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

কলিকাতায় মোটর দুর্ঘটনা

সোমবার সন্ধ্যার সময় কাশীপুর রোডে এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে রেশমবাগ আগরপাড়ার নামক অনুমান সাত বৎসর বয়স্ক একটী বালক একটি প্রাইভেট মোটরের তলায় চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একটী প্রাইভেট মোটরগাড়ী বর ও বরযাত্রীদিগকে আনিবার জন্য কলিকাতার দিকে আসিতেছিল। এই সময় উক্ত মোটর বালকটিকে চাপা দেয় বলিয়া প্রকাশ। বালকটি সেই সময় রাস্তা পার হইতেছিল। এই দুর্ঘটনার ফলে বালকটি গুরুতররূপে আহত হয় এবং ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ উক্ত মোটরের চালককে গ্রেপ্তার করিয়া বে-পরোয়া ও অসতর্কভাবে মোটর চালাইবার অভিযোগে শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ চালান দিয়াছে।

মাদ্রাজে ট্রেণ দুর্ঘটনা

এম, এণ্ড এস এম রেলওয়ের বিভাগীয় ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ৩০শে জুলাই তারিখে গুণ্টাকাল হইতে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

গত ২৯শে সোম রাত্রি অনুমান ২টা ২০ মিনিটের সময় বেজওয়াদা-গুণ্টাকাল লাইনের চেলামা ও নামনুরের মধ্যে ৩৩০।৮ মাইলের নিকট কুলুবৎ প্রস্তর খণ্ডসমূহ লাইনের উপর পতিত হওয়ার ৪৫নং আপ প্যাসেঞ্জারের ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনের নিকটস্থ তৃতীয় শ্রেণীর একটী গাড়ী উল্টাইয়া যায় ও ইণ্টার ক্লাসের একটী গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। ইঞ্জিনচালক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। সাতজন যাত্রী সামান্য আঘাত পাইয়াছে। অবিলম্বে ডাক্তারী সাহায্য প্রদান করা হয়। ঘটনাস্থলে এক ট্রেণ হইতে অন্য ট্রেণে যাত্রী ও মালপত্রাদি স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ { ৯ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা আগষ্ট ইং ১৯৩৪ শনিবার ১৩৩শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

সিরাজগঞ্জে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বর্ত্তমানে পাবনা জেলার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ টাউনে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ৮ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই উক্ত সিরাজগঞ্জ টাউনের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার রায় বি এ মহোদয়ের ভবনে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তৎপর-দিবস ছায়াচিত্রযোগে উক্ত সুরেন বাবুর বাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গত ৯ই শ্রাবণ ২৫শে জুলাই বুধবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহোদয় উক্ত সুরেন্দ্র বাবুর গৃহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর প্রচারকগণ হরিকথা-প্রচারার্থ চান্দাইল প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন।

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব

গত ১৪ই জুলাই শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ২২শে জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রভৃতি মহোদয়গণের অকৃত্রিম চেষ্টার ফলে উৎসবটী বিশেষভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যাদি এবং ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সুমধুর লীলা-কাহিনী কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে প্রবীণ সজ্জনবৃন্দের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তরও প্রদত্ত হইয়াছিল।

ঐ দিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও 'পরম করুণ পহুঁ দুই জন' এই গীতিটী অতি সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ 'জগদ্গুরু' সম্বন্ধে উৎকল ভাষায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ 'মঠবাসিগণের প্রাত্যহিক কৃত্য' যথা অর্চ্চন, ভিক্ষা, নামভজন, প্রসাদসম্মান এবং মহোৎসব ও মঠ-মন্দিরাদির অনুষ্ঠানের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে প্রায় একঘণ্টাকাল বিচারমুখে আলোচনা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য গভীর ও ঐতিহাসিক প্রমাণমূলে প্রায় একঘণ্টার অধিককাল একটী সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া প্রভাবিত ও কৃতার্থ হইয়াছেন। বক্তৃতার অন্তে 'শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু' এই মহাজন গীতি ও শ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হয়।

সমাগত সহস্রাধিক আবালবৃদ্ধ-বনিতা এবং শত শত সম্ভ্রান্ত সজ্জনকে রাত্রি দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মঠসেবকগণ মহামহোপদেশক ভক্তিসুধাকর প্রভুর উৎসাহে ও সুব্যবস্থায় এবং শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের পর্য্যবেক্ষণে উৎসাহান্বিত হইয়া সুব্যবস্থার সহিত প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতেও অনাথ আতুর ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

হরিসেবার্থ সম্বন্ধও বরণীয়

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

নিত্যকাল আনন্দলাভ করিতে পারে, তুলসী যেমন নিজগুণের কোনও অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভবদীয় শ্রীচরণসম্বন্ধে শোভিতা হইয়া বিরাজ করেন, আমাদের বাক্যও যদি সেইরূপ আপনার শ্রীচরণের গুণানুবর্ণনে রত থাকিয়া শোভা পায় এবং আপনার অপ্রাকৃত গুণগ্রাম দ্বারা যদি কর্ণরন্ধ্র নিত্যকাল পরিপূরিত থাকে অর্থাৎ যদি আমরা নিত্যকাল আপনার গুণানু-কীর্ত্তন-শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি তবে আমাদের যথেষ্ট নরকভোগ লাভ হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

যাঁহারা ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক, সেবাই তাঁহাদের প্রার্থনীয় বিষয়। তাঁহারা কেবল সেবাই প্রার্থনা করেন এবং সেবা-সুখে ব্যতীত অন্য কোন দুঃখাদি তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। তাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন চ বসুনিচয়ে নৈব
কামোপভোগে
যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্
পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"
"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং
নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

হে ভগবন্! আমি ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি কিছুই চাই না, যোগৈশ্বর্য্য অনুলাভ কিম্বা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ চাই না। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার প্রতি তোমার যে ভাব বিহিত হয় হউক, আমি তৎপ্রতিকারের প্রার্থনা করি না। আপনার নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা, যেন জন্মজন্মান্তরে আপনার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে।

হে হরে! আমি বিষয়সুখের জন্য অথবা জীবনান্তে কুম্ভীপাক নরকাদি যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় তোমার সেবা করি না, কিম্বা স্বর্গের নন্দনকাননে সুন্দরী সুর-কামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিন্তু কেবল তোমার হৃদিকন্দরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়-মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।

এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ শ্রীধর অব্দ ১ কাঁরোধশাখী ৪৪৮

হরিসেবার্থ নরকও বরণীয়

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবমাত্রেরই একমাত্র সেব্য। ইঁহারা উভয়েই হরি। লীলাবিলাসার্থ দুই রূপ ধারণ করিয়া জীব-মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ একমাত্র গুরুদেবেরই। তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং একমাত্র সেবাধিকার-প্রদাতা। সেইজন্য হরি-সেবার চেয়ে হরিজন-সেবার—শ্রীরাধাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুসেবার প্রাধান্যই সর্বশাস্ত্রে দেখা যায়। এই গুরুদেবের কৃপা-লাভ না হইলে কৃষ্ণকৃপালাভের আশা দুরাশা মাত্র। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকগণ গুরুচরণাশ্রয়ের অছিলায় স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা করিতে গিয়া গুর্ব্বাদেশ-লঙ্ঘন বা গুরুসেবায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্বন্ধ-সমর্পণের পরিবর্তে "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ"—এই পরম মঙ্গলময়ী বাণীর অনুসরণে শ্রীগুরুপাদপদ্মেই সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া—মায়ার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা গুরুসেবা ছাড়িয়া যে কৃষ্ণসেবার আবাহন করেন—নিজ মঙ্গলের জন্য শ্রীনামকীর্ত্তনাদি-মুখে হরি-সেবার যে ছলনা দেখান, 'দেন কড়ি মাখ তেল' এই বণিগ্‌বৃত্তিকে সম্বল করিয়া কৃষ্ণ-সুখের জন্য কৃষ্ণসেবা না করিয়া কৃষ্ণসেবার বিনিময়ে কৃষ্ণের নিকট হইতে নিজ সুখ বা মঙ্গল আদায় করিবার জন্য যে হরিসেবা (?) করেন, তাহা ভাগবত-ব্যবসায়িগণের ন্যায় প্রকাশ্য বণিগ্‌বৃত্তি না হইলেও প্রচ্ছন্ন-বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। পরমকরুণাময় ভগবদ্বস্তুর শ্রীগুরুপাদপদ্মে মনুষ্যবুদ্ধিরূপা পাষণ্ডতার উদয়েই জীবের এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি দেখা দেয়। সেব্যের প্রীতিবিধান করার নামই যে সেবা, নিজের সুখ বা মঙ্গল-বিধানের নাম যে সেবা নহে, এই কথাটী তখন তাঁহারা ভুলিয়া যান। সুতরাং মনঃকল্পিত আনুগত্য-বিহীন সেবার দ্বারা যদি শ্রীহরি আরাধিত না হন এবং তাহাতে যদি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান না হয় তাহা হইলে সেরূপ সেবা-চেষ্টা যে পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্য শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র বলেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

আমাদের পরম-গুরু ভক্তি-ভগীরথ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ বিষয়টী অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শ্রীকল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণ-অর্থে কায়-ক্লেশ,
তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সাধ্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে,
ভক্তি আর নাহি মিলে,
তপফল হইবে নিশ্চয়॥
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই,
তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হন।
ভক্তি যদি না জন্মিল,
তপস্যায় তুচ্ছফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন॥
মনরে, কেন কর বিদ্যার গৌরব?
স্মৃতি-শাস্ত্র-ব্যাকরণ, নানা-ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ।
কিন্তু দেখ চিন্তা করি', যদি না ভজিলে হরি
বিদ্যা তব কেবল রৌরব॥

সেব্যের প্রীতিবিধানরূপা সেবাই জীবের নিত্য ধর্ম। সুতরাং নিজ মঙ্গলের জন্য হরিপ্রীতিবিধানে উদাসীন হইয়া যে হরিসেবা তাহা জীবের ধর্ম—ভক্তি নহে, উহা অভক্তি। তবে হরিভজনের সঙ্গে সঙ্গে জীবমাত্রেরই নিত্য মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য। এইজন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ হরিকীর্ত্তনাদি-মুখে নিত্যমঙ্গল-সাধনরূপ স্বসুখ-বিধান করিতে না গিয়া নিজ মঙ্গলামঙ্গলের দিকে—ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য না করিয়া "গুরুদেবই আমার একমাত্র প্রভু, তাঁহার সেবাই আমার জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে, সুখে-দুঃখে, সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র কর্ত্তব্য, গুরূপদিষ্ট ভগবৎ কীর্ত্তন-শ্রবণ-স্মরণ-পরিচর্য্যা ও গুর্ব্বাদেশপালনই আমার একমাত্র সাধন, আমার একমাত্র সাধ্য, একমাত্র প্রাণ, জীবন, ভূষণ ও শোভা, আমি এই গুরু-আদেশ-লঙ্ঘনে সম্পূর্ণ অশক্ত, এই গুরুসেবা ব্যতীত আমার কোন কামনা বা কোন কার্য্যই নাই, আমার সুখই হউক বা দুঃখই হউক, আমার সংসারাসক্তি নষ্ট হউক বা নাই হউক তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই কিন্তু গুরুসেবা ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তব্য আছে বা হইতে পারে এরূপ দু-অভিলাষ স্বপ্নেও যেন আমার হৃদয়ে উদিত না হয়"—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট গুরুসেবকগণ—কৃষ্ণসেবকগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণকে পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে বলি দিয়া সেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং নিরন্তর সেবা-সুখে মগ্ন হইয়া—গুরুগৌর-মনোহভীষ্ট-পূরণে আত্মহারা হইয়া আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে তৎকৃত চরম ও পরম শিক্ষার কথা মহানন্দভরে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমবিহ্বলচিত্তে বলিয়া থাকেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

হরিসেবা কাহাকে বলে, হরিসেবা কিরূপে করিতে হয় তৎশিক্ষাপ্রদাতা, সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ, একমাত্র ভক্তিদাতা সেবক-কৃষ্ণ মদাচার্য্য শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস প্রভুবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা জগতের লোকের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য একদিন জলদগম্ভীরস্বরে হরিকথা-শ্রবণ-বিমুখ জীবের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রীগুরুদেব এজগতের কেহ নহেন। তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন—ভগবানের সহিত একদেহ—সেব্য-ভগবান্ আর সেবক-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্ আর আশ্রয়-ভগবান্। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্ আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এই মহান্ত-গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্‌লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না, শাস্ত্রার্থ তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। কৃষ্ণ-কৃপা-লাভ তাঁ'র ভাগ্যে কোনকালেও ঘট্‌বে না। গুরুসেবা ছাড়া আমার আর কোনও কৃত্য নাই; সুতরাং এই বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন কর্‌তে যদি আমাকে নাস্তিক হ'তে হয়, পশু হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের জন্য Contract ক'রে সেরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে হরিকথা-প্রচার ছেড়ে অন্য হিংসা-পরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কা'রও কথা শুন্‌ব না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্ম-বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিচূর্ণিত কর্‌বো। আমার গুরুপাদপদ্ম পরাগের একটী কণা ছড়িয়ে দিলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার-লাভ কর্‌বে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোনও সদ্বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্য-দেবতায় নাই—যা' নাকি আমার গুরুপাদপদ্মের ধূলির একটী কণা হ'তেও ভারী হ'তে পারে।"

জগদ্‌-গুরুদেবের মায়াপাশ-উন্মোচনকারিণী বজ্রগম্ভীরা এই বাণীর যাঁহারা সেবক—এই বাণীর অনুকারী না হইয়া যাঁহারা অনুগামী, এই বাণীই যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন সেই হরিজনানুগত কৃষ্ণসেবকগণ প্রভুর সুখের জন্য নিজসুখে চিরতরে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। এমন কোন কার্য্য জগতে নাই বা থাকিতে পারে না যাহা তাঁহারা গুরুসেবার জন্য—গুরু-প্রীত্যর্থে সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ। তাঁহারা গুরুর সেবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন ত' দূরের কথা যেখানে দুঃখের শেষ নাই, পাপী অসৎকর্ম্মিগণের যাহা আবাসস্থল সেই সর্ব্ব-শোকাবাহনীয় দুঃখময় নরক-বাস সাদরে বরণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইহারই নাম সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ—ইহারই নাম স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর সেবা-সন্ধান।

হরিসেবার জন্য যাঁহারা আবশ্যক হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার বা গ্রহণ করিবার বল হৃদয়ে না ধরেন, কৃষ্ণের জন্য নরকভোগ, সংসার-ভোগ, আদি বরণ করিতে না পারেন তাঁহারা বলদেবের কৃপা-লাভে বঞ্চিত—দুর্ব্বল, মায়া-কবলিত বদ্ধজীব ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁহাদের সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ—শরণাগতি বা শতকরা শত ভাগ গুরুপাদপদ্মে দেওয়া হয় নাই, নিজ সুবিধা-অসুবিধার জন্য কিছু আছে জানিতে হইবে। 'কিছু'র অভিমান যতদিন থাকিবে অর্থাৎ যতদিন জীব নিষ্কিঞ্চন না হইবে—শ্রীগুরুদেবের প্রতি ষোল আনা নির্ভর পূর্ব্বক তাঁহার উচ্ছিষ্ট-ভোজী কুক্কুরত্বে কৃষ্ণসেবা-তৃষ্ণা জীবের হৃদয় না জাগিবে ততদিন তিনি ভক্ত বা বিষ্ণুশিষ্য-নামের অযোগ্য। যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহারা যে হরিসেবার্থ পশ্চাৎপদ হন না, পরন্তু নরকবাসে কৃষ্ণ প্রীত হইলে, তাঁহারা সেই নরকজন্ম-লাভই নিত্যকাল বাসনা করেন, ইহা প্রদর্শনার্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥

সনৎকুমারাদি মুনিগণ বলিলেন—"হে ভগবন্, আমরা আপনার অভিন্ন-বিগ্রহ দ্বারক ভক্তদ্বয়ের নিকট অপরাধ করিয়াছি সেই ভক্তাপরাধ (?) (ভক্তাপরাধজাত) হেতু আমাদের নরকই প্রাপ্য। কিন্তু হে নাথ! মধুকর যেমন কণ্টকবিদ্ধ হইয়াও পদ্মপুষ্পের মধুপানে রত থাকে, আমাদের চিত্তভৃঙ্গও যদি সেই প্রকার আপনার শ্রীচরণ-কমলের মাধুর্য্য-রসাস্বাদন-সেবায়

(অতঃপর তৃতীয় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ

বোম্বেপ্রদেশের করদরাজ্যসমুহে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

কোলাপুরে মহাপ্রভু

পাদপীঠের ব্যবস্থা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজদ্বয় কোলাপুর ষ্টেটে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান ও কীর্ত্তন করিয়া যে-প্রকারে মাননীয় রাজা সাহেব ও রাজ্যের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট মহাপ্রভুর উপদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা গত ১২২ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। কোলাপুর একটী বৃহৎ করদ-রাজ্য; ইঁহার বার্ষিক রাজস্বের আয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই স্থানটী একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্র; স্থানীয় ব্যক্তিগণ বারাণসী অপেক্ষাও ইহার মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-সময়ে ঐ স্থানে যাইয়া মহালক্ষ্মী দর্শন করিয়াছেন। গৌর-শ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-বিভূষিত এই পবিত্র-স্থানে তাঁহার স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ গৌরপাদপীঠ-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের কয়েকটী তীর্থ-ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। তাঁহার বাসনা, মহাপ্রভু যে-সকল স্থানে শুভবিজয় করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটীতেই পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভুপাদের ইচ্ছা যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সাঙ্গলী ষ্টেটে প্রচারকদ্বয়

উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয় কোলাপুরে প্রচার করিয়া গত ১৯শে জুলাই সাঙ্গলী ষ্টেটে শুভবিজয় করিয়াছেন তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন। এই স্থানে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ গত ২০শে জুলাই স্থানীয় উইলিংডন-কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণকর্ত্তৃক আহূত সভায় "শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে সভার সভাপতি উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ সিয়ে এম্-এ মহোদয় স্বামীজীর বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

রাজপ্রাসাদে বক্তৃতা

গত ২২শে জুলাই রাজপ্রাসাদে মাননীয় রাজা সাহেব, মাননীয়া রাণী সাহেবা এবং উচ্চরাজকর্ম্মচারিবৃন্দ-বিমণ্ডিত বৃহতী সভায় শ্রীপাদ গিরি মহারাজ "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় এবং শ্রীপাদ নেমি মহারাজ "শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা" বিষয়ে হিন্দি-ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় রাজা সাহেব, মাননীয়া রাণী সাহেবা এবং উপস্থিত অন্যান্য সকল শ্রোতাই বক্তৃতা-শ্রবণে অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীজীদ্বয় যাঁহার আদেশ অনুসারে পরমার্থ-ভাণ্ডারের এই সকল অমূল্যরত্ন সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেছেন, সেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্যপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী-সহ ফটো গেস্-ফটোগ্রাফারগণ প্রকাশার্থ প্রার্থনা করিয়াছেন। এই দিবস স্বামীজী-দ্বয়ের বক্তৃতার পূর্ব্বে উপস্থিত সজ্জন-গণের নিকট তাঁহাদের পরিচয়প্রদান-মুখে মাননীয় রাজা সাহেবের কাউন্সিলার মিঃ আই, ডি, কোল্‌হাটকার মহোদয় ইংরেজীতে যে চমৎকার বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কোল্‌হাটকারের বক্তৃতা

গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচারবিষয়

Your Highness, Her Highness Shrimant Soubhagyavati Rani Saheb, Ladies and Gentlemen: I am directed by His Highness to introduce the distinguished guests of this evening to you all. I am simply doing the bidding of His Highness as the avowed mission of the guests is itself a sufficient passport for them to the hearts of all and so they hardly need any introduction. They both belong to the glorious school of Lord Chaitanya who flourished in India in the early part of the 16th Century. Lord Gauranga, by which Name He is more known on this side of the country, was an embodiment of the science of devotion and the teachings of Srimat Bhagvat. If Srimat Bhagvat lays down right and abstract rules of devotion Lord Chaitanya was a living practical demonstration of those principles—in other words was Shrimat Bhagvat incarnate in flesh and blood.

Strangely enough, however, on the departure of Lord Chaitanya from this world, it appears that the flash and glamour of His life left a void of darkness for 400 years and Thakur Bhaktivinode precisely 400 years after the birth of Krishna Chaitanya started his mission and revived His cult in India.

The mission now carries its activities throughout India and has established forty-two branches in the country. The mission has now got 300 preachers and today's guests are among the most important of these. They have created a following of nearly 10,000 disciples. They have adopted very modern and scientific methods for their preaching. They have six Journals entirely devoted to spiritual matters, 150 publications under an editorial board of ablest Pandits, they own three Printing Presses. They have their own Educational Institutions, they resort to lectures, lantern-slides, pictorial representations and exhibitions. They have also recently opened a monastery in London. Their preachers deliver lectures in England, Germany and France. You will thus see that their activities are not confined only to India but extend to the remotest parts of the world.

The subject of this evening's address too is very sublime. The Bhagvat Geeta is a science of action and knowledge and is manifestly the sweetest song of the Supreme Soul Lord Shree Krishna. It commands the deepest reverence not only of the people of India but the great thinkers of the West also. Srimat Bhagvat is a science of devotion. The creative genius of Srimat Vyasa was not satisfied with the creation of 18 Puranas and the Bharat. He attained eternal bliss and peace only after the creation of Bhagvat.

Gentlemen, we are all steeped in materialism and are drunk deep—probably dead—with the wine of the senses and we stand in need of occasional doses of the Spirit of Divine Love. Deep down in the sub-conscious self of everybody lives the Transcendental Divine. It is the business of the spiritual teacher to dig the surface of the super imposed rock to fan the Divine Flame within.

The Bhagvat religion has astounding potentialities, being the only universal religion of the world and India's glorious message to the world, but the Bhagvat Dharmas clarion call will yet take long time to be heard distinctly only when the din of war, race-pride, ambitions and Hitlerisms all die out at their appointed hour. Gentlemen, our present ways of devotion to the Lord smack of the spirit of barter, haggling and usurious bargaining. We cannot, therefore, blame the precepts of Bhagvat if we fail to reach the feet of Lord Krishna, for below the sense-fed three-dimensioned, time and space-woven Soul lie the deep fountains of Lord Shri Krishna's love. Lord Jesus Christ taught "you must lose to find and die to live", in other words, you must forego the evanescent to attain the eternal. The body changes every moment, the mind-frame is fickle but consciousness alone remains the same throughout. It is this pure consciousness that is the object of search of all the Scriptures.

We owe a deep debt of gratitude to your Highness who has given us this opportunity of listening to the learned discourse. I shall not be far wrong if I compare to day's court with the ancient court of Janak. I do not wish to shadow the principal speaker long and I should like to withdraw and let the full light of the speakers to glow upon you.

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম-পাট ঐ
গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
শ্রীসারস্বত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপুরুষোত্তম বাগনপাড়া, কাঁথি,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ কাঠজুড়ি, কটক
২৪। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ আলালনাথ।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীসত্য-গৌড়ীয় মঠ জগন্নাথবল্লভ পোঃ এমারহাটি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ অম্বুকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং সোনারপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। প্রয়াগগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসানন্দ গৌড়ীয় মঠ—হায়দরাবাদ।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ক্রফোর্ড রোড, চৌপাটী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অনাথ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদুরকুটীর—বিজনোর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস. বি-টি. সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৮ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, অক্ষরসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য, বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীমদ্ভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৬০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৶০
২। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৩। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৪। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৫। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৬। ভক্তপ্রবর ৷০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও
শ্রীনবদ্বীপপঞ্চক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত সানুবাদ (মাঘ) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শন সানুবাদ (রাধাকৃষ্ণীয়) ৷০
১৪। প্রেমপদ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীন-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-বর্ণন ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৬। মহাজনগীতি ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আত্মতত্ত্ব
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। [illegible]
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। [illegible] ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সংখ্যাবার্ত্তা ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ০
৫৫। ছন্দ-স্তব ৷০
৫৬। মাধুর্য্য-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭ গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুয়িং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। [illegible] ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

নগদ বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে				পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	৶৹	৶	৷৹
"	ইঞ্চি	৫৲	১৷৹	১৷৹	
"	সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
"	অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
"	১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ কণ্ঠসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

—:o:—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৶৴
২নং আটা	৪৶০—৪।৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৲

ওয়েল আয়রণ (গোল)	৬৵০—৬৷

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷
২৬ গেজ „ „	১৩
২৪ গেজ „ „	১১।
আর, পি, জি,	১৩৸৶

এসবেষ্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৪১। ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন শীট—	১১।৶
২৬ গেজ „ „	১২।৶
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৷
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷

প্যাঃ তারের জাল ১½ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷
টিন পাতি	৩।৶০—৩৸৶
„ গোলচু (গোল)	৩৷৶০—৩৸৶
„ সমানে (চৌকা)	৩৷৶০—৩৷
„গোল বড় ৶০—৷৶০ খুচরা ৫৶০—৫।৶	
„ টাবা বড়-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৷৶০—৭
„ বাড়িজ চাল	৬৶০—৭৷

মনোজ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর স্ট্রীট জোড়াপুষ্করিণী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

চাদর তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড় (ভারী) বা বীম

মার্কা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৶০—৫।০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।০—৬৸০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসন্ধানে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৩য় বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪১, ৬ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩৪শ সংখ্যা

পরলোকে প্রেসিডেণ্ট ভন হিণ্ডেনবার্গ

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, গত ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকার সময় প্রেসিডেণ্ট ভন হিণ্ডেনবার্গ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিহার ভূকম্পে সাহায্য

বিহার ভূমিকম্পে বৃটেনের প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ সম্পর্কে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, লর্ড মেয়রের ভাণ্ডারে ৫৩ হাজার পাউণ্ডের বেশী পাওয়া যায় নাই। এতদ্ভিন্ন স্যার বি, এন, মিত্র ৩৭০০ পাউণ্ড পাইয়াছেন। বৃটেন হইতে যদি আরও চাঁদা পাওয়া যায়, তবে উহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথেষ্ট কাজে লাগিবে।

প্রধানমন্ত্রী-পদে মিঃ চেম্বারলেন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পার্লামেণ্টের অধিবেশন ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত আছে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের অনুপস্থিতিতে মিঃ বলডুইন প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। তিনি ৮ই আগষ্ট তারিখে এক্স-লা-বেনে চলিয়া যাইবেন। এই সময়ে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রী কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। মিঃ চেম্বারলেন এবার স্কটল্যাণ্ডে যাইয়া ছুটি উপভোগ করিবেন।

রাণাঘাটে শিক্ষামন্ত্রী

গত ২৭শে জুলাই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিব খান বাহাদুর আজিজুল হক, নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হুক ইত্যাদি বহু সমভিব্যাহারে রাণাঘাট গমনপূর্বক বহু অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রথমে রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল অফিসে কমিশনারগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। তথায় খান বাহাদুর জনৈক ধাত্রীকে সার্টিফিকেট এবং প্রসবের সমুদয় চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি দান করেন।

তৎপরে স্থানীয় মুসলমানগণ এক অভিভাষণ পাঠ করেন। ওটার সময় খান বাহাদুর স্থানীয় ব্রজবালা বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করেন। তথায় কয়েকজন ভদ্রলোক কয়েকটী পদক এবং বিশেষ পুরস্কার দান করেন। মন্ত্রী মহাশয় তৎপর পালচৌধুরী এবং লালগোপাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। উভয় স্থানেই তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর খান বাহাদুরকে এক সান্ধ্য সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। খান বাহাদুর সেখানে বক্তৃতায় বলেন যে, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র ধর্মবিহীন নয়, উহা হৃদয়হীনও বটে। তিনি চেষ্টা করিবেন যাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন। তিনি সাধারণের স্বায় সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইজন্য তিনি সাধারণেরই প্রতিনিধি।

তৎপরে বাংলা ব্রতী সমিতির সভ্যগণ নানারূপ শারীরিক ক্রীড়া ও ব্যায়াম এবং যুযুৎসু খেলা দেখাইয়া সকলকে মোহিত করেন।

বৈকালে ফুটবল খেলা পরিদর্শনের পর খান বাহাদুর লোক্যাল বোর্ডের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। তৎপর শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার সাবডিভিসনাল অফিসার তাঁহাকে চা-পানের সভায় আহ্বান করেন। রাত্রি ৮-৫০ মিনিটে তিনি রাণাঘাট ত্যাগ করেন।

রাণাঘাটে মহিলাগণের সভা

রাণাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির উদ্যোগে রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণে গত ৩০শে জুলাই ৭টার সময় মহিলাগণের এক সভা হয়। সভায় ছায়াচিত্রযোগে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য এবং তাহাদের জীবনের প্রতিস্তরের দৃশ্য, বাঙ্গালী মহিলা জীবনের অবনতির কারণ ইত্যাদি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

সম্রাটের রৌপ্য জুবিলি

সম্রাটের সিংহাসনারোহণের রৌপ্য জুবিলি উপলক্ষে আগামী ৬ই মে ব্যাঙ্ক সমূহ বন্ধ থাকিবে। সেণ্টপল গীর্জায় এতদুপলক্ষে যে প্রধান অনুষ্ঠান হইবে, তাহা সমগ্র সাম্রাজ্যে রেডিওযোগে প্রচারিত হইবে, সম্রাটের ব্যক্তিগত বার্তা খৃষ্টমাস পর্বের মত প্রচারিত হইবে. তবে ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য সমুদ্রপারবর্তী বৃটীশ রাজ্যগুলি হইতে কোন সেনাদল আমন্ত্রিত হইবে না। বাকিংহাম প্রাসাদে ভোজ এবং বলনৃত্য হইবে। সম্রাট সমস্ত সেনা-পরিদর্শন করিবেন। জুবিলি উপলক্ষে নূতন খেতাব এবং বিশেষ পদক ও উপহার দেওয়া হইতে পারে।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই প্রথম এক-জন বৃটীশ রাজ তাঁহার রৌপ্য জুবিলি উৎসব সম্পন্ন করিবেন। ইতঃপূর্বে অনুরূপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাকালে রাজা তৃতীয় জর্জ পীড়িত এবং রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার স্বামীর শোকে অভিভূতা ছিলেন।

জেন ইঞ্জিনিয়ারের প্রাণদণ্ড

মস্কো কারখানায় অগ্নিপ্রদান এবং কল কব্জা নষ্ট করিবার অভিযোগে ৫ জন রুশ ইঞ্জিনিয়ারকে দণ্ডী করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং অপর ৬ জনকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের জন্য সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাহারা উরাল মেসিন বিল্ডিং প্লাণ্ট এর কারখানায় একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের পরামর্শে কারখানায় অগ্নি প্রদান করিয়াছিল।

জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

গত মঙ্গলবার অপরাহ্নকালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে চারিজন বিচারাধীন আসামী পলায়ন করিয়াছে। তন্মধ্যে একজন সেই দিনই ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ অপর তিনজনের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু এপর্যন্ত তাহারা ধরা পড়ে নাই।

এই সম্পর্কে পুলিশ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একজন সুবেদার ও চারিজন ওয়ার্ডারকে অভিযুক্ত করিয়াছে। তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

এক জোড়া শাড়ীর জন্য দণ্ড

শিবতলা ষ্ট্রীটের মধুনাথ দালালের দোকান হইতে একজোড়া বৃন্দাবন শাড়ী চুরি করার অভিযোগে কৃষ্ণদাস ও গোপাল দাস নামক দুই ব্যক্তি কোতয়ালীর অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমোক্ত আসামীকে একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় আসামীর মুক্তি পাইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩১

লণ্ডনের 'ডেলী মিরর' পত্রের ৫ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ, গত ৪ঠা জুলাই বাঙ্গালার মহামান্য গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের সভাপতিত্বে বিপ্লব প্রচেষ্টা দমন সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মচারীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বিভাগীয় কমিশনারগণ এবং বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন সৈন্যদলের 'কমাণ্ডেটগণ' উপস্থিত ছিলেন। স্থির হইয়াছে যে, বিপ্লব দমনের জন্য এই সভায় আরও নূতন উপায় এবং 'ড্রাসটিক ডিসিসন' অবলম্বিত হইবে। বিপ্লব-দমন সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কেহই আপত্তি করিবেন না। অথচ এই সংবাদটী কোন দেশীয় কাগজে প্রকাশার্থে দেওয়া হইল না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

'ডেলী মিরর' এ আরও প্রকাশ, আগামী মাসে বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই স্যার জন এণ্ডারসন, টেররিষ্ট দলগুলি বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার এই সঙ্কল্পের সহিত স্বদেশের কল্যাণকামী বে-সরকারী ব্যক্তিগণও একমত। এই অনিষ্টকর ও নিষ্ফল পথ হইতে দেশের যুবকগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশীয় কাগজসমূহ অনুরোধ করিয়াছেন। যে শক্তি দ্বারা দেশের কৃষি শিল্প প্রভৃতির প্রভূত উপকার হইতে পারিত তাহার শোচনীয় অপব্যয় দেখিয়া ক্ষোভে অশ্রুবর্ষণ করেন না, এমন ব্যক্তি দেশে বিরল। অত্যাচারমূলক বড়যন্ত্র দ্বারা দেশ স্বাধীন হওয়া দূরে থাকুক, তাহা দ্বারা জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হয় মাত্র।

কোয়াইট পেপার ও বাঁটোয়ারা—এ দুই-এরই তীব্র প্রতিবাদ এবং সাম্প্রদায়িক আপোষ রক্ষার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত আণে 'ন্যাশনালিষ্ট দল' গঠন করিতেছেন। এই দলের বিজ্ঞাপন শীঘ্রই প্রচারিত হইবে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সহিত এসেম্বলীতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী জাতীয়তাবাদী অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন পথ। একথা বোধ হয় ভগবান্ অস্বীকার করেন নাই।

'ষ্টেটসম্যান' পত্রে প্রকাশ, ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশসমূহের—বিশেষভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা উপনিবেশের প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে উদারতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্জ্জগ একটী বক্তৃতায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। জেনারেল হার্জ্জগ বলিয়াছেন যে, "ষ্টাটিউট অব ওয়েষ্টমিনষ্টার" দ্বারা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট উপনিবেশসমূহের উপর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এই ষ্টাটিউটের সুযোগ লইয়াই কয়েক মাস পূর্ব্বে "ষ্টেটাস অ্যাক্ট" পাশ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে যে সাহস ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, জেনারেল হার্জ্জগ তাহার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবাসিগণ এই প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর কখন পাইবেন।

নিয়োগ ও বদলী

বিদায়ভোগী সব-ডেপুটী কালেক্টর বাবু জলধর ঘোষকে প্রেসিডেন্সী বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী সব-ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ওবায়েদুল হককে ঢাকা বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দিলীপ প্রসাদ নাগকে বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী এ এম এস মাসুদ ও বাবু শৈলেশচন্দ্র চাটার্জ্জীকে রাজসাহী বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী হাফিজুল হককে চট্টগ্রাম বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

জেলা কানুনগো বাবু যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ও কো-অপারেটিভ সোসাইটীর ইন্সপেক্টর মৌলবী হাফিজুল হককে সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহারা বর্ত্তমানে শিক্ষানবীশ থাকিবেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বীরেন্দ্রমোহন ঘোষকে অস্থায়ীভাবে ২৪পরগণা সদরে নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ মহতাবুদ্দীনকে নেত্রকোণায় ময়মনসিংহ মহকুমায় নিযুক্ত করা হইল। ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী চৌধুরী আফসর আলীকে ঐ জিলার সদর মহকুমার ভার অর্পণ করা হইল।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনকে ঐ জিলার শিলিগুড়ি মহকুমার ভার অর্পণ করা হইল।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শরৎনাথ সেনকে অস্থায়ীভাবে নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমার ভার অর্পণ করা হইল। ইহা দ্বারা ৩১ জুলাইয়ের আদেশ বাতিল হইল।

বিচার বিভাগ.

ঢাকা সহরের মুন্সেফ বাবু ব্রজেন্দ্রলাল সরকারকে চট্টগ্রাম জিলায় সদর মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

নদীয়ার অস্থায়ী অতিরিক্ত সবজজ ও সহকারী দায়রা জজ ক্ষিতিশচন্দ্রনাথ মিত্রকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ঐ জিলার সবজজ ও সহকারী দায়রা জজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

নদীয়ার অস্থায়ী সবজজ বাবু নিকুঞ্জ বিহারী ব্যানার্জ্জিকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ঐ জিলার অতিরিক্ত সবজজের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বহরমপুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ বাবু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে হুগলী, আরামবাগ মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বীরভূম, বোলপুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ বাবু কুমুদেন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যকে বাঁকুড়া জিলায় কত্রার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বীরভূম রামপুরহাটের মুন্সেফ বাবু গৌরীপদ মুখার্জ্জীকে ঐ জিলার দুবরাজপুরের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বীরভূম, দুবরাজপুরের মুন্সেফ বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ঐ জিলার রামপুরহাটের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

পাবনার ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ বাবু হিমাংশুবিকাশ বসুকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত রামপুরহাটের অতিরিক্ত মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইল।

পুলিশ

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু ভূপেন্দ্রনাথ সরকারকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করা হইল।

চিকিৎসা

জলপাইগুড়ি জ্যাক্সন মেডিকেল স্কুলের এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন ডাঃ গোষ্ঠবিহারী ভাদুড়ীকে ঐ স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ঐ জিলার সিভিল সার্জ্জেনের পদে নিযুক্ত করা হইল। তাঁহাকে এই কাজ অতিরিক্তভাবে করিতে হইবে।

শিক্ষা

ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন মিঃ যে এম, বটমলির স্থলে ডাঃ ডবলিউ এ জেঙ্কিন্সকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইল। মিঃ জেঙ্কিন্স বর্ত্তমানে বিদায় ভোগ করিতেছেন।

ডাঃ ডবলিউ এ জেঙ্কিন্সের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সহকারী ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন মিঃ অপূর্ব্বকুমার চন্দ ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসনের পদে কাজ করিবেন।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ জিতেন্দ্রমোহন সেন সহকারী ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসনের পদে কাজ করিবেন।

বাখরগঞ্জের স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলবী আফতাবুদ্দীন আহমদ বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগের স্পেশাল অফিসারের পদে কাজ করিবেন।

প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের (মুসলমান শিক্ষা) অস্থায়ী সহকারী স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস মিসেস কামনা ভদ্রকে কলিকাতা বেথুন কলেজের অধ্যাপকের লেকচারার নিযুক্ত করা হইল।

বিদায়ভোগী মিঃ কে এইচ ব্যানার্জি আই-ই-এসকে ঢাকা বি-টি কলেজের প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত করা হইল।

(কলিকাতা গেজেট)

পলাতক সৈন্যের কারাদণ্ড

জব্বলপুরের সংবাদে প্রকাশ, বিনা অনুমতিতে রেজিমেণ্ট হইতে চলিয়া যাওয়ার এবং সামরিক শৃঙ্খলা অমান্য করিয়া সম্পত্তি নষ্ট করিবার অপরাধে জিলা সামরিক আদালত প্রাইভেট সিকার্ট টিথার, উইলিয়ম এলবাট, বিশপ ও রবার্ট হিল্টকে ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহাদিগকে ভারতবর্ষেই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তাহারা কোনও পেন্সন পাইবে না। তাহাদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩০৭৷০ করিয়া দিতে হইবে। ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কোনও বেতন দেওয়া হইবে না।

গত ২০শে জুন জব্বলপুর ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সম্মুখে সৈনিকগণের গুলী চালনার জন্য যেনা সামরিক আদালতে উক্ত সৈনিকদের বিচার হয়। ঐ তিনজন সৈন্যই কিংস রেজিমেণ্ট সৈন্যদলের প্রথম ব্যাটালিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহারা রিভলভার ও গোলাবারুদ লইয়া সৈন্যদল হইতে পলায়ন করে। পুলিশ সৈন্যদের পলায়নের কথা প্রথমে জানাইয়া দেয় এবং সংবাদে সাবধান করিয়া দেয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১১ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১৩৫৭ সংখ্যা

প্রচ

কটকে

গত ২৮শে জুলাই শনিবার কটকের সুপ্রসিদ্ধ উৎকল-সাহিত্যমন্দির 'শ্রীরামচন্দ্র-ভবন'-এ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়দ্বয়ের "শ্রীনামভজন" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্থানীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর একান্ত অনুরোধে মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অনুমত্যনু-সারে সভাপতি প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি,এল, মহোদয়ের ইচ্ছায় পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সমাগত প্রায় পঞ্চশতাধিক শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে 'শ্রীনামভজন'-সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত সরল ভাষায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর বাল্যলীলার কিয়দংশ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতামুখে বুঝাইয়া দেন।

বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে বক্তৃমহোদয়দ্বয়কে সম্মান-সূচক ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহাদের বক্তৃতার বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি পূর্ব্বক ইহাই যে বর্ত্তমান যুগের একমাত্র সার্ব্বজনীন, নিত্যকল্যাণপ্রদ এবং ভজনের সুগম পন্থা তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কুচবিহারে

বিগত ৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ব্রহ্মা ধেনুবৎস ও রাখাল বালকদিগকে হরণ করিয়া মায়া-শয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা সম্বৎসর মধ্যে উত্থিত হন নাই। অতএব তাঁহার মায়ায় মোহিত বালকগণের অতিরিক্ত তাঁহাদের সমসংখ্যক এই সকল বালক ও ধেনুবৎস পুনরায় কোথা হইতে আসিলেন, ইঁহারা এক বৎসরকাল যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন? ব্রহ্মা এইরূপে বহু কাল চিন্তা করিয়াও প্রকৃত এবং কৃষ্ণকল্পিত বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য এবং কাহারা অসত্য তাহা কোনরূপেই জানিতে সমর্থ হইলেন না।

ব্রহ্মা স্বয়ং মোহহীন পরন্তু বিশ্বের মোহজনক শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়া বিষ্ণুর মায়াবলে স্বয়ংই এইরূপ মোহগ্রস্ত হইলেন। দিবাভাগে খদ্যোতের আলোক সূর্য্যালোকের নিকট যেরূপ তিরস্কৃত হয়, সেইরূপ নিকৃষ্টা মায়া মহা-পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া কিছুই করিতে পারে না, পরন্ত নিজেরই সামর্থ্য নাশ করে, ব্রহ্মার এই লীলা দ্বারা উহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমানকালেও ইহ সংসারে এইরূপে মায়ামোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় আসুরিক প্রবৃত্তি-চরিতার্থের জন্য বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণকে মুগ্ধ করিয়া নিজের দল ভারী করিবার ধৃষ্টতা দেখায়; তৎফলস্বরূপ নিজেরাই ততোধিক মায়ান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বকর্ম্ম-ফল-প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করে।

শ্রীধামে

গত ১লা আগষ্ট শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, মানব স্বীয় রুচির অনুকূল-স্বভাবক্রমে বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। নিজ নিজ বিচারে যেরূপ কামনার উদয় হয় তদ্রূপ কামপরিতৃপ্তির জন্য উপাস্য বস্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পিত হয়। দেবগণ তাঁহাদের নিজ নিজ পূজকগণের কামনা পরিতৃপ্তি করেন। শাস্ত্র বলেন, সত্ত্বের সহিত রজোগুণের মিশ্রণে সূর্য্যোপাসনা, সত্ত্বের সহিত তমো-গুণের মিশ্রণে গণেশোপাসনা, রজোগুণের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে শক্তির উপাসনা, তমোগুণে শিবোপাসনা এবং কেবল রজো-গুণে সর্ব্বশ্রেণীর উপাসনাময়ী রুচির উদয় হয়।

বিভিন্ন রুচির উপযোগিতাক্রমে উপাস্য ও উপাসকের সমশীলতা। সত্ত্বরজোমিশ্র-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ লৌকিক ধর্ম্মকে প্রাপ্য জ্ঞান করেন। সত্ত্বতমঃ স্বভাবে গণেশের উপাসনায় অর্থপ্রাপ্ত্যাশা, রজস্তম-প্রভাবে কাম-পরিতৃপ্তির জন্য শক্ত্যুপাসনা এবং তমঃ-স্বভাবে মোক্ষাকাঙ্ক্ষায় শিবোপাসনায় রুচি হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর উপাসনায় কোন কামনা নাই। ভোগপর উদ্দেশ্যে কামনার জন্য অন্য দেবগণের [illegible] সেবা করিতে হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তস্বরূপ সেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। নিত্যধর্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই বিষ্ণুস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম-পরি-তৃপ্তির [illegible] অন্য দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্তি হয়। [illegible] কালে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন। যজ্ঞের যাজকগণ যক্ষলোক লাভ করেন। তাৎকালিক বাসনাবশে জীবের ঐ প্রকার নশ্বর গতি লাভ হয়। কর্ম্মনাশে জীবের স্বরূপধর্ম্ম তৎকালে লুপ্ত হওয়ায় জীব স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর দ্বারা সুখদুঃখ ভোগ করেন।

দৃশ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দর্শনে জীবগণ অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে ছাড়িয়া বৃথা অন্য [illegible] জ্ঞানে বাসুদেবে প্রতিষ্ঠিত হন না। বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় অভিনিবেশ অনিত্য-অজ্ঞানপুষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ব্যাঘাত-কারক। জীব অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানী হইলে সমস্ত বৈচিত্র্য চিদ্বৈচিত্র্যপর বুঝিতে পারেন। বাসুদেবাতিরিক্ত বস্তুজ্ঞানই দ্বিতীয়াভিনিবেশ, উহা বাসুদেবের মায়া। সেই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা দুইটী শক্তি। রজোগুণ-তমোগুণ দ্বারা চালিত না হইয়া যদি কেহ বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারেন যে, জীবের যাবতীয় বুদ্ধি বাসুদেবপর। বিষয়মাত্রই বাসুদেব বাসুদেব-সম্বন্ধরহিত আসক্তিই মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মিকা মায়া-শক্তি।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ শ্রীধর সম্বাদের সম্বৎ ৪৪৮

শান্তি পাই না কেন ?

শান্তি বা সুখ চায় না এমন লোক জগতে নাই। চিরকাল জীবের স্বরূপে শান্তি বিরাজমান। ভগবান্ কৃষ্ণই পূর্ণ-শান্তির আধার এবং তাঁহার সেবকস্বরে জীব স্বরূপতঃ শান্তির অধিকারী। শান্তি এ জগতের বস্তু নয়। এজগতে শাস্তাতাপ, ছায়াশান্তি বা দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই আমরা শান্তি বলিয়া থাকি। কিন্তু অশান্তির কোন কথাই যেখানে নাই, সেবা ব্যতীত ভোগের কোন কথাই যেখানে স্থান পায় না, স্বরূপের বৃত্তি যেখানে জাগ্রত, শান্তিময়ের সহিত অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় যাহা সতত যুক্ত সেই নিত্যধাম অধর্ব্ব শান্ত এবং তদুর আনন্দপূর্ণ ভাবই শান্তি বলিয়া কথিত।

———

আমরা প্রায় সকলেই শান্তি চাই বটে, কিন্তু শান্তির স্বরূপ বা অবস্থান-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকায় আমরা শান্তি-লাভে বঞ্চিত। বিবর্ত্তই জীবের শান্তিলাভের প্রধান কণ্টক। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ জল চায় বটে কিন্তু মরুভূমিতে জলান্বেষণ করিতে গিয়া মরীচিকাকে জলবোধে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইয়া অবশেষে প্রাণ হারায়, তাহার তৃষ্ণা মিটে না। জলহীন মরুভূমিতে জলান্বেষণের চেষ্টা যেরূপ ফলবতী হয় না, মরুভূমি-সদৃশ দুঃখাগার এই সংসারে শান্তিসন্ধানও তদ্রূপ বৃথাশ্রম মাত্র। বদ্ধজীব আমরা— শান্তির কাঙ্গাল আমরা দুঃখাক্রান্ত হইয়া দুঃখাপনোদনের আশায় এই সংসার-মরুতে শান্তি-সন্ধান করিতেছি বটে—স্বরূপ-জ্ঞান বশতঃ অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইয়া মায়ান্ধকারেই শান্তির আলোক পাওয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া নিরাশায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছি বটে কিন্তু মায়া-মরীচিকাকে শান্তি-জলাধার মনে করায় সেই শ্রম সম্পূর্ণ হইতেছে, শান্তিলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ এমন দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বৃথায় হারাইতে বসিয়াছি।

শান্তি দ্বিবিধ—নিত্যা ও অনিত্যা। অনিত্যা শান্তি এজগতের এবং নিত্যা শান্তি বৈকুণ্ঠে সম্ভব। এখানকার শান্তি ভোগরূপ, বহু দুঃখমিশ্রিত এবং তথাকার শান্তি—সেবারূপ ও সুখময়ী। অনিত্য-শান্তিলাভের বস্তু দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্রাদি ও ধন-জন-সম্পত্তি; আর নিত্যা শান্তির বস্তু—কৃষ্ণ, শ্রীগুরুদেব এবং গুরুসেবক বৈষ্ণবগণ। জড়শান্তি—বহির্ম্মুখ ভোগস্বরূপা, জীবাত্মধ্বংসিনী আর পরা শান্তি—মঙ্গলস্বরূপিণী, জীবোদ্ধারিণী, অমৃতস্বরূপিণী। একটী—মায়ামুখী, অপরটী কৃষ্ণমুখী, একটী—ভোগ-ত্যাগ মূলা, অপরটী —ভক্তিমূলা, একটী—দুঃখোৎসবাহিনী ও অপরটী—আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধিনী।

———

অতএব অতি-প্রমত্ত আমরা এই জগতেই শান্তি অনুসন্ধান করিতেছি বলিয়া শান্তি পাইতেছি না বা কোন কালে পাইবও না। সেইজন্যই পরম করুণাময় ভগবান আমাদিগকে শান্তি প্রদান করিবার জন্য এজগতে কখনও স্বয়ং আসেন আবার কখনও বা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম নিজজনকে জগতে প্রেরণ করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ শান্তির আধার, শান্তিময়, শান্তিদাতা ও শান্তি-সন্ধান-প্রদাতা। তৃষ্ণার্ত্ত পিপাসিত জলাধারে গিয়া জলপান করিলে যেরূপ তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়, বস্ত্রকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জলের দ্বারা যেরূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় তদ্রূপ শান্তির কাঙ্গাল আমরা—অশান্তি-অগ্নিতে দগ্ধমান আমরাও যদি শান্তির আধার, অশান্তিনাশক, মঙ্গলময়, শান্তির গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম-জলে না রহে অভিষিক্ত হইতে পারি তাহা হইলে শান্তিলাভ যে অনিবার্য্য ইহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না।

কিন্তু আমি যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার তৃষ্ণা মিটিবে কি না এই আশঙ্কায় জলপান না করি তাহাতে যেমন আমার তৃষ্ণা কোন দিন মিটে না তদ্রূপ ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপক চিন্ময়শান্তি-সলিল-বিশিষ্ট শান্ত্যাধার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সমীপে আসিয়া যদি আমরা তচ্চরণে সম্বন্ধ বিশিষ্ট না হইয়া মন্দমতের বিচার-তৎপরতা-প্রযুক্ত গুরুসেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ না করি, তদ্বস্তুর প্রতি সেবাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যস্ত হই —অচিন্ত্য গুরুরূপী কৃষ্ণ বা বৈষ্ণবগণকে আমার চিন্তার মাপকাঠিতে আনিয়া মাপিতে যাই তাহা হইলে আমার অনর্থের প্রাবল্য বশতঃ আর গুরুকৃষ্ণ-সেবায় বঞ্চিত হইব—আমার তৃষ্ণা মিটিবে না, শান্তিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। সেইজন্য শাস্ত্র শান্তিলাভের একমাত্র উপায় ভজনপথের প্রবেশের প্রথমেই সদ্গুরু-চরণাশ্রয়, তৎপরে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-শিক্ষা-গ্রহণান্তে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিতে করিতে জাগতিক অভিমান বা অশান্তি আদি দূরীভূত হইবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের, গুরুপাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কেহই নাই এইরূপ সদ্বুদ্ধি-সূত্রের দ্বারা গুরুপাদপদ্মকে সম্যগ্রূপে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া গুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলেই শান্তি অনায়াসেই জীবের করতলগত হয় এবং তখন শান্ত কৃতকৃত্য জীব নিশ্চিন্তে বাস করিতে পারেন। কিন্তু সাধুর এই কথায় অবহেলা করিয়া গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, অশান্তি-অগ্নি ভীষণভাবে প্রজ্বলিত হইয়া জীব-হৃদয়কে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ করে এবং নানা যোনি ভ্রমণ করাইয়া কষ্ট দেয়। তাই কোনও মহাজন গাহিয়াছেন,—

অবতার-সার গোরা অবতার
কেন না ভজিলে তাঁরে।
করি নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাঁহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি
নাসাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি' কাঠ চুষিলি
কেমনে পাইবি মিঠ॥
হার বলিয়া গলায় পরিলি
শমন-কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি
পাইলি বজর-তাপ॥
সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল দুকাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা॥

বদ্ধজীবের স্বাভাবিকী গতি – বিষয়-বিষের দিকে—মায়ার দিকে। মায়ার এই সুসজ্জিত রূপরসাদি বিষয়-টোপকেই জীব অমৃত বলিয়া মনে করে, তাই অমৃতস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এ ভূতলে আগমন করিলেও সেই গুরুবৈষ্ণবগণকে বিষবৎ মনে হয়। এমতাবস্থায় উঁহাদের আনুগত্য সহকারে সতত নিষ্কপট সেবাই যে জীবের মঙ্গল-উদ্বোধক একথা শ্রীমদ্ভাগবত 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোকে জানাইয়াছেন। যখন শাস্ত্রই সাধু, শাস্ত্রই জীবের মঙ্গলের নিদান, শাস্ত্রই উপদেষ্টা, শাস্ত্রই গুরু, শাস্ত্রই পথপ্রদর্শক, শাস্ত্রই শান্তিসন্ধানদাতা তখন শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়তা স্থাপন পূর্ব্বক গুরুবাক্যকে শান্তিলাভের উপায় বলিয়া জানাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আমরা কেন শান্তি পাই না এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে পরা শান্তি লাভ করিতে পারিব এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

———

পরম ধর্ম্ম হরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে জীবাত্মা শান্তি পান না। ভোগপর ও ভগবদ্-পরভেদে বিবিধ ধর্ম্ম জগতে প্রচলিত থাকায়, বদ্ধজীব আমরা ভোগপর অপর ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়তর্পণরূপা অভক্তিকেই পরমধর্ম্ম মনে করি বলিয়া আত্মা সুপ্রসন্ন হন না। সেবা-বিস্মৃতিবশতঃ ভোগী হইয়া জীব ভোগান্ধ আপনাকে ভোক্তা ভগবান্ মনে করে। জীবের এই অজ্ঞ জ্ঞান ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগায়তন বস্তুর প্রভুত্ব করিবার জন্য জীবকে পরামর্শ দেয়। অশুচিৎ জীব গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইলে-ভোগময়ী বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোক্ষজের সেবা করিতে সমর্থ হন। জড়োপাধি-নাশ হইলে শ্রীগুরু-দেবের পূর্ণ-কৃপালাভে অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সম্বন্ধ-সমর্পণের পূর্ণ পর্য্যন্ত জীবকে সেবায় নানাভাবে বাধা প্রদান করে বলিয়া জীব শান্তিজননী, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা-গ্রহণে অসমর্থতা-প্রযুক্ত অশান্তি ভোগ করে। অবিচ্ছিন্ন-তৈল-ধারার ন্যায় অপ্রতিহত-সেবা-স্রোত জীবহৃদয়ে প্রবাহিত হইলে আনন্দময়-বিগ্রহ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সতত যুক্ত থাকায় ফলে শান্তিবারি নিরন্তর অনন্তভাবে বর্ষিত হওয়ায় জীব চিরতরে অশান্তি-নির্ম্মুক্ত বা কৃষ্ণেতর-স্পৃহা-রহিত হয়। সুতরাং ভক্তিমূলা ভগবৎ-সেবা ব্যতীত জীবের প্রসন্নতার সম্ভাবনা নাই।

আপত্তি কি ?

(শ্রীযুত বিলাসবিগ্রহ ব্রজাধিকারী)

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা লইলে আপত্তি কি ? আর পয়সা না লইলে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের উদরান্নেরই বা ব্যবস্থা কি ? তাঁহারা ত' আর পবন ভক্ষণ করিয়া আমাদের গৃহে গৃহে পাঠ করিয়া বেড়াইবেন না ? তাঁহাদের যদি Condemn করা হয় তাহা হইলে ফলে দাঁড়াইবে—গীতা, ভাগবত শ্রবণ করিয়া যে টুকু ধর্ম্মভাব লোকের ভিতর অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে সে-টুকুও লোপ পাইবে।

———

পরন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহা-প্রভুর লীলাতেও আমরা দেখিতে পাই, তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে অধ্যাপনা করিতে গিয়াছিলেন,' সেই সময় তথাকার বহু

শিবানন্দ ব্রাহ্মণ উপায়ন-হস্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পরে সেখান হইতে গৃহে ফিরিবার সময় সকলেই যথাসাধ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহা পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা—

'তবে সুখে প্রভু আসিবেন,'—
'হেন শুনি'।
যার যেন শক্তি, সবে দিলা ধন আনি'॥
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল, বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যত ছিল যা'র ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি' দিলেন প্রভুরে॥
প্রভুও সবার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করি'।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

(চৈঃ ভাঃ অ ১৪।১১০-১১৩)

যখন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ লীলা দেখাইয়াছিলেন এবং শাস্ত্রেও যখন আমরা ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তির মধ্যে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি দেখিতে পাই তখন ইহাতে আপত্তি করা কি যুক্তিযুক্ত?

আমরা যদি প্রকৃত শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অনুসন্ধান না করিয়া আমাদেরই সমশীল ব্যক্তিগণের সহিত যুক্তি-পরামর্শে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইব। কিন্তু তাহা পরিহার করিয়া প্রকৃত মর্ম্ম অনুসন্ধান করিলে দেখিব, বিদ্যা দ্বিবিধা অর্থাৎ পরা ও অপরা। ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, জ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি যত কিছু ইন্দ্রিয়ার্থ-কর সকলই অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। এবং আত্মধর্ম্মের কথা যে শিক্ষার উদ্দিষ্ট হয় তাহাই নাম পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা।

অতএব অধ্যাপন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের যাহা শাস্ত্রীয় বিধান, তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। সুতরাং সেকালে ব্যাকরণের অধ্যাপক-লীলা-অভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিগ্রহ-কার্য্য নিন্দনীয় নহে; এবং যাঁহারা অপরা বিদ্যার অধ্যাপনা করিয়া অর্থাদিগ্রহণ করেন তাঁহাদিগের কার্য্যও নিন্দনীয় নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত, ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং উহা পরা বিদ্যার অন্তর্গত। ভাগবত-জীবন-লাভই শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এইজন্য ভাগবতকে পণ্য-দ্রব্য-রূপে ব্যবহার করিতে শ্রীমদ্ভাগবতেই নিষেধ আছে। কেন না, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকারী তাঁহারা আত্মধর্ম্ম-প্রচারক। তাঁহারা যদি কোনরূপ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে প্রকৃত সত্যকথা প্রচারিত না হইয়া শ্রবণ ও কীর্ত্তন-কারীদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র হইবে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমল পুরাণের প্রচারক হইতে হইলে জাগতিক লালসাশূন্য বিশুদ্ধ-চরিত্র ভক্ত-ভাগবত হওয়া উচিত। ভক্ত-ভাগবত ভিন্ন গ্রন্থ-ভাগবত অনুভব করিতে বা করাইতে কেহ সমর্থ নহে। সমল ব্যক্তি কখন অমল কথা কহিতে পারে না। কহিতে প্রবৃত্ত হইলেও তদ্দ্বারা জগতের হিতের পরিবর্ত্তে অহিতই হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির কার্য্যে আপত্তি করাই সজ্জনব্যক্তি-মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মহাপ্রভুর জন্মভূমি

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ)

কায়স্থ-পত্রিকার ফাল্গুন (১৩৪০) সংখ্যার 'চয়নিকা' স্তম্ভে শ্রীএজমোহন দাস কৃত "শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান-নিরূপণ" বিষয়ক যে সকল উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটিরই কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল দাসজীর স্বকপোলকল্পিত মতবাদ অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

———

দাসজী লিখিয়াছেন,—"বল্লালনগর ও নবদ্বীপের মধ্যভাগে গঙ্গাজল প্রবাহিত থাকায় যে উভয়স্থান অর্থাৎ বল্লালনগর ও নবদ্বীপ ৭৬৫ বৎসর পূর্ব্বে পরস্পর পৃথক্ চৌহদ্দীবিশিষ্ট ছিল, ইহা ঐতিহাসিক বিবরণাদি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।"

———

এই উক্তিতে 'গঙ্গাজল' শব্দের দ্বারা কি উদ্দিষ্ট হইয়াছে? আর ঐতিহাসিক বিবরণাদিই বা কি ও কোন্ অকাট্য প্রমাণমূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহা দাসজী প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু উহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

কায়স্থ-সমাজের উজ্জ্বল-প্রদীপ রাজা রাজনারায়ণ মিত্র (আন্দুলের) বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে নবদ্বীপ ও বহু স্থানের বহু বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরসম্বলিত পত্রিকাযুক্ত যে "কায়স্থ-কৌস্তভ" গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া আমাদের সমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে সুদৃঢ় ও অবিসম্বাদিত-প্রমাণ মূলে সেন-রাজবংশীয়গণের রাজধানীতেই যে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান মায়াপুর অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে।—"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব-উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী-'মায়ায়াম্' এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার একনাম মায়াপুর। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ'—ইতি উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র"—(কায়স্থ-কৌস্তভ ৯৮ পৃষ্ঠা)।

———

"লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন"—(কায়স্থকৌস্তভ ১২৯ পৃষ্ঠা)।

"নবদ্বীপ গঙ্গা-বেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। ইহার এক নাম মায়াপুর শাস্ত্রে কহিয়াছেন।" (কায়স্থকৌস্তভ ১২৩ পৃষ্ঠা)।

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজ-
গণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী পরিবারিতে॥
(অনন্তসংহিতা ৫৭ অধ্যায়। কায়স্থ-কৌস্তভ ১২৪ ও ১৩০ পৃষ্ঠা)।

———

ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা এবং গঙ্গাবাসের জন্য ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রাতঃ-স্মরণীয়, কায়স্থকুলের অদ্বিতীয় গৌরব-ভাস্কর রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ নগরকে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান অধ্যুষিত কাজিপাড়া, মোল্লাপাড়া, সিংগাপাড়া প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া দাসজী শুধু যে ঐতিহাসিক বিবরণের প্রামাণিকতা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু মহারাজ বল্লালসেনের গৌরবকে হীনপ্রভ করিবার চেষ্টা করিয়া স্বধর্ম্মানুরাগী কায়স্থগণের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছেন। দাসজীর এরূপ চেষ্টাকে আমরা আদৌ প্রশংসা করিতে পারি না। বল্লালসেনের এই নবদ্বীপ নগরে মুসলমান-বসবাস অনেক পরের ঘটনা।

———

যাহা হউক, এই নবদ্বীপ নগরে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের অবস্থিতি-বিষয়ে আধুনিক প্রমাণ অনুসন্ধান করিলেও ইহার অনেক অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়

———

হাণ্টার সাহেব Imperial Gazeteer 1880) এ লিখিয়াছেন—

"Nadia (Navadwip), ancient capital of Nadia District and the residence of Lakshman Sen According to local legend the town was founded in 1063 by Lakshman Sen. Here in the end of the 15th century was born the Great Reformer Chaitanya.'

শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি ১৯২৯ ইংরাজী সালে (১) হিন্দু-মুসলমান পক্ষের প্রতিবাদ এবং (২) শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি-নির্ণয়-সমিতির তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারকনাথ রায়ের একমাত্র সুপারিসে উক্ত মিঞাপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীমায়াপুর নামে ডাক-বিভাগদ্বারা ঘোষিত হওয়ায় ঐতিহাসিক বিবরণ প্রভৃতি সেখানেই অনাদৃত হইয়াছে!!"

———

যাঁহারা প্রকৃত ঘটনা জানেন না, দাস মহাশয়ের এই উক্তি তাঁহাদিগকে সাময়িকভাবে বিক্ষিপ্ত করিলেও যাঁহারা এতদ্বিষয়ে সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, বঙ্গদেশের গোয়েন্দাচার জেনারেল বাহাদুর নদীয়া জেলার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট (সম্প্রতি রায় বাহাদুর) শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট এতদ্বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানার্থ পাঠালে ইংরাজী ১৯২৯ সালের ২৮শে আগষ্ট কৃষ্ণনগর আদালতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর শ্রীমায়াপুরের পক্ষপাতী ও প্রতিবাদকারী উভয় সম্প্রদায়কে আহ্বান করেন। শ্রীধাম-বিরোধী সম্প্রদায় নানা-প্রকার অবৈধ উপায়, প্ররোচনা, এমন কি, সাধারণ হিন্দু ও অহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাৎকালিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অবৈধ সুযোগ লইয়া কতিপয় লোককে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলেও শ্রীধাম মায়াপুরের সমগ্র হিন্দু ও অহিন্দু সম্প্রদায়, নবদ্বীপ, পুষ্করিণী, সমুদ্রগড়, বামনপুকুর, চাঁপাহাটী, কৃষ্ণনগর ও নদীয়া জেলার শত শত গণ্যমান্য হিন্দু ও মুসলমান, বঙ্গবিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভারত-বহির্ভূত বহু স্থানের সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বল্লালদীঘির নিকটস্থ স্থানকেই একবাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করেন। হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের শত শত ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত নাম এখনও কৃষ্ণনগর আদালতের ফাইলে শ্রীযুক্ত দাসজীর সত্যাপলাপকারী উক্তির প্রতিবাদরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিবে

মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ঐ দিবস কৃষ্ণনগর আদালতে উভয় পক্ষের লোকদিগকে আহ্বান করিয়া সমস্ত তথ্য এবং বহু ঐতিহাসিক কোটালিক প্রামাণ্যাদির অনুসন্ধান করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের পক্ষ হইতে বহু বহু প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ, বহু প্রাচীন দলিলপত্র, গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড, মানচিত্র প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগোপীনাথ ঐ
৩। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। [illegible] মঠ পোঃ [illegible], হুগলী।
৯। [illegible] পাট—পোঃ [illegible],
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible], ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, [illegible] ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্ব-গৌড়ীয় মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পঃ গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ [illegible] পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জয়পুর, পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীব্যাসো-গৌড়ীয় মঠ—৫২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীপ্রয়াগ-গৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নবাব ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রিন্সেস স্ট্রীট ৩, ছোটানী বিল্ডিং, ২নং বাংলো, বোম্বে—১,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমায় গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদ্বৎকুটীর—বিজনোর ষ্টট, শিলং

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৯ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদসূচী, ভাবসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২ বারটাকা স্থলে—৬ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৷৶০
২। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬
৩। আম্নায়সূত্রসংহিতা (বাঁধা) ১
৪। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৫। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৶০
৬। শ্রুতিবৈভব ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
১২। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (ভাষ্য) ২
১৩। [illegible] (প্রাকৃত শব্দকোষ) ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীপ-নিদর্শন ৷০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৷১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৷০
৩০। গীতাবলী ৷০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৷০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৷০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৷০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৷০
৩৬। মহাভারতাৎপর্য্য ৷০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৷১০
৩৮। অক্ষরকণ ৶১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী মাধুর্য্য ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৪৬। ভজনরহস্যবৃত্তি বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৷০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিক্তঃ ৷০
৫৪। মণিক-নিষ্পাদনসূত্রম ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ৷০
৫৬। মাধুর্য্য-নিষ্কাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠচয় (?) ৷০
৫৮। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। ভাগবত্‌ম ৷০
৬১। বিদেহী ও ওয়ার্ক্‌স্‌ ৷৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ৷০
৬৪। রেপোর্ট গৌড়ীয়মঠ টিল জুলাই ৷০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। রয়েটিক প্রিন্সিপল্‌ এ্যাণ্ড আর্কেডেড ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমূল্য ভাষা) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৷১০
৭২। গীতাবলী ৷০
৭৩। শরণাগতি ৷০

আসামিয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

মা ও শিশুর জন্য
রবিনসনের
'পেটেন্ট' বার্লি
B. 1.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদের পৃষ্ঠা	প্রথম ও দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৵০	।৵	।০
" " ইঞ্চি		১॥০	১॥০	
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		
" ১ কলম	১২৲	৬৲	১০	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৬৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

-০:::০:::০-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও
অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্মনিষ্ট' ও বিবিধ সদ্গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট্, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	১—৭	৭—১৬,	৯—৪৭	১৫—৬	১৬—৫৪,
বাগবাজার	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৯,	১১—৭০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৮	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৫৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৭০,	১৪—৮	১৮—১৬,	২০—৫৫

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম-এ মহোদয় সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ৪, মহোদয়ের গবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ধর্ম ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
দাদখানি বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বজার	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টিনের তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) সোজা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-সোজা হাল্‌কা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১।
আর, পি, ডি,	১৩৸৵০

সেরেসটস সিমেন্ট, করগেট টিন—
৪।। ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ গজ	৮।৵

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ও ফুট চওড়া	৭।৵
৪ ফুট চওড়া	৮।৵
ষ্টীল পাতি	৬৸৵০—৬৸৵
„ বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵
„ পেরেক (চৌকা)	৬৷৵০—৬৸
„ গোল বড় ৵০—৷৵০ সূতা	৫৵০—৫৸৵
„ টানা বড় সোজা ৵০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—৬
„ বাণ্ডিল তার	৬৷৵০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ স্‌
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীমতলা ঘাট স্ট্রীট, বড়বাজার
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স হইতে শ্রীসতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশরণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এস. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ৭ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মোরাদাবাদে উল্কাপিণ্ড পতন

মোরাদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই রাত্রি প্রায় পৌনে দশটার সময় দিল্লীতে ও যুক্ত প্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জেলায় যে উল্কা দেখা গিয়াছিল, তাহা এই জেলার বাজোই থানার দারোগা জেলার সদরে আনয়ন করিয়াছেন।

এই উল্কা পিণ্ডটিকে আকাশে নীল ও বেগুনবর্ণের আলোক বিকীরণ করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পর উহা ঐরূপ আলোক বিকীরণ করিতে করিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। পতনের সময় অনেক স্থানে সোঁ সোঁ শব্দ শুনা গিয়াছিল।

এই উল্কা পিণ্ডটি লৌহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উহার আকার প্রায় ত্রিকোণ। উহা প্রায় এক ফুট লম্বা এবং স্থানে স্থানে এক ইঞ্চির অধিক মোটা। ইহা লৌহ অপেক্ষা অনেক বেশী ভারী। উহার ওজন ১১ সের ১২ ছটাক।

জনৈক পাহারাওয়ালা যখন থানা হইতে গৃহে ফিরিতেছিল, তখন উপরে সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে পায় এবং উপরে চাহিয়া দেখে যে, কি একটা জ্বলন্ত জিনিস আসিয়া পড়িতেছে। দুই দিন পরে রাখাল বালকগণ যখন চন্দনকুটি গ্রামের ঐ অঞ্চলে গরু চরাইতেছিল, তখন জমীর উপর কি একটা পোঁতা রহিয়াছে দেখে। তাহারা মাটি খুঁড়িয়া উহা বাহির করে এবং তাহা থানায় পাঠাইয়া দেয়। এইরূপ শুনা যে, বীরাট জেলার হাপুরে অনুরূপ একখণ্ড দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার গ্যাসে মৃত্যু

মুঙ্গেরীতে কয়লার গ্যাসে একজনের মৃত্যু হইয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, সগরামপুর ষ্টেট বাঙ্গলোর সংলগ্ন এক বাড়ীতে ৫ জন কুলী কয়লার আগুন জ্বালায় এবং তাহার পর দরজা বন্ধ করিয়া নিদ্রা যায়। সকালে জোর করিয়া দরজা খুলিতে হয়। দেখা যায়, কুলীরা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়। অপর কয়েকজন আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

পাটকলে দুর্ঘটনা

হুগলীর অন্তর্গত চাঁপদানীর এক পাটের কলে কয়েকটি পাটের গাঁট পড়িয়া যাওয়ায় ১৫ জন লোক আহত হইয়াছে।

৪ জন লোককে অজ্ঞান অবস্থায় শ্রীরামপুর হাঁসপাতালে পাঠান হয়। তন্মধ্যে একজনকে পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সমবায় আন্দোলনে ১৬ লক্ষ টাকা

পাটনা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহা যাহাতে পূর্ণ করা যায় এবং সমবায় আন্দোলনে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে অর্থ সাহায্য করা যায়, সে উদ্দেশ্যে সরকার বিহারের প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ উক্ত ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মজঃফরপুরে (?) আবার ভূমিকম্প

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১লা আগষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ২৯শে জুলাই প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় তথায় মাঝামাঝি রকমের ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। কম্পনের পূর্ব্বে যথারীতি গুম গুম আওয়াজ শ্রুত হইয়াছিল। কম্পন শেষ হইবার পরও কিছুক্ষণ ঐরূপ শব্দ শুনা যায়। সিভারসন মার্কেট ও বড়বাজার অঞ্চলে জনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। বাজারে যে সকল লোক জিনিষপত্র ক্রয় করিবার জন্য গিয়াছিল, তাহারা বাজার হইতে বাহির হইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতে থাকে। ইহার ফলে কয়েক ব্যক্তি সামান্য আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

তিন জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, প্রোমের দায়রা জজ সিনামিকুই থানা লুণ্ঠন মামলার রায় দিয়াছেন। আসামীদের মধ্যে তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দুইজনের দশ বৎসর হিসাবে এবং একজনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দুর্দ্দান্ত দস্যু গ্রেপ্তার

চম্পা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, বিখ্যাত দস্যু নালিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রকাশ, নালিয়া বিশ টাকা মূল্যের রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কারের লোভে একটী বালককে হত্যা করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আসামী চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে, দীর্ঘ কারাবাস হইতে মুক্তি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দুইজন সাকরেদের সহিত নালিয়া মোটর প্রভাবে চম্পা উপত্যকার বিভিন্ন জনপদে লুণ্ঠন করিয়া ফিরিতেছে।

নালিয়ার পিতা ২৫ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে, এবং তাহার মাতা যখন কারাগারে ছিল, সেই সময় কারা মধ্যে নালিয়ার জন্ম হয়।

যুক্তপ্রদেশে কলেরার প্রকোপ

লক্ষ্ণৌ এর সংবাদে প্রকাশ, গত ২১শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ১৭০৪ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং ৯৬৩ জন মারা গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১৪১৯ জন আক্রান্ত হইয়াছিল এবং ৮৭২ জন মারা গিয়াছিল।

ব্যাঙ্কের মধ্যে অদ্ভুত চুরি

রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, গত ১লা আগষ্ট অপরাহ্নে রেঙ্গুন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মধ্যে অদ্ভুত রকমের এক চুরি হইয়াছে। স্থানীয় এক ইউরোপীয়ান ফার্ম্মের ক্যাশিয়ার ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে দাঁড়াইয়া ২ হাজার ৮ শত টাকা গণিয়া লইতেছিল। অকস্মাৎ ছোট একটি ছেলে পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার পায়ের গোড়ালীতে আঘাত করিলে সে পিছনে ঘাড় ফিরাইয়া বালকটির দিকে চাহিয়া দেখে। তখন সময় তাহার টাকা হইতে পাঁচটাকার একশত নোটের একটী তোড়া উধাও হইয়াছে। এই সম্পর্কে নয় বৎসরের এক মাদ্রাজী বালককে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার পার্শ্বে অপর একটি বালকও দাঁড়াইয়াছিল। অনেকে সন্দেহ করিতেছে সেই বালকটি নোটের তোড়া লইয়া চম্পট দিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ-লণ্ডন টেলিফোন

গত ২৮শে জুলাই লক্ষ্ণৌ এবং লণ্ডনের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম টেলিফোনে কথা হইয়াছে। লণ্ডন হইতে স্যার জওয়ালা প্রসাদের বাড়ীতে ফোন করা হইয়াছিল। কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শোনা গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৪১

ভন হিণ্ডেনবার্গ

জার্ম্মাণীর প্রেসিডেণ্ট ভন হিণ্ডেনবার্গ বিশ্বমাঝে অপ্রতিহত সৌভাগ্যের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গত ২রা আগষ্ট (১৯৩৪) ৮৭ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই বীরবর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়ার নিউডেক অঞ্চলের পোসেন নামক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কোনও সেনাবাহিনীর লেপ্টেনাণ্ট ছিলেন। আর মাতা ছিলেন জনৈক সামরিক জেনারেলের কন্যা। পল্লী অঞ্চলে এই পরিবারের জীবনযাত্রা সাধারণ রকমের থাকিলেও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সৌর্যবীর্য্য, আভিজাত্য ও অপরিমেয় তাঁহারা সমগ্র প্রাশিয়ার নিম্নবর্গ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভন হিণ্ডেনবার্গ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র ১১ বৎসর বয়সে পিতা-মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সমর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হন। স্নেহময় পিতাকে যখন ছাড়িয়া যান তখন তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শীঘ্রই ক্ষাত্রোচিত বীরত্ব তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকার করায় তিনি বলিয়াছিলেন "আমিত' বালক নই সুতরাং যুদ্ধ-সজ্জাধারীর পোষাকে পরিহিত হইয়া আমি যে অশ্রুপাত করিতেছি, ইহা ত' কাপুরুষের কর্ম্ম নহে, সুতরাং আমি আর অশ্রুপাতের প্রশ্রয় দিব না' —এই বলিয়া বালকটি অশ্রু সম্বরণ করিল এবং বীরদর্পে যুদ্ধ-বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। এই ঘটনায় আমরা বালকের ভাবী বীরত্বের আভাষ পাই।

ভন হিণ্ডেনবার্গের জীবনী জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের মধ্যে এক উজ্জ্বলতম। তাঁহার জীবন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বাল্য হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের অবসর গ্রহণ সময় পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়তঃ ১৯১৪ খৃঃ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয়তঃ সাধারণ-তন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের কর্ণধাররূপে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত।

তাঁহার জীবনের উক্ত অধ্যায়ত্রয়ের প্রথমটিতে দেখিতে পাই তিনি প্রসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২বৎসর অধ্যয়নের পর বার্লিনের সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বীর কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শন করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি সেকেণ্ড লেপ্টেনাণ্টরূপে ভার্ড্ডিকের বা সৈন্যদলে যোগদান করেন। এই সময় অষ্ট্রিয়ান সৈন্যগণ অতর্কিত ভাবে প্রুশিয়া আক্রমণ করে। ফলে তাঁহার মাথায় হিণ্ডেনবার্গ আহত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ইহাই প্রথম। কিন্তু এই প্রকার আহত হইলেও তিনি নিরস্ত হন নাই পরন্তু সাহসিকতা গৌরবের অনুভব করিয়াছিলেন।

ইহা যুদ্ধের কয়েক বৎসর পর জার্ম্মাণীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিণ্ডেনবার্গ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ফরাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া ফরাসীসম্রাট তৃতীয় নেপলীয়নকে বন্দী করেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রেইটেনের সময় দপ্তরের জেনারেল নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি জেনারেল ভন স্পার্লিংএর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার ১ পুত্র ও ২ কন্যা। বিগত মহাযুদ্ধের সময় পুত্র ও জামাতৃগণ সকলেই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাইতেছি তিনি ক্যাপ্টেন হইতে জেনারেল র‍্যাঙ্ক আকস্মাৎ হন এবং ৩৭ বৎসর বয়সে বার্লিনের যুদ্ধদপ্তরে মেজরের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বিভাগীয় কর্ত্তা এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আকস্মাৎ কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। এই সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয়তা-পূর্ণ ব্যবহার, সঙ্কটকালে সংযম-রক্ষা এবং বীরোচিত আচরণ-ফলে উর্দ্ধতনগণ সন্তুষ্ট উৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিতেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হয় তখন হিণ্ডেনবার্গ ৬৭ বৎসরের বৃদ্ধ কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সেও যখন তদানীন্তন জার্ম্মাণীর কাইজার দ্বিতীয় (রাজা) উইলিয়ম তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন তখন ভন হিণ্ডেন রাজার আদেশ পাইয়া আনন্দিত-মনে যুদ্ধে যোগদান করিলেন। এই যুদ্ধের সময় হিণ্ডেনবার্গ মাত্র ২লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য লইয়া রুশ সেনাপতি রেনেনে কাম্পের ৮ লক্ষ সৈন্য কৌশলক্রমে পরাজিত করিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

এই যুদ্ধে তিনি টেনেনবার্গ জয় করিয়া ৩ লক্ষ রুশ সেনাকে বন্দী করেন এবং প্রভূত পরিমাণ কামান বন্দুক ও গোলা প্রভৃতি পান। এই অদ্ভুত জয়লাভের পরেই তাঁহার নাম বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল এবং তিনি ক্রমে ক্রমে সমগ্র পূর্ব্ব সীমান্ত বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক এবং মার্শালের পদ লাভ করেন। তাঁহার অধিনায়কত্বে জার্ম্মাণ সেনাগণ রুশিয়ার পোলাণ্ড পর্য্যন্ত সীমানায় প্রবেশ করেন। এই পূর্ব্ব সীমান্তে যে দুই বৎসর ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহাতে Hindenburg line অর্থাৎ হিণ্ডেনবার্গ ব্যূহ হিসাবে প্রসিদ্ধ অঙ্কন করিয়াছে।

পাঠকগণ অবগত আছেন ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় মহাসমর চলিয়াছিল। হিণ্ডেনবার্গ এই বৎসর তাহার ডিক্টেটর পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা তাঁহার সাহস, ধৈর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও হিতৈষণার অনন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায়। এই সময় তিনি সাধারণ তন্ত্রবাদী জার্ম্মাণদের প্রধান নায়করূপে কৃতিত্বের সহিত কর্ত্তব্যপালন করেন। বিদ্রোহোন্মুখ সৈন্যদলকে সংযত রাখা, কমিউনিষ্ট,—সোসিয়ালিষ্টদের প্লাবন-বেগ রোধ করা, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিপদ হইতে দেশকে রক্ষা করা এবং বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যসমূহ অনেক সময় যুবকের বেগকে পরাভব করিয়া কিন্তু বৃদ্ধ তিনি তাহা ধীর-স্থির ভাবে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

মামলা মোকর্দ্দমা

ডাকাতির অপরাধে কারাদণ্ড

গত ৫ই এপ্রিল ক্যানাল ওয়েষ্ট রোডে এক দোকানের লোহার সিন্দুক হইতে ২৪১০ টাকা লুঠ করার অপরাধে রামধারি সিং শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ কে এম মামুদ কর্ত্তৃক এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আসামী দোকানের মালিককে প্রহারে অচৈতন্য করিয়া তাহার নিকট হইতে সিন্দুকের চাবি ছিনাইয়া লয় এবং সিন্দুক খুলিয়া ঐ টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

অল্পবয়সে চোর

কাকনাড়া ষ্টেশনে একটি বালিকার কণ্ঠ হইতে একটি মোহর চুরি করিবার অভিযোগে ভুতুয়া তেলী নামে একটি বালক শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দুই বৎসরের জন্য সংশোধনাগারে পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন।

প্রতারণার চেষ্টা

ফ্রান্সের ভাইস-কন্সালের নিকট ভিক্টোরিয়া ক্লাব সেণ্ট লেজার সুইপের দুইটি জাল লটারী টিকিট বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টার অভিযোগে জে এফ এডওয়ার্ডস ওরফে টি ওয়েষ্ট এড ওরফে কে এল ব্রাডলেকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায় একমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী গত ১৪ই জুলাই পার্ক ষ্ট্রীটে ফ্রান্সের কন্সালের আফিসে গমন করিয়া ভাইস-কন্সালের নিকট আপনাকে টি ওয়েষ্টএড নামে পরিচিত করেন। ফ্রান্সের কন্সাল-জেনারেল সেলিনা ষ্টেট লটারীতে দুই হাজার টাকা পাইয়াছেন—এই মিথ্যা উক্তি করিয়া সে ভাইস-কন্সালের বিশ্বাস ভাজন হয়। অতঃপর সে তাঁহার নিকট দুই টাকায় ভিক্টোরিয়া ক্লাব সেণ্ট লেজার সুইপের জাল টিকিট বিক্রয় করে।

ভিক্টোরিয়া ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এল ডাফ্ট সাক্ষ্যদানে বলেন যে, তিনি আসামীকে চিনেন না। আসামী ভিক্টোরিয়া ক্লাবের টিকিট বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত এজেণ্ট নহে।

বিনা পাশে বন্দুক রাখার ফল

কাশী মজুমদার অধীন কবিরাজ থানা নিবাসী শ্রীচন্দ্রনাথ বেপারী নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ বিনা পাশের ১টা বন্দুক ও ২টা তাজা কার্ত্তুজ পাইয়াছে। তৎফলে চালানী চালান হয়। মামলায় সে বলে যে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য তাঁহার শত্রুপক্ষ গোপনে বন্দুক তাঁহার ঘরে রাখিয়া দিয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিশিষ্ট সাক্ষী দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে না পারায়, মৌলবী আজিজুর রহমান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অস্ত্র আইনের ১৯ ধারায় তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সম্পাদকের কারাদণ্ড

অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এচ, সি ওয়েব উর্দ্দু সাপ্তাহিক 'হাণ্টার' পত্রিকার সম্পাদক পাণ্ডু সেখরের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ সম্পর্কে তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ডকাল একসঙ্গে চলিবে।

প্রকাশ, আসামী জিনজন লোকের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ১২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৩৫শ সংখ্যা

চয়ন

GAUDIYA 'MATH'S "NOBLE MISSION"

[From Bombay Chronicle dated 9-7-34]

Poona, July 6.

This noon His Holiness Tridandi Swami B. S. Giri Maharaj of Gaudiya Math had a long interview with His Excellency Lord Brabourne at the Government House, Ganeshkhind. His Excellency gave a patient and sympathetic hearing for about forty minutes and appreciated the noble cause of the Gaudiya Math and the great Personality of the President, the founder of the organisation to whose great Personality the rapid success of the Gaudiya Mission propaganda is due. His Excellency highly appreciated that in the course of the last decade the Mission has opened more than forty branches in all the important places of India and abroad and wished all success and assured his wholehearted sympathy for this Mission.

His Holiness Tridandi Swami B. V. Gavastinemi Maharaj and Tridandi Swami B. S. Giri Maharaj delivered several lectures in the Fergussion College Hall and other important places of Poona. Swamajis with party are leaving for Sholapur, Kolhapur and Sangali States.

মর্ম্মানুবাদ

পুণা, ৬ই জুলাই

অদ্য মধ্যাহ্নে বোম্বের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর লর্ড ব্রাবোর্ণ মহোদয়ের নিকট গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গণেশখিণ্ড "গবর্ণমেণ্ট হাউসে" হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর প্রায় ৪০ মিনিটকাল স্বামীজীর কথা সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়মঠের মহদুদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করেন এবং যে মহাপুরুষের কৃপায় গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব ও অতি অল্পকাল-মধ্যেই গৌড়ীয়মঠ এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বিগত ১০ বৎসরের মধ্যেই এই মিশন ভারতবর্ষ ও ভারতের বহির্ভূত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে ৪০টী শাখামঠ স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া গবর্ণর বাহাদুর আরও আনন্দিত হইয়াছেন এবং মিশনের কার্য্যাবলীর প্রতি তিনি পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার আশ্বাস দিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয় পুণা ফার্গুসন কলেজহলে এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শোলাপুর, কোলাপুর এবং সাঙ্গলী ষ্টেট শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ গমন করেন।

প্রচার-বার্ত্তা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পৃথিবীর নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচারপ্রণালী অপূর্ব্ব ও অভিনব। এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রচার কোন আচার্য্যই এযাবৎকাল করেন নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তিন সপ্তাহকাল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান পূর্ব্বক গত ৫ই আগষ্ট রবিবার মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। হরিকথাই তাঁহার আহার ভাই অনুস্থাবস্থাতেও তাঁহার হরিকথা-কীর্ত্তনের বিরাম ছিল না। হরিকথা শ্রবণার্থ বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করতঃ তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

গত ৪ঠা আগষ্ট শনিবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক আচার্য্য-ত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অশোক দাসাধিকারী, সেবাকোবিদ, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র রায়, ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাস প্রভৃতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আচার্য্যত্রিক প্রভু ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গেই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আসন্ন-প্রায়। আগামী ৩০শে শ্রাবণ হইতে এই মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়া মাসাধিক-কাল-ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ প্রায় সকলেই এই উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীমঠে শুভাগমন করিবেন। তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও উৎসবকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে থাকিয়া সতত হরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক সাধকগণকে নিত্যমঙ্গল-লাভের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিবেন। নিরন্তর হরিকীর্ত্তন-মুখরিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই উৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণের পরম সৌভাগ্য বরণ করা মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আমরা এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য দেশবাসী সকলকেই সাদরে আহ্বান করিতেছি।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় পরমোৎসাহের সহিত শ্রীশ্রীসরস্বতী-জয়শ্রীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীশ্রীসরস্বতী-জয়শ্রীর কার্য্য অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত। ইহার একখণ্ড শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে পাইবার আশা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। বিদ্যাবিনোদ প্রভুর এই আপ্রাণ গুরুসেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় ও গুরুসেবকমাত্রেরই আদর্শস্থানীয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীধাম মায়াপুরের উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীধামের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীধামে একটী কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, মেডিকেল স্কুল, রেললাইন প্রভৃতি স্থাপনের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এখানে একটী সুন্দর পাকা রাস্তা ও সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলো-প্রদানের ব্যবস্থাও হইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ শ্রীধর ৪৪০ গৌরাব্দ

কর্ম্মী ও ভক্ত

যিনি কর্ম্মফলের জন্য—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পার্থিব ধনের জন্য সংসার করেন, তাঁহার দেহে, স্বর্গাদির প্রতিষ্ঠা লাভ উদ্দেশ্য। তিনি কর্ম্মী বা ভোগী। আর যাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবাকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আসক্তিনির্ম্মুক্ত হইয়া সেবায় বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন না, অনন্য ভাবে অর্থাৎ সর্ব্ব কালে যিনি কৃষ্ণসেবার জন্য তৎপর, কি সুখে কি দুঃখে, কি লোকের কি ঘরের, সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণসেবাই যাঁহার নিরন্তর চিন্তা, কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া অন্য কোন ইতর চিন্তার প্রবেশাধিকারও যাঁহার অন্তরে নাই তিনিই ভক্ত। কর্ম্মী—ভোগবুদ্ধির প্রাবল্য বশতঃ লোকপ্রতিষ্ঠা, লৌকিকের ভোজ্য, ভোগ্য ও ক্ষণিক উপভোগ; আর ভক্ত স্বরূপ-উপলব্ধিক্রমে আত্মার নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষশূন্য ও কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষী। প্রাকৃতেতর মনোধর্ম্মচালিত হওয়া প্রাকৃত জড়বস্তুর চিন্তায় ব্যস্ত বলিয়া কর্ম্মী—প্রাকৃত-সহজিয়া। আর ভক্ত সেবাফলে প্রাকৃত-ভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া আত্মধর্ম্ম অপ্রাকৃত সেবায় নিরত বলিয়া তিনি অপ্রাকৃত-সহজিয়া বা বৈকুণ্ঠসেবক বৈষ্ণব।

শ্রীশ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণীর অনুসরণ-মুখে সেবা না করিলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। শ্রীরাধাপাদপদ্ম বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণলাভের আশা নিরর্থক। এসব কথা কর্ম্মিগণ বুঝিতে চাহেন না। সুতরাং তাঁহাদের এসব কথায় মাধুর্য্যোপলব্ধি হয় না। কর্ম্মী ভোগাসক্তি হয় ভোগ ভোগ করে, না হয় দুঃখবাহক সাধক হয়ের মাঝারে দিনটী কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ভক্তগণ একভাবে ভোগময়-জগতের প্রবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া ভক্তের সাধক ও সম্পাদকরূপে সেবামুখে নিষ্কপটতা পূর্ব্বক সংরক্ষণ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে জীবমঙ্গল-সাধনে তৎপর হন।

কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহকালে কালক্ষেপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইবে, পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পরকালে ইহকাল অপেক্ষা আরও অধিকতর নিকৃষ্টতর ভোগসুখ পাওয়া যাইবে, কর্ম্মিগণ কেবল সেই কথার আলোচনা করেন এবং অপরকে সেই পরামর্শই দিয়া থাকেন। এরূপ কর্ম্মীর অভাব জগতে নাই। বর্ত্তমান জগৎ এক কথায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণেই প্রমত্ত। কিন্তু প্রকৃত পারমার্থিক বা ভক্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। শাস্ত্র বলেন,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।"
(ভক্তিসন্দর্ভ)

—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সাবিত্র-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র সাবিত্র-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বেদান্তবিদ-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটি বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

আমাদের ধারণা—জগতে অনেক সাধু আছে। এই কুধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে সাধুসঙ্গ করিতে গিয়া আড্ডাধারিগণকেই সাধু বলিয়া মনে করি; যাঁহার যত বড় আড্ডা আছে, যাঁহার যত বড় ঐশ্বর্য্যসম্পদের সামর্থ্য আছে, যাঁহার যত জগতের বড় বড় বহির্ম্মুখ লোক বা বিষয়ি-স্তাবক আছে তিনি তত বড় সাধু, যিনি যত কৃত্রিম বৈরাগ্য দেখাইতে পারেন তিনিই বড় সাধু। এইরূপ বাহ্যিক আচার দেখিয়া সাধু নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় জগতের লোকগণ ভক্তিপথ ছাড়িয়া অন্য পথে ধাবিত হইতেছে। অসাধুকে সাধু মনে করিয়া সেই সাধুব্রুবগণের সঙ্গফলেই জীবের দুর্দ্দশা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

যাঁহারা সদ্গুরু চরণাশ্রিত অর্থাৎ গুরুর একনিষ্ঠ সেবক তাঁহারাই সাধু। নৈতিক-চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ কখনই সাধু হইতে পারে না। যাঁহারা প্রকাশ্যভাবেই হউক বা অপ্রকাশ্যভাবেই হউক, স্থূলভাবেই হউক বা সূক্ষ্মভাবেই হউক প্রাকৃত-বিষয়ভোগে রত সেই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া। এই অসাধুগণ যাদের অন্তরের দুষ্প্রবৃত্তি সংগোপন করিবার জন্য যত চেষ্টা করুক না কেন, তাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইবেই হইবে। সুতরাং সাধুর বেষে কপট ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোক লইয়া চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, জয়দেব-পদ্মাবতী, রায়রামানন্দাদি সাজিতে বসিয়াছে যাত্রাদলের নারদ-সাজার ন্যায় এই সব আত্মকল্পিত বহুরূপীগণের অনুসরণ করিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। সদ্গুরুপাদপদ্মই যখন সাধুগণের নিত্যবসতিস্থল তখন যেখানে সদ্গুরুপাদপদ্ম থাকেন সেইখানেই সাধুর বসতি। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি সাধু-সমাবেশ নাই. ইহা আমাদেরই অনুভব করা যায়। কৃষ্ণ যেমন একজন, গুরুদেবও তেমনি একজন—দুই চারিজন নাই। আবার গুরু কৈতবশূন্য, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ না হইতে পারিলে তিনি গুরু নামের অযোগ্য। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি বিধান এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সকল জীব বা বস্তুসমূহকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করা, জীবকুলকে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া অর্থাৎ জীবের রোগ-শোকাদির জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া জীবগণকে সেবোন্মুখ করাই গুরুর কার্য্য। গুরুদেব কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। এমন ভুবনপাবন গুরুদেব কোথায়, সেই গুরুরূপী ভগবান্ কোথায়, আন্তরিকভাবে এবিষয়টী অনুসন্ধান করিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন যে, গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরমনোহভীষ্ট-প্রচারক গৌড়ীয়মঠাচার্য্যই সেই মহাপুরুষ বা সদ্গুরু।

জগতে কর্ম্মের আড্ডা, জ্ঞানের আড্ডা এবং মহাপ্রভুর ধর্ম্মের নামে যে আড্ডা বসিয়াছে ঐরূপ ধরণের আড্ডাধারী হইয়া অনেক লোক সংগ্রহ করা যায়, আর সেই লোকগুলিকে লইয়া অবাধগতিতে নরকে যাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা বরণীয় নহে। স্ব-সুখার্থে আমরা যাহাই করি তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম বা ভোগে ভগবৎ-সেবার কোন কথা নাই। কর্ম্মের ফল—জাগতিক সুখ দুঃখ-ভোগ ও মনুষ্য-জন্মের বৃথা অপব্যবহার মাত্র। বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অক্ষয় ফল নাই। কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করেন, তথায় প্রচুর সুখ-ভোগ করিয়া পুণ্য শেষ হইতে না হইতে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কাল-প্রেরিত হইয়া তাঁহারা পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। এইরূপ কাম-কামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকেন। অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত হওয়ায় কর্ম্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম বৃথা পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"
(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

—ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম যথার্থ-কারণ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া ভুক্তেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যদি তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয় তবে সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

যাঁহারা নিরন্তর শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করেন না, চৈতন্যের পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন কামনা যাঁহাদের অন্তরের কোনও অন্তঃপ্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত আছে তাঁহারা কখনও কৃষ্ণপাদপদ্ম বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারেন না। কর্ম্মি-সম্প্রদায় মনে করেন, মন্দির মস্জিদে যাগ করিতে পারিলে—কাঙ্গালগণকে দরিদ্র বলিতে পারিলে—বিদেশকে স্বদেশ বা কামকে প্রেম বলিতে পারিলে—প্রতিষ্ঠার জন্য ধনজনাদি ত্যাগ করিতে পারিলে—ভগবৎ-সেবার ছলনায় জীবসেবা করিতে পারিলে—পূজার ছলনায় আড়ম্বরাদির দ্বারা লোকচিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলে—মন্দির-প্রতিষ্ঠা, পুকুর প্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বা দানাদি দ্বারা দুঃস্থগণের সাহায্য করিতে পারিলে—ধর্ম্মোপদেশকের সজ্জায় লোকে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হইল। কিন্তু ভক্ত জানেন, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কৃত্য নাই। তাঁহারা জাগতিক কোন কিছুর জন্য ব্যস্ত নহেন। মহাপ্রভুর দাসানুদাসগণের পদ-নখে যে ঐশ্বর্য্য, যে পাণ্ডিত্য, যে সামর্থ্য, যে আভিজাত্য বা যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার কোটাংশের এক অংশও জগতের কর্ম্মিসম্প্রদায়ের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সামর্থ্য, সৌন্দর্য্য, আভিজাত্য সমূহকে ধিক্কার করিতে পারে।

কর্ম্মি-সম্প্রদায় বাহ্য ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করিতে গিয়া যাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার উপাসনা করেন না। যিনি সেবা করেন তিনি সেবক, সেব্যের ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার প্রীতি-বিধানের নামই সেবা। ভগবানই একমাত্র সেব্য সুতরাং যাঁহারা সেব্য ভগবানের সেবা কৃষ্ণ ও গুরুবৈষ্ণবের ইঙ্গিতে সাধন করেন তাঁহারাই ভক্ত আর যাঁহারা এই শাস্ত্রবাক্য বা শ্রৌতপন্থার বিরুদ্ধ-বর্ত্মাবলম্বী অর্থাৎ স্বসুখ-তাৎপর্য্যপর সেই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—সকলেই সেবা-রহিত হওয়ায় অভক্ত। গুরু-বৈষ্ণবাধীন হইয়া আনুগত্য সহকারে সেবকাভিমানে কার্য্য করার প্রবৃত্তি-শূন্য হইয়া কর্ত্তাভিমানে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাই কর্ম্ম। এতাদৃশ কর্ম্মের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্ব-কর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

কর্ম্মীর গতি—স্ব-সুখপরা—স্বর্গ বা নরকের দিকে আর কৈবল্যাধিকারী ভক্তগণের গতি—কৃষ্ণপরা হওয়ায় বৈকুণ্ঠের দিকে। ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রকৃতিজন এবং অপর ব্যক্তি হরিজন।

ব্রাহ্মণের সরলতাপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি

প্রভুপাদের নিকট একখানি পত্র

[শ্রীযুক্ত • • • মহোদয় ব্রাহ্মণোচিত স্বাভাবিক সরলতা গুণে গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্রখানা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে জানিয়া নিম্নে পত্রখানির সংবাদ প্রকাশিত হইল। নঃ সঃ]

প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ কমলেষু

সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক নিবেদন—

প্রভুপাদ, ইহা সত্য যে আমি শ্রীপেরম্বুদুরের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরামানুজ-আচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার ভাগিনের 'মুদালি আন্দন' হইতে আমার গুরুপরম্পরা আরম্ভ হইয়াছে; তিনি (মুদালি আন্দন) উক্ত সুপ্রসিদ্ধ রামানুজ আচার্য্যের সর্ব্বপ্রথম এবং প্রিয় শিষ্য। কিন্তু পরে বংশপরম্পরায় আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পরমার্থ-জ্ঞানরাজি লোপ পাইতে থাকে এবং আমার সাক্ষাৎ আচার্য্য আমার পিতৃদেব নামেমাত্র গুরু।

দাক্ষিণাত্যে এক শ্রেণীর 'শ্রী'-বৈষ্ণব আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে 'স্বয়ং আচার্য্য' রূপে নির্দ্দেশ করেন; তাঁহারা শৌক্রবংশগতভাবে আচার্য্যের উত্তরাধিকারী হন। আমি একজন ঐ প্রকার দশাহীন অধম; কারণ আমি আমার গুরুদেবের নিকট হইতে 'ধর্ম্মজীবন' সম্বন্ধে কিছুই শিক্ষা করি নাই; আর আমার গুরুদেবও চিকমগুলুর জজকোর্টের একজন উকিল ছিলেন মাত্র।

দুই মাস পূর্ব্বে একদিন আপনার শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎকার পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐ মঠের উদ্দেশ্য, বাণী ও প্রচার্য্য বিষয় অবগত হইবার পরম-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে আমি নিয়মিতভাবে মঠ-দর্শনে যাইতাম। শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভু বহু কিছু নিয়মভঙ্গে মঠের পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পুস্তকসমূহ দ্বারা আমার মঙ্গলবিধান করিতে থাকেন। আমার সাক্ষাতের মধুরতা আমি স্মরণ না করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মচারীজীর অদ্ভুত-দয়ার দানি মঠের গ্রন্থাবলী হইতে যে অমৃত পান করিতেছি, তাহা অপ্রাকৃত সত্তায় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমি এখন মায়াসমুদ্রের চকিত-দৃষ্টিমাত্র অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি; যাঁহাকে আমি বিশ্বসংসারে শ্রেষ্ঠতম হইতেও শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করি, সেই স্বয়ং ভগবানের অর্চ্চা-বিগ্রহ আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি-স্পর্শের অধিকার যখন আমার হইবে, তখন আমার চিত্তের অবস্থা কি প্রকার হইবে?

এই পত্রখানি আপনার শ্রীচরণে চিরঅভীপ্সিত আশ্রয় গ্রহণের সরল বিজ্ঞপ্তি। আপনাকে এই পত্র লিখিবার নির্বোধতা যাহা যে ধৃষ্টতা প্রদর্শিত হইল, তজ্জন্য আপনার শ্রীচরণে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি একমাস যাবৎ ঠ অনুষ্ঠান করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেছি; অন্তরের সরল বাসনা—চিরকাল আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকি।

আপনার শ্রীপাদপদ্ম হইতে দীক্ষাগ্রহণের অপেক্ষায় রহিলাম।

আপনার দীনাতিদীন সেবক

• • • আয়েঙ্গার।

মহাপ্রভুর জন্মভূমি

(২)

ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সরকারী প্রমাণসমূহে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বিরোধি পক্ষের অমূলক কথাগুলিকে অগ্রাহ্য করেন এবং গৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরে "মায়াপুর নামে ডাকঘর বহাল রাখিবার জন্য পোষ্টমাষ্টার জেনারেল বাহাদুরের নিকট রায় প্রদান করেন। এতদ্বিষয়ে ২০শে ভাদ্র (১৩৩৬) ২রা আশ্বিন (১৩৩৬) তারিখের "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকা, ২৩শে ভাদ্র ১৩৩৬ রবিবার ও ৫ই আশ্বিন (১৩৩৬) শনিবার তারিখের 'বঙ্গবাণী' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং ৩১শে আগষ্ট (১৯২৯) ও ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখের 'বংগবাসী' পত্রিকা, ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯২৯) তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকা এবং 'স্বায়ত্তশাসন', 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ', প্রভৃতি পত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত দাসজী মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের প্রতি যেরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অন্তরে অন্য কোন অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে মনে হয়। তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" অক্ষরটী পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন নাই। ইহাতে দাসজীর কতটা ভদ্রতাজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে, জানি না।

দ্বিতীয়তঃ "শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভূমি-নির্ণয়-সমিতি" নামে কোন আধুনিক ও আনুকরণিক দলের তীব্র বা তাঁহাদের প্রতিবাদ কেবল ঐ দলেরই স্বমত-প্রকাশ ব্যতীত সত্যের কতটুকু প্রতিষ্ঠা করিবে তাহা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কোন নিরপেক্ষ পাঠকই বুঝিতে পারেন না।

দাসজী কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ হাদিক বিবরণের দ্বারা অবগত হইলেন যে, ১৪০৭ শকাব্দ বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি প্রাচীন নবদ্বীপনগর তাৎকালিক গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল? পরন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-গ্রন্থ ও সর্ব্বপ্রকার ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পদ্মানদী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা ভাগীরথী বরাবর দক্ষিণবাহিনী ছিলেন এবং উঁহারই পূর্ব্বতীরে নবদ্বীপনগর ও পশ্চিমে কুলিয়া অবস্থিত ছিল, এ বিষয়ে বহু প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে, যথা:— শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড, ভক্তমাল, শব্দাবলী ইত্যাদি বহু পুরাণ এবং ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন বৈদেশিকগণের বিভিন্ন ইতিহাস ও বিবরণ, প্রামাণিক রেণেলের ম্যাপ প্রভৃতিতেও ঐ একই বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়

ঐ সমস্ত বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পাদিত 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ১৮০২ শকাব্দ) গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বর্ণিত আছে। গ্রন্থকারের পরলোকগমনের পর দাসজী-কথিত কোন আধুনিক সংস্করণে অন্য প্রকার উক্তি সন্নিবিষ্ট হইলেও তাহার প্রামাণিকতা কোথায়?

কায়স্থ-পত্রিকার চর্ব্বিকা-স্তম্ভে শ্রীযুক্ত দাসজীর যে কয়েকটী উক্তি সংযুক্ত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ অন্ততঃ কল্পকে এক সহস্র বার বিবিধ সাময়িক প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি সেই একই ভিত্তিহীন কথার পুনরাবৃত্তি কেবল দাসজীর অমূলক "জিদ্" সংরক্ষণের অন্যায় আধার মাত্র। সেরূপ আবার কোন নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তি প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হইবেন না। এ বিষয়ে কায়স্থ-কুল-প্রদীপ রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, পাণ্ডে তাঁহার "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করিয়া দাসজীর সমস্ত মত নিঃসন্দিগ্ধভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। কায়স্থগণের গৌরব প্রত্নতত্ত্ব 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষে এবং "চিত্রে নবদ্বীপে"র ভূমিকায় যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহাতেও দাসজীর মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব লিখিয়াছেন :—"প্রথমে বিজয় সেন মায়াপুর বা প্রাচীন নবদ্বীপে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। পরে বল্লালসেন রাজধানী ও দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া কখনও বিক্রমপুরে কখনও বা মায়াপুরে বাস করিতেন; • • • মহারাজ লক্ষ্মণ সেন মায়াপুর বা প্রাচীন নবদ্বীপে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন।

• • • বলিতে কি, সেন-রাজগণের সময় হইতেই নদীয়া প্রধান জনাবাস স্থান ও সর্ব্বজনবাসী নগরীরূপে পরিণত হয়। মুসলমানের অত্যাচারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে কি, মায়াপুরের সংলগ্ন প্রাচীন স্থানই আদি নবদ্বীপ। আজও বল্লালস্তূপ ও বল্লালদীঘি মায়াপুরের অতীত সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছে।

মুসলমান-সম্প্রদায়ের সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তিপুর-নিবাসী মুন্সেফ হক্ সাহেবও লিখিয়াছেন —"যে-স্থলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ পল্লী, খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূরে। উহা তখন "কুলিয়া" নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। • • • এবং এই ভূমিতেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। • • • মেয়াপুরই (মায়াপুর) চৈতন্যদেবের জন্ম ভিটা ও বাসভূমি। যে বাড়ীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল, তাহারই কতক অংশ গঙ্গার মেয়াপুরের (মায়াপুরের) উত্তর পূর্ব্বদিকে মেয়া সাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে।

কবরের পাশে একটি বৃহৎ কাঠমল্লিকা ফুলের গাছ আছে। শুনিতে পাই, অনেক হিন্দু কবরে ফুল সিন্নি দিয়া সেলাম করে। উহার নাম 'চাঁদকাজী'। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমি-নির্দ্দেশন আর কি হইতে পারে?" (ক্রমশঃ)

[illegible]য়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। গদাই-গৌর-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীপ্রদ্যুম্ন আশ্রম সরস্বতী, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। শ্রীবল্লভগোপাল পাট — পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুম-ছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], ঢাকা
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীমাধবেন্দ্রানন্দ মঠ চিতলপুরী, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িষ্যাবাজার, কটক
২৪। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], পুরী।
২৭। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], বালেশ্বর।
২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীকৃষ্ণ-গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—কাশ্মীর
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ- কুরুক্ষেত্র, গয়া
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ. প্রিন্সেস রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ১নং ব্লক, বোম্বে— ৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ, ৫নং গ্লাডষ্টোন রোড, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। আসাম গৌড়ীয়মঠ—মোহনপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং [illegible] পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদ্বৎ-কুটীর—বিজনের ষ ষ্টেট, দি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। বিদ্যাভূষণ শ্রীমদ্ভক্ত[illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্-সি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য পরিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—মূল ৪০৲
প্রথম খণ্ড হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশিষ্ট ৶৹
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকমুক্তামালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাফল্য ।৶০
৭। শুভ[illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তাফলিকা জগমোহনঃ সাত্বতাং (সম্বন্ধ) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাত্বত ভাষ্য (গোবিন্দভাষ্য) ।০
১৪। নৈবেদ্য ৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৮। দীপ-নির্ব্বাণ ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধকণ্ঠ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। আম্নায়সূত্র ৷৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সাত্বতাং ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। শুভমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভজনরহস্য ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাম্প্রদায়িকী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয় ।০
৫৪। সটীক-বিবর্ত্তবিলাস ।০
৫৫। ভক্ত-সুধা ।০
৫৬। সাত্বত-বিবর্ত্তকারিকা ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ভেদান্তিক প্রিন্সিপ্লস্ এ্যাণ্ড অন্যান্য [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৶০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	।০	৶০	।৴	
,,	,, ইঞ্চি		১॥০	১॥০	
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৫০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তথন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৫৫, ৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম. এ. মহোদয়ের গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অনুভূতি প্রকাশন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ধর্ম ও ভক্তের জীবনচরিত-পাঠে দক্ষ হউন। এই বিরাট গ্রন্থখানি ও আদর্শের মত বর্ণিত ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৬৫০ পৃষ্ঠায়, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বকীয় মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নির্দ্ধন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
গবর্নমেন্ট—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাই	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ – ৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫॥০
বালাম	৪।০
কলম	৩॥০
সিতাশাল (সরু)	৬৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এলমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৴
গহনা	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কাড় (কড়ি বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬॥০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ „ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১।০
আর. পি. ডি.	১৩৷৵০
এসবেস্টস সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৪॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮।০
গ্যাঃ তারের জাল ১॥ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
টিন পাতি	৬৸৵০—৬৷৵০
„ বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵০
„ পেরেক (চৌকা)	৬৷৵০—৬৸০
„ গোল বড় ৵০—৷৵০ ছোট	৫৵০—৫৸৵০
„ টিন বড়-	
ছোট ৵০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
„ বাতিল চাল	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
দীননাথ ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪১, ৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সর্প দংশনে মৃত্যু

ভারতের সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্ব্বে বাংলা গ্রামে একজন মুসলমান বিষধর সর্পের দংশনে মারা গিয়াছে। মৃত লোকটি বাহিরে তাহার ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। সর্পটি প্রথমে ঘরে ঢুকিয়া একটী বালককে দংশন করে। পরে মৃত ব্যক্তির বিছানায় উঠিয়া তাহার বুকে দংশন করে। মৃত ব্যক্তির বিছানায় মশারি টাঙ্গান ছিল না। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটি মারা যায়।

চোর ধরিতে গিয়া বিপদ

গত ২রা আগষ্ট প্রত্যুষে মেদিনীপুরের কোতোয়ালী থানার টাউন দারোগা একজন চোরকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়। উহার ফলে, তাহার শরীরের কয়েক স্থানে জখম হইয়াছে। দারোগা কূপে পড়িয়া যাওয়ায় চোর পলায়ন করিতে পারিয়াছে বটে; কিন্তু অপহৃত জিনিষগুলি লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। সেই জিনিষ গুলি পাওয়া গিয়াছে। এই জিনিষগুলির অধিকারী ডাঃ দেবেন্দ্র পাত্র। তাঁহার বাড়ীতে চুরি করিয়াই চোর জিনিষগুলি লইয়া পলায়ন করিতেছিল।

বোম্বাইয়ে শোভাযাত্রা আক্রান্ত

বোম্বাইয়ের গত ৩রা আগষ্ট হিন্দুদের এক শোভাযাত্রার লোক দলের প্রতি মুসলমানদের আক্রমণের ফলে তিন জন হিন্দু আহত হওয়ার পর কামাটিপুরা লেনে পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রায় ৪০ জন হিন্দু নরনারী ও বালকের এক শোভাযাত্রা যখন গীত বাদ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন হঠাৎ মুসলমানগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

নৌকায় বিষধর সর্প

হাওড়ার সংবাদে প্রকাশ, কতকগুলি লোক খেয়া নৌকাযোগে মগরা নদী পার হইবার সময় স্রোতের টানে ভাসিয়া গেলে একটী গোখুরা সাপ নৌকার উপর উঠিয়া পড়ে। উহাকে মারিবার চেষ্টায় যাত্রীরা সকলে একধারে গেলে নৌকাখানি ডুবিয়া যায় এবং সকলে জলে পতিত হয়। তন্মধ্যে একটী যুবক জলে পড়িয়া মারা গিয়াছে।

কাণপুরে গান্ধী সেবাশ্রম

কাণপুর জেলার সাইবাড় গ্রামে অবস্থিত গান্ধী সেবাশ্রমটি গবর্ণমেন্ট দখল করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ উহার দরজার তালা খুলিয়া দিয়াছেন এবং উক্ত আশ্রমের সেক্রেটারী মিঃ বনোয়ারীলালের হস্তে ইহা সমর্পণ করা হইয়াছে। গত রবিবার দিন এই আশ্রমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের জের

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে ৭ জন মুসলমান ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও আছে। আক্রমণকারী বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তি বলে যে, সে খৃষ্টান হওয়ায় আহত ব্যক্তিগণ তাহাকে বয়কট করিয়াছিল। পুলিশ আহতগণকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়াছে; তথায় দুইজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলে ট্রেণ চলাচলের বাধা

গত দুই দিন ধরিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টিপাতের ফলে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ ও কার্টরোড উভয়ই পাহাড় ধ্বসিয়া অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৮ ডাউন লোক্যাল ট্রেণ প্রায় ৫ ঘণ্টা বিলম্বে শিলিগুড়িতে পৌঁছিয়াছে। আপ ট্রেণ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং হইতে শিলিগুড়িতে সরাসরি ট্রেণ চলাচল সম্ভব নহে। কর্তৃপক্ষ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন।

জমি দখল লইয়া দাঙ্গা

গত ২রা আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস নাথ ও রাজা বিজয় সিংহ বাহাদুরের পক্ষীয় লোকের মধ্যে এখান হইতে ৪মাইল দূরবর্ত্তী লালখানদিয়ার নামক গ্রামে একটী জমিদখল লইয়া মারামারি হয়; উহার ফলে ঘটনাস্থলে ১জন নিহত হয় ও অনেক আহত হয়; আহতদিগের মধ্যে পরে ১জন মারা গিয়াছে।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে গিয়া পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

রিভলভারের গুলীতে কনেষ্টবল জখম

সংবাদে প্রকাশ, ৩রা আগষ্ট একজন কনেষ্টবল দৈবক্রমে একটী গুলীভরা রিভলবারের ঘোড়া টানিয়া দেওয়ার ফলে গণেশ সিং নামক অপর একজন কনেষ্টবলের উরুদেশে একটী গুলী আসিয়া বিদ্ধ হয়।

প্রকাশ যে, কোনও বড় দারোগা গণেশসিংকে ঐ রিভলভারটী পরিষ্কার করিবার জন্য দেয়। গণেশের রিভলবারের কলকব্জা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকায় সে তাহা শঙ্কর সিংহের নিকট দেয়। শঙ্কর সিং জানিত না যে, ঐ রিভলবারে গুলীভরা আছে। সে হঠাৎ তাহার ঘোড়া টানিয়া দেয়। ফলে গণেশ সিং গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছে।

মস্তক লইয়া উধাও

নোয়াখালী জেলার রায়পুর হইতে এক চাঞ্চল্যকর নরহত্যার খবর পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, রায়পুর থানার কেরোয়ানিবাসী ইসমাইল পাটওয়ারী তাহার দুইজন চাকর সঙ্গে লইয়া বিগত ২৭শে জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে রায়পুর বন্দর হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। লোকটি বাড়ী হইতে সিকি মাইল দূরে পৌঁছিলে দশ বারজন লোক তাহাকে আক্রমণ করে এবং জলের মধ্যে ফেলিয়া ধারাল অস্ত্র দ্বারা মাথা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। পাটওয়ারীর চাকরগণ ছুটিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। আততায়িগণের মধ্যে সাতজনকে চিনিতে পারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মৃতদেহ সদরে আনা হইয়াছে। খণ্ডিত মস্তক এখনও পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

ঐ মহো জগদ্বন্ধো বাগ্দেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৩শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮১

জন ফিস্তেরাল্ডের মৃত্যুতে আমরা শোকাকুল। ফিস্তেরাল্ড নয়ন মুদ্রিত করিবেন না করিতে তার ফিজনার মধ্যে নিজেকে স্বাধীনতার বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের ফিজনার একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি। অতএব তাঁহার একটি নূতন উপাধির প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি 'কাণ্ডারী' উপাধিও লইবেন না, 'কর্ণ'ও হইবেন না; তিনি হইবেন,—"মহান ফিউরের।" এতদ্দ্বারা ফিজনার অংশের আমাদের জন্য কি ইতিহাস রচনা করিবেন, জগৎ দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিল।

চীনের সামরিক বিভাগ হইতে এবার ১২০০ যুবক উত্তীর্ণ হইয়াছে। চীনের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং-কাই-শেকের উক্তি বর্তমান অর্থনৈতিক গঠন চেষ্টার অনুসরণে চীনে রাষ্ট্র সংগঠন চেষ্টা চলিতেছে। চীনের যে সকল জনসমাজ অভাবে, আশ্রয়াভাবে কষ্ট পাইতেছে তাহাদিগকে অন্ন ও আশ্রয় দান করিয়া তাহাদের যেকোনও সবল করিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা হইতে এক কোটি ডলারের গম ও তুলা ক্রয় করা হইয়াছে। গঠনমূলক কার্যের জন্য সামরিক ব্যয় যথা-সম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে। এসময় দেশের মধ্যে নানা স্থানে যুদ্ধ চলিলেও এবং সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা বিবেচনা-সঙ্গত না হইলেও চীনের রাষ্ট্রনায়ক সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতে সামরিক ব্যয় হ্রাস করিয়া সেই অর্থদ্বারা দেশের গঠনমূলক কার্য সম্পন্ন হইতে পারে কিনা, তাহা ভারত সরকার একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

স্যার পি, সি, রায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে তার করিয়াছেন—"হোয়াইট পেপার এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিষয়ে আপনি অসহযোগে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে সম্বর্ধনা জানাইতেছি। বাংলার কংগ্রেসপন্থীদের মধ্যে অত্যধিক-সংখ্যক লোক আপনাকে সমর্থন করিতেছে।" আচার্য্য রায় স্যার পি, সি, রায় বাংলা দেশে সর্বজন-সম্মানিত ব্যক্তি; তিনি কোন রাজনৈতিক দল বিশেষের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার মত স্বাধীনচিন্তাসম্পন্ন লোক বিশেষ চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র আবেগের বশবর্তী হইয়া কোন কথা বলেন না। তাঁহার উক্ত মতের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

স্যার আর্নেষ্ট হটসন ১৯৩১ সালে বোম্বাই প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর ছিলেন, এখন তিনি বিলাতবাসী। তিনি লিখিয়াছেন,—হোয়াইট পেপারের ভারতীয় বিরুদ্ধবাদী দলের কোন জনসভায় এই মর্মে বক্তৃতা করিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা স্বায়ত্তশাসন লাভের অযোগ্য; কেননা তাহারা, (১) নিরক্ষর মূর্খ "হিদেন" (২) এবং তাহাদের অধিকাংশ বেজায় দুর্বৃত্ত। কারণ দুইটি সম্পূর্ণ মৌলিক বটে। চার্চিল সাহেব এযাবৎ অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্তু এমন অভিনব যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। হটসন খাঁটি ব্রিটন বটেন।

হস্তপদ্ম অবস্থায় সন্তরণ

গত ৫ঠা আগষ্ট ৮টা ১৭ মিনিটের সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ঘোষ ঢাকা জগন্নাথ হলের পুষ্করিণীতে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় ৫০ ঘণ্টাব্যাপী সন্তরণ করিবার উদ্দেশ্যে অবতরণ করেন। পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সময় তথায় বহুসংখ্যক বিশিষ্ট নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

সন্তরণে নামিবার আগে একটি ছোট মেয়ে একটি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শ্রীযুক্ত ঘোষকে অভিনন্দিত করেন। পরে তিনজন মহিলা শ্রীযুক্ত ঘোষকে পুষ্পমাল্য চন্দন ও বাহু ভূষণে আভারক করেন। জলে অবতরণ করিবার কিছু পূর্বে অধ্যাপক চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বেদের মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন এবং ঢাকা নারায়ণগঞ্জের বীণাপাণি সন্তরণ সমিতি শ্রীযুক্ত ঘোষকে অভিনন্দিত করে। সমবেত জনগণের জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি এবং ঢোল ও সানাইয়ের সুমধুর সুর এবং নারীবৃন্দের হুলুধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত ঘোষ ৮-১০ মিনিটের সময় জলে ঝম্প প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ জলে নামিবার অব্যবহিত পূর্বে উপস্থিত জনগণের নিকট বলেন, "আপনারা সকলে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, যাহাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়।"

শ্রীযুক্ত ঘোষের সঙ্গে নিখিল ভারতীয় জীবন রক্ষা সমিতির দুইজন সদস্য সি, কে, মুখার্জি এবং এইচ মুখার্জি জলে অবতরণ করেন। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের প্রিন্সিপাল মিঃ ব্ল, সি গুপ্ত এবং ঢাকার সিটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ এল মহলার Starter এর কাজ করেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা জজ, সিভিল সার্জ্জন ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি লইয়া বিচারক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঘোষের হাতে একটা খারাপ প্রকৃতির ফোড়া হওয়ায় পরে দিন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। টাঙ্গাইল ডাক্তার যোগিনী মোহন দাস ফোড়াটিতে ঔষধ প্রদান করেন। তাহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ফলে যে ক্ষতি এপর্যন্ত একেবারে সারে নাই।

পুলিশকে সংবাদ দিবার সন্দেহে হত্যা

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, রফিক, আবদুল, তাজু ও সাজু এই ৪ ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জের সেসন জজের বিচারে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কাসেম নামক জনৈক টেপু শেখকে হত্যা সম্পর্কেই উহারা অভিযুক্ত হইয়াছিল। সাজু নামে আর এক আসামী খালাস পাইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, টেপু খোন্দকার একজন কনেষ্টেবল ছিল। সে গত ১৯৩৩ সালের ১লা জুন তারিখে গরু কিনিবার জন্য বালিগ্রামে গিয়াছিল। বৈকালের দিকে সে ফেরী ঘাটে যাইয়া পৌঁছায়, ফেরীঘাট পার হইবার পর আব্দুর সাহেব তাহার দেখা হয়, আব্দুর সঙ্গে সে আলাপ করে ও তামাক খায়। ইহার কিছুকাল পরেই যেমা নৌকাওয়ালা যখন নৌকা লইয়া ম.র নদীতে চলিয়া গিয়াছে তখনই সে চীৎকার শুনিতে পায় "আমার মাথি পীর আইন, আবদুল, রফি ও তাজু আমাকে মারিয়া ফেলল"। মাঝি ইহা শুনিয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকিলে তাহাকে মারিয়া ফেলা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হয়। ফরিয়াদী পক্ষের মতে হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য হইল এই যে, আসামীরা মনে করিল যে, টেপুর নিকট হইতে খবর পাইয়াই পুলিশ বালিগ্রাম ডাকাতি সম্পর্কে তাহাদের বাড়ী খানা-তল্লাসী করিয়াছিল, এই জন্যই তাহারা তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। রফি, তাজু, সাজু, আবদুল ও সাবুকে জড়িত করিয়া এক স্বীকারোক্তি করিয়াছিল কিন্তু পরে আবার সে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছিল। সরকারপক্ষ হইতে ৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল।

৩৲ টাকার জন্য নরহত্যা

শিলং এর ডেপুটি কমিশনার মিঃ এইচ এম ক্রিকার্টের বিচারে আমান খাঁ নামক এক পাঠানের প্রতি দশ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে, খোয়াম বাজারের অধিবাসী ঈশা খাঁ নামক আর এক জন পাঠানের নিকট আসামীর তিন টাকা পাওনা ছিল। একদা সে পাওনা আদায় করিতে গেলে ঈশা খাঁ বলে, সে ঐ টাকা দিতে অসমর্থ। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আসামী তাহাকে ছোরার আঘাত করে। আহত ঈশা খাঁকে শিলং হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল; পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। অতঃপর আসামী আমান খাঁ ফেরার হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর সে পুনাখাতে ধরা পড়ে। মামলার শুনানীর সময় আসামী আমান খাঁ বলে, তাহার স্ত্রী ও[illegible] সহিত ঈশা খাঁর গুপ্ত প্রণয় ছিল। একদা সে বাড়ী আসিয়া দেখিতে পায় যে, ঈশা খাঁ তাহার ঘরের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহাতে তাহার যোরতর ক্রোধ হয়। এই ক্রোধের বশবর্তী হইয়াই সে ঈশা খাঁকে ছোরার আঘাত করিয়াছিল।

স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ

ময়মনসিংহ জিলার বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্মী শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বর্তমানে মেদিনীপুর জেলের আটক আছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী সুধা মজুমদারের উপরও অন্তরীণ বাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই জিলার নারী কর্মীদের মধ্যে ইনিই সর্ব প্রথম অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন। ইঁহার স্বামীও ময়মনসিংহ জিলার সর্ব প্রথম রাজবন্দী। তাঁহাকে ১৯১৫ সালের শরৎ বসু আইনানুসারে প্রথম আটক করা হইয়াছিল।

শ্রীমতী সুধা মজুমদারকে তাঁহার স্বামীর ময়মনসিংহস্থ বাটিতেই বাস করিতে বলা হইয়াছে, অধিকন্তু কতকটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি তাহার বাহিরে যাইতে পারিবেন না।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টিন, জানালার গরাদে
দালানের লহার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বুধবার } ১৬৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "ধর্ম কি জাতীয় অধঃপতনের হেতু?" সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতাটি সমগ্র জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী এই সদুপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভুর জন্মভিটায়) রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিজয় মহোদয়ের পূর্ণ অর্থানুকূল্যে যে সুবৃহৎ মন্দিরটী প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কার্য্য অতি দ্রুতগতিতে চলিতেছে। ইতোমধ্যেই ভূমি হইতে ৩ ফুট উচ্চ পোতা পর্য্যন্ত গাঁথনি শেষ হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র শ্রীমানি মহোদয় অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তিবশতঃ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্য করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী মহাশয় ইঞ্জিনিয়ার বাবুর সহায়করূপে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। এই সেবাপ্রাণগণের আদর্শসেবা পরমার্থ-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাইয়া শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মহাপ্রভুর বাটীর নিকটে আসিয়াছে। যাত্রিগণ এখন নৌকায় আসিয়া শ্রীধামদর্শনের সুযোগ পাইতেছেন। যাঁহাদের পক্ষে হাঁটিয়া আসা সুবিধাজনক নহে, তাঁহারা শ্রীধাম-দর্শনের এই সুযোগ গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও নদীয়া-প্রকাশের জন্মাষ্টমীর বিশেষ-সংখ্যা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-বাসরে (১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হইবেন। যে সকল শুদ্ধবৈষ্ণব আমাদিগকে প্রবন্ধ দিয়া বাধিত করেন, আশা করি, এবারও আমরা তাঁহাদের করুণা হইতে বঞ্চিত হইব না। ২০শে আগষ্টের মধ্যে প্রবন্ধসমূহ আমাদের অফিসে পৌঁছিলে ভাল হয়। এই সংখ্যার ভিক্ষা /০ হইবে। যাঁহারা ডাকে সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক /৫ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইবেন, নতুবা বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা শেষ হইয়া গেলে আমাদের বন্ধুবর্গ হয় ত' এই সংখ্যা-লাভে বঞ্চিত হইবেন। অন্যান্য বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহাই বিশেষ নিবেদন।

'গৌড়ীয়' দ্বাদশ-বর্ষকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা দৃঢ়রূপে কীর্ত্তন করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এক যুগ নহে—অনন্ত যুগ ধরিয়া গৌড়ীয়' মহাপ্রভুর বাণীই কীর্ত্তন করিবেন। এই বাণী-কীর্ত্তনই গৌড়ীয়ের ধ্যান-ধারণা, পূজা-আরাধনা, গৌরবাণী-কীর্ত্তনই গৌড়ীয়ের একমাত্র ভজন। গৌড়ীয় মহাপ্রভুর যে অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ সেবানিষ্ঠগণ গৌড়ীয় ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় ১ম প্রবন্ধ 'স্ব-পর-মঙ্গল'-এর অপ্রাকৃত বাণীতে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। গৌড়ীয়ের কার্য্য—ত্রিতাপক্লিষ্ট কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-গ্রাহ-কবলিত বদ্ধজীবগণকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু গীতি ও হংস-গীতির অনুসরণে শ্রীল রূপপাদের উপদেশামৃত পান করান। গৌড়ীয়প্রদত্ত এই অমৃতকে যাহারা পরিত্যাগ করিয়া সংসারবিষে জর্জ্জরিত হয়, তাহাদের জন্য প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী গৌড়ীয়ের গভীর হৃদয় বেদনা। গৌড়ীয় নিরন্তর ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করেন; সুতরাং গৌড়ীয়ের কাহারও প্রতি অসন্তোষ নাই। পিতা পুত্রের হিতের জন্য পুত্রকে ভর্ৎসনা করিলে পুত্র অজ্ঞতাবশতঃ পিতাকে ভুল বুঝিলেও পিতার অন্তঃকরণে পুত্র স্নেহ বিলুপ্ত হয় না; তদ্রূপ নির্ম্মৎসর গৌড়ীয়, বদ্ধ থাকিতে বদ্ধপরিকর জনগণের হিতের জন্য সময় সময় পাষণ্ড-দলন-বাণী উড়াইয়া থাকেন; তাহাতে বদ্ধ-গণ-রঞ্জন মনোবৃত্তি-মদিরা-মত্ত জনগণ গৌড়ীয়কে অনেক সময় প্রতিশোধ-গ্রহণকারী বলিয়া মনে করিলেও যাঁহারা গৌড়ীয়-চরণে জীবনাদপি জীবন অপরাধ করিয়াও একবার তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন, গৌড়ীয়ের অন্তঃকরণ শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। সুতরাং গৌড়ীয়কে কেহই শত্রু না ভাবিয়া সকলেই তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করুন। তাহাতে আত্মমঙ্গল অনিবার্য্য।

পাঠকগণ অবগত আছেন, মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীমুরারীগুপ্তের আলয়ে শ্রীশ্রীসীতারামের মন্দিরের কার্য্য নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে আরম্ভ হইয়াছে। এই মন্দিরের কার্য্য সমাপ্তপ্রায়। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিষ্ঠ মহাশয় উপস্থিত শ্রীমন্দিরের যাবতীয় কার্য্য অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে করাইয়া ভক্তবৈষ্ণবগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভূধাশ্রমী মহারাজ শ্রীমঠে প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকালে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজী মঠের বাহিরেও দিল্লীর বিদ্বৎসমাজের শিক্ষিত সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন। স্বামীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রমীমাংসা শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় দেব গোস্বামী মহারাজ সনাতন-শিক্ষাস্থলী শ্রীকাশী ধামে অবস্থান পূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রত্যহই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অনেকেই তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্বামীজীর যুক্তিপূর্ণ পাঠ ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহা লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে।

গত ৪ঠা আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুরে আলোচিত হয় যে, প্রাকৃত-ভাগবতাভিমানী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করেন। ভয়, শোক, এষণা প্রভৃতি বুদ্ধিযুক্ত জীবকে বিপথগামী করিয়া সংসারে উন্নতি করিবার জন্য প্রবৃত্ত করায়, এ সকল তাহাদের অজ্ঞ জ্ঞানের ফল মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ শ্রীধর ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

পরিবর্ত্তন

যে ব্যক্তি অসহায় পশুগণকে শরাদি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রাণীহনন-কার্য্যে রত তাহাকে আমরা ব্যাধ বলি। পরহিংসা ও পরপীড়নাদি দ্বারা সংসার প্রতিপালনরূপ পাপাচরণই ব্যাধের কার্য্য। কৃষ্ণসেবা-নিবৃত্তি ঘটিলেই কৃষ্ণসেবকগণ হারাইয়া জীব ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হয়। হরিবিমুখ জীব-সংঘ্রেত অধার্ম্মিক ও মহাপাপী. সেজন্যে নরকগামিত্বই তাহাদের প্রাপ্য ফল। জগতের প্রায় শতকরা শতজনই এই পথের পথিক। সুতরাং এই দুর্দৈব হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থা আবিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন।

সৃষ্টি দ্বিবিধ—দৈব ও অদৈব। কতক-গুলি লোক ভোগবুদ্ধির প্রাবল্য হেতু অসুর-স্বভাব সম্পন্ন অর্থাৎ হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, অপরাধী ও পাপী। এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ভগবৎ-সেবক, ধার্ম্মিক, দয়ালু ও পরোপকারী। এই সাধুগণের সঙ্গ করিলে অসুরভাবাপন্ন জীবসমূহেরও যে সৎসঙ্গ প্রভাবে মঙ্গলের উদয় হয়, ব্যাধও সাধু হইতে পারে—পাপ হইতে চিরমুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবার সন্ধান পাইয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, ইহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পুরাকালে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ হরিবিমুখ মাতাপিতার কুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য অর্থ-লালসায় অরণ্যে মৃগাদি পশুহনন-কার্য্যে রত থাকিয়া জীবনযাপন করিত। প্রত্যহ পশুবধ করিয়া তন্মাংস-বিক্রয়-লব্ধ অর্থের দ্বারা নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। এই ব্যাধ পূর্ব্ব-শিক্ষা-অনুসারে পশুগণকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় রাখিয়া আনন্দোপভোগ করিত। শরবিদ্ধ প্রাণী-সমূহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিলেও হৃদয়ে ব্যথানুভব ত' দূরের কথা, সেই নিষ্ঠুর ব্যাধ তাহাতে আনন্দই পাইত। নিষ্ঠুরতা বা হিংসার চরমই চরম ফল। এই ব্যাধের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। পাপের আধিক্যবশতঃ তাহার এই কুপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল।

একদিন জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিবার জন্য প্রয়াগ-গমনকালে বনপথে একটী অসহায় মৃগ, একটী শূকর ও একটী শশককে বাণবিদ্ধ ও ভগ্নপাদাবস্থায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিলেন। জীবদুঃখে দুঃখী শ্রীনারদ এতদ্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া এই দুষ্কার্য্যের কারণ অন্বেষণে জানিতে পারিলেন যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ রক্তনেত্র, ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর ব্যাধই এই অসহায় প্রাণীগণকে বিদ্ধ করিয়াছে। তখন নারদ দুঃখের প্রতি পরানুকম্পায় রত, ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান সেই যমদূতাকৃতি ব্যাধের দিকে অগ্রসর হইয়া এই পশুবধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদের আগমনে মৃগসমূহ পলায়ন করিলে ব্যাধের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হইল বটে কিন্তু নারদের প্রভাবে তাঁহাকে গালি না দিয়া বলিল যে, "আমার নাম মৃগারি, পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কর্ত্তব্যবোধে আমি আজীবন পশুহিংসাই করিয়া আসিতেছি।" জীব-মঙ্গলকামী নারদ ব্যাধের এই দুর্ভাগ্য ও দুষ্কর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃ-করণে ব্যাধের মঙ্গল চিন্তা করিয়া তাহার নিকট একটী বস্তু ভিক্ষা মাগিলে ব্যাধ তাঁহাকে প্রচুর মৃগ-ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি দিতে চাহিল। কিন্তু নিষ্কাম-পূর্ণ শ্রীনারদ ব্যাধকে অন্য বস্তু ভিক্ষা চাহিলেন।

নারদ কহে—ইহা আমি কিছু নাহি চাহি।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমা ঠাঞি॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবা।
প্রথমে মারিবা অর্দ্ধ মারা না করিবা॥

নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া ব্যাধ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, এত জিনিষ থাকিতে আপনি কেন এরূপ দান প্রার্থনা করিলেন, তাহার কারণ এবং অর্দ্ধমারা করিলে কি হয় তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন। উত্তরে নারদ ইহাতে পাপাধিক্যের কথা উল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন,—"পশুগণকে অর্দ্ধমারা করিলে তাহাদের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। জীবে দুঃখ দিলে পাপ হয় এবং সেই পাপের ফলভোগ-স্বরূপে তাদৃশ যন্ত্রণা-ভোগ জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। মনুষ্যজন্ম-লাভ করিয়া যে সকল অসৎ ব্যক্তি আপনাকে সুখী বলিয়া অভিমান করে সেই সকল মূঢ়গণ প্রাণিবধকে অধর্ম্ম না জানিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যে সকল পশুহত্যা করে সেই সকল হত পশু পরলোকে গিয়া সেই হত্যাদিগকে ভক্ষণ করে। এই পশুহত্যার ফল জন্ম-জন্মান্তরে জীবকে ভোগ করিতে হয়। যাহারা পশুহত্যা করে তাহারা মহাপাপী; সেজন্যে তাহাদের নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। পশুহত্যা ত' দূরের কথা, মাংসক্রয়-বিক্রয়, মাংসভক্ষণ এবং অনুমোদন, মাংসরন্ধন বা মাংসভক্ষণ নিষেধ না করিলেও তাহা-দিগকে নরকগামী হইতে হয়। সুতরাং এসব অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করাই উচিত।"

স্থিরচিত্তে নারদের উপদেশ-শ্রবণে ব্যাধের মন প্রসন্ন হইল এবং তাহার দুষ্কর্ম্মের কুফল শ্রবণ করিয়া নিজ কুকর্ম্মের জন্য সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল এবং নিজকে ধিক্কার দিতে দিতে পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য নারদের চরণে পতিত হইয়া মঙ্গলোপায় জিজ্ঞাসা করিল। ব্যাধের আর্ত্তি দেখিয়া নারদের উক্তি ও ব্যাধের উত্তর —

নারদ কহে—"যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন॥
ব্যাধ কহে,—যেই কহ সেই ত' করিব।
নারদ কহে,—ধনু ভাঙ্গ তবে সে কহিব॥
ব্যাধ কহে,—ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে?
নারদ কহে,—আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥
ধনুক ভাঙ্গি' ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তাঁরে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি' বাহির হও দুই জন॥
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥
তুলসী-পরিক্রমা কর, তুলসী-সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন॥
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইমু দিনে।
সেই অন্ন লবে যত খাও দুইজনে॥"

অনন্তর নারদ সেই বাণবিদ্ধ মৃগাদি পশুগুলিকে সুস্থ করিলে ব্যাধের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন হইতেই ব্যাধ নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশপালনে তৎপর হইল। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সত্তের সঙ্গপ্রভাবে সেই নিষ্ঠুর ব্যাধও সৎ হইল এবং ভগবৎ-সেবায় মনো-নিবেশ করিয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। শ্রীগুরু নারদের কৃপায় তাহার আর কোন অভাব রহিল না। সতত ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন থাকায় হৃদয় হইতে হিংসাদি অসৎগুণ বিদূরিত হইয়া তাহার হৃদয়ে দয়াদি সদ্‌গুণের উদয় হইল। এই ব্যাধ আর ব্যাধ রহিল না, সদ্‌গুরু-কৃপায় সেবাবুদ্ধির উন্মেষক্রমে বৈষ্ণব হইল। ভাবমাত্রেই বৈষ্ণব. ভগবদ্বিমুখ হইলেই জীবের ব্যাধত্ব বা শূদ্রত্ব-লাভ হয়। আবার এই শূদ্র ব্যাধই দীক্ষা-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ এই ব্যাধকে ব্যাধ বলিয়া মনে করা অপরাধজনক।

একদিন জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ গোস্বামী পর্ব্বত মুনিকে সঙ্গে লইয়া এই ভক্তব্যাধের নিকটে আগমন করিলেন। তখন সেই ভক্ত ব্যাধ দূর হইতে গুরুকে দর্শন করিয়া আহ্লাদে ভূম্যাসনে উপস্থিত হইল এবং দণ্ডবৎকালে পিপীলিকা রহিয়াছে দেখিয়া বস্ত্র দ্বারা স্থানটি ঝাড়িয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। নারদ শিষ্যের এই দয়াগুণ দেখিয়া বলিলেন, হরিভক্তের পক্ষে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সাধুমাত্রেই হিংসা বা মৎসরতাশূন্য। শাস্ত্র বলেন,—

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো
গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ
পরতাপিনঃ॥
(স্কান্দবচন)

অতঃপর ভক্ত ব্যাধ পরমানন্দে তাঁহা-দের পাদ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক পাদজল শিরে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাদের যথোচিত সেবা করিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণগুণ গাহিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিষ্যের এতাদৃশ প্রেম দেখিয়া তাঁহারা দুইজনে আনন্দচিত্তে অন্তর্হিত হইলেন।

ব্যাধ-নারদ-সংবাদে আমরা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে জীবের মঙ্গলোদয়ের কথাই দেখিতে পাই। আমাদের ধারণা, আমরা যখন ব্যাধ-কুলোদ্ভূত নই তখন এসব বিষয়-শ্রবণে আমাদের কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমরা স্থিরভাবে আলোচনা করিলে এই নারদ ব্যাধ-সংবাদে দেখিতে পাইব যে, বহু অমূল্য শিক্ষাবস্তু ইহাতে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে

হিংসা বা মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই ব্যাধ-শব্দবাচ্য। যাঁহারা সাধু তাঁহারাই নির্ম্মৎসর এবং অহিংসাদি গুণে গুণী। হরিভক্তির অভাবে অসাধু জগবাসিগণের এসব গুণ নাই থাকায় মানুষমাত্রেই মৎসর বা হিংসা-পরায়ণ। সুতরাং হরিবিমুখ যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিমাত্রেই ব্যাধ বলিয়া পরিগণিত এবং তাহাদের গতিও এই ব্যাধের পূর্ব্বজীবনের ন্যায় নরকপ্রাপক।

"নারং অর্থাৎ জ্ঞানং দদাতি যঃ সঃ নারদঃ।" যিনি জ্ঞানালোক প্রদানপূর্ব্বক জীবের অজ্ঞানান্ধকার—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-পিপাসা দূর করিয়া তাঁহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন তিনিই নারদ—শ্রীগুরু-দেব। ব্যাধ—অসাধু, নারদ—সাধু। এক-জন অজ্ঞ, অপর ব্যক্তি বিজ্ঞ। আমরা প্রায় সকলেই ঐ ব্যাধাখ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্ব্ব-পুরুষগণের পদানুসরণে যে কোন উপায়ে অর্থাদি উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি-পালনই বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার ফল দুরবস্থাভ ছাড়া

ক্রমশঃ

আর কিছুই নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য—ভক্ত-ব্যাধের অনুসরণ করা, সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সতত হরিসেবা করা।

আমরা অনেক সময় শাস্ত্র ও সাধুর অনুসরণ না করিয়া মনঃকল্পিত-সুখে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ না করিয়াই সৎসঙ্গের ভাণ দেখাই ও নিজেদের আশা পোষণ করি। কিন্তু অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে সাধুসঙ্গ করিবার যোগ্যতা জীবের হয় না, ইহা 'আমরা এই ব্যাধের' জীবনীতেও লক্ষ্য করিয়া থাকি। শাস্ত্র বলেন,—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গম্
উক্তিভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

আমরা প্রায় সকলেই ব্যাধের ন্যায় পর-পীড়নাদি দ্বারা স্ব-সুখ-সন্ধানে ব্যস্ত। আমাদের হৃদয় পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করা নিতান্ত প্রয়োজন। সাধুগণ জীবমঙ্গলার্থ জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজের কোন কাজ না থাকিলেও অপরের মঙ্গলাধ্যান-কামনায় পরের বাড়ী হইয়া তাঁহারা 'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা" এই ভিক্ষাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে সাধুর এই মঙ্গলোপদেশ আগ্রহসহকারে শ্রবণ পূর্ব্বক তৎপালনে তৎপর হ'ন তাঁহারা যত বড় পাপীই হউন না কেন, সাধুসঙ্গে শ্রবণাখ্য-সেবা-ফলে তাঁহাদের সমস্ত পাপ অনায়াসে নাশ হয় এবং তাঁহারা ভক্ত-ব্যাধের গতি লাভ করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করা দরকার। সাধুসঙ্গ করিলে আমাদের পরমমঙ্গল সাধিত হয়। সাধুগণ শাস্ত্রযুক্তি-রূপ অস্ত্রের দ্বারা আমাদের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ হৃদয়ের অন্যাভিলাষ-গুলিকে ছেদন করিয়া চিত্তে অর্থের উদয় করান। সাধুর এই কৃপাবলে সমর্থ হইলেই জীব স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠপথের পথিক হ'ন। সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তনে শাস্ত্র বলেন,—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥
কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে
'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয়॥"

অষ্টমপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যবর্ণন-মুখে বলিয়াছেন—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"
(ভাঃ ৫।১২।১২)

—হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্ভক্তি তপস্যাদ্বারা, অর্চ্চনাদিদ্বারা, সন্ন্যাস-পালন দ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালন দ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা অথবা জলাগ্নি-সূর্য্যোপাসনাদ্বারা কখনই লব্ধ হয় না।

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

—হে অচ্যুত, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভবমোচন-ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন জীবের যদি সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে তবেই জীবের সদ্গতি ও পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।

ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেই ভগবানের জীব বলিয়া ভগবৎ-সেবায় সকলেরই অধিকার আছে। এই অধিকার বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে। সাধুসঙ্গ হইলে সকলেরই ভগবৎ-সেবায় অধিকার হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য না হইলে ব্রাহ্মণকুলজাত তেপী ব্রাহ্মণ-রূপেরও হরিসেবায় অধিকার হয় না। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মঙ্গললাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। ইহা পরিহারপূর্ব্বক অন্য উপায় অবলম্বন করা বৃথা চেষ্টামাত্র। সেইজন্য ভগবানের সেবার চেয়ে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবার শ্রেষ্ঠতাই শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং
পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং
সমর্চ্চনম্॥"
"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ
তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স চ
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

মহাপ্রভুর জন্মভূমি

(৩)

সাহিত্যিক-বর মৃত্যুঞ্জয় হক সাহেব মুসলমান হইয়াও মায়াপুরকে "ক্র" দিয়া দেখেন নাই। কেবল অভিসন্ধিমূলে দাসজী ও তাঁহার ভাবক-সম্প্রদায় "ক্র" দ্বারা বিকৃত করিবার চিত্র দেখাইয়াছেন। এমন কি তাঁহারা যে মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর দোহাই দেন, তিনিও তাঁহার ১২৯১ সালে প্রকাশিত 'নবদ্বীপ মহিমা'-পুস্তকের ৬ ও ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল বল্লালদীঘির নিম্ন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল।" (নবদ্বীপ-মহিমা ১১শ পৃঃ) "গঙ্গার পূর্ব্বপারে অন্তর্দ্বীপ—মায়াপুর বা মেয়াপুর। ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত। এখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।" (নবদ্বীপমহিমা ৬ পৃঃ)

নদীয়া জেলার টাকাকে—টেকা কাটালকে—কেঁটাল, কাথাকে—কেঁথা, ঘাঁড়িয়েকে—ঘেড়িয়ে, পাঠিয়েকে—পেঠিয়ে ইত্যাদিরূপে উচ্চারণ করিতে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। সে-স্থানে সংস্কৃত 'মায়া' শব্দকে 'মেয়া' রূপে উচ্চারণ করা যে অস্বাভাবিক নহে, ইহা সকল সুধী ব্যক্তিই স্বীকার করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল কতিপয় অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি 'মায়া'কে 'মিঞা' করিবার অসৎ-চেষ্টা আবিষ্কার করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠে জানা যায়, শ্রীমহাপ্রভু—

"প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত বিনু থাকিতে না পারে অন্যজন॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্যজন॥"

কাজেই এইরূপ অবস্থায় সকল সময়েই যে বিরুদ্ধমত-পোষণকারী কাজী কীর্ত্তন শুনিতে পাইবেন, তাহার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে জানা যায়, যাহাতে ভক্তগণের ভজন বিধর্ম্মীর দ্বারা উপদ্রুত না হয়, এইজন্য তাঁহারা অনেকে নিজ নিজ ঘরে বসিয়া হাতে তালি দিয়া মৃদুস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। আর কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলেই যে ঠিক কোন্ গৃহে কীর্ত্তন হইতেছে, তাহা ভাবিবার জন্য দূত পাঠাইবেন না তাহারও কোন কারণ নাই। সাধারণ-ভাবে কীর্ত্তন এক মাইল দূরেও শ্রুতি-গোচর হওয়া সম্ভব নহে, বিশেষতঃ বহু-জনাধ্যুষিত একটী বিপুল নগরের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে অভ্রান্ত সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত যে, মহাপ্রভুর বাড়ী এবং কাজীর বাড়ী অতিদূরেই অবস্থিত, তাহাকে সরাইয়া দুই মাইল ব্যবধান করিবার চেষ্টা দাসজীর স্বকপোলকল্পিত এবং অভিসন্ধিমূলক।

পরন্তু প্রাপ্ত সকল উল্লেখ হইতে এবং অন্যান্য কারণেও জানা যায় যে মহাপ্রভু এবং চাঁদকাজীর বাড়ী একই পল্লীর অন্তর্গত ছিল। সুতরাং দাসজীর উক্তি পিষ্টপেষণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ খণ্ডিত উক্তিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র; সুতরাং উহা অসার ও ভিত্তিহীন।

বিষজ্জনবরেণ্য সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক কায়স্থ-কুলতিলক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর গত ২০শে বৈশাখ (১৩৪১) শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে বঙ্গমাতার কৃতি-সন্তান, কার্য্যনিষ্ঠ, সর্ব্বজন-সুহৃৎ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, এম্-এল সি, প্রমুখ মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতি-স্থান" সম্বন্ধে যে একটি সন্দর্ভ পাঠ ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি সেই বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা মহতী সভায় সকলজন-সমক্ষে নানা অকাট্য প্রমাণ-যুক্তি-মুখে নিঃসংশয়িতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান প্রবাহিতা ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে অবস্থিত শ্রীমায়াপুর ও তৎসংলগ্ন ভূমিই শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ। এতদ্বিষয়ে আর কাহারও কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ যে-স্থানকে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, গৌর-নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমুখ নিরপেক্ষ মহাজনগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃতদর্শন-বলে 'শ্রীমহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ' বলিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল অভিসন্ধিমূলে নিরর্থক কাল্পনিক যুক্তি-প্রমাণাদির অবতারণা করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত সেই অভ্রান্ত অবিসংবাদিত বাস্তব সত্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হওয়া মহাপরাধ মাত্র।

—কায়স্থ-পত্রিকা, আষাঢ় (১৩৪১)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ১ম বর্ষের ও অন্যান্য বর্ষের ভিক্ষা এখনও কাহারও কাহারও বাকী আছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় দেয় বাকী ভিক্ষা অতি সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন

ছাড়ি' অন্যাভিলাষ যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। সাধুসঙ্গ করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীকপুর, কাঁপথালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ.
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রী[illegible] [illegible], হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমধ্ব-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রী[illegible] গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার কটক
২৪। শ্রীবিনোদ-বাণী গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৫২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, [illegible] কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ—[illegible]
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, গ্রেটার রোড, চৌপাটী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডষ্টোন হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিরজাকুটীর—[illegible]

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, গ্রন্থসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৭০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ৷৷৴০
২। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৬৲
৩। শ্রীকৃষ্ণবিজয়কুসুমমালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। শুভবৎসর ।০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ অন্বয়সহ মাধুর্য্য (বাঁধা) ২৲
১৩। প্রেমভক্তিসার মাধুর্য্য রামাজীর) ।০
১৪। বৈষ্ণব ৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীপ-নির্ব্বাপণ ৷৷০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৷০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷৷০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৷০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৷৷০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধকম্ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চনকণ ৴০
৩৬। প্রপন্নজীবনামৃতম্ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আত্মধর্ম ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় ।০
৪৪। গৌরচক্রোদয় ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। জৈবধর্ম বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৷৷০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৷০
৫২। সাধ্যসাধন ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিলাসম্ ।০
৫৪। সটীক-নিম্বার্কদর্শনম্ ৴০
৫৫। দশ-মূলম্ ।০
৫৬। মধ্বচার্য্য-বিজয়ম্ ৷৷০
৫৭। গৌড়ীয়ভাষ্য পাঠদম্ ৴০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৷৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৷০
৬২। ল্যাণ্ড, হ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। লোয়ার গৌড়ীয়মঠ-ইন দূরে ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ককোটিক্ থিয়োলজী অ্যাণ্ড ...লজড্ ডিভোশান. ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন-পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে ৩ টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
দ্বিবার	প্রতি লাইন		৷৵০	৷৶	
„	„ ইঞ্চি		১৷০	১৷০	
	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
„	„ অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৬৲
„	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ত চুক্তি করা হয়]

বাম পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
অাপর পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ২৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কালকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হইলে তবে শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

—०::०::० -- —

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাগবতভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম. এ, মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবজ আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ধর্ম্ম ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্ গ্রন্থ অত্যন্ত ধরণের নানা বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিভূষায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত স্থানবৃত্তান্ত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে, সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

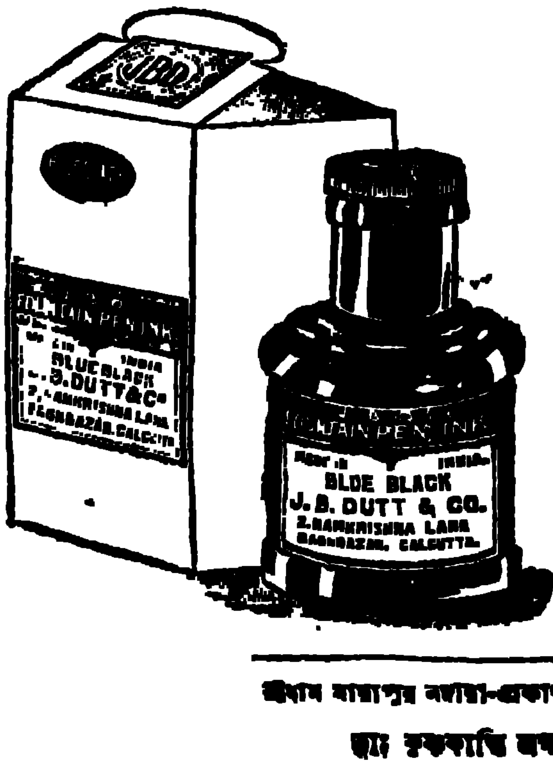

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
বালা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৬৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এলমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
গহনা	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জোইষ্ট বা বীম মার্কা	৬৲—৬৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫।০
খদ্দা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০

এঙেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন— ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১।০
২৬ গেজ " "	১৩৲
২৪ গেজ " "	১১।০
আর, পি, তি,	১০৸৵০
এসবেসটস সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা	।০ বর্গফুট
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ " "	১২।৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১০৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ	৮।০
গ্যাঃ তারের জাল ২৪ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন পাতি	৩৷৵০—৩৸৵০
" খোলতুই (গোল)	৩৷৵০—৩৸৵০
" চাদর (চৌকা)	৩৷৵০—৩৸০
"গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫৵০—৫৸৵০
" টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
" বাণ্ডল তার	৬৷৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌ লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীজগদীশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ত্রিদণ্ডিস্বামী কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এস. সি. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম- 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষৎ
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৯ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মাছের আঘাতে মৃত্যু

একটি কাতলা মাছ কিভাবে একজন লোকের জীবনান্ত ঘটাইয়াছিল কীর্ত্তিপুর হইতে তাহার এক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। গত ১লা আগষ্ট তারিখ কীর্ত্তিপুরের শরৎচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক বড় ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। শরৎবাবু তাহার পুকুর হইতে মাছ ধরিবার জন্য কতকগুলি জেলে লাগাইয়া দিয়াছিলেন, একজন জেলের জালে একটা কাতলা মাছ আটক পড়ে. উহার একেকটি কাতলার ওজন ছিল অনুমান অর্দ্ধমণ। জেলেটি জাল খানাকে তীরের দিকে টানিয়া আনিতে অসমর্থ হওয়ায় শরৎ বাবু ও অপর কয়েকজন জেলেটির সাহায্যার্থ জলে নামিয়া পড়েন। উহারা সকলে মিলিয়া জাল খানাকে টানিয়া তীরের দিকে আনিবার সময় একটা বড় মাছ জালের মধ্য হইতে লাফ দিয়া শরৎবাবুর পেটে এমন জোরে গুঁতা মারে যে তিনি তখনই অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে তীরে তুলিয়া আনা হয়, কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান হয় না এবং আহত স্থান ফুলিয়া উঠে ও তীব্র বেদনা বোধ হয়। চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ২৪ ঘণ্টার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

শক্তিপুরে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

শক্তিপুর হইতে প্রকাশ, গত ৩০শে জুলাই রাত্রিকালে টাউন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কয়েকজন কনেষ্টবল, আর্ম্মড বেরিলি লাইট ইনফ্যান্ট্রীর কয়েকজন সৈন্য ও আই বি পুলিশ সহ রাত্রি প্রায় ২টার সময় একটি রেলওয়ে ব্লক (ট্রাফিক) বেষ্টন করে। পরদিন প্রাতে সেই ব্লকের অনেক পার্শ্বেল ক্লার্ক বাবু এস সি বাগচীর ঘর তন্ন তন্ন করিয়া ৪ ঘণ্টাব্যাপী তল্লাস চলে। তল্লাসীর শেষে উক্ত পার্শ্বেল ক্লার্কের ২০ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীপ্রবোধকুমার বাগচীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। তল্লাসীতে একখানি আপত্তিজনক খাতা নাকি পাওয়া গিয়াছে; অনুসন্ধানের সন্ধানেই এই খানা বলিয়া প্রকাশ।

জরিমানা

রেঙ্গুনের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল জে ই লক, সে যে একজন দেউলিয়া তাহা না জানাইয়া পার্ক মোটর কোম্পানীর নিকট হইতে ধারে পেট্রোল লওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সী টাউন দেউলিয়া আইন অনুসারে শনিবার পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে আমেদ কর্ত্তৃক ৫০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানা যদি আদায় হয়, তাহা হইলে তাহা ফরিয়াদী (যোগেশ চন্দ্র রায়) ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ পাইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার হাসান সুহ্রাবর্দ্দিকে সম্মান-সূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট হাউসে একটি বিশেষ কনভোকেশন হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে লাটসাহেব এই অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষতা করিবেন।

স্যার উডহেডের কার্য্যভার গ্রহণ

অনারেবল স্যার জন উডহেড কে সি এস আই, সি আই ই, আই সি এস ছুটি হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৪ঠা আগষ্ট পুনরায় শাসন পরিষদের সদস্যপদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সর্ব্বত্র কলেরার প্রকোপ

আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম হইতে কলেরা মহামারীর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অনাবৃষ্টি এবং গ্রামে বিশুদ্ধ জলাভাবই ইহার প্রধান কারণ। আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত খবর আসিয়াছে তাহার মধ্যে মাধবপুরে ৮ জন, ভরকুণ্ডে ৭ জন, জোড়লে ৫ জন, নাপথে ১৪ জন, গৌরহাটী বাদবপাটিতে ৪ জন মারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাদুরা, উদয়পুর এবং অন্যান্য গ্রামেও কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মিগণ ডাঃ যতীন দত্তকে লইয়া যথাসাধ্য ভ্যাকসিন দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

এবৎসর আরামবাগে যথোপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায় কোথাও আশানুরূপ আবাদ হয় নাই। অথচ বীজ বপন করিবার সময় চলিয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই চাষিগণ হাহাকার করিতেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছে।

জলমগ্ন হইয়া ২৯ জনের মৃত্যু

আসাম হিন্দু মহাসভার রিলিফ কর্ম্মিগণ আরও অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন যে, এই জেলায় বন্যার ফলে মোট ২৯ জন জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে এবং প্রায় ১৬০০ গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে।

গত ৩ দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বারিপাতের ফলে এই সহরের অধিকাংশ স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে।

রিভলভার প্রাপ্তির মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, দ্বিতীয় অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ এস মুখার্জ্জি বিনায়ক রিভলভার প্রাপ্তির মামলায় রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই মামলায় আসামী আলিম উদ্দীনের প্রতি সাত বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অস্ত্র আইনের ১৯এ এবং ১৯এফ ধারা অনুসারে দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, কোনও সূত্রে সংবাদ পাওয়া বরিশালের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ লাল মিঞা গত ২০শে মার্চ তারিখে বিনায়ক গ্রামে যাইয়া উক্ত আসামীর বাড়ীতে হানা দেয়। প্রকাশ যে, দরজার ফাঁক দিয়া পুলিশের প্রতি একটি রিভলভার তুলিয়া ধরা হয়। এই অবস্থায় তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া রিভলভার সহ আসামীকে গ্রেপ্তার করে। অতঃপর এই মামলার সৃষ্টি হইয়াছে।

ইউনিয়ন কোর্টে চুরি

বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন কোর্টে এক রহস্যজনক চুরি হইয়া গিয়াছে। গত ২৫শে জুলাই রাত্রে কোন দুর্বৃত্ত ঐ কোর্টের আফিসে তালা ভেঙ্গে ও একটি ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত জরুরী কাগজপত্র চুরি করিয়া উধাও হয়। কোর্টের কেরাণী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র জাগরিত হইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হন। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ ঢিল ছুঁড়িয়া তাঁহাকে আহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

৫ জ্যৈ ত্রয়োদশ বাজারেবার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৪শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

প্রকাশ, সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তকের প্রকাশক লণ্ডনের লেসার্স উইসার্ট কোম্পানীর মিঃ উইসার্ট "দৈনিক মান" পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার নিকট বলিয়াছেন—

"শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের কাজ গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইয়াছি এবং ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে ভারতীয় মত জানিতে পারিয়া ব্রিটিশ জনসাধারণও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। শ্রীযুত বসুর ন্যায় প্রভাবশালী ক্ষমতাশালী ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত এই পুস্তক বিপুল সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমি নিশ্চিত ধারণা পোষণ করি।"

আরও জানা গিয়াছে, বিগত ১০ বৎসরকাল হইতে ভারতের জাতীয়তাবাদিগণ যে আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছেন এই পুস্তকে তাহার একটী ধারাবাহিক আলোচনা থাকিবে। পরে এই পুস্তক ফরাসী, জার্ম্মাণী এবং সম্ভবপর হইলে ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হইবে। জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকগণ উক্ত পুস্তক প্রকাশ করিবার আশা রাখেন। পুস্তকখানিতে একলক্ষ শব্দ থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়।

নরেন্দ্রনাথ দাস নামে এক ব্যক্তি দৈহিক আঘাতের জন্য ৫০০৲ টাকা কাঁচড়াপাড়ার থানার ডিষ্ট্রিক্ট সরকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি সি ক্লার্ক ও আর দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে চাকদহ মুন্সেফী আদালতে এক মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন। মুন্সেফ বাবু প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে ডিক্রি দেন। উহার বিরুদ্ধে মিঃ ক্লার্ক ও অপর দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী অতিরিক্ত সাবজজ মিঃ এ, সি, মিত্রের আদালতে আপীল করিয়াছিলেন। সাবজজ বাবু মোকদ্দমার দায় খরচা সহ ডিস্‌মিস্ করিয়া দিয়াছেন।

পাঁচ বৎসর গত ১৯৩০ সালের ১লা জুন তারিখে ১৪৪ ধারা অমান্যকারী প্রত্যক্ষ আন্দোলনের প্রতিবাদে এক দল সত্যাগ্রহী দেশ সেবক হরিসভা হইতে এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ দেওয়ান বাগানের একখানি এম্বুলেন্স গাড়ীতে তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল যেন যদি আহত হয়, তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিবাদিগণ অন্যায়ভাবে শুধু সত্যাগ্রহী ও শোভাযাত্রিগণকে নহে, বাদী ও তাহার সঙ্গীগণকেও প্রহার করিয়াছিল। উহার ফলে বাদীর ডান দিকের কনুইয়ের হাড় স্থানচ্যুত হইয়াছিল এবং শরীরের অন্যত্র স্থানে আঘাত লাগিয়াছিল। বাদী এই হেতু ৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করেন।

মিঃ ক্লার্ক বলেন, আইনতঃ তাঁহার উপর যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল তিনি সরল বিশ্বাস অনুযায়ীই কার্য্য করিয়াছিলেন। অপর দুইজন আপীলকারীও অনুরূপ যুক্তি প্রদান করে। তাঁহারা আরও বলেন যে, তথাকথিত এম্বুলেন্স গাড়ী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে কারণ উহাতে যে চিহ্ন ছিল তাহা রেডক্রস চিহ্নের বিরোধী। সুতরাং উহা বে-আইনী জনতার অংশ তাঁহাদের এইরূপ আশঙ্কা করিবার সঙ্গত কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। যদি জনতাকে আদেশে ছত্রভঙ্গ করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ট্রেণের বিঘ্ন ও সরকারী অন্যান্য সম্পত্তি আক্রান্ত হইতে পারে। জনতা ছত্রভঙ্গ না করায় পুলিশের সাহায্যে তাঁহারা তাহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার সময় বাদী তাঁহার দেহে আঘাত পাইতে পারেন। সুতরাং বাদীর মামলা টিকিতে পারে না।

গত শনিবার কলিকাতা হাসপাতাল ষ্ট্রীট অব কমার্স গৃহে বাঙলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন কাশিমবাজারের পরলোকগত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং পরলোকগত রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর মহোদয়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে চেম্বারটি অতি সুচারুরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল; এবং তথায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

ভারতে উৎপন্ন গুড় ও চিনির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে ভারতে চিনির আমদানী প্রচুর পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নিম্নে ১৯২৯-৩০ সাল হইতে ভারতে আমদানী বিদেশী চিনির হিসাব দেওয়া হইল—

১৯২৯-৩০	৯৩৯৮০০ টন
১৯৩০-৩১	৯০১২০০
১৯৩১-৩২	৫১৬১০০
১৯৩২-৩৩	৩৬৯৫০০

মূল্যের দিক হইতে ১৯২৯-৩০ সালের পর হইতে ভারতে বিদেশী চিনির আমদানীর হিসাব এইরূপ:—১৯২৯-৩০—১৫ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা, ১৯৩০-৩১—১০ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা, ১৯৩১-৩২—৯ কোটী ১ লক্ষ টাকা ও ১৯৩২-৩৩—৪ কোটী ১২ লক্ষ টাকা। সুতরাং ভারতে শর্করা শিল্পের উন্নতির ফলে বিদেশ হইতে ভারতে চিনি আমদানীর পরিমাণ প্রায় ১০॥ কোটী টাকা কমিয়াছে; অবশ্য দেশের আর্থিক দুরবস্থাও উহার অন্যতম কারণ।

বিগত চারি বৎসরে ভারতে আখের চাষের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৮-২৯ সালের পর হইতে ১৯৩২-৩৩ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন বৎসরে ভারতে যত একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছে তাহার বিবরণ এইরূপ:—

১৯২৮-২৯	২৬৫০০০০	একর
১৯২৯-৩০	২৭৭৭০০০	একর
১৯৩০-৩১	২৯০২০০০	একর
১৯৩১-৩২	৩০৭৬০০০	একর
১৯৩২-৩৩	৩৪০৫০০০	একর

এই তালিকাতে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সকল শ্রেণীর আখের চাষই ধরা হইয়াছে। ভারতে প্রতি বৎসর যত জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আখের চাষ হয় তাহার তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে, আখের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ধরণের আখের চাষও বাড়িয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতে ১১ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৭৯ একর জমিতে উন্নত শ্রেণীর আখের চাষ হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৮৮ একর জমিতে এই শ্রেণীর আখের চাষ হইয়াছে।

ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগ

চাকদহ হইতে প্রকাশ, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বনমালী রহমান সম্প্রতি হরিদাস বসু নামক এক ব্যক্তিকে ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা ও ৩৯৬ ধারা অনুসারে দায়রা আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

মামলার বিবরণ এই যে, বিগত ১৯৩২ সালের ১লা নবেম্বর তারিখে ২০।২৫ জন লোক বন্দুক, মশাল ও লাঠি ইত্যাদি লইয়া রাণাঘাট থানার অন্তর্গত চেচুয়াকানি গ্রামের দেবেন কালী সরকারের বাড়ীতে হানা দেয়। বাড়ীর লোকদিগকে মারপিট করিয়া ডাকাতেরা নগদ টাকা ও গহনাপত্র ইত্যাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এখন সময় তাহার দেখ সীমান্ত প্রতিবেশী আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দেয়। ডাকাতেরা এই সময় তাহাকে গুলী করে।

থানায় সংবাদ দিলে পুলিশ তদন্ত করিয়া কয়েকজন লোককে বিচারার্থ চালান দেয়। তন্মধ্যে কেমন জনের বিচারে উহাদের দুইজনের প্রতি ছয় হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মামলায় আসামী হরিদাস তখন ফেরার ছিল। মাস ছয় পূর্ব্বে তাহাকে কৃষ্ণনগর বারো দোয়ারী কলা হয় তথায় সে ম্যাজিক প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল। গ্রেপ্তারের পর তাহাকে যথারীতি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাথমিক তদন্তের পর আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বোমা ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তির জের

তিনটি খালি বোমার খোল ও ক্যাপ এবং দুটী তাজা ও একটী ব্যবহৃত কার্ত্তুজ রাখার অপরাধে গত শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সেন নদীয়া জেলার খোকসা কৃষ্ণনগর নিবাসী সত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামী দোষ স্বীকার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায়-প্রদানকালে বলেন যে, আসামীর অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর রকমের। সুতরাং যদিও আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, তথাপি তাহাকে অল্প শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে না। তাহাকে অস্ত্র আইনের ২০ ধারা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫, ও ৬নং ৫ (ক) ধারা অনুসারে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উভয় দণ্ড একত্র চলিবে। অন্যান্য অপরাধে আসামীকে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া হয় না।

অভিযোগের বিবরণ এই, গত জুন মাসে গোয়েন্দা পুলিশ মুচিপাড়া থানার অন্তর্গত ৩নং কৃষ্ণ দাস লেনে আসামীর ঘর খানাতল্লাসী করিয়া তাহার বিছানার নীচ হইতে ২টী বোমার খোল ও একটী কার্ত্তুজ পায়। ঐ ঘরে বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে পুস্তক ও অন্যান্য রাজদ্রোহমূলক পুস্তকও প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ } ১৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৪শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৯ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৩৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৫ই আগষ্ট রবিবার জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সপার্ষদে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত-প্রেসে শুভবিজয় করেন। তথাকার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্নের ট্রেণে আরোহণ পূর্ব্বক শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌঁছিলে গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া মটরযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যান। শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া মঠবাসী ও তদ্ভক্ত সুহৃদ্ ভক্তগণ পরমানন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠে আগত শিক্ষিত সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট প্রত্যহই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে নিত্যমঙ্গলময়ী হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

—

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের মঠাধ্যক্ষ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমঠে আগত বহু-সজ্জন ব্যক্তিগণের নিকট প্রত্যহই শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তবৈষ্ণব ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীমুখে বরাভয়দায়িনী স্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া প্রত্যহ শ্রোতৃবৃন্দ-মাত্রেই উপকৃত ও আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ও তথায় অবস্থান পূর্ব্বক পাঠ ও বক্তৃতামুখে নানা স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ৬ই আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ভগবদ্বিমুখ জীবগণ লৌকিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় নানা কামের আবাহন করেন। ঐ কামনা-পরি-তৃপ্তির জন্য তাঁহাদের চিত্ত অশান্ত হয়। অশান্ত হৃদয়ে শান্তি-লাভার্থ অদ্ভুত বাসনা-পূরণকল্পে তাঁহারা হরিপ্রেমবিরোধী ভক্তের পথের পথিক হ'ন। ঐ কামিগণের অজ্ঞানে প্রমত্ত না হইয়া ভোগত্যাগেচ্ছু জনগণ কাহারও হিংসা করেন না। হরিসেবা না করিলে জীব মৎসর হইয়া পরহিংসায় ব্যস্ত হন। তৎকালে তাঁহারা ভগবানের অংশ-কলা প্রকাশ-মূর্ত্তিসমূহের নিত্যসেবায় রুচি-বিশিষ্ট হন না। যাঁহারা হিংসা পরিত্যাগ করেন তাঁহারাই উপাস্য-বিচারে ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হন।

—

অদ্বয়-পরবশ জনগণ অধিরোহ-বাদাবলম্বনে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে বিচরণ করেন, আর তদ্রূপ অবতার-বাদাশ্রয়ে নির্বিশেষতা বা সাধুতা গ্রহণ করিয়া যথার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কামনা দ্বারা বঞ্চিত হন না। চতুর্ব্বর্গ-অভিলাষী জনগণ কখনই হরিপরায়ণ হইতে পারেন না। অবরোহবাদে যেরূপ শুদ্ধভক্ত কৃপারূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধারূপিণী অবস্থা বর্ত্তমান, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর অধিরোহপথে সদ্গুরু-শুকদেবের আশ্রয়ে সেরূপ শ্রদ্ধালাভ হওয়া কঠিন। কপট ভক্তির সাহায্যে অদ্বয়াপর ব্যক্তিগণ যে গুর্ব্বাশ্রয় করেন তাহাতে কোন সুফলের উদয় হয় না। ছলধর্ম্মিগণ কখনই নিষ্কপট নহে। আরোহ-বাদীকে শাস্ত্রে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অদ্বয় পরিহার করিবারই ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগুরুদেব মনুষ্য নহেন—তিনি এজগতের বস্তু নহেন—তিনি গোলোকাগত জগদুদ্ধারক সেবক-ভগবান্ বা সেবক-কৃষ্ণ। গুরু ও কৃষ্ণের লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকিলেও গুরু কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন—এ কথাটি স্রৌত-পথাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেরই সতত স্মরণ রাখা উচিত। শাস্ত্রের এই বাণীর প্রতি দৃঢ়তা-স্থাপনে অসমর্থ হইলে জীবের সুবিধার আশা নাই।

—

গৌড়ীয়মঠের প্রচার সমগ্র ভারত ও ভারতেতর পাশ্চাত্যদেশেও দ্রুতগতিতে চলিতেছে। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিধানন্দ দাস সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শুদ্ধকৃপায় সুশিক্ষিত পারদর্শী হইয়া নির্ভীকহৃদয়ে আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচারে অনেক আসামবাসী শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের পাদপদ্ম-আশ্রয়ের পরম সৌভাগ্য-লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বিগত ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ আরম্ভ হয়। ইহার কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে এতদঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় ঐ দিবস সমস্ত রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়াছিল। তথাপি পূর্ণিমা ও গ্রহণ উপলক্ষে অনেকেই অতিকষ্টে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর মায়াবলে নিজেই মোহিত হইলেন। তিনি তাঁহার সম্মুখেই সমস্ত বৎস ও পালকগণকে জলধর-শ্যামবিগ্রহ ও পীতবর্ণ-কৌশেয়-বসন-পরিহিতরূপে দর্শন করিলেন। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সুশোভিত; তাঁহাদের মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার এবং গলদেশে বনমালা বিরাজমান। তাঁহাদের সকলেরই দক্ষিণ উপরিভাগে লক্ষ্মীদেবীর শোভাময়ী রেখা অঙ্কে বিরাজিত, কণ্ঠে কৌস্তভ, হস্তে কঙ্কণ, পদদেশে নূপুর ও পাদপদ্ম সকল শোভা পাইতেছিল।

পুণ্যশীল জনগণের প্রদত্ত সুকোমল নূতন তুলসী-মাল্যে তাঁহাদের আপাদমস্তক ভূষিত ছিল। তাঁহারা জ্যোৎস্নাতুল্য নির্ম্মল হাস্যরূপ সত্ত্বগুণ এবং অরুণবর্ণ-নেত্র-প্রান্তের অবলোকনরূপ রজোগুণে যেন স্বীয় ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা সৃজন ও পালন করিতে-ছিলেন।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় জন্তু সকলেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া নৃত্য-গীত বাদ্য প্রভৃতি বহুবিধ উপচারের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিতেছেন। তাঁহারা অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য, মায়া প্রকৃতি বিকৃতি এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি-তত্ত্বে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। ভগবানের মহিমা-বলে যাঁহাদের স্বতন্ত্রভাব দূরীকৃত হইয়াছে সেই সকল কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম, এবং গুণ প্রভৃতি পদার্থ সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছিল।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী ৪৩৮

গৃহব্রতের গতি

আমরা ভ্রমবশতঃ অনেক সময় গৃহস্থ ও গৃহব্রতকে সমশ্রেণীভুক্ত মনে করি। অন্তর্নিষ্ঠা-দর্শনে অসমর্থ আমরা বাহ্যিক আচার-ব্যবহার দেখিয়াই ভাল-মন্দের বিচার করি বলিয়া গৃহস্থ ও গৃহব্রতের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আমাদের নয়ন-গোচর হয় না। যিনি সতত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে কৃষ্ণের সেবক-জ্ঞানে সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বিধান করেন, নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য সংসারে বাস না করিয়া কৃষ্ণসংসার-বুদ্ধিমানসে কৃষ্ণসুখের জন্যই যাঁহার সংসারবাস, পরপুরুষাসক্ত রমণীর ন্যায় গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও যিনি জগৎ-পতি কৃষ্ণের সেবাসম্পাদনে সতত মত্ত তিনিই গৃহস্থ। গৃহস্থের স্বরূপনির্ণয়ে নিম্নলিখিত মহাজনোপদেশটী আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়।

'আমার' বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই॥
বন্ধু-দারা-সুত-সুতা তব দাসী দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন-জন-গৃহ দার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়চালনা।
শ্রবণ-দর্শন-ঘ্রাণ ভোজন-বাসনা॥
নিজ সুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতি-বিনোদ বলে তব সুখ সার॥

কৃষ্ণ-সুখে সুখী, কৃষ্ণ সংসারের সংসারী যিনি, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছেন যিনি, তিনিই গৃহস্থ। আর সেবকাভিমান বিমুক্ত হইয়া ভোক্তাভিমানে বিষয়ভোগ করিতে যাঁহারা ব্যস্ত, 'আমার স্ত্রী', 'আমার পুত্র', দেহাত্ম-বুদ্ধিবশতঃ এরূপ জড়াভিমান যাঁহাদের প্রবল, নিজসুখ ও স্বজন-বান্ধবগণের সুখের জন্যই যাঁহাদের সংসারবাসনা, স্বজনপ্রীতি যে সংসারে প্রাধান্য-লাভ করিয়াছে, সংসারে ভোগোন্নতিবিধানই যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহারাই গৃহব্রত।

গৃহব্রত দ্বিবিধ। কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা ভগবানের কথায় কোন কর্ণপাত করেন না, ভোগই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ইহকালে ও পরকালে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করাই যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তজ্জন্যই যাঁহাদের পুণ্য বা পাপকর্ম্মাদির আবাহন তাঁহারা ঘোর বিষয়ী ও মহা-পাপণ্ডা গৃহব্রত। আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ভোগে প্রমত্ত না হইয়া ভোগ-ত্যাগে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত তাহা গ্রহণ করিতে করিতে ভোগ করিতেছেন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে গুরুসেবাদিও করিতেছেন। গুরুসেবালালসা ও ভোগপিপাসার মধ্যে ভোগপিপাসা প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে সেবায় অগ্রসর হইতে দিতেছে না, যোষিৎসঙ্গিদের হস্ত হইতে তাঁহাদের নিষ্কৃতি এখনও হয় নাই। দুর্ব্বলচিত্ততাবশতঃ সংসারাসক্তি-পরিত্যাগে তাঁহারা অসমর্থ হইলেও যদি সেবোন্মুখিজনের আশায় নিষ্কপটে বর্ত্তমান থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই শুরুকৃপাবলে গৃহস্থ হইতে পারিবেন। কিন্তু দুরবস্থায় দুর্ভাগ্যক্রমে আশায় জল যদি গৃহব্রতাবস্থায় কাহারও গুরুত্বাভিমান আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলেই সঙ্কট।

গৃহে থাকিয়া যদি হরি আরাধিত হন তাহা হইলে কোন অসুবিধার কথা নাই। হরিসেবাই প্রয়োজনীয় বিষয়। এই সেবার অভাব হইলেই যত অমঙ্গল ও অসুবিধা। সেবাই যাঁহার উদ্দেশ্য সেই গৃহস্থের বা যে কোন আশ্রমীর গতি—সেবা কৃষ্ণের দিকে, আর ভোগই যাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহার গতি—ভোগোপকরণ রূপ-রস-গন্ধাদির দিকে—বহু-দুঃখদায়িনী মায়ার দিকে। সেবাই আনন্দ আর ভোগই নিরানন্দ। সেবা—আলোকরূপ আর ভোগ—অন্ধকার-সদৃশ। অন্ধকার সূর্য্যোদয়ে অপগত হওয়ার ন্যায় সেবালোকেই জীবের ভোগ-স্পৃহা নাশ সম্ভব।

'কৃষ্ণের সংসার' মুখে বলিয়া যাঁহারা ভোগাধার গৃহের মালিক সাজিয়াছেন—স্ত্রীর পতি বা পুত্রের পিতা সাজিয়াছেন তাঁহাদের দুঃখের আর শেষ নাই। দুঃখানলই যে সংসারের বিষয় সে-সংসারে যে কিরূপ সুখ আছে দুঃখানল-দগ্ধ ব্যক্তিগণই ইহার বিচার করিবেন। এই মায়ামুগ্ধ জীবমাত্রেই কালের কবলে পতিত এবং ইহার প্রভাবেই কর্ম্মানুসারী কর্ম্মতঃ নিক্ষিপ্ত ও চালিত কিন্তু মায়ার এমনি মহিয়সী শক্তি যে, মেঘসকল বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়াও যেমন বায়ু-বিক্রম অবগত হইতে পারে না, মায়ামুগ্ধ মনুষ্যগণও সেইরূপ এই বলবান্ কালের অসীম বিক্রম জানিতে অসমর্থ। সেই দুর্গতি জীব দেহ-সম্বন্ধীয় পুত্রকলত্রাদি বা দেহগেহ ও বিত্তাদির প্রতি এত আসক্ত হয় যে, সর্প মণ্ডূকের ন্যায় ভাহাদের বিবর্ত্ত, উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাহারা অনিত্য স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য মনে করে এবং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে অজ্ঞতাবশে শোকে নিমজ্জিত হইয়া কষ্ট পায়। এই সব অনিত্য বস্তুগুলির বিনাশ দেখিয়াও অনিত্য সুখলাভের আশায় তাহারা দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া সতত তাহাদিগের পোষণ-চিন্তায় রত হয় এবং তজ্জন্য পাপের ভীষণ পরিণাম নরক-ভোগকেও তাহারা তুচ্ছ মনে করিয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

এই গৃহব্রত ব্যক্তিগণ সুখ দুঃখ-প্রধান গৃহের উন্নতির জন্য আলস্য পরিহার পূর্ব্বক পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করে এবং কলত্রাদি শিশুগণের আধ আধ আলাপে ও কুলাঙ্গনা, পতিপরায়ণা সেবা-বর্জ্জিতা অসতী স্ত্রীগণের বিভ্রম-বিরচিত সম্ভোগাদি-রূপ মায়ায় দ্বারা অভিভূত হইয়া যোষিৎক্রীড়া-মৃগ হইয়া পড়ে এবং নিরন্তর কেবল দুঃখ-প্রতিকারের যত্ন করতঃ উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যাহারা এই প্রচণ্ড-স্বরূপী বন্ধুবর্গের পোষণে অসমর্থ হয় তাহারা নানা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই পরিবারবর্গের পোষণ করিয়া থাকে। পরিবার প্রতি-পালন-চিন্তায় সে এত বিব্রত হয় যে, পাপাদির কথা তখন তাহার স্মৃতিপটে আদৌ স্থান পায় না। এইরূপে বহু চেষ্টা করিয়াও যখন সে ব্যক্তি কুটুম্বভরণে অশক্ত হয় তখন সে দুঃখিত হইয়া কেবল দীর্ঘনিশ্বাসই পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

আমাদের আত্মীয়গণ সুখের পায়রা। তাহাদের ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করিতে পারিলেই তাহাদের প্রীতি বা আদরের উৎস দেখা যায় কিন্তু ভোগের একটু ত্রুটী হইলেই তাহাদের সেই কপট প্রীতির অস্তিত্বও অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন সেই স্ত্রী-পুত্রগণ ভরণ-পোষণে অসমর্থ পতি বা পিতাকে বৃদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না। এইরূপভাবে অনাদৃত হইয়াও গৃহব্রত ব্যক্তির সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না, গৃহপালিত কুকুরের ন্যায় সে পুত্র-কলত্রাদি কর্ত্তৃক অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রদত্ত যথালাভ খাদ্যদ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া অভিকষ্টে স্বগৃহেতে বাস করে।

কালক্রমে মৃত্যু-সন্নিকট হইলে অতঃপর যমদূতগণ সেই পাপী গৃহব্রতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঐ ব্যক্তি সেই ভীষণাকৃতি যমদূতগণকে দর্শন করিয়া ভয়ে মূত্র পুরীষ ত্যাগ পরিত্যাগ করিতে থাকে। সেকালে যমদূতগণ তাহাকে যাতনা-দেহে নিক্ষেপ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশবন্ধন করে। যমদূত-গণের তিরস্কার-বাক্যে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সে ভয়ে কম্পমান হয়। পথিমধ্যে কুকুর সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তখন ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যে পথে যমপুরে যাইতে হয় তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। সেই গৃহব্রত ব্যক্তি অতিকষ্টে সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যমসদনে উপস্থিত হয়। পাপীর তারতম্যানুসারে ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি—পুরুষই হউক বা নারীই হউক বিবিধ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। নরক-প্রাপ্তিই গৃহব্রতগণের একমাত্র গতি। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
কৃষ্ণনাম তজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

গৃহব্রতের গতি ভীষণ কষ্টপ্রদ জানিয়া বাধ্য মহাজনেরা অন্যতম প্রহ্লাদ মহারাজ জীবমাত্রের জন্য বলিয়াছেন যে,—অহং-মমাভিনিবেশযুক্ত বদ্ধ জীবের অসৎসঙ্গ-বহুল গৃহবাস বা গ্রামবাসাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গবহুল মঠাদিতে বাস করিয়া হরিভজন করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। সাধুসঙ্গে জীবনযাপন করা ব্যতীত গৃহব্রতগণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদোক্তি—

"তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥"

সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের সংসার প্রতিপালন করাই উচিত কিন্তু তাই বলিয়া কৃষ্ণ-সংসারের নাম করিয়া নিজের সংসার পাতিয়া কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া সতত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের চিন্তা দ্বারা গৃহব্রত হওয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, বন্ধুগণের সহিত সম্বন্ধ পান্থ-শালাস্থিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয় সেইরূপ বন্ধুজন পুত্রদারাদিও প্রতিক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অভিনিবেশ ত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হন না। কিন্তু যাহারা "কৃষ্ণদাসই জীবের ধর্ম" ইহা বিস্মৃত হইয়া এই দুর্লিত

সাম্প্রদায়িক বা পুরুষবেদাদিতে চিত্ত নিবিষ্ট করে তাহাদের অবস্থা কপোত-দম্পতির ন্যায় বড়ই শোচনীয়।

সাধুগণের এই উপদেশাবলী-শ্রবণে যাহারা পরাঙ্মুখ তাহাদের নিকট হরিভজনের কথা বলিলে, তাহারা বলে যে, আমরা যদি হরিভজন করিতে যাই তাহা হইলে আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা, পিতৃ-মাতৃবিশিষ্টা স্ত্রী এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া কিরূপে বা জীবনধারণ করিবে? গৃহব্রতগণের চিত্ত গৃহে এত আসক্ত যে, তাহারা মৃত্যু দিন পর্যন্ত পুত্রকন্যাদির চিন্তা ব্যতীত নিত্যমঙ্গলের কথায় কর্ণপাত করিতে পারে না। যাহারা সাধুর কথা অবহেলা করিয়া কেবল এই অসৎ অভিপ্রায় বিষয়ের জন্য ব্যগ্র তাহারা মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি যাতনাময়ী যোনিতে প্রবেশ করে—ইহাই শাস্ত্র-বাক্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিফোন নং ৪১১৫ (বড়বাজার)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৩ বামন, ৫ই শ্রাবণ (১৩৪১)
২০শে জুলাই (১৯৩৪)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৬ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সভ্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল এম-এ
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

কর্ম্মেই নিযুক্ত। সুতরাং তাঁহারা দেহ ও মন ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারেন না। তাঁহারা যদিও মধ্যে মধ্যে আত্মবিচার, মুক্তভক্তি, আত্মভক্তি প্রভৃতি বিচারের প্রয়াস দেখান তাহাও দেহ-মনের বিচারের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পারমার্থিক রাজ্যেও তাঁহাদের দেহ-বিচার প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা নিজেরা অদ্বৈতবাদী-সম্প্রদায়ের নামধেয় প্রবীণ বলিয়া সনাতন-ধর্ম্মী বা আত্মধর্ম্মীর জন্য খুঁজিতে যাইয়া জাতিবিচার অথবা দেশ-কাল-পাত্র-বিচার করিয়া সনাতন-ধর্ম্মগ্রহণে বা প্রচারে তাঁহাদের অধিকার আছে কি না তাহা লইয়াই বড় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পড়েন। ইঁহাদের বিচার হইতে সনাতনধর্ম্ম বহুদূরে অবস্থিত আছেন।

সনাতনধর্ম্ম কোন জাতির অন্তর্গত নহে

আমরা যে দেশে বা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করি, সেই জাতি যে ধর্ম্মাবলম্বী সেই ধর্ম্মে আমাদিগের সম্পূর্ণ আস্থা না থাকিলেও জন-সমাজে স্বধর্ম্ম বা নিজ-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট সেই ধর্ম্মকেই সনাতন-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করি। এইটিই কেবল আমাদিগের সনাতন-ধর্ম্ম-বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণা।

সনাতনধর্ম্মই পরমার্থ। পরমার্থ ও জাতি এক হইতে পারে না। জাতি দেহগত বিচার। প্রাকৃত জাতি বা বর্ণ লিঙ্গ-দেহ ব্যাপিয়া থাকে। অপ্রাকৃত প্রাকৃত বস্তুর অন্তর্গত নহেন। সনাতন-ধর্ম্ম বা পরমার্থ অপ্রাকৃত, নির্গুণ বা গুণাতীত বস্তু। স্বরূপগত বিচার ব্যতীত দেহগত বিচারে সনাতন-ধর্ম্মের কোন স্থান থাকিতে পারে না। আত্মধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম—সনাতন-ধর্ম্ম; ইহাই একায়ন-পন্থা। তদ্বিপরীত অনাত্ম-বিচারই বিরূপের প্রাকৃত ব্যবহার-পন্থা। এই সকল মতবাদী সকলেই সনাতনধর্ম্মকে স্ব-স্ব গোষ্ঠী, বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যথার্থ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সৌভাগ্য তাহাদিগের আদৌ নাই।

এই পৃথিবীতে নর জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আত্মধর্ম্মী ও অনাত্মধর্ম্মী। আত্মধর্ম্মিগণ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া পূর্ণ ভগবদ্বিশ্বাসী; আর অনাত্মধর্ম্মিগণ দেহমন-সর্ব্বস্ববাদী বলিয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ কেহ নাস্তিক ও কেহ বা প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক। ইহারা ভগবদ্বাম-মাহাত্ম্য স্বীকার করে না বলিয়া বৃত্তগত-বিচারে সংস্কারও স্বীকার করে না।

সর্ব্বযোনি ভ্রমণ করিয়াও স্থির, অচঞ্চল এই আত্মা-বস্তুটী নিত্য ও সনাতন। যাহারা আত্মস্থ হইয়া স্ব-স্বরূপে আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করে না, তাহারা ধর্ম্মের ভাণ করিলেও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত, সনাতনধর্ম্মের বিরোধী। সুতরাং নিত্য-ধর্ম্ম আত্মধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম, আর যাবতীয় সবই কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্তবাদ।

যাঁহারা সনাতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করেন তাঁহারা দৈব। দৈব-পুরুষগণ আত্মস্থ বা নিত্যস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবানের নিত্য-সেবাই অভিলাষ করেন। তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা অপরিবর্ত্তনশীল, সৎ। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ব্যাপারে নিযুক্ত নহে বলিয়া তাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে সৎ ও আত্ম-বিষয়েই প্রযুক্ত।

জীব ভগবদ্-বিস্মৃতি ফলেই এইরূপ স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক দ্বিরূপ দেহ ধারণ করিয়াছে এবং সংসার-গতি লাভ করিবার জন্য নিজকে যোনিসম্ভব বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছে। আবার এই স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিলে বিরূপের ধর্ম্ম অর্থাৎ বিরূপ-বুদ্ধি নষ্ট না হইয়া আরও প্রবলভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যাঁহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত অর্থাৎ দেহমনোজাত বিচার গ্রহণ করিয়া, সনাতন-ধর্ম্ম বংশগত, বর্ণগত বা জাতিগত গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার প্রয়াস পান, তাঁহারা আত্মধর্ম্মী বিজ্ঞগণের নিকট নিরন্তর হাস্যাস্পদ সন্দেহ নাই।

যাহারা সকলধর্ম্ম-সমন্বয়ের ধুয়া ধরিয়া একটা জগাখিচুড়ী ধর্ম্ম অর্থাৎ মায়াবাদের বিকৃত সংস্করণ আবিষ্কার করেন এবং উহাই সনাতনধর্ম্ম, উহাই উদার-সমন্বয়-বিচার, গণ্ডীবদ্ধ বা গোঁড়ামী নহে বলিয়া জগতে অধিকাংশ ব্যক্তির অনুমোদন সংগ্রহ করেন এবং আত্মধর্ম্মীদিগকে গোঁড়া বা সংকীর্ণচেতা বলিয়া কটাক্ষ করতঃ নির্ব্বিশেষ বিচার করেন তাঁহারাই সাক্ষাৎ-ভাবে সনাতনধর্ম্মবিরোধী। তাঁহারা পূর্ণ-বস্তুর পূর্ণত্ব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়া অংশ বা অণুবস্তুকেও পূর্ণ সংজ্ঞা দান করিয়া পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-পাদপদ্মের কিরণ-কণ হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া "স্বকর্ম্মফলভুক্"-নীতিগ্রহণে বাধ্য আছেন।

কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্তগণের বুদ্ধি বেদের মধু-পুষ্পিত বাক্যজালে জড়িত হইয়া কর্ম্মের

আমরা অনেকেই সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুবিধ তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া জগৎ বিপন্ন করি এবং নিজেরাও বিপন্ন হই। যে সকল শব্দ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ, সেই সকল শব্দ দ্বারাই সনাতন-ধর্ম্ম স্বতঃ-প্রমাণিত। ধর্ম্মের বহুত্ব কল্পনা করিয়া সুবিধাবাদিগণ যে সকল শব্দদ্বারা সনাতনধর্ম্ম প্রমাণ করিতে চাহেন, সেই সকল শব্দ অপূর্ণ বা খণ্ডত্বে প্রবিষ্ট থাকায় তদ্দ্বারা সনাতনধর্ম্ম প্রমাণিত হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে "শক্তি" একটী শব্দ। এই শক্তি-শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিমান্ অর্থাৎ যাঁহার শক্তি বা যৎকর্ত্তৃক শক্তি পরিচালিত, তাঁহার ধারণাটি স্বতঃই প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং শক্তি অপেক্ষা শক্তিমানই পূর্ণত্ব-জ্ঞাপক। শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া শক্তির ক্রিয়া বন্ধ। চিৎ-শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই ত্রিবিধা শক্তিই শক্তিমান্ বিষ্ণুর শক্তি। এই "বিষ্ণু" শব্দ দ্বারা যাবতীয় শক্তি, বা শক্তিমান্‌গণের আশ্রয় বুঝায়। বিশ্ব-ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তিনি "বিষ্ণু"। অণুচৈতন্য বস্তুসমূহ তাঁহার বিভিন্নাংশ। চতুর্দ্দশ-ভুবনান্তর্গত জীবগণ বিষ্ণুমায়া দ্বারা গ্রস্ত বলিয়া বলিতে পারেন, বিশ্ব মায়াময়, মায়ারূপ ক্রিয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সুতরাং মহামায়াই প্রধানা, মহামায়ার উপাসনাই সনাতন ধর্ম্ম। জগতে বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত আর যত লোক, সকলেই অজ্ঞানা পথ কল্পনা করিয়া আরাধনা করিতে গেলেও এ বিষ্ণুমায়া মোহিত হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মহামায়ারই উপাসক মাত্র; যেহেতু তাঁহারা চতুর্দ্দশ-ভুবনান্তর্গত বর্গ ভিন্ন বৈকুণ্ঠ-জগতের কোনও সন্ধান পান না।

(ক্রমশঃ)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীগদাধর আসন চম্পহট্ট, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কামখালী।
৯। রামগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ কাঠগড়াবাজার,
২৪। শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভক্তকুঞ্জ, পোঃ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালভৈরব, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণশহর, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পেডার রোড, চৌপাটী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অম্বার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিশ্বকুটীর—বিজয়নগর টাউন, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা হিসাবে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পাঠক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহারে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, নামসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, উহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আয়তন বিরাট শ্রীমদ্ভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষাংশ ।৶০
৩। আয়তন বৃহৎ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিরত্নকণ্ঠমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও
শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমালিকা ভগবৎসন্দর্ভঃ সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
১৩। বেদান্তসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। [illegible] /০
৩৬। মধ্বাচার্য্য /০
৩৭। অর্চ্চনকাণ্ড (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। [illegible] ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। [illegible] সানুবাদ ৷০
৪৪। [illegible] ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৪৬। অমৃতকাহিনী বা মায়াবাদীর জীবনী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধকবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-[illegible] ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-[illegible] ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠে পাঠক্রম /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বার্লি

রবিনসনের পেটেন্ট বার্লী একশত বৎসরেরও উপর সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ইহাই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

"পেটেন্ট"

রবিনসনের বার্লি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দ্বিতীয়		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	৶৹	৶	৷৹
	,, ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
	,, অর্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	
	,, ১ কলম	১২৲			

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ-পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রাধাতন্ত্রম্।

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম, (পদ্মিনী) যমুনা, লীলা, রাসলীলা, কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীরাধার মূল মন্ত্র ও যেপ্রকারে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

উহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ৷৹, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিতে পুস্তক পাঠান হয়।

শ্রীহিরণকুমার মুখোপাধ্যায়

৩৬।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম- পুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৪h০—৪৲
খাস বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩h০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪h০—৪h৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এসবার্ক	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২h৵০—২h০
সুজি	৪h০—৪h৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫h০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩h৴
গহনা	৩৩h

লোহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কাড় (গোল বা চৌকা)	
সাদা	৬৲—৬h০
ঐ বে-সাদা হাল্কা ওজন	৫৴০—৫।০
বড়গা (টি-আয়রণ)	৬h০—৬h০
প্লেন আয়রণ (খোলা)	৬৵০—৬h

গ্যালভেনাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১।০
২৬ গেজ „ „	১৩
২৪ গেজ „ „	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩।৵০

গ্যালভেনাইজড প্লেন, করগেট টিন—

৪॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা।০ বর্দ্ধিত	
২৪ গেজ প্লাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৴
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩h৵০—১৪
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮।০

গ্যাঃ তারের জাল ১॥ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন পাতি	৩h৵০—৩h৵০
„ বোল্টু (গোল)	৩h৵০—৩h৵০
„ সমানে (চৌকা)	৩h৵০—৩h
„ গোল মুণ্ড ৴০—।৴০ মূল্য	৫৵০—৫h৵০
„ টানা মুণ্ড-	
চ্যাপ্টা ৴০—।৴০ ঐ	৫h৴০—৬
„ বাঙ্গলা চাল	৬৵০—৭h

মনোজ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্বত্র সজ্জন-প্রভাস্ত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; শ্রীমায়াপুর—২৫শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪১, ১০ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৩৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

খুলনায় হিন্দুসভা

বিগত ২৩শে জুলাই খুলনার বিশিষ্ট [illegible] শ্রীযুক্ত শশধর বাগচী মহাশয়ের [illegible] এক বিরাট সভা হইয়াছিল। [illegible] 'প্রাদেশিক হিন্দুসভার প্রতিনিধি [illegible] গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা [illegible]। হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ও আদর্শ [illegible] এবং মহাসভার কার্যাবলী সম্বন্ধে [illegible] চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার [illegible] পর তাঁহার উপদেশানুযায়ী [illegible] একটী শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] শশধর বাগচী সভার সভাপতি শ্রীযুত গুরুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী সম্পাদক [illegible] হইয়াছেন এবং কার্য্যকরী সমিতি [illegible] জনসাধারণকে লইয়া গঠিত [illegible]।

খুলনার [illegible] বহু বিশ্বস্ত [illegible] গণেশবাবু পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু [illegible] বিভাগ পরিদর্শন করিয়া-[illegible]। হিন্দুসভার সাহায্য [illegible] জাতির মধ্যে বিশেষভাবে বিস্তার [illegible] হইয়াছে। গণেশবাবু [illegible] পার্বত্যজাতির হিন্দুধর্ম্মে ও কৃষ্টিতে [illegible] বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত [illegible]।

চৈতন্যবাজারে জলের প্রকোপ

চৈতন্যবাজারের সংবাদে প্রকাশ, তথায় [illegible] বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর জল অসম্ভব [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে। চতীবেড়ে অবস্থিত [illegible] কতোয়ালী জলমগ্ন প্রায়। বাজারের [illegible] জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজী

শ্রীযুক্ত গান্ধী গত ৫ই আগষ্ট প্রাতে মেল ট্রেণে শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাই গান্ধী, মহাদেব দেশাই, কাকা কালেলকার, এ ভি ঠক্কর এবং অন্যান্য কয়েকজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে ওয়ার্দ্ধায় পৌঁছিয়াছেন। শেঠ যমুনালাল বাজাজ এবং তাঁহার সঙ্গী ইঁহাদিগকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করেন। এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার দুই দিন বাকী থাকিতেই গান্ধীজী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অনশন ব্রতদেশে গান্ধীজীর শরীরের ওজন ১০ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরেই ওয়ার্দ্ধার সিভিল সার্জ্জন, ডাক্তার সাবলেকার এবং ডাক্তার ভার্গব পাণ্ডে তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের তাপ বাড়ে নাই এবং নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৭২ বার।

ডাক্তারেরা তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ডাক্তারী পরীক্ষার পর তিনি শেঠ যমুনালাল বাজাজের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর অনশনের সময় শেঠজী গান্ধীর নিকটে থাকিবার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধে তিনি কানের চিকিৎসার জন্য গত ৫ই আগষ্ট অপরাহ্নে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

সরকারের পুরস্কার ঘোষণা

কিছুদিন পূর্ব্বে আসামে যে দুইটী মেল ডাকাতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে পুলিশ শ্রীহট্ট জেলার রাজনগর থানার অধীন পাঁচগাঁয়ের শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাসের পুত্র অখিল দাস ওরফে সেন্টুর অনুসন্ধান করিতেছে। তাহাকে যাহাতে গ্রেপ্তার করা যায়, এরূপ মাসের মধ্যে এরূপ সংবাদ প্রদান করিতে পারিলে বাঙ্গলা সরকার ২০০ শত এবং আসাম সরকার ৫০০ শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পাবনার কোনও ডাকাতি সম্পর্কে আসামী কালেম ফকিরের সন্ধান দিতে পারিলে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কাণপুরে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

উন্নাও জেলার মরবান গ্রামের রামলাল শুক্লকে সেন্ট্রাল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহার গাত্র তল্লাসীর ফলে একটী রিভলভার ও কয়েকটী টোটা পাওয়া যায়। পুলিশ চাটাইয়ে রামচন্দ্র অগ্রদাদির বাড়ীতে এবং কেনারেলগঞ্জে তাঁহার দোকানে খানাতল্লাস করিয়াছে; কিন্তু তাহারা আপত্তিজনক কোনও দ্রব্য পায় নাই কিম্বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

বিলাউটের পণ্ডিত বৃন্দিশ প্রসাদ আবস্থি সম্প্রতি তিন বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করে; কিন্তু আপত্তিজনক কোন দ্রব্য পায় নাই।

বিপ্লববদমন আইনের মামলা

জলপাইগুড়ি জিলার কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সিকদার মহাশয়ের গৃহে একখানা সন্দেহজনক দলিল পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই সম্পর্কে ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনের ৩০ ধারা মতে উক্ত রবীন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে একটী মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে। ৬ই আগষ্ট মোকদ্দমার তারিখ। জলপাইগুড়ির সাব ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

বোম্বে কংগ্রেস প্রদর্শনী

বোম্বাইস্থিত কংগ্রেস-অভ্যর্থনা সমিতির প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদকগণ জানাইতেছেন, বারাণসীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রদর্শনী কমিটি এই স্থির করিয়াছেন যে, মাত্র হাতেকাটা সূতার ও হাতে বুনা খদ্দর এবং ভারতের কুটির শিল্প ও অন্যান্য ছোটখাটো শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে স্থান পাইবে। তদনুযায়ী প্রদর্শনীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'নিখিল ভারত খাদি ও স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী' হইতে 'নিখিল ভারত খাদি এবং স্বদেশী শিল্প ও কলা প্রদর্শনী' করা হইল।

সরকারের আদেশ

বিহার উড়িষ্যার গবর্ণমেন্ট প্রচার করিয়াছেন,—সম্বলপুর জেলা কাউন্সিল অথবা ইহার অন্তর্গত কোন লোকাল বোর্ডের কোন কর্মচারী যদি রাজনৈতিক প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন অথবা কোন প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হন, তাহা হইলে তিনি আর চাকুরীতে বহাল থাকিতে পারিবেন না।

ভাইস্-চ্যান্সেলার

শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ৮ই আগষ্ট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কাউন্সিল অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট টিচিংএর কলা বিভাগের বার্ষিক সভায় ১৯৩৩-৩৪ সালের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৫ বৎসর অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গলায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৪১

স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার স্যার হাসান সুরাবর্দি অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি প্রদানের জন্য সোমবার অপরাহ্ণে লাট-প্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্পেশ্যাল কনভোকেশন হইয়াছে। চ্যান্সেলার বাঙ্গলার লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চ্যান্সেলার তাঁহার অভিভাষণে বিভিন্ন পদে স্যার হাসানের কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্যার হাসান বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করা হয়। তাঁহার সময়ে ভারতে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অশান্তি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় উহা হইতে মুক্ত ছিল না। তাঁহার চেষ্টায় সিনেটে একতা এবং গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার কার্য্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কতক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

স্যার হাসান ১৯৩১ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতারূপে গমন করিয়াছিলেন। পরে ১৯৩৩ সালে সম্রাট কর্ত্তৃক লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল' উপাধি প্রদান করেন।

অতঃপর গবর্ণর বাহাদুরের নির্দ্দেশক্রমে 'ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন'এর ডীন স্যার নীলরতন সরকার স্যার হাসানকে তাঁহার কার্য্যের জন্য সিনেট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি প্রদান করেন।

কংগ্রেসের বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিণতি

গত ১৯শে আগষ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত ভূপৎ সিংহের প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার স্যার হেনরী ক্রেক বলিয়াছেন,—"বিগত ১৯০৮ সালের ভারতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৭ (ই) ধারা অনুসারে গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষমতা আছে যে, কোনও অর্থ কোনও বে-আইনী কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। আমি পরিষ্কার করিয়া জানাইতেছি যে, এইরূপে, যে অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ করার কোন কথাই নাই।

স্যার হেনরী ক্রেক আরও বলিয়াছেন বিভিন্ন প্রদেশে যে অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কত, সেকথা আমি জানি না। বাজেয়াপ্ত অর্থ সমস্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের তহবিলে জমা হইয়াছে এবং প্রাদেশিক রাজস্বের সামিল হইয়া গিয়াছে।"

চলতি চাকতি

সেদিন ইংলণ্ডের "ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেলওয়েমেন্"এর বার্ষিক সভার সভাপতিরূপে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ হেণ্ডারসন গভীর ক্ষোভের সহে বলিয়াছেন,—"জগতের প্রত্যেক দেশে শ্রমিকদের গৃহগুলির উপর যুদ্ধের করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে, জগতের শ্রমিকদের এইবার সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং ঘোষণা করিতে হইবে—'কোন অবস্থাতেই আমরা যুদ্ধ হইতে দিব না'।" গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশসমূহে যে 'ডিক্টেটরদের' উদ্ভব হইয়াছে, মিঃ হেণ্ডারসনের বিশ্বাস, তাহা ধনিকতন্ত্রের অভিযান ব্যতীত আর কিছুই নহে। জগতে যুদ্ধ নিবারণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ হেণ্ডারসনের আগ্রহ ও চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকেরা কি স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্যবাদী ও পররাজ্য লোলুপ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যে বন্ধ করিতে প্রস্তুত?

নোয়াখালি সদরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এ, এম, এইচ হায়দার, মাহমুদ মৌলবী ও অপর তিনজন মুসলমানের প্রতি ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ঘটনার বিবরণ এই যে, নারিকপুর গ্রামে জনৈক হিন্দুর বাড়ীতে রাসলীলা উৎসবের সময় গ্রামবাসী বহু হিন্দু ও মুসলমান যোগদান করেন। গৃহস্বামী ও অন্যান্য হিন্দুরা মুসলমানদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং যত্ন করিয়া বসান। আসামী মাহমুদ মৌলবী আসিয়া মুসলমানদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই তাহা শোনেন নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরে মাহমুদ মৌলবী ৩০।৪০ জন লাঠিধারী মুসলমান সহ আসিয়া যে-সব মুসলমান গান শুনিতেছিলেন তাঁহাদিগকে বে-পরোয়াভাবে মারপিট করে। একজন মুসলমান শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেয়াল হইতে ফেলিয়া দেয় এবং অন্য এক আসামীরা পূজার দ্রব্যাদি নষ্ট করে।

বিচারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাহমুদ মৌলবী ও তিন জন মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ, কারাদণ্ড দিয়াছেন। বিচারক মৌলবী সাহেব রায়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সহে বলিয়াছেন,—"আসামীরা হিন্দুদের আতিথেয়তার অপব্যবহার ও অপমান করিয়াছে, ধর্ম্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া ইসলামের নাম কলঙ্কিত করিয়াছে। ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ধর্ম্মান্ধ উন্মাদনা ইহার কারণ।" এই লজ্জাকর ঘটনার জন্য অর্দ্ধশিক্ষিত মাহমুদ মৌলবী এবং অজ্ঞ গ্রাম্য মুসলমানগণ অপেক্ষা শিক্ষিত সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ অধিক দায়ী কি না, তাহা তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

গত ৫ই আগষ্ট রবিবার কলিকাতা হইতে ৪৭ মাইল দূরে বর্দ্ধমান রোডে একটী ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনার ফলে চোরবাগানের বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের কুমার গোপীকৃষ্ণ মল্লিক ও তাঁহার বন্ধু মিঃ মহম্মদ নিহত হইয়াছেন। মিঃ মহম্মদের পত্নী এবং কুমারের আর একজন বন্ধু সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছেন। ভগবান নিহত কুমার গোপীকৃষ্ণ মল্লিক ও মিঃ মহম্মদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তি দিন। আহত মিসেস মহম্মদ এবং বৈদ্যনাথ বাবু ভগবানের কৃপায় আরোগ্য লাভ করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ফলে ক৩ যে প্রাণঘাতী বিপদ উপস্থিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

গত ১৪ই শ্রাবণ ফরিদপুর জেলার বাইশপাড়া থোকসার, গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন চক্রপাল মহাশয়ের গর্ভবতী পুত্রবধূ রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় তাহাকে বিষধর সর্পে দংশন করে। আর অর্দ্ধঘণ্টাকাল মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। কোন চিকিৎসারও সুযোগ হয় না।

কয়েকদিন পূর্ব্বে উক্ত জেলার রায়চন্দ্রপুর গ্রামের ভক্তি মণ্ডলের বিধবা ভগিনী ঘরের মধ্যে একটী গর্ত্ত বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পা দ্বারা গর্ত্তের মুখে মাটি চাপিতেছিল হঠাৎ গর্ত্ত হইতে একটী কেউটে সাপ বাহির হইয়া তাহাকে দংশন করে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তৎপর গর্ত্ত হইতে একটী কেউটে সাপ উত্তোলন করা হয়।

গত ২৭শে জুলাই মুর্শিদাবাদ মহকুমা কুন্দর্পকোর গ্রামে অবস্থায় একটি বিষধর সর্পকে লেজের দিকে ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছাড়িয়া দিয়া তাহার গলা ধরিতে যাইলে সর্পটি তাহাকে দংশন করে। অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহাকে বাঁচান যায় নাই।

বিজ্ঞাপন

নং ২৮৯১৩ এবস্ ২৪।৭।৩৪—যেহেতু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের মত যা যাওয়া যাইতেছে ঢাকা জেলার কালিগঞ্জ থানার ভাদুলবোরিয় গ্রামের এবং ঐ জেলার সুরপুর থানার দক্ষিণ বৈশাখির অন্তর্গত বাবু দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তীর পুত্র বাবু অনন্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে দেবা নামক ব্যক্তির উপর ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ২ধারার অন্তর্গত (১) ধারার বিধান আইনানুসারে প্রয়োগ করা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার নির্দ্দেশ, কারণ দেখা যায়, এবং যেহেতু সকল বিধি গবর্ণর বাহাদুর উপরিউক্ত ২ ধারার দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকায় গত ১৯৩৪ ৬ই জুন তারিখে হুকুম দিয়াছেন যে উপরিউক্ত বাবু অনন্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে দেবা যে কোন পুলিশ অফিসার কর্ত্তৃক যে কোন স্থানে বিনা ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত হইবে এবং অনির্দ্দিষ্টকাল যে কোন জেলা জেলে বা সেণ্ট্রাল জেলের কোয়ার্টারে রক্ষিত হইবে এবং যেহেতু উক্ত বাবু অনন্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে দেবা ধৃত হয় নাই এবং উপরিউক্ত আইনের ২ধারার হুকুম তাঁহার নিজের উপর সাক্ষাৎ ভাবে জারী হয় নাই এবং যেহেতু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে ঐ জারী ব্যাপারে বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টা করা হইয়াছে;

অতএব এক্ষণে সপারিষদ গবর্ণর বাহাদুর ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৩ ধারার অন্তর্গত (২) ধারার বিধানমত ক্ষমতা অনুযায়ী আদেশ করিতেছেন যে ঢাকা জেলার কালিগঞ্জ থানার ভাদুলবোরিয়া গ্রামের এবং ঐ জেলার সুরপুর থানার দক্ষিণ বৈশাখির অন্তর্গত বাবু দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তীর পুত্র বাবু অনন্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে দেবা উপরিউক্ত আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য অদ্য হইতে পনর দিনের মধ্যে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট বাহাদুরের নিকট হাজির হইবে।

এস, এন, রায়,
বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এ্যাডিসনাল
সেক্রেটারী।

মেমো নং ৩৫৭২-৭৬ জে ডি
নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেসী
৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ ১৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৫শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১০ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ শুক্রবার ১৬৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পাটনায় শুভবিজয় করিয়াছেন। স্বামীজী প্রত্যহই পাঠ, বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র-যোগে অধিবাসিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজীর পাঠে যোগদান করিতেছেন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, বি-এ মহোদয় শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তের কথা শ্রীক্ষেত্রবাসী সজ্জনবৃন্দের নিকট অতি সহজ ও সরল ভাষায় কীর্ত্তন করিতেছেন। বিদ্যার্ণব প্রভুর গুরুসেবা-চেষ্টা ও গৌরবাণী-কীর্ত্তন-স্পৃহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জন্য পুরীর চৌটা গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থল চটকপর্ব্বত ও তৎপার্শ্বস্থ নিম্নভূমিতে সর্ব্বসমেত চারি বিঘা পরিমাণ জমি পুরী মিউনিসিপ্যালিটী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করি, শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় সুকৃতিসম্পন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সেবাসৌকর্য্যে শীঘ্রই তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দজীর একটী সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। গত ২৮শে জুলাই শনিবার উক্ত সহরবাসী শ্রীযুক্ত নবকুমার রায় চৌধুরী কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তদীয় ভবনে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ করেন।

পাঠকালে স্বামীজী বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য, রাজা হইয়াও সর্ব্বস্ব দ্বারা কিরূপে ভগবানের সেবা করা যায়, পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত না করিয়া সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা ভগবানের সেবা কিরূপে করিতে হয় প্রভৃতি বিষয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর পাঠ শুনিয়া সকলে আনন্দিত হ'ন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, জীব যে সময় অবিদ্যাবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন তৎকালে তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হয়। যখন তিনি স্বীয় স্বরূপজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া নশ্বর প্রতীতিময় দৃশ্য হইতে মুক্ত হ'ন, তখনই তিনি নিজ স্বরূপ ও ভগবৎ স্বরূপের নিত্যত্ব উপলব্ধি করেন। তৎকালে জড়রূপের সত্তা ও অসত্তা তাঁহার স্বরূপজ্ঞানের ব্যাঘাত করে না [illegible] দি বহুভাব বা বিরূপজ্ঞানে প্রতারিত না হইলে তাঁহার মায়াবাদ কাটিয়া যায়, তিনি তখন ব্রহ্মবিদ্ বা আত্মবিদের শরণাগত হ'ন।

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুত্রয়ের দর্শনলাভেই জীবের বিরূপ-জ্ঞান তিরোহিত হয়। তখনই তিনি জীবন্মুক্ত হন—অবিদ্যাবন্ধন-জনিত অজ্ঞানের কোপপরতা হইতে বিমুক্ত হন। জীবের ব্রহ্মদর্শন ঘটিলেই ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতেই স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি উদিত হয়। তখন সেবাপ্রভাবে ভগবদ্দর্শন করিয়া ভগবান্‌কে দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হয় না। জীবাত্মার নিত্য সেবাবৃত্তির উদয়ে চিদ্বিলাস বিচিত্রতা-দর্শনরূপ অধঃক্ষজ্ঞানে অবস্থান ঘটিলে এতদ্দেশীয় কোপাভাব সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয়।

বাহ্যজগতে দৃশ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তর্যামী ভগবানের কোন কর্ম্ম বা তাঁহার আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। ভক্তগণ ভগবানে ভক্তভোক্তৃত্ব আরোপ করেন না। তাঁহারা বেদগোপ্য রহস্যময় ভগবানের নিত্য আবির্ভাব ও লীলাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বিগত ১৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব পাঠ হইয়াছে।

--

ব্রহ্মা শ্রীনন্দনন্দনের প্রীতির নিমিত্ত অগ্রে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্ণন করিয়া তদীয় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য-স্বরূপের সুষ্ঠুত্ব কীর্ত্তন করিলেন। শ্রৌতপন্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন। অশ্রৌতপন্থাবলম্বীর ভগবৎ-প্রাপ্তির কৃত্রিম চেষ্টা কেবল ক্লেশমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, ইহাই ব্রহ্মা স্বয়ং প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভগবন্, তড়িতের ন্যায় পীতবসনধারী, নবীন-ঘনশ্যামবিগ্রহ আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্যপুত্র, আপনার শ্রীবদনমণ্ডল গুঞ্জাবিরচিত, কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি দ্বারা আপনার পরম শোভা হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণ-যুগল অতিশয় কোমল, আমি আপনার স্তব করিতেছি।

কৃপাময় ভক্তের উচ্ছাসভাবে প্রকটিত স্বরূপশালী এই প্রকটীয় নারায়ণাখ্য বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি কিম্বা অন্যে সমর্থ নহে। সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্মসুখানুভবস্বরূপ অবতারী আপনার মাহাত্ম্য চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

— —

স্বয়ং শাস্ত্রেরই এইপ্রকার উক্তি। সেই ব্রহ্মার জ্ঞান-বিচারের তুলনায় মনুষ্যজাতির জ্ঞানবিচার কোটাংশের একাংশতুল্যও নহে। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞানবলে ভগবত্তত্ত্ব জানিবার স্পর্দ্ধা করেন তাহা হইলে তদপেক্ষা জ্ঞানশূন্য, মূর্খ আর কে আছে?

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

স্বরূপ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিত্রয়ের বিচার; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম ও পঞ্চোপাসনা প্রণালী; পারলৌকিক অবস্থিতি-বিষয়ে অনাস্থাবান্, আস্থাবান্ ও আস্থানাস্থা-বিশিষ্ট তটস্থ—এই ত্রিবিধ মত; নির্ব্বিশেষবাদের মতভেদসমূহ; দৈব ও অদৈব-বর্ণাশ্রম বিচার-প্রসঙ্গে কর্ম্ম-মার্গীয় ও ভাগবতীয়গণের অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার এবং বৈষ্ণব-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ শ্রীধর তিথি শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

আর্য্যগণের সামাজিক অধোগতির কারণ

জগজ্জাত জগতে কর্ম-শৃঙ্খলার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই আর্য্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভগবদিচ্ছায় তাহাদের ব্যবস্থা হইয়াছে। দৈব-বর্ণাশ্রমে সামাজিক উন্নতির যে সুকৌশল রহিয়াছে তাহা সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে পৃথিবীর সকল জাতিই ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের বিচার-বিজ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত না করিয়া পারিবেন না। এক কথায় দৈব-বর্ণাশ্রম ভারতের ললাটে একটি উজ্জ্বল বিজয়-রত্ন। ভারতের ঋষিগণ যে-পর্য্যন্ত এই রত্নের অধিকারী ছিলেন সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদের জাতীয় উন্নতি বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু যে দুর্দ্দিনে তামসবুদ্ধি সমাজ-নেতৃবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়া 'দৈব'-রত্নের পরিবর্ত্তে 'অদৈব'-অস্ত্রকে বহুমানন করিল সেই সময় হইতে আর্য্য ভারতবাসিগণের সামাজিক অধোগতির পথ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণের সংঘর্ষের কারণ

বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। আর্য্য-শাস্ত্রমাত্রেই শতমুখে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি-সকলের কৃত্য—ব্রাহ্মণের সেবা করা; তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল নিহিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, উক্ত মঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি-সমূহ যেন ব্রাহ্মণের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই সন্নদ্ধ হইতেছেন। এই অমঙ্গলকর অনুষ্ঠানের প্রধান কারণ—দৈব-বর্ণ-বিধানের বিপর্য্যয়। ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের বহুমানন করেন, বা সাম্প্রদায়িক ভাণ করিয়াও নাস্তিকতা আবাহন করেন, এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, পরন্তু তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল আচার-বিহীন ব্যক্তির কথায় যে অপরে কাণ দিবেন না, তাঁহাদিগকে সম্মান করিবেন না, তাহা স্বাভাবিক; অপরে মানুক, আর নাই মানুক, তাঁহারা কিন্তু আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া জাহির করিতে নিবৃত্ত হন না। শুদ্ধাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সংখ্যা বর্ত্তমানে নিতান্ত অল্প বলিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মণ গৃহে জাত ব্যক্তিগণকে অব্রাহ্মণের সহিত সম-গুণ-বিশিষ্ট দেখিয়া ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণের শ্রেণীতে স্থাপনের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রতিকারের উপায়

সত্ত্বগুণের এমনই প্রভাব যে, রজঃ, তমঃ বা এই 'দুই'এর মিশ্র-গুণ তাহার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া পারে না। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের অধিকারী। ক্ষত্রিয়ে রজঃগুণের প্রাবল্য, বৈশ্যে রজঃ ও তমো-গুণদ্বয়ের সংমিশ্রণ ভাব এবং শূদ্রে তমো-গুণের আধিক্য লক্ষিত হয়। এই গুণানুসারে যদি বর্ণ নিরূপিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের স্থান সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিবেই এবং অপর বর্ণত্রয় বিতণ্ডা না করিয়া ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ অনুসারে স্ব-স্ব-কার্য্য করিবেন; কিন্তু অব্রাহ্মণের গুণযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণের আসন দাবী করিলেই সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। তমঃ অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের আসন দাবী করেন বলিয়া ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শূদ্রদের যে অভিযান তাহা প্রশংসনীয় নহে। পক্ষান্তরে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে দীক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইলে সকলের মঙ্গল হইয়া থাকে এবং গুণানুসারে কার্য্য সম্পাদিত হইলেই ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণে দ্বন্দ্ব তিরোহিত হয়।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পরিচয়

গুণত্রয়ে অবস্থিত ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন। গুণত্রয়-সমন্বিত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড-সমূহে কুণ্ঠাধর্ম্মের অবস্থিতি। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠবাসী—নির্গুণময়; সুতরাং তাঁহারা কুণ্ঠজগতের বিচারে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা দেহ-মনোধর্ম্মের বিচার অতিক্রম পূর্ব্বক আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদানমুখে বলেন—

> "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
> বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো
> বনস্থো যতির্বা।
> কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
> র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি বা শূদ্র নহি, অথবা আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি বা সন্ন্যাসী নহি, আমি শুদ্ধ জীবাত্মা—নিত্যোদীয়মান নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতসাগর-স্বরূপ গোপী-জনবল্লভের শ্রীচরণকমলদ্বয়ের দাসানুদাসের দাস-স্বরূপ। এই বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত হরিজন। স্বরূপবিস্মৃত হরিজনগণ 'প্রকৃতিজন'-সংজ্ঞায় অভিহিত। যে-সকল স্বরূপ-বিস্মৃত ব্যক্তি প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানের পারদর্শিতার অভাবে উচ্চকুলোৎপন্নাভিমানে স্বরূপবিস্মৃত অবর-বর্ণোৎপন্ন ব্যক্তিগণকে 'হরিজন' আখ্যা দেন তাঁহারা 'প্রকৃতিজন'-স্তরে অবস্থান পূর্ব্বক স্বরূপ জ্ঞান-সম্প্রদানের অন্তরায় হইয়া বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করেন।

গ্রন্থের ইতিবৃত্ত

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী (অধুনা পরলোকগত) মহোদয়ের সভাপতিত্বে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বালিঘাই উদ্ধবপুর গ্রামে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম (অধুনা পরলোকগত) মহোদয়ের অনুরোধক্রমে গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া ক্রমিকভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধ-শ্রবণে গোস্বামিগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটাই "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে। সজ্জনগণের অনুরোধে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ত্তমান ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থপাঠে যে আর্য্য ভারতবাসী-মাত্রেরই প্রকৃত উপকার হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সংক্ষিপ্ত-পরিচয়

গ্রন্থটিতে ৩টী অধ্যায় আছে, তাহা যথাক্রমে (১) প্রকৃতিজনকাণ্ড, (২) হরিজনকাণ্ড ও (৩) ব্যবহারকাণ্ড-নামে পরিচিত। এই কাণ্ডত্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ, ও মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত জগদীশ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয়গণ উপোদ্ঘাত লিখিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাক্রমে বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণনাক্রমে একটি অতি মূল্যবান্ সোকসূচীও প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রকৃতিজন-কাণ্ড

প্রকৃতিজনকাণ্ডে বর্ণভেদে ভারতবর্ষের সীমা-নির্দ্দেশ; স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে নানাপ্রকার দুরূপটের অবতারণা; সমস্ত অভিধানের মূলাধার নামক 'ব্রাহ্মণ'গণের উৎপত্তি, আবহমান-কাল হইতে ব্রাহ্মণ-গৌরবের অক্ষুণ্ণতা, বিভিন্ন শাস্ত্র-প্রমাণ-দ্বারা ব্রাহ্মণের ভূরি মর্য্যাদা ও উৎপত্তির কারণ, অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন-কালে ও বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মকাণ্ডীয় সমাজ-শাসনকালে বর্ণধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থা; অসবর্ণ, অনুলোমজ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠবর্ণের ব্রাহ্মণত্ব। বেদের সংহিতাংশ ও শিরোভাগ উপনিষদের পাঠে পাঠকগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা; বেদবৃক্ষের কর্ম্ম-শাখা ও জ্ঞান-শাখা এবং উহার পরিপক্ক-ফল-স্বরূপ শুদ্ধভক্তির কথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের পরিচয়; পাত্র ও কাল-বিচারের সহিত শৌক্রবিচার-নিরূপণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত; বৃত্তভেদে বহু প্রকার ব্রাহ্মণ; দেশ-বিষয়ে বহুর অভিমত; মানবগণ যে-যে উপায়ে ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন বা করিবার যোগ্য এবং স্থাবর-জঙ্গমের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বর্ণের বর্ণ-নির্দ্ধারণ-বিচার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

হরিজন-কাণ্ড

হরিজনকাণ্ডে বহু শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা 'প্রকৃতিজন' হইতে অপ্রাকৃত 'হরিজনের' পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য; প্রাকৃত-জনগণের অপ্রাকৃত হরিজন-সৌভাগ্য-লাভের উপায়; বিষ্ণুস্বামিপাদ, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু, বাদ সকল, শ্রীল মাধব সরস্বতী-পাদ, পণ্ডিত শ্রীধর, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, মহাত্মা কুলশেখর, মহাত্মা যামুনমুনি ও আচার্য্য শ্রীরামানুজের বাক্য এবং উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও বহু পুরাণের প্রমাণ দ্বারা হরিজন ও কর্ম্মমিশ্র ভক্তিবাদী অবৈষ্ণবের পরিচয়; হরিজনগণের বিভাগ-সমূহ ও তাঁহাদের বৈষ্ণবতা; উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিশ্বাসের সহিত বৈশিষ্ট্য-মূলে দাক্ষিণাত্য-দেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ের ভেদচতুষ্টয়; শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন-নির্ণয় ও শুদ্ধভক্তি প্রচার-প্রণালী; শুদ্ধভক্তের লক্ষণ; দীক্ষা-গ্রহণ-বিধি; বৈষ্ণবত্ব লোপ পাইবার প্রধান কারণ-ত্রয়; সাধুভক্তগণের পারিচয়, শুদ্ধভক্তের সর্ব্বোচ্চ অবস্থান ও শ্রেষ্ঠত্ব; শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের অসমোর্দ্ধত্ব এবং সর্ব্বসাধারণ্যে অপ্রাকৃত হরিজনগণের নিন্দাকারিগণের পরিণাম প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যবহার-কাণ্ড

ব্যবহার-কাণ্ডে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবের ব্যবহারাবলীর তারতম্যের আলোচনা-মুখে স্বেচ্ছাচারী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও সাধুদিগের মধ্যে বিভেদের কারণ; অন্য-জ্ঞান-শূন্য বস্তুর বিবিধ প্রতীতি; ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভাগবতের মধ্যে পার্থক্য; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিভিন্নাংশ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)।

সনাতনধর্ম্ম কোন জাতির অন্তর্গত নহে

(২)

"বিষ্ণু" শব্দ দ্বারা ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রমাণিত। বিষ্ণুরই চিৎকণ—জীবশক্তি বা আত্মা বা আত্মবস্তু। এই জীব-বস্তুই সনাতন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা) এই জীবের স্বধর্ম—বিষ্ণুসেবা, যে সেবাদ্বারা আত্মা বা জীব প্রসন্ন হন, তাহাই সনাতন ধর্ম। সুতরাং এই আত্মধর্ম বা সনাতনধর্ম কোন দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ থাকিয়া কোন দেশ-জাতি-বর্ণ বিশেষের নিজস্ব বা একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। এই বিশ্বে যেখানে যেখানে যত চেতন আছেন তাঁহারা আশ্রয় পুরুষের কৃপালাভে আবরণ অবনত হইয়া আত্মার ধর্ম বিষ্ণুসেবাগ্রহণে বৈষ্ণবতা প্রাপ্ত হইয়া, সনাতনধর্ম্মের বিশাল পতাকার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অধিকারী।

যাঁহারা নিজকে উচ্চবর্ণী এবং সনাতনধর্ম্মের উত্তরাধিকারী অভিমান করিয়া তদতিরিক্তগণকে অনধিকারী মনে করেন, অথবা যাঁহারা বিষ্ণু-শব্দের বাস্তব-তাৎপর্য্য-গ্রহণে অপটুতা-বশতঃ বিপ্রলিপ্সা-নীতি অবলম্বন করতঃ শুদ্ধ ও বাক্যশরে মতাবাদের ব্রহ্মাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া বিষ্ণুসেবায় বাধা-প্রদানের প্রয়াস দেখান তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুমায়ার অত্যন্ত মোহিত আছেন ও থাকিবেন। তাঁহারা যে সনাতনধর্ম্মবিরোধী, এ কথায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকিতে পারে না। সিন্ধুনামক স্থানে বা হিন্দু নামক জাতিতে সনাতন-ধর্ম আবদ্ধ নহেন।

বিষ্ণুসেবকগণই বৈষ্ণব। যাঁহারা আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁহারাই বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় অভিহিত হন। সুতরাং বৈষ্ণবগণই একমাত্র সনাতন-পন্থী। অপর-পন্থীরা স্বরূপধর্ম্মের প্রতি উদাসীন থাকায় তাঁহারা বিরূপ-পন্থী, সনাতন-পন্থী নহেন। শুধু গায়ের জোরে কাগজে কলমে সনাতনী হইলে চলিবে না। তাঁহারা সনাতন-ধর্ম বা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকিয়া সংকীর্ণচেতা, গণ্ডীবদ্ধ বা গোঁড়া মতাবলম্বাদিক। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কখনও গোঁড়া নহে। উহা মহা-উদার, সর্ব্বজনীন অভিলষিত বাস্তব-সনাতন-সম্প্রদায়।

বৈষ্ণব অচ্যুত-গোত্রীয় আর সব চ্যুত-গোত্রীয়; জন্ম গোত্রে পরিচিত। বংশ-পরিচয়-গোত্র অনিত্য। স্বকর্ম্ম-বশে কর্ম্মফল-ভোগার্থে তদনুযায়ী কোন বংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়। আবার কর্ম্মের উচ্চাবচ হিসাবে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অন্য গোত্রে বা বংশে জন্মলাভ করিতে পারে। সুতরাং নিত্যধর্ম্মানুশীলনকারী বৈষ্ণবগণ এই প্রকার অনিত্য গোত্রের পরিচয়ে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা জানেন, আমি আত্মবস্তু, বিষ্ণুর নিত্য অংশ আছি ও থাকিব; সুতরাং অচ্যুত বিষ্ণুর গোত্র-পরিচয়ই আমার বাস্তব পরিচয়।

বাস্তববিচারে আত্মা বা জীব-বস্তু কোন দেহে বা বর্ণে নিত্য আবদ্ধ নহেন। কর্ম্মানুযায়ী জন্মান্তর-গ্রহণ ও সাধু কৃপাবলে স্বরূপজ্ঞানলাভে আত্মার মুক্তাবস্থা বলিয়া একটা কথা আছে; কাজেই আত্মা কোন কালেও বর্ণ বা জাতিতে আবদ্ধ নহেন। এমতাবস্থায় তাঁহার নিত্য স্বভাব কখনও বর্ণ বা জাতির অন্তর্গত থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ স্ব-স্বরূপাবস্থাতেই সনাতন-ধর্ম্মের সুষ্ঠু অনুশীলন সম্ভব। অমুক্তাবস্থায় তত্ত্বভক্তিরূপ সনাতন-ধর্ম্মের পূর্ণানুশীলন অসম্ভব।

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

বদান্যতা

ভগবান্ গৌরসুন্দরই মহাবদান্যাবতার। ক্ষমা, দয়া, বদান্যতাদি অনন্ত গুণ তৎপাদপদ্মে সতত বিরাজিত। তাঁহার ন্যায় অকস্র অমন্দোদয়-দানের আদর্শ চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই বদান্যতা-গুণ বদ্ধজীবে নাই বা থাকিতে পারে না এমন কি, এই গুণ বা আদর্শ এজগতে পরিলক্ষিতই হয় না। তবে যাঁহারা সর্ব্বগুণাধার শ্রীগৌরসুন্দরের অভয় পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহা অকাতরে জগজ্জীবকে বিতরণ করিতে মুক্তহস্ত তাঁহারাই ভগবানের প্রিয়তম সূত্রে—কৃপাবলে বা গুণের অধিকারী-সূত্রে এই গুণে গুণী। সুতরাং বৈষ্ণবগণই একমাত্র বদান্য আর বাদবাকী সকলেই তদ্বিপরীত-গুণ বিশিষ্ট অসৎ ও আত্ম-পরঘাতী।

যে উন্নতোজ্জ্বল-রসের কথা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরযুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই ভক্তি-রস-মাধুরী অযোগ্য জনেও সমর্পণ করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ কলিযুগে গৌরাঙ্গরূপে শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা ভক্তগণাস্বাদ্য নিত্য-সিদ্ধেরও অনুভবনীয়। কিন্তু আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীশচীদুলাল বদান্য-শিরোমণি বলিয়া চরম-প্রাকৃত-মদমত্ত জীবের অপরাধ ছাড়াইয়া তাহাকে অনিত্য নশ্বর-বিচারমুক্ত করিয়া পরমচমৎকার ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত।

জগজ্জীবগণকে অসৎ সঙ্গের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য পরম-করুণাময় গৌরহরি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইয়া এই জড়ীয় জঞ্জাল-সমুদ্রের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক সেই শ্রদ্ধালু মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ যেন কোন প্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। দয়াময়ের এই মঙ্গলময়ী বাণী-শ্রবণে উদাসীন হইয়া যদি কেহ এতাদৃশ অসৎকার্য্যে লিপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি বিষম-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অঙ্গনাঙ্গন হইতে যে অনন্তকালের জন্য বিতাড়িত হইবেন তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তাই কোন বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন,—

> "গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে
> বলিলে নাহি চলে।
> গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে
> ফল ফলে॥
> লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলক-
> মাত্র ধরি'।
> গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
> যদি প্রীতি রাখিতে চাহ
> গোরাদের সনে।
> ছোট-হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
> কুটিনাটি ছাড়, মন করহ সরল।
> গৌরভজন লোকরঞ্জা একত্রে নিষ্ফল॥
> হয় গোরা-ভজ নয় লোক-ভজ ভাই।
> এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥"

আশ্রয়-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরই আরাধ্য বস্তু। তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, সকল প্রভুর প্রভু বলিয়া মহাপ্রভু। তিনি জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অনাদি, তিনি সকলের আদি এবং সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়, এবং সকলনন্দিতা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকাই তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিবৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতে পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তত্ত্বরূপ-বৈভবসমূহে প্রাভবপ্রকাশ বাসুদেব প্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়বিগ্রহ এবং মূলাশ্রয় শ্রীরাধিকা হইতে আশ্রয়বৈভব ব্রজললনা-সমূহ, রেবতী-প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, বৈবিধিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছেন। আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয় ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্যলীলা নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্যবেশে পর-জগতের কথা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস-মাধুর্য্যের কথা জীবগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া বা তল্লাভের উপায় আচারমুখে প্রচার করিয়া জীব-মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। জাগতিক বস্তু মাত্রেই মায়া, সেই সেই বস্তু দান বা তত্তদ্বস্তু-লাভের উপায় বর্ণন করিলে জীবের মঙ্গল হয় না। তাহাতে দাতা বা গ্রহীতা কাহারও মঙ্গল হয় না বলিয়া, সেই দাতৃগণকে বদান্য বলা যায় না। ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া জীবগণকে অন্য বস্তু না দিয়া কৃষ্ণ দিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন এবং নাম-বিতরণ-মুখে জীবগণকে কৃষ্ণপ্রদান এবং উপদেশমুখে কৃষ্ণকে হৃদয়ে বন্ধন করিবার উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই একমাত্র মহাবদান্য এবং তদাজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া যাঁহারা সেই গৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচারে জীবকল্যাণ-বিধানে আপ্রাণ-প্রচেষ্ট সেই গৌর-নিজজনগণই বদান্য।

জীবগণ রোগে প্রমত্ত। প্রকৃতপ্রস্তাবে সেবাই তাহাদের ধন, সেবাই তাহাদের শোভা, সেবাই তাহাদের শান্তি হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানে তাহারা রোগকেই ধন, বা সুখ বলিয়া মনে করিতেছে। ইহাই তাহাদের দুরবস্থা বা দুঃখের মূল কারণ। জীবগণ এই রোগানলে সতত দগ্ধ হইতেছে। এই দুঃখজনক রোগে ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক দুঃখাদি প্রক্ষালিত করিবার লোকের অভাব এ জগতে নাই। মহৎ-কৃপা ব্যতীত এই রোগের করাল কবল হইতে মুক্তির আর কোন উপায় নাই জানিয়া, মহাবদান্য গৌর পার্ষদগণ এ জগতে আগমনপূর্ব্বক অভক্ত, দুঃখী গৌরভক্তগণকে বাইকাহিনী অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড়রোগ-সংশমনাপন্ন প্রার্থনাসঙ্কল্পিবাদের জন্য কাম বিধান করিয়া থাকেন। সৎ মহৎ কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী তাঁহারাই বদান্য এবং তাঁহাদের চিদ্-জগদগত ভাবই বদান্যতা।

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। মাধাই ঘাট-ঘাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীমাধব আসন রুকনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
৯। মাধবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা।
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিড়ুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পাণ্ডুর গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
২৪। শ্রীপ্রভাস-গৌড়ীয় মঠ নবরেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাদ, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ লিঙ্গরাজ, বালেশ্বর।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং কাশীপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট রোড, ছোটানি বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাডষ্টোন ভাইজ, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমায় গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদুরকুটীর—বিজনোর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতানন্দ সেনাপতি বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহিতে বর্ত্তমান-যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	অমৃতসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত	৬৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	৩৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ	।।৵০
৩।	ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ)	৬৲
৪।	ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭।	ভজনরহস্য	।০
	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও	
	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	।০
১২।	দুঃখিনীরিকা ভবসাগরে মাহাত্ম্য (সাধা)	২৲
১৩।	বেদান্তদর্শনের মাহাত্ম্য বাঙ্গালার)	।০
১৪।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দীপ-নির্ম্মাপণ	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৷৹
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	৴১০
২৪।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৶০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	৴০
৩০।	গীতাবলী	৴০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩২।	সাধনকণ	৴০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬।	মহাচারার্থঃ	৴০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	আম্নায়	৴১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৫৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৷৹
৪৩।	সাধনরত্নী মাহাত্ম্য	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷৹
৪৫।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৪৬।	জৈবধর্ম্মাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীকৃষ্ণবেদাঙ্গ	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাংখ্যবাণী	৴৪

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	।০
৫৪।	নবীন-পঞ্চাঙ্গমণ্ডলম্	।০
৫৫।	ভক্তি-সন্দর্ভ	।০
৫৬।	মাহাত্ম্য-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পাঠচর্য্যঃ	৴০
৫৮।	সারাৎসারশতকম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	।০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স	।৵০
৬২।	লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল এ্যাণ্ড আনালয়েড্ ডিভোশন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭২।	গীতাবলী	৴০
৭৩।	শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	

; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষান্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দ্বিতীয়				পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন		।৶০	।৶	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১।০		১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲		
	,, অর্দ্ধকলম	৮৲			
	১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ম চুক্তি করা হয়।]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৭—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭৪	১৮-৪৫
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৫১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা স্বরূপগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-৫৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। ৬৪ বিঘটি, আভ্যন্তর ও বাহিরের গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও রেভেনিবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশু সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

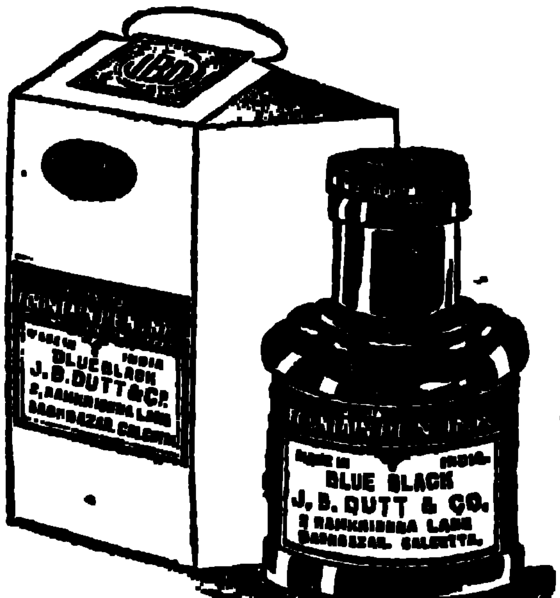

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্‌টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন একমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
ল্যাবরেটরী—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৪৸০—৪৲
বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিদ্ধুপাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৩নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এলবার্ট	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৶০—৩৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৶
বাট	৩০৸

লৌহ ও কাষ্ঠওয়্যার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি জোয়েষ্ট বা বীম	
বাকা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মাকা হাল্কা ওজন	৫৶০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০

গ্যালভ্যানাইজড্ করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১।০
২৪ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩৸৶০
গেলেভ্যাটিক সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪।। ইঞ্চি ও ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ „ „	১২।৶০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ ও	৮।০
গ্যাঃ তারের জাল ১।। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন পাতি	৬৸৶০—৬৸৶০
„ বোম্বাই (গোল)	৬৸৶০—৬৸৶০
„ বম্বে (চৌকা)	৬৸৶০—৬৸০
„ গোল রড ৶০—৷৶০ সূতা ৫৶০—৫৸৶০	
„ টানা রড—	
মোটা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৶০—৬৲
„ বাণ্ডিল তার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
হীরবন্দর ঘাট স্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তব্যাকরণভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধুর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস্, এস্. কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

ঠিকানা—পোষ্ট : কৃষ্ণনগর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'প্রকাশ' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অন্বয়ে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১,
বাগবাজার, কলিকাতা

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪১, ১১ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৬১৭শ সংখ্যা

নদীয়ার দুর্ভিক্ষ

নদীয়া জেলার সদর মহকুমার চাপড়া ও নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে সর্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও উহার প্রকোপ স্পর্শ করিয়াছে। তবে তাহা এখনই অপ্রকাশ অবস্থায় এখনও রহিয়াছে। কৃষকে তৈজসপত্র ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহারা এখনও জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। থানা কোতোয়ালীর ১নং ইউনিয়নের গ্রামগুলিতে অনেকে অনশনে অর্দ্ধাশনে রহিয়াছে। ছেলে মেয়েদের কাঁচা কাঁঠাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিতেছে, আর নিজেরা কলমি শাক, শুষনির শাক, মুখী কচু প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। রূপদহের বাবু যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা ৭।৮টী ঘোষ (গোপ) পরিবারের মধ্যে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। এই গ্রামনিবাসী বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ভিতর যথাসাধ্য অন্ন বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু উহাতে সমুদ্রে মধ্যে বিন্দু সদৃশ দান হইতেছে। দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ ও নদীয়া সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি এদিকে মনোযোগ দিন, নতুবা অচিরে ৫০।৬০ খানি গ্রামের শ্মশানে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। আশা করি, নদীয়ার বাহাদুর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও সাবডিভিসনাল অফিসার মহোদয় এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন।

আমেদের খবর ও বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয়

শ্রীযুক্তা সেবী দেবী এই আগষ্ট শান্তিনিকেতন হইতে নিখিল ভারত ও বঙ্গীয় ..... [illegible] করেন। [illegible] মিলি ..... [illegible] তাহা

ভারতের কৃষকগণের স্বাস্থ্যোন্নতির সংস্থান হয় না, যদ্দ্বারা তাহাদের অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ আয় হইতে পারে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুত বিজয়রাঘব আচারিয়ার বলেন, গবর্ণমেণ্টের জাতীয় শিল্পের সহায়তা করা কর্তব্য।

মালব্যজীর নিকট আসাম-হিন্দু-সভার অভিনন্দন তার

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রতিবাদে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য পদ পরিত্যাগ করায় আসাম প্রাদেশিক হিন্দু সভার কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া তার প্রেরণ করিয়াছেন। আসন্ন নির্বাচনে আসাম হিন্দু সভার পক্ষ হইতে সদস্য পদপ্রার্থী মনোনয়ন প্রস্তাবে পণ্ডিত মালব্যের পরামর্শ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ডাকাত-ভ্রমে নির্দ্দোষ নিহত

প্রকাশ, সিউড়ী সহর হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী কেন্দুয়া গ্রামে মিথ্যা সংবাদ পাইয়া ডাকাত সন্দেহে গত ৫ই আগষ্ট রাত্রিতে পাঁচজন গ্রামবাসীর প্রতি পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর একজন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ৫ই আগষ্ট সন্ধ্যার সময় শ্রীপতি পাল ও বহলাপাড়ী বাবুরো ব্রজগোপাল গোস্বামীর সহিত এক বিবাহের কথাবার্তা বলিবার জন্য কেন্দুয়া গ্রামে গমন করেন। তাঁহারা প্রথমে ব্রজগোপালের বাড়ী ঠিক করিতে না পারিয়া সমুখস্থ গোস্বামীর বাড়ীর সদর দরজায় গিয়া ব্রজগোপালের নাম ধরিয়া ডাকেন। তাঁহাদিগের ভুল সংশোধন করা হইলে তাঁহারা চলিয়া যান। কিন্তু এদিকে তাঁহাদিগকে ডাকাত সন্দেহ করিয়া নিকটবর্ত্তী রিজার্ভ পুলিশের ফাঁড়িতে সংবাদ দেন। তদনুসারে কয়েকজন পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

ইতোমধ্যে তাঁহারা ব্রজগোপালের সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া প্রায় মধ্যরাত্রিতে ব্রজগোপাল, রামদাস ও অপর এক ব্যক্তির সহিত সিউড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকেন। পুলিশদল তাঁহাদের অনুসরণ করে। প্রকাশ, তাঁহাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশবাহিনী তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য গুলীবর্ষণ করে; উহার ফলে শ্রীপতি ও ব্রজগোপাল আহত হয়। গত ৬ই আগষ্ট সিউড়ী হাসপাতালে ব্রজগোপালের মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীপতির অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

অদ্ভুত প্রতারণা

শিকারপুর হইতে টেলিফোন যোগে 'সংবাদ-সমাচার' পত্রিকায় একটি ভীষণ প্রবঞ্চনার সংবাদ পৌঁছিয়াছে। এক হিন্দু নারী বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না বলিয়া শিকারপুরে খুব নাম করে। সে ভগবান দেখাইবার লোভ দেখাইয়া এক শ্রেষ্ঠীর পত্নীর নিকট হইতে ২০ হাজার টাকার অলঙ্কার এবং ১০ হাজার টাকা নগদ আদায় করে। কথাটা কিছুকাল গোপন ছিল। পরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং পুলিশ সংবাদ পায়। এক্ষণে পুলিশ অবিলম্বে তদন্ত করিতেছে।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

গত ২৮শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় মোট আক্রমণ ১০৪৯ ও মৃত্যু ৪৭০। পূর্ব্ব সপ্তাহে আক্রমণ ৭৪৯, মৃত্যু ৩৩০। গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রমণ ১১৭ মৃত্যু ৭৩। বসন্তে মোট আক্রমণ ১৩৯, মৃত্যু ৩৮, পূর্ব্ব সপ্তাহে আক্রমণ ১৩৫, মৃত্যু ৩৮, গত বৎসর এই সপ্তাহে ছিল মোট আক্রমণ ২১১ ও মৃত্যু ৮১। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মোট আক্রমণ ১০৭, মৃত্যু ১৪। গত সপ্তাহে আক্রমণ ৮১, মৃত্যু ২০। গত বৎসর এই সপ্তাহে আক্রমণ ১০৬ ও মৃত্যু ২০।

বিভিন্ন জেলায় মৃত্যু সংখ্যা

কলেরা :—নদীয়া ৩, বর্দ্ধমান ৩৫, বীরভূম ৪৩, বাঁকুড়া ২৪, মেদিনীপুর ১১২, হুগলী ২১, হাওড়া ৪৪, ২৪ পরগণা ৮৩, কলিকাতা ২২, মুর্শিদাবাদ ৩, যশোহর ২, খুলনা ১৮, দিনাজপুর ৭, জলপাইগুড়ি ২, মালদহ ৫, ফরিদপুর ৪, বাখরগঞ্জ ২, চট্টগ্রাম ১৩, ত্রিপুরা ১০ এবং নোয়াখালি ১৩।

বসন্ত :—বর্দ্ধমান ৪, বীরভূম ২, মেদিনীপুর ১, হুগলী ২, হাওড়া ১৫, ২৪পরগণা ৭, কলিকাতা ৩, নদীয়া ১, রাজসাহী ১, দিনাজপুর ৬, পাবনা ৩, মালদহ ১, ঢাকা ৭, ময়মনসিংহ ৪, ত্রিপুরা ২, এবং নোয়াখালী ৯।

ইনফ্লুয়েঞ্জা :—কলিকাতা ৮৪।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৬শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৪১

পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্লাবনে অসংখ্য নরনারী গৃহহীন ও সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাইএর শ্রীমতী অমৃত কাউরের আবেদনের ফলে বোম্বাই হইতে অ নাথ বন্যা পীড়িতের জন্য এ পর্যন্ত কলিকাতার টাকার কিছু বেশী চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীমতী অমৃতকাউর ৭ হাজার শাড়ী, ১ হাজার বিবিধবস্ত্র এবং নগদ তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৫ দিনের মধ্যে তিনি বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিবার আশা রাখেন। বন্যার দুঃস্থ নরনারী বালক-বালিকার সাহায্যার্থ সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত গান্ধী এক সপ্তাহের জন্য অনশনব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি অসুস্থ, তাঁহার দেহের ওজন ৫ সের কমিয়াছে, তথাপি তিনি সময় পাওয়াগ করেন নাই। কংগ্রেস-কর্মীগণ বিশেষভাবে তাঁহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করেন।

ভারতের নানা স্থানে কংগ্রেস নির্বাচন এবং তাঁহার আনুষঙ্গিক অপবিত্র আলোচনের কথা ভাবিয়া শ্রীযুক্ত গান্ধীজী অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি সকলকেই দুর্নীতিমূলক উপায় অবলম্বন না করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছেন। ভোটশাঠ্য ও অন্যান্য প্রকার অপকৌশল দ্বারা কংগ্রেসে দলগত প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা অল্প বিস্তর সর্বত্রই আছে। এবং অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যাহারা কংগ্রেস কমিটীগুলিকে ভোটভিক্ষাসমিতিতে পরিণত করিয়া, কাউন্সিল এসেম্বলীর নির্বাচনের সুবিধা করিতে চাহেন, তাঁহারা যে উহার জন্য দায়ী নহেন তাহা নহে। প্রতিষ্ঠার আশা পরিত্যাগ পূর্বক দুর্নীতিপরায়ণ হইলে দলের অবসান হইতে পারে। কিন্তু কে তাহাদের বুঝাইয়া দিবেন?

ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলার প্রতিনিধিদের বাঙ্গলার বাহিরে ডেটিনিউ ক্যাম্প বন্দীশালায় আটক রাখিবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া, সংশোধিত ফৌজদারী আইন পাশ হইয়া গেল। আইন পাশ হওয়ার ব্যাপারে সরকারের ন্যায় হেনরী এই ব্যবস্থার কোন অপব্যবহার যাহাতে না হয়, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে এবং তিনি নিজে গিয়া একবার ডেটিনিউ বন্দীশালা দেখিয়া আসিবেন। এই আশ্বাসবাণী কার্য্যে পরিণত হইলে আনন্দের বিষয় হয়।

উক্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে 'টেকনিক্যাল' দলের জন্য ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ সাহেব বলিয়াছেন বাঙ্গলাদেশের শিক্ষাপ্রণালীর টেকনিক্যালের দাবী। অতএব ইহা দূর করিতে হইলে, এ দেশের উচ্চবিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালী ঢালিয়া সাজিতে হইবে। "স্টেটসম্যানের" বিশেষ সংবাদদাতা বলিয়াছেন, ডাঃ জিয়াউদ্দীনের বক্তৃতায় অনেকের চিত্তে সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল। আশা করি, শীঘ্রই নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত হইবে। সেই যুগে কি ফল ফলে তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব রহিলাম।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশকারীদের অবগতির জন্য অস্থায়ী বড়লাট, পরিষদের সভাপতির মারফৎ এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদের পরমায়ু আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকিবে। জানুয়ারী মাসে যাহাতে নূতন সভা গঠিত হইতে পারে, সেজন্য অক্টোবর মাসে মনোনয়নপত্র দাখিল এবং নবেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন আরম্ভ হইবে। আশা করি, শীঘ্রই ভোট-যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিবে।

আবার যুদ্ধানল

মহিলার ভবিষ্যদ্বাণী

মাদাম ডাঃফোণ লাম্বোলার পিতা ছিলেন ভারতীয় এবং মাতা ছিলেন রাশেনীয়। বাল্যকালে ইনি পিতামাতার সহিত দূরপ্রাচ্য দেশের একটি দ্বীপে কাটাইয়াছেন এবং তারপর ইনি দীর্ঘকাল প্যারিসে অবস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইনি শীঘ্রই ভারতবর্ষেও আসিবেন।

কলম্বোর এক সংবাদে প্রকাশ, মাদাম লামেলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিবে। ভবিষ্যদ্বাদিনী বলিয়া মাদাম লামেলার বেশ খ্যাতি আছে, কারণ জার্ম্মাণীতে হিটলারের অভ্যুদয়, পরবর্তী বৎসর অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডলফাসের হত্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালের যে মাসে তিনি জাপ রুশের যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে এবং কিছুকাল পরে জাপান ও চীনের যুদ্ধ পর্য্যন্ত পূর্ণ রূপে বলিয়া দিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে নিউইয়র্ক সহরে তিনি ঠিক মার্কেটের বিপর্য্যয় এবং অন্যান্য ঘটনাবলীর বিষয়ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

মাদাম লামেলা বলিয়াছেন—"আগামী জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে, উর্টেমবার্গ ও প্রাসিয়া এই তিনটী রাজ্য পরিণত হইবে। কাইজারের একজন নাতি প্রাসিয়ার সিংহাসনে বসিবে। তিনি ক্রাউন প্রিন্সের পুত্র নহেন। ক্রাউন প্রিন্সকে বাদ দিবার কারণ তিনি নাৎসীদের সঙ্গে বড় ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন।"

প্রাচ্যদেশসমূহ সম্বন্ধে উক্ত মহিলার উক্তি—"জাপান ও রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে এবং জাপান জয়ী হইবে।"

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে আরও প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা ইউরোপের অন্য কোন শক্তি এই সমস্ত যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না। এবং কোন পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধ হইবে না। তবে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে অবশ্য একটী যুদ্ধ বাধিবে, কিন্তু তাহা সুদূর ভবিষ্যতে।

চীন সম্পর্কে মহিলাটি বলেন যে, চীনে আরও গৃহযুদ্ধ হইবে এবং পরিণামে চীনও দ্বিধাবিভক্ত হইবে। উত্তর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম চীনা যুক্তরাষ্ট্র একজন সম্রাটের অধীনে গঠিত হইবে। তবে সেই পদলাভের সৌভাগ্য মাঞ্চুকুয় সম্রাটের হইবে না, বরং সুদূর ভবিষ্যতে মাঞ্চুকু চীনেরই একটী অংশে পরিণত হইবে।

ঢাকায় প্রফুল্লকুমারের সন্তরণ

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, সন্তরণবীর শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঘোষ গত ৬ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা ১৬ মিনিটের সময় হাতপায়ে হস্তবদ্ধ অবস্থায় ৫৭ ঘণ্টা ৩ মিনিট কাল অবিরাম সন্তরণ করিয়া জলে উঠিয়াছেন।

জলে নামিবার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার যাহাতে একটী দুই জনে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল; এবং জলে নামিবার পূর্ব্বে তবেও টাকী তাহার ঠিক পায়ে একটী ফুলবেদ....... বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।....... ঘুরি ঘাটের মধ্যে দুই তিন দুই জাতি দৃঢ়বদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ করা একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। খুব বেশী বৃষ্টি হইলে বড়ই দুঃখ পায়; এই দুঃখ সাঁতারটাই সন্তরণকারীর উৎসাহিত পথে প্রবল অন্তরায় প্রকাশ, নৌকার উপরে বিপুলবিদ্যালয়ের অন্তত ছাত্রের কৌতুকজনক বাজনা ও নাচন-কোঁদন খুব তাঁহাকে খুবই অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

/০এক আনা দামের ২০ হাজার টিকিট, ।০চারি আনা দামের ১৫০০ এবং ১৲ এক টাকা মূল্যের ২০০০ টিকেট মুদ্রিত হইয়াছিল। রবিবারের বৈকালে /০এক আনার টিকেটগুলি নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গেলে পরে টিকেটের মুড়িগুলি বিক্রী হইতে লাগিল; তাহাও ফুরাইলে, বাজার হইতে তিন সাদা কাগজে ছাপ মারিয়া টিকেট বিক্রীত হইতেছিল; তবে তাড়াতাড়ি আরো অনেক টিকেট ছাপা হইয়া যখন কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছিল, তখন চাপ মধ্যে সাদা কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। টিকেট বিক্রয়ের হিসাব হইতে জানা যায়, বিতীয়, তিন রবিবারের অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টাকাল, মধ্যে প্রায় ৭০০০ লোক আসিয়াছিল।

প্রফুল্লকুমার ৩০ঘণ্টা পূর্ণ করিয়া সাড়ে ৮টা ১০ মিনিটে উঠিতে চাহেন কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বেলা আসিয়া অপরাহ্ণ ৫টা ১০ মিনিটের অধিক কাল থাকিতে নিষেধ করায় তিন ঘণ্টা কাল পূর্ব্বেই তিনি উঠিতে বাধ্য হন; জল হইতে উঠিয়া তিনি "প্রফুল্লকুমারকে সোনার পদক দেওয়া হইবে" বলিয়াছিলেন।—"আমার মনে হয় প্রফুল্লকুমার, জলে আরো একদিন বেশী থাকিতে পারিতেন"।

প্রফুল্লকুমার নানাস্থানে অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন; এক. সের্ক্‌স. সহরেই তিনি নগদ,৮০০ টাকা, ৩০টি স্বর্ণ পদক ৫টি রৌপ্য পদক, ৩টি ছোট বড় কাপ, একটী অঙ্গুরী, স্বর্ণখচিত একজোড়া কাফলিং বোতাম এবং একটী রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেট কেস পাইয়াছেন।

নাগপুরে শ্রীযুক্ত আনে ও শ্রীযুক্ত দুবে

শ্রীযুক্ত আনে গত ৬ই আগষ্ট সকাল বেলা কাশী হইতে নাগপুরে পৌঁছেন; তথা হইতে তিনি সোজা বাসায় চলিয়া যান। গত দুইবার তিনি সোজাই যাওয়া হইয়াছেন ১০ মাস দুই দিন তাঁহার অনশনের পর....... এই আগষ্ট....... ....

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ { ১৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৬শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার দিবস শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ টাঙ্গাইলে উপস্থিত হন। তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দের চেষ্টায় তথাকার কালীবাড়ীর নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। হরিকথা-শ্রবণ পিপাসু হইয়া বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজের আদেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় "সনাতনধর্ম" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

ব্রহ্মচারীজী বক্তৃতাকালে সনাতন ও ধর্ম-শব্দের অর্থ, ধর্ম্মের স্বরূপ, ধর্ম-লাভের উপায়, চৌরাশী লক্ষ জন্মের কথা, দ্বাদশ মহাজনের নাম ও ধর্ম কাহাকে বলে প্রভৃতি বিষয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

তৎপর-দিবস ঐ কালীবাড়ীতে স্বামীজী মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় স্বামীজী পরমার্থলাভের একমাত্র উপায় সদ্গুরুচরণাশ্রয়, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা-সাধন, তদ্দ্বারা ভগবানের কৃপা, শাস্ত্র ও সাধুর আনুগত্যেই জীবের মঙ্গল প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। প্রায় সহস্রাধিক লোক সভায় যোগদান করিয়া মনোযোগ সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতামুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ব্যক্তি প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ হরিকথা-প্রচারার্থ আগ্রা নামক স্থানে শুভবিজয় করিয়াছেন। গত ৪ঠা আগষ্ট স্বামীজী স্থানীয় টাউন হলে আহূত এক বিবজ্জনমণ্ডিত সভায় "ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয়তা"-সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মনুষ্যজীবনের দুর্লভত্ব, অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও পার্থক্য, ধর্ম-জীবনের প্রয়োজন, জন্ম ও মৃত্যুর স্বরূপ এবং যুগধর্ম কি, তাহা শাস্ত্রযুক্তি-সহকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সভায় অনেক ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার ও বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে রাগভূষণ শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পুরীর নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মহেশপুরে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ৪ঠা আগষ্ট মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তসহ মাদ্রাজ শ্রীমঠে শুভাগমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ প্রায় আড়াইমাস কাল পঞ্জাব প্রদেশে হরিকথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৮ই আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, প্রপঞ্চে জীবের অধিষ্ঠানে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম মনকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই দুইটী অনাত্ম-প্রতীতি নির্ম্মল আত্মপ্রতীতি হইতে ভিন্ন। আত্ম-প্রতীতিতে হরিসেবা নিত্যকাল বর্ত্তমান। হরি সচ্চিদানন্দ-ময় বস্তু। যে জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ-প্রতীতিতে অবস্থিত তাঁহার হরিতে উন্মুখতা-প্রযুক্ত অনাত্ম-প্রতীতির অভাব। স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনের দ্বারা আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি ভোগ করিতে যাই বলিয়া হরত্র চিন্তার প্রাবল্য-হেতু সচ্চিদানন্দ প্রতীতি আমাদের অনুভবনীয় বিষয় হয় না। দুর্ভেদ্য প্রতীতিরূপ বিতীয়াভিনিবেশের উদয়ে জীব অতঃ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় বঞ্চিত হন এবং ভীতিবর্দ্ধ দেহ ও মনের বৈরূপ্য উপস্থিত করায়। বদ্ধ-প্রতীতির বৃত্তিসমূহ কামনা-জাত ও নশ্বর। জীবাত্মা হরিসেবোন্মুখ না হইলে শোক, মোহ ও ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে না। ভগবৎ-সেবাময়ী আত্মপ্রতীতিতে কোন অনুপাদেয়তা অবস্থান করে না। বদ্ধজীবের শ্রেয়োলাভের জন্যই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শিক্ষণ। অনাত্ম-প্রতীতি দূরীকরণের একমাত্র উপায় সাধুগুরু-সঙ্গফলেই জীবের আত্ম-জ্ঞানের উদয় হয়। শিষ্যের গুরুসেবা-প্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হইলে কোন প্রকার কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অভাব থাকে না।

অধোক্ষজ বিষ্ণুসেবাই নিত্য অধোক্ষজ-সেবকগণের নিত্য সেবা। প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মী দেবগণ "বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব"। তাঁহারা সকলেই জগতে জীবসমূহকে অবাঙ্‌মনসগোচর বিষ্ণুর সেবায় রত হইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, তবে যে সকল বদ্ধ ভোগী জীব বৈষ্ণবগণকে বিষ্ণুসদৃশ উপলব্ধি করিয়াও স্ব-স্ব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন দেবরূপে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুসেবোচ্ছ্বত হইয়া অবৈধভাবে স্ব-স্ব কামনার তৃপ্তিহেতু পূজা প্রভৃতি পঞ্চ অঙ্গায় পূর্ব্বক প্রয়োগ করেন। শ্রীগুরুদেব কামদেব বিষ্ণুর কামনাপূর্ণকারিণী সেবা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতায় ব্যস্ত থাকেন না। মায়ামোহিত ভাব ভোগ বা ত্যাগকেই পরমার্থ-জ্ঞানে অনর্থের হস্তে নিষ্পেষিত হন। ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তিতেই জীবের চরম কল্যাণ লাভ হয়।

শ্রীবাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ঐ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ কর্ম্মকার মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। মন্দিরের কার্য্য যাহাতে সত্বর সমাধা হয় তজ্জন্য আশুতোষ বাবু ও তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতৃবৃন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ শ্রীধর অব্দ কাঁগোরাব্দ ৪৪৮

কলির চেলা

আমরা বর্ত্তমানে যে যুগে বাস করি তাহার নাম কলিযুগ বা বিবাদযুগ। এযুগে কলির প্রাধান্য বেশী বলিয়া কলিচরেই জগৎ পরিপূর্ণ। আলো-আঁধার, সাধু-অসাধু, সুর-অসুর চিরকালই আছে এবং থাকিবে। ইহাদের একটী ধর্ম্ম অপরটী অধর্ম্ম। কলি এই অধর্ম্মেরই বন্ধু এবং ধর্ম্মের বন্ধু—ভক্তিসিদ্ধান্ত-পারগ ও সাধুগণ। সাধুগণ ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুগত আর অসাধুগণ—কলির চেলাগণ কুসিদ্ধান্তে বা অস্থির সিদ্ধান্তে বৃথা তর্কপরায়ণ। জলচর জন্তুগণ যেমন জলেই বাস করিয়া থাকে, কলিচরগণেরও সেইরূপ কলিগৃহেই বাস। স্থলচর জন্তুর জলে বাস যেরূপ কষ্টকর ও মৃত্যুদ, বিষ্ণুচর ভক্তগণের পক্ষে অধর্ম্ম-বন্ধু কলিগৃহে বাসও সেইরূপ ভীষণ ক্লেশদায়ক ও অনভিলষণীয়। বিষ্ণুভক্ত কলিচর নহেন এবং কলিচর বিষ্ণুভক্ত নহে ইহা সতত স্মরণ রাখা উচিত। উভয়কে একাকার করিয়া মুক্তি-বিমুক্তির সমন্বয়-প্রয়াস মূর্খতারই পরিচয় মাত্র।

সিদ্ধান্তবিদ্ ভক্তের নিকট বিবাদরূপী কলি যাইতে পারে না। শাস্ত্রযুক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহারা কলিকে নিগ্রহ করেন। সেইজন্য যেখানে শাস্ত্রবাক্য লাঞ্ছিত ও অবহেলিত, যেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভোগের তাণ্ডবনৃত্য, নাস্তিকতার প্রবল স্রোত যেখানে প্রবাহিত সেই স্থানেই কলির প্রবেশাধিকার ও সাম্রাজ্য-বিস্তার। এই সব স্থানে কলি সন্দেহরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করতঃ জীবকে নাস্তিক করিয়া ফেলে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে কোমল-শ্রদ্ধাকে ধ্বংস করিয়া তাহাকে অসৎ, ভোগী, বিষয়ী, সংসারী ও মায়ার ভক্ত করিয়া তোলে।

বিদ্যালয় ছাত্র ও শিক্ষকগণের মিলনস্থল, কলিস্থানও সেইরূপ তাহার অনুচরবৃন্দের লীলাবাসভূমি। এই বাসগৃহের সমালোচনা করিলে তাহাদের স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইবে। দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও অর্থাপব্যবহার—এই পঞ্চবিধ অধর্ম্ম যেখানে বিরাজিত তাহাই কলিস্থান। অপ্রাণিবস্তুর দ্বারা ক্রীড়াকেই দ্যূতক্রীড়া বলে। সাধারণতঃ তাস, পাশা, ঘোড়দৌড়, জলের খেলা, জুয়া, লটারী, শতরঞ্চ, দশপচিশ, বাঘবন্দী প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া মধ্যে গণ্য। ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কলির অভ্যুদয়ে কত নূতন নূতন দ্যূতক্রীড়া সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে; আবার ধর্ম্মের আবরণ দিয়াও বহুবিধ অপ্রাণী বস্তুর দ্বারা ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের ধারণা, পান অর্থে—মদ্যপানই লক্ষিতব্য। এরূপ ধারণা ভুল। পান বহু আকারে দৃষ্ট হয়। কোথাও দ্রব-বস্তুর আকারে, কোথাও ধূমাকারে, কোথাও বা অন্যাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্বুল, গুবাক, নস্য, বিড়ি, সিগারেট, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, সিদ্ধি, সুরা সকলই পান মধ্যে গণ্য। তাম্বুল-সেবনে বিলাসেচ্ছা বৃদ্ধি হয়। গুবাক দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। তামাকাদির দ্বারা স্মৃতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা-পানে বুদ্ধি নষ্ট হয়। অহিফেন, ভাং, কালকূট, তামাক, ধুস্তুর খর্জ্জুর-রস, তাড়ি ও গাঁজা এই আটটী সিদ্ধি দ্রব্য মানুষকে পশুতুল্য করিয়া ফেলে।

কোন কোন ভক্তব্রুব বলিয়া থাকেন, তাম্বুল ভগবানকে নিবেদন করিতে পারা যায় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধানিধি প্রমুখ ভক্তগণও তাম্বুল ব্যবহার করিতেন, সুতরাং প্রসাদী তাম্বুল ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাঁহাদের আনুকরণিক বুদ্ধিমূলা যুক্তি গ্রহণীয় নহে। কারণ—"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা" বহ্নের বিষপানের ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তির কোন বিষয়ে দোষস্পর্শ করে না, যেমন আগ্ন যাবতীয় বস্তুকেই গ্রাস করিতে পারে তদ্রূপ। শ্রীভগবান্ একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। সুতরাং যাবতীয় ভোগসামগ্রী তাঁহারই ভোগোপকরণ। পূর্ব্বোক্ত বিধানিধি প্রভৃতি পরমহংসকুলের আচরণ কখনই বদ্ধজীবের অনুকরণীয় নহে। সেইজন্য সুধীভক্তগণ তাম্বুলাদি ভগবৎ প্রসাদ গ্রহণে নিজদিগকে অযোগ্য মনে করিয়া দূর হইতে সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীল রূপপাদ-কথিত

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥"

—এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করতঃ যাবতীয় বিলাসেচ্ছা বা উপাধি পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য।

স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ স্ত্রীতে আসক্তি—স্ত্রীকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের উপকরণ মনে করা। উভয়েই কলিস্থান। যেখানে অপসম্প্রদায়ে স্ত্রী লইয়া অবৈধ-ব্যবহার চলিতেছে সে-স্থানে ধর্ম্ম নাই। অধর্ম্মের প্রাবল্যহেতু তাহা কলিরই অধিকৃত রাজ্যবিশেষ। তাই শ্রীমহাপ্রভু ছোট-হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন—

"প্রভু কহে, বৈরাগী করে
প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারেঁ। আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য)

স্ত্রীসঙ্গ 'ত' কলির স্থান বটেই" এমন কি স্ত্রী-সঙ্গ যাহারা করে সেই সব লোকের সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। কারণ সত্য, পবিত্রতা, দয়া, লজ্জা, সেবা প্রবৃত্তি, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, চিত্তের প্রশান্তভাব প্রভৃতি সদ্গুণ ঐ সকল অসাধু, যেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত ও মূঢ় অসৎ ব্যক্তিগণের সংস্পর্শ একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বৈধ স্ত্রীতে আসক্তিও অধর্ম্মের সেতু শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানম-
জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্॥
যতো ন কশ্চিৎ ক চ কুত্রচিদ্বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ॥
ততঃ বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ॥
(ভাঃ ৭।৬।৯, ১৭-১৮)

গৃহ অর্থাৎ পুত্র দারাদিতে আসক্ত এবং দৃঢ় স্নেহপাশে বদ্ধ জীবগণকে কোনও অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুক্ত করিতে সমর্থ হয় না। কোন দেশে বা কোন কালে জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজকে মুক্ত করিতে পারে না, সেই কাম-লম্পট ব্যক্তি বিহারার্থ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগ-তুল্য হইয়া পড়ে। পুত্র-পৌত্রাদিই তাহার বন্ধনের কারণ হয়। সুতরাং বিষয়াসক্ত দৈত্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্তি-রহিত ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট অপবর্গ-স্বরূপ আদি-দেবাদিদেব শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত।

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। একমাত্র হরি-ভজনপরায়ণ ব্যক্তিই এই প্রাণীবধ হইতে মুক্ত। কারণ, তাঁহার যাবতীয় চেষ্টাই ভগবৎসেবাতে নিযুক্ত। আর হরিসেবা-বিমুখ জীবগণ প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রাণীবধ করিতেছে। তাহাদের প্রত্যেক পাদ-প্রধান, প্রতি-পদক্ষেপ, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে অসংখ্য প্রাণীবধ হইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাদির মধ্যে পঞ্চসূনাপাপ-নিবৃত্তগণের জন্য যে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে তাহার দ্বারা পাপবীজ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কখনই কর্ম্মের নাশ হয় না, উহা কুঞ্জর-স্নানবৎ জানিতে হইবে।

নিজ দেহ-পোষণের জন্য অপরকে হত্যা করার নাম প্রাণীবধ। এই জন্মে একটী জীব যাহাকে হত্যা করে পরজন্মে আবার সেই হতজীব জন্ম দেহ প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকারী জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। কেবল নিজ হস্তে হত্যা করিলেই যে পশুবধ করা হয় শুধু তাহাই নহে, পশুবধ বহু প্রকারে হইতে পারে। যথা—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ
খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"
(মনু ৫।৫১)

পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংস-বিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, মাংস-ক্রয়-বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষক —ইহারা সকলেই ঘাতক-শ্রেণীভুক্ত। জীবহত্যা-পাপে ইহাদের সকলেরই হৃদয় কলুষিত। শাস্ত্রে যজ্ঞাদিতে যে পশু-হননের ব্যবস্থা দেখা যায়, এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা-
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
(ভাঃ ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি বিষয়ে বদ্ধজীব-মাত্রেরই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞীয় সুরাপান প্রভৃতির যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহার অন্তরালে প্রভাবাদ নাই। কারণ, তাহা কেবল জীবের স্বাভাবিকী লালসা সঙ্কুচিত করিয়া নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে। যাঁহারা শাস্ত্রের এই গূঢ় উদ্দেশ্য না বুঝিয়া দেহরক্ষার জন্য পশুহননাদি করেন বা তাহার প্রশ্রয় দেন তাঁহারা কলির কবলে পতিত। শ্রীহরিকথা-প্রচারে কুণ্ঠাও পশুহনন বা সূনা মধ্যে গণ্য। যথা শ্রীমদ্-ভাগবতে,—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-
মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্
বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥
(ভাঃ ১০।১।৪)

কামনা-বর্জ্জিত মুকুন্দ সতত শ্রীকৃষ্ণ-কথামৃত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা ভবরোগের ঔষধ-স্বরূপ, তাহা অখিল ভুবনের শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। যাঁহারা এবম্বিধ মঙ্গলময়ী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা আত্মঘাতী বা পশুঘাতী।

যেখানে হরিকথা-কীর্ত্তন হইতে বিরতি সেইস্থানে কলি প্রবেশ করে। আর যেখানে ভগবদ্ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করেন সেখানে ভগবান্ শ্রীহরি বিরাজিত থাকায় কলির দ্বার তথায় চিরতরে রুদ্ধ। পরম-ভাগবত পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে প্রথমে উপর্য্যুক্ত চারিটী অধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। দ্যূত-ক্রীড়ায় মিথ্যা পানে মত্ততা-হেতু তপস্যা-নাশ, স্ত্রী-সংসর্গে শৌচনাশ, সূনায় ক্রূরতা-প্রযুক্ত দয়ানাশ প্রভৃতি অধর্ম্ম বিরাজমান। কলি, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট হইতে চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মযুক্ত চারিটী স্থান প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কারণ, উক্ত চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম চারিটী স্থানে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে বিরাজিত। তজ্জন্য কলি পুনরায় এমন একটী স্থান প্রার্থনা করিল যেখানে উক্ত চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম যুগপৎ একস্থানেই পাওয়া যায়। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির পুনঃ-প্রার্থনায় তাহাকে স্বর্ণ প্রদান করিলেন। কারণ, এই স্বর্ণমধ্যে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম ও হিংসা এই চারিটী অধর্ম্ম যুগপৎ বিরাজিত, অধিকন্ত শত্রুতা-নামক একটী পঞ্চম অনর্থও তাহাতে রহিয়াছে।

যেখানে বদ্ধজীব ভোক্তৃ-অভিমানে অর্থাদির অপব্যবহার করিয়া থাকে সেইখানেই ঐ সকল অনর্থের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ভক্তগণ হরিসেবায় অর্থ নিযুক্ত করেন সেখানে অর্থের যথোচিত ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা মাধবের সেবা না করিয়া অর্থ নিজের সেবায় বা মাধবের সেবার নাম করিয়া শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাবার ন্যায় নিজের ভোগে অর্থ লাগাইয়া থাকে তাহারা কলির কবলে কবলিত। এতাদৃশী অসতী প্রবৃত্তি হইতেই ধর্ম্মের নাম করিয়া বিশ্রম্ভিকা বা পিশাচি-বকধ্বজা, অকৈতব-ভক্তির অহঙ্কার, কামিনী-সংগ্রহোদ্দেশ্যে কাম এবং হিংসা বা অস্ত-হরিকথা-প্রচারে দুষ্টু উদিত হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে ভক্তগণের উপর মাৎসর্য্য বা শত্রুতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

কামনা

সদিচ্ছা ও অসদিচ্ছা-ভেদে কামনা দ্বিবিধা। যে বস্তু চিরকাল থাকে না সেই নশ্বর-অস্তিত্বযুক্ত বস্তুমাত্রেই অসৎ। সেই অনিত্য মায়িক পদার্থ-লাভের যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই অসতী কামনা বা কৃষ্ণেতর পিপাসা। যে বস্তু কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না সেই অচ্যুত, অক্ষয়, অনাময় বস্তু—ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি; ইঁহারা নিত্য সত্তাবস্তু। এই পরম লোভনীয় ও মঙ্গলময় বস্তুলাভের জন্য যে তৃষ্ণা বা ব্যাকুলতা তাহাই সৎকামনা-পদ-বাচ্য। এই সৎ ও অসৎ-কামনার মধ্যে একটী শ্রেয়ঃ ও অপরটী প্রেয়ঃ। প্রেয়ঃবস্তু-গ্রহণের পিপাসাই আমাদের প্রবল। যেটী আমাদের মনোমত ও আপাত-রুচিকর সেইটীই আমাদের ভাল লাগে এবং তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আমরা তৎপশ্চাৎ ধাবিত হই, আর যাহা আমাদের ভাল লাগে না তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

এই পঞ্চস্থানেই কলির বা কলির অনুচরগণের বাস। সুতরাং প্রকাশ্যভাবেই হউক বা অপ্রকাশ্যভাবেই হউক যাঁহারা কলির এই পঞ্চস্থানে বাস করেন, এমন কি বাস করিবার আশা হৃদয়ে পোষণও করেন তাঁহারা সকলেই কলিচর—বোধিবৎসনী. কৃষ্ণেতর এবং বিমুখী। সদ্গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত ভাগবান্ জনগণ ব্যতীত আব্রহ্ম-স্তম্ব সকলেই ভক্তির অভাববশতঃ এই কলির দাস্যে নিযুক্ত। সুতরাং জগতে প্রকৃত সাধুর যে কত অভাব তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে বিচার করিবেন। এই কলির চেলাগণ ধর্ম্মের আবরণে কলির সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্য যতই গুপ্ত চেষ্টা করুক না কেন, যদি কেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সাধুবেশী কলিচরগণের কলঙ্কিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করেন তাহা হইলে তাহাদের স্বরূপ নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইবে। কারণ, অসত্য চিরকাল আত্মগোপন করিতে পারে না।

অতএব যিনি নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করেন তিনি কখনও ঐ সকল কলি-স্থানের একটিকেও সেবা করিবেন না বা এই অসৎ কলি-দাসগণের দুঃসঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া কলি নিগ্রহকারী—অপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারী মহাপুরুষের সন্ধান করিবেন। যদিও সাধুগুরু জগতে অতি বিরল তথাপি যদি কেহ ঐকান্তিক আর্ত্তির সহিত তাঁহার দর্শনলাভাশায় প্রাণপণে চেষ্টা করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এই কালিকর-পরিপূর্ণ জগতেই সেই পাষণ্ড-দলনধানা ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ দয়াময় শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই পাইবেন এবং তৎকৃপা-বলে এই কলির অনুচরগণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন—ইহাই আমাদের কথা।

রোগীর পক্ষে কুপথ্য যেরূপ রুচিকর, ভব-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট প্রাকৃত ভোগের বস্তুগুলিও সেইরূপ চিত্তাকর্ষক। এই পরিবর্ত্তনশীল ও আপাতমধুর বস্তু-গ্রহণে আমাদের মঙ্গল হয় না। শ্রেয়ঃবস্তুটী প্রথমমুখে রুচিপ্রদ হয় না বলিয়া আমরা কেহই সেই অপ্রিয় অথচ ভাবি-মঙ্গলপ্রদ ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে চাই না। ভোগই প্রেয়ঃপথ এবং সেবাই—শ্রেয়ঃপথ বা শ্রেয়ঃ-পথের সন্ধান-প্রদাতা। ভোগে অমঙ্গল এবং সেবায় নিত্যমঙ্গল অনুস্যূত বলিয়া শ্রেয়োলাভের জন্য প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করাই উচিত—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

অসৎকামী বা প্রেয়ঃ-পন্থিগণ—ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। এ সব লোক অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অথবা তৎপ্রকাশমূর্ত্তি বন্দ-সেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের নিকটে কিছুতেই যাইতে চায় না। অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গে বৃথা সময় অতিবাহিত করিতে পারিলেই তাহাদের আনন্দ। এইরূপ অসতী কামনা পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, যে শ্রীরূপানুগবর কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করেন, আমাদের দুরাশা বা অসতী কামনা ধ্বংস করিবার জন্যই যাঁহার এ জগতে আগমন, তাঁহার অনুগ্রহ না পাইলে—সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে, আমাদের মঙ্গল হইবে না। যাঁহাদের সদিচ্ছা প্রবলা, সেই শ্রেয়ঃপন্থিগণ এ সব কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রৌতপথ আশ্রয় অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশ বা গুরু-উপদেশ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি লইয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন।

"ভগবানের সেবাই আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য"—এই সহজ ও সরল কথাটী যদি হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য জীবের হয় তবে জীব নিজ গন্তব্যপথের সন্ধান পাইয়া অসৎ-কামনা-মুক্ত হ'ন—ইন্দ্রিয়তর্পণ-রূপ কার্য্যের হস্ত হইতে চিরতরে মুক্তি পান। কিন্তু যেকালে জীব নিজের এই স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকেন, তখনই তিনি অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার কামনা করেন।

স্বর্গাদিকামুক চেষ্টা যে কামনা তাহার নাম যথেচ্ছাচার, আর পুণ্যময় কামনা-মাত্রেই সংকল্প এবং কামনা-ত্যাগই মোক্ষকাম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কামনাযুক্ত ভাব যথার্থকাম—এই ত্রিবর্গের অনুসন্ধান করেন এবং কামনাযুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন। ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্ব্বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ তৃপ্তি কামের দাস। স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে নিজেন্দ্রিয় তর্পণের বিধানই তাঁহাদের অপরিহার্য উদ্দেশ্য বলিয়া ইঁহারা অসৎ ও অভক্ত। নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবিধান-রূপা কুবাসনা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করায় তাঁহারা চঞ্চল মনরূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক সতত বিক্ষিপ্তচিত্ত ও দুঃখভাক্। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্ত্তমান থাকায় তাঁহারা বৈষ্ণব-নামের অযোগ্য; সুতরাং তাঁহারা সকাম—অসৎ-কামনা-যুক্ত, অকাম নহেন।

জাগতিক বস্তু-মাত্রেই অসৎ। সেইজন্য বৈষ্ণব এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণ ও আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ। চতুর্দ্দশ-ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া বা লোভে প্রলুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব অসৎ-কামনা-বিশিষ্ট হইবেন। কৃষ্ণেতর যাহা অসৎ জনেরই ঈপ্সিত বস্তু। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই বৈষ্ণবগণের একমাত্র কাম্য এবং সেই শ্রীকৃষ্ণকামেই তাঁহাদের সকল কামনা পর্য্যবসিত। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-কামনা তাঁহাদের আদৌ থাকিতে পারে না। তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকায় কৃষ্ণেতর-বস্তু-কামনার অবকাশ আদৌ নাই

চেতনজীব কামনা-শূন্য হইতে পারে না বলিয়া জীবমাত্রেই হয় ভোগকামী, না হয় সেবাকামী। একজন নিজেন্দ্রিয় সুখ-তাৎপর্য্যপর আর একজন কৃষ্ণসুখ-পরায়ণ। একজন—কামদাস, আর অপর ব্যক্তি প্রেমদাস বা কৃষ্ণদাস। নিজার্থে কামনা-রহিত হইয়া কৃষ্ণকাম বহনে প্রয়াসী ব্যক্তিই নিষ্কাম। মোক্ষকামী নিজ সুখের জন্যই কামনা ত্যাগ করেন। কিন্তু নিষ্কাম ভক্তগণ কোন বস্তু ত্যাগ বা ভোগ না করায় কামী বা ত্যাগী নহেন,—তাঁহারা কামদেবের কাম-পরিপূরণকারী।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁসখালী।
৯। বাসুগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জয়রকৃতা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪১-২ কালিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, গ্রাণ্ট রোড, ঘোটানি বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিষ্ণুকুটীর—বিজনোর ষ্ট, দি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয় এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০০৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্র[illegible], স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	অমৃতপ্রবাহভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	১৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ	।৶০
২।	অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ)	৬৲
৩।	ভক্তিবিবেকবৃত্তমঞ্জরী (বাঁধা)	১৲
৪।	গৌড়ীয় গৌরব	।৶০
৫।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৬।	উপদেশামৃত	।০
	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৷০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৷০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	।০
১২।	দৃষ্টিমালিকা অনুযোগতঃ সাত্বত (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্তসূত্রের সাত্বত রাধাচন্দ্রীয়)	।০
১৪।	বৈষ্ণব	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দীপ-দিগ দর্শন	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৪০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	৵১০
২৪।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৶০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	৵০
৩০।	গীতাবলী	৵০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩২।	সাধনকণ	৵০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৵০
৩৫।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৵০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৵০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৵১০
৩৮।	আম্নায়সূত্র	৵০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	৶০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সাত্বত	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যোপনিষদ (বাঁধা)	৪৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৵০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও কৃষ্ণাভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীধ্রুবচরিত	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাংখ্যবাণী	৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজিতম্	।০
৫৪।	মনঃশিক্ষা-বিবৃতিরূপম্	।০
৫৫।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৬।	সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পারচয়ঃ	৵০
৫৮।	সারাৎসারস্তবম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	।০
৬০।	বাসুদেব	।০
৬১।	রিলেটিভ্ ওয়ার্ড'স	।৶০
৬২।	লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৵০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এণ্ড আনএলোয়েড্ ডিভোশন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵১০
৭২।	গীতাবলী	৵০
৭৩।	শরণাগতি	৵০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ... আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সত্যোদ্ধ-... এম, এ, মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুত্তম সাহায্য করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ জীবনচরিত-সারে বহু বড়ীন। বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ... প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সমাক ... প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ও বিভূপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-... সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থ-... ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... সম্বলিত সুবিস্তৃত নির্ঘণ্ট (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ...—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ... মোহর সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট ... ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুখ্যাত কালি-আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০ ৪৲
বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মক)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারা ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৴
বন্ধান	৩৩৸

লৌহ ও চাউওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জোষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৭
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১৷০
আর, পি, ডি,	১৫৸৵০
গেলেনাইজ সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৪॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শিট—	১১৷৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ ও	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১॥ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৷৵০—৬৸৵০
„ বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৭৸৵০
„ পয়েদ (চৌকা)	৬৵০—৭৸০
„ গোল রড ৶০—৷৶০ সুতা	৫৵০—৫৷৵০
„ চাপা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
„ বাঁকা তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স্ লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীমতলা ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

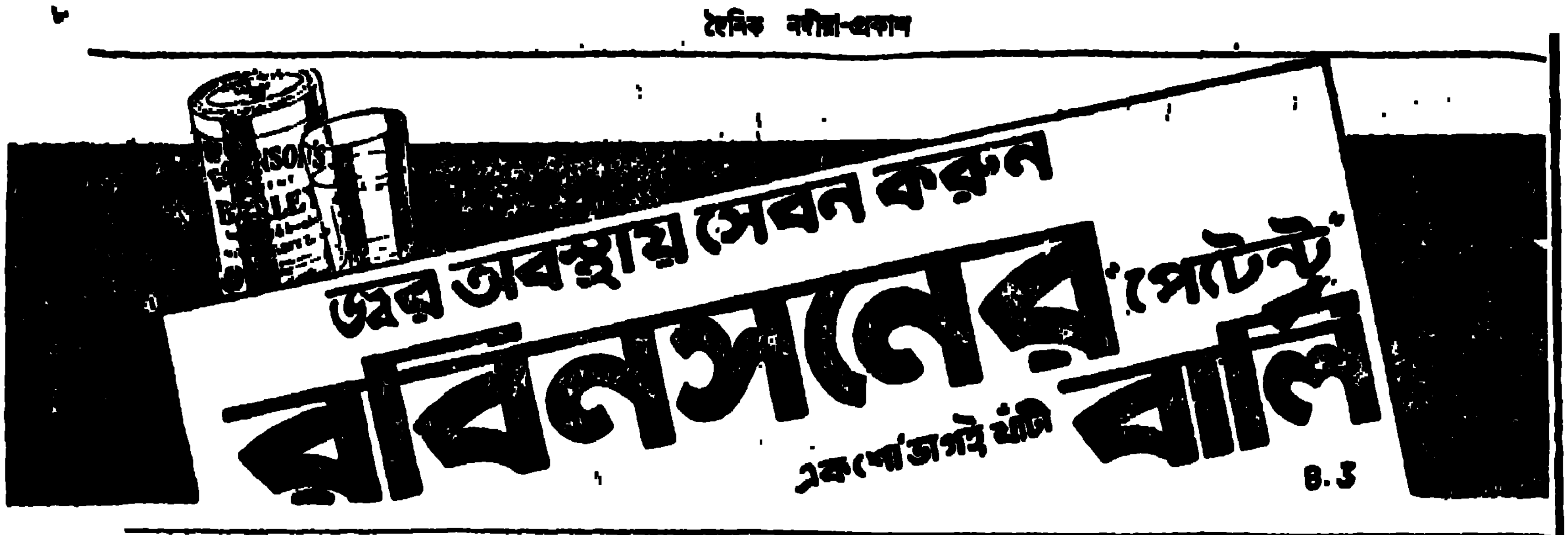

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষান্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন		৷৶০	৷৶	৷০
„	„ ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
„	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
„	„ অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
„	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রাধাতন্ত্রম্।

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম (পদ্মিনী), যমুনা-লীলা, রাসলীলা, কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীরাধার মূল মন্ত্র ও যেপ্রকারে উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ৷০, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিঃতে পুস্তক পাঠান হয়।

শ্রীহিরণকুমার মুখোপাধ্যায়
৩৬।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৪১, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪০শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
২১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

রাণাঘাট ষ্টেশনে চাঞ্চল্য

গত ৮ই আগষ্ট আলীপুরের গোয়েন্দা পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ পরস্পর যোগাযোগে রাণাঘাট ষ্টেশনে ৫ জন হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীকে, ডাকাত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ যে, আলীপুরের গোয়েন্দা পুলিশ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া ডাকাতদলের সহিত একটী গাড়ীতে থাকিয়া শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট রওনা হয়। উহারা জানিতে না যে, পুলিশ তাহাদের অনুসরণ করিতেছে।

রাণাঘাটে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের নিকট বোমা তৈয়ারীর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও গৃহভেদ করিবার যন্ত্রপাতী পাওয়া যায়। তাহাদের নিকট শিয়ালদহ হইতে বহরমপুর কোর্ট পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ছিল।

আরও প্রকাশ যে, তাহারা মুর্শিদাবাদের কোনও ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে ডাকাতি করিবার জন্য যাইতেছিল।

জাহাজ চালাইবার নূতন গবেষণা

জেনোয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, সিনর মার্কোণী তাঁহার সুখ জাহাজে বসিয়া টেলিভিসন সম্পর্কে যে সমস্ত গবেষণা করিতেছেন, তাহাতে চমকপ্রদ ফললাভের সম্ভাবনা আছে। তিনি 'মাইক্রো-ওয়েভ' ব্যবহার করিয়া সম্প্রতি তাঁহার জাহাজটিকে বন্দরের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তখন একটী [illegible] মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাইক্রো-ওয়েভের [illegible] অবিকল [illegible] (অর্থাৎ প্রতি [illegible] ও [illegible]) '[illegible] নাইট' সকলেরই সম্ভব হইবে এবং তাহা দ্বারা চলচ্চিত্রের ছবি সহজতরভাবে প্রতিফলিত করা হইবে।

বোম্বাই মিউজিয়ামে চুরির জের

বোম্বাই প্রিন্স অব ওয়েলস্ মিউজিয়াম হইতে বুদ্ধের দেহাবশেষ চুরি করিবার অভিযোগে মহম্মদ ইব্রাহিম, মহম্মদ জাফের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, আসামী যখন ১৭৫০০০ টাকা মূল্যের একটী কাচের আধারের দরজা ভাঙ্গিতেছিল, তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে বুদ্ধের দেহাবশেষ-পূর্ণ স্বর্ণাধারের কয়েকটী স্বর্ণপত্র চুরি করিয়া এক মাড়োয়ারীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। মাড়োয়ারী নাকি উহা গলাইয়া ফেলিয়াছে।

সিভিলিয়ান কর্ত্তা

প্রকাশ, বিকানীর দরবার অর্থবিভাগ পরিচালনার জন্য ভারত সরকারের নিকট একজন সিভিলিয়ান কর্ত্তা চাহিয়াছিলেন। ভারত সরকার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া মিঃ শিবলাল সাহাচাৰ্য সা'কে কর্জ্জ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিকানীর যাইয়া অর্থবিভাগের ভার লইবার আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ফেলো-নির্ব্বাচন

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের সাধারণ-কোষাধ্যক্ষ বাবু তারকাপ্রসাদ ঘোষ এবং কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের রেক্টর রেভারেণ্ড ফাদার এল ভানমিঘিমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

দেওভোগ মামলার রায়

এক জনের প্রাণদণ্ড, অপরটী মুক্ত

গত ৯ই আগষ্ট স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের কমিশনারগণ দেওভোগ খুনী মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। আসামী শ্রীমতিলাল মল্লিকের বিরুদ্ধে ছয়টী অভিযোগ গঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত অভিযোগেই আসামী সাব্যস্ত করিয়া কমিশনারগণ তাহাকে প্রাণদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। অপর আসামী শ্রীকালাচাঁদ সাহা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরই তাহাকে বঙ্গীয় সং কোং আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে গত ৯ই এপ্রিল রাত্রি ৫টা ১৫ মিনিটের সময় দেওভোগ গ্রামের মুবারক আলী, মহসীন ও অপর দুইজন মুসলমান কবরন্দীদের বাড়ীর খোলা বারান্দায় যখন অবস্থান করিতেছিল, ঐ সময় দেওভোগ হইতে নারায়ণগঞ্জের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, ঐ রাস্তা দিয়া তিনজন যুবক সাইকেলে গমন করিতেছিল। উহাদিগকে ঐভাবে যাইতে দেখিয়া উক্ত মুসলমানদের সন্দেহ হয় এবং তাহারা উহাদের নামধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে ঐ যুবকেরা গুলী চালায়। গুলীর আঘাতে একজন মারা যায় মুবারক আলী গুরুতররূপে আহত হয়। কিছুকাল ধস্তাধস্তির পর মতিলাল মল্লিক ধৃত হয়। আততায়ীদের অপর দুইজন সরিয়া পড়ে। মুবারক আলী ঢাকা হাসপাতালে প্রেরিত হয়, তথায় সে আরোগ্য লাভ করে। এই সম্পর্কে ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে ধৃত মতিলাল সাহাকেও সনাক্ত প্যারেডে সনাক্ত করা হয়; কালাচাঁদ সাহা ছাড়া আর সকলে খালাস পায়।

আসামী মতিলাল অস্ত্র আইনের ১৯ (খ) ১৯ (চ) ও ২০ (ক) ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪ ধারার সহিত পঠিত ৩০২ ধারা (নরহত্যা), অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারার সহিত পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (খ) (ষড়যন্ত্র) ও অস্ত্র আইনের ২০ (ক) ধারার সহিত পঠিত ১২০ (বি) ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

ব্যাঙ্ককে ঠকাইবার চেষ্টায় গ্রেপ্তার

[illegible] ব্যাঙ্কের মান্দ্রাজ শাখার বিশ্বনাথ নামক একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী নিজকে রাম রাও নামে পরিচয় দিয়া ত্রিচীনপল্লীতে উক্ত ব্যাঙ্কের শাখাকে ঠকাইয়া ৭৫০০৲ টাকা আদায়ের চেষ্টা করিবার সময় ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

বিশ্বনাথ ত্রিচীনপল্লীতে মান্দ্রাজ শাখা হইতে এই মর্ম্মে এক চিঠি পাঠায় যে, রাম রাওয়ের নামে ব্যাঙ্কে ৮০৫০৲ টাকা জমা আছে। ঐ টাকার জন্য যেন চলতি হিসাব খোলা হয়। চিঠিখানি আসল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাহাতে মান্দ্রাজ অফিসের সীলমোহর না থাকায় তৎক্ষণাৎ তথায় টেলিফোন করা হয়। তাহাতে জানা যায় যে, সমস্ত ব্যাপারটাই জালিয়াতি। বিশ্বনাথ ব্যাঙ্কে একটী চেক ভাঙ্গাইতে গেলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ এষো অসহতে বাস্তবেষাং

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে শ্রাবণ সোমবার, ১৩৪১

অপস্বার্থ ও হিংসা

(১)

সুপ্রাচীন শ্রীধাম-মায়াপুরের পুনরুদ্ধার দেখিয়া কতিপয় ব্যক্তির অপস্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে। স্বার্থে আঘাত লাগিলে মানবের স্বাভাবিকভাবে উহা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি হয়। আর অপস্বার্থ-পোষণকারী ব্যক্তিগণ নিজের নাক কাটিয়াও পরের যাত্রা ভঙ্গ করেন!!

জনৈক কুমারিকাজীর ইঙ্গিতের অনুগমন করিয়া তাঁহার স্বার্থ-সম্প্রদায় কতকগুলি কুচেষ্টার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। সহর-নবদ্বীপনিবাসী জনৈক লেখক 'ঘাড়ভাঙ্গা'-নামক সাময়িকপত্রে তাঁহার যে চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সুধীসমাজ আদর করিতে পারেন না!

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই আবার স্বদেশ-হিতের নাম করিয়া একটি যৌথ কারবার খুলিবার প্রচেষ্টা দেখাইয়াছিলেন! কি-কারণে উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, পরস্পর হিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় তাঁহারাই সম্প্রদায়ের উন্নতিপথে বিবিধ কণ্টক আরোপণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি উক্ত দলটি "আমাদের ভাল হউক আর না হউক, যে-প্রকারেই হউক তোমাদের অমঙ্গল করিব"—এইরূপ বদ্ধপরিকর হইয়া অপস্বার্থপরতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। আমরা বলি, বর্ত্তমান শিক্ষার দোষেই এরূপ মনোবৃত্তি।

কোলদ্বীপে নূতন সহর বসিয়াছে। তেঘরির কোল, আমাদ কোল, পারপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থান-সমূহ আধুনিক সহরে নবদ্বীপ বলিয়া গণ্য হইতেছে। কিন্তু শ্রীবাসাদির সময়ে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সময়ে ঐ স্থান নগরের উপকণ্ঠে ও নদীর অপরপারে অবস্থিত ছিল। তবে দুরি দুরি প্রমাণ-প্রবাহ শত শত বৎসর প্রবাহিত থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রতিরোধ করিবার জন্য যে-সকল চেষ্টা আধুনিকগণ চালাইতেছেন, তাহা আমরা বিদ্বজ্জন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

কোলদ্বীপের অধুনাতন সহর নবদ্বীপ-সহরের একটি কোন্দল-কুশলোক দলে তাহার উন্নতিতে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়া সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া যেরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন, এবং শিষ্টাচার-বহির্ভূত কতকগুলি বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিজ পরিচয়-প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত ও সুধীসমাজ কোন প্রকারেই অনুমোদন করিতে পারেন না।

অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা, কুশিক্ষা ও নানা-প্রকার দুষ্টি-চিন্ত কদাচার হইতে ভক্তি-ধর্ম্মাশ্রিত সমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া যে সৎপ্রচেষ্টা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে করা হইয়াছিল ও হইতেছে, তাহা বোধ করিয়া সমাজের অমঙ্গলসাধনকল্পে যাহারা ব্যথিত হন, তাদৃশ কতিপয় ব্যক্তি নিজ নিজ অপস্বার্থসিদ্ধির জন্য অপস্বার্থান্ধ-জনোচিত দুষ্ট কর্ম্ম, তাঁহারা শুনিয়া যে হিংসা প্রকাশ করে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু নববাসি-মাত্রেই আদর করিবেন না। পরহিংসা-রত জনগণের দ্বারা পরিচালিত বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া কদাচার-যুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও পরহিতচিকীর্ষু মানবসমাজকে গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনগর নবাবচকপুর হইয়া বৃহৎ-পরিসরের একটি রেলওয়ে লাইন (রেলপথ) স্থাপিত হইলে স্থানীয় জনসাধারণের ও বিভিন্ন-দেশাগত যাত্রিগণের প্রচুর পরিমাণে কষ্টের লাঘব হইবে। ফলে এজ-কোম্পানী ব্যক্তিগণের স্বার্থের হানি হইবে। এত অন্তরহিতে ব্যাঘাত করিতে গিয়া কতক-গুলি হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি কতকগুলি কুযুক্তির অবতারণা করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভগবদ্বিমুখ দুষ্কৃত জনগণের কুযুক্তিসমূহ কেবল মিথ্যা-কথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উহা যে প্রাচীন নবদ্বীপের পুনরুদ্ধার-কার্য্যে বাধা-প্রদানার্থ অপস্বার্থসিদ্ধি ও হিংসার দুষ্ট প্রচেষ্টা, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন এবং অভিজ্ঞযুক্ত ব্যক্তি-গণের বিচার-প্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না।

অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কতিপয় সহর-নবদ্বীপবাসীর হৃদয়-ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত দোকানদার বাবু যে কুচেষ্টা বীজ রোপিত করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের অন্তরগণ লাভ উঠাইবে, মনে করিতেছে। প্রত্যেক কার্য্যেই নিজ নিজ নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার স্বভাবটি অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিতের হৃদয়ে স্থান পায়। সেই অদ্ভুত নীতির অনুসরণ করিয়া আত্মকল্যাণ সম্বন্ধে প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান-নিরূপণে যে বৃথা কুতর্ক করে, উহা তাহাদের মানসিক সংস্কারের পরিচয় বলিয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না।

প্রস্তাবিত রেলপথ নবাবচকপুর হইতে শ্রীমায়াপুরের প্রায় দ্বিশত সহস্র নদীয়ার যা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠে কোলদ্বীপে গিয়া পৌঁছিবে, তাহাতেই অধিবাসিগণ কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। ইহা পরোপকার-বুদ্ধির খুব পরিচয় বটে!

রেলপথটি—নবাবচক, গোপজালা বামুন-পুকুর, চৌগাছা, বিলপুর, বল্লালদীঘি, মায়াপুর হইয়া সহর নবদ্বীপে পৌঁছিবে। সুতরাং সহর যাহাতে বাণপ্রাপ্ত হয়, সহরের উপকণ্ঠস্থ গ্রামবাসিগণ যাহাতে উৎপীড়িত হয়, সেই দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই রেলপথকে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তায় চালিত করিয়া নিজেদের সহরের উন্নতির সম্বন্ধাপ-সাধনের জন্য কেহ কেহ প্রস্তুত হইয়াছেন। এমন কি, সেদিনকার এসেম্বলিগণের সভাতেও বাগবিতণ্ডা-মুখে কতকগুলি চাতুর্য্য চিত্রের আবাহন হইয়াছিল। পরিশেষে সংবেদ সকল বিশেষজ্ঞই বুঝিলেন যে, শ্রীমায়াপুর হইতে রেল আসিলে বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল সহর নবদ্বীপের নানাপ্রকারে উন্নতি সাধিত হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"হুঁ, আছে, আর লাইনের দরুন আমাদের ভবিষ্যৎ-কারী, দুধ, মাছ অন্যত্র চালান করিবে, আবার শ্রীমায়াপুর হইয়া সহরের প্রান্তভাগে এতদূর রেল লাইন আসিলে আমাদের অধিবাসী আক্রান্ত হইয়া পড়িবে এবং আমাদের পকেট হইতে অধিক পয়সা লাগিবে।" আমরা বলি—যাহাদের দুই পয়সা বৃদ্ধি হইলে সর্ব্বনাশ হয়, হাঁটিয়া চলিলে তাহাদের রেল-ভাড়া লাগিবে না, এই বিচার করা উচিত। পথশ্রমে গেলে রাস্তার ভাড়া দিতে হয় না। সুতরাং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যে রাস্তা চরিশপুর, আমঘাটা, তেঘরখালি, মহেশগঞ্জ হইয়া স্বরূপগঞ্জে আসিয়াছে, তাহাতে চলিলে আড়াইকে এক পয়সার স্থানে ✓০ আনাও বা চলা যাইতে পারে।

নিজেদের এক পয়সার ক্ষতির যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীমায়াপুরের পথহীন প্রদেশের শত সহস্র লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সুখের পথে কণ্টক আরোপ করা বিরুদ্ধ-পক্ষের ঔদার্য্যাভাব মাত্র। যে প্রদেশে একটিও রাস্তা নাই, সেই প্রদেশে রেল দিয়া পৌঁছিলে রেলওয়ে কোম্পানীর কিছুতেই ক্ষতি হইবে না। আর যে প্রদেশে উত্তম উত্তম ঘোড়ার গাড়ী, মোটরবাস, ট্যাক্সি চলিতেছে, সেই প্রদেশে একটা রেল না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? আর সেই প্রদেশের লোকগণ অনায়াসে ঐ গাড়ীগুলিতে চড়িয়া স্বদেশ-বাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহের সাহায্য করিতে পারেন। আর নদীর অপর পার দিয়া রেলে চড়িলে তাহাদের কোন ক্ষতির কথা নাই। কিন্তু মায়াপুর অঞ্চলে রাস্তা না থাকায় নৌকা-পথ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে যাইবার ও দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইবার উপায় নাই।

শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কথা আর কতদিন চলিবে? অনভিজ্ঞ লোককে ধোঁকা দিবার জন্য কি কাল্পনিক কথা রটিয়াছে। উহাতে সরলতা কতটুকু আছে তাহাও দ্রষ্টব্য

বিচিত্র বার্ত্তা

ইংরাজী ভাষায় মাত্র ২৬টি অক্ষর; তার জে, টি, ইত্যাদি নিয়ে সবশুদ্ধ প্রায় ৭০টা বিভিন্ন অক্ষর হ'লেই ছাপাখানার কাজ চ'লে যায়। বাংলায় কেস আছে প্রায় ৫০০। কিন্তু সবচেয়ে কম্পোজ করা শক্ত হ'চ্ছে চৈনিক ভাষায়। চীন ভাষার প্রামাণিক অভিধানে পাওয়া যায় প্রায় ৪৭০০০ অক্ষর! অবশ্য সবাই যে সমস্তটাই জানেন তা নয়। যাঁরা খুব পণ্ডিত লোক তাঁরা সাধারণতঃ দশ কি পনরহাজার অক্ষর জানেন। ছাপাখানার কাজ চলে ছ'সাত হাজারে, আর সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা দু'তিন হাজারেই কাজ চালিয়ে নেন। কিন্তু ছ'সাত হাজার বিভিন্ন অক্ষর নিয়ে কম্পোজিটারদের কি মুস্কিল হয় একবার ভাবুন! যতগুলো অক্ষর আছে, একটা লাইন কম্পোজ করতে গিয়ে একটা লোককে ঘরের এ কোণ থেকে অন্য কোণ পর্য্যন্ত দশবার ছুটোছুটি করতে হবে!

মাসখানেক পূর্ব্বে লণ্ডনের টটেনহামে একটি শিশু একরকম মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল না, হৃদ্‌যন্ত্রের কোনও ক্রিয়া ছিল না। জনৈক ডাক্তার আধ ঘণ্টা কাল ধরিয়া তাহার ফুসফুসের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করান; ফলে শিশুটির জীবনের আভাস পাওয়া যায়। তৎপর হৃদ্‌যন্ত্রের পরিপোষক এড্রিনালিন ইনজেকসন করা হয়। শিশুটি তখন কাঁদিতে সুরু করে। বর্ত্তমানে শিশুর ওজন প্রায় ৪ সের।

যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন আদালতে মিঃ কালপাকচ নামে জনৈক ব্যারিষ্টার এক মিনিটও না থামিয়া বিনা বাধায় একাদিক্রমে সাড়ে সাত ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছেন।

রোগ বীজাণুসমূহ কখনও ছোঁয়া অথবা নোংরা জিনিষের মধ্যে বৃদ্ধি পায় না; পরন্তু মানুষ অথবা জন্তুর দেহের ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রোগজীবাণু বাতাসের দ্বারা একজনের দেহ হইতে অপরের দেহে সংক্রামিত হয় না; পরন্তু উহা সংক্রামিত হয় খাদ্যাদিসহ, খাদ্য, তরল পদার্থ, পোকা মাকড় ইত্যাদির সংস্পর্শ দ্বারা।

চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তে সিকোয়াং প্রদেশের এক পাহাড়ের উপরে ১০ হাজার ফুট উচ্চে একদল মেষ দেখা গিয়াছে, উহাদের দেহের বর্ণ নীল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ } ১৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩৪ সোমবার { ১৪০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৫ই আগষ্ট প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় প্রদেশীয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ নটরাজন এম্‌-এ, ডি-লিট মহোদয় ঢাকা নবগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এ, বি এল মহোদয়ের সহিত দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচার, গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, অভিনব প্রচার-প্রণালী ও বৈশিষ্ট্যের কথা প্রায় একঘণ্টাকাল মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেন। স্বামীজীর নিকট এ সব কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরম প্রীত হন এবং শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তে প্রত্যাগমন করেন।

———

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে স্বামীজী শ্রীমঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে প্রত্যহই মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

গত ২০শে শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ আগ্রা টাউনহলে "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি গীতার বিভিন্ন সংস্করণ, গীতার তাৎপর্য্য, অর্জ্জুনের মোহের অভিনয়, কৃপণ ও ব্রাহ্মণ, গীতার প্রকৃত বেত্তা কে, কাহার আশ্রয়ে গীতার অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কথা-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজীর উক্তির সার এই যে, গীতার উপক্রম ও উপসংহারে শরণাগতির কথাই শ্রীভগবানের উদ্দিষ্ট বিষয়। অর্জ্জুন শরণাগত হইলে ভগবান্ গীতা উপদেশ করিতে আরম্ভ করেন এবং গীতার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশে অন্তিম শ্লোকে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে শরণ-গ্রহণ দ্বারাই সকল পাপ হইতে মোক্ষলাভ হইবে—ইহা জানাইয়া শরণাপত্তির কথাই প্রতিপাদন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে স্বামীজী স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করেন। সর্ব্বাগ্রে প্রণবাত্মস্বরূপ যুগল-মূর্ত্তি—সকল কারণের কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক তদীয় অংশাবতার গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম এবং ভগবৎকৃপায় শ্রৌতবাণীপ্রাপ্তি, তৎপরে আম্নায়পরম্পরা কীর্ত্তন পূর্ব্বক মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাকথা আংশিক বর্ণন করেন। তৎপরে গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন।

———

গত ৯ই আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন—তাঁহার প্রতি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে শমন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রম পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপদ লাভ করিয়া থাকেন। শরণাগতির দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্য-লাভেচ্ছু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে ভগবদ্যোগোপদেশক ও ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহ-বিষয়ে মূল স্বরূপ।

———

শ্রীগুরুকৃপা দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি বিষয়ে শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছেন,—"বিবেকী পুরুষ অসঙ্কল্প দ্বারা কাম, কাম পরিত্যাগ দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচার দ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার দ্বারা ভয়, মহাপুরুষ-সেবাদ্বারা দম্ভ, কায়াদি-চেষ্টা-রাহিত্য দ্বারা হিংসা, সত্ত্বগুণের সেবার দ্বারা নিদ্রা, সমাধির দ্বারা দৈবতাপ, সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিয়া থাকেন। পরন্তু ভক্তিমান্ গুরুসেবক একমাত্র গুরুভক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তই সহজে জয় করিতে সমর্থ হ'ন।"

———

শ্রীগুরুর অনুগ্রহ দ্বারা ভগবানের পরমানুগ্রহ-সিদ্ধি হয়। যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ সুতরাং গুরু যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হ'ন স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু রক্ষক হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করা উচিত। শ্রীভগবদ্বাক্যেও আমরা দেখিতে পাই যে—"পুরুষ প্রথমতঃ গুরু পূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্যথা অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।"

[illegible] বৈষ্ণবগুরুক বিষ্ণু[illegible] কামযোগাদো তাঁহার পূজা করেন [illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] থাকেন। পদ্মপুরাণে দেবর্ষি-[illegible] যে, "আরাধিত [illegible] বর্ত্তমান শ্রীগুরু [illegible] ভক্তি বর্দ্ধমান [illegible] দর্শন করুন।" [illegible] থাকে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ-দ্বারা সংস্কৃত পারদের সংস্পর্শে তাম্র যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর মাহাত্ম্য-বশতঃ শিষ্যও বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন। সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ ভক্ত-পূজা দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যজ্ঞ-ধর্ম্ম, তপস্যা, দানপ্রভৃতি ধর্ম্ম বা অনুষ্ঠানে সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। জ্ঞানপ্রদ গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য অপর কেহ নাই। অতএব তাঁহার ভজন অপেক্ষা আর কোন অধিক ধর্ম্মও নাই,—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

———

শাস্ত্রে অবিশ্বাস

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ভগবদ্ভক্তগণ শাস্ত্রের বিধিবাধ্য না হইলেও তাঁহারা বদ্ধ-মানবগণের শিক্ষার জন্য শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করেন না। যাঁহারা বিধি পরিত্যাগ করেন তাঁহারা হয় অতিমুক্ত বা অতিবদ্ধ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন
পরাং গতিম্॥"

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ শ্রীধর সম্বৎসর সম্বৎ ৪৪৮

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ

প্রাকৃত দেশের সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-দেশের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের ন্যায় নহে। প্রাকৃত দিবা বিপ্রলম্ভ ক্লেশকর এবং অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ পরমানন্দময়। সম্ভোগে বিপ্রলম্ভের কথা শ্রীরায়-রামানন্দের উক্তিসমূহের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগের কথাও ঐ গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে উহা উল্লিখিত আছে। সম্ভোগে বিপ্রলম্ভকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ স্মরণাত্মক।

ইহ জগতে গুরুদেবের উপস্থিতে সাক্ষাৎকারের পরিবর্তে স্মরণজন্য স্ফূর্তির কথা পাওয়া যায়। কিন্তু সাক্ষাৎকার যেমন দেশ ও কালসাপেক্ষ বলিয়া স্মরণাত্মকেই সম্ভোগ বলা হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ রাধিকার ভাবকান্তি এবং কৃষ্ণমানস রাধাভাবে সুবলিত বা আলোপিত। রাধাভাব-সুবলিত কৃষ্ণই মহাপ্রভু। তজ্জন্য তিনি সন্ন্যাসিস্বরূপ অর্থাৎ সম্ভোগবাদের দৃষ্টি হইতে পৃথক্ অবস্থিত হওয়ায় মূর্তিমান্ বিপ্রলম্ভ।

এই মূর্ত-বিপ্রলম্ভ তাঁহার সম্ভোগ কৃষ্ণমূর্তির শ্যামবর্ণ রাধিকার চম্পকাভ বর্ণের দ্বারা আবরণ করিয়াছেন। তত্ত্বানভিজ্ঞ জড়-সম্ভোগবাদীর আধিদৃষ্টিতে রসিকরূপী কৃষ্ণ ভোগের সামগ্রীরূপে পরিদৃষ্ট হন।

শ্রীরাধিকার গণাবস্থিত স্বরূপোপলব্ধিতে 'দেহান্তর' শ্রীরামানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধিকা দর্শন করিয়া নিজকে পাল্য-দাসীভাবে অবস্থিত জানিয়া গৌরসুন্দরে রাস দর্শন করেন এবং রাধালিঙ্গিত শ্যামবর্ণ সুন্দর দেখিবারও কোন অভাব পরিলক্ষণ করেন না।

শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলন মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ যেন মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীগোবিন্দের নিত্য-সেবিকা শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণসম্ভোগ ও সম্ভোগাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অবস্থানে তাঁহার বিপ্রলম্ভ প্রতীতি।

অধিরূঢ়-দশা-ভাবাবস্থায় মহাভাবস্বরূপিণী [illegible] বার্ষভানবী শ্যামসুন্দরের [illegible]। [illegible] আমাদের দর্শক-সখীগণের বিচার [illegible]। রামানন্দ কিছু আপনাকে বার্ষভানবী [illegible] না কিন্তু তাঁহাকে [illegible] সেবা বলিয়াই জানিতেন।

শ্রীগৌরাবতারে সম্ভোগ-কামবিলাসের কথা নাই এবং তাহা হইতে পারে না। প্রেমবিলাস-বিবর্তনায়ী প্রবৃত্তি প্রবলা। যখনই সম্ভোগ ভূমিকায় সেবিকার অবস্থিতি, তখনই রাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সম্ভোগ এবং সেই ভূমিকায় অবস্থিত বলিয়া যে রাধাগোবিন্দের লীলায় প্রবেশ, তাহাতে ঔদার্যলীলাবতারের ভাব স্ফূর্তিব্যতীত সংমিশ্রিত করিবার অবকাশ নাই।

দেবদাসীর গান শ্রবণে সাক্ষাৎকার পিপাসায় বার্ষভানবী-ভাববিভাবিত গৌরসুন্দরের চেষ্টায় বিপ্রলম্ভের উদ্দেশ্যকারী গোবিন্দের উক্তি আলোচ্য। গৌরনাগরীর অপরূপ ভাব প্রাকৃত চিন্তা জড়জালে অবস্থিত। তাহা প্রাকৃত কামবিলাস-নিবর্তের প্রকারভেদ—প্রেমবিলাসবিবর্ত নহে।

সখীর রাধাসহ কৃষ্ণমিলন-বিচার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদাহৃত আছে। তাহাতে সখীর কৃষ্ণসহ নিজ সম্ভোগ-কামনা নাই। কামবাসনা-প্রবল প্রাকৃত-সাহজিক চিন্তা জড়ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে, উহাতে বস্তুতত্ত্বের সম্ভোগ চিন্তা সম্ভব। উহা মুক্তজীবের প্রেমবিলাসবিবর্ত-পথ-বাধা হইতে পারে না। জড়তা হইতে জড়সম্ভোগই সম্ভব।

রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগবিহারে বদ্ধজীবের জড়ভোগাত্মক কামবিলাস কল্প হইতে পারে না। প্রাকৃত চেষ্টাকে কোন ভক্তই প্রেমবিলাস বলিতে পারেন না। রাধিকার কৃষ্ণসম্ভোগ এবং কৃষ্ণের রাধিকা-সম্ভোগ রাধিকার কায়ব্যূহ সখীগণের নিত্যধর্মে অবস্থিত নহে; আবার রাধিকার নিত্য চেষ্টা সখীর দ্বারা কৃষ্ণসম্ভোগ এবং কৃষ্ণের দ্বারা সখীসম্ভোগ এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত যাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ-জ্ঞানে বিমুখ হওয়া বৈরস্য-সম্পাদনকারী নব-যমযন্ত্রীর শ্রেণীর বিচারে অপ্রাকৃততত্ত্বকে ভোগময় প্রাকৃত কামে পরিণত করেন।

অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী জড়বিচারকে বহুমানন করিয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তৃত্বের কামবিলাসবিবর্তে ধাবমান হন, উহাই প্রাকৃতদর্শন বা প্রাকৃতসহজিয়াবাদ। কিন্তু কৃষ্ণ অধোক্ষজ এবং রাধিকা অধোক্ষজ-শক্তি-স্বরূপা।

রাসস্থলী-পরিত্যক্ত গোপীর কৃষ্ণান্বেষণে যে অধিরূঢ় মহাভাবের কথা কথিত হয়, উহাতে বাস্তব নিত্যকৃষ্ণ হইবার অবকাশের কথা স্থাপ্য হয় না। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসকের পরিবর্তে যেরূপ জীবস্বরূপে ভোগ-বিচার অনাদৃত হয়—তদ্রূপ নহে।

শ্রীদামোদর স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু কামবিলাসবর্জিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজাতীয় হওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টায় কামবিলাসের আরোপ না করিয়া স্বরূপ-জনিত প্রেমবিলাসের কথা জানিতে হইবে অর্থাৎ বার্ষভানবীর পাল্যদাসী-জ্ঞানে ললিতা-বিশাখাদি সখীগণকর্তৃক যেরূপ রাধাগোবিন্দ সেবিত হন, তদ্রূপ বিচারে স্বরূপাদি ঔদার্যলীলায় অবস্থান। উহাতে স্ফূর্তি আছে অর্থাৎ উহা বাস্তব সাক্ষাৎকারেরই প্রতিভাস।

রসসিদ্ধিজ বিচ্ছেদমূলক-দর্শনে কৃষ্ণের অপ্রকটলীলায় অবস্থান। বৈরস্যক অর্থাৎ পিতৃনাম্ গমনে কৃষ্ণের ব্রজবাসিদর্শন ও স্মরণের বিচার আছে এবং তদভাবজ হইতে আগত কৃষ্ণের ব্রজবাসীর সহিত বৃন্দাবনে যামুনতটমিলনে সম্ভোগবিচারে বিচিত্রতা আছে।

যখনই দামোদরস্বরূপ প্রভৃতি আপনাদিগকে একলীলায় অবস্থিত বিচার করেন, তখন তাঁহারা সম্ভোগলীলায় স্ফূর্তিস্বরূপে অবস্থিত থাকেন। আর যে-কালে তাঁহাদের গৌরলীলায় দামোদরস্বরূপ প্রভৃতিতে ঔদার্যলীলা বিকাশের কথা, তখনই কীর্তন-মুখে স্মরণোদ্দীপন-বিচার জানিতে হইবে। তজ্জন্য শ্রীরামানন্দ প্রথমে সন্ন্যাসিস্বরূপে দর্শন এবং পরে নিজ নিত্যস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাধালিঙ্গিত শ্যামসুন্দর দর্শন করিয়াছিলেন।

সন্দেহ-ভঞ্জন

জীবমাত্রেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষে দুষ্ট। যে বস্তু যাহা নহে অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় তৎপদকে মিথ্যা-জ্ঞানই ভ্রম, অনবধানতা—এক কথা অন্য প্রকারে উপলব্ধি করা, শ্রবণ করা বা বলার নামই প্রমাদ, আত্ম-পর বঞ্চনেচ্ছার নামই বিপ্রলিপ্সা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা—চক্ষুর দূরদর্শনরাহিত্য, সূক্ষ্মবস্তু-দর্শন-রাহিত্য, ভোগোদয়ে বর্ণ-মিশ্রণে বিপর্যয়, দূরস্থিত শব্দ-শ্রবণে অক্ষমতা প্রভৃতিই করণাপাটব-শব্দ-বাচ্য। এই সব দোষ বিজ্ঞবাক্যে অর্থাৎ সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্যে নাই বা থাকিতে পারে না। এই সব দোষের দ্বারা জীব আক্রান্ত বলিয়া জীবহৃদয়ে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সংশয়াদির মীমাংসা না হইলে জীব উন্নতি করিতে পারে না, পক্ষান্তরে কুপথে ধাবিত হওয়া অমঙ্গল বরণ করে। তজ্জন্য শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
তাহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস"

সিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারঙ্গত না হইলে শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় না বলিয়া জীব দু'নায়ে পা দেওয়ার দুরবস্থায় পড়িয়া অধোগতি-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আনুগত্য-সহকারে পরিপ্রশ্ন করিয়া সংশয় নিরসনপূর্বক সেবায় দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করা আবশ্যক। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা পরিপ্রশ্ন করাইয়া যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানপূর্বক জীবের সমস্ত সংশয় নিরাস করিয়াছেন। সাধনই সাধ্য, সাধন শ্রীনাম-ভজনই সাধ্য শ্রীরূপ-ভজন, সাধনকালেও শ্রীনাম-সেবা, সিদ্ধাবস্থায়ও শ্রীনামসেবা, শ্রীনামই জীবের একমাত্র সাধন, এতদ্ব্যতীত অন্য সাধনের মূল্য অষ্টকপর্দক-সদৃশ, এ সব কথায় তর্কনিষ্ঠ দুর্ভাগা জীবের বিশ্বাস হয় না বলিয়া গৌরভক্ত শ্রীতপন মিশ্র পরিপ্রশ্ন করিয়া এতদ্বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এই তপন মিশ্রের পুত্র। ইনি ব্রজের রাগমঞ্জরী, ভগবান্ গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং ভাগবত-শাস্ত্রে পরমপণ্ডিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার বৈষ্ণব-পিতার সেবা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পিতা শ্রীতপনমিশ্রের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-মীমাংসা বিষয়টী আজ আলোচনা করিবার অভিলাষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

শ্রীতপন মিশ্র একজন সুকৃতি ব্রাহ্মণ। জন্মাতে ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মণ্যদেবের জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ সেবাই সমস্ত সৎকর্মফলের একমাত্র চরম ফল। তপন মিশ্রে এই গুণের সমাবেশ ছিল। জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়, একজন—সারগ্রাহী, এবং অপর ব্যক্তি—ভারবাহী। যিনি শাস্ত্রাদির সারমর্ম বা তাৎপর্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নির্বুদ্ধিতা-বশতঃ বাহ্য বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তিনি—ভারবাহী। শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই ভারবাহ-শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু শুদ্ধভক্ত বা বৈষ্ণবগণ চতুর ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া তাঁহারা বৃথা ভারবাহিত্ব পরিত্যাগ পূর্বক গুরুকৃপায় সর্বশাস্ত্রের গূঢ়-তাৎপর্য-বিষয়ে অভিজ্ঞ।

যে উপায় অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট-বস্তু লাভ করা যায় তাহাই সাধন। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি অভক্তগণ সম্বন্ধজ্ঞান ও ভাগবত-শাস্ত্রজ্ঞতা অভাব বশতঃ দেব-পিত্রাদির পূজা, ব্রত, আসন, প্রাণায়াম, তীর্থপর্যটন, ধ্যান-ধারণা এবং কর্মপর অর্জন প্রভৃতি মনঃকল্পিত অবিদ্যা পন্থাকেই সাধন বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু এতাদৃশ স্বমতবাদ সাধন জীব-স্বরূপাদির প্রকাশান্তর-মাত্র। শ্রৌতপথাবলম্বী ভক্তই একমাত্র সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব-নিরূপণে সমর্থ। অন্য ব্যক্তি ইহা নিরূপণ করিতে

গেলে তাহার পুনরায় হইবার সম্ভাবনাই অধিক। মনোধর্ম্মের সাহায্যে সাধ্য-তত্ত্ব নিদ্ধারণ করিতে গেলে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় নিত্যসত্য সাধ্য সাধন-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যের সাধন—ভক্তি বিনা কিছু উপস্থিত উক্ত অভক্তগণের সাধনের স্থায়িত্ব না থাকায় উহা সাধন-নামের অযোগ্য।

ভোগীর সাধ্য বিষয়—ইন্দ্রিয়তর্পণ আর মুমুক্ষু বা ত্যাগীর প্রাপ্য—নির্ভেদ-ব্রহ্ম-সাযুজ্য। ইঁহাদের যে সাধ্য-নির্ণয় তাহা ভ্রান্তিমূলক। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইলে জীবের মঙ্গল হয় না, সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের বিচার অবলম্বন না করিয়া সাধ্য-বিচারে ভগবৎ-প্রেমাকেই লক্ষ্য করেন। তাঁহারা স্বর্গ-সুখ বা নির্ভেদ-ব্রহ্মসাযুজ্য-রূপ ভাবদ্বয়কে 'কৈতব' বলিয়া জানেন।

সাধ্যসাধন-তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকারের অভাবেই জীবের এই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। আচার্য্যের অসাক্ষাৎকার-নিবন্ধন তপন মিশ্রেরও সেইপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল। তিনি এই তত্ত্ব-নিরূপণের আশায় তাৎকালিক বঙ্গদেশস্থ নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু পণ্ডিতাভিমানীকে এই প্রশ্নের সদুত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে বঙ্গদেশবাসিগণ প্রকৃত সাধ্যসাধন-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকায় কেহই সেই সারগ্রাহী, শুদ্ধ, সুকৃতব্রাহ্মণ তপন মিশ্রের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই।

—

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন এবং সাধ্য, এই সাধন ব্যতীত চিত্তে কখনও শান্তিলাভ ঘটে না, সেই জন্য তপনমিশ্র দিবারাত্র কৃষ্ণনাম জপ করিয়াও মনে শান্তি পান নাই। কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সাধনের অভাবেই তাঁহার চিত্তবৈক্লব্য উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি দিবারাত্র সাধ্য-সাধন-বিষয়ে চিন্তা করিতেন। ভাগ্যক্রমে একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্নে দেখিলেন যে, জনৈক দেবতা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন—

"শুন শুন, ওহে বিপ্র পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাই পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তেঁহ কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তেঁহ নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁ'র জগৎ-কারণ॥
বেদ-গোপ্য এসকল না কহিবে কা'রে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥"

এই বলিয়া সেই মূর্ত্তিমান্ দেবতা
৮৫　হইলে তপনমিশ্র জাগ্রত হইয়া স্বপ্ন-দর্শন-ফলে সহর্ষে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং স্ব-সৌভাগ্যকে প্রভূত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পরক্ষণে নিমাই পণ্ডিতের সমীপে গমন করিয়া প্রণামান্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

—

মিশ্র দৈন্য সহ শ্রীমহাপ্রভুকে বলিলেন, হে প্রভো! আমি অতি দীনহীন ও সংসারাবদ্ধ, কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমার সংসার মোচন করুন। আমি সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিষয়াদি-সুখ আমার ভাল লাগে না, তজ্জন্য সতত অশান্তিতে আছি। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে তাহা আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণন করুন।

—

শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—ভগবদ্ভজন অত্যন্ত উচ্চ ব্যাপার। আদৌ "আমি কে এবং আমার কর্ত্তব্যই বা কি"—এই সমস্ত বিচারে অনেক সময় সংসারী জীবের ভ্রম হয়। মায়াবদ্ধ জীব অহঙ্কার-মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতঃ অন্যের নিকট হইতে লাভপূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। ভক্তিপরীত ভাব অর্থাৎ নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় তিনিই ধন্য। তাদৃশ সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে বা অপরের নিকট পূজা-গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইহ জগতে জীব সর্ব্বদা অন্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে। মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দ্দশা-মোচনের জন্যই এই সকল ভাগবত-কথা ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে প্রচারপূর্ব্বক যুগধর্ম সংস্থাপন করেন। শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিলেন,—

"কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

"অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তাঁ'র মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া॥

শাস্ত্রে অবিশ্বাস

(শ্রীযুক্ত ভূদেব বন্দ)

এই কলিকালে অধিকাংশ মানবই অল্পায়ু, পরমার্থে অলস, মন্দবুদ্ধি, ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট, সাধুসঙ্গহীন ও মায়াবাদরূপ ভবরোগগ্রস্ত। সুতরাং তাহাদের শাস্ত্রে সম্যক্ বিশ্বাস ও সদাচারে অনন্যচিত্ত উদয় হয় না। বহু-জন্মার্জ্জিত পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ফলেই সৎসঙ্গ লাভ ও সাধুমুখে শাস্ত্র-শ্রবণ হেতু ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখা যায়—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"

অন্যাভিলাষীর সাধ্য ও সাধনে ভেদ বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের পরিশ্রম পণ্ড-শ্রমে পর্য্যবসিত। তাহাতে চিত্ত স্থির হয় না, কিন্তু ভক্তের সাধনই সাধ্য। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। শ্রীনাম-নামীতে ভেদ না থাকায় সাধন শ্রীনামই—সাধ্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম। সুতরাং হরিনাম ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই। অন্যোপায়ে মঙ্গলের চেষ্টা বৃথাশ্রম মাত্র। শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই চরম ও পরম-উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রীতপন মিশ্র সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব অবগত হইলেন এবং তদবধি-পরে নিরন্তর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে রত হইলেন, ইহাই সাধ্য ও সাধনতত্ত্বের চরম-সিদ্ধান্ত।

জগতের প্রায় শতকরা শতজনই এই সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া সন্দেহ-দোলে পড়িয়া প্রায় অনেকেই পথভ্রষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন। তজ্জন্য আজ আমরা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশাবলী অত্র আলোচনা করিলাম। আশা ক'রি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আর বৃথা তর্কে কালাতিপাত না করিয়া সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে এই ভগবদ্বাক্য-পালনে তৎপর হইবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণও বলেন,—

"অনেক-জন্মজনিত পুণ্যরাশি ফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

বহুবস্থায় জীবের জ্ঞান অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত থাকে। বস্তু সম্মুখে থাকিলেও আলোকের সাহায্য বিনা উহা যেমন দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞান ও অন্ধ ব্যক্তিগণ সেইরূপ সাধু-সঙ্গাভাবে শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। তাহারাই শাস্ত্রে অবিশ্বাস করে। যাহারা স্ব-সিদ্ধ জ্ঞানকে বিশ্বাস করেন তাঁহারা বিচারকুশল হইলেও কখনই শাস্ত্রার্থ-নির্ণয় করিতে পারেন না। ভক্তিপথে তাঁহাদের প্রবেশ নাই তাঁহাদের শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্র-প্রণয়ন কেবল বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

—

বেদাই মূল-শাস্ত্রকর্ত্তা। তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ই এক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। গুরু-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হইলে তবে কোনটি মানবকল্পিত শাস্ত্র আর কোনটি অপৌরুষেয় অখণ্ডভাবে আপ্ত তাহা জানিতে পারা যায়। দোষ চতুষ্টয়ের আশ্রয়ে থাকাকাল-পর্য্যন্ত সত্যে অসত্য বুদ্ধি অনিবার্য্য, ইহাকেই মাটিয়া-বুদ্ধি বলে।

প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি; ইঁহার অপর নাম মায়া। ক্ষুদ্রজীব মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উহাকে ভোগ করিবার জন্য তৎ-পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয় কিন্তু মায়াকে ভোগ করিতে পারে না। সর্ব্বদা ভোগবাসনানলে দগ্ধ হয়। ভোগদুঃখে প্রপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও ভোগ সঙ্কুচিত করিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে ভোগাবস্থা প্রদান না করিলে তাহারা কোন কথাই শুনিবে না। সেইজন্যই শাস্ত্র কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন—বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞে পশুবধ ও সুরাপান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন।

যে সব শাস্ত্রে কেবল ভোগের কথাই লিপিবদ্ধ আছে তাহা তামসিক শাস্ত্র নামে অভিহিত। এইরূপ রাজসিক এবং সাত্ত্বিক-শাস্ত্রও তদনুরূপ গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্যই উদ্দিষ্ট। রাজসিক ও তামসিক গুণে অভি-নিবিষ্ট ব্যক্তিগণ সত্ত্ব ও শুদ্ধ-সত্ত্বগণের আচার-প্রচারের কথা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কাজে কাজেই তাহা যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। ভগবৎ-সেবাতেই জীবের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বর্ত্তমান তবে প্রকৃতি-সঙ্গ দ্বারা যে সুখ উপলব্ধি হয় তাহা অস্বাভাবিক ও ভ্রমজনিত ক্লেশ মাত্র। দশদোষ হইতে এই অনর্থের উদয় হইয়াছে। সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-বিচার করিলে সন্দেহ আর হৃদয়ে স্থান পায় না।

(৩য় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পীঠ ঐ
৬। গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীনামহট্ট আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম রাজপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনদাউ-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বারাণসী, বারাণসী।
২২। শ্রীমাধবানন্দ গৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ যাজপুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুড়া, পোঃ চিকুড়া, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কড়িদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নন্দকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রিন্সেস্ রোড, ফোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। শ্রীমায়াবাদ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহারীকুটীর—বিজনের হাট, দি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩ টাকা। ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষান্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহিতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২ বারটাকা স্থলে—৬ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আয়তন বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ।✓০
৩। আয়তনক শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬
৪। ভক্তিবিবেককৃষ্ণমাধুর্য (বাঁধা) ১
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।✓০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।✓০
৭। অনুব্যাখ্যা ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। দুর্গসঙ্গমিকা গণোদ্দেশ সানুবাদ (মাধব) ২
১৩। বেদান্তদর্শনের সানুবাদ ভাষ্যপীঠ) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম ২
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।✓০
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৮। দীপ-দিগ দর্শন ✓০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।✓০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।✓০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ✓০
২৩। গীতমালা ।১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ✓০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ✓০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ✓০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ।০
৩০। গীতাবলী ।০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ।০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।০
৩৪। নবদ্বীপশতক ।০
৩৫। অর্চনকণ ।০
৩৬। মহাজনগীতি ।০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ।১০
৩৮। আত্মকথা ।১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷✓০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। বাণিজ্যকারী মানুষবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অমৃতপ্রবাহভাষ্য বা রায়রামানন্দসংবাদ ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ।০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ✓০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ✓০
৫২। সাধ্যসাধন ।০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিচিত্র ।০
৫৪। নবীক-শিক্ষাদশকম্ ।০
৫৫। শ্রীশ্রীমধ্ব-দর্শন ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ✓০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পারিচয়ঃ ।০
৫৮। সারাৎসারবর্ণনম্ ✓০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।✓০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ।০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপল্স এ্যাণ্ড আন্সেলেক্টেড্ ডিরোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ।১০
৭২। গীতাবলী ।০
৭৩। শরণাগতি ।০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

REG. C1544

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

...চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ... এম, এ, মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অনুসরণ করিয়া ইংরাজীতে বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ...ট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাবেশ... প্রথম খণ্ড ... অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থ-ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ...১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; ...মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা লয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্রয় সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিঃস্ব ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ...টতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন ...বার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট ৸৹ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

খ্যাতনামা কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম		৮৲
কাটারিভোগ		৫।৹
পাটনাই (নূতন)	৩৸৹	৪৲
মোটা বাঁকতুলসী (নূতন)		২৸৹
বালাম		৪।৹
কলম		৩৸৹
সিতাশাল (মক)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶৹
সুপারফাইন	৪৸৹—৪৸৶৹
৪নং ময়দা	৪৶৹—৪।৹
আটা 'বি'	৪।৹—৪৸৶৹
২নং আটা	৪৶৹—৪।৶৹
আটা এসমার্কা	৪৶৹—৪।৹
আটা ৩নং	২৸৶৹—২৸৹
সুজি	৪৸৹—৫৸৶৹

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫।৹
খুচরা	৫৫৸৹

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জোয়েষ্ট বা বীম)	
বাকা	৬৲—৬৸৹
ঐ বে-মার্কা চাদরা জুড়া	৫৶৹—৫।৹
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৸৹—৬৸৹

৭" আয়রণ (কোনা)	৬৶৹—৭
গ্যালভানাইজড করোগেট সিট—	
৯ হইতে ১০ ফুট	
	১১।৹
	১২৲
	১১।৹
...	১১৸৶৹
এসবেস্টস সিমেণ্ট, করোগেট সিট—	
৪।৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।৹ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সিট—	১১।৶৹
২৬ গেজ „ „	১২।৶৹
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৶৹—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ	৮৸৹
গাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।৹
৪ ফুট চওড়া	৮।৹
টিন প্লেট	৬৸৶৹—৬৸৶৹
„ পোল্ট্রি (গোল)	৬৸৶৹—৭৸৶৹
„ পাতের (চৌকা)	৯৸৶৹—৭৸
„ গোল রড ৶৹—।৶৹ সুতা ৫৶৹—৫।৶	
„ টানা রড—	
চৌকা ৶৹— ।৶৹ ঐ	৫৸৶৹—৬৲
„ গাডার চাদ	৬৶৹—৭৸৹

মহেন্দ্র কুমার মান্নক এণ্ড সন্স,

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

শোভাবাজার ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

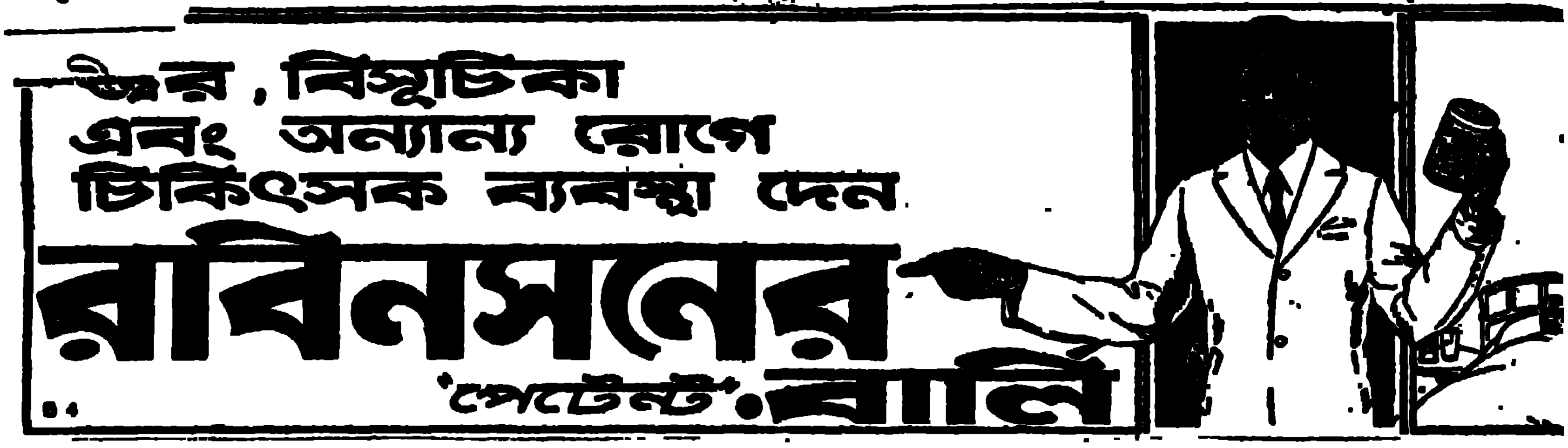

ভাইস চ্যান্সেলারের পদে শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ

গত ৮ই আগষ্ট বুধবার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে উক্ত দিবস দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ পরলোকগত সর্ব্বাধ্যক্ষ স্যার আশুতোষের প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়; নূতন ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুত মুখার্জ্জি তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের মূর্ত্তি পাদদেশে দণ্ডায়মান হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গ ও কর্ম্মচারিবৃন্দের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত মুখার্জ্জিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিবৃন্দ শ্রীযুত মুখার্জ্জিকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন।

নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলার সমবেত অধ্যাপকবর্গ, কর্ম্মচারী ও ছাত্রদিগকে আদর অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট করেন।

সাবান প্রস্তুতকারক সমিতি কর্ত্তৃক নূতন মেয়রের সম্বর্দ্ধনা

গত ৭ই আগষ্ট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স গৃহে নিখিল-ভারত-সাবান-প্রস্তুত-কারক সমিতির পক্ষ হইতে কলিকাতার নূতন মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয়কে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

প্রীতিভোজ উপলক্ষে বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার হরিধন দত্ত, ক্যাপ্টেন এন, এন, দত্ত, মিঃ কে পি ব্যানার্জ্জি, মিঃ এইচ পি বাগারিয়া, মিঃ এন সি রায়, ডাঃ এম এন গোস্বামী এবং ডাঃ যোগেশ্বর দাস প্রভৃতি ছিলেন। হিমানী সোপ ওয়ার্কসের শ্রীযুক্ত কে এন ব্যানার্জ্জি নিমন্ত্রিতদিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস, মহালক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস, ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস, গৌরী সোপ ওয়ার্কস, ইষ্টইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি বিভিন্ন সাবান-প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিগণও প্রীতিভোজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্যারাকপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি বার্ষিকী

গত ৬ই আগষ্ট ব্যারাকপুর রিষ্ট সুরেন্দ্রনাথ ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে পরলোকগত রাষ্ট্রনায়ক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত কে এন দত্ত এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় বহু লোক যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি পরলোকগত দেশ-নায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বক্তৃতা প্রদানকালে বলেন যে, পরলোকগত দেশ-বরেণ্য নেতা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া আন্দোলন চালাইবার জন্য বর্ত্তমানে আমরা তাঁহার ন্যায় একজন নেতার অভাব অনুভব করিতেছি।

লাটের প্রতি গুলী নিক্ষেপের মামলা

লেবংএ গবর্ণরের প্রতি গুলী নিক্ষেপ সম্পর্কে ধৃত শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার এবং অন্যান্য সাত জনকে গত ৭ই আগষ্ট দার্জ্জিলিংএর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ঘোষের এজলাসে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনানুসারে আনীত অভিযোগ-যথাক্রমে ১২০ (খ) ধারামতে ষড়যন্ত্র ৩০২।১০৯ ধারামতে হত্যা কার্য্যে সাহায্য করা, ৩০৭ ধারামতে হত্যা প্রচেষ্টা এবং অস্ত্র আইনের অভিযোগ—এই সমস্ত অভিযোগগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদালতে তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

আসামী শ্রীভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে যে, তাহারা ঢাকা ও কলিকাতায় থাকিয়া বাঙ্গলার গবর্ণরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

আসামীগণ নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিবে কি না, জিজ্ঞাসা করা হইলে ভবানী প্রসাদ, মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী এবং অন্য একজন বলে যে, তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে না। কিন্তু আসামী সুকুমার ঘোষ এবং মধুসূদন ঘোষ আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে বলিয়া আদালতকে জানায়। নিজেদের বন্দোবস্তে যাহারা পক্ষ সমর্থন করিতে না পারিবে, তাহাদিগকে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের কাছে দরখাস্ত করিবার জন্য বলা হয়। ১৩ই আগষ্ট হইতে এই মোকদ্দমার বিচারের জন্য দার্জ্জিলিংয়ে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের আদালত বসিবে।

জাপানে কমিউনিষ্ট বাহিনীর উপদ্রব

ফুকিন প্রদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত কুলিং নামক স্থানে একটী ফরাসী ক্যাথলিক গির্জ্জা আছে। কমিউনিষ্ট বাহিনী অগ্রসর হইয়া এই গীর্জ্জা আক্রমণ করিয়াছিল। একখানি ফরাসীযুদ্ধ-জাহাজ তাড়াতাড়ি পাঠান হইয়াছে। তথাকার প্রবাসী ফরাসীদিগকে আশ্রয় দান করাই ইহার উদ্দেশ্য। চীনা গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ বিমান-পোত হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহার ফলে আপাততঃ কমিউনিষ্ট বাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ হইয়াছে। গত সোমবার হইতে তাহারা পাটসাত নিকটে লুটতরাজ আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কালীঘাট ডাকাতি মামলার রায়

গত ৯ই আগষ্ট স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল কালীঘাট ডাকাতির মামলার রায় দিয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে অজিত চক্রবর্ত্তীর প্রতি সাত বৎসর এবং দক্ষিণা রায়ের প্রতি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারার সহিত পঠিত ১২২খ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু কোনও পৃথক দণ্ডাদেশ হয় নাই। দণ্ডবিধির ৩৯২।১২০ খ ধারা অনুসারে বিনয় দত্তের প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। বিনয় দেবরায় রাজসাক্ষী হওয়ায় মুক্তি পাইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ২রা মার্চ্চ কালীঘাটে বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্যের কর্ম্মচারী বাবুলাল দুবে এবং [illegible] যে [illegible], সে সময় তথায় চারিজন যুবক পিস্তল ও বোমা হাতে তথায় উপস্থিত হয় এবং সমস্ত টাকা তাহাদিগের হাতে দিতে বলে। কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। সুবিধা না করিতে পারিয়া যুবকগণ চম্পট দেয়। বাবুলাল তাহাদিগকে ধাওয়া করিয়া অজিত চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করে। হৈ চৈ শুনিয়া স্থানীয় লোক আসিয়া বিনয়ভূষণ দেবরায় এবং দক্ষিণারঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার করে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং নিকটবর্ত্তী একটি নর্দ্দমা হইতে একটি পিস্তল বাহির করে। বিনয়কে যেখানে গ্রেপ্তার করা হয়, সেখানে চারিখানা সাইকেলও পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত নামে একজন আসামী ফেরার আছে। অজিত মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র। বিনয় দত্ত অজিতের মামা। অজিত মামার বাড়ীতে থাকিত। বিনয় ছিল বিপ্লবী দলের নেতা। বিনয় দেবরায় রাজসাক্ষী হইয়া বলে যে, ১৯৩১ সালে অজিত তাহাকে বিপ্লবী দলে ভর্ত্তি করে এবং পিস্তল চালনা শিখায়। এই মামলায় ফরিয়াদী সরকার পক্ষে ৭৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্টের উপস্থিতে ডিনামাইট চুরি

আমেরিকার মিনেসোটার অন্তর্গত রোচেষ্টারের অস্ত্রাগার হইতে ৭০ পাউণ্ড ওজনের ডিনামাইট চুরি গিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঠিক এই সময়েই আমেরিকার বিভিন্ন ক্লাবের সভায় যোগদানের জন্য রোচেষ্টারে গিয়াছেন। তাই এই চুরির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। ৫০ জন কর্ম্মচারী ডিনামাইটের অনুসন্ধান করিতেছেন।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ষ্টেশন— নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ১৪ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪১শ সংখ্যা

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—::—

কনেষ্টবলের প্রাণদণ্ড

বোম্বের ব্রোচ ও পঞ্চমহলের দায়রা জজ পুলিশ কনেষ্টবল মতিলালজীর উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। গত ১০ই আগষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ ম্যাকলীন তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, একটা খুনের তদন্তের জন্য আসামীকে বরার গ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সে পরিদর্শনে মদ খাইয়া ও জনৈক কৃষককে মারপিট করিতেছিল, তাহাতে আই নামে জনৈক কংগ্রেস কর্মী তাহার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। ইহাতে আসামী থানা হইতে তাহার সার্ভিস রাইফেল লইয়া আসিয়া তাহাকে গুলিতে হত্যা করে।

হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় রায়ে এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্যই পুলিশকে অস্ত্র দেওয়া হয়। যে পুলিশকর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করে, সমাজের পক্ষে সে বিপজ্জনক। সুতরাং তাহার প্রতি কঠোর ও আদর্শ দণ্ড প্রদত্ত হওয়া উচিত।

কাশ্মীরের কঠোর শাসন
'কৃষাণ'-এর জামানত দাবী

কাশ্মীর সরকার শ্রীনগরের 'কৃষাণ' পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নিকট [illegible] টাকা জামানত দাবী করিয়াছেন। প্রকাশ, সম্প্রতি উক্ত পত্রিকায় আপত্তিজনক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীনগরের সাংবাদিক শ্রীযুক্ত [illegible] কিছুদিন পূর্ব্বে বেকার সমস্যা ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা মতে ছয় মাসের জন্য শ্রীনগরে শ্রীযুক্ত [illegible]-এর বক্তৃতা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, রৌপ্যমুদ্রা, অসংস্কৃত রৌপ্য, রৌপ্যমণ্ডিত বস্তু এবং বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বা বিদেশী ব্যাঙ্কের রূপা ব্যতীত আমেরিকার সমস্ত রূপা ৯০ দিনের মধ্যে সরকারী টাকশালে বিক্রয় করিতে হইবে। রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিয়া ডলারের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে সোণার উপর ঝোঁক কমিবে এবং রূপার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তির অভিমত

উক্ত ঘোষণা বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। রৌপ্য ব্যবসায়িগণ বলেন, প্রেসিডেণ্টের ঘোষণার ফলে সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মুদ্রানীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, রৌপ্যমুদ্রা কম বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ব্যবস্থার ফলে প্রাচ্যদেশসমূহে অতিরিক্ত কাগজের মুদ্রা প্রচলনের কুফল ফলিবে। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণার আমেরিকার রূপার বাজারে জল্পনাকল্পনার রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পর হইতেই রৌপ্য ব্যবসায়িগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রচুর রৌপ্য বিক্রয় করিতেছেন। অর্থ-নৈতিক মহলের ধারণা, ১৯৩৪ সালের রৌপ্য আইনে যে নীতির পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহা আরও জোরের সহিত অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট এই ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, তাঁহার ঘোষণার ফলে অন্ততঃ, আপাততঃ কিছুকালের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রচুর রৌপ্য ক্রয় করিবেন ও ফলে রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আমেরিকা বিদেশের বাজার হইতেও নাকি প্রচুর রৌপ্য ক্রয় করিবেন।

ভারতীয় উপনিবেশ-সমস্যা সম্বন্ধে এমিগ্রেশন কমিটী

সিমলার ১০ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের এমিগ্রেশন কমিটি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ভারতীয় উপনিবেশ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

স্যার ফজলী হোসেনের সভাপতিত্বে গত ১০ই আগষ্ট এমিগ্রেশন কমিটির রাষ্ট্রীয় ও ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিগণ উক্ত তদন্ত রিপোর্ট ও জাঞ্জিবারে ভারতীয় বিরোধ আইন সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। প্রকাশ, কমিটীর সদস্যগণ একমত হইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] ভারতীয়দের জন্য যে তিনটী স্থান অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার কোনটীই উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী নহে অতএব স্থায়ী আলোচনা রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করিয়া কমিটি এবিষয়ে উপযুক্ত স্থাননির্ব্বাচনের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে পুনরায় অনুরোধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

জাঞ্জিবারের আইন সম্পর্কে ভারত-সরকারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কে, পি, এস মেনন, আই-সি-এস রিপোর্ট দাখিল না করা পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট আলোচনা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

নিরুদ্দেশ

গত ১৭ই শ্রাবণ, ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ৫॥ ঘটিকার সময় আমার ৮।৯ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ দাস (ওরফে বড়) কৃষ্ণনগর টাউন গ্রাউণ্ডে ফুটবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিল এবং লোকমুখে শোনা যাইতেছে যে সে ঐ স্থানে হাফ টাইমের সময়েও ছিল, কিন্তু তাহার পর হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাহার পরিধানে একটী কাল রংএর হাফপ্যাণ্ট ও খদ্দরের চেক-শার্ট ছিল. চেকের ষ্ট্রাইপগুলি নীল। পায়ে একজোড়া বাদামী রংএর অক্সফোর্ড জুতা ছিল।

তাহার গায়ের রং শ্যাম বর্ণ; কিন্তু মুখের রং বেশ ফর্সা। গোলগাল চেহারা, চুল কাল সিঁথি কাটার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। চুলগুলি প্রায় এক আঙ্গুল দীর্ঘ। বাম পায়ের বুড়া অঙ্গুলের নখটী কিছুদিন আগে উঠিয়া গিয়াছে।

যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া সন্ধান দিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত ঠিকানায় সন্ধান দিবেন। ইতি

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দাস
গোয়াড়ী চাপাতলা লেন
কৃষ্ণনগর নদীয়া।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩১

অপস্বার্থ ও হিংসা

(২)

শ্রীমায়াপুর একটি সুবৃহৎ পবিত্র নগরে পরিণত হইলে নবদ্বীপের প্রাচীন মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, উহাতে অন্তরায় ঘটাইবার চেষ্টা কি প্রশংসনীয়? এই প্রাচীন নগরটি পুনঃ প্রকাশিত হইলে কুলিয়ার্জিত নবদ্বীপ-সহরের বাসগণের লাভ বই আর ক্ষতি নাই। শ্রীমায়াপুর হইতে সহর-নবদ্বীপের তারতম্য দর্শন করিবার জন্য শ্রীমায়াপুরে সমাগত ব্যক্তিগণ দুই মাইলে ছুটি করিয়া পয়সা রেলকোম্পানীকে দিবেন এবং নবদ্বীপসহরের বাণিজ্য তাহাতে সম্বর্দ্ধিত হইবে।

সহর নবদ্বীপের কতিপয় অধিবাসী অল্পদিন পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুর—নবদ্বীপ হইতে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত, বলিতেন। মহাজনেরের সাক্ষাতির অবশেষ, মহা-প্রভুর অনুষ্ঠিত পাণ্ডীর বাড়ী সুস্পষ্টভাবে অবস্থিত, ইহা বলিবার জন্য যাহারা কোমর বাঁধিয়াছিল, তথায় যাইবার জন্য একটি কর্দ্দমসিক্ত রাস্তা হইতেছে দেখিয়া তাহাদের হিংসার প্রকোপ এত বাড়ে কেন?

কুলিয়ামহর নবদ্বীপসহর হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমায়াপুরের নিত্য অধিবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের কোন হিংসা নাই। তবে কুলিয়াবাসী গৌরবিরোধী ও ভক্তি-বিরোধী সমাজের শ্রীমায়াপুরের উন্নতিতে এত হিংসা ও আপত্তি কেন?

শুনা যায়, সহরনবদ্বীপে দুইটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের দ্বারা কি শ্রীমায়াপুরের প্রতি বিরোধিতা ও সত্যকে মিথ্যা করিবার এবং বোকা লোককে ধোঁকা দিবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত? উহা কতক্ষণ সংরক্ষিত হইবে, ইহাই বিবেচ্য। মিথ্যা কথা, সাজান কথা লইয়া এত বৎসরাবধি যে একটি অবিবেচক দল সৃষ্টি হইয়াছে, উহাদের প্রভায় সুর্য্যোদয়ে অন্ধ-কার-বি[illegible] প্রায় নহে কি?

দক্ষ লক্ষ পংক্তিযুক্ত সাহিত্যসভার এখনও যাহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে নাই, যাহারা অধিক আলোক স্ব-স্ব অধিকারোচিতদর্শনে বোধতে পায় না, অথচ অপস্বার্থান্ধ হইয়া অবিবেচকের যুক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদের বাড়াবাড়ি আর কতদিন চলিবে? লোকে যে ইহা আদর করে না।

সহর নদীয়ার লেখকটী শ্রীমায়াপুরে স্থানান্তরিত হইলে তিনি শ্রীমায়াপুরের রেলের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন এবং স্বরূপগঞ্জে বা আমঘাটা বা কৃষ্ণনগরে গিয়া রেলগাড়ীতে উঠিবার ক্লেশ জানিতে পারিবেন। যেখানে রাস্তা নাই, সেদিক দিয়াই রেলপথ হওয়া উচিত। পথিকের জন্য গাড়ির রাস্তা বন্ধ করিয়া রেল চালাই-বার পরামর্শ অত্যন্ত মূর্খতা—ইহা অন্ধেও বুঝিতে পারে। সুতরাং কুলিয়ার হিংসাপর ব্যক্তিগণকে চন্দ্রাদ্রপুর, কাঠালপোতা প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্তরিত করিয়া ঐ গ্রামগুলির অধিবাসীকে কুলিয়ায় বাসস্থান দিলে তাঁহারা ঐরূপ অপস্বার্থ ও হিংসার কথা বলিয়া জিহ্বা ও লেখনী কলঙ্কিত করিবেন না।

খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে লিখিত আছে—"তুমি যেরূপ ব্যবহার অন্যের নিকট চাহ, অপরের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিবে।" বর্ত্তমান বহু-জনাকীর্ণ বামনপুকুর, গোয়াড়ী, শ্রীনাথ-মায়াপুর প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা বর্ত্তমানে সহজেই জনমানবশূন্য চরিগপুর, কোম্পানীর বাগান, তেঘরপাড়ি, মহেশগঞ্জ কিরূপ অধিক লোকাকীর্ণ হইল, বুঝা যায় না। ঐসকল গ্রামে কয়টী স্কুল, কয়টী পোষ্ট অফিস, কয়টী দৈনিক সাময়িক ও কতজন লেখেপড়া লোক আছে, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, শ্রীমায়াপুরের মধ্যে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবার বোকামী অনেকের আছে, আবার তাহার প্রতিকার দিবার বিবেচনার অভাবও তাহাদের নাই।

দুইটী বিদ্যালয় যে স্থানে আছে, আর কএকটী সংস্কৃত টোল আছে, সেই স্থানের লোকদিগকে ও সংশিক্ষার অভাবে এই প্রকার ঔদ্ধত্যের ছবার জন্য কে শিক্ষা দিতেছে, তাহার একটা অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। দরিদ্রগণ ধনীর উপর অযথা হিংসা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে দরিদ্রগণ সাধুসেবারত জনগণের ও জনহিতৈষী জন-গণের প্রতি কেন অযথা আক্রমণ করিতে শিখিলেন? এরূপ হিংসা করিবার শিক্ষা কি আধুনিক, না সেকালের স্মার্ত্তীয় জাতির বা গাদির শিক্ষা!!

দুই পাঁচ বৎসরের কল্পিত লেখা দেখিয়া বা মুখের আড় ভাবে নাই যাহাদের, তাহাদের ভাষার অস্ফুট উচ্চারণে নস্যাৎ করিতে গিয়া Advance এর লেখক যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং নবদ্বীপের লোকদিগের ভূমিকায় দীক্ষিত হইয়াছেন, তদ্বারা পাঠকের মস্তিষ্কে দুর্গন্ধ বিকীরণ করা তাহাদের উচিত নহে এবং ইংরাজী সহযোগী Advance এর এরূপ অপস্বার্থ বাড়াইবার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

জাতীয় বৈঠকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদ্বারা যে দেশের কিছুতেই হিত হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতার "অমৃত-বাজার পত্রিকা", 'অ্যাডভান্স', 'বঙ্গবাণী' 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বসুমতী', 'ষ্টেটসম্যান', বোম্বাইর 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া', 'বোম্বে-ক্রনিকল', 'দি সান', যুক্তপ্রদেশের 'লিডার', 'পাইওনিয়ার', হিন্দু-স্থান টাইমস্', 'জামনাবন্ধ কল', লাহোরের 'ট্রিবিউন', প্রভৃতি পত্রসমূহ কংগ্রেসের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্র সমূহের মধ্যে আমরা অমৃতবাজার ও ষ্টেটসম্যানের মত নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

অমৃতবাজার বলিতেছেন—

উহা নিঃসন্দেহ যে, কংগ্রেস-নীতির অধিকাংশই পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীযুত আনের পক্ষে। কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাস-কালে জনমত কখনও এমন বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে নাই এবং জাতীয়তার আদর্শ হইতে এত দূরে সরিয়া যায় নাই।

গান্ধীজী এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে এই প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। ইহাতে বিরোধী পক্ষের ক্ষোভ হইবার কোনই কারণ নাই। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমরা বলিব, তিনি অবস্থার স্বরূপ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন এবং দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করেন নাই। তিনি কাশীতে যে ভুল করিয়াছেন, আশা করি, আগামী বোম্বাই কংগ্রেসে তাহা সংশোধন করিবেন।

ষ্টেটসম্যানের উক্তি—

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি, যাহারা "গ্রহণও করিবে না এবং বর্জনও করিবে না" কেহই তাহাদের পক্ষে যাইবে না। মুসলমানেরা বলিবে "তোমরা গ্রহণ কর নাই, অতএব তোমাদের বাধা দিব" এবং হিন্দুরা বলিবে "তোমরা বর্জন কর নাই, অতএব তোমাদের বিরুদ্ধে যাইব।" কংগ্রেস তাহার মুখিরে "জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে" বলিয়া রাখিতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহার

পরিশেষে যে-সমস্ত কপটতাপূর্ণ বাক্য প্রমাণস্বরূপে ঐ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাদের ও সত্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত। শত শত সত্য কথা থাকিতে কতকগুলি কাল্পনিক অসত্যকথাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা সমস্তসূচক সত্যাভাসমাত্র, নিন্দনসূচক পরম সত্য নহে।

সার্থকতা না থাকিলেও, জাতীয়তার ভবিষ্যৎ তাহার উপর নির্ভর করিতেছে।

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলিকাতার হিন্দু মহিলাগণ এলবার্ট হলে একটি সভায় সমবেত হইয়া কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সভায় সমাজ-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"তোমার খেলায় আমার প্রাণ যায়"

প্রকৃতির বিচিত্র খেলায় জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। কোথাও বন্যার প্রকোপে শস্যের বিনাশ, আর কোথাও বা বৃষ্টির অভাবে ধান্যাদি রোপিতই হইতে পারে নাই, আবার কোন কোন স্থানে ধান উৎপন্ন হইলেও জলাভাবে তাহা পরিপুষ্ট ধারণ করিতেছে, সুতরাং দুর্ভিক্ষের উপর দুর্ভিক্ষ শুধু অবশ্যম্ভাবী নহে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সকল ব্যক্তিকেই শীঘ্র জর্জ্জরিত করিবার জন্য তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতির এই খেলা হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি?

প্রবৃত্তিমূলক পূজা নিবারণে পোপ.

রোমের এক সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যাদুবিদ্যার 'উন্মাদ উপাসনা' ও 'প্রবৃত্তিমূলক পূজা' বাড়াবাড়ি চলিতেছে। ইহা নিবারণের জন্য বুয়েনস্ এয়ারিস নগরে পোপ রাজকুমারের এক কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছেন এবং অক্টোবরে ইহার অধিবেশন হইবে। দুইটী চার্চের প্রাঙ্গণ সংযোগেই এই দুর্নীতির জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটী গোপনীয় পুস্তকও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা দশ বৎসরে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত

ত্রিপুরা ষ্টেটের এডুকেশন অফিসার শ্রীযুত সোমেন্দ্র দেববর্ম্মণ প্রণীত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারীর রিপোর্টে প্রকাশ,—দশ বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮ লক্ষ ১ হাজার ৭শত ৫০৭ জ্ঞাতিতে দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ২৬ লক্ষ ১ হাজার ৫ শত ৬৯ জন হিন্দু; মুসলমানের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৩ হাজার তিন জন; বৌদ্ধ ১লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৩১; খ্রীষ্টান ২৫৯৬ ও শিখ ১৪ জন।

অধিবাসীদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা ৩২ জন, ব্রাহ্মণ শতকরা ২৩ জন ও কায়স্থ ২৪ জন সুশিক্ষিত। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া, কুকী, নোয়াতিয়া, হালাম, চাকমা, মগ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিভুক্ত। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী লোক সংখ্যা অধিক। অনেকে বর্ত্তমানে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ"

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১৯ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৪১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২১শে শ্রাবণ সোমবার প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আরা-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র রায় বাহাদুর মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজী পাঠের প্রারম্ভে বলেন, গীতা শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃতা বলিয়া উহা উচ্চরূপে গীত হওয়া প্রয়োজন। গীতা-মাহাত্ম্য-বর্ণিত ফলে আকৃষ্ট হইয়া উহার অধ্যয়ন করণায় বেদব্যাসের অভিপ্রেত নহে। আমরা ফল না পাইলে কোন কার্য্য করিতে চাহি না বলিয়া, বালকগণকে মিঠায়ের লোভ দেখাইয়া ঔষধ পান করাইবার ন্যায় ফলে লুব্ধ করিয়া গীতার প্রতি সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্য খুব কম লোকেই বুঝিয়া থাকেন। তাহার কারণ, গীতা স্বয়ং পড়িয়া বুঝিতে গেলে অনেক সময় তাহার প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট অপ্রকাশিত থাকে। কেন না উপনিষদ্ বলেন—যাঁহার শ্রীভগবানে ও শ্রীগুরুদেবে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, তাঁহারই নিকট শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেবল বৈষ্ণবগণই গীতার অভিজ্ঞ সুতরাং বৈষ্ণবগণের নিকটই গীতা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অবৈষ্ণবের মুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। গীতা-শ্রবণ বা পাঠের অধিকারী কে, তাহা গীতার অন্তে "ইদন্তে নাতপস্কায়" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর স্বামীজী গীতাপাঠের বিশ্রেয় কথা বর্ণন পূর্ব্বক সপ্তম অধ্যায়ের কএকটী শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু উকীল, ডাক্তার এবং গবর্ণমেণ্ট অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সকলেই গীতার অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। পাঠের অন্তে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তনে সকলেই আকৃষ্ট হন এবং সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। আরার প্রচারে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সেন মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

গত ১৬ই শ্রাবণ ১লা আগষ্ট বুধবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ টাঙ্গাইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত বসু মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে বিশেষভাবে আহূত হইয়া তাঁহার ভবনে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে "সনাতন-শিক্ষা" পাঠ করেন ও স্বামীজীর আদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। সভায় বহু উকীল, মোক্তার ডাক্তার, কবিরাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পাঠ ও বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পুরী জেলার বিভিন্নস্থানে হরিকথা-প্রচারার্থ গত ৭ই আগষ্ট ভুবনেশ্বর হইয়া পুরুষোত্তম গমন করিয়াছেন। স্বামীজীদ্বয় তথায় পাঠ, বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। তত্রত্য-অধিবাসিবৃন্দ স্বামীজীদ্বয়ের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম-মঙ্গলময় উপদেশাবলী-শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

চাতুর্ম্মাস্য-উপলক্ষে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহই নিয়মিতভাবে পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ, মহোদয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় পুরাণ-কথিত "হ্যংকদে-পুরুষোত্তমাৎ" বাণীর সার্থকতা হইতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ গত ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বীরভূম জেলার ছিলপাই গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া সিউড়ীর সন্নিকটস্থ আমরা-পাড়া-গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীপাদ জগবন্ধু হাসাবিকারী মহোদয়ের গৃহে উপনীত হন। তথায় স্বামীজী দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর-দিবস স্বামীজী হরিকথা-প্রচারার্থ কড়িধা-গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীযুত জগপদ বাবুর উৎসাহে ও উক্ত গ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাহরি সেন মহাশয়ের চেষ্টায় বাজারের হাটতলায় স্বামীজী প্রথম দিবস "শ্রীচৈতন্যের দান" সম্বন্ধে বক্তৃতা ও দ্বিতীয় দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। সভায় প্রায় দুই শতাধিক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। স্বামীজীর শ্রীমুখে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত ও কৃতার্থ হইয়াছেন।

গত ১০ই আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে স্বর্গাদিলাভের জন্য বেদোদ্দিষ্ট যাগযজ্ঞাদি-সাধনই কর্ত্তব্য; তাহার উত্তর এই যে, বেদসমূহের উদ্দিষ্ট বস্তু নিগুণ, যে-সকল আপাত-মনোরম, শ্রবণরমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা কামী লোকগণকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য স্বর্গাদি-ফল-প্রতিজ্ঞ কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বর্গাদিলোক কমিনু, ঐ সকল লোক প্রাপ্ত হইয়াও পুণ্যক্ষয়ে জীব পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হয়। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড জীবের আত্যন্তিক বা নিত্যমঙ্গল প্রদান করিতে পারে না।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোগস্পৃহায় প্রধাবিত হইবেন না; কিন্তু হরিভজনের অনুকূল বিষয় যতটুকু প্রয়োজন গ্রহণ করিবেন। ভোগ যে প্রকার নিন্দনীয়, ফল্গুত্যাগও তদ্রূপ অসার। যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ ও কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগই যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ। যিনি নিত্যমঙ্গল-অনুসন্ধিৎসু তিনি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে যাহা হয় হউক, ভগবানের পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তিই একমাত্র প্রার্থিতব্য বস্তু—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধির সহিত অবস্থান করিবেন।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ শ্রীধর [illegible] ৪৪৮

ভগবদ্দর্শন

সেদিন করাচীর এক সংবাদে দেখা গেল, জনৈক মহিলা আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-সম্পন্না বলিয়া শিকারপুর অঞ্চলে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নাকি ভগবৎ-দর্শনের প্রলোভনে সম্ভ্রান্ত-সম্পন্না কোন মহিলার নিকট হইতে ২০,০০০৲ টাকার অলঙ্কার ও নগদ ১০,০০০৲ টাকা গ্রহণের অভিযোগে অভিযুক্তা হইয়াছেন। বর্ত্তমানে পুলিস ঘটনাটির তদন্ত করিতেছেন। এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য এখনও অন্ধকারে আবৃত। এইরূপ ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং বহু লোক যে প্রতারকগণ কর্ত্তৃক ভগবৎ-প্রদর্শনের নামে প্রতারিত হন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ-অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা ও কাল্পনিক-গল্প-সৃষ্টির ফলেই ঐ প্রকার প্রতারণা প্রশস্ত-সরণি ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছে।

———

শ্রীভগবান্ যে মানবের ভোগপর ইন্দ্রিয়নিচয়ের দৃষ্টির বা ধারণার মধ্যে কখনও আসেন না, বহির্ম্মুখ-মননবৃত্তি-প্রদায়িনী মায়া যে শ্রীভগবানের পশ্চাতে বিলজ্জমান-ভাবে অনন্তযোজন দূরে অবস্থান করে, শ্রীভগবান্ যে কখনও মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া মানবের ভোগেন্ধনে পরিণত হন না, তিনি যে সর্ব্বদাই অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি-বিশিষ্ট মুকুন্দ-শিরোমণি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অপ্রাকৃতরাজ্যে নিত্যকাল অবস্থান করেন,—এই সকল তত্ত্ব-কথা যে-পর্য্যন্ত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রচারিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রতারণা-বিপণির দ্বার বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

———

সৌভাগ্যক্রমে আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-বর্ণিত মূক আত্মার চেতনবাণী জগতে প্রচারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যবাণী অদ্য ও ব্যতিরেক ভাবে বিশ্বমাঝে আসন গ্রহণ করিতেছেন। পাষণ্ডদলন-বানা ও প্রেম-প্রচারণ বৈজয়ন্তী বিশ্বমধ্যে স্থাপিত হইয়া বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যাঁহারা কৃত্রিম সভ্যতা ও শান্তি-পন্থের নামে পাষণ্ডদলন-কাহিনীর আদর করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না, তাঁহারা কি প্রতারকগণের প্রতারণা সমর্থন করেন? যদি না করেন, তাহা হইলে উহা নিরসনের জন্য 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার' প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। গোপনে শিক্ষা দিলে কয়জন শিক্ষা করে? আর যাহারা প্রতারণার ব্যবসায়ী, তাহাদের কবল হইতে সরল-প্রকৃতি জনগণকে রক্ষা করিবার উপায়ই বা কি?

———

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, কতকগুলি নির্ব্বোধ ব্যক্তি অন্ধকার-রাত্রিতে কালিয়দহে মৎস্যাহরণে রত জনৈক ধীবরকে 'কৃষ্ণ' ভ্রম করিয়াছিল। তাহারা প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিল যে, তাহারা রাত্রিকালে কৃষ্ণের কালিয়দমন-লীলা দর্শন করিয়াছে। তাহাদের নিকট ধীবরের নৌকা—কালিয়, ধীবর—কৃষ্ণ ও নৌকার প্রদীপ—রত্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই সকল মূঢ় লোকের কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"আজ্ঞা দেহ যাই' করি কৃষ্ণদরশনে"

ভট্টাচার্য্য অজ্ঞ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন—

"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা"

এই ঘটনাটিতে আমরা পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা লক্ষ্য না করিলেও অজ্ঞানতিজ্ঞতার বিষময় ফল দেখিতে পাইতেছি। দুর্ভাগ্য-বশতঃ জগৎ মনোধর্ম্মের প্রাবল্যে ভাসিয়া 'বিষকে' অমৃত বলিয়া বরণ করিতেছে। বুদ্ধিমান্ মানব অজ্ঞজ্ঞানকে বহুমানন করিবার পরিবর্ত্তে অধোক্ষজ বিজ্ঞানাগারে গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চিন্ময়-চরণ-দর্শনের অধিকার লাভ করুন, ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

———

হরিকথা-বিমুখতাই পশুত্ব

যাহাদের জ্ঞান নাই সেই বিদ্যাবিদ্যা-বিবেকহীন, ভোগপ্রমত্ত প্রাণিগণই পশু-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। আমরা সাধারণতঃ চতুষ্পদ প্রাণীকেই পশু বলিয়া থাকি। আর যে সব জীব পশু-পক্ষ্যাদি প্রাণিগণকে পালনের অভিনয় করেন, জগতের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া অজ্ঞজ্ঞানে পারদর্শী হন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে সদসৎ-বিচার-বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই মানব বলিয়া পরিচিত। ভগবৎ-সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যকেই শ্রেষ্ঠাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পশু-সকল আহার, বিহার ও নিদ্রাদির দ্বারা দিনাতিপাত করে বলিয়া তাহাদের জীবনের কোনও মূল্য নাই। মনুষ্যজীবন কিন্তু সেরূপ মূল্যহীন বা অপব্যয়ের বস্তু নহে। এই মনুষ্যজন্ম অতিকষ্টে লাভ হয়। রূপ-রসগন্ধাদি বিষয়ভোগ মানবেতর পশুজন্মেও হইতে পারে। সুতরাং তজ্জন্য অনিত্য বিষয়-ভোগের আশায় বৃথা দিনাতিপাত না করিয়া অস্থায়ী বিষয়-ভোগের জন্য বাঁধিয়া দিয়া এই জন্মেই নিঃশ্রেয়সলাভের জন্য যত্ন করা মনুষ্যমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য—অসাধু-চিত্ত নিজ পরিহার পূর্ব্বক দুর্লভ মানুষকে হরিসেবার জন্য তৎপর হওয়া দরকার।

———

সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। পশুর চেয়ে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়?—এ বিষয়টী বিচার না করিয়া মনুষ্য ও পশুর পার্থক্যের মধ্যে আমরা যদি একটী কাল্পনিক ধারণা যোজনা করি, মনুষ্যের জীবন-ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্যের বিষয়ে যদি আমরা অনভিজ্ঞ থাকি, আমরা যদি বিচার-পরায়ণ না হইয়া অবিচারক হই, যদি সুসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া কুযুক্তিকে পোষণ করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করি তাহা হইলে শ্রেষ্ঠত্বের স্বরূপ-উপলব্ধির অভাবে আমরা মানুষ হইয়াও মনুষ্যত্ব-লাভে অসমর্থ হইব। সাধারণের ধারণা, মানুষ বিচারশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই বিচার ভ্রমাত্মক; কারণ, এই বিচারশক্তি অনেক সময়ে অনেকাংশে পশুপক্ষীতেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এই সব তারতম্য-বিচার পরিহার করিয়া গণগড্ডলিকার চিন্তা-স্রোতকে বহুমানন করা সজ্জনগণের কর্ত্তব্য নয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"

'মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়'?—একথাটী বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হরিতোষণেই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার রহিয়াছে। পশু-পক্ষিগণের মনুষ্যের ন্যায় বিচারশক্তি আছে বটে কিন্তু উহাদের দূরদর্শন নাই। এই দূরদর্শন-শক্তি একমাত্র মনুষ্যেই লক্ষিত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি ব্যাপার—পশুতে ও মানুষে সমান। খাদ্য-গ্রহণ, দীর্ঘায়ু-লাভ বা আহার, নিদ্রা ও স্ত্রী সম্ভোগাদিতেই যদি আমরা পশুর ন্যায় সময়ক্ষেপ করতঃ মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য—ধর্ম্মাচরণ—হরিসেবানুষ্ঠান না করি তাহা হইলে আমরা "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে নরাকার পশু ব্যতীত আর কি?

———

পশুরা পূর্ব্বের কথাও জানে না, পরের কথাও জানে না। অক্ষরাত্মক বা শব্দাত্মক বস্তুর সাহায্যে পূর্ব্বাভিজ্ঞতার কথায় পশুদের অধিকার নাই, কিন্তু মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের প্রদর্শিত আচরণীয়-বিষয় গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইয়াই ভৌমাতীত লাভ করিতে পারে। বহু-জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণের কষ্টাদি ভোগের পর জীব দুর্লভ, অনিত্য অথচ পরমার্থপ্রদ মানবজন্ম লাভ করে। সুতরাং ভগবৎ-সেবাই যে মানবজন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভগবত্-জ্ঞান-লাভ করাই মানবজীবনের ফল। এই ক্ষণস্থায়ী জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে—সেবার দিকে অগ্রসর হইবে নতুবা পশুত্বের দিকে—আহার-বিহার ভয়-মৈথুনাদির দ্বারা জীবনযাপন করার পথে ধাবিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত এই মনুষ্যজন্মের দুর্লভত্ব ও প্রয়োজনীয়ত্ব-জ্ঞাপন-মুখে বলেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

———

মনুষ্যদেহ অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও বর্ত্তমানে লভ্য হইয়াছে বলিয়া ইহা আমাদের পক্ষে সুলভ। বদ্ধজীব-মাত্রেই সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকর-সদৃশ রিপুগণের দ্বারা সতত আক্রান্ত। এই দুঃখময় সংসার পার হওয়া আনন্দ-সমুদ্র বৈকুণ্ঠে যাওয়া প্রত্যেকেরই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এই সংসার-সমুদ্র পার হইবার জন্য তৎপর হওয়া আবশ্যক। সমুদ্র বা নদী পার হইতে হইলে নৌকার বিশেষ দরকার। সেইজন্য কৃপাময় ভগবান্ মনুষ্য-দেহকেই এই সংসার-উত্তরণের সুদৃঢ় নৌকা-স্বরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজেও অনুকূল বায়ুরূপ ধারণ করিয়া এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকার কর্ণধাররূপে জীবগণকে দুঃখ-জগৎ হইতে সুখময় জগতে লইয়া যাইবার জন্য গুরুরূপে আগমন করিয়া থাকেন।

———

যাঁহারা সেই করুণাময় ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই মনুষ্য-দেহরূপ নৌকাটী প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাহার আশ্রয়গ্রহণে সংসার-সমুদ্র-পার হইতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই ভাগ্যবান্, আর যাঁহারা এতাদৃশ পরম-মঙ্গল-স্বরূপে পরাঙ্মুখ হইয়া অবিদ্যা-অন্ধকার সদৃশ জীবমনোহারিণী মায়ার মণী-মুগ্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রিয়তমা-জ্ঞানে বহন করিবার মানসে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অনিত্যসম্ভোগ-প্রাপ্তির আশায় বৃথা চেষ্টা করেন তাঁহারা আত্মঘাতী নির্ব্বোধ, আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক।

জগতের-লোক-গুরুবর্গ—ইন্দ্রিয়তর্পণ ভোগে প্রমত্ত হইয়া পশুত্বপ্রাপ্ত হইতেছেন

ধ্বংস করিয়া থাকে। তাহারা স্বদেশের সেবা, গ্রামের উন্নতি, সমাজের উন্নতি, স্বদেশের উন্নতি, সংসারোন্নতি-বিষয়ে তৎপর হইবার জন্যই উপদেশ প্রদান করে। ঐরূপ অসৎ-সঙ্গে পতিত হইলে জীবের ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হয়—এই দুর্ভাগ্যবশে কৃষ্ণকৃপালাভ-রূপ অমৃত-প্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। এ সব প্রগল্‌ভ বা বাহাদুরীর প্রশ্রয় দিতে গৌর-দাসানুদাসগণের কৃতাঞ্জলি আমরা অসমর্থ। তবে যিনি সত্যসত্যই মঙ্গল কামনা করেন, যিনি সত্য সত্যই সরল হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীমূর্ত্তি-বিগ্রহ আমার প্রভুর অনুবর্ত্তিনী বাণী শ্রবণের জন্য উদ্‌গ্রীব তাঁহার নিকট আমার বক্তব্য এই যে, তিনি অসৎসঙ্গ অর্থাৎ জাগতিক লোকের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া—'যিনি সর্ব্বদা হরি-সেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া আর অন্য কিছু করিব না, হরিভজনেই মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা. সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে হরি-ভজন করিতে থাকিব—গুরু-কর্ণধারের নিত্যদাসী হইয়া, তাঁহার নিত্যভৃত্য হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট-পূরণে ব্রতী থাকিব'—ঐরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া মনুষ্য-জীবনের চরম কল্যাণ-সাধনে তৎপর হইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হউন্—কোনও জন্মে কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করিবেন এইরূপ ধরণের ভয়-সৌজন্যসূচক অস্ফুটবাণী উচ্চারণ না করিয়া, শ্রীগুরুদেব যখন আমার একমাত্র নিত্যপ্রভু এবং আমি যখন তাঁহার পতিত, হতভাগ্য, পথভ্রম দাস তখন সেই পতিতপাবন প্রভু আমাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, আর আমি জন্মে জন্মে তাঁহার সেবা ছাড়া আর কিছুই করিব না, তিনি আমার ত্রুটী বশতঃ আমার প্রতি কৃপা-দণ্ডপ্রদান করিলেও আমি কখনও তাঁহার সেবা হইতে চ্যুত হইবার দুরাশা এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে পোষণ করিব না, এরূপ দৃঢ়পণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন।

ভগবান্ সকল-মঙ্গল-নিলয়। তাঁহার প্রসন্নতা হইলে সমস্ত জগৎ তুষ্ট হয় এবং জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না। ভগবৎ-প্রসন্নতা ব্যতীত অপর সকল লাভই নিতান্ত হেয় ও ধিক্কার তাহা অপ্রয়োজনীয়। ভক্তগণ ভগবৎ-প্রসন্নতা ব্যতীত, হরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। কারণ, তিনি জানেন যে, হরিকথা-বিমুখতা দ্বারাই জীবের পশুত্ব-প্রাপ্তি ঘটে—অদ্ভুত ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। তাই তাঁহারা মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য ভগবানের সেবা এবং ভগবৎ-সেবালাভের একমাত্র উপায় ভগবৎ-সেবকের সেবা করিয়া থাকেন।

হরিবিমুখ মানবগণ স্ব-স্ব-ভোগপর বিষয়কথা শ্রবণে কান দেন, কিন্তু জীবের স্বরূপ যাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে তাঁহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়-বৃত্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। সেই সকল হরি-সেবাপর বৈষ্ণবের ভগবদ্-বাদ-শ্রবণ-ক্রিয়াই পণ্ডিতগণের একমাত্র বরণীয়। সেইজন্য শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণ হরিজন-ভগবদ্বাদ-শ্রবণ-রূপ ভক্তির সেবাতেই মানবজীবনের সার্থকতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া, ইহকালে ও পরকালে নিত্যসেব্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হইতে অবহিতচিত্তে উহাই প্রয়োজন-জ্ঞানে চিরদিন শ্রবণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনোধর্ম্ম-চালিত হইয়া যাঁহারা এই মহাজন-পথের অবমাননা করেন তাঁহারা যে মনুষ্যনামের অযোগ্য তৎপ্রদর্শন-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ
পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম
গদাগ্রজঃ॥"
(ভাঃ ২।৩।১৯)।

যাঁহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুর, গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

ভগবৎ-কথামৃত শ্রবণপুটে পান করিলে সংসার-দুঃখ চিরতরে নিবৃত্ত হয়। ভগবৎ-কথা সাক্ষাৎ ভগবান্। তাঁহার সঙ্কল্পে বা শ্রবণমুখে তাঁহার সেবা-ফলে জীবমঙ্গল সাধিত হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তৎকথা-শ্রবণে উদ্‌গ্রীব হন। যাহারা পরমার্থ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ সেই নরাকার পশু ব্যতীত অন্য কেহই সংসার-বিনাশক, পরমানন্দপ্রদ এই ভগবৎ-কথামৃত কর্ণাঞ্জলির দ্বারা পান করিতে বিরত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতই কৃপাপূর্ব্বক এ সব কথার সন্ধান জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন।

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎ-কথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্।
(ভাঃ ৩।১৩।৫২)

মানবের সহিত পশুর অজ্ঞজ্ঞানে বিষয়-ভোগের সৌসাদৃশ্য আছে। পশুগণ বা মানব-নামের অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণ হরিকথা-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করেন না। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতা বা সফলতা এই যে, তিনি হরিকথামৃত সাধুভক্ত মুখে শ্রবণ করিবার অধিকার পান। যে ভাগ্যহীন মানব তাদৃশ সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত, তাহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে। তাই ঋষি বলিয়াছেন—

'ব্রহ্মতত্ত্বং জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
ন চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ
পশুরুদাহৃতঃ॥"

আমি ভগবানের সেবক এবং ভগবানই আমার নিত্যপ্রভু, তাঁহারই সহিত আমার একমাত্র নিত্য সম্বন্ধ। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সম্বন্ধের কল্পনা তাহা সম্যক্‌রূপে বন্ধন নহে বলিয়া দুঃখজনক, ক্ষণিক বন্ধন বা মায়াবন্ধন মাত্র। ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় এবং প্রেমই প্রয়োজন—এই মঙ্গলময় শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস-হেতু যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুপদ-চ্যুত হইয়া মায়া-কবলিত হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইয়ের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র॥"

ভীষণ হাহাকার !

আজকাল যে কোনও সংবাদপত্র হাতে লইয়া উহাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, সর্ব্বত্রই হাহাকার-ধ্বনির প্রতিধ্বনি শ্রবণ ও নয়নগোচর হইয়া থাকে। কোথাও আনন্দ সংবাদ নাই, সর্ব্বত্রই কেবল বিভীষিকার তাণ্ডব নৃত্য !

কোথাও ভূমিকম্পে ঘর, বাড়ী, ইমারত নষ্ট করিয়াছে; কোথাও জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাতে কোথাও জীবন্ত সমাধির সংবাদ, কোথাও সলিল-সমাধির সংবাদ, কোথাও শস্যহানি, কত কি, কেবল আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ।

কোথাও বা দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বহুলোক-ক্ষয় হইতেছে; কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া কত যুবক অম্লান-বদনে স্বীয় জীবনোৎসর্গ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের মুখ চিরমলিন করিয়াছে। তদুপরি আবার রাজার-প্রজায় মনোমালিন্য ঘটিয়া অস্ত্র ও বাক্যভাবে মারামারি কাটাকাটির সৃষ্টি হইয়াছে; তাহাতেও বহুলোকক্ষয়, বহু অশান্তি! এইরূপে জগৎটা একটা অশান্তির আকর বা দুঃখরূপ অনলের কুণ্ড হইয়াছে।

এত সব বিভীষিকা যেখানে, সেখানে কি সুখ আছে? কেহই সুখে থাকিতে পারে না। গায়ের জোরে, বুদ্ধি-বলে, সঙ্ঘবদ্ধশক্তি দ্বারা, প্রজাশক্তি-প্রাবল্যে বা রাজশক্তিপ্রয়োগে এবং সামাজিক বা প্রাকৃত ধর্ম্মমহামিলনে ঐ সকল উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে না। ইতিহাসে তৎসমর্থন-যোগ্য কোন উদাহরণ দৃষ্ট হইবে না। অবশ্য সাময়িক একটা আবরণ-দ্বারা তাহার ক্ষণিক নিবৃত্তি করা যাইতে পারে মাত্র।

সুখ-দুঃখের একমাত্র কারণ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্ম। সেই কর্ম্মক্ষয় বা নিবৃত্তিতে সুখ আর কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে দুঃখ। বদ্ধজীব দেহমনোধর্ম্মে লিপ্ত। এমতাবস্থায় কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কখনও নিবৃত্ত হইতে পারে না। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব অনাদি-কাল হইতেই এই কর্ম্মের ফাঁস গলায় পরিয়াছে। জীবের যখন সাধুসঙ্গে রুচি হয় তখন হইতেই কর্ম্মক্ষয়োন্মুখ হইয়া নিবৃত্তি-মার্গানুসন্ধানে পরশান্তি-লাভের উপায় আবিষ্কৃত হয়। যেহেতু সর্ব্ব-কারণের কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহই সাধুগণের প্রভু। সাধুগণ তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রিত দাস। সেই সাধুগণ বিশ্বের প্রত্যেক শরণাগত জনকে তাঁহাদের স্বীয় প্রভুর দাসরূপ কর্ম্মের সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মের অবাধ্য উদ্দেশ্য ভোগপ্রবৃত্তি বিনাশ করেন। তাহাতেই জীব কর্ম্মের ভোগময় ভূমিকা অতিক্রম করিয়া নিত্য পরা-শান্তির ধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন।

যেখানে অনাদিরাদিকারণ পুরুষ নিত্য সেবকগণ দ্বারা নিত্য সেবিত হন তথায়ই নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকটিত। বৈকুণ্ঠনাথের সেবকের ও তৎ-সেবক-সেবকের দুঃখ নাই, হাহাকার নাই। জগতের কোন বিভীষিকা তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে অচ্যুতের সেবা হইতে চ্যুত করিতে পারে না। তদ্ব্যতীত যে কোন উপায়ই আবিষ্কৃত হউক না কেন, কিছুতেই বিপদ নিবারিত হবে না। মঙ্গলময়ের মঙ্গল-উপাসনা ব্যতীত মঙ্গলের আশা আকাশ-কুসুম-চিন্তা মাত্র। তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে আরও অমঙ্গল আবাহিত হইয়া সর্ব্বত্রই প্রবলভাবে ভীষণ হাহাকার উপস্থিত করিবেই করিবে।

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। রামগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধকমঠ মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাবাগেট়া, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবেন্দ্রগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ ওড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কাঁখাড়, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিন্দপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রেটার রোড, হোটার্নি বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, এসং গ্লোব রোড, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অথার্থ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং বিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহঙ্গুলী—বিজয়োর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাঁহারে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, গ্রন্থসূচী, নামসূচী, পদ্যসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৩৲ তিনটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

অখণ্ড বিরাট্ শ্রীমদ্ভাগবত ৩৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৩৲
৪। ভক্তিবিবেকবৃন্দাবলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। শুভসংবাদ ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। ভক্তিসন্দর্ভ অনুষঙ্গতঃ সাত্বত (মাত্র) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সাত্বত ভাষ্য (মাধ্বীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তমণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷০
১৮। দীপ-নিদর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-খণ্ড ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। প্রিয় নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সজ্জনতোষণী ৶০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
৩৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৵৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৶১০
৩৮। আম্নায়সূত্র ৷৯০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ।০
৪৪। গৌরহরিতোষক ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। অনর্থমালিকা বা প্রাকৃতজনবর্জ্জনী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৪৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যদর্শনী ৶৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিধিবাদঃ ।০
৫৪। মধ্ব-শিক্ষামৃতম্ ।০
৫৫। জয়-ধ্বনিঃ ।০
৫৬। সাত্বত-সিদ্ধান্তম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মতের পরিচয় ৶০
৫৮। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইং (রোমান) ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৵০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। শ্রীনাথ গৌড়ীয়মঠ ইন ইউরোপ ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইজোটিক্ রিলিজন্স্ এণ্ড আধ্যেসনস্ ডিক্সেশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ ভাষায়) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১০
৭২। গীতাবলী ৶৹
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক নিশিকান্ত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত এবং এ, বঙ্গোদয়ের শ্রৌতপথবেত্তা এবং পণ্ডিত লেখনীর অনুরক্ত সাধারণ সুবিধা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ঐ বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন প্রামাণ্য মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবা ও বিদ্যুৎ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বঙ্গলক্ষ্মীর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কীর্ত্তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নরেস)	৩৸০ ৪৲
মোটা বাঁকতুলসী (নরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (নয়)	৪৲
আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।	
পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
১নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪।৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০
রূপা-পাইকারী ও খুচরা।	
১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০
সোণার দর	
পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জোইষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৴০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬।০
গ্যালভানাইজড করগেট সিট	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১।০
২৪ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৬ গেজ ,, ,,	১১।০
আর, পি, স্ট,	১৫।৵০
সেবেনষ্টম সিলেট, করগেট সিট—	
৪৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵০
	৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ	৮৸০
গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৸৵০—৬৸৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬৸৵০—৬৸৵০
,, পয়াজে (চোকা)	৬৶০—৬৸০
,, গোল বড় ৶০—৷৶০ সুতা	৫৶০—৫৸৵০
,, টানা বড়-	
তোকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—৬৲
,, বাণ্ডিল তার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে সংবাদের পৃষ্ঠা	প্রথম ৩ দিনে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৵০	।৶	।০
„ „ ইঞ্চি		১৷০		
„ সিকিকলম		৪৲		
„ অৰ্দ্ধকলম		৬৲		
„ ১ কলম	১২৲	৩০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৯৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪২
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৭, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪৭, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক বিষয় ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রালয়। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C. 544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—সদাচার-প্রচারের একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৪১, ১৫ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪২শ সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষদ্
বহু অর্থের মূল ও আধ্যাত্মিক প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

শৃগাল কর্ত্তৃক শিশুভক্ষণ

—:০:—

নদীয়ায় মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য

নদীয়াজেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঝুলীগঞ্জ গ্রামের পটু বাগদীর ৩/৪ মাসের শিশু সন্তানকে শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছে। ঘটনার প্রকাশ, রাত্রি শেষ ঘটিকার সময়ে শিশুটির মাতা কোন কার্য্যবশতঃ কিছুক্ষণের জন্য বাহির গমন করিলে, দুর্দ্ধর্ষ শৃগাল ঐ সুযোগে ঘরে ঢুকিয়া শিশুটিকে মুখে করিয়া পলায়ন করে। গভীর রাত্রিতে বনের মধ্য হইতে শিশুর কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া নিকটের একটি বাড়ী হইতে দুইটি যুবক বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা গভীর জঙ্গলের মধ্যে বহুক্ষণ সন্ধান করার পর দেখিতে পায় শিশুটিকে ঘিরিয়া দুইটি লোলুপ শৃগাল বসিয়া আছে। শিশুটির তখন শেষ অবস্থা। শিশুটির মাতা খবর পাইয়া পাগলিনীর ন্যায় ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটি মারা যায়। তাহার গলা ও হাত শৃগালে একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছিল।

আইন অমান্য বন্দীদের সংখ্যা

গত জুলাই মাসের শেষে ভারতের জেলসমূহে আইন অমান্য সম্পর্কে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৩৮২ ছিল। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের শেষে বন্দীদের সংখ্যা আরও ৩৬৫ জন অধিক ছিল। বোম্বাই, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশে উহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২০৯, ৭৮, ৫১ ও ৪৪ হ্রাস পাইয়াছে।

গত বৎসর জুলাই মাসের শেষে জেলে আইন অমান্য সম্পর্কে দণ্ডিত বন্দীদের সংখ্যা ৪৭০৪ ছিল; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এক বৎসরের মধ্যে ৪৩২২ জন বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানি

গত ১১ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে বোম্বাই হইতে [illegible] জাহাজে ৮৫৮৩০৩৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছে। বৃটেন কর্ত্তৃক স্বর্ণমান ত্যাগের পর হইতে এপর্য্যন্ত ১২৬৫৭৬৬৮১৪৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মানুষ

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি বামন ওবালা খাওয়ের বয়স ত্রিশ বৎসর। তাঁহার দেহের উচ্চতা আড়াই ফুট ও ওজন মাত্র ১৯ পাউণ্ড। দেখিতে তিন বৎসরের শিশুর মত হইলেও ওবালা খাও ইংরেজী এবং আরও পাঁচটী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, এবং তিনি অসাধারণ [illegible]। মাদ্রাজ প্রদেশের অনন্তপুর জিলার পাটনার গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি লক্ষ্ণৌতে আসিয়া নানা ক্রীড়া-কৌশলের পরিচয় দিতেছেন।

স্ত্রীলোক ও বালকের সলিল সমাধি

ঝুলীগঞ্জ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত শনিবার সকাল ৯টার সময় আড়িয়াল বিলে একখানা নৌকা যাত্রীসহ ডুবিয়া গিয়াছে। ফলে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও ৭ বৎসর বয়স্ক একটী ছেলে সলিল সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, মাইজপাড়া গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জ থানার অধীন দুর্গাপুর গ্রামে একখানা নৌকা যাইতেছিল। নৌকাতে একটি যুবক, একটী বৃদ্ধা ও দুইটি অল্পবয়স্ক বালক ছিল। নৌকাখানা বিল অতিক্রম করিবার সময় বিলের ঢেউ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ডুবিয়া যায়। যুবকটী ও একটী ছোট ছেলেকে কাঁধে করিয়া নৌকার মাঝিটি সাঁতার কাটিতে থাকে। তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের কয়েকটী মুসলমান তাড়াতাড়ি নৌকা নিয়া আসিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞান অবস্থায় নৌকায় উঠাইয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে। বৃদ্ধা ও অপর ছেলেটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

বিধবার শোচনীয় মৃত্যু

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে ৮নং বেনেপাড়া লেনে সরলাবালা মিত্র নাম্নী ৩৩ বৎসর বয়স্কা এক বিধবা পূজার ঘরে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

তাঁহার মৃতদেহ 'মর্গে' প্রেরিত হইয়াছে। শুক্রবার কলিকাতার করোণার মৃতদেহ পরিদর্শন করেন। পুলিশ বলে যে, সরলাবালা তাহার শাশুড়ী ও ১৪ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র সহ উক্ত বাড়ীতে বাস করিত। ঘটনার দিন তাহাকে পূজার ঘরে সিল্ক বস্ত্রের দ্বারা গলায় ফাঁস দিয়া মৃত অবস্থায় ঝুলিতে দেখা যায়। দরজা ভিতর হইতে খিল দেওয়া ছিল

৪০ মাইল দৌড়

গত ১৩ই শ্রাবণ, রবিবারে ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘের পরিচালনায় সঙ্ঘের সভ্য শ্রীযুত অমিয়কুমার সেন ভবানীপুর গোবিন্দ ঘোষাল লেন হইতে ভোর ৬টার সময় দৌড় আরম্ভ করেন এবং অবিশ্রান্ত দৌড়াইয়া ব্যারাকপুর যান এবং বিশ্রাম না করিয়াই ব্যারাকপুর সহর ঘুরিয়া পুনরায় ১১।৫টায় ভবানীপুরে ফিরিয়া আসেন।

মাদ্রাজে শ্রীযুক্তা নাইডু

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ১১ই আগষ্ট বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ পৌঁছিলে সেন্ট্রাল ষ্টেশনে বিপুল অভ্যর্থনা করা হয়। ষ্টেশনে বহু সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলেন যে, বাণী দেওয়ার অভ্যাস তাঁহার নাই। কতিপয় বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার সহিত আলাপের পর শ্রীযুক্তা নাইডু অনাথালয়, [illegible] এবং গোকুলদাস হরিজন নিবাস পরিদর্শন করেন।

ট্রেজারীতে চুরি

বারাবঙ্কীর এক সংবাদে প্রকাশ, তথাকার ট্রেজারী হইতে ২ হাজার ৩ শত টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প চুরি গিয়াছে। নূতন খাজাঞ্চী কার্য্যভার গ্রহণ কালে এই চুরি ধরা পড়িয়াছে।

মেদিনীপুরে শিশুকন্যার প্রাপ্তি

খড়্গপুর রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মালঞ্চ গ্রামের একটি পুকুরে একটী শিশু-কন্যার লাশ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পুস্তক বাজেয়াপ্ত

বাঙ্গালা সরকার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'ভারতে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা' এবং ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' (১ম ও ২য় ভাগ) বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৪১

বাণিজ্যের দুরবস্থা

সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অবনতির সহিত ভারতবর্ষের তথা বঙ্গ দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-অবনতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যতদিন পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় না আসে, ততদিন বাঙ্গলার পাট, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি পৃথিবীর বাজারে উপযুক্তমূল্যে বিক্রীত হইয়া বাঙ্গলা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এই কারণে সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘ হইতে ১৯৩৩ সালে পৃথিবীর বাণিজ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কথাগুলি বাঙ্গলা দেশের ব্যবসায়িগণের বিশেষরূপে জানিয়া রাখা কর্তব্য।

উক্ত রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯২৯ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে যত টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯৩০ সালে তাহার শতকরা ৮০'২ টাকার, ১৯৩১ সালের ৫৭'২ টাকার, ১৯৩২ সালে ৩৯৲ টাকা ও ১৯৩৩ সালে মাত্র শতকরা ৩৫'৬ টাকার মালপত্র বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানি হইয়াছে।

পরিমাণের দিক হইতে ১৯২৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যত টন মালপত্র আমদানী রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯৩৩ সালে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ মালপত্র বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানি হইয়াছে। তারপর এই সময়ের মধ্যে কৃষি ও শিল্পজাত সমস্ত শ্রেণীর পণ্যের মূল্য শতকরা ৫৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

ঐ উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে পৃথিবীর বাণিজ্য মূল্যের ও পরিমাণের দিক হইতে যে হারে কমিতেছিল, ১৯৩৩ সালে তাহা সেই হারে কমে নাই এবং বহিঃ পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের গতি ১৯৩৩ সালে অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি উহা হইতে ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু আশা করিবার নাই। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, ১৯৩২ সালে পৃথিবীর সকল দেশই যে পরিমাণ মালপত্র না কিনিলে কিছুতেই চলে না, মাত্র সেই পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল। কাজেই ১৯৩৩ সালে তাহা আর বেশী কমান সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং আমদানী, রপ্তানি ও পণ্যমূল্যের মধ্যে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় নাই।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সকল দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে প্রকার বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে আগামী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অবনতি বিশেষ কিছুই হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং দেশে যে আর্থিক দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আগামী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় একই-ভাবে বর্তমান থাকিবে—উহার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

নিয়োগ ও বদলী

—::০::—

শাসন-বিভাগ

ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহামুদ্দিন আমেদ অস্থায়ীভাবে ঐ জিলার নেত্রকোণা মহকুমায় বদলী হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু অমূল্যগোপাল রায় অস্থায়ী-ভাবে যশোহরের অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ এচ পোর্টার আই, সি, এস অতিরিক্ত-ভাবে গত ৫ই জুলাই হইতে ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত বাঙ্গলার পল্লী উন্নতি কমিশনারের কাজ করিয়াছেন।

বিদায়ফেরৎ মিঃ এস, আর, ফকস আই, সি, এস, ১লা আগষ্ট হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের গ্রেডে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদায়ফেরৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রফুল্লকুমার ঘোষ নোয়াখালীর সদরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিচার বিভাগ

বিদায়ফেরৎ সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজ রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী অস্থায়ীভাবে হাওড়ার সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুলিশ বিভাগ

ইন্সপেক্টর মিঃ সি-এ সিনহ অস্থায়ী-ভাবে কলিকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগ

বাবু গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য অস্থায়ীভাবে গত ৫ই জুলাই হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত ভাষার লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক বাবু কমলকৃষ্ণ ঘোষ অস্থায়ীভাবে হুগলী কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক বাবু জগদানন্দ বাজপেয়ী কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জেলা

হিজলী বন্দীশালার কম্যাণ্ডাণ্ট সি, সি. জনসন উইলিস বিদায় গ্রহণ করায় তাহার স্থলে সহকারী কম্যাণ্ডাণ্ট রায় সাহেব বৈদ্যনাথ চাটার্জ্জি অস্থায়ীভাবে কম্যাণ্ডাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুলিশ-বিভাগ

—::০::—

১৯৩৩ সালের কার্য্য-বিবরণী

(১)

সপারিষদ গবর্ণর বাহাদুর, বাঙ্গলার পুলিশ-বিভাগের ১৯৩৩ সালের কার্য্য-বিবরণী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিঃ টি, জে, এ ক্রেগ পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল ছিলেন। এই বৎসরে পুলিশের কাজের জন্য উপযুক্ত লোক পাইতে কোনও বেগ পাইতে হয় নাই বলিয়া গবর্ণর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বৎসর ১৫০২ জন নূতন কনেষ্টবল ভর্তি করা হইয়াছে। ১৯৩২ সালে ১৮৮০ জন নূতন কনেষ্টবল লওয়া হইয়াছিল। এই বৎসর ১৫২ জন লোককে পুলিশ বিভাগ হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে, ১৯৩২ সালে ২১৫ জনকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয়,—আজকাল উপযুক্ত লোক পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিতেছে। পূর্ববর্ত্তী বৎসর ১৬০৭১ জন রোগী হাসপাতালে গিয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে গিয়াছিল,—১৫০৪৪ জন। পুলিশ কর্ম্মচারীদের স্বাস্থ্য গত বৎসর অপেক্ষা ভাল ছিল বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও পূর্ব্বের অন্যান্য বৎসরের ন্যায় উন্নত নহে।

আলোচ্য বৎসরে পুলিশ বিভাগের ৩৭ জন লোক আদালতের বিচারের এবং ১৯৫৭ জন বিভাগীয় বিচারে শাস্তিলাভ করিয়াছে। পূর্ববর্ত্তী বৎসর এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪২ ও ৮৫৩৩ জন ছিল। এই বৎসর বে-সরকারী লোকেরা পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ২৪২টী এবং ১৯৩২ সালে ২২১টি অভিযোগ করিয়াছিল। ২৪২টি অভিযোগের মধ্যে ২১০টি ক্ষেত্রে তদন্ত হয়, তন্মধ্যে ১১৫টি ক্ষেত্রে অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং ৮০ জন বিচারে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়;—মাত্র ১৬ জন দণ্ডিত হইয়াছিল। মোট ১৩১২৫ জন পুলিশের লোক কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র ইত্যাদি লাভ করিয়াছে। পূর্ববর্ত্তী বৎসর ২২৩৬৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে দেওয়া হইয়াছে ২৮২৫২ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে মোট ৬৭৮৬৩টী পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল, ১৯৩২ সালে হইয়াছিল, ৭১৬৮১টি। অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা এই দুই বৎসরে যথাক্রমে ১২৪২৫৮ ও ১১৯.৮০টি ছিল। গুরুতর অপরাধের সংখ্যা পূর্ববর্ত্তী বৎসরে ৪৭০৪টি ছিল, আলোচ্য বৎসরে ছিল ৪৩০০৫টি। ইহার মধ্যে ডাকাতি, চুরি, ইত্যাদি অপরাধ-সংখ্যা আলোচ্য বৎসর ও পূর্ববর্ত্তী বৎসর যথাক্রমে ৬২৮৯ ও ৭৯৩৩টি।

ময়মনসিংহ, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, পাবনা ও বগুড়া জেলায় ডাকাতির সংখ্যা পূর্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা যথাক্রমে ৯৬, ৪৬, ৪০, ৩১ ও ২৯টি কম। আইন অমান্য আন্দোলন সমাপ্ত হওয়ায় সাধারণ অপরাধ দমনে পুলিশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ পাইয়াছে, কাজেই অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণে দণ্ড সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৪টি জেলায় ২৮৮টি ডাকাতিতে ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকেরাও সংশ্লিষ্ট ছিল। গবর্ণমেণ্ট বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ভদ্রলোক শ্রেণীর যে নৈতিক অবনতি হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

সপারিষদ গবর্ণর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, নারীহরণ নারীধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা পূর্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ৫২টি অধিক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলেন, সুখের বিষয়, কারণ ১৯৩১ সাল অপেক্ষা ১৯৩২ সালে ৯৩টি অথাৎ শতকরা ১৫৭টি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৩ সালে শতকরা ৭'৫টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজসাহী ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় এই শ্রেণীর অপরাধ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু ঢাকা, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদে হ্রাস পাইয়াছে। নারী-নিগ্রহ ও নারী-নির্য্যাতনের অপরাধে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে কিনা, তাহা তাহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

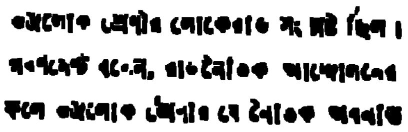
বরগা
করগেট টিন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদার রেলিং ওখাম বেড়াদেবার কাঁটাতার ইত্যাদি সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আসন্নার্ত বিতরণ
আত্মহৃদয়ক্রম্‌ঃ।
শ্রীমদ্‌ঃ কৃষ্ণনামে
কৃষ্ণ বৈরাগ্যচ্যুতে॥
প্রাণাধিকতয়া হৃত্বা
সর্বসারবিবর্দ্ধনঃ।
প্রভুক্তিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং কৃষ্ণ বদনে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বুধবার } ১৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ মথুরায় শ্রীহরি-কথা প্রচার করিতেছেন। গত ৭ই আগষ্ট স্বামীজী শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ খোকাব মহাশয়ের বাসায় পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মথুরাবাসিগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতেছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

———

দিল্লী গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ দিল্লীর নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ৮ই আগষ্ট ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীর নিকট "গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আরাধ্য কি?" এতদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে স্বামীজী তাঁহার নিকট "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আরাধ্য ও আরাধকের স্বরূপ, এবং আরাধনার প্রকার-ভেদ-বিষয়ে বহুক্ষণ আলোচনা হয়। গোপীগণের সর্ব্বোত্তম ভজনের কথা এবং গোপীর আনুগত্যে গৌড়ীয়গণের ভজনপ্রণালীর কথা স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন।

———

গত ৯ই আগষ্ট দিল্লী সহরের ধনাঢ্য-ব্যক্তি শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় এম-এ, এল্, এল্, বি মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী মহারাজ বহুক্ষণ হরিকথা আলাপ করেন। 'গৃহস্থ-জীবনে কি করিয়া হরিভজন করা যায়'—এই প্রশ্নের সদুত্তর শ্রবণ করিয়া ব্যাড্‌ভোকেট মহোদয় পরম আনন্দিত হ'ন এবং মঠের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

———

গত ১১ই আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, বিত্তাদিবিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তিগণ একমাত্র অদ্বিতীয় মালিক, প্রভু ও ভোক্তা শ্রীভগ-বানের প্রদত্ত বস্তুসমূহকে তাহাদের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া ভোক্তৃ-অভিমানে ধনমদ, কুলমদ ও পাণ্ডিত্যমদে মত্ত হয়। এইরূপ মদে মত্ত হইয়া তাহারা ভগবানে শরণাগত নিষ্কিঞ্চন জনগণকেও তাহাদের ন্যায় অভাবগ্রস্ত ও ব্যবহারিক সুখ-দুঃখ-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করে। ঐ সকল ঐশ্বর্য্যাদি মদমত্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রার্থী হওয়া কি আবশ্যক? ভগবান্ তাঁহার শরণাগতের জন্য বহুভাবে বিস্তৃত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ফলাদল-শোভিত ভূমি তাঁহাদের শয্যা, বাহুযুগল তাঁহাদের উপাধান, অঞ্জলি তাঁহাদের পানপাত্র, দিক্ ও বৃক্ষবল্কল তাঁহাদের বসনরূপে সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা অপেক্ষা করিতেছে। তবে যে নিষ্কিঞ্চন হরিজন ভিক্ষাচ্ছলে ঐ সকল ধন-মদান্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারে উপস্থিত হন তাহা কেবল ঐসকল পাপ-ভোগী দীন ব্যক্তিগণকে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-অর্জ্জনের সুযোগ-প্রদানের জন্য।

———

ভক্তজীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধন-ভক্ত্যঙ্গের পরম মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন না তাঁহা-দিগের ভগবদ্ভক্তিতে কোন কালেই অধিকার হয় না। আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সুষ্ঠু প্রকার করিতে পারে না। আশ্রিত বা শরণাগত না হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-প্রভাবে অধিকার-লাভেচ্ছ-যোগী ভক্তি-স্পর্শ হয় মাত্র, প্রকৃতপ্রভাবে অধিকার হয় না।

———

ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য জন্মান্তর অপেক্ষা করে, পরজন্মে দুর্দ্দৈবাতিবিনাশক অধিকারলাভের যোগ্যতা হয় এবং সেই যোগ্যতা-প্রভাবে প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ পাপবিনাশক সুকৃতি লাভ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় ঘটে। ভগবদ্-ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীগুরুদেব দীনপুণ্যজনকে দীক্ষা প্রদান করেন না। যাহার দুর্দ্দৈব-প্রারব্ধ পাপ বিনষ্ট হইয়াছে তাহাকেই চরণে আশ্রয় প্রদান করেন। যিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপাদাব্জে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহারই কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা-লাভ ঘটে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আংশিক আদান-প্রদানে "সর্ব্বাত্মনাভিজ্ঞতার" হওয়া যায় না। সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক বিচ্যুতি ঘটে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যক্তি স্বীয় পাপাচরণরূপ দুর্ভাগ্যের সংরক্ষণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিতে পারেন না। আশ্রয় করিতে হইলেই সেবনধর্ম্মের ক্রিয়া বা অভিধেয় ভক্তিই বিশেষ প্রয়োজন।

———

অর্থপ্রাপ্তির অন্তরায়

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ভুলিয়া এই দুর্য্যোগ হইয়াছে তাঁহাকে স্মরণ না করিলে জীবের এই সংসার-দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই, মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি নাই। সুতরাং এমতাবস্থায় সতত কৃষ্ণ-সেবায় নিরত সাধুর নিরন্তর সঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মায়াজয় অসম্ভব। শাস্ত্র বলেন—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

———

অর্থ-তৃষ্ণা না জাগিলে অনর্থ-তৃষ্ণা বিগত হয় না। অতএব যাঁহারা অসচ্চিন্তা বা প্রাকৃত মায়িক চিন্তার কবল হইতে রক্ষা পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারা সচ্চিন্তায়, সৎশাস্ত্রালোচনায়, সাধুসঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিবেন। জীবের পরম বন্ধু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

যদা গ্রাম্যং গ্রাম্যং ভারতমণ্ডলং বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ ভবভয়মনে
ভাবচিন্তিত।
তদা কৃষ্ণস্মৃত্যা ভবতি সদৈবাধিকদশাং
মদাগং বিজ্ঞানো বিষয়রসভাগং
ন কুরুতে॥

———

জীব প্রকৃত ভক্তবৈষ্ণব-সঙ্গ পাইয়া নিষ্কপটে তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণাশ্রয় করিয়া আত্মসমর্পণ করিলে এসংসার বাড়বাগ্নি-মাঝে তাহার অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগের অন্ত হয়। তখন সে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপার বলেপের অপ্রাকৃত জ্ঞান-প্রভাবে অহরহঃ নিরপরাধে শ্রীভগবদ্ভক্তির শ্রীহরিনামালোচনায় স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তিরূপ অনর্থের হস্ত হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হ'ন।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ শ্রীধর ভৃগু অনিরুদ্ধ ৪৪৮

কাম-দমনের উপায়

আমরা কাম ও প্রেম বলিয়া দুইটী শব্দ শুনিতে পাই। নিজেন্দ্রিয়প্রীতিই কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিই প্রেম-শব্দবাচ্য। নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরতা-বশতঃ নিজ ভোগ্য স্ত্রী-পুত্র বা রূপ-রস-গন্ধাদির প্রতি যে প্রীতি বা আসক্তি অথবা তত্তৎ-বস্তু-ভোগের যে অদম্য পিপাসা তাহাই কাম। কৃষ্ণবিমুখ মনুষ্যজাতি এবং পশ্বাদি ইতর জাতি সকলেই এই কামানলে সন্তপ্ত হইয়াও মায়ামুগ্ধতা-বশতঃ কামাগ্নিতে ইন্ধনপ্রদানকারী জগতের প্রতি আসক্ত হইয়া কেবল কষ্টই পাইতেছে। আজীবন কামের সেবা করিয়াও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। কামনা দুঃখেরই জননী আর ভক্তি বা প্রেমা—সুখ-জননী। প্রেমাভাব যেখানে—কৃষ্ণসেবা যেখানে প্রতিহতা সেইখানেই কাম-ভোগের উদ্ভব; সুতরাং কামদমনের একমাত্র উপায় যে সতত কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া—কামদেবের কামপূরণে নিজ কামকে নিযুক্ত করা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য।

আমরা অনেকেই কাম ও প্রেমের আকাশপাতাল পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কামকেই প্রেম বলিয়া ভ্রম করি—তাহার প্রতি অত্যাসক্তি বা গাঢ় প্রীতিকেই প্রেম মনে করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ দাম্পত্য-প্রেম, উদ্ভ্রান্ত-প্রেম প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করতঃ স্ব-স্ব অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া থাকি। জগতে পাণ্ডিত্য-অভিমানী ব্যক্তিগণের প্রায় শতকরা শত জনই এইরূপে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-গর্ব্বে গা ভাসাইয়া দিয়া নিজের ও পরের অমঙ্গল সাদরে বরণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। কাম—প্রেম নহে এবং প্রেম কাম নহে। কাম একপক্ষের বস্তু, আর প্রেম পরপক্ষের বস্তু। কামের অধীশ্বর একমাত্র শ্রীকামদেব কৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র ভোক্তা আর আমরা সকলেই তাঁহার কামের ইন্ধন-রূপ সেবোপকরণ, এসব বিচার কামদেব-প্রিয় প্রেমিক ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিলে কাম-প্রেমের পার্থক্য আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হইবে।

কৃষ্ণবিমুখ জীবমাত্রেই ভোগী বা কামী। কিসে ভোগের সুবিধা হয়—ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ করা যায় এই চিন্তায় তাহারা সতত ব্যস্ত। তাহাদের ধারণা—যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিলেই ভোগ-পিপাসা বিদূরিত হইবে। ভোগের দ্বারা যে ভোগ বিনষ্ট হয় না পরন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা তাহারা মায়ামোহিত হইয়া দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। তাই মঙ্গলময় শাস্ত্র বলেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
(ভাঃ ৯।১৯।১৪)

অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত না হইয়া উত্তরোত্তর প্রজ্বলিতই হইয়া উঠে সেইরূপ কামাগ্নিতে তাহার ইন্ধনস্বরূপ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিলে অর্থাৎ ভোগের দ্বারা ভোগ-নিবৃত্তির চেষ্টা করিলে ভোগ-পিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম-প্রাপ্ত হয় না। কাম-প্রপীড়িত ব্যক্তিমাত্রেই কামের এই প্রবল পরাক্রম সম্বন্ধে অবগত আছেন বলিয়া এতদ্বিষয়ে আমরা আর বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে আমাদের কথা এই যে, আমাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহ এত বলবান্ ও আমাদের এরূপ পরম শত্রু যে, একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে—সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া অনিত্যাসক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। সেইজন্য শাস্ত্র মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত গোপনে আলাপ ত' দূরের কথা, একাসনে বসিতেও নিষেধ করিয়াছেন। এই ভোগ-পিপাসা এরূপ ভয়ঙ্করী ও কষ্টপ্রদা যে বিষয়াসক্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জরাগ্রস্ত হইলেও দুঃখরাশি-বর্দ্ধন-কারিণী, রক্তশোষিকা এই ভোগ-পিপাসা তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করে না, এমন কি মৃত্যুর পরেও তাহাকে তাহার দাসত্ব করায়। সেইজন্যই সুখাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই অসতী পিপাসা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে থাকিয়া হরিসেবা করিয়া থাকেন।

স্ত্রীসঙ্গ ও বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ না করিলে ভোগের অনিত্যতা ও তুচ্ছতা বুঝিতে পারা যায় না। তৎপূর্ব্বে এই ভীষণ অমঙ্গলপ্রদ ভোগকে বহুমানন করিবার ইচ্ছাই প্রবল থাকে। ভোগী ব্যক্তি কখনই সুখী হইতে পারে না। সুতরাং মুমুক্ষু স্ত্রীসঙ্গাদিরূপ ভোগবিলাস অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করা উচিত। তৃণাচ্ছাদিত কূপসদৃশ এই স্ত্রীলোকগণ রূপাদির মোহে মোহিত করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তির চিত্তকেও আকর্ষণ করে। এমন কি, জগতের নিকট মহামহা-পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণও এই কুহকিনী-সদৃশা কামস্বরূপিণী কামিনীকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া বিষম-বিষের জ্বালায় সতত জর্জ্জরিত হয় ও অবশেষে প্রাণ হারায়। হায়! মায়ার কি মোহিনী শক্তি! ভোগের দ্বারা যে ভোগনিবৃত্তি হয় না, বরং বর্দ্ধিতই হয় তৎ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী গল্প আমাদের মনে পড়ে।

কোন সময় এক ছাগ বনমধ্যে নিজ প্রিয়বস্তু অন্বেষণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মফলে কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইয়া কামপরবশতা-হেতু উহাকে কোন উপায়ে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে ঐ ছাগী উক্ত ছাগকে পতিত্বে বরণ করিল। ছাগী ঐ ছাগকে পতিরূপে বরণ করিল দেখিয়া অন্যান্য বহু ছাগী স্থূলকায়, বহুল-শ্মশ্রু, রেতঃসেচক এবং মৈথুনাভিজ্ঞ উহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হওয়ায় সেই অজশ্রেষ্ঠ একাকী অনেক ছাগীর আসক্তি বর্দ্ধন করিয়া কামগ্রাসগ্রস্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিল। তৎকালে সে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না।

অনন্তর কূপপতিতা ছাগী একদিন নিজ প্রিয়তমকে অন্য ছাগীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া ঈর্ষাবশে উহা সহ্য করিতে পারিল না। তাই সেই অজা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া মিত্ররূপী বস্তুতঃ অমিত্র, ক্ষণকালের জন্য বন্ধুত্ব-স্থাপনে অভিলাষী, ইন্দ্রিয়সেবী, কামুক নিজস্বামী ছাগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ পালনকর্ত্তা কোন এক ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া ছাগের দুর্ব্যবহার বর্ণন করিল। ছাগীর গমন-কালে ঐ দৈন্য ছাগও দুঃখিত হইয়া সেই ছাগীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াও পথিমধ্যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিল না। ছাগীর পালনকর্ত্তা সেই দ্বিজ ক্রোধ-ভরে ছাগের পতিত্বদশা হরণ করিলেন। কিন্তু যখন ঐ ছাগ অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল তখন উপায়জ্ঞ দ্বিজ নিজ ছাগী-পুত্রীর কামভোগার্থ পুনরায় তাহাকে রতি-সামর্থ্য প্রদান করিলেন। ভোগাসক্ত ঐ ছাগ রতিসামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া কূপপতিতা ঐ অজার সহিত বিষয়ভোগে বহুকাল অতি-বাহিত করিল কিন্তু তথাপি তাহার কাম-ভোগের আশা আদৌ মিটিল না। নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিরূপ কামের ইহাই পরিণাম।

ভোগে অতৃপ্তি ব্যতীত তৃপ্তি নাই। ভোগী জীবমাত্রেই অসহায় এবং আনন্দের কাঙ্গাল, তাহারা নিত্য-নিত্য-বশতঃ জীবের একমাত্র সহায় ভগবান্‌কে ভুলিয়া নিঃসহায় অবস্থায় নিরানন্দময় ভোগভূমিরূপ সংসারমধ্যে আনন্দ অন্বেষণ করিতে গিয়া জীবনটী বৃথা কাটায়। কুসুমকাননেও তাহারা শান্তি পায় না। তাই শ্রীভগ-পাদপদ্ম পূজা-কালে আমার ভক্তৈক-প্রাণ শ্রীগুরুদেব কাতরপ্রাণে লিখিয়াছিলেন—"Still I can find a special satisfaction in always consciously imploring Your help. But I feel hopeless when I do not do so."

"ভগবানই আমাদের একমাত্র ভক্তা-কর্ত্তা এবং তাঁহার সেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য"—এই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া তাঁহার অপ্রতিহতা সেবায় যদি সতত রত থাকি তাহা হইলেই আমাদের তৃপ্তি। ভোগের অন্তুত বাসনা সেকালে আমাদের উপর বল প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু যখনই আমরা সেবাবিস্মৃত হই—অসহায় হইয়া পড়ি তখনই কামনারাক্ষসী আমা-দিগকে আক্রমণ করায় আমরা অভিভূত হইয়া অস্থির হই। যিনি এই সব ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য বিষয়সমূহ অনিত্য জানিয়া তদুদ্দেশ্যে চিন্তা ও উপভোগ করেন না এবং বিনম্রচিত্তে তাঁহার সংকীর্ত্তন ও আস্বাদন এবং সেবা দ্বারা জীবের পরম শান্তি প্রদানার্থ রত—ইহা জানিয়ার গৌড়ীয় ভাগবতগণের জীবন হইয়াছে সেই যমুনোর্ব্বর ও আত্মদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

হে ভগবন্, আমি কামাদি-রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিও উদয় হইল না। হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেকলাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

আমরা ভাগ্যক্রমে অনেক সময় মহাজনের বা কামাদি রিপুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভেচ্ছায় সাধুসঙ্গে হরিভজন করিতে বসে আসিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ভোগবিলাসের নিমিত্তই আমরা তন্মূলক কামনার সাধুসঙ্গের দুর্লভ-সুযোগ ত্যাগ করিয়া-তৎ ভোগ অনাত্মস্ত্রীপুত্রাদির অধিকারে আসক্তি লইয়া ব্যর্থ করিয়া থাকি। কেহ বা হৃদয়ে ইহা জ্ঞা করিলেও দম্ভভরে দুষ্ট

হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখি। এই সুযোগ অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা কোনপ্রকার সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধুদের শ্রীপাদ-পদ্মের সুবর্ণ-সুযোগ বরণ করিয়া ধন্য হন, সংসারস্বরূপ অবস্থিতের পর্য্যালোচন করিতে তাঁহারা ব্যস্ত নন।

অর্থপ্রাপ্তির অন্তরায়

অর্থ ও অনর্থ এই দুইটী শব্দ পরস্পর বিপরীতার্থবোধক। অর্থ প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে আর এই প্রয়োজন-বাধক বস্তুই অনর্থের দ্যোতক। সুতরাং অনর্থই যে অর্থপ্রাপ্তির অন্তরায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মার্থ-কামাদি অনিত্যবস্তু বদ্ধ-জীবগণের নিকট প্রয়োজন বা অর্থ বলিয়া বোধ হইলেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বিধান বা প্রেমাই যে পরমার্থ এবং তাহাই যে জীবের একমাত্র প্রয়োজন একথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের
'শ্রদ্ধা' যদি হয়
তবে সেই জীব 'সাধু-সঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হইতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম॥

কৃষ্ণে ভক্তি—ভক্তি এবং তৎপাদপদ্মে প্রগাঢ় কৃষ্ণাই প্রেম, ইহাই অর্থ। আর বিষয়তৃষ্ণাই কাম এবং তৎপ্রতি অত্যাসক্তি-প্রসূত ভোগোপকরণই কামের চরম সীমা যা ভক্তিবিনাশী অনর্থ। ভক্তিযুক্ত পদার্থই বস্তু বা অর্থ এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ নিত্যভক্তিহীন পদার্থই অবস্তু—অনিত্যবস্তু বা অনর্থ। নিত্য অস্তিত্ব একমাত্র ভগবান্ ও তদীয় বস্তুতেই সম্ভব বলিয়া কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণগণই—অর্থ আর কৃষ্ণেতর সমস্ত মায়িক বস্তুমাত্রেই অনর্থ বলিয়া পরিগণিত। প্রাকৃত-দ্রব্যজাত বস্তুকামনাদি লোকলোচনে অর্থ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও সূক্ষ্ম-বিচারে উহা অনর্থ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্থপ্রাপ্তিতে অভাব চিরদিনের জন্য বিগত হয় কিন্তু যৎপ্রাপ্তিতে অভাব ক্ষণকালের জন্য বিগত হইয়া পুনরায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে সে অর্থ অর্থই নয়। তাই শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণ অনর্থকারী প্রাকৃত বস্তুসমূহকে অর্থ না বলিয়া জিজ্ঞাসী

অপ্রাকৃত অচ্যুত পদার্থ যাহা ভগবান্ অর্থ বলেন।

এই পরম অর্থ-প্রাপ্তির—শ্রীশ্রীভগবৎপ্রাপ্তিতে কতকগুলি অন্তরায় দৃষ্ট হয়, স্ব-স্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বা স্ব-স্বরূপে অবস্থিতির অভাবই তন্মধ্যে প্রধান। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বরূপাবস্থিতি। আর এই জ্ঞানের অভাব-বশতঃ নিজকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত-পদাদি-যুক্ত ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম-নির্ম্মিত একটি জড়শরীর বলিয়া ধারণা জীবের বিবর্ত্ত ভ্রান্তি বা স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তি। এতাদৃশী কুধারণা ভ্রমাত্মক; কারণ, আজ যে দেহ সমাজ-সুন্দর হইয়া শোভা পাইতেছে কিছুদিন পরে সেই দেহই হয় ভস্ম নয় কৃমিকীটে পরিণত হইবেই হইবে। সুতরাং এই জড়দেহ যে আমি নই এবং এই জড়দেহের তৃপ্তিবিধান করা বা এই দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনাদির সেবা করা যে আমার নিত্য-কর্ত্তব্য নয়, এই অতি-শুদ্ধ বিষয়টী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে অবধানপূর্ব্বক হইয়া বিচার করিবেন; নচেৎ শাস্ত্রাদেশতা ছাড়িয়া তর্কযুক্তিমূলে এ বিষয়টী অবধারণ করা যাইবে না। এই দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করাইবার মানসে গৌরজন শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর কল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু, দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে
গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল।
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী-প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি, মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে,
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥

অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

———

প্রাকৃত-বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অনিত্যতা-হেতু দেহকে 'আমি' না বলিয়া সত্ত্ব-বিকারাত্মক চিদাভাস মনকেই 'আমি' মনে করিয়া মনের উন্নতিকল্পে নানা বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপর। তাঁহারা জানেন না যে, হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট এই স্থূলদেহ এবং মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ—এই দুইটীই জীবের জড়োপাধি বা মায়িক-আবরণ। আমি—আত্মা, এই স্থূল লিঙ্গদেহ আমার জড় সম্পত্তি। মায়ের মন কৃষ্ণবিমুখ আমাকে বর্ত্তমানে বিপথগামী করিয়াছে ও করিতেছে—এই জ্ঞানের অভাবেই জীব অনর্থগ্রস্ত হইয়া এইরূপ বহুদের জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। আত্মা অতি সূক্ষ্ম ও চেতন বলিয়া আমরা নিজকে নিজে দেখিতে পাই না বা ইহার ধারণা আমাদের মস্তিকে প্রবেশ করে না। এই আত্মজ্ঞানরূপ অর্থের অভাবেই জীবের দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ অনর্থের উৎপত্তি। এই আত্মজ্ঞান শুরুকৃপার লভ্য, অন্য উপায়ে নহে। তজ্জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রথমে অন্বয়-জ্ঞানের দ্বারা পরানুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া নিজানুসন্ধানের আশায় চক্ষুষ্মান্ সর্ব্বদর্শী গুরু-ভগবানের নিকট গমন করেন। শাস্ত্রও বলেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুণ্ডক ১।২।১২)

'আমি কে?'—এই জ্ঞান বদ্ধজীবের নাই বলিয়া বদ্ধজীব পথভ্রষ্ট। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া ৪৩৮ বৎসর পূর্ব্বে এই ধরাধামে অবতরণ পূর্ব্বক, তাঁহার প্রিয়-পার্ষদ, কৃষ্ণার্থে ত্যক্ত সংসার ও স্বজন-ত্যাগী, বৈরাগ্য ও দৈন্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের স্বরূপ-বর্ণন-মুখে বলিয়াছিলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ

কতকটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণে যেরূপ সম্বন্ধ শ্রীভগবান এবং জীবেও সেইরূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তবে উহা অচিন্ত্য—প্রাকৃত চিন্তার অতীত—সদ্‌গুরু-কৃপালভ্য। সূর্য্য কিরণও নহে, আবার কিরণ হইতে পৃথক্‌ও নহে; যেখানে সূর্য্য সেখানেই কিরণ এবং যেখানে কিরণ সেখানেই সূর্য্যের অবস্থিতি। ভগবান্ এবং জীবের সম্বন্ধও কতকটা তদ্রূপই। সুতরাং প্রত্যেক জীবের হৃদয় যে বৃন্দাবন অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অতি সন্নিকটে অর্থাৎ হৃদয়ে যে শ্রীগৌরাঙ্গ আছেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

———

শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিলয়। জীব ভগবানের কিরণ-কণ। শ্রীভগবান্ পূর্ণ ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মায়াধীশ ও সকলেরই প্রভু, আর জীব স্বরূপতঃ অণুত্ব হেতু মায়াবশ-যোগ্য, অধীনতত্ত্ব অর্থাৎ দাস। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র ও ইচ্ছাময়। তদংশত্বহেতু জীবও স্বতন্ত্র-ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। অতি ক্ষুদ্রত্ব-হেতু জীবের ইচ্ছাশক্তিও ক্ষুদ্র। অধীন অর্থাৎ দাস বলিয়া জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—প্রভু-ভগবানের সেবা করা। এই প্রভু-ভগবানের সেবা গুরু-ভগবানের আনুগত্যেই সিদ্ধ হয়, নতুবা প্রভু-ভগবানের সেবা হইতেই পারে না, ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ জীব নিত্যকর্ত্তব্য শ্রীভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুসেবা-সুখে সুখী না হইয়া নিজ স্বতন্ত্র-সুখ কামনা করায় মায়াকর্ত্তৃক সেই পরমপুরুষের ইচ্ছায় তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী জীবকে জড়জগতে আনয়ন করেন এবং মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ লিঙ্গ-দেহ ও পঞ্চ-ভূতাত্মক এই স্থূল-দেহাবরণ দিয়া জীবকে কখনও স্বর্গে কখনও নরকে লইয়া যথাজনের ন্যায় দণ্ড দিতেছেন। জীবের স্বরূপের উপর দুইটী আবরণ পড়ায় জীব তাহার স্বরূপাভিমান কৃষ্ণদাসত্ব ভুলিয়া এই সংসারই তাঁহার বাসস্থল, এই জড়দেহই 'আমি' এবং এই সংসারের যাবতীয় দ্রব্যই আমার, এই মিথ্যাভিমানে অনন্ত দুঃখ কষ্ট পাইতেছে।

জীব ভগবান্‌ও নহেন, ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপশক্তি বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও নহেন। ইনি মায়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠা শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তির পরিণতি। তজ্জন্যই অণুচেতন কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের যাবতীয় কার্য্যই স্বরূপ-বিকৃতির পরিচায়ক। নিদাঘগ্রস্ত জীবের অবস্থার ও স্বরূপপ্রাপ্ত জীবের অবস্থার

শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রাণপ্রভু। সেই প্রভুর সেবাতেই জীবের নিত্যসুখ। কিন্তু মায়ার তুচ্ছ দৃশ্য জড়-সুখের আশায় মত্ত হইয়া সেই পরতত্ত্ব জীব নিত্য বস্তু জ্ঞানে অনিত্যবস্তুতে প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক যে কি মহাদুঃখ-সমুদ্রে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। যাহাকে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য।)

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুরের সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্যামল-সুধাম-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
৯। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধক্ষেত্র মাটিপাড়া, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকনিয়া, পোঃ নাড়াজোলপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উদিয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ যাজপুর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জগন্নাথ, পোঃ পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালীপুরা, কাশী, রিভি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নবকান্ত ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রিন্সেস রোড, হোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিষ্ণুপ্রিয়া—বিদ্যারত্ন ইষ্ট, দি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহারে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সমবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপার ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, নামসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তিব্য	।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। ভক্তিবিবেকরূপমালা (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
৭। ভজনরহস্য	৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও	
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধব-তত্ত্ব	৷০
১২। বৃহদ্ভাগবতামৃত অপসোরণঃ সারার্থ (মাঝে)	২৲
১৩। বেদান্তসূত্রের সারার্থ (ভাষাতত্ত্ব)	৷০
১৪। বৈষ্ণব	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮। দীপ-নির্ণয় তন্ত্র	৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩। গীতমালা	৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷০
২৯। শরণাগতি	৴০
৩০। গীতাবলী	৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩২। সাধনকণ	৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮। ব্রহ্মসূত্র	৷০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগখণ্ড)	৫৲
৪১। প্রমেয়রত্নাবলী	৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সারার্থ	৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৩০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	৹
৪৬। অমৃতপ্রবাহী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও প্রাক্তনগণ এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদান্ত	৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২। সারস্বতার্থ	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়	৷০
৫৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশতকম্	৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৬। সারস্বত-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়	৴০
৫৮। মায়াবাদশতকম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ	৷০
৬০। ব্রহ্মসূত্র	৷০
৬১। বিদেশীর অভিজ্ঞতা	৷৶০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্	৷০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৬৫। দি ভাগবত	৷০
৬৬। থিয়োজিক ফিলজফি এণ্ড আনেলেষ্ট সিষ্টেমস	৷০
৬৭। কৃষ্ণ-সংহিতা	৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত ভাষা)	২৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৭০। সাধন পথ	৷০
৭১। উৎকল-কল্পতরু	৴১০
৭২। গীতাবলী	৴০
৭৩। শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুপম আশ্রয়ে অবতারণ করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৬০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ছাপা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

'কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার মীমা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অবস্থায় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

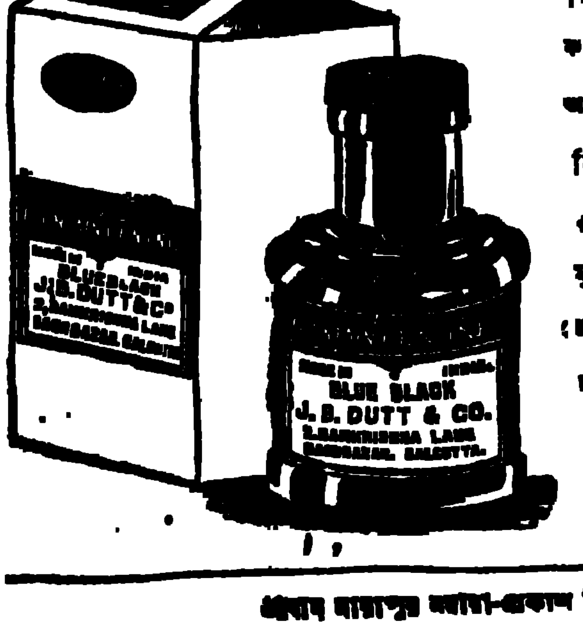

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০—৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (নূতন)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিদ্ধচাল (মোটা)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৩৸৶
বড়াল	৩৩৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৶০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৭৷
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৷০
আর, পি, টি,	১৫৸৵০
মেবেষ্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৩১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৷০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৸৵০—১৪৲	
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ ও	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১৫ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ফুট চওড়া	৭৫০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৸৵০—৬৸৵০
,, বোলটু (গোল)	৬৶০—৬৸৵০
,, পলাতে (চৌকা)	৭৶০—৭৸০
,, গোল বড় ৶০—৷৶০ সুতা ৫৶০—৫৸৵০	
,, টানা বড়-	
ঢাকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৵০ ৲
,, বাঙ্গলা তার	৬৶০—৭৸

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্ লি,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীলমণি ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মা ও শিশুর জন্য
রবিনসনের
'পেটেন্ট' বার্লি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে			
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ।
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অ ও সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রাধাতন্ত্রম্।

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিক্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম (পদ্মিনী), যমুনা-লীলা, রাসলীলা, কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীরাধার মূল মন্ত্র ও যেপ্রকারে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ৷০, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিতে পুস্তক পাঠান হয়।

শ্রীহিরণকুমার মুখোপাধ্যায়
৩৬।১নং, রূপবাজার,
কলিকাতা

দৈনিক

REG. C 144

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ১৬ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

৫০ লক্ষ লোকের অনশন

চীন দেশের নানা স্থানে অথবতঃ অনাবৃষ্টি এবং অন্যত্র অতিবৃষ্টিতে জলপ্লাবন হওয়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক অনশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পাছে না খাইয়া মরিতে হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখিয়া এক একটী পরিবারের সমস্ত লোক আত্মহত্যা করিতেছে। কোন কোন প্রদেশে বৃষ্টির অভাবে শস্যাদি শুকাইয়া গিয়াছে। আবার কোথাও কোথাও ক্রমাগত বারিপাতের ফলে বহু স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে, অনেক নদীর তীর ভাঙ্গিয়া প্রবল জলস্রোতে গ্রামগুলিকে ভাসাইয়া দিয়াছে। বন্যাতে বহু লোক অনশন হইয়াছে।

পরলোকে বিশিষ্ট পুলিশ কর্ম্মচারী

কলিকাতা-পুলিশের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী গত শনিবার ৮-৩০ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতার বাটী ২১ বি, মোহনলাল মিত্র ষ্ট্রীটে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি গত ১৭।১৮ দিন যাবৎ এই রোগে আক্রান্ত হন। গত ৩।৪ দিন হইতে তাঁহার অবস্থা খুব খারাপ হয় এবং শনিবার সকাল ৮-৩০ মিনিটের সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্টর হইয়া বেঙ্গল পুলিশে যোগদান করেন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সি. আই. ডি., পুলিশে কার্য্য করিবার জন্য বেঙ্গল পুলিশ হইতে যে চারিজনকে পাঠান হইয়াছিল তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুরে রিজার্ভ ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত হন এবং তথা হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুলিশের রিজার্ভ ইন্স্পেক্টর হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইন্স্পেক্টর এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুলিশের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি কিছুদিন অস্থায়ী ভাবে ডিটেকটিভ বিভাগের ডেপুটী কমিশনারের কার্য্য করেন এবং ৮ মাস পোর্ট পুলিশের চার্জ্জে ছিলেন। পুলিশের কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ এবং দেশীয় ও বিদেশীয় সকলের নিকট তিনি সম্মানিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৯ বৎসর হইয়াছিল মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, বৃদ্ধা মাতা, তিন পুত্র, চারিটি কন্যা এবং ছয় ভ্রাতা রাখিয়া গিয়াছেন।

সরকারের ৫০,০০০ ডলার সাহায্য দানের সঙ্কল্প

সাংহাই হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, চীনের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। শত শত গৃহ জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। চুয়াউন ও পুয়াংকঙ নামক দুইটী সহর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার উপর আর একটাই বৃষ্টি সহ ভীষণ ঝড় হইতেছে, বহু জীবনহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখনও সমস্ত প্রকৃত সংবাদ জানা যায় নাই। চীনের উক্ত প্রাদেশিক গভর্ণর ইতিমধ্যেই ৫০,০০০ ডলার বন্যা পীড়িতদের জন্য দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

কলিকাতায় মোটর দুর্ঘটনা

গত শনিবার অপরাহ্ণ ৩-১৫ মিনিটের সময় ৫নং বিবেকানন্দ রোডে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সম্মুখে একটী ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। একটী আট বৎসরের বালক একখানি প্রাইভেট মোটরের তলায় চাপা পড়ে। তাহার মাথায় ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। তাহাকে এম্বুলেন্সে করিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। সেখানে সে মারা গিয়াছে।

সাঁজোয়াখালিতে খানাতল্লাস

গত ৭ই আগষ্ট প্রাতে সাঁজোয়াখালিতে পুলিশ রাজপাড়া রোডে কালাচাঁদ চৌধুরী নামক এক দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে। কোন আপত্তিজনক বস্তু পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। বিপ্লববাদ সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস। প্রকাশ, উক্ত কালাচাঁদ চৌধুরী ভিক্ষালব্ধ অন্নে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করেন এবং তাঁহার শরীরও বর্ত্তমানে অতি জীর্ণ।

ডাকাতি মামলার আসামী গ্রেপ্তার

ফেণী ডাকাতি মামলার ফেরারী আসামী আবদুল আজিজকে ফেণীর পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত দুই বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার পুলিশ তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আবদুল আজিজকে একটী রাস্তার উপর পায়চারী করিতে দেখিয়া একজন পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্টরের মনে সন্দেহ হয়।

তিনি তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন। আবদুল আজিজ পলাইয়া যাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছুতেই উক্ত সাব-ইন্স্পেক্টরের দৃষ্টিপথ হইতে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয় না। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাঙ্গলার পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। কড়া পুলিশ পাহারায় তাহাকে রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

গত ১০ই আগষ্ট সন্ধ্যায় মহম্মদসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি ও জনসাধারণ কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে মানপত্র প্রদান করিয়াছেন।

সীমান্তে বিমানপোত পতন

অম্বালার ২৮নং আর্মি কো-অপারেশন স্কোয়াড্রন বাহিনীর একখানি বিমানপোত গত ৯ই আগষ্ট প্রাতে খাজিবাজারের নিকট এক উপজাতীয় রাজ্যে পড়িয়া গিয়াছে। ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট সিনক্লেয়ার ও এয়ারম্যান এ ওয়াটসন উক্ত বিমানপোতে ছিলেন। একজন হরকরা আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে, উক্ত দুইজনের মধ্যে একজন আহত হইয়াছেন এবং একজনের কোন আঘাত লাগে নাই। কোহাটের ডেপুটী কমিশনার একজন সিভিলিয়ান ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রবল বর্ষায় রেল সেতু ধ্বংস

গত কয়েকদিন যাবৎ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের ফলে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তিনধারিয়া স্টেশনের সন্নিকটে একটি রেল সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ফলে শিলিগুড়ি হইতে কলিকাতার ডাক অনেক বিলম্বে পৌঁছিয়াছে। শিলিগুড়ির নিকটে ডাক ও যাত্রী প্রভৃতি অন্য উপায়ে পারাপার করিতে হইতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

মেদিনীপুরের বিচারে হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, এরূপ একটী আসামীকে আপীলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিরা খালাস দিয়াছেন এবং মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, পুলিশ এই মামলায় আগাগোড়া মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাইয়াছিল। বিচারপতিরা বলিয়াছেন,—"সরকার পক্ষের সাক্ষ্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহজনক। প্রায় প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্যই জাল করা হইয়াছে। দ্য বোধ এই খুনের জন্য কোন একজনকে দণ্ডিত করিবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সে কতকগুলি লোককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দারোগাকে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের সহায়তা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করিবার নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের সম্মুখে না থাকিলেও, আমাদের ঘোরতর সন্দেহ যে সে ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে। যদি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহার কর্ত্তব্যপালনে অক্ষমতা বিস্ময়কর।" বিচারপতিরা তাঁহাদের রায়ের একখানি নকল পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের নিকট পাঠাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে দারোগার উপর এই মামলার বিচার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন একজন নিরপরাধ লোককে পরলোকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কি বিস্ময়জনক নহে? রক্ষা আসামীর আপীল করিবার ক্ষমতা ছিল? যাহার রক্ষা যাহার কে?

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ভারতীয় চিনির কলসমূহের মালিকগণের যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে ভারতের প্রায় সমস্ত চিনির কলের ভারতীয় ও অ-ভারতীয় স্বত্বাধিকারীগণের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় চিনির কলসমূহে সমগ্র ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় চিনি উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু উহা সত্ত্বেও গত ১৯৩৩—৩৪ সালে ১লা এপ্রিল হইতে ২৬১২৯৯ টন চিনি আমদানী হইয়াছে। উহার কারণ এই যে, সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহার হইতে রেলভাড়া দিয়া যে চিনি বাঙ্গলা, করাচী প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে পৌঁছে, তাহা জাভার চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। বিশেষতঃ চিনির কলসমূহে বৎসরে মাত্র কয়েক মাস কাজ চলে ও সারা বৎসর ব্যবহারের উপযুক্ত চিনি উৎপন্ন হয় বলিয়া এককালে অধিক পরিমাণে চিনি বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় এবং ফলে উহার মূল্য কমিয়া যায়। এই সব অসুবিধার প্রতিকারার্থ ভারতীয় চিনির কলওয়ালা সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ মিত্র চিনি বিক্রয় সম্বন্ধে সম্মেলনে একটী কার্য্যপন্থা উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রকাশ, সম্মেলন এই কার্য্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে খবর রটিয়াছিল যে, বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধিত করিয়া দিবার জন্য এই সম্মেলন হইতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে। ভারতের চিনি-ব্যবহারকারীদের উপর আর কোন ভার না চাপাইয়া ভারতীয় চিনির কলসমূহ যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে আনন্দেরই কথা। বর্ত্তমান বৈঠকে যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার ফলে এই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঙ্গলায় বিদেশী চাষী

বাঙ্গলায় এক্ষণে অ-বাঙ্গালী চাষীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে বিহারী কৃষকের সংখ্যা ক্রমশঃই দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার ১৬০০০০০ উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মধ্যে ৭০ লক্ষ কৃষক, আর ৩০ লক্ষ ব্যক্তি কৃষকের জমিতে শ্রম দ্বারা চাষ করিয়া বেতন পায়।

বাঙ্গলায় ৭০ লক্ষ কৃষকের মধ্যে কত অ-বাঙ্গালী তাহা ১৯৩০ সালের আদম-সুমারীর বিবরণ পাঠ করিয়া তাহা জানিতে পারা যায় না। বাঙ্গলার প্রত্যেক নগরের চতুঃপার্শ্বে, নদীতীরে, এমন কি অনেক নগরেও অ-বাঙ্গালী কৃষকেরাই বহু বৎসর ধরিয়া চাষবাস করিতেছে। ১৯১৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার মফঃস্বলে অ-বাঙ্গালী কৃষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল; কিন্তু ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালার কৃষকগণ আপন জমিতেই কৃষিতে পিছাইয়া যাইতেছে। তাহারা নিজ দেশে প্রতিযোগিতায় অ-বাঙ্গালী কৃষকের নিকট হটিতেছে কেন? ইহার অনেকগুলি কারণ আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অ-বাঙ্গালী কৃষক অত্যধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারা কষ্টসহিষ্ণু। অল্প জমি হইতে অধিক আয় করিতে হয় বলিয়া তাহারা যাহা খায় তাহাই খাবার খায় পারে ফেলিয়া খাটিয়া থাকে। বিহারী কৃষকগণ বাঙ্গালী কৃষকের ন্যায় দুর্ব্বল ভঃ অলস নহে; বিশেষতঃ তাহারা নেশা নাই করেনা। বিদেশে ক্ষেত্রে কায়ক্লেশে কার্য্য করিবার পরে, উহারা কৃষকদের ক্ষেত্রে কাজ করিয়াও বহু অর্থ লাভ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী কৃষকগণ যে সকল কার্য্যকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া ফেলিয়া রাখে, বিহারী কৃষকগণ তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারে। কষ্টসহিষ্ণুতাই তাহাদের কৃষিতে সাফল্য-লাভের প্রধান কারণ।

চাষ করিবার বেলা তাহারা সকল কার্য্য করে বলিয়া বিহারী কৃষকগণ কখনও ভুখন ভাতে বঞ্চিত হয় না। নানা কারণে বাঙ্গালী চাষীদের চাষ করার ইচ্ছা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে বলিয়া বহু জমি চাষ করিয়াও তাহাদের অভাব ঘুচিতেছে না।

অ-বাঙ্গালী কৃষকেরা প্রধানতঃ শাক-সব্জী, তরিতরকারী এবং ইক্ষু, আলু প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের চাষে আয় বেশী তাহারই চাষ করে। উৎপন্ন শাক-সব্জী, তরি-তরকারী নিজেরাই হাটবাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। বাঙ্গালী কৃষকগণ ঘরে বসিয়াই উৎপন্ন দ্রব্য ফড়িয়াদের নিকট খুব কম দামে বিক্রয় করিয়া ফেলে। বিহারী কৃষকদিগের স্ত্রীলোকগণ শাক-সব্জী হাটে বাজারে লইয়া যাইতে ও বিক্রয় করিতে পারে। বাঙ্গালী চাষীগণ তাহা করিবে না।

বিহারী কৃষকগণ কখনও জমিদারের খাজনা বাকী রাখে না। তাহারা চাষের জন্য মহাজনের নিকট টাকা বা বীজাদি ধার লইলে তাহা কিস্তি মত নিশ্চয় শোধ করিয়া থাকে; কখনও কিছু গোলমাল করে না। এজন্যই এত জমিই বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও উহাদিগকে জমিদারেরা জমি দিতে কিম্বা মহাজনেরা ঋণ দিতে অস্বীকার করে না। দরকার হইলে উহারা জমি পায় এবং টাকাও সব সময়েই ধার করিতে পারে।

বিহারী চাষীগণ আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে না, উহারা মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনিয়া তাহা চাষবাসের পরিবর্ত্তে পুত্র কন্যার বিবাহে, শ্রাদ্ধ পিতৃ শ্রাদ্ধে বা আড়ম্বরের জন্য অর্থ ব্যয় করে না। বিহারীদের আহার বিহারে বাহুল্য বা বিলাসিতা নাই।

বিহারী কৃষকের স্ত্রী পুত্র, কন্যা পরিবারস্থ সকলেই চাষের কাজে সাহায্য করিয়া থাকে। এই জন্য উহাদের ব্যয় খুব কম হয়, বলিতে আয় বেশী হয়।

বিহারীগণ কেবল কৃষিকার্য্যই করে না। তাহারা কৃষির সহিত গবাদি পশু প্রতিপালন করিয়া থাকে। এই সকল পশু পক্ষী পালন লাভজনক। দুধ, ঘৃত বিক্রয় করিয়াও লাভ করে।

প্রধানতঃ এই সকল কারণেই বাঙ্গালার জমিতে চাষ করিয়া অ-বাঙ্গালী কৃষকগণ বাঙ্গালী চাষীকে হটাইয়া দিতেছে এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

—সঞ্জীবনী

আন্দামান হইতে পলায়নের অভিযোগ

সুবোধ সেনগুপ্ত ও দীনবন্ধু ঘোষাল নামক দুইজন বাঙ্গালী যুবক দিনাজপুরের কোন গ্রামে অন্তরীণ ছিলেন। তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে। উক্ত যুবকদ্বয় বরিশালের অধিবাসী বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ-বিভাগ

—::০::—

১৯৩৩ সালের কার্য্য-বিবরণী

(২)

আলোচ্য বৎসরে মোট ৭৬০১, জন চৌকীদার ও দফাদার ছিল এবং তাহাদের জন্য ৬৫২৫৭৯০, টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৩২ সালে মোট ৭৬৭০০ জন চৌকীদার দফাদার ছিল ও তাহাদের জন্য ৫৬৮৫৮৮৯, টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কৃতিত্বের জন্য চৌকীদার ও দফাদারদিগকে ৪৪৭৩৮, টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা জেলার একজন চৌকীদার দিন্নামাদিকে গ্রেপ্তার করার জন্যে ৫০, টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার একজন দফাদার রাজদ্রোহীর আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হওয়ায় তাহার স্ত্রীকে ১০০, টাকা দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কলিকাতা ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশে, মোট ৩৯টি বৈপ্লবিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ১৯৩২ সালে ৭৩টি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করায় এবং যাহারা বৈপ্লবিক অপরাধ অনুষ্ঠানের সহায় করিয়াছিল, তাহাদিগকে অন্তরীণ করায় আলোচ্য বৎসরে বৈপ্লবিক অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের বৈপ্লবিক অপরাধের মধ্যে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের হত্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার হত্যাকারীদের একজনের গুলিতে নিহত হয় এবং পরে অন্যজনকে এক বাড়ীতে আবিষ্কৃত হয়। বাঁকী হস্তে নতুন সামরিক স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে তিনজনের ফাঁসীর আদেশ ও পাঁচজন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই মামলার আপীল চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

ধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ } ২১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৬ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৪৩শ সংখ্যা

ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ

লণ্ডনে বিরহোৎসব

—:০:—

বয়টারের সংবাদ

লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশনে অনুষ্ঠিত ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ২০শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব সম্বন্ধে রয়টার প্রদত্ত যে-সংবাদ (রবিবারের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় গত ৫ই আগষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সাহুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

GAUDIYA MISSION

CELEBRATIONS IN LONDON CENTRE

The 20th anniversary of the passing of Sreela Thakur Bhaktivinode, the founder of the Gaudiya mission, was celebrated recently at the London Gaudiya Centre, Cornwall-Gardens.

In the Prayer Room of the Monastery, Tridandi Swami B. H. Bon inaugurated the celebrations by chanting a Bengali Prayer. Then Tridandi Swami B. P. Tirtha delivered a short address giving an account of the life of Sreela Thakur Bhaktivinode.

He declared that the founder of the Mission was the Pioneer of the revival of religious devotion in India to-day after a long Period of chaos and darkness in the field of religion. The founder's chief ambition was that the teachings of Sri Krishna Chaitanya might be spread all over the world.

The function concluded with another Bengali prayer. A picture of Sreela Thakur Bhaktivinode was placed on a pedestal, decorated with flowers and surrounded by burning candles and incense sticks. -Reuter.

গৌড়ীয়-মিশন

—:০:—

লণ্ডনকেন্দ্রে উৎসব

গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ২০শ বার্ষিক বিরহোৎসব কর্ণওয়াল গার্ডেনস্থিত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ কেন্দ্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রার্থনা-কক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বন মহারাজ বঙ্গভাষায় রচিত একটী ভজনগীতি কীর্ত্তন করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, পি, তীর্থ মহারাজ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের জীবনী বর্ণন পূর্ব্বক একটী অভিভাষণ পাঠ করেন।

তিনি ঘোষণা করেন, ধর্ম্মজগতে বিশৃঙ্খল ও অন্ধকারপূর্ণ সুদীর্ঘ-সময় অতিবাহিত হইবার পর আজ যে ভারতে ভক্তি-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার দেখা যাইতেছে, এই গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদই তাহার মূল-পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত সমগ্র জগতে বিস্তৃত হউক, ইহাই ছিল ঠাকুরের প্রধান উদ্দেশ্য।

উৎসবের উপসংহারে আর একটী বাংলা ভজনগীতি কীর্ত্তন হইয়াছিল। বিবিধ পুষ্পমাল্য সুসজ্জিত এবং প্রজ্বলিত আলো ও সুগন্ধি ধূপ-বাতি-পরিবৃত উচ্চাসনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

শ্রীমায়াপুরে পুনঃ শুভবিজয়

পরমহংসাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ভক্তগণের আর্ত্তিপূর্ণ বিজ্ঞপ্তিতে গত ৩১শে শ্রাবণ, ১৬ই আগষ্ট সোমবার অপরাহ্ণে ৭॥ সময় শ্রীধাম মায়াপুরে পুনঃ শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীধামের ভক্তগণ 'নবদ্বীপঘাট' ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দ শ্রীধামের ভক্তবৃন্দের সহিত যোগদান করিয়া বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি সহ আচার্য্যচরণ অভিনন্দিত করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামে পদার্পণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযোগপীঠের নব-নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির পরিদর্শন করেন। তৎপর বিভিন্ন সেবাকার্য্য সম্বন্ধে ভক্তগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অনুরাগ বাসবিহারী শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কলিকাতা হইতে শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন ?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ইহা সেই ভারতবর্ষ,—যেখানে শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপালভট্ট ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি ভক্ত্যা বৈরাগ্যশালী উৎকট বৈরাগী সন্ন্যাসীগণকে স্বীয় বৈরাগ্য আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এখানে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রকটিত হইয়া শ্রীগৌরলীলার মূর্ত্তিমান চিত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, যাহা বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া পাশ্চাত্যগণের নিকট পূজিত তাঁহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

ইহা সেই ভারতবর্ষ—যেখানে শ্রীজীবপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা প্রকটিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য-ভাস্করের অমৃতকিরণকণ-দান-প্রভাবে বিশ্বের সজ্জনমণ্ডলীর চক্ষুরুন্মীলিত হইয়াছে এবং অন্যান্যধর্ম্মী ভক্তদার্শনিকগণ স্বীয় প্রজ্ঞার আকিঞ্চনতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আমরাও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-প্রসাদে ভারতবর্ষের বাস্তব বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছি। ইহা শুধু মাতৃভূমি বা আমার দেশ বলে, অভিমান বা গর্ব্বিতার শীর্ষস্থান। সুতরাং আমাদের ভক্তই ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ।

———

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ শ্রীধর আদি কামদা একাদশী ৪৪৮

লাভ-লোকশান চিন্তা কর

প্রবীণ চিকিৎসক-মাত্রেই ব্যাধির মূল কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসায় অগ্রসর হন। যাঁহারা উপসর্গকেই মূল ব্যাধি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসায় অগ্রসর হন অভিজ্ঞ ভিষগ্‌গণ তাঁহাদের বুদ্ধির আদৌ প্রশংসা করেন না। চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে বৈদ্যাভিমানী না হইয়া অভিজ্ঞগণের অনুসরণই বিজ্ঞতার পরিচয়।

বর্ত্তমান সময়ে রঞ্জনরশ্মি (x ray) রোগ-নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় বিশেষরূপে সাহায্য করিতেছে। পদার্থ-বিজ্ঞানাগারে অণুবীক্ষণ-রঞ্জনরশ্মিতে দেখা যায়, যাহারা ভব-ব্যাধিতে আক্রান্ত,তাহাদের অন্তরে প্রকাণ্ড-ভোগের বা ত্যাগ-রূপ প্রচ্ছন্ন-ভোগের বীজ বিরাজিত। আবার এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছে, যাহাদের অন্তঃকরণে সেবার নামে ভোগের অগ্নি-শিখা প্রজ্বলিত রহিয়াছে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত-লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিগণ কপটতার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া দুরারোগ্য হইয়াছেন।

———

ভব-ব্যাধির মূল-কারণ—ভগবৎসেবা-বিমুখতা। তাহা হইতে বহুপ্রকারের কামনার উদয়; এই কামনা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা—এই তিনটী বস্তুলাভের জন্য প্রধাবিত হয়। এই তিনটীর যে কোনটীর পথে বাধা উপস্থিত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। কামনার তৃপ্তিতে লোভের উদয়। লোভ তৃপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া মোহের জন্ম প্রদান করে। মোহ বর্দ্ধিত হইয়া মদান্ধতার পরিণত হয় মদের উপযুক্ত পুত্র—মাৎসর্য্য। তাই ভবব্যাধির লক্ষণরূপে আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়রিপুর বিক্রম দেখিতে পাই। মূল-ব্যাধির চিকিৎসা না করিয়া আমরা যদি পৃথক্‌ভাবে এই ছয়টী দমনে চেষ্টা-বিশিষ্ট হই তাহা হইলে নিষ্ফলতাই আমাদের চেষ্টার ফল হইবে মাত্র।

সেবা বিমুখতার লক্ষণে আমরা দেখিতে পাই, মন সেবার দিকে অগ্রসর না হওয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া এবং সুবিধাবাদী হইয়া অন্যদের সাহায্য করণে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই অবস্থায় মন, যত কিছু প্রশংসনীয় কার্য্য, সবই (আমি না করিলেও) আমিই করিয়াছি, বলিয়া দাবী করে এবং নিন্দার্হ কার্য্য নিজে করিলেও অপরের স্কন্ধে নিক্ষেপের জন্য ব্যস্ত হয়। এই প্রকার অন্যায় আব্দারের বশবর্ত্তী হইয়া দুষ্ট মন অপর সকলের বিরাগ-ভাজন হয়; ফলে লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার বিচ্যুক হইয়া চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করে। কামের পরাজয়ে অর্থাৎ অতৃপ্তিতে অপর রিপুসকল নিজের বেশে তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

সেবা-বিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই, সেবক আপন সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া সেব্যের সন্তোষ-বিধানে তৎপর হন। সেবকের জয়-শ্রীতে সর্ব্বক্ষণই ধ্বনিত হইতেছে—

"না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥"

কিন্তু আমার বক-রূপী মন সেব্যের আনন্দ বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা না করিয়া ভোগ-বস্তু আহরণে সচেষ্ট। পরমারাধ্যদেবের অমন্দোদয় দয়া-বিতরণ লীলাটী আমার ভোগপর মনে আদৌ স্থান পায় না। পরমারাধ্যদেব আমার সেবক হইয়া আমার খেয়াল চরিতার্থ করুন, আমার ভোগপর ইন্দ্রিয়গ্রামের রসদ যোগান, ইহাই আমার চেষ্টা। আমি যে বহির্ম্মুখতা-সমুদ্রে ভোগের স্রোতে অকূল-পাথারে ভাসিয়া যাইয়া পরমার্থ-নীতির উচ্ছেদ করিতেছি সেদিকে আমার আদৌ দৃষ্টি নাই, আমার পরমারাধ্যদেবের পরহিতকর-বাসনা যাঁহারা পূরণ করিতেছেন, তাঁহাদের উপরই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আক্রোশ, তাঁহাদিগকে নীতিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে আমি বদ্ধপরিকর; কারণ,তাঁহারা আমার ভোগের নেশা কাটিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট। আমি অসুর সেনা হইয়া সুর সেনাগণের ঐ প্রকার কার্য্য সমর্থন করিতে কি পারি? সুর-সেনাগণের ঐ প্রকার কার্য্য দেখিয়াও কি আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত না হইয়া পারে? ধন্য অসুর মন! ধন্য তোমার বিক্রম! শত ধন্য তোমার আস্ফালন। সহস্র ধন্য তোমার নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা!! কোটি ধন্য তোমার এই চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া পরমারাধ্যদেবকে পক্ষপাতী প্রতিপন্ন করিবার উদ্যম!!!

মন, তুমি যে প্রকার বিকার গ্রস্ত হইয়াছ, ভোগ-আলেয়ার পশ্চাতে যে কিরূপভাবে ছুটিয়াছ, তাহাতে তুমি সদ্বৈদ্যের উপদেশ শুনিবে না জানি; কিন্তু তোমার হিতৈষিগণ কি তোমার বক্র-মূর্ত্তি দেখিয়াই নিরস্ত হইবেন? তুমি স্বীকার কর আর নাই কর, তোমার নিত্যবান্ধবগণ তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত-হৃদয় হইয়াছেন। তাঁহারা যখন তোমার মূল-ব্যাধি জানেন, বিকারের মূলকারণ নির্ণয় করিয়াছেন, তখন তুমি দংষ্ট্রাঘাতের জন্য দৌড়াইলেও তাঁহারা জোর করিয়া তোমাকে চিকিৎসা করিবেনই; যদি তুমি ঔষধ গলাধঃকরণ না কর, তাঁহারা সূচিকাভরণ করিবেন; তাহাতেও ঔষধ-প্রয়োগের ক্ষমতা যদি হারাইয়া থাক, তবে তোমারই জয় অর্থাৎ তুমি অনন্তকাল দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবে। তবে তুমি অসুরা-পরবশ হইয়া বৈকুণ্ঠভক্তগণের বিরুদ্ধে যাহাই প্রচার কর না কেন, তাহাতে সুবুদ্ধি জনগণ তোমার হীন চিত্তবৃত্তির ও ভোগপর মনেরই পরিচয় পাইয়া তোমারই প্রতি ধুৎকার করিবে। সুতরাং তাহাতে তোমার লাভ হইবে, কি লোকসান হইবে, তাহা একবার তুমি নিজেই চিন্তা কর

ভক্তিহীন কবিত্বের তুচ্ছত্ব

অভিমানের উদয়েই জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণসেবকাভিমানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অহম—ক্‌ × ঋক প্রত্যয় করিয়া অহঙ্কার-শব্দ নিষ্পন্ন। 'আমি করি' এই অহংকার হৃদয়ে স্থান পাইলেই অসংখ্য অভিমান আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। তখন কৃষ্ণেতর বস্তুতে বহু বা সম্যক্‌ জ্ঞান হওয়ায় জীবের জড়জগতে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি হয়। কৃষ্ণই যে একমাত্র কর্ত্তা এবং আমরা যে তাঁহার আদেশপালক বা ভৃত্যানুভৃত্য এই জ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণসেবা-সম্পদের কথা বিস্মৃত হওয়ায় বদ্ধজীবসমূহ আভিজাত্য, প্রভুত্ব, বিদ্যা, প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির উন্নতিবিধানে যত্নবান্‌ হয়। যাহার কিছু ভোগ-বাসনা আছে এমন ব্যক্তিও ভগবদ্বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। জীবের চিত্তবৃত্তি ভোগে আবদ্ধ হইলে ভোগ ও ত্যাগাতীত বস্তুর কোন সন্ধান সে পায় না। পাণ্ডিত্যাদি ভোগের উপাদান সমূহ প্রবল থাকিলে ভগবদ্ভক্তকেও ভোগ্য জগতের অন্যতম বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয়। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা পরস্পর অভিন্ন। কিন্তু মায়িক বস্তুতে ঐগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌। জড় বিদ্যাদির দ্বারা এই চিন্তাতীত বৈকুণ্ঠ-বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না বলিয়া আনুগত্য-বিহীন জড়ভোগী বিদ্বান্‌গণ এই পরমানন্দপ্রদ অধোক্ষজের সন্ধানলাভে বঞ্চিত—আত্মাহৃদয়ের ও গুরুবাক্যালম্বনে উদাসীন।

সংকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, ধন ও রূপাদি সবই অকৈতব অবিদ্যা। মায়ার কপটকৃপা-প্রাপ্ত সেবাবঞ্চিত বহির্ম্মুখগণই ইহাকে সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। এগুলি যে অসৎ, ইহাতে আসক্তি যে বন্ধনেরই কারণ, এসব কথা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয় না। জড়বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কাব্যাদি রচনার দ্বারা জীবের চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের ভোগাদিতে কিছু ইন্ধন প্রদান করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে যদি জীবের মঙ্গলোৎপাদক কৃষ্ণসেবার কথা না থাকে তাহা হইলে তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর কিনা, একথাটি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন।

জীব যখন ভগবানের সেবক তখন ভগবানের সেবা করা, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করাই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই জন্য শাস্ত্র ও সাধুগণ বহুবার পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিবার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

কবি দ্বিবিধ—প্রাকৃত কবি ও অপ্রাকৃত কবি। যাঁহারা ভগবদ্ভজন-বিমুখ হইয়া মায়াকবলিত—মায়ার গুণকীর্ত্তনে, জাগতিক জড়বৈচিত্র্যবর্ণনে, জীবাবমঙ্গলপ্রদ রূপাদি-বর্ণনে, ভোগবর্দ্ধক উপদেশ দানে ব্যস্ত, ইন্দ্রিয়তর্পণে ইন্ধনপ্রদানে যাঁহাদের লেখনী নিযুক্ত, যাঁহাদের প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠ করিয়া জনসাধারণ জড়বিষয়ে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট, জড়প্রতিষ্ঠালাভই যে-কবির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সেই মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণই প্রাকৃত কবি। আর যাঁহারা একপভাবে পাণ্ডিত্যের অপব্যবহার না করিয়া ভগবৎসেবায় তাহা নিযুক্ত করেন, যাঁহাদের লেখনী-নিঃসৃতবাণী পাঠ করিয়া জীবগণ সত্যালোকের সন্ধান প্রাপ্ত হন, যাঁহাদের কবিত্ব-মাধুরী কৃষ্ণানন্দ-বিধানমুখে জীবাকর্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত, যাঁহাদের কাব্যের ছটা মায়াবাদ বা কুসিদ্ধান্ত-বিনাশ পূর্ব্বক সুসিদ্ধান্ত-স্থাপনে রত, যাঁহারা ভোগাসক্তিচ্ছেদক কবিত্ব-শস্ত্র জীবের ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবকে নির্ম্মলভাব করিতে সমর্থ তাঁহারাই অপ্রাকৃত কবি—প্রকৃত পণ্ডিত

বিদ্যা যদি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না হয় তাহা হইলে তাহা অমঙ্গল-দায়িকা বা বিপজ্জননী। ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই উহার সার্থকতা নচেৎ উহা তুচ্ছ ও হেয়। তাই শ্রীমহাপ্রভু দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতকে উপদেশ-প্রদানমুখে বলিয়াছেন—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥"

আ'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ

বিদ্যা-শিক্ষাদি করিয়া যদি কৃষ্ণে মতি না হয় তাহা হইলে তাহার নিরর্থকতাই সর্বশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে বিদ্যা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহা অবিদ্যা আর সেবাই যে বিদ্যার শোভা তাহা পরা বিদ্যা। একটী—মায়াযুক্তা এবং অপরটী—কৃষ্ণানুরাগিণী। একটী জীবকে দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে এবং অপরটী দুঃখাৎসের সন্তান দিয়া জীবের তৃষ্ণা মিটায়। আমাদের যাবতীয় বস্তু যদি হরিসেবাকার্যে না লাগে তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

যে কর্ম ধর্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে ধর্মাচরণ বিরাগের জন্য উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে বৈরাগ্য পূর্ণ-সচ্চিদ্-বিগ্রহ ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হয় না সেই ভক্তিহীন কার্যাবলী জড় বা অচিৎ, জীবন্মৃত—প্রাকৃত মাত্র। সর্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া আমরা যে-কোন কার্যই করি না কেন, তাহা কোন সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, মলবিষ্ঠা সেরূপ করে না। তদ্রূপ প্রাকৃত কবির রচিত কবিতাদি জগৎকে মোহিত করিলেও, প্রতিষ্ঠা-সভার সংগ্রহ পূর্বক কবির ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা সম্পাদন করিলেও তাহা অভক্তিপর চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। নিত্য হরিসেবা ছাড়িলেই জীব এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের পথে ধাবিত হয়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অভক্ত আনয়ন করে বলিয়া এই ঈশ্বরবিমুখ প্রাকৃত কবিগণের আজীবন সঞ্চিত বিদ্যা-জ্ঞানাদি ভগবানের উদ্দেশ্যে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়া কাল পর্যন্ত তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ-লাভে বঞ্চিত। ভক্তির অভাবে তাঁহাদের জীবনধারণও বৃথা।

প্রাকৃত-ভোগময় কাব্যে বদ্ধজীবগণ কাব্যামোদী হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর গ্রন্থাদির পঠন, পাঠন ও শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইলেও ভুবনপাবন বাসুদেব-মহিমা কখনও কীর্তন করে না বলিয়া তত্ত্বদর্শী নিপুণ কবিগণ বা জ্ঞানিগণ সেই সব কবির বা গ্রন্থকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিজনের রতিস্থান বলিয়া মনে করেন। মানস-সরোবরের কোমলপদ্মবনবাসী রাজ-হংসসমূহ কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র-অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্ট গর্তে কখনও উল্লসিত হয় না তদ্রূপ সর্ব-বিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও ঐ সকল হরিকথা-রসহীন বাক্যকে নবীন হরিসেবা-বিমুখ চেষ্টামাত্র জানিয়া ভক্তগণ তাহাতে নিত্যকালই বিরক্তি প্রদর্শন করেন। পঞ্চ-ভাববিশিষ্ট আত্মঘাতী মানবগণই হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া এই অসৎ কবিদের ভাবানুকূল্য-প্রদর্শনার্থ ধাবমান হয়। সদসদ্-বিচারজ্ঞ ভক্তগণ কখনই ইহা প্রার্থনা বা ইহার আদর করেন না। তাই ভক্তরূপী ভগবান্ গৌরসুন্দর ধন-জন-কবিতাদির তুচ্ছত্ব-জ্ঞাপনমুখে বলিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত যাঁহারা তাঁহারা ভগবানের নিকট ধন, জন বা সুন্দরী কবিতাদি কামনা করেন না, ভগবচ্চরণে অহৈতুকী ভক্তিই তাঁহাদের নিত্যাভিলষণীয় বস্তু। পরমানন্দঘন ভক্তিরসাস্বাদনে চিরবঞ্চিত প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণই এই সব অনিত্য বস্তুর কাঙ্গাল। যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমা গ্রথিত আছে তাহা বিবিধ অলঙ্কার-বর্জিত হইলেও ভক্তিবিজ্ঞ কলিমল-বিধ্বংসী ভগবন্মহিমা-শ্রবণে জীবের জড়ভোগ বিনষ্ট হয় এবং সে অপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হয়। সাধুর মুখে কীর্তিত হরিনামই সর্ব-শুভোদয়ের কারণ। আর হরিবিমুখ ব্যক্তির জড়-বিবর্তিনী ভাষার আলঙ্কারিক কৃতিত্বের মূল্য কিছুই নাই, তাহাতে ভগবৎপ্রেম-রসিকের হৃদয়ে বৈরস্যই আনয়ন করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥
(ভাঃ ১।৫।১২)

ব্রহ্ম নিষ্কর্ম তাহার একাকার-হেতু নিষ্কর্মতার ভাবই নৈষ্কর্ম্য কামনাময় কর্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি-নিবর্তক হইলেও অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভক্তি-বিরহিত হইলে উহা আবার কি প্রকারে শোভা পায় অর্থাৎ তাহা যে শোভা পায় না তাহা বলা বাহুল্য, কেন না উহা বহির্মুখী ও সন্তোষক ভাবহীন।

সেবাই জীবের জীবন। সেবারহিত ব্যক্তি-মাত্রেই শব-সদৃশ। হরিকথা-কীর্তনকারী বৈষ্ণব-কবিগণই জাগ্রত ও জীবন্ত আর বাচালী পণ্ডিত বা মূর্খ সকলেই জীবন্মৃত।

জলচর মৎস্যের স্থলে জীবনধারণের প্রয়াস যেরূপ বৃথা ও কষ্টপ্রদ কৃষ্ণসেবক জীবের ভোগের মধ্যে বাস করাও তদ্রূপ অসহ্য। শবকে বহুমূল্য অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করিলেও যেমন তাহা শোভা পায় না কৃষ্ণ-সেবা-বিহীন জীবনও প্রাকৃত কবিগণের কবিতাদিও সেইরূপ অশোভনীয় ও তুচ্ছ সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই অনিত্য বস্তুর আশা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-কবিগণের আনুগত্যে তাঁহাদের সেবায় সহায়তা করিয়া বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন পূর্বক জীবন ধন্য করেন।

ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন?

(শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী)

জম্বুদ্বীপের নববর্ষান্তর্গত বর্ষ-বিশেষকে ভারতবর্ষ বলা হয়। এককালে আরব, পারস্য, তুরস্ক ও মধ্য-এশিয়ার বহু দূর পর্যন্ত এই ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। নিখিল বর্ষের মধ্যে এই ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে ধর্মের আলো বিকীর্ণ করিবার জন্য যত বড় মহাপুরুষের ও শাস্ত্র-গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে, সবই এই প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতেই। এইজন্য কবিগণ ভারতবর্ষকে "ধর্মের প্রদীপ" বলেন।

অন্যান্য প্রাকৃত বা গ্রাম্য-সাহিত্যিক বা কবিগণ ভারতবর্ষকে যে দর্শনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, বৈষ্ণব-দার্শনিক-বিচারে তদপেক্ষা বৈশিষ্ট্য অনেক বেশী। তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন? তাঁহারা এক কথায় উত্তর দিবেন—"আত্মদর্শনের জন্য।"

বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ জনগণ আত্মবিস্মৃত। তাঁহারা অনাত্ম-প্রতীতিতে জড়কে ঈশ্বর জড়ের সেবাকে নারায়ণ-সেবা বলিয়া বিবর্তের অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া ভারতবর্ষ যে ধর্মের প্রদীপ, সেই প্রদীপের পরিপূর্ণ জ্যোতির্দর্শনে বঞ্চিত। অনাত্ম-প্রতীতিতে ভারতের বৈশিষ্ট্য প্রতীত হয় না। শুধু জড়ের সম্বন্ধ-বিচারে, আমি সম্প্রতি এই বর্ষে (ভারতে) জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া আমার দেশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মাতৃভূমির সম্মান দেখাই। বৈষ্ণবগণ শুধু মাতৃভূমির সম্মান-প্রদর্শনের জন্য ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ বলেন না, তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারক মাত্র।

এই ভারতবর্ষে—অক্ষজ-জ্ঞান অর্থাৎ যাবতীয় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান নিরস্ত করিয়া অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দনরূপে স্বীয় অপ্রাকৃত ধাম শ্রীবৃন্দাবন সহ অবতীর্ণ।

এই ভারতবর্ষে,—জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য সেই নন্দনন্দনাভিন্ন শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে সুরধুনী-তীরে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ।

এই ভারতবর্ষে,—অদ্বয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকটিত করিয়া জীবের কৃষ্ণবিমুখতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন যে মহা-বিষ্ণুর অবতার—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, তাঁহার আবির্ভাব-স্থল।

এই ভারতবর্ষে,—শ্রীবলদেব-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধম পতিত জীবের দুঃখ-দুর্দশা-জনিত পাতিত্য বিনষ্ট করিয়াছেন এবং জীবেদয়ার পরমাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষে,—ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। এখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মদর্শনের প্রাথমিক জীবশিক্ষা গীতা-বাণী প্রকটিত করিয়াছিলেন। এখানেই পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস শ্রীমহাভারত-আবিষ্কারের লীলা কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রকটিত হয়।

এই ভারতবর্ষে,—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নৈমিষারণ্য প্রকটিত থাকিয়া বিশ্বের সর্বপ্রধান মনীষী বলিয়া এখনও যাঁহারা পরিচিত, সেই বশিষ্ঠ, চার্বাক প্রভৃতি ঋষিগণের নানামতবাদ আত্মদর্শনের সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা খণ্ডন করিয়া জগতে আত্ম-দর্শনের কথা প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইহা সেই ভারতবর্ষ, যেখানে আত্মদর্শনশাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদি-পুরাণ-কীর্তনকারী শ্রীব্যাসদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এখানে আচার্য-চতুষ্টয় (শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমধ্বাচার্য) প্রকটিত হইয়া জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আচার ও প্রচার দ্বারা আত্মদর্শনের অত্যুজ্জ্বল ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

চারি বর্ণাশ্র[illegible]দি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধি-পাট ঐ
৬। মাধব-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া।
৯। বাসুদেব-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্রমাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাদহ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িষ্যা [illegible]
২৪। শ্রীবিরজ-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কর্ত্তার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিপুরা, বারাণসী সিটি
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নবকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রভাদেবী রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লোষ্টার হাউস. কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—লক্ষ্ণৌ
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০৬ নং [illegible] পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদুরকুটীর—বিজনোর হাট, পি [illegible]

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা হিসাবে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত [illegible] মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত অমৃত গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী...প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সডাক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতে কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলীর

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—মূল ১০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিস্কন্ধ ১৷৷০
২। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৩। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৪। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
৫। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৵০
৬। ভক্তিরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৪৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যবিকাশ অপপ্রামাণ্যঃ সাহায্য (বাঁধা) ২৲
১৩। [illegible] সাহায্য [illegible] ৷০
১৪। বৈষ্ণব ২৲
১৫। শ্রীভাগবতাচার্য্য (চতুর্থ সংস্করণ) ৬৲
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দীন-দিগ দর্শন ৷৷০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৷০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷৷০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৷০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৷০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-কাব্য ৷৷০
২৯। নবদ্বীপধাম [illegible] ৷৷০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৷০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৷০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। [illegible] ৷০
৩৬। শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৩৭। আত্মনিবেদন (২য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। [illegible] ৷০
৩৯। সাধকজীবনী (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবসেবা-সমাহৃতি (প্রথম ভাবিবল) ৫৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। মাণ্ডূক্য শরণাগতি ০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ০
৪৬। অমৃতবাণী বা মাহাত্ম্যসংগ্রহ ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৷০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও বাংলা ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৷৷০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷৷০
৫২। সাধনবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিশ্বকোষ ৷০
৫৪। সংক্ষেপ-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। জপ-স্তব ৷০
৫৬। সাধনার-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৷০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয় ৷০
৫৮। সাধনপদ্ধতি ৷৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৷৷০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবইজম্ ০
৬৪। রেপোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রুইং ৷০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। বিবৃতি অফিশিয়াল এণ্ড অফিসিয়ালডম ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৬৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। আত্মনিবেদন ৵১০
৭২। গীতাবলী ৷০
৭৩। [illegible] ৷০

অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক বিদ্যাভূষণ শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ... এবং ... বৎসরের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অপূর্ব্ব ... প্রকাশিত করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গাথা বহু ... ডিমাই, সুন্দর ... গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ... প্রসিদ্ধ ... সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক ... প্রথম খণ্ড ... অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ... ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি... গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিস্তৃত সূচিপত্র (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে ... সম্বলিত সুবিস্তৃত বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ... ; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রহিলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ... সংযুক্ত ... এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷৹
পাটনাই (সরেস),	৬৷৹—৮৲
বালাম	৫৷৹
... (সরেস)	৫৷৹
বালাম	৪৷৹
কলম	৩৷৹
সিতাশাল (মক)	৮৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা,	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪৷৵০
আটা এমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
...	৩০৷

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

তৈরীকৃত, ১০ই আগষ্ট

চাদর তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	১১৷০
আর, পি, ড,	১২৸৵০
গ্যালভানাইজড সিলেণ্ট, ... টিন—	
৩৬ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট দর ।০ অধিক	
২৪ গেজ প্রঃ সেম সীট—	১১৷৵০
১৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵০
৮ গেজ ও ১০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ ...	৮৷০
প্রঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি দর	
১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৸৵০—৭৸৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵০
,, সরাবে (চৌকা)	৭৷৵০—৭৸০
,, গোল বড় ৶৹—৷৵০ পুরা ৫৵০—৫৸৵০	
,, চাদর বড়-	
চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
,, বাকিস চাদ	৬৵০—৭৸

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
... লোহাপটি, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসাংখ্যপতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভাক্তভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দ্বিতীয়		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		৵	৺	
"	" ইঞ্চি	৭৲	১	১৷০	
	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	
"	" অর্দ্ধকলম	৭৲	৯৲	৬৲	
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০,+	১৩—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৫,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৫	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর ঘাট	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৯	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৬	● ২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রায়ঃ ৫-৫০, ৮-৭, ৯-৪৬, ১৩-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়, গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কাজ পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর, সুলভ, ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C1544

ভারতের সর্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড।] শ্রীমায়াপুর—৩২শে শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৪১, ১৭ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪৪শ সংখ্যা

ঐতরেয়োপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অন্বয়ানুবাদ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সর্পদংশনে দুইজনের মৃত্যু

কালীগঞ্জ (নদীয়া) সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে জুলাই রথযাত্রা উপলক্ষে তিনটী ভাই বিদেশ হইতে এখানে আসে ও এখানে তাহা সারিয়া ফিরিবার পথে উহারা বেথুয়াডহরীর দিকে যাইতে থাকে। পথিমধ্যে তাহারা দুপুরের রেলওয়ে লাইনের নিকটে শুইয়া পড়ে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে একটী "কাল সাপ" যথাস্থলে যে ছেলেটী শুইয়াছিল তাহাকে দংশন করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটী মারা যায়। সে ব্যক্তি সর্বকনিষ্ঠ ছিল। অন্য একটী মুসলমান স্ত্রীলোককে সাপে দংশন করে; ফলে তাহার মৃত্যু হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এখানে সাতজনকে সর্পে দংশন করিয়াছে।

—————

পত্নীকে দিয়া লাঙ্গল টানান

অমরাবতীর সংবাদে প্রকাশ, কলাবতী নাম্নী একটী বালিকাকে তাহার স্বামী একটী বলদের সঙ্গে লাঙ্গলে জুড়িয়া একপাল গরু তাড়াইবার লাঠির সাহায্যে তাড়াইয়া বেড়াবার অপরাধে ডুবালীর নিকটবর্তী গ্রামের সাপ্তাহিক হাটে বিচারার্থ লইয়া গিয়াছিল। আকটের সেকেণ্ড ক্লাশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একটা মামলায় সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, কলাবতীর স্বামী মোহন ও শ্বশুর পাণ্ডারিক তাহার উপর প্রায়ই দুর্ব্যবহার করিত,—বালিকার পিতা ঐ সম্পর্কে মোহন ও পাণ্ডারিকের বিরুদ্ধে একবার মামলা আনিয়াছিলেন এবং তাহাতে উক্ত আসামীদ্বয় দণ্ডিত হইয়াছিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আসামীরা মেয়েটীর উপর প্রতিশোধ লইবার এক নূতন উপায় খুঁজিতে থাকে—এবং ঐদিন মেয়েটীর স্বামী লাঙ্গলের জোয়াল হইতে একটী বলদ খুলিয়া দিয়া মেয়েটীকে উক্ত বলদের স্থানে জুড়িয়া লইয়া তাড়া করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বাজারে লইয়া যায়। আসামী পক্ষের কথা এই ছিল যে, মেয়েটী ক্ষেতের একটী কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছিল। আত্মহত্যা হইতে বাধা দেওয়ার জন্য তাহাকে ঐভাবে লাঙ্গলের জোয়ালে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদী পক্ষের কথা বিশ্বাস করিয়া আসামী দ্বয়কে (পিতা ও পুত্র) ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

—————

ঢাকায় বঙ্গের লাট সাহেব

গত ১৩ই আগষ্ট সোমবার প্রাতে ৭টার সময় বাঙ্গলার অস্থায়ী গবর্ণর স্যার জন উডহেড দমদম এরোড্রোমের বিমান-পোতে চড়িয়া কলিকাতা হইতে ঢাকা যাত্রা করিয়াছেন।

—————

৩ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পাটনার সেসন জজ রায় এস পি. চাটার্জ্জীর এজলাসে ফেলাউড়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মামলায় বিচার নিষ্পত্তি হইয়াছে। মোট ২৩ জন আসামীর মধ্যে সেসন জজ তিন জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ও চারি জনকে অব্যাহতি দিয়াছেন। বাকী ১৯ জনের সম্পর্কে সেসন জজ জুরীদের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। তিনি তাহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা ও ৩০২ ধারা (নরহত্যা) অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন ও মামলার নথিপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীরা (সকলেই হিন্দু) একটী মহিষ মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করে। দুই দলে দাঙ্গা হয়, এবং দাঙ্গার ফলে তিনজন মুসলমান নিহত হয় ও অপর কয়েকজন মুসলমান আহত হন।

আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে, মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহারা আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছিল।

—————

নদীবক্ষে ডাকাতদের সহিত সংঘর্ষ

গত ১২ই আগষ্ট মুরাপাড়ার নিকট নদীর মাঝখানে একদল বস্ত্র ব্যবসায়ীর সহিত একদল ডাকাতের ভীষণ সংঘর্ষ হয়। ডাকাতদের গুলী বর্ষণের ফলে একজন বস্ত্র ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়।

প্রকাশ, সাবারের কয়েকজন বস্ত্র ব্যবসায়ী বাবুর হাট হইতে বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য সকলে একযোগে একখানা নৌকা ভাড়া করে। নৌকায় অনেক টাকা আছে ইহা জানিতে পারিয়া একদল ডাকাত তিনটী বিভিন্ন নৌকায় তাহারা ঐ ব্যবসায়ীদিগকে অনুসরণ করে। রাত্রি ১১টার সময় মুরাপাড়ার নিকট ডাকাতের দল তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

নৌকায় ৫০ জন যাত্রী ছিল। তাহারা অর্দ্ধঘণ্টাকাল ভীষণভাবে ডাকাতদের সহিত লড়াই করে। অবশেষে ডাকাতেরা গুলী চালায়। তৎফলে রমেশচন্দ্র সাহা নামক একজন ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। যাত্রিগণ বিস্তর বাধায় আতঙ্কগ্রস্ত দিশাহারা হইয়া পড়ে। ফলে ডাকাতগণ তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহাদের বহুটাকা লইয়া প্রস্থান করে।

সাতক্ষীরায় ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা

বাঁশখালি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত সোমবার বেলা প্রায় ১২টার সময় কালীপুর অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। বাঁশখালি থানা হইতে আরম্ভ করিয়া আনোয়ারার ভিতর দিয়া পটিয়া পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়াছে। বাঁশখালিতে অনেক বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইলেও তাহাতেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু প্রকাশ যে, মুরাদিঘাট, চন্দরা, পটিয়া প্রভৃতি স্থানে বহু গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে। একটী গৃহ হইতে ঢেউ টীন উড়িয়া গিয়া একটী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মুরাদিঘাটে একটী বালককে প্রায় ৫০ হাত দূরে উড়াইয়া নিয়া অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় ফেলিয়াছে।

—————

আসামীর দুঃসাহস

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বেঙ্গিগভিক বাক রেজিমেন্টের বন্দী ক্যাপেল-ম্যানকে রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেলের সন্নিকটে গবর্ণমেন্ট ওয়ার্ক হাউসে ১০ই আগষ্ট রাত্রিতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ক্যাপেল-ম্যান সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী জেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকাকালে জানালার গরাদ কাটিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপেল-ম্যানকে গবর্ণমেন্ট ওয়ার্ক হাউসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে যে সামরিক বিভাগের পলাতক আসামী, প্রথমতঃ তাহা কেহ সন্দেহ করে নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৪১

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দিকাল সংবাদপত্রের সেবা করিয়া তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশীতি বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে "শশিপ্রভা" নাটক ও "কবিতামালা" রচনা করিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের নিকট তিনি প্রশংসা অর্জ্জন এবং দেশবাসীর নিকট যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তৎপর তিনি "প্রভাতী" "এডুকেশন," "বঙ্গবাসী," "নব-বিভাকর," "ভারতের মিত্র," "সুলভ সমাচার" "হিন্দু পেট্রিয়ট," "বসুমতী" এবং অন্যান্য বহু বাঙ্গলা ও ইংরাজী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা-কার্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সমস্ত কাগজে রচনা প্রকাশ কালে তিনি বিহারীলাল সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের বহু কীর্ত্তিমান ব্যক্তির সাহচর্য্য ও বন্ধুত্বের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন কর্ম্মীগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া দেশে সম্প্রতি বিদেশী সূতা ও কাপড়ের উপর খুব বেশী হারে শুল্ক বসান হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ দেশের কাপড় ও সূতার উপর শতকরা একশত টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক বসিয়াছে। ইহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলসমূহের মালিকগণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যবিভাগের নিকট উহার প্রতিকারের জন্য আবেদন করিয়াছেন। দেখা যাউক কি ফল ফলে।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার বণিকগণ প্রতিবেশী জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্কে যে বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের কথা তাঁহারা একবারও স্মরণ করেন নাই। সুতরাং ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকমণ্ডলীর আবেদনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগ যে কিছু করিতে পারিবেন,—তাহা মনে হয় না।

ভারতীয় ইস্পাত-শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ে টেরিফ বোর্ড যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ভারত সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বিদেশী লৌহ ও ইস্পাতের উপর যে রেভিনিউ-শুল্ক বসাইয়াছিলেন, তাহা বৃটিশ জাত কোন কোন জিনিষের উপর হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য বোর্ড পরামর্শ দেন। ভারত সরকার এই রিপোর্ট অবলম্বনে ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতেও বোর্ডের এই পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই বিল বিবেচনার জন্য ব্যবস্থা পরিষদ হইতে যে সিলেক্ট কমিটি বসিয়াছে, তাঁহারা বিলের এই অংশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সিলেক্ট কমিটির এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য কতিপয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের তার করিয়াছেন। কিন্তু এখন বাহাই বলুক, গবর্ণমেণ্ট সিলেক্ট কমিটির এই পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন কি?

পুলিশ-বিভাগ

—:::০:::—

১৯৩৩ সালের কার্য্য-বিবরণী

(৩)

আলোচ্য বৎসরে বিপ্লবান্দোলন দমনে পুলিশের প্রচেষ্টার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য—পাহাড়তলী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের নেতা সূর্য্যকুমার সেনের গ্রেপ্তার। তাঁহার নিরুদ্দেশ পরে গহিরা গ্রামের এক বাড়ী পুলিশ ও সৈন্যদল ঘেরাও করে। এখানে পলাতকদের সঙ্গে গুলী-যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে সূর্য্যসেন গ্রেপ্তার হন, একজন আহত হয় এবং সাতজন আত্মসমর্পণ করে। তাহাদের মধ্যে কল্পনা দত্ত ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার অন্যতম আসামী তারকেশ্বর দস্তিদারের নাম উল্লেখযোগ্য। সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রাণদণ্ড হয়েছে এবং কল্পনা দত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর বিপ্লববাদীদের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ডাকাতি হিলি রেল ষ্টেশনে। এই ডাকাতি সম্পর্কে ১০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছিল; তাহাদের সকলের স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে। এই মামলায় আসামী গ্রেপ্তার কার্য্যে বে-সরকারী হিন্দুরা যে সাহায্য করিয়াছে, তাহা হইতে সম্প্রতি গবর্ণর প্রমাণ পাইয়াছেন যে, বিপ্লববাদ দমনে জনসাধারণ সচেষ্ট হইয়াছেন।

আলোচ্য বৎসরে গোয়েন্দা বিভাগ যে চমৎকার কাজ করিয়াছে, তাহাতে সপারিষদ গবর্ণর বিশেষ আনন্দিত; গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রযত্নে গোয়েন্দা বিভাগকে সাহায্য করিবেন। আলোচ্য বৎসরে কোনও কোনও জেলায় সৈন্য বিভাগের ও গোয়েন্দা কর্ম্মচারিদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চট্টগ্রামে সামরিক ও অ-সামরিক কর্ম্মচারিগণ বিপ্লবান্দোলন দমনে যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রশংসনীয়। চট্টগ্রামের ভদ্রলোকগণ ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিয়া বিপ্লববাদ দমনে যে কাজ করিতেছেন, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে এই কমিটিগুলিতে প্রায় ২০০০০ সভ্য আছেন।

আইন অমান্যের বন্দী-সংখ্যা হ্রাস

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কারা-বিভাগের ১৯৩৩ সালের রিপোর্টে প্রকাশ, আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হওয়ার ফলে জেলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সকল স্পেশাল জেল নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। ১৯৩৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী যারবেদা স্পেশাল জেল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ের সাবেক বোর্ষ্টেল জেলখানা জেলে আইন অমান্যের নারী-বন্দীদিগকে রাখা হইত; বর্ত্তমানে আবার উহাকে জেলখানা জেলে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু বিজাপুরের অস্থায়ী জেলটি এখনও বর্ত্তমান আছে।

আলোচ্য বৎসরে ১১৮৪ জন আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত হইয়া জেলে গিয়াছিল এবং বৎসরের প্রথমে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৩৯৫১ জন বন্দী জেলে ছিল। ইহার মধ্যে ৪৭৪২ জন মুক্তিলাভ করিয়াছে ও ৫জন মারা গিয়াছে। বৎসরান্তে মোট ৩৮৮ জন জেলে ছিল।

সহর নবদ্বীপে

কি আশা করিয়াছিলাম কি পাইলাম

(শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি)

জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব্ব সম্মিলনে শ্রীধাম নবদ্বীপ এক সময় দ্বিতীয় বারাণসী বলিয়া আখ্যাত হইত। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই নবদ্বীপ অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের আবাসস্থল। ন্যায়, স্মৃতি, মীমাংসা, দর্শন প্রভৃতি যে-সকল বিষয়ের জন্য হিন্দু আজও গর্ব্ব অনুভব করে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া যে জ্ঞানভাণ্ডার একাদশ-বিংশতি বারা অবলুপ্ত হইয়াছিল—তাহার শেষ নিদর্শন আজও এই নবদ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে 'নদীয়া' ও 'নবদ্বীপ' সম্বন্ধে "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল" ভাবকে আকুল করে তাহা উহার ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বাসের জন্য নহে, লোককে পাগলিত করিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে অপ্রতিম আভিজাত্য ও অপার পাণ্ডিত্যকে বিসর্জ্জন দিয়া সোনার দেহখানি ধূলায় শ্রীগৌরসুন্দর যে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন তাহারই জন্য। নবদ্বীপের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ যখন শুষ্ক ন্যায়ের চর্চ্চায় বিভোর হইয়া তর্কজাল বিস্তার করিতেছিলেন, তখন এই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইতে পারেন। এই প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু"—নদীয়া 'ভেসে যেতে' গেল। মধুর হরিনাম আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া দূরদূরান্তরে ছুটিল। বাঙ্গালার সে এক দিন! যে নবদ্বীপ একদিন পণ্ডিত-জননী হইয়া সর্ব্বত্র মাথা উঁচু করিয়াছিল আজ তিনি তাঁহার প্রেমিক পাগল পুত্রকে পাইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-চ্ছলে মাথা ও হাত উঁচাই নত করিলেন আজই তাঁহার মাতৃত্ব সার্থক হইল। চারিদিক চাহিয়া দেখিল কোথা বুক বাড়, পাঁজরো ছুটি যাও, যতবার যায়। প্রেমিক পাগলের কাণ্ডে বৃদ্ধ লোকে প্রাণ ভরিয়া দেখিল, কাঁদিল এবং হাসিল।

সে আজ চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা কিন্তু ভক্তমনে এতো সেদিনের কথা। তাঁ'র চিরনবীন গৌরাঙ্গরূপ আজিও যেন কোনদিকে বাহির হইয়া পড়িয়া পাগল ভাব-পুলকিত দেহখানি লইয়া তাঁহার ভক্তগণের ফিরিতেছেন।

নবদ্বীপ এই মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাই কত শত লোক আজও দূরদূরান্ত হইতে কত কষ্ট করিয়া এই শ্রীধামদর্শনে আসিয়া থাকে। মনের বাসনা—শ্রীগৌরাঙ্গের পদরজঃ মাথায় দিয়া ধন্য হইবে আর তাঁহারই লীলার নিদর্শন-স্বরূপ বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। এমনই একটা আকাঙ্ক্ষা লইয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরে ২।১ দিন সদলবলে একদিন গিয়াছিলাম। সারাদিন গঙ্গা পার হইয়া তীরে উঠিয়া মনে করিলাম আজ ধন্য হইলাম, সেই প্রেমিক পাগলের—পতিতপাবনের কত কথাই না মনে উঠিল, এবে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করে না তবে গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের এত গ্লানি এবং ব্যভিচার দেখিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। মনে হইল "বন্ধুরে এই কি তুমি সেই বন্ধুর প্রবাহিনী"? সহরের কথা বাস্তবিক প্রতি দিনের দুটি দিন না গেলে মনে কাগজ দিয়া চাঁটিয়াছিলাম তাহা মনে আছে। শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করিব মনে করিয়া একে একে অনেক মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। প্রত্যেক স্থানেই হাত পাতিয়া আশা আকাঙ্ক্ষা সবই মিটাই হইল। ভাবিলাম সেই সর্ব্বাৎ পয়সা না দিলে প্রবেশ নিষেধ'।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ } ২২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৭ই আগষ্ট ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ১৪৪শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

গত ৯ই আগষ্ট সভাধিবেশনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি[illegible] মহারাজ দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠমুখে [illegible], সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রহ্লাদ মহারাজ কথিত 'শ্রবণং কীর্ত্তনম্' শ্লোকের অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন। শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমেশ্বর এবং তাঁহার নামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তনই যে জীবের একমাত্র অভীষ্ট, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত হন।

———

পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রজনীকান্ত ভক্তাধিকারী মহোদয় গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে দিল্লীস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ এন, সি চৌধুরী বি-এস্‌সি, ঐ কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উকিল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন বি-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] প্রভৃতি সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

———

যশোহরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ [illegible] নামক স্থানে গত ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট রবিবার তারিখে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত রাখাল দাসাধিকারী মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহে গত ২২শে শ্রাবণ মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্নে [illegible] বন্দরে একটী সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় প্রথমে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পরে স্বামীজী মহারাজও প্রায় একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

———

অতঃপর জনৈক ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্র-যোগে গৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন। উক্ত সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

———

কুচবিহারে

বিগত ২৪শে শ্রাবণ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে আলোচিত হয় যে, অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের প্রমাণ দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। ভগবানের তত্ত্ব, তাঁহার মহিমা তাঁহার বৈশিষ্ট্য—ইত্যাদি কিছুই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে করিতে গিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। ভক্তসঙ্গ-শাস্ত্রের যোগ্যতা-প্রাপ্তির প্রয়াসই একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে ভগবদ্বিষয় অবগত হইবার চেষ্টার নিরর্থকতা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

———

আরোহপন্থাবলম্বনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপন্থায় শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্যের বরণ করিলেই ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা স্বতঃ প্রকটিত হন। এতদ্ব্যতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর অভিজ্ঞান-লাভ অসম্ভব। কোন ব্যক্তির যদি জল-পিপাসা হয় আর তিনি যদি ইন্দারা বা কূপের নিকট যাইয়া তত্ত্ব-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, এইটী প্রস্তুত করিয়াছে কে, কত বৎসর হইয়াছে, কোন্ সনে কোন্ তারিখে প্রস্তুত? কত জন লোকে ইহা তৈয়ার করিয়াছে, তাহা হইলে যেমন ঐ ব্যক্তির পিপাসা-নিবৃত্তি হইবে না সেই প্রকার স্বতঃপ্রকাশ-বস্তু অধোক্ষজ ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার প্রয়াসে ভগবৎসেবাধিকার-লাভ হইতে পারে না।

পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় গত ১৩ই আগষ্ট সোমবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীবিনোদগোবিন্দজীউ সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

———

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ দুইটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা জজ, সাবজজ, উকীল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা হরিকথা শ্রবণ ও মহামহোৎসব দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

———

বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিতস্বরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতান্তে সমাগত শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলকেই চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়। সহস্র সহস্র ব্যক্তি ভবরোগের মহৌষধ হরিকথা-শ্রবণ এবং পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন পূর্ব্বক বিদ্যা সুকৃতি অর্জ্জনের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া ধন্য হ'ন। দর্শকবৃন্দ শ্রীবিগ্রহের সুষমসৌষ্ঠব ও অপূর্ব্ব নয়ন-মনোভিরাম রূপমাধুর্য্য-দর্শনে আকৃষ্ট ও আনন্দিত হন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনেচ্ছুর সুবর্ণ সুযোগ

বর্ষান্তে শ্রীগঙ্গাদেবী পুনরায় তাঁহার প্রাচীন খাতে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছেন। পথের অসুবিধার জন্য যাঁহারা সপরিবারে শ্রীধামদর্শনে অসুবিধা বোধ করেন তাঁহারা এখন নৌকায় শ্রীধাম মায়াপুরের মহাপ্রভুর বাটীর দরজায় এবং সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যমঠের ঘাটদেশে উপস্থিত হইতে পারেন। বহু যাত্রী এই সুযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠ শ্রীমন্দির ও মহাপ্রভুর লীলাস্থান দর্শনার্থ প্রায় প্রত্যহই শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতেছেন। নবদ্বীপ খেয়াঘাটে যাত্রীদের জন্য সর্ব্বদা পান্সী নৌকা প্রস্তুত থাকে।

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ শ্রীধর তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

বিপ্রলিপ্সা

আত্মবঞ্চনার অপর নামই বিপ্রলিপ্সা। বদ্ধজীব-মাত্রেরই ভ্রম প্রমাদাদি যে চারিটী দোষ আছে, বিপ্রলিপ্সা তাহার মধ্যে অন্যতম। এই দোষ ধর্ম্মপথের একটী প্রধান কণ্টক বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ উহা অতি সাবধানতার সহিত পরিত্যাগ করেন। এই দোষদুষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব ও পর কাহারও মঙ্গলবিধান করিতে পারে না। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির এসব দোষ নাই। মনোধর্ম্মী জীবগণ এই দোষের কবলে কবলিত। আত্মবঞ্চিত হইবার দিকে স্বভাবতঃই তাহাদের প্রবলা রুচি বর্ত্তমান। আত্মবঞ্চনা নানা চিত্তাকর্ষিণী মূর্ত্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। বস্তু-জ্ঞানের অভাবে এই দস্যু-রমণীর হস্তে পড়িয়া বা বঞ্চনাবাণীর মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা অনেক সময়ে নিজ হিংসা ও জীবহিংসা করিতে বাধিত হই।

আত্মবঞ্চনা-রোগের উদ্ভবে সত্যকে অসত্য বা অসত্যকে সত্য, বস্তুকে অবস্তু বা অবস্তুকে বস্তু, বন্ধুকে শত্রু ও শত্রুকে বন্ধু মনে করারূপ উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ বিবর্ত্তের কবলে পতিত হইয়া দেহাত্ম-বুদ্ধির প্রাবল্যবশতঃ জীব সাধুসঙ্গের অভাবে আত্মকাহিনী বিস্মৃত হইয়া অনাত্ম দেহমনে আসক্ত হওয়া বশতঃ দেহেন্দ্রিয়-প্রীতিবিধানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তৎকালে তাহার অন্তরে ভোগরূপ উৎকট রোগের সৃষ্টি হয়।

আত্মবঞ্চনা অবস্তুকে বস্তু বা অশুভকে শুভ, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক, মর্কটবৈরাগীকে সাধু বলিয়া বরণ করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চক ব্যক্তি সাধুর পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া স্ব-পরাহিতকারী বঞ্চকগণের পরামর্শকেই বহুমানন করে। তাই জীবের প্রকৃত বন্ধু সাধুগণ আমার মঙ্গলের জন্য রসময় উপদেশ-সমূহ আমার নিকট শতশত কীর্ত্তন করিলেও আত্মবঞ্চিত আমি তৎপ্রতি উদাসীন হই এবং যেসকল বঞ্চক-ব্যক্তিগণ আমার ভোগে ইন্ধনপ্রদানরূপ অসদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাকে ভোগাসক্ত পশুতুল্য করিতে চায় তাহাদের সেই জন্য কপটশ্রীও ধারণ করিতে না পারিয়া বিপ্রলিপ্সা-বশতঃ তাহাদিগকে উপদেষ্টা বিবেচনা করিয়া ব্যস্ত হই। অনেক সময়ে আমি আত্মবঞ্চিত হইয়া মনে করি, আমার সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে, বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ হইয়াছে অথবা কখনও নামাপরাধ করিয়া ভাবিয়া থাকি—আমি সত্য সত্যই নামাশ্রয় করিয়াছি।

নিরন্তর গুরুবৈষ্ণবের সেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকার নামই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা জীবের স্বরূপগত নিত্যা বৃত্তি, আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি আত্মানুগত প্রতিষ্ঠার উদাসীন হইয়া দেহ-মনোগত শূকর-প্রতিষ্ঠাকেই বহুমানন করেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া সাধুর নিকট নিষ্কপটচিত্তে গমন করাই মঙ্গলকামী জীবের কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ও দৈন্যভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই সাধুর কৃপালাভের যোগ্য। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্মার মঙ্গলের জন্য সাধুর নিকট গমন করেন এবং নিজকে সাধুর পাদপদ্মে তাঁহার শিষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধ-উপদেশ-শ্রবণে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। আর আত্মবঞ্চিত আমি সাধুর নিকট গমন করি,—অনেক সময় কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে বা জনসমাজে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে।

সাধু কৃপাময়। তিনি ভোগাসক্ত পশুতুল্য বিষয়ী আমাকে সেবা-সুযোগ-গ্রহণার্থ উপদেশ প্রদান এবং তাহার অন্যথা দেখিলে আমার উপর শাসনরূপ কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মবঞ্চিত আমি তাঁহার সেই কৃপা-উপদেশকে আমার কণ্ঠহার করিতে পারি না বলিয়া আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া তিনি আমাকে প্রতিষ্ঠা দেন—প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাভোজী আমাকে প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠা প্রদান পূর্ব্বক তৎপাদপদ্মে থাকিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রদান-মুখে নানা ছলে কৌশলে অজ্ঞাতসারে আমার মঙ্গলবিধানে তৎপর থাকেন। আমি কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে আনন্দে আটখানা হইয়া যাই এবং ঐ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য পুনঃ পুনঃ তৎপর হই। আমার মঙ্গলবিধানে দৃঢ়সঙ্কল্প সেই সাধুও তখন আমার স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, আত্মবঞ্চিত হইবার অধ্যবসায় দেখিয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়াই বিদায় দিয়া থাকেন; তাই আমি সাধুর অকপট কৃপা—ভগবদ্ভক্তি-লাভ হইতে বঞ্চিত হই।

শুদ্ধভক্ত-সমাজে বাজনা বা মহোৎসবাদিতে যোগদান করার মুখ্য উদ্দেশ্য—ভোগ-অহি-নাশিনী শ্রীহরিকথা-শ্রবণ। সাধুগণের এই মহোৎসবাদির আয়োজন—জীবগণকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে হরিকথামৃত পান করাইবার জন্য। কিন্তু আত্মবঞ্চিত আমি, হরিবিমুখ আমি হরিনামরূপ নিত্যবস্তুকে তিক্ত বস্তু বলিয়া মনে করি এবং তাহাতে উদাসীন হইয়া সাক্ষাৎ শুকদেব শ্রীমহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করিতে গিয়া তৎকৃপালাভে বঞ্চিত হই বলিয়া সাধুসঙ্গ বা মহোৎসবে যোগদানের ফল যে সংসার-ভয়—ভোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেবাসুখ-লাভ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটে না। ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ শত শত আত্মবঞ্চনা আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তেই গ্রাস করিতেছে।

শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তৎপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া সেবা-সুযোগ প্রদান করেন। আমি তদানুগত্যে সেই গুরুরূপী ভগবানের সেবা করি বটে কিন্তু মায়াদেবী নানা সন্দেহ-জাল বিস্তার করিয়া কৃষ্ণসেবার ভাণ দেখাইয়া আমাকে গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত করতঃ পুনরায় ভোগেই প্রমত্ত করায়। আত্মবঞ্চিত আমিও এই সর্ব্বনাশের কথা—গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্রম্ভভাবের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কেবল মনের যুক্তিরই অনুমোদন করি বলিয়া আমি সেবায় অগ্রসর হইতে পারি না—গুরু-সেবোৎসাহ-শক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই আমি আনন্দময় বৈকুণ্ঠাভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠে বাস করিয়াও, নিত্যসেব্য ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার পাইয়াও সুখ পাই না, শান্তি পাই না, অশান্তিতেই দিন কাটাই—কেবল এইরূপে বৃথা অনুবিধায় পড়িয়া আত্মবঞ্চিত হই।

প্রহ্লাদাদ্রুপ হরিভক্তিপ্রয়াসী জীবকে যমরূপী হিরণ্যকশিপু সতত বাধা দিবেই, হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষ করিবেই। কিন্তু প্রহ্লাদ যেরূপ তাঁহার পিতার কথা না শুনিয়া সেবায় উন্মত্ত ছিলেন এবং তৎফলে অনর্থের মূর্ত্তবিগ্রহ হিরণ্যকশিপুর হস্ত হইতে নৃসিংহদেবের কৃপায় মুক্ত হইয়াছেন, আমি যদি তাঁহার অনুসরণে জগতের কাহারও কথা বা মনের কোনও যুক্তি শ্রবণ না করিয়া গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি, সতত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকি তাহা হইলে আমার অনর্থ—গুরুবৈষ্ণব-সেবার বিরোধী চেষ্টাসমূহ নৃসিংহদেব নিশ্চয়ই দূর করিবেন। কিন্তু আত্মবঞ্চিত আমি সাধুর এই বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপনে অসমর্থ হইতেছি বলিয়া, সাধুর কথার অনুমোদন না করিয়া সাধুগুরুবিদ্বেষী মনের খেয়ালে চলিতেছি বলিয়া আমি বঞ্চিতই হইতেছি—আমাকে যদি অনন্তকাল নরকভোগও করিতে হয় তথাপি আমি শ্রীগুরু প্রভুপাদের সেবা ত্যাগ করিতে পারিব না, আমার প্রভুর আদেশ ব্যতীত আমি কোন কিছুই করিব না, এই নিত্য মঙ্গলময়ী কথায় আমার ভরসা আসিতেছে না।

আমি অনধিকারী ব্যক্তি। আমি শত শত অনর্থের দাস। ইন্দ্রিয়পরায়ণ আমার পক্ষে কৃষ্ণের রাসলীলাদি শ্রবণ কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আমি এরূপ হতভাগা যে, যাহা করিলে অর্থাৎ যে গুরুসেবা বরণ করিলে কৃষ্ণকৃপা-লাভ আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দলীলাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি।

অন্তর্য্যামী ভগবানের কাছে আসিয়াও—আমার নিত্য প্রভু এবং একমাত্র প্রাণস্বরূপ গুরুদেবের কাছে আসিয়াও অবশ্য কাম-ক্রোধাদিদের আক্রমণে আক্রান্ত আমি কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া মায়াকে ভোগ করিবার জন্য—মায়ারূপিণী যোষিৎকে বরণ করিবার জন্য নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-লালসায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠাভিন্ন শ্রীমঠ ত্যাগ করিতেছি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি বা হিংসা, পরমকরুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বস্ত না হইয়া নরকের পথ পরিষ্কার করতঃ গুরুকে আমার নিত্যবন্ধু বিবেচনা না করিয়া অনিত্য জ্ঞানে আত্মবঞ্চিত হইতেছি।

আমি নিজে গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া—পৃথিবীর কনক-কামিনী-লোভে লুব্ধ হইয়া হরিভজন ত্যাগ করিয়াছি, ধর্ম্মাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, অপর ব্যক্তি গুরুকৃপায় শ্রীপদের হেয়ত্ব ও আত্মহননত্ব উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর হরিভজন করিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আমার চক্ষুশূল হইয়াছে ও হইতেছে। তাই আমি অনুপযোগীপর বঞ্চনাকারক শাস্ত্র হইতে মনোধর্ম্মের অনুকূল বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া ভোগে প্রমত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বঞ্চিত হইতেছি এবং অপরকেও বঞ্চনা করিতেছি। যে শ্রীপদ ভজনের প্রধান অন্তরায়, যাহা ত্যাগ না করিলে হরি-ভজনের কোনও আশা নাই, মায়ার কবলে পড়িয়া জানিয়া শুনিয়া সেই শ্রী-ভুজঙ্গিনীর সঙ্গ করিবার জন্য গোখরের ন্যায় তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি, মৃত্যু-রূপিণী মায়া বা বিষয়-বিষকে নিত্যভোগ্য-রূপে গ্রহণ করিতেছি—ইহারই নাম আত্মবঞ্চনা বা বিপ্রলিপ্সা।

জীব স্বতন্ত্র। সে সেবা করিতেও পারে ভোগ করিতেও পারে। তাহাতে ভগবান্ হস্তক্ষেপ করেন না। গৌড়ীয়-মঠবাসী কখনও গুরুসেবা ত্যাগ করেন না। অবস্তুকোটি বাবাজিদের পর্য্যন্ত তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও গুরুকৃপা-বলে উঁহাদের তৃণাদপি সহিষ্ণুতার সহিত ভাল অবাধ সহ্য করিয়া চিৎ-দর্পণস্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় ধাবিত হ'ন। তান্ত্রিক বাবা বা বেষধরের বাবা ত' দূরের কথা, স্বয়ং মায়াদেবী এমন কি স্বয়ং ভগবান্ অন্যপ্রীতি-পরীক্ষার্থ গুরুসেবা-লালসা-বর্জ্জনমানসে কখনও গৌড়ীয়মঠবাসীর গুরুসেবার অন্তরায় (?) হইয়া দাঁড়াইবার অভিনয় করিলেও জীবন্ত গৌড়ীয়মঠবাসী —গুরুগতপ্রাণ গৌড়ীয়-মঠবাসী সে-কথায় উদাসীন হইয়া গুরুসেবামুখে কৃষ্ণ-সেবার আদর্শই জগতে প্রদর্শনপূর্ব্বক গুরুসেবার বিজয়পতাকা হস্তধারা গৌড়ীয়-ভক্তগণের সম্মুখে উত্তোলন করেন। গৌড়ীয়মঠবাসী হইবার ভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু আমি এমনই বঞ্চিত যে, কোন প্রচ্ছন্ন-গৌড়ীয়মঠ-বাসি-বেষী গুরুসেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবা করিবার জন্য পশ্চিম দিকে ধাবিত হইলে আমি তাহাকেই আদর্শ বলিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছি অথবা অনুসরণের স্পৃহা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অতি সংগোপনে পোষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি, শ্রীধাম ত্যাগ করিয়া আমার নিত্য-ধনজীবন ত্যাগ করিয়া জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের যোষিৎ-হরণে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেই ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইতেছি।

"আত্মবঞ্চক সকলেই আমার একমাত্র প্রভু শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের সেবা ছাড়িয়া ধনকামিনীভজনে প্রবৃত্ত হইলেও, আমি কিছুতেই আমার প্রভুর সেবা ত্যাগ করিয়া কাহারও সেবা গ্রহণ করিব না। ধন ত' দূরের কথা স্বপ্নেও যেন মঠত্যাগের পিপাসা আমার হৃদয়ে উদিত না হয়।"—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হওয়ার ফলেই আমি আত্ম-বঞ্চিত হইতেছি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিকেও বঞ্চনা করিতেছি।

জগদ্গুরুর কৃপায় বহু শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তি সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা ও ধন-জনাদি তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গুরু-সেবার জন্য সর্ব্বস্ব-সমর্পণ করিতেছেন দেখিয়াও দুর্ভাগা আমার চোখ ফুটিতেছে না। নিত্য-বৈকুণ্ঠ-গোপনত বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠের পথে আনন্দ-সুখে আমাকে, ভগবানের পথিক হইবার জন্য আহ্বান করিলেও, গোলোকা-গত ভক্তদেবের মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিলেও আমি তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছি না; এমন কি, নিজে শ্রোতা হইয়া শ্রীগুরু-ত্যাগের কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বক্তা সাজিতেছি, এমনি আমি আত্মবঞ্চিত!

সংসার বা গৃহ হরিবিমুখ অসৎ লোকেই পরিপূর্ণ। তাহারা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা বা বিষয়-কথায় মত্ত থাকিয়া কেবল দিন কাটায়। সেই বিষয়িগণের নিকট বিষয়-ভোগের কৌশল শিক্ষা করা যায়। তাহাদের নিকট ভগবৎ-শিক্ষা লাভ ত' দূরের কথা, তাহাদের সঙ্গ করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতিফলে লব্ধ ভগবানের প্রতি কোমল-শ্রদ্ধাটুকুও বিলুপ্ত হয় দেখিয়া সেই ভক্তি-বিরোধী ভোগী কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠাভিন্ন শ্রীমঠে সাধুসঙ্গে বাস করিবার জন্য আসিলাম। উদ্দেশ্য—সতত সাধুসঙ্গে থাকিয়া আনুগত্য সহকারে তাঁহাদের প্রীতিবিধান করিব, কিন্তু আমি এমনই আত্মবঞ্চিত যে কিছুদিন তাঁহাদের সেবার অভিনয় করিয়া এখন আমি সেই মঙ্গলময় নির্দ্দোষ সাধুগণের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সাধুগণের প্রীতি-বিধানের মাত্রাপেক্ষা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ বা উচ্চ প্রয়াসের মাত্রাই বর্দ্ধিত হইতেছে, সাধু-গুরু-পাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাসের মাত্রা বর্দ্ধিত হওয়ার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইয়া আমাকে মায়ার দিকে লইয়া যাইতেছে।

ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন, আবার গুরুরূপেও আসিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীবিগ্রহ-রূপে, শ্রীগুরুরূপে, শ্রীমহাপ্রসাদ-রূপে, শ্রীধামরূপে, শ্রীপরিকররূপে, শ্রীনামরূপে, অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়া আমাকে আত্মবঞ্চনা-রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার নিত্য অস্তিত্ব বা সর্ব্বত্রাবস্থিতির কথা এবং 'ভবান্ প্রভুরহং দাসঃ'—এই তত্ত্ববাক্যের উপলব্ধি করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগা আমি বঞ্চনা-রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া তাঁহাদের কথায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমি বঞ্চিত হইতেছি। ভগবান্ সেব্যবস্তু। সেব্য যেখানে আছেন, সেবা বা সেবকও ছায়ার ন্যায় তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই তথায় আছেন। যেখানে গুরুদেব আছেন সেখানে সেই গুরু-ভগবানের সেবা করিবার জন্য গুরু-সেবক বৈষ্ণবগণও নিশ্চয়ই আছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি অনেক সময় গুরু-চরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া গুরুকে মুখে ভগবান্ বলিয়া মানি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্তর্মুখী-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, যাঁহারা সেই গুরুপাদ-পদ্মের সেবক—সেই গুরু-নিত্যানন্দ-ধনে ধনী সেই বৈষ্ণবগণকে মানিতে চাহি না —গুরু-ভগবানের সেবার চেয়ে গুরুপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সেবার অত্যাবশ্যকতা আমার মস্তিষ্কে স্থান পায় না। গুরুদেব তুষ্ট না হইলে ভগবানের সন্তুষ্টির ন্যায় বৈষ্ণব-গণ তুষ্ট না হইলে গুরুদেবের সন্তোষ-বিধান করা যায় না, এ সব কথা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। তাই বলিতে-ছিলাম, আমার ন্যায় আত্মবঞ্চিত আর কে?

আমি সাধুর কাছে গমন করিয়া আমার ভাগ্যগণনা, কখনও বা আমার ব্যবসায়ের পরামর্শ-জিজ্ঞাসা, কখনও স্ত্রীর সেবা-সৌকর্য্য ও আত্মদর্শন করি, সাধুও আমার ভাব দেখিয়া আমাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু বঞ্চিত আমি সাধুর এই বঞ্চনাই আমার প্রাপ্যবোধে হরিভক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হই।

আমি প্রকৃত-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব-গণের নিকট আসিয়াও যদি কেবল মাকাল ফল-সংগ্রহই করিয়া থাকি, বিপ্রলিপ্সাকেই মূলধন করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাই তাহা হইলে আমার কোনকালেই সুবিধা হইবে না—দুর্ব্বাসনা আমার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করায় গুরুকৃষ্ণকে আমি হৃদয়ের নিত্যধন ও নিত্যসেব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না, মঠবাসের অভিনয় করিয়াও মঠবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য গুরুবৈষ্ণবে আমার প্রীতি হইবে না, তুষানলের ন্যায় আমার মায়া-সক্তি বা স্বজনপ্রীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ভোগাগ্নির লোলিহান্ জিহ্বাই আমাকে গ্রাস করিবে।

বিপ্রলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া মনোধর্ম্মে চলিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না—গুরু-কৃপা-লাভ হইবে না—অবশেষে গৃহবাসই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং এই দোষরহিত হইয়া নিষ্কপটে নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের শরণগ্রহণ করা, সাধুর দণ্ডকে কৃপা বলিয়া মস্তকে ধারণ করা, মঙ্গলামঙ্গলের দিকে না তাকাইয়া শ্রীমঠে বাসপূর্ব্বক গুরুপাদ-পদ্ম-সেবায় আজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য এবং মহাজনগণের অনুসরণে নিম্নলিখিত শ্লোক নিজজীবনে আচরণ পূর্ব্বক তদনুসারে জীবনযাপনের প্রয়াস করাই প্রয়োজন।

তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ! আসুন, আর কালবিলম্ব না করিয়া আমরা সকলেই ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি,—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

হে দীনবন্ধো, মেঘ চাতকের উপর অভিনব বারিবর্ষণ করুক, আর বজ্রই নিক্ষেপ করুক, তথাপি চাতক যেমন মেঘেরই স্তব করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা দণ্ডই বিধান কর কিম্বা উভয়ই যুগপৎ প্রদান কর, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই।

আমি অত্যন্ত দীন, তুমি আমার প্রতি দয়া অথবা যে কোন বিধান করিতে পার তাহাই আমার প্রতি দয়া, তুমি ছাড়া আমার অন্য গতি নাই—এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে আত্মবঞ্চনারূপ পিশাচী আর আমা-দিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

শ্রীধামে হরিকথা

গত ১২ই আগষ্ট শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, জীবের জ্ঞান ও ভগবানের সম্বিদ্ভিন্ন যেখানে বৈষম্য সেইখানে নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত অপ্রতিহত ভগবত্‌-জ্ঞানের অভাব আছে। জীব অনুকূল-সেবাপ্রবৃত্তিক্রমে ভগবানের সন্তোষবিধান করিতে পারেন। গুরুকৃপা হইতেই সেই বৃত্তি জীবহৃদয়ে উন্মেষিত হয়। শ্রীগুরুদেবই বদ্ধজীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভগবত্‌-জ্ঞানালোক প্রদানপূর্ব্বক জীবকে সেবোন্মুখ করান। ভগবৎ-সেবা ব্যতীত কেবলজ্ঞানে তাপসী প্রবৃত্তি প্রবলা। তাহাতে ভগবানের প্রীতি নাই।

অন্যজ্ঞানে নিপুণ হইয়া বদ্ধজীবগণ নানাপ্রকার কর্ম্মফল ও কাল্পনিক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরণাশ্রিত জনগণ তাদৃশ চতুর্বর্গাভিলাষকে প্রয়োজন বলিয়া না জানিয়া যে অনন্ত-কল্যাণ লাভ করেন, তাহা বৈষ্ণব গুরুর কীর্ত্তিত বৈষ্ণবচরিত্রে [illegible] চেষ্টা-বিশেষ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন যে, শ্রীগৌরহরির কৃপা-কটাক্ষ-বৈভববিশিষ্ট জনগণের অতুলনীয় পদবী সকল অধিষ্ঠানে অবস্থিত জীবগণের সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। যোগমার্গরত জনগণের ধর্ম্ম-মেঘের সকারে নিত্য সমাধিতে যে কৈবল্য এবং অশেষ-দুঃখাত্মক নরকবাস এতৎ উভয়ই ভক্তের বিচারে সমদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়।

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। গান্ধর্ব্ব-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বলদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উরিয়াবাজার, কটক.
২৪। শ্রীবিরতি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিকাপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, [illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীনারায়ণ গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রভার রোড, চৌপাটী বিচ্, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, [illegible] হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অবধ গৌড়ীয়মঠ—মোতিপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহঙ্গকুটীর—বিমলোর হাট, [illegible]

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত.

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৸০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৸০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৸০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৩৲
ঐ (আবাঁধা) ২৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ॥০
১২। [illegible] (বাংলা) ১৲
১৩। [illegible] (ব্রাহ্মণজীব) ॥০
১৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। [illegible] ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ-দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ-পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। [illegible]-বর্ণন ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷১০
৩২। নামভজন ৴০
৩৩। [illegible] ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। কল্যাণকল্পতরু ৴০
৩৭। [illegible] (২য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৷১০
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। [illegible] (প্রথম [illegible]) ৸
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৬০
৪৩। [illegible] ১০
৪৪। গোপালতাপনী ॥০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। উপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৵০
৫১। [illegible] ৶০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ৷০
৫৪। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। [illegible]-শিক্ষাষ্টক ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পাঠক্রম ৴০
৫৮। মায়াবাদশতদূষণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। [illegible] ৸০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। [illegible] ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ৪॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ইংরাজী ভাষায়) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। নামভজন ।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা.

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক, মহামহোপদেশক ভক্ত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্, এ,, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অনুপম সম্পদ তাঁহারই একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও জনসাধারণের জীবনচরিত-পাঠে বড় হউন। বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, শিক্ষাবের সমাহ লোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় লইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে সুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিতান্ত যাঁহারা সন্দেহ করেন এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ আনা, বড় বোতল ১৷/০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম্যান	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ – ৪৲
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মঠ)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪৷০
আটা ‘বি’	৪৷০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷/০
আটা এমার্কা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸/
বাট	৩৩৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড় (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৶০—৫৷
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৶০—৬৸০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৷০
আর, পি, ডি,	১৫৸৶০
এসবেস্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৷০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১৷৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৶০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১৪ ইঞ্চি ঘর	
১২ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
ইস্পাত	৬৷৶০—৬৸৶০
,, গোলচু (গোল)	৬৷৶০—৬৸৶০
,, পলাসে (চৌকা)	৬৸৶০—৭৸০
,, গোল রড ৶০—৷৶০ সূতা	৫৶০—৫৷৶০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৶০—৬৲
,, বাণ্ডিল তার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লি,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীলমণি ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

B. 2

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বার্লি

রবিনসনের পেটেন্ট বার্লী একশত বৎসরেরও উপর সুনাম অর্জন করিয়াছে। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ইহাই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

রবিনসনের বার্লি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষান্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে				পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷০	৷৵০	৷৶	৷০
"	" ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
"	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৪৫৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ।
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৮—৩	৭—১৬,	-৫৩	১৫—৩৫	১৮—৫৫,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০,	৯—৩০,	১১—৪০	১৩—৩৫,	১৮—৪৫.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৮
	ছাঃ	৬—৪৪,	১০—৩৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৩
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—১,	২০—৫৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৫০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম- 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত ... প্রচার ও ... উক্ত। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪১, ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

জিলা কংগ্রেস সমিতি

নদীয়া (নদীয়া) হইতে প্রকাশ, গত কয়েকদিন পূর্ব্বে জিলা কংগ্রেস সমিতির এক সাধারণ সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

শ্রীনকলাল বসু, মৌলবী ... আহমদ, শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য সভাপতি, মহম্মদ আবদুল জোব্বার সহ-সভাপতি, শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস সম্পাদক, শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সহ-সম্পাদক ও ধনরক্ষক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীমতী কমলাবালা দেবী।

গবর্ণরের প্রতি গুলীর জের

গত ১৩ই আগষ্ট স্পেশাল ট্রাইবুনালের সম্মুখে 'লেবং' এ গবর্ণরের প্রতি গুলীবর্ষণ ব্যাপারে আসামী আনীত হইবার পূর্ব্বে স্পেশাল পাব্লিক প্রসিকিউটর মিঃ এ, কে, ঘোষ আসামী-দিগকে অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ এবং ঢাকা, দার্জ্জিলিং ও আলীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমোদন প্রেসিডেণ্টের নিকট দাখিল করেন।

তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জসিট দাখিল করিলে পাব্লিক প্রসিকিউটরের প্রশ্নের উত্তরে ১নং সরকারী সাক্ষী তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণনা করেন।

প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞাসা করেন,—ভবানী, মনোরঞ্জন ও মুধারী অবিধা ... সরকারের দ্বারা সমর্থন চাহে কিনা। তাহারা বলে যে, তাহারা তাহা চাহে না। যাহা হউক, প্রেসিডেণ্ট ভবানীর পক্ষ সমর্থনের জন্য মিঃ বি কে বাড়ুযোকে এবং মনোরঞ্জন ও মুধারী মজুমদারের পক্ষ সমর্থনের জন্য মিঃ আই বি চাটুর্য্যেকে নিযুক্ত করেন।

শ্রীযুক্তা যূথিকা সেনগুপ্তা গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের সংবাদে প্রকাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কাক্ষী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সেনগুপ্তের পত্নী শ্রীযুক্তা যূথিকা সেনগুপ্তা বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

দুইখানি জাহাজ সজ্জর্ষ

নর্টশীল্ডসের সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ রণতরী "ড্রাগন"এর সঙ্গে "নেপল্স ব্রাক" নামক একখানি ষ্টীমারের সজ্জর্ষ হইয়াছিল। ফলে ষ্টীমারখানি ডুবিয়া গিয়াছে। রণতরীটি সমস্ত যাত্রীকে উদ্ধার করিয়াছে।

ডাকাত কর্ত্তৃক দারগা প্রহৃত

চাঁদপুর হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, গত শনিবার রাত্রে সহরের নিকটবর্ত্তী ইচলী গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী রজবআলী হাজির বাড়ীতে এক ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতগণ সংখ্যায় প্রায় ১৫।২০ জন ছিল। তাহারা বন্দুক, রামদাও প্রভৃতি বিবিধ মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গভীর রাত্রে রজবআলী হাজির বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং টর্চ জ্বালাইয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ গৃহস্থিত স্ত্রী-পুরুষগণকে খুব মারপিট করিয়া নগদ ও অলঙ্কারাদি সহ বহু টাকা লইয়া উধাও হইয়াছে। জানা গেল যে, এসিষ্ট্যাণ্ট সব ইন্‌স্পেক্টার আলি হোসেন এই সময় ঐদিকে গিয়াছিলেন। হঠাৎ পথিমধ্যে ডাকাতগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ডাকাতগণ তাঁহার উপর গুলীবর্ষণ করে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গুলী লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তাহারা বন্দুক দিয়া তাঁহাকে আঘাত করায় তাঁহার শরীরে জখম হইয়াছে। ঘটনার পর থানায় এজাহার দেওয়া হয় এবং পুলিশ অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করে। ৩ জন সন্দেহমূলে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আছে। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

ট্রেণ চাপায় বালকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই আগষ্ট রাত্রি ৯টায় ৮৭নং আপ ট্রেণে বানধারী নদীর উপরিস্থিত লোহার রেলওয়ে পুলের উপরে স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বাবু রামচন্দ্র সাহার পুত্র শ্রীমান বিমলকৃষ্ণ সাহা (বয়স ১৬ বৎসর, এক বি, এল স্কুলের ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র) কাটা গিয়াছে। মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রেল পুলিশ মৃতদেহটী সমস্ত রাত্রি পাহারা দেয়। পরদিন প্রাতে লাসটি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ মৃতের আত্মীয়-বর্গের নিকট সমর্পণ করেন।

সশস্ত্র ডাকাতদল গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা পুলিশ পূর্ব্বে হইতে কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া মহার্ষি বেঙ্গল রেল-ওয়ের বালীগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট লুকাইত থাকিয়া ডাকাত সন্দেহে একদল লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই দলের মধ্যে দুইজন পাঞ্জাবীও আছে। ইহাদের নিকট হইতে একটি দুই নলা গুলীভরা রিভলভার, গুলী, বারুদ, কয়েকটী ছোরা এবং সিঁদ কাটিবার অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। রেলওয়ে পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

ভারতে পাবলিক স্কুল

দেরাদুনের চাঁদবাগ এষ্টেটে আগামী বৎসর পাবলিক স্কুল স্থাপিত হইবে। স্যার যোসেফ ভোর, স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস, স্যার ফিরোজ খাঁ নূন, স্যার মর্দ্দা এণ্ডারসন, স্যার ফিরোজ সেথনা, পণ্ডিত অমরনাথ, মিঃ জি এইচ স্পেন্স ও মিঃ এম এস এ হায়দরী এই স্কুলের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য হইবেন। প্রথমতঃ ১৫০ জন ছাত্র লওয়া হইবে।

বাঙ্গালী ও নেপালীতে বিবাহ

প্রকাশ, সম্প্রতি আসামের ডেকপুরে একজন বাঙ্গালীর সহিত একজন নেপালী স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বসন্তকুমার সেন; বাড়ী ফরিদপুর। তিনি পূর্ব্বে আসাম পি ডবলিউতে সাব ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করিতেন। কন্যা খেতাম্বিনী দেবী, নেপালী ছত্রি পরিবারের। বহুদিন যাবৎ তাঁহারা ডেকপুরে আছেন। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক ঐ উৎসবে যোগদান করেন। হিন্দু প্রথা অনুসারে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

পুরস্কার ঘোষণা

গত ৩১শে জুলাই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে যে তিনজন বিচারাধীন বন্দী পলায়ন করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের সন্ধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫০০্ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাদের নাম সীতানাথ দে, পূর্ণানন্দ দাস ও নিরঞ্জন ঘোষাল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা ভাদ্র শনিবার, ১৩৪১

লণ্ডনের টেলিগ্রামে প্রকাশ, আমেরিকার গবর্ণমেন্ট পুনরায় আর একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন চালাইবার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদান আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছেন। লণ্ডনের বিশ্ব-অর্থনৈতিক-সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রধান কারণ ছিল যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তখন বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করার প্রয়োজনীয়তার উপর বেশী জোর দেন নাই। এবার নাকি এর উদ্দেশ্যেই আমেরিকা সম্মেলন আহ্বান করিবে। তবে রৌপ্য সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য কোন কোন দেশের যে প্রকার বিরূপ মনোভাব রহিয়াছে, তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের একটা নির্দিষ্ট বিনিময় হার স্থির করিয়া উহাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পারস্পরিক মূল্য স্থির করা আগামী বৈঠকে সম্ভবপর হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। আর এই বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি রফা হইলেও ভবিষ্যতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময় হার স্থির করা সম্ভবপর হইবে কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়। কারণ পূর্ব্বেও এই 'বাইমেটালিজম' বা দ্বিধাতু (স্বর্ণ ও রৌপ্য) মান বহু দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উভয় ধাতুর বিনিময় মূল্য স্থির করিতে সমর্থ না হইয়া সকল দেশই উহা পরিত্যাগ করে।

উক্ত চেষ্টা ভবিষ্যতে সফল হউক আর নাই হউক, আপাততঃ এই বিষয়ে আলোচনার ফলে রূপার মূল্য চড়িবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কার্য্যক্রম অনুসারে আমেরিকা যদি বিদেশ হইতে একশত কোটি আউন্স রৌপ্য ক্রয় করে, তাহা হইলে রূপার দাম চড়িতে বাধ্য। ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের হাতে আনুমানিক ১০০ কোটি আউন্স রৌপ্য পড়িয়া আছে। আমেরিকার চেষ্টার ফলে রূপার মূল্য যদি উল্লেখযোগ্য ভাবে চড়িয়া যায়, তবে ভারতবর্ষের বিশেষ লাভ হইবে বলিয়াই মনে হয়।

"ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ নামক স্থানে 'ইষ্ট বেঙ্গল সুগার মিল' নামে একটি চিনির কল স্থাপিত হইতেছে। এই কল সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উহার পিছনে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োজিত হইবে এবং উহা সোজা আখ হইতে, কি বাজার হইতে গুড় ক্রয় করিয়া তাহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিবে, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় নাই। ভারতবর্ষের নানাস্থানে বর্ত্তমানে আখ হইতে গুড় তৈয়ার করিবার জন্য ১২৩টি বৃহৎ চিনির কারখানা আছে। এই সব কারখানায় প্রত্যেকটির জন্য ৮।১০ লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। বড় কারখানার মধ্যে যেগুলি গুড় হইতে চিনি তৈয়ার করে, সেইসব কারখানা আখ হইতে সোজাসুজি গুড় তৈয়ারকারী কারখানাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না বলিয়া ইদানীং গুড় হইতে চিনি তৈয়ার করিবার জন্য কারখানা আর বড় একটা স্থাপিত হইতেছে না। কালীগঞ্জে যে নূতন কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহা ভারতবর্ষের উপরিউক্ত ১২৩টি বড় চিনির কারখানার অনুরূপ হইবে কি না, মিল কর্তৃপক্ষগণ ভবিষ্যতে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিলে সুখের বিষয় হয়।

সহর নবদ্বীপে
কি আশা করিয়াছিলাম
কি পাইলাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভক্ত শ্রীমান্! মনে হইল আমরা পাপী তাই দর্শনে এত বাধা কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এতো অন্য কাহারও নহে এ যে শ্রীগৌরাঙ্গের দুয়ারে আসিয়াছি যে মহাপ্রভু জীবে (হউক না পাপী তাপী) আলিঙ্গন দিবার জন্য তাঁহার বিশাল বক্ষ সর্ব্বদা বিস্তৃত করিয়া রাখিতেন এ যে তাঁহারই সেবকের প্রতিষ্ঠিত তাঁহারই লীলা-মাহাত্ম্য প্রকাশের যাত্রা-স্থান। মন বড়ই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ভাবিলাম একি ব্যভিচার। শ্রীধামে আসিয়া ভক্তমাত্রেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন অভিলাষ করিবেই সেই সুযোগটা অবলম্বন করিয়া একি ব্যবসা! পণ্য-বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ। লীলাময় ইহাও কি তোমারই লীলা! যাঁহার নাম করিলে ভবের হাটের বেচা কেনার একটা শেষ মীমাংসা হয়ে যায় সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারই ভক্ত পাগল শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়াও ব্যবসা, ধন্য ব্যবসা আর ধন্য ব্যবসায়িগণ! আমরা নিতান্ত নির্জীব, প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে ডাকা সকল সময়ে সম্ভব হয় না তাই অর্থবান্ লোক দেবোদ্দেশে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার তৃপ্ত্যর্থে কিছু করা হইল মনে করিয়া কৃতার্থ হয় কিন্তু সেই মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহকে পণ্যদ্রব্য-রূপে পরিণত করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি কবে হইল, কেন হইল বুঝিনা। হিন্দু! তোমার কলঙ্ক কোথায় একবার দেখ তো! ভারতের প্রায় প্রতি তীর্থ ক্ষেত্রে বিগ্রহাদিকে মর্কটাদির ন্যায় দেখাইয়া পয়সা আদায় করায় তোমরা স্বদেশী ও বিদেশী উভয়েরই নিকট কত হেয় ও উপহাসের বস্তু হইয়াছ হইতেছ, একবার ভাব কি? তোমরাই বাধ্য করিয়া অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে কালাপাহাড়ে পরিণত কর। জগতে ব্যবসা করিবার তো অনেক জিনিষই আছে এই পবিত্র জিনিষটা এত কদর্য্য না করিয়া কি পার না? হে বাঙ্গলার অধিবাসিগণ! আর আপনারা ঘুমাইও না দেশে, বিদেশে, স্বধর্ম্ম বিধর্ম্মী সকলেই তোমাদের দিকে ঘৃণার চক্ষে চাহিয়া আছে। ইহকালে তো এই রকম পরকালের কথাও একটু মনে করিও।

শ্রীবিগ্রহাদি-দর্শনকালে সাধ্যমত কিছু প্রণামী দিতে হিন্দুমাত্রেই অভ্যস্ত। কিন্তু ইহাকে একটা নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক ভাবে পরিণত করায় কি কদর্য্য কাজই না করা হইয়াছে। অনেকটা মন্দিরে (?) শুনিলাম কেউ চারি আনা করিয়া বাধ্যতামূলক-ভাবে একটা পয়সাও আপত্তিজনক। একটা ভাবন ঘৃণার ভাব মনে উদয় হইল মনে একটা মহত্ত্বের কথাও উঠিল যাহারা পয়সা চাহিতেছে কোথায় তাহাদের হাতে পাঁচটা করিয়াই আঙুল সুতরাং পাঁচ আনা করিয়া চাহিলেই একেবারে হাত পূর্ণ করিয়া লওয়া হয় তাহা না করিয়া তাহারা চারি আনা করিয়া চাওয়াতে মনে হইল যে তাহারা ব্যবসাদারের উপযুক্ত কাজই করিয়াছে চার আঙুলের চার আনা রাখিয়া অবশিষ্ট বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দর্শকগণকে দেখাইবার জন্যই বোধ হয় এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

পরে রসকলি কাটা অপূর্ব্ব-দর্শনা বৈষ্ণবীর দলও আগন্তুকের চক্ষে দুঃখের ও বিভীষিকার উদয় করে। শ্রীচৈতন্যের পাবন বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ এই নেড়ানেড়ী দেড়া নেড়ীর ধর্ম্ম হইয়া একটা কদাকারকর ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। অধর্ম্ম তো জগতের আদি হইতেই আছে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে এই অধর্ম্ম সত্যই অসহ্য।

জাতিগত ব্রাহ্মণের সমাদর প্রায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। লোক এখন আর চোখ বুজিয়া ব্রাহ্মণ নাম পরিচয় দানকারির পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হয়েন মনে করে না কিন্তু এই নবদ্বীপে সেই জাতিগত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতার শেষ নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মন্দিরগুলিতে ব্রাহ্মণ হইলে আর পয়সা লাগিবে না শুনিলাম। কি অদ্ভুত প্রথা! আজ কাল গলায় সূতা কোন্ জাতির বা নাই। এরূপে যদি অন্য জাতীয় লোক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় তবে ধরাও কঠিন। অনেকে করেও তাই, ইহাতে অপরকে লোককে মিথ্যা কথা বলিতে প্রলোভিত করা হয়। আর ইহাও সত্য যে, একটু চিন্তা বুদ্ধি থাকিলে কোন ব্রাহ্মণও বৃথা জাত্যভিমানের দাবী করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে চায় না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একটি স্থানে যায় এইরূপ মিথ্যা বলিয়া যে বাস্তবিক বৃত্তান্ত উহা করাই সুবিধাজনক! আর ইহা করিল না।

নোতবার মত ভিড় দেখিলাম আর একটি—অদ্ভুত, অপরূপ, অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রভৃতি কোন বিশেষণই ইহার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারে না। বৈষ্ণবমতে শ্রীরাধাভাবে ভগবানের আরাধনা করিলে নাকি পথ সুগম হয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য এই রাধাভাবেই কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হন কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই পুরুষবেশে থাকিতেন। সেই ভাবের বিকৃতি হইয়া নবদ্বীপে এক অপূর্ব্ব অবতার হইয়াছেন সখী! একেবারে পুরুষ বেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় একজন প্রৌঢ় লোক ঘোমটা টানিয়া গলায় শাড়ী দিয়া বসিয়া আছেন। আমরা যাইতে ঘোমটাটি একটু টানিয়া দিয়াছিলেন।' এই লোকটাই পাকা ব্যবসা বুঝিয়াছে, দর্শ-প্রণামী স্ত্রীজাতির নিকট হইতে অর্থ এবং তাহার সঙ্গে আদায় করিবার এমন ফাঁদ-পাতা উর্বর মস্তিষ্কের পরিচায়কই বটে। প্রকাশ্যে ভাবে করিতে বিবেকবুদ্ধি বাধা হয় সত্য কিন্তু এমন বেহায়া হওয়া সত্যই অতি কঠিন।

লিখিবার আরও অনেক থাকিলেও এই সকল কলুষিত চিত্র বাহির করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। আমার উদ্দেশ্য এই সকলকে বিদ্রূপ করা নহে। আমরা বিলাসী হিন্দু ধর্ম্মের নামে কি ব্যভিচার অকাতরে সহ্য করিতেছি তাহাই আলোচনা করা যাক। তীর্থস্থান নরক হইয়াছে মন্দির অশুচি, কলুষিত হইয়াছে, তথাপি গতানুগতিক-ভাবে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি সেইস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি প্রতারিত হইতেছি তবু আবার যাইতেছি, এমন মূঢ় বিশ্বাস আর কোন জাতির আছে কি? বুঝিবার এবং ভাবিবার একটা দিন আসিয়াছে এখন আর চোখ বুজিয়া প্রাচীন পথে চলা কি উচিত? ইহাতে ভগবান ও মহাপুরুষের পদে প্রকৃত প্রেম ভক্তগণকে তাঁহাদের স্তুতি দিবার না থাকায় আমাদেরই অশেষ অমঙ্গলের কারণ হয়। বিলাসী হিন্দু সমাজ! যদি এই সকল মন্দির তোমাদেরই হয় এবং মন্দিরস্থ বিগ্রহাদি বাঙ্গলার নিজস্ব হয় তবে কেন বহু কষ্ট নিয়ত অর্থ এমন ভাবে ব্যয় কর? ও পাপের ভার আপনিই, পাপের বোঝা বাধায় করিয়া, ঐ মহাপাপীদের নরক যন্ত্রণার হস্তে?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ { ২৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৮ই, আগষ্ট ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১৪৫শ সংখ্যা

চয়ন

GOSPEL OF GAUDIYA MATH

TRIDANDI SWAMI'S TOUR TO W. INDIA STATES

[From Bombay Chronicle 11.8.34]

Aundh, August 9.

Their Holinesses Tridandi Swamins B. V. Gavastinemi Maharaj and B. S. Giri Maharaj with party are on a preaching tour in tributary States in the Presidency of Bombay. They paid a visit to Kolhapur State and had a long religious talk with the Maharaja. They explained to His Highness the aims and objects of Gaudiya Math and the sincere efforts to the preachers to bring home to the public the efficacy of Divine Religion. Their Holinesses delivered two lectures in the local Rajaram College before vast gatherings of the professors and students of the College.

RELIGIOUS LECTURES

The Swamijis left for Sangli State and were welcomed as State guests. His Holiness B. S. Giri Maharaj delivered a lecture on "The Teachings of Lord Chaitanya" in the Wellingdon College. Before their Highnesses and all high State Officials Swami B. S. Giri and Swami B. V. Gavastinemi delivered two lectures in the Palace in English and Hindi on "The Teachings of Geeta" and "The Teachings of Srimad Bhagabatam" respectively.

Thereafter Swamijis left for Aundh State and had an interview with the Raja Saheb. His Highness was pleased with the propaganda works of the Mission. Swamijis delivered lectures and held discourses in several places.

গৌড়ীয়মঠের বাণী

পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহে ত্রিদণ্ডিস্বামীর ভ্রমণ

আণ্ড, আগষ্ট ৯

ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, ভি, গবস্তিনেমি মহারাজ ও বি, এস্, গিরিমহারাজের বোম্বে প্রদেশের করদরাজ্যসমূহে প্রচারার্থ ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা কোলাপুর ষ্টেট পরিদর্শন করিয়া মহারাজের সহিত বহুক্ষণ পরমার্থ-সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের নিকট গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচারবিধির ব্যাখ্যা করিয়া 'ভাগবত-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা'-সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য প্রচারকগণের যে আন্তরিক-চেষ্টা তাহা বিশদরূপে বর্ণন করেন। প্রচারকদ্বয় স্থানীয় রাজারাম-কলেজে অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ-পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ-সভায় দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতামালা

কোলাপুরে প্রচার করিয়া স্বামীজীদ্বয় সাংলি ষ্টেট অভিমুখে যাত্রা করেন, তথায় তাঁহারা রাজ-অতিথিরূপে সম্বর্দ্ধিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এস্, গিরি মহারাজ "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা"-সম্বন্ধে উইলিংডন-কলেজে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামী বি, এস্ গিরি ও স্বামী বি, ভি, গবস্তিনেমি উক্ত ষ্টেটের মহারাজ, মহারাণী এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের সম্মুখে যথাক্রমে ইংরেজীতে 'গীতার শিক্ষা' ও হিন্দিতে 'শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীজীদ্বয় আণ্ড্ ষ্টেটে যাত্রা করেন; তথাকার মাননীয় মহারাজের সহিত তাঁহাদের আলাপ হইয়াছিল। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারের বিষয় অবগত হইয়া আনন্দিত হন। স্বামীজীদ্বয় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া সেবকগণের নিকট অহরহ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ১৪ই আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযোগপীঠের নবানীতমার্গ মন্দির দর্শন করিতে যাইয়া তথায় এক ঘণ্টারও অধিক সময় "আরাধ্য প্রাহ" শ্লোকের 'সমর্পয়িতুম্' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তৎপর-দিবস সন্ধ্যায় শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উক্ত শ্লোকের "রসাশ্রিত্" পদটী সেরূপটীর অধিককাল ব্যাখ্যা করিয়া জড় রস ও পর-রসের পার্থক্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ গত ১৫ই আগষ্ট বোম্বে গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ১৭ই কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায় কি হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

যিনি নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়-আকাঙ্ক্ষা করেন তিনিই অবৈষ্ণব। তিনি মানব-ধর্ম্মের বিরোধী। "আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি" কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণবদাস ইহাই বৈষ্ণবের বাস্তব পরিচয় বা নিত্য স্বরূপের পরিচয়। দীক্ষাগ্রহণ কালে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণদাসসূচক স্ব-স্বরূপের যে পরিচয় বা নামটি রাখেন তাহাই বৈষ্ণবের পরিচয়। এতদ্ব্যতীত অন্য নামে পরিচয় দেওয়া অকাঙ্ক্ষা-লক্ষণ মাত্র।

বর্ত্তমান কালে আমরা গোঁড়া হিন্দুনামে পরিচিত কয়েকটি ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই। ইহারা গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতন-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটলীলার সময় সনাতন-ধর্ম্ম যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে অহিন্দু বিচারকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা-বোধ করে নাই। এইজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইহাদিগকে "পাষণ্ডী হিন্দু" আখ্যা দিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অংশ মনে করেন তাহারাও ঐ শ্রেণীর পাষণ্ড হিন্দু সন্দেহ নাই। পূর্ণ বস্তুকে অংশ মনে করা জাগতিক ও শ্রুতিসিদ্ধ-প্রমাণের বিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ কথা। সুতরাং পূর্ণ বস্তু সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম; গৌড়দেশে হরিভক্ত ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের খণ্ড হিন্দুধর্ম্মের অংশ হইতে পারে না।

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

কৃষ্ণবিজয়াল যাঁর তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তাঁ'র গলায় বান্ধিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ শ্রীধর অবধি শীতোদশমী ৪৪৮

গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির পরিণাম

গুরু-শব্দটী লঘু-শব্দের বিপরীতার্থ-বোধক। প্রকৃতি-জাত বস্তু-মাত্রেই লঘু। সুতরাং মায়াই লঘুত্বের জননী। কিন্তু গুরুবস্তুটী প্রকৃতি-জাত বস্তু না হওয়ায় মায়াধীশ। তিনি দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষাতীত এজগতের কোন বস্তু নন। কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হইতে পারে না। 'গু' অর্থাৎ অন্ধকার এবং 'রু' অর্থে তন্নিবারক। যিনি সেবাজ্ঞানদানে অজ্ঞানান্ধকাররূপা ভোগাসক্তি দূর করেন তিনিই শ্রীগুরুদেব। ভগবান্ নানারূপে আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু মায়া তাঁহার আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া—মায়িক অজ্ঞান-জালে আমাদের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা ভগবানের নিত্য অস্তিত্ব, তাঁহার কৃপার বৈশিষ্ট্য, তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব, গুরুরূপী ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য ও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

মায়া—অন্ধকার-স্বরূপা। তাই মায়া-কবলিত বদ্ধজীব-মাত্রেই চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ বা শ্রীগুরুদেবের কৃপালোক, ঐশ্বর্য্যালোক, মাধুর্য্যালোক-দর্শনে বঞ্চিত—কৃষ্ণবিস্মৃত। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ জীবের যে এই অন্ধাবস্থা-লাভ, শ্রীবিগ্রহ-রূপী ও গুরুরূপী ভগবান্কে অতি সন্নিকটে পাইয়াও উলূকের ন্যায় অভীষ্ট-বস্তু-দর্শনলাভে যে অযোগ্যতা সেই অন্ধকার বা অযোগ্যতা অপসারিত করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে যখন আচার্য্য-রূপে—উপদেশকরূপে জীবের ভাগ্যে এই ধরাধামে কপটমানবরূপে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার সেই জগদুদ্ধারক সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি বা লীলাই—শ্রীগুরুমূর্ত্তি বা শ্রীগুরুলীলা।

জীবের মায়াসঙ্গ অর্থাৎ এজগতের প্রতি আসক্তি ছিন্ন করিয়া সকলেরই একমাত্র উপাস্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করাইবার যে সর্ব্বতোমুখিনী চেষ্টা তাহাই গুরুর কার্য্য। ভগবানের এই গুরুলীলা নিত্যা। জগজ্জীবকে ভগবৎ-সেবা শিক্ষা দিবার জন্য ভগবানের যে সেবকরূপ ধারণ সেই সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়-ভগবানই—শ্রীগুরু-ভগবান্। সুতরাং আচার্য্যের আচরণে—গুরুরূপী ভগবানের জীবনে হরি-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই বা থাকিতে পারে না। হরিবিমুখ দুঃখী বদ্ধজীবগণকে ভক্ত করিবার জন্য—একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগোপকরণ এই জগৎকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যিনি পরজগৎ হইতে কণ্টক-সমাকুল দুঃখজলধি এই সংসারে পরম-করুণাপরবশ হইয়া আগমন করেন তিনিই শ্রীগুরুদেব।

ভগবান্ বা ভগবদবতার গুরুদেব 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস' এই দিব্যজ্ঞান বা মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ প্রদানের জন্য আমাদের নয়নপথের পথিক হইলেও আমরা এমনি আত্মবঞ্চিত ও অদৃষ্টবাদান্ধ যে, আমাদের হৃদয়ের নিত্যারাধ্যদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইবার জন্য অবিলম্বিত বা অভ্যর্থনা করিতে পারি না, পরন্তু সেই পরমকরুণাময় গুরু-ভগবান্কে বঞ্চক, শঠ ও শত্রু মনে করিয়া—ভগবান্কে মনুষ্য মনে করিয়া আমাদের মঙ্গলের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করি, অর্থাৎ অবস্তুকে বস্তুজ্ঞানে—মায়াকে বন্ধুজ্ঞানে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনাদিকে 'আমার' মনে করিয়া কেবল শোকাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকি। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥"
(গীতা ৯।১১)

ভগবান্ অপার করুণাবশতঃ সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব নরলীলা প্রকট করিলেও হতভাগ্য আমরা সেই ভগবানের অভিন্ন-মূর্ত্তি ভগবৎ-প্রকাশ-বিগ্রহ গুরু-ভগবান্কে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া—মরণশীল মানব-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার আদর করি না, তজ্জন্যই আমাদের এত অশান্তি, এত দুঃখ। এই নর-স্বরূপেই যে তিনি সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয়, শুধু জীবের কেন, সর্ব্ব-দেবতারও নিত্য পূজনীয়, কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-প্রদাতা, কৃষ্ণভক্তি-প্রদানের একমাত্র মালিক, মায়ামার্গ-অপসারণে একমাত্র দক্ষ, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি সেই জীবন্দেবতার কথা মূঢ় আমরা—কৈতবদর্শী ভোগানন্দী আমরা অজ্ঞানতার আবরণহেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণই। কৃষ্ণ যেমন শিলা-ময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহ ও স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই অষ্টবিধ অর্চ্চাবতাররূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত হন, গুরুকৃষ্ণও সেইরূপ এক অষ্টবিধ অর্চ্চারূপে জগতে প্রকটিত হইয়া থাকেন। ভগবানের যেরূপ সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সমগ্রবীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য বর্ত্তমান, শ্রীগুরুদেবেও সেইরূপ এই এই ভগসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ-মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি ভুবনমোহন আর শ্রীগুরুদেব সেই ভুবনমোহন কৃষ্ণকে তাঁহার সেবারূপ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিতে পরম দক্ষ বলিয়া তিনি ভুবনমোহনমোহন, ইহাই বৈশিষ্ট্য।

আমরা মনে করি, শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণের কৃপা সাধনের দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু এইরূপ ভ্রমময়ী ধারণা আমাদিগকে অধঃপাতিত করে এবং তৎফলে আমরা গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ হলাহল পান করিয়া গুরুসেবায় শৈথিল্য প্রদর্শন করি। গুরুকৃপা ব্যতিরেকে ভগবানের কৃপা-লাভ কোন কালে হইতেই পারে না, কৃষ্ণকৃপা সাধন-সাপেক্ষ নহে পরন্তু গুরুকৃপা-সাপেক্ষ। গুরুরূপা সখীর আনুগত্য ছাড়িয়া স্বাধীন-ভাবে কৃষ্ণভজনের প্রয়াস বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণসেবা সিদ্ধ, এতদ্ব্যতীত অন্য ভজনপ্রণালী জীবের বরণীয় নহে, বরং কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া (?) গুরুসেবা করাই গুরুদাস জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য—এই সব শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবে প্রীতি-বিশিষ্ট হইতে পারিলেই কৃষ্ণদর্শন জীবের পক্ষে সুলভ হয়। আর ইহাতে অবিশ্বাস-স্থাপনের ফল—গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি।

গুরুদর্শন না হইলে—গুরুরূপী ভগবানে ভগবদ্বুদ্ধির অভাবে কোন কুবুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইলে আমাদের সর্ব্বনাশ, আমাদের সংসার-প্রাপ্তি বা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ স্ব-সুখ-সন্ধানের অদম্য স্পৃহার উদয়। সংসারবন্ধনই কৃষ্ণবিস্মৃতির চরম ফল, শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্য সেবাবুদ্ধি বা নিজকে গুরুর দাসবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলেই জীবের সংসারমুক্তি। কিন্তু যদি গুরুতে গুরুবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে আমার ইহকাল ও পরকালের নিত্যবন্ধু, নিত্যরক্ষক, নিত্যপালক ভগবান্ মনে না করিয়া তাঁহাতে মনুষ্য-বুদ্ধির আরোপপূর্ব্বক সেব্য-সেবক-বুদ্ধি-রহিত হইয়া তাঁহার নিকট বহুকাল থাকিবার অভিনয়ও করি, তাঁহাকে প্রাণ দিয়া না ভালবাসিয়া যদি কপটতা পূর্ব্বক নিজকে তাঁহার 'প্রধানভক্ত'-জ্ঞানে তিনি আমাকে কেন ভালবাসেন না এইরূপ সেবাবাধিকা উক্তির আবাহন করি, তাহা হইলে গুরুরূপী ভগবানের কিছুই ক্ষতি হইবে না—অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ গুরুদেবের চক্ষে ধূলি দেওয়া যাইবে না; পরন্তু আমাকেই ইন্দ্রিয় ফাঁকি দেওয়ায় তাঁর পরম-প্রয়োজনীয় ভক্তাসক্তির পরিবর্তে—জগৎপতি কৃষ্ণের সহিত নিত্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সেবা-বৈভবে নিত্যকাল পরম সুখে যাপনের পরিবর্তে ভোগ-অভিমানে মৃত্যুরূপী মায়া বধূকে আবদ্ধ হইবার জন্য—কৃষ্ণভোগ্য বস্তুকে নিজের ভোগ্যরূপে পরিণত করিবার জন্য ভোগের উন্মাদ প্রবৃত্তি আমাকে উৎক্ষিপ্ত করিবে। গুরুতে যদি মনুষ্যবুদ্ধি হয়—গুরুকে ছাড়িয়া যদি ভগবানের সেবা করিবার চেষ্টা করা হয় তাহার পরিণাম বেশী কিছু নহে, কেবল মূর্খজনের নিত্যাভিলষণীয় জীবন্ত জ্বলন্ত মৃত্যুরূপা রমণী-সম্ভোগ, প্রতিষ্ঠালাভ ও অন্ধবিষ্ঠা-বিষ্ঠা-ভোজনলাভ মাত্র। ভগবান্কে ভগবান্ মনে না করা বা নিজেকে সেবক মনে না করার চরম ফল—কর্ত্তৃত্বাভিমানে ভোক্তা কৃষ্ণ সাজিবার আন্তরিক প্রবল পিপাসা।

আমরা মুখে বলি যে, আমরা মায়াবাদী নই, কিন্তু মায়াধীশ শ্রীগুরুদেবকে মায়িক বস্তু মনে করি। তাই তাঁহার কোটিচন্দ্র সুশীতল পাদপদ্ম ছাড়িয়া তৃষ্ণাকুলিত মৃগ সদৃশ রমণীরূপিণী মায়ার পশ্চাতে শীতলতা লাভের আশায়, শান্তিলাভের আশায় সেবা ছাড়িয়া ভোগে প্রমত্ত হইবার জন্য—সেবাসুখকে সুখ মনে না করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে সুখানুসন্ধানের জন্য মৃগের ন্যায় মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হই।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি করার ফলে যে কত লোকের অধঃপতন হইয়াছে, জীবের নিত্যসঙ্গী গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া কত লোক যে মায়াকে চিরসঙ্গিনী রূপে আলিঙ্গন করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভগবান্কে ত্যাগ করিয়া মায়ার সেবা করিবে ইহা ত' জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি, ইহাতে বিস্মিত হইবার ত' কিছুই নাই। কিন্তু জগতের সমস্ত লোক যদি আমার একমাত্র প্রভুরূপী ভগবান্ শ্রীশ্রী প্রভুপাদের সেবা পরিত্যাগ করে, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে আমার প্রভুর প্রাণে দুঃখ দিয়া তাঁহারা চলিয়া যান বলিয়া আমার প্রভু হৃদয়ে অসহ্য বেদনা অনুভব করেন; তাই আমারও কষ্ট হয়। তাই বলি, আমি এ জীবনে বা পরজীবনে কোনও কালে আমার প্রভুপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িব না, এতে আমার যাহা হয় হউক তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তাঁহার সেবা ছাড়া আমি আর কিছু করিব না—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে যে আমার চিত্তে ময়লা আছে—আমার পতনের আশা আছে। প্রভুপ্রাণে ব্যথাপ্রদানকারী গৌড়ীয়মঠ-বাসিন্দাদের পদাঙ্কানুসরণ করিবার প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে লুকোচুরি খেলিতেছে।

ভাবে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, [illegible] কৃষ্ণের চরণ॥

যেখানে মায়া সেখানে গুরু নাই। যেখানে গুরু সেখানে মায়া নাই। সুতরাং কামাদি-বদ্ধা-বদ্ধের জন্য তৎ-সহচর ও বন্ধু মায়ার কাছে না গিয়া গুরুদেবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই উচিত। কারণ, এমন অনর্থ জগতে নাই যাহা শরণ-বর্জ্জন গুরুভক্তি দ্বারা দূরীভূত করা না যায়। সুতরাং গুরুসেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জন্য প্রাণপণে যত্ন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-রূপ দুর্ব্বুদ্ধি রাখিয়া আমরা যতই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করি না কেন, যতই হরিনাম করি না কেন, যত গুরুসেবারই অভিনয় করি না কেন আমাদের সেই কপট আহ্বান কপট সেবা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিবে না। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হইবে সুতরাং গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া একান্ত আবশ্যক যেহেতু এই সংসারে বাসা আমাদের আপাতত বলিয়া জানিতে হইবে শরণাগত হইয়া কৃষ্ণকে একবার ডাকিলেই—গুরুদেবের এক মুহূর্ত্ত সেবা করিলেই আমাদের সকল অবশ্যম্ভাবী নতুবা মায়ার হইয়া কৃষ্ণকে ডাকিলে আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে গাহিয়াছেন,—

"বড় শরণাগতি হইবে যাহার
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।"

গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি না হইলে ভক্তির রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয় না জীবের অনর্থ যায় না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে এই দুর্ব্বুদ্ধির পরিণাম-বর্ণনমুখে বলিয়াছেন—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং
কুঞ্জরশৌচবৎ॥"
(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

শ্রীগুরুদেব জ্ঞানদীপপ্রদ প্রকাশ ভগবান্—সচল ব্রহ্ম। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ গুরুতে মর্ত্ত্যজ্ঞানরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া যাঁহারা ভগবানের সান্নিধ্য-প্রার্থী, তাহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। তাহাদের সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্রাদি গ্রহণ, শ্রীনামাদি-কীর্ত্তন হস্তী-স্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয় এবং শত শত বাসনা আসিয়া এই গুরুভক্তিরহিত জীবকে—গুরুর পদ-সমর্থনে অসমর্থ হতভাগ্যকে মায়াদেবী তাহাদিগকে কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধার-রহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে তাহার উদ্ধার হয় না। গুরুসেবার দ্বারাই কৃষ্ণপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভক্তগণ শরণাদির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহাদের হৃদয়ে গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধির অভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—গুরু কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গুরুসেবা করা এবং ঐ কুবুদ্ধি চিরতরে পরিহার করিয়া হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্যদেব গুরু গৌরাঙ্গের নিত্য চিন্ময় পাদপদ্ম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা ও সেই পাদপদ্ম-ছায়ায় বাস করিয়া নিশ্চিন্তে সেবা-রত থাকা।

শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধির পরিণাম—প্রথমে সংসারপ্রাপ্তি ও শেষেতে নরকলাভ। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি-মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য
বা নারকী সঃ॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম কি হিন্দুধর্ম্মের অংশ?

শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই একটা সম্পূর্ণ ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মেরই কোন একটী অংশ বৈষ্ণবধর্ম্ম। অবশ্য গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে এখন আমরা অনেকেই উক্ত ধারণাটি ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ও করিতেছি; তৎপূর্ব্বে কিন্তু সকলেই একই প্রকার ভ্রমময় অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছিলাম।

প্রথমতঃ আমরা হিন্দু-শব্দটীর বিষয় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই,—"হিন্দু"—বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র-বিহিত ধর্ম্মাচারী ভারতীয় আর্য্যজাতিবিশেষ, হিন্দু। হিব্রু ভাষায় ভারতবর্ষের নাম "হদু"। হদু-শব্দের অর্থ গৌরবান্বিত রাজ্য। জেন্দ ভাষায় হিন্দব। গ্রীকভাষায় হন্দকোশ, ইন্দিকোস্। এই রাজ্যের বা দেশের অধিবাসীকে হন্দু বা হিন্দু বলে। কেহ কেহ ভারতকে হিন্দ্ বলে সুতরাং হিন্দ্‌এর অধিবাসীই—হিন্দু। অথবা সিন্ধু-নদী-বিধৌত দেশই সিন্ধুস্থান বা হিন্দুস্থান। ইহাই আভিধানিকদিগের হিন্দু-শব্দ-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা।

এখন দেখা যাইতেছে, বেদ-পুরাণাদি ভারতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মাচরণ-শিক্ষা দ্বারা আর্য্যজাতি বা হিন্দুজাতি গঠন করিয়াছেন। হিন্দুজাতি বা আর্য্যজাতি গঠনের মূল ও আদিকারণ—বেদ-পুরাণ। বেদ-পুরাণই আর্য্যজাতির স্রষ্টা। সে বেদ স্বয়ং ভগবৎ-কথিত অপৌরুষেয় বাণী। বিষ্ণুর আরাধনাই যে সর্ব্বপ্রধান এবং জীবমাত্রেরই নিত্য কর্ত্তব্য, ইহা বেদে কথিত আছে। নাস্তিক ও কর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিদিগকে ক্রমপন্থায় বিষ্ণুর উপাসনা শিক্ষা-প্রদানের জন্য কাম্য কামনা-পূরণার্থে আধিকারিক দেবতা-পূজার ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু উহা বেদের চরম উদ্দেশ্য নহে। বেদের চরম উদ্দেশ্য—বিষ্ণুচৈতন্যই স্বয়ং ভগবান্, জীব তাঁহার অণু বা অংশ, সেই জীবের সহিত ভগবানের নিত্য প্রভু-দাস-সম্বন্ধ, প্রভুর সেবারূপা অভিধা ও প্রভুর সর্ব্বেন্দ্রিয়-তোষণরূপা লালসাই জীবের প্রয়োজন; ইহা শিক্ষা-প্রদানই বেদের চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যিনি অবগত হন ও তদনুশীলনে ব্রতী হন তিনিই বৈষ্ণব। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অংশ ত' নহেই বরং এ ধর্ম্মের বাহ্যিক আচরণ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতির বেদমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

অবশ্য এই সকল কথা শুনিয়া আমরা অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া যাইব। আমরা অনেকেই জানিতাম বৈষ্ণব—হিন্দু। যদি বেদের বাস্তব উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয় তবে সেই হিন্দুগণকে বৈষ্ণব বলিতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু হিন্দুত্বের দাবী করিয়া বেদের প্রতি অনাস্থা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে তিনি বৈষ্ণব ত' নহেনই আভিধানিকের ভাষায় তিনি হিন্দুত্ব হইতেও বিচ্যুত, অহিন্দু।

যদি বেদাচার পরিত্যাগ করিয়া হিন্দ্ বা ভারতে বাস করিয়া নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে পরিচিত হইয়া হিন্দুত্বের দাবী করেন, তবে স্থানের নামানুসারে সকলেই এক হিন্দুজাতি, কেহই বাদ যাইতে পারেন না। সুতরাং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ বলিয়া বৈষ্ণবকে আখ্যাত করিলে বৈষ্ণব বলিতে যে বস্তুটী সেই বস্তুর বাস্তবতা লক্ষ্য করে না।

পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এবং যেখানে যত দেশ, নগর, গ্রাম আছে, তথাকার যে কোনও প্রাণীর আত্মধর্ম্ম উপলব্ধি হইলেই তিনি বৈষ্ণব। যেহেতু বৈষ্ণবধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম, চেতনবস্তুর আত্মার অনুশীলনীয় ধর্ম্ম, উহা স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু দ্বারা সংস্থাপিত। কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা, সামাজিক সুশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য প্রচারিত জাগতিক ব্যাপারের বিধি নহে। যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষের পদাশ্রিত হইয়া শ্রৌতপন্থায় আত্মধর্ম্মের কথা অবগত হইবার সুযোগ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহারাই অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইয়া বলিয়া থাকেন বৈষ্ণবধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের অংশ। ইহাতে তাঁহাদিগের অজ্ঞতারই পরিচয় প্রকাশ পায়।

পৃথিবীতে স্বরূপবিভ্রান্ত অবস্থায় বহু ব্যক্তি স্ব-স্ব-রুচির অনুকূলে বাস্তব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ অবস্থা গ্রহণ করিতে যাইয়া যে যে ধর্ম্মকে সনাতন বা বৃহত্তম মনে করিতেছেন, তাহাদের সেই সেই কথার অনুকূলে বাস্তব নিদর্শনের কোন যুক্তি-যুক্ত প্রমাণ নাই বা থাকিতেও পারে না। কারণ বিরুদ্ধ বস্তুর সংকীর্ণতার বাস্তব প্রমাণের স্থান নাই। আত্মধর্ম্মের অকাট্য প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত। সেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতাকে যিনিই যথার্থ মানিবেন তিনিই বৈষ্ণবদাস, বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবক বৈষ্ণব।

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। সেই কৃষ্ণদাসই বৈষ্ণব, তিনি ভারতবাসী বা দ্বাপরান্ত-বাসীও হইতে পারেন। যে কোন দেশে ও স্থানে বা যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবার কৌশল শিক্ষা করিয়া কৃষ্ণের সেবক বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাহাতে তথাকথিত জন্মগত প্রাকৃত নীতি অনুসারে পুনর্জন্ম বা শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্মলাভের অপেক্ষা নাই।

যাঁহারা মুখে উদার নৈতিক বলিয়া বক্তৃতাদ্বারা গগন-পবন মুখরিত করেন; কিন্তু ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার একটী বিষপ্রাণী মূর্ত্তিকে পোষণ করিয়া অহিন্দুগণ হইতে পৃথক্ হইবার বাসনাকে বৃদ্ধি করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা স্বয়ং পিশাচাচার পৈশাচিক নীতি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিজের ও জগতের ইহ-পরকাল ধ্বংস করিবেন।

[illegible] শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলন করেন না তাঁহারাও পোষাক-পরিচ্ছদে নামে মাত্র বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবব্রুব। তাঁহারাও স্মার্ত্তের মতবাদ-সূত্রে নিজেকে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয়-বৈষ্ণব, বৈশ্য-বৈষ্ণব, শূদ্র-বৈষ্ণব ও অন্ত্যজ-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা শাস্ত্রের বিচারে কেহই বৈষ্ণব নহেন।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে।

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। মাতীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী ঠাকুর মঠ গোদিনপুর, চাঁদখালী।
৯। রামগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচন্দ্র মাতাপুর, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরাগিনা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বালাপোড়া, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীবিরজা-গৌড়ীয় মঠ নবক্ষেত্র।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিরকুলা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরা, ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রেসীর রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০ গ্লাডষ্টোন রোড, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং ডিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদুরকুটীর—বিজনোর ষ্টট, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

প্রত্যেক মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সংযুক্ত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, নামসূচী, গ্রন্থসূচী, বিষয়-সূচী, স্থানসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতে কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	আদ্যন্ত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	১৷৶০
৩।	আদ্যন্তপূর্ণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	
৪।	ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা)	
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৬।	গোস্বামি-গাথিকা	।৶০
৭।	শুদ্ধনামস্তব	।০
	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)	
	ঐ (আবাঁধা)	
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	৩৲
	ঐ (আবাঁধা)	২৷০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৷০
১১।	গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	।০
১২।	ধৃতিমার্গ ও সনোরস মাহাত্ম্য (বাঁধা)	৩৲
১৩।	বেদান্তশাস্ত্র মাহাত্ম্য (ঈশাবাস্যোপনিষৎ)	।০
১৪।	বৈষ্ণবপদ	২৲
১৫।	শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা (চতুর্থ সংস্করণ)	৷০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	৪৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
	ঐ (বাঁধা)	৷০
১৮।	দীন-দিন যাপন	৵০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৷০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৵০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।
২৮।	শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-বর্ণন	।০
২৯।	সারগ্রাহী	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	২।০
৩২।	সাধকবিত্ত	
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	⁄
৩৫।	স্তবমালা	⁄০
৩৬।	সদাচারস্মৃতি	⁄০
৩৭।	অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য (৫ম সংস্করণ)	⁄১৬
৩৮।	অর্চ্চনপদ্ধতি	.১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	।০
	ঐ (আবাঁধা)	⁄০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৫৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	৷০
৪৩।	মাধ্বগৌড়ী সাম্প্রদায়	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়	৷০
৪৫।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	০
৪৬।	অনর্থমুক্তাবলী বা রাগানুগাপদ্ধতি	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৷০
৪৮	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২।	সারস্বতী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-চরিতামৃত	।০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৫৫।	স্তব-সুধা	।০
৫৬।	মাধ্বমত-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠ পাঞ্চরাত্র	⁄০
৫৮।	সারগ্রাহিবৈষ্ণবম্	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	।০
৬০।	বামনদেব	।০
৬১।	তিরুপতীর্থ ওয়ার্ক্স	।৶০
৬২।	লর্ড্স্ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈকুণ্ঠম্	।০
৬৪।	রেলওয়ে গৌড়ীয়মঠ ইন্ ইণ্ডিয়া	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	রোজেজ্ ফ্রাম্ দ্য গার্ডেন অফ জিওফ্রি	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২।০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ)	১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	ভজন-রহস্য	⁄১০
৭২।	গীতাবলী	⁄০
৭৩।	শরণাগতি	৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ত্রিদণ্ডি আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-ভক্তাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পবিত্র লেখনীর অনুভবসম্পাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। ৫টি বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে অনুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

[ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
ল্যাবরেটরী—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নরেশ)	৩৸০—৪৲
বালাম বাঁকতুলসী (নরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা একনম্বর	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারা ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৵
বজার	৩৩৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা	৬৲—৭
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১।০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩৸৵০

এসবেস্টস সিমেন্ট, করগেট টিন—
৪১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮।০

গ্যাঃ তারের জাল ১ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন পাতি	৩৸৵০—৩৸৵০
,, গোলবুট (গোল)	৩৷৵০—৩৸৵০
,, চারকোণে (চৌকা)	৩।৵০—৩৸০
,,গোল রড ৶০—৷৶০ সূতা	৫৵০—৫৸৵০
,, চ্যাপ্টা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
,, বাণ্ডিল বাদ	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীলমণি খাঁ লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩১	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভাগবত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থাদি ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া-ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

হেড অফিস—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র ... প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪১, ২০শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা
বহু সংবাদ-পূর্ণ ও
সচিত্রভাবে প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিঃপিঃ ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিঃপিঃ ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

নদীয়া জেলায় ফুটবল খেলা

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) হইতে প্রকাশ, গত শনিবার ... প্রতিযোগিতার শেষ খেলা হইয়া গিয়াছে। ... মেমোরিয়াল এক সি (নদীয়া টাউন) এর নিকট ১-০ গোলে পরাজিত হইয়াছে। খেলার মাঠে অসংখ্য জনসমাগম হইয়াছিল। বিজয়ী দলের ... চৌধুরী এবং বিজিত দলের ... খেলাই উল্লেখযোগ্য। খেলা শেষে সভাপতি শ্রীযুত ... বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজয়ীদলের ক্যাপ্টেন ... একটি বিশেষ রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—

চট্টগ্রামে অগ্নিকাণ্ড

... গত ১০ই আগষ্ট ... এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি মনোহারী দোকান ও তুলার গোকানের সমস্ত জিনিষপত্র বিনষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অনুমান লক্ষ টাকা। অগ্নি উৎপত্তির কারণ জানা যায় নাই।

—

উন্মাদের স্ত্রীহত্যা

রাঁচী জেলার ... নামক স্থানের অধিবাসী তাহির আলী ও তাহার স্ত্রী ... তিন মাস যাবৎ টাটানগর ... ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের বাগানে ... কার্য্য করিতেছিল। হঠাৎ তাহির আলীর উন্মাদের ভাব লক্ষিত হয়। ... এক কয়লাখনি তাহাকে

দেশে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং সন্তোষ গ্রামের অর্জ্জুন মাঝীকে উহাদিগকে দেশে পাঠাইবার জন্য সঙ্গে দেন। গত ৩০শে জুলাই তারিখে উহারা সন্তোষ হইতে চাকাবাড়ী ঘাটে যাইয়া 'ফিনেট' নামক ফেরী ষ্টীমারে বেলা ৪॥ টায় আরোহণ করে। বেলা ৫টা ৪০ মিঃ সময় হঠাৎ তাহির মাঝী যমুনা নদীতে লাফাইয়া পড়ে। গোয়ালন্দ ঘাট হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে এই ঘটনা ঘটে। তৎক্ষণাৎ ষ্টীমার থামান হয় এবং প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া মৃতদেহের সন্ধান করা হয়। কিন্তু কোনও খোঁজ পাওয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় ষ্টীমার সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছে। পরদিন অর্জ্জুন মাঝী ও তাহির মাঝীর স্ত্রীকে সন্তোষ পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

—

গোপনে অস্ত্র আমদানী

১৯০৮ সালের বঙ্গীয় গোপন অস্ত্র আমদানী আইনের ৭ ধারা অনুসারে সেখ মহীউদ্দিন ওরফে সেখ বাচ্চু ও অবিনাশ চৌধুরী নামক একজন বাঙ্গালীকে গোপনে অস্ত্র সরবরাহকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে ২০ বৎসরের জন্য কলিকাতা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

—

কংগ্রেস কর্ম্মীর মুক্তি

দক্ষিণ শ্রীহট্টের কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীবিধুভূষণ বিহারী গোস্বামীকে সম্প্রতি তাঁহার দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৌলভীবাজার জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি তাহাদিগের ব্যাপারে যুক্ত হইয়া জেল

বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

—

বোমাসহ ডাকাত গ্রেপ্তার

সম্প্রতি বসিরহাট থানার বাঁকড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে ডাকাত পড়িয়াছিল। পুলিশ যথা-সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বোমা সহ একজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আলীপুরের গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

—

বিদ্রোহী নেতার প্রাণদণ্ড

ইরাণিদের বাবরা জন গত ১৩ই আগষ্ট বিদ্রোহী নেতা বো আকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে বো আ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ ক ও ১২২ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

—

দুইশত লোকসহ নৌকাডুবি

'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রে প্রকাশ যে, পাটনা সহর মজফরপুর অঞ্চল ও মালসলামী থানার অধীন দরিয়াপুরের নিকটে একখানি বৃহৎ নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, প্রায় ২৫০ লোক, কয়েকটী গরুসহ একখানি বৃহৎ নৌকায় মজফরপুরের দিক হইতে আসিতেছিল। হঠাৎ একটি গরু ভয় পাইয়া নদীতে লাফাইয়া পড়ে। উহার মালিক দড়ি ধরিয়া টানিয়া উহাকে উদ্ধার করি-বার চেষ্টা করায় নৌকায় জল উঠে। আরোহিগণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া একদিকে সরিতে থাকায় নৌকা কাৎ হইয়া ডুবিয়া

যায়। আরোহীদের মধ্যে মাত্র ৩০ জনকে নাকি উদ্ধার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—

শিশুহত্যার বীভৎস কাহিনী

গোণ্ডা সহরের ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী ... গ্রাম হইতে একটী চারমাস বয়স্ক শিশু হত্যার বীভৎস সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া একটী স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটীর স্বামী তাহার ভগ্নীকে চারমাস বয়স্ক শিশু সন্তান সহ নিজ বাড়ীতে লইয়া আসে। ভগ্নীর প্রথম সন্তানকে প্রচলিত প্রথামত স্বর্ণ বলয় দিবার কথা লইয়া ভগ্নীর শ্বশুর গৃহের কে একজন ঐ লোকটির প্রতি বক্রোক্তি করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটী এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন স্বামী ও ননদের অনুপস্থিতিতে শিশুটিকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া আটার সহিত মিশাইয়া উহা একটী কুকুরকে খাওয়াইয়া দেয়। স্বামী পত্নীর ব্যবহারে সন্দেহ করিয়া তাহাকে বিষম প্রহার করিলে স্ত্রীলোকটী স্বীকারোক্তি করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া কুকুরটিকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে। উহার মধ্য হইতে শিশুর মাংস ও অস্থিখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

—

"নবশক্তি"র জামীন

জাতীয়তাবাদী হিন্দী সাপ্তাহিক "নবশক্তি" ৩১শে আগষ্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইবে। এই সম্পর্কে সরকার যে হাজার টাকা জামীন দাবী করিয়াছিলেন, পাটনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা জমা দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩রা ভাদ্র সোমবার, ১৩৪১

"ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়গণ দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিজয়গৌরব-বিমণ্ডিত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহারা ১৩টি 'ম্যাচ খেলায়' মধ্যে ১৩টি তেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন শ্বেতাঙ্গ খেলোয়াড় দল ভারতীয় খেলোয়াড় দলের সঙ্গে খেলা করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। ভারতীয়েরা যে কালা' আদমী ও পরাধীন, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরা যাকি পদে পদেই তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক ভারতীয় দলের ছেলেরা যে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়াছেন, ইহাই সুখের বিষয়।

গত ৮ই আগষ্ট তারিখ ব্রহ্মদেশের সদস্যগণ স্যার অস্কারকে প্রেসিডেন্টের পদ হইতে অপসারণের জন্য এক প্রস্তাব ৫০.৩২ ভোটের জোরে পাশ করেন। সদস্যগণের পক্ষে এই শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের কারণ, তিনি ব্রহ্মদেশীয় ভাষা জানেন না, বিরুদ্ধ দলের সদস্যদিগকে বক্তৃতা দিবার যথোচিত সুযোগ দেন না এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা-বলে সুযোগ লইয়া সদস্যগণকে তাঁহার অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি তুলিতে বাধা দেন ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত স্যার অস্কার অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবকে স্বরাজ আন্দোলন সম্পর্কে 'অবৈধ' বলিয়া সংক্ষেপে ঘোষণা করিয়াছেন, আত্মপক্ষসমর্থনের কোন সুযোগ নাই। সদস্যগণ নিয়মকানুনে অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মদেশীয় ভাষা জানেন অভাব প্রেসিডেন্টকে বিতাড়নের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নহে।

———

গভর্নর বাহাদুরের উক্ত হুকুমনামায় জজ সাহেব সম্মত হিলেন না, তাই অতিরিক্ত পুলিশের এই অপূর্ব আস্ফালন ঘোষণা ৭ জন বাঙালী সদস্য বন্দী সদস্যই একযোগে সভা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না। প্রতিবাদ বার্থ হইলেও ক্ষোভের সীমা নাই। পরদিন ৫২ জন সদস্য মিলিয়া এক চিঠিতে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবী করিলেন এবং ১৫ই তারিখ যখন সভার অধিবেশন শুরু হইল, তখন ইউনি (বিপক্ষ পার্টি) দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার একখানা চিঠি আছে।" প্রেসিডেন্ট তাঁহাকে বসাইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি চিঠিখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ না করিয়া ছাড়িলেন না এবং চারিদিক হইতে স্যার অস্কার ডি গ্লানভিলের প্রতি শেম শেম ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ইহার পর সভাকক্ষে বিষম হট্টগোল, চীৎকার শুরু হইল। ফলে প্রেসিডেন্ট চারিজন সদস্যকে সভাত্যাগের আদেশ দিলেন।

আরও দুই দিন এই প্রকার বিশৃঙ্খল ও ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হইল এবং পুলিশ ও সামরিক পাহারা বসাইয়া স্যার অস্কার প্রেসিডেন্টগিরি করিতে চাহিলেন। অতঃপর সর্বশেষে স্যার অস্কার ঘোষণা করিলেন তিনি পদত্যাগের দাবীপূর্ণ একখানি চিঠি পাইয়াছেন বটে, তবে তিনি কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করিবেন না। বলা বাহুল্য তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয় নাই। কারণ, অবস্থিতি দেখিয়া লাটসাহেব পুনরায় তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতা বলে কাউন্সিলের অধিবেশনেরই ইতি করিলেন। ইহা ইতিহাসের পৃষ্ঠার এক অপূর্ব সামগ্রী হইল, সন্দেহ নাই।

নিয়োগ ও বদলী

শাসন বিভাগ

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, বিদায়-ভোগী সাব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী এ, এম এম বাবুকে রাজশাহী বিভাগে নিযুক্ত করিয়া গত ২৩শে জুলাই যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা নাকচ হইয়াছে।

বিদায়ভোগী সাব-ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আফতাবুদ্দিন আহমদ রাজশাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্নোক্ত সাব-ডেপুটী কালেক্টরগণ শিক্ষানবিশী হিসাবে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ১। বাবু হেমচন্দ্র সেন, রংপুর ২। বাবু সতীচরণ তালুকদার বি-এ, রংপুর, ৩। বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ বসু এম এ, ময়মনসিংহ ৪। বাবু মনোরঞ্জন চৌধুরী বি-এ, ঢাকা। ৫। বাবু বাঞ্ছারাম প্রধান, বি-এ, দার্জিলিং ৬। বাবু বীরেন্দ্রনাথ বসু বি-এ, মেদিনীপুর ৭। বাবু সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি-এ. ৮। বাবু শশধর দাশগুপ্ত এম্-এস সি মেদিনীপুর ৯। বাবু শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী এম-এস সি পার্বত্য চট্টগ্রাম; ১০। বাবু কিশোর বিহারী মল্লিক বি-এস বীরভূম। ১১। মৌলবী মীর হোসেন বি-এ, ত্রিপুরা।

বিদায়ভোগী সাবডেপুটী কালেক্টর বাবু সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্তকে চট্টগ্রাম বিভাগে নিযুক্ত করিয়া গত ৭ই জুন যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা নাকচ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রবেশনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরগণ বিভিন্ন জিলার সদরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

(১) বাবু হেমচন্দ্র সেন ও (২) সতীচরণ তালুকদার রংপুরে (৩) বাবু বাঞ্ছারাম প্রধান দার্জিলিংএ (৪) বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ বসু ময়মনসিংহে, (৫) বাবু মনোরঞ্জন চৌধুরী ঢাকায় (৬) বাবু বীরেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরে (৭) বাবু কিশোর বিহারী মল্লিক বীরভূমে, (৮) বাবু শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী বাখরগঞ্জে, (৯) মৌলবী মীর হোসেনকে খুলনায়, (১০) বাবু সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত চট্টগ্রাম জিলার সদরে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিচার বিভাগ

২৪ পরগণার অস্থায়ী সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজ বাবু শরৎচন্দ্র দে কে পুনরাদেশ পর্যন্ত রংপুরের সাব-জজ ও সহকারী দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অস্থায়ী সাব-জজ বাবু সরোজকান্ত ব্যানার্জি পুনরাদেশ পর্যন্ত ২৪ পরগণার সাব-জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুমিল্লার মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসামে বদলী হইয়াছেন।

ত্রিপুরা চাঁদপুরের মুন্সেফ বাবু হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি কুমিল্লায় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বগুড়ার ভূতপূর্ব মুন্সেফ মৌলবী সৈয়দ মোশারফ হোসেন চৌধুরী পুনরাদেশ পর্যন্ত ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুরের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছে।

বিদায়ভোগী সাব জজ ১নং—বাবু সুরেশচন্দ্র সেনকে অস্থায়ীভাবে মুর্শিদাবাদের সাব-জজের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম, পটিয়ার ভূতপূর্ব মুন্সেফ বাবু বিজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে পুনরাদেশ পর্যন্ত ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুন্সেফ বাবু নীরদলাল ঘোষ অস্থায়ীভাবে কুমিল্লার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ, বাজিতপুরের অস্থায়ী মুন্সেফ শীতাংশুভূষণ বসু পুনরাদেশ পর্যন্ত হুগলী, আরামবাগের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন চট্টগ্রাম, সাতকানিয়ার ভূতপূর্ব মুন্সেফ মৌলবী মিয়াজুদ্দিন ভুঞা পুনরাদেশ পর্যন্ত, খুলনা সাতক্ষীরার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

খুলনা, সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ পালিত বীরভূম রামপুর হাটের মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগ

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খাঁ বাহাদুর সামছুল উলেমা ডাঃ এম. হিদায়েৎ হোসেন অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে ঢাকা ইস্‌লামিক ইন্টার মিডিয়েট কলেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপাল খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ মুসা কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষি বিভাগ

রায় সাহেব ভাগ্যবান কাঁথি বিদায় কাল পর্যন্ত অথবা পুনরাদেশ পর্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসার মিঃ পি কে বিশী বাঙ্গালার কৃষি বিভাগের ইন্স-পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

———

গার্ডের শোচনীয় মৃত্যু

বাঙলার হইতে প্রকাশ, গত ৮।৮।৩৪ তারিখ বুধবার প্রাতঃ ৪টার সময় একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা বাড়বুজা (বি-এন-আর) ষ্টেশন ইয়ার্ডে ঘটিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, মিঃ শঙ্কর ২৩০ নং মালগাড়ী আপ ট্রেনের গার্ড হইয়া আসিতেছিলেন। ট্রেনের সমস্ত কাজকর্ম দেখিয়া শুনিয়া ট্রেনের ব্রেক ভ্যানের নিকটে যান। তাঁহার ট্রেন খানি অগ্রসর হইতেছিল, যেমন লাইন পার হইয়া আসিবার সময় হঠাৎ সান্টিং ইঞ্জিনের ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যান এবং মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান। তাঁহার একখানি পা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অপর পা খানাও পিষিয়া যায়। ঝাড়-সুগুদার ডাক্তার বাবু প্রাথমিক চিকিৎসা করতঃ তাঁহাকে হঠিন ব্রেকে করিয়া বিলাসপুরে নিয়া যান। গত ৯ই আগষ্ট প্রাতে মিঃ শঙ্কর মারা গিয়াছেন। মিঃ শঙ্কর খাও সদালাপ ব্যক্তি ছিলেন।

———

সিন্ধুনদে নৌকাডুবি

সিন্ধুনদে ১০ জন আরোহী ও প্রায় ৫ হাজার টাকার মাল বোঝাই একটি নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। একজন জেলে এবং ৯০টি শিশু ব্যতীত অপর সমস্ত লোককে উদ্ধার করা হইয়াছে।

———

কলিকাতার রাহাজানী

চরিহর বাগ নামক জনৈক লোক গত মঙ্গলবার ঢাকা মেলযোগে কলিকাতায় আসিয়া বেলিয়াঘাটার দিকে যাইতেছিলেন। তিনি রেলওয়ে পুলিশের নিকট এক মর্ম সংবাদ দিয়াছেন যে, রেলপথ দিয়া যাইবার সময় তাহার সমস্ত অপহৃত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২০শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১৪৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৬ই আগষ্ট জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ মন্দিরে সমাগত সজ্জন ভক্তবৃন্দের নিকট সন্ধ্যার পর প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত দশমূল-শিক্ষা-আলোচনামুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের স্বাংশ অবতার ও মায়াবশযোগ্য বিভিন্নাংশ জীবের কথা, প্রকৃতির স্বরূপ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি মায়ার বিক্রম-প্রকাশের কথা কীর্ত্তন করেন।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য। একমুহূর্ত্ত সেবা-বিরতি ঘটিলে সেই সুযোগে মায়া আমাদের প্রতি বল প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রমিক ভজন করিতে করিতে ভাবাবস্থা লাভ হইলে জীব পরমরসাস্বাদনে সমর্থ হয়। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি পর্য্যন্ত জীবের অনর্থযুক্ত অবস্থা এবং নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব—এই চারিটী অবস্থা অনর্থনির্ম্মুক্ত পদ হইয়া থাকে প্রভৃতি বহু বিষয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অতি সুন্দরভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

গত ১০ই আগষ্ট দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠে স্বামীজী মুমুক্ষু ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় কি?—এই প্রশ্নে ভগবদ্ভক্ত-মুখে সাধুর নিকট হরিকথা-শ্রবণই তাহার একমাত্র উপায়, এতদ্ব্যতীত জীবসকলের অন্য কোন উপায় নাই প্রভৃতি বিষয় অতি সরল ও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

গত ১১ই আগষ্ট সন্ধ্যার সময় খ্যাতনামা উকিল দিল্লী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ বি-এল মহোদয় সস্ত্রীক দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক স্বামীজীর নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি "নৃদেহমাদ্যম্" শ্লোকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা স্বামীজীর নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং গৌড়ীয়মঠাশ্রয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণে আর্ত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট বুধবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ সিদ্ধিপাশা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং উক্ত গ্রামনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিস সাবইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় অখিল বাবুর ঐকান্তিক যত্নে এবং উৎসাহে তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে একটী বিজ্ঞবর্গাগত বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজের আদেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় বহু সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৪শে শ্রাবণ স্বামীজী সন্ধ্যায় উক্ত অখিল বাবুর বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ করেন। পাঠকালে স্বামীজী অম্বরীষ মহারাজের মহিমা, কুণ্ঠধাম ও বৈকুণ্ঠধামের বৈশিষ্ট্য, অক্ষজ ও অধোক্ষজ, বাস্তব ও অবাস্তব বস্তুর পার্থক্য, জীবের স্বরূপ ও কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

গত ১০ই আগষ্ট শুক্রবার অমাবস্যার স্নানোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখাস্থ শ্রীনৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী সমাগত যাত্রিগণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয় হিন্দিভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠ-সেবকগণ ভজন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন এবং কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা বিবরণী বিশদভাবে হিন্দিভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। যাত্রিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভুবনমঙ্গল শ্রীচৈতন্য-বাণীপ্রচারের কথা শুনিয়া আনন্দিত হন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীহরিকথা-প্রচারার্থ কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে পুরীর নিকটবর্ত্তী সাক্ষীগোপাল, ডেলাঙ্ ও দামোদরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গত ৮ই আগষ্ট গমন করিয়াছেন। ঐ দিবস তাঁহারা চন্দনপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অনেক মহাপাত্র মহাশয়ের বাসভবনে "সুদিন ও দুর্দ্দিন" এবং "মানব-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১৩ই আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, সৎকর্ম্ম-প্রাপঞ্চিক সুখেন্দ্রিয়-তর্পণপর ত্রিবর্গপুরুষার্থ এবং মিথ্যাপুণ্যের বাহ্যরূপ ফলশ্রুতি—উভয়েই ভগবদ্ভক্তের যশ-কীর্ত্তি। কৃত্রিম অষ্টাঙ্গযোগাদি চেষ্টা, আকিঞ্চিৎকর মুক্তি-বাসনায় জ্ঞানযোগপ্রয়াস এবং তৎফলে ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রয়াস-বর্জ্জনোদ্দেশে স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, তাহা ভক্তে আনুষঙ্গিক ফলরূপে স্বতঃই উদিত হয়। ত্রিবিধ-দুঃখপূর্ণ জগতে আবিষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োপশমবুদ্ধি ভক্তে সহজে উৎপাটিত হয় এবং তিনি তৎকালে ভূলোকে গোলোক দর্শন করেন, ব্রহ্মা অনিত্য আধিকারিক দেবতার পদবী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃমি-কীট পর্য্যন্ত হরিবিমুখ অধিষ্ঠান সমূহকে তুচ্ছজ্ঞান করেন।

কৃষ্ণকথা ব্যতীত ইতর কথা অনিত্য জড়ভোগাবৃত ও অনেক সময় নিরানন্দময়। ভগবদিতর কথা বলিতে গেলে তৎফলে মুহুর্মুহুঃ জীব পায় শোক এবং মুহুর্মুহুঃ জীব নিজাত্মার বিনাশ করেন। নিত্যভোক্তা কৃষ্ণের দাস জীবের ভোগ্য-সামগ্রীতে সেবোপকরণাদি বিবেক উদিত না হইলে অনিত্য বস্তুজ্ঞানকে বহুমান ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হ'ন। তাহা অস্থায়ী ভাব মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনবিলাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে ইতঃপূর্ব্বে একটী অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তথায় শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইতেছেন, একথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। গত ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীবাস-অঙ্গনে একটী নাট্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। নাট্যমন্দিরের কার্য্য সত্বরই আরম্ভ হইবে।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ শ্রাবণ শকাব্দির সম্বৎসর ১১৮

শ্রীমায়াপুরে রেল

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারের ফলে আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দ্বারে দ্বারে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের জয় বিঘোষিত হইতেছে। শুধু বৃটিশ-শাসিত প্রদেশ-সমূহে নহে, মিত্ররাজ্য-সমূহেও এই সভার প্রচারকগণ মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। মহাপ্রভুর চিৎসমন্বয়াত্মিকা বাণী সজ্জনগণের শ্রবণে আসন গ্রহণ করিয়া পরমার্থ-বৈচিত্র্যে তাঁহাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে। তাই বিভিন্ন প্রদেশের সহস্র সহস্র যাত্রী প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করেন, কিন্তু এহেন পবিত্র তীর্থে গমনাগমনের জন্য সুগম-পথের অভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ব্যথিতচিত্ত হন। আমরা নিজস্ব-সংবাদ-দাতৃগণের প্রেরিত সংবাদে অবগত হইলাম, ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী সম্প্রতি শ্রীমায়াপুরে 'ব্রডগেজ' রেল লাইন খুলিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া বিভিন্ন স্থানের সজ্জনগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং অনেক পদস্থ ব্যক্তি উক্ত রেলওয়ে কোম্পানীকে উক্ত সাধু প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া যাহাতে রেল-লাইনটীর কার্য্য অতি সত্বর আরম্ভ হয় তজ্জন্য আবেদনও করিয়াছেন।

———

পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রস্তাবিত রেললাইনটী রাহাতপুর ষ্টেশন হইতে শ্রীমায়াপুর হইয়া নবদ্বীপ খেয়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। উহাতে যাত্রিগণের শ্রীধাম মায়াপুর ও সহর-নবদ্বীপ উভয় স্থানই দর্শনের বিশেষ সুবিধা হইবে। গমনাগমনের সুবিধা হইলে উভয় স্থানেই যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। সহর-নবদ্বীপের অধিবাসিগণের কেহ কেহ বলেন, উহাতে যাত্রিগণের যাইবার অসুবিধা কিছুই নাই কিন্তু পথের ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া মহেশগঞ্জ বা ঘুঘুডাঙ্গা ষ্টেশন হইয়া যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুর আসেন, তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; তাই একবার পথশ্রান্ত হইয়া সুবিধা-জনক রাস্তা না পাওয়ায় তাঁহাদের অনেকেই সহর-নবদ্বীপ দর্শন করিতে যান না। সুতরাং শ্রীমায়াপুরে রেল লাইন হইলে সহর নবদ্বীপের যাত্রি-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

———

আমরা শুনিতেছি, কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ-ঘাট ন্যারো গেজ রেলওয়ে লাইনে প্রায়ই রেলওয়ে কোম্পানীকে লোকসান দিতে হয়। ইহার কারণ স্থানীয় অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই হয় মোটর-যোগে, না হয় পদব্রজে কৃষ্ণনগর যাইয়া থাকেন; কারণ, কৃষ্ণনগর সহরে পৌঁছিতে তাহাতেই অল্প পয়সায় হয়। শ্রীমায়াপুর অঞ্চলের যাত্রিগণও নদী পার হইয়া মোটর যান পাইলে আর রেলের অপেক্ষা না করিয়া মোটর-যোগেই কৃষ্ণনগর যান। শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর, বল্লালদীঘি প্রভৃতি বধিষ্ণু গ্রামসমূহ হইতে যে সংখ্যক ব্যক্তি প্রত্যহ কৃষ্ণনগর যান, তাহার অর্দ্ধেকও বোধ হয়, মহেশগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম হইতে যান না। শ্রীমায়াপুরে রেললাইন হইলে ইঁহারা আর মোটরবাসের জন্য এক ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া নদী পার হইতে যাইবেন না; রেলেই যাইবেন; সুতরাং রেলের আয় বৃদ্ধি পাইবে। রেলের আয় বৃদ্ধি না পাইলে লোকসান দিয়া কোম্পানী বা গবর্ণমেণ্ট আর কতদিন উক্ত লাইনটী রাখিবেন?

ই, আর লাইনে যে-সকল যাত্রী সহর-নবদ্বীপ-দর্শনে আসেন, শ্রীমায়াপুরে রেল লাইন হইলে তাঁহাদের সকলেই একবার শ্রীমায়াপুর-দর্শনে নিশ্চয়ই আসিবেন। কারণ, (১) শ্রীমায়াপুরে যে সকল সুদৃশ্য ও সুউচ্চ মন্দির আছে ও হইতেছে, সহর নবদ্বীপে তাহাদের অভাব লক্ষ্য করিয়া এই সকল দর্শনের জন্য যাত্রিগণের কৌতূহল বৃদ্ধি না হইয়াই পারে না। (২) সহর-নবদ্বীপে প্রায় ঠাকুর বাটীতেই ।/০ আনা ভেটের প্রথা আছে; এত পয়সা ব্যয় করিবার সামর্থ্য যাঁহাদের নাই, তাঁহারা মাত্র ৵১০ পয়সা ব্যয় করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া বিনা ভেটে দর্শন করিতে পারিবেন। (৩) যাঁহারা ঐতিহাসিক-প্রসিদ্ধ প্রাচীন-স্থান-দর্শনের স্পৃহা আছে; বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দুরাজ বল্লাল-সেনের বাটীর ভগ্নাবশেষ (যাহা বর্ত্তমানে বল্লালস্তূপ নামে পরিচিত), বল্লালদীঘি, মহাপ্রভুর ভক্ত কাজীর সমাধির উপরিস্থিত ৫০০ বৎসরের চাঁপাফুলের গাছ প্রভৃতি দর্শনের জন্য তাঁহারা শ্রীমায়াপুরে আসিবেন। সুতরাং রেলওয়ে কোম্পানীর আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

কৃষ্ণনগরে গাড়ী বদল করিতে হয় বলিয়া এবং অনেক সময় গাড়ীর সহিত লাইট রেলওয়ের কোন Corresponding Train নাই বলিয়া বর্ত্তমানে যাত্রীর সংখ্যা বাধা হয়, শ্রীমায়াপুরে ব্রডগেজ লাইনে বরাবর শ্রীমায়াপুরে ও নবদ্বীপে যাইতে পারিবে বলিয়া যাত্রীর সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীমায়াপুর ও বেলপুকুরে দুইটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয় হইতে যে-সকল স্থানীয় ছাত্র ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের অধিকাংশই মাসিক টিকিট করিয়া উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য কৃষ্ণনগর যাইবে। সুতরাং উহাতেও রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাইবে। সহর নবদ্বীপের যে-সকল ছাত্র মাসিক টিকেট করিয়া কৃষ্ণনগর পড়িতে যায়, শ্রীমায়াপুর রেললাইনে তাহাদের অসুবিধা কিছুই হইবে না।

শ্রীমায়াপুরের ব্রডগেজ লাইনে অনেক মালপত্র আসিতে পারিবে তাহাতে রেলওয়ে কোম্পানীর প্রভূত আয় হইবে এবং স্থানীয় ও সহর-নবদ্বীপবাসিগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। বস্তুতঃপক্ষে তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

———

উপরে রেলওয়ে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধির যে-সকল কারণ প্রদর্শিত হইল তাহাতে স্থানীয় অধিবাসী বা যাত্রিগণের সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা কিছুই নাই। স্বরূপগঞ্জ ও মহেশগঞ্জ অঞ্চলের যাত্রিগণেরও কোনই অসুবিধা নাই। কারণ, তাঁহারা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তার সুবিধা সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতে পারিবেন; ট্যাক্সি, মোটর-বাস, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতির সুযোগ তাঁহারা এখন যেমন পাইতেছেন, তখনও তেমনই পাইবেন। প্রয়োজন হইলে শ্রীমায়াপুরের রেলের সুবিধাও পাইবেন। যাঁহারা বলেন, শ্রীমায়াপুর দিয়া রেললাইন হইলে নবদ্বীপের লোকদিগকে ৵৫ কিংবা ৵১০ বেশী দিতে হইবে, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি, কৃষ্ণনগরে গাড়ী বদল করিলে মালপত্রের জন্য কত পয়সা কুলিকে দিতে হয় এবং তাহা কি প্রকার কষ্ট-দায়ক? তাহার তুলনায় গাড়ী বদল না করিয়া ৵৫ কিংবা ৵১০ বেশী দেওয়া কি বেশী কষ্টের কারণ? লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দিক হইতে বিষয়টী বিচার করুন।

শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কোনও প্রকার অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার জন্য কতিপয় মৎসর ব্যক্তি কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া স্ব-স্ব অধীনস্থ ব্যক্তিগণের উপর প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক রেলওয়ে কোম্পানীকে উক্ত জন-হিতকর কার্য্য-গ্রহণে বাধাপ্রদানার্থ আদা জল খাইয়া লাগিয়াছেন। প্রত্যেক জন-হিতকর কার্য্যে বাধা-প্রদানই ইঁহাদের স্বভাব; স্কুল কর—বাধা দিবে, রাস্তা কর—বাধা দিবে, হাসপাতাল কর—বাধা দিবে। মৎসরগণের প্রতিকূলাচরণের ফলে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়; তাই বুঝি বিশ্ব-নিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় ঐ সকল মৎসরতার সৃষ্টি। আমাদের বিশ্বাস মৎসরগণের "উঁচু ও উঁচুর"—স্বভাব ধরিয়া ফেলিতে রেলওয়ে কোম্পানীর বেশী সময় লাগিবে না। বিরুদ্ধ-পক্ষের সমস্ত প্রতিকূল চেষ্টা-সত্ত্বেও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহার আবির্ভাব-স্থানের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে।

———

জাতি

'জন' ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া জাতি-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অর্থাৎ কর্ম্ম-বিবৃত্তিবশতঃ মায়াকবলিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশের পূর্ব্বে বা কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া এজগতে আগমনের পূর্ব্বে জাতির কোন কথাই থাকিতে পারে না। জড়বস্তু-মাত্রই জাতির নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এজগতের বস্তু নহেন যাঁহারা স্বেচ্ছায় যাঁহাদের এজগতে আগমন, মায়াজাত দেহ-মনাদির সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই, যাঁহাদিগকে ভুলিয়া বদ্ধজীবগণ জাতাভিমত্ত, সেই অজাতবস্তু—অজড় শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবকে মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া এ জগতের বস্তু মনে করিতে যাওয়া বা তাঁহাদিগকে কোন জাতি বা দেশকাল-পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করিবার আশা দুরাশা বা অপরাধেরই আবাহন মাত্র।

———

উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক কোমলমতি শিশুগণের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নিম্নশ্রেণীতে থাকিয়া শিশুগণকে শিক্ষা দিতে পারেন। তাহাতে যেমন তাঁহার পদাবনতি ঘটে না বা তাঁহার কোন অসুবিধা হয় না পরন্তু তাহাতে বালকগণের উত্তম শিক্ষা-লাভের সুযোগ হইয়া থাকে সেইরূপ গুরু-বৈষ্ণবগণ মায়াধীশ বস্তু হইয়াও নিম্ন-লোকাবস্থিত অনিত্য মায়িক সংসারবাসী, অল্পবুদ্ধি, অল্পায়ু ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য—তাঁহাদের নিকট বৈকুণ্ঠ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নিত্যধর্ম্মে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে কোন অবরকুলে জন্মলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক জীবমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। বিশেষ, সুশিক্ষিত ও সেবানভিজ্ঞ জীবগণকে সেবাশিক্ষাপ্রদানের জন্য গুরুবৈষ্ণবের লীলা যদিও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না তথাপি শিক্ষকের উপদেশে বালকগণের বিশ্বাস স্থাপনের ন্যায় প্রত্যেক বদ্ধজীব-মাত্রেরই লোকশিক্ষক শাস্ত্র ও গুরুবৈষ্ণবের উপদেশে আস্থাবান্ হইয়া তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণপূর্ব্বক অবশ্য বৈষ্ণবে

জাতিবুদ্ধি করা বা তাঁহাদিগকে আমাদের সমাসনে স্থাপন করা উচিত নয়।

মাতা হইতে সর্ব্বাগ্রে মানবকের জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধন বা উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয়-জন্ম-লব্ধ দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-দীক্ষায়, বেদশ্রবণ অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান, হইতে তৃতীয় জন্মলাভ করেন।

বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে জন্মের নাম শৌক্রজন্ম। উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে দ্বিতীয় সাবিত্র্য জন্ম অর্থাৎ দ্বিজত্ব-লাভ ঘটে। দীক্ষার দ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম—তাহাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জন্ম। ব্রাহ্মণেরই একমাত্র দক্ষ বা যাজ্ঞিক জন্মের যোগ্যতা বর্ণ-চতুষ্টয়ের শৌক্রজন্মের যোগ্যতা আছে। শূদ্রের সংস্কার, যজ্ঞ ও যজ্ঞক্রিয়া নাই। শৌক্র-জন্ম লাভ করিয়া, আচার্য্যের কৃপায় জীবের দ্বিতীয়-জন্ম-যোগ্যতা লাভ ঘটে। সাবিত্র্য-জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ সদ্দীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয়বার যাজ্ঞিক জন্ম লাভ করেন। শৌক্র-জন্মলাভ করিয়া অসংস্কৃত মানব বৈদিক-দীক্ষার পরিবর্ত্তে সদ্গুরু-কৃপায় পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাকালে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না। বামন বলেন, কলিকালে শৌক্রবর্ণগত বিচার অবলম্বন করিয়া যে সাবিত্র্য সংস্কার দেওয়া হয় উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কার-শব্দবাচ্য নহে। তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা সম্পন্ন হইলে দ্বিতীয়-জন্ম-যোগ্যতা বা উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্যতা-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের সম্ভাবনা নাই।

বামন বলেন,—"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ" অর্থাৎ কলিকালে শৌক্রবিচারে যে সাবিত্র্য সংস্কার হয় তাহা অসংস্কৃত শূদ্রের সংস্কার-রাহিত্যের তুল্য। এতদ্-সম্বন্ধে পঞ্চরাত্র বলেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

—যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে কাংস্য স্বর্ণত্ব লাভ করে সেইরূপ মানবগণের পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান)-বিধানক্রমে দ্বিজত্ব-লাভ ঘটে। শ্রীমহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই —

"এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি-কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোহপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥

যাঁহারা হরিভজন করেন - সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, সেই জাত্যতীত গুরুসেবকগণকে কোন বর্ণ বা আশ্রমের মধ্যে আবদ্ধ করা উচিত নয়। কারণ, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য কোন জড়াভিমানে প্রমত্ত না থাকিয়া কৃষ্ণদাসানুদাসাভিমানী। যাঁহারা হরিসেবা-বিমুখ হইয়া চ্যুত-গোত্র লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যেই এ সব কথা প্রযোজ্য। জাতি অবৈষ্ণব-সঙ্গেই আবদ্ধ। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের বর্ণ বিচারে নির্বিশেষ ভাব প্রবল ছিল। ক্রমশঃ সত্যযুগাবসানে ত্রেতাযুগে চারিটি বর্ণ বিভাগ লক্ষিত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীমহাভারত বলেন,

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল, জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না। পরে জীবগণ স্ব-স্ব কর্ম্মবশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। শম, দম, তপ, শৌচাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য প্রভৃতি গুণই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই ক্ষত্রিয়। দেব, গুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ-পরিপোষণ, আস্তিকতা, উদ্যম ও নিত্য-নৈপুণ্যাদি গুণ বৈশ্যের লক্ষণ। আর শূদ্রের লক্ষণ—সাধুগণকে প্রণতি, শৌচাচার, প্রভুর নিষ্কপট সেবা, মন্ত্রহীনতা যজ্ঞহীনতা, অস্তেয়, সত্য, গো-বিপ্রের রক্ষা। এই সকল গুণ পুরুষের বর্ণ-নির্দ্দেশ-কারক। যদি অন্য লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট কোন মানবকে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পুত্রকে ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের পুত্রকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত না করিয়া মানবের প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের নির্দ্দেশ করাই উচিত। তাহার অন্যথায় আচার্য্যের প্রত্যবায় হয় এবং তাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়।

মানবের জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক। মনুসংহিতা বলেন,—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

বিপ্রকুলোদ্ভূত শৌক্র-পুত্রগণ জীবনে এই সকল কর্ম্মফল-প্রভাবে আগমসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। দীক্ষিত অসংস্কৃত মানব উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিজ হয়। শৌক্রজন্ম, প্রাণহীন ক্রিয়াপর সংস্কার, সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদ-অধ্যয়ন, আশ্রমিক শৌক্র-পারম্পর্য্য প্রভৃতি সংস্কার-গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। বৃত্ত-স্বভাব-লক্ষণ বা প্রকৃতিই দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ। স্বভাবক্রমে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কারবিধান হইয়া থাকে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণের স্বভাব বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। সরলতাই ব্রাহ্মণের ভূষণ এবং কুটিলতা শূদ্রত্বে পর্য্যবসিত, ইহা জানিয়াই গৌতম সত্যকাম-জাবালকে সাবিত্র্য উপনয়ন সংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যিনি কামরাগাদি-দোষ বর্জ্জিত, শমদমাদি গুণ-বিশিষ্ট, মৎসর বা অহঙ্কারাদি-শূন্য সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ,—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়।

যুধিষ্ঠির সর্পরূপধৃক্ নহুষকে বলিলেন, হে সর্প! যাঁহাতে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ—সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, নিষ্ঠুরতা, পাপে ঘৃণা, প্রভৃতি গুণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিতে উপনয়ন-সংস্কারাদি চিহ্ন থাকিলেও, যদি এই সব গুণ তাঁহাতে না থাকে তবে বৃত্ত-বিচারে তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। না করিলে সত্যজ্ঞান-জনিত বিধি লঙ্ঘিত হইয়া প্রত্যবায় ঘটিবে।

মনু বলিয়াছেন যিনি উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখতা বশতঃ অন্যত্র বিষয়ে শ্রম করেন তিনি জীবদ্দশায় সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন। অসদ্-গুণ বর্জ্জন করিয়া অশূদ্র হইলে মানব শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। আবার তাহাদিগকে প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রতা লাভ হয়। যিনি এক প্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া সাধুর নিকটে অন্য প্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর অগ্রগণ্য আত্মবঞ্চক ও চোর যেরূপ কাঠের হস্তী বা মৃগচর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি হস্তী ও মৃগ বলিয়া গৃহীত হয় না সেরূপ বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নামে মাত্র ব্রাহ্মণ হইলে তাহাতে কোন মঙ্গল লাভ হয় না, গুণানুসারে বর্ণনির্দ্দেশই আবহমান কাল হইতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কলির প্রাবল্যহেতু এ সব সদ্বিচার সমাজগণ হইতে দূরীভূত হওয়ায় সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। আশা করি, সমাজ-নেতৃবৃন্দ শাস্ত্র-বিচারে ঔদাসীন্য পরিহার-পূর্ব্বক গুণানুগত্যে দৈববর্ণাশ্রম-স্থাপনে যত্নপর হইয়া সমাজের মঙ্গলবিধান করিবেন।

ব্যবহার ও পরমার্থ

(আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

উভজগতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এই দুই শ্রেণীর লোক পরস্পর বিপরীত-মুখী। ব্যবহারিকগণ মায়ামুখী আর পারমার্থিকগণ কৃষ্ণোন্মুখী। ব্যবহারিকগণ লৌকিক ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত, আর পারমার্থিকগণ ধর্ম্মরক্ষার্থে নিজ ইষ্টসেবা করিবার জন্য নিরন্তর সেবোন্মুখ। ব্যবহারিকগণের লৌকিকতায় সামাজিকতা ব্যতীত ভক্তির কোন কথা নাই।

ব্যবহারিকগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, ছলভক্ত, কপটভক্ত-গণকেই পারমার্থিক বলিয়া বরণ করেন। কারণ, ব্যবহারিকগণ মায়িক-দর্শন-জনিত জ্ঞানে পারমার্থিক-গণের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে অক্ষম। তাহারা সৎকর্ম ও অসৎকর্ম-জনিত ব্যাপারে ব্যস্ত। পুণ্যকামিগণ ধর্ম্মাদি কামনায় সৎকর্ম ও দেহমনোসুখ-সন্ধানবাদিগণ ভোগ-কামনায় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকেন। সুতরাং অসৎ-কর্ম্মিগণ ত' পারমার্থ-সন্ধানে নিবৃত্তই; এমন কি সৎকর্ম্মিগণও পরমার্থের কোন সংবাদ অবগত নহেন।

ব্যবহারিকগণ লৌকিক বা সামাজিক বিচারে পারমার্থিক বিচার কল্পনা করিতে যাইয়া কি প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরা সেগুলি ... পারমার্থিক বা বৈকুণ্ঠ ... কৃপায় ... উহা অবগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ... খণ্ড ১৯ সংখ্যায় ... "সাধারণ ভুল" নামক প্রবন্ধটী সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেক নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। পুরাতন পাঠকগণের পুনরাবৃত্তি ও নূতন পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং নিজের সাধারণ ভুল-সংশোধনের ... তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(ক্রমশঃ)

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোধিন্দপুর, চাঁপাহাটী।
৯। বাস-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধর মঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীপ্রভাবনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বারুয়েপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ কাশীয়ার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদুরকুণ্ড, পোঃ চিকাকোল, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মথুরার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রভীর রোড, হোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরাব গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহারভূমি—বিজনোর ষ্টেট, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও বৈদিবার্গ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আকরে বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৷৶০
৩। আকরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। শুকবর্ত্মা ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
১২। দুর্গমসঙ্গমনী (শ্রীল রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা) ২৲
১৩। বেদান্তদর্শনে বাক্যের মাহাত্ম্য ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীভক্তিরসায়নচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। নামভজন ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনকল্প ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতি ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আত্মতত্ত্ব ৷০
৩৯। সাধকাঞ্জমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। প্রাকৃতরস-শতদূষণী ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। ভক্তসূক্তাবলী বা মাহাত্ম্যশতকদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবোধ ১৶০
৫১। নিত্যকর্ম্ম ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিনিশ্চয় ৷০
৫৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। মাধুর্য্য-নিষ্কাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়ধর্ম্ম পারিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন, ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৶০
৬২। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্ট্‌স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৬৪। গৌড়ীয় মঠ ইউ, কে ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। শ্রীরূপ বিগিনিংস্ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১২৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৶০
৭৩। শরণাগতি ৶০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক, মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে ধর্ম্ম এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০৭ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র-পৃষ্ঠায় লইয়া ও বিদ্যুতায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায়-মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ ৪৲
মাণা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩।০
সিতাশাল (সরু)	৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৭৸৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৵০
আটা এলবার্টা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

চাচার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার তাওয়া কড়াই বা বীম	
বাকা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-বাকা চাদরা ওজন	৫৵০—৫।০
এঙ্গেল (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১।০
২৬ গেজ	১৩৲
২৪ গেজ	১১।০
ষ্ট, শি, টি,	১৫৸৵০

এসবেষ্টস সিমেন্ট, করগেট টিন—

৪।। ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৸৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০

গ্যাঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি ঘর

১২ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন শাটি	৩৸৵০—৭৸৵০
„ বোল্টু (গোল)	৬৵০—৬৸৵০
„ গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৸০
„ গোল বড় ৶০—।৶০ স্রুপ ৫৶০—৫৵০	
„ টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৸৵০ ৭৲
„ বাণ্ডিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীলরতন সাউ কোম্পানী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

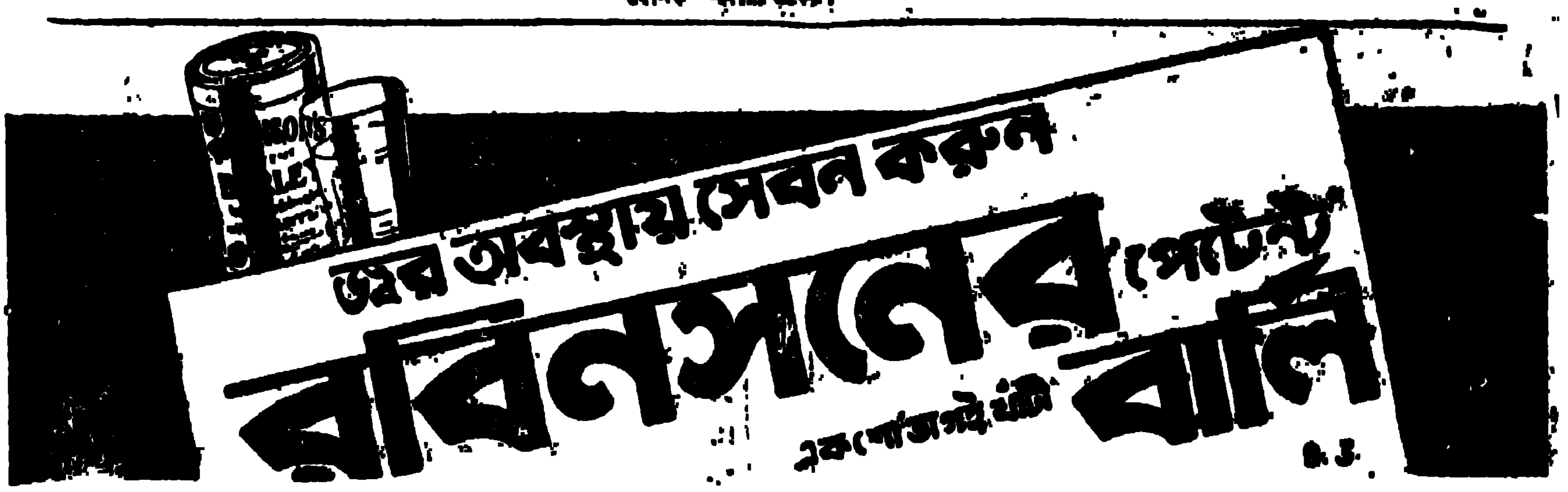

বন্যার মধ্যে বালিকার মৃতদেহ

কয়েকদিন পূর্বে খিদিরপুর ডকের জলে একটি বন্যার মধ্যে মায়োরা নাম্নী একটি ৮। বৎসরের বালিকার বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যায়। করোনার মিঃ এ. সি. মুখার্জ্জী মায়োরার মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কিম্বা কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি খাসরোধ করায় উক্ত বালিকার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া করোনারের জুরী মত প্রকাশ করেন। মায়োরার মৃতদেহ প্রাপ্তির কালে পুলিশ নরহত্যার অভিযোগে খিদিরপুর ডকের পোতাশ্রয় গোহার নামক জনৈক কুলীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আবদুর নামক জনৈক ৬ বৎসর বয়স্ক বালক করোনার সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান কালে গোতাশ্রয়কে কাঠগড়ায় সনাক্ত করিয়া বলে যে, আসামী মায়োরাকে হত্যা করিয়া একটি বস্তার মধ্যে পুরিয়া তাহার মৃতদেহ ডকের জলে নিক্ষেপ করে। অতঃপর আবদুর ইহাও বলে যে, মায়োরা তাহার সহিত খেলিতেছিল। এই সময় গোতাশ্রয় মায়োরাকে ডাকিয়া লইয়া যায় এবং তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে ও অতঃপর মায়োরার মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ করে।

মায়োরার মাতা কুলসামিয়া সাক্ষ্য প্রদানকালে বলে যে, তাহার কন্যার শরীরে ৬০৷৭০ টাকার স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার ছিল। ৩রা আগষ্ট বেলা ১০ ঘটিকার সময় হইতে মায়োরা নিখোঁজ হয়। তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান করা হয় কিন্তু কোন ফল হয় না। পরদিন অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ডকের জল হইতে একটি বস্তা তোলা হয়। উক্ত বস্তার মধ্যে মায়োরার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাহার শরীরের সমস্ত গহনাপত্র নিখোঁজ হইয়াছিল। মায়োরার শাড়ীর এক অংশ তাহার গলায় বাঁধা ছিল এবং অন্য এক অংশ তাহার মুখে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গোয়ালন্দের ডাকাতি ও নরহত্যার হিড়িক

গোয়ালন্দের গ্রাম্য অঞ্চল হইতে নিত্য চুরি, ডাকাতি ও নরহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বেলগাছি গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার দশরথকে পথিমধ্যে তাঁহার বন্ধু হীরা হত্যা করিয়া বন্দুকসহ পলায়ন করিয়াছে। দশরথের মৃতদেহ জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

বাহাদুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভুদয়াল মামলা শেষে আদালত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া একটি কূপের মধ্যে মৃতদেহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সোহাগিয়া গ্রাম হইতে দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, একদল সশস্ত্র ডাকাত গ্রামের ধনাঢ্য ভজন শর্ম্মার গৃহে চড়াও হইলে দেবী সিং নামে একব্যক্তি তাহাদিগকে বাধা দিয়াছিল। ডাকাতেরা দেবী সিংকে হত্যা করিয়া নগদ ও গহণায় প্রভূত সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

বাহরবাসের বেচান্ পাণ্ডেলাল রায় রামের বাড়ীতে সিঁদ কাটিয়া দুর্বৃত্তেরা দশ হাজার টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারের সলিল সমাধি

মিঃ সোমন বি-আই এস-এন কোম্পানীর খাণ্ডালা নামক জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। উক্ত জাহাজখানি কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে। গত বৃহস্পতিবার রাত্রি অনুমান আট ঘটিকার সময় মিঃ সোমন গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এরূপ প্রকাশ যে, মিঃ সোমন কলিকাতা হইতে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে একখানি ডিঙ্গীতে আরোহণ করেন। কিন্তু পা পিছলাইয়া নদীতে পড়িয়া যান। তাঁহার দেহ এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পাওয়া যাইবার জন্য অনুসন্ধান করা হইতেছে।

রাধাতন্ত্রম্

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কালিদাসনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম (পদ্মিনী), যমুনা-লীলা, রাসলীলা, কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীশ্রীহরিনাম মন্ত্র ও যেপ্রকারে উদ্ধার হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ।৵০, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিঃতে পুস্তক পাঠান হয়।

শ্রীহিরণ্ময়কুমার মুখোপাধ্যায়

৩৬।১নং, বাগবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

কার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

মৈত্রেয়োপনিষদ্
মূল অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৸০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] —৪ঠা ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ২১শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

বাঘে মানুষে লড়াই

কৃষ্ণনগর বড় সাহাবা নবিস্তির কর্মী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত বাগানবাটি ক্ষেত্রে সাহাবা কার্য্য করিতেছেন সংবাদ আসিয়াছে, তিনি একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখেন একটী উঁচু বনের ক্ষেতের মধ্যে একটী বাঘ একটি মানুষকে আক্রমণ করিয়াছে। বাঘ এবং মানুষটী উভয়েই পরস্পরকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষটিকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নিবারণ দত্ত একখণ্ড মোটা কাঠ লইয়া বাঘটীর নিকটবর্ত্তী হন এবং সুযোগ বুঝিয়া বাঘের মাথায় সজোরে আঘাত করেন। ফলে বাঘটি মরিয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীপুর সাহাবা ক্ষেত্রে কর্মী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, বন্য শূকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং আহত হন। বর্ত্তমানে তিনি কৃষ্ণনগরে চিকিৎসাধীন আছেন।

নর হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদে প্রকাশ, বানিয়াচং জাহক এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডিতের পুত্র ভূপেন্দ্রচন্দ্র পালিত এবং শিক্ষক শ্রীশ্রীশচন্দ্র ধর প্রমুখ দুই ব্যক্তিকে ম্যানেজারের জনৈক মুসলমান ভৃত্যকে হত্যার অভিযোগ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলে তাহাদিগের প্রতি হাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মুসলমান ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করিয়াছে। হত্যার কারণ সম্পর্কে প্রকাশ যে, হত ব্যক্তি অসচ্চরিত্রতা দ্বারা আসামীদের ক্রোধ জন্মাইয়াছিল।

অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা হত্যা

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্রবধূ ফুলকুমারী সিংহ (৮০ বৎসর) বরাহনগরে তাঁহার বাগান বাড়ীতে থাকিতেন। গত ২৮শে জুলাই তারিখে কে বা কাহারা তাঁহার শ্বাস রোধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে ও বাড়ীর অলঙ্কারপত্র ও নগদ টাকা লইয়া যায়।

এই সম্পর্কে পুলিশ গোবিন্দ গোসাঁই নামক এক ব্যক্তিকে অলঙ্কারপত্র ও টাকা-পয়সা চুরি করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া শুক্রবার ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ আর এ ডাচের এজলাসে হাজির করে। আসামী স্বর্গীয় ফুলকুমারী সিংহের বাগান বাড়ীর গোয়ালা ছিল জামিনে মুক্তি আছে।

রাজসাহীতে পদ্মার রুদ্রলীলা

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, পদ্মার জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজসাহী সহরের সন্নিকটস্থ বোয়ালিয়া, হরপুর নবপদ্মা ও নবাবগঞ্জ নামক গ্রাম সমূহ প্লাবিত হইয়াছে। অনুমান এক হাজার পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কেহ কেহ তাহাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ মাচান কিম্বা উচ্চ বাঁধের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটির পূর্ব্ব অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে। আদালত প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকও জলময় হইয়াছে। ভীষণভাবে পদ্মার ভাঙ্গন চলিতেছে।

মোটর বীরের শোচনীয় মৃত্যু

পেস্কারা (ইটালী), হইতে প্রকাশ, বিখ্যাত ফরাসী মোটর বীর মিঃ পি ঘেসো এখানকার এক মোটর দৌড়ে নিহত হইয়াছেন। পি ঘেসোর মোটরটি একটী সেতুর উপর দিয়া যখন প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল, তখন সেতুর প্রাচীরে তাঁহার মাথা ঠেকিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটরটী প্রাচীরে ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি নিহত হন। আড়াই লক্ষ লোক এই দৌড় দেখিতেছিল। এবং মোটরটী এক শত মাইলেরও অধিক বেগে চলিতেছিল। আশ্চর্য্য এই যে চালকের কিছুই হয় নাই।

ফরাসী-ভারতের নব-নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা

ফরাসী-ভারতের নবনিযুক্ত গবর্ণর মিঃ সলোমিয়াক গত ১৭ই আগষ্ট প্রাতে পণ্ডিচেরীতে আগমন করিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। অস্থায়ী গবর্ণর মিঃ জর্জ মোরেট তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে অভ্যর্থনা করেন এবং একটি মানপত্র প্রদান করেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীও তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করিয়াছেন। মানপত্রের উত্তরে মিঃ সলোমিয়াক বলেন, তিনি যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আনন্দিত।

ফেরারী গ্রেপ্তার

ত্রিপুরা জিলার গৌরলাল পাল ও নোয়াখালী জিলার যোগেশ মজুমদারকে ৩নং রেঃ আইন অনুসারে আটক করা হইতেছিল। তাহাদিগকে রাজসাহীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে কলেরার প্রকোপ

যুক্তপ্রদেশে কলেরার প্রকোপ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ৪ঠা আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে রোগীর সংখ্যা ১৬৫৪ এবং মৃতের সংখ্যা ৯৫৬। কিন্তু পূর্ব্ব সপ্তাহে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫৭৪ এবং মৃতের সংখ্যা ৯২৮। জৌনপুর জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০৮। বস্তীতে ৩৭৮, গোণ্ডা ১৬৮ এবং গোরক্ষপুরে ১০৮।

গত দুই দিনে আরও ১০টী রোগের সংবাদ লক্ষ্ণৌতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মহামারী নিবারণের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি হইতে যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

---

৮০ লক্ষ টাকা দাবী

কেশব দেও চাফেঁকার নামক একজন মাড়োয়ারী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৮০ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া রামপ্রতাপ চামেরিয়া ও রতনলাল চামেরিয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। অবশ্যে বলা হয় যে, বিবাদিগণ প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক অথবা বেপরোয়া উক্তি করিয়া বাদীকে হাইকোর্টে দায়েরী কোনও মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য করে। বাদী, দত্তক পুত্রের অধিকার স্থাপন এবং এজমালী সম্পত্তি বাঁটোয়ারার জন্য পূর্ব্বে ঐ মামলা দায়ের করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৪১

'জাতীয়দল-সম্মেলন' উপলক্ষে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গত ১৭ই আগষ্ট প্রাতঃকালের সময় কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে বিশিষ্ট কর্ম্মিগণও কলিকাতায় সমবেত হইয়াছেন। মালব্যজীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে মতভেদ দেখা দিয়াছে, তাহার সহজ ও সরল কোন মীমাংসা বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বাঁটোয়ারা সম্পর্কে নীরব থাকিবার পরামর্শ দিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বহু প্রকার মত দেখা যাইতেছে। কেবল যে একশ্রেণীর কর্ম্মী বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তবিরোধী, তাহা নহে,—কাউন্সিল-প্রবেশ ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেও একশ্রেণীর কংগ্রেসপন্থী উন্মুখ বলিয়া জানা যাইতেছে।

কংগ্রেস একটা গুরুতর পরিবর্ত্তনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য ও আসন্ন বুঝিয়াই, কংগ্রেসের বিভিন্ন মতাবলম্বীরা বোধহয় কংগ্রেসের জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন। কেন না, কার্য্যকরী সমিতির সহিত, সকল প্রকার মতের বোঝাপড়া কংগ্রেস ব্যতীত আর কেহ করিতে পারিবে না। অতএব বিভিন্ন দলে বিভক্ত কংগ্রেসপন্থীরা এখন হইতেই দলগত গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া যে সকল সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসপন্থী পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মালব্যজী ও শ্রীযুক্ত আনে, পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেও, কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। [illegible] সংবাদের সহিত [illegible] পৃথক কংগ্রেস কার্য্যালয়েই [illegible] উঠিত। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সমর্থকগণের ভীতি-প্রদর্শনে [illegible] হইয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি রোয়েদাদকে প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকরী সমিতির ইঙ্গিত, তথাকথিত মুসলমানরাজনৈতিকেরা গ্রহণ করেন নাই। বরং কার্য্যকরী সমিতির দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হোয়াইট পেপার, পৃথক নির্ব্বাচনপদ্ধতি প্রভৃতি একবাক্যে সমর্থন করিবেন বলিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধী, বিধিমতে উপবাস ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তিনি একটু সুস্থ হইলেই বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পুণা হইতে পাটনা পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতিতে যে পরিবর্ত্তন তাঁহার সম্মতি এবং কার্য্যকরী সমিতির পরামর্শক্রমে হইয়াছে এবং যাহা লইয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এত চাঞ্চল্য ও মতভেদ দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিবৃতি প্রকাশ করিবেন। কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

প্রকাশ, খুলনা জিলার ডুমুরিয়া থানার জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহারে কয়েকখানা গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফৎ এই ব্যাপারের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী নাকি সংবাদদাতা সন্দেহে বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোকদিগকে নানাভাবে অপমান ও হয়রাণ করিতেছেন। পুলিশের সহিত গ্রামবাসীদের এরূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া যথা কর্ত্তব্য বিধান করুন।

বঙ্গের স্বাস্থ্য

১৯৩২ সালের সরকারী রিপোর্ট

ম্যালেরিয়ায় তিন লক্ষেরও উপর মৃত্যু

স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর বঙ্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১৯৩২ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জন্মমৃত্যুর হিসাব

১৯৩২ সালে মোট জন্মসংখ্যা ১,৩২৮,৩৩৪ এবং মৃত্যু সংখ্যা ১,০২২,২১৯ সুতরাং মৃত্যুর তুলনায় জন্ম ৩০৬,১১৫ বেশী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাঙ্গলার জন্মহার অনেক কম। বিহারে লোক সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। উহা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা কম।

যে তিনটি জিলায় ১৯৩১ সালে জন্ম হইতে মৃত্যুর হার বেশী ছিল, তাহার মধ্যে, ১৯৩২ সালে পাবনায় জন্ম হার বেশী দেখা যায়। কেবলমাত্র যশোহর ও কলিকাতায়ই জন্ম হইতে মৃত্যুর হার বেশী।

শিশুর মৃত্যু

ভারতবর্ষে কেবলমাত্র মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ ভিন্ন বাঙ্গলাদেশে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশী।

১৯৩২ সালে একবৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ২৩৭,৫৯৩। ১৯৩১ সালে ছিল ২৪১,৫৫২; সুতরাং ১৯৩২ সালে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ৩,৯৫৯ কম।

আলোচ্য বর্ষে শিক্ষিতা ধাত্রীর সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা ১৩৮ জন বেশী হইয়াছে।

কলেরা

আলোচ্য বর্ষে কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা ৩৩,৯১০; ১৯৩১ সালে ছিল ৭৯,০৭৩। গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৫৬'৩ কম।

বসন্ত

আলোচ্য বর্ষে বসন্তে মৃত্যু সংখ্যা ৭,৯১০; ১৯৩১ সালে ছিল ৯,২০৭।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর

আলোচ্য বর্ষে ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা ৩২৭,৩৮৬।১৯৩১ সালে ছিল ৩৪৯,১১১। নদীয়া, রাজসাহী, যশোহর, মালদহ, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আলোচ্য বর্ষে কালাজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা ১০,৭২০; ১৯৩১ সালে ছিল ১০,১৯৯। সহরের মৃত্যু সংখ্যা ৬৪৬ এবং পল্লীগ্রামের মৃত্যু সংখ্যা ১০।০৭৪। মোট প্রাদেশিক মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ৩২ জন ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে।

স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান ও জল সরবরাহ

আলোচ্য বর্ষে মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের আয়ের শতকরা ৪৭'৬ টাকা স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। জলসরবরাহের জন্য আলোচ্য বর্ষে মাথা প্রতি অনেক বেশী টাকা খরচ হইয়াছে। ১৯৩১ সালে মাথা প্রতি ব্যয় হইয়াছিল। ৭৫/০ এবং ১৯৩২ সালে ব্যয় হইয়াছেন ১১৫/৮ পাই।

পল্লী অঞ্চলে জিলা বোর্ড হইতে জলসরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কম ব্যয় করা হইয়াছে। জিলা বোর্ডের আয়ের শতকরা ৩'৫ টাকা জলসরবরাহ সম্পর্কে ও ৮'২ স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যয় করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য

হেল্‌থ অফিসার এবং স্থানীয় ডাক্তার আলোচ্য বর্ষে ১৮৯টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং ২০,৩২০ বালক ও ১,২০৩টি বালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে, শতকরা ২৫'১টি ছাত্র পুষ্টিকর খাদ্য পায় এবং শতকরা ২৬৩৪ ছাত্র তাহা পায় না। শতকরা ১২'৯টি ছাত্রের চক্ষু রোগ আছে।

পল্লী অঞ্চলের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ২,৭০০টি স্কুল পরিদর্শন করেন এবং ৮৬,৩১০ জন ছাত্র পরীক্ষা করেন।

শিক্ষামূলক প্রচার

পাব্লিসিটি আফিসারের ও প্রচার কার্য্যের জন্য সরঞ্জাম ইত্যাদির চাহিদা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে বহু স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হয়। এই ধরণের প্রচার যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। স্বাস্থ্য বিভাগ এরূপ প্রচার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অনুভব করিতেছেন। এই জন্য আলোচ্য বৎসরে প্রচার বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার দরুণ স্বাস্থ্য বিভাগ আলোচ্য বর্ষে নূতন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে বিভিন্ন জিলা বোর্ডকে পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ১০,৫০,০০০৲ এবং পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের উন্নত বিধানের জন্য ২লক্ষ টাকা সাহায্য করা হয়। ইহা ভিন্ন কালাজ্বরের জন্য ৮০,০০০৲, ভ্যাকসিনেশনের জন্য ৫৯,০০০৲ ও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ২,২৩,৫০০৲ এবং বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করা হয়।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী গ্রেপ্তার

মুচিপাড়া থানার এলাকাধীন কোন একটি বাড়ীতে জনৈক বাঙ্গালী যুবকের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী বারুদ প্রাপ্তির অভিযোগ সম্পর্কে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রেণুকণা দত্তকে গত বৃহস্পতিবারে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবারে কুমারী রেণুকণা দত্তকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। তাহাকে ২১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ২৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৪ঠা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২১শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৪৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যার পর শ্রীভক্তিবিজয়ভবনের দ্বিতলগৃহে উপবিষ্ট হইয়া সমাগত সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

আলোচনামুখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত শক্তিমান্ ভগবানের সহিত একত্বের ও শক্তিসমূহের ভেদাভেদ-বিচার, সাধন শুদ্ধভক্তি ও সাধ্য প্রেমার কথা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই পরম তত্ত্ব; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনের বৈশিষ্ট্যাদি অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। আমরা এই সব কথা সত্বর প্রকাশ করিবার বাসনা করিতেছি।

বিগত ১৩ই আগষ্ট সোমবার কাশিপুর বেঙ্গল ইউনিয়ন ক্লাবের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু সুধীরঞ্জন মিত্র এবং ক্লাবের মেম্বারগণের আগ্রহে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপরমহংসমঠের মঠাধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত ক্লাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়-রামানন্দ-মিলন এবং মহাপ্রভুর রায়ের দ্বারা কলিযুগের সাধ্যসাধন-নির্ণয়-সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

সভাস্থ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন ও গৌড়ীয়মঠের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারতেতর পাশ্চাত্যদেশে চৈতন্যবাণী-প্রচারের কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ১১শে আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। শ্রীগুরুমুখে অধোক্ষজ লীলা শ্রবণ করিলে ইন্দ্রিয় সকল আত্মধর্মের অনুগত হয়। শ্রীগুরুকৃপা-বলেই জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কৃপাপ্রাপ্ত জীব বৈকুণ্ঠ স্থানে নিবাসিত হইয়া যখন অধোক্ষজ সেবানিপুণ হ'ন তখন তাঁহার দেহধর্মের বৃত্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া মায়িক দৃশ্য জগদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রতীতির উদয় হয়।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ সর্ব্বদাই ভোগতৎপর। ভগবান্ কামদেবের নিত্য কামনা পূরণ করিবার জন্য সেবক ও উপকরণ সম্প্রদায় নিজ নিজ বৃত্তিতে ও সেবাধিকারে ব্যস্ত। সেই স্বপ্রকাশ বৃত্তি আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির অন্তরালে বাধা-প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মকাণ্ডের বিচার অবলম্বন করিয়া যে বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম পালিত হয়, তদ্দ্বারা নশ্বর জগতের নীতিমাত্র অনুসৃত হয়। বর্ণাশ্রম-নীতির উচ্চ প্রদেশে যে হরিসেবার নিত্যচেষ্টা অবস্থিত, তাহা যদি ভাগ্যক্রমে জীবের লভ্য হয় তাহা হইলে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবায় উন্মুখ হ'ন। তৎকালে ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য বিষয় গ্রহণ এবং ইন্দ্রিয়পতি বহির্বিষয়-ভোক্তার অভিমানের পরিবর্ত্তে স্বরূপতঃ হরিসেবকাভিমানী হ'ন।

প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন ব্যক্তি আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াও পতিত হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার আর অধিক কি দুর্গতি ঘটিল? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফল পুণ্য ও বিশৃঙ্খলা-হেতু পাপ উভয়েই কর্ম্মফল-প্রাপ্য নশ্বর ভোগোপকরণ মাত্র। ভক্তিহীন জীব ভোগোপকরণ-লোভে সেই পাপপুণ্যময় ফল সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু যদি ভগবদ্ভক্তি প্রবলা হয়, তাহা হইলে যাবতীয় নশ্বর ক্লেশ বা সুখের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য অবসর লাভ ঘটে। যদি কেহ বলেন, বর্ণাশ্রমের সুষ্ঠু আচরণে জীবের যে মঙ্গল লভ্য হইত, ভক্তি-বিচ্যুত ব্যক্তির তাহাও লাভ ঘটিবে না। উত্তর এই যে, ভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া বর্ণাশ্রম পালিত হইলেও কিছুই লাভ নাই। ঔপাধিক লাভ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর, উহাকে লাভ মনে করা অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে প'ড়ি' মজে॥"

চতুর্দ্দশ ভুবনে উচ্চাবচভাবে অবস্থিত দুঃখাভাবরূপ সুখ ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ নিত্য নহে। ফলকামী জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফলে উচ্চলোকলভ্য সুবিধা পাইয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। কালের প্রবল-গতিতে অনিবার্য্য সুখ-দুঃখাদি আপনা হইতেই ফলকামীর ভাগ্য নির্দ্দেশ করে। ফলাকাঙ্ক্ষা জীবের আবশ্যক নহে, এইজন্য হেতুমূলে অস্থায়ী সুখাবেশ ছাড়িয়া আত্মার নিত্যধর্ম্ম হরিসেবা-সুখের জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমান্ জনের কর্ত্তব্য। যে সুখ-দুঃখ নিবারণ করা জীবের চেষ্টা-সাধ্য নহে, তাহার জন্য যত্ন করা বালচাপল্য মাত্র।

গৃহব্রতগণ সংসারোন্নতি প্রার্থনা করেন। হরিভক্তগণের হরিভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন বাসনা নাই। ভক্তগণ সংসারে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা গৃহব্রতের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগে ব্যস্ত নহেন। সাংসারিক সুখ দুঃখ-ভোগে সর্ব্বদা উদাসীন থাকিয়া, তাঁহাদের চেষ্টাসমূহ ভগবৎসেবার উদ্দেশে সর্ব্বদা নিযুক্ত। জড়সংযোগে অভাব, শোক ও মোহ বর্ত্তমান। চিন্ময়-রস সম্ভোগাদেয়, অভাববর্জ্জিত ও নিত্য-কাল আনন্দিত। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত নিত্য। গৃহব্রত, সংসার ও সুখ-দুঃখ-ফলাদি অনিত্য। তজ্জন্য সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভক্তের অপ্রয়োজনীয়।

ভগবান্ হইতে এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে তটস্থাখ্য জীব আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবানই জীব ও বিশ্বের কারণ। বিশ্ব ও জীব ভগবৎ-কারণের কার্য্য এরূপ বিচার করিলে ভগবান্ হইতে তাহাদের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুভয় কার্য্যরূপে গৃহীত হইলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অন্যত্ব সিদ্ধ। এই জন্যই শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য নাই, তাহাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

শক্তি ও শক্তিমানের প্রতীতিদ্বয় এক নহে। বাস্তব বস্তুর সংখ্যাগত পার্থক্য না থাকিলেও তাহাদের বিশেষগত নিত্য-ভেদ অবশ্যই জ্ঞাতব্য। শক্তিমৎ-তত্ত্ব অদ্বয়-জ্ঞান, শক্তিতত্ত্বে নানা বৈচিত্র্য থাকায় তাহার অদ্বয়জ্ঞানের সহিত পৃথক্ স্বরূপে ভেদবুদ্ধি হয় না।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ শ্রীধর স্বাহ্ন প্রদ্যুম্ন ৪৪৮

জড়-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা

বদ্ধজীবগণের ভোগের প্রধান উপকরণ—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা। হস্তিনী দেখাইয়া হস্তী ধরা বা টোপের লোভ দেখাইয়া মৎস্য ধরার ন্যায় মায়া জীবগণকে এই তিনটী বস্তুর মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রলুব্ধ করিয়া ত্রিতাপ ভোগ করাইতেছে। বিপুরীকৃত জ্ঞানহীন মৎস্যাদি যেরূপ হন্তাগণের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া প্রাণ হারায়, জীবগণও মায়ার হস্তে পতিত হইয়া আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে।

ভজনের প্রধান কণ্টক এই তিনটীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা জীবচিত্তহারিণী ধৃষ্টা শ্বপচরমণীসদৃশা। কনক-কামিনী-সংগ্রহরূপা পিপাসার কবল হইতে জীব নিষ্কৃতি পাইলেও প্রতিষ্ঠারূপা অসতীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে প্রায় অনেকেই অসমর্থ। এই অসৎসঙ্গ বা প্রতিষ্ঠা পরিহার করিতে হরিরসমদিরামত্ত বৈষ্ণবগণই সম্পূর্ণ সমর্থ। তাই গৌড়ীয়মঠাচার্য্য গাহিয়াছেন,—

কভু আর মুক্ত, কভু আর যুক্ত,
কভু না ভাবিহ একাকার সব।
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব॥

একই বস্তু গ্রহণের তারতম্যানুসারে বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। অভিজ্ঞ বৈদ্যের নিকট বিষে ঔষধের ক্রিয়া হয়, রোগ সারে, আবার অজ্ঞের বিষপান বিপজ্জনক ও মৃত্যুদ। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা,—এই তিনটি বস্তুর ব্যবহার-কৌশলে অনভিজ্ঞ থাকিলে অর্থাৎ এই গুলিকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে গ্রহণ না করিয়া নিজ ভোগের সামগ্রী জ্ঞান করিলে ভোগ-অগ্নির দংশনে আমাদের আত্মনাশ বা সেবাচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই গুলি ত্যাগ বা ভোগ না করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুসারে এ গুলিকে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োগ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য।

যশোলিপ্সার অপর নাম প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা দ্বিবিধা—জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। জড়াভিমানে প্রমত্ত হইয়া ধন, ঐশ্বর্য্য, রূপ ও শ্রী প্রভৃতির দ্বারা জগতে প্রশংসা অর্জনের যে স্পৃহা তাহাই জড় প্রতিষ্ঠা। জড় বস্তু নশ্বর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক তৃপ্তিদায়ক। সেইজন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ এসব অনিত্য বস্তুর জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিত্য বস্তুর সন্ধান করেন।

জড়প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় তুচ্ছ। সুতরাং তচ্চিন্তায় ও তৎসংগ্রহে বৃথা সময় অতিবাহিত করা উচিত নয়। এ সবই মায়ার বৈভব বলিয়া বন্ধনের কারণ; সুতরাং অনিত্য-বস্তুসংগ্রহেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক সেবা-স্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া প্রত্যেক জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাই নদীয়াচার্য্যদেব গাহিয়াছেন —

কনক-কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক—কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব॥
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব॥
প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব॥

মহাজনের এই উপদেশ কণ্ঠহার করিয়া রাখিতে না পারিলে আমাদের ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেবোৎসাহের পরিবর্ত্তে ভোগোৎসাহ প্রবল হইয়া উঠে। ভোগবুদ্ধি প্রবলা হইলেই হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতে আমরা উদ্গ্রীব হই। আমরা উভয়কূল রক্ষার জন্য ব্যস্ত। একাধারে হরিসেবা ও সংসার-সেবা সাধন করিতে পারিলেই আমাদের সুবিধা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আলো-আঁধার, কাম-প্রেম একাধারে অবস্থান করিতে পারে না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্ত্তমান সেখানে সেবা নাই। মায়ার একচ্ছত্রাধিপত্যই সেখানে বিরাজমান। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে সে সেবক নহে, বণিক্।

আমি যে কোন কার্য্যই করি না কেন, তাহার পরিবর্ত্তে চাই প্রতিষ্ঠা—আমার নাম। আমি সব ত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়াও সেবার বিনিময়ে ধন চাই, জন চাই, আমার কবিতা, প্রবন্ধ বা বক্তৃতা যতই সুন্দর হইয়াছে লোকে বলুক, কবিতা বা প্রবন্ধের নীচে আমার নাম থাকুক এইরূপ প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করি। এই সেবাভিনয়ের নাম সেবা নহে, অন্যাভিলাষ বা স্বেন্দ্রিয়তর্পণ—কাম।

বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সমদর্শন, বৈষ্ণবকে অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করার প্রবৃত্তিই আমাদিগকে বিপথগামী করে। জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার স্বরূপ বুঝিতে না পারায় আমাদের হিতে বিপরীত হয়। তাই হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াও আমরা প্রতিষ্ঠা-দাবাগ্নির হস্তে পড়িয়া সেবাচ্যুত হই।

হরিভক্তি যাহার নাই, তাহার আবার গুণ কোথায়? সুতরাং সর্ব্বদোষদুষ্ট অভক্ত বদ্ধজীবের বৃথা যশের কামনা নিরর্থক। বৈষ্ণবগণই সর্ব্বগুণে গুণী, তাঁহারাই পরম যশস্বী ভগবানের সেবক-সূত্রে যশঃ বা প্রতিষ্ঠার মালিক। যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাঁহাদেরই সেবা করিবার জন্য লালায়িতা হইয়া সর্ব্বদা পরিচারিকার ন্যায় অনুগামী। কিন্তু আমার ন্যায় অবৈষ্ণব, মূঢ় কাম-ক্রোধাদিতে আসক্ত জীব যদি বৈষ্ণবের পদবী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে মায়াদেবী আমার ধাষ্টিকতা দর্শন করিয়া আমাকে দৃঢ়ভাবে মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ করিবেন।

যদি আমরা প্রতিষ্ঠা চাই তাহা হইলে আমাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া উচিত। আমার একমাত্র প্রভু—অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যদাস। প্রভুসেবাই দাসের একমাত্র ধর্ম্ম, নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাই দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ইহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। যেখানে অহৈতুকী সেবারূপা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অপর বস্তুর জন্য জীব লালায়িত সেইখানেই জড়-প্রতিষ্ঠা।

রাবণ জড়প্রতিষ্ঠা-কামীর একজন আদর্শ। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রতিষ্ঠাকামী রাবণ সাক্ষাৎ চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবীকে পর্য্যন্ত স্বীয় ভোগ্যারূপে পরিণত করিবার দুষ্টেচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানের স্থান অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা জীবের আর দুর্ব্বুদ্ধি কি হইতে পারে? কিন্তু তাহার ফল প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে আত্মবিনাশ। জড়প্রতিষ্ঠা বা ভোগের কুফল দেখিয়াও আমাদের বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয় না, এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু যাঁহারা সজ্জন তাঁহারা এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যত্নপর হইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিয়োগ না করিলে তাঁহার সুখে সুখী হওয়া যায় না। যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকে নিজের প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারেন, হরিগুরুবৈষ্ণব হইতে তাহারও পৃথক্ অবস্থান নাই—যিনি এই কথাটি উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই জড়প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেবার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন, বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাঁহারই ভাগ্যে ঘটে, মায়ামুক্তি তাঁহারই হয়। সুতরাং ভগবান্ হইতে নিজকে পৃথক্ করিয়া প্রতিষ্ঠাদি কামনা করা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া একান্ত দরকার। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁ'রে করে তৎকালে আত্মসম॥"

কৃষ্ণৈক-শরণতাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা আর ভোগাকাঙ্ক্ষাই জড়-প্রতিষ্ঠার স্বরূপ। যেখানে ভোগ সেখানে সেবা নাই। সুতরাং শরণাগত বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে—সেবা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে না পারিলে অন্যাভিলাষ বা অসতী প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনী আমাদিগকে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। সুতরাং সেবা নৈরন্তর্য্য-লাভের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমি নিত্য বদ্ধ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ নিত্য, অমর বস্তু। আমি এই গুরু-বৈষ্ণবগণের নিত্য সেবক এবং এই সেবাও নিত্য এইরূপ সেবকাভিমানরূপা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য প্রত্যেকেরই যত্নপর হওয়া উচিত। নচেৎ হরিভক্তিনাশিনী জড়-প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

ব্যবহারীও পরমার্থ

(২)

ব্যবহারিকগণ মনে করেন—

(১) বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম জগতে প্রচলিত সহস্র ধর্ম্মের ন্যায়ই আর একটী ধর্ম্ম।

(২) শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্বারা জগতে প্রচারিত শুদ্ধ ও সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মে যে বিষ্ণুর উপাসনা এবং পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত যে বিষ্ণুর উপাসনা, এতদুভয়ই যখন বিষ্ণুর উপাসনা, তখন শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের ধর্ম্ম ও পঞ্চোপাসকের বাঞ্ছিত ধর্ম্মে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ উভয়ের দ্বারাই সমান ফল লাভ হয় এবং উভয়েই বৈষ্ণব! বরং প্রথমোক্ত 'শুদ্ধবৈষ্ণব-দলটি'—সঙ্কীর্ণ, আর শেষোক্তটী অর্থাৎ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত "বিদ্ধ বৈষ্ণব-দলটি" উদার! সুতরাং 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মে ও বিদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মে' অন্ত কিছুই পার্থক্য নাই; পার্থক্যটী কেবল সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা লইয়া!! (৩) 'ভাবুকতা' বা 'মনের খেয়ালই' "ভক্তি"!! ভাবপ্রবণতাই যখন ভক্তি, তখন যে কেহ তাহার মনের খেয়াল অনুসারে একটি ভাবুকতা প্রদর্শন, কীর্ত্তনে যোগদান, প্রাকৃত-সাহিত্যিকের ন্যায় মনের দ্বারা কল্পনা করিয়া, ভাবিয়া, গড়িয়া ভাবিয়া ভাবের উচ্ছ্বাস দেখাইয়া, ভাবুকতার প্রস্রবণস্বরূপী চিত্তবিনোদিনী ভাষার দ্বারা ভাবপ্রবণ হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসকে আরও অধিকতর ভাবে প্রবাহিত ও উদ্বেলিত করিতে বিশেষ কুশল, যিনি দৈহিক ও মানসিক প্রান্তি অপনোদনের জন্য—কর্ণোৎসব-বিধানকারী "একটু খোলে চাঁটি" বা করতালের মত দেখিতে অক্ষরযুক্ত—হউক কেন না সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসাভাসদুষ্ট হউক তাহাতে ক্ষতি নাই—সন্যাস, কাব্যমাধুরীর্থ্য বা ভাষালালিত্যপূর্ণ সুন্দর পদাবলী ভোগোন্মুখ কর্ণের কর্ণানন্দ-বিধান-কল্পে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিবেন—তদ্দ্বারা তিনি কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা যাহাই কেন অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করুন না, তাহাতে কিছু আসে যায় না—তিনিই পরমভক্ত—তিনিই পরম বৈষ্ণব—তিনিই পরম রসিক ও ভাবুক!!

(৪) 'বৈষ্ণব' কথাটি—সঙ্কীর্ণতাদ্যোতক, বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন সাধারণ দল-বিশেষের ধর্ম্ম!

(৫) জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্ম প্রভৃতি অনিত্য উপায়ের ন্যায় ভক্তিও একটী উপায়!

(৬) ভগবানের নাম-রূপ অনিত্য! সুতরাং মানুষ যে কোন একটী নাম লইয়া বা রূপ গড়িয়া, ভগবানকে ডাকিতে পারেন!

(৭) 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'রাম' প্রভৃতি নামের সহিত "ব্রহ্ম" "পরমাত্মা" "সৃষ্টি-কর্ত্তা" প্রভৃতি নামের কোন ভেদ নাই!

(৮) "যোগমায়া" ও "মহামায়া" এক!

(৯) 'কালী' 'দুর্গা' 'শিব' প্রভৃতি তত্ত্ব ও বিষ্ণু-'তত্ত্ব' এক! উঁহাদের যে কোন একটি নাম কৃষ্ণ বা বিষ্ণুনামের পরিবর্ত্তে প্রতিশব্দের ব্যবহারের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারে!

(১০) 'আত্মধর্ম্ম' ও 'মনোধর্ম্ম', 'সত্ত্ব' ও 'অসত্ত্ব', 'সাধুগণের 'ধর্ম্ম' ও 'মনগড়া বা আধিকারিক ধর্ম্ম'—সব এক!

(১১) 'কর্ম্মকাণ্ড' ও 'বৈধী ভক্তি' এক!

(১২) 'বৈষ্ণবের জীবেদয়া' ও 'কর্ম্ম-কাণ্ডী', মায়াবাদী বা বৌদ্ধগণের জীবে-দয়া' —সব এক!

(১৩) 'শুদ্ধ-বৈষ্ণবের প্রসাদ-সেবন' ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের হবিষ্যান্ন-গ্রহণ বা প্রাকৃত-সহজিয়ার কলাপূর্ণোর সদাচার কিংবা মায়াবাদী বা বৌদ্ধের নিরামিষ ভোজন সব এক।

(১৪) বৈদিকের, বৌদ্ধের বা জৈনের অহিংসা-ধর্ম্ম-যাজনের বাহ্যাকার ও বৈষ্ণবের অহিংসা-ধর্ম্ম-পালন—সব এক।

(১৫) নাম, নামাক্ষর বা নামাপরাধ একই বস্তু, ভোগোন্মুখ নেত্রে দেখিতে ও ভোগোন্মুখ কর্ণে শুনিতে নামাক্ষরের মত বস্তু উচ্চারণ বা গ্রহণই—নাম-গ্রহণ।

(১৬) গুরু ও গুরুব্রুব—একই বস্তু। গুরুব্রুব ও শিষ্যের কল্পনা বা অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা শিষ্যের মনে মনে সংশোধিত হইয়া শিষ্যকে কৃপা অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইতে সাহায্য প্রদান করিতে পারেন।

(১৭) গুরু ও শিষ্যে শৌক্রবংশ-পরম্পরায় জীবদাস প্রথার ন্যায় শৌক্র-বংশগত সম্বন্ধ।

(১৮) ভক্তি বা বৈষ্ণবতা শৌক্রবংশ-গত ব্যাপার।

(১৯) ভক্তি একটি মনোধর্ম্ম। সুতরাং উহা পিতামাতার শুক্রশোণিতের মধ্য দিয়া পুত্রে প্রবাহিত।

(২০) 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং-স্তথৈব ভজাম্যহম্'—এই কথা দ্বারা যাহার যেটি মনের খেয়াল, সেইটিই ধর্ম্ম। সুতরাং ভক্তিপথের মধ্যে যত কিছু মনগড়া কথা, সকলের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়।

(২১) বৈষ্ণবের অর্চ্চা-পূজা ও পঞ্চোপাসক, কর্ম্মী, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, জৈন, প্রাকৃত-সহজিয়া ও স্মার্ত্ত প্রভৃতির মূর্ত্তি-পূজা সবই এক।

(২২) মহাভাগবতের শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-ব্যপদেশে ভাবসেবা ও কনিষ্ঠ অধি-কারীর অর্চ্চন এক।

(২৩) সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান ব্যতীত বাহ্যানুষ্ঠান বা কাণে ফুঁ দেওয়ার নাম দীক্ষা।

(২৪) প্রাকৃত স্থূল ও লিঙ্গদেহের অভিমান, প্রাকৃত জাতিবর্ণের অভিমান, প্রাকৃত অদৈব সমাজের অন্তর্গত বলিয়া অভিমান, অদৈব বিষ্ণুভক্তিবিহীন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসমাজ-প্রদত্ত উপাধির বহুমানন ও তৎসংরক্ষণের চেষ্টা। অদীক্ষিত অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান ও দিব্যজ্ঞান অপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দীক্ষিত ব্যক্তিরও কর্ত্তব্য।

(২৫) বিষ্ণু ও বৈষ্ণব জাতির অন্তর্গত।

(২৬) মহাপ্রসাদ ও ডাল ভাত এক।

(২৭) স্থান-মাহাত্ম্যেই মহাপ্রসাদের মহাপ্রসাদত্ব অর্থাৎ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য নাই, স্থান বা উহার উদ্ভব ক্ষেত্র হইতেই ঐ সকলে আগন্তুক মাহাত্ম্য উপস্থিত হয়।

(২৮) মাটীর সহিত ভক্তির যোগ আছে। প্রাকৃতিক প্রভাব বা আবহাওয়া বড়ই প্রবল, সুতরাং এই স্থানের বাসিন্দা হওয়া যায় অর্থাৎ হৃদয়ের কোমলবৃত্তি ভাবুকতা বা ভক্তি প্রস্তুত হয়।

(২৯) ভক্তি স্ত্রীলোকের, আলস্য-পরায়ণ, নিস্তেজ, কাপুরুষ, নির্জ্জীব ও অত্যন্ত হীন ও নীচ ব্যক্তিগণের উপযোগী ধর্ম্ম।

(৩০) যেমন প্রাকৃত নভেল, নাটক, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি জড়-সাহিত্য লেখা-পড়া জানা থাকিলেই আলোচনা করা যায় বা বোঝা যায়, তদ্রূপ ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থও অক্ষর পড়িতে পারিলেই বা শব্দের আভিধানিক অর্থ জানিতে পারিলেই বুঝা ও আলোচনা করা যায়।

(৩১) যেমন টোট্‌কা চিকিৎসা-গ্রন্থ বা পারিবারিক হোমিওপ্যাথিক পড়িয়া আজকাল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াও কাহার পক্ষে কোন্ ধর্ম্মটী উপযোগী তাহার নির্ব্বাচন করা যায়। কটি বেঁধে ধর্ম্ম-ক্ষেত্র।

(৩২) যেরূপ অনেকে গ্রন্থ দেখিয়া ঘরে বসিয়া ব্যায়াম শিক্ষা করে, তদ্রূপ সদ্গুরুর সেবা বা গুরুগৃহে বাসের উপযোগিতা বোধ না করিয়াও অথবা নামমাত্র গুরুদেবকে স্বীকার করিয়াও ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

মহাপ্রভুর আলয়

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গত ১২ই শ্রাবণ তারিখে প্রকাশিত ১২শ খণ্ড গৌড়ীয় পত্রিকার ৫০তম সংখ্যায় তালিকাভুক্ত সজ্জনগণের নাম অনুসরণক্রমে যে সকল ভাগবত সুধীগণ শ্রাবণ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর যোগ-পীঠের শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার জন্য যথা-সাধ্য মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে এবং আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সকল মহাত্মাগণের অনুসরণপূর্ব্বক যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার জন্য মাসিক অর্থ-সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইবেন তাঁহাদিগেরও নাম যথাসময়ে গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে এবং তাঁহাদিগের সেবাও আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত স্বীকৃত হইবে।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ব্রজবাসী, সেবা-কোবিদ)
রক্ষক, শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাহায্যদাতৃগণের তালিকা

১। শ্রীবামদেব মহাপাত্র, বাদাম-পাহাড় (বালেশ্বর) মাসিক ১৲

২। শ্রীশরৎচন্দ্র চন্দ্র, শিবপুর (হাওড়া) ১৲

৩। শ্রীমনোমোহন বসু, কলিকাতা ১৲

৪। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, টালা, (কলিকাতা) ১৲

৫। শ্রীমহেশচন্দ্র দাসাধিকারী সন্দৌ ১৲

৬। শ্রীবিধুভূষণ কর ও অশ্বিনী-কুমার সরকার, দমাদমাবি ১৲

৭। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ওয়ারি (ঢাকা) ১৲

৮। শ্রীসন্তোষকুমার বসু, কাটিহার ২৲

৯। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, কেন্দুয়াড়ি ও শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, শ্রীহট্ট ১৲

১০। শ্রীবনোয়ারীলাল দাস মহাপাত্র সাউরী ২৲

১১। শ্রীহরিমন্ত্র মহাপাত্র, কটক ১৲

১২। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষাল, ভাগনপুর (২৪ পরগণা) ১৲

১৩। শ্রীসজনীকান্ত বাওয়া, কলিকাতা ১৲

১৪। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর (কলিকাতা) ১৲

১৫। শ্রীসুরমুনিনন্দ দাসাধিকারী, মেওয়ানগর (কুচবিহার) ১৲

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুরের সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীপ্রদ্যুম্ন আশ্রম কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীসনাতনাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবেন্দ্রগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পর্ব্বতার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদ্রকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কামেশ্বরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রেডার রোড, ছোটানি বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অনাথ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিষ্ণুকুটীর—বিজনোর ষ্ট, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আয়তন বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ৷৶০
২। অনুভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকাসহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণোদ্দেশঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (মাধ্বভাষ্য) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৷
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। [illegible] ,১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫১। শিক্ষাদর্শন ৵০
৫২। সংখ্যাবার্ত্তা /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ঃ ।০
৫৩ক। সটীক-নিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী ।০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। মায়াবাদ-নিরাকরণম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মতের পাঠচয়ঃ /০
৫৮। সাধ্যসাধনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিইষ্টিক প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অ্যাণ্ড ... ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৲
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল অক্ষরে প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায়, টীকা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৪৸০—৪৲
মোটা বালামুসী (সরেস)	৫৸০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (মধ্য)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৶০
আটা এগমার্কা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৸৶০—৩৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৭০৸৶
বড়ান	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়্যার
কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার বৈরাগী—	প্রতি ৩২৫
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাঁকা	৯৲—৯
ঐ বে-বাঁকা হালকা ওজন	৫৶০—৫৷০
বরগা (টি-আয়রণ)	৩৷০—৩৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৶০—৭৷০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ	৯১৩৲
২৪ গেজ	১১৷০
অ'র, পি, ডি,	১৩৸৶০
এসবেস্টস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৶০
২৬ গেজ " "	১২।৶০
৮ গেজ ও ১০ গেজ ঐ—	১৩৸৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটা তার ১০০	
গজ	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
ইস্পাত পাতি	৩৷৶০—৩৷৶০
" গোলছড় (গোল)	৩৷৶০—৩৸৶০
" পলাদে (চৌকা)	৩৷৶০—৩৸০
"গোল রড ৶০—৷৶০ সুতা	৫৶০—৫৸৶০
", টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸৶০—৭৲
" সাউন্ড তার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
নীরবর ঘাট লোহাপটি, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌণে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে				পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।৹	।৴৹	।৴	।৹
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১।৹	১।৹	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৭—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	[illegible]	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়, তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫৭, ৮-৭, ৯-৪৩, ১৬-৪২, ১৮-৩১ এবং ০-৩১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বাদবন্দ্ব যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল-পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

-o::o::o-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1144

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের পারমার্থিক সংবাদ-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু অনুসন্ধানে, মূল ও অন্বয়ানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪১, ২২শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪৮-শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

নিষ্ঠুরতার শাস্তি

ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ আর এ ডাচ গত ২৩শে এপ্রিল রাত্রি অষ্টাদশ বর্ষীয়া মহিলা নীলিমা সেনকে মারপিট করিবার অভিযোগে নীলিমার স্বামী সুশীল কুমার সেন ও নীলিমার শাশুড়ী আনন্দময়ী সেন, এই দুইজনের প্রত্যেককে একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অনাদায়ে তাহাদের প্রত্যেককে ছয় সপ্তাহ কাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। নীলিমার শ্বশুর কালীপ্রসন্ন সেন মুক্তি পাইয়াছে।

মহকুমা হাকিম মহোদয় আসামীদ্বয়কে দণ্ড প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'নীলিমার প্রতি অদ্ভুত ও অশ্লীল ব্যবহার করা হইয়াছিল এবং এই জন্য যে আইনে এমন কি নগণ্য পশুপাখী পর্য্যন্তকেও দুর্ব্যবহার হইতে রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই আইনের আশ্রয় হইতে নীলিমাকে বঞ্চিত করিতে পারা যায় না।'

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অভিযোগকারিণী নীলিমা সেন পরমা সুন্দরী সপ্তদশবর্ষীয়া শিক্ষিতা মহিলা। আসামী সুশীল তাঁহার স্বামী। আসামী আনন্দময়ী ও কালীপ্রসন্ন যথাক্রমে নীলিমার শাশুড়ী ও শ্বশুর। গত ২৩শে এপ্রিল তারিখ আসামী সুশীল ও তাহার মাতা আনন্দময়ী নীলিমাকে ভীষণভাবে মারপিট করে এবং কালীপ্রসন্ন তাহাদিগকে নীলিমাকে মারপিট করিতে প্ররোচনা প্রদান করিয়াছিল।

১৩৩৮ বাংলার ফাল্গুন মাসে নীলিমার সহিত সুশীলের বিবাহ হয়। ১৩৩৯ বাংলার বৈশাখ মাসে সে শ্বশুরবাড়ী যায়। তাহার শ্বশুরবাড়ী সেই সময় টালায় ছিল। দুই মাস কি একমাস পরে আসামীগণ নীলিমার প্রতি নানারকম ভাবে দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এই দুর্ব্যবহারের কঠোরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নীলিমার বিবাহের পর তাহার পিতার চাকুরী যায় এবং এইজন্য তিনি তাঁহার কন্যাকে প্রতিশ্রুত অনুযায়ী অলঙ্কারপত্র দিতে না পারায় বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। আসামীগণ নিরাশ হইয়া ও অপমান বোধ করিয়া নীলিমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

গুজরানওয়ালায় বোমা বিস্ফোরণ

গুজরানওয়ালা হইতে একটী বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, একখানা বাড়ী ছয়মাস খালি পড়িয়াছিল। সম্প্রতি ঐ বাড়ী ভাড়া হয়। নূতন ভাড়াটিয়ারা বাড়ী পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ দুইটি বোমা ফাটিয়া যায়। বিস্ফোরণের ফলে দুইটী স্ত্রীলোক আহত হয়। পরে ঐ বাড়ীতে আরও একটি বোমা পাওয়া গিয়াছে।

খুলনায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা

গত ১৭ই আগষ্ট রাত্রিকালে খুলনার চাঁদখালি থানার এলাকাধীন তিলডাঙ্গা গ্রামের বিশিষ্ট ধনী শ্রীযুক্ত নলিনীভূষণ ঘোষ আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, নলিনী বাবু রাত্রিকালে আহারের পর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন। এই সময় অতর্কিতে কে বা কাহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি তিনবার গুলী বর্ষণ করে। একটী গুলি নলিনী বাবুর বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে। গুলীর শব্দ ও নলিনী বাবুর চীৎকারে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে সমবেত হইবার পূর্ব্বেই রাত্রির অন্ধকারে আততায়ীরা পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নলিনী বাবু এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে স্থানীয় বাজারের কয়েক ব্যক্তির নাম করিয়াছেন। এই সকল লোকের সহিত ইটের ভাড়া আদায় লইয়া নলিনী বাবুর মনান্তর ঘটিয়াছিল।

মুজফ্ফর রহমান গ্রেপ্তার

নোয়াখালি জেলার কৃষক ও শ্রমিক সমিতির নেতা মৌলবী মুজফ্ফর রহমান একখানি নৌকায় চড়িয়া যাইবার সময় মাথেরপাড়া রেল ষ্টেশনের নিকটে অপর চারিজনের সহিত ধৃত হইয়াছেন। সংবাদ এই যে, তাহার নৌকায় তল্লাসী করিয়া পুলিশ একটি বন্দুক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জেলার কয়েকটি ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ বহুদিন যাবৎ এই মৌলবীর অনুসন্ধান করিতেছিল। কিন্তু তিনি পলাতক ছিলেন। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য ১০০্ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল।

মদ্যাসক্ত চোরের দুর্দ্দশা

ঔরঙ্গাবাদ জিলার পাটান তালুক হইতে এক কৌতুকপ্রদ চুরির সংবাদ আসিয়াছে। উক্ত তালুকের এলাকাধীন এক গ্রামে রাত্রিকালে কোনও মদের দোকানে এক চোর প্রবেশ করে। দোকানের তহবিল তছনছ করিয়া সর্বসমেত পঁচিশটী টাকা সংগ্রহ করিবার পর চোরের পানের পিপাসা প্রবল হয়। নেশার ঝোঁকে উক্ত চোর একে একে ছয় বোতল মদ নিঃশেষে পান করিয়া অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া দোকানের মধ্যেই নিদ্রা যাইতে থাকে। পরদিন মালিক যথাসময়ে দোকানে আসিয়া নিদ্রিত চোরকে গ্রেপ্তার করে। মাতাল অবস্থায়ই তাহাকে হাজতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

চার বৎসর কারাদণ্ড

বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব পি মিত্র কলেজ রোডে পিস্তল রাখার মামলায় আসামী শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯এ ধারা মতে চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গত ২৩শে মে শান্তিরঞ্জন কলেজ রোড দিয়া সাইকেলযোগে কাশীপুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে গ্রেপ্তার হয়েন। তাঁহার শরীর অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ তৎকালে কোমরে জড়ানো একটী রিভলভার পাইয়াছিল।

বৈশ্বানরের ধ্বংস লীলা

বাঁকুড়া সহরের নিকটে পানিয়া গ্রামে গত ১৫ই রাত্রিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে গ্রামের আশিখানা বাড়ী ভস্মসাৎ হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোক ও দুটী শিশু এই দুর্ঘটনায় জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৪১

আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই বন্যার প্লাবিত হইয়াছে। কীর্ত্তি নাশা পদ্মার কোন জলরাশি বিস্তার বাড়িয়াছে। রাজসাহী সহরের পূর্ব্বাংশে জল উঠিয়াছে, আদালত-প্রাঙ্গণের একাংশ জলে প্লাবিত। নবাবগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ প্রভৃতি গ্রামে এত অধিক জল হইয়াছে যে, গ্রামবাসীরা অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে, অনেকে মাচান বাঁধিয়া অবস্থান করিতেছে। উত্তর বিহারেও মুঙ্গের-বিহার অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত। এই বন্যার ফলে শস্যাদিরই শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। কৃষকেরা গত কয়েক বৎসরের অর্থকৃচ্ছতায় দারিদ্র্যের শেষসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তাহার উপর এ অবস্থা হইলে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি ভীষণরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে।

সাম্প্রদায়িকতা ক্রমাগত প্রশ্রয় পাইয়া এরূপ বিষময় ফল প্রসব করিতেছে যে, বিভিন্ন জেলা বোর্ড পর্য্যন্ত তাহাতে আক্রান্ত। যশোহর জেলা বোর্ডের সভাপতি মৌলবী মৌসের আলী একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান। ইতিঃপূর্ব্বে বোর্ডের হিন্দু সদস্যদের সঙ্গে মৌলবী মৌসের আলীর ব্যবহার বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। এবার নাকি তাহার হিন্দু-বিদ্বেষ এমন চরমে উঠিয়াছে যে, বোর্ডের হিন্দু সদস্যগণকে আক্রমণ ত' করিয়াছেনই এমন কি শাসন-পালন বিভাগের হিন্দু মন্ত্রী ও যশোহরের হিন্দু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। এরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমগ্র ভারতবাসী জর্জ্জরিত হইবেক সন্দেহ নাই।

গত ১১ই আগষ্ট শনিবার যশোহর জেলা বোর্ডের এক সভা হয়; তাহাতে চেয়ারম্যান মৌলবী মৌসের আলী নাকি বলিয়াছেন যে, বিরোধী দলের সদস্যগণ কেবলমাত্র বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছেন; তাঁহার কাছে এমন এক প্রমাণ আছে, যাহা প্রকাশ করিলে বিরোধী দলের যে-কোন সদস্যকে জেলে পাঠান যাইতে পারে। কিন্তু বিরোধী দলের হিন্দু সদস্যগণ যখন ঐসব প্রমাণ প্রকাশ করিবার জন্য দাবী করিলেন, তখন চেয়ারম্যান বাহাদুর তথা-প্রকাশে তাহা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর যশোহর জেলা বোর্ডের দুই বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য জনৈক সদস্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রকাশ, উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বক্তৃতা-প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান মৌলবী মৌসের আলী শাসনপালন বিভাগের হিন্দু-মন্ত্রী এবং যশোহরের হিন্দু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা বিরোধীদলের সদস্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান জেলা বোর্ড ও দখল করিবার জন্য অজুহাত খুঁজিতেছেন। চেয়ারম্যান বাহাদুর নাকি বিরোধী দলের সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়াছেন "তোমরা সকলেই মিথ্যাবাদী।" ঘটনাটি সত্য হইলে হিন্দুমাত্রেই প্রাণে ভীষণ আঘাত পাইবেন। এই প্রকার উক্তি কি সভ্যতাসঙ্গত নহে? গবর্ণমেণ্ট বিষয়টির তদন্ত করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করুন।

নিষিদ্ধ পুস্তকের অনুসন্ধান

লাহোর হইতে প্রকাশ, মুলতান, মোজঙ্গাল, আবদুল আজিজ প্রভৃতি কয়েকজন নওজোয়ান কর্ম্মীর গৃহে গোপন প্রভাতে পুলিশ নিষিদ্ধ পুস্তকের অনুসন্ধানে হানা দেয়। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কলহের শোচনীয় পরিণতি

বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার এলেকাধীন আটিপাড়া গ্রামে দুইজন মুসলমানের মধ্যে ভীষণ মারামারি ফলে উক্ত গ্রামের ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ বশিরুদ্দীন নিহত হইয়াছে।

—

জাতীয়দল গঠন সম্পর্কে পণ্ডিত মালব্য

গত ১৮ই আগষ্ট শনিবার অপরাহ্নে জাতীয়দল সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ১ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জাতীয়দল কেন গঠিত হইল

"ডাঃ পি, সি, রায় ও বন্ধুগণ, এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে প্রকৃত সম্মান দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা যে এরূপ বিপুল সংখ্যায় এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন, তজ্জন্যও আপনাদিগকে ধন্যবাদ। এই সম্মেলনের বিবেচ্য বিষয় হইতেছে, এই জাতীয় দল গঠিত হইবে কিনা যদি হয় কেন এবং কি ভাবে হইবে এবং কি প্রকারে এই দল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়ে দেশের সেবা করিতে পারিবে।

আমাকে সর্ব্বপ্রথম বলিতে হইবে, কেন এবং কি কি কারণে এই দল গঠন করার প্রয়োজন হইল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৬ সালে আমি কলিকাতা টাউনহলে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলাম। তারপর হইতে আমি একান্ত কর্ম্মীরূপে কংগ্রেসের কাজ করিয়া আসিতেছি। সময় সময় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে আমার বন্ধুকে আমি একক দাঁড়াইতেও কুণ্ঠিত হই নাই। যাহাই হউক আমি আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই কাজ করিয়া আসিয়াছি।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত প্রস্তাব আমি একমত হইতে পারি নাই। কংগ্রেসকে দুর্ব্বল, অথবা দেশের উপর কংগ্রেসের প্রভাবকে দূর করিবার উদ্দেশ্য আমাদের নয়। কিন্তু যদি কংগ্রেস তার নীতি হইতে বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দেশবাসীর সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য হইতেছে, এই সম্বন্ধে তাহাদের মতামত জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা; তাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, কংগ্রেসকে পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

এই উদ্দেশ্য মনে পোষণ করিয়াই আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত প্রস্তাব নিয়া আলোচনা চলিতেছিল, তখন আমি ও মিঃ আণে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে আমাদের মত গ্রহণ করাইতে সমর্থ হই নাই। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পর আমরা আমাদের মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা করি।

প্রথম বলা হয়, কংগ্রেস প্রতিনিধি-দিগকে ব্যবস্থা পরিষদে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে তাহাদের নিজস্ব-মতানুযায়ী ভোট দিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, এই প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের দাবী সমর্থন করে নাই। তারপর বলা হয়, কংগ্রেস প্রতিনিধিদিগকে স্ব-স্ব আত্মবিশ্বাস অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিষদের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ভোট দিবার স্বাধীনতা দেওয়া হউক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা এখানেও অকৃতকার্য্য হই। আপনাদিগকে এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা বিচার করুন, আমাদের দাবী অযৌক্তিক ছিল কিনা। ওয়ার্কিং কমিটি অবশেষে মাত্র আমাকে ও মিঃ আণেকে স্ব-স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ভোট দিবার স্বাধীনতা দিতে রাজী হন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া অপরাধ কিনা জানি না। কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে হোয়াইট পেপারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে যাইতেছে, কিন্তু কংগ্রেস সদস্যগণ কেন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ভোট দিতে পারিবে না তাহা দুর্ব্বোধ্য।

হোয়াইট পেপার ও সাম্প্রদায়িক

হোয়াইট পেপার বর্জ্জন করিলেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বর্জ্জন বুঝায় না। লণ্ডনে জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার সময় স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন—অন্ততঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বাংলার সহিত যতদূর জড়িত ততদূর কিন্তু স্যার স্যামুয়েল হোর তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে কমন্স এওয়ার্ডের প্রস্তাবগুলির বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত কথা। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণ সমালোচনা করিতে পারে; কিন্তু কমন্স এওয়ার্ডের প্রস্তাবগুলি নহে। জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটিতে এই বিষয়ে স্যার নৃপেন্দ্র নাথের আর একটি প্রশ্নের উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন—

হোয়াইট পেপারের অন্যান্য প্রশ্ন সমূহ এবং গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশী। কারণ, প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের চূড়ান্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ আমার নিজের মত এই যে, যদি আমরা এখন পুনরায় এই প্রসঙ্গে আলোচনা উত্থাপন করি তাহা হইলে, এই কমিটি কখনও আলোচনা শেষ করিতে পারিবে না, এবং ভারতের শাসন-তন্ত্র গঠনের প্রস্তাব একেবারেই চলিবে না।" সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে ভারতসচিবের এই মনোভাব।

(ক্রমশঃ)

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

আসক্তরহিত বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ } ২৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২২শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বুধবার { ১৪৮শ সংখ্যা

গৌড়ীয়াচার্য্যের করুণা

মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রচারে সহস্রমুখী উদ্যম

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি কখনও ভক্তিবিজয় ভবনে, কখনও অদ্বৈতভবনে, কখনও বা শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামের ভক্তমণ্ডলীকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। গত ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই আগষ্ট দিবসত্রয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত "আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥" এই দশমূল-তত্ত্বাত্মক শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আম্নায়ই প্রধান প্রমাণ। আম্নায় শব্দের অর্থ বেদ; বেদ শব্দের অর্থ—যাহা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জানা যায়। বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা-দাতা ঋষিসকলই 'আম্নায়'-সংজ্ঞায় অভিহিত। আম্নায় দ্বারা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী জিনিষের জ্ঞান হয়। বেদ বেদান্ত, উপনিষদাদি এই তত্ত্বত্রয়েরই উপদেশ করিয়াছেন। বেদব্যাস সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এই তত্ত্বত্রয় শ্রীমদ্ভাগবতে সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, দ্বিতীয় শ্লোকে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং তৃতীয় শ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকটী ব্যাখ্যান্তে ১৭ই ও ১৮ই আগষ্ট যথাক্রমে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সম্বন্ধাত্মক এবং "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" এই অভিধেয়াত্মক শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপর ১৯শে ও ২০শে আগষ্ট প্রয়োজনাত্মক "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আম্নায়দ্বারা এই দশতত্ত্ব-সম্বন্ধ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে—(১) স্বয়ংরূপ শ্রীহরি পরম-তত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্বশক্তিমান, (৩) তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, (৪) জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব, (৫) তটস্থ-ধর্ম্মপ্রযুক্ত জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতি বা মায়া-কবলিত, (৬) তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৭) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। এতদ্ব্যতীত আম্নায়—জীবের সাধন বা অভিধেয় 'শুদ্ধভক্তি' ও সাধ্য প্রয়োজন-তত্ত্ব শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতির কথা বর্ণন করিয়াছেন। আম্নায় ১+ সম্বন্ধতত্ত্ব ৭+ অভিধেয়-তত্ত্ব ১+ প্রয়োজন-তত্ত্ব ১ = ১০ মূল-তত্ত্ব অখিল কৃষ্ণ শ্রীগৌরহরি জগদ্‌গুরুর লীলাভিনয়পূর্ব্বক জগদ্বাসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

জগতের যাবতীয় বিবদমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে, যদি সকলের স্বার্থ স্বার্থপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়; তাহা হইলে ঐ স্বার্থ পরার্থপরতার বাস্তবরূপ গ্রহণ করে। প্রকৃত স্বার্থ ও প্রকৃত পরার্থপরতা সোণা-সূত্রে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া অবস্থিত। অপস্বার্থ ও পরার্থপরতার নামে প্রাকৃত-ভোগপর অযথার্থপরতাই জগতের বিশৃঙ্খলতার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। জগদ্বাসিগণকে এই বিশৃঙ্খলতার লৌহজঞ্জালের প্রকার হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের নিত্য স্বরূপে স্থাপনের জন্যই পরম-করুণাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে জগৎকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

"মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
আপনি দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ॥"

মহাপ্রভু স্বয়ং দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিয়াছেন। তদীয় আত্মবিগ্রহ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশ এবং তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপপাদ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী পশ্চিম প্রদেশ অর্থাৎ যুক্ত-প্রদেশ ও পাঞ্জাব-প্রদেশ-বাসিগণকে উদ্ধার করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর কারুণ্য-মন্দাকিনীর প্রতি একবার দৃষ্টি করুন। তিনি ভক্তগণকে আদেশ করিলেন—

"যাহা তাঁহা প্রেম-ফল দেহ যারে তারে॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

তিনি শত্রু-মিত্র বিচার করেন নাই, সকলকেই দয়া করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে তিনি সকলের আশ্রয়স্থল; সুতরাং তাঁহার শত্রু কেহ হইতে পারে না। তথাপি যাহারা নিজ দুষ্কৃতিক্রমে তাঁহাকে শত্রুজ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিয়াছে, দয়ার অবতার গৌরহরি তাহাদেরও মঙ্গলবিধান না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের হিতের জন্যই তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর পার্ষদগণ সকলেই পর দয়ার মূর্ত্তি, সকলেই পতিতপাবন; পতিতগণের উদ্ধারণই মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহারা জগতে অবতরণ করেন। গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসারে ভবিষ্যদ্বাণী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" সমগ্র জগদ্বাসীকে প্রদর্শনার্থ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক গৌরবাণী দশদিগন্তের জগদ্বাসীকে শিক্ষা-প্রদানের জন্য যে বিরাট্ আয়োজন করিয়াছেন, তাহার ন্যায় পরোপকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ বিশ্বের ভাগ্যে আর কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। মহাপ্রভুর অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা পরোপকার-কার্য্যে স্বয়ং ব্রতী ত' আছেনই, তদ্ব্যতীত শত শত ব্যক্তিকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত করাইয়া প্রচারার্থ দেশে দেশে পাঠাইতেছেন এবং বলিতেছেন—আমরা পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন ভাগ্যক্রমে মহাপ্রভুর উপদেশ-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তখন মহাপ্রভুর উপদেশ স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচারপূর্ব্বক জগদ্বাসীর মঙ্গল-বিধান করিব। ইহাই আমাদের উপর মহাপ্রভুর আদেশ। সুতরাং কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই আমাদের প্রাণ হউক।

বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিমঠে প্রতিবৎসর যে মহাসমারোহে বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণকে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ দিয়া 'আচার্য্যবর্য্যের অমন্দোদয়-দয়ারই প্রকাশ-বিগ্রহরূপে বিরাজিত।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ শ্রীধর ভাদ্র অনিরুদ্ধ ৪৪৮

গোষ্ঠী

গোষ্ঠী শব্দে সমূহ, পরিবার, অন্বয়, পালা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যিনি পরিবারের প্রধান বা মালিক তিনিই গোষ্ঠীপতি। এজগতে বা পরজগতে আমরা যে জীব বা বস্তু দেখি তৎসমস্তই কৃষ্ণের। কৃষ্ণব্যতীত কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এ জগৎ বা পরজগৎ কৃষ্ণ-শক্তিরই পরিণতি। লীলা-বিলাসার্থই লীলাময় কৃষ্ণের এসব লীলা। কৃষ্ণই যখন সকলের একমাত্র প্রভু এবং মালিক তখন কৃষ্ণই যে সকলের পালক, সকলের পতি বা গোষ্ঠী-পতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাকৃত জগতে যে গোষ্ঠী বা গোষ্ঠী-পতির উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিজ্জগতেরই হেয় প্রতিফলন মাত্র। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, বিষয় ও গোষ্ঠী-পতি আর যাবতীয় সকলেই তাঁহার সেবক-সম্প্রদায় অর্থাৎ তৎ-পরিবারভুক্ত। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণকে ভুলিয়াছি বলিয়া কৃষ্ণই যে গোষ্ঠীপতি এবং আমরা তাঁহার, একথা আমাদের স্মরণপথে উদিত না হওয়ায় আমরা প্রত্যেকেই ভোক্তা-অভিমানে কৃষ্ণ সাজিয়া—বিষয়ত্ব ও পালন-কর্ত্তা সাজিয়া, আমি 'অমুক' গৃহের কর্ত্তা বা মালিক, আমার গোষ্ঠী খুব বড় প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকি। আবার কেহ কেহ কৃষ্ণের সংসার করিবার ছলনায় আপনাদের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পুত্র-কন্যাদি-পরিবৃত গোষ্ঠীবন্ধন-মানসে তৎপর হই। গোষ্ঠ্যন্তর্গত শিশুপুত্রের আধ আধ বা—বা বুলি এবং আধ্যার বিশ্বজন-বিরচিত সরকারী আর্ত্তবিশ্বাসী আলাপে মুগ্ধ হইয়া এই কৃষ্ণসেবক জীব স্বয়ং গোষ্ঠীপতি-অভিমানে কষ্টকল্পনায় স্ত্রী-পুত্রাদিগণকে পালন করিতে গিয়া—তাহাদিগকে সুখে রাখিতে গিয়া আজীবন কষ্ট পায় এবং অবশেষে নরকগতি লাভ করে।

আমরা ছেলেবেলায় "যার কাজ তারেই সাজে, অন্যকে লাঠি বাজে" বলিয়া একটী প্রবাদ শুনিয়াছিলাম। আমাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। কৃষ্ণ—গোষ্ঠীপতি ও পালনকর্ত্তা, জগৎপালন তাঁহারই কার্য্য। আর জীবের কার্য্য—প্রভু কৃষ্ণের সেবা করা কিন্তু আমরা স্বস্বরূপ-বিস্মৃত নিজের যে সেবা কার্য্য বা নিত্যকৃত্য তাহা বিস্মৃত হইয়া—গোষ্ঠী লইয়া গোষ্ঠীপতি সাজিতে যাইতেছি বলিয়া কুম্ভকারের কর্ম্মকারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার ন্যায় আমাদের অসুবিধাই হইতেছে—আমরা কুম্ভকারের ন্যায় সংসারাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছি। পুত্র হইয়া পিতার আসন অধিকার করিতে গেলে যে মহা অন্যায় ও মহদপরাধ হয়, কৃষ্ণসেবক হইয়া পালনকর্ত্তা কৃষ্ণ সাজিতে গেলেও সেই অপরাধের ফলে জীবের ভাগ্যে দুঃখগতিই লাভ হইয়া থাকে।

এজগতের যে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীপতির অভিমান তাহা নশ্বর কিন্তু বৈকুণ্ঠে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীপতির সম্বন্ধ নশ্বর না হওয়ায় নিত্যনবায়মান আনন্দময়প্রদ বৈকুণ্ঠ-ধামে শ্রীনারায়ণ গোষ্ঠী সহ বিরাজিত থাকিয়া নিত্যকাল সেবাবিগ্রহ-রূপেই শোভা পান। সেখানে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীপতির সম্বন্ধে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান। গোষ্ঠী গোষ্ঠীপতি হইতে অভিন্ন, সেবকগণ সকলেই শ্রীনারায়ণের সহিত সমজাতীয় ও সমরূপ-বিশিষ্ট। মাধুর্য্য-ময় ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনেও সকলের একমাত্র ভোক্তা এবং পতি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নিত্য গোষ্ঠীপতিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চতুর্ব্বিধ রসিকভক্তগণ দ্বারা সেবিত হইতেছেন। শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কায়ব্যূহদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যসেব্য-বিগ্রহরূপে তাঁহার নিত্যসেবকবৃন্দকে নবনবায়মান সেবার অধিকার প্রদান পূর্ব্বক নানাভাবে কৃপা করিতেছেন।

চিজ্জগতে—গোলোক-বৈকুণ্ঠে সেব্য বা গোষ্ঠীপতি একজন আর সেবক বা গোষ্ঠী অনন্ত। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য এবং সকলেই তাঁহার সেবক বা গোষ্ঠী। কিন্তু চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন-স্বরূপ এই জড়জগতে বহু সেব্য, বহু সেবক। এখানে সেব্য ও সেবকের নিত্যত্ব নাই—আজ যিনি সেব্য কাল তিনি সেবক হইতে পারেন, কাল যিনি সেবক ছিলেন আজ তিনি সেব্য হইতে পারেন। এজগতে সেব্যের স্বার্থে ও সেবকের স্বার্থে পরস্পর ভেদ। কিন্তু চিজ্জগতে সেরূপ ভেদ ব্যাপার নাই। তথায় একমাত্র সেব্য কৃষ্ণের সুখবিধানই যাবতীয় সেবকের স্বার্থ—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণই সেবকগণের প্রবৃত্তি।

বিধিমার্গেও দেখিতে পাওয়া যায় যে সেব্য ও সেবক সমজাতীয় না হইলে সেবা সম্পাদিত হইতে পারে না। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" —এই ন্যায়ানুসারে 'অদেব' কখনও দেবতার অর্চ্চনের যোগ্য হয় না। শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণসেবা পরায়ণ। অনন্তজীবকে তিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তিনি নিজে দেবতা থাকিয়া তাঁহার আশ্রিত-বর্গকে 'অদেব' রাখেন না। কারণ, অদেবের কখনও দেবতা অর্থাৎ বাসুদেবের সেবা-যোগ্যতা নাই। তাই তিনি সকলকে সেবাধিকার প্রদান করিবার জন্য তাঁহা-দিগকে দিব্য জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্বানুভূতি উদিত করাইয়া থাকেন.—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

রাগমার্গেও ভগবদ্ভক্তগণ ভৃত্যরূপে, সখারূপে, পিতারূপে ও কান্তারূপে ভগবান্ কৃষ্ণের বিস্রম্ভ-সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি এত প্রগাঢ় যে, তাঁহারা সেবক হইয়াও স্ববন্ধে পরম-সেব্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট প্রদান এবং শুদ্ধ-বাৎসল্যে কৃষ্ণকে আশ্রিত-জ্ঞানে লালন তাড়ন প্রভৃতির দ্বারা রাগময়ী সেবা করিয়া থাকেন

চিদ্রাজ্যে সকলেই কোন না কোন নিত্য সেবকের অনুগত হইয়া সেবা করেন; প্রত্যেক সেবক অপর সেবকের অনুগত। যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম সেই স্থানে সেবা-সুষ্ঠুতা থাকিতে পারে না। মায়িক জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলেও আনুগত্য-ধর্ম্মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় কিন্তু চিদ্ধামে সেরূপ ব্যাপার নাই।

সদ্গুরুর নিষ্কপট অনুগতবর্গের মধ্যেও এইরূপ নিয়ম বর্ত্তমান। তাঁহারা কখনও 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া'র প্রণালী গ্রহণ করেন না। প্রভুর নিত্য অন্তরঙ্গ সেবকগণের আনুগত্যে গুরুদেবের সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠা বা হরিবহির্ম্মুখতা বিরাজিত

গোষ্ঠী দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য—ভক্তগোষ্ঠী ও অভক্তগোষ্ঠী। ভক্ত-গোষ্ঠীতেই জীবের স্বরূপতঃ অবস্থান এবং অভক্তগোষ্ঠী সেবাবাধক হওয়ায় তাহাদের সঙ্গ পরিহার্য্য। জগতের প্রায় শতকরা শতজনই এই অভক্ত বা সংসারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা! এত জ্বালা! কিন্তু ভক্তগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি আনন্দময় কৃষ্ণ, তাই তাঁহারা পরানন্দে সেবাময়। গোষ্ঠীভুক্ত না হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সঙ্গ ব্যতিরেকে বাস জীবের পক্ষে কষ্টপ্রদ, তাই জীব গোষ্ঠীকে নিঃসঙ্গ করিতে নাই, সৎসঙ্গে থাকিতে হয় একথা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সৎ ও অসৎ, ভক্তগোষ্ঠী ও অভক্ত-গোষ্ঠীর স্বরূপজ্ঞান না থাকায় আমরা অসৎকেই সৎ মনে করিয়া ভ্রান্ত ও বিব্রত।

অভক্তগোষ্ঠী ভোগপ্রধান আর ভক্ত-গোষ্ঠী সেবাপর। অভক্তগণ স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য—পরস্পর পরস্পরকে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত আর ভক্তগণ গোষ্ঠীপতি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণার্থ সতত তৎপর।

শ্রীগুরুদেব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম। তিনি কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ ও তাঁহার মনোহভীষ্ট-পূরণে নিযুক্ত। এই গুরুদেব মধুররসে শ্রীরাধা, বাৎসল্য-রসে নন্দযশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম এবং দাস্যরসে রক্তক-পত্রকরূপে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানে সতত ব্যস্ত রত এবং সকলকেই গোষ্ঠীপতির সেবায় নিযুক্ত করিতে অতি দক্ষ। সুতরাং গুরুদেবের চেয়ে প্রিয় আর কৃষ্ণের কেহ নাই। আমরা যদিও বর্ত্তমানে দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়ার গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি তথাপি আমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। কারণ, শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার গোষ্ঠীভুক্ত করিবার জন্য—গোষ্ঠীপতি কৃষ্ণের সেবায় আমাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছেন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—তৎপর হওয়া বা তৎপরিবার-ভুক্ত হওয়া, কর্ত্তাভিমান ছাড়িয়া তৎসেবকাভিমানে প্রবৃত্ত হওয়া; নচেৎ কৃষ্ণকে পাইয়াও—গুরু-পিতাকে পাইয়াও আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে না—অমৃতের পুত্র হইয়াও আমরা মৃত্যাভিমানে বৃথা জীবন কাটাইব এবং সেই সুযোগ পাইয়া মায়াগোষ্ঠীভুক্ত আমাদের স্বজন-বান্ধবাদি আমাদিগকে তাহাদের দলে টানিয়া লইয়া আমাদের অমঙ্গলই সাধন করিবে। সুতরাং যখন মনুষ্যজীবন পাইয়াছি এবং যাহাকে ভুলিয়া আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে সেই গুরু-ভগবান্কে পিতা না বলা অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মৃত্যুকে পশ্চাত স্মরণ করিয়া আত্মহত্যার হস্ত হইতে নিজকে রক্ষা পূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় গুরুদেবের হইয়া মৃত্যুকে অনায়াসে জয় করেন। এই গোষ্ঠীর বিচার করিয়া আমার বন্ধুবর্গ স্ব-স্ব গোষ্ঠী নির্ণয় পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ত্যজে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।

ব্যবহার ও পরমার্থ

(৩)

(৩৩) অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা বা উজ্জ্বল-রসের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই।

(৩৪) বর্ণাশ্রম-পরায়ণতা অর্থাৎ কর্ম্মোৎসব-বিধান বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছাই রুচি বা অধিকারের লক্ষণ।

(৩৫) বারবণিতার মুখে কীর্ত্তিত সঙ্গীতে যদি দৈবাৎ হরিনামের মত অক্ষর বা বর্ণিত হরিগাথার মত কীর্ত্তন উচ্চারিত হয়, তবে তাহাও হরিনাম ও হরিকীর্ত্তন।

(৩৬) অর্থ, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য ভাগবতপাঠের অভিনয়, মন্ত্র-ব্যবসায়, পুস্তক-ব্যবসায় অর্থাৎ গ্রন্থাদি রচনা বা প্রকাশ করিয়া কখনও টেক্সট্-বুক-কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনাদিপ্রভাবে অর্থার্জ্জন, কখনও বা বিনামূল্যে বিতরণাদি করিয়া জড়প্রতিষ্ঠার্জ্জন এই সকলও ভক্তি!

(৩৭) কৃষ্ণকার্য্যে অখিলচেষ্টা, পর-দুঃখে দুঃখী নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের লোকমঙ্গলকল্পে আচার্য্যের কার্য্য, ভাগবত-ব্যাখ্যা, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার ও নামপ্রচার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত নিন্দনীয় কার্য্যের সাদৃশ এক!

(৩৮) বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা ও জড়প্রতিষ্ঠা এক!

(৩৯) ফল্গুত্যাগ ও যুক্তবৈরাগ্য এক।

(৪০) অনর্থযুক্ত ব্যক্তির আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ও জড় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নির্জ্জন-ভজন, কখনও বা আচারহীন প্রচারকার্য্য এবং অনর্থনির্ম্মুক্ত নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী মহাভাগবতের নির্জ্জন ভজন, কখনও বা পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া যথাধিকারের লীলাভিনয় পূর্ব্বক আচারবান্ প্রচারকের কার্য্য সব এক!

(৪১) বাহ্যাচার বা লোক-দেখান গোরাভজাই সদাচার বা গৌরভজন!

(৪২) কপট ধাঁকু পাকু ভাব বা স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে অপরের দ্বারা উপক্রত হওয়ার ভয়ে সকলের মন যোগাইয়া চলাই 'তৃণাদপি-সুনীচতা' ও 'সবারে প্রণতি!'

(৪৩) লোক-দেখান কপটতাপূর্ণ ভাবাদপিভাব, চক্ষুদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জল বাহির করা, গা কিকিমিকি দেওয়া, মুখ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে ফেনোদ্গম করা, কপায় পড়া, প্রভৃতি কপটাচরণগুলি, কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করিতে করিতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতে পারে।

(৪৪) নামাপরাধ অভ্যাস করিতে করিতে নামোদয় হয়।

(৪৫) গৌর ও কৃষ্ণ যখন এক, তখন সম্ভোগময় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে ও বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরে কোন লীলাগত ভেদ না দেখিয়া কৃষ্ণের সম্ভোগময়ী লীলা কল্পনা দ্বারা বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরে আরোপ করা যাইতে পারে।

(৪৬) "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি-র্ভবতি তাদৃশী"—এই শ্লোকানুসারে প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষদেহকে অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের বিকৃত অনুকরণে অবৈধভাবে সখী প্রভৃতি মনে করিলেও ভাবানুসারে 'সিদ্ধ-সখীদেহ' লাভ করা যায়!

(৪৭) বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের 'গার্হস্থ্য-লীলা ও বদ্ধজীবের গৃহব্রতধর্ম্ম এক।

(৪৮) গোস্বামিত্ব ও বৈষ্ণবত্ব জাতির অন্তর্গত।

(৪৯) বৈষ্ণব পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ও মহাভাগবত পরমহংস গৌরব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের গুরুদেব নহেন!

(৫০) নিজকে 'খুদী', 'ভেলী', 'কায়েত', 'বামুন' প্রভৃতি পতিতাবস্থায় রাখিয়াও অবৈধভাবে পতিতপাবন নিত্যানন্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, গুরুব্রতধর্ম্ম যাজন করিয়াও পরম বিরক্ত গোস্বামিগণের উপাধি অবৈধভাবে গ্রহণ করা যায়, পতিত জাতির সংসর্গ করিয়াও অবৈধ-যাজনমাত্রে পাছে 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ' বলিয়া টকা প্রদান না করেন, এজন্য ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণবকে 'শূদ্র' বলা যায়।

কি তথাকথিত ধর্ম্মমন্দিরে, কি ধর্ম্ম প্রচারকগণে, কি সাহিত্যে, কি পরমতত্ত্ব বৈষ্ণবনামে পরিচিত লোকবরেণ্য ব্যক্তি-গণের ভাব, ভাষা, আচরণ ও চিত্তবৃত্তিতে, কি শ্রেষ্ঠ সামাজিকব্রুবগণে, কি লৌকিক-বিচারের প্রামাণিকগণে, কি ভক্তিমন্দিরে প্রবেশেচ্ছু কোমলশ্রদ্ধ বালিশগণে, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়গণের হৃদয়ে উপরিউক্ত সাধারণ ভুলগুলি ন্যূনাধিক নানাভাবে নৃত্য করিতেছে। জগৎ যাহাকে প্রবীণ ও প্রামাণিক বৈষ্ণব বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার নিকট গিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কোন সিদ্ধান্তের কথা জিজ্ঞাসা করুন, দেখিবেন তিনি উপর্যুক্ত ঐ সকল সাধারণ ভুলের অনেকগুলি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন এবং বহুকাল যাবৎ ঐরূপ প্রমাদক চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইতে অভ্যস্ত হইয়া ঐ সকল 'সাধারণ ভুল'কেই বৈষ্ণবতা বলিয়া মনে করিতেছেন এবং ঐ সকল প্রমাদক বীজাণু সংক্রামক ব্যাধির বীজাণুর ন্যায় সমাজে বিস্তার করিতেছেন। জগতের লোকও কেহ বা জ্ঞাতসারে এবং অধিকাংশই অজ্ঞাতসারে ঐ সকল বীজাণু প্রশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাই আজ সমস্ত ঐ সকল সাধারণ-প্রমাদক সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা সমাজ আক্রান্ত, পীড়িত কেহ বা মৃত্যুর করাল কবলে কবলিত অর্থাৎ অজ্ঞান-তমোরূপ কৈতবে আচ্ছন্ন।

আমরা গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় গৌড়ীয়ে ঐ সকল সিদ্ধান্তরত্ন স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া আজ আমাদিগকে উক্তবিধ সাধারণ ভ্রমে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয় না। সাধারণ ভুল হইতে ত্রাণ পাইবার ইচ্ছা থাকিলে এবং শুদ্ধভক্তি-মার্গ-গ্রহণ-বিষয়ে লক্ষ্য থাকিলে এই সকল সাধারণ ভুল যাহা বিশেষজ্ঞদিগের মূল্যবান্ বক্তৃতাও এতদিন স্থান লাভ করে নাই যাহা একমাত্র পারমার্থিকগণের অবলীলা-ক্রমে আচরিত তাহা পুনঃপুনঃ শ্রবণ ও পঠন একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্যবহারিকগণ প্রাকৃত-সহজিয়াভাব ও অপ্রাকৃত সহজভক্তির তারতম্য লক্ষ্য করিতে পারে না। তাহারা মুড়ি ও মিছ্রি একদরে কিনিতে যাইয়া পারমার্থিক-গণের চরণে অপরাধই করিয়া থাকে। এই অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় উপরিউক্ত সাধারণ ভুলের দফাগুলি পাঠ করা ও শ্রবণ করা। ওগুলি দফায় দফায় পাঠ বা শ্রবণ করিয়া স্বীয় চরিত্রে উহা প্রতিফলিত করিবার প্রয়াসকেই কল্যাণপ্রদ বলা যাইবে। ঐ সকল আলোচনা দ্বারা শুদ্ধভক্ত-মহিমা অবগত হওয়া যাইবে। কপটী বকধার্ম্মিকের দুরভিসন্ধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আত্মবঞ্চনা-মুক্ত হওয়া যাইবে। ব্যবহারিক ও পারমার্থিককে সমপর্য্যায়ে আনয়নের যে একটা দুর্নিবার পিপাসা তাহা উপশমিত হইয়া ব্যবহারিকগণ যে দক্ষিণ, পশ্চিম উত্তর ত্রিমুখী ও পারমার্থিকগণ পূর্ব্বমুখী (ভক্তিমার্গমুখী) ইহা স্পষ্ট-ভাবে অবগত হওয়া যাইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ব্যবহারিকগণ কর্ম্মজ্ঞানাদিকেই পারমার্থিক বলিয়া বরণ করেন। সেই নিমিত্ত যাহারা নিত্যসিদ্ধভাবের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অর্থাৎ নিত্যধন-লাভের প্রয়াস করিয়া সম্বন্ধ বা পারমার্থিক সদ্গুরুর পাদপদ্মে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন না তাঁহারা কেহবা দক্ষিণদিকে ভুক্তিলাভার্থ কর্ম্মমার্গে গমন করিয়া জীব-রূপ বকশী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিপদকে বরণ করেন, কেহ বা পশ্চিমদিকে বিভূতি-সিদ্ধিলাভার্থ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যক্ষের কবলে বিঘ্ন লাভ করেন, আবার কেহ সাযুজ্যমুক্তিলাভার্থ জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়া অজগরের গ্রাসে কবলিত হন। কারণ দক্ষিণে কর্ম্মকাণ্ড, পশ্চিমে সিদ্ধিকাণ্ড, উত্তরে জ্ঞানকাণ্ড এই ত্রিমুখেই ব্যবহারিক-গণের ব্যবহার-মার্গ, ভক্তি বা সেবা-মার্গ নহে। একমাত্র পূর্ব্বদিকেই কৃষ্ণভক্তি; পারমার্থিকগণ এই দিকে গমন করিয়া আপদশূন্য নিত্য-সাধনধন কৃষ্ণভক্তিই অনুশীলন করেন। সুতরাং বিভিন্নমুখী ভাব কখনও সমপর্য্যায়ে আনিতে পারা যায় না। অতএব ব্যবহারিক ও পার-মার্থিকে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাধারণ ভুলগুলি অবগত হইয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে তুলনা করিলে উহা অতি সহজেই ধরা পড়িবে। নতুবা যেই তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিককে এক বিচার করিলে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে সন্দেহ নাই।

ওঁ শান্তি ওঁ।

গৌড়ীয়াচার্য্যের কৃপাকণা

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

গতকল্য শ্রীঝুলন একাদশী হইতে প্রতি বৎসরের ন্যায় কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণের অনেকেই সদলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে সমবেত হইতেছেন। তাঁহারা মাসাধিক-কাল শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া মহানগরীর দ্বারে দ্বারে নাম-প্রেম বিতরণ করিবেন। এই সময়ে মঠের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান— ঊষাকালে মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয় কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও পারায়ণ, পূর্ব্বাহ্নে নগরকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান, অপরাহ্নে হরিকথালোচনা ও সদাচার শিক্ষা, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা এবং প্রদোষে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান। আশা করি, মহানগরীর অধিবাসিগণ এই সময় শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত শ্রবণপূর্ব্বক জীবন ধন্য করিবেন।

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। সারঙ্গ-মুরারি-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। রামগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীবোধকুমঠচন্দ্র মাটিয়াড়ি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীঋষিক-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কৃষ্ণকুণ্ডা, পোঃ চিকাকোল, মান্দ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিন্দপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রিন্সেস্ রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ওক্ষ্ট্রীর হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অনাথ গৌড়ীয়মঠ—যোধপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহঙ্গমুনীর—বিজয়োর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

অজাতশত্রে প্রকাশিত

আকরণ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। আকরণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। দুর্জ্জাতিকা প্রপন্নোত্তমঃ সাধুবাদ (মাধ) ২৲
১৩। বেদান্তভজনার সাধুবাদ (বিশ্বাসমঠীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্ব্বাণ ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস-(বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-পরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অমৃতকণ ৴০
৩৬। মহাচার্য্যরঞ্জিতঃ
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। আত্মসেবা ৷১০
৩৯। সাধকজপমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷০
৪৩। সজ্জনতোষণী সাধুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ভাষ্য, ভাষা-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দীপিকাঃ ।৶০
৫৪। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। স্তব-সুধা ।০
৫৬। সাধুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের শাস্ত্রঃ ৴০
৫৮। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন্ ব্রিফ ৴
৬৫। শ্রীভাগবত ।
৬৬। ইন্ডোরিক্ রিলিজন এ্যাণ্ড আলেকজাণ্ডার ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনূদিত ভাষায়) ১৫৲

ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অনুভব আশ্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (নূতন)	৩৸০-৪৲
মোটা বাঁকতুলসী (নূতন)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (নব)	৯৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
২নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৵০
আটা এক্সট্রা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড় (কড়ে বা বীম	
যাহা)	৬৲—৯০
ঐ বে-মাপা চাদরা ওজন	৫৵০—৫।০
এঙ্গেল (টি-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬৸০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ		১১।০
২৪ গেজ ..	..	১৩৲
২৬ গেজ ..	..	১১।০
আর, পি, টি,		১০৸৵০

এসবেস্টস সিমেন্ট, করগেট টিন—
৩৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা।০ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ-	১৩৸৵০—১৪৲

বাগান বেরা কাঁটাতার ১০০
গজ	৮।০

গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর

১২ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন পাতি	৭৸৵০—৭৸৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬৸৵০—৬৸৵০
,, পয়াকে (চৌকা)	৭৸৵০—৭৸০
,,গোল মুখ ৵০—৷৵০ সুতা ৫৵০—৫৷৵০	
,, টাসা মুখ-	
চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—৯৲
,, গাড়িক দাম	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

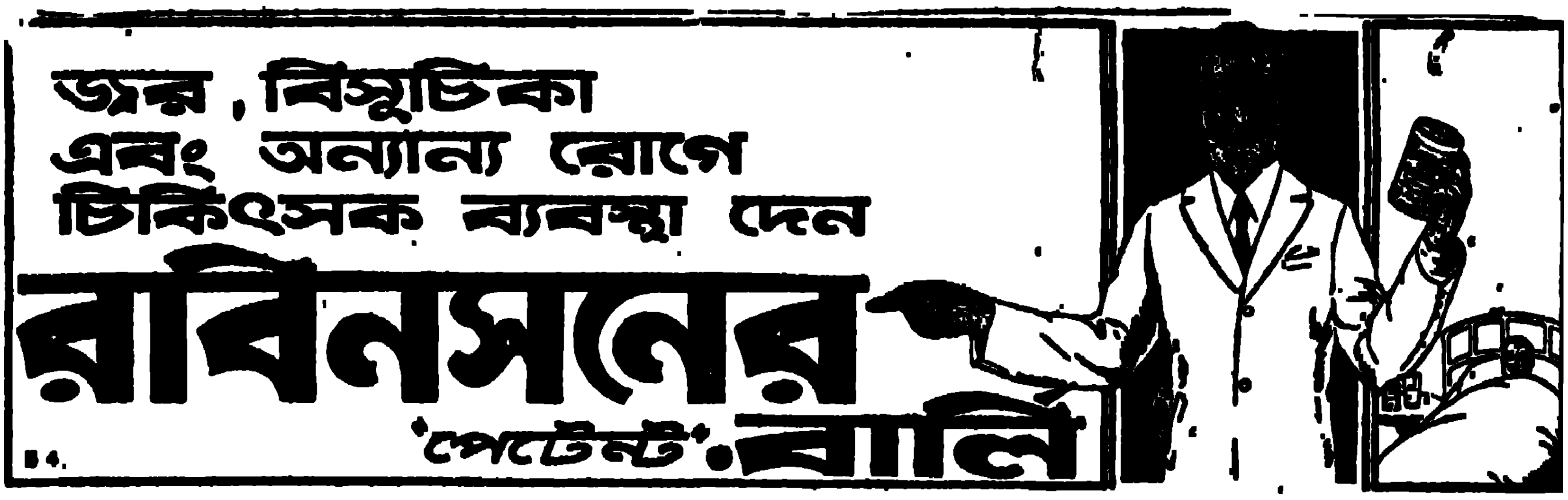

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, যাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌণে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার প্রতি লাইন		৷৵০	৷৵	
,, ,, ইঞ্চি		১৷০	১৷০	
,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,, ,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৯৲	৬৲	
,, ,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক চার্জ

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ।
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রাধাতন্ত্রম্

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কাশিনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম (পদ্মিনী), যমুনা-লীলা, রাসলীলা, কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীরাধার মূল মন্ত্র ও যেপ্রকারে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ।০, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিঃতে পুস্তক পাঠান হয়।

হিরণকুমার মুখোপাধ্যায়
৫৬।১নং বাগবাজার
কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C\

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু বৎসর পর মূল ও
সুবোধিনী একাদশী
মূল্য ১। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিঃপিঃ ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৩য় বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিঃপিঃ ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ২৩শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৪১৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

জার্ম্মাণ-যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

পার্ক ষ্ট্রীটে গভর্ন মেন্সনে হানস ওকার তলরার নামক ৩৫ বৎসর বয়স্ক একটি জার্ম্মাণ যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করে। গত শনিবার তাহাকে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত করা হয়।

কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার আদালতকে জানান যে, ঐ যুবককে জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত থাকে।

প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ

গভর্ণরকে ভয়প্রদর্শন সম্পর্কে ধৃত অমিয়কুমার সেন গুপ্তকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট গত শনিবার প্রমাণ অভাবে মুক্তি দিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চুরি

গত ১৬ই মে রাত্রিতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল হইতে ১৮৯টী স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক এবং ৭০০৲ টাকা মূল্যের প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা অপহরণ করিবার অপরাধে ৫ম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে আহমদ, শেখ আবদুল ও শেখ বিলিয়াকে ২॥০ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তৃতীয় আসামী শেখ জামালকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার

মুচিপাড়া থানার অন্তর্গত কোনও বাড়ীতে অস্ত্র ও গোলাবারুদাদি প্রাপ্তি সম্পর্কে হীরেন্দ্রচন্দ্র, দাস নামক একজন যুবককে চাঁদপুর হইতে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা হয়। গত শনিবার তাহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে থাকিবার আদেশ দেন।

কুলীর শোচনীয় মৃত্যু

অমরকোটের টাউনে পুলিশ ষ্টেশনের সন্নিকটে ৫ জন কুলী একটী কূপ খনন করিতেছিল। অকস্মাৎ মৃত্তিকা ধ্বসিয়া পড়ায় তিনজন কুলী জীবন্ত প্রোথিত হইয়া মারা গিয়াছে। অপর দুইজনও আহত হইয়াছে।

তহবিল তছরূপের অভিযোগে কারাদণ্ড

বিক্রমপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ এর হিসাবরক্ষক উক্ত ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপের অভিযোগে লালবাগ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর এস ত্রিবেদী আই-সি-এস কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৮ ও ৪৭৭ ক ধারামতে সর্ব্বসমেত ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জিলা জজ মিঃ জি বি সিন্‌হ আই-সি-এস এর এজলাসে আপীল দায়ের করিয়া আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে, নিম্ন আদালতে আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং আসামীর বিরুদ্ধে যে চার্জ্জ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আইনসঙ্গত হয় নাই। প্রকাশ, জজ, আসামী পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করতঃ কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা মামলা পুনর্ব্বিচার করিবার আদেশ দিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ভার দিয়াছেন এবং তিনি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই মামলা সম্বন্ধে একটী বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হওয়ায় তাঁহার দ্বারা পুনর্ব্বিচার না হওয়াই উচিত। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ফরিয়াদীপক্ষ হইতে প্রথমে যে চার্জ্জ গঠিত হইয়াছিল, নিম্ন আদালতের রায় দিবার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিয়া উপরোক্ত ধারামতে চার্জ্জ গঠিত হয়। আসামী বর্ত্তমানে ৭০০৲ টাকার জামিনে মুক্ত আছেন।

আগরতলায় দুঃসাহসিক ডাকাতি

আগরতলা সহরের উপকণ্ঠে বনমালীপুর পল্লীর দুদুয়া মাঝির বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ছয়জন ছিল। তাহারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দুদুয়া মাঝির গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দুদুয়াকে হাত দিয়া বাঁধিয়া এবং দুদুয়ার স্ত্রী ও বাড়ীর অন্যান্য লোকজনকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কারাদণ্ড

চুঁচুড়ার সহকারী দায়রা জজ মিঃ ডি, কে, মুখার্জ্জী ষড়যন্ত্র ও ডাকাতি মামলার আসামী ফণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরি ঘোষকে দুই বৎসর হিসাবে এবং সত্যহরিকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অবশিষ্ট সাত জনের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী ও অপর ছয় জন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

প্রকাশ, আসামীরা পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক গত ২১ শে মার্চ্চ পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ বলসর গ্রামের ধনী মহাজন শ্রীযুক্ত নরেন ঘোষের বাড়ী লুট করিয়াছিল।

লস্করের শোচনীয় মৃত্যু

গত ১৫ই আগষ্ট বিপ্রহর সময় বরিশাল হাসপাতালে নারিমালী নামক "টিপারা" জাহাজের জনৈক লস্কর অতীব শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার বয়স অনুমান ২৫ বৎসর মাত্র। কিছু চার দিন পূর্ব্বে উক্ত জাহাজের সারেঙ্গ তাহাকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিয়াছিল। প্রকাশ, তাহার বরখাস্তের মাহিনা বাকী ছিল। অর্থের জন্য নিরুপায় হইয়া নাকি নারিমালী আত্মহত্যা করিবার জন্য স্টীমার অফিসের দোতালা দালানের ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং গুরুতর আহত হয়। তদবস্থায় তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে আনা হয় এবং তথায় কয়েক ঘণ্টা পরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বিধবার উপর জুলুম

খাগড়াপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই আগষ্ট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নিরঞ্জন মোহন নন্দন এম-এ মহোদয় এক বাঙ্গালী বিধবার জমির একমাত্র সম্বল একখণ্ড ভূমি হইতে জোরপূর্ব্বক মাটি কাটিয়া নিবার অভিযোগে স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ ওরফে খাঁড়া সাঁ নামক একব্যক্তি ও নিশিকান্ত দত্ত নামক সঙ্ঘের একজন কর্ম্মীকে দঃ বিঃ ৫৪৭,৪২৬ ধারায় দণ্ডিত করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

জাতীয়দল গঠন সম্পর্কে পণ্ডিত মালব্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাহারা মনে করেন যে হোয়াইট পেপার বাতিল হইলেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বাতিল হইয়া যাইবে, তাহারা ভ্রান্ত। মিঃ জিন্না এই সম্বন্ধে কি মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। মিঃ জিন্না বলিয়াছেন,—"যে সমস্ত প্রভাবশালী বিশ্বাস করে যে, হোয়াইট পেপার বর্জিত হইলেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বর্জন করা হইল মনে হয়, তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা একটা প্রস্তাব নহে, ইহা একজন শাসকের সিদ্ধান্ত এবং ইহার পুনর্বিবেচনা করা চলে না।" কিন্তু তার জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে বিনা বাধায় বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই; তাঁহারা যতটুকু চাহিয়াছিলেন, ততটুকু কি পাইয়াছেন? যাহা পাইয়াছেন তাহা প্রকৃত স্বর্ণের পরিবর্তে কিছু স্বর্ণাভ দ্রব্য মাত্র পাইয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা পাইয়াছেন কি? আর চাকুরীর কথা ইউরোপীয়ানদের চাকুরীগুলিতে কতকগুলি ভাগ তাঁহারা পাবেন? এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে ভিত্তি করিয়াই প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে। ভিত্তিতেই যে সঙ্কীর্ণতা পরিস্ফুট হইতেছে, তাহার গোড়ায় ইমারৎ গঠিত হইলে উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইবে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। জন্ম হইতেই কংগ্রেস গণতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্রের জন্য কাজ করিয়া আসিতেছে। গণতন্ত্র মূলক প্রতিষ্ঠান পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী দ্বারা গঠিত হইতে পারে না।

বাঁটোয়ারার কুফল

আমি আমার মুসলমান বন্ধুদিগকে এই কথা জানাইয়া দিতে চাই যে, তাহাদের আন্দোলনের ফলে পৃথক নির্বাচন প্রথা আসে নাই। ১৮৮৫-১৯০৮ সাল পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনের কথা ছিল না। ১৯০৮ সালে মর্লে মিন্টো শাসন সংস্কারের প্রবর্তন কালে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায় এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। সম্প্রতি এই নির্বাচন প্রথা যাহারা চায় নাই, তাহাদিগকেও দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় পৃথক চায় নাই কিন্তু তাহাদিগকেও দেওয়া হইয়াছে। আপনারা চান গণতন্ত্রমূলক গবর্ণমেন্ট, আপনারা চান জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি, আপনারা চান জনসাধারণের জন্য জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত জনসাধারণের গবর্ণমেন্ট, কিন্তু যদি পৃথক নির্বাচন প্রথা দ্বারা জনসাধারণ বিভক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি ফল হইবে? আপনারা দেখিতে পাইবেন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বেষ ও বিবাদ। সাইমন কমিশন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন যে, পৃথক নির্বাচন প্রথা গণতন্ত্রমূলক গবর্ণমেন্টের মূলনীতির বিপরীত।

গান্ধীজী কি বলিয়াছেন? গান্ধীজী বলিয়াছেন, মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দিতে তিনি রাজী; কিন্তু অন্য কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন, অথবা আসন সংরক্ষণ প্রস্তাবে তিনি রাজী নহেন। নিখিল ভারত মুসলিম লিগ ও মুসলিম সম্মেলন যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীই দুঃখ প্রকাশ করিবেন। কারণ, তাহাদের প্রস্তাবে পৃথক নির্বাচন অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। কিরূপে পৃথক নির্বাচন রাখা হইয়াছে?—সাইমন কমিশন, বড়লাট, ব্যবস্থাপকসভা, এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রস্তাব এবং নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত কথা বিবেচনার পর এমন কে জাতীয়তাবাদী হিন্দু, মুসলমান, শিখ অথবা খৃষ্টান আছেন—যিনি এক মুহূর্তের জন্য এইরূপ একটা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণে রাজী হইবেন?

এরূপ পরিস্থিতি যতদিন চলিবে সমস্যা ততই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে। জাতির শক্তি দিন দিনই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতেছে—জাতীয়তার মনোভাব দিন দিনই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা শুধু পৃথক নির্বাচন বজায় রাখে নাই; যাহারা পৃথক নির্বাচন চায় নাই, উহা তাহাদিগকেও পৃথক নির্বাচন দিয়াছে। অধিকন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়কে কোন কোন স্থলে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীসহ আইনতঃ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ করিয়াছে। পৃথকনির্বাচনমণ্ডলী দ্বারা আইনতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে কি ফল হইতে? ফলতঃ—সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শুধু তাহাদের নির্বাচকমণ্ডলীর নিকটই দায়ী—অপর জাতির অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট নহে। এরূপ অবস্থায় গণতন্ত্র কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? সম্প্রদায় বিশেষ আইন অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারমূলক গবর্ণমেন্টই প্রতিষ্ঠিত হয়—এক সম্প্রদায়ের উপর অপর সম্প্রদায়ের যথেচ্ছা অত্যাচার চলে।

ভারতের জনমত যুক্ত-নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু তা বলিয়া কি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট আশা করা যায় যে, তাঁহারা পৃথক্ নির্বাচন রদ করিবেন? অধিকন্তু তাঁহারা পৃথক নির্বাচন প্রথা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। যদি আপনারা এই অবস্থার কোন পরিবর্তন না করেন তাহা হইলে স্বায়ত্তশাসনের আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হইতে পারে না; বৃটিশ অধীনতা আরও কিছুকালের জন্য বর্দ্ধিত হবে—ইহাই কি আপনারা চাহেন? আমি জানি ওয়ার্কিং কমিটি পৃথক নির্বাচন রদ করিতে পারিবেন না, কিন্তু অন্ততঃ এইটুকু গবর্ণমেন্টকে দেখান যাইত যে, হিন্দুরা এই বাঁটোয়ারার বিরোধী, দেশব্যাপী এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হইলেই বাটোয়ারা রদের সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে কংগ্রেস কমিটি তাঁহাদের কার্য্যকলাপের নিন্দা করিবেন—যাহারা এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার অসন্তুষ্ট, যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বলিতেছেন যে, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা গ্রহণও করিতে পারেন না বা বর্জনও করিতে পারে না তখনই বুঝিতে হইবে যে, কমিটি কংগ্রেসের মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইয়েছেন। ১৯১৯ সালে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইলে কংগ্রেস তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং বহু বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনাদের কর্তব্য কি? যদি আপনারা অবস্থার কোন পরিবর্তন না করেন তাহা হইলে আপনারা জাতির স্বার্থ ও মঙ্গল বিপদাপন্ন করিবেন। আপনারা ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরূপ বিনয় করিয়াছেন। যদি আপনারা—হিন্দু মুসলমান ও শিখ—মনে প্রাণে বুঝিয়া থাকেন যে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন, তাহা হইলে আপনাদের কর্তব্য সুস্পষ্ট, তাহোর উপর নির্ভর করা হয়; পরন্তু সমবেত হইয়া স্ব-স্ব মত প্রকাশ করা ও যথাসাধ্য চেষ্টা করা ইহাই জাতীয়দলের উদ্দেশ্য। আমি আশা করি ইহা কংগ্রেসকে দুর্বল করিবে না। পক্ষান্তরে কংগ্রেসকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

যখন হিন্দু মুসলমান সকলেই মিলিয়া দেশকে বিপন্ন, দেশের এত অভাব তখন কি কংগ্রেসের শক্তিকে দুর্বল করিবার মত নির্ব্বোধ হইতে পারি? জাতীয় দলের উদ্দেশ্য হইয়াছে। বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। জাতীয় দলের উদ্দেশ্য ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্য একই। যে কেহ জাতীয় দলের এই মূল নীতিতে স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহাকেই কংগ্রেসের লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং তিনি দলের সভ্য হইতে পারিবেন—কেবল কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে নহে যে সমস্ত ক্ষেত্রে দেশের সুখের জন্য দল কাহাকেও গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করিবেন না।

অজ্ঞাত স্থান হইতে গুলীবর্ষণ

বোম্বাইএর সংবাদে প্রকাশ, গত মধ্যাহ্নে ভূতপূর্ব্ব শ্রমিক যখন আহার করিতেছিল তখন কোনও অজ্ঞাত স্থান হইতে একটি গুলী আসিয়া তাহার একটি টিফিন ক্যারিয়ারে লাগে, ফলে উহা পড়িয়া যায়। পুলিশ এ ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনের কুলীদের সর্দার যখন মালগাড়ী অন্যান্য কুলীদের সাহায্যে গাড়ী হইতে বড় বড় কাঠের টুকরাগুলি নামাইতেছিল। এমন সময় একখানি কাঠের তলায় চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

লৌহের আত্মনিবেদন

[শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি]

আমার মলিন অঙ্গখানি, ও
সারা জগতের মলিনতা নিয়ে
অঙ্গে মেখেছি আমি।
আমি যেন চুল্লীতে অতি,
আমার অঙ্গ পরশ করিয়ে
মলিন সবার ছাড়ি।
(কিন্তু) আমারও হৃদয় আছে,
শুভ্র উজ্জ্বল বরণ তাহার
এই মলিনতাধারে।
আগুনে পুড়িয়ে যবে
হাতুড়ি-পেষণে সে-রূপ আমার
বাহিরে আসিবে তবে।
আমি তো পঙ্গু, তাই
অন্তরে যে বহন সকতি
আমার-সকতি নাই।
তাই যে আহ্বান মোর
ওগো বন্ধো! এস, পোড়াও পিটাও
দুঃখ কাঁদিয়া মোর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

[illegible] } ২৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৩শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৪৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান সময়ে নৌকাযোগে শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় সহরনবদ্বীপ, স্বরূপগঞ্জ, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু সংখ্যক যাত্রী ত' সপরিবারে শ্রীধাম-দর্শনে আসিতেছেনই, বহু দূরবর্ত্তী স্থানেরও বহু ব্যক্তি আসিতেছেন। Week-End টিকেট লইয়া প্রতি শুক্রবার এবং শনিবার কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু যাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীধামের ক্রমোন্নতি দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইতেছেন এবং শ্রীমায়াপুরে শীঘ্রই রেল হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়া উল্লসিত হইতেছেন। কারণ, তাহা হইলে যাত্রিগণ বৎসরের শুধু বর্ষাকালে নহে, যে-কোনও সময়েই সহজে শ্রীধামে আসিতে পারিবেন। স্বভাব-দৌর্ব্বল্যবশতঃ যাহারা শ্রীধামের উন্নতিতে বাধাপ্রদানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের হীন-চেষ্টা পদদলিত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধ-সেবকগণ নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও শ্রীধাম-সেবায় যে-প্রকার ক্রম-বর্দ্ধমান উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং শ্রীধাম-বাসী, প্রবাসী প্রভৃতি সকলেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে-প্রকার আপ্রাণ যত্ন করিতেছেন তাহা সুধীমাত্রেরই আনন্দের বিষয় হইতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ বর্ত্তমানে উড়িষ্যার রাজধানী কটকে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, এই কটক-নগরীই এক সময় উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপান্বিত স্বাধীন-নৃপতি, মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক প্রতাপ-রুদ্রের রাজধানী ছিল। এখনও মহানদীর তীরে তাঁহার পরিখাবেষ্টিত দুর্গ বিদ্যমান থাকিয়া সেই বৈষ্ণবরাজের স্মৃতি ভক্ত-দর্শকের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। অনেক দিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা পুনরায় উৎকলে প্রচারিত হইতে দেখিয়া ঐ রাজর্ষি অপ্রকট-ধামে অবস্থান করিয়াও নিশ্চয়ই অতিশয় আনন্দিত হইতেছেন।

গত ২০শে আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ভগবদংশ ভক্তাবতারগণ পৃথিবীতে ক্ষণকাল-স্থায়ী সুখদুঃখ-ভোগ লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করেন না। তাঁহারা কর্ম্মফলভোগী মানবগণের মঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে আগমন করেন শ্রীহরির অবতার বা হরিজনাবতারের প্রপঞ্চে আগমন হরি-লীলা-বৈচিত্র্য কীর্ত্তনের জন্য। যাবতীয় শুভ কর্ম্মের শ্রেষ্ঠফল—হরিকীর্ত্তন। শুভকর্ম্ম-সমূহ নশ্বর কিন্তু হরিসেবা নিত্য। হরিকীর্ত্তন হরিসেবনের মুখ্য অঙ্গ বিশেষ। জ্ঞান ও ভাবের অপক্কিত্ত ফলই হরিকীর্ত্তন

অনর্থ দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না যাহাতে অনর্থ ঘটে তাহাকে অনর্থের উপশমকারক বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মফল-ভোগ-পিপাসা কর্ম্মফল-ভোগ দ্বারা কখনই প্রশমিত হয় না। নাম-ভজন-বিচারে যে অপরাধ ঘটে তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধ-বর্জ্জিত অবস্থায় অবিশ্রান্ত নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

নামসাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণ কালে নিরপরাধ এই অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধকালে নামগ্রহণ সেবায় বিক্ষেপগণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কখনই নামসাধন বলা যাইতে পারে না। অপরাধ থাকিলে অপরাধ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নামাপরাধ কিছু নাম নহে।

বিমুক্ত অবস্থায় সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না। অনর্থ কখনও অনর্থনাশের কারণ হইতে পারে না, তবে অনর্থ-থাকাকালে অনর্থের অবকাশ না দিলেই পূর্ব্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। ভক্তি ফলভোগমূলক কর্ম্ম বা জ্ঞান কখনই ভক্তির কারণ নহে বা হরি-বিমুখতা দ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখতা লাভ করা যায় না।

শুদ্ধাহৃদয়ে নামসেবা-প্রভাবে জীবের জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়। তখনই সেই জীবন্মুক্ত পুরুষগণ ভগবানের রূপগুণলীলাদি কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। বদ্ধজীবগণ কখনই ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন করিতে পারেন না। মুক্তজনগণের হরি-সেবাই একমাত্র কৃত্য। তাঁহারা অবিদ্যা-গ্রস্ত হইয়া ব্যবহারিক জগতে স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনে যত্ন করেন না। অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্রুবগণের ন্যায় অস্পৃশ্য ব্রাত্য ব্যক্তি ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই করেন না

ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তন হইলেই জীবের যাবতীয় জিজ্ঞাসার সদুত্তর-প্রাপ্তি ঘটে। হরিকথা-কীর্ত্তনের ছলনায় জীবের নানাপ্রকার তর্কমূলক বাদ বিসম্বাদ ও সন্দেহাদি উপস্থিত হয়। সুতরাং সাধুমুখে বিনামূল্যে হরিকথা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণের জন্য যত্নপর হওয়া জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

কামরতি ভক্তের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি নিশ্চল হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা হরিকথাগান এবং হরিলীলা চিন্তাপর হন। ইহাকে শ্রীরূপ স্বরূপপ্রাপ্তি বা ভাবদশায় লোভ পিপাসা-মুক্তি বলা হয়। স্বরূপসিদ্ধিক্রমে অর্থাৎ অস্মিতার বিষ্ণুসেবার উদয়ে বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়চালনার অবকাশ হয় না। যাঁহারা বাহ্যজগতের ভোক্তৃত্বভাবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসেবৈকচিত্ত তাঁহাদের কার্য্যাবলী ভোগী জীবগণ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না।

ভগবদ্ভক্ত আপনার হরিসেবা-প্রবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া বস্তুসিদ্ধিকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। প্রাক্তন আরব্ধ ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপসিদ্ধির বাধা করে না। বদ্ধজীবের তাদৃশ স্বরূপসিদ্ধ ভক্তদর্শনে নানাবিধ অপরাধ উপস্থিত।

সত্ত্বস্বরূপ ভক্ত নিরুপাধিক হইয়া স্থূল ও লৌকিক শরীর ত্যাগ করেন তৎকালে তাঁহার চিদানন্দ স্বরূপ ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করে না। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের ভগবানের সেবোপযোগী উপকরণ রূপ স্বীয় চিন্ময়ী প্রকৃতিকেই শুদ্ধভাগবতী তনু বলে।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

দু'নায়ে পা

দুই নায়ে পা দিলে যে কিরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হয়—একূল ওকূল দুকূল যায় এবং দুর্দ্দশাই তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় জানিতে কাহারও বাকী নাই। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও তদ্রূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভব-সমুদ্রে আমাদের সম্মুখে দুইটী অবলম্বন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একটী—মায়া, অপরটী কৃষ্ণ। স্ত্রী-পুত্র-পিতা মাতাদি-পরিবৃত গৃহ নৌকা অর্থাৎ ইহা নৌকার ন্যায় দেখিতে মনে হইলেও সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায় ভীষণ ভ্রান্তি মাত্র, অনিত্য, অস্থায়ী ও ছলনামূলক আর অপরটী গুরুবৈষ্ণবের বাসস্থান বৈকুণ্ঠাভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠ।

শ্রীচৈতন্যমঠ নিত্যচেতন ও গোলোকাবতীর্ণ নন্দসূতাভিন্ন কৃষ্ণালয়। প্রথমটী ছায়া-নৌকা বা মায়ামরীচিকা এবং দ্বিতীয়টী ভবসংসার উত্তরণের একমাত্র আশ্রয় বা তরণী। এই মায়া-নৌকার মাঝি নাই, সকলেই মাঝিহীন নৌকার যাত্রী; ইঁহারা কখনও ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবেন না। পাপ-পুণ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা নরক বা স্বর্গে কর্ম্মফলানুসারে গতায়াত করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঠবাসী যাঁহারা তাঁহারা গুরুরূপী কর্ণধারের কৃপা-সাহায্যে অনায়াসে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক—অনন্তকাল ধরিয়া শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে যে গৃহ সেই গৃহে গমন পূর্ব্বক গৃহস্থ হইয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবোচিত অভিমানে নিত্যকাল পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা আমার ন্যায় আত্মীয়-স্বজনের সেবায় মত্ত থাকিয়া অর্থাৎ সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া বৈকুণ্ঠাগত তরণীতে আংশিকভাবে আশ্রয় গ্রহণের অভিনয় করেন তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল দুঃখ বা অশান্তিই লাভ হইয়া থাকে, তাঁহাদের সুবিধা হয় না অর্থাৎ তাঁহারা বৈকুণ্ঠ-তরণীতে একটী পা দিলেও অর্থাৎ শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের অভিনয় করিলেও সংসারাসক্তি বশতঃ সেই পা'টী উঠিয়া যায় এবং তাঁহারা সেবক-অভিমান ভুলিয়া বিপন্ন হইয়া, আবার কখনও চতুষ্পদ বা ষট্‌পদ হইয়া সংসারেই বাস করেন।

৯৮

দু'নায়ে পা দিলে যেমন অগ্রসর হওয়া যায় না, সেইরূপ সংসারাসক্তি রাখিয়া গুরুসেবা করিলে জীবের উন্নতি-লাভের আশা কম, তবে কিছু সুকৃতি লাভ করা যায় মাত্র যাহার ফলে একদিন না একদিন সংসারাসক্তি ঘুচিবার আশা থাকে।

গুরু তরণী সেবাগতিতে সতত গমনশীল। তিনি চিরকাল একস্থানে বসিয়া থাকিতে আসেন না। স্বেচ্ছাবশে কিছুদিন থাকিয়া ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাঞ্ছা ব্যক্তিগণকে লইয়া পরপারে চলিয়া যান। যাঁহারা ভাগ্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ তাঁহারাই নিজের বোকামী ছাড়িয়া বা সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দিকে না গিয়া মায়ামুগ্ধতা ছাড়িয়া—নরক ও স্বর্গগমনের নৌকায় না চড়িয়া বৈকুণ্ঠ-তরণীর যাত্রী হ'ন এবং আনন্দে শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বগৃহে গিয়া পৌঁছেন।

আমাদের ধারণা, স্ত্রী-সঙ্গী থাকিয়া—স্ত্রীর স্বামী, পুত্রের পিতা বা পিতার পুত্র এই অভিমানে মত্ত থাকিয়া গুরুসেবার অভিনয় করিলে আমাদের সুবিধা হইবে কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। জাগতিক অভিমান রাখিয়া জগতের সেবা করিলে সুবিধা হইবে না, গুরুসেবক-অভিমানে গুরুসেবায় রত থাকিলে আমাদের মায়াক্ষয় হইবে এবং আমরা যে গুরুসেবক এই কথা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

মায়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণাসক্তির নামই সুবিধা—এই সহজ ও সরল কথাটি আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়া—স্বজন কাহাকে বলে আমরা জানি না বলিয়া গুরুই ভগবান্, গুরুই বন্ধু, গুরুই আমার সব—এই কথাটী আমরা মুখে বলিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি আমাদের সব, তাহারাই আমাদের ভগবান্ অর্থাৎ পূজ্য, তাহাদের প্রীতিবিধান করাও আমাদের কর্ত্তব্য, এই কথা গুলিকে আমরা হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তাই গুরুরূপী ভগবানের স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না—আমরা আনন্দ পাইতেছি না।

আমি আমার প্রাণের গুরুদেবকে আমার বলিয়া ডাকি না বলিয়া সেই জীবন-দেবতা আমার চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বক্ষণ থাকিয়াও আমায় ধরা দেন না। আমি তাঁহাকে মুখে চাই বলিয়া—বাহ্যিক চাই বলিয়া তিনি আমাকে বাহ্যে কপটমানবরূপে দেখা দেন, এবং তিনি যে আমার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ অন্তর্যামিরূপে আছেন, একথা আমি বুঝিতে পারি না। আমি তাঁহাকে সত্য সত্যই চাই না বা ভালবাসি না বলিয়াই তিনি আসিতে ইতস্ততঃ করেন, আমার স্বতন্ত্রতার হস্তক্ষেপপূর্ব্বক সজোরে আমার হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিতে চান না। আমার জীবনদেবতা আমার হৃদয়-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন গুরুরূপী ভগবান্ তাঁহার কৃপাভিক্ষু জীব-হৃদয়ে স্বীয় আসন পরিগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের নিকট হৃদয়-দ্বার-উন্মোচনের কথা সতত বলিবেন আর অবাধ্য আমরা—অকৃতজ্ঞ পুত্র আমরা কি সেই গুরুপিতাকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দিব না? আমরা কি চিরকালই জড়বসায় বদ্ধ করিয়া মায়ারূপিণী ভার্য্যা সহসুখে বা নির্জ্জনালাপে মত্ত থাকিয়া এই সাধারণ ভদ্রতাটুকুও ভুলিয়া যাইব? আমাদের হৃদয়-দেবতা শ্রীগুরুদেব আমাদের হৃদয়-দ্বারে নিরন্তর কীর্ত্তনরূপ করাঘাত করিয়া কি দুঃখিতান্তঃকরণেই ফিরিয়া যাইবেন? আমি কি ভাড়ার নৌকায় চাপিয়া আমার গুরুপিতার নিত্য 'সঙ্গে' চড়িয়া কোন দিন কীর্ত্তন করিব না?

কোন ভদ্রলোক গৃহে আসিলে আমরা তাঁহাকে কত অভ্যর্থনা, কত আদর করিয়া থাকি; কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সকলের মালিক পরমপিতা ভগবান্ আজ আমাদের হৃদয়-গৃহদ্বারে আসিয়া কপাট উন্মোচন করিতে বলিলেও আমরা কি বধির হইয়া সে কথা শুনিব না? তাঁহাকে অন্য কিছু দিই আর না দিই বসিবার আসনও কি আমাদের জুটিবে না? তবে যে হৃদয়-সিংহাসনে স্ত্রী-পুত্রাদি বসিয়া আছেন সে আসনে তাঁহাকে রাখা যাইবে কি করিয়া? সুতরাং যাঁহারা থাকায় জন্য আমি গুরুরূপী ভগবান্‌কে আসন দিতে পারিতেছি না, হৃদয়ের কপাট খুলিতে পারিতেছি না, তাহাদের প্রতি প্রীতি রাখা দরকার না তাহাদিগকে ছাড়িয়া ভগবান্‌কে হৃদয়ে স্থান দেওয়া দরকার তাহা আমার বন্ধুগণ স্থিরচিত্তে বিচার করিবেন

যাঁহার আমি, যাঁহার দেওয়া দেহ-গৃহে আমার বাস সেই গুরুদেবই আজ, বাহিরে আর ইঁদুরের গর্ত্তে সর্পবাসের ন্যায় কৃষ্ণসম্বন্ধহীন এ হৃদয়-গহ্বরে মায়ারূপিণী স্ত্রী-ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ-অধিকার! ইহাকেই বলে—"সোনা বাইরে আঁচলে গিরে"। ইহারই নাম গুরু ছেড়ে গৌরভজন আর স্ত্রীভজার গুরুভজা – দু'নায়ে পা দেওয়ার নাকাল সাজা।

গোলোক

আমরা যে জগতে বাস করি সেই জড়জগৎ যাহার প্রতিফলন বা ছায়া সেই চিন্ময় নিত্যধামই বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। গোলোক বৈকুণ্ঠেরই উচ্চ শিখর একটী পুর। এই গোলোক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের নিত্যসঙ্গিজন সর্ব্বোপরিস্থিত নিত্যলীলাপুর্ণ পরমধাম। বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ, ইহা নারায়ণ-ধাম; আর মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা এই গোলোক—কৃষ্ণধাম। এই গোলোকের অপর নাম,—শ্বেতদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, গোকুল ও ব্রজধাম।

গোলোকে ও গোকুলে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিতে গোলোক যখন প্রপঞ্চে প্রকটিত হ'ন, তখন তাঁহাকে ভৌম-গোকুলাদি আখ্যা দেওয়া যায়। প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইলেও, গোকুল চিন্ময় ধামরূপে বর্ত্তমান। কোন প্রকারে ও দেশ-কালাদি-ক্রমে কুণ্ঠিত হইয়া ঐ চিন্ময়ধাম যায় বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ কুণ্ঠাতীত অবস্থা হইতে চ্যুত হন না। কিন্তু বদ্ধজীবগণ জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেই অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না বলিয়া, সেই মায়াতীত নবদ্বীপ-বৃন্দাবনাদি ধামকেও সাধারণ-প্রপঞ্চেরই মত দেখে এবং প্রপঞ্চাগত গোকুলনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে মানব বলিয়া মনে করে। কিন্তু চক্ষুষ্মান্ মহাত্মাগণ গোলোক-বৃন্দাবন বা ভৌম-বৃন্দাবনকে তুল্যরূপেই দর্শন করেন। গোলোক গোকুলের বৈভব হইলেও আমাদের পক্ষে ভৌম-গোকুলের উপযোগিতাই অধিক। তাঁহারই প্রভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের মত জীবের উপর অধিক কার্য্যকরী সুতরাং আমাদের নিকট তাঁহার মূল্য অধিক এবং ভূলোকে অবতীর্ণ গোকুল-বৃন্দাবনই আমাদের পরম আশা-স্থল।

পরব্যোমরূপ গোলোক বহুকোণাকৃতি। তাঁহারই অন্তরে প্রেমানন্দময় সর্ব্বজীব-হৃদয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিরাজমান। তথায় শত শত সখী ও সখা প্রেমভক্ত গোপ ও গোপী সকল কৃষ্ণসেবাতৎপর হইয়া শত শত কামধেনু ও বৎস সহ সদানন্দে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিপ্রকাশিত অংশরূপ নিত্যজন। পরব্যোম ও শ্রীকৃষ্ণের নিজ অংশই তদীয় স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি হইতে এই সমস্ত ধাম লীলা সহায় স্বরূপেই প্রকটিত।

চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণলোক বিবিধ আনন্দময় বৈচিত্র্য-বিকাশে বিভিন্ন তরু-লতা, পশু

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ

পুষ্প, কানন, সরোবর, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী ও পতঙ্গাদি শোভা-সম্পদে সদা সুশোভিত হইয়া কৃষ্ণসুখ সাধন করিতেছেন; কিন্তু ঐ সব সৌন্দর্য্য এ মায়িক জগতের অনিত্য শোভা-সৌন্দর্য্যের মত নশ্বর নহে; পরন্তু অবিনাশী, অপরিণামী ও নিত্য সুখ-প্রদ। তথায় সকল বস্তুই চিন্ময় ও চৈতন্য-সমন্বিত, তাঁহারা সকলে স্বতন্ত্রভাবে স্বনাথ শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সেবা-রত। তাঁহার স্বরূপ-শক্তি স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবই নিজাংশে সেই সকল কৃষ্ণসুখ-সাধন-শোভা-সম্পৎ-সমূহ শ্রীধাম-স্বরূপে সর্ব্ব রূপ-রস-প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। সে-স্থলে কালের প্রবেশ নাই। অনাদি-অনন্ত-আনন্দময়রূপে চিরস্থিরভাবে কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইয়া আছেন। তাঁহাতে কোনও ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-রূপ ব্যবচ্ছেদ-রেখা-সম্পাত হয় না। কিন্তু শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে ঐ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের যে আনন্দ-উদ্দীপিতা, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-সন্দিৎ-সহায়-সুবিকাশরূপে সদা বর্ত্তমান আছেন। তথায় কুসুম আছে, কিন্তু কুসুমে কীট নাই। তথায় চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক আলোক বিতরণ করেন না। সেই চিদানন্দময় মহাধাম স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্বকীয় চিদানন্দ-জ্যোতিতে সদা উদ্ভাসিত।

তথায় চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণই কান্তারূপা এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রাণকান্ত। তথায় তরুমাত্রই—চিন্ময় কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং সখীগণ সকলেই মুরলী-নাদে প্রমোদিতা। তথায় আলোক চিদানন্দ-জ্যোতিঃ, তাহাতে কখনও ছায়াপাত হয় না, আনন্দ-চিন্ময় রসই তথাকার একমাত্র আস্বাদ্য বলিয়া কেহ কখনও অন্য কোন রস আকাঙ্ক্ষা করেন না। তথায় কৃষ্ণপ্রেমময়ী কোটি কোটি কামধেনু অতি মধুর অমৃত-ক্ষীরধারায় সতত ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত করিতেছেন। নিমেষার্দ্ধ নামক কালও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না অর্থাৎ তথায় অখণ্ড আনন্দময় সময়ই সমভাবে সদা বর্ত্তমান। সেই অচিন্ত্য অপ্রাকৃত আনন্দধাম প্রাকৃত-জ্ঞান-বুদ্ধির একান্ত অগোচর। এই শ্রীধামের বহির্ভাগেই আবরণ-রূপে আর একটী চতুষ্কোণ স্থান আছে। সেই চতুষ্কোণ আবরণ-ভূমি চারি-খণ্ডে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত। তাহার চারি অংশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিলাস, আদি-চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন। চারিদিকে তাঁহাদের চারিটী ধাম আছে। সেই ধাম-চতুষ্টয়ে চিন্ময়বিগ্রহে চারি পুরুষার্থ ও চারি বেদ কৃষ্ণসেবায় সার্থক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বামদিকে অশনি শূল এবং অষ্ট দিকে মহাপদ্ম—শঙ্খাদি অষ্ট রত্ন শোভা পাইতেছেন। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও অষ্ট দিকে বিরাজমান। তাঁহারাও তথায় চিন্ময়দেহে সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীগোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এই আবরণ-ভূমির দশদিকে দশ দিক্‌পালও আছেন। আর শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদ সকল এবং বিচিত্র রূপ-গুণযুক্তা শক্তি-সকলও সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া পরমানন্দ পুরী রক্ষা করিতেছেন। ইঁহারা ঐকান্তিক গুদ্ধ-প্রেমিক-ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই অত্যুত্তম আনন্দধামে প্রবেশ করিতে দেন না। গোলোকনাথ শ্রীগোবিন্দের অতীব প্রিয়জন ব্যতীত এবং কৃষ্ণ-নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাপাত্র ব্যতীত অন্য কাহারও এখানে প্রবেশাধিকার নাই।

এই গোলোক-বৈকুণ্ঠই জীবের নিত্য-বসতিস্থল—স্বদেশ এবং এইরূপে স্বদেশের প্রতিফলনই আমাদের বর্ত্তমান বাসস্থল জগৎ বা বিদেশ। সুতরাং এই বিদেশের উন্নতিকল্পে প্রয়াস না করিয়া স্বদেশাগত বৈকুণ্ঠধন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থ তদাদেশ-পালনে তৎপর হওয়া আবশ্যক। এই পরমানন্দময় ধাম শ্রীগোলোকে যাইবার একমাত্র উপায়—সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়। এতদ্ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই।

বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা

ভক্তধামে প্রবেশের একমাত্র উপায় সদ্গুরু-চরণাশ্রয়। সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের পর "শ্রীগুরুদেব—ভগবান্ এবং ভবপারের কর্ত্তা" এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত তাঁহার সেবা করিলেই জীব উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। 'বিশ্রম্ভ'শব্দে দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত ঐকান্তিকতা বুঝায়। শ্রীগুরুদেবকে মুখে অপ্রাকৃত বলিলে হয় না, হৃদয়ে সেই ধারণা থাকাই বিশ্রম্ভ শব্দবাচ্য। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটীর যুগপৎ আচরণেই গুরুসেবার সুষ্ঠুতা সাধিত হয়। এই তিনটীর একটী অভাব হইলে সেবার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

আমি নগণ্য, ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রিত, শ্রীগুরুদেবই এই মায়িক জগতে মায়াতীত বস্তু ও আমার একমাত্র আশ্রয় জানিয়া অধীনতা স্বীকারের নামই প্রণিপাত।

"আমি কে?" এই জ্ঞান-লাভের জন্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ শ্রীগুরুদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করাকে পরিপ্রশ্ন বুঝায়। প্রশ্নের সদুত্তর বা মীমাংসা-শ্রবণে উৎকর্ণ না হইয়া দুরভিসন্ধিমূলে যে প্রশ্নের ছলনা তাহা নাস্তিকতা মাত্র। সুতরাং উহা পরিত্যাজ্য। সেবা শব্দে শ্রীগুরু-চরণে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে তৎপরিচর্য্যাই লক্ষিতব্য।

আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেবকে আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীব মনে করি, কিন্তু শ্রীগুরুদেব সেরূপ বস্তু ন'ন। তিনি কৃপাসিন্ধু, তত্ত্বাতীত, সর্ব্বদেবময় এবং ভগবানের দ্বিতীয়-দেহ-স্বরূপ অবতার। আমাদের লৌকিক দৃষ্টি ও জ্ঞান সর্ব্বদাই ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে দুষ্ট বলিয়া গুরু-ভগবানে আমাদের প্রাকৃত-বুদ্ধি-আরোপের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুদেবের কৃপা না পাইলে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। অজ্ঞাবস্থায় দুর্ব্বলমনের চেষ্টার ন্যায় অনর্থযুক্তাবস্থায় গুরুর স্বরূপ কৃত্রিমভাবে উপলব্ধি করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়; তবে যাঁহারা গুরুকৃপা লাভ করিয়া তৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন—স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া সতত গুরুসেবায় নৈরন্তর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের আনুগত্যে গুরু-সেবার প্রয়াসই মঙ্গলজনক ও উন্নতি বিধায়ক। শ্রীগুরুদেব নিত্য ভগবৎ-পার্ষদরূপে নিত্য শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামবাসী—এইরূপ জ্ঞান করিয়া গুরুচরণ-সেবায় লোভবিশিষ্ট হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষ্ণসেবাই নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। মুক্তজীব নিত্যকাল স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভগবল্লোক শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করতঃ নিজ নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-সুখে রত থাকেন। যাঁহারা স্বীয় প্রভুর স্বতন্ত্রশক্তির অপব্যবহার করেন সেই অনাদি-বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবগণেরই সংসার-গতি হয়। বহির্ম্মুখতায় জীবের স্বস্বরূপের অপ্রাপ্তি, অসতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ নামক চতুর্ব্বিধ অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া মায়ার আবাহন করিল দেখিয়া বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ তাহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন বটে কিন্তু জীবের দুর্গতি দেখিয়া তাহাদের পুনরুদ্ধারের জন্য পরমদয়াল ভগবান্ জগতে গুরু ও শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

জীবের নিত্য প্রভুই শ্রীগুরুদেব-রূপে আসিয়া জীবকে কৃপা করেন—জীবগণকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য সদুপদেশ বা দীক্ষা প্রদান করেন। যাঁহারা এই গুরু-ভগবান্‌কে নিজ নিত্য প্রভু জানিয়া দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে তাঁহার আদেশ ও উপদেশ-পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাঁহাদেরই ভাগ্যে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। আর যাঁহারা ভবসমুদ্রের কর্ণধার গুরু-ভগবান্‌কে অবহেলা করেন অর্থাৎ ভগবান্‌কে মানুষবুদ্ধি করেন, জন্মজন্মান্তরে এজগতে বাসই তাহাদের ভাগ্যলিপি বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়—তাহাদের দুর্ব্বিষহ দুঃখপ্রবাহও।

গৌড়ীয়মঠ

বার্ষিক উৎসবের বিশেষ-পঞ্জী

মঙ্গলবার ৪ঠা ভাদ্র ২১শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা; একাদশীর উপবাস।

বুধবার ৫ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু এবং শ্রীমদ্ গৌরীদাস পণ্ডিতের অভিধান; শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব।

শুক্রবার ৭ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব ও শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব।

শনিবার ১৫ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস।

রবিবার ১৬ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীনন্দোৎসব।

মঙ্গলবার ১৮ই ভাদ্র ৪ঠা ,,
শ্রীঅন্নদা একাদশীর উপবাস।

শুক্রবার ২১শে ভাদ্র ১৪ই ,,
শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব।

শনিবার ২৯শে ভাদ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীললিতা সপ্তমী।

রবিবার ৩০শে ভাদ্র ১৬ই ,,
শ্রীরাধাষ্টমী।

বুধবার ২রা আশ্বিন ১৯শে ,,
শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস।

বৃহস্পতিবার ৩রা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীবামন-দ্বাদশী ব্রত।

শুক্রবার ৪ঠা আশ্বিন ২১শে ,,
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব (সাধারণ মহামহোৎসব)।

শনিবার ৫ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান।

রবিবার ৬ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। সারঙ্গ-মুরারি-গৃহ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁসখালী।
৯। বাসুদেব-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবেন্দ্রগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীবিশ্রদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্রাসাহি, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিররুতা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালীপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নন্দকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রভীর রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাথ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং ঠিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদ্যমূর্ত্তীর—বিদ্যোম ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা হিসাবে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং ভারতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, নামসূচী, স্থানসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

অনুভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	৷৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৵০
৭। শুকচরিত্র	৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷০
১২। মুক্তিবলিকা গুণমোহনকঃ সাহুবাদ (বাঁধা)	২৲
১৩। বেদান্তত্বসার সানুবাদ রামানুজীয়)	৷০
১৪। বৈষ্ণবী	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩। গীতমালা	৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷০
২৯। শরণাগতি	৴০
৩০। গীতাবলী	৴০
৩১। চিন্তে নবদ্বীপ	১৷০
৩২। সাধনকণা	৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬। মহাচাকরাজঃ	
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৵১০
৩৮। আন্নায়সূত্র	৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷০
৪৪। গোবিন্দভাষ্যঃ	৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	৪৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	৷০
৫০। শ্রীকৃষ্ণবেষক	৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৴০
৫২। সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিবিতম্	৷০
৫৪। সটীক-বিকাসসংগ্রহ	৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৬। সাত্বত-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পাঠসঃ	৴০
৫৮। সারাংশদর্শনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ	৷০
৬০। নামভজন	৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	৷৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্	৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫। দি ভাগবত	৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন	৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (তদুর ভাগ)	১৫৲

অসমীয়ায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৭০। সাধন পথ	৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু	৵১০
৭২। গীতাবলী	৴০
৭৩। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অনুভবময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় [illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি শতগুণ অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ। জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি		৮৲
কাটারিভোগ		৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০	৪৲
মোটা বাঁকতুলসী (সরেস)		৫।০
বালাম		৪।০
কলম		৩৸০
সিদ্ধচাল (সরু)		৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'দি'	৪।০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৵০—৪।৴০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৷৵০—৩৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৷৵
বস্তাল	৩০৷

লোহা ও হার্ডওয়্যার
কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

চাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড় (জোড় বা বীম	
মাকা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।০—৬৸০

রডের আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ ফিটে ১০	
২২ গেজ	১১।০
২৬ গেজ „ „	১২৲
২৪ গেজ „ „	১১।০
আর, পি, ডি,	১৩৷৵০
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪।। ইঞ্চি বাদ ৬—১০ ফুট লম্বা।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৸৵০—১৪৲	
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গাউজ	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাতি	৬৷৵০—৬৸৵০
„ বোল্টু (গোল)	৬৵০—৬৸৵০
„ মরাজে (চৌকা)	৭৵০—৭৸০
„গোল রড ৴০—৷৵০ সুতা ৫৵০—৫৸৵০	
„ চীনা রড-	
চৌকা ৴০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
„ বাণ্ডিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ স্ লি,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
নীমতলা ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে				পরবর্ত্তি-সময়ে
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন	‖০	৷৶০	৷৶
„	„ ইঞ্চি		১‖০	১‖০
	„ সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲
	„ অৰ্দ্ধকলম		৯৲	৯৲
	„ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ত চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪‖০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ।
দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৫১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৭, ৯-৪৬, ১৬-৫৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

“ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব”

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজ পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
এখানে ‘দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ’ শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক ‘শ্রীগৌড়ীয়’ মাসিক ‘দি হার্ম্মনিষ্ট’ ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্ত এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ছান্দোগ্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ৮ আনা
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড ; শ্রীমায়াপুর—৭ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪১, ২৪শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৫০শ সংখ্যা]

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

উকিলের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ

ঢাকা জজ কোর্টের উকীল বাবু হরিদাস চক্রবর্তীকে মূল্যবান্ দলিল চুরি ও তাহা জাল করিবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৪৬৭, ১১৫ এবং ৩৮০ ও ১১৪ ধারা অনুসারে দায়রায় সোপর্দ করা হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোনও দেওয়ানী মামলার বাদীপক্ষের কতকগুলি মূল্যবান দলিল আদালতে দাখিল করা হয়। হরিদাসবাবু ঐ মামলার বিবাদীপক্ষের উকীল। প্রকাশ, তিনি আদালতের পিয়নকে টাকার লোভ দেখাইয়া উহা চুরি করিয়া আনিতে বলে। পিয়ন উক্ত কার্য্য করিতে অস্বীকার করায় তিনি আদালতের একজন কেরাণীকে ঐ দলিল সরাইয়া দিবার জন্য বলে। ঐ কেরাণী তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ইহার কিছুদিন পর তৃতীয় মুন্সেফের সেরেস্তাদার আলমারীর তালা ভাঙ্গা দেখিতে পাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, উক্ত দলিলের কোনও কোনও অংশ জাল করা হইয়াছে এবং অনেক প্রয়োজনীয় অংশ নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। সেরেস্তাদার তৎক্ষণাৎ উহা তৃতীয় মুন্সেফের দৃষ্টিগোচর করেন এবং তৃতীয় মুন্সেফ ও জিলা জজ তদন্ত করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হরিদাস বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত করিয়া চার্জসিট দেন। হরিদাস বাবু ৩০০০৲ টাকা জামিনে মুক্ত আছেন।

একাকী ডাকাতদলের সহিত লড়াই

কাশ্মীর সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ই আগষ্ট রবিবার সোহালিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দত্তের বাটিতে ডাকাতি হয়। ঐ সময় সনৎ বাবু বাটিতে ছিলেন না। বাটিতে মাত্র তিন জন স্ত্রীলোক ছিলেন। ডাকাতেরা দুইটি দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকদের চীৎকার শুনিয়া গ্রামের চৌকীদার জোতিষ বাগদী ঐদিকে অগ্রসর হয়। সে একাকী ১০।১২ জন ডাকাতকে আক্রমণ করে এবং কয়েকজন ডাকাতকে প্রহার করে। অবশেষে ডাকাতেরা ধাক্কা দিয়া তাহাকে একটি গর্ত্তে ফেলিয়া পলাইয়া যায়। এই সময় ঐ গ্রামের মন্মথ বাগদীও ডাকাতদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। গ্রাম্য চৌকীদার এইরূপ সাহস প্রদর্শন করায় জেলার পুলিশ সাহেব সরকার হইতে তাহাকে দুই টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া গিয়াছেন। ডাকাতি সম্পর্কে সোহালিয়ার অনেক ব্রাহ্মণ ও পলিশা গ্রামের কয়েকজন মুসলমান ধৃত হইয়াছে।

ক্রোক করিতে গিয়া বিভ্রাট

কোলেনাটুলের অন্তর্ভাগে অবস্থিত কোষাবাড়ি গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পুলিশের সহিত দাঙ্গার ফলে চারিজন গ্রামবাসী গুলীতে নিহত হইয়াছে। কোনও দেওয়ানী মামলায় ডিক্রি প্রাপ্ত এক পক্ষকে সাহায্য করিবার জন্য একদল পুলিশ তথায় গিয়াছিল। ক্রোক করিবার সময় উত্তেজনা দেখা যায়। সমস্ত গ্রামের অধিবাসীরা আসিয়া পুলিশের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে। তাহারা পুলিশের উপর ইষ্টক নিক্ষেপ করে। ইহাতে ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করে। পুলিশ গুলী করিতে বাধ্য হয়। ফলে চারিজন নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ট্রেন ও লরীতে ভীষণ সংঘর্ষ

গত বৃহস্পতিবার প্রাতে ডিব্রুগড় সদিয়া লাইনে পাওয়াই ও মার্ঘেরিটা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী নর্থ ব্যাঙ্ক সাইডিং এ ট্রেন ও লরীতে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা হয়। ফলে ৩ জন কুলী ও লরী ড্রাইভারের মৃত্যু হয়। প্রকাশ, ঘটনার দিন বেলা ১০-৩০ মিনিটের সময় ১১নং আপ মালগাড়ী পাওয়াই ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে অগ্রসর হইলে একখানা লরীর সহিত উহার সংঘর্ষ হয়। লরীখানার মালিক আসাম 'নর্থ ব্যাঙ্ক টী এষ্টেট,'। চা বোঝাই করিয়া ঐ লরীখানা রেলের লাইন দিয়া যাইতেছিল এমন সময় ট্রেনের সহিত উহার সংঘর্ষ হয়। এঞ্জিনখানির এতদূর ক্ষতি হইয়াছে যে, ডিব্রুগড় হইতে আর একখানা এঞ্জিন আনিতে হইয়াছে।

রিভলভার ও কার্ত্তুজ আবিষ্কার

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার রাত্রিকালে মাণিকতলা ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে সন্দেহক্রমে বলরাম ওরফে বলভদ্র নামক একজন লোককে গ্রেপ্তার করে। তাহার নিকট নাকি একটি ছয়নলা রিভলভার ও ছয়টি তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় কালিঘাট ষ্ট্রীটে আর একটি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার নাম দিনেন বসু। প্রকাশ যে, তাহার নিকট নাকি ৩০টী কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

বিনা মেঘে বজ্রপাত

ডিব্রুগড়ে নামডাং চা-বাগানে গত ১৮ই আগষ্ট অকস্মাৎ বজ্রপাত হইয়াছিল। সেই সময় বৃষ্টি ছিল না। এই বজ্রপাতের ফলে তিনজন লোক এবং ১০টী গরু মারা গিয়াছে।

মধ্য-প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা

গত ২০শে আগষ্ট মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরের পর সভাপতি মহাশয় বলেন, গবর্ণমেণ্ট বিরোধী দলের নেতা মিঃ খেদকার এই মর্ম্মে এক প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন যে, সভাপতির প্রতি এই সভার আস্থা নাই, অতএব তাঁহাকে অপসারিত করা হউক।

সভাপতি মহাশয় আরও বলেন যে, প্রস্তাবটীর আলোচনা আগামী প্রশ্নোত্তরের পর হইবে।

বৃদ্ধ দোকানদার নিহত

ময়মন থানার অন্তর্গত মাণিকপুর গ্রামে মোবারক মণ্ডল নামক এক ৭৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের একটি দোকান আছে। রবিবার রাত্রিতে সে দোকান বন্ধ করিয়া নিদ্রা যায়। পরদিন সকালে তাহার পুত্র দোকানে যাইয়া দেখিতে পায় যে, বৃদ্ধ রক্তাক্ত কলেবরে মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, রাত্রিতে কে বা কাহারা জানালা ভাঙ্গিয়া দোকানে প্রবেশ করতঃ বৃদ্ধকে হত্যা করিয়াছে। টাকা পয়সা চুরি হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৭ই ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪১

গত ১৯শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে রামমোহন লাইব্রেরী হলে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আলোচনার পর সম্মেলনের সিদ্ধান্তক্রমে "কংগ্রেস জাতীয় দল" নামে একটী দল গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত কংগ্রেসকর্মী এই দলের উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া লইবেন, তাঁহারাই দলের সদস্য হইতে পারিবেন।

* * *

এই কংগ্রেস জাতীয় দলের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং হোয়াইট পেপারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংঘবদ্ধভাবে ভিতরে ও বাহিরে আন্দোলন করা।

* * *

সম্মেলনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পণ্ডিত মালব্যজীর নিকট প্রেরিত একটী তার ও একটি পত্র পঠিত হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইতে দূরে থাকিবার জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন। সম্মেলনে সর্বশুদ্ধ ৬টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

* * *

সম্মেলনের উপসংহারে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এক আবেগময়ী বক্তৃতায়, কি অবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহাকে গান্ধীজীর বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইয়াছে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনপ্রার্থী উপস্থিত করিতে হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। এই সময় হৃদয়ের আবেগে পণ্ডিতজীর কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসে। তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। মালব্যজী এই নবগঠিত "কংগ্রেস জাতীয় দলে"র সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। পণ্ডিতজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সার্বজনীন ভোট গ্রহণ শেষ হইয়াছে। ভোটের উপর শতকরা ৮৮'২ জন ভোটার ভোট দিয়াছে। তন্মধ্যে শত করা ৮৯'১ জন হার হিটলারকে ভোট দিয়াছে। তবে দেখা যে হার হিটলারকে ভোট দিবার জন্য নাৎসীরা জবরদস্তি করিয়াছে তাহা সত্য কি না, তাহা বিবেচ্য। যাহা হউক, যাহারা হিটলারকে ভোট দেয় নাই, তাহারা যদি এখন জার্ম্মাণীর শত্রু বলিয়া নাৎসীদল কর্তৃক লাঞ্ছিত না হয়, তবুও মন্দের ভাল।

বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কোথাও কোথাও কৃষকেরা দুরবস্থায় পতিত হইয়া চুরি ডাকাতি পর্য্যন্ত করিতেছে। একটী ঘটনায় প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জেলার সাউ-পাড়া গ্রামের ধনী জোতদার অমূল্য বাবুর বাড়ীতে নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের এক দল কৃষক সমবেত হইয়া ধান ধার চায়, অমূল্য বাবু দিতে অস্বীকৃত হইলে তাহারা তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া প্রায় তিনশত মণ ধান লুঠ করিয়া লইয়া যায়। উহা কৃষকদের জীবন দুর্দশারই পরিচয়। আমরা এদিকে গভর্ণমেণ্টের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গভর্ণমেণ্ট মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া যথোচিত প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। যাহারা ধান লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে,—পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, ফৌজদারী আদালতে তাহাদের শাস্তিও হয়ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যার সমাধান হইবে?

সেদিন সাহিত্যিক জলধর সেনের সম্বর্দ্ধনা-সভার সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় বাঙ্গলার সাহিত্যিকবৃন্দের দৃষ্টি যেদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, আশা করি সাহিত্যিকগণ সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বাহন হইতে চলিল, অতঃপর ক্রমে বি-এ, এম-এ প্রভৃতি উচ্চতর পরীক্ষাতেও বাঙ্গলাই শিক্ষার বাহন হইবার সম্ভাবনা কিন্তু আমরা কি তাহার জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়াছি? বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শাস্ত্রাদির পুস্তক কোথায়? অথচ বাঙ্গালা শিক্ষার বাহন হইলে এ সব বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইবে। বাঙ্গালার সুধী ও সাহিত্যিকবৃন্দ এই সব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করুন।"

ভুরুঙ্গামারী ডাকাতির মামলা

রংপুরের সরকারী দায়রা জজ ভুরুঙ্গামারী ডাকাতির মামলায় রায় দিয়াছেন। একজন আসামীকে দায়রা জজ মুক্তি দিয়াছেন। অপর ৫ জন আসামীকে ৩ বৎসর হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই, গত ১০ই জানুয়ারী রাত্রিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী থানার অন্তর্গত খোদিকুটী গ্রামের বাবু হর নারায়ণ সরকারের বাড়ীতে হানা দেয় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ইত্যাদি বহু জিনিষ লইয়া চম্পট দেয়।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রায় ২ দিন পর্য্যন্ত পুলিশ তাহাদের উপর কিরূপ অত্যাচার করে তৎসম্পর্কে আসামীগণ এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করে।

রিভলবার প্রাপ্তি

একটী বোঝাই রিভলবার ও ২৫টী কার্ত্তুজ প্রাপ্তির অভিযোগে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট হইতে আবদুল বারিক ও মহম্মদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত সোমবার শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ দত্তের এজলাসে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হয়। তাহাদিগকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। শুনানী মুলতুবী আছে।

বিনা লাইসেন্সে আফিং রাখা

বিনা লাইসেন্সে ২ সের আফিং রাখিবার অপরাধে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ দত্ত নূর মহম্মদকে ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অস্ত্র ও অলঙ্কার চুরি

গত শনিবার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে কে বিশ্বাস, ৫০০০৲ মূল্যের অলঙ্কার ও ঘড়ি এবং ৬ খানা রিভলভার ও বেলিবার পিস্তল চুরি করিবার অভিযোগে রামকিষণ ও মথুরা প্রসাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করেন।

চোরাই মাল রাখিবার অভিযোগে এই দুইজন আসামীর বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীলোক সহ অপর ৯ জনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ গঠন করা হয়।

প্রকাশ, গত ২৫শে জুন রাত্রিতে ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের অলঙ্কার বিক্রেতা মেসার্স আর্লিংটন এণ্ড কোংর দোকান হইতে ৫০০০৲ মূল্যের ঘড়ি ও অলঙ্কার এবং বন্দুক প্রস্তুতকারক মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোংর দোকান হইতে ৬ খানা রিভলভার এবং ৪টী বেলিবার পিস্তল চুরি যায়। প্রায় ৩০০০৲ মূল্যের চোরাই মাল আসামীদের নিকট পাওয়ায়। ২৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হইবার পর চার্জ্জ গঠন করা হয়।

অস্ত্র আইনে ১০ বৎসর

আলীপুরের স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল অস্ত্র আইন অনুসারে অবনাক্ষ সিংহকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ কষ্টেলো, মিঃ জেক্সন ও মিঃ আর সি মিত্র আপীল ডিসমিস করেন ও দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

অভিযোগের বিবরণ এই—আসামীর বাড়ী চট্টগ্রাম। ভবানীপুরের এক বাসায় সে বাস করিত। পুলিশ তাহার বাসা খানাতল্লাসী করিয়া তাহার নিকট একটী ৬ নম্বরা রিভলভার ও কয়েকটী কার্ত্তুজ পায়। আসামী দোষ স্বীকার করে।

হাইকোর্টে আপীলকালে আসামী তাহার বক্তব্যে বলে যে, তাহার বয়স কম। শিশুকাল হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন। এই অবস্থায় সকলেরই তাহার বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা। সে তাহার কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত। সুতরাং তাহার দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া দেওয়া হউক। কেহ আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন নাই।

বাসচালকের ১৮ মাস কারাদণ্ড

গত ১৮ই মার্চ [illegible] রোডে অসতর্কভাবে দ্রুত বাস চালাইয়া লালমোহন চ্যাটার্জ্জি নামক একজন ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে আলীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেন যোগেন্দ্র সিং নামক একজন বাসচালককে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশ যে, ঘটনার অল্পক্ষণের মধ্যে লালমোহন চ্যাটার্জ্জীর মৃত্যু হয়।

শেঠ যমুনালাল বাজাজ

অস্ত্র চিকিৎসার পর শেঠ যমুনালাল বাজাজ ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। অস্ত্র তাহার যে গভীর ক্ষত হইয়াছে, তা সারিতে কমপক্ষে চারি সপ্তাহ সময় লাগিবে। এই সময়ে তিনি বেলি ক্লিনিক্যাল নার্সিং হোমে অবস্থান করিবেন। অতঃপর কোনও শৈল নিবাসে যাইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইবে—ডাক্তার তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন।

গৌহাটীর ফুটবল খেলা

গত ২১শে আগষ্ট অপরাহ্নে কটন কলেজ টীম ও গৌহাটী কলেজিয়েট স্কুল টীমের মধ্যে বড়দলৈ শারোদীয় ফুটবল শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা হয়। কলেজ টীম ৩-০ গোলে জয়লাভ করিয়াছে। কটন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ডি, ই, রবার্টস্ বিজয়ী দলকে শীল্ডটী দিয়াছেন।

গৌহাটীতে খেলার মাঠে প্রবেশ করিবার জন্য অর্থ লওয়া হইয়াছে। এক খেলায় প্রায় ৭০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই টাকা বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৭ম বর্ষ ২৯ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৫০শ সংখ্যা

বুক প্রসঙ্গ :

[illegible] ২১শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমা হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের [illegible]িক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। [illegible]চার্য্যত্রিক প্রভুর আশ্রয়ভিক্ষো শ্রীশ্রীল [illegible] কৃপায় গত বুধবার কতিপয় অনুকম্পিত [illegible]সহ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় রওনা হইয়া আসাম মেলে কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। আসাম মেল ১-১৫ মিনিটের সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছে। সেই সময় কলিকাতার ভক্তবৃন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শুক-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম অভিনন্দিত করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া চতুর্গুণ উৎসাহের সহিত উৎসবের সেবাকার্য্য করিতেছেন।

[illegible]উৎসবে, একদিকে [illegible] স্থানীয় সজ্জনগণ সার্বদিক উর্জ্জিত শুদ্ধভক্তি-নিকেতন শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিরন্তর শ্রীভগবানের হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথামৃত-শ্রবণের সৌভাগ্য পান, অপর দিকে সেই প্রকার বিভিন্ন প্রদেশের ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া একযোগে গুরু-গৌরাঙ্গসেবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ সুধীগণ এই শুভ-সম্মেলনে যোগদান করুন, ইহাই প্রার্থনা। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পাটনা গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক-মহামহোৎসব সমাপনান্তে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার প্রাঞ্জল-ব্যাখ্যার বিষয় অবগত হইয়া শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রোতার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নিজস্ব-সংবাদ দাতার পত্রে প্রকাশ, শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের পাটনায় অবস্থান-কালে সহর নবদ্বীপের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাগবত-পাঠক মহাশয় তথায় যথেষ্ট পরিমাণ শ্রোতা না পাইয়া শ্রোতা-সংগ্রহের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস সজ্জনগণ একবার শুদ্ধভক্তির বাণী শ্রবণ করিলে ভাগবত-ব্যবসায়ীর মনোযোগান কথায় আর কর্ণপাত করিবেন না। কারণ, 'মনের মত' কথা মনোধর্ম্মীর আদরের বিষয় হইলেও আত্ম-ধর্ম্মের বাণীতে যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, মনোধর্ম্মের কপটতা আর তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষে শত সহস্র যাত্রী শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিতেছেন। শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলের নিমিত্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নাম, ধাম ও কাম-সেবাদ্বারাই যে জগজ্জীবের আত্মমঙ্গল হইতে পারে তাহা শাস্ত্রযুক্তি-মূলে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাতে ও সন্ধ্যার পরে মহাপ্রভুর লীলা পাঠ করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপ-শিক্ষা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বর্ত্তমানে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের সেবা-চেষ্টায় মাদ্রাজ প্রদেশে মহাপ্রভুর উপদেশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত। এক সময় মহাপ্রভুর পদ-স্পর্শে এবং তাঁহার ও তদীয় অনুকম্পিত জনগণের কীর্ত্তনে মদ্রদেশ প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল; কিন্তু কালের প্রভাবে তাহা দিন দিন অধিককাল শুদ্ধভক্তির আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় তথায় পুনরায় শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া মদ্রদেশীয় সজ্জনমাত্রেই আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-পুষ্পাঞ্জলিতে আচার্য্যচরণ পূজা করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সদলবলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে, মহাপ্রভুর—

"কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন"

—বাণীর অনুসরণ করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আরও অনেক প্রচারক শীঘ্রই কলিকাতা পৌঁছিতেছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পতিতপাবন বিদ্যার্ণব বি-এ, মহোদয় বর্ত্তমানে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের মঠরক্ষকরূপে পুরীতে অবস্থান করিয়া সমাগত যাত্রিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার মিষ্ট-ব্যবহারে যাত্রি-মাত্রেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'ন। ঝুলন-যাত্রা-উপলক্ষে বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যে-প্রকার সহস্র সহস্র যাত্রী গমন করিয়া থাকেন, সেই প্রকার পুরীতেও বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে।

তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য—সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণ। সেই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ-মানসে ঝুলন দর্শনের যাত্রীর পরমার্থ লাভের কোন সুবিধা হয় না। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণের ফলে নিবৃত্তানর্থ হইলে অপ্রাকৃত-ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয়, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-দর্শনের চিন্ময় লাভ করা যায়। তৎপূর্ব্বে অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত অধোক্ষজ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বিলাস-দর্শনের স্পৃহা প্রশংসনীয়া ও মঙ্গলপ্রদা নহে। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের যাত্রিগণ সকলেই শুদ্ধভক্তের নিকট চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী পরমার্থবাণী শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করুন, ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুবৃহৎ মন্দিরটীর কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। মন্দিরটীর উচ্চতা একশত ফুটেরও অনেক বেশী হইবে। চারিদিকে চারিটী বড় (খিলান) হইতেছে। উহাদের প্রত্যেকটীর ব্যাস ১৬ ফুট, সুতরাং কিঞ্চিদধিক ২৫ ফুট; ১০ জন মিস্ত্রী সহযোগিগণসহ এক একটী খিলানে একসঙ্গে কার্য্য করিতেছে।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ শ্রীধর বিধি গর্ভোদশায়ী ৪৩৮

সম্বল

জগদ্বাসী প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সম্বল লইয়া সুখে বা দুঃখে, শান্তিতে বা অশান্তিতে কোনও প্রকারে দিন কাটাইতেছে। ইতঃপূর্বে আমারও যে কিছু সম্বল ছিল-না তাহা নহে। আমার ধন, জন, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি জাগতিক সম্বল যাহা কিছু ছিল, তাহা লইয়াই এই জীবন অতিবাহিত করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ সব সম্বলের সুহৃদ, সুহৃদ্‌, আপ্তজনবর্গ আমাকে গৌড়ীয়মঠে যেদিন দুকাইয়া দিলেন সেইদিন হইতেই আমি হতজ্ঞ ও দিশেহারা হইয়া কি যেন একটা সর্বহারা অবস্থায় পতিত হইয়াছি। তাই আজ নিত্যসম্বল ও অনিত্য সম্বল, সাধু সম্বল ও অসাধু সম্বল কি এবং কোন্‌টাই বা আমাদের স্পৃহনীয় হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণই অমর বা অক্ষয় বস্তু, এতদ্ব্যতীত আর সবই মর বা ক্ষয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। প্রকৃতি-জাত বস্তুমাত্রেই অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই অনিত্য বলিয়া অসার এবং তাহাই বর্তমানে জীবমাত্রেরই সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্বল দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য। মায়িক বৈভব ধনজন-পাণ্ডিত্যাদি অনিত্য সম্বল এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবই নিত্যসম্বল বলিয়া পরিগণিত। বদ্ধজীব আমরা—অসাধু আমরা জাগতিক বস্তুগতে অহঙ্কারী বা অভ-প্রতিষ্ঠাকামী বলিয়া আত্ম-বঞ্চিত। আর সাধুগণ এই সব অনিত্য বিষয়ের প্রয়াসী নন, শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। যাঁহারা গুরুপাদপদ্মকে ধনী, তাঁহারা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের যে কোনও অভাব নাই একথা বুঝিতে না পারিয়া কৈবল্য-বিহারী সাধুগণকে দরিদ্র, মূর্খ প্রভৃতি বলিয়া অনাদর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়; উহা অপরাধ-বাচক এবং মনোভাবিকর।

জগতে দুই শ্রেণীর লোক পরিদৃষ্ট হয়। একশ্রেণীর লোক বৈষ্ণব—ভগবানের সেবায়-রত আর অপর শ্রেণীর লোকগণ—অবৈষ্ণব অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া নিজসুখভোগে রত। সাধারণ ও অসাধারণিক, নিত্য ও অভ, জড় ও চিৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অসারগ্রাহী ও সারগ্রাহী, বদ্ধ ও মুক্ত, বদ্ধ ও মুক্ত, কপট ও অকপট, অসৎ ও সৎ, অধীর ও ধীর প্রভৃতি পর্য্যায়শব্দে তাঁহারা উদ্দিষ্ট। উভয়ের প্রমাণ, দর্শন, প্রাপ্যবস্তু ধারণা, বস্তুপ্রাপ্তির উপায়, ব্যবহার ও আত্মধারণা পরস্পর বিভিন্ন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মায়াকবলিত বদ্ধজীব এবং আর একজন ভগবদাশ্রিত মুক্তজীব।

অক্ষেন্দ্রিয়ই অবৈষ্ণবের একমাত্র সম্বল। সেই ইন্দ্রিয়দ্বারাই তাহারা জাগতিক অভিজ্ঞান লাভ করে এবং ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান বা কল্পনাই তাহাদের প্রমাণ। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা প্রতিক্ষণে নূতন নূতন কল্পিত উপায়ে বস্তুর নিকট পৌঁছিতে যত্নবান্। অবৈষ্ণবের প্রাপ্যবস্তু বা সম্বল অনিত্য বা অচিৎ। কিন্তু বৈষ্ণবের প্রার্থিত বস্তু চিৎ ও নিত্য, অবিনশ্বর। অবৈষ্ণব আরোহপন্থাবলম্বী—প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দাস আর বৈষ্ণবগণ শ্রৌতপন্থাবলম্বী—শাস্ত্র-প্রমাণই তাঁহাদের প্রাণ। অবৈষ্ণবের সাধ্য ও সাধনে ভেদ বর্তমান কিন্তু বৈষ্ণবের উপায় ও উপেয়—সাধ্য ও সাধন একই জাতীয়। কৃষ্ণই তাঁহাদের সাধন, কৃষ্ণই তাঁহাদের সাধ্য। বৈষ্ণবগণ আত্মধর্মী আর অবৈষ্ণবগণ মনোধর্মী। অবৈষ্ণব নিজেকে দ্রষ্টা এবং প্রাপ্যবস্তুকে দৃশ্য বলিয়া মনে করে আর বৈষ্ণব প্রাপ্যবস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিমান করেন। অবৈষ্ণব অসত্য ও অনিত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করে আর বৈষ্ণবগণ সত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন ও পৌঁছেন।

আমরা বদ্ধজীব, তাই আমরা সকলেই অবৈষ্ণব এবং আমাদের সম্বল—অক্ষেন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞান। যাঁহারা ভগবানের সেবক বা বৈষ্ণব, তাঁহাদের সম্বল—শ্রদ্ধা বা আনুগত্য এবং শরণাগতি-বিশিষ্ট মন, চিত্ত ও আত্মা। বৈষ্ণবগণ গুরুপারম্পর্য্য-স্বীকারে শ্রৌতপন্থায় ভগবানের কৃপা বা অবতারতত্ত্ব এবং সাক্ষাৎকার অনুভব করেন, কিন্তু আমরা দুর্নিবৃত্ত মনকে বিশ্বাস করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে অবহেলা করি বলিয়া অনুভব ত' দূরের কথা, বিশ্বাসের অভাবে আমরা সর্বদাই সন্দেহ-ভাবে পতিত হইয়া পথহারা হই।

অবৈষ্ণব আমরা নিজের উপাস্যকে অনিত্য ও অসম্পূর্ণ-জ্ঞান করায় আমাদের বিবাদ ও সন্দেহের অবসান হয়, কিন্তু বৈষ্ণবগণ উপাস্যকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করায় উপায় ও উপেয়ের মধ্যে তাঁহাদের ভেদ-জ্ঞান নাই, সুতরাং তাঁহাদের বিবাদ ও সন্দেহের অবকাশাভাব। প্রত্যক্ষ ও অনুমান আমাদের সম্বল বলিয়া আমরা প্রত্যক্ষ ও অনুমানাতীত অধোক্ষজ ভগবানের সন্ধান না পাইয়া তদ্বিপরীত মায়াকে আমাদের নিত্যসম্বল মনে করিয়া ভ্রান্ত হই এবং দুঃখদৈন্যে ভোগই আমাদের প্রাপ্য বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, সেবা-সুযোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। বৈষ্ণবগণ অবতারবাদী— ভগবদনুগত্য-স্বীকারকারী এবং ভগবদ্বস্তুর অবতার কথাতেই দৃঢ় আস্থাবান্‌, আর আমরা আরোহপন্থায় অবতারবাদের পরিপন্থী বলিয়া আমরা অসহায়।

জাগতিক ধনাদি যখন অনিত্য ও বন্ধনের কারণ তখন সেই অসম্বলকে ধন বা সম্বল করিয়া কুকুরের লাঙ্গুল অবলম্বনে সাগর পার হওয়ার ন্যায় সংসার পার হওয়ার যে চেষ্টা তাহা বৃথা। সুতরাং অনিত্য সম্বলের প্রতি যে আসক্তি তাহা পরিত্যাগপূর্বক নিত্যবস্তু শ্রীগুরুদেব ও কৃষ্ণকে একমাত্র সম্বল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য নতুবা পরিণাম ভীষণ অমঙ্গল। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

স্ত্রীদর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও ভয়াবহ

সংসার-কারাকর্ত্রী মহামায়া যে মোহিনী মূর্ত্তিতে জীবগণকে আকৃষ্ট করিয়া ভবকূপে নিক্ষিপ্ত করে, যাঁহার কটাক্ষে শিবব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও চিত্তচাঞ্চল্যের উদয় হয়, একমাত্র কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত যাঁহার কবল হইতে উদ্ধারলাভের ক্ষমতা আর কাহারও নাই, রূপ-রস শব্দাদি এই পঞ্চগুণ যেখানে মূর্তিমান, যাহা ভক্তিলতিকার মূলোৎপাটনকারিণী এবং ভোগের মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপিণী সেই সাক্ষাৎ মায়াই স্ত্রী বা যোষা। মায়া কবলিত জীব-সমাজে এই রমণীরূপিণী মায়ার দাসত্ব করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত।

কৃষ্ণই সকলের একমাত্র পতি—পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি যোষা বা ভোগ্যা। তিনি শক্তিমান্‌ বা ভোক্তা আর আমরা সকলেই তাঁহার শক্তি বা সেবক-সম্প্রদায়। সেবক-সূত্রে সেব্যের সেবাই আমাদের নিত্য কৃত্য। কৃষ্ণ ও মায়া, সেবা ও ভোগ, স্বেন্দ্রিয়তর্পণ ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ এসকল পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ-ধর্মযুক্ত; একটী আলো অপরটী অন্ধকার, একটী প্রেম অপরটী কাম, একটী মরণ অপরটী অমরণ, একটী আনন্দ অপরটী নিরানন্দ।

কৃষ্ণ-সেবকাভিমানে জীবের স্বরূপাসক্তি, সেবায় অবস্থিতি বা স্ব-স্বরূপের পুনঃপ্রাপ্তি আর ভোক্তাভিমানে জীবের মায়াভোক্তাভিমান বা স্বরূপের বিকৃতাবস্থা—সংসার-ভোগের প্রয়াস বা রমণী-সঙ্গ-লিপ্সা এই ভোগই সেবার বিরুদ্ধ সুতরাং ভোগরূপিণী রমণীই জীবের সেবাবৃত্তিনাশিনী। এই রমণীর ন্যায় ভক্তিলতাবিনাশক আর অপর জগতে নাই। কিন্তু আমরা রমণী-মায়ার স্বরূপ জানি না বলিয়াই এই ভুজঙ্গিনীকে গলার হার করিয়া রাখি এবং আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে তাহারই একচ্ছত্রাধিপত্য বা আসন গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে রচনা করি।

বালকগণ যেরূপ অজ্ঞতাবশতঃ মৃত্যুস্বরূপ সর্পের ক্রূরতার বিষয় না জানিয়া তাহাকে খেলার সামগ্রী-জ্ঞানে আনন্দের সহিত ধরিতে যায়, পরমার্থ-জগতে অজ্ঞ শিশু আমরাও সেইরূপ রমণীরূপ কালভুজঙ্গিনীকে চিনিতে না পারিয়া তাহাকে আমাদের কৌতুকের সামগ্রী স্থির করতঃ সানন্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই। বালকের সর্প-ধারণের কুচেষ্টা দেখিয়া তাহার অভিভাবক বা তাহার মাতাপিতা বা বন্ধুবান্ধবগণ যেমন তাহার সেই আপাতরুচিকর এবং পরিণামে মৃত্যুর প্রয়াসে বাধা প্রদান করিয়া সেই বালকের অসন্তোষ-ভাজন হইয়াও তাহাকে রক্ষা করে সেইরূপ আমাদের নিত্য মঙ্গলকামী সাধুগণ এই স্ত্রীরূপিণী মায়ার আত্ম-বিধ্বংসিনী ও হরিভক্তি-নাশিনী শক্তির বিষয় অবগত হইয়া স্ত্রীদর্শনে-পারঙ্গত ও স্ত্রীর ক্রীতদাস অজ্ঞ আমাদিগকে ঐ কাল-সর্পিণীর সঙ্গ করিতে বা তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে নিষেধ করেন ও তাহাতে প্রাণপণে বাধা দেন, কিন্তু বালকের ন্যায় চঞ্চলচিত্তবিশিষ্ট আমরা সেই সাধুগণের কথায় কর্ণপাত করি না বলিয়া—আমরা এই কালসর্পের সঙ্গলাভার্থ সতত লালায়িত হই বলিয়া সেই মায়ার কুপট স্ত্রীভাবকর্ষণ-

রূপ সম্পদে, সমস্ত বিষয়-বিষে জর্জরিত হইয়া ক্লেশ পাই, আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা ভৌমিকাকাঙ্ক্ষা-রাক্ষসীর কবলে কবলিত হই।

যাঁহারা হরিভজন করেন বা গুরুসেবা করেন তাঁহারা সেবাবিরোধী স্ত্রী-সঙ্গে সতত উদাসীন।০ সেবালোকে অন্ধকারের অভাব স্বাভাবিক তাই তাঁহাদের এতাদৃশী অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সাধক—প্রাকৃতসঙ্গে প্রয়োজনে যাঁহারা সংকীর্ত্তনাদি পূর্ব্বক গুরুসেবা-সাক্ষাদ্ ভজনানন্দের অবস্থান পূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণব-সেবা করিতেছেন অথচ অনর্থনিবৃত্তি হয় নাই—কোটিচন্দ্র-সুশীতল গুরুপাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন নাই, গুরু-গৌরাঙ্গই আমার হৃদয়ধন ও জীবন-দেবতা এবং একমাত্র সেবা এই কথায় উপলব্ধি না-তাহাতে নিষ্ঠা যাহাদের নাই সেই সাধক-জীবগণের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অনিষ্টকর ইহা আপনি আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীমন্মহাপ্রভু খেদের সহিত বলিয়াছেন,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

———

হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ীদর্শন স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু। স্ত্রী-সম্ভাষণ বা এমন কি স্ত্রী-দর্শন বা সম্ভাষণেচ্ছা হৃদয়ে স্থান পাইলে গৌরসুন্দর বা শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ করা যায় না। মায়া কুণ্ড হইতে বহুদূরে প্রিয়ভূমি যাঁহাদের। শ্রীনদীয় বন ভজনেচ্ছা বা গৌরসেবায় ঠাঁই নাই দেখাইলেও তাহাদের সেই সেবাভিনয় জলে না নামিয়া কূলে সাঁতার শিক্ষার ন্যায় মূর্খতা বা বৃথা প্রয়াস। ছোট হরিদাসের জীবনীতে আমরা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেইজন্যই কৃষ্ণার্থে গৃহত্যাগী সাধকগণ স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করেন না।

———

বৈষ্ণব হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রী-পরিবারের সহিত থাকিবেন নতুবা স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন—এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই গৃহব্রত-ব্যসনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সাপ নাচাইবার শক্তি থাকিলে কিছু অবধি খেলনার করা যায় বটে, কিন্তু অবিদ্বান্ হইয়া সাপ নাচাইতে গেলে যেমন মৃত্যুই হয় সেইরূপ সাধক জীব বৈষ্ণব না হইয়া অর্থাৎ সেবা-বৈচিত্র্য লাভ না করিয়া, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া যদি ঐ অহিরূপিণী স্ত্রীকে অনর্থের সেবায় নিযুক্ত করিবার ছলনায় অর্থ সাধিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ভোগরূপ কালের কবলেই কবলিত হন।০ সুতরাং যাঁহারা মঙ্গলকামনা করেন অথচ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ ভজনের এই তীব্র কণ্টক-তোমর-পরিত্যাগে অসমর্থ হ'ন তুমি বলিয়া সংসারে বাস করিতেছেন, আনুকূল্যে সংসারে থাকিয়াই আমরা এইরূপ ভোগই করিব কোনকালেই ভোগ ত্যাগ করিব না, গৃহে থাকিয়াই আমাদের বেশ ভজন হইতেছে এইরূপ দুর্বুদ্ধিরূপা মায়ার কবল বা গোলাম হওয়া তাঁহাদের উচিত নয়। এইরূপ ছলনাকে হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলময় মঠ-গৃহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাস করিয়া সতত গুরু-সেবায় আর্ত্তি হৃদয়ে পোষণ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এসব কথায় কর্ণপাত না করিলে যে আমাদের হরিভজন হইতেই পারে না এবং ইহা যে ভীষণ বিপজ্জনক তৎপ্রদর্শনার্থ আমাদের পূর্ব্বগুরু গৌরজন শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে কাত্যায়ন-সংহিতা-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥"

———

যাঁহারা ভজনের বা হরিভক্তির কথা একদিনও শুদ্ধভক্ত নিষ্কপটে শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা "স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর" এই অসজ্জনগণের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করেন। তাঁহারাই এই শ্লোকের উপলব্ধি করিয়া বরং প্রদীপ্ত-অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করা অপেক্ষা অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করা অপেক্ষাও কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ স্ত্রীপুত্রাদি ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত সহবাসরূপ ভীষণ অমঙ্গলপ্রদ বিপদকে বরণ করিতে চাহেন না।

———

বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। আমরা গুরুসেবার ছলনায় অনেক সময় স্ত্রীদর্শন বা সম্ভাষণাদির প্রশ্রয় দিয়া থাকি বটে কিন্তু উহা পাপ-বাসনায় না হইলেও অথবা কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিয়াও সেরূপ কার্য্য করা বৈরাগীর কর্ত্তব্য নয়। ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রীদর্শন বা সম্ভাষণাদির নামই স্ত্রীদর্শন, এরূপ কথা সাধক জীবের পক্ষে চলে না। সেবা প্রভাবে অনর্থনিবৃত্তি হওয়ায় ভোগবুদ্ধি যাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে সেই বৈষ্ণবগণের পক্ষেই এসব কথা প্রযোজ্য।

সাত্ত্বিক্য না জানিয়া সাঁতরাইবা নদীপার হইবার বা মন্ত্র না জানিয়া ভূত ছাড়াইতে যাওয়ার চেষ্টার পরিণামটা আমরা চিন্তা কার না বলিয়াই আমাদের এরূপ বলের আত্মকর্ষণিক প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের এই অসুবিধা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন—

প্রভু কহে "বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ। আমি তাহার বদন॥"
যেহেতু
"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

———

কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীমূর্ত্তিও যখন সাধারণ লোকের ত মন হরণ করেই এমন কি, মুনিরও চিত্ত হরণ করিয়া থাকে তখন প্রাণযুক্ত স্ত্রীদেহ যে কোনপ্রকারে সাধককে আকর্ষণ করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে তাহাকে মহাপ্রভু সেবক বলিয়া স্বীকার তো দূরের কথা, সে জোচ্চক বলিয়া তাহার মুখ দর্শন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

———

ইন্দ্রিয়ের স্বভাব বিষয়গ্রহণ। কেহ ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ বোধ করিলেও বহির্মুখতাক্রমে তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয় দুর্দ্দমনীয়। বিষয় উপস্থিত হইলে প্রাকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন মানব মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দারুময়ী নারী-দর্শনেই লুব্ধ হন। এই হেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

অতএব স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ ত' দূরের কথা, মাতা, ভগ্নী এবং দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে বসিলে চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভজনের প্রধান অন্তরায় এই স্ত্রীদর্শনাদিরূপ সঙ্কট হইতে রক্ষা পাওয়া যে কত কঠিন তাহা এই পথের পথিকগণই অর্থাৎ গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া আসিয়া বা সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়া সাধুসঙ্গে যাঁহারা হরিভজনের যত্ন করিতেছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

যাঁহারা বিলাসিতারূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের বশবর্ত্তী হইয়া চশমা ব্যবহার করেন তাঁহারা যেমন এই চশমা ব্যবহারের অপকারিতা বুঝিতে পারেন না সেইরূপ যাঁহারা স্ত্রীসঙ্গী বা গৃহব্রত—স্ত্রী সেবী—তাঁহারা এই অভক্তি-জননী মায়া-রমণী-সঙ্গের উপদ্রব অনুভব করিতে অসমর্থ। সুতরাং ভোগত্যাগে অসমর্থ আমাদের কর্ত্তব্য—যাঁহারা সৌভাগ্য বশতঃ দীনতাদির দেহে গুরুকৃপায় উপলব্ধি করিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিতেছেন, সেই স্ত্রীসঙ্গমুক্ত সাধুগণের সঙ্গ করা—তাঁহাদিগকে অনুসরণ করা—তাঁহাদের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহা পালন করা। এই সাধুগণের সঙ্গ ব্যতীত অসাধু স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গত্যাগ করিবার ক্ষমতা কোন মনুষ্য ত' দূরের কথা, দেবতাগণেরও নাই। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"যাহারে করিয়া ভয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥"
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

———

কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপ

বিশুদ্ধচেতন্য কৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি স্বরূপতঃ চিদ্দেহ-বিশিষ্ট। জড়জগতের রমণীয় বস্তু সকল দেখিয়া যে কৃষ্ণরূপ কল্পিত হয় তাহা কৃষ্ণরূপ নয়। ভক্তিরূপ চিৎ-সমাধিতে ব্রহ্মা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই কৃষ্ণের ভুবনমোহন চিন্ময়-স্বরূপ। কৃষ্ণ- বেণুগানে রত, সেই বেণু—রমণীয় স্বরযোগে সমস্ত চেতন-পদার্থের চিত্ত-হরণশীল। কমলদল যেরূপ স্নিগ্ধতা বহন করে, চিন্মূর্ত্তি-প্রকাশরূপ কৃষ্ণচন্দ্রও সেইরূপ তাঁহার মুখচন্দ্রের অসীম শোভা বিস্তার করে। ময়ূরপুচ্ছবৎ শিরোভূষণ-শোভা অপ্রাকৃত চিচ্ছোভা বিধান করে। নীল মেঘ যেরূপ স্নিগ্ধ-দর্শন, কৃষ্ণের বর্ণও তদ্রূপ চিন্ময় শ্যামল। জড়জগতে যে কন্দর্পরূপ, তাহার কোটি-কোটিরূপ একত্র দেখিলে বা কল্পনা করিলেও কৃষ্ণরূপ অলৌকিক মোহনস্বরূপ।

যে কৃষ্ণের গলদেশে দোলায়িত চম্পক-শোভিতা বনমালা, করদ্বয়ে বংশী ও মধ্যমণি সতত বিরাজিত, সেই প্রণয়-কেলিবিলাসযুক্ত কৃষ্ণ নন্দনন্দন-ব্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্যামসুন্দররূপেই নিত্য লীলাপর। এই কৃষ্ণবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ-ময়। আর মায়িক সমস্ত প্রতীত জড় প্রত্যয়ী, তাঁহার চিন্ময় ধাম, চিন্ময়রূপ, চিন্ময়নাম, চিন্ময়গুণ ও চিন্ময়-লীলা সমস্ত তাঁহা হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণ অংশী হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ। সমস্ত চিদ্বৃত্তি তাঁহার সমস্ত অঙ্গেই আছে। তাঁহার এই চিন্ময়রূপাদি স্ব-প্রকাশ এবং তর্কচিদ্বৃত্তি বিশিষ্ট ও মায়াসম্বন্ধ-রহিত জনের পক্ষেই আস্বাদনীয়।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, তমলুক।
৯। ব্রহ্মগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকাদহ, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীমাধবানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কালিকাপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, গ্রাণ্ট রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লাস্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। [illegible] গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিষ্ণুকুটীর—বিবনোর হাট, দি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

সভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ প্রত্যেক ।৵০
২। সভাষ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৩। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৪। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৫। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৬। [illegible] ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
১২। [illegible] (মাথা) ৪৲
১৩। [illegible] ।০
১৪। বৈষ্ণব[illegible] ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। [illegible] ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৭
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। [illegible] ৴১০
৩৯। [illegible] (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। [illegible] ।০
৪৪। [illegible] ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। [illegible] ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও [illegible]-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। [illegible] ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ।০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। [illegible]-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ [illegible] ।০
৬৪। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আনালয়েড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্‌, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুভবসম্পাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রামাণ্যগ্রন্থের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিদুশায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বিশদরূপে সংক্ষিপ্ত বর্ণানুক্রম সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ সুপ্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণপ্রায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ ৪৲
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷০
বালাম	৪।০
কলম	৩৸০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৴০
ক্রপাবকাটন	৪৸০—৪৸৴০
৪নং ময়দা	৪৴০—৪।০
আটা 'বি'	৪।০—৪৸৴০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৸৴০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৴০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৫৫।০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৩৸৴
বন্ধক	৩৩৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জোষ্ট বা বীম)	
বাঁকা	৬৲—৬৸০
ঐ বে-বাঁকা চাদরা ওজন	৫৶০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৸০—৬৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৴০—৬৸০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১।০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১।০
আর, সি, টি,	১০৸৴০
এসবেসটস সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৪১ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
৪ গেজ সাঃ প্লেন সীট—	১১৷৴০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৴০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৴০—১৪
বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০	
গজের	৮৸০
গ্যাঃ তারের জাল ১২ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ও ফুট চওড়া	৭৫০
৪ ফুট চওড়া	৮৸০
টিন পাটি	৬৸৴০—৬৸৴০
,, বোল্টু (গোল)	৬৶০—৬৸৴০
,, সাজে (চৌকা)	৬৶০—৬৸০
,,গোল বড় ৶০—৸৴০ সরু ৫৶০- ৫৷৴০	
,, টানা বড়-	
চৌকা ৶০—।৴০ ঐ	৫৸৴০—৭৲
,, বাকিস তার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ স্কি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীসতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দ্বিতীয়		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
"	" ইঞ্চি	২৲	১।০	১৷০	
"	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৫৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ,

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সাধারণ মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবশ্য এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে, প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুসারে শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১এ, ১।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও [illegible] ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব [illegible] গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবা আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকাল প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, [illegible] রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৭—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৫৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২৮;	১৪—০	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৩-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৩-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৩	* ২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৭, ৯-৪৬, ১৩-৫৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৬-৪৮, ৯-২৯, ১২-১৪, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।